শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবরেণ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

স্বদ্বিরচিতদিগ্‌দর্শিনীটীকা-সমলঙ্কৃতশ্চ

তদনুজ্ঞয়া শ্রীল-গোপালভট্টগোস্বামিপাদেন-সমাহৃতপ্রমাণাবলী-সম্বলিতঃ

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ
পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-পঞ্চতীর্থকৃত-মূলানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৩-শ্রীগৌরাব্দ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রী[illegible]-মহারাজেন মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ-শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ-শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবরেণ
শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-
স্তদ্বিরচিতদিগ্‌দর্শিনীটীকা-সমলঙ্কৃতশ্চ

তদনুজ্ঞয়া শ্রীল-গোপালভট্টগোস্বামিপাদেন-সমাহৃতপ্রমাণাবলী-সম্বলিতঃ

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ
পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-পঞ্চতীর্থকৃত-মূলানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৩-শ্রীগৌরাব্দ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রী[illegible]-মহারাজেন মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি

২৭ মাধব,	৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৪ ফাল্গুন,	১৪০৬ বঙ্গাব্দ
১৭ ফেব্রুয়ারী,	২০০০ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া
পিন্-৭৪১৩১৩

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা
(উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১
(ত্রিপুরা)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮
(আসাম)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১
(আসাম)

নিবেদন

প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

"স্মার্ত্ত-পরমার্থভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হন না। নিজ নিজ রুচিঅনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত-ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচিসম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার বলে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম-পূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্তশাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকার নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমন কি সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।"

—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

—শ্রীভাঃ ১১।২০।৭।৮

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—'যাঁহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর যাহাদের কর্ম্মভোগ-বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের অধিকারী।

পূর্ব্ব-সুকৃতিফলে আমার কথায় যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ সংসারে অত্যধিক বিরক্তি বা অত্যাসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক।'

ভক্ত ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না। 'মালিক'—এই মিথ্যা অভিমানে ভোগ ও ত্যাগের বিচার আসে। ভক্ত সেবা করেন। হরিসম্বন্ধি বস্তুকে প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া ত্যাগ—ফল্গুবৈরাগ্য। যুক্তবৈরাগ্য—আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।' —শ্রীভাঃ ১১।৩।৪৪

'বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অশান্ত, বাল-স্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধানের ফলে প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান।'

যাঁহারা পঞ্চমপুরুষার্থ 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, তাঁহাদের ভক্ত্যনুকূল ব্রতাদি পালনের জন্য পরম করুণাময় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি নিজপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে বৈষ্ণব-

স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট বিষয়সমূহের প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পিত হয়। এই জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তি বিলাসে প্রত্যেক অধ্যায়ে গোপালভট্ট গোস্বামীর নাম সংযোজিত করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শাস্ত্রের সুমীমাংসার জন্য দিগ্দর্শনী-টীকা লিখিয়াছেন।

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী, পঞ্চতীর্থ-কৃত মূল শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ এবং শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এই গ্রন্থ মুদ্রণে আনুকূল্য করিয়া অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন ও বৈষ্ণবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু ভক্তগণের গ্রন্থটীর অত্যাবশ্যকতা হওয়ায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস হইতে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রণ এবং প্রুফ সংশোধনের যত্ন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভক্তিবল্লভ তীর্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

"যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব প্রাবিশৎ-কার্য্যান্মুনিরত্নং সনাতনঃ॥"

—গৌরগণোদ্দেশ ১৮১ শ্লোক

কৃষ্ণলীলায় যিনি রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী অথবা লবঙ্গমঞ্জরী, তিনিই গৌরলীলায় গৌরাভিন্নতনু শ্রীসনাতন গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চতুঃসনের অন্তর্গত 'সনাতন' যাহাতে প্রবিষ্ট আছেন।

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' এইরূপ লিখিত আছে যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আনুমানিক ১৪১০ শকাব্দে (১৫৪৪ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ঊর্দ্ধতন সাতপুরুষের কথা জানা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"ভরদ্বাজগোত্রীয় জগদ্গুরু 'সর্ব্বজ্ঞ' নামক এক মহাতপা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচারী কুমারদেব—সনাতন, রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে রামকেলি গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই মল্লিক উপাধি লাভ

করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-কালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী বিষয়কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণোদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে বল্লভ তাঁহার সঙ্গী হন।" —চৈঃ চঃ আ ১০।৮৪ অনুভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তদতিরিক্ত নির্ভরযোগ্য কোনও বর্ণন পাওয়া যায় না। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষকগণ এতদ্বিষয়ে সম্পাত করিতে পারেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী অল্পবয়সে অধ্যাপক শিরোমণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হইলেও ম্লেচ্ছের চাকুরী করিয়া ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে সর্ব্বদা দীন হীন জ্ঞান করিতেন।

"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।৫৯৮-৫৯৯

"যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥
করি' মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান। এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান ॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়। ইথে অতি দীন হীন আপনা মানয় ॥
যবে মগ্ন হ'ন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥
নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁ'র ॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদ-যুক্তান্তরে। আপনাকে বিপ্র-জ্ঞান কভু নাহি করে ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।৬০৯-৬১৪

"রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে। দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥
হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩০-৬৩১

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পিতামহ কিভাবে মুসলমান বাদশাহের রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তনক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আসিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—সুলতান বার্‌বকশাহের সময়ে (১৪৬০-১৪৭০ খৃঃ) শ্রীল সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। বার্‌বকশাহ রাজ্য ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবিসিনীয়া হইতে বহু ক্রীতদাস ও খোজাকে আনিয়া চাকুরী দিয়াছিলেন—ইহাদিগকে 'হাব্‌সি' বলে। বার্‌বকশাহের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ইউসুফ, ইউসুফের মৃত্যুর পর ফতেশাহ রাজা হইলেন। ফতেশাহের সময়ে হাব্‌সিরা চক্রান্ত করিয়া ফতেশাহকে হত্যা করিয়া পাঁচ-ছয় বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। শেষ হাব্‌সিরাজার উজীর বা মন্ত্রী ছিলেন হুসেনশাহ। তিনিই পরে গৌড়ের বাদশাহ হইলেন। ফতেশাহের সময়ে মুকুন্দ স্বধাম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থলে সনাতন নিযুক্ত হইলেন। হাব্‌সীদের অত্যাচার সনাতন সহ্য করিয়া পরে হুসেনশাহের সময়ে নিজ যোগ্যতাবলে উচ্চ রাজপদবী লাভ করিলেন এবং ক্রমশঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। শ্রীরূপগোস্বামী উপমন্ত্রী, (বা অর্থমন্ত্রী) হইলেন।' শ্রীসনাতনের মুসলমান রাজপ্রদত্ত নাম ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং শ্রীরূপের নাম 'দবরীখাস'।

"রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইঁহা নাহিক সংশয় ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ-অভ্যন্তরে। তবে দবিরখাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা। প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা।
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে। প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥
তাঁরা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে। রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮০-১৮৪

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদগণই শ্রীগৌরলীলাপুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদগণের দ্বারা জগদ্বাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

"হরিদাসদ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ। সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস ॥
শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা। কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮৬-৮৭

"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৫।২০৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতা।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অনুকম্পিত শিষ্যগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া "বৈষ্ণব কে ?" স্বরচিত গীতিতে যে উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'সনাতনশিক্ষাপ্রসঙ্গ' মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেইসব ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বা সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা পরম যত্নের সহিত চিন্তা করিতে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইয়া পুরীতে এবং তথা হইতে দক্ষিণ ভারতে গিয়া-ছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতে পুরীতে ফিরিয়া গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনযাত্রাকালে যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই সময় কুলিয়া হইতে যাত্রাকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষকোটি লোক ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু মালদহে রামকেলি গ্রামে পৌঁছিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-সনাতনের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অসংখ্য হিন্দু দেখিয়া যবনরাজা বাদশাহ প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন। বাদশাহ যাহাতে মহাপ্রভুর সহিত শত্রুতা না করে, ক্ষত্রিয় কেশব বাদশাহকে সেইভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীরূপগোস্বামীও (দবীরখাসও) মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করতঃ বাদশাহের সৌভাগ্যের কথা বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। ক্ষত্রিয় কেশব গোপনে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া মহাপ্রভুকে শীঘ্র অন্যত্র চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরূপ সনাতন যুক্তি করিয়া উভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যোক্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন—

"জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ। অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা। কুবিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৯৬-১৯৯

"আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে। তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥"
—ঐ ২০৪-২০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনিয়া কৃপার্দ্র চিত্ত হইয়া বলিলেন—"তোমরা আমার পুরাতন দাস, আজি হইতে তোমাদের নাম 'রূপ', 'সনাতন'। গৌড়ে—রামকেলিগ্রামে আমি আসিয়াছি তোমাদের সহিত মিলিবার জন্য। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদের ২০৮ পয়ারের স্বকৃত অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"শ্রীমহাপ্রভু প্রসাদদানে দবির-খাসের নাম 'রূপ' এবং সাকর-মল্লিকের নাম 'সনাতন' রাখিয়াছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধিকারে, নামকরণ—একটী সংস্কার। যাহারা নামপ্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই; জড়প্রতিষ্ঠায় তাহারা মত্ত থাকে। 'শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ পুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।' প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণুদাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্ত্তমানকালে তাহারা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'-শব্দবাচ্য নহে। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরুপ্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জানিয়া প্রাগ্‌বর্ণোচিত নামাদিসংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।"

রামকেলিতে মহাপ্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দপ্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি ভক্তগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপসনাতনের উপর আশীর্ব্বাদ করাইলেন। বিদায়কালে সুবিচক্ষণ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর পাদপদ্মে এই বলিয়া নিবেদন করিলেন—

"ইহা হৈতে চল, প্রভু, ইহা নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবনজাতি, না করিহ প্রতীতি। তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।২২২-২২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া সনাতনের পরামর্শের কথা চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন না যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে শান্তিপুর হইয়া পুরী যাত্রা করিলেন।

"গণসহ সনাতন-রূপে কৃপা করি। রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি।"

—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩৫

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগৌরলীলার পুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হইয়া সাধক-লীলাভিনয়কালে রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরে তীব্র বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা প্রকট করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম শীঘ্র লাভের আশায় তাঁহারা কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন।

শ্রীরূপগোস্বামী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সনাতন গোস্বামীর জন্য গৌড়দেশে মুদিখানায় দশ হাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন লইয়া বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে গেলেন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণকে অর্থ বণ্টন করিয়া দিলেন এবং এক চৌথি বিভিন্ন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির কাছে স্থাপ্য রাখিলেন। তৎপরে, মহাপ্রভু বনপথে কবে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন—তাহা জানিবার জন্য রূপগোস্বামী দুই ব্যক্তিকে পুরুষোত্তমধামে প্রেরণ করিলেন।

বাদশাহ হুসেনশাহ সনাতন গোস্বামীকে ছোট ভাইরূপে দেখিতেন এবং খুবই প্রীতি করিতেন। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করিলেন, রাজার প্রীতি—বিষয়ী ব্যক্তির প্রীতি বন্ধনের কারণ। কোনও প্রকারে রাজা ক্রুদ্ধ হইলে বিষয়ের বন্ধন হইতে রেহাই পাওয়া যায়। বিষয়ী ব্যক্তির ক্রোধ ও অনাদর হইতে হিত সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী অস্বাস্থ্যের ছলে রাজকার্য্য না করিয়া নিজগৃহে পণ্ডিতগণকে লইয়া ভাগবতচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করায় বাদশাহ চিন্তিত হইলেন। সনাতনের অসুস্থতা সংবাদ পাইয়া তিনি বৈদ্য পাঠাইলেন। বৈদ্য দেখিয়া আসিয়া বাদশাহকে সনাতন সুস্থ এবং তাঁহার পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত আলোচনার কথা জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে বাদশাহ নিজেই সনাতনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রীতিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সনাতন রাজকার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং ওড়িষ্যার বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাদশাহ চিন্তিত হইয়া সনাতনকে কারারুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর ছোট ভাই অনুপম মল্লিককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যে কোনও প্রকারে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিবার জন্য সঙ্কেতে 'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারণ' লিখিয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট পত্র পাঠাইলেন।

পত্রের সঙ্কেত বুঝিয়া সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হইলেন। সুবুদ্ধিমান সনাতন কি করিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইবেন চিন্তা করিয়া কারারক্ষককে—যাহাকে তিনিই পূর্ব্বে উক্ত চাকুরীতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—প্রথমে অনেক প্রশংসামুখে 'একজন মুক্ত করিলে ঈশ্বর তাহাকে উদ্ধার করেন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত করিলেও যবনকারারক্ষকের মন দ্রবীভূত হইল না। তখন তিনি প্রত্যুপকার প্রার্থনা করিলেন অর্থাৎ তিনি তাহাকে চাকুরী দিয়াছিলেন সেই উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার চাহিলেন। তৎসত্ত্বেও কারারক্ষক উক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হইলে সনাতন গোস্বামী তাহাকে তদ্বিনিময়ে পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রলোভন দেখাইলেন। মুদ্রার কথা শুনিয়া যবন কারারক্ষকের কঠোর মনোভাব শিথিল হইল, কিন্তু মুক্তি দিলে বাদশাহের দ্বারা দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিল। সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন—'বাদশাহ যুদ্ধে গিয়াছেন—যদি ফিরিয়া আসেন বলিতে হইবে সনাতন বাহ্য-কৃত্যে গিয়াছিল, গঙ্গা দেখিয়া ঝাঁপ দিল কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাইলাম না। তিনি আরও বলিলেন তিনি এখানে থাকিবেন না, দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইবেন, সুতরাং তাহার চিন্তা নাই। এইভাবে বহু প্রকার স্তোকবাক্যে ও মিষ্টবাক্যে বুঝাইলেও যবনমন প্রসন্ন না হইলে সনাতন গোস্বামী মুদিখানায় রক্ষিত অর্থ হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া যবন কারারক্ষকের সম্মুখে রাশি করিলেন। মুদ্রা দেখিয়া যবনের লোভ হইল, বেড়ী কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গা পার করাইয়া দিল।

যখন আত্মার অহৈতুকী ভক্তি প্রকটিত হয়—যখন যথার্থতঃ ভগবানের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা আসে, তখন জগতের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিচার বিসর্জ্জিত হয়। অহৈতুকী ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী রিক্তহস্তে জেল হইতে মুক্ত হইয়া রাজপথ পরিত্যাগ করতঃ গ্রাম্য পথ দিয়া দুর্ব্বারগতিতে চলিতে চলিতে পাতড়া পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত পার হওয়ার রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া সনাতন গোস্বামী একজন ভূম্যধিকারীর (দস্যু-দলপতির) সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সনাতন গোস্বামীর পুরাতন ভৃত্য ঈশান সঙ্গে ছিলেন। ভূম্যধিকারী হাতগণিতার মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছিল ঈশানের নিকট আটটী মোহর আছে, এজন্য সনাতনকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। সুবুদ্ধিমান্ রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তা করিলেন, অপরিচিত ব্যক্তির এত আদর যত্নের কারণ কি, সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার নিকট কিছু আছে কি না। ঈশান একটী মোহর গোপন করতঃ সাতটী মোহরের কথা বলিলেন। সনাতন গোস্বামী 'সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কালযম ?' এই বাক্যের দ্বারা ঈশানকে মৃদু ভর্ৎসনা করতঃ তাহার নিকট হইতে সাতটী মোহর লইয়া ভূম্যধিকারীকে দিলেন এবং পর্ব্বত পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ভূম্যধিকারী তখন ঈশানের নিকট আটটী মোহর থাকার কথা এবং রাত্রিতেই তাহাদিগকে হত্যা করার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া প্রসন্ন চিত্তে মোহর ফেরৎ দিতে চাহিলেও সনাতন গোস্বামী তাহা গ্রহণ করিলেন না। কারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বদা জানেন—'অব্যবস্থিত-চিত্তস্য প্রসাদপি ভয়ঙ্করঃ'; 'ধূর্ত্তস্য বচনে কাস্থা, কচিৎ সত্যং কৃচিৎ মৃষা, কৃচিৎ রৌদ্রং, কৃচিৎ বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য ঘনো যথা।' ধূর্ত্তের বচনের কোনও স্থিরতা নাই।

পর্ব্বত পার হওয়ার পর সনাতন গোস্বামী ঈশানকে অবশিষ্ট মোহর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। 'মোহর' রক্ষা করিবে এইরূপ জড়নির্ভরশীলতা থাকিলে তাহার সংসার ত্যাগের অধিকার হয় না। অনধিকারী ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিলে ত্যক্তাশ্রম দূষিত হয়। সনাতন গোস্বামী তাঁহার ভৃত্য ঈশানের মাধ্যমে এই শিক্ষা দিলেন। ঈশানকে বিদায় দিয়া চলিতে চলিতে পাটনার অপর পারে

হাজিপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে বিশ্রামের জন্য কএকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেও মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যাকুল সনাতন গোস্বামী অপেক্ষা করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন শ্রীকান্ত একটী মূল্যবান্ ভোটকম্বল দিলেন। সনাতন গোস্বামী বারাণসী পৌঁছিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া পরমানন্দিত হইলেন। প্রথমে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্বারে বসিয়া থাকিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আসিতে বলিলে সনাতন গোস্বামী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব্ব মিলনে উভয়ের অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু সনাতনকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া অত্যন্ত স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

(প্রভু কহে)—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে। ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল—এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৫৬, ৬০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে পবিত্র হইবেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিবেন, এইজন্য সনাতন গোস্বামীকে স্পর্শ করিতেছেন; এইকথা বলিয়াই পুনঃ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন—শুন সনাতন, 'কৃষ্ণ কৃপার সমুদ্র, পতিতপাবন, তোমাকে মহারৌরবরূপ নরক হইতে উদ্ধার করিলেন।' অর্থাৎ এখানে সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ শুদ্ধভক্ত—ইহা জানাইয়া পুনঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিতেছেন —জগতে প্রতিপত্তি—বিষয়-বৈভবলাভ সৌভাগ্যের কথা নহে, উহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়। স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সাংসারিক বৈভব-লাভ নরক-প্রাপক। মায়ামোহিত বদ্ধজীব ন্যায়-অন্যায় উপায়ে অর্থ ও জাগতিক প্রতিপত্তি-লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে। কদাচিৎ এইরূপ আদর্শ গৃহস্থভক্ত পাওয়া যায়, যিনি কৃষ্ণকেই একমাত্র ভোক্তা জানিয়া তাঁহার সেবাতেই সম্পূর্ণ বিষয় নিয়োজিত করেন, বিষয়কে ভোগ্যরূপে দর্শন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে সনাতন গোস্বামী শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং শ্রীতপন মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন। তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণে সনাতন গোস্বামীও তাঁহার গৃহে মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। বহুদিন কারাগারে থাকায় সনাতন গোস্বামীর কেশ-শ্মশ্রু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ভদ্র হইয়া আসিতে বলিলেন। বৈষ্ণবগণের পক্ষে দাড়ি-মোচ রাখা বিধি নহে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি পালনের জন্য নখরোম রক্ষা করিলেও অন্য সময়ে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ভদ্রভাবে থাকা বৈষ্ণবসদাচার। তবে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রতি পূর্ণিমায় ক্ষৌর বিহিত। প্রতিদিন ক্ষৌর-কর্ম্মদ্বারা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

সনাতন ক্ষৌরকার্য্যের পর গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে শ্রীচন্দ্রশেখর নূতন বস্ত্র দিতে চাহিলেন, সনাতন উহা গ্রহণ করিলেন না। পরে তপন মিশ্র নূতন বস্ত্র লইয়া আসিলে সনাতন উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পরিধেয় পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইলেন। যিনি হাজার হাজার লোককে বস্ত্র দিতে পারেন, আজ তিনি নূতন বস্ত্র লইতে সংকোচ বোধ করিতেছেন। ভগবদ্ভজনের জন্য যখন নিষ্কপট আর্ত্তি জাগে, তখন ভাল পোষাক, ভাল আহারের প্রতি রুচি থাকে না। বৈষ্ণবপ্রদত্ত দ্রব্য বা বৈষ্ণবগণের ব্যবহৃত বস্ত্র প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে বিষয়ের বিষদোষ থাকে না। সনাতন গোস্বামীর প্রতিটি আচরণের মধ্যে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের অপূর্ব্ব শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু খুবই প্রসন্ন হই-

লেন। 'মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্ ॥' জাগতিক ভোগ-বিলাসে প্রমত্ততা ও প্রতিযোগিতা আসিলে পারমার্থিক জীবনের পতন ঘটে।

একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, সনাতন গোস্বামী যতদিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—'তিনি একস্থানে প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।' শুদ্ধ হরিভজনকারী ব্যক্তির দেহারাম-স্পৃহাও থাকে না।

সনাতন গোস্বামীর পুরাতন বস্ত্রের বহির্ব্বাস ও উত্তরীয়ের সহিত মূল্যবান্ ভোটকম্বলের প্রতি মহাপ্রভু বার বার দৃষ্টি দিতে থাকিলে সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন মহাপ্রভুর উহাতে সুখ হইতেছে না। সনাতন গোস্বামী গঙ্গাতটে যাইয়া একজন গৌড়ীয়বাবাজীকে ঐ ভোটকম্বলটি দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথা পরিধান করিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

"প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ। রোগ-খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯০-৯২

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সর্ব্বোত্তম আচার্য্যের লীলা করিতেছেন। তিনি যেমন স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণও তদ্রূপ।

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।২০-২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করেন।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

—গীতা ৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা হইল। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ববিষয়ে পরিপ্রশ্ন বা নিষ্কপট জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক—এইরূপ মনে করিয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য যে প্রশ্ন, তাহাকে তর্কপন্থা বলে, তাহাতে বস্তু লাভ হয় না। প্রপত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছা হইতে যে প্রশ্ন, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

—গীতা ৪।৩৪

যখন মানুষের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সংসার হইতে মুক্তিলাভের দিন আসে, তখন গুরুপাদপদ্মে কি প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী অজ্ঞ সাধকাভিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন—

"নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম। কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
'কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'। ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥
'সাধ্য'-'সাধনতত্ত্ব' পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯৯-১০৩

সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্ন 'আমি কে' ? সর্ব্বাগ্রে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইবে। স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হইলে, প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইবে ; প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইলে, সমস্ত পরিশ্রম, সাধন-প্রচেষ্টা বৃথা হইবে। স্বরূপ-নির্ণয়ের উপর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেহকেই ব্যক্তি মনে করিলে নিজের দেহের প্রয়োজন এবং দেহসম্বন্ধযুক্ত অপর দেহের প্রয়োজনেতেই স্বার্থবুদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধীয় করণীয় কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে এবং তাহার অনুকূল বিচারেতে নীতি-দুর্নীতি বা ধর্ম্ম নির্ণীত হইবে। সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করিলে তাহার সমৃদ্ধিতেই স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণকে তদ্বিষয়ে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়ের অতিরিক্ত আত্মাকেই ব্যক্তি বলিয়া জানেন, তাঁহাদের আত্মার সমৃদ্ধিতে বা আত্মার প্রয়োজন প্রাপ্তিতে স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণের আত্মার সমৃদ্ধিতে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। পারমার্থিক সুবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যতদিন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থায় থাকেন, ততদিন তিনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের স্বার্থের অনুকূলে উক্ত দেহদ্বয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপ্রতিকূলে নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় জীবের স্বরূপনির্ণয়ে—জীবকে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তাঁহার ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়াছেন। তিনি সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে বা সম্বন্ধ-অভি-ধেয়-প্রয়োজন নির্দ্ধারণে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 'কৃষ্ণ'ই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ'—প্রাপ্যসম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম ভক্তি, 'প্রেম' প্রয়োজন। পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫

উপরি উক্ত বিষয়টী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি পরিচ্ছেদে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর চরিত্রলিখন বিস্তার আশঙ্কায় উহার বিচার-বিশ্লেষণ এখানে সংক্ষিপ্ত করা হইল। মূল কথা এই—ঈশ্বর-জীব সম্বন্ধে ভেদপর শ্রুতি ও অভেদপর শ্রুতি আছে। আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে শাস্ত্রের সবটাই—শাস্ত্রের ভেদপর ও অভেদপর প্রমাণসমূহ মানা সুসমীচীন এবং তাহাদের মধ্যে কি সামঞ্জস্য, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবটার সামঞ্জস্য প্রদর্শনার্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—যাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে চারিটী বিশেষ সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন—(১) শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র প্রচার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব আচার, বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন।

"তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার। মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৭-৯৮

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন এবং বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য চারিটী গ্রন্থরত্ন রচনা করেন—(১) হরিভক্তিবিলাস টীকা—'দিগ্‌দর্শিনী', (২) দশম স্কন্ধের টিপ্পনী বা বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত, (৪) বৃহদ্ ভাগবতামৃত (টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়)।

লেন। 'মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্ ॥' জাগতিক ভোগ-বিলাসে প্রমত্ততা ও প্রতিযোগিতা আসিলে পারমার্থিক জীবনের পতন ঘটে।

একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, সনাতন গোস্বামী যতদিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—'তিনি একস্থানে প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।' শুদ্ধ হরিভজনকারী ব্যক্তির দেহারাম-স্পৃহাও থাকে না।

সনাতন গোস্বামীর পুরাতন বস্ত্রের বহির্বাস ও উত্তরীয়ের সহিত মূল্যবান্ ভোটকম্বলের প্রতি মহাপ্রভু বার বার দৃষ্টি দিতে থাকিলে সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন মহাপ্রভুর উহাতে সুখ হইতেছে না। সনাতন গোস্বামী গঙ্গাতটে যাইয়া একজন গৌড়ীয়বাবাজীকে ঐ ভোটকম্বলটি দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথা পরিধান করিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

"প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ। রোগ-খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯০-৯২

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সর্ব্বোত্তম আচার্য্যের লীলা করিতেছেন। তিনি যেমন স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণও তদ্রূপ।

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।২০-২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করেন।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

—গীতা ৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা হইল। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ববিষয়ে পরিপ্রশ্ন বা নিষ্কপট জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক—এইরূপ মনে করিয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য যে প্রশ্ন, তাহাকে তর্কপন্থা বলে, তাহাতে বস্তু লাভ হয় না। প্রপত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছা হইতে যে প্রশ্ন, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

—গীতা ৪।৩৪

যখন মানুষের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সংসার হইতে মুক্তিলাভের দিন আসে, তখন গুরুপাদপদ্মে কি প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী অজ্ঞ সাধকাভিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন—

"নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম। কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
'কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'। ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥
'সাধ্য'-'সাধনতত্ত্ব' পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯৯-১০৩

সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্ন 'আমি কে'? সর্ব্বাগ্রে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইবে। স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হইলে, প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইবে; প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইলে, সমস্ত পরিশ্রম, সাধন-প্রচেষ্টা বৃথা হইবে। স্বরূপ-নির্ণয়ের উপর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেহকেই ব্যক্তি মনে করিলে নিজের দেহের প্রয়োজন এবং দেহসম্বন্ধযুক্ত অপর দেহের প্রয়োজনেতেই স্বার্থবুদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধীয় করণীয় কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে এবং তাহার অনুকূল বিচারেতে নীতি-দুর্নীতি বা ধর্ম্ম নির্ণীত হইবে। সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করিলে তাহার সমৃদ্ধিতেই স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণকে তদ্বিষয়ে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়ের অতিরিক্ত আত্মাকেই ব্যক্তি বলিয়া জানেন, তাঁহাদের আত্মার সমৃদ্ধিতে বা আত্মার প্রয়োজন প্রাপ্তিতে স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণের আত্মার সমৃদ্ধিতে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। পারমার্থিক সুবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যতদিন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থায় থাকেন, ততদিন তিনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের স্বার্থের অনুকূলে উক্ত দেহদ্বয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তৎপ্রতিকূলে নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় জীবের স্বরূপনির্ণয়ে—জীবকে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তাঁহার ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়াছেন। তিনি সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে বা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন নির্দ্ধারণে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 'কৃষ্ণ'ই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ'—প্রাপ্যসম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম ভক্তি, 'প্রেম' প্রয়োজন। পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫

উপরি উক্ত বিষয়টী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি পরিচ্ছেদে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর চরিত্রলিখন বিস্তার আশঙ্কায় উহার বিচার-বিশ্লেষণ এখানে সংক্ষিপ্ত করা হইল। মূল কথা এই—ঈশ্বর-জীব সম্বন্ধে ভেদপর শ্রুতি ও অভেদপর শ্রুতি আছে। আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে শাস্ত্রের সবটাই—শাস্ত্রের ভেদপর ও অভেদপর প্রমাণসমূহ মানা সুসমীচীন এবং তাহাদের মধ্যে কি সামঞ্জস্য, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবটার সামঞ্জস্য প্রদর্শনার্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—যাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে চারিটী বিশেষ সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন—(১) শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র প্রচার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব আচার, বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন।

"তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার। মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৭-৯৮

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন এবং বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য চারিটী গ্রন্থরত্ন রচনা করেন—(১) হরিভক্তিবিলাস টীকা—'দিগ্‌দর্শিনী', (২) দশম স্কন্ধের টিপ্পনী বা বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত, (৪) বৃহদ্ ভাগবতামৃত (টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়)।

তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহসেবা প্রকাশিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবস্মৃতি—বৈষ্ণবের লৌকিক আচারবিষয়ক ব্যবহারশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ রচনাসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সূত্র করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দিগ্দর্শন করাইয়া দিয়াছিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

—ভাঃ ১।৭।১০

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ভাগবতের এই শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সনাতন গোস্বামী প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহার ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দাদি কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব করিয়া সনাতন গোস্বামীকে উত্তমরূপে সংস্কার করতঃ বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন, নিজে নির্জ্জন বনপথে পুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজপথ দিয়া মথুরায় পৌঁছিলে সুবুদ্ধি রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর উপদেশে হরিনামসংকীর্ত্তনরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বহু কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিতেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীসুবুদ্ধি রায় ও সনোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিলেন—শ্রীরূপ গোস্বামী ও অনুপম দ্বাদশবন পরিক্রমান্তে গঙ্গাতীরপথে বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিক্রমাকালে আরিট্ গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবিষ্কার পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনে হরিদেব দর্শনের পর ইচ্ছা হইল গোবর্দ্ধনধারী গোপালদেব দর্শন করিবেন। গোপাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া দর্শন করিবেন না, কিন্তু কিভাবে তিনি গোপাল দর্শন করিবেন চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে গোপাল ম্লেচ্ছভয় উঠাইয়া গাঁঠোলী গ্রামে আসিলে মহাপ্রভু গোপালের দর্শন লাভ করিলেন। মাঝে মাঝে শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে এইভাবে গাঁঠোলি গ্রামে আসিবার লীলা করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীরও সেইভাবে গাঁঠোলীতে গোপাল দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করতঃ বাংলাদেশে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত একত্রে নীলাচলে যাইতে না পারিয়া কিছুদিন বাদে নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে রূপ গোস্বামী জানাইলেন তিনি প্রয়াগ হইতে গঙ্গাপথে আসায় সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারীখণ্ডপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। পথে জলের দোষে তাঁহার শরীরে কণ্ডুরসা হইল। তিনি দৈন্য ও নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পথে চিন্তা করিলেন—তিনি নীচজাতি, তাঁহার শরীর ঘৃণ্য, জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার, জগন্নাথ দর্শনের এবং মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের নিকট থাকায় তাঁহারও দর্শন-সৌভাগ্য হইবে না, জগন্নাথের সেবকগণের সহিত স্পর্শ হইলেও অপরাধ হইবে, সুতরাং রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তাঁহার শরীর ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ—এইরূপ বিচার করিলেন। পুরীতে পৌঁছিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিতে আসিলে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে সনাতন গোস্বামী নিজেকে অপবিত্রজ্ঞানে দূরে সরিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

করিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে পাঁচড়া ঘা-এর রস লাগিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সনাতন গোস্বামীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে রূপ গোস্বামী ও অনুপমের সংবাদ জানাইয়া অনুপমের ইষ্টনিষ্ঠা ও রঘুনাথধাম প্রাপ্তির কথা জানাইলেন। একদিন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর হৃদ্‌গত ভাব বুঝিয়া অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করতঃ বলিতে লাগিলেন—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে। কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৫৫-৫৬

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিলেন দেহত্যাগরূপ তমোধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, আবার তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। সর্ব্বশেষে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার কত প্রিয়, তাহা জানাইবার জন্য বলিলেন—

(প্রভু কহে)—"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন। তুমি মোরে কৈরাছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে? ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর—মোর প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭৬-৭৮

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়দেশের ও ওড়িষ্যার ভক্তগণ পুরুষোত্তমে আসিলে সনাতন গোস্বামীর সহিত সকলের মিলন হইল। রথযাত্রায় রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া সনাতন গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সনাতন গোস্বামী পুরীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠমাসে কিছুদিন যমেশ্বর টোটায় অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে তথায় মধ্যাহ্নে আসিবার জন্য আহ্বান করিলে সনাতন গোস্বামী হৃষ্টমনে জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া দ্বিপ্রহরে সমুদ্রের তপ্ত-বালুকারাশির উপর দিয়া চলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলেন। দেহস্মৃতি না থাকায় পায়ে ফোস্কা পড়িল, তাহাও অনুভব করিলেন না। সিংহদ্বারের পথে না আসার কারণ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক-প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর। তাঁর স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৬-১২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যোক্তিপূর্ণ এবং মর্য্যাদাপ্রদানরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন। তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ। মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস। ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন। তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৯-১৩২

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বার বার আলিঙ্গন করিলে সনাতনের শরীরের কণ্ডুরসা পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগায় একদিন সনাতন জগদানন্দ পণ্ডিতকে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া উক্ত অসুবিধার কথা নিবেদন করিলেন এবং উক্ত অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় হরিদাস ঠাকুরের স্থানে আসিয়া সনাতনকে জোর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলে সনাতন অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ এই বলিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন যে—তাঁহার পুরীতে আসা গুরুতর অপরাধের কারণ

হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাঁহার কদর্য্য কণ্ডুক্লেদযুক্ত শরীরের স্পর্শ মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগিতেছে। তিনি বৃন্দাবন যাইতে মহাপ্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পণ্ডিত জগদানন্দও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ?
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য। তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য ?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য। তোমারেহ উপদেশে বালকা—করে ঐছে কার্য্য ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৫৮-১৬০

শ্রীজগদানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর শাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী জগদানন্দের সৌভাগ্য প্রজ্ঞাপণ করতঃ বলিলেন—

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস। মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥"

—ঐ ৪।১৬৩

উহা শুনিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত জগদানন্দের কার্য্যের অসমর্থন জানাইলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"যাহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দসদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের অপ্রাকৃত শরীরকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে দর্শন নিষেধ করিলেন।

"তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান। তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭২-১৭৩

শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাহাদের প্রতি মহাপ্রভুর প্রশংসাবাক্য অস্বীকার করিলে মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে পুনরায় বুঝাইয়া বলিলেন—

"তোমারে লাল্য আপনাকে লালক-অভিমান। লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান। তোমা-সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়। ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা। আমা পরীক্ষিতে ইহা দিলা পাঠাঞা ॥
ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে। কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ। প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪

এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের দেহ কণ্ডু অন্তহিত হইয়া সুবর্ণের ন্যায় হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে পুরীতে সেই বৎসর অবস্থান করতঃ পর বৎসরে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। দোলযাত্রান্তে শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বনপথে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, পরে শ্রীরূপগোস্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীল জগদানন্দপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা লইয়া মথুরাতে সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হইলেন। তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন।

গোকুলে অবস্থান কালে সনাতন গোস্বামীর চেষ্টায় জগদানন্দ পণ্ডিত অবস্থান করিলেও উভয়ে পৃথক্‌ভাবে আহার করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'সনাতন তখন মাধুকরী ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্‌রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া জগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হইত না।' একদিন জগদানন্দ-পণ্ডিত সনাতনকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতন-গোস্বামী শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতের অদ্ভুত চৈতন্য নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য নিজে 'মুকুন্দ সরস্বতী' নামক একজন সন্ন্যাসীপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র মস্তকে পরিধান করিয়া জগদানন্দের নিকট পেঁছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত যখন জানিলেন যে উহা মহাপ্রভুর প্রদত্ত নহে, তখন ভাতের হাড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয়—ইহা পারে সহিবারে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫৬-৫৭

শ্রীসনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের গৌরপ্রেমনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

(সনাতন কহে) এ "সাধুপণ্ডিত মহাশয়। তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে?
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ। সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কাজ উহায়?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫৮-৬১

এই প্রকারে ব্রজে দুই মাস থাকার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিদায় কালে ব্যাকুল হইলেন, মহাপ্রভুকে দিবার জন্য ব্রজের রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধন শিলা, শুষ্ক পাকা পীলুফল ও গুঞ্জামালা দিলেন। শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত পুরীতে পেঁছিয়া সনাতন গোস্বামীর প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৃন্দাবনের পীলুফল পরম আদরের সহিত আস্বাদন করিয়া সুখ লাভ করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে দ্বাদশ-আদিত্য টীলায় মঠ স্থাপন নিশ্চয় করিয়া তথায় পরে শ্রীরাধা-মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত হয় যে, মুলতানের ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর শ্রীমদনমোহন মন্দির, ভোগশালাদি নির্ম্মাণ এবং নিত্য রাজসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রিতও হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত অবস্থান করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যহ সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেন।

গোকুল-মহাবনে থাকাকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রমণরেতিতে অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়ায়ও মদনগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"অহে শ্রীনিবাস! স্থান করহ দর্শন। এইখানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন॥
মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্। সনাতনে দেখিলেই সবে পায় প্রাণ॥
সনাতন মদনগোপাল দরশনে। মহাসুখে পাইয়া রহয়ে মহাবনে॥
'রমণক'-বালু এই যমুনার তীরে। এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥
একদিন মহাবনবাসী শিশুসনে। গোপশিশুরূপে আইলা এই দিব্য পুলিনে॥

নানা খেলা খেলয়ে—তা' দেখি সনাতন। মনে বিচারয়ে এ সামান্য শিশু নন।
খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে। সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥
মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন। শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন॥
সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া। আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল। ব্যাপিল জগতে যাঁ'র চরিত্র রসাল॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।১৭৭-১৮৬

শ্রীল সনাতন যখন গোবর্দ্ধনে ছিলেন তখন অজাচিতভাবে প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পথশ্রম দেখিয়া একদিন গোপীনাথ গোপবালকরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাওয়া করিয়া তাহার শ্রম দূরে করিলেন। সেই গোপবালক গোবর্দ্ধনে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নাঙ্কিত শিলা আনিয়া সনাতন গোমীকে দিয়া—'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এত পরিশ্রম করেন কেন? এই গোবর্দ্ধন শিলা দিতেছি, ইহাকে প্রত্যহ পরিক্রমা করিলেই আপনার গিরিরাজ পরিক্রমা হইবে।'—এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গোপবালককে দেখিতে না পাইয়া সনাতন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গটী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। এই স্থানটির নাম চক্রতীর্থ। মানসী গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেব (বা চলিত ভাষায় চাক্‌লেশ্বর মহাদেব) অবস্থিত। তথায় সম্মুখে একটী প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ। এই নিম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর। তাহার উত্তরে একটী মন্দিরে গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি আছেন। বর্ত্তমানে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত গোবর্দ্ধন শিলা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে বিরাজিত আছেন। এখানকার মহিমা এইরূপে শুনা যায়। সনাতনগোস্বামী যখন সেখানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন তখন সেখানে প্রথমদিকে মশার খুব উপদ্রব ছিল। মশার উপদ্রবে হরিনাম করা এবং গ্রন্থ লিখার খুবই বিঘ্ন হওয়ায় সনাতন গোস্বামী অন্যত্র যাইবেন স্থির করিলেন। সেইদিন রাত্রিতে চক্রেশ্বর মহাদেব সনাতনকে স্বপ্নে বলিলেন,—তাঁহার কোন চিন্তা নাই, তিনি নিরুপদ্রবে ভজন করুন, মশা আর থাকিবে না। অদ্ভুত ঘটনা পরদিন সেখানে কোনও মশা ছিল না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী নন্দগ্রামে পাবনসরোবরের তটে কুটীরে অবস্থান করতঃ ভজন করিয়াছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে সনাতন গোস্বামীকে দুগ্ধ এবং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনকে দুগ্ধান্ন (পরমান্ন) ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমতী রাধারাণী গোপবালিকার বেশে পরমান্নের সামগ্রী-ঘৃত-দুগ্ধ-চাল-চিনি সব দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী উহা রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রসাদ দিলে সনাতন গোস্বামী উহা সেবন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন দ্রব্যগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামী সব বৃত্তান্ত বলিলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন শ্রীমতী রাধারাণীকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, ঐরূপ কার্য্য করিতে পুনঃ নিষেধ করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ একটী কাহিনীর কথা শুনা যায়—একজন অত্যন্ত দরিদ্র শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইয়া শিবের নিকট ধন প্রার্থনা করিলেন। শিব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর নিকট ধন আছে, তাঁহার নিকট গেলে ধন পাওয়া যাইবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে গেলেন এবং সনাতন গোস্বামীর নিকট পৌঁছিলেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর পরিধেয় মলিন বসন এবং কৃশ দেখিয়া তাহা অন্তরে বিশ্বাস হইলে না যে উনি ধন দিতে পারেন। তথাপি স্বপ্নাদেশের কথা সনাতন গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন। সনাতন গোস্বামী উহা শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন তিনি মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করেন, কোথায় ধন পাইবেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, মনে মনে

চিন্তা করিলেন শিবের স্বপ্নাদেশও ভুল হইল। সনাতন গোস্বামী ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, শিব তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণকে কেন পাঠাইলেন, অনেক চিন্তার পর তাঁহার মনে পড়িল একটি স্পর্শমণির কথা, যাহা ময়লা আবর্জ্জনার মধ্যে প্রোথিত আছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আবর্জ্জনার ভিতর হইতে স্পর্শমণিটী লইতে বলিলেন। স্পর্শমণিটী পাইয়া ব্রাহ্মণ খুবই আনন্দিত হইলেন। মনে করিলেন এখন তাহার মত ধনী পৃথিবীতে আর কেহই থাকিবে না। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর আবার চিন্তা হইল এত বড় একটা মূল্যবান জিনিষের কথা সনাতন গোস্বামীর মনেই ছিল না, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আরও কিছু মহামূল্যবান্ ধন রহিয়াছে, আমি বোধহয় বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি কি ধনে ধনী হইয়া মূল্যবান্ মণিকে অগ্রাহ্য করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সনাতন গোস্বামীর নিকট নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন,—তাহার নিকট নিশ্চয়ই আরও বহু মূল্যবান্ ধন আছে, যেজন্য তিনি স্পর্শমণিকে অগ্রাহ্য করিলেন। তখন সনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণপ্রেমধনের সর্ব্বোত্তমতা এবং পার্থিব সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা ও দুঃখ-প্রদত্ব বুঝাইলেন, ব্রাহ্মণ সনাতন গোস্বামীকে এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তার এক কণ মাগি নত শিরে, সনাতন গোস্বামী তাহাকে কৃপা করতঃ কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদান করিলেন।

পুরাতন শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরের পার্শ্বেই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ১৪৮০ শকাব্দ (১৬১৫ সম্বৎ, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীরূপ সনাতন শ্রীব্রজমণ্ডলে কিভাবে ভজন করিতেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী। শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ-পরিহরি॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে। নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১২৭-১৩১
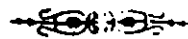
শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

"অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ। ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্॥"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

কৃষ্ণলীলায় যিনি অনঙ্গমঞ্জরী, কাহারও মতে গুণমঞ্জরী, তিনি শ্রীগৌরলীলা পুষ্টির জন্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৪২২ শকাব্দে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দে, (মতান্তরে ১৪২৫ শকাব্দে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের নিকটে কাবেরী নদীর তীরে বেলগুণ্ডীগ্রামে তাঁহাদের নিবাস ছিল। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা সম্পূর্ণই দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে গোপাল ভট্ট-চরিত্র বর্ণন হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি কৃষ্ণলীলার পার্ষদ হইয়া গৌরলীলা পুষ্টির জন্য বহু দূরদেশে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইলেও নন্দনন্দন কৃষ্ণ শচীনন্দন

গৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবেষ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভাল লাগে নাই। নির্জ্জনে খেদে তিনি বিস্তর ক্রন্দন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নযোগে নদীয়ালীলা সম্পূর্ণ দর্শন করাইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিলেন।

"এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে। গোপালের অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে॥
কহিল এসব কথা রাখিহ গোপনে। হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।১২৩-১২৪

১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শুভ পদার্পণ করিলে রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চাতুর্ম্মাস্যকালে তাঁহার গৃহে অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্টের আবির্ভাবের কথা জানিয়া গোপাল ভট্টকে এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরিজনবর্গকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গমে শুভাগমনলীলা এবং ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান-লীলা।

যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোপাল ভট্ট অল্প-বয়স্ক বালক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সাক্ষাৎ সেবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট এবং তাঁহার পরিজনবর্গের সেবায় সন্তুষ্ট হইলেও লক্ষ্য করিলেন, ব্যেঙ্কট ভট্টের হৃদয়ে কিছু অভিমান আছে। ব্যেঙ্কট ভট্টের মনোগত ভাব এইরূপ ছিল—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণই সর্ব্বোত্তম আরাধ্য ; শ্রীনারায়ণ অবতারী, কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার, কারণ নারায়ণের জন্ম নাই, নারায়ণ অজ ; কৃষ্ণ রামাদি অবতারের জন্ম আছে, সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের অবতার কৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁহারা অবতারী নারায়ণের আরাধনা করেন। দর্পহারী মধুসূদন সকলের দম্ভ নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের দর্পহরণের জন্য একদিন ভঙ্গী করিয়া ব্যেঙ্কট ভট্টকে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন,—দেখ ব্যেঙ্কট ভট্ট তোমার আরাধ্য নারায়ণের সমান ঐশ্বর্য্য কাহারও নাই, তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবীরও ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। পক্ষান্তরে আমার আরাধ্য কৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য নাই, বনফুলমালা, ময়ূরপুচ্ছাদি ধারণ করিয়া থাকেন, নন্দগোয়ালার ছেলে, রাখাল বালকগণের সঙ্গে জঙ্গলে বাছুর চরায় এবং আমার আরাধ্যা গোপীগণেরও কোন ঐশ্বর্য্য নাই, তাঁহারা দরিদ্রা গোয়া-লিনী। তোমার নিকট আমার প্রশ্ন এই,—'তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ-লালসায় কৃষ্ণের রাস-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বৃন্দাবনে (শ্রীবনে) কেন তপস্যা করিয়াছিলেন ? শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে তদুত্তরে বলিলেন—"ইহাতে কি দোষ হইয়াছে, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ যিনি, রাধাপতি কৃষ্ণও তিনি। 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥' কৃষ্ণেতে রসের আধিক্য থাকায় লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ লালসায় তপস্যা করিয়াছিলেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি দোষের কথা বলিতেছি না। কৃষ্ণে ও নারায়ণে তত্ত্বে কোনও ভেদ নাই। একই তত্ত্বে মাত্র রসগত ভেদ। মাধুর্য্যলীলায় যিনি কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যলীলায় তিনি নারায়ণ। কৃষ্ণলীলায় যিনি রাধিকা, নারায়ণলীলায় তিনি লক্ষ্মীদেবী, সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গ লালসায় লক্ষ্মীদেবীর তপস্যাতে সতীত্বের হানি হয় নাই, তথাপি কৃষ্ণ-সঙ্গলালসায় তিনি বৃন্দাবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। তোমার নিকট আমার এই দ্বিতীয় প্রশ্ন, লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াও কেন কৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশাধিকার পান নাই ?" শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট তাহার কোন উত্তর দিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্যেঙ্কট ভট্টের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ অপনোদনের জন্য প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"তুমি নিজেই পূর্ব্বে বলিয়াছ সিদ্ধান্ততঃ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই, তবে কৃষ্ণের রসোৎকর্ষতা আছে। নারায়ণে আড়াইটি রসের অভিব্যক্তি আছে। নন্দনন্দন কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্য রস, সপ্ত গৌণ রস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি। ঐশ্বর্য্যলীলাময়বিগ্রহ

নারায়ণের লীলাপুষ্টির জন্য ঐশ্বর্য্যময়ী আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীদেবী। সেই লক্ষ্মীদেবী মাধুর্য্যলীলা পুষ্টির জন্য রাধিকা। শ্রীরাধিকা বা তাঁহার বিস্তার গোপীগণের—কৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না। লক্ষ্মীদেবী গোপীগণের আনুগত্য করেন নাই, ঐশ্বর্য্যভাব লইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার নারায়ণেরই সঙ্গলাভ হইয়াছে, কৃষ্ণসঙ্গ হয় নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতিগণ গোপীগণের আনুগত্য করায় রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবুদ্ধি থাকাকাল পর্য্যন্ত রাগানুগ ব্রজভজন সম্ভব হয় না।

"প্রভু কহে, কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ। স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ। তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে। কেহ সখাজ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ মানন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৭-১৩১

আমার আরাধ্যা গোপীগণ কৃষ্ণ রাসলীলাকালে অন্তর্দ্ধান করিলে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণের দর্শনের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ নারায়ণের সঙ্গ করা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাধারাণী তথায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের দুইভুজ শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, দ্বিভুজ মুরলীধররূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন। ঐ স্থানকে এইজন্য পৈসধাম বা পৈঠধাম বলে। উহা গোর্দ্ধনের নিকটে অবস্থিত। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অবতারী। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

"যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ বলিতে তাঁহাতেই সত্তা॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

—ভাঃ ১।৩।২৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ও সঙ্গপ্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট গোস্বামী, পরিজনবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতো-ভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিয়োজিত হইলেন, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত হইলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার পিতৃব্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভক্তেবিলাসাংশ্চিন্যুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥"

"গোপালের মাতাপিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃপ্রাণ॥
বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দুঁহে সঙ্গোপন হইলা প্রভু সঙরিয়া॥
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ

শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের আগমনসংবাদ পত্রে লিখিয়া জানাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপসনাতনের নিকট পত্রোত্তরে পরমানন্দ প্রকাশ করতঃ গোপাল ভট্টকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতে লিখিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীও গোপাল ভট্টকে প্রাণসম প্রিয়জ্ঞানে শ্রীরাধারমণ সেবায় নিয়োজিত করিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম হইলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন জ্ঞান করিতেন। তিনি শ্রীল কবিরাজ

গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীও ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থের সহায়তায় ষট্‌সন্দর্ভ লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী সৎক্রিয়াসার দীপিকা গ্রন্থের রচয়িতা, হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সম্পাদক ও ষট্‌সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। ইনি বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী লিখিয়া বৈষ্ণবগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীগোপীনাথ পূজারী ইঁহার শিষ্য। শ্রীগোপীনাথ পূজারী শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ একটি বৃত্তান্ত শুনা যায়—হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী সাহারাণপুরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শুভবিজয় করিলে একজন সরল ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ নিষ্কপটভাবে গোস্বামিপাদের বহু সেবা করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অপুত্রক ছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার হৃদ্‌গতভাব জানিয়া হরিভক্তিপরায়ণ সুপুত্র হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁহার প্রথম পুত্রকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া বাক্য দিয়াছিলেন। সেই পুত্রই শ্রীগোপীনাথ পূজারী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট স্বীয় ডোর, কৌপীন, কৃষ্ণবর্ণের কাঠের আসন প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ জানা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে মহাপ্রভুর ডোর, কৌপীন ও আসন পূজিত হইতেছেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী যখন উত্তর ভারতে তীর্থভ্রমণে ছিলেন তখন গণ্ডকী নদীর তীরে একটি শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই শালগ্রামশিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে নিত্য আরাধনা করিতেন। একদিন তাঁহার মনে এইরূপ ভাবনা হইল যদি শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইতেন তিনি তাঁহাকে পোষাকাদি পরাইয়া সজ্জিত করিতে পারিতেন। পরদিনই ভক্তবাসনা পূর্ত্তির জন্য শ্রীশালগ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীমতী রাধিকা নাই। তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বামপার্শ্বে শ্রীমতীর প্রতিভূরূপে একটি রৌপ্য মুকুট সংরক্ষিত আছে। এইরূপ কথিত আছে যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটী শালগ্রামের সেবা প্রত্যহ করিতেন। তাঁহার মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যদি শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি উত্তমরূপে সেবা করিতে পারিতেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার হৃদ্‌গতভাব বুঝিয়া একজন শেঠের মাধ্যমে অনেক উপকরণ ও বস্ত্রালঙ্কার প্রেরণ করিলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত না হইলে কিরূপে বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করিবেন চিন্তা করিলেন। তিনি রাত্রিতে শালগ্রামকে শয়ন দিলে পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন বারটি শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রাকট্য ও করুণার কথা শুনিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ রাধারমণবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিলেন এবং দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইলেন। বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধারমণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

১৫০৭ শকাব্দে আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী [মতান্তরে শুক্লা পঞ্চমী, মতান্তরে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ (১৫০০ শকাব্দ) শ্রাবণ কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথিতে] তিথিতে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিরোধানলীলা করেন। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য রচিত 'ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টক' পাঠে আমরা গোস্বামিগণের মহিমা সম্যক্ অবধারণে সমর্থ হইব।

বিষয়-সূচী

ষষ্ঠ-বিলাস

সপ্তম-বিলাস

অষ্টম-বিলাস

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটিতে বিলাস এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে শ্লোক বুঝিতে হইবে]

ন

হ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথম-বিলাসঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণায় নমঃ

অথ মঙ্গলাচরণম্

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে
শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ
সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রী—ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, শ্রী—শ্রীরাধা-সম্বলিত, হরি—আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিলাস পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ এবং পরাবস্থ শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে যে ভক্তি জীবের পরমপ্রয়োজন—"লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ" শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদিতে যে ভক্তি তাহা জীবের 'লাভ' এবং শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তি তাহা 'পরম লাভ' ঐভক্তিদেবীর লক্ষাধিক যে বিচিত্র মহিমা সমন্বিত শ্রদ্ধাদি সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অঙ্গসমূহের লীলা-নিকেতন—এই শ্রীগ্রন্থখানির নাম—শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস। "হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সকল দেবতার ঈশ্বর শ্রীনারায়ণ তাঁহারও ঈশ্বর আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য। পরন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ কখনই বৈষ্ণবের অবজ্ঞার পাত্র নহেন। সেইরূপ 'যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। তচ্চ শাস্ত্রং ন দ্রষ্টব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥" যে শাস্ত্রে বা পুরাণে শ্রীহরি-ভক্তির উপদেশ বা মহিমা কীর্ত্তিত না হয়, ঐ শাস্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেও তাহা বৈষ্ণবগণের দর্শনীয় নহে॥ অতএব এই গ্রন্থের নামটি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ॥ এইগ্রন্থখানি বিংশ বিলাসে সম্পূর্ণ।

তন্মধ্যে এই প্রথম বিলাসটির নাম—"গৌরব"। কারণ এই বিলাসে উপাসকের শ্রীগুরু পাদাশ্রয়ের প্রয়োজন, নিত্যতা, শ্রীগুরুদেবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, শ্রীগুরুশিষ্যপরীক্ষা, শ্রীগুরুসেবা-বিধি, শিষ্যপ্রার্থনা, শ্রীভগবানের মহিমা, শ্রীভগবদভিন্ন বৈষ্ণব মন্ত্র মহিমাদি বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব ইহার নাম—গৌরব বিলাস। অথ—অনন্তর গ্রন্থ-কার এই সুদুষ্কর গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীরাধারমণের শ্রীচরণে প্রণাম ও তদভিন্ন পরমগুরু ও শ্রীমৎ ইষ্টদেব ভগ-বান চৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি ও সদাচার শিক্ষা-দানের জন্য। যিনি 'চৈতন্য'—বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ও 'দেব'—জগৎপূজ্য অর্থাৎ সর্ব্বদেবময় হইয়াও জ্ঞানঘনমূর্ত্তি, অথবা চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীবাসু-দেব, অথবা শ্রীচৈতন্যদেব—প্রাণনাথ, তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করি। কারণ, শ্রীমদ্বৈষ্ণবগণের অবশ্যকৃত্য যে সকল ভক্তি অঙ্গ তাহা সদাচার পরায়ণ বৈষ্ণব-গণের সহিত বিচারপূর্ব্বক লিখিবার জন্য, তাহাও বৈষ্ণবগণেরই পরমানন্দ বর্দ্ধনের জন্য।

আমি ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যিনি কারুণ্যাদি অনন্তকল্যাণ গুণবান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয়ে কিছুই

অসিদ্ধ থাকে না। তাঁহার শক্তিতেই সমর্থ, তাঁহার প্রেরণাতেই, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় মহিমাতেই অনায়াসে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, স্বতন্ত্রভাবে আমি কিছুই করিতেছি না, ইহাতে আমার কোন ঔদ্ধত্যাদি নাই। স্বমতে ব্যাখ্যা—সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত আমি, আমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নহে, সকলই সুখসাধ্য।

ভক্তি অঙ্গসমূহ সমস্ত শাস্ত্রত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদিতে সর্ব্বত্র বর্ণিত থাকিলেও সকলশাস্ত্র হইতে সমাহৃত্য সম্পূর্ণ আহরণ করিয়া আনিয়া যথাযোগ্য বিচারপূর্ব্বক এই শ্রীগ্রন্থে প্রমাণ পদ্যসমূহ একত্র সাজাইয়া লিখিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীল-সনাতনগোস্বামি-পাদ-কৃতা

'দিগ্দর্শিনী-টীকা'

শ্রীশ্রীমদনমোহনঃ কৃষ্ণো জয়তি

ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং,
দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণম্।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে,
যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেহর্থসিদ্ধিঃ ॥
লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তি-বিলাসস্য যথামতিঃ।
টীকা 'দিগ্দর্শিনী' নাম তদেকাংশার্থবোধিনী ॥

সুদুষ্করে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো গ্রন্থকারস্তৎসংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি—চৈতন্যেতি, চৈতন্যং বিশুদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপো যো দেবো জগৎপূজ্যস্তং, দেবেষু মধ্যে যো জ্ঞানঘনস্তমিত্যর্থঃ; যদ্বা, চৈতন্যস্য চিত্তস্য দেবোঽধিষ্ঠাতা যঃ শ্রীবাসুদেবস্তম্; অথবা চৈতন্যং চেতনা জীবনহেতুস্তস্য দেবো নাথস্তং প্রাণেশ্বরমিত্যর্থঃ, আশ্রয়ে শরণং যামি। কিমর্থম্? শ্রীমতাং বৈষ্ণবানামাবশ্যকমবশ্যকৃত্যং যৎ কর্ম্ম তৎ সাধুভিঃ সদাচারপরৈর্বৈষ্ণবৈরেব সমং বিচার্য্য লিখন্ লিখিতুং, হেতৌ শতৃঙ্। তচ্চ কিমর্থম্? তেষামেব প্রকৃষ্টমুদে পরমহর্ষায়। ননু তব নীচস্য কথমেতৎ সিধ্যতু? তত্রাহ—ভগবন্তমিতি, সর্বৈশ্বর্য্যযুক্তং কারুণ্যাদ্যখিল-ভজনীয়গুণবন্তং বা, শ্রীকৃষ্ণমিতি বা, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'তি শ্রীভাগবতোক্তেঃ। এবং পক্ষত্রয়ে ক্রমেণ সম্বন্ধনীয়ম্। তাদৃশস্য মহাপ্রভোরাশ্রয়ণেন ন কিমপ্যসাধ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তচ্ছক্ত্যৈব তন্নিয়োজনেন বা তন্মাহাত্ম্যেন বা অহমত্র প্রবৃত্তোঽস্মি, ন তু স্বাতন্ত্র্যাদিনেতি নিজৌদ্ধত্যাদিপরিহারঃ। স্বমতে চ শ্রীচৈতন্যদেবেতি—প্রসিদ্ধসংজ্ঞং ভগবন্তং মহাপ্রভুং, তৎকারুণ্যমহিম্না তদাশ্রিতস্য মম ন কিমপি দুষ্করং, সর্ব্বমেব সুখসাধ্যমিত্যর্থঃ। ননু তৎ সর্ব্বং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাগমাদিষু সর্ব্বত্র বর্ত্তত এব কিং তল্লিখনেন? তত্রাহ—সমস্তেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ সম্যক্ আহৃত্য আনীয়, তত্র তত্র স্থানে স্থিতমহমত্র যথাযোগ্যং সঙ্গময্য তত্তৎ-পদ্যজাতমেকত্রীকৃত্য লিখিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রিয় বা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট আমি শ্রীভক্তির বিলাস—পরমমহিমাযুক্ত বিচিত্র অঙ্গ ভেদসমূহ বিংশ বিলাসে আহরণ করিতেছি। এই জন্য এই গ্রন্থের নাম শ্রীহরিভক্তিবিলাস বা শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস। (শ্রীগোপাল ভট্ট পাদও শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অতিপ্রিয়)। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতিদ্বয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিকে এবং নিজসঙ্গী শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে সন্তোষ দান করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ আহরণ করিতেছি ॥২

টীকা—বিলাসান্ পরম-বৈভবরূপান্ ভেদান্, চিনুতে সমাহরতি; ভক্তিবিলাসানাং চয়নেনাস্য গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টম্; ভগবৎ-প্রিয়স্যেতি—বহুব্রীহিণা, তৎপুরুষেণ বা সমাসেন, তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতম্; এবং তচ্ছিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ত্বং বোদ্ধব্যম্। শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থ-কুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মথুরানাথপাদাব্জপ্রেমভক্তিবিলাসতঃ ।
জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তদ্ভক্তাঃ শীলয়ন্ত্বিমং ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রীমথুরানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে যে শ্রীগোপালভট্টের প্রেমভক্তি, তাহার উল্লাস হইতে জাত এই শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ, এই গ্রন্থ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমথুরামণ্ডলের অধীশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীচরণকমলের ভক্তভ্রমরগণ অভ্যাস করুণ, শ্রবণ করুণ ও প্রচার করুণ ॥ ৩ ॥

টীকা—শ্রীমথুরানাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পাদাব্জে বিষয়ে যা গোপালভট্টস্য প্রেমভক্তিস্তস্যা বিলাসতঃ উল্লাসাৎ ; যদ্বা, মথুরায়াং যো নাথস্তস্য প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাব্জয়োর্ভক্তিবিলাসঃ ভক্তিক্ষেত্রত্বাৎ তস্মাজ্জাতমিতি গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেত্যাখ্যায়াং কারণান্তরং জ্ঞেয়ম্ । ইমং গ্রন্থং তদ্ভক্তাঃ শ্রীমথুরানাথপাদাব্জে ভ্রমরাঃ শীলয়ন্ত অভ্যস্যন্ত্বিত্যর্থঃ । শোভয়ন্ত্বিতি পাঠে দোষাপকরণেন নিরন্তর-শ্রবণ-প্রচারণাদিনা বা অলঙ্কুর্বন্ত্বিতি বিনয়বিশেষঃ ॥ ৩ ॥

জীয়াসুরাত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠাঃ
শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেঽত্র ।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু
শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই মথুরামণ্ডলে অবস্থানকারী শ্রীগোবিন্দচরণকমলে অতিশয় ভক্তিরসিক শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীভগবদ্‌ভক্তি প্রবর্ত্তনরূপ নিজ নিজ উৎকর্ষ আবিষ্কার পূর্ব্বক বিরাজ করুন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির সহিত সুখে অবস্থান করুন। অর্থাৎ ইঁহাদের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান-কালেই এই শ্রীগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

টীকা—শোভাপাদনঞ্চাস্য গ্রন্থস্য শ্রীমথুরানাথ-চরণারবিন্দভক্তিরসিকানাং শ্রীমথুরায়াং সুখনিবাসেন স্বতএব সম্পদ্যত ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণাশাস্তে—জীয়াসুরিতি। শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদিলক্ষণ-নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুর্বন্ত্বিত্যর্থঃ,—মথুরামণ্ডলে শ্রীমথুরানগরমধ্যে প্রায়স্তত্রৈব তেষামবস্থিতেঃ। কৃষ্ণবনং বৃন্দাবনং, তাপনীয়শ্রুত্যুক্তানুসারাৎ ; তস্মিন্ ক্রীড়তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্ত্যা সুখং নিবসত্ত্বিত্যর্থঃ। লোকনাথেন সহ বর্ত্তত ইতি তথা সঃ, ইত্যন্যোঽন্যং তয়োঃ প্রীতিঃ বিশেষঃ সূচিতঃ ; এবঞ্চ যদৈষাং তত্র তত্র নিবাসস্তদানীময়ং গ্রন্থো জাত ইত্যাদ্যপি সূচিতম্ ॥ ৪ ॥

তত্র লেখ্যপ্রতিজ্ঞা

আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ ।
গুরুঃ শিষ্যঃ পরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽস্য চ ।
মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধাদি-শোধনং মন্ত্রসংস্ক্রিয়া ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রথম হইতে বিংশ বিলাসে বর্ণিত বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র —প্রথম বিলাসে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়, প্রয়োজন সহ, শ্রীগুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, উভয়ের পরীক্ষাদি, শ্রীভগবৎতত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্র মাহাত্ম্যাদি, মন্ত্রের অধিকারী নির্ণয়, সিদ্ধাদি শোধন, মন্ত্রসংস্কার ॥ ৫ ॥,

টীকা—লিখন্নিতি, যল্লিখিতং তল্লেখ্যমেব প্রতিজানীতে—আদাবিত্যাদি-ত্রয়োবিংশতিভিঃ। কারণ-সহিতং শ্রীগুরোরাশ্রয়ণম্ উপসত্তিরাদৌ লেখ্যং ; লেখ্যমিত্যস্য লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন যথাযথং সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ততস্তদনন্তরং গুরুঃ কীদৃশ ইতি তস্য লক্ষণং লেখ্যমিত্যর্থঃ। অস্য ভগবতো মনবো মন্ত্রাশ্চ তন্মাহাত্ম্যাদিকঞ্চ লেখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ।

দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় বিলাসে দীক্ষাবিধি। তৃতীয় বিলাসে সদাচার—নিত্যকৃত্য—[দশমবিলাসে শরণাগতি পর্য্যন্ত] প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিঃ) শুভকর্ম্মের জন্য কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া শয্যাত্যাগ। মুখপ্রক্ষালন দন্তধাবন, শুদ্ধবস্ত্রপরিধানাদি পবিত্রতা ॥ ৬ ॥

টীকা—দীক্ষা তদ্বিধির্লেখ্যেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র মূলগ্রন্থানুসারেণ যথাযথমূহ্যম্। নিত্যমিত্যস্য শরণাগতিরিত্যন্তমনুবৃত্তিঃ, শরণাগতেরপি নিত্যকৃত্যেঽন্তর্ভাবেন তদবধি নিত্যকৃত্যানামেব লিখনাৎ, অত এব তদন্তরং নিত্যকৃত্যাব্যবচ্ছেদার্থং পক্ষেষ্বিবতি লেখ্যম্। ব্রাহ্মকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, শুভং শুভকর্ম্মার্থং

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাদিনা মঙ্গলাবহং বা যদুত্থানং শয্যাত্যাগস্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদ-প্রক্ষালন-দন্তধাবনাচমনাদিনা শুচিত্বম্ এতদাদি সর্ব্বং যদ্যপ্যগ্রে স্বতএব তত্তৎপ্রকরণতো ব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধার্থমধুনাত্র কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রাতঃ-স্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্।
নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালীয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, বাদ্যাদি সহ শ্রীভগবৎ প্রবোধন, নির্মাল্য উত্তারণাদি মঙ্গল আরত্রিক ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাতরিতি, নিত্যমিতবৎ মধ্যাহ্ন-কৃত্যং যাবদনুবর্ত্তত এব; এবং মধ্যাহ্নাদিকং চোহ্যম্। স্মৃতিঃ স্মরণম্, আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্ত্তন-প্রণমন-বিজ্ঞাপনাদি; প্রবোধনং বাদ্যৈঃ, আদিশব্দাৎ স্তুতি-পাঠাদিভিঃ; নির্ম্মাল্যোত্তারণম্, আদিশব্দেন শ্রীমুখ-প্রক্ষালনদন্তকাষ্ঠার্পণাদি, আদাবিতি প্রথমং নির্ম্মাল্যোত্তারণস্যাবশ্যকত্বাৎ ॥ ৭ ॥

মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্।
স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংক্রিয়া ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মলত্যাগাদি কৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন—শয্যাত্যাগের পর করাই উত্তম। প্রাতঃ স্নান, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, আদি-পদে জলে ভগবৎপূজা। চতুর্থ বিলাসে ভগবন্মন্দির সংমার্জনাদি, স্বস্তিকনির্ম্মাণ ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, পীঠপাত্র বস্ত্রাদিসংস্কার ॥ ৮ ॥

টীকা—নিজদন্ত-ধাবনং যদ্যপ্যুত্থানানন্তরমেব কৃত্যমিতি পবিত্রতান্তঃ পূর্ব্বং প্রবিষ্টমেব, তথাপি শৌচাদিবিধিপ্রসঙ্গতোহত্র তদ্বিধিমাত্রলিখনম্। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা তদুপাস্তিঃ, আদিশব্দেন জলে ভগবৎপূজা। দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়স্য সংক্রিয়া সংমার্জনাদিনা তথা স্বস্তিকনির্ম্মাণ-ধ্বজপতাকাদ্যারোপণেন চ আদিশব্দাৎ পীঠপাত্রবস্ত্রাদিসংস্কারঃ ॥ ৮ ॥

তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহ-স্নানমুষ্ণোদকাদিকম্।
বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীচয়ণ, পুষ্পাদি আহরণ, নিজ-গৃহে মধ্যাহ্ন স্নান, তাহার বিধি, তাহাও নিকটে গঙ্গাদি তীর্থস্নানের সুযোগ না থাকিলে বা মন্দির সংস্কারাদির পর পূজার জন্য পুনরায় উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা, স্নানের পর নিজ পরিধেয় বস্ত্র, পীঠ-অর্থাৎ নিজ বসিবার আসন। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ, শ্রীগোপীচন্দনাদিদ্বারা ॥ ৯ ॥

টীকা—তুলস্যাঃ, আদিশব্দাৎ পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণম্, গেহে নিজগেহে স্নানং তদ্বিধিঃ, তচ্চ বহিস্তীর্থাভাবেন কিংবা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাদ্যনন্তরমেব পূজার্থং পুনঃ স্নানাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং, তত্রৈবোষ্ণোদকামলকাদি-স্নানব্যবস্থা চ; বস্ত্রং স্নানানন্তরং নিজপরিধেয়ম্, পীঠম্ আচমনাদ্যর্থং নিজাসনম্ ॥ ৯ ॥

চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তিলক ধারণের পর চন্দন দ্বারা বিধিমার্গে চক্রাদি মুদ্রাধারণ এবং তুলসীমালা ধারণ, গৃহে বসিয়া নিজ আহ্নিক পূজা। শ্রীগুরুদেবের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অষ্টকপাঠ ইত্যাদি। কারণ শ্রীগুরুপূজার পরই শ্রীভগবৎ পূজার বিধান। অতঃপর পঞ্চম বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারপূজা ॥১০॥

টীকা—গুরোরর্চনং মাহাত্ম্যঞ্চ; অথেতি—গুরু-পূজানন্তরমেব ভগবৎপূজায়া বিধেয়ত্বাৎ। দ্বারং, বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহমধ্যং তয়োরর্চনম্ ॥ ১০ ॥

পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদি-স্থাপনং বিঘ্নবারণম্।
শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পূজার নিমিত্ত আসন, নিজ বসিবার জন্য নহে। অর্ঘ্যাদি পাত্র যথাস্থানে স্থাপন ও পাদ্যাদি পাত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যস্থাপন, মঙ্গলঘট স্থাপন ও বিঘ্ননিবারণ, শ্রীগুরুদেবাদির প্রণতি ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ॥ ১১ ॥

টীকা—পূজার্থেতি—পূর্ব্বলিখিতাৎ নিজপীঠাদ্ভে-

দার্থম্, অর্ঘ্যপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্দ্রব্যাণাং তত্তৎপাত্রে চ, তত্তৎপাত্রাণাঞ্চ তত্তৎস্থানেষু ধারণং, তথা মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেত্যর্থঃ ; প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে ।
পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তি-শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মাতৃকাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদি স্মরণ। মুদ্রাপঞ্চক বেণুমুদ্রা, বনমালা মুদ্রাদি, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, মানসপূজা, পূজাস্থান সমূহ শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম শিলা ॥ ১২ ॥

টীকা—ন্যাসাঃ মাতৃকাদীনামৃষ্যাদ্যন্তনাম্ ; মুদ্রাপঞ্চকম্—বেণুবনমালাদি-মুদ্রাঃ পঞ্চ ; কৃষ্ণস্য ধ্যানম্—অথ প্রকটসৌরভেত্যাদ্যুক্তম্ ; অন্তরর্চনঞ্চ—ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগঃ। পূজায়াঃ পদানি স্থানানি—শ্রীশালগ্রামশিলাদীনি সূর্য্যাগ্ন্যাদীনি চ ; শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশালগ্রামশিলাশ্চ তত্তল্লক্ষণাদি ॥ ১২ ॥

দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনম্ ।
আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাচক্র, শুদ্ধি—সর্ব্ববিধ উপকরণ ক্ষালনাদি। ষষ্ঠবিলাসে—পীঠপূজা, শ্রীদেবতার আবাহনাদি ও তাহার মুদ্রা প্রদর্শন, আসনাদি সমর্পণ, আদিপদে—স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় সমর্পণ ॥ ১৩ ॥

টীকা—শুদ্ধয়ঃ ক্ষালনাদিনা, শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনামাবাহনম্, আদি-শব্দাৎ সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদিসপ্তকম্ ; তন্মুদ্রাঃ—আবাহনাদি-মুদ্রাঃ, আসনস্য, আদিশব্দাৎ স্বাগতানন্তরমর্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকম্ ।
পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তিস্নান, শঙ্খবাদ্যাদি, সহস্রনাম-পাঠ, পুরাণপাঠ, পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন দান, উপবীত ও বিভূষণ দান ॥ ১৪ ॥

টীকা—স্নপনেঽভ্যঙ্গদ্রব্যপঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনাদীনি ন পৃথক্ লিখিতানি, তেষাং স্নপনাঙ্গত্বাৎ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; ভগবতঃ স্নানে শঙ্খ-স্নপনস্য ঘণ্টাবাদ্যস্য চ ফলবিশেষোক্তেঃ, শঙ্খঘণ্টয়োর্মাহাত্ম্যম্, আদিশব্দাত্তত্রৈব শঙ্খাদিবাদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং লেখ্যমিত্যর্থঃ ; বসনাদিকং স্নপনানন্তরং ভগবতেঽর্পণম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং কুসুমানি চ ।
পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—গন্ধ চন্দন, শ্রীতুলসীকাষ্ঠ চন্দন দান। সপ্তম বিলাসে—বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, পত্র, তুলসী প্রদান এবং অঙ্গ—মন্ত্রবর্ণ, উপাঙ্গ-বেণু প্রভৃতি, আবরণ-গোপসখাদির পূজন ॥ ১৫ ॥

টীকা—গন্ধান্তর্গতস্যাপি শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনস্য পৃথক্ লেখো মাহাত্ম্য-বিশেষতঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্, পত্রাণি বিল্বাদীনাং ; অঙ্গানাম্ মন্ত্রবর্ণাদীনাম্, উপাঙ্গানাঞ্চ বেণ্বাদীনাম্, আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজা ॥ ১৫ ॥

ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া ।
অবগণ্ডুষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অষ্টম বিলাসে—ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়দান, হোম, বলিক্রিয়া-পার্শ্বদেবগণকে ভগবৎ প্রসাদাংশ প্রদান, মুখপ্রক্ষালন, তাম্বূলাদি মুখবাসদান, দিব্যগন্ধাদি লেপন ॥ ১৬ ॥

টীকা—বলিক্রিয়া—বিষ্বক্সেনাদিভ্যো ভগবদুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানম্। অবগণ্ডুষং গণ্ডুষার্থজলম্। আদি-শব্দেন দন্তশোধন-পুনরাচমন-শ্রীমুখমার্জনাদি, আস্যবাসঃ লবঙ্গ-তাম্বূলাদি-মুখবাসঃ ॥ ১৬ ॥

রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ছত্রচামরাদি রাজোপচার, গীতবাদ্য নৃত্যাদি সহ মহা আরত্রিক ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাদিনা মঙ্গলাবহং বা যদুত্থানং শয্যাত্যাগস্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদ-প্রক্ষালন-দন্তধাবনাচমনাদিনা শুচিত্বম্ এতদাদি সর্ব্বং যদ্যপ্যগ্রে স্বত এব তত্তৎপ্রকরণতো ব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধার্থমধুনাত্র কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রাতঃ-স্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্।
নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালীয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, বাদ্যাদি সহ শ্রীভগবৎ প্রবোধন, নির্ম্মাল্য উত্তারণাদি মঙ্গল আরত্রিক ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাতরিতি, নিত্যমিতবৎ মধ্যাহ্ন-কৃত্যং যাবদনুবর্ত্তত এব; এবং মধ্যাহ্নাদিকং চোহ্যম্। স্মৃতিঃ স্মরণম্, আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্ত্তন-প্রণমন-বিজ্ঞাপনাদি; প্রবোধনং বাদ্যৈঃ, আদিশব্দাৎ স্তুতি-পাঠাদিভিঃ; নির্ম্মাল্যোত্তারণম্, আদিশব্দেন শ্রীমুখ-প্রক্ষালনদন্তকাষ্ঠার্পণাদি, আদাবিতি প্রথমং নির্ম্মাল্যোত্তারণস্যাবশ্যকত্বাৎ ॥ ৭ ॥

মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্।
স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংস্ক্রিয়া ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মলত্যাগাদি কৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন—শয্যাত্যাগের পর করাই উত্তম। প্রাতঃ স্নান, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, আদি-পদে জলে ভগবৎপূজা। চতুর্থ বিলাসে ভগবন্মন্দির সংমার্জনাদি, স্বস্তিকনির্ম্মাণ ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, পীঠপাত্র বস্ত্রাদিসংস্কার ॥ ৮ ॥

টীকা—নিজদন্ত-ধাবনং যদ্যপ্যুত্থানানন্তরমেব কৃত্যমিতি পবিত্রতাস্তঃ পূর্ব্বং প্রবিষ্টমেব, তথাপি শৌচাদিবিধিপ্রসঙ্গতোহত্র তদ্বিধিমাত্রলিখনম্। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা তদুপাস্তিঃ, আদিশব্দেন জলে ভগবৎপূজা। দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়স্য সংস্ক্রিয়া সংমার্জনাদিনা তথা স্বস্তিকনির্ম্মাণ-ধ্বজপতাকাদ্যারোপণেন চ আদি-শব্দাৎ পীঠপাত্রবস্ত্রাদিসংস্কারঃ ॥ ৮ ॥

তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহ-স্নানমুষ্ণোদকাদিকম্।
বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীচয়ণ, পুষ্পাদি আহরণ, নিজ-গৃহে মধ্যাহ্ন স্নান, তাহার বিধি, তাহাও নিকটে গঙ্গাদি তীর্থস্নানের সুযোগ না থাকিলে বা মন্দির সংস্কারাদির পর পূজার জন্য পুনরায় উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা, স্নানের পর নিজ পরিধেয় বস্ত্র, পীঠ-অর্থাৎ নিজ বসিবার আসন। উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ, শ্রীগোপীচন্দনাদিদ্বারা ॥ ৯ ॥

টীকা—তুলস্যাঃ, আদিশব্দাৎ পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণম্, গেহে নিজগেহে স্নানং তদ্বিধিঃ, তচ্চ বহিস্তীর্থাভাবেন কিংবা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাদ্যনন্তরমেব পূজার্থং পুনঃ স্নানাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং, তত্রৈবোষ্ণোদকামলকাদি-স্নানব্যবস্থা চ; বস্ত্রং স্নানানন্তরং নিজপরিধেয়ম্, পীঠম্ আচমনাদ্যর্থং নিজাসনম্ ॥ ৯ ॥

চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তিলক ধারণের পর চন্দন দ্বারা বিধিমার্গে চক্রাদি মুদ্রাধারণ এবং তুলসীমালা ধারণ, গৃহে বসিয়া নিজ আহ্নিক পূজা। শ্রীগুরুদেবের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অষ্টকপাঠ ইত্যাদি। কারণ শ্রীগুরুপূজার পরই শ্রীভগবৎ পূজার বিধান। অতঃপর পঞ্চম বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারপূজা ॥১০॥

টীকা—গুরোরর্চনং মাহাত্ম্যঞ্চ; অথেতি—গুরুপূজানন্তরমেব ভগবৎপূজায়া বিধেয়ত্বাৎ। দ্বারং, বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহমধ্যং তয়োরর্চনম্ ॥ ১০ ॥

পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদি-স্থাপনং বিঘ্নবারণম্।
শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পূজার নিমিত্ত আসন, নিজ বসিবার জন্য নহে। অর্ঘ্যাদি পাত্র যথাস্থানে স্থাপন ও পাদ্যাদি পাত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যস্থাপন, মঙ্গলঘট স্থাপন ও বিঘ্ননিবারণ, শ্রীগুরুদেবাদির প্রণতি ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ॥ ১১ ॥

টীকা—পূজার্থেতি—পূর্ব্বলিখিতাৎ নিজপীঠাদ্ভে-

দার্থম্, অর্ঘ্যপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্দ্রব্যাণাং তত্তৎপাত্রে চ, তত্তৎপাত্রাণাঞ্চ তত্তৎস্থানেষু ধারণং, তথা মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেত্যর্থঃ ; প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে ।
পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তি-শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মাতৃকাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদি স্মরণ। মুদ্রাপঞ্চক বেণুমুদ্রা, বনমালা মুদ্রাদি, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, মানসপূজা, পূজাস্থান সমূহ শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম শিলা ॥ ১২ ॥

টীকা—ন্যাসাঃ মাতৃকাদীনামৃষ্যাদ্যন্তনাম্ ; মুদ্রাপঞ্চকম্—বেণুবনমালাদি-মুদ্রাঃ পঞ্চ ; কৃষ্ণস্য ধ্যানম্—অথ প্রকটসৌরভেত্যাদ্যুক্তম্ ; অন্তরর্চনঞ্চ—ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগঃ। পূজায়াঃ পদানি স্থানানি—শ্রীশালগ্রামশিলাদীনি সূর্য্যাগ্ন্যাদীনি চ ; শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশালগ্রামশিলাশ্চ তত্তল্লক্ষণাদি ॥ ১২ ॥

দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনম্ ।
আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাচক্র, শুদ্ধি—সর্ব্ববিধ উপকরণ ক্ষালনাদি। ষষ্ঠবিলাসে—পীঠপূজা, শ্রীদেবতার আবাহনাদি ও তাহার মুদ্রা প্রদর্শন, আসনাদি সমর্পণ, আদিপদে—স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় সমর্পণ ॥ ১৩ ॥

টীকা—শুদ্ধয়ঃ ক্ষালনাদিনা, শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনামাবাহনম্, আদি-শব্দাৎ সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদিসপ্তকম্ ; তন্মুদ্রাঃ—আবাহনাদি-মুদ্রাঃ, আসনস্য, আদিশব্দাৎ স্বাগতানন্তরমর্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকম্ ।
পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তিস্নান, শঙ্খবাদ্যাদি, সহস্রনামপাঠ, পুরাণপাঠ, পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন দান, উপবীত ও বিভূষণ দান ॥ ১৪ ॥

টীকা—স্নপনেঽভ্যঙ্গদ্রব্যপঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনাদীনি ন পৃথক্ লিখিতানি, তেষাং স্নপনাঙ্গত্বাৎ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; ভগবতঃ স্নানে শঙ্খ-স্নপনস্য ঘণ্টাবাদ্যস্য চ ফলবিশেষোক্তেঃ, শঙ্খঘণ্টয়োর্মাহাত্ম্যম্, আদিশব্দাত্তত্রৈব শঙ্খাদিবাদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং লেখ্যমিত্যর্থঃ ; বসনাদিকং স্নপনানন্তরং ভগবতেঽর্পণম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং কুসুমানি চ ।
পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—গন্ধ চন্দন, শ্রীতুলসীকাষ্ঠ চন্দন দান। সপ্তম বিলাসে—বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, পত্র, তুলসী প্রদান এবং অঙ্গ—মন্ত্রবর্ণ, উপাঙ্গ-বেণু প্রভৃতি, আবরণ-গোপসখাদির পূজন ॥ ১৫ ॥

টীকা—গন্ধান্তর্গতস্যাপি শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনস্য পৃথক্ লেখো মাহাত্ম্য-বিশেষতঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্, পত্রাণি বিল্বাদীনাং ; অঙ্গানাম্ মন্ত্রবর্ণাদীনাম্, উপাঙ্গানাঞ্চ বেণ্বাদীনাম্, আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজা ॥ ১৫ ॥

ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া ।
অবগণ্ডূষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অষ্টম বিলাসে—ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়দান, হোম, বলিক্রিয়া-পার্শ্বদেবগণকে ভগবৎ প্রসাদাংশ প্রদান, মুখপ্রক্ষালন, তাম্বূলাদি মুখবাসদান, দিব্যগন্ধাদি লেপন ॥ ১৬ ॥

টীকা—বলিক্রিয়া—বিষ্বক্সেনাদিভ্যো ভগবদুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানম্। অবগণ্ডূষং গণ্ডূষার্থজলম্। আদিশব্দেন দন্তশোধন-পুনরাচমন-শ্রীমুখমার্জনাদি, আস্যবাসঃ লবঙ্গ-তাম্বূলাদি-মুখবাসঃ ॥ ১৬ ॥

রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ছত্রচামরাদি রাজোপচার, গীতবাদ্য নৃত্যাদি সহ মহা আরত্রিক ॥ ১৭ ॥

টীকা—রাজোপচারাঃ ছত্রচামরাদয়ঃ, গীতম্ আদিশব্দাৎ বাদ্যং নৃত্যঞ্চ, শঙ্খাদীনাং বাদনং পূর্ব্বং স্নানসম্বন্ধি, অধুনা চ মহানীরাজনবিষয়কমিতি ভেদঃ ॥ ১৭ ॥

শঙ্খাদিবাদনং সাম্বু-শঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ।
নতিঃ প্রদক্ষিণা কর্ম্মাদ্যর্পণং জপযাচনে।
আগঃক্ষমাপণং নানাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শঙ্খধ্বনি, সজলশঙ্খনীরাজন, স্তব-স্তুতিপাঠ, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, কর্ম্মার্পণ, জপ, প্রার্থনা, পাপ অপরাধাদি ক্ষমাপণ, নির্ম্মাল্যধারণ ॥ ১৮ ॥

টীকা—জলযুক্তশঙ্খেন নিরাজনং, জপঃ যাচনঞ্চ প্রার্থনা, আগসামপরাধানাং ক্ষমাপণং, নানা—নানা-বিধান্যাগাংসি। নির্ম্মাল্যস্য শ্রীভগবৎপাদাব্জোত্তীর্ণস্য তুলস্যাদের্নিজমস্তকে ধারণম্ ॥ ১৮ ।

শঙ্খাম্বু তীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদি চ।
ধাত্রী স্নাননিষেধস্য কালো বৃত্তেরুপার্জ্জনম ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নবমবিলাসে—শঙ্খজল মস্তকে ধারণ, শ্রীচরণামৃত পান, তুলসীবনপূজা, তুলসীমৃত্তিকা ও কাষ্ঠমালাদি ধারণ মাহাত্ম্য, ধাত্রী মাহাত্ম্য। উৎসবাদিতে আগত অস্পৃশ্য ব্যক্তির স্পর্শে বা উৎসবান্তে স্নান নিষেধ। অতঃপর নিজনিজ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন অধ্যাপনদ্বারা শুক্লবৃত্তি জীবিকা উপার্জন ॥ ১৯ ॥

টীকা—শঙ্খাম্বু—শ্রীভগবন্নীরাজিত-শঙ্খজলং তীর্থং শ্রীচরণোদকং, তুলসীবনে শ্রীভগবতস্তুলস্যাশ্চ পূজনং, তস্যাস্তুলস্যা মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদি, ধাত্রী আমলকী তন্মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

মধ্যাহ্নে বৈশ্বদেবাদি শ্রাদ্ধং চানর্প্যমচ্যুতে।
বিনার্চ্চামশনে দোষাস্তথানর্পিতভোজনে ॥ ২০ ॥
নৈবেদ্যভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ।
অসদ্গতির্বৈষ্ণবোপহাস-নিন্দাদি-দুষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধবিধি, (শ্রীভগবানে অর্পণের অযোগ্য বস্তুদান নিষেধ,) শ্রীভগবানকে অর্পণ না করিয়া ভোজনে দোষ, প্রসাদী নৈবেদ্য ভক্ষণ বিধি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দশমবিলাসে—শ্রীভগবদ্ভক্তগণ সাধু, সৎসঙ্গ করণীয়, অসৎসঙ্গ বর্জ্জনীয়, অসদ্গণের গতি, বৈষ্ণবগণের উপহাসনিন্দাদি দ্বারা যে কুফল ॥ ২১ ॥

টীকা—বৈশ্বদেবাদিকং শ্রাদ্ধঞ্চ বৈষ্ণবৈর্যথা কার্য্যং তদ্বিধিরিত্যর্থঃ, বৈষ্ণবকৃত্যানামেব লিখনাৎ; অচ্যুতে শ্রীভগবতি, অনর্প্যম্ অর্পণাযোগ্যম্, অর্চাং ভগবৎ-পূজাং বিনা ভোজনে দোষাঃ; তথেতি—ভগবত্যনর্পিতস্য দ্রব্যস্য ভোজনে চ দোষাঃ; সন্তঃ শ্রীভগবদ্ভক্তাঃ, অসদ্ভিরসঙ্গতিঃ অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ইত্যর্থঃ; অসতাং গতির্নিষ্ঠা, বৈষ্ণবানামুপহাসাদিনা যদ্দুষ্টং ফলং ভবতি তৎ, যদ্যপ্যসদ্গত্যন্তর্গতমেব তৎ স্যাৎ, তথাপি বিশেষতো বৈষ্ণববিষয়কাপরাধলক্ষণ-পরমা-সাধুত্বপরিহারার্থং পৃথগ্ লিখিতম্ ॥ ২০-২১ ॥

সতাং ভক্তির্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা।
লীলাকথা চ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজক্রিয়াঃ ॥ ২২ ॥
কর্ম্মপাতপরীহারস্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ।
নক্তংকৃত্যান্যথো পূজাফলসিদ্ধ্যাদিদর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সাধুগণের প্রতিভক্তি—অভিগমন ও স্তুতিদ্বারা সম্মান প্রদর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ শ্রবণাদি, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনপূজনাদি, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, ভগবদ্ধর্ম্ম সমূহ ও তাহার মাহাত্ম্য। একাদশ বিলাসে—সন্ধ্যাকালে নিজক্রিয়া সন্ধ্যা উপাসনাদি, বৈষ্ণবগণের কর্ম্মপাতে দোষ নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ত্রিকাল অর্চ্চন। রাত্রিকৃত্য, গীতবাদ্যাদিসহ শ্রীভগবানের শয়ন উপচার দান। অনন্তর পূজাফল প্রাপ্তির উপায়, আদি পদে পূজাতে অশক্ত ব্যক্তির পূজা দর্শনে বা শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে পূজাফল প্রাপ্তি হয় ॥ ২২-২৩ ॥

টীকা—ভক্তিঃ অভিগমনস্তুত্যাদিনা সম্মাননং, লীলাকথেতি—ভগবল্লীলা-কথায়াঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, তত্ত্যাগে দোষশ্চ, নিজক্রিয়াঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যাদি-কর্ম্মাণি; বৈষ্ণবানাং কর্ম্মপাতস্য পরীহারঃ—তদ্দোষনিরাকরণ-সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ; বিশেষতস্ত্রিকালার্চনম্—কালত্রয়-

পূজাবিধিবিশেষ ইত্যর্থঃ ; নক্তং-কৃতানি—গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বক-শ্রীভগবচ্ছয়নোপচারকল্পনাদীনি, পূজাফলস্য সিদ্ধিঃ যথা সম্পূর্ণতা স্যাৎ, তৎপ্রকার ইত্যর্থঃ ; আদি-শব্দেন অশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ দর্শনম্—পূজায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্বা অবলোকনম্ ॥ ২২-২৩ ॥

বিষ্ণ্বর্থদানং বিবিধোপচারা ন্যূনপূরণম্ ।
শয়নং মহিমার্চ্চায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ ॥ ২৪ ॥
নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়ণাদয়ঃ ।
পক্ষেষ্বেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ ॥২৫॥
কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু দ্বাদশস্বপি ।
পুরশ্চরণ-কৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥
মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণ-মন্দিরম্ ।
জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোঽনন্যকর্ম্ম চ । ॥ ২৭॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে কপিলা গাভীদান, বিবিধ উপচার, উপচার বিশেষের অভাবে তাহার সমাধান, নিজ শয়নবিধি, শ্রীভগবৎ পূজনের মহিমা, শ্রীভগবন্নামমহিমা অদ্ভুত ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরানোক্ত দশবিধ নামাপরাধসমূহ, শ্রীনামসেবাদ্বারা নামাপরাধ ক্ষয় । শ্রীভগবদ্ভক্তির সুদুর্ল্লভতা, মাহাত্ম্য, লক্ষণ প্রেমা-প্রেমসম্পত্তির লক্ষণ, শরণাগতি, আদিপদে উচ্চনীচ—আচার সমূহ ॥ এই পর্য্যন্ত নিত্য দৈনন্দিনকৃত্য, অতঃপর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিলাসে—পক্ষকৃত্য শ্রীএকাদশী ব্রত, অঙ্গসমূহ—দশমী একাদশী ও দ্বাদশী পালন নিয়মসমূহ। অষ্টমহাদ্বাদশী ব্রতনিয়ম, মাহাত্ম্য জাগরণ ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বিলাসে—অগ্রহায়নাদি একাদশ মাসকৃত্য বিধি ।

ষোড়শ বিলাসে—কাত্তিকমাস ব্রত-বিধি মাহাত্ম্য।

সপ্তদশ বিলাসে—ইষ্টমন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধি, মন্ত্রসিদ্ধের লক্ষণ ॥ ২৬ ॥

অষ্টাদশ বিলাসে—শ্রীমূত্তির আবির্ভাব প্রকার।

উনবিংশ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা বিধি ।

বিংশ বিলাসে—শ্রীকৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণ বিধি মাহাত্ম্য ।

জীর্ণমন্দির সংস্কার, শ্রীতুলসীবিবাহ পদ্ধতি, অনন্যভক্তের লক্ষণ ॥ ২৬-২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহের বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রীয়-প্রমাণ সহ বিস্তৃত বর্ণন করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের কারণ বলিতেছেন—

টীকা—বিষ্ণ্বর্থং কপিলাদি-দানং, তদ্দুগ্ধাদিনা নিত্যপূজাসিদ্ধের্নিত্যপূজার্থদ্রব্যদানাভিপ্রায়তো বা নিত্যকৃত্যমধ্যে লিখিতম্ ; ন্যূনপূরণমলব্ধোপচার-সমাধানং, শয়নং নিজশয়নবিধি অর্চ্চায়াঃ শ্রীভগবৎ-পূজায়া মহিমা মাহাত্ম্যং, শ্রীমন্নাম্নশ্চ মহিমা অদ্ভুত ইতি শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্যেঽর্থবাদকল্পনা পরমদোষাবহা, নামসেবয়া নামাপরাধক্ষয়শ্চেত্যপি সূচয়তি ; ভক্তিঃ শ্রীভগবদ্ভক্তের্দৌর্ল্লভ্যাদি-মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চেত্যর্থঃ ; প্রেমা প্রেমসম্পত্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ ; আশ্রয়ণং শরণাগতিস্তস্য কাদাচিৎকত্বেঽপি নিত্যকৃত্যান্তর্ল্লেখো নিত্যং শ্রীভগবৎস্থানাশ্রয়ণাদিলক্ষণতয়া নিত্যানুকূল্যস্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণতয়া চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাৎ ; আদি-শব্দেন উচ্চাবচসদাচারাঃ ; এবং লেখ্যনিত্যকৃত্যানি ক্রমেণ প্রতিজ্ঞায় পক্ষকৃত্য-মাস-কৃত্যাদীনি লেখ্যানি প্রতিজানীতে—পক্ষেষ্বিত্যাদিনা। অঙ্গানি—দশম্যাদি-দিনত্রয়নিয়মাঃ, জাগরণং, দ্বাদশ্যপেক্ষণাদীনি চ, তৈঃ সহিতমেকাদশীব্রতং তত্তন্মাহাত্ম্যং তত্তদ্‌ব্রতদিন-নির্ণয়াদি চেত্যর্থঃ, এবমন্যদপূহ্যম্ ; সাঙ্গেতি—লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন অগ্রেঽপি সর্ব্বত্র যথাযথং যোজ্যম্ ; সিদ্ধস্য পুরশ্চরণাদিনা সিদ্ধমন্ত্রস্যেত্যর্থঃ ; মূর্ত্তীনাং শ্রীভগবৎপ্রতিমানামাবির্ভাবনং শিল্পাদিদ্বারা নিষ্পাদনমিত্যর্থঃ ; কথঞ্চিদ্বৈগুণ্যে শ্রীমূর্ত্তেঃ পুনঃ সংস্কারঃ প্রতিষ্ঠাবিধান্তর্গত এবেতি পৃথক্ নোল্লিখিতঃ ; এবং প্রকারাদিনির্ণয়-বৃক্ষরোপণাদিকমপি মন্দিরানুষঙ্গিকতয়া পৃথক্ নোল্লিখিতম্ ; জীর্ণানাং প্রাসাদাদীনাম্ উদ্ধৃতিরুদ্ধারঃ, অনন্যানামেকান্তিনাং কৃত্যম্ ॥ ২৪-২৭ ॥

তত্র শ্রীগুরূপসত্তি-কারণম্

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ ।
ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ ॥২৮

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাহেতু তাঁহার ভক্তজনগণের সঙ্গলাভ হয়, ঐ ভক্তসঙ্গফলে শ্রীভক্তির

মাহাত্ম্যশ্রবণ করিয়া মোক্ষলঘুতাকৃদ্ ভক্তিলাভেচ্ছু সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিবেন ॥ ২৮ ॥

টীকা—অধুনা প্রতিজ্ঞাতং তত্তদেব বিস্তার্য (বিচার্য) লিখতি—তত্রেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি ; তত্র তেষু শ্রীগুরূপসত্তেঃ প্রপদোত উপাসীত সংশ্রয়ীত্যেতাদিনাঽগ্রে লেখ্যায়াঃ কারণমিদং লিখ্যত ইতি শেষ ; এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র ; তদেব লিখতি—কৃপয়েত্যাদিনা পুরুষো বেদেত্যন্তেন। কৃষ্ণদেবস্য কৃপয়া যত্তস্য ভক্তজনৈঃ সঙ্গস্তস্মাৎ, মাহাত্ম্যং মোক্ষাদপ্যাধিক্যাদি, তাং ভক্তিং, সন্তং লেখ্যলক্ষণৈরুত্তমং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সুধীব্যক্তি ইহলোকে প্রতিদিন দুঃখপরম্পরা অনুভব করিয়া এবং শাস্ত্র হইতে পরলোকেও দুঃসহ দুঃখ সমূহ শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভের ইচ্ছায় ও ভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণকারী সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিবেন। অন্যথা আত্মঘাতী ব্যাধের ন্যায় কুধী ॥ ২৯ ॥

টীকা—নন্ন বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশজ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি কুতো ভক্তীচ্ছাঽস্ত ? সত্যং, দুঃখসাগরতরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্গুরুমপেক্ষেতৈবেত্যাশয়েন লিখতি—অত্রেতি ; দুঃখস্য শ্রেণী-পরম্পরা শাস্ত্রাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেদবাক্যে বিশ্বাসাৎ সাপি প্রত্যেতব্যৈব, ন ত্ববিশ্বসনীয়েত্যর্থঃ ; অতস্তাং দুঃখশ্রেণীমপি তরীতুমিচ্ছেৎ, মা তাদৃশ-মাহাত্ম্যং ভক্তিমিচ্ছত্বিত্যহো বত শোচ্যতেত্যপি-শব্দার্থঃ ; সুধীশ্চেৎ, অন্যথা বিচারাভাবেন পশুবন্নির্বুদ্ধিরেবেত্যর্থঃ ; যদ্বা, মিথ্যা-দুঃখাবলীসহনেন ব্যাধাদিবৎ কুধীরেবেত্যথঃ ॥ ২৯ ॥

তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১১।৯।২৯) ভগবতা শ্রীদত্তেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব,-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥৩০॥

অনুবাদ—এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৯) শ্রীদত্তাত্রেয়—বলিয়াছেন বহু জন্ম ভ্রমণের পর এই সংসারে মনুষ্যজন্ম অনিত্য হইলেও অর্থদ নিত্য পরমমঙ্গলপ্রদ, সুদুর্ল্লভ এই মনুষ্যদেহ ভগবদনুগ্রহে পাইয়া ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর পতনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিবেকী ব্যক্তি সত্বর পরমমঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করিবেন। বিষয়—জাগতিক ভোগ্য বস্তু নিশ্চয়ই পশু আদি নিকৃষ্ট জন্মেও সর্ব্বত্র সুলভ। কিন্তু মনুষ্যদেহ ব্যতীত নিত্যসত্যের সন্ধান লাভ হয় না ॥ ৩০ ॥

টীকা—স্বলিখিতমেতদেব মহাপুরাণোক্তপদ্যদ্বয়েন প্রমাণয়তি—তথা চোক্তমিতি ; 'যে শ্রীভাগবতাদীনাং শ্লোকার্থা বিদিতা হি তে। সুদুর্গমস্তথাপ্যর্থস্তেষু কশ্চিদ্বিশিষ্যতে (বিশদ্যতে) ॥' তথাহি—মৃত্যোরনু পশ্চাৎ যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় তূর্ণং যতেত ; যদ্বা, অনু নিরন্তরং মৃত্যবো মরণানি যস্য ; যদ্বা, মৃত্যুহেতবো রোগাদয়ো মৃত্যব ইব বিবিধবহুলমহাদুঃখানি বা যস্মিন্ তৎ, বিষয়স্তু সর্ব্বতঃ পশ্বাদি-যোনিষ্বপি স্যাদেব ॥ ৩০ ॥

স্বয়ং শ্রীভগবতা চ (শ্রীভা ১১।২০।১৭)—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥৩১॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন (১১।২০।১৭)—যে ব্যক্তি এই মনুষ্যদেহ প্লব—ভব সমুদ্রপারের নৌকা, আদ্য—এই দেহদ্বারা উপার্জ্জিত সর্ব্বফলপ্রাপ্তির মূল, সুদুর্ল্লভ হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে সুখলভ্য সুযোগ্য এবং গুরুকর্ণধার নাবিকযুক্ত, আর স্মরণমাত্র আমার ন্যায় অনুকূল পবন প্রেরিত হইয়াও ভবসমুদ্র পার না হয়, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহকে গুরুপদাশ্রয়রূপ কর্ণধার যুক্ত করিয়া, কর্ণধার পরিচালিত নৌকাকে আশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরু কর্ত্তৃক ভগবদুন্মুখী করিয়া অনুকূলবায়ুপ্রেরিতের ন্যায় স্মরণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত এই মনুষ্যদেহ দ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয়, হে উদ্ধব সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী—আত্মার শত্রু ॥ ৩১ ॥

টীকা—স্বয়মিতি — নিজেষ্টদৈবত - শ্রীকৃষ্ণাভি-প্রায়েণ ; যদ্বা, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা ১।৩।২৮) ইত্যভিপ্রায়েণ ; চকারাদুক্তমিতি পূর্বগতপদেনান্বয়ঃ, এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ; নৃদেহং প্লবং নাবং প্রাপ্যেত্য-ধ্যাহারঃ, আদ্যং সর্ব্বফলানাং মূলম্, এতদুপার্জিত-কর্ম্মভিঃ সর্ব্বফলাবাপ্তেঃ ; সুদুর্লভমুদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যং, তথাপি সুলভং সৎ, যদৃচ্ছয়া লব্ধত্বাৎ ; সুকল্পং পটুতরং, গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নেতা যস্য তৎ, ময়া স্মৃতমাত্রেণানুকূলেন মারুতেন প্রেরিতম্ ; যদ্বা, অত্রাপি কৃত্বেত্যধ্যাহার্য্যং, বক্তৃগাম্ভী-র্য্যেণ তদুক্তৌ স্বভাবত উন্নেয়-শতাপাতাৎ। তত-শ্চায়মর্থঃ —নৃদেহমিদং গুরুকর্ণধারং কৃত্বা কর্ণধার-নীয়মান-প্লববদাশ্রয়মাত্রেণ গুরুণা সংকৃত্যাভিমুখং প্রবর্ত্ত্য তথানুকূলবাত-প্রেরিতবৎ স্মৃতিমাত্রেণ ময়াধি-ষ্ঠিতং সৎ কৃতার্থং কৃত্বা যো ন তরেৎ, স আত্ম-হেবেতি ॥ ৩১ ॥

———

অথ শ্রীগুরূপসত্তিঃ

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বরোক্তৌ—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ৩২॥

অনুবাদ—এইভাবে শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের কারণ উল্লেখ করিয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয় কার্য্যটি লিখিতেছেন—শ্রীভাগবতে (১১।৩।২১) শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগেশ্বরের উক্তিতে—সুতরাং যিনি উত্তম কল্যাণ জানিবার ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন, যিনি শব্দ-ব্রহ্ম বেদতত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্মের সাক্ষাদনুভব যুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষলঘুতাকৃদ্ ভক্তিযোগাশ্রিত—সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনাদি পরায়ণ, তিনি বৈষ্ণবপ্রবর ॥ ৩২ ॥

টীকা—এবং কারণমুল্লিখ্য কার্য্যং লিখতি—তস্মাদিত্যাদিনা। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্, অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগ্য-ত্বাৎ ; পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্, অন্যথা বোধসঞ্চারাযোগাৎ ; পরব্রহ্ম-নিষ্ণাতত্বদ্যো-তকমাহ - উপশমাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি ; যদ্বা, পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ত্তত ইত্যুপশমো ভক্তিযোগস্তদাশ্রয়ং, সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণ-ববরমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৩২ ॥

———

স্বয়ং শ্রীভগবদুক্তৌ (ভাঃ ১১।১০।৫)—

মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তিতে (ভাঃ ১১। ১০।৫)—শ্রীগুরুচরণাশ্রয়—যিনি সর্ব্বভাবে আমার স্বরূপ ও ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব পূর্ব্বক আমাকে জানিয়াছেন, অতএব আমাতে যাঁহার চিত্ত আবিষ্ট এবং শান্ত একনিষ্ঠ—এইরূপ শ্রীগুরুদেবকে অতিশয় আগ্রহের সহিত সেবা করিবে ॥ ৩৩ ॥

টীকা—মাম্ অভিতো ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্যা-নুভবপূর্ব্বকং জানাতীতি তথা তম্, অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং তং, বহুব্রীহৌ কঃ ; অস্য পদ্যস্য পূর্ব্বা-র্ধম্—'যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ' ইত্যত্রানুপযুক্তত্বান্ন লিখিতম্, এবমন্যত্রাপ্যগ্রে জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

———

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ—

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতি-রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগল-রজোরাগিণীমুদ্বহন্তম্।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণ-
তনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতাবপি (মু ১।২।১২, ছা ৬।১৪।২)—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবাচার্য্য রচিত ক্রমদীপিকা গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি বেদজ্ঞ, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-প্রভৃতি ষড়্রিপুজয়ী ব্যাধি-হীন, শ্রীকৃষ্ণচরণকমলরেণুতে উত্তমা রাগভক্তিমান, বেদাদি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধ ভক্তিপথের বিধি-নিষেধ বেত্তা, সৎসমাজে আদরণীয়, যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ

বশীভূত—এইরূপ আচার্য্যকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিবেন, যিনি ভক্তিবিদ্যা জানেছ্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও (মুণ্ডক ১।২।১২, ছান্দেগ্যে ৬।১৪।২) উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্য উপায়ন হস্তে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ ও উপাসনারত সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিবে। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—নির্ম্মলাঙ্গং ব্যাধিরহিতং, বেদশাস্ত্রাগমানাং যে বিমলাঃ পন্থানো মার্গা স্তেষাং বেত্তারং, সৎসু সতাং মতং সম্মতং, বিদ্যাং সংসারদুঃখতরণাদ্যুপায়ং মন্ত্রং, প্রবণা নম্রা বিনীতা দেশিকৈকপরা বা তনুর্মনশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্, দেশিকং গুরুম্, এবং প্রবণ-তনু-মনস্ত্বাদি শ্রুত্যুক্তসমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসত্তেরাদ্য-প্রকারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

অথ গুরূপসত্তি-নিত্যতা

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (৮৭।৩৩) শ্রুতিস্তুতৌ—

বিজিতহৃষীক-বায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ের নিত্যতা—শ্রীভাগবতে (১০।৮৭।৩৩) বেদস্তুতিতে—ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণবায়ুকে জয় করিয়াও যাঁহারা অতিচঞ্চলমনরূপ অশ্বকে দমিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহুবিধ সাধন ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং বহুবিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছেন—শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত হে ভগবন্—তাঁহারা যেমন সমুদ্রে কর্ণধার বিহীন নৌকাশ্রিত বণিক শ্রেণীর ন্যায় ॥ ৩৬ ॥

টীকা—বিজিতেন্দ্রিয়প্রাণৈরপি অদমিত-মনোঽশ্বং যে নিযন্তুং প্রযতন্তে, গুরোশ্চরণমনাশ্রিত্য তে উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়খিদঃ সন্তো বহুব্যসনাকুলা ইহ সংসারসমুদ্রে সন্তি তিষ্ঠন্তি পুনঃপুনর্দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। হে অজ ভগবন্! অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃত-নাবিকা বণিজো যথা তদ্বৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতৌ চ (কঠ ১।২।৯)—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—কঠোপনিষদেও (১।২।৯) ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন—উত্তম জ্ঞানলাভের পরম-যোগ্যা তোমার এই সুকোমল মতিটি নিজ কুতর্কদ্বারা বা অন্যের প্ররোচনা দ্বারা কুপথগামী করিও না॥৩৭

টীকা—শোভনজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা পরমযোগ্যত্বেন প্রিয়তমা এষা মতিস্তর্কেণ নিজন্যায়েন হেতুনা প্রোক্তো-দন্যেন বিধিনা কৃত্বা নাপনেয়া অপমার্গে ন প্রবেশ-নীয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরোর্লক্ষণানি

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥৩৮॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৩৯ ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেবের বিশেষলক্ষণ সমূহ—মন্ত্রমুক্তাবলীতে—পাতিত্যাদি দোষরহিত সদ্‌বংশজাত, স্বয়ংও নির্দ্দোষ, নিজ আশ্রমোচিত আচারনিষ্ঠ, আশ্রমী অক্রোধ, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ভক্তিপথে শ্রদ্ধাবান, অন্যের গুণে দোষারোপকারী নহেন, মিষ্টভাষী, সুদর্শন, পবিত্র, সুবেশধারী তরুণ, সর্ব্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিমান, অনুদ্ধত স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা শূন্য, অহিংসক, তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত স্থিরচিত্ত, শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ পূজাতে কৃতনিশ্চয় প্রত্যুপকারক, শিষ্যবৎসল ॥ ৪০ ॥

টীকা—শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্' (শ্রীভা ১১।৩।২১) ইত্যাদিনা প্রাক্ সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্যু-ল্লিখ্যাধুনা তান্যেব বিশেষতো বিস্তার্য্য, কিংবা পূর্ব্বং গুর্ব্বাশ্রয়ণানুষঙ্গেন গৌণতয়া লিখিত্বেদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি—অবদাতে ত্যাদিনা, অবদাতঃ শুদ্ধঃ পাতি-

ত্যাদিদোষরহিতোঽন্বয়ো বংশো যস্য, সদ্বংশজাত ইত্যর্থঃ; শুদ্ধঃ স্বয়মপি পাতিত্যাদিদোষরহিতঃ, অহন্তা অহিংসকঃ; যদ্বা, অহন্তায়া বিমর্শকস্তত্ত্ব-বিচারকঃ, গুণা বাৎসল্যাদয়স্তদ্যুক্তঃ, অর্চাসু ভগবৎ-পূজাসু, পাঠান্তরে সগুণস্য সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতুঃ কারু-ণ্যাদিগুণযুক্তস্য বা ভগবতঃ অর্চাসু প্রতিমাসু কৃতধীঃ তৎপূজায়াং কৃতনিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমা-নিধিঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যিনি শিষ্যকে শাসন ও কৃপা করিতে সমর্থ, হোমমন্ত্রে নিপুণ, গ্রহণ বর্জ্জনের প্রকারজ্ঞ, শুদ্ধচিত্ত এবং কৃপালুতাদি লক্ষণযুক্ত গৌরবগুণনিধি তিনি গুরুদেব হইবেন ॥ ৪১ ॥

টীকা—গরিমেত্যাকারান্তত্বমার্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যম্; যদ্বা, গরিম্ন আ সম্যক্ নিধি-নিধানং, যদ্বা, সাক্ষাদ-গরিমরূপো নিধিরূপশ্চেতি পদদ্বয়ম্; গরিমাম্বুধিরিতি পাঠস্তু স্পষ্ট এব ॥ ৪১ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ৪২ ॥
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ ॥ ৪৩ ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতাতেও শ্রীগুরুলক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়—শ্রীবিগ্রহোপাসক, শান্ত, বিষয়স্পৃহা-হীন, আত্ম-অনাত্মবিৎ বেদধ্যাপক, বেদাদি শাস্ত্রার্থ বক্তা, মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংস্কারে নিপুণ, ব্রাহ্মণোত্তম, যন্ত্রমন্ত্রসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ, সংশয় গ্রন্থি ভেদকারী, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বেত্তা, মন্ত্রপুরশ্চরণকারী, হোমমন্ত্রে সিদ্ধ, মন্ত্র-প্রয়োগে সিদ্ধ, তপস্বী ও সত্যবাদী গৃহস্থ (আশ্রম-বাসী) গুরুরূপে কথিত হন ॥ ৪২-৪৪ ॥

টীকা—ব্রহ্মবাদী—বেদাধ্যাপকঃ, মর্ম্মভেত্তা—সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্তা ॥ ৪২-৪৪ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্নহি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ ॥ ৪৫ ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত হইলেও গুরু কেবল নিজপরিচর্য্য, যশ-ও ধনাদি লাভেচ্ছায় শিষ্য করিবেন না। পরন্তু পরম-দয়ালু লোকহিতার্থ শিষ্য করিবেন। স্বয়ং শ্রীভগ-বৎকৃপায় সুসম্পূর্ণ সুতরাং সর্ব্বপ্রাণীর উপকারক, নিস্পৃহ, সর্ব্বভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, সকল সংশয় ছেদনকারী অনলস এই সকল গুরুর লক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

টীকা—তত্তদগুণযুক্তোঽপি কেবলং নিজপরি-চর্য্যাদ্যর্থং শিষ্যানুবন্ধকো গুরুরপেক্ষ্য ইতি লিখতি—পরিচর্য্যেতি। লাভো ধনাদিঃ, শিষ্যাৎ দীক্ষয়েৎ শিষ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ; যদ্বা, শিষ্যাৎ শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদিলিপ্সুর্যঃ, স গুরুর্ন ভবতীত্যর্থঃ; তর্হি কিমর্থং গুরুঃ স্যাৎ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—কৃপাসিন্ধুরিতি; পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেবেতি ভাবঃ; অত্রোক্তানাং সুসম্পূর্ণ ইত্যাদীনাং বিশেষণানাং হেতুহেতুমত্তোহ্যা; আহৃতো ব্যাহৃত উক্তো বা, গুরু-রাড়য়মিতি পাঠঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবদন্নারদসংবাদে—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥ ৪৭ ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ ॥ ৪৮ ॥
ক্ষত্রবিট্-শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি ॥ ৪৯ ॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীভগবদুপদেশে—পঞ্চরাত্রোক্ত পঞ্চ কালজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতি মন্ত্রাদি উপদেশ দ্বারা অনুগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ! ক্ষত্রিয় শান্তস্বভাব ভগবন্ময়, শুদ্ধচিত্ত, সর্ব্বজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়—পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্র গুরু দেবতা এই তিনের সাধনযুক্ত, মন্ত্র-পুরশ্চরণের পর নিজগুরু কর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেষ্টা রূপে অভিষিক্ত, অন্যথা মন্ত্রদানের অধিকার হয় না, আচার্য্যপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় গুরু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় সাধকগণকে অনুগ্রহরূপ মন্ত্রদানে সমর্থ। এইরূপ ক্ষত্রিয় গুরুর অভাব যদি হয়, ঐরূপ গুণযুক্ত বৈশ্যগুরু বৈশ্য ও শূদ্র সাধককে অনুগ্রহ করিতে নিত্য সমর্থ। হে মহামতি শ্রীনারদ। ঐরূপ গুণযুক্ত শূদ্র গুরুও সজাতীয় শূদ্রের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহরূপ মন্ত্রদান ও গুরুকার্যের জন্য শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫০ ॥

টীকা—এবং বিপ্র এব গুরুঃ স্যাদিত্যায়াতং, তদভাবে কিং কার্য্যমিতি লিখতি—ব্রাহ্মণ ইতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ; সর্ব্বে পঞ্চরাত্রবিধানোক্তাঃ পঞ্চ কালাস্তান্ জানাতীতি তথা সঃ, সর্ব্বেষু বর্ণেষু অনুগ্রহং মন্ত্রপ্রদানাদিকং, তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ, ক্ষত্রাদীনামনুগ্রহে ক্ষম ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! শান্তাত্মা শান্তস্বভাবঃ, ভাবিতাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ, সর্ব্বং দীক্ষাবিধানাদিকং জানাতীতি তথা সঃ; সিদ্ধিত্রয়ং পুরশ্চরণাদিনা-মন্ত্র-গুরু-দেবতানাং যৎ সাধনং তেন সংযুক্তঃ; আচার্য্যত্বে মন্ত্রোপদেষ্টৃত্বে, পুরশ্চরণানন্তরং নিজগুরুণাভিষিক্তঃ, অন্যথোপদেশেঽধিকারানুপপত্তেঃ; তচ্চোক্তং তত্রৈব পুরশ্চরণানন্তরমভিষেকান্তে—'ততোঽভিসিচ্য বিধিনা স্বাধিকারে নিযোজয়েৎ। গৃহীত্বা তেন কর্ত্তব্যং গুরুত্বমিতরেষু চে॥' ইতি। অস্যার্থঃ—স্বাধিকারে উপদেষ্টৃত্বাদিকে নিযোজয়েদ্-গুরুঃ তেন শিষ্যেণেতি, ঈদৃশঃ—উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়-সদৃশঃ, দ্বয়ে বৈশ্যশূদ্রয়োরিত্যর্থঃ; অন্যত্র প্রাতিলোম্য-দোষাপত্তেঃ, তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব, তাদৃশেন উক্তলক্ষণ-ক্ষত্রিয়সদৃশেন ॥ ৪৭-৫০ ॥

———

কিঞ্চ—

বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণোত্তম লক্ষণাক্রান্ত গুরু স্বদেশে বা অন্যত্র আছেন জানিয়া শুভার্থী ব্যক্তি অন্য বর্ণকে গুরু করিবেন না ॥ ৫১ ॥

টীকা—তত্রৈবাপবাদমাহ—বর্ণোত্তম ইতি, ইদম্—অনুগ্রহাদিকম্ ॥ ৫১ ॥

———

বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষেত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥ ৫২॥

অনুবাদ—বর্ণোত্তম গুরু বিদ্যমান থাকিতে যিনি ইহার বিপর্য্যয় করেন তাঁর ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্ববিষয়ের ক্ষতি হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি আচরণ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি ব্যতিক্রমে অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যকে, বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিবেন না ॥৫২

টীকা—ইহ লোকেঽমুত্র চ তস্য নাশঃ সর্ব্বার্থ-হানিঃ স্যাৎ ॥ ৫২ ॥

———

পাদ্মে চ—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ৫৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও কথিত আছে—মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত ও শ্রীভগবৎ মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু এবং ইনিই সর্ব্বলোকের পূজ্য, যেমন শ্রীহরি সকলের পূজ্য ॥ ৫৩ ॥

টীকা—মহাভাগবতশ্রেষ্ঠোঽশেষবৈষ্ণবধর্ম্মরতঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদিজ্ঞানবাংশ্চ, অস্য লক্ষণমগ্রে ভগবদ্ভক্তলক্ষণে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৫৩ ॥

———

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥৫৪॥ ইতি।

এখন বিশেষ বিধি বলিতেছেন—

অনুবাদ—অবৈষ্ণব ব্যক্তি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও এবং বেদের সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও বৈষ্ণবের গুরু হইবেন না ॥ ৫৪ ॥

টীকা – ব্রাহ্মণোঽপি সৎকুলধর্ম্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি সর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি—মহাকুলেতি, কুলে মহতি জাতোঽপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ ; অতএবোক্তং পঞ্চরাত্রে—'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ! পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥' ইতি। ইতিশব্দ-প্রয়োগোঽত্রোদাহৃতানামন্যত্র বচনানাং প্রায়ো নিজগ্রন্থবচনতো ব্যবচ্ছেদার্থম্, এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র, যদ্যপি প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহৃত-তত্তচ্ছাস্ত্রবচনান্তে চ সর্ব্বত্র-ইতিশব্দো যুজ্যেত, তথাপি তত্তদ্ব্যবচ্ছেদঃ প্রকরণাদীনামভেদাদ্ ব্যক্ত এবেতি গ্রন্থবাহুল্যভয়ান্ন লিখিতঃ ॥ ৫৪ ॥

———

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥৫৫॥

অনুবাদ—এখন প্রশ্ন হইল অবৈষ্ণব কে, ইহার উত্তরে সামান্যভাবে বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজা পরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব নামে কথিত, ইহা অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। ইহার বিপরীত অবৈষ্ণব জানিবেন। অতএব পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—অবৈষ্ণব উপদিষ্ট মন্ত্রসাধনদ্বারা নরকগামী হইতে হয়। তজ্জন্য পুনরায় বৈষ্ণবশাস্ত্রবিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরু হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৫ ॥

টীকা—অবৈষ্ণব ইত্যুক্তং, তত্রাদৌ সামান্যতো বৈষ্ণবলক্ষণং লিখন্ তদিতরত্বেনা-বৈষ্ণবং লক্ষয়তি —গৃহীতেতি ; অস্মাদ্বৈষ্ণবাদিতরো ভিন্নঃ ॥ ৫৫ ॥

———

অথ অগুরুলক্ষণম্

তত্ত্বসাগরে—

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ ॥ ৫৬॥
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রম-সেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধি-শ্বাসবাহকঃ ॥ ৫৭ ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহু-প্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রী-ক্ষয়াবহঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ —তত্ত্বসাগরে—বহুভোজী দীর্ঘসত্রী অর্থাৎ অলস, বিষয়াদিতে লোভযুক্ত, হেতুবাদরত অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ তর্ককারী, দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন অপরের অকথ্য পাপাদি বক্তা এবং গুণের নিন্দা কারী, শরীরে লোমহীন অথবা বহুলোম যুক্ত, নিন্দিত আশ্রমের সেবাকারী, কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ যুক্ত দুর্গন্ধী শ্বাস-বাহী, দুষ্ট লক্ষণ যুক্ত, যদিও স্বয়ং সমর্থ তথাপি বহু দান গ্রহণ কারী এই প্রকার আচার্য্য স্বীকার করিলে সর্ব্ববিধ সম্পদ ক্ষয় হয় ॥ ৫৬-৫৮ ॥

টীকা—ঈশ্বরঃ দানাদিষু সমর্থস্তথাপি চেদ্ বহু-প্রতিগ্রহাসক্তঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকা—অবাগ্বাদী — অবাচ্য - পরপাপাদিবক্তা, ॥ ৫৮ ॥

গুরুর লক্ষণ-সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

গুরুর লক্ষণ-সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ৮।১২৭

উক্ত পয়ারের 'অমৃতপ্রবাহ'-ভাষ্যে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"প্রভু কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না ; কেননা বর্ণাশ্রম-রূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান—সর্ব্বজীবের পরমার্থ ; এই তত্ত্বজ্ঞানের 'গুরু' হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই, হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই 'গুরু' হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি-বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত-বিধিমতে কথঞ্চিৎ

পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যে কোন বংশে বা যে কোন আশ্রমেই পাওয়া যা'ন, তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করাই বিধি।' শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন,—"ন শূদ্রাঃ ভগবদ্-ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তাঃ জনার্দ্দনে॥ ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিত। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্। শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৪শ পরিচ্ছেদের ৩২৫ পয়ারের অনুভাষ্যে গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিচার লিখিয়াছেন।

গুরু-লক্ষণ, (পাদ্মে)—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণব॥" যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ভা ৭।১১। ৩৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণাদি 'বর্ণ' নির্দ্দিষ্ট হন। ঐ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" মহাভারতটীকায় নীলকণ্ঠ বলেন,—"শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।" ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে কোন ব্যক্তি গুরুপদে যোগ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত হইবেন, এরূপ নহে। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্‌ব্রাহ্মণগুরুগণ আপনারা প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ-রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'মহাভাগবত' বলিলে তাপ, পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যপর নাম, মন্ত্র ও উপাসনা-বিশিষ্ট পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা-চিহ্নদ্বারা গাত্রাঙ্কন, বৈষ্ণবারাধন-সম্পন্ন,—এই নবেজ্যা-কর্ম্মকারক এবং উপাস্য ভগবান্, তৎপরম-পদ, তদ্‌দ্রব্য ও জীবাত্মা ;—এই অর্থপঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। "তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থ পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥" এইরূপ মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনিই 'গুরু'-পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্রশাখাধ্যয়নে পারঙ্গত ব্যক্তিও 'অবৈষ্ণব' হইলে কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা—'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের আনুগত্যবিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রহ্মণ্য নাই; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিক-দৃষ্টিতে শৌক্র-বর্ণান্তর দৃষ্ট হইলেও যথার্থ শুদ্ধব্রাহ্মণতার অভাব নাই। আচার্য্যকৃত্য অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপরবর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরু-পদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মণতা—স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবমাত্রেই জগতের গুরু, সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। বাহিরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া, অনেকে লৌকিকদৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার কোন দিনই অভাব হয় না।"

অথ শিষ্যলক্ষণানি

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ॥ ৫৯॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরু-পাদয়োঃ।
দেবতা-প্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশম্॥ ৬০॥

অনুবাদ—মন্ত্রমুক্তাবলীতে কথিত আছে—শাসন যোগ্য শিষ্য শুদ্ধবংশজাত, রূপবান্, বিনীত, সুন্দর দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্র আচার সম্পন্ন, মহাবুদ্ধি, দম্ভ রহিত, কামক্রোধপরিত্যাগী শ্রীগুরুচরণে ভক্তিমান ও দেবতার প্রতি কায়মনো বাক্যে দিবানিশি শ্রদ্ধাবান্ ॥ ৫৯-৬০ ॥

টীকা—অদভ্রধীঃ মহাবুদ্ধিঃ ॥ ৫৯ ॥

নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
দ্বিজদেবপিতৄণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ ॥ ৬১ ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ ॥ ৬২॥

অনুবাদ—নীরোগী, অশেষ পাতক শুন্য, শ্রদ্ধাবান্, দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণের নিত্য পূজা পরায়ণ, যুবা, সকল ইন্দ্রিয়জয়ী করুণাবান ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিষ্য দীক্ষার অধিকারী ॥ ৬১-৬২ ॥

একাদশস্কন্ধে চ (শ্রীভাঃ ১১।১০।৬)—
অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে যথা—অমানী, মাৎসর্য্যহীন, অনলস, দেহাদিতে অহং মমতা শূন্য শ্রীগুরুদেবে ও ইষ্টদেবে দৃঢ় প্রীতিযুক্ত, অব্যগ্র তত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছুক, অসূয়া রহিত, ব্যর্থ আলাপ শূন্য ইত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

টীকা – দক্ষঃ অনলসঃ, নির্ম্মমঃ জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ, গুরৌ তু দৃঢ়সৌহৃদঃ, অসত্বরঃ অব্যগ্রঃ, অমোঘবাক্ ব্যর্থালাপ-রহিতঃ ॥ ৬৩ ॥

অথোপেক্ষ্যাঃ

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—
অলসা মলিনা ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা ।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ ॥ ৬৪॥
অসূয়া-মৎসরগ্রস্তাঃ শঠা পরুষবাদিনঃ ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে ॥ ৬৫ ॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ ॥ ৬৬ ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতায় বলিতেছেন—শিষ্য সৎগুণহীন হইলেও ভক্তিযুক্ত, আর্ত্ত বা শরণাগত ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে স্বীকার করিলেও শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রোক্ত দোষযুক্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। যেমন—অলস, মলিন চিত্ত, বৃথা ক্লেশকারী, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ (ভোগ লালসাযুক্ত), অসূয়া ও মৎসর, শঠ, রুক্ষভাষী অন্যায় ভাবে ধন উপার্জ্জনকারী, পরদার রত, বিজ্ঞ ব্যক্তির বিরোধী, অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিত অভিমানী, ব্রত নিয়ম ভঙ্গকারী, কষ্টে জীবিকা সংগ্রহকারী, পরের দোষ কীর্ত্তন কারী, পর দুঃখদায়ী, বহুভোজী ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা, নিন্দিতস্বভাব, পাপিষ্ঠ, পুরুষাধম ইত্যাদি অন্যান্য দোষযুক্ত ব্যক্তিকে বর্জ্জন করিবেন ॥ ৬৪-৬৭ ॥

টীকা—তত্তদ্গুণহীনানপি ভক্ত্যার্ত্ত্যা বা প্রপন্নান্ স্বীকুর্ব্বতাপি শ্রীগুরুণা লেখ্যদোষবন্তোঽবশ্যমুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েন তান্ লিখতি—অলসা ইতি প্রঞ্চভিঃ ; ক্লিষ্টাঃ বৃথাক্লেশকা রিণঃ, রাগিণো বিষয়াসক্তাঃ, ভোগলালসা লুব্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকা—পিশুনাঃ পরদোষসূচকঃ, খলাঃ পরদুঃখদাঃ ॥ ৬৬ ॥

অকুতোভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ ॥ ৬৮॥

অনুবাদ—যাহাদিগকে অকার্য্য হইতে নিবারণ করা যায় না এবং শ্রীগুরুদেবের শিক্ষাতে অসহিষ্ণু তাহারা শিষ্য হইবার অনুপযুক্ত, শ্রীগুরুদেব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

টীকা—গুরুশিক্ষায়া অসহনশীলাঃ শিষ্যত্বে ন কেনাপ্যুকল্পিতা ন বিহিতাঃ, শিষ্যা ন কৃতা ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, উপকল্পিতা ন ভবন্তি, শিষ্যত্বং নার্হন্তি, শিষ্যা ন কার্য্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

যদ্যেতে হ্যপকুর্ব্বেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।
ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্র-দার-বিবর্জ্জিতাঃ॥ ৬৯॥
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে॥ ৭০॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিলে শ্রীগুরুদেবে মহাদোষসমূহ পর্য্যবসিত হয়—ইহলোকে দেবতার আক্রোশ ভাজন, দরিদ্র ও পুত্রদার বর্জ্জিত হইবেন এবং দেহান্তে নরক ভোগ ও পরে পশু-পক্ষী জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে॥ ৬৯-৭০॥

টীকা—লোভাদিনা তেষাং স্বীকারেণ শ্রীগুরৌ মহাদোষাঃ পর্য্যবস্যন্তীত্যাহ—যদ্যেত ইতি সার্দ্ধেন॥ ৬৯-৭০॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥ ৭১॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ॥ইতি ৭২

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কথিত আছে—জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, অক্ষপাদ (গৌতম) ইঁহারা ছয়জন হেতুবাদী অর্থাৎ তার্কিক,। যেসকল নরাধম ইঁহাদের মত অনুসারে চলেন তাহারা যুক্তিবাদী বা তার্কিক বলিয়া গণ্য হয়। ইঁহাদিগকে উপাসনা বিধি শিক্ষা দান করিবেন না॥ ৭১-৭২॥

———

তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোহন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।
ব্যবহার-স্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে॥ ৭৩॥

অনুবাদ—অন্ততঃ এক বৎসর গুরু-শিষ্য একত্র বাস করিয়া পরস্পর ব্যবহার ও স্বভাব জানিয়া পরে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ করিবেন॥ ৭৩॥

টীকা—তয়োঃ গুরুশিষ্যয়োঃ, অন্যোহন্যমিত্যস্য পরার্দ্ধেনাপ্যন্বয়ঃ, ব্যবহারঃ চেষ্টা, স্বভাবঃ শীলং, তয়োরনুভবেনৈব জায়তে॥ ৭৩॥

———

অথ পরীক্ষণম্

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—
তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতাহন্যোহন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥ ৭৪॥

অনুবাদ—মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে—গুরু-শিষ্য এক বৎসর একত্রে বাস দ্বারা পরস্পরের স্বভাব জানিয়া গুরু ও শিষ্য নিশ্চয় করিবেন। অন্য প্রকারে সম্ভব নহে॥ ৭৪॥

———

শ্রুতিশ্চ—
নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ॥ ৭৫॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—শিষ্য এক-বৎসর নিকটে বাস না করিলে মন্ত্র দান করিবেন না॥ ৭৫॥

———

সারসংগ্রহেঽপি—
সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥৭৬॥

অনুবাদ—সারসংগ্রহে ও উক্ত হইয়াছে—সদ্-গুরু নিজ আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করি-বেন॥ ৭৬॥

———

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

অনুবাদ—যেমন মন্ত্রীবর্গের দোষসমূহ রাজাতে বর্ত্তিত হয় এবং পত্নীর পাপ নিজ স্বামীতে, সেইরূপ শিষ্যের অর্জ্জিত পাপ গুরু নিশ্চয় পাইয়া থাকেন॥৭৭

টীকা—গুরুণা ত্ববশ্যমেব শিষ্য-পরীক্ষা কার্য্যে-ত্যত্র হেতুমাহ—রাজ্ঞীতি॥ ৭৭॥

———

ক্রমদীপিকায়াস্তু—
সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতরাত্মা
তং স্বৈর্ধনৈঃ স্ববষাপ্যনুকূলবাণ্যা।
অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াতিধীর-
স্তুষ্টে বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাম্॥ ৭৮॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীগোপালমন্ত্র দীক্ষাতে তিন বৎসর শ্রীগুরুসেবার পর দীক্ষা দান করা তত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মত—অকুটিল চিত্তে নিজধন, নিজ শরীরও অনুকূল বাক্যের দ্বারা তিন বৎসর শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে, শ্রীভগবৎ বুদ্ধিতে অতিধীর ব্যক্তি। শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিবে ॥ ৭৮ ॥

টীকা—এবং 'বর্ষমেকং পরীক্ষা চ ততো দীক্ষেতি নিশ্চিতম্'। তত্র শ্রীগোপালমন্ত্রবরদীক্ষায়াং বর্ষত্রয়-গুরুসেবানন্তরমেব দীক্ষেতি তত্ত্ববিদাং মতং লিখন্ দীক্ষাপ্রাক্তনগুরুসেবাবিধিঞ্চ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি—সন্তোষয়েদিতি ; তং গুরুং, বিবক্ষতু বক্তুমিচ্ছতু, দীক্ষার্থং প্রার্থনাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ; অব্দত্রয়মিত্যত্র বিশেষো গ্রন্থান্তরাদ্দ্রষ্টব্যঃ ; তথাহি—'ত্রিষু বর্ষেষু বিপ্রস্য ষট্‌সু বর্ষেষু ভূভৃতঃ। বিশো নবসু বর্ষেষু পরীক্ষা তু প্রশস্যতে ॥ সমাস্বপি দ্বাদশসু তেষাং যে বৃষলাদয়ঃ' ইতি। যচ্চ শারদাতিলকাদাবুক্তম্—'একাব্দেন ভবেদ্বিপ্রো ভবেদব্দদ্বয়ান্নৃপঃ। ভবেদব্দ-ত্রয়েবৈশ্যঃ শূদ্রো বর্ষচতুষ্টয়ৈঃ ॥' ইতি, তদত্যন্তপূর্ব্ব-পরিশীলিতবিষয়মিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৭৮ ॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরুসেবাবিধিঃ

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ ॥ ৭৯ ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন ॥ ৮০ ॥
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৮১॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষরূপে শ্রীগুরুসেবাবিধি বলিতেছেন কূর্ম্মপুরাণের শ্রীব্যাসগীতাতে—শিষ্য সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের জলপাত্র, কুশ, পুষ্প ও যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিবেন। শ্রীগুরুদেবের গৃহ নিত্য মার্জ্জন ও লেপন, এবং শ্রীঅঙ্গসেবা ও বস্ত্র প্রক্ষালনাদি করিবেন ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শিষ্য শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা ও চর্ম্মপাদুকা, আসন, ছায়া ও আসন্দী অর্থাৎ ভোজনপাত্রের আধার ত্রিপদী প্রভৃতি কখনও লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের দন্তকাষ্ঠ প্রভৃতি সমাধান করিবে এবং কর্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ৮১ ॥

টীকা—সন্তোষয়েদিত্যাদিনা সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ লিখিতং শ্রীগুরুসেবাবিধিং বিশেষতো বিস্তার্য্য লিখতি—উদকুম্ভমিত্যাদিনা ; অস্য গুরোর্মার্জনাদিকং গৃহস্য অঙ্গানাং চেত্যর্থঃ ; তত্রাঙ্গানাং লেপনং চন্দনাদিনেতি জ্ঞেয়ম্। পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ, আসন্দীং—ভোজনপাত্রাধারত্রিপদিকাম ॥ ৭৯-৮১ ॥

অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন ॥ ৮২ ॥
জৃম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের আদেশ না লইয়া কোথাও যাইবে না। তাঁহার প্রিয় হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। কখনও তাঁহার নিকটে পাদ-প্রসারণ করিয়া বসিবে না ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের নিকট হাইতোলা, উচ্চ-হাস্য, উচ্চভাষাদি বলা, বস্ত্রদ্বারা কণ্ঠ আবরণ, এবং অঙ্গুলী ফোটান ইত্যাদি করিবে না ॥ ৮৩ ॥

টীকা—সারয়েৎ প্রসারয়েৎ, আদিশব্দাদুচ্চৈর্ভাষাদি, আস্ফোটনমঙ্গুল্যাদীনাম্ ॥ ৮২-৮৩ ॥

কিঞ্চ—

শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তিনিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—আরও, গৃহী গুরুদেবের পুত্র পরিবার ও বন্ধুজনের প্রতি ব্যবহার শ্রীগুরুসম্বন্ধীয় হিসাবে মঙ্গলকর কার্য্য আচরণ করিবে ॥ ৮৪ ॥

টীকা—নিত্যং গুরুপুত্রাদিষু শ্রেয়ঃ হিতং সম্যগাচরেৎ ; গুরুবদ্বৃত্তিঃ গুরাবিব গুরুপুত্রাদিষ্বপি বৃত্তির্ব্যবহারো যস্য তথাভূতঃ সন্, স্বা জ্ঞাতয়ো, বন্ধবঃ

সম্বন্ধিনস্তেষু ; পাঠান্তরে শ্রেয়ো যথা স্যাত্তথা গুরাবিব তদ্ধিয়াচরেৎ ; যদাচরেৎ, তৎ শ্রেয় ইতি বা ॥ ৮৪ ॥

উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥ ৮৫ ॥
গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥ ৮৬ ॥
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—গুরুপুত্রের গাত্রমর্দ্দন, স্নান করান, উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদপ্রক্ষালন নিষিদ্ধ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—সবর্ণা গুরুপত্নী গুরুবৎ পূজ্যা, অসবর্ণা প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়া ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—গুরুপত্নীর গাত্রে তৈল মর্দ্দন, স্নান করান, উদ্বর্ত্তন ও কেশ প্রসাধন শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮৭ ॥

টীকা—তত্রাপবাদমাহ—উৎসাদনমিতি ত্রিভিঃ। গাত্রাণামুৎসাদনম্ উদ্বর্ত্তনম্, শৌচং প্রক্ষালনম্, অসবর্ণা ইতি পূর্ব্বং ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিগ্রহাৎ; যদ্যপ্যেতৎ সর্ব্বং শ্রীব্যাসদেবেন বেদাধ্যাপকগুরু-সেবামধিকৃত্যোক্তং, তথাপি সাঙ্গবেদাধ্যাপনে মন্ত্রোপ-দেশশ্চ স্বত এব সিধ্যতীত্যেবং মন্ত্রগুরু-বেদগুর্ব্বোর-ভেদাৎ, বিশেষতশ্চ সেবাবিধিসাম্যাদত্র লিখিতমিতি দিক্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ৮৫-৮৭ ॥

দেব্যাগমে শ্রীশিবোক্তৌ—

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—দেবীতন্ত্রে শ্রীশিবের উক্তি—শ্রীগুরু-দেবের শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, পাদপীঠ স্নানজল ও ছায়া শিষ্য কখনও লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৮৮ ॥

গুরোরগ্রে পৃথক্পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৯॥

অনুবাদ—গুরুদেবের অগ্রে পৃথক্ পূজা, অভেদোক্তি, দীক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে ॥ ৮৯ ॥

টীকা—অদ্বৈতমভেদোক্তিম্; দীক্ষামন্যস্মৈ দীক্ষা-প্রদানম্ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীনারদোক্তৌ—

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৯০ ॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তিতে—যেখানে যেখানে শ্রীগুরুকে দর্শন করিবে, সেখানে সেখানে করযোড়ে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। শ্রীগুরুর বাক্য, আসন, যান, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া শিষ্য কখনও লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৯০-৯১ ॥

টীকা—পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তর-ভেদঃ পূর্ব্বমেব লিখিতঃ ॥ ৯০-৯১ ॥

শ্রীমনুস্মৃতৌ—

নোদাহরেদ্গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ॥
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে উক্তি আছে—বিশেষণ ও শ্রীশব্দ ব্যতীত কেবল শ্রীগুরুর নামাক্ষর মাত্র অসাক্ষাতেও উচ্চারণ করিবে না। সেইরূপ শ্রীগুরু-দেবের গতি ভাষণ ও চেষ্টার অণু করণ করিবে না ॥ ৯২ ॥

টীকা—কেবলং শুদ্ধং নামাক্ষরমাত্রকমিত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুর গুরু পরমগুরু নিকটস্থ হইলে শ্রীগুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। পারমার্থিক

গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া নিজ পিত্রাদি গুরু-বর্গকে প্রণামাদি করিবে না ॥ ৯৩ ॥

টীকা—স্বান্ গুরূন্ পিত্রাদীন্ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্ ।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্ ॥ ৯৪ ॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্ ।
পাদ-শব্দসমেতঞ্চ নতমূর্ধাঞ্জলীযুতঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—শ্রীগুরুদেবের কেবল নাম—যেমন তেমন ভাবে যেখানে সেখানে অভক্তিভাবে উচ্চারণ করিবে না। সংযতচিত্তে অবনত মস্তকে করযোড়ে প্রথমতঃ প্রণব ওঁ শ্রী অমুক বিষ্ণুপাদ—এইভাবে নাম গ্রহণ করিবে ॥ ৯৪-৯৫ ॥

টীকা—তর্হি কুত্রচিৎ কথং গৃহ্ণীয়াদিত্যপেক্ষায়া-মাহ—গৃহ্ণীয়াচ্চেত্যাদিনা ; অঞ্জলীতি দীর্ঘত্বমার্ষম্ ; ওঁ শ্রীঅমুকবিষ্ণুপাদা ইত্যেবং, তচ্চ নতমূর্ধাঞ্জলিযুক্তঃ সন্ গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪-৯৫ ॥

কিঞ্চ—

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা ॥৯৬॥

অনুবাদ—আরও, উক্তি আছে—মোহবশতঃ কখনও শ্রীগুরুকে আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া তাঁহার দ্রব্য কিছুই ভোজন করিবে না। দীক্ষা গ্রহণের পর এই সকল নিয়ম শিষ্য কর্ত্তৃক পালনীয় ॥ ৯৬ ॥

অন্যত্র চ—

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদগচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥ ৯৭ ॥
যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্ ।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—অন্য শাস্ত্রেও কথিত আছে—শ্রীগুরু-দেবকে আসিতে দেখিয়া আগাইয়া যাইবে, যাইবার সময় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিবে। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে আসনে বা শয়নে থাকিবে না ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—যাহা কিছু ভোজ্য ও পানীয় মনোহর প্রিয় দ্রব্য শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়া পরে নিজে প্রত্যহ ভোজন করিবে ॥ ৯৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতৌ—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা ।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে উক্তি আছে—শ্রীগুরু-দেব কর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও শ্রীগুরুর অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। তাঁহার বাক্যের অব-মাননা এবং তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবে না ॥৯৯॥

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—প্রাণ ও ধন দ্বারা আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য করিবে, কায় মনোবাক্যে এইরূপ সেবা করিলে সেই সেই শিষ্য পরমা গতি লাভ করে ॥ ১০০ ॥

টীকা—মোহাদপি গুরোঃ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং, তচ্চাজ্ঞাং বিনেতি বোদ্ধব্যম্, অন্যথাজ্ঞালঙ্ঘনদোষা-পত্তেঃ ; এতচ্চ সর্ব্বং দীক্ষানন্তরমপি শিষ্যস্য কৃত্যং জ্ঞেয়ং, সদৈব গুরুভক্তেরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ; অতএবৈতৎ দীক্ষানন্তরমপি কৃচিদুক্তমস্তি ॥ ৯৬-১০০ ॥

অন্যথা দ্বয়োরপি মহাদোষঃ—

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুরুশিষ্য পরীক্ষা এবং শ্রীগুরুসেবাদি ব্যতীত দীক্ষা দানে ও শিষ্য কর্ত্তৃক

দীক্ষা গ্রহণে মহা অনর্থ—সম্ভাবনা যিনি শাস্ত্রবিধি ব্যতীত মন্ত্র উপদেশ করেন এবং শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত মন্ত্রগ্রহণ করেন, তাহাদের উভয়ের দীর্ঘকাল ভয়ঙ্কর নরক ভোগ হয় ॥ ১০১ ॥

টীকা—পরীক্ষাং বিনা গুরুসেবাদিং বিনা চ মন্ত্রস্য কথনে গ্রহণে চ মহাননর্থ ইতি লিখতি—যো বক্তীতি ; ন্যায়ঃ দ্বয়োরন্যোহন্য-পরীক্ষণপূর্ব্বক-গুরু-সেবাদি-প্রকারস্তদ্রহিতম্ ॥ ১০১

অথ শিষ্যপ্রার্থনা

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা ।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১০২॥ইতি

অনুবাদ—বৈষ্ণবতন্ত্রে—এইরূপে শ্রীগুরুসেবা দ্বারা শ্রীগুরুর সন্তোষ বিধানের পর মন্ত্রদীক্ষার জন্য শিষ্যপ্রার্থনা করিবেন—হে শ্রীগুরুদেব আপনি জগ-তের প্রভু সংসারের ত্রিতাপজ্বালা হইতে আমাকে রক্ষা করুন, কালরূপ সর্পের দংশনে বিষের জ্বালায় দগ্ধ আমাকে উদ্ধার করুন, আমি আপনার শরণাগত ॥ ১০২ ॥

টীকা—এবং সেবয়া গুরুসন্তোষণানন্তরং মন্ত্র-দীক্ষার্থং যথা শিষ্যেণ প্রার্থয়িতব্যং তদ্বিজ্ঞাপয়িতুং লিখতি—ত্রায়স্বেতি ॥ ১০২ ॥

তত্র শ্রীবাসুদেবস্য সর্ব্বদেবশিরোমণেঃ ।
পাদাম্বুজৈকভাগেব দীক্ষা গ্রাহ্যা মনীষিভিঃ ॥ ১০৩॥

অনুবাদ—মনীষীগণ কর্ত্তৃক শ্রীগুরুদেবের নিকট সর্ব্বদেব শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণ কমল ভজনরূপ মন্ত্রদীক্ষাশ্রয় কর্ত্তব্য অন্য দীক্ষা গ্রহণে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় ॥ ১০৩॥

টীকা—তত্র তস্যাং গৃহ্যমাণায়াং দীক্ষায়াং পাদা-ম্বুজমেকমেব ভজতি আশ্রয়তীতি তথা সা ; মনীষি-ভিরিতি, অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতৈবেতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

অথ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যম্

প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ২।২৩)—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণত্রয় যুক্ত হইয়া একমাত্র পরমপুরুষ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন নাম ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব বিষ্ণুই নিশ্চয় মানবগণের শুভফল দান করেন ॥১০৪

টীকা—তত্র হেতুং দর্শয়ন্ শ্রীবাসুদেবস্য ভগবতো মাহাত্ম্যং লিখতি—সত্ত্বমিত্যাদিনা ; তত্র ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণামপীশ্বরত্বেহপ্যেকাত্মত্বেহপি চ শ্রীবাসুদেবস্যা-ধিক্যমাহ—সত্ত্বমিতি ; ইহ যদ্যপ্যেক এব পরঃ পুমান্ ঈশ্বরঃ অস্য বিশ্বস্য স্থিতিসৃষ্টিলয়ার্থং হরি-বিরিঞ্চি-হরেতিসংজ্ঞা ধত্তে, তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে সত্ত্বতনোঃ শ্রীবাসুদেবাদেব শ্রেয়াংসি শুভফলানি স্যুঃ ॥ ১০৪ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।১৮।২১)—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—আরও প্রথমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যা-য়ের একবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—যদিও এই তিন মূর্ত্তিই ঈশ্বর, তথাপি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যজল যাঁহার শ্রীচরণ নখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রীশিবের মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহার সহিত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ ব্যতীত অন্য কে ভগবৎ পদবাচ্য হইবেন ? অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা ও শিব যাঁহার উপাসক, সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য ॥ ১০৫ ॥

টীকা—অথাপি যদ্যপি ত্রয় এবৈতে ঈশ্বরাস্তথা-

পীত্যর্থঃ ; যদ্বা, অথেত্যর্থান্তরে ; বিরিঞ্চিনোপহৃতং সমর্পিতমর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং যস্য পাদনখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি, যদ্বা, পাদনখেনাবক্তয়া তাক্তমপি ঈশ-সহিতং জগৎ পুনাতি ; বিরিঞ্চোপহৃতং শেষমিত্যনেন শ্রীব্রহ্ম-শিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্। তস্মান্মুকুন্দা-দ্ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদার্থোঽভিধেয়ঃ, সর্ব্বে-শ্বরঃ স বিষ্ণুরেক এবেত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

———

শ্রীদশমস্কন্ধে (৮৯।১৪)—

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ম্ ॥১০৬

অনুবাদ—শ্রীদশমস্কন্ধে ৮৯ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে—জগদীশ্বর ত্রয়ের মধ্যে কোন মূর্ত্তি উপাস্য এই সংশয় মীমাংসার জন্য প্রেরিত ভৃগুমুনি পরীক্ষা করিয়া ফিরিলে পর তাঁহার নিকট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ বিস্মিত ও সংশয় মুক্ত হইয়া তাঁহাতে অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হই-লেন। কারণ, শ্রীবিষ্ণু হইতেই পরমমঙ্গল ও অভয় লাভ হয় ॥ ১০৬ ॥

টীকা—তদ্ ভৃগুবর্ণিতং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং বিস্মিতা তাদৃশাপরাধেঽপি নির্ব্বিকারত্বেন, যদ্বা, অবিস্মিতা-স্তস্য স্বতএব তথা সম্ভাবনয়া ; ভূয়াংসং মহত্তমং ; শ্রদ্দধুঃ নিশ্চিতবন্তঃ ॥ ১০৬ ॥

———

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥১০৭

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত্যপর্যন্ত সেই সেই ও আগম শাস্ত্র সমূহ জগদ্বাসীর মোহ উৎপাদনের জন্য নিজ নিজ বর্ণিত দেবগণকে শ্রেষ্ঠ বলিলেও সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত প্রয়োজন তত্ত্ব—বিচারস্থলে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জানা যাইবে একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর ও উপাস্য—ইহাই নিশ্চিত হয় ॥ ১০৭ ॥

টীকা—জল্পন্ত্বিত্যুপহাসে, 'জানন্ত এব জানন্তু' ইত্যাদিবৎ, সমস্তানামাগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদিবিচারস্য ব্যতিকরমাসঙ্গং প্রাপিতেষু সৎসু সিদ্ধান্তে বিষয়ে বিষ্ণুরেক এব ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ইতি নিশ্চীয়তে ॥ ১০৭ ॥

———

নারসিংহে—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥১০৮

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ত্রিসত্য করিয়া মৎকর্তৃক উক্ত হইতেছে—যেমন বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, সেই-রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরম ঈশ্বর নাই ॥ ১০৮ ॥

———

যতঃ পাদ্মে—

অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—যেহেতু পদ্ম পুরাণে কথিত হইয়াছে—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রসন্ন হইলে শত্রু—মিত্র হয়, বিষ—পথ্য হয় এবং অধর্ম্ম—ধর্ম্ম হয়, আর তিনি অপ্র-সন্ন হইলে তদ্বিপরীত মিত্র—শত্রু, পথ্য—বিষ, ধর্ম্ম—অধর্ম্ম হইয়া যায় ॥ ১০৯ ॥

———

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে ॥
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥১১০॥

অনুবাদ—শ্রীপদ্ম পুরাণেই শ্রীভগবদ্‌বাক্য—আমার নিমিত্ত কৃত চৌর্য্যাদি পাপও আমার প্রভাবে ধর্ম্ম হয়, আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করি-লেও তাহা পাপে পরিণত হয় ॥ ১১০ ॥

টীকা—বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং পরমং নাস্তীতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তম্ ॥ ১০৮-১১০ ॥

———

অতএবোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥ ১১১॥

অনুবাদ—এই কারণে স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেবতার ভজনে দোষ—শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবকে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে বন্দনা করে ॥ ১১১॥

টীকা—এবং ব্রহ্মাদিভ্যোঽখিলদেবেভ্যো মাহাত্ম্যং বিলিখ্যাধুনা তৎপরিত্যাগেনান্যদেবতাভজনস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদি-বাক্যৈর্দ্রঢ়য়তি—বাসুদেবমিত্যাদিনা। উপাসত ইত্যার্ষম্, উপাস্তে ॥ ১১১ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥১১২

অনুবাদ—স্কন্ধ পুরাণে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবকে উপাসনা করে, সেই মূঢ়চিত্ত অমৃত ত্যাগ ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে ॥ ১১২ ॥

মহাভারতে—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥ ১১৩॥
অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে কথিত আছে—যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহহেতু অন্যকে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশি পাইতে ইচ্ছা করে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া যে ব্যক্তি অন্যদেবকে আশ্রয় করে, সেই তৃষ্ণাতুর গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া মরুভূমি স্থিত মরীচির প্রতি ধাবিত হয় ॥ ১১৩-১১৪ ॥

টীকা—গঙ্গাম্ভসঃ সকাশাৎ, তৎপরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১১৩-১১৪ ॥

পঞ্চরাত্রে—

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥১১৫

অনুবাদ—পঞ্চরাত্রে—মোহহেতু যে দুর্ম্মতি শ্রীবিষ্ণুকে অন্য ক্ষুদ্রদেবতার সহিত (সাধারণ) একবার সমান বলে, সেই অন্ত্যজ ও জাতি অন্ত্যজ—অন্ত্যজ নহে ॥ ১১৫ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমানদর্শী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ যোগী হইলেও শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ১১৬ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ পরিত্যাগে ন দোষঃ, অন্যদেবসামান্য-দৃষ্ট্যৈব মহাননর্থ ইতি লিখতি—ঘ ইতি; মোহাদপি হীনেন বিষ্ণবপেক্ষয়া নিকৃষ্টেন দেবেন; জাতাবেকত্বম্; সাধারণং তুল্যং; সকৃদপি, অন্ত্যজঃ অত্যন্তনীচঃ স এব, ন তু চণ্ডালাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১১৫-১১৬ ॥

অন্যত্র চ—

যস্তু নারায়নং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥১১৭॥ইতি

অনুবাদ—অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত শ্রীনারায়ণকে যে ব্যক্তি সমভাবে দর্শন করে, সে সর্ব্বদা পাষণ্ডী থাকিবে। ভাবার্থ এই যে—শ্রীব্রহ্ম ও রুদ্র গুণাবতার, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিভূতি, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ অবতারী পরমেশ্বর—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র অনাদর কারী পাষণ্ডী—পাষণ্ডিনস্তু বিজ্ঞেয়াঃ সৎশাস্ত্র পরিপন্থিনঃ ॥ ১১৭ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যস্ত্বিতি, আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ; অয়ং ভাবঃ,—শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ, ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ, ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽবতারী পরমেশ্বর ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে, অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য

সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যত ইতি ; অতএবোক্তং বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন—নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্য-দর্শিনে ॥' ইতি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যা চ—'অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ॥' ইতি ॥ ১১৭ ॥

সহস্রনামস্তোত্রাদৌ শ্লোকৌঘাঃ সন্তি চেদৃশাঃ।
বিশেষতঃ সত্ত্বনিষ্ঠৈঃ সেব্যো বিষ্ণুর্ন চাপরঃ ॥১১৮॥

অনুবাদ—শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্তরূপ বহু শ্লোক সহস্রনাম স্তোত্রাদিতে আছে। বিশেষতঃ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুই আরাধ্য, অন্যদেবগণ নহে ॥ ১১৮ ॥

তথা চ হরিবংশে শ্রীশিববাক্যম্—
হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ
পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্ ॥ ১১৯ ॥ ইতি।
ঈদৃঙ্মাহাত্ম্যবাক্যেষু সংগৃহীতেষু সর্ব্বতঃ।
গ্রন্থবাহুল্যদোষঃ স্যাল্লিখ্যন্তেঽপেক্ষিতানি তৎ ॥১২০॥

অনুবাদ—সেইরূপ হরিবংশেও শ্রীমহাদেবের বাক্যে—হে বিপ্রগণ আপনারা বেদজ্ঞ ও সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট অতএব শ্রীহরি আরাধনাই সর্ব্বদা আপনাদের কর্ত্তব্য এবং বেদপাঠ ও কেশবের ধ্যান করুন। এইরূপে শাস্ত্র সমূহ হইতে কর্ণরসায়ন বহু মাহাত্ম্য বাক্যসংগ্রহ করিতে থাকিলে গ্রন্থ বাহুল্য দোষ হইবে, অতএব একান্ত প্রয়োজনীয় বাক্য সমূহ এখন হইতে লিখিতেছি ॥ ১১৯-১২০ ॥

টীকা—ঈদৃশাঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরা ইত্যর্থঃ ; তথা চ তত্রৈব শ্রীমহাদেববাক্যম্—'ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ॥ তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে। তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি ॥' ইতি। তত্রৈব নামমধ্যে—'সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যমকোটিদুরাসদঃ ॥ ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ। কোটীন্দুজগদানন্দী শম্ভুকোটি-মহেশ্বরঃ ॥' ইত্যাদি। তদন্তে চ শ্রীদুর্গাদেবীবাক্যম্—'অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্তসুখদে হরৌ। বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ ॥ যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ। জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈঃ। ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ ॥' ইত্যাদি। বীক্ষ্যতে জনৈরিতি —ন ত্বেতদপ্রত্যক্ষং, কিন্তু সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকৈর্দৃশ্যত এবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন লঘুসহস্রনামস্তোত্রাদিঃ ; তত্র লঘুসহস্রনামস্তোত্রে আরম্ভে—'পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ। পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্। পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা ॥' ইত্যাদি। অন্তে চ—'দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ ॥' ইত্যাদি চ। বিশেষত ইতি তমসা রজসা চোপহতচিত্তাঃ কিল কথঞ্চিদন্যং বা ভজন্তাং নাম, সাত্ত্বিকৈস্তুবশ্যং শ্রীবিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যর্থঃ। অতো যোঽন্যং ভজেৎ, স তমোরজোদূষিত ইতি ভাবঃ। পঠধ্বং জপত, ধ্যাতেত্যার্ষং, ধ্যায়ত। ননু ঈদৃশানি হৃৎকর্ণরসায়নানি শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরাণি বচনানি সর্ব্বশাস্ত্রতঃ সমাহৃত্যাপরাণ্যপি লিখ্যন্তাম্। তত্রাহ—ঈদৃগিতি ; গ্রন্থস্য বাহুল্যং বিস্তরস্তেন তদ্রূপো বা দোষো ভবেৎ, তৎ তস্মাৎ হেতোঃ, যদ্বা, তদিত্যব্যয়ং তানীত্যর্থঃ ; যাবন্তি যত্রাপেক্ষিতানি ভবন্তি, তাবন্ত্যেব তত্র লিখ্যন্তে, ন ত্বধিকানীত্যর্থঃ ; এতেন চেদৃশানি বহুতরাণি বচনানি সন্তীতি বোধিতম্। লিখ্যন্ত ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদগ্রেঽপ্যেবমেব লেখ্যানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥১১৮-১২০

অথ শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্যম্

আগমে—
মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১২১

অনুবাদ—আগম শাস্ত্রে—শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ রূপ প্রসন্নতা লাভ করিয়া শ্রীমন্ত্ররাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব-

মন্ত্রসমূহ জপ করিতে করিতে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যলাভে শ্রীবিষ্ণুর পরমধর্ম্মে সাধক গমন করেন ॥ ১২১ ॥

পুণ্যং বর্ষসহস্রৈর্যৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ।
জপন্তি বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্নরাস্তে লোকপাবনাঃ ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা বহু সহস্র বৎসর হইতে ভূরি ভূরি পুণ্য ও তপস্যা করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্র জপকারী ও জগৎ পবিত্রকারী ॥ ১২২ ॥

বৈষ্ণবে চ—
প্রজপন্ বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্ যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যো
মুচ্যতেঽসৌ মহাভয়াৎ ॥ ১২৩ ॥ ইতি।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে—বিষ্ণু-মন্ত্রসমূহ উত্তমরূপে জপ করিতে করিতে সাধক যাহাকে দর্শন বা পদদ্বারা স্পর্শ করিবেন, সেই ব্যক্তি সদ্য মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ইতি ॥১২৩॥

লিখ্যতে বিষ্ণুমন্ত্রাণাং মহিমাথ বিশেষতঃ।
তাৎপর্য্যতঃ শ্রীগোপালমন্ত্রমাহাত্ম্যপুষ্টয়ে ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অষ্টা-দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্ররাজের মাহাত্ম্য পুষ্টির জন্য তাঁহার অবতারবৃন্দের মন্ত্রমাহাত্ম্যও বিশেষ ভাবে লিখিতেছি—ইহাই গ্রন্থকারের আশয় ॥ ১২৪ ॥

টীকা—এবং সামান্যতো লিখিত্বা বিশেষতো লিখিতুং প্রতিজানীতে—লিখ্যন্ত ইতি। অথ সামান্যতো লিখনানন্তরমধুনা বিশেষতো লিখ্যতে। ননু অগ্রে শ্রীমদনগোপালদেবস্য সম্মোহনাখ্যাষ্টা-দশাক্ষরমন্ত্রপূজাবিধিরেব লেখ্যস্তৎ কিমন্যমন্ত্রমাহাত্ম্য-লিখনেন? তত্রাহ—তাৎপর্য্যত ইতি। অয়মর্থঃ—শ্রীগোপালদেবোঽয়মবতারী 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভাঃ ১।৩।২৮) ইত্যুক্তেঃ, বিচিত্রমাহাত্ম্যবিশেষ-প্রকটনাচ্চ, অতোঽবতারাণাং মাহাত্ম্যেন তস্যৈব মাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধেঃ, সাক্ষাত্তন্মন্ত্রস্যাপি মাহাত্ম্যং স্বতঃ পুষ্টমেব স্যাৎ, অতস্তদর্থমেব লিখ্যত ইতি ॥১২৪॥

তত্র দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োর্মাহাত্ম্যম্—

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—
সাঙ্গং সমুদ্রং সন্ন্যাসং সঋষিচ্ছন্দদৈবতম্।
সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্ ॥ ১২৫ ॥
অষ্টাক্ষরঞ্চ মন্ত্রেশং যে জপন্তি নরোত্তমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুধ্যেত্তে যতো বিষ্ণবঃ স্বয়ম্ ॥১২৬
শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূত্বা ব্রহ্মায়ুর্বনমালিনঃ।
বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ ॥১২৭॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতি-বিকুণ্ডল সংবাদে—যে সকলব্যক্তি দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র-রাজকে মুদ্রা, অঙ্গ, ন্যাস, ঋষি, ছন্দ, দেবতা দীক্ষা-বিধি, ধ্যান ও যন্ত্রাদি সহ জপ করেন তাঁহারাই নরোত্তম, তাঁহাদের দর্শনে ব্রহ্মঘাতী মহাপাতকীও শুদ্ধ হয়, যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণু সম ॥ ১২৫-১২৬ ॥

অনুবাদ—সেই সকল সাধক ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচক্র ও বনমালা ধারণ করিয়া পার্ষদের ন্যায় বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥১২৭

টীকা—তত্র শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রেষু মধ্যে; ছন্দেত্য-দন্তত্বমার্ষং ছন্দোভঙ্গভয়াৎ। বিষ্ণব ইতি বিষ্ণু-সারূপ্যপ্রাপ্তেঃ; বিষ্ণো রূপেণেত্যনুক্তবর্ণাকারাদি-গ্রহণার্থম্ ॥ ১২৫-১২৭ ॥

তত্রৈব দ্বাদশাক্ষরস্য চতুর্থস্কন্ধে (৮।৫৩) শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোক্তৌ—
জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥১২৮॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে (৮।৫৩) শ্রীধ্রুবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতে—হে রাজকুমার! পরম গোপ-নীয় জপ্য মন্ত্র আমার নিকট শ্রবণ কর, যে মন্ত্র সপ্তরাত্র জপ করিলে মনুষ্য আকাশচারী দেবগণের দর্শন পায় ॥ ১২৮ ॥

টীকা—সামান্যতো দ্বয়োরপি লিখিত্বাধুনা বিশে-ষতো লিখতি—তত্রেতি। তত্র দ্বয়োর্দ্বাদশাক্ষরাষ্টা-ক্ষরয়োরেব মধ্যে। শ্রীনৃপাত্মজ! হে শ্রীধ্রুব ॥১২৮॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছেন কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তাকারীগণ আজপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোক হইতে ফিরিয়া আসেন নাই ॥ ১২৯ ॥

———

অষ্টাক্ষরস্য যথা,—নারদপঞ্চরাত্রে—

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্ ॥ ১৩০ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ।
গতিরষ্টাক্ষরো নৃণাং ন পুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥১৩১॥
যত্রাষ্টাক্ষরসংসিদ্ধো মহাভাগো মহীয়তে।
ন তত্র সঞ্চরিষ্যন্তি ব্যাধিদুর্ভিক্ষতস্করাঃ ॥ ১৩২ ॥
দেবদানব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরাদয়ঃ।
প্রণমন্তি মহাত্মানমষ্টাক্ষরবিদং নরম্ ॥ ১৩৩ ॥
ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—ষড়ঙ্গ সহ বেদত্রয়, বিবিধ ছন্দ ও দেবগণ এবং আরও যাহা কিছু বাঙ্ময় শাস্ত্র সকলই অষ্টাক্ষর মন্ত্রমধ্যে আছেন। সর্ব্ববেদান্তের সারার্থ, সংসার সমুদ্রের পারদর্শী অষ্টাক্ষর মন্ত্র মোক্ষলাভেচ্ছু মনুষ্যগণের গতি। অষ্টাক্ষর মন্ত্রসিদ্ধ মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি যেস্থানে বিরাজ করেন, সেস্থানে ব্যাধি দুর্ভিক্ষ ও চোরসকল গমন করিতে পারে না। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি দেবানুচরগণ অষ্টাক্ষরবিদ্ মহাত্মাকে প্রণাম করেন। শাস্ত্রসকলে প্রসিদ্ধি আছে—সাক্ষাৎ-নারায়ণ ভগবানই স্বয়ং অষ্টাক্ষর মন্ত্ররূপে সাধকগণের মুখমধ্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছেন ॥ ১৩০-১৩৪ ॥

টীকা—ন পুনর্ভবেত্যত্র সমাসেঽপি মকার-স্থিতিরার্ষত্বাৎ। মুখেষু পরিবর্ত্ততে আবির্ভবতীতি বাঙ্ময়স্বরূপত্বাৎ ॥ ১২৯-১৩৪ ॥

———

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

এবমষ্টাক্ষরো মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
সর্ব্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্ত্রাত্মকঃ শুভঃ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে—অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষপ্রদ, সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্বশোভা ও সম্পৎপ্রদ এবং স্বরূপতঃ মঙ্গল কর ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—শ্রীঃ সর্ব্বশোভাসম্পত্তির্বা তদ্বান্, সেবকস্য শ্রীপ্রদ ইত্যর্থঃ, স্বতশ্চ শুভঃ মঙ্গলস্বরূপঃ ॥১৩৫

———

লিঙ্গপুরাণে—

কিমন্যৈর্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্বহুভির্ব্রতৈঃ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ১৩৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু নমো নারায়ণেতি যঃ।
জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং সবান্ধবঃ ॥১৩৭

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে—অন্য বহুমন্ত্র জপের কি প্রয়োজন? অন্যান্য বহু ব্রতের কি প্রয়োজন—নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্রই সর্ব্বার্থপ্রদ। অতএব সর্ব্বকালে নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র যিনি জপ করেন, হে বিপ্র শ্রেষ্ঠ! সবান্ধবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ১৩৬-১৩৭ ॥

———

ভবিষ্যপুরাণে—

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপহরঃ পরঃ।
সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং রাজত্বে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৩৮॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্বপাপহর, শ্রেষ্ঠ, সকল বিষ্ণুমন্ত্রের রাজা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥ ১৩৮ ॥

———

শ্রীশুকব্যাসসংবাদে চ—

নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং তাত স্বর্গমোক্ষ-ফলপ্রদঃ ॥ ১৩৯ ॥
এষ এব পরো মোক্ষ এষ স্বর্গ উদাহৃতঃ।
সর্ব্ববেদরহস্যেভ্যঃ সার এষ সমুদ্ধৃতঃ ॥ ১৪০ ॥
বিষ্ণুনা বৈষ্ণবানান্তু হিতায় মনুনা পুরা।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক-ব্যাস-সংবাদেও কথিত আছে হে পুত্র! শুক শ্রবণ কর—নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্র সর্ব্বার্থ সাধক, জপকারী ভক্তগণের স্বর্গ ও মোক্ষ ফলপ্রদ অথবা—ইহাই পরমমোক্ষ, ইহাই স্বর্গ। সর্ব্ববেদের সার গোপনীয় ইহা শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য পুরাকালে মনুকর্ত্তৃক কথিত সর্ব্বপাপহর সর্ব্বকামপ্রদ ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

নারায়ণায় নম ইত্যয়মেব সত্যং
সংসারঘোরবিষ-সংহরণায় মন্ত্রঃ।
শৃণ্বন্তু সত্যমতয়ো মুদিতাস্তরাগা
উচ্চৈস্তরামুপদিশাম্যহমূর্দ্ধ্ববাহুঃ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—ভয়ঙ্কর সংসার বিষ নাশের মন্ত্র—নারায়ণায় নমঃ—ইহাই সত্য। সংসারে বৈরাগ্যবান্ সত্যনিষ্ঠ শিষ্যগণ আনন্দে শ্রবণ কর—আমি উদ্ধ্ববাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ করিতেছি ॥১৪২॥

ভূত্বোর্দ্ধ্ববাহুরদ্যাহং সত্যপূর্ব্বং ব্রবীমি বঃ।
হে পুত্রশিষ্যাঃ শৃণুত ন মন্ত্রোঽষ্টাক্ষরাৎ পরঃ ॥১৪৩

অনুবাদ—উর্দ্ধ্ববাহু হইয়া অদ্য আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—হে পুত্র ও শিষ্যগণ শ্রবণ কর—অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ॥১৪৩॥

টীকা—হে তাত! হে শ্রীশুক! বিষ্ণুনা সমুদ্ধৃতঃ, মনুনা কীর্ত্তিতঃ জপ্তঃ লোকেষু বা কথিতঃ মুদিতাশ্চ তেঽস্তরাগাশ্চ বিরক্তাশ্চ, হে শিষ্যাঃ ॥ ১৩৬-১৪৩ ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে—

আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠানো যত্র তত্র বা।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—অতএব গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বসিয়া শুইয়া বা দাঁড়াইয়া যেখানে সেখানে থাক—নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্রের একমাত্র আশ্রিত হও ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—তিষ্ঠান ইত্যার্ষং তিষ্ঠন্ ॥ ১৪৪ ॥

অথ শ্রীনারসিংহানুষ্টুভ-মন্ত্ররাজস্য মাহাত্ম্যম্

তাপনীয়শ্রুতিষু—

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্—তস্য আনুষ্টুভ-মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য ফলং নো ব্রুহীতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ—য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহ-মানুষ্টুভং নিত্যমধীতে, স আদিত্যপূতো ভবতি, সোঽগ্নিপূতো ভবতি, স বায়ুপূতো ভবতি, স সূর্য্যপূতো ভবতি, স চন্দ্রপূতো ভবতি, স সত্যপূতো ভবতি, স ব্রহ্মপূতো ভবতি, স বিষ্ণুপূতো ভবতি, স রুদ্রপূতো ভবতি, স সর্ব্বপূতো ভবতি ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—তপনীয় শ্রুতিতে—দেবগণ নিশ্চিতরূপে প্রজাপতিকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ সুপ্রসিদ্ধ অনুষ্টুভছন্দে পঠিত মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবের মন্ত্রের ফল আমাদিগকে বলুন। প্রজাপতি বলিলেন—যে ব্যক্তি এই মন্ত্ররাজ নারসিংহ মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি—দিব্যস্নান, আগ্নেয়স্নান, বায়বীয় স্নান, সৌর-স্নান, চান্দ্রস্নান, সত্যস্নান, ব্রাহ্মস্নান, বিষ্ণুস্মরণ রূপ মান্ত্রস্নান, ভস্মস্নান, এবং সর্ব্ববিধ স্নানের ফল পান ॥ ১৪৫ ॥

তত্রৈবান্তে—

অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমম্ উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং, গৃহস্থশত-মেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং, বানপ্রস্থশতমেক-মেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনাস্তু শতং পূর্ণরুদ্র-জাপকেন তৎসমং, রুদ্রজাপকশতমেকমেকেনাথ-র্ব্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমম্, অথর্ব্বাঙ্গিরসশাখা-ধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমং, তদ্বা, এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্য্যো ভাতি, যত্র ন বায়ুর্বাতি, যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি, যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি, যত্র নাগ্নি-র্দহতি, যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষঃ। তৎ সদানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং, যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। তদেত-দৃচাভ্যুক্তং—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে, বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥১৪৬॥

অনুবাদ—উক্ত শ্রুতির পরিশেষে লিখিত আছে—উপনয়ন বিহীন শত ব্যক্তি একজন উপনীত ব্যক্তির সমান, শতজন উপনীত ব্যক্তি একজন গৃহস্থের সমান, শতজন গৃহস্থ একজন বানপ্রস্থের সমান, শতজন বানপ্রস্থীর সমান একজন সন্ন্যাসী, শত সন্ন্যাসী সম একজন শৈব, শত শৈব সম একজন অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরস শাখাধ্যায়ী, শত অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরস শাখাধ্যায়ী সম একজন মন্ত্ররাজাধ্যাপক, ইহার পরম ধাম প্রাপ্তি, যিনি মন্ত্ররাজের অধ্যাপক (উপদেষ্টা) যে ধামে দুঃখাদি নাই, যেখানে প্রাকৃত সূর্য্য আলোক দেয় না, যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যেখানে চন্দ্র আলোক দেয় না, যেখানে নক্ষত্রসমূহ প্রকাশ পায় না, যেখানে অগ্নি দাহ করে না, যেস্থানে মৃত্যুপ্রবেশ করে না, যেখানে কোন দোষ নাই। তাহা সদানন্দ, শাশ্বত, শান্ত, সদাশুভ, ব্রহ্মাদির বন্দিত, যোগীগণের ধ্যেয়। যেস্থানে ভক্তিযোগিগণ গিয়া আর ফিরে না। তাহাই এই ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ, দিব্যসূরিগণ সর্ব্বদা বিষ্ফারিত নেত্রেদর্শন করিতেছেন ॥ ১৪৬ ॥

অথ শ্রীরামমন্ত্রাণাং মাহাত্ম্যম্

আগস্ত্যসংহিতায়াম্—

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদম্ ॥ ১৪৭॥

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রবর্গ সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ—গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও সৌরসম্প্রদায়ের মন্ত্র হইতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট ফলপ্রদ ॥ ১৪৭ ॥

বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদিমন্ত্রেষু কোটিকোটিগুণাধিকাঃ ॥ ১৪৮ ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি।
বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—পুনঃ বৈষ্ণবমন্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রীরামমন্ত্র অধিক ফলপ্রদ। গাণপত্যাদি মন্ত্রসমূহ হইতে শ্রীরামমন্ত্র কোটি কোটি গুণে অধিক। হে দ্বিজবর! দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাদি ব্যতীতই এবং ন্যাসবিধি ব্যতীতই শ্রীরামমন্ত্র জপমাত্রেই সিদ্ধিদ ॥১৪৮-১৪৯॥

মন্ত্রেষ্বষ্টস্বনায়াস-ফলদোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ।
ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্তু মহাঘৌঘনিবারণঃ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—অষ্টবিধ শ্রীরামমন্ত্রমধ্যে ষড়ক্ষর মন্ত্র অনায়াসে ফলপ্রদ। 'ওঁ নমো রামায়' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র মহাপাতক সমূহ নিবারক ॥ ১৫০ ॥

মন্ত্ররাজ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ।
দৈনন্দিনন্তু দুরিতং পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষজম্ ॥ ১৫১ ॥
সর্ব্বং দহতি নিঃশেষং তুলাচলমিবানলঃ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ ॥ ১৫২ ॥
স্বর্ণস্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্পযুতানি চ।
কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যপপাপানি যান্যপি।
সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—রামমন্ত্র সমূহের মধ্যে এই ষড়ক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ইহাকে 'মন্ত্ররাজ' বলা হইয়াছে। দৈনন্দিন কৃত পাপ, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বর্ষজাত পাপ সকলই নিঃশেষে দগ্ধ করেন—যেমন অগ্নি তুলা-পর্ব্বতকে নিঃশেষে দগ্ধ করে। অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা-পাপ, জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপ, স্বর্ণ চৌর্য্য, সুরাপান, গুরুতল্পগতপাপ এবং কোটি কোটি সহস্র সহস্র যে সকল উপপাতক সকলই রামমন্ত্র নিরন্তর কীর্ত্তন ফলে প্রনষ্ট হয় ॥ ১৫১-৫৩ ॥

তাপনীয়শ্রুতিষু চ—

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি, স মৃত্যুং তরতি, স ভ্রূণহত্যাং তরতি, স সর্ব্বহত্যাং তরতি, স সংসারং তরতি, স সর্ব্বং তরতি, স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি, সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৪॥

অনুবাদ—শ্রীরামতাপনিশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—যে ব্রাহ্মণ এই তারকব্রহ্ম রামমন্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি পাপমুক্ত হন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি ভ্রূণ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ হত্যা পাপ

হইতে মুক্ত হন, তিনি সংসার মুক্ত হন, তিনি সর্ব্ববিধ দোষ হইতে উত্তীর্ণ হন, তিনি ভক্তের আশ্রিত হন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১৫৪ ॥

অথ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্যম্

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রসকল অবতার সকলের মন্ত্রসমূহ হইতে অধিক বীর্য্যশালী ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি-মন্ত্রেভ্যোঽপি বীর্য্যবত্তমাঃ পরমপ্রভাববন্তঃ। তত্র হেতুঃ—সর্ব্বাবতারবীজস্য, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভাঃ ১৷৩৷২৮)—ইত্যবতারিত্বোক্তেঃ ॥ ১৫৫ ॥

তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীগোবিন্দ-বৃন্দাবনাখ্যে—
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈকসাধনম্ ॥১৫৬॥

অনুবাদ—সেইরূপই বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রের শ্রীগোবিন্দ-বৃন্দাবন-নামক খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—অন্য সকল মন্ত্র হইতে বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবমন্ত্র সকল হইতে বিশেষগুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সকল ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র সাধক ॥ ১৫৬ ॥

যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ।
অভেদাত্তন্মনূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে ॥ ১৫৭ ॥
কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥১৫৮॥ইতি

অনুবাদ—যে যে মন্ত্রের সেই সেই দেবতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অবতারীতে সর্ব্ব অবতারের সমন্বয় হেতু এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম বলিয়া তিনিই সকলমন্ত্রের দেবতা আরাধ্য ভগবান্ এবং স্মরণমাত্রেই সাধকসকলের ভুক্তি ও মুক্তিফল প্রদান করেন ॥ ১৫৭-১৫৮ ॥

তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—তথাপি ব্রজে গোপলীলায় অশেষ-বিশেষে নিজ ভগবত্তা প্রকট করায় শ্রীবৃন্দাবন বিহারীর মন্ত্র সকল শ্রেষ্ঠতম, তাহা হইতেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠতমোত্তম ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথদেবতাদিমন্ত্রেষ্বপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ ; তেষ্বপি মধ্যেঽষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

অথ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমাহাত্ম্যম্

তাপনীয়শ্রুতিষু—

ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ। কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য জ্ঞানেনাখিলং জ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তানু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম, গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি, গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, স্বাহয়েদং সংসরতি। তমু হোচুঃ—কঃ কৃষ্ণ, গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি, গোপীজনবল্লভঃ কঃ, কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ—পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্মৈব, তদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি। তে হোচুঃ—কিং তদ্রূপং, কিং রসনং, কথং হো তদ্ভজনং, তৎ সর্ব্বং সুবিবিদিষতামাখ্যাহীতি। তদু হোবাচ হৈরণ্যঃ—গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—শ্রীগোপাল তাপনীশ্রুতিতে—সনকাদি মুনিগণ প্রকাশ্যে পরব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন—পরমারাধ্যদেব কে ? মৃত্যু কাঁহা হইতে ভয় পায়, কাঁহার জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয় ? কাঁহা-কর্ত্তৃক এই উচ্চ নীচ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে ?

তাহাদিগকে ব্রহ্মা বলিলেন—কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম পরমারাধ্যদেব, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পায়, গোপীজনবল্লভজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়, স্বাহা-কর্ত্তৃক এই সংসার প্রবাহ চলিতেছে।

তাঁহাকে মুনিগণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কৃষ্ণ কে? এই গোবিন্দ কে? গোপীজন বল্লভ কে? তাঁহাদিগকে ব্রহ্মা বলিলেন—পাপকর্ষণকারী কৃষ্ণ, গো-ভূমি-বেদবিদ্ গোবিন্দ, তাঁহাকে যাহারা জানেন—গোপীজন, তাঁহারাই সর্ব্ববিদ্যা, গোবিন্দের প্রাপ্তির উপায় শক্তিবিশেষ, তাঁহাদের প্রেরক বল্লভ। তাঁহার মায়াশক্তি স্বাহা—এই সকলই পরব্রহ্ম শক্তি-শক্তিমান অভেদহেতু। তাঁহাকে যিনি ধ্যান করেন, কীর্ত্তনাদিদ্বারা রস আস্বাদন করেন, ভজন-সেবা করেন তিনি অমৃত হন। ইতি। মুনিগণ প্রশ্ন করিলেন—তাঁহার ধ্যেয় রূপ কি? কি আস্বাদন, তাঁহার ভজন কি? সেই সকল সুষ্ঠুভাবে জানিতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট বলুন।

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন—গোপ-বেশ, ঘনশ্যামবর্ণ, তরুণ, কল্পদ্রুমতলবাসী ইত্যাদি ॥ ১৬০ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈবাগ্রে—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাশ্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্; কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি, গোবিন্দং সন্তং বহুধা আরাধয়ন্তি, গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে, স্বাহাশ্রিতো জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—আরও ঐতাপনীর কিছু অগ্রে কীর্ত্তিত আছে—ইঁহার ভজন—ভক্তি, সেই ভজন ইহপর-লোকের ভোগপিপাসা রহিত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণেই মনের পরম আবিষ্টতা, ইহাই নিষ্কামভাব। সেই কৃষ্ণকে বেদজ্ঞ ঋষিগণ শান্ত-দাস্যাদি বহুভাবে যজনা করেন, গোবিন্দকে বহুভাবে নবধা ভক্তিতে আরাধনা করেন, গোপীজনবল্লভ ভুবনসমূহকে ধারণ করেন, স্বাহাতে আশ্রিতজন আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রেমভাব বিকার অশ্রুকম্প আদিপ্রকাশে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন ॥ ১৬১ ॥

বায়ুর্যথৈবাপঘনং প্রবিষ্টো
জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব।
কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং
শব্দেনাসৌ পঞ্চপদোঽবভাতি ॥ ১৬২ ॥ ইতি।

অনুবাদ—একই বায়ু প্রাণিগণের প্রতি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ একই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রমধ্যে শব্দব্রহ্ম পঞ্চপদী গোপালবিদ্যারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

কিঞ্চ। তত্রৈবোপাসনবিধিকথনানন্তরং—

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুযজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—এক—অসমোর্দ্ধ স্বয়ং ভগবান্, বশী—সর্ব্ববশয়িতা, সর্ব্বগ—সর্ব্বব্যাপক, শ্রীকৃষ্ণ ঈড্য—সর্ব্বস্তুত্য, অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি মান হেতু এক হইয়াও তিনি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকেন। শ্রীশুক-দেব, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলাদি ধীর ব্যক্তিগণ শ্রীবৃন্দা-বনাদি যোগপীঠে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখ লাভ করেন অন্যে সে সুখ পায় না ॥ ১৬৩ ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুযজন্তি বিপ্রা-
স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীগোবিন্দ নিত্য আরাধ্যহেতু তাঁহার আরাধকগণও নিত্য এবং নিত্য চেতন জীবগণেরও নিত্যচেতয়িতা শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এক হইয়াও বহু সাধ-কের বাসনা পূরণে, রাসে শতকোটি গোপীর প্রেম বিনিময়ে সমর্থ। তাঁহাকে যে ধীর সাধকগণ শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহা-দেরই নিত্যানন্দসিদ্ধি লাভ হয়, অন্যের নহে ॥১৬৪॥

এতদ্ধি বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে
নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ
প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—যে সাধকগণ এই শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাত্মক মন্ত্ররূপ পরমপদ নিষ্কাম ভাবে সযত্নে নিত্য আরাধনা করেন, তাঁহাদের সমক্ষে ইনি গোপরূপ প্রযত্ন-সহকারে প্রকাশ পূর্ব্বক সদ্য গোলোকে স্থান দেন ॥ ১৬৫ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো
বিদ্যাস্তস্মৈ গোপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমনুব্রজেৎ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রাক্-কালে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সেই ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষর গোপালবিদ্যা দান করিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞান প্রেমভক্তি দাতাকে মুমুক্ষুগণ নিরন্তর শরণ প্রার্থনা করিবেন ॥ ১৬৬ ॥

ওঁকারেণান্তরিতং যে জপন্তি
গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তম্।
তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং
তথা মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—অগ্রে ও শেষে ওঁকার সম্পুটিত করিয়া যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের এই পঞ্চপদ মন্ত্র জপ করেন, শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্মরূপ প্রদর্শন করান। অতএব নিত্যশান্তির জন্য মুমুক্ষু এই মন্ত্র যথাবিধি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৬৭ ॥

তস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্
গোবিন্দস্য মনবো মানবানাম্।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈ-
রভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—ইহা হইতে শ্রীগোবিন্দের অন্য দশাক্ষরাদি মন্ত্রসকল মানবগণের হিতার্থে ইন্দ্রাদিদেবগণ ঐশ্বর্য্য কামনায় যথাবিধি অভ্যাস করিতেছেন, সনকাদি মুক্তি কামনায় ও শ্রীনারদাদি ভক্তি কামনায় জপ করিতেছেন ॥ ১৬৮ ॥

কিঞ্চ। তত্রৈব—

তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽববুধ্যত, গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্ব্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বান্তর্হিতঃ; পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ। তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রাকাশয়ৎ। তদিহ কাদাপো, লাৎ পৃথিবী, ঈতোঽগ্নিবিন্দোরিন্দুস্তন্নাদাদর্ক ইতি ক্লীংকারাদসৃজম্। কৃষ্ণাদাকাশং খাদ্বায়ুরিত্যুত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাং প্রাদুরকার্ষম্। তদুত্তরাত্তদুত্তরাৎ স্ত্রী-পুমাদি চেদং সকলমিদমিতি ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—আরও উক্ত তাপনীতে উক্ত হইয়াছে—পুনরায় ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—যথাবিধি অনবরত আমাকর্ত্তৃক ধ্যাত ও স্তুত হইয়া আমার আয়ুর পরার্দ্ধকাল অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে পর শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমার সম্মুখে গোপবেশ-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। আমি প্রণাম করিলে পর সদয়-হৃদয়ে আমাকে অষ্টাদশাক্ষর-স্বরূপ মন্ত্ররাজের অর্থ ও শক্তি ভবিষ্যৎ জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর আমার সৃষ্টি বাসনা পুনরায় জাগরিত হইল। ঐ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-বর্ণ সকল হইতে পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত করাইলেন।

মন্ত্রের বীজাক্ষর—'ক' হইতে জল, 'ল' হইতে পৃথিবী 'ঈ' হইতে অগ্নি, ० বিন্দু হইতে আকাশ, নাদ হইতে সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। ইহাই সূক্ষ্ম সৃষ্টি। পরে স্থূল জগৎ কৃষ্ণ হইতে আকাশ, য়—হইতে বায়ু, গোবিন্দ হইতে সুরভি, গোপীজনবল্লভ হইতে বেদাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইলেন। স্বাহা হইতে স্ত্রী-পুরুষাদি প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইলেন ॥ ১৬৯ ॥

তথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে—

ক্লীংকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ ॥১৭০॥
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ।
স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা।
তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতিমুখবেষ্টন-বর্ণকঃ।
অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ ॥ ১৭১॥

অনুবাদ—সেইরূপই গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা ক্লীংকার হইতে বিশ্ব সৃজন করিলেন—ইহা শ্রুতিশির তাপনী বলিয়াছেন। যথা লকার হইতে পৃথিবীজাত হইলেন, ককার হইতে জল উৎপত্তি, ঈকার হইতে অগ্নি উৎপন্ন, নাদ হইতে বায়ু, ০ বিন্দু হইতে আকাশ সম্ভূত হইলেন এই কারণে মন্ত্রকে পঞ্চভূতাত্মক বলা হয়। স্বা—শব্দ হইতে আত্মা ও পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, হা—পরা চিৎশক্তি। উভয়ের মিলনে সৃষ্টি। মুখবেষ্টিন বর্ণ-প্রণব। যাহাতে বিশ্বের লয় ॥ ১৭০-১৭১ ॥

———

পুনশ্চ সা শ্রুতিঃ—

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহমাত্মানং বেদয়িত্বা ওঁকারান্তরালকং মনুমাবর্ত্তয়ৎ। সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়ৎ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেৎ ॥ ১৭২ ॥ ইত্যাদি।

অনুবাদ—পুনরায় ঐ শ্রুতি—এইমন্ত্র যজন দ্বারা চন্দ্র ধ্বজ রাজা মোহত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন। প্রণব পুটিত মন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর জপ করেন। জড়সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। অতএব এই মন্ত্র নিত্য জপ করিবেন ॥ ১৭২ ॥

———

অত্রৈবাগ্রে, তদত্র গাথা—

যস্য পূর্ব্বপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্গন্ধবাহনঃ ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসন্।
চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ম্ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—এই শ্রুতির অগ্রে—যে মন্ত্রের পূর্ব্ব-পদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু, পঞ্চম পদ হইতে আকাশ উৎপত্তি। একমাত্র সেই মন্ত্র জপ করিয়া চন্দ্রধ্বজ রাজা নিত্য-শাশ্বত শ্রীবিষ্ণুর ধাম গমন করিয়াছেন ॥ ১৭৪ ॥

———

ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোক-
মশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্।
যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—অথ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, অতএব বিমল—রজস্তমোগুণশূন্য, অতএব বিশোক, অতএব লোভ-মোহাদির সঙ্গরহিত, যে শ্রীগোলোকাখ্যধাম, তাহাই পঞ্চপদ মন্ত্রময়, শ্রীবাসুদেবাত্মক। একই তত্ত্ব ত্রিধা আবির্ভূত মন্ত্র ধাম ও অধিষ্ঠাতৃ দেবরূপে। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। সেই বাসুদেবের বৈভব স্বরূপশক্তি বিলাস ধাম, তাঁহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে তাঁহারই অন্তর্ভূত অন্তরঙ্গ বৈভব ॥ ১৭৫ ॥

———

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ ১৭৬ ॥ ইতি।

অনুবাদ—সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা নিজ আরাধ্য তত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন—সেই একমাত্র অসমোর্দ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব পঞ্চপদ মন্ত্রাত্মক শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরুতলে বিরাজিত, সর্ব্বদা মরুদ-দেবগণের সহিত আমি মনে মনে ধ্যানে স্তব দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করি ॥ ১৭৬ ॥

———

কিঞ্চ, স্তুত্যনন্তরম্—

অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্যঃ, স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, ন যদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাৎ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—আরও স্তুতির পর—এই পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যিনি জপ করেন, তিনি অনায়াসে

নির্ম্মল সেই ধামে গমন করেন। তিনি একত্র স্থির থাকিয়াও মন হইতেও দ্রুতগামী ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ তাঁহাকে পাইতে পারে না, যেহেতু তিনি অনাদির আদি ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—হ স্ফুটং, বৈ প্রসিদ্ধং, ব্রাহ্মণং ব্রহ্মবেত্তারং ব্রহ্মাণমিত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্ম দৈবতমিতি পূর্ব্বপ্রক্রান্তং বা; পাপকর্ষণ ইতি। দ্বিতীয়স্য পদস্যার্থঃ—গৌঃ স্বর্গঃ, গো-ভূমি-বেদেষু বিদিতঃ, তেষাঞ্চ বেদিতেতি। তৃতীয়স্যার্থঃ—গোপীজনোঽবিদ্যায়াঃ কলাঃ স্ত্রীত্বাৎ অংশাস্তৎপ্রেরকঃ; যদ্বা, গোপীজনা এব আ সম্যক্ বিদ্যা, প্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ সৈব কলা শক্তিবিশেষস্তস্যাঃ প্রেরক ইতি। চতুর্থস্য—তন্মায়া চেতি পঞ্চম স্যেতি দিক্। রসতি আস্বাদয়তি কীর্ত্তনাদিনা, এজয়ৎ ঐজয়ৎ চেষ্টাং কারয়ামাস, গোপীজনবল্লভ এবেত্যর্থঃ। স্বরেতাঃ স্বস্মাদুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। অপঘনং শরীরং, জন্যে জন্যে প্রতিশরীরং, পঞ্চপদঃ অষ্টাদশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রেম্ণৈবাত্মবৃত্তেঃ প্রকাশো যস্য তৎ, পাঠান্তরং সুগমম্। নিত্যশান্ত্যৈ নিত্যায়ৈ অবিনশ্বরায়ৈ শান্ত্যৈ সুখায়, অবুধ্যত প্রবোধং প্রাপ্তঃ, পুনশ্চ স্বতঃ সন্ প্রাকাশয়দ্ ভগবানেব; যদ্বা, ণি-প্রত্যয়স্যাত্রানধিকার্থত্বং প্রাকাশতেত্যর্থঃ; প্রকাশয়মিতি বা পাঠঃ। কাৎ ককারাৎ, আপো জলং, লকারাৎ পৃথিবী, ঈকারাদগ্নিঃ, বিন্দোঃ সকাশাচ্চন্দ্রঃ, তস্য নাদাদর্কঃ, যাৎ যকারাৎ বায়ুরভূদিতি শেষঃ। উত্তরাৎ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ, সুরভিং গোজাতিং, তদুত্তরাৎ গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ, তদুত্তরাৎ বল্লভেত্যাদিতঃ। বেদয়িত্বা বিদিত্বা, অন্যাভ্যো বা বিজ্ঞাপ্য। ওঁ কারান্তরালকং প্রণবপুটিতমিত্যর্থঃ। অভিত আনয়ৎ সাধয়ামাস। যস্য পূর্ব্বপদাদিত্যাদি চ কল্পান্তরে প্রকারান্তরাভিপ্রায়েণ। পূর্ব্বমর্শাৎ পরামর্শাৎ; যদ্বা, পূর্ব্বেষাং মর্শাৎ বিচারাদপীতি ॥১৬০-১৭৭ ॥

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং ভজেদিতি, ওঁ তৎ সদিতি ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অশেষ ভগবত্তা প্রকটনপর শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহাকেই প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই অর্চ্চন করিবে, তাঁহাকেই প্রেমরসাপ্লুত হইয়া ভজন করিবে। তিনিই পরব্রহ্ম ওঁতৎসৎ ইতি ॥ ১৭৮ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ, দেবীং প্রতি শ্রীমহাদেবোক্তাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গ এব—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ।
সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭৯ ॥
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্ল্লভম্।
অমানুষাণি কর্ম্মাণি তানি তানি কৃতানি চ ॥ ১৮০ ॥
শাপানুগ্রহকর্ত্তৃত্বে যেন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গোপাঙ্গমনুত্তমম্ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য সম্মোহনতন্ত্রেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রসঙ্গেই দেবীর প্রতি শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাদি পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ এইরূপ সহস্র সহস্র জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবতার মহামহিমবৃন্দ আছেন। সেই সকল অবতারের মধ্যে বাল্যলীলা অতি দুর্ল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলামধ্যে বহু অত্যাশ্চর্য্য অমানুষিক লীলা করিয়াছেন। ঐ সকল লীলামধ্যে সকলের প্রতি দণ্ড ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বলিব ॥ ১৭৯-১৮১ ॥

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্ব্বজ্ঞতামিয়াৎ।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—যে মন্ত্রের বিশেষ জ্ঞান ফলে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, পুত্রার্থী পুত্র পায় ধনার্থী ধনলাভ করে ॥ ১৮২ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্য্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ ॥১৮৩॥

অনুবাদ—সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রিলোককেও নিজ বশীভূত করিতে পারে, জগৎকে ব্যাকুলিত করিতে পারে ॥ ১৮৩ ॥

মোহয়েৎ সকলং সোঽপি মারয়েৎ সকলান্ রিপূন্।
বহুনা কিমিহোক্তেন মুমুক্ষুর্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৪॥

অনুবাদ—সকলকে তিনি মোহিত করিতে পারেন, শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারেন। অধিক কি বলিব মুমুক্ষু মুক্তি লাভ করে ॥ ১৮৪ ॥

যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী।
যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥ ১৮৫॥
যথাবদখিলশ্রেষ্ঠং যথাশাস্ত্রন্তু বৈষ্ণবম্।
যথা সুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥ ১৮৬॥

অনুবাদ—যেমন মণিগণমধ্যে চিন্তামণি শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণমধ্যে গাভী, স্ত্রীগণমধ্যে পতিব্রতা, মনুষ্য মধ্যে দ্বিজ, নদী মধ্যে গঙ্গা, সেইরূপ মন্ত্রগণ মধ্যে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। যেমন অখিল শাস্ত্রমধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, যেমন সুসংস্কৃত বাক্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই মন্ত্র উত্তম ॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—বালত্বং শৈশবং চাঞ্চল্যং বা, যেন বালত্বেন হেতুনা সর্ব্বং জগৎ শপনেঽনুগ্রহণে চ প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। তদ্বাল্যচরিতাদি-মহিম্না বিশ্বমেব সর্ব্বার্থ-শক্তিবিশেষযুক্তমভূদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থসাধনে পরমোত্তমঃ। যথা চিন্তামণ্যাদয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকাঃ, তথা মন্ত্রোত্তমোঽসৌ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রোঽপি সর্ব্বার্থ-সাধক ইত্যর্থঃ। যদ্বা, যথা মণিষু চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠঃ, গোষু গৌঃ কামধেনুঃ, যদ্বা, পশুষু গৌঃ, নারীষু চ সতী, বর্ণেষু বিপ্রঃ, নদীষু গঙ্গা, তথাসৌ মন্ত্রেষূত্তম ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। যথাবৎ সম্যক্তয়া অখিলেষু শাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠম্ ॥ ১৮০-১৮৬ ॥

কিঞ্চ—

অতো ময়া পরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে ॥১৮৭॥

অনুবাদ—আরও—হে পরমেশ্বরি! অতএব আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করি, এই চরাচর জগতে এই মন্ত্র সদৃশ আর মন্ত্র নাই ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীসনৎকুমার কল্পেঽপি—

গোপালবিষয়া মন্ত্রাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রভেদতঃ।
তেষু সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু মন্ত্ররাজমিমং শৃণু ॥ ১৮৮ ॥
সুপ্রসন্নমিমং মন্ত্রং তন্ত্রে সম্মোহনাহ্বয়ে।
গোপনীয়স্ত্বয়া মন্ত্রো যত্নেন মুনিপুঙ্গব ॥ ১৮৯ ॥
অনেন মন্ত্ররাজেন মহেন্দ্রত্বং পুরন্দর।
জগাম দেবদেবেশো বিষ্ণুনা দত্তমঞ্জসা ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমার তন্ত্রেও—শ্রীগোপালকৃষ্ণ বিষয়ক তেত্রিশ প্রকার মন্ত্র আছেন, তন্মধ্যে ইহাই মন্ত্র-রাজ। সম্মোহন তন্ত্রে ইহাকে 'সুপ্রসন্ন' মন্ত্র বলা হইয়াছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যত্নপূর্ব্বক এই মন্ত্র গোপনে রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমান মন্বন্তরে দেব-রাজ পুরন্দর এই মন্ত্র জপদ্বারা মহেন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুর নিকট হইতে এই মন্ত্র লাভ করিয়া দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১৮৮-১৯০ ॥

টীকা—মুনিপুঙ্গব হে নারদ ॥ ১৮৯ ॥

দুর্ব্বাসসঃ পুরা শাপাদসৌভাগ্যেন পীড়িতঃ।
স এব সুভগত্বং বৈ তেনৈব পুনরাপ্তবান্ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপবশতঃ দুর্ভাগ্য পীড়িত হইলেও মন্ত্ররাজের জপবলে পুনরায় সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন ॥ ১৯১ ॥

বহুনা কিমিহোক্তেন পুরশ্চরণসাধনৈঃ।
বিনাপি জপমাত্রেণ লভতে সর্ব্বমীপ্সিতম্ ॥১৯২॥ ইতি

অনুবাদ—এসম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব—পুরশ্চরণাদি সাধনসমূহ ব্যতীতও কেবল জপ দ্বারাই এই মন্ত্র সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত প্রদান করেন ॥১৯২॥ ইতি।

প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমম্।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ ॥১৯৩॥

অনুবাদ—আমার পরমগুরু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রণত হই। পরম্পরাক্রমে যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র আশ্রয়ফলে কনিষ্ঠ সাধকও উত্তম হয় ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—এবং তত্তন্মাহাত্ম্য-লিখনেঽযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো ভগবন্মহামহিম্না যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ পরমগুরুং শ্রীভগবন্তং প্রণমতি—প্রভুমিতি ॥ ১৯৩ ॥

অথ অধিকারিনির্ণয়ঃ

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥১৯৪॥

অনুবাদ—তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহের দীক্ষাতে শ্রদ্ধালু দ্বিজাতির অধিকার আছেই, অধিকন্তু পতিব্রতা রমণী-গণের এবং শ্রীগুরু সেবাপরায়ণ সৎ শূদ্রাদিরও অধি-কার আছে—ইহাই সপ্রমাণ করা হইতেছে ॥১৯৪॥

টীকা—সদ্ধিয়াম্ উত্তমবুদ্ধীনাং বিপ্রসেবাদি-পরাণামিত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে, পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥১৯৫॥

অনুবাদ—স্মৃত্যর্থসারে ও পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-অম্বরীষ সংবাদে—আগম-শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষিত স্ত্রীগণ পতিকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া শ্রদ্ধাসহ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এবং দীক্ষিত শূদ্রগণ কর্তৃকও শ্রীবিষ্ণুর পূজন কর্ত্তব্য ॥ ১৯৫ ॥

শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—বেদানুসারি—আগমবিধি অনুসারে দীক্ষালাভ করিয়া সকলেই ইষ্টদেবতার অর্চ্চন করিবেন, বিশেষতঃ অদীক্ষিত শূদ্রগণেরও শ্রীনাম-জপসহ ইষ্টদেবতার অর্চ্চন কর্ত্তব্য—ইহাই বিধি ॥ ১৯৬ ॥

স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাদি সেবাকার্য্যে দীক্ষিত স্ত্রীগণেরও অধিকার আছে, বিশেষতঃ পতি-প্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষিণী গণের অধিকার আছে—ইহাই সনাতন বেদবিধি ॥ ১৯৭ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য—

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চাণ্ডালপর্য্যন্তাঃ
সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥১৯৮ ॥ ইতি।

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতাতে শ্রীরামমন্ত্ররাজকে উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে—ধার্ম্মিক, দ্বিজসেবক ও পবিত্রব্রতধারী শূদ্রগণ এবং পতিব্রতা স্ত্রীগণ, ইহা ব্যতীত অন্যে বর্ণবাহ্য প্রতিলোম বা অনুলোম জাত, অথবা জাতি-চণ্ডাল পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণ সকলেই এই ষড়ক্ষর শ্রীরামমন্ত্ররাজের দীক্ষাতে অধিকারী ॥ ১৯৮ ॥ ইতি

গুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিমন্ত্রদানে বিচারয়েৎ।
স্বকুলান্যকুলত্বঞ্চ বালপ্রৌঢ়ত্বমেব চ ॥ ১৯৯ ॥
স্ত্রী-পুং-নপুংসকত্বঞ্চ রাশিনক্ষত্র-মেলনম্।
সুপ্ত-প্রবোধ-কালঞ্চ তথা ঋণ-ধনাদিকম্ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ-সাধ্যাদি মন্ত্রদানে স্বকুল-অন্যকুল, বাল-প্রৌঢ়, স্ত্রী-পুং-নপুং-সত্ব, রাশি-নক্ষত্র-মেলন সুপ্ত-প্রবোধ কাল, সেইরূপ ঋণ-ধনাদি বিচার করিবেন ॥ ২০০ ॥

টীকা—রাশিমেলনং নক্ষত্রমেলনঞ্চ। আদি-শব্দেন রাশিশুদ্ধিরিত্যেবমষ্টধা শোধনং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০০ ॥

অথ সিদ্ধসাধ্যাদি-শোধনম্

সারদাতিলকে—

প্রাক্-প্রত্যগগ্রা রেখাঃ স্যুঃ পঞ্চ যাম্যোত্তরাগ্রগাঃ।
তাবত্যশ্চ চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্কং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—শঙ্করাচার্য্যকৃত সারদাতিলকে—প্রথ-মতঃ পূর্ব্ব-পশ্চিমে পঞ্চ রেখা টানিয়া পরে দক্ষিণ-

উত্তরে পঞ্চ রেখা টানিলে সমচতুষ্কোণ ১৬টি কোষ্ঠ হইবে। উহার মধ্যে আবার ৪টি চতুষ্কোণ কোষ্ঠ হইবে। নিম্নে ঐ যন্ত্র আঁকিয়া দেওয়া হইল। উহাকে অকথহচক্র বা সিদ্ধ্যাদি শোধন যন্ত্র বলা হয় ॥ ২০১ ॥

টীকা—যদ্যপ্যেতৎ সিদ্ধিসাধ্যাদিজ্ঞানং মুদ্রাদর্শন-প্রকারবদ্বিনা গুরুমুখাৎ সম্যগ্ বিজ্ঞাতং ন স্যাৎ, তথাপ্যত্র শব্দার্থ এব কেবলং লিখ্যতে। তথা হি—প্রাঞ্চি পূর্ব্বাণি, প্রত্যঞ্চি পশ্চিমানি অগ্রাণি যাসাং তাঃ, পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখা উর্দ্ধাঃ পঞ্চরেখা লেখ্যা ইত্যর্থঃ। তথা যাম্যোত্তরাগ্রগা দক্ষিণোত্তরমুখাস্তাবত্যঃ পঞ্চৈব রেখা উর্দ্ধরেখোপরি সমকোষ্ঠাভিপ্রায়েণ তির্য্যক্ লেখ্যা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ, চত্বারি কোষ্ঠচতুষ্কাণি যস্মিন্ তথাভূতং মণ্ডলং ভবেৎ। এবং চতুভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং জ্ঞেয়মিত্যেবং চত্বারি কোষ্ঠানি মুখ্যানি ভবন্তি। পুনশ্চ একস্যৈবাবান্তরকোষ্ঠানি চত্বারীত্যেবং ষোড়শ কোষ্ঠানি ভবন্তি। তদ্রূপমেকং চতুরস্রং মণ্ডলং স্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ দীক্ষামণ্ডলাদিবন্নাম্নৈব মণ্ডলং, ন তু মণ্ডলাকারং, চতুষ্কোণত্বাৎ ॥ ২০১ ॥

———

ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগেন-দিক্ষু
ঋত্বষ্ট-ষোড়শ-চতুর্দ্দশ-ভৌতিকেষু।
পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংশুকোষ্ঠে
বর্ণাল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্ ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—ঐ যন্ত্রে বর্ণলিপির অকারাদি ১৬টি স্বরবর্ণ এবং ককারাদি হ পর্য্যন্ত ৩৩টি ব্যঞ্জন বর্ণ(১) বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিন্যাস করিবেন(২) ॥ ২০২ ॥

(১) এস্থলে ক্ষকারান্ত বলিতে ক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হ পর্য্যন্ত উনপঞ্চাশদ্ বর্ণ বুঝিতে হইবে। কারণ, ক্ষ এই বর্ণ 'ক, ষ' এই উভয় বর্ণ মিলনে উৎপন্ন।

(২) ইহার তাৎপর্য্য যথা—ইন্দু ১, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, নব ৯, নেত্র ২, যুগ ৪, ইন ১২, দিক ১০, ঋতু ৬, অষ্ট ৮, ষোড়শ ১৬, চতুর্দ্দশ ১৪, ভৌতিক ৫, পাতাল ৭, পঞ্চদশ ১৫, বহ্নি ৩—হিমাংশু ১ অর্থাৎ অঙ্কের গতি বামা বলিয়া ১৩। এইরূপ সাঙ্কেতিক কোষ্ঠে যথাক্রমে অকারাদি বর্ণ বিন্যাস করিবে। অর্থাৎ ১ম কোষ্ঠে অ, ৩য় কোষ্ঠে আ, ১১শ কোষ্ঠে ই, ৯ম কোষ্ঠে ঈ, ২য় কোষ্ঠে (গৃহে) উ, ৪র্থ কোষ্ঠে ঊ, ১২শ কোষ্ঠে ঋ, ১০ম কোষ্ঠে ৠ, ৬ষ্ঠ কোষ্ঠে ঌ, ৮ম কোষ্ঠে ৡ, ১৬শ কোষ্ঠে এ, ১৪শ কোষ্ঠে ঐ, ৫ম কোষ্ঠে ও, ৭ম কোষ্ঠে ঔ. ১৫শ কোষ্ঠে অং, ১৩শ কোষ্ঠে অঃ,

পুনরায় ১ম গৃহে (কোষ্ঠে) ক, ৩য় গৃহে খ, ১১শ গৃহে গ, এই প্রকার ষোড়শ কোষ্ঠে বর্ণ বিন্যাস করিয়া যে পর্য্যন্ত উনপঞ্চাশৎ বর্ণ শেষ না হইবে সে পর্য্যন্ত এইরূপ পুনরায় ১ম হইতে উক্তনিয়মে বর্ণ বিন্যাস করিবে। তাহা হইলে চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্ক মণ্ডল হইবে। ইহাই সিদ্ধাদিশোধন যন্ত্র। সাধারণের সম্যক্ অবগতির জন্য যন্ত্রটীর প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

সিদ্ধাদিশোধন যন্ত্র

[ক]　　[পূর্ব্ব]　　[খ]

১ ইন্দু বা হিমাংশু অ ক থ হ	২ নেত্র উ ঙ প	৩ অগ্নি আ খ দ	৪ যুগ ঊ চ ফ
৫ ভৌতিক ও ড ব	৬ ঋতু ঌ ঝ ম	৭ পাতাল ঔ ঢ শ	৮ অষ্ট ৡ ঞ য
৯ নব ঈ ঘ ন	১০ দিক ৠ জ ভ	১১ রুদ্র ই গ ধ	১২ ইন ঋ ছ ব
১৩ বহ্নি-হিমাংশু অঃ ত স	১৪ চতুর্দ্দশ ঐ ঠ ল	১৫ পঞ্চদশ অং ণ স	১৬ ষোড়শ এ ট র

উত্তর (বামে)　　দক্ষিণ (ডানে)

[গ]　　[পশ্চিম]　　[ঘ]

টীকা—তস্মিন্ মণ্ডলে চ যৎ কর্ত্তব্যং, তদাহ—ইন্দ্বিতি। লিপিভবান্ বর্ণান্—অকারাদি-ক্ষকারান্ত-পঞ্চাশদক্ষরাণি। যদ্বা, ককার-ষকার-সংযোগসিদ্ধ-ক্ষকার-ব্যতিরিক্তান্ পঞ্চাশদ্বার্ণান্ ইন্দ্বাদি-সংখ্যা-সঙ্কেতিতেষু কোষ্ঠেষু ক্রমশঃ অকারাদিক্রমেণ ইন্দ্বাদি-ক্রমেণ চ লিখেৎ। তত্র ইন্দুশ্চন্দ্র একঃ, তস্মিন্ আদ্যে কোষ্ঠে অকারং লিখেদিত্যর্থঃ; এবং অগ্নৌ তৃতীয়ে অকারং, রুদ্রে একাদশে ইকারম্, ইনে সূর্য্যে দ্বাদশকোষ্ঠে, ভৌতিকে পঞ্চমে মহাভূতপঞ্চকত্বাৎ, বহ্ন্যস্ত্রয়ঃ, হিমাংশুরেকঃ, অঙ্কস্য বামগতিত্বাদ্বহ্নি-হিমাংশুভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ম্, তত্র চ ত্রয়োদশকোষ্ঠে অকারস্য ষোড়শবর্ণম্ অ ইতি বর্ণং লিখেদিত্যর্থঃ। পুনস্তথৈব প্রথমকোষ্ঠে ককার ইত্যেবং যাবদ্বর্ণাবলীসমাপ্তি পুনঃপুনর্লিখেৎ। এবমেব শ্রীকৃষ্ণ-দেবাচার্য্যেণাপি নৃসিংহপরিচর্য্যাগ্রন্থে লিখিতম্—'আদ্যাগ্নীশ-গ্রহাক্ষাশ্বিধ-সূর্য্যদিগ্রস-দিগ্‌গজাঃ। কলা-মন্বিষু-সপ্তাহবিশ্বে বর্ণান্ পুনর্ন্যসেৎ ॥'২০২॥ ইতি ॥

জন্মর্ক্ষাক্ষরতো বীক্ষ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠকৈস্ত্বেকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ে ॥২০৩॥
পুনঃ কোষ্ঠকোষ্ঠেষু সব্যতো জন্মভাক্ষরাৎ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারিক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥২০৪॥

অনুবাদ—সাধকের জন্ম নক্ষত্রের অনুরূপ (জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত) নামাদ্যক্ষরের সহিত দীক্ষা মন্ত্রের আদ্যক্ষর মিলাইয়া চারিটি প্রকোষ্ঠের একই-রূপ হয় তবে, পুনরায় জন্মনক্ষত্রের আদ্যঅক্ষর বামাবর্ত্তে সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধ ও অরি-ক্রমে বিচক্ষণ ব্যক্তি মিলাইয়া বিচার করিবেন(১) ॥ ২০৩-২০৪ ॥

টীকা—ততঃ শিষ্যস্য যজ্জন্মক্ষত্রানুরূপ-নামাদ্য-ক্ষরং নামপ্রথমাক্ষরমিত্যর্থঃ; মধ্যদেশাদাবত্র প্রায়ো জন্মনক্ষত্রানুরূপ-নামাদ্যক্ষরকরণাৎ। তস্মাদারভ্য মন্ত্রস্য গ্রাহ্যস্য আদিমাক্ষরমাদ্যবর্ণং যাবদ্ বীক্ষ্যং বিচারয়িতব্যম্; যদ্বা, সিদ্ধাদিগণনয়া গুণদোষাদিকং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ। কথং কুত্র? তদাহ—চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং দ্রষ্টব্যম্, এবং তন্মণ্ডলে কোষ্ঠ-চতুষ্টয়ং স্যাৎ, তস্মিন্ প্রথমং বীক্ষ্য; যদ্বা, সিদ্ধাদি-ক্রমা জ্ঞেয়াঃ, ইত্যনেন পরেণান্বয়ঃ। পশ্চাত্তৎকোষ্ঠ-চতুষ্টয়স্য যান্যবান্তরাণি কোষ্ঠানি ষোড়শ তেষু চ জ্ঞেয়া ইতি প্রকারদ্বয়ম্। তচ্চ জন্মনক্ষত্রাক্ষরাৎ সব্যতঃ বামগত্যেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবা-চার্য্যেণ তত্রৈব—সব্যে নামাদ্যাক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ইষ্যতে। ইতি। এবং সিদ্ধাদিকোষ্ঠস্থানং চ তেনৈব দর্শিতম্—'নবৈকপঞ্চভিঃ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্‌দশ-পঞ্চকৈঃ। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রৈস্তুর্যাষ্টদ্বাদশৈ রিপুঃ ॥' ইতি। এবং সারদা তিলকস্য মতং বিলিখ্য শ্রীকৃষ্ণ-দেবাচার্য্যমতং লিখতি—কৃচিচ্চেত্যাদিনা। চতুর্ষ্য পদেষু কোষ্ঠেষু তিষ্ঠতি বর্ত্তত ইতি। তথা তস্যাং লিপৌ চতুষ্কোণমণ্ডলরূপলেখে, সাধকস্য শিষ্যস্য আখ্যা নাম তস্যা আদিবর্ণতঃ প্রথমাক্ষরমারভ্য মন্ত্র-স্যাদ্যাক্ষরপর্য্যন্তং মুহুর্মুহুর্গণনীয়ম্। সাধকানামাদ্যা-ক্ষরতঃ সব্যে বামে ক্রমেণ সিদ্ধাদয়ো জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। যত্র মন্ত্রস্যাদ্যাক্ষরং তত্র সিদ্ধঃ, ততো দ্বিতীয়ে কোষ্ঠে সাধ্যঃ, তৃতীয়ে প্রসিদ্ধঃ, চতুর্থেঽরিঃ—ইত্যেতদ্‌হ্যম্; অতএব তস্য সব্যত ইতুক্তমিতি দিক্ ॥ ২০৩ ॥

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপ-হোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহমাত্রেণ অরির্মূলনিকৃন্তনঃ ॥ ২০৫ ॥

অনুবাদ—যদি গণনা দ্বারা সিদ্ধের কোটায় মন্ত্র পড়ে, তাহা হইলে, যথাকালে মন্ত্র সিদ্ধ হইবেন, সাধ্যের কোটায় পড়িলে জপহোমাদি পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হইবেন, সুসিদ্ধের কোটায় পড়িলে গ্রহণ মাত্র মন্ত্র ফলপ্রদ হইবেন। অরি—শত্রুর কোটায় পড়িলে মন্ত্র সাধনের মূল কাটিয়া দেন ॥ ২০৫ ॥

টীকা—তত্র চ গণনয়া সিদ্ধাদিস্থানং প্রাপ্তে সতি

(১) সিদ্ধসাধ্যাদি পরিজ্ঞানের ক্রম এই প্রকার যে—নয়, এক, পাঁচ হইলে সিদ্ধ; ছয়, দশ, দুই সাধ্য; তিন, সাত, এগার, সুসিদ্ধ; চার, আট, বার শত্রু। গণনার দ্বিবিধ নিয়ম উল্লিখিত আছে, প্রথম চারিটি বৃহৎ মণ্ডল হইয়া, দ্বিতীয় মধ্যগত ষোলটি মণ্ডল হইয়া ক্রমবিধানে গণনা করিলে উক্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি পরস্পর মিলিতভাবে ষোল প্রকার এবং সমুদায়ে বিংশতি প্রকার হয়। যথা—১। সিদ্ধ, ২। সাধ্য, ৩। সুসিদ্ধ, ৪। অরি, ৫। সিদ্ধসিদ্ধ, ৬। সিদ্ধসাধ্য, ৭। সিদ্ধসুসিদ্ধ, ৮। সিদ্ধঅরি, ৯। সাধ্যসিদ্ধ, ১০। সাধ্যসাধ্য, ১১। সাধ্যসুসিদ্ধ, ১২। সাধ্যঅরি, ১৩। সুসিদ্ধসিদ্ধ, ১৪। সুসিদ্ধসাধ্য, ১৫। সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ, ১৬। সুসিদ্ধঅরি, ১৭। অরিসিদ্ধ, ১৮। অরিসাধ্য, ১৯। অরি সুসিদ্ধ ও ২০। অরিঅরি।

মন্ত্রাদ্যক্ষরে যৎ ফলং স্যাৎ, তদাহ—সিদ্ধা ইত্যাদি-পঞ্চভিঃ। গ্রহঃ গ্রহণং তন্মাত্রেণ অচিরাদেব সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্ ॥২০৬॥
সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণিকঃ সাধ্যসাধ্যো হ্যনর্থকঃ।
তৎসুসিদ্ধস্ত্রিগুণিতাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্ ॥২০৭॥
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাত্তৎসাধ্যস্তু গুণাধিকাৎ।
তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগোত্রহা ॥২০৮॥
অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ।
তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকম্ ॥২০৯॥ইতি।

অনুবাদ—সিদ্ধ-সিদ্ধ মন্ত্র তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ফলপ্রদ হন, সিদ্ধ-সাধক মন্ত্র দ্বিগুণ জপ-হোমাদি দ্বারা ফলপ্রদ হয়, সিদ্ধসুসিদ্ধ অর্দ্ধসংখ্যক জপ দ্বারা ফলপ্রদ হন, সিদ্ধারি—বান্ধবাদিকে বিনাশ করে, সাধ্যসিদ্ধ দ্বিগুণ জপদ্বারা ফলপ্রদ, সাধ্য-সাধ্য নিষ্ফল হয়, সাধ্য-সুসিদ্ধ ত্রিগুণ জপাদি দ্বারা ফলপ্রদ, সাধ্য-অরি বংশজাত সকলকে বিনাশ করে, সুসিদ্ধ অর্দ্ধ সংখ্যা জপদ্বারা ফলপ্রদ, সুসিদ্ধ-সাধ্য অধিক গুণ জপে ফলপ্রদ, সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ গ্রহণ মাত্রই ফলপ্রদ, সুসিদ্ধারি নিজ গোত্রকে বিনাশ করে। অরি-সিদ্ধ পুত্রদিগকে বিনাশ করে, অরি-সাধ্য কন্যাগণকে বিনাশ করে। অরি-সুসিদ্ধ পত্নীহা, অরি-অরি সাধককে বিনাশ করে ॥ ২০৬-২০৯ ॥ ইতি ॥

টীকা—এবং চতুষ্কোষ্ঠব্যবস্থয়া ফলমুক্ত্বাধুনা তদবান্তর-ষোড়শকোষ্ঠব্যবস্থয়া পূর্ব্বাপরাভ্যা চতুর্ধান্যোঽন্যসংযোগেন ফলমাহ—সিদ্ধসিদ্ধ ইতি চতুর্ভিঃ। তৎসুসিদ্ধঃ সাধ্যসুসিদ্ধঃ, তৎসাধ্য সুসিদ্ধসাধ্যঃ, তৎসুসিদ্ধঃ সুসিদ্ধসুসিদ্ধঃ, এবমগ্রেঽপি ॥২০৬-২০৯॥

তথা চ তন্ত্রে, অস্য চ মন্ত্রবিশেষেঽপবাদঃ—
ন সিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥২১০॥
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রীয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥২১১॥
সকুলান্যকুলত্বাদি বিজ্ঞেয়ং চাগমান্তরাৎ।
ন বিস্তরভয়াদত্র ব্যর্থত্বাদপি লিখ্যতে ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহমন্ত্র, সূর্য্যমন্ত্র, বরাহদেবের মন্ত্র এবং প্রসন্নতাস্বভাব মন্ত্র এবং বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই। স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রে, শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে, মালামন্ত্রে (বিংশতি অক্ষরাধিক), ত্রিবীজযুক্ত মন্ত্রে, একাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই। সকুল অকুলাদি শোধনবিচার অন্য আগম শাস্ত্র হইতে জানিবেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এবং শ্রীগোপালমন্ত্র উপাসকগণের প্রয়োজনাভাবহেতু লিখিতেছি না ॥ ২১০-২১২ ॥

টীকা – অস্য এবমুক্তস্য সিদ্ধাদিশোধনস্য ॥ ২১০-২১২ ॥

শ্রীমদ্গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্শক্তিষু মন্ত্রেষু ন হি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥২১৩॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনকারী শ্রীগোপালদেবের মন্ত্রে এবং ঐরূপ শক্তিশালীমন্ত্রে শোধনাদি বিচারের প্রয়োজন নাই ॥ ২১৩ ॥

টীকা—ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি—শ্রীমদিতি। তাদৃশী শ্রীগোপালদেবসদৃশী শক্তির্যেষাং তেষু ॥২১৩॥

তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—
সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥২১৪॥

অনুবাদ— প্রমাণ ক্রমদীপিকাগ্রন্থে — সর্ব্ববর্ণে, সকল আশ্রমে, স্ত্রীলোক বিষয়ে নানাবিধ জন্মনক্ষত্রে অভিলষিত অতিসত্বর ফলপ্রদানে সমর্থ এই অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র ॥ ২১৪ ॥

টীকা—নানাবিধা আহ্বয়া নামানি জন্মভানি চ জন্মনক্ষত্রাণি যেষাং বর্ণাদীনাং তেষ্বপি ; যদ্বা, তেষাং নানাহ্বয়জন্মভেষু সৎস্বপি এষ শ্রীগোপালমন্ত্রোঽভিবাঞ্ছিতানাং ফলানাং শীঘ্রমেব দাতা ॥ ২১৪ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ, অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমধিকৃত্য শ্রীশিবেনোক্তম্—
ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা।
ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে ॥২১৫॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রবিষয়ে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—হে দেবি এই মন্ত্রে শত্রু সম্বন্ধীয় দোষ নাই। ঋণ দোষ নাই, নিজপর-বিচার নাই, অথবা রাশি নক্ষত্র বিচার কর্ত্তব্য নহে ॥ ২১৫ ॥

টীকা—অত্র অস্মিন্ মন্ত্রে শাত্রবাঃ শত্রুসম্বন্ধিনো দোষাঃ সিদ্ধাদিশোধনোক্তাঃ, ঋণঞ্চ স্বং ধনঞ্চ তদাদি-বিচারণা চ ন কর্ত্তব্যা; অন্যমন্ত্রাণাং দোষানাহ—কেচিদিতি; উক্তঞ্চ ছিন্নাদীনাং লক্ষণং সারদাতিলকে—'মনোর্যস্যাদিমধ্যান্তেষ্বানীলং বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ ॥ চতুর্ধা পঞ্চধা বাথ সমন্ত্রশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ। মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ ॥ একং মধ্যে দ্বয়ং মূর্ধ্নি যস্মিন্মন্ত্রপুরন্দরৌ। ন বিদ্যেতে স মন্ত্রঃ স্যাৎ স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিরোধনঃ ॥ আদিমধ্যাবসানেষু ভবেদর্ণ-চতুষ্টয়ম্। যস্য মন্ত্রঃ স মলিনো মন্ত্রবিত্তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ মন্ত্রো বাপ্যথবা বিদ্যা সপ্তাধিক-দশাক্ষরঃ। ফট্‌কারপঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদীরিতঃ ॥ যস্য মধ্যে দকারো বা ক্রোধো বা মূর্ধনি ত্রিধা (দ্বিধা)। অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত ইতীরিতঃ ॥' ইত্যাদি। অয়মষ্টাদশাক্ষরঃ শ্রীগোপালমন্ত্র ॥ ২১৫ ॥

কেচিচ্ছিন্নাশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিন্মদসমুদ্ধতাঃ।
মলিনাঃ স্তম্ভিতাঃ কেচিৎ কীলিতা দূষিতা অপি।
এতৈর্দোষৈর্যুতো নায়ং
যতস্ত্রিভুবনোত্তমঃ ॥ ২১৬ ॥ ইতি।

অনুবাদ—কোন কোন মন্ত্র ছিন্ন, কোন মন্ত্র রুদ্ধ, কোন মন্ত্র মদোন্মত্ত, কোন মন্ত্র মলিন, কোন মন্ত্র স্তম্ভিত, কোন মন্ত্র কীলিত, কোন মন্ত্র দূষিত—বিভিন্ন মন্ত্র এইসকল দোষে দূষিত হইলেও ত্রিভুবনোত্তম এই অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্র এই সকল দোষযুক্ত নহেন ॥ ২১৬ ॥

সামান্যতশ্চ তথা বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—

অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা ॥২১৭

অনুবাদ—অতঃপর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ কৃষ্ণমন্ত্রসমূহ বলিতেছি—যে সকল মন্ত্র জানিয়াও মননশীল সাধকগণ সহজে মুক্তিলাভ করেন ॥২১৭॥

গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে ব্রহ্মচারি গৃহস্থ বনবাসী ও সন্ন্যাসীগণ এবং স্ত্রীগণ, শূদ্রগণ সকলেই অধিকারী ॥ ২১৮ ॥

নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদির্নারিমিত্রাদিলক্ষণম্।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রমঃ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্রে শত্রুমিত্রাদি লক্ষণ বিচার বা শুদ্ধি প্রভৃতির কথা চিন্তা করিবে না, অথবা সাধনে প্রয়াস বা পরিশ্রম বাহুল্য নাই ॥ ২১৯ ॥

অজ্ঞানতূলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ।
সিদ্ধসাধ্য-সুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—তুলারাশিকে ভস্ম করিতে অগ্নির যেমন ক্ষণকালও লাগে না, সেইরূপ অজ্ঞান ধ্বংস করিতে এই মন্ত্রের ক্ষণকালও লাগে না ॥ ২২০ ॥

সর্ব্বেষাং সিদ্ধমন্ত্রাণাং যতো ব্রহ্মাক্ষরো মনুঃ।
প্রজাপতিরবাপাগ্র্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ।
অবাপুস্ত্রিদশাঃ স্বর্গং
বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ ॥২২১॥ ইত্যাদি।

অনুবাদ—সিদ্ধমন্ত্রসমূহের মধ্যে যেহেতু এই ব্রহ্মাক্ষর মন্ত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমতঃ প্রাপ্ত হন, ইন্দ্র দেবরাজ্য প্রাপ্ত হন, দেবগণ স্বর্গ এবং বৃহস্পতি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন ॥ ইত্যাদি ॥ ২২১ ॥

তথাত্রৈবান্তে—

বিষ্ণুভক্ত্যা বিশেষেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
কীটাদি-ব্রহ্মপর্য্যন্তং গোবিন্দানুগ্রহান্মুনে ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ এই গ্রন্থের শেষে—বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তি দ্বারা এই ভূলোকে কি না সিদ্ধ হয়, হে

মুনিবর শ্রীগোবিন্দের অনুগ্রহে কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই সিদ্ধ হইতে পারেন ॥ ২২২ ॥

সর্ব্বসম্পত্তিনিলয়াঃ সর্ব্বত্রাপ্যকুতোভয়াঃ।
ইত্যাদি কথিতং কিঞ্চিন্মাহাত্ম্যং বো মুনীশ্বরাঃ ॥২২৩

অনুবাদ—হে মুনীশ্বরগণ তোমাদের নিকট সর্ব্ব-সম্পদের আশ্রয় ও সর্ব্ববিধ ভয়নিবারক ইত্যাদি কিঞ্চিৎ এই মন্ত্র-মাহাত্ম্য বলিলাম ॥ ২২৩ ॥

আকাশে তারকা যদ্বৎ সিন্ধোঃ সৈকতসৃষ্টিবৎ।
এতদ্‌বিজ্ঞানমাত্রেণ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্ ॥২২৪॥

অনুবাদ—আকাশে যেমন তারকা এবং সমুদ্রে যেমন বালিসৃষ্টি, সেইরূপ এই মন্ত্রের মহিমা অগণিত। ইহা জানিলে চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হয় ॥ ২২৪

এতদন্যেষু মন্ত্রেষু দোষাঃ সন্তি পরে চ যে।
তদর্থং মন্ত্রসংস্কারা লিখ্যন্তে তন্ত্রতো দশ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে যে সকল দোষ আছে তাহার শোধন জন্য তন্ত্র হইতে দশবিধ মন্ত্রসংস্কার লিখিতেছি ॥ ২২৫ ॥

টীকা—এবং সম্মোহনতন্ত্রাদ্যুক্তপ্রকারেণ; অন্যেষু শ্রীগোপালদেবমন্ত্রব্যতিরিক্তেষু; পরে সিদ্ধাদিশোধনোক্তদোষতোঽন্যেঽপি ছিন্নত্বাদয়ঃ, তদর্থমিতি—যে কেচিদন্যমন্ত্রসাধকা ভবেয়ুস্তেষাং তদ্দোষশোধনার্থমিত্যর্থঃ; তচ্চ তাৎপর্য্যেণ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্য-বিখ্যাপনার্থমেবেতি ভাবঃ। তন্ত্রত আগমশাস্ত্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

অথ মন্ত্রসংস্কারাঃ

সারদাতিলকে—

জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ২২৬॥

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত সারদাতিলকে—জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—এই দশবিধ সংস্কার ॥ ২২৬ ॥

মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা
মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ॥ ২২৭ ॥
এতজ্জীবনমিত্যাহুর্মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ।
মনোর্বর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা ॥২২৮॥
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতম্।
বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ॥২২৯
তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্‌যত্তেন রোধনম্।
স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ॥ ২৩০ ॥
অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্বিশুদ্ধয়ে।
সংচিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দ্দহেৎ ॥২৩১॥
মন্ত্রে মূলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্।
তার-ব্যোমাগ্নি-মনুযুগ্‌দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ ॥২৩২॥
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং স্মৃতম্।
মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্মৃতম্ ॥২৩৩॥
তার-মায়া-রমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে।
জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—(১) মাতৃকা বর্ণমালা হইতে মন্ত্র বর্ণ সকলের উদ্ধার—ইহাই 'জনন', (২) তন্ত্রমন্ত্র বিশারদগণ বলেন—সুধীব্যক্তি আদি ও অন্তে প্রণব পুটিত করিয়া জপ করিলে—ইহাকে 'জীবন' সংস্কার বলে। (৩) মন্ত্রের বর্ণসমূহ লিখিয়া চন্দনজল ও বায়ুবীজ দ্বারা তাড়ন প্রত্যেকটি বর্ণকে—তাহাই 'তাড়ন'। (৪) সাধক মন্ত্রবর্ণ সমূহকে করবীর বীজ দ্বারা লিখিয়া ঐ পুষ্প দ্বারা বর্ণ সংখ্যানুযায়ী তাড়ন করিবে—উহাই 'রোধন'। (৫) সাধক তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যানুসারে অশ্বত্থপত্র সমূহ দ্বারা মন্ত্রকে বিশুদ্ধির জন্য অভিষেক করিবে। (৬) মনে মনে সাধক মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া বহ্নি বীজ দ্বারা দহন করিবেন—উহাই বিমলীকরণ অথবা—প্রণব, ব্যোমবীজ ও অগ্নিবীজ যুক্ত হইলে উহাকে জ্যোতিঃ-মন্ত্র বলা হয়। (৭) জপ কালে মন্ত্রের প্রতিটি বর্ণকে

কুশজলদ্বারা ছিটা দিলে উহাকে প্রোক্ষণ বা আপ্যায়ন বলে। (৮) যন্ত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহার উপর মন্ত্রপূত জলদ্বারা তর্পণ—উহাই তর্পণ ॥ (৯) প্রণব, মায়া-বীজ ও লক্ষ্মীবীজ যোগ করিয়া জপ করিলে উহাকে মন্ত্রের দীপন বলে। (১০) জপকালে মন্ত্রের অপ্রকাশনকে গুপ্তি বা গোপন বলে ॥ ২২৭-২৩৪ ॥

টীকা—জ্যোতির্মন্ত্রেণেত্যুক্তং, তমেবাহ—তারমিতি ॥ ২৩২ ॥

বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি।
সামান্যোদ্দেশমাত্রেণ তথাপ্যেতদুদীরিতম্ ॥ ২৩৫॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে গৌরবো নাম প্রথমো বিলাসঃ।

অনুবাদ—প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সমূহের সংস্কারের অপেক্ষা নাই। তথাপি সাধারণ মন্ত্রের জন্য ইহা বলা হইল ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে 'গৌরব'-নামক প্রথম বিলাস অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥

টীকা—ব্যোমেত্যাদিনা তত্তদ্বীজং বোধ্যতে, এবমগ্রে মায়াদাবপি ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং প্রথমো বিলাসঃ।

দ্বিতীয়-বিলাসঃ

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মদীয় পরম গুরুদেব ও জগদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি। যাঁহার অনুগ্রহে অতিক্ষুদ্র কুক্কুরও যেমন মহাসমুদ্রকে সুখে সাঁতার দিয়া পার হইতে পারে। সেইরূপ অতিক্ষুদ্র আমিও বিবাদসঙ্কুল এই দীক্ষাবিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অনায়াসে লিখিতে পারিব ॥ ১ ॥

টীকা—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে ভদ্রবনচন্দ্রায়।
অন্ধঃ পশ্যতি শাস্ত্রাণি শিলা তরতি বারিধিম্।
যস্য প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥
কর্ত্তব্যাংশস্য বিজ্ঞানমবশ্যং সম্যগিষ্যতে।
অতো যন্তত্র সংক্ষিপ্তো গ্রন্থঃ সোঽয়ং প্রপঞ্চ্যতে ॥

তত্রাদৌ বিবিধমতাকুলিত-দীক্ষাবিধি-লিখনে পরমাশক্তস্যাপ্যাত্মনো ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিপ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্ব্ববদ্‌পরমগুরুরূপমিষ্টদেবতং প্রণমতি—তমিতি; শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যদেবশ্চ পরমাত্মেতি তম্; পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্; সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়াত্মনোঽপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি—জগদ্‌গুরুমিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান-ভক্তি-প্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-সমগ্রোপদেশানুগ্রহণে গুরুমিতি ॥১॥

অথ দীক্ষাবিধিঃ

দীক্ষাবিধিলিখ্যতেঽত্রানুসৃত্য ক্রমদীপিকাম্।
বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং
নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবাচার্য্য বিরচিত প্রাচীন 'ক্রমদীপিকা' অনুসরণ করিয়া দীক্ষা বিধি লিখিত হইতেছে। যেহেতু দীক্ষা ব্যতীত কাহারও ইষ্টদেবের পূজাতে অধিকার হয় না ॥ ২ ॥

টীকা—ক্রমদীপিকামনুসৃত্যেতি শ্রীকেশবাচার্য্যবিরচিতক্রমদীপিকাখ্যগ্রন্থোক্তানুসারেণৈব, ন তু তদুক্তবিরোধেনেত্যর্থঃ। দীক্ষাবিধিলিখনে হেতুঃ—বিনেতি; হি যতঃ ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষা-নিত্যতা

আগমে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু ।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥ ৩ ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু ।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥৪॥

অনুবাদ—আগমশাস্ত্রে উক্ত আছে—উপনয়ন বিহীন দ্বিজ বালকগণের যেমন নিজকর্ম্ম ও বেদ অধ্যয়নাদিতে অধিকার নাই, কিন্তু উপনয়নের পর অধিকার হয়ই। সেইরূপ ভক্তিপথে অদীক্ষিত গণেরও ইষ্টমন্ত্রজপে এবং ইষ্টদেবের অর্চ্চনাদিকার্য্যে অধিকার নাই। অতএব শ্রীবিষ্ণু দীক্ষাগ্রহণ দ্বারা নিজেকে শ্রীশিবেরও প্রশংসনীয় করিবে। শ্রীবিষ্ণু-পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বিধায় দীক্ষার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৩-৪ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্নলব্ধা হরেদীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকব্রত প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত আছে—এই জগতে যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরির দীক্ষা-বিধি অনুসারে মন্ত্র গ্রহণ করে নাই এবং শ্রীজনার্দ্দনের অর্চ্চন করে নাই, তাহারা পশু সম, তাহাদের জীবন নিষ্ফল অতএব ব্রহ্মবাক্যে দীক্ষার নিত্যতা ॥ ৫ ॥

টীকা—অনুপেতানাম্ অকৃতোপনয়নানাম্ ; উপ-নয়নাৎ যজ্ঞোপবীতদানাৎ অনু অনন্তরম্ ; তু অধি-কারঃ স্যাদেব ; শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিত মিত্যর্থঃ, প্রধানত্বেন শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়মিতি ভাবঃ ; এবঞ্চ দীক্ষাং বিনা পূজায়া-মনধিকারাৎ। তথা,—'শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥' ইত্যাদি-বচনৈঃ পূজায়াশ্চাবশ্য-কত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্যত্বং সিধ্যতি। শ্রীশালগ্রামশিলা-ধিষ্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানান্যুপ-লক্ষয়তি ; নিত্যত্বমেব ব্রহ্মবচনেন সাধয়তি—তে নরা ইতি। 'জনার্দ্দনো যৈর্নাৰ্চ্চিতঃ' ইতি দীক্ষাং বিনার্চ্চনাসিদ্ধেঃ ॥ ৩-৫ ॥

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে বিষ্ণুযামলে চ—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্ ।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ শ্রীরুক্মাঙ্গদ মহারাজ ও মোহিনী-সংবাদে এবং বিষ্ণুযামলে—হে শোভনে অদীক্ষিত-ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মই নিষ্ফল, দীক্ষাহীন ব্যক্তি মৃত্যুর পর পশুজন্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

বিশেষতো বিষ্ণুযামলে—

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া ।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ ॥৭॥

অনুবাদ—বিষ্ণুযামলে বিশেষ বিধি—দীক্ষাবিধি ব্যতীত যে ব্যক্তি স্নেহ বা লোভবশতঃ শিষ্য গ্রহণ করেন, শিষ্যের সহিত সেই শ্রীগুরুদেবের উপর দেবতা সকলের বা মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবের অভিশাপ পতিত হয় ॥ ৭ ॥

টীকা—অদীক্ষয়া দীক্ষাবিধি-ব্যতিরেকেণ। দেব-তানাং সর্ব্বাসামেব, তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়া বা শাপঃ ; যদ্যপি পূর্ব্বং লিখিতায়াঃ শ্রীগুরূপসত্তেনিত্যতয়া দীক্ষায়া অপি নিত্যতা সিদ্ধৈব, তথাপ্যুপসত্তেরাশ্রয়ণ-মাত্রতা-বিবক্ষয়া দীক্ষায়াশ্চ সবিধি-মন্ত্রগ্রহণাদিরূপ-তয়া পৃথগুল্লেখ ইতি দিক্ ॥ ৭ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধি-ক্রিয়াম্ ।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥৮॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যেও উক্ত হইয়াছে—যে কোন ভাবে শ্রীভগবদর্চ্চনে শাস্ত্রে মহাফল শুনা যায়, অতএব শ্রীগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহ কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীহরিপূজা বিধির অনুষ্ঠান, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনের উপদেশ শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে না জানিয়া ভক্তিভাবে করিলে

শতভাগের একভাগ ফল পাওয়া যায়। আর শ্রীগুরু-দেবের নিকট জানিয়া করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়"। ৮ ॥

টীকা—ননু যথাকথঞ্চিদ্ভগবদর্চ্চনেন মহাফলং শ্রূয়তে, অতো গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষাগ্রহণে কোঽয়-মাগ্রহ? তত্রাহ—অবিজ্ঞায়েতি। হরিপূজাবিধেঃ ক্রিয়ামনুষ্ঠানং বিধানোক্তং পূর্ব্বপূর্ব্বৈরুপদেষ্টৃভির্যথাবিধ্যেবোপদিষ্টাং শ্রীগুরুমুখাদবিজ্ঞায় বিশে-ষেণাজ্ঞাত্বা বিধানতো ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি শতাংশা-নামেকমংশং লভতে। গুর্ব্বনপেক্ষয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শিষ্টদর্শিতমার্গানাদরেণ পূজাফলং ন সম্যগ্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

অথ দীক্ষামাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুযামলে—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥৯
অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ ॥১০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুযামলে—তত্ত্বজ্ঞ উপদেশকগণ বলেন—যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, এইহেতু উহাকে দীক্ষা বলা হই-য়াছে। অতএব শ্রীগুরুদেবের চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রথমতঃ দীক্ষা অনুষ্ঠান করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রগ্রহণ করিবে ॥৯-১০

স্কান্দে তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি।
প্রাপ্তা যৈস্তু হরেদীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকব্রত প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এই জগতে তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইতে তাহারাই পরমোত্তম যাঁহারা সর্ব্বদুঃখ বিমো-চনী শ্রীহরির দীক্ষা লাভ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

তত্ত্বসাগরে চ—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥১২॥

অনুবাদ—তত্ত্বসাগরে—যেমন কাংস্য বা তাম্র রস অর্থাৎ পারদাদি যোগে স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষা বিধান দ্বারা সকল মানুষেরই দ্বিজত্ব—বিপ্রতা লাভ হয় ॥ ১২ ॥

টীকা—নিত্যত্বমেব দ্রঢ়য়ন্ নিত্যত্বেঽপি দর্শ-পৌর্ণমাসাদিবৎ ফলবিশেষঞ্চ দর্শয়ন্ দীক্ষামাহাত্ম্যং লিখতি—দিব্যমিতি ত্রিভিঃ; তপস্বিন ইতি। শ্রেষ্ঠা জ্ঞানাদিনিষ্ঠেভ্যঃ পরমোত্তমাঃ, নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা ॥ ৯-১২ ॥

অথ দীক্ষাকালঃ, তত্র মাসশুদ্ধিঃ

আগমে—

মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফলপ্রদম্।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥১৩॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহম্।
প্রজাহানির্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে ॥ ১৪ ॥
কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদম্।
পৌষে তু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্।
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৫॥

অনুবাদ—অথ দীক্ষাকাল নির্ণয়, তন্মধ্যে মাস-শুদ্ধি—আগমশাস্ত্রে-চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণে বহু দুঃখ ফল-প্রদ, বৈশাখে রত্নলাভ হয়, জ্যৈষ্ঠমাসে কিন্তু মরণ নিশ্চিত। আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়াবহ, ভাদ্র-মাসে প্রজাহানি, আশ্বিনে সর্ব্বত্র শুভ, কার্ত্তিকে ধন-বৃদ্ধি হয়, অগ্রহায়নে শুভপ্রদ, পৌষে কিন্তু জ্ঞানহানি হয়, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ফাল্গুনে সর্ব্ববশীকরণ আচার্য্য-গণ বলিয়াছেন ॥ ১৩-১৫ ॥

ক্বচিচ্চ—

সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে তথা।
ফাল্গুনেঽপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥১৬

অনুবাদ—কোথাও অর্থাৎ অগস্ত্যসংহিতানুসারে শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে—শ্রাবণে সমৃদ্ধি নিশ্চিত, সেই-

রূপ কাত্তিকে জ্ঞান লাভ হয়, ফাল্গুনেও সমৃদ্ধি হয়, মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না ॥ ১৬ ॥

টীকা— কৃচিচ্ছেতি—অগস্ত্যসংহিতাদ্যনুসারি-শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্। পূর্ব্বোক্তেনাবিরোধস্তু মন্ত্র-ভেদেন বিবিধিফলভেদাপেক্ষয়া মতভেদেন বা জ্ঞেয়ঃ; এবমগ্রেঽপি ॥ ১৬ ॥

———

গৌতমীয়ে—

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাৎ জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥১৭
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥১৮॥
কাত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥১৯॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—শ্রীগোপালমন্ত্রদীক্ষা-রম্ভ চৈত্রমাসে সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ হয়, বৈশাখে রত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে মরণ নিশ্চিত। আষাঢ়ে বন্ধুনাশ হয়, শ্রাবণে পূর্ণায়ু লাভ হয়, ভাদ্রে প্রজানাশ, আশ্বিনে রত্ন সঞ্চয়, কাত্তিকে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, অগ্রহায়নে তাহাই হয়, পৌষে শত্রুপীড়া হয়, মাঘে মেধাবৃদ্ধিকর, ফাল্গুনে সর্ব্ব কামনা পূরণ হয়, মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না ॥ ১৭-১৯ ॥

———

স্কান্দে তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে—

কাত্তিকে তু কৃতা দীক্ষা নৃণাং জন্মনিকৃন্তনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষাং কুর্ব্বীত কাত্তিকে ॥২০॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে রুক্মাঙ্গদমোহিনী-সংবাদে—কাত্তিকমাসে দীক্ষানুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নসহকারে কাত্তিক-মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥ ২০ ॥

———

শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষায়ান্তু ন দুষ্যতি।
চৈত্রমাসে যদুক্তা তদ্দীক্ষা তত্রৈব দেশিকৈঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র অন্যমন্ত্র সম্বন্ধে চৈত্রমাসে দীক্ষা নিষিদ্ধ থাকিলেও পূর্ব্ব মহাজন শ্রীকেশবাচার্য্য এবং গৌতমীয়-তন্ত্রে শ্রীগোপালমন্ত্র সম্বন্ধে দীক্ষার বিধান আছে, অতএব শ্রীমদ্ গোপালমন্ত্রের দীক্ষায় দোষ নাই ॥ ২১ ॥

টীকা—এবং নিষিদ্ধেঽপি চৈত্রে শ্রীগোপালমন্ত্র-দীক্ষামনুজানাতি—শ্রীমদিতি। যদ্‌যস্মাত্তেষাং শ্রী-গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষা চৈত্রে এব উক্তা শ্রীকেশবাচার্য্যা-দিভিঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—চৈত্রে কৃত্বৈব তন্মাসি কর্ম্মেতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ—'মধু-মাসে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। আপূর্য্য-মাণপক্ষে তু সংশুদ্ধিং ভাবয়েত্তত ॥' ২১ ॥ ইতি।

———

অথ বারশুদ্ধিঃ

রবৌ গুরৌ তথা সোমে
কর্ত্তব্যং বুধ-শুক্রয়োঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—রবি, গুরু, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা দান বা গ্রহণ কর্ত্তব্য ॥২২॥

———

অথ নক্ষত্রশুদ্ধিঃ

নারদতন্ত্রে—

রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ঃ।
পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নারদতন্ত্রে—রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ভাদ্রপদ, উত্তর-ফল্গুনী, পুষ্যা, শতভিষা—এই সকলকে দীক্ষানক্ষত্র বলা হয় ॥ ২৩ ॥

———

কৃচিচ্চ—

অশ্বিনী-রোহিণী-স্বাতি-বিশাখা-হস্তভেষু চ।
জ্যৈষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কোথাও বা—অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী—এইসকল নক্ষত্রেই দীক্ষা দান করি-বেন ॥ ২৪ ॥

টীকা—অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বত্র পূর্ব্বোক্তেন বিরোধ-ভাবেঽপি ততো বিশেষলাভেন কৃচিচ্চেতি প্রয়োগঃ; এবমগ্রেঽপি। মন্ত্রাভিষেচনং দীক্ষাম্ ॥ ২৪ ॥

অথ তিথিশুদ্ধিঃ

সারসংগ্রহে—

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি চ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সারসংগ্রহে—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, বিশেষতঃ দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশীতে দীক্ষা দান কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

কৃচিচ্চ—

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা ॥২৬॥ ইতি।

অনুবাদ—অন্যত্রও—পূর্ণিমা পঞ্চমী দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী ও দশমী সর্ব্বকামদা ও দীক্ষাতে প্রশস্তা ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

এবং শুদ্ধে দিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুর্ব্বুদয়ে।
সল্লগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কারিকা—এইসকল প্রমাণানুসারে শুদ্ধদিনে, শুক্লপক্ষে গুরু ও শুক্রের উদয়ে, সৎলগ্নে অনুকূল চন্দ্র তারা শুদ্ধি থাকিলে দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥

টীকা—শুক্রস্য গুরোশ্চ বৃহস্পতেরুদয়ে সতি ন ত্বস্ত-সময়ে ॥ ২৭ ॥

অথ অত্রাপবাদঃ (বিশেষবিধিঃ)

রুদ্রযামলে—

সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সৎতীর্থে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহণে, শ্রাবণে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ দ্বাদশী দিনে, চৈত্রমাসে শ্রীজগন্নাথদেবের দমনক অর্পণ উৎসবে মন্ত্রদীক্ষা দান বা গ্রহণ করিবেন, ঐসময় মাস বার তিথি নক্ষত্রাদির শোধনের অপেক্ষা নাই ॥ ২৮ ॥

টীকা—তন্তুপর্ব্ব শ্রাবণে পবিত্রারোপণোৎসবঃ, দামনপর্ব্ব চৈত্রে দমনকারোপণোৎসবস্তয়োঃ ॥২৮॥

সুলগ্নচন্দ্রতারাদিবলমত্র সদৈব হি।
লব্ধোঽত্র মন্ত্রো দীর্ঘায়ুঃ-সম্পৎ-সন্ততি-বর্দ্ধনঃ ॥২৯॥

অনুবাদ—এই সময়ে উত্তমলগ্ন, চন্দ্রতারাদির বল সর্ব্বক্ষণই থাকে, অতএব ঐ সময় মন্ত্র গ্রহণ করিলে দীর্ঘায়ু, সম্পদ, সন্ততি বৃদ্ধিকর ॥ ২৯ ॥

টীকা—অত্র সত্তীর্থাদৌ ॥ ২৯ ॥

অন্যত্র—

সূর্য্যগ্রহণ-কালেন সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ্‌যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ।
ন মাস-তিথি-বারাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র—সূর্য্যগ্রহণ কালের সমান শুভ লগ্ন আর কিছুই নাই। ঐকালে যাহা যাহা করা হইবে তাহাই অনন্তগুণ ফলপ্রদ হইবে। মাস তিথি বার প্রভৃতির শোধন সূর্য্যগ্রহণে প্রয়োজন নাই ॥৩০॥

টীকা—সত্তীর্থাদিষ্বপি মধ্যে সূর্য্যপর্ব্বণঃ প্রাশস্ত্যং দর্শয়তি—সূর্য্যেতি সার্দ্ধেন ॥ ৩০ ॥

তত্ত্বসাগরে চ—

দুর্ল্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্ ॥৩১॥

অনুবাদ—তত্ত্বসাগরে—সদ্‌গুরু সঙ্গলাভ বড়ই দুর্ল্লভ, সুতরাং একবার সঙ্গ উপস্থিত হইলে, তাঁহার অনুমতি যখনই লাভ হইবে, তখনই দীক্ষালাভের মহাশুভ সময় ॥ ৩১ ॥

গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্‌যদা দীক্ষা তদজ্ঞয়া ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—গ্রামে, অরণ্যে বা ক্ষেত্রে, দিবসে বা রাত্রিতে শ্রীগুরুদেব দৈবাৎ যখনই আগমন করিবেন তাঁহারই আজ্ঞাতে তখনই দীক্ষার শুভ সময় ॥৩২॥

———

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।
দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ ॥৩৩

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা ও আজ্ঞানুসারে তখনই দীক্ষার শুভকাল। তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপক্রিয়া ইত্যাদি দীক্ষার কারণ নহে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুদেবের দর্শন ও তাঁহার ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ ॥ ৩৩ ॥

টীকা—তত্র তত্রাপি পুনরপবাদং দর্শয়তি—যদৈবেতি সার্দ্ধেন ॥ ৩৩ ॥

———

অথ মণ্ডপনির্ম্মাণবিধিঃ

ক্রিয়াবত্যাদিভেদেন ভবেদ্দীক্ষা চতুর্ব্বিধা ।
তত্র ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেণৈব লিখ্যতে ॥৩৪॥
ভূমিং সংস্কৃত্য তস্যাং চার্চ্চয়িত্বা বাস্তু-দেবতাঃ ।
সপ্তহস্তমিতং কুর্য্যান্মণ্ডপং রম্যবেদিকম্ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টধ্বজং চতুর্দ্বারং ক্ষীরপাদপতোরণম্ ।
ত্রিগুণীকৃতসূত্রাঢ্যং কুশমালাভিবেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়াবতী, কলাবতী, বর্ণময়ী ও বেধময়ী ভেদে দীক্ষা চতুর্ব্বিধা। সারদা-তিলকে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেই লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ভূমিসংস্কার করিয়া তাহাতে বাস্তুদেবতাগণের অর্চ্চন করিয়া সপ্তহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ সুন্দর বেদিযুক্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন। মণ্ডপের চতুর্দ্বারে দুইটি করিয়া ৮টি ধ্বজারোপণ এবং ক্ষীরবৃক্ষ অর্থাৎ প্লক্ষাদি বৃক্ষের শাখা ১ হস্ত পরিমিত ভূমিতে পুতিয়া তোরণ—বহির্দ্বার রচনা করিবেন। ত্রিগুণীকৃত কুশরজ্জুদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবেন ॥ ৩৪-৩৬ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন কলাত্মা (কলাবতী) বর্ণময়ী বেধময়ী চ ; তথা চ সারদাতিলকে—'চতুর্ব্বিধা সা সন্দিষ্টা ক্রিয়াবত্যাদিভেদতঃ । ক্রিয়াময়ী বর্ণময়ী বেধময়্যপি ॥' ৩৪ ॥ ইতি ।

টীকা—সংস্কৃত্য তুষকেশাঙ্গারাস্থি-শর্করাদিদোষাপসারণেনোপস্কৃত্য, বাস্তুদেবতার্চ্চন-বিধিস্তু প্রসিদ্ধ এব, সারদাতিলকাদি-গ্রন্থসম্মতোঽগ্রে প্রাসাদনির্ম্মাণে লেখ্যো বাহুল্যভয়াদত্র ন লিখ্যতে । সপ্তভির্হস্তৈঃ পরিমিতম্, কেচিচ্চ ষড়্‌ভিরষ্টভির্দ্বাদশভিঃ ষোড়শভির্বা হস্তৈর্মিতং মণ্ডপমিচ্ছন্তি ; তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—'ষড়্‌দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্বা সমন্ততঃ' ইতি। রম্যা অত্যন্ত-দৈর্ঘ্যহ্রস্বোচ্চনীচত্বাদিরাহিত্যেন শোভনা বেদিকা যস্মিন্ তৎ, তাঞ্চ মণ্ডপমধ্যে রচয়েৎ ; তথা চোক্তম্—'পঞ্চহস্তমিতাং তত্র চতুরস্রাং চতুর্ম্মুখাম্। হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতাং রম্যাং মধ্যে বেদীং প্রকল্পয়েৎ ॥' ইতি ; বশিষ্ঠসংহিতায়াঞ্চ—'বায়ব্যে বাথ ঐশান্যে পূজাবেদীং প্রকল্পয়েৎ। হস্তোন্নতাঞ্চ বিস্তীর্ণাং চতুরস্রাং সমন্ততঃ ॥' ইতি। অত্র চ বিরোধো মতভেদাদিনা মণ্ডপভেদেন পরিহরণীয়ঃ ; মণ্ডপানুমানেনৈব মধ্যে বেদীমুত্তমাং রচয়েদিতি স্থিতিঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা—মণ্ডপমেব বিশিনষ্টি—অষ্টেতি। অষ্টদিক্ষু অষ্টৌ ধ্বজা যস্মিন্ তৎ, ক্ষীরযুক্তৈঃ পাদপৈঃ প্লক্ষাদিভির্হস্তমাত্রং ভূম্যন্তর্নিখাতৈস্তোরণং বহির্দ্বারং যস্মিন্ তৎ ; তথা চ মৎস্যপুরাণে—'প্লাক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যমৌড়ুম্বরং ভবেৎ। পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরম্ ॥' ইতি। ত্রিগুণীকৃতেন সূত্রেণ আঢ্যয়া যুক্তয়া কুশমালয়া অভিতো বেষ্টিতং, সর্ব্বতো নিবদ্ধ-কুশ-জাতেন ত্রিগুণিতসূত্রেণ পরিবৃতমিত্যর্থঃ ; কেচিচ্চ ত্রিসূত্র্যা কুশময়রজ্জ্বাপবেষ্টিতমিত্যাহুঃ ॥ ৩৬ ॥

———

অথ কুণ্ডনির্ম্মাণবিধিঃ

তস্মিংশ্চ দিশি কৌবের্য্যাং চতুষ্কোণং ত্রিমেখলম্ ।
কুণ্ডং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপ্রমিতং বুধঃ ॥ ৩৭ ॥
খাতং ত্রিমেখলোচ্ছ্রায়সহিতং তাবদাচরেৎ ।
তস্মাৎ খাতাদ্বহিঃ কুর্য্যাৎ কণ্ঠমেকাঙ্গুলং ধ্রুবম্ ॥

অনুবাদ—ঐ মণ্ডপের উত্তর দিকে চতুষ্কোণ ত্রিমেখলাযুক্ত একহস্ত পরিমিত খাত-দীর্ঘ-প্রস্থকুণ্ড

হইবে। সেই খাতের ১ অঙ্গুলি বাহিরে তিনটি মেখলা রচনা করিবে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকা—তস্মিন্ মণ্ডপে, তিস্রো মেখলাঃ খাতাদ্বহিরুপর্য্যুপরি যথাবিধি নির্ম্মায়মাণা বপ্রা যস্মিন্ তৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকা—তাবচ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতঞ্চ তিসৃণাং মেখলানামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুল-পরিমিতস্তেন সহিতমেব কুর্য্যাৎ, ন তু ভূম্যন্তরে চ তাবৎ সর্ব্বং খাতং খনেদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মেখলাত্রয়াদধঃ পঞ্চদশাঙ্গুলানি খনেৎ, তেন চ মেখলাত্রয়োচ্ছ্রায়েণ চ মিলিত্বা চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলগর্ত্তসম্পত্ত্যা যথোক্তং কুণ্ডং সিধ্যতীতি জ্ঞেয়ম্। কেচিচ্চ মন্যন্তে—ভূম্যন্তরে চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতম্ কুর্য্যাৎ, তস্মাদুপরি মেখলাত্রয়ং পৃথগেবেতি, যৎ খাতং মেখলাত্রয়াধোভূম্যন্তঃ কৃতমস্তি তস্মাৎ; ধ্রুবমবশ্যমেব ॥ ৩৮ ॥

তত্রাদ্যমেখলোচ্ছ্রায়বিস্তারৌ চতুরঙ্গুলৌ।
ত্র্যঙ্গুলৌ তৌ দ্বিতীয়ায়াস্তৃতীয়ায়া যুগাঙ্গুলৌ ॥৩৯॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে আদ্যমেখলা ৪ অঙ্গুলি উচ্চতা ও বিস্তার, দ্বিতীয় মেখলা ৩ অঙ্গুলি উচ্চ ও বিস্তার, তৃতীয় মেখলা ২ অঙ্গুলি উচ্চ ও বিস্তার—মোট ৯ অঙ্গুলি উচ্চ ॥ ৩৯ ॥

টীকা—তত্র কুণ্ডে, আদ্যায়াঃ প্রথমায়া মেখলায়া উচ্ছ্রায় উচ্চতা বিস্তারঃ, দ্বিতীয়মেখলায়াস্তু তৌ উচ্ছ্রায়বিস্তারৌ, যুগাঙ্গুলৌ দ্ব্যঙ্গুলৌ; এবমাসামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতঃ সিদ্ধঃ ॥ ৩৯ ॥

যোনিঞ্চ পশ্চিমে ভাগে মেখলাত্রিতয়োপরি।
ষড়ঙ্গুলাঞ্চ বিস্তারে দৈর্ঘ্যে চ দ্বাদশাঙ্গুলাম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পশ্চিমভাগে মেখলা তিনটির উপরে যোনি ৬ অঙ্গুলি বিস্তারে, ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ রচনা করিবে ॥ ৪০ ॥

একাঙ্গুলাং তথোচ্ছ্রায়ে মধ্যে ছিদ্রসমন্বিতাম্।
গজাধরাকৃতিং কুর্য্যাদ্বিধিবন্মেখলান্বিতাম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—১ অঙ্গুলি উচ্চ, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, হস্তির অধরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যথাবিধি মেখলাযুক্ত যোনি রচনা করিবে ॥ ৪১ ॥

টীকা—যোনিঞ্চ কুণ্ডস্য পশ্চিমভাগে কুর্য্যাদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ; গজস্য হস্তিনোঽধরস্য ওষ্ঠস্যেবাকৃতিঃ, অগ্রে সঙ্কুচিতাঽধোবিস্তৃতা অশ্বত্থদলসদৃশী যস্যাস্তাম্; বিধিবদিতি—সা চ প্রাঙ্মুখী, তস্যাঃ পরিতশ্চৈকাঙ্গুলা মেখলা কার্য্যা, কুণ্ডমধ্যে চ প্রবিষ্টং যোন্যগ্রমেকাঙ্গুলং যোনিমূলে চ গজকুম্ভদ্বয়াকৃতি বৃত্তদ্বয়মর্ঘ্যপাত্রস্যেব কার্য্যমিত্যর্থঃ। তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—'গৃহস্যৈশানভাগে তু মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ। ষড়্দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্বা সমন্ততঃ ॥ চতুর্দ্বারসমাযুক্তং তোরণাদ্যৈরলঙ্কৃতম্। কুণ্ডং তন্মধ্যভাগে তু কারয়েচ্চতুরস্রকম্ ॥ বিতস্তিদ্বয়খাতং যৎ কুণ্ডং সচতুরঙ্গুলম্। বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তদঙ্গুলত্রয়সংযুতম্ ॥ বৈশ্যানাং দ্ব্যঙ্গুলাধিক্যং শূদ্রাণাং হস্তমাত্রকম্। প্রথমা মেখলা তত্র দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তৃতা ॥ চতুর্ভিরঙ্গুলৈস্তস্যাশ্চোন্নতত্বং সমন্ততঃ। তস্যাশ্চোপরি বপ্রঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলমুন্নতঃ ॥' বপ্রো মেখলা—'অষ্টাভিরঙ্গুলৈঃ সম্যগ্বিস্তীর্ণস্তু সমন্ততঃ। তস্যোপরি পুনঃ কার্য্যো বপ্রঃ সোঽপি তৃতীয়কঃ ॥ চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণশ্চোন্নতশ্চ তথাবিধঃ। যোনিশ্চ পশ্চিমে ভাগে প্রাঙ্মুখা মধ্যসংস্থিতা। ষড়ঙ্গুলৈশ্চ বিস্তীর্ণা চায়তা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ। পৃষ্ঠোন্নতা গজৌষ্ঠেব সচ্ছিদ্রা মধ্যমোন্নতা ॥ কণ্ঠোঽষ্টযবমাত্রঃ স্যাৎ কুণ্ডে চ করমাত্রকে। কণ্ঠো যত্নেন কর্তব্যো ভুক্তিমুক্তিফলেপ্সুভিঃ। নাভিরপ্যথবা কুণ্ডমেকমেখলকং ভবেৎ ॥' ইতি ॥ ৪০-৪১ ॥

শতার্দ্ধহোমে কুণ্ডং স্যাদূর্দ্ধ্বমুষ্টিকরোন্মিতম্ ॥৪২॥
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং সহস্রে পাণিনা মিতম্।
লক্ষে চতুর্ভির্হস্তৈশ্চ কোটৌ তৈরষ্টভির্মিতম্।
চতুরস্রং কুণ্ডখাতং কুর্ব্বীতাধশ্চ তাদৃশম্ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অর্দ্ধশতহোমে (৫০) কুণ্ডটি হইবে মুষ্টিবদ্ধ ১ হস্ত পরিমিত উচ্চ, শতহোমে অরত্নি পরিমিত, ১ সহস্রহোমে ১ হস্ত পরিমিত উচ্চ, লক্ষহোমে ৪ হস্ত, কোটিহোমে ৮ হস্ত। কুণ্ডের গর্ত্তটি সম চতুষ্কোণ এবং গর্ত্তও সেই পরিমিত ॥৪২-৪৩॥

টীকা—অপরমপি কিঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি—শতার্দ্ধেতি। সহস্রে হোমানাম্, এবমগ্রেঽপি ॥ ৪২ ॥

টীকা—তৈর্হস্তৈঃ, তাদৃশমিতি যাবদ্দৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ তাবদধস্তাদপি খাতং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ মেখলোচ্ছ্রায়সহিতমেব জ্ঞেয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৪৩ ॥

হোমস্ত্বধিকসংখ্যাকঃ কুণ্ডে বৈ ন্যূনসংখ্যয়া।
কৃতে কার্য্যো ন চ ন্যূন-
সংখ্যাকঃ সংখ্যয়াধিকে ॥ ৪৪ ॥
যথাবিধ্যেব কর্ত্তব্যং কুণ্ডং যত্নেন ধীমতা।
অন্যথা বহবো দোষা ভবেয়ুর্বহুদুঃখদাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ছোট কুণ্ডে অধিক সংখ্যা হোম করা যায়, কিন্তু বড় কুণ্ডে অল্পহোম উচিত নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যথাবিধি কুণ্ড করিবেন, তাহা না হইলে বহু দুঃখপ্রদ বহু দোষ হইবে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকা—তত্রৈবাপরমপি বিশেষং লিখতি—হোমস্ত্বিতি। ন্যূনয়া হোমসংখ্যাতোঽল্পয়া সংখ্যয়া কৃতে কুণ্ডে অধিকা কুণ্ডসংখ্যাতো বহুলা সংখ্যা যস্য স কার্য্যঃ, ন্যূনসংখ্যয়া হ্যধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাৎ। ন চ ন্যূনসংখ্যাকো হোমোঽধিকসংখ্যাকে কুণ্ডে কার্য্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং চাভিযুক্তৈঃ—'ন্যূনসংখ্যোদিতে কুণ্ডেঽধিকো হোমো বিধীয়তে। অনুক্তকুণ্ডো ন্যূনস্তু নাধিকে শস্যতে কৃচিৎ ॥' ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকা—যথোক্তবিধিকুণ্ডনির্ম্মাণে গুণং, তদুল্লঙ্ঘনে চ দোষং লিখতি—যথেতি ॥ ৪৫ ॥

তদুক্তং তান্ত্রিকৈঃ—

এবং লক্ষণসংযুক্তং কুণ্ডমিষ্টফলপ্রদম্।
অনেকদোষদং কুণ্ডং যত্র ন্যূনাধিকং ভবেৎ ॥৪৬॥
তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষ্যৈব কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তান্ত্রিকগণ বলেন—যথাবিধি কুণ্ড নির্ম্মিত হইলে অভীষ্টফলপ্রদ হয়, যেস্থলে ছোট বড় কুণ্ড হয় সেস্থলে বহু দোষ প্রদ হয় ॥ অতএব মঙ্গলকামী ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরীক্ষা করিয়াই সংক্ষিপ্ত হোম কার্য্যে হস্তমাত্র স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ॥৪৬-৪৭

হারীতেনাপি—

বিস্তারাধিক্যহীনত্বে অল্পায়ুর্জায়তে ধ্রুবম্।
খাতাধিক্যে ভবেদ্রোগী হীনে তু ধনসংক্ষয়ঃ।
কুণ্ডে বক্রে চ সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—স্মার্ত্ত হারীত বলিয়াছেন—বিস্তার বড় ছোট হইলে অল্পায়ু হয়, গর্ত্ত বড় হইলে রোগী হয়, ছোট হইলে ধনক্ষয়, কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ হয় ॥ ৪৮ ॥

শোকস্তু মেখলোনত্বে তদাধিক্যে পশুক্ষয়ঃ।
ভার্য্যানাশো যোনিহীনে কণ্ঠহীনে শুভক্ষয়ঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ—মেখলা ছোট হইলে শোক, বড় হইলে পশুক্ষয়, যোনি না থাকিলে ভার্য্যা নাশ, কণ্ঠ না থাকিলে শুভক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

টীকা—মেখলায়া উনত্বে ন্যূনতায়াং সত্যাম্, তস্যা মেখলায়া আধিক্যে ॥ ৪৯ ॥

অঙ্গুলিপরিমাণং চোক্তম্—

তির্য্যগ্‌যবোদরাণ্যষ্টাবূর্দ্ধা বা ব্রীহয়স্ত্রয়ঃ।
জ্ঞেয়মঙ্গুলিমানং তু মধ্যমা মধ্যপর্ব্বণা ॥৫০॥ ইতি।

অনুবাদ—অঙ্গুলিপরিমাণও বলা হইয়াছে—আটটি যব পাশাপাশি রাখিয়া তাহার পেটের উপর দিয়া মাপ দিলে বা তিনটি ব্রীহি উচু করিয়া মাপ দিলে—হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বই ১ অঙ্গুলির পরিমাণ জানিবে ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

বিশেষোঽপেক্ষিতোঽন্যত্র স্রুক্-স্রুব-প্রক্রিয়াদিকঃ।
জ্ঞেয়ো গ্রন্থান্তরাৎ সোঽত্রা-
ধিক্যভীত্যা ন লিখ্যতে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হোমকার্য্যে স্রুক্‌স্রুবাদি নির্ম্মাণ প্রক্রিয়াদি বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে অন্য গ্রন্থ হইতে

জানিয়া লইবে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এস্থলে লিখিত হইল না ॥ ৫১ ॥

টীকা—কুণ্ডনির্ম্মাণাদাবপেক্ষ্যমঙ্গুলমানঞ্চ লিখতি—মধ্যমায়া অঙ্গুলের্মধ্যং পর্ব্ব বা ; অন্যত্রাপ্যুক্তম্—'আহুর্মন্ত্রবিদোঽঙ্গুলং বসুযবৈস্তির্য্যক্ চ সংস্থাপিতৈ স্তালং দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ পরিমিতং হস্তো দ্বিতালঃ পুনঃ। তৌ দ্বৌ কিষ্কুরিমৌ ধনুশ্চ ধনুষাং ক্রোশঃ সহস্রং ভবেত্তৌ গব্যূতিমুদাহরন্তি মুনয়স্তাভিস্ত্রিভির্যোজনম্ ॥' ইতি। বসুযবৈঃ অষ্টভির্যবৈঃ, তৈরঙ্গুলৈঃ, ইমৌ দ্বৌ কিষ্কুঃ, স্রুক্স্রুবয়োর্হোমার্থ কপাত্রয়োঃ, প্রক্রিয়া নির্ম্মাণাদিবিধিঃ, তৎপ্রভৃতিকোঽত্র কুণ্ডাদিনির্ম্মাণ-প্রকরণে যোঽন্যো বিশেষোঽপেক্ষিতঃ স্যাৎ, স বশিষ্ঠ-সংহিতাদিগ্রন্থাদ্বিজ্ঞাতব্যোঽভিজ্ঞৈঃ। আদি-শব্দেন অঙ্কুরারোপণবিধ্যাদিঃ, অত্র গ্রন্থে চ আধিক্যভীত্যা গ্রন্থবিস্তারভয়েন স ন লিখ্যতে। স্রুক্স্রুবলক্ষণং চ বশিষ্ঠসংহিতায়ামুক্তম্—'স্রুবং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ। চতুরস্রং বিধায়াদৌ সপ্তপঞ্চাঙ্গুল-ক্রমাৎ ॥ তৃতীয়াংশেন গর্ত্তং স্যাত্তদন্তর্বৃত্তশোভিতম্। খাত্বা সমং তির্য্যগূর্দ্ধং তদধঃ শোধয়েদ্বহিঃ ॥ চতুর্থাংশং চাঙ্গুলস্য শেষাচ্চার্ধং তদন্ততঃ। রম্যাঞ্চ মেখলাং খাতে শিষ্টেনার্ধেন কারয়েৎ ॥ কুর্য্যাত্রিভাগ-বিস্তারমঙ্গুষ্ঠেন সমাযুতম্। সার্দ্ধমঙ্গুষ্ঠকং চ স্যাত্ত-দগ্রে তু মুখং ভবেৎ ॥ চতুরঙ্গুলবিস্তারং পঞ্চাঙ্গুল-মথাপি বা। ত্রিদ্ব্যঙ্গুলকং তস্য মধ্যান্তস্তু সুশোভনম্ ॥ সুষিরং কণ্ঠদেশে স্যাদ্বিশেদ্যাবৎ কনীয়সী। শেষং দণ্ডং তু কর্ত্তব্যং যথারুচি বিচিত্রিতম্ ॥ চতুষ্কোণসমাযুক্তো হস্তমাত্রঃ স্রুবো ভবেৎ। চতুষ্কং শোভনং বৃত্তং দ্ব্যঙ্গুলং বিদধীত বৈ ॥ যথাল্পপঙ্কে গোঃ পাদং রুচিরং দৃশ্যতে তথা। পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্স্রুবৌ মুনে। বিদধ্যাদ্বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥' ইতি। সারদাতিলকে চ 'প্রকল্পয়েৎ স্রুচং বিদ্বান্ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। শ্রীপর্ণীশিংশ-পাক্ষীর-শাখিষ্বেকতমং বুধঃ ॥ গৃহীত্বা বিভজেদ্ধস্ত-মাত্রং ষট্ত্রিংশতা পুনঃ। বিংশত্যংশৈর্ভবেৎ কুণ্ডো বেদী তৈরষ্টভির্ভবেৎ ॥ একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তভাগমিতং মুখম্। বেদীত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ অগ্রং কণ্ঠসমানং স্যান্মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন সর্পিষো নির্গমায় চ ॥ বেদীমধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা। বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশে নাভিতোঽবটঃ ॥ তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্বৃত্তমর্দ্ধাংশতো বহিঃ। অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ ॥ মেখলামুখবেদ্যোঃ স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশমানতঃ। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুণ্ডী গুণবেদাংশকৈঃ ক্রমাৎ ॥ কুণ্ডী যমযুগাংশে স্যাদ্দণ্ড-স্যানাহ ঈরিতঃ। ষড্ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্ম্মাকৃতির্ভবেৎ ॥ হংসস্য বা হস্তিনো বা পত্রিণো বা মুখং লিখেৎ। মুখস্য পৃষ্ঠভাগে স্যাৎ সুপ্রোক্ষং লক্ষণং স্রুচঃ ॥ স্রুচ তুবিংশতিভির্ভাগৈর্বা রচয়েৎ স্রুবম্। দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানমংশৈরেতস্য কীর্তিতম্ ॥ চতুর্বিংশতিরানাহঃ কর্ষাজ্যগ্রাহি তচ্ছিরঃ। অংশ-দ্বয়েন নিখনেৎ পক্কে মৃগপদাকৃতিম্। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণভূষিতা ॥' ইতি ॥ ৫০-৫১ ॥

অথ দীক্ষামণ্ডলবিধিঃ

অথোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈর্গন্ধাম্ভোভিশ্চ মণ্ডপে।
যথাবিধি লিখেদ্দীক্ষামণ্ডলং বেদিকোপরি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—উপদেষ্টা আচার্য্য মণ্ডপের উপর পঞ্চগব্য ও গন্ধজল ছিটা দিয়া বেদির উপর যথাবিধি দীক্ষামণ্ডল রচনা করিবেন ॥ ৫২ ॥

টীকা—অধুনা মণ্ডলবিধিং দর্শয়তি—অথেতি ত্রিভিঃ। উক্ষিতে প্রোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈঃ সুগন্ধিভির্জলৈশ্চ, যথাবিধীতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ; বেদিকায়া মণ্ডপান্তবিরচিতায়া বেদ্যা উপরি ॥ ৫২ ॥

তন্মধ্যে চাষ্টপত্রাব্জং বহির্বৃত্তত্রয়ং ততঃ।
ততো রাশীংস্ততঃ পীঠং চতুষ্পাদসমন্বিতম্ ॥৫৩॥
তস্মাদ্বহিশ্চতুর্দিক্ষু লিখেদ্বীথীচতুষ্টয়ম্।
শোভোপশোভাকোণাঢ্যং ততো দ্বারচতুষ্টয়ম্ ॥৫৪॥

অনুবাদ—মধ্যে অষ্টদল পদ্ম, পদ্মের বাহিরে তিনটি বৃত্তাকার, তাহার পর দ্বাদশরাশিচক্র, অতঃপর চতুষ্পদ সমন্বিত পীঠ, তাহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে চারটি বীথি—পথ, দ্বারচতুষ্টয়, দ্বারের পার্শ্বে শোভা, উপশোভা, কোণ রচনা করিবেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—তস্য মণ্ডলস্য মধ্যেঽষ্টপত্রং পদ্মং লিখে-

দিতি পরেণ পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ। ততস্তস্মাদশ্জাদ্বহির্বৃত্তত্রয়ং, ততো বৃত্তত্রয়াদ্বহিঃ রাশীন্ মেষাদীন দ্বাদশ, তেভ্যো বহিঃ পাদচতুষ্টয়যুক্তং পীঠম্ আসনম্, তস্মাদ্বহিশ্চতস্রো বীথ্যঃ, তস্মাদ্বহিশ্চত্বারি দ্বারাণি, তদুভয়তঃ সর্ব্বত্র শোভাং, তৎপার্শ্বতশ্চোপশোভাং, তৎপ্রান্তেষু চত্বারি কোণানীত্যর্থঃ। তত্রায়ং সন্নিবেশঃ—আদৌ সপ্তদশোর্দ্ধরেখা লিখেৎ, পশ্চাত্তদুপরি সমভাগেন তাবতীস্তির্য্যগ্রেখা লিখেৎ; এবং ষট্পঞ্চাশদধিকং কোষ্ঠানাং শতদ্বয়ং ভবতি, তেষু চ মধ্যে ষোড়শ কোষ্ঠানি মার্জ্জয়িত্বা তত্র পদ্মং তদ্বহির্বৃত্তত্রয়ং চাঙ্কয়েৎ; তদ্বহিঃ পঙ্ক্তিদ্বয়স্থান্যষ্টাধিকচত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা তত্র দ্বাদশ রাশীন্ কল্পয়েৎ; তত্র রাশিসন্নিবেশার্থং পদ্মদলাগ্রবর্ত্তিবৃত্তত্রয়স্য পীঠ-সম্বন্ধিবাহ্যপঙ্ক্তেশ্চ মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তররেখাচতুষ্টয়মঙ্কয়েৎ; তদ্বহিরেকপঙ্ক্তিস্থানি ষট্ত্রিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা পীঠং তত্রৈব কোণেষু তত্র পাদচতুষ্কঞ্চ কল্পয়েৎ; তদ্বহিরেকপঙ্ক্তিস্থানি চতুশ্চত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্বীথীঃ প্রকল্পয়েৎ; তদ্বহিশ্চ পঙ্ক্তিদ্বয়স্থৈর্দ্দশাধিকশতকোষ্ঠৈশ্চতুর্দিক্ষু চত্বারি দ্বারাণি, তদুভয়তঃ শোভাং, তদনন্তরমুপশোভাং তদনন্তরঞ্চ চতুষ্কোণানীতি। তত্রাপ্যয়ং প্রকারঃ বাহ্যপঙ্ক্তিস্থমধ্যকোষ্ঠচতুষ্টয়ং তদভ্যন্তরপঙ্ক্তিস্থ-মধ্যকোষ্ঠদ্বয়ং চেত্যেবং কোষ্ঠষট্কেনৈকং দ্বারং ভবতি। দ্বারস্যৈকস্মিন্ ভাগে তথা পঙ্ক্তিস্থমেকং কোষ্ঠং তদভ্যন্তরপঙ্ক্তিস্থকোষ্ঠত্রয়ঞ্চ চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েনৈকা শোভা ভবতি। তথা বাহ্যপঙ্ক্তিস্থং কোষ্ঠত্রয়ং তদভ্যন্তরপঙ্ক্তিস্থমেকঞ্চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েনৈকোপশোভা ভবতি। কোষ্ঠচতুষ্কেণ কোণমিতি। এবমপরস্মিন্নপি ভাগে শোভোপশোভা কোণানি জ্ঞেয়ানি। এবমেবান্যদিক্ত্রয়েঽপীতি মিলিত্বা দ্বাদশাধিককোষ্ঠশতং ভবতীতি দিক্ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

অথ দীক্ষাঙ্গ-পূজা

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা যথাস্থানং ন্যসেত্ততঃ।
শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চ পুরোলেখ্যপ্রকারতঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যথাস্থানে শঙ্খ ও পূজার উপচার-সমূহ যথাবিধি-স্থাপন করিবেন ॥ ৫৫ ॥

টীকা—অধুনা কলসস্থাপনবিধিং দর্শয়তি—প্রাতঃকৃত্যমিত্যাদিনা ভোজ্যার্পণাবধীত্যন্তেন। প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং ভগবদর্চ্চনং যাবন্নিত্যকর্ম্ম কৃত্বা সমাপ্য; কথং? পুরোঽগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ, তৎপ্রকারশ্চাগ্রে মুখ্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাবীত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপ্যগ্রে সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যম্। যথাস্থানমিতি; প্রাঙ্মুখো মণ্ডলস্যাগ্রে স্বাসনোপবিষ্টো দীক্ষাসংকল্পং বিধায় মাতৃকাদি-ন্যাসান্ কৃত্বা স্ববামাগ্রে শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চার্ঘ্যাদিদ্রব্যাণি স্বস্বপাত্রে পরিপূর্য্য যথোত্তরং স্থাপয়িত্বা দক্ষিণভাগে চ পুষ্পাদীনি ন্যসেদিত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। এতচ্চাগ্রে মুখ্যপূজাপ্রকরণে প্রপঞ্চ্য লেখ্যমেব ॥ ৫৫ ॥

অথ আদৌ কুম্ভস্থাপনবিধিঃ

গুরূন্ গণেশং চাভ্যর্চ্চ্য পীঠপূজাং বিধায় চ।
পদ্মমধ্যে ন্যসেৎ শালীংস্তণ্ডুলাংশ্চ কুশাংস্তথা ॥৫৬॥
বহ্নের্দশকলা যাদিবর্ণাদ্যাশ্চ কুশোপরি।
ন্যস্যাভ্যর্চ্চ্য জপংস্তারং ন্যসেৎ কুম্ভং যথোদিতম্ ॥৫৭

অনুবাদ—নিজগুরু, পরমগুরু ও গুরুপরম্পরা, শ্রীনারদাদি পূর্ব্বসিদ্ধ গুরুবর্গকে, পূর্ব্বসিদ্ধ ভাগবতগণকে মণ্ডলমধ্যে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোন পর্য্যন্ত সেই সেই নামে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম মুদ্রা দেখাইয়া, আজ্ঞা লইয়া, তাঁহাদের দক্ষিণে বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীগণপতির পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য-সমাপ্তি প্রার্থনা করিবেন। মণ্ডলের মধ্যভাবে পীঠ-পূজান্তে মণ্ডলের মধ্যভাগে লিখিত পদ্মোপরি শালি-ধান্য পরিমিত একপালি এবং শ্বেত আতপ তণ্ডুল আট ভাগের এক ভাগ রাখিয়া কুশ পাতিয়া, তাহার উপর বহ্নির দশকলা ও য-আদি বর্ণ সকল ন্যাস করিবেন। কুশত্রয় দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি বা কুশমুষ্টির উপর প্রণব জপ করিতে করিতে কুম্ভস্থাপন করিবেন ॥ ৫৭ ॥

টীকা—গুরূন্ নিজগুরু-পরমগুর্ব্বাদীন্ শ্রীনারদাদীংশ্চান্যানপি পূর্ব্বসিদ্ধান্ ভাগবতান্ মণ্ডলান্তঃ-

পীঠস্যোত্তরে বায়ব্যকোণাদৈশানকোণপর্য্যন্তমভ্যর্চ্চ্য, চতুর্থীনমোঽন্তৈস্তত্তন্নামভির্গন্ধাদিনা সংপূজ্য প্রণামমুদ্রাং প্রদর্শ্যানুজ্ঞামাদায় গণেশঞ্চ তদ্দক্ষিণভাগে বীথ্যাং যথোক্তক্রমমভ্যর্চ্চ্য নির্ব্বিঘ্নতাং প্রার্থ্য মণ্ডলমধ্যভাগে পীঠস্য পূজাং চ লেখ্যবিধিনৈব কৃত্বা পদ্মস্য মণ্ডলান্তর্লিখিতস্য মধ্যে কর্ণিকোপরি শালীন্ ধান্যানি একাঢ়কপরিমিতানি তথা তদষ্টমাংশ-পরিমিত-শুক্লতণ্ডুলান্যপি ন্যস্য তদুপরি দর্ভান্ বিন্যসেদিত্যেবং গ্রন্থান্তরানুসারেণ বিজ্ঞেয়ম্। তত্র চ কূর্চাক্ষতযুতান্ দর্ভানিতি জ্ঞেয়ম্। কূর্চোঽত্র কুশত্রয়ঘটিত-ব্রহ্মগ্রন্থিঃ, কুশমুষ্টিরিতি কেচিদাহুঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকা—কুশানামুপরি চ বহ্নের্দশকলাঃ প্রাদক্ষিণ্যেন ন্যস্য গন্ধপুষ্পাদিনা তা এব পূজয়িত্বা তারং প্রণবং জপন্ সন্ তদ্দর্ভোপর্য্যেব কলসং স্থাপয়েৎ। কথম্ভূতাঃ ? যকার আদির্যেষাং তে বর্ণা আদ্যা আদিস্থিতা যাসাং তাঃ যকারাদিক্ষকারান্তদশাক্ষরশিরস্কা ইত্যর্থঃ। যথোদিতং শাস্ত্রবিদ্ভিরুক্তমনতিক্রম্য, অনেন নবং লোহিতমব্রণং ত্রিগুণীকৃত্য কন্যাকর্তিতশোভনকার্পাসসূত্রৈরস্ত্রমন্ত্রেণ ত্রির্বেষ্টিতমগুরুধূপামোদিতমিত্যাদিকং বোদ্ধব্যম্। যথোদিতমিত্যেতদগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

তাশ্চোক্তাঃ—

ধূম্রার্চ্চিরুষ্মা জ্বলনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা
হব্যকব্যবহে অপি ॥ ৫৮ ॥ ইতি।

কাদ্যোষ্ঠান্তৈর্যুতা ভাদ্যোর্ডান্তৈশ্চার্ণৈর্বিলোমগৈঃ।
সূর্য্যস্য চ কলাঃ কুম্ভে দ্বাদশ ন্যস্য পূজয়েৎ ॥৫৯॥

তাশ্চোক্তাঃ—

তপনী তাপনী ধূম্রা ভ্রামরী জ্বালিনী রুচিঃ।
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা
বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ৬০ ॥ ইতি।

কুম্ভান্তর্নিক্ষিপেন্মূলমন্ত্রেণ কুসুমং সিতম্।
সাক্ষতং সসিতং স্বর্ণং সরত্নং চ কুশাংস্তথা ॥ ৬১ ॥

কুম্ভঞ্চ বিধিনা তীর্থাম্বুনা শুদ্ধেন পূরয়েৎ।
জলে চেন্দুকলা ন্যস্য সম্বরাঃ ষোড়শার্চ্চয়েৎ ॥ ৬২ ॥

তাশ্চোক্তাঃ—

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা চ ॥ ৬৩ ॥ ইতি।

অনুবাদ—অগ্নির দশকলা যথা—ধূম্রার্চ্চি, উষ্মা, জ্বলনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা, কব্যবহা—এই দশ।

কেহ কেহ কুম্ভের মূলে দশদলকমল চিন্তা করিয়া তৎপত্রে অগ্নির দশ কলা, কুম্ভের হৃদয়ে দ্বাদশদলপদ্ম চিন্তা করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলা এবং কুম্ভের কণ্ঠে ১৬ দলপদ্ম চিন্তা করিয়া শুদ্ধ গঙ্গাজল দ্বারা কুম্ভপূর্ণ করিয়া ঐ জলে চন্দ্রের ষোড়শ কলার অর্চ্চন করেন। কুম্ভমধ্যে মূলমন্ত্রে সাদাফুল, আতপচাল, পঞ্চরত্ন, স্বর্ণকুশ ইত্যাদি নিক্ষেপ করেন।

সূর্য্যের দ্বাদশকলা—তপনী, তাপনী, ধূম্রা, ভ্রামরী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, ক্ষমা। চন্দ্রের ১৬শ কলা যথা—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, রঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা ॥ ইতি ॥ ৫৮-৬৩ ॥

টীকা—হব্যবহা কব্যবহা চেতি দ্বে ; প্রয়োগশ্চায়ম্—ধূম্রার্চিষে নম ইত্যাদি। কেচিচ্চ দশদলকমলং সঞ্চিন্ত্য তৎকর্ণিকায়াং মং বহ্নিমণ্ডলায় নম ইতি ন্যস্য তদ্দশদলেষু দশ বহ্নিকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। এবমেব হৃদি দ্বাদশদলং ভ্রমধ্যে (কণ্ঠমধ্যে) চ ষোড়শদলং কমলং সংচিন্ত্য অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় নমঃ—ইতি ক্রমেণ তত্তৎকর্ণিকয়োর্ন্যস্য তত্তদ্দলেষ্বেব সূর্য্যসোমকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। অন্যে চ আসামষ্টত্রিংশতো বহ্ন্যাদিকলানামন্যাসাঞ্চ পঞ্চাশতঃ প্রণবকলানাং শুদ্ধজলপূর্ণে শঙ্খ এব ন্যাসমাহুঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকা—অধুনা তস্মিন্ কুম্ভে সূর্য্য কলানাং ন্যাসাদিকং লিখতি—কাদ্যৈরিতি ; ককারাদ্যোষ্ঠকারান্তৈর্বর্ণৈর্যুতাঃ দ্বাদশাপি কলাঃ, চকারঃ সমুচ্চয়ে, ভকারাদোর্ডকারান্তৈর্বর্ণৈরপি যুতাঃ। ননু ভকারাদীনাং দ্বাদশবর্ণানাং ডকারান্ততা কথং স্যাৎ ? ক্রমেণ ক্ষকারান্ততাপ্রাপ্তেস্তত্রাহ — বিলোমগৈর্ব্যুৎক্রমপ্রাপ্তৈঃ। অয়মর্থঃ — অনুলোমপঠিত - ককারাদ্যৈকৈকমক্ষরং

প্রতিলোমপঠিত-ভকারাদ্যেকৈকাক্ষরেণ সহিতমাদৌ সূর্য্যকলাসু সংযোজ্য ন্যাসাদিকং কুর্য্যাদিতি। প্রয়োগশ্চ কং ভং তপন্যৈ নম ইত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

টীকা—ততশ্চোক্তপ্রকারেণাধাররূপমগ্নিং কুম্ভরূপং সূর্য্যঞ্চ বিচিন্ত্য কুম্ভস্য তস্য অন্তর্মধ্যে শুক্লকুসুমাদিকং ক্ষিপেৎ, সসিতং সশর্করম্। তদুক্তম্—'প্রোত্তোলয়িত্বা তন্মধ্যে শুক্লপুষ্পং সিতাযুতম্। স্বর্ণং রত্নঞ্চ কূর্চঞ্চ মূলেনৈব বিনিক্ষিপেৎ ॥' ইতি। যচ্চ মূলগ্রন্থার্থাদধিকং কিঞ্চিল্লিখ্যতে, তৎ পূর্ব্বগতস্য যথোদিতমিত্যস্যানুবর্ত্তনাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকা—বিধিনেতি—পীঠকুম্ভয়োরৈক্যং বিচিন্ত্য বিলোমপঠিতৈঃ ক্ষকারাদ্যেরকারান্তৈর্মাতৃকাক্ষরৈর্বারত্রয়ং মূলমন্ত্রজপেন কুম্ভং তং কেবলবিমলতীর্থোদকেন পূরয়েৎ। অত্র চ শক্তৌ কর্পূরাদিজলৈঃ গব্যদুগ্ধৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ সর্ব্বৌষধিজলৈঃ ক্ষীরদ্রুমাদি-ক্বাথজলৈরন্যৈর্বা মহৌষধিতোয়ৈঃ পূরয়েদিতি। স্বরাঃ অকারাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ, সাহচর্য্যাদ্বিসর্গানুস্বারৌ চেতি ষোড়শ, তৎসহিতা ইন্দোঃ কলাঃ ষোড়শ কুম্ভোদকৈবিধিনা ক্রমেণ ন্যস্য পুষ্পাদিনা পূজয়েৎ ॥ ৬২ ॥

টীকা—জ্যোৎস্না চৈকা শ্রীশ্চৈকা, পূর্ণা চৈকা পূর্ণামৃতা চৈকা ইতি দ্বে ; প্রয়োগশ্চ—অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

অথ শঙ্খস্থাপনবিধিঃ

শুদ্ধাম্বুপূরিতে শঙ্খে ক্ষিপ্ত্বা গন্ধাষ্টকং কলাঃ।
আবাহ্য সর্ব্বাস্তাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচরেৎ ক্রমাৎ ॥৬৪॥

অনুবাদ—মূলমন্ত্রে শুদ্ধ গঙ্গাজল দ্বারা শঙ্খপূর্ণ করিয়া তাহাতে অষ্টগন্ধ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অগ্নিকলা, সূর্য্যকলা, চন্দ্রকলা সমূহ ক্রমে আবাহন পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ৬৪ ॥

টীকা—অথ শঙ্খপূরণবিধিং দর্শয়তি—শুদ্ধেতি। পূর্ব্বশ্লোকস্থ-বিধিনেত্যনুবর্ত্তত এব। অতো হি মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধাম্বুনা পরিপূরিতে, শক্তৌ চ পূর্ব্ববৎ কর্পূরজলাদিনা পূরিত ইতি জ্ঞেয়ম্। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ, বহ্ন্যর্কেন্দুকলাঃ সর্ব্বাঃ শঙ্খ এব ক্রমাৎ পৃথক্ পৃথগাবাহ্য তাসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং ক্রমণৈব কুর্য্যাৎ। তত্তৎপ্রাণপ্রতিষ্ঠাপ্রকারশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকাটীকাদিগ্রন্থান্তরতো বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

গন্ধাষ্টকঞ্চোক্তম্—
উশীরং কুঙ্কুমং কুষ্ঠং বালকং চাগুরুর্ম্মুরা।
জটামাংসী চন্দনঞ্চে-
তীষ্টং গন্ধাষ্টকং হরেঃ ॥ ৬৫ ॥ ইতি।

অনুবাদ—অষ্টগন্ধ দ্রব্য যথা—গন্ধ বেণামূল, কুঙ্কুম, কুষ্ঠ, বালক, অগুরু, মুরা, জটামাংসী, চন্দন—এই অষ্টগন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

টীকা—ইত্যেতৎ গন্ধাষ্টকং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইষ্টং প্রিয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

কৈশ্চিচ্চন্দন-কর্পূরাগুরু-কুঙ্কুম-রোচনাঃ।
কক্কোলকপিমাংস্যশ্চ গন্ধাষ্টকমিদং মতম্ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ—চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, গোরোচনা, কক্কোল, শিহলক ও জটামাংসী—এই গন্ধাষ্টক বলেন ॥ ৬৬ ॥

টীকা—কপিঃ শিহলকঃ ॥ ৬৬ ॥

তথৈবাকারজা বর্ণৈঃ কাদিভির্দশভির্দশ।
উকারজাষ্টকারাদ্যৈঃ পকারাদ্যৈর্মকারজাঃ ॥ ৬৭ ॥
চতস্রো বিন্দুজাঃ ষাদ্যৈশ্চতুর্ভির্নাদজাঃ কলাঃ।
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ন্যসেচ্ছঙ্খে চ ষোড়শ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পঞ্চাশ প্রণব কলার ন্যাস লিখিত হইতেছে—'অ'কার জাত দশকলা ককারাদি দশটি বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া ঐ শঙ্খে ন্যাস করিবে। উ-কারজ দশকলা টকারাদি দশ বর্ণের সহিত যুক্ত হইবে। ম-কারজ দশকলা প-কারাদি দশ বর্ণের সহিত যুক্ত হইবে। ০-বিন্দুজাত চারিকলা ষ-কারাদি চারিটি বর্ণের সহিত যুক্ত হইবে। নাদজাত ষোলকলা অকারাদি ষোলটি স্বরের সহিত যুক্ত হইয়া শঙ্খে ন্যাস করিবে ॥ ৬৭-৬৮ ॥

টীকা—অথ পঞ্চাশৎ প্রণবকলানাং ন্যাসং লিখতি—তথৈবেতি। অকারজা দশকলাঃ ককারাদিভি-

র্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাস্তস্মিন্নেব শঙ্খে ন্যসেদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। দশেতি দশভিরিতি চানুবর্ত্তত এব, অত উকারজা দশ টকারাদ্যৈর্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাঃ; দশেতি—মকারজাশ্চ দশ পরকারাদ্যৈর্দশভির্যুক্তা ইতি জ্ঞেয়ম্। যকারাদ্যৈশ্চতুর্ভির্বর্ণৈর্যুক্তাশ্চতস্রো বিন্দুজাঃ কলা ন্যসেৎ। নাদজাঃ ষোড়শ চ কলাঃ ষোড়শভিঃ স্বরৈঃ অকারাদিভির্যুক্তা ন্যসেৎ ॥ ৬৭-৬৮ ॥

———

তাশ্চোক্তাঃ—

সৃষ্টিটর্ঋদ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা কান্তির্লক্ষ্মীধৃতিঃ স্থিরা।
স্থিতিঃ সিদ্ধিরকারোত্থাঃ কলা দশ সমীরিতাঃ॥৬৯॥
জরা চ পালিনী শান্তিরৈশ্বরী রতিকামিকে।
বরদা হলাদিনী প্রীতির্দীর্ঘা চোকারজাঃ কলাঃ॥৭০॥
তীক্ষ্ণা রৌদ্রা ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া।
উৎকারী চৈব মৃত্যুশ্চ মকারাক্ষরজাঃ কলাঃ।
বিন্দোরপি চতস্রঃ স্যুঃ পীতা শ্বেতারুণাসিতা॥৭১॥
নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ।
ইন্ধিকা দীপিকা চৈব রেচিকা মোচিকা পরা॥৭২॥
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানাজ্ঞানা চাপ্যায়নী তথা।
ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ অনন্তা নাদসম্ভবাঃ॥৭৩॥ ইতি।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রণব কলার নাম—অ-কারজাত দশকলা—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিতা, স্থিতি, সিদ্ধি। উকারজাত—জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হলাদিনী, প্রীতি, দীর্ঘা। ম-কারজাত—তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, ভয়া, নিদ্রা, তন্ত্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকরী ও মৃত্যু। বিন্দুজাত—চারিকলা—পীতা, শ্বেতা, অরুণা, অসিতা। নাদজাত—ষোলকলা—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানা, অজ্ঞানা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা মতান্তরে—অসূক্ষ্মা, অমৃতা, অনন্তা-স্বরযুক্তা ॥ ইতি ॥ ৬৯-৭৩ ॥

টীকা—নিবৃত্ত্যাদয়ো নাদজাঃ ষোড়শ, কচিচ্চ সূক্ষ্মাসূক্ষ্মেতি পাঠঃ। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা, সূক্ষ্মামৃতা চৈকা পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতিবৎ। কেষাঞ্চিন্মতে চ অনন্তা ইতি বহুবচনান্তং নাদসম্ভবা ইত্যস্য বিশেষণং, তথা চ সারদাতিলকে—'অনন্তাঃ স্বরসংযুতাঃ' ইতি। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা, অসূক্ষ্মা চৈকা, অমৃতা চৈকেতি তিস্রঃ ॥ ৭২-৭৩ ॥

———

ন্যাসং কলানাং সর্ব্বাসাং কুর্য্যাদেকৈকশঃ ক্রমাৎ।
নামোচ্চার্য্য চতুর্থ্যন্তং তত্তদ্বর্ণৈর্নমোঽন্তকম্ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—কলা ন্যাসের প্রকার লিখিত হইতেছে যথা—'কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ অথবা—'ওঁ কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ'—এই ক্রমে পঞ্চাশ কলা নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করিয়া সেই সেই বর্ণ সহ শেষে নমঃ যোগ করিয়া প্রথমে প্রণব পুটিত করিয়া ন্যাস করিবে ॥ ৭৪ ॥

টীকা—ন্যাসপ্রকারং লিখতি—ন্যাসমিতি। তৈস্তৈঃ প্রাগুদ্দিষ্টৈর্বর্ণৈঃ সহ, প্রয়োগশ্চ—'কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ' ইত্যাদি। কেচিচ্চ প্রণবাদ্যমেব সর্ব্বং তত্তন্ন্যাসসমাহুঃ, তথান্যে চ অকার-কলানাং পাদদ্বয়সন্ধ্যগ্রেষু, উকার-কলানাঞ্চ করদ্বয়-সন্ধ্যগ্রেষু, মকার-কলানাঞ্চ গুদাদ্যঙ্গেষু দশসু. বিন্দুকলানাঞ্চ কণ্ঠচিবুকভ্রূদ্বয়েষু, নাদকলানাঞ্চ তত্তন্ন্যাসস্থানেষু প্রকারভেদেন ন্যাসমাহুঃ। তত্তৎপ্রতিষ্ঠাদিবিধিশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিত-ক্রমদীপিকাটীকাদিগ্রন্থতো বিশেষণাবগন্তব্যঃ ॥৭৪

———

পূর্ব্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াস্তাসামাবাহনাৎ পরম্।
ঋচঃ পঞ্চ যথাস্থানং পঠেত্তাশ্চার্চ্চয়েৎ কলাঃ ॥৭৫॥
হংসঃ শুচিষদিত্যাদৌ প্রতদ্বিষ্ণুস্ততঃ পরম্।
ত্রিয়ম্বকং তৎসবিতুর্বিষ্ণুর্যোনিমিতি ক্রমাৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পঞ্চাশ কলার আবাহনের পর পাঁচটি ঋগ্বেদীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—যথা,—শঙ্খজলে অকারজাত দশকলা আবাহনের পর—'হংসঃ শুচিষদ্' (৪।৪০।৫) ইত্যাদি, উকার জাত দশকলা আবাহনের পর—'প্রতদবিষ্ণুঃ' (১।১৫৪।২) ইত্যাদি, মকারজাত দশকলা আবাহনের পর—'ত্রিয়ম্বকম্' (৭।৫৯।১২) ইত্যাদি, বিন্দুজাত চারিকলার পর—'তৎসবিতুঃ' (৩।৬২।১০) ইত্যাদি, নাদজাত ১৬শ কলার পর—'বিষ্ণুর্যোনিম্' (১০।১৮৪।১) ইত্যাদি মন্ত্র ক্রমে পাঠ করিবেন ॥ ৭৫-৭৬ ॥

টীকা—কিঞ্চ, পূর্ব্বমিতি তাসামকারজাদিক-

লানাং যথাস্থানমিতি—শঙ্খজলেহকারপ্রভবাণাং কলানামাবাহনানন্তরং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াশ্চ প্রাক্ হংসঃ শুচিষদিত্যচম্, উকারপ্রভবাণাঞ্চ প্রতদ্বিষ্ণুরিতি, মকারপ্রভবাণাঞ্চ ত্রিয়ম্বকমিতি, বিন্দুপ্রভবাণাঞ্চ তৎস-বিতুরিতি, নাদপ্রভবাণাঞ্চ বিষ্ণুর্যোনিমিতি, ক্রমাৎ পঠেদেতি জ্ঞেয়ম্। কৃচিচ্চ ত্র্যম্বকমিতি পাঠঃ ॥৭৫-৭৬॥

তচ্চ শঙ্খোদকং কুম্ভে মূলমন্ত্রেণ নিক্ষিপেৎ।
পিদধ্যাত্তন্মুখং শক্রবল্লীচূতাদি-পল্লবৈঃ ॥ ৭৭ ॥
শরাবেণাথ পুষ্পাদিযুক্তেনাচ্ছাদ্য তৎ পুনঃ।
সংবেষ্ট্য বস্ত্রযুগ্মেন ততঃ কুম্ভঞ্চ মণ্ডয়েৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—সেই কল্যান্যাস ও সংস্কৃত শঙ্খজল পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভমধ্যে মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহ নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রবল্লী, আম্রপল্লব পঞ্চপল্লবাদি দ্বারা আচ্ছা-দন পূর্ব্বক শরাব দ্বারা কুম্ভের মুখবন্ধ করিবে, শরা-বের উপর পুষ্প ফল আতপ চাল প্রভৃতি দিয়া ধুতি ও উত্তরীয় দ্বারা কুম্ভকে বেষ্টন করিয়া পুষ্প মাল্য চন্দনাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে ॥ ৭৭-৭৮ ॥

টীকা—তৎ কলান্যাসসংস্কৃতঞ্চ শঙ্খস্থমুদকং কুম্ভে প্রাক্ স্থাপিতে তস্মিন্ অর্পয়েৎ, তস্য কুম্ভস্য মুখং শক্রবল্ল্যা ইন্দ্রবল্ল্যা, আম্রাদিপল্লবৈশ্চাচ্ছাদয়েৎ। আদিশব্দাদশ্বত্থাদি ॥ ৭৭ ॥

টীকা—তৎ কুম্ভমুখং পুষ্পাদি-সহিতেন শরাবেণ পুনরুপরি আচ্ছাদ্য, আদিশব্দেন ফলতণ্ডুলাদি, পুনশ্চ তন্মুখমেব বস্ত্রদ্বয়েন বেষ্টয়িত্বা মণ্ডয়েৎ পুষ্পচন্দনা-দিনা ॥ ৭৮ ॥

অথ কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধিঃ

তস্মিন্নাবাহ্য কলসে পরং তেজো যথাবিধি।
সকলীকৃত্য চাচার্য্যঃ পূজয়েদাসনাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

সকলীকরণং চোক্তম্—

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ॥৮০॥

অনুবাদ—ঐ কলসে আচার্য্য শ্রীগুরুদেব নরা-কৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি (নিত্যপূজা প্রকরণে লিখিত বিধি অনুসারে) আসনাদি নৈবেদ্য অর্পণ পর্য্যন্ত পূজা করিবেন। ঐ সঙ্গে কলসে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন ॥ ৭৯-৮০ ॥

টীকা—পরং তেজঃ নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং, যথাবিধীতি মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং সঞ্চিন্ত্য করাভ্যাং পুষ্পাঞ্জলিমাদায় প্রবহন্নাসাপুটেন হৃদয়াদ্দেবতেজঃ পুষ্পাঞ্জলাবানীয় কলসাদিকল্পিতমূর্ত্তাবাবাহনং তন্মন্ত্রেণ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। আসনাদিভিরুপচারৈঃ, তে চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে বিস্তার্য্য লেখ্যাঃ ॥ ৭৯ ॥

কেচিচ্চাহুঃ করন্যাস-পীঠন্যাসৌ বিনাখিলৈঃ।
ন্যাসৈস্তত্তেজসঃ সাঙ্গীকরণং সকলীকৃতিঃ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—মতান্তরে সকলীকরণ—করন্যাস ও পীঠন্যাস ব্যতীত পরব্রহ্মস্বরূপ তেজকে ধ্যান দ্বারা সাকার চিন্তা করা ॥ ৮১ ॥

টীকা—কিমাহুস্তদেব লিখতি—করেত্যাদি; তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য তেজসঃ সাঙ্গীকরণং ধ্যানেন সকারতা-পাদনম্ ॥ ৮১ ॥

এবঞ্চ কুম্ভে তং সাঙ্গোপাঙ্গং সাবরণং প্রভুম্।
অগ্রতো লেখ্যবিধিনার্চ্চয়েদ্ভোজ্যার্পণাবধি ॥ ৮২ ॥
নৈবেদ্যার্পণতঃ পশ্চান্মণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সদীপান্ পৈষ্টিকান্ ন্যস্যেৎ সবীজাঙ্কুরভাজনান্ ॥৮৩

অনুবাদ—এই ভাবে কলসে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সাঙ্গোপাঙ্গ আবরণ দেবতা সহ আসনাদি নৈবেদ্য অর্পণ পর্য্যন্ত অর্চ্চন করিবেন নৈবেদ্য অর্প-ণের পর মণ্ডলের সর্ব্বত্র পিটালি দ্বারা নির্ম্মিত বহু উজ্জ্বল ধৃতদীপ শোভনীয় পাত্রে অঙ্কুরিত বীজ সহ স্থাপন করিবেন ॥ ৮২-৮৩ ॥

টীকা—তং নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপং প্রভুং শ্রীকৃষ্ণম্, এবমাবাহনাদিনা নৈবেদ্যসমর্পণান্তমর্চ্চয়েৎ। কথম্? অগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে মুখ্যস্থানে লেখ্যেন প্রকারেণ, অতস্তত্রৈব তৎসর্ব্বপ্রকারো বিস্তার্য্য লেখ্যস্তদৃষ্ট্যাত্র-াপি তথৈব পূজা কর্ত্তব্যা। অধুনা তল্লিখনেনাল-মিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

টীকা—বীজাঙ্কুরপাত্রসহিতান্ সত উত্তমান্

গব্যঘৃতাদিসাধিতান্ সম্যগুজ্জ্বলিতান্ দীপান্ মণ্ডলস্য পরিতঃ স্থাপয়েৎ, পৈষ্টিকান্ পিষ্টেন যবচূর্ণাদিনা নির্ম্মিতান্ পাত্রানিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অথ দীক্ষাহোমবিধিঃ

ততো দীক্ষাঙ্গহোমার্থং কুণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সংমার্জ্জ্য দর্ভমার্জ্জন্যা যথাবিধ্যুপলেপয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
বিকীর্য্য সর্ষপাংস্তত্র গব্যৈঃ সংপ্রোক্ষ্য পঞ্চভিঃ।
মধ্যে সংপূজয়েদ্বাস্তুপুরুষং দিক্ষু তৎপতীন্ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দীক্ষাঙ্গ হোম কার্য্যের জন্য কুণ্ডের সর্ব্বদিক কুশনির্ম্মিত ঝাড়ু দ্বারা মার্জ্জন করিয়া যথাবিধি—বায়ু বীজ জপ করিতে করিতে অগ্নি কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে মার্জ্জন, বরুণ বীজ জপসহ লেপন, অস্ত্রমন্ত্রজপ সহ সর্ষপ বিকীরণ, পঞ্চগব্যদ্বারা ছিটা দিয়া মধ্যে বাস্তু-পুরুষের পূজার পর দশদিকে দশদিকপালের পূজা করিবে ॥ ৮৪-৮৫ ॥

টীকা—দীক্ষাহোমবিধিং লিখতি—তত ইত্যা-দিনা যথোদিতমিত্যন্তেন। যথাবিধীতি—বায়ুবীজ-জপদর্ভমার্জ্জন্যাদিসমমাগ্নেয়ীমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন সংমার্জ্জ্য তথৈব বরুণবীজেন লেপনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যথাবিধীত্যস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনং কার্য্যং, তত্তৎ-প্রকারবিশেষশ্চ গ্রন্থান্তরতো জ্ঞেয়ঃ। সর্ষপান্ অস্ত্র-মন্ত্রজপ্তান্, তত্র কুণ্ডে দিক্ষু চ দশসু তৎপতীন্ দিক্-পালান্ ॥ ৮৪-৮৫ ॥

শোষণাদীনি কুণ্ডস্য কৃত্বা প্রোক্ষ্য কুশাম্বুভিঃ।
উল্লিখ্য চাস্মিন্ যোন্যাদিসহিতং মণ্ডলং লিখেৎ ॥৮৬

অনুবাদ—কুণ্ডকে শোষণ-দহন-প্লাবন-কাঠিন্য সম্পাদন, কুশজল দ্বারা প্রোক্ষণাদি করিয়া তাহাতে যোনি চক্র বৃত্ত সহ মণ্ডল অঙ্কন করিবে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন দহন-প্লাবনকাঠিন্যাদীনি, কুশযুক্তৈরম্বুভিঃ, উল্লিখ্য উল্লেখনঞ্চ কৃত্বা, অস্মিন্ কুণ্ডে, আদি-শব্দাচ্চক্রবৃত্তাদি ॥ ৮৬ ॥

শ্রীবীজং মধ্যযোনৌ চ বিলিখ্যাভ্যুক্ষ্য পূজয়েৎ।
নিধায় তত্র পুষ্পাদিবিষ্টরং সাধু কল্পয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
তত্র লক্ষ্মীমৃতুস্নাতাং বিষ্ণুঞ্চাবাহ্য পূজয়েৎ।
তাম্রাদিপাত্রেণানীয়াগ্রতোঽগ্নিং স্থাপয়েচ্ছুভম্ ॥৮৮॥
গন্ধাদিনাগ্নিমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণোঃ সংক্রীড়তঃ শ্রিয়া।
রেতোরূপং বিচিন্ত্যামুং কুণ্ডং তারেণ চার্চ্চয়েৎ ॥৮৯

অনুবাদ—হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রতিষ্ঠা বিধি—শ্রীবীজ মধ্যযোনিতে লিখিয়া পবিত্র কুশজল ছিটা দিয়া পূজন করিয়া ঐস্থলে পুষ্প শয্যারূপে কল্পনা করিয়া অক্ষত কুশগাছি স্থাপন করিবে। ঐস্থলে ঋতুস্নাতা লক্ষ্মী-দেবী ও বিষ্ণুকে আহ্বান করিয়া পূজা করিবে। তৎপূর্ব্বে কোন অগ্নিহোত্রীর গৃহ হইতে তাম্রপাত্রে করিয়া আনন্দমনে অগ্নিকে আনিয়া প্রণামপূর্ব্বক রাখিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিকে শ্রীদেবীর সহিত ক্রীড়ারত বিষ্ণুর রেতোরূপে চিন্তা করিবে। আর ঐঅগ্নিকে ও কুণ্ডকে প্রণব দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৮৭-৮৯ ॥

টীকা—অথাগ্নিসংস্কারং লিখিষ্যন্নাদৌ তৎপ্রতিষ্ঠাং লিখতি—শ্রীবীজমিতি ত্রিভিঃ। পুষ্পাদিনা যদ্বিষ্টরং শয্যা তৎ; যদ্বা, পুষ্পাদিকমেব বিষ্টরত্বেন কল্পয়িত্বা তত্র মধ্যযোনাবেব নিধায়, আদিশব্দেন অক্ষতকূর্চ্চৌ ॥ ৮৭ ॥

টীকা—শুভম্ অনিন্দিতম্; তথা চোক্তং—'প্রণম্য বিধিনৈবাগ্নিমাহিতাগ্নের্গৃহাদপি। আনীয় চাদধীতাত্র কুশৈঃ প্রজ্বাল্য যত্নতঃ ॥' ইতি ॥ ৮৮ ॥

টীকা—শ্রিয়া সহ সংক্রীড়ত আদ্যরসমনুভবতঃ, অমুম্ অগ্নিং, তারেণ প্রণবেন ॥ ৮৯ ॥

বৈশ্বানরেতি মন্ত্রেণাচ্ছাদ্যাগ্নি তং সদিন্ধনৈঃ।
চিৎপিঙ্গলেতি প্রজ্বাল্যোপতিষ্ঠেদগ্নিমিত্যমুম্ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অগ্নি প্রতিষ্ঠার পর অগ্নির উপস্থাপনবিধি—'বৈশ্বানর' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পবিত্র কাষ্ঠসহ অগ্নিকে আচ্ছাদন করিবে, 'চিৎপিঙ্গল' ইত্যাদিমন্ত্র বলিয়া প্রজ্বালিত করিবে, অগ্নিম্' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উপস্থাপন করিবে ॥ ৯০ ॥

টীকা—এবমগ্নেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিং লিখিত্বোপস্থান-বিধিং লিখতি—বৈশ্বেতি। বৈশ্বানরেতি মন্ত্রস্যাদ্যাক্ষ-

রাণি, এবমগ্রেঽপি ; সদ্ভিরুক্তৈর্মেবিহিতৈরিন্ধনৈরাচ্ছাদ্য, চিৎপিঙ্গলেতি মন্ত্রেণ, অগ্নিমিতি মন্ত্রেণ অমুমগ্নিমুপতিষ্ঠেৎ ॥ ৯০ ॥

জিহ্বা ন্যসেৎ সপ্ত তস্মিন্নপ্যঙ্গেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
ষট্সু ষট্ ন্যস্য মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্যাষ্টৌ ভ্যর্চ্চয়েচ্চ তাঃ ॥৯১

অনুবাদ—ঐ অগ্নিতে সপ্ত জিহ্বা, ষড়ঙ্গে ছয় দেবতা এবং অগ্নির অষ্টমূর্ত্তি ও সপ্তজিহ্বার মূর্ত্তির প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৯১ ॥

টীকা—অথ সংস্কারার্থমেব প্রথমং ন্যাসাদিকং লিখতি—জিহ্বা ইতি চতুর্ভিঃ। ষট্সু অঙ্গেষু মূর্দ্ধাদিষু ষট্ অঙ্গদেবতা ন্যস্য অষ্টৌ মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্য তাশ্চ জিহ্বাঙ্গদেবতামূর্ত্তীঃ প্রত্যেকং চতুর্থীনমোঽন্তস্তত্তন্নামভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৯১ ॥

সপ্তজিহ্বাশ্চোক্তাঃ—

হিরণ্যা গগনা রক্তা তথা কৃষ্ণা চ সুপ্রভা।
বহুরূপাতিরূপা চ সপ্ত জিহ্বা বসোরিমাঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—অগ্নির সপ্তজিহ্বা—হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরূপা, এই সকল অগ্নির জিহ্বা ॥ ৯২ ॥

টীকা—বসোরগ্নেঃ ; কেচিচ্চ পদ্মরাগা সুপর্ণীত্যাদ্যা সপ্তজিহ্বা অত্র মন্যন্তে ॥ ৯২ ॥

অথ অঙ্গদেবতাঃ

সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষস্তথা।
ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্দ্ধর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—অঙ্গদেবতা—সহস্রার্চ্চি, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠপুরুষ, ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বা, ধনুর্ধর।—এই ছয় অঙ্গ ॥ ৯৩ ॥

অষ্টমূর্ত্তয়শ্চ

জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন এব চ।
অশ্বোদরজ-সংজ্ঞশ্চ তথা বৈশ্বানরোঽপরঃ।
কৌমারতেজাশ্চ তথা বিশ্বদেবমুখাহ্বয়ৌ ॥৯৪॥ইতি।

অনুবাদ—অগ্নির অষ্টমূর্ত্তি—জাতবেদা, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজা, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ ॥ ৯৪ ॥

টীকা—বিশ্বমুখো দেবমুখশ্চেতি দ্বৌ ; তথা চ সারদাতিলকে—'জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্যস্তথা বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো দেবমুখস্তথা ॥' ইতি ॥ ৯৪ ॥

ততো বহ্নিং পরিস্তীর্য্য সংস্কৃত্যাজ্যং যথাবিধি।
হুত্বা চ ব্যাহৃতীঃ পশ্চাত্রীন্ বারান্ জুহুয়াৎ পুনঃ ॥৯৫

অনুবাদ—অনন্তর কুশাঙ্কুরাদি দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধি ঘৃতসংস্কার পূর্ব্বক তিনবার ব্যাহৃতি হোম করিবে ॥ ৯৫ ॥

ততোঽস্য গর্ভাধানাদীন্ বিবাহান্তান্ যথাক্রমম্।
সংস্কারানাচরেদুক্তমন্ত্রেণাষ্টাহুতৈস্তথা ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অগ্নির গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত যথাক্রমে সংস্কার-সমূহ অষ্ট আহুতিদ্বারা সমাধান করিবে ॥ ৯৬ ॥

টীকা—পরিস্তীর্য্য কুশাঙ্কুরাদিনা অগ্নেঃ পরিস্তরণং কৃত্বা, যথাবিধীতি সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধনীয়ম্ ; ততশ্চ তাপনাভিদ্যোতনাদিনাজ্যসংস্কারাদিপ্রকারশ্চ যাজ্ঞিকেষু সুপ্রসিদ্ধ এব। অত্রাপেক্ষিতশ্চেৎ শ্রীপুরুষোত্তমবন-বিরচিত-ক্রমদীপিকাটীকাগ্রন্থতো জ্ঞেয়ঃ। পশ্চাৎ প্রণবব্যাহৃতীর্যথাবিধি হুত্বা বৈশ্বানরেত্যাদিনা অগ্নের্মূলমন্ত্রেণ পুনস্ত্রিকৃত্যো জুহুয়াচ্চ। শাস্ত্রোক্তেন মন্ত্রেণ স্বাহান্ত-প্রণবেনান্যেন চ তত্তৎকর্ম্ম-বিষয়কেণ মন্ত্রেণ আহুত্যষ্টকেন চ অস্য বহ্নেঃ সংস্কারান্ ক্রমেণ কুর্য্যাৎ, তত্তদ্বিধিরপি তত্তদ্গ্রন্থত এব বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯৫-৯৬ ॥

ইত্থং হি সংস্কৃতে বহ্নৌ পীঠমভ্যর্চ্চ্য তত্র চ।
দেবমাবাহ্য গন্ধাদিদীপান্তবিধিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে সংস্কৃত হোমাগ্নিমধ্যে পীঠ-

পূজা করিয়া সেই পীঠে দেবতাকে আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ উপচার দ্বারা অর্চ্চন করিবে ।।৯৭।।

টীকা—তত্র তস্মিন্ পীঠে, গন্ধার্পণমারভ্য দীপার্পণপর্য্যন্তমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ। দীপান্তার্চ্চনঞ্চাগ্নি-জিহ্বায়াঃ পুনর্ভোগাপেক্ষয়া পীঠার্চ্চনদেবাবাহনাদি-বিধিশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ।। ৯৭ ।।

তঞ্চাগ্নিং দেব-রসনাং সংকল্প্যাষ্টোত্তরং বুধঃ।
সহস্রং জুহুয়াৎ সর্পিঃশর্করাপায়সৈর্যু তৈঃ ।। ৯৮ ।।

অনুবাদ—সেই অগ্নিকে শ্রীভগবৎ জিহ্বা রূপে ভাবনা করিয়া অষ্টোত্তর শত বা সহস্র বার ধৃত শর্করা পায়সযুক্ত হোম করিবেন ।। ৯৮ ।।

টীকা—তং সংস্কৃতমগ্নিঞ্চ দেবস্য ভগবতো জিহ্বাত্বেন সংকল্প্য ; যুতৈর্মিলিতৈঃ ।। ৯৮ ।।

হুত্বাজ্যেনাথ মহতীর্ব্যাহৃতীবিধিনা কৃতী।
গ্রহর্ক্ষকরণাদিভ্যো বলিং দদ্যাদ্‌যথোদিতম্ ।।৯৯।।

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্য মহাব্যাহৃতী বিধি অনুসারে ঘৃতদ্বারা গ্রহ তারা করণ প্রভৃতিকে যথা-শাস্ত্রবিধিমত বলি—ভগবৎ প্রসাদশেষ প্রদান করিবে ।। ৯৯ ।।

টীকা—অথানন্তরং মহাব্যাহৃতীবিধিনা শাস্ত্রোক্ত-প্রকারেণ আজ্যেন হুত্বা। কৃতীতি—এবং হোমং সমাপ্যাত্মানং শিষ্যঞ্চ প্রসাদাম্বুভিরভুক্ষ্য হুতভস্মনা তিলকং কুর্য্যাদিত্যাদিকং কৃতিত্বং জ্ঞেয়ম্। যথো-দিতমিতি মণ্ডলমধ্যে রাশিস্থানেষু তত্তন্মন্ত্রৈস্তত্তৎক্রমেণ হোমাবশিষ্টপায়স-তৃতীয়াংশেন গ্রহাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ ; তত্তৎপ্রকারবিশেষোঽপি তথৈব জ্ঞেয়ঃ। আদি-শব্দাচ্চ মীনমেষয়োরন্তরালে সিংহব্যাঘ্র-বরাহখরগজবৃষভাদীনাং বলির্জ্ঞেয়ঃ। তথা চতুর্থাং-শেন মণ্ডলস্য দক্ষিণভাগে গোময়োপলিপ্তপ্রদেশেঽগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে বিষ্ণুপার্ষদেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বলির্দেয় ইত্যাদি বোদ্ধব্যম্। তত্র চ সর্ব্বে তত্তন্মন্ত্রা জলগন্ধ-পুষ্পদানে নমোঽন্তাঃ, বলিদানে স্বাহান্তাঃ পুনর্জলদানে তু তৃপ্যতামিত্যন্তা অবগন্তব্যা ইতি দিক্। যথাদিত-মিত্যস্যাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনং কার্য্যম্ ।। ৯৯ ।।

অথ হোমদ্রব্যাদি-পরিমাণম্

কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতম্।
উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ ।।১০০।।
তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতম্।
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ
লাজাঃ স্যুর্মুষ্টিসম্মিতাঃ ।।১০১ ।। ইত্যাদি।

অনুবাদ—কর্ষ (১ তোলা) পরিমিত ঘৃত প্রতি হোমে, ১ ঝিনুক পরিমিত দুগ্ধ, পঞ্চগব্য যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে, ঐ পরিমাণ মনীষিগণ কর্ত্তৃক। ঐ পরিমান্ মধু, দুগ্ধান্ন—১ ভরি পরিমাণ, দধি—১ অঞ্জলি, খই ১ মুষ্টি পরিমিত ; ইত্যাদি ।।১০০-১০১।।

অথ নত্বাম্বুপানার্থং প্রদায়াচমনানি চ।
আত্মার্পণান্তমভ্যর্চ্চ্য লেখ্যেন বিধিনাচরেৎ ।। ১০২ ।।

অনুবাদ—অনন্তর প্রণাম করিয়া পানীয় জল দিয়া আচমন দিবেন, যথাবিধি আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত অর্চ্চন করিবেন ।। ১০২ ।।

টীকা—অথ বলিদানানন্তরং প্রণামং কৃত্বা পানার্থং সংস্কৃতং জলং পশ্চাদাচমনার্থঞ্চ জলং প্রদায়, তত্তৎ-প্রকারোঽপ্যপেক্ষিতো নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাব্যেব। অম্বুপ্রদানানন্তরমন্যৎ কৃত্যং বিষ্বক্‌সেনায় নৈবে-দ্যাংশপ্রদানং ভগবতে চ গণ্ডূষাদ্যর্পণমারভ্য আত্মার্প-ণান্তং সর্ব্বং সমাপয়েৎ। তচ্চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ।। ১০২ ।।

অথ গুরুশিষ্য-নিয়মাদিঃ

ব্রতস্থং বাগ্‌যতং শিষ্যং প্রবেশ্যাথ যথাবিধি।
তদ্দেহে মাতৃকাং সাঙ্গাং
ন্যস্যাথোপদিশেচ্চ তাম্ ।। ১০৩ ।।

অনুবাদ—অনন্তর উপবাসব্রতধারী মৌন শিষ্যকে পূর্ব্বশিষ্যগণদ্বারা দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করাইয়া যথা-বিধি শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করাইবে। শ্রীগুরুদেব শিষ্য দেহে অস্ত্রমন্ত্রে গঙ্গাবারি ছিটাইয়া কিঞ্চিৎ পঞ্চ-গব্য পান করাইয়া তাহার দেহে সাঙ্গ মাতৃকা ন্যাস করিয়া ঐ মাতৃকা উপদেশ করিবেন ।। ১০৩ ।।

টীকা—অথানন্তরমুপবাসপরং মৌনিনং শিষ্যং পূর্ব্বশিষ্যৈঃ প্রবেশ্য, যথাবিধীতি প্রণামং কারয়িত্বা প্রোক্ষণীবারিণাঽস্ত্রমন্ত্রেণ তং সংপ্রোক্ষ্য কিঞ্চিৎ পঞ্চগব্যপ্রাশনং কারয়িত্বা চ তদ্দেহে মাতৃকাঙ্গানি মাতৃকাঞ্চ ন্যস্য ধ্যানপূর্ব্বাং মাতৃকাং তস্মৈ গুরুরুপদিশেদিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

দেবং সাবরণং কুম্ভগতং চানুস্মরন্ গুরুঃ ।
জপ্ত্বাষ্টোত্তরসাহস্রং শয়ীত প্রাশ্য কিঞ্চন ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব যথাবিধি পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভে সাবরণ শ্রীভগবানকে চিন্তা করিয়া ইষ্টমন্ত্র এক-হাজার আটবার কুম্ভ স্পর্শ করিয়া জপ করিবেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া পঞ্চগব্যাদি কিঞ্চিৎ পান করিয়া দীক্ষাসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কাণ্ডাদি চিন্তা করিতে করিতে পবিত্র শয্যায় শয়ন করিবেন।।১০৪।।

টীকা—যথাবিধীত্যনুবর্ত্তত এব, অতশ্চ অবরণসহিতং ভগবন্তং তৎস্থাপিতকলসগতং চিন্তয়ন্ সন্ তৎকলসজলং স্পৃষ্ট্বাষ্টোত্তরসহস্রং জপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বাঽভিবন্দ্য পঞ্চগব্যাদিকং কিঞ্চিৎ প্রাশ্য দীক্ষাসম্বন্ধিক্রিয়াকাণ্ডাদিকং চানুসন্দধানঃ পবিত্রশয্যায়াং শয়নং কুর্য্যাদিত্যর্থ ॥ ১০৪ ॥

দর্ভোপর্য্যজিনে ত্বৈণে নিবিষ্টো মাতৃকাং স্মরন্ ।
গুরুঞ্চ শিষ্যো নিদ্রাণং তাং শয়ীত জপন্ ব্রতী ॥১০৫॥
—ইতি পূর্ব্বদিনকৃত্যম্ ।

অনুবাদ—শিষ্যও মাতৃকা উপদেশ লাভ করিয়া কুশের উপর কৃষ্ণ মৃগ চর্ম্ম পাতিয়া উহার উপর বসিয়া মাতৃকা ও শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিতে করিতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শ্রীগুরুদেব শয়ন করিবার পর শয়ন করিবে—এই পর্য্যন্ত দীক্ষা পূর্ব্বদিন কৃত্য ॥ ১০৫ ॥

টীকা—শিষ্যোঽপি মাতৃকোপদেশং প্রাপ্য দর্ভোপরি কৃষ্ণাজিনোপবিষ্টঃ সন্ মাতৃকাং গুরুঞ্চ ধ্যায়ন্ মাতৃকাং নিদ্রাবশান্তং জপন্ কৃতোপবাসঃ পূর্ব্বশিরস্ক উত্তরশিরস্কো বা শয়ীতেতি ॥ ১০৫ ॥

অথ তদ্দিনকৃত্যানি

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা কুম্ভং চাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ ।
হুত্বা দত্ত্বা বলিং কর্ম্মান্যৎ কুর্য্যাৎ স্বার্পণাবধি ॥১০৬

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব প্রাতঃস্নান হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মসমর্পণ পর্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমূহ সমাপন করিয়া কুম্ভে শ্রীভগবৎ অর্চ্চন করিয়া ঐ স্থানে হোম করিয়া আবরণ দেবগণকে ভগবৎ প্রসাদাবশেষ বলি প্রদান ও আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত পুনরায় কুম্ভে অন্য সকল কর্ম্ম করিবেন ॥ ১০৬ ॥

টীকা—প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং যাবদশেষং কর্ম্ম সমাপ্য, কুম্ভস্থং ভগবন্তং পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য হোমঞ্চ তত্রৈব কৃত্বা বলিঞ্চ দত্ত্বা বলিদানানন্তরং যদন্যৎ পানার্থজলসমর্পণাদি কর্ম্ম আত্মার্পণান্তং সর্ব্বমেব পুনঃ কুম্ভে কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

সংহারমুদ্রয়া কৃষ্ণে সংযোজ্যাবৃতিদেবতাঃ ।
তঞ্চামৃতময়ং ধ্যাত্বা স্বস্মিংশ্চাগ্নিং বিলাপয়েৎ ॥১০৭

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব ও গণেশ ব্যতীত অন্য সকল আবরণ দেবকে সংহার মুদ্রাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে লীন ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অমৃতময় নিষ্কল পূর্ণানন্দরূপে অবস্থিত ধ্যান করিয়া হোমাগ্নিকেও আত্মমধ্যে লীন চিন্তা করিবেন ॥ ১০৭ ॥

টীকা–আবরণদেবতা গুরুগণেশ-ব্যতিরিক্তা ভবতি। উদ্বাসনেনসংযোজ্য লীনা ইতি বিভাব্য তঞ্চ দেবম্ অমৃতময়ং নিষ্কলপূর্ণানন্দরূপেণাবস্থিতং ধ্যাত্বা বিলাপয়েৎ লীনত্বেন চিন্তয়েৎ ॥ ১০৭ ॥

ধ্বজতোরণদিক্কুম্ভমণ্ডপাদ্যধিদেবতাঃ ।
সর্ব্বা বিভাব্য চিদ্রূপাঃ কুম্ভে সংযোজ্য পূজয়েৎ ॥১০৮

অনুবাদ—ধ্বজ-তোরণ-অষ্টদিক কুম্ভ মণ্ডপাদির অধিদেবতা সকলকে চিৎরূপে ধ্যান করিয়া ভগবৎ কুম্ভে লীন ভাবনা করিয়া পূজা করিবেন ॥১০৮

টীকা—ধ্বজাদীনামধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ, আদিশব্দেন মণ্ডলকুণ্ডাদিঃ ॥ ১০৮ ॥

ততো গুরুং গণেশঞ্চ বিষ্বক্‌সেনঞ্চ পূজয়েৎ।
উদ্বাস্য কলসং স্পৃষ্ট্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥১০৯॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীগুরুদেবকে, গণেশকে ও সেনাপতি বিষ্বক্‌সেনকে পূজা করিবেন। শ্রীগুরুদেব এবং কলসকে স্পর্শ করিয়া একশত আটবার ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ১০৯ ॥

টীকা—অত ইতি গুরুং শিরস্যাবাস্যাভ্যর্চ্য গণেশঞ্চাকাশ উদ্বাস্যাভ্যর্চ্য যাগাবশিষ্টদ্রব্যেণ বিষ্বক্‌সেনং চাভ্যর্চ্যাকাশ এবোদ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ১০৯॥

কৃতোপবাসঃ শিষ্যোঽথ প্রাতঃকৃত্যং বিধায় সঃ।
শুক্লবস্ত্রঃ সুবেশঃ সন্ বিপ্রান্ দ্রব্যেণ তোষয়েৎ ॥১১০

অনুবাদ—অনন্তর দীক্ষাপ্রার্থী শিষ্য উপবাসী থাকিয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদিকর্ম্ম শেষ করিয়া শুক্ল বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় ও উত্তরীয়), সুবেশ অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া হোমকারী ব্রাহ্মণগণকে গো-ভূমি-বস্ত্র-ধান্যাদি দ্রব্য দ্বারা সন্তোষ বিধান করিবেন ॥ ১১০ ॥

টীকা—প্রাতঃকৃত্যং স্নানাদ্যাবশ্যকং কর্ম্ম, স দীক্ষার্থী শুক্লে বস্ত্রে যস্য তথাভূতঃ সন্, সুশোভনো বেশোঽলঙ্কারো যস্য তথাভূতঃ সন্ হোমাদিকৃতো বিপ্রান্ গোভূমি-বস্ত্রধান্যাদিদ্রব্যেণ তোষয়েৎ ॥ ১১০ ॥

গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ।
দত্ত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥১১১

অনুবাদ—শিষ্য দীক্ষার্থী শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধি-পূর্ব্বক পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ নিজবিত্তের অর্দ্ধাংশ, চতুর্থাংশ বা দশাংশ প্রথমতঃ দক্ষিণা দিয়া নিজশরীর সমর্পণ করিবেন ॥ ১১১ ॥

টীকা—ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবানেবায়ং সাক্ষাদিত্যেবং বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। উক্তাং শাস্ত্রেণ; তথা হি—'স্ববিত্তার্দ্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিতঃ' ইতি। এষা চ গুরুসন্তোষণার্থা প্রথমা দক্ষিণা চান্যা মন্ত্রদানানন্তরং জ্ঞেয়া ॥ ১১১ ॥

তথা চ দশমস্কন্ধে (১০।৮০।৪১)—
ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে (৮০।৪১) এইরূপ উক্ত আছে—সৎশিষ্য কর্ত্তৃক শ্রীগুরুদেবের এইরূপ সেবা করা উচিত—বিশুদ্ধভাবে নিজ সম্পূর্ণ অর্থ ও নিজ দেহ সমর্পণ দ্বারা ॥ ১১২ ॥

টীকা—নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ, সর্ব্বেষামর্থানামাত্মনশ্চার্পণম্ ॥ ১১২ ॥

অথ অভিষেচনবিধিঃ

যাগালয়াদুত্তরস্যামাশায়াং স্নানমণ্ডপে।
পীঠে নিবেশ্য তং শিষ্যং কারয়েচ্ছোষণাদিকম্ ॥১১৩

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব যাগগৃহের উত্তর দিকে স্নানমণ্ডপে দীক্ষার্থী শিষ্যকে প্রবেশ করাইয়া পীঠে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে বসিয়া শোষণ-দহন-প্লাবনাদিরূপ ভূত শুদ্ধি করাইবেন ॥১১৩

টীকা—গুরুকৃত্যং লিখতি—যাগেত্যাদিষড়্ভিঃ। আশায়াং দিশি; অত্র চায়ং বিধি দ্রষ্টব্যঃ। গোময়াদিনোপলিপ্তে বিবিক্তে বিতানাদ্যলঙ্কৃতে মণ্ডপে পদ্মস্বস্তিকাদিকমুদ্ধৃত্য তত্র পীঠং স্থাপয়িত্বা তস্মিংশ্চ শিষ্যং পূর্ব্বাভিমুখমুপবেশ্য স্বয়ঞ্চ তদভিমুখমুপবিশ্য শোষণ-দহনপ্লাবনাদিরূপাং ভূতশুদ্ধিং তস্য কারয়েদিতি ॥ ১১৩ ॥

পীঠন্যাসান্তমখিলং মাতৃকান্যাসপূর্ব্বকম্।
ন্যাসং শিষ্যতনৌ কৃত্বা পীঠমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥১১৪॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যদেহে প্রথমতঃ মাতৃকান্যাস করিয়া পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম করিয়া শ্রীভগবৎ আসন স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন ॥ ১১৪ ॥

টীকা—পূজয়েৎ-তদ্দেহ এব ভগবন্তমুদ্দিশ্য পুষ্পাঞ্জলিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

সদূর্ব্বাক্ষতপুষ্পাঞ্চ মূর্দ্ধি শিষ্যস্য রোচনাম্।
নিধায় কলসং তস্যান্তিকে বাদ্যাদিনা নয়েৎ ॥১১৫॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কপালে গোরোচনা দ্বারা বা গোপীচন্দন দ্বারা তিলক রচনা করিয়া তাহার মস্তকে দূর্ব্বা, আতপ চাল, পুষ্প রাখিয়া বাদ্যাদি সহ বিশ্বস্ত সাধুজনের হস্তে মন্ত্রপূত কুম্ভ আনাইয়া শিষ্যের নিকটে রাখিবেন ॥ ১১৫ ॥

টীকা—দূর্ব্বাক্ষতপুষ্প সহিতাং গোরোচনাং তথা তিলকং তস্য কারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। তস্য শিষ্যস্যান্তিকে কলসং পূর্ব্বসংস্কৃতকুম্ভং বিশ্বস্তসাধুজনহস্তেন নয়েৎ ; আদি-শব্দেন বিপ্রাশীর্ব্বাদ-মঙ্গল-ঘোষগীত-কীর্ত্তনাদি ॥ ১১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণমথ সংপ্রার্থ্য গুরুঃ কুম্ভস্য বাসসা।
নীরাজ্য শিষ্যং তন্মূর্ধ্নি ন্যসেত্তৎপল্লবাদিকম্ ॥১১৬॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা জানাইয়া কুম্ভের বস্ত্রদ্বারা শিষ্যকে নীরাজন করিয়া তাহার মস্তকে কলসের মুখস্থিত পঞ্চপল্লবাদি রাখিবেন ॥১১৬

টীকা—অথানন্তরং হে ভগবন্ মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সাধুগুণসম্পন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসীতি সংপ্রার্থ্য, স্বয়মুত্তরাভিমুখো বামহস্তেন কুম্ভং ধারয়ন্, কুম্ভমুখবত্তিবস্ত্রেণ শিষ্যং নীরাজ্য, তৎকুম্ভমুখস্থপল্লবাদিকং শিষ্যস্য মস্তকেঽর্পেয়দিতি বিধিরত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১১৬ ॥

তদুক্তম্—
বিধিবৎ কুম্ভমুদ্ধৃত্য তন্মুখস্থান্ সুরদ্রুমান্।
শিশোঃ শিরসি বিন্যস্য মাতৃকাং মনসা জপেৎ ॥১১৭

অনুবাদ—এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি যথা—শ্রীগুরুদেব উত্তরমুখো হইয়া বামহস্তে কুম্ভ উঠাইয়া কুম্ভ মুখস্থিত অশ্বত্থাদি পল্লব সমূহ শিষ্য মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক মনে মনে মাতৃকা জপ করিবেন ॥১১৭

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—বিধিবদিতি। সুরদ্রুমান্—কুম্ভমুখন্যস্তান্ অশ্বত্থপল্লবানিত্যর্থঃ ॥ ১১৭॥

ততঃ কুম্ভাম্ভসা শিষ্যং প্রোক্ষ্য ত্রির্ম্মূলমন্ত্রতঃ।
বিপ্রাশীর্মঙ্গলোদ্‌ঘোষৈরভিষিঞ্চেন্মনূন্ পঠন্ ॥১১৮॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনবার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া কুম্ভজলদ্বারা শিষ্যকে ছিটা দিবেন, পরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি সহ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে শিষ্যকে সর্ব্বাঙ্গে অভিষেক করিবেন ॥১১৮॥

টীকা—বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রথমং প্রোক্ষ্য পশ্চাৎ কুম্ভং তং করাভ্যাং গৃহীত্বা তজ্জলেন শিষ্যস্য সর্ব্বাঙ্গং প্লাবয়ন্ মূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ; মনূন্মন্ত্রান্ ॥ ১১৮ ॥

অথ অভিষেকমন্ত্রাঃ

বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—
সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ॥ ১১৯ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিভবায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নিঋতিস্তথা ॥১২০॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতা হ্যেতে দিক্‌পালাঃ পান্তু বঃ সদা ॥১২১

অনুবাদ—বশিষ্ঠসংহিতাতে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সহ দেবগণ তোমাকে অভিষেক করুন। বাসুদেব, জগন্নাথ, সঙ্কর্ষণ বিভু প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ তোমার বৈভব বিস্তার করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, ভগবান্, যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, ধনপতি কুবের, শিব, ব্রহ্মার সহিত এই দিক্‌পালগণ তোমাকে সর্ব্বদা পালন করুন ॥ ১১৯-১২১ ॥

কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া গতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা ॥ ১২২॥
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ পূজিতাঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি মেধা, পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া গতি বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা, ভাবনা—এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষেক করুন। রাহু, কেতু, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পগণ পূজিত হইয়া তোমাকে অভিষেক করুন ॥১২২-১২৩

ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যা অপ্সরসাং গণাঃ ॥১২৪
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে ॥ ১২৫ ॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ, মুনিগণ, গাভীগণ, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, ধ্রুবগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরাগণ, অস্ত্রগণ, শাস্ত্রগণ, রাজগণ, বাহনগণ, ঔষধগণ, রত্নসমূহ কালের অবয়ব সমূহ, নদীগণ, সাগর সমূহ, পর্ব্বতগণ, তীর্থগণ, মেঘগণ, নদগণ—ইহারা তোমাকে অভিষেক করুন, ত্রিবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত ॥ ১২৪-১২৬ ॥

টীকা—দানবাঃ দনোঃ পুত্রাঃ, দৈত্যাঃ দিতেঃ পুত্রা ইতি ভেদঃ। অস্ত্রাণি শরাদীনি, শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি ॥ ১২৩-১২৫ ॥

অথ মন্ত্রকথনবিধিঃ

পরিধায়াংশুকে শিষ্য আচান্তো যাগমণ্ডপে।
গত্বা ভক্ত্যা গুরুং নত্বা গুরোরাসীত দক্ষিণে ॥১২৭॥

অনুবাদ—শিষ্য স্নানবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক আচমন করিয়া যাগমণ্ডপে গিয়া ভক্তিসহ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণে বসিবে ॥ ১২৭ ॥

টীকা—অংশুকে বস্ত্রযুগ্মং, নবং সিতং পরিধায় স্নানবাসোঽস্পৃশন্ কৃতাচমনঃ সন্; ভক্ত্যা নত্বেতি—ভগবদ্বুদ্ধ্যা বহুশোঽষ্টাঙ্গপ্রণামং সপাদগ্রহণং কৃত্বেত্যর্থঃ। গুরোস্তস্য পূর্ব্বাভিমুখমুপবিষ্টস্য প্রাগেব কৃতপ্রাণায়াম-ষড়ঙ্গন্যাসাদিকস্য দক্ষিণভাগে তদেকচিত্তোঽভিমুখো বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্, উপবিশেদিতিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১২৭ ॥

গুরুঃ সমর্প্য গন্ধাদীন্ পুরুষাহারসংমিতম্।
নিবেদ্য পায়সং কৃষ্ণে কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥১২৮

অনুবাদ—তারপর শ্রীগুরুদেব গন্ধ দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া একজন ব্যক্তির উপর পুত্তির উপযুক্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট পায়স শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তৎপরে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবেন ॥ ১২৮ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন পুষ্পধূপাদীন্ ॥ ১২৮ ॥

সাম্প্রদায়িকমুদ্রাদিভূষিতং তং কৃতাঞ্জলিম্।
পঞ্চাঙ্গপ্রমুখৈর্ন্যাসৈঃ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসাচ্ছিশুম্ ॥১২৯॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব গুরুপরম্পরা সিদ্ধ তিলকমালা ও স্বর্ণাঙ্গুরীয়কাদি দ্বারা ভূষিত, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সেই শিশুকে পঞ্চাঙ্গী প্রমুখ ন্যাস সহকারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবেন ॥ ১২৯ ॥

টীকা—সাম্প্রদায়িকং গুরুপরম্পরাসিদ্ধম্, মুদ্রা তিলকমালাদি স্বর্ণাঙ্গুলীয়কাদি চ তেন ভূষিতং, শিশুং নিজশিশুত্বেন বর্ত্তমানমিতি স্নেহবিষয়তা; সূচিতা তং শিষ্যং, শ্রীকৃষ্ণসাৎ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥১২৯

ন্যস্য পাণিতলং মূর্ধ্নি তস্য কর্ণে চ দক্ষিণে।
ঋষ্যাদিযুক্তং বিধিবন্মন্ত্রং বারত্রয়ং বদেৎ ॥ ১৩০ ॥
দীর্ঘমন্ত্রঞ্চ শিষ্যস্য যাবদাগ্রহণং পঠেৎ।
গুরুদৈবত-মন্ত্রৈক্যং শিষ্যস্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ ॥১৩১॥

অনুবাদ—তারপর তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া তাহার দক্ষিণকর্ণে যথাবিধি ঋষ্যাদি-সম্বলিত শ্রীমন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্র দীর্ঘ হইলে যতবারে শিষ্য সেই মন্ত্র অভ্যাস করিতে পারিবে ততবার উচ্চারণ করিবেন এবং শিষ্য ও গুরু দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিয়া তাহা পাঠ করিবেন ॥১৩০-১৩১॥

টীকা—তস্য শিষ্যস্য মূর্ধ্নি স্বকরতলং নিধায়, বিধিবদিত্যত্রায়ং বিধিদ্রষ্টব্যঃ—নিমীলিতনয়নং শিষ্যং পটান্তরিত উপবিষ্টো গুরুরিদং বদেৎ—'দিব্যদৃষ্ট্যা ভগবন্তমবলোকয়' ইতি। ততঃ সুবর্ণশলাকয়া তং বক্ষসি স্পৃশেৎ; অথ শিষ্যো মহাফলমেকং দত্ত্বা বদেদিদম্—'ময়ি প্রসীদ লোচনাভ্যাং বিলোকয়' ইতি; 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য' ইত্যাদি পঠেচ্চ। অথোন্মীলিতনয়নস্য শিষ্যস্য তনৌ ভগবন্তমাবির্ভূতং ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিরলঙ্কৃত্য পঞ্চোপচারৈশ্চ সংপূজ্য সুমুহূর্ত্তে গীতবাদ্যাদিমঙ্গলঘোষেণ শিষ্যস্য শিরসি করতলং ন্যস্য ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি-

কমুপদিশ্যমূলমন্ত্রং বারত্রয়ং দক্ষিণকর্ণে শ্রাবয়েদিতি। আ সম্যক্ গ্রহণং যাবৎ শিষ্যেণ মন্ত্রো যাবতা ধৃতো ভবেত্তাবদ্বারং পঠেদিত্যর্থঃ। গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেষামৈক্যং চিন্তয়ন্ তং মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ ॥১৩০-১৩১॥

সাক্ষতং গুরুরাদায় বারি শিষ্যস্য দক্ষিণে।
করেঽর্পয়েদ্বদন্মন্ত্রোঽয়ং সমোঽস্ত্বাবয়োরিতি ॥১৩২॥
স্বস্মাজ্জ্যোতির্ম্ময়ীং বিদ্যাং গচ্ছন্তীং ভাবয়েদ্গুরুঃ।
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো
ধন্যোঽস্মীতি বিশেষতঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ তারপর "তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষেই এই শ্রীমন্ত্র সমফলপ্রদ হউন" শ্রীগুরুদেব এই মন্ত্র বলিয়া অক্ষত সহ জল শিষ্যের ডানহাতে দিবেন এবং নিজের দেহ হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যা শিষ্য শরীরে প্রবেশ করিতেছেন এই প্রকার চিন্তা করিবেন এবং শিষ্যও চিন্তা করিবেন গুরুদেবের দেহ হইতে আগতা বিদ্যা লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম ॥ ১৩২-৩৩ ॥

টীকা—ইতঃপরময়ং মন্ত্রো মম তব চ সমোঽস্তু তুল্যফলদো ভবত্বিত্যেতদ্বদন্ ॥ ১৩২ ॥

টীকা—স্বস্মাদ্গচ্ছন্তীং মন্ত্রাত্মিকাং বিদ্যাং, ধন্যোঽস্মীতি চ বিশেষতো ভাবয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥

মহাপ্রসাদং শিষ্যায় দত্ত্বা তৎ পায়সং গুরুঃ।
নিদধ্যাদক্ষতান্মূর্ধ্নি তস্য যচ্ছন্ শুভাশিষম্ ॥১৩৪॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শ্রীভগবানে নিবেদিত উপযুক্ত পরিমাণ মহাপ্রসাদরূপ পায়স দিয়া—তোমার আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, জয়, সৌভাগ্য প্রভৃতি লাভ হোক—এইরূপ শুভাশীর্ব্বাদ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার মস্তকে অক্ষত প্রদান করিবেন ॥ ১৩৪ ॥

গুরুণা কৃপয়া দত্তং শিষ্যশ্চাবাপ্য তং মনুম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সময়ান্ শৃণুয়াত্ততঃ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক যে মন্ত্র দান করিবেন, শিষ্যও সেই মন্ত্র লাভ করিয়া একশত আটবার জপ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে আচার, ন্যাস, ধ্যানাদি এবং অন্যান্য বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিবে ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—তদ্ভগবন্নিবেদিতং পুরুষাহারপরিমিতং মহাপ্রসাদরূপং পায়সং দত্ত্বা; শুভাশিষঃ—আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমবিনাশঃ স্বয়ং জয়ঃ। সৌভাগ্যঞ্চ—পুনশ্চায়ুর্যুষ্মাকং চাস্তু সর্ব্বদেত্যাদ্যুক্তাঃ। জপ্ত্বা আবর্ত্ত্য, ততস্তস্মাদ্গুরোঃ সকাশাৎ সময়ান্ আচারান্ ন্যাসধ্যানাদীন্ অন্যানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্ শৃণুয়াৎ ॥ ১৩৪-১৩৫ ॥

অথ সময়াঃ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ ॥১৩৬॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—শিষ্য গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ করিবে না এবং জন সমক্ষে উচ্চারণ করিবে না। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র কিংবা পূজাদি বিষয়ক গ্রন্থ গোপন রাখিবে এবং নিজের শরীরের মত সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবে ॥ ১৩৬ ॥

টীকা—শাস্ত্রম্—শ্রীভাগবতাদি পূজাদিসম্বন্ধি বা ॥ ১৩৬ ॥

বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণের প্রতি বিশেষতঃ আচার্য্যগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, যথাশক্তি তাঁহাদের পূজা এবং আপদ্গত হইলে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ॥ ১৩৭ ॥

টীকা—আপন্নান্ আপদ্গতান্ সতঃ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ।
নিক্ষিপেদম্ভসি ততো ন পতেদবনৌ যথা ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর মন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণাম-পূর্ব্বক তাহা মস্তকে ধারণ করিবে

তারপর উহা জলে নিক্ষেপ করিবে, দেখিবে যেন মাটিতে না পড়ে ॥ ১৩৮ ॥

টীকা—প্রাগুক্তং নির্ম্মাল্যাদি, অতএবোক্তং তত্রৈব প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে—'বিষ্ণোর্নিবেদিতং প্রাপ্য নিক্ষেপেৎ যত্র কুত্রচিৎ। অযোগ্যস্যাথ বা দদ্যাৎ সোঽষ্ট-মষ্টশতং জপেৎ ॥' ইতি ॥ ১৩৮ ॥

সোমসূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নিমধ্যগম্।
ভাবয়েদ্দেবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্রশরীরগম্ ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকে সোমসূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী, গো অশ্বত্থ এবং অগ্নির অর্ন্তগত এবং, গুরু ও ব্রাহ্মণের দেহ মধ্যগত রূপে ভাবনা করিবে ॥ ১৩৯ ॥

যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রূয়তে গুরোঃ।
তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্য্যায়াৎ সংস্মরন্ হরিম্ ॥১৪০

অনুবাদ—মাৎসর্য্য বশতঃ যদি কখনও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিন্দা বা সমালোচনাশ্রুত হয় তাহা হইলে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিবে ॥ ১৪০ ॥

যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ।
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥১৪১॥

অনুবাদ—হে নারদ যাহারা গুরুনিন্দা, ভগবৎ নিন্দা এবং শাস্ত্র নিন্দা করে তাহাদিগের স্কন্দে কখ-নও অবস্থান বা কথোপকথন করিবে না ॥ ১৪১ ॥

টীকা—বিভোর্ভগবতঃ ॥ ১৪১ ॥

প্রদক্ষিণে প্রয়াণে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ।
প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ প্রদক্ষিণ, গমন ও দানকালে, সকালবেলা এবং প্রবাসে থাকিলে নিজের ইষ্টমন্ত্র বারংবার স্মরণ করিবে ॥ ১৪২ ॥

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদম্।
অকস্মাদ্‌যদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোর্বিনা ॥১৪৩

অনুবাদ—স্বপ্নে বা চোখের সামনে কোন অত্যা-শ্চর্য্য আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটিলে তাহা গুরুভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিবে না ॥ ১৪৩ ॥

পঞ্চরাত্রান্তরে—
সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রকাৎ।
ন ভক্ষয়েন্মৎস্যমাংসং কূর্ম্মশূকরকাংস্তথা ॥ ১৪৪ ॥
কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষবটপত্রয়োঃ।
দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জ্জয়েৎ।
ন সোপানৎকচরণঃ প্রবিশেদন্তরং ক্বচিৎ ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—পঞ্চরাত্রে, যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা হইতে সংক্ষেপে আচারসমূহ বর্ণন করিতেছি—মৎস্য, মাংস, কূর্ম্ম এবং বরাহ ভোজন করিবে না। কাংস্য পাত্রে, অশ্বত্থপাত্রে অথবা বটপাত্রে ভক্ষণ করিবে না, দেবালয়ে থুতু ফেলিবে না এবং হাঁচি বর্জ্জন করিবে, পাদুকাপরিয়া কখনও দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

টীকা—মৎস্যমাংসে নিষিদ্ধেঽপি পুনঃ কূর্ম্মাদি-নিষেধঃ কদাচিদ্রোগাদিনা মাংসাশিনোঽপ্যবশ্যং তদ্বর্জ্জনায় ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—দেবাগার ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব; ততশ্চ অন্তরং দেবাগারাভ্যন্তরমিত্যর্থঃ। ক্বচিৎ কদাচিদপি, যদ্বা, কস্মিংশ্চিদপি দেবাগারে ॥ ১৪৫ ॥

একাদশ্যাং ন চাশ্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥১৪৬॥

অনুবাদ—শুক্ল এবং কৃষ্ণ কোন পক্ষেরই একা-দশীতে আহার করিবে না বিশেষ করিয়া একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ ও শ্রীভগবানের পূজা করিবে ॥১৪৬

টীকা—বিশেষাদিতি অন্যতিথিভ্যো বিশেষেণ একাদশ্যাং তত্রাপি বিশেষতো জাগরণেনার্চ্চয়ে-দিত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে চ—

গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্গুরুমাত্মনঃ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং
গোপয়েন্নিজমালিকাম্ ॥ ১৪৭ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—সম্মোহন তন্ত্রে বলা হইয়াছে ইষ্টদেব ও শ্রীগুরুদেবকে গোপন করিবে, মন্ত্রও গোপনীয় এবং শ্রীমালিকাকেও গোপনে রাখিবে ॥ ১৪৭ ॥

————

চতুর্য্যক্শতসংখ্যেষু প্রাগ্ গুরোঃ সময়েষু চ।
শিষ্যেণাঙ্গীকৃতেষ্বেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥১৪৮॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের দেওয়া একশত চারিটি (সময়া) নিয়ম যদি শিষ্য অঙ্গীকার করে তাহা হইলেই দীক্ষা হইতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—সময়-শ্রবণে মতান্তরং লিখতি—চতুর্য্যগিতি। প্রাক্ প্রথমং গুরোঃ সকাশাদঙ্গীকৃতেষ্বেব ॥ ১৪৮ ॥

————

তথা চ বিষ্ণুযামলে—

গুরু পরীক্ষয়েচ্ছিষ্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
নিয়মান্ বিহিতান্ বর্জ্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতম্ ॥১৪৯
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্।
নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ॥ ১৫০ ॥
বিশুদ্ধাহতযুগবস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনম্।
গোপীচন্দনমৃৎস্নায়াঃ সর্ব্বদা চোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ॥ ১৫১ ॥
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনম্।
তুলসীমণিমালাদিভূষাধারণমন্বহম্
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোস্তচ্চন্দনবিলেপনম্ ॥ ১৫২ ॥
শালগ্রামশিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ।
নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তুলস্যাবচয়ো বিধেঃ ॥ ১৫৩ ॥
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্ম্মণি।
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৄণাং তর্পণক্রিয়া।
মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যাং সংপূজনং হরেঃ ॥১৫৪॥
বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকরণং ন্যাসাঃ সর্ব্বে যথাবিধি ॥ ১৫৫ ॥
নবীনফলপুষ্পাদের্ভক্তিতঃ সংনিবেদনম্।
তুলসীপূজনং নিত্যং শ্রীভাগবতপূজনম্ ॥ ১৫৬ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহম্।
বিষ্ণোর্নিবেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাঞ্চ ধারণম্ ॥১৫৭॥
সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনম্।
গুর্ব্বাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥ ১৫৮ ॥
যথাস্বমুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদিভক্তিতঃ।
শঙ্খাদিধ্বনিমাঙ্গল্য-লীলাদ্যভিনয়ো হরেঃ।
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ১৫৯ ॥
সাধুনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনম্।
তাম্বূলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ১৬০ ॥
বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা দশম্যাদিদিনত্রয়ে।
ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থ্যং সন্তোষো যেন কেন বৈ ॥১৬১॥
পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বিষ্ণুযামলে বলা হইয়াছে —শ্রীগুরুদেব মনোযোগ সহকারে এক বৎসর কাল শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং একশত চারিটি পালনীয় এবং পরিত্যাজ্য নিয়ম শ্রবণ করাইবেন।

সেই নিয়মগুলি এক্ষণে বলা হইতেছে—১। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ। ২। মহাবিষ্ণুর জাগরণ। ৩। বাদ্য-সংযোগে নীরাজন। ৪। যথাবিধি প্রাতঃ স্নান। ৫। বিশুদ্ধ নবীন পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ। ৬। তর্পণাদি দ্বারা জলে স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজন। ৭। গোপী চন্দন মৃত্তিকার দ্বারা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ। ৮। নিত্য আয়ুধ পঞ্চক অর্থাৎ দেহে যথা-যথ শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ ও সশর শরাসন ধারণ। ৯। চরণামৃত সেবন। ১০। প্রত্যহ তুলসী এবং মণিমালাদি অলংকার ধারণ। ১১। শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য অপসারণ। ১২। অঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য চন্দন লেপন। ১৩। শ্রীশালগ্রামশিলা এবং প্রতিমা সকলে ভক্তিসহকারে আরাধ্য দেবতার পূজা। ১৪। নির্ম্মাল্য তুলসী ভক্ষণ। ১৫। যথাবিধানে তুলসী চয়ন। ১৬। যথাবিধি তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা। ১৭। ধর্ম্মকার্য্যে শিখাবন্ধন। ১৮। বিষ্ণুপাদোদকদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ। ১৯। সমর্থ হইলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির পূজা। ২০। বিষ্ণুভক্তির অবিরোধী নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। ২১।

ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ও ন্যাস-সমূহ যথা বিধানে সম্পাদন। ২২। শ্রীভগবানকে নূতন ফলপুষ্পাদি ভক্তিসহকারে নিবেদন। ২৩। নিত্য তুলসী-পূজা। ২৪। নিত্য ভাগবতপূজা। ২৫। প্রতিদিন ত্রিকাল বিষ্ণুর পূজা। ২৬। নিত্যভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ। ২৭। বিষ্ণুর নিবেদিত বস্ত্রাদি ধারণ। ২৮। শ্রীভগবানের দাস-রূপে সৎকর্ম্মসকলে অংশগ্রহণ। ২৯। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ গ্রহণ। ৩০। শ্রীগুরূপদিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস। ৩১। স্বীয় মন্ত্রদেবতানুসারে তিলক ধারণ। ৩২-৩৩। ভক্তিভাবে গীত নৃত্যাদি। ৩৪। শ্রীহরির সম্বন্ধে শঙ্খাদির মঙ্গলধ্বনি। ৩৫। লীলাদির অভিনয়। ৩৬। যথা বিধানে প্রত্যহ হোম। ৩৭। যথা বিধানে নিত্য নৈবেদ্য অর্পণ। ৩৮। সাধুগণের স্বাগত ও অর্চ্চনা। ৩৯। শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ। ৪০। প্রসাদী তাম্বুল গ্রহণ। ৪১। বৈষ্ণবসঙ্গ। ৪২। ভগবৎ-ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা। ৪৩। দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী এই তিন দিনে বিহিত ব্রত বিষয়ে যথা-বিধানে শ্রদ্ধাসহকারে স্থৈর্য্য অবলম্বন। ৪৪। যে কোন প্রকার অবস্থাতেই সর্ব্বদা সন্তোষ। ৪৫। পর্ব্ব ও যাত্রাদি পালন। ৪৬। যথাবিধি অষ্টমহাদ্বাদশী পালন। ৪৭। বসন্তাদি সমস্ত ঋতুতে মহারাজোপ-চারে শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যা ॥ ১৪৯-১৬২ ॥

টীকা—বিহিতান্ বিধেয়ানিত্যর্থঃ ; চতুর্যুক্তশতম্ ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—অত্রাদৌ দ্বিপঞ্চাশদ্বিহিতানাহ—ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা চিন্তনমিত্যন্তেন ॥ ১৫০ ॥

টীকা—বিশুদ্ধঞ্চ পবিত্রম্, আহৃতঞ্চ নূতনম্, পাঠান্তরে বিশুদ্ধেন জলেনাহৃতমানীতং যৎ যুগ্‌বস্ত্রং বস্ত্রযুগ্মং তস্য ধারণম্ ; দেবতায়া নিজেষ্টদৈবতস্য অর্চ্চনং তর্পণাদিনা জলে পূজনম্ ; পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১৫১ ॥

টীকা—শালগ্রামশিলায়াং পূজা প্রতিমাসু চ পূজেত্যেষ একো নিয়মঃ, নির্ম্মাল্যতুলস্যা ভক্ষঃ ভক্ষণম্ ; ভূষেতি বা পাঠঃ ; ভূষণত্বেন মস্তকাদৌ ধারণ-মিত্যর্থঃ ; বিধের্যথাবিধীত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

টীকা—শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যাম্, শক্ত্যেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ, এবমগ্রেঽপি ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—যা বিষ্ণুভক্ত্যা সহ বিরুদ্ধা ন ভবতী-ত্যর্থঃ ; পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—পুরাণানাং শ্রীভাগবতাদীনাং শ্রুতিঃ শ্রবণম্ ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—স্বামিদৃষ্ট্যা ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধ্যা ; যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমীতি বুদ্ধ্যা বা ; যদ্বা, স্বামীতি বুদ্ধ্যা দাসভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥

টীকা—যথাস্বং নিজমন্ত্রদেবতানুসারেণ মুদ্রাণাং রচনং বন্ধনম্ ; তথা স্বেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—স্বাগতং পূজা চেত্যেক এব নিয়মঃ, বিশেষতো ধর্ম্মস্য বৈষ্ণবকৃতস্য ; যদ্বা, বিশিষ্টধর্ম্মস্য ভগবদ্ধর্ম্মস্য জিজ্ঞাসা ; দশম্যাদিদিনত্রয়েষু দশম্যেকা-দশীদ্বাদশীষু যদ্‌ব্রতঞ্চ ভক্ষণাদিনিয়মস্তস্মিন্ নিয়মেন (নিশ্চয়েন) স্বাস্থ্যং শ্রদ্ধয়া স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ। পর্ব্ব জন্মাষ্টম্যাদিমহোৎসবঃ, যাত্রা দেবালয়াদিগমনম্, আদিশব্দেন তুলসীপুষ্পবাটিকাদি-তত্তদ্বিধানং, বাস-রাষ্টকম্ অষ্ট মহাদ্বাদস্যঃ, তস্য সদ্বিধিঃ সৎকারঃ, যথাবিধি প্রতিপালনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষু ঋতুষু বসন্তা-দিষুচর্য্যা তত্তৎকালীনপুষ্পাদিভিঃ পরিচর্য্যা দোলান্দো-লনাদি-ক্রিয়া বা ; সা চ মহারাজোপচারতঃ শক্তৌ সত্যামিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৬০-১৬২ ॥

সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবাণাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনম্।
গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা ॥ ১৬৩ ॥
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনম্ ॥ ১৬৪ ॥
সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা।
তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনম্ ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—৪৮। বৈষ্ণব ব্রতসমূহের পরিপালন। ৪৯। শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বর অভিন্নভাব। ৫০। সর্ব্বদা তুলসী সংগ্রহ। ৫১। শয্যাদি উপচার। ৫২। রাম আদির ভাবনা। ৫৩। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন পরিত্যাগ। ৫৪। মৃত্তিকা দিয়া সর্ব্বদা শৌচকরণ ৫৫। দণ্ডায়-মান অবস্থায় আচমন না করা। ৫৬। শ্রীগুরুদেবের আসনে না বসা ॥ ১৬৩-১৬৫ ॥

টীকা—শয়নং শয্যা, আদিশব্দাৎ পাদসংবাহ-নাদিঃ, তত্তদ্রূপো বা উপচারঃ ; রামাদীনাং চিন্তনং—

—'রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—অধুনা বর্জ্জ্যান্ দ্বিপঞ্চাশন্নিয়মানাহ—সন্ধ্যয়োরিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। তথাশব্দেন নৈবেতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১৬৫ ॥

—— ——

গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ।
শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানির্দ্দেবতার্চ্চনলোপনম্ ॥ ১৬৬ ॥
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনম্।
গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রোঢ়পাদক্রিয়া তথা ॥১৬৭
অমন্ত্রতিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণম্।
অভক্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদি অসচ্ছাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
তুচ্ছসঙ্গসুখাসক্তির্মদ্যমাংসনিষেবণম্ ॥ ১৬৮ ॥
মাদকৌষধসেবা চ মসূরাদ্যন্নভোজনম্।
শাকং তুম্বীকলঞ্জাদি তথাঽভক্তান্নসংগ্রহঃ।
অবৈষ্ণবব্রতারম্ভস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্ ॥ ১৬৯ ॥
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকম্।
শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্ ॥ ১৭০ ॥
শুক্লা-কৃষ্ণা-বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ॥ ১৭১॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যবচয়স্তথা।
তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্য্যনিবেদিতৈঃ ॥১৭২॥
বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবম্।
চরণামৃতপানেঽপি শুদ্ধ্যর্থাচমনক্রিয়া ॥ ১৭৩ ॥
কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনম্।
পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনম্ ॥ ১৭৪ ॥
আয়সং ধূপপাত্রাদি তির্য্যক্পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ।
পূজা চাসংস্কৃতৈর্দ্রব্যৈস্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ১৭৫ ॥
একহস্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনম্।
পর্য্যুষিতাদিদুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনম্ ॥ ১৭৬ ॥
সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্।
সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ ॥ ১৭৭ ॥
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবঃ সদা।
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥১৭৮

অনুবাদ—৫৭-৫৮। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে পাদবিস্তার ও শ্রীগুরুর ছায়া লঙ্ঘন না করণ। ৫৯। শক্তি বর্ত্তমানে স্নান অকরণ। ৬০। দেবপূজা বিলুপ্ত না করা। ৬১। দেবতা এবং গুরুবর্গের প্রত্যুত্থানাদি অকরণ। ৬২। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ অকরণ। ৬৩। উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করা। ৬৪। মন্ত্রছাড়া তিলকরচনা ও আচমন অকরণ। ৬৫। নীলবস্ত্রধারণ অকরণ। ৬৬। অভক্ত অর্থাৎ ভগবৎ বহির্ম্মুখ জনের সহিত বন্ধুত্ব অকরণ। ৬৭। অসৎ-শাস্ত্র গ্রহণ অকরণ। ৬৮। তুচ্ছসঙ্গে এবং তুচ্ছসুখে অনাসক্ত হওয়া। ৬৯। মদ্যমাংস সেবন অকরণ। ৭০। মাদকৌষধ সেবন অকরণ। ৭১। মসুরডাল এবং দগ্ধ অন্নাদি গ্রহণ অকরণ। ৭২। শাক ভোজন অকরণ। ৭৩। তুম্বী, কলঞ্জ এবং বৃন্তকাদি ভোজন না করা। ৭৪। অবৈষ্ণবজনের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ অকরণ। ৭৫। বিষ্ণুসম্বন্ধরহিত ব্রতাদির অনুশীলন অকরণ। ৭৬। বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্যমন্ত্রজপ অকরণ। ৭৭। অভিচারাদি অর্থাৎ উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি না করা। ৭৮। শক্তি থাকিতেও গৌণ উপচার অর্পণ না করা। ৭৯। শোকাদির বশীভূত না হওয়া। ৮০। দশমী বিদ্ধা একাদশী ব্রতপলন না করা। ৮১। শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় একাদশীতে প্রভেদ না করা। ৮২। ব্রতাবলম্বন করিয়া দ্যূতাদি ক্রীড়া না করা। ৮৩। শক্তিবিদ্যমানে ব্রতদিবসে ফলাদি ভোজন না করা। ৮৪। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ না করা। ৮৫। দ্বাদশীদিবসে দিবাভাগে নিদ্রা না যাওয়া। ৮৬। দ্বাদশীদিবসে তুলসী চয়ন না করা। ৮৭। দ্বাদশীদিনে বিষ্ণুকে দিনের বেলা স্নান না করান। ৮৮। হরিকে অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা। ৮৯। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতীত শ্রাদ্ধকার্য্য করা। ৯০। অবৈষ্ণবশ্রাদ্ধ না করা অর্থাৎ বৈষ্ণবপুরোহিত রহিত অথবা ভগবদ্-নিবেদিত অন্নাদি রহিত শ্রাদ্ধ না করা। ৯১। চরণামৃত পান করিয়াও শুদ্ধির জন্য অন্যজল গ্রহণ করিয়া আচমন না করা। ৯২। কাষ্ঠাসনে বসিয়া বাসুদেবের পূজা না করা। ৯৩। পূজাকালে অসৎকথা না বলা। ৯৪। গৃহ-করবীর এবং আকন্দপুষ্পাদি-দ্বারা ভগবানের পূজা না করা। ৯৫। লৌহ নির্ম্মিত ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করা। ৯৬। প্রমাদবশেও

বক্র তিলক ধারণ না করা। ৯৭। অসংস্কৃত দ্রব্য দ্বারা ও ৯৮। চঞ্চলচিত্তে ভগবানের পূজা না করা ৯৯। এক হস্ত দ্বারা প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ না করা। ১০০। অসময়ে দেবদর্শন না করা। ১০১। সংখ্যা ব্যতীত মন্ত্রজপ না করা। ১০২। মন্ত্রপ্রকাশ না করা। ১০৩। শক্তি বিদ্যমানে মুখ্য সময়ের লোপ করিয়া গৌণ সময়ের স্বীকার না করা এবং ১০৪। বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণে অনঙ্গীকার না করা এই একশত চারিটি বিধি ও নিষেধাত্মক বৈষ্ণবকৃত্য শিষ্যকে শ্রীগুরুদেব শ্রবণ করাইবেন ॥ ১৬৬-১৭৮ ॥

টীকা—প্রত্যুত্থানাদীনাম্ অভাবনম্ অকরণমিত্যর্থঃ। প্রৌঢ়পাদলক্ষণমুক্তম্—'আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ। কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥' ১৬৭ ॥

টীকা—মন্ত্রং বিনা তিলকম্ আচামশ্চাচমনমিতি, দ্বাভ্যামেক এব নিয়মঃ ॥ ১৬৮ ॥

টীকা—আদিশব্দেন দগ্ধান্নাদি, আদিশব্দাৎ বৃন্তাকাদি, অভক্তাৎ অবৈষ্ণবাৎ অন্নস্য সংগ্রহঃ পরিগ্রহঃ, সংগ্রহশব্দেন ক্ষুৎপীড়য়োদরভরণমাত্রান্নগ্রহণমনুজ্ঞাতম্ ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—দিক্ দশমী, ব্রতে অসদ্ব্যাপারঃ দ্যূতক্রীড়াদিঃ ॥ ১৬৯-১৭১ ॥

টীকা—তত্র দ্বাদশ্যাম্ ॥ ১৭২ ॥

টীকা—বৃদ্ধৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে, তুলসীং বিনা শ্রাদ্ধম্, অবৈষ্ণবং বৈষ্ণবজনরহিতং ভগবদনিবেদিতান্নাদিবিহিতং বা, চরণামৃতপানে সত্যপি শুদ্ধ্যর্থম্ ইতরজলপান-বিহিতাচমনং যথাকথঞ্চিৎ পূর্ব্বজাতশুদ্ধেঃ পাবিত্র্যায়াচমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—করবীরশব্দেন গৃহকরবীরম্, আদিশব্দাচ্চার্কাদি জ্ঞেয়ং, তেন যন্তগবতঃ পূজনং তৎ ॥১৭৪

টীকা—প্রমাদতোঽপি ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন একপ্রদক্ষিণ্যাদি, যদ্যপি এতৎ সর্ব্বমগ্রে লেখ্যতত্তৎপ্রকরণে বিশেষতোঽভিব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধায়াত্র কিঞ্চিদ্বিবৃতম্ ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যামপি, কদাসক্ত্যেতি পাঠে কুৎসিত-কর্ম্মাদ্যভিনিবেশেন মুখ্যকালস্য লোপঃ, অতএব গৌণকালস্য পরিগ্রহ ইত্যেক এব নিয়মঃ ॥ ১৭৭ ॥

———

অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্নীরাজনপূর্ব্বকম্।
দেবপূজাং কারয়িত্বা
দক্ষকর্ণে মনুং জপেৎ ॥ ১৭৯ ॥ ইতি।

অনুবাদ—শিষ্য 'বাঢ়ম্' বলিয়া অঙ্গীকার করিলে গুরুদেব তাহার নীরাজন পূর্ব্বক দেবপূজা করাইয়া তাহার দক্ষিণকর্ণে মন্ত্রজপ করিবেন ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—বাঢ়ম্ অঙ্গীকারে শিষ্যেণ তেষাং স্বীকারে কৃতে সতি, তস্য শিষ্যস্য নীরাজনপূর্ব্বকম্ ॥১৭৯॥

———

ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্‌গুরুম্।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—তারপর শিষ্য সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের মাথার উপর বহু সময় ধরিয়া ভক্তির সহিত রাখিয়া শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ১৮০ ॥

টীকা—তস্য গুরোঃ পাদপঙ্কজং স্বীয়মূর্দ্ধনি প্রতিষ্ঠাপ্য চিরং ভক্ত্যা নিধায় ॥ ১৮০ ॥

———

অথ ন্যাসান্ গুরুঃ স্বস্মিন্ কৃত্বান্তর্যজনং তথা।
সাষ্টং সহস্রং তন্মন্ত্রং স্বশক্ত্যক্ষতয়ে জপেৎ ॥১৮১॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীগুরুদেব আপনাতে সকল ন্যাস এবং অর্ন্তযজন অর্থাৎ মনোমধ্যে অর্চ্চনা করিয়া নিজের শক্তি রক্ষার জন্য ঐ মন্ত্র একহাজার আটবার জপ করিবেন ॥ ১৮১ ॥

———

শিষ্যঃ কুম্ভাদি তৎ সর্ব্বং দ্রব্যমন্যচ্চ শক্তিতঃ।
দত্ত্বাঽভ্যর্চ্চ্য গুরুং নত্বা বিপ্রান্
সংপূজ্য ভোজয়েৎ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—শিষ্যও দীক্ষার নিমিত্ত আনীত মণ্ডপে অবস্থিত সেই কুম্ভাদি সকলদ্রব্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী মন্ত্র দক্ষিণাদিরূপ অন্যান্য দ্রব্য গুরুদেবকে অর্পণ করিয়া পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্য অনুসারে অর্চ্চন করিয়া ভোজন করাইবেন ॥ ১৮২ ॥

টীকা—তমুপদিষ্টম্ মন্ত্রম্ অষ্টোত্তরসহস্রবারান্

জপেৎ, স্বশক্তেঃ অক্ষতয়ে অহানয়ে স্বসামর্থ্যারক্ষণার্থমিত্যর্থঃ। তৎ দীক্ষার্থানীতং মণ্ডপস্থিতং কুম্ভাদিকং সর্ব্বমেব দ্রব্যম্; অন্যচ্চ মন্ত্রদক্ষিণাদিরূপম্; তদুক্তম্—'প্রকারান্তরমালম্ব্য গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ। গুরুপুত্রকলত্রাদীংস্তোষয়েৎ কনকাদিভিঃ॥' ইতি। বিপ্রান্ ঋত্বিজোঽন্যান্ সদ্‌ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা সম্যক্ পূজয়িত্বা ॥ ১৮১-১৮২ ॥

শ্রীগুরোর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ শুভাশীর্ভিঃ সমেধিতঃ।
তাননুজ্ঞাপ্য গুর্ব্বাদীন্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥১৮৩॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীগুরুদেব এবং ব্রাহ্মণগণের শুভ আশীর্ব্বাদবাক্যের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া গুরুদেব এবং সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবেন ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—সমেধিতঃ সম্যগ্‌বর্দ্ধিতঃ ॥ ১৮৩ ॥

ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্রং লভতে গুরোঃ।
স ভাগ্যবান্ চিরঞ্জীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার দীক্ষা বিধান অনুসারে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ভাগ্যবান চিরজীবী এবং কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥১৮৪॥

টীকা—ইতি অনেনোক্তেন, গুরোঃ সকাশাৎ ॥১৮৪

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিবোমাসংবাদে—

এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ করে তস্য বিভূতয়ঃ।
অতঃপরং মহাভাগে নান্যৎ কর্ম্মাস্তি ভূতলে।
যস্যাচরণমাত্রেণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীশিব-উমা-সংবাদ এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি এই প্রকার বিধানে কর্ম্ম করে বিভূতি সকল তাহার করতল গত হয়। হে মহাভাগে! পৃথিবীতে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর নাই, ইহার আচরণ মাত্রেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—এবমুক্তপ্রকারেণ, হে মহাভাগে দেবি ॥ ১৮৫ ॥

প্রায়ঃ প্রপঞ্চসারাদাবুক্তোঽয়ং তান্ত্রিকো বিধিঃ।
দীক্ষায়া লিখ্যতে দিব্যো
বিধিঃ পৌরাণিকোঽধুনা ॥ ১৮৬॥

অনুবাদ—দীক্ষাবিধি-প্রপঞ্চসার আদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ইহা তান্ত্রিক। এখন পুরাণবর্ণিত দিব্য দীক্ষার বিধি লিখিত হইতেছে ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—অয়ং লিখিতো যো দীক্ষাবিধিঃ স প্রায়স্তান্ত্রিকঃ, যতঃ প্রপঞ্চসারাদৌ তন্ত্রোক্তানুসারিণি গ্রন্থে উক্তঃ; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—প্রপঞ্চসারপ্রথিতাত্র দীক্ষেত্যাদি। দিব্য ইতি পুরাণানাং মাহাত্ম্যবিশেষাৎ। তথা চ পাদ্মে শ্রীশিবপার্ব্বতীসংবাদে—'বেদার্থাদধিকং মান্যং পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি' ইতি। যদ্বা, নিজপ্রিয়তমাং শ্রীধরণীং প্রতি পৃথ্বীসমুদ্ধারকেণ শ্রীভগবতা সাক্ষাদুক্তত্বাৎ ॥ ১৮৬ ॥

অথ বরাহপুরাণোক্ত-দীক্ষাবিধিঃ

ইদানীং শৃণু মে দেবি পঞ্চপাতকনাশনম্।
যজনং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পুত্র-বসুপ্রদম্ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বরাহ-পুরাণ বর্ণিত-দীক্ষাবিধি বরাহরূপী শ্রীভগবান পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন—হে দেবি! অধুনা পঞ্চপাতক (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুদার গমন, পাপী সংসর্গ এই গুলিকে পঞ্চপাতক বলা হয়) নাশন পুত্র-ধনপ্রদ দেব দেব শ্রীবিষ্ণুর পূজা পদ্ধতি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৮৭ ॥

ইহ জন্মনি দারিদ্র্য-ব্যাধি-কুষ্ঠাদি-পীড়িতঃ।
অলক্ষ্মীবানপুত্রস্তু যো ভবেৎ পুরুষো ভুবি।
তস্য সদ্যো ভবেল্লক্ষ্মীরায়ুর্বিত্তং সুতাঃ সুখম্ ॥১৮৮॥

অনুবাদ – ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে ইহ জন্মে যে সকল ব্যক্তি দারিদ্র্য, ব্যাধি ও কুষ্ঠাদি দ্বারা প্রপীড়িত, লক্ষ্মীহীন; পুত্রধনে শীঘ্রই তাহারা লক্ষ্মী, আয়ু, চিত্ত এবং সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—হে দেবি ধরণি! যজনং পূজাবিধিং, যদ্‌যদি স্বয়মেবায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তথাপি পরমবিনয়া-

দিনা আত্মানং সাক্ষাদনির্দ্দিশন্ বিষ্ণোরিত্যুক্তবান্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

দৃষ্ট্বা তু মণ্ডলে দেবি দেবং দেব্যা সমন্বিতম্।
নারায়ণং পরং দেবং যঃ পশ্যতি বিধানতঃ ॥১৮৯॥
পূজিতং নবনাভে তু ষোড়শাব্জদলে তথা।
আচার্য্যদর্শিতং দেবং মন্ত্রমূর্ত্তিমযোনিজম্ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—যিনি যথাবিধানে সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলে লক্ষ্মীসমন্বিত দেবাদিদেব নারায়ণকে দর্শন করেন, অথবা নবনাভ ষোড়শার চক্রে কিংবা অষ্টদল পদ্মে আচার্য্যের উপদেশ মত অযোনিজ মন্ত্রমূর্ত্তি সদৃশ দেবকে পূজা করেন তাঁহারাই লাভবান হন ॥১৮৯-১৯০

টীকা—কুতো লক্ষ্যাদিকং ভবতি ? তদাহ—দৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রাদৌ দর্শন-প্রকারমেবাহ—নারায়ণমিতি। নবনাভে চক্রে ষোড়শা-রেঽষ্টপত্রে বেত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। আচার্য্যোপদিষ্টং মন্ত্রমূর্ত্তিং দেবং যঃ পশ্যতি মন্ত্রং সম্যক্ জানাতি, তস্য লক্ষ্যাদিকং সদ্য এব ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ১৮৯-১৯০ ॥

কার্ত্তিকে মাসি শুদ্ধায়াং দ্বাদশ্যান্তু বিশেষতঃ।
সর্ব্বাসু চ যজেদ্দেবং দ্বাদশীষু বিধানতঃ ॥ ১৯১ ॥
সংক্রান্তৌ চ মহাভাগে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেঽপি বা।
যঃ পশ্যতি হরিং দেবং পূজিতং গুরুণা শুভে।
তস্য সদ্যো ভবেত্তুষ্টিঃ পাপধ্বংসোঽপ্যশেষতঃ॥১৯২

অনুবাদ—এখন দীক্ষার সময় বলা হইতেছে—বিশেষভাবে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে ও অন্যান্য সমস্ত দ্বাদশী তিথিতেও যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণপূজা করিবে। হে কল্যাণি! হে মহাভাগে যিনি সূর্য্য গ্রহণ কালে বা সংক্রান্তিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীগুরুদেব দ্বারা পূজিত দর্শন করেন তাঁহার সদ্যঃ তুষ্টি লাভ হয় এবং পাপরাশি নিঃশেষে নষ্ট হয় ॥ ১৯১-১৯২ ॥

টীকা—দীক্ষাকালমাহ—কার্ত্তিক ইতি সার্দ্ধেন। শুদ্ধায়াং শুক্লায়াং, সর্ব্বাস্বিতি মার্গশীর্ষ-মাঘাদিচতু-ষ্টয়শ্রাবণাশ্বিনানাং শুক্লদ্বাদশীষু চেতি গ্রন্থান্তরানু-সারতো জ্ঞেয়ম্। তথা সংক্রান্তাবিতি, তত্তন্মাস-সংক্রান্তিষ্বপীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ॥১৯১-১৯২ ॥

স সামান্যো হি দেবানাং ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥১৯৩

অনুবাদ—তিনি ব্রহ্মাদি দেব বৃন্দের মত হইয়া থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সামান্যঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৩ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরীক্ষণম্।
সংবৎসরং গুরুঃ কুর্য্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়াদিভিঃ ॥১৯৪

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের জাতি শুদ্ধাচার এবং ক্রিয়াদি সংবৎসর কাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—দীক্ষাধিকারিণ আহ—ব্রাহ্মণেতি সার্দ্ধ-দ্বয়েন। ভক্তানামিতি পাঠেঽপি সেবকানাং শূদ্রাণা-মিত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

উপসন্নাংস্ততো জ্ঞাত্বা হৃদয়েনাবধারয়েৎ।
তেঽপি ভক্তিমতো জ্ঞাত্বা আত্মনঃ পরমেশ্বরম্।
সংবৎসরং গুরোর্ভক্তিং কুর্য্যুর্বিষ্ণাবিবাচলাম্ ॥১৯৫
সংবৎসরে ততঃ পূর্ণে গুরুঞ্চৈব প্রসাদয়েৎ ॥১৯৬॥

অনুবাদ—অতঃপর উহাদিগকে নিকটে দেখিয়া মনে মনে দীক্ষার যোগ্য কিনা তাহা বিচার করিবেন। তাহারাও প্রীতি যুক্ত হইয়া পরমেশ্বর জ্ঞানে শ্রীগুরু-দেবকে সংবৎসর কাল ভক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে। অতঃপর বৎসর পূর্ণ হইলে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে ॥ ১৯৫-১৯৬ ॥

টীকা—উপসন্নান্ নিকটাগতান্ প্রতি, ততঃ সংবৎসরানন্তরমেব, জাত্যাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষায়া যোগ্যা অযোগ্যা বেতি মনসা বিচারয়েৎ। যদ্বা, সহবাসা-দিনা নিকটবর্ত্তিনঃ সতস্তান্ জ্ঞাত্বা ব্যবহারাদিনা পরীক্ষ্য হৃদয়েন বুদ্ধ্যা অবধারয়েৎ দীক্ষাযোগ্যত্বেন নিশ্চিনুয়াৎ; যদ্বা, উপসন্নান্—কৃতোপসত্তিকান্

দীক্ষাধিকারিণ ইতি দৃঢ়ং জানীয়াদিত্যর্থঃ। উপপন্না-নিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। ভক্তিমতঃ ভক্তিযুক্তান্ আত্মনঃ স্বান্ প্রতি পরমেশ্বরং গুরুং জ্ঞাত্বা; যদ্বা, ষষ্ঠ্যন্তমেব পদদ্বয়ং, ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যাত্মনো বিশেষণম্; যদ্বা, ভক্তিমন্তঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ, গুরু-মাত্মনঃ পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা, ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যার্যম্ ॥ ১৯৫ ॥

টীকা— তেষু যঃ পরীক্ষিতঃ শিষ্যঃ স প্রসাদয়েৎ ॥ ১৯৬ ॥

———

ভগবংস্তৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণম্।
ইচ্ছাম্যৈহিকীং লক্ষ্মীং বিশেষেণ তপোধন ॥১৯৭॥

অনুবাদ—এখন কিভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতালাভ হয় তাহাই বলা হইতেছে—হে ভগবন্! হে তপোবন! আপনার অনুগ্রহে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার এবং ইহ জগতে লক্ষ্মীলাভ করিতে চাহি ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—তৎপ্রকারমেবাহ—ভগবন্নিতি। ইচ্ছাম ইতি বহুত্বং নিজপুত্রাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১৯৭ ॥

———

এবমভ্যর্থ্য মেধাবী গুরুং বিষ্ণুমিবাগ্রতঃ।
অভ্যর্চ্চ্য তদনুজ্ঞাতো দশম্যাং কার্ত্তিকস্য তু ॥১৯৮॥
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মন্ত্রিতং পরমেষ্ঠিনা।
ভক্ষয়িত্বা শয়ীতোর্ব্যাং দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—মেধাবী শিষ্য এই প্রকারে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়া অগ্রে বিষ্ণুবৎ শ্রীগুরুদেবের পূজা করতঃ তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভূত মূলমন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিয়া দেবদেব-সম্মুখে মাটিতে শয়ন করিবে ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

টীকা—অভ্যর্থ্য প্রার্থ্য, অভ্যর্চ্চ্য ধনাদিনা সংমান্য, তেন গুরুণাঽনুজ্ঞাতঃ সন্, কার্ত্তিকস্য দশম্যাং ক্ষীর-যুক্তবৃক্ষোদ্ভূতং দন্তকাষ্ঠং পরমেষ্ঠিনা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং সায়ংসন্ধ্যানন্তরং ভক্ষয়িত্বা দেবালয়ে ভূমৌ শয়ীত ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

———

স্বপ্নান্ দৃষ্ট্বা গুরোরগ্রে শ্রাবয়েত বিচক্ষণঃ।
ততঃ শুভাশুভং তদ্বদালপেৎ পরমো গুরুঃ।
একাদশ্যামুপোষ্যাথ স্নাত্বা দেবালয়ং ব্রজেৎ ॥২০০॥

অনুবাদ—শিষ্য যদি রাত্রিকালে স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রীগুরুদেবকে শোনাইবেন। তার-পর তিনি সেই স্বপ্ন অনুযায়ী শুভাশুভ আলোচনা করিবেন। তারপর শিষ্য একাদশী দিনে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে স্নান করিয়া দেবালয়ে যাইবেন ॥২০০

টীকা—তদ্বদিতি—স্বপ্নানুসারেণেত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'ক্রূরস্বপ্নেঽধমা দীক্ষাঽদুষ্টস্বপ্নে তু মধ্যমা। উত্তম-স্বপ্নপূর্ব্বা তু দীক্ষা সর্ব্বোত্তমা মতা ॥' ইতি ॥২০০॥

———

গুরুশ্চ মণ্ডলং ভূমৌ কল্পিতায়ান্তু বর্ত্তয়েৎ।
লক্ষণৈর্বিবিধৈর্ভূমিং লক্ষয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ২০১ ॥
ষোড়শারং লিখেচ্চক্রং নবনাভমথাপি বা।
অষ্টপত্রমথো বাপি লিখিত্বা দর্শয়েদ্বুধঃ ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব যদি বিশেষ প্রাজ্ঞ হন তবে সংস্কৃত ভূমিতে মণ্ডল অঙ্কন করিবেন। পরে বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথাবিধি ষোড়শার অথবা নবনাভ চক্র রচনা করিবেন অথবা অষ্টদল-পদ্ম অঙ্কন করিয়া দেখাইবেন ॥ ২০১-২০২ ॥

টীকা—কল্পিতায়াং সংস্কৃতায়াং, বর্ত্তয়েৎ বির-চয়েৎ, বিধানত ইতি—পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকং বাচ-য়িত্বেত্যাদিকং বোদ্ধব্যম্; এবমগ্রেঽপ্যস্য পদস্যানু-বর্ত্তনাদ্বিজ্ঞেয়মিতি দিক্। পঞ্চবর্ণেন রজসা যথা-শোভনং লিখেৎ ॥ ২০১-২০২ ॥

———

নেত্রবন্ধং প্রকুর্ব্বীত সিতবস্ত্রেণ যত্নতঃ।
বর্ণানুক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্তান্ প্রবেশয়েৎ ॥২০৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেব সযত্নে সাদা কাপড় দিয়া শিষ্যদের চোখ বাঁধিয়া ও হাতে ফুল দিয়া বর্ণানুক্রমে প্রবেশ করাইবেন ॥ ২০৩ ॥

টীকা—শুক্লবস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং শিষ্যাণাং কুর্য্যাৎ, শিষ্যাণাং প্রবেশনঞ্চ মণ্ডলান্তঃস্থাপিতকলসেষু ভগবত ইন্দ্রাদীনাঞ্চ পূজানন্তরমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০৩ ॥

———

নবনাভং যদা কুর্য্যান্মণ্ডলং বর্ণকৈর্বুধঃ।
তদানীং পূর্ব্বতো দেবমিন্দ্রমৈন্দ্র্যাং তু পূজয়েৎ ॥২০৪

অনুবাদ—তারপর তিনি যথা সময়ে পঞ্চবর্ণচূর্ণ দ্বারা নবনাভ মণ্ডল রচনা করিবেন এবং সেই সময়ে পূর্ব্বদিকের অধিপতি ইন্দ্রকে পূজা করিবেন ॥২০৪॥

টীকা—বর্ণকৈঃ—পঞ্চবর্ণৈশ্চূর্ণাদিভিঃ ; ইন্দ্র-মৈন্দ্র্যাং পূজয়েদিত্যত্র দিঙ্মণ্ডলে চ বিন্যসেত্যাদিবক্ষ্য-মাণ-বচনতো গ্রন্থান্তরানুসারতশ্চৈবং বিধানং জ্ঞেয়ম্। নবনাভমণ্ডলে প্রাগাদিক্রমেণাষ্টাসু দিক্ষুষ্টকলসান্, মধ্যে চৈকমিত্যেবং নবকলসান্ একাকারানব্রণান্ দধ্যক্ষতবস্ত্রযুগ্মপুষ্পমালাগন্ধালঙ্কৃতান্ অন্তঃপ্রক্ষিপ্ত-পঞ্চপল্লবসপ্তমৃত্তিকাতীর্থোদকপরিপূরিতান্ উপরি-স্থাপিতযবশাল্যন্যতরপূর্ণসদীপশরাবমুখান্ যবানাং ব্রীহীণাং চোপরি বিন্যস্যাদৌ মধ্যকলসে মূলমন্ত্রেণ ভগবন্তমাবাহনাদিগন্ধপুষ্পান্তৈরুপচারৈঃ সংপূজ্য পশ্চা-দিন্দ্রং পূর্ব্বস্যাং দিশি অগ্ন্যাদীংশ্চ স্বস্বদিশি ক্রমেণ পূজয়েদিতি ॥ ২০৪ ॥

লোকপালমথাগ্নেয্যামগ্নিং সংপূজয়েদ্দ্বিজঃ।
যমং তদনু যাম্যায়াং নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিং ন্যসেৎ।
বারুণ্যাং বরুণং চৈব বায়ব্যাং পবনং যজেৎ ॥২০৫

অনুবাদ—লোকপাল অগ্নিকে অগ্নিকোণে, যমকে দক্ষিণদিকে, নির্ঋতিকে নৈর্ঋতদিকে, বরুণকে পশ্চিম-দিকে ও পবনকে বায়ুকোণে পূজা করিবেন ॥ ২০৫ ॥

টীকা—দ্বিজো গুরুঃ, ন্যসেদিতি—তত্র স্থাপিত-কলসে আবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

ধনদং চোত্তরে ন্যস্য রুদ্রমৈশানগোচরে।
সংপূজ্যৈবং বিধানেন দিক্‌পত্রেষু বিশেষতঃ।
অধঃপত্রে তথা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—উত্তর দিকে কুবেরকে, ঈশানকোণে রুদ্রকে এই ভাবে দিকপত্র-সমূহে বিশেষরূপে যথা-বিধিতে পূজা করিয়া মধ্যপত্রে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চন করিবেন ॥ ২০৬ ॥

টীকা—সংপূজ্য পূজয়িত্বা, বিধানেন্ত্যুক্তেরেবং জ্ঞেয়ম্—ব্যাহৃতিভিঃ শুক্লাক্ষতৈঃ ইন্দ্রাগচ্ছেত্যাদি-প্রয়োগেণাবাহ্য প্রণবাদিনা চতুর্থীনমোঽন্তেন তত্তন্নাম-মন্ত্রেণ সশক্তিকান্ সপরিবারান্ সায়ুধান্ সবাহনান্ সগন্ধপুষ্পাদ্যৈরুপচারৈঃ সংপূজ্যেতি বিধানেনেতি পদমংগ্রহপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ২০৬ ॥

পূর্ব্বপত্রে বলং পূজ্য প্রদ্যুম্নং দক্ষিণে তথা।
অনিরুদ্ধং তথা পূজ্য পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
পূজয়েদ্বাসুদেবং তু সর্ব্বপাতকশান্তিদম্ ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সঙ্কর্ষণকে পূর্ব্বপত্রে, প্রদ্যুম্নকে দক্ষিণপত্রে, অনিরুদ্ধকে পশ্চিমপত্রে এবং সর্ব্বপাতক-নাশক বাসুদেবকে উত্তরপত্রে পূজা করিবেন ॥২০৭॥

টীকা—ততো মধ্যমকলসস্যৈব পরিতঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তর-পত্রেষু শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-বাসুদেবান্ ক্রমেণ তথৈব পূজয়েদিত্যাহ—পূর্ব্বেতি সার্দ্ধেন ॥ ২০৭ ।

ঐশান্যাং বিন্যসেচ্ছঙ্খমাগ্নেয্যাং চক্রমেব চ।
সৌম্যায়ান্তু গদা পূজ্যা বায়ব্যাং পদ্মমেব চ ॥ ২০৮ ॥
নৈর্ঋত্যাং মুষলং পূজ্যং দক্ষিণে গরুড়ং তথা।
বামতো বিন্যসেল্লক্ষ্মীং দেবদেবস্য বুদ্ধিমান্ ॥২০৯॥
ধনুশ্চৈব চ খড়্গঞ্চ দেবস্য পুরতো ন্যসেৎ।
শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চৈব দেবস্য পুরতোঽর্চ্চয়েৎ ॥২১০
এবং পূজ্য যথান্যায়ং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
দিঙ্মণ্ডলে চ বিন্যস্য চাষ্টৌ কুম্ভান্ বিধানতঃ।
বৈষ্ণবং কলসঞ্চৈব নবমং তত্র কল্পয়েৎ ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—ঈশানকোণে শঙ্খ, অগ্নিকোণে চক্র, উত্তরে গদা, বায়ু কোণে পদ্ম, নৈর্ঋতে মুষল, এবং দক্ষিণে গরুড়কে পূজা করিবেন তারপর শ্রীগুরুদেব দেবদেবের বামপার্শ্বে লক্ষ্মীর অগ্রে ধনুর, খড়্গের এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের অর্চ্চন করিবেন। এই ভাবে যথাযোগ্য রূপে দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া যথা বিধানে অষ্টদিকে অষ্টকুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণু-সম্বন্ধী নবম কুম্ভ সেইস্থানে স্থাপন করিবেন ॥২০৮-২১১

টীকা—যথান্যায়ং যথোচিতং পূজ্য সংপূজ্য, তচ্চ ক্রমদীপিকাদ্যনুসারেণ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০৮-২১১ ॥

স্নাপয়েন্মুক্তিকামাংস্তু বৈষ্ণবেন ঘটেন তু।
শ্রীকামান্ স্নাপয়েত্তদ্বদৈন্দ্রেনাথ ঘটেন তু ॥ ২১২ ॥
জয়প্রতাপকামাংস্তু আগ্নেয়েনাভিষেচয়েৎ।
মৃত্যুঞ্জয়বিধানেন যাম্যেন স্নাপনং তথা ॥ ২১৩ ॥
দুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নৈর্ঋতেন বিধীয়তে।
শান্তয়ে বারুণেনাথ পাপনাশায় বায়বম্ ॥ ২১৪ ॥
দ্রব্যসম্পত্তিকামস্য কৌবেরেণ বিধীয়তে।
রৌদ্রেণ জ্ঞানহেতুস্তু লোকপালঘটাস্ত্বিমে ॥ ২১৫ ॥
একৈকেন নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
ভবেদব্যাহতজ্ঞানঃ শ্রীমাংশ্চ পুরুষঃ সদা ॥ ২১৬ ॥
কিং পুনর্নবভিঃ স্নাতো নরঃ পাতকবর্জ্জিতঃ।
জায়তে বিষ্ণুসদৃশঃ সদ্যো রাজাথবা পুনঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কুম্ভভেদে স্নান দ্বারা ফল-ভেদ বলা হইতেছে—বৈষ্ণবকুম্ভদ্বারা মুক্তিকামীগণকে স্নান করাইবেন। সেইরূপ শ্রীকামীগণকে ইন্দ্র-কুম্ভদ্বারা, জয়াভিলাষী ও প্রতাপাভিকামীগণকে আগ্নেয় কুম্ভদ্বারা, মৃত্যুঞ্জয়াভিলাষীগণকে যমকুম্ভদ্বারা, দুষ্ট বিনাশাকাঙ্ক্ষীগণকে নৈর্ঋত কুম্ভদ্বারা, শান্তি-কামীগণকে বারুণকলসদ্বারা, পাতকনাশেচ্ছুগণকে বায়ব্য কলসদ্বারা, দ্রব্য সম্পত্তি কামীগণকে কৌবের কুম্ভদ্বারা এবং জ্ঞানলাভেচ্ছুদিগকে রৌদ্র কুম্ভদ্বারা স্নান করাইলে সেই সেই পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বপাপ-রহিত, অব্যাহতজ্ঞানী এবং শ্রীমান হইয়া থাকেন। নবসংখ্যা কলসদ্বারা স্নাত হইলে তাঁহার কথা কি আর বলিব? তিনি পাতকশূন্য এবং সদ্যঃ বিষ্ণু-সদৃশ অথবা রাজা হন ॥ ২১২-২১৭ ॥

টীকা—ততো ধূপদীপাদ্যৈরশেষৈরুপচারৈর্ভগবন্ত-মিন্দ্রাদীংশ্চ পূজয়িত্বা শিষ্যায় মণ্ডলং দর্শয়িত্বা পুষ্পাঞ্জলিপূর্ব্বকং প্রণামং কারয়িত্বা বৈষ্ণবাদিভির্নব-ভিরেব কলসৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদিতি জ্ঞেয়ম্; তত্র চ কলসভেদেন ফলভেদমাহ—স্নাপয়েদিতি চতুর্ভিঃ ॥ ২১২-২১৫ ॥

টীকা—পুনশ্চৈকৈকেন স্নানস্য ফলবিশেষং সমু-চিতৈশ্চ তৈর্মহাফলমাহ—একৈকেনেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২১৬-২১৭ ॥

———

অথবা দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাসংখ্যেন লোকপান্।
পূজয়েৎ স্বস্বনাম্না তু ষড়্ভিন্নেন বিধানতঃ ॥২১৮॥

অনুবাদ—এখন অর্চ্চন-বিষয়ে পক্ষান্তর বর্ণিত হইতেছে—অথবা দিকসমূহে যথাসংখ্য স্ব-স্ব-নাম-মন্ত্রে লোকপালদিগের হৃদয়াদিক্রমে ষড়ঙ্গভেদে পূজা করিবেন ॥ ২১৮ ॥

টীকা—পূজায়াং পক্ষান্তরমাহ অথবেতি স্ব-স্ব-নাম্না স্ব-স্ব-নাম-মন্ত্রেণ হৃদয়াদিক্রমেণ ষড়্ভিন্নেন ইন্দ্রাদীনাং ষড়ঙ্গপূজা কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২১৮ ॥

———

এবং সংপূজ্য দেবাংস্তু লোকপালান্ প্রসন্নধীঃ।
পশ্চাৎ পরীক্ষিতান্ শিষ্যান্
বদ্ধনেত্রান্ প্রবেশয়েৎ ॥ ২১৯ ॥
আগ্নেয়-ধারণাদগ্ধান্ বায়ুনা বিধূতাংস্ততঃ।
সোমেনাপ্যায়িতান্ পশ্চাচ্ছ্রাবয়েন্নিয়মান্ বুধঃ ॥২২০

অনুবাদ—প্রসন্নচিত্ত শ্রীগুরুদেব এইরূপে লোক-পালগণকে পূজা করিয়া পরে পরীক্ষিত, বদ্ধনেত্র শিষ্যদিগকে প্রবেশ করাইবেন। অতঃপর অগ্নি, বায়ু এবং বরুণবীজদ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়াছে, এই-রূপ সেই শিষ্যগণকে নিয়মসমূহ শ্রবণ করাইবেন ॥ ২১৯-২২০ ॥

টীকা—অথ পরিহিতশুক্লনববস্ত্রং তাদৃগুত্তরীয়-মাচান্তমলঙ্কৃতং শুক্লবস্ত্রবদ্ধনেত্রং শিষ্যং মণ্ডলং প্রদ-ক্ষিণেন প্রবেশ্য প্রাঙ্মুখমুপবিষ্টং তং বায়ু-অগ্নি-বরুণবীজৈঃ কৃতভূতশুদ্ধিং প্রণতং প্রহ্বীভূতং সময়ান্ শ্রাবয়েদিত্যাহ—এবমিতি দ্বাভ্যাম্। আগ্নেয্যা, ধার-ণয়া দগ্ধানিতি, তদ্দগ্ধত্বং ধ্যানেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্; এবমগ্রেঽপি ॥ ২১৯-২২০ ॥

———

ন নিন্দেদ্ব্রাহ্মণান্দেবান্ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ।
রুদ্রমাদিত্যমগ্নিঞ্চ লোকপালান্ গ্রহাংস্তথা।
বন্দেত বৈষ্ণবং চাপি পুরুষং পূর্ব্বদীক্ষিতম্ ॥২২১॥
এবন্তু সময়ান্ শ্রাব্য পশ্চাদ্ধোমং তু কারয়েৎ।
তত্ত্বানি শিষ্যদেহেষু বিন্যস্য চ বিশোধয়েৎ ॥২২২॥
ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ স্বাহা ॥২২৩
ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণ হোময়েজ্জ্বলিতানলঃ।
গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ ॥২২৪

ত্রিভিস্ত্রিভিরাহুতিভির্দেবদেবস্য সন্নিধৌ।
ততোঽপনীয় দৃগ্বন্ধং পুরঃ শিষ্যং নিবেশ্য চ।
প্রায়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা মন্ত্রং তস্মৈ গুরুর্দিশেৎ॥২২৫

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, দেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, বহ্নি লোকপাল, গ্রহ ও পূর্ব্ব-দীক্ষিত অর্থাৎ দীক্ষার ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব—ইঁহাদিগের নিন্দা কখনও করিবে না, বন্দনাদি দ্বারা সম্মান করিবে। এইভাবে শ্রীগুরুদেব নিয়মসমূহ শ্রবণ করাইলে এবং শিষ্য সানন্দে তাহা অঙ্গীকার করিলে হোম করিবেন ও শিষ্যদেহে তত্ত্বসমূহ ন্যাস-পূর্ব্বক শোধন করিবেন। তারপর আগুন জ্বালাইয়া "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন এবং দেবদেবের নিকট তিন তিনটি আহুতিদ্বারা বহ্নির গর্ভাধানাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করিবেন। অনন্তর শ্রীগুরুদেব চোখের বাঁধন খুলিয়া শিষ্যকে সামনে বসাইয়া প্রায় আগে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ বিধানদ্বারা সেই শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ করিবেন। ॥ ২২১-২২৫ ॥

টীকা—সময়ানেবাহ—ন নিন্দেদিতি সার্দ্ধেন। পূর্ব্বদীক্ষিতং দীক্ষাক্রমেণ স্বস্মাৎ জ্যেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাদীনামেতেষাং বন্দনাদিনা সম্মাননৈব কার্য্যা, ন তু কদাচিদপি নিন্দেদিত্যর্থঃ॥ ২২১॥

টীকা—শ্রাব্য শ্রাবয়িত্বা, শিষ্যেণ সহর্ষং তদঙ্গীকারে কৃতে পশ্চাদ্ধোমং কুর্য্যাৎ; তত্ত্বানি বিন্যস্য ক্রমদীপিকাদ্যুক্ত-তত্ত্বন্যাসাদিকং কৃত্বা তদ্দেহাৎ বিশোধয়েৎ। হোমবিধিমাহ—ষোড়শেতি সার্দ্ধেন। হোময়েৎ হোমং কুর্য্যাৎ, তৎপ্রকারমেব শিষ্যং বিশিষ্য দর্শয়তি—গর্ভেতি। আদি-শব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ সংস্কারাঃ। অত্র চায়ং প্রকারো গ্রন্থান্তরানুসারেণ দ্রষ্টব্যঃ—ষোড়শারচক্রেঽষ্টদলকমলে বা পীঠপূজাং কৃত্বাবাহনাদিভিরুপচারৈর্ভগবন্তমভ্যর্চ্চ্য স্বগৃহ্যোক্ত-বিধিনাগ্নিস্থাপনাদিকর্ম্ম পূর্ব্বলিখিতবহ্নিধায়াগ্রোক্তেন ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাগ্নের্গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্য্যাৎ। তত্র চ প্রত্যেকসংস্কারমাহুতিত্রয়ং জুহুয়াদিতি। কিঞ্চ, অনন্তরমাজ্যভাগান্তে মূলমন্ত্রেণাগ্নৌ দেবমাবাহ্য গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা সংস্কৃতাজ্যেন জুহুয়াৎ। ততঃ স্বিষ্টকৃতাদিহোমশেষং সমাপ্য পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা বৈশ্বানরং প্রণবাদি-নমোঽন্ত-মন্ত্রেণ গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য শিষ্যং প্রণময্য মণ্ডলসৌশানদিশি পুষ্পাদিবিভূষিতায়াং ভুবি রচিতং ভদ্রপীঠমানীয়াস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতৈঃ পুষ্পৈঃ সন্তাব্য পাশনিরাকরণ-বুদ্ধ্যা নেত্রবন্ধন-বস্ত্রমপনীয় জ্ঞানরূপ-হৈমশলাকয়া নয়নে উন্মীল্য পুষ্পাঞ্জলিং গ্রাহয়িত্বা, 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥' ইতি গুরুপাদয়োর্দত্তপুষ্পাঞ্জলিং ভদ্রপীঠে পুরত উপবিষ্টো গুরুঃ স্বন্যস্তাসনে তমুপবেশ্য শক্ত্যুচ্চলনমার্গেণ নিজ-মধ্যমনাড়ীং তন্মধ্যমনাড্যাং সমাবিশন্তীং বিচিন্ত্য শক্তিঞ্চ তন্নাশিকতয়া তদ্ধৃদয়ে সমুল্লসন্তীং পরিভাব্য স্বহৃদয়াচ্চ পরবিদ্যাং বর্ণরূপেণ চিদানন্দস্ফুলিঙ্গমালামিব তদ্বদনং প্রবিশন্তীং ধ্যায়েৎ। ততশ্চ মূলমন্ত্রং ত্রিঃ শিষ্য কর্ণে শ্রাবয়েৎ। পশ্চাদর্ঘ্যপাত্রজলেন অমুকঋষিমমুকছন্দস্কমমুকদেবতাকমমুকনাম্নে মদংশায় তুভ্যমহং সংপ্রদদে, অয়ং চাবয়োঃ সমানফলপ্রদো ভবত্বিতি জলং তদ্ধস্তে নিক্ষিপেৎ। তথৈব শিষ্যোঽপি গুরুদেবতামন্ত্রৈক্যং ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেদিতি॥ ২২২-২২৫॥

হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাদ্দাপয়েদ্গুরুদক্ষিণাম্।
হস্ত্যশ্বরত্নকটকং হেম-গ্রামাদিকং নৃপঃ॥ ২২৬॥
দাপয়েদ্গুরবে প্রাজ্ঞো মধ্যমো মধ্যমাং তথা।
দাপয়েদিতরো যুগ্মং সহিরণ্যং যথাবিধি॥ ২২৭॥

অনুবাদ—বুদ্ধিমান শিষ্য এইভাবে দীক্ষিত হইয়া হোম শেষ হইলে পর পুণ্যাহ উচ্চারণ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। শিষ্য যদি রাজার মত ধনবান হয় তাহা হইলে হাতী, ঘোড়া, রত্নাভরণ, সুবর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্যদ্রব্য শ্রীগুরুদেবকে দক্ষিণা স্বরূপদিবে। মধ্যবিত্ত হইলে মধ্যবিত্ত-দক্ষিণা, এছাড়া অন্য সকলের পক্ষে যথাবিধি যথাবিধানে সুবর্ণসহ বস্ত্রদ্বয় দিতে হইবে॥ ২২৬-২২৭॥

টীকা—ততশ্চ পুণ্যাহং বাচয়িত্বা গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদিত্যাহ—হোমান্ত ইতি। দীক্ষিতঃ গৃহীতদীক্ষাকঃ সন্, নৃপ ইতি রাজতুল্যশক্তিশ্চেদিত্যর্থঃ; যুগ্মং বস্ত্রদ্বয়ং, তৎপশ্চাচ্চৈবমত্র বিধানং জ্ঞেয়ম্—অদ্য

প্রভৃতি যাবজ্জীবং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্য ইতি সংকল্প্য দেবং গুরূপদিষ্ট-মার্গেণ পূজয়িত্বা সর্ব্বদেবতা উদ্বাস্য ব্রাহ্মণান্ ভোজ-য়িত্বা দীক্ষোপকরণজাতং গুরবে নিবেদ্য স্বজনানপি সম্মানয়েদিতি ॥ ২২৬-২২৭ ॥

এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং মাহাত্ম্যং জায়তে ধরে।
তদশক্যং তু গদিতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—হে পৃথিবি ! এই প্রকারে কার্য্য করিলে যে পুণ্য এবং মাহাত্ম্য সঞ্চয় হয়, তাহা শত-বর্ষেও বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ২২৮॥

টীকা—দীক্ষাফলমাহ--এবমিত্যাদিনা শ্রুতি-রিত্যন্তেন ॥ ২২৮ ॥

দীক্ষিতাত্মা গুরোর্ভূত্বা বারাহং শৃণুয়াদ্যদি।
তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সুসংগ্রহাঃ ॥২২৯
জপ্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসাগরে।
দেবহ্রদে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাঃ বিশেষতঃ ॥২৩০॥

অনুবাদ—শিষ্য দীক্ষিত হইয়া যদি গুরুদেবের নিকট বরাহপুরাণ শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার-দ্বারাই তাহার সমগ্র বেদ, পুরাণ ও সমগ্র মন্ত্র সুসংগ্রহ হয় এবং পুষ্কর তীর্থে, প্রয়াগে, সাগর সঙ্গমে, নৈমিষা-রণ্যে, কুরুক্ষেত্রে বিশেষতঃ কাশিধামে জপ করিলে যে ফল লাভ হয় সেই ফল হইয়া থাকে ॥২২৮-২৩০

গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎ ফলং জপতাং ভবেৎ।
তৎ ফলং দ্বিগুণং তস্য দীক্ষিতো যঃ শৃণোতি চ ॥২৩১
দেবা অপি ততঃ কৃত্বা ধ্যায়ন্তি চ বদন্তি চ।
কদা মে ভারতে বর্ষে জন্ম স্যাদ্ভূতধারিণি ॥ ২৩২ ॥
দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামো বারাহং শৃণুমঃ কদা।
বারাহং ষোড়শাত্মানং যুক্ত্বা দেহে কদাচন।
পশ্যামঃ পরমং স্থানং যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ ॥২৩৩॥
এবং জল্পন্তি বিবুধা মনসা চিন্তয়ন্তি চ।
বারাহযাগং কাত্তিক্যাং কদা দ্রক্ষ্যামহে ধরে ॥২৩৪॥

অনুবাদ—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের সময় এবং বিষুব সংক্রান্তিতে জপ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহার তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফললাভ হয়। হে ভূতধারিণি ! দেবগণও তপশ্চরণ পূর্ব্বক এই প্রকার ভাবনা করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, কবে আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম হইবে, কবে তথায় আমরা দীক্ষিত হইব, কবে আমরা বরাহপুরাণ শ্রবণ করিব ও কবে পদ্ম-পুরাণাদি ষোড়শপুরাণের আশ্রয় স্বরূপ বরাহপুরাণ দেহে সংযুক্ত করিয়া যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় জন্ম হয় না সেই শ্রেষ্ঠস্থান দর্শন করিব। সুরগণ মনে মনে এই প্রকার ভাবনা করেন ও বলিয়া থাকেন যে, আমরা কবে কাত্তিকী পৌর্ণমাসীতে বরাহযাগ দর্শন করিব ॥ ২৩১-২৩৪ ॥

টীকা— জয়মাধব-শব্দাঢ্যমানসোল্লাসপুস্তকাৎ। দীক্ষাপদ্ধতিমালোচ্য টীকেয়ং লিখিতা ময়া ॥' বারাহং বরাহপুরাণং, ষোড়শানাং শ্রীভাগবতব্যতিরিক্তপদ্ম-পুরাণাদীনাম্, আত্মানম্ আশ্রয়ং প্রবর্ত্তকং বা প্রথমং শ্রীব্যাসতস্তস্যৈবাবির্ভাবপ্রসিদ্ধেঃ, দেহে যুক্ত্বা শ্রবণা-দিনা সংযুজ্য, যদ্বা, ষোড়শানাং তত্ত্বানামাত্মনমধিষ্ঠা-তারং ষোড়শযজ্ঞমূর্ত্তিং বা শ্রীবরাহরূপং ভগবন্তং দেহে মনঃপ্রধানে ইন্দ্রিয়াদ্যাত্মকে বা ধ্যানাদিনা সাক্ষাদিব স্ফোরয়িত্বা ॥ ২২৯-২৩৩ ॥

টীকা—কিং চিন্তয়ন্তি ? তদাহ—বারাহযাগ-মিতি। হে ধরে ! ইতি তচ্চিন্তনং কথয়ন্ শ্রীবরাহো-ভগবান্ ধরণীং সম্বোধয়তি ॥ ২৩৪ ॥

এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে ভূতধারিণি।
দেবগন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং সর্ব্বথা দুর্লভো হ্যসৌ ॥২৩৫॥
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন যশ্চ পশ্যতি মণ্ডলম্।
যশ্চেমং শৃণুয়াদ্দেবি সর্ব্বে মুক্তা ইতি শ্রুতিঃ ॥২৩৬॥

অনুবাদ—হে ভূতধারিণি ! আমি সংক্ষেপে এই নিয়ম বলিলাম, ইহা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ—সকলেরই পক্ষে দুর্লভ। হে দেবি ! এই রূপ শ্রুতি আছে—যিনি তত্ত্বতঃ এই সকল বিষয় জানেন যিনি মণ্ডল অবলোকন করেন এবং যিনি এই বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—উদ্দিষ্টঃ সংক্ষেপেণ কথিতঃ ॥ ২৩৫ ॥

অথ সংক্ষিপ্তদীক্ষা

সংক্ষিপ্তশ্চাথ দীক্ষায়া বিধিরেষ বিলিখ্যতে।
মুখ্যকল্পে হ্যশক্তস্য জনস্য স্যাদ্ধিতায় যঃ ॥ ২৩৭ ॥
সুমুহূর্ত্তেঽথ সংপ্রাপ্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে।
নূতনং গন্ধপুষ্পাদি-মণ্ডিতং কলসং ন্যসেৎ ॥২৩৮॥
বস্ত্রাবৃতং পয়ঃপূর্ণং পঞ্চপল্লবসংযুতম্।
সর্ব্বৌষধি-পঞ্চরত্ন-মৃৎস্না-সপ্তকগর্ভিতম্ ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—মুখ্যকল্পে যাহা অসমর্থ জনের পক্ষে হিতকর, এক্ষণ সংক্ষিপ্তরূপে সেই দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে। সুমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইলে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে গন্ধপুষ্পাদিভূষিত বস্ত্রাচ্ছাদিত, জলপূর্ণ, পঞ্চপল্লব সমন্বিত, সর্ব্বৌষধি, পঞ্চরত্ন এবং সপ্তমৃত্তিকা-গর্ভিত নূতন কলস স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৭-২৩৯ ॥

মৃত্তিকাশ্চ সপ্তোক্তাঃ—
অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাচ্চ চতুষ্পথাৎ।
রাজদ্বারাচ্চ গোষ্ঠাচ্চ
নদ্যাঃ কূলান্মৃদঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪০ ॥ ইতি।
কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য তং কুম্ভং কুশকূর্চ্চেন দেশিকঃ।
দেয়মন্ত্রেণ সাষ্টন্তু সহস্রমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—অশ্বশালা, গজশালা, বল্মীক, চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ এবং নদীতীর এই সপ্তস্থানের মৃত্তিকাকে সপ্তমৃত্তিকা কহে। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া কুশনির্ম্মিত ব্রহ্মগ্রন্থি সংযোগে সেই কলসকে একহাজার আটবার দেবমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন ॥ ২৪০-২৪১ ॥

টীকা—অশক্তস্য হিতায় যঃ স্যাৎ। সাষ্টম্ অষ্টোত্তরং সহস্রম্ ॥ ২৩৭-২৪১ ॥

তদদ্ভিঃ পূর্ববচ্ছিষ্যমভিষিচ্য দিশেন্মনুম্।
শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্‌গুরুং ভক্ত্যা যথাশক্তি দ্বিজানপি ॥২৪২

অনুবাদ—অনন্তর ঐ কলসীস্থিত জলদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধিতে শিষ্যকে অভিষেক করিয়া মন্ত্রোপদেশ করিবেন। শিষ্যও যথাশক্তি ভক্তির সহিত গুরু ও বিপ্রগণকে পূজা করিবেন ॥ ২৪২ ॥

টীকা—দিশেৎ কথয়েৎ ॥ ২৪২ ॥

অথ উপদেশস্তত্ত্বসারে—
অত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদশ্বজমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতম্।
তদম্ভসাভিষিচ্যাষ্ট বারান্মূলেন কে করম্ ॥২৪৩॥
নিধায়ামুং জপেৎ কর্ণে উপদেশেষ্বয়ং বিধিঃ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্র-প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বসারে উপদেশ করা হইয়াছে—যদি কেহ ইহাতেও সমর্থ না হয়, তা'হলে একটি অক্ষত পদ্মকে পূজা করিয়া তজ্জলদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে আটবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া পরে শিষ্যের মাথার উপরে হাত রাখিয়া কানে মূলমন্ত্র জপ করিবেন। উপদেশসমূহের মধ্যে ইহাই বিধি। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে অথবা শিবায়তনে কেবলমাত্র মন্ত্র দানকেই উপদেশ বলে ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

টীকা—কে মস্তকে, করং নিধায়, অমুং মূলমন্ত্রম্ ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

অত্র তত্রৈব বিশেষঃ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—
বিত্তলোভাদিমুক্তস্য স্বল্পবিত্তস্য দেহিনঃ।
সংসারভয়ভীতস্য বিষ্ণুভক্তস্য তত্ত্বতঃ ॥ ২৪৫ ॥
অগ্নাবাজ্যান্বিতে বীজৈঃ সলিলৈঃ কেবলৈশ্চ বা।
দ্রব্যহীনস্য কুর্ব্বীত বচসানুগ্রহং গুরুঃ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে উক্ত বিস্তীর্ণদীক্ষা ও সংক্ষিপ্তদীক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত বিশেষ বিধান—ধনলোভমুক্ত, সংসার-ভয়ে ভীত, যথার্থই বিষ্ণুভক্ত, স্বল্পবিত্ত, দ্রব্যহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে গুরুদেব ঘৃতসমন্বিত অগ্নিতে যবাদি বীজদ্বারা অথবা কেবলমাত্র জলদ্বারা কিংবা কেবলমাত্র বাক্যদ্বারা হোম করিয়া তাঁহার প্রতি মন্ত্রপ্রদানরূপ অনুগ্রহ করিবেন। ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

টীকা—পূর্ব্বলিখিত-বিস্তীর্ণে সংক্ষিপ্তে চ বিধাবপবাদং লিখতি—বিত্তেতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। বীজৈর্যবাদিভিঃ, বচসৈব বা ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

যঃ সমঃ সর্ব্বভূতেষু বিরাগো বীতমৎসরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্দক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গাবয়বান্বিতঃ ॥২৪৭॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভীতে চাভয়দঃ সদা।
সমবুদ্ধিপদং প্রাপ্তস্তত্রাপি ভগবন্ময়ঃ ॥ ২৪৮ ॥
পঞ্চকালপরশ্চৈব পঞ্চরাত্রার্থবিত্তথা।
বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একং চানেকভেদগম্।
দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্ ॥২৪৯

অনুবাদ—সর্ব্বভূতে যিনি সমদর্শী, বিষয়াদিতে আসক্তিহীন, মাৎসর্য্য দোষশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, দক্ষ, অঙ্গহানি রহিত, যিনি কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ভয়াকুল ব্যক্তিকে সতত অভয়দান করেন, যিনি জ্ঞানিগণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া যিনি অন্তরে এবং বাহিরে ভগবৎ ময় দর্শন করেন, যিনি পঞ্চকালের ক্রিয়াসমূহে দক্ষ, যিনি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের অর্থবেত্তা, সেই প্রকার ব্যক্তি বহু ভেদপ্রাপ্ত অথচ এক বিষ্ণুতত্ত্ব অবগত হইয়া আশ্রিত ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র পৃথিবীকেই দীক্ষিত করিতে পারেন ॥ ২৪৭-২৪৯ ॥

টীকা—ননু তথা দীক্ষাবিধিঃ কথং সম্পূর্ণোঽস্থিত্যাশঙ্ক্যাহ—য ইতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। সর্ব্বৈরঙ্গস্য দেহস্যাবয়বৈরন্বিতঃ, সমবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং পদম্; পঞ্চসু কালেষু যৎ কৃত্যং তৎপর ইত্যর্থঃ। একমপ্যনেকভেদপ্রাপ্তমিতি ভেদাভেদসিদ্ধান্তাপেক্ষয়া, উপসন্নতান্ ভক্ত্যা প্রপন্নানিত্যর্থঃ ॥ ২৪৭-২৪৯ ॥

———

অথ মন্ত্রদানমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে—

ইহ কীর্ত্তিং বদান্যত্ব প্রজাবৃদ্ধিং ধনং সুখম্।
বিদ্যাদানেন লভতে সাত্ত্বিকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫০ ॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ।
তথৈব সর্ব্বদানানাং বিদ্যাদানং পরং স্মৃতম্ ॥২৫১

অনুবাদ—স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে—সাত্ত্বিক ব্যক্তি এই জগতে বিদ্যাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠা, বদান্যত্ব, সন্ততি বর্দ্ধন, ধন এবং সুখলাভ করেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর বিষ্ণু যে প্রকার সমগ্র দেববৃন্দের শ্রেষ্ঠ সেই প্রকার সমস্ত দানের মধ্যে বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫০-২৫১ ॥

টীকা—বিদ্যা-মন্ত্র এবাত্র সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ; অতএব ক্রমদীপিকায়াম্—'বিদ্যাং ন যঃ সংবিৎসুঃ' ইতি। কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাং, বদান্যত্বঞ্চ দানশীলতাম্; যদ্বা, বদান্যত্বরূপাং কীর্ত্তিং কৃতমহাদানত্বাৎ; সাত্ত্বিকঃ নিষ্কপটঃ শ্রদ্ধাবান্ বা ॥ ২৫০ ॥

———

যাবচ্চ পাতকং তেন কৃতং জন্মশতৈরপি।
তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি বিদ্যাদানেন দেহিনাম ॥২৫২
বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যেন দত্তেন চাপ্নোতি শিবং পরমকারণম্ ॥ ২৫৩ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে দৈক্ষিকো নাম দ্বিতীয়ো বিলাসঃ।

অনুবাদ—দেহীদিগকে বিদ্যাদানদ্বারা সেই দাতার অনুষ্ঠিত শতজন্মের পাতকসমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দান দ্বারা পরম কারণ মঙ্গলস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা যায়, সেই বিদ্যা দান অপেক্ষা উত্তম দান হয় নাই, হইতেও পারে না ॥ ২৫২-২৫৩ ॥

টীকা—দেহিনাং দেহিনঃ প্রতি; শিবং মঙ্গলরূপং পরমসুখাত্মকং বা; পরমকারণং শ্রীব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং বা ॥ ২৫২-২৫৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ো বিলাসঃ

তৃতীয়-বিলাসঃ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১॥

অনুবাদ—অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি, যাঁহার অনুগ্রহ হইলে নীচ কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিও সদাচার সমূহের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন ॥ ১ ॥

টীকা—

শ্রীহরিঃ ।

প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জীয়াৎ যৎকৃপয়া ভবেৎ ।
শ্বাপি সিংহস্তৃণং মেরুর্মূর্খো বিদ্বান্ মৃতোঽসুমান্ ॥

নিকৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ সদাচারলিখনে শ্রীভগবতোঽনুকম্পায়াধিকারং সামর্থ্যঞ্চ দ্যোতয়ংস্তং প্রণমতি—বন্দ ইতি । যস্য প্রসাদাদ্ধেতোর্নীচজনোঽপি লিখনাদিদ্বারা সদাচারাণাং প্রবর্ত্তকো ভবতি ; অত্র হেতুঃ —অনন্তমদ্ভুতং চাবিতর্ক্যম্ ঐশ্বর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্, যতো মহাপ্রভুং পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

পুংসো গৃহীতদীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ ।
আচারো লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতি-স্মৃত্যনুসারতঃ ॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করার পর যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করিবেন, আমি শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে তাঁহার করণীয় আচরণ সমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছি ॥ ২ ॥

টীকা—পুংসঃ পুংমাত্রস্যেত্যর্থঃ, শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ ; যদ্যপি স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি ইতি পূর্ব্বং লিখিতং, তথাপি কর্ম্মসু পুংসঃ প্রাধান্যাৎ পুংস ইত্যত্র লিখিতম্ । এবমগ্রে লেখ্যং ব্রাহ্মণমিত্যাদিকমপ্যূহ্যম্ । শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যত ইতি তৎপূজার্থক ইত্যর্থঃ । শ্রুত্যাদ্যনুসারেণ কৃত্যম্ অবশ্যং কর্ত্তুং যোগ্যং যদ্ যৎ কর্ম্ম, শ্রুতিস্মৃত্যনুসারত ইত্যস্য লিখ্যত ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষিতস্য পূজায়া নিত্যতা

আগমে—

লব্ধা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাম্ ।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা ॥৩॥ ইতি ।

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ সেই মন্ত্র দেবতার পূজা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন—আগমে এই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় ।

অথ সদাচারঃ

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যেহেতু সদাচার ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম্ম ফলপ্রদ হয় না, সেইহেতু সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই সদাচারের আবশ্যকতা আছে ॥ ৪ ॥

টীকা—ননু পূজাবিধিরেব লিখ্যতাং, কিমন্যাচারলিখনেনেত্যাশঙ্ক্য প্রথমং সদাচারস্য নিত্যতাং লিখতি—ন কিঞ্চিদিতি । হি নিশ্চয়ে, এতেন শাস্ত্রাদিপ্রমাণং সূচিতম্ ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—বর্ণ এবং আশ্রম অনুযায়ী আচারবান্ পুরুষ পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, এ ছাড়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৫ ॥

টীকা—অন্যঃ সদাচারাদ্বিষ্ণোরারাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ কেবলযোগাভ্যাসাদিঃ তস্য বিষ্ণোস্তোষকারকো ন ভবতি ; অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১।২।৬) 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে' ইতি । ধর্ম্মস্তু সদাচারলক্ষণ এব ॥ ৫ ॥

অথ সদাচারস্য নিত্যতা

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসালর্কসংবাদে—

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসা এবং অলর্ক-সংবাদে বর্ণিত আছে—গৃহস্থব্যক্তি সদাসর্ব্বদা সদাচার পরিপালন করিবে। আচার রহিত জনের ইহলোক বা পরলোকে কোথাও সুখ নাই ॥ ৬ ॥

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সদাচার পরিত্যাগী ব্যক্তি যে কোনও কার্য্যে লিপ্ত হয়—দান যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি সেই ব্যক্তির ইহলোকে কোনও মঙ্গলের কারণ হয় না॥৭॥

ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥৮॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে বর্ণনা করা হইয়াছে—বেদ সকল শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ সহিতও যদি অধ্যয়ন করা যায়, তবুও সদাচার হীন ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারেন না। পাখা জন্মাইলে পর পাখীরা যেরূপ—নীড় বা বাসা পরিত্যাগ করে বেদসকলও সেইরূপ তাহার মরণ সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করেন ॥ ৮ ॥

টীকা—মৃত্যুকালে ত্যজন্তি—পরলোকে কিমপি ফলং ন প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কপালস্থং যথা তোয়ং শ্বদৃতৌ বা যথা পয়ঃ।
দুষ্টং স্যাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শুভম্।
আচাররহিতো রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতি ॥৯॥ ইতি।
লেখ্যোন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেৎস্যতি।
স্মরণাদ্যাত্মকস্যাপি সদাচারস্য নিত্যতা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নর-কপাল অথবা কুক্কুর চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে জল বা দুগ্ধ রাখিলে তাহা যেমন পাত্রদোষে দূষিত হয়, সেই প্রকার সদাচার বিহীন ব্যক্তির শুভ, কর্ম্ম-সমূহও দূষিত হয়। হে রাজন্ কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই আচার বর্জ্জিত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে না ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—লিখিতব্য শ্রীহরি-স্মরণ প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্যতা দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্য প্রতিপালনীয় যেহেতু ভগবৎ স্মরণাদিই সদাচারনিত্য ॥ ১০ ॥

টীকা—বৃত্তং সদাচারঃ, তেন হীনে ; শুভং তীর্থাটনাদি-পুণ্যকর্ম্ম। ননু অন্যৈরপি বিশেষবচনৈঃ স্পষ্টসদাচারস্য নিত্যত্বং লিখ্যতাম, তত্র লিখতি—লেখ্যোনেতি। স্মরণাদীনাং স্মরণমারভ্যাত্র গ্রন্থে লেখ্যানাং নিত্য-পক্ষ-মাসাদি-কৃত্যানাম্ অগ্রে লেখ্যেন নিত্যত্বেনৈব সদাচারস্য, নিত্যতা সেৎস্যত্যেবাপি অতএব অধুনা তত্তদ্বচনলিখনবাহুল্যেনালমিতি ভাবঃ। ননু ভগবৎস্মরণাদেনিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা কথমস্তু ? তত্র লিখতি—স্মরণাদ্যাত্মকস্যেতি, সদাচারস্যৈব তত্তল্লক্ষণত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯-১০ ॥

অথ সদাচার-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব গৃহিধর্ম্মপ্রসঙ্গে—

সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গৃহস্থগণের ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—সদাচার সম্পন্ন পুরুষ ইহলোক ও পরলোক দুইই জয় করেন ॥ ১১ ॥

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা আচার-দোষরহিত তাঁহা-দিগকেই সাধু বলা যায়। 'সৎ' শব্দ—সাধুবাচক ; এই সাধুগণের আচরিত ব্যবহারকেই সদাচার বলা হয় ॥ ১২ ॥

টীকা—সদাচারস্যৈব লক্ষণমাহ—সাধব ইতি ॥১২

কাশীখণ্ডে স্কন্দাগস্ত্য-সংবাদে—

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচার-বিলঙ্ঘিনম্ ।
সালস্যঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে স্কন্দ ও অগস্ত্য-সংবাদে বলা হইয়াছে—অধ্যয়ন বিমুখ সদাচার লঙ্ঘনকারী অলস এবং অপবিত্র অন্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণকে যমরাজ দণ্ড প্রদান করেন ॥ ১৩ ॥ (বাধা—দণ্ড)

টীকা—যদ্যপি কাশীখণ্ডমাধুনিকং কল্পিতং কাব্যমিতি পুরাণতত্ত্ববিৎসু প্রসিদ্ধম্, তথাপি তদাকার-স্কান্দ-বায়ব্য-কৌর্ম্মাদি- প্রতিপাদিত- সদাচার - বিষয়কাণি কানিচিদ্বচনানি স্মৃতিসম্বলিতান্যত্র সংগৃহীতানি ইত্যদোষঃ। অনধ্যয়নশীলমিতি সালস্যমিতি দুরন্নাদমিতি চ দৃষ্টান্তত্বেন হেতুত্বেনৈবোক্তম্; তত্র চ তেষাং হেতু-হেতুমত্তা যথাক্রমমূহ্যা ॥ ১৩ ॥

———

ততোঽভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ ।
তীর্থান্যপ্যভিলষ্যন্তি সদাচারসমাগমম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব দ্বিজাতি ব্যক্তি যত্ন-সহকারে সদাচার অভ্যাস করিবেন। সদাচার পরায়ণ ব্যক্তির সমাগম তীর্থ সকলেরও কাম্য ॥ ১৪ ॥

———

ভবিষ্যোত্তরে চ তত্রৈব—

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ।
সাধুনাঞ্চ যথা বৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—ধর্ম্ম আচার হইতে জাত, সাধুগণ সদাচার পরায়ণ এবং সাধুগণে যেইপ্রকার আচার ব্যবহার তাহাই সদাচার বলিয়া লোক সমাজে কথিত হয় ॥ ১৫ ॥

———

তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদ্গতিমাত্মনঃ ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্ন্ প ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥

অনুবাদ—অতএব যিনি শুভগতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি অবশ্যই সদাচার পালন করিবেন। হে রাজন্! শ্রদ্ধাবান্ অসূয়ারহিত সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্ব সুলক্ষণহীন হইলেও যাবতীয় ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

টীকা—সম্যগুৎকৃষ্ট আচারঃ সমুদাচারঃ সদাচার এব তদ্বান্ ॥ ১৬ ॥

———

কিঞ্চ—

আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ ॥১৭॥

অনুবাদ—সেখানে আরও বলা হইয়াছে—ধর্ম্ম এবং কুল বা বংশের মূল আচার। আচার রহিত ব্যক্তি ধার্ম্মিকও নয় কুলীনও নয় ॥ ১৭ ॥

———

কিঞ্চ—

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—সদাচার হইতে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, উহা কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী, উহা হইতে পরমায়ুঃ বর্দ্ধিত হয় এবং আচার দারিদ্র্য, অপমৃত্যু প্রভৃতি অলক্ষণকে নাশ করিয়া থাকে ॥১৮॥

টীকা—অলক্ষণম্—দারিদ্র্যাদি অপমৃত্যাদি বা ॥১৮

———

আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো
ধর্ম্মার্থকাম-ফলদো ভবিতেহ পুংসাম্ ।
তস্মাৎ সদৈব বিদুষাবহিতেন রাজন্
শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপবর! আচার প্রতিপালন করিলে সেই আচারই ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন-প্রকার পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকে, সুতরাং হে রাজন্! বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রই সতত সতর্ক থাকিয়া অনুদিন শাস্ত্র বিহিত সদাচার পালন করিবেন ॥ ১৯ ॥

টীকা—যথা স্মরণাদীনাং নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা তথা তেষাং মাহাত্ম্যেনাপ্যস্য মাহাত্ম্যং সুসিধ্যেদেবেতি লিখিতন্যায়েন স্পষ্টত্বান্ন লিখিতম্ ॥১৯

———

অথ তত্র নিত্যকৃত্যানি

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নিত্যকৃত্য সমূহ বর্ণিত হইতেছে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিয়া হাত পা ধুইয়া দন্ত মার্জ্জন করিবেন ॥ ২০ ॥

টীকা—সদাচারমেব নিত্য-পক্ষ-মাসাদি কৃত্যেন গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্তং লিখন্ আদৌ অত্র নিত্যকৃত্যানি লিখতি—ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ সমুত্থায়, দন্তানাং ধাবনং শোধনং, তচ্চ কদাচিদ্বিহিতকাষ্ঠৈঃ কদাচিত্তৃণাদিভিশ্চ। তত্তু পূজানিরতানাং শ্রীভগবৎপ্রবোধনাদ্যর্থং তদগ্রে গমিষ্যতাং ততঃ প্রাগধূনৈব যুক্তম্। যত উক্তং শ্রীবরাহেণ—'দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্ত মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেনৈবৈকেন নশ্যতি ॥' ইতি। তত্র চ দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বেতি দন্তানশোধয়িত্বেতি জ্ঞেয়ং, প্রতিপদাদিষু দন্তকাষ্ঠনিষেধাৎ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে বিস্তরতো ব্যক্তো ভাবী ॥ ২০ ॥

আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ।
পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তারপর আচমন করিয়া রাত্রিবাস পরিবর্ত্তন করিয়া বক্ষ্যমান নিয়মে দ্বিতীয়বার আচমন করিবেন ॥ ২১ ॥

টীকা—রাত্রেঃ—রাত্রৌ পরিহিতমিত্যর্থঃ; অন্যেৎ শুদ্ধবসনম্; আচমনে আচমনদ্বয়ম্; তথা চোক্তম্—'শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলম্। প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেৎ ॥' ইতি। ননু দন্তধাবনাদিকমত্র কথ্যতাং, তত্র লিখতি—অগ্রতস্তন্মুখ্যপ্রকরণে লেখ্যেন বিধিনেতি। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকৃত্যলিখনপ্রকরণে প্রাতঃস্মরণ-কীর্ত্তনাদি-মুখ্যকর্ম্ম-পরিত্যাগেনোত্থানমাত্রলিখনানন্তরং দন্তধাবনাদিবিধিবিস্তারলেখো ন যুক্তঃ, অতোঽগ্রে লেখ্যঃ ॥২১॥

অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাত্বা গুরোঃ পদৌ।
স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥২২॥

অনুবাদ—তারপর পরমাশুদ্ধিলাভের আশায় স্বীয় মস্তকে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান ও তাঁহার স্তবপাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও স্মরণপূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবেন। ২২ ॥

টীকা—পরমামুৎকৃষ্টাং বহিরন্তর্বিশোধনাৎ; শ্রীগুরুপদধ্যানে চাগমোক্তোঽয়ং বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ—'ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে। শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরম্। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্ ॥' ইতি। গুরোঃ পাদাবেব স্তুত্বা তস্য উৎকর্ষমুৎকীর্ত্ত্য পশ্চান্নিজেষ্টদৈবতং কৃষ্ণং কীর্ত্তয়ন্ স্মরংশ্চ লেখ্যং জয়তীত্যাদিকং পঠেৎ। যদ্যপি স্মরণস্য মনঃসংযোগলক্ষণত্বাদাদৌ স্মরণে সত্যেব পশ্চাৎ কীর্ত্তনং, তথাপ্যত্র কীর্ত্তনস্য মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ স্মরণস্য পশ্চান্নির্দ্দেশঃ। পূর্ব্বং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তন্নামোচ্চারণমেব, অধুনা তু শুদ্ধানন্তরং শ্রীভাগবতাদিশ্লোকপাঠেন রূপলীলাদিবিশেষণেন কীর্ত্তনমিতি বিশেষঃ। শতৃঙ্দ্বয়স্য তদুদীরণমেব তৎকীর্ত্তন-স্মরণাত্মকমিত্যর্থঃ। যদ্বা, দ্বয়মপি হেতৌ কীর্ত্তয়িতুং স্মর্ত্তুঞ্চেতি তথৈবার্থঃ; ততশ্চ কীর্ত্তনেনৈব স্মরণবিশেষোৎপত্তেঃ, স্মরংশ্চেতি পশ্চাল্লিখিতম্ ॥ ২২ ॥

অথ প্রাতঃস্মরণ-কীর্ত্তনে

(শ্রীভা ১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যিনি অন্তর্য্যামীরূপে সকলজীবে অবস্থিত, দেবকীগর্ভে জন্ম এই প্রকার যাঁ'র প্রচার, যদুবংশীয়গণ যাঁ'র সভা সেবকরূপে—বর্ত্তমান, যিনি বাহুবলে অধর্ম্মনাশ করিয়াছেন, যিনি বৃন্দাবনে অবস্থিত স্থির-চর প্রাণী তরু গবাদিরও সংসার ক্লেশ—দূর করেন এবং যিনি সুন্দর সুস্মিত আননদ্বারা

ব্রজবনিতাদিগের এবং পুরবনিতাগণের প্রীতি বৰ্দ্ধিত করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ২৩ ॥

টীকা—জয়তি সর্ব্বোত্তমতয়া বর্ত্ততে শ্রীকৃষ্ণঃ, জনেষু নিবসতি অন্তর্য্যামিতয়েতি তথা সঃ, অতো দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ, যদুবরাঃ পরিষৎ সভা-সেবকরূপাঃ যস্য সঃ, ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি দোর্ভিরধর্ম্মং নিরস্যন্ ক্ষিপন্, স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষয়া বৃন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা, তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যনপেক্ষয়া ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং বৰ্দ্ধয়ন্, কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তং, ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। অথবা, 'শ্রীধরস্বামিপাদানাং ব্যাখ্যাতোঽধিকমত্র যৎ। কিঞ্চিল্লিখামি তত্তৈস্তু ক্ষন্তব্যং গুরবো হি তে ॥' শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; তদেব প্রতিপাদয়তি—জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়ঃ; যদ্বা জনেষু নিজভক্তেষু নিতরাং প্রাকট্যেন বাসো যস্য; অতএব ভক্তবাৎসল্যেন দেবক্যাং জন্ম আবির্ভাবঃ বাদশ্চ ভাষণং তদাশ্বাসনাদ্যর্থং তাদৃশনিজভক্তেষু জন্মকারণাদিকথনরূপো যস্য তথা; যদুবরস্য যাদবরাজস্য কংসপিতুরপি উগ্রসেনস্য; যদ্বা, যদূনাং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব যাদবানাং বরা দিব্যা সভা সুধর্ম্মাখ্যা যস্মাৎ। তথা জন্মমাত্রেণৈবাপনীতমপি অধর্ম্মং নিজভক্তবিনোদার্থং স্বৈঃ সৌন্দর্য্যাদিনা অসাধারণৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মহেতুদৈত্যাদিবধেন বিনাশয়ন্, দোর্ভিরিতি বহুত্বং ভারতাদ্যুক্তানুসারেণ ভারতযুদ্ধাদৌ চতুর্ভুজানাং, তথা হরিবংশোক্তানুসারেণ বাণযুদ্ধাদাবষ্টভুজানাং চ প্রকটনাৎ। যদ্বা, দোর্ভিরিব দোর্ভিঃ ভক্তবাৎসল্যেন সাহায্যকল্পিতৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা, ক্ষত্রিয়াণাং ভগবতো বাহুজত্বাৎ বলাধিক্যাদ্যপেক্ষয়া কার্যকারণাভেদেন দোর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ৈরিত্যুক্তং, তত্রাপি স্বৈর্নিজৈঃ যাদবপাণ্ডবাদিভিঃ; স্থিরাণাং চরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামপি তদানীন্তনানাং জীবানাং সংসারদুঃখহন্তা। ব্রজপুরবনিতানাং, যদ্বা, ব্রজ এব পুরং বিচিত্রবিলাসবৈদগ্ধীবিষয়ত্বাৎ তদ্বনিতানাম্; কামেষু দেবঃ শ্রেষ্ঠস্তদেকনিষ্ঠত্বাৎ পরমপ্রেমপরিণতিরূপকামবিশেষাঞ্চ তং বৰ্দ্ধয়ন্, তচ্চ নিজেন সুস্মিতেন শ্রীমুখেনৈব। এবং তেনৈব পরমমোহনসৌন্দর্য্যাদিনা তাদৃশকামবৰ্দ্ধনান্মোক্ষানন্দেঽপি সামান্যভজনানন্দেঽপি চ পরমনৈরপেক্ষ্যাদ্যুক্তমেব তৎ কামস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্। বৰ্দ্ধয়ন্নিতি বর্ত্তমানত্বেন তাদৃশকামস্য পরমপ্রেমপরিণামলক্ষণতয়া প্রেম্নশ্চাতৃপ্তিস্বভাবকতয়া পরিচ্ছেদাভাবো দর্শিতঃ। এবং দশমস্কন্ধশেষে নিখিল-লীলাকথনান্তে তথোক্ত্যা সর্ব্বদৈব তাভিঃ সহ সংযোগঃ সূচিতঃ কিঞ্চ, শতৃঙন্তপদস্যাবশ্যকক্রিয়াপদসহিতান্বয়েন তাসাং তাদৃশকামবৰ্দ্ধনেনৈব, জয়তীতি—পরমমোৎকর্ষতাভিপ্রেতা। এবং তদর্থমেব দেবক্যাং জন্মাদিকমিত্যেবং সর্ব্বমবতারপ্রয়োজনং তত্রৈব পর্য্যবস্যতীতি দিক্। 'মঙ্গলায়াস্য পদ্যস্য পাঠ্য-মানস্য সর্ব্বতঃ। বিস্তার্য্য লিখিতোঽত্রার্থো লেখোঽগ্রে যো হি দুর্গমঃ ॥ ২৩ ॥

———

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥২৪॥

অনুবাদ—যাঁহাকে স্মরণ করিলে সর্ব্ববিধ-কল্যাণপাত্র হওয়া যায়, সেই জন্মরহিত সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি ॥ ২৪ ॥

টীকা—এবং মঙ্গলাচর্য্য সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধয়ে ভগবদেকশরণো ভবেদিত্যাশয়েন লিখতি—স্মৃত ইতি। যত্র যস্মিন্ হরৌ ॥ ২৪ ॥

———

বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রম্।
পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং ব্রহ্ম
প্রপদ্যে নবনীতচৌরম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিবাক্যের অগম্য পরব্রহ্ম হইয়াও পবিত্র হইয়াও বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীদিগের নখ-দন্ত-ক্ষতাদিদ্বারা সর্ব্বগাত্রে চিহ্নযুক্ত, নবনীতচৌর সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি ॥ ২৫ ॥

টীকা—কৌশিকীবৃত্তিগানাদ্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতঃকালীন-রূপ-লীলাদি-স্মরণকীর্ত্তনার্থং লিখতি—বিদগ্ধেতি। পবিত্রমপি বেদবাক্যাগোচরং, পরব্রহ্মাপি বিদগ্ধানাং গোপরমণীনাং সম্ভোগস্য চিহ্নৈ-

র্নখক্ষতাদিভিরঙ্কিতানি সর্ব্বগাত্রাণি যস্য তং প্রপদ্যে। নবনীতস্য প্রাতর্দধিমন্থনোত্থিতস্য, চৌরং চৌর্য্যেণ ভক্ষয়ন্তমিত্যর্থঃ ; তথা চ তচ্চিহ্নাঙ্কিতমপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

দশমস্কন্ধে (৪৬।৪৬)—
উদ্‌গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে ৪৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণগান তৎপর ব্রজ-গোপিকাগণের কণ্ঠস্বর, দধিমন্থন হইতে উত্থিত শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গগন মণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। সেই শব্দদ্বারা দিক্‌সমূহের জীবসকলের অশুভ নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

টীকা—এবং সাক্ষাদ্ভগবতঃ কীর্ত্তনস্মরণে লিখিত্বা প্রিয়জনপ্রেমদ্বারাপি কীর্ত্তনস্মরণবিশেষং লিখতি—উদ্‌গায়তীনামিতি। দিশাং দশদিক্‌স্থানাং জীবানাম্ অমঙ্গলম্ ঐহিকামুষ্মিকমখিলমভদ্রম্ ; যদ্বা, অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপং মঙ্গলং, কিংবা, ন বিদ্যতে মঙ্গলং যস্মাৎ তদমঙ্গলম্ অনুত্তমাদিবৎ পরমমঙ্গলমিত্যর্থঃ। তচ্চ মুখ্যবৃত্ত্যা শ্রীভগবৎপ্রেমৈব, যৎ যেন ধ্বনিনা দিশঃ প্রতি নিতরাং রস্যতে আস্বাদং কার্য্যতঃ ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

পঠেৎ পুনশ্চ সাধূনাং সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
চতুঃশ্লোকীমিমাং সর্ব্বদোষশান্ত্যৈ শুভাপ্তয়ে ॥২৭॥

অনুবাদ—সাধুগণের সম্প্রদায় অনুসারে সর্ব্ব-প্রকার দোষ শান্তির নিমিত্ত এবং শুভফললাভের জন্য পুনরায় এই শ্লোক চতুষ্টয় পাঠ করিবে ॥ ২৭ ॥

টীকা—যদ্যপি লেখ্যশ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীগোপাল-দেবস্য কীর্ত্তনস্মরণবিশেষো নাস্তি, তথাপি বহুল-শিষ্টাচারাপেক্ষয়া তৎ পঠিতব্যমিতি লিখতি—পঠে-দিতি। সর্ব্বেষাং দুঃস্বপ্নাদিদোষাণাং শান্তয়ে—ইত্যেষাং শ্লোকানাং প্রায়ো গজেন্দ্রমোক্ষাখ্যানপরতয়া দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয় ইত্যাদি তত্রত্যোক্ত্যভিপ্রায়েণ ॥২৭॥

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতি-মহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূত-বরবারণমুক্তিহেতুং
চক্রায়ুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আমি ভবভয়রূপ মহারোগের উপ-শমের নিমিত্ত গরুড়বাহন পদ্মনাভ কুম্ভীর দ্বারা অভিভূত গজরাজের মুক্তির কারণস্বরূপ, চক্ররূপ অস্ত্রধারী নবীন কমলদল লোচন শ্রীনারায়ণকে প্রাতঃ কালে স্মরণ করি ॥ ২৮ ॥

প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না,
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য
পারায়ণপ্রবণ-বিপ্রপরায়ণস্য ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যিনি বেদাধ্যয়ন পরায়ণ ব্রাহ্মণের এক মাত্র আশ্রয়, আমি প্রাতঃকালে মন, বাক্য ও মস্তক দ্বারা সেই নরকার্ণবতারণ পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

টীকা—পারায়ণং বেদাধ্যয়নসাকল্যং তস্মিন্ প্রবণস্তৎপর ইত্যর্থঃ। যদ্বা, পারায়ণেন প্রবণঃ প্রণতো যো বিপ্রস্তস্য পরং পরমম্ অয়নমাশ্রয়স্তস্য ॥ ২৯ ॥

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং,
প্রাক্ সর্ব্বজন্মকৃত-পাপভয়াবহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রিগজেন্দ্রঘোর-
শোকপ্রণাশমকরোদ্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—কুম্ভীর মুখে পদ পতিত হওয়ায় গজ-রাজ দারুণ শোকে অভিভূত হইলে যিনি শঙ্খ-চক্র ধারণ পূর্ব্বক গজরাজের শোক দূর করিয়াছিলেন, আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত নিখিল পাপ ভয় বিনাশের নিমিত্ত ভজন কারিগণের সেই অভয় দান-দানকারী শ্রীভগবানকে ভজনা করি ॥ ৩০ ॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ।
লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ ॥৩১॥ ইতি।

অনুবাদ—প্রত্যহ প্রভাত কালে যিনি এই তিনটি শ্লোক পাঠ করেন, ত্রিলোকের গুরু শ্রীহরি তাঁহাকে আত্মপদ প্রদান করেন ॥ ৩১ ॥

টীকা—ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণে এব সর্ব্বতীর্থাভিষেক ইত্যত্র প্রমাণং লিখতি—সকৃদিতি। কল্পশতত্রয়মিত্যস্য নিত্যে তাৎপর্য্যং সদৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

———

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ।
কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কোন কোন স্থলে ব্যবহারানুযায়ী পূর্ব্বে উল্লিখিত তথ্য পুনরায় লিখিত হইল, সাধক কিন্তু নিজের অভীষ্ট অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের রূপলীলা প্রভৃতির ভাবনা করিবেন ॥ ৩২ ॥

———

ইত্থং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণাদিকম্।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন এবং নাম স্মরণাদি করিবে তাহা হইলেই সর্ব্বতীর্থাভিষেকের ফল, বহিঃশুদ্ধি এবং অন্তঃশুদ্ধি হইবে ॥ ৩৩ ॥

———

তথা চ স্কান্দে স্কন্দং প্রতি শ্রীশিবোক্তৌ—
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ম্।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে-কার্ত্তিকেয়ের প্রতি শ্রীশিবোক্তি—হে পুত্র। তিনশত কল্প সতত গঙ্গা আদি সমগ্র তীর্থে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়। 'নারায়ণ' এই শব্দ একবার উচ্চারণ দ্বারা মানুষ সেই ফল পাইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

———

অন্যত্র চ—
শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনম্।
কীর্ত্তনাত্তস্য পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ ॥৩৫॥ ইতি।

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে যে—যিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করেন, সেই কীর্ত্তন প্রভাবেই তাহার পাপসমূহ নিঃশেষে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

টীকা—কথং বহিরন্তর্বিশোধনম্? তল্লিখতি—শয়নাদিতি। কীর্ত্তনাৎ কেবলাদেব ॥ ৩৫ ॥

———

মাহাত্ম্যং কীর্ত্তনস্যাগ্রে লেখ্যং মুখ্যপ্রসঙ্গতঃ।
স্মরণস্য তু মাহাত্ম্যমধুনা লিখ্যতে কিয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মুখ্য প্রসঙ্গ হওয়ায় কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য অগ্রে লিখিত হইবে এখন স্মরণের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

টীকা—মুখ্যে প্রসঙ্গে ইতি কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যেন প্রসঙ্গে সতি লেখ্যম্, অধুনা চান্যসঙ্গত্যা গৌণত্বাৎ লিখিতুমযোগ্যমিত্যর্থঃ, এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

———

তত্রাদৌ তস্য নিত্যতা

পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ শ্রীহরিস্মরণের নিত্যতা—পাদ্মে বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে বলিতেছেন—সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ কর্ত্তব্য, কখনও বিস্মৃত হইবে না, শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ববিধ বিধি ও নিষেধ এই বিষ্ণুস্মরণ ও বিস্মরণের অনুগ্রহ ॥ ৩৭ ॥

টীকা—জাতুচিৎ কদাচিদপি ন বিস্মর্ত্তব্যঃ। এতয়োঃ স্মরণ-বিস্মরণয়োরেব কিঙ্করাঃ অনুগাঃ; স্মৃতৌ সর্ব্বে বিধয়স্তৎকৃতপুণ্যানি, বিস্মৃতৌ চ সর্ব্বে নিষেধাস্তৎকৃতপাপানি, স্বয়মেবানুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭॥

———

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমদগস্ত্যোক্তৌ—
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥ ৩৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ অগস্ত্য মুনির উক্তি—যে মুহূর্ত্ত বা ক্ষণ শ্রীবাসুদেবের চিন্তায় অতিবাহিত না হয় তাহাই ক্ষতি, তাহাই

মহৎ ছিদ্র, তাহাই অন্ধতা, জড়তা এবং মূর্খতা স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥ (ছিদ্র—অনর্থ)

কাশীখণ্ডে চ শ্রীধ্রুবচরিতে—

ইয়মেব পরা হানিরুপসর্গোঽয়মেব চ।
অভাগ্যং পরমং চৈতদ্বাসুদেবং ন যৎ স্মরেৎ ॥৩৯॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে ধ্রুবমহারাজের চরিত্রবর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—বাসুদেবকে স্মরণ না করিলে তাহাই বিশেষ হানি, তাহাই উপসর্গ, তাহাই বিশেষ অভাগ্য স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

যে মুহূর্ত্তাঃ ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ।
ঋতে বিষ্ণুস্মৃতের্যাতা-
স্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ ॥ ৪০ ॥ ইতি।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ব্যতীত যে সমস্ত মুহূর্ত্ত, যে সমস্ত ক্ষণ, যে সকল কাষ্ঠা এবং যে সমস্ত নিমেষ অতীত হয়, বিষ্ণুস্মরণ রহিত জন সেই সকল মুহূর্ত্তাদিতেই যমদ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ (কাষ্ঠা=১৮ নিমেষ)

টীকা—ঋতে বিষ্ণুস্মৃতেবিষ্ণুস্মরণং বিনা, যস্য জনস্য, যাতা অপগতাঃ তেষু মুহূর্ত্তাদিষু মুষ্টো বঞ্চিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

নিত্যত্বেঽপ্যস্য মাহাত্ম্যং বিচিত্রফলদানতঃ।
জ্ঞেয়ং শাস্ত্রোদিতং দর্শপৌর্ণমাসাদিবদ্বুধৈঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—দর্শপৌর্ণমাস এবং অগ্নি-হোত্রাদিবৎ বিষ্ণুস্মরণের নিত্যত্ব হইলেও নানাপ্রকার ফলদান হেতু বুধগণ শাস্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

টীকা—ননু শাস্ত্রেষু স্মরণস্য তত্তৎফলশ্রবণাৎ কথং নিত্যত্বং সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যত্বেঽপীতি। অস্য স্মরণস্য শাস্ত্রোদিতং বিচিত্রফলদানতো মাহাত্ম্যং দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ ; আদি-শব্দাদগ্নিহোত্রাদি, যথা তেষাং নিত্যত্বেঽপি সতি ফলানি শ্রূয়ন্তে, তথাত্রাপি বুধৈঃ শাস্ত্রবিদ্ভির্জ্ঞেয়ম্ ; এতচ্চ মীমাংসাশাস্ত্র-নিপুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিরেকাদশীপ্রসঙ্গে বিবৃত্য লিখিতমস্তীতি নাত্র বিস্তার্য্যতে। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যমিতি ॥ ৪১ ॥

অথ স্মরণমাহাত্ম্যম্

(তত্র সর্ব্বতীর্থস্নানাধিকত্বম্)

উক্তঞ্চ স্মার্ত্তৈরপি—

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্ ॥৪২॥
শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজসানিলম্ ॥ ৪৩ ॥
আতপে সতি যা বৃষ্টির্দিব্যং স্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণোর্মানসং
তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ স্মরণের সর্ব্বতীর্থ স্নানাধিকত্ব যথা—স্মার্ত্তগণও বলিয়াছেন যে, মন্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস স্নান এই সাত প্রকার বলিয়া কথিত। 'শন্ন আপঃ' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্নানকে মন্ত্রে স্নান, মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া স্নানকে পার্থিব স্নান, ভস্মদ্বারা স্নানকে আগ্নেয়স্নান গোধূলিদ্বারা স্নানকে বায়ব্য স্নান ও রৌদ্র বিদ্যমানে বৃষ্টি হইলে তাহাতে স্নানকে দিব্য-স্নান। নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে স্নানকে বুধগণ বারুণস্নান বলেন। মনে মনে যে বিষ্ণুধ্যান তাহাকেই মানসস্নান বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪২-৪৪ ॥

টীকা—স্মার্ত্তৈরপীতি—ভগবদ্ভক্তিপরৈরুচ্যত এব স্মৃত্যুক্তকর্ম্মপরৈরপ্যুক্তমিত্যর্থঃ। শং ন আপস্ত্বিতি মন্ত্রাদ্যবর্ণাঃ, ইদমপি স্মার্ত্তানামেব মতং, বৈষ্ণবানান্তু মূলমন্ত্রাদিনৈব। মৃদঃ মৃত্তিকায়া আলম্ভঃ স্পর্শনং যস্মিন্ তৎ, মনসা ধ্যানমিতি কেবলমনঃসংযোগ-মাত্ররূপং স্মরণং লক্ষ্যতে, ধ্যানমিত্যুক্তেঽপি মনসেতি প্রয়োগাৎ ॥ ৪২-৪৪ ॥

কিঞ্চ—

অসামর্থ্যেন কায়স্য কালদেশাদ্যপেক্ষয়া।
তুল্যফলানি সর্ব্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ ॥ ৪৫ ॥

স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদ্যৈঃ পরমং স্মৃতম্ ।
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পরাশর মুনি বলিয়াছেন—শরীর যদি অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দেশ, কাল ও অধিকারীর অপেক্ষা না করিয়া সকল প্রকার স্নানেরই সমান ফল হইয়া থাকে। মনু প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, স্নান দ্বারা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণ মুক্তিলাভ করেন, সেইমানস স্নানই সকল প্রকার স্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকা—ন চৈতেষু ব্যাপারতারতম্যাদিনা তারতম্যং জ্ঞেয়মিতি লিখতি—অসামর্থ্যেনেতি, কালাদ্যপেক্ষয়া চ ; আদিশব্দেন অধিকারী গ্রাহ্যঃ ; কিঞ্চ, স্নানানামিতি দ্বিজা ইতি—তেষামেব স্নানাদৌ মুখ্যত্বাৎ ; হে দ্বিজা ইতি বা ॥ ৪৫-৪৬ ॥

(পরমশোধকত্বম্)

গারুড়ে শ্রীনারদোক্তৌ, বিষ্ণুধর্ম্মে চ পুলস্ত্যোক্তৌ—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥৪৭

অনুবাদ—এখন মানস স্নানের পরম শোধকত্ব বলা হইতেছে—গরুড় পুরাণে শ্রীনারদের উক্তিতে এবং বিষ্ণুধর্ম্মে পুলস্ত্য ঋষির উক্তিতে আছে—অপবিত্র অথবা পবিত্র কিংবা সকল প্রকার অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিলে স্মরণ কারীর বাহ্য এবং অভ্যন্তর শুদ্ধ হয় ॥ ৪৭ ॥

টীকা—স বাহ্যাভ্যন্তর ইতি—বাহ্যেন শরীরাদিনা আভ্যন্তরেণ চ মনআদিনা সহ শুদ্ধোঽভূদিত্যর্থঃ ॥৪৭

যদ্যপ্যুপহতঃ পাপৈর্ম্মনসাত্যন্তদুস্তরৈঃ ।
তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ ॥৪৮

অনুবাদ—মনেও গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এরূপ রাশিকৃত পাপসমূহদ্বারা দূষিত হইয়াও বিষ্ণুস্মরণ করিলে বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—মনসাঽপি অত্যন্তদুস্তরৈঃ, অনন্তত্বাৎ গণয়িতুমশক্যৈঃ, কিং পুনর্ব্বাচেত্যর্থঃ ; যদ্বা, মনঃসঙ্কল্পিতেনাপি প্রায়শ্চিত্তশতেন পরমাপরিহার্য্যৈঃ, কিং পুনঃ সাক্ষাৎপ্রায়শ্চিত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেনেত্যর্থঃ, তস্য দুষ্করত্বাৎ ; যদ্বা, মনসা সংস্মরন্ ইত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ মনসেতি কেবলং মনসি কথঞ্চিৎ সংযোগমাত্রমভিপ্রেতম্ ॥ ৪৮ ॥

(পাপোন্মূলনত্বম্)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মরণ দ্বারা পাপের উন্মূলনত্ব বর্ণিত হইয়াছে— বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে সকলপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা, দান, জপ এবং ব্রত প্রভৃতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণই সর্ব্বপ্রধান ॥ ৪৯ ॥

টীকা—তপাংসি কৃচ্ছ্রাদীনি, কর্ম্মানি দানজপাদীনি তদাত্মকানি, তেষাং মধ্যে তেভ্যো বা পরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৪৯ ॥

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—পাপ আচরণ করিবার পর যাহার অনুতাপ জন্মে তাহার পক্ষে একমাত্র শ্রীহরিস্মরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৫০ ॥

টীকা—শ্রেষ্ঠত্বমেবাহ—কৃত ইতি। প্রকর্ষেণ জায়তে, তস্যৈব মন্বাদ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিত্তদনুরূপং প্রায়শ্চিত্তং, তদননুতপ্তস্য তেষ্বনধিকারাৎ ; হরিস্মরণন্তু পরম্ অনুতাপানপেক্ষয়াপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ 'অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে' ইতি, 'হরির্হরতি পাপানি' ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ—

কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্ ।
প্রযাতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃদ্‌যত্রানুসংস্মৃতে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে একবার স্মরণ করিলেই মানবগণের নরক-যন্ত্রণা-প্রদ অতিঘোর কলিকল্মষ তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৫১

টীকা—অধুনা পরমদুষ্পরিহর-কলিমহাপাতকস্যাপি নাশকমিত্যাহ—কলীতি। সদ্যস্তৎকালীনমেব কলিসুদুস্তরম্। যদ্বা, যত্র যস্মিন্ হরৌ, অনুকরণেনাপি সংস্মৃতে সতি, অনুকরণেনাপি স্মৃতেঃ, সম্যক্ত্বাভিপ্রায়েণ সং-শব্দঃ ॥ ৫১ ॥

———

কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ—

যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুম্।
তেষাং নশ্যতি তৎপাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ৫২

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কলিকালে যে সকল মনুষ্য প্রভু স্বরূপ আমাকে স্মরণ করেন, পুরুষোত্তম আমাতে ভক্তিমান্, সেই জনগণের কলিকালের সুদুস্তর পাপ সদ্যঃই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥ ৫২ ॥

টীকা—তস্য কলেরপি পাপম্, যতস্তেন স্মরণেনৈব, পুরুষোত্তমে ময়ি, ভক্তানাং ভক্তিমতাং সতাম্ ॥ ৫২ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে শুক্রবলি-সংবাদে—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥৫৩॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে-শুক্রবলি-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা স্মৃত হইয়াও শ্রীহরি তাহাদিগের পাপসমূহ হরণ করেন, যেমন অনিচ্ছাদ্বারাও সংস্পৃষ্ট অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

———

তত্রৈব প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গান্তে—

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
স বৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গের শেষে বলা হইয়াছে—মহাপাতক যুক্ত হউক অথবা সর্ব্বপাতকযুক্ত হউক, যাঁহার ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে মন আবিষ্ট হইয়াছে তিনি তৎক্ষণাৎ পাতক হইতে মুক্ত হন ॥ ৫৪ ॥

———

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষঃ ক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥৫৫

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—কর্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্য দ্বারা যে সমস্ত পাপ সঞ্চিত হয়, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ দ্বারা সেই সকল পাতকও ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

———

অতএবোক্তং স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরেণ—

যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা।
স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্যঃ স্মরেদ্‌গরুড়ধ্বজম্ ॥৫৬

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে পরাশর বলিয়াছেন—গরুড় বাহন শ্রীহরিকে যিনি স্মরণ করেন, তাঁহাকে স্বপ্নেও মহাভয়ঙ্কর যমমার্গ, নরকসমূহ এবং ধর্ম্মরাজ যমকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ৫৬ ॥

টীকা—'স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেৎ' ইতি পাপানুৎপত্তেঃ, কথঞ্চিৎ জাতস্যাপি সংক্ষয়াদ্বা ॥ ৫৬ ॥

———

ষষ্ঠস্কন্ধে (১।১৯) শ্রীশুকেন—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে, ভগবদ্-গুণাদিতে যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহারা স্বীয় মনকে একবার মাত্র যদি নিবেশিত করেন তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না। যেহেতু শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মনোনিবেশ দ্বারাই তাঁহাদের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

টীকা—সকৃদপি, এবম্ অপি-শব্দস্য সর্ব্বত্রান্বয়াদয়মর্থঃ—কিং পুনঃ সদা, কিং পুনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, কিং পুনঃ সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদৌ, কিং পুনঃ স্বতো নিবিষ্টং, কিং পুনস্তদ্রূপ-নামানুরাগীতি। কারুণ্যাদিনা গুণরাগিত্বেনোপকারাপেক্ষয়া সোপাধিকত্বাপত্তে-

ত্বস্য ন্যূনতয়া কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধিঃ। তথা যৈরপি কৈশ্চিৎ ইহাপি যত্র কুত্রচিদিতি; তথা কুতো যাম্যা যাতনাঃ, কুতশ্চ বন্ধনার্থানীতপাশান্, কুতশ্চ নির্বলান্ যমদূতানিতি; তথা কুতঃ সাক্ষাত্তন্ময়তর্জ্জনাদিকমনুভবেয়ুরিতি; যতঃ চীর্ণনিষ্কৃতাঃ তেনৈব কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ; এবং যথা কথঞ্চিৎ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ সর্ব্বেষামেব নরকাদ্যভাবোঽভিপ্রেতঃ; ইত্থঞ্চ বিষ্ণুপরং মনঃ ইত্যত্র বিষ্ণ্বাশ্রয়ং কথঞ্চিৎ তৎসমীপগমিতি জ্ঞেয়ম্। তথাহরিসংস্মরণমিত্যাদৌ সংশব্দাদিকং ভগবৎস্মরণস্য সর্ব্বস্মরণতঃ সম্যক্‌তয়া স্বরূপনির্দ্দেশমাত্রপরং, ন তু বিশেষণপরমিতি দিক্। যদ্যপি পরমশোধকত্বপাপোন্মূলনত্বয়োরভেদ এব পর্য্যবস্যতি, তথাপি পরমশোধকত্বস্য তাৎকালিকপাপাদ্যশুদ্ধিতো বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রতামাত্র-লক্ষণত্বেন পাপোন্মূলনত্বস্য চানেকজন্মকৃতবাসনাশেষপাপক্ষপণরূপতয়া কশ্চিদ্ভেদঃ কল্প্যঃ; এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্বম্

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদোক্তৌ—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদ মহারাজের উক্তিতে জানা যায় যে হস্তিগণের দন্ত বজ্রের অগ্রভাগ অপেক্ষাও কঠিন, সেগুলিও যখন বিদীর্ণ হইল, তখন বুঝিতে হইবে ইহা আমার বল নহে, মহাবিপদ্‌পাতের বিনাশকারী জনার্দ্দনের স্মরণ প্রভাবেই ইহা ঘটিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

বামনপুরাণে চ—

বিষ্টয়ো ব্যতিপাতাশ্চ যেঽন্যে দুর্নীতিসম্ভবাঃ।
তে সর্ব্বে স্মরণাদ্বিষ্ণোর্নাশমায়ান্ত্যুপদ্রবাঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবামনপুরাণে বর্ণিত আছে যে বিষ্টি, ব্যতীপাত এবং অন্যান্য দুর্নীতিজাত উপদ্রব সবকিছুই শ্রীবিষ্ণুস্মরণ দ্বারাই নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতিস্তুতৌ—

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো ন চ দুর্গতিঃ।
ন রোগো ন চ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতি তাঁহার স্তবে বলিতেছেন—যাঁহার স্মরণ মাত্রে মোহ নাশ প্রাপ্ত হয়, দুর্গতি অপগত হয়, রোগ এবং দুঃখও পলাইয়া যায়, আমি সেই অনন্তকে প্রণাম করি ॥৬০॥

দুর্ব্বাসনোন্মূলনত্বম্

দ্বাদশস্কন্ধে (৩।৪৭)—

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দৌর্বর্ণ্যং হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সুবর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া অগ্নি যেরূপ সুবর্ণের সহিত মিশ্রিত তাম্রাদি ধাতু জাত মালিন্য ধ্বংস করে, সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণু আত্মগত হইয়া যোগিগণের অশুভ সমূহ নাশ করেন ॥ ৬১ ॥

টীকা—ধাতুজং তাম্রাদিসংশ্লেষজাতং, হেম্নো দৌর্বর্ণ্যং মালিন্যং হেম্নি স্থিতঃ সন্ বহ্নিরেব হরতি, এবং যোগিনামপি সতাম্ আত্মগতো মনসি প্রাপ্তঃ স্মৃতঃ সন্, বিষ্ণুরেব, ন তু যোগাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বম্

পাণ্ডবগীতায়াম্—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডবগীতায় বলা হইয়াছে যে—যাঁহাদিগের হৃদয়ে ইন্দীবর শ্যাম জনার্দ্দন অবস্থান করেন তাঁহাদের সর্ব্বত্রই লাভ এবং সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের জয়। তাঁহাদের পরাজয় কোথায়? ৬২॥

সর্ব্বসৎকর্ম্ম ফলপ্রদত্বম্

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গেঽগস্ত্যোক্তৌ—

দেবেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু তীর্থেষু ব্রতেষু চৈব।
ইষ্টেষু পূর্ত্তেষু চ যৎ প্রদিষ্টং
নৃণাং স্মৃতে তৎফলমচ্যুতে চ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীঅগস্ত্যের উক্তিতে জানা যায়, দানে, ব্রতে, তপস্যায়, তীর্থ ও যজ্ঞবিষয়ে ইষ্ট কর্ম্মে এবং পূর্ত্তকর্ম্মে মানবগণের জন্য যে সমস্ত বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একমাত্র শ্রীভগবৎ-স্মরণের দ্বারাই সেই সকলের ফল লভ্য হয়॥ ৬৩॥

কর্ম্মসাদ্গুণ্যকারিত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে—

ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্।
হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে—কলিযুগে বেদে উক্ত কর্ম্ম সকলের অবশ্য ন্যূনতা ও আধিক্য হয় এই বিষয়ে শ্রীহরিস্মরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক ॥ ৬৪ ॥

টীকা—সিদ্ধেতি—স্বভাবতোঽবশ্যং স্যাদবেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

স্মৃতৌ চ—

প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ ॥৬৫॥

অনুবাদ—স্মৃতি শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—যজ্ঞ-ক্রিয়ার কর্ম্ম কর্ত্তৃগণে অনবধানতা বশতঃ যে কর্ম্মাঙ্গ-হানি হয় তাহা বিষ্ণুস্মরণ হইতেই সম্পূর্ণ হয় ॥৬৫॥

সর্ব্বকর্ম্মাধিকত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে—

তুলাপুরুষদানানাং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ।
ফলং বিষ্ণোঃ স্মৃতিসমং ন জাতু দ্বিজসত্তম ॥ ৬৬॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুলাপুরুষদান, রাজসূয় যজ্ঞ এবং অশ্বমেধযজ্ঞ—এই সকলের ফল কখনও শ্রীবিষ্ণুস্মরণের সমান নহে ॥ ৬৬ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে (৩।৪৮)—

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে—ভগবান অনন্ত অন্তঃকরণ মধ্যস্থ হইলে অন্তরাত্মা যে প্রকার অতিশয় বিশুদ্ধ হয় বিদ্যা, তপঃ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থসেবা, ব্রত, দান এবং জপদ্বারা সেই প্রকার বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৭ ॥

টীকা—বিদ্যা উপাসনা অধ্যয়নং বা, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, প্রাণনিরোধঃ প্রাণায়ামঃ, মৈত্রী ভূতেষু স্নেহঃ, অন্তরাত্মা মনঃ, হৃদিস্থে স্মৃতে ॥ ৬৭॥

সর্ব্বভয়াপহারিত্বম্

বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুং প্রতি শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরোদ্ভবানি
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত ॥ ৬৮ ॥

মোক্ষপ্রদত্বম্

তত্রৈবান্যত্র—

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রযাতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহলাদ কহিতেছেন হে তাত! যাঁহার স্মরণে জন্ম ও জরা-জন্য সর্ব্বপ্রকার ভয় দূরীভূত হয়, সেই সকল ভয় নাশকারী শ্রীঅনন্ত যখন আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন তখন ভয় কোথায়? অন্যত্র স্মরণের মোক্ষপ্রদত্ত বলা হইয়াছে—বিষ্ণুস্মরণ বশতঃ যাহার

পাপমূল রাগ প্রভৃতি ক্ষয় হয়, তিনি মুক্তিলাভ করেন। কাজেই তাঁহার স্বর্গাদি প্রাপ্তি তাঁহার বিঘ্নকারক বলিয়াই কথিত হয় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—বিষ্ণোঃ সংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং গতঃ সমস্তক্লেশানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য সঃ, স্বর্গপ্রাপ্তিস্তু তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ বিঘ্নপ্রায়েবেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

বরং বরণ্যে বরদং পুরাণং
নিজপ্রভা-ভাসিতসর্ব্বলোকম্।
সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিদেবং
স্মৃত্বা ব্রজেন্মোক্ষপদং মনুষ্যঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি পরমমহান যিনি বর প্রদানকারী পুরাণ পুরুষ, যিনি নিজের অঙ্গ-কান্তিদ্বারা সকল লোককে প্রকাশ করেন এবং যিনি অভীষ্ট বিষয়ের ফলদাতা মনুষ্যগণ সেই আদিদেবকে স্মরণ করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

টীকা—বরং বরেণ্যং পরমশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, বরং শ্রেষ্ঠং বরেণ্যং সর্ব্বৈর্বরণযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

স্কান্দে —

যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ৭১ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরোক্তৌ—

তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মদুঃখজরাদিভিঃ।
ভক্ত্যা তু পরয়া নূনং যদৈব স্মরতে হরিম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে—যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয় সেই ঐশ্বর্য্য ময় শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার। আবার তাহাতেই শ্রীপরাশর বলিয়াছেন পরমভক্তিদ্বারা যখনই শ্রীহরিকে স্মরণ করা যায় তখনই মনুষ্য জন্ম দুঃখ জরা প্রভৃতি হইতে সন্দেহাতীত ভাবে মুক্ত হয় ॥ ৭১-৭২ ॥

টীকা—প্রভবিষ্ণবে নিত্যপ্রভাবশীলায়, অতোঽত্র ন কিমপি বিচার্য্যমিতি ভাবঃ। তথাহি পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—'ন চাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ঈশিতৃত্বমিদং হরেঃ। রাজা হি কস্যচিদ্ধৃত্বা সর্ব্বস্বং চেৎ প্রযচ্ছতি। পরস্মৈ তস্য কস্তত্র নিয়ন্তা স্যাৎ প্রভোর্যথা' ॥ ৭১ ॥ ইতি

ভগবৎপ্রসাদনম্

বৃহন্নারদীয়ে—

যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়ে বলা হইয়াছে—যে ভাবেই হোক শ্রীবিষ্ণু স্মৃত হইলে পাপীর প্রতিও তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

বামনপুরাণে—

অনাদ্যনন্তমজরামরং হরিং
যে সংস্মরন্ত্যহরহর্নিয়তং নরা ভুবি।
তৎ সর্ব্বগং ব্রহ্ম পরং পুরাণং
তে যান্তি বৈষ্ণবপদং ধ্রুবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীবিষ্ণুস্মরণের শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকপ্রাপকত্ব বলা হইতেছে—তথাহি শ্রীবামনে—এই ধরাতলে যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদাই নিরবচ্ছিন্নরূপে অনাদি অনন্ত জরামরণশূন্য শ্রীহরিকে স্মরণ করেন তাঁহারা সেই সর্ব্বগ ব্রহ্মস্বরূপ পরম, পুরাতন, নিত্য এবং অব্যয় বৈষ্ণবপদলাভ করেন ॥ ৭৪ ॥

টীকা—বৈষ্ণবপদং শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানং, তস্যৈব বিশেষণং সর্ব্বগমিত্যাদি, সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে যমস্য দূতানুশাসনে—

যে স্মরন্তি সকৃদ্দূতাঃ প্রসঙ্গেনাপি কেশবম্।
তে বিধ্বস্তাখিলাঘৌঘা
যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে যমের দূতানুশাসন—হে দূতগণ! যাঁহারা প্রসঙ্গ-

ক্রমেও একবার শ্রীকেশবকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সমস্ত পাতকরাশি ধ্বংস করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

টীকা—হে দূতাঃ ! পরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৭৫ ॥

———

ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুরহস্যে চ—

শাঠ্যেনাপি নরা বিষ্ণুং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্ ।
তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্ ॥৭৬॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এবং শ্রীবিষ্ণুরহস্যে বলা-হইয়াছে—সে সকল মানব শঠতা বশতঃও জনার্দ্দন বিষ্ণুকে স্মরণ করে তাহারও দেহত্যাগের পর সর্ব্ব-দোষ রহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

টীকা—অনাময়ং সর্ব্বদোষরহিতম্ ॥ ৭৬ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নিরাশীর্নির্ম্মমো যস্তু বিষ্ণোর্ধ্যানপরো ভবেৎ ।
তৎপদং সমবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—মমতাশূন্য ও বাসনা-শূন্য হইয়া যিনি বিষ্ণুধ্যানে নিযুক্ত থাকেন তিনি শোক তাপ হীন সেই শ্রীবিষ্ণু-লোক গমন করেন ॥ ৭৭ ॥

———

স্বারূপ্যপ্রাপণম্

কাশীখণ্ডে শ্রীবিন্দুমাধব-প্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্তৌ—

যে ত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়ন্তি
কাদম্বিনীরুচিররোচিষমম্বুজাক্ষ ।
সৌদামিনীবিলসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে
তেঽপি স্পৃশন্তি তব কান্তিমচিন্ত্যরূপাম্ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধব-প্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দু স্তুতিতে বলা হইয়াছে—হে ত্রিবিক্রম ! হে অম্বুজাক্ষ ! তুমি কদাম্বিনীবৎ সুন্দর কান্তি, হে সৌদামিনী বিল-সিত পীতবস্ত্র-সমাবৃত বিগ্রহ ! যাঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, তাঁহারাও তোমার অচিন্ত্যরূপা কান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৭৮ ॥

টীকা—শীলয়ন্তি অভ্যস্যন্তি, স্পৃশন্তি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেন লভন্তে, ইহৈব যথা শ্রীপ্রহলাদোদ্ধবাদয়ঃ ; অত্র চ পেশস্কারিস্মরণাৎ কীটোঽপ্য এবেতি দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭৮ ॥

———

শ্রীভগবদ্গীতাসু (৮।৫)—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীগীতায়—মরণ সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করিতে করিতে এই শরীর পরিত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

টীকা—অপ্যর্থে চকারঃ, অন্তকালেঽপি, কিং পুনঃ সর্ব্বকালং স্বস্থাবস্থায়ামিত্যর্থঃ । মদ্ভাবং মত্ত্বং মৎসারূপ্যমিতি যাবৎ ॥ ৭৯ ॥

———

শ্রীভগবদ্বশীকরণম্

দশমস্কন্ধে (৮।১১) পৃথুকোপাখ্যানে—

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানপি যচ্ছতি ।
কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥৮০

অনুবাদ—দশমে পৃথুকোপাখ্যানে—যাঁহার চরণ কমল স্মরণ করিলে যিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্মরণকারীর বশীভূত হন সেই জগদ্গুরুকে ভজনকরিলে যেকোন অভিলষিত বস্তু যে লভ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ৮০ ॥

টীকা—অর্থান্ কামাংশ্চ যচ্ছতি, ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ । কথম্ভুতান্ নাত্যভীষ্টান্ ভগবতো ভজতো বা জনস্য অনতিপ্রিয়ান্, পরিণামবিরসত্বাৎ । জগদ্গুরুরিতি—ভক্তস্য কথঞ্চিদত্যভীষ্টানপি সতঃ তস্মৈ পিতা পুত্রায়াপথ্যমিব ন দদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৮০॥

———

স্বতঃ পরমফলত্বম্

বৈষ্ণবে—

বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু ।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদি সৎ ফলম্ ॥ ৮১॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—পরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয় ! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কার্য্যে যাঁহার মন

বাসুদেবে সমর্পিত ইন্দ্রত্বাদি সৎকর্ম্মফল এবং মুক্তি প্রভৃতি ফলও তাঁহার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ'। ৮১ ॥

টীকা—জপাদিষু কর্ম্মসু তৎসাদ্গুণ্যার্থমপি যস্য বাসুদেবে মনঃ, যেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণং কৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, যেষু ক্রিয়মাণেষ্বপি বাসুদেব এব মনঃ জপাদি-সাধ্যম্ ঐন্দ্র্যপদম্, আদিশব্দাদ্ব্রাহ্মঞ্চ তত্তৎকৃতচিত্ত-শুদ্ধ্যাদি-জাতং মুক্ত্যাদিকমপি সর্ব্বমন্যৎ ফলং বিঘ্ন এব, তৎস্মরণস্যৈব পরমফলত্বাৎ ॥ ৮১ ॥

গারুড়ে—

মহতস্তপসো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ।
জীবিতস্য ফলং স্বাদু নিয়তং স্মরণং হরেঃ ॥ ৮২॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—বিষ্ণু-স্মরণ নিশ্চয়ই মহতী তপস্যার মূল, পুণ্যসমূহের উৎপাদক এবং জীবনের স্বাদবহুল ফল ॥ ৮২ ॥

টীকা—প্রসবঃ ফলং, নিয়তং নিশ্চিতমেব ॥৮২॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় স্কন্ধে—স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া আত্মানাত্ম বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ এই দুই প্রকার উপায় দ্বারা শেষে যে নারায়ণ স্মরণ তাহাই মানুষের পরম লাভ ॥ ৮৩ ॥

টীকা—সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গ-স্তাভ্যাম্; তথা স্বধর্ম্মে পরিতো নিষ্ঠয়া চ কৃত্বা পুংসাং জন্মনো যো লাভঃ ফলং এতাবানেব, ন ত্বন্য ইতি যোগাদীনাং তদেকপরতোক্তা। কোঽসৌ? তদাহ—নারায়ণস্য স্মৃতিরিতি। অন্তে তু স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ, ন তন্মহিমানং বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অন্তেঽপি স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ, কিং পুনরাজন্ম সদা স্মৃতিরিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৮৩ ॥

অতএব জরাসন্ধনিরুদ্ধনৃপবর্গৈঃ প্রার্থিতং দশমস্কন্ধে (৭৩।১৫)—

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীনারদেনাপি (ভাঃ ১০।৬৯।১৮)—

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিকমলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ইতি॥৮৫॥

অনুবাদ—দশমে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের প্রার্থনাতে এবং শ্রীনারদবাক্যে উক্ত হইয়াছে—হে ভগবন্ আমাদিগকে এইরূপ কোন উপায় বলুন যাহার দ্বারা আমরা সংসারী হইলেও আপনার শ্রীপাদ-পদ্ম সর্ব্বদা স্মরণ-পথে উদিত থাকে। ভক্তবৃন্দের মুক্তি প্রদানকারী আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম। অগাধবোধ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাকে হৃদয়পদ্মে ধারণ করিয়া ধ্যান করেন, সংসার-কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের আশ্রয় স্বরূপ সেই শ্রীপাদ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে যেন চিরকাল বিচরণ করি—এই জাতীয় স্মৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, আপনি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন ॥ ৮৪-৮৫ ॥

টীকা—যেন উপায়েন, যথা যথাবৎ স্মৃতিঃ প্রেমস্মরণমিত্যর্থঃ। যদ্বা যথাবৎ সংসরতাং দেহা-দ্যাসক্ত্যা নিতরাং সংসারদুঃখং লভমানানামপীত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

টীকা—জনতায়া ভক্তবর্গস্যাপবর্গরূপং, ব্রহ্মাদি-ভিরপি হৃদি চিন্ত্যমেব; সংসারকূপে পতিতানামুত্তর-ণায় সুখোত্থানায় অবলম্বম্ আশ্রয়ম্, ঈদৃশং তবাঙ্ঘ্রি-কমলং ময়া দৃষ্টম্, অতঃ কৃতার্থোঽস্মি; তথাপি ভগবৎস্মৃতির্যথা স্যাত্তথানু-গৃহাণ, যেন তবাঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব চরামি; যদ্বা, অধুনা দৃষ্টম্ অন্যত্র গতোঽপীমং ত্বদঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব; কিঞ্চ, যথাবৎ স্মৃতিঃ স্যাদিত্যনুগ্রহং কুরু; যদ্বা, এবমনন্যগতিকত্বেন মম ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিকমলধ্যানং কদাচিদেতদ্দর্শনঞ্চ ভবেদেব, কিন্তু মদ্বিষয়িকা তব স্মৃতির্মনোবৃত্তির্যথা স্যাত্তথানু-গৃহাণ; যদ্বা, দৃষ্টত্বাদন্যত্র গতোঽপ্যেতদেব চিন্তয়ন্ চরিষ্যামি, কিন্ত্বনেনানুগ্রহেণালম্ অধুনা তথানুগ্রহং কুরু যথা অস্মৃতিঃ স্মরণাভাবঃ স্যাৎ। অন্যত্র গতস্য সতস্তৎস্মরণেন বিরহ-দুঃখবৃদ্ধের্বরমস্মরণমেবানুগ্রহ ইত্যর্থঃ। এতচ্চ সদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মান্তিকে বাস-

মলভমানন্য প্রেমোদ্রেকবাক্যগাম্ভীর্য্যম্, এবমপি স্মরণ-স্যৈব পরমমাহাত্ম্যং পর্য্যবস্যতীতি দিক্ ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণস্মরণমাহাত্ম্যমহাব্ধিদুস্তরো ধিয়া।
যো যিযাসতি তৎপারং স হি চৈতন্যবঞ্চিতঃ ॥৮৬॥

অনুবাদ —শ্রীকৃষ্ণস্মরণ-মাহাত্ম্যরূপ দুস্তর মহা-সিন্ধু যিনি মনের দ্বারাও পার হইতে অভিলাষী হন, তিনি চেতনাহীন অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের মায়ায় বঞ্চিত ॥ ৮৬ ॥

টীকা—ধিয়া দুস্তরঃ অর্থতো বচনতশ্চ বুদ্ধ্যাপি, অস্তু তাবল্লিখনেন, পারং গন্তুম, শক্যমিত্যর্থঃ। ধিয়েত্যস্যাগ্র এবান্বয়ঃ, তস্য পারং যো যাতুমিচ্ছতি, চৈতন্যেন বঞ্চিতঃ অচেতন ইত্যর্থঃ। স্বমতে শ্রীচৈতন্য-দেবেন মায়য়া প্রতারিতঃ পরিত্যক্তো বেত্যর্থঃ, নিজাশক্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তেঃ ॥ ৮৬ ॥

ততঃ পাদোদকং কিঞ্চিৎ প্রাক্ পীত্বা তুলসীদলৈঃ।
গৃহীতেনাচরেত্তেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেচনম্ ॥ ৮৭ ॥
অথাদৌ শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বস্বকৃত্যান্যর্পয়েন্নমেৎ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—তারপর কিঞ্চিৎ চরণামৃত তুলসীপত্র-সহ পান করিয়া ঐ চরণামৃত নিজমস্তকে গ্রহণ করিবে। তারপর শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলে কিঞ্চিৎ নিবেদন সহকারে নিজ-কৃত্যকর্ম্ম সকল সমর্পণ ও প্রণাম করিবে ॥৮৭-৮৮॥

টীকা—পাদোদকং শ্রীভগবচ্চরণামৃতং প্রাক্ আদৌ পীত্বেত্যত্র কারণমগ্রে লেখ্যম্—'শালগ্রামশিলা-তোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥' ইতি। তুলসীদলৈঃ কৃত্বা সহ বা গৃহীতেন তেন পাদোদকেনৈব স্বমস্তকেঽভি-ষেকং কুর্য্যাৎ ॥ ৮৭ ॥

টীকা—বিজ্ঞাপনদ্বারৈব সর্ব্বাণি স্বস্য কৃত্যানি অর্পয়ন্ নমেৎ সাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ, অগ্রে যথা-বিধীতি লিখনাৎ ॥ ৮৮ ॥

অথ প্রাতঃপ্রণামঃ

বামনপুরাণে—
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবামনপুরাণে—সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল, শ্রেষ্ঠ বরদানকারী মঙ্গলময় শ্রীনারায়ণকে নমস্কার করিয়া সমস্ত কার্য্য করিবে ॥ ৮৯ ॥

অথ বিজ্ঞাপনম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়াজ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত হইয়াছে—হে হরে! আমি আপনার দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া যাহা করিব, তাহা আপনার আদেশ অনুসারেই করিব ইহাই আমার বিজ্ঞাপন ॥ ৯০ ॥

টীকা—বিজ্ঞাপয়ন্নিতি লিখিতং তৎপ্রকারমেব লিখতি—যদিতি। তচ্চ ত্বদাজ্ঞেয়মিত্যেব করিষ্যামি ॥ ৯০ ॥

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৯১ ॥

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে ঈশান! আমি আপনার কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা করান আমি আপনার অজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাহা তাহাই করি। হে ত্রিলোকের চৈতন্য স্বরূপ! হে শ্রীনাথ! হে বিষ্ণো! হে আদিদেব! আপ-নার আজ্ঞাতেই গাত্রোত্থান করিয়া আপনার প্রীত্যর্থে সংসার যাত্রার অনুষ্ঠান করিব ॥ ৯১-৯২ ॥

টীকা—কারয়সীতি করোত্যর্থস্য সর্ব্বধাত্বর্থেহন্তর্ভাবাৎ। বাহ্যাভ্যন্তরসর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টিতং ব্যাপ্নোষি ॥৯১

টীকা—সংসারযাত্রাং লোকব্যবহারম্ ॥ ৯২ ॥

সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরেহন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধা-তিরস্কার-কলি-প্রমাদভয়ানি
মা মাভিভবন্তু ভূমন্ ॥ ৯৩ ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৯৪॥

অনুবাদ—হে শ্রীনৃসিংহদেব। হে অন্তরাত্মন্। হে ভূমন্। আমি যখন আপনার আদেশানুসারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, তখন স্পর্দ্ধা. তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভয়সকল যেন আমার ক্ষতি না করে। আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু উহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। হে হৃষীকেশ। তুমি আমার হৃদয়ে অব-স্থিত থাকিয়া আমাকে যে ভাবে পরিচালনা কর, আমি সেইরূপই করি ॥ ৯৩-৯৪ ॥

অথ প্রমাণ-বাক্যানি

মহাভারতে—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমহাভারতে—হে ব্রহ্মণ্যদেব ! গো-ব্রাহ্মণহিতকারী, জগতের কল্যাণকারী, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৯৫ ॥

গরুড়পুরাণে—

অসুরবিবুধসিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তঃ
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীগরুড়পুরাণে—অসুর, দেবতা ও সিদ্ধগণের জ্ঞানের অগম্য, মুনিগণ যাঁহাকে হৃদয়াভ্যন্তরে চিন্তা করেন, যিনি নির্ম্মল, সকলের হৃদয়ে যাঁহার অবস্থান, সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের সাক্ষীস্বরূপ অজ, অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ—ঈশ্বর শ্রীবাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৯৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—

যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ
প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— যাজ্ঞিকগণের নিকট যিনি যজ্ঞপুরুষ, ভক্তগণের নিকট বাসুদেব এবং বেদান্তবিদ্‌গণের শ্রীবিষ্ণু, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৯৭ ॥

এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধ্যায়ন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ যথাবিধি।
প্রণামানাচরেচ্ছক্ত্যা চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—বিজ্ঞব্যক্তি এই প্রকার বিজ্ঞাপন, স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া শক্তি অনুসারে বিধিমত কমপক্ষে চারি বার প্রণাম করিবেন ॥ ৯৮ ॥

টীকা—মা মাং, ভূমন্ হে মহত্তম, এবং যদুৎসবাদিকং কর্ম্মেত্যাদিনোক্তম্ ; যথাবিধীতি পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামিত্যাদিনাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণেত্যর্থঃ। চতুঃসংখ্যা অবরা অন্ত্যা যেষু তান্, চতুঃসংখ্যায়া ন্যূনান্ন কুর্য্যাৎ, অধিকানেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥৯৩-৯৮॥

শ্রীগোপীচন্দনেনোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং কৃত্বা যথাবিধি।
আসীত প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুদ্ধস্থানে শুভাসনে ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—এরপর গোপীচন্দন দ্বারা বিধিত অনুসারে ললাটে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র অর্থাৎ শ্রীহরিমন্দির তিলক নির্ম্মাণ করিয়া পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে বসিবেন ॥ ৯৯ ॥

টীকা—যথাবিধি হরিমন্দিরনির্ম্মাণাদিপ্রকারেণ, শুভে উত্তমে বিহিতাসনে, তত্তৎ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৯৯ ॥

তথা চ নারদীয়পঞ্চরাত্রে—

নির্গত্যাচম্য বিধিবৎ প্রবিশ্য চ পুনঃ সুধীঃ।
আসনে প্রাঙ্মুখো ভূত্বা বিহিতে চোপবিশ্য বৈ ॥১০০॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—সুধী ব্যক্তি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া (মলমূত্রাদি ত্যাগের পর) যথারীতি আচমন পূর্ব্বক গৃহে পুনরায় প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ আসনে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিবেন ॥ ১০০ ॥

টীকা—নির্গত্য গৃহান্নিঃসৃত্য মূত্রোৎসর্গাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। বিধিবদাচম্য অস্য ক্রিয়ান্বয়শ্লোকোঽত্রানুপযুক্তত্বাৎ ন লিখিতঃ ॥ ১০০ ॥

সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ কৃষ্ণং ধ্যায়েৎ যথোদিতম্ ১০১

তথা চোক্তম্—

উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎসু চ।
প্রবিশ্য রজনীপাদং বিষ্ণুধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—তারপর নিজের সম্প্রদায় অনুসারে যথা নিয়মে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া যথা উক্ত বিধানে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবেন। তাই বলা হইয়াছে সমস্ত উপপাতক ও মহাপাতক সকলের বিনাশ ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্র বিহিত কৃত্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া রাত্রিশেষে শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিবে ॥ ১০১-১০২ ॥

টীকা—নিজসম্প্রদায়স্যানুসারেণেতি ভূতশুদ্ধেবিবিধরূপত্বাৎ প্রাণায়ামাংশ্চ বিধায় ॥ ১০১ ॥

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে চ—

তথৈব রাত্রিশেষন্তু কালং সূর্য্যোদয়াবধি।
কর্ত্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধকেন বৈ ॥ ১০৩॥

অনুবাদ—তথা বৈহায়স পঞ্চরাত্রেও কথিত হইয়াছে—উক্ত প্রকারে আরাধনাকারীজন সূর্য্যের উদয় পর্য্যন্ত নিশার শেষভাগে নিত্যই জপ ও ধ্যান করিবেন ॥ ১০৩ ॥

টীকা—উপপাতকাদিষ্বপি নিমিত্তেষু, কিং পুনর্বিষ্ণুধ্যানার্থম্ ; রাত্রেঃ শেষং কালং ব্যাপ্য তস্মাৎ আরভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১০২-১০৩ ॥

বিভজ্য পঞ্চধা রাত্রিং শেষে দেবার্চ্চনাদিকম্।
জপং হোমং তথা ধ্যানং নিত্যং কুর্ব্বীত সাধকঃ ১০৪

অতএব বিষ্ণুস্মৃতৌ—

রাত্রেস্তু পশ্চিমে যামে
মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে ইতি ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—সাধকব্যক্তি রাত্রিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া শেষভাগে নিত্য দেবপূজাদি, জপ, হোম ও ধ্যান করিবেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতেও রাত্রির শেষ প্রহরের শেষ মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলা হইয়াছে ॥ ১০৪-১০৫ ॥

টীকা—আদিশব্দেন প্রণামোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রভূতশুদ্ধি-প্রাণায়ামাদিঃ ॥ ১০৪ ॥

পাদোদপানাদীনাঞ্চ স বিধির্মহিমাগ্রতঃ।
লেখ্যোঽধুনা তু ধ্যানস্য স সংক্ষেপেণ লিখ্যতে ॥১০৬

অনুবাদ—এখন সংক্ষেপে ধ্যানের নিয়ম ও মাহাত্ম্য বলা হইতেছে। পাদোদকপান প্রভৃতির নিয়ম ও মাহাত্ম্য পরে বলা হইবে ॥ ১০৬ ॥

টীকা—বিধিঃ তৎপানমন্ত্রোচ্চারণাদিপ্রকারস্তৎসহিতঃ, সধ্যানস্য বিধির্মহিমা চেত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ প্রাতর্ধ্যানম্

তাপনীয়শ্রুতিষু—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ ১০৭ ॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রয়ম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ ১০৮ ॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসি কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥১০৯

অনুবাদ—যথাতাপনীয় শ্রুতি—শ্রীকৃষ্ণকে প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ—নেত্রবিশিষ্ট, নীরদকান্তি, বিদ্যুতের মত পীতাম্বরধারণকারী দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বন-

মালাধারী, ঈশ্বর, গোপ-গোপী ও গোসমূহে পরিবেষ্টিত, কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন, দিব্যালংকারে সমলংকৃত, রক্তোৎপলের অন্তর্ভাগে সন্নিবিষ্ট, যমুনা-জলের তরঙ্গসংসর্গী বায়ু দ্বারা সেবিত কৃষ্ণকে চিন্তা করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০৭-১০৯ ॥

টীকা—গোপৈর্গোপীভির্গোভিশ্চ আবীতং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১০৮ ॥

মৃত্যুঞ্জয়সংহিতানুসারোদিতসারদাতিলকে চ—

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্ ।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥১১০॥
আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ ।
কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ— মৃত্যুঞ্জয়-সংহিতানুসারে — সারদাতিলকেও বর্ণিত হইয়াছে—সহস্র সহস্র গোপবালিকা শ্রীকৃষ্ণের বদনপদ্মে নিজ নিজ নয়ন-ভ্রমর নিযুক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং প্রেমবশে বিবশ হইয়া আলিঙ্গনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন ॥১১০-১১১॥

মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ ॥ ১১২ ॥
দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ ।
বিলোভয়ন্তীবিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—মুক্তাহার দ্বারা অলংকৃত পীন ও উন্নত কুচযুগলের ভারে অবনতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের বেণীবন্ধন ও বস্ত্রাদি আলুথালু, মত্ততা বশতঃ তাঁহাদের বাক্য স্খলিত দশনশ্রেণীর প্রভাদ্বারা বিকম্পিত অধরে তাঁহারা শোভিত আর তাঁহারা নানাবিধ শৃঙ্গারাদি ভাবময় বিভ্রমদ্বারা কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করিতেছেন। সুন্দর বৃন্দাবনমধ্যে নিত্য সেইসকল গোপকন্যা মোহনকারী পদ্মপলাশ নয়ন শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিবে ॥ ১১২-১১৩ ॥

টীকা—গোপকন্যা এব বিশিনষ্টি—আত্মন ইতি ত্রিভিঃ। গোবিন্দস্য বদনাম্ভোজে প্রেরিতা অক্ষিমধুব্রতা যাভিস্তাঃ, বিলোভয়ন্তীর্গোবিন্দমেব ॥ ১১১-১১৩

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-
তনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদন-পরং
দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ইতি ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত কান্তিমান, যাঁহার বদন চন্দ্রের মত কমনীয়, ময়ূর-পিচ্ছ ভূষণ যাঁহার প্রীতিকর, যিনি শ্রীবৎস চিহ্নিত, সুশোভন কৌস্তুভধারী, যাঁহার পরিধানে পীতবসন, যাঁহার দৃশ্য মনোরম, গোপিকাগণের মনোহর নেত্র-কমলদ্বারা পূজিত বিগ্রহ এবং যিনি গোপগণ দ্বারা পরিবৃত, সেই কলবেণু বাদনশীল দিব্যাঙ্গ ভূষাধারী শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১১৪ ॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রাদৌ তদ্ধ্যানং প্রথিতং পরম্ ।
অগ্রতোঽত্রাপি সংলেখ্যং যদিষ্টং তত্র তদ্ভজেৎ ॥১১৫

অনুবাদ—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রাদিতে কৃষ্ণধ্যান বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থেও পরে বর্ণিত হইবে। সেই সকল ধ্যানের মধ্যে যাঁহার যে ধ্যানে প্রীতি হইবে, তিনি সেই ধ্যান দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবেন ॥ ১১৫ ॥

টীকা—আদিশব্দেন ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রসনৎকুমারকল্পাদিতন্ত্রাঃ। তস্য গোবিন্দস্য পরঞ্চ ধ্যানং প্রসিদ্ধমেব, অত্র গ্রন্থেঽপ্যগ্রতো লেখ্যম্, ক্রমদীপিকোক্তমথ প্রকটসৌরভেত্যাদি, শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চ 'পীতাম্বরধরঃ' ইত্যাদি। তত্র ধ্যানে যস্য যৎ প্রিয়ং স্যাৎ, তৎ সংসেবতাম্। তত্র শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে 'নবীননীরদশ্যামম্' ইত্যাদিকং সুপ্রসিদ্ধমেব। সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তম্—'শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ভুবনেশ্বরি। তবৈব পৌরুষং রূপং গোপিকাবদনামৃতম্। সদা নিষেবিতং রাগাদ্ভবদ্বিরহভীরুণা। সত্যভামাদিরূপাভির্মায়ামূর্ত্তিভিরষ্টভিঃ। ধ্যায়েন্মদনগোপালং সংজ্ঞয়া ভুবনত্রয়ে। ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। সর্ব্বরোগোপশমনং সৎপুত্রাবাপ্তিকারকম্। সৌভাগ্যদায়কং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ ॥ কিমত্র বহু নোক্তেন ধ্যানেনানেন ভাবিনি। যদ্যদিচ্ছতি তৎ সর্ব্বং নরঃ প্রাপ্নোত্য-

সংশয়ম্ ॥ শ্রীমদ্বালার্কসঙ্কাশং পদ্মরাগারুণপ্রভম্ । বন্ধুকবন্ধুরালোকং সন্ধ্যারাগোপমদ্যুতিম্ ॥ মুকুটানেকমাণিক্যপ্রভাপল্লবিতাম্বরম্ । কিরীটোপান্তবিন্যস্ত-বর্হিবর্হাবতংসকম্ ॥ কস্তূরীতিলকাক্রান্তকমনীয়ালকস্থলম্ । স্মরকোদণ্ডবিন্যস্ত-সুসান্দ্রকুটিলভ্রুবম্ ॥ স্মেরগণ্ডস্থলং শ্রীমদুন্নতায়তনাসিকম্ ॥ করুণালহরীপূর্ণ-কর্ণান্তায়তলোচনম্ । কর্ণাবলম্বি-সৌবর্ণ-কর্ণিকারাবতংসিনম্ । নিস্তল-স্থূল-মাণিক্য-চারু-মৌক্তিককুণ্ডলম্ ॥ দন্তাংশুসুসমাশ্লিষ্টকোমলাধর-পল্লবম্ । অসাধারণসৌভাগ্যচিবুকোদ্দেশশোভিতম্ ॥ শশাঙ্কবিম্বাহঙ্কারশ্লাঘানন্দকরাননম্ । অনর্ঘ্যরত্নগ্রৈবেয়বিলসৎ-কম্বুকন্ধরম্ ॥ সৌরভালোলৈরালম্বৈঃ শুভৈর্মন্দারদামভিঃ । তদংশুমৌক্তিকৈর্হারৈর্বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ॥ শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যাঞ্চ পরিষ্কৃতভুজান্তরম্ । রত্নকঙ্কণকেয়ূরৈর্ভূষিতৈর্দশভির্ভুজৈঃ ॥ চক্রং পুষ্পশরং পদ্মং শূলং শঙ্খেন্দুকার্মুকম্ । গদাং পাশঞ্চ মুরলীং বিভ্রাণং মোহনাকৃতিম্ ॥ নিম্ননাভিং রোমরাজিবলিমৎপল্লবোদরম্ । বিশঙ্কট-কটীদেশং বাচালমণিমেখলম্ ॥ স্ফুরৎ-সৌদামিনীচ্ছায়াদায়াদ-কনকাম্বরম্ । মণিমঞ্জীর-কিরণৈঃ কিঞ্জল্কিতপদাম্বুজম্ ॥ শাণোল্লীঢ়মণিশ্রেণী-রম্যাঙ্ঘ্রিনখমণ্ডলম্ ॥ আপাদকণ্ঠমামুক্ত-ভূষাশত-মনোহরম্ । কল্পবৃক্ষ-মহারামে মহিতে রত্নমণ্ডপে । চিন্তামণিমহাপীঠে মধ্যে হৈমসরোরুহে ॥ কর্ণিকোপরি সংদীপ্তে শ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে । তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গী-ললিতাকৃতিম্ । বামাংসশিখরো-পান্তব্যালোলমণিকুণ্ডলম্ । উদঞ্চিত-ভ্রুবং কিঞ্চিৎ সুশোণাধরপল্লবম্ । গানব্যাজামৃত-রসৈর্ব্যঞ্জিতশ্রুতিবৈভবৈঃ । তত্তৎস্বরানুগুণ্যেন বেণু-রন্ধ্রাণ্যনুক্রমাৎ ॥ আবৃণ্বন্তং বিবৃণ্বন্তং মুহুরঙ্গুলি-পল্লবৈঃ । উপাস্যমানমানন্দাৎ সদারৈর্দিবিষদ্গণৈঃ ॥ কৃতদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মুক্তপ্রসবৃষ্টিভিঃ । ধ্যায়েন্মদন-গোপালং মন্ত্রী শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দুর্ল্লভানপ্যযত্নতঃ ॥' ইতি । তত্রৈবান্যত্র—'ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে সম্যক্ সিদ্ধচারণবেষ্টিতে । গো-গোপ-গোপিকাক্রান্তে কল্পপাদপশোভিতে ॥ তন্মধ্যে দ্বিভুজং ধ্যায়েৎ পঞ্চবর্ষমথাচ্যুতম্ । স্নিগ্ধেন্দ্রনীলরুচিরং পূর্ণ-চন্দ্রনিভাননম্ ॥ প্রসন্নবদনং শন্তং স্নিগ্ধনীলালকাবৃতম্ । কাকপক্ষধরং মন্ত্রী দামভূষিতমূর্দ্ধজম্ ॥ কিঙ্কিণী-জাল-সদ্রত্নকটিসূত্রবিভূষিতম্ । মুক্তাদামলসদগাত্রং হরিচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ কেয়ূরকটকানদ্ধং রত্নোল্লসিত-কুণ্ডলম্ । দধানং দক্ষিণে পাণৌ নবনীতং সুশোভনম্ ॥ বামে হাটকসন্নদ্ধাং যষ্টিং মিষ্টাং সুশোভনাম্ । হেমপদ্মোপরি স্বৈরং নৃত্যন্তং বনমালিনম্ ॥' ইতি । অস্মিংশ্চ ধ্যানে পঞ্চবর্ষত্বাদিনা পূর্ব্বস্মিংশ্চারুণ-কান্তিদশভুজত্বাদিনা নিজমনোহৃত্যা ধ্যানদ্বয়মিদং মূলে ন লিখিতমিতি জ্ঞেয়ম্ । অত্র চান্যত্র সৌন্দর্য্য-বিশেষাদ্যুক্ত্যপেক্ষয়া লিখিতং সনৎকুমারকল্পে চ—'কহ্লারকুসুমশ্যামমম্ভোরুহনিভেক্ষণম্ । বেণুনাদ-রতং দেবং বর্হিবর্হাবতংসকম্ ॥ দিব্যপীতাম্বরধরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ । বন্যোত্তমালকুসুমৈঃ শোভিতং বনমালয়া ॥ নেত্রোৎপলৈশ্চ গোপীনামর্চ্চিতং সুন্দরা-কৃতিম্ ॥ হার-কেয়ূর-মুকুট-কুণ্ডলোদরবন্ধনৈঃ ॥ বিরাজমানং শ্রীবৎসকৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসম্ । গোপী-জনৈঃ পরিবৃতং মূলে কল্পতরো স্থিতম্ ॥ গোপালৈ-র্গোপনিবহৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈরমৎসরৈঃ । আবৃতং দেবতা-বৃন্দৈঃ পুষ্পাঞ্জলিকরৈর্দিবি ॥ বেণুনাদসমাবিষ্টচিত্ত-বৃত্তিভিরন্বিতম্ । দিব্যেন বেণুনাদেন নয়ন্তং স্ববশং জগৎ ॥' ইতি । এতচ্চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্লিখিতত্বাদত্র ন লিখিতমিতি দিক্ ॥ ১১৫ ॥

অথ ধ্যান মাহাত্ম্যম্, তত্র পাপপ্রণাশনত্বম্

বৃহৎশাতাতপস্মৃতৌ—

পক্ষোপবাসাৎ যৎ পাপং পুরুষস্য প্রণশ্যতি ।
প্রাণায়ামশতেনৈব যৎপাপং নশ্যতে নৃণাম্ ॥ ১১৬ ॥
প্রাণায়ামসহস্রেণ যৎ পাপং নশ্যতে নৃণাম্ ।
ক্ষণমাত্রেণ তৎ পাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি ॥ ১১৭॥

অনুবাদ—বৃহৎশাতাতপ-স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে, পক্ষকাল উপবাসী থাকিলে লোকের যে পাপ নাশপ্রাপ্ত হয় শত সংখ্যক প্রাণায়াম দ্বারা মনুষ্য-গণের যে পাপ ধ্বংস হয়, ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ ধ্যানদ্বারা সেই সকল পাতক শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ॥১১৬-১১৭॥

বিষ্ণুধর্ম্মে—

সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্ ।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—যদি কেহ সকল পাতকে পাতকী হইয়াও নিমেষমাত্র শ্রীভগবানকে ধ্যান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পুনরায় তপস্বী হইয়া নিজ শ্রেণীর পবিত্রতাকারীগণেরও পবিত্রতাকারী হইয়া থাকে ॥ ১১৮ ॥

টীকা—ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা, পঙ্‌ক্তেঃ পাবনাদপি পাবনঃ পরমপাবন ইত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে চ—

ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু ।
প্রায়শ্চিত্তং হি সর্ব্বস্য দুষ্কৃতস্যেতি নিশ্চিতম্ ॥ ১১৯

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে যে, স্নানাদি সকল কর্ম্মেই শ্রীনারায়ণদেবকে ধ্যান করিতে হয়। নারায়ণ-ধ্যান নিশ্চয়ই অখিল দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ॥ ১১৯ ॥

———

কলিদোষহরত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে—

সমস্তজগদাধারং পরমার্থস্বরূপিণম্ ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ন সীদতি ॥১২০॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিপ্রস্তাবে লিখিত আছে—ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইলে যিনি নিখিল জগতের আধার পরমার্থস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করেন তিনি কখনও ক্লেশ ভোগ করেন না ॥ ১২০ ॥

———

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্বম্

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অগস্ত্যোক্তৌ—

কিন্তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিন্তস্য বহুভির্ব্রতৈঃ ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্যধীঃ ॥১২১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীঅগস্ত্য বলিয়াছেন যে—যিনি একান্তমনে নিরন্তর শ্রীনারায়ণের ধ্যান করেন, তাঁহার বহুবিধ তীর্থে ও বহুপ্রকার ব্রতানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন ? ১২১ ॥

———

মোক্ষপ্রদত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্যান্তে—

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা,
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি ।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষবেদনান্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে প্রদক্ষিণ মহাত্ম্যের শেষে লিখিত আছে যাঁহারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানেন এবং যাঁহাদের বিষয়ানুরাগ দূর হইয়াছে, তাঁহারা দেবগুরু শ্রীনারায়ণকে যে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, সেই ধ্যান-ফলেই পাতকশূন্য হন। সুতরাং তাঁহাদিগকে পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদের জন্মমৃত্যুর আবর্ত্ত নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১২২ ॥

টীকা—বিগতরাগাশ্চ তে পরাপরজ্ঞাশ্চ কারণ-কার্য্যাভিজ্ঞাঃ পরমেশ্বরজীবতত্ত্বাজ্ঞা বা ধ্যানরূপেণ তেন স্মরণেন সততস্মরণাৎ। অত্র চ বামনপুরাণে—'তে ধৌতপাণ্ডুরপটা ইব রাজহংসাঃ, সংসারসাগর-জলস্য তরন্তি পারম্' ইতি পরার্দ্ধম্ ॥ ১২২ ॥

———

শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপকত্বম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ ।
সোঽপি সদ্‌গতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥১২৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন—যিনি ভগবানের ধ্যান পরায়ণ, তাঁহার কথা আর কি বলিব ? যিনি অনলস ভাবে মুহূর্ত্তকালও শ্রীনারায়নকে ধ্যান করেন তিনি সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন ॥১২৩॥

টীকা—অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্, সতীমুত্তমাং, সতাং বা ভক্তানাং গতিং গম্যং প্রাপ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকম্ ॥ ১২৩ ॥

———

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে ।
লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে— যাঁহারা দিব্যপুরুষ

শ্রীঅচ্যুতের ধ্যান ও স্মরণ করেন তাঁহারা অচ্যুতের স্থান লাভ করেন ; ইহা প্রাচীন বেদোক্তি ॥ ১২৪ ॥

টীকা—ধ্যায়ন্তি—শ্রীপাদাব্জতলমারভ্য শ্রীকেশাগ্রপর্য্যন্তং তত্তৎ-সৌন্দর্য্যাদিসহিতং চিন্তয়ন্তি ; অপ্যর্থে চকারঃ, ধ্যায়ন্তীত্যেতদন্ত, যে স্মরন্ত্যপি—যথাকথঞ্চিৎ ভগবতি মনঃ সংযোজয়ন্তি, তেঽপি ; এবং ধ্যানস্মরণয়োরভেদঃ কল্পনীয়ঃ ; ধ্যায়ন্তীতি স্মরন্তীতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। অতএবাগ্রে লেখ্যঃ ভেদঃ কল্প্যেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োরিতি, কেচিচ্চ কল্পয়ন্তি লঘুলঘুচ্চারণং স্মরণং কীর্ত্তনন্তূচ্চৈরিতি, কুত্রচিন্নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গেঽস্মরণোক্তেঃ ; তচ্চাসঙ্গতমিব। 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্' ইত্যাদৌ বাগুপাসনারূপাৎ কীর্ত্তনান্মানসোপাসনারূপস্য স্মরণস্য পৃথগুক্তেঃ ; এবঞ্চ নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে স্মরণং নাম্ন এব মনসি চিন্তনমিতি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ১২৪ ॥

সারূপ্যপ্রাপণম্

একাদশস্কন্ধে (৫।৪৮)—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্ব-
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তি—হে বাসুদেব। শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক ইত্যাদি নৃপতিগণ অমিত্র ভাবে শয়ন ভোজনাদি সময়েও গতি-বিলাস ও অবলোকনাদি সহকারে যাঁহার আকৃতি চিন্তা করিয়া স্বারূপ্যমুক্তি পাইয়াছে, তাঁহার যাঁহারা অনুরাগী ভক্ত তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১২৫ ॥

টীকা—শয়নাদৌ বৈরেণাপি যং ভগবন্তং ধ্যায়ন্তঃ গত্যাদিভিঃ আকৃতধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাং তথাভূতাঃ সন্তস্তৎসাম্যং সারূপ্যং প্রাপুঃ, ততোঽনুরক্তধিয়াং তৎসাম্যপ্রাপ্তির্ভবতীতি কিং বাচ্যম্ ॥ ১২৫ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২০।২৯) শ্রীপৃথূক্তৌ—

ভজন্ত্যথ ত্বামতএব সাধবো,
ব্যুদস্তমায়াগুণ-বিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং,
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে-শ্রীপৃথু বলিতেছেন—হে ভগবন্ ! আপনি দীনবৎসল বলিয়াই সাধুগণ আপনাকে ভজন করিয়া থাকেন। আপনাতে মায়াগুণের বিলাসজাত কোন কার্য্য নাই। সুতরাং আপনার চরণকমল সেবাব্যতীত স্বজনের অন্য কোন কৃত্য নাই ॥ ১২৬ ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোক্তৌ চ —

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্ধপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন—বারংবার সকলশাস্ত্র মন্থন ও বিচার পূর্ব্বক ইহাই সুনির্দ্ধারিত হইল যে, সতত শ্রীনারায়ণ-ধ্যানই আবশ্যক ॥ ১২৭ ॥

অতএবোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং
তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ১২৮ ॥
স্মরণে যত্তু মাহাত্ম্যং তদ্ধ্যানেঽপ্যখিলং বিদুঃ।
ভেদঃ কল্প্যেত সামান্য-
বিশেষাভ্যাং তয়োঃ কিয়ান্ ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে—ইহলোকে যাহারা লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন তাঁহাদিগকে নিত্য বারংবার প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণের ও ধ্যানের মহিমা সমান। সামান্য ও বিশেষ বিচারে উভয়ের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য ভাবা হয় ॥ ১২৮-১২৯ ॥

টীকা—সামান্যম্—ভগবতি মনঃসংযোজনমাত্রং, বিশেষঃ—শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গলাবণ্যাদি-ভাবনা, তাভ্যাং তয়োঃ স্মরণধ্যানয়োঃ কিয়ান্ অল্প এব ভেদঃ কল্প্যতে, এতচ্চ বিবিচ্য লিখিতমেব ॥ ১২৯ ॥

অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনম্

ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্‌ঘোষপূর্ব্বকম্ ।
প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং
নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—শৌচ, আচমন, স্মরণ ও ধ্যানের পর দেবালয়ে গমন করিয়া প্রবোধন যোগ্য ঘণ্টাদি বাদ্য করিয়া স্তুতিসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া নীরাজন পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিবে ॥ ১৩০ ॥

টীকা—স্তুতিভিঃ শ্রুতিস্তুত্যা অন্যাভিশ্চ প্রবোধনোপযুক্তাভিঃ, নীরাজ্য প্রথমং দীপমাত্রেণ নীরাজনং কৃত্বা ॥ ১৩০ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে (৯।২৫)
সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্ ।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—পুরাণপুরুষ সেই ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, তিনি প্রথিত প্রেমযুক্ত হাস্যদ্বারা নিজ নয়ন-কমল উন্মীলন করিয়া এই জগতের উদ্ভব ও আমার প্রতি করুণা প্রকাশের জন্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মধুর বাক্যে আমার বিষাদ দূর করুন ॥ ১৩১ ॥

টীকা—বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩১ ॥

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
অবলোকনদানেন ভূয়ো
মাং পারয়াচ্যুত ॥ ইতি ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! হে শরণাগতরক্ষক ! হে কেশব ! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। হে অচ্যুত পুনরায় দর্শন দান করিয়া আমাকে পবিত্র করুন ॥ ১৩২ ॥

দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীষ্টানি কীর্ত্তয়ন্ ।
কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জং নির্ম্মাল্যমপসারয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ—তারপর দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া স্তুতি কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামাদিকীর্ত্তন সহকারে তুলসী ব্যতীত অন্যান্য নির্ম্মাল্য-সমূহ অপসারণ করিবে ॥ ১৩৩ ॥

অথ নির্ম্মাল্যোত্তারণম্

অত্রিস্মৃতৌ—
প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যান্নির্ম্মাল্যোত্তারণং বুধঃ ।
তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজস্বলা ।
দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ১৩৪॥

নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ—
দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনম্ ।
স্নাপনং সর্ব্বদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতম্ ॥১৩৫॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রভাত সময়ে নির্ম্মাল্য অপসারণ করিবেন। তৃষ্ণার্ত্ত পশু রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, অনূঢ়াবস্থায় কন্যা রজস্বলা হইলে এবং দেবতা নির্ম্মাল্য সংযুক্তাবস্থায় থাকিলে উহারা পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনরসিংহপুরাণে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন—দেব-নির্ম্মাল্য অপসারণ করিলে, সম্মার্জ্জনী দ্বারা দেবালয়ের মার্জ্জন করিলে এবং দেব সকলকে স্নান করাইলে গোদান তুল্য ফল হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—ইষ্টানি স্বস্য কৃষ্ণস্য বা প্রিয়াণি সহস্রনামাদীনি ; দেবস্য মাল্যং নির্ম্মাল্যং, তস্য অপনয়নমুত্তারণং, সমূহনং মার্জ্জন্যা তৃণাদ্যপসারণম্ ॥১৩৩-১৩৫ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—
যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং
নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি ।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ
নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্ ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে যে—যিনি প্রাতঃকাল গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য অপসারণ করেন তাঁহার

দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, অকালমৃত্যু নাই এবং রোগ মাত্রেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩৬ ॥

অরুণোদয়বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ।
প্রাতস্তু স্যান্মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ—অরুণোদয় বেলায় শ্রীবিগ্রহের গাত্রে নির্ম্মাল্য শল্যবৎ কষ্ট-প্রদ, প্রাতঃকালে মহাশল্যবৎ ॥ ১৩৭ ॥

অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্রপ্রহারবৎ।
অরুণোদয়বেলায়াং শল্যং তৎ ক্ষমতে হরিঃ ॥১৩৮॥
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ।
মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে ॥ ১৩৯ ॥
অতিপাতকমেব স্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
মুহূর্ত্তত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে ॥ ১৪০ ॥
ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতকপঞ্চকম্।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো ন হি ॥১৪১॥

অনুবাদ—নির্ম্মাল্য সরাণ না হইলে যদি এক দণ্ড অতিক্রান্ত হয় তাহা হইলে অতিশল্য হয় এবং তারপর বজ্রপ্রহার সদৃশ হয়, ইহা জানিতে হইবে। অরুণোদয় কালে নির্ম্মাল্য অপসারণ না করিলে যে শল্য সদৃশ হয় শ্রীহরি তাহা ক্ষমা করেন। ঘটিকা-কাল অতীত হইলে নির্ম্মাল্য ক্ষুদ্র পাতকের সঞ্চার করে, মুহূর্ত্তকাল গত হইলে তাহা পূর্ণপাতক বলিয়া কথিত হয়, চারিদণ্ডকাল অতীত হইলে অতিপাতক হয়, মুহূর্ত্তত্রয় সম্পূর্ণ হইলে মহাপাতক বলিয়া অভি-হিত হয়, তৎপরে ব্রহ্মহত্যা ও পঞ্চ মহাপাপের সমান হইয়া থাকে এবং প্রহরকাল সম্পূর্ণ হইলে আর তাহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ১৩৮-১৪১ ॥

নির্ম্মাল্যস্য বিলম্বে তু প্রায়শ্চিত্তমথোচ্যতে।
অতিক্রান্তে মুহূর্ত্তার্দ্ধে সহস্রং জপমাচরেৎ ॥ ১৪২ ॥
পূর্ণে মুহূর্ত্তে সংজাতে সহস্রং সার্দ্ধমুচ্যতে।
সহস্রদ্বিতয়ং কুর্য্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে ॥ ১৪৩ ॥
মুহূর্ত্তত্রিয়েঽতীতে অযুতং জপমাচরেৎ।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে পুরশ্চরণমুচ্যতে।
প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—এখন নির্ম্মাল্য অপসারণে বিলম্বজন্য দোষের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইতেছে। একদণ্ড (অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তকাল) গত হইলে সহস্র সংখ্যা জপ করিবে, মুহূর্ত্তকাল পূর্ণ হইলে দেড় হাজার জপ করিবার কথা বলা হইয়াছে। চারিদণ্ডকাল অতীত হইলে দুই সহস্র জপ করিতে হয়, তিন মুহূর্ত্ত গত হইলে অযুত সংখ্যা জপ করিবে, আর প্রহর কাল পূর্ণ হইলে পুরশ্চরণের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রহর কাল গত হইলে তাহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নাই ॥ ১৪২-১৪৪ ॥

অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনম্

শ্রীহস্তাঙ্ঘ্রিমুখাম্ভোজক্ষালনায় চ তদ্‌গৃহে।
গণ্ডূষাণি জলৈর্দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্ত, শ্রীপদ ও শ্রীমুখকমল ধৌত করাইবার জন্য পিকদানীর মধ্যে জল দিয়া গণ্ডূষ দিয়া দাঁতমাজার জন্য দাঁতন দিতে হইবে ॥ ১৪৫ ॥

জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাদুকে শুদ্ধমৃত্তিকাম্।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাদ্বাসোঽপি মুখমার্জ্জনম্ ॥ ১৪৬ ॥
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েৎ ভগবৎপ্রিয়াম্।
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ তন্মুখ্যপ্রসঙ্গে লেখ্যমগ্রতঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—জিহ্বা-মার্জ্জনিকা, পাদুকাদ্বয় ও পবিত্র মৃত্তিকা দিয়া পুনরায় জল ও মুখ মুছিবার জন্য বস্ত্র প্রদান করিবে তারপর ভগবৎ প্রিয়া শ্রীতুলসী অর্পণ করিতে হইবে। ইহার মহিমা মুখ্য প্রস্তাবে বলা হইবে ॥ ১৪৬-১৪৭ ॥

টীকা— ভগবৎপ্রিয়ামিতি মুখপ্রক্ষালনবসরেঽপ্যস্মিন্ তৎসমর্পণে তথা তুলসীব্যতিরিক্তনির্ম্মাল্যোত্তারণে চ কারণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥

অথ দন্তকাষ্ঠাদ্যর্পণমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দন্তকাষ্ঠপ্রদানেন দন্তসৌভাগ্যমৃচ্ছতি।
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা বিরোগস্তুভিজায়তে ॥ ১৪৮॥
পাদুকায়াঃ প্রদানেন গতিমিষ্টামবাপ্নুয়াৎ।
মৃত্তাগদানাদ্দেবস্য ভূমিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান দ্বারা দন্ত সৌভাগ্য লাভ হয়, জিহ্বা মার্জ্জনিকা দেওয়ায় নীরোগ হওয়ার সৌভাগ্যলাভ এবং পাদুকা প্রদানদ্বারা অভীষ্ট গতি লাভ হয় আর মাটি দেওয়ায় মাটি অর্থাৎ উত্তমাভূমি লাভ হয় ॥ ১৪৮-১৪৯ ॥

অথ মঙ্গলনীরাজনম্

পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্ ॥ ১৫০ ॥
নীরাজনন্ত্বিদং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ।
পরমশ্রদ্ধয়োত্থায় দ্রষ্টব্যঞ্চ সদা নরৈঃ ॥ ১৫১ ॥
স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্ব্বেষামেতৎ সর্ব্বেষ্টপূরকম্।
সমস্তদৈন্যদারিদ্র্যদুরিতাদ্যুপশান্তিকৃৎ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শ্লোক-সকল পাঠ করিয়া মহা বাদ্যধ্বনি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের জগন্মঙ্গলকর মঙ্গল নীরাজন করিতে হইবে। ইহা নরনারী সকলেরই সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করে এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দারিদ্র্য ও পাতকাদি বিনাশ করিয়া থাকে। সকলেই পবিত্র দেহ মনে এই আরাত্রিক করিবে। মনুষ্যেরা শ্রদ্ধার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানে মন সমর্পণ করিয়া ইহা দর্শন করিবে ॥ ১৫০-১৫২ ॥

টীকা—শ্লোকান্—'বর্হাপীড়ং কৃচিৎ' ইতি, 'বিনাশয়' ইত্যাদীন্ ; মঙ্গলমিত্যাখ্যা যস্য তৎ ॥১৫০॥

অথ প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ

ততোঽরুণোদয়স্যান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ।
কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরম্ ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—এরপর অরুণোদয় কাল অতীত হইলে স্নানের জন্য বাহিরে যাইবে। তারপর শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে পবিত্র জলাশয়ে নদী প্রভৃতিতে গমন করিবে ॥ ১৫৩ ॥

তথা চ শুক্রস্মৃতৌ—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
স্বস্তিকাদ্যাসনং বধ্বা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ১৫৪ ॥
ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ।
শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ—শুক্রস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া স্থির ও শুদ্ধচিত্তে স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল ধ্যান করিবে। তারপর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হে শ্রীবাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অধোক্ষজ! হে অচ্যুত! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে সঙ্কর্ষণ! এই সমস্ত নাম কীর্ত্তন করিয়া প্রণাম করিবে ॥ ১৫৪-১৫৫ ॥

গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনম্।
বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচং বিধায় চ।
আচম্য খানি সম্মার্জ্য স্নানং কুর্য্যাৎ যথোচিতম্ ॥১৫৬

অনুবাদ—তারপর জলাশয়াদিতে যাইয়া সেখানে স্নানদ্রব্য সকল সংরক্ষণ পূর্ব্বক যথা নিয়মে মল-ত্যাগাদি কর্ম্ম, শৌচ, আচমন ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল প্রক্ষালন করিয়া বর্ণাশ্রমাদির অনুরূপ স্নান করিবে ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—বিধিনেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। মৈত্রং পুরী-ষোৎসর্গস্তদাদিকং, খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি, যথোচিতং বর্ণাশ্রমাদ্যনুরূপম্ ; অত্র চ প্রায়ো গৃহস্থস্যৈব লেখ্য-শ্রীভগবৎপূজাবিধিযোগ্যত্বাৎ তস্যৈবায়মাচারো জ্ঞেয়ঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তানি প্রায়ো গৃহিধর্ম্ম-বচনান্যেব লিখিতানীতি দিক্ ॥ ১৫৬ ॥

অথ মৈত্রাদিকৃত্যবিধিঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর-সংবাদে গৃহিধর্ম্মকথনে—
ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈঋ্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং গৃহাৎ॥ ১৫৭॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে॥ ১৫৮॥
আত্মচ্ছায়াং তরোশ্চায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন॥ ১৫৯॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে গৃহিধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—হে রাজন্! অতঃপর প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ হইতে শরক্ষেপের দূরত্বের বেশী দূরে গিয়া মলত্যাগ করিবে। যদি গ্রামের নৈঋ্ঋতদিকে শরক্ষেপের দূরত্ব না পাওয়া যায় তাহা হইলে যে দিকেই হউক বাড়ী হইতে দূরে যাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। পা ধোওয়া জল ও এঁঠো জিনিষ গৃহ প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ অবিধি। পণ্ডিত-ব্যক্তি নিজছায়াতে, বৃক্ষের ছায়াতে, গো, সূর্য্য, অগ্নি বায়ু, গুরু ও বিপ্রের অভিমুখে কখনও মলমূত্রত্যাগ করিবে না॥ ১৫৭-১৫৯॥

টীকা—কল্যে উষসি, গ্রামস্য নৈঋ্ঋত্যাং দিশি॥ ১৫৭॥

টীকা—তদসম্ভবে স্বগৃহাদ্দূরে মূত্রাদ্যুৎসর্গং কুর্য্যাৎ॥ ১৫৮॥

টীকা—গবাদীন্ গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ প্রতি তদভিমুখো ন মেহেদিত্যর্থঃ॥ ১৫৯॥

ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষুপুরুষর্ষভ॥ ১৬০॥
নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জনম্॥ ১৬১॥

অনুবাদ—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! কর্ষণ করা জমিতে, শষ্যমধ্যে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে, জলমধ্যে, জলের ধারে ও শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়॥ ১৬০-১৬১॥

উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব॥ ১৬২॥
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥ ১৬৩॥

অনুবাদ—বিপদ্‌কাল ব্যতীত বুদ্ধিমান ব্যক্তি দিনের বেলা উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদন ও বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করতঃ মলমূত্র-ত্যাগ করিবে। মলমূত্রত্যাগের সময় কথা বলিবে না এবং সেখানে বেশীক্ষণ থাকিবে না॥ ১৬২-১৬৩॥

তথা কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অন্তর্ধাপ্য মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্ট্রৈস্তৃণেন বা॥ ১৬৪॥
প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্।
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন॥ ১৬৫॥
নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা ন বায়ুগ্নিমুখোঽপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈব চ॥ ১৬৬॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বলা হইয়াছে—দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া উত্তর-মুখ হইয়া কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র কিংবা তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদন করিয়া এবং বসনদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। স্ত্রীজাতি, গুরুজন, ব্রাহ্মণ, গো, দেবতা, দেবমন্দির, ও জল এই সকলের অভিমুখে অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্তি বা দ্রব্যের দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ অবিধি। নদী ও নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া অথবা বায়ুর সম্মুখনা হইয়া এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না॥ ১৬৪-১৬৬॥

টীকা—তথেতি গৃহিধর্ম্মকথন এবেত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষমপেক্ষ্য শ্রীকূর্ম্মপুরাণ-কাশীখণ্ডবচনানি লিখতি—নিধায়েত্যাদি। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বমূহ্যম্॥ ১৬৪॥

টীকা—বীক্ষিত্বেত্যার্ষং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। প্রত্যাদিত্য-মিতি তত্তদভিমুখঃ সন্ন কুর্য্যাদিতি পূর্ব্ববদর্থঃ॥ ১৬৬

কাশীখণ্ডে শ্রীস্কন্দাগস্ত্য-সংবাদে—

ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋ‍র্তীং দিশমাশ্রয়েৎ।
গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ১৬৭ ॥
কর্ণোপবীত্যুদগ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ ॥১৬৮॥
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্
জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলম্।
বামেন পাণিনা শিশ্নং
ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয় অগস্ত্য সংবাদে লিখিত হইয়াছে—অনন্তর আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সমাধানের নিমিত্ত নৈঋ‍র্তদিকে গমন করিবে। গ্রাম হইতে কমপক্ষে ৪০০ হাত এবং নগর হইতে তাহার চারিগুণ অর্থাৎ ১৬০০ হাত দূরে গমন করিবে। কানে পৈতা দিয়া দিনের বেলা এবং উভয় সন্ধ্যায় উত্তর মুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সযত্নে বামহস্তদ্বারা শিশ্নধারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে ঐ সময় কোন বাক্যব্যয় করিবে না ॥ ১৬৭-১৬৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি।
ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি ॥ ১৭০ ॥
যথাসুখমুখো রাত্রৌ দিবা ছায়ান্ধকারয়োঃ।
ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জ্জনম্ ॥ ১৭১ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আছে—গোচারণস্থানে, উইঢিপির উপর, ছাইগাদার উপর এবং প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে মলমূত্রত্যাগ করিবে না। দাঁড়াইয়া এবং যাইতে যাইতে মূত্রত্যাগ করিতে নাই। প্রাণহানির ভয় উপস্থিত হইলে যে কোন দিকে মুখ করিয়া এবং ছায়া অন্ধকারেও মলমূত্র ত্যাগ করা যায় ॥১৭০-১৭১

অথ শৌচবিধিঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব—

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলাত্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥ ১৭২॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥ ১৭৩॥
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে গৃহিধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে—হে রাজন্, বল্মীক ও মূষিক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মৃত্তিকা, সলিল মধ্যগত মৃত্তিকা, শৌচের অবশিষ্ট মৃত্তিকা এবং গৃহের ভিত্তিস্থিত মৃত্তিকা শৌচ কার্য্যে গ্রহণ করিবে না। মধ্যে কীট সমূহ কর্ত্তৃক অধিকৃত, লাঙ্গল দ্বারা উৎপাটিত মাটী শৌচকার্য্যে ব্যবহার করিবে না। হে নৃপতি! শৌচসাধন মৃত্তিকা শিশ্নে একবার, গুহ্যস্থানে তিনবার বামহস্তে দশবার এবং দুই হস্তে সাতবার মর্দ্দন করিতে হয় ॥ ১৭২-১৭৪ ॥

টীকা—লেপসম্ভবাং ভিত্তিগতাম্ ॥ ১৭২ ॥

টীকা—অন্তর্মধ্যে প্রাণিভিঃ কীটৈঃ অবপন্নাম্। উপহতাম্। পাঠান্তরে—অণুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ প্রাণিভিরবপন্নাম্ ॥ ১৭৩ ॥

যমস্মৃতৌ—

তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ ॥ ১৭৫॥

কিঞ্চ—

তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনম্ ॥ ১৭৬॥

অনুবাদ—যমস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—শুদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিদিন দুইপদে ৩ বার করিয়া মৃত্তিকা দিবেন এবং নখ শোধন করিয়া হস্ত দ্বয়েও তিন তিন বার মৃত্তিকা দিতে হইবে ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

টীকা—এবং মতভেদঃ সপাদুকনিষ্পাদুকাদিভেদেন কল্প্যঃ, পাদয়োরিতি প্রত্যেকং তিস্র ইতি জ্ঞেয়ম্; দেয়া হস্তয়োরিতি শেষঃ ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব—

গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ।
দশ বামকরে চাপি সপ্ত পাণিদ্বয়ে মৃদঃ ॥ ১৭৭ ॥
একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ।
ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্‌গন্ধলেপক্ষয়াবধি ॥ ১৭৮ ॥

ক্রমাদ্দ্বিগুণমেতত্তু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু।
দিবাবিহিতশৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ ॥ ১৭৯ ॥
রুজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে।
তদর্দ্ধং যোষিতাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ।
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৮০

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-অগস্ত্য-সংবাদে বলা হইয়াছে—শিশ্নে একবার, মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুই হস্তে সাতবার, দুইপদে একবার আর পুনরায় দুই হস্তে তিনবার জলযুক্ত মৃত্তিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গন্ধ সম্পূর্ণ দূর হওয়া পর্য্যন্ত এই শৌচ কার্য্য বিধেয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ত্রয়ে এই শৌচবিধি যথাক্রমে দ্বিগুণ অর্থাৎ গৃহস্থ অপেক্ষা ব্রহ্মচারী দ্বিগুণ, বানপ্রস্থী তিন গুন এবং ভিক্ষুর পক্ষে চতুর্গুণ বুঝিতে হইবে। দিনের বেলা যে শৌচবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে রাত্রিবেলা তাহার অর্দ্ধেক করিলেই চলিবে। পীড়িত অবস্থাতেও অর্দ্ধেক আচরণের ব্যবস্থা। তস্করাদি দ্বারা আক্রান্ত পথে তাহার অর্দ্ধ এবং নারীজাতি তাহার অর্দ্ধ আচরণ করিবে। শরীর সুস্থ থাকিলে শৌচের ন্যূনতা করিবে না। এক এক বারে আর্দ্র আমলকী ফলের পরিমাণ মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ॥ ১৭৭-১৮০ ॥

টীকা—অম্বুসান্তরাঃ—মধ্যে মধ্যে জলসহিতাঃ ॥ ১৭৭ ॥

শঙ্খস্মৃতৌ—

মৃত্তিকা তু সমুদ্দিষ্টা ত্রিপর্ব্বী পূর্য্যতে যয়া ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ-স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—যাহাতে ত্রিপর্ব্বী পূর্ণ হয় অর্থাৎ মধ্যস্থিত অঙ্গুলী-ত্রয়ের প্রথম গ্রন্থি পরিপূর্ণ পরিমিত মৃত্তিকার ব্যবস্থা সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১-১ ॥

টীকা—ত্রিপর্ব্বী মধ্যবর্ত্ত্যঙ্গুলিত্রয়স্যাদিপর্ব্বত্রয়ম্; এষা চ গুদব্যতিরিক্তে জ্ঞেয়া ॥ ১৮১ ॥

দক্ষস্মৃতৌ—

অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—দক্ষ-স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—প্রথম বারের মৃত্তিকার পরিমাণ অর্দ্ধাঞ্জলির অর্দ্ধ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বারের পরিমাণ তাহার অর্দ্ধ নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৮২ ॥

টীকা—অতএব লিখতি—অর্দ্ধেতি। প্রথমা গুদে দেয়ানাম্যাদ্যা ॥ ১৮২ ॥

অথ কেবলমূত্রোৎসর্গে

দক্ষঃ—

একা লিঙ্গে তু সব্যে ত্রিরুভয়োর্মৃদ্দ্বয়ং স্মৃতম্ ॥১৮৩

অনুবাদ—অনন্তর কেবল মূত্রত্যাগ-বিষয়ে দক্ষের উক্তি—শিশ্নে একবার, বামহস্তে তিনবার এবং পরে উভয়হস্তে দুইবার মৃত্তিকা প্রদানের ব্যবস্থা ॥১৮৩॥

ব্রাহ্মে—

পাদয়োর্দ্বে গৃহীত্বা চ সুপ্রক্ষালিতপাণিনা।
আচম্য তু ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে ধৌতহস্ত দ্বারা অচমন করিয়া সনাতন হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক পবিত্র হইবে ॥ ১৮৪ ॥

অথ আচমনবিধিঃ

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব—

অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথাদদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮৫ ॥
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন
তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে বর্ণিত আছে—স্বচ্ছ, গন্ধরহিত, ফেনশূন্য, বুদ্বুদহীন জল দ্বারা আচমন করিবে। পুনর্বার সাবধান হইয়া চরণে মৃত্তিকা দিবে। পাদশৌচ সমাপনান্তে পুনর্ব্বার পাদদ্বয় ধৌত করিয়া তিনবার আচমন করিবে।

এবং ঐ জলদ্বারাই দুইবার মুখ ধৌত করিবে ॥১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—সব্যে হস্তে, উভয়োর্হস্তয়োঃ ; আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ—মৃদমিতি। অন্যাং মৃদমাদদ্যাৎ, তথা চ নিষ্পাদিতমঙ্ঘ্রিশৌচং যেন সঃ ; যদ্বা, ভূয়োহন্যাং মৃদং দদ্যাৎ পাদয়োরিতি শেষঃ ; ততশ্চাচামেদিত্যর্থঃ। তেন পাদাভ্যুক্ষণঃ ত্রিঃস্নানশেষসলিলেন দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েন্মুখমিতি শেষঃ ॥ ১৮৩-১৮৬ ॥

শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদালভেৎ।
বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥১৮৭॥

অনুবাদ—তারপর নেত্রনাসিকা ইত্যাদিতে ও মাথায় মাটি ছোঁয়াইয়া হাতে নাভিতে ও হৃদয়ে জলস্পর্শ করাইবে ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—আলভেৎ স্পৃশেৎ, অসঞ্জপন্নিতি পাঠে মৌনী ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

অত্র চ বিশেষো দক্ষেণোক্তঃ—

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ॥ ১৮৮ ॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥১৯০

অনুবাদ—এই বিষয়ে দক্ষ যাহা বলেন তাহা হইল—দুই হস্ত ও দুই চরণ ধৌত করিয়া দেখিয়া তিনবার আচমন করিবে। পরে ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জনা করিবে। প্রথমে তিন অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া মুখ মণ্ডল স্পর্শ করিবে তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা বারংবার চক্ষুদ্বয় ও কর্ণযুগল স্পর্শ করিবে। তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলিও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সকল অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং ঐ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে ॥ ১৮৮-১৯০ ॥

তথা কাশীখণ্ডে তত্রৈব—

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ ॥ ১৯১ ॥
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ ॥ ১৯২ ॥
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্রাবাস্যসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও বলা হইয়াছে যে—পূর্ব্বমুখ ও উত্তর মুখ হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্ম রহিত পবিত্রস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিয়া শীতল ফেনরহিত, দুর্গন্ধশূন্য সুস্বাদু জলদ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ যোগে দৃষ্টিপূত জলদ্বারা, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগামী জলদ্বারা, বৈশ্য তালুগত জলদ্বারা এবং নারীজাতি ও শূদ্র জলে মুখস্পর্শ মাত্র আচমন করিয়া পবিত্র হইবেন ॥ ১৯১-১৯৩ ॥

যাজ্ঞবল্কস্মৃতৌ—

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ প্লাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ ॥১৯৪

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বিপ্রজাতি চরণ ধৌতাবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবেন না। উহাদ্বারা আচমন করিতে হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবেন, বৌধায়ন এই কথা বলেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—ভূমৌ প্লাবয়িত্বা কিঞ্চিদ্বারি প্রক্ষিপ্য ॥ ১৯৪ ॥

ভরদ্বাজস্মৃতৌ—

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—ভরদ্বাজস্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে—অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ব্যতীত আঙ্গুলগুলি একত্রিত করিয়া

দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে। নখ দ্বারা স্পৃষ্ট জলে আচমন করিবে না ॥ ১৯৫ ॥

———

কৌর্ম্মে চ ব্যাসগীতায়াম্—

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥১৯৬
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা ॥ ১৯৭ ॥
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ১৯৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ আচমনান্তে ভোজন, পান, নিদ্রা হইতে উত্থান ও স্নান করিয়া এবং পর্য্যটন, লোমহীন ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ, বসনপরি ধান, মলমূত্র ও শুক্রবিসর্জ্জন, মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ ও থুতুত্যাগ করিয়া, অধ্যয়নের আরম্ভে কাস ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বরে বা শ্মশানে ভ্রমণের পর এবং উভয় সন্ধ্যায় পুনরায় আচমন করিবেন ॥ ১৯৬-১৯৮ ॥

টীকা—সমভ্যস্য পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

———

কিঞ্চ—

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ১৯৯
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধঃ।
ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ॥ ২০০ ॥
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে—মস্তক ও গলা ঢাকা দিয়া কিংবা কাছা ও শিখা মুক্ত করিয়া, পদদ্বয়ে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি হয়। প্রাজ্ঞব্যক্তি চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ, জলমধ্যে অবস্থান ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া আচমন করিবেন না। বৃষ্টির ধারাসমূহে, এঁঠো-হাতে তথা একহাতে দেওয়া জলে অথবা পৈতাশূন্য হইয়া কিংবা পাদুকার উপর বসিয়া অথবা হাঁটু বাহিরে রাখিয়া আচমন করিবেন না ॥ ১৯৯-২০১ ॥

টীকা - পাদয়োঃ শৌচমকৃত্বেতি ভোজন-পান-শয়নাদৌ পাদয়োরশুদ্ধ্যভাবেঽপ্যা-চমনসাঙ্গতার্থং শৌচমুক্তম্ ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—হস্তে উচ্ছিষ্টে সতি, সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২০০ ॥

———

অথ বৈষ্ণবাচমনম্

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো-
গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভৌ ॥ ২০২ ॥
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমম্ ॥ ২০৩ ॥
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ যথাবিধানে তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে; দুইবার হাত ধোয়ার সময় গোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুকে, মার্জ্জনকালে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে; অধর ও ওষ্ঠ মার্জ্জন সময়ে বামন ও শ্রীধরকে স্মরণ করিতে হইবে ॥ ২০২-২০৪ ॥

টীকা—তত্র লিখিতাচমনবিধৌ শ্রীভগবন্নামজপেন কঞ্চিদ্বিশেষং তান্ত্রিক সম্মতং লিখতি—ত্রিঃ পান ইত্যাদি ষড্‌ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষ্ণান্তং চতুর্বিবংশতিসংখ্যাকং শ্রীভগবন্নাম নমোঽন্তং চতুর্থ্যন্তঞ্চ কেশবায় নম ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জপন্ সন্ যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাদিতি সর্ব্বেরন্বয়ঃ। ত্রিঃপানে বারত্রয়জলাচমনে কেশবাদিত্রয়ম্ ॥ ২০২ ॥

টীকা—মধুসূদনমেকমন্যঞ্চ ত্রিবিক্রমমিত্যুভাবিত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

টীকা—অপিশব্দাদধরয়োর্মার্জ্জন ইতি জ্ঞেয়ম্। উভাবিতি পুংস্ত্বং সংজ্ঞা-সংজ্ঞিনোরভেদ-বিবক্ষয়া ॥ ২০৪ ॥

———

প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥২০৫
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতম্ ॥২০৬

এবং ঐ জলদ্বারাই দুইবার মুখ ধৌত করিবে॥১৮৫-১৮৬॥

টীকা—সব্যে হস্তে, উভয়োর্হস্তয়োঃ ; আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ—মৃদমিতি। অন্যাং মৃদমাদদ্যাৎ, তথা চ নিষ্পাদিতমভিন্নশৌচং যেন সঃ ; যদ্বা, ভূয়োঽন্যাং মৃদং দদ্যাৎ পাদয়োরিতি শেষঃ ; ততশ্চাচামেদিত্যর্থঃ। তেন পাদাভ্যুক্ষণঃ ত্রিঃস্নানশেষসলিলেন দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েন্মুখমিতি শেষঃ॥ ১৮৩-১৮৬॥

শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদালভেৎ।
বাহু নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ॥১৮৭॥

অনুবাদ—তারপর নেত্রনাসিকা ইত্যাদিতে ও মাথায় মাটি ছোঁয়াইয়া হাতে নাভিতে ও হৃদয়ে জলস্পর্শ করাইবে॥ ১৮৭॥

টীকা—আলভেৎ স্পৃশেৎ, অসঞ্জপন্নিতি পাঠে মৌনী ভূত্বেত্যর্থঃ॥ ১৮৭॥

অত্র চ বিশেষো দক্ষেণোক্তঃ—

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্॥ ১৮৮॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥ ১৮৯॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥১৯০

অনুবাদ—এই বিষয়ে দক্ষ যাহা বলেন তাহা হইল—দুই হস্ত ও দুই চরণ ধৌত করিয়া দেখিয়া তিনবার আচমন করিবে। পরে ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জনা করিবে। প্রথমে তিন অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া মুখ মণ্ডল স্পর্শ করিবে তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা বারংবার চক্ষুদ্বয় ও কর্ণযুগল স্পর্শ করিবে। তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলিও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সকল অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং ঐ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে॥ ১৮৮-১৯০॥

তথা কাশীখণ্ডে তত্রৈব—

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ॥ ১৯১॥
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্‌গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ॥ ১৯২॥
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্রাবাস্যসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ॥ ১৯৩॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও বলা হইয়াছে যে—পূর্ব্বমুখ ও উত্তর মুখ হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্ম রহিত পবিত্রস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিয়া শীতল ফেনরহিত, দুর্গন্ধশূন্য সুস্বাদু জলদ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ যোগে দৃষ্টিপূত জলদ্বারা, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগামী জলদ্বারা, বৈশ্য তালুগত জলদ্বারা এবং নারীজাতি ও শূদ্র জলে মুখস্পর্শ মাত্র আচমন করিয়া পবিত্র হইবেন॥ ১৯১-১৯৩॥

যাজ্ঞবল্কস্মৃতৌ—

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ॥১৯৪

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বিপ্রজাতি চরণ ধৌতাবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবেন না। উহাদ্বারা আচমন করিতে হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবেন, বৌধায়ন এই কথা বলেন॥ ১৯৪॥

টীকা—ভূমৌ স্রাবয়িত্বা কিঞ্চিদ্বারি প্রক্ষিপ্য॥ ১৯৪॥

ভরদ্বাজস্মৃতৌ—

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ॥ ১৯৫॥

অনুবাদ—ভরদ্বাজস্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে—অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ব্যতীত আঙ্গুলগুলি একত্রিত করিয়া

দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে। নখ দ্বারা স্পৃষ্ট জলে আচমন করিবে না ॥ ১৯৫ ॥

———

কৌর্ম্মে চ ব্যাসগীতায়াম্—

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥১৯৬
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা ॥ ১৯৭ ॥
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ১৯৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ আচমনান্তে ভোজন, পান, নিদ্রা হইতে উত্থান ও স্নান করিয়া এবং পর্য্যটন, লোমহীন ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ, বসনপরি ধান, মলমূত্র ও শুক্রবিসর্জ্জন, মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ ও থুতুত্যাগ করিয়া, অধ্যয়নের আরম্ভে কাস ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বরে বা শ্মশানে ভ্রমণের পর এবং উভয় সন্ধ্যায় পুনরায় আচমন করিবেন ॥ ১৯৬-১৯৮ ॥

টীকা—সমভ্যস্য পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

———

কিঞ্চ—

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ১৯৯
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধঃ।
ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ॥ ২০০ ॥
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে—মস্তক ও গলা ঢাকা দিয়া কিংবা কাছা ও শিখা মুক্ত করিয়া, পদদ্বয়ে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি হয়। প্রাজ্ঞব্যক্তি চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ, জলমধ্যে অবস্থান ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া আচমন করিবেন না। বৃষ্টির ধারাসমূহে, এঁঠো-হাতে তথা একহাতে দেওয়া জলে অথবা পৈতাশূন্য হইয়া কিংবা পাদুকার উপর বসিয়া অথবা হাঁটু বাহিরে রাখিয়া আচমন করিবেন না ॥ ১৯৯-২০১ ॥

টীকা - পাদয়োঃ শৌচমকৃত্বেতি ভোজন-পান-শয়নাদৌ পাদয়োরশুদ্ধ্যভাবেঽপ্যা-চমনসাঙ্গতার্থং শৌচমুক্তম্ ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—হস্তে উচ্ছিষ্টে সতি, সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২০০ ॥

———

অথ বৈষ্ণবাচমনম্

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো-
গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভৌ ॥ ২০২ ॥
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমম্ ॥ ২০৩ ॥
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ যথাবিধানে তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে ; দুইবার হাত ধোয়ার সময় গোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুকে, মার্জ্জনকালে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে ; অধর ও ওষ্ঠ মার্জ্জন সময়ে বামন ও শ্রীধরকে স্মরণ করিতে হইবে ॥ ২০২-২০৪ ॥

টীকা—তত্র লিখিতাচমনবিধৌ শ্রীভগবন্নামজপেন কঞ্চিদ্বিশেষং তান্ত্রিক সম্মতং লিখতি—ত্রিঃ পান ইত্যাদি ষড়্ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষ্ণান্তং চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকং শ্রীভগবন্নাম নমোঽন্তং চতুর্থ্যন্তঞ্চ কেশবায় নম ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জপন্ সন্ যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাদিতি সর্ব্বেরন্বয়ঃ। ত্রিঃপানে বারত্রয়জলাচমনে কেশবাদিত্রয়ম্ ॥ ২০২ ॥

টীকা—মধুসূদনমেকমন্যঞ্চ ত্রিবিক্রমমিত্যুভাবিত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

টীকা—অপিশব্দাদধরয়োর্মার্জ্জন ইতি জ্ঞেয়ম্। উভাবিতি পুংস্ত্বং সংজ্ঞা-সংজ্ঞিনোরভেদ-বিবক্ষয়া ॥ ২০৪ ॥

———

প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥২০৫
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতম্ ॥২০৬

জনার্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ ।
দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি ।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্ ॥ ২০৭॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথা চ বাক্ ।
কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—পুনর্বার হস্তদ্বয় প্রক্ষালন কালে হৃষীকেশকে ; পদদ্বয় ধৌত করার সময় পদ্মনাভকে ; মস্তক প্রক্ষালনকালে দামোদরকে, মুখ প্রক্ষালন সময়ে বাসুদেবকে নাসাযুগল ধৌত করার সময় সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নকে ; নয়নদ্বয়ে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে অধোক্ষজ ও নৃসিংহদেবকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে, হৃদয়ে জনার্দ্দনকে, মস্তকদেশে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণ বাহুতে হরিকে এবং বাম বাহুতে শ্রীকৃষ্ণকে যথাক্রমে চতুর্থী-বিভক্তি সংযোগে ও নমঃ শব্দান্ত পূর্ব্বক জপ করিয়া আচমন করিবে। (কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ ইত্যাদিরূপে) রোগাদি কারণে অসামর্থ্য ঘটিলে কেবলমাত্র দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। এই বিষয়ে বচন আছে—অসমর্থ ব্যক্তি কেবলমাত্র দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে ॥ ২০৫-২০৮ ॥

টীকা—পাণ্যোর্দ্বয়োঃ প্রক্ষালনে হৃষীকেশমেকমেব, পাদয়োশ্চ প্রক্ষালনে পদ্মনাভমেকং, ততস্তদনন্তরং মূর্দ্ধ্নঃ প্রোক্ষণে দামোদরমেকম্ ॥ ২০৫ ॥

টীকা—নাসয়োস্তু দ্বয়োঃ সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নঞ্চেতি দ্বৌ, নাভিতঃ নাভৌ ॥ ২০৬ ॥

টীকা—যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতাচমনবিধানুসারেণ। ত্রিঃপানপ্রকারঃ মার্জ্জনাদাবঙ্গুলিনিয়মশ্চ তথা ওষ্ঠমার্জ্জনমূর্দ্ধোষ্ঠক্রমেণ নাসাদিস্পর্শশ্চ, দক্ষিণক্রমেণেত্যাদিপ্রকারশ্চ সদাচারতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তথা চাগমতঃ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—'কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌচ সংমার্জ্জ্য দ্বাভ্যামুন্মার্জ্জনং তথা। একেন হস্তৌ প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ। আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যুরঃস্কন্ধকান্ স্পৃশেৎ। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ। 'কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ-বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-বামন-শ্রীধর-হৃষীকেশ-পদ্মনাভ-দামোদর-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-পুরুষোত্তম-অধোক্ষজ-নৃসিংহ-অচ্যুত-জনার্দ্দন-উপেন্দ্র-হরি-কৃষ্ণ-ভগবন্নামভিরেভিশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নমোঽন্তৈরিত্যাদি ॥ ২০৭ ॥

টীকা—ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদিমার্জ্জনে চ অশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া স্মৃত্যুক্তং পক্ষান্তরং লিখতি—অশক্ত ইতি। রোগাদিনা অসমর্থশ্চেৎ তর্হি কেবলং দক্ষং নিজদক্ষিকর্ণং স্পৃশেৎ ; ননু তত্র কিং প্রমাণং ? তত্র লিখতি—তথা চ বাগিতি, যতস্তথৈব বচনমস্তীত্যর্থঃ। তামেব মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীমদালসোক্তাং লিখতি—কুর্ব্বীতেতি। আলভনং স্পর্শনম্, বৈ প্রসিদ্ধৌ, তচ্চ স্মৃতিপুরাণাদিবৎ সুপ্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। কেচিচ্চ ত্রির্জ্জলাচমনাশক্তাবপি পক্ষমেতং মন্যন্তে। তত্র চ জলাদ্যসম্ভবেঽপি, এতচ্চ কেবলমিত্যনেনাপি সূচিতম্। তচ্চ তত্রৈবোক্তম্—'যথা বিভবতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্' ইতি। অস্যার্থঃ—বিভবঃ সামর্থ্যাদিঃ, পূর্ব্বোক্তত্রিরাচমনাসম্ভবে ততোঽনন্তরমুক্তং দক্ষিণকর্ণালভনাদিকং কার্য্যং, নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ২০৮ ॥

———

অথ দন্তধাবনবিধিঃ

তত্র কাত্যায়নঃ—
উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২০৯ ॥

মন্ত্রশ্চায়ম্—
আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে ॥২১০॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে ঋষি কাত্যায়ন বলেন—নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র ও স্থির চিত্তে মন্ত্রজপের পর দন্তধাবন করা উচিত। মন্ত্রানুবাদ—হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, পশু, ধন, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ক জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রদান কর ॥ ২০৯-২১০ ॥

টীকা—শ্রীভগবৎপূজানিরতাঃ শয়নাদুত্থায়ৈব দন্তধাবনমাচরেয়ুরিতি পূর্ব্বং লিখিতম্, অধুনা শৌচবর্গবিধিপ্রসঙ্গে তদ্বিধিলিখ্যতে—উত্থায়েত্যাদিনা। প্রক্ষাল্য মর্জ্জনাদিনা নেত্রে উন্মীল্য, এবঞ্চ প্রাতঃকৃত্যমেবেদং ব্যক্তম্ তথা চ ব্যাসঃ—'শুদ্ধ্যর্থং প্রাতরুত্থায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্' ইতি। অশক্তৌ চ স্নানকালেঽপি দন্ত-

ধাবনং ন দোষাবহম্, বিরক্তানাং সতাং কেষাঞ্চিৎ তাদৃশাচারদর্শনাৎ। অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—প্রক্ষাল্য দন্তকাষ্ঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ। আচম্য প্রযতো নিত্যং স্নানং প্রাতঃ সমাচরেদিতি। প্রাতঃস্নানকাল এবোক্তম্; মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ—'কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্। পূর্ব্বাহ্ন এব কার্য্যাণি' ইতি পূর্ব্বাহ্নমাত্রকৃত্যমিত্যুক্তম্। যচ্চোক্তম্—'যো মোহাৎ স্নানবেলায়াং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা' ইতি। তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ম্ জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০৯ ॥

———

অস্য নিত্যতা

কাশীখণ্ডে—

অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্নীয়াদ্দন্তধাবনম্।
আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্ ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—দন্তধাবনের নিত্যতা বিষয়ে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—অতঃপর মুখ শোধনের জন্য দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে, যেহেতু দন্তধাবন না করিয়া আচমন করিলেও মানুষের অশুচিতা থাকে ॥ ২১১ ॥

———

বারাহে চ—

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—বরাহ-পুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীবরাহদেব পৃথিবী-দেবীকে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া আমাকে আরাধনা করে সে এই দন্তধাবন না করা রূপ এককর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বকালকৃত কর্ম্ম ধ্বংস করে ॥ ২১২ ॥

———

অথ দন্তকাষ্ঠনিষিদ্ধদিনানি

মনুঃ—

চতুর্দশ্যষ্টমী-দর্শপৌর্ণমাস্যর্কসংক্রমঃ।
এষু স্ত্রী-তৈল-মাংসানি দন্তকাষ্ঠানি বর্জ্জয়েৎ ॥২১৩॥

অনুবাদ—এরপর দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ দিন বলা হইতেছে—মনু বলিয়াছেন—চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি—এই সকল দিনে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলমর্দ্দন, মাংস ভক্ষণ ও দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ বর্জ্জনীয় ॥ ২১৩ ॥

———

সংবর্ত্তক—

আদ্যে তিথৌ নবম্যাঞ্চ ক্ষয়ে চন্দ্রমসস্তথা।
আদিত্যবারে সৌরে চ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—সংবর্ত্তক বলেন—প্রতিপদ, নবমী, অমাবস্যা, রবিবার ও শনিবার এই সকল দিনে দন্তধাবন করিবে না ॥ ২১৪ ॥

———

কাত্যায়নঃ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥২১৫॥

অনুবাদ—কাত্যায়ন বলিয়াছেন—প্রতিপদ অমাবস্যা ও ষষ্ঠীতে বিশেষতঃ নবমী-তিথিতে দন্তসমূহে কাষ্ঠ সংযোগ করিলে শতপুরুষ পর্য্যন্ত বংশ দগ্ধ হয় ॥ ২১৫ ॥

টীকা—বিশেষত ইত্যনেন ক্বচিচ্চতুর্দ্দশ্যাদৌ, ক্বচিচ্চ ব্যতীপাতজন্মদিনাদৌ কৃতদন্তকাষ্ঠ-নিষেধাপেক্ষয়া প্রতিপদাদিষু তন্নিষেধাধিক্যং বোধ্যতে, অতএব দহতীত্যাদিনা তত্র দোষোঽপি মহান্ দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ২১৫ ॥

———

বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ—

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনম্।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি সপ্তকুলানি বৈ ॥ ২১৬॥

অনুবাদ—বৃদ্ধবশিষ্ঠ বলিয়াছেন—উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবে না। ঐ সমস্ত দিনে দাঁতের সহিত কাঠের সংযোগ হইলে সপ্তকুল ধ্বংস হয় ॥ ২১৬ ॥

———

অন্যত্র চ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যেকাদশীরবৌ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥২১৭

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী নবমী ও একাদশী তিথিতে এবং রবিবারে দন্ত সমূহে কাষ্ঠ সংযোগ করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ২১৭ ॥

টীকা—নবম্যামেকাদশ্যাং রবিবারে চেত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

অথ তত্র প্রতিনিধিঃ

দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু।
নিষিদ্ধত্বাত্তৃণৈঃ কুর্য্যাত্তথা কাষ্ঠেতরৈশ্চ তৎ ॥ ২১৮॥

অনুবাদ—নিষিদ্ধ দিন গুলিতে—তৃণ, বৃক্ষের ছাল ও পত্র দ্বারা দন্তধাবন বিহিত হইয়াছে ॥ ২১৮ ॥

টীকা—এতেষু প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু কাষ্ঠৈঃ কৃত্বা দন্তানাং ধাবনস্য নিষিদ্ধত্বাৎ নিষেধনাৎ তত্তদ্দন্তধাবনাং তৃণৈঃ পর্ণৈঃ কাষ্ঠাদিতরৈরন্যৈশ্চ ত্বগাদিভিঃ কুর্য্যাৎ। যদ্বা, কাষ্ঠৈতরৈরিতি হেতৌ বিশেষণম্; ততশ্চ কাষ্ঠৈরেব নিষেধনাৎ তৃণাদীনাঞ্চ কাষ্ঠেতরত্বাৎ তৈর্দন্তধাবনমদুষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২১৮ ॥

তথা চ ব্যাসঃ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্তধাবনম্।
পর্ণৈরন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ ২১৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে এবং রবিবারে পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে কিন্তু অন্যান্য দিনে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন এবং সর্ব্বদাই কাষ্ঠদ্বারা জিহ্বামার্জ্জন কর্ত্তব্য ॥ ২১৯ ॥

টীকা—অন্যত্র প্রতিপদাদিব্যতিরিক্তদিনেষু, অত্র চ রবিবারাদাবপি পর্ণৈরেব তথা তৃণৈশ্চাপীতি পূর্ব্বাপরবচনানুসারেণ বোদ্ধব্যম্ ॥ ২১৯ ॥

পৈঠীনসিঃ—

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনম্।
পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ ২২০॥

অনুবাদ—পৈঠীনসি বলিয়াছেন—দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের নিষিদ্ধদিনে পবিত্র পত্রদ্বারা দন্তধাবন করা যায় কিন্তু নিষিদ্ধ ও বিহিত উভয় ক্ষেত্রেই জিহ্বামার্জ্জন কর্ত্তব্য ॥ ২২০ ॥

অথ তত্রৈবাপবাদঃ

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনম্।
তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—প্রতিপদাদি তিথিতে কাষ্ঠদ্বারা যে দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অমাবস্যা ও একাদশী ছাড়া তাহা তৃণপত্র দ্বারা করিতে হইবে। কারণ অমাবস্যা ও একাদশী তিথিতে তৃণপত্র দ্বারাও দন্তধাবন নিষিদ্ধ ॥ ২২১ ॥

টীকা—অমাম্—অমাবাস্যাম্, একাদশীমিত্যুপবাসদিনং লক্ষয়তি, কদাচিদ্দ্বাদশীষু জন্মাষ্টম্যাদিষু চোপবাসাৎ অমাবাস্যায়াং দন্তকাষ্ঠগ্রহণং ন কার্য্যম্। তথা চ মৎস্যবিষ্ণুপুরাণয়োঃ—'ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে। পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি' ইতি ॥ ২২১ ॥

অতএব ব্যাসস্য বচনান্তরম্—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বিদধ্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—অতএব ব্যাসদেবের অন্য বচন—দন্তকাষ্ঠ অভাবে অথবা যে তিথিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ সেই তিথিতে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা দন্তধাবন বিধেয় ॥ ২২২ ॥

টীকা—নিষিদ্ধায়ামিতি পূর্ব্বং প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু পর্ণৈর্দন্তধাবনস্যানুজ্ঞাতত্বাৎ পুনশ্চ অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈরিত্যনুজ্ঞাতত্বাদেকাদশ্যাদ্যুপবাসদিনেষু অপাং গণ্ডূষৈরিতি ব্যবস্থাপয়িতব্যম্, এবঞ্চ অমামেকাদশীং বিনেতি বাক্যং সুসঙ্গতমিতি দিক্ ॥ ২২২ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে।
গণ্ডুষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে ॥ ইতি ॥২২৩
তৃণপর্ণাদিনা কেচিদুপবাসদিনেঽবপি।
দন্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ ॥ ২২৪ ॥

তথা চ কাশীখণ্ডে তত্রৈব—

মুখে পর্য্যুষিতে যস্মাৎ ভবেদশুচিভাগ্ নরঃ।
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনম্ ॥ ২২৫॥
উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনম্।
গন্ধালঙ্কার-সদ্বস্ত্রপুষ্পমালানুলেপনম্ ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-অগস্ত্য-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে দন্তকাষ্ঠ না পাইলে অথবা দন্তধাবনের নিষিদ্ধদিনে মুখশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিবে। যে সমস্ত ব্যক্তির মুখশুদ্ধিক্রিয়া অতিশয় আবশ্যক তাঁহারা উপবাস দিনেও তৃণ পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন করিতে পারেন। কারণ মুখ বাসি থাকিলে মানুষ অপবিত্র হয় অতএব শুদ্ধির নিমিত্ত সযত্নে দন্তধাবণ করা উচিত। উপবাস দিনেও দন্তধাবন, অঞ্জন, বিভূষণ, চন্দন লেপন, উত্তম বসন, পুষ্প মাল্য ও গন্ধদ্রব্য অনুলেপনে দোষ হয় না।।২২৩-২২৬

টীকা—উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদিতি বচনঞ্চ স্বমতেঽপ্যন্যস্ত্রীবিষয়কং জ্ঞেয়ং, তত্রাঞ্জনাদিনিষেধনাৎ। অতএব কেচিদিচ্ছন্তীতি লিখিতম্। ব্রতদিনে পর্ণাদিনাপি দন্তানাং ধাবনে দাক্ষিণাত্য-শ্রীবৈষ্ণবানাং ব্যবহারোঽপি প্রমাণমিতি দিক্ ॥ ২২৪-২২৫ ॥

অথ দন্তকাষ্ঠানি

স্মৃতৌ—

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্য-সুখপ্রদাঃ ॥ ২২৭ ॥

কিঞ্চ—

পলাশানাং দন্তকাষ্ঠং পাদুকে চৈব বর্জ্জয়েৎ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন বটং বাশ্বত্থমেবচ ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে—কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠই পবিত্র, ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুবর্দ্ধক এবং কটু, তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ বল আরোগ্য সুখ প্রদেয় হয় কিন্তু পলাশ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ও পাদুকা এবং বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ও পাদুকা যত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে ॥ ২২৭-২২৮ ॥

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—

মধ্যাঙ্গুলিসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলিসম্মিতম্।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রে ন তু ধারয়েৎ ॥২২৯॥
ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভম্।
অপামার্গঞ্চ বিল্বং বা করবীরং বিশেষতঃ ॥ ২৩০॥
বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতম্।
পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদ্বৈ বিধানবিৎ ॥২৩১॥
ন পাটয়েদ্দন্তকাষ্ঠং নাঙ্গুল্যগ্রেণ ধারয়েৎ।
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাৎ
শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—মধ্যমাঙ্গুলির মত মোটা বারো আঙ্গুল লম্বা এবং ছালযুক্ত তাহাই প্রশস্ত দন্তকাষ্ঠ। দন্তকাষ্ঠের মূলের দিক ধরিয়া অগ্রের দিক দিয়া দন্তধাবন করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষ জাত ও মালতী বৃক্ষজাত শুভ, অপামার্গ ও বিল্ব বিশেষত শুভ, করবীর ও আকন্দাদি নিন্দিত কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট একটি দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া বিধানজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপদাদি নিষিদ্ধ দিন ছাড়া অন্য সমস্ত দিনে দন্তধাবন করিবেন। দুই ভাগ করা (ফাড়া) দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দন্তকাষ্ঠ ধারণ অনুচিত এবং স্থিরচিত্তে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিয়া পবিত্র স্থানে তাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে ॥ ২২৯-২৩২ ॥

টীকা—সত্বচমিতি—অদন্তত্বচ-শব্দোঽপ্যস্তি আবন্তো বা, ত্বচা সহিতমিত্যর্থঃ ॥ ২২৯ ॥

টীকা—নিন্দিতানি অর্ক-কর্বূরাদীনি; পাপং বর্জ্জং দিনং প্রতিপদাদি ॥ ২৩১ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব—

কনিষ্ঠাগ্রপরীণাহং সত্বচং নির্ব্রণং ঋজুম্।
দ্বাদশাঙ্গুলমানঞ্চ সার্দ্রং স্যাদ্দন্তধাবনম্।
জিহ্বোল্লেখনিকাং বাপি
কুর্য্যাচ্চাপাকৃতিং শুভাম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-অগস্ত্য-সংবাদে বলা হইয়াছে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত মোটা ত্বকযুক্ত, ব্রণরহিত সোজা, বারো আঙ্গুল পরিমিত সরস কাষ্ঠই দন্তধাবনের উপযুক্ত। এইরূপ লক্ষণ যুক্ত কাষ্ঠ দ্বারাই ধনুকাকৃতি শুভ জিহ্বামার্জ্জনিকা তৈয়ারী করিবে ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—পরীণাহঃ স্থৌল্যং সার্দ্রম্ আর্দ্রতাযুক্তম্ ॥ ২৩৩ ॥

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াঞ্চ—

দন্তোল্লেখো বিতস্ত্যা ভবতি
পরিমিতাদম্নমিত্যাদিমন্ত্রাৎ,
প্রাতঃ ক্ষীর্যাদিকাষ্ঠাদ্বটখদির-
পলাশৈর্বিনার্কাম্রবিল্বৈঃ।
ভুক্ত্বা গণ্ডুষষট্‌কং দ্বিরপি
কুশমৃতে দেশিনীমঙ্গুলীভি-
র্নন্দাভূতাষ্টপর্ব্বণ্যপি ন খলু
নবম্যর্কসংক্রান্তিপাতে ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—রামার্চ্চন চন্দ্রিকাতে লিখিত আছে যে —কুশবিনা এবং তর্জ্জনী ব্যতীত অন্য অঙ্গুলি সকল দ্বারা দ্বাদশ গণ্ডুষ জল মুখে দিয়া "সোমো রাজায় মাগমন্ স মে মুখং মার্জ্জতে যশসা চ ভগেন বা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বট, খদির, পলাশ, অর্ক, আম্র ও বিল্ব ব্যতীত অন্য ক্ষীরিবৃক্ষ জাত, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ কাষ্ঠদ্বারা প্রভাতে দন্তমার্জ্জন করিবে; কিন্তু প্রতিপৎ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ইত্যাদি পর্ব্বদিনে এবং নবমী সংক্রান্তি ও ব্যতীপাত যোগে দন্তধাবন নিষিদ্ধ ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—বটাদিকাষ্ঠৈর্বিনা ক্ষীর্যাদিকাষ্ঠাৎ প্রাতর্দন্তানামুল্লেখো ধাবনং ভবতি। কীদৃশাৎ? বিতস্ত্যা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ পরিমিতাৎ; কুশং দেশিনীঞ্চ বিনা অঙ্গুলীভির্গণ্ডুষষট্‌কং দ্বির্ভুক্ত্বা, দ্বাদশজলগণ্ডুষানি গৃহীত্বেত্যর্থঃ। নন্দাদিষু চ দন্তোল্লেখো ন ভবতি, তত্র নন্দা—প্রতিপৎ ষষ্ঠী একাদশী চ; ভূতা—চতুর্দ্দশী, অষ্ট—অষ্টমী; পর্ব্ব—অমাবস্যাপৌর্ণমাস্যাদি, পাতো—ব্যতীপাতো, দ্বন্দ্বৈকাম্; এবং নিষেধবৈবিধ্যং বিবিধবেদশাখাসেবিনাং কর্ম্মপরাণাং নানাদেবতাভক্তানাং মতভেদেন মন্ত্রশ্চ শ্রৌতোঽয়ম্— 'অন্নাদ্যায়াদ্যাপ্যূহ্যং সোমো রাজায়মাগমন্ স মে মুখং সংমার্জ্জতে, যশসা চ ভগেন বা' ইতি ॥ ২৩৪ ॥

অথ কেশপ্রসাধনাদিঃ

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনম্।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং দ্বিজঃ ॥২৩৫॥

তথা চোক্তম্—

ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনম্।
স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং ততঃ ॥২৩৬॥

অনুবাদ—তারপর দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির লোক দাঁত মাজার পর আচমন করিয়া পশ্চাদুক্ত নিয়মে কেশপ্রসাধন পূর্ব্বক ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া শিখাবন্ধন করিবেন। কথিত আছে দক্ষিণ মুখ অথবা উর্দ্ধমুখ হইয়া কেশপ্রসাধন করিবে না। ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—দ্বিজ ইতি স্থানে শূদ্রস্য মুক্তশিখত্বাৎ ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—বিধিবদিতি লিখিতম্, তং বিধিমেব লিখতি—ন দক্ষিণেতি ॥ ২৩৬ ॥

অথ স্নানম্

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব—

নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ ॥ ২৩৭ ॥
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে বলা হইয়াছে—নদ-নদী, দীঘি, দেবখাত, ও গিরিপ্রস্রবনের জলে নিত্যক্রিয়ার জন্য স্নান করিবে। কলসী প্রভৃতি দ্বারা কূপ হইতে জল তুলিয়া তাহার তটে স্নান করা যায়। তটে সম্ভব না হইলে তোলা জলে কিংবা প্রয়োজনে গরম জলে স্নান করিবে ॥ ২৩৭-২৩৮ ॥

টীকা—কূপেষু কলসাদিভিরুদ্ধৃততোয়েন ভুবি

তত্তটভূমৌ স্নায়াৎ, গমনাদ্যশক্তত্বয়া ; তত্তটভূবি স্নানাসম্ভবে কূপাদুদ্ধৃতেন শীতোদকেন স্নায়াৎ ; তত্রাপ্যশক্তৌ উষ্ণোদকেন স্নায়াৎ ইতি 'জ্ঞেয়ম্ ; তথা চোক্তম্—আপঃ স্বভাবতো মেধ্যাঃ কিং পুনর্বহ্নিসংযুতাঃ। তস্মাৎ সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা ।।' ইতি ।। ২৩৭ ।।

অথ স্নাননিত্যতা

তত্র কাত্যায়নঃ—

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ।।২৩৯।।

অনুবাদ—এই বিষয়ে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—সুস্থব্যক্তি দিবা-ভাগের মত প্রভাতেও স্নান করিবেন। শরীর অত্যন্ত মলিন ও নয়টি ছিদ্রযুক্ত, দিবারাত্রই উহা হইতে মল নির্গত হইতেছে। প্রাতঃস্নানদ্বারা ঐ শরীরের শুদ্ধি সম্পন্ন হয় ।। ২৩৯ ।।

দক্ষঃ—

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ-গৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ ।। ২৪০ ।।
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা ।।২৪১।।

অনুবাদ—দক্ষ বলিয়াছেন—বানপ্রস্থী ও গৃহস্থের প্রাতে ও মধ্যাহ্নে, যতির ত্রিসন্ধ্যায় এবং ব্রহ্মচারীর একবার মাত্র স্নানকর্ত্তব্য। অসমর্থ পক্ষে সকলেরই একবার মাত্র স্নানের ব্যবস্থা। ইহাতেও অসমর্থ হইলে কেবল মাত্র স্নান বিহিত ।। ২৪০-২৪১ ।।

টীকা—অশক্তৌ সত্যাম, অপি নিশ্চিতং সকৃদপীতি বা কুর্য্যুরেব। তত্রাপ্যশক্তৌ উদকং বিনেতি মন্ত্রস্নানাদিকং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। যদ্বা অশক্তৌ সত্যাম্ উদকং বিনা জলাভাবে চ সতি সকৃৎ কুর্য্যুঃ। এবং স্নানস্য নিত্যতা সিদ্ধৈব ।। ২৪১ ।।

কিঞ্চ—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনম্ ।।২৪২

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অশক্ত হইলে কর্ম্মীর পক্ষে সকল কালেই মস্তকভিন্ন স্নান হইতে পারে। ভিজাকাপড় বা ভিজাহাতে শরীর মার্জ্জন করিলেও স্নান হইতে পারে ।। ২৪২ ।।

টীকা— অশিরস্কমিত্যাদিনাপি নিত্যতৈবাভিপ্রেতা ।। ২৪২ ।।

শঙ্খশ্চ—

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাদিহবনাদিষু ।। ২৪৩ ।।

অনুবাদ—শঙ্খও বলিয়াছেন—স্নান ভিন্ন মানব জপ ও হোমাদি কর্ম্মের যোগ্য হয় না ।। ২৪৩ ।।

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—

প্রাতঃস্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কর্ম্মসু স্মৃতম্।
হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ।।২৪৪

অনুবাদ—কূর্ম্ম-পুরাণে শ্রীব্যাসগীতায় লিখিত আছে—প্রাতঃস্নান না করিলে সকল কর্ম্মে বিশেষতঃ জপেও হোমকার্য্যে বিশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই এই জন্য অবশ্যই প্রাতঃস্নান করণীয় ।। ২৪৪ ।।

কাশীখণ্ডে

প্রস্বেদলালাদ্যাক্লিন্নো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ।
প্রাতঃস্নানাত্ততোঽর্হঃ স্যান্মন্ত্রস্তোত্রজপাদিষু ।। ২৪৫ ।।

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে,—মানব নিদ্রাগ্রস্ত থাকিলে ঘাম ও লালা প্রভৃতির দ্বারা গ্লানি-যুক্ত হয়, সুতরাং প্রাতঃস্নান দ্বারা মন্ত্র-স্তুতি প্রভৃতিতে যোগ্য হইতে পারে ।। ২৪৫ ।।

পাদ্মে চ দেবহূতিবিকুণ্ডলসংবাদে—

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্‌ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচেস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ ।। ২৪৬।।
স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে ।। ২৪৭ ।।

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতি-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে সমস্ত কালেই মল ভোজন করে। স্নান না করিলে সে মানব অশুদ্ধ হয় এবং তাহার প্রতি পিতৃবর্গ ও দেবগণ প্রসন্ন হন না। স্নানহীন ব্যক্তি পাতকী ও সর্ব্বদা অপবিত্র। যে ব্যক্তি স্নান করে না সে নরকদুঃখ ভোগ করিয়া পুক্কশাদি অন্ত্যজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৪৬-২৪৭ ॥

অথ স্নানমাহাত্ম্যম্

মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বণি শ্রীবিদুরোক্তৌ—

গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে
বলং রূপং স্বরবর্ণ-প্রসিদ্ধিঃ।
স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ
শ্রীঃ সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বে শ্রীবিদুর বলিয়াছেন—বল, রূপ, সুমধুর কণ্ঠস্বর, বর্ণের উত্তমতা, স্পর্শ শক্তির পটুতা, সুগন্ধ, পবিত্রতা, শোভা, সৌকুমার্য্য ও উত্তমা শ্রীযুক্ততা এই দশটি গুণ নিত্য স্নানকারীকে ভজনা করে অর্থাৎ নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি এই গুণগুলির অধিকারী হয় ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—স্বর-বর্ণয়োঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধিরিতি। মহাপাতকাদিকং হরতি ॥ ২৪৮ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে অপি পাপকৃতো নরাঃ ॥ ২৪৯ ॥
প্রাতঃস্নানং হরেদ্বৈশ্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মলম্।
প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ ॥২৫০
যে পুনঃ স্রোতসি স্নানমাচরন্তীহ পর্ব্বণি ॥
তে নৈব দুর্গতিং যান্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥ ২৫১॥
দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তা চ বন্ধ্যা ভবতি সর্ব্বদা।
প্রাতঃস্নানবিশুদ্ধানাং পুরুষাণাং বিশাং বর ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতি-বিকুণ্ডল-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—নিত্য স্নানকারী ব্যক্তি কখনও যমযাতনা ভোগ করে না। অধিক কি পাতকী ব্যক্তিরাও নিত্য স্নানদ্বারা পবিত্র হয়। হে বৈশ্য! প্রাতঃস্নান দ্বারা অন্তর ও বাহিরের ময়লা নষ্ট হয়; এর দ্বারা মানব পবিত্রতা লাভ করে এবং নরকগামী হয় না। যাহারা পর্ব্বদিনে স্রোতের জলে স্নান করে তাহারা কদাচ দুর্গতি ভোগ করে না এবং নীচযোনিসমূহে জন্ম গ্রহণ করে না। হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! যাহারা প্রাতঃস্নান দ্বারা বিশুদ্ধ হয় তাহারা দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে ॥ ২৪৯-২৫২ ॥

অত্রিস্মৃতৌ—

স্নানে মনঃপ্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখাঃ সদা।
সৌভাগ্যং শ্রীঃ সুখং পুষ্টিং পুণ্যং
বিদ্যা যশো ধৃতিঃ ॥ ২৫৩ ॥
মহাপাপান্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতম্।
শোকদুঃখাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে, স্নান করিলে মনের প্রসন্নতা হয়, দেবগণ প্রসন্ন হন এবং সৌভাগ্য, শ্রী, সুখ, পুষ্টি, পুণ্য, বিদ্যা, যশঃ ও ধৈর্য্য লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নান মহাপাতকরাশি, অলক্ষ্মী দুরিত, দুশ্চিন্তা ও শোক-দুঃখাদি হরণ করে ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

কৌর্ম্মে তত্রৈব—

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—প্রাতঃস্নান ঐহিক ও পারলৌকিক শুভফল প্রদানকারী, অতএব এই স্নান মনীষীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। প্রাতঃ স্নানে যে সকলপ্রকার পাতক ধ্বংস হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—দৃষ্টাদৃষ্টকরম্ ঐহিকামুষ্মিক-শুভকারি, পূয়ন্তে নশ্যন্তি ॥ ২৫৫ ॥

কাশীখণ্ডে চ—

প্রাতঃস্নানাদ্‌যতঃ শুধ্যেৎ কায়োঽয়ং মলিনঃ সদা।
ছিদ্রিতো নবভিশ্ছিদ্রৈঃ স্রবত্যেব দিবানিশম্ ॥ ২৫৬॥

উৎসাহ-মেধা-সৌভাগ্য-রূপ-সম্পৎ-প্রবর্ত্তকম্ ।
মনঃপ্রসন্নতাহেতুঃ প্রাতঃস্নানং প্রশস্যতে ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে—এই দৃশ্যমান শরীর সর্ব্বদাই মলযুক্ত ও নয়টি ছিদ্র বিশিষ্ট, এই সমস্ত ছিদ্র দ্বারা সর্ব্বদা মল নির্গত হয়। প্রাতঃস্নান দ্বারা মলধ্বংস হয় অর্থাৎ পবিত্র হওয়ায় যায়। প্রাতঃ স্নান করিলে উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ ও সম্পত্তি লাভ হয় এবং চিত্তপ্রসন্নতার হেতু বলিয়া প্রাতঃ স্নান প্রশংসনীয় ॥ ২৫৬-২৫৭ ॥

প্রাতঃ প্রাতস্তু যৎ স্নানং সংজাতে চারুণোদয়ে ।
প্রাজাপত্যসমং প্রাহুস্তন্মহাঘবিঘাতকৃৎ ॥ ২৫৮ ॥
প্রাতঃস্নানং হরেৎ পাপমলক্ষ্মীং গ্লানিমেব চ ।
অশুচিত্বঞ্চ দুঃস্বপ্নং তুষ্টিং পুষ্টিং প্রযচ্ছতি ॥২৫৯॥
নোপসর্পন্তি বৈ দুষ্টাঃ প্রাতঃস্নায়িজনং কুচিৎ ।
দৃষ্টাদৃষ্টফলং তস্মাৎ প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥২৬০

অনুবাদ—বুধগণ বলেন—প্রভাতে অরুণোদয় কালে যে স্নান তাহা প্রাজাপত্য ব্রতের তুল্য সকল মহাপাতক বিনষ্ট করে। প্রাতঃস্নান পাতক, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অশুচিত্ব ও দুঃস্বপ্ন বিনাশ করে এবং তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে। প্রাতঃস্নানকারীর নিকটে কোনও দুষ্ট কদাচ যাইতে পারে না। প্রাতঃস্নান ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই মঙ্গলদায়ক এই জন্য সকলেরই প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য ॥ ২৫৮-২৬০ ॥

স্নানমাত্রং তথা প্রাতঃস্নানং চাত্র নিযোজিতম্ ।
যদ্যপন্যোন্যমিলিতে পৃথগ্জ্ঞেয়ে তথাপ্যমূ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—এই প্রকরণে স্নানমাত্রের ও প্রাতঃস্নানের বিধি দেওয়া হইয়াছে; দুই স্নান এক হইলে পরস্পর ভেদ জানিতে হইবে অর্থাৎ সামান্য স্নানাপেক্ষা প্রাতঃ স্নান অধিক প্রশস্ত ॥ ২৬১ ॥

অথ স্নানবিধি

অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা ।
মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ ॥ ২৬২॥

অধৌতেন তু বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্ ।
কুর্ব্বন্ন ফলমাপ্নোতি কৃতা চেন্নিষ্ফলা ভবেৎ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—অতঃপর তীর্থে জলাশয়ে গমন করিয়া ধৌত বস্ত্র কুশ ও মৃত্তিকা তীরে রাখিয়া নিজ নিজ নিয়মানুসারে অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ আশ্রম ও শাখাদির বিধান অনুসারে স্নান করিবে। অধৌত বস্ত্র পরিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলেও তাহা ফলবতী হয় না ॥ ২৬২-২৬৩ ॥

টীকা—ইদানীং স্নানবিধিং লিখন্ আদৌ বৈদিকবৈষ্ণবপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিসম্মতং বৈদিক-তান্ত্রিক-বিধি-বিমিশ্রিতং স্নানবিধিং লিখতি—অথেত্যাদিনা। স্বস্ববিধানতঃ নিজ-নিজবর্ণাশ্রমশাখাদ্যাচারানুসারেণ ॥ ২৬২ ॥

ধৌতাঙ্ঘ্রি-পাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাদরাৎ ।
গঙ্গাদিস্মরণং কৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৪॥

অনুবাদ—হাত পা ধুইয়া আচমন করিয়া সাদরে সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গাদিস্মরণপূর্ব্বক তীর্থকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ২৬৪ ॥

সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক ।
জগৎস্রষ্টর্জগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥ ২৬৫ ॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ ।
অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ম্ ॥২৬৬
নত্বাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাম্ ।
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ॥
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং
তব তীর্থনিষেবণে ॥ ইতি ॥ ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—
"সাগরস্বন নির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক ।
জগৎস্রষ্টজগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥"

হে সাগর ধ্বনিতুল্য ঘোর শব্দ শালিন। হে দণ্ডহস্ত। হে অসুরান্তক। হে জগৎ সৃষ্টিকারিন্, হে জগৎ বিনাশকারিন্! হে দেবেশ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি—এই মন্ত্র—উচ্চারণ-সহকারে তীর্থস্নান করিবে। ইহার অন্যথা হইলে তীর্থাধি-

পতি স্বয়ং তীর্থস্নানের অর্দ্ধফল হরণ করেন। এর পর নমস্কার করিয়া তীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধানে অনুমতি প্রার্থনা করিবে—"দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর। দেহি বিষ্ণো। মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে অর্থাৎ—হে দেব দেব। হে শঙ্খ চক্র গদাধর। হে বিষ্ণো। তোমার তীর্থসেবা করিতে আমাকে অনুমতি দাও ॥ ২৬৫-২৬৭ ॥

———

বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ।
প্রাবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ ॥২৬৮॥
দিগ্‌বন্ধং বিধিনাচর্য্য তীর্থানি পরিকল্প্য চ।
আবাহয়েদ্ভগবতীং গঙ্গামাদিত্যমণ্ডলাৎ ॥ ২৬৯ ॥
দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীর্ত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি ॥২৭০॥
আচম্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্রাণায়ামকং জপন্।
কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ ॥২৭১
কৃত্বাঘমর্ষণান্তঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিয়মানুসারে শরীরে মাটি লেপিয়া তীর্থজলে প্রবেশ করিয়া নদীতে স্রোতের দিকে মুখ করিবে এবং নদী ছাড়া পুকুর বা অন্য জলাশয় হইলে সূর্য্যের দিকে মুখ করিতে হইবে। তারপর বিধান অনুসারে দিগ্‌বন্ধন করিয়া তীর্থসমূহ কল্পনা-পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল হইতে ভগবতীদেবী গঙ্গাকে আবাহন করিবে। এরপর হাতে কুশ লইয়া প্রাণায়াম-পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধ্যান ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র জলে ডুব দিবে তারপর আচমন ও প্রাণায়াম সহকারে মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া পুনরায় জলে ডুব দিয়া স্নান করিবে। তারপর কেশবাদি (কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর) নাম-কীর্ত্তন সহযোগে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপণ করিয়া সেই জলে ডুব দিয়া বারোবার স্নান করিবে ॥ ২৬৮-২৭২ ॥

টীকা—অন্যত্র নদীপ্রবাহ-ব্যতিরিক্তে ॥ ২৬৮ ॥

———

তত্র বিশেষঃ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—
প্রসিদ্ধেষু চ তীর্থেষু যদ্যন্যস্যাভিধাং স্মরেৎ।
স্নাতকং তত্তু তত্তীর্থ-
মভিশপ্য ক্ষণাদ্‌ব্রজেৎ ॥ ইতি ॥ ২৭৩ ॥
ইতি বৈদিকতান্ত্রিকমিশ্রিতো বিধিঃ।

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—প্রসিদ্ধ তীর্থ-সমূহে (গঙ্গা যমুনা প্রভৃতিতে) যদি অন্য তীর্থের নাম স্মরণ করা হয় তাহা হইলে সেই সেই তীর্থ স্নানকারীকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ গমন করেন ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—অন্যস্য তীর্থস্যাভিধাং নাম, ক্ষণাৎ সদ্য এবেত্যর্থঃ। অতোঽপ্রসিদ্ধতীর্থেষু বিষ্ণুতীর্থমিতি প্রসিদ্ধেষু চ তত্তন্নামৈব স্মরেদিত্যর্থঃ। অতএব নিমজ্জনাৎ প্রাক্ মৃদ্‌গ্রহণং তথাঘমর্ষণাদিকঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণ-ধ্যানাদিকং মূলমন্ত্রজপনং কেশবাদিনামভির্দ্বাদশবারনিমজ্জনাদিকঞ্চেত্যেবং মিশ্রিতং বিবেচনীয়ম্ ॥ ২৭৩ ॥

———

অথ তত্রৈব বিশেষঃ

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—
এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্‌যতঃ।
স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ ॥ ২৭৪ ॥
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্ধীমান্ মূলমন্ত্রমিমং পঠন্।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥ ২৭৫ ॥
দর্ভপাণিস্তু বিধিবদাচান্তঃ প্রণতো ভুবি।
চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ ॥ ২৭৬ ॥
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্‌গঙ্গাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ।
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাৎ
আজন্মমরণান্তিকাৎ ॥ ইত্যাদি ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—এই পর্য্যন্ত বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্রিত স্নানবিধি অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মৃত্তিকা গ্রহণ তথা অঘমর্ষণাদি কার্য্য বৈদিক, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদি ও মূল-মন্ত্রজপ তান্ত্রিক এবং কেশবাদি নামোচ্চারণ করিয়া দ্বাদশবার নিমজ্জন মিশ্রিতবিধি।

অতঃপর পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-অম্বরীষ-সংবাদে স্নানবিষয়ক বিশেষ বিধি—এইরূপে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া বাক্‌সংযম সহযোগে ঐ তীর্থে চরণদ্বয় ধৌত করিয়া শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে বিধান অনুসারে স্নান করিবে। বুদ্ধিমানব্যক্তি উদাহৃত "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মূল-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীর্থ কল্পনা করিয়া হাতে কুশ লইয়া নিয়মানুযায়ী আচমন করিয়া পৃথিবীতে প্রণত হইবেন। পরে চতুর্দ্দিকে চারিহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ অঙ্কন করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা গঙ্গাকে আবাহন করিবেন—বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাৎ আজন্মমরণান্তিকাৎ—(হে গঙ্গে! তুমি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা, জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত পাতকসমূহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর)॥ ২৭৪-২৭৭॥

সপ্তবারাভিজপ্তন্তু করসংপুটযোজিতম্।
মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা জলং ভূয়শ্চতুর্ব্বা পঞ্চ সপ্ত বা।
স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ॥ ২৭৮॥
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥২৭৯॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥ ইতি॥২৮০

অনুবাদ—অতঃপর অঞ্জলিতে জল লইয়া পূর্ব্বোক্ত "দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদি মন্ত্রজপ করিয়া চার, পাঁচ অথবা সাতবার ঐ অঞ্জলিস্থ জল মাথায় দিয়া পুনরায় স্নান করিবে। বিধান অনুসারে আবাহন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ করিবে।" হে বসুন্ধরে! হে অশ্বক্রান্তে! হে রথক্রান্তে! হে বিষ্ণুক্রান্তে! হে মৃত্তিকে! আমি যে পাতক করিয়াছি তুমি তাহা হরণ কর। হে সুব্রতে! শতবাহু বরাহরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তুমি সমস্ত ভূতের পুর্নজন্ম নিবারণ করিয়া থাক, তোমায় প্রণাম॥২৭৮-২৮০॥

টীকা—এবং বিমিশ্রিত-স্নানবিধিং লিখিত্বা ইদানীং তত্রৈব তীর্থকল্পনাদৌ পুরাণোক্তং কঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি—এবমিত্যাদিনা। দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদিকমেতদুচ্চার্য্য উক্তেন মূলমন্ত্রেণৈব সপ্ত বারান্ যদভিজপ্তমভিমন্ত্রিতং জলং তৎ; তৃতীয়ান্তপাঠে ভাবে ক্ত-প্রত্যয়ঃ। মৃদ্‌গ্রহণানন্তরং পুনঃ স্নানাদিকন্তু সমানমেবেতি বিশেষেণ তত্র লিখিতম্॥২৭৪-২৮০॥

গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ।
বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্যভিষেচনম্॥২৮১॥

অনুবাদ—এরপর যদি গুরুজন সম্মুখে থাকেন তাহা হইলে গুরু ও জনক-জননীর পাদোদক দ্বারা এবং ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা মস্তক অভিষিক্ত করিবে॥ ২৮১॥

টীকা—সন্নিহিতস্যেতি—যদি তদানীং তত্র সন্নিধৌ গুর্ব্বাদয়ো বর্ত্তেরন্ তর্হীত্যর্থঃ॥ ২৮১॥

তথা চ পাদ্মে—
গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটিফলপ্রদম্॥২৮২॥
কিঞ্চ—
বিপ্রপাদোদকক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ।
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে॥ ২৮৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—হে বৎস! শ্রীগুরুর পাদোদক কোটি তীর্থফলপ্রদ। আরও বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণের চরণ ধৌত জল দ্বারা যে ব্যক্তির মস্তক সিক্ত থাকে, তাহার প্রত্যহই গঙ্গা-স্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ২৮২-২৮৩॥

তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সসাগরাণি তীর্থানি
পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥ ইতি॥ ২৮৪॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রেও বর্ণিত আছে—পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে তৎসকলই সমুদ্রে অধিষ্ঠিত এবং সমুদ্রসহ নিখিলতীর্থ দ্বিজাতির দক্ষিণ চরণে অবস্থিত॥ ২৮৪॥

শঙ্খে বসন্তি সর্ব্বাণি তীর্থানি চ বিশেষতঃ।
শঙ্খেন মূলমন্ত্রেণাভিষেকং পুনরাচরেৎ ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—শঙ্খমধ্যে সকলতীর্থই বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন, এই জন্য মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় শঙ্খজলে স্নান করিবে ॥ ২৮৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাণি তীর্থানি শঙ্খে বসন্তীতি হেতোঃ, পুনরভিষেকং শঙ্খেন বিশেষতঃ কুর্য্যাৎ, তচ্চ নিজ-মূলমন্ত্রেণৈব ॥ ২৮৫ ॥

তথৈব তুলসীমিশ্র-শালগ্রামশিলাম্ভসা।
অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎ কিঞ্চিদগ্রতঃ ॥২৮৬॥

অনুবাদ—এইরূপে শালগ্রাম শিলার তুলসী সংযুক্ত জলের একটু পান করিয়া বাকী অংশ মাথায় দিবে ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—তৎ শ্রীশালগ্রামশিলাম্ভঃ কিঞ্চিদাদৌ পীত্বা প্রাশ্য ॥ ২৮৬ ॥

তদুক্তং গৌতমীয়তন্ত্রে—
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতম্।
কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শঙ্খমধ্যে তুলসী গন্ধ সংযুক্ত শালগ্রাম শিলাস্নাত জল রাখিয়া তিনবার ঘুরাইয়া নিজের মাথায় ছিটা দিবে ॥ ২৮৭ ॥

শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ২৮৮ ॥
বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
বিরুদ্ধমাচরন্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—শালগ্রাম-শিলাস্নাত জল পান করিয়া পরে মাথায় দিতে হয়, আগে মাথায় দিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়। বিষ্ণুপাদোদকের অগ্রে 'বিপ্র পাদোদক পান করিতে হয় মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ ইহার অন্যথা করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৮৮-২৮৯ ॥

শ্রীচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥
ইতি ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—অকালমৃত্যু হরণকারী, সর্ব্বরোগ হর শ্রীবিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া আমি আমার মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥ ২৯০ ॥

লেখ্যোঽগ্রে কৃষ্ণপাদাব্জ-তীর্থধারণপানয়োঃ।
মহিমাত্র তু তত্তীর্থেনাভিষেকস্য লিখ্যতে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণপদতীর্থ ধারণ ও পানের মহিমা পরে লেখা হইবে, এখন এখানে সেই তীর্থস্নান মহিমা লিখিত হইতেছে ॥ ২৯১ ॥

টীকা—কৃষ্ণপাদাব্জয়োঃ তীর্থং স্নানোদকং, তস্য ধারণং মূর্দ্ধি গ্রহণং পানঞ্চ তয়োঃ; তেন কৃষ্ণ-পাদাব্জ-স্নানোদকরূপেণ তীর্থেন যোঽভিষেকস্তস্য মহিমা মাহাত্ম্য অত্র অস্মিন্ প্রসঙ্গে লিখ্যতে ॥২৯১

অথ শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্যম্

পদ্মপুরাণে—
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ২৯২॥
গঙ্গা-গোদাবরী-রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ।
নিবসন্তি তীর্থাস্তাঃ শালগ্রামশিলাজলে ॥ ২৯৩ ॥
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
তীর্থং যদি ভবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলোদ্ভবম্ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—যিনি শালগ্রাম শিলার স্নান-জল দ্বারা অভিষিক্ত হন, তিনি সমস্ত তীর্থস্নাত ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হন। গঙ্গা, গোদাবরী ও রেবা প্রভৃতি যে সকল নদী মুক্তিদাত্রী, সেই সকল নদীর জল শালগ্রামশিলার স্নানজলে অবস্থান করেন। যদি শামগ্রাম শিলাস্নাত জল পাওয়া যায় তাহা হইলে আর সহস্রকোটি তীর্থসেবা করিবার কি প্রয়োজন? ২৯২-২৯৪ ॥

টীকা—গঙ্গা-গোদাবরীত্যাদিষু যেষু শ্লোকেষ্ব-

ভিষেকশব্দো নাস্তি, তেহপ্যত্র পাদোদকাভিষেক-মাহাত্ম্যে কেচিল্লিখিতাঃ, স্নানে তীর্থাপেক্ষয়া তেষু চ শ্লোকেষু পাদোদকস্য তীর্থত্বাদ্যুক্তেরিতি দিক্ ॥২৯৩।

তত্রৈব শ্রীগৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

যেষাং ধৌতানি গাত্রাণি হরেঃ পাদোদকেন বৈ।
অম্বরীষ কুলে তেষাং দাসোঽস্মি বশগঃ সদা ॥২৯৫॥

অনুবাদ—গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক দ্বারা যাঁহাদের শরীর অভিষিক্ত আমি সতত তাঁহাদিগের বংশের বশীভূত দাসরূপে অবস্থান করি ॥ ২৯৫ ॥

রাজন্তে তানি তাবচ্চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
যাবন্ন প্রাপ্যতে তোয়ং শালগ্রামাভিষেকজম্ ॥২৯৬॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত শালগ্রাম শিলার অভিষেক জল না পাওয়া যায় ত্রিভুবনে সকলতীর্থ সেই পর্য্যন্তই মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন ॥ ২৯৬ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

গৃহেঽপি বসতস্তস্য গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষিঞ্চতি মানবঃ ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীস্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—যে মনুষ্য শালগ্রাম শিলার স্নানজল দ্বারা প্রত্যহ অভিষিক্ত হন তিনি গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহার প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান হইয়া থাকে ॥ ২৯৭ ॥

তত্রৈবান্যত্র চ—

যানি কানি চ তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
বিষ্ণুপাদোদকস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৯৮
শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ ॥
উভয়োঃ স্নানতোয়েন ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ২৯৯ ॥

কিঞ্চ—

স বৈ চাবভৃথস্নাতঃ স চ গঙ্গাজলাপ্লুতঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং কৃত্বা শঙ্খে যঃ স্নাতি মানবঃ ॥৩০০॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—যে সকলতীর্থ আছেন এবং ব্রহ্মাদি যে সব দেবতা আছেন, ইহারা বিষ্ণুচরণোদকের ষোলভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহেন। শালগ্রাম শিলোৎপন্ন দেব এবং দ্বারকা শিলোৎপন্ন দেব এই দুই এর স্নান জল দ্বারা ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ ধ্বংস হয়। আরও বলা হইয়াছে—যে মানব শঙ্খে করিয়া বিষ্ণুচরণোদক দ্বারা স্নান করেন তাঁহার যজ্ঞের অবভৃত স্নান নিষ্পন্ন হয় এবং তিনি গঙ্গোদকে অভিষিক্ত হইলেন ॥২৯৮-৩০০

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

গঙ্গা-প্রয়াগ-গয়-নৈমিষ-পুষ্করাণি
পুণ্যানি যানি কুরু-জাঙ্গল-যামুনানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুনাতি সদ্যঃ ॥৩০১॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে বলা হইয়াছে—গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়া নৈমিষ, পুষ্কর, কুরু-জাঙ্গল প্রভৃতির পবিত্র তীর্থজল, অধিক কালে পাতক নাশ করেন, কিন্তু ভগবানের পাদোদক ক্ষণমাত্রে পবিত্র করেন ॥ ৩০১ ॥

স্মৃতৌ চ—

ত্রিরাত্রিফলদা নদ্যো যাঃ কাশ্চিদসমুদ্রগাঃ।
সমুদ্রগাশ্চ পক্ষস্য মাসস্য সরিতাং পতিঃ ॥ ৩০২ ॥
ষণ্মাসফলদা গোদা বৎসরস্য তু জাহ্নবী।
পাদোদকং ভগবতো দ্বাদশাব্দফলপ্রদম্ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—যে সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় নাই, সেই সকল নদীর জলে একদিন স্নান করিলে তাঁহারা তিনদিনের স্নান ফলদান করেন, যে সকল নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে সেই সব নদীতে একদিন স্নান করিলে ১৫ দিনের স্নানফল লভ্য হয়। সাগরে একদিন স্নান করিলে সমুদ্র একমাস সমুদ্রস্নানের ফলদান করেন, একদিন স্নানে গোদাবরী ছয় মাসের এবং গঙ্গা এক বৎসর স্নানের ফল প্রদান করেন কিন্তু ভগবানের

চরণোদকে একবার স্নান করিলে দ্বাদশবৎসর স্নানের ফল লভ্য হয়। ৩০২-৩০৩ ॥

তন্নিত্যতা

গরুড়পুরাণে—

জলঞ্চ যেষাং তুলসী-বিমিশ্রিতং
পাদোদকং চক্রশিলাসমূদ্ভবম্
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্লবতে ন গাত্রং
খগেন্দ্র তে ধর্ম্মবহিষ্কৃতা নরাঃ ॥ ইতি ॥৩০৪॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হে পক্ষি-রাজ! শালগ্রামশিলোৎপন্ন তুলসী-সংযুক্ত চরণামৃতদ্বারা নিত্য ত্রিসন্ধ্যা যাহাদিগের দেহ অভিষিক্ত না হয়, সেই মনুষ্য সকলপ্রকার ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—চক্রশিলা শ্রীশালগ্রাম-শিলা শ্রীদ্বারকা-চক্রাঙ্কশিলা চ তৎ স্থানাদুদ্ভূতং পাদোদকঞ্চ, ন প্লবতে ন স্নাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

ততো জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্ত্বা মূর্দ্ধ্নি ত্রীন্ কুম্ভ-মুদ্রয়া।
মূলেনাথাবিশেষেণ কুর্য্যাদ্দেবাদিতর্পণম্ ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—তারপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুম্ভ-মুদ্রা দ্বারা তিনবার মস্তকে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক সামান্য প্রকারে দেবতাদির তর্পণ করিবে ॥ ৩০৫ ॥

অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণম্

তচ্চ বৈদিকেষু প্রসিদ্ধমেব—

ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ দেবান্ তর্পয়ামি, ভূর্দে-বাংস্তর্পয়ামি, ভুবর্দেবাংস্তর্পয়ামি, স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি, ভূর্ভুবঃস্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি ॥ ইত্যাদি ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—এই দেবাদি তর্পণ বেদাচারি সম্প্রদায়িগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যথা—ব্রহ্মাদি যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছি, ভূলোকের দেবগণের তর্পণ করিতেছি, ভুবঃ লোকের দেবগণকে তর্পণ করিতেছি, স্বর্গ-লোকের দেবতাসকলকে তর্পণ করিতেছি, ভূ ভুবঃ স্বর্গ লোকের দেবতাসকলকে তর্পণ করিতেছি ॥৩০৬

টীকা—মূলমন্ত্রেণ কুম্ভমুদ্রয়া ত্রীন্ জলাঞ্জলীন্ নিজমূর্দ্ধি প্রক্ষিপ্য, অথানন্তরম্ অবিশেষেণ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং কুর্য্যাৎ। আদি-শব্দেন ঋষীণাং পিতৄণাঞ্চ তত্তন্নামভিঃ; বিশেষতো দেবাদিতর্পণমগ্রে লেখ্যমেব। ইত্যাদীত্যাদি-শব্দেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি, ভূঋর্ষীংস্তর্পয়ামি, ভুব-ঋর্ষীংস্তর্পয়ামি, স্বঋর্ষীংস্তর্পয়ামি, ভূর্ভুবঃস্বঋর্ষীং-স্তর্পয়ামি। সোমঃ পিতৃমান্ যমোঽঙ্গিরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ কব্যবাহনাদয়ো যে পিতরস্তান্ পিতৃংস্তর্পয়ামীত্যেবং পূর্ব্ববৎ ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—যে কাপড় পরিয়া স্নান করা হইয়াছিল প্রথমতঃ আচমন করিয়া সেই কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় দিয়া শরীর মার্জন করিয়া সাদা কাপড় ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া উপবেশনান্তে আচমন করিবে ॥ ৩০৭ ॥

টীকা—স্নানস্য যদ্বস্ত্রং যৎ পরিধায় স্নানং কৃতং, তস্মাদন্যেন বাসসা; এতেন স্নানশাট্যঞ্চলেন পাণিনা বা গাত্রং ন সংমার্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে সদাচারকথনে—'স্নাতো নাঙ্গানি মার্জ্জেত স্নানশাট্যা ন পাণিনা' ইতি ॥ ৩০৭ ॥

বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।
বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীম্ ॥৩০৮

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ তিলকসেবা করিয়া পুনরায় আচমনপূর্ব্বক যথাবিধানে বৈদিকী সন্ধ্যা ও তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—বিধিবত্তদ্বিধিযুক্তং যথা স্যাদিতি সর্ব্বত্রৈবানুবর্ত্তয়িতব্যম্ ॥ ৩০৮ ॥

অথ বৈদিকী সন্ধ্যা

কৌর্ম্মে তত্রৈব—

প্রাক্‌কূলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ ॥৩০৯

মনুস্মৃতিঃ—

ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ৩১০ ॥
যা চ সন্ধ্যা জগৎসূতির্মায়াতীতা হি নিষ্কলা।
ঐশ্বরী কেবলা শক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা ॥ ৩১১ ॥
ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ।
প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥৩১২॥

অনুবাদ—কূর্ম্ম-পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে—তারপর পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর স্থিরচিত্তে উপবেশন-পূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যাধ্যান করিবে ইহাই শ্রুতিবাক্য। (মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ মাত্রই যখন বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসক, তখন তাঁহারা শৈব নহেন বা বৈষ্ণবও নহেন, তাঁহারা শাক্ত।) যিনি সন্ধ্যা তিনিই জগৎ প্রসবিনী, মায়াতীতা, বিশুদ্ধা, তত্ত্বত্রয় হইতে জাতা অখণ্ড ঐশ্বরী শক্তি। পণ্ডিতব্যক্তি সূর্য্য মণ্ডলবর্ত্তিনী গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া তাঁহার জপ করিবেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবেন ॥ ৩০৯-৩১২ ॥

টীকা—প্রাক্‌কূলেষু প্রাগগ্রেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥

কিঞ্চ—

সহস্রপরমাং নিত্যং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্
প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ স্থিতঃ ॥ ৩১৩ ॥

কিঞ্চ—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩১৪॥
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া স্থির চিত্তে গায়ত্রী জপ করিবেন। প্রত্যহ সহস্র জপ উত্তম, শতবার মধ্যম ও দশবার অবর অর্থাৎ অধম। আরও বলা হইয়াছে যিনি সন্ধ্যা করেন না তিনি সর্ব্বদাই অপবিত্র সুতরাং নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অনধিকারী, যদি তিনি কোনও কর্ম্ম করেন তাহার ফল পাইবেন না—যিনি সন্ধ্যাবন্দনা বর্জ্জন করিয়া অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্মে যত্ন করেন, তিনি অযুত সংখ্যক নরকে গমন করেন ॥ ৩১৩-৩১৫ ॥

টীকা—সহস্রং সহস্রবারজপঃ পরমঃ জপে শ্রেষ্ঠ-পক্ষো যস্যা ইতি তথাভূতামিত্যর্থঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—এবং সন্ধ্যোপাসনস্য বিধিং লিখিত্বা নিত্যতাঞ্চ লিখতি—সন্ধ্যাহীন ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩১৪॥

অনন্যচেতসঃ শান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং
প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বে পরাং গতিম্ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—শান্তস্বভাব, অনন্য চিত্ত, বেদপারগ প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ বিধান অনুসারে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়াই পরাগতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—মাহাত্ম্যং লিখতি—অনন্যেতি ॥৩১৬॥

অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাম্।
তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ ॥৩১৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জলে উত্তমরূপে আপনার মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া তাঁহার আবরণ সমূহকেও যথা বিধানে তর্পণ করিবেন ॥ ৩১৭ ॥

তথাচ বৌধায়নস্মৃতৌ—

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বৌধায়ন-স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ নিত্য অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা,

জলে পুষ্প দ্বারা, হৃদয় মধ্যে ধ্যানদ্বারা এবং সূর্য্য-মণ্ডলে জপদ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি ॥ ৩১৮ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

সূর্য্যে চাভ্যর্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও শ্রীব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—সূর্য্যমণ্ডলে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন এবং জলমধ্যে জলাদি দ্বারা অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১৯ ॥

অথ তদ্বিধিঃ

মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজে।
শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী॥৩২০

অনুবাদ—অতঃপর কৃতীব্যক্তি মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যানকরতঃ 'শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিতেছি' এই বলিয়া তিনবার উত্তমরূপে তর্পণ করিবেন ॥ ৩২০ ॥

ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—তারপর ধ্যানে যাঁহার স্বরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সেই শ্রীকৃষ্ণকে কাম-গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥৩২১॥

শ্রীসনৎকুমার কল্পে—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়াস্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ ॥
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥
ইতি ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীসনৎকুমার কল্পে কথিত কামগায়ত্রীর উল্লেখ করা হইতেছে—প্রথমে মন্মথ অর্থাৎ ক্লীং বীজ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে কামদেব শব্দ বলিবে তারপর 'আয়' তারপর বিদ্মহে তারপর পুষ্পবাণায় উচ্চারণ করিবে তারপর ধীমহি উচ্চারণ পূর্ব্বক তন্বোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ উচ্চারণ করিবে। ইহার অর্থ কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবানকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে সেই পরম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করুন॥

টীকা—মন্মথং কামবীজম্ আদৌ বদেৎ, ততঃ কামদেবেতি, ততঃ আয়েতি, তদন্তে বিদ্মহে ইতি, ততঃ পুষ্পাবাণায়েতি, ততশ্চ ধীমহীতি, ততশ্চ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি বদেদিত্যর্থঃ। 'ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ' ইতি ভবতি ॥ ৩২২ ॥

অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ।
ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—তারপর সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া এই কামগায়ত্রী দশবার জপ করিবেন। তাহার পর ক্ষমস্ব অর্থাৎ ক্ষমা করুন এইরূপ উচ্চারণ সহ জপ সমাপণ হইলে কৃষ্ণ সূর্য্যকে অর্ঘ্য অর্পণ করি-বেন ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—এতাং কামগায়ত্রীং দশধা দশ বারান্ জপন্ সন্। তং কৃষ্ণম্ ॥ ৩২৩ ॥

বিধিস্তান্ত্রিকসন্ধ্যায়া জলেঽর্চ্চায়াশ্চ কশ্চন।
যোঽন্যো মন্যেত সোঽপ্যত্র
তদ্বিশেষায় লিখ্যতে ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—তান্ত্রিকী সন্ধ্যা এবং জলে অর্চ্চন এই দুই এর বিশেষ নিয়ম জানাইবার জন্য এই স্থলে লেখা হইতেছে ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—তয়োস্তান্ত্রিকসন্ধ্যাজলার্চ্চয়োর্বিধিবিশে-ষজ্ঞাপনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩২৪ ॥

অথ মতান্তর-তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ

আদৌ দক্ষিণহস্তেন গৃহ্ণীয়াদ্বারি বৈষ্ণবঃ।
ততো হৃদয়মন্ত্রেণ বামপাণিতলেঽর্পয়েৎ ॥ ৩২৫ ॥
তদঙ্গুলীবিনির্যাতাম্ভঃকণৈর্দক্ষপাণিনা।
মস্তকে নেত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ ॥৩২৬॥
শিষ্টং তচ্চাস্ত্রমন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা।
অধঃক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমিতি বারচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩২৭ ॥

পুনর্হৃদয়মন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা ।
নাসাপুটেন বামেনাঘ্রায়ান্যেন বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২৮ ॥
অথাম্ভোহঞ্জলিমাদায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে ।
অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রিনিবেদয়েৎ ॥৩২৯॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি প্রথমে ডানহাতে জল লইবেন তারপর হৃদয়মন্ত্র (নমঃ) উচ্চারণ করিয়া ঐ জল বামহস্ততলে অর্পণ করিবেন। তারপর নেত্র মন্ত্র (বৌষ্ট্) উচ্চারণ করিয়া ঐ বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্যদিয়া বিনির্গত জলকণা-সমূহ ডানহাত দিয়া লইয়া মাথায় ছিটাইবেন। পুনরার এইরূপ চারিবার করিতে হইবে। পুনরায় হৃদয়মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডানহাতে জল লইয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা টানিয়া লইয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহির করিবেন। তারপর জলাঞ্জলি লইয়া গোপাল গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥ ৩২৫-৩২৯ ॥

টীকা—অর্পয়েৎ ন্যসেৎ তদ্বার্যেব ॥ ৩২৫ ॥

টীকা—তস্য বামপাণেরঙ্গুলিভ্যো বিনির্য্যাতৈঃ বিনিঃসৃতৈঃ অন্তঃকণৈঃ জলবিন্দুভির্দক্ষেণ দক্ষিণেন পাণিনা, শিষ্টম্ অবশিষ্টং যদ্বামপাণিতলস্থং তৎ। ইতি বারচতুষ্টয়ং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২৬-৩২৭ ॥

টীকা—পুনঃ অম্ভো জলং দক্ষপাণিনা আদায় গৃহীত্বা, বামেন নাসাপুটেনাঘ্রায়েতি আঘ্রাণেনান্তর্গত-দোষং প্রক্ষাল্য, অন্যেন দক্ষিণেন নাসাপুটেন নিঃসার্য বিসৃজেদিত্যর্থঃ ॥ ৩২৮ ॥

সা চোক্তা

ঙ্গুয়াদ্গোপীজনং ঙেহন্তং বিদ্মহে ইত্যতঃপরম্ ।
পুনর্গোপীজনং তদ্বদ্ধীমহীতি ততঃ পরম্ ।
তন্নঃ কৃষ্ণ ইতি প্রান্তে প্রপূর্ব্বং চোদয়াদিতি ॥৩৩০॥

অনুবাদ—গোপীজন এই শব্দটিতে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে তারপর বিদ্মহে এই পদ পুনরায় 'চতুর্থ্যন্ত গোপীজন' পদ। এরপর 'ধীমহি' এই পদ পরে 'তন্নঃ কৃষ্ণঃ' এবং সর্ব্বশেষে 'প্রচোদয়াৎ' এই পদ প্রয়োগ করিবে। ইহার অর্থ —আমরা গোপীজনকে অবগত হই, গোপীজনকে ধ্যান করি, কৃষ্ণ আমাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে পরম-তত্ত্ব প্রেরণ করুন ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—ঙে ইতি চতুর্থ্যেকবচনম্ অন্তে যস্য তং গোপীজনং, তদ্বচ্চতুর্থ্যন্তমিত্যর্থঃ। প্রান্তে সর্ব্বশেষে প্রশব্দপূর্ব্বকং চোদয়াদিতি ঙ্গুয়াৎ ; ততশ্চৈবং স্যাৎ —গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াদিতি ॥ ৩৩০ ॥

মূর্দ্ধ্নি ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োর্দ্ধয়োঃ ।
ভুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু তথা ক্রমাৎ ॥৩৩১॥

অনুবাদ—অতঃপর ক্রমপূর্ব্বক শ্রীগোপাল-গায়ত্রীর অঙ্গগুলিকে অর্থাৎ ছয় অঙ্গকে আপনার মস্তক, ললাট, দুই চক্ষুঃ, দুই বাহু, দুই চরণ এবং সর্ব্বাঙ্গ এই ছয় অঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—তস্যা গোপালগায়ত্র্যাঃ অঙ্গানি ষট্ মূর্দ্ধাদিষট্স্থানেসু ক্রমান্ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩১ ॥

তানি চোক্তানি—

পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিঃ পুনঃ ।
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণকৈঃ ॥ ইতি ॥৩৩২

অনুবাদ—এখন গোপাল-গায়ত্রীর ছয়টি অঙ্গ কথিত হইতেছে—১। পাঁচ (গোপীজনায়) ২। তিন (বিদ্মহে) ৩। পাঁচ (গোপীজনায়) ৪। তিন (ধীমহি) ৫। চারি (তন্নঃ কৃষ্ণঃ) ৬। চারি (প্রচোদয়াৎ)— ন্যাসের ক্রম যথা মস্তকে গোপীজনায়, ললাটে বিদ্মহে, নেত্রদ্বয়ে গোপীজনায়, বাহুদ্বয়ে ধীমহি, পদদ্বয়ে তন্নঃ কৃষ্ণঃ এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রচোদয়াৎ—এই ভাবে ন্যাস করিতে হয় ॥ ৩৩২ ॥

টীকা—অঙ্গান্যেব বিভজ্য দর্শয়তি—পঞ্চভিরিতি ; বর্ণকৈর্বর্ণৈঃ, স্বার্থে কঃ ॥ ৩৩২ ॥

রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমণ্ডলে ।
তৎসম্মুখোৎক্ষিপ্তভুজো
গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণম্ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—তারপর সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে রাসক্রীড়ারত

শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ ঐ গায়ত্রী জপ করিতে হইবে ॥ ৩৩৩ ॥

টীকা—তস্য আদিত্যমণ্ডলস্য সম্মুখে অভিমুখে উৎক্ষিপ্তৌ ভুজৌ যেন তথাভূতঃ সন্ ॥ ৩৩৩ ॥

অথ তত্র জলে শ্রীভগবৎপূজাবিধিঃ

অঙ্গন্যাসং স্বমন্ত্রেণ কৃত্বাথাব্জং জলান্তরে।
সঞ্চিন্ত্য পীঠমন্ত্রেণ তর্পয়েচ্চ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৩৩৪ ॥
তস্মিংশ্চ কৃষ্ণমাবাহ্য সকলীকৃত্য মানসান্।
পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বাপ্সু ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীসনৎকুমার কল্পমতে জলে ভগবদ্-পূজাবিধি বর্ণিত হইতেছে—স্বমন্ত্রে অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জলমধ্যে পদ্ম চিন্তা করিয়া পীঠমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে এক একবার তর্পণ করিবে। তাহার পরে ঐ পদ্ম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক ছয় অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মনঃ কল্পিত গন্ধাদি উপচার পঞ্চকে জলে তর্পণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে ॥ ৩৩৪-৩৩৫ ॥

টীকা—এতস্মিন্ অব্জে, মানসান্ মনঃকল্পিতান্ গন্ধাদীন্ পঞ্চোপচারান্ ॥ ৩৩৫ ॥

তজ্জলং চামৃতং ধ্যাত্বা স্বমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য চ।
অষ্টোত্তরশতং কৃষ্ণোত্তমাঙ্গে তর্পয়েৎ কৃতী ॥৩৩৬॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ বারান্ বৈ পঞ্চবিংশতিম্।
অভিজপ্তেনোদকেনাচমনং বিধিনাচরেৎ ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ—কৃতী ব্যক্তি সেই জলকে অমৃতচিন্তা করিয়া তাহার উপর নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে ১০৮ বার তর্পণ করিবে তারপর জলের উপরিভাগে—মূলমন্ত্র ২৫ বার জপ করিয়া সেই জল দ্বারা আগে বলা নিয়ম অনুযায়ী আচমন করিবেন ॥ ৩৩৬-৩৩৭ ॥

টীকা—অমৃতরূপং চিন্তয়িত্বা, কৃতীত্যনেন আবরণতর্পণাদিকমুদ্রাসনঞ্চ পূর্ব্বানুসারেণ কুর্য্যাদেবেতি বোধ্যতে ॥ ৩৩৬ ॥

অথ বিশেষতো দেবাদি-তর্পণম্

পাদ্মে তত্রৈব—

ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিম্।
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ ॥৩৩৮॥
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ ॥ ৩৩৯ ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ৩৪০ ॥
কৃতোপবীতী দেবে তু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ।
মানুষাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রান্ ঋষীংস্তথা ॥ ৩৪১ ॥
ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া পরে যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, অসুরগণ ক্রূর সর্পগণ, সুপর্ণগণ, তরুগণ, কুটিলগতি জীবগণ, বিহগগণ, বিদ্যাধরগণ, জলাধার সকল, আকাশগামীগণ, নিরাহারিগণ ও যাহারা পাপ কর্ম্মরত আমি ইহাদের সকলের তৃপ্তি বিধানের জন্য এই জল প্রদান করিলাম। দেব-তর্পণে যজ্ঞসূত্রাদি দ্বারা বামস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ এবং অন্য তর্পণাদিতে কণ্ঠলম্বিত উত্তরীয় ধারণ বিধেয়। মনুষ্য, ঋষিপুত্র ও ঋষি সকলকেই ভক্তিসহকারে তর্পণ করিতে হইবে। তারপর সনক, সনন্দ, তৃতীয় সনাতন, কপিল, আসুরি বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ —আমার দেওয়া এই জল দ্বারা সর্ব্বদা প্রীতি লাভ করুন এই বলিয়া তর্পণ করিতে হইবে ॥৩৩৮-৩৪২

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।
দেবব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—তারপর যবোদক দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ট, ভৃগু, নারদ এবং দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণের তর্পণ করা উচিত ॥ ৩৪৩ ॥

অপসব্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সব্যং জানু চ ভূতলে।
অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা বর্হিষন্তস্তথোষ্মপাঃ ॥ ৩৪৪॥
কব্যানলৌ বর্হিষদস্তথা চৈবাজ্যপাঃ পুনঃ।
তর্পয়েৎ পিতৃভক্ত্যা চ সতিলোদক-চন্দনৈঃ ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—তারপর দক্ষিণস্কন্ধে পৈতা রাখিয়া বামহাঁটু মাটিতে রাখিয়া তিলসহ জল ও চন্দন দ্বারা পিতৃভক্তি অনুসারে অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, বর্হিষ্মান্ উষ্মপ, কব্যানল, বর্হিষদ্ ও আজ্যপনামা পিতৃবর্গের তর্পণ করিতে হইবে ॥ ৩৪৪-৩৪৫ ॥

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ৩৪৬ ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥ ৩৪৭ ॥
দর্ভপাণিঃ সুপ্রযতঃ পিতৃন্ স্বান্ তর্পয়েত্ততঃ ॥৩৪৮॥
পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি।
সন্তর্প্য বিধিনা সর্ব্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪৯ ॥
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু
যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ইতি ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—এরপর যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর চিত্র ও চিত্রগুপ্ত এই সকলকে তর্পণ করিবে। তাহার পরে সযত্নে হাতে কুশ লইয়া নিজ পিতৃবর্গের তর্পণ করিবে। পিতৃ প্রভৃতির ও মাতামহাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া যথা বিধানে তর্পণ করিয়া মূলে উক্ত 'যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা .... চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষণঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রটির অর্থ নিম্নে দেওয়া হইল—যাঁহারা অবান্ধব বান্ধব ও যাঁহারা অন্যজন্মে বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা আমার নিকট হইতে জল প্রত্যাশা করেন তাঁহারা সকলেই সর্ব্বথা প্রীতি লাভ করুন ॥ ৩৪৬-৩৫০ ॥

সন্ধ্যোপাসনতঃ পূর্ব্বং কেচিদ্দেবাদিতর্পণম্।
মন্যন্তে সকৃদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্ম ও পদ্মপুরাণের প্রমাণ অনুসারে কোন কোন ধীমান্ সন্ধ্যা উপাসনার আগে একবার মাত্র এই দেবাদির তর্পণের বিধান দিয়া থাকেন ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—ইদং তত্তন্নামভির্বিশেষতো দেবাদিতর্পণং, তচ্চ সকৃদেব মন্যন্তে, ন তু সামান্যবিশেষাভ্যাং বারদ্বয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ? পুরাণানি পাদ্মকৌর্ম্মাদীনি, তদুক্তানুসারাৎ ॥ ৩৫১ ॥

তথা চ পাদ্মে, স্নানে মৃদ্গ্রহণানন্তরম্—
এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য সুবিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুক্লে শুদ্ধে তু পরিধায় বৈ।
ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—এই উক্তির সমর্থনে পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে—স্নানবিষয়ে মাটি লইবার পর এইরূপ স্নানের পর সুবিধানে আচমন পূর্ব্বক জল হইতে উঠিয়া বিশুদ্ধ সাদাকাপড় ও ওড়না বা চাদর লইয়া ত্রিভুবনের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিবে ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাদিতি সামান্যতস্তর্পণং ন স্যাৎ, তন্নিরস্তমেব ব্রহ্মাণমিত্যাদিবিশেষোক্তেঃ। তথা কৌর্ম্মেঽপি—'স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবান্ ঋষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আচম্য মন্ত্রবিন্নিত্যং পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ॥ সংমার্জ্য মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আপোহিষ্ঠা ব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ॥ ওঁকারব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্। জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ ভাস্করং প্রতি তন্মনাঃ॥' ইতি। ভাস্করোপস্থানঞ্চ সন্ধ্যোপাসনানন্তরম্; 'অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিতঃ', ইত্যাদিনা তত্রৈবোক্তমস্তি; এবং মতভেদঃ শাখাদি-ভেদেনোক্তঃ ॥ ৩৫২ ॥

অতএব শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—
নিষ্পীড়য়িত্বা বস্ত্রন্তু পশ্চাৎ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
অন্যথা কুরুতে যস্তু স্নানং তস্যাফলং ভবেৎ ॥৩৫৩

অনুবাদ—শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে

যে, প্রথমে কাপড় নিংড়াইয়া পরে সন্ধ্যা করিবে নতুবা সন্ধ্যানিষ্ফল হইবে ॥ ৩৫৩ ॥

টীকা—নিষ্পীড়য়িত্বেত্যার্যং নিষ্পীড্য ॥৩৫৩॥

কিঞ্চ—

বস্ত্রং ত্রিগুণিতং যস্তু নিষ্পীড়য়তি মূঢ়ধীঃ।
বৃথা স্নানং ভবেত্তস্য নিষ্পীড়য়তি চাম্বুনি ॥৩৫৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে মন্দমতি কাপড়কে তিনভাঁজ করিয়া একত্র নিংড়ায় কিংবা জলের মধ্যে নিংড়ায় তাহার স্নান নিষ্ফল হয় ॥৩৫৪

টীকা—প্রসঙ্গাদ্বস্ত্রনিষ্পীড়নে বিধিবিশেষং শ্রী-রামার্চ্চনচন্দ্রিকোক্তমেব লিখতি—বস্ত্রমিতি ॥৩৫৪॥

অথ স্নানাদৌ সদ্ভাবাপেক্ষা

কাশীখণ্ডে—

অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈর্মৃৎকূটৈশ্চাথ গোরসৈঃ।
আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্ ॥৩৫৫
নক্তং দিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ।
শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ ॥৩৫৬

অনুবাদ—এরপর স্নানাদিতে সদ্ভাবের অপেক্ষা—কাশীখণ্ডে বলা হইয়াছে—নাস্তিক ব্যক্তি আমরণ সকল নদীর জল মৃত্তিকারাশি ও গোময়দ্বারা শৌচ বিধান করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। জেলেরা দিবারাত্র জলের মধ্যে থাকে তাহাতে কি তাহারা পবিত্র হয়? সেই প্রকার ভাব-দূষিত অর্থাৎ নাস্তিক-গণ শত শত বার স্নান করিলেও পবিত্র হইতে পারে না ॥ ৩৫৫-৩৫৬ ॥

টীকা—আপাতং মরণপর্য্যন্তমাচরন্নপি, ভাবদুষ্টো নাস্তিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫৫ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—

পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে
দেশেঽপি যঃ স্নানপরঃ কথঞ্চিৎ।
আজন্মনো ভাবহতোঽপি দাতা
ন শুধ্যতীত্যেব মতং মমৈতৎ ॥ ৩৫৭ ॥

প্রজ্বাল্য বহ্নিং ঘৃততৈলসিক্তং
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখং স্বকালে।
প্রবিশ্য দগ্ধঃ কিল ভাবদুষ্টো
ন স্বর্গমাপ্নোতি ফলং ন চান্যৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে বলা হইয়াছে—আজন্ম নাস্তিক ব্যক্তি পবিত্র সময়ে, পুণ্য ক্ষেত্রে, পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নানপূর্ব্বক দানশীল হইলেও শুচি হয় না। ইহাই আমার মত। নাস্তিকব্যক্তি স্বীয় আসন্ন মৃত্যুকালে ঘৃত তৈলসিক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার শিখা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ হইলেও স্বর্গে যাইতে পারে না ও অন্য কোন ফল ও পায় না ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

অতএব ভবিষ্যোত্তরে—

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ বাঙ্মনশ্চ সুসংযতম্।
বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৫৯॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ ৩৬০ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শৌচীয়ো নাম তৃতীয়ো বিলাসঃ।

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগে—বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তির করদ্বয়, চরণদ্বয় বাক্য ও মন সুন্দর রূপে বশীভূত এবং যাঁহার বিদ্যা, তপঃ ও কীর্ত্তি আছে তিনিই তীর্থফল পান।

শ্রদ্ধাশূন্য, পাপী, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও কুতর্ক নিষ্ঠা এই পাঁচ প্রকার লোক তীর্থফল লাভ করে না ॥ ৩৫৯-৩৬০ ॥

টীকা – যস্যেতি — হস্তাদি-সংযমেন তীর্থে পাপানুৎপত্তেঃ বিদ্যাদিনা চ শ্রদ্ধাবিশেষাদুৎপত্তে-র্যথোক্তফললাভঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং তৃতীয়ো বিলাসঃ।
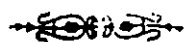
চতুর্থ-বিলাসঃ

স্নাত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামতীর্থোত্তমে সকৃৎ ।
নিত্যাশুচিঃ শুচীন্দ্রঃ সন্ স্বধর্ম্মং বক্তুমর্হতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামরূপ উত্তমতীর্থে একবার মাত্র স্নান করিয়া অশুচিজনও নিত্য শুচিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বধর্ম্ম কথনে সমর্থ হন ॥ ১ ॥

টীকা—এতাদৃশ-স্নানাদপি শ্রীভগবন্নামসেবনমেব পরমশোধনমিত্যভিপ্রেত্য তেন চানধিকারিণোঽপ্যাত্মনো ভগবদ্ধর্ম্মলিখনে যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ লিখতি—স্নাত্বেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতনেতি নামৈব তীর্থোত্তমং, তস্মিন্ সকৃদপি স্নাত্বা কদাচিত্তৎ সেবিত্বেত্যর্থঃ। নিত্যাশুচিঃ জাত্যাদিনা পরমাপবিত্রোঽপি জনঃ শুচিগণশ্রেষ্ঠঃ সন্ বক্তুমর্হতি প্রবচনযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাম্ ।
গুরূন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পেধঃকুশাম্বোধারকেতরান্ ॥২॥

অনুবাদ—তারপর অর্থাৎ স্নানতর্পণাদির পর প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে এবং যাঁহারা পূজার নিমিত্ত ফুল, যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠ, কুশ এবং জল আনিতেছেন সেই সমস্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য গুরুজনগণকে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ গৃহে আসিবে ।:২

টীকা—এধঃ কাষ্ঠম্; পুষ্পাদীনাং ধারকেভ্য ইতরান্ অন্যান্; তথা চ বৃহন্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে—'তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎ-পুষ্পহরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদয়েৎ ॥' ইতি ॥ ২ ॥

তথা চ শ্রীনৃসিংহপুরাণে—
জলে দেবং নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্গৃহং পুমান্ ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন ততো বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে এই উক্তির সমর্থন যথা—মানুষ জলের মধ্যে দেবতাকে প্রণাম করতঃ গৃহে গমন করিবে এবং তারপর পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দির-সংস্কারঃ

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকম্ ।
কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥ ৪ ॥
শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা ।
ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবৎ মন্দির মার্জ্জনাদির কথা বলা হইতেছে—আচমনাদি কার্য্য সমাপ্ত হইলে শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরমার্জ্জন সেবা করিতে হইবে, তারপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার নামগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তারপর শুদ্ধ গোময়, উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা ও জল লইয়া শ্রীমন্দিরের চারিধার লেপন এবং মন্দির প্রাঙ্গণে গোময়-মিশ্রিত জলের ছিটা দিতে হইবে ॥ ৪-৫ ॥

টীকা—তৎ বিষ্ণুমন্দিরং, তস্যাঙ্গনম্ অভ্যুক্ষেচ্চ ॥ ৫ ॥

তথা চ নবমস্কন্ধে (৪।১৮) শ্রীমদম্বরীষোপাখ্যানে—
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধস্থ শ্রীমৎ অম্বরীষের নাম স্মরণ করা হইয়াছে—সেই রাজর্ষি অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মনকে, বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে বাক্যসমূহকে, শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে নিজহস্তদ্বয়কে এবং অচ্যুতের গুণগাথা শ্রবণের জন্য কর্ণযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥৬॥

টীকা—আদিশব্দেন উপলেপনাদীনি, শ্রুতিং শ্রোত্রম্, অচ্যুতস্য সৎকথানাম্ উদয়ে শ্রবণে প্রাদুর্ভাবে বা চকার ॥ ৬ ॥

একাদশস্কন্ধে চ (১১।৩৯) শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদ
ভগবদ্ধর্ম্ম কথনে—
সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—একাদশ স্কন্ধেও শ্রীভগবৎ-উদ্ধব-সংবাদে ভগবদ্ধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—সংমার্জ্জন, গোময় লেপন, জলসেক ও সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলাদি প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা ভৃত্যের মত অকপটে আমার গৃহ শুশ্রূষা করিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—সংমার্জ্জনং রজসোঽপাকরণম্, উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং, সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং, মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিরচনং, মহ্যং মম গৃহ-শুশ্রূষণম্ আলয়সংস্কারঃ ॥ ৭ ॥

অথ তত্র সংমার্জ্জন-মাহাত্ম্যম্

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

নরসিংহগৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জ্জনমাচরেৎ।
সমস্তপাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি প্রতিদিন শ্রীনৃসিংহদেবের গৃহ মার্জ্জন করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন ॥ ৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ সঃ ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
পাংশূনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাৎ সংমার্জ্জনং নরঃ।
তাবন্ত্যব্দানি স সুখী নাকমাসাদ্য মোদতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি শ্রীকেশবের মন্দির সংমার্জ্জন করেন, তিনি রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত হন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। হে রাজন্—মানুষ শ্রীমন্দিরের যে পরিমাণ ধূলি পরিষ্কার করিবেন তত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গলোকে থাকিয়া দিব্য আনন্দানুভব করিবেন ॥ ৯-১০ ॥

শ্রীবারাহে—

যাবৎকানি প্রহারাণি ভূমিসম্মার্জ্জনে দদুঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে ॥ ১১ ॥
জায়তে মম ভক্তশ্চ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ।
শুচির্ভাগবতঃ শুদ্ধো হ্যপরাধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২ ॥
ততো ভুক্ত্বা সর্ব্বভোগান্ তীর্ত্বা সংসারসাগরম্।
শাকদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
নন্দনং বনমাশ্রিত্য মোদতে চাপ্সরৈঃ সহ।
নন্দনাচ্চ পরিভ্রষ্টো মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকন্তু গচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবরাহ-পুরাণে বলা হইয়াছে—বরাহদেব পৃথিবীকে বলিতেছেন—হে পৃথিবি! যিনি ভূমি পরিষ্কার করার সময় ঝাঁটাদিয়া যতবার ভূমিতে আঘাত করিয়াছেন, তিনি তত হাজার বৎসর শাক-দ্বীপে আনন্দানুভব করিবেন। তারপর আমার ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সম্পন্ন, শুচি, ভাগবত, শুদ্ধ, অপরাধরহিত হইবেন। এই ভাবে ভোগসমূহ ভোগ করিয়া সংসারসাগর পার হইয়া শাকদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবার পর স্বর্গলোকে গমন করিবেন। তথায় নন্দনকাননে বাস করিয়া অপ্সরাগণের সহিত আনন্দানুভব করিবেন তারপর সেখান হইতে আমার ভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া সকল বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমার শ্রীধামে গমন করিবেন ॥ ১১-১৪ ॥

টীকা—যাবৎকানি প্রহারাণি নপুংসকত্বমার্ষং, যাবতঃ সংমার্জ্জন্যা প্রহারান্, ভূমেঃ সংমার্জ্জনে, হে ভূমীতি পৃথক্ পদং বা ॥ ১১ ॥

টীকা—মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ মদ্ভক্তিনিষ্ঠঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথোপলেপন-মহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমি মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
যাবতস্তু পদাংস্তত্র সমন্তাদুপলেপয়েৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মদ্ভক্তো জায়তে তথা ॥ ১৫ ॥
সমীপে যদি বা দূরে যশ্চালয়তি গোময়ম্।
যাবতস্য পদাগ্রাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বরাহদেব বলিতেছেন হে পৃথিবি! গোময় গ্রহণ করিয়া আমার মন্দির লেপন করিবে। মন্দিরের চারিপাশে যত পদ লেপন করিবে তত

সহস্রবৎসর আমার ভক্ত হইয়া তথায় বাস করিবে। নিকটে বা দূরে যিনি গোবর দিয়া আমার মন্দির সংস্কার করেন, তাঁহার লেপন-কার্য্যের সময় ভূমিতে যতবার পা পড়িবে তিনি তত বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দে ভোগ করিবেন ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকা—গৃহ্য গৃহীত্বা, যাবতঃ পদানিতি পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ১৫ ॥

শাল্মলৌ তৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৭ ॥
যশ্চালেপয়তে ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ।
তস্য দৃষ্টানুলেপন্তু মম তুষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তারপর সেখানকার ভোগকাল শেষ হইলে শাল্মলিদ্বীপে ধার্ম্মিকরাজা ও আমার ভক্ত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গম হইবেন। যিনি একান্ত ব্রত-নিষ্ঠ হইয়া গোবর দিয়া ভূমি লেপন করেন তাঁহার সেই লেপন কার্য্য দেখিয়া আমার আনন্দ হয় ॥১৭-১৮

টীকা—তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ॥ ১৭ ॥

গোশ্চ যস্যাঃ পুরীষেণ ক্রিয়তে ভূমিলেপনম্।
একেনৈব তু লেপেন গোযোন্যা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে গাভীর গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা হয় সেই ধেনুও একবার লেপন মাত্রই বিশেষ-ভাবে গোদেহ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

টীকা—সা গৌবিশেষেণ প্রকর্ষেণ চ মুচ্যতে, গোলোকং যাবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্থানোপলেপনে ভূমে সলিলং যো দদাতি মে।
তস্য পুণ্যং মহাভাগে শৃণু তত্ত্বেন নিষ্কলম্ ॥ ২০ ॥
যাবন্তি জলবিন্দুনি লিপ্যমানস্য সুন্দরি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥
যাবন্তো বিন্দবঃ কেচিৎ পানীয়স্য বসুন্ধরে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহীয়তে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পৃথ্বি! আমার মন্দির লেপনের সময় যে ব্যক্তি জল দেয়, হে মহাভাগে! তার প্রাপ্য অমল পুণ্য শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! লেপনকারী ব্যক্তি যতসংখ্যক জলবিন্দু দান করেন, তিনি তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে আনন্দানুভব করেন। হে বসুন্ধরে! কোন ব্যক্তি লেপন কার্য্যের জন্য জল প্রদান করিলে তাহাতে যত সংখ্যক জলবিন্দু থাকিতে পারে তিনি তত সহস্র বৎসর ক্রৌঞ্চদ্বীপে পূজিত হয়েন ॥ ২০-২২ ॥

টীকা—নিষ্কলং শুদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

টীকা—যাবন্তি জলবিন্দুনীতি নপুংসকত্বমার্ষং, স্থানস্য লিপ্যমানস্য সতঃ, যত্র যাবন্তো জলবিন্দবো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১-২২ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যাজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তারপর ক্রৌঞ্চদ্বীপ থেকে পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল বিষয়া-সক্তি ত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করে ॥২৩॥

টীকা—পশ্চাচ্চ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গতো মহীয়তে তত্রত্যৈঃ পূজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃত্বোপলেপনং বিষ্ণোর্নরস্ত্বায়তনে সদা।
গোময়েন শুভাঁল্লোকানযত্নাদেব গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
হস্তপ্রমাণং ভূভাগমুপলিপ্য নরাধিপঃ।
দেবরামাশতং নাকে লভতে সততং নরঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুমন্দির গোময় দ্বারা সর্ব্বদা উপলেপন করিয়া অনায়াসে শুভলোক পাওয়া যায়। একহস্ত পরিমিত ভূ-ভাগ লেপন করিয়া রাজা হইয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক সেখানে শত শত দেবরমণী প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩-২৫ ॥

নারসিংহে—

গোময়েন মৃদা তোয়ৈর্যঃ কুর্য্যাদুপলেপনম্।
চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

যিনি গোময় মাটি এবং জল দিয়া লেপন করেন তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দ-ভোগ করেন ॥ ২৬ ॥

———

তত্রৈব শ্রীধর্ম্মরাজস্য দূতানুশাসনে—

সংমার্জ্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনম্।
করোতি ভবনে বিষ্ণোস্ত্যাজ্যং তেষাং কুলত্রয়ম্ ॥২৭॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই ধর্ম্মরাজের দূতানুশাসনে উক্ত হইয়াছে, যমরাজ বলিতেছেন—হে দূতগণ! যিনি শ্রীবিষ্ণুমন্দির সংমার্জ্জন ও গোময়দ্বারা উপলেপন করেন তাঁহাদের পিতৃকুল মাতৃকুল ও ভার্য্যাকুলকে পরিত্যাগ করিবে। আমার নিকট আনিবে না ॥ ২৭ ॥

টীকা—উপলেপকস্য পাপক্ষয়াদিকং কিং বাচ্যং, তস্য সম্বন্ধিনামপি তথৈব স্যাদিতি লিখতি—সংমার্জ্জনমিতি কুলত্রয়ং পিতৃকুলং মাতৃকুলং ভার্য্যাকুলং চেতি ॥ ২৭ ॥

———

অথাভ্যুক্ষণ-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে।
স শান্ততাপো ভবতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥
অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাদ্দেবদেবাজিরে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো
বারুণং লোকমশ্নুতে ॥ ইতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ জল সেচন মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—যিনি দেবমন্দিরে জলছিটা দেন তিনি সন্তাপ রহিত হন, এ বিষয়ে বিচারের অপেক্ষা নাই। যিনি দেবদেবের মন্দিরাঙ্গন জল দ্বারা ধৌত করেন তিনি সকল পাপ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া বরুণলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকা—দেবদেবস্য অজিরে অঙ্গনে ॥ ২৯ ॥

———

সর্ব্বতোভদ্রপদ্মাদীনভিজ্ঞঃ স্বস্তিকানি চ।
বিরচয্য বিচিত্রাণি মণ্ডয়েদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি সর্ব্বতোভদ্র ও পদ্মাদিমণ্ডল এবং স্বস্তিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীহরিমন্দির চিত্র বিচিত্র অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে শোভা বৈচিত্র্য আনয়ন করিবেন ॥ ৩০ ॥

———

তথা চ নারসিংহে—

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং রঙ্গপদ্মাদিশোভনম্।
কুর্য্যাৎ স্থানং মহাবিষ্ণোঃ
সোজ্জ্বলাঙ্গং মুদান্বিতঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীনৃসিংহপুরাণে—আহলাদিত মনে মহাবিষ্ণুর শ্রীমন্দির বিচিত্রবর্ণ চূর্ণে বিরচিত পদ্মাদি অঙ্কন দ্বারা সুসজ্জিত এবং সংমার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা মন্দিরের ভিত্তি ও প্রাচীরাদি উজ্জ্বল করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

টীকা—রঙ্গং বিবিধবর্ণচিত্রং পদ্মাদি চ; যদ্বা, রঙ্গৈর্বিচিত্রবর্ণচূর্ণৈর্যৎ পদ্মাদি তেন শোভিতম্; আদি-শব্দেন স্বস্তিকাদি, উজ্জ্বলানি শোভনানি অঙ্গানি ভিত্তি-প্রাকারাদীনি তৎসহিতঞ্চ কুর্য্যাৎ। অঙ্গান্যপি বিভূষয়েদিত্যর্থঃ; ক্রিয়াবিশেষণং বা, তথাপি স এবার্থঃ ॥ ৩১ ॥

———

অথ মণ্ডলমাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

অগম্যা-গমনে পাপমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে।
সর্ব্বং তন্নাশমাপ্নোতি মণ্ডয়িত্বা হরের্গৃহম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—কার্ত্তিকব্রত-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অগম্যাগমনে এবং অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাপ হয় শ্রীহরিমন্দিরের সাজসজ্জা করিলে সেই সকল পাপ দূরীভূত হয় ॥ ৩২ ॥

———

অণুমাত্রন্তু যঃ কুর্য্যান্মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ।
মৃদা ধাতুবিকারৈশ্চ দিবি কল্পশতং বসেৎ ॥ ৩৩ ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ কুর্য্যাৎ স্বস্তিকং শুভম্।
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবের অগ্রভাগে—মাটি কিংবা

ধাতু নির্ম্মিতদ্রব্য দ্বারা যিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও মণ্ডল রচনা করেন, তিনি শতকল্প সুরলোকে বাস করেন। যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে মঙ্গলস্বরূপ স্বস্তিক নির্ম্মাণ করেন বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে, তিনি নিজের সাতকুল পর্য্যন্ত পবিত্র করেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারী কেশবাগ্রতঃ।
সপ্ত জন্মানি বৈধব্যং ন প্রাপ্নোতি কদাচন ॥ ৩৫ ॥
গৃহীত্বা গোময়ং যা তু মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ।
ভর্ত্তৃবিয়োগং নাপ্নোতি সন্ততেশ্চ ধনস্য চ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে নারী প্রতিদিন শ্রীকেশবের নিকট মণ্ডলনির্ম্মাণ করেন তিনি সপ্তজন্ম মধ্যে কখনও বৈধব্য ভোগ করিবেন না। যে নারী গোময় লইয়া শ্রীকেশবের অগ্রে মণ্ডলরচনা করেন তাঁহার কখনও স্বামী সন্তান ও ধন বিয়োগ হয় না ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকা—মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রাদি, কেশবাগ্রতো মণ্ডলং করোতীতি শেষঃ। কুরুত ইতি পূর্ব্বেণৈবানুষঙ্গঃ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

প্রাঙ্গণং বর্ণকোপেতং স্বস্তিকৈশ্চ সমন্বিতম্।
দেবস্য কুরুতে যস্তু ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যিনি দেবপ্রাঙ্গণকে বিচিত্র বর্ণ সংযুক্ত এবং স্বস্তিকাদি দ্বারা সজ্জিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে সানন্দে বিহার করেন ॥ ৩৭ ॥

নারদীয়ে—

মৃদা ধাতুবিকারৈর্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা।
উপলেপনকৃদ্‌যস্তু নরো বৈমানিকো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে—যে মনুষ্য মৃত্তিকা, ধাতুবিকার বিবিধবর্ণ ও গোবর দ্বারা শ্রীহরিমন্দির উপলেপেন করেন তিনি বিমানবিহারী দেবস্বরূপ হন ॥ ৩৮ ॥

টীকা—উপলেপনং মণ্ডলাদিকং করোতীতি তথা সঃ ॥ ৩৮ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ—

উপলিপ্যালয়ং বিষ্ণোশ্চিত্রয়িত্বাথ বর্ণকৈঃ।
বিষ্ণুলোকেঽথ তত্রস্থৈঃ সম্পৃহং বীক্ষ্যতে সুখী ॥৩৯॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়েও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি শ্রীবিষ্ণুর মন্দির লেপন ও বিবিধ বর্ণ দ্বারা শোভিত করেন তিনি সুখীহন এবং বিষ্ণুলোকবাসীগণ সানন্দে তাঁহাকে দর্শন করেন ॥ ৩৯ ॥

অথ স্বস্তিকলক্ষণম্

আগমে—

বিদিগ্‌গতচতুষ্কাণি ভিত্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ।
মার্জ্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ ॥৪০॥

অনুবাদ—আগমে উক্ত হইয়াছে—বুদ্ধিমানব্যক্তি চারিকোণের চারি চতুষ্কোণকে ষোলভাগে ভাগ করিয়া—সাদা, হলদে, লাল ও কালো রঙের গুঁড়া দিয়া স্বস্তিকাকারে লেপন করিবেন ॥ ৪০ ॥

তত্র চ পঞ্চরাত্রবচনম্—

রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থং হি কারয়েৎ।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন শুক্লং বা যবসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥
রক্তকুঙ্কুমসিন্দূরগৈরিকাদিসমুদ্ভবম্।
হরিতালোদ্ভবং পীতং রজনীসম্ভবং ক্বচিৎ।
কৃষ্ণং দগ্ধৈর্হরিদ্‌যবৈর্হরিৎপীতৈর্বিমিশ্রিতম্ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পঞ্চরাত্র বচন—মণ্ডলের জন্য পঞ্চবর্ণের চূর্ণ নির্ম্মাণ করাইবে। শালিতণ্ডুলচূর্ণ কিংবা যবচূর্ণ দ্বারা শুভ্র, লালবর্ণ দ্বারা কুঙ্কুম সিন্দুর অথবা গৈরিকাদি দ্রব্যজাত দ্বারা লাল, হরিতাল অথবা কোথাও বা হলুদ গুঁড়া দিয়া পীত, দগ্ধ হরিৎ বর্ণের যব দ্বারা কৃষ্ণ, আর দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবচূর্ণে পীতবর্ণ সংযোগ করিলে হরিদ্বর্ণ হয় ॥৪১-৪২॥

টীকা—শ্বেতাদিবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ হরিদ্‌যবৈর্হরিদ্বর্ণযবৈর্দগ্ধৈঃ কৃষ্ণবর্ণং স্যাৎ, তচ্চ পীতৈর্বিমিশ্রিতং হরিদ্বর্ণং স্যাদিত্যর্থঃ; এবং বর্ণপঞ্চকমুক্তম্ ॥ ৪০-৪২ ॥

অথ তত্র ধ্বজপতাকাদ্যারোপণম্

ততো ধ্বজপতাকাদি বিন্যস্য হরিমন্দিরে ।
বিচিত্রং ভূষয়েত্তচ্চ ভগবদ্ভক্তিমান্নরঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীহরিমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ মাহাত্ম্য—তারপর ভগবদ্ভক্তব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ করিয়া বিচিত্ররূপে সজ্জিত করিবেন ॥ ৪৩ ॥

টীকা—তৎ হরিমন্দিরঞ্চ বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা ভূষয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

অথ ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-প্রদ্যুম্ন সংবাদে—

ধ্বজমারোপয়েদ্যস্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ ।
তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এরপর ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-প্রদ্যুম্ন-সংবাদে—যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের উপরে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং তিনি ব্রহ্মার সহিত ক্রীড়া করেন ॥ ৪৪ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমম্ ।
স পূজ্যতে বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥৪৫॥

তত্রৈবাগ্রে চ—

পটো ধ্বজস্য বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চলতি বায়ুনা ।
তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ ।
ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বৃহৎ নারদীয়পুরাণেও বলা হইয়াছে—যিনি শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে উত্তম ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবরৃন্দ তাঁহার পূজা করেন, বেশী আর কি বলিব ? উহাতেই আরও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রবর ! ধ্বজদণ্ডের বস্ত্র বায়ু দ্বারা যত বিচলিত হয় পাপসমূহও তত বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই । মহাপাতক বা অতিপাতকযুক্তই হোক বিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজদণ্ড আরোপ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫-৪৭ ॥

আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাঃ ।
তেঽপি সদ্যো বিমুচ্যন্তে
হ্যুপপাতককোটিভিঃ ॥ ইতি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যে সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুগৃহে আরোপিত ধ্বজদণ্ড দেখিয়া আনন্দ পান তাঁরাও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

এবং বৃহন্নারদীয়ে খ্যাতং যচ্চান্যদদ্ভুতম্ ।
ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যং তদ্দৃষ্টব্যমিহাখিলম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করিবার এই ধরণের যে অদ্ভুত মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে সেই সমস্তই এই বিষয়ে প্রযুক্ত হইবে ॥ ৪৯ ॥

অথ পতাকারোপণ-মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

কৃষ্ণালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভিশ্চ শোভিতম্ ।
সদৈব তস্য লোকে তু বাসস্তস্য ন চান্যতঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে—দ্বারকামাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি পতাকাসমূহ দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির শোভিত করেন শ্রীহরিধামেই তাঁহার সতত বাস হয়, অন্যত্র নয় ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পতাকাঞ্চ শুভাং দত্ত্বা তথা কেশববেশ্মনি ।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি বহুনব্দগণান্ দ্বিজঃ ॥ ৫১ ॥
দোধূয়তে যথা সা তু বায়ুনা কেশবালয়ে ।
তথা তস্যাপি সকলং দেহাৎ পাপং বিধূয়তে ॥৫২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—দ্বিজাতি শ্রীহরিমন্দিরে কল্যাণময়ী পতাকা আরোপণ

করিয়া বহু বৎসরের জন্য বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। ঐ পতাকা বায়ুদ্বারা যতই আন্দোলিত হইতে থাকে ততই পতাকা আরোপণকারী ব্যক্তির শরীর হইতে পাপ দূরীভূত হয় ॥ ৫১-৫২ ॥

অথ বন্দনমালা-কদলীস্তম্ভারোপণ-মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

ভূপ বন্দনমালাস্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি।
দেবকন্যাবৃতৈর্লক্ষৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ ॥ ৫৩ ॥
যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতম্।
নন্দতে চাপ্সরোযুক্তঃ স্বাগতং তস্য দেবরাট্ ॥৫৪॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দ্বারকামাহাত্ম্যেই বলা হইয়াছে—হে রাজন্ যিনি শ্রীহরিমন্দিরে বন্দন-মালা আরোপণ করেন, লক্ষ লক্ষ দেবকন্যাগণ পরি-বৃত দেবতাগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি কদলীস্তম্ভ দ্বারা শ্রীহরিগৃহ অলংকৃত করেন তিনি অপ্সরাগণের সহিত প্রমোদ-বিহার করেন এবং দেবরাজও তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া থাকেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—ধ্বজপতাকাদি বিন্যসেদিত্যাদিশব্দেন গৃহীতস্য বন্দনমালাদেরপি বিন্যাস-মাহাত্ম্যং লিখতি—ভূপেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকা—তস্য স্বাগতং যথা স্যাত্তথা নন্দতে তম-ভিনন্দতি হৃষ্টো ভবতি ইতি বা, যদ্বা, তস্য শুভা-গমনভিনন্দতি। বন্দত ইতি বা পাঠঃ ॥ ৫৪ ॥

অথ পীঠপাত্রবস্ত্রাদি-সংস্কারঃ

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভোর্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
পীঠাদিকঞ্চ তৎ সর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥৫৫॥

অনুবাদ শ্রীমন্দিরে প্রভুর সেবার তাম্রাদিপাত্র, বস্ত্র প্রভৃতি ও পীঠাদি যথা উক্ত নিয়মে পরিষ্কার করিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

তত্র পীঠস্য সংস্কারঃ

নারসিংহে—

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ।
উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে বর্ণিত আছে যে—বিল্বপত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ মার্জ্জন করিবে এবং তাহা উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিবে। ইহা সকল পাপ বিমুক্তিকারী ॥ ৫৬ ॥

অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং সংস্কারঃ

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

উড়ুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥৫৭

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে—তাম্র-নির্ম্মিত পাত্র অম্ল দ্বারা, রঙ্গ-নির্ম্মিত ও সীস-নির্ম্মিত পাত্র ভস্মদিয়া এবং কাংস্যপাত্র ভস্মযুক্ত জল দিয়া ধৌত করিবে। তাপ-সংযোগে গলাইলেই ঘৃতাদি দ্রব পদার্থের শোধন হয় ॥ ৫৭ ॥

টীকা—উক্তবিধিং লিখতি—উড়ুম্বরাণামিত্যাদিনা শুচিতামিয়াদিত্যন্তেন ; উড়ুম্বরাণাং তাম্রাণাং তন্ময়-পাত্রাণামিত্যর্থঃ। ত্রপুরঙ্গং, ভস্মযুক্তৈরম্বুভিঃ দ্রবস্য গোরসাদেঃ প্লাবঃ প্লাবনম্ ; তথা চোক্তং বশিষ্ঠেন—'দ্রবাণাং প্লাবনেনৈব' ইতি। তদ্বিশেষোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৫৭ ॥

বায়ুপুরাণে চ—

মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খোপলস্য চ।
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ ॥৫৮॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণেও বলা হইয়াছে—শ্বেত সরিষার কিংবা তিলের খৈলদ্বারা মার্জ্জন করিলে মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ ও প্রস্তরপাত্র শুদ্ধ হয় ॥ ৫৮ ॥

টীকা—মুক্তায়াঃ শঙ্খস্য উপলস্য চ পাষাণস্য দ্বন্দ্বৈক্যম্ ; সিদ্ধার্থকানাং সর্ষপাণাম্, শুদ্ধিরিতি শেষঃ প্রকরণবলাৎ ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মে—

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ ॥ ৫৯ ॥
নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ ॥৬০
অতিদুষ্টন্তু পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণে।
যুঞ্জ্যাত্তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা ॥ ৬১ ॥
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেহন্যৎ সমর্পয়েৎ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে ॥৬২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—সোনা, রূপা, শাঁখ, পাথর, শুক্তি, স্ফটিকাদি রত্ন, কাঁসা, লৌহা, তামা, পিতল, রাং ও সীসা—এই সকল দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র অন্নাদি দ্বারা সংলিপ্ত না হইলে কেবল মাত্র জল দিয়া ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। ঐ সকল পাত্রে শূদ্রের এঁটো ছোঁওয়া লাগলে ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধ করিবে। পাত্রাদি অত্যন্ত দূষিত হইলে শোধন করিয়া অতিথ্যাদি কর্ম্মে বা প্রভুর কর্ম্মান্তরে ব্যবহার করিবে। লোকে সর্ব্বথা এই প্রকার সদাচার আছে যে—দূষিত পাত্রের পরিবর্ত্তে প্রভুকে অন্যপাত্র দিবে ॥ ৫৯-৬২ ॥

টীকা—রত্নময়ানি—স্ফটিকাদিঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিত্তলরচিতানি; নির্লেপানি অন্নাদিলেপরহিতানি, শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পৃষ্টানীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপাত্রেষু শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পর্শোহপি ন সম্ভবেৎ, তথাপি কথঞ্চিদ্ ভ্রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তচ্ছুদ্ধিরুক্তা। এবমগ্রেহপি সর্ব্বত্রোহ্যম্। ত্রিধা বারত্রয়মিত্যর্থঃ, ক্ষারো ভস্ম ॥ ৫৮-৬০ ॥

মনুঃ—

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন যে—তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিতল, রং ও সীসকের পাত্র যথা নিয়মে ভস্ম জম্বীরাদি-রস ও জল দ্বারা শোধন করিতে হয় ॥ ৬৩ ॥

টীকা— যথার্হম্ — মলাপগমানুসারেণেত্যর্থঃ। অম্লোদকং জম্বীরাদি-রসঃ, তত্রাম্লোদকেন তাম্রস্য, ক্ষারেণেতরেষাং, বারিণা তু তত্তৎসমুদিতেনোভয়েষামেবেতি জ্ঞেয়ং, যথার্হমিত্যুক্তেঃ ॥ ৬৩ ॥

শঙ্খঃ—

অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা।
ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্যস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥৬৪

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন যে, তামা, সীসা ও রাং এইগুলি অম্লরসদ্বারা এবং কাঁসা ও লোহা এই দুই প্রকার পাত্র ভস্ম দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অম্লোদকেনেতি ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ—

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ।
ত্রিঃসপ্ত মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধির্ন তু কাংস্যস্য তাপনম্ ॥৬৫॥

অনুবাদ—বলা হইয়াছে (সাধারণতঃ অপবিত্র বিষয়ে শোধন বর্ণিত হইল কিন্তু গুরুদোষে দূষিত পাত্রের যে প্রকারে শুদ্ধি হয় তাহা বলা হইতেছে)

যাহার অশৌচ নিবৃত্ত হয় নাই এই প্রকার সদ্যঃ প্রসূতা স্ত্রীর এঁটো বাসন কিংবা ধাত্রীর এঁটো ছোঁওয়া বাসন, মদ্যপানজনিত দূষিত ও রক্তদূষিত পাত্র একুশবার মার্জ্জনা দ্বারা শুদ্ধ হয় কিন্তু কাংস্য পাত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৬৫ ॥

টীকা—এতচ্চ সর্ব্বং স্বল্পোপহতিবিষয়কম্, অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধিং লিখতি—সূতিকেতি ত্রিভিঃ। সূতিকা নবপ্রসূতা অজাতশৌচা; যদ্বা, প্রসবকারয়িত্রী, তদুচ্ছিষ্টস্য তদুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টস্য, তয়া বা যত্র ভুক্তং তস্য ভাণ্ডস্য তৈজসপাত্রস্য, তৎপ্রকরণাৎ। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি, ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ মার্জ্জনাদিত্যর্থঃ। কেচিদাহুঃ—'সপ্তভির্যবগোধূমকলায়মাষাদিচূর্ণৈঃ প্রত্যেকং ত্রির্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিঃ' ইতি। কাংস্যপাত্রস্য তু ন তথা শুদ্ধিঃ, কিন্তু তস্য তাপনং দহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্যত্র চ—

তাম্রমম্লেন শুধ্যেত ন চেদামিষলেপনম্ ।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দাহেন শুধ্যতি ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—স্থানান্তরেও বলা আছে যে—তাম্রপাত্র আমিষ দ্রব্যে ছোঁওয়া না পড়িলে অম্লদ্বারা তাহার শোধন হয়। আমিষ লিপ্ত হইলে পুনরায় অগ্নিদগ্ধ করিয়া শোধন করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

———

ব্রাহ্মে—

সূতিকাশববিণ্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—নবপ্রসূতা রমণী, শব, মলমূত্র ও রজস্বলানারী কর্ত্তৃক দূষিত পাত্র শুদ্ধ করিতে হইলে যে পর্য্যন্ত অগ্নিতাপ সহ্য হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের মধ্যে রাখিয়া উঠাইয়া লইবে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—দাহে বিশেষং লিখতি—সূতিকেতি। রজস্বলেত্যাকারাভাব আর্ষঃ। সূতিকাদিভির্হতানি উপহতানি, তত্র সূতিকা-রজস্বলোপহতত্বং তত্তদুচ্ছিষ্ট-স্পর্শাৎ তত্র তদ্ভোজনাদ্বা। সাবেতি দন্ত্যাদিপাঠে আসবো মদ্যম্, যাবদিতি যাবন্তমগ্নিং কালং বা যদ্দ্রব্যং সহেত, তাবত্যগ্নৌ তাবন্তং বা কালং তদ্দ্রব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

———

অতএব দেবলঃ—

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা ।
দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা ॥ ৬৮ ॥
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধির্মৃদ্গোময়জলৈরপি ।
মৃন্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অতএব দেবল বলিয়াছেন—দহন দ্বারা অথবা ভস্ম ও গোময় দ্বারা লৌহের (সোনা রূপা দিয়া তৈরী পাত্রও) শুদ্ধি হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে ভস্ম ও গোবর দ্বারা এবং বিশেষ দোষে দূষিত হইলে বহ্নিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবে। দহন, খনন ও জলদ্বারা পাষাণ পাত্রের দোষ নষ্ট হয় কিংবা মাটি গোবর ও জলদ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রের শোধন করিবে। পরন্তু পুনরায় দহন দ্বারা মৃন্ময় পাত্র শোধন করিবে ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—ন্যূনাধিকতয়া লিখিতং তত্তৎ সর্ব্বং দেবলোক্ত্যা সংবাদয়তি—লৌহানামিতি; সুবর্ণাদীনাং ধাতুনাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ, অত্যন্তোপহতৌ দহনাৎ, অন্যথা চ ভস্মাদিনেত্যর্থঃ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহাদিকালং তস্যাং নিক্ষেপণং তস্মাৎ; শৈলানাং শিলাদিনির্ম্মিতানাং, দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ, তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'পুনঃ পাকান্মহীময়ম্' ইতি ॥ ৬৮ ॥

———

মনুঃ—

মদ্যৈর্মূত্রপুরীষৈর্বা শ্লেষ্মপূয়াস্থিষ্ঠীবনৈঃ ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥৭০॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—মদ্য, মূত্র, মল, কফ পূঁজ অথবা থুতু, লালাপ্রক্ষেপ এই সকল দ্বারা মাটির বাসন দূষিত হইলে পুনরায় দহন দ্বারাও শুদ্ধ হয় না ॥ ৭০ ॥

টীকা—তত্র চাল্পোপহতৌ অত্যন্তোপহতৌ চ মৃন্ময়ং ত্যাজ্যমেবেতি লিখতি—মদ্যৈরিতি। ষ্ঠীবনৈঃ লালাপ্রক্ষেপৈঃ, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৭০ ॥

———

বৃদ্ধশাতাতপঃ—

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে ।
তস্যৈবং শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ৭১॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন—বহু সংখ্যক পাত্র যদি একস্থানে মিলিত ভাবে থাকে এবং তার মধ্যে যদি একটি দূষিত হয় তাহা হইলে সেই দূষিত পাত্রের শোধন করিলেই সকল পাত্রের শুদ্ধি হইবে ॥৭১

টীকা—সংহতানাম্ অন্যোঽন্যং মিলিত্বা সংযশঃ স্থিতানাম্; তস্যৈব তৎ লিখিতং শোধনং প্রোক্তং, ন তু তেন স্পৃষ্টাণামন্যেষামিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোধনং দ্রব্যাণাং সর্ব্বেষামেবান্যেষাং শুদ্ধিকৃদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব—'অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু এক এব স

ব্রাহ্মে—

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ ॥ ৫৯ ॥
নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ ॥৬০
অতিদুষ্টন্তু পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণে।
যুঞ্জ্যাত্তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা ॥ ৬১ ॥
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেহন্যৎ সমর্পয়েৎ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে ॥৬২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—সোনা, রূপা, শাঁখ, পাথর, শুক্তি, স্ফটিকাদি রত্ন, কাঁসা, লৌহা, তামা, পিতল, রাং ও সীসা—এই সকল দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র অন্নাদি দ্বারা সংলিপ্ত না হইলে কেবল মাত্র জল দিয়া ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। ঐ সকল পাত্রে শূদ্রের এঁটো ছোঁওয়া লাগলে ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধ করিবে। পাত্রাদি অত্যন্ত দূষিত হইলে শোধন করিয়া অতিথ্যাদি কর্ম্মে বা প্রভুর কর্ম্মান্তরে ব্যবহার করিবে। লোকে সর্ব্বথা এই প্রকার সদাচার আছে যে—দূষিত পাত্রের পরিবর্ত্তে প্রভুকে অন্যপাত্র দিবে ॥ ৫৯-৬২ ॥

টীকা—রত্নময়ানি—স্ফটিকাদিঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিত্তলরচিতানি; নির্লেপানি অন্নাদিলেপরহিতানি, শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পৃষ্টানীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপাত্রেষু শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পর্শোহপি ন সম্ভবেৎ, তথাপি কথঞ্চিদ্ ভ্রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তচ্ছুদ্ধিরুক্তা। এবমগ্রেহপি সর্ব্বত্রোহ্যম্। ত্রিধা বারত্রয়মিত্যর্থঃ, ক্ষারো ভস্ম ॥ ৫৮-৬০ ॥

মনুঃ—

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন যে—তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিতল, রং ও সীসকের পাত্র যথা নিয়মে ভস্ম জম্বীরাদি-রস ও জল দ্বারা শোধন করিতে হয় ॥ ৬৩ ॥

টীকা— যথার্হম্ — মলাপগমানুসারেণেত্যর্থঃ। অম্লোদকং জম্বীরাদি-রসঃ, তত্রাম্লোদকেন তাম্রস্য, ক্ষারেণেতরেষাং, বারিণা তু তত্তৎসমুদিতেনোভয়েষামেবেতি জ্ঞেয়ং, যথার্হমিত্যুক্তেঃ ॥ ৬৩ ॥

শঙ্খঃ—

অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা।
ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্যস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥৬৪

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন যে, তামা, সীসা ও রাং এইগুলি অম্লরসদ্বারা এবং কাঁসা ও লোহা এই দুই প্রকার পাত্র ভস্ম দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অম্লোদকেনেতি ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ—

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ।
ত্রিঃসপ্ত মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধির্ন তু কাংস্যস্য তাপনম্ ॥৬৫॥

অনুবাদ—বলা হইয়াছে (সাধারণতঃ অপবিত্র বিষয়ে শোধন বর্ণিত হইল কিন্তু গুরুদোষে দূষিত পাত্রের যে প্রকারে শুদ্ধি হয় তাহা বলা হইতেছে)

যাহার অশৌচ নিবৃত্ত হয় নাই এই প্রকার সদ্যঃ প্রসূতা স্ত্রীর এঁটো বাসন কিংবা ধাত্রীর এঁটো ছোঁওয়া বাসন, মদ্যপানজনিত দূষিত ও রক্তদূষিত পাত্র একুশ বার মার্জ্জনা দ্বারা শুদ্ধ হয় কিন্তু কাংস্য পাত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৬৫ ॥

টীকা—এতচ্চ সর্ব্বং স্বল্পোপহতিবিষয়কম্, অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধিং লিখতি—সূতিকেতি ত্রিভিঃ। সূতিকা নবপ্রসূতা অজাতশৌচা; যদ্বা, প্রসবকারয়িত্রী, তদুচ্ছিষ্টস্য তদুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টস্য, তয়া বা যত্র ভুক্তং তস্য ভাণ্ডস্য তৈজসপাত্রস্য, তৎপ্রকরণাৎ। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি, ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ মার্জ্জনাদিত্যর্থঃ। কেচিদাহুঃ—'সপ্তভির্যবগোধূমকলায়মাষাদিচূর্ণৈঃ প্রত্যেকং ত্রির্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিঃ' ইতি। কাংস্যপাত্রস্য তু ন তথা শুদ্ধিঃ, কিন্তু তস্য তাপনং দহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্যত্র চ—

তাম্রমম্লেন শুধ্যেত ন চেদামিষলেপনম্ ।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দাহেন শুধ্যতি ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—স্থানান্তরেও বলা আছে যে—তাম্রপাত্র আমিষ দ্রব্যে ছোঁওয়া না পড়িলে অম্লদ্বারা তাহার শোধন হয়। আমিষ লিপ্ত হইলে পুনরায় অগ্নিদগ্ধ করিয়া শোধন করিতে হইবে ॥ ৬৩ ॥

———

ব্রাহ্মে—

সূতিকাশববিণ্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—নব-প্রসূতা রমণী, শব, মলমূত্র ও রজস্বলানারী কর্ত্তৃক দূষিত পাত্র শুদ্ধ করিতে হইলে যে পর্য্যন্ত অগ্নিতাপ সহ্য হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের মধ্যে রাখিয়া উঠাইয়া লইবে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—দাহে বিশেষং লিখতি—সূতিকেতি। রজস্বলেত্যাকারাভাব আর্ষঃ। সূতিকাদিভির্হতানি উপহতানি, তত্র সূতিকা-রজস্বলোপহতত্বং তত্তদুচ্ছিষ্ট-স্পর্শাৎ তত্র তদ্ভোজনাদ্বা। সাবেতি দন্ত্যাদিপাঠে আসবো মদ্যম্, যাবদিতি যাবন্তমগ্নিং কালং বা যদ্দ্রব্যং সহেত, তাবত্যগ্নৌ তাবন্তং বা কালং তদ্দ্রব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

———

অতএব দেবলঃ—

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা ।
দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা ॥ ৬৮ ॥
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধির্মৃদ্গোময়জলৈরপি ।
মৃন্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অতএব দেবল বলিয়াছেন—দহন দ্বারা অথবা ভস্ম ও গোময় দ্বারা লৌহের (সোনা রূপা দিয়া তৈরী পাত্রও) শুদ্ধি হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে ভস্ম ও গোবর দ্বারা এবং বিশেষ দোষে দূষিত হইলে বহ্নিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবে। দহন, খনন ও জলদ্বারা পাষাণ পাত্রের দোষ নষ্ট হয় কিংবা মাটি গোবর ও জলদ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রের শোধন করিবে। পরন্তু পুনরায় দহন দ্বারা মৃন্ময় পাত্র শোধন করিবে ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—ন্যূনাধিকতয়া লিখিতং তত্তৎ সর্ব্বং দেবলোক্ত্যা সংবাদয়তি—লৌহানামিতি; সুবর্ণাদীনাং ধাতুনাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ, অত্যন্তোপহতৌ দহনাৎ, অন্যথা চ ভস্মাদিনেত্যর্থঃ ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহাদিকালং তস্যাং নিক্ষেপণং তস্মাৎ ; শৈলানাং শিলাদিনির্ম্মিতা-নাং, দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ, তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'পুনঃ পাকান্মহীময়ম্' ইতি ॥ ৬৮ ॥

———

মনুঃ—

মদ্যৈর্মূত্রপুরীষৈর্বা শ্লেষ্মপূয়াস্থিষ্ঠীবনৈঃ ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥৭০॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—মদ্য, মূত্র, মল, কফ পূঁজ অথবা থুতু, লালাপ্রক্ষেপ এই সকল দ্বারা মাটির বাসন দূষিত হইলে পুনরায় দহন দ্বারাও শুদ্ধ হয় না ॥ ৭০ ॥

টীকা—তত্র চাল্পোপহতৌ অত্যন্তোপহতৌ চ মৃন্ময়ং ত্যাজ্যমেবেতি লিখতি—মদ্যৈরিতি। ষ্ঠীবনৈঃ লালাপ্রক্ষেপৈঃ, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৭০ ॥

———

বৃদ্ধশাতাতপঃ—

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে ।
তস্যৈবং শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ৭১॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন—বহু সংখ্যক পাত্র যদি একস্থানে মিলিত ভাবে থাকে এবং তার মধ্যে যদি একটি দূষিত হয় তাহা হইলে সেই দূষিত পাত্রের শোধন করিলেই সকল পাত্রের শুদ্ধি হইবে ॥৭১

টীকা—সংহতানাম্ অন্যোঽন্যং মিলিত্বা সংযশঃ স্থিতানাম্ ; তস্যৈব তৎ লিখিতং শোধনং প্রোক্তং, ন তু তেন স্পৃষ্টাণামন্যেষামিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোধনং দ্রব্যাণাং সর্ব্বেষামেবান্যেষাং শুদ্ধিকৃদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব—'অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু এক এব স

দুষ্যতি। তৎ স্পৃষ্টান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিঃ' ইতি ॥ ৭১ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র শঙ্খঃ—

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ॥৭২॥
ঊর্ণাপট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিকচর্ম্মণাম্।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ৭৩॥

অনুবাদ—এরপর বস্ত্র শুদ্ধ করার নিয়ম বলা হইতেছে—এই বিষয়ে শঙ্খ বলিয়াছেন যে, কার্পাস সুতা দিয়ে তৈরী (তান্তব) কাপড়-চোপড় যাহা মলিন অর্থাৎ মলদুষ্ট হইয়াছে তাহা প্রথমে ক্ষার ও জল দ্বারা সেই সকলের শুদ্ধিবিধান করিবে। তারপর রৌদ্রে বা বাতাসে শুকাইয়া তাহা গ্রহণ করিবে। রোমজ বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষ রোমজবস্ত্র এবং চর্ম্ম এই সমস্ত দ্রব্যের সামান্য শুদ্ধিস্থলে অর্থাৎ এগুলি যদি অল্পমাত্র অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে শুষ্ককরণ ও জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥

টীকা—তান্তবম্—কার্পাসিকসূত্রনির্ম্মিতং বস্ত্রাদি, অংশুভিঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ বায়ুনা বা শোষয়িত্বা শুষ্কং কৃত্বা, ঊর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্যভেদেন বা ভেদঃ, অল্পেহশৌচে অশুদ্ধৌ সত্যাং শোষণং সূর্য্যাংশুবাতাদিনা, নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ, ফলবল্কলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থঃ। পুষ্পরক্তাম্বরাণি চিত্রপুষ্পময়াম্বরাণি স্বর্ণরত্নখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ ॥ ৭২-৭৫ ॥

তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্‌গৌরসর্ষপৈঃ।
ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ ॥ ৭৪ ॥
তূলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ ॥ ৭৫ ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ।
তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—অপবিত্র বস্তুর সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধানের তুষ, পত্রকল্ক (পাতা বাটা), ফল ও বাকলথেকে বের হওয়া রস এই সমস্ত দ্বারা শুদ্ধ করিবে। তূলিকা, বালিশ, কুসুমরসরঞ্জিত ও স্বর্ণরত্নাদি খচিত বস্ত্র ক্ষণকাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে হাত রগড়াইবে। পরে তাহার উপর জলের ছিটা দিয়া পবিত্র এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই সকল বস্ত্র অধিক মল বিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে শুদ্ধ করিয়া লইবে ॥ ৭৪-৭৬ ॥

শাতাতপঃ—

কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ।
প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শাতাতপ বলিয়াছেন—কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, ও লাক্ষারস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥

টীকা—কুসুম্ভেন কুঙ্কুমেন বা আরক্তা রঞ্জিতাঃ লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ, চণ্ডালেনান্যেনাপ্যস্পৃশ্যা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি ॥৭৭॥

যমঃ—

কৃষ্ণাজিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং মৃদ্ভিরম্ভসা।
গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যম বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম বায়ুদ্বারা, চামর মাটি ও জল দিয়া, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদন্তাদি গোমূত্র দ্বারা এবং ক্ষৌমবসন শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে ॥ ৭৮ ॥

টীকা—বালানাং চামরাণাম, অস্থি—শঙ্খাদিঃ, দন্তঃ—হস্ত্যাদেঃ ॥ ৭৮ ॥

শঙ্খঃ—

সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন দন্তশৃঙ্গময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্নাং স্যাচ্ছৃঙ্গবত্তথা ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ- শঙ্খ বলিয়াছেন—গজাদি দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্য শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা এবং নারিকেল প্রভৃতি ফলপাত্র গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। শৃঙ্গ শুদ্ধির মত শ্বেতসরিষা দ্বারা অস্থির শুদ্ধি বিধান করিতে হয় ॥ ৭৯ ॥

টীকা — ফলপাত্রাণাং নারিকেলাদিপাত্রাণাম্, অম্বূনাং শঙ্খাদীনাম্, শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কল্কেনেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—

নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ।
কুসুম্ভকুসুমানাঞ্চ উর্ণাকার্পাসয়োস্তথা।
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ॥ ৮০॥

অনুবাদ—যম আরও বলিয়াছেন—হিঙ্গু প্রভৃতি নির্য্যাস, গুড়, লবণ, কুসুম্ভ, পুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস জল ছিটা দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৮০ ॥

টীকা — নির্য্যাসানাং হিঙ্গ্বাদীনাম্ ॥ ৮০ ॥

মনুঃ—

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে ॥ ৮১ ॥
চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৮২ ॥
প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—যদি ধান্যের ও বস্ত্রের পরিমাণ বহু হয় তাহা হইলে জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিবে কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলে জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবে। চর্ম্ম, ফাড়াবাঁশ এবং বেতদিয়া তৈরী জিনিষও বস্ত্রশুদ্ধির নিয়মে শুদ্ধ করিতে হইবে। শাক মূল ও ফলের শুদ্ধি ধান্য শুদ্ধিবৎ কথিত হইয়াছে। জলছিটা দ্বারা তৃণকাষ্ঠ এবং খড় শুদ্ধ হয় গৃহ মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে এবং মাটির বাসন পুনরায় আগুনে দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৮১-৮৩ ॥

টীকা—বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্ম্মিতানাম্; মার্জ্জনৈঃ রজঃশোধনৈঃ উপাঞ্জনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৮২-৮৩ ॥

কিঞ্চ—

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্‌গন্ধো লেপশ্চ তদ্‌গতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা লিপ্ত বস্তু হইতে যতক্ষণে সেই দ্রব্যস্থ লেপ ও গন্ধ দূর না হয় ততক্ষণ জল ও মৃত্তিকা দিবে। যাবতীয় দ্রব্যশুদ্ধি ব্যাপারে এই নিয়ম ॥ ৮৪ ॥

বৃহস্পতিঃ—

বস্ত্রবৈদলচর্ম্মাদেঃ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
অতিদুষ্টস্য তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্ত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি বলিয়াছেন—বস্ত্র, বিদলিত-বংশজ দ্রব্য আর চর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যের শোধন ধুইলে হয় কিন্তু অতিশয়রূপে দূষিত হইলে যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে শুদ্ধির জন্য সেই টুকু ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিবে ॥ ৮৫ ॥

টীকা—তন্মাত্রমিতি—যাবদত্যন্তদুষ্টং তাবন্মাত্রমেব ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

বিষ্ণুঃ—

মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং শ্বাস্থি-চাণ্ডাল-বায়সৈঃ।
স্পর্শনেঃ বিহিতং শৌচং সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥৮৬

বৌধায়নঃ—

আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মারুতার্কেন শুদ্ধ্যন্তি পক্বেষ্টরচিতানি চ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—কুক্কুর, অস্থি, চণ্ডাল ও কাক ইহাদের দ্বারা মাটি, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে চন্দ্ররশ্মি, সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা শোধন করিতে হয়। বোধায়ন বলিয়াছেন—সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা আসন, শয্যা, বাহন, নৌকা, পথ, তৃণ ও ইষ্টকনির্ম্মিত পাকাবাড়ী শুদ্ধ হয় ॥ ৮৬-৮৭॥

টীকা—মারুতযুক্তেন অর্কেণ তদংশুনা, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৮৭ ॥

অথ ধান্যাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র বৌধায়নঃ—

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ৮৮ ॥

দুষ্যতি। তৎ স্পৃষ্টান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিঃ' ইতি ॥ ৭১ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র শঙ্খঃ—

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ॥৭২॥
ঊর্ণাপট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিকচর্ম্মণাম্।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ৭৩॥

অনুবাদ—এরপর বস্ত্র শুদ্ধ করার নিয়ম বলা হইতেছে—এই বিষয়ে শঙ্খ বলিয়াছেন যে, কার্পাস সুতা দিয়ে তৈরী (তান্তব) কাপড়-চোপড় যাহা মলিন অর্থাৎ মলদুষ্ট হইয়াছে তাহা প্রথমে ক্ষার ও জল দ্বারা সেই সকলের শুদ্ধিবিধান করিবে। তার-পর রৌদ্রে বা বাতাসে শুকাইয়া তাহা গ্রহণ করিবে। রোমজ বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষ রোমজবস্ত্র এবং চর্ম্ম এই সমস্ত দ্রব্যের সামান্য শুদ্ধিস্থলে অর্থাৎ এগুলি যদি অল্পমাত্র অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে শুষ্ককরণ ও জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥

তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্‌গৌরসর্ষপৈঃ।
ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ ॥ ৭৪ ॥
তূলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ ॥ ৭৫ ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ।
তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—অপবিত্র বস্তুর সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধানের তুষ, পত্রকল্ক (পাতা বাটা), ফল ও বাকলথেকে বের হওয়া রস এই সমস্ত দ্বারা শুদ্ধ করিবে। তূলিকা, বালিশ, কুসুম-রসরঞ্জিত ও স্বর্ণরত্নাদি খচিত বস্ত্র ক্ষণকাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে হাত রগড়াইবে। পরে তাহার উপর জলের ছিটা দিয়া পবিত্র এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই সকল বস্ত্র অধিক মল বিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে শুদ্ধ করিয়া লইবে ॥ ৭৪-৭৬ ॥

টীকা—তান্তবম্—কার্পাসিকসূত্রনির্ম্মিতং বস্ত্রাদি, অংশুভিঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ বায়ুনা বা শোষয়িত্বা শুষ্কং কৃত্বা, ঊর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্য-ভেদেন বা ভেদঃ, অল্পেহশৌচে অশুদ্ধৌ সত্যাং শোষণং সূর্য্যাংশুবাতাদিনা, নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ, ফলবল্কলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থঃ। পুষ্পরক্তাম্বরাণি চিত্রপুষ্পময়াম্বরাণি স্বর্ণরত্নখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ ॥ ৭২-৭৫ ॥

শাতাতপঃ—

কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ।
প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শাতাতপ বলিয়াছেন—কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, ও লাক্ষারস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥

টীকা—কুসুম্ভেন কুঙ্কুমেন বা আরক্তা রঞ্জিতাঃ লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ, চণ্ডালেনান্যেনাপ্যস্পৃশ্যা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি ॥৭৭॥

যমঃ—

কৃষ্ণাজিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং মৃদ্ভিরম্ভসা।
গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যম বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম বায়ুদ্বারা, চামর মাটি ও জল দিয়া, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদন্তাদি গোমূত্র দ্বারা এবং ক্ষৌমবসন শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে ॥ ৭৮ ॥

টীকা—বালানাং চামরাণাম, অস্থি—শঙ্খাদিঃ, দন্তঃ—হস্ত্যাদেঃ ॥ ৭৮ ॥

শঙ্খঃ—

সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন দন্তশৃঙ্গময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্নাং স্যাচ্ছৃঙ্গবত্তথা ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন—গজাদি দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্য শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা এবং নারিকেল প্রভৃতি ফলপাত্র গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। শৃঙ্গ শুদ্ধির মত শ্বেতসরিষা দ্বারা অস্থির শুদ্ধি বিধান করিতে হয় ॥ ৭৯ ॥

টীকা—ফলপাত্রাণাং নারিকেলাদিপাত্রাণাম্, অস্থ্নাং শঙ্খাদীনাম্, শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কল্কেনেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—

নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ।
কুসুম্ভকুসুমানাঞ্চ ঊর্ণাকার্পাসয়োস্তথা।
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ॥ ৮০॥

অনুবাদ—যম আরও বলিয়াছেন—হিঙ্গু প্রভৃতি নির্য্যাস, গুড়, লবণ, কুসুম্ভ, পুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস জল ছিটা দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৮০ ॥

টীকা—নির্য্যাসানাং হিঙ্গ্বাদীনাম্ ॥ ৮০ ॥

মনুঃ—

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে ॥ ৮১ ॥
চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৮২ ॥
প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—যদি ধান্যের ও বস্ত্রের পরিমাণ বহু হয় তাহা হইলে জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিবে কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলে জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবে। চর্ম্ম, ফাড়াবাঁশ এবং বেতদিয়া তৈরী জিনিষও বস্ত্রশুদ্ধির নিয়মে শুদ্ধ করিতে হইবে। শাক মূল ও ফলের শুদ্ধি ধান্য শুদ্ধিবৎ কথিত হইয়াছে। জলছিটা দ্বারা তৃণকাষ্ঠ এবং খড় শুদ্ধ হয় গৃহ মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে এবং মাটির বাসন পুনরায় আগুনে দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৮১-৮৩ ॥

টীকা—বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্ম্মিতানাম্; মার্জ্জনৈঃ রজঃশোধনৈঃ উপাঞ্জনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৮২-৮৩ ॥

কিঞ্চ—

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তদ্গতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা লিপ্ত বস্তু হইতে যতক্ষণে সেই দ্রব্যস্থ লেপ ও গন্ধ দূর না হয় ততক্ষণ জল ও মৃত্তিকা দিবে। যাবতীয় দ্রব্যশুদ্ধি ব্যাপারে এই নিয়ম ॥ ৮৪ ॥

বৃহস্পতিঃ—

বস্ত্রবৈদলচর্ম্মাদেঃ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
অতিদুষ্টস্য তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্ত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি বলিয়াছেন—বস্ত্র, বিদলিত-বংশজ দ্রব্য আর চর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যের শোধন ধুইলে হয় কিন্তু অতিশয়রূপে দূষিত হইলে যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে শুদ্ধির জন্য সেই টুকু ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিবে ॥ ৮৫ ॥

টীকা—তন্মাত্রমিতি—যাবদত্যন্তদুষ্টং তাবন্মাত্রমেব ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

বিষ্ণুঃ—

মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং শ্বাস্থি-চাণ্ডাল-বায়সৈঃ।
স্পর্শনেঃ বিহিতং শৌচং সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥৮৬

বৌধায়নঃ—

আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মারুতার্কেন শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টরচিতানি চ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—কুক্কুর, অস্থি, চণ্ডাল ও কাক ইহাদের দ্বারা মাটি, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে চন্দ্ররশ্মি, সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা শোধন করিতে হয়। বোধায়ন বলিয়াছেন—সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা আসন, শয্যা, বাহন, নৌকা, পথ, তৃণ ও ইষ্টকনির্ম্মিত পাকাবাড়ী শুদ্ধ হয় ॥ ৮৬-৮৭॥

টীকা—মারুতযুক্তেন অর্কেণ তদংশুনা, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৮৭ ॥

অথ ধান্যাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র বৌধায়নঃ—

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—বোধায়ন বলেন—ধান্য, শাক, মূল এবং ফল সকল জল প্রোক্ষণ দ্বারা অথবা যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে সেই পরিমাণ বর্জ্জন করিয়া কিংবা তুষশূন্য করণ দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৮৮ ॥

শঙ্খঃ—

শ্রপণং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ ।
ভাণ্ডানি প্লাবয়েদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন—ঘৃত, তৈল ও গোরস (দুগ্ধ, দধি, মাখন) প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিবে (ঘৃতাদির প্লাবন অসম্ভব হওয়ায় ঘৃতাদির পাত্র জলমগ্ন করিয়া শুদ্ধ করিলে উহার প্লাবন হয়), ভাণ্ড সকল জলপ্লাবন দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শাক, মূল ও ফল শুদ্ধ হয় ॥ ৮৯ ॥

টীকা—শ্রপণং প্লাবনম্, প্লাবনমেব বিবৃণোতি—অদ্ভিস্তত্তদ্ভাণ্ডানি প্লাবয়েৎ অপ্সু নিমজ্জয়েদিত্যর্থঃ। ঘৃতাদীনামপি শ্রপণাসম্ভবে সজাতীয়দ্রব্যপ্লাবনেন শুদ্ধির্বোদ্ধব্যা ॥ ৮৯ ॥

ব্রাহ্মে—

দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চাম্ভসা ॥ ৯০ ॥
শস্যানি ব্রীহয়শ্চৈব শাকমূলফলানি চ ।
ত্যক্ত্বা তু দূষিতং ভাগং প্লাব্যান্যথ জলেন তু ॥৯১॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—পাতলা জিনিষের পরিমাণ বেশী হইলে জল দ্বারা প্লাবিত করিবে অর্থাৎ পাত্র সহ জলে ডুবাইবে। ধান ও অন্যান্য শস্য শাক মূল এই সকল দ্রব্যের দূষিত অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশ জল-প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিবে ॥ ৯০-৯১ ॥

টীকা—দূষিতং ভাগং ত্যক্ত্বেতি অত্যন্তোপহতৌ ॥ ৯১ ॥

বৃহস্পতিঃ—

তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ ।
তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ কঠিনন্তু পয়োদধি ॥ ৯২ ॥
অবিলীনং তথা সর্পির্বিলীনং শ্রপণেন তু ॥ ৯৩ ॥
আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবম্ ।
ঘৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথৈক্ষবরসো গুড়ঃ ।
শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দুষ্যতি ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি বলিয়াছেন—অগ্নিতাপ দ্বারা ঘৃত ও তৈল এবং প্লাবন দ্বারা গোরস শুদ্ধ করিবে। যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিলে কঠিন দুগ্ধ ও দধি শুদ্ধ হয়। ঘৃত দ্রবীভূত না হইলে ঐ প্রকারে শুদ্ধ হয় আর পাতলা হইলে প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়। যদি রাখার পাত্র দূষিত হয় তবে তাহা অন্য পাত্রে স্থাপন করিলে অর্থাৎ পাত্রান্তর দ্বারা শুদ্ধ হয়। শূদ্রের পাত্রেও ঘৃত, পায়স, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, ঘোল ও মধু ইত্যাদি অশুদ্ধ হয় না ॥ ৯২-৯৪ ॥

টীকা—তন্মাত্রম্—যাবদুপহতং তাবন্মাত্রমিত্যর্থঃ; এতচ্চানাকরবিষয়ম্ ॥ ৯২-৯৩ ॥

টীকা—আকরভাণ্ডে চ বিশেষং লিখতি—আধারেতি, আধারঃ আকরভাণ্ডং তদ্দোষেণ, পায়সং পয়োনির্ব্বৃত্তং দধি শূদ্রভাণ্ডস্থিতমপি পাত্রান্তরং নীতং সৎ ন দূষ্যতীত্যর্থঃ। তথা চ যমঃ—'আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ। ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দূষ্যা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥' ইতি। অন্যত্র চ—'আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্বে' ইতি ॥ ৯৪ ॥

কিঞ্চ মনুঃ—

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন ।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্য-
মাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ইতি ॥ ৯৫ ॥
অন্যোঽপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যাণাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ ।
অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈর্জ্ঞেয়াস্তত্তদ্বিস্তারণৈরলম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—মনু আরও বলিয়াছেন—যদি দ্রব্যহস্তে কোন প্রকারে এঁটো স্পর্শ হয়, তাহা হইলে হস্তের বস্তু না রাখিয়া আচমন করিলে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণবগণ স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া দ্রব্য শুদ্ধির অন্যান্য নিয়ম জানিয়া লইবেন এখানে গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে আর বলা হইল না ॥ ৯৫-৯৬ ॥

টীকা—শুচিতামিয়াৎ দ্রব্যং চাণ্ডালান্নব্যতিরিক্তং

জ্ঞেয়ং, সদাচারাৎ। অন্নবিষয়ে চোক্তমাপস্তম্বেন—'কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন। ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা স্নানং যথাবিধি। তৎসংযোগাত্তু পক্বান্নমুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিঃ ॥' ইতি। বৃহস্পতিনা চ—'শৌচন্তু কুর্য্যাৎ প্রথমং পাদৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ। উপস্পৃশ্য তদভ্যুক্ষ্য গৃহীতং শুচিতামিয়াৎ' ইতি। যদ্যপি ভগবদ্দ্রব্যেষু তত্তদুপঘাতো ন ঘটতে, তথাপি ভগবদর্থতত্তদ্দ্রব্যাপর্ণাপেক্ষয়া, কিংবা ভ্রমপ্রমাদাদিনা তত্তদুপঘাতসম্ভাবনয়া তত্তচ্ছুদ্ধিলিখিতেতি দিক্। বৈষ্ণবৈরপেক্ষ্যাশ্চেৎ, তর্হি স্মৃতিশাস্ত্রেভ্যো জ্ঞেয়াঃ—'তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন দুষ্যতি। গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ। অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ ॥' ইত্যাদুক্তেঃ। তত্তস্মাত্তেষাং বিস্তারণৈবিস্তরেণ লিখনৈরলম্, অত্র প্রয়োজনং নাস্তি, গ্রহবিস্তারভয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫-৯৬ ॥

———

অথ পূজার্থ-তুলসীপুষ্পাদ্যাহরণম্

প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞান্তু বৈষ্ণবঃ।
সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতম্ ॥ ৯৭ ॥

যচ্চ হারীতবচনম্—

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ইতি॥৯৮॥

অনুবাদ—অনন্তর পূজার জন্য ফুল তুলসী আহরণ—অতঃপর বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া আদেশ লইয়া তুলসী আহরণ ও যথাযোগ্য পুষ্পাদি আহরণ করিবেন। এই বিষয়ে হারীতের বচন—স্নাত অবস্থায় কোন দ্বিজ পুষ্প সংগ্রহ করিলে দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন না, উহা কাষ্ঠ তুল্য ভস্মীভূত হয় ॥ ৯৭-৯৮ ॥

টীকা—পুষ্পম্, আদি শব্দেন পত্রাঙ্কুরাদি, যথোদিতং তত্র নিষিদ্ধবর্জ্জনাদ্যনুসারেণ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

———

তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ম্; যত উক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—এই বিধান মধ্যাহ্ন স্নান বিষয়ক জানিতে হইবে। যেহেতু পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে—দেবতা-নিমিত্ত ও পিতৃকর্ম্মে স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করিলে তৎসমুদয় ফলহীন হয়, পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হয় ॥ ৯৯ ॥

———

কিন্ত্বত্র বাক্যান্তরং মৃগ্যম্।

অথ গৃহস্নানবিধিঃ

স্বগৃহে বাচরন্ স্নানং প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রী করৌ তথা।
আচম্যাযম্য চ প্রাণান্ কৃতন্যাসো হরিং স্মরেৎ ॥১০০

কিন্তু এ বিষয়ে বাক্যান্তর অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। অতঃপর গৃহস্নানবিধি—

অনুবাদ—অথবা নিজগৃহে স্নান করিয়া হাত পা ধুইয়া আচমন প্রাণায়াম ও ন্যাস করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০০ ॥

টীকা—প্রাণান্ আযম্য প্রাণায়ামং কৃত্বা ॥ ১০০ ॥

———

ততো গঙ্গাদিকং স্মৃত্বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ।
পূর্ণে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্যাবাহয়েৎ কৃতী ॥১০১॥

আবাহনমন্ত্রশ্চায়ম্—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু ॥
ইতি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—তারপর কৃতীব্যক্তি গঙ্গাদি স্মরণ করিয়া তুলসী সংযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে সমস্ততীর্থকে আবাহন করিবেন। আবাহন-মন্ত্র কথিত হইতেছে যথা—হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! এই জলে তোমরা অবস্থান কর ॥ ১০১-১০২ ॥

———

অথবা জাহ্নবীমেব সর্ব্বতীর্থময়ীং বুধঃ।
আবাহয়েদ্দ্বাদশভির্নামভির্জলভাজনে ॥ ১০৩ ॥

দ্বাদশ নামানি

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—অথবা বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থময়ী জাহ্নবদেবীকেই দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে আবাহন করিবেন। দ্বাদশ নাম যথা—নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী জাহ্নবী ও ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১০৩-১০৪ ॥

পদ্মপুরাণে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে—
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বনাথা শিবামৃতা ॥ ১০৫ ॥
বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদনী।
ক্ষমাবতী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তি প্রদায়িনী ॥
ইতি ॥ ১০৬ ॥
অথাচম্য গুরুং স্মৃতাহনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ।
কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়েৎ ॥১০৭

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যেও বলা-হইয়াছে—দেবলোকে তোমার নাম নন্দিনী, নলিনী, দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বনাথা, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী মহাদেবী লোকপ্রসাদনী, ক্ষমাবতী, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তি প্রদায়িনী। তারপর আচমন করিয়া শ্রীগুরু স্মরণ ও আগের মত তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিয়া চিন্তা করিবে যে, গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে বহির্গতা হইয়া নিজ মস্তকে পতিত হইতেছেন ॥১০৫-১০৭ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি—'দেবদেবজগন্নাথ' ইত্যনুজ্ঞাং প্রার্থ্যেত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

তথা চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—
হৃৎস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মন্ত্রমূর্ত্তিং প্রভুং স্মরেৎ।
অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজম্ ॥ ১০৮ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতাম্বরাবৃতম্।
শ্যামলং শান্তবদনং প্রসন্নং বরদেক্ষণম্ ॥ ১০৯ ॥
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসমুখাম্বুজম্।
অনেকরত্নসংচ্ছন্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১১০ ॥
বনমালাপরিবৃতং নারদাদিভিরর্চ্চিতম্।
কেয়ূরবলয়োপেতং সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেবং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥ ১১১ ॥
তৎপাদপঙ্কজাদ্ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকাং তনুম্।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দেহগতং মলম্ ॥ ১১২ ॥
তৎক্ষণাদ্বিরজা মন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোপমঃ।
ইদং স্নানবরং মান্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতম্ ॥
ইতি ॥ ১১৩ ॥
সকৃন্নারায়ণেত্যাদি বচনং তত্র কীর্ত্তয়েৎ।
স্নানকালে তু তন্নাম সংস্মরেচ্চ মহাপ্রভুম্ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—নারদ-পঞ্চরাত্রেও বর্ণিত হইয়াছে—হৃৎপ্রদেশে অধিষ্ঠিত মন্ত্রমূর্ত্তি পদ্মলোচন, অসংখ্য ভাস্কর সদৃশ প্রভু বাসুদেবকে স্মরণ করিবে। তাঁহার চারিহস্ত, সেই হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র, গদা ও পদ্ম, তাঁহার পরিধানে পীতবসন, বর্ণ শ্যামল, বদনমণ্ডল প্রশান্ত, প্রসন্ন। তাঁহার নয়নযুগল দর্শন করিলে মনে হয় যেন তিনি বর দেওয়ার নিমিত্ত উন্মুখ আছেন। তাঁহার অঙ্গসকল দিব্যচন্দনে চর্চ্চিত ও বদনকমলে সুন্দর হাসি। কর্ণ যুগলে নানাপ্রকার রত্ন খচিত মকর-কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। তাঁহার গলদেশ—বনমালাদ্বারা শোভিত, নারদ প্রমুখ ঋষি-গণ তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি কেয়ূর ও বলয়ে ভূষিত। স্বর্ণমুকুটে সাতিশয় উজ্জ্বল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক্রীড়ানিরত ও সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত। চিন্তা করিবে যে তাঁহার চরণকমল নিঃসৃত ধারা নিজ মস্তকে নিপতিত হইতেছে এবং ব্রহ্ম রন্ধ্র দ্বারা নিজ দেহে প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত মলরাশি বিধৌত হইতেছে। দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করিলে অল্পসময়ের মধ্যেই স্ফটিকের মত নির্ম্মল হইয়া থাকেন। বলা হইয়াছে—এই সর্ব্বপ্রধান স্নান স্নানমন্ত্র অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। এই স্নানকালে নারায়ণ ইত্যাদি অর্থাৎ—ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবম্ ইত্যাদি বচন একবার কীর্ত্তন করিবে এবং সেই নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিবে আর সর্ব্বপ্রধান প্রভুকে স্মরণ করিবে ॥ ১০৮-১১৪ ॥

টীকা — সকৃন্নারায়ণেত্যাদ্যুক্ত্বা, আদি-শব্দেন 'ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবম্' ইত্যাদিলক্ষণাদ্বচনাদ্ধেতোঃ তস্য নারায়ণস্য নাম কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১১৪ ॥

———

তথা চ কূর্ম্মপুরাণে—

আপো নারায়ণোদ্ভূতাস্তা এবাস্যায়নং যতঃ।
তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ ॥
ইতি ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—শ্রীনারায়ণ হইতে জলের উৎপত্তি এবং তিনি জলের মধ্যেই বাস করেন তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য স্নানকালে তাঁহাকে স্মরণ করা ॥ ১১৫ ॥

———

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তোঽপ্যামলকৈস্তথা।
তিলৈস্তৈলৈশ্চ সংবর্জ্জ্য প্রতিষিদ্ধদিনানি তু ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—সুস্থ দেহ হইলেও নিষিদ্ধদিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে আমলকী অথবা তিল কিংবা তৈল-মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলেও স্নান করা যায় ॥ ১১৬ ॥

টীকা —ন কেবলং শীতোদকেন, উষ্ণোদকেনাপি; তথাপি ন কেবলমশক্তঃ, শক্তো রোগাদিহীনোঽপি। তাৎপর্যঃ। রোগিণস্তু সদৈবোষ্ণোদকেন স্নানমুক্তং যমেন—'আদিত্যকিরণৈস্তপ্তং পুনঃ পূতঞ্চ বহ্নিনা। অস্নাতমাতুরস্নানে প্রশস্তন্তু শৃতোদকম ॥' ইতি। প্রতিষিদ্ধদিনান্যগ্রে লেখ্যানি ॥ ১১৬ ॥

———

অথোষ্ণোদকস্নানম্

ষট্ত্রিংশন্মতে—

আপঃ স্বভাবতো মেধ্যা বিশেষাদগ্নিযোগতঃ।
তেন সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—ষট্ত্রিংশৎ মতে বর্ণিত আছে—জল স্বভাবতঃই পবিত্র ইহা অগ্নি সংযুক্ত হইলে বিশেষরূপে শুদ্ধ হয়। সেই জন্য সাধুগণ উষ্ণজলে স্নানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ ॥

———

যমশ্চ—

আপঃ স্বয়ং সদা পূতা বহ্নিতপ্তা বিশেষতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু উষ্ণাম্ভঃ পাবনং স্মৃতম্ ॥ ১১৮

অনুবাদ—যমও বলিয়াছেন—জল স্বয়ং নিরন্তর শুচি, অগ্নিতপ্ত হইলে অধিকতর শুদ্ধ হয় সুতরাং সর্ব্বদাই উষ্ণজল বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ১১৮ ॥

———

যচ্চোক্তং শঙ্খেন—

স্নাতস্য বহ্নিতপ্তেন তথৈবাতপবারিণা।
শরীরশুদ্ধিবিজ্ঞেয়া ন তু স্নানফলং ভবেৎ ॥
ইতি ॥ ১১৯ ॥

তত্তু কাম্যনৈমিত্তিকবিষয়ম্।
অতএবোক্তং গর্গেণ—

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেব চ।
নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—যিনি অগ্নিতপ্ত কিংবা সূর্য্যকিরণ তপ্ত জলে স্নান করেন, জানিতে হইবে যে, তদীয় কেবল শরীর মাত্র শুদ্ধ হয় স্নানের ফল প্রাপ্ত হয় না। শঙ্খের এই উক্তি কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিষয়ক জানিবে। এই কারণে গর্গ বলিয়াছেন—নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান শীতল জল দ্বারা করিবে। নিত্য স্নানের কোন বিশেষ বিধিনাই রুচি অনুসারে শীতল বা উষ্ণ যে কোন জলেই স্নান করা যায় ॥ ১১৯-১২০

টীকা—নিত্যস্নানঞ্চ যাদৃচ্ছিকং অনিয়তম্; অতো নিজরুচ্যনুসারেণ শীতাদ্ভিরুষ্ণাভির্বাদ্ভিস্তৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যাদৃচ্ছিকং সুখার্থস্নানমিতি বা ॥ ১২০ ॥

———

অথ তত্র নিষিদ্ধদিনানি

তত্র যমঃ—

পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে যমের উক্তি—পুত্রের জন্মদিনে, সংক্রান্তি দিনে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণের সময় ও অস্পৃশ্য স্পর্শন হইলে গরম জলে স্নান করা অকর্ত্তব্য ॥ ১২১ ॥

———

বৃদ্ধমনুঃ—

পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণবারিণা।
স গোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ॥১২২॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ মনু বলিয়াছেন—যিনি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় গরম জলে স্নান করেন তিনি ইহলোকে গোবধ পাতকে পাতকী হয়েন ইহাতে সন্দেহ নাই॥১২২

অথামলকস্নানম্

তত্র মার্কণ্ডেয়ঃ—

তুষ্যত্যামলকৈর্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ॥১২৩॥
সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নীলীবস্ত্রং ন ধারয়েৎ।
ন চাপ্যামলকৈঃ স্নায়ান্ন কুর্য্যাৎ কলহং নরঃ॥১২৪

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—আমলকী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিলাভ করেন বিশেষতঃ একাদশী দিনে, প্রত্যহ আমলকী দ্বারা স্নানকরা লক্ষ্মীকামী জনের কর্ত্তব্য। সপ্তমী তিথিতে মানুষের তৈলস্পর্শ নিষেধ এবং নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধানও অকর্ত্তব্য ও আমলক স্নান এবং কলহ বর্জ্জনীয় ॥ ১২৩-১২৪ ॥

ভৃগুঃ—

অমাং ষষ্ঠীং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীম্।
সংক্রান্তৌ রবিবারে চ স্নানমামলকৈস্ত্যজেৎ॥ ১২৫॥

অনুবাদ—শ্রীভৃগু বলিয়াছেন—অমাবস্যা, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী, সংক্রান্তি ও রবিবারে আমলক স্নান নিষিদ্ধ ॥ ১২৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

ধাত্রীফলৈরমাবস্যাসপ্তমীনবমীষু চ।
যঃ স্নায়াত্তস্য হীয়ন্তে তেজশ্চায়ুর্দ্ধনং সুতাঃ॥১২৬॥

অনুবাদ—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—অমাবস্যা, সপ্তমী ও নবমী তিথিতে আমলক দ্বারা স্নান করিলে স্নাত ব্যক্তির তেজঃ, আয়ুঃ, ধন ও পুত্র ক্ষয় হয়॥১২৬

অথ তিলস্নানম্

তত্র বৃহস্পতিঃ—

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনর্ব্যাসোঽব্রবীন্মুনিঃ॥১২৭

ষট্‌ত্রিংশন্মতে—

তথা সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ।
ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলস্পৃষ্টং ন সংস্পৃশেৎ॥ ১২৮॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীবৃহস্পতি বলিয়াছেন—ব্যাসঋষি পুনরায় সকলকালেই তিলস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ষট্‌ত্রিংশৎ মতে বলা হইয়াছে—ধন পুত্র ও কলত্র কামীব্যক্তি—সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও গ্রহণকাল এই দিনগুলিতে তিলস্পর্শকারীকে স্পর্শ করিবে না ॥ ১২৭-১২৮ ॥

অথ তৈলস্নানম্

তত্রৈব—

ষষ্ঠ্যাং তৈলমনায়ুষ্যং চতুর্ষ্বপি চ পর্ব্বসু॥ ১২৯॥

অনুবাদ—ষট্‌ত্রিংশৎ মতে বর্ণিত আছে—ষষ্ঠী তিথিতে ও পর্ব্ব দিবস চতুষ্টয়ে তৈল ব্যবহার করিলে আয়ুক্ষয় হয়॥ ১২৯ ॥

যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্টা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো ধনম্॥১৩০॥
মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা
তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্‌যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে॥ ১৩১॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সপ্তম্যাং রবিসংক্রমে।
দ্বাদশ্যাং সপ্তমীং ষষ্ঠীং তৈলস্পর্শং বিবর্জ্জয়েৎ॥১৩২

অনুবাদ—যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—যে অদূরদর্শীজন দশমী তিথিতে তৈলস্পর্শ না করিয়া স্নান করে তাহার আয়ুঃ, বুদ্ধি, যশঃ ও ধন এই চারিটি ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও রিক্তা (চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী) দিবসে তেল মাখে তার পূর্ব্বোক্ত চারিটি নাশ পায়। পঞ্চদশী, চতুর্দ্দশী, সপ্তমী, সূর্য্য-সংক্রমণ, দ্বাদশী ও ষষ্ঠী এই তিথিগুলিতে তেল মাখা নিষেধ॥ ১৩০-১৩২ ॥

টীকা—দশম্যামস্পৃশেদিতি—তস্যাং তৈলস্নানস্যাবশ্যকতোক্তা ॥ ১৩০ ॥

টীকা—চতুর্ভিঃ পূর্ব্বোক্তৈরায়ুরাদিভিঃ ॥ ১৩১ ॥

অন্যচ্চ—

সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং বিশেষতঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত আছে—সপ্তমী, নবমী, প্রতিপদ্, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই সমস্ত তিথিতে বিশেষতঃ অমাবস্যায় তৈলস্পর্শ নিষিদ্ধ ॥ ১৩৩ ॥

টীকা—বিশেষত ইত্যনেন সপ্তম্যাদৌ তৈলত্যাগাবশ্যকতাভিপ্রেতা ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ—

স্নানে বা যদি বাস্নানে পক্বতৈলং ন দুষ্যতি ॥১৩৪

অনুবাদ—আরও বর্ণিত আছে—স্নান করাতেই হোউক, না করাতেই হোউক পক্ব তৈল ব্যবহারে দোষ হয় না ॥ ১৩৪ ॥

টীকা—পক্বতৈলঞ্চ কদাচিদপি ন দোষাবহমিতি পূর্ব্বোক্তেঽপবাদং লিখতি—স্নানে বেতি ॥ ১৩৪ ।

কিঞ্চাত্রিস্মৃতৌ—

তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রে কুরুতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৩৫॥
অথাঙ্গমলমুত্তার্য্য স্নাত্বা বিধিবদাচরেৎ।
নাসালগ্নেন চুলুকোদকেনৈবাঘমর্ষণম্ ॥ ১৩৬ ॥
ততো গুর্ব্বাদিপাদোদৈঃ প্রাগ্বৎ কৃত্বাভিষেচনম্।
কার্য্যোঽভিষেকঃ শঙ্খেন তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—অত্রি-স্মৃতিতেও বর্ণিত হইয়াছে—দ্বিজ তেল বা ঘি মাখিয়া মলমূত্র বিসর্জন করিলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। তারপর গাত্র সংমার্জ্জন করিয়া যথাবিধি স্নান করিয়া নাসিকা স্পৃষ্ট জল গণ্ডূষ দ্বারা অঘমর্ষণ সম্পাদন করিতে হইবে। তারপর গুরুজনগণের চরণোদক দ্বারা আগের মত স্নান করিয়া তুলসী মিশ্রিত শঙ্খজল দ্বারা স্নান করিতে হইবে ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

টীকা—কৃততৈলাভ্যঙ্গস্তু বিণ্মূত্রোৎসর্গং ন কুর্য্যাদিতি প্রসঙ্গাল্লিখতি—তৈলেতি। অহোরাত্রম্ উষিত উপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যপানেন শুদ্ধো ভবেৎ। পাঠান্তরে তু অন্ত্যজস্পর্শং তদানীং যত্নেন বর্জ্জয়েদিতি ভাবঃ ॥ ১৩৫ ॥

অথ তুলসীজলাভিষেক-মাহাত্ম্যম্

গারুড়ে—

মার্জ্জয়ত্যভিষেকে তু তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে ॥১৩৮
তুলসীদলজস্নানে একাদশ্যাং বিশেষতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥১৩৯॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে দ্বিজ! বৈষ্ণব জন স্নানকালে শরীরে তুলসীমার্জ্জন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর নিখিল তীর্থময় হয়। ব্রহ্মাবধকারী ও তুলসীদল মিশ্রিত জলে স্নান করিলে বিশেষতঃ একাদশীতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

তন্মূলমৃত্তিকাভ্যঙ্গং কৃত্বা স্নাতি দিনে দিনে।
দশাশ্বমেধাবভৃথং লভতে স্নানজং ফলম্ ॥ ১৪০ ॥
তুলসীদলসংমিশ্রং তোয়ং গঙ্গাসমং বিদুঃ।
যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং ধৃতা ভবতি জাহ্নবী ॥১৪১॥
তুলসীদল-সংমিশ্রং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্তু তেন প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ ॥
পাদোদকং তাম্রপাত্রে কৃত্বা সতুলসীদলম্।
শঙ্খে কৃত্বাভিষিঞ্চেত মূলেনৈব স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন তুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া স্নান করিলে দশসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানের ফল লভ্য হয়। বুধগণ তুলসীদল-সংযুক্ত জলকে জাহ্নবী জলের সমান জানেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ মস্তকে তুলসী মিশ্রিত জল বহন করে তাহার মস্তকে গঙ্গাধারণ ফল হয়। তুলসীদল-সংযুক্ত জল মস্তকে বহন করিলে নিখিল

তীর্থ স্নানের ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাম্রপাত্রস্থ তুলসীদল-মিশ্রিত বিষ্ণুপাদোদক শঙ্খে লইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে নিজ মস্তকে গ্রহণ করিবে ॥ ১৪০-১৪২ ॥

তন্মাহাত্ম্যং চোক্তং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

দ্বারকাচক্রসংযুক্ত-শালগ্রামশিলাজলম্।
শঙ্খে কৃত্বা তু নিক্ষিপ্তং স্নানার্থং তাম্রভাজনে।
তুলসীদলসংযুক্তং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ॥ ইতি ॥১৪৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে তাহার মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে যে—দ্বারকা চক্রান্বিত শালগ্রাম শিলোদ্ভব জল স্নানার্থে শঙ্খে লইয়া তাম্রপাত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর যাহা তুলসী দল মিশ্রিত, তাহা ব্রহ্মবধ জনিত পাতক নাশক ॥ ১৪৩ ॥

স্নানশাটীতরেণৈব বাসসাস্তাংসি গাত্রতঃ।
সংমার্জ্জ্য বাসসী দধ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ॥১৪৪

অনুবাদ—যে কাপড় পরিয়া স্নান করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কাপড় দ্বারা শরীর মুছিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ধারণ করিবে ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—স্নানশাট্যাঃ ইতরেণ অন্যেন ॥ ১৪৪ ॥

অথ বস্ত্রধারণবিধিঃ

তত্রাত্রিঃ—

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥১৪৫
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ॥ ১৪৬ ॥
নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা ॥ ১৪৭ ॥
নগ্নশ্চ স্যূতবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা।
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে অত্রির মত—যে বস্ত্র অধৌত অথবা রজক ধৌত কিংবা অন্যদিন ধৌত করা হইয়াছে এবং কাষায় বসন, মলিনবসন ও কৌপীন পরিধান করিবে না আর ভিজা কাপড় পরাও নিষিদ্ধ। মলিন বসন পরিধান কারীকে উলঙ্গ বলা যায়, যে ব্যক্তির বস্ত্র সাধারণ পরিমাণে অর্দ্ধ তিনিও উলঙ্গী বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তির সাধারণ পরিমাণের দ্বিগুণবস্ত্র তিনিও উলঙ্গ; লোহিত বসন ধারণকারীও উলঙ্গ, সেলাই করা বস্ত্র পরিধানকারী, তৈলাক্ত বস্ত্র পরিধানকারী, দুইটি কাছা ধারণকারী, উত্তরীয় হীন ও যাঁহার পরিধানে বস্ত্র নাই—ইঁহারা সকলেই উলঙ্গ পদবাচ্য ॥ ১৪৫-১৪৮ ॥

টীকা—নগ্নো দিগম্বরাঃ জৈনভেদো বা ॥ ১৪৭ ॥

শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি।
মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেত্তদ্ভবেদাসুরং স্মৃতম্ ॥১৪৯
জপহোমোপবাসেষু ধৌতবস্ত্রধরো ভবেৎ।
অলঙ্কৃতঃ শুচির্মৌনী শ্রাদ্ধাদৌ চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫০

অনুবাদ—বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম মানসে চিন্তা করাও উলঙ্গ ব্যক্তির কর্তব্য নহে, প্রমাদবশতঃ চিন্তা করিলে সে ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার করা ক্রিয়াসকল অসুরদের উপকারে আসে, জপ, হোম, উপবাস ও শ্রাদ্ধাদিতে অলঙ্কৃত, শুচি, মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

গোভিলঃ—

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্ ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—গোভিল বলিয়াছেন—একবস্ত্র ধারণ করিয়া আহার করা ও দেবপূজা করা নিষিদ্ধ ॥১৫১॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনপঞ্চরাত্রে—

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জয়েৎ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—সর্ব্বদাই সাদা কাপড় পরিবে, লাল কাপড় ত্যাগ করিবে ॥ ১৫২ ॥

অঙ্গিরাঃ—

শৌচং সহস্ররোমাণাং বায়ুগ্ন্যর্কেন্দুরশ্মিভিঃ।
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি ॥১৫৩

অন্যত্র চ—

ছিন্নং বা সন্ধিতং দগ্ধমাবিকং ন প্রদুষ্যতি।
আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানবঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥১৫৪॥

অনুবাদ—অঙ্গিরা বলিয়াছেন—বায়ু, বহ্নি, সূর্য্য-রশ্মি ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা রোমসহস্র নিম্মিত বস্ত্রের শুদ্ধি হয়। মেষলোম নিম্মিত কম্বলাদি বসন রেতঃ স্পৃষ্ট ও শবস্পৃষ্ট হইলেও অশুচি হয় না।

অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—মেষরোম নিম্মিত বসন ছিন্ন, দগ্ধ ও সীবন করা হইলেও শুচি থাকে মেষরোমনিম্মিত বস্ত্রধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধ গয়া শ্রাদ্ধের তুল্য হয় এবং পিতৃগণকে প্রদত্ত হইলে অক্ষয় হয় ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

টীকা—সহস্রাণি অসংখ্যেয়ানি রোমাণি যেষু তেষাম্ ঊর্ণাদিনির্ম্মিতানাং কম্বলাদীনামিত্যর্থঃ। আবিকং মেষরোমনির্ম্মিতং কম্বলাদি ॥ ১৫৩ ॥

ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেবকর্ম্মণি ভূমিপ।
ন দগ্ধং ন চ বৈ ছিন্নং পারক্যং ন তু ধারয়েৎ ॥১৫৫
কাকবিষ্ঠাসমং হ্যুক্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ সন্ধিত বস্ত্র ধারণ করিয়া দৈবকর্ম্ম করিতে নাই। এছাড়া পোড়া, ছেঁড়া অথবা অন্যের পরা কাপড়ও পরিতে নাই। যাহা জল দ্বারা ধৌত হয় নাই সেইরকম কাপড় কাকের মলের মত এবং ধোপার বাড়ী থেকে আনা কাপড়ও পবিত্র নহে ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৫৭॥

অনুবাদ—পোকায় কাটা কাপড়, যাহা পরিয়া মল-মূত্রত্যাগ করা হইয়াছে এমন কাপড় এবং যাহা পরিয়া-নারীসহবাস করা হইয়াছে এমন কাপড় সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫৭ ॥

আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ১৫৮ ॥
ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতম্।
শুক্র-মূত্র-রক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি ॥ ১৫৯ ॥
অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥১৬০॥

অনুবাদ—হে রাজন্ মেষরোম-নিম্মিত কাপড় সর্ব্বদাই শুদ্ধ। কি পিতৃকর্ম্মে, কি দৈবকর্ম্মে কি মনুষ্যকর্ম্মে সকলকর্ম্মেই তাহা প্রশস্ত। অধৌত, ধৌত, দগ্ধ, সন্ধিত ধোপার বাড়ী থেকে আনা, শুক্র, মূত্র ও রক্ত লাগা যে রকমই হোক না কেন ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধ। পরমেষ্ঠী পিতামহ অগ্নি, মেষ রোমজ বস্ত্র, দ্বিজাতি ও কুশ এই চারিটিকে অশুদ্ধ করেন নাই ॥ ১৫৮-১৬০ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে।
অচ্ছিন্নসুদশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ ॥১৬১॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাহা ছেঁড়া নয়, যাহার দশা খুব সুন্দর এই রকম বিশুদ্ধ সাদা কাপড় ও চাদর ধারণ করিবে। কাপড় পরিয়া পীঠে বসিয়া আচমন করিবে ॥ ১৬১ ॥

টীকা—অচ্ছিন্না সুশোভনা চ দশা যয়োস্তে ॥১৬১

অথ পীঠম্

বহ্বৃচপরিশিষ্টে—

যতীনামাসনং শুক্লং কূর্ম্মাকারন্তু কারয়েৎ।
অন্যেষান্তু চতুষ্পাদং চতুরস্রন্তু কারয়েৎ ॥ ১৬২ ॥
গো-শকৃন্মৃন্ময়ং ভিন্নং তথা পালাশপৈপ্পলম্।
লৌহবদ্ধং সদৈবার্কং বর্জ্জয়েদাসনং বুধঃ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—বহ্বৃচ-পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে যে—যতিগণের আসন সাদা ও কচ্ছপাকৃতি হইবে। অপরাপর আশ্রমিগণের পক্ষে চতুষ্পাদ যুক্ত, চারি-কোণ যুক্ত আসন করিতে হইবে। গোময় নিম্মিত, মৃন্ময়, বিদীর্ণ পলাশ কাঠ দিয়ে তৈরী, অশ্বত্থগাছ

থেকে তৈরী, লৌহা দিয়ে বাঁধান ও আকন্দ কাঠ দিয়া তৈরী আসন জ্ঞানীজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬২-১৬৩ ॥

টীকা—বস্ত্রপরিধানানন্তরং পীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্যুক্তং, তৎপীঠমেব লিখতি—যত্নৌনামিত্যাদিনা ॥ ১৬২ ॥

অথ আসনবিধিঃ

তত্রৈব—

দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্‌ ।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণম্‌ ॥১৬৪॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ ।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥
ইতি ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—দান, আচমন, হোম, তাহার দেবপূজা, বেদপাঠ ও তর্পণ এই সকল কার্য্য প্রৌঢ়পাদ অর্থাৎ আসনে পা রাখিয়া হাঁটু অথবা জাংঘের মধ্যভাগে বসিয়া করিবে না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

ততো ভূমিগতাঙ্ঘ্রিঃ সন্‌ নিবিশ্যাচম্য দর্ভভূৎ ।
উদ্ধ্বপুণ্ড্রাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা ॥১৬৬॥
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাম্বজয়োঃ ।
নির্ম্মাল্যেণ প্রসাদেন সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—তারপর মাটিতে পা রাখিয়া বসিয়া কুশ লইয়া আচমন করার পর গোপীচন্দনাদি দ্বারা উদ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবে। (উদ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণের পর আচমনই কর্ত্তব্য তবুও পূজার জন্য তিলক-সেবার আবশ্যকতাহেতু আগে আচমন করিতে হয়—ইহা সম্প্রদায় চলিত সদাচার) এই বিষয়ে প্রথমে ভগবচ্চরণ-কমল বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদী চন্দন সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

টীকা—দর্ভভূৎ কুশপাণিঃ সন্‌, যদ্যপ্যূদ্ধ্বপুণ্ড্রনির্ম্মাণানন্তরমেবাচমনং যুক্তং, তথাপ্যত্র পূজার্থতিলকবিশেষাদিনিমিত্তমাদাবাচমনং তৎসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখিতম্‌। তিলকানন্তরমাচমনঞ্চ পূর্ব্বং বহিঃস্নানে লিখিতমেবাস্তি ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—প্রসাদরূপেণ নির্ম্মাল্যেণ ॥ ১৬৭ ॥

তদুক্তং ব্রাহ্মে শ্রীভগবতা—
শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা ।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসন ॥ ইতি ॥১৬৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এই বিষয়ে শ্রীভগবদুক্তি—হে ব্রহ্মন্‌ মহাশুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীশালগ্রাম শিলালগ্ন চন্দন সতত সারা শরীরে ধারণ করিবে ॥ ১৬৮ ॥

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূদ্ধ্বপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—এরপর বৈষ্ণবব্যক্তি কেশবাদি দ্বাদশনাম উচ্চারণ সহকারে যথা নিয়মে দ্বাদশাঙ্গে উদ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—কেশবাদিভির্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোক্তৈর্দ্বাদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদিদ্বাদশাঙ্গেষু উদ্ধ্বপুণ্ড্রাণি দ্বাদশ কুর্য্যাৎ বৈষ্ণব ইতি—বিশেষতো বৈষ্ণবস্য বিধেয়ত্বং সূচয়তি। বিধির্যথা স্যাদিত্যত্রায়ং বিধিঃ —মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাসানুসারেণ প্রণবপূর্ব্বকং সবিন্দ্বকারাদি-দ্বাদশবর্ণৈর্দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্‌ কেশবাদীন্‌ দ্বাদশ ন্যসেৎ। তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তং কীর্ত্ত্যাদিদ্বাদশ-শক্তিভিরপি সহ ন্যস্যন্তি। দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ—'ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টৃ বিষ্ণব ॥' ইতি। ততশ্চায়ং প্রয়োগঃ—'ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ললাটে ইত্যাদি। কিঞ্চ, ললাটোদ্ধ্বপুণ্ড্রমালাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। 'অন্যাঙ্গোদ্ধ্বপুণ্ড্রাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারতয়া, কেচিচ্চ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলমুদাহৃতম্‌' ইত্যাদি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডোক্তানুসারেণ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রং চাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলপ্রমাণমন্যত্র চতুরঙ্গুল-প্রমাণমিত্যেবং, তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রতয়েচ্ছন্তীতি বিবিধো বিধিঃ। তত্র

চ নিজসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ, ইত্যাদ্যভি-প্রায়েণৈবাগ্রে লেখ্যং সম্প্রদায়ানুসারত ইতি ॥ ১৬৯ ॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥ ১৭০ ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥ ১৭১ ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥১৭২॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপকে গোবিন্দকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমকে, বামে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিতে দামোদরকে ধ্যান করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তারপর গোপীচন্দনাদি ধোওয়া জল বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বর সহ মাথায় দিবে ॥ ১৭০-১৭৩ ॥

টীকা—তত্তন্নামানি অঙ্গানি চ বিভজ্য দর্শয়তি—ললাটে ইতি ত্রিভিঃ। ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥ ১৭০ ॥

টীকা—ত্রিবিক্রমং দক্ষিণে কন্ধরে, হৃষীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—এবং কেশবাদ্যানাং দামোদরান্তানাং দ্বাদশানাং ন্যাসমুক্ত্বা মস্তকে শ্রীবাসুদেবস্য ন্যাসমাহ—তদিতি। বাসুদেবেতি 'বাসুদেবায় নমঃ' ইতি এতচ্চ সমস্তস্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ম্। কেচিচ্চ দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রং মূর্ধ্নি বিন্যস্যন্তি। অত্রাপি সৎ-সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ১৭৩ ॥

কিঞ্চ—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥ ইতি ॥১৭৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রথমে ললাট দেশে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক রচনার বিধি—সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট; ললাটাদি-ক্রমেই ধারণ বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে—নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে কিরীট-মন্ত্র ন্যাস করিবে ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—সম্প্রদায়ানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ১৭৫ ॥

অথ কিরীটমন্ত্রঃ

ওঁ শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডল চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল ! শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—যিনি দিব্য কিরীট, কেয়ূর, হার ও মকরকুণ্ডলে শোভমান, যাঁহার শ্রীহস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, যিনি পীতাম্বরধারী, যাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত, যিনি শ্রী ও ভূমিদেবী সহিত নিজ মনোহর জ্যোতির প্রকাশক এবং সহস্র আদিত্য-সদৃশ তেজস্বী, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি ॥১৭৬॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনিত্যতা

পা.দ্ম শ্রীভগবদুক্তৌ—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমার পূজা এবং হোমের সময় আমার প্রীতির জন্য কিংবা নিজের মঙ্গলের জন্য ও নিজের

থেকে তৈরী, লৌহা দিয়ে বাঁধান ও আকন্দ কাঠ দিয়া তৈরী আসন জ্ঞানীজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬২-১৬৩ ॥

টীকা—বস্ত্রপরিধানানন্তরং পীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্যুক্তং, তৎপীঠমেব লিখতি—যতীনামিত্যাদিনা ॥ ১৬২ ॥

অথ আসনবিধিঃ

তত্রৈব—

দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণম্ ॥১৬৪॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥
ইতি ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—দান, আচমন, হোম, তাহার দেবপূজা, বেদপাঠ ও তর্পণ এই সকল কার্য্য প্রৌঢ়পাদ অর্থাৎ আসনে পা রাখিয়া হাঁটু অথবা জাঙ্ঘের মধ্যভাগে বসিয়া করিবে না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

ততো ভূমিগতাঙ্ঘ্রিঃ সন্ নিবিশ্যাচম্য দর্ভভৃৎ।
উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা ॥১৬৬॥
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
নির্ম্মাল্যেণ প্রসাদেন সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—তারপর মাটিতে পা রাখিয়া বসিয়া কুশ লইয়া আচমন করার পর গোপীচন্দনাদি দ্বারা উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবে। (উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণের পর আচমনই কর্ত্তব্য তবুও পূজার জন্য তিলক-সেবার আবশ্যকতাহেতু আগে আচমন করিতে হয়—ইহা সম্প্রদায় চলিত সদাচার) এই বিষয়ে প্রথমে ভগবচ্চরণ-কমল বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদী চন্দন সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

টীকা—দর্ভভৃৎ কুশপাণিঃ সন্, যদ্যপ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনির্ম্মাণানন্তরমেবাচমনং যুক্তং, তথাপ্যত্র পূজার্থতিলকবিশেষাদিনিমিত্তমাদাবাচমনং তৎসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখিতম্। তিলকানন্তরমাচমনঞ্চ পূর্ব্বং বহিঃস্নানে লিখিতমেবাস্তি ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—প্রসাদরূপেণ নির্ম্মাল্যেণ ॥ ১৬৭ ॥

তদুক্তং ব্রাহ্মে শ্রীভগবতা—
শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসন ॥ ইতি ॥১৬৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এই বিষয়ে শ্রীভগবদুক্তি—হে ব্রহ্মন্ মহাশুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীশালগ্রাম শিলালগ্ন চন্দন সতত সারা শরীরে ধারণ করিবে ॥ ১৬৮ ॥

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—এরপর বৈষ্ণবব্যক্তি কেশবাদি দ্বাদশনাম উচ্চারণ সহকারে যথা নিয়মে দ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—কেশবাদিভির্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোক্তৈর্দ্বাদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদিদ্বাদশাঙ্গেষু উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি দ্বাদশ কুর্য্যাৎ বৈষ্ণব ইতি—বিশেষতো বৈষ্ণবস্য বিধেয়ত্বং সূচয়তি। বিধির্যথা স্যাদিত্যত্রায়ং বিধিঃ—মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাসানুসারেণ প্রণবপূর্ব্বকং সবিন্দুকারাদি-দ্বাদশবর্ণৈর্দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্ কেশবাদীন্ দ্বাদশ ন্যসেৎ। তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তং কীর্ত্ত্যাদিদ্বাদশ-শক্তিভিরপি সহ ন্যস্যন্তি। দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ—'ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টু বিষ্ণব ॥' ইতি। ততশ্চায়ং প্রয়োগঃ—'ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ললাটে ইত্যাদি। কিঞ্চ, ললাটোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমালাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। 'অন্যাঙ্গোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারত্বো, কেচিচ্চ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমণ্টাঙ্গুলমুদাহৃতম্' ইত্যাদি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডোক্তানুসারেণ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রং চাষ্টাঙ্গুলপ্রমাণমন্যত্র চতুরঙ্গুল-প্রমাণমিত্যেবং, তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রতয়েচ্ছন্তীতি বিবিধো বিধিঃ। তত্র

চ নিজসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ, ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণৈবাগ্রে লেখ্যং সম্প্রদায়ানুসারত ইতি ॥ ১৬৯ ॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥ ১৭০ ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্ ।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥ ১৭১ ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে ।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥১৭২॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপকে গোবিন্দকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমকে, বামে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিতে দামোদরকে ধ্যান করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তারপর গোপীচন্দনাদি ধোওয়া জল বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বর সহ মাথায় দিবে ॥ ১৭০-১৭৩ ॥

টীকা—তত্তন্নামানি অঙ্গানি চ বিভজ্য দর্শয়তি—ললাটে ইতি ত্রিভিঃ। ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥ ১৭০ ॥

টীকা—ত্রিবিক্রমং দক্ষিণে কন্ধরে, হৃষীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—এবং কেশবাদ্যানাং দামোদরান্তানাং দ্বাদশানাং ন্যাসমুক্ত্বা মস্তকে শ্রীবাসুদেবস্য ন্যাসমাহ—তদিতি। বাসুদেবেতি 'বাসুদেবায় নমঃ' ইতি এতচ্চ সমস্তস্বরৈঃ সহ ন্যাসেদিতি জ্ঞেয়ম্। কেচিচ্চ দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রং মূর্ধ্নি বিন্যস্যন্তি। অত্রাপি সৎ-সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ১৭৩ ॥

কিঞ্চ—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্ ।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥ ইতি ॥১৭৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রথমে ললাট

দেশে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক রচনার বিধি—সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট; ললাটাদি-ক্রমেই ধারণ বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ ।
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে—নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে কিরীট-মন্ত্র ন্যাস করিবে ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—সম্প্রদায়ানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ১৭৫ ॥

অথ কিরীটমন্ত্রঃ

ওঁ শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডল চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল ।
শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায়
সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—যিনি দিব্য কিরীট, কেয়ূর, হার ও মকরকুণ্ডলে শোভমান, যাঁহার শ্রীহস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, যিনি পীতাম্বরধারী, যাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত, যিনি শ্রী ও ভূমিদেবী সহিত নিজ মনোহর জ্যোতির প্রকাশক এবং সহস্র আদিত্য-সদৃশ তেজস্বী, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি ॥১৭৬॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনিত্যতা

পা.দ্ম শ্রীভগবদুক্তৌ—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন ।
মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমার পূজা এবং হোমের সময় আমার প্রীতির জন্য কিংবা নিজের মঙ্গলের জন্য ও নিজের

রক্ষার নিমিত্ত ভয়নাশকারী উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র প্রত্যহ ধারণ করিবেন ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—নিত্যং ধারয়েদিতি নিত্যত সিদ্ধা ॥১৭৭॥

তত্রৈব শ্রীনারদোক্তৌ—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ ।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধ্ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥১৭৮॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীনারদের কথায়—উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপঃ, হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বিফল হয় ॥ ১৭৮ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে—

উর্দ্ধ্ পুণ্ড্রৈর্বিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥১৭৯
উর্দ্ধ্ পুণ্ড্রৈর্বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥১৮০

অনুবাদ—উহারই উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র পরিত্যাগকারী ব্যক্তির ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সকল নিষ্ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র বিহীন ব্যক্তির সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মসকল নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং তাহার নরকে গমন হয় ॥১৭৯-১৮০ ॥

টীকা—অধুনা অকরণে প্রত্যবায়পুঞ্জং দর্শয়তি—যজ্ঞ ইত্যাদিনা ; চরেৎ আচরেৎ ॥ ১৭৮-১৮০ ॥

অন্যচ্চ—

উর্দ্ধ্ পুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ ।
ভঙ্‌ক্ত্বা বিষ্ণুগৃহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১৮১

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে উর্দ্ধ্ পুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র রচনা করে সেই ব্যক্তি নরাধম। পুণ্ড্রস্বরূপ শ্রীহরিমন্দির ভগ্ন করিলে নিঃসন্দেহে নিরয়গামী হইতে হয় ॥ ১৮১ ॥

টীকা—বিষ্ণুগৃহং হরিমন্দিরম্ ॥ ১৮১ ॥

অতএব পাদ্মে শ্রীনারদোক্তৌ—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধ্ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥১৮২॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের উক্তি—উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র শূন্য মানবদেহ শ্মশানতুল্য উহা দর্শনের যোগ্য নহে ॥ ১৮২ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে—

উর্দ্ধ্ পুণ্ড্রং ধরেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ ।
ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে উত্তর ভাগে কথিত হইয়াছে—বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শুভ্র মৃত্তিকাদ্বারা উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র রচনা করিবেন। প্রাজ্ঞব্যক্তি কোন সময়েই কুটিল পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিবেন না ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—ধরেৎ ধারয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

স্কান্দে—

তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ ।
নৈবান্যন্নাম চ ব্রুয়াৎ পুমান্নারায়ণাদৃতে ॥ ১৮৪ ॥
ধারয়েদ্বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং ধূপশেষং বিলেপনম্ ।
বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দনসম্ভবম্ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—আসন্নকাল সমাগত হইলেও বক্রপুণ্ড্র ধারণ অকর্ত্তব্য। ঐ সময় নারায়ণ ছাড়া অন্য নামও উচ্চারণ করা উচিত নয়। শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, ধূপ শেষ ও চন্দনাদি বিলেপন ধারণ ও গোপীচন্দনের দ্বারা বৈষ্ণবচিহ্ন স্বরূপ উর্দ্ধ্ পুণ্ড্র রচনা করা উচিত ॥ ১৮৪-১৮৫ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

যস্যোর্দ্ধ্ পুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি ।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—সেখানে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে উর্দ্ধ্ পুণ্ড্রহীন মনুষ্যকে দর্শন করা উচিত নয়, দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—বৈষ্ণবং হরিমন্দির-লক্ষণমূর্দ্ধ্ পুণ্ড্রম্,

ললাট ইতি উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য তত্রৈব বিহিতত্বাৎ ॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

অন্যত্রাপি—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে ।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥১৮৭॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে ।
তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥১৮৮
উর্দ্ধপুণ্ড্রেন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।
কৃতত্রিপুণ্ড্র-মর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির ও অবৈষ্ণবগণের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্রের ব্যবস্থা বেদজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক ইহা বিহিত হইয়াছে। যে বিপ্রের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্রের বদলে ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায়, তাঁহার দর্শনে ও স্পর্শে সবস্ত্র-স্নান করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ উর্দ্ধপুণ্ড্রস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না। কারণ ইহা হরিসন্তোষের কারণ হয় না ॥ ১৮৭-১৮৯ ॥

টীকা—ব্রাহ্মণানাঞ্চ, অন্যেষামবৈষ্ণবশূদ্রাণাম্ ॥ ১৮৭ ॥

অতএবোত্তরখণ্ডে—

অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো রেণুপত্রাকৃতিস্তথা ।
পদ্মকুটমলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্ ॥১৯০॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—বক্ষস্থলাদিতে অশ্বত্থপত্রাকৃতি, বংশপত্রাকৃতি ও পদ্মকলিকাকৃতি এই তিন প্রকার তিলক নিষিদ্ধ। কারণ উহা বৈষ্ণবস্মৃতি-সম্মত নহে। ঐগুলি শুক্রাচার্য্যাদি বিহিত মায়ার প্রকাশ। ঐ তিন প্রকার তিলক নিষ্ফল ॥ ১৯০ ॥

টীকা—এবমত্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণস্য বিহিতত্বাদগ্রে চ বক্ষোবাহুমূলাদৌ খড়্গচক্রাদিমুদ্রাধারণস্য বিহিতত্বাদবৈষ্ণবস্মার্ত্তসম্মতমশ্বত্থপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি লিখতি—অশ্বত্থেতি। মোহনম্ অসুরানুসারি শুক্রাদিমায়াবিহিতমিত্যর্থঃ ॥১৯০॥

অথ উর্দ্ধপুণ্ড্র-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

উর্দ্ধপুণ্ড্রো মৃদা শুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে ।
চাণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৯১॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তি-
রূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তির ললাটে মৃন্ময় শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, চণ্ডাল হইলেও তাহার আত্মা পবিত্র, ঐ ব্যক্তি সনাতন-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। উর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা, যশঃ ও মোক্ষ উহাতেই বিরাজিত এবং শ্রীহরিও উহাতে অবস্থান করেন ॥ ১৯১-১৯২ ॥

টীকা—উর্দ্ধপুণ্ড্র ইতি পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ১৯১ ॥

পদ্মপুরাণে—

উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে ।
স চাণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥১৯৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহার ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র (মৃত্তিকা নির্ম্মিত) বিরাজিত, চণ্ডাল হইলেও তিনি পবিত্রাত্মা ও পূজ্য—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯৩ ॥

অত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে—

উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে ।
লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥১৯৪
তস্মাদ্যস্য শরীরে তু উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতম্ ॥১৯৫

অনুবাদ—উহারই উত্তরখণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে উর্দ্ধপুণ্ড্রের অতিশয় মনোহর ও বিস্তৃত মধ্য দেশে শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন থাকেন, তাই তাঁহার শরীর বিশুদ্ধ মন্দির স্বরূপ ॥১৯৪-১৯৫

টীকা—সমাসীনোঽস্তি ॥ ১৯৪ ॥

উদ্ধ্বপুণ্ড্রধরো বিপ্রঃ সূর্য্যলোকেষু পূজিতঃ।
বিমানবরমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১৯৬॥

অনুবাদ—উদ্ধ্বপুণ্ড্রধারী বিপ্র সূর্য্য লোকে অর্চ্চিত হন এবং বিমানারোহণে বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ১৯৬ ॥

উদ্ধ্বপুণ্ড্রং ধরং বিপ্রং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নাম স্মৃত্বা তথা ভক্ত্যা সর্ব্বদানফলং লভেৎ ॥১৯৭॥
উদ্ধ্বপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
আকল্পকোটি পিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৮ ॥
উদ্ধ্বপুণ্ড্রধরো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৯ ॥
যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যা-জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ।
উদ্ধ্বপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—উদ্ধ্বপুণ্ড্রধারী বিপ্রকে দর্শন করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং সভক্তি তাঁহার নাম-স্মরণে যাবতীয় দানফল সত্য হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় যিনি উদ্ধ্বপুণ্ড্রধারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কোটি কল্প পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বরাননে! যিনি উদ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সহস্রকোটি কল্প যাবৎ শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করেন। ইহা ধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপঃ, জপ ও হোমাদি যে কোন কার্য্যই করা হউক তাহা অনন্তপুণ্য প্রদ হয় ॥ ১৯৭-২০০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—
অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূদ্ধ্বপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে—উদ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণকারী ব্যক্তি অশুচি আচারভ্রষ্ট অথবা মনে মনে পাপাচরণকারী যাই হউক না কেন সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে ॥ ২০১ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনম্—
উদ্ধ্বপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে ॥২০২॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই ভগবান বলিতেছেন—উদ্ধ্বপুণ্ড্রধারী মনুষ্য চণ্ডাল এবং যত্র তত্র মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেও বিমানারোহণ করিয়া আমার লোকে গিয়া আনন্দানুভব করে ॥ ২০২ ॥

উদ্ধ্বপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥২০৩॥

অনুবাদ—ঐরূপ ব্যক্তি যাঁহার গৃহে অন্ন ভোজন করেন আমি তাহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥ ২০৩ ॥

টীকা—বিংশৎ কুলং বিংশতি-কুলানি ॥ ২০৩ ॥

অথ উদ্ধ্বপুণ্ড্র-নির্ম্মাণবিধিঃ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—
বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
উদ্ধ্বপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥২০৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে মহাভাগ! যিনি আয়নায় অথবা জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সযত্নে উদ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তিনি পরমাগতি পাইয়া থাকেন ॥ ২০৪ ॥

টীকা—উদ্ধ্বপুণ্ড্রস্য ললাটে মুখ্যত্বাৎ তত্রত্যোদ্ধ্ব-পুণ্ড্র-নির্ম্মাণ-প্রকারং লিখতি—বীক্ষ্যেত্যাদিনা ॥২০৪

দশাঙ্গুলপ্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুলমতঃপরম্ ॥ ২০৫ ॥
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ ॥২০৬॥

অনুবাদ—দশাঙ্গুলপ্রমাণ অত্যুত্তম, নবমাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ কনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার অঙ্গুলিভেদ অনুসারে তিলক রচনা করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান যেন নখদ্বারা স্পৃষ্ট না হয় ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—অতঃপরং কনিষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে তত্রৈব—

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব ও উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে একান্তমনা, সর্ব্বজীবোপকারক, মহাভাগ্যবান জনগণ শ্রীহরি-চরণকমলের আকৃতি বিশিষ্ট মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন ॥ ২০৭ ॥

টীকা—সান্তরালং মধ্যে ছিদ্রান্বিতং, তদেবাহ—হরিপদাকৃতীতি ॥ ২০৭ ॥

শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা ।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভম্ ॥২০৮
বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু ।
বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতম্ ॥ ২০৯ ॥
অশুভ্রং রুক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতম্ ।
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকম্ ॥ ২১০ ॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিপেন্মৃদম্ ।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষ্যতে ॥ ২১১ ॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—বিজ্ঞগণ শ্যামবর্ণ পুণ্ড্রকে শান্তিপ্রদ, রক্তবর্ণকে বশ্য কারক, পীতবর্ণকে সম্পত্তিদায়ক এবং শ্বেতবর্ণকে মঙ্গল জনক ও মুক্তিদায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পুণ্ড্র বর্ত্তুলাকৃতি, তির্য্যগ্‌ভাবাপন্ন, ছিদ্রহীন, খর্ব্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে যুক্ত, মূলভাগে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিম্নভাগপৃথক, স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রুক্ষ, পরস্পর যুক্ত আর অঙ্গুলী ছাড়া অন্য দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গন্ধযুক্ত ও বামহস্ত কল্পিত—বিফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে, নাসিকার চারি ভাগের ৩ ভাগ পর্য্যন্ত নাসামূল। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিতে হয় ॥২০৮-২১২ ॥

টীকা—ততমিতি পাঠে বিস্তৃতম্, পদচ্যুতং স্থানভ্রষ্টম্, অশুভ্রং মলিনং, আসক্তমন্যোহন্যসংলগ্নম্; পাঠান্তরং সুগমম্। বিগন্ধং দুর্গন্ধি, অপসব্যং বামহস্তকল্পিতম্ ॥ ২০৮-২১০ ॥

টীকা—ত্রয়ো ভাগাস্তুতীয়ো বিভাগ ইত্যর্থঃ, তথা সদাচারদর্শনাৎ ॥ ২১১ ॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রস্য মধ্যচ্ছিদ্র-নিত্যতা

তত্রৈব—

নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যাপোহতি ॥২১৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে সে নিশ্চয় সেখানে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণকে দূর করিয়া দেয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—ব্যাপোহিত নিরস্যতীতি মহাদোষাক্ত্যা নিত্যতা বোধিতা এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২১৩ ॥

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ ॥২১৪
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনম্ ।
বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল দ্বিজাধম নিশ্ছিদ্র ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করে, তাহাদিগের ললাটে কুক্কুরের পদ অবস্থিত থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব হে শুভ দর্শনে। ব্রাহ্মণগণের ও স্ত্রীদিগের সর্ব্বদা দণ্ডাকৃতি ছিদ্রযুক্ত সুশোভন পুণ্ড্র সর্ব্বদা ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২১৪-২১৫ ॥

হরিমন্দিরলক্ষণম্

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং সুশোভনম্ ।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ ২১৬ ॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ
তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—নাসা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর, ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রই শ্রীহরিমন্দির বলিয়া কথিত হয়। ইহার বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণ

ভাগে সদাশিব ও মধ্য ভাগে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন, তাই মধ্যভাগ লেপন করিতে নাই ॥ ২১৬-২১৭ ॥

বায়ুপুরাণে সেবাপরাধে—

অধৃত্বা চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঞ্চ হরেঃ পূজাং করোতি যঃ।
তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধরো যস্তু যজেদ্দেবং জনার্দ্দনম্ ॥২১৮॥
অচ্ছিদ্রেণোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রেণ ভস্মনা তির্য্যগঙ্কিনা।
অধৃত্বা শঙ্খচক্রে চ চেত্যাদিনা দোষ উক্তঃ ॥২১৯॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া অথবা তির্য্যগ্ পুণ্ড্রধারী হইয়া বা ছিদ্রশূন্য, ভস্মরচিত, কুটিল ভাবে অঙ্কিত কিংবা শঙ্খ, চক্র চিহ্ন ধারণ রহিত শ্রীহরির পূজা করেন তাঁহারা এই সকল কার্য্যের জন্য দোষ-যুক্ত হন ॥ ২১৮-২১৯ ॥

শ্রুতিশ্চ, যজুর্ব্বেদস্য হিরণ্যকেশীয়-শাখায়াম্—

হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ
স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্।
মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং যো
ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতি ॥ ইতি ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—যজুর্ব্বেদের হিরণ্যকেশীয় শাখাতেও শ্রুতি আছে, যথা—যিনি নিজদেহে শ্রীহরির পদ-চিহ্ন ধারণ করেন তিনি ভগবানের প্রিয় এবং পুণ্য-বান্। যিনি মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র ধারণ করেন তিনি মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ২২০ ॥

তিলক-রচনাঙ্গুলি-নিয়মঃ

স্মৃতিঃ—

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী ॥ ২১॥

অনুবাদ—স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—অনামিকা অভীষ্ট দান করে, মধ্যমা আয়ুঃ বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে আর তর্জ্জনী মোক্ষ সাধন করে ২২১ ॥

অথ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমৃত্তিকাঃ

পদ্মপুরাণে তত্রৈব—

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥ ২২২॥
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্নীয়াত্তত্র মৃত্তিকাম্ ॥ ২২৩ ॥
শ্রীরঙ্গে ব্যেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।
প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে ॥ ২২৪ ॥
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২৫ ॥

তত্রৈব—

যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে শিব-উমা-সংবাদেই বলা হইয়াছে—পর্ব্বতের শিখরদেশেস্থিত, নদীতটেস্থিত, বিল্বমূল, জলাশয়, সাগরকূল, উইঢিপি বিশেষ করিয়া হরিক্ষেত্র অর্থাৎ ভগবদ্ধাম এবং যে স্থানে প্রত্যহ শ্রীবিষ্ণুর স্নানজল গড়াইয়া পড়ে—এই সব স্থানের যে কোনটি হইতে তিলক নির্ম্মাণের মাটি সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীরঙ্গ, ব্যেঙ্কটগিরি, শ্রীকূর্ম্ম, কল্যাণরূপিণী দ্বারকা, প্রয়াগ, শ্রীনৃসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র, তুলসী কানন এইসব স্থানের মধ্য হইতে যে কোন স্থানের মৃত্তিকা সভক্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীনারায়ণের চরণোদকসহ শরীরে পুণ্ড্রধারণ করিলে হরিসাযুজ্যরূপ মুক্তি লভ্য হয়। সেখানে আরও বলা হইয়াছে—অতি উত্তম শ্রীহরিক্ষেত্র হইতেই সংগ্রহ করিবে ॥ ২২২-২২৬ ॥

টীকা—দ্বারকে দারকায়াং, বারাহে শূকরক্ষেত্রে ॥ ২২৪ ॥

তত্র শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ পাদ্মে শ্রীনারদেন—

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হৈতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥২২৭॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবর্ষির বাক্য—ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, কুতর্কী এমনকি সর্ব্বপাপেপাপী—যে কেহ

গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥ ২২৭ ॥

———

গোপীচন্দনখণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।
কুলমেকোত্তরং তেন সন্তবেত্তারিতং শতম্ ॥২২৮॥

অনুবাদ—যিনি বৈষ্ণবব্যক্তিকে একখণ্ড গোপীচন্দন দান করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করেন ॥ ২২৮ ॥

———

স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ ॥ ২২৯ ॥
গোপীমৃত্তুলসীশঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ ॥২৩০॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন—যাঁহার শরীরে শঙ্খ চক্র রচিত, অঙ্গ গোপীচন্দনলিপ্ত, মস্তক তুলসী মঞ্জরী ভূষিত তাঁহাকে দর্শন করিলে পাতক-ভয় কিরূপে হইবে? গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ ও দ্বারকাচক্রাঙ্ক সহিত শালগ্রামশিলা—এই পঞ্চদ্রব্য যাঁহার গৃহে বিদ্যমান তাঁহার পাতক ভয় নাই ॥ ২২৯-২৩০ ॥

টীকা—শালগ্রামঃ শালগ্রামশিলা, সচক্রকঃ দ্বারকাচক্রাঙ্কসহিতঃ ॥ ২৩০ ॥

———

কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন—
শ্রীখণ্ডে ক্ব স আমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক্ব তাদৃশঃ।
তৎ পাবিত্র্যং ক্ব বৈ তীর্থে
শ্রীগোপীচন্দনে যথা ॥২৩১॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও যমরাজের উক্তি—গোপীচন্দনে যেমন সুগন্ধ আছে সেই রকম মধুগন্ধ নন্দনে কই? তারমত স্বর ও বর্ণই কোথায় আছে এবং, সেই রকম পবিত্রতা তীর্থেও হয় না ॥ ২৩১ ॥

———

অথ গোপীচন্দনোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ গরুড়পুরাণে নারদেন—
যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং
করে সমাদায় ললাটপট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং
ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ ॥২৩২॥

অনুবাদ—অতঃপর গোপীচন্দন নির্ম্মিত উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-মাহাত্ম্য—শ্রীগরুড়পুরাণে নারদ বলিয়াছেন—যিনি হাতে দ্বারকার মাটি লইয়া প্রত্যহ কপালে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করেন, সেই ব্যক্তির যাবতীয় কার্য্যের ফল সর্ব্বদা কোটি গুণ হইয়া থাকে ॥ ২৩২ ॥

———

ক্রিয়াবিহীনং যদি মন্ত্রহীনং
শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জ্জিতম্।
কৃত্বা ললাটে যদি গোপীচন্দনং
প্রাপ্নোতি তৎকর্ম্মফলং সদাক্ষয়ম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—ললাট ফলকে গোপীচন্দন ধারণকারী কর্ম্মকর্ত্তা—কর্ম্ম ক্রিয়ারহিত, মন্ত্রশূন্য, শ্রদ্ধারহিত বা কালবহির্ভূত হইলেও সতত অক্ষয় ফল পাইয়া থাকেন ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—গোপিচন্দনমিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্; যদীত্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধেনৈব সম্বন্ধঃ। যদ্যপি ক্রিয়াদিহীনং কর্ম্ম স্যাত্তথাপি গোপীচন্দনং ললাটে কৃত্বা তেনোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং নির্ম্মায় তৎফলমক্ষয়ং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৩৩ ॥

———

গোপীচন্দনসম্ভবং সুরুচিরং পুণ্ড্রং ললাটে দ্বিজো
নিত্যং ধারয়তে যদি দ্বিজপতে রাত্রৌ দিবা সর্ব্বদা।
যৎ পুণ্যং কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে মাঘ্যাং প্রয়াগে তথা
তৎ প্রাপ্নোতি খগেন্দ্র বিষ্ণু-
সদনে সন্তিষ্ঠতে দেববৎ ॥ ২৩৪ ॥

যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং
ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরিঃ
শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম্ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—হে গরুড়! যদি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ দিবা-রাত্র সর্ব্বদা কপালে গোপীচন্দনের মনোহর পুণ্ড্র

ধারণ করেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে মাঘী-পূর্ণিমায় প্রয়াগধামে যে পুণ্য হয়, সেইপুণ্য তিনি পাইয়া থাকেন এবং বিষ্ণুলোকে দেবতার ন্যায় বাস করিতে পারেন। যাঁহার গৃহে গোপীচন্দন থাকে এবং গৃহ-বাসীগণ ভক্তি যুক্ত হইয়া কপালে ধারণ করেন সেই গৃহে কংসহা শ্রীহরি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা অব-স্থান করেন ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

টীকা—দ্বিজপতে হে শ্রীগরুড় ॥ ২৩৪ ॥

যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরীসমুদ্ভবং
সদা পবিত্রাং কলিকিল্বিষাপহাম্।
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রসংযুতাং
যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপসংবৃতঃ ॥ ২৩৬ ॥
যস্যান্তকালে খগ গোপিচন্দনং
বাহ্বোর্ল্ললাটে হৃদি মস্তকে চ।
প্রযাতি লোকং কমলালয়ং প্রভার্গো-
বালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—কলিকলুষহরা, সদা পবিত্ররূপিণী, হরিমন্ত্র সংযুক্তা দ্বারকামৃত্তিকা যিনি ললাটে নিত্য ধারণ করেন, তিনি মহাপাপী হইলেও যমদর্শনরহিত হন। মরণকালে যাঁহার বাহুদ্বয়ে, ললাটে, বক্ষে ও মস্তকে গোপীচন্দন থাকে তিনি শিশুঘাতী, গোঘাতী ও ব্রহ্মঘাতী হইলেও কমলালয় বিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ২৩৬-২৩৭ ॥

টীকা—কৃষ্ণপুরী শ্রীদ্বারকা, তৎসমুদ্ভবাং মৃদ-মিতিশেষঃ ॥ ২৩৬ ॥

গ্রহা ন পীড়ন্তি ন রক্ষসাং গণা
যক্ষাঃ পিশাচোরগভূতদানবাঃ।
ললাটপট্টে খগ গোপীচন্দনং
সন্তিষ্ঠতে যস্য হরেঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—হে বিহগ বর! ললাটে গোপীচন্দন-ধারী ব্যক্তি শ্রীহরির কৃপায় গ্রহ, রক্ষঃ, যক্ষ, পিশাচ, সর্প, ভূত ও দানবপ্রদত্ত যন্ত্রণা রহিত হয় ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—ন পীড়ন্তি ন পীড়য়ন্তি ॥ ২৩৮ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতমেন—

অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণম্।
ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকম্ ॥২৩৯

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম বলিয়াছেন—হে অম্বরীষ! যাঁহারা প্রত্যহ ললাটে শ্রীগোপীচন্দন দ্বারা পুণ্ড্র ধারণ করেন তাঁহাদের দর্শনে মহাপাপক্ষয় হয় ॥ ২৩৯ ॥

কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন—

দূতাঃ শৃণুতঃ যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্।
জ্বলাদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ ॥
ইতি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে যমরাজ বলিয়াছেন—হে দূতগণ! যাঁহার ললাটে গোপীচন্দন-কৃত পুণ্ড্র দেখিবে জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ তাঁহাকে অতিযত্নে দূরে পরিহার করিবে ॥ ২৪০ ॥

টীকা—ইন্ধনমঙ্গারঃ ॥ ২৪০ ॥

অথ তস্যোপরি শ্রীমত্তুলসীমূলমৃৎস্নয়া।
তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মনোহরম্ ॥ ২৪১॥

অনুবাদ—তারপর বৈষ্ণবগণ তুলসী-মূলস্থ মাটি দিয়া তাহার উপর ঐ স্থানেই সুন্দর উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥ ২৪১ ॥

অথ শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাপুণ্ড্রমাহাত্ম্যম্

তন্মূদং গৃহ্য যৈঃ পুণ্ড্রং ললাটে ধারিতং নরৈঃ।
প্রমাণকং কৃতং তৈস্তু মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥২৪২॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীতুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকা নিম্মিত উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র মাহাত্ম্য—যাঁহারা শ্রীতুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া ললাটে পুণ্ড্ররচনা করেন, তাঁহারা যে মোক্ষ-প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন ॥ ২৪২॥

টীকা—তন্মূদম্—শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাং, তৎ-প্রসঙ্গাৎ; গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ২৪২ ॥

তত্রৈব চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে ।
দেহং ন স্পৃশতে পাপং ক্রিয়মাণন্তু নারদ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নারদ! যাঁহার কপালে তুলসীতলার মাটির তৈরী তিলক থাকে, তিনি পাপ করিলেও তাহা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—অপ্যর্থে তু-শব্দঃ, ক্রিয়মাণমপি পাপং কর্ত্তৃদেহমপি ন স্পৃশতি, কুতো মনআদীত্যর্থঃ ॥২৪৩

———

গরুড়পুরাণে —
তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং যঃ করোতি দিনে দিনে ।
তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষকৃতং নৃণাম্ ॥
ইতি ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—গরুড় পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি প্রতিদিন তুলসীতলার মাটি দিয়া পুণ্ড্র তৈরী করেন, তাঁহাকে দেখিলেই মানুষের এক বৎসর-সমূহ-কৃত পাপবিনষ্ট হয় ॥ ২৪৪ ॥

———

তস্যোপরিষ্টাদ্ভগবন্নির্ম্মাল্যমনুলেপনম্ ।
তথৈব ধার্য্যমেবং হি ত্রিবিধং তিলকং স্মৃতম্ ॥২৪৫॥
ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ ।
মৎস্যকূর্ম্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—তাহার উপরিভাগে ভগবানের নির্ম্মাল্য-চন্দন ঐ প্রকারেই ধারণ করিবে। এইভাবে তিলক তিনপ্রকার বলা হইয়াছে। তাহারপর শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত নারায়ণী মুদ্রা, মীন কূর্ম্মাদি চিহ্ন ও চক্রাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিবে ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

———

অথ মুদ্রাধারণ-নিত্যতা

স্মৃতৌ—
অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্বাহুমূলয়োঃ ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং
নান্যথা পূজনং ভবেৎ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—বাহুদ্বয়ের মূলে শঙ্খ ও চক্র চিহ্ন ধারণ করিয়া নিত্য শ্রীহরির পূজা করিবে। তাহা না করিলে পূজা হইবে না ॥ ২৪৭ ॥

———

আদিত্যপুরাণে—
শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্ ।
গর্দ্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥২৪৮॥

অনুবাদ—আদিত্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে—যে ব্রাহ্মণাধম শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিত, রাজা তাহাকে গাধায় চড়াইয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন ॥ ২৪৮ ॥

———

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ—
সর্ব্বধর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ ।
শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়ান্মদীয়ায়ুধধারণাৎ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীভগবদুক্তি—সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে শুচিব্যক্তিগণই অধিকারী আর আমার চক্রাদি অস্ত্রচিহ্ন ধারণ করিলে শুচিত্ব লাভ হয় ॥ ২৪৯ ॥

———

পাদ্মে চোত্তরখণ্ডে—
শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ ।
রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—বিপ্র শ্রীহরির প্রিয়তম শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন হীনত হইলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকগামী হন ॥ ২৫০ ॥

———

শ্রুতৌ চ যজুঃকঠশাখায়াম্—
ধৃতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী
বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা ।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং
পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্ ॥ ২৫১ ॥

অথর্ব্বণি চ—

এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈ-
রঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেম।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ ॥ ইত্যাদি ॥২৫২॥

অতএব ব্রহ্মপুরাণে—

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সম্মানং ন করোতি যঃ।
দ্বাদশাব্দার্জ্জিতং পুণ্যং চাফলায়োপগচ্ছতি ॥২৫৩॥

অনুবাদ—যজুর্ব্বেদীয় কঠ শাখাতেই আছে—ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র এবং গোপীচন্দনাদি নির্ম্মিত চক্রধারী মহানুভব ব্যক্তি হৃদিস্থিত পরাৎপর শ্রীবিষ্ণুকে স্বর ও মন্ত্র-যোগে ধ্যান করিয়া ধন্য হন। অথর্ব্ববেদেও বলা হইয়াছে—আমরা উরুক্রমের এইসকল চিহ্ন-দ্বারা অঙ্কিত হইয়া লোকমধ্যে সৌভাগ্যবান হইব। এইসকল চিহ্নে চিহ্নিত জনগণই হরির সেই পরমধামে গমন করেন ইত্যাদি। আর ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ-অস্ত্র-চিহ্ন ধারণকারী ব্যক্তিকে দেখিয়া যিনি সম্মান না দেন তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের-উপার্জ্জিত পুণ্য বিফল হয় ॥ ২৫১-২৫৩ ॥

টীকা—কৃতং গোপীচন্দনাদিনা নির্ম্মিতমঙ্কিতং চক্রং ধর্ত্তুং শীলমস্যেতি তথা সঃ; কিং বক্তব্যং মুদ্রাধারণস্য নিত্যত্বং, তদ্ধারকসম্মাননস্যাপি নিত্যতা ব্রাহ্মবচনেন গম্যতে, ইতি লিখতি—কৃষ্ণেতি ॥ ২৫১-২৫৩ ॥

অথ মুদ্রাধারণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে—

যো বিষ্ণুভক্তো বিপেন্দ্র শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ।
স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥২৫৪॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি দাহ ও প্রলয়বর্জ্জিত বিষ্ণুধামে নিশ্চয়ই গমন করেন ॥ ২৫৪ ॥

তত্রৈবান্যত্র চ—

নারায়ণায়ুধৈর্নিত্যং চিহ্নিতং যস্য বিগ্রহম্।
পাপকোটিপ্রযুক্তস্য তস্য কিং কুরুতে যমঃ ॥২৫৫॥

শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ।
তৎ ফলং লিখিতে শঙ্খে
প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে ॥২৫৬॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই আছে—শ্রীনারায়ণের অস্ত্রাদি চিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি কোটি কোটি পাতকে পাতকী হইলেও যম-ভয় হীন হন। কোটি বৎসর শঙ্খোদ্ধার তীর্থে বাস করিলে যে ফল কথিত হইয়াছে, দক্ষিণ বাহুতে নিত্য শঙ্খ অঙ্কিত করিলেও সেই ফল লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২৫৫-২৫৬ ॥

যৎ ফলং পুষ্করে নিত্যং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে।
শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥২৫৭॥
বামে ভুজে গদা যস্য লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ।
গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তস্য যচ্ছতি ॥ ২৫৮ ॥
যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামি-সমীপতঃ।
গদাধোলিখিতে চক্রে তৎ ফলং কৃষ্ণদর্শনে ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—পুষ্কর-তীর্থে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে নিত্য দর্শন করিলে যে ফল হয়, শঙ্খের উপর পদ্ম অঙ্কন করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কলিযুগে যাঁহার বাম বাহুতে গদাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, প্রভু গদাধর তাঁহাকে নিত্য গয়াধামোৎপন্ন পুণ্য দিয়া থাকেন। আনন্দপুরে চক্রস্বামীর সমীপে কৃষ্ণ দর্শনে যে ফল কথিত হইয়াছে, গদার নিম্নে চক্র অঙ্কিত হইলেও সেই ফল লাভ হয় ॥ ২৫৭-২৫৯ ॥

শ্রীভগবদুক্তৌ চ—

যঃ পুনঃ কলিকালে তু মৎপুরীসম্ভবাং মৃদম্।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকং চিহ্নং গৃহীত্বা কুরুতে নরঃ ॥২৬০॥
দেহে তস্য প্রবিষ্টোঽহং জানন্তু ত্রিদশোত্তমাঃ।
তস্য মে নান্তরং কিঞ্চিৎ
কর্ত্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ২৬১ ॥
মমাবতারচিহ্নানি দৃশ্যন্তে যস্য বিগ্রহে।
মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যো ন বিজ্ঞেয়ঃ স নূনং মামকী তনুঃ ॥২৬২॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কলিযুগে যে মানব আমার দ্বারকাপুরীর মাটি লইয়া মৎস্য-কূর্ম্মাদি-চিহ্ন রচনা করেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি

সেই সব মানবের শরীরে প্রবিষ্ট হই ইহা জানিও। মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি কখনও তাঁহাতে ও আমাতে পার্থক্য করেন না। যাঁহার শরীরে আমার অবতার-চিহ্ন-সকল দেখা যায় তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার অবতার স্বরূপ ॥ ২৬০-২৬২ ॥

টীকা—মৃদং গৃহীত্বা চিহ্নং কুরুতে ॥ ২৬০ ॥

টীকা—মে ময়া সহ অন্তরং ভেদঃ ন কর্ত্তব্যম্ ॥ ২৬১ ॥

টীকা—মামকী তনুঃ মদবতার ইত্যর্থঃ ॥২৬২॥

পাপং সুকৃতরূপন্তু জায়তে তস্য দেহিনঃ।
মমায়ুধানি যস্যাঙ্গে লিখিতানি কলৌ যুগে ॥২৬৩॥
উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোঽঙ্কিতো মৎস্যমুদ্রয়া।
কূর্ম্মায়াপি স্বকং তেজো
　　নিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে॥ ২৬৪ ॥
শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং
মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে।
করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং
পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জ্জিতস্য ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে আমার আয়ুধ চিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তির পাতক পুণ্য-স্বরূপ হয়। যিনি মৎস্য ও কূর্ম্ম মুদ্রাদ্বয়ে চিহ্নিত হন, তাঁহার দেহে আমার তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নিজের দেহে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র, মীন ও কূর্ম্ম-চিহ্ন রচিত করেন, নিত্য তাহার পুণ্য বৃদ্ধি এবং শতজন্মার্জ্জিত পাপ—ক্ষয় করেন ॥ ২৬৩-২৬৫ ॥

টীকা—নিক্ষিপ্তং ময়া, যঃ স্বদেহে রচিতং করোতি, স সুকৃতবৃদ্ধ্যাদি করোতীত্যর্থঃ। সমাসস্থস্যাপি পাপ-শব্দস্য জন্মশতার্জ্জিতস্যেতি বিশেষণ-মার্ষম্ ॥ ২৬৪-২৬৫ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—
কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্ক-কবচং দুর্ভেদ্যং দেবদানবৈঃ।
অদৃশ্যং সর্ব্বভূতানাং শত্রূণাং রক্ষসামপি ॥২৬৬॥

অনুবাদ—উহাতেই ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—দেব দানব কেহই শ্রীকৃষ্ণায়ুধ চিহ্নরূপ কবচ্চ ভেদ করিতে সক্ষম নয় এবং ভূতগণ, অরিগণ ও রাক্ষসেরাও তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥২৬৬

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরিবল্লভা।
নিত্যং তস্য বসেদ্দেহে যস্য শঙ্খাঙ্কিতা তনুঃ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—শঙ্খচিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তির দেহে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও শ্রীহরিবল্লভারাধিকা সতত বাস করেন ॥ ২৬৭ ॥

গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঃ পুষ্করাদি চ।
নিত্যং তস্য সদা তিষ্ঠেদ্‌যস্য পদ্মাঙ্কিতং বপুঃ ॥২৬৮॥
যস্য কৌমোদকীচিহ্নং ভুজে বামে কলিপ্রিয়।
প্রত্যহং তত্র দ্রষ্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ ॥২৬৯॥
সব্যে করে গদাধস্তাদ্রথাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি।
কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২৭০॥
ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
নিবসন্তি সদা তস্য যস্য দেহে সুদর্শনম্ ॥২৭১॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তির শরীর সতত পদ্মচিহ্নে-অঙ্কিত, গঙ্গা, গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্করাদি তীর্থ সকল সর্ব্বদা তাঁহার দেহে বাস করেন। যাঁহার বাম-বাহুতে গদাচিহ্ন আছে, তথায় প্রত্যহ গঙ্গাসাগর সঙ্গম দেখিবে। বামহস্তে গদা ও তাহার নিম্নে যদি চক্র থাকে তাহা হইলে চরাচর লোকত্রয় শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে বাস করেন। সুদর্শনচক্র চিহ্ন ধারীর দেহে তিন অগ্নি (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহ্বনীয়) তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) বিষ্ণুর তিনপদ (ত্রিবিক্রমের চরণত্রয়) সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥ ২৬৮-২৭১ ॥

কিঞ্চ—
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য নারায়ণী করে।
উর্দ্ধ্বলোকাধিকারী চ
　　স জ্ঞেয়স্ত্রিদশাম্পতিঃ ॥ ২৭২ ॥
কৃষ্ণমুদ্রাপ্রযুক্তস্তু দৈবং পিত্র্যং করোতি যঃ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং
　　প্রত্যহং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥২৭৩॥

পীড়য়ন্তি ন বৈ তত্র গ্রহা ঋক্ষাণি রাশয়ঃ।
অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী করে ॥২৭৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঙ্কিত নারায়ণী মুদ্রা যে ব্যক্তির হাতে আছে উর্দ্ধ্বলোকে তাঁহার অধিকার এবং তাঁহাকে ইন্দ্রস্বরূপ জানিবে। শ্রীকৃষ্ণ মুদ্রাধারণ করিয়া দৈব, পৈত্র্য, নিত্য, নৈমিত্তিক অথবা কাম্যকর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মের ফল প্রত্যহ অক্ষয় হইয়া থাকে। অষ্টাক্ষর নারায়ণ-মন্ত্র দ্বারা অঙ্কিত ধাতুময়ী মুদ্রা যাঁহার হাতে থাকে গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশিসমূহ তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭২-২৭৪ ॥

বারাহে শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ—

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দেহং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া।
প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু স গত্বা কিং করিষ্যতি ॥২৭৫॥
যদা যস্য প্রপশ্যেত দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্।
তদা তস্য জগৎস্বামী তুষ্টো হরতি পাতকম্ ॥২৭৬॥
ভবতে যস্য দেহে তু অহোরাত্রং দিনে দিনে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং লিখিতং সোঽচ্যুতঃ স্বয়ম্ ॥২৭৭॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে শ্রীসনৎকুমারের কথায়—যাঁহার দেহ গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দ্বারা কৃষ্ণায়ুধ চিহ্নাঙ্কিত, তিনি আর প্রয়াগাদি তীর্থে যাইয়া কি করিবেন? জগৎস্বামী শ্রীহরি প্রীত হইয়া শঙ্খাদি চিহ্নে চিহ্নিত মনুষ্যের পাপ হরণ করেন। যাঁহার শরীরে প্রতিদিন দিবারাত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম অঙ্কিত থাকে, তিনি মূর্ত্তিমান অচ্যুত স্বরূপ ॥ ২৭৫-২৭৭ ॥

টীকা—ত্রিদশাং ত্রিদশানামিত্যর্থঃ, প্রপশ্যে-তেত্যার্ষমাত্মনেপদং, ভবতে ইতি চ ॥ ২৭২-২৭৭ ॥

নারায়ণায়ুধৈর্যুক্তং কৃত্বাত্মানং কলৌ যুগে।
কুরুতে পুণ্যকর্ম্মাণি মেরুতুল্যানি তানি বৈ ॥২৭৮॥
শঙ্খাদিনাঙ্কিতো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে দ্বিজ।
বিধিহীনন্তু সম্পূর্ণং পিতৃণান্তু গয়াসমম্ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে নারায়ণায়ুধ-সমূহে শরীর অলঙ্কৃত করিয়া যে সকল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সকল সুমেরু তুল্য হইয়া থাকে। হে বিপ্র! ঐ সকল চিহ্নযুক্ত হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা বিধিহীন হইলেও সম্পূর্ণ এবং পিতৃগণের পক্ষে গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

টীকা—আত্মানং দেহম্ ॥ ২৭৮ ॥

যথাগ্নির্দহতে কাষ্ঠং বায়ুনা প্রেরিতো ভৃশম্।
তথা দহ্যন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণায়ুধানি বৈ ॥২৮০॥

অনুবাদ—অগ্নি যেমন বায়ু-দ্বারা পরিচালিত হইয়া অতিশয়রূপে কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সকল দর্শন করিলে সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ২৮০ ॥

টীকা—দহ্যন্তি দহন্তি, পাপানি স্বস্যান্যেষাং বা দহ্যন্তে স্বয়মেব নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮০ ॥

ব্রাহ্মে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

বিষ্ণুনামাঙ্কিতাং মুদ্রামষ্টাক্ষরসমন্বিতাম্।
শঙ্খায়ুধাদিকৈর্যুক্তাং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপি ॥ ২৮১ ॥
ধত্তে ভাগবতো যস্তু কলিকালে বিশেষতঃ।
প্রহ্লাদস্য সমো জ্ঞেয়ো নান্যথা কলিবল্লভ ॥২৮২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নারদ! যে ভগবদ্ভক্ত বিশেষতঃ কলিকালে শ্রীহরি-পদ্মাঙ্কিতা অষ্টাক্ষর বিশিষ্টা শঙ্খাদিযুক্তা কাঞ্চন অথবা রজতময়ী মুদ্রাধারণ করেন তাঁহাকে প্রহলাদ সদৃশ জানিবে, ইহাতে অন্যথা নাই ॥ ২৮১-২৮২ ॥

কিঞ্চ—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ২৮৩ ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতো যস্তু শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য নারদ ॥২৮৪॥

অনুবাদ—আরও—শঙ্খচিহ্নে চিহ্নিত ব্রাহ্মণ যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং কেশব তাঁহার প্রদত্ত অন্ন ভোজন করেন। কৃষ্ণায়ুধে

অঙ্কিত ব্যক্তির শ্মশানে মৃত্যু হইলেও তিনি প্রয়াগে মৃত্যুর গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

টীকা—যদীতি—ন শ্মশানে ম্রিয়েত এব, যদি কদাচিম্রিয়েত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৪ ॥

কৃষ্ণায়ুধৈঃ কলৌ নিত্যং মণ্ডিতং যস্য বিগ্রহম্।
তত্রাশ্রয়ং প্রকুর্ব্বন্তি বিবুধা বাসবাদয়ঃ ॥ ২৮৫ ॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে যাঁহার শরীর সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-অস্ত্রাঙ্কিত থাকে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই দেহে বাস করেন। তিনি সেইভাবে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে শ্রীহরি নিত্য তাঁহার সহস্র অপরাধ হরণ করেন ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

টীকা—বিগ্রহমিতি নপুংসকত্বমার্ষ্যম্ ॥ ২৮৫ ॥

কৃত্বা কাষ্ঠময়ং বিম্বং কৃষ্ণশস্ত্রৈস্তু চিহ্নিতম্।
যো হ্যঙ্কয়তি চাত্মানং তৎসমো নাস্তি বৈষ্ণবঃ ॥২৮৭
পাষণ্ড-পতিত-ব্রাত্যৈর্নাস্তিকালাপপাতকৈঃ।
ন লিপ্যতে কলিকৃতৈঃ কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ॥২৮৮॥

অনুবাদ—কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছাপ দিয়া যিনি নিজ শরীরে কৃষ্ণায়ুধ সকলের চিহ্ন ধারণ করেন তিনি অতুলনীয় বৈষ্ণব। এই ধরণের ব্যক্তি কলি-কৃত পাষণ্ডতা, পাতিত্য, ব্রাত্য (সংস্কার বিহীন) এবং নাস্তিকের সহিত আলাপেও পাপালিপ্ত হন না ॥২৮৭-২৮৮ ॥

কিঞ্চ—

অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী ভবেৎ।
শঙ্খপদ্মাদিভির্যুক্তা পূজ্যতেঽসৌ সুরাসুরৈঃ ॥ ২৮৯ ॥
ধৃতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহলাদেন পুরা কৃতে।
বিভীষণেন বলিনা ধ্রুবেণ চ শুকেন চ ॥ ২৯০ ॥
মান্ধাতৃণাম্বরীষেণ মার্কণ্ড-প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহে কৃত্বা কলিপ্রিয়।
আরাধ্য কেশবাৎ প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ ॥২৯১

অনুবাদ—সেখানে আরও বলা হইয়াছে—শঙ্খ-পদ্মাদিযুক্তা অষ্টাক্ষর অঙ্কিতা ধাতু মুদ্রাধারী সুরাসুর পূজ্য হন। পুরাকালে সত্যযুগে প্রহলাদ, তারপর বিভীষণ, বলি, ধ্রুব ও শুকদেব প্রভৃতি সকলে নারায়ণী মুদ্রাধারী ছিলেন। মান্ধাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ড প্রমুখ দ্বিজগণ শঙ্খাদিশস্ত্র সকলের দ্বারা নিজ নিজ দেহ চিহ্নিত করতঃ শ্রীকেশবের আরাধনা করিয়া অভিলষিত মহৎফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৮৯-২৯১

টীকা—কাষ্ঠময়মিতি—কাষ্ঠেত্যুপলক্ষণং তাম্রাদি-ধাতুময়মিত্যপি জ্ঞেয়ং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপীত্যাদিনা মুদ্রায়া অপি তাদৃশত্বোক্তেঃ। অনেন বচনেন চৈষা মুদ্রা প্রতিবিম্বনীয়েতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্তম্ ॥ ২৮৭-২৮৯ ॥

টীকা—কৃতে সত্যযুগে নারায়ণাঙ্কিতা মুদ্রা প্রহলাদেন ধৃতা পুরেতি কৃচিৎ পাঠঃ ॥ ২৯০ ॥

টীকা—মান্ধাতৃণেতি মার্কণ্ডেতি চার্যং ছন্দোঽনুরোধেন, শস্ত্রৈঃ সহ দেহে কৃত্বা মুদ্রামিতি শেষঃ; আরাধ্য তেনৈব কেশবং সন্তোষ্য ॥ ২৯১ ॥

কিঞ্চ—

গোপীচন্দন-মৃৎস্নায়া লিখিতং যস্য বিগ্রহে।
শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তস্য দেহে বসেদ্ধরিঃ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—আরও, যিনি গোপীচন্দনাদি দ্বারা নিজশরীর শঙ্খপদ্মাদি চিহ্নযুক্ত করেন, শ্রীহরি তাঁহার দেহে বাস করেন ॥ ২৯২ ॥

তত্রৈব শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ—

যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্।
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা ॥ ২৯৩ ॥
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গে শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন—যে বিপ্রের দেহ নারায়ণী-মুদ্রা ও শঙ্খাদি-চিহ্নিত, আমলকী ফল ও তুলসী-কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালায় ভূষিত এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা আয়ুধ-সমূহের চিহ্নযুক্ত তিনি মৎ-সদৃশ বৈষ্ণব ॥ ২৯৩-২৯৪ ॥

কিঞ্চ—

যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহে শঙ্খাদিচিহ্নিতা।
সর্ব্বাঙ্গং চিহ্নিতং যস্য শস্ত্রৈর্নারায়ণোদ্ভবৈঃ।
প্রবেশো নাস্তি পাপস্য কবচং তস্য বৈষ্ণবম্ ॥২৯৫॥

অন্যত্র চ—

এভির্ভাগবতৈশ্চিহ্নৈঃ কলিকালে দ্বিজাতয়ঃ।
ভবন্তি মর্ত্ত্যলোকে তে শাপানুগ্রহকারকাঃ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—যে ব্যক্তির দেহে শঙ্খাদি চিহ্নিতা নারায়ণী মুদ্রা থাকে এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নারায়ণাস্ত্র সকল অঙ্কিত, পাপ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ সকল অস্ত্রচিহ্ন তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবকবচস্বরূপ। আরও উক্ত হইয়াছে কলিকালে যে সমস্ত দ্বিজ ভগবানের এই সকল আয়ুধ চিহ্নে চিহ্নিত হন তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে শাপ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা ॥ ২৯৫-২৯৬ ॥

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ

গৌতমীয়ে—

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৯৭॥
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরংশীর্ষ্ণি ধারয়েৎ ॥২৯৮॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা ॥২৯৯॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—ডান-হাতে চক্র, বাম এবং ডান দুইহাতে শঙ্খ, বামহাতে গদা এবং তার নীচে পুনরায় চক্র ধারণ করিবে। শঙ্খের উপরে দুই হাতেই পদ্ম, বক্ষস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে ধনুর্বাণ ধারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ আগে এই পাঁচ প্রকার অস্ত্র ধারণ করিবেন, তারপর ডান-হাতে মৎস্য চিহ্ন ও বামহাতে কূর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিবেন ॥ ২৯৭-২৯৯ ॥

টীকা—দক্ষিণেঽপি শঙ্খং ধারয়েৎ, যদ্যপি—'দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্' ইত্যাদি-বচনেন বামে শঙ্খস্য ধারণমুক্তং, তথাপি 'শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তম্' ইত্যাদি-লিখিত-বচনানুসারেণ দক্ষিণেঽপি পুনঃ শঙ্খধারণাদিকং লিখিতম্। খড়্গস্য বক্ষসি, সশরচাপস্য চ মূর্ধ্নি ধারণম্। 'ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্ধ্নি চাপশরস্তথা। নন্দকৈঞ্চব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে ॥' ইতি তপ্তমুদ্রাধারণং বারাহ-বচনানুসারেণ লিখিতম্; কিন্তু নিজরুচ্যনুসারেণ সর্ব্বাণি সর্ব্বত্রৈব ধারয়েদিত্যগ্রে স্বয়ং লেখ্যমেবেতি দিক্ ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—শঙ্খচক্রে গদা খড়্গশ্চাপশ্চেত্যেতানি পঞ্চায়ুধানি ॥ ২৯৯ ॥

তথা চোক্তম্—

দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্।
মৎস্যং পদ্মং চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথা ॥
ইতি ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—বিপ্র দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে শঙ্খ পদ্ম ও গদাচিহ্ন ধারণ করিবেন ॥ ৩০০ ॥

টীকা—মৎস্যং পদ্মঞ্চ দক্ষিণে, অথানন্তরম্ অপরে বামে পাণৌ শঙ্খাদিকং বিভৃয়াৎ ॥ ৩০০ ॥

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ ॥ ৩০১ ॥
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি ॥ ৩০২ ॥

অনুবাদ—সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার অনুসারে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিহ্নগুলি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন এবং নিজ ইষ্টদেবের চিহ্ন সকলও ভক্তিসহকারে ধারণ করিবেন ॥ ৩০১-৩০২ ॥

টীকা—লক্ষণানি বেণুপ্রভৃতীনি, যচ্চ পঞ্চায়ুধেতরভগবচ্চিহ্নানাং ধারণং নিষিদ্ধং, তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'অন্যৈর্ন দাহয়েৎ গাত্রং ব্রাহ্মণো হরিলাঞ্ছনাৎ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গাদন্যৈর্হরেরপি ॥' ইতি; তত্তুতপ্তমুদ্রাদিবিষয়ম্ ॥ ৩০১ ॥

চক্রশঙ্খৌ চ ধার্য্যেতে সংমিশ্রাবেব কৈশ্চন ॥৩০৩॥

অনুবাদ—কোন কোন ব্যক্তি শঙ্খ ও চক্র এই দুটিকে পরস্পর যুক্ত করিয়াই ধারণ করেন ॥৩০৩॥

টীকা—যদ্যপি নিত্যপার্ষদস্য শ্রীভাগবতপ্রবরস্য শ্রীশঙ্খস্য মুদ্রাধারণে কথঞ্চিদপি দোষো ন ঘটতে, তথাপি তন্নাদস্রস্তপত্নীগর্ভস্য কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্য শাপ-সত্যতার্থমসুরযোনৌ পাঞ্চজন্যসংজ্ঞয়াহবতীর্ণস্য শঙ্খস্য তস্যাসুরত্বমুদ্ভাব্য কৈশ্চিদ্বৈষ্ণবৈস্তচ্চিহ্নং কেবলং পৃথক্ ধার্য্যত ইতি তন্মতং লিখতি—চক্র-শঙ্খৌ চেতি ॥ ৩০৩ ॥

শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্ ।
ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি ॥৩০৪॥

অনুবাদ—পণ্ডিতব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা চক্রাদি আয়ুধ-সমূহ রচনা করিবেন এবং শয়ন দ্বাদশী ও উত্থানাদি দ্বাদশীতে ঐ সকল মুদ্রা তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—তানি চক্রাদীনি তু তপ্তানি বহ্নৌ বিধিবৎ সন্তপ্য শয়ন-দ্বাদশ্যাম্ আদিশব্দাৎ উত্থানাদিদ্বাদশীষু চ ধারয়েৎ । অতোঽত্র নিত্যকর্ম্মলিখনে তদ্বিধ্যাদিকং ন লিখিতমিতি ভাবঃ । কিলেতি তত্র শ্রুতিস্মৃত্যাদি—বাক্যপ্রামাণ্যং বোধয়তি ॥ ৩০৪ ॥

অথ চক্রাদীনাং লক্ষণানি

দ্বাদশারন্তু ষট্কোণং বলয়ত্রয়সংযুতম্ ।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তং শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্মৃতঃ ॥৩০৫
গদাপদ্মাদিকং লোকসিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ ।
মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ ॥৩০৬॥

অনুবাদ—দ্বাদশ-আর অর্থাৎ চাকার বারোটি পাখী, ছয় কোণ ও তিনটি বলয় বিশিষ্ট হইলে চক্র হয় । কথিত হইয়াছে শ্রীহরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত । গদা ও পদ্মাদির যেরূপ নির্ম্মাণ লোকপ্রসিদ্ধ আছে, পণ্ডিত-গণ তাহাই স্বীকার করেন । অথবা মুদ্রা—ভগবানের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নামসমূহ দ্বারা বা অষ্টাক্ষর কিংবা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

টীকা—লোকসিদ্ধমেব—যথা লোকে দৃশ্যতে তদাকারমেবেত্যর্থঃ । ভগবন্নাম্না কৃষ্ণরামেত্যা-দিনা অষ্টাক্ষরমন্ত্রাদিভির্বাঙ্কিতা ; আদিশব্দেন পঞ্চা-ক্ষরাদি ॥ ৩০৬ ॥

অথ মালাদিধারণম্

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ ॥৩০৭
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ ।
মস্তকে কর্ণয়োর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি ॥৩০৮॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসী-কাষ্ঠ ও আমলকীফল-দ্বারা নির্ম্মিত, শ্রীকৃষ্ণার্পিতমালা ধারণ করিবেন । বৈষ্ণবজন রুচি অনুযায়ী শিরো-দেশে, কর্ণদ্বয়ে, বাহুদ্বয়ে ও দুই হস্তে তুলসী-কাষ্ঠের ভূষণ ধারণ করিতে পারেন ॥ ৩০৭-৩০৮ ॥

টীকা—তুলসীদলাদিভির্নির্ম্মিতা মালাঃ কৃষ্ণার্পিতাঃ সতীর্ধারয়েৎ ॥ ৩০৭ ॥

অথ মালাধারণবিধিঃ

স্কান্দে—

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্ ।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৩০৯
হরয়ে নার্পয়েদ্যস্তু তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্ ।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥৩১০

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—যিনি তুলসী-কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া পরে ধারণ করেন, তিনি উত্তম ভাগবত । ঐ মালা নিবেদন না করিয়া স্বয়ং ধারণ করিলে নরকগামী হইতে হয় ॥ ৩০৯-৩১০ ॥

ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাম্ ।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাম্ ।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥৩১১
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে ।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভম্ ॥৩১২॥

অনুবাদ—মালা তৈয়ারী করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিবে, পরে উহার উপর মূলমন্ত্র জপ করিয়া

আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, পরে ধূপের ধোঁয়া ছোঁয়াইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

হে মালে! হে কৃষ্ণভক্তাদরনীয়ে! হে তুলসী-কাষ্ঠ সম্ভবে! আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, আমাকে কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর ॥ ৩১১-৩১২ ॥

যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্ ॥৩১৩

অনুবাদ—হে হরিবল্লভে! তুমি যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া এবং কৃষ্ণভক্তগণ যেমন তোমাকে সতত আদর করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাকে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর ॥ ৩১৩ ॥

দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—দান অর্থে 'লা' ধাতুর প্রয়োগ হয়, হে কৃষ্ণবল্লভে! তুমি আমাকে সকল ভক্তজনকে দান করিলে, এই হেতু তোমাকে মা-লা বলিয়া উল্লেখ করা হয় ॥ ৩১৪ ॥

এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাম্।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যে বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥৩১৫॥

অনুবাদ—বিধান অনুসারে এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া যে বৈষ্ণব অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের গলায় মালা অর্পণ করিয়া পরে নিজের গলায় ধারণ করেন তিনি বিষ্ণু-ধামে গমন করেন ॥ ৩১৫ ॥

অথ মালাধারণনিত্যতা

তত্রৈব কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে—

ধাত্রীফলকৃতাং মালাং কণ্ঠস্থাং যো বহেন্ন হি।
বৈষ্ণবো ন স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুপূজারতো যদি ॥৩১৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—যিনি আমলকী-ফল-নির্ম্মিত মালা কণ্ঠে ধারণ না করেন, তিনি বিষ্ণুপূজারত হইলেও বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন না ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—যদি যদ্যপি ॥ ৩১৬ ॥

গারুড়ে—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥৩১৭॥

অতএব স্কান্দে—

ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।
মহাপাতকসংহন্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীম্ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হেতুবাদপরায়ণ, পাপমতি ব্যক্তি মালা ধারণ না করিয়া হরি কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক বাস করে। অতএব স্কন্দপুরাণে আছে—তুলসীমালা বিশেষতঃ আমলকী-ফল-নির্ম্মিতা মালা পরিত্যাগ করিবে না। উহা মহাপাতক নাশক এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-প্রদান-কারী ॥ ৩১৭-৩১৮ ॥

টীকা—হৈতুকা হেতুবাদনিষ্ঠাঃ ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—ন জহ্যাৎ নিত্যত্বাৎ, ধাত্রীমালাঞ্চ, নিত্য-ত্বেঽপি ফলং দর্শয়তি। বিশেষতঃ সম্যক্‌তয়েত্যর্থঃ। যদ্বা, বিশেষতো ধাত্রীমালাং ন জহ্যাদিতি তন্নিত্যত্বং নিতরামভিপ্রেতম্ ॥ ৩১৮ ॥

অথ মালাধারণমাহাত্ম্যম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

নির্ম্মাল্যতুলসীমালাযুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
যদ্‌যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীভগবানে নিবেদিত তুলসীমালা ধারণ করিয়া ভগ-বানের পূজা ও অন্যান্য সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান অনন্ত ফল-প্রদ হয় ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যং ভগবচ্ছেষঃ, তদ্রূপা যা তুলসী-মালা তয়া যুক্তঃ সন্ ॥ ৩১৯ ॥

নারদীয়ে—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাস্তে
বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে কথিত হইয়াছে—যাঁহারা তুলসীমালা ও পদ্মবীজ মালাধারী এবং যাঁহাদের ললাটে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শোভমান, আর যাঁহাদের বাহুমূলে শঙ্খ-চক্র-চিহ্ন বিরাজিত সেই বৈষ্ণবগণের দ্বারা জগৎ শীঘ্র পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৩২০ ॥

টীকা—লসৎ শ্রীহরি-মন্দিরতয়া শোভমানমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং যেষাং তে ॥ ৩২০ ॥

কিঞ্চ—

ভুজযুগমপি চিহ্নৈরঙ্কিতং যস্য বিষ্ণোঃ
পরমপুরুষনাম্নাং কীর্ত্তনং যস্য বাচি।
ঋজুতরমপি পুণ্ড্রং মস্তকে যস্য কণ্ঠে
সরসিজমণিমালা যস্য তস্যাস্মি দাসঃ ॥৩২১

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তির বাহুযুগল শ্রীহরির অস্ত্র চিহ্নযুক্ত, যে ব্যক্তির বাক্যে পরম পুরুষ শ্রীহরির নাম-সমূহ কীর্ত্তিত, যাঁর মস্তকে অতিশয় সরল উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র অঙ্কিত, কণ্ঠে পদ্মবীজ মালা, আমি তাহার ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদ স্বরূপ হইয়া থাকি ॥ ৩২১ ॥

টীকা—বিষ্ণোশ্চিহ্নৈঃ; যস্য বাচি নাম্নাং কীর্ত্তনমিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ম্; এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ৩২১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবদুক্তৌ—

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥৩২২

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণকারী অপবিত্র বা অনাচারী যাই হউক না কেন আমাকেই লাভ করেন সন্দেহ নাই ॥ ৩২২ ॥

স্কান্দে—

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৩২৩॥
তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
বিষ্ণূত্তীর্ণাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাম্ ॥৩২৪
তুলসীদলজা মালা ধাত্রীফলকৃতাপি চ।
দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষ্ণুসেবিনাম্ ॥৩২৫

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—যাহার দেহে ধাত্রীফল ও তুলসী-কাষ্ঠের মালা থাকে তিনি ভাগবতোত্তম। যিনি বিষ্ণুর প্রসাদী তুলসী পত্র-মালা ধারণ করেন তিনি দেবগণের নমস্য হন, বিষ্ণু সেবীগণের কথা কি? তুলসীপত্র নির্ম্মিতা ও আমলকী ফল দ্বারা তৈরী মালা পাপীগণেরও মুক্তিদাত্রী ॥ ৩২৩-৩২৫ ॥

টীকা—তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা চ ॥ ৩২৩ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

যঃ পুনস্তুলসীমালাং কৃত্বা কণ্ঠে জনার্দ্দনম্।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতম্ ॥৩২৬॥

অনুবাদ—সেখানে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—যিনি পুনঃ কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি প্রত্যেক পুষ্পার্পণে অযুত গোদান জন্য পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—গবাযুতম্—অযুতসংখ্য-গোদানফলমিত্যর্থঃ ॥ ৩২৬ ॥

যাবল্লুঠতি কণ্ঠস্থা ধাত্রীমালা নরস্য হি।
তাবত্তস্য শরীরে তু প্রীত্যা লুঠতি কেশবঃ ॥৩২৭॥
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলৌ নৃণাম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে কেশবালয়ে ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—মনুষ্য শরীরে কণ্ঠলগ্ন আমলকীমালা যতদিন বিলুণ্ঠিত হয়, শ্রীহরি ততদিন প্রীতির সহিত তাঁহার শরীরে লুণ্ঠিত হন। কলিযুগে আমলকীফলের মালা মানবগণের যাঁহার যত সংখ্যক লোম স্পর্শ করে, তাঁহার তত সহস্র বৎসর হরিধামে বাস হয় ॥ ৩২৭-৩২৮ ॥

যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ।
তাবদ্যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ ॥ ৩২৯ ॥
মালাযুগ্মঞ্চ যো নিত্যং ধাত্রীতুলসিসম্ভবম্।
বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটিং দিবং বসেৎ ॥৩৩০॥

অনুবাদ—কলিযুগে মানব যতদিন আমলকী-ফলের মালা ধারণ করেন, তত সহস্র যুগ তাঁহার বৈকুণ্ঠ ধামে বাস হয়। যিনি নিত্য কণ্ঠে ধাত্রী ও তুলসী মালা দুইটি বহন করেন, কোটি কল্প তাঁহার দেবলোকে বাস হয় ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

টীকা—তুলসিসম্ভবমিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥ ৩৩০ ॥

গারুড়ে চ মার্কণ্ডেয়োক্তৌ—
তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তু যঃ।
পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলম্ ॥৩৩১॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবম্ ॥৩৩২
নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকম্।
সদা প্রীতমনাস্তস্য কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিতেছেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী তুলসীপত্রের মালা গলায় পরেন, তিনি ঐ মালাস্থিত প্রতিটি পত্রের জন্য দশ দশ অশ্বমেধের ফলভাগী হন। প্রত্যহ তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণকারী দ্বারকাবাসের ফল পান। প্রসাদী তুলসী-মালা ধারণে পাপহীনতা আসে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ৩৩১-৩৩৩ ॥

টীকা—দ্বারকোদ্ভবং দ্বারকানিবাসজং ফলং তস্মৈ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩২ ॥

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥৩৩৪
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্য ভূষণম্।
বাহ্বোঃ করে চ মর্ত্তস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ ॥৩৩৫

অনুবাদ—তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণকারীর প্রায়শ্চিত্তে প্রয়োজন নাই এবং তাঁহার অশৌচ হয় না। মস্তকে, দেহে বা হাতে তুলসীর অলঙ্কার থাকিলে শ্রীহরির অবস্থিতি হয় ॥ ৩৩৪-৩৩৫ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥৩৩৬

অনুবাদ—কলিকালে তুলসী-কাষ্ঠ-মালিকা ধারণকারীর দেব, পিতৃকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম কোটি গুণ ফলপ্রদ হয় ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—পুণ্যং পুণ্যকর্ম্ম, পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ তৎসম্বন্ধি কর্ম্ম কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ, বিশেষতঃ কলৌ ॥ ৩৩৬ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধৃতং যথা দলম্ ॥৩৩৭॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং কৃচিৎ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—ইহা দেখিয়া যমদূতগণ দূর হইতেই পলায়ন করে এবং ভ্রমণে দুর্ঘটনা, দুঃস্বপ্ন বা শস্ত্রজনিত ভয় নাশ হয় ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি, পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৭ ॥

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসন-বিধিঃ

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ যথাবিধি।
কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদি-তর্পণম্ ॥ ৩৩৯ ॥
শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণম্।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ বৈষ্ণবৈস্তু সমং মতম্ ॥৩৪০॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব উক্ত নিয়মে মালা ধারণ করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং তাহাতে শ্রীহরির চরণামৃত দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিবে। মাথায় বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ধারণ ও বিষ্ণুচরণোদক দ্বারা পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণ, বৈষ্ণবগণ এই উভয়কে তুল্য বলিয়াছেন ॥ ৩৩৯-৩৪০ ॥

টীকা—পূর্ব্বং বহিস্তীর্থস্নানে সন্ধ্যোপাসনাদিকং

লিখিতম্, ইদানীং গৃহবিষয়কং তল্লিখতি—সন্ধ্যেতি। তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা—বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং তদ্বহনমিত্যর্থঃ; তদ্দ্বয়ং সমং তুল্যং মতম্ ॥ ৩৪০ ॥

———

সন্ধ্যোপাস্তৌ চ বশিষ্ঠবচনম্—

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা।
শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—সন্ধ্যা-উপাসনা-বিষয়ে শ্রীবশিষ্ঠ বলিয়াছেন—গৃহে সন্ধ্যা উপাসনায় একগুণ, গোষ্ঠ-মধ্যে দশগুণ, নদীতে শতসহস্রগুণ এবং শ্রীহরি-সমীপে অসংখ্য গুণ ফল লাভ হয় ॥ ৩৪১ ॥

———

অথ শ্রীগুরুপূজা

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুম্।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদপায়নম্ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়া অগ্রে সমীপবর্ত্তী শ্রীগুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপায়ন অর্পণ করিয়া নমস্কার করতঃ ভক্তি সহকারে পূজা করিবে ॥ ৩৪২ ॥

———

স্মৃতিমহার্ণবে—

রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥৩৪৩

অনুবাদ—স্মৃতি-মহার্ণবে বলা হইয়াছে—রিক্তহস্তে রাজা, গুরু ও চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নাই এবং উপায়ন হস্তে লইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না ॥ ৩৪৩ ॥

টীকা—পশ্যেত পশ্যেৎ; নিরীক্ষয়েৎ স্বার্থে ইণ্ নিরীক্ষেত ॥ ৩৪৩ ॥

———

কিঞ্চ, শ্রীভগবদুক্তৌ—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥৩৪৪

অনুবাদ—শ্রীভগবানের কথায়—প্রথমে শ্রীগুরুদেবের পূজা, তৎপরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, ইহার বিপরীতে পূজা ফলবতী হয় না ॥৩৪৪॥

টীকা—এবং কিঞ্চিদুপায়নং দত্ত্বেত্যত্র প্রমাণবচনং সংগৃহ্যাধুনা সন্নিহিতং সন্তং গুরুমাদৌ পূজয়েদিতি শ্রীভগবদ্বচনাদিনা প্রমাণয়তি—প্রথমমিতি দ্বাভ্যাম্। পূজ্য পূজয়িত্বা ॥ ৩৪৪ ॥

———

শ্রীনারদেন চ—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদও বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবের সমীপে যে ব্যক্তি অগ্রে অন্যের পূজা করে, তাহার দুর্গতি ঘটে এবং তাহার পূজা নিষ্ফল হয় ॥ ৩৪৫ ॥

———

অথ শ্রীগুরুমাহাত্ম্যম্

শ্রুতিষু (শ্রীশ্বেতাঃ ৬।২৩)—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৩৪৬॥

অনুবাদ—শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার দেবতার প্রতি যেমন সেইরূপ গুরুদেবের প্রতিও ভক্তি, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সমস্ত বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—অর্থাঃ পুরুষার্থাঃ ॥ ৩৪৬ ॥

———

একাদশস্কন্ধে (১৭।২৭) শ্রীভগবদুক্তৌ—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৩৪৭ ॥

দশমস্কন্ধে (৮০।৩৪) চ—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে—শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে উদ্ধব! আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কখনও তাঁহার অমর্য্যাদা করিবে না এবং

মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি দোষ দৃষ্টি রাখিবে না, যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়। তথা দশমে—আমি সর্ব্বভূতাত্মা গুরু-সেবা দ্বারা আমি যেমন সন্তুষ্ট হই, গাহস্থ্য-ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যতি-ধর্ম্ম আচরণেও সেইপ্রকার সন্তুষ্ট হই না॥৩৪৭-৩৪৮

টীকা—নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ ॥৩৪৭॥

টীকা—ইজ্যা যজ্ঞো গার্হস্থ্যধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্ট-জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্। তথা তপসা বানপ্রস্থধর্ম্মেণ, উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা, অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং, যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া ॥ ৩৪৮ ॥

সপ্তমস্কন্ধে (১৫।২৬) শ্রীনারদোক্তৌ—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—সপ্তমে শ্রীনারদের কথায়—হে রাজন্! সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ এবং জ্ঞানালোক-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবে যে ব্যক্তি মনুষ্যজ্ঞানরূপ অসৎ ভাবনা করে, তাহার সমস্তশাস্ত্র শ্রবণ হস্তিস্নানের মত বৃথা হয় ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—গুর্ব্বভক্ত্যা পরমানর্থোক্ত্যা গুরুভক্তিমেব দ্রঢ়য়তি—যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভুতে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি অসদ্বুদ্ধিঃ, শ্রুতং শাস্ত্রাভ্যাসঃ, কুঞ্জরশৌচবৎ ব্যর্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪৯ ॥

অন্যত্রাপি—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যস্মোহতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং
শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্ ॥ ৩৫০॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—যেহেতু শিষ্য শ্রীগুরুদেবে অচলা ভক্তি করিয়া আমাদিগকে লঙ্ঘন-পূর্ব্বক বিষ্ণুকে লাভ করিবে, সেই হেতু দেবতারা সাধকের গুরুভক্তি মন্দীভূত করেন ॥ ৩৫০ ॥

মনুস্মৃতৌ—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥৩৫১

কিঞ্চ—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥৩৫২

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—অজ্ঞকেই বালক বলা হয়, যিনি মন্ত্রদাতা তিনিই পিতা। পণ্ডিতগণের মত—জ্ঞানহীনব্যক্তি বালক এবং মন্ত্রদাতা পিতা—ইহা নিশ্চিত। আরও বলা হইয়াছে—গুরুদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব, পর-ব্রহ্মও তিনিই। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বদা সম্যক্-রূপে পূজা করিবে ॥ ৩৫১-৩৫২ ॥

টীকা—সংপূজয়েদ্ রুমেব ॥ ৩৫২ ॥

বামনকল্পে ব্রহ্মণো বাক্যম্—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ
যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।
গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ ॥৩৫৩

অনুবাদ—বামনকল্পে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু, তিনিই হরি। যাঁহার প্রতি শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট থাকেন স্বয়ং ভগবানও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুদেবের সমান আসনে বা তদপেক্ষা উচ্চাসনে বসিবে না, উপবেশন, করিবে না ॥ ৩৫৩ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুম্।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৫৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যে বলা হইয়াছে—অতএব বিধান অনুসারে সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের সহিত অভেদবোধে পূজাকারী মুক্তিফল পাইয়া থাকেন ॥ ৩৫৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভাগবতে চ হরিশ্চন্দ্রস্য—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥৩৫৫

কামক্রোধাদিকং যদ্যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে এবং ভাগবতে শ্রীহরিশ্চন্দ্র বাক্যে শ্রীগুরুসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম এর উপর আর কোন ধর্ম্ম নাই। শ্রীগুরুদেবে ভক্তি-নিষ্ঠ হইলে কাম-ক্রোধাদি আত্মার অহিতকারী সব কিছুই জিত হয় ॥ ৩৫৫-৩৫৬ ॥

———

পাদ্মে—

পিতুরাধিক্যভাবেন যেঽর্চ্চয়ন্তি গুরুং সদা।
ভবন্ত্যতিথয়ো লোকে ব্রহ্মণস্তে বিশাম্বর ॥ ৩৫৭ ॥

তত্রৈব দেবহূতিস্তুতৌ—

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥৩৫৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সতত পূজা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের অতিথি হইয়া থাকেন। দেবহূতি স্তবে শ্রীহরিতে আমার যেরূপ ভক্তি আছে শ্রীগুরুদেবেও সেই প্রকার নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্য দ্বারা শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

———

আদিত্যপুরাণে—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥৩৫৯॥

অনুবাদ—আদিত্যপুরাণে—সৌরমতে বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ যাহাই হউন, শ্রীগুরুদেবই জনার্দ্দন। স্বপথে থাকুন বা বিপথগামী হউন সর্ব্বদা শ্রীগুরুই একমাত্র গতি ॥ ৩৫৯ ॥

———

অন্যত্র চ—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থানে বলা হইয়াছে—শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষক হয় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৩৬০ ॥

———

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধাঃ।
গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্ ॥ ৩৬১ ॥
তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তৎ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে—প্রহার বা শাপ প্রদান করুন, বিরুদ্ধ বা রুষ্ট যাহাই হউন, গুরুজনদের পূজা ও প্রণাম করিয়া ঘরে আনয়ন করিবে। আগে মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কথা বলিয়া প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য গুরুর কথা বলিতেছেন। কূর্ম্ম-পুরাণে বলা হইয়াছে—বেদাধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নৃপতি, মাতুল, শ্বশুর, সূত অর্থাৎ পুরাণ বক্তা, মাতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য, ইঁহারা সকলেই গুরু—পদবাচ্য। সেই জন্মই প্রশংসার, সেই দিনই ধন্য, সেই ঘটিকাই পবিত্র, যাহাতে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করা যায় ॥৩৬১-৩৬২॥

টীকা—গুরব ইতি বহুবচনং গৌরবেণ; যদ্বা, প্রসঙ্গাদন্যেষামপি গুরূণাং সংগ্রহার্থম্; তে চোক্তাঃ কৌর্ম্মে—'উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহী-পতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরঃ সূতো মাতামহ-পিতামহৌ ॥ বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ। গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ। তেষা-মাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা ॥' কিঞ্চ—'যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যাপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ। পূজনীয়া বিশে-ষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ইতি ॥ ৩৬১ ॥

———

কিঞ্চ—

উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে ॥৩৬৩॥
বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥৩৬৪॥

অন্যত্র চ—

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে ।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—আরও কথিত হইয়াছে—পরম্পরা-ক্রমে আগত বেদবিহিত উপদেষ্টাকে অর্থাৎ শ্রীগুরু-দেবকে, যাহারা পরিত্যাগ করে তাহারা কৃতঘ্ন। তাহাদের মরণ হইলে মাংসভোজী পশুপক্ষীগণও ঐ কৃতঘ্নের মাংস ভোজন করে না। শ্রীগুরুদেব যাহাকে পরিত্যাগ করেন, শ্রীহরি তাহাকে আগেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহার জ্ঞান দূষিত হয় এবং দৌরাত্ম্য প্রকাশ পায়। অন্য স্থানে আরও বলা হইয়াছে—যে একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সেই শ্রীগুরুকে মোহবশতঃ ত্যাগ করে, সেই নরাধম কোটিকল্প নরকে পচিয়া থাকে ॥ ৩৬৩-৩৬৫ ॥

টীকা—গুরুত্যাগেন পরমানর্থং দর্শয়ন্ গুরু-মাহাত্ম্যমেব প্রচয়তি—উপদেষ্টারমিতি ত্রিভিঃ। আম্নায়াগতং কুলক্রমাম্নাতং বেদবিহিতং বা ॥৩৬৩

টীকা—বোধঃ জ্ঞানং বিদ্যা বা ॥ ৩৬৪ ॥

টীকা—গুরুং প্রতিপদ্য, গুরুত্বেন স্বীকৃত্য ॥৩৬৫

অত্রাপবাদঃ

পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥৩৬৬॥

অনুবাদ—পঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বিশেষ বিধি—অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। ঐরূপ হইলে ভজনেচ্ছুক ব্যক্তি পুনরায় নিয়ম অনুসারে বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—'মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থঃ' ইত্যনেন উপ-দেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চিদপি গুরুর্ন ত্যাজ্য ইতি লিখিতম্, অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চে-ত্তর্হি স পরিত্যাজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বগ্রাপবাদং লিখতি—অবৈষ্ণবেতি। গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইন্ মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ, যদ্বা,—সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ং, পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ ॥ ৩৬৬ ॥

অথ শ্রীগুরুভক্তি-ফলম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম ॥ ৩৬৭ ॥
যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—হে মুনিসত্তম! শ্রীগুরুদেবের আদেশ অমান্যকারী, অবমাননাকারী নরাধমেরা নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পায় না ও পুত্র-মিত্র কলত্রাদি সম্পৎ-সমূহ হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ৩৬৭-৩৬৮ ॥

অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে ।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষ্বপি ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রীগুরুদেবকে তিরস্কার করে বা সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহারা শতজন্ম পর্য্যন্ত শূকর দেহ লাভ করে ॥ ৩৬৯ ॥

যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৩৭০
অতঃ প্রাগ্‌গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্ ।
ত্র্যবরানসমান্ কুর্য্যাৎ প্রণামান্ দণ্ডপাতবৎ ॥৩৭১॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা পাপকর্ম্মকারী, গুরুদ্রোহী ব্যক্তিদের পুণ্যটুকু পাতক রূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের পূজা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া অন্ততঃ তিনবার প্রণাম করিবেন ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

টীকা—শ্রীগুরুভক্তের্দার্ঢ্যায়ৈব তদভক্তানাং দুর্গতি-দোষান্ লিখতি—যে গুর্ব্বাজ্ঞামিত্যাদিনা। অতএব সততং পাপকারিণো ভবন্তি ॥ ৩৬৭-৩৭০ ॥

অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসবচনম্—

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ॥
ইতি॥ ৩৭২॥

অনুবাদ—অতএব কূর্ম্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেবের বচন—হাত দুটি উলটা পালটা করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে অর্থাৎ বাম করে বামচরণ ও দক্ষিণ করে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করিবে॥ ৩৭২॥

টীকা—ব্রয়োঽবরা অন্ত্যা যেষু তান্ ত্রিভ্যোঽন্ নানিত্যর্থঃ; অসমান্ অযুগ্মান্। উপসংগ্রহণং শ্রীপদদ্বয়ধারণং, তৎপ্রকারমেবাহ—সব্যেনেতি, নিজ-সব্যপাণিনা গুরোঃ সব্যপাদ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ৩৭১-৩৭২॥

———

অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ সাধকঃ।
প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং
প্রবেক্ষ্যন্ পাদুকে ত্যজেৎ॥ ৩৭৩॥

অনুবাদ—অতঃপর সাধক শ্রীগুরুদেবের আদেশ লাভ করিয়া সুমার্জ্জিত শ্রীহরিগৃহে প্রবেশ করিবার আগে পাদুকা পরিবর্জ্জন করিবেন॥ ৩৭৩॥

টীকা—শ্রীগুরুপাদানামিতি গৌরবেণ বহুত্বম্। সাধকঃ শ্রীভগবদারাধকঃ, প্রবেক্ষ্যন্ প্রবেশং করিষ্যন্ পূর্ব্বমেবেত্যর্থঃ, পরিবর্জ্জয়েদগ্ন্যাগারাদিভ্যো দূরতস্ত্য-জেদিত্যর্থঃ॥ ৩৭৩॥

———

তথা চাপস্তম্বঃ—

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ইতি॥ ৩৭৪॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—আহবনীয় অগ্নি যে গৃহে সংরক্ষিত থাকে, সেই গৃহে, গোগৃহে, দেব-ব্রাহ্মণ সমীপে, জপসময়ে এবং ভোজনকালে পাদুকা পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৭৪॥

———

ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্যাঙ্গনং গতঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ॥ ৩৭৫॥

তথা চ মার্কণ্ডেয়ে—

দেবার্চ্চনাদিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদেব ভুজিক্রিয়াম্॥
ইতি॥ ৩৭৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কারো নাম চতুর্থো বিলাসঃ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীভগবানের পূজামন্দিরের উঠানে পৌঁছিয়া হাত পা ধুইয়া দু'বার আচমন করিবে। এই বিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—সম্যক্ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আচমন করিয়া দেব-পূজাদি ক্রিয়া, গুরু-প্রণাম এবং ভোজন করিবে॥ ৩৭৫-৩৭৬॥

ইতি শ্রীগোপাল-ভট্ট বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার নামক চতুর্থ বিলাস সমাপ্ত॥ ৪॥

টীকা—সম্যগাচম্যেতি দ্বিরাচমনং, বোধয়তি, তত্রৈব সম্যক্ত্বাৎ॥ ৩৭৬॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং চতুর্থো বিলাসঃ।
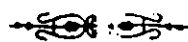
পঞ্চম-বিলাসঃ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং পূজাক্রমার্ণবম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও নানামত-রূপ-কুম্ভীরাদি হিংস্রজীবকুল-পরিব্যাপ্ত পূজাবিধি-ক্রমরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীচৈতন্যায় নমঃ। বালোঽজ্ঞঃ, পক্ষে শিশুঃ, নানাবিধমতান্যেব গ্রাহাস্তৈর্ব্যাপ্তং, পূজায়াঃ ক্রমো বিধিঃ, বিধানুক্রমো বা স এবার্ণবস্তম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্‌গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ।
লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধির্গূঢ়ঃ ক্রমদীপিকয়েক্ষিতঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ গোপালদেবের অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র অনুসারে ক্রমদীপিকার মত অনুযায়ী পূজাবিধি রহস্য লেখা হইতেছে ॥ ২ ॥

টীকা—অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যোঽর্চ্চাবিধিঃ পূজা-প্রকারঃ, স লিখ্যতে। যদ্যপি দশাক্ষরাদিনাপি পূজা-বিধৌ ভেদো নাস্তি, তথাপি ন্যাসাদিভেদাপেক্ষয়া তথা লিখিতম্। গূঢ়োঽপি ক্রমদীপিকয়া শ্রীকেশবাচার্য্য-বিরচিতয়া ঈক্ষিতঃ দর্শিতঃ সন্, অতঃ ক্রমদীপিকো-ক্তানুসারেণ লেখ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

আগমোক্তেন মার্গেণ ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরপি।
সদৈব পূজ্যোঽতো লেখ্যঃ প্রায় আগমিকো বিধিঃ ॥৩

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণও সর্ব্বদা তন্ত্র-কথিত নিয়ম অনুসারেই শ্রীভগবানের পূজা করিবেন। সুতরাং প্রায়শঃ তন্ত্রোক্ত-বিধান অনুসারেই পূজাবিধি বর্ণিত হইবে ॥ ৩ ॥

তথা চ বিষ্ণুযামলে—

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুযামলেও লিখিত আছে যে,—সত্য-যুগে বেদবিহিত বিধি, ত্রেতাযুগে স্মৃতি-প্রতিপাদিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত এবং কলিতে আগম-সম্মত বিধিই নির্দ্দিষ্ট ॥ ৪ ॥

টীকা—তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনেত্য-নেন তৈরপি আগমিকবিধিনৈব পূজা কার্য্যেতি ভাবঃ। তথা চৈকাদশস্কন্ধে (৫।৩১)—'নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' ইতি। তত্র শ্রীধর-স্বামিপাদাঃ—'নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।' ইতি ॥ ৩-৪ ॥

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে জাত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য অশুচি, আগম-কথিত বিধানদ্বারা তাঁহাদিগের শুদ্ধি জন্মে, বেদোক্ত বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের শুদ্ধি হয় না ॥ ৫ ॥

অথ দ্বারপূজা

শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবেভ্যো দত্ত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ।
গন্ধপুষ্পৈরর্চ্চয়েত্তান্ যথাস্থানং যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দ্বারপূজা—শ্রীগুরুদেবের পূজার পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারস্থিত দেবগণকে পাদ্যাদি প্রদান করতঃ যথাস্থানে ও যথাক্রমে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা তাঁহা-দিগকে পূজা করিবে। ৬ ॥

টীকা—তান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবান্, প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকমিত্যগ্রে লেখ্যত্বাদত্রৈবং প্রয়োগঃ—শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পাদ্যার্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা গন্ধাদিভিঃ পুনর্বিশেষেণ পূজয়ে-দিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি 'সপরিবারেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপার্ষ-দেভ্যো নমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৬ ॥

দ্বারাগ্রে সপরীবারান্ ভূপীঠে কৃষ্ণপার্ষদান্।
তদগ্রে গরুড়ং দ্বারস্যোর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং যজেৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ দ্বারের অগ্রে যে পৃথিবীরূপ পীঠে সপরিবারে কৃষ্ণপার্ষদবর্গের, তৎসম্মুখে গরুড়ের ও তাহার পর দ্বারের ঊর্দ্ধ্বভাগে দ্বারলক্ষ্মীর পূজা করিবে ॥ ৭ ॥

প্রাগ্দ্বারোভয়পার্শ্বে তু যজেচ্চণ্ড-প্রচণ্ডকৌ ।
দ্বারে চ দক্ষিণে ধাতৃবিধাতারৌ চ পশ্চিমে ॥ ৮ ॥
জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলং প্রবলমুত্তরে ।
দ্বন্দ্বশস্ত্বেবমভ্যর্চ্চ্য দেহল্যাং বাস্তুপুরুষম্ ॥ ৯ ॥
দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাং যমুনাঞ্চ ততোঽর্চ্চয়েৎ ।
তৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং তথা পদ্মনিধিং যজেৎ ॥১০

অনুবাদ—পূর্ব্বদ্বারের দুইদিকে চণ্ডের ও প্রচণ্ডের, দক্ষিণদ্বারে ধাতার ও বিধাতার, পশ্চিমদ্বারে জয়ের ও বিজয়ের, উত্তরদ্বারে বলের ও প্রবলের পূজা করিবে। এইরূপে প্রতিদ্বারে দুই দুই দেবের পূজা করিয়া দরজার সম্মুখে বাস্তুপুরুষের পূজা করতঃ দরজার ভিতরে দুই দিকে গঙ্গা ও যমুনার পূজা করিবে। তাহার দুই দিকে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির পূজা করিবে ॥ ৮-১০ ॥

টীকা—এবং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব পূজাবিধি-র্লিখিতঃ ; ইদানীং যথাস্থানং যথাক্রমমিতি যল্লিখি-তং, তদেব বিবিচ্য লিখতি—দ্বারাগ্র ইতি দ্বাভ্যাম্। তত্রাপ্যাদৌ দ্বারস্যাগ্রে যৎ ভূরূপং পীঠং, তত্র সমস্ত-পরিবারান্বিতান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদান্ যজেৎ পূজয়েৎ। অনন্তরং তস্য দ্বারস্যাগ্রে গরুড়ং ; যদ্যপি দ্বারশ্রিয়োঽর্চনং প্রবলার্চ্চনানন্তরমেব ক্রমদীপিকায়ামুক্তং; তথাপি ইষ্টেতি ক্ত্বা প্রত্যয়েন চণ্ডাদিপূজাতঃ পূর্ব্বকাল এবেতি বোধিতং, তথৈব সদাচারাৎ। কিঞ্চ, দ্বন্দ্বশ ইত্যগ্রে লিখনাৎ 'চণ্ডপ্রচণ্ডাভ্যাং নমঃ' ইত্যেবং যুগ্মত্বেন প্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭-৯ ॥

টীকা—দ্বারস্যান্তঃ অভ্যন্তরে তৎপার্শ্বদ্বয়ে তয়ো-র্গঙ্গাযমুনয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে ॥ ১০ ॥

গণেশং মন্দিরস্যাগ্নিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈর্ঋতে ।
বাণীং বায়ব্য ঐশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চ্চয়েৎ ॥ ১১ ॥
দ্বাঃশাখামাশ্রয়ন্ বামাং সঙ্কোচ্যাঙ্গানি দেহলীম্ ।
অস্পৃষ্ট্বা প্রবিশেদ্বেশ্মন্যস্যন্ প্রাগ্দক্ষিণং পদম্ ॥১২

অনুবাদ—এরপর মন্দিরের অগ্নিকোণে গণেশের, নৈর্ঋত কোণে দুর্গার, বায়ুকোণে সরস্বতীর ও ঈশান কোণে ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হইবে। পরে নিজ বামভাগস্থিত দ্বারশাখা অর্থাৎ চৌকাঠের সহিত সংলগ্নভূমি কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া অঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক দেহলী স্পর্শ না করিয়া প্রথমে ডান পা রাখিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে ॥ ১১-১২ ॥

টীকা—আগ্নেয়কোণে গণেশমর্চ্চয়েৎ ; তথাচোক্তং ক্রমদীপিকায়াম্—'পরিবারাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে পুনঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ। দ্বারাগ্রাবলিপীঠেঽর্চ্চ্যাঃ পক্ষীন্দ্রশ্চ তদগ্রতঃ ॥ চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্ধাতৃ-বিধাতারৌ চ দক্ষিণে। জয়শ্চ বিজয়ঃ পশ্চাদ্বলঃ প্রবল উত্তরে ॥ ঊর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং চেষ্টা দ্বার্য্যেতান্ যুগ্মশোঽর্চ্চয়েৎ। পূজ্যো বাস্তুপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃপীঠমধ্যতঃ ॥ দ্বারান্তঃ পার্শ্বয়োরর্চ্চ্যা গঙ্গা চ যমুনা নদী। কোণেষু বিষ্ণুং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রে সমর্চ্চয়েৎ ॥' ইতি ॥ ১১ ॥

টীকা—বামাং স্ববামভাগবর্ত্তিনীং দ্বারশাখাম্ আশ্রয়ন্ ঈষৎ স্পৃশন্, নিজাঙ্গানি সঙ্কোচ্য দেহলীম্ অস্পৃষ্ট্বা ন লঙ্ঘয়িত্বেত্যর্থঃ। দক্ষিণং পদং প্রাক্ আদৌ ন্যস্যন্। দক্ষিণপাদন্যাসক্রমেণেত্যর্থঃ। বেশ্ম শ্রীভগবন্মন্দিরং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যন্নিতি পূর্ব্ব-লিখনাৎ। প্রবিশেৎ তন্মধ্যং শনৈঃ পূজকো গচ্ছেৎ ॥ ১২ ॥

তথা চ সারদাতিলকে—

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং দেহলীং লঙ্ঘয়ন্ গুরুঃ ।
অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সারদাতিলকেও কথিত হইয়াছে—গুরু বামশাখা বাম দিকের দরজার বাজু একটু ছুঁইয়া দেহলী লঙ্ঘন ও অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া ডান পা ফেলিয়া ভিতরে যাইবে ॥ ১৩ ॥

টীকা—গুরুরিতি দীক্ষাবিধানোক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অথ গৃহপ্রবেশমাহাত্ম্যম্

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোরর্চ্চনার্থং সুভক্তিমান্ ।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গৃহপ্রবেশের মাহাত্ম্য শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে—পূজা করিবার জন্য ভক্তিভাবে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট প্রাজ্ঞব্যক্তির জননী-জঠররূপ কারাগারে প্রবেশ হয় না ॥ ১৪ ॥

অথ গহান্তঃপূজা

নৈর্ঋতে বাস্তুপুরুষং ব্রহ্মাণমপি পূজয়েৎ।
আসনস্থো যজেত্তাংস্তানন্যত্র ভগবদ্‌গৃহাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গৃহাভ্যন্তরে পূজা—গৃহের নৈর্ঋত কোণে বাস্তুপুরুষের ও ব্রহ্মার পূজা করিবে। যেগৃহে শ্রীভগবান বিরাজিত, তাহা বাদ দিয়া অন্যত্র আসনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ পার্ষদগণের পূজা করিবে ॥ ১৫ ॥

টীকা—ভগবদ্‌গৃহাৎ দেবালয়াদন্যত্র পরস্মিন্ স্থানে তাংস্তান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদাদীন্ সর্ব্বান্, আসনস্থঃ আসনে উপবিষ্টঃ সন্নেব পূজয়েৎ; যত এব তথাগ্রে লেখ্যং বিঘ্ননিবারণম্। পূজারম্ভে দ্বারদেবতাপূজায়াঃ প্রাগেব ভগবদ্‌গৃহে তু তিষ্ঠন্নেব তাংস্তান্ পূজয়েদিত্যর্থ; ভগবদগ্রেঽন্যপূজার্থাসনাযোগ্যত্বাৎ। যদ্বা, তত্তৎপূজার্থং তত্তদগ্রে গমনেন পুনঃ পুনরাসনাসক্তত্বাৎ, মুহুরাসনেন কালক্ষেপাচ্চ। অতএব পার্ষ্ণিপ্রহারাদিনা বিঘ্ননিবারণমত্রালিখিত্বা নিশ্চলাসনাবসরেঽগ্রে লিখিষ্যতে ॥ ১৪-১৫ ॥

তত্তৎপূজামন্ত্রশ্চোক্তঃ—
প্রণবাদি-চতুর্থ্যন্তং দেবানাম নমোঽন্তকম্।
পূজামন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্ব্বত্রার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ইতি॥১৬॥

অনুবাদ—তাহার মন্ত্র যথা—আদিতে ওঙ্কার, পরে আরাধ্য দেবতার নামে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত, শেষে নমঃ শব্দ প্রয়োগ অর্থাৎ "ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"—সমুদায় পূজা-কর্ম্মে এই প্রকার পূজামন্ত্র কথিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

টীকা—অত্র প্রায়ো দেবালয়ান্তঃপূজাবিধিলিখনাৎ কেচিচ্চ দ্বারপূজানন্তরং গৃহান্তঃপ্রবেশাৎ প্রাগেব বিঘ্ননিবারণমিচ্ছন্তি। অত্র সৎসম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্। দেবস্য পূজাস্য নাম, পূজামন্ত্রমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥ ১৬ ॥

অথ কৃষ্ণাগ্রতস্তিষ্ঠন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং ক্ষিপেৎ।
পুষ্পাক্ষতান্ সমস্তাসু দিক্ষু তন্ত্রোক্তমন্ত্রতঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া দিক্-সমূহ বন্ধনপূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে "ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ নমঃ মন্ত্রে" সকল দিকে ফুল ও আতপচাউল নিক্ষেপ করিবে ॥ ১৭ ॥

টীকা—অত্র দিগ্বন্ধনে পুষ্পক্ষেপণে চ উক্তঃ শাস্ত্রে যো মন্ত্রঃ—'ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ নমঃ' ইতি তেনেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথ পূজার্থাসনম্

ততশ্চাসনমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য চাসনম্।
তস্মিন্নুপবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তারপর আসনমন্ত্র "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ" দ্বারা আসনকে অভিমন্ত্রিত করতঃ পূজা করিয়া সেই আসনের উপর পদ্মাসনে(১) অথবা স্বস্তিকাসনে(২) বসিবে ॥ ১৮ ॥

টীকা—অভ্যর্চ্চ্য 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' ইতি সংপূজ্য। তস্মিন্ আসনে, তত্র পদ্মাসনং—'সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ। তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ ॥ বিষ্টভ্য কট্যুরো গ্রীবানাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ। পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতম্ ॥' ইতি। কচিচ্চ—বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্ততঃ' ইত্যাদি। স্বস্তিকং চোক্তম্—'জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদ-

(১) পদ্মাসন—বাম পদ লইয়া দক্ষিণ উরুর উপর এবং দক্ষিণ পদ লইয়া বাম উরুর উপর চিৎ করিয়া স্থাপন করিবে। কটিদেশ, গ্রীবাদেশ ও বক্ষঃস্থল সোজাভাবে রাখিয়া চক্ষুঃ নাসার অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিয়া উপবেশন করার নাম পদ্মাসন।

(২) স্বস্তিকাসন—জানুদেশ ও উরুদেশের মধ্যভাগে উভয় পদতল স্থাপন পূর্ব্বক সরলভাবে উপবেশন করার নাম স্বস্তিকাসন।

তলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

———

তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্‌মুখো ভবেৎ।
উদঙ্‌মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সম্মুখঃ ॥ ১৯ ॥

তথা চৈকাদশস্কন্ধে (২৭।৯)—

আসীনঃ প্রাগুদগ্‌বার্চ্চে৽ৎ স্থিরায়াত্ত্বথ সম্মুখঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনকারী নিশ্চলভাবে ও সম্মুখীন হইয়া দিনের বেলায় পূর্ব্বমুখে ও রাত্রিকালে উত্তরমুখে এবং প্রতিমা থাকিলে তাঁহাকে সম্মুখভাগে রাখিয়া বসিবে। একাদশেও এইরূপই বলা হইয়াছে ॥ ১৯-২০ ॥

টীকা—তত্র আসনে, প্রায় ইতি দিবা প্রাঙ্‌মুখত্বস্য, নক্তং চোদঙ্‌মুখত্বস্য প্রশস্তত্বাৎ ॥ ১৯-২০ ॥

———

অথাসনমন্ত্রঃ

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ।
কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ॥ ২১ ॥
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এখন আসনমন্ত্র বলা হইতেছে—আসন-মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, সুতল উহার ছন্দঃ ও কূর্ম্ম উহার দেবতা, আসনাভিমন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়। হে পৃথ্বি! তুমি সমস্ত লোককে ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও নিত্য আমাকে ধারণ কর এবং এই আসনকে পবিত্র কর ॥ ২১-২২ ॥

———

অথাসনানি

নারদপঞ্চরাত্রে—

বংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্ম্মিতম্।
বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদম্ ॥
কৃষ্ণাজিনং কম্বলং বা নান্যদাসনমিষ্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—বাঁশ, পাথর, কাঠ, মাটি, কুশ ছাড়া অন্য ঘাস (তৃণ) এবং পাতায় তৈরী আসন দারিদ্র, রোগ ও দুঃখ দেয়। অতএব বিদ্বানব্যক্তি এই সব আসন ব্যবহার করিবেন না। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম অথবা কম্বল ছাড়া অন্য আসন গ্রহণীয় নয় ॥ ২৩ ॥

টীকা—তৃণাসনঞ্চ দর্ভাতিরিক্ত-তৃণনির্ম্মিতং জ্ঞেয়ম্। একাদশস্কন্ধে 'প্রাগদর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ' ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ ॥ ২৩ ॥

———

অন্যত্র চ—

কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম কৌষেয়ং বেত্রনির্ম্মিতম্।
বস্ত্রাজিনং কম্বলংবা কল্পয়েদাসনং মৃদু ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, বেত্রনির্ম্মিত, কৃষ্ণাজিনোপরি বস্ত্র, অথবা কম্বল এই সকল দ্বারা কোমল আসন নির্ম্মাণ করিবেন ॥ ২৪ ॥

টীকা—কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মেত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন। তত্র বহূনাং যন্মতং, তদেব স্বসম্প্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতি দিক্ ॥ ২৪ ॥

———

অথ বিশেষতঃ আসনদোষগুণৌ

নারদপঞ্চরাত্রে—

বংশাদাহুর্দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবম্।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে ॥ ২৫ ॥
তৃণাসনে যশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমম্।
দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং দুঃখমোচনম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব বিশেষরূপে আসনের দোষগুণ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বাঁশের আসনে দারিদ্র, পাথরে রোগ, মাটিতে দুঃখ, কাঠে ভাগ্যহীনতা, তৃণময় আসনে যশোহানি, পাতার আসনে চিত্তবিভ্রম, কুশাসনে ব্যাধিনাশ—এবং কম্বলাসনে দুঃখ মোচন হয় ॥ ২৫-২৬ ॥

———

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্‌গীতাসু (৬।১১)—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
ইতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—গীতায় উক্ত হইয়াছে—খুব উঁচু নয়, তা খুব নীচুও নয়, এই ভাবে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ বিশিষ্ট কুশ, তারপর কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, তার উপর পাটের কাপড় পাতিয়া নিজের নিশ্চলাসন পবিত্র স্থানে স্থাপন করিবে। (কম্বলাসন এবং কোমল আসন গৃহীতব্য, কারণ আসন ভাল না হইলে সুস্থ-ভাবে দীর্ঘক্ষণ বসা সম্ভব হয় না)॥ ২৭॥

টীকা—চৈলাজিনকুশোত্তরমিতি প্রথমং প্রাগগ্রকুশাস্তদুপরি কৃষ্ণাজিনং, তদুপরি চীরমিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

যথোক্তমুপবিশ্যাথ সংপ্রদায়ানুসারতঃ।
শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যস্যেত্তত্তৎপদেষু তান্॥ ২৮॥

অনুবাদ—তারপর সম্প্রদায় অনুসারে উল্লিখিত আসনে বসিয়া শঙ্খাদি পূজার দ্রব্যাদি সকল যথা-যোগ্য স্থানে ঠিক ঠিক ভাবে সাজাইয়া লইবে॥ ২৮॥

টীকা—সম্প্রদায়ানুসারত ইতি বিবিধমতভেদাভিপ্রায়েণ, তত্তৎ পদেষু তেষাস্তেষামুচিতস্থানেষু তান্ প্রসিদ্ধান্ অগ্রে লেখ্যান্ বা॥ ২৮॥

তত্র পাত্রাসাদনম্

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যস্যেচ্চ দ্বারি ভাগশঃ॥ ২৯॥
তুলসীগন্ধপুষ্পাদিভাজনানি চ দক্ষিণে।
বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমম্ভসা॥ ৩০॥

অনুবাদ—নিজের বামদিকে সামনে আধার-সহ শঙ্খ, শঙ্খ মাটিতে রাখা নিষেধ। সেই স্থানেই পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও আচমনীয় পাত্র রাখিতে হইবে। ডানদিকে তুলসী, গন্ধ ও পুষ্পাদির পাত্র এবং বাম-দিকে জলের কলসী রাখিবেন॥ ২৯-৩০॥

দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ।
সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।
করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ॥ ৩১॥

অনুবাদ—তৈলপ্রদীপ বামভাগে এবং ঘৃত-প্রদীপ ডানদিকে রাখার নিয়ম। আর আর পূজার দ্রব্য সকল চোখের সামনে সুবিধামত রাখিতে হইবে এবং হাত ধুইবার জন্য নিজের পিছনে একটি পাত্র রাখিতে হইবে॥ ৩১॥

অথ পাত্রাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

দেবীপুরাণে—

নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ।
শঙ্খনীলোৎপলাভানি পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ॥ ৩২॥
রত্নাদিরচিতান্যেব কাঞ্চীমূলযুতানি চ।
যথাশোভং যথালাভং তথা পাত্রাণি কারয়েৎ॥৩৩॥

কিঞ্চ—

হৈমপাত্রেণ সর্ব্বাণি চেপ্সিতানি লভেন্মুনে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা তথা রৌপ্যেণায়ুরাজং শুভং ভবেৎ।
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃন্ময়সম্ভবম্॥ ৩৪॥

অনুবাদ—দেবীপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—পাত্র সকল পদ্মাকৃতি বা অন্য নানাবিধ বিচিত্র আকৃতির করিতে হয়। তাহাদের রং শাঁখের ন্যায় সাদা অথবা নীল-পদ্মের মত নীল কিংবা অন্য পরিষ্কার রং এর হইতে পারে। ঐ সকল পাত্র রত্নাদিদ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে এবং তাহাতে মেখলার মূলভাগ যোগ থাকিবে কিংবা যাহাতে দেখিতে ভাল হয় ও যাহা সহজেই পাওয়া যায় তাহা দ্বারাই পাত্র প্রস্তুত করাইবে। আরও বলা আছে—সুবর্ণপাত্রে অর্ঘ্য প্রদানে সর্ব্বা-ভীষ্ট লাভ হয়, রৌপ্যপাত্রে আয়ু বাড়ে, রাজ্যপ্রাপ্তি ও মঙ্গললাভ হয় এবং তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য ও মাটির পাত্রে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়॥ ৩২-৩৪॥

বারাহে—

সৌবর্ণং রাজতং কাংস্যং যেন দীয়তে ভাজনম্।
তান্ সর্ব্বান্ সংপরিত্যজ্য তাম্রন্তু মম রোচতে॥৩৫
পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিশুদ্ধানাং শুচিঞ্চৈব তাম্রং সংসারমোক্ষণম্॥৩৬॥
দীক্ষিতানাং বিশুদ্ধানাং মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমেবং ভূমি মম প্রিয়ম্॥

ইতি॥ ৩৭॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বর্ণিত আছে—স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা কাংস্য যাহা দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র প্রদান করুক, তাম্রপাত্রেই আমার অধিক প্রীতি। তামা সকল পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্র, নিখিলমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও ভবপাশ মোচক। আমার পূজাপরায়ণ দীক্ষিত পবিত্র ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় তাম্রপাত্রই নির্ম্মাণ করাইবেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥

টীকা—তদেব বিবিচ্য লিখতি—স্বস্যেতিসার্দ্ধ-ত্রয়েণ। আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়স্তৎসহিতং, তত্র স্ববামাগ্রে এব, আদিশব্দেন পাদ্যাচমনীয়-মধুপর্কাঃ, ভাগশঃ পৃথক্ পৃথগিত্যর্থঃ ; দক্ষিণে তুলস্যাদি-পত্রাণি, কলসং প্রেক্ষণীয়জলকুম্ভম্। অপরান্ বস্ত্রালঙ্কারাদীন্, স্বস্যা-গ্রতো দৃষ্টেবিষয়ে গোচরে যৎ পদং স্থানং তস্মিন্ ॥ ২৯-৩৬ ॥

টীকা—দীক্ষিতানাং মধ্যে যো মহৎকর্ম্মপরায়ণ-স্তেন সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ।
তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভাজনম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ বলেন যে,—গব্যাদির সহিত সংযুক্ত হইলে তাম্রপাত্র দূষিত হয়, এই হেতু তাঁহারা মধু-পর্কপাত্র হিসাবে তাম্র ব্যতীত অন্য ধাতুময় পাত্রের বিধান দেন ॥ ৩৮ ॥

টীকা—গব্যস্য ঘৃতব্যতিরিক্তস্য দুগ্ধাদিগোর-সস্য ॥ আদিশব্দান্মধুনশ্চ যোগে দোষাদ্ধেতোঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—'তাম্রপাত্রে স্থিতং গব্যং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা' ইতি। মধুনশ্চ সুরাপরিবর্ত্তেন তাম্রপাত্রে দেয়ত্বাৎ। কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি—'দধি-সর্পির্মধু সমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম' ইতি সাক্ষাদ্ভগব-দ্বরাহোক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

তথৈব শঙ্খমেবার্ঘ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন।
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতম্ ॥
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্যেত্যেবং স্কান্দেঽভিধানতঃ ॥৩৯

অনুবাদ—কোন কোন ব্যক্তি শঙ্খকেই অর্ঘ্যপাত্র হিসাবে পছন্দ করেন। কারণ স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—শঙ্খে করিয়া পবিত্র জল, পুষ্প ও তিলসহ আতপ-চাউল শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ৩৯ ॥

টীকা—কেচনেচ্ছন্তীত্যত্র হেতুং লিখতি—শঙ্খে কৃত্বেতি। স্কান্দেঽভিধানতঃ স্কন্দপুরাণোক্তেঃ ॥৩৯॥

অথ মঙ্গলঘটস্থাপনম্

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতম্।
ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেদ্ভগবতোঽগ্রতঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের সম্মুখে জলপূর্ণ প্রস্তরখণ্ড যুক্ত ও ফলাদিসমন্বিত দিব্য কলসী স্থাপন করিবে ॥ ৪০ ॥

টীকা—পূর্ব্বং প্রোক্ষণীয়ঘটস্থাপনং লিখিতম্ ইদানীং মঙ্গলঘটন্যাসং লিখতি—মঙ্গলার্থমিতি। আদিশব্দেন কর্পূরাক্ষতাদি, দিব্যং পরমসুন্দরম্ ॥ ৪০ ॥

তথা চ স্কান্দে—
কুম্ভং সকরকং দিব্যং ফলকর্পূরসংযুতম্।
ন্যসেদর্চ্চনকালে তু কৃষ্ণস্যাতীববল্লভম্ ॥ইতি॥৪১॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—পূজার সময় প্রস্তর খণ্ড সংযুক্ত, ফল ও কর্পূর যুক্ত দিব্য কুম্ভ স্থাপন করিবে। কারণ উহা শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ—
সনীরঞ্চ সকর্পূরং কুম্ভং কৃষ্ণায় যো ন্যসেৎ।
কল্পং তস্য ন পাপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি প্রপিতামহাঃ ॥৪২॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সজল, সকর্পূর কুম্ভ স্থাপনকারীর কল্প পর্য্যন্ত পাপ প্রপিতামহগণ ক্ষমা করেন ॥ ৪২ ॥

টীকা—কল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য পাপে ঈক্ষাং দৃষ্টিং ন কুর্ব্বন্তি ক্রিয়মাণমপি পাপং ন গৃহ্নন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অথার্ঘ্যাদিপাত্রাণি

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্ ।
কুশাগ্র-তিলদূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ ।
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি ॥৪৩॥

অনুবাদ—সাধক অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, আতপ-চাউল, যব, কুশের অগ্রভাগ, তিল, দূর্ব্বা ও শ্বেতসরিষা রাখিবে। কেহ কেহ ঐ অর্ঘ্যপাত্র জলপ্রভৃতি আটটি জিনিষের ব্যবস্থা দিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

টীকা—অত্র অর্ঘ্যপাত্রে ॥ ৪৩ ॥

যত উক্তং ভবিষ্যে—

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা ।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৪॥
পাদ্যপাত্রে চ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেব চ ।
বিনিক্ষিপেদ্বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ ॥ ৪৬ ॥
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্ ।
মধুখণ্ডমপীত্যেবং নিক্ষিপেদ্দ্রব্যপঞ্চকম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যেহেতু ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন—জল, দুগ্ধ, কুশের অগ্রভাগ, দধি, আতপচাউল, তিল, যব ও সাদাসরিষা— অর্ঘ্যের এই আটটি অঙ্গ। পাদ্যপাত্রে—পদ্ম, দুর্ব্বা, শ্যামাধান ও তুলসী এই চারিটি দ্রব্য রাখিবে। আর বিজ্ঞব্যক্তি আচমনীয় পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই তিনটি জিনিষ এবং মধুপর্কপাত্রে—গব্যদধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি, এই পাঁচটি জিনিষ রাখিবেন ॥ ৪৪ ৪৭ ॥

কেচিত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ ॥৪৮
যত উক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—
ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কো বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—কোন কোন সাধুজন মধুপর্কপাত্রে তিনটি দ্রব্যের বিধান দিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মে বলা হইয়াছে—ঘৃত, দধি ও মধু এই দ্রব্যত্রয়ে মধুপর্ক হইয়া থাকে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

আদিবারাহে চ—

দধি সর্পির্মধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম ।
মধুনস্তু অলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ ॥ ৫০ ॥
ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ ।
তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ —আদি বরাহপুরাণেও বলা হইয়াছে—মদীয় মধুপর্কে তাম্রপাত্রে দধি, ঘৃত ও মধুসহ নিক্ষেপ করিবে। মধুর অভাবে গুড় ব্যবহার্য্য। হে সুশ্রোণি! ঘৃতের অভাব হইলে খই এবং দধির অভাব হইলে দুগ্ধসহ মিশ্রণ করিতে হইবে ॥৫০-৫১॥

টীকা—অস্মিন্ মধুপর্কপাত্রে, ঔড়ুম্বরে তাম্রে, অত্র চ ঘৃতং বিনেতি স্মৃত্যুক্ত্যা ঘৃতসহিতে তাম্রেঽপি গব্যস্য সংযোগো দ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোঽপি ন দুষ্যত্যেবেতি তৈরভুক্তানামপি সম্মতং সূচিতম্ ॥ ৪৮-৫১ ॥

তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ ।
নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—কোনও দ্রব্যই না পাওয়া গেলে মনে মনে ঐ সব দ্রব্যের কথা চিন্তা করিয়া পাত্রে পুষ্পাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। শ্রীনারদের কথামত কেবল নির্ম্মল জলদ্বারাই তত্তৎপরিপূর্ণতা সাধিত হয় ॥৫২॥

টীকা—ননু গুড়াদ্যভাবে তথান্যস্যাপি কস্যচিদ-ভাবে সতি কিং কার্য্যম্' ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষা-মিতি। উক্তানামর্ঘ্যাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি তত্তদ্ভা-বনয়েতি তেষাং তেষাং দ্রব্যাণ্যাং মধ্যে যদ্যন্ন লভ্যতে, তস্য তস্য ভাবনয়া তত্তদিদমিতি চিন্তয়িত্বা তত্তৎপরিবর্ত্তেন তত্তৎপাত্রেষু পুষ্পাদিকং নিক্ষিপে-দিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন তুলসীপত্রাদি, ননু পুষ্পাদ্য-ভাবেঽপি কিং কার্য্যং, তত্র লিখতি—নারদস্ত্বিতি। পূর্য্যতে তত্তৎপরিপূর্ণতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

মূলেন পাত্রৈণৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ ।
কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

পূজামারভমাণো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ।
পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং যাৰ্চ্চনে সম্মতা সতাম্ ॥৫৪॥

অনুবাদ—প্রত্যেক পাত্রের উপরে আটবার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং চক্রমুদ্রাদ্বারা ঐ সকল পাত্রের রক্ষা করিবে। পূজা আরম্ভ করিয়াই যথা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাধুগণ উপদিষ্ট মঙ্গলশান্তির বিধান পাঠ করিবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—মূলেন মূলমন্ত্রেণ ॥ ৫৩ ॥

অথ মঙ্গলশান্তিঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ইতি পঠন্
'ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু।'
ইতি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মঙ্গলশান্তি—মূলোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়ামঃ দেবাঃ, স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"। (ইহার বঙ্গানুবাদ—হে দেববৃন্দ! আমরা যেন কানে ভালোকথা শুনিতে পাই। হে যাজ্ঞিকগণ! আমরা যেন চোখে ভাল দেখতে পাই, আর সুস্থ শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইয়া যেন দেববিহিত আয়ুঃ ভোগ করিতে পারি। বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বিশ্ববেদাঃ পূষা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন) পাঠ করিয়া "ওঁ শান্তি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

অথ বিঘ্ননিবারণম্

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুদীর্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা।
ঘাতৈস্ত্রিভির্বুধো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্নিবারয়েৎ ॥৫৮
আন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েণ হি।
নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ মান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ ॥৫৯

অনুবাদ—মূলে উক্ত মন্ত্র—"অপসর্পন্তু তে ভূতা ...... তে পশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া" ইত্যাদি অর্থাৎ—'যে সকল ভূত পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহারা দূরীভূত হউক, যে সকল ভূত শুভকার্য্যের বিঘ্নকর্ত্তা ভূতপতির আদেশে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক।" পাঠ করিয়া—'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া তিনবার বাম পদের গোড়ালি দিয়া ভূমিতে আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন নিবারণ করিবেন। "অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষের বিঘ্নরাশি দূর করিয়া মূল মন্ত্র যোগে দিব্যদৃষ্টি চিন্তা করিয়া সেই দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সমুদায় নিবারণ করিবেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

টীকা—অস্ত্রমন্ত্রঃ অস্ত্রায় ফড়িতি। যদ্বা, অস্মিন্ মন্ত্রে যোঽস্ত্রমন্ত্রস্তেনৈব, পার্ষ্ণিনা যে ঘাতাঃ প্রহারাস্তৈঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকা—তেন অস্ত্রমন্ত্রেণ; দিব্যদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্রসম্প্রিক্ষিত-দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদি-নতিঃ

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুম্।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্গুরুপরম্পরাম্ ॥ ৬০ ॥
গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেঽথ পৃষ্ঠতঃ।
ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাভীষ্টদৈবতম্ ॥৬১॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেব চ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—তারপর অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক বামে শ্রীগুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরু প্রভৃতি গুরু পরম্পরাকে প্রণাম করিবে। অতঃপর ডানদিকে গণেশকে, সম্মুখে দুর্গাকে, পশ্চাৎ দিকে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যস্থলে নিজ অভীষ্টদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। (ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। গাং গণেশায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে বলিতে হইবে) পরে অস্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া হাত দুইটি ধুইয়া, ঐ মন্ত্রেই উর্দ্ধ দিকে

তিনবার করতালি, দিক্‌বন্ধন ও বহ্নিপ্রাকার অর্থাৎ নিজশরীরের চারিদিকে অগ্নিবেষ্টন চিন্তা করিবে ॥ ৬০-৬২ ॥

টীকা—বামে গুরুপরম্পরাং নমেৎ; অত্র প্রয়োগঃ —"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, গাং গণেশায় নমঃ" ইত্যাদিঃ ॥ ৬০-৬১ ॥

টীকা—এবার্থো হি-শব্দাঃ; তেন অস্ত্রমন্ত্রেণৈব ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়াদি কুর্য্যাৎ, তত্রাগ্নিপ্রাকারমাত্মনঃ পরিতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৬২ ॥

অথ ভূতশুদ্ধিঃ

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়-ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শরীররূপে পরিণত পঞ্চমহাভূত ও প্রকৃতিজাত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সকলই পরব্রহ্মের সম্বন্ধ বশতঃ জীবতত্ত্ব শ্রীভগবদংশহেতু কার্য্য-কারণ-রূপে বিদ্যমান—এইরূপ চিন্তার নাম ভূতশুদ্ধি ॥ ৬৩ ॥

টীকা—অথ ভূতশুদ্ধিং লিখিষ্যন্নাদৌ তদর্থং লিখতি—শরীরেতি, শরীরস্য আকারভূতানাম্ আকৃতিত্বং প্রাপ্তানাং শরীরতয়া পরিণতামিত্যর্থঃ, পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ, সর্ব্বেষামেব দৈহিকতত্ত্বানাম্ অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ তদাত্মকতয়া; যদ্বা, শ্রীভগবতোহংশত্বেন সম্বন্ধাদ্ধেতো-বিশোধনং কার্য্যকারণাদিভিন্নতয়া বিজ্ঞানং যদিয়মেব ভূতশুদ্ধির্মতাহভিজ্ঞৈঃ ॥ ৬৩ ॥

ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥৬৪॥

অনুবাদ—ভূতশুদ্ধি ছাড়া জপাদিকারী ব্যক্তির জপাদি কর্ম্ম যথা নিয়মে করা হইলেও ফল দেয় না ॥ ৬৪ ॥

টীকা—অধুনা ভূতশুদ্ধের্নিত্যতাং লিখতি—ভূতশুদ্ধিমিতি। কর্ত্তুর্জপাদি-কারিণঃ; যথাবিধি বিধ্যনতিক্রমেণ অনুষ্ঠিতা নিষ্পাদিতা অপি নিষ্ফলা ভবন্তি, আত্মশোধনং বিনা মূলাশুদ্ধেঃ ॥ ৬৪ ॥

তৎপ্রকারশ্চ

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদম্বুজতঃ।
শিরঃসহস্রপত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তস্মিন্ লীনানি ভাবয়েৎ ॥৬৫

অনুবাদ—এক্ষণে ভূতশুদ্ধির প্রকার বলা হইতেছে— প্রথমে করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া দীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে বুদ্ধিযোগে হৃদয়-পদ্ম হইতে লইয়া মস্তকে সহস্রদল পদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে যোজনা করিবে। তারপর পৃথিব্যাদি তত্ত্বসকল তাহাতে লীন হইয়াছে ভাবনা করিবে ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য—পূজক ব্যক্তি প্রথমতঃ "সোহহং" অর্থাৎ আমি সেই ভগবানের অংশ, শুদ্ধ, জ্ঞানময় ও মুক্ত স্বভাবসম্পন্ন এইরূপ ভাবনা করিবেন অথবা সেই শ্রীভগবানের অংশনিবন্ধন আমি তাঁহার অধীন, নিত্য সেবক—এই প্রকার নিদ্ধারণ করিবেন। অনন্তর সেই পরমাত্মায় পৃথিব্যাদি কার্য্যকারণরূপ তত্ত্বসকলের ঐ পরমাত্মাই মূল হওয়ায় তৎসমুদায় তাঁহাতেই লীন হইয়াছে, এবম্প্রকার ভাবনা করিবেন কিংবা সেইসকল তদীয় মায়াময়— এইরূপ চিন্তা করিবেন ॥ ৬৫ ॥

টীকা—আত্মানং জীবাত্মানং প্রদীপকলিকাকারং 'সোহহম্' ইতি মন্ত্রেণ হৃৎপদ্মাৎ শিরঃস্থিতসহস্রদল-কমলমধ্যবর্ত্তিপরমাত্মনি বুদ্ধ্যা ভাবনয়া বিচারেণ বা যোজয়েৎ। তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বেন বা স্বাত্মানং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি সোহহমিতি—সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোহহম্; যদ্বা, তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোহস্মীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্মিন্ পরমাত্মন্যেব পৃথিব্যাদীনি কার্য্য-কারণতত্ত্বানি সর্ব্বাণ্যেব তদেকমূলত্বেন লীনানি তদাত্মকানি তন্মায়াময়ানি বা বিভাবয়েদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রলয়রীত্যা সাংখ্যোক্ত-সৃষ্টিপ্রাপ্তিলৌম্যেন কার্য্যস্য কারণে লয়দ্বারা তেষাং সর্ব্বেষামেব পরম-কারণেহবধিভূতে ভগবতি লয়ো দ্রষ্টব্য ইতি দিক্ ॥ ৬৫ ॥

বামহস্তং তথোত্তানমধো দক্ষিণবন্ধিতম্।
করকচ্ছপিকা মুদ্রা ভূতশুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—ভূতশুদ্ধি-কার্য্যে যে কচ্ছপিকা মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই প্রকার—বামহাত উত্তানভাবে রাখিয়া তাহার উপর ডানহাত নিম্নমুখে বন্ধন করিয়া রাখা ॥ ৬৬ ॥

টীকা—করকচ্ছপিকাং কৃত্বেতি লিখিতং তামেব দর্শয়তি—বামহস্তমিতি ॥ ৬৬ ॥

———

দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বেদমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ।
উৎপাদ্য দৃঢ়য়িত্বাসুপ্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—বিধিপূর্ব্বক এই পাপভৌতিক পাপময় দেহ শুষ্ক করিয়া তৎপরে অগ্নিতে দাহ চিন্তা করিবে। তৎপরে তাহাতে অমৃত বর্ষণ দ্বারা দেহকে শীঘ্র উৎপাদন পূর্ব্বক দৃঢ়ীভূত করিয়া উহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৬৭ ॥

তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ পাপপুরুষকে ভাবনা করিবে। পাপপুরুষ জন্মাদি দুঃখদাতা, পঞ্চমহাপাতক তাঁহার পঞ্চ অঙ্গ। পাতকসমূহ তাঁহার উপাঙ্গ ও উপপাতক সকল তাঁহার রোম, ঐ পুরুষটি কৃষ্ণবর্ণ, ক্রূর ও অতি ভয়ানক। অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে,—ব্রহ্মহত্যা তাঁহার মস্তক, স্বর্ণচৌর্য্য ভুজদ্বয়, সুরাপানরূপ হৃদয়-যুক্ত গুরুপত্নী-গমন কটিদেশ, পাতকসকল তাঁহার পদদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উপপাতক সকল তাঁহার রোম। তাঁহার শ্মশ্রু ও নয়ন রক্তবর্ণ। খড়্গ ও চর্ম্মধারী সেই পুরুষ। তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসমদেহ, তিনি অধোমুখ ও কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ ভাবনা করিয়া বাম-নাসাপুটে "যং" এই ধূম্রবর্ণ পরমশোষক বায়ুবীজ চিন্তা করতঃ ষোড়শবার উহা জপ করিয়া বায়ুপূর্ণ করিয়া মনোদ্বারা ঐ বীজকে নাভিমণ্ডলে লইয়া যাইবে এবং চতুঃষষ্টিবার জপ করতঃ কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুপূর্ণ করিবার পর ঐ "যং" বীজোত্থিত বায়ুদ্বারা ঐ পাপ-পুরুষের সহিত সমস্ত দেহকে শুষ্ক করিতে হইবে। তৎপরে দ্বাত্রিংশৎ বার "যং" বীজ জপপূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। অতঃপর "রং" এই রক্তবর্ণ, বায়ুসহ বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে চিন্তা করিয়া ষোড়শবার জপপূর্ব্বক বীজকে মূলাধারে লইয়া গিয়া চতুঃষষ্টিবার জপকরতঃ কুম্ভক করিয়া তদুত্থিত অগ্নিদ্বারা পাপপুরুষের সহিত ঐ দেহ দগ্ধ করিয়া দ্বাত্রিংশবার জপ করতঃ ভস্মের সহিত ঐ বায়ুকে বামনাসাপুট দ্বারা রেচন করিতে হইবে। তৎপরে "ঠং" এই শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজকে বাম নাসাপুট-মধ্যে চিন্তা করিয়া ষোড়শবার জপ করিবে। পরে বায়ুপূর্ণ করিয়া বীজকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রে লইয়া গিয়া ঐ চন্দ্রমণ্ডলে "বং" এই বরুণবীজ ধ্যান করিবে এবং ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপকরতঃ কুম্ভক করিয়া "ঠং" এই বীজময় চন্দ্র হইতে বর্ণময়ী অমৃতধারা উৎপাদন করিতে হইবে। ঐ ধারা দ্বারা দগ্ধ শরী-রকে প্লাবিত করিয়া চিন্তা করিবে যে, শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপরে যেমন মাতৃকান্যাস কথিত হই-য়াছে, তদনুসারে অকরাদি বর্ণময়ী সেই অমৃতধারায় মুখ ও হস্তপদাদি উৎপাদন করিয়া "লং" এই পীত-বর্ণ পৃথিবীবীজ দ্বাত্রিংশৎ বার জপপূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে দৃঢ় করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রদ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধি—"প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ ঋক্-যজুঃ-সামানি ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ"। অর্থাৎ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র। ঋক্, যজুঃ, সাম অথবা ক্রিয়াময় অতিচ্ছন্দঃ ইহার ছন্দঃ। প্রাণ ইহার দেবতা। এই মন্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্-বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্চক্ষু-র্জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমন-বিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাত্মনে অং অস্ত্রায় ফট্। —এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর নাভির অধোভাগে "ওঁ আং" ন্যাস করিতে হইবে এবং হৃদয় হইতে নাভিস্থান পর্য্যন্ত "ওঁ হ্রীং", ও মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত "ওঁ হ্রৌং" ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে হৃদয়ে "ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ"। দক্ষিণ স্কন্ধে 'ওঁ রং অসৃগাত্মনে

নমঃ” কক্কুভাগে “ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ”। বাম-স্কন্ধে “ওঁ বং মেদাত্মনে নমঃ”। হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্তপর্য্যন্ত অংশে “ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ”। হৃদয় হইতে বামহস্তপর্য্যন্ত অংশে “ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ”। হৃদয় হইতে দক্ষিণপাদ পর্য্যন্ত অংশে “ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ”। হৃদয় হইতে বামপাদ পর্য্যন্ত অংশে “ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ”। হৃদয় হইতে নাভিপর্য্যন্ত অংশে “ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ” এবং হৃদয় হইতে মস্তকপর্য্যন্ত অংশে “ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ”। —এই রূপ ন্যাস করিতে হইবে।

তাহার পর ধ্যান করিতে হইবে, যথা—

“বক্তাম্ভোধিস্থ-পেতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ
পাশং কোদণ্ডমিক্ষুদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।
বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নলসিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ॥”

[**বঙ্গানুবাদ**—বর্ণময়ী পরমা প্রাণশক্তি দেবী মুখরূপ সমুদ্রে ভাসমান তরণীতে দীপ্তিমৎ রক্ত-পদ্মে অধিরোহণ করিয়াছেন। হস্তে পাশ, ইক্ষুদণ্ডোৎপন্ন ধনু, গুণ, অঙ্কুশ, পুষ্পবাণ ও অসৃক্কপাল ধারণ করিতেছেন। তিনি ত্রিনয়না, পীনপয়োধরবক্ষা, তাঁহার বর্ণ উদীয়মান সূর্য্যের মত। তিনি আমাদিগের প্রতি মঙ্গলবিধান করুন।]

এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে হৃদয়ে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক উচ্চারণ করিতে হইবে—“ওঁ আঁং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং লংক্ষং হৌং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ” অর্থাৎ আমার প্রাণ এই স্থানে। পুনরায় ঐ সকল বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে হইবে—“মম জীব ইহ স্থিত” অর্থাৎ আমার জীব এইস্থানে অধিষ্ঠিত হইল। পুনর্ব্বার ঐ সকল বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে হইবে—“মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি” অর্থাৎ আমার সকল ইন্দ্রিয় এই স্থানে। পুনর্বার ঐ সকল বীজই উচ্চারণ করিয়া বলিতে হইবে—“মম বাঙ্মনস্ত্বক্-চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহায়াস্ত স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা” অর্থাৎ আমার এই বাক্য, মন, ত্বক, চক্ষুঃ, কান, নাসিকা ও প্রাণ পর্য্যন্ত সকল এই স্থানে থাকুক, মঙ্গলসাধনের জন্য দীর্ঘকাল সুখে বাস করুক। পরে জন্ম প্রভৃতি দশ সংস্কার সিদ্ধির জন্য ষোড়শবার প্রণব আবৃত্তি করিয়া পরমা শক্তি স্মরণ করিবে॥ ৬৭॥

টীকা—অধুনা ভূতশুদ্ধিপ্রকারমেব লিখতি—দেহমিতি দ্বাভ্যাম্। বিধিনেত্যস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ইদং পাঞ্চভৌতিকং পাপময়ং দেহং সংশোষ্য সম্যক্ শোষং নীত্বা ততো দগ্ধা তদেব ততশ্চামৃতবৃষ্ট্যা আপ্লাব্য পশ্চাদুৎপদ্য তচ্চামৃতবৃষ্ট্যৈবেত্যুভয়োরপ্যেককারণত্বাদমৃতবর্ষত ইতি কারণোল্লেখঃ। অনন্তরং দৃঢ়ীকৃত্য এতচ্চ সর্ব্বং ভাবনয়ৈব, ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র চায়ং বিধিঃ—আদৌ পাপপুরুষং চিন্তয়েৎ; তথা চোক্তম্—‘মূলাজ্ঞানং ততঃ পাপং জন্মাদিদুঃখদঞ্চ যৎ। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তস্য রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতকপঞ্চাঙ্গং পাতকোপাঙ্গসংশ্রয়ম্। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রূরাতিভীষণম্’তি। অন্যত্র চ—‘ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্। সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্। তৎসংযোগিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েদ্’ ইতি। তন্নাশার্থমাদৌ যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং পরমশোষণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য নাভিমণ্ডলে বীজং মনসা নীত্বা যং-বীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, যং-বীজোত্থবায়ুনা সপাপপুরুষং সর্ব্বশরীরং সংশোষ্য, যংবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসাপুটেন তং বায়ুং রেচয়েৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং বায়ুসম্বন্ধং দক্ষিণনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বীজোত্থবহ্নিনা সপাপপুরুষং সমস্তদেহং দগ্ধা দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন ভস্মনা সহিতং বায়ুং বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। ততশ্চ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শ্বেতবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং চন্দ্রং নীত্বা তচ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে বমিতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা ঠং-বীজাত্মকচন্দ্রাদ্বর্ণময়ীমমৃতবৃষ্টিমুৎপাদ্য তয়াপ্লাব্য ততঃ শরীরমুৎপন্নং বিভাব্য পুনরকারাদি বর্ণরূপয়া তয়া মাতৃকান্যাসানুসারেণ মুখকরচরণাদিকমুৎপাদ্য

লমিতি পৃথিবীবীজস্য পীতবর্ণস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন সমস্তং শরীরং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েদিতি। অত্র চ তত্র তত্র দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন পূরণং রেচনঞ্চ ষোড়শবারজপেনেতি। 'রেচঃ ষোড়শ-মাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ'—ইতি বচনাৎ।

এতচ্চ কস্যচিদেব মতং, ন তু বহূনামিত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি; প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিশ্চায়ম্—প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ ঋগ্যজুঃসামানি ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্র-ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদান-গমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীঁ হৃদয়াদানাভি। ওঁ ক্রোঁ মস্তকাদাহৃদয়ম্। ততঃ ওঁ যং ত্বগাত্মনৈ নমঃ হৃদি। ওঁ রং অসৃগা-ত্মনে নমঃ দক্ষিণাংসে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ ককুদি। ওঁ বং মেদআত্মনে নমঃ বামাংসে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাণিপর্য্যন্তম্। ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাণিপর্য্যন্তম্। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাদপর্য্যন্তম্। ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাদপর্য্যন্তম্। ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তম্। ওঁ ক্ষং পর-মাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তক-পর্য্যন্তম্। তত্র ধ্যানম্— 'রক্তাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণ-সরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ, পাশং কোদণ্ডমিক্ষুদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্। বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা, দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ॥' ইতি। অথ হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ —ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণা ইতি। পুনস্তান্যেব বীজানুচ্চার্য্য মম জীব ইহ স্থিত ইতি পুনস্তান্যেবোচ্চার্য্য মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীতি। পুনস্তান্যু-চ্চার্য্য মম বাঙ্মনস্ত্বক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহায়ান্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ততো জন্মাদিক-দ্ব্যষ্টসংস্কারসিদ্ধয়ে ষোড়শপ্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্বা শক্তিং পরাং স্মরেদিতি ॥ ৬৭ ॥

———

আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্বা কৃষ্ণার্চ্চনার্হতাম্।
বাৎসল্যাদ্ধৃদ্গতং কৃষ্ণং যষ্টুং হৃৎ পুনরানয়েৎ ॥৬৮

অনুবাদ—এই প্রকারে শোধন করিয়া জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ পূজার যোগ্য করিয়া ভক্তবাৎসল্যহেতু হৃৎ-পদ্মে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত ঐ আত্মাকে পুনরায় হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে ॥৬৮

তাৎপর্য্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মস্বরূপে মস্ত-কস্থ সহস্রদলপদ্মে অবস্থিত আছেন, তাঁহার হৃদয়ে থাকার সম্ভাবনা কিরূপে? এই আশঙ্কায় হেতু-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন, তিনি ভক্তবৎসল, সেই কারণে হৃৎপদ্মে আসিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবানের ধ্যানাদি হৃদয়েই করিতে হইবে ॥ ৬৮ ॥

টীকা—এবং লিখিতপ্রকারেণ আত্মানং সম্যক্ শোধয়িত্বা তেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্চ্চনার্হতাং পূজাযোগ্য-তাং নীত্বা সম্পাদ্য পুনস্তং হৃদয়কমলমানয়েৎ। কিমর্থম্? কৃষ্ণং যষ্টুং পূজয়িতুম্; ননু ভগবান্ পরমাত্মরূপোঽসৌ মূর্দ্ধি সহস্রদলকমলে বর্ত্ততে, তত্র লিখতি—বাৎসল্যাৎ ভক্তবাৎসল্যেন হৃৎ হৃদব্জং গতং প্রাপ্তমিতি, অতএব ভগবতো ধ্যানাদিকং হৃদয় এব সর্ব্বতো নির্দ্দিশ্যত ইতি দিক্ ॥ ৬৮॥

———

তথা চ ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে—

নাভিস্থবায়ুনা দেহং সপাপং শোষয়েদ্বুধঃ।
বহ্নিনা হৃদয়স্থেন দহেত্তচ্চ কলেবরম্ ॥ ৬৯ ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে ললাটস্থে স্থিতম্ বিধুম্।
সম্পূর্ণমণ্ডলং শুদ্ধং চিন্তয়েদমৃতাত্মকম্ ॥ ৭০ ॥
তস্মাদ্গলিতধারাভিঃ প্লাবয়েত্তস্মসাদ্বুধঃ।
আভির্বর্ণময়ীভিশ্চ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
পূর্ব্ববদ্ভাবয়েদ্দেবীমিত্যাদি ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেও এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—সাধক নাভিস্থলগত বায়ুদ্বারা পাপপুরুষের

সহিত দেহকে শোষণ করিবেন এবং ঐ দেহকে হৃদয়স্থ বহ্নিদ্বারা দাহ করিবেন। তারপর ভাবনা করিবেন যে, ললাটস্থ সহস্রদলকমলে অবস্থিত বিশুদ্ধ পূর্ণচন্দ্র অমৃতময়। তাহা হইতে ক্ষরিত ধারা দ্বারা ভস্মীভূত দেহ প্লাবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে ॥ ৬৮-৭১ ॥

টীকা—এতদেব প্রমাণয়ন্ ভূতশুদ্ধিপ্রকারঞ্চ কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চ্য দর্শয়তি—তথা চেতি। সপাপং পাপপুরুষসহিতং পূর্ব্বং দাহেন ভস্মসাদ্ভূতম্ আপ্তি-ধারাভিঃ ॥ ৬৯-৭১ ॥

কিঞ্চাগ্রে—

ততস্তস্মাৎ সমাকৃষ্য প্রণবেন তু মন্ত্রবিৎ।
তত্তেজো হৃদয়ে ন্যস্য চিন্তয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৭২ ॥
কিংবা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাম্।
প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥৭৩॥

অনুবাদ—এরপরে বলা হইয়াছে—মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি তাহার পর বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বস্বরূপতেজ ঐ সহস্রদল পদ্ম হইতে প্রণবদ্বারা আকর্ষণ করিয়া অব্যয় হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া অব্যয় শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিবেন। অথবা—উল্লিখিত প্রকারে অসামর্থ্য থাকিলে কেবল ভাবনা দ্বারাই ভূতশুদ্ধি করিয়া তারপর সম্প্রদায় অনুসারে প্রাণায়াম করিবেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

টীকা—ততঃ শরীরোৎপত্ত্যনন্তরং তস্মাৎ সহস্র-দলকমলাৎ পরমাত্মনো বা সকাশাৎ তৎ শুদ্ধাত্মতত্ত্ব-রূপং তেজঃ ॥ ৭২ ॥

টীকা—তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি—কিং-বেতি। চিন্তনমাত্রেণেতি—পূরককুম্ভকাদিকং বিনা কেবলং ভাবনয়ৈব দেহশোষণাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। সৎসম্প্রদায়ানুসারতঃ ইতি ভূতশুদ্ধৌ মতভেদান্নানা-প্রকারত্বেন, তথা প্রাণায়ামেষু চ কেষাঞ্চিন্মতেঽস্মিন্ন-বসরেঽকরণাৎ, কেষাঞ্চিন্মতে করণেঽপি প্রণবস্য জপাৎ, কেষাঞ্চিন্মতে বীজস্য, তত্রাপি কেষাঞ্চিন্মতে বারত্রয়ং, কেষামপি মতে বহুবারানিত্যেবং মতভেদা-ন্নানাপ্রকারত্বেনানৈকান্তত্বাৎ নিজসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি ॥ ৭৩ ॥

অথ প্রাণায়ামঃ

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পুরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ ॥৭৪

অনুবাদ—অনন্তর প্রাণায়াম—১৬ মাত্রা দ্বারা রেচক, ৩২ মাত্রা দ্বারা পূরক এবং ৬৪ মাত্রা দ্বারা কুম্ভক হয়। এইরূপ করিলে প্রাণ বায়ুর দমন হয় ॥৭৪

(নিজের হাত দিয়া নিজের জানুমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে যে সময় লাগে তার নাম মাত্রা। শরীর হইতে বায়ু বাহির করাকে রেচক, বায়ুদ্বারা ভর্ত্তি করাকে পূরক, দেহ মধ্যে বায়ুরোধ করিয়া রাখাকে কুম্ভক বলে)

বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলম্।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকে স্থিতঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ বায়ুবিরেচন করিয়া গুহ্য দেশ সঙ্কোচপূর্ব্বক নিজ শক্তি-অনুসারে যথাবিধি বায়ুপূর্ণ করতঃ কুম্ভক করিতে হইবে ॥ ৭৫ ॥

টীকা—মাত্রাভিশ্চ ষোড়শভী রেচঃ দ্বাত্রিংশতা চ পুরো ভবেৎ, এবং যত্রাদৌ রেচনং অন্তে পূরণং তত্রৈবৈষা ব্যবস্থা জ্ঞেয়া। যত্র চাষ্টাঙ্গযোগান্তর্গত-প্রাণায়ামাদৌ তয়োর্বিপর্য্যয়স্তত্র মাত্রাবৈপরীত্যমপি জ্ঞেয়ম্; অতএব ভূতশুদ্ধৌ তথা লিখিতম্; মাত্রা চোক্তা—'কালেন যাবতা স্বীয়ো হস্তঃ স্বং জানুমণ্ডলম্। পর্য্যেতি মাত্রা সা জ্ঞেয়া স্বীয়ৈকশ্বাসমাত্রিকা ॥' ইতি ॥ ৭৪-৭৫ ॥

তত্র প্রণবমভ্যাসন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগম্।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—কামবীজ কিংবা বীজমন্ত্র জপ করিতে হইলে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক অনলস হইয়া ধ্যান করিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥

[প্রজাপতি প্রণবমন্ত্রের ঋষি গায়ত্রী, ছন্দঃ, পর-মাত্মা দেবতা। অকার বীজ, উকার শক্তি, মকার আধারদণ্ড এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ]

টীকা—মন্ত্রমূর্দ্ধগম্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রশিরঃস্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যসন্ মনসা আবর্ত্তয়ন্; প্রণবা-

ন্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তম্—'অস্য প্রণব-মন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, পরমাত্মা দেবতা, অকারো বীজম্, উকারঃ শক্তির্মকারঃ কীলকং—প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।' ইতি বীজান্যাসে চ তন্মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ তদ্দেবতায়া এবেত্যয়ং বিকল্পশ্চ মুক্তি-ভুক্ত্যাদি-ফলভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতি দিক্ ॥ ৭৬ ॥

তদ্ধ্যানঞ্চোক্তম্ —

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-
শ্রোণীভূষং সবক্ষোমণি-মকরমহাকুণ্ডলামণ্ডিতগণ্ডম্।
হস্তোদ্যচ্ছঙ্খ-চক্রাম্বুজ-গদমমলং পীতকৌশেয়বাসং
বিদ্যোতদ্ভাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্ম সংস্থং নমামি॥৭৭

অনুবাদ—তদ্ধধ্যানও কথিত হইয়াছে—যাঁহার শ্রীঅঙ্গে উজ্জ্বল মুকুট, অঙ্গদ, বলয় ও শ্রেষ্ঠ হারসমূহ বিরাজিত, যাঁহার উদর, চরণ ও শ্রোণীভাগ ভূষণে ভূষিত, যাঁহার গণ্ডস্থল বক্ষোমণি সংলগ্ন উত্তম মকর-কুণ্ডলে চুম্বিত, যাঁহার বাহুতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা উদ্যত, যাঁহার পরিধানে অতিনির্ম্মল পট্টবসন যাঁহার দেহ নিজ প্রভায় উদ্ভাসিত, উদয়োন্মুখ ভাস্কর সদৃশ যাঁহার দর্শন, পদ্মদল মধ্যে যিনি বিদ্যমান আমি সেই শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

কৃচিচ্চ—

রুদ্রস্তু রেচকে ব্রহ্মা পূরকে ধ্যেয়দেবতা।
শ্রীবিষ্ণুঃ কুম্ভকে জ্ঞেয়ো ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাৎ॥৭৮॥

তথা হি—

নাভিস্থানে পূরকেণ চিন্তয়েৎ কমলাসনম্।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্বক্ত্রং পিতামহম্ ॥ ৭৯ ॥
নীলোৎপল-দলশ্যামং হৃদিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতম্
চতুর্ভুজং মহাত্মানং কুম্ভকেন তু চিন্তয়েৎ ॥ ৮০ ॥
রেচকেনৈশ্বরং ধ্যানং ললাটে সর্ব্বপাপহম্।
শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং কুর্য্যাদ্বৈ নির্ম্মলং বুধঃ॥ইতি॥৮১॥

অনুবাদ—কোনও স্থানে বর্ণিত হইয়াছে—রেচক কর্ম্মে রুদ্রকে, পূরকে ব্রহ্মাকে এবং কুম্ভকে বিষ্ণুকে দেবতা চিন্তা করিবে। ধ্যানের স্থান শ্রীগুরুদেবের নিকট জ্ঞাতব্য। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তি পূরকের সহিত পদ্মাসনস্থ রক্তমিশ্রিত শ্বেত-বর্ণ, চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মাকে নাভিস্থলে ভাবনা করিবেন। কুম্ভক সহকারে নীলোৎপলদল শ্যাম চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুকে হৃদয়াভ্যন্তরে ভাবিতে হইবে। রেচক সহকারে সর্ব্বপাপহর শুদ্ধস্ফটিকবর্ণ নির্ম্মল রুদ্রকে ললাটভাগে চিন্তা করিবেন ॥ ৭৮-৮১ ॥

টীকা—ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাদেব জ্ঞেয়মিত্যুক্তং, তদেব অন্যত্রতা-বচনৈর্বিজ্ঞাপয়ন্ তত্তদ্ধ্যানমেব বিশিষ্য লিখতি—নাভিস্থান ইতি ত্রিভিঃ। ঐশ্বরং শ্রীরুদ্রসম্বন্ধি ॥ ৭৯-৮১ ॥

একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহাদের সকল কর্ম্মেই গোপগোপী প্রভৃতি অভিমতজন-পরিবেষ্টিত সর্ব্বদেবময় ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করিবে ॥ ৮২ ॥

টীকা—ননু শ্রীমদনগোপালদেবৈকভক্তিনিষ্ঠে কথমেবং বিবিধধ্যানং রোচেত? তত্র লিখতি—একান্তিভিশ্চেতি। একান্তিভিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দৈক-ভক্তিনিষ্ঠৈস্তু কৃষ্ণ এব সর্ব্বত্রৈব ধ্যেয়ঃ, স চ প্রিয়-জনৈর্গোপগোপ্যাদিভিরুপেত এব, ন ত্বেকাকী ভক্তি-রসবিশেষবিঘাতাপত্তেঃ। ননু তত্র তত্র তত্তদ্দেবতায়া ধ্যানাভাবেনাসম্পূর্ণতা স্যাত্তত্র লিখতি—ভগবান্ সর্ব্বৈ-শ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বদেবময় প্রভুশ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরঃ সর্ব্ব-শক্তিমান্ বেতি। এবমেকান্তিনামগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বুদ্ধ্যাবগন্তব্যঃ। অতঃ পূর্ব্বলিখিত-দ্বারপূজাদাবপ্যে-কান্তিনাং শ্রীগরুড়াদিপরিবর্ত্তেন তত্র তত্র শ্রীদামাদি-গোপানাং, দ্বারশ্রীগঙ্গাদিপরিবর্ত্তেন চ শ্রীগোপীনাং পূজোহ্যা, অন্যথা তদেকনিষ্ঠানাং তদন্যরুচ্যসম্ভবা-ভক্তি-বিশেষহান্যা পূজালক্ষণকর্ম্মণ এব যথোক্তফলা-সিদ্ধেঃ। এবং শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানাঞ্চ গোকুলে শ্রীগোপালদেবস্য তদন্যাখিলরাগবিস্মারকাণাং তত্তৎ-পরিচ্ছদপরিবারাদীনামতিক্রমেণান্যপরিজনাদি-পূজ-নাদিকং কেবলং 'কামিনাং জয়দং প্রধানোঽভয়দং

বিপিনে' ইত্যাদ্যুক্ততত্তৎফলাবাপ্তয়ে তান্ত্রিকাঃ সমাদিশন্তীতি জ্ঞেয়ম্ ; অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৮২ ॥

অথ প্রাণায়ামমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল সংবাদে—

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামরতা নরাঃ ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তেরেব হতকিল্বিষাঃ ॥ ৮৩ ॥
দিবসে দিবসে বৈশ্য প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রাণায়াম-মাহাত্ম্য শ্রীপদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বর্ণিত আছে—যাঁহারা প্রাণায়ামরত থাকেন দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলেও তাঁহাদের যমলোকদর্শন হয় না, কারণ তাঁহাদের সকল পাপ প্রাণায়াম দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে বৈশ্য! একমাস কাল প্রতিদিন ষোলবার প্রাণায়াম করিলে অহঃরহ ভ্রূণহিত্যাকারীও পবিত্র হয় ॥৮৩-৮৪

টীকা—তৈঃ প্রাণায়ামৈরেব ॥ ৮৩ ॥

তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ।
গোসহস্রপ্রদানন্তু প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥ ৮৫ ॥
অম্বুবিন্দুং কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেৎ ।
সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥ ৮৬ ॥
পাতকন্তু মহদ্যচ্চ তথা ক্ষুদ্রোপপাতকম্ ।
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ স্যাদ্বিশাংবর ॥
ইতি ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—যত প্রকার তপস্যা ব্রত ও নিয়ম এবং সহস্র সংখ্যক গো-দানকে প্রাণায়ামের সমান বলা হয়। শত সংবৎসর কাল প্রতিমাসে কুশাগ্রভাগদ্বারা জলবিন্দু পান করিয়া যে ফল পায়, প্রাণায়াম তাহার তুল্য। যতকিছু মহাপাতক ক্ষুদ্রপাতক ও উপপাতক আছে হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! প্রাণায়ামদ্বারা যে সকল ক্ষণকালেই নাশ পায় ॥ ৮৫-৮৭ ॥

টীকা—সাগ্রং সংবৎসরং পিবেৎ ॥ ৮৬ ॥

টীকা—আসুরম্ অসুরদৈবত্যম্ অতএব বিফলং প্রাহুঃ ॥ ৮৭ ॥

ন্যাসান্ বিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং বুধাঃ ।
অতো যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ন্যাস ব্যতীত জপকে আসুর-জপ কহে, সুতরাং সম্প্রদায় অনুসারে যথাবিধি ন্যাস করিবে ॥ ৮৮ ॥

তত্রাদৌ মাতৃকান্যাসঃ

ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি স্মৃত্বাদৌ মাতৃকামনোঃ ।
শিরোবক্ত্রহৃদাদৌ চ ন্যস্য তদ্ধ্যানমাচরেৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে প্রথম মাতৃকান্যাস—আগে মাতৃকামন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাদি স্মরণ করিয়া মস্তক, বদন ও হৃদয়াদিতে যথাক্রমে ন্যাসপূর্ব্বক তাহার ধ্যান করিবে। ব্রহ্মা মাতৃকামন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, সরস্বতী দেবতা, বীজ হল বর্ণ ইত্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক ধ্যান করিবে ॥ ৮৯ ॥

তচ্চোক্তম্—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলীং
ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥৯০

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পঞ্চাশৎ বর্ণ বিভাগ করিয়া দেবী সরস্বতীর মুখমণ্ডল, বাহুদ্বয়, চরণযুগল, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। তিনি আপীন-তুঙ্গস্তনী। তিনি করকমলে মুদ্রা, অক্ষসূত্র, অমৃতপূর্ণ কুম্ভ ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন এবং তিনি শ্বেতবর্ণা ও ত্রিনয়নী, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৯০ ॥

টীকা—ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তম্—'ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ' ইতি শিরোবক্ত্রাদৌ ক্রমেণ ঋষ্যাদিকমেব ন্যস্য ; তথা চোক্তম্—'উচ্চার্য্যৈবম্ ঋষিচ্ছন্দোদেবতাবীজশক্তয়ঃ। শিরোবদনহৃদ্‌গুহ্যপাদেষু ক্রমতো ন্যসেৎ' ইতি। অত্র ন্যস্য ইতি বক্তব্যে ন্যসেদিত্যার্ষম্। পঞ্চাশল্লিপিভিরিতি বর্ণনা-

মেকপঞ্চাশত্ত্বেঽপি লকারদ্বয়স্যৈক্যাভিপ্রায়েণ। ভাস্বতি প্রভাবযুক্তে মৌলৌ নিতরাং বদ্ধশ্চন্দ্রশকলং চন্দ্রার্দ্ধং যয়া ॥ ৮৯-৯০ ॥

———

অকারাদীন্ ক্ষকারান্তান্ বর্ণানাদৌ তু কেবলান্।
ললাটাদিষু চাঙ্গেষু ন্যস্যেদ্বিদ্বান্ যথাক্রমম্ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—সাধক অনুস্বার সংযোগ না করিয়া কেবল অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণ সকলকে যথাক্রমে ললাটাটি অঙ্গসকলে ন্যাস করিবেন ॥ ৯১ ॥

———

তচ্চ বিবিচ্যোক্তম্—
ললাটমুখবিম্বাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ৯২ ॥
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে।
ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ।
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্ ॥ ইতি॥৯৩॥

অনুবাদ—এক্ষণে তাহার ক্রমবিভাগ কথিত হইতেছে—ললাট, মুখমণ্ডল, নেত্র, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, গণ্ডস্থল, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখবিবর, হস্তসন্ধি, পদসন্ধি, হস্তাগ্র, পদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠভাগ, নাভি, জঠর, হৃদয়, দক্ষিণস্কন্ধ, ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ততলদ্বয়, পদতলদ্বয়, জঠর, ও আনন এই সকল স্থানে যথাক্রমে ন্যাস করিবে ॥৯২-৯৩ ॥

তাৎপর্য্য—ললাট ১, মুখমণ্ডল ১, চক্ষুঃ ২, কর্ণ ২, নাসারন্ধ্র ২, গণ্ড ২, ওষ্ঠ ২, দুই পঙ্‌ক্তি-হেতু দন্ত ২, এবং মস্তক ১, ও মুখচ্ছিদ্র ১—সর্ব্বসমেত ষোড়শ অঙ্গ। এই সকল অঙ্গে ষোড়শ স্বর ন্যাস করিবে। বাহুসন্ধি ৪, অর্থাৎ বাহুমূল ১, কনুই ১, মণিবন্ধ ১ ও অঙ্গুলি মূল ১। পদসন্ধি ৪ অর্থাৎ উরুমূল ১, জানু ১, গুল্ফ ১, অঙ্গুলি ১। অতএব দুই বাহু ও দুই পদের সন্ধি সমুদায় ষোড়শ। আর হস্তাগ্র ২ এবং পদাগ্র ২। অতএব সমস্ত লইয়া বিংশতি অঙ্গ। এই বিংশতি অঙ্গে ককারাদি ন-কার পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। আর ককুৎ প্রভৃতি ৯ অঙ্গে প-কারাদি অন্তাস্থ ব-কার পর্য্যন্ত ৯ বর্ণ ন্যাস করিবে। করতলদ্বয়, পদতলদ্বয়, উদর ও আনন—এই ৬ অঙ্গে শকারাদি ক্ষ-কারান্ত ৬ বর্ণের ন্যাস করিবে। অঙ্গের মধ্যে, ললাট ও বর্ণের মধ্যে অ-কার লইয়া ন্যাস আরম্ভ করিবে, ক্রমে পরপর ন্যাস করিবে।

টীকা—তং ন্যাসবিধিং লিখতি—অকারাদীনিতি। কেবলান্ অনুস্বারাদিহীনান্ প্রথমং ন্যস্যেৎ। কং কুত্র ন্যস্যেদিত্যপেক্ষায়াং লিখতি --ললাটেত্যাদি —সার্দ্ধদ্বয়েন। মাতৃকায়া লিপিসংস্থায়া অর্ণান্ বর্ণান্ যথাক্রমং ললাটাদিষু ন্যস্যেদিতিদ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র চৈকপঞ্চাশদ্বর্ণেষু মধ্যে অকারাদীন্ অন্তঃস্থবকারান্তান্ পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ণান্ ললাটাদিষু বামাংসান্তেষু পথচত্বারিংশদবয়বেষু ন্যস্যেৎ। তথাহি, ললাটমেকং মুখবিম্বং মুখমণ্ডলঞ্চৈকম্, অক্ষ্যাদিদন্তান্তানং প্রত্যেকং দ্বয়মিত্যেবং দ্বাদশ। তত্র দন্তানাং পঙ্‌ক্তেদ্বিত্বেন দ্বিত্বং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, উত্তমাঙ্গং মস্তকমেকম্, আস্যং মুখচ্ছিদ্রমেকম্, ইত্যেবং ষোড়শষু ষোড়শস্বরান্; ততঃ দোষ্ণোর্ভুজয়োঃ সন্ধয়ঃ প্রত্যেকং মূলকূর্পরমণিবন্ধাঙ্গুলী মূলভেদেন চত্বারঃ, এবং দ্বয়োরষ্ট; পদোশ্চ সন্ধয়ঃ—উরুমূল - জানু - গুল্ফাঙ্গুলিমূলে ভেদেন প্রত্যেকং চত্বার, এবং দয়োরষ্ট; তথা দোষ্ণোরগ্রদ্বয়ং পদোশ্চাগ্রদ্বয়মিত্যেবং দোঃ পৎসন্ধি-বিংশত্যঙ্গেষু ব্যঞ্জনানাং মধ্যে ককারাদি-নকারান্ত-বিংশতিবর্ণান্, ততশ্চ পার্শ্বাদিষু দিক্ষু নবস্বঙ্গেষু পকারাদীন্ বকারান্তান্ নব বর্ণান্ ন্যসেৎ। তত্র পার্শ্বয়োরিতি তয়োর্দ্বিত্বমেব অংসস্য দক্ষিণবামতয়া দ্বিত্বাৎ পুনরুক্তিরিতি। হৃৎপূর্ব্বমিতি অবশিষ্টান্ শকারাদি-ক্ষকারান্তান্ ষড়্ বর্ণান্ হৃদয়মারভ্য কক্ষাদিপাণিযুগলপাদযুগলজঠরাননপর্য্যন্তং ব্যাপয্য তত্তৎস্থানষট্‌কে ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ—'অং নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ৯১-৯৩ ॥

———

সানুস্বারান্ বিসর্গাঢ্যান্ সানুস্বারবিসর্গকান্।
ন্যস্যেদ্ভূয়োঽপি তান্ বিদ্বানেবং বারচতুষ্টয়ম্ ॥৯৪॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া, বিসর্গ সংযুক্ত করিয়া এবং অনুস্বার ও বিসর্গ দুইই সংযুক্ত করিয়া আবার ঐ বর্ণ সকল ঐ ঐ অঙ্গে ন্যাস করিবেন। এইভাবে চারিবার করিতে হইবে ॥৯৪॥

[অর্থাৎ প্রথমতঃ অনুস্বার না দিয়া অ নমঃ আ নমঃ। দ্বিতীয়তঃ অনুস্বার দিয়া অং নমঃ আং নমঃ। তৃতীয়তঃ বিসর্গ দিয়া অঃ নমঃ আঃ নমঃ। চতুর্থতঃ বিসর্গ ও অনুস্বার দিয়া অং নমঃ আং নমঃ এই ভাবে]

টীকা—ভূয়োঽপীত্যস্য সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ। বারচতুষ্টয়মিতি লিখনাৎ তান্ মাতৃকার্ণান্ তথৈব ভূয়োঽপি সানুস্বারান্ অনুস্বারেণ সহিতান্ ন্যস্যেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অং নমঃ' ইত্যাদিঃ। ভূয়োঽপি তথৈব বিসর্গাঢ্যান্ বিসর্জ্জনীয়যুক্তান্ ন্যস্যেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অঃ নমঃ' ইত্যাদিঃ। ভূয়োঽপি তথৈব সানুস্বারবিসর্গকান্ অনুস্বার বিসর্গাভ্যাং যুগপদেব সহিতান্ ন্যস্যেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অং নমঃ' ইত্যাদিঃ; এবং লিখিতপ্রকারেণ কেবলসংযুক্তভেদেন বারচতুষ্টয়ং মাতৃকাবর্ণান্ ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

———

অথ মাতৃকান্যাসঃ

কণ্ঠহৃন্নাভিগুহ্যেষু পায়ুভ্রূমধ্যয়োস্তথা।
স্থিতে ষোড়শপত্রাব্জে ক্রমেণদ্বাদশচ্ছদে ॥ ৯৫ ॥
দশপত্রে চ ষট্‌পত্রে চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে।
ন্যসেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্দ্বৈকৈকমক্ষরম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মাতৃকান্যাস—কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, লিঙ্গ, পায়ু ও ভ্রূমধ্য এই ছয় স্থানে যথাক্রমে ষোড়শদল, দ্বাদশদল, দশদল, ছয়দল চতুর্দল ও দ্বিদল পদ্ম আছে। ঐ সকল পদ্মের প্রত্যেক দলের অগ্রভাগে অনুস্বার সহযোগে এক একটি বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে, অর্থাৎ ছয়টি পদ্মের দল সমুদায়ে মোট ৫০ টি। প্রত্যেক দল, হল ও স্বরের পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেকটিকে অনুস্বার সহিত ন্যাস করিতে হইবে ॥ ৯৫-৯৬ ॥

টীকা—কণ্ঠাদিষট্‌সু স্থানেষু ক্রমেণ স্থিতে ষোড়শপত্রাদি-কমলষট্‌কে তৎপঞ্চাশৎপত্রেষু একৈকস্মিন্ পত্রে বিন্দুসহিতমেকৈকমক্ষরমিতি পঞ্চাশদ্বর্ণান্ তত্তৎপত্রান্তে মনসা ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

———

অথ কেশবাদিন্যাসঃ

স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং বর্ণান্ মূর্ত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ।
কীর্ত্ত্যাদিভিঃ শক্তিভিশ্চ ন্যস্যেত্তান্ পূর্ব্ববৎক্রমাৎ ॥৯৭

অনুবাদ—ঋষি প্রভৃতি স্মরণ করিয়া কেশবাদি মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি প্রভৃতি শক্তিসকলের সহিত পূর্ব্বোক্ত বর্ণসকলকে আগের মত ক্রম অনুসারে ন্যাস করিতে হইবে। মূর্ত্তি ও শক্তি সকলকে চতুর্থী বিভক্তি সহকারে এবং শেষে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ন্যাস করিবে ॥ ৯৭ ॥

[কেশবাদি ন্যাসের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ, বীজ হল বর্ণ, শক্তি স্বরবর্ণ, আপনাকে ভগবৎস্বরূপ করণ-কার্য্যে ইহার বিনিয়োগ হয়। কেশবাদি এক পঞ্চাশৎ মূর্ত্তি, কীর্ত্তি প্রভৃতি এক-পঞ্চাশৎ শক্তির সহিত পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণগুলিকে অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া ললাটাদি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ সকলে ন্যাস করিবে। প্রয়োগ যথা—আং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি ॥৯৭॥]

টীকা—ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তম্—'অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতিঋষির্দেবী গায়ত্রী ছন্দো লক্ষ্মীনারায়ণো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনোঽচ্যুতত্বে বিনিয়োগঃ' ইতি। তান্ একপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণান্ কেশবাদিভিরেকপঞ্চাশন্মূর্ত্তিভিঃ তাবতীভিরেব কীর্ত্ত্যাদিভিশ্চ শক্তিভিঃ সহ পূর্ব্ববৎ ললাটাদিষু অনুস্বারসহিতান্ তথৈব ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

———

ন্যসেচ্চতুর্থী-নত্যান্তা মূর্ত্তিঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ।
সপ্তধাতূন্ প্রাণজীবৌ ক্রোধমপ্যাত্মনেঽন্তকান্ ॥৯৮॥

অনুবাদ—যকারাদি বর্ণের সহিত যে সকল মূর্ত্তি ও শক্তি ন্যাস করিতে হইবে সেই সমস্ত মূর্ত্তি ও শক্তিকে যকারাদি অর্থাৎ যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ এবং আত্মনেপদ অন্তে সংযুক্ত করিয়া সপ্ত ধাতু অর্থাৎ ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শোণিত ও শুক্র এবং প্রাণ, জীব ও ক্রোধের সহিত ন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ "যং ত্বাগত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নম" 'রং মাংসাত্মনে বলিনে পরায়ৈ নম" ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

টীকা—অত্র মূর্ত্তয়ঃ শক্তয়শ্চ কথং ন্যাস্যা ইত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারং লিখন্ তত্রৈব কঞ্চিচ্চান্যং বিশেষং লিখতি—ন্যস্যেদিতি। মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ চতুর্থ্যন্তা নম ইত্যন্তাশ্চ ন্যস্যেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ। যাদিভিরিতি তত্র যকারাদিদশবর্ণৈঃ সহ যা মূর্ত্তীঃ পুরুষোত্তমাদ্যা দশশক্তীশ্চ বসুধাদ্যান্তা ন্যস্যেৎ॥ তত্র ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণীতি সপ্তধাতূন্ তথা প্রাণং জীবঞ্চ ক্রোধমপীত্যেবং দশ ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। কথন্তুতান্ ত্বগাদীন্ প্রাণাদীংশ্চ? আত্মনে ইতি অন্তে যেষাং তান্, বহুব্রীহৌ কঃ। এতচ্চ সর্ব্বেষামেব বিশেষণমপি-শব্দাৎ। অত্র প্রয়োগঃ—'যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ॥ ৯৮॥

তত্র ধ্যানম্

উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানারত্নোল্লসিত-বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকী-চক্রপাণিম্ ॥৯৯॥

অনুবাদ—যিনি নব উদিত শত সূর্য্যের দীপ্তি-বিশিষ্ট এবং উত্তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণযুক্ত যাঁহার এক পার্শ্বে কমলা ও অপর পার্শ্বে পৃথ্বী পরিচর্য্যারত, যিনি বিবিধ রত্নখচিত উজ্জ্বল অলঙ্কার মণ্ডিত, যিনি পীতবসনধারী ও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী সেই শ্রীবিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি॥ ৯৯॥

টীকা—প্রদ্যোতনঃ সূর্য্যঃ বিশ্বধাত্র্যা শ্রীধরণ্যা॥ ৯৯॥

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ

প্রথমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ।
গোবিন্দশ্চ তথা বিষ্ণুর্মধুসূদন এব চ॥ ১০০॥
ত্রিবিক্রমো বামনোঽথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরম্।
হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততো দামোদরস্তথা॥ ১০১॥
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽথানিরুদ্ধকঃ।
চক্রী গদী তথা শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী তথা॥১০২॥
মুষলী চ তথা শূলী পাশী চৈবাঙ্কুশী তথা।
মুকুন্দো নন্দজশ্চৈব তথা নন্দী নরস্তথা॥১০৩॥
নরকজিদ্ধরিঃ কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বত এব চ।
ততঃ শৌরিস্তথা শূরস্ততঃ পশ্চাজ্জনার্দ্দনঃ॥ ১০৪॥
ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বলী বলানুজো বালো বৃষঘ্নো বৃষ এব চ॥ ১০৫॥
হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহশ্চেতি মূর্ত্তয়ঃ॥১০৬॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিসমূহের কথা বলা হইতেছে—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলা, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দনন্দন, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল এবং নৃসিংহ—এই একপঞ্চাশৎ শ্রীমূর্ত্তি॥ ১০০-১০৬॥

অথ শক্তয়ঃ

কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া।
মেধা হর্ষা তথা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥১০৭॥
প্রীতি রতির্জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চ চণ্ডিকা।
কালী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা॥ ১০৮॥
বিশ্বা চ বিনদা চৈব সুনন্দা চ স্মৃতিস্তথা।
ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চ বুদ্ধির্মুক্তির্নতিঃ ক্ষমা॥১০৯॥
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা।
পরায়ণা চ সূক্ষ্মা চ সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা॥১১০॥
অমোঘা বিদ্যুতেত্যেকপঞ্চাশৎ শক্তয়ো মতাঃ।
দদাত্যয়ং কেশবাদিন্যাসোঽত্রাখিলসম্পদম্॥১১১॥
অমুত্রাচ্যুতসারূপ্যং নয়তি ন্যাসমাত্রতঃ॥ ১১২॥

অনুবাদ—অনন্তর শক্তিসমূহ—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, কালী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, মুক্তি, নতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুধা,

বসুদা, পরা, পরায়ণা সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা এবং বিদ্যুতা এই একপঞ্চাশৎ শক্তি। এই কেশবাদিন্যাস অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে সকল সম্পত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বারূপ্য লাভ হয় ॥ ১০৭-১১২ ॥

টীকা—অত্র অস্মিন্ লোকে অমুত্র পরলোকে শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যং প্রাপয়তি ॥ ১১১-১১২ ।

তদুক্তম্—

ধ্যাত্বৈবং পরমপুমাংসমক্ষরৈর্যো-
বিন্যসেদ্দিনমনু কেশবাদিযুক্তৈঃ ।
মেধায়ুঃস্মৃতি-ধৃতি-কীর্ত্তি-কান্তি-লক্ষ্মী-
সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে—যিনি প্রতিদিন এবম্প্রকারে পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষের ধ্যান করিয়া কেশবাদি নাম সমন্বিত অক্ষরের সহিত ন্যাস করেন, তিনি আজীবন মেধা, আয়ুঃ, স্মৃতি, ধৈর্য্য, কীর্ত্তি, কান্তি, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন॥

টীকা—এবম্ উদাৎপ্রদ্যোতন-শতরুচিমিত্যাদি-প্রকারেণ, পরমপুমাংসং শ্রীভগবন্তং, দিনমনু অনুদিনম্ ॥ ১১৩ ॥

অন্যত্র চ—

কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনঃ ।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
ইতি ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—এই কেশবাদি ন্যাস অনুষ্ঠিত হইবামাত্রই মানবগণকে ভগবৎ-সারূপ্য প্রদান করে, ইহা নিঃসন্দেহে সত্য ॥ ১১৪ ॥

যশ্চ কুর্য্যাদিমং ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্ ।
ভক্তিং মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ লভতেঽচিরাৎ ॥১১৫

তথা চোক্তম্—

অমুমেব রমাপুরঃসরং প্রভজেদ্যো
মনুজো বিধিং বুধঃ ।
সমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং পুনরন্তে
হরিতাং ব্রজত্যসৌ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—যিনি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ করিয়া এই কেশবাদি ন্যাস করেন, তিনি অল্পকাল মধ্যেই ভক্তি, মুক্তি, ভোগ ও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—যে পণ্ডিতব্যক্তি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে প্রসিদ্ধ শ্রীলাভ করিয়া পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ-সারূপ্য লাভ করেন ॥ ১১৫-১১৬ ॥

টীকা—ইমং কেশবাদিন্যাসং লক্ষ্মীবীজং শ্রীশব্দস্তৎপূর্ব্বকং যঃ কুর্য্যাৎ, সোঽচিরাৎ ভক্ত্যাদিকং লভতে ॥ ১১৫ ॥

টীকা—হরিতাং শ্রীকৃষ্ণত্বমিতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১১৬ ॥

অথ তত্ত্বন্যাসঃ

মকারাদিককারান্তবর্ণৈর্যুক্তং সবিন্দুকৈঃ ।
নমঃ পরায়েতি পূর্ব্বমাত্মনে নম ইত্যনু ॥ ১১৭ ॥
নাম জীবাদিতত্ত্বানাং ন্যসেত্তত্তৎপদে ক্রমাৎ ।
ন্যাসেনানেন লোকো হি ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ॥১১৮

অনুবাদ—অনন্তর তত্ত্বন্যাস—প্রথমতঃ "নম পরায়" তারপর 'আত্মনে নমঃ' বলিয়া অনুস্বার সংযুক্ত মকারাদি ককারান্ত বর্ণগুলির সহিত, পরে বক্ষ্যমাণ স্থান সকলে জীবাদি তত্ত্বের ন্যাস করিবে। এই ন্যাস আচরণ দ্বারাই পূজায় অধিকারী হওয়া যায় ॥ ১১৭-১১৮ ॥

[প্রয়োগ যথা—"মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ", "ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ", কেহ কেহ বিজ্ঞব্যক্তি "জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ", "প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করেন ॥ ১১৭-১১৮ ॥]

টীকা—জীবাদিতত্ত্বানাং নাম জীবেত্যাদিকং তত্তৎপদে তস্মিন্ তস্মিন্ লেখ্যস্থানে ক্রমাৎ লিখন্ ক্রমেণ ন্যস্যেৎ। আদি শব্দেন অগ্রেলেখ্যানি প্রাণ-মহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি ; কথমিত্যপেক্ষায়াং তদেব বিশিনষ্টি—সবিন্দুকৈঃ অনুস্বারসহিতৈর্ম্মকারাদিভিঃ ককারান্তৈর্বর্ণৈর্যুক্তম্। মকারাদীনাং ককারান্ততা চাত্র প্রাতিলোম্যেন জ্ঞেয়া। কিঞ্চ, নমঃ পরায়েতি বাক্যং পূর্ব্বং যস্মিন্ তৎ তথা 'আত্মনে নমঃ' ইতি অনু পশ্চাৎ যস্মিন্ তৎ ; যদ্বা, নমঃ

পরায়েতি নাম্নঃ পূর্ব্বং ন্যসেৎ, 'আত্মনে নমঃ' ইতি চ অনু পশ্চাৎ ন্যসেৎ ; হি যতঃ অনেন তত্ত্বন্যাসাখ্যেন ন্যাসেনাপূজায়ামধিকারী জনো ভবতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'ইতি কৃতেঽধিকৃতো ভবতি ধ্রুবং সকলবৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিষু' ইতি ; তত্র প্রয়োগঃ —'মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ' ইত্যাদিঃ। কেচিচ্ছ—জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ' ইত্যাদিনা তত্ত্বশব্দমপি প্রযুঞ্জতে ॥ ১১৭-১১৮ ॥

তত্রাদৌ সকলে ন্যস্যেজ্জীবপ্রাণৌ কলেবরে।
হৃদয়ে মত্যহঙ্কার-মনাংসীতি ত্রয়ন্ততঃ ॥ ১১৯ ॥
শব্দং স্পর্শং ততো রূপং রসং গন্ধঞ্চ মস্তকে।
মুখে হৃদি চ গুহ্যে চ পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥১২০॥
শ্রোত্রং ত্বচং দৃশং জিহ্বাং ঘ্রাণং স্ব-স্বপদে ততঃ।
বাক্‌পাণি-পাদপায়ূপস্থানি স্বস্ব-পদে তথা ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—আগে সমস্তশরীরে জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের ন্যাস করিয়া হৃদয়প্রদেশে মতি, অহঙ্কার ও মন এই তিন তত্ত্বের ন্যাস করিতে হইবে। তারপর মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পদদ্বয়ে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তত্ত্বের ন্যাস করিতে হইবে। পরে কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও প্রাণতত্ত্বকে উহাদিগের নিজ নিজ স্থানে ন্যাস করিবে ॥ ১১৯-১২১ ॥

টীকা—তানি তত্ত্বান্যেব লিখন্ তত্ত্বন্যাস স্থানং বিবিচ্য লিখতি—তত্রাদাবিতি। তস্মিন্ তত্ত্বন্যাসে সকলে কলেবরে সর্ব্বশরীরে জীবং প্রাণঞ্চেতি তত্ত্বদ্বয়ং ন্যসেৎ, ততো হৃদয়ে মত্যাদি তত্ত্বত্রয়ং ন্যসেৎ ; তত্র প্রয়োগঃ—'বং পরায় মত্যাত্মনে নমঃ' ইত্যাদিঃ। এবমগ্রে প্রয়োগ সর্ব্বত্রোহ্যঃ ॥ ১১৯ ॥

টীকা—ন্যস্যেদিত্যনুবর্ত্তত এব, ততঃ শব্দাদিপঞ্চকং মস্তকাদিপঞ্চকে যথাক্রমং লিখিতক্রমেণ ন্যসেৎ ॥ ১২০ ॥

টীকা—ততঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকং যথাক্রমমেব স্ব-স্বপদে নিজনিজস্থানে শ্রোত্রাদিপঞ্চক এব তত্রৈব রাগাদিপঞ্চকঞ্চ ন্যসেৎ। তত্র চ যস্য দ্বিত্বং তস্য তয়োর্দ্বয়োরেব ন্যাসঃ, এবঞ্চ শ্রোত্রয়োর্দৃশোঃ পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ তত্ত্বস্যৈকস্যৈব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ, পশ্চাদগ্রে চ পাদয়োরিতি লিখনাৎ ॥ ১২১ ॥

আকাশবায়ুতেজাংসি জলং পৃথ্বীঞ্চ মূর্দ্ধনি।
বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১২২ ॥
হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকঞ্চ দ্বিষট্‌দ্ব্যষ্টদশাদিকম্।
কলাব্যাপ্তেতি পূর্ব্বঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিমণ্ডলম্।
বর্ণৈঃ সহ সরেফৈশ্চ ক্রমান্ন্যসেৎ সবিন্দুকৈঃ ॥১২৩

অনুবাদ—অনন্তর মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ ও পদদ্বয়ে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী-তত্ত্বের ন্যাস করিতে হইবে। তারপর হৃদয় প্রদেশে হৃৎপুণ্ডরীক, দ্বাদশকলাব্যাপ্ত আদিত্যমণ্ডল, ষোড়শকলাব্যাপ্ত সোমমণ্ডল ও দশকলাব্যাপ্ত অগ্নিমণ্ডল বিন্দুযুক্ত রকার ও অন্যান্য বর্ণের সহিত ন্যাস করিবে ॥ ১২২-১২৩ ॥

[**প্রয়োগ যথা**—শং নমঃ পরায় পুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলা ব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত বহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ ॥ ১২৩ ॥]

টীকা—আকাশাদিপঞ্চকঞ্চ মূর্দ্ধাদিপঞ্চকে ন্যসেৎ, এবং মকারাদি-ককারান্তানাং পঞ্চবিংশতিবর্ণানাং ন্যাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২২ ॥

টীকা—অধুনাবশিষ্টানাং ব্যঞ্জনবর্ণানাং দশানাং ন্যাসং লিখতি—হৃদীতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। হৃৎপুণ্ডরীকমিত্যেকং তথা সূর্য্যমণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলম্ অগ্নিমণ্ডলং চেতিত্রয়ম্ ; এতচ্চতুষ্টয়ং বিন্দুসহিতৈঃ শকারাদি চতুর্বর্ণৈঃ সহ ক্রমেণ হৃদ্যেব ন্যসেৎ। কথম্ভুতং সূর্য্যাদিমণ্ডলং ? কলাব্যাপ্তেতি-শব্দঃ পূর্ব্ব-মাদ্যং যস্মিন্ তৎ ; পুনঃ কথম্ভুতম্ ? দ্বিষট্‌দ্বাদশদ্ব্যষ্টষোড়শ-ক্রমেণ দ্বিষট্ ইত্যাদি আদৌ যস্য তৎ ; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—বিম্বানি দ্বিষড়ষ্টযুগদশ-কলাব্যাপ্তানি সূর্য্যোড়ুরাড়্‌বহ্নীনাঞ্চ, যতস্তু ভূতবসুমুন্যক্ষ্যক্ষরৈর্মন্ত্রবিদিতি। অস্যার্থঃ—সূর্য্যচন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি ক্রমেণ দ্বাদশষোড়শদশকলাব্যাপ্তানি চ তত্তৎকলাব্যাপ্তেত্যেতান্যপি ; যতঃ যকারাৎ যো ভূতাক্ষরং পঞ্চমবর্ণঃ শকারঃ, বস্বক্ষরম্ অষ্টমবর্ণঃ হকার,

মুন্যক্ষরং সপ্তমবর্ণঃ সকারঃ, অক্ষ্যক্ষরং দ্বিতীয়বর্ণঃ রেফঃ, এতৈঃ সহেতিঃ; তত্র প্রয়োগঃ—'শং' নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ; হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ; সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ; রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ' ইতি ॥ ১২৩ ॥

বাসুদেবং যকারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে।
যকারেণ মুখে সঙ্কর্ষণং ন্যসেৎ পুমন্বিতম্ ॥১২৪॥

অনুবাদ—পরমেষ্ঠি শব্দ সংযুক্ত বাসুদেবকে য-কারের সহিত মস্তকে ন্যাস করিবে। য-কারের সহিত মুখে পুংশব্দ সহযোগে সঙ্কর্ষণের ন্যাস করিতে হয় ॥ ১২৪ ॥

টীকা—অধুনাবশিষ্টষড়্বর্ণৈঃ সহ পঞ্চোপ-নিষদাদিন্যাসং লিখতি—বাসুদেবমিতি ত্রিভিঃ। মূর্দ্ধন্যষকারেণ সহ পরমেষ্ঠিযুতং পরমেষ্ঠীতি সহিতং বাসুদেবং কে মস্তকে ন্যসেৎ; অত্র প্রয়োগঃ—'ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ,' ইতি। পুমন্বিতং পুংসা সহিতম্; তত্র প্রয়োগঃ—'যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ' ইতি ॥ ১২৪ ॥

হৃদি ন্যসেল্লকারেণ প্রদ্যুম্নং বিশ্বসংযুতম্।
অনিরুদ্ধং নিবৃত্ত্যাঢ্যং বকারেণ চ গুহ্যকে।
নারায়ণঞ্চ সর্ব্বাঢ্যং লকারেণৈব পাদয়োঃ ॥১২৫॥

অনুবাদ—বিশ্বশব্দ সমন্বিত হৃদয়ে লকারের সহিত প্রদ্যুম্নের, নিবৃত্ত-শব্দ সহকারে গুহ্যে, বকারের সহিত অনিরুদ্ধের এবং পদদ্বয়ে লকারে সহিত সমস্ত অঙ্গযুক্ত নারায়ণের ন্যাস করিতে হইবে ॥ ১২৫ ॥

টীকা—লকারেণ সহ প্রদ্যুম্নং ন্যসেৎ ইত্যত্র কেচিদ্রেফেণ সহ ন্যাসং মন্যন্তে, তদযুক্তমেব, যতঃ পূর্ব্বং বহ্নিমণ্ডলেন সহ রেফস্য ন্যাসো বৃত্তঃ, অত্রাপি পুনস্তস্যৈব ন্যাসাত্তস্য দ্বিত্বং প্রসজ্যেত তচ্চ ন সম্ভবে-দেব, বর্ণাসমাম্নায়েতস্যৈকত্বাৎ, অতোঽত্র লকার-স্যৈব ন্যাসো যুক্তঃ। অগ্রে নারায়ণেন সহ তস্য পুনর্ন্যাসশ্চৈকপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণেষু তস্য দ্বিত্বাদ্যুক্ত এবেতি। অতএব ক্রমদীপিকায়াং—যোপরবলার্ণকৈঃ সলবকৈরিতি। অস্যার্থঃ—যেতি যকার উপরেতি রেফস্য উপসমীপে তিষ্ঠতীতি যকারো লকারশ্চ তথা বকারো লকারশ্চ দ্বিতীয়ঃ; এবং পঞ্চভির্বর্ণৈঃ সলবকৈঃ সানুস্বারৈরিতি। যোযবালবর্ণৈরিতি পাঠস্তু চিন্ত্যঃ, আর্য্যাভেদস্কন্ধকচ্ছন্দসি চতুষ্কলভঙ্গদোষাপত্তেঃ, তথা তত্ত্বন্যাসেঽস্মিন্ প্রথমতঃ প্রস্তুতানাং পঞ্চত্রিং-শদ্ব্যঞ্জনবর্ণানাং মধ্যে যোইত্যস্যাবা-ইত্যস্য চ কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ। অন্তে ন্যাস্যস্য ক্ষকারস্য চ রেফৌ-কারসংযোগঃ নৃসিংহবীজত্বেন তস্য তাদৃশত্বাদেব; অতঃ পূর্ব্বং পঞ্চবর্গ্যানাং বর্ণানাং ন্যাসঃ, ততঃ পর-মন্তঃস্থাদীনাং মধ্যে, সকারাদিচতুর্ণামগ্রেন্যাসঃ, ততঃ পরমন্তঃস্থাদীনাং মধ্যে শকারাদিচতুর্ণামগ্রে নৃসিংহ-বীজময়স্য ক্ষকারস্যান্ত্যেব। অত্র চ পঞ্চোপনিষৎসু অবশিষ্টানাং যকারাদীনাং পঞ্চানামেব যুক্ত ইতি দিক্। অত্র প্রয়োগঃ—'লঃ নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ' ইতি ॥ ১২৫ ॥

নৃসিংহং কোপসংযুক্তং তদ্বীজেনাখিলাত্মনি।
তত্ত্বন্যাসোঽয়মচিরাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ ॥১২৬॥

অনুবাদ—সর্ব্বাঙ্গে কোপ-শব্দ-যুক্ত নৃসিংহকে তদীয় বীজের অর্থাৎ ক্ষকারের সহকারে সর্ব্বগাত্রে ন্যাস করিবে। উপরে কথিত এই তত্ত্ব অল্পকালের মধ্যেই সাধককে কৃষ্ণ সমীপবর্ত্তী করে ॥ ১২৬ ॥

[উক্ত ন্যাস সকলের প্রয়োগ—ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ। যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ। বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিবৃত্তাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ। ১২৬ ॥]

টীকা—ন্যসেদিত্যনুবর্ত্তত এব, নৃসিংহস্য বীজেন সহ অখিলাত্মনি সর্ব্বগাত্রেষু; অত্র প্রয়োগঃ—'ক্ষ্রৌ নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ' ইতি। এবং তত্ত্বন্যাসফলং লিখতি—তত্ত্বেতি। কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ—কৃষ্ণং সান্নিধ্যে কারয়তি প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

তথা চোক্তম্—

অতত্ত্বব্যাপ্যরূপস্য তৎপ্রাপ্তের্হেতুনা পুনঃ।
তত্ত্বন্যাসমিতি প্রাহুর্ন্যাসতত্ত্ববিদো বুধাঃ ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে—যে সব বিজ্ঞজন ন্যাস কার্য্যের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা এই ন্যাসকে তত্ত্বন্যাস বলিয়া থাকেন, কারণ যাহা বস্তু নহে, তাহাকে বস্তুতাপ্রাপ্ত করায় ॥ ১২৭ ॥

টীকা—অতত্ত্বঞ্চ তৎ, অতএব ব্যাপ্যরূপঞ্চ তস্য পুনঃ তৎপ্রাপ্তেস্তত্ত্বাবাপ্তের্হেতোঃ ॥ ১২৭ ॥

———

যঃ কুর্য্যাত্তত্ত্ববিন্যাসং স পূতো ভবতি ধ্রুবম্।
তদাত্মনানুপ্রবিশ্য ভগবানিহ তিষ্ঠতি।
যতঃ স এব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বন্যাসকারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই পবিত্র হন। শ্রীভগবান সেই ব্যক্তির দেহে ন্যাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। যেহেতু ভগবানই সর্ব্বতত্ত্ব এবং সমুদায় পদার্থই তাঁহাতে বিরাজিত ॥ ১২৮ ॥

টীকা—তদাত্মনা ন্যাসকর্ত্তৃরূপেণ বা ইহ শরীরে লোকে বা ॥ ১২৮ ॥

———

অথ পুনঃপ্রাণায়ামবিশেষঃ

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রং জপন্ ক্রমাৎ।
বারৌ দ্বৌ চতুরঃ ষট্ চ রেচপূরককুম্ভকে ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পুনর্বার বিশেষরূপে প্রাণায়াম—তাহার পর মূলমন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র) রেচক, পূরক ও কুম্ভক কার্য্যে ক্রমান্বয়ে দুই, চারি ও ছয়বার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে ॥ ১২৯ ॥

টীকা—ততস্তত্ত্বন্যাসানন্তরম্ ; ক্রমাদপি রেচকে দ্বৌ বারৌ, পূরকে চতুরো বারান্ কুম্ভকে ষট্ বারান্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং জপন্নিত্যর্থঃ। রেচকপূরককুম্ভক ইতি দ্বন্দ্বৈক্যম্ ॥ ১২৯ ॥

———

অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্য্যাদ্বারাংস্তু ষোড়শ।
দ্বাত্রিংশচ্চ চতুঃষষ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ ॥১৩০

অনুবাদ—অথবা অসমর্থ হইলে ক্রমান্বয়ে ১৬, ৩২ ও ৬৪ বার কামবীজ জপ করিয়া রেচকাদি করিবে ॥ ১৩০ ॥

টীকা—তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি—অথবেতি। কামবীজং ক্রমাৎ রেচকপূরককুম্ভকেষু পূর্ব্ববৎক্রমেণ ষোড়শদ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিবারান্ জপন্ তান্ রেচকপূরককুম্ভকাংস্ত্রীন্ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩০ ॥

———

তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—

রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ
পূরয়েদ্বাময়া চ মধ্যনাড্যা পুনঃ।
ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং,
স্যাৎ কলাদন্তবিদ্যাখ্যমাত্রাত্মকম্ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতে লিখিত আছে—বিজ্ঞব্যক্তি দক্ষিণনাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করিবেন, বামনাড়ী দ্বারা পূরণ এবং মধ্যনাড়ী দ্বারা বায়ু অবরোধ (কুম্ভক) করিবেন। এই তিন প্রকার ক্রিয়াই রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামে অভিহিত। ইহাদের পরিণামকাল—১৬, ৩২ ও ৬৪ মাত্রা ॥১৩১

টীকা—তদেব ক্রমদীপিকোক্ত্যা সংবাদয়ন্ তত্রৈব কিঞ্চিদ্বিশেষঞ্চ দর্শয়তি—রেচয়েদিতি। দক্ষয়া দক্ষিণনাড্যা, দক্ষিণঃ বিদ্বান্ জনঃ, মধ্যনাড্যা সুষুম্নয়া ধারয়েৎ ; এবং রেচকপূরককুম্ভকাখ্যাং ত্রয়ং স্যাৎ। রেচকাদিষু ত্রিষু ক্রমেণাবধিকালমাহ—কলাঃ ষোড়শ, দন্তা দ্বাত্রিংশৎ, বিদ্যাশ্চতুঃষষ্টিস্তৎসংখ্যকমাত্রাত্মকমিত্যর্থঃ। মাত্রা চ—বামাঙ্গুষ্ঠেন বামকনিষ্ঠাদ্যঙ্গুলীনাং প্রত্যেকং পর্ব্বত্রয়সম্পর্ককালঃ, বামহস্তেন বামজানুমণ্ডলস্য প্রাদক্ষিণ্যেন স্পর্শকালো বা। তত্রাপ্যঙ্গুলিনিয়মোহপ্যুক্তঃ—'কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা' ইতি। তত্র তেষু প্রাণায়ামষু পূর্ব্বক রেচকাদিষু সংখ্যোক্তা, অত্র চ প্রাণায়ামেষ্বিবতিভেদঃ ॥১৩১॥

———

তত্র কালঃ সংখ্যাদিকঞ্চ

তত্রৈব—

পুরতো জপস্য পরতো-
ঽপি বিহিতমথ তত্রয়ং বুধৈঃ।

ষোড়শ য ইহাচরেদ্দিনশঃ,
পরিপূয়তে স খলু মাসতোঽংহসঃ ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকা-গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জপের আগে ও পরে এই প্রাণায়াম বিধান করিয়া থাকেন। প্রতি সময়ে তিন তিন বারের নিয়ম আছে। যিনি ইহ লোকে প্রত্যহ ষোড়শ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, এক মাসের মধ্যে তিনি পাতক মুক্ত হন ॥ ১৩২ ॥

টীকা—জপস্য পূরত আদৌ পরতঃ অন্তে চ ইতি প্রাণায়ামেষু কালঃ, তত্রয়ং প্রাণায়ামত্রয়মিতি সংখ্যা, যো জনো দিনশঃ প্রত্যহং ষোড়শপ্রাণায়ামানাচরেৎ, স মাসতঃ, মাসেনৈকেন অংহসঃ পাপাৎ পরিপূয়তে শুদ্ধো ভবতীতি স্যামান্যতঃ ফলম্। পরঞ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ১৩২ ॥

অথ পীঠন্যাসঃ

ততো নিজতনুমেব পূজাপীঠং প্রকল্পয়ন্।
পীঠস্যাধারশক্ত্যাদীন্ ন্যস্যেৎ স্বাঙ্গেষু তারবৎ ॥১৩৩

অনুবাদ—তৎপরে নিজদেহকেই পূজাপীঠরূপে চিন্তা করিয়া পীঠের আধার-শক্ত্যাদিগণকে প্রণব-সহকারে নিজ-অঙ্গসমূহে ন্যাস করিতে হয় ॥১৩৩॥

টীকা—তারঃ প্রণবস্তদ্বৎ তৎ সহিতং যথা স্যাৎ ॥ ১৩৩ ॥

আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্মানন্তৌ চ তত্র তু।
পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীরত্নমণ্ডপঞ্চৈব কল্পবৃক্ষং তথা হৃদি।
ন্যস্যেৎ প্রদক্ষিণত্বেন ধর্ম্মজ্ঞানে ততোঽংসয়োঃ ॥১৩৫

অনুবাদ—হৃদয়ে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, প্রকাশ স্বভাব শ্বেতদ্বীপ, শ্রীমান রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ এই সকলের ন্যাস করিতে হইবে। পরে প্রদক্ষিণভাবে অর্থাৎ হাত ঘুরাইয়া স্কন্ধদ্বয়ে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ন্যাস করিবে ॥১৩৪-১৩৫

টীকা—তদেব বিবিচ্য লিখতি—আধারেত্যাদিনা ক্রমাদিত্যন্তেন। তত্র তস্মিংস্তু পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদিকল্পবৃক্ষপর্য্যন্তান্ নব হৃদি ন্যসেৎ; ভাস্বরং প্রকাশস্বভাবং শ্রীমন্তং রত্নমণ্ডপম্; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'ন্যস্যেদাধারশক্তিপ্রকৃতিকমঠশেষক্ষমাক্ষীরসিন্ধূন্ শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্নোজ্জ্বল-সহিতমহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষমি'তি। অত্র প্রয়োগঃ—'ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ। প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনামনমোঽন্তকম্ ইতি প্রাগ্ লিখনাৎ, ততস্তদনন্তরং ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চেতি দ্বয়ং প্রদক্ষিণত্বেন প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ স্কন্ধদ্বয়ে ন্যস্যেৎ ॥ ১৩৪-১৩৫ ॥

ঊর্ব্বোর্বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তথৈবাধর্ম্মাননে।
ত্রিকেঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ১৩৬ ॥
হৃদব্জেঽনন্তপদ্মঞ্চ সূর্য্যেন্দুশিখিনাং তথা।
মণ্ডলানি ক্রমাদ্বর্ণৈঃ প্রণবাংশৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥১৩৭॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাত্মান্তরাত্মনৌ চ তত্র হি।
পরমাত্মানমপ্যাত্মাদ্যাদ্যবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রকারে দুই উরুতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের, মুখে অধর্ম্মের, কটিদেশে অজ্ঞানের, পার্শ্বদ্বয়ে অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের এবং হৃদয়ে অনন্ত ও পদ্মের ন্যাস করিবে। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলকে অনুস্বার যুক্ত প্রণবের অংশত্রয়ের সহিত যথাক্রমে হৃদয়ে ন্যাস করিবে। অর্থাৎ ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ,—এই প্রকারে ন্যাস করিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদিগকে প্রত্যেকের আদ্যবর্ণে অনুস্বারের সহিত ঐ হৃদয়েই ন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ ওঁ সং-সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ইত্যাদি ॥১৩৬-১৩৮ ॥

টীকা—ন্যাসেদিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব। তথৈব প্রদক্ষিণত্বেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চেতি দ্বয়মূরুদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। অধর্ম্মং মুখে, ত্রিকে কট্যামজ্ঞানম্, অবৈরাগ্যমনৈশ্বর্যঞ্চেতি দ্বয়ং তথৈব পার্শ্বদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্ — 'অংসদ্বয়োরুদ্বয়বদনকটীপার্শ্বযুগ্মেষু ভূয়ঃ' ইতি। 'তথা ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদি চ পাদগাত্রচতুষ্টয়ম্' ইতি। অস্যার্থঃ—পাদগাত্রয়োশ্চতুষ্টয়-

মিতি পাদচতুষ্টয়ং গাত্রচতুষ্টয়ঞ্চেতি, অংসদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ধর্ম্মাদিরূপং পাদচতুষ্টয়ম্, আদিশব্দেন জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি, তথা অধর্ম্মাদিরূপঞ্চ গাত্রে চতুষ্টয়ং ন্যস্যেৎ। আদিশব্দেনাত্রাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যং, তত্র চ প্রদক্ষিণক্রমেণেতি বোদ্ধব্যম্। 'অংসোরুযুগ্ময়োর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ ন্যস্যেৎ ক্রমাৎ॥ ইতি সারদাতিলকোক্তেরিতি ॥ ১৩৬ ॥

টীকা—বিন্দুসহিতৈঃ প্রণবাংশৈঃ অকারোকারমকারৈঃ সহ ক্রমেণ সূর্য্যেন্দুবহ্নীনাং মণ্ডলানি চ হৃদব্জে এব ন্যস্যেৎ, প্রয়োগঃ—'ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ' ইত্যাদিঃ। সত্ত্বাদিপঞ্চকঞ্চ বিন্দুসহিতৈঃ আত্মাদ্যৈঃ স্ব-স্বপ্রথমৈর্বর্ণৈঃ সহ তত্র হৃদ্যব্জ এব ন্যস্যেৎ ; প্রয়োগঃ—'ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ১৩৭-১৩৮ ॥

জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরী-বীজেন সংযুতম্।
তস্যাষ্টদিক্ষু মধ্যেঽপি নবশক্তীশ্চ দিক্‌ক্রমাৎ ॥১৩৯
তাশ্চোক্তাঃ—
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা ॥ইতি॥১৪০
ন্যস্যেত্তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্।
ঋষ্যাদিকং স্মরেদস্যাষ্টাদশার্ণমনোস্ততঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভুবনেশ্বরী বীজ (হ্রীং) সহ জ্ঞানাত্মাকে ও নবশক্তিকে ঐ হৃদয়পদ্মের অষ্টপত্রে এবং মধ্যস্থানে পূর্ব্বদিক অনুসারে ন্যাস করিব। নবশক্তি যথা—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা। তাহার উপরিভাগে যথোক্ত পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে। অনন্তর এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

টীকা—ভুবনেশ্বরীবীজং হ্রীং তৎসহিতং জ্ঞানাত্মানঞ্চ হৃদব্জ এব ন্যস্যেৎ, চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ; তস্য হৃদব্জস্য অষ্টসু দিক্ষু অষ্টদলেষু কেশরমধ্যে দিক্‌ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিক্রমেণ বিমলাদ্যাঃ শক্তীরষ্ট ন্যসেৎ ; তন্মধ্যে কর্ণিকায়ামনুগ্রহাং নবমীং শক্তিং ন্যস্যেদিত্যর্থঃ, যথোদিতং ক্রমদীপিকাদিশাস্ত্রোক্তানুসারেণেত্যগ্রে লিখনাৎ ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

জ্ঞেয়াশ্চৈকান্তিভিঃ ক্ষীরসমুদ্রাদিচতুষ্টয়ম্।
ক্রমাচ্ছ্রীমথুরাবৃন্দাবনতৎকুঞ্জনীপকাঃ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপ পরিজ্ঞাত আছেন যে, ক্ষীরসমুদ্রাদি চারিটি ক্রমান্বয়ে শ্রীমথুরা, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থিত কুঞ্জ এবং কদম্ব স্বরূপ ॥ ১৪২ ॥

[জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবী এই পঞ্চশক্তি মথুরারও আশ্রয় ; সুতরাং কৃষ্ণের একান্তভক্তবৃন্দ পীঠে ঐ শক্তিপঞ্চকের ন্যাস করিতে পারেন, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অন্তবর্ত্তিনী গোপালপ্রেম-বিহাররসময়ী মথুরাদি-বৃন্দাবনাদি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেন পূজাপীঠে ক্ষীরসাগরাদি-চতুষ্টয়ের ন্যাস করিবেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—ক্ষীরসমুদ্র দুগ্ধবর্ণ, অসংখ্য পয়স্বিনী ধেনুর আশ্রয়স্থান হওয়ায় মথুরা ক্ষীরসাগরস্বরূপ। বৃন্দাবন মথুরাপ্রদেশের প্রধান স্থান ; সর্ব্বদা দুগ্ধে অভিষিক্ত থাকায় দেখিতে শ্বেতবর্ণ, শ্বেতকায় মনুষ্যের আবাসভূমি ও যমুনাবেষ্টিত বলিয়া দেখিতে দ্বীপের ন্যায় ; সুতরাং শ্বেতদ্বীপের তুল্য। অসংখ্যমণিরত্নখচিত রত্নমণ্ডপের সহিত মনোহর কুসুমশোভিত বৃন্দাবনস্থিত লতামণ্ডপের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, কাজে কাজেই রত্নমণ্ডপতুল্য। বৃন্দাবনের কদম্ববৃক্ষ কল্পবৃক্ষ সদৃশ বাঞ্ছিত-ফল প্রদান করে, সুতরাং পরস্পরের বিলক্ষণ ঐক্য বিদ্যমান ॥ ১৪২ ॥]

টীকা—ননু আধারশক্ত্যাদিপঞ্চকং শ্রীমথুরায়া অপ্যাশ্রয়ভূতমিতি তত্তন্ন্যাস একান্তিনাং মতেনাপি ন বিরুদ্ধঃ স্যাৎ ; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বর্ত্তিনীং শ্রীগোপালদেবস্য নিরন্তরপ্রেমবিহাররসময়ীং শ্রীমথুরাবৃন্দাবনাদি ব্রজভূমিং বিহায় কথং তৈঃ ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসঃ কার্য্যঃ? তত্র লিখতি—জ্ঞেয়াশ্চেতি। ক্রমাদিতি—ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরেতি, শ্বেতদ্বীপঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি, রত্নমণ্ডপস্তস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য শ্রীকুঞ্জলতামণ্ডপ ইতি, কল্পবৃক্ষশ্চ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তি-শ্রীনীপবৃক্ষ ইতি জ্ঞেয়

ইত্যর্থঃ। গোসমৃদ্ধং শ্রিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষমিত্যাদি শ্রীহরিবংশাদ্যুক্ত্যা শ্রীমথুরায়াঃ গোপ্রধানদেশতয়া ক্ষীরময়ত্বাৎ ক্ষীরসমুদ্রত্বং, শ্রীবৃন্দাবনস্য চ তত্রত্য-ব্রজভূমিপ্রধানস্থানস্য বিশেষতঃ ক্ষীরস্রাবকৃতধাবল্যাদিনা শ্বেতদ্বীপত্বাদিত্যগ্রে ব্রহ্মসংহিতাবচনতোঽভিব্যক্তং ভাবি। রত্নমণ্ডপকল্পদ্রুমৌ চ 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী'ইতি ব্রহ্মসংহিতাস্তোত্রোক্তেঃ (৫-৬৭) ; ততঃ প্রভৃতি নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ 'হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্ নৃপ' ইত্যাদি শ্রীদশমস্কন্দাদ্যুক্তেশ্চ (৫।১৮) শ্রীবৃন্দাবনান্তর্ঘটিত এব। তেন যদ্যপি তয়োরেকান্তিমতেনাপি ন বিরোধঃ স্যাৎ, তথাপি সদা বনবন্যজনপ্রিয়ায় ভগবতে শ্রীগোপালদেবায় শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জবনিকাবিহার এব নিতরাং রোচতে। অতঃ শ্রীভাগবতাদিষু তাদৃশ এব শ্রূয়তে; অত একান্তিভ্যোঽপি স এব প্ররোচত ইত্যেবং রত্নমণ্ডপ-কল্পদ্রুমৌ শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জনীপৌ জ্ঞেয়াবিতি লিখিতম্। কিঞ্চ তত্রত্য-লতাদি-পুষ্পাণাং বিচিত্রবর্ণগুণত্বেন রত্নসাদৃশ্যাৎ পুষ্পময়ং কুঞ্জং রত্নমণ্ডপ এব, তথা তত্রত্যকদম্বাদিপাদপাশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপূরণাৎ কল্পদ্রুমা এব। তথা চ দশমস্কন্ধে (২২।৩৩)—'অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥' ইত্যাদি যদ্যপি চম্পকাদয়োঽপি বহবো বৃক্ষা বৃন্দাবনে বিরাজন্তে, তথা চ তত্রৈব শ্রীগোপীনাং শ্রীভগবদন্বেষণে (শ্রীভাঃ ১০।৩০।৬)—'কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ' ইত্যাদি, তথাপি—কদম্বপাদপপ্রায়ম্' ইতি শ্রীহরিবংশোক্তেঃ, বিশেষতো ভগবৎপ্রিয়ত্বেন ; অতএব—কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ' ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তেশ্চাত্র নীপো লিখিতঃ। অথ ধর্ম্মাদীনাং শ্রীভগবদাসনপাদৈকাশ্রয়ত্বাৎ অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য বা কস্যচিদ্ভক্তবাৎসল্যেন কদাচিৎ ধর্ম্মাতিক্রমণাদিলক্ষণানাং তদেকাশ্রয়ত্বাৎ, অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য ন্যাসো নৈকান্তিনাং মতেঽপি বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। হৃদব্জে ন্যাস্যোঽনন্তঃ শ্রীবলদেবঃ ; সূর্য্যাদিমণ্ডলরূপঞ্চ সর্ব্বতঃ প্রসৃমরমশীতানুষ্ণং, মনোনয়নাহলাদক-পরস্পরমিলিতসূর্য্যচন্দ্রাদিতেজ ইব সহজং শ্রীভগবত্তেজ ইব, সত্ত্বাদীনাঞ্চ নিজভক্তার্থদ্যং স্বীকৃতানাং, তথা আত্মাদীনাঞ্চ তদংশত্বাদিনা স্বতএব সেবকাদিরূপানাং তদেকাশ্রয়তাপি নৈব বিরুধ্যতে। তান্ত্রিকৈস্তু কেবলং বিচিত্রতত্তৎফলাভিসন্ধি-সকাম-তান্ত্রিক-ভক্তেষু শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রদর্শনেন শ্রদ্ধাতিশয়োৎপাদনায় ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসো বিহিতঃ, ন তু সাক্ষাৎ শ্রীমথুরাদিনামনির্দ্দেশাদিকং কৃতম্ ; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১৪২ ॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যস্তোত্রে (৫।৬৮)—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্-
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥১৪৩॥

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষের গুহ্য স্তবে লিখিত আছে যে, ক্ষীরসমুদ্র শ্রীমথুরা এবং শ্বেতদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন, ব্রহ্মসংহিতার বাক্যে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। আমি সেই শ্বেতদ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করি। পৃথিবীতে যাঁহারা অল্পসংখ্যক অর্থাৎ এইরূপ সাধুজন সংসারে দুর্লভ। অথবা পাছে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ পায় এই ভয়ে কিংবা হৃদয়মন্দিরে অনির্বাচ্য প্রেমরসের আবির্ভাব হওয়ায় যাবতীয় বিষয় অবহেলাভরে ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ কয়জন সাধু ঐ শ্বেতদ্বীপকে ইহলোকে গোলোক বলিয়া জানেন ? ক্ষীরসমুদ্র কামধেনু সকলের স্তনদুগ্ধ প্রসূত হইয়া ঐ শ্বেতদ্বীপে বহিয়া চলিয়াছে। পরার্দ্ধসংজ্ঞ বা নিমেষার্দ্ধসংজ্ঞ কাল শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীগণকে বশীভূত করিতে পারে না অর্থাৎ সেখানে কালের বিক্রম নাই, তাহা নিত্যধাম ॥ ১৪৩ ॥

টীকা—ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরা, শ্বেতদ্বীপশ্চ শ্রীবৃন্দাবনমিতি শ্রীব্রহ্মসংহিতাবচনেন সাধয়তি—স যত্র' ইতি। তং শ্বেতদ্বীপং ভজে আশ্রয়ে, যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকং বৈকুণ্ঠলোকপরিস্থিতং গবাং লোকমিতি বিদন্তঃ তে অনির্ব্বচনীয়াঃ কতিপয়ে অল্প এব ভবন্তি, ন তু বহবঃ, অতঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ পরমদুর্লভা ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, পরমগোপ্যপ্রকাশশঙ্কয়া প্রেমবিশেষোদয়াপাদিতসর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন বা লোকেষু নিভৃতং চরন্তীত্যর্থঃ। ননু শাকদ্বীপে ক্ষীরসিন্ধৌ বর্ত্তমানং প্রপঞ্চান্তর্গতং প্রসিদ্ধং শ্বেতদ্বীপং, নিত্যপরমানন্দ-

রসাত্মকানন্তক্ষীরসাগরাকীর্ণ - প্রপঞ্চাতীতগোলকমিতি কথং তে জ্ঞাতুমর্হন্তি ? পরস্পরবিরোধেন ঐক্যাসম্ভবাৎ। সত্যং, সোঽপি তাদৃশ এবেতি বিশেষণদ্বয়েন সাধয়তি। সঃ অনির্ব্বচনীয় ইত্যপ্রাকৃতত্বং পরমানন্দরসময়ত্বাদিকঞ্চ সূচিতম্ ; সুরভীভ্যঃ কামধেনুভ্যঃ প্রসরন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদিনা নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। কিঞ্চ, সুমহান্ বৎসরাবৃত্ত্যা পরার্দ্ধাখ্যো বা নিমেষার্দ্ধাখ্যঃ অত্যন্তসূক্ষ্মো বা সময়ঃ কালোঽপি ন যত্র ব্রজতি, যত্র ত্যান্ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ শ্রীমথুরায়াশ্চ তাদৃশত্বাৎ শ্রীমথুরৈব শ্রীগোলোক ইতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে গোলোকমাহাত্ম্যে বিস্তরণোক্তমেবাস্তি। এবং গোলোকস্য শ্বেতদ্বীপেন সহাভেদাৎ ক্ষীরসিন্ধু-শ্বেতদ্বীপন্যাসোঽপি ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ ; যদ্বা, গবাং লোকো নিবাসস্থানং গোকুলমিতিপ্রসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাদি-শ্রীনন্দব্রজভূমিঃ। যং গোলোকং শ্বেতদ্বীপমিতি বিদন্তঃ, তং গোলোকং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। এবং শ্রীগোলোকস্য মাহাত্ম্যবিশেষসম্পত্ত্যা দূরন্বয়োঽপি সোঢ়ব্যঃ। ননু শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্রো নিত্যং বর্ত্ততে, ভগবদেকনিষ্ঠানাং শ্বেতমহাপুরুষাণাং নিবাসেন কালভয়ঞ্চ নাস্তীত্যাশঙ্ক্য গোলোকস্যাপ্যস্য তাদৃশত্বং বিশেষণাভ্যামাহ--যত্র যস্মিন্ গোলোকে স ইত্যনেন সুরভীভ্যঃ সরতীত্যাদিনা চ শ্বেতদ্বীপতোঽপ্যস্যবিশেষ উক্তঃ। অন্যৎ সমানম্। এবং শ্রীবৃন্দাবনাদিব্রজভূমের্মথুরান্তর্গতত্বেন। শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুস্তদ্ব্রজভূমিপ্রধানঞ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনাদিব্যাপি বৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ ইতি সিদ্ধম্। যদ্বা, আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনমেবেদং শ্বেতদ্বীপঃ, তঞ্চ পরমোদ্ধ্বতর-গোলোকমিতি বিদন্ত ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। বৃন্দাবনস্য শ্বেতদ্বীপত্বে হেতুঃ—স যত্রেতি, অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবং সন্ততানন্ত-শ্রীনন্দগোপরাজ-ব্রজকামধেনুযূথ-নিবাসতোঽনুক্ষণ-ক্ষীরধারা-পরিক্ষরণেন ধবলিতত্বাৎ-শ্রীকালিন্দীবেষ্টিতত্বেন মণ্ডলাকারতয়া দ্বীপবদ্দৃশ্যমানত্বাচ্চ, তথা সর্ব্বথা বিশুদ্ধানাং লোকানাং শ্রীনন্দাদীনামাশ্রয়ত্বাচ্চ তথা তদ্দেশাধিকারিণঃ শ্বেতবর্ণস্য নিবাসত্বাদপি শ্রীবৃন্দাবনমেব শ্বেতদ্বীপ ইতি যুক্তমেব ; অন্যথা শাকদ্বীপে নিত্যং ক্ষীরসমুদ্রসিদ্ধেঃ শ্বেতদ্বীপে সুরভীভ্যঃ সরতীত্যুক্তেরঘটনাদিতি দিক্। তস্য গোলোকত্বেন বেদনেঽপ্যেষ এব হেতুরুন্নেয়ঃ, গোলোকস্যাপি তস্য তথাভূতত্বাৎ। এবং প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তি - শ্রীমথুরামণ্ডলস্থ - শ্বেতদ্বীপাখ্য - শ্রীবৃন্দাবনমিদং প্রপঞ্চাতীত-বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত-গোলোকমিতি যে বিদন্তি, তে ক্ষিতিবিরলচালা ইতি পূর্ব্ববদেবার্থঃ। এবং শ্রীবৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ এব, তৎপ্রধানকব্রজভূমিময়ত্বাৎ শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুরিতিসিদ্ধম্ ॥ ১৪৩ ॥

———

অথ পীঠমন্ত্রঃ

ক্রমদীপিকায়াম্—

তারো হৃদয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্ববান্বিতশ্চ ভূতাত্মা।
ঙেঽন্তাঃ স বাসুদেবাঃ সর্ব্বাত্মযুতঞ্চ সংযোগম্ ॥১৪৪
যোগবিধৌ চ পদ্মং পীঠাত্মা ঙেযুতো নতিশ্চান্তে।
পীঠমহামনুরুক্তঃ পর্য্যাপ্তোঽয়ং সপর্য্যাসু ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকায় বর্ণিত আছে যে—আগে ওঙ্কার তারপর হৃদয় অর্থাৎ নমঃ শব্দ, পরে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত ভগবান্, বিষ্ণু সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেব শব্দ, তারপর চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত সর্ব্বাত্ম সংযোগ-পদ্ম-পীঠাত্মা পদ এবং অবশেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাকেই মহৎ পীঠমন্ত্র কহে। পূজাক্রিয়ামাত্রেই এই বিধান নিরূপিত আছে। প্রয়োগ যথা—"ওঁ নমঃ ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ" ॥১৪৪-১৪৫॥

টীকা—তারঃ প্রণবঃ ততো হৃদয়ং নম ইতি পদং, ততশ্চ ভগবানিতি বিষ্ণুরিতি চ। সর্ব্বান্বিতঃ সর্ব্বশব্দযুক্তো ভূতাত্মা সর্ব্বভূতাত্মেতি এতে ত্রয়ঃ সবাসুদেবাঃ বাসুদেবসহিতাঃ প্রত্যেকং ঙেঽন্তাঃ চতুর্থ্যন্তাঃ। ততশ্চ সর্ব্বাত্মনা যুতং সংযোগং সর্ব্বাত্মসংযোগমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্। ততশ্চ যোগস্যাবধৌ অন্তে পদ্মং যোগপদ্মমিতি। তদন্তে ঙেযুক্তশ্চতুর্থ্যন্তঃ পীঠাত্মা, তদন্তে চ নতিঃ নমঃশব্দঃ, এবং ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নম ইতি সিদ্ধম্। তথা চ সারদাতিলকে—'নমো ভগবতে ব্রূয়াৎ বিষ্ণবে চ পদং বদেৎ। সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেত্ততঃ। সর্ব্বাত্মসংযোগপদাদ্-যোগপদ্মপদং পুনঃ। পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিতঃ ॥' ইতি। সনৎ-

কুমারকল্পে চ—'ওঁ নমঃপদমাভাষ্য তথা ভগবতে পদম্। বাসুদেবায় ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বাত্মেতি পদং তথা॥ সংযোগযোগেত্যুক্ত্বা চ তথা পীঠাত্মনে পদম্। বহ্নি-পত্নী-সমাযুক্তঃ পীঠমন্ত্র ইতীরিতঃ ॥' ইতি ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

অথ ঋষ্যাদিস্মরণম্

ওঁ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সকললোকমঙ্গলো নন্দতনয়ো দেবতা, ক্লীং বীজং স্বাহা, শক্তিঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতির্দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽভিমতার্থে বিনিয়োগঃ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ঋষ্যাদি স্মরণ—শ্রীনারদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সকল সেবকের মঙ্গলদাতা শ্রীনন্দনন্দন ইহার দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি, কৃষ্ণ প্রকৃতি ও দুর্গা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর শক্তিলাভার্থ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ১৪৬ ॥

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে শিব-উমা-সংবাদে—
ঋষির্নারদ ইত্যুক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে।
গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৪৭॥
বীজং মন্মথ-সংজ্ঞন্তু প্রিয়াশক্তি র্হবির্ভুজঃ।
ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
চতুর্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—সম্মোহনতন্ত্রে শিব-উমা-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী, গোপবেশী কৃষ্ণ দেবতা, বীজ কামবীজ, শক্তি স্বাহা, তুমি গৌরী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও চর্তুবর্গলাভার্থ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ১৪৭-১৪৮॥

অথাঙ্গন্যাসঃ

চতুশ্চতুর্ভির্বর্ণৈশ্চ চত্বার্যঙ্গানি কল্পয়েৎ।
দ্বাভ্যামস্ত্রাখ্যমঙ্গঞ্চ তস্যেত্যঙ্গানি পঞ্চ বৈ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—চারি চারি বর্ণে চারি অঙ্গ ও অস্ত্র নামক অঙ্গ দুই বর্ণে কল্পনা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ, এই প্রকারে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—দ্বাভ্যামন্ত্যাভ্যাং বর্ণাভ্যাম, অস্ত্রাখ্যং পঞ্চমমঙ্গং কল্পয়েৎ, ইতি অনেন প্রকারেণ তস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি ভবন্তি, বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ১৪৯ ॥

ন্যস্যেচ্চ ব্যাপকত্বেন তান্যঙ্গানি করদ্বয়ে।
তান্যঙ্গুলীষু পঞ্চাথ কেচিদ্বাণান্ স্মরানপি ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—এই পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মন্ত্র প্রথমতঃ দুই হস্তের ভিতরে, বহির্ভাগে ও দুইপার্শ্বে তৎপরে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলীসকলে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। কেহ কেহ এই স্থানে প্রণবপুটিত করিয়া প্রয়োগ করার প্রয়োগের বিধি দিয়াছেন। কেহ কেহ অঙ্গুলীসকলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের সহিত বাণপঞ্চক ও অনঙ্গপঞ্চকের ন্যাস করিবার বিধান দিয়া থাকেন ॥ ১৫০ ॥

টীকা—ব্যাপকত্বেনেতি—করয়োরবন্তর্বহিঃ পার্শ্বে চ ব্যাপয্য তানি পঞ্চাঙ্গানি সর্ব্বমেব মন্ত্রমিত্যর্থঃ। করদ্বয়ে ন্যস্যেৎ, অত্র প্রণবসম্পুটিতমিতি কেচিদাহুঃ। অথানন্তরং তানি পঞ্চাঙ্গানি ক্রমেণ করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীষু ন্যস্যেৎ, কেচিচ্চ তৈঃ পঞ্চাঙ্গৈঃ সহ করদ্বয়াঙ্গুলীষ্বেব মহাবাণপঞ্চকস্যানঙ্গপঞ্চকস্য চ ন্যাসমিচ্ছন্তীতি লিখতি—কেচিদিতি। অপি-শব্দস্যাত্র সমুচ্চয়ার্থত্বাৎ তানি পঞ্চাঙ্গানি পঞ্চবাণান্ পঞ্চ স্মরাংশ্চানঙ্গান্ তাস্বেবাঙ্গুলীষু যুগপন্ন্যস্যন্তীত্যর্থঃ। তত্র চ বীজপূর্ব্বকং ন্যস্যন্তি, অত্রাপি বাণেষু বাণশব্দং বীজত্বেনাদ্যাক্ষরঞ্চ তথাঽনঙ্গেষু চ শোষণানঙ্গমোহনমদনাদিশব্দং প্রযুঞ্জতে ॥ ১৫০ ॥

তে চোক্তাঃ—
দ্রাবণ-ক্ষোভণাকর্ষ-বশীকৃৎ-স্রাবণাস্তথা।
শোষণো মোহনঃ সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ॥
ইতি ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল বাণ ও অনঙ্গ উক্ত হইয়াছে—দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশীকরণ ও স্রাবণ এই পঞ্চ বাণ এবং শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন

ও মাদন এই পঞ্চ অনঙ্গ। প্রয়োগ যথা—ক্লী কৃষ্ণায় ক্লীং দ্রাং দ্রাবণবাণায় নমঃ ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ। ক্লীং গোবিন্দায় হ্রীং ক্ষৌং ক্ষোভবাণায় নমঃ। হ্রীং মোহন মদনায় নমঃ। হ্রীং গোপীজনায় হ্রীং আং আকর্ষণবাণায় নমঃ। ক্লীং সন্দীপনমদনতুরায় নমঃ। হ্রীং বল্লভায় হ্রীং বং বশীকরণবাণায় হ্রীং তাপন-রতনঙ্গায় নমঃ। হ্রীং স্বাহা হ্রীং স্রাং স্রাবণায় নমঃ হ্রীং মাদনমকরধ্বজায় নমঃ ॥ ১৫১ ॥

টীকা—দ্রাবণাদয়ঃ পঞ্চবাণাঃ; অত্র আকর্ষঃ আকর্ষণঃ; বশীকৃৎ বশীকরণঃ, শোষণাদয়ঃ পঞ্চ স্মরাঃ। প্রয়োগঃ—ক্লীঃ কৃষ্ণায়, হ্রীং দ্রাং দ্রাবণ-বাণায় নমঃ, ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ, ক্লীং গোবিন্দায়, হ্রীং ক্ষৌং ক্ষোভনবাণায় নমঃ, হ্রীং মোহনমদনায় নমঃ; হ্রীং গোপীজনায়, হ্রীং আং আকর্ষণবাণায় নমঃ, ক্লীং সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ; হ্রীং বল্লভায়, হ্রীং বং বশীকরবাণায়, হ্রীং তাপনরত্যনঙ্গায় নমঃ। হ্রীং স্বাহা, হ্রীং স্রাং স্রাবণবাণায় নমঃ; হ্রীং মাদন-মকরধ্বজায় নমঃ; এষু চ মধ্যে নমঃ শব্দং কেচিন্ন প্রযুঞ্জতে। অত্র স্ব-সম্প্রদায় ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বং লিখিতমেব, তচ্চান্যত্রাপূহ্যম্। কেচি-দিতি ক্রমদীপিকায়াম্—অথানুযুগরন্ধ্রার্ণস্যাহং মনোর্ন্যাসনং ব্রুবে। রচয়তু করদ্বন্দ্বে পঞ্চাঙ্গমঙ্গুলি-পঞ্চকে, তনুমনু মনুং ব্যাপয্যাথো ত্রিশঃ প্রণবং সকৃৎ। মনুজনি পয়োঽন্যাস্যা ভূয়ঃ পদানি চ সাদরম্ ইত্যুক্তে-র্মহাবাণানঙ্গাদিন্যাসপ্রতিপাদনাৎ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫১ ॥

কিঞ্চ—

নমোঽন্তং হৃদয়ঞ্চাঙ্গৈঃ শিরঃ স্বাহান্বিতং শিখাম্।
বষড়্যুতঞ্চ কবচং হুং যুগস্ত্রং চ ফড়্যুতম্ ॥১৫২॥

অনুবাদ—আরও বণিত হইয়াছে—এই পঞ্চ অঙ্গের সহিত নমঃ শব্দান্ত হৃদয়, স্বাহা শব্দযুক্ত শিরঃ, বষট্ শব্দান্বিত শিখা, হুং শব্দযুত কবচ এবং ফট্ শব্দযুক্ত অস্ত্র ন্যাস করিবার বিধি আছে। প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় কবচায় হুং। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১৫২ ॥

টীকা—অন্যদপি পরমতমেব লিখতি—নমোঽন্ত-মিতি ত্রিভিঃ। অঙ্গৈস্তৈরেব পঞ্চভিঃ সহ নমঃ শব্দান্ত-হৃদয়াদিপঞ্চকং ন্যাস্যন্তি। প্রয়োগঃ—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা অস্ত্রায় ফড়িতি। অত্র চ হৃদয়াদীনাং হৃদয়াদিস্থানেষ্বেব ন্যাসঃ, কবচস্য সর্ব্বগাত্রেষু অস্ত্রস্য চ চতুর্দিক্ষু জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ন্যাস্যন্তি পুনরঙ্গুষ্ঠৌ তর্জ্জন্যৌ মধ্যমে তথা।
অনামিকে কনিষ্ঠে চ ক্রমাদঙ্গৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৫৩ ॥
পুনশ্চ হৃদয়াদীনি তথাঙ্গুষ্ঠাদিকানি চ।
ন্যাস্যন্তি যুগপৎ সর্ব্বাণ্যঙ্গৈস্তৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমাৎ ॥১৫৪

অনুবাদ—অনন্তর ঐ পঞ্চাঙ্গের সহিত ক্রমানু-সারে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা-ঙ্গুলিতে ন্যাস করা হয়। পুনরায় হৃদয়াদি ও অঙ্গু-ষ্ঠাদি ঐ পঞ্চঅঙ্গের সহিত ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজনায় মধ্য-মাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং। স্বাহা অস্ত্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ॥ ১৫৩ ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠা-ভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—পুনঃ পঞ্চভিরঙ্গৈস্তৈঃ সহ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়াদি-পঞ্চকং ক্রমান্ন্যস্যন্তি; প্রয়োগঃ—'ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদিঃ; এষাঞ্চ তত্তদঙ্গুলীষ্বেব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ ॥১৫৩ ॥

টীকা—পুনশ্চ তৈরেব পঞ্চভিরঙ্গৈঃ সহ তানি হৃদয়াদীনি চ অঙ্গুষ্ঠাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যুগপৎ একদৈব ন্যাস্যন্তি; প্রয়োগঃ—'ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি; এতেষাঞ্চ করাঙ্গুলিষ্বেব ন্যাসঃ ॥ ১৫৪ ॥

ন্যাস্যন্তি চ ষড়ঙ্গানি হৃদয়াদীনি তন্মনোঃ।
হৃদয়াদিষু চৈতেষাং পঞ্চকং দিক্ষু চ ক্রমাৎ ॥১৫৫

অনুবাদ—কেহ কেহ ঐ মন্ত্রের ষড়ঙ্গ ন্যাসও করিয়া থাকেন। ঐ ষড়ঙ্গের মধ্যে হৃদয়াদি পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ ও নেত্র ক্রমান্বয়ে হৃদিয়াদি পঞ্চ স্থানে ন্যাস করেন, আর অবশিষ্ট এক অঙ্গ সর্ব্বদিকে ন্যাস করেন। অস্ত্র ও কবচ পূর্ব্বের মত সমস্ত অঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে ॥১৫৫॥

টীকা—এবং পঞ্চাঙ্গন্যাসং সংলিখ্য ষড়ঙ্গন্যাসঃ পরমতমেব লিখতি—ন্যস্যন্তি চেতি। তেষাং ন্যাস-স্থানং দর্শয়তি—হৃদয়েতি। এতেষাং ষড়ঙ্গানাং পঞ্চাঙ্গানি হৃদয়-শিরঃ-শিখা-কবচ-নেত্রাখ্যানি ক্রমেণ হৃদয়াদিষু নিগহৃদয়শিরঃশিখাকবচনেত্রেষ্বেব ন্যস্যন্তি। অত্র চ কবচস্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ। এবমন্ত্যমঙ্গমস্ত্রাখ্যঞ্চ সর্ব্বদিক্ষু ন্যস্যন্তি ॥ ১৫৫ ॥

———

ষড়ঙ্গানি চোক্তানি সম্মোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে—
বর্ণৈনৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরো মতম্।
চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতম্।
নেত্রং তথা চতুর্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথা মতম্ ॥
ইতি ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—সম্মোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে ষড়ঙ্গ এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—একবর্ণে হৃদয়, তিন-বর্ণে মস্তক, চারিবর্ণে শিখা, চারিবর্ণে কবচ, চারিবর্ণে নেত্র ও দুইবর্ণে অস্ত্র কল্পনা করিতে হইবে ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—তথৈবেতি চতুর্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

———

ততশ্চাপাদমাকেশান্ন্যস্যেদ্দোর্ভ্যামিমং মনুম্।
বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেচ্চ প্রণবং সকৃৎ ॥১৫৭॥

অনুবাদ—তারপরে দুই হাতে বেষ্টনকরণভাবে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গের চতুর্দিকে তিনবার ন্যাস করিবে ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—এবমঙ্গন্যাসং লিখিত্বা অধুনা মন্ত্রাক্ষর-ন্যাসং লিখিষ্যন্ তনুমনু মনুং ব্যাপয়েতি ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ মন্ত্রস্য ব্যাপকন্যাসমাদৌ লিখতি—ততশ্চেতি। কেশমারভ্য পাদপর্য্যন্তং ব্যাপকত্বেন ইমমষ্টাদশাক্ষরং মূলমন্ত্রং দোর্ভ্যাং কৃত্বা বারত্রয়ং ন্যস্যেৎ, প্রণবঞ্চ সকৃদ্বারমেকং তথৈব ন্যস্যেৎ ॥১৫৭॥

———

অথাক্ষরন্যাসঃ

ততোঽষ্টাদশবর্ণাংশ্চ মন্ত্রস্যাস্য যথাক্রমম্।
দন্তেঃ ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োর্নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ ॥১৫৮॥
নাসয়োর্বদনে কণ্ঠে হৃদি নাভৌ কটিদ্বয়ে।
গুহ্যে জানুদ্বয়ে চৈকং ন্যস্যেদেকঞ্চ পাদয়োঃ ॥১৫৯

অনুবাদ—অতঃপর অঙ্গন্যাস শেষ করিয়া উক্ত মন্ত্রের অষ্টাদশাক্ষর যথাক্রমে—দন্তে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, নাসাদ্বয়ে, বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমণ্ডলে, কটিযুগলে, গুহ্যে ও জানুদ্বয়ে এক একটি ন্যাস করিবে। দুই কর্ণে দুই বর্ণ নাসিকাদ্বয়ে দুই বর্ণ ও কটিদ্বয়ে দুই বর্ণ ন্যাস করিতে হয় ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

টীকা—দ্বয়োরিত্যনেন কর্ণাদিত্রয়ে প্রত্যেকং দ্বৌ বর্ণৌ, তথা কটিদ্বয়েঽপি দ্বাবেব, অগ্রে জানুদ্বয়াদাবেকমিতি লিখনাৎ ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

———

সন্তো ন্যস্যন্তি তারাদি-নমোঽন্তাংস্তান্ সবিন্দুকান্।
শ্রীশক্তিকামবীজৈশ্চ সৃষ্ট্যাদি-ক্রমতোঽপরে ॥১৬০॥

অনুবাদ—সাধুগণ ঐ সকল অক্ষরের প্রথমে ওঙ্কার ও শেষে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া এবং প্রত্যেক-টিকে অনুস্বার যুক্ত করিয়া ওঁ ক্লীং নমঃ, কাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করেন। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ ন্যাস করিয়া শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজ সহযোগে সৃষ্ট্যাদি ক্রমে ন্যাস করেন। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারক্রমে ন্যাস করিয়া থাকেন। উহা-দিগের মধ্যে সৃষ্টি মস্তকাদিক্রম, স্থিতি হৃদয়াদি কণ্ঠান্তক্রম ও সংহৃতি সৃষ্টি বিপর্য্যয় অর্থাৎ পাদাদি-ক্রম ॥ ১৬০ ॥

টীকা—তেষামেব ন্যাসপ্রকারং সৎসম্প্রদায়ানু-সারেণ লিখতি—সন্ত ইতি। তান্ অষ্টাদশবর্ণান্ বিন্দুসহিতানেব ন্যস্যন্তি, তথা তারঃ প্রণবঃ আদৌ যেষাং, নম ইতি অন্তে যেষাং তাংশ্চ তান্; প্রয়োগঃ—'ওঁ ক্লীং নমঃ, কং নমঃ' ইত্যাদিঃ। অপরে কেচিচ্চ তানেব লক্ষ্মীশক্তিকামানাং বীজৈঃ সহ, তথা চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ পূর্ব্ববৎ তারনমোবিন্দু-সহিতানেব চ, তত্র সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিক্রমেণৈব

ন্যাসান্তি ; তত্র সৃষ্টির্মস্তকাদিক্রমেণৈব, স্থিতিশ্চ হৃদ-য়াদিকণ্ঠান্তা, সংহৃতিশ্চ সৃষ্টিবিপর্য্যয়েণ পাদাদিকা ; এবং ন্যাসানাং নানাপ্রকারতাভিপ্রায়েণৈব পূর্ব্বং লিখিতং যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি ॥ ১৬০ ॥

অথ পদন্যাসঃ

তারং শিরসি বিন্যস্য পঞ্চমন্ত্র পদানি চ।
ন্যস্যেন্নেত্রদ্বয়ে বক্ত্রে হৃদ্‌গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু চ ক্রমাৎ ॥১৬১
দেহে চ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেত্তান্যখিলে পুনঃ।
কেচিত্তানি নমোঽন্তানি ন্যাসান্ত্যাদ্যাক্ষরৈঃ সহ ॥১৬২

অনুবাদ—অতঃপর পদন্যাস—অগ্রে স্বীয় মস্তকে প্রণব ন্যাস করিয়া মন্ত্রের পঞ্চপদ যথাক্রমে নেত্রদ্বয়ে, মুখে, গুহ্যে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তারপর বেষ্টনকরণভাবে সর্ব্বদেহে ঐ পঞ্চপদ পুনর্বার ন্যাস করিবে। কেহ কেহ নমঃ শব্দান্ত করিয়া আদ্য-অক্ষরের সহিত ঐ সকল ন্যাস করিবার বিধান দিয়া থাকেন। প্রয়োগ যথা—ক্লীং ক্লীং নমঃ। ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। গোং গোবিন্দায় নমঃ। গোং গোপী-জনবল্লভায় নমঃ, স্বাং স্বাহা নমঃ ইত্যাদি॥১৬১-১৬২

টীকা—আদৌ তারং প্রণবং স্বশিরসি বিন্যস্য পশ্চান্মন্ত্রস্য পদপঞ্চকং ক্রমান্নেত্রদ্বয়াদ্যাঙ্গপঞ্চকে ন্যস্যেৎ ; পুনশ্চ তানি পঞ্চপদানি অখিলদেহে ব্যাপ-কত্বেন সর্ব্বগাত্রং ব্যাপয্য ন্যস্যেৎ। তত্রৈব মতান্তরং লিখতি—কেচিদিতি। তানি পঞ্চ পদানি আদ্যাক্ষরৈ-স্তত্তৎপদ-প্রথমাক্ষরৈঃ সহ ; প্রয়োগঃ—'ক্লীং ক্লীং নমঃ, ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, গোং গোবিন্দায় নমঃ, গোং গোপীজনবল্লভায় নমঃ, স্বাং স্বাহা নমঃ' ইতি ॥ ১৬১-১৬২ ॥

স্বাহান্তানি তথা ত্রীণি সংমিশ্রাণ্যুত্তরোত্তরৈঃ।
গুহ্যাদ্‌গলান্মস্তকাচ্চ ব্যাপয্য চরণাবধি ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—আবার কেহ কেহ স্বাহা শব্দ অন্তে দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সহ পর পর পদ যোগ করিয়া তিনপদ যথাক্রমে গুহ্য, গণ্ডস্থল ও শিরোভাগ হইতে চরণ পর্য্যন্ত ন্যাস করেন। প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইত্যাদি ॥ ১৬৩ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে। পূর্ব্ববদাদৌ তারং শিরসি বিন্যস্য পশ্চাৎ ত্রীণি মন্ত্রপদানি ক্রমেণ গুহ্যাদিস্থানত্রয়মারভ্য পাদপর্য্যন্তং কেচিন্ন্যসান্তি ; উত্তরোত্তরসংমিশ্রাণীতি—পূর্ব্ব-পূর্ব্বপদেন উত্তরোত্তর-পদং সংযোজ্যেত্যর্থঃ ; প্রয়োগঃ—'ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা, ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' ইতি ॥ ১৬৩ ॥

ন্যাসোঽত্র জ্ঞাননিষ্ঠানাং গুহ্যাদিবিষয়স্তু যঃ।
স্বস্ববর্ণতনোঃ কার্য্যস্তত্তদ্বর্ণেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—এই ন্যাসপ্রকরণে স্বীয় গুহ্যাদিস্থানে যে ন্যাসের বিষয় উক্ত হইল, জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণই ঐ প্রকারে ন্যাস করিবেন অর্থাৎ স্বীয় গুহ্যাদিস্থানে অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে ন্যাস করিতে তাঁহাদের বাধা নাই। যাঁহারা, বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা বিশেষ বিশেষ বর্ণ-জাত শরীরের অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি দ্বারা শরীরকে দাহ করার পর বর্ণময়ী অমৃতধারা দ্বারা মাতৃকা-বর্ণময় যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শরীরে বিশেষ বিশেষ বর্ণের ন্যাস করিবেন। সুতরাং পাদমূলে মুকুন্দের ন্যাস এবং গুহ্যস্থলে অনিরুদ্ধের ন্যাস যে কথিত হইয়াছে, তৎ সম্পাদনে বৈষ্ণববর্গের আপত্তি-কিংবা আশঙ্কার কোন কারণ নাই ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—ননু পূর্ব্বং কেশবাদিন্যাসে মুকুন্দাদীনাং পাদ-মূলাদৌ, তত্ত্বন্যাসে চানিরুদ্ধস্য গুহ্যে, বর্ণপদ-ন্যাসেঽপ্যত্র কেষাঞ্চিদ্বর্ণপদানাং গুহ্যাদৌ ন্যাসো বৃত্তঃ ; শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জ-ভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ সাধুভিস্তত্র তত্র তেন তেন প্রকারেণ কথং ন্যাসঃ কার্য্যঃ ? অস্থানেষু তত্তন্ন্যাসেন মহাদোষশঙ্কাপত্তেঃ। তত্র লিখনি—ন্যাস ইতি ; অত্র ন্যাসপ্রকরণে এষু লিখিতেষু ন্যাসেষু মধ্যে ইতি বা ; জ্ঞাননিষ্ঠানামিতি জ্ঞানপরৈর্বিধীয়মান ইত্যর্থঃ ; তেষামদ্বৈতজ্ঞানতো ভেদাভাবেন তত্র তত্র তত্তন্ন্যাসে দোষশঙ্কাপি নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। স গুহ্যাদি-বিষয়ো ন্যাসঃ, বৈষ্ণবৈঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরৈস্তু স্বস্ববর্ণতনোঃ ভূতশুদ্ধ্যা নিজপূর্ব্বশরীরং দগ্ধ্বা। বর্ণ-ময়ামৃতবৃষ্ট্যা সমুৎপাদিতস্য মাতৃকার্ণময়স্য শরীরস্য

তত্তদ্বর্ণেষু মাতৃকান্যাস-ব্যবস্থয়া গুহ্য-পদাদিন্যাসেষু তত্তদঙ্গরূপেষ্বক্ষরেষ্বেব কার্য্য ইত্যর্থঃ ; এবঞ্চ ভাবনয়া তত্তদ্বর্ণেষ্বেব ন্যাসান্ন কাপি দোষশঙ্কা, তথা তেষামেব বর্ণানাং নিজাঙ্গতয়া স্বস্মিন্নেব ন্যাসোঽপি সিদ্ধ ইতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি দিক্ ॥ ১৬৪ ॥

———

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ

ঋষ্যাদীন্ সপ্ত ভাগাংশ্চ ন্যস্যেদস্য মনো ক্রমাৎ ।
মূর্ধাস্যহৃৎসু কুচয়োঃ পুনর্হৃদি পুনর্হৃদি ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর এই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাত্রী ক্রম অনুসারে মাথা, মুখ, হৃদয়, স্তনদ্বয় ও আবার দুইবার হৃদয়ে ন্যাস করিবে।

তাৎপর্য্য যথা—পূর্ব্বে কথিত চতুর্থী-বিভক্তি যুক্ত করিয়া অন্তে নমঃ-শব্দ দিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই নিয়ম এখানেও গ্রাহ্য। প্রয়োগ যথা—অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ। গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ। সকললোকমঙ্গল শ্রীমন্নন্দ-তনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—ঋষ্যাদীনাং মূর্দ্ধাদিত্রয়ে ত্রীন্, স্তনদ্বয়ে দ্বৌ, হৃদয়ে পুনর্হৃদয় এব দ্বাবিত্যেবং স্থানসপ্তকে ক্রমেণ এতদষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিভাগসপ্তকং ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তমিত্যাদি-পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ সর্ব্বত্র চতুর্থীনমোঽন্ততা জ্ঞেয়া ; প্রয়োগঃ—'অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, সকললোক-মঙ্গল-শ্রীমন্নন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ১৬৫ ॥

———

অথ মুদ্রাপঞ্চকম্

বেণ্বাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সংদর্শয়েত্ততঃ ।
শ্রীবৎসাখ্যাং কৌস্তুভাখ্যাং বিল্বাখ্যাঞ্চ মনোরমাম্ ॥ ১৬৬ ॥
ইত্থং ন্যস্তশরীরঃ সন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং পুনঃ ।
করকচ্ছপিকাং কৃত্বা ধ্যায়েচ্ছ্রীনন্দনন্দনম্ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—তারপর বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব এই পঞ্চ মনোরমা মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপে শরীরে ন্যাস করিয়া পুনরায় "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। তারপর করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

টীকা—বেণ্বাদিমুদ্রালক্ষণমগ্রে মুদ্রাসমুচ্চয়-প্রসঙ্গে লেখ্যম্। মনোরমামিতি—যদ্যপি বহ্ব্যো মুদ্রাঃ সন্তি, তথাপি বেণ্বাদিপঞ্চকমিদং ভগবৎপ্রিয়তমত্বা-দাদৌ দর্শয়িতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—দিগ্বন্ধনে মন্ত্রশ্চায়ম্—'ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' ইতি ; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—প্রণব-হৃদোরবসানে সচতুর্থি-সুদর্শনং তথাস্ত্রপদমুক্ত্বা ফড়ন্ত-মমুনা কলয়েন্মনুনাস্ত্রমুদ্রয়া দশ হরিতঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—প্রণবঃ ওঁকারঃ, হৃৎ নমঃ, এতয়োরন্তে চতুর্থীবিভক্তিসহিতং সুদর্শনমিতি পদং, তথা চতুর্থ্যন্ত-মেবাস্ত্রপদং ; কীদৃশম্ ? ফড়িতি শব্দান্তম্ ; অনেন মন্ত্রেণ অস্ত্রমুদ্রয়া দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাদিতি ! কর-কচ্ছপিকামুদ্রালক্ষণঞ্চ ভূতশুদ্ধৌ পূর্ব্বং লিখিতমে-বাস্তি ; স্বাঙ্কে করদ্বয়মুত্তানং বিন্যস্যেত্যর্থঃ, 'হস্তাবুৎ-সঙ্গমাধায়' ইতি শ্রীসূতোক্তেঃ ॥ ১৬৭ ॥

———

অথ শ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যানবিধিঃ

অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিতমাধ্বিকোৎফুল্লসৎ-
প্রসূননবপল্লবপ্রকর-নম্রশাখৈদ্রুমৈঃ ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনম্ ॥১৬৮

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীনন্দনন্দন ভগবানের ধ্যানবিধি—তৎপরে বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের চিন্তা করিবে। শ্রীধামে মঙ্গলপ্রদ নানাবিধ বৃক্ষরাজি থাকায় ঐ স্থান অতিশয় মনোরম ও ছায়াশীতল। তরুশাখাসমূহ সৌরভান্বিত, মধুস্রাবি ও বিকসিত অতি উৎকৃষ্ট পুষ্প ও নূতন নূতন পত্ররাজির ভারে অবনত বিকসিত নবমঞ্জরীদ্বারা মনোহারিণী লতাগুলি উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে ॥ ১৬৮ ॥

টীকা—অথানন্তরং সিতমতিঃ শুদ্ধমনাঃ সন্ বৃন্দাবনং চিন্তয়েৎ। কীদৃশম্ ? দ্রুমৈঃ শিশিরিতং শীতলীকৃতম্ ; কীদৃশৈঃ ? প্রকটমুদ্ভটং সৌরভং যস্য

তচ্চ, তৎ উদ্গলিত-মাধ্বীকঞ্চ প্রচ্যুতমধু, উৎফুল্লঞ্চ বিকসিতং, সচ্চ উত্তমং যৎ প্রসূনং পুষ্পং নবপল্লবঞ্চ, তয়োঃ প্রকরঃ সমূহঃ, তেন নম্রাঃ শাখা যেষাং তৈঃ। মাধ্বিকেতি—হ্রস্বত্বং মহাকবি-নিবদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যম্। প্রকট-সৌরভাকুলিত-মত্ত-ভৃঙ্গোল্লসদিতি পাঠস্তু সুগম এব। পুনঃ কীদৃশৈঃ ? প্রফুল্লাভির্নবমঞ্জরীভির্ললিতা মনোহরা যা বল্লর্যঃ অগ্রশাখাঃ লতা বা, তাভি-র্বেষ্টিতৈঃ। শিবং মঙ্গলরূপং, নির্বাধত্বাৎ পরম-কল্যাণকরত্বাচ্চ ॥ ১৬৮ ॥

বিকাসিসুমনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চরঃ-
চ্ছিলীমুখমুখোদ্গতৈর্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোতশুকশারিকাপরভৃতাদিভিঃ পত্রিভিঃ-
বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলম্ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—ভ্রমরসকল বিকাশোন্মুখ পুষ্পের রসাস্বাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা-দের গুঞ্জনে বৃন্দাবন মুখরিত। পারাবত, শুক, শারিকা ও কোকিলকুল সতত কলরব করিতেছে এবং ময়ূরসকল চতুর্দ্দিকে আনন্দে শাখা মেলিয়া নৃত্য করিতেছে ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—বৃন্দাবনমেব বিশিনষ্টি—বিকাসীতি দ্বাভ্যাম্। সঞ্চরতামিতস্ততো ভ্রমতাং শিলীমুখানাং ভ্রমরাণাং মুখেভ্য উদ্গতৈরুত্থিতৈঃ ঝঙ্কৃতৈঃ ঝঙ্কার-শব্দৈঃ মুখরিতং মুখরতাং নীতম্ অন্তরং মধ্যং যস্য তৎ; কীদৃশৈঃ ? বিকাসিনাং সুমনসাং পুষ্পাণাং রসস্য আস্বাদনং ভ্রমরৈরবলেহনং তেন মঞ্জুলৈর্মনো-হরৈঃ বিরাণিতং শব্দায়িতম্; ভুজগশত্রোর্ময়ূরস্য নৃত্যেন আকুলং ব্যাপ্তম্ ॥ ১৬৯ ॥

কলিন্দদুহিতশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
বিনিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপিতমনোভব-ব্রজবিলাসিনী-বাসসাং,
বিলোলনবিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ ॥১৭০

অনুবাদ—সেই বৃন্দাবনে যমুনাপ্রবাহের জলকণা-বাহী, বিকসিত কমলের পরাগ দ্বারা ধূসরীকৃত এবং উত্তেজিত কামভাবাপন্ন গোপরমণীদের বসন কম্পন-কারী মৃদু মৃদু পবন সতত সঞ্চারিত হইতেছে ॥১৭০

টীকা—যমুনায়াশ্চলন্তীনাং লহরীণাং বিপ্রুষঃ জলবিন্দবস্তাসাং বাহিভির্নেতৃভিঃ মারুতৈঃ সততং সেবিতম্; বিলোলনং সঞ্চলনং তদ্রূপবিহারবদ্ভিঃ; বিলোলনপরৈরনারত-নিষেবিতমিতি পাঠঃ সুগম এব। বিশেষণত্রয়েণ মারুতস্য ক্রমেণ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যা-ন্যুক্তানি ॥ ১৭০ ॥

প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌক্তিক-
প্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলম্।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং,
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপদমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥১৭১॥

অনুবাদ—ঐ বৃন্দাবনে কল্পতরুর ভাবনা করিতে হইবে। প্রবাল ঐ তরুর নূতন পাতা, নীলকান্তমণি উহার পাতা, হীরা ও মুক্তাসকল কোরক ও পদ্মরাগ-মণি নানাবিধ ফল। ঐ তরু অতীব উচ্চ ও স্থূল, অভীষ্ট তফলপ্রদ, সেখানে সর্ব্বদা সকল ঋতুই বর্ত্ত-মান। তাই সব ঋতুজাত পুষ্প তথায় যুগপৎ প্রস্ফু-টিত ॥ ১৭১ ॥

টীকা—তস্য বৃন্দাবনস্য অন্তর্মধ্যে কল্পবৃক্ষমপি চিন্তয়েৎ। প্রবালং বিদ্রুমমেব নবপল্লবং যস্য তৎ, মরকতম্ এব ছদঃ পত্রং যস্য তম্, বজ্রস্য হীরকস্য মৌক্তিকস্য চ প্রকরঃ সমূহ এব কোরকঃ পুষ্প-কলিকা যস্য তৎ, কমলরাগঃ পদ্মরাগমণিরেব নানাবিধং ফলং যস্য তৎ, স্থবিষ্ঠং স্থূলতরম্, অখিলৈঃ ষড়্ভিরেব ঋতুভিঃ সততং সেবিতম্, এতেন সর্ব্বদা সর্ব্বপুষ্পাঞ্চিতত্বমুক্তম্; উদঞ্চিতম্ উচ্ছ্রিতম্ ॥১৭১॥

সুহেমশিখরাবলেরুদিত-ভানুবদ্ভাস্বরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গাং বুধঃ ॥১৭২॥

অনুবাদ—সুধীব্যক্তি তারপর আলস্য ত্যাগ করিয়া অমৃতবর্ষণকারী ঐ কল্পতরুর তলদেশে রত্ন-ময়ী ভূমি ভাবনা করিবেন। অতি উত্তম স্বর্ণময় শৃঙ্গশ্রেণীর নিকট সমুদিত সূর্য্য-আভা ঐ ভূমির আভাও

তথায় মণি-নির্ম্মিত কুট্টিম শোভা পাইতেছে। পুষ্প-রাশির পরাগসমূহনিপতিত হওয়াতে ঐ স্থান সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সংসার সাগরের ছয় তরঙ্গ অর্থাৎ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা সেখানে নাই ॥ ১৭২ ॥

টীকা—অমৃতশীকরাসারিণঃ অমৃতবিন্দুবর্ষিণোঽস্য কল্পকাঙ্ঘ্রিপস্যাধঃ কনকস্থলীং চিন্তয়েৎ। 'শীকরাস্রাবিণঃ' ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। কীদৃশীম্? সুহেম্নঃ শোভনসুবর্ণস্য শিখরং শৃঙ্গং, তস্য আবলিঃ পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ সকাশাদুদিতো যো ভানুস্তদ্বৎ ভাস্বরাং দেদীপ্যমানম্; যদ্বা, সুহেমময়ী শিখরাবলিঃ শাখা-পঙ্‌ক্তির্যস্য তস্যেতি কল্পকাঙ্ঘ্রিপস্যৈব বিশেষণম্। পুনঃ কীদৃশম্? প্রদীপ্তৈর্দেদীপ্যমানৈর্মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ কুট্টিমং রত্নবদ্ধভূমির্যস্যাস্তাম্; অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ, বিগতা দূরীভূতা ষট্‌তরঙ্গা ঊর্ম্ময়ো যস্যাস্তাম্; শোকমোহৌ জরামৃত্যুঃ ক্ষুত্তৃট্ চেতি ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ১৭২ ॥

———

> তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-
> পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
> উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুষ্য মধ্যে।
> সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দম্ ॥১৭৩॥

অনুবাদ—ঐ রত্নকুট্টিমে সংস্থিত একখানি শ্রেষ্ঠ যোগাসনে অরুণবর্ণ অষ্টদলপদ্ম ভাবনা করিতে হইবে। তৎপরে চিন্তা করিবে যে উহার মধ্যভাগে উদয়োন্মুখ ভাস্করের মত প্রভাশালী শ্রীকৃষ্ণ সুখে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—তস্যাঃ কনকস্থল্যা যদ্রত্নকট্টিমং রত্নবদ্ধভূভাগঃ তস্মিন্নিবিষ্টং স্থিতং যৎ মহিষ্ঠং মহত্তরং যোগপীঠং তস্মিন্, কীদৃশং কমলম্? উদ্যতো বিরোচনস্য রবেঃ সরোচিঃ সমানপ্রভম্, অতএবারুণম্; অমুষ্য কমলস্য মধ্যে সুখনিবিষ্টং সুখমাসীনম্; যদ্বা, কুট্টিম-নিবিষ্টেত্যত্র নিবিষ্ট-শব্দার্থানুসারেণাত্রাপি সুখস্থিতমিত্যর্থঃ। বিলম্বমানসন্তানকপ্রসব-দামেত্যগ্রে বক্ষ্যমাণমালাবিলম্বমানতায়াঃ তথা মৎস্যাঙ্কুশেতিবর্ণয়িষ্যমাণ-ভক্তজনৈকাশ্রয়-শ্রীচরণ-কমল-সন্দর্শনাসম্পত্তেশ্চ। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে (২৮। ২৯)—'স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্' ইত্যত্র মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণাদৌ স্থিতমিতি শ্রীকপিলদেবেন নির্দ্দিষ্টম্; সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তম্—'বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতম্' ইতি; সম্যক্‌ত্রিভঙ্গললিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। যতস্তত্র তেনৈবোক্তম্—'তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গ-ললিতা-কৃতিম্' ইতি; অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—'গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাদ্বেণুবাদনতৎপরাম্; বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতাম্' ইতি ॥ ১৭৩ ॥

———

> সুত্রামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-
> প্রত্যগ্রনীল-জলজন্মসমানভাসম্।
> সুস্নিগ্ধনীল-ঘনকুঞ্চিতকেশজালং
> রাজন্মনোজ্ঞ-শিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ম্ ॥ ১৭৪ ॥
> রোলম্বলালিত সুরদ্রুমসূনকল্পি-
> তোত্তংসমুৎকচ-নবোৎপলকর্ণপূরম্।
> লোলালক-স্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্ত-
> গোরোচনাতিলকমুচ্চলচিল্লিমালম্ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কান্তি ইন্দ্রনীলমণি, মর্দ্দিত অঞ্জন, নবীন মেঘপুঞ্জ এবং নবনীলোৎপলসদৃশ এবং তাঁহার কেশপাশ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও আকুঞ্চিত, তাঁহার চূড়ায় মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। তিনি ভ্রমরকুলসেবিত কল্পবৃক্ষপ্রসূনে নির্ম্মিত ভূষণধারী। বিকসিত নবপল্লব তাঁহার কর্ণপূর, আর চঞ্চল অলকশোভিত তদীয় ললাটফলকে গোরচনানির্ম্মিত তিলক শোভা পাইতেছে। তাঁহার ভ্রূলতাযুগল যেন নৃত্য করিতেছে ॥ ১৭৪-১৭৫ ॥

টীকা—শ্রীমুকুন্দমেব বিশিনষ্টি—সুত্রামেতি পঞ্চবিংশতিভিঃ। সুত্রামরত্নম্ ইন্দ্রনীলমণিঃ, দলিতাঞ্জনং, ঘৃষ্টকজ্জলং, প্রত্যগ্রং নবং, নীলজলজন্ম উৎপলম্, তৈঃ সমানা ভাঃ কান্তির্যস্য তম্; রাজৎ শোভমানং, মনোজ্ঞং শিতিকণ্ঠশিখণ্ডং ময়ূরপিচ্ছং, তেন চূড়া মৌলিঃ যস্য তম্; যদ্বা তদেব চূড়ায়াং যস্য তম্। কুচিচ্চ কেশজালরাজদিতি সমস্তপাঠঃ ॥ ১৭৪ ॥

টীকা—রোলম্বৈর্ভ্রমরৈর্লালিতং প্রীত্যা সেবিতং, সুরদ্রুমপ্রসূনং পারিজাত-পুষ্পং, তেন কল্পিতঃ রচিতঃ

উত্তংসঃ শিরোভূষণং যেন তম্ ; উচ্চলে উদ্গতে নৃত্যন্ত্যৌ বা চিল্লিমালে জ্বলতে যস্য তম্ ॥ ১৭৫ ॥

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব-
কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রম্ ।
রত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ কলঙ্ক বিহীন শারদীয় চন্দ্রের মত মনোরম, নেত্রদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, দর্পণতুল্য অর্থাৎ নির্ম্মল গণ্ডস্থল মণিময় মকরকুণ্ডলে সমুদ্ভাসিত, নাসিকা উন্নত ও মনোরম ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—আপূর্ণং শারদঞ্চ গতাঙ্কঞ্চ নিষ্কলঙ্কং যচ্ছশাঙ্ক-বিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং, তস্মাদপি কান্তং সুন্দর-মাননং যস্য তম্ ॥ ১৭৬ ॥

সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাঙ্গম্ ।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবক্৯প্ত-
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বল-মনোহরকম্বুকণ্ঠম্ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহার নিম্ন ওষ্ঠ সিন্দূর হইতেও অধিক সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, কুন্দ-কুসুম ও মন্দারপুষ্প সদৃশ শুভ্র মৃদুহাস্যে সমুজ্জ্বলিত। কণ্ঠ নবপল্লব ও পুষ্প দ্বারা বিরচিত ভূষণে তাঁহার কম্বু-কণ্ঠ শোভিত ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—প্রচলার্কক্৯প্তেতি পাঠে প্রচলা'র্কা ময়ূর-পিচ্ছম্ ॥ ১৭৭ ॥

মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্ট-বিলম্বমান-
সন্তানকপ্রসবদামপরিষ্কৃতাংসম্ ।
হারাবলী-ভগণ-রাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলী-ললিতকৌস্তুভভানুমন্তম্ ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্ধদ্বয় চঞ্চল - মত্ত-ভ্রমর-সেবিত আপাদলম্বি - কল্পকুসুম মালায় দেদীপ্যমান। হারাবলীরূপ তারাগণে শোভমান। তদীয় বক্ষঃ-স্থলরূপ নভোমণ্ডলে মনোহর কৌস্তুভরূপ সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে ॥ ১৭৮ ॥

টীকা—মত্তৈর্ভ্রমদ্ভির্ভ্রমরৈর্জুষ্টং সেবিতং, বিলম্ব-মানম্ আপাদলম্বি ; পাঠান্তরে সুরভি সুগন্ধি অবালং চাম্লানং যৎ সন্তানক-প্রসবদাম কল্পবৃক্ষপুষ্পমালা, তেন পরিষ্কৃতৌ অলঙ্কৃতৌ অংসৌ যস্য তম্ ; হারাব-ল্যেব ভগণঃ নক্ষত্রবর্গস্তেন, রাজিতং শোভিতং পীর-বং পীনম্ উরঃ বক্ষ এব ব্যোমস্থলী, তয়া লসিতঃ শোভিতঃ কৌস্তুভ এব ভানুঃ সূর্য্যস্তদ্‌যুক্তম্ ॥ ১৭৮॥

শ্রীবৎসলক্ষণ-সুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্ত-সুজাতবাহুম্ ।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিম্ ॥ ১৭৯ ॥
নানামণি-প্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়সারসন-নূপুরতুন্দবন্ধম্ ।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিবীতনিতম্ববিম্বম্ ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—তিনি শ্রীবৎসচিহ্নদ্বারা সুলক্ষিত, উন্নত স্কন্ধ তাঁহার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় সুগোল, সুন্দর ও সুপুষ্ট। উদর ঈষৎ উন্নত ও নত, প্রশস্ত ও সুগভীর নাভি এবং রোমরাজি দেখিতে ভ্রমরাঙ্গনাশ্রেণীর মত সুন্দর। তাঁহার অঙ্গদ, কঙ্কণ, মুদ্রিকা, কণ্ঠালংকার, রসনা, নূপুর ও কটিবন্ধনে ব্যবহৃত স্বর্ণডোরী বিবিধ মণিখচিত। দেহ দিব্য অঙ্গরাগে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট। নিতম্বভাগ পীতবসনে ভূষিত ॥ ১৭৯-১৮০ ॥

টীকা—শ্রীবৎসলক্ষণেন সুলক্ষিতম্ প্রব্যঞ্জিতম্ জানুপর্য্যন্তব্যাপিনৌ পীনৌ চ পরিবৃত্তৌ চ ক্রমবলিতৌ সুজাতৌ সুকুমারৌ নির্দোষৌ বাহূ যস্য তম্ ; আব-ন্ধুরং নিম্নোন্নতম্ অতিশয়েন ভদ্রং বা উদরং যস্য তম্ ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—নানামণিভিঃ প্রকর্ষেণ ঘটিতাঃ কল্পিতা অঙ্গদাদয়ো যস্য তম্, তত্র উর্ম্মিমুদ্রিকা, সারসনং রসনা, তুন্দবন্ধঃ উদরবন্ধনার্থ-সুবর্ণডোরকম্ ; দিব্যৈ-রঙ্গরাগৈরনু-লেপনৈঃ পরিপিঞ্জরিতা নানাবর্ণতাং নীতা অঙ্গযষ্টির্য্যস্য তম্ ॥ ১৮০ ॥

চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘং
কান্তোন্নতপ্রপদ-নিন্দিতকূর্ম্মকান্তিম্ ।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজ-
দ্রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মম্ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার উরু ও জানু মনোহর, জঙ্ঘা সুন্দররূপে বিস্তৃত ও কমনীয় এবং উন্নত পাদাগ্রভাগ কূর্ম্মের কান্তিরও নিন্দাকারী। নখসমূহ মণি-মাণিক্য রচিত মুকুর হইতেও সমুজ্জ্বল। সেই নখ-রাজি দ্বারা শোভমান রক্তাঙ্গুলিস্বরূপ—পত্রগুচ্ছে তাঁহার পদযুগল শোভা পাইতেছে ॥ ১৮১ ॥

টীকা—মাণিক্যময়দর্পণেভ্যোঽপি বিলসতাং শোভমানানাং নখানাং রাজিস্তয়া রাজন্ত্যো রক্তাঙ্গুলয়ঃ তাশ্ছদাঃ পত্রাণি, তৈ সুন্দরে পাদপদ্মে যস্য তম্; রত্নেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ১৮১ ॥

———

মৎস্যাঙ্কুশারদরকেতুযবাব্জবজ্র-
সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামম্ ।
লাবণ্যসারসমুদায়-বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিত-মনোভবদেহকান্তিম্ ॥১৮২॥

অনুবাদ—উজ্জ্বল অরুণবর্ণ হস্তপদতলে—মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব, পদ্ম ও বজ্রের চিহ্নযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সৌন্দর্য্য বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্যের সারসর্ব্বস্ব দ্বারা নির্ম্মিত তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্য মীনকেতন কামদেবের দেহ কান্তিকে নির্জ্জিত করিয়াছে ॥ ১৮২ ॥

টীকা—মৎস্যাদিভীরেখাত্মকৈশ্চিহ্নৈঃ সংলক্ষিতম্ অরুণতরং চাতিরক্তম্ অঙ্ঘ্রিতলম্; করাঙ্ঘ্রীতি পাঠে অরুণং করাঙ্ঘ্র্যাস্তলং, তেন অভিরামং মনো-রমম্; আরং চক্রং, দরঃ শঙ্খঃ। নির্জ্জিতেত্যত্র নির্ধু-তেতি কৃচিৎ পাঠঃ। কান্তিঃ শোভা ॥ ১৮২ ॥

———

আস্যারবিন্দ-পরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলি-সমীরিতদিব্যরাগৈঃ ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিম্ ॥ ১৮৩ ॥

গোভির্ম্মুখাম্বুজবিলীন-বিলোচনাভি-
রূধোভরস্খলিত-মন্থরমন্দগাভিঃ ।
দন্তাগ্রদষ্ট-পরিশিষ্ট-তৃণাঙ্কুরাভি-
রালম্বিবালধিলতাভিরথাভিবীতম্ ।১৮৪॥

অনুবাদ—তারপর অনন্তসুখ-সিন্ধুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বদন কমলদ্বারা পরিপূরিত বংশী-ছিদ্র-সমূহে হস্তের অঙ্গুলিনিচয় চালনা করিয়া যে দিব্য রাগ-রাগিণী সকল উদ্গীরণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যাবতীয় জন্তুর সন্তান-সন্ততির চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া সমীপে আকৃষ্ট হইয়াছে। স্তনভারে ধীরগতি ধেনুগণ কর্ত্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত। লম্বায়মান পুচ্ছযুক্ত ধেনুগণ, শ্রীমুখপদ্মে দৃষ্টি স্থির করায় তৃণাগ্রভাগ তাহাদের দাঁতে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮৩-১৮৪ ॥

টীকা—শশ্বৎ মুহুঃ দ্রবীকৃতা আদ্রিতা বিকৃষ্টা সমাকৃষ্টা চ সমস্তজন্তুনাং সন্তানসন্ততির্বংশসমূহো যেন তম্ ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—অথানন্তরং গোভিঃ অভিতো বীতং বেষ্টিতম্; উধোভরেণ স্তন-গৌরবেণ স্খলিতং মন্থ-রং চালসং মন্দঞ্চ যথা স্যাত্তথা, অভিতো গচ্ছন্তী-ভিরিত্যর্থঃ; বালধিঃ পুচ্ছম্ ॥ ১৮৪ ॥

———

সপ্রস্রবস্তন-বিচূষণপূর্ণনিশ্চ-
লাস্যাবটক্ষরিত-ফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ ।
বেণুপ্রবর্ত্তিততমনোহর-মন্দ্রগীত-
দত্তোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্ণকৈশ্চ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—নবপ্রসূত বৎসগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। ঐসকল বৎস দন্ত এবং ওষ্ঠ দ্বারা আক-র্ষণ করিয়া স্তনদুগ্ধ পানকালে তাহাদের মুখবিবর দুগ্ধফেন পূর্ণ হইয়া নিশ্চলা হইয়াছে—ইহাতে মনো-রম শোভার সৃষ্টি হইয়াছে। আর বংশী হইতে নির্গত মনোহর গভীর গীতস্বর তাহারা কর্ণযুগল উন্নত করিয়া একমনে শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—তর্ণকৈর্নূতনবৎসৈশ্চাভিবীতমিত্যন্বয়ঃ; এবমগ্রেঽপি। কীদৃশৈঃ ? —প্রস্রবো দুগ্ধক্ষরণং তৎ সহিতস্য স্তনস্য বিচূষণং দন্তৌষ্ঠেনাকৃষ্য পানং, তেন পূর্ণো দুগ্ধভৃতো নিশ্চলশ্চ আস্যাবটো মুখবিবরং, তস্মাৎ ক্ষরিতং যৎ ফেনিলং ফেনময়ং দুগ্ধং, তেন

মুগ্ধৈঃ সুন্দরৈঃ ; মন্দ্রো গম্ভীরধ্বনিঃ ; কৃচিন্মন্দেতি পাঠঃ ॥ ১৮৫ ॥

———

প্রত্যগ্রশৃঙ্গ-মৃদুমস্তক-সম্প্রহার-
সংরম্ভবল্গন-বিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ ।
আমেদুরৈর্বহুলসাস্নগলৈরুদগ্র-
পুচ্ছৈশ্চ বৎসতর-বৎসতরীনিকায়ৈ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—সুস্নিগ্ধ, হৃষ্টপুষ্ট বাছুর বাছুরীও (যাহারা দুধ খাওয়া ছাড়িয়াছে) তাঁহার চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইতেছে। তাহাদের পুচ্ছভাগ উন্নত ও গলায় স্থূল গলকম্বল শোভমান। মাথায় নূতন শৃঙ্গ উঠিতেছে, আগমন সময়ে তাহারা মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেছে, এই ভাবে লড়াই করিতে থাকায় চঞ্চল ও ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—প্রত্যগ্রং নবং শৃঙ্গং যস্মিন্, তেন মৃদুনা মস্তকেন সংপ্রহারঃ অন্যেন সহ যুদ্ধে অভিঘাত-স্তস্মিন্ বা অন্যেন প্রহারস্তেন সংরম্ভঃ ক্রোধস্তস্মিন্ আবেশো বা, তেন বল্গনম্ ইতস্ততো বিচলনং, তেন বিলোলঃ খুরাগ্রপাতো যেষাং তৈঃ ; আমেদুরৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ পুষ্টৈরিতি বা, বহুলা স্থূলা সাস্না গলকম্বলো যস্মিন্ তাদৃশো গলো যেষাং তৈঃ ; বৎস এব স্তন-পানাবস্থামতিক্রান্তো বৎসতরঃ, 'ত্রৈবার্ষিকো বলীবর্দ্দঃ' ইতি কেচিৎ, তাদৃশ্যেব বৎসতরী, তয়োর্নিকায়ৈঃ সমূহৈশ্চাভিবীতম্ ॥ ১৮৬ ॥

———

হম্বারব-ক্ষুভিত-দিগ্‌বলয়ৈর্মহদ্ভি-
রপ্যুক্ষভিঃ পৃথু ককুদ্ভরভার-খিন্নৈঃ ।
উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটী-পরিবীতবংশ-
ধ্বানামৃতোদ্ধত-বিকাশি-বিশালঘোণৈঃ ॥১৮৭॥

অনুবাদ—ককুদ ভারাক্রান্ত বৃহৎ বৃহৎ ষণ্ডগুলি হাম্বারবে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া ধীর গতিতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে এবং বংশীস্বররূপ অমৃতরসে তাহাদের কর্ণবিবর পূর্ণ হওয়ায় ঐ সকল ষণ্ডগুলির নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত ও উচ্চীকৃত হইয়াছে ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—উক্ষভিঃ বৃষৈরপ্যভিবীতম্ ; পৃথুককুদ্ভর এব ভারস্তেন খিন্নৈরলসৈঃ ; উত্তম্ভিতয়া উর্দ্ধীকৃত্য স্তব্ধতাং প্রাপিতয়া শ্রুতিপুট্যা পরীবীতং যৎ শ্রীকৃষ্ণ-বংশধ্বানামৃতং তস্মিন্ উদ্ধতা উত্তটা, তেন বা উর্দ্ধী-কৃতা বিকাশিনী চ প্রস্ফুটপুটা বিশালা ঘোণা নাসা যেষাং তৈঃ ॥ ১৮৭ ॥

———

গোপৈঃ সমানগুণশীল-বয়োবিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বন-বেণুবীণৈঃ ।
মন্দ্রোচ্চতারপটু-গানপরৈর্বিলোল-
দোর্বল্লরীললিতলাস্য-বিধানদক্ষৈঃ ॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ—সমান-গুণশীল বয়সবেশদ্বারা ভূষিত গোপসখাগণ আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতেছেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে মধুর ও অনুচ্চ বেণু ও বীণা বাজাইতেছেন, একমনে তান সহকারে সুব্যক্ত গান করিতেছেন এবং সুন্দররূপে বাহুলতা বিস্তৃত করিয়া সুন্দর নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—গোপৈশ্চাভিবীতম্ ; গুণাঃ করুণাদয়ঃ, শীলং স্বভাবো জগদানন্দকত্বাদি, মূর্চ্ছিতঃ মূর্চ্ছনাং প্রাপিতঃ কলস্বনঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ ; স্বরেতি পাঠে মধুরাস্ফুটরাগো যস্মিন্ তাদৃশো বেণুবীণা চ যেষাং তৈঃ ; মূর্চ্ছনা চোক্তা—'স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগ-তাং প্রতিপদ্যতে। মূর্চ্ছনামিতি তাং প্রাহুঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাম্। সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ' ইতি। মন্দ্রোচ্চতারৈর্ধ্বনিভেদৈঃ পটু ব্যক্তং যদ্‌গানং তৎপরৈঃ ; লাস্যং নৃত্যম্ ॥ ১৮৮ ॥

———

জঙ্ঘান্তপীবর-কটীরতটীনিবদ্ধ-
ব্যালোল-কিঙ্কিণিঘটারটিতৈরটদ্ভিঃ ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিত-কণ্ঠভূষৈ-
রব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্ ॥১৮৯॥

অনুবাদ—অস্ফুট মধুরভাষী শিশুগণও তাঁহার চারিপাশে আছে। তাহাদের কোমরে বাঁধা কিঙ্কিণীর শব্দ উঠিতেছে। তাহাদের গলায় ব্যাঘ্রনখের অলংকার শোভা পাইতেছে ॥ ১৮৯ ॥

টীকা—পৃথুকৈর্বালকৈঃ পরীতং বেষ্টিতম্ ;

কীদৃশৈঃ ? জঙ্ঘান্তে পীবরকটীরতট্যাং চ পীনকটী-স্থল্যাং নিবদ্ধা চ ব্যালোলা চ কিঙ্কিণীনাং ঘটা সমূহঃ, তস্যাঃ রটিতৈঃ শব্দৈঃ কৃত্বা রটদ্ভিঃ শব্দায়মানৈঃ ; তরক্ষুর্ব্যাঘ্রঃ ॥ ১৮৯ ॥

অথ সুললিত-গোপসুন্দরীণাং
পৃথু-নিবিবীষ-নিতম্বমন্থরাণাম্ ।
গুরু-কুচভর-ভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলিবিজৃম্ভিত-রোমরাজিভাজাম্ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—মনোহারিণী গোপসুন্দরীগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একাগ্রচিত্তে সেবা করিতে-ছেন। উঁহারা স্থূল বিশাল নিতম্বভারে মন্থরগতি, গুরুতর কুচভরে আনমিত, তাঁহাদের কটিভাগের ত্রিবলিরেখাতে রোমরাজি শোভা পাইতেছে ॥ ১৯০ ॥

টীকা—অথেত্যানন্তর্য্যে মাঙ্গল্যে বা ; সুললিতানাং পরমমনোহরাণাং গোপীসুন্দরীণাং আলিভিঃ পঙ্-ক্তিভিঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সততং নিতরাং সেবিতমিতি অষ্টমশ্লোকেনান্বয়ঃ ; তা এব বিশিনষ্টি—পৃথ্বাদিনা করাম্বুজানামিত্যন্তেন পাদদ্বয়োনশ্লোকাষ্টকেন । নিবি-বীষং নিবিড়ম্ ; অবলগ্নং মধ্যদেশঃ ॥ ১৯০ ॥

তদতিমধুরচারুবেণুবাদ্যা-
মৃতরস-পল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাম্ ।
মুকুলবিসররম্য-রূঢ়রোমোদ্-
গমসমলঙ্কৃত-গাত্রবল্লরীণাম্ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুবাদনরূপ অমৃতরসসিক্ত হইয়া সেই গোপীগণের মদনবৃক্ষ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাদের দেহলতা, ঈষৎ বিকসিত কলিকাসদৃশ রোম উদ্গমে সুশোভিত হইয়াছে ॥ ১৯১ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিমধুরং সুখরং চারু চ সুন্দরং বেণুবাদ্যমেবামৃতরসস্তেন পল্লবিতো বিস্তা-রিতোঽঙ্গজাঙ্ঘ্রিপঃ কামবৃক্ষো যাসাং তাসাম্ । অঙ্গ-জাঙ্ঘ্রিপস্যেতি পাঠে পরেণ সম্বন্ধঃ । মুকুলবিসরঃ কুটমলসমূহস্তদ্বদ্রম্যঃ রূঢ়শ্চ জাতো যো রোমোদ্গমঃ পুলকং, তেন সম্যগলঙ্কৃতা গাত্রবল্লরী দেহলতা যাসাম্ ॥ ১৯১ ॥

তদতিরুচির-মন্দহাসচন্দ্রা-
তপপরিজৃম্ভিত-রাগবারিরাশেঃ ।
তরলতর-তরঙ্গভঙ্গবিপ্রুট্-
প্রকরসম-শ্রমবিন্দুসন্ততানাম্ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—সেই নন্দনন্দনের সুমধুর স্মিতহাস্যরূপ চন্দ্রকিরণে সমুদ্রের মত গোপীগণের অনুরাগ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের গাত্রে শ্রমজনিত স্বেদ-বিন্দুগুলি যেন অনুরাগসমুদ্রের তরল-তরঙ্গের জল-কণা সদৃশ বোধ হইতেছে ॥ ১৯২ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিরুচিরো মন্দহাস এব চন্দ্রস্যাতপো রশ্মিস্তেন পরিজৃম্ভিতস্য বিবর্দ্ধিতস্য রাগবারিরাশেঃ প্রেমসমুদ্রস্য যে তরলতরা অতি-চঞ্চলাস্তরঙ্গা উর্ম্মি-কল্লোলাস্তরঙ্গপরম্পরা বা, তেষাং বিপ্রুষো জলন্দিবরস্তাসাং প্রকরঃ সমূহস্তেন সমাস্তুল্যা যে শ্রমোৎপন্নস্বেদবিন্দবস্তৈঃ সন্ততানাং ব্যাপ্তানাম্ । প্রসরেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ; সন্ততীনামিতি পাঠে শ্রমবিন্দূনাং সন্ততিঃ পরম্পরা যাসাম্ ॥ ১৯২ ॥

তদতিললিত-মন্দচিল্লিচাপ-
চ্যুতনিশিতেক্ষণ-মারবাণবৃষ্ট্যা ।
দলিতসকলমর্ম্ম-বিহ্বলাঙ্গ-
প্রবিসৃত-দুঃসহ-বেপথুব্যথানাম্ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অতিমনোহর আয়ত ভ্রূধনু হইতে কটাক্ষরূপ তীক্ষ্ণ কামশরসমূহ বর্ষিত হইয়া গোপরমণীদিগের মর্ম্মস্থল বিদলিত করিতেছে। তাই তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ কম্পযাতনা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিললিতা পরমমনোহরা মোহনা মন্দা চ আয়তাপ্রগল্ভা বা যা চিল্লির্ভ্রূঃ সৈব চাপঃ, তস্মাৎ চ্যুতঃ নিশিতশ্চ তীক্ষ্ণ ঈক্ষণমারবাণঃ কটাক্ষরূপঃ কামশরঃ, তস্যা বৃষ্ট্যা, দলিতসকলমর্ম্মসু অতএব বিহ্বলেষু অঙ্গেষু প্রবিসৃতা বিস্তৃতা দুঃসহা বেপথুরূপা বেদনা যাসাম্ ॥ ১৯৩ ॥

তদতিসুভগকম্র-রূপশোভাঽ-
মৃতরসপানবিধান-লালসাভ্যাম্ ।
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনা-
মলসবিলোল-বিলোচনাম্বুজাভ্যাম্ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—ব্রজগোপীদিগের অলস চঞ্চল নয়ন-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শোভনীয় বস্তুসকল হইতেও উৎকৃষ্ট কমনীয় রূপামৃতপান করিবার নিমিত্ত লালসা করিতেছে। এইপ্রকার নয়নে তাঁহারা প্রণয়বারি বহন করিতেছেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—অলসাভ্যাং লজ্জাদিনার্দ্ধমীলিতাভ্যাং বিলোলাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টলোচনাম্বুজাভ্যাং কৃত্বা প্রেমজল-প্রবাহবহনশীলানাম্। কথম্ভূতাভ্যাম্? তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিসুভগাৎ পরমকমনীয়াদপি কম্রং কমনীয়ং রূপং, তস্য শোভা কৈশোরে নবযৌবনোদ্ভেদে শ্রীঃ সৈব ; যদ্বা, তদেব শোভাযুক্তামৃতরসস্তস্য পানবিধানে লালসা অত্যৌৎসুক্যং যয়োস্তাভ্যাম্ ॥ ১৯৪ ॥

বিস্রংসৎকবরীকলাপ-বিগলৎফুল্লপ্রসূনস্রব-
ন্মাধ্বীলম্পট-চঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ ।
মারোন্মাদ-মদস্খলন্মৃদুগিরামালোলকাঞ্চ্যুচ্ছ্বস-
ন্নীবীবিশ্লথমান-চীনসিচয়ান্তাবিনিতম্বত্বিষাম্ ॥১৯৫॥

অনুবাদ—তাঁহাদের খোঁপার বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে। তাহাতে যে সকল ফুল দেওয়া ছিল সেগুলিও মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে, মৌমাছি সকল মধু পানের জন্য চঞ্চল হইয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, আর কাঞ্চীদাম চঞ্চল হওয়ায় কাপড়ের গিঁঠ খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের নিতম্বশোভা লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—মাধ্বী মাধ্বীকং, চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ ; মারোন্মাদেন যো মদঃ মত্ততা, তেন স্খলন্তী অস্পষ্টা-ক্ষরা মৃদুঃ কোমলা গীর্ব্বাণী যাসাম্ ; উন্মাদলক্ষণং চোক্তম্—'শ্বাসপ্ররোদনোৎ - কম্পৈর্বহুধালোকনৈরপি। ব্যাপারো জায়তে যস্ত স উন্মাদঃ স্মৃতো যথা' ইতি। আলোলয়া সঞ্চলন্ত্যা কাঞ্চ্যা হেতুনা উচ্ছ্বসতী শ্লথী-ভবন্তী যা নীবী পরিধানবস্ত্রবন্ধস্তয়ৈব বিশ্লথমানো বিশ্লথীভবন্ চীনদেশোদ্ভবঃ সূক্ষ্মো বা সিচয়ঃ পট্ট-বস্ত্রবিশেষস্তস্যান্তে স্বরূপে আবিঃ প্রকটা নিতম্বত্বিট্ যাসাম্ ; 'অন্তঃ স্বরূপে বিনাশে চান্তিকেঽপি চ ইতি কোষঃ ॥ ১৯৫ ॥

স্খলিতললিত-পাদাম্ভোজ-মন্দাভিঘাত-
কৃণিত-মণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাম্ ।
চলদধরদলানাং কুটমলৎপক্ষ্মলাক্ষি-
দ্বয়সরসিরুহাণামুল্লসৎকুণ্ডলানাম্ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নৃত্যায়মান পদকমল দ্বারা ভূমিতলে যে আঘাত করিতেছেন, তাহাতে মণিনির্ম্মিত নূপুরের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। সেই সকল গোপীদিগের কম্পিত অধর, মুকুলিতনেত্র, সুন্দর মুখপদ্ম শোভিত এবং তাঁহারা শ্রবণপুটে দীপ্যমান কুণ্ডল ধারণ করিয়া-ছেন ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—স্খলিতস্য স্খলনযুক্তস্য ললিতস্য চ পাদাম্ভোজস্য মন্দাভিঘাতেন ঈষদ্-ভূভাগপ্রহারণে কৃণিতঃ কৃতশব্দো মণিময়ো যস্তুলাকোটির্নূপুরং, তেন আকুলং শব্দব্যাপ্তম্ আশানাং দিশাং মুখং যাভ্যস্তা-সাম্ ; কুটমলং মুকুলায়মানং পক্ষ্মলঞ্চ উৎকৃষ্টপক্ষ্ম-যুক্তম্ অক্ষিদ্বয়সরসিরুহং যাসাম্ ॥ ১৯৬ ॥

দ্রাঘিষ্ঠশ্বসন-সমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠপল্লবানাম্ ।
নানোপায়ন-বিলসৎকরাম্বুজানা-
মালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ ॥ ১৯৭ ॥

তাসামায়তলোল-নীলনয়ন-ব্যাকোষনীলাম্বুজ-
স্রগ্ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতনুং নানাবিনোদাস্পদম্ ।
তন্মুগ্ধাননপঙ্কজ-প্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষি-মধুকৃন্মালাং
মনোহারিণীম্ ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—উঁহাদিগের অতিদীর্ঘ নিঃশ্বাসবায়ুতে উত্তপ্ত ও মলিন অরুণ ওষ্ঠ-পল্লব। করকমলে বিবিধ উপায়নধৃত গোপীগণ বেষ্টিত। নীলোৎপলসদৃশ বিস্ফারিত নয়নকান্তি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল আনন্দের আধার। তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গ প্রণয়-মদে মত্ত হইয়া গোপীদিগের মনোজ্ঞ মুখপদ্ম হইতে

ক্ষরিত মধুধারা পান করিতেছে। শ্রীগোবিন্দমনোমোহিনী গোপীগণের নয়নপদ্মস্থিত ভ্রমরমালা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ১৯৭-১৯৮ ॥

টীকা—দ্রাঘিষ্ঠোঽতিদীর্ঘঃ শ্বসনসমীরণঃ শ্বাসবায়ুস্তেন অভিতাপঃ সন্তাপস্তেন প্রম্লানীভবন্ অরুণোষ্ঠপল্লবো যাসাম্ ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—ব্যাকোষং বিকসিতম্, প্রণয়াদুন্মদে উদ্গতমদে অক্ষিণী এব মধুকুন্মালাভ্রমরপংক্তিঃ তাং বিভ্রাণং প্রকটয়ন্তং, শ্রীলোচনয়োরিতস্ততো বহুধা নিপতনেন সর্ব্বতো দর্শনান্মালেত্যুক্তম্। কীদৃশীম্? তাসাং যন্মুগ্ধং মনোহরমাননপঙ্কজং তস্মাৎ প্রবিগলিতো মাধ্বীরসস্য মকরন্দস্য আস্বাদনশীলাম্, অতএব মনোহারিণীম্ ॥ ১৯৮ ॥

গোপ-গোপী-পশূনাং বহিঃ
স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাম্।
বিত্তার্থিনীং বিরিঞ্চিত্রিনয়নশত-
মন্যুপূর্ব্বিকাং স্তোত্রপরাম্ ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—গোপ, গোপী ও গোগণের বহির্ভাগে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগে ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র সমবিভ্যাহারে ধনাকাঙ্ক্ষীদেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥

টীকা—ইদানীং ক্রমেণ বিত্ত-ধর্ম্ম-মোক্ষ-কামাখ্যপুরুষার্থচতুষ্টয়স্য তথা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠস্য পঞ্চমপুরুষার্থরূপায়া ভক্তেশ্চ বাঞ্ছায়াঃ প্রদানাং দেবাদীনাং ধ্যানমাহ—গোপেতি পঞ্চভিঃ। অস্য কৃষ্ণস্য, অগ্রতঃ সম্মুখে ॥ ১৯৯ ॥

তদ্দক্ষিণতো মুনিনিকরং
দৃঢ়ধর্ম্মবাঞ্ছমাম্নায়পরম্।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষমাণান্
সমাধিনা সনকাদ্যান্ ॥ ২০০ ॥
সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধ-
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ
কামার্থিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়বাঞ্ছা-বিশিষ্ট ও বেদপরায়ণ মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের ডানদিকে এবং সমাধিদ্বারা মুক্তিপদাকাঙ্ক্ষী সনকাদি যোগীন্দ্রগণ পিছন দিকে রহিয়াছেন। বামে সভার্য্যা যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণগণ এবং কিন্নরদিগের সহিত শ্রেষ্ঠ অপ্সরাসকল নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিদ্বারা বাঞ্ছিত ফল প্রার্থনা করিতেছেন। ॥ ২০০-২০১ ॥

টীকা—দক্ষিণে চাস্য মুনিনিকরং স্মরেৎ। দৃঢ়া ধর্ম্মে বাঞ্ছা যস্য তম্ ॥ ২০০ ॥

টীকা—সকান্তান্ পত্নীসহিতান্ যক্ষাদীংশ্চ স্মরেৎ। কতম্ভূতান্? নর্ত্তনাদ্যৈঃ কামার্থিনঃ নিজনিজাভীষ্টপ্রার্থকান্; মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশ্যাদ্যা অপ্সরসশ্চ স্মরেৎ ॥ ২০১ ॥

শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং
সৌদামনীততি-পিশঙ্গজটাকলাপম্।
তৎপাদপঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং
বাঞ্ছন্তমুজ্ঝিততরান্যসমস্তসঙ্গম্ ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মাপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদকে আকাশ পথে চিন্তা করিবে। তিনি শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পেরন্যায় শুভ্র বর্ণ এবং নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার জটারাজি বিদ্যুৎবৎ পীতবর্ণ। তিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে অচলা ভক্তিমাত্র প্রার্থনা করিতেছেন। ২০২ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপঙ্কজগতাং তদ্বিষয়িণীমিত্যর্থঃ। উজ্ঝিততরো নিতরাং পরিত্যক্তোঽন্যস্মিন্ ভক্তিব্যতিরিক্তে সমস্তে সঙ্গ আসক্তির্যেন তম্ ॥ ২০২ ॥

নানাবিধশ্রুতিগণান্বিত-সপ্তরাগ-
গ্রামত্রয়ীগত-মনোহর-মূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্তমুদিতাভিরমুং মহত্যা,
সঞ্চিন্তয়েন্নভসি ধাতৃসুতং মুনীন্দ্রম্ ॥২০৩॥

অনুবাদ—এই জন্য তিনি স্বীয় 'মহতী' নাম্নী বীণার নাদ, সপ্তস্বর ও গ্রামত্রয় জনিত মূর্চ্ছনাদি উদ্ভাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিতেছেন ॥২০৩॥

টীকা—অতএব অমুং শ্রীকৃষ্ণং মহত্যাখ্যায়া কচ্ছপিকয়া স্বকীয়বীণয়া প্রীণয়ন্তম্; কাভিঃ?

নানাবিধঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাত্মকো যঃ শ্রুতিগণো নাদ-সমূহস্তেনান্বিতা যে সপ্ত রাগা নিষাদাদিস্বরা মেঘ-নাদ-বসন্তাদিরাগা বা, তেষু যা গ্রামত্রয়ী গ্রামাণাং ত্রয়াণাং সমাহারস্তস্যাং গতাঃ প্রাপ্তা যা মনোহরা মূর্চ্ছনাস্তাভিঃ। কথম্ভুতাভিঃ? উদিতাভিঃ স্বয়মেব প্রাকট্যং প্রাপ্তাভিঃ, মহত্ত্যোদিতাভিরিতি বা সম্বন্ধঃ। অতএব মুনীন্দ্রং মুনিগণ-শ্রেষ্ঠং ধাতৃসুতং শ্রীনাদং নভসি সম্যক্ চিন্তয়েৎ ॥ ২০৩ ॥

———

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে—

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥ ২০৪ ॥
রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদনখং শুভম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্ন-বিভূষিতম্ ॥২০৫॥
তদ্ধামবিলসন্মুক্তাবদ্ধহারোপশোভিতম্।
নানারত্নপ্রভোদ্ভাসি-মুকুটং দিব্যতেজসম্ ॥ ২০৬ ॥
হারকেয়ূর-কটককুণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুনূপুরাদ্যুপশোভিতম্ ॥ ২০৭ ॥
নানারত্নবিচিত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।
বর্হিপত্র-কৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ২০৮ ॥
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালাবিভূষিতম্।
সচন্দ্রতারকানন্দি-বিমলাম্বরসন্নিভম্ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে সর্ব্বপাতকনাশন ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে—তাহা এই রূপ—তিনি পীতাম্বরধারী ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নয়নযুগল পদ্ম-সদৃশ ও রক্তবর্ণ। তাঁহার অধর করতল, চরণতল, ও নখরাজি রক্তবর্ণ। তিনি জগন্মঙ্গলরূপ। তাঁহার বক্ষঃস্থল নানারত্ন এবং মুক্তাহারে পরিশোভিত তাঁহার বক্ষোদেশ ঐ হারের মুক্তা ও কৌস্তুভমণির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। তাঁহার মুকুট নানাবিধ মণি-প্রভায় শোভিত এবং দিব্য তেজোময়। তিনি হার, কেয়ূর, কটক ও কুণ্ডলে ভূষিত। বক্ষঃস্থিত শ্রীবৎস-চিহ্ন ও মনোহর নূপুরাদি অলঙ্কার তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। তিনি বিবিধ রত্নালঙ্কারে চিত্রিত এবং কটিসূত্র, অঙ্গুরীয়কসকল দ্বারা বিশেষ ভাবে ভূষিত। শিখিপিচ্ছ, বহুপ্রকার বন্যপুষ্পজ-মালা ও কদম্ব-পুষ্পে নির্ম্মিত মালায় তিনি শোভিত। সুতরাং তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা-শোভিত সুখকর বিমল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ২০৪-২০৯ ॥

———

বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতম্।
গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ গোষ্ঠমধ্যগতং হরিম্ ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—বেণুটি দুইহাতে ধরিয়া মুখে যোজনা করতঃ গোষ্ঠ মধ্যে থাকিয়া তিনি অলৌকিক গান করিতেছেন ॥ ২১০ ॥

———

স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্ট-কন্যাকাশতবেষ্টিতম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতম্ ॥ ২১১ ॥
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং সর্ব্বাসাঞ্চ গবামপি।
লেলিহ্যমানং বৎসৈশ্চ ধেনুভিশ্চ সমন্ততঃ ॥২১২॥
সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্বিহঙ্গমৈঃ।
সুরাসুর-মনুষ্যৈশ্চ স্থাবরৈঃ পন্নগৈরপি ॥ ২১৩ ॥
মৃগৈর্বিদ্যাধরৈশ্চৈব বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ।
নারদেন বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ২১৪ ॥
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাঙ্গিরসা তথা।
দক্ষেণ শৌনকাত্রিভ্যাং সিদ্ধেন কপিলেন চ ॥২১৫॥
সনকাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ ব্রহ্মলোকগতৈরপি।
অন্যৈরপি চ সংযুক্তং কৃষ্ণং ধ্যায়েদহর্নিশম্ ॥২১৬॥

অনুবাদ—তিনি স্বর্গলোক হইতে পরিচ্যুত শত শত কন্যাসদৃশী পরমাসুন্দরী গোপকুমারীগণে পরি-বেষ্টিত রহিয়াছেন। সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া সমুদায় গোপীগণের এবং গোপগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। ধেনু ও বৎসগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে লেহন করিতেছে এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, পক্ষী, দেব, অসুর, স্থাবর, পন্নগ, পশু, বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। বুদ্ধিমান নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, শৌনক, অত্রি, সিদ্ধেশ্বর, কপিল ব্রহ্মলোকস্থ সনকাদি মুনীন্দ্রগণও অপরাপর সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছেন। দিবানিশি এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে হইবে ॥ ২১১-২১৬ ॥

টীকা—শুভং জগন্মঙ্গলরূপং, তস্য কৌস্তুভস্য

ধাম্না তেজসা বিলসন্তীভির্মুক্তাভিরাচ্ছন্নেন সংবেষ্টিতেন হারেণ উপশোভিতম্। মুক্তাবদ্ধেতি বা পাঠঃ। কটিসূত্রেণাঙ্গুলীয়কৈশালঙ্কৃতম্; সচন্দ্রাভিস্তারাভিরানন্দং সুখকরং যদ্বিমলম্ অম্বরং ব্যোম তৎসদৃশম্। অত্র চন্দ্রস্থানে কৌস্তুভঃ, তারাস্থানে কদম্বমালা, অম্বরস্থানে শ্রীমদ্বক্ষঃস্থলমূহ্যম্। স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টানাং পরমসুন্দরীণামিত্যর্থঃ; তাদৃশীনাং কন্যানাং শ্রীগোপকুমারীণাং শতেন বেষ্টিতম্; শতশব্দোঽত্রাসংখ্যত্বে ॥ ২০৪-২১১ ॥

———

সংক্ষেপেণ শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি—

অব্যান্নীলৎকলায়-দ্যুতিরহিরিপু-
পিচ্ছোল্লসৎকেশজালো,
গোপীনেত্রোৎসবারাধিত-
ললিতবপুর্গোপগোবৃন্দ-বীতঃ।
শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দ-প্রতিহসিত-
শশাঙ্কাকৃতিঃ পীতবাসা,
দেবোঽসৌ বেণুনাদক্ষপিত-
জনধৃতির্দেবকীনন্দনো নঃ॥ইতি॥২১৭॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমারকল্পেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—দেবকীসুত আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিকসিত কলায় পুষ্পসদৃশ শ্যামবর্ণ তাঁহার দেহকান্তি, কেশরাজি ময়ূরপুচ্ছশোভিত এবং গোপীগণ নয়ন-পদ্ম দ্বারা তাঁহার সুন্দর দেহ পূজা করিতেছেন। গোপ, গোগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছেন। চন্দ্রসদৃশ তাঁহার হাস্যমাখাবদনকমল, তিনি পীতবসনধারী, তাঁহার বেণুবাদনে জনগণের ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইতেছে ॥ ২১৭ ॥

টীকা—অসৌ অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যঃ শ্রীদেবকীনন্দনো দেবঃ নঃ অস্মান্ অব্যাৎ রক্ষতু। কলায়স্য তৎপুষ্পস্যেব দ্যুতিঃ শ্যামা কান্তির্যস্য সঃ ॥ ১১৭ ॥

———

অথান্তর্যাগঃ

ধ্যাত্বৈবং ভগবন্তং তং সংপ্রার্থ্য চ যথাসুখম্।
আদৌ সংপূজয়েৎ সর্ব্বৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ ॥২১৮

অনুবাদ—অনন্তর অন্তর্যাগ বা মানস পূজা—সেই শ্রীহরিকে এই ভাবে ধ্যান করতঃ যে প্রকারে মনের তৃপ্তিজন্মে সেই অনুসারে প্রার্থনা করিবার পরে সমস্ত মানসিক উপাচার দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২১৮ ॥

(দ্রব্যের অভাবে মনে মনে বাহ্য দ্রব্যসমূহ অর্পণ করিয়া যেভাবে পূজা করা হয় সেই ভাবেই পূজা করিতে হইবে। ভক্তগণ অন্তরে এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ পূজা করেন ইহাই মানসী পূজা)।

টীকা—যথাসুখমিতি যাবতাত্মমনস্তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবতা প্রকারেণ তাবৎকালঞ্চ পূজয়েদিত্যর্থঃ। মানসৈঃ মনঃকল্পিতৈঃ ॥ ২১৮ ॥

———

লেখ্যা যে বহিরর্চ্চায়ামুপচারা বিভাগশঃ।
তে সর্ব্বেঽপ্যন্তরর্চ্চায়াং কল্পনীয়া যথারুচি ॥২১৯॥

অনুবাদ—বাহ্য পূজার দ্রব্যসমূহ পৃথক পৃথক করিয়া পরে বলা হইতেছে। উহা মানসপূজায় ও রুচি অনুসারে ব্যবহৃত হইবে ॥ ২১৯ ॥

টীকা—তে চ কতি কীদৃশাঃ কথং বার্চ্চয়িতব্যাঃ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—লেখ্যা ইতি। যে যাবন্ত ইত্যর্থঃ, বিভাগশঃ পৃথক্ পৃথক্; যথারুচীতি নিজরুচ্যনুসারেণ যাবন্তো যাদৃশা যথা চ কল্পয়িতুমুপযুজ্যন্তে, তাবন্তস্তাদৃশাস্তথৈব তে কল্পয়িতব্যা ইত্যর্থঃ। তৎপ্রকারশ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ ব্যক্ত এবাস্তীতি বিস্তার্য্যাত্র ন লিখতিঃ ॥ ২১৯ ॥

———

অথ প্রার্থনাবিধিঃ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থ-পরিভাবিতাম্ ॥ ইতি॥

অনুবাদ—এই বিষয়ক প্রার্থনা বিধি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে নিম্নরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—হে দেবদেবেশ কেশব! আমার কাছে সুখে আসুন। আমি কপটতাহীন হইয়া আপনার পূজা করিতে প্রস্তুত। আমার এই মানসী পূজা গ্রহণ করুন ॥ ২২০ ॥

টীকা—সংপ্রার্থ্যেতি লিখিতং, কথং সংপ্রার্থ্যেতি তৎপ্রকারং তন্মন্ত্রদ্বারৈব লিখতি—স্বাগতমিতি ॥২২০

———

অথোপচারৈর্বাহ্যৈশ্চ স্বাত্মন্যেব স্থিতং প্রভুম্ ।
পূজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং সৎসম্প্রদায়তঃ ॥ ২২১॥

অনুবাদ—অতঃপর সৎসম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি অনুসারে বাহ্য পূজার দ্রব্যসমূহ দ্বারা নিজ অন্তরে অবস্থিত শ্রীগোবিন্দপূজার জন্য প্রথমেই শঙ্খ স্থাপন করণীয় ॥ ২২১ ॥

(বাহ্যদ্রব্যদ্বারা নিজ অন্তরস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কৃষ্ণভক্তের মত। আর, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের অভেদ স্বীকার করিয়া নিজদেহেই পূজা করে অর্থাৎ নিজ পাদাদিতেই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কৃষ্ণভক্তের মত নহে) ॥

টীকা—পূজয়ন্ পূজয়িতুং তত্র তত্র বিবিধভেদাভিপ্রায়েণ লিখতি—সৎসম্প্রদায়ত ইতি, সৎসাম্প্রদায়িকাচারানুসারত ইত্যর্থঃ। ননু বাহ্যোপচারৈরর্চ্চনং কথমন্তর্যাগমধ্যে লিখ্যতে ? সত্যং, পূর্ব্বং মানসৈরুপচারৈরন্তঃপূজা, অধুনা চ বাহ্যৈরুপচারৈরন্তরেব স্থিতস্য পূজা, অতোঽন্তর্যাগে ইয়মপি পর্য্যবস্যতি। বহিঃপূজা চ শ্রীমূর্ত্তিবিষয়িকাগ্রে লেখ্যা। এতচ্চ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং সম্মতম্, অতএব লিখিতম্—সৎসম্প্রদায়ত ইতি। অন্যে চ শ্রীভগবতা সহাত্মনোঽভেদং ধ্যাত্বা নিজবপুষ্যেব বহিঃপূজাং কুর্ব্বন্তো নিজপাদাদাবেব পুষ্পাঞ্জলীন্ সমর্পয়ন্তীতি দিক্ ॥ ২২১ ॥

অথ শঙ্খপ্রতিষ্ঠা

স্বস্য বামাগ্রতো ভূমাবুল্লিখ্য ত্র্যস্রমণ্ডলম্ ।
তত্রাস্ত্রক্ষালিতং শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥২২২॥

অনুবাদ—অতঃপর শঙ্খপ্রতিষ্ঠা—বিজ্ঞব্যক্তি নিজের সামনে বাঁদিকে ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডলের উপর অর্থাৎ ত্রিপদীযুক্ত শঙ্খকে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ মণ্ডলে রাখিবেন। অর্থাৎ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে আধার প্রক্ষালন করিয়া 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আধার স্থাপন পূর্ব্বক অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে শঙ্খ ধৌত করিয়া আধার মধ্যে রাখিবেন॥২২২॥

টীকা—অথ বাহ্যোপচার-করণকপূজনায় পূর্ব্বং জন্ত্বাদিশোধনেন শোধিতানামপি দ্রব্যাণাং, তথা স্নানাদিনা শোধিতস্যাপি যজমানদেহস্য প্রতিষ্ঠিতশঙ্খজলপ্রোক্ষণেন বিশেষতঃ শোধনার্থং শঙ্খপ্রতিষ্ঠাং লিখতি—স্বস্যেতি। বামভাগে পুরস্তাৎ ত্র্যস্রং ত্রিকোণং মণ্ডলম্ উল্লিখ্য চতুষ্কোণং সিকতাভিরঙ্কৈর্নির্ম্মায় তত্র তস্মিন্মণ্ডলে অস্ত্রেণ অস্ত্রমন্ত্রেণ প্রক্ষালিতং সাধারম্ আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়ঃ ত্রিপদিকাদিঃ, তেন সহিতমিতি। আদৌ অস্ত্রমন্ত্রেণাধারং প্রক্ষাল্য 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য তদুপরি অস্ত্রক্ষালিতমেব শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপয়েদিত্যর্থঃ। যতো বুধঃ তত্তৎপ্রকারং স্বত এব জানাতীত্যর্থঃ ; বুধ ইতি সর্ব্বাগ্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ; যদ্বা, সতামাচারত ইত্যগ্রতো লেখ্যত্বাৎ শিষ্টাচারানুসারতস্তদূহ্যম্ ; এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ২২২ ॥

শঙ্খে হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ ।
ব্যুৎক্রান্তৈর্মাতৃকার্ণৈস্তং শিরোঽন্তৈঃ কেন পূরয়েৎ ॥

অনুবাদ—তৎপরে 'হৃদয়ায় নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শঙ্খমধ্যে সচন্দন পুষ্প দূর্ব্বা ও আতপচাউল রাখিয়া ক্ষকার হইতে ককার এবং অঃ হইতে অকার মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শিরসে স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলদিয়া শঙ্খ পূর্ণ করিবেন ॥ ২২৩ ॥

টীকা—'হৃদয়ায় নমঃ' ইতি হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধাদীন্ ক্ষিপেৎ নিক্ষিপেৎ, ব্যুৎক্রান্তৈঃ ব্যুৎক্রমং প্রাপ্তৈঃ মাতৃকাক্ষরৈঃ ক্ষকারাদি-ককারান্তৈর্ব্যঞ্জনৈঃ, ততঃ অঃ-আদি-অকারান্তৈশ্চ স্বরৈরিত্যর্থঃ ; সানুস্বারৈরিতি জ্ঞেয়ম্ ; কেবলৈরিতি কেচিৎ ? কীদৃশৈঃ ? শিরঃ শিরোমন্ত্রঃ শিরসে স্বাহেতি তদন্তে যেষাং তৈঃ ; এষ চ শঙ্খপূরণে মন্ত্রঃ, তং শঙ্খং কেন জলেন পূরয়েৎ ॥ ২২৩ ॥

সবিন্দুনা মকারেণ তদাধারেঽগ্নিমণ্ডলম্ ।
সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ২২৪ ॥
উ-কারেণ জলে সোমমণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ ।
তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থান্যাবাহয়েচ্চার্কমণ্ডলাৎ ॥ ২২৫ ॥
কৃষ্ণঞ্চাবাহ্য হৃৎপদ্মাদ্গালিনীং শিখয়েক্ষয়েৎ ।
নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্যাস্ত্রঃ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ২২৬ ॥
কুর্য্যাম্ন্যাসং জলে মূলমন্ত্রাঙ্গানাং ততো দিশঃ ।
বধ্বাস্ত্রেণামৃতীকুর্য্যাদথ তদ্ধেনুমুদ্রয়া ॥ ২২৭ ॥

তচ্চক্রমুদ্রয়া রক্ষ্য সলিলং মৎস্যমুদ্রয়া।
আচ্ছাদ্য সংস্পৃশন্ শঙ্খং জপেন্মূলং ততোঽষ্টশঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অনুস্বারযুক্ত মকার দ্বারা সেই আধারে অগ্নি-মণ্ডলের, অনুস্বারযুক্ত অকার দ্বারা শঙ্খে রবিমণ্ডলের এবং অনুস্বারযুক্ত উকার দ্বারা জলে চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিতে হইবে। কিন্তু মণ্ডল শব্দের পরে দশকলাত্মাদি বিশেষণটি প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা—মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। তারপর গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ এই তীর্থমন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে উক্ত তীর্থ সকলকে আনয়ন-পূর্ব্বক উক্ত জলে আবাহন করিতে হইবে এবং হৃদয়-পদ্ম হইতে শ্রীগোবিন্দকে আবাহন করিয়া শিখায়ৈ বষট্ মন্ত্রদ্বারা গালিনী মুদ্রা দেখাইতে হইবে। নেত্রমন্ত্র অর্থাৎ 'নেত্রাভ্যা বৌষট্' এই মন্ত্র সহযোগে জলের দিকে তাকাইয়া কবচমন্ত্র অর্থাৎ কবচায় হুং-মন্ত্রে করদ্বয় দ্বারা উক্তজল আচ্ছাদন করিবেন। মূলমন্ত্রের অঙ্গে জলে ন্যাস করিতে হইবে। তারপর অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা দিগ্‌বন্ধন করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া জলকে অমৃত করিতে হইবে। তারপর গন্ধাদি অর্পণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কূর্চ দ্বারা জলস্পর্শ করিবার পর অমৃতবীজ দ্বাদশবার সপ্রণব জপ করিয়া 'সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ'-মন্ত্রে পুনরায় গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবেন। ঐজল চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করিয়া মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন-পূর্ব্বক শঙ্খ স্পর্শ করতঃ কূর্চ দ্বারা জলস্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপ করিতে হইবে ॥ ২২৪-২২৮ ॥

টীকা—তস্য শঙ্খস্য আধারে বিন্দুসহিতেন মকারেণ সহাগ্নিমণ্ডলং জলগন্ধাদিনা সংপূজয়েৎ। অত্র চ বহ্নিমণ্ডলাদের্দশকলাত্মাদিবিশেষণং পূর্ব্ববৎ, স্বতো বুধত্বাদ্দ্রষ্টব্যমেব; অতএব প্রয়োগঃ—'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।' শঙ্খে চ বিন্দুসহিতেনৈবাকারেণ সহাদিত্যমণ্ডলং পূজয়েৎ; প্রয়োগঃ—'অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ'; তথা সবিন্দুনৈবোকারেণ সহ; প্রয়োগঃ—'ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' ইতি। তীর্থমন্ত্রশ্চ পূর্ব্বং গৃহস্নানে লিখিতোঽস্তি—'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদিঃ; তেন শঙ্খজল এবাঙ্কুশমুদ্রয়া তীর্থান্যাবাহয়েৎ। কৃষ্ণঞ্চ তত্রৈব নিজহৃৎপদ্মাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ' ইত্যাবাহ্য শিখয়া 'শিখায়ৈ বষট্' ইতি শিখামন্ত্রেণ গালিনীং মুদ্রাম ঈক্ষয়েৎ দর্শয়েৎ; অন্তঃ তজ্জলং 'নেত্রাভ্যাং বৌষট্' ইতি নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্য, অত্র চ কেচিদাহু—'পঞ্চাঙ্গেঽষ্টাদশাক্ষরে মন্ত্রেঽস্মিন্ নেত্রমন্ত্রাভাবাৎ তন্ন কার্য্যম্ ইতি। 'কবচায় হুম্' ইতি কবচমন্ত্রেণ অন্তস্তদেব হস্তাভ্যামবগুণ্ঠয়েৎ। মূলমন্ত্রস্য অঙ্গানাং পঞ্চানাং ন্যাসং জলে তস্মিন্নেব কুর্য্যাৎ। কেচিচ্চ ষড়ঙ্গানাং হৃদয়াদীনাম্ অত্র ন্যাসমাহুঃ; ততস্তদনন্তরম্ অস্ত্রমন্ত্রেণ দিশো বদ্ধা দিগ্‌ববন্ধনং কৃত্বা তজ্জলং ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকুর্য্যাদিত্যত্রৈবং বিশেষো বুধত্বাৎ সদাচারতো জ্ঞেয়ঃ। দিগ্‌বন্ধনানন্তরং গন্ধাদিকং দত্ত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য কূর্চ্চেন জলং স্পৃষ্ট্বাঽমৃতবীজং দ্বাদশবারান্ সপ্রণবং জপ্ত্বা 'সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ' ইতি পুনর্গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চয়েদিতি। চক্রমুদ্রয়া আ সম্যক্ রক্ষিত্বা শঙ্খং সংস্পৃশন্ কূর্চ্চেন তজ্জলং সংস্পৃশ্য মূলমন্ত্রম্ অষ্টশো বারাষ্টকং জপেৎ ॥ ২২৪-২২৮ ॥

তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা ত্রিরুক্ষয়েৎ।
তচ্ছেষেণার্চ্চন-দ্রব্যজাতানি স্বতনূমপি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—ঐ জলের কিছুটা হাত ধুইবার জন্য রক্ষিত পাত্রে দিয়া অবশিষ্ট জল পূজার দ্রব্য-সমূহে এবং নিজ শরীরে তিনবার ছিটাইতে হইবে ॥ ২২৯ ॥

টীকা—তৎ শঙ্খস্থজলং কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপ্য; তস্য প্রোক্ষণীপাত্রনিক্ষিপ্ত-জলস্য শেষেণ শঙ্খস্থেন সর্ব্বাণি পূজোপকরণানি নিজশরীরঞ্চ বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ। এবং প্রোক্ষণেন প্রায়ো দ্রব্যশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চোক্তা ॥ ২২৯ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নসজ্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা ॥২৩০॥

ততোঽপাস্যাবশিষ্টাম্ভঃ শঙ্খং বধনিকাম্বুনা ।
পুনরাপূর্য্য কৃষ্ণাগ্রে ন্যসেদাচারতঃ সতাম্ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরস্পর মিলাইয়া তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা পরস্পর মিলিত ও একটু ছোট করিয়া পরস্পরের অগ্রভাগ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ প্রথমে বামাহাতের অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর একত্রিত করিতে হইবে তারপর উভয় অঙ্গুলির মাঝে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তাহার সঙ্গে ঐ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোগ করিতে হইবে। এই প্রকার করিয়া বাকী অঙ্গুলিগুলি একটু বাঁকা করিয়া পরস্পর একত্রিত এবং দুই হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ মিলিত করিয়া শঙ্খের উপর ঐ মুদ্রার চালনা করিতে হইবে। শঙ্খস্থ অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিয়া আবার অন্য জলপাত্র হইতে জল লইয়া শঙ্খ পূর্ণ করতঃ শ্রীহরির সম্মুখভাগে রাখিবে। ইহা সাধুগণের আচার ॥ ২৩০-২৩১ ॥

টীকা—কনিষ্ঠেতি—বামকরে কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ সংলগ্নৌ কৃত্বা তয়োরন্তর্দক্ষিণকরাঙ্গুষ্ঠং নিধায় তঞ্চ তৎকনিষ্ঠয়া সংযোজ্য করয়োর্দ্বয়োরপি তর্জ্জনী-মধ্যমানামিকাঃ সংহতা মিলিতাঃ কৃত্বা ভুগ্নাংশ্চ কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঃ সজ্জিতাশ্চ পরস্পরং সক্তাগ্রাশ্চ কার্য্যা ইত্যর্থঃ। চালিতা সতী দেবপ্রীতিং সম্পাদয়েদিতি শেষঃ। ততঃ অর্চ্চনদ্রব্য-জাতাভ্যুক্ষণানন্তরং তদুক্ষণাবশিষ্টং শঙ্খস্থিতং জলম্ অপাস্য প্রক্ষিপ্য বর্দ্ধনীজলেন শঙ্খং তং পুনরাপূর্য্য ভগবদগ্রতঃ স্থাপয়েৎ। সতামাচারত ইতি যদ্যপি ক্রমদীপিকাদৌ ব্যক্তমেতন্নোক্তমস্তি, তথাপি শিষ্টাচারানুসারেণ তৎ-স্থাপনং কার্য্যমিত্যর্থঃ। তন্মাহাত্ম্যং চাগ্রে শঙ্খোদক-পাদোদক-গ্রহণান্তরং পুনঃ শঙ্খস্থাপনে লেখ্যমেব। অতোঽগ্রে লেখ্যং ক্ষীরস্নপনাদিকং শঙ্খান্তরেণেতি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ২৩০-২৩১ ॥

অথ স্বদেহে পীঠপূজা

গুরূন্মূর্দ্ধ্নি গণেশঞ্চ মূলাধারেঽভিপূজ্য তম্ ।
পীঠন্যাসানুসারেণ পীঠং চাত্মনি পূজয়েৎ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—মস্তকে গুরুবর্গের, মূলাধারে গণেশের পূজা করিয়া পীঠানুসারে নিজদেহে পূজা করিবে। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মূর্দ্ধ্নি, ওঁ গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে। প্রথমতঃ আধার শক্তি প্রভৃতির মধ্যে যে যে স্থানে যাঁহাদের পূজার বিধান আছে সেই অনুসারে নিজের দেহে জল, চন্দন, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পীঠপূজা করিতে হইবে যথা—আধার শক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে ॥ ২৩২ ॥

টীকা—অধুনা বাহ্যোপচারকরণকান্তঃপূজার্থমেবাত্মদেহে পীঠপূজাং লিখতি—গুরূনিতি। তং বিঘ্নবিঘাতকম্। প্রয়োগঃ—'ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মূর্দ্ধ্নি ; গং গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে। পীঠন্যাসানুসারেণেতি পূর্ব্বং পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদীনাং যস্য যত্র যথা পূজা লিখিতাস্তি, তদনুক্রমেণ আত্মনি স্ববপুষ্যেব জলগন্ধাক্ষতপুষ্পধূপদীপৈঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্বদেহমেব ভগবৎ-পীঠত্বেনোপকল্প্য তত্রৈব পূর্ব্ববদাধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েদিতি ভাবঃ। অত্র প্রয়োগঃ—'আধারশক্তয়ে নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ২৩২ ॥

অথ দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাসঃ

ততো জপন্ কামবীজং ত্রিস্থানস্থং পরং মহঃ ।
মূলমন্ত্রাত্মকং বীজেনৈকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥২৩৩॥

অনুবাদ—অতঃপর দেববিগ্রহে মন্ত্রের অঙ্গাদি ন্যাস—তদনন্তর ক্লীং এই কামবীজ জপ করিতে করিতে মূলাধার, হৃদয়, ভ্রূমধ্য—এই তিন স্থানস্থিত মূলমন্ত্রস্বরূপ পরমতেজ অর্থাৎ আনন্দঘন কোটি বিদ্যুৎপ্রভা তেজকে ক্লীং বীজের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত ভাবনা করিতে হইবে ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—তত্র চ মন্ত্রোপাসনেনৈব শ্রীভগবদুপাসনং, তথা শ্রীভগবদুপাসনেনৈব মন্ত্রোপাসনমিতি বোধয়িতুং মন্ত্রমাহাত্ম্যবিশেষঞ্চ দর্শয়িতুং শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যাভেদমাপাদয়তি—তত ইতি দ্বাভ্যাম্। ত্রীনি স্থানানি নিজমূলাধার-হৃদয়ভ্রূমধ্যানি, তৎস্থং মূলমন্ত্রাত্মকং পরং মহঃ আনন্দঘনং তড়িৎকোটীপ্রভং তেজঃ কাম-বীজেন সহৈকীভূতম্ ঐক্যং প্রাপ্তং বিচিন্তয়েৎ। শব্দব্রহ্মময়ত্বেন তত্তৎস্থানে সূক্ষ্মতয়া বর্ত্তমানস্য মন্ত্রস্যাস্য প্রায়ো নামময়ত্বেন ভগবদাত্মকস্য বীজে চ

মন্ত্রসম্বন্ধেন তাদৃশত্বং তস্যাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তত্র চ তত্তৎস্থানে পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্য জলগন্ধাক্ষতপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্য পশ্চাত্তৎস্থানত্রয়গতং তন্মহঃ কামবীজেনৈকীভূতং ভাবয়েদিতি শিষ্টাচারাৎ বোধ্যম্ ॥২৩৩॥

———

তচ্চ পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারং স্বেষ্টদৈবতম্।
বিচিন্ত্য পঞ্চাঙ্গাদীনি ন্যস্যেত্তস্মিন্ যথাত্মনি ॥২৩৪॥

অনুবাদ—এই প্রকার ভাবনা করিয়া ঐ মন্ত্রদ্বারা পঞ্চাঙ্গাদি ন্যাসপূর্ব্বক ঐ তেজে অবয়ব সহ নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবে। অতঃপর যেমন নিজেতে সেই প্রকার ঐ দেববিগ্রহে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গাদি ন্যাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ও মন্ত্র অভিন্নতত্ত্ব সুতরাং মন্ত্রের পূজা করিলে কৃষ্ণ পূজাই হয় এইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—পঞ্চাঙ্গানি মূলম সম্বন্ধীনি, তেষাং তস্মিন্ ন্যাসে তৎ পরং মহঃ সাকারং বিচিন্ত্য, তচ্চ নিজেষ্টদৈবতঞ্চ পূর্ব্বধ্যানাবির্ভূতং শ্রীকৃষ্ণদেবস্বরূপং বিচিন্ত্য; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'অথ মূলম তেজো নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রুবোশ্চ মধ্যে ত্রিতয়ং স্মরতঃ স্মরেণ কামবীজেনৈকীভূতং স্মরেৎ। তদেকীভূতমানন্দঘনং তড়িল্লতাভং তত্তেজঃ সাবয়বীকৃত্যেতি। তস্মিন্ তাদৃশো নিজেষ্টদৈবতে মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি আদিশব্দাদষ্টাদশাক্ষরাণি পঞ্চ পদানি চ ন্যস্যেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'যদাষ্টাদশলিপিনা স্বর্ণপদাঙ্গৈশ্চ বেণুপূর্ব্বৈবিধিঃ প্রোক্তঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—যদা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজা তদা মন্ত্রাক্ষরপদপঞ্চকাঙ্গপঞ্চকন্যাসৈর্বেণ্বাদিভিশ্চ বিধিঃ প্রোক্তঃ ইতি। তত্র চ কথং কুত্র কিং ন্যাস্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি—যথাত্মনীতি। পূর্ব্বং যথা স্বদেহে তত্তন্ন্যাসো লিখিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা হি—প্রথমং মূলমন্ত্রং ব্যাপকত্বেন বারত্রয়ং বিন্যস্য পশ্চাচ্ছ্রীকরদ্বয়ে ব্যাপকত্বেনাদৌ বিন্যস্য শ্রীকরদ্বয়াঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গানি ন্যস্যেৎ। ততোঽষ্টাদশাক্ষরাণি মস্তকাদিষু পঞ্চ পদানি চ নেত্রদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ন্যস্যেদিতি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৩৪ ॥

———

কুর্য্যুর্ভগবতি প্রাদুর্ভূতে কৃষ্ণে চ বৈষ্ণবাঃ।
তত্ত্বন্যাসানভেদায় মনোর্ভগবতা সহ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ ভগবানের সহিত মন্ত্রের একতা প্রতিপাদনার্থ মন্ত্রবিশেষ চিন্তনে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সকল ন্যাস করিবেন ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—ননু সচ্চিদানন্দবিগ্রহোঽখিলবেদমন্ত্রময়ো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ধ্যানবিশেষবলাৎ পূর্ব্বমাবির্ভূতো মানসোপচারৈরর্চিতশ্চ, অধুনা মূলমন্ত্রতেজস্তত্র তত্র তথা তথা চিন্তনং কিমর্থম্? মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যবিশেষায় শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যৈক্যবোধনায় চেতি চেত্তথাপি পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারতা-চিন্তনাদিকং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বৈষ্ণবমতং লিখতি—কুর্য্যুরিতি; ভগবতীতি—শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন পরব্রহ্মরূপত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্রাদিময়ত্বাৎ মন্ত্রতেজআদিকং ততো ভিন্নং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নামবিশেষময়ত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব; অতো ভগবৎপ্রাদুর্ভাবেণ মন্ত্রস্যাপি প্রদুর্ভাবো নূনং বৃত্ত এব; অতঃ পুনস্তচ্চিন্তস্য পৌনরুক্ত্যাপত্ত্যা ব্যর্থতৈব স্যাদিত্যর্থঃ। অতোধ্যানভক্ত্যাবির্ভূতে ভগবত্যেব সাক্ষাত্তত্ত্বন্যাসান্মন্ত্রপঞ্চাঙ্গাদিন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। ননু তর্হি তত্ত্বন্যাসকরণমপ্যনুপযুক্তমেব, তত্র লিখতি—ভগবতা কৃষ্ণেন সহ মনোঃ মন্ত্রস্যাভেদায়েতি। সর্ব্বথা তন্ময় এবায়ং মন্ত্র ইত্যৈক্যজ্ঞানেন সর্ব্বেষাং মন্ত্রে ভক্তিবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। বৈষ্ণবা ইতি অয়মেব শ্রীভগবদ্ভক্তানাং পক্ষ ইতি সূচয়তীতি দিক্ ॥ ২৩৫ ॥

———

কেচিন্ন্যস্যন্তি তত্ত্বাদীন্যব্যক্তানি যথোদিতম্।
মন্ত্রার্ণৈঃ স্বর-হংসাদ্যৈর্ভূষণেষু প্রভোঃ ক্রমাৎ ॥২৩৬

অনুবাদ—কেহ কেহ আদিতে স্বরবর্ণ এবং 'হংস' প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রাক্ষর সমূহের সহিত, যথোক্তরূপে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসকল প্রভুর ভূষণসমূহে ক্রমান্বয়ে ন্যাস করেন।

প্রয়োগ প্রকার যথা—১। "কুণ্ডলে ওঁ অং ক্লীং অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ।" ২। ময়ূরপিচ্ছে "ওঁ আং কৃং মহদাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ॥ ৩। কর্ণোৎপলে ওঁ ইং ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে

সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৪। তিলকে "ওঁ ঈং যং মন-আত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৫। মুক্তকুণ্ডলে "ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৬। বনমালায়াং "ওঁ ঊং বিং অহঙ্কারাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৭। হারে "ওঁ ঋং দাং চিত্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৮। কেয়ুর "ওঁ ঋৃং য়ং আত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৯। বলয়ে "ওঁ ঌং গোং অন্তরাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১০। কটকে "ওঁ ৡং পীং পরমাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১১। রত্নাঙ্গুলীয়কে "ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১২। কৌস্তুভে ও শ্রীবৎসে "ওঁ ঐং নং প্রাণাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৩। কটিবন্ধে "ওঁ ওং বং শক্ত্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৪। পীতবসনে "ওঁ ঔং লং জীবাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৫। জঙ্ঘাভূষণে "ওঁ অং ভাং বাগাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৬। নূপুরে "ওঁ অঃ য়ং যোন্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ১৭। চরণাঙ্গুরীয়কে "ওঁ হং স্বাং আনন্দাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৮। চক্রভ্রমণে "ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"॥২৩৬॥

টীকা—অধুনা পরমহৃদ্যত্বেন শ্রীভগবদ্ভূষণোত্তমন্যাসং লিখতি—কেচিদিতি। স্বরাঃ ষোড়শ, হংসেতি দ্বৌ বর্ণৌ, তে আদ্যা আদৌ বর্তমানা যেষাং তৈঃ মন্ত্রস্য অর্ণৈঃ অষ্টাদশবর্ণৈঃ সহ তত্ত্বাদীনি প্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভূষণেষু ক্রমাৎ যথাক্রমং কেচিদ্ভগবদ্ভক্তা ন্যস্যন্তি। অব্যক্তাদীনীতি বিশেষণং পূর্ব্বং তত্ত্বন্যাসে লিখিত-তত্ত্বানাং ব্যাবৃত্ত্যর্থম্; আদি-শব্দেন মহদহঙ্কার-মনোবুদ্ধ্যাদীনি; ক্রমাদিতি স্বরাদ্যষ্টাদশাক্ষরানন্তরং মন্ত্রস্য বীজাদ্যষ্টাক্ষরাণাং, তদনন্তরং চাব্যক্তাদীনামষ্টাদশতত্ত্বানাং কুণ্ডলাদ্যষ্টাদশ ভূষণেষু ক্রমেণ প্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ম্। যথোদিতম্—তন্ত্রোক্তমনতিক্রম্যেতি প্রণবপূর্ব্বকং প্রত্যেকঞ্চ বিন্দুসহিতং, তথা হংসেত্যস্য সকারং সবিসর্গঞ্চ, তথা অকারাদিষোড়শ-স্বরান্ শিরসি ন্যস্য, বেণুমুদ্রাং মুখে প্রদর্শ্য; মন্ত্রং তমনুস্মৃত্য পশ্চাত্তত্তদ্বর্ণতত্ত্বময়ভূষণেষু ন্যস্যন্তি। তত্র চ তত্তদ্বর্ণতত্ত্বাত্মকত্বং তস্য তস্য ভূষণস্যানুচিন্ত্য তত্তন্মুদ্রাদিভিস্তত্র তত্র তত্ত্বন্যাসং কুর্ব্বন্তি; তত্রাপি আত্মসম্বন্ধিশব্দব্যতিরিক্তেষু সর্ব্বেষু তত্ত্বেষু আত্মনে ইতি পদং, তদন্তে চ সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ' ইতি মন্ত্রোক্তানুসারেণ দ্রষ্টব্যম্; প্রয়োগঃ—(১) ওঁ অং ক্লীঁ অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ ইতি কুণ্ডলে সহস্রশীর্ষেত্যাদিকং সর্ব্বত্র, তুল্যমেব; (২) ওঁ আং কৃং মহদাত্মনে শিখিপিচ্ছে পঞ্চাত্মকে; (৩) ওঁ ইং ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে কর্ণোৎপলে; (৪) ওঁ ঈং যং মনআত্মনে তিলকে; (৫) ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে মুক্তাকুণ্ডলে; (৬) ওঁ ঊং বিং অহঙ্কারাত্মনে বনমালায়াং তন্মাত্রাত্মনে পঞ্চাত্মনে ইতি কৃচিৎ; (৭) ওঁ ঋং দাং চিত্তাত্মনে হারে; (৮) ওঁ ঋৃং য়ং আত্মনে কেয়ূরে; (৯) ওঁ ঌং গোংঅন্তরাত্মনে বলয়ে; (১০) ওঁ ৡ পীং পরমাত্মনে কটকে; (১১) ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে রত্নাঙ্গুলীয়কেষু; (১২) ওঁ ঐং নং প্রাণাত্মনে শ্রীবৎসে কৌস্তুভে চ; (১৩) ওঁ ওং বং শক্ত্যাত্মনে উদরবন্ধে; (১৪) ওঁ ঔং লং জীবাত্মনে পীতবাসাদি; (১৫) ওঁ অং ভাং বাগাত্মনে জঙ্ঘাভূষণে; (১৬) ওঁ অঃ য়ং যোন্যাত্মনে নূপুরে; (১৭) ওঁ হং স্বাং আনন্দাত্মনে পদাঙ্গুলীয়কেষু; (১৮) ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে চক্রভ্রমণে ইতি ॥ ২৩৬ ॥

অথ বাহ্যোপচারৈরন্তঃপূজা

তস্মিন্ পীঠে তমাসীনং ভগবন্তং বিভাবয়ন্।
আসনাদ্যৈস্তু পুষ্পান্তৈর্যথাবিধ্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বাহ্য উপচার দ্বারা মানস-পূজা—এই স্ব-দেহ-বিষয়ক অচ্চিত পীঠে ভগবান কৃষ্ণ বসিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া আসন, স্বাগতবাক্য, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্রদ্বয় পুনরাচমনীয়, ভূষণ, জল, গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা বিধান অনুসারে পূজা করিবেন ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—তস্মিন্ স্বদেহবিষয়কপূজিতে পীঠে নিবিষ্টং তং কৃতন্যাসং প্রসাদাভিমুখং লিখিতলক্ষণং শ্রীকৃষ্ণম্; আদ্য-শব্দেন স্বাগতার্ঘ্য-পাদ্যাচমনীয়-স্নানীয় বস্ত্রযুগল-পুনরাচমনীয়-ভূষণানুলেপনানি; যথাবিধীতি—আসনাদ্যৈর্ভূষণান্তৈরভ্যর্চ্চ্য ন্যাসস্থানেষু তত্তদক্ষরাদি-ন্যাসাত্মকমন্ত্রেণ জলগন্ধাক্ষতপুষ্পৈরর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

ততো মুখেঽর্চ্চয়েদ্বেণুং বনমালাঞ্চ বক্ষসি।
দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসং সব্যে তত্রৈব কৌস্তুভম্ ॥২৩৮

অনুবাদ—অনন্তর মুখে বেণু, বক্ষঃস্থলে বনমালা, দক্ষিণ স্তনের উর্দ্ধে শ্রীবৎসের এবং বামস্তনের উর্দ্ধে কৌস্তুভের পূজা করিবেন ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—তত্রৈব সব্যে বামস্তনোর্দ্ধে এবেত্যর্থঃ ॥২৩৮

বৈষ্ণবশ্চন্দনেনামুমালিপ্যোপকনিষ্ঠয়া।
প্রাগ্বদ্দীপশিখাকার-তিলকানি দ্বিষড়্ লিখেৎ ॥২৩৯

অনুবাদ—বৈষ্ণবজন জল চন্দন দ্বারা ইঁহাকে লেপন করিয়া অনামিকা দ্বারা ইঁহার শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্র-প্রকরণে উক্ত নিয়মে দ্বাদশ তিলক রচনা করিবেন ॥ ২৩৯ ॥

তাৎপর্য্য—যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁহারা ক্রমদীপিকার বিধানানুসারে নিজের অঙ্গে তিলক রচনা করেন, আর যাঁহারা ভক্তিনিষ্ঠ তাঁহারা ভগবানের শ্রীঅঙ্গে তিলক রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩৯ ॥

টীকা—অমুং ভগবন্তং চন্দনেন আলিপ্য সম্যগনুলিপ্য শ্রীমদঙ্গেষু চন্দনেন ভক্তিচ্ছেদবিধিনা অনুলেপনং কৃত্বেত্যর্থঃ। প্রাগ্বদিতি—পূর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রপ্রকরণে নিজাঙ্গেষু দ্বাদশতিলকনির্ম্মাণবিধির্যথা লিখিতস্তথৈব শ্রীভগবতো ভালাদিষু মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসস্থানেষু মূর্ত্তিপঞ্জরমন্ত্রৈরনামিকয়া দীপশিখাকারাণি তিলকানি দ্বিষট্ দ্বাদশ লিখেৎ বিরচয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণব ইত্যস্যায়ং ভাবঃ—ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ যানি জ্ঞানপরৈঃ স্বাঙ্গেষ্বেব চন্দনালেপনাদীনি ক্রিয়ন্তে, তানি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরো ভগবত্যেব কুর্য্যাদিতি; এবং বৈষ্ণব ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ত্য তথৈব বোদ্ধব্যমিতি দিক্ ॥ ২৩৯ ॥

যথোক্তং পঞ্চভিঃ পুষ্পাঞ্জলিভিশ্চাভিপূজ্য তম্।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং মুখবাসাদি চার্পয়েৎ ॥২৪০॥

অনুবাদ—যথা উক্ত নিয়ম অনুসারে পঞ্চবিধ কুসুমাঞ্জলিদ্বারা অর্থাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসীর সহিত পাদদ্বয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্বেত ও রক্তকরবীর সহিত হৃদয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্বেত ও রক্ত পদ্মের সহিত মস্তকে এক অঞ্জলি, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ তুলসী প্রভৃতি দ্বারা পুনরায় মস্তকে ছয় অঞ্জলি এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত এক অঞ্জলি, এই প্রকার পঞ্চবিধ পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও মুখশোধনকারী তাম্বূলাদি সমর্পণ করিবেন ॥ ২৪০ ॥

টীকা—যথোক্তমিতি—মূলমন্ত্রেণ পাদদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণতুলসীভ্যামেকঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ, তেনৈব হৃদয়ে শ্বেতরক্তকরবীরাভ্যামপরঃ, তেনৈব মূর্দ্ধি শ্বেতরক্তপদ্মাভ্যাং তৃতীয়ঃ, তেনৈব পুনর্মূর্দ্ধি তৈরেব তুলস্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ চতুর্থঃ, তেনৈব সর্ব্বতনৌ সর্ব্বৈরেব তৈঃ পঞ্চম ইত্যেবং পঞ্চভিঃ, তত্র চ শ্বেতানি দক্ষিণভাগে, অন্যানি চ বাম ইতি জ্ঞেয়ম্। তং ভগবন্তম্; ধূপাদিকঞ্চ যথোক্তমেবার্পয়েৎ; তত্তৎপ্রকারোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী; আদিশব্দেন তাম্বূলাদি ॥ ২৪০ ॥

গীতাদিভিশ্চ সন্তোষ্য কৃষ্ণমস্মৈ ততোঽখিলম্।
অশক্তো বহিরর্চ্চায়ামর্পয়েজ্জপমাচরেৎ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—গীত-বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের রীতি আছে। বাহ্যিক পূজায় অক্ষম হইলে মানসিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া জপ করিবে ॥ ২৪১ ॥

টীকা—অনন্তরং গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ কৃষ্ণং স্বদেহ এব সন্তোষ্য, বহিঃপূজায়ামশক্তশ্চেত্তর্হি ইদানীমেতস্মৈ কৃষ্ণায় অখিলং কর্ম্মাত্মানং চাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ সমর্পয়েৎ। ততো জপমাচরেৎ, শক্তস্তু প্রত্যহং বহিঃপূজানন্তরমেব কর্ম্মাদিসমর্পণং কৃত্বা জপং কুর্য্যাদিত্যর্থং ॥ ২৪১ ॥

অথান্তর্যাগমাহাত্ম্যম্

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৪২

অনুবাদ—অতঃপর অন্তর্যাগ-মাহাত্ম্য বৈষ্ণবতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত

বাজপেয়, এক ধ্যানযোগের ষোল ভাগের এক ভাগের সমানও নয় ॥ ২৪২ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীবামন প্রাদুর্ভাবে—
যন্নামোচ্চারণাদেব সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ ।
স্তোত্রৈর্বা অর্হণাভির্বা কিমু ধ্যানেন কথ্যতে ॥২৪৩॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার কেবল নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সকল উপদ্রব ধ্বংস হইয়া যায়, স্তোত্রপাঠ, পূজা ও ধ্যান দ্বারা যে কি হইতে পারে তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে ? ২৪৩ ॥

টীকা—ধ্যানযোগস্য অন্তঃপূজালক্ষণস্য ; ধ্যান-যোগেহস্যেতি বা পাঠঃ । ভাবাভাবকরঃ ভোগমোক্ষ-প্রদ ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, ভাবা বিবিধচিন্তাস্তাসামভাবকরঃ ২৪২-২৪৪ ॥

———

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে—
অয়ং যো মানসো যাগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ ।
সর্ব্বপাপৌঘশমনো ভাবাভাবকরো দ্বিজ ।
সততাভ্যাসযোগেন দেহবন্ধাদ্বিমোচয়েৎ। ॥ ২৪৪ ॥
যশ্চৈবং পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে ।
ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ॥
ইতি ॥ ১৪৫ ॥
স্মরণ-ধ্যানয়োঃ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যং লিখিতঞ্চ যৎ ।
জ্ঞেয়ং তদধিকং চাত্রান্তর্যাগাঙ্গতয়া তয়োঃ ॥ ২৪৬ ॥
এবং যথাসম্প্রদায়ং শক্ত্যা যাবন্মনঃসুখম্ ।
অন্তঃপূজাং বিধায়াদাবারভেত বহিস্ততঃ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে—হে দ্বিজ এই মানসপূজা জরা, ব্যাধি, ভয় বিনাশ করে এবং সমুদায় পাতক দমন করে ও সমস্ত ভাবনা দূর করে, সর্ব্বদা ঐ মানসপূজা অভ্যাস করিলে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। হে মহা মুনে ! যে ব্যক্তি ক্রমবিধি অনুসারে ভক্তিযুক্ত হইয়া এক-বার মাত্র মানসপূজা করে, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকি । পূর্ব্বে স্মরণ ও ধ্যানের যে মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা মানসপূজার মাহাত্ম্য বেশী, যেহেতু স্মরণ ও ধ্যান ইহারই অন্ত-র্গত । সম্প্রদায় ও মনের তুষ্টি অনুসারে যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে মানসপূজা করিয়া বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ২৪৪-২৪৭ ॥

টীকা—তন্মাহাত্ম্যং, ততোহধিকং চাত্রান্তর্যাগে জ্ঞেয়ং বুধৈঃ । তত্র হেতুঃ—তয়োঃ স্মরণ-ধ্যানয়ো-রন্তর্যাগস্যাঙ্গত্বেন, অত্র শ্রীমূর্ত্তেশ্চিন্তনমপ্যস্তি, পূজাদি-কমপ্যস্তীত্যাধিক্যান্মাহাত্ম্যমপি ততোহধিকমেব যুক্ত-মিতি ভাবঃ ॥ ২৪৫-২৪৭ ॥

———

তথা চোক্তং নারদেন—
ধ্যাত্বা ষোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ ।
সম্যগারাধনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—ধ্যান করিবার পর ষোড়শ প্রকার মানসিক উপাচার দ্বারা সম্যকরূপে আরাধনা করিয়া বাহ্যপূজা করিতে হইবে ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—ধ্যাত্বা শ্রীভগবন্তং সঞ্চিন্ত্য ॥ ২৪৮ ॥

———

অথ বহিঃপূজা

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবান্ বহির্যাগে মম প্রভো ।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৪৯ ॥
তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পূজাস্থানানি তত্র চ ।
শ্রীমূর্ত্তয়ো বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! হে প্রভোঃ ! আমি বহিঃ পূজা করিব, এইজন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, এই প্রকারে প্রার্থনা করতঃ বাহ্যপূজা করিতে হইবে । বাহ্যপূজার স্থান, শ্রীমূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা অনেক প্রকার ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

টীকা—তত্র বহিঃপূজাচরণে তু পূজায়াঃ স্থানানি অধিষ্ঠানানি অনেকশো বহুপ্রকারাণি সন্তি ; তত্র তেষু পূজাস্থানেষু শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎ-প্রতিকৃতয়ো বহুবিধাঃ সন্তি, তথা বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাশ্চ সন্তি ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

———

অথ পূজাস্থানানি

সম্মোহনতন্ত্রে—

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু ।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু ॥২৫১॥

অনুবাদ—সম্মোহনতন্ত্রে—শালগ্রামশিলায়, মন্ত্রে, ও যন্ত্রে মন্ত্রাদি দ্বারা বিশুদ্ধ বেদিতে প্রতিমা প্রভৃতিতে শ্রীহরির পূজা করিবে, মাটিতে করিবে না ॥ ২৫১ ॥

টীকা—স্থণ্ডিলং মন্ত্রাদিসংস্কৃতস্থলং, তস্মিন্ ॥ ২৫১ ॥

একাদশস্কন্ধে (১১।৪২-৪৬) শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্ ।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ২৫২ ॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্ ।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥২৫৩॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ ॥২৫৪॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি ।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥ ২৫৫ ॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥২৫৬

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে ১১।৪১-৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা, সমস্ত ভূত—এই সকল পদার্থ আমার আধার স্বরূপ। হে উদ্ধব। ত্রয়ী বিদ্যায় উক্ত সূক্ত উপস্থানাদি দ্বারা পূর্ব্বে ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, অতিথি-সৎকারদ্বারা বিপ্রে, তৃণাদি প্রদান দ্বারা গোসমূহে আমার পূজা করিবে। বন্ধুর মত সৎকারদ্বারা বৈষ্ণববৃন্দে, ধ্যানদ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টিদ্বারা বায়ুতে, জলাদিদ্বারা জলে, রহস্য-মন্ত্রদ্বারা স্থণ্ডিলাত্মক ভূমিতে, ভোগদ্বারা আত্মাতে, তুল্যভাবদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সকলভূতে আমার পূজা করিবে। এই প্রকারে ঐসব অধিষ্ঠানে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম-বিশিষ্ট চতুর্ভুজ শান্তিময় আমার বিগ্রহে সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥ ২৫২-২৫৬ ॥

টীকা—মে মম ভদ্রাণি উত্তমানি পূজায়াঃ পদানি অধিষ্ঠানানি ; ভদ্রেতি যন্ত্রাদ্যপেক্ষয়া ; যদ্বা, হে ভদ্র হে কল্যাণরূপোদ্ধবেতি পৃথক্ পদম্ ॥ ২৫২ ॥

টীকা—তত্রৈবাধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনভেদানাহ সূর্য্যে ত্বিতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থানাদিনা চ। অঙ্গ হে উদ্ধব ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—বন্ধুসৎকৃত্যা বন্ধুসম্মাননেন, মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা, তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা তোয়ে, স্থণ্ডিলে ভুবি-মন্ত্রহৃদয়ৈঃ রহস্য-মন্ত্রন্যাসৈঃ ; যদ্যপি তত্তৎ-পূজায়াং গন্ধাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি তত্র তত্র ত্রয়ী-বিদ্যাদীনাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তান্যেবোক্তানি ॥২৫৪-২৫৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু মধ্যে ধ্যেয়মাহ—ধিষ্ণ্যে-ষ্বিতি। ইতি অনেনোক্তপ্রকারেণ, এষু ধিষ্ণ্যেষু অধিষ্ঠানেষু মদ্রূপমেব ধ্যায়ন্নর্চ্চয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২৭।১২-২৪)—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—ভাগবতে একাদশস্কন্ধে—১। শিলা-ময়ী ২। কাষ্ঠময়ী ৩। লৌহময়ী অর্থাৎ লোহা, সোনা প্রভৃতি ধাতুদ্বারা তৈরী ৪। লেপ্যা অর্থাৎ মৃৎ চন্দনাদিময়ী ৫। লেখ্যা চিত্রপটময়ী ৬। বালুকাময়ী ৭। মনোময়ী ৮। মণিময়ী প্রতিমা এই আট প্রকার ॥ ২৫৭ ॥

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে ॥ ২৫৮ ॥
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্ ।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্ ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—অতএব চল ও অচল এই দুই প্রকার প্রতিমাতে শ্রীভগবান অধিষ্ঠিত থাকেন। হে উদ্ধব। তন্মধ্যে অচল অর্থাৎ স্থির প্রতিমার পূজাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। চল অর্থাৎ অস্থির প্রতিমাতে স্থান-ভেদে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে ; কিন্তু শালগ্রাম শিলার আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। চন্দনাদি দ্বারা

নির্ম্মিত প্রতিমাতে বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিবে, আর আর প্রতিমাকে জলদ্বারা স্নান করাইবে ॥২৫৮-২৫৯

টীকা—লৌহী—লোহং সুবর্ণাদি, তন্ময়ী ; লেপ্যা মৃচ্চন্দনাদিময়ী ; হৃদি পূজায়াং মনোময়ী ; যদ্যপি সর্ব্বাসামেব মনোময়ীত্বং ঘটতে, তথাপি মনসি শ্রীভগবৎ-পরিস্ফূর্ত্তিবিশেষাপেক্ষয়া পৃথগুক্তা । জীবয়তি চেতয়তীতি জীবো ভগবানেব তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানম্ । প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিমৈব ; যদ্বা ; প্রতিষ্ঠয়া কলান্যাসাদিনা ভগবন্মন্দিরং ভবতি । শ্রীমূর্ত্তের্ভেদে বিশেষমাহ—উদ্বাসেতি সার্দ্ধেন । উদ্বাসো বিসর্জ্জনম্ ; স্থিরায়ামর্চ্চনে, অস্থিরায়াং শ্রীশালগ্রামশিলাদৌ বিকল্প ; শ্রীশালগ্রামশিলায়াং ন কুর্য্যাৎ, সৈকত্যাং কুর্য্যাৎ, অন্যত্র কুর্য্যাদ্বা ন বেতি । অবিলেপ্যায়াং মৃন্ময়লেখ্যব্যতিরিক্তায়াম্, অন্যত্র বিলোপ্যায়াঞ্চ লেখ্যায়াঞ্চ পরিমার্জ্জনমেব ॥ ২৫৭-২৫৯ ॥

গোপালমন্ত্রোদ্দিষ্টত্বাৎ তচ্ছ্রীমূর্ত্তিরপেক্ষিতা ।
তথাপি বৈষ্ণবপ্রীত্যৈ লেখ্যাঃ শ্রীমূর্ত্তয়োঽখিলাঃ ॥২৬০

অনুবাদ—শ্রীগোপালমন্ত্র উদ্দেশ্য করিয়াই এই সকল লিখিত হইয়াছে, অতএব সেই শ্রীমূর্ত্তিরই বর্ণন করা আবশ্যক । তথাপি বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধানের জন্য সকল শ্রীমূর্ত্তিরই লক্ষণ বর্ণন করিবে ॥ ২৬০ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণানি

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবৎ-শ্রীহয়শীর্ষ-ব্রহ্মসংবাদে—

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ ।
চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা ।
কেশবাদিপ্রভেদেন মূর্ত্তিদ্বাদশকং স্মৃতম্ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ সকল শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ভগবান শ্রীহয়গ্রীব-ব্রহ্ম-সংবাদে বলা হইয়াছে—আদিমূর্ত্তি বাসুদেব, ইনি সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। কথিত আছে যে, চারিটি মূর্ত্তিই প্রধান ; এক এক মূর্ত্তির ভেদ তিন প্রকার । তাই কেশবাদি প্রভেদে শ্রীমূর্ত্তি মোট দ্বাদশ প্রকার ॥২৬১॥

টীকা—অসৃজৎ পৃথক্ প্রকটয়ামাস ॥ ২৬১ ॥

পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি ।
বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্ ।
আদিমূর্ত্তেঽস্তু ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৬২

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ ও নিম্নহস্তে পদ্ম এবং উর্দ্ধে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং তার নিম্নে চক্র, আদি মূর্ত্তির এই মূর্ত্তিভেদ কেশব নামে প্রকীর্ত্তিত ॥ ২৬২ ॥

টীকা—দক্ষিণে দক্ষিণাধঃকরে, তথোপরি দক্ষিণোর্দ্ধকরে, বামোপরি বামোর্দ্ধকরে, অধঃ বামাধঃকরে দদ্যাদিতি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবণবিধাবুক্তেঃ ; এবমন্যদগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৬২ ॥

অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ ।
নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা ॥২৬৩

অনুবাদ—কেশব মূর্ত্তির ভাবের বিপরীত যে মূর্ত্তিতে থাকে, তাহা নারায়ণ নামে খ্যাত অর্থাৎ কেশবের নিম্ন করে যাহা, নারায়ণের উর্দ্ধ করে তাহা। কেশবের উর্দ্ধ করে যাহা নারায়ণের নিম্ন করে তাহা, সেই নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইলে ভুক্তি ও মুক্তি লভ্য হয় ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—অধরোত্তরভাবেন কেশবস্য যদধঃকরস্থিতং নারায়ণস্য তদূর্দ্ধকরস্থমিত্যেবমিত্যর্থঃ ॥২৬৩॥

সব্যাধঃ পঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি ।
দক্ষিণোর্দ্ধং গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্ ।
আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৬৪

অনুবাদ - যে মূর্ত্তির বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং শঙ্খ, উর্দ্ধ হস্তে গদা এবং নিম্ন হস্তে চক্র সেই আদি মূর্ত্তির এই ভেদ মাধব নামে খ্যাত ॥ ২৬৪ ॥

দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরি স্থিতা ।
বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতম্ ।
সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৬৫॥

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ নিম্ন করে চক্র ও দক্ষিণ উর্দ্ধ করে গদা এবং বাম উর্দ্ধ করে পদ্ম, বাম

নিম্ন করে শঙ্খ সঙ্কর্ষণের ভেদ এই মূর্ত্তি গোবিন্দ নামে প্রকীর্ত্তিত ॥ ২৬৫ ॥

দক্ষিণোপরি পদ্মস্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা ।
সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দ্যতে ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—দক্ষিণ উদ্ধ্ব হস্তে পদ্ম, দক্ষিণ নিম্ন হস্তে গদা, বাম উদ্ধ্ব হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে চক্র, সঙ্কর্ষণের ভেদ এই মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুনামে কথিত ॥২৬৬॥

দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে ।
বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে ।
মধুসূদননামায়ং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—যে মূর্ত্তির দক্ষিণ উদ্ধ্ব হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে চক্র এবং বাম উদ্ধ্ব হস্তে পদ্ম ও নিম্ন হস্তে গদা, সঙ্কর্ষণের ভেদ এই মূর্ত্তি শ্রীমধুসূদন নামে অভিহিত ॥ ২৬৭ ॥

বামোদ্ধ্ব সংস্থিতং চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে ।
ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগম্ ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বাম উদ্ধ্ব করে চক্র ও নিম্ন করে শঙ্খ, বাম চরণ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণ চরণ অনন্তদেবের পৃষ্ঠগামী তিনিই ত্রিবিক্রম ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণয়োর্ভেদং মূর্ত্তিষট্‌ক-মুক্ত্বা শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য ভেদং মূর্ত্তিত্রয়ং ষট্‌শ্লোক্যা নির্দিশন্ তত্রাদৌ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিমাহ—দক্ষিণোদ্ধ্বমিতি সার্দ্ধেন ; দক্ষিণোদ্ধ্বং করং ব্যাপ্য, দক্ষিণোদ্ধ্ব ইতি সপ্তম্যন্ত-পাঠো বা ; এবমগ্রেঽপি । শঙ্খমিত্যাদি নপুংসকত্ব-মার্ষম্ ; এবমগ্রেঽপ্যন্যদূহ্যম্ ॥ ২৬৪-২৬৮ ॥

বলিবঞ্চন সংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃ স্থিতম্ ।
বামোর্দ্ধে কৌমুদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃস্থিতম্ ॥২৬৯॥
দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃস্থিতম্ ।
সপ্ততাল-প্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—বলিছলনাকারী শ্রীবামনদেব ভূতলে রহিয়াছেন। তাঁহার বাম উদ্ধ্ব করে গদা নিম্ন করে পদ্ম, দক্ষিণ উদ্ধ্ব করে চক্র ও নিম্ন করে পাঞ্চজন্য শঙ্খ। বামনদেবের মূর্ত্তি সপ্ততাল অর্থাৎ বিস্তৃত সাত করতল পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হইবে ॥ ২৬৯-২৭০ ॥

উদ্ধ্বং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতম্ ।
পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা ॥ ২৭১ ॥
স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্ ।
প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৭২

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ উদ্ধ্ব করে চক্র ও নিম্ন করে পদ্ম, বাম উদ্ধ্ব করে গদা নিম্ন করে শঙ্খ এবং পদ্মহস্তা দেবীলক্ষ্মী যাঁহার বামভাগে অবস্থিতা, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট প্রদ্যুম্নের ভেদ এই অনুরাগ-বিশিষ্ট বিলাসী বিগ্রহ শ্রীধর নামে বিখ্যাত ॥ ২৭১-২৭২ ॥

টীকা—শ্রীবামনমূর্ত্তিমাহ—বলীতি দ্বাভ্যাম্ । অধঃস্থিতং ভূতলে অবস্থিতমিত্যাদিকং ত্রিবিক্রমাদ্বি-শেষঃ ; কৌমুদী কৌমোদকী গদা ॥ ২৬৯-২৭২ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমুদী তদধঃস্থিতা ।
বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে ।
হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥২৭৩॥

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ উদ্ধ্ব হস্তে মহাচক্র, নিম্ন হস্তে গদা, বাম উদ্ধ্ব হস্তে পদ্ম, নিম্ন হস্তে শঙ্খ তিনিই হৃষীকেশ। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল অভীষ্ট পূর্ণ করেন ॥ ২৭৩ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা ।
বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমুদী তদধঃস্থিতা ।
পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী ॥২৭৪॥

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ উদ্ধ্ব করে পদ্ম, নিম্ন করে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, এবং বাম উদ্ধ্ব করে চক্র নিম্ন করে গদা, তিনিই পদ্মনাভ মূর্ত্তি। তিনি স্থাপিত হইলে মোক্ষ দান করেন ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—অনিরুদ্ধস্য ভেদং শ্রীহৃষীকেশাদিত্রয়মাহ—দক্ষিণোর্দ্ধমিতি ত্রিভিঃ ॥ ২৭৩-২৭৪ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ম্ ।
সব্যোর্দ্ধে কৌমুদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতম্ ।
অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ ॥২৭৫

অনুবাদ—দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং বাম উর্দ্ধ হস্তে গদা, নিম্ন হস্তে চক্র, অনিরুদ্ধের ভেদ ইঁহারই নাম দামোদর ॥ ২৭৫ ॥

টীকা—কুশেশয়ং পদ্মম্ ; হেতিরাজং চক্রম্ ॥ ২৭৫ ॥

এতেষান্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে ॥ ২৭৬ ॥
ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ ।

অনুবাদ—এই মূর্ত্তির প্রত্যেকের পদ্ম ও বীণাধারিণী শুভরূপা দুইটি করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি করিবে ॥ ২৭৬ ॥

কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তি উক্ত ক্রমঅনুসারে-মার্গশীর্ষ আদি দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

অথ চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তয়ঃ

সিদ্ধার্থসংহিতায়াম্—

বাসুদেবো গদা-শঙ্খ চক্র-পদ্মধরো মতঃ ।
পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ ॥২৭৭॥

অনুবাদ—অনন্তর সিদ্ধার্থ সংহিতায় চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি,—বাসুদেব, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন । কেশব পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা বহন করেন ॥ ২৭৭ ॥

শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা ।
গদাঞ্চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ ॥ ২৭৮ ॥

অনুবাদ—নারায়ণ সতত শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন । মাধব গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম বহন করেন ॥ ২৭৮ ॥

চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ।
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ ॥

অনুবাদ—পুরুষোত্তম চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা এবং অধোক্ষজ পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন ॥২৭৯॥

টীকা—পুরুষোত্তমো ধত্তে ॥ ২৭৯ ॥

সঙ্কর্ষণো গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধরঃ স্মৃতঃ ।
চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ ॥২৮০

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণ গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র এবং গোবিন্দ চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন ॥২৮০॥

গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ ।
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু গদা, পদ্ম, শঙ্খ, চক্র এবং মধুসূদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন ॥ ২৮১ ॥

গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা ।
শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ ॥২৮২॥

অনুবাদ—অচ্যুত সতত—গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন এবং উপেন্দ্র শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম বহন করেন ॥ ২৮২ ॥

চক্র-শঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে ।
পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ ॥২৮৩
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা ।
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ ॥২৮৪

অনুবাদ—প্রদ্যুম্ন চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন এবং ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন । বামন সর্ব্বদা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং শ্রীধর পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ বহন করেন ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ ।
পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥২৮৫॥

অনুবাদ—নরসিংহ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ এবং জনার্দ্দন পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা ধারণ করেন ॥২৮৫॥

অনিরুদ্ধশ্চক্রগদা-শঙ্খ-পদ্ম-লসদ্ভুজঃ ।
হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৮৬

অনুবাদ—অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ, পদ্মবিশিষ্ট এবং হৃষীকেশ গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন ॥ ২৮৬ ॥

পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাস্তথা ।
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা ॥২৮৭

অনুবাদ—পদ্মনাভ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা এবং দামোদর সতত পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন ॥ ২৮৭ ॥

শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ ।
শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ ॥২৮৮

অনুবাদ—হরি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা এবং বিষ্ণু শঙ্খ গদা পদ্ম ও চক্র বিশেষরূপে ধারণ করেন ॥ ২৮৮ ॥

টীকা— ধরতে ধরতি ; আত্মনেপদমার্ষম্ ; যো বিভর্ত্তি, স বিষ্ণুঃ এবমগ্রেঽপি ॥ ২৮০-২৮৮ ॥

এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥২৮৯॥

অনুবাদ—দক্ষিণ নিম্ন হস্তক্রমে উক্ত মূর্ত্তিগণের শঙ্খাদি ধারণ জানিতে হইবে ॥ ২৮৯ ॥

তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ দক্ষিণ নিম্ন হস্ত, পরে দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্ত। তাহার পর বাম দিকের উর্দ্ধ হস্ত ও পরে বামদিকের নিম্নহস্ত। তাহা হইলে বসুদেব-মূর্ত্তির দক্ষিণ নিম্ন হস্তে গদা, দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম ধারণ করেন।

টীকা—দক্ষিণে যোঽধঃস্থিতকরস্তৎক্রমাদিত্যেব-মাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ, পশ্চাদূর্দ্ধ দক্ষিণকরঃ, ততো বামোর্দ্ধকরঃ, ততো বামাধঃ স্তনকরঃ ইতি ক্রমঃ ; এবং শ্রীবাসুদেবস্যাধোদক্ষিণকরে গদা, উর্দ্ধ-দক্ষিণকরে শঙ্খঃ, উর্দ্ধবামকরে চক্রম, অধো-বাম-করে পদ্মমিতি জ্ঞেয়ম্ ; তথা চোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবা-চার্য্যপাদৈঃ—‘কেমসংদাবাপ্রবিমানি - পূর্ব্বধোজনাঃ । গোত্রিশ্রীনৃসিংহাচ্যুতবানাপোপেহকৃক্রমাৎ ॥’ ইতি । অস্যার্থঃ—কেশব- মধুসূদন- সঙ্কর্ষণ- দামোদর-বসু-দেব প্রদ্যুম্ন- বিষ্ণু- মাধব- অনিরুদ্ধ -পুরুষোত্তমাধো-ক্ষজ-জনার্দ্দন- গোবিন্দ- ত্রিবিক্রম- শ্রীধর - হৃষীকেশ-নৃসিংহাচ্যুত - বামন - নারায়ণ- পদ্মনাভোপেন্দ্র- হরি - কৃষ্ণাখ্যাশ্চতুর্বিংশতি-শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়া ইতি। এষাং দক্ষিণোর্দ্ধকরমারভ্য ক্রমেণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মানি জ্ঞেয়ানি। তথা চ তৎ-পিতৃ-শ্রীরামাচার্য্য-পাদৈরুক্তম্—‘কেশবাদিক-কৃষ্ণান্তমূর্ত্তিষট্কচতুষ্টয়ে। সব্যাপসব্যৈর্গণয়েৎ পুনঃ কোণাৎ তথৈব চ। সব্য-মেত্য পুনঃ কোণাদপসব্যন্ত কোণতঃ ॥’ ইতিঃ। অয়মর্থঃ—সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ, অপ-সব্যেন মধুসূদনঃ, কোনগত্যা কোণাচ্চ তস্মাৎ সব্যেন সঙ্কর্ষণঃ, অপসব্যেন দামোদরঃ, সব্যমাগত্য কোণাদ্‌গণ্যমাণে বাসুদেবঃ, অপসব্যমাগত্য কোণতঃ প্রদ্যুম্নঃ ; এবং বামোর্দ্ধকরমারভ্য বিষ্ণুঃ মাধবঃ অনিরুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ অধোক্ষজঃ জনার্দ্দন ইতি ষট্ বামাধঃকরমারভ্য গোবিন্দস্ত্রিবিক্রমঃ শ্রীধরো হৃষীকেশঃ নৃসিংহঃ অচ্যুত ইতি ষট্ ; দক্ষিণাধঃ-করমারভ্য বামনো নারায়ণঃ পদ্মনাভঃ উপেন্দ্রঃ হরিঃ কৃষ্ণ ইতি ষট্ গণয়েদিতি,—ইত্থং তত্ত্বনির্দ্ধারঃ কার্য্যঃ ॥ ২৮৯ ॥

মৎস্যপুরাণে চ—

এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং প্রতিমালক্ষণন্তথা ।
বিস্তরেণ ন শক্নোতি বৃহস্পতিরপি দ্বিজাঃ ॥ ইতি ॥
সেবানিষ্ঠা হরেঃ শ্রীমদ্বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ।
প্রাকট্যাদখিলাস্নানাং শ্রীমূর্ত্তিং বহু মন্যতে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—বিভিন্ন প্রতিমা বর্ণন উদ্দেশে উক্ত প্রতিমালক্ষণ বলা হইল। হে দ্বিজগণ। এই বিষয় বিশদ্‌ভাবে স্বয়ং দেবগুরুও বর্ণন করিতে অক্ষম। হরিসেবা পরায়ণ পাঞ্চ-

রাত্রিক শ্রীমৎ বৈষ্ণবগণ অখিল অঙ্গপ্রকট-হেতু শ্রীমূর্ত্তির বাহু সম্মাননা করিয়া থাকেন ॥২৯০-২৯১॥

টীকা—ননু এতাবত্য এব শ্রীমূর্ত্তয়োঽন্যা বা সন্তি, তত্র লিখতি—এতদিতি। বিস্তরেণ বক্তুং শক্নোতি; হে দ্বিজাঃ শৌনকাদয়ঃ ॥ ২৯০ ॥

সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈব বিদ্যতে ॥২৯২॥
দ্বিভুজা জলদশ্যামা ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতিঃ।
সেব্যা ধ্যানানুরূপেশ্চ মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥২৯৩

অনুবাদ—নিজ নিজ মন্ত্রদ্বারা শালগ্রামরূপ দেবে স্ব-স্ব অভীষ্ট দেবমূর্ত্তির পূজা করিতে কোন প্রকার নিয়মাদির অপেক্ষা নাই। ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ জলদশ্যাম ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতি মূর্ত্তি সকলের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ২৯২-২৯৩ ॥

অন্যাশ্চ বিবিধা শ্রীমদবতারাদিমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাদুর্ভাব-বিধাবগ্রে লেখ্যাস্তত্তদ্বিশেষতঃ ॥ ২৯৪ ॥
নিত্যকর্ম্মপ্রসঙ্গেঽত্র মূর্ত্তিজন্ম-প্রতিষ্ঠয়োঃ।
বিধির্নলিখিতুং যোগ্যঃ স তু লেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥২৯৫

অনুবাদ—শ্রীভগবানের অবতারাদি অন্যান্য বহু প্রকার মূর্ত্তি বিষয়ে প্রাদুর্ভাব-বিধিস্থলে বিশেষরূপে বর্ণন করা হইবে। এই স্থলে অযুক্ত বিবেচনায় পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইবে ॥ ২৯৪-২৯৫ ॥

টীকা—ননু শঙ্খাদিধারি-চতুর্ভুজ-শ্রীমূর্ত্তয়ো লিখিতাঃ, ন তু শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি-বিশেষমূর্ত্তয়ঃ, তত্তদ্ভক্তৈঃ কীদৃশীতত্তন্মূর্ত্তিরুপাস্যা? বিশেষতশ্চাত্র শ্রীগোপালদেবস্য পূজাবিধিলিখনে তস্য প্রকৃতিরবশ্যং বিজ্ঞাতুমপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি—অন্যাশ্চেতি। আদিশব্দেন চতুর্ব্যূহ-পার্ষদাদয়ঃ; অগ্রে লেখ্য-শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাববিধৌ লেখ্যাঃ। যদ্যপি শ্রীমদ্গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধিরিত্যনেন এতদ্বিলাসারম্ভে শ্রীমদ্গোপালদেবস্যৈব পূজাবিধিলিখনং প্রতিজ্ঞাতম্, তদেবাত্রোপাদেয়ঞ্চ; অতস্তস্যৈব শ্রীমূর্ত্তিরপি লিখিতুমুপযুজ্যতে; তথাপি গ্রন্থারম্ভে শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্ব্বেষামেব সামান্যতোঽবশ্যকৃত্যকর্ম্মলিখনং প্রতিজ্ঞাতমস্তীত্যশেষ-শ্রীমূর্ত্ত্যপেক্ষয়া তত্তদ্বিশেষবিজ্ঞানার্থম্, তথা ইতস্ততো বর্ত্তমান-বিবিধ-শ্রীমূর্ত্তি-পরিচর্য্যার্থঞ্চ; প্রসঙ্গাদন্যা অপি শ্রীমূর্ত্তয়োঽত্র লিখিতাঃ, যথা নৃসিংহপরিচর্য্যাদিগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিঃ সর্ব্বা এব তা ইতি। এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥২৯৪

টীকা—ননু প্রতিষ্ঠায়া ভগবন্মন্দিরং ভবতীত্যুক্তেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিস্তথা শ্রীমুখাদ্যবয়বপরিমাণাদিনা শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাবপ্রকারশ্চাত্রাপেক্ষ্যতে; তত্র লিখতি—নিত্যেতি। অত্র অস্মিন্নিত্যকর্ম্মলিখনপ্রকরণে, মূর্ত্তেঃ প্রতিকৃতেঃ জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ প্রতিষ্ঠা চ, তয়োর্বিধিঃ লিখিতুমযোগ্যোঽতোঽগ্রে কাদাচিৎককৃত্যলিখনে ॥ ২৯৫ ॥

অথ শালগ্রামশিলাঃ

গৌতমীয়তন্ত্রে—

গণ্ডক্যাশ্চৈব দেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতম্ ॥২৯৬

অনুবাদ—গৌতমতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—গণ্ডকী নদীর একদেশে অতিবৃহৎ এক শালগ্রামস্থল আছে, সেখানে যে প্রস্তর উৎপন্ন হয়, সেই সব প্রস্তরকে শালগ্রাম শিলা বলা হয় ॥ ২৯৬ ॥

স্কন্দপুরাণে—

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডুরা বা পীতা নীলা তথৈব চ।
বক্রা রুক্ষা চ রক্তা চ মহাস্থূলা ত্বলাঞ্ছিতা ॥২৯৭॥
কপিলা দর্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথবা কাচিদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাণ্ডুর পীত, নীলবক্র, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, অতিস্থূল, চিহ্নরহিত, কপিলবর্ণ, ভেকের আকার, ভগ্ন, বহুচক্র, একচক্র, বৃহৎ মুখবিশিষ্ট, বৃহৎ চক্রযুক্ত, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র, এবং অধোমুখ বিশিষ্ট ইত্যাদি নানারূপ শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—দর্দুরা—দর্দুরো ভেকস্তদাকারেত্যর্থঃ, কর্ব্বুরেতি পাঠে মিশ্রবর্ণা ॥ ২৯৮ ॥

অথ তাসাং বর্ণাদি-ভেদেন গুণ-দোষৌ

তত্রৈব—

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—বর্ণাদি ভেদে উক্ত শিলা সকলের গুণদোষ ঐ গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্ন-রূপ—যে শিলা স্নিগ্ধবর্ণ তিনি স্নিগ্ধ বর্ণশিলা মন্ত্র-সিদ্ধি প্রদান করেন, কৃষ্ণবর্ণ কীর্ত্তি প্রদান করেন, পাণ্ডুবর্ণ পাতক বিনাশ করেন এবং পীতবর্ণ পুত্রফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৯৯ ॥

নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগ-প্রদায়িকা।
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্যদায়িকা ॥৩০০

অনুবাদ—নীলবর্ণ লক্ষ্মী বৃদ্ধি করেন এবং রক্ত-বর্ণ রোগ জন্মাইয়া থাকেন। রুক্ষ সতত উদ্বেগ উৎপাদন করেন এবং বক্র দরিদ্র করিয়া থাকেন ॥ ৩০০ ॥

স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ুর্নিষ্ফলা তু অলাঞ্ছিতা।
কপিলা কর্ব্বুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা ॥ ৩০১ ॥
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ ॥ ৩০২ ॥
বদ্ধচক্রাথবা যা স্যাদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী।
পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত সঃ ॥৩০৩॥

অনুবাদ—স্থূল পরমায়ুনাশ করেন এবং চিহ্ন-শূন্যের পূজা নিষ্ফল। কপিলবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ, ভগ্ন, বহুচক্র, একচক্র বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র লগ্নচক্র অথবা বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র, কিংবা অধোমুখ শালগ্রাম শিলার পূজক অবশ্যই দুঃখ ভাগী হন ॥ ৩০১-৩০৩ ॥

টীকা—বদ্ধচক্রা অব্যক্তচক্রা ; রক্তাদিকা এতা যঃ পূজয়েৎ ॥ ৩০৩ ॥

অগ্নিপুরাণে চ—

তথা ব্যালমুখী ভগ্না বিষমা বদ্ধচক্রিকা।
বিকারাবর্ত্তনাভিশ্চ নারসিংহী তথৈব চ ॥ ৩০৪ ॥
কপিলা বিভ্রমাবর্ত্তা রেখাবর্ত্তা চ যা শিলা।
দুঃখদা সা তু বিজ্ঞেয়া সুখদা ন কদাচন ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—সর্পের মুখের মত মুখবিশিষ্ট শিলা, ভগ্নশিলা, পরস্পর অসম্মুখীন চক্রবিশিষ্টশিলা, বদ্ধচক্রবিশিষ্টশিলা, নাভিস্থল অর্থাৎ মধ্যভাগে উন্নত চক্রবিশিষ্টশিলা, নৃসিংহমূর্ত্তি শিলা, কপিলবর্ণ শিলা, যে শিলার আবর্ত্ত বিষয়ে সন্দেহ জন্মে এবং আবর্ত্তরেখাময়শিলা, এ সকল শিলার অর্চ্চনে সর্ব্বথা দুঃখ লাভ হয় কখনও সুখলাভ হয় না ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

টীকা—ব্যালমুখী ব্যালস্যেব মুখং যস্যাঃ সা ; বিষমা পরস্পরাসম্মুখচক্রা ; বিকাররূপৈরাবর্ত্তৈরু-পলক্ষিতা নাভিশ্চক্রমধ্যোন্নতভাগো যস্যাঃ সা, বিভ্রমা-বর্ত্তা সন্দিগ্ধাবর্ত্তা ; রেখাবর্ত্তা রেখামণ্ডলময়াবর্ত্তা ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তাহমায়া বা সমচক্রিকা।
ঘোণিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গম্ভীরা সম্পুটা তথা ॥ ৩০৬ ॥
সূক্ষ্মমূর্ত্তিরমূর্ত্তিশ্চ সম্মুখা সিদ্ধিদায়িকা।
ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়-সম্পুটা।
পূজনীয়া প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, মুক্তাফলের মত বর্ত্তুলাকার, অকৃত্রিম সমচক্র, বরাহাকৃতি, গম্ভীর-নাভি, সমপুট, সূক্ষ্মমূর্ত্তি, বাসুদেবমূর্ত্তি, সমমুখ, আমলকী পরিমিত, করপৃষ্ঠবৎ উন্নত এবং করতলের সমাকৃতি শিলা সকল যত্নের সহিত পূজিত হইলে সিদ্ধি এবং মঙ্গল প্রদান করেন ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

টীকা—মুক্তা মুক্তাফলাকৃতিবর্ত্তুলা, অমায়া অকৃত্রিমা ইতি সর্ব্বাত্রান্বেতি ; যদ্বা, সন্ধানাদিকর্ম্ম-রহিতা ; ঘোণিঃ বরাহস্তদ্বন্মূর্ত্তির্যস্যাঃ ; অগ্রে লেখ্য-লক্ষণবরাহমূর্ত্তির্বা। সম্পুটা সমপুটা, অমূর্ত্তিবাসু-দেবমূর্ত্তিঃ, 'অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ' ইতি অভিধানাৎ, সম্মুখা সমমুখা, করেণোভয়সম্পুটা করপৃষ্ঠবদুন্নতা করতলসমা চ ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ।
পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—যে মূর্ত্তি যাঁহার অভীষ্ট, তিনি যত্নপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির পূজা করিবেন। তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে ফল পাইবেন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—পূজিতে, পূজনে কৃতে সতি ॥ ৩০৮ ॥

দোষাশ্চেতে সকামার্চ্চনবিষয়াঃ

যত উক্তং শ্রীভগবতা ব্রাহ্মে—

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতম্।
শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং ন হি ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—যে সমস্ত দোষের বিষয় বর্ণিত হইল, সেইগুলি সকামপূজা-বিষয়ক, যেহেতু ব্রহ্মপুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি রহিয়াছে—খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন, ভগ্নপার্শ্ব কিংবা বিভিন্ন হইলেও শালগ্রামস্থলীতে উৎপন্ন শিলায় কোন দোষ নাই ॥ ৩০৯ ॥

টীকা—শৈলং শিলায়াঃ সমূহঃ ॥ ৩০৯ ॥

শ্রীরুদ্রেণ চ স্কান্দে—

খণ্ডিতং ত্রুটিতং ভগ্নং শালগ্রামে ন দোষভাক্।
ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ ॥৩১০

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রের উক্তি আছে—খণ্ডিত ত্রুটিত বা ভগ্ন শালগ্রামশিলার কোন দোষ নাই। যাঁহার যে মূর্ত্তি অভীষ্ট, সেই মূর্ত্তিই তিনি পূজা করিবেন ॥ ৩১০ ॥

টীকা—খণ্ডিতমিত্যাদি ভাবে ক্ত-প্রত্যয়ান্তম্ ॥৩১০

তথা—

চক্রং বা কেবলং তত্র পদ্মেন সহ সংযুতম্।
কেবলা বনমালা বা হরির্লক্ষ্ম্যা সহ স্থিতঃ ॥ ৩১১ ॥
মুখ্যাঃ স্নিগ্ধাদয়স্তত্রামুখ্যা রক্তাদয়ো মতাঃ।
মুখ্যাভাবে ত্বমুখ্যা হি পূজ্যা ইত্যুচ্যতে পরৈঃ ॥৩১২॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—পদ্ম অথবা বনমালাচিহ্ন সংযুক্ত চক্রচিহ্ন বিশিষ্ট শালগ্রামে লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীহরি বাস করেন। অন্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, শিলাবিষয়ে স্নিগ্ধাদি বর্ণ প্রধান আর রক্তাদিবর্ণ অপ্রধান। প্রধানের অভাবে অপ্রধানের পূজা করিতে হয় ॥ ৩১১-৩১২ ॥

টীকা—তথাপি লক্ষ্ম্যা সহ ভগবান্ তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩১১ ॥

টীকা—পূজ্যাপূজ্যত্বয়োঃ কেষাঞ্চিন্মতং লিখতি—মুখ্যা ইতি, মুখ্যানাং স্নিগ্ধাদীনামভাবে সতি অমুখ্যা রক্তাদয় এব পূজ্যাঃ। যদি চ মুখ্যা লভ্যন্তে, তদানাপূজনে তত্তদ্দোষ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১২ ॥

অথ তাসামেব লক্ষণবিশেষেণ সংজ্ঞাবিশেষঃ

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে—

নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামাখ্যবেশ্মনি।
তত্রৈব রথচক্রাঙ্কভেদনামানি মে শৃণু ॥ ৩১৩ ॥
দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যতে নান্তরীয়কে।
বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ ॥৩১৪॥

অনুবাদ—অতঃপর শিলাসকলের লক্ষণভেদে নাম ভেদ—হে ব্রহ্মন্, আমি শালগ্রাম নামক মন্দিরে সর্ব্বদা বাস করি। ঐ শিলাতেই চক্রচিহ্নের ভেদ অনুসারে যে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে তাহা শোন।

যাঁহার দ্বারদেশে সমান দুইচক্র অনতি মধ্য দেশে সংযুক্ত দৃষ্ট হয়, শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট ও অতি মনোহর সেই শিলার নাম বাসুদেব ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥

টীকা—রথস্যেব চক্রং রথচক্রাকারং যৎ সুদর্শনচক্রং, তস্য অঙ্কে চিহ্নবিষয়ে যো ভেদস্তস্মিন্ সতি যানি নামানি নামভেদা ভবন্তি, তানি মে মত্তঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—নান্তরীয়কে অবান্তরে; যদ্বা, অন্তরং মধ্যমন্তরা বিচ্ছেদো বা তদ্বিহীনে; অনতিমধ্যদেশশ্লেষে সংলগ্নে বেত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥

দ্বে চক্রে একলগ্নে তু পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণাখ্যো বিজ্ঞেয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনঃ ॥৩১৫॥

অনুবাদ—যাঁহার চক্রদ্বয় একভাগে সংযুক্ত কিন্তু

পূর্ব্বভাগে পরিপুষ্ট এবং লোহিতাভ ও অতিশয় শোভাবিশিষ্ট তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ ॥ ৩১৫ ॥

প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈব চ।
শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—সূক্ষ্মচক্র ও পীতবর্ণযুক্ত শিলার নাম প্রদ্যুম্ন। উঁহার মুখের ছিদ্র দীর্ঘ এবং অবান্তর ও বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ॥ ৩১৬ ॥

অনিরুদ্ধস্তু নীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ।
রেখাত্রয়স্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাঞ্ছিতম্ ॥ ৩১৭॥

অনুবাদ—অনিরুদ্ধশিলা নীলবর্ণ, আকার বর্ত্তুল-সদৃশ এবং অতিসুন্দর উঁহার মুখদ্বারে তিনটি রেখা এবং পৃষ্ঠদেশে পদ্ম চিহ্নযুক্ত ॥ ৩১৭ ॥

সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাৎ চতুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ।
শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতম্ ॥৩১৮
দীর্ঘরেখাসমোপেতং দক্ষিণে শুষিরং পৃথু।
ঊর্দ্ধ্বং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারে চ হরিরূপিণম্ ॥৩১৯
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ।
পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ ॥ ৩২০ ॥
বিল্বাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরং চাতিপুষ্কলম্।
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোঽসাবন্যথা বিঘ্নদো ভবেৎ ॥৩২১॥

অনুবাদ—চতুষ্কোণবিশিষ্ট কেশবশিলা সৌভাগ্য দান করেন। যাঁহার বর্ণ শ্যাম ও যাঁহার নাভি-চক্র অর্থাৎ চক্রের মধ্যভাগ উন্নত তিনি নারা-য়ণ। যিনি দীর্ঘরেখাযুক্ত, যাঁহার দক্ষিণভাগে বিস্তৃত মুখছিদ্র ও বিবরদ্বার উর্দ্ধমুখ তিনি হরি। তিনি বাঞ্ছিতফল ও মুক্তি বিশেষতঃ অর্থ দান করেন। যাঁহার বর্ণ লোহিত এবং পদ্ম ও চক্র চিহ্ন বিদ্যমান, তাঁহার নাম পরমেষ্ঠী। পরমেষ্ঠীর আকার বিল্বসদৃশ, তাঁহার পৃষ্ঠভাগে স্পষ্টরূপে মুখের ছিদ্র দীপ্যমান। বিষ্ণুর বর্ণ কৃষ্ণ। ইনি অতি সুন্দর ও স্থূল চক্রদ্বয় বিশিষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে হয়, অন্যথা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে ॥ ৩১৮-৩২১ ॥

কচিচ্চ—
কপিলো নরসিংহোঽথ পৃথুচক্রে চ শোভনে।
ব্রহ্মচর্য্যাধিকারী স্যান্নান্যথা পূজনং ভবেৎ ॥৩২২॥
নরসিংহস্ত্রিবিন্দুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাদন্যথা সর্ব্ববিঘ্নদঃ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে—কপিল ও নরসিংহের দুইটি করিয়া স্থূল চক্র। ব্রহ্মচারীই তাঁহাদিগকে পূজা করিতে পারেন, নতুবা পূজা হয় না। নরসিংহের তিন বিন্দু ও কপিলের পাঁচ বিন্দু। অব্রহ্মচারী পূজা করিলে বিঘ্ন প্রদান করেন ॥ ৩২২-৩২৩ ॥

স্থূলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষাসবর্ণকম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা ॥৩২৪॥
স্ফুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহন্তু কাপিলম্।
সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ ॥৩২৫

অনুবাদ—মুখবিবরে দুইটি স্থূলচক্র, বর্ণ গুড় ও লাক্ষাসদৃশ, মুখের উর্দ্ধভাগে পদ্মের ন্যায় অতিসুন্দর রেখা। চক্র বিভিন্ন ও অসম। এইরূপ নরসিংহ ও কপিলের পূজা করিলে মুক্তি ও যুদ্ধে বিজয় লাভ হয় ॥ ৩২৪-৩২৫ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ—
যস্য দীর্ঘং মুখং পূর্ব্বকথিতৈর্লক্ষণৈর্যুতম্।
রেখাশ্চ কেশরাকারা নারসিংহো মতো হি সঃ ॥৩২৬

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যথা—যাঁহার মুখবিবর দীর্ঘ ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমন্বিত এবং কেশরের ন্যায় কতিপয় রেখা বিরাজমান তাঁহার নাম নরসিংহ ॥ ৩২৬ ॥

ব্রাহ্মে—
বারাহং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্মৃতে।
ইন্দ্রনীলনিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভম্ ॥৩২৭

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে যথা—যে শিলায় দুইটি শক্তি চিহ্ন এবং দুইটি বিষমচক্র ; যাঁহার বর্ণ ইন্দ্র-নীলমণি সদৃশ যাঁহাতে স্থূল ও রেখাত্রয় বিরাজিত এবং অতি মনোহর তিনি শ্রীবরাহ ॥ ৩২৭ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

বরাহাকৃতিরাভুগ্নশ্চক্ররেখাস্বলঙ্কৃতঃ ।
বারাহ ইতি স প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কাত্তিকমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে যে,—যিনি বরাহাকৃতি বক্র, চক্রযুক্ত এবং রেখাসমূহের দ্বারা অলংকৃত তাঁহার নাম বরাহ। বরাহ পূজিত হইলে ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩২৮ ॥

ব্রাহ্মে এব—

দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা ।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥৩২৯

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেই আরও বলা হইয়াছে—যে শিলা দীর্ঘ, সুবর্ণ-তুল্য বর্ণবিশিষ্ট এবং তিনটি বিন্দুযুক্ত তাঁহার নাম মৎস্য—ইনি ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩২৯ ॥

কৃচিচ্চ—

মৎস্যরূপস্তু দেবেশং দীর্ঘাকারস্তু যন্তবেৎ ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং বিশোভনম্ ॥৩৩০॥

ব্রাহ্মে এব—

কূর্ম্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ ।
হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তুভেন চ চিহ্নিতঃ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানেও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি দীর্ঘাকৃতি, বিন্দু ত্রয় সমন্বিত, কাংস্য বর্ণ ও অতি সুন্দর তাঁহার নাম মৎস্য। ব্রহ্মপুরাণে—যাঁহার পৃষ্ঠ-ভাগ উন্নত ও বর্ত্তুলাকার আবর্ত্তেপূর্ণ, সবুজবর্ণ এবং যিনি কৌস্তুভচিহ্নধারী, তাঁহার নাম কূর্ম্ম ॥ ৩৩০-৩৩১ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

কূর্ম্মাকারা চ চক্রাঙ্কা শিলা কূর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৩২

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের কাত্তিক মাহাত্ম্যেই যথা—যে শিলা কূর্ম্মাকৃতিবিশিষ্ট ও চক্রাঙ্কিত, তাহার নাম কূর্ম্ম ॥ ৩৩২ ॥

ব্রাহ্মে এব—

হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখা চক্রসমীপগা ।
বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকম্ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেও—যাঁহার আকার অঙ্কুশ-তুল্য, যাঁহাতে নিকটে রেখাযুক্ত বহু চক্র এবং যাঁহার পৃষ্ঠ ভাগ মেঘতুল্য নীল, তাঁহার নাম হয়গ্রীব ॥৩৩৩॥

কৃচিচ্চ—

হয়গ্রীবাঙ্কুশাকারে রেখাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি ।
বহুবিন্দুসমাকীর্ণে দৃশ্যন্তে নীলরূপকাঃ ॥ ৩৩৪ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব —

হয়গ্রীবা যথা লম্বা রেখাঙ্কা যা শিলা ভবেৎ ।
তথাঽসৌ স্যাদ্ধয়গ্রীবঃ পূজিতো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥

কিঞ্চ—

অশ্বাকৃতি মুখং যস্য সাক্ষমালং শিরস্তথা ।
পদ্মাকৃতির্ভবেদ্বাপি হয়শীর্ষস্তুসৌ মতঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে—হয়গ্রীব অঙ্কুশাকার, পাঁচটি রেখা বিশিষ্ট, বহুবিন্দু শোভিত ও নীলবর্ণ। পদ্মপুরাণে কাত্তিক প্রসঙ্গেই—অশ্বের গ্রীবার মত লম্বায়-মান, রেখা বিশিষ্ট শিলার নাম হয়গ্রীব। ইনি পূজিত হইলে জ্ঞান প্রদান করেন। আরও বলা হয়েছে—যাঁহার মুখ-চ্ছিদ্র অশ্বমুখ তুল্য, উপরি ভাগে অক্ষমালার চিহ্ন, তাঁহার নাম হয়গ্রীব। হয়গ্রীবের আকার পদ্মের মতও হয় ॥ ৩৩৪-৩৩৬ ॥

ব্রাহ্মে এব—

বৈকুণ্ঠং মণিবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজম্ ।
দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা ॥৩৩৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেই বলা আছে—যাঁহার বর্ণ মণির ন্যায়, যিনি একচক্র বিশিষ্ট ও ধ্বজের চিহ্ন-যুক্ত। যাঁহার মুখবিবরের উপরের দিকে পদ্মের মত সুন্দর রেখা আছে তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ ॥ ৩৩৭ ॥

———

শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চক-ভূষিতঃ ॥ ৩৩৮ ॥

অনুবাদ—বনমালা চিহ্নে শোভিত এবং কদম্ব-পুষ্পের মত আকার বিশিষ্ট ও রেখা পঞ্চকে ভূষিত শিলার নাম শ্রীধর ॥ ৩৩৮ ॥

———

বর্ত্তুলশ্চাতিহ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ ॥ ৩৩৯ ॥

অনুবাদ—বামনশিলা বর্ত্তুল ও অতিহ্রস্বাকৃতি, ইঁহার বর্ণ অতসীকুসুমের মত এবং ইনি বিন্দু শোভিত ॥ ৩৩৯ ॥

———

অন্যত্র চ—

বামনাখ্যো ভবেদ্দেবো হ্রস্বো যঃ স্যান্মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্দ্ধ্বচক্রস্ত্বধশ্চক্রঃ সোঽভীষ্টার্থপ্রদোঽর্চ্চিতঃ ॥৩৪০

অনুবাদ—অন্যস্থলে যথা—যিনি হ্রস্বাকৃতি ও কান্তিবিশিষ্ট এবং যাঁহার উপরে ও নীচে চক্র তিনি বামন। এই শিলা অর্চ্চিত হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥ ৩৪০ ॥

———

ব্রাহ্মে এব—

সুদর্শনস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখে চৈব তু দক্ষিণে ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেই যথা—যাঁহার বর্ণ শ্যাম, যাঁহার কান্তি উৎকৃষ্ট এবং যাঁহার বামভাগে গদা ও চক্র এবং দক্ষিণভাগে দুইটি রেখা আছে তিনি সুদর্শন ॥ ৩৪১ ॥

———

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

চক্রাকারেণ পঙ্‌ক্তিঃ সা যত্র রেখাময়ী ভবেৎ।
স সুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পূজাফলপ্রদঃ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহাতে উক্ত রেখার শ্রেণী চক্রাকৃতি তাঁহারই নাম সুদর্শন। ইনি পূজিত হইলে পূজার ফল প্রদান করেন ॥ ৩৪২ ॥

———

দামোদরস্তথা স্থূলো মধ্যে চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্।
দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং পীতা রেখা তথৈব চ ॥৩৪৩

অনুবাদ—দামোদর শিলা স্থূল, দূর্ব্বাবর্ণ, মধ্যে চক্রযুক্ত, সঙ্কীর্ণ ও পীত রেখাযুক্ত মুখবিবরবিশিষ্ট ॥ ৩৪৩ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলম্।
মধ্যে চ রেখা লম্বৈকা স চ দামোদরঃ স্মৃতঃ ॥৩৪৪

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যেই আরও বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার ঊর্দ্ধে ও নিম্নে দুই চক্র, মুখ-বিবর অতি দীর্ঘ নয় এবং মধ্যস্থানে এক লম্বা রেখা বিদ্যমান, তাঁহার নাম দামোদর ॥ ৩৪৪ ॥

———

অন্যত্র চ—

স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রো ভবেত্তু যঃ।
চক্রে চ মধ্যদেশস্থে পূজিতঃ সুখদঃ সদা ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—অন্য স্থানেও বলা হইয়াছে—দামোদর স্থূল, ইঁহার মুখবিবর সঙ্কীর্ণ এবং মধ্যস্থলে দুই চক্র। ইনি অর্চ্চিত হইলে সকল সময় সুখদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৫ ॥

———

নানাবর্ণো হ্যনন্তাখ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেকমূর্ত্তিসংভিন্নঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তের বর্ণ নানাপ্রকার। তাঁহাতে

সর্পদেহের ও বিভিন্ন মূর্ত্তির চিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইনি বাঞ্ছিত সকল ফল দিয়া থাকেন ॥ ৩৪৬ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

অনন্তচক্রো বহুভিশ্চিহ্নৈরপ্যপলক্ষিতঃ।
অনন্তঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপূজাফলপ্রদঃ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেই—যাঁহার বহু চক্র, চিহ্ন এবং বহুবিধ তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি সকল পূজার ফল প্রদান করেন ॥ ৩৪৭ ॥

দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
তস্য যোগেশ্বরো নাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—যাঁহার উপরিভাগে চক্র চিহ্ন দেখা যায়, তাঁহার নাম যোগেশ্বর, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ করেন ॥ ৩৪৮ ॥

আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং পঙ্কজচ্ছত্রসংযুতম্।
তুলস্যা পূজয়ন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৪৯ ॥
চন্দ্রাকৃতিং হিরণ্যাখ্যং রশ্মিজালং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুবর্ণরেখাবহুলং স্ফটিকদ্যুতিশোভিতম্ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—যিনি ঈষৎ রক্তবর্ণ, যাঁহাতে পদ্ম ও ছত্রের চিহ্ন যুক্ত আছে, তাঁহার নাম পদ্মনাভ, দরিদ্রব্যক্তিও তুলসী দ্বারা নিত্য তাঁহার পূজা করিলে ধনলাভ করেন। যাঁহার আকৃতি চন্দ্রের মত, যিনি কিরণজাল বিকীরণ করেন, বহু সুবর্ণ রেখা-ধারী এবং স্ফটিকেরমত দ্যুতিশোভিত তিনি হিরণ্য-গর্ভ ॥ ৩৪৯-৩৫০ ॥

কিঞ্চাত্র—

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ।
তমর্চ্চ্য লভতে স্বর্গং বিষয়াংশ্চ সমীহিতান্ ॥৩৫১॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যিনি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি, তাঁহার নাম হৃষীকেশ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে স্বর্গ ও সকল বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ হয় ॥৩৫১॥

বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—যাঁহার বামপার্শ্বে দুইটী সমান চক্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং বিন্দুচিহ্নবিশিষ্ট, তিনিই লক্ষ্মী-নৃসিংহ। তিনি পূজিত হইলে ভোগফল ও মুক্তিফল প্রদান করেন ॥ ৩৫২ ॥

ত্রিবিক্রমস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে তথা চক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে ॥৩৫৩॥

অনুবাদ—যিনি শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতি, বামপার্শ্বে দুইচক্র এবং দক্ষিণপার্শ্বে একটি মাত্র রেখাবিশিষ্ট তিনি ত্রিবিক্রম ॥ ৩৫৩ ॥

প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃত-বনমালাবিভূষিতা।
যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্য-সুখপ্রদা ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—যে শিলা দক্ষিণাবর্ত্তকৃত বনমালা চিহ্নে বিভূষিত, তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ধন, ধান্য ও সুখ প্রদান করেন ॥ ৩৫৪ ॥

গৌতমীয়ে—

বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেন তু চিহ্নেন জন্মস্তেন সমাপ্যতে ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয়-তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি বহু জন্মের পর গোষ্পদ চিহ্নবিশিষ্ট কৃষ্ণ-শিলা লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩৫৫ ॥

চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপগাঃ।
দ্বে চক্রে মধ্যদেশে তু সা শিলা তু চতুর্ম্মুখা ॥৩৫৬॥

অনুবাদ—পরস্পর সমীপস্থ রেখা-চতুষ্টয় এবং মধ্যভাগে দুইচক্র যুক্ত শালগ্রাম শিলা চতুর্ম্মুখ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৫৬ ॥

কিঞ্চ, পাদ্মে তত্রৈব—

বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাঃ পঙ্‌ক্তীভূতাশ্চ যত্র বৈ।
শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—আরও ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—যে শালগ্রামশিলায় বজ্রকীটোৎপন্ন কতিপয় রেখা পঙ্‌ক্তি সারিবদ্ধভাবে বিদ্যমান, তিনি বিষ্ণুপঞ্জর নামে অভিহিত ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—শুষিরং মুখচ্ছিদ্রং যৎ তদ্দীর্ঘাকারং ভবেৎ ছিদ্রবহুলঞ্চ অবান্তরবহুচ্ছিদ্রযুক্তমিত্যর্থঃ। নাভিচক্রং চক্রস্য নাভির্মধ্যভাগ ইত্যর্থঃ। তারং প্রণবরূপম্, উর্দ্ধমুখত্বাৎ মাহাত্ম্যাদ্বা; যদ্বা, তারয়-তীতি তথা তম্; 'উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে' ইত্যেবং তত্রৈব পূর্ব্বকথিতৈর্দামোদরলক্ষণৈর্যুক্তম্ বারাহং বিজানীয়া-দিতি পূর্ব্বক্রিয়য়ৈব সম্বন্ধঃ। এবমগ্রেঽপি ক্বচিৎ। সা বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাময়ী পঙ্‌ক্তিঃশ্চক্রাকারেণ বিশিষ্টা যত্র ভবেৎ, তৎ দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং চ বীজানীয়াৎ; শালগ্রামসমুদ্ভবং লিঙ্গং চিহ্নং চক্র-মিত্যর্থঃ। শিখরে যস্যোপরি দৃশ্যতে, হিরণ্যাখ্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং বিনির্দ্দিশেৎ; পাঠান্তরং সুগমম্; যত্র যস্যাং; সা শালগ্রামশিলা ॥ ৩২৫-৩৫৭ ॥

নাগবৎকুণ্ডলীভূতরেখাপঙ্‌ক্তিঃ স শেষকঃ।
পদ্মাকারে চ পঙ্‌ক্তী দ্বে মধ্যে লম্বা চ রেখিকা।
গরুড়ঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—যে শিলায় সর্পের মত কুণ্ডলাকার রেখা পঙ্‌ক্তি বিরাজমান তাঁহার নাম শেষ। যাঁহার পদ্মা-কার দুই রেখাশ্রেণী এবং মধ্যভাগে এক লম্বরেখা, তিনি গরুড়। যাঁহাতে চক্রচতুষ্টয় বিদ্যমান তিনি জনার্দ্দন ॥ ৩৫৮ ॥

চতুশ্চক্রঃ সূক্ষ্মদ্বারো বনমালাঙ্কিতোদরঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—যে শিলায় চারিচক্র বিশিষ্ট ও মুখদ্বার সংকীর্ণ এবং মধ্যভাগ বনমালায় শোভিত, তাঁহার নাম শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩৫৯ ॥

টীকা—এবং নামভেদেন বাসুদেবাদ্যা লক্ষ্মী-নারায়ণান্তাঃ পঞ্চত্রিংশদ্ভেদাঃ। তত্রাপি কেষাঞ্চি-ল্লক্ষণভেদেন প্রত্যেকং বহুধা ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৫৮-৩৫৯ ॥

এতল্লক্ষণযুক্তাস্তু শালগ্রামশিলাঃ শুভাঃ।
যাশ্চ তাস্বপি সূক্ষ্মাঃ স্যুস্তাঃ প্রশস্ততরাঃ স্মৃতাঃ ॥

অনুবাদ—যে সকল শালগ্রামশিলায় উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ বিরাজিত, সেই সকল শুভকর, তন্মধ্যে আবার যে সকল ক্ষুদ্রাকৃতি সেই সকল অধিক শুভ-কর ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—শুভাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ ॥ ৩৬০ ॥

তথা চ শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে তত্রৈব—

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা।
তস্মাত্তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই ভগবান-ব্রহ্ম-সংবাদে—শিলা যত ক্ষুদ্রাকারের ততই শুভ। সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ, কামলাভের উদ্দেশ্যে সেই শিলার পূজা করিবে ॥ ৩৬১ ॥

তত্রাপ্যামলকীতুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহম্ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—উক্ত শিলাসকলের মধ্যে যে শিলার পরিমাণ আমলকীর মত অতিক্ষুদ্র, প্রিয়া লক্ষ্মীর সহিত আমি সর্ব্বদা সেই শিলায় বাস করি ॥ ৩৬২ ॥

অথ শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যম্

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্।
কিং পুনর্যজনং তত্র হরিসান্নিধ্যকারকম্ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলা স্পর্শে কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হয়। তাঁহার পূজার কথা আর কি বলিব? উঁহার পূজনে শ্রীহরি সান্নিধ্য লাভ হয় ॥৩৬৩

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে তত্রৈব—

যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরম্ ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে ভগবান ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্—যিনি শালগ্রাম শিলাচক্রে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার প্রত্যহ সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ করা হয় ॥ ৩৬৪ ॥

যদামনন্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নির্গুণমচ্যুতম্।
তৎপ্রসাদো ভবেন্নৃণাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—বেদান্তশাস্ত্র যাঁহাকে নির্গুণ অচ্যুত-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শালগ্রামশিলার পূজায় মানবগণের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হয় ॥৩৬৫॥

মহাকাষ্ঠস্থিতো বহ্নির্মথ্যমানঃ প্রকাশতে।
যথা তথা হরির্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—মহাকাষ্ঠস্থিত অগ্নি যেমন মথিত হইলে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শ্রীহরি ব্যাপ্ত ভাবে শালগ্রাম শিলায় প্রকাশ পান ॥ ৩৬৬ ॥

অপি পাপসমাচারাঃ কর্ম্মণ্যনধিকারিণঃ।
শালগ্রামার্চ্চকা বৈশ্য নৈব যান্তি যমালয়ম্ ॥৩৬৭॥

অনুবাদ—হে বৈশ্য! পাপাচারে লিপ্ত অনধিকারী জনগণও শালগ্রাম পূজা করিলে যমালয়ে যাইতে হয় না ॥ ৩৬৭ ॥

ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা নিজমন্দিরে।
শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা ॥ ৩৬৮ ॥
অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্তা পৃথ্বী সসাগরা।
যেনার্চ্চিতো হরিশ্চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে ॥৩৬৯॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলায় নারায়ণ যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, লক্ষ্মীতে বা নিজ মন্দিরে সেইরূপ সন্তোষ লাভ করেন না। যিনি শালগ্রামশিলোৎপন্ন চক্রে শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও সসাগরা পৃথিবী দানের ফল লাভ হয় ॥৩৬৮-৩৬৯॥

কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরের্ল্লোকং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৩৭০
যঃ পূজয়তি গোবিন্দং শালগ্রামে সদা নরঃ।
আহূতসংপ্লবং যাবৎ ন স প্রচ্যবতে দিবঃ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে যে নরাধম কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত, তাহারও শালগ্রামশিলা-পূজা-প্রভাবে শ্রীহরির লোকে গমন হয়।

সতত শালগ্রামে গোবিন্দপূজক যে পর্য্যন্ত সর্ব্ব-ভূতের প্রলয় না হয়, সে পর্য্যন্ত দেবলোকে অবস্থান করেন ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

টীকা—আহূতঃ কালগত্যা জীবকর্ম্মভির্বা আকারিত ইব যঃ সংপ্লবঃ প্রলয়ঃ; যদ্বা, যজ্ঞভাগার্থং মন্ত্রৈরাহূতা যে দেবাদয়স্তেষাং সংপ্লবো নাম নাশঃ, তৎপর্য্যন্তম্; যদ্বা, ভকারস্থানে হকারঃ ছান্দসঃ, সর্ব্বভূতসংপ্লবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। দিবঃ উর্দ্ধলোকাৎ বৈকুণ্ঠলক্ষণাৎ, ক্রমগত্যপেক্ষয়া স্বর্গাদেব বা ॥ ৩৭১॥

বিনা তীর্থৈর্ব্বিনা দানৈর্ব্বিনা যজ্ঞৈর্ব্বিনা মতিম্।
মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৩৭২
নরকং গর্ভবাসঞ্চ তির্য্যক্ত্বং কৃমিযোনিতাম্।
ন যাতি বৈশ্য পাপোঽপি শালগ্রামেঽচ্যুতার্চ্চকঃ ॥৩৭৩
দীক্ষাবিধানমন্ত্রজ্ঞশ্চক্রে যো বলিমাহরেৎ।
স যাতি বৈষ্ণবং ধাম সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥৩৭৪

অনুবাদ—হে বৈশ্য! তীর্থসেবা, দান, যজ্ঞ এবং জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত কেবল শালগ্রামশিলা পূজাদ্বারাই মানব সম্প্রদায় মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। পাপী ব্যক্তিও শালগ্রামে অচ্যুত ভগবানকে পূজা করিলে নরক, গর্ভবাস, পশুযোনি ও কৃমিযোনি-গ্রহণ হইতে বিমুক্ত হয়। দীক্ষা বিধান অনুসারে মন্ত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি শালগ্রাম চক্রে উপহার সমর্পণ করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে ইহা আমি পুনঃ পুনঃ ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৩৭২-৩৭৪ ॥

টীকা—মতিং জ্ঞানম্ ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—হে বৈশ্য ! জাত্যা কর্ম্মণা চ সর্ব্বথা পাপোঽপি ॥ ৩৭৩ ॥

টীকা—বলিং পূজাম্ উপহারং বা, ধাম গৃহং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৪ ॥

নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্দীপৈর্বিলেপনৈঃ ।
গীতবাদিত্রস্তোত্রাদ্যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥ ৩৭৫ ॥
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥ ৩৭৬ ॥
লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ ।
শালগ্রামশিলায়াস্তু একেনাপীহ তৎ ফলম্ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিবিধ নৈবেদ্য পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিলেপন এবং গীত-বাদ্য ও স্তোত্র প্রভৃতি দ্বারা শ্রীশালগ্রামের পূজা করেন, তিনি-সহস্র-কোটি কল্পকাল বিষ্ণুর নিকটে বাস করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। একমাত্র শালগ্রাম শিলাতে পূজা করিলেই কোটি শিবলিঙ্গ দর্শন বা পূজা ফল সদৃশ সমুদায় ফল লাভ হয় ॥ ৩৭৫-৩৭৭ ॥

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে শালগ্রামশিলারূপী কেশব থাকেন, দেবতা, অসুর যক্ষ ও চতুর্দ্দশভুবন সেখানে অবস্থান করে ॥ ৩৭৮ ॥

শালগ্রামশিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—যে মনুষ্যশালগ্রামশিলায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পরিতৃপ্ত হইয়া শতকল্পকাল দেবলোকে অবস্থান করেন ॥ ৩৭৯ ॥

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥

অনুবাদ—যেস্থানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান থাকেন, তিনযোজন পর্য্যন্ত সেই স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। সেখানে দান, জপ, হোম প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায় সমস্তই কোটীগুণ হয় ॥ ৩৮০ ॥

শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ ।
কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥৩৮১

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে কীকটদেশোদ্ভব অধম মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮১ ॥

টীকা—নর হে বৈশ্য, নর ইতি প্রথমান্তপাঠো বা; কীকটোঽপীতি কীকটদেশোদ্ভবঃ—অধমোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্ ।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননম্ ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—উৎকৃষ্ট শালগ্রামশিলাচক্র দানকারী ব্যক্তি পর্ব্বত, বন, কানন শোভিত ভূমণ্ডল দানের ফল লাভ করেন ॥ ৩৮২ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে—

শালগ্রামশিলায়াস্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
ময়া সহ মহাসেন লীনং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে কার্ত্তিকেয় ! আমার সহিত চরাচর ত্রৈলোক্য শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা অবস্থিত ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা—মহাসেন হে কার্ত্তিকেয় ॥ ৩৮৩ ॥

দৃষ্টা প্রণমিতা যেন স্নাপিতা পূজিতা তথা ।
যজ্ঞকোটিসমং পুণ্যং গবাং কোটিফলং ভবেৎ ॥৩৮৪

অনুবাদ—শালগ্রামশিলাকে দর্শন, নমস্কার, স্নপন ও পূজাকারী ব্যক্তি কোটি যজ্ঞ ও কোটি গোদানের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৩৮৪ ॥

কামাসক্তোঽপি যো নিত্যং ভক্তিভাব-বিবর্জ্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং বিপ্রঃ সংপূজ্যেবাচ্যুতো ভবেৎ ॥৩৮৫

অনুবাদ—হে বিপ্র! নিত্য শালগ্রামশিলা পূজা করিলে ভক্তিভাবহীন সকাম ব্যক্তিও বিষ্ণু-সারূপ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—ভক্তির্বিশ্বাসলক্ষণা, ভাবঃ প্রেমা, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতোঽপি ; অচ্যুত ইব ভবেৎ সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা ॥ ৩৮৫ ॥

শালগ্রামশিলাবিম্বং হত্যাকোটিবিনাশনম্।
স্মৃতং সংকীর্ত্তিতং ধ্যাতং পূজিতঞ্চ নমস্কৃতম্ ॥৩৮৬

অনুবাদ—শালগ্রামশিলাকে স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, পূজা ও প্রণাম করিলে কোটিহত্যাজনিত পাপ দূরীভূত হয় ॥ ৩৮৬ ॥

শালগ্রামশিলাং দৃষ্ট্বা যান্তি পাপান্যনেকশঃ।
সিংহং দৃষ্ট্বা যথা যান্তি বনে মৃগগণা ভয়াৎ ॥৩৮৭
নমস্করোতি মনুজং শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
পাপানি বিলয়ং যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩৮৮

অনুবাদ—অরণ্য মধ্যে সিংহ দেখিয়া মৃগাদি অরণ্যবাসী যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ শাল-গ্রামশিলা দর্শন করিলে বহুবিধ পাতক নষ্ট হয়। শালগ্রামশিলা অর্চ্চন করিয়া প্রণাম করিলে সূর্য্যোদয়ে তিমির-নাশের ন্যায় প্রণাম কারীর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

টীকা—যান্তি অপযান্তি ॥ ৩৮৮ ॥

কামাসক্তোঽথবা ক্রুদ্ধঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ।৩৮৯
বৈবস্বতং ভয়ং নাস্তি তথা মরণজন্মনোঃ।
যঃ কথাং কুরুতে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ ॥৩৯০
গীতৈর্বাদ্যৈস্তথা স্তোত্রৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—কামাসক্ত বা ক্রোধাসক্ত ব্যক্তি ভক্তি-ভাবে অথবা ভক্তিহীনভাবেও শালগ্রামশিলার্চ্চন করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সম্মুখে হরি কথা বলেন, তাঁহার যমভয় এবং জন্ম ও মৃত্যু ভয় থাকে না। কলিযুগে যিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া গীত, বাদ্য ও স্তোত্রপাঠ সহকারে শালগ্রাম অর্চ্চনা করেন, তিনি সহস্র-কোটি-কল্পকাল বিষ্ণুধামে সানন্দে বাস করেন ॥ ৩৮৯-৩৯১ ॥

টীকা—মরণজন্মনোঃ, তাভ্যামপি ভয়ং নাস্তি ॥ ৩৯০ ॥

শালগ্রাম-নমস্কারেঽভাবেনাপি নরৈঃ কৃতে।
ভয়ং নৈব করিষ্যন্তি মদ্ভক্তা যে নরা ভুবি ॥৩৯২॥

অনুবাদ—শ্রীশিব বলিতেছেন—পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য আমার ভক্ত, তাহারা যদি ভাবহীন হইয়াও শালগ্রামকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না ॥ ৩৯২ ॥

তাৎপর্য্য—যাহারা আমার ভক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ও আমাকে ভিন্ন বোধে কেবল আমারই উপাসনা করে, এই ভেদজ্ঞান জন্য তাহাদিগের অপ-রাধ হয়। অতএব তাহাদিগের সেই অপরাধ জনিত ভয়ের আশঙ্কা আছে। কিন্তু শালগ্রামশিলা নমস্কার করিলে তাহাদিগের সেই অপরাধ বিদূরিত হয়। সুতরাং আর দণ্ডভয় থাকে না। অথবা যে সকল ব্যক্তি ভক্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত তাহারা যদি অভক্তি-ভাবেও নমস্কার করে, তাহা হইলে সংহার-কর্ত্তারূপী আমা হইতেও তাহাদিগের ভয় থাকে না।

টীকা—অভাবেন ভাবরাহিত্যেনাপি, মদ্ভক্ত্যা ইতি পাঠে ময়া সহ কৃষ্ণভেদাপরাধতো ভয়ং নৈব করিষ্যন্তীত্যর্থঃ ; যদ্বা, মৎ মত্তঃ সংহারকাদপি ; ভক্তাঃ কৃষ্ণভক্তাঃ ॥ ৩৯২ ॥

মদ্ভক্তিবলদর্পিষ্ঠা মৎপ্রভুং ন নমন্তি যে।
বাসুদেবং ন তে জ্ঞেয়া মদ্ভক্তাঃ পাপিনো হি তে ॥

অনুবাদ—আমার ভক্ত এই অহঙ্কারে যাহারা আমার প্রভু শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার করে না, তাহারা অবশ্যই মহাপাপী এবং আমার ভক্ত নয় জানিবে ॥ ৩৯৩ ॥

শালগ্রামশিলায়ান্তু সদা পুত্র বসাম্যহম্ ।
দত্তং দেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মম ভক্তিতঃ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! আমি নিরন্তর শালগ্রাম-শিলায় বাস করি । প্রভু আমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া আমাকে নিজ বাসস্থান দান করিয়াছেন ॥ ৩৯৪ ॥

পদ্মকোটিসহস্রৈস্তু পূজিতে ময়ি যৎ ফলম্ ।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥৩৯৫॥
পূজিতোঽহং ন তৈর্মর্ত্ত্যৈর্নমিতোঽহং ন তৈর্নরৈঃ ।
ন কৃতং মর্ত্ত্যলোকে যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥৩৯৬

অনুবাদ—সহস্র কোটি পদ্মদ্বারা আমার পূজা করিলে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলার অর্চ্চনে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে । মর্ত্ত্যলোকে যাহারা শালগ্রামশিলার পূজা করে না, তাহাদিগের পূজা বা নমস্কার আমি গ্রহণ করি না ॥৩৯৫-৩৯৬॥

শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ।
তেনার্চ্চিতোঽহং সততং যুগানামেকসপ্ততিম্ ॥৩৯৭॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার সম্মুখে যে ব্যক্তি আমাকে পূজা করে, তাহার ৭১ যুগ ব্যাপিয়া সতত আমার পূজা করা হয় ॥ ৩৯৭ ॥

কিমর্চ্চিতৈর্লিঙ্গশতৈর্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতৈঃ ।
শালগ্রামশিলাবিম্বং নার্চ্চিতং যদি পুত্রক ॥ ৩৯৮ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! যাহারা শালগ্রামশিলার পূজা করে নাই, বিষ্ণুভক্তি হীন তাহাদিগের একশত শিবলিঙ্গপূজনেও কোন ফল হয় না ॥ ৩৯৮ ॥

অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্ ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—যে সকল নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল আমার গ্রহণের অযোগ্য, শালগ্রামশিলার স্পর্শ পাইলেই সেই সকল বস্তু পবিত্র হয় ॥ ৩৯৯ ॥

যো হি মাহেশ্বরো ভূত্বা বৈষ্ণবং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
দ্বেষ্টি বৈ যাতি নরকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪০০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শিবভক্ত হইয়া শ্রীহরি বিগ্রহের প্রতি দ্বেষ করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার সময়কাল পর্য্যন্ত সে নরকবাসী হয় ॥ ৪০০ ॥

সকৃদপ্যর্চ্চিতে বিম্বে শালগ্রামশিলোদ্ভবে ।
মুক্তিং প্রযান্তি মনুজা নূনং সাংখ্যেন বর্জ্জিতাঃ ॥৪০১

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানরহিত লোকেরাও যদি একবারমাত্র শালগ্রামশিলার পূজা করেন, তবে তাঁহারাও মুক্তিলাভের অধিকারী হন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ ৪০১ ॥

মল্লিঙ্গৈঃ কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু একেনাপি হি তদ্ভবেৎ ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—আমার কোটিলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রাম শিলাতে সেই ফল হয় ॥ ৪০২ ॥

তস্মাদ্ভক্ত্যা চ মদ্ভক্তৈঃ প্রীত্যর্থে মম পুত্রক ।
কর্ত্তব্যং সততং ভক্ত্যা শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥৪০৩॥

অনুবাদ—হে পুত্র ! অতএব আমার ভক্তবৃন্দ আমার সন্তোষের জন্য ভক্তিসহকারে সতত শালগ্রাম শিলার পূজা করিবেন ॥ ৪০৩ ॥

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৪০৪ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে শালগ্রামরূপী কেশব বিরাজমান, দেব, অসুর, যক্ষ ও চতুর্দ্দশ ভুবন তথায় অবস্থিত ॥ ৪০৪ ॥

শালগ্রামশিলাগ্রে তু সকৃৎ পিণ্ডেন তর্পিতাঃ ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য ন সংখ্যা তত্র বিদ্যতে ॥ ৪০৫ ॥
প্রমাণমস্তি সর্ব্বস্য সুকৃতস্য হি পুত্রক ।
ফলং প্রমাণহীনন্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার সম্মুখে একবারমাত্র পিণ্ডদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান করিলে তাঁহারা যে কতকাল প্রীত থাকেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সমস্ত পুণ্যেরই পরিমাণ হয়। কিন্তু হে বৎস! শালগ্রামশিলার অর্চ্চন ফলের পরিমাণ করা যায় না ॥ ৪০৫-৪০৬ ॥

টীকা—যেন সকৃদপি তর্পিতাঃ, তস্য পিতরো যাবৎ কালং তর্পিতা ভবন্তি, তস্য সংখ্যা নাস্তীত্যর্থঃ। বাসন্তীতি পাঠে স্বর্গাদাবিতি শেষঃ ॥ ৪০৫ ॥

টীকা—প্রমাণম্ ইয়ত্তা ॥ ৪০৬ ॥

যো দদাতি ফলং বিষ্ণোঃ শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
বিপ্রায় বিষ্ণুভক্তায় তেনেষ্টং বহুভির্মখৈঃ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুভক্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে শালগ্রামশিলা দান করেন, তিনি বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলভাগী হন ॥ ৪০৭ ॥

মানুষ্যে দুর্ল্লভা লোকে শালগ্রামোদ্ভবা শিলা।
প্রাপ্যতে ন বিনা পুণ্যৈঃ কলিকালে বিশেষতঃ ॥৪০৮

অনুবাদ—মনুষ্যলোকে শালগ্রামশিলা দুর্ল্লভ, বহু পুণ্য ব্যতীত বিশেষতঃ এই কলিকালে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৪০৮ ॥

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে সফলং তস্য জীবিতম্।
শালগ্রামশিলা শুদ্ধা গৃহে যস্য চ পূজিতা ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার গৃহে পবিত্র শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা হয়, এ সংসারে তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল ॥ ৪০৯ ॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
যঃ কুর্য্যান্মানবো ভক্ত্যা পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধভাক্ ॥

অনুবাদ—সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তিভরে পুষ্পদ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করিলে পূজক প্রত্যেক পুষ্পে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন ॥ ৩১০ ॥

কালে বা যদি বাঽকালে শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা যঃ করোতি স পুণ্যভাক্ ॥

অনুবাদ—কালে কিংবা অকালে ভক্তিপূর্ব্বক অথবা অভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে পূজক পুণ্যভাগী হন ॥ ৪১১ ॥

দ্বেষেণাপি চ লোভেন দম্ভেন কপটেন বা।
শালগ্রামোদ্ভবং দেবং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৪১২॥

অনুবাদ—লোভ, দ্বেষ, দম্ভবশে অথবা কপটতা করিয়া অর্থাৎ যে ভাবেই হোক শালগ্রামোৎপন্ন দেবকে দর্শন করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ হয় ॥ ৪১২ ॥

অশুচির্ব্বা দুরাচারঃ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং স্পৃষ্ট্বা সদ্য এব শুচির্ভবেৎ ॥৪১৩॥

অনুবাদ—অশুচি বা দুরাচারী অথবা সত্য কিংবা শুদ্ধিহীন ব্যক্তি শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥ ৪১৩ ॥

তিলপ্রস্থশতং ভক্ত্যা যো দদাতি দিনে দিনে।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥৪১৪॥
পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং তোয়ং দূর্ব্বাক্ষতং সুত।
জায়তে মেরুণা তুল্যং শালগ্রামশিলার্পিতম্ ॥৪১৫॥
বিধিহীনোঽপি যঃ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
চক্রপূজামবাপ্নোতি সম্যক্ শাস্ত্রোদিতং ফলম্ ॥৪১৬

অনুবাদ—ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ শতপ্রস্থ তিল দান করিলে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পুত্র! শালগ্রামশিলায় পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, জল, দূর্ব্বা, ও অক্ষত অর্পিত হইলে মেরুতুল্য হয়। বিধিরহিত ক্রিয়াবিহীন ও মন্ত্রবিহীন ব্যক্তিও শালগ্রামশিলা পূজা করিলে শাস্ত্র কথিত ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪১৪-৪১৬ ॥

টীকা—চক্রং শালগ্রামশিলারূপং, তস্য পূজাং যঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৪১৬ ॥

তত্রৈব চান্যত্র---

স্কন্ধে কৃত্বা তু যোঽধ্বানং বহতে শৈলনায়কম্ ।
তেনোঢ়ন্তু ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৪১৭
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ।
তৎ সর্ব্বং নির্দহত্যাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥৪১৮॥
ন পূজনং ন মন্ত্রাশ্চ ন জপো ন চ ভাবনা ।
ন স্তুতির্নোপচারশ্চ শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—যিনি শালগ্রামশিলা স্কন্ধে লইয়া পর্য্যটন করেন, তাঁহার চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য বহন করা হয়। ব্রহ্মহত্যাদি পাপকারী মানব শালগ্রাম শিলার অর্চ্চন করিলে সমুদায় পাপ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। পূজা, মন্ত্র, জপ, ধ্যান, স্তব বা পূজোপচার শালগ্রামপূজায় এ সকল কিছুরই আবশ্যক হয় না ॥ ৪১৭-৪১৯ ॥

টীকা—অধ্বানং ব্যাপ্য পথীত্যর্থঃ ; শৈলনায়কং শ্রীশালগ্রামশিলামিত্যর্থঃ ॥ ৪১৭ ॥

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥৪২০॥
শালগ্রামশিলায়ান্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ৪২১ ॥
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ ।
কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥৪২২॥

অনুবাদ—শালগ্রাম শিলার অবস্থান ভূমি হইতে তিন যোজন পর্য্যন্ত স্থান তীর্থভূমি। সেখানে দান, হোম সব কিছুই কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলাতে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হইয়া শতকল্পাবধি স্বর্গে বাস করেন। শালগ্রামের সমীপে এক ক্রোশের মধ্যে মৃত্যু হইলে কীকটদেশ-জাত মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥৪২০-৪২২॥

পাদ্মে চ—

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্ ।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননম্ ॥৪২৩॥

অনুবাদ—যিনি উত্তম শালগ্রামশিলাচক্র দান করেন, তাঁহার গিরি, কানন, বন সহিত ভূমণ্ডল দান করার ফল লাভ হয় ॥ ৪২৩ ॥

গরুড়পুরাণে—

তিষ্ঠন্তি নিত্যং পিতরো মনুষ্যা-
স্তীর্থানি গঙ্গাদিক-পুষ্করাণি ।
যজ্ঞাশ্চ মেধা হ্যপি পুণ্যশৈলা-
শ্চক্রাঙ্কিতা যস্য বসন্তি গেহে ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার গৃহে চক্রচিহ্নিত পুণ্যশিলা বিরাজ করেন, তাঁহার গৃহে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গঙ্গাদি পুষ্কর পর্য্যন্ত তীর্থ সকল এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সমূহ নিত্য উপস্থিত থাকেন ॥ ৪২৪ ॥

টীকা—যত্র যস্মিন্ গৃহে চক্রাঙ্কিতাঃ শ্রীশালগ্রাম-শিলাঃ বসন্তি, তত্র পিত্রাদয়ো নিত্যং তিষ্ঠন্তি ; তত্র যজ্ঞাঃ বিবিধপূজাঃ, মেধাঃ হিংসালক্ষণা অশ্বমেধাদয়ঃ যজ্ঞাশ্বেতি পাঠে অশ্বমেধযজ্ঞা ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, যজ্ঞেঽ-শ্বানাং মেধা হিংসা, অর্থস্তু স এব ॥ ৪২৪ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযমধূম্রকেশ-সংবাদে—

শালগ্রামশিলায়ান্তু যৈর্নরৈঃ পূজিতো হরিঃ ।
সংশোধ্য তেষাং পাপানি মুক্তয়ে বুদ্ধিদো ভবেৎ ॥৪২৫

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যম-ধূম্রকেশ সংবাদে—শালগ্রাম শিলায় যে সকল মনুষ্য শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, শ্রীহরি তাহাদের নিখিল পাতক ধ্বংস করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তিজনক বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৪২৫ ॥

টীকা—তত্র কার্ত্তিকমাসে, তত্রাপি শ্রীমথুরায়াং বিশেষমাহ—কার্ত্তিক ইতি ॥

কার্ত্তিকে মথুরায়ান্তু সারূপ্যং দিশতে হরিঃ ।
শালগ্রামশিলায়াং বৈ পিতৄনুদ্দিশ্য পূজিতঃ ॥
কৃষ্ণঃ সমুদ্ধরেত্তস্য পিতৄনেতাম্ স্বলোকতাম্ ॥৪২৬

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শালগ্রামে শিলায় অর্চ্চন করিলে শ্রীহরি সারূপ্যমুক্তি দিয়া

থাকেন। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শালগ্রাম শিলায় পূজা করিলে সেই সকল পিতৃকুলকে ভগবান শ্রীহরি নিজ ধামে লইয়া যান ॥ ৪২৬ ॥

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
ন বাধন্তেঽসুরাস্তত্র ভূত-বেতালকাদয়ঃ ॥ ৪২৭ ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং তত্তপোবনম্।
যতঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ইতি॥৪২৮॥

অনুবাদ—বৃহৎ নারদীয় পুরাণে যজ্ঞধ্বজো প্যাখ্যানের শেষভাগে লিখিত আছে—যেখানে শালগ্রাম শিলারূপী কেশব বাস করেন, সেস্থানে অসুর, ভূত ও বেতাল প্রভৃতি বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। সেই স্থানই তীর্থ, তপোবনস্বরূপ। কারণ ভগবান মধুসূদন সেই স্থানে সন্নিহিত থাকেন ॥ ৪২৭-৪২৮ ॥

শালগ্রামশিলাস্তাশ্চ যদি দ্বাদশ পূজিতাঃ।
শতং বা পূজিতং ভক্ত্যা তদা স্যাদধিকং ফলম্ ॥৪২৯

অনুবাদ—পূর্ব্বে উক্ত শালগ্রামশিলা সকলের দ্বাদশ সংখ্যক বা একশত সংখ্যক যদি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হন, তাহা হইলে অধিক ফল দান করেন ॥ ৪২৯ ॥

অথ বাহুল্যে তাসাং ফলবিশেষঃ

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥৪৩০॥

অনুবাদ—অনন্তর বহুল পরিমাণে পূজা করায় ফলবিশেষ পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—হে বৈশ্য! যিনি নিয়ম পূর্ব্বক দ্বাদশ শালগ্রামের পূজা করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪৩০ ॥

কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
যৎ স্যাদ্দ্বাদশকল্পেস্তু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥৪৩১॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতম্।
উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তী হি জায়তে ॥ ৪৩২ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশকল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণপদ্ম দ্বারা দ্বাদশকোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, একদিন মাত্র শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। আর যিনি ভক্তিপূর্ব্বক একশত শালগ্রামশিলা পূজা করেন তিনি বিষ্ণুলোকে বাসান্তে পৃথিবীতে রাজ চক্রবর্ত্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪৩১-৪৩২ ॥

টীকা—স্বর্ণপঙ্কজৈঃ কৃত্বা পূজিতৈঃ সদ্ভিঃ পূজিতেভ্যিবত্যর্থঃ যৎ ফলং স্যাৎ, ইহলোকে চক্রবর্ত্তী সন্ জায়তে, শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রচারণার্থমাহাত্ম্যেচ্ছাবিশেষেণেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৩১-৪৩২ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দ-সংবাদে—

দ্বাদশৈব শিলা যো বৈ শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
অর্চ্চয়েদ্বৈষ্ণবো নিত্যং তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥৪৩৩
কোটিলিঙ্গসহস্রৈস্তু পূজিতৈর্জাহ্নবীতটে।
কাশীবাসে যুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥৪৩৪॥
কিং পুনর্বহবো যস্তু পূজয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ।
ন হি ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সংখ্যাঃ কুর্ব্বন্তি পুণ্যতঃ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে বৈষ্ণব দ্বাদশটি মাত্র শালগ্রামশিলার পূজা করেন, আমি তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলিতেছি শোন। গঙ্গাতীরে সহস্রকোটি শিবলিঙ্গ পূজনে এবং অষ্টযুগ কাশীবাসে যে ফল হয়, একদিন মাত্র বিধানমতশালগ্রাম পূজায় সেই ফল হইয়া থাকে। যে বৈষ্ণব দ্বাদশমূর্ত্তির বেশী শালগ্রামশিলার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মা আদি দেববৃন্দ তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে পারেন না ॥ ৪৩৩-৪৩৫ ॥

টীকা—জাহ্নবীতটে কোটিলিঙ্গসহস্রৈঃ পূজিতৈর্যৎ ফলং, যুগান্যষ্টৌ ব্যাপ্য কাশীবাসে যৎ ফলং তৎ ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা—বহবঃ বহ্বীঃ; সুবহুরিতি কৃচিৎ পাঠঃ। পুণ্যতঃ পুণ্যে বিষয়ে সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি, কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা, পুণ্যতো হেতোঃ সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি,

অসংখ্যেয়স্য সংখ্যা-করণাপরাধেন পুণ্যক্ষয়াপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৫ ॥

অথ তৎক্রয়বিক্রয়নিষেধঃ

তত্রৈব—

শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ ।
বিক্রেতা চানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ ॥ ৪৩৬ ॥
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ।
অতঃ সংবর্জ্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ম্ ॥ ৪৩৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শালগ্রাম শিলার ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ, স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার মূল্য উদ্ঘাটন (নির্দ্ধারণ) করে, যে বিক্রয় করে, যে মূল্যকরণে অনুমোদন করে এবং যে গুণ-দোষ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকবাসী হয়। অতএব হে বিপ্র! শালগ্রামচক্র ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না ॥ ৪৩৬-৪৩৭ ॥

টীকা—যশ্চ অনুমন্তা, মূল্যে সম্মতিকর্ত্তা, যশ্চ তৎ পরীক্ষ্য গুণদোষাদিকং বিচার্য্য তন্মূল্যমনুমোদয়েৎ ; পাঠান্তরে মূল্যার্থং পরীক্ষা ক্রিয়তামিত্যুচ্চারয়েদপি যঃ ; যদ্বা, বিচারেণ গুণদোষাদিকমপি বদেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৬ ॥

অথ প্রতিষ্ঠানিষেধঃ

তত্রৈব—

শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে ।
মহাপূজান্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই কথিত হইয়াছে—শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা নিষেধ। বিদ্বানব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে মহাপূজা করিয়া পরে ঐ শিলাই পূজা করিবেন ॥ ৪৩৮ ॥

অতোঽধিষ্ঠানবর্গেষু সূর্য্যাদিষ্বিব মূর্ত্তিষু ।
শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরেঃ ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—অতএব সূর্য্যাদি অধিষ্ঠান সকলের এবং প্রতিমূর্ত্তি সমূহের মধ্যে শালগ্রাম শিলাই শ্রীহরির উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান হইল ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—মূর্ত্তিষু প্রতিকৃতিষ্বপি ॥ ৪৩৯ ॥

অথ সর্ব্বাধিষ্ঠানশ্রৈষ্ঠ্যম্

পাদ্মে তত্রৈব—

হৃদি সূর্য্যে জলে বাথঽপ্রতিমা-স্থণ্ডিলেষু চ ।
সমভ্যর্চ্চ্য হরিং যান্তি নরাস্তে বৈষ্ণবং পদম্ ॥৪৪০॥
অথবা সর্ব্বদা পূজ্যো বাসুদেবো মুমুক্ষুভিঃ ।
শালগ্রামশিলাচক্রে বজ্রকীটবিনির্ম্মিতে ॥ ৪৪১ ॥
অধিষ্ঠানং হি তদ্ বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
সর্ব্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্য সর্ব্বেষামপি মুক্তিদম্ ॥ ৪৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সকল অধিষ্ঠান অপেক্ষা শালগ্রামের প্রাধান্য পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—মনুষ্যগণ হৃদয়ে, সূর্য্যে, জলে, প্রতিমায় কিংবা স্থণ্ডিলে শ্রীহরির পূজা করিয়া বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হন। অথবা ঐ সকলে পূজা করিয়া যদি পরিতৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ বজ্রকীটনির্ম্মিত শালগ্রাম শিলাচক্রে বাসুদেবের পূজা করিবেন। হে বৈশ্য! শ্রীবিষ্ণুর এই শালগ্রামরূপ অধিষ্ঠান সকল পাপ নাশ, সকল পুণ্য দান, এবং সকলকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৪০-৪৪২ ॥

টীকা—অথবেতি পূর্ব্বাপরিতোষে ; সর্ব্বদা পূজ্যত্বে হেতুঃ—অধিষ্ঠানং হীতি ॥ ৪৪১-৪৪২ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশসংবাদে—

পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ ।
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা ।
মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তিরষ্টধা স্মৃতা ॥ ৪৪৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যম-ধূম্রকেশ সংবাদে—হে রাজপুত্র! প্রতিমায় বিষ্ণুর পূজা করিবার বিধান আছে। প্রতিমা আট প্রকার। শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী ॥ ৪৪৩ ॥

শালগ্রামশিলায়ান্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনম্ ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥ ৪৪৪ ॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার অর্চ্চনায় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়। জগদ্‌গুরু বাসুদেব উহাতে নিত্যই বাস করেন ॥ ৪৪৪ ॥

টীকা—তু-শব্দঃ পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যে, তদেবাহ—সাক্ষাদিতি ॥ ৪৪৪ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে—
সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয় সংবাদে—হে দেবোত্তম ! সুবর্ণপ্রতিমা, রত্ন প্রতিমা ও শিলাপ্রতিমা এ সকলে হরি সর্ব্বদা বাস করেন না, কিন্তু শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ৪৪৫ ॥

টীকা—সুবর্ণস্য অর্চ্চা প্রতিমা, তদাদিষু হরিঃ সর্ব্বদা ন বসতীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ন হরেঃ প্রিয়েতি শেষঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অতএবোক্তম্—
হত্যাং হন্তি যদঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী স্তেয়ং চ তোয়ং পদে
নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানদুরিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজম্ ।
শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং
শালগ্রামশিলা-নৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ ॥

অনুবাদ—এই জন্যই বলিয়াছেন যে—শালগ্রাম-শিলারূপী নৃসিংহের এক অলৌকিক মহিমা এই যে, তাঁহার শ্রীচরণস্পৃষ্টা তুলসী ব্রহ্মহত্যার পাপ, তাঁহার পাদোদক চৌর্য্য জন্য পাপ এবং তাঁহার নৈবেদ্য বহু মদ্যপানজনিত ও গুরুপত্নীগমন জন্য পাপ নাশ করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহার ভক্ত-দিগের সহিত সঙ্গ করিলে পূর্ব্বোক্ত পাতকদিগের সহিত সঙ্গজনিত পাপ নষ্ট হয় ॥ ৪৪৬ ॥

টীকা—পাদতোয়ং শ্রীচরণোদকং, শ্রীশঃ শাল-গ্রামশিলারূপ এব ভগবান্, তদধীনা মতিঃ তৎস্মরণ-মিত্যর্থঃ। হরিশ্চ শালগ্রামশিলাত্মক এব, তস্য জনৈঃ সেবকৈঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ৪৪৬ ॥

শালগ্রামশিলারূপ-ভগবন্মহিমাম্বুধেঃ ।
ঊর্ম্মীন্ গণয়িতুং শক্যঃ শ্রীচৈতন্যাশ্রিতোঽপি কঃ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কোনব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার মাহাত্ম্য-রূপ-সমুদ্রের তরঙ্গরাশি গণনা করিতে পারেন না ॥ ৪৪৭ ॥

টীকা—ঊর্ম্মীনিতি সমুদ্রতরঙ্গগণবৎ মাহাত্ম্য পরম্পরা ইত্যর্থঃ। শ্রীযুক্তচৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং তেনাশ্রিতোঽপি। স্বমতে শ্রীচৈতন্যদেবমাশ্রিতঃ পরম-শক্তিমত্ত্বং প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। যথোর্ম্ময়ং কেনাপি ন গণয়িতুং শক্যন্তে, তদ্বৎ অনন্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৪৭॥

অথ শালগ্রামশিলাপূজানিত্যতা

পাদ্মে—
শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন ।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৪৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শালগ্রামশিলা-পূজায় নিত্যতা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার পূজা না করিয়া কিছু আহার করে, সে কল্প-কাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল প্রভৃতির বিষ্ঠায় কৃমিরূপে বাস করে ॥ ৪৪৮ ॥

স্কান্দে চ—
গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ইতি॥৪৪৯

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও যথা—যাহার শালগ্রাম-শিলা পূজা করিতে মতি জন্মে না, পর্ব্বতশৃঙ্গের অগ্র-ভাগদ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ হয় ॥ ৪৪৯ ॥

টীকা—গৌরবং গরিমা, তদ্‌যুক্তস্যাচলস্য ; যদ্বা, গৌরবেণ অচলং স্থিরং যচ্ছৃঙ্গম্ অর্থাৎ পর্ব্বত এব তস্যাগ্রৈঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। ভিদ্যতে বিদার্য্যতে ; যদ্বা, শৃঙ্গাগ্রেভ্যো নিপাত্য চূর্ণীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥৪৪৮-৪৪৯ ॥

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥৪৫০

অনুবাদ—অতএব যথাবিধানে দীক্ষাগ্রহণ-করিয়া কি দ্বিজ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই নিরত শালগ্রামশিলারূপ শ্রীভগবানের পূজা করিবেন॥৪৫০॥

টীকা—এবং লিখিত-প্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ ; তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—সর্ব্বৈর্দ্বিজাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ ননু 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রী-শূদ্র-কর-সংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম' ইতি। শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচনেন স্ত্রী-শূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ৪৫০॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥৪৫১

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রতবিষয়ে শালগ্রামশিলার্চ্চন-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা শালগ্রাম শিলা পূজার অধিকারী। শূদ্র সৎ হইলে তাঁহারও অধিকার আছে, অন্যের কখনও অধিকার নাই অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি হীন ব্রাহ্মণেরও শালগ্রামশিলার অধিকার নাই। কিন্তু হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রেরও তাহাতে অধিকার আছে। (সৎশূদ্র-শব্দে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ শূদ্র)॥ ৪৫১॥

তত্রৈবান্যত্র—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥ ইতি॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় যে কেহই হউক শালগ্রাম শিলাচক্র পূজা করিলে নিত্যপদ লাভ করে॥ ৪৫২॥

অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৪৫৩॥

যথা—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥ ৪৫৪॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ ৪৫৫॥

অনুবাদ—সুতরাং স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা করিবার বিষয়ে যে সমস্ত নিষেধবচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করা যায় তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন—যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহাদিগের ক্ষেত্রেই ঐ সকল নিষেধ বচন প্রযোজ্য। নিষেধ বচন যথা—শুচিই হউন বা অশুচি হউন ব্রাহ্মণই আমার পূজার অধিকারী। স্ত্রী বা শূদ্রের হস্তস্পর্শ বজ্রাপেক্ষা দুঃসহ। প্রণব উচ্চারণ করিলে, শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে কিংবা ব্রাহ্মনী গমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫৩-৪৫৫॥

টীকা—তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি—ব্রাহ্মণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং, শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে ; অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাম্ ; অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে 'অযাচকঃ' প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥' ইতি। এবং মহাপুরানাণাং বচনৈঃ সহ 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহম্' ইতি—বচনস্য বিরোধান্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চাবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্ ; যতঃ শূদ্রেস্বন্ত্যাজেস্বপি মধ্যে যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে ; তথা চ নারদীয়ে—'শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ' ইতি। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥' ইতি। পাদ্মে চ—'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥' ইতি এতদাদিকং চাগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব ;

তথা চ তত্র 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' ইত্যাদি। এতচ্চ প্রাগ্দীক্ষামাহাত্ম্যে লিখিতমেব অতএব তৃতীয়স্কন্ধে (৩৩।৬) দেবহূতিবাক্যম্—'যন্নামধেয়-শ্রবণানু-কীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি কৃচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥' ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ; অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা; তথা চ হরিভক্তি-সুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম-সংবাদে—'তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম' ইতি। চতুর্থস্কন্ধে (২১।১২) শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—'সর্ব্বাত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক দণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥' ইতি। অচ্যুতো গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেভ্যোঽন্যত্র চেত্যর্থঃ। তথা তন্মহারাজস্যোক্তৌ। (শ্রীভাঃ ৪। ২১।৩৭)—মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ। দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং, কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্॥' ইতি। অত্র শ্রীস্বামিপাদানাং টীকা—'মহত্যশ্চ তা ঋদ্ধয়শ্চ তাভির্যদ্রাজকুলস্য তেজস্তৎ তস্মাৎ সকাশাদ্দ্বিজানাং বিপ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা পূজ্যো যেষাং বৈষ্ণ-বানাং, তেষাং কুলে মা জাতু প্রভবেৎ, কদাচিদপি প্রভবং ন করোতু। কথম্ভুতে?—সমৃদ্ধিভির্বিনাপি স্বয়মেব তিতিক্ষাদিভির্দেদীপ্যমান ইতি। পুরঞ্জ-নোক্তৌ চ (শ্রীভাঃ ৪।২৬।২৪) 'তস্মিন্ দধে দমহহং তব বীরপত্নি, যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তে। পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা,-মন্যত্র বৈ মুররি-পোরিতরত্র দাসাদিতি। অত্রাপি সৈব টীকা—হে বীরপত্নি, যস্তে কৃতাপরাধঃ তস্মিন্নহং ব্রাহ্মণকুলাদ-ন্যত্র অন্যস্মিন্ মুররিপুদাসাদিতরত্র চ দমং দধে, দণ্ডং করোমীত্যাদি। ঈদৃশানি চ বচনানি শ্রীভাগ-বতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি। কিঞ্চ, 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ-যুতাৎ' (শ্রীভাঃ ৭।৯।১০) ইত্যাদিবচনৈরবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাম্। অতএবোক্তং শ্রীভগবতা শ্রীহয়-গ্রীবেণ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠান্তে—'মূর্ত্তি-পানান্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা। তদর্দ্ধং বৈষ্ণ-বানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনাম্' ইতি। অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বৈর্ভগবতঃ পরৈঃ পূজ্য ইতি। তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশাল-গ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—'ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্ম-ব্যাধস্য তদ্বচঃ। তস্মৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ॥ নির্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ। শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতাম্॥' ইতি অত্রাচারশ্চ সতাং মধ্যদেশেঽস্মিন্ বিশেষতো দক্ষিণ-দেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতি দিক্। এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ; যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাম্' (শ্রীভাঃ ১১। ৫।৪১) ইত্যাদিবচনৈঃ, তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চিদ্দোষো ঘটত ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' (শ্রীভা ১১।২০।৯) ইতি 'যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগ-বান্' (শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪৬) ইত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিতমেবাস্তি। এতৎ সর্ব্বমগ্রে শ্রীবৈষ্ণব-মাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি॥ ৪৫৪-৪৫৫॥

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাঽসুবৎ।
সা চার্চ্চ্যা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা॥৪৫৬॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ যত্নপূর্ব্বক প্রাণবৎ শালগ্রাম শিলাকে ধারণ করিবেন। পূজার সময়ে দ্বারকা-চক্রাঙ্কিত শিলা সহ একত্রই পূজা করিবেন॥ ৪৫৬॥

টীকা—অসুবৎ প্রাণবৎ, যত্নাৎ সন্ধার্য্যা অর্চ্চ্যা পূজয়িতব্যা॥ ৪৫৬॥

অথ শালগ্রামশিলা-শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্ক-শিলা-সংযোগ মাহাত্ম্যম্

ব্রাহ্মে তত্রৈব—

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥ ৪৫৭॥

অনুবাদ—অনন্তর শালগ্রামশিলা ও দ্বারকা চক্রাঙ্কিতশিলার সংযোগ-মাহাত্ম্য ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—শালগ্রামোদ্ভব দেব ও দ্বারকোদ্ভব দেব

উভয়ে যেখানে মিলিত আছেন, মুক্তি সেইস্থানে রহিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৫৭ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ ৪৫৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে মুনিবর! যে স্থানে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে দ্বারকা চক্রাঙ্কিত শিলা বিদ্যমান, তথায় সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ।
দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে ॥৪৫৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র লিখিত আছে—প্রত্যহ 'য ব্যক্তি দ্বারকা শিলার সহিত দ্বাদশ সংখ্যক শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে সম্মানিত হন ॥ ৪৫৯ ॥

অথ দ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণানি

শ্রীপ্রহলাদসংহিতায়াম্—

একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৬০ ॥
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৬১ ॥
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভির্দশমূর্ত্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৬২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বারকাচক্রচিহ্নের লক্ষণ-সমূহ শ্রীপ্রহলাদ সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—এক চক্রচিহ্ন বিশিষ্ট সুদর্শন, যাঁহার দুইচক্র তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণ, তিন চক্র ত্রিবিক্রম, চারি চক্র জনার্দ্দন, পাঁচ চক্রাঙ্কিতের নাম বাসুদেব, ষট্ চক্র প্রদ্যুম্ন নামে কথিত, সপ্ত চক্র বলদেব, অষ্ট চক্র পুরুষোত্তম, নব চক্র নবব্যূহ, দশ চক্র দশমূর্তি একাদশ চক্র বিশিষ্টের নাম অনিরুদ্ধ, দ্বাদশ চক্রাঙ্কিতের নাম দ্বাদশাত্মক এবং তদপেক্ষা যাঁহার চক্রসংখ্যা অধিক, যাঁহাকে অনন্ত বলে ॥ ৪৬০-৪৬২ ॥

টীকা—একঃ একচক্রো যঃ স সুদর্শন ইত্যর্থঃ; দ্বাভ্যাং চক্রাভ্যামেবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৬০ ॥

টীকা—নবব্যূহঃ নৃসিংহ-বরাহ-হয়গ্রীব-নারায়ণ-ব্রহ্মাণঃ পঞ্চ, শ্রীবাসুদেবাদ্যাশ্চত্বারঃ, এবং নবব্যূহ-রূপঃ; মৎস্যকূর্ম্মাদি-দশাবতারাত্মকঃ। একাদশৈরিত্যার্ষম্, একাদশভিঃ। পাঠান্তরে একাদশ চক্রাণি যদি স্যুস্তর্হি অনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি; দ্বাদশাত্মকঃ দ্বাদশাদিত্যরূপঃ, কেশব-নারায়ণাদি-দ্বাদশরূপো বা ॥ ৪৬২ ॥

অথ দ্বাদশচক্রাঙ্কমাহাত্ম্যম্

বারাহে—

যে কেচিচ্চৈব পাষাণা বিষ্ণুচক্রেণ মুদ্রিতাঃ।
তেষাং স্পর্শমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৬৩ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—যে কোন শিলা যাহা বিষ্ণুচক্রে চিহ্নিত, তাঁহার স্পর্শমাত্রেই সকল পাতক হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৪৬৩ ॥

গারুড়ে—

সুদর্শনাদ্যাস্তু শিলাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥৪৬৪॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—সুদর্শ-নাদি শালগ্রামশিলার পূজা করিলে সকল কামনাই পূরণ হয় ॥ ৪৬৪ ॥

স্কান্দে চ—

ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা চক্রাঙ্কং পূজয়েন্নরঃ।
অপি চেৎ সুদুরাচারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৬৫॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও যথা—যে ব্যক্তি ভক্তি বা অভক্তির সহিত চক্রাঙ্কিত শিলার পূজা করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৬৫ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ দ্বারকাগতানাং শ্রীব্রহ্মাদীনামুক্তৌ—
এতদ্বৈ চক্রতীর্থন্তু যচ্ছিলা চক্রচিহ্নিতা।
মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্য গ্রন্থে দ্বারকায় আগত শ্রীব্রহ্মাদির বাক্যে চক্রচিহ্নিত শিলাকে চক্রতীর্থ কহে। ম্লেচ্ছদেশেও তাঁহার পূজা করিলে পাপিসকলের মুক্তি হয় ॥ ৪৬৬ ॥

———

অথ তেষ্বেব চক্রভেদেন ফলভেদঃ

কপিলপঞ্চরাত্রে—
একচক্রস্য পাষাণো দ্বারবত্যাঃ সুশোভনঃ।
সুদর্শনাভিধো যোঽসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ ॥৪৬৭॥
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
এভিশ্চাচ্যুতরূপোঽসৌ ফলমৈন্দ্রং প্রযচ্ছতি ॥৪৬৮॥
চতুর্ভুজশ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
পঞ্চভির্বাসুদেবশ্চ জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ ॥ ৪৬৯ ॥
ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন এবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি সঃ।
সপ্তভির্বলভদ্রোঽসৌ গোত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৭০ ॥
দদাতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বমষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
নবচক্রো নৃসিংহস্তু ফলং যচ্ছত্যনুত্তমম্ ॥ ৪৭১ ॥
রাজ্যপ্রদো দশভিস্তু দশাবতারকঃ স্মৃতঃ।
একাদশভিরৈশ্বর্য্যমনিরুদ্ধঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৭২ ॥
নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মাসৌ সৌখ্যদশ্চ সুপূজিতঃ ॥৪৭৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শিলা-সমূহ-মধ্যে চক্রভেদে ফলের ভেদ বিষয়ে কপিলপঞ্চরাত্রে যথা—মনোহর এক চক্র চিহ্নাঙ্কিত দ্বারাবতীসম্ভূত শিলা সুদর্শন নামে অভিহিত। তিনি একমাত্র মুক্তিফল দায়ক। দুই চক্র থাকিলে তিনি ভোগ মোক্ষপ্রদ লক্ষ্মীনারায়ণ। তিন চক্রে চিহ্নাঙ্কিত শিলা অচ্যুত, তিনি ইন্দ্রত্ব প্রদ। চারি চক্র থাকিলে চতুর্ভুজ, ইনি চতুবর্গ ফলপ্রদ। পাঁচ চক্র থাকিলে ইনি জন্ম-মৃত্যু-ভয়হারক শ্রীবাসুদেব। ছয় চক্র বিশিষ্ট শিলা শ্রীপ্রদ্যুম্ন, ইনি লক্ষ্মীপ্রদ ও সৌন্দর্য্যদায়ক। সপ্ত চক্র বিদ্যমানে যশঃ ও গোত্রবর্দ্ধক বলদেব। অষ্ট চক্র থাকিলে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পুরুষোত্তম। নব চক্র থাকিলে নৃসিংহ, অতি উত্তম ফলদাতা। দশ চক্র থাকিলে দশাবতার, রাজ্যদাতা। একাদশ চক্র থাকিলে ঐশ্বর্য্য প্রদ অনিরুদ্ধ। এবং দ্বাদশ চক্র থাকিলে তিনি মুক্তিপ্রদ ও সুখদাতা দ্বাদশাত্মক বলিয়া সুপূজিত হন ॥ ৩৬৬-৩৭৩ ॥

———

অথ বর্ণাদিভেদেন দোষগুণাঃ পূজ্যত্বাপূজ্যত্বে চ

তত্রৈব—
কৃষ্ণো মৃত্যুপ্রদো নিত্যং ধূম্রশ্চৈব ভয়াবহঃ।
অস্বাস্থ্যং কর্ব্বুরো দদ্যান্নীলস্তু ধনহানিদঃ ॥ ৪৭৪ ॥
ছিদ্রো দারিদ্র্যদুঃখানি দদ্যাৎ সংপূজিতো ধ্রুবম্।
পাণ্ডুরস্তু মহদ্দুঃখং ভগ্নো ভার্য্যাবিয়োগদঃ ॥ ৪৭৫ ॥
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসুখমত্যন্তমুত্তমম্।
দদাতি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বর্ণাদিভেদে দোষগুণ ও পূজ্যত্বাপূজ্যত্ব বিষয় কপিল পঞ্চরাত্রেই বলা হইয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ শিলা মৃত্যু প্রদান করেন, ধূম্রবর্ণ সতত ভয়প্রদ, নানাবর্ণ চিত্রিত অস্বাস্থ্যদায়ী এবং নীলবর্ণ ধন নাশক। ছিদ্রযুক্তের পূজা করিলে দুঃখ হয় সন্দেহ নাই। পাণ্ডুবর্ণ মহাদুঃখপ্রদ, ভগ্ন ভার্য্যাবিয়োগকর। শুক্লবর্ণ পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য ও মহাসুখদায়ক, সুতরাং তাদৃশ শিলাকে বিশেষভাবে পূজা করিবে ৪২৪-৪৭৬ ॥

টীকা—ছিদ্রঃ সচ্ছিদ্র ইত্যর্থঃ ; শুক্লঃ শুভ্রঃ বর্ণো যস্য সঃ ॥ ৪৭৫-৪৭৬ ॥

———

শ্রীপ্রহলাদসংহিতায়াম্—
কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা চ ভয়াবহা।
রোগার্ত্তিং কর্ব্বুরা দদ্যাৎ পীতা বিত্তবিনাশিনী ॥৪৭৭॥
ধূম্রাভা বিত্তনাশায় ভগ্না ভার্য্যাবিনাশিকা।
সচ্ছিদ্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ সংহিতায় যথা—কৃষ্ণবর্ণ-শিলা মৃত্যুপ্রদ, কপিলবর্ণ নিরন্তর ভীতিদায়ক। নানাবর্ণ রোগক্লেশদায়ক, পীতবর্ণ বিত্তবিনাশক, ধূম্রবর্ণও বিত্তনাশ করেন। ভগ্ন ভার্য্যার বিনাশ করেন।

ছিদ্রবিশিষ্ট, ত্রিকোণ, বিষমচক্রবিশিষ্ট ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলাকে কখনও পূজা করিবে না॥৪৭৭-৪৭৮॥

টীকা—তাঃ সচ্ছিদ্রাদ্যাঃ কৃষ্ণাদয়ো বা ॥ ৪৭৮ ॥

গার্গ্য-গালবয়োঃ—

সুখদা সমচক্রা তু দ্বাদশী চোত্তমা শুভা।
বর্ত্তুলা চতুরস্রা চ নরাণাঞ্চ সুখপ্রদা ॥ ৪৭৯ ॥
ত্রিকোণা বিষমা চৈব ছিদ্রা ভগ্না তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা তু পূজার্হা ন ভবেত্তু সা।
ফলং নোৎপদ্যতে তত্র পূজিতায়াং কদাচন ॥৪৮০॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিকো নাম পঞ্চমো বিলাসঃ।

অনুবাদ—গার্গ ও গালব ঋষি বলিয়াছেন—সমান চক্র বিশিষ্ট শিলা সুখদান করেন। যাঁহার দ্বাদশ চক্র তিনি অতি মঙ্গল প্রদ এবং বর্ত্তুলাকৃতি অথবা চতুষ্কোণ মনুষ্যগণের সুখপ্রদ। ত্রিকোণ, বিষম চক্র, ছিদ্রান্বিত, ভগ্ন কিংবা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলা কদাপি পূজা করিবে না। উঁহাদিগকে পূজা করিলে পূজায় কোন ফলের আশা নাই ॥ ৪৭৯-৪৮০ ॥

ইতি শ্রীগোপলভট্ট-বিলিখিত ভগবদ্ভক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিক নামক পঞ্চম বিলাস।

টীকা—দ্বাদশী দ্বাদশাত্মকসংজ্ঞিকা দ্বাদশকোণা বা ॥ ৪৭৯ ॥

ইতি পঞ্চমো বিলাসঃ।
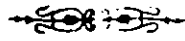
ষষ্ঠ-বিলাসঃ

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপং গোকুলোৎসবম্।
মনোজ্ঞং যষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের গোকুলোৎসব-স্বরূপ মনোহর শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনুগ্রহে শ্রীমূর্ত্তিপূজার বিধি লিখিত হইতেছে।

শ্রীশালগ্রামশিলাই শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান তথাপি অসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য্য-হেতু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমূর্ত্তি-পূজায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাই শ্রীমূর্ত্তি-পূজার বিধান দেওয়া হইতেছে, ইহাই বক্তব্য ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রিয়ো মহালক্ষ্যাঃ চৈতন্যং জীবনরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। স্বমতে তু নিজভক্তৌ সর্ব্বেষামেব চেতয়িতৃত্বেন শ্রীচৈতন্য ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীশচীনন্দনস্তস্য প্রসাদেন মূর্ত্তেঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতেঃ অর্চ্চায়াঃ পূজায়াঃ বিধিরুচ্যতে লিখ্যতে। ননু সর্ব্বাধিষ্ঠানতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়া মাহাত্ম্যমধিকং লিখিতমিতি তৎপূজাবিধিরেব লিখিতুং যুজ্যতে, তত্র লিখতি—গোকুলোৎসবং, তস্য চৈতন্যস্য রূপং, তৎ অনির্ব্বচনীয়ং বা রূপং যষ্টুকামস্য পূজয়িতুমিচ্ছতো জনস্য। কুতঃ? মনোজ্ঞং চিত্তাকর্ষকম্; শ্রীমূর্ত্তিমন্তরেণ মনঃসন্তোষো ন স্যাদিতি তদ্ভক্তানাং তৎপূজৈবোপযুক্তেতি ভাবঃ। অতএব 'তত্তদ্দীপং সুরভিঘৃতসংসিক্তকর্পূরবর্ত্ত্যা, দীপ্তং দৃষ্ট্যাদ্যতিবিশদধীঃ পাদপর্য্যান্তমুচ্চৈঃ' ইত্যাদি-বচনৈঃ ক্রমদীপিকাদৌ দৃষ্ট্যাদিনির্দ্দেশেন শ্রীমূর্ত্তি-পূজৈবাভিপ্রেতেতি দিক্ ॥ ১ ॥

স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্তু প্রতিষ্ঠয়া ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি দুই প্রকার—স্বয়ং প্রকটিত, (শ্রীরঙ্গশায়ী প্রভৃতি), আর স্থাপিত। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রকটিত, আর প্রতিষ্ঠা করা হইলে তাহার নাম স্থাপিত ॥ ২ ॥

টীকা—স্বয়ং ব্যক্তাঃ শ্রীরঙ্গশায়িপ্রভৃতয়ঃ; স্বয়ং সাক্ষাদেব শ্রীকৃষ্ণঃ; প্রতিষ্ঠয়া কৃত্বা কৃষ্ণঃ স্যাৎ ॥২॥

তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তদর্চ্চাবসথং হরেঃ।
স্থাপনঞ্চ স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩॥
শিলামৃদ্দারুলৌহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাগমপ্রোক্তবিধিনা স্থাপনং হি যৎ ॥ ৪ ॥
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ং ব্যক্তং হি মে শৃণু।
যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি ॥ ৫ ॥
পাষাণদার্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎ স্মৃতম্।
দুর্ল্লভত্বাৎ স্বয়ং ব্যক্তমূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে উত্তর-খণ্ডে মহাদেব বলিতেছেন—হে দেবি। শ্রীহরির পূজার স্থান বলিতেছি শোন। স্বয়ং ব্যক্ত ও স্থাপিত-ভেদে স্থান দুইপ্রকার। শিলা, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও লৌহাদি দ্বারা শ্রীহরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি এবং তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠা করার নাম স্থাপন। এখন শোন, স্বয়ং ব্যক্ত কি প্রকার। আত্মেশ্বর শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীতে মনুষ্যগণের নিকট প্রস্তর বা কাষ্ঠে বাস করিলে তাহাই স্বয়ং ব্যক্ত। স্বয়ং ব্যক্ত মূর্ত্তি সহজলভ্য না হওয়ায় শ্রীবৈষ্ণবোত্তম যথা বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত মূর্ত্তির অর্চ্চন করিবেন ॥৩-৬॥

টীকা—অর্চ্চায়াঃ পূজায়া আবসথং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

———

অথ শ্রীমূর্ত্তিপূজনমাহাত্ম্যম্

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

নৈকং স্ববংশন্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভম্।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমূর্ত্তিপূজার মাহাত্ম্য—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে সেই পূজক কেবল নিজ বংশ নহে, সকল জগৎকেই উদ্ধার করেন।

শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিলে যাগাদিদুর্ল্লভ ফল পাওয়া যায়। প্রতিমা আশ্রয় করিলে কল্পতরুর ন্যায় ফল লাভ হয়। তাঁহার কোন কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না ॥ ৭ ॥

টীকা—অর্চ্চায়াং শ্রীমূর্ত্তৌ, নৃণামীপ্সিতং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভমপি সা দদাতি ॥ ৭ ॥

———

অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রসাদনমাত্মাদিশুদ্ধয়শ্চ

শ্রীমূর্ত্তিং ক্ষালনার্হান্তু শস্তগন্ধজলাদিনা।
প্রক্ষালয়েত্তদন্যাস্তু মূলমন্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির সংস্কার ও আত্মাদি শুদ্ধি—প্রক্ষালন যোগ্য প্রস্তরময়ী ও লৌহময়ী প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি সকলকে প্রশস্ত গন্ধজলাদিদ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক ধৌত করিবে। অন্যান্য অর্থাৎ লেখময়ী, লেপময়ী প্রভৃতি যাহা প্রক্ষালনের যোগ্য নহে তৎ সমুদয়কে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে মার্জ্জনা করিবে ॥ ৮ ॥

টীকা—প্রক্ষালনার্হাম্ শৈলী-লৌহী-প্রতিকৃতিং, তদন্যাম্—লেপ্যাদ্যাম্ ॥ ৮ ॥

———

শ্রীমূর্ত্তিহৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বমন্ত্রং চাষ্টধা জপেৎ।
এবং প্রসাদনং মূর্ত্তেরাত্মনস্তৎ প্রসাদনাৎ।
শুদ্ধিরেকা দ্বিতীয়া তু স্যাদব্যগ্রতয়াপি চ ॥ ৯ ॥
স্থানশুদ্ধিস্তথা দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ লিখিতা পুরা।
ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদ্ধি-চতুষ্টয়ম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তির হৃদয়স্পর্শ করিয়া নিজ ইষ্ট-মন্ত্র আটবার জপ করিবে। এইরূপ মূর্ত্তি সংস্কার করাতে এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হয়। দ্বিতীয় প্রকার আত্মশুদ্ধি হয় চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা। পূর্ব্ব-লিখিত স্থানশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি এবং এই দুই প্রকার শুদ্ধি মোট চারি প্রকার শুদ্ধির কথা লিখিত হইল ॥ ৯-১০ ॥

টীকা—অষ্টধা বারাষ্টকম, আত্মশুদ্ধিঃ অব্যগ্রত্বাদিনা। যদ্যপি পূজারম্ভাদেব সা সদাপেক্ষ্যতে, তথাপি বহিঃ শ্রীমূর্ত্তিপূজায়ামবশ্যাপেক্ষ্যত্বাৎ শুদ্ধি-প্রসঙ্গাদাত্র লিখিতা ॥ ৯ ॥

———

উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন—

পুষ্পেণাম্বু গৃহীত্বা তু প্রোক্ষয়েৎ সর্ব্বসাধনম্।
মলস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ পাত্রে দেবং নিধায় চ ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিয়াছেন—পুষ্পদ্বারা জল লইয়া সমস্ত পূজা-দ্রব্যের উপরে ছিটাইয়া দিবে। তারপর অন্য পাত্রে দেবতাকে রাখিয়া মল স্নান করাইবে ॥ ১১ ॥

অন্যেনাপি—

পুষ্পাক্ষতাদিদ্রব্যাণাং কুর্য্যান্মন্ত্রাদিশোধনম্।
ক্ষালনেনাম্বুলেপাদ্যৈর্মূর্ত্তিশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
অব্যগ্রত্বেনাত্মশুদ্ধিং ক্ষিতিশুদ্ধিং ততশ্চরেৎ ॥ ইতি ॥
মন্ত্রশুদ্ধিং পরাং চিত্তশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি কেচন।
এবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ পুণ্যাঃ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্য ব্যক্তিও বলিয়াছেন—পুষ্প ও আতপচাউল প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন মন্ত্রাদিদ্বারা করিবে এবং জল ও চন্দনাদি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া প্রতিমার শুদ্ধি করিবে। চিত্ত স্থির করিয়া আত্মশুদ্ধি করার পর স্থানশুদ্ধি করিবে। এই স্থানে কেহ কেহ মন্ত্র-শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিরও বিধান করেন। এই প্রকারে সম্প্রদায় অনুসারে শুদ্ধি ছয় প্রকার। এ সমস্তই পবিত্রতা করিয়া থাকে অর্থাৎ ছয়প্রকার শুদ্ধি-সম্পাদনই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজ সম্প্রদায়-বিহিত আচার পালনীয় ॥ ১২-১৩ ॥

টীকা—ননু কুচিৎ শুদ্ধিচতুষ্টয়ং, কুচিচ্চ শুদ্ধি-ষট্কং শ্রূয়তে, অত্র তু মূর্ত্তিশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চেতি শুদ্ধিদ্বয়মাত্রং লিখিতং, তৎ কুতঃ ? ইত্যতো লিখতি —স্থানেতি। পুরা পূর্ব্বং দেবালয়মার্জ্জনাদিপ্রকরণে স্থানশুদ্ধিঃ লিখিতা, শঙ্খপ্রতিষ্ঠাশেষে চ শঙ্খোদকাদিনা দ্রব্যশুদ্ধির্লিখিতা ইতি। অনেন প্রকারেণ ভেদোহ-ত্রায়ং জ্ঞেয়ঃ; প্রক্ষালনাদিনা শ্রীমূর্ত্তিশুদ্ধিঃ শোধন-প্রোক্ষণাদিনা দ্রব্যশুদ্ধিরব্যগ্রত্বেন চাত্মশুদ্ধিরভিব্যঞ্জি-তৈব। তত্র চ আত্মতত্ত্বায় নমঃ, বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, শ্রীভগবত্তত্ত্বায় নমঃ—ইত্যুক্ত্বা প্রোক্ষণীপাত্রনিহিতেন কিঞ্চিদভিমন্ত্রিতশঙ্খজলেন তুলসীদলগৃহীতেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যেবমাত্মশুদ্ধিং কেচিন্মন্যন্তে। স্থানশুদ্ধিশ্চ সংমার্জ্জনলেপনাদিনা বেদিকামণ্ডল-নির্ম্মাণাদিনা চ; তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্ 'বিলিপ্য বেদিকাং সম্যঙ্মণ্ডলং তত্র কারয়েৎ। রক্তৈস্তণ্ডুলচূর্ণৈশ্চ নীল পীতসিতাসিতৈঃ ॥ লিখেদষ্ট-দলং পদ্মং চতুরস্রং সমাবৃতম্। ষট্কোণং কর্ণিকা-মধ্যে কোণাগ্রে বৃত্তসংবৃতম্ সাধ্যমেব ততঃ শোভা-রেখাভিরুপ-শোভিতম্। সংপূজ্য মণ্ডলঞ্চৈব তত্র সিংহাসনং ন্যসেৎ ॥ চন্দ্রাতপপতাকৈশ্চ তোরণৈ-রপি সর্ব্বতঃ। চিত্রিতং তত্র তত্রাপি ভিত্তিস্তম্ভস্থলা-দিষু ॥' ইতি। এতচ্চ কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরঘুনাথ-পূজাবিষয়ং, ক্রমদীপিকাকারাদিমতে চ দীক্ষাবিধি-বিষয়মেবেতি। মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রশুদ্ধিং পরিকল্পয়ামীত্যেবম্। চিত্তশুদ্ধিশ্চ চিন্তান্তরপরিত্যাগা-দিনেত্যেবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ; তাশ্চ সর্ব্বা এব পরিপাল্যা বৈষ্ণবৈঃ, কিন্তু নিজসম্প্রদায়ানুসারেণেত্যর্থঃ ॥১০-১৩

অথ পীঠপূজা

তাম্রাদিপীঠে শ্রীখণ্ডাদ্যালিপ্তেঽষ্টদলং লিখেৎ।
সকর্ণিকং ত্রিবৃত্তাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরম্ ॥ ১৪ ॥
সদলাগ্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারবিভূষিতম্।
পূজাযন্ত্রং সমুদ্ধৃত্য পীঠার্চ্চাং তত্র সাধয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তাম্রাদিদ্বারা নির্ম্মিত পীঠে অর্থাৎ তাম্রপাত্রে চন্দনাদি লেপন করিয়া তাহাতে চতুর্দ্বার বিভূষিত চতুষ্কোণের মধ্যে অষ্টদলে ষোড়শ কেশর-যুক্ত সকর্ণিক বৃত্তত্রয়বিশিষ্ট দলাগ্রযুক্ত পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ঐ প্রকার পূজাযন্ত্র লিখিয়া পীঠ-পূজা করিবে ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকা—তাম্রাদিরচিতপীঠে শ্রীখণ্ডং চন্দনং তদা-দিনা আলিপ্তে অষ্টদলং ষোড়শকেশরং সকর্ণিকং বৃত্তত্রয়যুক্তং দলাষ্টসহিতঞ্চ পদ্মং লিখেৎ। এবং পূজাযন্ত্রং সম্যক্ উদ্ধৃত্য অঙ্কয়িত্বা তত্র তস্মিন্ যন্ত্রে পীঠস্য অর্চ্চাং পূজাং সাধয়েৎ নিষ্পাদয়েৎ; তত্র চার্ঘ্যজলেনাভ্যুক্ষ্য কুর্য্যাদিতি সদাচারতো জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪-১৫ ॥

পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাম্।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ॥১৬

অনুবাদ—পীঠে শ্রীভগবানের বামে শ্রীগুরু-পরম্পরা অর্থাৎ স্বীয় শ্রীগুরুদেব, পরমগুরু, পরাপর-

গুরু, মহাগুরু ও পরমেষ্ঠীগুরু এবং শ্রীগুরু-পাদুকা, নারদাদি প্রাচীন সিদ্ধ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-দিগের পূজা করিবে ॥ ১৬ ॥

টীকা—ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশান-কোণপর্য্যন্তদেশে ইত্যর্থঃ। শ্রীগুরূন্ নিজগুরু-পরম-গুরু-পরাপরগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূন্ যজেৎ। ক্বচিচ্চ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠিগুরু-পরাৎপর-গুরূনিতি। প্রয়োগঃ—শ্রীগুরুভ্যো নম ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাদ্যাক্ষরবিন্দুসহিতং বীজত্বেনাদৌ প্রযুঞ্জতে—গুং গুরুভ্যো নম ইতি; তথা গুরুপাদুকাশ্চ শ্রীনার-দাদীংশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধান্ অন্যাংশ্চাধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ—ওঁ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যো নম ইত্যাদিঃ ॥ ১৬ ॥

দক্ষিণে চার্চ্চয়েদ্দুর্গাং গণেশঞ্চ সরস্বতীম্।
তত্র প্রাগ্লিখিতন্যাসস্যানুসারেণ পূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দক্ষিণে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীকে তত্তৎ পরিচ্ছদাদির সহিত পূজা করিবে। এই সমস্ত পূজা পূর্ব্বোক্ত ন্যাস অনুযায়ী হইবে ॥ ১৭ ॥

টীকা—ভগবতো দক্ষিণে চ ভাগে দুর্গাদীনর্চ্চয়েৎ, তত্তৎপরিচ্ছদাদিসমেতানিতি জ্ঞেয়ম্। ততস্তদনন্তরং প্রাক্ পূর্ব্বং পীঠন্যাসে লিখিতস্য ন্যাসস্য পীঠন্যাস-স্যানুসারেণ যত্র যস্য পূজা যেন ক্রমেণ লিখিতাস্তি, তথৈব পুষ্পাদিনা তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ ধর্ম্মাদীংশ্চ বিদিক্ষ্বথ।
অধর্ম্মাদীংশ্চতুর্দিক্ষ্বনন্তাদীন্ মধ্যতঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥
শক্তীর্নবাষ্টপত্রেষু কর্ণিকায়াঞ্চ পূজয়েৎ।
তথা তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মধ্যস্থলে আধারশক্তি প্রভৃতি অর্থাৎ আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ। কোণ-সকলে ধর্ম্মাদি অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মাদি অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। পুনরায় মধ্যভাগে অনন্ত, পদ্ম, সূর্য্য-মণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল, সত্ত্ব, রজ, তম, আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই সমুদায়কে পূজা করিবে। পূর্ব্বাদি অষ্টদলক্রমে কেশরমধ্যে বিম-লাদি অষ্ট শক্তিকে ও কর্ণিকায় অনুগ্রহাশক্তিকে ক্রমানুসারে পূজা করিবে। তদুপরিভাগে যথোক্ত-প্রকারে পীঠমন্ত্রের অর্থাৎ সেই সেই বীজের সহিত সূর্য্যাদি মণ্ডলের এবং সেই সেই আদ্য অক্ষরের সত্ত্বা-দির এবং ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) বীজের সহিত জ্ঞানাত্মার পূজা করিতে হইবে।

প্রয়োগ যথা- ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি। ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। তার-পর ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাদি ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকা—তদেব বিশেষ্য দর্শয়তি—মধ্যে ইতি দ্বাভ্যাম্। পীঠমধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েৎ; আদিশব্দেন প্রকৃতি-কূর্ম্মানন্ত-পৃথিবী-ক্ষীরসমুদ্র-শ্বেত-দ্বীপরত্নমণ্ডপ-কল্পবৃক্ষাঃ। অত্র চ পূর্ব্ববদেব ক্ষীর-সমুদ্রাদিস্থানে তত্তৎপরিবর্ত্তেন শ্রীমথুরাদ্যা একান্তিভিঃ পূজ্যা ইতি বোদ্ধব্যম্। প্রয়োগঃ—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদিঃ। এবমগ্রেঽপি। অথানন্তরং বিদিক্ষু কোণেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ; আদি-শব্দেন জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি চতুর্দিক্ষু পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে অধর্ম্মা-দীন্ পূজয়েৎ; আদি-শব্দেনাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাণি, পুনশ্চ পীঠমধ্য এব অনন্তাদীন্ পূজয়েৎ; আদি-শব্দেন পদ্ম-সূর্য্যমণ্ডল-সোমমণ্ডল-বহ্নি-মণ্ডলানি, সত্ত্বরজস্তমাংসি আত্মান্তরাত্ম-পরমাত্মজ্ঞানাত্মানশ্চ। অষ্টসু পত্রেষু পূর্ব্বাদিদলক্রমেণ কেশরমধ্যে বিম-লাদ্যষ্টশক্তীঃ কর্ণিকায়াং চানুগ্রহাং শক্তিং পূজয়ে-দিত্যর্থঃ। শক্তয়শ্চ—'বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যেশানা ইত্যষ্ট, নবমী চানুগ্রহা' ইতি। যথোদিতমিতি—সূর্য্যাদিমণ্ডলং তত্তদ্বীজা-ক্ষরেণ সহ, সত্ত্বাদীন্ তত্তদাদ্যাক্ষরৈঃ সহ, জ্ঞানাত্মা-নঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সহ পূর্ব্ববৎ পূজয়েদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ—ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদিঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইতি চ ॥ ১৮-১৯ ॥

তৎপীঠে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়েদথ।
পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বেষ্টদেবরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২০ ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
নিজেষ্টদেবমূর্ত্তেশ্চ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহার পর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ পীঠে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবের রূপ ভাবনা করিতে হইবে। পরে মূলমন্ত্রপাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চিন্তা করিবে যে, নিজের ইষ্টদেব ও প্রতিমা অভিন্ন ॥২০-২১ ॥

টীকা—তস্মিন্ পূজিতে পীঠে ॥ ২০ ॥

টীকা—নিজেষ্টদেবস্য মূর্ত্তেশ্চ পীঠস্থাপিত-ভগবৎপ্রতিকৃতেঃ পরমমত্যন্তম্ ঐক্যম্ অভিন্নত্বং সঞ্চিন্তয়েৎ ॥ ২১ ॥

অথাবাহনাদীনি

ততো দেবার্চ্চনে প্রৌঢ়পাদতায়া নিষেধনাৎ।
ভূমৌ নিহিতপাদঃ সন্ কুর্য্যাদাবাহনাদিকম্ ॥২২॥
যচ্চাবাহ্যমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ।
শালগ্রামস্থাপনে চ নাবাহন-বিসর্জ্জনে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভূমিতে পদ রাখিয়া আবাহনাদি করিবে। কারণ পূজাকার্য্যে প্রৌঢ়পাদ হওয়া নিষিদ্ধ আছে। যোগ্য অধিষ্ঠানে আবাহন করিতে হয়। শালগ্রাম স্থাপনে আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই ॥ ২২-২৩ ॥

তথা চোক্তম্ —
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ যথা তথা।
শালগ্রামার্চ্চনে নৈব হ্যাবাহন-বিসর্জ্জনে ॥ ২৪ ॥
শালগ্রামে তু ভগবানাবির্ভূতো যথা হরিঃ।
ন তথান্যত্র সূর্য্যাদৌ বৈকুণ্ঠেঽপি চ সর্ব্বগঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত হইয়াছে—যেমন স্থাবর প্রতিমায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই, সেইরূপ শালগ্রামশিলাপূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। সর্ব্বত্রগামী ভগবান শ্রীহরি শালগ্রামে যেমন অধিষ্ঠিত থাকেন, সূর্য্যাদি অন্যান্য অধিষ্ঠানে কিংবা বৈকুণ্ঠেও তদ্রূপ অধিষ্ঠিত থাকেন না ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকা—প্রৌঢ়পাদতালক্ষণমাদৌ লিখিতমেবাস্তি। আদি-শব্দেন সংস্থাপনাদি, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি, আবাহ্যম্ আবাহনযোগ্যমস্থিরাদি, তত্র তস্মিন্ অধিষ্ঠানে আবাহনং বিসর্জ্জনঞ্চ নাচরেৎ। যদ্যপি মূর্ত্ত্যার্চ্চাবিধিরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বলিখনাচ্ছ্রীমূর্ত্তিপূজৈব প্রস্তুতাস্তি, তথাপ্যাবাহনাদিপ্রসঙ্গেঽস্মিন্ শালগ্রামাবাহননিষেধাদিকং লিখিতমিতি দিক্ ॥ ২২-২৫ ॥

অথাবাহনাদিবিধিঃ

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ সংদর্শ্যাবাহনং বুধঃ।
তথা সংস্থাপনং সন্নিধাপনং সন্নিরোধনম্ ॥ ২৬ ॥
সকলীকরণং চাবগুণ্ঠনঞ্চ যথাবিধি।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ পরমীকরণং তথা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর আবাহনাদির বিধি—বিজ্ঞ-ব্যক্তি আবাহনাদির মুদ্রা ঠিকমত দেখাইয়া যথা-বিধানে আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলীকরণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ করিবেন।

বিধি যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ, ইহাবহ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সকলীকুরু, ইহ সকলীকুরু, ইহ অবগুণ্ঠস্ব, ইহ অবগুণ্ঠস্ব, ইহামৃতীকুরু, ইহামৃতীকুরু, ইহ পরমীকুরু, ইহ পরমীকুরু" কেহ কেহ বলেন আগেই আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া পরে ক্রমশঃ আবাহনাদি করিবে। অন্যেরা বলেন আবাহনাদির সময় তত্তৎ মুদ্রা দেখাইবে ॥ ২৬-২৭ ॥

টীকা—আবাহনাদিকরণপ্রকারমেব লিখতি—আবাহনাদীতি দ্বাভ্যাম্; আবাহনাদিমুদ্রা আদৌ সম্যক্ দর্শয়িত্বা পশ্চাদাবাহনং, তথা সংস্থাপনাদিকঞ্চ বুধো যথাবিধি কুর্য্যাদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। বিধিশ্চায়ম্ —শ্রীকৃষ্ণ ইবাবহ ইহাবহ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সকলীকরু ইহ

সকলীকুরু, ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহাবগুণ্ঠস্ব, ইহামৃতীকুরু ইহামৃতীকুরু, ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু—ইতি ক্রমাদ্‌ব্রূয়াদিতি। আবাহনাদ্যষ্টমুদ্রাশ্চাগ্রে লেখ্যাঃ। কেচিচ্চাহুঃ—ক্রমেণ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়ন্ তত্র ক্রমেণ তত্তদ্‌ব্রূয়াদিতি ॥ ২৬-২৭ ॥

অথাবাহনাদ্যর্থঃ

আগমে—

আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্ ॥ ২৮ ॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্।
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থাপনং সন্নিরোধনম্ ॥ ২৯ ॥
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাত্যন্তপ্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনম্ ॥ ৩০ ॥
অমৃতীকরণং সর্ব্বেরেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা।
পরমীকরণং নামাভীষ্টসম্পাদনং পরম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপরঃ আবাহনাদির অর্থ আগমে লিখিত আছে—আদর পূর্ব্বক প্রভুকে সম্মুখীকরণের নাম আবাহন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্থাপন করার নাম সংস্থাপন। তবাস্মি অর্থাৎ আমি তোমার এইরূপ চিন্তা করিয়া তদীয়ত্ব দর্শন করার নাম সন্নিধাপন। ক্রিয়া সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থাপন তাহার নাম সন্নিরোধন। ত্বদীয় সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশের নাম সকলীকরণ। অত্যন্ত গাঢ় আনন্দ প্রকাশের নাম অবগুণ্ঠন। সকল অঙ্গদ্বারা অবরুদ্ধ করার নাম অমৃতীকরণ। আর অভীষ্ট সম্পাদনের নাম পরমীকরণ॥

টীকা—তস্য প্রভোঃ সর্ব্বাঙ্গস্য প্রকাশনমভিব্যঞ্জনং সকলীকরণম্? কেচিচ্চ অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসং সকলীকরণং বিদুঃ' ইতি বচনাপেক্ষয়া শ্রীমদঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গন্যাসং সকলীকরণং মন্যন্তে। তন্মতে চাবাহনাদিচতুষ্টয়মাদৌ কৃত্বা পশ্চাদঙ্গন্যাসং বিধায় ততোঽবগুণ্ঠনাদিকং কুর্য্যাদিতি ॥ ২৮-৩১ ॥

অথাবাহন-মাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষতপুষ্পকৈঃ।
এতাবতাপি রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ইতি॥৩২

অনুবাদ—অনন্তর আবাহন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নৃসিংহপুরাণে যথা—'আগচ্ছ নরসিংহ' এই মন্ত্র বলিয়া আতপচাউল ও ফুল দিয়া আবাহন করিবে। হে রাজেন্দ্র! কেবল মাত্র এই আবাহন করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৩২ ॥

ন্যস্যেদ্‌যথাসম্প্রদায়ং দেবেঽঙ্গাদীনি পূর্ব্ববৎ।
শঙ্খচক্রাদিকাশ্চাথ মুদ্রা বিদ্বান্ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে কথিত নিয়মানুসারে পণ্ডিতব্যক্তি সম্প্রদায়ের আচার মান্য করিয়া দেববৃন্দের অঙ্গাদি ন্যাস করিবেন এবং শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৩৩ ॥

তথা চ তত্ত্বসারে—

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ দর্শয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
অঙ্গন্যাসঞ্চ দেবস্য কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বসারে লিখিত আছে যে—আবাহনাদি মুদ্রা সকল দেখাইয়া তারপর দেবতার অঙ্গে অঙ্গন্যাস করিয়া পুনঃ মুদ্রা-সমূহ প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৩৪ ॥

অথ মুদ্রাঃ

আগমে—

আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ তথান্যাং সন্নিধাপনীম্।
সন্নিরোধকরীঞ্চান্যাং সকলীকরণীং পরাম্ ॥ ৩৫ ॥
তথাবগুণ্ঠনীং পশ্চাদমৃতীকরণীং তথা।
পরমীকরণীং চান্যাং প্রাগষ্টৌ দর্শয়েদিমাঃ ॥৩৬॥
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং শার্ঙ্গমেব চ।
খড়্গং পাশাঙ্কুশৌ তদ্বদ্বৈনতেয়ং তথৈব চ ॥ ৩৭ ॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বেণুমভীতি-বরদৌ তথা।
বনমালাং তথা মন্ত্রী দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে ॥ ৩৮ ॥
মুদ্রা চাপি প্রযোক্তব্যা নিত্যং বিল্বফলাকৃতিঃ।
ইত্যেতাশ্চ পুনঃ সপ্তদশ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
গন্ধদিগ্ধৌ করৌ কৃত্বা মুদ্রাঃ সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।
যোঽন্যথা কুরুতে মূঢ়ো ন সিদ্ধঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥৪০

অনুবাদ—অতঃপর মুদ্রাসকল সম্বন্ধে আগমে উক্ত আছে—কৃষ্ণপূজায় মন্ত্রী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সকলীকরণী, অবগুণ্ঠনী অমৃতীকরণী ও পরমীকরণী এই আট প্রকার মুদ্রা দেখাইবেন। তারপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গরুড়, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বেণু, অভয়, বর ও বনমালা এই সকল মুদ্রা দেখাইতে হয়। পরন্তু নিত্য বিল্বফলাকৃতি মুদ্রা প্রয়োগ করিতে হইবে। পুনরায় ঐ শতকোটি মুদ্রা দেখাইতে হইবে। প্রদর্শনকার্য্যেই হস্তদ্বয় চন্দনলিপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, অন্যথায় ফললাভ বা সিদ্ধিলাভ কোনটিই হইবে না ॥ ৩৫-৪০ ॥

টীকা—দেবে শ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ মন্ত্রস্যাঙ্গাদীনি ন্যস্যেৎ। আদি-শব্দেনাক্ষরাদি। পূর্ব্ববদিতি—যত্র যস্য যেন ক্রমেণ ন্যাসো লিখিতোঽস্তি, তথৈব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং স্বস্মিন্ পঞ্চাঙ্গাদি-ন্যাসপ্রসঙ্গে, তথা ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগে পীঠপূজামনু স্বহৃদি চিন্তিতশ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ ন্যাসপ্রসঙ্গে চ লিখিতমস্ত্যেব। দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাদিন্যাসো নাম দেবেন সহ মন্ত্রস্যৈক্যাপাদনায়েতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৩৩-৪০॥

অথ মুদ্রা-মাহাত্ম্যম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

এতাভিঃ সপ্তদশভির্মুদ্রাভিস্তু বিচক্ষণঃ।
যো বৈ মামর্চ্চয়েন্নিত্যং মোহয়েৎ স সুরেশ্বরম্।
দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মুদ্রা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অগস্ত্য সংহিতায় বলা হইয়াছে—যে বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সপ্তদশ মুদ্রাদ্বারা নিত্য আমার পূজা করেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি ইন্দ্রকেও মোহিত ও বিচলিত করিতে পারেন এবং অভিলষিতফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪১ ॥

টীকা—সুরেশ্বরম্ ইন্দ্রং দ্রাবয়েৎ স্বর্গাচ্চালয়েদপি; এবং ততস্তাভ্যো মুদ্রাভ্যো নিজাভীষ্টং প্রাপ্নুয়াৎ; যদ্বা, সুরেশ্বরং ভগবন্তং শ্রীরামমেব ততশ্চ দ্রাবয়েদিতি বৈকুণ্ঠান্নিজপার্শ্বং দ্রুতং প্রাপয়েৎ, দ্রুতহৃদয়ং কুর্য্যাদিতি বা; ততস্তদনন্তরং তস্মাদ্বা সুরেশ্বরাদিতি ॥৪১॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ বিল্বমুদ্রামধিকৃত্য—

মনো-বাণী-দেহৈর্যদিহ বপুষা বাপি বিহিত-,
মমত্যা মত্যা বা তদখিলমসৌ দুষ্কৃতচয়ম্।
ইমাং মুদ্রাং জানন্ ক্ষপয়তি নরস্তং সুরগণা,
নমন্ত্যস্যাধীনা ভবতি সততং সর্ব্বজনতা ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতেও বিল্বমুদ্রাকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে—ইহলোকে মন-বাক্য ও দেহদ্বারা অথবা সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অজ্ঞানে বা জ্ঞানে যে পাপ করা যায়, মনুষ্য এই মুদ্রা বিদিত হইলে তৎসমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এইরূপ মুদ্রাবেত্তা ব্যক্তি দেবগণেরও নমস্য হয় এবং লোকসকলকে বশে রাখিবার শক্তি লাভ করেন ॥ ৪২ ॥

টীকা—অসৌ নর ইমাং বিল্বাখ্যাং মুদ্রাং জানন্ তত্তদ্দুষ্কৃতনিচয়ং পাপসমূহম্ অখিলং নিঃশেষং ক্ষপয়তি বিনাশয়তি। কম্?—যং মনোবাক্কায়ৈঃ ইহ অস্মিন্ জন্মনি পুরা পূর্ব্বজন্মনি চ অমত্যা অজ্ঞানেন মত্যা বা জ্ঞানেন বিহিতং; দিবারাত্রিবিহিতমিতি পাঠে দিনে রাত্রৌ চ কৃতম্। যত্তদোর্নপুংসকত্বং মহাকবি-স্বাতন্ত্র্যাদব্যয়ত্বাদ্বা; যদ্বা, যৎ যস্মাৎ ক্ষপয়তি তত্তস্মান্নমন্তীত্যন্বয়ঃ। মুদ্রালক্ষণানি চ গুহ্যত্বান্ন লিখিতানি; তথা চোক্তম্—'গুরুং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ। অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ ॥' ইতি। অত্র চ তদ্বিজ্ঞানার্থমুদ্দিশ্যন্তে, তথা চাগমে (১) —'সম্যক্ সংপূটিতৈঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ। আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা দেশিকসত্তমৈঃ ॥ (২) অধোমুখীকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ স্থাপনীতি নিগদ্যতে। (৩) আশ্লিষ্টমুষ্টিযুগলা প্রোন্নতাঙ্গুষ্ঠযুগ্মকা। সন্নিধানে সমুদ্দিষ্টা মুদ্রেয়ং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ (৪) অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা ॥ (৫) অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী মতা ॥ (৬) সব্যহস্তকৃতা মুষ্টিদীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা যদি ॥ (৭) অন্যোঽন্যাভিমুখাঃ সর্ব্বাঃ কনিষ্ঠানামিকাঃ পুনঃ। তথা তর্জ্জনিমধ্যাশ্চ ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (৮) অন্যোঽন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ ॥ (৯) বামাঙ্গুষ্ঠং বিধৃত্যৈবং মুষ্টিনা দক্ষিণেন তু। তন্মুষ্টেঃ পৃষ্ঠতো দেশে যোজয়েচ্চতুরাঙ্গুলীঃ। কথিতা

শঙ্খমুদ্রেয়ং বৈষ্ণবার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ (১০) অন্যোঽন্যাভিমুখাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠযুগলে যদি। বিস্তৃতাশ্চেতরাঙ্গুল্যস্তদাসৌ দীর্শনী মতা ॥ (১১) অন্যোঽন্যগ্রথিতাঙ্গুল্য উন্নতৌ মধ্যমৌ যদি। সংলগ্নৌ চ তদা মুদ্রা গদেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥ (১২) পদ্মাকারাবাভিমুখ্যেন পাণী, মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠৌ শায়িতৌ কর্ণিকাবৎ। পদ্মাখ্যেয়ং সৈব সংলগ্নমধ্যা, স্পৃষ্টাঙ্গুষ্ঠা বিল্বসংজ্ঞেব মুদ্রা ॥ (১৩) অগ্রে তু বামমুষ্টেশ্চ ইতরা তু যদা মতা। তদেয়ং কৃতিভির্মুদ্রা জ্ঞেয়া মুষলসংজ্ঞিতা ॥ (১৪) বামস্ত-তর্জ্জনীপ্রান্তং মধ্যমান্তে নিযোজয়েৎ। প্রসার্য্য তু করং বামং দক্ষিণং করমেব চ ॥ নিযোজ্য দক্ষিণস্কন্ধে বাণপ্রেরণবত্ততঃ। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাঞ্চ কুর্য্যাদেষা প্রকীর্ত্তিতা শার্ঙ্গমুদ্রেতি মুনিভির্দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে ॥ (১৫) কনিষ্ঠাঽনামিকে দ্বে তু দক্ষাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতে। শেষে প্রসারিতে কৃত্বা খড়্গমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (১৬) পাশাকারাং নিযোজ্যৈব বামাঙ্গুষ্ঠাঙ্গতর্জ্জনীম্। দক্ষিণে মুষ্টিমাদায় তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ ॥ তেনৈব সংস্পৃশেন্মন্ত্রী বামাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকম্। পাশমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা কেশবার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ (১৭) তর্জ্জনীমীষদাকুঞ্চ্য শেষেণাপি নিপীড়য়েৎ। অঙ্কুশং দর্শয়েত্তদ্বদ্‌গৃহীত্বা, দক্ষমুষ্টিনা ॥ (১৮) অন্যোঽন্যপৃষ্ঠে সংযোজ্য কনিষ্ঠে চ পরস্পরম্। তর্জ্জন্যগ্রং সমং কৃত্বা কনিষ্ঠাগ্রং তথৈব চ ॥ ঈষদালম্বিতং কৃত্বা ইতরৌ পক্ষবত্ততঃ। প্রসার্য্য গারুড়ী মুদ্রা কৃষ্ণপূজাবিধৌ স্মৃতা ॥ (১৯) অন্যোঽন্যসম্মুখে তত্র কনিষ্ঠাতর্জ্জনীযুগে। মধ্যমানামিকে তদ্বদঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়য়েৎ ॥ দর্শয়েদ্ধৃদয়ে মুদ্রাং যত্নাচ্ছ্রীবৎসসংজ্ঞিতাম্ ॥ (২০) অন্যোঽন্যাভিমুখে তদ্বৎ কনিষ্ঠে সংনিযোজয়েৎ। তর্জ্জন্যনামিকে তদ্বৎ করৌ ত্বন্যোঽন্যপৃষ্ঠগৌ ॥ উৎসিক্তান্যোঽন্যসংলগ্নৌ বক্ষঃস্থিতকরাঙ্গুলীঃ। বিধায় মধ্যদেশে তু বামমধ্যমতর্জ্জনী ॥ সংযোজ্য মণিবন্ধে তু দক্ষিণে যোজয়েত্ততঃ। বামাঙ্গুষ্ঠে তু মুদ্রেয়ং প্রসিদ্ধা কৌস্তুভাহ্বয়া ॥ কৃচিচ্চ—অনামা পৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা ॥ বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াদ্দক্ষাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোঽন্যোঽন্যসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিতা ॥ (২১) ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সংকুচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥ (২২) অঙ্গং প্রসারিতং কৃত্বা স্পৃষ্টশাখং বরাননে। প্রাঙ্মুখন্তু ততঃ কৃত্বা অভয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ (২৩) দক্ষং ভুজং প্রসারিত্বা জানূপরি নিবেশয়েৎ। প্রসৃতং দর্শয়েদ্দেবি বরঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ (২৪) উত্তানতর্জ্জনীভ্যাস্তু উর্দ্ধাধঃপ্রক্রমেণ তু। মালাবৎ ক্রমবিস্তারা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥' ক্রমদীপিকায়াম্—'অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধা. তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি ততো বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্মারবীজং, বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ কথিতা স্থাপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ ॥' অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—'আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ সন্নিধীকরণীং তথা। সুসংনিরোধনীং মুদ্রাং সম্মুখীকরণীং তথা ॥ সকলীকরণীঞ্চৈব মহামুদ্রাং তথৈব চ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধেনু-কৌস্তুভ-গারুড়াঃ। শ্রীবৎসং বনমালাঞ্চ যোনিমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ ॥'

(১) মূলাধারাদ্দ্বাদশান্তমানীতঃ কুসুমাঞ্জলিঃ। ত্রিস্থানগত-তেজোভিবিনীতঃ প্রতিমাদিষু। আবাহনীয়া মুদ্রা স্যাদেষানর্চ্চবিধৌ মুনে ॥ (২) এষৈবাধোমুখী মুদ্রা স্থাপনে শস্যতে পুনঃ ॥ (৩) উন্নতাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুষ্টীকৃত করদ্বয়ম্। সন্নিধীকরণং নাম মুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ ॥ (৪) অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সংনিরোধনী ॥ (৫) উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥ (৬) অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী তথা ॥ (৭) অন্যোঽন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকরদ্বয়ী। মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিকসমাপনী ॥ (৮) কনিষ্ঠানামিকমধ্যান্তঃস্থাঙ্গুষ্ঠান্তরেঽগ্রতঃ। গোপিতাঙ্গুলিমূলেন সমন্তান্মুকুলীকৃতা। করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখ্যেয়ং সুরার্চ্চনে ॥ (৯) অন্যোঽন্যাভিমুখস্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ। অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে। চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা ॥ (১০) গদা মুদ্রা ততঃ পরম্।' অন্যোঽন্যাভিমুখাশ্লিষ্টাঙ্গুলিঃ প্রোন্নতমধ্যমা ॥ (১১) অথাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং মধ্যে দত্ত্বাপি পরিতঃ করৌ। মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন। পদ্মমুদ্রাভবেদেষা

(১২) ধেনুমুদ্রা ততঃ পরম্ ॥ অনামিকা কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ মধ্যমে। অন্যোহন্যাভিমুখাশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তুভসংজ্ঞিতা ॥ (১৩) কনিষ্ঠেঽন্যোঽন্যসংলগ্নেঽভিমুখেঽপি পরস্পরম্। বামস্যতর্জ্জনীমধ্যে মধ্যানামিকয়োরপি ॥ বামানামিকসংস্পৃষ্টা তর্জ্জনী-মধ্যশোভিতা। পর্য্যায়েণ নতাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তুভলক্ষণা। (১৪) কনিষ্ঠান্যোঽন্যসংলগ্না বিপরীতং বিযোজিতা। অধস্তাৎ স্থাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গারুড়সংজ্ঞিতা ॥ (১৫) তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকাদ্বয়ী। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা তর্জ্জন্যগ্রে করদ্বয়ী। মুনে শ্রীবৎস-সমুদ্রেয়ং ॥ (১৬) বনমালা ভবেত্ততঃ ॥ কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা মুষ্টিরুন্নীততর্জ্জনী। পরভ্রান্তা শিরস্যুচ্চৈস্তর্জ্জনীভ্যাং দিবৌকসঃ। মুদ্রা যোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বয়ী ॥ (১৭) তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যান্তঃস্থিতানামিকযুগ্মকা। মধ্যমূলস্থিতাঙ্গুষ্ঠা জ্ঞেয়া শস্ত্রার্চ্চনে মুনে ॥ ইতি ॥ ৪২ ॥

———

অথাসনাদ্যর্পণম্

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
দত্ত্বাসনার্থং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনা চরেৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসনাদি অর্পণ—অতঃপর ইষ্টদেবতার উপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া এবং আসনের জন্য পুষ্প নিবেদন করিয়া বিধি অনুসারে স্বাগত বিধান করিবে।

নিয়মগুলি এইরূপ—(শ্রীকৃষ্ণায় আসনং নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ! ইদম্ আসনম্, অত্র সুখমাস্যতাম্ এইরূপ বলিয়া আসন সমর্পণ করিয়া পুনরায় "শ্রীকৃষ্ণ সহপরিবারেণ স্বাগতং করোষী" এই বলিয়া স্বাগত মুদ্রা দ্বারা স্বাগত করাইবে ॥ ৪৩ ॥

টীকা—বিধিনেতি—শ্রীকৃষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামীতি শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনমত্রাস্যতাং সুখমিত্যেবমাসনং সমর্প্য, 'শ্রীকৃষ্ণ সহ-পরিবারেণ স্বাগতং করোষী' ইতি স্বাগতমুদ্রয়া স্বাগতং কুর্য্যাদিত্যেবং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। মূলমন্ত্রেণৈব সর্ব্বেষামুপচারাণাং সমর্পণঞ্চ ॥ ৪৩

———

আসনাদ্যুপচারেষু মুদ্রাঃ ষোড়শ দর্শয়েৎ।
প্রসিদ্ধাঃ পদ্ম-স্বস্ত্যাদ্যা বিদ্বান্ ষোড়শসু ক্রমাৎ ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণায়ার্পয়েদর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কং পুনশ্চাচমনীয়ঞ্চ বিধির্যথা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—মুদ্রাভিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি আসনাদি যাবতীয় পূজার উপহার প্রদান কার্য্যে পদ্ম, স্বস্তি প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার মুদ্রা ক্রমানুসারে প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৪৪ ॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বিধি অনুসারে অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় দিতে হইবে ॥৪৫

টীকা—সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু তত্তন্মুদ্রা দর্শয়িতব্যা ইতি প্রসঙ্গাদেকত্রৈব তা বিজ্ঞাপয়তি—আসনেতি। বিদ্বান্ তত্তন্মুদ্রাপ্রকারাভিজ্ঞঃ, ষোড়শসু আসনস্বাগতার্ঘ্যাদ্যুপচারেষু পদ্মাদ্যাঃ ষোড়শমুদ্রা ক্রমেণ দর্শয়েৎ। তাশ্চ প্রসিদ্ধা ইতি তত্তল্লক্ষণলিখনেনালমিতি ভাবঃ। তশ্চোক্তাঃ (১)—"আসনে পদ্মমুদ্রৈব কথিতা মুনিভিস্তথা। (২) ঈষন্নম্রাঙ্গুলির্দক্ষঃ সন্ত্যজ্যাঙ্গুষ্ঠকং করঃ। স্বাগতে স্বস্তিমুদ্রা তু মধ্যা মূলগতাঙ্গুলিঃ। (৩) স্বস্তিমুদ্রা দ্বিহস্তা চেন্মুদ্রা ত্বর্ঘ্যস্য কীর্ত্তিতা ॥ (৪) তৌ চ প্রসারিতৌ হস্তৌ পাদ্যমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (৫) দেশিনী মূলগাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণাধঃকনীয়সী। আচামমুদ্রা বিখ্যাতা দেবতাচমনে বিধৌ ॥ (৬) সংযুক্তানামিকাঙ্গুষ্ঠা তিস্রোঽন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ। মধুপর্কে চ সা মুদ্রা, (৭) সন্ত্যজ্য চ কনীয়সীম্। কৃত্বা মুষ্টিং তথা স্নানে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ যুতৌ ॥ (৮) অন্যাঃ প্রসারিতাস্তিস্রো মুদ্রা বস্ত্রস্য চোদিতাঃ। (৯) মাধুপর্কী সমুত্তানা মুদ্রালঙ্কারিকী স্মৃতা ॥ (১০) কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ তিস্রো মধ্যাঃ প্রসারিতাঃ। যজ্ঞোপবীতমুদ্রেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ (১১) মুক্তনির্ম্মালিকা মুষ্টির্গন্ধমুদ্রেতি সা স্মৃতা। (১২) উত্থিতাধোমুখী মধ্যা সাঙ্গুষ্ঠাশ্চেতরেতরাঃ ॥ পুষ্পমুদ্রা তদাখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। (১৩) অঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জনীলগ্নং তিস্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ ॥ মুদ্রা ধূপপ্রদানে স্যাদ্দেবানাং তুষ্টিকারিণী। (১৪) উত্তমা ধৌপকী মুদ্রা দীপমুদ্রেতি কীর্ত্তিতা ॥ (১৫) পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি। দ্বিধা নিবদ্ধা মুদ্রেয়ং নৈবেদ্যস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ (১৬) নাভৌ হৃদি ললাটে চ করসম্পুটয়োর্গতা। নমস্কারে ত্বিয়ং মুদ্রা দেবতানাং প্রসাদনী ॥" ইতি ॥ ৪৪ ॥

———

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে—

আবাহনাসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।
স্নানমাচমনং বস্ত্রাচমনং চোপবীতকম্ ॥ ৪৬ ॥
আচমনং গন্ধপুষ্পং ধূপদীপং প্রকল্পয়েৎ ।
নৈবেদ্যং পুনরাচামং নত্বা স্তুত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অতএব স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান ও আচমনীয়, বস্ত্র ও আচমনীয়, উপবীত ও আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পুনরাচমনীয় নিবেদন করিবে। তাহার পর নমস্কার ও স্তবপাঠ পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিতে হয় ॥ ৪৬-৪৭ ॥

———

অন্যত্র চ—

আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা পাদার্চ্চনমতঃপরম্ ।
পাদ্যমর্ঘ্যন্ত্বাচমনং মধুপর্কং যথোদিতম্ ॥ ৪৮ ॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে কৃত্বা মহাস্নানং সমাচরেৎ ।
অভিষেকাঙ্গবস্ত্রঞ্চ দত্বা নীরাজয়েদ্ধরিম্ ॥ ইতি ॥৪৯॥
শ্রীমূর্ত্তৌ তু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ ।
মুখে চাচমনীয়ং ত্রির্মধুপর্কঞ্চ তত্র হি ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু পাদ্যাদিষু পৃথক্ পৃথক্ ।
আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং কেচিদিচ্ছন্তি ভগবৎপরাঃ ॥৫১॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—অগ্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চরণ-পূজা করিতে হয়। পরে যথা বিধানে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক সমর্পণ করিবে। তাহার পর তৈলাদি মর্দ্দন ও গাত্র মার্জ্জন করিয়া মহাস্নান করাইতে হইবে। তারপর অভিষেকবস্ত্র ও অঙ্গবস্ত্র নিবেদন করিয়া শ্রীহরির আরাত্রিক করিতে হইবে। প্রতিমার্চ্চনস্থানে প্রতিমার মস্তকদেশে অর্ঘ্য, পাদযুগলে পাদ্য, মুখে তিনবার আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিবে। কোন কোন ভক্ত পাদ্যাদি সকল উপচার নিবেদন কার্য্যেই প্রথমতঃ এক এক পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের বিধান দিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৫১ ॥

টীকা—বিধির্যথা তথেত্যর্থঃ ; যদ্বা, বদভাবশ্চান্দসঃ ; বিধিবদ্‌যথা স্যাদিতি—শ্রীকৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবেদয়ামি স্বাহা ইত্যর্ঘ্যম্ ; তথৈব শ্রীকৃষ্ণায় স্বধা ইত্যাচমনীয়ম্ ; তথৈব মধুপর্কং চেত্যেবং তত্তন্মুদ্রয়া সমর্পয়েদিত্যত্র বিধির্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৫-৪৯ ॥

টীকা—শ্রীমূর্ত্তৌ স্থিতি—শালগ্রামশিলায়াং সাক্ষাৎ সর্ব্বাবয়বাবির্ভাবদৃষ্ট্যা তত্তদবয়বভাবনয়া সম্মুখে তত্তন্নিবেদয়েদিতি সূচিতম্। ত্রিঃ বারত্রয়মাচনীয়ং দদ্যাৎ। তত্র তস্মিন্ মুখ এব ॥ ৫০-৫১ ॥

———

অথ আসনাদ্যর্পণমাহাত্ম্যম্

নরসিংহপুরাণে—

দত্বাসনমথার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যমাচমনীয়কম্ ।
দেবদেবস্য বিধিনা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসনাদি অর্পণের মাহাত্ম্যে নরসিংহ পুরাণ বলেন—বিধান অনুসারে দেবদেবকে আসন, অর্ঘ্য পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিলে সমস্ত প্রকার পাপ হইতে নিস্তার লাভ করা যায় ॥ ৫২ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

আসনানাং প্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি ।
গোদানফলমাপ্নোতি তথা পাদ্যপ্রদো নরঃ ॥ ৫৩ ॥
ততস্ত্বর্হণদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
তথৈবাচমনীয়স্য দাতা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥
তীর্থতোয়ং তথা দত্বা দেবস্যাচমনং পুনঃ ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ।
নরস্ত্বাচমনীয়স্য দাতা ভবতি নির্ম্মলঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—আসনসমূহ প্রদানের দ্বারা সর্ব্বত্র স্থান লাভ হয়। পাদ্য প্রদানের ফলে গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। হে বিপ্র শ্রেষ্ঠগণ! অর্ঘ্য ও আচমনীয় নিবেদনকারীরও সমস্ত পাপ দূর হয়। তীর্থবারি দ্বারা আচমনীয় অর্পণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবলোকে বাস লাভ হয়। যিনি আচমনীয় নিবেদন করেন তাঁহার শরীর পাপশূন্য হয় ॥৫৩-৫৫

টীকা—অর্হণম্ অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ তদ্দানেন, হে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ, তীর্থতোয়মাচমনম্, আচমনীয়স্য জাত্যাদিদ্রব্যসাধিতস্যেতি ভেদঃ ॥ ৫২-৫৫ ॥

———

মধুপর্কস্য দানেন পরং পদমিহাপ্নুতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—মধুপর্ক দান করিলেই ইহলোকে পরমপদ লাভ করা যায় ॥ ৫৬ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে চ—

মধুপর্কবিধিং কৃত্বা মধুপর্কং প্রযচ্ছতি ।
ব্রহ্মন্ স যাতি পরমং স্থানমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে—হে ব্রহ্মন্ ! যিনি যথাবিধি মধুপর্ক নির্ম্মাণ করিয়া নিবেদন করেন, তিনি পরমস্থানে গমন করেন, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

টীকা—মধুপর্কস্য বিধিং কৃত্বা তত্তদ্দ্রব্যং সম্পাদ্য লিখিত-দ্রব্য-প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

———

অথ স্নানম্

বিজ্ঞাপ্য দেবং স্নানার্থং পাদুকে পুরতোঽর্পয়েৎ ।
মহাবিদ্যাদিনা চৈব স্নানস্থানং ততো নয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নান—"ভগবন্ স্নানভূমিম্ অলঙ্কুরু" ভগবানের নিকট এই প্রকারে নিবেদন করতঃ অনুমতি লইয়া—'পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ' এই বলিয়া সম্মুখভাগে পাদুকাযুগল অর্পণ করিতে হইবে। তারপর মহাদেবী প্রভৃতির সহিত—অর্থাৎ গীত, নৃত্য, ছত্র, চামরাদিসহ তাঁহাকে স্নানস্থানে লইয়া যাইতে হইবে। স্নানার্থ ঈশানকোণে স্নানমণ্ডপ তৈরী করিতে হয়। অভাবে মনে মনে স্নানমণ্ডপের চিন্তা করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—বিজ্ঞাপ্য 'ভগবন্ স্নানভূমিমলঙ্কুরু' ইতি নিবেদনং কৃত্বা, ততশ্চ পীঠাদুত্থিতস্য ভগবতঃ' 'পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ' ইতি ভগবদগ্রে পাদুকাদ্বয়ং সমর্পয়েৎ। এবং পূর্ব্বলিখিতানুসারেণাগ্রেঽপি সর্ব্বত্র বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। তৎ দেবম্, আদি-শব্দেন গীতনৃত্যচ্ছত্রচামরাদি, স্নানস্থানং স্নানার্থমৈশানকোণে নির্ম্মিতস্নানমণ্ডপম্, তদভাবে ভাবনয়ৈবেত্যেবং সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যম্ ॥ ৫৮ ॥

———

প্রাগ্বত্তত্রাসনং পাদ্যং তত্রৈবাচমনীয়কম্ ।
নিবেদ্য দর্শয়েন্মুদ্রামমৃতীকরণীং বুধঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—বিচক্ষণব্যক্তি সেইস্থলে পূর্ব্ববৎ আসন, পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিয়া অমৃতীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৫৯ ।

টীকা—তত্র স্নানস্থানে—'ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বাহা' ইত্যেবং নিবেদ্য; যদ্যপি স্নানমুদ্রা পৃথক্ লিখিতাস্তি; সাচাগ্রে দর্শ্যা, রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং, তথাপি শিষ্টাচারাদমৃতীকরণীং ধেনুমুদ্রেতি প্রসিদ্ধাং মুদ্রামপি দর্শয়েৎ। অতএব লিখিতম্—বুধ ইতি ॥ ৫৯ ॥

———

শালগ্রামশিলারূপং ততো দেবং নিবেশয়েৎ ।
স্নানপাত্রে নিজাভীষ্টাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিমেব বা ॥৬০॥

অনুবাদ—তারপর স্নানপাত্রে শালগ্রামরূপী শ্রীভগবানকে কিংবা নিজসেবিত ইষ্টমূর্ত্তিকে স্থাপন করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

টীকা—শালগ্রামশিলারূপমিত্যেবং ক্বচিৎ ক্বচিন্নির্দ্দেশস্তন্মাহাত্ম্যভরাপেক্ষয়া কেষাঞ্চিৎ সত্যং শ্রীমূর্ত্ত্যা সহৈব তৎপূজয়া তৎপ্রকারবোধনায়েতি দিক্। স্নানপাত্রে নিবেশয়েদিতি শ্রীচরণামৃতাপেক্ষয়া ফলবিশেষাপেক্ষয়া বা ॥ ৬০ ॥

———

অথ স্নানপাত্রম্

স্কন্দপুরাণে—

কৃত্বা তাম্রময়ে পাত্রে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্ ।
ফলমাপ্নোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ষিকম্ ॥ ৬১ ॥
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং ভক্ত্যা অশ্বত্থদলসংস্থিতম্ ।
প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মাযুতসমুদ্ভবম্ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলেন—যিনি তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া শ্রীমধুসূদনকে স্নান করান, তিনি শতবর্ষ স্নানের ফল এক এক দিনেই লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ অশ্বত্থপত্রে স্থাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমাধবের পূজা করেন, তিনি দশ হাজার পদ্ম দানের ফল লাভ করেন ॥ ৬১-৬২ ॥

টীকা—অর্চ্চয়েদিত্যনেন যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বত্রৈব তত্তৎ পাত্রমপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপচারেষু স্নানস্য মুখ্যত্বেনাত্র লিখিতং, পদ্মাযুতসমুদ্ভবং দশসহস্রকমলদানজম্। যদ্বা, পদ্মং সংখ্যাবিশেষঃ তস্যাপ্যযুতং, তাবদ্বর্ষপূজাসমুদ্ভবং পুণ্যমেকদিনেনৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬১-৬২ ॥

———

রম্ভাদলোপরি হরিং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েন্নরঃ।
বর্ষাযুতং ভবেৎ প্রীতঃ কেশবঃ প্রিয়য়া সহ ॥৬৩॥
যে পশ্যন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা পদ্মপত্রোপরিস্থিতম্।
ভক্ত্যা পদ্মালয়াকান্তং তৈরাপ্তং দুর্ল্লভম্ ফলম্ ॥
ইতি ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—কদলীপত্রের উপর রাখিয়া শ্রীহরির পূজা করিলে কেশব নিজ প্রিয়া লক্ষ্মীদেবী সহ তাঁহার প্রতি দশ হাজার বৎসর প্রীত থাকেন। যাঁহারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরিকে একবার মাত্র পদ্মপত্রস্থিত অবস্থায় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ল্লভ ফল পাইয়াছেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

———

ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ।
মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—এরপর ঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে শঙ্খস্থিতজল দ্বারা অভিষেক করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র সহকারে ধূপ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ৬৫ ॥

টীকা—অন্তরান্তরা স্নানকালে মধ্যে মধ্যে ধূপমর্পয়ন্ সুরভিধূপমর্পয়ন। তথা চ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং, স্নানোপচারমধ্যে—'সকৃষ্ণাগুরুধূপেন ধূপয়ন্নন্তরান্তরা' ইতি। অতএবাস্য মাহাত্ম্যমগ্রে লেখ্যং—'স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ' ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

———

তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ।
দিব্যৈস্তৈলাদিভি র্ব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—উপরি উক্ত স্নানকার্য্যে প্রথমতঃ দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

———

অথাভ্যঙ্গদ্রব্যাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

স্কান্দে—

মালতীজাতিমাদায় সুগন্ধানান্তু বা পুনঃ ॥ ৬৭ ॥
তথান্যপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ।
যে স্নাপয়ন্তি দেবেশমুৎসবে বৈ হরের্দ্দিনে ॥ ৬৮ ॥
মেদিনীদানতুল্যং হি ফলমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।
যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি ॥ ৬৯ ॥
অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণোর্মধ্যে ক্ষিপ্তা তু কুঙ্কুমম্।
রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা প্রিয়য়া সহ মাধবঃ।
প্রীত্যা বিভর্ত্তি স্বোৎসঙ্গে মন্বন্তরশতং হরিঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মর্দ্দনদ্রব্যসকল এবং সেই সকলের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি নিত্য মালতী, জাতি কিংবা অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্প লইয়া বিশেষতঃ একাদশী প্রভৃতি উৎসব দিনে শ্রীহরিকে স্নান করান, ব্রহ্মা বলিয়াছেন—তিনি পৃথিবী দানের ফল লাভ করেন। যিনি উৎকৃষ্ট ঔষধিযুক্ত কুঙ্কুমমিশ্রিত পুষ্পতৈল দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর গাত্রমর্দ্দন করেন, শ্রীমাধব প্রিয়ার সহিত রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আনন্দে তাঁহাকে একশত মন্বন্তর নিজক্রোড়ে ধারণ করেন ॥ ৬৭-৭০ ॥

টীকা—এবং সামান্যেন স্নানপ্রকারং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখতি—তত্র ত্বিত্যাদিনা স্নাপয়েৎ পুনরিত্যন্তেন ॥ ৬৬-৬৭ ॥

টীকা—বৈ ইতি বিশেষে। নিত্যং যে স্নাপয়ন্তি বিশেষতশ্চৈকাদশ্যাদ্যুৎসবদিনে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

গন্ধতৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ।
কেশবায় নরো দত্ত্বা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—মনুষ্য কর্ত্তৃক দিব্য সুগন্ধি তৈল কেশবকে অর্পণ করা হইলে কেশব প্রীত হইয়া গন্ধর্বগণের সহিত আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

———

অথ পঞ্চামৃতস্নপনম্

ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ।
দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৭২॥
পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎপ্রিয়াঃ।
কিন্তু তৈঃ কাল-দেশাদিবিশেষে কারয়ন্তি তৎ॥৭৩॥

অনুবাদ—তারপর শঙ্খে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে স্নান করাইবে। ভক্তগণ সর্ব্বদা পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবার বিধান করেন না, কিন্তু দেশকালবিশেষে উহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন॥ ৭২-৭৩॥

টীকা—পৃথক্ পৃথক্ ইতি তেষাং চতুঃষষ্ট্যুপচারেযুক্তস্য প্রত্যেকমুপচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পৃথক্ত্বেন তত্তৎফলোক্তেঃ॥ ৭২॥

অথ তৎপরিমাণম্

ব্রহ্মপুরাণে—

দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতাভ্যঙ্গস্ততো ভবেৎ।
পলানি তস্য দেয়ানি শ্রদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিঃ॥ ৭৪॥
অষ্টোত্তর-পলশতং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা।
দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে চ সংখ্যয়া॥ ৭৫॥
দাতব্যো যেন সর্ব্বাসু দিক্ষু নির্য্যাতি তদ্ঘৃতম্॥
ইতি॥ ৭৬॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে যথা—দেবতাদিগের প্রতিমাস্থলে শ্রদ্ধাসহকারে পঁচিশ পল ঘৃত মর্দ্দন করিতে হইবে। সক্ষম হইলে সর্ব্বদা স্নানের সময় ১০৮ পল ঘৃত মাখাইবে। মহাস্নানের সময় দুহাজার পল ঘৃত দেওয়ার নিয়ম আছে। এইরূপ ভাবে ঘৃত দিতে হইবে যাহাতে তাহা সকল দিক হইতে বহির্গত হইতে পারে॥ ৭৪-৭৬॥

টীকা—প্রমেতি পাঠে পরিমাণমিত্যর্থঃ; তস্য ঘৃতস্য পঞ্চবিংশতিঃ পলানি অবশ্যং দেয়ানি। শক্তৌ চ সত্যামষ্টোত্তরপলশতং দেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা, তৈলাদিভিরিব ঘৃতেন যোঽভ্যঙ্গস্তত্র পঞ্চবিংশতিঃ পলানি, স্নানে চাষ্টোত্তরশতপলানি দদ্যাদিত্যর্থং॥ ৭৪-৭৫॥

দুগ্ধাদাবপি সংখ্যেয়মেবং জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
পলসংখ্যা চ বিজ্ঞেয়া যাজ্ঞবল্ক্যাদিবাক্যতঃ॥ ৭৭॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণের অভিমত অনুসারে দুগ্ধাদির পরিমাণও এই প্রকারই হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদির বচন হইতে পল সংখ্যা জানিতে হইবে॥ ৭৭॥

টীকা—ইয়ং ঘৃতবিষয়িকা যা সংখ্যা, সৈব॥৭৭॥

তথা হি—

পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ।
সুবর্ণানাঞ্চ চত্বারঃ পলমিত্যভিধীয়তে॥ ইতি॥ ৭৮॥

অনুবাদ—উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এই যে—পঞ্চগুঞ্জা (কুঁচফল) পরিমাণে এক মাষ, ষোলমাষে এক সুবর্ণ এবং চারি সুবর্ণে এক পল হয়॥ ৭৮॥

টীকা—পঞ্চ কৃষ্ণলকানি গুঞ্জাফলানি যস্মিন্ সঃ, তে মাষাঃ ষোড়শ—সুবর্ণঃ॥ ৭৮॥

স্নানার্থে সুরভীক্ষীরং মহিষ্যাদ্যাস্তু কুৎসিতাঃ॥৭৯॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, স্নানের জন্য গাভীর দুগ্ধ প্রশস্ত। মহিষী প্রভৃতির দুগ্ধ নিন্দনীয়॥ ৭৯॥

টীকা—কুৎসিতা ইতি তাসাং ক্ষীরমপি নিত্যং স্নানার্থং ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ॥ ৭৯॥

কিঞ্চ—

অথ ক্ষীরাদিস্নপন-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শরীরদুঃখশমনং মনোদুঃখবিনাশনম্।
ক্ষীরেণ স্নপনং বিষ্ণোঃ ক্ষীরাম্ভোধিপ্রদং তথা॥৮০॥

অনুবাদ—অতঃপর দুগ্ধাদিদ্বারা স্নান করাইবার মাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—দুগ্ধদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাইলে দেহ ও মনের দুঃখ দূর হয় এবং ক্ষীরসমুদ্রে বাসের সুযোগ লাভ হয়॥ ৮০॥

অগ্নিপুরাণে—

গবাং শতস্য বিপ্রেভ্যঃ সম্যগ্দত্তস্য যৎ ফলম্।
ঘৃতপ্রস্থেন তদ্বিষ্ণোর্লভেৎ স্নানায় সংশয়ঃ॥ ৮১॥

ইন্দ্রদ্যুম্নেন ন সংপ্রাপ্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
ঘৃতোদকেন সংযুক্তা প্রতিমা স্নাপিতা কিল ॥ ৮২ ॥
প্রতিমাসং সিতাষ্টম্যাং ঘৃতেন জগতাং পতিম্।
স্নাপয়িত্বা সমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং কুরুতে নরঃ ॥
তৎ ক্ষালয়তি সন্ধ্যায়াং ঘৃতস্নপনতোষিতঃ ॥ ৮৪ ॥
যেষু ক্ষীরবহা নদ্যো নদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
তাঁল্লোকান্ পুরুষা যান্তি ক্ষীরস্নপনকা হরেঃ ॥৮৫॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে একশত গো-প্রদানে যে ফল লভ্য হয়, একবার শ্রীবিষ্ণুকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে সেই ফল লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ঘৃত ও জলদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে ঘৃতদ্বারা জগৎপতিকে স্নান করাইয়া পূজা করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মানুষ যে কিছু পাপ আচরণ করে, শ্রীহরি সায়ংকালীন ঘৃতস্নানে প্রীত হইয়া সেই সকল পাপ নাশ করেন। যে সকল স্থানের নদী দুগ্ধবাহিনী এবং নদসমূহের পায়স কর্দ্দম, শ্রীহরিকে দুগ্ধদ্বারা স্নানকারী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত লোকে গমন করেন ॥ ৮১-৮৫ ॥

টীকা—প্রস্থাদিসংখ্যা চ গোপথব্রাহ্মণে -'দ্বাত্রিংশৎপলকং প্রস্থমুক্তং স্বয়মথর্ব্বণা। আঢ়কস্তু চতুঃপ্রস্থৈশ্চতুর্ভির্দ্রোণ আঢ়কৈঃ ॥ ইতি ॥ ৮১ ॥

টীকা—সন্ধ্যায়াং যদ্ঘৃতস্নাপনং, তেন তোষিতো জগতাং পতিঃ ॥ ৮৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপুলস্ত্যপ্রহলাদসংবাদে—
দ্বাদশ্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ গব্যেন হবিষা হরেঃ।
স্নপনং দৈত্যশার্দ্দূল মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপুলস্ত্য-প্রহলাদ-সংবাদে—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে গব্য ঘৃতদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইলে মহাপাতক ধ্বংস হয়। এস্থলে দ্বাদশীতে প্রায়-ই বৈষ্ণবগণের উপবাস হয় এজন্য দ্বাদশী শব্দে এস্থলে উপবাস অর্থাৎ ব্রতদিনই জানিতে হইবে। ফলে পূর্ব্বে যে দ্বাদশীতে ভগবানকে স্নান করান নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার বিরোধ হইল না। অথবা দ্বাদশীর রাত্রি বলিলেও বিরোধ ঘটিতে পারে না। কাজেই বুঝা গেল দ্বাদশীর দিবা ভাগেই স্নান করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে স্নানে অধিক ফল হয়, কিন্তু আর আর তিথিতে স্নান করাইলে ও সেই ফল হইবে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—দ্বাদশ্যামিতি প্রায়ো বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যামুপবাসাপত্তের্ব্রতদিন ইত্যর্থঃ। 'স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা' ইত্যাদিলেখ্যবচনাৎ। যদ্বা, দ্বাদশ্যামিতি দ্বাদশীরাত্রাবিত্যর্থঃ দিবৈব তত্র হরিস্নপননিষেধাৎ; এবমন্যত্রাপূহ্যম্। দ্বাদশ্যামিত্যাদিকং তত্র তত্র ফলবিশেষার্থম্; বস্তুতস্ত সর্ব্বাস্বপি তিথিম্বিবতি জ্ঞেয়ম্, অন্যথা বচনান্তরৈর্বিরোধাপত্তে; এবমগ্রেঽপি ॥ ৮৬ ॥

দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো যথা।
তথৈবাশেষকামানাং ক্ষীরস্নানং ততো হরেঃ ॥৮৭॥

অনুবাদ—দুগ্ধ হইতে যেমন দধি প্রভৃতির বিকৃতির ফলে উদ্ভব হয়, সেইপ্রকার শ্রীহরিকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইলে তাহা হইতে বিবিধ অভীষ্টসিদ্ধি উৎপন্ন হয় ॥ ৮৭ ॥

নারসিংহে—
পয়সা যস্তু দেবেশং স্নাপয়েদ্গরুড়ধ্বজম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৮৮ ॥
স্নাপ্য দধ্না সকৃদ্বিষ্ণুং নির্ম্মলং প্রিয়দর্শনম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সেব্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥৮৯॥
দুঃস্বপ্নশমনং জ্ঞেয়মমঙ্গল্যবিনাশনম্।
মাঙ্গল্যবৃদ্ধিদং দধ্না স্নপনং নরপুঙ্গব ॥ ৯০ ॥
যঃ করোতি হরেরর্চ্চাং মধুনা স্নাপিতাং নরঃ।
অগ্নিলোকে স মোদিত্বা পুনর্বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥ ৯১ ॥
মধুনা স্নপনং কৃত্বা সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
লোকমিন্দ্রাণ্যবাপ্নোতি তথৈবেক্ষুরসেন চ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে যথা—গরুড়ধ্বজকে যিনি দুগ্ধদ্বারা স্নান করান, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপশূন্য হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দ ভোগ করেন। নির্ম্মল

প্রিয়দর্শন বিষ্ণুকে একবার মাত্র দধিদ্বারা স্নান করাইলে বিষ্ণুলোক লভ্য হয়। তথায় দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করেন। হে নরোত্তম! দধিদ্বারা স্নান করাইলে দুঃস্বপ্নের অবসান, অমঙ্গল ধ্বংস ও মঙ্গল বৃদ্ধি হয়। যে মনুষ্য মধুদ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন তিনি প্রথমে অগ্নিলোকে সুখানুভব করতঃ অবশেষ বিষ্ণুপুরে গিয়া বাস করেন। মধু ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইলে সৌভাগ্য লাভ হয় এবং লোক সকল তাঁহার মিত্র হয়॥ ৮৮-৯২॥

টীকা—স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা॥ ৮৯॥

টীকা—স্নাপয়ম্ সন্ অর্চ্চাং পূজাং স্নপনাত্মকপূজামিত্যর্থঃ॥ ৯১॥

———

শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে—

ক্ষীরস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরা বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
তেনাশ্বমেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতম্॥৯৩॥
ক্ষীরাদ্দশগুণং দধ্না ঘৃতং তস্মাদ্দশোত্তরম্।
ঘৃতাদ্দশগুণং ক্ষৌদ্রং খণ্ডং তস্মাদ্দশোত্তরম্॥ ৯৪॥

অনুবাদ—শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদেও বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহারা দুগ্ধদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর মস্তকে অভিষেক করেন, প্রতি বিন্দু দুগ্ধ পিছু তাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। দুগ্ধস্নান হইতে দধিস্নান দশগুণ বেশী ফলদায়ক। ঘৃতস্নানে দধিস্নানের দশগুণ, মধুস্নানে ঘৃতস্নানের দশগুণ এবং এবং শর্করাস্নান মধুস্নান অপেক্ষা দশগুণ বেশী ফলপ্রদ॥ ৯৩-৯৪॥

———

পুষ্পোদকঞ্চ গন্ধোদং বর্দ্ধতে চ দশোত্তরম্।
মন্ত্রোদকঞ্চ দর্ভোদং তথৈব নৃপসত্তম॥ ৯৫॥
দ্রাক্ষারসং চূতরসং শতবাজিমখৈঃ সমম্।
তথৈব তীর্থনীরঞ্চ ফলং যচ্ছতি ভূমিপ॥ ৯৬॥

অনুবাদ—পুষ্পজল ও গন্ধজল দশ দশ গুণে প্রধান। হে রাজন্! মন্ত্রপূতজল ও কুশজল এইরূপে দশ দশ গুণে প্রধান। দ্রাক্ষারস ও আম্ররস শতাশ্বমেধ যজ্ঞের সমান। হে নৃপ! তীর্থজলও সেইপ্রকার ফলদায়ক॥ ৯৫-৯৬॥

টীকা—পুষ্পোদকাদীনাং মাহাত্ম্যবিশেষোক্তেঃ তৈরপি স্নাপয়েদিত্যূহ্যম্; তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—'নারিকেলোদকেনাপি কর্পূরাদিসুগন্ধিনা। কদলীপনসাম্রাদিজলেনাপি সুগন্ধিনা। শতং সহস্রময়ুতং শক্ত্যা বাপ্যভিষেচয়েৎ॥' ইতি॥৯৫

———

স্নপনং কৃষ্ণদেবস্য যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ।
ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥

অনুবাদ—যিনি নিজের সামর্থ্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করান, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফল লাভ করেন আর যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারা মুক্তি ফল লাভ করেন॥ ৯৭॥

টীকা—তৎ অশ্বমেধজাদিকং প্রাপ্নোতি সকামঃ॥ ৯৭॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তীর্থোদকানি পুণ্যানি স্বয়মানীয় মানবঃ।
তৈলস্য স্নপনং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৮॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—যদি মানুষ নিজে পবিত্র তীর্থজল আনিয়া তৈলসহ তাহা দ্বারা শ্রীহরিকে যদি স্নান করায়, তাহা হইলে সকল পাতক হইতে মুক্তি হয়॥ ৯৮॥

———

অথ স্নপনে ধূপনে ধূপনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ।
প্রবিষ্টো নাসিকারন্ধ্রং পাপং জন্মাযুতং দহেৎ॥৯৯॥
উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদেরপসারণকারণম্।
দেবস্য কারয়েদ্দ্রব্যৈরুপযুক্তৈরনন্তরম্॥ ১০০॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নপন ও ধূপন কার্য্যে ধূপনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্নানের সময় যিনি অগুরু দাহ করেন, সেই অগুরুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে দশ হাজার জন্মের পাপ দহন করে। তারপর তৈলাদি দূরী

করণার্থ উপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা প্রভুর অঙ্গ মার্জ্জন করিবে ॥ ৯৯-১০০ ॥

টীকা—ধূপয়ন্নন্তরান্তরেতি যৎ স্নানকালে ধূপনং লিখিতং, তন্মাহাত্ম্যং লিখতি—স্নান ইতি। যমগুরুং দহতে দহতি জনঃ স এব প্রবিষ্টঃ সন্। য ইতি পাঠে তস্য পাপমগুরুরেব দহেৎ। প্রবিষ্টো নাসিকাং গন্ধ; ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। প্রবিষ্ট ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে তদ্‌গন্ধ ইতি শেষঃ। ততশ্চ স এব জন্মাযুতকৃতং পাপং দহেৎ; যদ্বা, পাপং দুঃখরূপং জন্মাযুতং, জন্মাযুতেঽপি দুঃখং নাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥৯৯॥

টীকা—উপযুক্তৈঃ উদ্বর্ত্তনযোগ্যৈর্যবচূর্ণাদিভিঃ ॥ ১০০ ॥

অথোদ্বর্ত্তনং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

নারসিংহে—

যবগোধূমজৈশ্চূর্ণৈরুদ্বর্ত্ত্যোষ্ণেন বারিণা।
প্রক্ষাল্য দেবদেবেশং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥১০১॥

অনুবাদ—অনন্তর অঙ্গমার্জ্জন ও তাহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীনৃসিংহপুরাণে যথা—যব অথবা গোধূম-চূর্ণদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনাপূর্ব্বক গরমজল দ্বারা দেবতার শ্রীঅঙ্গ ধৌত করিলে বরুণলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০১॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

গোধূম-যবচূর্ণৈস্তু তমুৎসাদ্য জনার্দ্দনম্।
লোধ্রচূর্ণক-সংকীর্ণৈর্বলরূপং তথাপ্নুয়াৎ ॥ ১০২ ॥
মসূরমাষচূর্ণঞ্চ কুঙ্কুমক্ষোদসংযুতম্।
নিবেদ্য দেবদেবায় গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যবা বা গোধূমচূর্ণের সহিত মিশ্রিত লোধ্রচূর্ণ দ্বারা জনার্দ্দনের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিলে বল ও রূপ লাভ হয়। মসূর কিংবা মাষচূর্ণের সহিত কুঙ্কুমচূর্ণ মিশাইয়া দেব-দেবকে নিবেদন করিলে গন্ধর্ব্বগণের সহিত সানন্দে বাস করা যায় ॥ ১০২-১০৩ ॥

বারাহে—

কলায়কস্য চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ।
তৈনৈবোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদ্‌গন্ধপুষ্পৈশ্চ সংযুতম্।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥
ইতি ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—পরমসিদ্ধি অভিলাষ করিলে আমার পূজানিষ্ঠ ব্যক্তি গন্ধ পুষ্পযুক্ত কলায়-চূর্ণ কিংবা পিষ্টচূর্ণ দ্বারা আমার অঙ্গ মার্জ্জনা করিবে ॥ ১০৪ ॥

টীকা—উদ্বর্ত্ত্যতে যেন তদুদ্বর্ত্তনং গন্ধাদিভিঃ সংযুতং কুর্য্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

ততঃ সমর্পয়েৎ কূর্চ্চমুষীরাদিবিনির্ম্মিতম্।
মলাপকর্ষণাদ্যর্থং শ্রীমন্মূর্ত্ত্যঙ্গসন্ধিতঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গসকলের সন্ধি-স্থান হইতে ময়লা দূর করার জন্য বেণামূলাদি নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রদান করিতে হয় ॥ ১০৫ ॥

টীকা—শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমত্যা বা মূর্ত্তেরঙ্গানাং সন্ধিস্থানতো মলস্যাপকর্ষণার্থং; আদি-শব্দেন কণ্ডুয়নাদি সেবার্থঞ্চ কূর্চ্চং সমর্পয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

অথ কূর্চ্চ তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

উষীরকূর্চ্চকং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দত্ত্বা গোবালজং কূর্চ্চং সর্ব্বাংস্তাপান্ ব্যপোহতি।
দত্ত্বা চামরকং কূর্চ্চং শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥১০৬॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—উষীরনির্ম্মিত কূর্চ্চ নিবেদন করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। গোপুচ্ছ দ্বারা তৈয়ারী কূর্চ্চ শ্রীহরিকে প্রদান করিলে সকলপ্রকার তাপ বিনষ্ট হয়। চমরী-পুচ্ছ দ্বারা নির্ম্মিত কূর্চ্চ অর্পণ করিলে অতি উত্তম সম্পত্তি লাভ হয় ॥ ১০৬ ॥

টীকা—ব্যপোহতি নিরস্যতি ॥ ১০৬ ॥

অথং শুদ্ধজলস্নপনম্

ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা।
শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শুদ্ধ জলদ্বারা স্নান করান—শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনাদির পর সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত সুগন্ধি অল্প গরম জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে শঙ্খস্থিত শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হইবে ॥ ১০৭ ॥

টীকা—কোষ্ণেন ঈষদুষ্ণেনাম্বুনা সম্যক্ স্নাপয়িত্বা, অন্যথা পঞ্চামৃতাদিলেপানপগমাৎ। পুনঃ পশ্চাৎ শীতলেনাম্বুনা স্নাপয়েৎ। কথম্ভূতেন ? সর্ব্বৌষধ্যাদিভিঃ সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা চ ॥ ১০৭ ॥

তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে (২৭।৩০)—

চন্দনোশীর-কর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈ স্নাপয়েন্মন্ত্রী নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে যে—ধন সম্পদ থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ চন্দন, উশীর, কপূর, কুঙ্কুম ও অগুরুচন্দনাক্ত জল দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইবেন ॥ ১০৮ ॥

অথ জলপরিমাণম্

ভবিষ্যে—

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ।
পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০৯॥

অনুবাদ—অনন্তর জলের পরিমাণ সম্বন্ধে ভবিষ্য পুরাণে বলা হইয়াছে—স্নানে একশত পল পরিমাণে জল দিতে হইবে। অভ্যঙ্গস্নানে পঁচিশ পল জল দিতে হইবে। দুই হাজার পল জল দিয়া স্নান করাইলে মহাস্নান হয় ॥ ১০৯ ॥

টীকা—দ্বে সহস্রে যদি দেয়ে, তদা মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। মহাস্নানে প্রকীর্ত্তিতে ইতি বা পাঠঃ ॥ ১০৯ ॥

অথ জলগ্রহণকালঃ

তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

ন নক্তোদকপুষ্পাদ্যৈরর্চ্চনং স্নানমর্হতি ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জল গ্রহণের কাল বিষয়ে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—রাত্রিকালে আহৃত জল বা পুষ্পাদিদ্বারা স্নান কিংবা পূজা করা অনুচিত ॥১১০॥

বিষ্ণুঃ—

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে—রাত্রিকালে আহৃত জল দ্বারা দৈব কার্য্য করিবে না ॥ ১১১ ॥

হারীতঃ—

রাত্রাবেতা আপো বরুণং প্রাবিশন্ত,
তস্মান্ন রাত্রৌ গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—হারীত বলিয়াছেন—রাত্রিতে এই সকল জল বরুণে প্রবেশ করে সুতরাং রাত্রিতে জল গ্রহণ করিবে না ॥ ১১২ ॥

অথ স্নপনমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

নির্ম্মাল্যমপনীয়াথ তোয়েন স্নাপ্য কেশবম্।
নরসিংহাকৃতিং রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১৩॥
গোদানজং ফলং প্রাপ্য যানেনাম্বরশোভিনা।
নরসিংহপুরং প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নান করাইবার মাহাত্ম্য শ্রীনৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্! নির্ম্মাল্য অপসারণ করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি শ্রীকেশবকে জলদ্বারা স্নান করাইলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং গোদানজনিত ফল প্রাপ্ত হইয়া মনোহর বিমানযোগে নরসিংহপুরে যাইয়া অনন্তকাল আনন্দানুভব করা যায় ॥ ১১৩-১১৪ ॥

কিঞ্চ—

স্নাপ্য তোয়েন ভক্ত্যা তু নরসিংহং নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১১৫ ॥
নরসিংহন্তু সংস্নাপ্য কর্পূরাগুরুবারিণা।
চন্দ্রলোকে স মোদিত্বা পশ্চাদ্বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥১১৬॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে যে—ভক্তি-পূর্ব্বক জলদ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবকে স্নান করাইলে সকল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণু-ধামে সানন্দে বাস করা যায়। যিনি কর্পূর এবং অগুরু মিশ্রিত জলে নৃসিংহদেবকে স্নান করান, তিনি চন্দ্রলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া পরে বিষ্ণুধামে বাসের অধিকার লাভ করেন ॥ ১১৫-১১৬

টীকা—স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ১১৫ ॥

কিঞ্চ—

কুশপুষ্পোদকেনাপি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
রত্নোদকেন সাবিত্রং কৌবেরং হেমবারিণা ॥১১৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—কুশ এবং পুষ্প-মিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। রত্নযুক্ত জলদ্বারা স্নান করাইলে সূর্য্যলোকে এবং সুবর্ণযুক্ত জলদ্বারা স্নান করাইলে কুবের লোকে বাস হয় ॥ ১১৭ ॥

টীকা—জলবিশেষস্য ফলং লিখতি—কুশেতি, কুশপুষ্পযুক্তোদকেন; যদ্বা, কুশাশ্চ পুষ্পাণি চ তদ্-যুক্তোদকেন, এবমগ্রেঽপি। শক্তৌ সত্যাং রত্নোদকা-দিনাপি স্নপনং বোদ্ধব্যম্ ॥ ১১৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

রত্নোদক-প্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্।
বীজোদকপ্রদানেন ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৮ ॥
পুষ্পতোয়-প্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি মানবঃ।
ফলতোয়প্রদানেন সফলাং বিন্দতে ক্রিয়াম্ ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—রত্নোদক প্রদানে অতি উত্তম সম্পত্তি লভ্য হয়। বীজমিশ্রিত জল প্রদান করিলে সাফল্য লাভ হয়। পুষ্পোদক অর্পণ করিলে মনুষ্য শ্রীমান হয়। ফল-মিশ্রিত জলে কার্য্য সফল হয় ॥ ১১৮-১১৯ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

সুগন্ধিনা যস্তোয়েন স্নাপয়েজ্জলশায়িনম্।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—জলশায়ী শ্রীহরিকে যিনি সুগন্ধি জলদ্বারা স্নান করান, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন ॥ ১২০ ॥

গারুড়ে—

তুলসীমিশ্রতোয়েন স্নাপয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
পূজয়ন্তি চ ভাবেন ধন্যাস্তে ভুবি মানবাঃ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—তুলসীমিশ্রিত জলে জনার্দ্দনকে স্নান করাইয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিলে মনুষ্যকুল ভূমণ্ডলে জীবনের সার্থকতা লাভ করেন ॥ ১২১ ॥

অগ্নিপুরাণে—

মহাস্নানেন গোবিন্দং সম্যক্ সংস্নাপ্য মানবঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—গোবিন্দকে সুচারু-রূপে মহাস্নান করাইয়া মানুষেরা নিঃসন্দেহে মনোমত ফল পাইতে পারে ॥ ১২২ ॥

টীকা—সম্যক্ যথাবিধীত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসংবাদে—

স্নানমভ্যর্চ্চনং যস্তু কুরুতে কেশবে সদা।
তস্য পুণ্যস্য যা সংখ্যা নাস্তি সা জ্ঞানগোচরা ॥১২৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—পুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যিনি প্রত্যহ শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া থাকেন ও তাঁহার পূজা করেন, পূজাকারীর পুণ্যের সংখ্যা জ্ঞানের অগোচর ॥ ১২৩ ॥

টীকা—কেশবে কেশবস্য স্নানরূপমভ্যর্চ্চনং যঃ কুরুতে ॥ ১২৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

স্নানার্থং দেবদেবস্য যস্তু গন্ধং প্রযচ্ছতি।
ভবন্তি বশগাস্তস্য নার্য্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২৪ ॥

পুষ্পদানাত্তথা লোকে ভবতীহ ফলান্বিতঃ।
দত্ত্বা মৃগমদস্নানং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১২৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—যে ব্যক্তি স্নানের নিমিত্ত দেবদেব শ্রীহরিকে গন্ধদ্রব্য দান করেন, সর্ব্বত্র সবসময় নারীগণ তাঁর বশীভূত থাকে। পুষ্পোদ্যানে ইহলোকে ফল প্রাপ্তি ও মৃগমদকস্তুরীমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইলে সমুদায় সকল কামনা পূর্ণ হয় ॥ ১২৪-১২৫ ॥

টীকা—জলসংস্কারার্থ-গন্ধাদি-সমর্পণ-মাহাত্ম্যমপি স্নানমাহাত্ম্যান্তর্গতমেবেত্যত্রৈব লিখতি—স্নানার্থমিত্যাদিনা ॥ ১২৪ ॥

সর্ব্বৌষধিপ্রদানেন বাজিমেধফলং লভেৎ।
দত্ত্বা জাতীফলং মুখ্যং সফলাং বিন্দতি ক্রিয়াম্ ॥১২৬

অনুবাদ—সর্ব্বৌষধি নিবেদনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং উৎকৃষ্ট জাতি ফল প্রদানে ক্রিয়া সফল হয় ॥ ১২৬ ॥

টীকা—ক্রিয়াং সর্ব্বোদ্যমমিত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

অথো সর্ব্বৌষধিঃ

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্।
শঠী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সর্ব্বৌষধি—মুরা, জটামাংসী, বচা, কুষ্ঠ অর্থাৎ কূড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা ও শঠী চম্পক, মুস্তা অর্থাৎ মুথা এই দশপ্রকার দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলা হয় ॥ ১২৭ ॥

টীকা—মুরা ভোটেতি প্রসিদ্ধা, মাংসী জটামাংসী, শৈলেয়ং শৈলজ ইতি প্রসিদ্ধং, রজনীদ্বয়ং হরিদ্রা দারুহরিদ্রা চ ॥ ১২৭ ॥

গন্ধশ্চাগমে—

গন্ধশ্চন্দনকর্পূরকালাগুরুভিরীরিতঃ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—আগমে গন্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে —চন্দন কর্পূর কৃষ্ণবর্ণ অগুরু এই ত্রিবিধ দ্রব্যকে গন্ধ বলে ॥ ১২৮ ॥

টীকা—চন্দনাদিভির্ভাগবিশেষেণ সাধিতো দ্রব্যবিশেষো গন্ধ ইতীরিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥

অথ শঙ্খমাহাত্ম্যম্

শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

শঙ্খস্থিতেন তোয়েন যঃ স্নাপয়তি কেশবম্।
কপিলাশতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২৯ ॥
শঙ্খে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ স্নাপয়তি মাধবম্।
দ্বাদশ্যাং বিন্দুমাত্রেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥১৩০॥

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খ মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—শঙ্খস্থিত জলদ্বারা যিনি কেশবকে স্নান করান, তাঁহার একশত কামধেনু দানের ফল লাভ হয়। যিনি শঙ্খস্থিত তীর্থ-জলদ্বারা দ্বাদশীতে মাধবকে স্নান করান, তিনি প্রত্যেক জল বিন্দুদ্বারা শতকুল উদ্ধার করেন ॥১২৯-১৩০ ॥

টীকা—ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদিত্যানা প্রস্তুতস্য শঙ্খস্য মাহাত্ম্যং লিখতি—শঙ্খেত্যাদিনা ॥ ১২৯॥

কপিলাক্ষীরমাদায় শঙ্খে কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
যঃ স্নাপয়তি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥ ১৩১॥
অন্য-গোসম্ভবং ক্ষীরং শঙ্খে কৃত্বা তু নারদ।
যঃ স্নাপয়তি দেবেশং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥১৩২॥
শঙ্খে কৃত্বা চ পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতম্।
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং হন্যাৎ পাপং চিরার্জ্জিতম্ ॥১৩৩
সাক্ষতং কুসুমোপেতং শঙ্খে তোয়ং সচন্দনম্।
যঃ কৃত্বা স্নাপয়েদ্দেবং মম লোকে বসেচ্চিরম্ ॥১৩৪

অনুবাদ—যে ধর্ম্মনিষ্ঠ শঙ্খে করিয়া কপিলা গাভীর দুগ্ধদ্বারা জনার্দ্দনকে স্নান করান, তিনি দশ হাজার যজ্ঞের ফল লাভ করেন। হে নারদ! শঙ্খে অন্য গোদুগ্ধ লইয়া শ্রীহরিকে স্নান করাইলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। আতপ চাউল ও পুষ্প মিশ্রিত জল শঙ্খে লইয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইলে অনেক জন্মের অর্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি শঙ্খস্থিত আতপ চাউল, পুষ্প, চন্দনমিশ্রিত জলে শ্রীহরিকে স্নান করান, সেই ব্যক্তি আমার লোকে অনন্তকাল বাস করেন ॥১৩৩-৩৪

ক্ষিপ্ত্বা গন্ধোদকং শঙ্খে যঃ স্নাপয়তি কেশবম্।
নমো নারায়ণায়েতি মুচ্যতে যোনিসঙ্কটাৎ ॥ ১৩৫ ॥
নাদ্যং তড়াগজং বারি বাপীকূপহ্রদাদিজম্।
গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্ব্বং কৃতং শঙ্খে কলিপ্রিয় ॥১৩৬॥
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবস্য চাজ্ঞয়া।
শঙ্খে তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ শঙ্খং সদার্চ্চয়েৎ ॥১৩৭

অনুবাদ—যিনি শঙ্খস্থিত গন্ধোদকে 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র বলিয়া শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করান তিনি জন্ম বিপত্তি হইতে মুক্ত হন। হে নারদ! নদীর জল, বাপীর জল, কূপের জল হ্রদাদির জল শঙ্খে রাখিলে তাহা গঙ্গা জলের সমান হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ভগবানের আজ্ঞায় ত্রিভুবনে যত তীর্থ বিদ্যমান, সমস্ত তীর্থই শঙ্খে বাস করেন, তাই নিত্য শঙ্খের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

———

শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতম্।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য সসাগরধরাফলম্ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—পুষ্প, তিল ও আতপ চাউল শঙ্খ মধ্যে লইয়া যিনি শ্রীহরিকে অর্ঘ্য অর্পণ করেন, তিনি সসাগরা ধরা দানের ফল লাভ করেন ॥ ১৩৮ ॥

টীকা—সসাগরধরাদানস্য ফলং তস্য ভবতীতি শেষঃ ॥ ১৩৮ ॥

———

অর্ঘ্যং দত্ত্বা তু শঙ্খেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ১৩৯ ॥
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে।
বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা ॥১৪০॥

অনুবাদ—শঙ্খের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিয়া যিনি প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ফল প্রাপ্তি হয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন হিম-সমূহ নষ্ট হয় সেইরূপ শঙ্খ দর্শন করিলে পাপসকল বিনষ্ট হয়। স্পর্শ করিলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব? ॥ ১৩৯-১৪০ ॥

———

নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে স্নানার্চ্চনবিলেপনে।
শঙ্খমুদ্বহতে যস্তু শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—যিনি নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মে অথবা স্নান, পূজা ও বিলেপন কার্য্যে সতত শঙ্খ ব্যবহার করেন, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত শ্বেতদ্বীপে বাস করিতে পারেন ॥ ১৪১ ॥

———

নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥১৪২॥

অনুবাদ—নমস্কার করিয়া হস্তে শঙ্খ লইয়া যে বৈষ্ণব এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে বিষ্ণুকে স্নান করান, তাঁহার পুণ্যের সীমা নাই ॥ ১৪২ ॥

———

মন্ত্রঃ

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥১৪৩॥
তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাঙ্কাযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ১৪৪ ॥
গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥১৪৫॥

অনুবাদ—এক্ষণে মন্ত্র বলা হইতেছে—হে পাঞ্চজন্য! তুমি পূর্ব্বে সাগর হইতে উত্থিত হইয়াছিলে, বিষ্ণু তোমাকে শ্রীহস্তে ধারণ করিয়াছেন, দেবতারা তোমাকে সম্মান করেন, তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য তোমার শব্দে মেঘ, দেবতা ও অসুর সকলের ভয় হয়, তোমার দীপ্তি দশ হাজার চন্দ্রের দীপ্তি সদৃশ. তোমাকে প্রণাম। হে পাঞ্চজন্য! তোমার ধ্বনিতে পাতালে হাজার হাজার দৈত্যনারীর গর্ভপাত হয়, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৪৩-১৪৫ ॥

———

বারাহে চ—

দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন চ।
উদকে নাভিমাত্রে তু যঃ কুর্য্যাদভিষেচনম্ ॥ ১৪৬ ॥
প্রাক্ স্রোতসি চ নদ্যাং বৈ নরস্ত্বেকাগ্রমানসঃ।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৪৭ ॥
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রে ঔডুম্বরে স্থিতম্।
উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা কৃষ্ণমানসঃ।
তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১৪৮॥

অনুবাদ—বরাহ পুরাণেও লিখিত আছে—যে ব্যক্তি নদীর স্রোতে পূর্ব্বমুখে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খমধ্যে তিলসহ জল লইয়া একান্তমনে স্নান করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তখনই ধ্বংস হয়। যিনি কৃষ্ণগতমনে তাম্রপাত্রস্থিত জল শঙ্খে লইয়া মস্তকে অভিষেক করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয় ॥ ১৪৬-১৪৮ ॥

টীকা—প্রসঙ্গাদ্দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খমাহাত্ম্যমপি সামান্যেন লিখতি—দক্ষিণেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। অভিষেচনং ভগবতঃ স্বস্যাপি বা ॥ ১৪৬ ॥

———

আগমে—

বৃহত্ত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ম্ ॥ ১৪৯ ॥
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্ন জায়তে।
নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্ন হি ॥
ইতি ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—আগমে বর্ণিত হইয়াছে—বৃহত্ব, স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছত্ব—শঙ্খের এই তিন প্রকার গুণ। যদি নালিকাতে স্বভাবজ ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণযুক্ত থাকিলে আবর্ত্ত ভঙ্গ প্রভৃতি অন্য কোন দোষ হয় না ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

———

ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং স্নানকালে প্রশস্যতে।
যতো ভগবতো বিষ্ণোস্তৎ সদা পরমং প্রিয়ম্ ॥১৫১

অনুবাদ—স্নানেরসময়ে ঘণ্টাবাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ ঐ বাদ্য কেশব সর্ব্বদাই পছন্দ করেন ॥ ১৫১ ॥

———

নারদপঞ্চরাত্রে—

আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পনৈবেদ্যযোজনে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাম্ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—আবাহনে, অর্ঘ্যে, ধূপে, পুষ্পে ও নৈবেদ্য অর্পণে ঘণ্টাবাদ্যের এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সর্ব্বদা ঘণ্টা বাজাইতে হইবে ॥ ১৫২ ॥

টীকা—তৎ ঘণ্টাবাদ্যম্ ॥ ১৫২ ॥

———

তন্মন্ত্রঃ

জয়ধ্বনিং ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধূপং নীচৈঃ প্রদাপয়েৎ ॥১৫৩
পূজাকালং বিনান্যত্র স্থিতং নাস্যাঃ প্রচালনম্।
ন তয়া চ বিনা কুর্য্যাৎ পূজনং সিদ্ধিলালসঃ ॥ ১৫৪

অনুবাদ—এখন ঘণ্টার মন্ত্র বলা হইতেছে—"জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চন করতঃ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ধীরে ধীরে ধূপ অর্পণ করিতে হইবে। পূজার সময় ছাড়া অন্য সময় ঘণ্টা বাজান শুভ সূচক নহে। সিদ্ধিকামী ঘণ্টাবাদ্য ছাড়া পূজা করিবেন না ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

———

অথ ঘণ্টামাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঘণ্টার মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—স্নান ও অর্চ্চনা করিবার সময় যিনি বাসুদেবের সম্মুখে ঘণ্টা বাজান, তাঁহার পুণ্য ফল শোন ॥ ১৫৫ ॥

———

বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ১৫৬ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া।
বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুদ্ভবম্ ॥ ১৫৭ ॥
বাদিত্রনিনদৈস্তূর্য্যগীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ ॥১৫৮

অনুবাদ—ঘণ্টাবাদনকারী সহস্র কোটি বৎসর ও শতকোটি বৎসর স্বর্গে অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া বাস করেন। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, ঘণ্টা

সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়া। ঘণ্টাবাজাইলে কোটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমান পুণ্য লাভ হয়। যিনি বাজনার শব্দ, তুর্য্যধ্বনি, সঙ্গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে হরিকে স্নান করান তিনি নিঃসন্দেহে জীবন্মুক্ত হন ॥ ১৫৬-১৫৮ ॥

বাদিত্রাণামভাবে তু পূজাকালে হি সর্ব্বদা।
ঘণ্টাশব্দো নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥১৫৯
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েৎ ॥১৬০॥
মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥১৬১॥

অনুবাদ—যদি বাদ্যযন্ত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে পূজাকালে ঘণ্টাবাজাইলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, কারণ ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী। ঘণ্টা শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। এই জন্য যত্নসহকারে ঘণ্টাবাদ্য করা উচিত। ঘণ্টার শব্দে দেবেশ্বর কেশব শতমন্বন্তর ও সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ১৫৯-১৬১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবৎ-প্রহলাদ-সংবাদে—
শৃণু দৈত্যেন্দ্র বক্ষ্যামি ঘণ্টামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
প্রহলাদ ত্বৎসমো নাস্তি মদ্ভক্তো ভুবনত্রয়ে ॥১৬২॥
মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো মম তিষ্ঠতি।
অর্চ্চিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈত্যজ ॥১৬৩॥
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শনযুতাং যদি।
মমাগ্রে স্থাপয়েদ্‌যস্তু দেহে তস্য বসাম্যহম্ ॥১৬৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবৎ-প্রহলাদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! ঘণ্টার উত্তম মাহাত্ম্য কথা শোন। হে প্রহলাদ! ত্রিভুবনে তোমার মত ভক্ত আর নাই। হে দৈত্যনন্দন! বৈষ্ণবগৃহে আমার সম্মুখে রক্ষিত আমার নামাঙ্কিত ঘণ্টার পূজা হইলে আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকি জানিবে। যদি ঘণ্টায় গরুড়চিহ্ন কিংবা সুদর্শন চিহ্ন থাকে তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই ঘণ্টা আমার সম্মুখে রাখে, আমি তার দেহে বাস করি ॥ ১৬২-১৬৪ ॥

টীকা—তস্য দেহে বসামি, প্রকটাধিষ্ঠামীত্যর্থঃ; অতো মদধিষ্ঠানবৎ সোঽপি পূজ্য ইতি ভাবঃ ॥১৬৪॥

যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাম্।
ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে ॥ ১৬৫ ॥
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলম্।
মখাযুতং গোঽযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণশতোদ্ভবম্ ॥ ১৬৬ ॥
বিধিবাহ্যকৃতা পূজা সফলা জায়তে নৃণাম্।
ঘণ্টানাদেন তুষ্টোঽহং প্রযচ্ছামি স্বকং পদম্ ॥১৬৭

অনুবাদ—হে বৎস! প্রত্যহ ধূপ, নীরাজন, স্নান, পূজা ও বিলেপনকালে যিনি আমার সম্মুখে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা বাজান, তিনি প্রতিকার্য্যে দশ-হাজার যজ্ঞের দশহাজার গোদানের ও একশত চান্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ করেন। যে কোন পূজাতেই ঘণ্টাবাজাইলে তাহা সফল হয়, আমি ঘণ্টাবাদ্যে তুষ্ট হইয়া নিজধাম প্রদান করি ॥ ১৬৫-১৬৭ ॥

টীকা—গোঽযুতং গবাযুতং গবামযুতস্য দানজং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—অধনো দরিদ্রঃ যথা লক্ষ্মীং ধনসম্পত্তিং প্রাপ্য প্রীতিং করোতি, তদ্বৎ ॥ ১৬৭ ॥

নাগারি-চিহ্নিতা ঘণ্টা রথাঙ্গেন সমন্বিতা।
বাদনাৎ কুরুতে নাশং জন্ম-মৃত্যুভয়স্য চ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—চক্র চিহ্নযুক্ত ও গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা বাজাইলে জন্ম-মৃত্যুর ভয় নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৮ ॥

গরুড়েনাঙ্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্ট্বাহং প্রত্যহং সদা।
প্রীতিং করোতি দৈতেন্দ্র লক্ষ্মীং প্রাপ্য যথাঽধনঃ ॥
দৃষ্ট্বামৃতং যথা দেবাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্ত্যহর্নিশম্।
সুপর্ণে চ তথা প্রীতিং ঘণ্টাশিখরসংস্থিতে ॥ ১৭০ ॥
স্বকরণে প্রকুর্ব্বন্তি ঘণ্টানাদং স্বভক্তিতঃ।
মদীয়ার্চ্চনকালে তু ফলং কোট্যৈন্দবং কলৌ ॥১৭১॥

অনুবাদ—হে দৈত্যেন্দ্র! দরিদ্রব্যক্তির সম্পত্তি-প্রাপ্তি জন্য সন্তুষ্টির ন্যায় গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা দর্শনে

আমি সন্তুষ্ট হই। যে প্রকার সুধাদর্শন করিলে দেবগণ দিবারাত্র প্রীতি প্রকাশ করেন, সেইপ্রকার ঘণ্টার উপরিভাগে গরুড়মূর্ত্তি দেখিলেও আমি প্রীত হই॥ কলিযুগে আমার পূজার সময় ভক্তি সহকারে নিজ হস্তে ঘণ্টা বাজাইলে কোটি চন্দ্রায়ণের ফল লাভ হয়॥ ১৬৯-১৭১॥

টীকা—ঘণ্টায়াঃ শিখরমগ্রং, তত্র সম্যক্ স্থিতে সতি ; প্রীতিং করোমীতি শেষঃ। প্রীয়ে ইতি বা পাঠঃ। সুপর্ণেমীতি পাঠে এমি প্রাপ্নোমি। পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ॥ ১৭০॥

টীকা—ঐন্দ্রবং চান্দ্রায়ণং, তৎ কোটিসম্ভবং ফলমিত্যর্থঃ। দীনারকোটিজমিতি পাঠে দীনারং সুবর্ণমুদ্রাবিশেষঃ, তৎকোটিদানজম্॥ ১৭১॥

অন্যত্র চ—

ঘণ্টাদণ্ডস্য শিখরে সচক্রং স্থাপয়েত্তু যঃ।
গরুড়ং বৈ প্রিয়ং বিষ্ণোঃ স্থাপিতং ভুবনত্রয়ম্॥১৭২
সচক্রঘণ্টানাদন্তু মৃত্যুকালে শৃণোতি যঃ।
পাপকোটিযুতস্যাপি নশ্যন্তি যমকিঙ্করাঃ॥ ১৭৩॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে যে—ঘণ্টা-দণ্ডের শিরোভাগে যিনি বিষ্ণুর প্রিয় চক্র ও গরুড় স্থাপন করেন, তিনি ত্রিভুবনকে স্থাপিত করিলেন। মরণকালে যিনি চক্রচিহ্নিত ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করেন, কোটি পাপে পাতকী হইলেও যমদূতগণ তাঁহার নিকট না আসিয়া পলায়ন করে॥ ১৭২-১৭৩॥

টীকা—নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি, পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৭৩॥

সর্ব্বে দোষাঃ প্রলীয়ন্তে ঘণ্টানাদে কৃতে হরৌ।
দেবতানাং মুনীন্দ্রাণাং পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ॥১৭৪
অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ।
ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ॥১৭৫॥

অনুবাদ—শ্রীহরিপূজায় ঘণ্টা-শব্দে দোষ সকল বিনষ্ট হয় এবং দেবতা, মুনীন্দ্র ও পিতৃগণ আনন্দ লাভ করেন। গরুড় চিহ্নিত ও চক্র চিহ্নিত ঘণ্টার অভাবে অন্য ঘণ্টা বাজাইলে প্রভু ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন। ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১৭৪ ১৭৫॥

গৃহে যস্মিন্ ভবেন্নিত্যং ঘণ্টা নাগারিসংযুতা।
ন সর্পাণাং ভয়ং তত্র নাগ্নিবিদ্যুৎসমুদ্ভবম্॥ ১৭৬॥
যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খশ্চ পুরতো হরেঃ।
কথং ভাগবতং নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ॥
ইতি॥ ১৭৭॥

অনুবাদ—গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা গৃহে থাকিলে সর্পভয় থাকে না এবং অগ্নি বা বিদ্যুতের ভয় নষ্ট হয়। যাঁহার গৃহে শ্রীহরির সম্মুখে শঙ্খ ও ঘণ্টা নাই, তাঁহাকে কোন প্রকারেই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় না॥ ১৭৬-১৭৭॥

অতো ভগবতঃ প্রীত্যৈ ঘণ্টা শ্রীগরুড়ান্বিতা।
সংগৃহ্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্চক্রেণোপরিমণ্ডিতা॥ ১৭৮॥
স্নানে শঙ্খাদিবাদ্যন্তু নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ।
গীতং নৃত্যং পুরাণাদি-পঠনঞ্চ প্রশস্যতে॥ ১৭৯॥

অনুবাদ—অতএব বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত গরুড় ও চক্র চিহ্নিত ঘণ্টা লইবেন। শ্রীহরির স্নানের সময় শঙ্খাদি বাদ্য, নামসংকীর্ত্তন, গীত, নৃত্য ও পুরাণাদি পাঠ এই সকলের বিশেষ প্রশংসা করা যাইতেছে॥ ১৭৮-১৭৯॥

অথ স্নানে বাদ্যাদিমাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণে—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য শঙ্খাদীনান্তু বাদনম্।
কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাদরম্॥ ১৮০॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নানকালীন বাদ্যাদি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে যথা—যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্নান সময়ে শঙ্খাদি বাদ্য করেন, তিনি এককল্প কাল ব্রহ্মপুরে বাস করেন॥ ১৮০॥

স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃষ্ণস্যাগ্রে তু নর্ত্তনম্।
গীতঞ্চৈব পুনাত্যত্র ঋচোক্তং বদনেন হি॥ ১৮১॥

অনুবাদ—ঋক্ বেদ নিজে প্রকাশ করিয়াছেন যে—স্নানকালে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নৃত্য ও গীত সকলকে পবিত্র করে ॥ ১৮১ ॥

টীকা—পুনাতীতি নর্ত্তনাদিকর্ত্তৃন্ ; ঋচোক্তং বদনেন হীতি ঋগ্বেদেন স্বমুখেন সাক্ষাদয়মর্থঃ সাধিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অত্র পাবনে যৎ ফলং, তদৃচৈবোক্তং নান্যস্য বদনে প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮১ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

মৃদঙ্গবাদ্যেন যুতং পণবেন সমন্বিতম্ ।
অর্চ্চনং বাসুদেবস্য সনৃত্যং মোক্ষদং নৃণাম্ ॥১৮২॥

অনুবাদ—ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে—মৃদঙ্গ ও পণববাদ্যসহকারে নৃত্য করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চন করিলে সেই অর্চ্চনা মনুষ্যগণের মুক্তিদায়িনীস্বরূপ ॥ ১৮২ ॥

———

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনম্ ।
পূজাকালে তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ম্ ॥ ১৮৩ ॥
নৃত্যবাদ্যাদ্যভাবে তু কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনম্ ।
পূজাকালে ত্বিদং পুত্র সর্ব্বদা প্রীতিদায়কম্ ॥১৮৪॥
পুস্তকস্যাপ্যভাবে তু বিষ্ণুনামসহস্রকম্ ।
স্তবরাজং মুনিশ্রেষ্ঠ গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্ ॥ ১৮৫ ॥
পূজাকালে তু দেবস্য গীতাস্তোত্রমনুস্মৃতিঃ ।
পঞ্চস্তবা মহাভাগ মহাপ্রীতিকরা হরেঃ ॥ ১৮৬ ॥
বিহায় গীতবাদ্যানি পূজাকালে সদা হরেঃ ।
পঠনীয়ং মহাভক্ত্যা বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের পূজাকালে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুস্তকবাচন সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিকর। নৃত্য ও বাদ্যের অভাবে পুস্তকবাচন করিবে। হে বৎস। পূজার সময়ে ইহা সর্ব্বদা প্রীতিকর হয়। শ্রীকৃষ্ণের পূজার সময় পুস্তকের অভাব হইলে বিষ্ণুসহস্রনাম, স্তবরাজ, গজেন্দ্রমোক্ষণ, গীতাস্তোত্র ও অনুস্মৃতি এই পাঁচটি স্তব প্রভুর অতিশয় প্রীতিকর। শ্রীহরির পূজাকালে গীতবাদ্য বর্জ্জন করিয়া মহতী ভক্তিসহকারে সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ করিবে॥ ১৮৩-১৮৭ ॥

টীকা—অর্চ্চনমিত্যনেন পূজাকালে, ত্বিত্যাদিনা চ যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বোপচারেষু সর্ব্বদৈব বাদ্যাদিকং বিহিতং, তথাপ্যত্র মুখ্যোপচারে স্নানে স্নানকালে ত্বিদ্যাদিবচনসঙ্গত্যা প্রাগ্বল্লিখিতং ; এবমগ্রেঽপি ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং করোতি যঃ ।
করতাড়নসংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকুর্ব্বতে ॥ ১৮৮ ॥
উন্মত্তচেষ্টাং কুর্ব্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া ।
নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে জয় শব্দ উচ্চারণ করেন, করতালি দিয়া গীত ও নৃত্য করেন এবং উন্মত্তের মত চেষ্টা প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছ হাসেন ও কথা বলেন, হে রাজন্ তাঁহাকে আর মাতৃক্রোড়ে উত্তানশায়ী হইতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন ॥১৮৮-১৮৯॥

টীকা—মাতুরঙ্কে উত্তানশায়ী ন ভবতি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥

———

অথ সহস্রনামমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

স্নানকালে তু দেবস্য পঠেন্নামসহস্রকম্ ।
প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলাগোশতোদ্ভবম্ ॥১৯০॥

অনুবাদ—অতঃপর সহস্রনাম মাহাত্ম্য দ্বারকা মাহাত্ম্যেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে সহস্রনাম পাঠের প্রতি অক্ষরে শত কপিলাধেনু-দানের ফল লাভ হয় ॥ ১৯০ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃত্বা নামসহস্রেণ স্তুতিং তস্য মহাত্মনঃ ।
বিয়োগমাপ্নোতি নরঃ সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি সহস্রনাম দ্বারা সেই মহাত্মার স্তুতি করেন,

তিনি সর্ব্বপ্রকার অনর্থ হইতে উদ্ধার পান ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯১ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বিষ্ণোর্নামসহস্রন্তু পূজাকালে পঠন্তি যে।
বেদানাঞ্চৈব পুণ্যানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৯২॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি অর্চ্চনকালে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করেন, তিনি সকল বেদপাঠের পুণ্য ফল লাভ করেন ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকেনৈকেন দেবর্ষে সহস্রনামকস্য যৎ।
পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতুশতৈরপি ॥১৯৩॥

অনুবাদ—হে দেবর্ষে! সহস্র নামের এক শ্লোক পাঠ করিলে যে ফল হয়, কথিত আছে শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও সে ফল হয় না ॥ ১৯৩ ॥

মন্ত্রহীনং ক্রীয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
পরিপূর্ণং ভবেৎ সর্ব্বং সহস্রনামকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রহীন বা ক্রিয়াহীন হরিপূজা সহস্রনাম কীর্ত্তনের দ্বারা সফল হয় ॥ ১৯৪ ॥

কিঞ্চ —

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং পঠিত্বা বিষ্ণুসন্নিধৌ।
নাম্নাং সহস্রং বিষ্ণোস্তু প্রজহাতি মহারুজম্ ॥১৯৫
ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানি কামচারকৃতান্যপি।
বিলয়ং যান্তি বৈ নূনমন্যপাপে তু কা কথা ॥১৯৬॥
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ।
যঃ পঠেৎ প্রাথরুত্থায় বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—বিষ্ণুর সম্মুখে বিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠ করিলে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পাপ ও মহারোগ ধ্বংস হয়। কামকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশিও নিশ্চয় দূরীভূত হয়, সুতরাং অন্য পাপের আর কি কথা? যিনি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করেন, তিনি মনোমধ্যে যে সকল কার্য্যের চিন্তা করেন, তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ১৯৫-১৯৭ ॥

তত্রৈব কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

অধীতাস্তেন বৈ বেদাঃ সুরাঃ সর্ব্বে সমর্চ্চিতাঃ।
নাম্নাং সহস্রং যোঽধীতে মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥
কুর্ব্বন্ পাপসহস্রাণি ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
পঠেন্নামসহস্রন্তু দুর্গন্ধং ন স পশ্যতি ॥ ১৯৯ ॥
মুক্ত্বা নামসহস্রন্তু নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন।
কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ সত্যমেতন্ময়েরিতম্ ॥২০০॥
যজ্ঞৈর্দ্দানৈস্তপোভিশ্চ স্তবৈঃ প্রীতির্ন মেঽর্জ্জুন।
সন্তুষ্টিস্তু ন চান্যেন বিনা নামসহস্রকম্ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বলা হইয়াছে—সহস্রনাম পাঠ করিলে সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন করা হয়। সমুদায় দেবতার পূজা করা হয় এবং মোক্ষ তাঁহার করতলগত হয়। সহস্র পাপাচরণকারী ও যত্র তত্র ভোজনকারীও সহস্রনাম পাঠের ফলে নরক দর্শন হইতে মুক্ত হয়। হে অর্জ্জুন! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি কলিকালে সহস্রনাম কীর্ত্তনকারীর অন্য ধর্ম্মাচরণ না করিলেও ক্ষতি নাই। সহস্রনাম ছাড়া কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা কি স্তব কিছুতেই আমার প্রীতি বা সন্তুষ্টি হয় না ॥ ১৯৮-২০১ ॥

স্তবং নামসহস্রাখ্যং যে ন জানন্তি বৈ কলৌ।
ভ্রমন্তি তে নরা লোকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২০২ ॥
স্তবং নামসহস্রাখ্যং লিখিতং যস্য বেশ্মনি।
পূজ্যতে মম সান্নিধ্যে পূজাং গৃহ্নামি তস্য বৈ॥২০৩
যস্মিন্নামসহস্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
লিখিতং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তত্র নো বিশতে কলিঃ ॥২০৪॥

অনুবাদ—কলিযুগে যাহারা সহস্রনামের কথা জানে না, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। যে ব্যক্তির গৃহে লিখিত সহস্রনাম আমার সম্মুখে পূজা করা হয়, আমি তাহার সেই পূজা গ্রহণ করি। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যে গৃহে আমার সহস্র-

নাম লিখিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, তথায় কলি প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৯২-২০৪ ॥

টীকা — মানবঃ প্রাপ্নোতি, অন্তে মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। স্তবং লিখিতমিতি নপুংসকত্বামার্ষম্ ॥ ১৯২-২০৩ ॥

তস্মাত্ত্বমপি কৌন্তেয় মদ্ভক্তো মন্মনা ভব।
পঠন্নামসহস্রং মে সর্ব্বাম্ কামানবাপ্স্যসি ॥২০৫॥

অনুবাদ—অতএব হে কৌন্তেয়। তুমি আমার ভক্ত হইয়া আমাতেই চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া সহস্রনাম পাঠ কর। তাহা হইলে তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ॥ ২০৫ ॥

অহমারাধিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
ততো নামসহস্রং মে প্রাপ্তং লোকহিতং পরম্ ॥২০৬
নারদেন ততঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তঞ্চ পরমেষ্ঠিনঃ।
নারদেন ততঃ প্রোক্তমৃষীণামূর্দ্ধ্বরেতসাম্ ॥ ২০৭ ॥
ঋষিভিস্তু মহাবাহো দেবলোকে প্রকাশিতম্।
মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যাণাং ব্যাসেন পরিভাষিতম্ ॥২০৮॥

অনুবাদ—পুরাকালে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা আমার উপাসনা করাতেই লোকমঙ্গলকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্নামসহস্র পাইয়াছিলেন। তাহার পর নারদ বিধির নিকট হইতে পাইয়া ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ তাপসগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। হে মহাবাহো! ঋষিগণ আবার সুরলোকে প্রকাশ করেন। বেদব্যাস মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণের নিকট এই সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২০৬-২০৮ ॥

তপসোগ্রেণ মহতা শঙ্করেণ মহাত্মনা।
মৎপ্রসাদাদনুপ্রাপ্তং গুহ্যানামুত্তমোত্তমম্ ॥ ২০৯ ॥
দত্তং ভবান্যৈ রুদ্রেণ নাম্নাং মে হি সহস্রকম্।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২১০
অশেষার্ত্তিহরং পার্থ মম নামসহস্রকম্।
সদ্যঃ প্রীতিকরং পুণ্যং সুরাণামমৃতং যথা ॥ ২১১ ॥
অষ্টাদশপুরাণানাং সারমেতদ্ধনঞ্জয়।
ময়োদ্ধৃত্য সমাখ্যাতং তব নামসহস্রকম্ ॥ ২১২ ॥
সহস্রনামমাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
অপরাধসহস্রৈস্তু ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা শঙ্কর অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করিয়া আমারই কৃপায় এই গুহ্য সহস্রনাম স্তব পাইয়াছিলেন। তিনি উহা ভবানীকে দিয়াছিলেন। এই ভাবে ত্রিলোক মধ্যে আমার সহস্রনাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! যেমন অমৃত দেবতাদের, সেই প্রকার আমার সহস্রনাম জীবের অশেষ ক্লেশনাশক ও সদ্যই প্রীতি সাধক ও পুণ্যদায়ক। হে ধনঞ্জয়! সহস্রনাম আমি এই অষ্টাদশ পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া তোমাকে দিলাম। সহস্রনামের মাহাত্ম্য মহাদেব জানেন। যাঁহারা সহস্রনামের মাহাত্ম্য পাঠ কিংবা শ্রবণ করেন তাঁহারা সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে কখনও লিপ্ত হন না ॥ ২০৯-২১৩ ॥

টীকা—লঘুসহস্রনাম-মাহাত্ম্যমুক্ত্বা বৃহৎসহস্রনাম-মাহাত্ম্যং চ বক্ষ্যন্নাদৌ তৎপ্রবৃত্তিক্রমমাহ—তপসেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২০৯-২১০ ॥

অথ শ্রীভগবদ্গীতামাহাত্ম্যম্

স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ২১৪ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ ॥ ২১৫ ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু যঃ।
মন্বন্তরসহস্রাণি বসতে ব্রহ্মণঃ পুরে ॥ ২১৬ ॥
হত্বা হত্বা জগৎ সর্ব্বং মুষিত্বা সচরাচরম্।
পাপৈর্ন লিপ্যতে চৈব গীতাধ্যায়ী কথঞ্চন।
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈর্দত্তং তেন গবামৃতম্ ॥২১৭
গীতামভ্যস্যতা নিত্যং তেনাপ্তং পদমব্যয়ম্ ॥২১৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবাক্যে কথিত আছে—যে গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, তাঁহাকেই সুন্দররূপে পাঠ করিতে হইবে,

অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। যেহেতু শ্রীগীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সুতরাং ইঁহাকে অভ্যাস করিবে। যিনি শালগ্রামশিলার পুরোভাগে গীতাধ্যায় পাঠ করেন, তিনি সহস্র মন্বন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যদি কোন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সচরাচর জগৎ নাশ বা চুরি করে, এমন জনও গীতাধ্যায়ী হইলে কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হয় না; উপরন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং দশ হাজার গোদানের ফল লাভ করেন। প্রত্যহ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি অভয়পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২১৪-২১৮ ॥

টীকা—সুগীতা কর্ত্তব্যা, শোভনপ্রকারেণ গেয়েত্যর্থঃ ॥ ২১৪ ॥

টীকা—নিত্যমভ্যস্যতা যেন স্থিতমিতি শেষঃ; যদ্বা, তেন হননাদিকৃত্রাপি গীতামভ্যস্যতা ইৎটং দত্তং পরমং পদঞ্চ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ২১৮ ॥

———

গীতাধ্যায়ং পঠেদ্যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
ভবপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥২১৯

অনুবাদ—যিনি গীতার একটি অধ্যায়, একটি শ্লোক কিংবা অর্দ্ধ শ্লোক মাত্র পাঠ করেন, তিনি সংসার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ২১৯ ॥

টীকা—ভবঃ সংসার এব পাপং, তেন বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ ॥ ২১৯ ॥

———

যো নিত্যং বিশ্বরূপাখ্যমধ্যায়ং পঠতি দ্বিজঃ।
বিভূতিং দেবদেবস্য তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ২২০॥
বেদৈরধীতৈর্যৎ পুণ্যং সেতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ।
শ্লোকেনৈকেন তৎ পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২২১
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্তিং করোতি সঃ।
বিশ্বরূপং সদাধ্যায়ং বিভূতিঞ্চ পঠেত্তু যঃ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—যে ব্রাহ্মণ ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ নামক একাদশাধ্যায় ও বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় নিত্য পাঠ করেন, আমি এখন তাঁহার পুণ্যের কথা বলিতেছি। সমগ্রবেদ, ইতিহাস, পুরাণ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য হয় এক শ্লোকেই সেই পুণ্য হইয়া থাকে। যিনি প্রতিদিন বিশ্বরূপ ও বিভূতিযোগ নামক অধ্যায় পাঠ করেন তিনি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের প্রীতি সাধন করেন ॥ ২২০-২২২

টীকা—বিভূতিং চাধ্যায়ম্ ॥ ২২০ ॥

টীকা—পুরাতনৈশ্চ পুরাণৈঃ ॥ ২২১ ॥

———

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ২২৩ ॥
লিখিত্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ গীতাশাস্ত্রং প্রযচ্ছতি।
দিনে দিনে চ যজতে হরিং চাত্র ন সংশয়ঃ ॥২২৪॥
চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুনা।
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতম্ ॥২২৫

অনুবাদ—কেশব প্রত্যহ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তির বত্রিশ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। যিনি গীতাশাস্ত্র লিখিয়া বৈষ্ণবকে প্রদান করেন তিনি প্রত্যহ শ্রীহরিপূজারফল প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। বিষ্ণু চতুর্ব্বেদের সার উদ্ধার করিয়া ত্রিভুবনের উপকারের জন্য এই গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ২২৩-২২৫ ॥

টীকা—দ্বাত্রিংশদপরাধান্ বারাহোক্তান্ অগ্রে লেখ্যান্ ॥ ২২৩ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যঃ ॥ ২২৪ ॥

———

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২২৬॥
ধর্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাপীচ্ছতা সদা।
শ্রোতব্যা পঠনীয়া চ গীতা কৃষ্ণমুখোদ্গতা ॥২২৭॥

অনুবাদ—ভারতসুধার সার, বিষ্ণুমুখবিনির্গত গীতারূপ গঙ্গাবারি পান করিলে পুর্নজন্ম হয় না। চতুর্ব্বর্গ ফলাভিলাষী ব্যক্তির প্রত্যহই কৃষ্ণমুখবিনির্গতা গীতা শ্রবণ ও পাঠ করা কর্ত্তব্য ॥ ২২৬-২২৭ ॥

টীকা—গীতৈব গঙ্গোদকং, পাপাদিহারিত্বাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বাচ্চ, তৎ পীত্বা স্থিতস্য, প্রসিদ্ধগঙ্গোদকাদ্বিশেষমাহ—ভারতমেবামৃতং বহিরন্তঃশোধনং, বেদার্ণবসারত্বাৎ, তস্যাপি সর্ব্বস্বং সারভূতমিত্যর্থঃ; যদ্বা সর্ব্বার্থপ্রকাশকং যদ্ভারতাখ্যং শাস্ত্রং, তস্যামৃতং মধুররসভাগস্তস্য সর্ব্বস্বম্; তত্তু নেদৃশং, বাহ্যতীর্থ-

মাত্রত্বাৎ। কিঞ্চ, বিষ্ণোর্ম্মুখাৎ বিশেষেণ প্রীত্যাদি-ময়েন নিঃসৃতং, তত্তু পাদাঙ্গুষ্ঠশৌচাদেবেতি দিক্ ॥ ২২৬ ॥

———

যো নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশাস্ত্রং দিনে দিনে।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ২২৮ ॥

———

অথ পুরাণপাঠাদিমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে।
পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥ ২২৯ ॥
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ।
বেদান্তেষু নিষণ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতা ॥ ২৩০ ॥
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যৈঃ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥২৩১

অনুবাদ—অতঃপর পুরাণপাঠাদির মাহাত্ম্য পদ্ম-পুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রের বিচার করেন, যাঁহারা বেদ পাঠে রত থাকেন, যাঁহারা পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, যে সকল ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ের উপদেশ করেন এবং যে সকল ব্যক্তি বেদান্তে অত্যন্ত অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা যে এই সমস্ত অভ্যাস করেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মধামে গমন করেন, যেখানে বুদ্ধিভ্রম হয় না ॥ ২২৯-২৩১ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্গতিদর্শনম্ ॥ ২৩২ ॥
বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি।
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেই শিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—সর্ব্ববেদ পারংগত ও সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ হইলেও যিনি পুরাণ শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই। হে পার্ব্বতি! মনে হয় বেদের অর্থ হইতেও পুরাণের অর্থ অধিক, পুরাণ অগ্রাহ্য-কারী ব্যক্তির পশু যোনিতে জন্ম হয় ॥ ২৩২-২৩৩॥

টীকা—ব্যাকুর্ব্বন্তি, ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, নিষণ্ণা নিষ্ণাতাঃ। গতিঃ তত্ত্বং, তস্য দর্শনং বিজ্ঞানং সম্যক্ ন ভবতি ॥ ২৩০-২৩২ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে চ—

পুরাণেষ্বর্থবাদত্বং যে বদন্তি নরাধমাঃ।
তৈরর্জ্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ ॥ ২৩৪ ॥
পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবক্তৃষু।
প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ ॥ ২৩৫ ॥
অনায়াসেন যঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রাব্যাণি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন সংশয়ঃ ॥২৩৬॥
পুরার্জ্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি তস্য বৈ।
পুরাণশ্রবণে বুদ্ধিস্তস্যৈব ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণেও বলা হইয়াছে—পুরাণে অর্থবাদত্ব প্রকাশকারী নরাধমদের পূর্ব্বা-র্জ্জিত পুণ্য নিষ্ফল হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাণ সর্ব্বধর্ম্মের উপদেশক, যাহারা সেই পুরাণকে কল্পিত ফলশ্রুতিমাত্র বলে, তাহারা নরকগামী। হে দ্বিজোত্তমগণ! যিনি ইহলোকে অনায়াসে পুণ্যবর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভক্তিসহকারে পুরাণ-সমূহ শ্রবণ করুন, ইহাতে সংশয় নাই। তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপসমূহ ধ্বংস হয় এবং পুরাণ শ্রবণ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহার মতি হয় ॥ ২৩৪-২৩৭ ॥

টীকা—তদ্বদেব অর্থবাদরূপাণি বিফলান্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—হে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৩৬ ॥

———

কিঞ্চ—

পুরাণে বর্ত্তমানেঽপি পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ।
অনাদৃত্যান্যগাথাসু সক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—পাপপাশে নিবদ্ধ ভ্রষ্ট বুদ্ধিব্যক্তি পুরাণ বিদ্যমানেও অন্য কথায় আসক্ত হইয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—পাপপাশেন যন্ত্রিতো বশীকৃতো জনঃ পুরাণমনাদৃত্য অন্যগাথাসু প্রাকৃতগীতবদন্তজন-শ্রবণ-মাত্রপ্রিয়াসু অপৌরাণিকীষু অসৎকথাসু আসক্তবুদ্ধিঃ সন্ তাস্বেব প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৮ ॥

———

অথ বস্ত্রার্পণম্

স্নানমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ শুদ্ধসূক্ষ্মাঙ্গবাসসা।
শনৈঃ সংমার্জ্জ্য গাত্রাণি দিব্যে বস্ত্রে সমর্পয়েৎ ॥২৩৯
মধ্যদেশীয়-নেপথ্যাদ্যনুসারেণ ভক্তিতঃ।
কেঽপ্যত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদ্যম্বরাণ্যর্পয়ন্তি চ ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বস্ত্রার্পণ—স্নানমুদ্রা দেখাইয়া শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, অঙ্গবস্ত্র (গামছা) দ্বারা ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গ সংমার্জ্জন করিয়া অতি উত্তম পরিধেয় ও উত্তরীয় নিবেদন করিতে হইবে। মধ্যদেশীয় কেশ-বিন্যাসাদির পদ্ধতিতে কোন কোন ব্যক্তি কঞ্চুক ও উষ্ণীষাদি বস্ত্রও নিবেদন করিয়া থাকেন ॥২৩৯-২৪০

টীকা—শুদ্ধেন সুসূক্ষ্মেণ চ অঙ্গবাসসা শ্রীমদঙ্গ-সংমার্জ্জনযোগ্যবস্ত্রেণ ; বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়বাসসী ॥ ২৩৯ ॥

টীকা—অত্র স্নপনানন্তরবস্ত্রার্পণকালে; অপ্যর্থে চকারঃ ; কঞ্চুকাদ্যম্বরাণ্যপি আভরণান্যপি ॥ ২৪০ ॥

———

তথা চ মাৎস্যে—

তত্তদ্দেশীয়ভূষাঢ্যাং তত্তন্মূর্ত্তিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণেও এই ভাবে বলা হইয়াছে—বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে যেমন বেশভূষার ব্যবহার আছে, সেই সেই দেশে সেইরূপ বেশভূষার দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে ভূষিত করিতে হইবে ॥ ২৪১ ॥

———

একাদশস্কন্ধে (২৭।৩২) শ্রীভগবদুক্তৌ—

অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥২৪২

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে—শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমার ভক্ত প্রেমসহকারে আমাকে যথোচিত অর্থাৎ সেই স্থানে প্রচলিত ভূষণে ভূষিত করিবে ॥ ২৪২ ॥

টীকা—যথোচিতং যদ্দেশে যাদৃক্ বেশভূষণং, তত্র তেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৪১-২৪২ ॥

———

ভবিষ্যে চ—

বাসোভিঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং যান্যেবাত্মপ্রিয়াণি তু।
তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দিব্যৈরর্চ্চয়েচ্চ দুকূলকৈঃ ॥ ২৪৩ ॥
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি সারবন্তি শুচীনি চ।
ধূপিতানি হরের্দদ্যাৎ বিকেশানি নবানি চ ॥ ২৪৪ ॥
ভূষয়েদ্বহুভির্বস্ত্রৈর্বিচিত্রৈঃ কঞ্চুকাদিভিঃ।
ভোগানন্তরমেবেতি বহূনাং সম্মতং সতাম্ ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও এইরূপই বলা হইয়াছে—নিজের প্রিয় আবরণীয় বস্ত্র, অন্যান্য পবিত্র দিব্যবস্ত্র, পট্টবসনদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বহুদিনস্থায়ী, কেশরহিত নূতন দিব্যবস্ত্রসকল ধূপিত করিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে। বহুসংখ্যক সাধুর অভিমত এই যে, ভোগাবসানে কঞ্চুকাদি বিচিত্র নানাবসনদ্বারা ভূষিত করিবে ॥ ২৪৩-২৪৫ ॥

টীকা—সারবন্তি চিরস্থায়ীনি, পরমোত্তমানি বা কৌশেয়াদীনি ; বিকেশানি কেশরহিতানি ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—পরমতং লিখিত্বা নিজমতং লিখতি—ভূষয়েদিতি। বহূনাং সতামিতি ভোজনসময়ে বস্ত্রদ্বয়স্যৈব স্মৃতিশাস্ত্রেণ বিহিতত্বাৎ তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ২৪৫ ॥

———

অথ শ্রীমদঙ্গমার্জ্জনমাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

কৃষ্ণং স্নানার্দ্রগাত্রন্তু বস্ত্রেণ পরিমার্জ্জতি।
তস্য লক্ষার্জ্জিতস্যাপি ভবেৎ পাপস্য মার্জ্জনম্ ॥২৪৬

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গমার্জ্জন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দ্বারকা মাহাত্ম্যে যথা—যিনি শ্রীহরির স্নান-সিক্ত দেহকে বস দ্বারা মার্জ্জন করেন, তাঁহার লক্ষ-জন্মসঞ্চিত পাপেরও মার্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ২১৬ ॥

———

অথ বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

বস্ত্রাভ্যামচ্যুতং ভক্ত্যা পরিধাপ্য বিচিত্রিতম্ ।
সোমলোকে বসিত্বা তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১৪৭॥

অনুবাদ—অতঃপর বস্ত্রার্পণ মাহাত্ম্য—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তিসহকারে পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয়দ্বারা বিচিত্ররূপে ভূষিত করেন, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে বিষ্ণুলোকে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৪৭ ॥

———

স্কান্দে শ্রীশিব-উমাসংবাদে—

বস্ত্রাণি সুপবিত্রাণি সারবন্তি মৃদূনি চ ।
রূপবন্তি হরের্দত্ত্বা সদশানি নবানি চ ॥ ২৪৮ ॥
যাবদ্বস্ত্রস্য তন্তূনাং পরিমাণং ভবত্যথ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে যথা—সুপবিত্র, দীর্ঘস্থায়ী, কোমল, সুদৃশ্য, দশাযুক্ত নূতন বসন হরিকে নিবেদন করিলে বসনের তন্তুর যত পরিমাণ, তত হাজার বৎসর বিষ্ণুলোকে আনন্দের সহিত বাস হয় ॥ ২৪৮-২৪৯ ॥

টীকা—সদশানি দশাসহিতানি ; রাঙ্কবং মৃগ-রোমজং বস্ত্রং তস্য ॥ ২৪৮-২৫৯ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

রাঙ্কবস্য প্রদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
কার্পাসিকং বস্ত্রযুগং যঃ প্রদদ্যাজ্জনার্দ্দনে ॥ ২৫০ ॥
যাবন্তি তস্য তন্তূনি হস্তমাত্রমিতানি তু ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৫১ ॥
মহার্ঘ্যতা যথা তস্য সাধুদেশোদ্ভবো যথা ।
সূক্ষ্মতা চ যথা বিপ্রাস্তথা প্রোক্তং ফলং মহৎ ॥২৫২

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—মৃগলোমদ্বারা নির্ম্মিত বসন দান করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি জনার্দনকে কার্পাস-বসনযুগল নিবেদন করেন, সেই বস্ত্রের যত হাত পরিমাণ তন্তু থাকে তিনি তার প্রত্যেক হাতের জন্য হাজার বছর বিষ্ণুলোকে সম্মানের সহিত বাস করেন। হে বিপ্র সকল ! বস্ত্রের মূল্য যত পরিমাণে বেশী হইবে, বস্ত্র যত পবিত্র দেশে উৎপন্ন হইবে এবং যত সূক্ষ্ম হইবে, ফলও তত বেশী হইবে ॥ ২৫০-২৫২ ॥

টীকা—তন্তূনীতি নপুংসকত্বমার্ষম্, যাবদ্বস্ত্রমিতাস্তন্তবো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫১ ॥

———

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

শুক্লবস্ত্রপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ।
মহারজন-রক্তেন সৌভাগ্যং মহদশ্নুতে ॥ ২৫৩ ॥
তথা কুঙ্কুমরক্তেন স্ত্রীণাং বল্লভতাং ব্রজেৎ ।
নীলীরক্তং বিনা রক্তং শেষরঙ্গৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ।
দত্ত্বা ভবতি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥২৫৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই আরও বলা হইয়াছে—শুভ্রবসন প্রদান করিলে অতি উত্তম সম্পত্তি লাভ হয়। কুসুম্ভপুষ্প-রঞ্জিত বসন নিবেদন করিলে সৌভাগ্যশালী হয় এবং কুঙ্কুমরঞ্জিত বসন নিবেদনে স্ত্রীগণের প্রিয়পাত্র হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! ধার্ম্মিক-ব্যক্তি নীল ও রক্ত ব্যতীত অন্য রঙের দ্বারা রঞ্জিত বসন নিবেদন করিয়া নিখিল রোগ হইতে মুক্ত হন ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

টীকা—মহারজনং কুসুম্ভপুষ্পং, তেন রক্তেন রঞ্জিতেন বাসসা দত্তেনেতি শেষঃ। নীল্যা রক্তং বস্ত্রং বিনা শেষৈঃ নীলীব্যতিরিক্তৈঃ রঙ্গৈঃ রক্তং বস্ত্রং দত্ত্বা, নীলীরক্তঞ্চ পট্টবস্ত্রাতিরিক্তং জ্ঞেয়ম্ নীলীপট্টে ন দুষ্যতীত্যাদিবচনাৎ ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

———

কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি সুমৃদূনি লঘূনি চ ।
যঃ প্রযচ্ছতি দেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥২৫৫॥
রাঙ্কবা মৃগলোম্যাশ্চ কদল্যাশ্চ তথা শুভাঃ ।
যো দদ্যাদ্দেবদেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২৫৬

নানাভক্তিবিচিত্রাণি চীরজানি নবানি চ।
দত্ত্বা বাসাংসি শুভ্রাণি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥২৫৭॥

অনুবাদ—যিনি সুকোমল লঘু কৌশেয় বস্ত্র শ্রীহরিকে নিবেদন করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। যিনি রঙ্কুরোমনির্ম্মিত, মৃগরোম-নির্ম্মিত এবং কদলী (মৃগী বিশেষ) রোমজ পবিত্র বসন হরিকে অর্পণ করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন। বিচিত্র সূচী প্রভৃতি শিল্পকার্য্য সমন্বিত, বল্কলজাত নূতন শুভ্রবসন নিবেদন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২৫৪-২৫৭ ॥

টীকা—কৌশেয়ানি কোশকারকৃমিকৃত-তন্তু-ময়ানি ; নানাভক্তিবিচিত্রাণি ভাগশো বিচিত্রসূচ্যাদি-শিল্পনির্ম্মিতানি, চীরজানি বল্কলোদ্ভবানি ॥ ২৫৫-২৫৭ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ—

নানাদেশসমুদ্ভূতৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ সুকোমলৈঃ।
ধূপয়িত্বা সুভক্ত্যা চ প্রধাপয়তি মাধবম্।
মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যং হরের্গৃহে ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যেও যথা—বিভিন্ন দেশে সমুৎপন্ন সুকোমল সুবসন সকল ধূপ দ্বারা ধূপিত করিয়া ভক্তি সহকারে শ্রীমাধবকে পরান, তিনি ঐ বস্ত্রসমূহে যত সংখ্যক তন্তু থাকে তত মন্বন্তর কাল হরিলোকে বাস করেন ॥ ২৫৮ ॥

অথ বস্ত্রার্পণে নিষিদ্ধম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যাধৃতং তথা।
দেবদেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে ॥২৫৯॥

অনুবাদ—অতঃপর বস্ত্রার্পণকর্ম্মে নিষিদ্ধ বস্ত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে নীলরং দ্বারা রঞ্জিত, জীর্ণ এবং অন্য ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্র দেবদেবকে যিনি অর্পণ করেন, তিনি সমুদায় পাপে লিপ্ত হন ॥ ২৫৯ ॥

অত্রাপবাদঃ

তত্রৈব—

আবিকে পট্টবস্ত্রে চ নীলীরাগো ন দুষ্যতি ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা যেমন—মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র নীলরং এর হইলেও দোষ হয় না ॥ ২৬০ ॥

অথ যজ্ঞোপবীতম্

বস্ত্রস্যার্পণমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য পরিধাপ্য তৎ।
উপবীতং সমর্প্যাথ তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞোপবীত—বস্ত্রার্পণ মুদ্রা দেখাইয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া পরে উপবীত প্রদান পূর্ব্বক উহার মুদ্রা দেখাইবেন ॥ ২৬১ ॥

টীকা—তদ্বস্ত্রং পরিধাপ্য তস্মিন্ উপবীতার্পণে যা মুদ্রা তাম্ ॥ ২৬১ ॥

অথোপবীতার্পণমাহাত্ম্যম্

ত্রিবিৎ শুক্লঞ্চ পীতঞ্চ পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতম্।
যজ্ঞোপবীতং গোবিন্দে দত্ত্বা বেদান্তগো ভবেৎ ॥২৬২

নন্দিপুরাণে—

যজ্ঞোপবীতদানেন সুরেভ্যো ব্রাহ্মণায় বা।
ভবেদ্বিদ্বাংশ্চতুর্ব্বেদী শুদ্ধধীর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬৩ ॥

অনুবাদ—এতঃপর উপবীতার্পণ মাহাত্ম্য—নবগুণিত শুভ্র বা পীত পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত গোবিন্দকে নিবেদন করিলে বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ হয়। নন্দীপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—দেবগণকে কিংবা ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞোপবীত দান করিলে মনুষ্য বিদ্বান, চতুর্ব্বেদ বেত্তা ও বিশুদ্ধচিত্ত হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৬২-২৬৩ ॥

টীকা—ত্রিবৃৎ নবগুণমিত্যর্থঃ, বার্থে চকারৌ, আদি-শব্দেন কার্পাসাদি, তথা চ ছন্দোগপরিশিষ্টে—'কার্পাস-ক্ষৌম-গোবাল-তৃণবল্ক-তৃণাদিকম্। সদা সম্ভবতো ধার্য্যমুপবীতং দ্বিজাতিভিঃ ॥' ইতি। বেদান্তগঃ বেদপারঙ্গতো বেদান্তার্থাভিজ্ঞো বা ॥ ২৬২॥

অথ পাদ্যতিলকাচমনানি

অথ পাদ্যং নিবেদ্যাদাবূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মনোহরম্।
নির্ম্মায় ভালে কৃষ্ণস্য দদ্যাদাচমনং ততঃ॥ ২৬৪॥

অনুবাদ—অতঃপর পাদ্য, তিলক ও আচমনীয়—অনন্তর পাদ্য নিবেদন করিয়া মনোহর ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শ্রীকৃষ্ণের ললাটে অঙ্কিত করিয়া আচমন দিবে॥২৬৪

টীকা—অথ যজ্ঞোপবীতার্পণানন্তরম্, অত্র পাদ্যনিবেদনং স্নানানন্তরমবশ্যং পাদপ্রক্ষালনস্য তিলকাচমনয়োরপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ; অতস্ত্রয়মিদমত্রৈকত্রৈব লিখিতম্। মনোহরমিতি শ্যামসুন্দরে শ্রীললাটে সংঘৃষ্টসকুঙ্কুমচন্দনেন মধ্যছিদ্রতয়া বিরচনাৎ॥২৬৪

অথ ভূষণম্

ততো দেবায় দিব্যানি ভূষণানি নিবেদ্য চ।
পরিধাপ্য যথাযুক্তং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ॥ ২৬৫॥

অনুবাদ—অতঃপর ভূষণ—তারপর শ্রীবিষ্ণুকে দিব্য অলংকারসকল নিবেদন করিয়া এবং যথাযোগ্য স্থানে পরাইয়া তাহার মুদ্রা প্রদর্শন করিবে॥ ২৬৫॥

টীকা—যথাযুক্তমিতি—যস্মিন্নঙ্গে যথা যৎ পরিধাপরিতুমুপযুজ্যতে, তত্র তথা তৎ পরিধাপ্যেত্যর্থঃ॥ ২৬৫॥

অথ ভূষণার্পণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

মণিমৌক্তিকসংযুক্তং দত্ত্বাভরণমুত্তমম্।
স্বশক্ত্যা ভূষণং দত্ত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥২৬৬॥

অনুবাদ—অতঃপর ভূষণার্পণ মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—মণি-মৌক্তিক-সংযুক্ত আভরণ অথবা নিজ ক্ষমতা অনুসারে অন্যরূপ ভূষণ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ২৬৬॥

টীকা—স্বশক্ত্যা নিজসামর্থ্যেন ভূষণমন্যদপি দত্ত্বা; যদ্বা, নিজশক্ত্যনুসারেণ মণ্যাদ্যাভরণব্যতিরিক্তমপি ভূষণং দত্ত্বা॥ ২৬৬॥

কিঞ্চ—

গুঞ্জামাত্রং সুবর্ণস্য যো দদ্যাদ্বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
ইন্দ্রস্য ভবনে তিষ্ঠেদ্যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ২৬৭॥
তস্মাদাভরণং দেবি দাতব্যং বিষ্ণবে সদা।
নারায়ণো ভবেৎ প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া শুভে॥২৬৮

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি এক গুঞ্জামাত্র পরিমাণ সোনা বিষ্ণুর শিরোভাগে অর্পণ করেন, তিনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করেন। সুতরাং হে দেবি! সর্ব্বদা বিষ্ণুকে অলংকার দান করা উচিত। হে শুভে! ভূষণদানরূপ পরমভক্তিতে নারায়ণ তুষ্ট হন॥ ২৬৭-২৬৮॥

টীকা—আভরণদানাত্মিকয়া পরমভক্ত্যা প্রীতো ভবেদিতি মুখ্যং ফলম্। অন্যত্তু সর্ব্বং সকামস্য নান্তরীয়কং জ্ঞেয়ম্, এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। 'অনন্তো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জ্জিতৈঃ। যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে॥' ইত্যাদিবচনাৎ তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব॥ ২৬৭-২৬৮॥

নন্দিপুরাণে—

অলঙ্কারন্তু যো দদ্যাদ্বিপ্রায়াথ সুরায় বা।
স গচ্ছেদ্বারুণং লোকং নানাভরণভূষিতঃ।
জাতঃ পৃথিব্যাং কালেন ভবেদ্দ্বীপপতির্নৃপঃ॥২৬৯॥

অনুবাদ—নন্দীপুরাণে যথা—যিনি ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাকে অলংকার দান করেন, তিনি নানা আভরণে ভূষিত হইয়া বরুণলোকে গমন করেন এবং কালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বীপপতি রাজা হন॥ ২৬৯॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কর্ণাভরণদানেন ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সৌভাগ্যঞ্চাপি বিন্দতি॥ ২৭০॥
কর্ণপূরপ্রদানেন শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি॥ ২৭১॥
মূর্দ্ধাভরণদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ।
চতুঃসমুদ্রবলয়াং প্রশাস্তি চ বসুন্ধরাম্॥ ২৭২॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—মানুষ কর্ণভূষণ অর্পণে শ্রুতিধর হন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও সৌভাগ্য লাভ করেন। কর্ণপূর প্রদান করিলে দূর হইতেও শ্রবণ করিবার শক্তি লাভ করেন। শিরোভূষণ অর্পণ করিলে মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চতুঃসাগর বেষ্টিতা পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হন ॥২৭০-২৭২॥

টীকা—কর্ণাভরণ-কর্ণপূরয়োরবান্তরভেদঃ ; শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি—দূরতোঽপি সর্ব্বং শৃণোতীত্যর্থঃ ॥ ২৭০-২৭১ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

বিভূষণপ্রদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ।
রম্যাণি রত্নচিত্রাণি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭৩ ॥
দত্ত্বাভরণজাতানি রাজসূয়ফলং লভেৎ।
পাদাঙ্গুলীয়দানেন গুহ্যকাধিপতির্ভবেৎ ॥ ২৭৪ ॥
পাদাভরণদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥ ২৭৫ ॥
শ্রোণীসূত্রপ্রদানেন মহীং সাগরমেখলাম্।
প্রশাস্তি নিহতামিত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই তৃতীয়কাণ্ডে বলা হইয়াছে—উত্তমভূষণ প্রদান করিলে মর্ত্ত্যলোকে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! মনোহর রত্নখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারসকল অর্পণ করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। পাদাঙ্গুরীয়ক দান করিলে গুহ্যকদিগের অধীশ্বর হওয়া যায়। নূপুর দিলে সর্ব্বত্র স্থান লাভ হয়। কাঞ্চী নিবেদন করিলে নিষ্কণ্টক হইয়া সসাগরা পৃথিবীর শাসক হওয়া যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ২৭৩-২৭৬ ॥

টীকা—পাদাভরণং নূপুরম্ ॥ ২৭৫ ॥

টীকা—শ্রোণীসূত্রং কাঞ্চী ॥ ২৭৬ ॥

সৌভাগ্যং মহদাপ্নোতি কিঙ্কিণীং প্রদদদ্ধরেঃ।
হস্তাঙ্গুলীয়দানেন পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭৭ ॥
তথৈবাঙ্গদদানেন রাজা ভবতি ভূতলে।
কেয়ূরদানাদ্ভবতি শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২৭৮ ॥
গ্রৈবেয়কাণি দত্ত্বা চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।
নার্য্যশ্চ বশগাস্তস্য ভবন্তি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ২৭৯ ॥
দত্ত্বা প্রতিসরান্ মুখ্যান্ন ভূতৈরভিভূয়তে ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিকে কিঙ্কিণী এবং আংটি প্রদান করিলে মহাসৌভাগ্য লাভ হয় এবং অঙ্গদ অর্পণে ভূতলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। কেয়ূর অর্পণ করিলে শত্রুবিজয়ী হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! গলার অলংকার দান করিলে নিখিলশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয় ও নারীগণ তাহার বশীভূত থাকে। করসূত্র দান করিলে ভূতগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥২৭৭-২৮০॥

টীকা—প্রতিসরান্ হস্তসূত্রাণি ॥ ২৮০ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

কৃত্রিমঞ্চ প্রদাতব্যং তথৈবাভরণং দ্বিজাঃ।
প্রতিরূপকৃতং দত্ত্বা ক্ষিপ্রং পুষ্ট্যা প্রযুজ্যতে ॥২৮১॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেই আরও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রগণ! কৃত্রিম অলঙ্কারও দেওয়া যায়। তাম্রাদিনির্ম্মিত আভরণ দিলে আশু পুষ্টি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৮১ ॥

টীকা—কৃত্রিমং সুবর্ণরসোপস্কৃতং, তাম্রাদিনির্ম্মিতং তদেব প্রতিরূপকৃতম্ ॥ ২৮১ ॥

পাদ্মে—

শঙ্খচক্রগদাদীনি পাদাদ্যবয়বেষু চ।
সৌবর্ণাভরণং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—চরণাদি অবয়বসকলে শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি ভূষণ অর্পণ করিলে সানন্দে বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥ ২৮২ ॥

টীকা—পাদাদ্যবয়বেষু সৌবর্ণাভরণঞ্চ কৃত্বা দত্ত্বেত্যর্থঃ। দত্ত্বেত্যেব বা পাঠঃ ॥ ২৮২ ॥

নারসিংহে—

সুবর্ণাভরণৈর্দিব্যৈর্হারকেয়ূরকুণ্ডলৈঃ।
মুকুটৈঃ কটকাদ্যৈশ্চ যো বিষ্ণুং পূজয়েন্নরঃ ॥২৮৩॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ।
ইন্দ্রলোকে বসেদ্ধীমান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সোনার তৈরী উত্তম হার, কেয়ূর, কুণ্ডল,

মুকুট ও বলয়াদি ভূষণদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার সময় পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

টীকা—কটকং বলয়ম্ ॥ ২৮৩ ॥

গরুড়পুরাণে—

যস্যার্চ্চা তিষ্ঠতে বিষ্ণোর্হেমভূষণভূষিতা ।
রত্নৈর্মুক্তা-বিশেষেণ অহন্যহনি বাসব ॥ ২৮৫ ॥
কল্পকোটিসহস্রানি তস্য বৈ ভুবনে হরেঃ ।
বাসো ভবতি দেবেন্দ্র কথিতং ব্রহ্মণা মম ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে দেবরাজ ! রত্ন ও মুক্তাবিশেষ খচিত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা যিনি প্রত্যহ বিষ্ণুর পূজা করেন, ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহার সহস্র কোটি কল্পকাল হরিলোকে বাস হয় ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

টীকা—বিষ্ণোরর্চ্চা প্রতিমা যস্য গৃহে তিষ্ঠতি ॥২৮৫

যঃ পশ্যতি নরঃ কৃষ্ণং হেমভূষণভূষিতম্ ।
সকৃভক্ত্যা কলৌ শক্র পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ইতি ॥
বহুলং ভূষণং ভোগাৎ পশ্চাদেবানুলেপনম্ ।
পুষ্পং চেচ্ছন্তি সন্তোঽনুলেপনার্চ্চানুভূষণম্ ॥২৮৮॥
সংপ্রার্থ্যাথ প্রভুং প্রাগ্বৎ নিবেদ্য শুচিপাদুকে ।
বাদ্যগীতাতপত্রাদ্যৈঃ পূজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥
প্রাগ্বদ্দত্ত্বাসনাদীনি গন্ধং তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ ।
শঙ্খে নিধায় তুলসীদলেনৈবাথ চন্দনম্ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কলিতে স্বর্ণালংকার-ভূষিত শ্রীহরিকে একবার দেখেন, তাঁর সাতকুল পবিত্র হয় । সাধুগণ ভোগের পর বহু আভরণ এবং বহু পরিমাণে অনুলেপন ও পুষ্প অর্পণের ব্যবস্থা দেন, তথা অনুলেপনের পরে অলঙ্কৃত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতঃপর পূর্ব্বের মত অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পবিত্র পাদুকাদ্বয় নিবেদন করিয়া বাদ্য গীত, ও ছত্রাদির সহিত পুনরায় পূজাস্থানে লইয়া যাইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় আসন আদি অর্পণ করিয়া গন্ধ ও তুলসীপত্রদ্বারা শঙ্খস্থিত চন্দন, গন্ধমুদ্রা দ্বারা নিবেদন করিবে ॥ ২৮৭-২৯০ ॥

টীকা—এবমধুনাখিলভূষণার্পণমেব লিখিতম্ ; তত্র শিষ্টাচারাপেক্ষয়া লিখতি—বহুলমিতি। ভগবতো ভোজনানন্তরমেব ভূষণং বহুলং সন্ত ইচ্ছন্তি সমর্পয়িতুং মন্যন্তে। অতোঽধুনা স্বল্পমেবার্প্যমিতি ভাবঃ। তথা অনুলেপনং পুষ্পঞ্চ তদানীমেব বহুলমিচ্ছন্তীতি প্রসঙ্গাদত্র লিখিতম্ ; অতএব জ্ঞেয়ং শ্রীভগবতঃ স্নানানন্তরং ভোজনাৎ প্রথমমসঙ্কোচেন সুখভোজনার্থমবশ্যাপেক্ষ্যং মকরকুণ্ডলমৌক্তিক-হারাঙ্গদাঙ্গুলীয়কাদিভূষণং কিঞ্চিৎ, তথা শ্রীবক্ষোবাহুগ্রীবাদি-তিলকমাত্রোপযোগি-কিঞ্চিদনুলেপনং, তথা বনমালা-বতংসমাত্রং কিঞ্চিৎ পুষ্পঞ্চ নিজরুচ্যার্প্যং, ভোজনান্তে চ যথাশোভং তত্তৎ সর্ব্বমেবেতি। কিঞ্চ, তত্র চানুলেপনাদনু পশ্চাদেব ভূষণমিচ্ছন্তি, ভূষণরহিতেষু সৎসু শ্রীমদঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বেব সম্যগনুলেপনসিদ্ধেঃ ॥ ২৮৮-২৮৯ ॥

টীকা—অথানন্তরং চন্দনং চার্পয়েৎ 'তচ্চ শঙ্খে নিধায়ৈব তুলসীদলেনৈব চ। বিলেপয়ন্তী দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনম্ ॥' ইতি। 'তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনম্' ইত্যাদি-বচনেন ফলবিশেষোক্তেঃ ; তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ২৯০ ॥

অথ গন্ধঃ

আগমে—

চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গন্ধ—আগমে যথা—এ স্থলে চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ককে গন্ধ বলা হয় ॥২৯১॥

টীকা—গন্ধমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥ ২৯১ ॥

গারুড়ে—

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু ।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্ ॥ ২৯২ ॥
কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমম্ ।
সর্ব্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভম্ ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—কস্তুরীর দুই ভাগ, চন্দনের চারি ভাগ, কুঙ্কুমের তিন ভাগ ও কর্পূরের এক ভাগ। এই ভাবে ঐ চারিটি দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত

হইলে উহাকে গন্ধ বলা হয়। এই গন্ধ সমস্ত দেবতার প্রিয় ॥ ২৯২-২৯৩ ॥

টীকা—শশিনঃ কর্পূরস্যৈকো ভাগঃ, দর্পো মৃগমদঃ ॥ ২৯২-২৯৩ ॥

বারাহে—

কর্পূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব বরং তগরমেব চ।
রস্যঞ্চ চন্দনঞ্চৈব অগুরুং গুগ্‌গুলং তথা।
এতৈর্বিলেপনং দদ্যাৎ শুভং চারু বিচক্ষণঃ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—পণ্ডিত ব্যক্তি কর্পূর, কুঙ্কুম, উত্তম তগরপুষ্প, স্নেহযুক্ত চন্দন, অগুরু ও গুগ্‌গুল এই সব দ্রব্যের মনোহর শুভ বিলেপন অর্পণ করিবে ॥ ২৯৪ ॥

টীকা—শুভং সুখকরং, চারু সুন্দরং; পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ২৯৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ—

সুগন্ধৈশ্চ মুরামাংসী-কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ।
তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দ্রব্যৈরর্চ্চয়েজ্জগতীপতিম্ ॥২৯৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে, যথা—মুরামাংসী, কর্পূর, অগুরু ও চন্দন এবং অন্যান্য শুভ সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা জগৎপতির পূজা করিবে ॥২৯৫॥

বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—

কর্পূরাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
মৃগদর্পং বিশেষেণ অভীষ্টং চক্রপাণিনঃ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—বশিষ্ঠসংহিতায় যথা—কর্পূর ও অগুরুমিশ্রিত চন্দনদ্বারা অনুলেপন করিতে হইবে। মৃগমদ শ্রীহরির খুবই প্রীতিকর ॥ ২৯৬ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

গন্ধেভ্যশ্চন্দনং পুণ্যং চন্দনাদগুরুর্বরঃ।
কৃষ্ণাগুরুস্ততঃ শ্রেষ্ঠঃ কুঙ্কুমন্তু ততোঽধিকম্ ॥২৯৭॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে যথা—যাবতীয় গন্ধ হইতে চন্দন পবিত্র, চন্দন অপেক্ষা অগুরু শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ অগুরু তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার কুঙ্কুম তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন দাতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠা অতোঽন্যদনুলেপনম্।
অনুলেপনমুখ্যন্তু চন্দনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইহা ভিন্ন অন্যবস্তুর অনুলেপন অর্পণ করিবে না। চন্দন অনুলেপন দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ২৯৮ ॥

নারদীয়ে—

যথা বিষ্ণোঃ সদাভীষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবম্।
শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসি-চন্দনম্ ॥২৯৯॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীশুকদেব পুরাণে বলিয়াছেন, শালিতণ্ডুলের নৈবেদ্যের মত তুলসীচন্দনও বিষ্ণুর সতত প্রিয় ॥ ২৯৯ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—

সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমং ন চ তৎসমম্ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতাতেও বলা আছে—তুলসীকাষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া যদি রামের মাথায় অর্পণ করা যায়, কর্পূর, কুঙ্কুম, কস্তুরীও তাহার সহিত তুলনীয় নহে ॥ ৩০০ ॥

অথানুলেপনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে—

বিলেপয়ন্তি দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনম্।
পরমাত্মা পরাং প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীম্ ॥৩০১

অনুবাদ—অনন্তর অনুলেপন মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে শঙ্খ মাহাত্ম্যে—শঙ্খে চন্দন লইয়া

দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গে লেপন করিলে পরমাত্মা একশত বৎসর পরমতুষ্টি অনুভব করেন ॥ ৩০১ ॥

গারুড়ে—

তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনম্ ।
বিলেপয়তি যো নিত্যং লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥৩০২

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—তুলসীদল সংলগ্ন চন্দন যিনি জনার্দ্দনের অঙ্গে নিত্য বিলেপন করেন, তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন ॥ ৩০২ ॥

টীকা—বাঞ্ছিতম্ চিন্তিতম্ ; অকারপ্রশ্লেষেণ চিন্তিতাতীতমপীতি বা ॥ ৩০২ ॥

নারসিংহে—

কুঙ্কুমাগুরুশ্রীখণ্ডকর্দ্দমৈরচ্যুতাকৃতিম্ ।
বিলিপ্য ভক্ত্যা রাজেন্দ্র কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥৩০৩

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে—হে রাজেন্দ্র ! ভক্তির সহিত কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিলেপন করিলে কোটিকল্পকাল স্বর্গে বাস হয় ॥ ৩০৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ—

চন্দনাগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুমোশীরপদ্মকৈঃ ।
অনুলিপ্তো হরির্ভক্ত্যা বরান্ ভোগান্ প্রযচ্ছতি ॥৩০৪

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেণামূল ও পদ্মদ্বারা শ্রীহরিকে ভক্তিরসহিত অনুলেপন প্রদান করিলে শ্রীহরি নানাবিধ উত্তমভোগ দিয়া থাকেন ॥ ৩০৪ ॥

কালেয়কং তুরুষ্কঞ্চ রক্তচন্দনমুত্তমম্ ॥ ৩০৫ ॥
নৃণাং ভবন্তি দত্তানি পুণ্যানি পুরুষোত্তমে ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ অগুরু, শিহলক ও শ্রেষ্ঠ রক্ত-চন্দন শ্রীপুরুষোত্তমকে অর্পণকারী পুণ্যলাভ হয় ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

টীকা—কালকেয়ং কালাগুরুঃ, তুরুষ্কং শিহলকম্ ॥ ৩০৫ ॥

টীকা—পুরুষোত্তমে দত্তানি সন্তি নৃণাং পুণ্য-রূপাণি ভবন্তি ॥ ৩০৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

চন্দনেনানুলিপ্যৈনং চন্দ্রলোকমবপ্নুয়াৎ ।
শারীরৈর্ম্মানসৈর্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে ॥ ৩০৭ ॥
কুঙ্কুমেনানুলিপ্যৈনং সূর্য্যলোকে মহীয়তে ।
সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে তথা প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩০৮
কর্পূরেণানুলিপ্যৈনং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ ।
শারীরৈর্ম্মানসৈর্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকে চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে মনুষ্যগণ চন্দ্র-লোক পাইবে এবং দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দূর হইবে। কুঙ্কুমদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে সূর্য্যলোকে সুখানুভব ও ইহলোকে উত্তম সৌভাগ্য লাভ হয় ; কর্পূর দ্বারা অনুলিপ্ত করিলে বরুণলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৩০৭-৩০৯ ॥

টীকা—এনং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ৩০৭ ॥

দত্ত্বা মৃগমদং মুখ্যং যশসা চ বিরাজতে ।
দত্ত্বা জাতীফলক্ষোদং ক্রিয়াসাফল্যমশ্নুতে ॥ ৩১০ ॥
রম্যেণাগুরুসারেণ অনুলিপ্য জনার্দ্দনম্ ।
সৌভাগ্যমতুলং লোকে বলং প্রাপ্নোতি চোত্তমম্ ॥৩১১

অনুবাদ—উৎকৃষ্ট মৃগমদ নিবেদন করিলে যশস্বী হইয়া বিরাজ করিবে। জাতীফলের চূর্ণ অর্পণে ক্রিয়াসাফল্য লাভ হইবে এবং মনোহর অগুরুসার জনার্দ্দনকে অনুলেপন রূপে দিলে সংসারমধ্যে অতুল-সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠবল লভ্য হয় ॥ ৩১০-৩১১ ॥

তথা বকুলনির্য্যাসৈরগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ।
বকুলাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা ।
সমালিপ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির অঙ্গে বকুল-নির্য্যাস লেপনে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। জগৎপতির শ্রীঅঙ্গে বকুল ও অগুরু মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন বিলেপনে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফলভাগী হওয়া যায় ॥৩১২॥

টীকা—পুণ্ডরীকং যজ্ঞবিশেষঃ ॥ ৩১২ ॥

একীকৃত্য তু সর্ব্বাণি সমালিপ্য জনার্দ্দনম্ ।
অশ্বমেধস্য মুখ্যস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৩১৩॥
যোঽনুলিম্পেত দেবেশং কীর্ত্তিতৈরনুলেপনৈঃ ।
পার্থিবাদ্যানি যাবন্তি পরমাণূনি তত্র বৈ ॥ ৩১৪ ॥
তাবদব্দানি লোকেষু কামচারী ভবত্যসৌ ।
কেশসৌগন্ধ্যজননং কৃত্বা মৃগমদং নরঃ ॥ ৩১৫ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জনার্দ্দনকে মাখাইলে মুখ্য অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাওয়া যাইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে সকল অনুলেপন-দ্রব্য কীর্ত্তিত হইল, যিনি এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা দেবেশ্বরের শ্রীঅঙ্গলেপন করেন, তিনি পৃথিব্যাদি লোকসমূহে যত পরমাণু আছে তত সংখ্যক বৎসর যথেচ্ছভাবে চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। মৃগমদ কস্তুরীদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির কেশ-সৌগন্ধ্য সম্পাদন করিলে সমুদায় কামসমৃদ্ধ যজ্ঞ ফল লাভ হয় ॥ ৩১৩-৩১৬ ॥

টীকা—তত্রানুলেপনেষু পার্থিবাশ্চন্দনাদিসম্বন্ধিনঃ, আদ্য-শব্দেন জলাদিসম্বন্ধিনশ্চ, নপুংসকত্বমার্ষম্; লোকেষু চতুর্দ্দশভুবনেষু ॥ ৩১৪-৩১৫ ॥

যঃ প্রযচ্ছতি গন্ধানি গন্ধযুক্তকৃতানি চ ।
গন্ধর্ব্বত্বং ধ্রুবং তস্য সৌভাগ্যঞ্চ তথোত্তমম্ ॥৩১৭॥

অনুবাদ—সুগন্ধি দ্রব্য সকল শোধন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে নিবেদন করেন, তাঁহার নিশ্চয় গন্ধর্ব্বত্ব এবং উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—গন্ধযুক্তকৃতানি সুগন্ধিদ্রব্যযোগেন শোধিতানি ॥ ৩১৭ ॥

অথ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্যম্

গারুড়ে শ্রীনারদধুন্ধুমারনৃপসংবাদে—

যো দদাতি হরেনিত্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।
যুগানি বসতে স্বর্গে হ্যনন্তানি নরোত্তমঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন-মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে শ্রীনারদ-ধুন্ধুমার-সংবাদে—প্রতিদিন যে নরোত্তম জনার্দ্দনকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন অর্পণ করেন, তিনি অনন্তযুগ স্বর্গে বাস করেন ॥ ৩১৮ ॥

মহাবিষ্ণৌ কলৌ ভক্ত্যা দত্ত্বা তুলসিচন্দনম্ ।
যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈর্ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥৩১৯
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ ।
নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতৈঃ কৃতম্ ॥৩২০
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।
পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ সদাভীষ্টং হরের্যথা ॥ ৩২১ ॥
মৃত্যুকালে তু সংপ্রাপ্তে তুলসীতরুচন্দনম্ ।
ভবতে যস্য দেহে তু হরির্ভূত্বা হরিং ব্রজেৎ ॥৩২২॥

অনুবাদ—যিনি এই কলিযুগে মহাবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন নিবেদন করিয়া মালতীপুষ্প-দ্বারা পূজা করেন, তাঁহাকে আর সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হইতে হয় না। তুলসীকাষ্ঠের উৎপন্ন চন্দন অর্পণ করিলে সেই চন্দন পূজকের আগের শতজন্মকৃত সমুদায় পাপ নিঃশেষে দগ্ধ করে। তুলসীকাষ্ঠের চন্দন যেমন শ্রীহরির প্রিয়, সেইরূপ সকল দেবতার, বিশেষতঃ পিতৃগণের সতত বাঞ্ছিত। মৃত্যুকালে যাঁহার শরীরে তুলসী-চন্দন লিপ্ত থাকে, তিনি শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩১৯-৩২২ ॥

টীকা—তুলসিচন্দনং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্; হ্রস্বত্বমার্ষম্; স্তনপঃ সংসারীত্যর্থঃ ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥

টীকা—যচ্ছতো জনস্য পাতকং কর্ম্মভূতং চন্দনমেবকর্ত্তৃ নিঃশেষেণ দহতে ॥ ৩২০ ॥

টীকা—অস্তু তাবত্তগবদর্পণমাহাত্ম্যম্, অন্ত্যদশায়াং তৎস্পর্শেনাপি কৃতার্থতা স্যাৎ ইত্যাহ—মৃত্যুকালে ত্বিতি। ভবতে ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। হরির্ভূত্বা সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা হরিরিব ভূত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩২২ ॥

তাবন্মলয়জং বিষ্ণোর্ভাতি কৃষ্ণাগুরুর্নৃপ।
যাবন্ন দৃশ্যতে পুণ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত পবিত্র তুলসীকাষ্ঠ-জাত চন্দন দেখিতে না পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্তই শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গে চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু শোভা পায়। তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দনের নিকট অন্যগুলি গৌণ ইহাই বক্তব্য ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—অত্র হেতুত্বেন তস্য শ্রীভগবৎপ্রিয়তামাহ—তাবদিতি দ্বাভ্যাম্। ভাতি শোভতে রোচতে বা ॥ ৩২৩ ॥

———

তাবৎ কস্তূরিকামোদঃ কর্পূরস্য সুগন্ধিতা।
যাবন্ন দীয়তে বিষ্ণোস্তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩২৪ ॥
কলৌ যচ্ছন্তি যে বিষ্ণৌ তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
ধুন্ধুমার ন বৈ মর্ত্ত্যাঃ পুনরায়ন্তি তে ভুবি ॥ ৩২৫ ॥

অনুবাদ—তুলসীকাষ্ঠের চন্দন যে পর্য্যন্ত বিষ্ণু-অঙ্গে অর্পিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কস্তুরিকায় আমোদ ও কর্পূরের সুগন্ধিতা প্রকাশ থাকে। হে ধুন্ধুমার! কলিকালে যে সকল মনুষ্য শ্রীহরিকে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন অর্পণ করেন তাঁহাদিগকে আর মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না ॥ ৩২৪-৩২৫ ॥

টীকা—বিশেষতঃ কলিকালে তদর্পণমাহাত্ম্যমাহ—কলাবিতি। ভুবি ন পুনরায়ান্তি, মুক্তা ভবন্তি, কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এব বসন্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বং মালতী-সহিতস্য ফলমুক্তম্, অধুনা কেবলস্যেবেতি ভেদঃ ॥ ৩২৫ ॥

———

যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসিচন্দনম্।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণোর্ন স ভাগবতো নরঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্ত হইয়া কলিযুগে যে মনুষ্য সতত শ্রীবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠ চন্দন অর্পণ না করে, সে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—অতো বৈষ্ণবৈঃ কলাববশ্যমেব তদর্প্য-মিত্যাহ—যো হীতি ॥ ৩২৬ ॥

———

প্রহলাদসংহিতায়াম্—
ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩২৭ ॥
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ নরঃ।
বিলিপ্য ভক্তিতো বিষ্ণুং রমতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥৩২৮
তুলসীকাষ্ঠজাতেন চন্দনেন বিলেপনম্।
যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুতোষায় কপিলাগোফলং লভেৎ ॥৩২৯

অনুবাদ—প্রহলাদসংহিতায়, যথা—শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীকাষ্ঠচন্দন প্রদানকারীর মত বৈষ্ণব ভূমণ্ডলে নাই। কলিকালে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন ভক্তির সহিত বিষ্ণুর অঙ্গে বিলেপন করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে আনন্দানু-ভব করেন। শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদনের জন্য যিনি তুলসীকাষ্ঠচন্দন বিলেপন করেন, তিনি কপিলা গোদানের ফল পাইয়া থাকেন ॥ ৩২৭-৩২৯ ॥

টীকা—লোকে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে ভুবি লোকে ভূলোক ইত্যর্থঃ; যদ্বা, ভুবি পৃথিব্যাং চতুর্দ্দশ-সংখ্যলোকেঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—বিষ্ণোস্তোষার্থং তস্য স্বস্যাপি বা বিলে-পনং যঃ কুর্য্যাৎ, স কপিলাগোশতদানফলং লভতে ॥ ৩২৯ ॥

———

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যস্তু সেবতে।
মৃত্যুকালে বিশেষেণ কৃতপাপোঽপি মুচ্যতে ॥৩৩০॥
যো দদাতি পিতৃণান্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
তেষাং স কুরুতে তৃপ্তিং শ্রাদ্ধে বৈ শতবার্ষিকীম্ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুকালে যিনি তুলসীকাষ্ঠচন্দন সেবন করেন, পাপী হইলেও তাঁহার মুক্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তুলসীকাষ্ঠচন্দন অর্পণকারীর, পিতৃকুল শতবর্ষব্যাপী তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ৩৩০-৩৩১ ॥

টীকা—বিশেষেণ মৃত্যুকালে যঃ সেবতে; বিশেষেণেতি—তদানীং পাপান্তরাসম্ভাবাদিনা সদ্যো-মুক্তিসিদ্ধিঃ। যদ্বা, মৃত্যুকালেঽপি সেবতে, বিশেষেণে-ত্যস্য পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—কিঞ্চ, য ইতি—শ্রাদ্ধে যো দদাতি ॥৩৩১

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

তুলসীচন্দনাক্তাঙ্গঃ কুরুতে কৃষ্ণপূজনম্ ।
পূজনেন দিনৈকেন লভতে শতবার্ষিকীম্ ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—শরীর তুলসীকাষ্ঠের চন্দনে লিপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে একদিনের পূজাতেই শতবর্ষকৃত পূজার ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৩২ ॥

বিলেপনার্থং কৃষ্ণস্য তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।
মন্দিরে বসতে যস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৩৩ ॥
তিলপ্রস্থাষ্টকং দত্ত্বা যৎ পুণ্যং চোত্তরায়ণে ।
তত্তুল্যং জায়তে পুণ্যং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥
ইতি ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিলেপনের জন্য যাঁহার বাড়ীতে তুলসীকাষ্ঠচন্দন সঞ্চিত থাকে, তাহার পুণ্য ফলের কথা শোন—উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অষ্টপ্রস্থ তিল দান করিলে যে পুণ্য হয়, চক্রপাণি শ্রীহরির প্রসন্নতায় তাদৃশ পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৩৩-৩৩৪ ॥

দেয়ং মলয়জাভাবে শীতলত্বাৎ কদম্বজম্ ।
যথা কিঞ্চিৎ সুগন্ধিত্বাচ্চন্দনং দেবদারুজম্ ॥৩৩৫॥

অনুবাদ—মলয়জ চন্দনের অভাব হইলে শীতলতা নিবন্ধন কদম্বকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করিবে। যেহেতু কিঞ্চিৎ সুগন্ধ আছে বলিয়া দেবদারুচন্দনও চন্দন মধ্যে গণ্য হয় ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—কদম্বজং চন্দনম্ ॥ ৩৩৫ ॥

গারুড়ে—

হরের্মলয়জং শ্রেষ্ঠমভাবে দেবদারুজম্ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে, যথা—শ্রীহরির পূজায় মলয়জ চন্দনই শ্রেষ্ঠ, তাহা না পাইলে দেবদারুচন্দন দেওয়া যায় ॥ ৩৩৬ ॥

অথানুলেপে নিষিদ্ধ্যানি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনম্ ।
উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুর্য্যুরুপদ্রবম্ ॥ইতি॥৩৩৭

অনুবাদ—অনন্তর অনুলেপক্রিয়ায় নিষিদ্ধ দ্রব্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—পদ্মকাষ্ঠ দারিদ্র্য-জনক, রক্তচন্দন স্বাস্থ্য হানিকর, উশীর চিত্তরে বিক্ষেপ ঘটায় এবং দেবদারু প্রভৃতি অন্যান্য উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট চন্দন উপদ্রব কারক ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—অন্যে দেবদার্ব্বাদয়ঃ উগ্রগন্ধয়ঃ বিহিতে-ভ্যোঽপরে বা ॥ ৩৩৭ ॥

পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকং হীচ্ছতা সুখম্ ।
মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈ ॥৩৩৮

অনুবাদ—ইহলোকের যাবতীয় সুখ ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ পদ্মাদিকাষ্ঠচন্দন অর্পণ করিবেন না। মুখ্যবস্তুর অভাবে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণই কেবল ঐ সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য দিতে পারেন ॥ ৩৩৮ ॥

টীকা—পূর্ব্বং চন্দনাগুরু-কর্পূর কুঙ্কুমোশীর-পদ্মকৈরিত্যুশীরপদ্মকার্পণং বিহিতম্, অধুনা দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদিতি নিষিদ্ধমিত্যেবং বিরোধে লিখতি—পদ্মকেতি। পদ্মকাদি ন দাতব্যমিতি যৎ, এবার্থো হি-শব্দঃ, তদৈহিকং সুখমিচ্ছতৈব ন দাতব্যমিত্যর্থঃ, ভগবৎপরৈস্তু দাতব্যমেব ; কিন্তু মুখ্যানাং চন্দনাদী-নামলাভে সতি ; যথা পুষ্পাণ্যধিকৃত্যোক্তং পাদ্মে—'বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ' ইতি, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। এবমধিকারিভেদাদিনা ন বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩৮ ॥

ততো ভগবতঃ কুর্য্যাদনুলেপাদনন্তরম্ ।
বিদ্বান্ বিচিত্রৈর্ব্যজনৈশ্চামরৈরপি বীজনম্ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুলেপনের পর বিচিত্র ব্যজন (পাখা) ও চামর দ্বারা বাতাস করিবেন॥৩৩৯

টীকা—বিদ্বানিতি—উষ্ণকালে কুর্য্যাৎ, শীতকালে চ নৈবেতি ভাবঃ। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ৩৩৯ ॥

বীজনমাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অনুলিপ্য জগন্নাথং তালবৃন্তেন বীজয়েৎ।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি পুরুষস্তেন কর্ম্মণা ॥ ৩৪০ ॥
চামরৈর্বীজয়েদ্যস্তু দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৪১ ॥
ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ সুভক্ত্যা মাতরিশ্বনা।
দেবদেবস্য রাজেন্দ্র কুরুতে তাপবারণম্ ॥ ৩৪২ ॥
তৎকুলে যমলোকে তু শমতে নারকো দরঃ।
বায়ুলোকান্মহীপাল ন চ্যুতির্ব্বিদ্যতে পুনঃ ॥ ৩৪৩ ॥
চলচ্চামরবাতেন কৃষ্ণং সন্তোষয়েন্নরঃ ॥ ৩৪৪ ॥
তস্যোত্তমাঙ্গং দেবেশ স্তবতে স্বমুখেন বৈ।
উষ্ণকালে ত্বিদং জ্ঞেয়ং যৎ সন্তঃ পৌষমাঘয়োঃ।
শীতলত্বান্মলয়জমপি নৈবার্পয়ন্তি হি ॥ ৩৪৫ ॥

তথা চোক্তম্—

ন শীতে শীতলং দেয়ম্ ॥ ইতি ॥ ৩৪৬ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
স্নাপনিকো নাম ষষ্ঠো বিলাসঃ।

অনুবাদ—অতঃপর বীজনমাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—শ্রীজগন্নাথকে অনুলেপন প্রদান করিয়া তালপাতার পাখায় বাতাস করিলে মানুষ বায়ুলোকে বসতি লাভ করে। চামর দিয়া বীজন করিলে একপ্রস্থ পরিমিত তিলদানের ফল হয়। হে নৃপবর। যিনি সুভক্তিযুক্ত হইয়া বস্ত্রব্যজনের বায়ু দ্বারা দেবদেব শ্রীহরির তাপ দূর করেন, তাহার বংশে যমলোকে নরকের ভয় থাকে না।

হে নৃপ। চলিত চামরবায়ুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিলে বায়ুলোক হইতে আর সেই বীজনকারীর পতন হয় না। ভগবান শ্রীমুখে সেই বীজনকারীর অত্যুত্তম দেহের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই বীজন গ্রীষ্মকালেই প্রশস্ত। যেহেতু সাধুগণ পৌষ ও মাঘ মাস শীতল বলিয়াই মলয়জ চন্দনও অর্পণ করেন না। অতএব উক্ত হইয়াছে শীতকালে শীতল দ্রব্য নিবেদন কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪০-৩৪৬ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
স্নাপনিক নামক ষষ্ঠবিলাস।

টীকা—বস্ত্রেণ যদ্ব্যজনং, তেন বস্ত্রনির্ম্মিতব্যজনেনেত্যর্থঃ। যদ্বা, অথ-শব্দো বিকল্পে ব্যঞ্জনেন তালবৃন্তাদিনা বস্ত্রেণ বা ব্যজনরূপেণৈব যো মাতরিশ্বা বাতস্তেন তাপস্য উষ্ণতায়া বারণং যঃ কুর্য্যাৎ; তাপস্তু প্রায়ো ঘর্ম্মকালেহনু লেপনস্য বিশেষতোহর্পণাৎ; ততশ্চ প্রস্বেদোদ্ভবাত্তদ্বারণং যুক্তমেব। যমলোকে যো নারকঃ, নরকসম্বন্ধী, দরো ভয়ং শমতে শাম্যতি ॥ ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—উত্তমং বীজনেনোৎকৃষ্টতাং প্রাপ্তম্ অঙ্গং হস্তং দেহং বা স্তৌতি। ইদম্ অনুলেপনানন্তরং বীজনম্, যদ্যস্মাৎ ॥ ৩৪৫ ॥

ইতি ষষ্ঠো বিলাসঃ।

সপ্তম-বিলাসঃ

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার পাদ-পদ্মযুগলে পুষ্প অর্পণ করা মাত্রই কুমনা ব্যক্তি সুমনা হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—বিচিত্রপুষ্পপ্রদান-প্রকরণলিখনসৌষ্ঠবায় নিজেষ্টদেবরূপং পরমগুরুবরং শরণং যাতি—কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পাদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বমভিপ্রেতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমদঙ্গাদি তৈর্ভক্ত্যা সমালিপ্যানুলেপনৈঃ।
নিবেদ্যোত্তমপুষ্পাণি তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোল্লিখিত অনুলেপন দ্রব্যসমূহদ্বারা প্রীতিসহকারে শ্রীমৎ অঙ্গসকল বিলেপন করিয়া উত্তম উত্তম পুষ্প নিবেদন করতঃ পুষ্পার্পণের মুদ্রাও দেখাইতে হইবে ॥ ২ ॥

অথ পুষ্পাণি

নারসিংহে—

পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈস্তথা নগরসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুতৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পুষ্পসকল—নৃসিংহপুরাণে যথা—অরণ্যে জাত, নগরে বা গ্রামে উৎপন্ন কিংবা নিজের উদ্যানের (বাগানের) গাছে থাকা টাট্‌কা, ছেঁড়া নয়, অসিক্ত, কীটাদি জীব রহিত কুসুমের দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

টীকা—তৈর্লিখিতৈর্ভক্ত্যা প্রীত্যা অভক্তিচ্ছেদেন বা, তস্য পুষ্পনিবেদনস্য মুদ্রাম্, অপর্য্যুষিতৈর্নিশ্ছিদ্রৈশ্চ অবিদীর্ণদলৈঃ, আত্মনঃ, আরামঃ উপবনং, তদুদ্ভবৈঃ ॥ ২-৩ ॥

বামনপুরাণে শ্রীপ্রহলাদবলিসংবাদে—

তান্যেব সুপ্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর।
যানি স্যুর্বর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ ॥ ৪ ॥
জাতী শতাঙ্গা সুমনাঃ কুন্দং চারুপুটং তথা।
বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা ॥ ৫ ॥
পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী।
তিলকং জাসুবনজং পীতকং তগরস্তথা ॥ ৬ ॥
এতানি সুপ্রশস্তানি কুসুমানাচ্যুতার্চ্চনে।
সুরভীণি তথান্যানি বর্জ্জয়িত্বা তু কেতকীম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে শ্রীপ্রহলাদ-বলিসংবাদে—হে অসুররাজ! যে সমস্ত পুষ্পের বর্ণ, রস ও গন্ধ আছে, সেই সকল পুষ্পই অতিশয় প্রশস্ত। তন্মধ্যে জাতী, শতপত্রিকা (পদ্ম), মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার ঝিন্টি, চম্পক, অশোক, করবী, যূথিকা, মন্দার, পাটলা, (পারুল), বকুল, শুক্লকূটজ, তিল, জবা, পিয়লী ও তগর এই সকল পুষ্প শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনে অতীব প্রশস্ত। বনকেতকী ভিন্ন অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও প্রশস্ত ॥ ৪-৭ ॥

টীকা—শতাঙ্গা শতপত্রিকা, চারুপুটং কর্ণিকারং, বাণং ঝিণ্টীভেদঃ। পারিভদ্রং পলহদেতি প্রসিদ্ধম্, গিরিশালিনী শ্বেতকুটজং; জানুবনজং জবাকুসুমং, পীতকং পিয়লীতি প্রসিদ্ধম্, কেতকীমিতি বনকেতকীম্ ॥ ৫-৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কুঙ্কুমস্য চ পুষ্পাণি বন্ধুজীবস্য চাপ্যথ।
চম্পকস্য চ দেয়ানি তথা ভূচম্পকস্য চ ॥ ৮ ॥
পীতযূথিকজান্যেব যানি বৈ নীপজান্যপি।
মঞ্জর্য্যঃ সহকারস্য তথা দেয়া জনার্দ্দনে ॥ ৯ ॥
মল্লিকা কুব্জকুসুমমতিযুক্তকমেব চ।
সর্ব্বাশ্চ যূথিকাজাত্যো মল্লিকাজাত্য এব চ ॥ ১০ ॥
যাশ্চ কুব্জকজাজাত্যঃ কদম্বকুসুমানি চ।
কেতকীপাটলাপুষ্পং কাণ্বপুষ্পং তথৈব চ ॥ ১১ ॥
এবমাদীনি দেয়ানি গন্ধবন্তি শুভানি চ।
কেচিদ্বর্ণগুণাদেব কেচিদ্‌গন্ধগুণাদথ ॥ ১২ ॥

অনুক্তান্যপি রম্যাণি তথা দেয়ানি কানিচিৎ ।
দেশে দেশে তথা কালে যানি পুষ্পাণ্যনেকশঃ ॥১৩॥
গন্ধবর্ণোপপন্নানি তানি দেয়ানি নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—কুঙ্কুম ও বন্ধুজীব পুষ্প (বাঁধুলী), চম্পক, ভূমিচম্পক, পীতযূথী, কদম্ব ও আম্রমঞ্জরী জনার্দ্দনকে অর্পণ করিবে। মল্লিকা, কুব্জ, মাধবী, যূথিকাজাতীয়, মল্লিকাজাতীয়, কুব্জজাতীয় এবং কদম্ব, কেতকী, পাটলা ও কর্ণতুহলী এইগুলি ও নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পবিত্র পুষ্প শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। উত্তম বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া কতকগুলিকে দিবে, উত্তম গন্ধযুক্ত বলিয়া কতকগুলিকে দিবে, এখানে বলা না হইলেও যে সমস্ত পুষ্প সুগন্ধি ও সুন্দর তাহাও দিবে। দেশ-কালভেদে উৎপন্ন পুষ্প সকল গন্ধযুক্ত ও বর্ণ বিশিষ্ট হইলে নিত্যই নিবেদন করিবে ॥ ৮-১৪ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয় সংবাদে—
মধ্যেঽন্যবর্ণো যস্য স্যাৎ শুক্লস্য কুসুমস্য চ ।
শুভশুক্লন্তু বিজ্ঞেয়ং মনোজ্ঞং কেশবপ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীবজ্র-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে—যে শুক্লবর্ণ পুষ্পে মধ্যভাগে অন্যবর্ণ থাকে, তাহারই নাম শুভশুক্ল, তাহা অতি সুন্দর এবং কেশবের অতিশয় প্রিয় ॥ ১৫ ॥

স্কান্দে—
বাসন্তী মল্লিকাপুষ্পং তথা বৈ বার্ষিকী তু যা ।
কুসুম্ভং যূথিকে দ্বে চ তথা চৈবাতিমুক্তকম্ ॥১৬॥
কেতকং চম্পকঞ্চৈব মাষবৃন্তকমেব চ ।
পুরন্ধ্রি-মঞ্জরীপুষ্পং চূতপুষ্পং তথৈব চ ॥ ১৭ ॥
বন্ধুজীবকপুষ্পঞ্চ কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ ।
জাতীপুষ্পাণি সর্ব্বাণি কুন্দপুষ্পন্তথৈব চ ॥ ১৮ ॥
পাটলায়াস্তথা পুষ্পং নীলমিন্দীবরন্তথা ।
কুমুদে শ্বেতরক্তে চ শ্বেতরক্তে তথাম্বুজে ॥ ১৯ ॥
এবমাদীনি পুষ্পাণি দাতব্যানি সদা হরেঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—বসন্তকালীন কিংবা বর্ষাকালীন মল্লিকা, কুসুম্ভ, দুই প্রকার যূথিকা, মাধবী, কেতকী, চম্পক, মাষবৃন্ত, পুরন্ধ্রির মঞ্জরী বা পুষ্প, আম্রমঞ্জরী, বন্ধুজীব, কুঙ্কুম, সকল প্রকার জাতী, কুন্দ ও পাটলা পুষ্প এবং নীলেন্দীবর, শুক্ল কুমুদ, রক্তকুমুদ, শুভ্রপদ্ম ও রক্তপদ্ম ইত্যাদি পুষ্পসমূহ শ্রীহরিকে নিত্য নিবেদন করিবে ॥ ১৬-২০ ॥

টীকা—নীপঃ কদম্বভেদঃ অতিমুক্তকং মাধবী-লতা, কাণ্বপুষ্পং কণতুহলীতি প্রসিদ্ধং, বাসন্তী বসন্তোদ্ভবা বার্ষিকী চ যা মল্লিকা, তস্যাঃ পুষ্প-মিত্যর্থঃ ॥ ৯-১৬ ॥

টীকা—পুরন্ধ্রিঃ পুঙ্গবীতি প্রসিদ্ধা, তস্যা মঞ্জরী পুষ্পঞ্চ ॥ ১৭ ॥

তত্রৈবান্যত্র—
মালতী তুলসী পদ্মং কেতকী মণিপুষ্পকম্ ।
কদম্বকুসুমং লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভং কেশবপ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের অন্যত্রও বলা হইয়াছে—মালতী, তুলসী, পদ্ম, কেতকী, মণি ও কদম্বপুষ্প, লক্ষ্মী ও কৌস্তুভমণির মত কেশবের প্রিয় ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ—
কণ্টকীন্যপি দেয়ানি শুক্লানি সুরভীণি চ ।
তথা রক্তানি দেয়ানি জলজানি দ্বিজোত্তম ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শুভ্রবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প কণ্টকযুক্ত হইলেও অর্পণ করিবে এবং জলজ রক্তপুষ্পও নিবেদন করিবে ॥২২

টীকা—যথা লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেনো-দাহৃতম্, কন্টকীনি কণ্টকযুক্তানি ॥ ২১-২২ ॥

নারদীয়ে সপ্তসাহস্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে—
মালতী বকুলাশোক-শেফালী নবমালিকা ।
আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধুপিণ্ডিকা ॥ ২৩ ॥
যূথিকাষ্টপদং কুন্দকদম্বশিখিপিঙ্গকম্ ।
পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গমতিমুক্তকম্ ॥ ২৪ ॥
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারং বাসকং দ্বিজ ।
পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে ॥ ২৫ ॥

মদীয়া বনমালা চ পুষ্পৈরেভির্ময়া পুরা ।
গ্রথিতা চ তথা তত্ত্বৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রমাৎ ॥২৬॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে সপ্তসহস্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে – হে দ্বিজ ! মালতী, বকুল, অশোক, শেফালী, নবমল্লিকা, আম্র, তগর, মল্লিকা, মধুক (মৌহুয়াপুষ্প), পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত্ত), যূথিকা, নাগকেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিখি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার ও বাসক এই পঁচিশ প্রকার পুষ্প লক্ষ্মীর তুল্য আমার প্রীতিকর। আমি পূর্ব্বে যথাক্রমে এই পঁচিশরকম পুষ্পে ও পঁচিশতত্ত্বে আমার বনমালা গাঁথিয়াছি ॥২৩-২৬ ॥

টীকা—শেফালী সেহলীতি প্রসিদ্ধা, মধু মধুক-পুষ্পং ; পিণ্ডিকা নন্দ্যাবর্ত্তঃ, অষ্টপদং নাগকেশরং, শিখি চূড়িয়েতি প্রসিদ্ধা, পিঙ্গকং হরিদ্রাকুসুমম্ ॥২১-২৪

———

হারীতস্মৃতৌ চ—
তুলস্যৌ পঙ্কজে জাত্যৌ কেতক্যৌ করবীরকৌ ।
শস্তানি দশপুষ্পানি তথা রক্তোৎপলানি চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হারীতস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—দুই প্রকার তুলসী, দুই প্রকার পদ্ম, দুই প্রকার জাতী, দুই প্রকার কেতকী, এবং দুই প্রকার করবীর, এই দশ-বিধ পুষ্প ও রক্তোৎপল প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥

———

অথ সামান্যতোঽখিলপুষ্পমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
দানং সুমনসাং শ্রেষ্ঠং তথৈব পরিকীর্ত্তিতম্ ।
অলক্ষ্ম্যাঃ শমনং মুখ্যং পরং লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং মাঙ্গল্যং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ।
স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং বহ্নিষ্টোমফলপ্রদম্ ॥ ২৯ ॥
ন রত্নেন সুবর্ণেন ন চ বিত্তেন ভূরিণা ।
তথা প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সাধারণতঃ সকল পুষ্পের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—পুষ্পার্পণ শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া খ্যাত, এইদান অলক্ষ্মী নিবারণ ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং ধন, যশঃ, আয়ু, মঙ্গল ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করে। কথিত হইয়াছে, ইহাতে স্বর্গ ও অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয়। চক্র ও গদাধারী শ্রীভগবান রত্ন, স্বর্ণ বা বহুবিধ ধনদ্বারা এই প্রকার প্রীত হন না—অর্থাৎ ঐ দশ প্রকার পুষ্পে শ্রীভগবানের প্রীত্যাধিক্য বর্ত্তমান ॥ ২৮-৩০ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—
ধর্ম্মার্জ্জিতধনক্রীতৈর্য্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনম্ ।
উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহং সপ্ত পূর্ব্বাংস্তথাপরান্ ॥ ৩১ ॥
আরামস্থৈস্তু কুসুমৈর্য্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনম্ ।
এতদেব সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩২ ॥
যথা কথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈঃ পূজয়ন্ হরিম্ ।
নাকপৃষ্ঠমবাপ্নোতি ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৩৩ ॥
তথা রাষ্ট্রাহৃতৈঃ পুষ্পৈর্য্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনম্ ।
পঞ্চবিংশত্যতীতাংশ্চ পঞ্চবিংশত্যনাগতান্ ।
উদ্ধরেদাত্মনো বংশ্যান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার অন্যস্থলেও বলা হইয়াছে—যিনি ন্যায়পথে অর্জ্জিত ধনদ্বারা পুষ্প ক্রয় করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি-অধস্তন সপ্ত ও উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষকে উদ্ধার করেন। যিনি উদ্যানস্থিত পুষ্প-দ্বারা কেশবের পূজা করেন, তিনি উদ্যানই প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। যেভাবেই হউক পুষ্প সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরির পূজা করিলে স্বর্গলাভ করা যায়, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। যিনি রাষ্ট্র হইতেও পুষ্প আহরণ করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি নিজের অতীত পঁচিশ ও ভবিষ্যৎ পঁচিশ পুরুষকে উদ্ধার করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩১-৩৪ ॥

টীকা—ধর্ম্মেণ ন্যায়েন অর্জিতং যদ্ধনং, তেন ক্রীতৈঃ কুসুমৈঃ, এতেন ন্যায়োপাত্তবিত্তেন পুষ্প-ক্রয়ণমপি শস্তং ব্রাহ্মণাদেরিতি বোধিতম্ ॥ ৩১ ॥

———

নগরেঽপি বসন্ যস্তু ভৈক্ষ্যাশী শংসিতব্রতঃ ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ পত্রমূলফলাঙ্কুরৈঃ ॥ ৩৫ ॥
যথোপপন্নৈঃ সততমভ্যর্চ্চয়তি কেশবম্ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বকামপ্রদো দেবস্তস্য স্যান্মধুসূদনঃ।
পুংসস্তস্যাপ্যকামস্য পরং স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৩৭॥

অনুবাদ—নগরবাসী হইয়াও যিনি ভিক্ষাজীবী ও ব্রতধারী হইয়া বন হইতে পত্র, পুষ্প, মূল, ফল, অঙ্কুর আনিয়া যথোপযুক্ত ভাবে সর্ব্বদাই শ্রীকেশবের পূজা করেন, শ্রীমধুসূদন তাঁহার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। সেই ব্যক্তি প্রার্থনা না করিলেও তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যেখানে পৌঁছিলে শোক করিতে হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরম-পদ॥ ৩৫-৩৭॥

তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয়সংবাদে—
অক্ষমৈস্তূপবাসানাং ধনহীনৈস্তথা নরৈঃ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনম্।
পূর্ব্বজন্মনি সংপ্রাপ্তং রাজ্যং শৃণু নরাধিপ॥ ৩৮॥
নৃপো যযাতির্নহুষো বিশ্বগন্ধঃ করন্ধমঃ।
দিলীপো যুবনাশ্বশ্চ শতপর্ব্বা ভগীরথঃ॥ ৩৯॥
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ মহাশীলো মহামনুঃ।
দেবলঃ কালকাক্ষশ্চ কৃতবীর্য্যো গুণাকরঃ॥ ৪০॥
দেবরাতঃ কুসুম্ভশ্চ বিনীতো বিক্রমো রঘুঃ।
মহোৎসাহো বীতভয়ো অনমিত্রঃ প্রভাকরঃ॥ ৪১॥
কপোতরোমা পর্জ্জন্যশ্চন্দ্রসেনঃ পরন্তপঃ।
ভীমসেনো দৃঢ়রথঃ কুশনাভঃ প্রতর্দ্দনঃ॥ ৪২॥
এতে চান্যে চ বহবঃ পূর্ব্বজন্মনি কেশবম্।
পূজয়িত্বা ক্ষিতাবস্যাং প্রাপ্ রাজ্যমকণ্টকম্॥৪৩॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীবজ্র-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নরাধিপ! শ্রবণ করুন, পূর্ব্বজন্মে উপবাসে অসমর্থ ও ধনহীন মনুষ্যগণ বন হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া শ্রীমধুসূদনের পূজা করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন। নরপতি যযাতি, নহুষ, বিশ্বগন্ধ, করন্ধম, দিলীপ, যুবনাশ্ব, শতপর্ব্বা, ভগীরথ, ভীম, সহদেব, মহাশীল, মহামনু, দেবল, কালকাক্ষ, কৃতবীর্য্য, গুণাকর, দেবরাত, কুসুম্ভ, বিনীত, বিক্রম, রঘু, মহোৎসাহ, বীতভয়, অনমিত্র, প্রভাকর, কতোপরোমা, পর্জ্জন্য, চন্দ্রসেন, পরন্তপ, ভীমসেন, দৃঢ়রথ, কুশনাভ, ও প্রতর্দ্দন ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পূর্ব্বজন্মে কেশবের পূজা করিয়া এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছিলেন॥ ৩৮-৪৩॥

টীকা—অনমিত্র ইত্যাদাবকারলোপাভাবাদিকমার্ষম্॥ ৪১॥

যক্ষত্বমথ গান্ধর্ব্বং দেবত্বঞ্চ তথৈব চ।
বিদ্যাধরত্বং নাগত্বং যে গতা মনুজোত্তমাঃ॥ ৪৪॥
বহুত্বাচ্চ ন তে শক্যা ময়া বক্তুং তবানঘ।
তস্মাদ্যত্নঃ সদা কার্য্যঃ পুরুষৈঃ কুসুমার্চ্চনে॥৪৫॥
অরণ্যজাতৈঃ কুসুমৈঃ সদৈব
সংপূজয়িত্বা স্বয়মাহৃতৈস্তু।
সর্ব্বেশ্বরং যৎ ফলমাপ্নুবন্তি
রাজেন্দ্র তদ্বর্ণয়িতুং ন শক্যম্॥ ৪৬॥
স্বয়মাহৃত্য পুষ্পাণি ভিক্ষাশী কেশবার্চ্চনম্।
যঃ করোতি স রাজেন্দ্র বংশানামুদ্ধরেৎ শতম্॥৪৭

অনুবাদ—যে সকল শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা বা বিদ্যাধর কিংবা নাগ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা অনেক। হে নিষ্পাপ! তাই তাঁহাদের নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়, অতএব মনুষ্যগণ সযত্নে সর্ব্বদা কুসুম সংগ্রহে যত্ন করিবে। নানাবিধ বনপুষ্প নিজে সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ শ্রীভগবানকে পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। হে রাজশ্রেষ্ঠ। যিনি ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিজে পুষ্প আহরণ করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি বংশজাত শতপুরুষকে উদ্ধার করেন॥৪৪-৪৭॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
পুষ্পাণি তু সুগন্ধীনি মনোজ্ঞানি তু যঃ পুমান্।
প্রযচ্ছতি হৃষীকেশে স ভাগবতমানবঃ॥ ৪৮॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—মনোহর সুগন্ধি পুষ্প যিনি হৃষীকেশকে নিবেদন করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত॥ ৪৮॥

নারসিংহে—
তপঃশীল-গুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে।
দশ দত্ত্বা সুবর্ণানি যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো হরেঃ কুসুমদানতঃ॥৪৯॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে—তপশ্চারী, শীল গুণ-সমন্বিত, বেদপারগ পাত্রে দশ স্বর্ণ দানে যে ফল, মনুষ্য শ্রীহরিকে পুষ্প প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করে ॥ ৪৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

মল্লিকা-মালতী-জাতী-কেতকাশোকচম্পকৈঃ।
পুন্নাগ-নাগ-বকুলৈঃ পদ্মৈরুৎপলজাতিভিঃ ॥ ৫০ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈঃ প্রশস্তৈরচ্যুতং নরঃ।
অর্চ্চন্ দশসুবর্ণস্য প্রত্যেকং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—ঐ নৃসিংহপুরাণেরই আরও অগ্রে বলা হইয়াছে—মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম এবং উৎপলজাতীয় সমুদয় পুষ্প ও অন্যান্য প্রশস্ত পুষ্পদ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিলে মানবগণ প্রতি পুষ্পে দশ সুবর্ণ মুদ্রা অর্পণের ফল লাভ করে ॥ ৫০-৫১ ॥

এবং হি রাজন্ নরসিংহমূর্ত্তেঃ
প্রিয়াণি পুষ্পাণি তবেরিতানি।
এতৈশ্চ নিত্যং হরিমর্চ্চ্য ভক্ত্যা
নরো বিশুদ্ধো হরিমেব যাতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ শ্রীনৃসিংহদেবের প্রিয় পুষ্পের কথা তোমাকে বলিলাম, কেবল এইগুলি দ্বারা ভক্তি-সহকারে নিত্য শ্রীহরির পূজা করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া হরিকেই লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

স্কান্দে—

স্বয়মাহৃত্য যো দদ্যাদরণ্যকুসুমানি চ।
স রাজ্যং স্ফীতমাপ্নোতি লোকে নিহতকণ্টকম্ ॥৫৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—যিনি নিজে বনফুল সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করেন, তিনি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকে বর্দ্ধিত রাজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৫৩ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

যৈঃ কৈশ্চিদিহ পুষ্পৈশ্চ জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
সংপূজ্য কথিতৈর্ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—জলজই হউক কিংবা স্থলজই হউক, যে কোন পুষ্পদ্বারাই পূজা করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গিয়া সসম্মানে বাস করিবে ॥ ৫৪ ॥

টীকা—কথিতৈর্বিহিতৈরিত্যর্থঃ, পূর্ব্বোক্তৈর্ব্বা ॥৫৪

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে—

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্যোঽর্চ্চয়েদ্রুক্মিণীপতিম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ দিব্যান্ যাংশ্চ মানুষান্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি ঋতুকালোদ্ভব পুষ্পদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তাঁহার পরলোক সম্বন্ধীয় ও মনুষ্যলোক সম্বন্ধীয় সকল বাসনা ফলবতী হয় ॥৫৫

অথ পুষ্পবিশেষমাহাত্ম্যম্

তথা চ নারসিংহে—

পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পুষ্পবিশেষের মাহাত্ম্য—নৃসিংহপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কুসুমের জাতিভেদে বিশেষ বিশেষ পুণ্য হয় ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ—

এবং পুষ্পবিশেষেণ ফলং তদধিকং নৃপ।
জ্ঞেয়ং পুষ্পান্তরেণাপি যথা স্যাত্তন্নিবোধ মে ॥৫৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হে নৃপ! দ্রোণ-পুষ্পের যে মাহাত্ম্যের কথা বলিলাম, সেই অনুসারে পুষ্পভেদে ফলও অধিক হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্যপুষ্পেও যে ফল হয়, তাহা শোন ॥ ৫৭ ॥

তত্র দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে এব—

দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্ মাধবায় নিবেদিতে।
দত্ত্বা দশ সুবর্ণানি যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে দ্রোণকুসুম-মাহাত্ম্য নৃসিংহ-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—একটি মাত্র দ্রোণপুষ্প শ্রীমাধবকে নিবেদন করিলে, দশ সুবর্ণমুদ্রা অর্পণের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—এবমিতি দ্রোণপুষ্পোক্তপ্রকারেণেতি জ্ঞেয়ং, তৎপুরাণে দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্নিত্যনন্তরমস্য পাঠাৎ। অতঃ পুষ্পান্তরেণেতি দ্রোণপুষ্পাদিতরেণা-পীত্যর্থঃ। পুষ্পান্তরক্তেনেতি পাঠে অন্তরং ভেদস্তজ্জ্ঞেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥

———

জাত্যাঃ মাহাত্ম্যম্

দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যঃ খাদিরং বৈ বিশিষ্যতে ।
শমীপুষ্পসহস্রেভ্যো বিল্বপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৫৯ ॥
বিল্বপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
বকপুষ্পসহস্রাদ্ধি নন্দ্যাবর্ত্তং বিশিষ্যতে ॥ ৬০ ॥
নন্দ্যাবর্ত্তসহস্রাদ্ধি করবীরং বিশিষ্যতে ।
করবীরস্য কুসুমাৎ শ্বেতপুষ্পমনুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥
করবীরশ্বেতকুসুমাৎ পালাশং পুষ্পমুত্তমম্ ।
পালাশপুষ্পসাহস্র্যাৎ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৬২ ॥
কুশপুষ্পসহস্রাদ্ধি বনমালা বিশিষ্যতে ।
বনমালাসহস্রাদ্ধি চম্পকন্তু বিশিষ্যতে ॥ ৬৩ ॥
চম্পকাৎ পুষ্পশতকাদশোকপুষ্পমুত্তমম্ ।
অশোকপুষ্পসাহস্র্যাৎ সেবন্তীপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥
কুব্জপুষ্পসহস্রাণাং মালতীপুষ্পমুত্তমম্ ।
মালতীপুষ্পসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—জাতীপুষ্পের মাহাত্ম্য—সহস্র দ্রোণ-পুষ্প অপেক্ষা একটি শমীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র সংখ্যক শমীপুষ্প অপেক্ষা একটি বিল্বপুষ্প প্রধান। সহস্র বিল্বপুষ্প অপেক্ষা একটি বকপুষ্প উত্তম। সহস্র বকপুষ্প অপেক্ষা একটি নন্দ্যাবর্ত্ত উত্তম, সহস্র নন্দ্যা-বর্ত্ত হইতে একটি করবীর প্রধান। করবীর পুষ্প মধ্যে শ্বেত করবীর শ্রেষ্ঠ এবং শ্বেত করবীর হইতে পলাশ শ্রেষ্ঠ। সহস্রসংখ্যক পলাশপুষ্প হইতে একটি কুশ-পুষ্প প্রধান। সহস্র কুশপুষ্প হইতে একটি বনমালা প্রধান (মালতীজাতীয়)। সহস্র বনমালা হইতে একটি চম্পক শ্রেষ্ঠ। শতসংখ্যক চম্পক অপেক্ষা একটি অশোকপুষ্প প্রধান। সহস্র অশোক হইতে এক কুব্জপুষ্প প্রধান। সহস্র কুব্জপুষ্প অপেক্ষা এক মালতীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র মালতী হইতে ত্রিসন্ধ্যা-পুষ্প উত্তম ॥ ৫৯-৬৫ ॥

টীকা—নন্দ্যাবর্ত্তং পিণ্ডীতগরং, করবীরং রক্তম্ অগ্রে শ্বেতমিত্যুক্তেঃ, বনমালা পুষ্পবিশেষঃ মালতী-জাতিভেদঃ ॥ ৬১-৬৫ ॥

———

ত্রিসন্ধ্যারক্তসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতকং বরম্ ।
ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতসাহস্র্যাৎ কুন্দপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৬৬॥
কুন্দপুষ্পসহস্রাদ্ধি শতপত্রং বিশিষ্যতে ।
শতপত্রসহস্রাদ্ধি মল্লিকাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥
মল্লিকাপুষ্পসাহস্র্যাজ্জাতীপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাতীপুষ্পমিহোত্তমম্ ॥৬৮

অনুবাদ—রক্তবর্ণ সহস্র ত্রিসন্ধ্যাপুষ্প অপেক্ষা একটি শুক্লবর্ণ ত্রিসন্ধ্যার প্রাধান্য। সহস্র শুভ্রত্রিসন্ধ্যা অপেক্ষা একটি কুন্দপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র কুন্দপুষ্প অপেক্ষা একটি পদ্মপুষ্প প্রধান। সহস্র পদ্ম অপেক্ষা একটি মল্লিকাপুষ্প প্রধান, সহস্র মল্লিকা অপেক্ষা একটি জাতীপুষ্প উত্তম। এখানে যে সকল পুষ্পের উল্লেখ করা হইল সেই সমস্ত হইতে একটি জাতী পুষ্পের প্রাধান্য জানিবে ॥ ৬৬-৬৮ ॥

———

জাতীপুষ্পসহস্রেণ যচ্ছন্মালাং সুশোভনাম্ ।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৬৯॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
বসেদ্ বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৭০ ॥
শেষাণাং পুষ্পজাতীনাং যৎ ফলং বিধিদর্শিতম্ ।
তৎফলস্যানুসারেণ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—সহস্র সংখ্যক জাতীপুষ্প দ্বারা মালা গাঁথিয়া যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিধানানুসারে শ্রীভগবানকে নিবেদন করেন, সেই ব্যক্তির পুণ্য ফল শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি শ্রীমান্ ও শ্রীহরির তুল্য পরাক্রমশালী হইয়া কল্পকোটি সহস্র ও কল্পকোটি শতকাল বিষ্ণু-ধামে বাস করেন। যথাবিধি অবশিষ্ট পুষ্প সকলের যে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে অর্চ্চন-কারী বিষ্ণুধামে সম্মানিত হইয়া থাকেন ॥৬৯-৭১॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাত্যঃ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ।
জাতীনামপি সর্ব্বাসাং শুক্লা জাতিঃ প্রশস্যতে ॥৭২॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যত প্রকার পুষ্প আছে, তাহার মধ্যে জাতীপুষ্প শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সকল প্রকার জাতীর মধ্যেও আবার শ্বেতবর্ণ জাতী উত্তম ॥ ৭২ ॥

স্কান্দেঽপি ব্রহ্মনারদসংবাদে—

'মল্লিকা'-ইত্যাদি শ্লোকত্রয়মাস্তে ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে 'মল্লিকা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক রহিয়াছে ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

জাতীপুষ্পপ্রদানেন গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে
জাতীপুষ্পাষ্টকং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ ॥৭৪॥
জাতীপুষ্পসহস্রেণ যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ।
শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ৭৫ ॥
জাতীপুষ্পকৃতাং মালাং কর্পূরপটবাসিতাম্।
নিবেদ্য দেবদেবায় যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
ন তদ্বর্ণয়িতুং শক্যমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণে অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকে জাতীপুষ্প প্রদানে গন্ধর্ব্বগণের সহিত আনন্দে বাস করিবে। আটটি জাতীপুষ্প অর্পণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। সহস্র জাতীপুষ্প দিলে যথেচ্ছা গতি লাভ হইবে। লক্ষ জাতীপুষ্প দিয়া পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস হইবে। জাতীপুষ্পে নির্ম্মিত মালা কর্পূর চূর্ণ দ্বারা বাসিত করিয়া দেবদেবকে অর্পণ করিলে মনুষ্য যে ফল প্রাপ্ত হইবে শত বর্ষেও তাহা বলা যায় না ॥ ৭৪-৭৬ ॥

টীকা—লক্ষং জাতীপুষ্পাণামেব, তেন পূজায়াঃ বিধায়কঃ ॥ ৭৫ ॥

মালত্যা মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বর্ণানান্তু যথা বিপ্রস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা।
সুরাণান্তু যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথা ॥ ৭৭ ॥
মালত্যা হি তথা দেবং যোঽর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজম্।
জন্মদুঃখজরারোগৈর্ম্মুক্তোঽসৌ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥৭৮॥

অনুবাদ—মালতীর বিষয়ে স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—বর্ণ মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, দেবতার মধ্যে বিষ্ণু সেই-রূপ কুসুমের মধ্যে মালতী। যিনি মালতী পুষ্পদ্বারা গরুড়ধ্বজদেবের পূজা করেন তিনি জন্মদুঃখ, জরা ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৭৭-॥ ৭৮ ॥

টীকা—কর্পূরস্য পটঃ চূর্ণগন্ধস্তেন বাসিতাম্। মালবত্যা ইতি পাঠেঽপি মালবত্যেব মালতী, মুক্তিং পরমানন্দলক্ষণাম্ ॥ ৭৬-৭৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
তেনাপ্তং নাস্তি সন্দেহস্তৎপদং দুর্ল্লভং হরেঃ ॥৭৯॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই অন্যত্রও বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি মালতীপুষ্পদ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন, তিনি শ্রীহরির সেই দুর্লভ ধাম লাভ করি-বেন, সন্দেহ নাই ॥ ৭৯ ॥

মালতীকলিকামালামীষদ্বিকসিতাং হরেঃ।
দত্ত্বা শিরসি বিপ্রেন্দ্র বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ঈষৎ বিকশিত মালতী কলিকার মালা শ্রীহরির মস্তকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ৮০ ॥

গারুড়ে—

পক্ষীন্দ্র ন শ্রুতং দৃষ্টং ভূতং ন ভবিষ্যতি।
মালত্যা ন সমং পুষ্পং দ্বাদশ্যা ন সমা তিথিঃ ॥৮১
পুষ্পেণৈকেন মালত্যাঃ প্রীতির্য্যা কেশবস্য হি।
ন সা ক্রতুসহস্রেণ ভবতে নারদোঽব্রবীৎ ॥ ৮২ ॥
যত্র যত্র খগশ্রেষ্ঠ ভবতে মালতীবনম্।
পত্রে পত্রে তথা তুষ্টো বসতে তত্র কেশবঃ ॥ ৮৩ ॥
দৃষ্ট্বা তু মালতীপুষ্পং বৈষ্ণবেন করে ধৃতম্।
প্রীতো ভবতি দৈত্যারিঃ সুতং দৃষ্ট্বা যথা খগ ॥৮৪॥

পুষ্পে পুষ্পে খগশ্রেষ্ঠ মালত্যাঃ সুমনোহরে।
অক্ষয়ং প্রাপ্যতে স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৮৫ ॥
বল্লভং মালতীপুষ্পং মাধবস্য সদৈব হি।
হেলয়া দাপয়েৎ স্থানং স্বকীয়ং গরুড়ধ্বজঃ ॥৮৬॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—হে পক্ষীন্দ্র! মালতীর সমান পুষ্প এবং দ্বাদশীর সমান তিথি শ্রুত হয় নাই, দৃষ্টও হয় নাই। হয় না, হইবেও না। নারদ বলিয়াছেন, একটি মালতীপুষ্পে শ্রীকেশবের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সহস্র যজ্ঞেও সেইরূপ হয় না। যে স্থানে মালতীবন থাকে, কেশব ঐ প্রকার প্রীত হইয়া উহার পত্রে পত্রে বাস করেন। হে বিহঙ্গম! পুত্র-দর্শনে যে প্রকার আনন্দ হয়, বৈষ্ণবহস্তে মালতীপুষ্প দেখিলে দৈত্যারি হরি সেইপ্রকার প্রীতি লাভ করেন। সুমনোহর মালতীপুষ্প অর্পণে প্রতি পুষ্পে তাপশূন্য, প্রলয় রহিত অক্ষয় স্থান লাভ হয়। মালতীপুষ্প মাধবের সর্ব্বদাই প্রীতিকর। গরুড়ধ্বজ পূজককে হেলায় নিজ ধামে বাসস্থান দিয়া থাকেন ॥ ৮১-৮৬ ॥

টীকা—ন সমমিত্যত্র নকারস্য অধুনাপি নাস্তী-ত্যর্থঃ। ভবতে ভবতি ইত্যাদিকমার্ষমুন্নেয়ম্ ॥৮১-৮২

———

দত্তমাত্রং হরেঃ পুষ্পং নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ।
অহোরাত্রং প্রভুক্তং হি মালতীকুসুমং ন হি ॥ ৮৭ ॥
বিষ্ণোরঙ্গাৎ পরিভ্রষ্টং মালতীকুসুমং খগ।
যো ধারয়েচ্চ শিরসি সর্ব্বধর্ম্মফলং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
অদত্ত্বা কেশবে যস্তু স্বমূর্দ্ধ্নি মালতী বহেৎ।
স নরঃ খগশার্দ্দূল সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতো ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিকে পুষ্প অর্পণ মাত্রেই নির্ম্মাল্য হয়। কিন্তু দিবারাত্র প্রভুক্ত হইলেও মালতীপুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না। হে বিহগ! যিনি বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট মালতীপুষ্প মস্তকে ধারণ করেন তিনি সকল ধর্ম্মের ফল লাভ করেন। হে খগশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি কেশবকে নিবেদন না করিয়া মালতীপুষ্প নিজ মস্তকে ধারণ করে, সেইব্যক্তি সকল ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ৮৭-৮৯ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যমিতি উপভুক্তত্বেনোত্তারণযোগ্য-মিত্যর্থঃ; ন হি নির্ম্মাল্যং ভবতি। পাঠান্তরং সুগ-মম্। অদত্ত্বা অসমর্প্য ॥ ৮৭-৮৯ ॥

———

কার্ত্তিকে চ তস্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ

তথা চ গারুড়ে—

সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং খগেশ্বর।
বিহায় কার্ত্তিকে মাসে মালতীং যচ্ছ কেশবে ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—কাত্তিক মাসে ঐ মালতীপুষ্পের বিশেষ মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে যে—হে বিহগ-শ্রেষ্ঠ! সুবর্ণদান, গোদান ও ভূমিদান না করিয়া কাত্তিকমাসে কেশবকে মালতীপুষ্প অর্পণ কর ॥৯০॥

———

সর্ব্বমাসেষু পক্ষীন্দ্র মালতী কেশবপ্রিয়া।
প্রবোধন্যাং বিশেষেণ অশ্বমেধাদিদায়িনী ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! মালতী সকলমাসেই কেশবের প্রীতি সাধন করে, বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে প্রবোধনীতে অশ্বমেধাদির ফল দিয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

———

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

মালতীমালয়া বিষ্ণুঃ পূজিতো যেন কার্ত্তিকে।
পাপাক্ষরকৃতাং মালাং হঠাৎ সৌরিঃ প্রমার্জ্জতি ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে, উক্ত হইয়াছে—যিনি কার্ত্তিকমাসে মালতীপুষ্প দিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, শমন তাঁহার সহসা পাপরূপ অক্ষরদ্বারা কৃতপঙ্ক্তি মুছিয়া দেন ॥ ৯২ ॥

টীকা—মালাং পঙ্ক্তিং, সৌরির্যমঃ ॥ ৯২ ॥

———

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

মালতী-জাতিকাপুষ্পৈঃ স্বর্ণজাত্যা চ চম্পকৈঃ।
পূজিতো মাধবো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং পদম্ ॥৯৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে যথা—কার্ত্তিকমাসে মালতী, জাতী, স্বর্ণজাতী কিংবা চম্পকদ্বারা পূজিত হইলে মাধব পূজককে বিষ্ণুধাম দিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

———

কমলস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

শুভ্রাশুভ্রৈর্মহাগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ পঙ্কজোদ্ভবৈঃ ।
অধোক্ষজং সমভ্যর্চ্চ্য নরো যাতিঃ হরেঃ পদম্ ॥৯৪

অনুবাদ—পদ্মের মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে পদ্মবিষয়ে বলা হইয়াছে—মানব মহাগন্ধপূর্ণ শ্বেত অথবা নীল পদ্মে অধোক্ষজের পূজা করিলে হরিধামে গমন করে ॥ ৯৪ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—

অহো নষ্টা বিনষ্টাস্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে ।
যৈর্নার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥৯৫॥

অনুবাদ—এই গ্রন্থেই অন্যত্রও বলা হইয়াছে—অহো ! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শুভ্র বা নীলপদ্ম দ্বারা শ্রীহরির পূজা করে নাই, তাহারা বিনষ্ট হইয়া কলিগহ্বরে পতিত হইয়াছে ॥ ৯৫ ॥

———

পদ্মেনৈকেন দেবেশং যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপ্রিয়ম্ ।
বর্ষাযুতসহস্রস্য পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্ ॥ ৯৬ ॥
পদ্মৈঃ পদ্মালয়াভর্ত্তা পূজিতঃ পদ্মহস্তভৃৎ ।
দদাতি বৈষ্ণবান্ পুত্রান্ ভক্তিমব্যভিচারিণীম্ ॥৯৭॥

অনুবাদ—যিনি একমাত্র পদ্মদ্বারা দেবেশ্বর কমলাকান্তের পূজা করেন, তাঁহার অযুত বর্ষকৃত পাপ ধ্বংস হয় । পদ্মহস্ত কমলাকান্ত পদ্মদ্বারা পূজিত হইলে বৈষ্ণব পুত্রদিগকে অব্যভিচারিণী ভক্তি দিয়া থাকেন ॥ ৯৬-৯৭ ॥

টীকা—অপ্রণয়েনাপ্যর্চ্চিতঃ সন্ । পদ্মহস্তভৃদিতি যদ্যপি হস্তেন পদ্মং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ ॥ ৯৩-৯৭ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

পদ্মপুষ্পাণি যো দদ্যাত্তস্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—পদ্মপুষ্প নিবেদনকারী স্বর্ণ নির্ম্মিত দশপুষ্প অর্পণের ফলপ্রদ করবীর পুষ্পার্পণ অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফল পাইবেন ॥ ৯৮ ॥

টীকা—তস্মাদিতি প্রাগুৎ, তত্র পূর্ব্বোক্তাৎ সৌবর্ণ-পুষ্পদশকফলপ্রদানাৎ করবীরপুষ্পার্পণফলাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯৮ ॥

———

তত্র বর্ণবিশেষেণ মাহাত্ম্যবিশেষঃ

তথা চ স্কান্দে—

রক্তপদ্মপ্রদানেন রুক্মমাষকদো ভবেৎ ।
শতং দত্ত্বা চ ধর্ম্মাত্মা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৯৯॥
সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা সূর্য্যলোকে মহীয়তে ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ১০০ ॥
স্বয়মেব তথা লক্ষ্মীর্ভজতে নাত্র সংশয়ঃ ।
রক্তপদ্মপ্রদানাদ্ধি শ্বেতস্য দ্বিগুণং ফলম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—তাহাতে বর্ণ-বিশেষে মাহাত্ম্য-বিশেষ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—রক্তপদ্ম প্রদান করিলে এক মাষা সুবর্ণপ্রদানের ফল লাভ হইবে । ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি একশত পদ্ম দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাইবেন । সহস্র পদ্ম দিলে সূর্য্যলোকে সম্মানের সহিত বাস করিতে পারিবেন । যিনি লক্ষ সংখ্যক রক্তপদ্মদ্বারা পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকেন । লক্ষ্মী নিজেই তাঁহার ভজনা করেন অর্থাৎ তিনি ধনশালী হন ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । রক্তপদ্ম অপেক্ষা শুভ্রপদ্ম নিবেদনের ফল দ্বিগুণ ॥ ৯৯-১০১ ॥

———

তত্রাপি কার্ত্তিকে বিশেষঃ

পাদ্মোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

কমলৈঃ কমলাকান্তঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে তু যৈঃ ।
কমলা অনুগা তেষাং জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যেও আবার কার্ত্তিকমাসে বিশেষ ফল বিষয়ে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে কমলদ্বারা কমলাকান্তের পূজা করেন, কমলা শতজন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগামিনী হন ॥ ১০২ ॥

টীকা—রুক্মমাষকদ ইতি সুবর্ণমাষদানফলং প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ । শতং রক্তপদ্মানাম্, এবমগ্রেঽপি,

স্বয়মেব লক্ষ্মীর্ভজত ইতি সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পত্তিস্তস্য ভবেদিত্যর্থঃ এবং কমলা অনুগেত্যপি ॥ ৯৯-১০২ ॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যৈস্তু কমলৈঃ কমলেক্ষণঃ।
জন্মকোটিষু বিপ্রেন্দ্র ন তেষাং কমলা গৃহে ॥১০৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে কমলদ্বারা কমললোচনের পূজা করেন নাই, কোটি জন্মেও তাঁহাদিগের গৃহে কমলা অবস্থান করেন না ॥১০৩॥

নীলোৎপলস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দত্ত্বা নীলোৎপলং মুখ্যং কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ।
তুল্যং ফলমবাপ্নোতি বন্ধুজীবস্য চ দ্বিজাঃ ॥ ১০৪ ॥
সুবর্ণদশদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
দত্ত্বা নীলোৎপলং বিষ্ণোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০৫
নীলোৎপলশতং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
নীলোৎপলসহস্রেণ পুণ্ডরীকমবাপ্নুয়াৎ।
লক্ষপূজাং নরঃ কৃত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ১০৬॥

অনুবাদ—নীলোৎপলের মাহাত্ম্য বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে দ্বিজগণ! মুখ্য নীলোৎপল ও কুঙ্কুমপুষ্প এবং বন্ধুজীব পুষ্প অর্পণ করিলে সমান ফল হয়। বিষ্ণুকে নীলোৎপল অর্পণ করিলে মনুষ্য দশ সুবর্ণ দানের ফল প্রাপ্ত হন। ইহাতে সন্দেহ নাই। শত সংখ্যক নীলোৎপল দিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সহস্র নীলোৎপল দানে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং লক্ষ নীলোৎপল দ্বারা পূজা করিলে মনুষ্য রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করেন ॥ ১০৪-১০৬ ॥

কুমুদস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

রুক্মমাষকদানস্য ফলং কুমুদতো ভবেৎ।
কুমুদানাং শতং দত্ত্বা চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১০৭ ॥
সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ১০৮ ॥
রক্তোৎপলপ্রদে বিষ্ণো তথা স্যাদ্দ্বিগুণং ফলম্ ॥১০৯

অনুবাদ—কুমুদের মাহাত্ম্য—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—কুমুদপুষ্প অর্পণে এক মাষা পরিমিত সুবর্ণদানের ফল হইবে। শত সংখ্যক কুমুদপুষ্প নিবেদন করিলে চন্দ্রলোকে সসম্মানে বাসের অধিকার হয়। এক হাজার দিলে বাসনানুরূপ-গতি লাভ হয় এবং লক্ষ সংখ্যক দ্বারা পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। হরিকে রক্তোৎপল দিলে ইহার দ্বিগুণ ফল হইবে ॥ ১০৭-১০৯ ॥

কদম্বস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

জাতরূপনিভৈর্ব্বিষ্ণুং কদম্বকুসুমৈর্মুনে।
যেঽর্চ্চয়ন্তি চ গোবিন্দং ন তেষাং সৌরিজং ভয়ম্ ॥
কদম্বকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
তেষাং যমালয়ো নৈব ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥১১১॥

অনুবাদ—কদম্বের মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে তপোধন! সুবর্ণ-বর্ণ কদম্বপুষ্পেরদ্বারা যাঁহারা গোবিন্দের পূজা করেন, তাঁহাদের যমভয় থাকে না। যাঁহারা মনোহর কদম্বপুষ্পদিয়া জনার্দ্দনের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না এবং কুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১১০-১১১ ॥

টীকা—জাতরূপং সুবর্ণং, তন্নিভৈস্তৎসদৃশবর্ণৈরিত্যর্থঃ। ন চ তে কুযোনিষু জায়ন্তে ॥১১০-১১১॥

কিঞ্চ—

ন তথা কেতকীপুষ্পৈর্মালতীকুসুমৈর্ন হি।
তোষমায়াতি দেবেশঃ কদম্বকুসুমৈর্যথা ॥ ১১২ ॥
দৃষ্ট্বা কদম্বপুষ্পাণি প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
কিং পুনঃ পূজিতস্তৈশ্চ সর্ব্বকামপ্রদো হরিঃ ॥১১৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—দেবেশ্বরের কদম্বপুষ্পে যেরূপ সন্তোষ হয়, কেতকী বা মালতী

কুসুমে সেইরূপ হয় না। শ্রীমাধব কদম্বপুষ্প দেখা-মাত্রই প্রীত হইয়া থাকেন সুতরাং তাহা দ্বারা পূজিত হইলে যে কিরূপ প্রীত হন, তাহা আর কি বলিব ? তখন তিনি তাহার সর্ব্ব বাসনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১১২-১১৩ ॥

যথা পদ্মালয়াং প্রাপ্য প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
কদম্বকুসুমং লব্ধা তথা প্রীণাতি লোককৃৎ ॥১১৪॥
সকৃৎ কদম্বপুষ্পেণ হেলয়া হরিরর্চ্চিতঃ।
সপ্ত জন্মানি দেবেশস্তস্য লক্ষ্মীরদূরতঃ ॥ ১১৫ ॥
কদম্বপুষ্পগন্ধেন কেশবো বা সুবাসিতঃ।
জন্মাযুতার্জ্জিতস্তেন নিহতঃ পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—লোকস্রষ্টা শ্রীমাধব কমলাকে প্রাপ্ত হইলে যেরূপ প্রীত হন, কদম্বপুষ্প প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ আনন্দিত হন। শ্রীহরিকে হেলায় একটি মাত্র কদম্বপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে হরি ও লক্ষ্মী শত-জন্ম পর্য্যন্ত নিকটে অবস্থান করেন। কদম্বপুষ্পদিয়া কেশবকে সুবাসিত করিলে অযুতজন্মসঞ্চিত পাতক-রাশি ধ্বংস হয় ॥ ১১৪-১১৬ ॥

টীকা—লোককৃদপি হেলয়াপি ; বা-শব্দো যদি বেত্যর্থঃ, কদম্বপুষ্পস্য গন্ধমাত্রেণাপি, যদি বা বাসি-তস্তথাপীত্যর্থঃ ॥ ১১৪-১১৬ ॥

আষাঢ়ে বিশেষঃ

তত্রৈব—

ঘনাগমে ঘনশ্যামঃ কদম্বকুসুমার্চ্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শতজন্মানি সম্পদঃ ॥১১৭
কদম্বকুসুমৈর্দেবং ঘনবর্ণং ঘনাগমে।
যেঽর্চ্চয়ন্তি মুনিশ্রেষ্ঠং তৈরাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥১১৮

অনুবাদ—আষাঢ় মাসে উহার বিশেষ মাহাত্ম্য ঐ স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে যদি কদম্বপুষ্পদ্বারা ঘনশ্যামকে পূজা করা করা যায়, তাহা হইলে তিনি শতজন্ম পর্য্যন্ত প্রতি জন্মের অভিলষিত মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ করেন এবং সমস্ত সম্পদ্ দিয়া থাকেন। যাঁহারা বর্ষাকালে দেব-দেব ঘনশ্যামকে কদম্বপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করেন ॥ ১১৭-১১৮ ॥

টীকা—সম্পদশ্চ বিভূতীর্দদাতি ; ঘনশ্যাম ইতি ঘনবর্ণমিতি চ কদম্বপুষ্পভূষণেন শোভাতিশয়োঽ-ভিপ্রেতঃ ॥ ১১৭-১১৮ ॥

করবীরস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

করবীরৈর্মহাদেবি যঃ পূজয়তি কেশবম্।
দশসৌবর্ণকৈঃ পুষ্পৈর্যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥১১৯
করবীরৈঃ সুরক্তৈশ্চ যো বিষ্ণুং সকৃদর্চ্চয়েৎ।
গবাময়ুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—করবীর পুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে মহাদেবী ! করবীরপুষ্পদ্বারা কেশবের অর্চ্চনকারী দশ সুবর্ণ পুষ্প অর্পণের ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি সাতিশয় রক্তবর্ণ করবীর পুষ্পদ্বারা একবার মাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি দশ হাজার গোদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১১৯-১২০ ॥

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে—

যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরাধ্যক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ।
চতুর্যুগানি বিপ্রেন্দ্র প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥ ১২১ ॥
সিতরক্তৈর্মহাপুণ্যৈঃ কুসুমৈঃ করবীরজৈঃ।
যোঽচ্যুতং পূজয়েদ্ভক্ত্যা স যাতি গরুড়ধ্বজম্ ॥১২২

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! সাদা অথবা লাল করবীর পুষ্পদ্বারা যাঁহারা দেবদেব শ্রীহরির পূজা করেন, চারিযুগ পর্য্যন্ত শ্রীহরি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ১২১ ॥

অতীব পবিত্র শ্বেত কিংবা রক্ত করবীর পুষ্প-দ্বারা ভক্তির সহিত যিনি শ্রীঅচ্যুতদেবের পূজা করেন, তিনি গরুড়ধ্বজকে পাইয়া থাকেন ॥ ১২২ ॥

পুরন্ধ্রি পুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

পুরন্ধ্রি-পুষ্পৈর্যঃ কুর্য্যাৎ পূজাং মধুরিপোর্নরঃ।
তস্য প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥ ১২৩ ॥
রম্যাঃ পুরন্ধ্রি-মঞ্জর্য্যো দয়িতাস্তস্য নিত্যশঃ।
পুরন্ধ্রি-পুষ্পং যো দদ্যাদেকমপ্যস্য মণ্ডলে ॥ ১২৪ ॥
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
পুরন্ধ্রি-মঞ্জরীপুষ্পৈঃ সহস্রেণার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১২৫ ॥
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা।
কর্পূরপটবাসেন পুরন্ধ্রিমধিবাসিতাম্ ॥ ১২৬ ॥
মহারজনরক্তে চ তথা সূত্রে নিবেশিতাম্।
মালাং পুষ্পসহস্রেণ যঃ প্রযচ্ছতি ভক্তিতঃ ॥১২৭॥
অশ্বমেধফলং তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শতেন বাজপেয়স্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্।
লক্ষপূজাং তথা কৃত্বা সর্ব্বজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—পুরন্ধ্রিপুষ্পের মাহাত্ম্য—পুরন্ধ্রিপুষ্পদ্বারা যিনি মধুরিপুর অর্চ্চনা করেন, চক্র ও গদাধারী শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন। রমণীয়া পুরন্ধ্রি-মঞ্জরী নিত্যই শ্রীহরির সন্তোষবিধায়িনী। যিনি প্রভুর মণ্ডলে একটি মাত্র পুরন্ধ্রিপুষ্প অর্পণ করেন, তাঁহার প্রস্থ পরিমিত তিলদানের ফল হইয়া থাকে। সহস্র সংখ্যক পুরন্ধ্রিমঞ্জরী অথবা তৎপুষ্পের দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এবং পূজকের নিজকুল উদ্ধার লাভ করেন। সহস্র সংখ্যক পুরন্ধ্রিপুষ্প কর্পূরচূর্ণযোগে মালা গাঁথিয়া কেশবকে ভক্তিভরে দান করিলে নিঃসন্দেহে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শতসংখ্যক পুরন্ধ্রি-পুষ্প অর্পণ করিলে নিশ্চয় বাজপেয়যজ্ঞের ফল লভ্য হয় এবং লক্ষ্য সংখ্যক দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় ॥ ১২৩-১২৮ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে পক্ষান্তরে বা, মহা-রজনরক্তে সূত্রে পুষ্পসহস্রেণ নিবেশিতাং গ্রথিতাং মালাঞ্চ যঃ প্রযচ্ছতি ; শতেন পুরন্ধ্রিপুষ্পাণাম্, এবং লক্ষঞ্চ, তেন পূজাম্ ॥ ১২৬-১২৮ ॥

অগস্ত্যপুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

অগস্ত্যকুসুমৈর্দ্দেবং যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
দর্শনাত্তস্য দেবর্ষে নরকাগ্নিং প্রশাম্যতি ॥ ১২৯ ॥
ন তৎ করোতি বিপ্রেন্দ্র তপসা তোষিতো হরিঃ।
যৎ করোতি হৃষীকেশো মুনিপুষ্পৈরলঙ্কৃতঃ ॥১৩০॥
মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে।
দেবেন্দ্রোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ কম্পতে তস্য শঙ্কয়া ॥১৩১॥

অনুবাদ—বকপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে যথা—হে নারদ! যাঁহারা বকপুষ্পদ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে নরকানল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। হে বিপ্রবর! বকপুষ্পদ্বারা অলংকৃত হরি যাহা করেন, তপোনুষ্ঠান দ্বারা তুষ্টি সাধন করিলে তাহা করেন না। হে মুনিবর! যিনি বক পুষ্পের মালা শ্রীজনার্দ্দনকে অর্পণ করেন, তাঁহার ভয়ে দেবরাজ কম্পিত হইয়া থাকেন ॥ ১২৯-১৩১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং দৃষ্ট্বা কণ্ঠে বিলম্বিতাম্।
প্রীতো ভবতি দৈত্যারির্দশজন্মানি নারদ ॥ ১৩২ ॥
অগস্ত্যবৃক্ষসম্ভূতৈঃ কুসুমৈরসিতৈঃ সিতৈঃ।
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি দেবেশং সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥১৩৩

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—হে নারদ! নিজের গলায় কিংবা ভক্ত-জনের গলায় বকফুলের মালা বিলম্বিত দেখিলে হরি তাহার প্রতি দশ জন্ম সন্তুষ্ট থাকেন। শ্বেত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ বকপুষ্পদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনের অর্চ্চনাকারী পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩২-১৩৩ ॥

টীকা—হে দেবর্ষে! তস্য দর্শনাৎ তেষাং দর্শনা-দিত্যর্থঃ, কণ্ঠে আত্মনো ভক্তস্য বা ॥ ১২৯-১৩২ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

অগস্ত্যসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও বলা হইয়াছে—পলাশ-ফুল সদৃশ মনোহর বকফুল দিয়া হৃষীকেশের পূজা করিলে জন্মদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥১৩৪

টীকা—কিংশুকৈঃ পলাশপুষ্পৈঃ, কিংবা কিংশুক-পুষ্পাকারৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

তত্র চ কার্ত্তিকে বিশেষঃ

স্কান্দে তত্রৈব—

বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবম্।
কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥
মুনিপুষ্পার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ কার্ত্তিকে পুরুষোত্তমঃ।
দদাত্যভিমতান্ কামান্ শশী সূর্য্যস্থিতো যথা ॥১৩৬
গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং প্রাপ্যতে মুনে।
মুনিপুষ্পেণ চৈকেন কার্ত্তিকে তৎ ফলং স্মৃতম্ ॥১৩৭

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্পদানের বিশেষ ফল স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—যিনি অন্যান্য পুষ্প বাদ দিয়া কার্ত্তিকমাসে কেবল বকপুষ্প দিয়া ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীকেশবকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কার্ত্তিকমাসে বক পুষ্পদ্বারা পূজিত পুরুষোত্তম বিষ্ণু অমাবস্যায় পূজিত হইলে যেমন ফল দেন সেইরূপ অভীষ্টপূরণও করিয়া থাকেন। হে মুনে! অযুত সংখ্যক গোদানে যে ফল, শ্রীকেশবকে একটি বকপুষ্প দিয়া পূজা করিলেই উক্ত পাওয়া যায় ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

টীকা—যথা সূর্য্যস্থিতঃ শশীতি অমাবাস্যায়াং যথা ফলবিশেষো ভবতীত্যর্থঃ। শশীতি হ্রস্বপাঠে-নৈকপদ্যে যোগবিশেষঃ ; অর্থস্তু স এব। যদ্বা শুক্ল-রক্তাগস্ত্যপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সন্ শশিসূর্য্যয়োঃ স্থিত ইব তাভ্যামপ্যধিকঃ পুরুষোত্তমো ভবতি, অতঃ শোভাতি-শয়ং প্রাপ্তোঽসৌ শ্যামসুন্দরঃ সন্তুষ্টঃ সন্ অভিমতান্ কামান্ দদাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

———

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ—

মুনিপুষ্পৈর্যদি হরিঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মুনীনামেব গতিদো জ্ঞানিনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে—কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্পদ্বারা মনুষ্যগণ যদি শ্রীহরির পূজা করেন, তাহা হইলে প্রভু তাহাদিগকে জ্ঞানী, ঊর্দ্ধরেতা ও মুনিগণের গতি দিয়া থাকেন থাকেন ॥ ১৩৮ ॥

———

কেতকীপুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কেতকীপুষ্পকেণৈব পূজিতো গরুড়ধ্বজঃ।
সমাঃ সহস্রং সুপ্রীতো জায়তে মধুসূদনঃ ॥ ১৩৯ ॥
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং কুসুমৈঃ কেতকোদ্ভবৈঃ।
পুণ্যং তদ্ভবনং যাতি কেশবস্য রমালয়ম্ ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ—কেতকীপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—কেতকীপুষ্পদ্বারা কেবল গরুড়ধ্বজ মধুসূদনের পূজা করিলেই তিনি হাজার বছর যাবৎ পূজকের প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। কেতকীবৃক্ষ সমুদ্ভব পুষ্পদ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিলে কমলার বাসস্থানে গমন করা যায় ॥ ১৩৯-১৪০ ॥

টীকা—পত্রৈকেকেনেতি পাঠে একেনাপি পত্রেণে-ত্যর্থঃ। তথাপি পত্রশব্দোঽত্র পুষ্পপত্রপরঃ। যদ্বা, কেতকীশব্দেন তৎপুষ্পং, তস্যৈকপত্রেণ, ক্বচিচ্চ পত্রৈকেনৈবেতি পাঠঃ ॥ ১৩৯ ॥

———

কিঞ্চ—

সুবর্ণকেতকীপুষ্পং যো দদাতি জনার্দ্দনে।
সুবর্ণদানজং পুণ্যং লভতে স মহামুনে ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি সুবর্ণ-বর্ণ কেতকীপুষ্প শ্রীজনার্দ্দনকে অর্পণ করেন, হে মহামুনে! তিনি সোনাদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥১৪১॥

টীকা—সুবর্ণবৎ যৎ কেতকীপুষ্পম্, এতেন শুক্লাভং বন্যকেতকং ব্যবচ্ছিন্নম্ ॥ ১৪১ ॥

———

বিশেষতশ্চাষাঢ়ে

তত্রৈব—

কেশবঃ কেতকীপুষ্পৈর্মিথুনস্থে দিবাকরে।
যেনার্চ্চিতঃ সকৃদ্ভক্ত্যা স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥১৪২॥
কেতকীপুষ্পমাদায় মিথুনস্থে দিবাকরে।
যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা প্রীতো মন্বন্তরং মুনে ॥১৪৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—সূর্য্য মিথুন রাশিগত হইলে ভক্তিসহকারে যিনি

কেতকীপুষ্পদ্বারা একবার মাত্র শ্রীকেশবের পূজা করেন তিনি নরকার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হন। দিবাকর মিথুনরাশিগত হইলে কেতকী পুষ্পদ্বারা হরিপূজক এক মন্বন্তর যাবৎ শ্রীহরির শুভদৃষ্টি ভোগ করেন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥

———

শ্রাবণে মাহাত্ম্যবিশেষঃ

কর্করাশিগতে সূর্য্যে কেতকীপত্রকোমলৈঃ।
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি গোবিন্দং সংপ্রাপ্তে দক্ষিণায়নে ॥১৪৪
কৃত্বা পাপসহস্রাণি মহাপাপশতানি চ।
তেঽপি যাস্যন্তি বিপ্রেন্দ্র যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে যখন দিবাকর কর্কটরাশিস্থ হন, তখন যাঁহারা সুকোমল কেতকীপুষ্পদ্বারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করেন, তাঁহারা হাজার হাজার এবং শত শত মহাপাপ করিলেও কমলাসহ শ্রীহরির বাসস্থানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

———

কার্ত্তিকেঽপি মাহাত্ম্যবিশেষঃ

তত্রৈব—

কার্ত্তিকে কেতকীপুষ্পং দত্তং যেন কলৌ হরেঃ।
দীপদানঞ্চ দেবর্ষে তারিতং স্বকুলাযুতম্ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—হে দেবর্ষে! যিনি কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিকে কেতকীপুষ্প ও দীপ দিয়াছেন, তিনি নিজের দশ হাজার কুল উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

টীকা—দীপদানঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেন, তস্য কার্ত্তিকে পরমপ্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাৎ ॥ ১৪৬ ॥

———

কুন্দস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

অভ্যর্চ্চ্য কুন্দকুসুমৈঃ কেশবং কল্মষাপহম্।
প্রযাতি ভবনং বিষ্ণোর্বন্দিতং মুনিচারণৈঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—কুন্দকুসুমের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে—কুন্দকুসুমদ্বারা পাপনাশন শ্রীকেশবের পূজা করিলে মনুষ্যগণ ও চারণগণের বন্দিত হরিধামে গমন করেন ॥ ১৪৭ ॥

———

দশমস্কন্ধে (৩০।১১) চ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশবর্ণনে—

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১৪৮॥

অনুবাদ—দশমস্কন্দে—শ্রীভগবানের বেশ বর্ণনে গোপীগণ হরিণীগণের দৃষ্টি প্রসন্ন দেখিয়া "ইহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে" এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মৃগপত্নীগণ! আমাদের অচ্যুত নিজের সুচারু বদন ও বাহু প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের দৃষ্টি নন্দন হইয়া প্রিয়ার সহিত কি নিকটে আসিয়াছিলেন? যেহেতু এখানে কান্তার অঙ্গসঙ্গমকালে তদীয় কুচকুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের গলস্থিত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মাল্যের গন্ধ পাওয়া যাই-তেছে ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—রাসক্রীড়ায়াং অন্তর্হিতস্য শ্রীভগবতো-ঽন্বেষণে বিরহাকুলানাং শ্রীবল্লবীনাং বচনম্—অপীতি নির্দ্ধারণে প্রশ্নে বা, ভো এণপত্নি হে সখি, বো যুষ্মাকং দৃশাং, গাত্রৈঃ শ্রীলোচনাদ্যবয়বৈঃ সুনির্বৃতিং পরমানন্দং, তন্বন্ সন্ প্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহাচ্যুত ইহ উপগতঃ নিকটং প্রাপ্তঃ। তস্য লিঙ্গমাহুঃ—কান্তেতি। কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, এবং রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবতা সাক্ষাদ্ভূষণভূতকুন্দমালায়া গৃহীতত্বাৎ তয়ৈব চ ভগ-বদুপগমবিজ্ঞানাত্তৎপ্রিয়ত্বসিদ্ধ্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সঙ্গতঃ ॥ ১৪৮ ॥

———

তথা (শ্রীভা ১০।৩৫।২০)—

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—ঐ দশমস্কন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে বৃন্দা-

বনপ্রদেশে ক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যাবেলা গোধনসমূহ ফিরাইয়া আনিয়া যখন শ্রীযমুনায় ক্রীড়া করেন, তখন গোপীগণ তাঁহার তাৎকালিক সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—হে শুদ্ধশীলে যশোদে! তোমার বৎস শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক সহকারে কুন্দ-কুসুমমাল্যে বিভূষিত এবং গোপ ও গোধন সমূহে পরি-বৃত হইয়া প্রণয়ীগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে যমুনায় বিহার করেন ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—তথা দিবসান্তরে তাসামেব শ্রীযশোদাং প্রতি বচনম্—কুন্দেতি। কুন্দস্য দাম্না মালয়া কৃতঃ, কৌতুকেন পরমোৎসাহেন; যদ্বা, কৌতুক-মুৎসবস্তদ্রূপো বেশো যেন; এবং মাহাত্ম্যবিশেষঃ সিদ্ধ এব ॥ ১৪৯ ॥

পাবন্তীকুসুমস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুপুরাণে—

অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং পাবন্তীকুসুমৈর্নরঃ।
হৃষ্টপুষ্টগণাকীর্ণং কার্ষ্ণং লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫০॥

অনুবাদ—পাবন্তী পুষ্পের মাহাত্ম্য বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—মনুষ্যগণ পাবন্তীপুষ্পদ্বারা হৃষীকেশকে পূজা করিয়া অন্তরে ও বাহিরে সুখপূর্ণ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৫০ ॥

টীকা—পাবন্তী কুন্দভেদঃ, হৃষ্টপুষ্টৈরন্তর্বহিঃ সুখপূর্ণৈঃ গণৈঃ পার্ষদৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তং কার্ষ্ণং কৃষ্ণ-সম্বন্ধিনং, হৃষ্টপুষ্ট ইত্যসমস্তপাঠে নরস্য বিশে-ষণম্; পাঠান্তরং সুগমম্ ॥ ১৫০ ॥

কর্ণিকারস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

কর্ণিকারময়ৈঃ পুষ্পৈঃ কান্তৈঃ কনকসুপ্রভৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং লোকে তস্য লোকে মহীয়তে ॥১৫১

অনুবাদ—কর্ণিকার কুসুমের মাহাত্ম্য ঐ বিষ্ণু-পুরাণেই বর্ণিত আছে—কাঞ্চনতুল্য সুন্দরকান্তি মনো-হর কর্ণিকার কুসুমদ্বারা শ্রীঅচ্যুতের অর্চ্চন করিলে তদীয় লোকে সম্মানের সহিত বসতি হয় ॥ ১৫১ ॥

দশমস্কন্ধে (২১।৫) চ তত্রৈব—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥১৫২॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে—শ্রীশুকদেব রাজা পরী-ক্ষিৎকে কহিতেছেন হে রাজন্! কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইল তাহা বলি-তেছি শোন—তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছযুক্ত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরণে কাঞ্চন তুল্য পীত-বসন, গলে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া তিনি অধরসুধাদ্বারা বেণুছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নটবর-বেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজপদ চিহ্নিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল ॥ ১৫২ ॥

টীকা—কর্ণিকারং কর্ণয়োর্বিভ্রদিতি—সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশে তস্য বর্ণনেন মাহাত্ম্যভরঃ সিদ্ধ এব ॥ ১৫২ ॥

রক্তশতপত্রিকায়া মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কুঙ্কুমারুণবর্ণাঢ্যাং গন্ধাঢ্যাং শতপত্রিকাম্।
যো দদাতি জগন্নাথে শ্বেতদ্বীপাৎ পতেন্ন হি ॥১৫৩॥

অনুবাদ—রক্তবর্ণ শতপত্রিকার মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণের ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—যিনি কুঙ্কুমের মত অরুণ বর্ণ সুগন্ধি শতপত্রিকাপুষ্প শ্রীজগন্নাথকে অর্পণ করেন, তিনি আর শ্বেতদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসেন না ॥ ১৫৩ ॥

সেবন্তীপলাশপুষ্পয়োর্মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

সেবন্তীকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—সেবন্তী ও পলাশ পুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত আছে—পবিত্র সেবন্তী

ও মনোরম পলাশ ফুলদ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিলে জন্ম-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় ॥ ১৫৪ ॥

কুব্জস্য মাহাত্ম্যম্

গন্ধাঢ্যৈর্বিমলৈর্বন্যৈঃ কুসুমৈঃ কুব্জকোদ্ভবৈঃ।
ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—কুব্জপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—মনুষ্য গন্ধ সমন্বিত, সাদা, বনকুব্জকুসুম দ্বারা ভক্তিরসহিত হৃষীকেশের পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস হয় ॥ ১৫৫ ॥

চম্পকস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—
নীলোৎপলসমং দানং চম্পকস্য জনার্দ্দনে ॥১৫৬॥
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—
বর্ষাকালে তু দেবেশং কুসুমৈশ্চম্পকোদ্ভবৈঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা সংসারে ন পুনর্গতিঃ ॥১৫৭॥

অনুবাদ—চম্পকপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই যথা—জনার্দ্দনকে চম্পকপুষ্প দিলে নীলোৎপল দেওয়ার ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে সকল মনুষ্য চম্পকপুষ্পদ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে সংসারে আর পুনরায় আসিতে হয় না ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

অশোকবকুলয়োর্মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে তত্রৈব—
অশোককুসুমৈ রম্যৈর্জ্জন্মশোকভয়াপহম্।
পূজয়িত্বা হরিং দেবং যাতি বিষ্ণুমনাময়ম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে বলা হইয়াছে—মনোহর অশোকপুষ্পদ্বারা জন্ম, শোক ও ভয়নিবারক হরিদেবকে পূজা করিলে রোগশূন্য বিষ্ণুধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫৮ ॥

অন্যচ্চ স্কান্দে তত্রৈব—
বকুলাশোককুসুমৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জগৎপতিম্।
তে বসন্তি হরের্লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা বকুল-ফুল ও অশোকফুল দিয়া বিশ্বপতির পূজা করেন, তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥ ১৫৯ ॥

পাটলস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব —
যোঽর্চ্চয়েৎ পাটলাপুষ্পৈঃ সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
স পুণ্যাত্মা পরং স্থানং বৈষ্ণবং ব্রজতে ধ্রুবম্ ॥১৬০

অনুবাদ—পাটলকুসুমের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি পাটলকুসুমদ্বারা সর্ব্বপাপহর শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, সেই পবিত্রাত্মা নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥১৬০

যঃ পুনঃ পাটলাপুষ্পৈর্বসন্তে গরুড়ধ্বজম্।
অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ ॥১৬১

অনুবাদ—যিনি বসন্তকালে পাটলকুসুমদ্বারা ভক্তিভরে গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবেন ॥ ১৬১ ॥

তিলকস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে—
তিলকস্যোজ্জ্বলৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনম্।
ধূতপাপ্মা নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ ॥১৬২॥

অনুবাদ—তিলপুষ্পের মাহাত্ম্য যথা বিষ্ণুরহস্যে —সাদাতিলফুলদ্বারা সম্যক্ প্রকারে মধুসূদনকে পূজা করিলে পাপশূন্য ও সংসারাদিভয় রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুচর হইবে ॥ ১৬২ ॥

টীকা—জনার্দ্দনে দানং সমর্পণম্। নিরাতঙ্কঃ সংসারাদিভয়রহিতঃ ॥ ১৫৬-১৬২ ॥

জবায়া মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে—

সমুজ্জ্বলৈর্জবাপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য জলশায়িনম্।
সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি বীতভীর্বীতমৎসরঃ ॥১৬৩॥

অনুবাদ—জবাকুসুমের মাহাত্ম্য—ঐ গ্রন্থেই—সাদা জবাফুলদ্বারা জলশায়িদেবের অর্চ্চনা করিলে নির্ভয় ও নির্ম্মৎসর হইয়া অতীব পবিত্র গতি লাভ হয় ॥ ১৬৩ ॥

জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রসন্নে গরুড়ধ্বজে ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি জবাফুল দিয়া নিয়মানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা করেন, গরুড়ধ্বজ প্রসন্ন হওয়ায় তিনিও উত্তমা গতি লাভ করেন ॥১৬৪

টীকা—সমুজ্জ্বলৈঃ শুক্লৈঃ, তৎপূজয়ৈব প্রসন্নে সতি, দ্বিতীয়ান্তো বা পাঠঃ, পুরুষোত্তমমিতি বিশেষণম্ ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

অটরূষকস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

অটরূষকপুষ্পৈর্যঃ পূজয়েৎ জগতাং পতিম্।
স পুণ্যবান্নরো যাতি বিষ্ণোস্তৎপরমাং গতিম্ ॥১৬৫

অনুবাদ—অটরূষক পুষ্পের মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—অটরূষকপুষ্পদ্বারা যিনি জগৎপতির পূজা করেন, সেই পুণ্যশীল ব্যক্তি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬৫ ॥

কুসুম্ভস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

কুসুম্ভকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
তেষাং মমালয়ে বাসঃ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥১৬৬॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে—যাঁহারা মনোহর কুসুম্ভপুষ্পদ্বারা জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চক্রপাণির কৃপাপ্রসাদে আমার আলয়ে (ব্রহ্মলোকে) বাস করেন ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—মম ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬৬ ॥

মল্লিকায়া মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

মল্লিকাপুষ্পজাতীনাং যূথিকায়াস্তথৈব চ।
তথা কুব্জকজাতীনাং ফলস্যার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৬৭

অনুবাদ—মল্লিকাপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—মল্লিকা-জাতীয় পুষ্প, যূথিকা-জাতীয় পুষ্প ও কুব্জ-জাতীয়পুষ্পের ফল পূর্ব্বকথিত নীলোৎপল দেওয়ার অর্দ্ধেক ইহা বলা হইয়াছে ॥ ১৬৭ ॥

টীকা—ফলস্য পূর্ব্বমুক্তস্য নীলোৎপলার্পণফলস্য; তত্র তথৈব ক্রমপাঠাৎ ॥ ১৬৭ ॥

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে—

সুগন্ধৈর্মল্লিকাপুষ্পৈরর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬৮ ॥
মল্লিকাকুসুমৈর্দেবং বসন্তে গরুড়ধ্বজম্।
যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দহেৎ পাপং ত্রিধার্জ্জিতম্॥

অনুবাদ—সেখানে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদেই বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণ সুগন্ধি মল্লিকাপুষ্পদ্বারা অচ্যুতের পূজা করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে যাইয়া সেখানে সসম্মানে অবস্থান করেন। বসন্তকালে পরমভক্তিসহকারে যিনি মল্লিকাপুষ্পদ্বারা গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার শরীর, বাক্য ও মন হইতে উৎপন্ন ত্রিবিধ পাপ ভস্মীভূত হয় ॥১৬৮-১৬৯ ॥

টীকা—ত্রিধেতি—মহাপাতকাদিভেদেন কায়িকাদিভেদেন বা ॥ ১৬৯ ॥

কুন্তীপুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কুন্তীপুষ্পন্তু দেবর্ষে যঃ প্রযচ্ছেজ্জনার্দ্দনে।
সুবর্ণপলমাত্রন্তু পুষ্পে পুষ্পে ভবেন্নৃনে ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—কুন্তীপুষ্পের মাহাত্ম্য উক্ত স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—হে নারদ! যিনি জনার্দ্দনকে কুন্তী-পুষ্প নিবেদন করেন, তিনি প্রতি পুষ্পে একপল পরিমিত সুবর্ণদানের ফল লাভ করেন ॥ ১৭০ ॥

গোকর্ণাদীনাং মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে—

গোকর্ণনাগকর্ণাভ্যাং তথা বিল্লাতকেন চ ।
অর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং দেবং দেবানামধিপো ভবেৎ ॥১৭১
অঞ্জলী-বোতকীপুষ্পৈঃ কুষ্মাণ্ডতিমিরোদ্ভবৈঃ ।
অলঙ্কৃত্বা নরঃ কৃষ্ণং কৃতার্থো হরিলোকভাক্ ॥১৭২

অনুবাদ—গোকর্ণাদির মাহাত্ম্য বিষ্ণুরহস্যে—গোকর্ণ, নাগকর্ণ, বিল্লাতক ফুলদ্বারা অচ্যুতদেবকে পূজা করিলে দেবগণের অধিপতি হওয়া যায়। অঞ্জলী, বোতকী, কুষ্মাণ্ড ও তিমিরা পুষ্পদ্বারা কৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করিলে মানব কৃতকৃত্য হইয়া গোলোক গমন করেন ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—নাগকর্ণঃ হস্তিকর্ণেতি প্রসিদ্ধঃ, অঞ্জলী শ্যামপুষ্পং, বোতকী বোতকবো ইতি প্রসিদ্ধা, তিমিরা ত্রিতরেতি প্রসিদ্ধা ॥ ১৭১-১৭২ ॥

দূর্ব্বাদিপুষ্পাণাং মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

গৃহদূর্ব্বাভবৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ ।
ভূধরং সমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাদি পুষ্পসমূহের মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণের উক্ত স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে—গৃহদুর্ব্বাভব কুসুম, কাশকুসুম ও কুশপুষ্পদ্বারা বিষ্ণুকে অলঙ্কৃত করিলে মনুষ্য বিষ্ণুধামে যাইয়া থাকে ॥ ১৭৩ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

শরদূর্ব্বাময়ৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ ।
ভুবনেশমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ ॥ইতি॥১৭৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও, যথা—শরপুষ্প, দূর্ব্বা-পুষ্প, কাশপুষ্প ও কুশপুষ্পদ্বারা ভুবনেশ্বরকে অলঙ্কৃত করিলে মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ১৭৪ ॥

বর্ণভেদেন পুষ্পাণাং ফলভেদশ্চ দর্শিতঃ ।
তথা তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং মালায়া মহিমাধিকঃ ॥১৭৫॥

অনুবাদ—বর্ণভেদে পুষ্পসকলের ফলভেদও বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ সকল পুষ্পের মালা গাঁথিয়া প্রদান করিলে মহিমা বর্দ্ধিত হয় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১৭৫ ॥

তথা চ স্কান্দে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

শ্বেতৈঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ।
কামানবাপ্নুয়াল্লোকে পীতৈর্দেবং সমর্চ্চয়ন্ ॥১৭৬॥
শত্রূণামভিচারেষু তথা কৃষ্ণৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হই-য়াছে—শ্বেতপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে মানব মোক্ষলাভ করিবে। পীতপুষ্পেরদ্বারা হরিপূজা করিলে সংসারে তাহার সমস্ত বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে। শত্রুর প্রতি অভি-চার অভিলাষে কৃষ্ণপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে ॥ ১৭৬-১৭৭ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

স্বর্ণলক্ষাধিকং পুষ্পং মালা কোটিগুণাধিকা ।
দত্তা ভবতি কৃষ্ণায় নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ ॥ ইতি ॥
মল্লিকান্তু দিবারাত্র্যোর্নক্তং সম্পাকযূথিকে ।
নন্দ্যাবর্ত্তং চার্দ্ধরাত্রে মালতীং প্রাতরেব হি ॥ ১৭৯ ॥
ইতরাণি চ পুষ্পাণি দিবা ভগবতেঽর্পয়েৎ ।
এবং কেচিচ্চ মন্যন্তে পূজাবিধি-বিশারদাঃ ॥১৮০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে—শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প অর্পণ করিলে লক্ষ সুবর্ণদানেরও বেশী ফল লাভ হয়। পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিলে কোটিগুণেরও বেশী ফল পাওয়া যায়। দিনে ও রাতে মল্লিকাপুষ্প দেওয়া যায়, সোঁদালি ও যূথিকা রাত্রিতে, নন্দ্যাবর্ত্ত অর্দ্ধরাত্রে, মালতী কেবলমাত্র প্রাতঃকালে এবং অন্যান্য ফুল কেবল দিনের বেলাতেই দেওয়া যাইবে।

কোন কোন পূজাবিধিবিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ১৭৮-১৮০ ॥

কিঞ্চ—

প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্ ।
জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা ॥ইতি॥১৮১॥
অবচয়োত্তরে কালে জ্ঞেয়মেতদ্বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—জাতী একপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে। করবীর অহোরাত্র, পদ্ম সপ্তরাত্রি ও বকফুল ছয়মাস থাকে। চয়ন করিবার পর হইতে এই সময়ের নিয়ম জানিতে হইবে ॥ ১৮১-১৮২ ॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদি

পুষ্পাণাং মণ্ডপং ছত্রং বিতানং বৈষ্ণবোত্তমঃ ।
দোলাদিকঞ্চ নির্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুষ্পমণ্ডপাদি—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পুষ্পমণ্ডপ, ছত্র, বিতান ও দোলাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবেন ॥ ১৮৩ ॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদিমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্য্যাৎ সুরূপং পুষ্পমণ্ডপম্ ।
স পুষ্পকবিমানৈস্তু কোটিভিঃ ক্রীড়তে দিবি ॥১৮৪॥

অনুবাদ—অতঃপর পুষ্পমণ্ডপ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—কৃষ্ণমন্দিরে যিনি মনোহর পুষ্পমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, পুষ্পনির্ম্মিত কোটি বিমানারোহণে তিনি সুরপুরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ১৮৪ ॥

তত্রৈব স্কান্দে চ—

কৃত্বা পুষ্পগৃহং বিষ্ণোঃ পুষ্পৈর্বা তদ্বিতানকম্ ।
ফলেন যোগমায়াতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুর গৃহ ও শয্যা রচনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয় ॥ ১০৫ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

কেশবোপরি যঃ কুর্য্যাচ্ছত্রং বা পুষ্পমণ্ডপম্ ।
পুষ্পৈস্তন্মঞ্চকং বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥১৮৬॥
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো মহাভাগৈঃ ক্রীড়ারতিসমন্বিতৈঃ ।
নিত্যন্তু মোদতে স্বর্গে স নরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—কেশবের শিরোপরি যিনি ফুলের ছাতা বা পুষ্পমণ্ডপ কিংবা তাঁহার খাট তৈয়ারী করেন, তাঁহার পুণ্যের কথা শোন—সেই ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য, নানাবিধ উত্তমভোগ, ক্রীড়া ও বিহার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে নিত্য আনন্দ লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৮৬-১৮৭

টীকা—সুরূপং সুন্দরম্ ; মঞ্চকং পর্য্যঙ্কম্ ॥১৮৪-১৮৬ ॥

বিশেষতঃ কার্ত্তিকে

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

মালতীমালয়া যেন কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপম্ ।
কেশবস্য গৃহে চক্রে ন ময়া বিদিতং ফলম্ ॥১৮৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—মালতীফুলের মালা দিয়া কার্ত্তিকমাসে শ্রীকেশবের মন্দিরে যিনি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার যে কি প্রকার ফল হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি ॥ ১৮৮ ॥

অথ সুবর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যম্

স্বর্ণরত্নাদিপুষ্পৈশ্চ ভগবন্তং সমর্চ্চয়েৎ ।
ন চ নির্ম্মাল্যতাং যান্তি তন্নুদ্ধরর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সুবর্ণাদি পুষ্প—সুবর্ণ ও রত্নাদিদ্বারা তৈরী ফুলদিয়া ভগবানকে পূজা করিবে। ঐ সমস্ত পুষ্প নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত (বাসি) হয় না। উহা পুনরায় দেওয়া যায় ॥ ১৮৯ ॥

টীকা—তৎ তস্মাৎ ॥ ১৮৯ ॥

তথা চোক্তং দেব্যা—

ন নির্ম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—ভগবতীদেবীও বলিয়াছেন—সোনার ফুল নির্ম্মাল্য হয় না। উহা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করা যায়॥ ১৯০॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্কান্দে চ—

কৃত্রিমাণ্যনুলেপানি গন্ধৈনাতিসুগন্ধিনা।
ধূপেন পটবাসেন চন্দনাদ্যনুলেপনৈঃ॥ ১৯১॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—অতিশয় সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য, ধূপ, কর্পূর চূর্ণ ও চন্দনাদি অনুলেপন সামগ্রীর সহিত সুবর্ণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পুষ্প প্রদান করিবে॥ ১৯১॥

টীকা—স্বর্ণাদিপুষ্পাণামর্পণপ্রকারং লিখতি—কৃত্রিমাণি ইতি। কৃত্রিমাণি সুবর্ণপুষ্পাদীনি ধূপেন পটবাসেন চ সুগন্ধিদ্রব্যচূর্ণেন বিশিষ্টানি॥ ১৯১॥

অথ স্বর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

স্বর্ণপুষ্পার্চ্চিতো যস্য গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তস্যৈব পাদরজসা শুধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলম্॥ ১৯২॥
সুবর্ণপুষ্পেরভ্যর্চ্চ্য রাজসূয়ফলং লভেৎ।
রত্নৈর্দেবমথাভ্যর্চ্চ্য রাজা ভবতি ভূতলে॥ ১৯৩॥

অনুবাদ—অতঃপর স্বর্ণপুষ্পাদি মাহাত্ম্য—সুবর্ণ-পুষ্পাদিদ্বারা পূজিত হইয়া যাঁহার গৃহে কেশব অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তিরই চরণধূলিতে ভূমণ্ডল পবিত্র হয়। স্বর্ণপুষ্পদ্বারা কেশবের অভ্যর্চ্চনা করিলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রত্নপুষ্পদ্বারা কেশবকে পূজা করিলে ভূ-মণ্ডলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়॥ ১৯২-১৯৩॥

টীকা—স্বর্ণপুষ্পেরর্চ্চিতঃ অভিষিক্তঃ, এবং পুষ্প-প্রাচুর্য্যমুক্তম্, পাঠান্তরম্ সুগমম্; তস্যৈবেত্যত্রায়ং ভাবঃ—যস্য পাদরজোমাত্রেণ জগৎ পবিত্রং স্যাত্তস্য স্বর্গাদিফলান্তরং কিয়ন্মাত্রম্? শ্রীশ্রীভগবৎপার্ষদবর এবাসাবিতি॥ ১৯২॥

টীকা—রত্নৈঃ রত্নময়পুষ্পৈঃ॥ ১৯৩॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

পুষ্পজাতিষু সর্ব্বাসু সৌবর্ণং পুষ্পমুত্তমম্॥
ইতি॥ ১৯৪॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—যতপ্রকার পুষ্পজাতি আছে, তাহাদের মধ্যে স্বর্ণপুষ্প সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ১৯৪॥

এবমুক্তৈরনুক্তৈশ্চ শোভাঢ্যৈর্বা সুগন্ধিভিঃ।
সংপূজ্যো ভগবান্ পুষ্পৈর্ন নিষিদ্ধৈস্তু দুঃখদৈঃ॥১৯৫

অনুবাদ—যে সমস্ত পুষ্পের কথা বলা হইয়াছে এবং যাহা বলা হয় নাই, সেই সমস্ত পুষ্প দেখিতে সুন্দর বা সুগন্ধি, হইলে শ্রীভগবানকে দেওয়া যায়। কিন্তু যে সমস্ত ফুল ভগবানের দুঃখদায়ক বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে, সে সমস্ত ফুল দিবে না॥১৯৫॥

টীকা—অনুক্তৈঃ শাস্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তৈঃ; যদি চ তানি শোভাবন্তি সুগন্ধীনি বা ভবন্তি, তদা তৈশ্চ সংপূজ্য ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধৈস্তু ন সংপূজ্যঃ যতো দুঃখদৈঃ॥ ১৯৫॥

অথ নিষিদ্ধানি পুষ্পাণি

তত্র সামান্যতো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শ্মশানচৈত্যদ্রুমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতম্।
কলিকা চ ন দাতব্যা দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥ ১৯৬॥
শুক্লান্যবর্ণকুসুমং ন দেয়ঞ্চ তথা ভবেৎ।
সুগন্ধি শুক্লং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো দ্রুমাৎ॥
দত্ত্বা কণ্টকিসম্ভূতমনুক্তং পরিভূয়তে।
অনুক্তরক্তকুসুমাদসৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯৮॥
উগ্রগন্ধি তথা দত্ত্বা নিত্যমুদ্বেগমাপ্নুয়াৎ।
অগন্ধি দত্ত্বা বাপ্নোতি হ্যশুভং পরমং নরঃ॥ ১৯৯॥

অনুবাদ—অতঃপর নিষিদ্ধ পুষ্পসমূহ বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে সামান্যরূপে (সাধারণভাবে) উক্ত হইয়াছে—শ্মশান বৃক্ষে উৎপন্ন চৈত্যবৃক্ষোদ্ভব (যে বৃক্ষের তলা বাঁধান ও পূজা করা হয়) মৃত্তিকায় পতিত পুষ্প ও কলিকা দেবদেব চক্রপাণিকে দিবে না। সাদা ছাড়া অন্য ফুল দিবেন না। সাদা ও সুগন্ধি ফুল কাঁটা গাছে জন্মাইলেও দেওয়া যায়। যে সমস্ত কাঁটা গাছে জাত ফুল বা লাল রঙের ফুলের উল্লেখ করা হয় নাই, সে সমস্ত দিলে মানুষ দুঃখের ভাগী হইবে। যে সমস্ত ফুলের গন্ধ বেশ চড়া বা উগ্র, তাহা নিবেদন

করিলে নিত্য উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবে। গন্ধহীন ফুল অমঙ্গল জনক ॥ ১৯৬-১৯৯ ॥

টীকা—চৈত্যদ্রুমো নাম বদ্ধবেদিকতলঃ পূজ্যো বৃক্ষঃ। অনুক্তং পূর্ব্বোক্তাদিতরৎ ॥ ১৯৬-১৯৮ ॥

———

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যায়তন-জাতানি কণ্টকীনি তথৈব চ ॥ ২০০ ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞাশ্চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
যানি শ্মশানজাতানি তথা চাকালজানি চ।
দানং বিবর্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ পুষ্পাণামপ্যগন্ধিনাম্ ॥২০১॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয়কাণ্ডে—গন্ধহীন বা তীব্রগন্ধি পুষ্প দিবে না। অন্যের গৃহজাত ও কণ্টকিতবৃক্ষজাত পুষ্পও অর্পণের যোগ্য নয়। হে ধার্ম্মিকগণ! লালফুল, মূলদেশ বাঁধান গাছের ফুল শ্মশানবৃক্ষজাত এবং অকালেজাত ফুল কখনই শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না ॥ ২০০-২০১ ॥

টীকা—ধর্ম্মজ্ঞা ইতি পাঠে হে ধর্ম্মজ্ঞা ইতি তত্রত্যানাং সম্বোধনম্ ॥ ২০১ ॥

———

নারদীয়ে রাক্ষসী-শপথে—

পারক্যারামজাতৈশ্চ কুসুমৈরর্চ্চয়েৎ সুরান্।
তেন পাপেন লিপ্যেয়ং যদ্যেতদনৃতং বদে ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে রাক্ষসীর শপথবাক্যে উক্ত হইয়াছে—আমি যদি ইহা মিথ্যা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে পরকীয় উদ্যানজাত পুষ্পদ্বারা দেবতার পূজা করিলে যে পাতক হয় আমি তাহাতে লিপ্ত হইবে ॥ ২০২ ॥

———

জ্ঞানমালায়াম্—

কলিকাভিস্তথা নেজ্যং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ।
শুষ্কৈর্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি ॥
ইতি ॥ ২০৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানমালায় বলা আছে—চম্পক ব্যতীত অন্য পুষ্পের কলিকাদ্বারা পূজা করিবে না, শুকনো-পাতা কিংবা শুকনো ফল দিয়াও বিষ্ণুপূজা করা উচিত নয় ॥ ২০৩ ॥

———

জাতিযূথ্যোস্তথা মল্লী-নবমালিকয়োরপি।
কলিকাভির্হরের্ভক্তৈঃ সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে ॥২০৪

অনুবাদ—জাতি, যুথি, মল্লিকা ও নবমল্লিকা এই সমস্ত পুষ্পের কলিকারও অতি উত্তমগন্ধ তাই কোন কোন ভক্তজন তা নিবেদনের কথা বলেন ॥ ২০৪ ॥

———

বিষ্ণুরহস্যে—

ন শুষ্কৈঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং কুসুমৈর্ন মহীগতৈঃ।
নাবিশীর্ণদলৈঃ ক্লিষ্টৈর্ন চৈবাশু-বিকাসিতৈঃ ॥২০৫॥

অনুবাদ— বিষ্ণুরহস্যেও—সাদাফুলও মাটিতে পড়িলে সেই ফুল দিয়া পূজা করিবে না। আর যে সমস্ত ফুলের পাপড়ি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা যে গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে ফোটান হইয়াছে, সেই সকল ফুল দিয়াও পূজা করিতে নাই ॥ ২০৫ ॥

টীকা—আশুবিকাসিতৈঃ বলাদ্বিকাসিতৈঃ ॥২০৫

———

পাদ্মে—

কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ।
বর্জ্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনম্ ॥ ২০৬ ॥
গন্ধবন্ত্যপবিত্রাণি উগ্রগন্ধীনি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২০৭ ॥
গন্ধহীনমপি গ্রাহ্যং পবিত্রং যৎ কুশাদিকম্ ॥২০৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে যথা—অন্তরে কীটকোষ থাকাতে যে সমস্ত পুষ্প দূষিত হইয়াছে, যে সমস্ত ফুল বাসি ও শুকনো এবং যে সকল ফুলে মাকড়শা জাল তৈয়ারী করিয়াছে, সে সমস্ত ফুল শোভাযুক্ত হইলেও নিবেদনের যোগ্য নয়। অপবিত্র পুষ্প সুগন্ধি হইলেও এবং উগ্রগন্ধি পুষ্প বাদ দিবে। কুশাদি পুষ্প গন্ধহীন, কিন্তু পবিত্র সুতরাং তৎসমুদয় নিবেদন করিবে ॥ ২০৬-২০৮ ॥

টীকা—কীটস্য কোষরূপাবাসেন অপবিদ্ধানি দূষিতানি পুষ্পানি শীর্ণানি পর্য্যুষিতানি চ, যদ্যপি শোভনমুত্তমম্, অপবিত্রাণি চেদ্ গন্ধবন্ত্যপি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২০৬ ॥

———

বৈহায়স-পঞ্চরাত্রে—

চতুষ্পথ-শিবাবাস-শ্মশানাবনিমধ্যতঃ।
সুগন্ধিফলপুষ্পাণি নাদদীতার্চ্চনে হরেঃ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—বৈহায়স পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে—শ্রীহরি-পূজার জন্য চতুষ্পথ, শিবালয় ও শ্মশানভূমি হইতে সুগন্ধি ফল-পুষ্প-সমূহ গ্রহণ করিবে না ॥ ২০৯ ॥

টীকা—চতুষ্পথাদেরবনির্ভূমিস্তন্মধ্যান্নগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ২০৯ ।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

ন বিশীর্ণদলৈঃ শ্লিষ্টৈর্নাশুভৈর্নাবিকাশিভিঃ।
পূতিগন্ধ্যুগ্রগন্ধীনি অম্লগন্ধানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২১০ ॥
কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ।
ভগ্নপত্রঞ্চ ন গ্রাহ্যং কৃমিদুষ্টং ন চাহরেৎ ॥ ২১১ ॥
বর্জ্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনম্।
স্থলস্থং নোদ্ধরেৎ পুষ্পং ছেদয়েজ্জলজং ন তু।
যানি স্পৃষ্টানি চাস্পৃশ্যৈর্লোকাযুক্তৈশ্চ
বর্জ্জয়েৎ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে যথা—যে সকল পুষ্পের দল শীর্ণ অথবা পরস্পর সংলগ্ন, যে সকল অপবিত্র বা পূর্ণবিকশিত নহে, তাহা দ্বারা পূজা করিবে না। পূতিগন্ধি, তীক্ষ্ণগন্ধি ও অম্লগন্ধ-যুক্ত ফুল দিবে না। ভিতরে পোকা থাকায় দূষিত ফুল সংগ্রহ করিবে না। যাহা শীর্ণ, পর্য্যুষিত, ভগ্ন-দল ও কৃমিদুষ্ট তাহাও আহরণ করিবে না বা মাকড়শার জালযুক্ত পুষ্প সুন্দর হইলেও বর্জ্জনীয়। স্থলজাত পুষ্প মূলসহ উৎপাটন করিবে না। জল-জাত পুষ্পছেদন করা উচিত নয়। যে সকল পুষ্পে অদৃশ্য বা লোকনিন্দনীয় বস্তু স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিবে ॥ ২১০-২১২ ॥

টীকা—বিশীর্ণদলাদিভিঃ পুষ্পৈর্ন পূজা কার্য্যেতি শেষঃ। শ্লিষ্টৈঃ অন্যোহন্যসংলগ্নৈঃ ॥ ২১০ ॥

টীকা—নোদ্ধরেৎ মূলতো নোৎপাটয়েৎ; লোকে অযুক্তৈর্নিন্দ্যৈশ্চ স্পৃষ্টানি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েৎ ॥২১২॥

অত্রাপবাদঃ

জ্ঞানমালায়াম্—

ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপল-চম্পকে।
তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানমালায় লিখিত আছে—জলজপদ্ম, চম্পক, তুলসী, অগস্ত্য ও বকুল ফুল এবং বেলপাতা গঙ্গাজল বাসি হইলে দোষ হয় না ॥ ২১৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

ন গৃহে করবীরস্থৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
পতিতৈর্মুকুলৈর্ম্লানৈঃ শ্বাসৈর্বা জন্তু-দূষিতৈঃ।
আঘাতৈরঙ্গসংস্পৃষ্টৈর্দূষিতৈশ্চৈব নার্চ্চয়েৎ ॥২১৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই বিষয়ে কথিত হই-য়াছে—গৃহস্থিত শ্বেত কিংবা রক্তকরবীর তরুজাত ফুল দিয়া শ্রীহরির পূজা করিতে নাই। ভূপতিত, অবিকশিত, ম্লান, শ্বাসদুষ্ট, জন্তুদুষ্ট আঘাতে নিষ্পিষ্ট, হস্ত ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গ সংস্পৃষ্ট বা নিন্দনীয়, এই সকল ফুল দিয়াও শ্রীহরির পূজা নিষেধ ॥ ২১৪ ॥

টীকা—গৃহে যঃ করবীরঃ শ্বেতপুষ্পো রক্ত-পুষ্পশ্চ, তৎস্থৈস্তদীয়ৈরিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং বারাহে—'বক্ষ্যক-করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কৃচিৎ' ইতি। শ্বাসৈর্জন্তুভির্বা দূষিতৈরিত্যর্থঃ। অঙ্গেন স্বীয়হস্তব্যতিরিক্তেন গাত্রেণ সংস্পৃষ্টৈঃ দূষি-তৈশ্চ নিন্দিতৈঃ ॥ ২১৪ ॥

অথ বিশেষতো নিষিদ্ধানি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—

ক্রকরস্য চ পুষ্পাণি তথা ধুস্তূরকস্য চ।
কৃষ্ণঞ্চ কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনার্দ্দনে ॥২১৫॥

অনুবাদ—অতঃপর বিশেষতঃ নিষিদ্ধ পুষ্পসমূহ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে উক্ত আছে—করবীর ধুস্তূর, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ ও অর্কপুষ্প জনার্দ্দনকে দিবে না ॥ ২১৫ ॥

টীকা—ক্রকরস্য করবীরস্য ॥ ২১৫ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

নার্কং নোম্মত্তকং ঝিণ্টিং তথৈব গিরিকর্ণিকাম্।
ন কণ্টকারিকাপুষ্পমচ্যুতায় নিবেদয়েৎ ॥ ২১৬ ॥
কুটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগ্রং নিঃস্বত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—অর্ক, ধুস্তুর, ঝিণ্টী, গিরিকর্ণিকা ও কণ্টকারি ফুল শ্রীঅচ্যুতকে নিবেদন করিবে না। কুটজ, শাল্মলী ও শিরীষ ফুল জনার্দ্দনকে দেওয়া হইলে মহাভয় উৎপন্ন হয় এবং ধনহীনতা ঘটে ॥ ২১৬-২১৭ ॥

টীকা—নিঃসত্ত্বমিতি পাঠে নিঃসত্ত্বতামিত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

———

স্কান্দে তত্রৈব—

যেঽর্চ্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুষ্পৈর্জনার্দ্দনম্।
তেভ্যঃ ক্রুদ্ধো ভয়ং দুঃখং ক্রোধং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি ॥
উন্মত্তকেন যে মূঢ়াঃ পূজয়ন্তি ত্রিবিক্রমম্।
উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ ॥২১৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—যে সকল ব্যক্তি অর্কপুষ্পদ্বারা ত্রিলোকাধিপ শ্রীজনার্দ্দনকে পূজা করেন, তাঁহারা ক্রুদ্ধ শ্রীবিষ্ণু হইতে ভয়, দুঃখ ও শাস্তি লাভ করেন। যে সকল মূঢ় ধুস্তুর ফুল দিয়া পূজা করে, গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দন তাহাদিগকে ভয়ানক উন্মাদরোগ দিয়া থাকেন ॥ ২১৮-২১৯ ॥

———

কাঞ্চনাবয়বৈঃ পুষ্পৈর্যেঽর্চ্চয়ন্ত্যসুরদ্বিষম্।
দারিদ্র্যং দুঃখবহুলং তেষাং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি ॥২২০॥
গিরিকর্ণিকয়া বিষ্ণুং যেঽর্চ্চয়ন্ত্যবুধা নরাঃ।
তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুসূদনঃ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—যাহারা কাঞ্চনাকার পুষ্পসমূহ দ্বারা দৈত্যারির পূজা করেন, শ্রীবিষ্ণু তাহাদিগকে বহুল দারিদ্র্য কষ্ট দান করেন। যাহারা গিরিকর্ণিকা ফুল দিয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, শ্রীমধুসূদন ভীষণরূপে তাহাদিগের বংশ নাশ করেন ॥ ২২০-২২১ ॥

———

অথ পুষ্পগ্রহণকালাদি

মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া যে পুষ্প আহৃত হয় তদ্দ্বারা ও নিষিদ্ধ পুষ্পদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে না ॥ ২২২ ॥

টীকা—অপি-শব্দঃ পূর্ব্বনিষিদ্ধাপেক্ষয়া সমুচ্চয়ে; তানি মধ্যাহ্নস্নানানন্তরমাহৃতানি কুসুমানি ॥ ২২২ ॥

———

তথা চ স্কান্দে তত্রৈব—

স্নানং কৃত্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ নরাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ।
ঋষয়স্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ইতি॥২২৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে—হে দ্বিজ! স্নানের পর মানুষ যে পুষ্প চয়ন করিবে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ কদাচ তাহা গ্রহণ করেন না। তাহা কাঠের মত পুড়িয়া যায় ॥ ২২৩ ॥

টীকা—খল্বিতি সমুচ্চয়ে; পিতরশ্চ ন গৃহ্ণন্তি; ভস্মীভবতি বিফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২৩ ॥

———

কুসুমানামলাভে তু চৌর্য্যাদানং ন দুষ্যতি।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—পুষ্প অপ্রাপ্য হইলে চৌর্য্য করিয়া আনিলেও দোষ হয় না। মনু বলিয়াছেন—দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প চুরি, চুরি মধ্যে গণ্য করা হয় না ॥ ২২৪ ॥

টীকা—ধর্ম্মার্জ্জিতধন-ক্রীতৈরিত্যাদি-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি-বচনৈর্ন্যায়োপার্জ্জিতানি কুসুমানি দেবপূজায়াং বিহিতানি, তত্র ধনাদ্যভাবে কিং কর্ত্তব্যম্? তত্র লিখতি—কুসুমানামিতি। চৌর্য্যেণ আদানং গ্রহণম্ অস্তেয়মিতি চৌর্য্যেণানীতমপি চোরিতং ন ভবতি। অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"যথাকথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্' ইতি ॥ ২২৪ ॥

———

তথা কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্ —

পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে।
অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২২৫ ॥
গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজাঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞাপ্য কেবলম্ ॥ইতি॥২২৬

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণের ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন পুষ্প, শাক, জল কাষ্ঠ, মূল, ফল ও তৃণ এই সমস্ত দ্রব্য কেহ প্রদান না করিলেও উহা আনয়ন করিলে চুরি করা হয় না। হে বিপ্রগণ। দেবপূজার জন্য না বলিয়া কেবল একজনের বাগান হইতে ফুল লইতে নাই ॥ ২২৫-২২৬॥

টীকা—অদত্তস্যাপ্যাদানম্ ॥ ২২৫ ॥

টীকা—কিঞ্চ তত্রৈব বিশেষমাহ—গ্রহীতব্যানীতি। এবং ভগবদর্থমেব শাকাদীনামাদানমদুষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্, স্বার্থে তু দোষ এব। 'তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥' ইতি। অতএব তত্রৈব—'তৃণং বা যদি বা শাকং মূলং বা জলমেব বা। পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥' ইতি ॥ ২২৬ ॥

বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতালাভতো মতম্।
কুসুমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কর্হিচিৎ ॥ ২২৭॥

অনুবাদ—শাস্ত্রবিহিত ফুল যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিষিদ্ধ ফুলও লওয়া যায়, কিন্তু যে সমস্ত ফুল একেবারে নিষিদ্ধ সে সকল কখনই গ্রাহ্য নহে ॥ ২২৭ ॥

টীকা—ননু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে অন্যায়তনজাতানি পুষ্পাণি নিষিদ্ধানি, স্কান্দাদৌ চ কণ্টক্যাদীনি বিহিতানি সন্তি, তথা বামনপুরাণাদৌ বন্ধুকজবাপুষ্পয়োর্নিষেধঃ শ্রূয়তে, তে চাত্র বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ বিহিতে এব ইত্যেবমাদিবিরোধে কথং ব্যবহর্ত্তব্যম্ ? তত্র লিখতি—বিহিতেষ্বিতি, শাস্ত্রৈর্বিহিতেষু কুসুমেষু মধ্যে নিষিদ্ধানাং কুসুমানামুপাদানং গ্রহণং বিহিতানামলাভতো হেতোঃ অলাভে বা সতি মতং বুধৈঃ। বিহিতানাং লাভে সতি চ তানি নিষিদ্ধানি, ন গ্রাহ্যাণ্যেব। যানি চ কেবলং সর্ব্বত্র নিষিদ্ধান্যেব, তেষাং কদাচিদপ্যুপাদানং ন মতমিত্যর্থঃ ॥ ২২৭ ॥

বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ ॥২২৮॥

অনুবাদ—বিহিত পুষ্পের অভাব হইলে, বিহিতের মধ্যে নিষিদ্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে ॥ ২২৮ ॥

টীকা—বিহিতেষু মধ্যে প্রতিষিদ্ধৈর্নিষিদ্ধৈঃ পুষ্পৈঃ বিহিতানামলাভে সতীত্যর্থঃ অর্চ্চয়েদেবম্ ॥ ২২৮ ॥

নিষিদ্ধপুষ্পসংগ্রহশ্লোকৌ

ক্লিষ্টং পর্য্যুষিতঞ্চ ভূমিপতিতং ছিদ্রঞ্চ কীটান্বিতং
যৎ কেশোপহতঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্চোগ্রগন্ধান্বিতম্।
হস্তে যদ্বিধৃতং প্রণামসময়ে যদ্বামহস্তে কৃতং
যচ্চান্তর্জলধৌতমর্চ্চনবিধৌ পুষ্পঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ ॥২২৯
ভঙ্‌ক্ত্বা যদ্বিটপাদিকং ক্ষিতিরুহং চোৎপাট্য যচ্চাহৃতং
যচ্চাক্রম্য সমাহৃতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যাসুরম্।
চৌর্য্যাক্রুষ্টমনুক্তিদুষ্টমশুচিস্পৃষ্টং যদপ্রোক্ষিতং
যচ্চাঘ্রাতমধোঽম্বরে বিনিহিতং ক্রীতঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ ॥

অনুবাদ—নিষিদ্ধপুষ্প আহরণের বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—শুকনো কিংবা দলিত, বাসি, মাটিতে-পড়া, ছেঁড়া, পোকা আছে এমন, চুল আছে এমন, গন্ধশূন্য, উগ্র গন্ধযুক্ত ও যে ফুল হাতে লইয়া প্রণাম করা হইয়াছে, যাহা বামহাতে লওয়া হইয়াছে, যাহা জলে ডুবাইয়া ধৌত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ফুল পূজা বিষয়ে বর্জ্জন করিতে হইবে। শাখাদি ভাঙ্গিয়া, গাছ উৎপাটন করিয়া, গাছে চড়িয়া যে ফুল আহরণ করা হয় তৎসমুদয় অসুর গ্রাহ্য। চুরি করিয়া আনা, অধিকারীকে না জানাইয়া সংগ্রহ করা, অপবিত্র দ্রব্য স্পৃষ্ট, অধৌত আঘ্রাত, অধোবস্ত্রে স্থাপিত (আঁচলে রাখা) বা কেনা ফুল বর্জ্জন করিবে ॥ ২২৯-২৩০ ॥

পত্রাণি চার্পয়েদ্দূর্বাদ্যঙ্কুরানপি ভক্তিতঃ।
কিন্তু শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতঃ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—পাতা ও দুর্ব্বাঙ্কুরাদি দ্বারাও ভক্তি-সহকারে পূজা করিতে হয়, কিন্তু বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই তুলসীপত্রদ্বারা পূজা করিতে হইবে ॥ ২৩১ ॥

অথ পত্রাণি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দূর্ব্বাঙ্কুরানপি।
সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ ॥২৩২
পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দ্দনে।
পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩॥
নিবেদ্য ভক্ত্যা মধুসূদনায়
দ্রুমচ্ছদং বাপ্যথ সৎপ্রসূনম্।
দূর্ব্বাঙ্কুরং বা সলিলং দ্বিজেন্দ্রাঃ
প্রাপ্নোতি তত্তন্মনসা যথেচ্ছতি ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পত্রসমূহ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—হে দ্বিজগণ! যিনি ফুলের অভাবে দুর্ব্বাঙ্কুরসমূহ প্রদান করেন, তিনিও পুষ্পার্পণের ফল প্রাপ্ত হন। জনার্দ্দনকে ফুলের অভাবে পত্র ও পত্রের অভাবে জল দিবে; ইহা দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! বৃক্ষপত্র, শ্রেষ্ঠপুষ্প দুর্ব্বাঙ্কুর কিংবা জল ভক্তিভরে শ্রীমধুসূদনকে দিলে মনের বাসনা সিদ্ধ হইবে ॥ ২৩২-২৩৪ ॥

টীকা—দ্রুমস্য ছদং পত্রম্; প্রসূনং পুষ্পম্ ॥২৩৪

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

ভৃঙ্গরাজস্য বিল্বস্য বকপুষ্পস্য চ দ্বিজাঃ।
জম্ব্বাম্রবীজপূরাণাং পত্রাণি বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৩৫ ॥
এতেষামপি চৈকস্য পত্রদানং মহাফলম্।
পত্রাণি সসুগন্ধীনি পল্লবানি মৃদূনি চ।
তেন পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানসমুদ্ভবম্ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই তৃতীয়কাণ্ডে বলা হইয়াছে—ভৃঙ্গরাজ, বিল্ব, বক, জম্বু, আম্র ও জম্বীরের পত্র-সমূহ নিবেদন করিবে। ইহাদিগের মধ্যে একটি বৃক্ষের পত্র অর্পণ করিলেও মহৎ ফল লাভ হয়। সুগন্ধযুক্ত পত্র ও কোমলপল্লব সকল শ্রীভগবানকে অর্পণ করিলে পুষ্পার্পণ জনিত ফল লাভ হয় ॥২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—তেষাং মধ্যে একস্য কস্যচিৎ পল্লবানি চ নিবেদয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

নারসিংহে—

পত্রাণ্যপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব গদতো মম।
অপামার্গন্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজং ততঃ পরম্ ॥ ২৩৭ ॥
ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমিপত্রকম্।
দূর্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি কুশপত্রকম্ ॥২৩৮
তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকম্।
বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমম্ ॥ ২৩৯ ॥
এতেষাঞ্চ যথালব্ধৈঃ পত্রৈর্য্যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে উক্ত আছে—হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির প্রীতিকর, অতি পবিত্র পত্রসকলের বিষয় আমি কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর। প্রথম অপা-মার্গ, তারপর ভৃঙ্গরাজ, তারপর তমালপাতা, তারপর শমীপত্র, ইহা হইতেও দুর্বাশ্রেষ্ঠ, তারপরেও আবার কুশপত্র উত্তম। কুশপত্র অপেক্ষা আমলক পত্র শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও বেলপাতা উত্তম এবং বিষ্ণুপূজায় বেল-পাতা অপেক্ষা তুলসীপত্র উত্তম। যিনি এই সমুদয়ের যথা লব্ধ পত্র দ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে সসম্মানে বাস করেন ॥ ২৩৭-২৪০ ॥

টীকা—পরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ২৩৭ ॥

বামনে—

বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ।
তমালামলকীপত্রং শস্তং কেশব-পূজনে ॥ ২৪১ ॥
যেষাং ন সন্তি পুষ্পাণি প্রশস্তান্যর্চ্চনে বিভোঃ।
পল্লবান্যপি তেষাং স্যুঃ শস্তান্যর্চ্চাবিধৌ হরেঃ ॥২৪২

অনুবাদ—বামনপুরাণেও বলা হইয়াছে যে—বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, তমালপত্র, আমলকী-পত্র কেশবপূজায় শ্রেষ্ঠ। প্রভুর পূজার জন্য প্রয়ো-জনীয় ফুল যাঁহাদের নাই, তাঁহারা পল্লবদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে প্রশস্ত ফল পাইবেন ॥ ২৪১-২৪২ ॥

আগ্নেয়ে—

কেতকীপুষ্পপত্রঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্য পত্রকম্ ।
তুলসী কালতুলসী সদ্যস্তুষ্টিকরং হরেঃ ॥ ২৪৩ ॥
বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ ।
তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সদ্যস্তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে এই প্রসঙ্গে উক্ত আছে—কেতকীকুসুমের পত্র, ভৃঙ্গরাজ পত্র, এবং তুলসী ও কৃষ্ণতুলসী শ্রীহরির শীঘ্র সন্তোষ উৎপাদন করে। বেলপাতা, শমীপাতা, ভৃঙ্গরাজপাতা ও তমালপাতা দ্বারা পূজা করিলে শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ প্রীত হন ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

টীকা—কেতক্যাঃ পুষ্পস্য পত্রম্। ভৃঙ্গরাজ-ভৃঙ্গরজয়োরবান্তরভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

———

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

শমীপত্রৈশ্চ যো দেবং পূজয়ত্যসুরদ্বিষম্ ।
যমমার্গো মহাঘোরো নিস্তীর্ণস্তেন নারদ ॥ ২৪৫ ॥
কুন্তীপত্রেণ দেবর্ষে যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং দহতে গরুড়ধ্বজঃ ॥২৪৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে বলা হইয়াছে—হে নারদ! শমীপত্র দ্বারা দৈত্যারি জনার্দ্দনকে যিনি পূজা করেন, তিনি ভয়ঙ্কর যমমার্গ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। যাঁহারা কুন্তীপাতা দিয়া পূজা করেন, তাঁহাদের কোটি জন্মকৃত পাপ শ্রীগরুড়-ধ্বজ ধ্বংস করেন ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

———

সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ ।
হরির্দদ্যাৎ ফলং তস্মৈ সর্ব্বযজ্ঞৈঃ সুদুর্ল্লভম্ ॥২৪৭

অনুবাদ—একবার মাত্র বেলপাতা দিয়া শ্রীগোবিন্দের পূজা করিলে হরি প্রীত হইয়া তাহাকে সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠান জনিত দুর্লভ ফল দিয়া থাকেন ॥ ২৪৭ ॥

———

বিল্বপত্রেণ যে দেবং কার্ত্তিকে কলিবর্দ্ধন ।
পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা ॥২৪৮॥
মারুকং কেতকীপত্রং তথা দমনকং মুনে ।
দত্তমাত্রং হরেঃ প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীম্ ॥২৪৯

অনুবাদ—হে নারদ! যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে অতিশয় ভক্তিরসহিত বেলপাতা দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদের মুক্তির ব্যাপারে বলিয়াছি। হে মুনে! মারুকপত্র, কেতকীপত্র ও দমনকপত্র নিবেদন করিলে হরি শতবর্ষব্যাপী সন্তোষ লাভ করেন ॥ ২৪৮-২৪৯ ॥

———

দমনৈকেন দেবেশং সংপ্রাপ্তে মধুমাধবে ।
গো-সহস্রস্য তু মুনে সংপূজ্য লভতে ফলম্ ॥২৫০॥
দূর্ব্বাঙ্কুরং হরের্যস্তু পূজাকালে প্রযচ্ছতি ।
পূজাফলং শতগুণং সম্যগাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৫১ ॥
মঞ্জরীং সহকারস্য কেশবে যদি নারদ ।
যে যচ্ছন্তি মহাভাগাস্তে কোটিফলভাগিনঃ ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—চৈত্র বৈশাখ মাসে দমনক পাতাদিয়া শ্রীহরির পূজা করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজার সময় দূর্ব্বাঙ্কুর দান করেন, তিনি ঐ পূজায় শতগুণ ফল লাভ করেন। হে নারদ! মানবগণ যদি কেশবকে আম্রমঞ্জরী নিবেদন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোটিগুণ বেশী ফল ভোগ করেন ॥ ২৫০-২৫২ ॥

টীকা—দেবেশং অর্চ্চয়ন্তিতি শেষঃ। পাঠান্তরং সুগমম্ ॥ ২৫০ ॥

———

কিঞ্চ—

শক্ত্যা দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পুষ্টিঃ পূজিতো মধুসূদনঃ ।
দদাতি হি ফলং নূনঃ যজ্ঞদানাদিদুর্ল্লভম্ ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—লোকেরা দুর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা ভক্তিভরে যদি শ্রীমধুসূদনের পূজা করেন, তাহা হইলে যজ্ঞ, দান প্রভৃতি দ্বারা যে ফল লাভ করা সুকঠিন, তাহাও শ্রীহরি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন ॥ ২৫৩ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ সকৃদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—যিনি অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে বাস করিবেন ॥ ২৫৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—

সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ ।
মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ ॥২৫৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে যথা—মনুষ্য বেলপাতা দিয়া গোবিন্দের পূজা করিলে মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া কৃষ্ণের অনুচর হইবে ॥২৫৫॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

মরুকো দমনশ্চৈব সদ্যস্তুষ্টিকরো হরেঃ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে যথা—মরুক ও দমনক পাতা শ্রীহরির সদ্য তুষ্টি সাধন করে ॥ ২৫৬ ॥

কিঞ্চ—

দেয়ান্যূর্দ্ধমুখান্যেব পত্রপুষ্পফলানি হি ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—ঊর্দ্ধমুখ পত্র, পুষ্প ও ফল শ্রীহরিকে প্রদান করিবে ॥ ২৫৭ ॥

তথা জ্ঞানমালায়াম্—

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্ ।
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্ ॥২৫৮

অনুবাদ—এই বিষয়ে জ্ঞানমালায় উক্ত হইয়াছে—অধোমুখ পত্র, পুষ্প ও ফল শ্রীহরির সুখকর নহে। ঐ সমস্ত দুঃখদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং যে প্রকারে উৎপন্ন হয় সেই প্রকারেই অর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৫৮ ॥

অথ শ্রীতুলস্যর্পণনিত্যতা

পাদ্মে—

তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং
সংপদ্যতে মাধব-পুণ্যবাসরে ।
ধিগ্‌যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং
তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে ॥২৫৯॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীতুলসী অর্পণের নিত্যতা পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—বৈশাখমাসের পুণ্যবাসরে অথবা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবাসরে অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া বা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা শ্রীহরির পূজার জন্য তুলসী সংগ্রহ না করে, তাহাদের জীবনে, যৌবনে ও অর্থসঞ্চয়ে ধিক্। ইহাকালে কিংবা পরকালে, কোনকালেই তাহারা সুখ লাভ করিতে পারে না ॥২৫৯

টীকা—শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতোঽর্পয়েদিতি লিখিতং. তত্র তুলস্যর্পণস্য নিত্যতামাদৌ লিখতি তুলসীত্যাদিনা। আর্ষত্বাচ্ছন্দো-ভঙ্গঃ সোঢ়ব্যঃ, এবমগ্রেঽপি। মাধবঃ বৈশাখমাসঃ শ্রীকৃষ্ণো বা, তস্য পুণ্যবাসরঃ অক্ষয়তৃতীয়াদিঃ, একাদশ্যাদির্বা তস্মিন্নপি। পরে চ পরলোকে সুখং নির্বৃতির্ন দৃশ্যতে শাস্ত্রবিদ্ভিঃ কৈশ্চিদ্বা; যদ্বা, তেষামিতি তৈঃ ॥ ২৫৯ ॥

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ—

তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং করোতি মমার্চ্চনম্।
তস্যাহং প্রতিগৃহ্ণামি ন পূজাং শতবার্ষিকীম্ ॥২৬০

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি—প্রত্যহ তুলসী সংগ্রহ করিয়া যিনি আমার পূজা না করে, আমি শতবৎসর পর্য্যন্ত তাহার পূজা স্বীকার করি না ॥ ২৬০ ॥

টীকা—প্রাপ্য আনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজাখ্যানান্তে—

যদ্‌গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রামশিলার্চ্চনে ।
শ্মশানসদৃশং বিদ্যাত্তদ্‌গৃহং শুভবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজ আখ্যানের শেষে বলা হইয়াছে—শ্রীশালগ্রামশিলাপূজার নিমিত্ত যাহার বাড়ীতে তুলসী থাকে না, তাহার বাড়ী শ্মশান সদৃশ অমঙ্গল জনক ॥ ২৬১ ॥

অতএবোক্তম্—

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা
স্নানং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতম্।
ভুক্তং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতং
পীতং ন তদ্‌যত্তুলসীং বিনা কৃতম্ ॥২৬২॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে যে—তুলসী ছাড়া পূজা পূজা মধ্যে গণ্য নহে, তুলসী ছাড়া স্নান স্নান নহে, তুলসী ছাড়া ভোজন ভোজন নহে ও তুলসী ছাড়া পান পান বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ২৬২॥

বায়ুপুরাণে চ—

তুলসীরহিতাং পূজাং ন গৃহ্ণাতি সদা হরিঃ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র ন চেত্তন্নামতো যজেৎ ॥২৬৩॥
তুলসীদলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে যথা—শ্রীহরি কখনও তুলসী ছাড়া পূজা গ্রহণ করেন না, সুতরাং তুলসী পাওয়া না গেলে তুলসীকাষ্ঠ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইবে। যদি তাহারও অভাব হয়, তাহা হইলে কেবল তুলসীনাম উচ্চারণ করিয়া হরির পূজা করিবে। তুলসীপাতা লইয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সেই ব্যক্তি গোহত্যাকারী ব্রহ্মহত্যাকারী, ও গুরুপত্নীগামীর সমান পাপী হয় ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে নৈবেদ্য-প্রসঙ্গে—

তুলসীদলসংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ তৎ সদা ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—অতএব গরুড়পুরাণে নৈবেদ্য প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—তুলসীপত্র-সহ নৈবেদ্য সতত নিবেদন করিবে ॥ ২৬৫ ॥

ভগবদ্দুর্লভায়াস্তু তুলস্যা মহিমাদ্ভুতঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু বিখ্যাতঃ সংক্ষেপেণেহ লিখ্যতে ॥২৬৬॥

অনুবাদ—ভগবদ্দুর্লভা শ্রীতুলসীর অনির্ব্বচনীয় মহিমার বিষয় সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ আছে, এস্থলে সংক্ষেপে সেই বিষয় লিখিত হইতেছে ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—অদ্ভুতঃ অনির্ব্বচনীয়ঃ, অতো বিস্তরেণ লিখিতুমশক্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৬৬ ॥

অথ তুলসী-মাহাত্ম্যম্

তত্র স্বতঃ পরমোত্তমতা স্কান্দে—

সর্ব্বৌষধিরসেনৈব পুরা হ্যমৃতমন্থনে।
সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় বিষ্ণুনা তুলসী কৃতা ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে স্বভাবতঃই তুলসীর পরমোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে—পূর্ব্বে অমৃতমন্থনকালে জীবসমূহের উপকারের জন্য শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বৌষধিরস দ্বারা তুলসীর সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২৬৭ ॥

অতএব—

ন বিপ্রসদৃশং পাত্রং ন দানং সুরভীসমম্।
ন চ গঙ্গাসমং তীর্থং ন পত্রং তুলসীসমম্ ॥২৬৮ ॥

অনুবাদ—অতএব বলা হইয়াছে—বিপ্রের মত দানের পাত্র নাই, গোদানের সমান দান নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ও তুলসীপাতার মত পাতা আর নাই ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—ন বিপ্রসদৃশমিত্যাদিত্রয়ং দৃষ্টান্তত্বে সাধ্যসন্নিধৌ সিদ্ধনির্দ্দেশো দৃষ্টান্ত ইতি ন্যায়াৎ, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৬৮ ॥

অতএব চ বিষ্ণুরহস্যে—

অভিন্নপত্রাং হরিতাং হৃদ্যমঞ্জরিসংযুতাম্।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতাং তুলসীং দাপয়েদ্ধরেঃ ॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে যথা—অখণ্ডপত্র, হরিদ্বর্ণ, সুন্দর মঞ্জরীবিশিষ্ট ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে উৎপন্না তুলসী শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীভগবদ্দুর্লভতা

নারদীয়ে—

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি পুষ্পাণি মালত্যাদীনি ভূসুর।
যাবন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—তুলসীর শ্রীভগবদ্ দুর্লভতা সম্বন্ধে নারদ-পুরাণে যথা —হে দ্বিজ! যতক্ষণ কৃষ্ণবল্লভাপ বিপ্রা তুলসী না পাওয়া যায়, ততক্ষণ মালতী প্রভৃতি পুষ্প গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে ॥ ২৭০ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

কৃষ্ণা বাপ্যথবাঽকৃষ্ণা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা।
সিতা বাপ্যথবা কৃষ্ণা দ্বাদশী বল্লভা হরেঃ ॥ ২৭১ ॥
তাবদ্‌গর্জ্জন্তি রত্নানি কৌস্তুভাদীন্যহর্নিশম্।
যাবন্ন প্রাপ্যতে কৃষ্ণা তুলসীপত্রমঞ্জরী ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে যথা—কৃষ্ণবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ সকল তুলসীই শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা এবং কৃষ্ণপক্ষীয়া বা শুক্লপক্ষীয়া উভয়বিধ দ্বাদশীতিথিই শ্রীহরির অতিশয় প্রিয়া। যাবৎকাল পর্য্যন্ত কালো তুলসী-বা মঞ্জরী না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্তই কৌস্তুভাদি রত্নগুলি গর্ব্বপ্রকাশ করিতে পারে অর্থাৎ তুলসীর কাছে তাহারা হীনপ্রভ হইয়া যায় ॥ ২৭১-২৭২ ॥

টীকা—গর্জ্জন্তি গর্ব্বং বহন্তীত্যর্থঃ; অকৃষ্ণা কৃষ্ণেতরা হরিদ্বর্ণেত্যর্থঃ; কৃষ্ণেতি—তস্যাং প্রীতি-বিশেষাৎ পরমস্নিগ্ধত্বেন শ্যামতা প্রাপ্তের্ব্বা ॥২৭০-২৭২

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

পূর্ব্বমুগ্রতপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী।
তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা ততঃ ॥২৭৩॥

অনুবাদ —অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব-কালে সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্না তুলসী ঘোরতর তপস্যা করিয়া বর প্রার্থনা করেন, তাই তিনি সকল প্রকার পুষ্প ও পত্র অপেক্ষা শ্রীহরির বল্লভা হইয়াছেন ॥ ২৭৩ ॥

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযম-ব্রাহ্মণ সংবাদে, কথিত আছে—সকলজাতীয় পত্র অপেক্ষা তুলসী কেশবের বেশী প্রিয়া ॥ ২৭৪ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বথা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—তুলসী সর্ব্ব-প্রকারে ও সর্ব্বদা শ্রীকেশবের বল্লভা ॥ ২৭৫ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ—

তুলসীদলপূজায়া ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
অত্যন্তবল্লভা সা হি শালগ্রামাভিধে হরৌ ॥ ২৭৬ ॥
পাতিব্রত্যেন বৃন্দাসৌ হরিমারাধ্য কর্ম্মণা।
পূর্ব্বজন্মন্যসৌ লেভে কৃষ্ণসংযোগমুত্তমম্ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে নারদবাক্যে উক্ত হইয়াছে—তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিবার মহিমা আমি বলিতে অক্ষম। ঐ তুলসী শালগ্রামশিলারূপী শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। বৃন্দাদেবী পাতিব্রত্যজনক কর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া পূর্ব্বজন্মে তাঁহার সহিত উত্তম সংযোগ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৭৬-২৭৭ ॥

টীকা—শালগ্রামাভিধে শ্রীশালগ্রামশিলা-সংজ্ঞকে, শ্রীবৃন্দাভক্ত্যেব তদ্রূপেণাবতীর্ণত্বাৎ। তদাখ্যায়িকা তত্রৈব বিস্তীর্ণাস্তি ॥ ২৭৬ ॥

তত্রৈব শ্রীবৃন্দোপাখ্যানান্তে—

সত্ত্বং প্রীতিকরং বাক্যং কোপস্তস্যাস্তু তামসঃ।
ভাবদ্বয়ং হরৌ জাতং যতদ্বর্ণদ্বয়ং হ্যভূৎ।
শ্যামাঽপি তুলসী বিষ্ণোঃ প্রিয়া গৌরী বিশেষতঃ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই শ্রীবৃন্দার উপাখ্যান অবসানে যথা —বৃন্দার প্রীতিকর বাক্যই সত্ত্ব ও তাঁহার কোপই তমঃ। এই দুইগুণের সংস্পর্শ-হেতু শ্রীহরিতে দুইটি ভাবের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য তুলসীর বর্ণ দ্বিবিধ হইয়াছে। তারমধ্যে কৃষ্ণবর্ণা তুলসী বিষ্ণুর প্রিয়া হইলেও গৌরী তুলসী বিশেষ-রূপে প্রিয়া ॥ ২৭৮ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—

যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়া বিষ্ণোস্তুলসী চ ততোঽধিকা ॥২৭৯

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে যথা—লক্ষ্মী যেমন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া, তুলসী তাহা হইতেও অধিক ॥ ২৭৯ ॥

স্কান্দে—

যোগিনাং বিরতৌ বাঞ্ছা কামিনাঞ্চ যথা রতৌ।
পুষ্পেষ্বপি চ সর্ব্বেষু তুলস্যাঞ্চ তথা হরেঃ ॥২৮০॥
নিরস্য মালতী পুষ্পং মুক্তাপুষ্পং সরোরুহম্।
গৃহ্ণাতি তুলসীং শুষ্কামপি পর্য্যুষিতাং হরিঃ ॥২৮১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে যথা—যোগিগণের বৈরাগ্যে এবং কামুকগণের রতিক্রীড়ায় যেমন অনুরাগ সেইরূপ সকল প্রকার পুষ্প অপেক্ষা শ্রীহরির তুলসীর প্রতি প্রীতির আধিক্য দেখা যায়। মালতী, মুক্তা ও পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরি বাসি ও শুকনো হইলেও তুলসীপত্র প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন ॥ ২৮০-২৮১॥

অতএব চতুর্থস্কন্ধে (৮।৫৫) শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোপদেশে—

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভোঃ ॥২৮২

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে ধ্রুবের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশ যথা—জল পবিত্র-মালা, ফলমূলাদি, প্রশস্ত দুর্ব্বাঙ্কুর, বাকল ও প্রিয়া তুলসীদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ॥ ২৮২ ॥

টীকা—বন্যৈঃ শস্তৈরঙ্কুরৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরাদিভিরন্যৈর্বল্কলাদিভিঃ ; প্রিয়য়েতি—প্রভোরর্চনে তস্যা আবশ্যকত্বম্ ; কিংবা সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তয়ৈব তৎ-সন্তোষণমভিপ্রেতম্ ॥ ২৮২ ॥

রাসক্রীড়ায়াঞ্চ দশমস্কন্ধে (৩০।৭) শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥২৮৩॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াতেও শ্রীগোপীগণের ভগবানের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, মঙ্গলময়ি তুলসি! যিনি তোমার অত্যন্ত প্রিয়, যিনি তোমাকে অলিগণসহ মস্তকে ধারণ করেন সেই শ্রীহরিকে কি দেখিয়াছ? ॥ ২৮৩ ॥

টীকা—আলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ দধানঃ ॥ ২৮৩ ॥

অতএব স্কান্দে—

যৎ ফলং সর্ব্বপুষ্পেষু সর্ব্বপত্রেষু নারদ।
তুলসীদলমাত্রেণ প্রাপ্যতে কেশবার্চ্চনে ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে—হে নারদ! সকলপ্রকার পুষ্প ও সকলপ্রকার পত্রদ্বারা কেশবের পূজা করিলে যে ফল হয়, একটি তুলসীপত্রদ্বারাও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৮৪ ॥

টীকা—তৎ প্রাপ্যতে ॥ ২৮৪ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে তত্রৈব—

ত্যক্ত্বা তু মালতীপুষ্পং মুক্তা চৈব সরোরুহম্।
গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা মাধবমর্চ্চয়েৎ।
তস্য পুণ্যফলং বক্তুমলং শেষোঽপি নো ভবেৎ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে এই বিষয়ে লিখিত আছে—মালতী ও পদ্মপুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যদি তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তির সহিত শ্রীমাধবের পূজা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে পরিমাণ পুণ্য হয়, অনন্তদেবও তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না ॥ ২৮৫ ॥

টীকা—অলং সমর্থো ন স্যাৎ ॥ ২৮৫ ॥

তত্রৈব মাঘ মাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—

মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ।
তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীমাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে যথা—বিষ্ণুকে তুলসীপত্র অর্পণ করিলে যে ফল হয়, মণিখচিত স্বর্ণপুষ্প ও মুক্তাময় পুষ্পসমূহ অর্পণ করিলেও তাহার ষোলভাগের এক-ভাগ ফলও পাওয়া যায় না ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—মুক্তাময়ানি চ পুষ্পাণি ; তুলসীপত্রস্য শ্রীকৃষ্ণায় কস্মৈচিদ্বান্যস্মৈ যদ্দানং তস্য ॥ ২৮৬ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

নীলোৎপলসহস্রেণ ত্রিসন্ধ্যং যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
ফলং বর্ষশতেনাপি তদীয়ং নৈব লভ্যতে ॥ ২৮৭ ॥
বিদ্বন্ সর্ব্বেষু পুষ্পেষু পঙ্কজং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।
তৎপুষ্পেষ্বপি তন্মাল্যং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥২৮৮
বিষ্ণোঃ শিরসি বিন্যস্তমেকং শ্রীতুলসীদলম্ ।
অনন্তফলদং বিদ্বন্ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত আছে—সহস্র নীলোৎপলদ্বারা যিনি ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির পূজা করে, সেই ব্যক্তি শতবৎসর ঐ প্রকারে পূজা করিলেও তুলসীপত্র প্রদানের মত ফল প্রাপ্ত হয় না। হে বিদ্বন্। সমস্ত পুষ্পের মধ্যে পদ্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ঐ পদ্ম-পুষ্পসমূহ হইতেও তুলসীদল-মালা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র উচ্চারণ সহ একটি তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুর মস্তকে অর্পিত হইলে উহা অনন্ত ফলদায়ী হন ॥ ২৮৭-২৮৯ ॥

টীকা—তেনাপি বর্ষশতেনাপি তদীয়ং তুলসী-সম্বন্ধি, তৎ-প্রকরণাৎ, ফলং নৈব লভ্যতে ॥ ২৮৭ ॥

কিঞ্চ—

বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ পূজায়াশ্চৈব সাধনম্ ।
অপেক্ষিতার্থদং নান্যৎ জগত্যস্তি তপোধন ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে তপোধন। এই জগতে বর্ণ, আশ্রম ও অপরের পক্ষে তুলসীপত্র ভিন্ন অন্য অন্য প্রকার পূজার উপকরণ, সেইরূপ অভীষ্ট ফল দান করে না অর্থাৎ অভীষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে তুলসীর তুল্যা কেহই নহেন ॥ ২৯০ ॥

অতএব নারদীয়ে—

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলম্ ।
ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবী জলম্ ॥২৯১

অনুবাদ—অতএব নারদপুরাণে যথা—বাসি ফুল ও ফল বর্জ্জন করিবে। তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল কিন্তু বাসি হইলেও পরিত্যাগ করিবে না ॥ ২৯১ ॥

টীকা—পর্য্যুষিতমপি তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যম্, এতেন শুষ্কং পর্য্যুষিতং যদীতি স্কান্দোক্ত্যা শ্রীতুলসী-পত্রচূর্ণমপি সমর্পিতম্ ; এবং বৈষ্ণবানাং তচ্চূর্ণ-সংগ্রহঃ সমূল এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯১ ॥

অথ শ্রীভগবদর্পণেন পাপহারিত্বম্

পাদ্মে—

শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধরিং
পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ ।
যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং প্রভু-
নিরীক্ষয়িত্বা মৃজতে স্বয়ং যমঃ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদর্পণে তুলসীর পাপ-হরণ-ক্ষমতা পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি সুগন্ধি, পরিষ্কৃত, অখণ্ডিত তুলসীপত্রদ্বারা একবার মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, গুহ্যই হউক বা প্রকাশ্যই হউক তাঁহার পটসংস্থিত যাবতীয় পাতক পাপিদের নিয়ন্তা যম নিজে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন ॥ ২৯২ ॥

টীকা—এবং স্বাভাবিকং শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং লিখিত্বাধুনা শ্রীমচ্চরণাব্জবিষয়কসমর্পণ-মাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদাবখিলপাপহারিত্বং বিলিখতি—শ্রীমদিত্যাদিনা। প্রভুঃ পাপানাং নিয়ন্তাপি নিরীক্ষ্য মার্জ্জয়তীতি মার্জ্জনস্য সম্যক্ত্বায় নিরীক্ষণং, কিংবা গুহ্যত্বাদিতস্ততোঽবলোকনমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯২ ॥

স্কান্দে—

তুলসীদললক্ষেণ যোঽর্চ্চয়েদ্দ্বারকাপ্রিয়ম্ ।
জন্মাযুতসহস্রাণাং পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্ ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে যথা—যিনি লক্ষ তুলসী-দ্বারা দ্বারকানাথের পূজা করেন, তাঁহার কোটিজন্মের পাপ ধ্বংস হয় ॥ ২৯৩ ॥

ব্রাহ্মে—

লিঙ্গমভ্যর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা প্রতিমাং কেশবস্য চ।
তুলসীপত্রনিকরৈর্ম্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৯৪ ॥
নিত্যমভ্যর্চ্চয়েদ্যো বৈ তুলস্যা হরিমীশ্বরম্।
মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকম্ ॥২৯৫॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে—তুলসী-পত্রদ্বারা কেশবের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখিলেও ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। প্রত্যহ তুলসী-পত্রদ্বারা যিনি পরমেশ্বর শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার উপপাতকের কি কথা ? সমুদায় মহাপাতকও ধ্বংস হয় ॥ ২৯৪-২৯৫ ॥

টীকা—তুলসীপত্রনিকরৈরভ্যর্চ্চিতাম্ ॥ ২৯৪ ॥

অন্যত্র চ—

গুহ্যানি যানি পাপানি অনাখ্যেয়ানি মানবৈঃ।
নাশয়েত্তানি তুলসী দত্তা মাধবমূর্দ্ধনি ॥ ২৯৬ ॥
হরের্গৃহং যদা যস্তু তুলসীদলবিপ্রুষৈঃ।
ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৯৭॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—মাধবের মস্তকে তুলসী অর্পিত হইলে ঐ তুলসী মানুষের অকথ্য গোপনীয় পাপসমূহ ধ্বংস করেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীপত্র বিনিঃসৃত বারিবিন্দুদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনা করেন, তিনি সকল মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন ॥ ২৯৬-২৯৭ ॥

টীকা—তুলসীদলস্য বিপ্রুষৈর্জলবিন্দুভিঃ ॥ ২৯৭॥

অতএব স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে—

কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ।
তুলসীদলেন দেবেশঃ পূজিতো যেন দুঃখহা ॥২৯৮॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে বলা হইয়াছে যে—যিনি তুলসীদলদ্বারা দুঃখহারি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, যমরাজ ও তাঁহার অনুচরেরা রুষ্ট হইলেও তাঁহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন না ॥ ২৯৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—

ন তস্য নরকক্লেশো যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পাপিষ্ঠো বাপ্যপাপিষ্ঠঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥২৯৯

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় যথা—পাপিষ্ঠ কিংবা ধার্ম্মিকই হউক যিনি তুলসীপত্র দিয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাকে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, ইহাতে সংশয় নাই, আমি ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ২৯৯ ॥

অথ বৈরিনাশকত্বম্

পুরা ক্রৌঞ্চবধার্থায় কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং স্বামিনা নিহতো রিপুঃ ॥৩০০

অনুবাদ—অনন্তর তুলসীর অরি-নাশন শক্তি-পুরাকালে ষড়ানন ক্রৌঞ্চবিনাশনের জন্য কোমল তুলসীপত্রদ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া ঐ শত্রুর বিনাশ ঘটাইয়া ছিলেন ॥ ৩০০ ॥

টীকা—কৃচিচ্চ তুলসীদলকোমলৈরিতি পাঠঃ। অর্থস্তথৈব ; স্বামিনা কার্ত্তিকেয়েন ॥ ৩০০ ॥

সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্বম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

মাল্যানি তন্বতে লক্ষ্মীং কুসুমান্তরিতান্যপি।
তুলস্যাঃ স্বয়মানীয় নির্ম্মিতানি তপোধন ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—যথা অগস্ত্যসংহিতা গ্রন্থে—হে তপো-ধন ! স্থানে স্থানে অন্য পুষ্পদ্বারা গ্রথিতা তুলসী-মালা নিজে সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মাণ করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০১ ॥

টীকা—কুসুমৈরন্তরিতানি, মধ্যে মধ্যেঽন্য-পুষ্পৈর্গ্রথিতানীত্যর্থঃ। তুলস্যা মাল্যানি সমর্পিতানি সন্তি, লক্ষ্মীং সম্পদং তন্বতে বিস্তারয়ন্তীতি জ্ঞেয়ম্। 'পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যা সমর্পিতম্' ইতি তৎসহিতায়াং নিরন্তরপূর্ব্বশ্লোকৈঃ সমর্পণস্য প্রকৃতত্বাৎ ; যদ্বা, ভগবদর্থং নির্ম্মিতান্যপি লক্ষ্মীং তন্বতে, অস্তু তাবৎ সমর্পণাদি ॥ ৩০১ ॥

পরমপুণ্যজনকত্বম্

স্কান্দে—

কৃষ্ণমূর্দ্ধনি বিন্যস্তা তুলসীপত্রমঞ্জরী।
সুবর্ণকোটিপুণ্যানাং ফলং যচ্ছত্যতোঽধিকম্ ॥৩০২
তীর্থযাত্রাদিভিরহো কালক্ষেপেণ কিং জনাঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরের্বিম্বং তুলসীদলকোমলৈঃ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—তুলসীর পত্র ও মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে দেওয়া হইলে উহা কোটি সুবর্ণদানজনিত পুণ্য অপেক্ষাও বেশী ফল প্রদানকারী হয়। যে সকল ব্যক্তি তুলসীর কোমল দলসমূহ দ্বারা শ্রীহরিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের আর তীর্থযাত্রাদিদ্বারা কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? ॥ ৩০২-৩০৩ ॥

টীকা—বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিম্ ॥ ৩০৩ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

পুষ্পান্তরৈরন্তরিতং নির্ম্মিতং তুলসীদলৈঃ।
মাল্যং মলয়জালিপ্তং দদ্যাৎ শ্রীরাম-মূর্দ্ধনি ॥৩০৪॥
কিং তস্য বহুভির্যজ্ঞৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ।
কিন্তীর্থসেবয়া দানৈরুগ্রেণ তপসাঽপি বা ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতা গ্রন্থে বলা হইয়াছে—মাঝে মাঝে ফুল দিয়া তুলসীরমালা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চন্দন লাগাইয়া যে ব্যক্তি শ্রীরামের মস্তকে প্রদান করেন, তাঁহার আর সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি? তীর্থভ্রমণেরই বা কি ফল? দান ও কঠোর তপস্যায় তাঁর কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ একমাত্র তুলসীমালা দানেই তাঁহার সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

বাচং নিয়ম্য চাত্মানং মনো বিষ্ণৌ নিধায় চ।
যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীমাল্যৈর্যজ্ঞকোটিফলং ভবেৎ ॥৩০৬॥
ভবান্ধকূপমগ্নানামেতদুদ্ধারকারণম্ ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—বাকসংযম ও দেহ শোধন করিয়া যিনি তদ্গতচিত্তে তুলসীমালাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল পান। তুলসী-মালাদ্বারা বিষ্ণুর পূজা সংসাররূপ অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের হেতু ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

টীকা—আত্মানং চ দেহং নিয়ম্য ॥ ৩০৬ ॥

টীকা—এতৎ তুলসীমাল্যৈর্বিষ্ণ্বর্চ্চনম্ ॥ ৩০৭ ॥

গারুড়ে—

যস্যারামোদ্ভবৈঃ পত্রৈস্তুলসীসম্ভবৈর্হরিঃ।
পূজ্যতে খগশার্দ্দূল ত্রিদশং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে বিহগশ্রেষ্ঠ! যাঁহার উপবনজাত তুলসীপাতায় শ্রীহরির পূজা হয়, তিনি পূজকব্যক্তির সঞ্চিত পুণ্যের তেরোভাগের একভাগ পাইয়া থাকেন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—ত্রিদশং পুণ্যমিতি—স আরামকর্ত্তা ত্রয়োদশং পুণ্যভাগং প্রাপ্নুয়াৎ, পূজকস্তু দ্বাদশ ভাগানিত্যর্থঃ ॥ ৩০৮ ॥

অন্যত্র চ—

তুলসীদলমাল্যেন বিষ্ণুপূজাং করোতি যঃ।
পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলম্ ॥৩০৯॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—তুলসীপাতার মালা দিয়া যিনি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, প্রত্যেকটি পাতা দানে তিনি দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করেন ॥ ৩০৯ ॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যে স্কান্দে চ—

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চিতং তেন সকলং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ-অতএব বিষ্ণুরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি তুলসীপাতা লইয়া ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহার দেব, অসুর ও নর প্রভৃতি সকলের পূজা করা হয়। অর্থাৎ গাছের মূলে জল দেওয়ার মত বিশ্বমূল শ্রীবিষ্ণুর পূজায় সকলেই প্রীত হন ॥ ৩১০ ॥

টীকা—সদেবাসুরমানুষং জগদিতি শেষঃ; যদ্বা, সকলং বিশ্বম্ ॥ ৩১০ ॥

কিঞ্চ কাশীখণ্ডে—

শালগ্রামশিলা যেন পূজিতা তুলসীদলৈঃ ।
স পারিজাতমালাভিঃ পূজ্যতে সুরসদ্মনি ॥ ৩১১ ॥

অনুবাদ—আরও কাশীখণ্ডে—যিনি তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করেন, তিনি দেবলোকে পারিজাতমালাদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৩১১ ॥

সর্ব্বার্থসাধকত্বম্

স্কান্দে—

সমঞ্জরীদলৈর্যুক্তং তুলসীসম্ভবৈঃ ক্ষিতৌ ।
কুর্ব্বন্তি পূজনং বিষ্ণোস্তে কৃতার্থাঃ কলৌ নরাঃ ॥৩১২

অনুবাদ—তুলসীর সর্ব্বার্থসাধন করিবার শক্তি স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—যে সকল ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোকে তুলসীমঞ্জরীর সহিত (দুটি কচিপাতা ও মঞ্জরী) শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, কলিযুগে সেই সকল ব্যক্তিই ধন্য ॥ ৩১২ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যাঃ সমর্পিতম্ ।
রামায় মুক্তিমার্গস্য দ্যোতকং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥৩১৩॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায়—যিনি তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, শ্রীরামকে সমর্পণ করেন, তাঁহার মুক্তিপথ প্রশস্ত হয় এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়কম্ ॥৩১৩

মুক্তিপ্রদত্বম্

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—

তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনম্ ।
ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—তুলসীর মুক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে কথিত আছে—যিনি তুলসীমঞ্জরীদ্বারা হরিহরের পূজা করেন, তাঁহাকে আর মাতৃজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না এবং তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১৪ ॥

টীকা—গর্ভরূপং গৃহম্ ॥ ৩১৪ ॥

গারুড়ে—

তাবদ্‌ভ্রমতি সংসারে বিমূঢ়ঃ কলিবর্ত্মনি ।
যাবন্নারাধয়েদ্দেবং তুলসীভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বিমূঢ়-ব্যক্তি যতকাল সযত্নে তুলসীপাতা দিয়া শ্রীহরির উপাসনা না করে, ততকাল তাহাকে পাপময় সংসারে ভ্রমণ করিতে হয় ॥ ৩১৫ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ—

তুলসীপত্রমাদায় যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ।
ন পুনর্যোনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে, যথা—তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং সে মুক্তিলাভ করে ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—কলির্বর্ত্ম যস্য তস্মিন্, প্রায়ঃ পাপময়ত্বাৎ সংসারস্য ॥ ৩১৫-৩১৬ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

তুলসীপত্রমাদায় যোঽর্চ্চয়েদ্রামমন্বহম্ ।
স যাতি শাশ্বতং ব্রহ্ম পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৩১৭ ॥
পূজাযোগ্যৈঃ ফলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্বা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
স মাতুর্গর্ভবাসাদিদুঃখং নৈব লভেৎ ক্বচিৎ ॥৩১৮॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় যথা—তুলসীপত্রের দ্বারা প্রতিদিন শ্রীরামের অর্চ্চনকারী ব্যক্তি দুর্ল্লভ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মধামে গমন করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি পূজার উপযুক্ত ফল, পাতা অথবা ফুল দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাকে আর জননীজঠরে বাসাদিহেতু দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥ ৩১৭-৩১৮ ॥

টীকা—পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভমিতি অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩১৭ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

পাদ্মে তত্রৈব—

আরোপ্য তুলসীং বৈশ্য সংপূজ্য তদ্দলৈর্হরিম্ ।
বসন্তি মোদমানাস্তে যত্র দেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীর শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করাইবার শক্তি পদ্মপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য! যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করতঃ তাহার পাতা দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারা চর্তুভুজ ভগবানের শ্রীধামে সুখে বাস করেন ॥ ৩১৯ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিম্ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই অন্যত্র, যথা—যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ তুলসীদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, সেই ব্যক্তি শরীর ত্যাগ করিয়া শাশ্বতী বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৩২০ ॥

টীকা—গতিং গম্যং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩২০ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ ।
স যাতি ভুবনং শুভ্রং যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে যথা—যে মনুষ্য কৃষ্ণবর্ণ তুলসীদ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন, লক্ষ্মীসহ বিষ্ণু যে লোকে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সেই লোকে গতি হয় ॥ ৩২১ ॥

টীকা—শুভ্রং নির্ম্মলম্ ॥ ৩২১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে—

যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিপাদাব্জং তুলসীকোমলচ্ছদৈঃ ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে-যম-ভগীরথ-সংবাদে—যিনি কোমল তুলসীপত্রদ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজা করেন, তাঁহার কদাচ ব্রহ্মধাম হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না ॥ ৩২২ ॥

টীকা—ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দম্, তৎস্বরূপলোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ; তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে—'ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' ইতি ॥ ৩২২ ॥

গারুড়ে—

কৃষ্ণার্চ্চনার্থং ভিক্ষূণাং যচ্ছন্তি তুলসীদলম্ ।
অন্যেষামপি ভক্তানাং যান্তি তৎ পরমং পদম্ ॥৩২৩

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পূজার জন্য সন্ন্যাসী ও অন্যান্য ভক্তগণকে তুলসীদল অর্পণ করেন, তাঁহারা সেই পরমধামে গমন করেন ॥ ৩২৩ ॥

অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণবং বিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ—

সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
তস্যাস্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীয়তে ॥৩২৪

অনুবাদ—অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যমদূতগণের বাক্য যথা—কি ধাম্মিক, কি অধাম্মিক, যে ব্যক্তি তুলসীদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, তাঁহাকে বিষ্ণুদূতগণ লইয়া যান ॥ ৩২৪ ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে—

যোঽভ্যস্যেৎ পরমাত্মানং ত্যক্তসর্ব্বৈষণো মুনিঃ ।
তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং জগতঃ সম্মতাবুভৌ ॥৩২৫

অনুবাদ—এইজন্য স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—পুত্রধন বা নিখিল কামনা বর্জ্জন করিয়া যে মুনি পরমাত্মার আরাধনা করেন, আর যিনি তুলসীপত্রদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, ইঁহারা উভয়েই সংসারে সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩২৫ ॥

টীকা—ত্যক্তাঃ সর্ব্বা এষণাঃ পুত্রাদিস্পৃহাত্রয়ং যেন সঃ, এষণাস্তিস্রশ্চ শ্রুত্যোক্তাঃ—'পুত্রৈষণাশ্চ বিত্তৈষণাশ্চ লোকৈষণাশ্চ' ইতি ॥ ৩২৫ ॥

———

শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বম্

ব্রাহ্মে—

তুলসীদলগন্ধেন মালতীকুসুমেন চ ।
কপিলাক্ষীরদানেন সদ্যস্তুষ্যতি কেশবঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—তুলসীদলের গন্ধ, মালতীপুষ্প এবং কপিলাদুগ্ধ এই তিন প্রকার দ্রব্যদ্বারা শ্রীকেশব শীঘ্রই প্রীত হন ॥ ৩২৬॥

———

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে বৃন্দোপাখ্যানান্তে—

ইত্যেবং বল্লভা বিষ্ণোঃ পূর্ব্বজন্মন্যথাধুনা ।
প্রীয়তে পূজিতা হ্যস্যা দলৈর্দৈত্যবলান্তকঃ ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বৃন্দার উপাখ্যানের শেষে উক্ত আছে—পূর্ব্বজন্মে তুলসীরূপিণী বৃন্দা এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। অতএব ইহজন্মে ইঁহার পত্রদ্বারা পূজিত হইলে, দৈত্য-সৈন্যবিনাশক শ্রীভগবান অতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ৩২৭ ॥

———

স্কান্দে চ—

সুবর্ণমণিপুষ্পৈস্তু প্রীতো ভবতি নাচ্যুতঃ ।
তুলসীদলভাগেন যথা প্রীয়েত কেশবঃ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও যথা—তুলসীদল দ্বারা অচ্যুত কেশব যে প্রকার প্রীত হন, সোনা ও মণিতে তৈরী ফুল দ্বারাও সেই প্রকার সন্তোষ লাভ করেন না ॥ ৩২৮ ॥

———

অতএব তত্রৈব ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং তুলসীগন্ধবাসিতম্ ।
ফলং লক্ষগুণং প্রোক্তং কেশবায় নিবেদিতম্ ॥৩২৯
তুলসীগন্ধমিশ্রন্তু যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে হরেঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ—অতএব ঐ স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে বলা হইয়াছে—তুলসীপত্রের গন্ধে সুবাসিত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল শ্রীকেশবকে নিবেদন করিলে লক্ষ-গুণ ফল হয়। তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত যে কোন দ্রব্য শ্রীহরিকে দেওয়া যায়। তাহাতেই তিনি সহস্র কোটি কল্প প্রীত থাকেন ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

———

কিঞ্চ, দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—

যঃ পুনস্তুলসীপত্রৈঃ কোমলৈর্ম্মঞ্জরীযুতৈঃ ।
পূজয়েৎ সূত্রবদ্ধৈস্তু কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্ ॥ ৩৩১ ॥
যা গতির্যোগযুক্তানাং যা গতির্যজ্ঞশীলিনাম্ ।
যা গতির্দানশীলানাং যা গতিস্তীর্থসেবিনাম্ ॥৩৩২॥
যা গতির্মাতৃভক্তানাং দ্বাদশীবেধবর্জ্জিনাম্ ।
কুর্বতাং জাগরং বিষ্ণোর্নৃত্যতাং গায়তাং ফলম্ ॥৩৩৩
বৈষ্ণবানান্তু ভক্তানাং যৎ ফলং বেদবাদিনাম্ ।
পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবেভ্যশ্চ যচ্ছতাম্ ।
ফলমেতন্মহীপাল লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—আরও দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—হে ভূপ! সূতায় গাঁথা মঞ্জরীযুক্ত কোমল তুলসীপাতার দ্বারা যিনি দেবকীনন্দন শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি যোগাভ্যাস-কারীর যে গতি, যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর যে গতি, দাতার যে গতি, তীর্থভ্রমণকারীগণের যে গতি, মাতৃভক্ত-গণের যে গতি, দ্বাদশীবেধবর্জ্জনকারীগণের যে গতি, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে জাগরণ পূর্ব্বক নৃত্য গীতকারি-গণের যে ফল, বিষ্ণুভক্তগণের যে ফল, বেদাধ্যয়ন-কারী ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যায়ী ও বৈষ্ণববৃন্দকে দানকারীর যে ফল হয়, সেই গতি ও সেই ফল লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩১-৩৩৪ ॥

———

কার্ত্তিকাদৌ ফলবিশেষঃ

তত্র কার্ত্তিকে গারুড়ে—

গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং লভতে খগ ।
তুলসীপত্রকৈকেন তৎ ফলং কার্ত্তিকে স্মৃতম্ ॥৩৩৫

অনুবাদ—কার্ত্তিকাদি মাসে তুলসীর বিশেষরূপ ফল—তারমধ্যে আবার কার্ত্তিকমাসের ফল গরুড়-

পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে বিহগ ! দশ হাজার গোদান করিলে যে ফল হয়, কাত্তিকমাসে একটি মাত্র তুলসীপত্র অর্পণ করিলে সেই ফল লাভ হয় ॥ ৩৩৫ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

তুলসীদললক্ষেণ কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
পত্রে পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলম্ ॥৩৩৬

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে যথা—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কাত্তিকমাসে লক্ষ তুলসীপত্রদ্বারা শ্রীহরির পূজাকারীব্যক্তি প্রত্যেক পত্রে মোক্ষ বা মুক্তির ফলস্বরূপ ভক্তিলাভ করেন॥ ৩৩৬॥

টীকা—মৌক্তিকং ফলং মোক্ষঃ, মুক্তেঃ ফলং ভক্তিং বা ॥ ৩৩৬ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

তুলসীদলানি পুণ্যানি যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে ।
কার্ত্তিকং সকলং বৎস পাপং জন্মাযুতং দহেৎ ॥৩৩৭
ইষ্ট্বা ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈর্দত্ত্বা রত্নান্যনেকশঃ ।
তুলসীদলেন তৎ পুণ্যং কার্ত্তিকে কেশবার্চ্চনাৎ ॥৩৩৮

অনুবাদ—ঐ পুরাণেরই অগ্রভাগে যথা—হে বৎস ! যাঁহারা কাত্তিকমাসে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুলসীদলদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, তাঁহাদিগের অযুত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয় । শত শত পবিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও বহু সংখ্যক রত্নাদি দানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কাত্তিকমাসে তুলসী-পত্রদ্বারা শ্রীকেশবের পূজা করিলে সেই পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—তেষাং পাপং দহেৎ নশ্যতি ; যো যচ্ছ-তীতি বা পাঠঃ । ততশ্চ স এবাত্মনোঽন্যস্যাপি পাপং দহেৎ ; পুণ্যৈরুত্তমৈরশ্বমেধাদিভিরিত্যর্থঃ ; যৎ প্রাপ্যতে, তৎ পুণ্যং স্যাৎ ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

কিঞ্চ—

যঃ পুনস্তুলসীং প্রাপ্য কার্ত্তিকং সকলং মুনে ।
অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে মুনে ! যে ব্যক্তি তুলসীপাতা যোগাড় করিয়া তাহার দ্বারা সারা কাত্তিকমাস দেবদেবেশ্বর শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি উত্তমা গতি লাভ করেন ॥ ৩৩৯ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

মঞ্জরীভিঃ সপত্রাভির্মালাভিশ্চাপি কেশবঃ ।
তুলস্যাঃ কার্ত্তিকে প্রীতো দদাতি পদমব্যয়ম্ ॥৩৪০

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের কাত্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—তুলসীপাতার সহিত মঞ্জরী ও মালা কাত্তিকমাসে দেওয়া হইলে, কেশব তাহাতে প্রীত হইয়া নিত্যপদ প্রদান করেন ॥ ৩৪০ ॥

অথ মাঘে

স্কান্দে তত্রৈব—

স্নাত্বা মহানদীতোয়ে কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ ।
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং মাঘে কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥৩৪১
সুকোমলৈর্দলৈর্যস্তু মঞ্জরীভির্জনার্দ্দনম্ ।
অর্চ্চয়েন্মাঘমাসে তু ক্রতূনাং লভতে ফলম্ ॥৩৪২॥

অনুবাদ—অনন্তর মাঘমাসে তুলসীর ফল স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদসংবাদেই বলা হইয়াছে—যিনি মাঘমাসে মহানদীর জলে স্নান করিয়া কোমল তুলসীপত্রদ্বারা মাধবের পূজা করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মাঘমাসে সুকোমল তুলসীপত্র ও মঞ্জরী দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করেন, তিনি যজ্ঞসমূহের ফল লাভ করেন ॥ ৩৪১-৩৪২ ॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যে

স্কান্দে—

সংপূজ্য তুলসীভক্ত্যা ঘনশ্যামং জনার্দ্দনম্ ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ অশ্বমেধাযুতং লভেৎ ॥৩৪৩

অনুবাদ—অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য-প্রসঙ্গে—স্কন্দপুরাণে যথা—তুলসী নির্ম্মিত মালাদিদ্বারা বৎসরের চারি-

মাসে ঘনশ্যাম জনার্দ্দনকে পূজা করিলে দশ হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৩৪৩ ॥

টীকা—তুলস্যা ভক্তির্মালাদিরচনা, তয়া ॥৩৪৩॥

অথ বৈশাখে

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

তুলসী গৌরকৃষ্ণাখ্যা তয়াভ্যর্চ্চ্য মধুদ্বিষম্ ।
বিশেষেণ তু বৈশাখে নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥৩৪৪॥
মাধবং সকলং মাসং তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েন্নরঃ ।
ত্রিসন্ধ্যং মধুহন্তারং নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈশাখমাসে তুলসীদান-ফল পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—বিশেষতঃ বৈশাখমাসে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তুলসীদ্বারা শ্রীমধুসূদনকে পূজা করিলে মনুষ্য নারায়ণসদৃশ হন। যাঁহারা সমস্ত বৈশাখমাস তুলসীদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা মধুরিপু শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদের আর জন্ম হয় না ॥ ৩৪৪-৩৪৫ ॥

টীকা—নারায়ণ ইব ভবেৎ, তৎসারূপ্যপ্রাপ্ত্যা ; পুনর্ভবো জন্মলক্ষণঃ সংসারো নাস্তি, নিত্যবৈকুণ্ঠ-বাসাৎ ॥ ৩৪৪-৩৪৫ ॥

অথ তুলসীগ্রহণবিধিঃ

বায়ুপুরাণে—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে যথা—যে মনুষ্য অস্নাত অবস্থায় তুলসী ছেদন করিয়া পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী হন এবং তাঁহার কর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয় ॥ ৩৪৬ ॥

তত্রাদৌ মন্ত্র

স্কান্দে—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে ॥ ৩৪৭ ॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্ ।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ মন্ত্র, স্কন্দপুরাণে যথা—হে শোভনে। হে তুলসী। অমৃত হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা কেশবের প্রিয়া; কেশবের পূজার জন্য আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদান কর। হে পবিত্র কলেবরে। হে কলি-কলুষ নাশিনি। তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন পত্রদ্বারা আমি যেরূপে শ্রীহরির পূজা করিতে পারি, তুমি সেই কার্য্যে সেই প্রকার সহায়তা কর ॥ ৩৪৭-৩৪৮ ॥

টীকা—বিচিন্বামীত্যার্ষং, বিচিনোমি ॥ ৩৪৭ ॥

গারুড়ে চ—

মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি ।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং
লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণেও যথা—হে তুলসি। মোক্ষের একমাত্র হেতু তুমি, তোমার মত শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে কেহই নাই, তুমি সর্ব্বগুরু বিষ্ণুর প্রিয়া, সুতরাং তাঁহার আরাধনার জন্য আমি তোমার শ্রেষ্ঠ মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর ॥ ৩৪৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাণিনা ।
পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যস্যেৎ সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥৩৫০

অনুবাদ—এই মন্ত্র বলিয়া তুলসীকে প্রণাম করিয়া ডান হাত দিয়া এক একটি পাতা ও মঞ্জরী চয়ন করিয়া শুদ্ধপাত্রে রাখিবে ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—একৈকশো দক্ষিণহস্তেন চিত্বা তথৈব সৎপাত্রে উত্তমভাজনে অর্পয়েন্নিদধ্যাৎ ॥৩৪৯-৩৫০॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

স্কান্দে—

মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্গৃহীত্বা তুলসীদলম্ ।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষ-কোটিফলং লভেৎ ॥৩৫১॥

অনুবাদ—তুলসীচয়ন মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে যথা—যিনি এই মন্ত্রদ্বারা তুলসীদল গ্রহণ করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চনা করেন, তিনি কোটি লক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫১ ॥

কিঞ্চ—

শালগ্রামশিলার্চ্চার্থং প্রত্যহং তুলসী-ক্ষিতৌ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ ॥
ইতি ॥ ৩৫২ ॥

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—যাঁহারা তুলসীক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলার পূজার জন্য প্রত্যহ তুলসী চয়ন করেন, তাঁহাদের অঙ্গুলিসমূহ ধন্য এবং পৃথিবীতে তুলসীর আবির্ভাব হেতু পৃথিবীও ধন্যা। স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্তি প্রভৃতিতে অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবার তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ হইলেও বিষ্ণুভক্তগণ কেবল দ্বাদশীতেই তুলসীচয়নে ইচ্ছা করেন না ॥ ৩৫২-৩৫৩ ॥

টীকা—ক্ষিতাবিতি—পৃথিব্যামেব, শ্রীতুলস্যাঃ সত্ত্বাৎ. অতঃ ক্ষিতিরপি ধন্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—সংক্রান্তৌ পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং রবিবাসরে। তুলসীং যে বিচিন্বন্তি'—ইত্যাদিবচনৈঃ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধোঽপি পরং কেবলং দ্বাদশ্যামেব তুলস্যা অবচয়ো নেষ্যতে ॥ ৩৫৩ ॥

অথ তুলস্যবচয়নিষেধকালঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কৃচিৎ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে বিপ্রগণ! বৈষ্ণবব্যক্তি কদাচ দ্বাদশীতে তুলসী ছেদন করিবেন না ॥ ৩৫৪ ॥

গারুড়ে—

ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা।
জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুর স্থিতি চান, তাহা হইলে রবিবারে দুর্ব্বা ও দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিবেন না, করিলে আয়ুক্ষয় নিশ্চিত জানিবেন ॥ ৩৫৫ ॥

পাদ্মে চ শ্রীকৃষ্ণসত্যা-সংবাদীয়-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে।
লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সংবাদ সম্বন্ধে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে তুলসীপত্র ও কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র ছেদন করে, সে অতিশয় গর্হিত নরকে গমন করে ॥৩৫৬॥

অতএবোক্তম্—

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাস্তথা।
ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—অমাবস্যা তিথিতে দেবতার জন্য তুলসীছেদন, হোমের জন্য কাষ্ঠছেদন ও গাভীর জন্য তৃণছেদনে দোষ নাই ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—জীবিতস্যাবিনাশায়েতি, অন্যথা আয়ুঃ-ক্ষয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ; এবং দ্বাদশ্যামেব নিষেধাৎ অমাবস্যাদাবপি তদবচয়ো বিহিত ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—দেবার্থ ইতি; সমাসান্তঃ-প্রবিষ্টেনাপি ছেদেন সহাগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫৫-৩৫৭॥

এবং কৃত্বা মহাপূজামঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ।
ক্রমাদ্‌যথাসম্প্রদায়ং তত্তৎস্থানেষু পূজয়েৎ ॥ ৩৫৮॥

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবানের মহাপূজা সমাধা করিয়া সেই সেই বর্ণাদির স্থানে ক্রমান্বয়ে ও সম্প্রদায় অনুসারে গন্ধাদি দ্বারা অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে মন্ত্র, বর্ণ আদির ন্যাসসমূহ ও উপাঙ্গাদি অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি চতুষ্টয় এবং শ্রীমূর্ত্তিস্থিত মন্ত্রপদ ও অক্ষর সমূহ পূজা করিবে ॥ ৩৫৮ ॥

টীকা—অঙ্গানি শ্রীমূর্ত্তৌ মন্ত্রবর্ণাদি-ন্যাসস্থানানি,

উপাঙ্গানি বেণ্বাদিচিহ্ন চতুষ্কম্; আদি-শব্দেন শ্রীমূর্ত্তিন্যস্তমন্ত্রপদাক্ষরাণি আবরণানি চ; তেষাং তেষাং বর্ণাদীনাং স্থানেষু ক্রমেণ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অথাঙ্গোপাঙ্গ-পূজা—

মন্ত্রবর্ণপদান্যাদৌ তত্তন্যাসপদেষু চ।
বেণুঞ্চ মালাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চ যথাস্পদম্ ॥৩৫৯

অনুবাদ—প্রথমে সেই সেই ন্যাসস্থানে স্থান অনুসারে মন্ত্র, বর্ণ, পদ এবং বেণু, মালা, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের পূজা করিতে হইবে ॥ ৩৫৯ ॥

লক্ষ্য কর—পূজার প্রয়োগ কিভাবে করিবে—মস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ। ললাটে ওঁ ক্লীং নমঃ ইত্যাদি।

টীকা—তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি—মন্ত্রেতি। তস্য তস্য ন্যাসস্থানেষু যথাস্পদং যথাস্থানম্। অয়মর্থঃ—পূর্ব্বং শ্রীমূর্ত্তৌ যস্মিন্নঙ্গে যন্ন্যস্তমস্তি, তস্মিন্ তদেব ক্রমেণ পূজয়েদিতি। প্রয়োগঃ—শ্রীমস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ, ললাটে ওঁ ক্লীং নমঃ ইত্যাদিঃ। শ্রীনেত্রদ্বয়ে কেচিদপি পূজাং কুর্ব্বন্তি, ওঁ হ্রীং নমঃ ইত্যাদিঃ। অত্র সর্ব্বত্র নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুস্মর্ত্তব্যঃ; অতএব লিখিতম্—যথা সম্প্রদায়মিতি। বেণ্বাদীংশ্চ শ্রীমুখাদৌ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। প্রয়োগঃ—শ্রীমুখ-বেণবে নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৩৫৯ ॥

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
প্রার্থ্যানুজ্ঞাং ভগবতোঽর্চ্চয়েদাবৃতিদেবতাঃ ॥৩৬০॥

অনুবাদ—তারপর মূলমন্ত্রদ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভগবানের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—আবৃতিঃ আবরণং, তদ্রূপা দেবতাঃ ॥৩৬০

তাশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ।
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমম্ ॥৩৬১॥

অনুবাদ—ঐ সকল দেবতাগণের প্রত্যেককে আবাহন করিয়া ও স্নান প্রভৃতি করাইয়া গন্ধপুষ্প-দ্বারা যথাস্থানে যথাক্রমে পূজা করিবে ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—তা আবরণদেবতাঃ, তাসামেব স্নানাদিকং পরিকল্প্য সম্পাদ্য তাঃ পূজয়েৎ ॥ ৩৬১ ॥

অথাবরণপূজা

কর্ণিকায়াং চতুর্দিক্ষু দ্যোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্।
বসুদামং সুদামঞ্চ দামঞ্চ কিঙ্কিণিং যজেৎ ॥
ইতি প্রথমাবরণম্ ॥ ৩৬২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের পূর্ব্বাদি দিকচতুষ্টয়ে কর্ণিকায় বিরাজমান তদীয় সখা বসুদাম, সুদাম দাম ও কিঙ্কিণীর পূজা করিবে। ওঁ বসুদামায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে হইবে ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি—কর্ণিকায়ামিত্যাদিনা উর্দ্ধ্বয়োরিত্যন্তেন। চতুর্দিক্ষু—শ্রীভগবতঃ পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে; প্রয়োগঃ—ওঁ বসুদামায় নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৩৬২ ॥

তদ্বহিশ্চাগ্নিকোণাদৌ কেশরেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
হৃদয়াদিযুতাঃ পূজ্যাঃ স্বস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ ॥
ইতি দ্বিতীয়াবরণম্ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—তাহার বাহিরের দিকে অগ্নিকোণ আদি কোন চারিটিতে কেশরে বিরাজমান অঙ্গদেবতাগণকে নিজ নিজ বর্ণাদি এবং হৃদয়াদি মন্ত্রসহ পূজা করিবে। প্রয়োগ—হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা নমঃ ইত্যাদি ॥ ৩৬৩ ॥

টীকা—অগ্নিকোণাদাবিতি কোণচতুষ্টয়ে প্রথমাঙ্গদেবতাচতুষ্টয়ম্; অন্ত্যাশ্চ চতুর্দিক্ষ্বেতি জ্ঞেয়ম্; হৃদয়াদিমন্ত্রৈঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা ইত্যাদিভির্যুক্তাঃ। প্রয়োগঃ—হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা, নমঃ ইত্যাদিঃ। তদ্বর্ণাদি-কঞ্চোক্তং ক্রমদীপিকায়াম্—'মুক্তেন্দু কান্তকুবলয়-হরিনীলহুতাশনপ্রভাঃ প্রমদাঃ। অভয়বরস্ফুরিত-করাঃ প্রধানতনবোঽঙ্গদেবতাঃ স্মার্য্যাঃ ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—শুক্লনীলরক্তবর্ণাঃ স্ত্রীরূপাঃ অভয়বরকরাঃ প্রধানদেবতাস্বরূপা ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬৩ ॥

ততো বহিশ্চ পূর্ব্বাদিদিগ্‌দলেষ্বষ্টসু প্রভোঃ।
মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা নাগ্নজিতী ক্রমাৎ ॥৩৬৪॥
সুনন্দা মিত্রবিন্দা চ সম্পূজ্যাথ সুলক্ষণা।
জাম্ববতী সুশীলা চ তত্তদ্‌দ্রব্যাদি-ভূষিতাঃ ॥
ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—তাহার বাহিরের দিকে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত অষ্টদলে কমলাদি বস্তুদ্বারা অলঙ্কৃত রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, সুলক্ষণা, জাম্ববতী ও সুশীলা নামে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-গণকে ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। ইহা তৃতীয় আবরণ ॥ ৩৬৪-৩৬৫ ॥

টীকা—মহিষীণাং ধ্যানং লিখতি—তত্তদিতি। তেন তেন কমলাদিনা দ্রব্যেণ, আদি-শব্দাদ্রূপভূষণা-দিনা চ ভূষিতাঃ; তচ্চোক্তং তত্রৈব—'তপনীয়মরক-তাভাঃ সুসিতবিচিত্রাম্বরা দ্বিশস্তেতাঃ। পৃথুকুচভরাল-সাঙ্গ্যো বিবিধমণিপ্রকরবিলাসিতাভরণাঃ। দক্ষিণকর-ধৃতকমলাঃ সুরভিপাত্রমুদ্রিতান্যকরাঃ ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—দ্বিশঃ, যুগ্মশঃ, ক্রমেণ কাঞ্চনমরকতব-র্ণাঃ রত্নপূরিতসৎপাত্রলক্ষিতবামকরা ইতি ॥৩৬৫॥

পূর্ব্বাদ্যষ্টদলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীম্।
শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাম্ ॥ ৩৬৬ ॥
গোপান্ গোপীশ্চ তদ্ভাবত্রপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ।
বিচিত্ররূপবেশাদি-শোভমানানিমান্ যজেৎ ॥
ইতি চতুর্থাবরণম্ ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত অষ্টদলে বিচিত্র রূপ ও বেশ আদি দ্বারা শোভমান বসুদেব, দেবকী, শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা, বলরাম, সুভদ্রা, গোপগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগযুক্ত লজ্জাহেতু দূরে অবস্থিত গোপীগণকে যথাক্রমে পূজা করিতে হইবে। ইহা চতুর্থাবরণ ॥ ৩৬৬-৩৬৭ ॥

টীকা—পূর্ব্বং পূর্ব্বদিক্‌স্থিতং, তদাদিষু অষ্টসু দলাগ্রেষু বসুদেবাদীনষ্ট যজেৎ, পূজয়েদিতি দ্বাভ্যাম-ন্বয়ঃ। ক্রমাদিত্যগ্রে লিখিতত্বাৎ সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধ-নীয়ম্। তত্র গোপগোপীনাং বহুত্বেঽপি গণত্বাভি প্রায়েণ দ্বিত্বং জ্ঞেয়ম্। ননু ভগবতঃ প্রিয়তমানাং ভগবতীনাং শ্রীগোপীনাং চতুর্থাবরণে পূজনং নোপ-যুজ্যতে, ভগবদত্যন্তান্তিক এব তাসামবস্থিত্যুপপত্তেঃ; তত্র লিখতি—তদ্ভাবেতি, তেন অনির্ব্বচনীয়েন পরম-গোপ্যেন বা ভাবেন প্রেমবিশেষেণ যা ত্রপা, তয়া দূরতঃ স্থিতা। অত্যন্তসন্নিকর্ষেণ নিজভাবস্য প্রকাশে সতি সভামধ্যে কুলবতীনাং তাসাং পরমলজ্জোৎপত্ত্যা শ্রীযশোদাদিসঙ্গাপেক্ষয়া চ তত্রাবস্থানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। এতদপি সকামপূজাবিষয়কমেবেত্যা-দিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ইতি ইমান্ বসুদেবাদীন্, পুমান্ স্ত্রিয়েত্যেকশেষত্বম্। রূপাদিকঞ্চ তেষাং ধ্যানার্থং তত্রৈবোক্তম্—'জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডুরৌ। দিব্যমাল্যাম্বরালেপ-ভূষণৌ মাতরৌ পুনঃ ॥ ধারয়ন্তৌ চ বরদং পয়সা পূর্ণপাত্রকম্। অরুণশ্যামলে হারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতে ॥ বলঃ শঙ্খে-ন্দুধবলো মুষলং লাঙ্গলং দধৎ। হালালীলো নীল-বাসা হেলাবানেককুণ্ডলঃ ॥ কলায়শ্যামলা ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রভূষণা। বরাভয়যুতা পীতবসনা রূঢ়-যৌবনা ॥ বেণু-বীণা-বেত্র-যষ্টি-শঙ্খ-শৃঙ্গাদিপাণয়ঃ। গোপা গোপ্যশ্চ বিবিধপ্রাভৃতাত্তকরাম্বুজাঃ ॥' ইতি। এষাময়মর্থঃ—পিতরৌ শ্রীবসুদেবনন্দৌ, মাতরৌ শ্রীদেবকীযশোদে, হালা মাধ্বী, হেলা লীলা, প্রাভৃত-মুপায়নমিতি ॥ ৩৬৬-৩৬৭ ॥

তদ্বহিশ্চতুরস্রান্তপূর্ব্বাদ্যাশাচতুষ্টয়ে।
সন্তানং পারিজাতঞ্চ কল্পদ্রুমমথার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৬৮ ॥
হরিচন্দনমপ্যেবং দিব্যবৃক্ষানভীষ্টদান্।
কর্ণিকায়াঞ্চ সম্পূজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ ॥
ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—কর্ণিকায় শ্রীভগবানের পশ্চাদ্ভাগে অগ্রে মন্দার ও অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গীয় পঞ্চতরুর উপাসনা করিয়া পরে বসুদেব প্রভৃতির বহির্ভাগে কোণচারি-টির মধ্যস্থ পূর্ব্বাদি দিকে ক্রমান্বয়ে সন্তান, পারি-জাত, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন বৃক্ষের পূজা করিবে। ইহা পঞ্চমাবরণ ॥ ৩৬৮-৩৬৯ ॥

টীকা—কর্ণিকায়াং দেবস্য ভগবতঃ পৃষ্ঠে মন্দা-রঞ্চ, চ-শব্দাৎ দিব্যবৃক্ষমভীষ্টদমাদৌ সংপূজ্য পশ্চা-ত্তেভ্যো বাসুদেবাদিভ্যো বহিশ্চতুরস্রাভ্যন্তরে পূর্ব্বাদি-দিক্‌চতুষ্টয়ে সন্তানাদীন্ ক্রমেণার্চ্চয়েৎ। এবং

লিখিতপ্রকারেণ অভীষ্টদায়কান্ দিব্যবৃক্ষান্ পঞ্চার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৬৮-৩৬৯ ॥

———

তদ্বহিশ্চাষ্টদিক্‌পালান্ স্বস্বদিক্ষ্বেব পূজয়েৎ ।
তত্তদ্বীজাধিপত্যাস্ত্র-বাহন-স্বজনান্বিতান্ ॥ ৩৭০ ॥
তত্তদ্বর্ণান্ দিব্যবেশাননন্তঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ ।
নির্ঋত্যম্বুপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মাণং চেন্দ্ররুদ্রয়োঃ ॥
ইতি ষষ্ঠাবরণম্ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি অষ্টদিক-সমূহে সেই সেই কপিশাদি বর্ণযুক্ত দিব্যবেশান্বিত ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বায়ু, বরুণ কুবের, ঈশান, এই অষ্ট দিকপালকে নৈঋত ও বরুণের মধ্যে অধো দিকপাল অনন্তকে এবং ইন্দ্র ও রুদ্রের মধ্যে ঊর্দ্ধ দিকপাল ব্রহ্মাকে নিজ নিজ বীজবর্ণ, আধিপত্য, অস্ত্র বাহন স্বজনসহিত পূজা করিবে। ইহা ষষ্ঠ আবরণ ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

(প্রয়োগ—ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধ মণিগণ কিরণপ্রস্ফুরৎ ভূষণায় নমঃ ইত্যাদি)।

টীকা—দিক্‌পালান্ ইন্দ্রাদিনষ্ট, স্বস্বদিক্ষু ইন্দ্রাদিনাং নিজ-নিজাসু চতুরস্রস্য পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু ; তস্য তস্য ইন্দ্রাদেঃ বীজানি বীজাক্ষরাণি আধিপত্যানি দেবাধিপতিত্বাদীনি, অস্ত্রাণি বজ্রাদীন্যায়ুধানি, বাহনানি ঐরাবতাদীনি, স্বজনাঃ সারথ্যাদিপরিবারাস্তৈরন্বিতান্ ॥ ৩৭০ ॥

টীকা—ধ্যানার্থং তেষাং বর্ণাদিকং লিখতি—তত্তদিতি পাদেনৈকেন। সঃ প্রসিদ্ধঃ কপিশাদি-বর্ণো যেষাং, তান্ ; দিব্যঃ বিচিত্রমণিগণকিরণপ্রস্ফুরণাদিময়ো বেশঃ ভূষণং যেষাং তান্। অধুনা অধঊর্দ্ধ-দিগ্‌দ্বয়পালয়োঃ পূজাসন্নিবেশং লিখতি—অনন্তমিতি। তথা তেনৈব প্রকারেণেতি– বীজাদিনা বর্ণাদিনা চান্বিতমিত্যর্থঃ। অনন্তং নির্ঋতেঃ অম্বুপস্য বরুণস্য চ মধ্যে অর্চ্চয়েৎ ; ব্রহ্মাণঞ্চ ইন্দ্র-রুদ্রয়োর্মধ্যে তথৈবার্চ্চয়েৎ। তত্র বীজাক্ষরাণি—'লাং বাং মাং ক্ষাং রাং যাং সাং হাং হ্রীং আং' ইতি। বর্ণাদিকঞ্চোক্তং তত্রৈব—'কপিশ-কপিল-নীল-শ্যামল-শ্বেত-ধূম্রা-মল-সিত-শুচি-রক্তা বর্ণতো বাসবাদ্যাঃ। করকমল-বিরাজৎ-স্বায়ুধা দিব্যবেশা, বিবিধমণিগণাস্ত প্রস্ফুর-ভূষনাঢ্যাঃ ॥' ইতি ; আধিপত্যানি চ ; দেবতেজঃ-প্রেত-রক্ষো-জল-প্রাণ-নক্ষত্র-ভূত-নাগ-প্রজানাং ক্রমশঃ প্রয়োগঃ—'ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধমণিগণ-কিরণপ্রস্ফুরভূষণায় নমঃ' ইত্যাদিঃ। কুচিচ্চ বর্ণ-ভূষণপ্রয়োগো ন তিষ্ঠতি ॥ ৩৭১ ॥

———

ততো বহিশ্চাষ্টদিক্ষু মৌলিস্থানাত্মলক্ষণান্ ।
ভগবৎপার্ষদাংস্তত্র বর্ণায়ুধবিভূষণান্ ॥ ৩৭২ ॥
বজ্রং শক্তিঞ্চ দণ্ডঞ্চ খড়্গপাশাঙ্কুশান্ ক্রমাৎ ।
যজেদ্‌গদাং ত্রিশূলঞ্চ চক্রাব্জে ত্বধঊর্দ্ধয়োঃ ॥৩৭৩॥

অনুবাদ—তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে বর্ণ, আয়ুধ ও ভূষণ সহ নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত ভগবানের প্রধান প্রধান পার্ষদগণের উপাসনা করিবে। তারমধ্যে অষ্টদিকে ক্রমান্বয়ে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূলের এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধদিকে চক্র ও পদ্মের পূজা করিবে ॥ ৩৭২-৩৭৩

টীকা—মৌলিস্থানি আত্মন আত্মনো লক্ষণানি আয়ুধ-চিহ্নানি যেষাং বজ্রাদীনাং, তান্ যজেদিতি—দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তেষাং তাদৃশমূর্ত্তিমত্ত্বাদৌ হেতুঃ—ভগবৎপার্ষদানিতি। তানেব বিবিচ্য লিখতি—বজ্রমিতি। অষ্টদিক্ষু বজ্রাদীনষ্ট, চক্রং পদ্মঞ্চেতি দ্বে. অধঊর্দ্ধে চ ক্রমাৎ যজেৎ। বর্ণাদিকং চৈষাং তত্রৈবোক্তম্—অর্চ্চ্যা বহির্নিজ সুলক্ষিতঃ-মৌলিযুক্তাঃ, স্বস্বায়ুধাভয়সমুদ্যতপাণিপদ্মাঃ, 'কনকরজত-তোয়-দ্রাভ্র-চম্পারুণহিমনীলজবাপ্রবালভাসঃ ক্রমতঃ' ইতি, 'রুচাত্তবজ্রপূর্ব্বা রুচিরবিলেপনবস্ত্রমাল্যভূষাঃ' ইতি ॥ ৩৭২-৩৭৩ ॥

———

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং তোমরং মুষলং হলম্ ।
অন্যদাপি হরেঃ শস্ত্রং স্মৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
ইতি সপ্তমাবরণম্ ॥ ৩৭৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা,

পদ্ম, তোমর, মুষল, হল কিংবা শ্রীহরির অন্য কোন শস্ত্র স্মরণ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ইহা সপ্তম আবরণ ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—অন্যৎ বজ্রাদিকং স্মৃত্বাপি, কিং পুনঃ পূজয়িত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭৪ ॥

সর্ব্বানন্দপ্রদং হ্যেতৎ সপ্তাবরণপূজনম্।
অশক্তোঽঙ্গেন্দ্র-বজ্রাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৭৫ ॥

অনুবাদ—যাবতীয় আনন্দপ্রদা এই সপ্তাবরণাত্মিকা পূজা। যদি কেহ সমস্ত আবরণের পূজা করিতে না পারেন তাহা হইলে অঙ্গ, ইন্দ্র ও বজ্র এই বিশিষ্ট তিনটি আবরণের পূজা করিবেন ॥ ৩৭৫॥

টীকা—অশক্তঃ সপ্তাবরণপূজনে অসমর্থশ্চেৎ, অঙ্গেন্দ্রবজ্রযুক্তমাবরণত্রয়ং পূজয়েৎ; এতদপি পূর্ব্ববৎ সকামজপাভিপ্রায়েণৈব ॥ ৩৭৫ ॥

ঈদৃক্ চৈকান্তিভির্জ্ঞেয়ং তত্তৎকামবতাং মতম্।
অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণদেবে তত্তদসম্ভবাৎ ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার আবরণপূজা সেই সেই শত্রুবিজয়াদি কামনাকারী ব্যক্তিগণের সম্মত। ভগবদ্ভক্তগণ ইহা জানেন। অন্যথা অর্থাৎ সেই সেই কামনা ছাড়া গোকুলে শ্রীকৃষ্ণদেবের সহিত সেই সেই বিষয়ের মিলন অর্থাৎ রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত মিলন অসম্ভব ॥ ৩৭৬ ॥

টীকা—ননু শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানুসারেণ তথাত্রৈব পূর্ব্বলিখিতধ্যানানুসারেণ চ শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-গোপ্যাদি-পরিবৃতস্য শ্রীগোপালদেবস্যাবরণপূজায়াং কথং শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ শ্রীবসুদেবাদয়শ্চ সঙ্গচ্ছেরন্, একান্তিমতেন পরমবিরোধাপত্তেঃ? সত্যং, অয়ঞ্চাবরণপূজাবিধিঃ কামপরাণাং শত্রুজয়াদিকামসিদ্ধ্যভিপ্রায়েণৈবেতি লিখতি—ঈদৃক্ চেতি। এতল্লিখিতপ্রকারকমাবরণপূজনং তত্তৎকামবতাং 'জয়দং প্রধানেঽভয়দং বিপিনে' ইত্যাগমোক্ত-বিবিধকামপরাণামেব মতং সম্মতমিতি একান্তিভির্জ্ঞেয়ম্; অন্যথা তত্তৎকামব্যতিরেকেণ শ্রীভগবতি শ্রীকৃষ্ণে তত্রাপি গোকুলে তে তে রুক্মিণ্যাদয়ো ন সম্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭৬ ॥

একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ ॥৩৭৭॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ প্রথম আবরণে শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রভুর প্রিয়াদিগকে পূর্ব্বে উক্ত ধ্যান অনুসারে পূজা করিবেন। তাঁহারা লজ্জাহেতু দূরে থাকিলেও পূজার সময় নিকটেই থাকেন ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—ননু তর্হি একান্তিভিঃ কথমাবরণপূজা কার্য্যা? তত্র লিখতি—একান্তিভিরিতি চতুর্ভিঃ। যথাধ্যানং পূর্ব্ব-লিখিত-ধ্যানানুসারেণ ক্রমদীপিকায়াং ভগবদ্ধ্যানানন্তরং তত্র গোপীনাং ধ্যানোক্তেঃ, 'গোপীগোপপশূনাং বহিঃ স্মরেৎ' ইত্যাদিনা, যচ্চ তত্র 'গোভির্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনাভিঃ' ইত্যাদিশ্লোকষট্‌কেন গবাদিভ্যো গোপেভ্যো গোপকন্যাভ্যশ্চ পশ্চাদ্ভগবদ্ধ্যানে গোপ্যো নির্দ্দিষ্টা ইতি তচ্চ বাহ্যক্রমেণোহ্যম্; অন্যথা পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেরিতি দিক্। কাল ইতি সদা লজ্জয়া প্রায়ো দূরতো বর্ত্তমানা অপি পূজোৎসবসময়ং প্রাপ্য কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রাপ্তাঃ, অতএব প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ, এবং কামপরাণাং তত্তৎপূজাবিধিরপ্যনুমত ইত্যুহ্যম্। পূজ্যা ইতি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তত এব; বিভক্ত্যাদি-ব্যত্যয়েন যথাসম্ভবং সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৩৭৭ ॥

ততো গোপকুমারাশ্চ তদ্বয়স্যাস্ততো বহিঃ।
নন্দো যশোদারোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ ॥৩৭৮॥
ততশ্চ বৎসা গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোৎসবে ॥৩৭৯

অনুবাদ—তৎপরে প্রভুর বয়স্য গোপকুমারগণের পূজা করিতে হইবে। তাহার বহির্ভাগে নন্দ ও তৎসদৃশ গোপগণকে এবং যশোদা, রোহিণী ও তাঁহার মত গোপীগণের পূজা করিতে হইবে। পরে বৎস, গাভী, বৃষ ও বন্য মৃগাদির পূজা করিতে হইবে। তারপর নীরাজন উৎসবের সময় ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা করিতে হইবে ॥ ৩৭৮-৩৭৯ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বয়স্যা গোপকুমারাঃ, তৎসমাঃ শ্রীনন্দযশোদাভ্যাং সহ সমানবয়স্কা ইত্যর্থঃ। তত্র নন্দসমা গোপাঃ ; যশোদাসমা গোপ্য ইতি ॥৩৭৮

———

রামঃ কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিন্মাতুরন্তিকে।
শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভরাকুলঃ ॥ ৩৮০ ॥
এবং যদ্ধ্যানপূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতম্ ॥৩৮১

অনুবাদ—শ্রীবলরামকে কখন কৃষ্ণের সমীপে কখন রোহিণী মাতার সমীপে আরাধনা করিবেন। আর আনন্দ ভরে কাছাকাছি ভ্রমণকারী শ্রীনারদও পূজিত হইবেন। এইরূপ ধ্যানপূজাদি বিষয়ে ভগবদ্ভক্তগণের যাহা রুচিকর তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জনক ও সাধুদিগের মত ॥ ৩৮০-৩৮১ ॥

টীকা—কদাচিৎ কৃষ্ণস্যান্তিকে পূজ্যঃ, মাতু রোহিণ্যাঃ [illegible] ৩৮০ ॥

টীকা—নন্বেবং তন্ত্রোক্তাদিক্রমেণ স্বচ্ছন্দ-পূজা-বিধিরয়ং শাস্ত্রপরাণাং সতাং সম্মতঃ কথং স্যাৎ ? তত্র লিখতি—এবমিতি। ধ্যানপূজাদৌ বিষয়ে যদেকান্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ রোচতে, তদেব কৃষ্ণায় ভগবতেঽত্যন্তং রোচতে ; অতঃ সদাং তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥

———

তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (২৪।৩১) শ্রীকর্দ্দমস্তুতৌ (৯।১১)—

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥৩৮২॥
যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—অতএব ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকর্দ্দম স্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—হে ভগবন্! অরূপী তোমার যে যে রূপ ভক্তগণের রুচিকর, সেই সকল রূপই তোমার অভিরূপ। সাধুগণ নিজের নিজের অন্তরে তোমার যে যে মূর্ত্তি চিন্তা করেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া সেই সেই মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাক ॥ ৩৮২-৩৮৩ ॥

টীকা—তদেব প্রমাণয়তি—তান্যেবেতি। শ্রীকপিলদেবং প্রতি শ্রীকর্দ্দমস্য বচনমিদম্—হে ভগবন্! তব রূপাণি অবতারা চতুর্ভুজত্ব-দ্বিভুজত্বাদ্যাকারা বা শুক্লকৃষ্ণাদিবর্ণা বা সৌন্দর্য্যাণি বা, স্বজনানামেকান্তভক্তানাং, তেভ্যো যানি যানি রোচন্তে, তান্যেব তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানীত্যর্থঃ, পরমভক্তবাৎসল্যভরাৎ। যদ্বা, সম্মতানীত্যর্থঃ ; যদ্বা, তান্যেব রূপাণি তে তুভ্যং রোচন্তে, যতঃ অভিরূপাণি তান্যেব পরমমনোহরাণি। অন্যৎ সমানম্। অরূপিণ ইতি—আদ্যে পক্ষে ন বিদ্যতে রূপী অবতারী যস্মাত্তস্য পরমাবতারিণ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়-তৃতীয়-পক্ষদ্বয়ে অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপিণঃ, অতশ্চতুর্ভুজত্ব-শ্যামবর্ণত্বাদিমত ইত্যর্থঃ। চতুর্থে ন বিদ্যতে রূপী সৌন্দর্য্যবান্ অন্যো যস্মাৎ ; তস্য সহজ-পরমসৌন্দর্য্যবত ইত্যর্থঃ। তথাভূতস্যাপি তব, অতঃ শুক্লাদিবর্ণবিশিষ্টস্যাস্য শ্রীকপিলাবতারস্য মহ্যং রোচনাদেবং ত্বয়াবতীর্ণমিতি শ্রীকর্দ্দমাভিপ্রায়ঃ। যদ্বা, রূপ্যতে দৃশ্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ভগবান্ যৈস্তানি রূপাণি শ্রবণাদীনি নবধা-ভক্ত্যঙ্গানি যানি যাদৃশানি ; অরূপিণঃ রূপঃ নিরূপণং তদ্বান্ রূপী, তদ্ব্যতিরিক্তস্য অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যস্য ইত্যর্থঃ। পরং পূর্ব্ববদেব, অতো মম গৃহত্যাগাদিনা অগ্রে শ্রবণাদি-ভক্ত্যেকনিষ্ঠত্ববুভুষা তুভ্যং রোচতে এবেতি তদভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। এবমেকান্তিভ্যো যদ্রোচতে, তদেব ভগবতে রোচতে ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৮২ ॥

———

অথ শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা

ততোঽষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চ্চয়েৎ।
কুর্য্যাত্তৈরেব বা পূজামশক্তোঽখিলদৈঃ প্রভোঃ ॥৩৮৪

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের নামাষ্টকের পূজা—তারপর নামাষ্টক রূপ-মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিধানে যদি কেহ প্রভুর পূজা করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে তিনি অষ্ট নামেই পূজা করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার সকল পূজার ফল সিদ্ধ হইবে ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—ততস্তদাবরণপূজানন্তরম্, অষ্টভির্নামমন্ত্রৈঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিঃ পূজয়েৎ শ্রীকৃষ্ণায় পুষ্পা-

ঞ্জলিং দদ্যাদিত্যর্থঃ তথা চ ক্রমদীপিকায়ামাবরণ-পূজানন্তরম্—'ইত্যর্চ্চয়িত্বা জলগন্ধপুষ্পৈঃ, কৃষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ পুষ্পপূজাম্। কুর্য্যাদ্‌বুধঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাবরণানি জলাদিভিঃ পূজয়িত্বা, অথানন্তরং পুষ্পপূজাং পুষ্পৈঃ কৃষ্ণপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কৃষ্ণপূজামিতি কৃচিৎ পাঠঃ তথাপি স এবার্থঃ। জলগন্ধপুষ্পৈরিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধাৎ; অতো ভিন্নোপক্রমায়াথশব্দপ্রয়োগ ইতি। অত্র চ কেচিন্মন্যন্তে—প্রত্যেকং নামৈকঃ পুষ্পাঞ্জলিরিত্যেবমষ্টনামভিরষ্টপুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাদিতি; কেচিচ্চ সর্ব্বান্তে ত্রীন্ পুষ্পাঞ্জলীনিতি। তত্র চ যথাসম্প্রদায়ং ব্যবহারঃ। অধুনা পূর্ব্বলিখিততত্তদ্ভগবৎপূজালিখাবত্যন্তাসমর্থং প্রতি পক্ষান্তরং লিখতি—কুর্য্যাদিতি, অশক্তশ্চেত্তর্হি প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজাং কুর্য্যাৎ। কৈঃ? তৈঃ নামাষ্টকদেয়পুষ্পাঞ্জলিভিরেব; যদ্বা, তৈরষ্টনামভিঃ তৎকীর্ত্তনৈরেবেত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রেণৈবাশেষপূজাফলং সংসিধ্যেদেবেতি লিখতি—অখিলদৈরিতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'এভিরেবাথবা পূজা কর্ত্তব্যা কংসবৈরিণঃ। সংসারসাগরোত্তীর্ণৈঃ সর্ব্বকামাপ্তয়ে বুধৈঃ॥' ইতি। কেচিচ্চ মন্যন্তে—অত্যন্তাসমর্থো হ্যাবরণপূজাং বিহায়াবরণপূজাপরিবর্ত্তেন তৈরেব পূজয়েৎ, আবরণপূজা-প্রসঙ্গোক্তত্বাদিতি। তদ্‌যুক্তং, যতো নামনির্দ্দেশান্তরমেব তদুক্তেঃ। তথা কংসবৈরিণঃ পূজা কর্ত্তব্যেত্যুক্তত্বাদেভিরেবেতি নির্দ্ধারাচ্চ পরমাশক্তস্য তৈরেব সর্ব্বা পূজাসম্পদ্যেতেত্যবগম্যতে ইতি দিক্॥ ৩৮৪॥

———

শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
দেবকীনন্দনশ্চৈব যদুশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ॥ ৩৮৫॥
বার্ষ্ণেয়শ্চাসুরাক্রান্ত-ভারহারী তথা পরঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈর্নমোযুতৈঃ॥ ৩৮৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌষ্পিকো নাম সপ্তমো বিলাসঃ।

অনুবাদ—অষ্টনাম এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারী ও ধর্ম্মস্থাপক 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' এইরূপ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত নাম দ্বারা পূজা করিতে হইবে॥ ৩৮৫-৩৮৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌষ্পিক নামক সপ্তম বিলাস।

টীকা—তানি নামান্যেব লিখতি—শ্রীকৃষ্ণ ইতি দ্বাভ্যাম্। 'নম ইতি-শব্দেন যুতৈঃ তৈর্নামভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ' ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধিনাম্নামগ্রে লেখ্যেন মাহাত্ম্যবিশেষেণাশেষা পূজা স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ। প্রয়োগ—'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যাদি॥ ৩৮৫-৩৮৬॥

ইতি সপ্তমো বিলাসঃ।
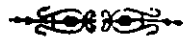
অষ্টম-বিলাসঃ

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ ণাত্যাকরব্রাত্যদ্রঙ্কো রত্নাবলীময়ম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—এই দীনজন যাঁহার শ্রীচরণ অশ্রয় প্রভাবে সাগর সদৃশ আকর শাস্ত্রসমূহ হইতে রত্নাবলী আহরণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—এবং শ্রীভগবতোঽনুগ্রহপ্রভাবেণ বহুল-গ্রন্থেভ্যঃ পরমোত্তমান্ শ্লোকান্ সংগৃহ্য লিখন্ ভক্ত্যা তং প্রণমতি—শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিতি। যস্য পাদয়োরা-শ্রয়ঃ শরণাপত্তিস্তস্য তেন বা যদ্বীর্য্যং প্রভাবঃ, তস্মাদ্ধেতোঃ তেন বা; আকরঃ সমুদ্রাদিস্থানীয়ং শাস্ত্রং, তস্য ব্রাতাৎ সমূহাৎ, রঙ্কোঽপ্যয়ং জনঃ, এবং শ্রদ্ধাপ্রযত্নাদিবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১ ॥

অথ ধূপনম্

ততশ্চ ধূপমুৎসৃজ্য নীচৈস্তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।
কৃষ্ণং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ধূপদান—অতঃপর ধূপ নিবেদন করিয়া মাটি হইতে প্রভুর নাভিদেশ পর্য্যন্ত ধূপপাত্র উঠাইবে এবং বামহাতে ঘণ্টা বাজাইয়া ও শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া তন্মুদ্রা দ্বারা অর্পণ করিবে ॥ ২ ॥

টীকা—উৎসৃজ্য 'এষ ধূপো নমঃ' ইতি মূল-মন্ত্রেণোৎসর্গং কৃত্বা; নীচৈরিতি ভূমিতো দেবস্য শ্রীনাভিপর্য্যন্তং ধূপপাত্রং সমুত্থাপ্যেতি সদাচারতো জ্ঞেয়ম্; তথা 'ঘণ্টাঞ্চ স্বাহা, অস্ত্রায় ফট্' ইতি গন্ধাক্ষতকুসুমৈঃ পূজিতামিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ২ ॥

তথা চ বহ্বৃচপরিশিষ্টে—
ধূপস্য বীজনে চৈব ধূপেনাঙ্গবিধূপনে।
নীরাজনেষু সর্ব্বেষু বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩ ॥
জয়ঘোষং প্রকুর্ব্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্ত্তয়েৎ।
তথা মঙ্গলঘোষঞ্চ জগদ্বীজস্য চ স্তুতিম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বহ্বৃচপরিশিষ্টে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—ধূপের বীজনে অর্থাৎ সৌগন্ধ সর্ব্বত্র যাহাতে বিস্তার লাভ করে, সেই জন্য পাখা দিয়া বাতাস দেওয়ার সময়, ধূপদ্বারা শ্রীঅঙ্গের সৌগন্ধ্য সম্পাদনের সময় এবং সর্ব্বপ্রকার নীরাজনে শ্রীবিষ্ণুর নামসমূহ কীর্ত্তন করিবে এবং জগৎকারণ প্রভুর জয়শব্দ ও মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ, কারুণ্যগাথা কীর্ত্তন এবং ব্রহ্মাদি কৃত স্তুতি ও পাঠ করিবে ॥ ৩-৪ ॥

টীকা—ধূপস্য সর্ব্বতঃ প্রসারণার্থং ব্যজনাদিনা যদ্বীজনং, তস্মিন্; কারুণ্যং পূতনাদি-সদ্গতি-দাতৃত্বাদিকম্; জগদ্বীজস্য ভগবতঃ স্তুতিং ব্রহ্মাদি-ব্রহ্মাদিকৃতাম্ ॥ ৩-৪ ॥

অন্যত্র চ—
ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া হরেঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—বামহস্তের তর্জ্জনীদ্বারা ধূপপাত্র স্পর্শ করিয়া পূজাপূর্ব্বক ঘণ্টা-শব্দ ও জয়শব্দ সহকারে শ্রীহরিকে ধূপ সমর্পণ করিবে ॥ ৫ ॥

টীকা—ধূপস্য স্থানং পাত্রং হরেঃ সমর্পয়েৎ ॥৫॥

তত্র মন্ত্রঃ

বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৬॥

অনুবাদ—বৃক্ষরসে উৎপন্ন, গন্ধযুক্ত শ্রেষ্ঠগন্ধ, দেবতাগণের আঘ্রাণযোগ্য এই ধূপ গ্রহণ করুন ॥৬॥

অথ ধূপাঃ

বামনপুরাণে—
রুহিকাখ্যং কণো দারু-সিহ্লকঞ্চাগুরুঃ সিতা।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ ॥৭॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে উক্ত আছে যথা—জটা-

মাংসী, গুগ্‌গুল, দারু, সিহলক, অগুরু, শর্করা, শঙ্খ (নখী) জাতীফল, এই সকল দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত ধূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় ॥ ৭ ॥

মূলাগমে—

সগুগ্‌গুল্বগুরূশীরসিতাজ্য-মধুচন্দনৈঃ ।
সারাঙ্গারবিনিক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মূলাগমে যথা—গুগ্‌গুল, অগুরু, উশীর, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের অঙ্গারে বিনিক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অঙ্গার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তম ধূপ তৈয়ারী করিবে ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

তথৈব শুভগন্ধা যে ধূপাস্তে জগতঃ পতে ।
বাসুদেবস্য ধর্ম্মজ্ঞৈর্নিবেদ্যা দানবেশ্বর ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—হে জগৎপতে ! হে দানবেশ্বর ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেইরূপ উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত ধূপ বাসুদেবকে নিবেদন করিবে ॥৯

অথ ধূপেষু নিষিদ্ধম্

তত্রৈব—

ন ধূপার্থে জীবজাতম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই—প্রাণিজাত বস্তুদ্বারা ধূপ রচনা করিবে না ॥ ১০ ॥

টীকা—রুহিকা জটামাংসী, কণো গুগ্‌গুলু-বিশেষঃ, সিতা শর্করা, শঙ্খো নখী, ন জীবজাতং প্রাণ্যঙ্গসম্ভবং, নখীপুষ্যলক-মৃগমদাদিকং, ন দদ্যাদিতি শেষঃ। যচ্চ শঙ্খাদিকং পূর্ব্বং ধূপেষু বিহিতং, তত্র চ 'বিহিতপ্রতিষিদ্ধে ত্ববিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ' ইতি পুষ্পপ্রকরণলিখিত-ন্যায়োঽবতারয়িতব্যঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্রোহ্যম্ ॥ ৭-১০ ॥

তত্রৈবাপবাদঃ

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ধূপবিষয়ে মৃগমদ ব্যতীত অন্য প্রাণিজাত বস্তু পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

কালিকাপুরাণে—

ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে যথা—মাধবকে কদাচ যক্ষধূপ অর্থাৎ শালগাছের নির্য্যাসরূপ ধূপ নিবেদন করিবে না ॥ ১২ ॥

অগ্নিপুরাণে—

ন শল্লকীজং ন তৃণং ন শল্করসসম্ভবম্ ।
ধূপং প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় বুদ্ধিমান্ ॥১৩॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে যথা—শল্লকী (শালেয়ী) জাত, উশীরাদি তৃণজাত, শল্করস (শেহরের মজ্জা) সমুদ্ভব ও উহাদের কাণ্ডাদি প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন ধূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন না ॥ ১৩ ॥

টীকা—শল্লকী শালেয়ীতি প্রসিদ্ধা, তৃণম্ উশীর-প্রভৃতি, শল্কঃ শেহরেতি প্রসিদ্ধঃ, তস্য রসো মজ্জা। প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তম্ অঙ্গম্ অঙ্গং প্রতিনির্ম্মুক্তং, সম্ভৃতং শয়ড়াকাণ্ডাদি, তচ্চ ন দদ্যাদিত্যর্থঃ, নিষিদ্ধপ্রকরণত্বাৎ। যদ্বা, প্রথমং নিষিদ্ধমুক্ত্বা পশ্চাদ্ধূপদানপ্রকারমাহ—প্রত্যঙ্গং, শ্রীভগবতঃ সর্ব্বাঙ্গেষু নির্ম্মুক্তং প্রসৃতং সংলগ্নং যথা স্যাদিতি ॥ ১৩ ॥

অথ ধূপনমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে শ্রীমার্কণ্ডেয়-শতানীক-সংবাদে—

মহিষাখ্যং গুগ্‌গুলুঞ্চ আজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।
ধূপং দদাতি রাজেন্দ্র নরসিংহস্য ভক্তিমান্ ॥ ১৪ ॥
স ধূপিতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ।
অপ্সরোগণযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা ।
বায়ুলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধূপদান মাহাত্ম্য শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-শতানীক সংবাদে যথা—হে রাজেন্দ্র ! যে ভক্তিমান্ মনুষ্য চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিয়া মহিষ গুগ্‌গুলু, ঘৃত ও শর্করাযুক্ত ধূপ

শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রদান করেন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত রথে আরোহণ করতঃ বায়ুলোকে গমন করেন, তারপর সেখান হইতে বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত বাস করেন ॥ ১৪-১৫ ॥

স্কান্দে—

যে কৃষ্ণাগুরুণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি কলৌ নরাঃ।
সকর্পূরেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে যথা—হে রাজেন্দ্র! কলিকালে যে সমস্ত মনুষ্য কর্পূরের সহিত কৃষ্ণ অগুরু দ্বারা নির্ম্মিত ধূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন তাঁহারা কৃষ্ণ সদৃশ হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৬ ॥

টীকা—কৃষ্ণতুল্যা ইতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১৬ ॥

সাজ্যেন বৈ গুগ্‌গুলুনা সুধূপেন জনার্দ্দনম্।
ধূপয়িত্বা নরো যাতি পদং তস্য সদা শিবম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মিশাইয়া ঐ শ্রেষ্ঠ ধূপদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনকে ধূপিত করিলে মনুষ্য নিত্য মঙ্গলময় স্থানে গমন করেন ॥ ১৭ ॥

টীকা—সদা শিবং নিত্যমঙ্গলম্ ॥ ১৭ ॥

অগুরুন্তু সকর্পূরং দিব্যচন্দনসৌরভম্।
দত্ত্বা নিত্যং হরের্ভক্ত্যা কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥১৮॥

অনুবাদ—কর্পূর, অগুরু ও সুগন্ধি চন্দন দিয়া তৈরী ধূপ ভক্তিভরে নিত্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিলে শতকুল উদ্ধার হয় ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-তৃতীয়কাণ্ডে—

ধূপানামুত্তমং তদ্বৎ সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ধূপং তুরুষ্ককং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৯॥
দত্ত্বা তু কৃত্রিমং মুখ্যং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
গন্ধযুক্তকৃতং দত্ত্বা যজ্ঞগোসবমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—উত্তম ধূপ নিবেদিত হইলে সর্ব্ববিধ কামনা সফল হয় আর তুরস্ক ধূপ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কৃত্রিম উৎকৃষ্ট ধূপ নিবেদন করিলে সর্ব্ববিধ কামনা সিদ্ধি হয়। গন্ধযুক্ত করিয়া নিবেদন করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ১৯-২০ ॥

দত্ত্বা কর্পূরনির্য্যাসং বাজিমেধফলং লভেৎ।
বসন্তে গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥
গ্রীষ্মে চন্দনসারেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ।
তুরুষ্কস্য প্রদানেন প্রাবৃষ্যুত্তমতাং লভেৎ ॥ ২২ ॥
কর্পূরদানাচ্ছরদি রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কর্পূর নির্য্যাস অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের এবং বসন্তকালে গুগ্‌গুলু দিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয়। গ্রীষ্মকালে চন্দনসার দ্বারা ধূপ দিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। বর্ষাকালে তুরস্কের ধূপ প্রদান করিলে উত্তমতা লাভ হয়। শরৎকালে কর্পূর অর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ২১-২৩ ॥

হেমন্তে মৃগদর্পেণ বাজিমেধফলং লভেৎ।
শিশিরেঽগুরুসারেণ সর্ব্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হেমন্তকালে মৃগনাভি অর্পণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। শিশিরকালে অগুরুসার নিবেদন করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥২৪॥

টীকা—মৃগদর্পেণ কস্তুর্য্যা, সর্ব্বমেধৈর্যজ্ঞৈরপি সুদুর্ল্লভম্ ॥ ২৪ ॥

পদমুত্তমমাপ্নোতি ধূপদঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
ধূপলেখা যথৈবোর্দ্ধং নিত্যমেব প্রসর্পতি।
তথৈবোর্দ্ধগতো নিত্যং ধূপদানাদ্ভবেন্নরঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ধূপদানকারী পরলোকে বৈকুণ্ঠরূপ উত্তমপদ প্রাপ্ত হয় ও ইহলোকে পুষ্টি লাভ করে। ধূপশিখা যেমন প্রতিদিন উর্দ্ধগামী হয়, ধূপদাতাও

ধূপদান বশতঃ প্রত্যহ সেইরূপ উর্দ্ধগামী হইতে থাকেন ॥ ২৫ ॥

টীকা—উত্তমং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যম্ ইহ লোকে চ পুষ্টিং পরিপূর্ণতাং লভতে ; যদ্বা, পোষণং তদনুগ্রহ ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তলক্ষণাং পুষ্টিং সর্ব্বত্রানুভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

প্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ—

যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ।
শতক্রতুসমং পুণ্যং গোঽযুতং লভতে ফলম্ ॥
ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদসংহিতায় যথা—তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শ্রীহরিকে ধূপ দিলে শতযজ্ঞতুল্য ও দশ-হাজার গোদানের তুল্য ফল লাভ হয় ॥ ২৬ ॥

টীকা—গোঽযুতং গবাময়ুতদানজঞ্চেত্যর্থঃ ॥২৬॥

ধূপয়েচ্চ তথা সম্যক্ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ।
ধূপশেষং ততো ভক্ত্যা স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি শ্রীভগবন্মন্দির সর্ব্ব-প্রকারে ধূপ দিয়া সুবাসিত করিবেন, তারপর ভক্তি-পূর্ব্বক নিজে ধূপ শেষ গ্রহণ করিবেন ॥ ২৭ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে, তেনৈব প্রকারেণেতি বা সম্যক্ ধূপয়েৎ ॥ ২৭ ॥

তথা চ পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতমপ্রশ্নে—

ধূপশেষন্তু কৃষ্ণস্য ভক্ত্যা ভজসি ভূপতে ।
কৃত্বা চারাত্রিকং বিষ্ণোঃ স্বমূর্দ্ধ্না বন্দসে নৃপ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্ন—হে নরপতে ! তুমি ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের ধূপ শেষ গ্রহণ কর কি ? এবং তাঁহার আরাত্রিক করিয়া মস্তকদ্বারা উঁহার বন্দনা কর কি ? ॥ ২৮ ॥

অথ শ্রীভগবদালয়-ধূপন-মাহাত্ম্যম্

কৃষ্ণাগুরুসমুত্থেন ধূপেন শ্রীধরালয়ম্ ।
ধূপয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবন্মন্দিরে ধূপার্পণ মাহাত্ম্য—যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণাগুরুজাত ধূপদ্বারা শ্রীধরের মন্দির ধূপিত করেন, তিনি নিরয় সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ২৯ ॥

ধূপশেষসেবন-মাহাত্ম্যম্

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

তীর্থকোটিশতৈর্ধৌতো যথা ভবতি নির্ম্মলঃ ।
করোতি নির্ম্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হরেঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ধূপশেষ সেবনের মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণের শ্রীগৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—শতকোটি তীর্থে স্নান করিলে যে প্রকার পবিত্র হওয়া যায়, শ্রীহরির ধূপশেষ সেই প্রকার দেহকে পবিত্র করে ॥ ৩০ ॥

ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য ভৌমং দিব্যং রসাতলম্ ।
কৃষ্ণধূপাবশেষেণ যস্যাঙ্গং পরিবাসিতম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের ধূপাবশেষ দ্বারা যাঁহার শরীর সুবাসিত হইয়াছে, তাঁহার স্বর্গ, পৃথিবী কিংবা পাতাল কোন স্থান হইতেই ভয় থাকে না ॥ ৩১ ॥

টীকা—দিব্যং দিবি ভবং, রসাতলং পাতালভব-মিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

নাপদো বিপদস্তস্য ভবন্তি খলু দেহিনঃ ।
হরের্দত্তাবশেষেণ ধূপয়েদ্যস্তনুং সদা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুকে ধূপদান করিয়া তাহার অবশেষ দ্বারা সর্ব্বদা দেহ ধূপিত করেন, নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাঁহার কোন আপদ বিপদ থাকে না ॥ ৩২ ॥

টীকা—আপদ্বিপদোঃ কার্য্যকারণত্বাদিনা ভেদঃ কল্প্যঃ ॥ ৩২ ॥

নাসৌখ্যং ন ভয়ং দুঃখং নাধিজং নৈব রোগজং ।
যঃ সেবয়েদ্ধূপশেষং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ —যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুর ধূপশেষ সেবন করেন, তাঁহার কোন সুখের অভাব হয় না। কোনরূপ ভয় থাকে না এবং মনঃপীড়া-জনিত অথবা রোগজনিত কোন প্রকার ক্লেশ আসে না ॥৩৩

টীকা—অসৌখ্যং সুখাভাবমাত্রং, সেবয়েদিতি স্বার্থে ইণ্। যদ্বা, অন্যমপি যং সেবয়েৎ, এবং সেবয়িত্বেত্যপি ॥ ৩৩ ॥

ক্রূরসত্ত্বভয়ং নৈব চ চৌরভয়ং ক্বচিৎ।
সেবয়িত্বা হরের্ধূপং নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির ধূপ, নির্ম্মাল্য ও পাদোদক সেবা করিলে কোনরূপ হিংস্রজন্তুর কিংবা চোরের ভয় থাকে না ॥ ৩৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ—
আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তং ধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্ভববব্যালদষ্টানাং ভবেৎ কর্ম্মবিষাপহম্ ॥ইতি॥৩৫

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়েও বলা হইয়াছে—সংসাররূপ মহাসর্পকর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিগণ যদি শ্রীহরিতে অর্পিত চারিদিকে বিস্তৃত ধূপের আঘ্রাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে শ্রীহরি তাহাদের সংসার দুঃখরূপ বিষ ধ্বংস করিয়া দেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—সর্ব্বতঃ প্রসর্পতঃ ভবঃ সংসার এব ব্যালঃ মহাসর্পঃ, তেন দষ্টানাং জনানাং বিষং সংসারদুঃখম্ অপহন্তীতি তথা তৎ ॥ ৩৫ ॥

দর্শনাদপি ধূপস্য ধূপদানাদিজং ফলম্।
সর্ব্বমন্যোঽপি বিন্দন্তি তচ্চাগ্রে ব্যক্তিমেষ্যতি ॥৩৬॥

অনুবাদ—ধূপদাতাগণ ছাড়া অন্য ধূপদান দর্শনকারী ব্যক্তিগণও ধূপদানাদি জনিত সর্ব্বপ্রকার ফল পাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে পরে বলা হইবে ॥৩৬॥

টীকা—অন্যে ধূপদাতৃ-ব্যতিরিক্তা জনা অপি ধূপস্য দর্শনাদপি, আদিশব্দেন ধূপশেষাঘ্রাণাচ্চ জায়ত ইতি তথা তৎ সর্ব্বফলং লভতে। তচ্চ ফলপ্রাপ্ত্যাদিকম্ অগ্রে মহানীরাজন-প্রকরণে প্রমাণবাক্যনিদর্শনাদিনা ব্যক্তং ভাবীত্যর্থঃ, তথা চ তত্রৈব লেখ্যম্—'ধূপঞ্চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাং তং প্রবন্দত' ইত্যাদি। ততশ্চারাত্রিকবদ্ধূপস্যাপি বন্দনং কেচিন্মন্যন্তে ॥ ৩৬ ॥

অথ দীপনম্

তথৈব দীপমুৎসৃজ্য প্রাগ্বদ্ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্।
পাদাব্জাদাদৃগব্জন্তন্মুদ্রয়োচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ধূপের মত দীপও উৎসর্গ করিয়া আগের মত বামহাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজিত তন্মুদ্রাযোগে প্রভুর পাদপদ্ম হইতে নেত্র পর্য্যন্ত ধূপাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দীপিত করিবে ॥ ৩৭ ॥

টীকা—তথা ধূপনলিখিত-প্রকারেণৈব, প্রাগ্বদিতি গন্ধাদিপূজিতাং ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্নিত্যর্থঃ। পাদাব্জাৎ শ্রীমূর্ত্তেঃ পাদাব্জমারভ্য আদৃগব্জং নেত্রাব্জপর্য্যন্তম্ অতএবোচ্চৈধূপাপেক্ষয়োচ্চতয়া তস্য দীপস্য মুদ্রয়া প্রকর্ষেণ দীপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

তত্র মন্ত্রঃ

গৌতমীয়ে—
সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৩৮॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে যথা—অতিশয় উজ্জ্বল মহাতেজা যাবতীয় অন্ধকার বিনাশক এবং ভিতর ও বাহির জ্যোতিযুক্ত এই দীপ গ্রহণ করুন ॥ ৩৮ ॥

অথ দীপঃ

দীপং প্রজ্বালয়েৎশক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ— অতঃপর দীপের বিষয়—নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কর্পূর কিংবা গব্যঘৃতযোগে দীপ প্রজ্বালিত করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি তাহাতেও অপারগ হন তাহা হইলে তিনি সুগন্ধি তৈল যোগেও দীপ প্রজ্বালিত করিতে পারিবেন ॥ ৩৯ ॥

টীকা—শক্তৌ সত্যাং গব্যেন ঘৃতেন বা। তত্র কর্পূরঘৃতাভ্যাং দীপপ্রজ্বালনে বিষয়ে অসামর্থ্যে অশক্তৌ তু সুগন্ধিনা তিলাদিজাতেন তৈলেনাপি দীপং প্রজ্বালয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

তথা চ নারদীয়কল্পে—

সঘৃতং গুগ্‌গুলুং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতম্।
সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—নারদীয়কল্পেও তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ঘৃতযুক্ত গুগ্‌গুলু ধূপ গব্যঘৃতযুক্ত দীপ জ্বালাইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরিবার সমন্বিত শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে ॥ ৪০ ॥

ভবিষ্যোত্তরে—

ঘৃতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ ॥৪১॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে যথা—হে রাজন্! ঘৃত কিংবা তৈলদ্বারা দীপ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

মহাভারতে চ—

হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—মহাভারতেও যথা—ঘৃতযোগে দীপদান শ্রেষ্ঠ। অসমর্থ হইলে তিল, সরিষা, কুসুম্ভ প্রভৃতির তৈলদ্বারা দীপ দেওয়া চলিবে ॥ ৪২ ॥

টীকা—ওষধ্যঃ তিলসর্ষপকুসুম্ভাদয়স্তদ্রসৈঃ ॥৪২॥

অথ দীপে নিষিদ্ধম্

ভবিষ্যোত্তরে—

বসামজ্জাদিভির্দীপো ন তু দেয়ঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দীপার্পণে নিষিদ্ধ বস্তু ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে যথা—বসা ও মজ্জাদিদ্বারা কদাচ দীপ দিবে না ॥ ৪৩ ॥

মহাভারতে—

বসামজ্জাস্থিনির্য্যাসৈর্ন কার্য্যঃ পুষ্টিমিচ্ছতা ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—পুষ্টিবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি বসা, মজ্জা ও অস্থি-নির্য্যাস—এই সকল দ্বারা কখনও দীপ প্রদান করিবেন না ॥ ৪৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-তৃতীয়কাণ্ডে—

নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—নীল ও লোহিতবর্ণ দশা বিশিষ্ট দীপ সযত্নে বর্জ্জন করিবে ॥ ৪৫ ॥

কালিকাপুরাণে—

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে যথা—হে ভৈরব! তৈজসাদি (ধাতু নির্ম্মিত) দীপাধারে দীপ নিবেদন করিতে হইবে। মাটিতে কখনই দীপ রাখিতে নাই ॥ ৪৬ ॥

অথ দীপ-মাহাত্ম্যম্—

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

প্রজ্বাল্য দেবদেবস্য কর্পূরেণ চ দীপকম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দীপদান মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে—ব্রহ্ম-নারদসংবাদে যথা—দেবদেবের সমীপে কর্পূরদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং বংশের উদ্ধার হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

অত্রৈবান্যত্র চ—

যো দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্যাগ্রে তু দীপকম্।
পাতকন্তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ—এই পুরাণে এবং অন্যত্রও আছে—হে ভূপ! যিনি কৃষ্ণের সমীপে দীপদান করেন, তিনি পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮ ॥

টীকা—জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ ব্রহ্ম বা তদ্রূপং, তদ্‌ঘনমিত্যর্থঃ ; পদং বৈকুণ্ঠলোকং ॥ ৪৮॥

বারাহে—

দীপং দদাতি যো দেবি মদ্ভক্ত্যা তু ব্যবস্থিতঃ।
নাস্যান্ধত্বং ভবেত্তস্য সপ্ত জন্মানি সুন্দরি ॥ ৪৯ ॥
যস্তু দদ্যাৎ প্রদীপং মে সর্ব্বতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
স্বয়ংপ্রভেষু দেশেষু তস্যোৎপত্তির্বিধীয়তে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে যথা—হে দেবি! হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে আমাকে দীপ দান করে, এই জন্ম হইতে সাত জন্ম পর্য্যন্ত সে অন্ধদশা প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে দীপদান করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকাদি কিংবা শ্বেতদ্বীপাদি স্থানে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৪৯-৫০॥

টীকা—ব্যবস্থিতঃ স্থিরচিত্তঃ; অত্র অস্মিন্‌ লোকে, সপ্ত জন্মানি ব্যাপ্য যদন্ধত্বং ভাব্যমস্তি, তন্ন ভবেৎ; যদ্বা, অত্র অস্যাং মদ্ভক্তৌ অন্ধত্বং জ্ঞানহীনতা ন স্যাৎ। তত্র চ সপ্ত জন্মানীতি কেনাপ্যপরাধেন জ্ঞানহানিকারণে জাতেঽপি জন্মসপ্তকং যাবৎ; যদ্বা, সপ্তেতি বাহুল্যমাত্রে তাৎপর্য্যং, কদাপি জ্ঞানহানির্ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ংপ্রভেষু স্বপ্রকাশেষু ব্রহ্মলোকাদিষু শ্বেতদ্বীপাদিষু বা ॥ ৪৯ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্যদ্বিস্তারয়তি প্রভাম্।
তদ্বর্দ্ধয়তি সজ্জ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—স্বপ্রকাশ ভগবানে অর্পিত দীপ নিজের প্রভা বিস্তার করিয়া দাতার উত্তম জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং পাপরূপ তিমির বিনাশ করে ॥ ৫১ ॥

টীকা—সদুত্তমং, জ্যোতিঃ জ্ঞানম্ ॥ ৫১ ॥

নারসিংহে—

ঘৃতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে যথা—যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে ঘৃত বা তৈলদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধানে বিষ্ণুকে অর্পণ করেন, তাঁহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

বিহায় পাপং সকলং সহস্রাদিত্যসপ্রভঃ।
জ্যোতিষ্মতা বিমানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সহস্র সূর্য্য তুল্য তেজস্বী হন এবং জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে যাইয়া সসম্মানে বাস করেন ॥ ৫২-৫৩ ॥

প্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ—

তুলসী-পাবকেনৈব দীপং যঃ কুরুতে হরেঃ।
দীপলক্ষসহস্রাণাং পুণ্যং ভবতি দৈত্যজ ॥ ইতি ॥৫৪॥

অনুবাদ—প্রহলাদসংহিতাতেও যথা—হে দৈত্য-কুমার! যিনি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শ্রীহরিকে দীপদান করেন, তিনি সহস্র লক্ষ দীপদানের ফলভাগী হন ॥ ৫৪ ॥

টীকা—তুলসীপাবকেন তুলসীকাষ্ঠাগ্নিনা ॥ ৫৪ ॥

পশ্চাদ্দীপঞ্চ তং ভক্ত্যা মূর্দ্ধ্না বন্দেত বৈষ্ণব।
ধূপস্যেবেক্ষণাত্তস্য লভন্তেঽন্যেঽপি তৎফলম্ ॥৫৫॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি প্রথমতঃ দীপদান করিয়া পরে ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা সেই দীপের বন্দনা করিবেন। ধূপ দর্শক যেমন ধূপদানের ফল লাভ করেন, সেইরূপ দীপদাতা ছাড়া অন্য দীপ দর্শন-কারিগণও দীপ অর্পণ জনিত ফল লাভ করেন ॥৫৫

টীকা—ধূপস্যেবেতি—যথা ধূপস্যেক্ষণাৎ দর্শনাৎ ধূপদানাদিফলমন্যোঽপি লভন্তে, তথা তস্য দীপস্যা-পীক্ষণাদ্দীপদানাদিফলং দীপদাতুরিতরেঽপি জনাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কেচিচ্চানেন দীপেন শ্রীমূর্ত্তের্মূর্দ্ধ্নি বৈষ্ণবাঃ।
নীরাজনমিহেচ্ছন্তি মহানীরাজনে যথা ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—কোন কোন বৈষ্ণবব্যক্তি মহানীরাজনেরমত দীপের ভ্রামণদ্বারা ভগবানের মস্তকে নীরাজন ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

টীকা—নীরাজনং ভ্রামমেণ নির্ম্মঞ্ছনং, মহানীরাজনং নৃত্যগীতানন্তরং পূজাশেষে ভাবি, তস্মিন্ যথা মূর্দ্ধনি নীরাজনং ক্রিয়তে, তথা ইহ ধূপানন্তর-দীপার্পণেঽপীচ্ছন্তি মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তথা চ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং ধূপানন্তর-দীপপ্রসঙ্গে—
আরাত্রিকন্তু বিষমবহুবর্ত্তিসমন্বিতম্ ।
অভ্যর্চ্চ্য রামচন্দ্রায় বামমধ্যমথার্পয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
নমো দীপেশ্বরায়েতি দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ।
অবধূপ্যাভ্যর্চ্চ্য বাদ্যৈর্মূর্দ্ধ্নি নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥
ইতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ রামার্চ্চন চন্দ্রিকায়-ধূপদানের পর দীপদানের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি বিশিষ্ট নীরাজন দীপকে পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিবে। তারপর দীপেশ্বরায় নমঃ বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে এবং ঐ দীপ ঘুরাইয়া বাদ্যদ্বারা প্রভুকে পূজা করিয়া তাঁহার মস্তকে নীরাজন করিবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥

টীকা—বিষমাভিঃ অযুগ্মাভির্বহুভির্বর্ত্তিভিঃ সমন্বিতম্ আরাত্রিকং নীরাজনদীপম্, অভ্যর্চ্চ্য পুষ্পাদিনা পূজয়িত্বা ; অর্পণপ্রকারমেবাহ—নম ইতি। অবধূপ্য ভ্রাময়িত্বা, বাদ্যৈঃ প্রভুমেবাভ্যর্চ্চ্য ॥ ৫৭-৫৮ ॥

অতএবেষ্যতে তস্য করাভ্যাং বন্দনঞ্চ তৈঃ ।
নাম চারাত্রিকেত্যাদি বর্ত্তোঽপি বহুলাঃ সমাঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনাদিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ করদ্বারা তাঁহার বন্দনা, বহুসংখ্যক বিজোড় শলিতা সকল ও নীরাজনাদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥৫৯

টীকা—অতো মহানীরাজনবদ্ব্যবহারাদেব তস্য ধূপানন্তরদেয়দীপস্য বন্দনমপি তৈঃ শ্রীরামার্চ্চনাদিপরৈরিষ্যতে। আরাত্রিকেতি বিভক্ত্যভাবে নামস্বরূপমাত্রনির্দ্দেশাদদোষঃ। আরাত্রিকমিতি—আদি-শব্দেন নীরাজনমিতি নাম চেষ্যতে। তথা বহুলাশ্চ অসমাশ্চাযুগ্মা বর্ত্তোঽপীষ্যন্তে। এবং মতভেদো মন্ত্রদেবতাভেদেন ফলভেদাদিনা বোহ্যঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রসঙ্গাল্লিখ্যতেঽত্রৈব শ্রীমদ্ভগবদালয়ে ।
দীপদানস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকীয়ঞ্চ তদ্বিনা ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—এখানে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবৎমন্দিরে কার্ত্তিকমাসে দেয় দীপ ব্যতীত দীপার্পণের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে ॥ ৬০ ॥

টীকা—অত্র ধূপানন্তরদীপদানপ্রসঙ্গ এব, শ্রীমতো ভগবত আলয়ে যদ্দীপদানং, তস্য কীর্ত্তিকীয়ং কার্ত্তিকমাসসম্বন্ধি যদ্দীপদান-মাহাত্ম্যং তদ্বিনা, তস্যাগ্রে প্রতিমাসপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

অথ শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদান-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—
দীপদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
কেশবায়তনে কৃত্বা দীপবৃক্ষমনোহরম্ ।
অতীব ভ্রাজতে লক্ষ্ম্যা দিবমাসাদ্য সর্ব্বতঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবন্মন্দিরে প্রদীপদানের মাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—দীপদানের তুল্য দান হয় নাই আর হইবেও না। যিনি কেশবমন্দিরে মনোহর দীপতরু নির্ম্মাণ করেন, তিনি স্বর্গে যাইয়া পরম শোভায় বিভূষিত হন ॥৬১॥

দীপমালাং প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ শার্ঙ্গিণো গৃহে ।
ভবন্তি তে চন্দ্রসমাঃ স্বর্গমাসাদ্য মানবাঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—যে সকল মনুষ্য শ্রীহরিমন্দিরে দীপমালা প্রদান করেন, তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া চন্দ্রতুল্য হইয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

দীপাগারং নরঃ কৃত্বা কূটাগারনিভং শুভম্ ।
কেশবালয়মাসাদ্য লোকে ভাতি স শক্রবৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—যিনি কেশবমন্দিরে গমন করিয়া

সেই দেবগৃহ দীপালোক দ্বারা মনোহর গৃহসদৃশ করেন, তিনি ইহলোকে ইন্দ্রবৎ শোভিত হন ॥ ৬৩ ॥

যথোজ্জ্বলো ভবেদ্দীপঃ সম্প্রদাতাপি যাদব।
তথা নিত্যোজ্জ্বলো লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে ॥৬৪॥
সদীপে চ যথা দেশে চক্ষুংষি ফলবন্তি চ।
তথা দীপস্য দাতারো ভবন্তি সফলেক্ষণাঃ ॥ ৬৫ ॥
একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং প্রতিপক্ষন্তু যো নরঃ।
দীপং দদাতি কৃষ্ণায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৬ ॥
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যং মনোজ্ঞমতিসুন্দরম্।
দীপমালাকুলং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—দীপ যেমন উজ্জ্বল, হে যাদব! দীপদাতাও সেইরূপ নিত্য উজ্জ্বলমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সুরলোকে বিরাজ করেন। দীপালোকযুক্ত স্থানে যেমন নয়ন সফল হয়, সেইরূপ দীপদাতারও নয়ন সফল হয়। যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণকে দীপ অর্পণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল শোন তিনি স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-খচিত অতি মনোহর দীপসমূহে সুশোভিত স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করেন ॥ ৬৪-৬৭ ॥

টীকা—কেশবালয়মাসাদ্য দীপাগারং কৃত্বেতি সম্বন্ধঃ। কূটাগারং মঞ্জুগৃহং তৎসদৃশম্ এবং নিত্যদীপদান-মাহাত্ম্যমুক্তম্, কালবিশেষেঽপি ফলবিশেষমাহ—একাদশ্যামিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬৩-৬৭ ॥

পদ্মসূত্রোদ্ভবাং বর্ত্তিং গন্ধতৈলেন দীপকান্।
বিরোগঃ সুভগশ্চৈব দত্ত্বা ভবতি মানবঃ ॥ ৬৮ ॥
দীপদানং মহাপুণ্যমন্যদেবেষ্বপি ধ্রুবম্।
কিং পুনর্বাসুদেবস্যানন্তস্য তু মহাত্মনঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—যে মনুষ্য পদ্মসূত্রনির্ম্মিত বর্ত্তিকা গন্ধ-তৈলে সিক্ত করিয়া দীপদান করেন, তিনি রোগরহিত ও সৌভাগ্যশালী হন। যখন অন্যান্য দেবগণকে দীপদান করিলে নিঃসন্দেহে মহাপুণ্য হইয়া থাকে, তখন অনন্ত বাসুদেবকে ঐ দীপ অর্পণ করিলে যে মহাপুণ্য হইবে তাহাতে সংশয় কি? ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—অধুনা সর্ব্বেষ্বেব দীপেষু বর্ত্ত্যাদিমাহাত্ম্যমাহ—পদ্মেতি। এবং তত্তৎ কামিনাং সুখপ্রবৃত্তয়ে তত্তৎফলমুক্ত্বা মুখ্যং ফলমাহ—দীপদানমিতি। অনন্তস্যেতি তদ্দীপদানস্যাপি ফলং অনন্তমেবেত্যর্থঃ, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ ॥ ৬৮-৬৯ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—
দীপং চক্ষুঃপ্রদং দদ্যাৎ তথৈবোর্দ্ধ্বগতিপ্রদম্।
ঊর্দ্ধ্বং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধ্বগতিস্তথা ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয়কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—দীপ চক্ষুঃপ্রদ ও ঊর্দ্ধ্বগতিপ্রদ। যে পরিমাণে দীপশিখা উপরে উঠে, দীপদাতাও সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধ্বগামী হন ॥ ৭০ ॥

যাবদক্ষিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—দেবালয়ে দীপ যত সংখ্যক চক্ষুর নিমেষকাল জ্বলিতে থাকে, দীপদাতা তত হাজার বৎসর বৈকুণ্ঠলোকে সসম্মানে বাস করেন ॥ ৭১ ॥

টীকা—নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরি বৈকুণ্ঠলোক ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রিলোকপক্ষকথনে স্বর্গস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তত্বোক্তেঃ ॥ ৭১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে বীতিহোত্রং প্রতি যজ্ঞধ্বজস্য পূর্ব্বজন্মবৃত্ত-কথনে—
প্রদীপঃ স্থাপিতস্তত্র সুরতার্থং দ্বিজোত্তম।
তেনাপি মম দুষ্কর্ম্ম নিঃশেষং ক্ষয়মাগতম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে—বীতিহোত্রসকাশে যজ্ঞধ্বজের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ কথন প্রসঙ্গে—যথা হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি সম্ভোগ কামনায় সেই শ্রীহরি-মন্দিরে দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার দ্বারাই আমার সকল পাপ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৭২॥

টীকা—এবং শ্রীভগবদালয়ে ভগবদুদ্দেশেন দীপদানফলং লিখিতম্, অধুনা পাপকর্ম্মোদ্দেশেনাপি তৎস্থানমাত্রে দীপপ্রজ্বালনফলং লিখতি—প্রদীপ ইতি। তত্র বিষ্ণুমন্দিরে, 'শূন্যং পূজাদিভির্বিষ্ণোর্মন্দিরং প্রাপ্ত-

বাম্নিশি' ইতি তত্র তস্য প্রস্তুতত্বাৎ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা—যজ্ঞধ্বজো নাম রাজা পূর্ব্বজন্মনি দুর্জ্জন্মা চণ্ডালো মহাপাপাবলীনিরতঃ কদাচিৎ পরদারোপভোগার্থং পূজাদিরহিতং ভগবদালয়ং গতস্তৎ স্থানং সংমার্জ্জ্য, দীপং প্রজ্বাল্য, পাপকর্ম্মণা রাত্রিং গময়ন্, সদ্যো রক্ষিভিঃ প্রাপ্য হতো বৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্তস্তত্র ব্রহ্মাদিলোকেষু চ বিবিধসুখভোগানুপভুজ্যান্তে স্বেচ্ছয়া পৃথিব্যাং ভগবদ্ভাবপরো রাজা বভূবেতি ॥ ৭২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

বিলীয়তে স্বহস্তে তু স্বাতন্ত্র্যে সতি দীপকঃ।
মহাফলো বিষ্ণুগৃহে ন দত্তো নরকায় সঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে যথা—বিষ্ণুগৃহে অর্পিত দীপ দীপদাতার হস্তে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলেও মহাফল হইয়া থাকে। সেই দীপ কখনও নিরয়গতি প্রদ হয় না ॥৭৩

নারদীয়ে মোহিনীং প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদোক্তৌ—

তিষ্ঠন্তু বহুবিত্তানি দানার্থং বরবর্ণিনি।
হৃদয়ায়াসকর্ত্তৃণি দীপদানাদ্দিবং ব্রজেৎ ॥ ৭৪ ॥
তস্যাপ্যভাবে সুভগে পরদীপ-প্রবোধনম্।
কর্ত্তব্যং ভক্তিভাবেন সর্ব্বদানাধিকঞ্চ যৎ ॥
ইতি ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে মোহিনীর প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদের বাক্য—হে বরবর্ণিনি! দানের জন্য বহুপরিমিত ধনক্ষয় হৃদয়ের দুঃখপ্রদ, সুতরাং তাহা করিতে হইবে না। দীপদান করিলেই স্বর্গে গমন করিতে পারে। হে সুভগে! যদি দীপেরও অভাব হয়, তাহা হইলে ভক্তিপূর্ব্বক অন্যের দীপ প্রজ্বালিত করা উচিত। যেহেতু উহাও সর্ব্বপ্রকার দান অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

টীকা—দিবং স্বর্গমিতি বামিন্যাস্তস্যা মোহিন্যাস্তত্রাদরবিশেষাৎ। যদ্বা, উর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠমিত্যনুক্তিস্ত তস্যাং তৎপ্রকাশনাযোগাদিতি দিক্; যৎ যস্মাৎ পরদীপস্য প্রবোধনমপি সর্ব্বদানেভ্যোঽধিকম্ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

সদা কালবিশেষেঽপি ভক্ত্যা ভগবদালয়ে।
মহাদীপ প্রদানস্য মহিমাপ্যত্র লিখ্যতে ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—ভগবন্মন্দিরে সর্ব্বদা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিভেদে মহাদীপ অর্পণের মহিমা এখানে লেখা হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

অথ মহাদীপমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—

মহাবর্ত্তিঃ সদা দেয়া ভূমিপাল মহাফলা।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭ ॥
অমাবস্যা চ নির্দ্দিষ্টা দ্বাদশী চ মহাফলা।
আশ্বযুজ্যামতীতায়াং কৃষ্ণপক্ষশ্চ যো ভবেৎ ॥৭৮॥
অমাবস্যা তদা পুণ্যা দ্বাদশী চ বিশেষতঃ।
দেবস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দেয়া তৈলতুলা নৃপ ॥ ৭৯ ॥
পলাষ্টকযুতাং রাজন্ বর্ত্তিং তত্র তু দাপয়েৎ।
বাসসা তু সমগ্রেণ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মহাদীপমাহাত্ম্য বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে যথা—হে রাজন্! মহাফলপ্রদ মহাবর্ত্তি সতত অর্পণ করিবে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে, তারমধ্যে আবার বিশেষভাবে দ্বাদশী ও অমাবস্যা তিথিতে অর্পণ করিলে আরও বেশী ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্ আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষীয়া পুণ্যা তিথি দ্বাদশী ও অমাবস্যা দিনে প্রভুর দক্ষিণ ভাগে একশত অষ্টপল তৈল প্রদান করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাসী থাকিয়া অখণ্ডবসন দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই তৈল অর্পণ করিবে ॥ ৭৭-৮০ ॥

টীকা—সদা সর্ব্বস্মিন্নপি দিনে, কালবিশেষে অমাবস্যাদাবপি, আশ্বযুজ্যাম্ আশ্বিনপৌর্ণমাস্যাং, পলাষ্টকেন যুতা তৈলস্য তুলা পলশতম্ অষ্টোত্তরশতপলতৈলানীত্যর্থঃ। দাপয়েৎ দদ্যাৎ, অগ্রে দত্তেতুক্তেঃ। এবমগ্রেঽপি সমগ্রেণ অখণ্ডেন ॥ ৭৬-৮০ ॥

মহাবর্ত্তিদ্বয়মিদং সকৃদ্দত্ত্বা মহামতে।
স্বর্লোকং সুচিরং ভুক্ত্বা জায়তে ভূতলে যদা ॥ ৮১ ॥
তদা ভবতি লক্ষ্মীবান্ জয়দ্রবিণসংযুতঃ।
রাষ্ট্রে চ জায়তে স্বস্মিন্ দেশে চ নগরে তথা ॥৮২॥

কুলে চ রাজশার্দ্দূল তত্র স্যাৎ দীপবৎ-প্রভুঃ ।
প্রত্যুজ্বলশ্চ ভবতি যুদ্ধেষু কলহেষু চ ॥ ৮৩ ॥
খ্যাতিং যাতি তথা লোকে সদ্‌গুণানাঞ্চ সদ্‌গুণৈঃ ।
একমপ্যথ যো দদ্যাদভীষ্টতময়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৮৪ ॥
মানুষ্যে সর্ব্বমাপ্নোতি যদুক্তং তে মহাঽনঘ ।
স্বর্গং তথাত্বমাপ্নোতি ভোগকালে তু যাদব ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—হে মহামতে। যিনি একবার মাত্র এইরূপ দুইটি মহাবর্ত্তি শ্রীহরিকে প্রদান করেন, তিনি দীর্ঘকাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন এবং যখন পৃথিবীতে পুনরায় দেহ ধারণ করেন তখন তিনি লক্ষ্মীবান্, ধনবান ও জয়শালী হন। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তিনি রাজ্যে, নিজের দেশে, নগরে ও কুলে দীপবৎ জ্বলিতে থাকেন। তিনি যুদ্ধে ও কলহে অত্যুজ্জ্বল শ্রীধারণ করেন এবং এই পৃথিবীতে সদ্‌গুণশালিগণের মত সদ্‌গুণদ্বারা খ্যাতি প্রাপ্ত হন। অভীষ্টতম এই দুই প্রকার বর্ত্তির মধ্যে যিনি একটি মাত্র বর্ত্তিও শ্রীহরিকে অর্পণ করেন, হে যাদব! হে মহানঘ! তোমার নিকট যে সকল বলিলাম, সেই সমস্তই তিনি মনুষ্যলোকে প্রাপ্ত হন। আর ভোগসময়ে স্বর্গ ও লক্ষ্মীবত্ত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হন ॥৮১-৮৫॥

সামান্যস্য তু দীপস্য রাজন্ দানং মহাফলম্ ।
কিং পুনর্মহতো দীপস্যাত্রেয়ত্তা ন বিদ্যতে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সামান্য দীপ দেওয়াতেই যখন এই প্রকার মহাফল লাভ হয়, তখন মহাদীপার্পণে যে কত ফল হয়, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সুকঠিন ॥ ৮৬ ॥

টীকা—যো দাপয়েৎ, স জায়ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দীপবৎ প্রভা তমোনাশিনী দ্যুতির্যস্য সঃ, সদ্‌গুণানাং জনানাং মধ্যে তথাত্বং লক্ষ্মীবত্ত্বাদিকং ইয়ত্তা ফলে পরিমিতিঃ ॥ ৮১-৮৬ ॥

অথ শোণমলিনাদি-বস্ত্রবর্ত্ত্যা দীপদাননিষেধঃ

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ ।
উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচন ॥
ইতি ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর রক্তবর্ণ ও মলিনাদিবসন নির্ম্মিত বর্ত্তি দ্বারা দীপদান নিষেধ—রক্তবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাসবস্ত্র দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কদাচ দীপদান করিবে না ॥ ৮৭ ॥

স্বয়মন্যেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ ।
নির্ব্বাপয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—যিনি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও নিজে অথবা অন্য কর্ত্তৃক শ্রীহরির সমীপে প্রদত্ত দীপ অন্যস্থানে লইয়া যাইবেন না, নিভাইয়া দিবেন না বা তৈলশূন্য করিবেন না ॥ ৮৮ ॥

টীকা—শুভমিচ্ছন্ জনঃ কদাপি ন হরেৎ, নান্যত্র নয়েৎ, ন নির্ব্বাপয়েৎ, ন হিংস্যাচ্চ, তৈলাদিনা ন বিযোজয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

অথ দীপনির্ব্বাপণাদি-দোষঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—

দত্ত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেন কর্ম্ম বিজানতা ।
নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতম্ ॥ ৮৯ ॥
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দীপ নির্বাপণাদি দোষ বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে বলা হইয়াছে—দীপদান করিয়া তাহা হরণ করিলে মহাপাপ হয়। দীপনেভান এবং হিংসন উভয়ই দূষণীয়। দীপ তৈলাদি বিরহিত করিলে নেত্রে পুষ্পরোগ (ছানি) হয়। দীপ অপহরণকারী অন্ধ এবং নির্ব্বাণকারী কাণা হইয়া থাকে ॥ ৮৯-৯০ ॥

টীকা—তেন হরণে যৎ কর্ম্ম মহাপাতকলক্ষণং তদ্বিজানতা জনেন ; পুষ্পং চক্ষুরোগবিশেষস্তদ্‌যুক্তমীক্ষণং নেত্রং যস্য স ভবেৎ। তৎ পুষ্পিতেক্ষণত্বাদিকঞ্চ দীপহিংসনকর্ত্তুর্নরকভোগানন্তরং দেহান্তরে জ্ঞেয়ম, অগ্রে লেখ্যবচনানুসারাৎ ॥ ৮৯-৯০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ নারকান্ প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজোক্তৌ –
মুষ্মাভির্যৌবনোন্মাদমুদিতৈরবিবেকিভিঃ।
দ্যূতোদ্দ্যোতায় গোবিন্দগেহাদ্দীপঃ পুরা হৃতঃ ॥৯১
তেনাদ্য নরকে ঘোরে ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ।
ভবন্তি পতিতাস্তীব্রে শীতবাত-বিদারিতাঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে নরকস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজের উক্তি—তোমরা পূর্ব্বে যৌবনের অহঙ্কারে পাগল এবং বিবেকরহিত হইয়া পাশা খেলায় আলোকের জন্য শ্রীগোবিন্দমন্দির হইতে দীপ হরণ করিয়াছিলে। এখন সেই কারণে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত এবং অতিশয় শীতল বায়ুদ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া দুস্তর ভীষণ নরকে পতিত হইয়াছ ॥ ৯১-৯০ ॥

টীকা—দ্যূতস্য উদ্দ্যোতায় প্রকাশনায় ॥ ৯১ ॥

তত্রৈব শ্রীপুলস্ত্যোক্তৌ চ—
তস্মাদায়তনে বিষ্ণোর্দদ্যাদ্দীপান্ দ্বিজোত্তম।
তাংশ্চ দত্ত্বা ন হিংসেত ন চ তৈলবিযোজিতান্ ॥৯৩॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীপুলস্ত্যের উক্তি—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপ দিবে এবং কখনও উহা নিভাইবে না, বা তৈল শূন্য করিবে না ॥ ৯৩ ॥

কুর্ব্বীত দীপহন্তা চ মূকোঽন্ধোজায়তে মৃতঃ।
অন্ধে তমসি দুষ্পারে নরকে পচ্যতে কিল ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—দীপ নির্ব্বাণকারী ইহলোকে বাক্‌শক্তি হীন ও অন্ধ হয় এবং দেহান্তে অন্ধতামিস্র নামক দুষ্পার নরকে বাস করে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯৪ ॥

টীকা—ন হিংসেত, ন নির্ব্বাপয়েৎ। মৃতঃ সন্ মূকোঽন্ধশ্চ জায়ন্তে ইহ লোকে অন্ধে তমসি অন্ধতামিস্রসংজ্ঞকে ॥ ৯৩-৯৪ ॥

ভূমৌ দীপদাননিষেধঃ

কালিকাপুরাণে—
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥৯৫॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে যথা—হে ভৈরব। তৈজসাদিদ্বারা দীপতরু (পিল্‌শুজ) তৈয়ারী করাইয়া তাহাতেই দীপ অর্পণ করিবে কখনও মাটিতে রাখিবে না ॥ ৯৫ ॥

অথ নৈবেদ্যম্

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পীঠং পাদ্যমাচমনং তথা।
কৃত্বা পাত্রেষু কৃষ্ণায়ার্পয়েদ্ভোজ্যং যথাবিধি ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্য—পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাদ্য ও আচমন অর্পণ করিয়া পাত্রে ভোজ্য (নিবেদন করিবার উপযুক্ত পায়সাদি নৈবেদ্য) রাখিয়া নিয়মপূর্ব্বক অর্থাৎ ছত্র, চামর, গীতবাদ্যাদি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে।

'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে জলগণ্ডূষও অর্পণ করিবে ॥ ৯৬ ॥

টীকা—ভোজ্যং পায়সাদি-নৈবেদ্যং পাত্রেষু কৃত্বা নিধায়ার্পয়েৎ। যথাবিধীত্যনেন ছত্রচামরগীতবাদ্যাদ্যুৎসবপূর্ব্বকং তদা নেতব্যমিত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলগণ্ডূষঞ্চ দেয়মিত্যাদিকং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অন্যচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৯৬ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণবিধিঃ

অস্ত্রং জপ্ত্বাম্বুনা প্রোক্ষ্য নিবেদ্যঞ্চক্রমুদ্রয়া।
সংরক্ষ্য প্রোক্ষয়েদ্বায়ুবীজ-জপ্তজলেন চ ॥ ৯৭ ॥
তেন সংসোষ্য তদ্দোষমগ্নিবীজঞ্চ দক্ষিণে।
ধ্যাত্বা করতলেঽন্যত্তৎপৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েৎ ॥৯৮॥
তদুত্থবহ্নিনা তস্য শুষ্কদোষং হৃদা দহেৎ।
ততঃ করতলে সব্যেঽমৃতবীজং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—"অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রযোগে জপকরা জলদ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণপূর্ব্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণদ্বারা রক্ষণ করিবে। তারপর 'যং' এই বায়ুবীজ দ্বাদশবার জলে জপ করিয়া সেইজল নৈবেদ্যের উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে। তাহার দ্বারা নিবেদ্য দ্রব্য সম্যক্ শুষ্ক করিয়া ডান হাতে 'রং' এই বহ্নিবীজ

চিন্তা করিবে এবং দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠভাগে বাম-করতল সংলগ্ন করিয়া দেখাইবে। তাহা হইতে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা নিবেদ্য দ্রব্যের শুষ্কত্ব দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। তারপর বামহাতে 'ঠং' এই অমৃতবীজ ভাবনা করিবে ॥ ৯৭-৯৯ ॥

টীকা—নিবেদ্যং তদেব অস্ত্রমন্ত্রেণ জপ্তাভিঃ অদ্ভিঃ জলেন প্রোক্ষ্য। তৎ নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া তদ্ভ্রামণেন সংরক্ষ্য বায়ুবীজং যমিতি তেন জপ্তং দ্বাদশবারানভিমন্ত্রিতং তজ্জলং তেন চ প্রোক্ষয়েৎ। তেন প্রোক্ষণেন তস্য নিবেদ্যস্য দোষং সংশোষ্য সম্যক্ শুষ্কং কৃত্বা দক্ষিণে করতলে অগ্নিবীজং রমিতি ধ্যাত্বা সঞ্চিন্ত্য, অন্যৎ বামকরতলং তস্য দক্ষিণকর-তলস্য পৃষ্ঠে সংযোজ্য লগ্নং কৃত্বা দর্শয়েৎ। তস্মাৎ প্রদর্শনাদুত্থেন জাতেন বহ্নিনা তস্য নিবেদ্যস্য শুষ্কং পূর্ব্বমেব শুষ্কতাং প্রাপ্তং দোষং দহেৎ। ততঃ কর-তলে সব্যহস্তে হৃদেতি মনসা ধ্যানেনৈব কার্য্য-মিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপূহ্যং। অমৃতবীজং ঠমিতি ॥ ৯৭-৯৯ ॥

তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণং পাণিতলং সংযোজ্য দর্শয়েৎ।
তদুত্থয়া নিবেদ্যং তৎ সিঞ্চেদমৃতধারয়া ॥ ১০০ ॥
জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তচ্চামৃতাত্মকম্।
সর্ব্বং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য মূলং বারাষ্টকং জপেৎ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ডানহাতের তলদেশে বামহাতের পৃষ্ঠভাগ যুক্ত করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে উৎপন্ন অমৃতধারা দ্বারা সেই নিবেদনের যোগ্য দ্রব্যে সেচন করিবে। তারপর মূল মন্ত্রযোগে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা ঐ নৈবেদ্য শোধিত করিয়া সেই সমস্তই অমৃতময় বলিয়া ভাবনা করিবে। তারপর উহা ডানহাত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে ॥ ১০০-১০১ ॥

টীকা—তস্য সব্যকরতলস্য পৃষ্ঠে তস্মাদ্দর্শনা-দুত্থয়া অমৃতধারয়া, তত্তত্তালত্রয়দিগ্বন্ধনাভ্যাং সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েদিতি বিধিঃ সৎসম্প্রদায়াত্তিয়ঃ, যথা-বিধীতি প্রাগ্লিখনাৎ। এবমন্যত্রাপি বোধব্যম্ ॥১০০॥

টীকা—তন্নিবেদ্যঞ্চ মূলমন্ত্রজপ্তেন জলেন প্রোক্ষ্য সর্ব্বং তচ্চ অমৃতাত্মকং সুধাময়ং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য তদেব দক্ষিণহস্তেনাভিস্পৃশ্য ॥ ১০১ ॥

অমৃতীকৃত্য তদ্ধেনুমুদ্রয়া সলিলাদিভিঃ।
তচ্চ কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিম্ ॥ ১০২ ॥
শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য তদ্বক্ত্রাত্তেজো ধ্যাত্বা বিনির্গতম্।
সংযোজ্য চ নিবেদ্যেতৎ পাত্রং বামেন সংস্পৃশন্ ॥
দক্ষেণ পাণিনাদায় গন্ধপুষ্পান্বিতং জলম্।
স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য তজ্জলং বিসৃজেদ্ভুবি ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—তারপর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঐ নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া গন্ধ জলাদিদ্বারা উহার এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়া পূজা করিবে যে—হে ভগবন্। নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য ত্বদীয় বদনপদ্ম হইতে তেজ বহির্গত হউক। এইরূপে পূজা করিয়া যেন প্রভুর বদনমণ্ডল হইতে তেজ বাহির হইয়া নৈবেদ্যের সহিত মিলিত হইতেছে, এই প্রকার ভাবনা করিতে হইবে। তারপর বামহাতে নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করিয়া ডানহাতে গন্ধপুষ্প সংযুক্ত জল লইবে এবং মূলমন্ত্রের শেষে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া উচ্চারণ সহকারে 'শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যম্ কল্পয়ামি' এই বলিয়া গন্ধ পুষ্পাদিসহ ডানহাতে রাখা সেই জল মাটিতে ফেলিয়া দিবে ॥ ১০২-১০৪ ॥

টীকা—তৎ নিবেদ্যং ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরিপূর্ণং বিচিন্ত্য, তৎ নিবেদ্যঞ্চ সলিলাদিভিঃ জল-গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য, কৃষ্ণঞ্চ 'কৃষ্ণায় নমঃ' ইতি তৈরেব সংপূজ্য, কুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য ভগবন্নৈবেদ্যগ্রহণায় শ্রীমুখতস্তে মহঃ প্রসরত্বিত্যভ্যর্চ্চ্য, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রাৎ তেজো মহঃ বিনির্গতং ধ্যাত্বা নিবেদ্য তদেব সংযোজ্য তেন সহ সংযুক্তং ধ্যাত্বেত্যর্থঃ। তস্য নিবেদ্যস্য পাত্রং বামেন পাণিনা সংস্পৃশন্, দক্ষিণেন পাণিনা গন্ধাদিসহিতং জলমাদায় স্বাহান্তমিতি স্বাহান্তেঽপি মন্ত্রেঽস্মিন্ পুন-রন্তে স্বাহেতি প্রযুজ্যেত্যর্থঃ। তৎ দক্ষিণপাণিগৃহীতং গন্ধাদ্যন্বিতং জলং শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়া-মীতি দেবতীর্থেন ভূমৌ বিসৃজেদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ ॥ ১০২-১০৪ ॥

তৎপাণিভ্যাং সমুত্থাপ্য নিবেদ্যং তুলসীযুতম্ ।
পত্রাঢ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্যা ভগবতেঽর্পয়েৎ ॥১০৫॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই নৈবেদ্য তুলসীদলযুক্ত করিয়া দুইহস্তে ধারণপূর্ব্বক ভূমি হইতে তুলিয়া ধরিবে এবং ভক্তিসহকারে নৈবেদ্য অর্পণের মন্ত্রদ্বারা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবে ॥ ১০৫ ॥

নিবেদনমন্ত্রশ্চায়ম্—
নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ॥ইতি॥১০৬॥
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরেঃ ।
দত্ত্বাথ বিধিবদ্বারিগণ্ডূষং বামপাণিনা ।
দর্শয়েদ্গ্রাসমুদ্রান্তু প্রফুল্লোৎপল-সন্নিভাম্ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিবেদনের মন্ত্র কথিত হইতেছে যথা—নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে। অর্থাৎ হে হরে! আপনাকে এই হবিঃ অর্পণ করিতেছি ইহা গ্রহণ করুন। পরে অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বামকরদ্বারা শ্রীহরিকে জলগণ্ডূষ দিয়া প্রফুল্ল কমলসদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে ॥ ১০৬-১০৭ ॥

টীকা—'তুলসীদল-সংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ সর্ব্বদা' ইত্যাদিবচনতস্তুলসী-সাহিত্যস্যাবশ্যকত্বেন তন্নিবেদ্যং পাত্রসহিতং তুলসীযুতঞ্চ পাণিভ্যাং হস্তদ্বয়েন ধৃত্বা সমুত্থাপ্য, ভূমিতঃ সমুদ্ধৃত্য বারত্রয়ং সমুত্থাপয়ন্নিতি কেচিৎ। তস্য নিবেদ্যার্পণস্য মন্ত্রেণ; তত্তেজসে ইতি পাঠে তস্মৈ শ্রীভগবন্মুখনির্গতায় মহসে, তথাপি স এবার্থঃ ॥ ১০৫-১০৬ ॥

টীকা—অথানন্তরং বিধিবদ্যথা স্যাৎ, এতচ্চাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যম্। ততশ্চ 'অমৃতোপস্তরণমসি' ইতি দেবহস্তে জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৭ ॥

প্রাণাদি-মুদ্রা হস্তেন দক্ষিণেন তু দর্শয়েৎ ।
মন্ত্রৈশ্চতুর্থীস্বাহান্তৈস্তারাদ্যৈস্তদাহ্বয়ৈঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ প্রথমে প্রণবযুক্ত এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। প্রাণাদি মন্ত্র যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ইত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

তাৎপর্য্য—প্রাণাদি বলিতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটিকে বুঝিতে হইবে। প্রাণাদি মুদ্রার বিষয় ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে। কনিষ্ঠা, অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় নিজ নিজ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে প্রাণমুদ্রা। তর্জ্জনী, মধ্যমা ঐরূপে স্পৃষ্ট হইলে অপান মুদ্রা। অনামিকা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ ঐ প্রকারে স্পৃষ্ট হইলে ব্যানমুদ্রা। অনামিকা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে উদানমুদ্রা এবং অনামিকা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা স্পৃষ্ট হইলে সমান মুদ্রা বলে ॥ ১০৮ ॥

টীকা—দক্ষিণহস্তেন তু প্রাণাদিমুদ্রাঃ পঞ্চ, মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। আদিশব্দেন অপান-ব্যানোদান-সমানাঃ। মন্ত্রানেব লিখতি—তস্য তস্য প্রাণাদেরাহ্বয়ৈর্নামভিঃ; কথম্ভূতৈঃ ? চতুর্থীবিভক্তিঃ, স্বাহা চ তে অন্তে যেষাং তৈঃ; তারঃ প্রণবঃ আদ্যো যেষাং তৈশ্চ। প্রাণাদিমুদ্রাশ্চোক্তাঃ ক্রমদীপিকায়াং—'স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্ঠিকে দ্বে, স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না প্রথমেহ মুদ্রা। তথা পরা তর্জ্জনিমধ্যমে স্যা'-দনামিকা-মধ্যমিকে চ মধ্যা। অনামিকা-তর্জ্জনি-মধ্যমাঃ স্যা'-ত্তদ্বচ্চতুর্থী সকনিষ্ঠিকান্তাঃ। স্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদিতি প্রতিষ্ঠা, প্রাণাদিমুদ্রা' ইতি। এতদর্থঃ—কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুল্যৌ স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না চেৎ স্পৃশেৎ, তদা আদ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তর্জ্জনী-মধ্যমে চেদঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না স্পৃশেৎ, তদা দ্বিতীয়া, এবম্; অনামিকা-মধ্যমে চেৎ স্পৃশেৎ, তদা তৃতীয়া; অনামিকা-তর্জ্জনী-মধ্যমাশ্চেৎ স্পৃশেৎ তদা চতুর্থী; তা অনামিকা-তর্জ্জনী-মধ্যমাঃ কনিষ্ঠাসহিতাশ্চেৎ স্পৃশেৎ, তদা পঞ্চমীতি। প্রয়োগঃ—ওঁ প্রাণায় স্বাহা; ইত্যঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকানামিকাভিরিত্যেবমূহ্যং ॥ ১০৮ ॥

ততঃ স্পৃশংশ্চ করয়োরঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকে ।
প্রদর্শয়েন্নিবেদ্যস্য মুদ্রাং তস্য মনুং জপন্ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—তারপর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিজ নিজ অনামিকা অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিয়াইয়া নিবেদ্য মুদ্রা দেখাইবে ॥ ১০৯ ॥

তাৎপর্য্য—পাঁচটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যদি উর্দ্ধমুখে অবস্থিত হয়, তাহা

হইলে তাহাকে নিবেদ্য মুদ্রা বলে। অথবা দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যদি নিজ নিজ অনামিকাদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা হইলেও তাহাকে নিবেদ্য মুদ্রা বলে ॥ ১০৯ ॥

টীকা—'পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধ্বমুখী যদি' ইত্যাদিনা পূর্ব্বমুপচারগণমুদ্রা-মধ্যে লিখিতা নিবেদ্য-মুদ্রা। যদ্বা, করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠদ্বয়েনানামিকাদ্বয়স্পর্শমেব নিবেদ্যমুদ্রা, তাং প্রদর্শয়েৎ। কিং কুর্ব্বন্? তস্য নিবেদ্যস্য মনুং মন্ত্রং জপন্ ॥ ১০৯ ॥

———

মন্ত্রশ্চায়ং ক্রমদীপিকায়াম্—

নন্দজোঽম্বুমনুবিন্দুযুগ্ নতিঃ
পার্শ্ব-রা-মরুদবাত্মনে নি চ।
রুদ্ধ ঙে-যুত নিবেদ্যমাত্মভূমাস-
পার্শ্বমনিলস্তথামিযুগিতি ॥১১০॥

অনুবাদ—নিবেদ্যমুদ্রার মন্ত্র যথা—ক্রমদীপিকায় বর্ণিত হইয়াছে—নন্দজ, অম্বুমনু, বিন্দু ইহাদিগের সহিত যুক্ অর্থাৎ যুক্ত, নতি অর্থাৎ নমঃ শব্দ এই সকল একত্র হইলে ঠোঁ নমঃ হয়। পার্শ্ব প, রা ও য এই তিনটিতে পরায়, পরে অবাত্মনে অনন্তর নি এবং রুদ্ধ এই শব্দদ্বয়ে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হইলে নিরুদ্ধায় হয়। তারপর নিবেদ্যং পরে আত্মভূ (ককার) মাস (ল্) তদ্‌যুক্ত প, অনিল ও আমি। এই সকল একত্র করিলে—ঠোঁ নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি এইরূপ হয় ॥ ১১০ ॥

টীকা—নন্দজঃ ঠকারঃ, অম্বুমনুঃ ঔকারঃ, কস্যচিন্মতে বকারঃ, তেন বিন্দুনা চানুস্বারেণ যুক্তঃ; নতির্নমঃশব্দঃ, পার্শ্বং পকারঃ, রা ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। মরুদ্‌যকারঃ, অবাত্মনে ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ, তথা নি চ, রুদ্ধেতি চ তচ্চ পদং ঙেযুক্তং রুদ্ধায়েত্যর্থঃ। নিবেদ্যমিতি স্বরূপ নির্দ্দেশঃ। আত্মভূঃ ককারঃ, মাসং লকারঃ তদ্‌যুক্তঃ; পার্শ্বং পকারঃ, অনিলো যকারঃ, আমীতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ,—ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামীতি ॥ ১১০ ॥

———

নিবেদ্যস্য মনুত্বেন স্বাভীষ্টং মনুমেব তে।
একান্তিনো জপন্তস্তু গ্রাসমুদ্রাং বিতন্বতে ॥ ১১১ ॥

ন চ ধ্যায়ন্তি তে কৃষ্ণবক্ত্রাত্তেজোবিনির্গমম্।
মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তগণ স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য দ্রব্যের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুমুখপদ্ম হইতে যে তেজ বহির্গত হয়, তাঁহারা এই প্রকার চিন্তা করেন না, পরন্তু শিষ্ট ব্যবহার অনুসারে হৃষ্ট চিত্তে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন ॥ ১১১-১১২ ॥

———

অন্যত্র চ—

শালীভক্তং সুভক্তং শিশির-
করসিতং পায়সং পূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতম্-
মৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যম্।
আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়ন-
রুচিকরং বাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরম-
মৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও যথা—হে ভগবন্! শাল্যোদন, হিমকরতুল্য শুভ্র উত্তম অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চূষ্য ও শুদ্ধ সুধাস্বরূপ ফল ঘারিকা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, নয়ন প্রীতিকর ঘৃত, এলাইচ মরীচ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত, অতি সুস্বাদু, অতি উত্তম ঘৃতবহুল পক্কান্ন এবং শাকাদি উপকরণ—এই সব অমৃততুল্য দ্রব্যের আস্বাদনজনিত সুখ ভোগ করুন ॥ ১১৩ ॥

টীকা—সিতং শুদ্ধং, ঘারিকা ঘীবরেতি প্রসিদ্ধা, তদাদ্যং শোভনখাদ্যং, আজ্যং ঘৃতং, প্রাজ্যং ঘৃত-প্রচুরপক্বং, সমিজ্যং পরমোত্তমমিত্যর্থঃ। শ্লোকোঽয়ং যবনিকান্তর্দ্ধানানন্তরং বহিরেব পাঠ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণাদৌ তন্মুখ্যমন্ত্রস্য লিখিতত্বাৎ ॥ ১১৩ ॥

———

কিঞ্চ, গরুড়পুরাণে—

নৈবেদ্যং পরয়া ভক্ত্যা ঘণ্টাদ্যোর্জ্জয়নিস্বনৈঃ।
নীরাজনৈশ্চ হরয়ে দদ্যাদ্দীপাসনং বুধঃ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—আরও গরুড়পুরাণে—সদাচার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঘণ্টা প্রভৃতি জয়শব্দ ও নীরাজনা করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে শ্রীহরিকে নৈবেদ্য ভোজনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী দীপ ও আসন প্রদান করিবেন ॥ ১১৪ ॥

টীকা—অন্যঞ্চ নৈবেদ্যার্পণবিধিং—লিখতি নৈবেদ্যমিতি। দীপঞ্চান্যমেকং ভোজনকালপর্য্যন্ত-স্থায়িনং আসনঞ্চ দদ্যাৎ ; বুধঃ সদাচারবিশেষবিদ্বা-নিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

অথ নৈবেদ্য-পাত্রাণি

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃন্ময়মেব চ।
পালাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্যপাত্রসকল বিষয়ে স্কন্দ-পুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এখন মহাত্মা কেশ-বের নৈবেদ্য পাত্রের বিষয় বর্ণন করিব। স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপত্র, তাম্রপত্র, কাংস্যপাত্র, মৃন্ময়পাত্র এবং পলাশপত্র ও পদ্মপত্র নির্ম্মিত পাত্র শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রীতিকর ॥ ১১৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পাত্রাণান্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মোত্তরে যথা—শ্রীহরিকে পাত্রসমূহ প্রদান করিলে আর নরকে যাইতে হয় না ॥ ১১৬ ॥

পাত্রপরিমাণম্

দেবীপুরাণে—

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
বস্বঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—পাত্রের পরিমাণ—দেবীপুরাণে যথা—ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র উত্তম, চব্বিশ আঙ্গুল-মাপের পাত্র নিকৃষ্ট। কখনও আট আঙ্গুলের কম পরিমাণের পাত্র নির্ম্মাণ করাইবে না ॥ ১১৭ ॥

টীকা—কন্যসং কনিষ্ঠং, বসুভিরষ্টভিরঙ্গুলিভি-বিহীনং অষ্টাঙ্গুলপরিমাণতো ন্যূনমিত্যর্থঃ। ক্বচি-দিতি স্নানাদৌ চ সর্ব্বত্র ন কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ ভোজ্যানি

একাদশস্কন্ধে—(২৭।৩৪)—

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥১১৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ভোজ্যবিষয়, একাদশস্কন্ধে যথা—গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী, আপূপ, মোদক, সংযাব, দধি ও সূপ এই সমস্ত দ্রব্যের নৈবেদ্য বিভবা অনুসারে অর্পণ করিবে ॥ ১১৮ ॥

টীকা—গুড়শব্দেন সর্ব্বে ইক্ষুবিকারা গৃহ্যন্তে, তেষাং গুড়াত্মকত্বাৎ। শষ্কুল্যঃ তৈলপক্বিশেষাঃ, আপূপা মণ্ডকাদীনাং সমূহাঃ, সূপা ব্যঞ্জনানি ; সতি বিভবে ইতি শেষঃ। যদ্বা, গুড়-পায়সাদি নৈবেদ্যে সতি ॥ ১১৮ ॥

কিঞ্চ (১১।৪১)—

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—সংসারে যে যে বস্তু প্রিয়তম এবং যাহা যাহা নিজের অতিশয় প্রীতিকর, সেই সমুদায় দ্রব্য আমাকে অর্পণ করিলে তাহা অনন্তফলের জন্য কল্পিত হয় ॥ ১১৯ ॥

টীকা—যচ্চাত্মনোঽত্যন্তপ্রিয়মিতি—লোকেঽনিষ্ট-মপি অবিহিতমপি স্বস্য প্রিয়ঞ্চেত্তর্হি দদ্যাদিত্যর্থঃ। অত্র চ বিহিতমেব ন তু নিষিদ্ধমিতি কেচিদাহুঃ ; অত্যন্তনিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং স্বত এবাপ্রবৃত্তেস্তন্ন দেয়-মেবেতি, কিং তদভিব্যঞ্জনেন ? ॥ ১১৯ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে (১৬।৫২)—

নৈবেদ্যঞ্চাধিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে যথা—ভগবানের প্রীতিপ্রদ

অথবা পুরুষের আহারের পরিমাপে প্রীতিজনক অধিক গুণশালী ভোজ্য অর্পণ করিতে হইবে ॥১২০॥

টীকা—অধিগুণবৎ অধিকগুণসংযুক্তং, যতঃ পুরুষস্য ভগবতঃ তুষ্টিদম্। যদ্বা, পুরুষাহার-সম্মিতং দদ্যাৎ ন ততো ন্যূনমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

———

বৌধায়নস্মৃতৌ চ—

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সম্।
কেবলং ঘৃতসংযুক্তম্ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—বৌধায়নস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—বিবিধপ্রকার অন্ন-পান ও উত্তম ভক্ষ্যাদি দ্রব্যদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য রচনা করিবে। তাহার অভাবে কেবলমাত্র ঘৃত সংযুক্ত পায়স দিবে ॥ ১২১ ॥

টীকা—কেবলম্ একমেব পায়সং দদ্যাদিত্যর্থঃ; তচ্চ ঘৃতযুক্তমেব 'অঘৃতঞ্চাসুরং বিদুঃ' ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১২১ ॥

———

বামনপুরাণে—

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥১২২॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে বলা হইয়াছে—যব, গম, ধান, তিল, মুগ, মাষকলাই, যব, চণক প্রভৃতি শস্য গব্যঘৃতযুক্ত হইলে শ্রীহরির প্রীতিকর হইয়া থাকে ॥ ১২২ ॥

টীকা—হবিষা গব্যঘৃতেন, ব্রীহয়ঃ যবাদিভ্যো-ঽন্যো চণকাদয়ঃ ॥ ১২২ ॥

———

গারুড়ে—

অন্নং চতুর্ব্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যঞ্চামৃতোপমম্।
নিষ্পন্নং স্বগৃহে যদ্বা শ্রদ্ধয়া কল্পয়েদ্ধরেঃ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—স্বীয়গৃহে পক্ব, গুণযুক্ত, অমৃততুল্য ও পবিত্র চতুর্ব্বিধ অন্ন শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে ॥ ১২৩ ॥

———

ভবিষ্যে—

পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যং সুমনোহরম্।
খণ্ডলড্ডুক-শ্রীবেষ্ট কাসারাশোকবর্ত্তিকাঃ ॥১২৪॥
স্বস্তিকোল্লাসিকাদুগ্ধ-তিলবেষ্টকিলাটিকাঃ।
ফলানি চৈব পক্বানি নাগরঙ্গাদিকানি চ ॥ ১২৫ ॥
অন্যানি বিধিনা দত্ত্বা ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
এবমাদীনি চান্যানি দাপয়েদ্ভক্তিতো নৃপ ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে—হে রাজন্! পুষ্প, ধূপ, দীপ, মনোহর নৈবেদ্য, খণ্ড,লড্ডুক, শ্রীবেষ্ট, কাসার, সেবালড্ডু, স্বস্তিক, উল্লাসিকা (লপ্সী) ক্ষীরের বড়া বা পুপিকা, তিলবেষ্ট, কিলাটিকা, (ক্ষীরসার) এবং নাগরঙ্গাদি পাকা ফল সকল শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিতে হইবে ॥ ১২৪-১২৬ ॥

টীকা—শ্রীবেষ্টং লজুষীতি প্রসিদ্ধং, কাসারঃ পৈবাকিকাদি-ঘৃতপক্বান্তর্নিক্ষেপ্যো মধুপক্বদ্রব্যবিশেষঃ, কসেরুরিতি প্রসিদ্ধঃ। অশোকবর্ত্তিকা সেবালড্ডু ইতি প্রসিদ্ধা। একমূর্দ্ধা পিষ্টময়ো রচিতঃ স্বস্তিকো মতঃ; উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা, দুগ্ধবেষ্টঃ তিল-বেষ্টশ্চ, তত্র দুগ্ধবেষ্টঃ ক্ষীরবটকঃ পুপিকা বাতিল-বেষ্টঃ অম্বসা ইতি প্রসিদ্ধঃ; কিলাটিকাঃ ক্ষীরসারঃ পটখিরিসেতি প্রসিদ্ধা অন্যানি চ ফলানি দত্ত্বা পশ্চাদ্ভক্ষ্যাণি দাপয়েৎ ইত্যত্র দদ্যাদিতি বা পাঠঃ ॥ ১২৪-১২৬ ॥

———

বারাহে—

যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু প্রীণয়েৎ।
প্রীণিতস্তিষ্ঠতেহসৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি ॥ ১২৭ ॥
সর্ব্বব্রীহিময়ং গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতম্।
মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥১২৮॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে,—হে মাধবি! হে দেবি! যিনি অন্ন প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যদ্বারা বৈষ্ণবগণের প্রীতি সম্পাদন করেন এবং সর্ব্বরসবিশিষ্ট মঙ্গলপ্রদ শস্যসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা আমাকে সমর্পণ করিয়া তাহার কিছুমাত্র স্পর্শ না করেন, বহুজন্ম পর্য্যন্ত তিনি সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১২৭-১২৮ ॥

টীকা—অন্নাদ্যেন অন্নাদি ভক্ষ্যপেয়দ্রব্যেণ গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ১২৭-১২৮ ॥

ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ ।
খর্জ্জূরাংশ্চাসনাংশ্চৈব মানবাংশ্চ পরূষকান্ ॥১২৯॥
শালোড়ুম্বরিকাংশ্চৈব তথা প্লক্ষফলানি চ ।
পৈপ্পলং কণ্টকীয়ঞ্চ তুম্বুরুঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকম্ ॥ ১৩০ ॥
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভল্লাতকরমর্দ্দকম্ ।
দ্রাক্ষাঞ্চ দাড়িমঞ্চৈব পিণ্ডখর্জ্জূরমেব চ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—ইঙ্গুদীফল, বেল, বদর, আমলকী, খেজুর, আসন (চারবীজ), নারিকেল, পরূষক, শাল, উড়ুম্বরিক, প্লক্ষফল, পিপ্পলীফল, কাঁঠাল, তুম্বুরু, প্রিয়ঙ্গু মরীচ, শিংশপা ভল্লাতক, করমর্দ্দক, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, পিণ্ডখর্জ্জুর প্রভৃতি ফল ভগবানের অতিশয় প্রিয় ॥ ১২৯-১৩১ ॥

টীকা—আসনান্ চারবীজানি, মানবান্ নারিকেলফলানি পরূষকান্ পরুষা ইতি প্রসিদ্ধান্, এষু পুংস্ত্বমার্ষম্ । অগ্রে অন্যত্রাপি এবং জ্ঞেয়ম্ । এবং দেশভেদেন তত্তন্নাম প্রসিদ্ধেরপি ভেদাৎ, তত্তদ্ভাষয়া লিখিতানামপি তত্তদ্ব্যাণাং সর্ব্বদেশীয়ানাং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ তল্লিখনপ্রয়াসেনালম্ । তত্তদ্দেশবাসিভ্য এবাপেক্ষিত-তত্তদ্বিশেষো জ্ঞেয়ঃ । তথাপ্যত্রাপ্রসিদ্ধং কিঞ্চিৎ শ্রীমথুরাদেশভাষয়া অভিব্যজত ইতি ॥১২৯॥

সৌবীরং কেলিকঞ্চৈব তথা শুভফলানি চ ।
পিণ্ডারকফলঞ্চৈব পুন্নাগফলমেব চ ॥ ১৩২ ॥
শমীঞ্চৈব কবীরঞ্চ খর্জ্জূরকমহাফলম্ ।
কুমুদস্য ফলঞ্চৈব বহেড়কফলন্তথা ॥ ১৩৩ ॥
অজং কর্কোটকঞ্চৈব তথা তালফলানি চ ।
কদম্বঃ কৌমুদঞ্চৈব দ্বিবিধং স্থলকঞ্জয়োঃ ॥ ১৩৪ ॥
পিণ্ডিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরম্ ।
মধুকন্দেতি বিখ্যাতং মাহিষং কন্দমেব চ ॥ ১৩৫ ॥
করমর্দ্দককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্য চ ।
মৃণালং পৌষ্করঞ্চৈব শালূকস্য ফলন্তথা ॥ ১৩৬ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ কন্দমূলফলানি চ ।
এতানি চোপযোজ্যানি যে ময়া পরিকল্পিতাঃ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—সৌবির, কেলিক, পিণ্ডারকফল, পুন্নাগফল, শমী, কবীর, খর্জ্জুর বা মহাফল, কুমুদফল, বহেড়াফল, অজ, কর্কোটক, তালফল, কদম্ব, কৌমুদ, দ্বিবিধ স্থলকঞ্জ, পিণ্ডিকন্দ, বংশীনীপ, মধুকন্দ, মাহিষকন্দ, করমর্দ্দককন্দ, নীলোৎপলকন্দ, মৃণাল, পুষ্করফল, শালুকফল, এই সকল ও অন্যান্য কন্দমূল ফলের বিষয় আমি যে বর্ণন করিয়াছি, সে সমস্তই আমার ভক্ষ্য ॥ ১৩২-১৩৭ ॥

মূলকস্য ততঃ শাকং চিঞ্চাশাকং তথৈব চ ।
শাকঞ্চৈব কলায়স্য সর্ষপস্য তথৈব চ ॥ ১৩৮ ॥
বংশকস্য তু শাকঞ্চ শাকমেব কলম্বিকম্ ।
আদ্র্কস্য চ শাকং বৈ পালঙ্কং শাকমেব চ ॥১৩৯॥
অম্লিলোড়কশাকঞ্চ কাশং কৌমারকন্তথা ।
শুকমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তরুবানকৌ ॥ ১৪০ ॥
চরস্য চৈব শাকঞ্চ মধুকোড়ুম্বরং তথা ।
এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব সর্ব্বে বৈ যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৪১

অনুবাদ—মূলাশাক, চিঞ্চাশাক, কলায়শাক, সরিষাশাক, বংশকশাক, কলম্বীশাক, আদ্র্কশাক, পালঙ্কশাক, অম্লিলোড়কশাক, কাশ কৌমারক, শুকমণ্ডলপত্র, দ্বিবিধ বৃক্ষের শুষ্কপত্র, চরশাক, মধুক ও উড়ুম্বর এই সকল ও অন্যান্য শতসহস্রবিধ শাকাদির বিষয় আমি যে কীর্ত্তন করিয়াছি সেই সকলই কর্ম্মোপযোগী ॥ ১৩৮-১৪১ ॥

ব্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ মাধবি ।
একচিত্তং সমাধায় তৎ সর্ব্বং শৃণু সুন্দরি ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি ! হে মাধবি ! এখন ভক্ষণীয় ব্রীহি সকলের বিষয় কীর্ত্তন করি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৪২ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্তঞ্চ সুগন্ধং শক্তশালিকম্ ।
দীর্ঘশূকং মহাশালিং বরকুঙ্কুমপত্রকম্ ॥ ১৪৩ ॥
গ্রামশালিং সমুদ্রাশাং সশ্রীশাং কুশশালিকাম্ ।
যবাশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মণ্যা মম সুন্দরি ॥ ১৪৪॥

কর্ম্মণ্যাশ্চৈব মুদ্গাশ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাঃ কুলত্থকাঃ
গোধূমকং মহামুদ্গমুদ্গাষ্টকমবাটজিৎ ॥ ১৪৫ ॥
কর্ম্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্যঞ্জনানি প্রিয়াণ্বিতান্ ।
প্রতিগৃহ্ণাম্যহং হ্যেতান্ সর্ব্বান্ ভাগবতাৎ প্রিয়ান্ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি ! ধর্ম্মরক্তশালি, অধর্ম্মরক্ত-শালি, দীর্ঘশূক, মহাশালি, শ্রেষ্ঠ কুঙ্কুমপত্র গ্রামশালি, মদ্রশশালি, শ্রীশশালি, কুশশালি ও দ্বিবিধ যব আমার কর্ম্মোপযোগী জানিবে। মুগ, তিল, কৃষ্ণকুলত্থকলাই, গম, মহামুগ মুদ্গাষ্টক এ সকলও কর্ম্মের উপযুক্ত। এই সকল দ্রব্য ও যে সমস্ত ব্যঞ্জনের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রিয় দ্রব্যই আমি বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে গ্রহণ করি ॥ ১৪৩-১৪৬ ॥

———

কিঞ্চ—
যে মৎয়েবোপযোজ্যানি গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্ ॥১৪৭

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে যে—গব্য-দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত আমার ভক্ষণের উপযুক্ত ॥ ১৪৭ ॥

———

স্কান্দে চ ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—
হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।
নৈবেদ্যং দেবদেবায় যাবকং পায়সন্তথা ॥ ১৪৮ ॥
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ ।
ফলানামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধীরপি ॥ ১৪৯ ॥
ওষধীনামলাভে তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েৎ ।
তদলাভে তু সর্ব্বত্র মানসং প্রবরং স্মৃতম্ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—ঘৃত, শালিতণ্ডুলের অন্ন, উত্তম ঘৃত ও শর্করা-যুক্ত নৈবেদ্য এবং যবের পায়স দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রদান করিবে। নৈবেদ্যাদির অভাব হইলে ফল নিবেদন করিবে। ফলেরও অভাব হইলে তৃণ, গুল্ম, এমন কি ঔষধি অর্পণ করা যায়। ইহারও অপ্রাপ্য হইলে কেবল জল অর্পণ করিবে। কোন কিছুই সংগ্রহ করিতে না পারিলে মানসে শ্রীভগবানের প্রিয় দ্রব্যাদি নিবেদন করিবে ॥ ১৪৮-১৫০ ॥

———

স্কান্দে মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদবচনম্—
যচ্ছন্তি তুলসীশাকং শৃতং যে মাধবাগ্রতঃ ।
কল্পান্তং বিষ্ণুলোকে তু বসন্তি পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৫১॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই ইন্দ্রের প্রতি দেবর্ষির বাক্য যথা—যাঁহারা শ্রীমাধবকে ঘৃতপক্ব তুলসী শাক অর্পণ করেন, তাঁহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের শ্রীবিষ্ণুধামে অবস্থিতি করেন ॥ ১৫১ ॥

———

অথ নৈবেদ্য নিষিদ্ধানি

হারীতস্মৃতৌ—
নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বপ্যজা
মহিষীক্ষীরং পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যসকল সম্বন্ধে হারীতস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—অভক্ষ্যদ্রব্য নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই। ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেও ছাগীদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জন্তুর মাংস ও মৎস্য অর্পণ করিবে না ॥ ১৫২ ॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে—
নীলীক্ষেত্রং বাপয়ন্তি মূলকং ভক্ষয়ন্তি যে ।
নৈবান্তি নরকোত্তারঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে যথা—যাহারা ক্ষেত্রে নীলী বপণ করে এবং মূলক ভক্ষণ করে, তাহারা শতকোটি কল্পেও নিরয় হইতে উদ্ধার পায় না ॥১৫৩

———

বারাহে—
মাহিষঞ্চাবিকং চাজমযজ্ঞীয়মুদাহৃতম্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—মহিষ, মেষ ও ছাগ সম্বন্ধীয় ঘৃত যজ্ঞের অনুপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১৫৪ ॥

———

কিঞ্চ—
মাহিষং বর্জ্জয়েন্মহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং যদি ॥১৫৫॥

অনুবাদ—আরও যথা—যদি কেহ আমাকে দধি,

দুগ্ধ ও ঘৃত অর্পণ করে, তাহা হইলে সে যেন মহিষ সম্বন্ধীয় ঐ সকল দ্রব্য বর্জ্জন করে ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—মাহিষাদিকং দধ্যাদি ॥ ১৫৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ ॥ ১৫৬ ॥
মূষিকালাঙ্গুলোপেতমবধূতমবক্ষুতম্।
উড়ুম্বরং কপিত্থঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ ॥
এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—অভক্ষ্য ও স্বাদবিহীন নৈবেদ্য নিবেদন করিবে না। যাহা নিষিদ্ধ, কেশ ও কীট সমন্বিত, মূষিকা ও লাঙ্গুল কর্ত্তৃক কৃতোচ্ছিষ্ট, অবজ্ঞাবশতঃ ত্যক্ত এবং যাহার উপরে হাঁচা হইয়াছে সেই প্রকার বস্তু নিবেদনের উপযুক্ত নহে। ঔড়ুম্বর, কপিত্থ, জম্বীর প্রভৃতি দ্রব্যও দেবতাকে কদাচ দিবে না ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

টীকা—কেশকীটৈঃ দূষিতমিতি—পাকানন্তরং কেশকীটৈঃ দূষিতত্বং জ্ঞেয়ম্। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—কীটাবপন্নং যন্নিষিদ্ধং, তচ্চ কেশাদি-সহিতপাকাভিপ্রায়েণ। দেবদ্রোণ্যাং দেবযাত্রায়াং প্রকৃতিষু অবশ্যকৃত্যা মহোত্তরেষু তন্মাত্রমিতি কাকাদিভির্যাবৎ সংস্পৃষ্টং তাবদেবেত্যর্থঃ। দ্রোণঃ ষট্‌পঞ্চাশদধিকপলশতদ্বয়ম্। লালাকৃতং যত্র শ্লেষ্মপ্রক্ষিপ্তং তৎ। যদ্যপি আত্মভোগ্যাপেক্ষয়া তদুপখাতশোধনং, তত্র তত্রোক্তং, তথাপ্যাত্মভোগ্যং শুদ্ধং যৎ পরমেশ্বরার্পণেঽপি যোগ্যং স্যাদিতি, কিংবা ভগবদর্থপক্বান্নেঽপি প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ ন দোষঃ সম্ভবেদিতি তত্তচ্ছুদ্ধিঃ লিখিতেতি দিক্। এবমন্যত্র তদপ্যূহ্যম্ ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—লাঙ্গুলো জন্তুবিশেষঃ, অবধূতম্ অবজ্ঞয়া ত্যক্তং, অবক্ষুতং যস্যোপরি ক্ষুতং কৃতং তৎ। দন্তশঠং জম্বীরফলম্ ॥ ১৫৭ ॥

অথাভক্ষ্যাণি

কৌর্ম্মে—

বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্তং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥১৫৮॥
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈব চ।
উড়ুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধা পততি বৈ দ্বিজঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অভক্ষ্য দ্রব্যসকল বিষয়ে কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—বার্ত্তাকী, জালিশাক, কুসুম্ভশাক, অশ্মন্তকশাক, পলাণ্ডু, লশুন, কাঞ্জিক ও নির্য্যাস ত্যাগ করিবে। গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড, উড়ুম্বর ও অলাবু এ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে দ্বিজ পতিত হয় ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

টীকা—'নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে' ইতি হারীতস্মৃতৌ। 'অভক্ষ্যাঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ' ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চাভক্ষ্যার্পণং নিষিদ্ধমিত্যভক্ষ্যাণি লিখতি—বৃন্তাকমিত্যাদিনা। কুসুম্ভশাকম্ অশ্মন্তকঞ্চ শাকবিশেষং, শুক্তং কাঞ্জিকং কুকুণ্ডং ফলবিশেষম্ ॥ ১৫৮-১৫৯॥

বৈষ্ণবে—

ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে যথা—হে রাজন্। পিণ্যাকাদি দ্রব্য ভোজন করিবে না ॥ ১৬০ ॥

টীকা—উদ্ধৃতসারাণি পিণ্যাকাদীনি ॥ ১৬০ ॥

স্কান্দে—

যো ভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরো হরিঃ ॥ ১৬১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে, যথা—যে ব্যক্তি বৃন্তাক ভোজন করে, হরি তাহার বহুদূরে থাকেন ॥ ১৬১ ॥

কঞ্চান্যত্র—

বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকম্।
যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও যথা—যে ব্যক্তি বার্ত্তাকু, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন ও মসূর ভক্ষণ করে, শ্রীহরি তাহার অনেক দূরে অবস্থান করেন ॥ ১৬২ ॥

কিঞ্চ—

অলাবুং ভক্ষয়েদ্‌যস্তু দগ্ধমন্নং কলম্বিকাম্।
স নির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্ ॥১৬৩॥

অনুবাদ—আরও যথা—যে ব্যক্তি অলাবু, দগ্ধ অন্ন ও কলম্বীশাক ভক্ষণ করে, সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি "আমি জনার্দ্দনের পূজা করিয়া থাকি" এ-কথা কিরূপে মুখে উচ্চারণ করিবে ? ১৬৩ ॥

অতএবোক্তং যামলে—

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাক-মূলকে ।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—অতএব যামলে উক্ত হইয়াছে—যে স্থানে মাংস, মদ্য, বৃন্তাক ও মূলক নিবেদিত হয়, সেখানে শ্রীহরির ঐকান্তিকী প্রীতি থাকে না ॥ ১৬৪॥

অথ নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ ।
কল্পান্তং তৎপিতৃণান্তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৬৫ ॥
ফলানি যচ্ছতে যো বৈ সুহৃদ্যানি নরেশ্বর ।
কল্পান্তং জায়তে তস্য সফলশ্চ মনোরথঃ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নৈবেদ্যার্পণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—মনোজ্ঞ নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে নিবেদন করিলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন। হে নরেশ্বর ! যিনি উত্তম ফল সকল নিবেদন করেন, কল্পান্ত পর্য্যন্ত সেই ফলদাতার মনোরথ সফল হয় ॥ ১৬৫-১৬৬ ॥

নারসিংহে—

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং পায়সন্তথা ॥ ১৬৭ ॥
সমাস্তণ্ডুলসংখ্যায়া যাবত্যস্তাবতীর্নৃপ ।
বিষ্ণুলোকে মহাভোগান্ ভুঞ্জনাস্তে সবৈষ্ণবাঃ ॥১৬৮

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে যথা—যাঁহারা শ্রীনৃসিংহদেবকে উত্তম ঘৃত, সশর্করাঘৃতযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন ও যবের পায়স অর্পণ করেন, তাঁহারা সেই নিবেদিত অন্নের তণ্ডুলের সংখ্যানুসারে তত বৎসর বৈষ্ণবগণের সহিত বিষ্ণুধামে পরম সুখভোগ করেন ॥১৬৭-১৬৮॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ।
দত্ত্বা চ সংবিভাগায় তথৈবান্নমতন্দ্রিতঃ ।
ত্রৈলোক্যতর্পিতে পুণ্যং তৎক্ষণাৎ সমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬৯

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে—অন্নদাতার তৃপ্তিলাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গমন হয়। সাবধান হইয়া শ্রীহরিকে অন্ন নিবেদন করিলে ত্রিলোক তৃপ্ত হয় এবং অন্নদাতা তৎক্ষণাৎ তজ্জনিত পুণ্যের অধিকারী হন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—সম্যক্ বিভাগো দেবানাং যজ্ঞভাগো যস্মাৎ, সঃ সংবিভাগো বিষ্ণুস্তস্মৈ ॥ ১৬৯ ॥

অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃভ্যশ্চোপতিষ্ঠতে ।
ওদনং ব্যঞ্জনোপেতং দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—উত্তম ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন নিবেদন করিলে সুরপুরে গতি হয় এবং সেই অন্ন নিবেদনকারীর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন ও পানীয় লাভ করেন ॥ ১৭০ ॥

পরমান্নং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা ॥ ১৭১ ॥
ঘৃতৌদন-প্রদানেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ।
দধ্যোদন-প্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৭২ ॥
ক্ষীরৌদন-প্রদানেন দীর্ঘজীবিতমাপ্নুয়াৎ ।
ইক্ষূণাঞ্চ প্রদানেন পরং সৌভাগ্যমশ্নুতে ।
রত্নানাঞ্চৈব ভাগী স্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৭৩॥

অনুবাদ—পরমান্ন অর্পণ করিলে অক্ষয় তৃপ্তিলাভ, বিষ্ণুলোকে বাস ও বংশ উদ্ধার হয়। ঘৃতযুক্ত অন্ন প্রদান করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, দধিযুক্ত অন্ন প্রদান করিলে ধন সম্পত্তি লাভ হয় এবং দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় এবং ইক্ষুদণ্ড প্রদানে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয় ॥ ১৭১-১৭৩ ॥

ফাণিতস্যপ্রদানেন অগ্ন্যাধানফলং লভেৎ ॥ ১৭৪ ॥
তথা গুড়প্রদানেন কামিতাভীষ্টমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—বাতাসা প্রদানে অগ্ন্যাধানের ফল লাভ হইয়া থাকে আর গুড় প্রদান করিলে অভীপ্ট কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ১৭৪-১৭৫ ॥

টীকা—অভীপ্সিতান্ কামান্ বাঞ্ছিতানি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে কামিতম্ অভীপ্টঞ্চ বাঞ্ছাতীতম্ ॥ ১৭৫ ॥

নিবেদ্যেক্ষুরসং ভক্ত্যা পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ক্ষৌদ্রং যশ্চ প্রযচ্ছতি ॥১৭৬
তদেব তুহিনোপেতং রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ।
বহ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি যাবকস্য নিবেদকঃ।
অতিরাত্রমবাপ্নোতি তথাপূপনিবেদকঃ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তিপূর্ব্বক ইক্ষুরস প্রদানকারী অতিশয় সৌভাগ্যশালী হন আর মধু প্রদান করিলে সকল কামনা সুসিদ্ধ হয় এবং হিমযুক্ত ক্ষৌদ্র হইলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল হয়। যবের পায়স নিবেদনকারী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলভাগী ও পিষ্টক নিবেদনকারী অতিরাত্র যজ্ঞের ফলভাগী হন ॥১৭৬-১৭৭॥

টীকা—পূর্ব্বম্ ইক্ষুণামিতি ইক্ষুদণ্ডানাম্ অধুনা ইক্ষুণাং রসমিতি ভেদঃ ॥ ১৭৬ ॥

বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ।
দীর্ঘজীবিতমাপ্নোতি ঘৃতপূরনিবেদকঃ ॥ ১৭৮ ॥
মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্নোত্যভিপ্সিতান্ ॥

অনুবাদ—মুগ, ছোলা প্রভৃতির জল অর্পণ করিলে কামনা সিদ্ধ হয়। চন্দ্রপুলী নিবেদন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করে এবং মোদক প্রদান করিলে অভীপ্ট সিদ্ধ হয় ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

টীকা—বৈদলানাং মুদ্গচণকাদিসূপানাম্ ॥১৭৮॥

নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
ভোজনীয়-প্রদানেন তৃপ্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৮০ ॥
তথা লেহ্য প্রদানেন সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
বলবর্ণমবাপ্নোতি চূষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দিলে স্বর্গে গতি হয় এবং ভোজ্য দ্রব্য প্রদানে মহতী তৃপ্তিলাভ হয়। লেহ্য দ্রব্য প্রদান কারী সৌভাগ্যশালী হয়, আবার চূষ্য দ্রব্য নিবেদনে শক্তি ও রূপ লাভ হয় ॥১৮০-১৮১

টীকা—দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য যানি ভক্ষ্যন্তেহপূপাদীনি তানি ভক্ষ্যাণি ; ভোজনীয়ং ভোজ্যম্ ॥ ১৮০ ॥

টীকা—যৎ কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি, যচ্চ জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যম্। যানি দংষ্ট্রাভিনিষ্পীড্য সারাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে, যথেক্ষুদণ্ডাদীনি তানি চূষ্যানি ॥ ১৮১ ॥

কুল্মাষোল্লাসিকা-দাতা বহ্ন্যাধেয়ং ফলং লভেৎ।
তথা কৃষরদানেন বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮২ ॥
ধানানাং ক্ষৌদ্রযুক্তানাং লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব শক্তূনাং বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥১৮৩॥
বানপ্রস্থাশ্রিতং পুণ্যং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ।
দত্ত্বা হরীতকঞ্চৈব তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—কিঞ্চিৎ স্বিন্নমাষ ও লপ্সী প্রদানে অগ্ন্যাধ্যানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষর অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলভাগী হওয়া যায়। শাক নিবেদন করিলে বানপ্রস্থ আশ্রম জনিত পুণ্যলাভ হয়। মধু সংযুক্ত ধান (ভাজাযব) খই এবং ছাতু নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয় এবং হরিতক শাক অর্পণ করিলেও ঐরূপ ফল হইয়া থাকে ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

টীকা—কুল্মাষাঃ কিঞ্চিৎস্বিন্নমাষাঃ, উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা ॥ ১৮২ ॥

টীকা—ধানানাং ভৃষ্টযবানাম্ ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—হরীতকং হরিদ্বর্ণকং শাকং, শাকবিশেষং বা ॥ ১৮৪ ॥

দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকত্বভিজায়তে।
দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ ॥ ১৮৫ ॥
সুকুলে লভতে জন্ম কন্দমূলনিবেদকঃ।
নীলোৎপলবিদারীণাং তরুটস্য তথা দ্বিজাঃ ॥১৮৬॥
কন্দদানাদবাপ্নোতি বানপ্রস্থফলং শুভম্।
প্রপুষেবারুকং দত্ত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—রমণীয় শাক ও ব্যঞ্জনের জন্য উপকরণ অর্পণ করিলে শোক থাকে না। কন্দমূল অর্পণকারী ব্যক্তি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করেন। হে দ্বিজগণ! নীলোৎপল, বিদারি ও পদ্মবীজের কন্দ নিবেদন করিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। শশা ও কর্কটী ফল অর্পণ করিলে পুণ্ডরীক দানের ফল লাভ হয়॥ ১৮৫-১৮৭॥

কর্কন্ধুবদরে দত্ত্বা তথা পারৈবতং ফলম্।
পরূষকন্তথাম্রঞ্চ পনসং নারিকেলকম্॥ ১৮৮॥
ভব্যং মোচস্তথা চোচং খর্জ্জুরমথ দাড়িমম্।
আম্রাতকস্রুবাম্লেলাট-ফলমানপিয়ালকম্॥ ১৮৯॥
জম্বূবিল্বামলঞ্চৈব জাত্যং বীণাতকস্তথা।
নারঙ্গ-বীজপূরে চ বাজফল্গুফলান্যপি॥ ১৯০॥
এবমাদীনি দিব্যানি যঃ ফলানি প্রযচ্ছতি।
তথা কন্দানি মুখ্যানি দেবদেবায় ভক্তিতঃ॥১৯১॥
ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নোতি স্বর্গলোকস্তথৈব চ।
প্রাপ্নোতি ফলমারোগ্যং মৃদ্বীকানাং নিবেদকঃ॥১৯২
রসান্ মুখ্যানবাপ্নোতি সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্।
আম্রৈরভ্যর্চ্চ্য দেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১৯৩॥

অনুবাদ—কর্কন্ধু, বদর, পারৈবত, (তিন্দুকাকৃতি) পরূষক, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কামরাঙ্গা, কদলী, চোচ, খেজুর, দাড়িম, আম্রাতক, স্রুবা, অম্লেলাট, ফলমান, পিয়ালক, জাম, বেল, আমলক, জাত্য, বীণাতক, নারঙ্গ, বীজপুর, বাজ ও ফল্গুফল, এই প্রকার উত্তম ফল ও উত্তম উত্তম কন্দসমূহ যিনি ভক্তি সহকারে দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রদান করেন তাঁহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। দ্রাক্ষা নিবেদন করিলে আরোগ্য লাভ হয়, শ্রেষ্ঠ রসসমুদায় প্রাপ্তি হয় এবং উত্তম সৌভাগ্য ও বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে। আম্রফল দ্বারা দেবেশ্বর শ্রীহরির পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ১৮৮-১৯৩॥

টীকা—তরুটং পদ্মবীজং তস্য কন্দো বিসং, ত্রপুষং সুখাশং, ইর্ব্বারুকং কর্কটীফলং, বদরং ক্ষুদ্রবদরং, পারৈবতং তিন্দুকাকৃতিফলং, পক্বং সদ্ধবললোহিতং মধুরাম্লঞ্চ কামরূপদেশে প্রসিদ্ধম্। ভব্যং কর্ম্মরঙ্গফলম্। মোচং কদলীফলং, চোচং কাশ্মীরদেশোদ্ভবং গুড়ত্বচফলং, নারিকেলফলবিশেষং বা, স্রুবা কাঁঠাল ইতি প্রসিদ্ধা, অম্লেলাটঃ সাহলীতি প্রসিদ্ধঃ, ফলমানঃ বীজপূরভেদঃ, জাত্যং জাতীফলং বীণাতকং খণ্ডগুজম্ ইতি দ্রব্যগুণটীকায়াং লিখিতম্। বাজফলং ক্ষীরিকা ফল্গুফলানি গোষ্ঠোড়ুম্বরিকাফলানি॥ ১৮৬-১৯০॥

কিঞ্চ—

মোচকং পনসং জম্বু তথান্যৎ কুম্ভলীফলম্।
প্রাচীনামলকং শ্রেষ্ঠং মধুকোড়ুম্বরস্য চ।
যন্ত্রপক্বমপি গ্রাহ্যং কদলীফলমুত্তমম্॥ ১৯৪॥

অনুবাদ—আরও যথা—মোচক, পনস, জাম, কুম্ভলীফল, প্রাচীনামলক, মধুকোড়ুম্বরফল, এই সকল শ্রেষ্ঠ ফল। উত্তম কদলীফল যন্ত্রদ্বারা পক্ব হইলেও গ্রহণীয়॥ ১৯৪॥

টীকা—মৃদ্বীকা দ্রাক্ষা, কুম্ভলীফলং কারভতীতি প্রসিদ্ধং, প্রাচীনামলকং পানিপাবেতি প্রসিদ্ধম্॥১৯২-১৯৪॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ—

যৎ কিঞ্চিদল্পং নৈবেদ্যং ভক্তভক্তিরসপ্লুতম্।
প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্দাতৄন্ স্বসুখং দ্রুতম্॥
ইতি॥ ১৯৫॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—ভক্তের ভক্তিসহকারে অল্প পরিমাণও নৈবেদ্যদাতৃগণকে শীঘ্র সুখভোগ করান॥ ১৯৫॥

ততঃ প্রাগ্বদ্বিচিত্রাণি পানকান্যুত্তমানি চ।
সুগন্ধি শীতলং স্বচ্ছং জলমপ্যর্পয়েত্ততঃ॥ ১৯৬॥

অনুবাদ—নৈবেদ্যার্পণের পর নানাবিধ উত্তম পানীয় দ্রব্য এবং সুগন্ধি, শীতল ও নির্ম্মল জল পূর্ব্ববৎ অর্পণ করিবে॥ ১৯৬॥

টীকা—ততঃ নৈবেদ্যার্পণানন্তরং প্রাগ্বদিতি নৈবেদ্যার্পণবৎ ইত্যর্থঃ। বিচিত্রাণি বিবিধানি॥১৯৬

অথ পানকানি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পানকানি সুগন্ধীনি শীতলানি বিশেষতঃ।
নিবেদ্য দেবদেবায় বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পানীয় দ্রব্য ও তন্মাহাত্ম্য বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত হইয়াছে—দেবদেবকে যদি সুগন্ধ ও শীতল পানীয় নিবেদন করা হয়, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ১৯৭ ॥

ত্বগেলা-নাগকুসুম-কর্পূরসিতসংযুতৈঃ।
সিতাক্ষৌদ্রগুড়োপেতৈর্গন্ধবর্ণগুণান্বিতৈঃ ॥ ১৯৮ ॥
বীজপুরকনারঙ্গ-সহকারসমন্বিতৈঃ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি পানকৈর্বিনিবেদিতৈঃ ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—এলাইচ, দারুচিনি, দধি, নাগকুসুম ও কর্পূর এবং বীজপুর প্রভৃতি ফলের রসের সহিত শর্করা মধু ও গুড় দিয়া তৈরী এবং গন্ধ, বর্ণ ও গুণ-যুক্ত বীজপুর, নাগরঙ্গ মিশ্রিত পানক তৈয়ারী করিয়া নিবেদন করিলে প্রভু প্রীত হইয়া সমর্পণকারীকে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রদান করেন ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

টীকা—সিতং—দধি-বীজপুরকাদিফলরস-নির্ম্মিত-মিত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

নিবেদ্য নারিকেলাম্বু বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
সর্ব্বকামবহা নদ্যো নিত্যং যত্র মনোরমাঃ।
তত্র পানপ্রদা যান্তি যত্র রামা গুণান্বিতাঃ ॥
ইতি ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বকামনাপূরণকারী নদীসমূহের অবস্থান ভূমিতে এবং গুণবতী রমণীগণের বিচরণ ভূমিতে নারিকেলের জলপ্রদাতা গমন করেন এবং তিনি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফলও লাভ করেন ॥ ২০০ ॥

টীকা—নিত্যমিত্যনেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমভিপ্রেতি ॥ ২০০ ॥

ইত্থং সমর্প্য নৈবেদ্যং দত্ত্বা জবনিকান্ততঃ।
বহির্ভূয় যথাশক্তি জপং সধ্যানমাচরেৎ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—এইভাবে নৈবেদ্যসমূহ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া শক্তি অনুসারে ধ্যান ও জপ করিবে ॥ ২০১ ॥

টীকা—জবনিকাং তিরস্করণীম্ ॥ ২০১ ॥

অথ ধ্যানম্

ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ পরিত ঋষিভিঃ সুপবিষ্টৈঃ সমেতো,
লক্ষ্ম্যা শিঞ্জদ্বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ।
মর্ম্মক্রীড়প্রহসিতমুখো হাসয়ন্ পংক্তিভোক্তৄন,
ভুঙ্‌ক্তে পাত্রে কনকঘটিতে ষড়্‌রসং শ্রীরমেশঃ ॥
ইতি ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ধ্যান—ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট আছেন, লক্ষ্মী-দেবী বলয়ধ্বনি সহকারে হস্তদ্বারা সাদরে যাঁহাকে বীজন করিতেছেন এবং সহাস্য মুখে পরিহাস পূর্ব্বক পঙ্‌ক্তি ভোজনকারীগণকে যিনি হাসাইতেছেন সেই লক্ষ্মীপতি সুবর্ণময় পাত্রে ষড়্‌বিধ রস ভোজন করিতেছেন ॥ ২০২ ॥

একান্তিভিশ্চাত্মকৃতং সবয়স্যস্য গোকুলে।
যশোদালাল্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনম্ ॥২০৩॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ গোকুলে জননী যশোমতী কর্ত্তৃক লালিত বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিজকৃত ভোজনের বিষয় চিন্তা করিবেন ॥ ২০৩ ॥

অথ হোমঃ

নিত্যঞ্চাবশ্যকং হোমং কুর্য্যাৎ শক্ত্যনুসারতঃ।
হোমাশক্তৌ তু কুর্ব্বীত জপং তস্য চতুর্গুণম্ ॥ ২০৪

অনুবাদ—সামর্থ্য অনুযায়ী আবশ্যকীয় হোম প্রত্যহই করণীয়। ইহাতে অক্ষমতা থাকিলে হোমের চারিগুণ জপ করিতে হইবে ॥ ২০৪ ॥

টীকা—শক্ত্যনুসারত ইতি—শক্তৌ অষ্টোত্তরং সহস্রম্ অশক্তৌ চ শতমিতি জ্ঞেয়ং, তস্য হোমস্য ॥ ২০৪ ॥

কেঽপ্যেবং মন্বতেঽবশ্যং নিত্যহোমং সদাচরেৎ।
পুরশ্চরণহোমস্যাশক্তৌ হি স বিধির্মতঃ ॥ ২০৫ ॥
পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ হোমবিধিশ্চ লিখিতঃ কিয়ান্।
তদ্বিস্তারশ্চ বিজ্ঞেয়স্তত্তচ্ছাস্ত্রাত্তদিচ্ছুভিঃ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—কাহারও কাহারও মতে নিত্য হোম অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু পুরশ্চরণ সময়ে যে হোমের নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহাতে সমর্থ না হইলে হোম সংখ্যার চারিগুণ জপ করিতে হইবে ইহা জানিও।

পূর্ব্বে দীক্ষানিয়মে হোমের বিধান কিছু পরিমাণে বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব বিশেষভাবে জানার ইচ্ছা থাকিলে তিনি সেই শাস্ত্র হইতে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—কিং মন্বতে ? তল্লিখতি—অবশ্যমিত্যাদিনা। পুরশ্চরণে কর্ম্মণি যো হোমস্তস্মিন্নশক্তাবিব, স জপচতুর্গুণহোমকরণরূপো বিধিঃ ॥ ২০৫ ॥

———

সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যাত্বা দত্ত্বা গাণ্ডূষিকং জলম্।
অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়েৎ সুধীঃ ॥ ২০৭ ॥
বিসৃজেদ্দেববক্ত্রে তত্তেজঃ সংহারমুদ্রয়া।
নৈকান্তী তেজসঃ কুর্য্যান্নিষ্ক্রান্তিমিব সংক্রমম্ ॥২০৮

অনুবাদ—শ্রীভগবানের আহারের সমাপ্তি চিন্তা করিয়া বিজ্ঞব্যক্তি জলগণ্ডূষ প্রদান এবং অমৃতাপিধানমসি স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তারপর সংহার-মুদ্রাযোগে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য বহির্গত সেই তেজ প্রবেশ করাইবে। বৈষ্ণবগণ তেজের নিষ্ক্রমণের মত উহার সঙ্কোচ করিবেন না ॥ ২০৭-২০৮ ॥

টীকা—অমৃতাপিধানমসীতি জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০৭ ॥

———

অথ বলিদানম্

ততো জবনিকাং বিদ্বানপসার্য্য যথাবিধি।
বিষ্বক্সেনায় ভগবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ ॥ ২০৯

অনুবাদ—অতঃপর বলিদান—এই ভাবে আচমন দেওয়া হইলে পণ্ডিতব্যক্তি জবনিকা সরাইয়া প্রসাদী নৈবেদ্যের অংশবিশেষ লইয়া বিষ্বক্সেনকে নিয়মানুসারে প্রদান করিবেন ॥ ২০৯ ॥

———

তথা চ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদ—
বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পঞ্চরাত্র গ্রন্থে শ্রীনারদ কহিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত নৈবেদ্যের শত ভাগের এক ভাগ পাদোদক বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিতে হইবে। আর যদি লিঙ্গে শ্রীশিবের পূজা করা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রসাদী নৈবেদ্য চণ্ডেশ্বরকে নিবেদন করিতে হইবে ॥ ২১০ ॥

টীকা—তৎ নৈবেদ্যগ্রহণায় বিনির্গতং যৎ, শতাংশকমিতি নৈবেদ্যস্য শতাংশানামেকমংশমিত্যর্থঃ এবং সহস্রাংশমপি, লিঙ্গে চেৎ শ্রীশিবপূজা ক্রিয়তে, তদা চণ্ডেশ্বরায় তদ্‌গণাধ্যক্ষায় তন্নৈবেদ্যাদিকং দাতব্যমিত্যর্থঃ। এতচ্চ দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরণং জ্ঞেয়ম্ ॥২১০॥

———

তদ্বিধিঃ

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে ॥ ২১১ ॥
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ।
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ ॥ ২১২ ॥
শতাংশং বা সহস্রাংশমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥২১৩॥

অনুবাদ—ইহার নিয়ম যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা—প্রধান পাত্রের ঈশান কোণের নৈবেদ্যের অংশ তুলিয়া লইবে এবং "সর্ব্বদেব স্বরূপায় পরায় পরমাত্মনে। শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ।" উহা উচ্চারণ করিয়া পাদোদক দ্বারা সিক্ত উহার একশতাংশ কিংবা এক সহস্রাংশ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে সমর্পণ করিবে। ফল প্রাপ্তির জন্য ইহা অবশ্যই করণীয় ॥ ২১১-২১৩ ॥

টীকা—ঈশানত ইতি ঈশানকোণে মণ্ডলিকাং কৃত্বা স্থাপিতত্বাৎ ॥ তীর্থং শ্রীচরণোদকং তেন ক্লিন্নম্ আর্দ্রম্ ॥ ২১১-২১২ ॥

———

পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি-শ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ ।
সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ ॥২১৪

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি অতঃপর দুইটি শ্লোক পাঠ করতঃ বৈষ্ণবগণকে ঐ প্রসাদী নৈবেদ্যের এক শতাংশ নিবেদন করিবেন ॥ ২১৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ পশ্চাচ্চেতি, তস্য নৈবেদ্যস্য শতাংশং শতাংশানামেকাংশং 'সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ' ইতি বিধিনা নিবেদয়েৎ। অত্র চ বিষ্বক্সেনায় বা বলিপ্রভৃতিভ্যো বা দদ্যাদিত্যেবং বিকল্পং কেচিদিচ্ছন্তি, তচ্চাযুক্তমেব, অবশ্যং বিষ্বক্সেনায় দেয়ত্বাৎ ॥ ২১৪ ॥

তৌ চ শ্লোকৌ—

বলিবিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ ।
প্রহলাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ ॥ ২১৫ ॥
বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ ॥২১৬

অনুবাদ—সেই শ্লোকদ্বয় এইরূপ—বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহলাদ, অম্বরীষ, বসু, হনুমান, শিব, বিষ্বক্সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকাদি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন ॥ ২১৫-২১৬ ॥

ইদং যদ্যপি যুজ্যেত দর্পণার্পণতঃ পরম্ ।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কৃষ্ণস্যাত্রাপি সম্ভবেৎ ॥২১৭

অনুবাদ—দর্পণ নিবেদনের পর যদিও বৈষ্ণবগণকে বলি অর্পণ যুক্তি সঙ্গত তবুও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য প্রযুক্ত এখানে উহা করা যাইবে ॥ ২১৭ ॥

টীকা—ইদং বৈষ্ণবেভ্যো বলিদানং দর্পণস্য অর্পণম্ অগ্রে লেখ্যং ; ভগবতে নিবেদনং তস্মাৎ পরমনন্তরমেব যুজ্যত। অকৃতাচমনস্যোচ্ছিষ্টহস্তস্য শ্রীভগবতো নিবিষ্টত্বাৎ, অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ভক্তবাৎসল্যাৎ সম্ভবেৎ, অন্যথা তদুচ্ছিষ্টস্যাত্যন্তপরিত্যাগেন তস্যৈবাসন্তোষোৎপত্তেরিতি দিক্ ॥২১৭॥

অথ বলিদানমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

ততস্তদন্নশেষেণ পার্ষদেভ্যঃ সমন্ততঃ ।
পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি ॥ ২১৮ ॥
বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ ।
শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেব চ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বলিদান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে যে—অতঃপর ফুল আতপচাউল মিশ্রিত সেই অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা পার্ষদগণকে যিনি বলি সমর্পণ করেন, দেবগণ বিষ্ণুপ্রসাদদাতাকে শান্তি প্রীত হইয়া সম্পত্তি ও দেহারোগ্য প্রদান করেন ॥ ২১৮-২১৯ ॥

টীকা—বৈষ্ণবেন বিষ্ণুসম্বন্ধিনা, তদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদান্নেন দত্তত্বাৎ ; দিবৌকসঃ পার্ষদা এব যদ্বাঽন্যেঽপি দেবাঃ ॥ ২১৯ ॥

অথ জলগণ্ডূষাদ্যর্পণম্

উপলিপ্য ততো ভূমিং পুনর্গাণ্ডূষিকং জলম্ ।
দদ্যাত্রিরগ্রে কৃষ্ণস্য ততোঽস্মৈ দন্তশোধনম্ ॥২২০॥
পুনরাচমনং দত্ত্বা শ্রীপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ ।
মার্জ্জনায়াংশুকং দত্ত্বা সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥২২১

অনুবাদ—অতঃপর জল গণ্ডূষাদি অর্পণ—প্রথমেই স্থান পরিষ্কার করিয়া আচমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তিনবার গণ্ডুষ পরিমিত জল দিবে। তারপর তাঁহাকে দন্ত শোধনের জন্য সূক্ষ্ম ঘাসের ডগা দিবে, তারপর হাত ও মুখ ধুইবার জন্য পুনরায় আচমনীয় জল দিয়া শুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা সমস্ত অঙ্গ মুছাইয়া দিবে ॥ ২২০-২২১ ॥

পরিধাপ্যাপরে বস্ত্রে পুনর্দত্ত্বাসনান্তরম্ ।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ পূর্ব্ববৎ পুনরর্পয়েৎ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—তারপর বস্ত্রপরিবর্ত্তন করাইয়া যথাক্রমে পুনরায় আসন ও পাদ্য দিয়া পূর্ব্ববৎ পুনরায় আচমনীয় প্রদান করিবে ॥ ২২২ ॥

চন্দনাগুরুচূর্ণাদি প্রদদ্যাৎ করমার্জ্জনম্ ।
কর্পূরাদ্যাস্যবাসঞ্চ তাম্বূলং তুলসীমপি ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—পরে করমার্জ্জনের নিমিত্ত চন্দন ও অগুরু চূর্ণাদি দিবে এবং মুখ সৌগন্ধ্য সম্পাদক কর্পূর লবঙ্গাদিযুক্ত তাম্বূল ও তুলসীপত্র প্রদান করিবে ॥ ২২৩ ॥

আস্যবাসং মুখবাসং কর্পূরলবঙ্গাদি, তুলসীমপি দদ্যাদিতি ভোজনানন্তরং বিক্ষোরপিতং তুলসীদলমিত্যতোঽগ্রলেখ্যতন্মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক- পঞ্চরাত্রবচনাৎ ॥ ২২০-২২৬ ॥

অথ মুখবাসাদিমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—
পূগজাতীফলে দত্ত্বা জাতীপত্রস্তথৈব চ ।
লবঙ্গফল-কক্কোলমেলাকটফলস্তথা ॥ ২২৪ ॥
তাম্বূলীনাং কিশলয়ং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
সৌভাগ্যমতুলং লোকে তথা রূপমনুত্তমম্ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মুখবাসাদি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—সুপারী, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, কক্কোল, এলাইচ, কণ্টফল ও তাম্বূল নিবেদন করিলে স্বর্গলোকে গতি হয় এবং দাতা অতিশয় সৌভাগ্য সম্পন্ন ও রূপবান্ হয় ॥ ২২৪-২২৫ ॥

স্কান্দে—
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং সপূগং নরনায়ক ।
কৃষ্ণায় যচ্ছতি প্রীত্যা তস্য তুষ্টো হরিঃ সদা ॥২২৬

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক কর্পূর ও পূগ সহিত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ২২৬ ॥

টীকা—ভূমিমুপলিপ্যেত, তদ্যদ্যপি সদাচারানুসারেণ শ্রীহস্তাদি-মার্জ্জনানন্তরমেবোপযুজ্যতে, তথাপি ক্রমদীপিকোক্তাপেক্ষয়াত্র লিখিতম্ । গাণ্ডুষিকং গণ্ডুষার্থং জলং, কৃষ্ণস্যাগ্রে পুরতঃ ভগবন্নাচামেতি ব্রুবন্ বারত্রয়ং দদ্যাৎ । তদনন্তরম্ অস্মৈ কৃষ্ণায় দন্তশোধনং সূক্ষ্মতৃণবিশেষাগ্রাদিকং দদ্যাৎ । আচমনমিতি আচমনার্থং বারিধারাত্রয়ং পুনর্দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ । করস্য মার্জ্জনং শোধনং গন্ধাপনয়নকরমিত্যর্থঃ ।

অথ পুনর্গন্ধার্পণম্

দিব্যং গন্ধং পুনর্দত্ত্বা যথেষ্টমনুলেপনৈঃ ।
দিব্যৈর্বিচিত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ ॥২২৭
রম্যাণি চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণি সদ্বর্ণেন যথাস্পদম্ ।
সুগন্ধিনানুলেপেন কৃষ্ণস্য রচয়েত্তরাম্ ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—পুনর্বার উত্তম গন্ধ নিবেদন করিয়া উত্তম উত্তম অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে এবং নিজের কিংবা প্রভুর রুচি অনুযায়ী বিবিধরূপে তিলক রচনা করিয়া দিবে । ইহা-ছাড়া উৎকৃষ্ট বর্ণযুক্ত সুগন্ধময় অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কপালে ও অন্যান্য অঙ্গে মনোহর উর্দ্ধপুণ্ড্র ভালভাবে তৈয়ারী করিয়া দিবে ॥ ২২৭-২২৮ ॥

টীকা—যথেষ্টং ভগবতঃ স্বস্য বা রুচ্যনুসারেণ, ভক্তিচ্ছেদঃ পত্রভঙ্গ্যাদি-নির্ম্মাণ-প্রকারবিশেষস্তেন, পূর্ব্বং ভূষণান্তরং গন্ধার্পণং লিখিতং ভোজনাৎ প্রাগনুলেপনস্যাল্পত্বাপেক্ষ্যতঃ, ইদানীঞ্চ সর্ব্বাঙ্গলেপনায় বাহুল্যাপেক্ষয়া ভূষণপরিধানাৎ প্রথমমেব যুক্তমিতি দিক্ । সদ্বর্ণেনেতি—শ্রীশ্যামসুন্দরোপযুক্তপীতাদ্যুত্তমবর্ণেনেত্যর্থঃ । যথাস্পদমিতি—ললাটাদিস্থানেষিবত্যর্থঃ । এতচ্চাগ্রে এব ব্যক্তম্ । রচয়েত্তরাং পরমোৎকৃষ্টপ্রকারেণ বিরচয়েদিত্যর্থঃ । সর্ব্বাঙ্গানুলেপনেঽপি শোভাবিশেষার্থং হৃদয়াদিস্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্রবিরচনমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২৭-২২৮ ॥

তথা চাগমে ধ্যানপ্রসঙ্গে—
ললাটে হৃদয়ে কুক্ষৌ কণ্ঠে বাহ্বোশ্চ পার্শ্বয়োঃ ।
বিরাজতোর্দ্ধপুণ্ড্রেণ সৌবর্ণেন বিভূষিতম্ ॥
ইতি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—আগমে ধ্যান প্রসঙ্গে ঐ সকল স্থানের বিষয় বলা হইয়াছে—ললাট, হৃদয়, কুক্ষি, কণ্ঠ,

বাহুদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ে বিরাজমান মনোহর বর্ণবিশিষ্ট উর্দ্ধ পুণ্ড্রে তিনি বিভূষিত হইয়াছেন ॥ ২২৯ ॥

টীকা—সৌবর্ণেন শোভনবর্ণবত্যের্থঃ। যদ্যপ্যেতৎ পুষ্পগন্ধাদ্যর্পণেন পূজনং গীতবাদ্যানন্তরমেব তান্ত্রিকাণাং সম্মতং, তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—তাম্বূলমপ্যভিসমর্প্য সুবাদ্যনৃত্যগীতৈঃ সুতৃপ্তমভিপূজয়েতাৎ পুরৈব। গন্ধাদিভিঃ সপরিবারমিতি, তথাপি গীত নৃত্যাদ্যর্থং দিব্যানুলেপ-বস্ত্রালঙ্করণাদিনা মহারাজবিভূতিভিশ্চ বিশিষ্টস্যেব সভায়ামাগমনং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ সমুপযুক্তম্। শক্তৌ চ সত্যাং পুনরপি গন্ধাদিনা পূজয়েদিতিচাগ্রে লেখ্যমেবিতি দিক্ ॥ ২২৯-২৩০ ॥

দিব্যানি কঞ্চুকোষ্ণীষকাঞ্চ্যাদীনি পরাণ্যপি।
বস্ত্রাণি সুবিচিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণং পরিধাপয়েৎ ॥ ২৩০ ॥
ততো দিব্যকিরীটাদিভূষণানি যথারুচি।
বিচিত্রদিব্যমাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—অত্যুৎকৃষ্ট কঞ্চুক, উষ্ণীষ ও কাঞ্চি প্রভৃতি অলংকার এবং বহুপ্রকারে বিচিত্র বসন শ্রীকৃষ্ণকে পরাইবে। তারপর উত্তম কিরীটাদি ভূষণ ও বিভিন্ন প্রকারের মনোহর মালা পরাইয়া রুচি অনুসারে সাজাইবে ॥ ২৩০-২৩১ ॥

অথ মহারাজোপচারার্পণম্

ততশ্চ চামরচ্ছত্রপাদুকাদীন্ পরানপি।
মহারাজোপচারাংশ্চ দত্ত্বাদর্শং প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর চামর, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি মহারাজের উপযুক্ত উপকরণ ও ধ্বজ পতাকা প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া দর্পণ দেখাইবে ॥ ২৩২ ॥

টীকা—চামরাদীন্ উপচারান্, পরানন্যান্ ধ্বজপতাকাদীন্, আদর্শং দর্পণম্ ॥ ২৩২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
যথাদেশং যথাকালং রাজলিঙ্গং সুরালয়ে।
দত্ত্বা ভবতি রাজৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যেরূপ দেশ ও কাল সেই অনুসারে দেবালয়ে রাজচিহ্ন অর্পণ করিলে রাজা হয়, এই বিষয়ে কোনও প্রকার তর্কের অবকাশ নাই ॥ ২৩৩ ॥

তত্র চামরমাহাত্ম্যম্

তথা চামরদানেন শ্রীমান্ ভবতি ভূতলে।
মুচ্যতে চ তথা পাপৈঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—চামর অর্পণ করিলে পৃথিবীতে শ্রীমান্ হয়। পাপমুক্ত হইয়া চামর প্রদানকারী স্বর্গে গমন করে ॥ ২৩৪ ॥

ছত্রস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—
ছত্রং বহুশলাকঞ্চ ঝল্লরীবস্ত্রসংযুতম্।
দিব্যবস্ত্রৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ড-সমন্বিতম্ ॥ ২৩৫ ॥
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণস্য ছত্রলক্ষযুতৈর্বৃতঃ।
প্রার্থ্যতে সোঽমরৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রীড়তে পিতৃভিঃ সহ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে—বহু শলাকাবিশিষ্ট, ঝালর ও দিব্যবস্ত্রসমন্বিত, সুবর্ণদণ্ড ছত্র, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন, তিনি লক্ষ লক্ষ ছত্রে পরিবেষ্ঠিত হইয়া দেবগণের প্রার্থনীয় হন এবং পিতৃবর্গের সহিত ক্রীড়া করেন ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—ঝল্লরীবস্ত্রং সূচিকর্ম্মাদি-বিনির্ম্মিতবিলম্বমানাঙ্গ-বিশেষস্তদ্‌যুক্তম্ ॥ ২৩৫ ॥

তত্রৈবান্যত্র—
রাজা ভবতি লোকেঽস্মিন্ ছত্রং দত্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
নাপ্নোতি রিপুজং দুঃখং সংগ্রামে রিপুজিদ্ভবেৎ ॥২৩৭

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থের অন্যত্রও যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ছত্র প্রদান করিলে রাজা হয় এবং তাহার শত্রুজনিত দুঃখভোগ হয় না। ছত্রদাতা যুদ্ধে বিপক্ষকুলকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২৩৭ ॥

উপানৎসম্প্রদানেন বিমানমধিরোহতি।
যথেষ্টং তেন লোকেষু বিচরত্যমরপ্রভঃ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—পাদুকা অর্পণ করিলে বিমানে আরোহণ করেন এবং দেবগণের মত প্রভাবশালী হইয়া যথেচ্ছ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—পাদুকায়া মাহাত্ম্যঞ্চ পূর্ব্বং শ্রীমুখপ্রক্ষালনানন্তরং তৎসমর্পণে লিখিতমেবাস্তি ॥ ২৩৮ ॥

ধ্বজস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—
লোকেষু ধ্বজভূতঃ স্যাদ্দত্ত্বা বিষ্ণোর্বরং ধ্বজম্।
শক্রলোকমবাপ্নোতি বহ্বব্দগণান্নরঃ ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠধ্বজা অর্পণকারী ব্যক্তি লোকমধ্যে ধ্বজার মত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন এবং বহু বহু বৎসর ব্যাপিয়া ইন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ২৩৯ ॥

কিঞ্চ—
যুক্তং পীতপতাকাভির্নিবেদ্য গরুড়ধ্বজম্।
কেশবায় দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বলোকে মহীয়তে ॥
ইতি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। পীতবর্ণপতাকাযুক্ত গরুড়াকৃতি ধ্বজা শ্রীকেশবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলে নিবেদনকারী সর্ব্বলোকে পূজিত হন ॥ ২৪০ ॥

যৎ প্রাসাদে ধ্বজারোপমাহাত্ম্যং লিখিতং পুরা।
তদত্রাপ্যখিলং জ্ঞেয়ং তত্রাত্রত্যমিদং তথা ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে অট্টালিকায় যে ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, এস্থলেও ধ্বজারোপণের দ্বারা সেই প্রকার সমস্ত ফলই পাওয়া যাইবে জানিবেন ॥ ২৪১ ॥

টীকা—ধ্বজভূতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। গরুড়ধ্বজং গরুড়াকারধ্বজং, কৃত্রিমগরুড়যুক্তং বা ধ্বজং, তন্মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজার্পণেঽপি সর্ব্বং জ্ঞেয়ম্। তথা অত্রত্যং ধ্বজার্পণসম্বন্ধি ইদং লিখিতঞ্চ মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজারোপণে জ্ঞেয়ং, দ্বয়োঃ সাম্যাদিত্যর্থঃ ॥২৩৯-২৪১

কিঞ্চ ভবিষ্যে—
বিষ্ণোর্ধ্বজে তু সৌবর্ণং দণ্ডং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পতাকা চাপি পীতা স্যাদ্গরুড়স্য সমীপগা ॥ ২৪২॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে আরও কথিত হইয়াছে—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করার জন্য সোনাদ্বারা ধ্বজদণ্ড তৈয়ারী করিবেন। পতাকার রং পীত হইবে ও গরুড়ের নিকট ঐ ধ্বজাদণ্ড স্থাপন করিতে হইবে ॥ ২৪২ ॥

ব্যজনস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
তালবৃন্তপ্রদানেন নির্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—তালবৃন্ত প্রদান করিলে অতিশয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৪৩ ॥

বিতানস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—
বিতানকপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পরাং নির্বৃতিমাপ্নোতি যত্র যত্রাভিজায়তে ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই বলা হইয়াছে—চন্দ্রাতপ প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং চন্দ্রাতপদাতা যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেই স্থানেই অতিশয় সুখলাভ করেন ॥ ২৪৪ ॥

খড়্গাদীনাং মাহাত্ম্যম্

দত্ত্বা নিস্ত্রিংশকান্ মুখ্যান্ শত্রুভির্নাভিভূয়তে।
দত্ত্বা তদ্বন্ধনং মুখ্যমগ্ন্যাধেয়ফলং লভেৎ ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকে উত্তম খড়্গ প্রদান করিলে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হন না। উৎকৃষ্ট খড়্গ-কোষ প্রদান করিলে অগ্ন্যাধানের ফল লাভ করা যায় ॥ ২৪৫ ॥

টীকা—মুখ্যান্ শ্রেষ্ঠান্ ; তেষাং বন্ধনং কোষম্ ॥ ২৪৫ ॥

কিঞ্চ—

পতদ্গ্রহং তথা দত্ত্বা শুভদস্তুভিজায়তে।
পাদপীঠপ্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥ ২৪৬ ॥
দর্পণস্য প্রদানেন রূপবান্ দর্পবান্ ভবেৎ।
মার্জ্জয়িত্বা তথা তঞ্চ সুভগস্তুভিজায়তে ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—পিকদান অর্পণ করিলে উহা মঙ্গলকর হয়। পাদপীঠ অর্পণ করিলে সকল স্থানে জয় লাভ হয়। দর্পণ দিলে দাতা রূপবান ও দর্পবান হইয়া থাকেন। আর দর্পণ মার্জ্জন করিয়া অর্পণ করিলে সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥

টীকা—তং দর্পণং, মার্জ্জয়িত্বা নির্ম্মলীকৃত্য ॥২৪৭

যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবায় দদ্যাদ্ভক্তিসমন্বিতঃ।
তদেবাক্ষয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—ভক্তিসহকারে দেবদেব বিষ্ণুকে যে-কোন দ্রব্য দান করিলে তাহা নিশ্চয় অক্ষয় হয় এবং তৎ সমস্ত দ্রব্যদাতা স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ২৪৮॥

কিঞ্চ বামনপুরাণে শ্রীবলিং প্রতি শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—
শ্রদ্দধানৈর্ভক্তিপরৈর্যান্যুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্।
বলিদানানি দীয়ন্তে অক্ষয়াণি বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে শ্রীবলির প্রতি শ্রীপ্রহলাদ বাক্য—ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীজনার্দ্দনকে উদ্দেশ করিয়া যে সমস্ত বলিদান নিবেদন করা হয়, সেই সমস্তই অক্ষয় বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—এবং বিবিধং সকামস্যাবান্তরফলং লিখিত্বা মুখ্যফলং লিখতি—শ্রদ্দধানৈরিতি। দানানি দেয়ানি অক্ষয়াণি অক্ষয্যফলানি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকাণীত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

অত্রাপি কেচিদিচ্ছন্তি দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
পূর্ব্বোক্তা দশশঙ্খাদ্যা মুদ্রাঃ সংদর্শয়েদিতি ॥ ২৫০॥

অনুবাদ—কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, এই সময়েও আগে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খাদি দশমুদ্রা দেখাইবে ॥ ২৫০ ॥

টীকা—অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ॥ ২৫০ ॥

অথ গীতবাদ্যনৃত্যানি

ততো বিচিত্রৈর্ললিতৈঃ কারিতৈর্বা স্বয়ংকৃতৈঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়েৎ ॥২৫১

অনুবাদ—তারপর নিজকৃত অথবা অন্যকৃত মনোরম বিবিধ গীতবাদ্য ও নৃত্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২৫১ ॥

টীকা—ললিতৈর্মনোহরৈঃ কারিতৈর্নর্ত্তক্যাদিদ্বারা, স্বয়মেব কৃতৈর্বা ॥ ২৫১ ॥

অথ তত্র নিষিদ্ধম্

নৃত্যাদি কুর্ব্বতো ভক্তান্নোপবিশিষ্টোঽবলোকয়েৎ।
ন চ তির্য্যগ্‌ব্রজেত্তত্র তৈঃ সহান্তরয়ন্ প্রভুম্ ॥২৫২॥

তথা চোক্তং—
নৃত্যন্তং বৈষ্ণবং হর্ষাদাসীনো যস্তু পশ্যতি।
খঞ্জো ভবতি রাজেন্দ্র সোঽয়ং জন্মনি জন্মনি ॥২৫৩

কিঞ্চ—
নৃত্যতাং গায়তাং মধ্যে ভক্তানাং কেশবস্য চ।
তান্নতে যস্তিরো যাতি তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥২৫৪

অনুবাদ—অনন্তর সেই সকল বিষয়ে নিষিদ্ধ—ভক্তগণ যে সময়ে নৃত্যগীতাদি করেন, তৎকালে কেহ উপবেশন করিয়া দর্শন করিবেন না এবং নৃত্যাদিরত ভক্তবৃন্দ ও প্রভুকে আড়াল করিয়া তাহার মধ্যদিয়া বক্রভাবে যাইবেন না।

এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—হে রাজেন্দ্র! প্রেমানন্দে নৃত্যরত বৈষ্ণব ব্যক্তিকে যে আসনস্থ হইয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তি প্রতি জন্মেই খোঁড়া হইয়া থাকে। আরও বলা হইয়াছে—ভক্তগণ ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি কেশব ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্য-

দেশ আবরণ করে, সে বা তাহারা তির্য্যগ্ যোনি পাইয়া থাকে ॥ ২৫২-২৫৪ ॥

টীকা—উপবিষ্টঃ সন্নাবলোকয়েৎ, তত্র নৃত্যাদৌ তেষাং ভগবতশ্চ মধ্যে তির্য্যগ্‌ব্রজনেনাচ্ছাদনাত্তৈঃ সহ প্রভুং ভগবন্তম্ অন্তরয়ন্ বিচ্ছেদয়ন্ ন তির্য্যগ্‌ব্রজেচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

টীকা—হর্ষাৎ প্রেমানন্দেন নৃত্যন্তং, খঞ্জঃ শতং কাণে চ খঞ্জে চেতি ন্যায়েনাসংখ্যদোষদুষ্টো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—তান্ নৃত্যদ্‌গায়দ্ভক্তান্ ঋতে বিনা তেষাং নৃত্যাদিপরতয়া তদ্দোষানাপত্তেঃ ॥ ২৫৪ ॥

অথ গীতাদিমাহাত্ম্যম্

সামান্যতো নারসিংহে—

গীতবাদ্যাদিকং নাট্যং শঙ্খতূর্য্যাদিনিস্বনম্ ।
যঃ কারয়তি বিষ্ণোস্তু সন্ধ্যায়াং মন্দিরে নরঃ ।
সর্ব্বকালে বিশেষেণ কামগঃ কামরূপবান্ ॥ ২৫৫ ॥
সুসংগীত-বিদগ্ধৈশ্চ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ।
মহার্হেণ বিমানেন বিচিত্রেণ বিরাজতা ।
স্বর্গাৎ স্বর্গমনুপ্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—প্রথমে সাধারণ ভাবে নৃসিংহপুরাণে যথা—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণু-মন্দিরে গীতবাদ্যাদি, নাট্য ও শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতির ধ্বনি করেন কিংবা অন্যলোকের দ্বারা করান, তিনি যথেচ্ছভাবে গমনকারী ও স্বেচ্ছারূপী হন এবং সঙ্গীতনিপুণা অপ্সরাগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে মহামূল্য বিচিত্র বিমানারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে বিষ্ণুলোকে গিয়া বাস করেন ॥ ২৫৫-২৫৬ ॥

টীকা—কারয়তীতি স্বার্থে ইণ্। অন্যেনাপি কারয়তীতি বা ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—স্বর্গাৎ স্বর্গমিতি বিলস্বর্গাৎ ভৌমস্বর্গং, ভৌমস্বর্গাৎ দিব্যস্বর্গং, ততো মহর্লোকাদিকং ব্রজন্ ক্রমেণ তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া সুখভোগান্ ভুঙ্‌ক্তেত্যর্থঃ ॥ ২৫৬ ॥

স্কান্দে বিষ্ণুনারদসংবাদে—

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ নাট্যং বিষ্ণুকথাং মুনে ।
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরি সংস্থিতঃ ॥২৫৭

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বিষ্ণু-নারদ-সংবাদে যথা—হে মুনে! যে পুণ্যাত্মা বিষ্ণুকথা অবলম্বন করিয়া গীত, বাদ্য ,নৃত্য ও নাট্য করেন, তিনি তিন লোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৫৭ ॥

টীকা—নাট্যমভিনয়াদি; যদ্বা, দেশীয়মার্গভেদেন নাট্যনৃত্যয়োর্ভেদঃ। এবমগ্রেঽপি, ত্রৈলোক্যং ব্রহ্ম-লোকপর্য্যন্তং, তদুপরি বৈকুণ্ঠলোকে সম্যক্ স্থিতো ভবতি ॥ ২৫৭ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসংবাদে—

দেবতায়তনে যস্তু ভক্তিযুক্তঃ প্রনৃত্যতি ।
গীতানি গায়ত্যথবা তৎফলং শৃণু ভূপতে ॥ ২৫৮ ॥
গন্ধর্ব্বরাজতাং গানৈর্নৃত্যাদ্রুদ্রগণেশতাম্ ।
প্রাপ্নোত্যষ্টকুলৈর্যুক্তস্ততঃ স্যান্মোক্ষভাঙ্‌নরঃ ॥২৫৯॥

অনুবাদ— বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ সংবাদে বর্ণিত আছে—হে রাজন্! যিনি ভক্তিভরে দেবালয়ে নৃত্য অথবা গান করেন, তার ফল শ্রবণ করুন। সেই ব্যক্তি গান দ্বারা গন্ধর্ব্বরাজত্ব ও নৃত্যদ্বারা রুদ্রগণের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তারপর অষ্টকুলের সহিত সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

টীকা—মোক্ষঃ সংসারদুঃখান্মুক্তিঃ, মোক্ষয়তীতি শ্রীভগবান্ বা, তং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথা সঃ ॥২৫৯

লৈঙ্গে শ্রীমার্কণ্ডেয়াম্বরীষসংবাদে—

বিষ্ণুক্ষেত্রে তু যো বিদ্বান্ কারয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ।
গান-নৃত্যাদিকঞ্চৈব বিষ্ণাখ্যাঞ্চ কথাং তথা ॥২৬০॥
জাতিং স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ তথৈব পরমাং স্থিতিম্ ।
প্রাপ্নোতি বিষ্ণুসালোক্যং সত্যমেতন্নরাধিপ ॥ ২৬১ ॥

অন্যত্র চ শ্রীভগবদুক্তৌ—

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ ।
কুলকোটি-সমাযুক্তো লভতে মামকং পদম্ ॥২৬২॥

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-অম্বরীষ সং-

বাদে বর্ণিত আছে—হে রাজন্। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ভক্তির সহিত বিষ্ণুক্ষেত্রে হরিকথা বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি করান, তিনি উত্তম জাতি, স্মৃতি, মেধা ও স্থিতি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ও ভক্তে নিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিষ্ণুর সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোন ভুল নাই, লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে অধ্যয়ন, গান কিংবা নৃত্য করেন সেই ব্যক্তি কোটিকুলের সহিত আমার স্থান লাভ করেন ॥২৬২॥

টীকা—বিষ্ণ্বাখ্যাং বৈষ্ণবীমিত্যর্থঃ, যদ্বা, বিষ্ণুনা সহ তৎকথায়া অভেদাভিপ্রায়েণ বিষ্ণ্বাখ্যামিত্যুক্তম্; যদ্বা, বিষ্ণোরাখ্যা নামমাত্রমপি যস্যাং তামপি; পরমামিত্যস্য সর্ব্বৈরেবান্বয়ঃ; পরমাং জাতিং জন্মান্তরে ইহৈব বা সাধূনাং পূজ্যত্বেন, স্থিতিং নিষ্ঠাং ভগবদ্ভজনাদৌ ॥ ২৬০-২৬২ ॥

অতএবোক্তম্—

ভারতে নৃত্যগীতে তু কুর্য্যাৎ স্বাভাবিকেঽপি বা।
স্বাভাবিকেন ভগবান্ প্রীণাতীত্যাহ শৌনকঃ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—ভরতমুনি-প্রণীত বা নিজ স্বাভাবিক নৃত্য-গীত প্রভৃতি করিবে। স্বাভাবিক নৃত্য-গীত দ্বারা শ্রীভগবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শৌনকঋষি এই কথা বলিয়াছেন ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—ভারতে ভরতমুনিপ্রণীতে নিজস্বভাবসিদ্ধে অপি বা সন্ধিরার্ষঃ ॥ স্বাভাবিকেনাপি নৃত্যগীতেন ॥ ২৬৩ ॥

অতএব নারদীয়ে—

বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ ॥২৬৪॥

অনুবাদ—এই কারণে শ্রীনারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে ব্রহ্মণ! বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণগণের নিত্য কর্ম্মের ন্যায় করণীয় ॥ ২৬৪ ॥

টীকা—বিষ্ণোঃ বিষ্ণ্বর্থমিত্যর্থঃ। নটনম্ অভিনয়নম্; যদ্বা, নাটয়তি নর্ত্তয়তীতি নটনং নাট্যম্ ॥২৬৪

কিন্তু স্মৃতৌ—

গীতনৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ ॥
ইতি ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষের জন্য ব্রাহ্মণগণ নৃত্য গীত প্রভৃতি করিবেন। জীবিকার নিমিত্ত ইহা কখনও করিবেন না, করিলে পাপ ভাগী হইবেন ॥ ২৬৫ ॥

এবং কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্গীতাদের্নিত্যতা পরা।
সংসিদ্ধৈরবিশেষেণ জ্ঞেয়া সা হরিবাসরে ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর বলিয়া সিদ্ধ মাহাত্মাগণ গীতাদির নিত্যতা, বিশেষতঃ শ্রীহরিবাসরে অধিক নিত্যতার কথা বলিয়াছেন ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত, ন কুর্য্যাৎ; তত্র হেতুঃ—পাপাভিয়া, তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ। অধুনা গীতনৃত্যাদি নিত্যত্বং লিখতি—এবমিতি। পরা পরমা মাহোৎসবদিনেষু চাত্যন্তনিত্যমেব তদিতি লিখতি অবিশেষেণেতি ॥২৬৫-২৬৬ ॥

তথা চোক্তম্—

কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরেদিনে।
বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্ ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ শ্রীএকাদশী প্রভৃতিতে কেশবের সম্মুখে নৃত্য-গীত না করে, সেই ব্যক্তি কি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ কিংবা পাতালগামী হয় না? অর্থাৎ হরি সন্তোষের নিমিত্ত শ্রীকেশবের সম্মুখে হরিবাসরে অবশ্যই নৃত্য-গীতাদি করণীয় ॥ ২৬৭ ॥

টীকা—হরেদিনে একাদশ্যাদাবপি ॥ ২৬৭ ॥

অথ বিশেষতো গীতস্য মাহাত্ম্যম্

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে শ্রীমার্কেণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে—

কৃষ্ণং সন্তোষয়েদ্যস্তু সুগীতৈর্মধুরস্বনৈঃ।
সর্ব্ববেদফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বিশেষরূপে গীতের বিষয় দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রুতিমধুর গানদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, তিনি নিঃসংশয়ে নিখিল বেদ-পাঠের ফলভাগী হন ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—'বেদানাং সামবেদোঽস্মি (শ্রীগী ১০।২২) ইতি ভগবদ্বিভূতিত্বেন তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুস্বরগানময়ত্বেন ভগবত্তোষণাদ্বা, তস্য পাঠাদিনা সর্ব্বতোঽধিকং ফলং তজ্জায়তে ॥ ২৬৮ ॥

স্কান্দে শ্রীমহাদেবোক্তৌ—

শ্রুতিকোটিসমং জপ্যং জপকোটিসমং হবিঃ ।
হবিঃকোটিসমং গেয়ং গেয়ং গেয়সমং বিদুঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেবের বাক্যে—জপদ্বারা কোটি শ্রুতির ফল লাভ হয়। নৈবেদ্যার্পণে কোটি জপের ফল সিদ্ধ হয়, গীত কোটি নৈবেদ্য অর্পণের সমতুল এবং গীতের সদৃশ গীত অর্থাৎ ইহার তুলনা হয় না ॥ ২৬৯ ॥

টীকা—হবির্নৈবেদ্যং, গেয়সমং নিরুপমমিত্যর্থঃ ॥ ২৬৯ ॥

কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূতশিবশর্ম্মসংবাদে—

যদি গীতং কৃচিদ্গীতং শ্রীমদ্ধরিহরাঙ্কিতম্ ।
মোক্ষন্তু তৎফলং প্রাহুঃ সান্নিধ্যমথবা তয়োঃ ॥২৭০॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূত-শিবশর্ম্মা-সংবাদে-যথা—কোনস্থলে শ্রীহরিহর-বিষয়ক গীত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল মুক্তি কিংবা শ্রীহরিহরের নিকট অবস্থিতি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ২৭০ ॥

টীকা—মোক্ষস্য তুচ্ছত্বেন পক্ষান্তরমাহ—সান্নিধ্যমিতি। তয়োঃ শ্রীহরিহরয়োঃ ॥ ২৭০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ—

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি ।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ ॥ ২৭১॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবানের বাক্যে আছে—তোমার চিত্ত মল্লার প্রভৃতি রাগে আকৃষ্ট হইয়া যদি গান করিতে উৎসাহ বোধ করে, তাহা হইলে আমাতে মনঃসংযোগ করিয়া সৎকথা অর্থাৎ আমার রাসক্রীড়াদি বিষয়ক কথা অথবা সাধুগণের কথা আশ্রয় করিয়া গান করিবে ॥ ২৭১ ॥

টীকা—রাগেণ মল্লাররাগাদিনা; যদ্বা, বিষয়-প্রীত্যা যদ্যাকৃষ্যতে, ততশ্চ গান্ধর্ব্বাভিমুখং গীতোৎ-সুকং যদি স্যাৎ; যদ্বা, গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদা স্যাত্তদা ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় মনো নিবেশ্য; যদ্বা, ইমাঃ কৃষ্ণস্য গাথা ইত্যেতাবন্মাত্রং মনসি কৃত্বা, সতীঃ উত্ত-মাঃ রাস-ক্রীড়াদ্যাশ্রয়াঃ কথাঃ; যদ্বা, মম যে সন্তঃ, তেষাং কথা গায়েথাঃ, তেনৈবাখিলান্যরাগোঽপযাস্য-তীতি ভাবঃ; যদ্বা, পরমভাগ্যোদিতেন তেনৈব সর্ব্বং সেৎস্যতীতি ॥ ২৭১ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ
স দ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেঽলমেকঃ ।
দীপেষ্বসৎস্বপি ননু প্রতিগেহমন্ত-
র্ধ্বান্তং কিমত্র বিলসত্যমলে দ্যুনাথে ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে যথা—যে ভক্ত পৃথিবীতে উচ্চৈঃস্বরে সতত ভগবদ্বিষয়ক গান করেন, তিনি একাকী সদ্যই সমস্ত লোকের পাপ নাশ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন। দীপালোকের অভাব হইলেও আকাশে সূর্য্যের অবস্থানে গৃহের অভ্যন্তরে কি আলোর অভাব হয়? ২৭২ ॥

টীকা—দ্রাক্ সদ্য এব সমস্তজনানাং পাপস্য ভিদে নাশনায় এক এব অলং সমর্থঃ, তদেবার্থান্তরোপন্যা-সেন দ্রঢ়য়তি—দীপেষ্বিতি ॥ ২৭২ ॥

যদানন্দকলং গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্রু বর্ষতি ।
তৎ সর্ব্বতীর্থ-সলিলস্নানং স্বমলশোধনম্ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—ভক্তজন পুলকে গদ্গদ হইয়া গান করিতে করিতে যে প্রেমাশ্রুধারা বর্ষণ করেন, তাহা নিজ পাপহারক এবং নিখিল তীর্থজলে স্নানের মত ফলপ্রদ হয় ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—আনন্দেন কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যথা

স্যাত্তথা গায়ন্ সন্ যৎ পুণ্যরূপং অশ্রু প্রেমাশ্রু বর্ষতি ; স্বানামপি মলশোধনম্ ॥ ২৭৩ ॥

বারাহে—

ব্রাহ্মণো বাসুদেবার্থং গায়মানোঽনিশং পরম্ ।
সম্যক্ তালপ্রয়োগেণ সন্নিপাতেন বা পুনঃ ॥ ২৭৪ ॥
নব বর্ষসহস্রাণি নব বর্ষশতানি চ ।
কুবেরভবনং গত্বা মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ॥ ২৭৫ ॥
কুবেরভবনাদ্ভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ ।
ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে সুন্দরি ! ব্রাহ্মণ ব্যক্তি যদি ঠিকমত তাল প্রয়োগ ও বিভিন্ন রাগাদি সহযোগে বাসুদেবের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা গান করেন, তাহা হইলে তিনি কুবের ভবনে যাইয়া নয়হাজার নয়শতবৎসর যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। তারপর নিজের ইচ্ছানুসারে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এখানে সেখানে গমন ও বাস করিয়া আমাতে ভক্তিমান হইলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করেন ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

টীকা—সন্নিপাতেন বিবিধরাগাদি-সমুচ্চয়েন। ননু কথং তস্য ততোঽপি ভ্রংশঃ সম্ভবেৎ ? সত্যং, স্বেচ্ছয়ৈব পরিত্যজ্যান্যত্র গচ্ছতীত্যাহ—স্বচ্ছন্দেন গমনমালয়শ্চ নিবাসস্থানং যস্য সঃ। ননু তর্হি কা গতিস্তস্য স্যাৎ ? তত্রাহ—মম কর্ম্মপরায়ণঃ মদ্ভক্তি-পরঃ সন্ ফলং তদনুরূপম্ ; যদ্বা, পরমফলত্বেন বিখ্যাতং শ্রীবৈকুণ্ঠম্ ; যদ্বা, মৎসেবাপরত্বং ফলং প্রাপ্নোতি ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্ ।
গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চসা ।
দদাতি তুষ্টঃ স্থানং স্বং যথাস্মৈ কৌশিকায় বৈ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—জীব সকলের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মধ্যে কিংবা শ্রীভগবদারাধনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহ মধ্যে বিধাতা গানকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যিনি গানদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন তাঁহার কীর্ত্তি, জ্ঞান ও প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভগবান প্রীত হইয়া তাঁহাকে কৌশিক বিপ্রের ন্যায় নিজ স্থান অর্পণ করেন ॥ ২৭৭ ॥

টীকা—নারায়ণানাং নারায়ণারাধনকর্ম্মণাং ; যদ্বা, নারং জীবসমূহঃ, তদাশ্রয়ভূতানাং কর্ম্মণাং মধ্য ইত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য বর্চ্চঃ প্রভাবো যস্মাত্তেন ; যদ্বা, স্বস্য কীর্ত্তি-জ্ঞান-বর্চ্চোভিঃ সহিতং দ্বন্দ্বৈক্যম্। কৌশিকায়েত্যত্র তত্রৈবাখ্যায়িকেয়ম্—'কৌশিকনামা বিপ্রো ভগবদ্‌গীতপ্রভাবেণ সশিষ্যং সসেবকো গীত-শ্রোতৃভিঃ সহিতো বৈকুণ্ঠলোকং গতো ভগবতা বহুসং-মানিতঃ' ইতি ॥ ২৭৭ ॥

কিঞ্চ—

এষ বো মুনিশার্দূলাঃ প্রোক্তো গীতক্রমো মুনেঃ ।
ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽনিশং পরম্ ॥২৭৮
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকো ভবেৎ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বাসুদেবপরায়ণঃ ।
গায়ন্ত্যংস্তমাপ্নোতি তস্মাদ্‌গেয়ং পরং বিদুঃ ॥২৭৯

অনুবাদ—আরও যথা—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। দেবর্ষি নারদের গীতশিক্ষার ক্রম তোমাদিগকে বলি-য়াছি। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাসুদেব-বিষয়ক গান করিলে সালোক্য মুক্তি লাভ করেন এবং গীতবিষয়ে শ্রীরুদ্র-দেব অপেক্ষাও বেশী দক্ষতা লাভ করিতে পারেন। কায়-মনো-বাক্যে ভগবৎপরায়ণ হইয়া নৃত্যগীত করিলে শ্রীবিষ্ণু লভ্য হন। তাই ভগবৎ প্রাপ্তির পক্ষে গীতই প্রধান হেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

টীকা—এষ ইত্যাদিঃ সূতোক্তিঃ ; মুনেঃ শ্রীনার-দস্য গীতশিক্ষাক্রমঃ ; তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা ; যথা—'দ্বারকায়াং শ্রীরুক্মিণীসত্যভামাদের্দাসী-ভ্যোঽসৌ যত্নাদ্‌গানবিদ্যামশিক্ষত' ইতি ॥ ২৭৮ ॥

টীকা—রুদ্রাদপি গানেন অধিকো বিশিষ্টো ভবে-দিতি ॥ ২৭৯ ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তৌ (৬।৩৪)—

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্দে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গাদি তীর্থসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন এবং যাঁহার কীর্ত্তি অত্যন্ত প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান সময়ে তিনি যেন আহূতের ন্যায় সত্বর আসিয়া আমার হৃদয়ে দর্শন দান করেন।

যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ধ্যানাদি দ্বারাও সুলভ নয়, তিনিই গীতদ্বারা অনায়াসলভ্য হইয়া থাকেন, এই জন্য ভগবন্মাহাত্ম্যগণের মহিমা ধ্যান অপেক্ষাও অধিক ॥ ২৮০ ॥

টীকা—স্বস্য ভগবতো বীর্য্যাণি অদ্ভুতচরিতানি পূতনামোক্ষাদীনি ; তীর্থং গঙ্গাদি, পাদাৎ চরণাব্জ-শৌচোদকাৎ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ; কিঞ্চ প্রিয়ং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ, অত আহূতঃ ইব, আদরেণ নিমন্ত্রিত ইব ; যদ্বা বলাদা কৃষ্যানীত ইব। এবং পূর্ব্বং চিত্তাদন্তর্হিতে ধ্যানাদিপ্রযত্নেন যো ময়া পুনর্হৃদি দ্রষ্টুং ন শক্তঃ, সোঽয়ং গানাৎ স্বয়মেব সদ্যঃ সাক্ষাদিব চিত্তে দৃশ্যতে ইতি ধ্যানাদপি তদ্বীর্য্য গানস্য মাহাত্ম্যং সূচিতম্ ॥ ২৮০ ॥

———

দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতোক্তৌ (১২।৪৯-৫০)—

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতের উক্তিতে আছে—শ্রীহরিকীর্ত্তনই মহাফলপ্রদ, হরিকীর্ত্তন ছাড়া বাক্য ব্যয় বৃথা প্রলাপমাত্র, যাহাতে ভগবানের প্রসঙ্গ নাই সে সকল বাণী অসতী ও মিথ্যাভূতা ? কিন্তু যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ বিরাজিত তাহাই সত্য তাহাই মঙ্গল কর ও তাহাই পুণ্য জনক বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৮১ ॥

———

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—উত্তম শ্লোক শ্রীহরির যশোগাথা যাহাতে কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাই রমণীয়, তাহাই সুন্দর তাহাই ক্ষণে ক্ষণে নূতন, তাহাই নিরন্তর চিত্তের মহোৎসব স্বরূপ এবং তাহাই মনুষ্যগণের শোকসাগর শোষণকারী ॥ ২৮২ ॥

টীকা—অসতীঃ অসত্যঃ দুষ্টা ইত্যর্থঃ ; যতঃ অসত্যামেব কথান্তাঃ। যৎ যাসু, কিং তর্হি সত্য-মুত্তনাদিকঞ্চ ? তদাহ—উত্তমঃ শ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽনুগীয়ত ইতি যৎ তদেব সত্যম্। উহ হর্ষে প্রসিদ্ধৌ বা, ভগবদ্গুণানামৈশ্বর্য্যাদীনামুদয়ঃ গায়কে শ্রোতৃপ্রভৃতিষু চ প্রকাশো যস্মাত্তৎ, রম্যং জগৎ-সন্তোষদং, রুচিরং শ্রবণরুচিকরং যতো নবং নবং প্রতিক্ষণ-নূতনমিত্যর্থঃ ; মহানুৎসবো যস্মাৎ তৎ ॥ ২৮১-২৮২ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দত্ত্বা চ গীতং ধর্ম্মজ্ঞা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে।
স্বয়ং গীতেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥২৮৩॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—হে ধার্ম্মিকগণ। যিনি অপরের দ্বারা গান করাইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনি গন্ধর্ব্বগণের সহিত ক্রীড়া করেন। যিনি নিজে গান করিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি বিষ্ণুরই অনুচর হন ॥ ২৮৩ ॥

———

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামাসংবাদীয়-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীপৃথু-নারদ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন যোগিহৃদয়ে রবৌ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ২৮৪ ॥
তেষাং পূজাদিকং গন্ধ-পাদ্যাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মৎপ্রপূজনাৎ ॥২৮৫

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সংবাদ-বিষয়ক কার্ত্তিক মাহাত্ম্য এবং শ্রীপৃথু-নারদসংবাদে শ্রীভগবানের কথায়—হে নারদ। আমি নিজ-ধামে অথবা যোগিগণের হৃদয়ে, কিংবা সূর্য্যমণ্ডলেও বাস করি না, আমার ভক্তগণ যথায় গান করেন

আমি সেখানেই অবস্থান করি। মনুষ্যগণ পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা সেই ভক্তগণের পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রীত হই, আমার আরাধনায় সেরূপ প্রীতিলাভ করি না ॥ ২৮৪-২৮৫ ॥

টীকা—তেষাং মদ্ভক্তানাম্, আদি-শব্দাদনুগমনাদি, আদ্যশব্দাৎ পুষ্পাস্তস্তবনাদীনি ॥ ২৮৫ ॥

অতএবোক্তং—

কর্ম্মণ্যৌপয়িকিত্বেন ব্রাহ্মণোঽন্য ইতি স্মৃতঃ।
কারিকায়ামতঃ প্রোক্তং বিপ্রো গীতৈ রমেদিতি ॥২৮৬

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—আরাধনায় ব্রাহ্মণ যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে বিষ্ণুদাস বলিয়াছেন। এই জন্য কারিকায় কথিত হইয়াছে—বিপ্র ভগবদ্বিষয়ক গীতদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিবেন ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—কর্ম্মণি ভগবদারাধন-লক্ষণে, ঔপয়িকত্বেন তদ্‌যোগ্যত্বাৎ, অন্যঃ দাস ইতি স্মৃতঃ শাস্ত্রৈঃ স্মৃতিকৃদ্ভির্বা। কারিকায়াম্ উপনিষদ্ভাগবিশেষে শ্লোকনিবদ্ধ-শ্রুত্যাদিগ্রন্থে বা ॥ ২৮৬ ॥

অথ নৃত্যস্য মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহু সুভক্তিতঃ।
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে—যিনি সানন্দে অতিশয় ভক্তিভরে সযত্নে অধিক নৃত্য করেন, তাঁহার শত শত জন্মের পাপ ভস্মীভূত হয় ॥ ২৮৭ ॥

টীকা—ভাবৈঃ শৃঙ্গারাদিরসৈঃ, বিবিধচেষ্টাভির্বা; বহু যথা স্যাৎ তথা, জন্মান্তরশতেষু কৃতানি করিষ্যমাণান্যপি পাপানি ॥ ২৮৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং
বাহ্যমঙ্গলং দিবঃ ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—আনন্দহেতু নৃত্যরত বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির পাদদ্বারা পৃথিবীর, নয়নদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডলের ও বাহুদ্বারা স্বর্গের অমঙ্গল বিশেষভাবে ধ্বংস হয় ॥ ২৮৮ ॥

টীকা—নৃত্যতো বিষ্ণুভক্তস্য পাদাদিভিঃ ক্রমাদ্ভূম্যাদেরমঙ্গলমুৎসার্য্যতে বিনশ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৮ ॥

বারাহে—

যশ্চ নৃত্যতি সুশ্রোণি পুরাণোক্তং সমাসতঃ।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ॥ ২৮৯ ॥
পুষ্করাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে যথা—হে সুশ্রোণি! যিনি ভরতাদি মুনি-কথিত শাস্ত্র অনুসারে অল্প পরিমাণেও নৃত্য করেন, তিনি পুষ্কর দ্বীপে গিয়া ত্রিংশৎ সহস্র ও ত্রিংশৎ শত বৎসর পর্য্যন্ত যথেচ্ছ বিহার করেন। তারপর সেই স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ইচ্ছানুসারে যথা তথা গমন ও বাস করেন এবং আমাতে ভক্তিনিষ্ঠ হওয়ার ফল লাভ করেন, অর্থাৎ আমার ধামে বাস করিতে পারেন ॥ ২৮৯-২৯০ ॥

টীকা—পুরাণোক্তং ভরতাদি-পুরাতনমন্যুক্তং যথা স্যাৎ তচ্ছাস্ত্রানুসারেণেত্যর্থঃ। সমাসতঃ সংক্ষেপেণাপি যো নৃত্যতি; যদ্বা, সমাসতঃ পুরাণোক্তং তস্য ফলমিতি শেষঃ। তদেবাহ—ত্রিংশদিত্যাদিনা। অন্যল্লিখিতার্থমেব ॥ ২৮৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্।
স্বয়ং নৃত্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥২৯১॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—অপরকৃত নৃত্যদ্বারা প্রভুর উপাসনা করিলে নিঃসন্দেহে রুদ্রলোক লাভ হয়। আর স্বয়ং নৃত্য করিয়া প্রভুর আরাধনা করিলে তাঁহার অনুচরত্ব লাভ হয় ॥ ২৯১ ॥

অন্যত্র শ্রীনারদোক্তৌ—

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্ ।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থলেও শ্রীনারদের বাক্যে—যাঁহারা কমলাপতির অগ্রে করতালি দিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের শরীরস্থ পাতকরূপ পক্ষিগণ উড়িয়া পলায়ন করে ॥ ২৯২ ॥

টীকা—শরীরস্থাঃ স্বস্য সর্ব্বেষামপি বা ॥ ২৯২ ॥

অথ বাদ্যস্য মাহাত্ম্যম্

সঙ্গীতশাস্ত্রে—

বীণাবাদন-তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বাদ্যের মাহাত্ম্য বিষয়ে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যথা—বীণাবাদনে যিনি দক্ষ, শ্রুতি ও জাতি বিষয়ে যিনি নিপুণ এবং তাল প্রয়োগে পটু, তিনি মোক্ষের অধীশ্বর বিষ্ণুকে অনায়াসেই বশীভূত করেন ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—শ্রুতয়ঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাঃ, জাতয়ঃ সপ্ত-স্বরাঃ, মেঘনাদবসন্তাদি-রাগালাপভেদা বা তত্তদ-ভিজ্ঞঃ। মোক্ষো মার্গো উপায়ভূতো যস্মিন্ ভগবতি বৈকুণ্ঠলোকে বা তং নিযচ্ছতি বশীকরোতি; অন্যে-ভ্যোঽপি নিতরাং যচ্ছতি দদাতীতি বা ॥ ২৯৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

বাদ্যং দত্ত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
স্বয়ং বাদ্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥২৯৪॥
বাদ্যানামপি দেবস্য তন্ত্রীবাদ্যং সদা প্রিয়ং ।
তেন সংপূজ্য বরদং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই বিষয়ে বলা হই-য়াছে—বিপ্র অন্যকৃত বাদ্যদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। আর নিজে বাজনা বাজাইয়া উপাসনা করিলে বিষ্ণুর অনুচর হন। যাবতীয় বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রীবাদ্য ভগবানের সর্ব্বদা প্রিয়। সেই তন্ত্রীবাদ্যদ্বারা বরদ শ্রীহরির আরাধনা করিলে গণপতিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৯৪-২৯৫॥

অথ শক্তৌ পুনঃ পূজা

শক্তশ্চেৎ সপরীবারং কৃষ্ণং গন্ধাদিভিঃ পুনঃ ।
পঞ্চোপচারৈর্মূলেন সংপূজ্যার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ ॥ ২৯৬॥

অনুবাদ—অতঃপর সামর্থ্য থাকিলে পুনর্বার পূজা —যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে মূলমন্ত্রদ্বারা গন্ধাদি পঞ্চ উপচারে পুনরায় পরিবার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৯৬ ॥

টীকা—সপরিবারং পূর্ব্বলিখিতাবরণসহিতং, 'সপরিবারায় কৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যুচার্য্য মূলমন্ত্রেণ গন্ধা-দিভিঃ পঞ্চভিরুপচারৈঃ পুনঃ সম্যক্ পূজয়িত্বা 'সপরি-বারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘং স্বাহা' ইতি অর্ঘ্যং নিবেদয়ে-দিত্যর্থঃ ॥ ২৯৬ ॥

অথ নীরাজনম্

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্য-জয়স্বনৈঃ ॥ ২৯৭ ॥
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা ।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকম্ ॥২৯৮॥

অনুবাদ—তারপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে মহা-নীরাজন করা কর্ত্তব্য এবং ঐ নীরাজনের জন্য সুবর্ণাদি নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট পাত্রে কর্পূর বা ঘৃতদ্বারা বিজোড় ও অনেক পলিতা (বর্ত্তিকা) দিয়া দীপ জ্বালিবে ॥২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—তদর্থং মহানীরাজননিমিত্তম্। আরাত্রিকং দীপং শুভে উত্তমে সুবর্ণাদি-নির্ম্মিতে বিস্তীর্ণে পাত্রে বিষমা অযুগ্মা অনেকাশ্চ বদ্ধা বর্ত্তিকা বর্ত্ত্যো যস্মিন্ তম্ ॥ ২৯৮ ॥

অথ নীরাজনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

বহুবর্ত্তিসমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি ।
কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যিনি বহু পলিতাযুক্ত জ্বলন্ত দীপ দ্বারা

শ্রীকেশবের শিরোদেশে আরাত্রিক করেন, কোটি কল্প-কাল পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে বাস করেন ॥ ২৯৯ ॥

কর্পূরেণ তু যঃ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা কেশবমূর্দ্ধনি।
আরাত্রিকং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রবিশেদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কর্পূরদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যিনি শ্রীকেশবের মস্তকে নীরাজন করেন, তিনি অব্যয় শ্রীবিষ্ণুর নিকটেই বাস করিবার অধিকার লাভ করেন ॥ ৩০০ ॥

টীকা—কেশবোপরীতি, কেশবমূর্দ্ধনীতি চ; প্রায়ঃ শ্রীমস্তকনির্ম্মঞ্ছনং বোধয়তি প্রবিশেদিতি অত্যন্তসন্নিকৃষ্টো ভূত্বা তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। ন ব্যয়ো ভক্তানাং যস্মাদিতি মোক্ষো নিরস্ত এব ॥২৯৯-৩০০॥

তত্রৈবান্যত্র—

দীপ্তিমন্তং সকর্পূরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ।
কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্ত কল্পানি মানবঃ ॥৩০১॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—হে রাজন্! যে ব্যক্তি জ্বলন্ত কর্পূরযুক্ত দীপদ্বারা নীরাজন করেন, তিনি সাতকল্প কাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-ধামে বাস করেন ॥ ৩০১ ॥

টীকা—সপ্ত কল্পানীতি অসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যম্, অথবা শ্বেতদ্বীপাদৌ বৈকুণ্ঠলোকে তাবৎকালং স্থিত্বা পশ্চাৎ পরমোৎসাহেন তাদৃশভক্তিপ্রচারণায় স্বেচ্ছয়া অবতরণাভিপ্রায়েণোক্তম্ ॥ ৩০১ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ॥৩০২॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে পার্ব্বতি! ভগবানের নীরাজন করিলে মন্ত্রবর্জ্জিত ও ক্রিয়াবর্জ্জিত পূজাও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় ॥ ৩০২ ॥

টীকা—শিবে হে পার্ব্বতি ॥ ৩০২ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া।
তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ ॥৩০৩

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে—সুদৃশ্য দীপরাজিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নীরাজন করিলে তমোবিকার কামক্রোধাদি অথবা অজ্ঞানবিকার অভিমান প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং সংসারও নাশ হয় ॥ ৩০৩ ॥

টীকা—তমস্তমোগুণঃ অজ্ঞানং বা সত্ত্বাবরকত্বাৎ, তস্য বিকারং কামক্রোধাদিকং, দ্বিতীয়পক্ষে দেহাভি-মানাদিকং, তস্মিন্ তমোবিকারে; ভবঃ সংসারঃ কঃ স্যাৎ, অপি তু ন কশ্চিদপি, স্বতএব জিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০৩ ॥

অন্যত্র চ—

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখম্ ॥
ইতি ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—নীরাজন সময়ে দীপালোকে অধিক শোভমান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমুখ দর্শনমাত্রই কোটি কোটি ব্রহ্মঘ্নপাপ ও কোটি কোটি অগম্যাগমন জনিত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—কোটয়ঃ কোটীঃ, যা কোটয়স্তা ইতি বা; সারাত্রিকং দীপসহিতং দীপালোকেনাধিকং শোভমান-মিত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

যচ্চ দীপস্য মাহাত্ম্যং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তৎ।
দ্রষ্টব্যং সর্ব্বমত্রাপি প্রায়েণাভেদতোঽনয়োঃ ॥৩০৫

অনুবাদ—ধূপ প্রদানের পর অর্পিত দীপ ও নীরা-জন দীপ, এই দুই প্রকার দীপের পার্থক্য না থাকায় পূর্ব্বে দীপের যে সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলেও প্রায় সেই সমস্তই জানিতে হইবে ॥ ৩০৫ ॥

টীকা—অত্র নীরাজনেঽপি তৎ সর্ব্বং মাহাত্ম্যং দ্রষ্টব্যং মন্তব্যং জ্ঞেয়ম্। তত্র হেতুঃ—অনয়োঃ ধূপানন্তরদীপস্য এতন্নীরাজনদীপস্য চেতি দ্বয়োর-ভেদাৎ। প্রায়েণেতি স্বমতে বর্ত্ত্যাদিভেদাৎ ॥ ৩০৫ ॥

অতঃ সাদরমুত্থায় মহানীরাজনস্ত্বিদম্ ।
দ্রষ্টব্যং দীপবৎ সর্ব্বৈর্বন্দ্যমারাত্রিকঞ্চ যৎ ॥৩০৬॥

অনুবাদ—অতএব সকলে সাদরে উত্থিত হইয়া এই মহানীরাজন দীপকেও নীরাজন দীপের ন্যায় দর্শন ও বন্দনা করিবেন ॥ ৩০৬ ॥

টীকা—অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাৎ ॥ ৩০৬ ॥

তদুক্তং শ্রীপুলস্ত্যেন বিষ্ণুধর্ম্মে—
ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৩০৭

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপুলস্ত্য মুনির কথায়—ধূপ ও নীরাজন দীপ দর্শন এবং হস্তদ্বয়দ্বারা বন্দনা করিলে কোটিকুল উদ্ধার হয় ও বিষ্ণুধাম লাভ করা যায় ॥ ৩০৭ ॥

মূলাগমে চ—
নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেদ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।
সপ্ত জন্মানি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদম্ ॥৩০৮॥

অনুবাদ—মূলাগমেও এইরূপই বলা হইয়াছে—যিনি দেবদেব চক্রধারীর নীরাজন দর্শন করেন, তিনি সপ্তজন্ম বিপ্র হইয়া পরিণামে পরমপদ লাভ করেন ॥ ৩০৮ ॥

অথ শঙ্খাদিবাদন-মাহাত্ম্যম্

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথ-সংবাদে—
কেশবায়তনে রাজন্ কুর্ব্বন্ শঙ্খরবং নরঃ ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শঙ্খাদিবাদন মাহাত্ম্য বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে যথা—হে রাজন্! শ্রীকেশবের মন্দিরে শঙ্খবাদ্যকারী সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন ॥ ৩০৯ ॥

করশব্দং প্রকুর্ব্বন্তি কেশবায়তনেষু যে ।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমানেশা যুগদ্বয়ম্ ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা কেশবের গৃহে করধ্বনি করেন, তাঁহারা সকল পাপমুক্ত হইয়া দুইযুগ বিমানসমূহের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন ॥ ৩১০ ॥

টীকা—বিমানানামীশাঃ স্বামিনো ভবন্তি ॥ ৩১০॥

তালাদিকাংস্যনিনদং কুর্ব্বন্ বিষ্ণুগৃহে নরঃ ।
যৎ ফলং লভতে রাজন্ শৃণুষ্ব গদতো মম ॥৩১১॥
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিমানশত-সঙ্কুলঃ ।
গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে তাল প্রভৃতি কাংস্যধ্বনি করিলে মানুষের যে ফল লাভ হয়, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ বাদক মনুষ্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শত শত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করেন ॥ ৩১১-৩১২ ॥

ভেরীমৃদঙ্গপটহ-নিশানাদ্যৈশ্চ ডিণ্ডিমৈঃ ।
সন্তর্প্য দেবদেবেশং যৎ ফলং লভতে শৃণু ॥ ৩১৩ ॥
দেবস্ত্রীশত-সংযুক্তঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ।
স্বর্গলোকমনুপ্রাপ্য মোদতে পঞ্চকল্পকম্ ॥
ইতি ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—ভেরী, মৃদঙ্গ পটহ, নিশানবাদ্য ও ডিণ্ডিমাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা অবধান করুন। সেই বাদক ব্যক্তি শত শত দেবস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ও সর্ব্বকাম সমন্বিত হইয়া দেবলোকে গমন করেন এবং পঞ্চকল্প ধরিয়া সেখানে বিহার করেন ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥

টীকা—নিশানো বাদিত্রবিশেষঃ ॥ ৩১৩ ॥

অথ সজলশঙ্খনীরাজনম্

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্মস্তকোপরি ।
ত্রির্ভ্রাময়িত্বা কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং প্রভোঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—তারপর জলপূর্ণ শঙ্খ ভগবানের মস্ত-

কোপরি তিনবার ঘুরাইয়া পুনরায় প্রভুর নীরাজন করিবে ॥ ৩১৫ ॥

টীকা—জলপূর্ণশঙ্খেন পুনর্নীরাজনং লিখতি—ততশ্চেতি ॥ ৩১৫ ॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
সন্নিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ কল্পান্তং ক্ষীরসাগরে ॥
ইতি ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যের ঐ স্থানেই তন্মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে যথা—যিনি জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীকেশবের মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন, তিনি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ক্ষীরসাগরে শ্রীবিষ্ণুর নিকট বাস করিতে পারেন ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—যেন ভ্রামিতং, স বসতে বসতি ॥৩১৬॥

নীরাজনদ্বয়ং চৈতত্তাম্বূলস্যার্পণাৎ পরং।
কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরম্ ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ তাম্বূল প্রদানের পর, কেহ বা দর্পণ অর্পণ করার পর এই দুই প্রকার নীরাজন করেন ॥ ৩১৭ ॥

তথা চ পঞ্চরাত্রে—

পুনরাচমনং দদ্যাৎ করোদ্বর্ত্তনমেব চ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং কুর্য্যান্নীরাজনং তথা ॥ ৩১৮ ॥
সমর্প্য মুকুটাদীনি ভূষণানি বিচক্ষণঃ।
আদর্শয়েত্তথাদর্শং প্রকল্প্য ছত্রচামরে ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—পুনরাচমন, হস্তমার্জ্জন ও কর্পূরের সহিত তাম্বূল অর্পণ করিয়া নীরাজন করিবে। পণ্ডিতব্যক্তি মুকুটাদি ভূষণ, ছত্র, ও চামর অর্পণ পূর্ব্বক দর্পণ দেখাইবেন ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥

গারুড়ে চ—

অথ ভুক্তবতে দত্ত্বা জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ।
আচমনঞ্চ তাম্বূলং চন্দনৈঃ করমার্জ্জনম্ ॥ ৩২০ ॥
পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কৃত্বা ভক্ত্যাদর্শং প্রদর্শয়েৎ।
নীরাজনং পুনঃ কার্য্যং কর্পূরং বিভবে সতি ॥৩২১॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—ভোজনের পর প্রথমতঃ আচমনের জন্য কর্পূর বাসিত জল, তারপর তাম্বূল, তারপর করমার্জ্জনের জন্য চন্দন নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং তৎপরে ভক্তিসহকারে দর্পণ দেখাইবে। সামর্থ্য থাকিলে তারপর কর্পূরদ্বারা পুনরায় নীরাজন করিবে ॥৩২০-৩২১ ॥

অতএব বায়ুপুরাণে—

আরাত্রিকন্তু নিঃস্নেহং নিঃস্নেহয়তি দেবতাম্।
অতঃ সংশময়িত্বৈব পুনঃ পূজনমাচরেৎ ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—অতএব বায়ুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—নীরাজন পাত্র স্নেহরহিত হইলে দেবতাকে স্নেহরহিত করে, এই জন্য তাহা নির্ব্বাপণ করিয়া পুনরায় পূজা আরম্ভ করিবে ॥ ৩২২ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে দীপ-নির্ব্বাপণের যে সমুদায় দোষ লিখিত হইয়াছে তাহা দীপসম্বন্ধেই জানিতে হইবে, নীরাজন বিষয়ে নহে।

টীকা—আরাত্রিকং নীরাজনপাত্রং নিঃস্নেহং ঘৃতাদিরহিতং, নিঃস্নেহাং দয়ারহিতাং, সংশময়িত্বা সংশময্য নির্ব্বাপ্যেত্যর্থঃ। যশ্চ পূর্ব্বং দীপনির্ব্বাপণদোষ উক্তঃ, স দীপবিষয়ক এব, ন তু নীরাজনবিষয়কো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩২২ ॥

অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

কৃত্বা পূজাদিকং সর্ব্বং জ্বলন্তং কৃষ্ণমূর্দ্ধনি।
আরাত্রিকং প্রকুর্ব্বাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥
॥ ইতি ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে ঐ স্থানেই কথিত হইয়াছে—যিনি পূজাদি সমুদায় সম্পাদন করিয়া প্রজ্বলিত দীপপঙ্ক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকো-

পরি নীরাজন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে আনন্দ-ভোগের অধিকারী হন ॥ ৩২৩ ॥

কেচিন্নীরাজনাৎ পশ্চাদিচ্ছন্তি প্রণতিং ততঃ।
প্রদক্ষিণং ততঃ স্তোত্রং গীতনৃত্যাদিকং ততঃ ॥৩২৪

অনুবাদ—কেহ কেহ নীরাজনের পর প্রণাম, তারপর প্রদক্ষিণ, তারপর স্তব ও শেষে নৃত্যাদি ইচ্ছা করেন ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—প্রণতিং বন্দনং, ততঃ প্রণতেঃ পশ্চাৎ প্রদক্ষিণমিচ্ছন্তি, এবমগ্রেঽপি ॥ ৩২৪ ॥

এবং ভাগবতাঃ স্বস্বসম্প্রদায়ানুসারতঃ।
প্রবর্ত্তন্তে প্রভোর্ভক্তৌ ভক্ত্যা সর্ব্বং হি শোভনম্ ॥৩২৫
ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
বিচিত্রৈর্মধুরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বীত
ভক্তিমান্ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ এইরূপে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ভক্তির সহিত প্রভুর অর্চ্চনাদি করিবেন, যেহেতু ভক্তি-পূর্ব্বক যে-সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, সে, সমস্তই সম্পূর্ণ হয় ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভক্তিভরে শ্রীহরির মস্তকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বিচিত্র ও মধুর স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবেন ॥ ৩২৫-৩২৬ ॥

টীকা—ননু পরস্পরং সংবাদাভাবেনানির্দ্ধার-দোষঃ স্যাত্তত্র লিখতি—ভক্ত্যেতি ॥ ৩২৫ ॥

অথ স্তুতিবিধিঃ

মহাভারতে—

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাম্।
তয়া ব্যাস-সমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ ॥
ইতি ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে যথা—শ্রীকৃষ্ণের আরাধন বাসনায় যে সকল বাক্য বলিতে চাই, বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত সেই সকল বাক্যদ্বারা শ্রীমধুসূদনের প্রসন্নতা বিহিত হউক ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—কৃষ্ণমারিরাধয়িষুঃ আরাধয়িতুমিচ্ছন্, জিগদিষামি গদিতুমিচ্ছামি, ব্যাসো বিস্তারঃ, সমাসঃ সংক্ষেপস্তদ্‌যুক্তয়া, তয়া বাচা ॥ ৩২৭ ॥

আরম্ভে চ স্তুতেরেতং শ্লোকং স্তুতিপরঃ পঠেৎ।
সত্যাং তস্যাং সমাপ্তৌ চ শ্লোকং সঙ্কীর্ত্তয়েদিমম্ ॥৩২৮
ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীরিতঃ।
বাগ্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥৩২৯

অনুবাদ—স্তুতিকারী স্তুতির আরম্ভে পূর্ব্বে কথিত 'আরিরাধয়িষু' ইত্যাদি শ্লোক ও স্তুতি সমাপ্ত হইলে পশ্চাৎ কথিত 'ইতি বিদ্যা' ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবেন। বিদ্যা ও তপস্যার হেতু এই অযোনিজ, বাক্য ও যজ্ঞদ্বারা পূজিত দেবজনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২৮-৩২৯ ॥

টীকা—এতম্ আরিরাধয়িষুরিত্যাদিকং, তস্যাঃ স্তুতেঃ সমাপ্তৌ সত্যাম্। ইমম্ ইতি—বিদ্যেত্যাদিকম্ ॥ ৩২৮ ॥

অথ স্তোত্রাণি

পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতিষু —

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৩০ ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৩১॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ ৩৩২ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৩৩ ॥
কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥ ৩৩৪ ॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্গবে ॥ ৩৩৫ ॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসু-হারিণে ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বতাপনীয় শ্রুতিতে যথা—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের কারণ, বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বরূপ গোবিন্দকে প্রণাম। বিজ্ঞান ও পরমানন্দস্বরূপ গোপীনাথ গোবিন্দ ও কৃষ্ণকে নমস্কার। পদ্মলোচন, পদ্মমালী, পদ্মনাভ, পদ্মাপতিকে নমস্কার। যাঁহার মস্তক ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, অকুণ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্ট, লক্ষ্মীর মানসসরোবরের হংসস্বরূপ সেই গোবিন্দকে প্রণাম। কংসবংশনাশকারী, কেশী ও চানুর নিধনকারী, মহাদেবের বন্দনীয় এবং অর্জ্জুন সারথিকে নমস্কার। বেণুবাদনরত, গোরক্ষক, কালিয়মর্দ্দন, কালিন্দী কূলবিহারী, চঞ্চলকুণ্ডলদ্বারা শোভমান, গোপীগণের নয়নকমলের মাল্যধারী, নৃত্যশালী এবং প্রণতগণের পালক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। পাপ-প্রণাশক, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনা ও তৃণাবর্ত্তের প্রাণ বিনাশকারীকে প্রণাম ॥ ৩৩০-৩৩৭ ॥

টীকা—লোলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং, বলগবে সুন্দরায়, বল্লবীনাং নয়নান্যেবাম্ভোজানি, তেষাং মালা পঙ্‌ক্তীস্তদ্বতে, তাভিঃ সদা পরময়া শক্ত্যা দৃশ্যমানয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩৫-৩৩৬ ॥

———

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৩৩৮ ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥ ৩৩৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্ন মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥ ৩৪০ ॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—পরিপূর্ণ, মোহশূন্য শুদ্ধ, পরমপাবন, অতুলনীয় ও পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। হে পরমানন্দ আপনি প্রসন্ন হউন, হে পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! মনঃপীড়া ও ব্যাধিরূপ সর্পদষ্ট আমাকে আপনি রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনোহারিন্! হে জগদ্‌গুরো! সংসারসাগরে মগ্ন আমাকে উদ্ধার করুণ। হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন, হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে পরিত্রাণ করুন॥৩৩৮-৩৪১॥

টীকা—নিষ্কলায় পরিপূর্ণায় নির্ম্মায়ায়েতি বা, অশুদ্ধিবৈরিণে পরমপাবনায়েত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়ায় নিরুপমায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩৮ ॥

———

বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রাণি

একাদশস্কন্ধে (৫।৩৩-৩৪)—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল! ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪২ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ! আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩৪৩॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে যথা—হে প্রণতপালক! হে মহাপুরুষ! আপনার যে চরণকমল ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি জনিত পরাভব বিনাশক, মনোরথপূরক, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তবৃন্দের দুঃখমোচনকারী এবং সংসাররূপ দুস্তরসাগর-পারকারী সেই শ্রীচরণযুগলকে আমি বন্দনা করি। হে ধর্ম্মিষ্ঠ মহাপুরুষ! যাহা অন্যের পক্ষে ত্যাগ করা দুষ্কর এবং দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া আপনি পিতৃবাক্যে বনে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজপ্রিয়ার সন্তোষের জন্য মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, অতএব আপনার শ্রীচরণকমল আমি বন্দনা করি ॥ ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—বিশেষতঃ একাদশস্কন্ধোক্ত-শ্লোকদ্বয়েন কলিকালে স্তুয়াদিতি শিষ্টাচারাল্লিখতি—ধ্যেয়মিতি। হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! তে তব চরণারবিন্দং বন্দে। কথম্ভূতম্? ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং, সদেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ—ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবস্তিরস্কারঃ তং হন্তীতি তথা তৎ। কিঞ্চ, অভীষ্টদোহং মনোরথপূরকং, কিঞ্চ, তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন পরমপাবনং, কিঞ্চ, শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতম্, ননু তৌ কৃতার্থাবেব,

কিমর্থং তাভ্যাং নুতং তত্রাহ।—শরণ্যম্ আশ্রয়ণা-যোগ্যং সুখবিশেষার্থমিতি ভাবঃ; যদ্বা, পরমেশ্বরত্বেনাবশ্য-সেব্যত্বাৎ তন্নাহাত্ম্যবিশেষণাকর্ষণাদ্বা। ননু ব্রহ্মাদিস্তুত্যং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যাৎ? ন ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্যার্ত্তিহন্তারম্। ন কেবলমাগন্তুকমার্ত্তিমাত্রং হন্তি, ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ; যদ্বা, শিব-বিরিঞ্চিনুতমিতি পরমৈশ্বর্য্যমুক্ত্বা, শরণ্যমিতি শরণাগতবাৎসল্যমুক্ত্বা, ভক্তানাং সদা সঙ্গিত্বমাহ—ভৃত্যানামার্ত্তিং বিরহদুঃখং সাক্ষাৎকারাদিনা হন্তহীতি। কিঞ্চ, প্রণতান্ স্বস্বভক্তান্ বরদানাদিনা পালয়ন্তীতি প্রণতপালা ইন্দ্রাদয়ো দেবাস্তেষামপি ভবাব্ধিপোতম্ অথবা পরিভবম্নমভীষ্টদোহমিতি বিশেষণাভ্যাং কামিনাং সর্ব্বদুঃখনাশকত্বং কামপরিপূরকত্বং চোক্তম্; তীর্থাস্পদমিতি মুমুক্ষুণাং মুক্তিপ্রদত্বং, শিববিরিঞ্চিনুতমিতি মুক্তানামপি স্তুত্যত্বেন সুখবিশেষাত্মকত্বং পরমাকর্ষকত্বঞ্চ। শরণ্যং পরমাশ্রয়মিতি দাসানাং সর্ব্বপুরুষার্থময়ত্বং, কিংবা শরণং বৈকুণ্ঠধাম ভগবানেব বা তৎপ্রদমিত্যর্থঃ। ইতি পরমপদ-প্রদত্বং, ভৃত্যানাং রুক্মিণীপ্রভৃতীনাং ভার্য্যাণাং বিরহার্ত্তিঘ্নমিতি পরমপ্রেমবিষয়ত্বং; প্রণতান্ বৈষ্ণবান্ পালয়ন্তি, অন্নাদিদানেন পুষ্ণন্তি, দুষ্টজনাদিভ্যো বা রক্ষন্তীতি প্রণতপালাঃ; যদ্বা, প্রণতা বৈষ্ণবা এব পালাঃ পালকা যেষাং জনানাং তেষাং বৈষ্ণবসেবকানাং ভবাব্ধিপোতং ভক্তিপ্রদানেনানায়াসতো বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ; সংসারদুঃখপরম্পরাহারকমিতি—নিজদাসানুদাসানামপি সর্ব্বদুঃখক্ষপণাদিকম্ ॥ ৩৪২ ॥

টীকা—ইদানীং স্বয়মাপ্তকামত্বান্নৈরপেক্ষ্যং ভক্তার্থঞ্চ সাপেক্ষতাং দর্শয়ন্ শ্রীরামচন্দ্রং স্তৌতি—ত্যক্তেতি। হে ধর্ম্মিষ্ঠ সদাচারপ্রবর্ত্তক, হে মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। অন্যৈর্দুস্ত্যজা যা সুরেপ্সিতা রাজ্যলক্ষ্মীরযোধ্যাসাম্রাজ্য-বিভূতিস্তাং ত্যক্ত্বা যত্তে চরণারবিন্দম অরণ্যং দণ্ডকবনাদিকমগাৎ; কিং রাজ্যবৈকল্যদর্শনেন? ন হি, আর্য্যস্য গুরোর্দশরথস্য বচসা কেকয়ীং প্রতি তদীয়বচনসত্যতা-প্রতিপালনায়েত্যর্থঃ; এবং ধর্ম্মিষ্ঠত্বমুক্ত্বা মহাপুরুষত্বং দর্শয়ন্ ভক্তজনবশ্যতামাহ—দয়িতয়া শ্রীসীতয়া ঈপ্সিতং মায়ামৃগং মায়য়া স্বর্ণময়াকারহরিণং যদন্বাবত্তদ্বন্দে; যদ্বা, 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্' (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩২) ইতি তত্রৈব প্রাগুক্তেঃ, কলৌ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপূজ্যত্বাৎ তদীয়লীলাবর্ণনেন তমেব স্তৌতি—রাজ্যলক্ষ্মীং শ্রীমথুরাসম্পত্তিম্; অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ; ধর্ম্মিষ্ঠস্য পূর্ব্বজন্মনি একাগ্রতয়া কৃতভগবদারাধনলক্ষণধর্ম্মস্য আর্য্যস্য শ্রীবসুদেবস্য; যদ্বা, ধর্ম্মিষ্ঠয়োরার্য্যয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বচসা, অত্র 'অদৃষ্টত্বসভ্যঃ' (শ্রীভাঃ (১০।৩।২২) ইত্যাদিনা বসুদেবস্য, 'জন্ম তে ময্যসৌ' (শ্রীভাঃ ১০।৩।২৯) ইত্যাদিনা দেবক্যাঃ। অরণ্যং বৃহদ্বনাদিকং; যদ্বা, ধর্ম্মিষ্ঠে ভক্তিলক্ষণধর্ম্মনিষ্ঠে শ্রীনন্দগোপরাজে, যদরণ্যং ব্রজভূমিলক্ষণং তৎ। এবং সত্যপি মহাপুরুষত্বেনৈব সদাচার-প্রবর্ত্তকত্বং ভক্তজনাধীনত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। পরমদুর্ল্লভতামাহ—মায়য়া লক্ষ্ম্যা অপি মৃগ্যত ইতি মৃগম্; যদ্বা, ভক্তজনাধীনত্বমেবাহ—মায়য়া লক্ষ্ম্যা মৃগং ক্রীড়ামৃগবৎ পরাধীনমিত্যর্থঃ। অরণ্যগমনে নিগূঢ়হেতুন্তরম্—দয়িতয়া শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতং পূর্ব্বস্মিন্নিহাপি জন্মনি বিবিধারাধনেন প্রাপ্তুমিষ্টমতএব অন্বধাবচারণ্যমেব। গোপালনাদিক্রীড়য়া সর্ব্বতো ধাবন্নিব পরিবভ্রামেত্যর্থঃ ॥ ৩৪৩ ॥

বৈদিকানীদৃশান্যেব কৃষ্ণে পৌরাণিকান্যপি।
তান্ত্রিকাণি চ শস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্যপি ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বেদোক্ত, পুরাণোক্ত তন্ত্রোক্ত, এবং নবীন কবিগণ রচিত স্তোত্রসকল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানে প্রশস্ত ॥ ৩।৪ ॥

টীকা—ঈদৃশানি এতাদৃশ-শ্রীগোকুললীলামৃতময়ানি বৈদিকানি কৃষ্ণস্তোত্রাণি শস্তানি ভবন্তি। যদ্বা, কৃষ্ণে শস্তানি তৎসুখকরাণীত্যর্থঃ। অভিনবানি আধুনিক-কবিনিবদ্ধানি ॥ ৩৪৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায়াং—
অভ্রষ্টলক্ষণৈঃ কৃত্বা স্বয়ং বিরচিতাক্ষরৈঃ।
স্তবং ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাস্তস্মাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায় উক্ত হইয়াছে—হে বিপ্র শ্রেষ্ঠগণ। যাহার লক্ষণ অভ্রষ্ট, এরূপ

স্বয়ং বিরচিত অক্ষর সকল দ্বারা শ্রীভগবানের স্তব করিলে তিনি নিখিল কামনা সফল করেন ॥ ৩৪৫ ॥

স্তুতিমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মে—

সর্ব্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্ববেদেষু যৎ ফলম্ ।
নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনম্ ॥৩৪৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে, যথা—দেবতাগণের আরাধনায় যে ফল হয় এবং সমস্ত বেদপাঠে যে ফল হয়, শ্রীজনার্দ্দনদেবের স্তুতি করিলেই সেই ফল হইয়া থাকে ॥ ৩৪৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন বিত্তদাননিচয়ৈর্বহুভির্মধুসূদনঃ ।
তথা তোষমবাপ্নোতি যথা স্তোত্রৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৪৭॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শ্রীমধুসূদন স্তুতিদ্বারা যে প্রকার প্রীত হন, বহু বহু ধন দানেও সেই প্রকার প্রীত হন না ॥ ৩৪৭ ॥

নারসিংহে—

স্তোত্রৈর্জপৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি স্তোত্র ও জপদ্বারা শ্রীমধুসূদনের পুরোভাগে স্তব করেন, তিনি সমস্ত রকম পাপ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করেন ॥ ৩৪৮ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

স্তবৈরমেয়মাহাত্ম্যং ভক্তিগ্রথিতরম্যবাক্ ।
ভবেদ্ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ্য-প্রভুকারুণ্যভাজনম্ ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে, যথা—যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিরচিত মনোহর স্তবদ্বারা ভগবানের অপরিমেয় মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি প্রভুর, ব্রহ্মাদি-দেবগণ-দুর্ল্লভ করুণালাভের যোগ্য হন ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—ভক্ত্যা প্রেম্ণা গ্রথিতাঃ ক্রমেণ নিবদ্ধাঃ অতএব রম্যা বাগ্‌যস্য সঃ ; ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ্যং যৎ প্রভোর্ভগবতঃ কারুণ্যং তস্য ভাজনং বিষয়ঃ ॥৩৪৯॥

যথা নরস্য স্তবতো বালকস্যেব তুষ্যতি ।
মুগ্ধবাক্যৈর্ন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা ॥৩৫০॥

অনুবাদ—বালকের ন্যায় স্তবকারী মনুষ্যগণের মুগ্ধবাক্যে জগৎপিতা যে প্রকার প্রীত হন, বিদ্বানগণের বাক্যেও সেই প্রকার সন্তুষ্ট হন না ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—বিবুধানাং দেবানাং বিদুষামপি বা ॥৩৫০

অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং কৃতযত্নং
স্বযশঃস্তবে ঘৃণী ।
স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং,
পদলগ্নং জননীব বালকম্ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—জননী যে প্রকার স্তনপানে ইচ্ছুক পদলগ্ন স্বীয় বালককে উঠাইয়া স্তন প্রদান করেন, সেই প্রকার দয়ালু প্রভু সযত্নে স্তবকারী অক্ষম-ব্যক্তিকে অভীষ্ট উন্নতি প্রদান করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকেন ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—অবলম্ অশক্তম্ ॥ ৩৫১ ॥

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে—

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা ।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে বলা হইয়াছে—যাঁহাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপ রত্ন সকলে অলঙ্কৃত হয়, তাঁহারা সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণের বন্দনীয় হন ॥ ৩৫২ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ।
হিত্বা স্তোত্রসহস্রাণি পঠনীয়ং মহামুনে ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে মহামুনে ! সহস্রস্তোত্র পরিত্যাগ

করিয়া স্তোত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তব পাঠ করিবে ॥ ৩৫৩ ॥

তেনৈকেন মুনিশ্রেষ্ঠ পঠিতেন সদা হরিঃ।
প্রীতিমায়াতি দেবেশো যুগকোটিশতানি চ ॥
ইতি ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই একটি মাত্র সহস্রনাম-স্তোত্র সতত পঠিত হইলে দেবেশ্বর শত-কোটি যুগকাল প্রীত থাকেন ॥ ৩৫৪ ॥

স্নানে যৎ স্তোত্রমাহাত্ম্যং লিখিতং লেখ্যমগ্রতঃ।
যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং সর্ব্বং জ্ঞেয়মিহাপি তৎ ॥৩৫৫

অনুবাদ—স্নানপ্রকরণে যে স্তোত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার পরে যে কীর্ত্তনমাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে, সেই সকল মাহাত্ম্য এই স্তুতি প্রকরণেও জানিবে ॥ ৩৫৫ ॥

টীকা—যদ্যপি স্নপনে সহস্রনাম-মাহাত্ম্যং লিখিত-মস্তি, তথাপি স্তোত্রেষু মধ্যে সহস্রনাম-স্তোত্রস্য পরম-শ্রৈষ্ঠ্যাপেক্ষয়া পুনরত্রোল্লিখিতম্। যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্য-মগ্রতো লেখ্যং তৎ সর্ব্বম্ ইহ স্তুতিমাহাত্ম্যেঽপি জ্ঞেয়ং, সর্ব্বেষামেবৈষাং কীর্ত্তনরূপত্বাৎ ॥ ৩৫৫ ॥

তন্নিত্যতা

বিষ্ণুধর্ম্মে—

নূনং তৎ কণ্ঠশালূকমথবা প্রতিজিহ্বিকা।
রোগো বান্যো ন সা জিহ্বা যা ন স্তৌতি হরেগুর্ণান্ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্তোত্রের নিত্যতা বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে, যথা—যে রসনা শ্রীহরিগুণ কীর্ত্তন না করে, তাহা কণ্ঠশালূক অর্থাৎ গলরোগবিশেষ অথবা আলজিহ্বা কিম্বা অন্যপ্রকার রোগ ॥ ৩৫৬ ॥

টীকা—কণ্ঠশালূকঃ গলরোগবিশেষঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অথ বন্দনম্

প্রণমেদথ সাষ্টাঙ্গং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ।
পঠেৎ প্রতিপ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে ও তন্মুদ্রা দেখাইবে এবং প্রত্যেক প্রণামেই 'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন' এইরূপ বলিবে ॥ ৩৫৭ ॥

তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা—

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—পৌরাণিক ও আধুনিক বিবিধ স্তুতি পাঠ করিয়া 'হে ভগবন্! আপনি সন্তুষ্ট হউন' বলিয়া দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া বন্দনা করিতে হইবে ॥ ৩৫৮ ॥

টীকা—প্রাকৃতৈরর্ব্বাচীনৈর্লোকভাষানিবদ্ধৈরিতি বা ॥ ৩৫৮ ॥

অথ প্রণামবিধিঃ

তত্রৈব—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—দুই হাত দিয়া আমার চরণযুগল ধারণ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া 'হে প্রভো! আমি মৃত্যুর আক্রমণ-রূপ সাগর হইতে ভীত এবং আপনার শ্রীচরণে শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন'। এইরূপ নিবেদন করিতে করিতে প্রণাম করিবে ॥ ৩৫৯ ॥

টীকা—বাহুভ্যাং দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পরস্পরং মম দক্ষিণোত্তরপাদৌ গৃহীত্বা; যদ্বা, পরস্পরং নিবদ্ধাভ্যাং কৃতাপরাধ ইব প্রপন্নং পাহীত্যাদি বিজ্ঞাপ্য প্রণমে-দিত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

কিঞ্চাগমে—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ৩৬০ ॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥
ইতি ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—আরও আগমে যথা—দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, বক্ষঃস্থল, মাথা, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই আট অঙ্গদ্বারা প্রণাম 'অষ্টাঙ্গ' শব্দদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। দুই হাঁটু, দুই বাহু, মস্তক, বুদ্ধি ও বাক্য এই পঞ্চ অঙ্গদ্বারা প্রণাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হয়। পূজার অঙ্গীভূত এই অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই বহুল প্রচলিত ॥ ৩৬০-৩৬১ ॥

টীকা—প্রণামেঽষ্টাঙ্গানি দর্শয়তি—পদ্ভ্যামিতি। পাদাদিভিঃ প্রণামঃ ক্রমেণ তত্তদঙ্গৈর্ভূম্যবষ্টম্ভনেন তৎসংস্পর্শনাৎ। দৃশা প্রণামঃ চক্ষুরীষন্নিমীলনাৎ, মনসা শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা ইত্যাদি-ধ্যানেন; বচসা চ ভগবন্ প্রসীদ, ইত্যাদিরূপেণোহ্যঃ॥ ৩৬০॥

টীকা—ইমৌ অষ্টাঙ্গপঞ্চাঙ্গপ্রণামৌ ॥ ৩৬১ ॥

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রণামের সময় শ্রীভগবানের নিকটে অবস্থিত গরুড়কে ডানদিকে রাখিয়া বাম দিকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম অবশ্যই তিনবার করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে বেশীবার প্রণামে কোনও ক্ষতি নাই ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—গরুড়ং ভগবদভিমুখে বর্ত্তমানং দক্ষিণে কৃত্বেতি ভগবতঃ পুরোভাগে পৃষ্ঠদেশে বামেঽত্যন্তনিকটে চ প্রণামনিষেধাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যম্—'অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে' ইত্যাদি। ত্রীন্ প্রণামানবশ্যং কুর্য্যাৎ, যচ্চ নমস্কারেণ চৈকেনেত্যাদিকমগ্রে লেখ্যং তচ্চ মাহাত্ম্যপরতয়ৈব, ন তু বিধেয়ত্বেন। যথা একপ্রদক্ষিণায়া নিষিদ্ধত্বেঽপি 'প্রদক্ষিণেন চৈকেন' ইত্যাদিকং মাহাত্ম্যপরমেব সঙ্গচ্ছতে, অন্যথাতিবিরোধাৎ। শক্তশ্চেত্তবতি তর্হি ততোঽধিকান্ ষড়াদীন্ অষ্টচত্বারিংশদন্তান্, ততোপ্যঽধিকান্ অষ্টোত্তরশতাদীন্ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৬২ ॥

তথা চ নারদপঞ্চরাত্রে—

সক্কিং বীক্ষ্য হরিং চাদ্যং গুরূন্ স্বগুরুমেব চ।
দ্বিচতুর্ব্বিংশদথবা চতুর্ব্বিংশত্তদর্দ্ধকম্।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধং সর্ব্বথা নমেৎ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—প্রথমে শ্রীহরিকে তারপর নিজ গুরুবর্গকে (পিতা মাতা প্রভৃতিকে) ও নিজের শ্রীগুরুদেবকে আটচল্লিশবার কিংবা চব্বিশবার অথবা আঠারবার কিংবা নয়বার সর্ব্বথা প্রণামের বিধান আছে ॥৩৬৩
(সর্ব্বক্ষেত্রেই শয়ন ও ভোজনকালে প্রণাম অবিহিত)।

টীকা—সক্কিং ভোজনশয়নাদ্যবসরং, বীক্ষ্য আলোচ্য তদ্ব্যতিরিক্তকালে ইত্যর্থঃ। লোকে সদাচারানুসারতঃ, আদ্যং হরিং শ্রীকৃষ্ণম্। গুরবশ্চোক্তাঃ বৌধ্যে।—'যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥' ইতি তান্। দ্বিচতুর্ব্বিংশদিতি অষ্টচত্বারিংশদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দেবার্চ্চাদর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনম্।
স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্টার্চ্চাং দ্বিজসত্তমাঃ।
দেবার্চ্চাদৃষ্টিপূতং হি শুচি সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩৬৪

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দেবপ্রতিমা দেখামাত্রই শ্রীমধুসূদনকে প্রণাম করিবে এই বিষয়ে কোন স্থানাপেক্ষা নাই। দেববিগ্রহ দর্শনের পর যাহাই দর্শন করা হউক না কেন, তাহা পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥৩৬৪॥

অথ নমস্কারমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে—নমস্কারকে যজ্ঞস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং ইহাই সর্ব্বযজ্ঞ শিরোমণি। মনুষ্য একমাত্র নমস্কার দ্বারাই পবিত্র হইয়া শ্রীভগবানকে লাভ করার যোগ্য হয় ॥ ৩৬৫ ॥

টীকা—সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু মধ্যে নমস্কারঃ উত্তমো যজ্ঞঃ দেবতারাধনং স্মৃতঃ স্মৃতিকৃদ্ভিঃ ॥ ৩৬৫ ॥

স্কান্দে—

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ।
রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরশতং নরঃ ॥৩৬৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণামকারীর প্রণামকালে যত সংখ্যক ধূলিকণা তাঁহার শরীরে যুক্ত হয়. তিনি তত শত মন্বন্তর দেবলোকে বাস করেন ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—রেণুসংখ্যমিতি—দণ্ডপ্রণামাচরণে যাবন্তো রেণবো গাত্রৈঃ সংস্পৃশ্যন্তে, তাবৎসংখ্যং তেষাং প্রত্যেকং মন্বন্তরশতং বসেদিত্যর্থঃ। এবমসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যম্। স্বর্গে উর্দ্ধলোকে বসেদিতি বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তৌ কস্যচিৎ ক্রমগত্যাপেক্ষয়া ॥ ৩৬৬ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ নমস্কারেণ যোঽর্চ্চয়েৎ।
স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥৩৬৭

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—মাটীতে দণ্ডের মত সমস্ত শরীর স্পর্শ করাইয়া প্রণামকারী ব্যক্তির পূজা শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়েও বেশী ফলপ্রদ। একমাত্র প্রণাম দ্বারাই মনুষ্য পবিত্র হইয়া শ্রীহরির নিকটে গমন করে ॥ ৩৬৭ ॥

টীকা—নমস্কারমাত্রেণ যোঽর্চ্চয়েৎ, প্রণামরূপমর্চ্চনং যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৭ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে—

ভূমিমাপীড্য জানুভ্যাং শির আরোপ্য বৈ ভুবি।
প্রণমেদ্‌যো হি দেবেশং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৩৬৮

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—মাটিতে হাঁটু দুইটি ও মস্তক স্থাপন করিয়া দেবদেব শ্রীভগবানকে যিনি প্রণাম করেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৮ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
নারায়ণ-প্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩৬৯॥
শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৩৭০॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থানে উক্ত আছে—শ্রীনারায়ণকে প্রণাম রূপ যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিলে যে ফল লাভ হয়, শত সহস্র কোটি তীর্থেও কলামাত্র লাভ হয় না। শঠতার সহিতও যদি শার্ঙ্গধন্বা শ্রীহরিকে নমস্কার করা যায়, তাহা হইলে শতজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬৯-৩৭০ ॥

———

রেণুমণ্ডিতগাত্রস্য কণা দেহে ভবন্তি যৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—প্রণাম করিবার সময় শরীরে যতগুলি ধূলিকণা সংযুক্ত হয়, তত হাজার বৎসর সসম্মানে শ্রীবিষ্ণুলোকে অবস্থানের অধিকার জন্মে ॥ ৩৭১ ॥

টীকা—কণা রেণুপরিমাণবঃ, যদিত্যব্যয়ং যাবন্ত ইত্যর্থঃ। কলা যে ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥৩৭১

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অভিবাদ্য জগন্নাথং কৃতার্থশ্চ তথা ভবেৎ।
নমস্কারক্রিয়া তস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণামকারীব্যক্তি কৃতকৃতার্থ হন এবং তাঁহার সমস্ত প্রকার পাপ ধ্বংস হয় ॥ ৩৭২ ॥

———

জানুভ্যাঞ্চৈব পাণিভ্যাং শিরসা চ বিচক্ষণঃ।
কৃত্বা প্রণামং দেবস্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৩৭৩

অনুবাদ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুই হাঁটু, দুই হাত এবং মস্তক দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলে কাম্যবস্তুসমূহ পাইতে পারেন ॥ ৩৭৩ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে—

অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণম্‌ ।
যে নমন্তি নরা নিত্যং ন হি পশ্যন্তি তে যমম্‌ ॥৩৭৪

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দৈত্য-দানববিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শ্রীভগবানকে যে সব মানুষ নিত্য প্রণাম করেন, তাঁহারা যমলোক দর্শন হইতে রক্ষা পান ॥ ৩৭৪ ॥

যে জনা জগতাং নাথ নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ ।
নমন্তি ন হি তে বিষ্ণোঃ স্থানাদন্যত্র গামিনঃ ॥৩৭৫

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ ! জগন্নাথ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা প্রণামকারী মনুষ্যগণ বিষ্ণুলোক হইতে অন্যত্র গমন করেন না ॥ ৩৭৫ ॥

নারদীয়ে—

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে—একটিমাত্র প্রণাম শ্রীকৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে দশ সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথস্নানের অপেক্ষাও বেশী ফল দান করে। দশাশ্ব-মেধ যজ্ঞকারী ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামকারী ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণধামে আশ্রয় লাভ করেন ॥ ৩৭৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

বিষ্ণোর্দণ্ডপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভুবি ।
পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ সহ॥৩৭৭

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—ভক্ত ব্যক্তি যখন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করেন, তখন তিনি দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়েন, সেই সময় তাঁহার পাপ সকলও পাতিত বা বিনষ্ট হয়। পরে তিনি ভূমি-ত্যাগ করিয়া উত্থিত হন কিন্তু তাঁহার পাপগুলি আর উঠিতে পারে না তাহা নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—সহ তেন পুনর্নোত্তিষ্ঠতি কদাচিদপি পশ্চাত্তস্য পাতকং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৭ ॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডলসংবাদে—

তপস্তপ্ত্বা নরো ঘোরমরণ্যে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তন্নত্বা গরুড়ধ্বজম্‌ ॥৩৭৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া বনমধ্যে নিয়ত দুষ্কর তপস্যার দ্বারা মনুষ্যগণ যে ফল লাভের অধিকারী হন, গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানকে নমস্কার করিলেই সেই ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৭৮ ॥

কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ ।
ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিম্‌ ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—বহুপাপ-কার্য্য-হেতু মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যদি শ্রীহরিকে নমস্কার করে, তাহা হইলে সে আর নিরয়গামী হয় না ॥ ৩৭৯ ॥

তত্রৈব বেদনিধিস্তুতৌ—

অপি পাপং দুরাচারং নরং তৎ প্রণতং হরে ।
নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকাস্তপনং যথা ॥৩৮০॥

অনুবাদ—এই গ্রন্থেরই বেদনিধিস্তুতিতে বলা হইয়াছে—সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালনে অক্ষম পেচকের ন্যায় শ্রীহরিপ্রণামকারী দুরাচারী ও পাপী-দিগের প্রতিও যমদূতগণ দৃষ্টি সঞ্চালনে সক্ষম হন না ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—নেক্ষন্তে ঈক্ষিতুমপি ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥৩৮০

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমস্য নিজভটানুশাসনে—

হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি পদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ ।
তমপগত-সমস্ত-পাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্‌ ॥ ৩৮১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যমরাজের দূতগণের অনুশাসনে—যাঁহার চরণকমল দেবতাগণেরও অর্চ্চ্য,

সেই শ্রীহরিকে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহার সমূহপাপরাশি বিনষ্ট হয়, অতএব হোমাগ্নির মত পবিত্র সেই মনুষ্যকে ত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র যাইবে ॥ ৩৮১ ॥

টীকা—পরমার্থতঃ তত্ত্বতঃ, অতএবাপগত-সমস্ত-পাপবন্ধম্ ॥ ৩৮১ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং প্রণমন্তি যে নরাঃ।
ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং
পতিতানুদ্ধরতি স্ম তানসৌ ॥৩৮২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে যে, শরণাগতরক্ষক শ্রীহরিকে যে সমস্ত মানুষ প্রণাম করেন, সংসাররূপ সমুদ্রে তাঁহারা কখনই পতিত হন না, যদি বা কখনও পতিত হয়েন, তাহা হইলে শ্রীভগবানই দয়াপর বশ হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন ॥ ৩৮২ ॥

টীকা—পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা কথঞ্চিদ্ভবাম্বুধৌ পতিতানপি সতঃ তান্ প্রণামকর্ত্তৄন্ অসৌ হরিরুদ্ধরতি স্ম উদ্দধার; যদ্বা, স্ম হেতৌ, পতিতান্ ভ্রষ্টানপি তান্ নরানসাবুদ্ধরতি, যতঃ তৎ কিং বক্তব্যং, তৎপ্রণামকারিণো ন পতন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮২ ॥

অষ্টমস্কন্ধে চ বলিবাক্যে (২৩৷২)—

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্দে শ্রীবলিমহারাজের কথায়—তোমার শরণাগত ভক্তগণের মত সাবধানে আমি তোমাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিয়াছি মাত্র, তাহাতেই তুমি এই হীন অসুরের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়াছ, এই প্রকার অনুকম্পা পূর্ব্বে লোকপাল দেবতাগণও পান নাই ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা—অহো ভগবন্, ত্বৎপ্রণামস্য মহিমা, যদর্থং কৃতঃ সমুদ্যম এব প্রপন্নানাং ত্বদেকনিষ্ঠভক্তানাং যোঽর্থস্তস্য বিধৌ অভক্তেঽপি ময়ি তস্য সম্পাদনে সমাহিতঃ অপ্রমত্তঃ স্থিতঃ কৃতঃ? যৎ যেনোদ্যমেন লোকপালৈরমরৈঃ সত্ত্বপ্রধানৈরপ্যলব্ধপূর্ব্বস্ত্বদনুগ্রহঃ অপসদে নীচে রাক্ষসে মত্যর্পিতঃ। অয়ং ভাবঃ—পরমেশ্বরায় তুভ্যমহং বরাকস্ত্রিলোকীং দত্তবানিত্যেতদাস্তাং, প্রণামোঽপি ন সম্যক্কৃতঃ, কিন্তু তদর্থমুদ্যমমাত্রং কৃতং, তেন চ কর্ম্ম তপোদানাদি-কোটিভিরপ্যলভ্যস্ত্বদনুগ্রহঃ সম্পাদিতঃ, অহো তৎপ্রণামপ্রভাবাশ্চর্য্যত্বমিতি ॥ ৩৮৩ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নৃণামিদম্।
যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথা তথা ॥৩৮৪

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে—কোনও প্রকারে শ্রীহরিচরণকমলের আগে যে সব ব্যক্তির মস্তক প্রণত থাকে, আহা! তাহাদের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—যথা তথা যেন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ৩৮৪ ॥

কিঞ্চনারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ—

তস্য বৈ নারসিংহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ ॥৩৮৫॥

অনুবাদ—আরও নৃসিংহপুরাণে শ্রীযমবাক্য—অসীমতেজঃবিশিষ্ট শ্রীনৃসিংহরূপধারী সেই শ্রীবিষ্ণুকে যাঁহারা প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৩৮৫ ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ জলধেনুপ্রসঙ্গে—

বিষ্ণোর্দেবজগদ্ধাতুর্জ্জনার্দ্দনজগৎপতেঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ ॥
ইতি ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগে জলধেনু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—জগৎপতি জগদ্ধাতা জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণামকারী ব্যক্তিগণকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৩৮৬ ॥

টীকা—তেষাং তেভ্যোঽপি নমো নমঃ ভক্ত্যা বীপ্সা ॥ ৩৮৫-৩৮৬ ॥

অথ প্রণামনিত্যতা

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে—

সকৃদ্বা ন নমেদ্যস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে ।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥৩৮৭॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধক উপাখ্যানের আরম্ভে বলা হইয়াছে—সর্ব্বমঙ্গল বিধানকারী শ্রীবিষ্ণুকে যে ব্যক্তি একবারও নমস্কার না করে, তাহাকে মৃতদেহ (শব) তুল্য জানিবে, কদাচ তাহার সহিত বার্ত্তালাপ করিবে না ॥ ৩৮৭ ॥

টীকা—অপ্যর্থে বা-শব্দঃ, নালপেৎ তং ন সম্ভাষেত, নাস্তিকত্বাপত্তেঃ ॥ ৩৮৭ ॥

কিঞ্চ পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে—

পশ্যন্তো ভগবদ্দ্বারং নামশস্ত্রপরিচ্ছদম্ ।
অকৃত্বা তৎপ্রণামাদি যান্তি তে নরকৌকসঃ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—আরও পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম এবং সুদর্শন প্রভৃতি ভগবানের অস্ত্রাদিদ্বারা শোভিত ভগবন্মন্দির দেখিয়াও যাহারা ভগবানকে প্রণাম ও দর্শন না করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা নরকবাসী হইয়া থাকে ॥ ৩৮৮ ॥

টীকা—নাম শ্রীকৃষ্ণাদি, শস্ত্রং সুদর্শনাদি, তাভ্যাং শোভিতমিত্যর্থঃ. ইতি ভগবদালয়লক্ষণমুক্তম্ । তস্য ভগবতঃ প্রণামম্ ; আদি-শব্দেন দর্শনাদি অকৃত্বা যে যান্তি ॥ ৩;৮ ॥

অথ নমস্কারে নিষিদ্ধানি

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ ॥৩৮৯॥

অনুবাদ—অনন্তর নমস্কারে নিষেধসমূহ বিষ্ণু-স্মৃতিতে—শ্রীভগবানকে এক হস্তদ্বারা প্রণাম করিলে সেই ব্যক্তির জন্মাবধি কৃত ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ৩৮৯ ॥

বারাহে—

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্ ॥
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মানি ভামিনি ॥৩৯০॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে প্রণাম করে, সে সাতজন্ম পর্য্যন্ত ধবলকুষ্ঠরোগী ও মূর্খ হয় ॥ ৩৯০ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে ।
জপহোমনমস্কারান্ কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র যথা—শ্রীভগবানের মন্দিরমধ্যে, ভগবানের সম্মুখে, পিছনে, বামভাগে, নিকটে জপ হোম ও নমস্কার করিবে না।। ৩৯১ ॥

টীকা—অগ্রাদিকং ভগবত এব জ্ঞেয়ং, তত্র ন কুর্য্যাৎ। কেশবালয় ইতি আলয়ব্যতিরিক্তস্থানে তু কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯১ ॥

অপি চ—

সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্ ॥
ইতি ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—সমর্থব্যক্তি ভূমিতলে সকৃৎ পতিত হইয়া কেবল মস্তক চালনার দ্বারা বারংবার প্রণাম করিবে না। প্রতিবারই মাটি হইতে উঠিয়া পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—শক্তশ্চেত্তর্হি ভূমৌ সকৃন্নিপতিতঃ সন্ শিরশ্চালনাদিমাত্রেণ মুহুর্ন প্রণমেৎ। ননু তর্হি কথং প্রণমেৎ ? তদাহ উত্থায়েতি ॥ ৩৯২ ॥

অথ প্রদক্ষিণা

ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ।
নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাম্ ॥৩৯৩

অনুবাদ—অতঃপর ভক্তিভরে ভগবান শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবে ও সামর্থ্য থাকিলে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের মাধ্যমে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—শক্তৌ সত্যাঞ্চ তাং প্রদক্ষিণাম্ অষ্টাঙ্গেন বন্দনেন প্রণামেন সহিতাং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯৩ ॥

প্রদক্ষিণাসংখ্যা

নারসিংহে—

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্ধপ্রদক্ষিণাম্ ॥৩৯৪॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণ মতে—সূর্য্যকে সাতবার শ্রীবিষ্ণুকে চারিবার, গণেশকে তিনবার, চণ্ডীকে একবার এবং মহাদেবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণের নিয়ম বলা হইয়াছে ॥ ৩৯৪ ॥

অথ প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যম্—

বারাহে—

প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্ ॥৩৯৫

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে যাঁহারা প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা ভক্তজনোচিত গতি লাভ করেন। তাঁহারা যমপুরগামী হন না ॥ ৩৯৫ ॥

টীকা—পুণ্যমত্র ভক্তিলক্ষণং, তৎকৃতাং ভক্তানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৯৫ ॥

ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাষ্টাঙ্গকপ্রণামকম্।
দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনবার শ্রীভগবানকে যিনি প্রদক্ষিণ করেন, দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল তাঁহার লভ্য হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৯৬ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বিষ্ণোর্বিমানং যঃ কুর্য্যাৎ সকৃদ্ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুমন্দির অথবা শ্রীভগবানের রথ একবার মাত্র ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৯৭ ॥

টীকা—বিমানমিব বিমানং প্রাসাদং রথং বা ॥৩৯৭

তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে—

চতুর্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্ ॥ ৩৯৮ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে যথা—হে দ্বিজবর! শ্রীভগবানকে চারিবার প্রদক্ষিণ করা হইলে চরাচর সকল বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা হয় এবং এই প্রদক্ষিণ দ্বারা তীর্থভ্রমণ হইতেও অধিক ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৯৮ ॥

টীকা—ক্রান্তং পরিক্রান্তং, ভ্রমী প্রদক্ষিণা, তীর্থ-গমনাধিকম্ ॥ ৩৯৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ।
হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থলে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীহরিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি হংসযুক্ত বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ২৯৯ ॥

নারসিংহে—

প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে।
কৃতেন যৎ ফলং নৃণাং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপাত্মজঃ।
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং যত্তৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ ॥৪০০॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—হে রাজনন্দন! দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির শ্রীমন্দির একবারমাত্র প্রদক্ষিণের দ্বারা মনুষ্যগণ যে ফলভাগী হন,

তাহা শ্রবণ করুন পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ করিয়া তাহারা ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪০০ ॥

অন্যত্র চ—

এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিঃ প্রদক্ষিণম্ ।
সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে ।
পঠন্নামসহস্রন্তু নামান্যেবাথ কেবলম্ ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও উক্ত আছে—যে ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রীহরিকে দুইবার প্রদক্ষিণ করেন ও সহস্র-নাম কিংবা প্রভুর নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ব্যক্তি সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবী প্রদক্ষিণের অথবা দানের ফল প্রতি পদেপদে লাভ করেন ॥ ৪০১ ॥

টীকা—সপ্তদ্বীপবত্যাঃ পৃথিব্যাঃ পুণ্যং দানেন প্রদক্ষিণীকরণেন বা যৎ ফলং তদিত্যর্থঃ। অথেতি অথবা ; আবর্ত্ততে পরিভ্রমতি ॥ ৪০১ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে যথা—শ্রীবিষ্ণুকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় যিনি প্রদক্ষিণ করেন, এই সংসারে আর তাঁহাকে আসিতে হয় না ॥ ৪০২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথ-সংবাদে—

প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ যো বিষ্ণোর্মনুজেশ্বর ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যম-ভগীরথ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নরেন্দ্র ! শ্রীবিষ্ণুকে তিন-বার প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৪০৩ ॥

তত্রৈব প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্ম্মোপাখ্যানারম্ভে—

ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্ ।
তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥
ইতি ॥ ৪০৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্যে সুধর্ম্মার উপাখ্যান আরম্ভে কথিত হইয়াছে—ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণুকে যাঁহারা চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারাও সর্ব্বলোকের উত্তম স্থান হইতেও পরম উত্তম স্থানে অর্থাৎ ভগবল্লোকে গমন করেন ॥ ৪০৪ ॥

টীকা—অপি নিশ্চয়ে, পূর্ব্বোক্ত-সমুচ্চয়ে বা, প্রয়ান্তীতি বা পাঠঃ ॥ ৪০৪ ॥

তৎ খ্যাতং যৎ সুধর্ম্মস্য পূর্ব্বস্মিন্ গৃধ্রজন্মনি ।
কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভ্যাসান্মহাসিদ্ধিরভূদিতি ॥ ৪০৫ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করার অভ্যাসেই সুধর্ম্মার এইরূপ মহাসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল ॥ ৪০৫ ॥

টীকা—তৎ খ্যাতং বৃহন্নারদীয়তঃ প্রসিদ্ধমেব, অতস্তদ্বিশেষলিখনেনালমিতি ভাবঃ। কিং তদিতি লিখতি—যৎ সুধর্ম্ম স্যেতি ; তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা ॥ ৪০৫ ॥

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধম্

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা ।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৪০৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—একবার প্রদক্ষিণ, একহস্তে প্রণাম ও অকালে অর্থাৎ শয়ন ভোজনাদিকালে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলে পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ৪০৬ ॥

টীকা—অকালে ভোজনাদিসময়ে ॥ ৪০৬ ॥

কিঞ্চ—

কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব সূর্য্যস্যেব প্রদক্ষিণাম্ ।
কুর্য্যাদ্ভ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভো ॥৪০৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করা উচিত নয়, কারণ এই প্রকার করিতে গেলে ভগবানের দিকে পিছন ফিরিতে হয় ॥ ৪০৭ ॥

টীকা—ভ্রমরিকা আবর্ত্তবদ্ভ্রমণং, তদ্রূপাং প্রদক্ষিণাং নৈব কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ—প্রভৌ ভগবতি বৈমুখ্যং পৃষ্ঠদানং, তস্য আপাদনীং কারিণীম্ ॥ ৪০৭ ॥

তথা চোক্তং—

প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—বৈমুখ্য-রূপ কারণের জন্যই প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥৪০৮

অথ কর্ম্মাদ্যর্পণম্

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈব সমর্পয়েৎ।
ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মানমপ্যথ ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনটি মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে দাস্যভাবে নিজকৃতকর্ম্মসকল সমর্পণ করিতে হইবে এবং তারপর নিজ আত্মাকেও সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—দাস্যেনৈব ব্রহ্মার্পণাদিরূপেণ, অথানন্তরং আত্মানমপি তথৈব সমর্পয়েৎ ॥ ৪০৯ ॥

মন্ত্রাশ্চ

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং, যদুক্তং, যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি। ওঁ তৎ সৎ ॥ ইতি ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র তিনটি হইতেছে—প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মে অধিকারী হইয়া আমি ইহার পূর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা বলিয়াছি এবং কর্ম্ম অর্থাৎ কায়িক ব্যাপার, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যাহা করিয়াছি তৎসমুদায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক। নিজেকে এবং নিজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু শ্রীহরিচরণে সমর্পণ করিতেছি। তারপর ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৪১০ ॥

টীকা—মনসা যৎ স্মৃতং, বাচা যদুক্তং, হস্তাদিভিঃ কর্ম্মণা যৎ কৃতমিতি সম্বন্ধঃ। তত্র শিশ্না শিশ্নেন ॥ ৪১০ ॥

অথ তত্র কর্ম্মার্পণম্

বৃহন্নারদীয়ে—

বিরাগী চেৎ কর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥ ৪১১

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তির কর্ম্মফলাশায় বিরক্তি জন্মিয়াছে, তিনি 'ভগবান্ আমার প্রতি প্রীত হউন' এই কথা বলিয়া নিজকৃতকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবেন ॥ ৪১১ ॥

টীকা—হরির্মে প্রীয়তামিত্যেবং সমর্পয়েৎ ॥৪১১

অতএব কূর্ম্মপুরাণে—

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥৪১২॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥ ৪১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব কূর্ম্মপুরাণে দেখা যায়—ভগবান্ ঈশ্বর যিনি নিত্যস্বরূপ তিনি আমার এই কর্ম্মদ্বারা প্রসন্ন হউন, সর্ব্বদাই এইরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেইসকলই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ অথবা কর্ম্মের ফলসমূহ পরমেশ্বরকে অর্পণ করা হইলে তাহাও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ শব্দে অভিহিত হইতে পারে পারে ॥ ৪১২-৪১৩ ॥

টীকা—প্রীণাত্বিতি-বুদ্ধ্যা করোতি যৎ, পরং শ্রেষ্ঠং, নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতৎ ব্রহ্মৈব কুরুতে, তথা হ্যত্র তদ্ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমিত্যাদিনা তন্ত্রেবোক্ত প্রকারদর্শনাৎ। সংন্যাসং সমর্পণং কর্ম্মণাং বা সংন্যাসম্ ॥ ৪১২-৪১৩ ॥

অথ কর্ম্মার্পণবিধিঃ

দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকম্।
নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জ-সমীপে প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৪১৪ ॥

পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
ত্বৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন॥৪১৫

অনুবাদ—অর্ঘ্যপাত্র হইতে এক গণ্ডূষ জল ডানহাতে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের নিকট রেখে প্রার্থনা করিতে হইবে—হে ত্রিভুবনাধিপতে। হে ত্রিবিক্রম। হে কেশব। হে জনার্দ্দন। আপনার দয়ায় এই জল আপনার পাদ্য হউক ॥ ৪১৪-৪১৫ ॥

টীকা—দক্ষেণ দক্ষিণেন, অর্ঘ্যস্থম্ অর্ঘ্যপাত্রবর্ত্তি চুলুকমাত্রোদকম্ ॥ ৪১৪ ॥

অথ কর্ম্মার্পণমাহাত্ম্যম্

বৃহন্নারদীয়ে—
পরলোকফলপ্রেপ্সুঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।
হরের্নিবেদয়েত্তানি তৎ সর্ব্বং ত্বক্ষয়ং ভবেৎ ॥৪১৬॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—পরলোকে ফল লাভের বাসনায় যিনি সাবধানে ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন এবং সেই সমস্ত কার্য্য শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, সেই পুণ্যাত্মার সমস্ত কিছুই অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৪১৬ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে—
কৃষ্ণার্পিতফলাঃ কৃষ্ণং স্বধর্ম্মেণ যজন্তি যে।
বিষ্ণুভক্ত্যর্থিনো ধন্যাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ৪১৭

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে বলা হইয়াছে—যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পূজায় রত থাকেন, তাঁহারা ধন্য অতএব তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৪১৭ ॥

অথ স্বার্পণাবিধিঃ

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ ॥৪১৮

অনুবাদ—শ্রীভগবানের অংশে আমার উৎপত্তি এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার দাস। আমি সতত তাঁহার কৃপাপ্রার্থী, এইভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ॥ ৪১৮ ॥

টীকা—'অংশোঽস্মি' ইত্যনেন নিত্যমুক্তশুদ্ধস্বভাবত্বাদিকং, অতঃ সদা দাসোঽস্মীতি নিত্যদাস্যং চাভিপ্রেতম্। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ; যদ্বা, তথাপি সর্ব্বথা যা তস্য ভগবতঃ কৃপা, তস্যা অপেক্ষকঃ, তদেকপ্রার্থক ইতি প্রেমপরতা সূচিতা। ইতি এবমেবাত্মানং সম্যগর্পয়েৎ নিবেদয়েৎ, ন ত্বেকোনেত্যর্থঃ ॥ ৪১৮ ॥

তথা চোক্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদৈঃ—
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥৪১৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—হে প্রভো! হে নাথ! সংসার ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার দ্বারা কৃত ভেদজ্ঞান দূর হইলে আমার অনুভব হইবে যে আমি তোমারই অংশভূত অর্থাৎ দাস। আমি তুমি নহি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম নহি। জলময় তরঙ্গ সাগরেরই অংশ কিন্তু তাহা কখনও সাগর পদবাচ্য হয় না ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—তচ্চ মায়াবাদ্যাচার্য্যোক্ত্যাপি সংবাদয়তি—সত্যপীতি; ভেদস্য মায়াকৃতসংসারিত্বাদেরপগমে বৃত্তেঽপি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সত্যপীত্যর্থঃ। 'তবাহং দাসোস্মি' ইত্যর্থঃ, ন তু মামকীনস্ত্বম্, অংশেনাংশিনো ব্যাপকত্বাসম্ভবাৎ, তথা সতি সাম্যাপত্তেঃ। এবং ভেদাভেদসিদ্ধান্তোক্তমভেদেঽপি ভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—সামুদ্র ইতি। তরঙ্গস্য জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্নত্বেঽপি অংশতয়া পরিচ্ছিন্নত্বাদিনা ততো ভিন্ন এবেতি দিক্। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং বিস্তরেণ বিবৃতমেবাস্তি ॥ ৪১৯ ॥

অথাত্মার্পণমাহাত্ম্যম্

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ (৬।২৬)—
ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ৪২০ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য যথা—ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সাধনের জন্য যে ঈক্ষা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, ত্রয়ী অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান, নয় (তর্ক), দম অর্থাৎ দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকার বিষয় বলা হইয়াছে, এ সমস্তই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া গণ্য এবং অন্তর্য্যামী পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মার্পণ তাহাই সত্য বলিয়া মান্য করা হয় ॥ ৪২০ ॥

টীকা—ধর্ম্মোঽর্থঃ কামশ্চেতি যস্ত্রিবর্গঃ, তদর্থঞ্চ যে ঈক্ষাদ্যা অভিহিতাঃ, ঈক্ষা আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী ধর্ম্ম-বিদ্যা, নয়স্তর্কঃ, দমো দণ্ডনীতিঃ, বিবিধা চ বার্ত্তা জীবিকা, তদেতৎ সর্ব্বং নিগমস্য বেদস্যার্থজাতং প্রসুহৃদঃ স্বান্তর্য্যামিনো নিজপ্রিয়তমস্য বা পরমস্য পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাত্মার্পণং স্বাত্মনি অর্পণং সংযোজনম্ ; যদ্বা, স্বাত্মনঃ স্বকীয়দেহস্য মনসো বা কিংবা জীবাত্মনস্তস্মিন্নর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং, তৎ সাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে, সত্যপরত্বাৎ ; অন্যথা তু তৎ সর্ব্বমসত্যমেব ; অথবা তদেতদখিলং নিগমস্য ত্রৈগুণ্যবিষয়স্য প্রতিপাদ্যং মন্যে। সত্যং, পুনর্নিস্ত্রৈ-গুণ্যলক্ষণং পরমস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ ; তথা চ শ্রীভগবদ্গীতাসু (২।৪৫)—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' ইতি ॥ ৪২০ ॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধসংবাদে (২৯।৩৪)

> মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
> নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
> তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
> ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের কথোপকথনে—সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানুষ যদি আমায় আত্মনিবেদন করে ও আমার প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়, তাহা হইলে অমরত্ব লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২১ ॥

টীকা—মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা সন্ নিবেদিতাত্মা ভবতি, তদাসৌ মে বিচিকীর্ষিতঃ প্রেমভক্ত্যাদি-প্রদানেন বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি। তথা চ অমৃতত্বং সংসারধ্বংসেন মরণাতীতত্বং পরমানন্দ-রসং বা ; যদ্বা, মমাধরামৃতং গোপ্যত্বেন স্পষ্টং তদনুক্তিঃ। অবিরতপানেন তত্র সংলগ্নত্বাৎ অভেদ-বিবক্ষায়াং ত্ব-প্রত্যয়ঃ। প্রতিপদ্যমানঃ প্রাপ্নুবন্, ময়া সহ আত্মভূয়ায় অত্যন্তসংযোগায় কল্পতে যোগ্যঃ সমর্থো বা ভবতি, বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৪২১ ॥

অথ জপঃ

> জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ।
> মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
> মূলং লেখ্যেন বিধিনা সদৈব জপমালয়া ॥ ৪২২ ॥
> শক্তোঽষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তৎ চার্পয়ন্ জপম্।
> প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলম্ ॥৪২৩

অনুবাদ—জপ করিবার সময় আগে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া জ্ঞানীব্যক্তি মন্ত্রার্থ স্মরণ করিবেন ও পরে লিখিত নিয়মানুসারে জপমালাতেই এক শত আট বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে এক হাজার আট বার জপ করিবেন এবং জপ শেষ হইলে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে জল প্রদান করিবেন ॥ ৪২২-৪২৩ ॥

টীকা—মন্ত্রস্যার্থঃ অভিধেয়ং তস্য স্মৃতিরনু-সন্ধানং, তৎপূর্ব্বকং মূলং নিজমন্ত্রং, লেখ্যেন অগ্রে পুরশ্চরণপ্রকরণে লিখিষ্যমাণেন বিধিনা, তত্র চ সর্ব্বদা জপমালয়ৈব অষ্টোত্তরশতবারান্ জপেৎ। অর্থশ্চ পূর্ব্বতাপনীয়াদ্যুক্তানুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'স্বাহেতি স্বাত্মানঙ্গময়ামি' ইতি 'স্বতেজসে তস্মৈ' ইতি তথা ; অথবা 'ব্রজযুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি মাং মদীয়মপি' ইতি ; এবং শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে স্বাত্মসমর্পণরূপ এবার্থ ইতি দিক্ ॥ ৪২২ ॥

তত্র চায়ং মন্ত্রঃ

> গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
> সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে ॥
> ইতি ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে মন্ত্র—হে দেব! আপনি গুহ্য এবং অতীব গুহ্য বিষয়েরও রক্ষক। আমার

করা এই জপ গ্রহণ করুন। তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধি লাভ করেন, আপনার কৃপায় আমার সেই সিদ্ধি লাভ হউক ॥ ৪২৪ ॥

টীকা—শক্তশ্চেদষ্টাধিকসহস্রবারান্ সংজপেৎ। তচ্চ জপং সমর্পয়ন্, শ্রীভগবতি স্থিতে সাক্ষাদ্বর্ত্তমানে সতি; যদ্বা, ত্বয়ি স্থিতঃ ত্বন্নিষ্ঠো যো জনস্তস্মিন্ যা সিদ্ধিঃ, সা মে ভবতু ॥ ৪২৩-৪২৪ ॥

জপপ্রকারো যোঽপেক্ষ্যো মালাদিনিয়মাত্মকঃ।
পুরশ্চর্য্যাপ্রসঙ্গে তু স বিলেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥ ৪২৫ ॥
অর্পিতং তচ্চ সঞ্চিন্ত্য স্বীকৃতং প্রভুণাখিলম্।
পুনঃ স্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৪২৬ ॥

অনুবাদ—জপের বিশেষ পার্থক্য ও মালার নিয়মাদি পরে পুরশ্চরণ প্রকরণে লেখা হইবে। শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে সেই সমুদায় জপ তিনি যেন গ্রহণ করিলেন, এই প্রকার চিন্তা করিবে এবং শক্তি অনুসারে পুনরায় স্তুতি এবং প্রণাম করিয়া এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিবে ॥ ৪২৫-৪২৬ ॥

টীকা—আদি-শব্দাৎ অঙ্গুল্যাদি, বাগাদি চ। সোঽগ্রে লেখিষ্যতে; অতএব জ্ঞেয়ঃ ইতি ভাবঃ ॥৪২৫

টীকা—ভগবত্যর্পিতং তচ্চ জপমখিলং প্রভুণা ভগবতা স্বীকৃত অঙ্গীকৃতমিতি সঞ্চিন্ত্য ॥ ৪২৬ ॥

অথ প্রার্থনম্

আগমে—

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥৪২৭॥

অনুবাদ—আগমে যথা—হে জনার্দ্দন! হে দেব! আমি মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিরহিত হইয়া যে পূজা করিয়াছি তাহা তোমার দয়ায় পূর্ণতা লাভ করুক ॥ ৪২৭ ॥

কিঞ্চ—

যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্গৃহাণানুকম্পয়া ॥ ৪২৮ ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪২৯॥

অনুবাদ—আরও যথা—ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু নিবেদিত হইয়াছে, অর্পিত সেই সমস্ত দ্রব্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করুন। মন্ত্রহীন, বিধিহীন অথবা ক্রিয়ামন্ত্ররহিত যে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ ক্ষমা করুন ॥ ৪২৮-৪২৯ ॥

টীকা—আবেদিতং সমর্পিতম্ ॥ ৪২৮ ॥

কিঞ্চ—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্ ॥৪৩০
স্থিতিঃ সেবাগতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্ ॥৪৩১

অনুবাদ—আরও উক্ত হইয়াছে—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানতাহেতু আমা-কর্ত্তৃক যে সমস্ত অশুভকার্য্য কৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষমা করুন এবং আমাকে দাস-ভাবে গ্রহণ করুন। হে বিষ্ণো! আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য প্রভৃতি সকল চেষ্টা যেন আপনার প্রীতির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয় ॥ ৪৩০-৪৩১ ॥

টীকা—যত্র কুত্রাপি কথঞ্চিন্মম স্থিতিরূর্দ্ধাবস্থানং তব সেবারূপা ভবত্বিত্যর্থঃ। এবমন্যদপূহ্যম্, ইত্থং সর্ব্বাত্মনা মদীয়ং চেষ্টিতং ত্বয়ি ভূয়াৎ তদ্ভক্তিরূপং ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৩১ ॥

অপি চ—

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো।
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্ ॥৪৩২
দেব-দানব-নারদাদি-বন্দ্য দয়ানিধে।
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাম্ ॥৪৩৩॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে মুকুন্দ! হে বামন! হে বাসুদেব! হে জগদ্-গুরো! হে মৎস্য! হে কচ্ছপ! হে নৃসিংহ! হে বরাহ! হে রাঘব! আমাকে পালন করুন।

হে দেবদৈত্যনারদাদি বন্দ্য ! হে করুণানিধে ! হে দেবকীনন্দন ! আপনার পাদপদ্মে আমাকে অচলা ভক্তি দান করুন ॥ ৪৩২-৪৩৩ ॥

———

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—সহস্র-যোনির মধ্যে আমি যে যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিব, হে নাথ ! হে অচ্যুত ! সেই জন্মের সকল গুলিতেই যেন আমার আপনাতে সর্ব্বদা অচলা ভক্তি থাকে ॥৪৩৪॥

টীকা—অচ্যুতা অব্যভিচারিণী ॥ ৪৩৪ ॥

———

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ৪৩৫ ॥

অনুবাদ—বিষয়ানুরক্ত জনগণের প্রীতি কেবল বিষয়ে আসক্ত, কিন্তু আপনার স্মরণে আমার যে প্রীতির উৎপন্ন হইল, ইহা যেন তাহাদিগের অব্যবচ্ছিন্না প্রীতির মত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করে ॥ ৪৩৫ ॥

টীকা—যা যাদৃশী প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়াসক্তানাং বিষয়েষু অনপায়িনী অব্যবচ্ছিন্না ভবতি, সাতাদৃশী প্রীতিঃ ত্বামনুস্মরতঃ সতো মে হৃদয়াৎ নাপসর্পতু, নাপযাতু, সদা তৎস্মরণে সংপদ্যতা-মিত্যর্থঃ ; যদ্বা, হে মাপ, হে লক্ষ্মীপতে, সা বিষয়ে প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো মে হৃদয়াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু, তৎপ্রীতৌ সত্যাং ত্বদনুস্মরণাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ; যদ্বা, হৃৎ অয়ন্তে স্বভাবতঃ প্রাপ্নুবন্তীতি হৃদয়া বিষয়াঃ গৃহপুত্রাদয়ো বা, তান্ কদাচিৎ কালান্তরে স্মরতোঽপি মে সা প্রীতিস্ত্বামনু-লক্ষ্যীকৃত্য অনপায়িনী সতী সর্পতু প্রসরতু । অবিবেকানামপি কদাচিৎ বিষয়েষু প্রীতে-রপায়ং কুণ্ঠতাং চাশঙ্ক্যোক্তম্—অনপায়িনীতি ॥৪৩৫

———

পাণ্ডবগীতায়াম্—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র তত্র ।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাঽব্যভিচারিণী চ ॥৪৩৬॥

অনুবাদ—পাণ্ডবগীতায়—নিজ কর্ম্মদোষে পশু, পক্ষী, কীট, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ এবং মনুষ্য-জাতি যে দেহেই আমি বিচরণ করি না কেন, হে কেশব ! আপনার দয়ায় আমার সেই সেই দেহেই যেন আপনাতে দৃঢ়া ও অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৪৩৬ ॥

———

পাদ্মে—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা ।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥৪৩৭॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যুবতীতে যুবার এবং যুবাতে যুবতীর যে প্রকার আসক্তি হয়, সেই প্রকার যেন আমার মন আপনাতে একান্ত আসক্ত থাকে ॥ ৪৩৭ ॥

———

অথাপরাধ-ক্ষমাপণম্

ততোঽপরাধান্ শ্রীকৃষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাপয়েৎ ।
সকাকু কীর্ত্তয়ন্ শ্লোকানুত্তমান্ সাম্প্রদায়িকান্ ॥৪৩৮

অনুবাদ—তারপর সম্প্রদায়শুদ্ধ উত্তমশ্লোকসমূহ কাতরস্বরে পাঠ পূর্ব্বক ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ॥ ৪৩৮ ॥

———

তথাহি—

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া ।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে—সহস্র সহস্র অপরাধ অহোরাত্র করা হইতেছে, হে প্রভো ! আমাকে দাসরূপে স্বীকার করিয়া সেই সকল অপ-রাধ ক্ষমা করুণ ॥ ৪৩৯ ॥

———

কিঞ্চ—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥৪৪০

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, হে গোবিন্দ ! তুমি এই-

রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমি ইহা স্মরণ করিয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছি ॥ ৪৪০ ॥

টীকা—ননু তবাপরাধাঃ ক্ষম্যা ন ভবন্তীতি চেত্তত্র লিখতি—প্রতিজ্ঞেতি। অন্যথা অপরাধাচরণানন্তরমেব প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৪৪০ ॥

অথাপরাধাঃ

আগমে—

যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ ৪৪১ ॥
উচ্ছিষ্টে বাঽথবাঽশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৪২ ॥
পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনম্।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ ৪৪৩ ॥
উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণম্ ॥ ৪৪৪ ॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণং চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্ ॥ ৪৪৫ ॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥ ৪৪৬ ॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্ ॥ ৪৪৭ ॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৪৮

অনুবাদ—অতঃপর অপরাধসমূহ আগমে উক্ত হইয়াছে—ভগবদালয়ে যাওয়ার সময় যান বা পাদুকা ব্যবহার, দেবোৎসবাদি পালন না করা, দেবতা প্রভৃতির অগ্রে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্দর্শনাদি, একহস্তে প্রণাম, ভগবানের সম্মুখভাগে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ, ভগবানের আগে পা ছড়ান, জানুদ্বয় বন্ধন করিয়া বসা, শোওয়া, খাওয়া, মিথ্যাকথা বলা, জোরে জোরে বার্ত্তালাপ করা, পরস্পর বাক্যালাপ করা, ক্রন্দন, ঝগড়া করা, কাহাকেও শাসন করা, অনুগ্রহ দেখান, মানুষকে রূঢ় কথা বলা বা গালিগালাজ করা, কম্বল আবরণ, অপরের নিন্দা করা, অপরের প্রশংসা করা, অশ্লীল কথা বলা, অধোবায়ু ত্যাগ, শক্তি থাকাসত্ত্বেও সাধারণ উপচার প্রদান, অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন, যথাকালে উৎপন্ন দ্রব্য (ফল মূলাদি) অপ্রদান, যে জিনিষের অগ্রভাগ অন্যে গ্রহণ করিয়াছে এরূপ বস্তু নিবেদন, ভগবানকে পিছনদিকে রাখিয়া বসা, ভগবানের সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, গুরুদেবের সম্মুখে স্তবাদি না করিয়া চুপ করিয়া থাকা, নিজের প্রশংসা এবং দেবতার নিন্দা—শ্রীবিষ্ণুর নিকট এই বত্রিশ প্রকার অপরাধের কথা বলা হইয়াছে ॥ ৪৪১-৪৪৮ ॥

এই বত্রিশ প্রকার অপরাধকেই বৈষ্ণব সমাজে সেবাপরাধ বলা হয়।

টীকা—অগ্র ইত্যনুবর্ত্তত এব, বায়ুবিমোক্ষণমিত্যন্তম্; তথা পৃষ্ঠীকৃত্যাসনমিত্যত্র পরেষামভিবাদনমিত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। গুরৌ মৌনং স্তুত্যাদ্যকরণম্ ॥ ৪৪১-৪৪৮ ॥

বারাহে—

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪৯ ॥
যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরম্ ॥ ৪৫০ ॥
রাজান্নভক্ষণঞ্চৈকমাপদ্যপি ভয়াবহম্।
ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃত-নাশনঃ ॥৪৫১॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে ধরণীকে সম্বোধন করিয়া বরাহদেব বলিতেছেন—বৈষ্ণবব্যক্তি মৎকীর্ত্তিত বত্রিশ প্রকার অপরাধ সযত্নে বর্জ্জন করিবেন। যাহারা আমার কথিত এই সকল অপরাধ বর্জ্জন না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নরকে চিরকাল বাস করে। রাজান্ন ভোজন একটি বিষম অপরাধ, বিপদ্‌কালেও রাজান্ন ভোজন পরিহার করা উচিত। অন্ধকারময় গৃহে শ্রীহরিকে স্পর্শ করা পুণ্য ধ্বংসকারী কাজ ॥ ৪৪৯-৪৫১ ॥

টীকা—একমপরাধং বিজানীয়াদিতি শেষঃ; একং কেবলমিতি বা ॥ ৪৫১ ॥

তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ।
দ্বারোদ্‌ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্ ॥৪৫২

পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্মন্দিরায়োপসর্পণম্ ।
কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে ॥৪৫৩॥
তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্ ॥
শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বা চ নবান্নস্য চ ভক্ষণম্ ॥ ৪৫৪ ॥
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ ।
অকর্ম্মণ্যপ্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা ॥ ৪৫৫ ॥
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা ।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ ॥৪৫৬॥
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্ ।
পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্ ॥ ৪৫৭ ॥
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্ ।
ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদকম্ ॥৪৫৮
তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ ।
হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহম্ ॥৪৫৯॥

অনুবাদ—নিয়ম না মানিয়া শ্রীহরির স্পর্শ, বাদ্যব্যতীত শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা, শূকরমাংস অর্পণ, পাদুকাপরিহিত অবস্থায় শ্রীমন্দিরে গমন, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ, বিষ্ণুপূজাকালে মৌনভঙ্গ, পূজার সময় মলত্যাগের জন্য গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্নভোজন, গন্ধমাল্যাদি ও ধূপন ব্যতীত এবং অপ্রচলিত পুষ্পে শ্রীহরির পূজা, দাঁত না মাজিয়া, স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া, রজস্বলা নারী, দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, না ধোওয়া, অপরের বস্ত্র ও ময়লা কাপড় পরিয়া, মৃতদেহ দর্শন করিয়া অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্মশানে গিয়া, অজীর্ণভোজী হইয়া, শূকরমাংস, পিন্যাক, জালপাদক (হাঁস) ও কুসুম্ভশাক ভক্ষণ করিয়া ও সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া শ্রীহরিকে স্পর্শ করা এবং তাঁহার সেবাকার্য্য করা, এই সকল কার্য্য করিলে অতিশয় পাতকের সঞ্চার হয় ॥ ৪৫২-৪৫৯ ॥

টীকা—বিধিমুল্লঙ্ঘ্য আচমনাদিকমকৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫২ ॥

টীকা—কলনং স্পর্শনম্ ॥ ৪৫৩ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে ।
মুক্ত্বা চ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্যৎ প্রভাষতে ॥ ৪৬০ ॥
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেদ্ভবনং মম ॥ ৪৬১ ॥
যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ ॥৪৬২॥

অনুবাদ—ঐ বরাহপুরাণ গ্রন্থেই আরও উল্লিখিত হইয়াছে—মৎ কথিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র অথবা ভক্তি-প্রধান-গ্রন্থে অনাদর দেখাইয়া যে ব্যক্তি আমাদিগকে উপাসনা করে এবং আমার শাস্ত্রসমূহ খুলিয়া উপেক্ষা করতঃ অন্য শাস্ত্রকে প্রকর্ষরূপে বলে, মদ্যপায়ীর সঙ্গ করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ও যে ব্যক্তি কুসুম্ভ শাকের সহিত আমার নৈবেদ্য প্রস্তুত করে, তাহারা সবাই অপরাধী ॥ ৪৬০-৪৬২ ॥

টীকা—মম শাস্ত্রং মদুক্তং পঞ্চরাত্রাদি, যদ্বা ভক্তিপ্রধানং বহিষ্কৃত্য অনাদৃত্য ; অস্মাকম্ অস্মান্ ॥ ৪৬০ ॥

টীকা—ভবনং সমাসাদ্য প্রাপ্য বিশেৎ ; যদ্বা, সমাসাদ্যেতি ভূত্বা ইত্যর্থঃ । মদ্যপমিতি—দ্বিতীয়ান্ত-পাঠো বা, ততশ্চ সমাসাদ্য সমাগম্য স্পৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৬১ ॥

অপি চ—

মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বূলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ ।
কুরুবকপলাশৈস্তুঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনম্ ॥ ৪৬৩ ॥
মমার্চ্চামাসুরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ ।
পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ ॥ ৪৬৪ ॥
বামহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নাপয়েদ্বা বিমূঢ়ধীঃ ।
পূজা পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনম্ ॥৪৬৫
তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধরো ভূত্বা যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ।
যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদ্যৈর্যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ॥৪৬৬
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মম মন্দিরম্ ।
অবৈষ্ণবস্য পক্বান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৪৬৭॥
অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ ।
অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনম্ ॥ ৪৬৮ ॥
নরঃ পূজান্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা ।
অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ ॥৪৬৯

অনুবাদ—আরও যথা—আমার দৃষ্টির সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করে যে ব্যক্তি, কিংবা কুরাবক ও পলাশকুসুমে আমার পূজা করে অথবা যে ব্যক্তি আসুরিককালে আমার পূজা করে, যে পীঠাসনে

কিংবা আসন ছাড়াই আমার পূজা করে, বামহস্তে ধরিয়া যে জ্ঞানহীনব্যক্তি আমাকে স্নান করায়, বাসি ফুলে আমার পূজা করে যে জন, যে ব্যক্তি আমার মন্দিরে থুতু ফেলে ও গরব দেখায়, তির্য্যগ্‌পুণ্ড্রধারী যে ব্যক্তি আমার পূজায় ব্যাপৃত হয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ফুল চাহিয়া আমার পূজা করে, পা না ধুইয়া যে লোক আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, বৈষ্ণব ছাড়া অন্য লোকের রান্না করা নৈবেদ্য যে ব্যক্তি আমাকে নিবেদন করে, অবৈষ্ণব ব্যক্তির সম্মুখে যে আমার পূজা করে, যে ব্যক্তি গণেশের পূজা না করিয়া এবং কপালধারীর সহিত আলাপ করিয়া পূজা করে, নখস্পৃষ্ট জল দিয়া যে আমাকে স্নান করায়, মৌন ভঙ্গ করিয়া এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যে আমার পূজা করে, ইহারা সবাই অপরাধী বলিয়া গণ্য হয় ।। ৪৬৩-৪৬৯ ।।

টীকা—প্রাপণং নৈবেদ্যম্, ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনঞ্চেতি দ্বয়ং ভগবদালয়ে জ্ঞেয়ম্ ।। ৪৬২-৪৬৫ ।।

টীকা—যাচিতৈঃ যাচিত্বা গৃহীতৈঃ শক্তৌ সত্যামিতি শেষঃ ।। ৪৬৬ ।।

টীকা—নখাম্ভসা নখস্পৃষ্টজলেন ।। ৪৬৯ ।।

জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ ।
আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিত-নিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ ।
তত্রাপি সর্ব্বথা কৃষ্ণনির্ম্মাল্যন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ ।।৪৭০।।

অনুবাদ—ইহা ব্যতীত সাধুগণের অসম্মত আচার ও শাস্ত্রবিহিত এবং নিষিদ্ধ আচারাদি লঙ্ঘন করিলেও অপরাধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যেও কখনও অনাদর করিবে না ।। ৪৭০ ।।

টীকা—ন কেবলমেতাবন্ত এব, অন্যেঽপি সন্তীতি লিখতি—জ্ঞেয়া ইতি। সতাং বৈষ্ণবানামসম্মতৈরাচারৈঃ কৃত্বা হেতুভির্বা ; তানেব লিখতি—শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রেণ বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ যৎ তদতিক্রমাদিভিঃ। আদিশব্দেন নিজসম্প্রদায়াচারাতিক্রমাদয়ঃ ।। ৪৭০ ।।

তথা চ নারসিংহে শান্তনুং প্রতি নারদবাক্যম্—
অতঃ পরন্তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে ।
নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাম্ ।।৪৭১।।

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণোক্ত শান্তনুর প্রতি শ্রীনারদের উক্তি যথা—হে নরেন্দ্র। অতঃপর শ্রীনৃসিংহদেবের ও অন্যান্য দেবতার নির্ম্মাল্যে অনাদর দেখাইও না ।। ৪৭১ ।।

কৃষ্ণস্য পরিতোষেপ্সু র্ন তচ্ছপথমাচরেৎ ।
নানাদেবস্য নির্ম্মাল্যমুপযুঞ্জীত ন কৃচিৎ ।। ৪৭২ ।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানে যাঁহার ইচ্ছা, তিনি কখনও তাঁহার নামে শপথ গ্রহণ করিবেন না এবং কোনও প্রকারেই বিভিন্ন দেবদেবীর নৈবেদ্য ভোজন করিবেন না ।। ৪৭২ ।

তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশ-শপথং নরঃ ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মংস্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ।।৪৭৩
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ ।
ভুঙ্‌ক্তে ন চান্যনৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ।।
ইতি ।। ৪৭৪ ।।

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—আপদকালে বা কষ্টের সময় আসিলেও যিনি ভগবানের শপথ না করেন, হে ব্রহ্মন্! কেশব তাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন। অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য এবং প্রসাদ যিনি গ্রহণ করেন না, শ্রীকেশব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন ।। ৪৭৩-৪৭৪ ।।

অথাপরাধশমনম্

সংবৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থেঃ শৌকরকে মম ।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ।।৪৭৫।।
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ ।।৪৭৬।।
অনয়োস্তীর্থয়োরস্কে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ।। ৪৭৭ ।।

অনুবাদ—অনন্তর অপরাধ শমন—অপরাধ করার সংবৎসর মধ্যে শৌকরতীর্থে উপবাসী থাকিয়া গঙ্গায় স্নান করিলে শুদ্ধ হয়। মথুরাতেও ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিলে পবিত্রতা লাভ হয়। এই দুই

তীর্থের নিকটে থাকিয়া যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনি যথার্থই পুণ্যবান, তাঁহার সহস্রজন্মের সঞ্চিত অপরাধ নিঃশেষে ধ্বংস হয় ॥ ৪৭৫-৪৭৭ ॥

স্কান্দে—

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়নকারী ব্যক্তি দিন দিন বত্রিশপ্রকার অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ প্রত্যহ শ্রীগীতার অন্ততঃ এক অধ্যায় পাঠ করিলে প্রভু সেবাপরাধ গ্রহণ করেন না ॥ ৪৭৮ ॥

তত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৪৭৯ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—তুলসীদিয়া শালগ্রামশিলার যিনি পূজা করেন, শ্রীকেশব তাঁহার বত্রিশপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ৪৭৯ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে—দ্বাদশীতে জাগরণ করিয়া যিনি তুলসীস্তব পাঠ করেন, তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধই শ্রীকেশব মার্জ্জনা করেন ॥ ৪৮০ ॥

যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥ইতি॥৪৮১॥

অনুবাদ—কৃষ্ণশস্ত্রচিহ্ন শরীরে ধারণ করিয়া যিনি শ্রীহরির পূজা করেন, শ্রীকেশব তাঁহার হাজার রকম অপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ৪৮১ ॥

অথ শেষগ্রহণম্

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবান যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিলেন, এইরূপ ভাবনা করিয়া 'মহাপ্রসাদ' এই বাক্য উচ্চারণ সহকারে মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিতে হইবে ॥ ৪৮২ ॥

টীকা—শেষং নির্ম্মাল্যম্ ॥ ৪৮২ ॥

অথ নির্ম্মাল্যধারণনিত্যতা

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ হরের্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনম্।
ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥৪৮৩॥

অনুবাদ—অতঃপর নির্ম্মাল্য ধারণের নিত্যতা বিষয়ে পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে—হে অম্বরীষ! শ্রীহরির গাত্রসংলগ্ন বারি, পুষ্প ও চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তিভরে শিরোপরি ধারণ না করে, সেইব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধম বলিয়া গণ্য হয় ॥২৩৮

অথ শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

কৃষ্ণোত্তীর্ণন্তু নির্ম্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।
সর্ব্বরোগৈস্তথা পাপৈর্ম্মুক্তো ভবতি নারদ ॥ ৪৮৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ম্মাল্য যিনি শরীরে স্পর্শ করান, হে মুনে! সেই ব্যক্তি সর্ব্বরোগ ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৮৪ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যম্ অনুলেপনাদি ॥ ৪৮৪ ॥

বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যশেষেণ যো গাত্রং পরিমার্জ্জয়েৎ।
দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি খণ্ডশঃ ॥ ৪৮৫ ॥
মুখে শিরসি দেহে তু বিষ্ণূত্তীর্ণান্তু যো বহেৎ।
তুলসীং মুনিশার্দ্দূল ন তস্য স্পৃশতে কলিঃ ॥৪৮৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের অবশেষ দ্বারা যিনি শরীর মার্জ্জন করেন, তাঁহার পাপসকল ধ্বংস ও

ব্যাধিসমূহ খণ্ড খণ্ড হয়। যে ব্যক্তি মুখে, মাথায় ও শরীরে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ম্মাল্য ও তুলসী ধারণ করেন, কলি সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। হে মুনিবর! ইহা তোমার জ্ঞাতার্থে বলিলাম ॥ ৪৮৫-৪৮৬ ॥

কিঞ্চ—

বিষ্ণুমূর্ত্তিস্থিতং পুণ্যং শিরসা যো বহেন্নরঃ।
অপর্য্যুষিতপাপস্তু যাবদ্যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৮৭ ॥
কিং করিষ্যতি সুস্নাতো গঙ্গায়াং ভূসুরোত্তম।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং তুলসীং বিষ্ণুসেবিতাম্ ॥৪৮৮

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গ-লগ্ন পবিত্র নির্ম্মাল্য যিনি নিজ মস্তকে ধারণ করেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাঁহার চারিযুগ-কৃত পাপসমূহ তৎ-ক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুভুক্তা তুলসী যিনি প্রত্যহ মাথায় ধারণ করেন, তাঁহার আর যথাবিধি গঙ্গা স্নানের প্রয়োজন হয় না ॥ ৪৮৭-৪৮৮ ॥

টীকা—পুণ্যং শ্রীতুলস্যাদি, অপর্য্যুষিতপাপঃ সদ্যঃ-সংক্ষীণপাপঃ ॥ ৪৮৭ ॥

বিষ্ণুপাদাব্জসংলগ্নামহোরাত্রোষিতাং শুভাম্।
তুলসীং ধারয়েদ্যো বৈ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥৪৮৯॥
অহোরাত্রং শিরে যস্য তুলসী বিষ্ণুসেবিতা।
ন স লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৪৯০ ॥

অনুবাদ—দিবানিশি শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অবস্থিতা শুভতুলসী ধারণকারী ব্যক্তির পুণ্যের সীমা নাই। বিষ্ণুভুক্তা তুলসী যাঁহার মস্তকে দিবানিশি অবস্থান করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় কোনও পাপই তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না ॥ ৪৮৯-৪৯০ ॥

টীকা—শিরে শিরসি; ন লিপ্যতি, ন লিপ্যতে ॥ ৪৯০ ॥

কিঞ্চ—

বিষ্ণোঃ শিরঃপরিভ্রষ্টাং ভক্ত্যা যস্তুলসীং বহেৎ।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণুর মস্তক হইতে স্খলিতা তুলসীপত্র যিনি ভক্তিভরে ধারণ করেন, তাঁহার সমস্ত প্রকার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ॥ ৪৯১ ॥

অপি চ—

প্রমার্জ্জয়তি যো দেহং তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে ॥৪৯২॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে দ্বিজ! যে বৈষ্ণব ব্যক্তি শরীরে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য-তুলসী ঘর্ষণ করেন, তাঁহার শরীর ঘর্ষণ সময়েই সর্ব্বতীর্থময় হইয়া যায় ॥ ৪৯২ ॥

টীকা—বৈষ্ণব ইত্যনেন শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যতুলস্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৪৯২ ॥

গারুড়ে—

হরের্ম্মূর্ত্ত্যবশেষন্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
নির্ম্মাল্যন্তু বহেদ্যস্তু কোটিতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৪৯৩॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরির বিগ্রহলগ্ন তুলসীকাষ্ঠ চন্দনের অবশেষ ও নির্ম্মাল্য ধারণকারী বৈষ্ণবজনের কোটি তীর্থ ফল লাভ হয় ॥ ৪৯৩ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

ভোজনানন্তরং বিষ্ণোরর্পিতং তুলসীদলম্।
তৎক্ষণাৎ পাপনির্ম্মোকশ্চান্দ্রায়ণশতাধিকঃ ॥৪৯৪॥

অনুবাদ—নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বলা হই-য়াছে—শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য নিবেদনের পর তাহাতে সমর্পিত তুলসীপত্র প্রসাদরূপে সেবন করিলে সেবন মাত্রই পাপ হইতে মুক্তিলাভ এবং শত চান্দ্রায়নব্রত অপেক্ষাও বেশী ফল লাভ হয় ॥ ৪৯৪ ॥

টীকা—পাপান্নির্ম্মোকঃ নিঃশেষেণ মুক্তিশ্চান্দ্রায়ণ-শতাদপ্যধিকঃ ইতি সবাসনা শেষপাপসঞ্চয়ক্ষপণাৎ ॥ ৪৯৪ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

কৌতুকং শৃণু মে দেবি বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যবহ্নিনা।
তাপিতং নাশমায়াতি ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্ ॥ ৪৯৫ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র আরও কথিত হইয়াছে যথা—হে দেবি! কৌতুকের কথা শ্রবণ কর, বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মবধ প্রভৃতি যে কোন পাতকই ভস্মীভূত হয় ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যং প্রসাদতুলস্যাদি, তদেব বহ্নিস্তেন তাপিতং দগ্ধং সৎ ॥ ৪৯৫ ॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধবোক্তৌ (৬।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৪৯৬॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তিতে বলা হইয়াছে—হে প্রভো! তোমার উপভুক্ত মাল্য, চন্দন, বসন, অলংকার প্রভৃতি এবং তোমার ভুক্তাবশেষ অন্ন ভোজন করিয়াই অনুগত দাস আমরা তোমার মায়া জয় করিতে পারিব ॥ ৪৯৬ ॥

অতএব স্কান্দে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে—

পাদোদকরতা যে চ হরের্নির্ম্মাল্যধারকাঃ।
বিষ্ণুভক্তিরতা যে বৈ তে তু ত্যাজ্যাঃ সুদূরতঃ ॥
ইতি ॥ ৪৯৭ ॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে দূতগণের প্রতি যমরাজের উপদেশ—বিষ্ণুপাদোদকে অনুরক্ত যে সকল ব্যক্তি, যাঁহারা শ্রীহরির নির্ম্মাল্য ধারণ করেন এবং যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিতে অত্যন্ত আসক্ত তাঁহাদিগকে অনেক দূর হইতেই ত্যাগ করিবে কারণ তাঁহারা আমার অধিকারভুক্ত নহেন ॥ ৪৯৭ ॥

বিসর্জ্জনন্তু চেৎ কার্য্যং বিসৃজ্যাবরণানি তৎ।
দেবে তন্মুদ্রয়া প্রার্থ্য দেবং হৃদি বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪৯৮

অনুবাদ—যদি বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলে আবরণ সকল পরিত্যাগ করাইয়া বিসর্জ্জনী মুদ্রাদ্বারা প্রার্থনা করিয়া দেবতাকে স্বহৃদয়ে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৪৯৮ ॥

তথা চোক্তম্—

পূজিতোঽসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে।
সলক্ষ্মীকো মম স্বান্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে ॥৪৯৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—আমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীলক্ষ্মীর সহিত তোমার পূজা করিলাম, হে ভগবন্! হে কমলাপতে! এখন বিশ্রামের নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হও ॥ ৪৯৯ ॥

প্রার্থ্যৈবং পাদুকে দত্ত্বা সাঙ্গমুদ্বাসয়েদ্ধরিম্।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ কৃত্বা মুদ্রাং বিসর্জ্জনীম্ ॥৫০০॥

অনুবাদ—এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া পাদুকা নিবেদন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস ও বিসর্জ্জনী মুদ্রা দেখাইয়া অঙ্গসহ শ্রীহরিকে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৫০০ ॥

অথ পূজাবিধি-বিবেকঃ

অয়ং পূজাবিধির্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি।
অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে ॥ ৫০১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পূজাবিধি নিরূপণ—এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজাবিধি বর্ণিত হইল, এগুলি মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত করণীয়। ইহা জপাঙ্গের নিয়ম। ভক্তির অঙ্গস্বরূপ যে পূজা ভক্তগণ করেন, সে পূজায় ন্যাসাদির তেমন অপেক্ষা নাই ॥ ৫০১ ॥

টীকা—এবং ক্রমদীপিকাদ্যুক্তানুসারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পূজাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং পূজাবিধিং তত্রৈব বিভজ্য দর্শয়তি—অয়মিতি। পঞ্চমাদি-বিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতোঽয়ং পূজাবিধিঃ শ্রীভগবদর্চ্চনপ্রকারঃ, জপস্য অঙ্গং, ক্রমদীপিকাদ্যভিপ্রেতস্য তত্তৎকামেন জপস্যৈব তত্র প্রাধান্যাৎ। কথম্ভূতস্য ?—মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ সাধনং, সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্য, অতস্তত্তৎফলার্থং জপেন মন্ত্রসাধনস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ মন্ত্রাদীনাং শ্রীভগ-

বতা সহাভেদাপাদনার্থং তত্তন্ন্যাসাদিকমিতি ভাবঃ। ভক্তের্নবিধায়াস্তু অঙ্গং যঃ পূজাবিধিঃ স চ ন্যাসাদীন্ প্রকারান্ অন্তরা বিনৈব ভক্তিনিষ্ঠৈরিষ্যতে। আদি-শব্দেন আবাহনাদি-কতিপয়মুদ্রাদি চ। ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাদ্যযোগা-দিত্যেষা দিক্ ॥ ৫০১ ॥

তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ।
কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা॥৫০২॥

অনুবাদ—ভক্তিপূজনস্থলে দেবমন্দিরে শ্রীভগবদর্চ্চন উপাসকগণের পক্ষে নিত্য হইতে পারে, কিংবা কাম্যও হইতে পারে। কিন্তু নিজগৃহে অর্চ্চন তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য করণীয় ॥ ৫০২ ॥

টীকা—ভক্ত্যঙ্গপূজাবিধৌ চ দেবালয়নিজগৃহ-ভেদেন কথঞ্চিদ্ভেদমপি পরং দর্শয়তি—তত্রেতি। তস্মিন্ ভক্ত্যঙ্গ-পূজাবিধৌ যা দেবালয়ে নিজগৃহাৎ পৃথক্ত্বেন কেবলং ভগবদর্থং স্বয়ং নির্ম্মিতো মন্দিরে পূর্ব্বসিদ্ধে বা দেবকুলাদৌ মহাপ্রভোঃ শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজা, সা তদুপাসকানাং নিত্যত্বেন কাম্যতেনাপি মতা ভক্তিনিষ্ঠৈঃ। একাদশীব্রতাদিবদিত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ। মহাপ্রভোরিতি নিত্যত্বে কাম্যত্বে চ হেতুরূহনেয়ঃ, তস্যৈবাপূজনে মহাদোষশ্রবণাৎ, পূজনে চাশেষবাঞ্ছিত-বাঞ্ছাতীতফল সিদ্ধেশ্চ। তৎ-সর্ব্বমগ্রে তৎপ্রকরণে ব্যক্তং ভাবি। গেহে নিজগৃহে চ যা পূজা, সা প্রায়ো নিত্যত্বেনৈব মতা। এবং দেবালয়ে পূজায়া নিত্যতয়াবশ্য-কর্ত্তব্যত্বাদকরণে প্রত্যবায়ঃ। সম্পাদনঞ্চ তস্যাঃ কেবলং কর্ত্তব্যত্বেন শ্রীভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশেন বা। কাম্যতয়া চ তত্তৎফলা-পেক্ষয়া যথাবিধি-শ্রেষ্ঠ-প্রেষ্ঠ-দ্রব্য-সমর্পণাদি কালা-নতিক্রমণমপরাধবর্জ্জনাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্। গৃহে চ নিত্যত্বেন কেবলমকরণে প্রত্যবায়পরিহারাৎ ফলানু-সন্ধানাভাবাচ্চ নিজনিয়মপরিপালনানুসারেণ স্বগৃহ-সিদ্ধ-দ্রব্যার্পণাদিকমেবেতি। যদ্যপি অগ্নিহোত্রাদৌ নিত্যকর্ম্মণ্যপি সামান্যতো ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিঃ ফলং, যথা শ্রূয়তে, তথাত্রাপি পরমপদপ্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব, তথাপি সেবকৈস্তচ্চানুসন্ধেয়ম্। কেবলং কর্ত্তব্য-ত্বেনৈব কার্য্যমিত্যুক্তম্। প্রায় ইত্যনেন দেবালয়-বদ্গৃহেঽপি কস্যচিৎ কদাচিৎ কামেনাপি পূজা সম্মতেতি ॥ ৫০২ ॥

সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে।
প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া ॥ ৫০৩ ॥

অনুবাদ—দেবমন্দিরে পূজা করিতে হইলে প্রভুর সেবাদির নিয়ম মানিতে হইবে, কিন্তু নিজগৃহে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সাধ্যমত পূজা করিতে পারা যায়, কেবল নিজ ব্রতভঙ্গ না হইলেই হইল ॥ ৫০৩॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্তৎ ভেদফলং লিখতি—সেবাদীতি। দেবস্য ভগবতঃ সেবায়া ভক্তি-বিশেষেণ পূজায়া নিয়মঃ যস্মিন্ কালে যেন দ্রব্যেণ, যথা যেন কর্ত্রা কার্য্যতাদিরূপঃ, তথা, 'যদ্যৎ প্রিয়-তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ' (শ্রীভা ১১।১১।৪১) ইত্যাদিবচনানুসারেণ তত্তদ্দ্রব্যার্পণরূপশ্চ; তথা কেবলং শ্রীভগবদুদ্দেশেনৈব যথাকালং নিত্যনিয়মিত-ভোগার্পণাদিরূপশ্চ। আদি-শব্দাৎ 'অগ্রে পৃষ্ঠে বাম-ভাগে' ইত্যাদিবচনানুসারেণ যস্মিন্ স্থানে যথা নমস্কার্য্যমিতি প্রণামনিয়মঃ; তথা যত্র ভোজনাদিক-মুপযুজ্যতে, তত্রৈব তৎ কর্ত্তব্যমিত্যাদি প্রকারকো বারাহাদ্যুক্ত-দেবালয়-বিষয় - কাপরাধ - পরিহারাদি-নিয়মশ্চেষ্যতে ভক্তিনিষ্ঠৈঃ; অন্যথা সম্যক্ফলা-সিদ্ধেঃ। অতো ব্রতদিনেঽপ্যন্যদিনবদ্ভোগসমর্পণং সম্মতং স্যাৎ। এবং কেচিদ্দ্বাদশ্যাং দিবাপি ভগবতঃ স্বাপনমিচ্ছন্তি, নিজগৃহে তু স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়া বেষ্যতে। যদা যত্র যেন দ্রব্যেণ যথা সেবা কর্ত্তুং শক্যতে, তদা তত্র তেন তথা কার্য্যা, ন তু কাল-দেশ-দ্রব্যাদি-নিয়মেনেত্যর্থঃ। গৃহস্থানামবশ্যকৃত্য-কুটুম্ব-ভরণাদিব্যাপারপরতয়া নিজভৃত্যাতিথ্যাদ্যপেক্ষয়া চ তত্তন্নিয়মাসিদ্ধেঃ। অতো নিজপরিবারবৈষ্ণবা-ভ্যাগতাদ্যপেক্ষয়া ভগবদর্প্যভোগস্য কদাচিদ্বহুলতা-ঽল্পতা চ স্যাৎ। তত্র চ স্বস্য আত্মনো যদ্ব্রতং নিয়মঃ বৈষ্ণবত্বেন নিত্যং বৃন্তাক-মসূরাদিবর্জ্জনং, দশম্যাদৌ ক্ষারাদিবর্জ্জনং চাতুর্ম্মাস্যাদৌ শাকাদি-কলিঙ্গাদি-বর্জ্জনঞ্চ, তথা দ্বাদশ্যনতিক্রমণাদিকঞ্চ, তস্য রক্ষয়া তৎ-পরিপালনানুসারেণেত্যর্থঃ। অতো ব্রতদিনে কেচিদন্নঞ্চ ন সমর্পয়ন্তি; এবং যদা যান্যেবাত্মোপ-

ভোগযোগ্যানি, তদা তান্যেব ভগবতে সমর্প্যাণীতি ভাবঃ। যদি বা ভক্তিবিশেষতঃ কদাচিত্তানি সমর্প্যেরন্, তদা নিজব্রতাপেক্ষয়া স্বয়ং নোপযোক্তব্যানি কস্মৈচিদ্বৈষ্ণবায় দেয়ানি, জলে বার্প্যাণি। একান্তিভিশ্চ ভাববিশেষেণ চেত্তানি স্বয়মুপযুজ্যেরন্; ততশ্চ তেষাং ব্রতাদাবনধিকারান্ন কোঽপি দোষো ঘটেতেত্যগ্রে লেখ্যমেব। প্রায় ইত্যনেন চ দেবালয় ইব ভক্তিবিশেষেণ কস্যচিৎ কদাচিৎ কশ্চিৎ সেবা-নিয়মোঽভিপ্রেতঃ। এতচ্চ লৌকিকেন সেবা-শব্দেনাপি লৌকিকবন্ধুবৎ শ্রীভগবতি সূচিতেন ভাববিশেষণানুমতমেব। যদ্যপি স্বব্রতরক্ষয়েত্যত্রাপি প্রায়ঃশব্দসম্বন্ধে কৃতে কদাচিৎ কস্যচিৎ ভক্তিবিশেষেণ নিজব্রতানাদরশ্চাপদ্যতে, তথাপি কৃষ্ণস্তস্য পরাঙ্মুখ ইত্যাদিবচনাৎ কান্তিকাদিব্রতাকরণে মহাদোষশ্রবণাৎ, বৈষ্ণবৈঃ স্বব্রতং পরিপাল্যমেবেতি; তথা ন ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ, যদ্যপি গৃহেঽপি পূজাপরাধবর্জ্জনাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প ইত্যাদ্যপরাধানাং প্রায়ো গৃহে বর্জ্জনস্যাশক্যত্বাৎ তত্তন্নিয়মো ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ম্। ইত্থং চৈককালং দ্বিকালং বেত্যাদিবচনাৎ এককালমপি পূজা; তথা নিজগৃহ-প্রদেশে সমাবেশেন যত্র কুত্রাপি ভাগবতে নমস্কারঃ, শ্রীভগবৎ-পুরতো ভোজনঞ্চোপপদ্যতে। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। এবমেব সর্ব্বমবিরুদ্ধমনবদ্যঞ্চ স্যাৎ। অন্যথা দ্বাত্রিংশদপরাধেষু ভগবদগ্রতো ভজন-নিষেধস্য 'নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রিতম্' ইত্যাদৌ মুরারেঃ পুরতো ভোজনে মহাগুণতয়া বিধানস্য চেত্যাদের্বহুল-বিরোধাপত্তেরিত্যেষা দিক্ ॥ ৫০৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাম্ অষ্টমো বিলাসঃ ॥ ৮ ॥

———

কিঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ঘৃতেন স্নপিতং দেবং চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
সিতজাত্যাশ্চ কুসুমৈঃ পূজয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৫০৪ ॥
শ্বেতেন বস্ত্রযুগ্মেন তথা মুক্তাফলৈঃ শুভৈঃ।
মুখ্যকর্পূরধূপেন পয়সা পায়সেন চ ॥ ৫০৫ ॥
পদ্মসূত্রস্য বর্ত্ত্যা চ ঘৃতধূপেন চাপ্যথ।
পূজয়েৎ সর্ব্বথা যত্নাৎ সর্ব্বকামপ্রদার্চ্চনাম্ ॥৫০৬॥
কৃত্বেমাং মুচ্যতে রোগী রোগাৎ শীঘ্রমসংশয়ম্।
দুঃখার্ত্তো মুচ্যতে দুঃখাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৫০৭
রাজগ্রস্তশ্চ মুচ্যেত তথা রাজভয়ান্নরঃ।
ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানং সর্ব্বানর্থবিবর্জ্জিতঃ ॥
॥ ইতি ৫০৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতরর্চ্চা-সমাপনো নামাষ্টমো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুকে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহে চন্দন মাখাইতে হইবে। তারপর সাদাফুল দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তারপর সাদা কাপড় ও চাদর, পবিত্র মুক্তাফল, কর্পূরের ধূপ, দুগ্ধ, পায়স, পদ্মসূত্রের বত্তি ও ঘৃতযুক্ত ধূপ দ্বারাও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। এই পূজা সমস্ত প্রকার অভীষ্টদানকারিণী। এইভাবে পূজা করিলে রোগী রোগ হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। দুঃখে পতিত ব্যক্তি দুঃখ হইতে এবং বন্দী বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ইঁহার অনুগ্রহে অপরাধী ব্যক্তি রাজভয় হইতে মুক্তি পায় এবং পথিক জন কোন প্রকার বিপদ ছাড়াই নিজ ইচ্ছামত এই সংসারে ভ্রমণ করেন ॥ ৫০৪-৫০৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত ভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতরর্চ্চাসমাপন নামক অষ্টম বিলাস।

নবম-বিলাসঃ

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
মহাপ্রসাদজাতার্হঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অধম হইয়াও যাঁহার করুণায় আমি তৎক্ষণাৎ মহাপ্রসাদসমূহ পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

টীকা—অধুনা মহাপ্রসাদপ্রকরণং লিখন্ পরম-গুরু-শ্রীভগবৎ প্রসাদং প্রার্থয়তে স ইতি। মহা-প্রসাদো নাম ভগবদুচ্ছিষ্টাদি, তস্য জাতং সমুচ্চয়ঃ তদ্‌যোগ্যঃ স্যাৎ। এবমেতল্লিখনে পরমাযোগ্য-স্যাপ্যাত্মনো ভগবৎ-প্রসাদেনৈব যোগ্যতা সম্ভাবিতেতি পূর্ব্ববদূহ্যম্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১ ॥

———

অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণদৃষ্টিসুধোক্ষিতম্।
বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের শুভদৃষ্টিরূপ অমৃত-পাতে শঙ্খস্থিত যে জল মহাপবিত্র হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবগণকে আগে দিয়া প্রণাম করিয়া পরে নিজের মস্তকে দিবে ॥ ২ ॥

টীকা—তচ্চেতি যৎ পূর্ব্বং পূজোপকরণাদ্য-ভ্যুক্ষণানন্তরং পুনর্ভৃতজলে শ্রীভগবদগ্রতো ন্যস্তে শঙ্খে স্থিতং পশ্চাচ্চ তেন শঙ্খেন ত্রিভ্র্ামণতো ভগবন্নী-রাজনমনুষ্ঠিতং তদা তৎস্থজলস্যাপি নীরাজনেন সৌভাগ্যং জাতমস্তি তদিত্যর্থঃ। অতএব পূর্ব্বং ভগবদগ্রতো ন্যস্তত্বাৎ কৃষ্ণস্য দৃষ্টিরূপয়া সুধয়া উক্ষিতং সিক্তং চেতি মহাসৌভাগ্যজাতং দর্শিতম্। যদি চ শঙ্খান্তরেণ সদ্যোজলভৃতেন ভগবন্নীরাজনমেব দ্রষ্টব্যং, তথাপি তচ্ছঙ্খজলস্য নীরাজনেন ভগবদ্দৃষ্টি-গোচরতা-বাপ্ত্যা, কিংবা নীরাজনানন্তরং স্তবনবন্দ-নাদ্যর্থমবশ্যং ভগবদগ্রতো ধার্য্যত্বেন তদ্দৃষ্টি-সুধোক্ষি-তত্বং সম্পদ্যত এব; এবঞ্চ পূর্ব্বস্থাপিতেনৈব শঙ্খেন ক্ষীরাদিস্নপনং বোদ্ধব্যং, অন্যথা শঙ্খবাহুল্যাপত্তেঃ। ততশ্চ স্নাপনানন্তরং তস্য রিক্তত্বাৎ, তথা নীরাজন-শঙ্খস্য জলগ্রহণাচ্চ পুনরগ্রে লেখ্যং ভগবদগ্রতঃ শঙ্খ-স্থাপনং যুক্তমেব। ন চ বক্তব্যমিদং পূর্ব্বং শঙ্খঃ স্থাপিতোঽস্ত্যেব ক্ষীরস্নপনাদিকং নীরাজনঞ্চ শঙ্খান্ত-রেণৈবেতি পুনঃ শঙ্খস্থাপনেনালমিতি, যতঃ শিষ্টা-চারানুসারেণ বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদৌ গ্রন্থে 'শ্রীনৃসিংহা-রণ্যাদিভিঃ প্রামাণিকবর্গৈর্লিখিতং— পূজাসমাপ্তৌ পুষ্পাদিনা পূজা-পূর্ব্বকং শঙ্খস্য বিশেষতঃ স্থাপনম-পেক্ষ্যত এব। পূর্ব্বস্তু পূজোপকরণাদ্যভ্যুক্ষণো-পক্ষীণজলঃ শঙ্খঃ পূজারম্ভে মঙ্গলার্থং কেবলং জলেনা-পূর্ব্ব স্থাপিত আসীদিতি বিশেষঃ ॥ ২ ॥

———

শঙ্খোদকমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

শঙ্খোদকং হরের্ভক্তির্নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলম্।
চন্দনং ধূপশেষন্তু ব্রহ্মহত্যাপহারকম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তি, নির্ম্মাল্য, পাদোদক, উপভুক্ত চন্দন ও ধূপ এবং পূজার শেষ শঙ্খস্থিত জল—এই সকল বস্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশক ॥ ৩ ॥

টীকা—ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-নববিধা ॥ ৩ ॥

———

তত্রৈব শঙ্খমাহাত্ম্যে—

শঙ্খস্থিতন্তু যত্তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
বন্দতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শঙ্খমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া শ্রীকেশবের মস্ত-কোপরি ভ্রমণ করাইয়া তাহা যিনি নিজের মাথায় ধারণ করেন, তাঁহার আর গঙ্গাস্নানের আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ উহাতেই তাঁহার গঙ্গাস্নান ফল হয় ॥ ৪ ॥

টীকা—যো বন্দতে তস্য ॥ ৪ ॥

———

ন দাহো ন ক্লমো নার্ত্তির্নরকাগ্নিভয়ং ন হি।
যস্য শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি কৃষ্ণদৃষ্ট্যাবলোকিতম্ ॥ ৫ ॥

ন গ্রহা ন চ কুষ্মাণ্ডাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ ।
দৃষ্ট্বা শঙ্খোদকং মূর্ধ্নি বিদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাত-পূত শঙ্খ-জল যিনি মস্তকে ধারণ করেন, তিনি যাতনা, গ্লানি, শোক বা নরকাগ্নির ভয় হইতে মুক্ত হন। গ্রহ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস সকলেই মস্তকে শঙ্খ-জল দেখিলে দশদিকে পলায়ন করে ॥ ৫-৬ ॥

টীকা—যস্য মূর্দ্ধি বর্ত্ততে গ্রহাদয়ঃ মূর্দ্ধি স্থিতং শঙ্খোদকং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্লুবন্তি, প্রত্যুত বিদ্রবন্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

কৃষ্ণমূর্ধ্নি ভ্রামিতন্তু জলং তচ্ছঙ্খসংস্থিতম্ ।
কৃত্বা মূর্দ্ধন্যবাপ্নোতি মুক্তিং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥৭॥
ভ্রাময়িত্বা হরেমূর্ধি মন্দিরং শঙ্খবারিণা ।
প্রোক্ষয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু নাশুভং তদ্গৃহে ভবেৎ ॥৮॥

অনুবাদ—শ্রীহরির মস্তকোপরি ভ্রামিত শঙ্খোদক মস্তকে ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ হয়। শ্রীহরির মস্তকের উপর ভ্রমণ করাইয়া সেই শঙ্খজল দিয়া শ্রীমন্দির প্রোক্ষণ করিলে তাঁহার আবাসে অমঙ্গল থাকে না ॥ ৭-৮ ॥

নীরাজনজলং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নীরাজনবারি ও চরণোদক যেখানে অবস্থিত, হে মুনি শ্রেষ্ঠ! তথায় সমস্তসম্পদ বৃদ্ধি পায় ॥ ৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—
নীরাজনজলং বিষ্ণোর্যস্য গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ।
যজ্ঞাবভৃথলক্ষাণাং স্নানজং লভতে ফলম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই কিছু পরে বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর নীরাজনজল স্পৃষ্ট ব্যক্তি লক্ষযজ্ঞের অবভৃথ-স্নানজনিত ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোক্তৌ—
পাদোদকেন দেবস্য হত্যাযুত-সমন্বিতঃ ।
শুধ্যতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানে শ্রীশিবের উক্তিতে দেখা যায়—শ্রীহরির চরণোদক ও শঙ্খবারি অযুতহত্যা জনিত মহাপাপী ব্যক্তিকেও শুদ্ধ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে চ—
তীর্থাধিকং যজ্ঞশতাচ্চ পাবনং
জলং সদা কেশবদৃষ্টিসংস্থিতম্ ।
ছিনত্তি পাপং তুলসীবিমিশ্রিতং
বিশেষতশ্চক্রশিলাবিনির্মিতম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীতুলসীসমন্বিত কেশবের দৃষ্টিপ্রাপ্ত জল, বিশেষতঃ শালগ্রাম শিলোদক সর্ব্বদা সমস্ত তীর্থজল হইতেও অধিক পবিত্র, শতযজ্ঞ অপেক্ষাও শুদ্ধিকারক এবং উহা দ্বারা পাপ দূরীভূত হয় ॥ ১২ ॥

টীকা—চক্রশিলাবিনির্মিতং ভগবচ্চরণামৃত-মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ তীর্থধারণম্

কৃষ্ণপাদাব্জতীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি ।
স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ ॥১৩॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপাদোদক অগ্রে মহাত্মা বৈষ্ণব-গণকে প্রদান করিয়া পরে প্রণাম পূর্ব্বক প্রথমে পান ও তারপর মাথায় লইতে হইবে ইহাই নিয়ম ॥ ১৩॥

তস্য মন্ত্রবিধিশ্চ প্রাক্ প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ ।
লিখিতো হ্যধুনা পানে বিশেষো লিখ্যতে কিয়ান্ ॥১৪

অনুবাদ—এই বিষয়ে মন্ত্রাদির যে নিয়ম, তাহা পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এখন পান-বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে ॥১৪॥

টীকা—বিধির্ধারণপ্রকারশ্চ ; কিয়ান্ সংক্ষিপ্তো বিধিবিশেষো লিখ্যতে ॥ ১৪ ॥

স চোক্তাঃ—

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং
যেন পুতস্তরতি দুষ্কৃতানি।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা
অপি পাপ্মানমরাতিং তরেম ॥ ১৫ ॥
লোকস্য দ্বারমার্চ্চয়ৎ পবিত্রং
জ্যোতিষ্মৎ বিভ্রাজমানং মহস্ত-
দমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং
চরণং লোকে সুধিতাং দধাতু ॥ ইতি ॥১৬॥

অনুবাদ—এক্ষণে মন্ত্রটি বলা হইতেছে—বহু প্রাচীনকাল হইতেই পবিত্র চরণামৃতের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ আছে। চরণামৃত দ্বারা পবিত্র হইয়া জনগণ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং ঐ চরণোদক স্পর্শে পবিত্র হইয়া আমরা পাপপূর্ণ এই সংসারও সমুত্তীর্ণ হই। ইহা স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, পবিত্র, বন্দনীয় এবং সমুজ্জ্বল। সেই চরণামৃতের পূজা করিলাম। এই অমৃতধারাস্বরূপ চরণামৃত পুনঃ পুনঃ ক্ষরিত হইয়া ধরণীতে অমৃততুল্য আদরণীয় হউন ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকা – চরণং চরণারবিন্দং, তদুদকমিত্যর্থঃ। অরাতিং সংসারলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥

টীকা—সুধিতাং সুধাবদাদরণীয়তামিত্যর্থঃ ॥১৬

———

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বদুষ্টগ্রহাপহম্।
প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বপ্রকার দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাব বিনাশকারী এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চরণামৃত পান করিবে এবং নিজের শরীরে, পুত্র, মিত্র, স্ত্রী, কুটুম্ব প্রভৃতির শরীরেও ছিটাইয়া দিবে ॥ ১৭ ॥

———

কিঞ্চ—

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনম্।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥১৮॥

অনুবাদ—আরও কথিত হইয়াছে—কোটি সংখ্যক হত্যাজনিত পাপ কেবল শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান দ্বারাই ধ্বংস হয়। মনে রাখিবে এই পাদোদক যদি মাটিতে বিন্দুমাত্র পতিত হয় তাহা হইলে তাহার আটগুণ পাপ হয় ॥ ১৮ ॥

টীকা—তত্তস্মাৎ পানোক্তপুণ্যাদষ্টগুণমিত্যর্থঃ ॥১৮

———

অথ চরণোদকপানমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

হরেঃ স্নানাবশেষন্তু জলং যস্যোদরে স্থিতম্।
অম্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্যতাম্ ॥১৯॥

অনুবাদ—অতঃপর চরণোদকমাহাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে—হে অম্বরীষ! যাঁহার উদরে শ্রীহরির স্নানাবশেষ বারি থাকে, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥

———

তত্রৈব দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদেও কথিত হইয়াছে—প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদক পানকারী ব্যক্তিগণের হাজার হাজার বার পঞ্চগব্য পানের আর প্রয়োজন থাকে না—অর্থাৎ শালগ্রাম শিলোদক পান সমস্ত কিছুর পূর্ণতা দান করে ॥ ২০ ॥

———

কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
নিত্যং যদি পিবেৎ পুণ্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্ ॥২১

অনুবাদ—সর্ব্বদা পবিত্র শালগ্রামশিলোদক পান করিলে সহস্র কোটি তীর্থ সেবনের আর প্রয়োজন হয় না ॥ ২১ ॥

———

শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্।
মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্ভক্তিভাঙ্নরঃ ॥২২॥

অনুবাদ—বিন্দুপরিমিত শালগ্রামশিলোদক ভক্তিপূর্ব্বক পান করিলে আর পুনরায় মাতৃস্তন্য পানের

ভয় থাকে না। অর্থাৎ তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ২২॥

কিঞ্চ—

দহন্তি নরকান্ সর্ব্বান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণম্ ।
পীতং যৈস্তু সদা নিত্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্ ॥২৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা প্রত্যহ শালগ্রামশিলার জল পান করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত রকম নরক ভোগ ও গর্ভবাস ক্লেশ ভস্মীভূত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব শ্রীযমধূম্রকেতু-সংবাদে---

শালগ্রামশিলাতোয়ং বিন্দুমাত্রন্তু যঃ পিবেৎ ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কৃতোদ্যমঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীযম-ধূমকেতু-সংবাদে—বিন্দুমাত্র শালগ্রামশিলোদক পানকারী ব্যক্তি সকল রকম পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিমার্গের জন্য চেষ্টাযুক্ত হইবেন ॥ ২৪ ॥

তত্রৈব পুলস্ত্যভগীরথসংবাদে—-

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং ভগীরথ বদামি তে ।
পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যো হত্যাকোটিবিনাশকম্ ॥২৫॥
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ ॥২৬॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই পুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে—শ্রীচরণোদকের মাহাত্ম্য তোমাকে কহিতেছি,—হে ভগীরথ। তুমি তাহা শ্রবণ কর। শ্রীহরির চরণোদক সকল তীর্থ হইতেও পবিত্রতাকারক এবং কোটি সংখ্যক হত্যাজনিত পাপ বিনাশক। এই শ্রীচরণোদক পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বদেবতারই প্রসন্নতা জন্মে। কলিযুগে শ্রীহরির চরণোদকই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ইহা জানিও ॥ ২৫-২৬ ॥

কিঞ্চ—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদম্ ।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্ ॥ ২৭ ॥
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ ।
পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আরও কথিত হইয়াছে—সরস্বতী নদীর জল দিবসত্রয়ে, নর্ম্মদা নদীর জল এক সপ্তাহে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং শ্রীযমুনার জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। এই সকল তীর্থবারি দর্শন, স্নান ও কীর্ত্তন দ্বারাই পবিত্রতাবিধায়ক, কিন্তু এই কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত স্মরণমাত্রেই পবিত্রতাবিধায়ক ॥ ২৭-২৮ ॥

কিঞ্চ—

অর্চ্চিতৈঃ কোটিভির্লিঙ্গৈর্নিত্যং যৎ ক্রিয়তে ফলম্ ।
তৎ ফলং শতসাহস্রং পীতে পাদোদকে হরেঃ ॥২৯॥
অশুচির্ব্বা দুরাচারো মহাপাতকসংযুতঃ ।
স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ সদা শুধ্যতি মানবঃ ॥৩০
পাপকোটিযুতো যস্তু মৃত্যুকালে শিরোমুখে ।
দেহে পাদোদকং তস্য ন প্রয়াতি যমালয়ম্ ॥ ৩১ ॥
ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনম্ ।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে যে—প্রত্যহ কোটি শিবলিঙ্গ পূজার ফল অপেক্ষাও শত সহস্রগুণ বেশী ফল প্রদানকারী শ্রীহরি পাদোদক পান।

শুচি, অশুচি, দুরাচারী অথবা মহাপাতকী যাহাই হউক না কেন, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ মাত্রই সে পবিত্র হইয়া থাকে। মরণ সময়ে মস্তকে, মুখে ও শরীরে শ্রীহরিপাদোদকের স্পর্শ পাইলে কোটি পাপে লিপ্ত পাপীকেও আর শমন সদনে যাইতে হয় না। দান, হোম, বেদপাঠ কিংবা দেবপূজা রহিত ব্যক্তিও শ্রীহরিচরণোদক পান করিয়া পরমাগতির অধিকারী হয় ॥ ২৯-৩২ ॥

টীকা—তস্য শিরসি মুখে চ পাদোদকং চেত্তর্হি স ন প্রয়াতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা—হবিঃশব্দেন হোমাদ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ৩২ ॥

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকী যোগে কিং করিষ্যতি পুষ্করে।
নিত্যং চ পুষ্করং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥৩৩॥
বিশাখা-ঋক্ষ-সংযুক্তা বৈশাখী কিং করিষ্যতি।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে উজ্জয়িন্যাং ভগীরথ ॥ ৩৪ ॥
মাঘমাসে প্রয়াগে তু স্নানং বৈ কিং করিষ্যতি।
প্রয়াগঃ সততং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥৩৫॥
প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে মথুরায়াঞ্চ তস্য কিম্।
নিত্যঞ্চ যামুনং স্নানং যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥৩৬॥
কাশ্যামুত্তরবাহিন্যাং গঙ্গায়াস্তু মৃতস্য কিম্।
যস্য পাদোদকং বিষ্ণোর্মুখে চৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির চরণোদক পানকারী ব্যক্তি নিত্যই পুষ্কর স্নানের ফলভাগী হইতেছেন। কার্ত্তিক-মাসে কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পুষ্কর স্নানে তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। ঐ ব্যক্তির বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীর পিণ্ডারক মহাতীর্থে স্নানদ্বারাই বা কি ফল লাভ হইবে? প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক পানকারী ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করিয়াই বা কি অধিক পুণ্য লাভ করিবেন? তাঁহার প্রত্যহ প্রয়াগ স্নানাদি হইতেছে। যিনি প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক পান করেন, উত্থানদ্বাদশীতে পুনরায় তাঁহার যমুনা স্নানের আবশ্যকতা নাই—তিনি নিত্যই শ্রীযমুনায় স্নান করিতেছেন। যাঁহার বদনবিবরে শ্রীবিষ্ণুপাদোদক রহিয়াছে, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরে দেহত্যাগেই বা তাঁহার বেশী কি ফল লাভ হইবে? অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-চরণোদক সর্ব্বফলদায়ী ॥ ৩৩-৩৭ ॥

কিঞ্চ—

হিত্বা পাদোদকং বিষ্ণোর্যোঽন্যতীর্থানি গচ্ছতি।
অনর্ঘং রত্নমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রং বাঞ্ছতি দুর্ম্মতিঃ ॥৩৮॥
কুরুক্ষেত্র-সমো দেশো বিন্দুঃ পাদোদকং মতঃ ॥৩৯

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক পরিত্যাগ করিয়া বা তাহাতে অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি অন্যতীর্থে যায়, সেই দুর্ম্মতি অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিয়া মাটির ঢেলায় আসক্ত হয়। সাধুগণ বিন্দুমাত্র পাদোদককে কুরুক্ষেত্র তীর্থতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকা—যস্য পাদোদকং সেব্যং স্যাদিতি শেষঃ, স দেশো মতঃ সদ্ভিঃ। বিন্দুঃ বিন্দুমাত্রম্ ॥৩৩-৩৯

পতেদ্‌যত্রাক্ষয়ং পুণ্যং নিত্যং ভবতি তদ্‌গৃহে।
গয়াপিণ্ডসমং পুণ্যং পুত্রাণামপি জায়তে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির চরণোদক যে গৃহে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন, সেই গৃহে অক্ষয় পুণ্য থাকে এবং তথায় পুত্রগণের গয়া পিণ্ডদান তুল্য ফল লাভ হয় ॥ ৪০ ॥

পাদোদকেন দেবস্য যে কুর্য্যুঃ পিতৃতর্পণম্।
নাসুরাণাং ভয়ং তস্য প্রেতজন্যং ন রাক্ষসম্ ॥৪১॥
ন রোগস্য ভয়ঞ্চৈব নাস্তি বিঘ্নকৃতাং ভয়ম্।
ন দুষ্টা নৈব ঘোরাক্ষাঃ শ্বাপদোত্থভয়ং ন হি ॥৪২॥

অনুবাদ--শ্রীহরির পাদোদক দ্বারা পিতৃ-তর্পণ অসুর, প্রেত ও রাক্ষস ভয় হারক, রোগ, বিঘ্ন ও ভীষণ সর্পসমূহ হইতে ভয় অথবা হিংস্র প্রাণীর ভয়ও ইহাতে বিনষ্ট হয় ॥ ৪১-৪২ ॥

গ্রহাঃ পীড়াং ন কুর্ব্বন্তি চৌরা নশ্যন্তি দারুণাঃ।
কিন্তস্য তীর্থগমনে দেবর্ষীণাঞ্চ দর্শনে ॥ ৪৩ ॥
যস্য পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি শালগ্রামশিলোদ্ভবম্।
প্রীতো ভবতি মার্ত্তণ্ডঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা ভবতি সুপ্রীতো প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ ॥ ৪৪ ॥
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ কেশবাগ্রতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—গ্রহগণ পীড়া জন্মাইতে পারে না, দারুণ চৌরভয়ও থাকে না। তৎকালে তীর্থ গমনে বা দেবতা কিংবা ঋষিগণকে দর্শনেরই বা কি প্রয়োজন? শালগ্রাম শিলা বিধৌত জল যাঁহার মাথায় আছে, সূর্য্য, কেশব, ব্রহ্মা ও শঙ্কর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। কেশবের সম্মুখে যিনি পাদোদক মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন ॥৪৩-৪৫

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

**প্রায়শ্চিত্তং যদি প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রং বা ত্বঘমর্ষণম্ ।
সোঽপি পাদোদকং পীত্বা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥**

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—অঘমর্ষণমন্ত্র জপ অথবা কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইলে সেই ব্যক্তি যদি চরণোদক পান করেন, তাহা হইলেই শুদ্ধিলাভ করিবেন, ঐ সমস্তের প্রয়োজন হইবে না ॥ ৪৬ ॥

**অশৌচং নৈব বিদ্যেত সূতকে মৃতকেঽপি চ ।
যেষাং পাদোদকং মূর্ধ্নি প্রাশনং যে চ কুর্ব্বত ॥৪৭॥
অন্তকালেঽপি যস্যেহ দীয়তে পাদয়োর্জলম্ ।
সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি সদাচারৈর্বহিষ্কৃতঃ ॥৪৮॥**

অনুবাদ—চরণামৃত পানকারী বা মস্তকে চরণামৃত ধারণকারী ব্যক্তির জননাশৌচ বা মৃতাশৌচ নাই। সদাচার হীন ব্যক্তিকেও অন্ততঃ মরণকালে যদি শ্রীহরির পাদোদক পান করান যায়, তাহা হইলে ঐ প্রকার ব্যক্তিও সদ্গতি লাভ করে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকা—সদাচারৈর্বহিষ্কৃতোঽপি চেৎ ॥ ৪৮ ॥

**অপেয়ং পিবতে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে যশ্চাপ্যভোজনম্ ।
অগম্যাগমনা যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নরাঃ ।
তেঽপি পূজ্যা ভবন্ত্যাশু সদ্যঃ পাদাম্বুসেবনাৎ ॥৪৯॥**

অনুবাদ—অপেয়পায়ী, অভোজ্য ভোজী, অগম্যাগমনকারী ও স্বভাবতঃ পাপীও শ্রীহরির পাদোদক সেবনদ্বারা তৎক্ষণাৎ পূজনীয় হয় ॥ ৪৯ ॥

টীকা—অভোজনম্ অভক্ষ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ—

**অপবিত্রং যদন্নং স্যাৎ পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাম্ ।
ভুক্ত্বা পীত্বা বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥ ৫০ ॥
তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ পঞ্চগব্যান্মহাকৃচ্ছ্রাদ্বিশিষ্যতে ।
চান্দ্রায়ণাৎ পারকৃচ্ছ্রাৎ পরাকাদপি সুব্রত ।
কায়শুদ্ধির্ভবত্যাশু পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥ ৫১ ॥**

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—হে সুব্রত! পাপীদিগের অপবিত্র অন্ন ভক্ষণ ও জলপান যে ব্যক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি শ্রীহরির চরণোদক পান করে, তাহা হইলে সে পবিত্রতা লাভ করে। পঞ্চগব্য, তপ্তকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, পারকৃচ্ছ্র বা পরাকব্রত এ সকল হইতেও শ্রীহরির পাদোদক শ্রেষ্ঠ। উহা পান করামাত্র শরীর পবিত্র হয় ॥ ৫০-৫১ ॥

টীকা—তপ্তকৃচ্ছ্রমহাকৃচ্ছ্রাদিকং নাম ব্রতবিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

**অগুরুং কুঙ্কুমঞ্চাপি কর্পূরঞ্চানুলেপনম্ ।
বিষ্ণুপাদাম্বু-সংলগ্নং তদ্বৈ পাবনপাবনম্ ॥ ৫২ ॥
দৃষ্টিপূতন্তু যত্তোয়ং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
তদ্বৈ পাপহরং পুত্র কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্ ॥৫৩॥
এতদর্থমহং পুত্র শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ ।
ধারয়ামি পিবাম্যদ্য মাহাত্ম্যং বিদিতং মম ॥ ৫৪ ॥**

অনুবাদ—হে পুত্র! অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর এবং চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য শ্রীবিষ্ণুপাদোদক যুক্ত হইলে পবিত্রবস্তুকেও পবিত্র করে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক নিরীক্ষিত জল যখন পবিত্র হইয়া পাপ নাশ করে, তখন আর শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব? হে বৎস! এইজন্য আমি আজ বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া পাদোদক ধারণ ও পান করিতেছি, আমি ইহার মাহাত্ম্য জানি ॥ ৫২-৫৪ ॥

টীকা—বিষ্ণুনা কর্ত্রা দৃষ্ট্যা কৃত্বা পূতং পাবিতমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, বিষ্ণুনা বিষ্ণোরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

**প্রিয়স্ত্বমগ্রজঃ পুত্রস্তদর্থং গদিতং ময়া ।
রহস্যং মে ত্বনর্হস্য ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ৫৫ ॥
ধারয়স্ব সদা মূর্ধ্নি প্রাশনং কুরু নিত্যশঃ ।
জন্মমৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্মোক্ষং যাস্যসি পুত্রক ॥ ৫৬ ॥**

অনুবাদ—তুমি আমার প্রিয় অগ্রজপুত্র। এই জন্য তোমাকে এই গোপ্য কথা বলিলাম। অযোগ্য, অপাত্র ব্যক্তির নিকট ইহা কখনও বলিও না। শ্রীহরি-পাদোদক প্রত্যহ ধারণ ও পানের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু,

জরা ও দুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইবে। হে পুত্র! চিন্তার কোন কারণ নাই ॥ ৫৫-৫৬ ॥

টীকা—অনর্হস্য অযোগ্যস্য অবৈষ্ণবস্যেত্যর্থঃ, তং প্রতি ন বক্তব্যম্ ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্ ॥ ৫৭ ॥
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
সর্ব্বোপদ্রব-হন্তারং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—বিষ্ণু-চরণোদক পবিত্র, সকল পাপ সংহারক, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বদুঃখ বিনাশক, দুঃস্বপ্ন নিবারক সকল প্রকার উপদ্রবনাশ কারক ও সর্ব্ব-ব্যাধিনাশক ॥ ৫৭-৫৮ ॥

টীকা—হন্তারমিত্যার্ষং, হন্তৃ ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বোৎপাত-প্রশমনং সর্ব্বপাপনিবারণম্।
সর্ব্বকল্যাণসুখদং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ধন্যং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বশত্রু-প্রশমনং সর্ব্বভোগপ্রদায়কম্ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বতীর্থস্য ফলদং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণম্।
প্রয়াগস্য প্রভাসস্য পুষ্করস্য চ সেবনে।
পৃথূদকস্য তীর্থস্য আচান্তো লভতে ফলম্ ॥ ৬১ ॥
চক্রতীর্থে ফলং যাদৃক্ তাদৃক্ পাদাম্বুধারণাৎ।
সরস্বত্যাং গয়ায়াঞ্চ গত্বা যৎ প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে শ্রেষ্ঠং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণাৎ ॥৬২॥

অনুবাদ—মাথায় শ্রীবিষ্ণুপাদোদক ধারণ করিলে সমস্ত রকম উৎপাত শান্তি, সকল প্রকার পাপ বিরতি, সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও সুখের উৎপত্তি, সমস্ত রকম বাসনার সিদ্ধি, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ, যশঃ প্রাপ্তি, সর্ব্বধর্ম্মবৃদ্ধি, সকল শত্রুবিনাশ, সকল ভোগ লাভ এবং সকলতীর্থ ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগ, প্রভাস, পুষ্কর এবং পৃথূদক তীর্থের জল সেবন করিলে যে ফল হয়, শ্রীহরি পাদোদক পান করিলে সেই ফল লাভ হয়। আরও চক্রতীর্থে যে রকম ফল পাওয়া যায়, শ্রীবিষ্ণু-পাদোদক ধারণ করিলেও সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। গয়া ও সরস্বতীতে গেলে যে ফল পাওয়া যায়, শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক পান বা মস্তকে ধারণেও সেই ফল হয় ॥ ৫৯-৬২ ॥

টীকা—সেবনে যৎ ফলং তৎ, আচান্তঃ কৃতপাদো-দকাচমনঃ ॥ ৬১ ॥

স্কান্দে—

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা।
স্থানং নৈবাস্তি পাপস্য দেহিনাং দেহমধ্যতঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও বলা হইয়াছে—দেবা-দিদেব শঙ্কর, যিনি শ্রীহরিচরণচ্যুতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই পাদোদক মাহাত্ম্য জানেন। দেহীদের মধ্যে কেবল তাঁহারই দেহে পাপের স্থান নাই ॥ ৬৩ ॥

টীকা—দেহিনাং মধ্যে তস্যৈকস্য দেহমধ্যে পাপস্য স্থানং নৈবাস্তি। দেহিনঃ ইতি বা পাঠঃ ॥৬৩

সবাহ্যাভ্যন্তরং যস্য ব্যাপ্তং পাদোদকেন বৈ।
পাদোদং বিষ্ণুনৈবেদ্যমুদরে যস্য তিষ্ঠতি ॥ ৬৪ ॥
নাশ্রয়ং লভতে পাপং স্বয়মেব বিনশ্যতি।
মহাপাপগ্রহগ্রস্তো ব্যাপ্তো রোগশতৈর্যদি ॥ ৬৫ ॥
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
শিরসা তিষ্ঠতে যেষাং নিত্যং পাদোদকং হরেঃ ॥৬৬
কিং করিষ্যতি তে লোকে তীর্থকোটিমনোরথৈঃ।
অয়মেব পরো ধর্ম্ম ইদমেব পরন্তপঃ।
ইদমেব পরং তীর্থং বিষ্ণুপাদাম্বু যৎ পিবেৎ ॥৬৭॥

অনুবাদ—যাঁহার উদরে শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক ও প্রসাদী নৈবেদ্য রহিয়াছে, যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর পাদো-দকদ্বারা স্নাত, তাহাতে পাপ স্থান পায় না, তাহা আপনা হইতেই বিনষ্ট হয়। শত শত পীড়ায় পীড়িত ও মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তিও শ্রীহরির চরণোদক পান করিলে নিস্তার পাইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের মস্তকে শ্রীহরির পাদোদক সর্ব্বদা বিরাজমান, তাঁহারা কোটি তীর্থের বাসনা করিবেন

কেন ? শ্রীবিষ্ণুপাদোদক পানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম উহাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং উহাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ ।। ৬৪-৬৭ ।।

টীকা—বাহ্যং মস্তকাদি, তেন সহিতমাভ্যন্তরং জঠরান্তর্নাড্যাদি, তত্র বাহ্যং মস্তকাদৌ ধারণেন, আভ্যন্তরঞ্চ পানেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ।। ৬৪ ।।

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—
বিলয়ং যান্তি পাপানি পীতে পাদোদকে হরেঃ ।
কিং পুনর্বিষ্ণুপাদোদং শালগ্রামশিলাচ্যুতম্ ।। ৬৮ ।।
বিশেষেণ হরেৎ পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং প্রিয়ে ।
পীতে পাদোদকে বিষ্ণোর্যদি প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ।
হত্বা যমভটান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ ।।৬৯

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিপ্রতিমার পাদোদক পান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। শালগ্রামশিলা বিধৌত বিষ্ণুর পাদোদকের মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব ? হে প্রিয়তমে ! শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক ব্রহ্মহত্যাদি পাপেরও বিশেষরূপে নাশক। শ্রীহরির পাদোদক পান করতঃ দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণকে নিরাশ করিয়া শ্রীবিষ্ণুলোকে যাওয়া যায় ।। ৬৮-৬৯ ।।

টীকা—হরেঃ প্রতিমারূপস্যেত্যর্থঃ। কিং পুনরিতি প্রতিমাতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়াঃ মাহাত্ম্যবিশেষাভিপ্রায়েণ। অতএবাহ—বিশেষেণেতি সমূলং সর্ব্বমেবেত্যর্থঃ ; যদ্বা, হরেঃ পাদোদকে গঙ্গাজলরূপে, অন্যৎ সমানম্ ।। ৬৮-৬৯ ।।

তত্রৈব শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যে—
ছিন্নস্তেন মহাসেন গর্ভাবাসঃ সুদারুণঃ ।
পীতং যেন সদা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাজলম্ ।। ৭০ ।।

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলা মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—যিনি প্রত্যহ শালগ্রাম শিলোদক পান করিয়াছেন, হে কার্ত্তিকেয় ! তিনি ভীষণ গর্ভবাস ক্লেশ জয় করিয়াছেন ।। ৭০ ।।

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু প্রাশিতৈঃ কি প্রয়োজনম্ ।। ৭১ ।।

অনুবাদ—নিত্য শালগ্রামশিলাজল পানকারী ব্যক্তিগণের সহস্র পঞ্চগব্য পানের আবশ্যকতা কোথায় ? ৭১

প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ ।
চান্দ্রায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি ।। ৭২ ।।

অনুবাদ—পবিত্র শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান করার পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য দান, উপবাস, চান্দ্রায়ন অথবা তীর্থসেবা করিবার কি কোন প্রয়োজন আছে ? ৭২ ।।

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে—
হরিপাদোদকং যস্তু ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরস্তথা ।। ৭৩ ।।

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানের আরম্ভে কথিত হইয়াছে—শ্রীহরির পাদোদক ক্ষণমাত্র ধারণ দ্বারাই সকল তীর্থ স্নান সম্পন্ন হয় এবং ঐ ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় পাত্র হন ।। ৭৩ ।।

অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্ ।। ৭৪ ।।

অনুবাদ—শুভ শ্রীহরির চরণোদক অকালমৃত্যু, সর্ব্বব্যাধি ও সকল প্রকার দুঃখ বিনাশ করেন ।।৭৪।।

তত্রৈব তদুপাখ্যানান্তে—
হরিপাদোদকস্পর্শাল্লুব্ধকো বীতকল্মষঃ ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেনমথাব্রবীৎ ।। ৭৫ ।।
হরিপাদোদকং যস্মান্ময়ি ত্বং ক্ষিপ্তবান্ মুনে ।
প্রাপিতোঽস্মি ত্বয়া তস্মাত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।।৭৬

অনুবাদ - ঐ পুরাণেই ঐ আখ্যানভাগের শেষাংশে বলা হইয়াছে—ব্যাধ শ্রীহরির পাদোদক স্পর্শহেতু পাপ মুক্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে বলিল, হে মুনে ! আপনার দেওয়া শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শে আমি শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম প্রাপ্ত হইলাম ।।৭৫-৭৬

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

পাদং পূর্ব্বং কিল স্পৃষ্টা গঙ্গাভূৎ স্মর্ত্তৃমোক্ষদা।
বিষ্ণোঃ সদ্যস্তু তৎসঙ্গি পাদাম্বু কথমীড্যতে ॥ ৭৭॥
তাপত্রয়ানলো যোঽসৌ ন শাম্যেৎ সকলাব্ধিভিঃ।
দ্রুতং শাম্যতি সোঽনেন শ্রীমদ্বিষ্ণুপদাম্বুনা ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—পুরাকালে গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুরচরণ স্পর্শ করিয়াই স্মরণ-কারীর সদ্যঃ মোক্ষদাত্রী হইয়াছেন, অতএব শ্রীবিষ্ণুর পাদোদকের স্তব কিরূপে করিব? সকল সমুদ্র একত্র মিলিত হইয়াও যে ত্রিতাপরূপ অগ্নিকে নির্ব্বাপণ করিতে পারে না, সেই অগ্নি অল্পপরিমাণ শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত দ্বারাই শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয় ॥ ৭৭-৭৮ ॥

যুদ্ধাস্ত্রাভেদ্য-কবচং ভবাগ্নি-স্তম্ভনৌষধম্।
সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বথা ধার্য্যং পাদ্যং শুচিপদঃ সদা ॥৭৯
অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষ্ণুপাদাম্বু যঃ পিবেৎ।
স পিবত্যমৃতং নিত্যং মাসে মাসে তু দেবতাঃ ॥৮০॥

অনুবাদ—ভগবৎচরণপদ্মের পাদ্য যুদ্ধাস্ত্রের পক্ষে অভেদ্য কবচ স্বরূপ, ইহা সংসাররূপ অনলের স্তম্ভনকারী ঔষধ বিশেষ, অতএব সর্ব্বদা বিষ্ণুপাদো-দক নাভির উপরে অর্থাৎ ঊর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিতে হয়। দেবগণ মাসে মাসে অমৃত সেবন করেন কিন্তু অমৃ-তত্ব সম্পাদক শ্রীহরির পাদোদক নিত্য পান করিলে তাহাতেই অমৃত পান করা হয় ॥ ৭৯-৮০ ॥

টীকা—সর্ব্বাঙ্গৈরিতি নাভেরূর্দ্ধাঙ্গৈরিতি জ্ঞেয়ঃ ॥৭৯

মাহাত্ম্যমিয়দিত্যস্য বক্তা যোঽপি স নির্ভয়ঃ।
নস্বনর্ঘমণের্মূল্যং কল্পয়ন্নঘমশ্নুতে ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকারীরও ভয় বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই চরণা-মৃতরূপ অমূল্য মণির মূল্য অর্থাৎ ফলের পরিমাণ নির্দ্ধারণকারী পাপভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

অন্যত্রাপি—

স ব্রহ্মচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচিঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং যস্য মুখে শিরসি বিগ্রহে ॥ ৮২ ॥
জন্ম-প্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং যদীচ্ছতি।
শালগ্রামশিলাবারি পাপহারি নিষেব্যতাম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—মাথায়, মুখে ও শরীরে শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের অবস্থিতি হইলে ব্রহ্ম-চারী, আশ্রমী, ব্রতী সততই পবিত্রতা লাভ করেন। যাহার আজন্ম সঞ্চিত পাতকরাশি ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হইবে, সে সর্ব্বপাপহারী শ্রীশালগ্রামশিলোদক সেবন করুক ॥

অতএব তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মণোক্তম্—

পীঠপ্রণালাদুদকং পৃথগাদায় পুত্রক।
সিঞ্চয়েন্মূর্ধ্নি ভক্তানাং সর্ব্বতীর্থময়ং হি তৎ ॥
ইতি ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—অতএব তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—হে বৎস! শ্রীহরিপীঠপ্রণালী হইতে জল ভিন্নরূপে লইয়া ভক্তগণের মাথায় দিবে, কারণ ঐ জল সর্ব্ব তীর্থময় ॥ ৮৪ ॥

টীকা—পীঠং শ্রীভগবদাসনং, তস্য প্রণালাৎ ॥৮৪

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং বিখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ।
লিখিতুং শক্নুয়াৎ কো হি সিন্ধূর্মীন্ গণয়ন্নপি ॥ ৮৫
বিশেষতশ্চ পাদোদং তুলসীদলসংযুতম্।
শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা প্রাগ্বৎ পিবেৎ স্বয়ম্ ॥৮৬

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য অখিলশাস্ত্র-মধ্যে বিখ্যাত। কখনও সমুদ্রতরঙ্গ গণনা করা সম্ভব হইলেও ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া তুলসীদলসংযুক্ত শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক শঙ্খে করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে বৈষ্ণবগণকে দিবে ও নিজে পান করিবে ॥ ৮৫-৮৬ ॥

টীকা—প্রাগ্বদিতি তন্মন্ত্রোচ্চারণাদি-বিধিনেত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

অথ শঙ্খকৃত-পাদোদক-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে—

কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
যো দদ্যাত্তুলসীমিশ্রং চান্দ্রায়ণশতং লভেৎ ॥ ৮৭ ॥

গৃহীত্বা কৃষ্ণপাদাম্বু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষ্ণবঃ।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খধৃত পাদোদকের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—তুলসীমিশ্রিত শ্রীবিষ্ণুচরণোদক শঙ্খে করিয়া যে ব্যক্তি বৈষ্ণব-মহাত্মাগণকে প্রদান করেন, শত চান্দ্রায়ণব্রতের ফল তাঁর প্রাপ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত শঙ্খে করিয়া যিনি মস্তকে বহন করেন, তিনি মুনি এবং তাপসোত্তম বলিয়া পরিগণিত হন ॥ ৮৭-৮৮ ॥

———

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—
শালগ্রামশিলাতোয়ং যদি শঙ্খভৃতং পিবেৎ।
হত্যাকোটিবিনাশঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূতা-বিকুণ্ডল-সংবাদে—শালগ্রামশিলা বিধৌত জল শঙ্খে করিয়া পান করিলে পানকারী ব্যক্তির কোটি হত্যা পাপ বিনষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহাবকাশ নাই ॥ ৮৯ ॥

———

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীদলবাসিতম্।
যে পিবন্তি পুনস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে ॥
ইতি ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—তুলসীপত্রের মিশ্রণ হেতু সুগন্ধি শালগ্রামশিলাজল যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা আর জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃস্তন্য পান করেন না ॥ ৯০ ॥

———

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর ও বৈষ্ণবগণের পবিত্র পাদোদক সর্ব্বতীর্থস্বরূপ, উহা পান করিয়া পরে আচমন করা নিষেধ ॥ ৯১ ॥

টীকা—আচমনং ন হি নৈব কুর্য্যাদিতি অস্পৃশ্য-স্পর্শনাদিনা কথঞ্চিৎ প্রাপ্তমাচমনং চরণোদকপানানন্তরং পুনস্তচ্ছুদ্ধয়ে ন কুর্য্যাৎ। যদ্বা, 'স্নাত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বা' ইত্যাদিনা জলপানানন্তরং স্মৃতিবিহিতং যদাচমনং তচ্ছ্রীচরণোদকপানানন্তরং ন কার্য্যমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ পিপাসয়া চরণোদকস্য পানং বিজ্ঞেয়ং, ন চ প্রাশনরূপমাচমনমাত্রমিতি ॥ ৯১ ॥

———

তদুক্তং স্কান্দে শিবেন—
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব কহিয়াছেন—অশুচি বিবেচনায় অজ্ঞাতবশতঃ শ্রীবিষ্ণুচরণোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া আচমন করিলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয় ॥ ৯২ ॥

টীকা—অশুচি-শঙ্কয়া অশুদ্ধ্যাশঙ্কয়েত্যর্থঃ ॥৯২॥

———

শ্রুতিশ্চ—
ভগবান্ পবিত্রং, ভগবৎ-পাদৌ পবিত্রং,
ভগবৎ-পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আচমনীয়ম্।
যথা হি সোম ইতি ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবান ও তাঁহার চরণযুগল পবিত্র, তাঁহার পাদোদকও পবিত্র, ঐ পাদোদক পান করিয়া আচমন করা নিষিদ্ধ, কারণ উহা সোম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৯৩ ॥

———

সৌপর্ণে চ—
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥
ইতি ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণেও ঐপ্রকার উক্তি রহিয়াছে, যথা—অজ্ঞতাহেতু শ্রীবিষ্ণুপাদোদক ও ভক্ত-পাদোদক পান করিয়া আচমন করিলে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া চিহ্নিত হইতে হয় ॥ ৯৪ ॥

———

ততঃ শুদ্ধং পয়ঃপূর্ণং গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
আধারোপরি সংন্যস্যোচ্ছঙ্খং ভগবদগ্রতঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীচরণামৃত সেবনের পর জলপূর্ণ গন্ধ, পুষ্প ও আতপচাউল যুক্ত পবিত্র শঙ্খ শ্রীভগবানের সম্মুখে আধারের উপর রাখিবে, কারণ শঙ্খ মাটিতে রাখিতে নাই ॥ ৯৫ ॥

অথ শ্রীভগবদগ্রতঃ শঙ্খস্থাপন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে—

পুরতো বাসুদেবস্য সপুষ্পং সজলাক্ষতম্ ।
শঙ্খমভ্যর্চ্চিতং পশ্যেৎ তস্য লক্ষ্মীর্ন দুর্ল্লভা ॥ ৯৬ ॥
সপুষ্পং বারিজং যস্য দুর্ব্বাক্ষত-সমন্বিতম্ ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবৎসম্মুখে শঙ্খস্থাপনের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—বাসুদেবের সম্মুখভাগে রক্ষিত, পূজিত, পুষ্প, জল ও আতপচাউল সমন্বিত শঙ্খ অবলোকন করিলে কমলা সুলভা হন। বাসুদেবের সম্মুখে যিনি পুষ্প, দুর্ব্বা ও তণ্ডুলযুক্ত শঙ্খ রক্ষা করেন, সকল বিষয়েই তাঁহার সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ৯৬-৯৭ ॥

টীকা—বারিজং শঙ্খঃ। পুরতস্তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥ ৯৭ ॥

গত্বাথ ভক্তিমান্ শ্রীমত্তুলস্যাঃ কাননে প্রভুম্ ।
সংপূজ্যাভ্যর্চ্চয়েত্তাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়াম্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর ভক্তির সহিত তুলসীবনে যাইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা সমাপণান্তে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া তুলসীর পূজা করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

টীকা—তাং তুলসীঞ্চ ॥ ৯৮ ॥

অথ শ্রীতুলসীবনপূজা

প্রাগ্দত্ত্বার্ঘ্যং ততোভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীবনপূজা—প্রথমে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পরে গন্ধ, পুষ্প ও আতপচাউল প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তারপর ভগবতী শ্রীতুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে ॥ ৯৯ ॥

অত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে ।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥১০০

অনুবাদ—তুলসীকে অর্ঘ্যার্পণের মন্ত্র—হে দেবি তুলসি! তুমি কমলার আশ্রয় ও নিবাসস্থান। শ্রীধর সর্ব্বদা তোমাকে সমাদর করেন। ভক্তিসহকারে আমি তোমাকে অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন, তোমাকে প্রণাম ॥ ১০০ ॥

টীকা—গৃহ্ণ গৃহাণ ॥ ১০০ ॥

পূজামন্ত্রঃ

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥১০১

অনুবাদ—পূজার মন্ত্র - হে তুলসি! দেবগণের দ্বারা পুরাকালে তুমি নির্ম্মিতা হইয়াছ। সুরাসুর সবাই তোমার পূজা করেন। তুমি আমার পাপ বিনাশ কর এবং আমার এই পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১০১ ॥

টীকা—তুলসীতি—দীর্ঘান্ত-পাঠে সম্বোধনেঽপি ছন্দোভঙ্গভিয়া দৈর্ঘ্যমার্ষম্; যদ্বা, ত্বমিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ১০১ ॥

স্তুতিশ্চ

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি ত্বং নমোঽস্তু তে ॥১০২

অনুবাদ—স্তুতি—হে দেবি তুলসি! তুমি সর্ব্ব সৌভাগ্য বৃদ্ধি কারিণী, মহাপ্রসাদ জননী এবং নিত্য আধিব্যাধিহরণকারিণী, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০২ ॥

প্রার্থনা

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্ ।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে ॥১০৩

অনুবাদ—প্রার্থনা—হে দেবি ! তুমি আমাকে শ্রী, যশঃ, কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম দান কর এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১০৩ ॥

প্রণামবাক্যম্

অবন্তীখণ্ডে—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ
তুলস্যৈ নমঃ ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—প্রণামবাক্য বিষয়ে অবন্তীখণ্ডে যেরূপ বলা হইয়াছে—যাঁহার দর্শনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে বন্দনা করিলে রোগসমূহ নিবারিত হয়, সেচন করিলে যম-ভয় দূর হয়, রোপণ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সমর্পণ করিলে মুক্তি ফল অর্থাৎ প্রেমভক্তি পাওয়া যায়, সেই শ্রীতুলসীমহারাণীকে প্রণাম করি ॥ ১০৪ ॥

টীকা—প্রত্যাসত্তিঃ সম্বন্ধবিশেষঃ ; বিমুক্তিঃ বিশিষ্টা মুক্তিঃ, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি-লক্ষণা, তদেব ফলং ; যদ্বা, বিমুক্তের্মোক্ষস্য ফলং প্রেম-ভক্তিঃ তৎ দদাতীতি তথা সা ॥ ১০৪ ॥

ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কূর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥১০৫

অনুবাদ—হে ভগবতি তুলসি ! ক্ষুদ্র হইয়াও আমি লোভবশতঃ তোমার মাহাত্ম্যরূপ অমৃতসাগরে লম্ফদিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি নিজগুণে তাহা ক্ষমা কর ॥ ১০৫ ॥

টীকা—শ্রীব্রহ্মাদ্যনির্ব্বাচ্যমপি ভগবৎপাদপদ্ম-প্রিয়তমায়াঃ শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং পরমোপাদেয়ত্বেন লোভতো লিখন্নাদৌ নিজচাপল্যাপরাধং ক্ষমাপয়তি ভগবত্যা ইতি। কূর্দ্দিতুম্ উৎপ্লুত্য নিপতিতুং ক্ষুদ্রোঽপ্যহম্ ॥ ১০৫ ॥

অথ তুলসীবনপূজা-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

শ্রবণদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ ॥১০৬॥

অনুবাদ—অতঃপর-তুলসীবন-পূজা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—সঙ্গমস্থানে শ্রবণ দ্বাদশী-যোগে শ্রীশালগ্রামশিলা পূজা করিলে যেফল হয়, তুলসীপূজা করিলেও সেই ফল হয়, এরূপ কথিত হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

গারুড়ে—

ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
খগেন্দ্র ! ভবতে নৃণাং তুলসী-পূজনেন তৎ ॥১০৭॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—আমলকী সেবন করিলে ও শ্রীজন্মাষ্টমী কিংবা জয়ন্তী দ্বাদ-শীতে উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, হে খগরাজ ! শ্রীতুলসীপূজা করিলে মনুষ্যগণ সেই ফলের অধিকারী হয় ॥ ১০৭ ॥

টীকা—ধাত্রীফলেনেতি—তদ্ভক্ষণাদিনেত্যর্থঃ। জয়ন্ত্যাং জন্মাষ্টম্যাং মহাদ্বাদশীভেদে বা উপবাসে চ যৎ পুণ্যং ; যদ্বা, জয়ন্ত্যপোষণে ধাত্রীফলস্নানাদিনা যৎ পুণ্যং ভবতে ভবতি ॥ ১০৭ ॥

প্রয়াগস্নাননিরতৌ কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসী-পূজনেন তৎ ॥১০৮॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কাশীতে দেহত্যাগের এবং প্রত্যহ প্রয়াগস্নানের যে ফল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, শ্রীতুলসীপূজা করিলে সেই ফল লাভ হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি ॥ ১০৯ ॥
তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণ মধ্যে বিশেষ করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে নরনারী যে কেহ তুলসীপূজা করিলে তুলসী তাহাকে ইষ্টফল প্রদান লাভ করেন ॥১০৯॥

অনুবাদ—তুলসী রোপণ, তুলসীকে জলদান, তুলসী বৃক্ষ দর্শন ও তাঁহাকে স্পর্শ করিলে পবিত্রতা লাভ হয় এবং সযত্নে আরাধনা করিলে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ—

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশং।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রত্যহ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক যাঁহারা তুলসীকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের কোন পাপই ধ্বংস হইতে বাকী থাকে না অর্থাৎ সমস্ত পাপই নিঃশেষে নষ্ট হয় ॥ ১১১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহর্দ্বিজাঃ ॥১১২॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যা-নের শেষভাগে বলা হইয়াছে—প্রত্যহ পূজিতা তুলসী যে আলয়ে অবস্থান করেন, হে দ্বিজগণ! তথায় প্রতি-দিন সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১১২ ॥

অতএব পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

পক্ষে পক্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যসত্তম।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবন-পূজনম্ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! প্রতিপক্ষের দ্বাদশী তিথির সমাগমে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তুলসী কাননের পূজা করেন ॥ ১১৩ ॥

অথ শ্রীতুলসীস্তুতি-মহিমা

অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো নরঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীতুলসীস্তুতির মহিমা—অনন্য মনে প্রত্যহ শ্রীতুলসীর স্তবকারী ব্যক্তি পিতৃ-গণের, দেবগণের ও মনুষ্যগণের প্রীতি ভাজন হইয়া থাকেন ॥ ১১৪ ॥

অথ তুলসীবন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥১১৫॥
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥১১৬॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীবনমাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দ-পুরাণে—জগৎপতি তুলসীকানন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতেই এই কলিকালে প্রীত হন না। শ্রীকেশব হাজার হাজার তীর্থক্ষেত্র ও পর্ব্বতসমূহ পরিহার করিয়া বিশেষ করিয়া কলিকালে তুলসীবনেই নিত্য অবস্থান করেন ॥ ১১৫-১১৬ ॥

নিরীক্ষিতা নরৈর্যস্তু তুলসী-বনবাটিকা।
রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥১১৭

অনুবাদ—নিয়মসম্মত ভাবে তুলসীরোপণকারী মনুষ্যগণ বা তুলসীবন দর্শনকারী জনগণ পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ ॥

ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ॥১১৮॥
কেশবার্থে কলৌ যে তু রোপয়ন্তীহ ভূতলে।
কিং করিষ্যত্যসন্তুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ ॥১১৯

অনুবাদ—ফলদানকারী ধাত্রীবৃক্ষ, শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ, তুলসীবন বা বৈষ্ণবগণ যে স্থানে না থাকেন, তাহা শ্মশানতুল্য। কলিকালে যাঁহারা এই পৃথিবীতে শ্রীকেশবের জন্য তুলসীরোপণ করেন, যমরাজ ও তাঁহার দূতেরা রাগান্বিত হইয়াই বা তাঁহাদের কি করিবেন? অর্থাৎ এই প্রকার ব্যক্তিদের উপর যমের কোন অধিকার নাই ॥ ১১৮-১১৯ ॥

তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—বিশেষ করিয়া শ্রবণানক্ষত্রের যোগে তুলসী রোপণ করিতে হয়। এরূপ করিলে পুরুষোত্তম শ্রীহরি রোপণকারী ব্যক্তির সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেন ॥ ১২০ ॥

দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ।
বাপয়েত্তুলসীং পুণ্যাং তত্তীর্থং চক্রপাণিনঃ ॥১২১॥
ঘটৈর্যন্ত্রঘটীভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনম্।
জলধারাভিবিপ্রেন্দ্র প্রীণিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! মনুষ্যগণ যে সকল দেবমন্দিরে বা পুণ্য ভূমিতে পবিত্র তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন, সেই সমস্ত স্থানই চক্রধারী শ্রীহরির তীর্থস্বরূপ। ঘট বা যন্ত্রঘটী দ্বারা তুলসী কাননে জল সেচন করিলে ঐ জলধারা দ্বারা ত্রিভুবনের তৃপ্তি সাধিত হয় ॥ ১২১-১২২ ॥

টীকা—জলধারাভিঃ সিঞ্চিতং সিক্তম্ ॥ ১২২ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুত।
দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ১২৩ ॥
তুলসীকাননোদ্ভূতা ছায়া যত্র ভবেদ্দ্বিজ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে ॥১২৪॥
তুলসীবীজনিকরঃ পততে যত্র নারদ।
পিণ্ডদানং কৃতং তত্র পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে স্থানে বাতাস তুলসীর গন্ধ বহিয়া প্রবাহিত হয়, হে দ্বিজ! তাহার দশদিক্ ও চারি প্রকার প্রাণীই পবিত্র হয়। তুলসীবনের ছায়া যেখানে পতিত হয়, হে নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনের নিমিত্ত সে স্থানে শ্রাদ্ধ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তুলসীবীজ যেখানে পতিত হয়, সেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে ॥১২৩-১২৫॥

টীকা—চতুর্ব্বিধং জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জভেদেন ॥ ১২৩ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥১২৬

অনুবাদ—ঐ ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদেরই অগ্রে—প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, শ্রবণ, রোপণ, পরিচর্য্যা বা পূজা যাহা কিছু করা যায় তাহাতেই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

টীকা—নমিতা, নতা, সেবিতা জলসেকাদিনা ॥১২৬

নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥ ১২৭ ॥
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরম্।
তাবৎ-কোটিসহস্রন্তু তনোতি সুকৃতং কলৌ ॥১২৮॥

অনুবাদ—নিত্য এই নয় প্রকারে যাঁহারা শ্রীতুলসীর পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা সহস্র কোটিযুগ পর্য্যন্ত শ্রীহরিধামে বাস করিয়া থাকেন। এই কলিযুগে তুলসী রোপিতা হইয়া যত মূল বিস্তার করেন, রোপণকারী ব্যক্তির পুণ্যও তত সহস্রকোটি বিস্তার লাভ করে ॥ ১২৭-১২৮ ॥

যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভিবীজপুষ্পৈঃ ফলৈর্মুনে।
রোপিতা তুলসী পুংভিবর্দ্ধতে বসুধাতলে ॥ ১২৯ ॥
কুলে তেষান্তু যে জাতা যে ভবিষ্যন্তি যে মৃতাঃ।
আকল্পং যুগসাহস্রং তেষাং বাসো হরের্গৃহে ॥১৩০॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে তুলসী রোপিতা হইয়া যত শাখা, প্রশাখা, বীজ, পুষ্প ও ফলে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন, হে মুনে! সেই রোপণকারী মনুষ্যগণের কুলে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন ও যাঁহারা জন্মাইবেন তাঁহারাও ব্রহ্মপরিমাণে সহস্র যুগকাল শ্রীহরিধামে বাস করেন ॥ ১২৯-১৩০ ॥

টীকা—প্রশাখা উপশাখাঃ ; তেষাং কুলে যাবন্তঃ পুরুষাঃ, তানেবাহ—যে জাতা ইত্যাদি। আকল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য যৎ যুগসাহস্রং, তৎ প্রাপ্য ॥১২৯-১৩০

তত্রৈব চাবন্তীখণ্ডে—

তুলসী যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তৎ-করপল্লবাঃ।
কেশবার্থে কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে॥ ১৩১॥
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে।
তুলসী দহতে পাপং রোপণে কীর্ত্তনে কলৌ॥১৩২॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেরই অবন্তীখণ্ডে বলা বলা হইয়াছে—কলিযুগে পৃথিবীতে শ্রীকেশবের প্রীতি বিধানের জন্য যাঁহারা তুলসী চয়ন ও রোপণ করেন, তাঁহাদের হাত ধন্য। এই কালে স্নানে, দানে, ধ্যানে, ভক্ষণে ও কেশবপূজায় তুলসী ব্যবহার এবং তুলসী রোপণ ও তুলসীমহিমা-কীর্ত্তন করিলে শ্রীতুলসী পাপরাশিকে দাহ করেন॥ ১৩১-১৩২॥

টীকা—যে চ রোপয়ন্তি, তে ধন্যা ইত্যাদি॥১৩১

———

কাশীখণ্ডে স্বদূতান্ প্রতি শ্রীযমানুশাসনে—

তুলস্যলঙ্কৃতা যে যে তুলসী-নাম-জাপকাঃ।
তুলসীবনপালা যে তে ত্যাজ্যা দূরতো ভটাঃ॥১৩৩॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে শ্রীযমরাজ নিজের দূতগণকে কহিতেছেন—যাঁহারা তুলসীভূষণে ভূষিত, তুলসী-নাম জপকারী ও তুলসীকানন রক্ষক, হে দূতগণ! দূর হইতে তাঁহাদিগকে পরিহার করিবে॥ ১৩৩॥

———

তত্রৈব ধ্রুবচরিতে—

তুলসী যস্য ভবনে প্রত্যহং পরিপূজ্যতে।
তদ্‌গৃহং নোপসর্পন্তি কদাচিৎ যমকিঙ্করাঃ॥ ১৩৪॥

অনুবাদ—ধ্রুবচরিতেও এই বিষয়ে বলা হইয়াছে. যথা—যাঁহার আলয়ে প্রত্যহ শ্রীতুলসীর আরাধনা হয়, সেই সমস্ত গৃহ যমদূতগণের দর্শনে বঞ্চিত থাকে, অর্থাৎ যমদূতের সেখানে যাইতে পারে না॥ ১৩৪॥

———

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

ন পশ্যন্তি যমং বৈশ্য তুলসীবনরোপণাৎ।
সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম্॥ ১৩৫॥
তুলসীকাননং বৈশ্য গৃহে যস্মিংস্তু তিষ্ঠতে।
তদ্‌গৃহং তীর্থভূতং হি নো যান্তি যমকিঙ্করাঃ॥১৩৬
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি যাবদ্বীজদলানি চ।
বসন্তি দেবলোকে তু তুসলীং রোপয়ন্তি যে॥১৩৭॥
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় পিতরস্তুষ্টমানসাঃ।
প্রয়ান্তি গরুড়ারূঢ়াস্তৎপদং চক্রপাণিনঃ॥ ১৩৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য! সর্ব্বপ্রকার কামনাপূরণ-কারী, সর্ব্বপ্রকার পাপ হরণকারী তুলসীকানন রোপণ করিলে যম দর্শনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। যে গৃহে তুলসীবন বিরাজিত, তাহা তীর্থস্বরূপ। যমদূতেরা ঐ সমস্ত গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। তুলসী রোপণকারী ব্যক্তিগণের তুলসীর বীজ ও পত্রের সংখ্যা অনুযায়ী তত হাজার বৎসর সুরলোকে বাস হয়। তুলসীর গন্ধ সেবন করিয়া পিতৃগণ সানন্দে গরুড়ের পিঠে চড়িয়া চক্রপাণির বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন॥ ১৩৫-১৩৮॥

টীকা—তৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যম্ অনির্ব্বচনীয়ং বা পদম্॥ ১৩৮॥

———

দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং বিশাংবর।
তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম্॥ ১৩৯॥
রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্।
তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতম্॥ ১৪০॥

অনুবাদ—হে বৈশ্যবর! গঙ্গাস্নান, নর্ম্মদাদর্শন, তুলসীপত্র সংস্পর্শ, এই তিনটিই সমমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তুলসী রোপণ, পালন, জলসেচন দর্শন এবং স্পর্শন করিলে মনুষ্যগণের দেহ, বাক্য ও মনে সঞ্চিত পাতকসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায়॥১৩৯-১৪০॥

———

আম্রবৃক্ষসহস্রেণ পিপ্পলানাং শতেন চ।
যৎ ফলং হি তদেকেন তুলসীবিটপেন তু॥ ১৪১॥
বিষ্ণুপূজনসংযুক্তস্তুলসীং যস্তু রোপয়েৎ।
যুগাযুতদশৈকং স রোপকো রমতে দিবি॥ ১৪২॥

অনুবাদ—হে বৈশ্য! এক হাজার আমগাছ ও একশত পিপ্পল গাছে যে ফল, তুলসীর একটি মাত্র ডালে সেই ফল হইয়া থাকে। বিষ্ণুপূজক যে ব্যক্তি

তুলসী রোপণ করেন, তিনি লক্ষযুগ সময় পরমানন্দে দেবলোকে অবস্থান করেন ॥ ১৪১-১৪২ ॥

———

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে—

পুষ্করাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই বৈশাখ-মাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে—পুষ্করাদি তীর্থগণ, গঙ্গাদি নদীগণ ও বাসুদেবাদি দেবগণ তুলসীর পাতায় পাতায় অবস্থান করেন ॥ ১৪৩ ॥

———

দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগার্ত্তি-পাপানি সুবহূন্যপি।
তুলসী হরতি ক্ষিপ্রং রোগানিব হরীতকী ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ হরিতকী যে-প্রকার রোগের উপশম ঘটায়, সেই-প্রকার তুলসীও বহু বহু দারিদ্রক্লেশ, রোগ ও পাতক নাশ করেন ॥ ১৪৪ ॥

———

তত্রৈব কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

যদ্‌গৃহং তুলসী ভাতি রক্ষাভির্জলসেচনৈঃ।
তদ্‌গৃহং যমদূতাশ্চ দূরতো বর্জ্জয়ন্তি হি ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—কাঁটার বেড়া দিয়া সযত্নে রক্ষিত এবং জলসেচনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত তুলসী যে গৃহে বিরাজ করেন, যমদূতগণ দূর হইতেই সেই গৃহ পরিহার করে ॥ ১৪৫ ॥

টীকা—রক্ষাভিঃ কণ্টকাবরণাদিভিঃ ॥ ১৪৫ ॥

———

তুলস্যাস্তর্পণং যে চ পিতৄনুদ্দিশ্য মানবাঃ।
কুর্ব্বন্তি তেষাং পিতরস্তৃপ্তা বর্ষাযুতং জলৈঃ ॥১৪৬॥
পরিচর্য্যাঞ্চ যে তস্যাঃ রক্ষয়াবালবন্ধনৈঃ।
শুশ্রূষিতো হরিস্তৈস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—তুলসীমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণকারী ব্যক্তিবর্গের পিতৃগণ সেই জলে দশ হাজার বৎসর তৃপ্ত থাকেন। যাঁহারা আলবাল বন্ধনদ্বারা রক্ষা ও পরিচর্য্যা করিয়া তুলসীর সেবা করেন, তাঁহারা শ্রীহরির পূজাই করেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৪৬-১৪৭ ॥

টীকা—আবালম্ আলবালং তদ্বন্ধনৈর্যা রক্ষা, তয়া পরিচর্য্যাং যে কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ ॥১৪৬-১৪৭॥

———

নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যাস্যা বৃক্ষভাবান্মনীষিভিঃ।
যথা হি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ ॥ ১৪৮ ॥
শালগ্রামশিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে।
তথা লক্ষ্ম্যৈক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা ॥ ১৪৯ ॥
অপরং স্থাবরং রূপং ভুবি লোকহিতায় বৈ।
স্পৃষ্টা দৃষ্টা রক্ষিতা চ মহাপাতকনাশিনী ॥১৫০॥

অনুবাদ—বিবুধগণ তুলসীকে গাছ মনে করিয়া যেন কখনও অবহেলা না করেন। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব বিগ্রহের শালগ্রামশিলারূপী প্রস্তরময় দেহ ধরণীতে দেখা যায়, সেই প্রকার শ্রীলক্ষ্মীদেবীর আর এক স্থাবর দেহরূপে তুলসী লোকহিতের জন্য এই ধরা-ধামে বিরাজিতা আছেন। এই তুলসী স্পর্শে, দর্শনে ও পালনে মহাপাতকসমূহ নষ্ট হয় ॥ ১৪৮-১৫০ ॥

———

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা।
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী ॥ ১৫১ ॥
তুলসী-বাটিকা যত্র পুষ্পান্তরশতাবৃতা।
শোভতে রাঘবস্তত্র সীতয়া সহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫২ ॥
তুলসীবিপিনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলম্।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ ॥ ১৫৩ ॥
তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর।
ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—জনক-নন্দিনী যেমন রামবিগ্রহধারী ত্রিলোকনাথ শ্রীবিষ্ণুর প্রেয়সী, সেইরূপ সমস্ত লোকের পরিত্রাণকারিণী তুলসীও শ্রীবিষ্ণুর প্রেয়সী। যে স্থানে মধ্যে মধ্যে বিবিধ পুষ্পে পরিশোভিত তুলসীবন থাকে, স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র সেখানে সীতাদেবীর সহিত বর্ত্তমান থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী একক্রোশ স্থান যেমন

পবিত্র সেই প্রকার তুলসীবনের চারিদিকের এক-ক্রোশ স্থান পবিত্র। তুলসীর সন্নিধানে প্রাণত্যাগ-কারী ব্যক্তিগণের নরকযাতনা রহিত হয়, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ১৫১-১৫৪ ॥

টীকা—তথৈবেতি—যথা জনকাত্মজা সীতা প্রিয়া, তথা তুলসী চেত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

কিঞ্চ—

অনন্যদর্শনাঃ প্রাতর্যে পশ্যন্তি তপোধন।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে ॥১৫৫

অনুবাদ—আরও যথা—প্রভাতে যাঁহারা বিছানা ছাড়িয়া প্রথমেই তুলসী দর্শন করেন, হে তপোধন! তাঁহাদের দিবারাত্র-কৃত পাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—প্রহরন্তি প্রকর্ষেণ হরন্তি বিনাশয়ন্তি, স্বস্যান্যেষামপি বা ॥ ১৫৫ ॥

গারুড়ে—

কৃতং যেন মহাভাগ তুলসীবনরোপণম্।
মুক্তিস্তেন ভবেদ্দত্তা প্রাণিনাং বিনতাসুত ॥ ১৫৬॥
তুলসী বাপিতা যেন পুণ্যারামে বনে গৃহে।
পক্ষীন্দ্র তেন সত্যোক্তং লোকাঃ
সপ্ত প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হে পক্ষি-রাজ! হে বিনতানন্দন! তুলসীবন রোপণকারী ব্যক্তি তাঁহার প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়াছেন। হে পক্ষীন্দ্র! যিনি পবিত্র উপবন, বন ও গৃহে তুলসী রোপণ করিয়াছেন, তিনি সপ্তলোক সংস্থাপন করিলেন, আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

টীকা—সত্যোক্তং সত্যবচনমেবৈতদিত্যর্থঃ ॥১৫৭

তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫৮॥
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠন্নাম-সহস্রকম্।
তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥১৫৯॥

অনুবাদ—এক মুহূর্ত্তকালও তুলসীবনে অবস্থান-কারী ব্যক্তি কোটি জন্মকৃত পাতক হইতে মুক্ত হন, ইহাতে সন্দেহাবকাশ নাই। যিনি প্রত্যহ সহস্রনাম পাঠ করিতে করিতে তুলসীকানন প্রদক্ষিণ করেন, তিনি দশ হাজার যজ্ঞের ফলভাগী হন ॥১৫৮-১৫৯॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

নিত্যং সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ সস্পৃহস্তুলসীবনে।
অপি মেঽক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি ॥ ১৬০

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—একটি অখণ্ড তুলসীপত্র কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে, এই আশায় শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বদা তুলসী কাননবাসী হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১৬০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে—

সংসার-পাপবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা তুলস্যা ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে গঙ্গাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—গঙ্গার নাম কীর্ত্তন দ্বারা যেরূপ সংসারপাপ দূর হয়, তুলসী এবং শ্রীহরিগুণ কীর্ত্তনকারীর প্রতি ভক্তি দেখাইলেও সেই ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ১৬১ ॥

টীকা—যথা তুলস্যা নাম চ, হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ভক্তিশ্চ ॥ ১৬১ ॥

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—তুলসীকাননে, পদ্মবনে এবং পুরাণশাস্ত্র পাঠ স্থলে শ্রীহরি সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ১৬২ ॥

তত্রৈব যম-ভগীরথ-সংবাদে—

তুলসীরোপণং যে তু কুর্ব্বতে মনুজেশ্বর।
তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে বদতস্তং নিশাময় ॥১৬৩॥
সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে—যাঁহারা তুলসী রোপণ করেন, হে রাজন্। এক্ষণে তাঁহাদের পুণ্যের কথা কহিতেছি মন দিয়া শ্রবণ কর। তাঁহারা পিতৃকুলের সপ্তকোটি ও মাতৃকুলের সপ্তকোটি পুরুষের সহিত শ্রীনারায়ণের নিকট কিঞ্চিদধিক শতকল্পকাল অবস্থান করেন॥১৬৩-১৬৪

তৃণানি তুলসীমূলাৎ যাবন্ত্যপহিনোতি বৈ।
তাবতীর্ব্রহ্মহত্যা হি ছিনত্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৬৫॥

অনুবাদ—তুলসীবৃক্ষের মূল হইতে যত পরিমাণে ঘাস তুলিয়া ফেলা যায়, তত পরিমাণ ব্রহ্মহত্যা জনিত পাতক ধ্বংস হয়, ইহাতে সংশয় নাই॥ ১৬৫॥

টীকা—অপহিনোতি দূরীকরোতি॥ ১৬৫॥

তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্‌যস্তু চুলুকোদকমাত্রকম্।
ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্রতারকম্॥ ১৬৬॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসীবৃক্ষে গণ্ডূষপরিমাণ জল-সেচনকারী চন্দ্রতারকার অবস্থান কাল পর্য্যন্ত ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের সহিত বাস করিতে পারিবেন॥১৬৬

কণ্টকাবরণং বাপি বৃতিং কাষ্ঠৈঃ করোতি যঃ।
তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥১৬৭॥

অনুবাদ—কাঁটাদিয়া কিংবা কাঠদিয়া যিনি তুলসীর বেড়া তৈরী করেন, তাঁহার মহৎ পুণ্যের কথা শ্রবণ কর॥ ১৬৭॥

টীকা—বৃতিম্ আবরণম্॥ ১৬৭॥

যাবদ্দিনানি সন্তিষ্ঠেৎ কণ্টকাবরণং প্রভো।
কুলত্রয়যুতস্তাবৎ তিষ্ঠেদ্‌ব্রহ্মপদে যুগম্॥ ১৬৮॥
প্রাকারকল্পকো যস্তু তুলস্যা মনুজেশ্বর।
কুলত্রয়েণ সহিতো বিষ্ণোঃ সারূপ্যতাং ব্রজেৎ॥১৬৯

অনুবাদ—হে রাজন্। যতদিন ঐ কাঁটার বেড়া থাকিবে, তত যুগকাল তিনি তিন কুলের সহিত ব্রহ্মলোকবাসী হইবেন। যিনি তুলসীর চারিদিকে প্রাচীর তৈরী করিবেন, তিনি তিনকুলের সহিত শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিবেন॥ ১৬৮-১৬৯॥

অতএব তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—
দুর্ল্লভা তুলসীসেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্।
দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণব-পাতিনাম্॥ ১৭০॥

অনুবাদ—অতএব ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষাংশে—তুলসীসেবা, সাধুসঙ্গ ও শ্রীহরিভক্তি তাহাদের পক্ষে দুর্ল্লভা, যাহারা সংসার রূপ সাগরে পতিত রহিয়াছে॥ ১৭০॥

পুরাণান্তরেষু চ—
যৎ ফলং ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং রোপয়িত্বা হরেঃ প্রিয়াম্॥ ১৭১॥
তুলসীং যে প্রযচ্ছন্তি সুরাণামর্চ্চনায় বৈ।
রোপয়ন্তি শুচৌ দেশে তেষাং লোকোঽক্ষয়ঃ স্মৃতঃ॥ ১৭২॥
রোপিতাং তুলসীং দৃষ্ট্বা নরেণ ভুবি ভূমিপ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্‌যমঃ॥ ১৭৩॥

অনুবাদ—অন্যান্য পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—শাস্ত্র সম্মতভাবে বহুবিধ দক্ষিণার সহিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, শ্রীহরির প্রিয়া তুলসী রোপণ করিলে তাহার কোটিগুণ বেশী ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্। দেবপূজায় তুলসী প্রদানকারী এবং পবিত্র স্থানে তুলসী রোপণকারী ব্যক্তি অক্ষয় লোক লাভ করেন। পৃথিবীতে মনুষ্য যদি তুলসী রোপণ করেন, তাহা হইলে যমরাজ তদ্দর্শনে বিরসবদন হইয়া তাঁহার পাপলিপি মুছিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হন॥ ১৭১-১৭৩॥

টীকা—রোপয়িত্বা প্রাপ্নোতি ইতি শেষঃ॥১৭১॥

তুলসীতি চ যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে যদি।
নিত্যং স গোসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি ভূসুর॥ ১৭৪॥

অনুবাদ—তুলসী এই নাম যিনি ত্রিসন্ধ্যায় মুখে

উচ্চারণ করেন, হে দ্বিজবর! তিনি প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক গোদানের ফল পাইতে পারেন ॥ ১৭৪ ॥

তেন দত্তং হুতং জপ্তং কৃতং শ্রাদ্ধং গয়াশিরে।
তপস্তপ্তং খগশ্রেষ্ঠ তুলসী যেন রোপিতা ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—যিনি তুলসী রোপণ করিয়াছেন, হে পক্ষিবর! তিনি দান, হোম, জপ, গয়াশ্রাদ্ধ, তপস্যা প্রভৃতি সবকিছুই করিয়াছেন ॥ ১৭৫ ॥

শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা রোপিতা সিঞ্চিতা নতা।
তুলসী দহতে পাপং যুগান্তাগ্নিরিবাখিলম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালীন অগ্নির দ্বারা যেমন সমস্ত কিছুই দগ্ধ হইয়া যায়, সেই প্রকার তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসী দর্শন, রোপণ, সিঞ্চন ও প্রণাম দ্বারা সকল পাপ দগ্ধীভূত হয় ॥ ১৭৬ ॥

কেশবায়তনে যস্তু কারয়েত্তুলসীবনম্।
লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥১৭৭॥

অনুবাদ—কেশবালয়ে তুলসীবন নির্ম্মাণকারী বৈষ্ণব পিতৃগণের সহিত অক্ষয় স্থান লাভ করেন ॥ ১৭৭ ॥

অন্যত্রাপি—

তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুরা ॥১৭৮॥
তুলসীগহনং দৃষ্ট্বা বিমুক্তো যাতি পাতকাৎ।
সর্ব্বথা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহা পুণ্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীবিষ্ণু পুরাকালে বলিয়াছেন, তুলসীবনে যিনি পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার তাহাতেই গয়াশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয়। তুলসী কানন দর্শন করিলে মনুষ্যগণ সমস্ত পাতক হইতে পরিত্রাণ পায় এবং ব্রহ্মঘাতীও সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়া যায় ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

কিঞ্চ স্কান্দে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে—

শুক্লপক্ষে যদা রাজন্ তৃতীয়া বুধ-সংযুতা।
শ্রবণেন মহাভাগ তুলসী চাতিপুণ্যদা ॥ ইতি ॥১৮০॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ মান্ধাতৃসংবাদে—শুক্লপক্ষের তৃতীয়া যদি বুধবার সংযুক্ত হয়, হে রাজন্! তাহা হইলে ঐ দিনে তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণে তুলসী অতিশয় পুণ্য দান করেন ॥ ১৮০ ॥

প্রসঙ্গাৎ শ্রীতুলস্যা হি মৃদঃ কাষ্ঠস্য চাধুনা।
মাহাত্ম্যং লিখ্যতে কৃষ্ণে অর্পিতস্য দলস্য চ ॥১৮১॥

অনুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী মৃত্তিকা, তুলসী কাষ্ঠের চন্দন ও তুলসীদল অর্পণের মাহাত্ম্য লিখিতেছি ॥ ১৮১ ॥

অথ শ্রীতুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদি-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

ভূগতৈস্তুলসীমূলৈর্মৃত্তিকা স্পর্শিতা তু যা।
তীর্থকোটি-সমা জ্ঞেয়া ধার্য্যা যত্নেন সা গৃহে ॥১৮২॥
যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুলসীমূলমৃত্তিকা।
সর্ব্বদা তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষঃ ॥১৮৩॥
তুলসী-মৃত্তিকা-লিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
যমেন নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি ॥১৮৪॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীতুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদির মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে বর্ণিত আছে—তুলসীমূল মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যতখানি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে, ঐ মৃত্তিকা কোটিতীর্থের সমান ইহা জানিতে হইবে। ঐ মৃত্তিকা সযত্নে গৃহে রাখিবে। যাঁহার গৃহে বা শরীরে তুলসীমূলের মৃত্তিকা থাকে, তাঁহাকে দেবতাই বলা যায়। মরণের সময় তুলসীতলার মৃত্তিকা শরীরে লাগান থাকিলে শত শত পাতকের পাতকীও যমরাজের দৃষ্টির বাহিরে থাকেন ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

টীকা—দেহে চ যস্য তিষ্ঠতি ॥ ১৮৩ ॥

শিরসি ক্রিয়তে যৈস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকা।
বিঘ্নানি তস্য নশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা ॥ ১৮৫ ॥
তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেশ্মনি।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দূল নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদম্ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! যেব্যক্তি তুলসীমূলের মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি বিনষ্ট হয় এবং গ্রহগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যে গৃহে তুলসীতলার মৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ ও তুলসীপাতা থাকে, হে মুনিবর! সেই গৃহে বিষ্ণু নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—তদ্বৈষ্ণবং পদং বিষ্ণুস্থানমেব ॥ ১৮৬ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—

মঙ্গলার্থঞ্চ দোষঘ্নং পবিত্রার্থং দ্বিজোত্তম।
তুলসীমূলসংলগ্নাং মৃত্তিকামাবহেদ্বুধঃ ॥ ১৮৭ ॥
তন্মূলমৃত্তিকাং যো বৈ ধারয়িষ্যতি মস্তকে।
তস্য তুষ্টো বরান্ কামান্ প্রদদাতি জনার্দ্দনঃ॥১৮৮

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মঙ্গল ও পবিত্রতার নিমিত্ত নিপুণ ব্যক্তি দোষহারিণী তুলসীমূলের মৃত্তিকা শরীরে লেপন করেন, তুলসীমূলমৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, শ্রীজনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

টীকা—দোষঘ্নং দোষনাশার্থমিত্যর্থঃ; যদ্বা, ক্রিয়াবিশেষণম্, দোষঘ্নীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৮৭ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে—

তুলসীমূলসম্ভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা।
গঙ্গোদ্ভবা চ মৃল্লেখা নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে গঙ্গা-প্রসঙ্গে—তুলসীমূলের মৃত্তিকা, বৈষ্ণবগণের পদচিহ্নযুক্ত মৃত্তিকা এবং গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা যে ব্যক্তি তিলকাদি ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া গণ্য হন ॥১৮৯॥

টীকা—মৃদো মৃল্লেখা রেখা, তয়া লেখা পুণ্ড্রাদি-রচনা বা ॥ ১৮৯ ॥

———

গারুড়ে—

যদ্গৃহে তুলসী কাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকম্।
ভবতে নৈব পাপং তদ্গৃহে সংক্রমতে কলৌ ॥১৯০॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—রসযুক্ত বা শুষ্ক তুলসীকাষ্ঠ যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে এই কলিযুগে পাপের প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯০ ॥

———

শ্রীপ্রহলাদসংহিতায়াং তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি—

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবাঙ্কুরম্।
তুলসী-সম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি ॥ ১৯১ ॥
হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
লবে লবে ভবেৎ পুণ্যমগ্নিষ্টোমশতোদ্ভবম্ ॥১৯২ ॥
নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদসংহিতায় উক্ত হইয়াছে এবং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—শ্রীতুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, ত্বক্, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সব কিছুই পবিত্র। তুলসীকাষ্ঠে হোম নিষ্পন্নকারী ব্রাহ্মণগণ প্রতিকণায় শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন। তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে নৈবেদ্য অন্ন রান্না করিয়া শ্রীকেশবকে যিনি নিবেদন করেন, তাঁহার সেই নৈবেদ্য অন্ন মেরু সমান হইয়া থাকে ॥ ১৯১-১৯৩ ॥

———

শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের শরীর তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করা হয়, তাঁহারা কখনই বিষ্ণুলোক হইতে পুনরাগমন করেন না ॥ ১৯৪ ॥

———

গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ।
মৃতঃ শুধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—অগম্যাগমনাদি মহাপাতকের পাতকীকেও মৃত্যুর পর যদি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ

করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তাহার কৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৯৫ ॥

তীর্থং যদি ন সংপ্রাপ্তং স্মৃতির্বা কীর্ত্তনং হরেঃ ।
তুলসীকাষ্ঠদগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—যে কোনদিন তীর্থে যায় নাই বা শ্রীহরিনামকীর্ত্তনকরে নাই, এই প্রকার ব্যক্তিকেও মরণের পর তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করিলে তাহার আর পুনরায় জন্ম হয় না ॥ ১৯৬ ॥

যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি ।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—কোটিপাপে পাপী হইলেও দাহ করিবার সময় অন্যান্য কাঠের সঙ্গে এক টুকরা মাত্র তুলসীকাঠ দিয়া দাহ করিলে ঐ মৃত ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হয় ॥ ১৯৭ ॥

জন্মকোটিসহস্রৈস্তু তোষিতো যৈর্জনার্দ্দনঃ ।
দহ্যন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—সহস্রকোটিজন্ম একাদিক্রমে যাঁহারা শ্রীভগবান জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, এই পৃথিবীতে ভাগ্যফলে তাঁহাদের শরীরই তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ হয় ॥ ১৯৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—
যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈরক্ষমালাং সুরূপিণীম্ ।
কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর জপমালা ও কণ্ঠমালা ব্যবহার করেন, তাঁহার পূজাদি সকল কার্য্য অক্ষয় হয় ॥ ১৯৯ ॥

অথ তুলসীপত্রধারণ-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ ।
তুলসীসম্ভবং নিত্যং তীর্থৈস্তস্য মুখৈশ্চ কিম্ ॥২০০॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীপত্র-ধারণের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তির নাভিতে, মুখে, মাথায়, দুইকানে নিত্য তুলসীপত্র (ভগবন্নিবেদিত তুলসীপত্র) থাকে, সেই ব্যক্তির তীর্থযাত্রা বা যজ্ঞের প্রয়োজন কোথায় ? ২০০ ॥

টীকা—মুখাদৌ স্থিতং তুলসীপত্রমিতি ভগবদর্পিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবমগ্রেঽপি, পূর্ব্বং তদর্পিত-মহাপ্রসাদস্য মাহাত্ম্যোক্তেঃ অত্রার্পণাদি-শব্দাভাবাচ্চেতি দিক্ ॥ ২০০ ॥

তত্রৈবান্যত্র—
শক্রঘ্নঞ্চ সুপুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনম্ ।
কৃত্বা ধর্ম্মমবাপ্নোতি শিরসা তুলসীদলম্ ॥ ২০১ ॥
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী ।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসী বহন্ ॥২০২

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—তুলসীপাতা পুণ্য বৃদ্ধিকরে, অরি দমন করে, সৌভাগ্য লাভ করায় এবং রোগনাশ করে এই প্রকার মহিমময়ী তুলসী মাথায় রাখিলে ধর্ম্ম লাভ হয়। বৈষ্ণবব্যক্তি এই পৃথিবীতে আশ্রম-ধর্ম্মহীন ও মিথ্যা বা কপটাচারী হইলেও তুলসী ধারণের দ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিতে পারেন ॥ ২০১-২০২ ॥

টীকা—ননু বৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি কথং ভগবদনর্পিতাং বহেৎ ? তত্রাহ—মিথ্যাচার ইতি। দম্ভমাত্রেণ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ সোঽপি ॥ ২০২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে—
কর্ণেন ধারয়েদ্যস্তু তুলসীং সততং নরঃ ।
তৎ কাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র তস্য নাস্ত্যুপপাতকম্ ॥২০৩

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—তুলসীপত্র বা তুলসীকাষ্ঠ সর্ব্বদা যে ব্যক্তি কর্ণে ধারণ করেন, হে নৃপবর ! তাঁহার উপপাতক নষ্ট হয় ॥ ২০৩ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ—
কস্মাদিতি ন জানীমস্তুলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ ।
গচ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষন্নেবানুগচ্ছতি ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রের প্রতি যমদূতগণের উক্তি অনুসারে—শ্রীহরি তুলসী প্রিয়! ইহার কারণ জানা যায় নাই, কিন্তু শ্রীহরি তুলসী হস্তে গমনকারী ব্যক্তির পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে রক্ষা করেন ॥ ২০৪ ॥

পুরাণান্তরে চ—

যঃ কৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ।
করোতি ধর্ম্মকার্য্যাণি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ম্ ॥২০৫॥

অনুবাদ—অন্যপুরাণেও এইরূপই বলা হইয়াছে—মাথায় তুলসীপাতা লইয়া যে ভক্ত-ব্যক্তি ধর্ম্ম-কার্য্য সকল করেন, তাঁহার অক্ষয় ফল লাভ হয় ॥ ২০৫ ॥

টীকা—বিষ্ণুতৎপর ইতি—বিষ্ণুতৎপরত্বেন তুলসীমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষেণাবৈষ্ণবোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

অথ তুলসীভক্ষণমাহাত্ম্যম্

গরুড়পুরাণে—

মুখে তু তুলসীপত্রং দৃষ্ট্বা শিরসি কর্ণয়োঃ।
কুরুতে ভাস্করিস্তস্য দুষ্কৃতস্য তু মার্জ্জনম্ ॥২০৬॥
ত্রিকালং বিনতাপুত্র প্রাশয়েত্তুলসীং যদি।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণশতং বিনা ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তুলসীপত্র ভক্ষণের মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—মাথায়, দুইকানে ও মুখে তুলসীপত্র থাকিলে তাহা দেখিয়া যম তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—তিন সন্ধ্যায় তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে, হে বিনতানন্দন গরুড়। শত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষাও অধিক দেহশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০৭ ॥

টীকা—বিশিষ্যতে বিশিষ্টা ভবতি ॥ ২০৭ ॥

স্কান্দে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃ-সংবাদে—

চান্দ্রায়ণাত্তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ ব্রহ্মকূর্চ্চাৎ কুশোদকাৎ।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিস্তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে—চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র, ব্রহ্মকূর্চ ও কুশোদক ব্রত অপেক্ষা তুলসী ভক্ষণে শরীর অধিক শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥২০৮॥

তথা চ তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ভাববর্জ্জিতঃ।
পাপোঽপি সদ্গতিং প্রাপ্ত ইত্যেতদপি বিশ্রুতম্ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে ভাববর্জ্জিত মহাপাপীও দেহত্যাগের পর সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ২০৯ ॥

তথা চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মণা নারদং প্রতি কথিতে অমৃতসারোদ্ধারে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে যমদূতান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতানাং বচনম্—

ক্ষীরাব্ধৌ মথ্যমানে হি তুলসী কামরূপিণী।
উৎপাদিতা মহাভাগা লোকোদ্ধারণহেতবে ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণে দেবর্ষির প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি রহিয়াছে, অমৃতসারোদ্ধার-প্রস্তাবে লুব্ধকোপাখ্যানের শেষে যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণু-দূতগণের বাক্যে—ক্ষীরসাগর মথিত হইলে কাম-রূপিণী মহাভাগা তুলসী লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত আবির্ভূতা হইলেন ॥ ২১০ ॥

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ দর্শনাৎ কীর্ত্তনাদপি।
বিলয়ং যান্তি পাপানি কিং পুনর্বিষ্ণুপূজনাৎ ॥২১১॥
জাতরূপময়ং পুষ্পং পদ্মরাগময়ং শুভম্।
হিত্বা তু রত্নজাতানি গৃহ্ণাতি তুলসীদলম্ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—তুলসী দর্শন, স্মরণ ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দ্বারাই পাপসমূহ দূরীভূত হয়। বিষ্ণুপূজার মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব ? স্বর্ণময় পদ্মরাগ মণি-ময় এমন কি রত্ন খচিত শুভ বিভিন্ন প্রকার কুসুম-সমূহ অনাদর করিয়া শ্রীবিষ্ণু তুলসীপত্রই স্বীকার করেন ॥ ২১১-২১২ ॥

ভক্ষিতং লুব্ধকেনাপি পত্রং তুলসিসম্ভবম্ ।
পশ্চাদ্দিষ্টান্তমাপন্নো ভস্মীভূতং কলেবরম্ ॥২১৩॥

অনুবাদ—তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া যদি ব্যাধও অন্তে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার দেহস্থিত পাপসমূহ ভস্মীভূত হয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—দিষ্টান্তং মৃত্যুম্ ॥ ২১৩ ॥

সিতাসিতং যথা নীরং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্ ।
তথা চ তুলসীপত্রং প্রাশিতং সর্ব্বকামদম্ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার জল যেমন সমস্ত পাপ নাশ করে, সেইরূপ (সাধারণ সবুজ বর্ণের) এবং কৃষ্ণ তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ত্তি হয় ॥ ২১৪ ॥

যথা জাতবলো বহ্নির্দহতে কাননাদিকম্ ।
প্রাশিতং তুলসীপত্রং তথা দহতি পাতকম্ ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—প্রবল অগ্নির দ্বারা যেমন অরণ্যাদি দগ্ধ হয়, সেইরূপ তুলসীপত্র ভক্ষিত হইলে তাহার তেজোরাশি দ্বারা পাতকসমূহ দগ্ধ হয় ॥ ২১৫ ॥

যথা ভক্তিরতো নিত্যং নরো দহতি পাতকম্ ।
তুলসীভক্ষণাত্তদ্বৎ দহতে পাপসঞ্চয়ম্ ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—প্রত্যহ শ্রীহরিভক্তিতে নিযুক্ত থাকিয়া মনুষ্য যেমন স্বীয় পাতকসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ তুলসীপত্র ভক্ষণ দ্বারাও সঞ্চিত পাপ দগ্ধ হয় ॥২১৬॥

চান্দ্রায়ণসহস্রস্য পরাকাণাং শতস্য চ ।
ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে যেপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় হয়, হাজার চান্দ্রায়ণব্রত ও শত সংখ্যক পরাকব্রত আচরণ করিলেও সেইরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় না ॥ ২১৭ ॥

কৃত্বা পাপসহস্রাণি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ ।
তুলসীভক্ষণান্মুচ্যেত শ্রুতমেতৎ পুরা হরে ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নিকট হইতে পূর্ব্বে ইহা শ্রুত হইয়াছে,—যে মনুষ্য প্রথম বয়সে হাজার হাজার পাতক করিয়াও পরে যদি তুলসীপাতা ভক্ষণ করে, তবে সে ঐ সকল পাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ২১৮ ॥

টীকা—এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব ; হরেঃ ভগবতঃ সকাশাৎ ॥ ২১৮ ॥

তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি দেহিনাং যমকিঙ্করাঃ ।
যাবন্ন তুলসীপত্রং মুখে শিরসি তিষ্ঠতি ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—হে যম-কিঙ্করগণ! সেই পর্য্যন্তই শরীরীর শরীরে পাপ থাকে, যে পর্য্যন্ত তাহার মুখে ও মাথায় তুলসীপত্রের অবস্থান না হয় ॥ ২১৯ ॥

অমৃতাদুত্থিতা ধাত্রী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা ।
স্মৃতা সংকীর্ত্তিতা ধ্যাতা প্রাশিতা সর্ব্বকামদা ॥২২০

অনুবাদ—অমৃত হইতে ধাত্রীর উৎপত্তি এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা হইতেছেন তুলসী, তাই উভয়ের স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও ভক্ষণ সর্ব্বকামনাপূরক হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তত্রৈব শ্রীযমং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্যুকালে ভবেদ্যদি ।
মুখে যস্য শিরে দেহে দুর্গতির্নাস্তি তস্য বৈ ॥২২১॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীযমের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে রহিয়াছে, যথা—মৃত্যু সময়ে কোনও ব্যক্তির মুখে, মাথায় ও শরীরে তুলসীপত্র ও আমলকী ফল থাকিলে তাহার কখনও দুর্গতি হয় না ॥ ২২১ ॥

টীকা—শিরে শিরসি ॥ ২২১ ॥

যুক্তো যদি মহাপাপৈঃ সুকৃতং নার্জ্জিতং কৃচিৎ ।
তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসী ভক্ষিদা যদি ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—বহু মহাপাতক লিপ্ত এবং কোনপ্রকার পুণ্যার্জ্জনহীন ব্যক্তিও তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে মুক্ত হয় ॥ ২২২ ॥

লুব্ধকেনাত্মদেহেন ভক্ষিতং তুলসীদলম্।
সংপ্রাপ্তো মৎপদং নূনং কৃত্বা প্রাণস্য সংক্ষয়ম্ ॥২২৩

অনুবাদ—ব্যাধ মর্ত্ত্যদেহে তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগের পর আমার লোক প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ২২৩ ॥

পুরাণান্তরে চ—
উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং পারণে তুলসীদলম্।
প্রাশয়েদ্যদি বিপ্রেন্দ্র অশ্বমেধাষ্টকং লভেৎ ॥২২৪॥

অনুবাদ—অন্যপুরাণেও বলা হইয়াছে—শুক্লা-দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া তৎপর দিন অর্থাৎ পারণের দিনে তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আটটি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২২৪ ॥

তথৈব তুলসীস্পর্শাৎ কৃষ্ণচক্রেণ রক্ষিতঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি খ্যাতো হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মবন্ধু বলা হইয়াছে, কারণ ঐরূপ তুলসীর স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণচক্র কর্ত্তৃক ঐ বিপ্র রক্ষিত হইয়াছিলেন ॥২২৫

অতএবোক্তম্—
কিঞ্চিত্রমস্যাঃ পতিতং তুলস্যা
দলং জলং বা পতিতং পুনীতে।
লগ্নাধিভালস্থলমালবাল-
মৃৎস্নাপি কৃৎস্নাঘবিনাশনায় ॥ ইতি ॥২২৬॥

অনুবাদ—অতএব বলা হইয়াছে—অহো! এই শ্রীতুলসীর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? ইঁহার পতিত পত্র ও জল এবং মূলে অবস্থিত মাটি ললাটে লেপন করিলে সমস্ত পাপ নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৬ ॥

টীকা—এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব ॥ ২২৬ ॥

শ্রীমত্তুলস্যাঃ পত্রস্য মাহাত্ম্যং যদ্যপীদৃশম্।
তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণং বিনা ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ মাহাত্ম্যের কথা উল্লিখিত থাকিলেও বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ না করিয়া তুলসীপত্র গ্রহণ করিবেন না ॥ ২২৭ ॥

টীকা—তর্হি কিং বৈষ্ণবৈরপ্যনিবেদিতং তদ্-গ্রাহ্যম্? নেতি, লিখতি—শ্রীমদিতি। কৃষ্ণার্পণং বিনা তৎ পত্রং ন গ্রাহ্যম্ ॥ ২২৭ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বত্র শ্রীতুলস্যাঃ প্রসঙ্গতঃ।
সংকীর্ত্ত্যমানং ধাত্র্যাশ্চ মাহাত্ম্যং লিখ্যতেঽধুনা ॥২২৮

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনকারিণী বলিয়া শ্রীতুলসীর প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র ধাত্রীরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য এখন ধাত্রীর মাহাত্ম্য লিখিতেছি ॥ ২২৮ ॥

অথ ধাত্রী-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোঽর্চ্চয়েচ্চক্রপাণিনম্।
পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২২৯

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—আমলকী বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া যে ব্যক্তি ভগবান চক্রপাণির পূজা করেন, তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি পুষ্পের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২২৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—
ধাত্রীচ্ছায়ান্তু সংস্পৃশ্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডং তু যো মুনে।
মুক্তিং প্রযান্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য চ ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—ধাত্রীবৃক্ষের ছায়া সংস্পর্শ করিয়া যিনি পিণ্ড প্রদান করেন, হে মুনিবর! শ্রীমাধব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পিতৃপুরুষগণকে মুক্তি দান করেন ॥ ২৩০ ॥

মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণে মুখে চৈব দেহে চ মুনিসত্তম।
ধত্তে ধাত্রীফলং যস্তু স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নাকে, মুখে, মাথায় ও হাতে যিনি ধাত্রী ফল ধারণ করেন, সেইরূপ মহাত্মা সহজ লভ্য নহে ॥ ২৩১ ॥

টীকা—দেহে চ অন্যস্মিন্ করাদ্যঙ্গেঽপি ॥২৩১॥

ধাত্রীফলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলবিভূষিতঃ।
ধাত্রীফলকৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥৩৩২॥

অনুবাদ—ধাত্রীফল খাইয়া, শরীরে ধারণ করিয়া, ধাত্রীফলে অঙ্গ লেপন করিয়া মনুষ্য নারায়ণ তুল্য হইতে পারে ॥ ২৩২ ॥

যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে।
প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণান্তু কা কথা ॥২৩৩॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা ধাত্রীফল ধারণ করেন, হে মুনিবর! মনুষ্য-গণের কি কথা, তিনি দেবগণেরও প্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ২৩৩ ॥

যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপি দুষ্টধীঃ।
পুনাতি সকলাঁল্লোকান্ ধাত্রীফলদলান্বিতঃ ॥২৩৪॥

অনুবাদ—আচারভ্রষ্ট ও দুষ্ট বুদ্ধি হইয়াও বৈষ্ণবব্যক্তি ধাত্রীফল ও ধাত্রীপত্র ধারণ করিলে সকল লোককে পবিত্র করিতে পারেন ॥ ২৩৪ ॥

ধাত্রীফলানি যো নিত্যং বহতে করসম্পুটে।
তস্য নারায়ণো দেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নিত্য অঞ্জলিপুটে ধাত্রীফল ধারণ করেন, শ্রীনারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া এক বর দান করিয়া থাকেন ॥ ২৩৫ ॥

ধাত্রীফলঞ্চ ভোক্তব্যং কদাচিৎ করসম্পুটাৎ।
যশঃ শ্রিয়মবাপ্নোতি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—করসম্পুট হইতে কখনও কেহ যদি ধাত্রী-ফল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চক্রপাণির কৃপায় যশঃ ও সম্পদ লাভ করেন ॥ ২৩৬ ॥

টীকা—করসম্পুটাদিতি—পূর্ব্বং মঙ্গলার্থং যত্র করসম্পুটে ধৃতং, তস্মাদপি ॥ ২৩৬ ॥

ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা।
সফলং জীবিতং তস্য ত্রিতয়ং যস্য বেশ্মনি ॥২৩৭॥

অনুবাদ—শ্রীদ্বারকাধামের মৃত্তিকা (গোপীচন্দন) তুলসী, ধাত্রীফল—এই তিনটি বস্তু যাঁহার গৃহে থাকে, তাঁহার জীবন সার্থক ॥ ২৩৭ ॥

ধাত্রীফলেস্তু সংমিশ্রং তুলসীদলবাসিতম্।
পিবতে বহতে যস্তু তীর্থকোটিফলং লভেৎ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ধাত্রীফলসমূহে মিশ্রিত ও তুলসীদলে সুবাসিত জল পান ও বহন করেন, তিনি কোটিতীর্থের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—বহত ইতি পাঠে নিরন্তরশ্লোক-বক্ষ্যমাণ-তোয়মেব সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ২৩৮ ॥

যস্মিন্ গৃহে ভবেত্তোয়ং তুলসীদলবাসিতম্।
ধাত্রীফলৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র গাঙ্গেয়ৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥২৩৯

অনুবাদ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তুলসীপত্র দ্বারা সুবা-সিত এবং ধাত্রীফল সমূহে মিশ্রিত জল যাঁহার গৃহে আছে, তাঁহার আর গঙ্গা জলের কি প্রয়োজন? ২৩৯॥

তুলসীদলনৈবেদ্যং ধাত্র্যা যস্য ফলং গৃহে।
কবচং বৈষ্ণবং তস্য সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—গৃহে অবস্থিত তুলসী পাতাযুক্ত নৈবেদ্য ও ধাত্রীফল সর্ব্বপাপ নাশকারী এবং বৈষ্ণব কবচ, এইরূপ কথিত হয় ॥ ২৪০ ॥

ব্রহ্মপুরাণে চ—

ধাত্রীফলানি তুলসী হ্যন্তকালে ভবেদ্যদি।
মুখে চৈব শিরস্যঙ্গে পাতকং নাস্তি তস্য বৈ ॥২৪১॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—মরণের সময় মুখে, মাথায় ও শরীরে তুলসীপাতা ও ধাত্রীফল থাকিলে ঐ ব্যক্তির নিশ্চয়ই আর পাতক থাকিতে পারে না ॥ ২৪১ ॥

কৃত্বা তু ভগবৎ-পূজাং ন তীর্থে স্নানমাচরেৎ ।
ন চ দেবালয়োপেতাঽস্পৃশ্যসংস্পর্শনাদিনা ॥ ২৪২ ॥

অনুবাদ—ভগবৎপূজা নির্ব্বাহের পরে এবং দেবালয়ে উপস্থিত নীচ জাতির সংস্পর্শে আসিলেও আর তীর্থেও স্নান করা উচিত নয়। আদিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা—শ্রীমন্দির ছাড়া অন্যস্থানেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে ॥ ২৪২ ॥

টীকা—এবং পূজাবিধিং লিখিত্বা তদনন্তরকৃত্যং লিখন্নাদৌ তীর্থপ্রাপ্ত্যাদিনা বিহিতস্যাপি স্নানস্য নিষেধং লিখতি—কৃত্বেতি। দেবালয়মুপেতা যেঽস্পৃশ্যা নীচজাতয়ঃ, তেষাং স্পর্শনেন চ ন স্নানমাচরেৎ। আদি-শব্দেন যত্র কুত্রাপি ভগবৎপূজাদ্যুৎসবে সম্প্রাপ্তানাং স্পর্শনাদিকম্ ॥ ২৪২ ॥

অথ স্নাননিষেধ-কালঃ

স্মৃত্যর্থসারে—

ন স্নায়াদুৎসবে তীর্থে মাঙ্গল্যং বিনিবর্ত্ত্য চ ।
অনুব্রজ্য সুহৃদ্বন্ধূনর্চ্চয়িত্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নানে নিষেধকাল সম্বন্ধে স্মৃত্যর্থসারে কথিত হইয়াছে—উৎসবে, তীর্থে, মঙ্গলকার্য্য সমাধার পরে, সুহৃৎ ও বন্ধুবর্গের অনুগমনের পরে এবং ইষ্টদেবতার পূজার পর স্নান করা উচিত নয় ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—তীর্থে ন স্নায়াৎ ॥ ২৪৩ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ চ—

বিষ্ণ্বালয়সমীপস্থান্ বিষ্ণুসেবার্থমাগতান্ ।
চাণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ ॥ ২৪৪ ॥

দেবযাত্রা-বিবাহেষু যজ্ঞোপকরণেষু চ ।
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন বিদ্যতে ॥২৪৫

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুসেবার জন্য আগত চণ্ডাল বা পতিত ব্যক্তি বা বিষ্ণুমন্দিরের নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে না। দেবযাত্রায়, বিবাহে, যজ্ঞের উপকরণে ও উৎসবাদিতে নীচজাতির স্পর্শ অস্পৃশ্য-দোষ বাচ্য হয় না ॥ ২৪৪-২৪৫ ॥

টীকা—বিষ্ণ্বালয়স্য সমীপে তিষ্ঠন্তি নিবসন্তীতি তথা তান্, ততশ্চ কালে বিষ্ণোঃ সেবা দর্শনাদি, তদর্থং বিষ্ণ্বালয়ান্তরাগতানিত্যর্থঃ ; যদ্বা বিষ্ণ্বালয়সমীপবর্ত্তিনঃ ; কুতঃ ? বিষ্ণুসেবার্থং যতঃ কুতোঽপ্যাগতান্, যদ্বা, বিষ্ণুসেবার্থমাগতাংশ্চ ॥ ২৪৪ ॥

এবং প্রাতঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণং তদনন্তরম্ ।
শাস্ত্রাভ্যাসং দ্বিজঃ শক্ত্যা কুর্য্যাদ্বিপ্রো বিশেষতঃ ॥২৪৬

অনুবাদ—এইভাবে প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণপূজা নির্ব্বাহের পর ত্রৈবর্ণিক দ্বিজ বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাভ্যাস করিবেন অর্থাৎ শাস্ত্রাভ্যাসের পূর্ব্বেই স্নান ও আহ্নিক কার্য্য করণীয় ॥ ২৪৬ ॥

টীকা—দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ ॥ ২৪৬ ॥

যত উক্তম্—

শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে ।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৪৭

অনুবাদ—শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটিকে ব্রাহ্মণগণের লোচন বলা হইয়াছে, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে একটি না থাকিলে কাণা এবং দুটিরই অভাবে অন্ধ বলা যায় ॥ ২৪৭ ॥

টীকা—বিপ্রস্ত বিশেষতঃ শাস্ত্রাভ্যাসং কুর্য্যাদিত্যত্র হেতুং লিখতি—শ্রুতীতি। একেন শ্রুতিরূপেণ স্মৃতিরূপেণ বা নেত্রেণ বিকলঃ বিহীনঃ, দ্বাভ্যাং বিকলঃ অন্ধঃ ॥ ২৪৭ ॥

কিঞ্চ, কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ ।
স সংমূঢ়ো ন সংভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥২৪৮

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় আরও বলা

হইয়াছে—হে বিপ্রগণ! বেদাধ্যয়ন না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য বিষয়ে যত্ন করে, সে মূর্খ ও বেদ বহির্ভূত, ব্রাহ্মণগণ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন না ॥২৪৮॥

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যেদেষ বৈ দ্বিজাঃ।
যথোক্তাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ২৪৯ ॥
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স চান্ধঃ শূদ্রকল্পস্তু পদার্থং ন প্রপদ্যতে ॥ইতি॥২৫০

অনুবাদ—কেবল বেদপাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না, হে দ্বিজগণ! যথা বিহিত আচার রহিত হইলে কাদায় পতিত গোরুর মত তাহার কেবল কষ্ট ভোগই হইবে। যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অর্থ বিচার করেন নাই, তাঁহাকে অন্ধ এবং শূদ্রবৎ মনে করা হয়, অতএব তাঁহারা বস্তু লাভ করিতে পারেন না ॥২৪৯-২৫০

অতোঽধীত্যান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ।
সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে ॥ ২৫১ ॥
বৃত্তৌ সত্যাঞ্চ শৃণুয়াৎ সাধূন্ সঙ্গত্য সৎকথাম্॥২৫২

অনুবাদ—এই জন্য প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবেন ও বেদনিপুণ হইলে শিষ্যগণকে পড়াইবেন এবং বৈষ্ণবব্যক্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমর্পণ করিয়া নিজের জীবনধারণের জন্য চেষ্টা করিবেন। জীবিকার কোন অসুবিধা না থাকিলে সাধুগণের সহিত সঙ্গ করিয়া সৎকথা ও ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২৫১-২৫২ ॥

টীকা—বিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞশ্চেৎ, অধ্যাপ্য শাস্ত্রং শিষ্যান্ পাঠয়িত্বা, বৈষ্ণবশ্চেৎ, তৎ অধ্যয়নমধ্যাপনঞ্চ কৃষ্ণায় সমর্প্য ॥ ২৫১ ॥

টীকা—সতীমুত্তমাং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবাশ্রয়াং কথাম্ ॥ ২৫২ ॥

অথ বৃত্তিসম্পাদনম্

সপ্তমস্কন্ধে (১১।১৮-২০)—
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—বিপ্র জাতির যে চারিপ্রকার জীবিকার কথা বলিলাম, হে রাজন্! তার মধ্যে ঋত ও অমৃতদ্বারা কিংবা মৃত ও প্রমৃতদ্বারা অথবা সত্যানৃতদ্বারা সকল জাতিই জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু শ্ববৃত্তি বা দাসত্ব দ্বারা কোন অবস্থাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না ॥ ২৫৩ ॥

ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু নিত্যং যাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং
কর্ষণং স্মৃতম্ ॥ ২৫৪ ॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ॥ ২৫৫ ॥
আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে।
নিতরাং নিন্দ্যতে সদ্ভির্বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—ঋত-শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শীল, অমৃতের অর্থ অযাচিত, মৃতশব্দের অর্থ প্রত্যহ ভিক্ষা, প্রমৃতের অর্থ কৃষিকার্য্য, সত্যানৃতের অর্থ বাণিজ্য এবং শ্ব-বৃত্তির অর্থ হইতেছে নীচ সেবা। জীবিকার জন্য নিজ অপেক্ষা নীচ ব্যক্তিদিগের সেবা নিন্দনীয়, সাধুগণ দ্বারা এইরূপই কীর্ত্তিত আছে, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা অতিশয় নিন্দনীয় ॥ ২৫৪-২৫৬ ॥

টীকা—আত্মনঃ সকাশাৎ যে নীচা লোকাস্তেষাং, বৈষ্ণবস্য তু নীচলোকসেবনং বিশেষতোঽধিকং নিন্দ্যতে, নীচসেবনেন নীচানামবৈষ্ণবদুষ্টজনানামধীনত্বমহাদোষাপত্তেঃ ॥ ২৫৬ ॥

তদুক্তং—
সেবা শ্ববৃত্তির্যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতম্।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শা বিক্রীতাসুঃ ক্ব সেবকঃ ॥২৫৭॥
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥
ইতি ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—যাঁহারা সেবাকে কুক্কুর বৃত্তি বলিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক ঠিক বলেন নাই। ইচ্ছামত বিচরণকারী কুক্কুর ও প্রাণ-

বিক্রেতা সেবকের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান। যে সব ব্রাহ্মণাধম নিজের প্রাণকে পণ রাখিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, সেই দুষ্ট ব্যক্তিগণের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ন ব্রতাচরণ করিতে হইবে ॥ ২৫৭-২৫৮ ॥

শুক্লবৃত্তেরসিদ্ধৌ চ ভোজ্যান্নান্ শূদ্রবর্গতঃ।
তথৈব গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি জানীয়াচ্ছাস্ত্রতো বুধঃ ॥২৫৯॥

অনুবাদ—পবিত্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে যে সমস্ত শূদ্রের অন্ন ভোজনযোগ্য, সেই সকল শূদ্রগণ হইতে অন্ন গ্রহণ করিবেন। এই ভাবে শূদ্রান্ন গ্রহণকে অগ্রহণ বলিয়া শাস্ত্রসম্মতভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তি-গণ উল্লেখ বা স্থির করিয়াছেন ॥ ২৫৯ ॥

শুক্লবৃত্তিশ্চ

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—
প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং যাজ্যতঃ শিষ্যতস্তথা।
গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥২৬০
যুদ্ধোপকারাল্লব্ধঞ্চ দণ্ডাচ্চ ব্যবহারতঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ধনং শুক্লং ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২৬১॥
কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কৃত্বা শুক্লং তথা বিশঃ।
দ্বিজশুশ্রূষয়া লব্ধং শুক্লং শূদ্রস্য কীর্ত্তিতম্ ॥২৬২॥

অনুবাদ—অতঃপর পবিত্র জীবিকা বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—যজমান, শিষ্য অথবা গুণা-ন্বিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ দ্বারা যে লাভ হয়, বিপ্রের পক্ষে ঐ তিন প্রকার শুক্ল অর্থাৎ পবিত্র বৃত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধোপকার, দণ্ড এবং ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিচারদ্বারা প্রাপ্ত এই তিন প্রকার ধন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুক্ল বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও গোরক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত ধন বৈশ্যের পক্ষে পবিত্র আর ব্রাহ্মণগণের সেবা দ্বারা লব্ধধন শূদ্রের পক্ষে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২৬০-২৬২ ॥

ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২৬৩

অনুবাদ—পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, প্রীতিযুক্তদান, স্ত্রীর সহিত প্রাপ্ত এই তিন প্রকার ধন সকলের পক্ষেই পবিত্র বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে জানিবে ॥ ২৬৩ ॥

অথ গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি

কৌর্ম্মে তত্রৈব—
নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ।
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্‌ক্তে হ্যনাপদি ॥২৬৪॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে জীবিকা-বিষয়ে বলা হই-য়াছে—ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবেন না। মোহবশতঃ বা স্বেচ্ছায়, আপদ্‌কালে শূদ্রান্ন ভোজন-কারী ব্যক্তি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন ॥ ২৬৪ ॥

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥২৬৫

অনুবাদ—অন্নের মধ্যে মানবগণের সমস্ত পাপ নিহিত থাকে, সুতরাং যিনি যাহার অন্ন ভোজন করেন, তিনি তাহার পাপ ভোজন করেন, অর্থাৎ তাহার পাপের অংশীদার হন ॥ ২৬৫ ॥

আধিকঃ কুলমিত্রশ্চ স্বগোপালশ্চ নাপিতঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পপণং বুধৈঃ ॥২৬৬॥
পায়সং স্নেহপক্বং যৎ গোরসং চৈব শক্তবঃ।
পিণ্যাকঞ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্‌গ্রাহ্যং তথৈব চ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—ভাগচাষী, পরম্পরাক্রমে নিজবংশের হিতকারী, নিজ গো-পালক ও নাপিত শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজ্য। বিদ্বানব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া শূদ্রের নিকট হইতে পায়স, ঘৃত বা তৈল পক্ব, গোদুগ্ধ, ছাতু, তিলের খৈল ও তৈল লইতে পারিবেন ॥ ২৬৬-২৬৭ ॥

অঙ্গিরাঃ—
গোরসং চৈব শক্তূংশ্চ তৈল-পিণ্যাকমেব চ।
অপূপান্ ভক্ষয়েচ্ছূদ্রাৎ যৎকিঞ্চিৎ পয়সা কৃতম্ ॥২৬৮

অনুবাদ—ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন—দুধ, ছাতু, তৈল, পিণ্যাক, পিঠা এবং দুধদিয়া তৈরী যে কোন দ্রব্য শূদ্রের নিকট হইতে লইয়া ভোজন করা যায় ॥ ২৬৮ ॥

অত্রিস্মৃতৌ—

স্বসুতায়াশ্চ যো ভুঙ্ক্তে স ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমলম্ ।
নরেন্দ্রভবনে ভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি নিজ কন্যার দ্রব্য ভোজন করে, সে পৃথিবীর মল ভোজন করে এবং রাজগৃহে ভোজন করিলে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২৬৯ ॥

অন্যত্র চ—

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ ।
ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গেঽমী তথাত্মবিনিবেদকঃ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—নাপিত, গো-রক্ষক, ভৃত্য, কুলমিত্র এবং ধনাদির বিভাগকারী, শূদ্রবর্গের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন যোগ্য। আর যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে তাহার অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে ॥ ২৭০ ॥

টীকা—দাসাঃ কৈবর্ত্তাঃ কুলমিত্রাণি পারম্পর্য্যেণ নিজবংশহিতকারিণঃ, অর্দ্ধসীরিণঃ বিত্তাদিবিভাগিনঃ ॥ ২৭০ ॥

মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা ।
অভ্যুদ্যতানি ত্বেতানি গ্রাহ্যাণ্যপি নিকৃষ্টতঃ ॥২৭১॥

অনুবাদ—মধু, জল, ফল, মূল, কাঠ ও অভয়-দান—এইগুলি বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে নির্ব্বি-চারে নিকৃষ্ট জাতির লোকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা যায় ॥ ২৭১ ॥

খলক্ষেত্রগতং ধান্যং কূপবাপীষু যজ্জলং ।
অগ্রাহ্যাদপি তদ্গ্রাহ্যং যচ্চ গোষ্ঠগতং পয়ঃ ॥২৭২॥

অনুবাদ—গোষ্ঠস্থিত দুগ্ধ, কুয়া ও সরোবরের জল এবং খামার বাড়ীর ধান, এই দ্রব্যগুলি অগ্রাহ্য মানুষদিগের নিকট হইতে লইলেও দোষ হয় না ॥২৭২

পানীয়ং পায়সং ভক্ষ্যং ঘৃতং লবণমেব চ ।
হস্তদত্তং ন গৃহ্নীয়াৎ তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥২৭৩

অনুবাদ—হস্তদত্ত হইলে জল, পায়স, ভক্ষ্য, ঘি ও নুন গ্রহণের যোগ্য নয়। গ্রহণে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য হয় অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য কেবল হস্তে করিয়া দিলেই এই প্রকার দোষাবহ হয় ॥২৭৩ ॥

মনুস্মৃতৌ—

সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে ।
প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্তন্যগোচরঃ ॥২৭৪॥
আয়সেনৈব পাত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে ।
ভোক্তা তদ্বিট্সমং ভুঙ্ক্তে দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৭৫ ॥
গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকশীলিনঃ ।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ ॥২৭৬

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এবং সৈন্ধব, এই উভয় বিধ লবণই উৎকৃষ্ট—ইহা প্রত্যক্ষ গ্রহণ করা যায়. অন্য প্রত্যক্ষ নিষিদ্ধ। লৌহপাত্রে আনীত অন্ন ভোজনে ভোক্তা বিষ্ঠাতুল্য ভোজন করে এবং দাতা নিরয়গামী হইয়া থাকে। যে সব ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, ব্যবসায়ী, কটাদি নির্ম্মাতা, ভৃত্য এবং সুদ গ্রহণকারী, তাহাদের সহিত শূদ্রবৎ আচরণ করা বিধেয় ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

টীকা—বিপ্রেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যঃ শুক্লবৃত্তির্ন সিধ্য-তীত্যভিপ্রেত্য লিখতি—গোরক্ষকানিতি। কারুক-শীলিনঃ কটাদিকারিণঃ ॥ ২৭৬ ॥

কৌর্ম্মে চ তত্রৈব—

তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্র হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥২৭৭
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্রা ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ ॥ ২৭৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণেও উক্তস্থলে বলা হইয়াছে—জ্ঞানবান ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে ঘাস, কাঠ, ফল ও ফুল সংগ্রহ করিবেন। এরূপ না করিলে পাতিত্যদোষ হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত্ত পথিক তিল, মুগ ও যব প্রভৃতির মুষ্ঠিমাত্র লইবে, অন্য অবস্থায় লইবে না, ধর্ম্মশাস্ত্রগণ এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ২৭৭-২৭৮ ॥

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণের অন্ন সর্ব্বদা চাহিয়া ভোজন করিবেন। অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের অন্নও অমেধ্যবৎ ত্যাগ করা উচিত ॥ ২৭৯ ॥

টীকা—এবং ব্রাহ্মণস্য শুক্লবৃত্তৌ শূদ্রাণাং সর্ব্বেষামেবান্নবর্জ্জনে প্রাপ্তে অপবাদং দর্শয়ন্ বৈষ্ণবানাঞ্চ শুক্লবৃত্তিমভিব্যজয়ন্, অবৈষ্ণবত্বেঽপি বিপ্রাণামপ্যন্নং বৈষ্ণবৈর্বর্জ্জনীয়মিত্যভিপ্রেত্য লিখতি—বৈষ্ণবানামিতি। হি নির্দ্ধারে প্রার্থ্যাপি; অমেধ্যং পুরীষাদি, তদ্বৎ ॥২৭৯

তথা চ পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—
প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা আছে—সর্ব্ব প্রকার পাপ শুদ্ধির জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি সযত্নে বৈষ্ণবের নিকট অন্ন চাহিয়া লইবেন। অন্ন না পাইলে কেবলমাত্রজল পান করিবেন ॥ ২৮০ ॥

নারদীয়ে—
মহাপাতকসংযুক্তো ব্রজেদ্বৈষ্ণবমন্দিরম্।
যাচয়েদন্নমমৃতং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে বলা হইয়াছে—বৈষ্ণবালয়ে যাইয়া মহাপাতকী ব্যক্তিও অমৃতময় অন্ন মাগিবে, অন্ন না পাইলে অন্ততঃ জলটুকু চাহিয়া পান করিবে ॥ ২৮১ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—
শ্রোত্রিয়ান্নং বৈষ্ণবান্নং হুতশেষঞ্চ যদ্ধবিঃ।
আনখাৎ শোধয়েৎ পাপং তুষাগ্নিঃ কনকং যথা ॥২৮২

অনুবাদ—বৈষ্ণবস্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে—তুষাগ্নি যেমন সোনাকে শুদ্ধ করে, সেইরূপ বেদজ্ঞের অন্ন, বৈষ্ণবের অন্ন এবং হোমাবশিষ্ট ঘৃত—এই সব দ্রব্য নখ পর্য্যন্ত শরীরের সমূহ পাপ বিনষ্ট করে ॥ ২৮২ ॥

টীকা—শ্রোত্রিয়ান্নমিতি, হুতশেষং হবিরিতি চ দৃষ্টান্ততয়াত্র জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৮২ ॥

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—
শুদ্ধং ভাগবতস্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরথীজলম্।
শুদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং শুদ্ধমেকাদশীব্রতম্ ॥ ২৮৩ ॥
অবৈষ্ণবগৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বা জ্ঞানতোঽপি বা।
শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা সদা ॥২৮৪॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—গঙ্গাজল, বিষ্ণুপরায়ণ চিত্ত, একাদশী ব্রত এবং ভগবদ্ভক্তের অন্ন সর্ব্বদা পবিত্র। অবৈষ্ণব গৃহে ভুল করিয়া ভোজন বা পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া পবিত্র হইতে হয়, নতুবা তাহার ইষ্ট ও পূর্ত্ত সমস্ত কর্ম্ম ফলহীন হইয়া থাকে ॥২৮৩-২৮৪ ॥

টীকা—শুদ্ধমিতি—সূতকাদৌ নিষিদ্ধমপি শুদ্ধমেবেত্যর্থঃ। তথা চ বিষ্ণুস্মৃতৌ—'শিববিষ্ণ্বর্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নিপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারি-যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্ ॥' ইতি। তত্র দৃষ্টান্তাঃ—অশুচিসংসর্গাদিনাপি যথা গঙ্গাজলং শুদ্ধমেবেত্যাদয়ঃ; তদুক্তং—'অপি চাণ্ডালভাণ্ডস্থং তজ্জলং পাবনং মৎ' ইত্যাদি ॥ ২৮৩ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে চ—
কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ॥২৮৫

অনুবাদ—শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও বলিয়াছেন—যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চাবিগ্রহ নাই, হে রাজন্!

তাহার অন্ন কখনও ভোজন করা উচিত নয়, যেহেতু তাহা অভক্ষ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে ॥ ২৮৫ ॥

কেচিদ্বৃত্ত্যনপেক্ষস্য জপশ্রদ্ধাবতঃ প্রভৌ।
বিশ্বস্তস্যাদিশন্ত্যস্মিন্ কালেঽপি কৃতিনো জপম্ ॥২৮৬

অনুবাদ—জপবিষয়ে শ্রদ্ধাবান কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপদেশ করেন,—প্রভুতে বিশ্বাস রাখিয়া অর্থাৎ শ্রীভগবান জগতের জীবসমূহের বৃত্তিদাতা অতএব আমার জীবিকার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রকার ভাবিয়া—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বৃত্তির সম্পাদন কালেও জপ করিবে ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—বৃত্তৌ বৃত্তিসম্পাদনে অনপেক্ষস্য আসক্তিরহিতস্য, যতঃ প্রভৌ ভগবতি বিশ্বস্তস্য, ভগবান্ জগতাং বৃত্তিদঃ, কিন্তৎপ্রয়াসেনেতি বিশ্বাসং গতস্য, যতঃ কৃতিনঃ অভিজ্ঞস্য অতো জপে শ্রদ্ধা প্রীতিস্তদ্বতঃ। অস্মিন্ অধ্যয়নাধ্যাপনবৃত্তি-সম্পাদনসম্বন্ধিনি কালেঽপি জপমেবাদিশন্তি। কেচিৎ কৃতিন ইতি বা ॥ ২৮৬ ॥

অথ মাধ্যাহ্নিক-কৃত্যানি

মধ্যাহ্নে স্নানতঃ পূর্ব্বং পুষ্পাদ্যাহৃত্য বা স্বয়ম্।
ভৃত্যাদিনা বা সম্পাদ্য কুর্য্যান্মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মধ্যাহ্নকালের কৃত্যসকল—মধ্যাহ্নস্নানের আগেই পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা নিজে অথবা অপরের দ্বারা করা হইলে মধ্যাহ্নকালীন কৃত্যসমূহ করিবে ॥ ২৮৭ ॥

স্নানাশক্তৌ চ মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য মান্ত্রিকম্।
যথোক্তং ভগবৎপূজাং শক্তশ্চেৎ প্রাগ্বদাচরেৎ ॥২৮৮

অনুবাদ—যদি মধ্যাহ্নস্নান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রদ্বারা স্নান সমাধাপূর্ব্বক আগে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেরূপভাবে ভগবদর্চ্চনা করিবে এবং সমর্থ থাকিলে প্রাতঃকৃত্যের অনুরূপ আচরণ করিবে ॥২৮৮

টীকা—প্রাগ্বৎ যথা প্রাতঃকৃত্যং তথেত্যর্থঃ ॥২৮৮

অথ বৈষ্ণববৈশ্বদেবাদি-বিধিঃ

ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ।
বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্ম পৈত্রঞ্চ সাধয়েৎ ॥২৮৯॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈষ্ণবগণের বৈশ্বদেবাদি বিধি—বৈষ্ণবব্যক্তি অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত পবিত্র অন্নদ্বারা বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্র কার্য্য সাধন করিবেন ॥ ২৮৯ ॥

তদুক্তং—

ষষ্ঠে দিনবিভাগে তু কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্।
দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্তু বলিদানতঃ ॥২৯০
পৈত্রো বিপ্রান্নদানেন পৈত্রেণ বলিনাথবা।
কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্ব্বিধঃ ॥ ২৯১ ॥
নৃযজ্ঞোঽতিথিসৎকারাৎ হন্তকারেণ চাম্বুনা।
ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—দিনের ষষ্ঠভাগে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে। হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, বলি বা সেবার উপকরণ প্রদান দ্বারা ভূতযজ্ঞ, চারি প্রকার পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন প্রদান, পিতৃ সম্বন্ধীয় বলি প্রদান কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান বা তর্পণ করিবে। অতিথি সৎকার কিংবা পানীয়শালা অথবা জল দিয়া নৃযজ্ঞ এবং বেদ বা পুরাণ পাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হইবে ॥ ২৯০-২৯২ ॥

টীকা—ভৌতো ভূতসম্বন্ধী যজ্ঞঃ, পৈত্রশ্চ যজ্ঞশ্চতুর্ব্বিধঃ, চতুর্ব্বিধত্বমেবাহ—বিপ্রেতি। অত্র চ বিশেষঃ কৌর্ম্মে—'দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ। মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে ॥ যদি স্যাৎ তর্পণাদর্ব্বাক্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ কৃতো ন হি। কৃত্বা মানুষ্যযজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ। কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ। শালাগ্নৌ লৌকিকে বাথ জলে ভূম্যামথাপি বা। বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥' ইত্যাদি ॥ ২৯০-২৯১ ॥

তন্নিত্যতা

কৌর্ম্মে—

অকৃত্বা চ দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥২৯৩

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—দ্বিজ পঞ্চ যজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিলে তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হন ॥ ২৯৩ ॥

অথ বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধিঃ

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি—শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে ভগবৎপরায়ণ মানুষ প্রথমে শ্রীভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া তাহা দিয়াই শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ২৯৪ ॥

টীকা—তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনৈব, যতো ভাগবতঃ ভগবদ্ভক্তঃ ॥ ২৯৪ ॥

যচ্চ স্মৃতৌ—
গৃহাগ্নিশিশুদেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎ পিণ্ডান্ন নির্ব্বপেৎ ॥
ইতি ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে—পিণ্ডদান যে পর্য্যন্ত না করা হয়, সেই পর্য্যন্ত পিতৃনিমিত্ত পাক করা অন্ন, গৃহাগ্নি, শিশু, দেব, যতি ও ব্রহ্মচারীগণকে দিবে না ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—তত্র নিষেধবাক্যমুল্লিখন্ বহুতরবচনৈস্তবাধয়িত্বা ভগবদপিতান্নাদিনৈব শ্রাদ্ধবিধানং সাধয়তি—গৃহাগ্নীত্যাদিনা অপ্রকল্পিতা ইত্যন্তেন ॥ ২৯৫ ॥

ঈদৃক্ সামান্যবচনং বিশেষবচনব্রজৈঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিবর্ত্তিভির্বধ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—গৃহাগ্নি ইত্যাদি সামান্য বচন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিবর্ত্তি প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বচনদ্বারা নিশ্চয় বাধা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯৬ ॥

টীকা—ঈদৃক্ গৃহাগ্নীতি শ্লোকসদৃশম্ ॥ ২৯৬ ॥

তথা চ পাদ্মে—
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদী অন্ন দিয়া অন্যান্য পূজা করা উচিত, পিতৃগণের ক্ষেত্রেও প্রসাদী অন্ন দানই বিধেয়, এরূপ করিলে তাহা অনন্তফল প্রদান করে ॥ ২৯৭ ॥

টীকা—বিশেষবচনান্যেব দর্শয়তি—বিষ্ণোরিতি ॥ ২৯৭ ॥

মোক্ষধর্ম্মে নারদোক্তৌ—
সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—মোক্ষধর্ম্মে দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখোক্তি—শ্রীসূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক কথিত বিধি অনুসারে আগে বৈষ্ণবসম্বন্ধীয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করতঃ তন্নিবেদিত প্রসাদী অন্নদ্বারা পিতামহগণের পূজা করিবে ॥ ২৯৮ ॥

টীকা—সাত্বতমিতি—সাত্বতা বৈষ্ণবাস্তৎসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ। দেবেশং শ্রীভগবন্তং, তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনেত্যর্থঃ। ন চাত্র বক্তব্যং যদন্নাদিকং ভোজনপাত্রেষু নিধায়ান্নসংস্কারাদ্যর্পণবিধিনা ভগবতেঽপিতং, তস্য যদবশিষ্টং রন্ধনপাত্রাদাবস্তি তেনেতি, বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেনেতি পাদ্মোক্তেঃ। ন চ তদপ্যবশিষ্টমেবেতি শঙ্কনীয়ং, যতঃ সংস্কারাদিবিধিনা ভগবতোঽগ্রে যৎ সমর্প্যতে, তদেব নিবেদিতমিত্যুপপদ্যতে ইতি। অতস্তস্যৈব ভগবদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টস্য ভক্ত্যা শেষ ইত্যাদ্যুক্তিঃ। অন্যথা গৃহভাণ্ডাদৌ স্থিতস্য ঘৃতখণ্ডাদি দ্রব্যস্য কিঞ্চিদর্পণাত্তত্রাপি শেষত্বব্যাপ্ত্যা নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তম্। তত্র তত্র স্থিতস্য দ্রব্যস্য সর্ব্বস্যৈব উচ্ছিষ্টত্বেন পুনর্ভগবতেঽর্পণাযোগাদিতি দিক্। এবঞ্চ ভগবদুচ্ছিষ্টস্য পরমভক্ত্যা মহাপ্রসাদতয়া গ্রহণে শিষ্টকৃতো যজ্ঞাবশিষ্টদ্রব্যকরণকহোম ইব দত্তাপহারদোষপ্রসঙ্গশ্চ ন স্যাৎ। অন্যথা শ্রীচরণামৃতপানেঽনুলেপতুলস্যাদিনির্ম্মাল্যগ্রহণেঽপি সর্ব্বত্রৈব দত্তাপহারদোষব্যাপ্তিঃ স্যাৎ; ন চ সা যুক্তা, যতঃ তত্তদ্গ্রহণে মহাফলপ্রতিপাদকানি তত্র তত্র বচনানি শতশঃ সন্তি, তেষু চ কানিচিৎ শ্রীচরণামৃতপানাদিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে লিখিতানি।

অত্র চ লিখিতং 'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নে' ইতি। লেখ্যান্যপি দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্যেতি মুকুন্দগাত্রলগ্নেনেতি সর্ব্বপ্রযত্নেনেত্যাদীনি। শ্রুতিশ্চ—'একএব নারায়ণঃ' ইত্যাদিঃ। এতচ্চাগ্রে লেখ্যেঃ 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্' (শ্রীগীঃ ৯।২৬) ইত্যাদিভিরনর্পিতোপভোগনিষেধবচনৈঃ। তথা 'অম্বরীষ নবং বস্ত্রম্' ইত্যাদিভিস্তদুপভোগবিধিবচনৈরপি নিতরাং দ্রঢ়য়িতব্যম্। বিশেষতশ্চাত্র মহতাং বহূনাং শিষ্টানামাচার এব পরমং প্রমাণমিতি। ভগবন্মায়াহতানাং ভগবৎপ্রসাদবঞ্চিতানাং দুষ্টবুদ্ধীনাং সর্ব্বথোপেক্ষৈবোপযুক্তেতি সর্ব্বেষাং সাধূনাং মতম্ ॥ ২৯৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং,
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রাদ্ধের সময় যিনি ভক্তিভরে শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদ এবং তাহা দ্বারা নির্ম্মিত তুলসীপত্র সংযুক্ত পিণ্ড পিতৃপুরুষ ও দেবগণকে অর্পণ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কোটিকল্পকাল পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ২৯৯ ॥

টীকা—অধুনা পিতৃভ্যোঽপি ভগবদুচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদদানে বহুলবচনানি প্রমাণয়ন্ আদৌ তত্র নিত্যশ্রাদ্ধাদিবিষয়মেব তৎ, ন চ পার্ব্বণাদিপরমিতি কেষাঞ্চিদজ্ঞানাং মতং নিরস্যতি—যঃ শ্রাদ্ধেতি। হরের্ভুক্তঞ্চ তৎ, অতএব শেষঞ্চ ॥ ২৯৯ ॥

স্কান্দে শ্রীশিবোক্তৌ

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি ॥৩০০
প্রয়ান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ।
মুকুন্দগাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনম্ ॥ ৩০১ ॥
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে।
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া ॥ ৩০২ ॥
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ কচিৎ ॥৩০৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব কহিতেছেন—দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে যাহা অর্পণ করা হয়—শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত সেই বস্তু সেই সেই দেবতা ও পিতৃগণকে প্রদান করিবে। শ্রীবিষ্ণুকে প্রদত্ত জলের সহিত পিণ্ড প্রদত্ত হইলে পিতৃলোকের সীমাহীন তৃপ্তি লাভ হয়। শ্রীমুকুন্দের বিগ্রহে অনুলিপ্ত প্রসাদী চন্দনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের বিলেপন বিধিসম্মত এবং পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির জন্য ঐ চন্দনদ্বারা পিণ্ডের বিলেপন কর্ত্তব্য। এই ভাবে অনুষ্ঠান করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ অক্ষয়-তৃপ্তি লাভ করেন, হে রাজন্! ইহাতে কোনও প্রকার সন্দেহ করিও না ৩০০-৩০৩ ॥

টীকা—তস্য বিষ্ণুনিবেদিতস্যৈব প্রদানং তান্ দেবাদীন্ উদ্দিশ্য কুর্য্যাৎ ॥ ৩০০ ॥

টীকা—কৃচিদিতি—ভগবদুচ্ছিষ্ট-দানেন গৌণ্যাপত্ত্যা পিত্রাদিতৃপ্তিঃ স্যান্ন বেতি, দত্তাপহারদোষঃ স্যান্ন বেত্যাদৌ, কুত্রাপি সংশয়ঃ শঙ্কাপি ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০৩ ॥

তত্রৈব শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে—

অন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকালে তু পতিতাদ্যৈর্নিরীক্ষিতম্।
তুলসীদলমিশ্রেণ সলিলেনাভিষিঞ্চয়েৎ ॥ ৩০৪ ॥
তদন্নং শুদ্ধতামেতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমিশ্রিতম্।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষন্তু তস্মাদ্দেয়ং দ্বিজন্মনাম্।
পিণ্ডে চৈব বিশেষেণ পিতৄণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥৩০৫॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে বলা হইয়াছে—পতিত লোকগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধকালীন অন্নাদি দৃষ্ট হইলে সেই দোষ নিবারণের জন্য তাহাতে তুলসী জলের ছিটা দিবে এবং ঐ অন্ন ভগবৎপ্রসাদের সহিত মিশাইলে উহা পবিত্র হয়। এই কারণে ব্রাহ্মণগণকে ভগবৎপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে ও বিশেষরূপে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে চাহিলে পিণ্ডে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ অর্পণ করিবে ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

টীকা—অভিষিঞ্চয়েৎ অভিষেচয়েৎ, স্বার্থে ইণ ॥ ৩০৪ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

পিতৃনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে॥ ৩০৬॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাঁহারা শ্রীকেশবের অর্চ্চনা করেন, হে মহামুনে! তাঁহারা নারকীপীড়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন॥ ৩০৬॥

ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরেনিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে॥৩০৭॥
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥ ৩০৮॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদম্॥ ৩০৯॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৃণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ॥ ৩১০॥

অনুবাদ—কলিকালে এই সংসারে যে সব মানুষ পিতৃলোকের জন্য নিত্য শ্রীহরিপূজা করেন, হে মুনিবর! তাঁহারা ধন্য। গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বহু পিণ্ডদানেও তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাহাকে উদ্দেশ্যপূর্ব্বক শ্রীহরিপূজা করা যায়, তাহাকে নিশ্চিত নরকবাস হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে স্থাপন করা হয়। যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীহরির স্থান অর্থাৎ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি পিতৃগণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন॥ ৩০৭-৩১০॥

শ্রুতৌ চ—

এক এব নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা,
নেমে দ্যাবা-পৃথিব্যৌ, সর্ব্বে দেবাঃ,
সর্ব্বে পিতরঃ, সর্ব্বে মনুষ্যাঃ,
বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং, জিঘ্রন্তি,
বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাংসো
বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ॥ ইতি॥ ৩১১॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও যথা—কোনও একসময় একমাত্র শ্রীনারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা, স্বর্গাদি ও পৃথিবী কিছুই তখন ছিল না। সমস্ত দেবতা, সমস্ত পিতৃলোক ও মানবকুল শ্রীবিষ্ণুর ভুক্তান্ন ভোজন করেন। তাঁহারা আঘ্রাত দ্রব্য আঘ্রাণ ও পান করা দ্রব্যের অবশেষ পান করেন, সুতরাং বিবুধগণ বিষ্ণুভুক্তাবশেষ ভোজন করিবেন॥ ৩১১॥

টীকা—ন চ বক্তব্যমিদম্, অন্যোদ্দেশেন ভগবতে অন্নাদিসমর্পণং গৌণ্যাপত্তা ভগবৎপ্রীতিবিশেষাসাধনাৎ ফলবিশেষজনকং ন স্যাদিতি, যতো নিজপিত্রাদিহিতার্থং কৃতং পূজনং ভগবতঃ পরমপ্রীণনমেবেতি। পরম-ফলসম্পাদকমেব স্যাদিতি লিখতি—পিতৃনুদ্দিশ্যেত্যাদিনা। এবঞ্চ পিত্রাদ্যর্থং ভগবৎপূজায়াং পশ্চাৎ কৃতায়াং ভগবন্নিবেদিতেনৈব স্বতঃ-শ্রাদ্ধাদি-সম্পত্ত্যা তন্মহাগুণসিদ্ধের্মুক্ত্যাদি-মহাফলমুপপদ্যত এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, শ্রাদ্ধাগ্রহপরিত্যাগেন পিত্রর্থং ভক্তিবিশেষেণ ভগবৎপূজয়া স্বতএব ফলবিশেষঃ সিধ্যেৎ। এবমেব, যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা' (শ্রীভাঃ ৪।৪১।১৪) ইত্যাদিন্যায়াৎ পিত্রাদীনাঞ্চ পরমতৃপ্তিঃ সিধ্যতি। ন তু কেবলনিজশ্রাদ্ধদানেন তেষামপি ভগবদুচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদাপেক্ষয়েতি দিক্॥ ৩০৬-৩১১॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ॥ ৩১২॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতম্।
মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৩১৩॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবানের উক্তি—আমাতে নিবেদিত উৎকৃষ্ট অন্ন প্রাণ প্রভৃতিকে অর্পণ করিলেই আমার প্রসাদ ভক্ষণ হেতু প্রাণাদি বায়ু সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকে, অতএব সর্ব্বজীবহৃদে অবস্থিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে বিশেষ করিয়া পিতৃগণকে আমার প্রসাদী অন্ন যত্ন সহকারে নিবেদন করিবে॥ ৩১২-৩১৩॥

টীকা—মমেত্যাদি ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে। হৃদয়স্থস্য

পরমাত্মরূপস্যেত্যর্থঃ। এবং ভগবতে নিবেদ্যৈব পিত্রাদিভ্যো দেয়মিত্যুপপাদিতম্ ॥ ৩১২ ॥

কিঞ্চতত্রৈবান্যত্র—

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্র-ভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ ॥৩১৪
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্তত্তেন প্রকল্পিতাঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—শ্রীভগবান অগ্রভোক্তা, অতএব তাঁহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য কিছু সামগ্রী নিবেদন না করিয়া পিতৃগণকে দিবে না, কারণ অনিবেদিত বস্তু পিতৃগণকে দিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় দেবতারা শ্রীভগবান শ্রীহরিকেই অগ্রভোক্তারূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সেই জন্য শ্রীভগবান ও দেবগণকে যজ্ঞভাগ-ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩১৪-৩১৫ ॥

টীকা—অধুনা কদাচিদপ্যনিবেদিতং দাতব্যমিতি লিখতি—ভক্ষ্যমিতি। ভক্ষ্যভোজ্যয়োশ্চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্যত্বেন ভেদঃ। যৎকিঞ্চিদপি, অগ্রভোক্তরি পরমেশ্বরে, যতঃ অনিবেদিতদানাৎ প্রায়শ্চিত্তী পাতকী ভবেৎ ॥ ৩১৪ ॥

টীকা—তদেবোপপাদয়তি—সর্গাদাবিতি। অগ্রভুজে ভগবতেঽদত্তে ভুক্তে সতি চৌর্য্যেণৈব দেবাদীনামপি পাপং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১৫ ॥

অথ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ ॥৩১৬
সিক্থমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডূষমাত্রকম্।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥৩১৭

অনুবাদ—অতঃপর শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজন-মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—বিদ্যাহীন বৈষ্ণবকে মূর্খ ভাবিয়া যে বিপ্র বেদজ্ঞদিগকে শ্রাদ্ধ দান করেন, তাহা রাক্ষসশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে বৈষ্ণব যদি একগ্রাসপরিমিত অন্ন ভোজন এবং এক গণ্ডূষ জল পান করেন, তাহা হইলে সেই অন্ন মেরুতুল্য ও সেই জল সাগরসমান হইয়া থাকে ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মবচনম্—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মার বচন—শঙ্খাদি চিহ্নধারী বিপ্রবৈষ্ণব যাঁহার বাড়ীতে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং শ্রীকেশব তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—শঙ্খাঙ্কিততনুঃ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ ॥ ৩১৮ ॥

স্মৃতিশ্চ—

সুরাভাণ্ডস্থপীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—সুরাভাণ্ডে ধৃত অমৃত যেমন কর্ম্মের অযোগ্য হয়, সেইরূপ—চক্রাঙ্ক অর্থাৎ বৈষ্ণবরহিত শ্রাদ্ধও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শাতাতপমুনি এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুরহস্যে—

নিবেশয়েন্নরো মোহাদন্যপঙ্‌ক্তৌ হরেঃ প্রিয়ম্।
স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধমঃ ॥৩২০॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যে আরও বলা হইয়াছে—মোহবশতঃ যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে অবৈষ্ণবের সারিতে প্রবেশ করায়, সেই পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধম ভয়াবহ নরকে পতিত হয় ॥ ৩২০ ॥

টীকা—চক্রেণ অঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিন্ বৈষ্ণবে তেন রহিতম্। এবং শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিতভোজননির্দ্ধারাৎ ভগবন্নিবেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকমিতি প্রসিদ্ধম্; অন্যেষামবৈষ্ণবানাং পঙ্‌ক্তৌ ॥ ৩১৯-৩২০ ॥

অথ শ্রীভগবদর্পণে নিষিদ্ধম্

নিবেদিতং যদন্যস্মৈ তদুচ্ছিষ্টং হি কথ্যতে।
অতঃ কথঞ্চিদপি তন্ন শ্রীভগবতেঽর্পয়েৎ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—উচ্ছিষ্ট তাহাকেই বলে, যাহা অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, এইজন্য এই ধরণের দ্রব্য কখনও শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবে না ॥ ৩২১ ॥

তথা চৈকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ—
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥৩২২

অনুবাদ—শ্রীভগবানে নিবেদিতব্য বস্তু বিষয়ে একাদশে শ্রীভগবানের কথায়—অন্যকে দেওয়া দীপা-লোকও আমার গ্রহণ যোগ্য নহে ॥ ৩২২ ॥

টীকা—অন্যস্মৈ নিবেদিতং, মহ্যং নোপযুঞ্জ্যাৎ, ন সমর্পয়েৎ ॥ ৩২১-৩২২ ॥

নারদীয়ে—
পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাদ্ধরয়ে পরমাত্মনে।
রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে যথা—পিতৃলোকের ভুক্তাব-শেষ যে ব্যক্তি পরমাত্ম ভগবানকে নিবেদন করে, সেই ব্যক্তির পিতৃগণ রেতঃ পান করিয়া কষ্টভোগ করেন ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—রেতোদাঃ রেত এব উদম্ উদকং পেয়ং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ। বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩২৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—
হবিঃশেষং হরির্দদ্যাৎ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ।
ন পুনঃ পিতৃশেষন্তু হরের্ব্রহ্মাদি-সদ্গুরোঃ ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির প্রসাদী পরমান্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিবে, এর দ্বারাই পিতৃলোক অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করিবেন। শ্রীহরি যেহেতু ব্রহ্মাদি সকল দেবতার গুরু, অতএব কখনও তাঁহাকে পিতৃগণের ভুক্তাবশেষ নিবেদন করিবে না ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—হবিঃ পরমান্নং পিতৃণাং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ, যতস্তৎ অক্ষয়ম্ অক্ষয্যফলং ভবেদিত্যর্থঃ। হরেঃ হরয়ে ন দদ্যাৎ, তত্র হেতুঃ—ব্রহ্মেতি ॥ ৩২৪ ॥

অন্যত্র চ—
দক্ষাদয়শ্চ পিতরো ভৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
অতস্তদ্ভুক্তশেষন্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েৎ ॥ইতি॥৩২৫

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দক্ষাদি পিতৃগণ সকলেই শ্রীবিষ্ণুর দাস, তাই কখনই ইঁহাদের ভুক্তাবশেষ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না ॥ ৩২৫ ॥

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে দরকারী কাজগুলি সমাধা করিয়া বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভগবৎপ্রসাদ ভোজন করিবে। এইরূপই প্রচলিত সদাচার ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—শ্রীমতো ভগবতঃ, যদ্বা, শ্রীমদ্ভগবন্নি-বেদিতত্বেন পরমশোভাযুক্তং, তদুচ্ছিষ্টত্বেন চ মহা-প্রসাদরূপমন্নম্ ॥ ৩২৬ ॥

তথা চ প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রে—
স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে নিবেদিত নৈবেদ্যসমূহ বৈষ্ণব-গণকে অর্পণ করিবে। যাহারা কর্ম্মজড় ও অবৈষ্ণব তাহাদিগকে অনিবেদিত বস্তু প্রদান করিলেই চলিবে ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—স্বভাবস্থৈঃ স্বতএব বর্ত্তমানৈঃ অনিবেদিতৈ-রিত্যর্থঃ ॥ ৩২৭ ॥

অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে—
হরেনিবেদিতং কিঞ্চিন্ন দদ্যাৎ কর্হিচিদ্বুধঃ।
অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্নিরয়ং ব্রজেৎ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে বলা হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তি দশমীবিদ্ধা একাদশী বা বিদ্ধা ব্রতোপবাসকারী এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানসমূহে আসক্ত অবৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ কখনই দিবেন না। দিলে নরকগতি হয় ॥ ৩২৮ ॥

টীকা—সশল্যেভ্যো বিদ্ধোপবাসিভ্যঃ কর্ম্মজড়েভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩২৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

অবৈষ্ণবে দেবধৃতং নির্ম্মাল্যং ন প্রযচ্ছতি।
নৈবেদ্যং বা মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥
ইতি ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—দেবতাকে দেওয়া নির্ম্মাল্য বা নৈবেদ্য যিনি অবৈষ্ণবকে প্রদান না করেন, হে মহাভাগ! কেশব তাঁহার প্রতি প্রীত হন ॥ ৩২৯ ॥

কথঞ্চিদপি নাশ্নীয়াদকৃত্বা কৃষ্ণপূজনম্।
ন চাসমর্প্য গোবিন্দে কিঞ্চিদ্ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ ॥৩৩০॥

অনুবাদ—কৃষ্ণপূজা না করিয়া বা গোবিন্দকে নিবেদন না করিয়াও বৈষ্ণবব্যক্তি কিছু মাত্রও ভোজন করিবেন না বা কোন দ্রব্যের কিয়দংশও ভোগ করিবেন না ॥ ৩৩০ ॥

অথ পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজনদোষাঃ

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে—

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানবিষ্ঠাসমঞ্চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমম্ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পূজা ব্যতিরেকে ভোজন-দোষ-সমূহ শ্রীকূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীগোবিন্দের পূজা না করিয়া ভোজন করিলে সেই সকল ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির অন্ন কুক্কুরের বিষ্ঠাতুল্য ও জল মদের তুল্য হয় ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—শৌবানেতি বক্তব্যে শ্বানেত্যার্ষম্; কচিচ্চ শুন ইতি পাঠঃ ॥ ৩৩১ ॥

কিঞ্চ—

যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষ্বিহ জায়তে ॥৩৩২

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে—আলস্য বশতঃ বা মোহবশতঃ শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া আহার করিলে সে নরক গামী হয় এবং এই পৃথিবীতে শূকরদেহে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৩৩২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥৩৩৩॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—দিনে একবার, দুইবার বা তিনবার শ্রীহরির অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পূজা না করিয়া আহার করিলে বহুবিধ নরকে গমন করিবে ॥ ৩৩৩ ॥

টীকা—অপূজ্য অপূজয়িত্বা ॥ ৩৩৩ ॥

নারদীয়ে চ—

প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং বিষ্ণুপূজা স্মৃতা বুধৈঃ।
অশক্তো বিস্তরেণৈব প্রাতঃ সম্পূজ্য কেশবম্ ॥৩৩৪
মধ্যাহ্নে চৈব সায়ঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিমপি ক্ষিপেৎ।
মধ্যাহ্নে বা বিস্তরেণ সংক্ষেপেণাথ বা হরিম্ ॥৩৩৫
সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥৩৩৬

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহারা বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহারা প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করার বিধান দিয়াছেন। বিশেষ ভাবে অর্চ্চনা করার সামর্থ্য না থাকিলে অন্ততঃ প্রাতঃকালে পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাবেলায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে। আর মধ্যাহ্নসময়ে শ্রীহরিকে বহুলভাবে বা সংক্ষেপে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া নিজে আহার করিবে, ইহার অন্যথা হইলে নরক গতি হয় ॥ ৩৩৪-৩৩৬ ॥

অথানর্পিত-ভোগনিষেধঃ

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

ন দেবাপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
ন তৎ স্বয়ং সমশ্নীয়াৎ যদ্বিষ্ণৌ ন নিবেদয়েৎ ॥৩৩৭

অনুবাদ—অনন্তর অনর্পিত ভোগনিষেধ, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—পরমেশ্বর শ্রীহরিকে পূজা না করিয়া আহার করা নিষেধ, সেইরূপ যাহা শ্রীবিষ্ণুতে অনিবেদিত, তাহাও নিজে ভোজন করিবে না ॥ ৩৩৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্ ।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্ ॥ ৩৩৮ ॥
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা ॥৩৩৯

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে যে—পাতা, ফুল, ফল, জল, অন্ন, পান প্রভৃতি এমন কি ঔষধ এবং যাহা নিজের ভোগের জন্য কল্পিত হইয়াছে, শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া তাহা ভোজন করিবে না। নিবেদন না করিয়া আহার করিলে মনুষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সুতরাং সবসময়েই যাবতীয় দ্রব্য শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া ভোজন করিবে ॥ ৩৩৮-৩৩৯ ॥

টীকা—আহারায় নিজোপভোগায় ॥ ৩৩৮ ॥

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ গৃহে পক্বং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ ।
অনিবেদ্য হরের্ভুঞ্জন্ সপ্তকল্পানি নারকী ॥ ৩৪০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে গৌতম অম্বরীষসংবাদে—অম্বরীষ মহারাজকে গৌতম বলিতেছেন, হে মহারাজ! নিজের ইচ্ছামত যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনের জন্য পাক করা হয়, তাহা শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমর্পণ না করিয়া ভোজন করিলে সপ্তকল্প যাবৎ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৪০ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংস-সদৃশং ভবেৎ ॥৩৪১

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে উক্ত আছে—পতিতদিগের অন্ন, অবৈষ্ণবদিগের অন্ন ও শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন না করা অন্ন সারমেয়মাংসতুল্য ॥ ৩৪১ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্‌ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে ।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৩৪২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—পরমাত্মা শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ চিরকাল নরকে পচিতে থাকেন ॥ ৩৪২ ॥

অতএব গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে এব—

অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকম্ ।
কৃত্বা বিষ্ণূপভুক্তন্তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ ॥৩৪৩

অনুবাদ—অতএব গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—হে মহারাজ অম্বরীষ! বৈষ্ণবব্যক্তিগণ নূতন কাপড়, প্রাপ্ত ফুল, ফল, অন্ন এবং রস প্রভৃতি সবদ্রব্যই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিবেন ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—বিষ্ণোরুপভোগ্যং কৃত্বা যথাবিধ্যর্পণাদিনা, তং ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৪৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ—

গন্ধান্নবরভক্ষ্যাংশ্চ স্রজো বাসাংসি ভূষণম্ ।
দত্ত্বা তু দেবদেবায় তচ্ছেষাণ্যুপভুঞ্জতে ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্ম ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে—উৎকৃষ্ট অন্ন, মোদকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, গন্ধ, মালা, বসন, ভূষণ প্রভৃতি সব কিছুই শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সাধুগণ তার অবশেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—গন্ধান্ অন্নানি বরভক্ষ্যাংশ্চ মোদকাদীন্, উপভুঞ্জতে সাধব ইতি সদাচারো দর্শিতঃ ॥ ৩৪৪ ॥

গারুড়ে—

পাদোদকং পিবেন্নিত্যং নৈবেদ্যং ভক্ষয়েদ্ধরেঃ ।
শেষাশ্চ মস্তকে ধার্য্যা ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক পান, হরিনৈবেদ্য সেবন এবং মাথায় তুলসী প্রভৃতি ধারণ করিবার আদেশ বেদে আছে ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—শেষাশ্চ তুলস্যাদয়ঃ ॥ ৩৪৫ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রত-প্রসঙ্গে—

উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রত প্রসঙ্গে—যাঁহার আরাধনা করা হইতেছে সেই দেবতাকে তাঁহার স্বস্থানে যাইতে অনুরোধ করিয়া নিজের বিশুদ্ধির জন্য এবং সমস্ত কামনা পূর্ত্তির নিমিত্ত প্রথমে প্রভুর প্রসাদী দ্রব্য ভোজন বা সেবন করিবে ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—দেবং ভগবন্তং, স্বে ধাম্নি স্বহৃদয়ে, অগ্রতঃ প্রাক্ উদ্বাস্য বিসর্জ্জ্য ॥ ৩৪৬ ॥

অষ্টমস্কন্ধে চ পয়োব্রত-প্রসঙ্গে (৮।১৬।৪১)—

নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাৎ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্ ॥৩৪৭

অনুবাদ—অষ্টমস্কন্ধে পয়োব্রতপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবানে নিবেদিত দ্রব্যসমূহ বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইবে অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে ॥৩৪৭॥

টীকা—তদ্ভক্তায় বৈষ্ণবায় ॥ ৩৪৭ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে—

শুক্লোপচারসম্ভারৈর্নিত্যশো হরিমর্চ্চয়েৎ ।
নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং ভুঞ্জীত তৎ স্বয়ম্ ।
অথবা সাত্বতে দদ্যাদ্‌যদি লভ্যেত ভক্তিতঃ ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে যথা—প্রত্যহই পবিত্র উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে। যথা নিয়মে শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদী অন্ন নিজে ভোজন করিবে কিংবা বৈষ্ণব অতিথি পাইলে তাঁহাকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইবে ॥ ৩৪৮ ॥

শরৎপ্রদীপে চ—

ভক্তক্ষণক্ষণো দেবঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি ।
স্বভোজ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি-দুর্ল্লভম্ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—শরৎপ্রদীপেও বলা হইয়াছে—ভক্তগণের উৎসবই শ্রীবিষ্ণুর উৎসবে পরিণত হয়। নিজের বাড়ীতে থাকিয়া ভগবানের চিন্তন, তাঁহার সেবা বলিয়া গণ্য এবং নিজের ভক্ষ্য দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদনই দান—এই ভাবে সেবার ফল বৈকুণ্ঠ লাভ, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও সুলভ নহে ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—এবমনর্পিতোপভোগদোষজাতং দর্শয়িত্বা স্তেন চ নিবেদিতস্যৈবোপভোগং বিলিখ্যাধুনা তদেব দ্রঢয়ন্ ভগবদর্পিতস্য গ্রহণেঽপি দত্তাপহারদোষো ন প্রসজ্যেতেতি ভগবৎবাৎসল্যভরতো ন্যায়ান্তরেণ সাধয়তি—ভক্তেতি, ভক্তস্য ক্ষণঃ অবসর এব উৎসব এব বা ক্ষণো যস্য, স্ববেশ্মনি স্থিতেন যা স্মৃতিঃ, সৈব সেবা, স্বভোজ্যস্য নিজভক্ষ্যস্যৈবার্পণং যত্তদেব তস্মৈ দানম্, এবং সুসেব্যত্বং ভক্তবাৎসল্যঞ্চোক্তম্। তৎফলঞ্চ ইন্দ্রাদিদুর্ল্লভং স্যাৎ, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তেঃ। এবঞ্চার্পণদানয়োর্ভেদোঽপ্যভিহিতঃ; যতো নৃপাদিভ্যঃ সূদাসাদিভিরিব ভগবতো ভৃত্যৈর্দ্রব্যাণামর্পণমেব ক্রিয়তে, ন তু দানং, তস্যৈব সর্ব্বদ্রব্যাদি-স্বামিত্বেন তেষাং তত্র স্বত্বাভাবাৎ। ততো ভগবতে যদ্দীয়তে, তদর্পণমিত্যুচ্যতে, ন তু দানমিতি। অতএব পাদাদ্যুপচারং কল্পয়ামীত্যেব সৎসম্প্রদায়প্রয়োগঃ, এবঞ্চ 'দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্' ইত্যাদৌ দান-শব্দস্যার্পণমেবার্থোঽবগন্তব্যঃ। ন চ শঙ্কনীয়ং, স্বত্বাভাবে পিত্রাদিভ্যঃ কথং তদ্দানং ঘটতামিতি? মহাপ্রসাদতয়া স্বীকৃতেষু তেষু স্বতোৎপত্তেঃ, শ্রাদ্ধাদিবিধিবলেন তৎকল্পনাদ্বা। ন চ বক্তব্যম্—উচ্ছিষ্টদ্রব্যদানেন শ্রাদ্ধাদৌ গৌণ্যাপত্তিরিতি ভগবদর্পণেন দ্রব্যসংস্কারবিশেষসম্পত্ত্যা ফলবিশেষজনকত্বেন পরমমুখ্যতাপত্তেঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং সূচিতমেব. তৎফলঞ্চ লিখিতম্। ইত্থঞ্চ, 'তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা' ইত্যাদৌ, 'ওদনঃ পক্ত্বা ভুজ্যতে ইত্যাদিবৎ এককর্ম্মত্বেন যন্নিবেদ্যতে, তদেব ভুঞ্জীতেত্যর্থো নিতরাং সিদ্ধঃ; ন হ্যন্যৎ নিবেদ্য অন্যদ্ভুঞ্জীতেতি পৃথক্‌কর্ম্মান্তরকল্পনদোষাপত্তেঃ, 'অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্' ইত্যাদিনা বিরোধাচ্চ। অতএব

তত্ত্ববিদঃ সাধবঃ পক্বান্নাদিকমশেষমেব ভগবদগ্রে নীত্বা পরিবেশ্য বিধিবদর্পয়ন্তি। যচ্চ বাহুল্যেন পরিবেশণাদ্যশক্ত্যা রন্ধন-পাত্রাদৌ তিষ্ঠেত তদপি শঙ্খোদক-তুলসীদল-নিক্ষেপণাদিনা বিনিবেদিততামাপাদয়তীতি দিক্ ॥ ৩৪৯ ॥

অথ নৈবেদ্যভক্ষণবিধিঃ

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎ প্রাঙ্নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ।
স্বেষ্টনাম্না ততো মূলমনুনা বারসপ্তকম্ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নৈবেদ্য ভক্ষণবিধি—মহাপ্রসাদান্ন দেখামাত্রই তাঁহার বন্দনা করিয়া গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সেই অন্নকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে, তারপর মূলমন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—প্রাক্ প্রথমং নত্বা অভিবন্দ্য তদন্নং গায়ত্র্যা অভিমন্ত্রয়েৎ, ততস্তদনন্তরং মূলমন্ত্রেণ সপ্ত বারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৫০ ॥

ধর্ম্মরাজাদিভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতম্।
তুলসীঞ্চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্॥৩৫১

অনুবাদ—তারপর সেই মহাপ্রসাদান্ন হইতে ধর্ম্মরাজ প্রভৃতির অংশ লইয়া তাহাতে তুলসীপাতা ও ভগবচ্চরণামৃত দিয়া এই শ্লোকসমূহ পাঠ করিতে হইবে ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন পিত্রাদয়ঃ। অপাস্য তদন্নাদপনীয়, শ্রীচরণামৃতং ভগবৎপাদোকম্ ; অত্র মন্ত্রে ॥ ৩৫১ ॥

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার প্রসাদান্ন আকাঙ্ক্ষা করেন, আমরা সেই শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ ভোজনকারী ॥ ৩৫২ ॥

কিঞ্চ—

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৩৫৩ ॥
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ ॥৩৫৪

অনুবাদ—আরও যাঁহার শ্রীনামদ্বারা রাশিকৃত মহাপাতকসমূহ বিনষ্ট হয়, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সেবী। বাল্যলীলার সময়ে যিনি অবলীলাক্রমে পূতনাদিকে বধ করিয়াছেন আমরা সেই বিচিত্র-লীল শ্রীকৃষ্ণের উপভুক্ত শেষ গ্রহণকারী ॥ ৩৫৩-৩৫৪

টীকা—তাংস্তান্ অনির্ব্বাচ্যবলপরাক্রমাদিযুক্তান্, 'যেন লীলাবরাহেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিত' ইত্যেতৎ পদ্যার্দ্ধং পঠন্তি, তচ্চ নিজেষ্টদেবলীলানুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৫৪ ॥

একাদশস্কন্ধে (৬।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥৩৫৫

অনুবাদ—একাদশে বলা হইয়াছে—হে নন্দনন্দন! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে তোমার দাস বলিয়া জানিও। আমরা তোমাকে নিবেদন করা মালা, চন্দন, বসন, ভূষণ গ্রহণ করিয়া তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন-কারী হইয়া তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ ৩৫৫ ॥

ততোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি।
পঞ্চ প্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ ॥৩৫৬

অনুবাদ—তারপর যথা নিয়মে—'অমৃতোপস্তরণমসি' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিয়া দেবগৃহের বাহিরে ভোজন করিবে। দেবমন্দিরের ভিতরে ভোজন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ॥৩৫৬॥

টীকা—প্রভোর্ভগবতঃ পুরতোঽগ্রে ভুঞ্জীত 'যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ' ইতি স্কান্দোক্তেঃ। যচ্চ বারাহে 'শয়নং ভোজনঞ্চাগ্রে' ইত্যাদ্যপরাধে-যুক্তং, তদপি বহির্দেবালয়ে শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিষয়ং ন তু স্বগৃহে শালগ্রামশিলাপূজাবিষয়মিতি বিবেচনীয়ম্ ; এতচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৩৫৬ ॥

তত্র চ বিশেষঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগরসংবাদে—

প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব-সগর-সংবাদে—প্রশস্ত রত্নাদি হস্তে ধারণ করতঃ গৃহস্থ ব্যক্তি পবিত্রভাবে ভোজন করিবেন ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—গৃহীতি—পূর্ব্বং সর্ব্বত্র গৃহস্থকৃত্যলিখনাদত্রাপি যুক্তমেব তৎ, দ্রব্যসমর্পণাদিযোগ্যত্বেন পূজাবিধৌ তস্যৈব প্রাধান্যাৎ ভগবদর্থত্যক্তপরিগ্রহস্য চ বিরক্তস্য যথালাভং ভগবন্তং পূজয়তো ন তাদৃশো বিধিনিষেধাবকাশঃ কল্প্যত ইতি শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেব কিঞ্চিৎ প্রাক্ লিখিতমগ্রে চ লেখ্যমিতি ॥ ৩৫৭ ॥

পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর ।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ ॥ ৩৫৮ ॥
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমুখো নরঃ ॥৩৫৯

অনুবাদ–হে রাজন্ ! পূর্ব্ব মুখে কিংবা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া ভিজাহাতে ও ভিজাপায়ে অর্থাৎ হাত পা ধুইয়া সানন্দে পবিত্র গন্ধ লেপন ও শুভ মাল্য ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করিবে । এক কাপড়ে, অগ্নি প্রভৃতি কোণের দিকে মুখ করিয়া বা অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভোজন করিতে নাই ॥ ৩৫৮-৩৫৯ ॥

টীকা—প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ভুঞ্জীত ॥৩৫৯॥

দত্ত্বা তু ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী ।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—শিষ্য, ভক্ত ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিগণকে অন্ন দান করিয়া অক্রোধে প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—প্রশস্তং ভগবন্নিবেদনাৎ ॥ ৩৬০ ॥

নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর ।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—হে নৃপেন্দ্র ! কাঠের তৈরী ত্রিপদীর উপর ভোজন পাত্র রাখিয়া, অতি সংকীর্ণ স্থানে বা অযোগ্য স্থানে এবং সন্ধ্যাদি অকালে ভোজন নিষিদ্ধ। প্রসাদী অন্নের কিছুটা আগে আগুনে দিয়া ভোজন করিতে হয় এবং পাত্রে কিছু রাখিয়া ভোজন করারই নিয়ম। পুরুষের পক্ষে একেবারে নিঃশেষে ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—আসন্দী দারুময়ত্রিপাদী, অদেশে অযোগ্যস্থানে, অকালে সন্ধ্যাদিসময়ে, আকাশ ইতি পাঠে অনাবৃতে। অগ্রমন্নং দত্ত্বা পরিশিষ্টস্যান্নস্য কিঞ্চিদগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা ॥ ৩৬১ ॥

মধ্বম্বুদধি-সর্পিভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ।
অশ্নীয়াৎ তন্ময়ো ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—মধু, জল, দধি, ঘৃত ও ছাতু এই সমস্ত জিনিষের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া মনোযোগ সহকারে আগে মধুর রস ভোজন করিবে ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—তন্ময়ো ভূত্বাঽন্নে দত্তচিত্তঃ সন্ ॥ ৩৬২ ॥

লবণাম্লে তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকাংস্ততঃ ।
প্রাগ্দ্রবং পুরুষোঽশ্নীয়াৎ মধ্যে চ কঠিনাশনম্ ॥৩৬৩
অন্তে পুনর্দ্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ।
পঞ্চগ্রাসং মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় তৎ ॥৩৬৪॥
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা ।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—খাওয়ার সময় মধ্যভাগে লবণ ও অম্লরস খাওয়া উচিত, তারপর কটুতিক্ত প্রভৃতি রসযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিবে। পুরুষ মানুষ যদি আগে তরল পদার্থ, মধ্যে কঠিন এবং শেষে পুনরায় তরলপদার্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বল ও আরোগ্য অক্ষয় হয়। পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া আচমন করতঃ মৌনী হইয়া প্রাণাদির তৃপ্তির জন্য

আগে পঞ্চগ্রাস ও তারপর ভোজন করতঃ পুনর্বার ভালভাবে হাত মুখ ধুইয়া আচমন করিবে ॥৩ . ৩-৩৬৫

স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তশ্চ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানাঞ্চ কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—তারপর সুস্থ এবং প্রশান্ত চিত্তে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা স্মরণ করাই মানুষের কর্ত্তব্য ॥ ৩৬৬ ॥

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ,
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎ পরিণামসম্ভবং,
যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—অগস্তি, অগ্নি ও বাড়বানল আমার ভুক্ত অন্ন ভালভাবে জীর্ণ করুন, ভোজনের পরিপাক জন্য সুখোৎপাদন করুন এবং আমার শরীর ব্যাধিহীন হউক ॥ ৩৬৭ ॥

বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়-দেহদেহি-
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—সকল ইন্দ্রিয়, শরীর ও শরীরধারীদের মধ্যে যে প্রকার শ্রীবিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, সেইপ্রকার সত্যদ্বারা এই সকল অন্ন আমার পক্ষে আরোগ্যদায়ক হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হউক ॥ ৩৬৮ ॥

ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র দুইটি উচ্চারণ করিয়া নিজের হাতে উদর মার্জ্জনা করতঃ আলস্য ত্যাগ করিয়া যাহাতে বেশী পরিশ্রম না হয়, এরূপ কার্য্যাদি করিবে অর্থাৎ আহারের পর দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম পরিহার করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬৯ ॥

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখমেব বা।
আসীনঃ স্বাসনে সিদ্ধে ভূম্যাং পাদৌ নিধায় চ॥৩৭০

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে যে—সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া কিংবা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া স্বস্তিদায়ক আসনে বসিয়া মাটিতে দুইপা রাখিয়া ভোজন করিবে ॥ ৩৭০ ॥

আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে
উদঙ্মুখঃ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—পরমায়ু বৃদ্ধি হয় পূর্ব্ব মুখে, যশোলাভ দক্ষিণে, সম্পত্তি লাভ পশ্চিমে এবং উত্তর মুখে ভোজনে সর্ব্ব বাঞ্ছিত লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭১ ॥

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ।
উপবাসেন তত্তুল্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ভালভাবে ধুইয়া ও মাটিতে পাত্র রাখিয়া ভোজন করিলে উহা অনশন তুল্য হইয়া থাকে অর্থাৎ এই ভাবে ভোজন করিলে রোগাদির সম্ভাবনা কম থাকে, প্রজাপতি মনু ইহা বলিয়াছেন ॥ ৩৭২ ॥

উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ।
আচম্যার্দ্রাননোঽক্রোধঃ পঞ্চার্দ্রো
ভোজনঞ্চরেৎ॥ ৩৭৩ ॥
মহাব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিবার্য্যোদকেন তু।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশানক্রিয়াং চরেৎ ॥৩৭৪॥

অনুবাদ—গোময়লেপন দ্বারা পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে হাত, পা ধুইয়া, আচমন করিয়া, মুখ ভিজা অবস্থায় ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া পঞ্চার্দ্ররূপে ভোজন করা উচিত। গায়ত্রী পাঠ করিয়া জলধারা দ্বারা অন্নকে বেষ্টন পূর্ব্বক 'অমৃতোপস্তরণমসি' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচমন করিবে ॥ ৩৭৩-৩৭৪ ॥

স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ ।
অপানায় ততো হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্ ॥ ৩৭৫ ॥
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমীম্ ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজাঃ ॥ ৩৭৬ ॥
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতম্ ।
ধ্যাত্বা তন্মনসা দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্ ॥৩৭৭॥
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—তারপর স্বাহা ও প্রণবযুক্ত প্রাণায়, অর্থাৎ ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ প্রাণকে আহুতি দিতে হইবে। হে বিপ্রগণ! এই সকল বিষয়ে সমস্ত কিছু ভালোভাবে জানিয়া আপনাতে আহুতি দিতে হইবে, তারপর ইচ্ছামত অবশেষ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতে হয়। ভোজনের পর তদ্‌গতচিত্ত হইয়া নিজেকে প্রজাপতি দেবরূপে চিন্তা করিয়া 'অমৃতাবিপধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচমন করিতে হইবে ॥ ৩৭৫-৩৭৮ ॥

টীকা—প্রত্যঙ্মুখঃ সন্ চেদ্ভুঙ্‌ক্তে, তদা শ্রিয়মেব ভুঙ্‌ক্তে, সর্ব্বসম্পদং লভত ইত্যর্থঃ, ঋতং সত্যং সর্ব্বং বাঞ্ছিতং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। আত্মনি জুহুয়াৎ আত্মনা সহৈষামৈক্যং ভাবয়েদিত্যর্থঃ। তৎ ততঃ ভোজনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭১-৩৭৬ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

যত্তু ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরম্ ॥৩৭৯
নার্দ্ধরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নার্দ্রবস্ত্রধৃক্ ।
ন চ ভিন্নাসনগতো ন যানে সংস্থিতোঽপি বা ॥৩৮০
ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূম্যাং ন চ পাণিষু ।
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্ ।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৮১

অনুবাদ—আরও ঐ কূর্ম্মপুরাণেই বলা হইয়াছে—মস্তক আবৃত করিয়া আহার, অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখ হইয়া আহার এবং চামড়ার জুতা পরিয়া আহার আসুরিক আহার বলিয়া পরিগণিত। নিশীথে, মধ্যাহ্নে, অজীর্ণে, ভিজাকাপড়ে, ভাঙ্গাপিঁড়িতে বসিয়া, যানের উপরে বসিয়া, ভাঙ্গাবাসনে, মাটিতে ও হাতে লইয়া ভোজন করিবে না, অতিভোজন আরোগ্যের বাধাসৃষ্টি করে, পরমায়ুক্ষয় করে, স্বর্গলাভের বাধাসৃষ্টি করে, পাপ জন্মায় এবং লোকনিন্দারও কারণ হয়, তাই অতিভোজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৭৯-৩৮১ ॥

কিঞ্চ—

ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্ ।৩৮২॥

অনুবাদ—আরও বামহাতে বাসন উঠাইয়া অথবা মুখ দিয়া জল পান করা উচিত নয় ॥ ৩৮২ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

পিবতঃ পততে তোয়ং ভাজনে মুখনির্গতম্ ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩৮৩

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে যথা—জলপানের সময় মুখ হইতে জল ভোজনপাত্রে পড়িলে সেই অন্ন ভোজনের অযোগ্য হয়। তাহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥ ৩৮৩ ॥

মার্কণ্ডেয়ে—

ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানু সদা নরঃ ।
উপঘাতাদৃতে দোষান্নান্নস্যোদীরয়েদ্ বুধঃ ॥ ৩৮৪ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হইয়াছে—জানুদেশ মধ্যস্থিত স্থানে অন্ন রাখিয়া মনোযোগ সহকারে সর্ব্বদা ভোজন বিধেয়। বিদ্বানব্যক্তি কাক বা বিড়ালাদির উচ্ছিষ্ট ছাড়া অন্নের অন্য কোন দোষ দেখেন না ॥ ৩৮৪ ॥

অন্যত্র চ—

হস্তাদৃতেঽম্বুনান্যেনানশ্নন্ পাত্রাদৃতে পিবেৎ ।
দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে নীরং নিধাপয়েৎ ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরাসমম্ ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—পাত্র ব্যতীত কেবল হাতে করিয়া জল পান করা নিষেধ এবং হাত দিয়া না ধরিয়া কেবল মুখের সাহায্যে জল পান

উচিত নয়। ডানদিক বাদ দিয়া বামদিকে জল রাখিলে সেই জল মদতুল্য ও অন্ন অভোজ্য হয় ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—অশ্নন্, ভুঞ্জানঃ সন্ হস্তাদৃতে পাণিং বিনা কেবলং মুখেন জলং ন পিবেৎ ; তথা পাত্রং বিনা করাদিনা ন পিবেদিত্যর্থঃ ; অন্যথা অভোজ্যাদিকং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮৫ ॥

তৃপ্তো দদ্যাদ্ধি তদন্নং শেষং দুর্গতভৃপ্তয়ে ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—আহারের পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দুর্গতলোকেদের তৃপ্তির জন্য অর্পণ করিবে, ॥৩৮৬

টীকা—তৃপ্তঃ সমাপ্তভোজনঃ সন্ ॥ ৩৮৬ ॥

সম্যগাচম্য দক্ষাঙ্ঘ্রেরঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ ॥৩৮৭॥
ততঃ সংস্মৃত্য সন্তুষ্টঃ পুষ্টিদামিষ্টদেবতাম্ ।
সন্নিকৃষ্টৈর্বৃতঃ শিষ্টৈর্জপেদন্নপতের্মনূন্ ।
অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহি ॥ ইত্যাদি ॥ ৩৮৮ ॥

অনুবাদ—নিয়মানুযায়ী আচমন করিয়া ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলে জলছিটা দিবে। তারপর পুষ্টি প্রদানকারিণী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রীতি অনুভব করিবে। অতঃপর নিকটস্থ শিষ্টজন-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহি' ইত্যাদি অন্নপতিমন্ত্র জপ করিতে হইবে ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

টীকা—অঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ ; মন্ত্র—অঙ্গুষ্ঠেতি ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

ভক্ষয়েদথ তাম্বুলং প্রসাদং বল্লবীপ্রভোঃ ।
শিষ্টৈরিষ্টৈর্জপেদ্দিব্যং ভগবন্নামমঙ্গলম্ ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী তাম্বুল খাইয়া মনোমত শিষ্ট জনের সহিত উপবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের অত্যুত্তম মঙ্গলময় শ্রীনাম জপ করিবে ॥ ৩৮৯ ॥

টীকা—বল্লবীপ্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদমিতি তন্নিবেদিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮৯ ॥

অথ নৈবেদ্য-মাহাত্ম্যম্

বারাহে—
যো মমৈবার্চ্চনং কৃত্বা তত্র প্রাপণমুত্তমম্ ।
শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥৩৯০

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্য মাহাত্ম্য-বিষয়ে বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—আমার পূজা করতঃ আমাকে উৎকৃষ্ট অন্ন নিবেদন করিয়া তাহার শেষাংশ ভোজন করিলে, তদপেক্ষা কি বেশী সুখ হইতে পারে ? ৩৯০ ॥

টীকা—প্রাপণমুপহারং, তদেবাহ—শেষমন্নমিতি ॥ ৩৯০ ॥

স্কান্দে—
তবোপহারং ভুক্ত্বা যঃ সেবতে যজ্ঞপুরুষম্ ।
সেবিতং তেন নিয়তং পুরোডাশো মহাধিয়া ॥৩৯১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—তোমাকে প্রদত্ত উপহার ভোজন করিয়া যিনি যজ্ঞপুরুষের সেবা করেন, সেই মহামতি দ্বারা সর্ব্বদাই যজ্ঞশেষ দ্রব্য সেবন করা হয় ॥ ৩৯১ ॥

টীকা—পুরোডাশঃ যজ্ঞশেষদ্রব্যম্ ॥ ৩৯১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—
শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং
পাদোদকং তীর্থগণাদ্গরিষ্ঠম্ ।
নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিপুণ্যং
নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যম্ ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই আরও বলা হইয়াছে—শঙ্খজল উৎকৃষ্টতীর্থ হইতেও প্রধান, পাদোদক সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, নৈবেদ্যের অবশেষ কোটিযজ্ঞের পুণ্য স্বরূপ এবং নির্ম্মাল্যশেষ ব্রতের ও দানের সমান ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষং পাদজলেন বিমিশ্রিতং সহেতি বা। কচিদ্বিষ্ণোরিত্যত্র সিক্তমিতি বা পাঠঃ ॥ ৩৯২ ॥

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্ ।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত-কোটিপুণ্যম্ ॥ ৩৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসী যুক্ত বিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ বিশেষ করিয়া চরণামৃত মিশ্রিত করিয়া যিনি প্রত্যহ শ্রীভগবানের অগ্রে ভোজন করেন, তিনি দশহাজার কোটি যজ্ঞের পুণ্য লাভ করেন ॥ ৩৯৩ ॥

ষড়্ ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষে যৎ ফলং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ ॥৩৯৪

অনুবাদ—এই কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে ছয়মাস অনশন জনিত ফল লাভ হয় ॥ ৩৯৪ ॥

টীকা—ভুঞ্জতাং বিষ্ণুনৈবেদ্যশেষেণাপি তৎ ফলম্ ॥ ৩৯৪ ॥

কিঞ্চ, তত্র শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে—
ভক্ত্যা ভুনক্তি নৈবেদ্যং শালগ্রামশিলার্পিতম্ ।
কোটিং মখস্য লভতে ফলং শত সহস্রশঃ ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশালগ্রামশিলা মাহাত্ম্যে—শ্রীশালগ্রামশিলার্পিত নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে শত সহস্র কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥৩৯৫

টীকা—ভুনক্তি ভুঙ্‌ক্তে, মখস্য কোটিং লভতে, স যজ্ঞকোটিং কৃতবানিত্যর্থঃ। তস্য চ কিং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ফলমিতি। শতসহস্রশঃ অনন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, শতসহস্রশো যা যজ্ঞকোটিস্তদ্রূপং ফলং লভতে ॥ ৩৯৫ ॥

ব্রহ্মচারি-গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৯৬
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥৩৯৭॥

অনুবাদ—চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষু এই সকল লোকই শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিবেন, ইহাতে বিচার নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, আর বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে কোটি যজ্ঞের ফল পাইবেন ॥ ৩৯৬-৩৯৭ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
অগ্নিষ্টোমসহস্রৈস্তু বাজপেয়শতৈরপি ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে নূনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥৩৯৮
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥৩৯৯

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এক হাজার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ও একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য, শেষ ভোজনে অবশ্যই সেই ফল লভ্য হয়। যাঁহার অন্তঃকরণে শ্রীহরির রূপরাশি, মুখে নাম ও উদরে শ্রীহরির নৈবেদ্য এবং মাথায় হরির চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য আছে, তিনি শ্রীঅচ্যুত সদৃশ মহীয়ান্ ॥৩৯৮-৩৯৯ ॥

টীকা—অচ্যুতঃ অচ্যুততুল্য ইত্যর্থঃ, সারূপ্যাদিপ্রাপ্ত্যা ; যদ্বা, ভক্তিমার্গান্নিজেষ্টাদ্বা চ্যুতো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯৯ ॥

কিঞ্চ—
পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্ ।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥৪০০॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য দেব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরমপবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহারাই বলিয়াছেন—অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে ॥ ৪০০ ॥

কোটিযজ্ঞৈস্তু যৎ পুণ্যং মাসোপোষণকোটিভিঃ ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥৪০১
তুলস্যাশ্চ রজোজুষ্টং নৈবেদ্যস্য চ ভক্ষণম্ ।
নির্ম্মাল্যঞ্চ ধৃতং যেন মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানে, কোটি মাসোপবাসে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণদ্বারা মনুষ্য সেই ফল লাভ করে। তুলসীর ধূলিযুক্ত নৈবেদ্যভোজন এবং নির্ম্মাল্য ধারণে মহাপাতক বিনষ্ট হয় ॥ ৪০১-৪০২ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ ॥৪০৩॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥ ৪০৪ ॥
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৪০৫॥

অনুবাদ—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—হে বিপ্রগণ! অবগত হও, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য এবং অন্ন-পানাদি যে কোন দ্রব্য ভোজনবিষয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে নাই। শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য ব্রহ্মতুল্য নির্বিকার। উহা শ্রীবিষ্ণুরই অনুরূপ, যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণব্যাপারে বিকারগ্রস্ত হন, তাঁহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এবং স্ত্রীপুত্রাদিবর্জ্জিত হইয়া অনন্ত-কালের জন্য নরকগামী হন ॥ ৪০৩-৪০৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নবমন্নং ফলং পুষ্পং নিবেদ্য মধুসূদনে।
পশ্চাদ্ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যশ্চ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥৪০৬

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীমধুসূদনকে যিনি নূতন অন্ন, ফল, ফুল, প্রভৃতি অর্পণ করিয়া পরে নিজে ভোজন করেন, শ্রীকেশব তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন ॥ ৪০৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

মুকুন্দাশনশেষন্তু যো হি ভুঙ্‌ক্তে দিনে দিনে।
সিক্থে সিক্থে ভবেৎ পুণ্যং
চান্দ্রায়ণশতাধিকম্ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীমুকুন্দের নৈবেদ্যশেষ যিনি নিত্য গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির প্রতিগ্রাসে শত চান্দ্রায়ণব্রত হইতেও অধিক পুণ্যার্জ্জন হয় ॥ ৪০৭ ॥

অন্যত্রাপি—

একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥
ইতি ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থানেও উক্ত আছে—শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণমাত্রই সহস্র একাদশী ব্রতের ও কোটি মাসোপবাসব্রতের ফল লাভ হয় ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—একাদশীসহস্রৈরিত্যনেন তদ্ব্রতগণাদপি ভগবন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য মাহাত্ম্যমধিকমুক্তম্। যচ্চাগ্রে ভাগবতলক্ষণে লেখ্যং স্কান্দবচনম্—'প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ' ইতি, তচ্চ ভগবন্মহা-প্রসাদব্যতিরিক্তপরমিতি জ্ঞেয়ম্। ন চ বক্তব্যম্—বৈষ্ণবানামনিবেদিতভক্ষণং সদা নিষিদ্ধমেবেতি, যতস্তদ্বচনং ন বৈষ্ণববিষয়ম্; কিন্তু প্রাণাত্যয়েঽপি সতি যে নাশ্নন্তি তে ভাগবতা ইতি সামান্যোক্তেঃ। যদ্বা, ভগবদ্ভক্তিরেব তদ্ব্রতমিতি বুদ্ধ্যা ভগবৎপ্রীত্য-পেক্ষয়া তত্র মহাপ্রসাদান্নভক্ষণেনাপি ন দোষঃ কোঽপি প্রসজ্যেতেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতম্। ততশ্চৈতদ্বচনং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যপরমেব, ন তু তদ্ব্রতনিষেধকমিতি মন্তব্যম্; যদ্বা, নিজবিশ্বাসবিশেষেণ ভগবদধরামৃত-মহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা তদন্নাদ্যুপভোগো ভক্তিরূপাদপ্যেকা-দশীব্রতাদেকান্তিনাং পরমফলত্বেনোপাদেয় ইতি যুক্তমেবোক্তম্—'একাদশীসহস্রৈঃ' ইতি ॥ ৪০৮ ॥

ততো যথোক্তমাচম্য তাম্বূলাদি বিভজ্য চ।
মহাপ্রসাদং দাস্যেন গৃহ্ণীয়াৎ প্রযতঃ স্বয়ম্ ॥৪০৯

অনুবাদ—অতঃপর নিয়মানুযায়ী আচমন করিয়া তাম্বূলাদি নিবেদনপূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে নিজে দাস্যের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ তাম্বূলাদি গ্রহণ করিবে ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—মহাপ্রসাদরূপং তাম্বূলাদি, আদি-শব্দেন স্রক্‌চন্দনাদি, আচম্য প্রযতঃ সন্ দাস্যেন নিমিত্তেন গৃহ্ণীয়াৎ উপযুঞ্জ্যাৎ ॥ ৪০৯ ॥

তথা চ নবমস্কন্ধে শ্রীমদম্বরীষচরিতে (৪।২০)—

কামস্তু দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে মহারাজ অম্বরীষ-চরিত্রে বলা হইয়াছে—তিনি মাল্য-চন্দনাদি-বিষয়-সেবাকে ভগবজ্জনাশ্রয়া রতি লাভের জন্য ভগবদ্দাস্যে তৎপর হইয়া গ্রহণ করিতেন, পরন্তু তাহা নিজ ভোগের ইচ্ছায় নহে, ভগবৎপ্রসাদ-মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই মাত্র ॥ ৪১০ ॥

টীকা—কামং স্রক্‌চন্দনাদিভোগং চকারেতি পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। দাস্যে নিমিত্তে, ন তু ভোগেচ্ছয়া, তত্রাপ্যুত্তমঃ শ্লোকজনা বৈষ্ণবাস্তদ্বিষয়া রতিঃ প্রীতির্যথা স্যাত্তথা চকারেতি ভগবদ্ভক্ত-বিষয়ক-ভক্তেঃ পরমোপাদেয়ত্বমগ্রে লেখ্যং সূচিতম্ ॥ ৪১০ ॥

॥ ইতি নবমবিলাসটীকা ॥

নৈবেদ্যভক্ষণে যচ্চ নির্ম্মাল্যগ্রহণে চ যৎ।
মাহাত্ম্যমাদৌ লিখিতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বমিহাপি তৎ ॥৪১১

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে মহাপ্রসাদো নাম নবমো বিলাসঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বলিখিত নৈবেদ্যভক্ষণ জন্য এবং নির্ম্মাল্যগ্রহণ জন্য মাহাত্ম্য এখানেও জানিতে হইবে ॥ ৪১১ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিত ভগবদ্ভক্তি বিলাসে মহাপ্রসাদ নামক নবম বিলাস।
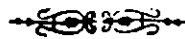
দশম-বিলাসঃ

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—কুক্কুরবৎ অতিহীন জনও কোন-প্রকারে যাঁহাদের আশ্রয় পাইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধভাগী হয়, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ভ্রমরসদৃশ সেই সকল ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥১

টীকা—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-রসিকেভ্যো নমো নমঃ।
বহুধা যততেঽজ্ঞোঽয়ং যেষাং প্রীতিচিকীর্ষয়া ॥

অথ শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদসেবনানন্তরং সৎসঙ্গসেবাং লিখন্, তৎসুসিদ্ধয়ে সতঃ প্রণমতি—শ্রীকৃষ্ণেতি, শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্ভোজয়োর্মধু ভক্তিরসং পিবন্তীতি তথা তেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ভক্তেভ্য ইত্যর্থঃ। নমো নম ইতি বীপ্সা ভক্তিবিশেষেণ। অপীত্যস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। যেষাং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপানাং কেনচিদপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ, তস্মাদপি শ্বা তত্তুল্যঃ পরমনীচজনোঽপীত্যর্থঃ, তস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুনঃ, তেষাং বা শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-মধুপানাং গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন চ যথা কমলমধুপানমত্তস্য ভ্রমতো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্মুখনির্গলন্মধুগন্ধেন কুক্কুরেংঽপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ অতস্তল্লক্ষণাদিলিখনরূপ-সজ্জনাশ্রয়াৎ সৎসঙ্গাখ্যভক্তিবিলাসস্য লিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যক্ ঘটেতেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সভাং সবিনয় শুভাম্।
গচ্ছেদ্বৈষ্ণবচিহ্নাঢ্যং পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ করতঃ শ্রীহরি-মন্দির-তিলক, মাল্য ও মুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নে বিভূষিত হইয়া বিনয় সহকারে শ্রীহরিকথারূপ অমৃত পান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাধুগণের সভায় গমন করিবে ॥ ২ ॥

টীকা—অথ মহাপ্রসাদাদিগ্রহণানন্তরম্, শুভাং নির্দ্দোষাং সর্ব্বসদ্‌গুণাঢ্যাং চেত্যর্থঃ। সবিনয়ং যথা

স্যাত্তথা গচ্ছেৎ ; কিমর্থম্ ? কৃষ্ণস্য কথৈব সুধা, তাং পাতুম্। যদ্যপি 'ন রোধয়তি মাং যোগঃ' (শ্রীভাঃ ১১।১২।১) ইত্যাদিনাঽগ্রতো লেখ্যেন বচনজাতেন সতাং সঙ্গতিমাত্রস্যাপি পরমোপাদেয়ত্বমুক্তং, তথাপি ভগবৎকথামৃতরসপানমেব পরমোপাদেয়মিতি, কিংবা 'তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি (শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪১) ইত্যাদিন্যায়েন সৎসঙ্গতো ভগবৎকথাসুধাপানং স্বতএব সম্পদ্যত ইতি" তৎ-স্বভাবানুভাবমাত্রমত্র লিখিতমিতি দিক্। কথম্ভূতঃ ? বৈষ্ণবানাং চিহ্নৈঃ হরিমন্দির-তিলক-মালা-মুদ্রাদিভিরাঢ্যঃ যুক্তঃ সন্ ; অন্যথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রত্যুত্থানাদ্যকরণাৎ, সম্ভাসদাং তেষামপরাধাপত্ত্যা তস্যাপ্যপরাধাপত্তেঃ ॥ ২ ॥

তথা চ স্মৃতিঃ—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ-সপ্তমকৌ নয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা আটভাগে বিভক্ত দিনের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিবে ॥ ৩ ॥

টীকা—ভগবৎপূজানন্তরং মধ্যাহ্নে সৎসঙ্গ ইতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্যন্ ভোজনানন্তরমেব সৎসঙ্গ ইতি স্বমতং দ্রঢ়য়ন্ স্মৃতিবচনং প্রমাণয়তি—ইতিহাসেতি, ইতিহাসো ভরতাদিঃ, ষষ্ঠ-সপ্তমৌ অষ্টধা-বিভক্তদিনভাগৌ নয়েৎ, পঞ্চমভাগে গৃহস্থস্য ভোজনবিধানাৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি

সামান্যতঃ লৈঙ্গে—

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণসমূহ লিঙ্গপুরাণে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে—শ্রীবিষ্ণুই যাঁহার উপাস্য দেবতা তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥

টীকা—বিষ্ণুভক্তমেব লক্ষয়তি—বিষ্ণুরেবেতি। দেবতা ইষ্টদেবত্বেন পূজ্য ইত্যর্থঃ, এষ বৈষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অত্র বিশেষঃ

ব্রত-কর্ম্ম-গুণ-জ্ঞান-ভোগজন্মাদিমৎস্বপি।
শৈবেষ্বপি চ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি তথা তথা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষণ—উপবাসাদি ব্রত, সদাচারাদি কর্ম্মসমূহ, করুণাদিগুণ, আত্মানাত্মবিবেকাদি জ্ঞান, বিষয়ভোগ, সদ্বংশে জন্ম ও বিদ্যা, ধন প্রভৃতি যুক্ত ব্যক্তিগণে তথা শৈবগণমধ্যেও উক্ত বিশেষপ্রকার ব্রতাদি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ বিদ্যমান আছেন ॥ ৫ ॥

টীকা—এবং বিষ্ণুদেবতাকত্বমাত্রেণ সামান্যতো ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ব্রতাদি বিশেষেণ বিশেষতো লক্ষণানি লিখতি—ব্রতেতি। ব্রতমুপবাসাদি, কর্ম্ম সদাচারঃ, গুণঃ করুণাদিঃ, জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকাদি, ভোগঃ বিষয়সেবা, জন্ম সৎকুলোৎপত্ত্যাদি, আদি-শব্দাৎ বিদ্যাবিত্তাদিঃ, তত্তদ্যুক্তেষু। যদ্যপি ব্রতাদীনামহেতুত্বাৎ তেষু বিষ্ণুভক্তা ন সম্ভবন্তি, তথাপি তেষু জনেষু মধ্যে তথা শৈবেষ্বপি মধ্যে ; চকার উক্ত সমুচ্চয়ে, তথা তথা তেন ব্রতাদি বিশেষেণৈব প্রকারেণ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। ব্রতাদিনিষ্ঠতত্তদ্সাম্প্রদায়িকমধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুর্ভগবদ্ব্রতাদিপরতয়া তত্তদ্বিশেষতো ভগবদ্ভক্তা জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্র ব্রতিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতু-ব্রতপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণম্

তথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

দশমীশেষ-সংযুক্তং দিনং বৈষ্ণববল্লভম্।
নোপাসতে মহীপাল তে বৈ ভাগবতা নরাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কথিত ব্রতিগণের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির নিমিত্ত ব্রতপরত্বই ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ, এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—যে সকল মনুষ্য দশমীশেষ যুক্ত একাদশীর উপবাস না করেন,

হে রাজন্! তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভাগবত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

টীকা—তদেব ক্রমেণ বিবিচ্য লিখতি—তত্রেত্যাদিনা হরেঃ প্রিয় ইত্যন্তেন। ভগবদ্ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি, তৎপরতা ভগবদ্ভক্তানাম্ লক্ষণম্। তত্র হেতুঃ—ভগবদ্ভক্তের্হেতুরিতি একাদশীব্রতাদিভিরেব শ্রবণাদিমুখ্যভক্তিপ্রবৃত্তিঃ। যদ্বা ভক্তির্হেতুর্যস্যাং সা, ভগবদ্ভক্তিং বিনা ভগবদ্ব্রতে স্বপ্রবৃত্তেরিতি দিক্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্; বৈষ্ণববল্লভং দিনমেকাদশী ॥ ৬ ॥

প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ।
কুর্ব্বন্তি জাগরং রাত্রৌ সদা ভাগবতা হি তে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও যাঁহারা শ্রীহরিবাসরে ভোজন করেন না এবং ঐ দিবস রাত্রি জাগরণ করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা ভাগবত বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাণাত্যয়ে মরণ-সঙ্কটেঽপি প্রাপ্তে সতি ॥৭

উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং রাত্রৌ জাগরণান্বিতাম্।
অল্পাস্ত সাধয়েদ্যস্তু স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনিই ভাগবত, যিনি উপবাস থাকিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীকে অল্পপরিমাণে হইলেও সাধন করেন ॥ ৮ ॥

ভক্তির্ন বিচ্যুতা যেষাং ন চ্যুতানি ব্রতানি চ।
সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষাং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা একাদশী ব্রতের ও কার্ত্তিকাদি ব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করেন না এবং ভক্তি হইতে বিচ্যুত নহেন ও শ্রীপতি যাঁহাদের প্রীতির পাত্র সেই সকল মনুষ্যই ভাগবত ॥ ৯ ॥

টীকা—ভগবদ্ভক্তির্ন বিচ্যুতেত্যেতল্লক্ষণং নির্দ্দিশতি—ব্রতানি একাদশীকার্ত্তিকাদি-নিয়মাঃ ন চ্যুতানি নাপযাতানি, যেষাং ব্রতানাং সম্বন্ধেন শ্রীপতিঃ সুপ্রিয়ঃ স্যাৎ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিষু ভগবদর্পণাদিনা তদাজ্ঞা-বুদ্ধ্যা বা ভক্তিহেতুঃ সদাচারপরতা—

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মীগণের মধ্যে, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণাদি ভক্ত্যঙ্গসহকারে এবং শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি শ্রীভগবানের আদেশে আমি তাহা পালন করিতেছি, এই জ্ঞানে বা ভক্তিহেতু সদাচার পালন।

কেবল ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদিগের জীবন, সন্তানের জন্য মৈথুন এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠের নিমিত্ত অন্নাদি রন্ধন, সেই সকল মনুষ্যগণকে বৈষ্ণব জানিতে হইবে ॥১০॥

টীকা—ভগবতি অর্পণং কর্ম্মণস্তৎফলস্য বা নিবেদনম্, আদি-শব্দাচ্চ ভগবতান্তর্য্যামিণা প্রেরিতোঽহং করোমীতি দাসভাববিশেষস্তেন নন্বেবমপি কর্ম্মণোঽত্যন্তবহিরঙ্গত্বেন তথান্তর্য্যামিদৃষ্ট্যা সমর্পণাৎ জ্ঞানবিশেষস্পর্শেন চ সাক্ষাদ্ভক্তিহেতুত্বাভাবাৎ তৎপরত্বেন ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরং লিখতি—তস্য ভগবতঃ আজ্ঞা, 'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে' ইতি বচনাদরেণ তত্তদ্বিহিতকর্ম্মাচরণং, ভগবদাজ্ঞা-প্রতিপালনমেবেতি সিধ্যতি। এবং ভগবদর্পণাদিনা কৃতঃ সদাচারঃ সৎকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি-হেতুর্ভবতি, অতস্তৎপরতা কর্ম্মিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্।

ধর্ম্মার্থমিত্যাদৌ যদ্যপি সাক্ষাদ্ভগবদর্পণাদিকং ন শ্রূয়তে, তথাপি তে বৈষ্ণবাঃ জ্ঞেয়া ইত্যাদুক্ত্যা তত্র তত্র ভগবদর্পণাদিকমূহ্যমেব, অন্যথা কেবলতত্তৎকর্ম্মনিষ্ঠয়া ভগবৎসম্বন্ধমাত্রাভাবাদ্বৈষ্ণবত্বানুপপত্তেঃ অথবা ধর্ম্মার্থমেব জীবিতং, ন তু বিষয়ভোগার্থং, সন্তানার্থমেব মৈথুনং, ন তু সুখার্থং, পচনম্ অন্নাদিপাকক্রিয়া বিপ্রমুখ্যার্থমেব, ন তু স্বার্থম্। তে বৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবত্বব্যতিরেকেণ তাদৃশশুদ্ধচিত্তত্বাভাবতস্তথাপ্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ১০ ॥

অধ্বগন্তু পথি শ্রান্তং কালেঽত্র গৃহমাগতম্।
যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ ॥১১

অনুবাদ—পথ পরিক্রমাহেতু পরিশ্রান্ত পথিক উপযুক্ত সময়ে গৃহে আসিলে অতিথিজ্ঞানে প্রীতি-

সহকারে যিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করেন, নিঃসন্দেহে তিনি বৈষ্ণব ॥ ১১ ॥

টীকা—ভক্ত্যা ভগবৎপ্রীত্যা ॥ ১১ ॥

সদাচাররতাঃ শিষ্টাঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকাঃ।
শুচয়স্ত্যক্তরাগা যে সদা ভাগবতা হি তে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারাই সর্ব্বদা ভাগবত বলিয়া গণ্য হন, যাঁহারা সদাচার পালনকারী, শাস্ত্রানুগত, সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াবান্, পবিত্র এবং কর্ম্মফলে অনাসক্ত ॥ ১২ ॥

টীকা—শিষ্টাঃ শাস্ত্রপরাঃ, ত্যক্তো রাগঃ কর্ম্মফলাদৌ যৈস্তে, এবঞ্চ ভগবদর্পণমায়াতমেব ॥ ১২ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্ ॥১৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-অম্বরীষ-সংবাদে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা জীবন, ধর্ম্ম ও শ্রীহরির জন্য এবং দিবারাত্র পুণ্য কর্ম্ম নিমিত্ত যিনি ব্যয় করেন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি ॥ ১৩ ॥

টীকা—এবং যস্য পুণ্যার্থেঽহোরাত্রাণি ভবন্তি তম্ ॥ ১৩ ॥

লৈঙ্গে চ—
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রবর্ত্তকান্।
প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—লিঙ্গ পুরাণেও বলা হইয়াছে—শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিষ্ণুভক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া যিনি তুষ্ট হন, তিনি বৈষ্ণব বলিয়া আখ্যাত হন ॥ ১৪ ॥

টীকা—শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকান্ ॥ ১৪ ॥

গুণবৎসু ভক্তিহেতুঃ কৃপালুত্বাদি-সদ্গুণশীলতা।

স্কান্দে তথৈব—
পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্ম্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিহেতু কৃপালুত্বাদি সদ্গুণশীলতা বিষয়ে স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে ভগীরথকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—যাঁহারা অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করেন, এই প্রকার ভগবদ্ধর্ম্মানুরক্ত মনুষ্যগণকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

টীকা—অতস্ত এব নরা ভগবদ্ধর্ম্মনিরতা বৈষ্ণবাঃ; যদ্বা, বৈষ্ণবা ইত্যত্র হেতুঃ ভগবতো ধর্ম্মঃ স্বভাবঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদিস্তত্র নিতরাং রতা ইতি ॥ ১৫ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে—
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়-স্কন্ধে শ্রীকপিল-দেবহূতিসংবাদে—তিতিক্ষু কারুণিক সর্ব্বজীব সুহৃৎ এবং অজাতশত্রু ব্যক্তিগণকেই সাধু বলা হইয়াছে। সুশীলতাই ইঁহাদের অলংকার ॥ ১৬ ॥

টীকা—যে তিতিক্ষব ক্ষমাশীলাঃ, সুহৃদঃ নিরুপাধ্যুপকারিণঃ, শান্তাঃ ক্রোধাদিরহিতা বিনয়াদিমন্তো বা, সাধু সুশীলমেব ভূষণং যেষাং তে; তুলসীমালাদি সদ্ব্যংবা, তে সাধবঃ ভগবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ। 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩) ইত্যুপক্রম্য সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' (শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৮) ইত্যাদ্যুপসংহারে বদতা শ্রীভগবতা সাধব এব ভক্তা ইত্যভিব্যঞ্জনাৎ। এবং মহচ্ছব্দেনাপি মুখ্যতয়া ভগবদ্ভক্ত এনাভিধীয়তে, শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—'হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ' (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২) ইত্যাদিবচনার্থবিচারাৎ। তথা সচ্ছব্দেনাপি ভগবদ্ভক্ত এব—'যৎ-পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা, কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ' (শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৯) ইত্যাদিবচনার্থানুসারাদিত্যেষা দিক্ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে —হে পুত্রগণ! বিদ্বান ব্যক্তিগণের মতে মহৎ সেবাই মুক্তিদ্বার, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সংসারের বা নরকের দ্বার বলিয়া জানিবে। যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী, প্রশান্ত ক্রোধরহিত, সর্ব্বজীব সুহৃৎ এবং সদাচার-নিষ্ঠ, তাঁহারাই মহৎ ॥ ১৭ ॥

টীকা—বিমুক্তেঃ বিশিষ্টায়া মুক্তেঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ তমসঃ সংসারস্য নরকস্য বা দ্বারম্, সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭ ॥

———

একাদশস্কন্ধে ভগবৎ-প্রদত্তোদ্ধব-প্রশ্নোত্তরে (১১।২৯-৩১)—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ ১৮ ॥
কামাক্ষুভিতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥১৯
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥২০

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান কহিতেছেন—পরদুঃখ, কাতর, সহিষ্ণু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, অসূয়াদি রহিত, সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, সর্ব্বোপকারক, কামসকলে অক্ষুব্ধচিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহশীল, কোমল স্বভাব, সদাচার সম্পন্ন, অপরিগ্রহী, দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, লঘ্বাহারী, সংযতান্তঃকরণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রয়, মননশীল সাবধানী, নির্বিকার, ধৈর্য্যশীল, জিতষড়্গুণ, বাসনারহিত, মানদায়ক, পর প্রবোধন সমর্থ, অবঞ্চক কারুণিক ও সম্যগ্ জ্ঞানীই বৈষ্ণবপদবাচ্য ॥ ১৮-২০ ॥

টীকা—শ্রীভগবতা প্রকর্ষেণ দত্তে উদ্ধবকৃতপ্রশ্নস্য 'সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোকঃ মতঃ কীদৃগ্‌বিধঃ প্রভো' ইত্যস্য উত্তরে প্রতিবচনে কৃপালুঃ পরমদুঃখাসহিষ্ণুঃ, সর্ব্ব-দেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃত-দ্রোহঃ ; যদ্বা, সর্ব্বদেহি-নাম্ উত্তম-মধ্যমনীচানাং তিতিক্ষুঃ অপরাধসহিষ্ণুঃ, সত্যং সারঃ স্থিরং বলং যস্য সঃ, অনবদ্যাত্মা অসূয়াদি-রহিতঃ, সুখদুঃখয়োঃ সমঃ, যথাশক্তি সর্ব্বেষা-মুপকারকঃ, কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ, দান্তঃ সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়ঃ, মৃদুঃ অকঠিনচিত্তঃ, শুচিঃ সদাচারঃ, অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ, অনীহঃ দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ, মিত-ভুক্ লঘ্বাহারঃ, শান্তঃ নিয়তান্তকরণঃ, স্থিরঃ স্বধর্ম্ম-নিয়মাদৌ, মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ, মুনির্মননশীলঃ বৃথাবার্ত্তাত্যাগী বা, অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ, গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ, ধৃতিমান্ বিপদ্যপি অকৃপণঃ, জিতষড়্-গুণঃ ক্ষুৎ-পিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ—এতে জিতা যেন সা, অমানী মানাকাঙ্ক্ষারহিতঃ, অন্যেভ্যো মানদঃ, কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ, মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ, কারুণিকঃ করুণয়ৈব সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তমানঃ, ন তু দৃষ্টলোভেন, কবিঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভগবদ্বর্ণশীলো বা ; যদ্যপ্যেতে পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদয়ো গুণাঃ কতি-চিদন্যেষ্বপি সম্ভবেয়ুঃ তথাপি 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগ-বত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২) ইত্যাদি-ন্যায়েন সর্ব্বেষামেষাং গুণানাং ভগবদ্ভক্তেষ্বেব সম্যক্ বৃত্তেঃ। কিংবা ভগবদ্ভক্তানাং শুদ্ধসাত্ত্বিকতয়া তেষ্বেব নিষ্ঠাব্যাপ্ত্যা তৈর্গুণৈর্ভগ-বদ্ভক্তত্বং বোধ্যত ইতি দিক্। এবমগ্রেঽপূহ্যং ॥১৮-২০

———

বিষ্ণুপুরাণে যম-তদ্ভটসংবাদে—

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্ম-সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে ।
ন হরতি ন চলতি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
স্থিরমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূতসংবাদে উক্ত হইয়াছে—যিনি স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবিচলিত, শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি সম্পন্ন, অনুদ্ধত, পরদ্রব্যে স্পৃহাহীন এবং স্থির চিত্ত তিনিই বিষ্ণুভক্ত ॥ ২১ ॥

———

জ্ঞানিষু ভক্তিহেতুর্জ্ঞানবত্তা

একাদশে (২।৪৫-৫২) হবিযোগেশ্বরোত্তরে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে—হে নরেন্দ্র। পরমাত্মা শ্রীহরি যাঁহার দৃষ্টিতে নিখিল বস্তুর ও জীবের নিয়ন্তা বা বিভূতি স্বরূপ এবং পরমাত্মা ভগবানে সর্ব্বভূতের অস্তিত্ব দর্শন করেন তিনি ভাগবত শ্রেষ্ঠ ॥ ২২ ॥

টীকা—শ্রীহবিযোগেশ্বরস্য উত্তরে, 'অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্। যথা চরতি যদ্‌ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥' (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৪) ইতি শ্রীনিমিপ্রশ্নস্য প্রতিবচনে। তত্র যদ্ধর্ম্মো যস্মিন্ ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ইত্যস্যোত্তরম্—সর্ব্বভূতেষ্বেতি। 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ' ইতি তন্ত্রোক্তেঃ, আত্মনো হরেঃ সর্ব্বভূতেষু মশকাদিষ্বপি নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানস্য ভগবদ্ভাবং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব যঃ পশ্যেৎ ন তু তারতম্যম্। অয়ঞ্চাত্মজ্ঞানপর ইতি জ্ঞেয়ং প্রকরণবলাৎ। এবমগ্রে 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি-পদদ্বয়েঽপি। অতএব পশ্যেদিতি সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। আত্মজ্ঞানপরস্য তাদৃশভগবজ জ্ঞানাসম্ভবাত্তথা আত্মনি হরাবেব ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। কথম্ভূতে ভগবতি?—অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাদিরূপে, ন পুনর্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদিপ্রসক্ত্যা ঐশ্বর্য্যাদি-প্রচ্যুতিং পশ্যেৎ, স সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং ভগবত্তত্ত্বং পশ্যন্ ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ন যস্য স্ব-পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্ত স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ধনসম্পদে বা আত্মায় নিজের ও পরের এই ভেদবুদ্ধি যাঁহার নাই, সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও শান্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ২৩ ॥

টীকা—বিত্তেষু স্বীয়ং পরকীয়ং বেতি আত্মনি চ স্বপরো বোত ভেদো যস্য নাস্তি, যতঃ সব্বভূতেষু সমঃ। ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবত্তত্ত্বদৃষ্ট্যা বা, ব্যবহারাদিনা তুল্যং, অতএব শান্তঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিঃ, 'সমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেঃ (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৬) ইতি ভগবদুক্তেঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ, অস্য চ সদা ভগবন্নিষ্ঠত্বেন সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহারাদিনা পূর্ব্বোক্তাদপি শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্; অতএব তস্মাদুত্তরো লেখ্যঃ এবমগ্রেঽপি ॥ ২৩ ॥

একাদশে শ্রীভগবদুক্তৌ (১১।৩৩)—

জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান কহিতেছেন—সচ্চিদানন্দরূপ সর্ব্বাত্মা দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন আমাকে না জানিয়া বা জানিয়াও যাঁহারা একান্তভাবে ভজন করেন, তাঁহারাও আমার ভক্ততম, ইহাই আমি মনে করি ॥ ২৪ ॥

টীকা—যাবান্ দেশকালাপরিচ্ছিন্নঃ, যশ্চ সর্ব্বাত্মা, তং মাং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা পুনঃ পুনর্জ্ঞাত্বা একান্তভাবেন যে ভজন্তি। যদি চৈবং ব্যাখ্যেয়ং, যাবান্ নিত্যকৈশোরা-দিরূপঃ, যশ্চ শ্রীদেবকীনন্দন-যশোদাবৎসল্যেত্যাদি-রূপঃ যাদৃশঃ সহজপরমসৌন্দর্য্যগুণ-লীলারসবিশেষা-শ্রয়ঃ। অন্যৎ সমানম্; ভাবঃ প্রেম্ন এব পূর্ব্বাবস্থা, তত্রাপীশ্বরদৃষ্ট্যা ভয়গৌরবাদিনা বিশুদ্ধত্বাভাবাৎ বিশুদ্ধপরমপুরুষার্থরূপপ্রেম্নো ন্যূনঃ, অতএব শ্রীস্বামিপাদৈশ্চ তদ্ব্যাখ্যাতং সর্ব্বলক্ষণসারমাহেতি। যদ্বা, প্রথমং জ্ঞাত্বা অথানন্তরমজ্ঞাত্বা ভক্তিপরি-পাকেনানুসন্ধায়েতি। যদ্বা, অপ্যর্থে অথ-শব্দঃ। জ্ঞাত্বা ত্বজ্ঞাত্বাপি কেবলমেকান্তিত্বেন যে ভজন্তি পরি-চরন্ত্যেব, তদা প্রেমপরতাদৌ পদ্যমেতদ্দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৪

তত্রৈব হবিযোগেশ্বরোত্তরে (১১।২।৪৬-৪৭)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥২৫॥

অনুবাদ—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন জনে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তজনের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞলোকেদের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বিমুখ জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যমশ্রেণীর ভক্ত ॥ ২৫ ॥

টীকা—ঈশ্বরে ভগবতি প্রেম, তদধীনেষু তদ্ভক্তেষু মৈত্রী সখ্যং, বালিশেষু অজ্ঞেষু কৃপাং, দ্বিষৎসু চোপেক্ষাং যৎ করোতি, স মধ্যমভাগবত ইত্যর্থঃ, তাদৃশভেদদর্শনাৎ; যদ্বা, সর্ব্বভূতেষ্বিত্যস্যায়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ—আত্মনো যো ভগবান্ ইষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য ভাবং প্রেম সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ, তথা যানি ভূতানি সর্ব্বাণি তেষাঞ্চ ভাবং ভগবতি যঃ পশ্যেৎ; তেষাং তদ্ভাবে হেতুঃ—'আত্মনি আত্মবৎ স্বতো জগতঃ

প্রেমাস্পদে; যদ্বা, চেতয়িতরি তৎপ্রেরণপ্রসাদেনৈব তদ্ভাব ইত্যর্থঃ। কিংবা আত্মনোঽপি চেতয়িতৃত্বেন তস্য পরমাত্মতয়াত্মনোঽপি সকাশাৎ পরমপ্রেমাস্পদত্বং যুক্তমেবেতি। এবঞ্চ স্বয়ং পরমপ্রেমরসপ্লুততয়া স্বানুমানেনান্যেষ্বপি তথাদৃষ্ট্যাসৌ ভাগবতোত্তম এব ইত্যর্থঃ' ইতি। তদপেক্ষয়া চাস্য মধ্যমত্বমুচিতমেব। তাদৃশপ্রেমরাহিত্যেন সর্ব্বত্র তাদৃশদৃষ্ট্যভাবাৎ ইত্থং ব্যাখ্যায় চ পদ্যমিদং প্রেমপরতাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥২৬॥

অনুবাদ—প্রতিমাতে শ্রদ্ধাসহকারে যিনি শ্রীহরির পূজা করেন কিন্তু তাঁহার ভক্ত কিংবা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত ॥ ২৬ ॥

টীকা—অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব পূজামীহতে করোতি, ন তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ন করোতি প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধঃ, অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ, শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অর্চ্চায়ামিত্যনেন চ তস্য তত্রার্চ্চাবুদ্ধ্যপগমসূচনাৎ। 'পূজ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' ইত্যাদিবচনপ্রামাণ্যেন দোষবিশেষাপত্তেস্তথা বৈষ্ণবাসম্মাননাচ্চ কনিষ্ঠত্বং দর্শিতম্। যদ্বা, অর্চ্চায়ামিতি নিমিত্তসপ্তমী। পূজার্থমেব হরেঃ পূজাং শ্রদ্ধয়া করোতি, তথা অন্যেষু চ দেবতান্তরেষু ভক্তঃ, ন চ তদ্ভক্তেষু বৈভবেষু ভক্তঃ, স প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠো ভাগবত ইত্যর্থঃ। সোঽপি ভগবৎপূজা-প্রবৃত্ত্যা কালেনোত্তমো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। অস্য চ দেবোত্তমাদিজ্ঞানেনৈব, কিংবা হরেঃ পূজনেনৈব লোকেষু নিজপূজা স্যাদিত্যনেন তৎপূজায়াং প্রবৃত্তের্জ্ঞানিত্বং গময়তি ॥ ২৬ ॥

ভোগবৎসু ভক্তিহেতুর্ভোগানাসক্ততা

হবিযোগেশ্বরোত্তরে (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৮)—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৭॥

অনুবাদ—ভোগবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভোগবিষয়ে অনাসক্ততা ভক্তির হেতু হইয়া থাকে—হবিযোগেশ্বরের উত্তরে—হে মহারাজ! ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিয়াও যিনি এই পৃথিবীকে বিষ্ণুমায়ারূপে অনুভব করতঃ ঐ সমস্ত মায়িক ভোগ্য দ্রব্যে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করেন না, সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম ॥ ২৭ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্ণাত্যেব, ইন্দ্রিয়ৈরর্থান্ বিষয়ান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশব্দার্থঃ; ন দ্বেষ্টি—তেষাং দোষবত্ত্বেঽপি সতি ন নিন্দাদিকং করোতীত্যর্থঃ। ন কাঙ্ক্ষতি গুণবত্ত্বেঽপি সতি ন কাময়তে, যথোৎপন্নমেব তান্ সেবতে ইত্যর্থঃ, ভোগানাসক্তত্বাৎ। তত্রৈব হেতুঃ—ইদমর্থাদিকং সর্ব্বমপি বিষ্ণোর্মায়াং মায়েতি পশ্যন্নিতি ॥ ২৭ ॥

সজ্জন্মবিদ্যাদিমৎসু ভক্তিহেতুর্নিরভিমানিতা

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২।৫১)—

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥২৮
ভাবাঃ কথঞ্চিদ্ভক্ত্যেব জ্ঞানানাসক্ত্যমানিতা।
ভক্তিনিষ্ঠাপকা জায়ান্ততো হ্যুত্তমতোদিতা ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সৎকুলে জন্ম ও বিদ্যাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিরভিমানতাই ভক্তির কারণ, একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—এই পাঞ্চভৌতিক দেহে যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতিহেতু অহংভাবে জন্মায় না, হে মহারাজ! তিনিই হরিপ্রিয়। অমানিতা জ্ঞান এবং অনাসক্তি প্রভৃতি ভাব সকল কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদি ভক্তিদ্বারাই ভক্তির পরিপোষক হয়, এই হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব হইতে তাহাদের উৎকর্ষ হইয়া থাকে ॥২৮-২৯ ॥

টীকা—জন্ম সৎকুলং, কর্ম্ম তপ আদি, বর্ণো বিপ্রত্বাদিঃ, আশ্রমঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিঃ জাতিঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠতাদ্যনুলোমজত্বং, তৈরপ্যস্মিন্ ঈদৃশগুণবত্যপি দেহে যস্যাহংভাবঃ মহাকুলীনোঽহমিত্যাদ্যভিমানো নসজ্জতে, স হরেঃ প্রিয়ো ভগবদ্ভক্তোত্তমো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকা—নন্বেবং নির্ব্বিশেষ-ভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবায়াতং, তৎ কুতঃ ? তত্র তত্র এষ ভাগবতোত্তম ইত্যাদি-নির্দ্দেশাৎ ; তত্রাহ—ভাবা ইতি। কথঞ্চিৎ কেনাপি কিঞ্চিৎপরিচর্য্যাভাবাদিনা প্রকারেণ যা ভক্তিস্তয়ৈব, ন তু কর্ম্মাদিনা যাস্তাঃ পূর্ব্বলিখিতা জ্ঞানাদয়ো জাতা বা যদি ; তত্র জ্ঞানং সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদিষু অনাসক্তিশ্চ ভোগানাসক্তত্বং 'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ' ইত্যত্র, অমানিতা চ নিরভিমানত্বং 'ন যস্য জন্ম' ইত্যত্র দর্শিতম্। কথম্ভুতাঃ ? ভক্তেঃ নিষ্ঠাপকাঃ পরিপাক-প্রাপকাঃ, অনেন চ ভক্তের্জাততয়া প্রাপ্তং ভক্তের্জ্ঞানাদিফলত্বং নিরস্তং, ভক্তিজাতাবান্তর-ফলরূপ-জ্ঞানাদিপরিকরৈর্ভক্তের্ভক্তিনিষ্ঠাফলত্বাৎ। হি-শব্দোঽবধারণে। ততস্তেভ্যস্তদভিপ্রায়েণৈব বা উত্তমতা তেষাম্ উদিতা উদ্‌গতা, তত্র তত্রোক্তা বা, অন্যথা জ্ঞানাদিমাত্রপরত্বেন ভাগবতোত্তমত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সকারণং বিবৃতমেবাস্তি। অত্র চ তাদৃশ-জ্ঞানাদ্যনঙ্গীকারেণাসামান্যভক্তমাত্রলক্ষণে তে লিখিতাঃ, তথাপি ভাগবতোত্তম ইত্যাদিকং পূর্ব্বলিখিতভগবদ্ভক্তপরাদ্যপেক্ষয়োহ্যমিত্যেষা দিক্ ॥ ২৯ ॥

শৈবেষু শ্রীশিবকৃষ্ণাভেদকাঃ

বৃহন্নারদীয়ে—

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শৈবগণের মধ্যে শ্রীশিব ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদজ্ঞানকারিগণই বৈষ্ণব, বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুতে এবং পরম ঈশান শ্রীশিবে সমবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই ভাগবতোত্তম ॥৩০

টীকা—যথা জ্ঞানাদি-সম্প্রদায়েষু ভগবজ্‌জ্ঞানাদিপরতয়া ভগবদ্ভক্তলক্ষণং লিখিতম্, তথা শৈবসম্প্রদায়েষ্বপি শ্রীশিবেন সহ শ্রীকৃষ্ণস্যাভেদকতা অপৃথক্ দর্শনং ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ তেষাং ভগবচ্ছাস্ত্রার্থপরতাদিকম্।
সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং মুখ্যং লক্ষণং লিখ্যতেঽধুনা ॥৩১

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তগণের অন্যান্য ভগবৎ শাস্ত্রপরত্বাদি অন্যান্য ভক্তি লক্ষণ থাকিলেও এখন সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপ ভগবদ্ভক্তির প্রধান বা মুখ্য লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥

টীকা—যদ্যপি পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রপরেষু ভাগবতশাস্ত্রপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎস্তৎকল্পনয়াঽলমিতি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদাবত্রাপি ব্যাখ্যা ঘটতে, তথাপি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদৌ সাক্ষাদেব ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎকল্পনয়ালম্। অতএব লিখতি—অন্যচ্চেতি। তেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিস্বরূপম্, অতএব পূর্ব্বং সর্ব্বত্র ভক্তিহেতুরিতি ঘটিতম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতা

স্কান্দে—

যেষাং ভাগবতং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধৌ।
পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ ॥ ৩২ ॥
যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ।
মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে—ভাগবত শাস্ত্র যাঁহারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন ও পূজা করেন, সেই সকল মনুষ্য ভাগবত বলিয়া আখ্যায়িত হন। ভাগবত শাস্ত্র যাঁহাদের প্রাণ হইতেও অধিক, শ্রীভগবান সেই শ্রেষ্ঠ মানবগণকে মহাভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকা—ভাগবতং ভগবৎপরং শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং বা ॥ ৩২ ॥

বৈষ্ণবসম্মান-নিষ্ঠা

লৈঙ্গে—

বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্বা সুমুখঃ প্রিয়ঃ।
প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা।
স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণাম-পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্বা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥৩৫

অনুবাদ—বৈষ্ণবসম্মানবিষয়ে নিষ্ঠা সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীবাসুদেবকে যে প্রকার প্রণামাদি করা হয়, সেইপ্রকার যিনি শ্রীবিষ্ণুভক্ত-ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া প্রীতিসহকারে সহাস্যবদনে প্রণামাদি করেন, তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি ত্রিভুবন পবিত্র করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ভক্তের মুখ নির্গত কটু কথা শুনিয়াও যিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্ভাষণাদি করেন, তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব॥ ৩৪-৩৫॥

টীকা—যদ্যপি বৈষ্ণবসম্মানন-মাত্রমেব ভক্তিহেতুত্বেন পূর্ব্ববৎ ভগবদ্ভক্তলক্ষণং স্যাৎ, তথাপি কদাচিদন্যস্যাপ্যাতিথ্যাদিনা তৎ ঘটেত ইতি ভগবদ্ভক্তপরতাদিবৎ তৎপরত্বাভাবেন ভগবদ্ভক্তত্বাহানি-প্রসঙ্গাদত্র নিষ্ঠাশব্দপ্রয়োগঃ। এবমগ্রেঽপূহ্যম্॥ ৩৪॥

টীকা—তথেতি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে. অনির্ব্বচনীয়া ইতি বা, ভাগবতেন বৈষ্ণবেন ঈরিতা উক্তাঃ গিরঃ বাক্যানি শৃণ্বন্নপি, ক্ষান্ত্বা তা গিরঃ সোঢ়া বদেৎ সম্ভাষেৎ॥ ৩৫॥

ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণুভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সবসময় নিজের সামর্থ্য অনুসারে ভগবদ্ভক্তগণের অন্নবস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করেন, তাঁহাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত বলিতে হইবে॥ ৩৬॥

টীকা—যথাশক্ত্যা যথাশক্তি; যদ্বা যথা যথাবৎ শক্ত্যা স্বশক্তিং ন্যস্যেতার্থঃ॥ ৩৬॥

গারুড়ে—
যেন সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ।
বৈষ্ণবেষু কৃতাত্মত্বান্মহাভাগবতো হি সঃ॥ ৩৭॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া বৈষ্ণবগণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় মহাভাগবত বলিয়া অভিহিত॥ ৩৭॥

শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সংবাদে—
তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যে নমস্কুর্ব্বতে নরাঃ।
তৎকাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥৩৮॥
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় সন্তোষং কুর্ব্বতে তু যে।
তন্মূলমৃদ্ধৃতা যৈশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসী সেবায় নিষ্ঠা বিষয়ে বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবান-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে—যাঁহারা তুলসী কানন দেখিয়া প্রণাম করেন এবং তুলসীকাষ্ঠ কর্ণে ধারণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম। যাঁহারা তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করতঃ আনন্দিত হন এবং তুলসী মূলের মাটি দিয়া ললাটাদিতে তিলকাদি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম॥ ৩৮-৩৯॥

টীকা—তস্যাস্তুলস্যা মূলস্য মৃৎ মৃত্তিকা তিলকাদিরূপেণ ভালাদৌ যৈর্ধৃতা॥ ৩৯॥

শ্রীভগবতঃ কথাপরতা

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সংবাদে—
মৎকথাশ্রবণে যেষাং বর্ত্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ।
তদ্বক্তরি সুভক্তিশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের কথায় তৎপরতা সম্বন্ধে ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই শ্রীভগবদুক্তি—আমার কথা শোনার জন্য যাঁহাদের সাত্ত্বিকী মতি রহিয়াছে এবং মৎকথা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি আছে, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম॥ ৪০॥

টীকা—এবং ভক্তি-বাহ্যাঙ্গবতাং ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিত্বেদানীং ভক্ত্যন্তরঙ্গবতাং লক্ষণানি লিখতি—মৎকথেত্যাদিনা যাবদেতল্লক্ষণসমাপ্তি। সাত্ত্বিকী কামাদিরহিতা স্থিরা বা, তস্য মৎকথায়া বক্তরি কথকে॥ ৪০॥

স্কান্দে শ্রীভগবদর্জ্জুনসংবাদে—

মৎকথাং কুরুতে যস্তু মৎকথাঞ্চ শৃণোতি যঃ।
হৃষ্যতে মৎকথায়াঞ্চ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবদর্জ্জুন-সংবাদে—আমার কথার বক্তা, শ্রোতা এবং যিনি আমার কথায় আনন্দ পান, তিনি নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৪১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে (২৫।২৩) তত্রৈব —

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্‌গতচেতসঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্দে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে কপিলদেবের উক্তিতে যাঁহারা সবসময় অপ্রগল্‌ভ হইয়া আমার পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট থাকাতে ত্রিতাপ জ্বালা তাঁহাদিগের ব্যাথা জন্মাইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

টীকা—এতান্‌ মৎকথায়াঃ শ্রোতৄন্‌ বক্তৄংশ্চ তাপা আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ন তপন্তি, ন ব্যথয়ন্তি। কুতঃ? কথয়ৈব মদ্‌গতং চেতো যেষাং তান্‌; যদ্বা, যে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে, তে সাধব ইত্যত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ, সাধু-লক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ। ততশ্চ শ্রবণাদিত্রয়ং তাপানভি-ভূতত্বং চৈকমিত্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তম্‌; যদ্বা, মদ্‌-গতচেতস ইতি—মৎস্মরণপরাংশ্চ ন তপন্তীত্যর্থঃ; এবং ক্রমেণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরাণাং মাহাত্ম্যং জ্ঞেয়ম্‌. তে সাধব ইতি—সাধুলক্ষণান্তঃপাতিত্বাৎ স্বত এবায়াতি ॥ ৪২ ॥

নামপরতা

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব—

মন্মানসাশ্চ মদ্ভক্তা মদ্ভক্তজন-লোলুপাঃ।
মন্নামশ্রবণাসক্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনামে তৎপরতা, বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবদুক্তিতে যথা—আমার ভক্ত আমাতে সমর্পিত চিত্ত, আমার ভক্তজনের প্রতি লোভ পরায়ণ এবং আমার নাম শ্রবণে অনুরক্ত, ইহাঁরা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৪৩ ॥

টীকা—মদ্ভক্তা ইতি—মৎসেবাদিপরা ইত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তং, তথাপ্যন্যত্র স্মরণাদি-ত্রয়বৃত্তেরত্র নামপরতা-প্রকরণে নামশ্রবণাসক্তত্বমেব একং লক্ষণম্‌, তৎ ত্রয়ঞ্চ তত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ম্‌; এবমন্যত্রাপি ॥ ৪৩ ॥

যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শৃণ্বন্তি হর্ষিতাঃ।
রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিনাম শ্রবণে যাঁহারা আনন্দ পান এবং সানন্দে তাহা শ্রবণ করেন ও শ্রীনাম শ্রবণে রোমাঞ্চিত কলেবর হন, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৪৪ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ।
হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেরই অন্যত্র উক্ত আছে যে—অন্যের উন্নতি দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হন এবং যাঁহারা হরিনাম পরায়ণ তাঁহারা অবশ্যই ভাগবতোত্তম ॥ ৪৫ ॥

টীকা—নামপরা ইতি—নামশ্রবণকীর্ত্তনাদিকারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

স্মরণপরতা

তত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগদ্বেষাদিনিবৃত্ত্যা স্মরণম্‌ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যম-তদ্ভট সংবাদে—

ন চলতি য উচ্চৈঃ শ্রীভগবৎপদারবিন্দে,
সিতমনাস্তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্‌ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—স্মরণে তৎপরতা, এই বিষয়ে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাদ্বারা রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইলেই স্মরণ হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূত-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীভগবদ্‌পাদপদ্মে অতিশয় শুদ্ধমনা অর্থাৎ সুবিশুদ্ধ চিত্ত এবং যিনি কখনই বিচলিত হন না, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬ ॥

টীকা—এবং কথাপরতয়া নামপরতয়া চ ভগ-

বদ্ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ত্তনপরত্বং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং 'ন চলতি' ইত্যাদিনা 'অর্কতাপ' ইত্যন্তেন স্মরণপরত্বং লিখন্ তত্র বিশেষং লিখতি—তত্রেতি। স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগতো দ্বেষাচ্চ ; আদি-শব্দেন কলিকলুষ-লোভাদেশ্চ সকাশান্নিবৃত্তিরূপরতিঃ, তয়া যৎ স্মরণম্

তত্র তু স্মরণপরং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তং সসাধনং নির্দ্দিশতি—ন চলতীতি। উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কত্বাদতিশয়েন সিতং স্বচ্ছং রাগাদিরহিতং মনো যস্য ; যদ্বা, প্রস্তাবাদর্থাপত্ত্যা বিষ্ণাবেব, কিংবা উচ্চৈঃ পরমোচ্চতরেঽত্যন্ত-দুর্ল্লভে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে সিতং বদ্ধং মনো যেন তং বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধি। সিতমনস্তুস্যাবিজ্ঞেয়ত্বাৎ জ্ঞাপকচিহ্নান্যাহ—ন চলতীতি। বিষ্ণোরিয়মাজ্ঞেত্যেবং হি ক্রিয়মাণঃ স্বধর্ম্মো বিষ্ণুং প্রীণয়ন্ সত্ত্ব-শুদ্ধিদ্বারা তদ্ভক্তিহেতুত্বেনাত্র স্মরণস্য সাধনম্। শুদ্ধসত্ত্বস্য রাগাদ্যভাবাদাত্মনঃ সুহৃৎপক্ষে বিপক্ষপক্ষে চ সমমতিত্বং, পরস্বহরণাদিনিবৃত্তিশ্চ স্বতএব ভবতীতি তদপি তস্য সাধনমুপপদ্যত এব। ততশ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ম্—যো ন চলতি, স উচ্চৈঃ সিতমনাঃ স্যাৎ, তঞ্চ বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধীতি। তত্র চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বেষামপি সাধনত্বং, কিংবা যথাসম্ভবং হেতু-হেতুমত্ত্বং দ্রষ্টব্যম্ ; এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনম্।
মনসি কৃত-জনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবেহি হরেরতীবভক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যে বিমলমতির আত্মা কলিকলুষমল দ্বারা মলিনীকৃত হয় না এবং সর্ব্বদাই যিনি শ্রীজনার্দ্দনকে মনের মধ্যে ধারণ করেন, তাঁহাকে শ্রীহরির অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

টীকা—অস্যৈব প্রপঞ্চঃ—কলিকলুষ ইত্যাদিনা। যদ্বা, ন হরতি, ন চলতীত্যাদিনা পরস্বহরণ-পরদ্রোহ-নিবৃত্তিলক্ষণমাত্র-পাপনিবৃত্তিরুক্তা ; ইদানীং কলিকালীন-বিবিধপাপবর্গনিবৃত্তিরেব বিষ্ণুভক্তস্য সাধনং স্বভাবং বা লিখতি—কলীতি। আত্মা বুদ্ধিঃ মনো বা, মনসাপি পাপং যো নাচরতি, কিং পুনর্বাচা কায়েন বেত্যর্থঃ। অতঃ মনসি সততং কৃতো জনার্দ্দনো যেন তম্, অতীবেতি—পরমদুস্তর-কলিকালীনপাপ-পরম্পরয়া প্রমাদাদিনা কথঞ্চিদপ্যস্পর্শাৎ ॥ ৪৭ ॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—নির্জ্জনস্থানে পতিত পরস্ব সুবর্ণ খণ্ডকেও যিনি অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট থাকেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—অধুনা পাপমূল-লোভরাহিত্যঞ্চ বিষ্ণুভক্তস্য পূর্ব্ববৎ সাধনং স্বভাবো বেত্যাহ—কনকমপীতি। পরস্বং কনকমিত্যন্বয়ঃ, অবেক্ষ্য দৃষ্ট্বা বুদ্ধ্যা তৃণমিব সমবৈতি, অত্যন্ততুচ্ছবুদ্ধ্যা নাদত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদি-দোষঃ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—মৎসরাদি দোষদুষ্ট মনুষ্য কোথায় আর স্ফটিকপর্ব্বতের প্রস্তরখণ্ডের মত সম্পূর্ণ নির্ম্মল বিষ্ণুই বা কোথায় ? অর্থাৎ যাঁহার মনে নির্ম্মল বিষ্ণু স্ফূর্ত্তিশীল, তাঁহার মনে মৎসরাদি দোষ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যেমন চন্দ্রের কিরণে অগ্নির দীপ্তি জনিত উত্তাপ থাকে না ॥ ৪৯ ॥

টীকা—অধুনা নিঃশেষ-দোষ-রাহিত্যং বিষ্ণুভক্তস্য সাধনাতিশয়ং স্বভাবং বেতি বদন্ তদেব দ্রঢ়য়ন্ বোধবতাস্তু শ্রীভগবান্ ন সুদূরতর ইত্যাহ স্ফটিকেতি, স্ফটিকগিরেঃ শিলেবামলঃ, অতো মৎসরাদি-দোষবতাং মনসি বিষ্ণুর্ন সম্ভবত্যেবেতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি—ন হীতি। তুহিনময়ূখশ্চন্দ্রস্তস্য রশ্মীনাং পুঞ্জে সতি বিষয়ে বা, এবং দৃষ্টান্তেন কুদ্বয়োক্ত-মনোঽন্যবিরোধিত্বং সাধিতম্ ॥ ৪৯ ॥

বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিল-সত্ত্বমিত্রভূতঃ ॥
প্রিয়-হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—যিনি নির্ম্মৎসর, অমলমতি, প্রশান্ত, বিশুদ্ধ আচারযুক্ত, সর্ব্বজীবোপকারক, প্রিয় ও হিত-ভাষী এবং গর্ব্ব, দম্ভরহিত, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবাসুদেব সতত অধিষ্ঠান করেন ॥ ৫০ ॥

টীকা—অশেষ-সদ্গুণবতামেব চিত্তে ভগবান্ সদা পরিস্ফুরতীত্যতঃ সদ্গুণবত্ত্বেব তস্য সাধনং স্বভাবো বেতি লিখতি—বিমলেতি। অত্র প্রথমপদ-ত্রয়েণান্তঃকরণে সদ্গুণো দর্শিতঃ; বিমলমতেরেব বিবরণম্—'অমৎসরঃ প্রশান্তশ্চ রাগদ্বেষাদিরহিতঃ' ইতি। যদ্যপি বিমলমতিত্বেনৈব কামাদ্যরিষড়্-বর্গজয়োঽপি বৃত্তঃ, তথাপি পরমদুর্জ্জয়স্য মৎসর-দোষস্য জয়ে সত্যেব বিমলমতিতা স্যাৎ ইত্যভি-প্রায়েণামৎসর ইতি পৃথগুক্তিঃ; যদ্বা, বিমলমতিত্বে হেতুঃ—অমৎসর ইতি; তত্রাপি হেতুঃ—প্রশান্ত ইতি। এবমপি তথৈবার্থঃ। কর্ম্মণি সদ্গুণং দর্শয়তি—শুচি শুদ্ধং চরিতং যস্য; কিঞ্চ অখিলানাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মিত্রভূতঃ, স্বভাবতো হিতকারী; বচসি সদ্গুণং দর্শয়তি—প্রিয়ং সর্ব্বেষাং শ্রবণ-মনঃ-সুখাবহং হিতঞ্চ পরিণামেঽপি শুভকরং বচনং যস্য, তচ্চ ন দাম্ভিকত্বেন কিন্তু বিশুদ্ধভাবেনৈব। কিঞ্চ, তথাপি ন গর্ব্বস্পর্শ ইতি—নির্দম্ভ-নিরহঙ্কারতালক্ষণ-গুণবিশেষমাহ—অস্তে নিরস্তেমানমায়ে গর্ব্বদম্ভৌ যেন সঃ; যদ্বা, মান এব ভগবন্মায়া, অবিদ্যামূল-কাখিল-দোষাণামহঙ্কারপ্রাধান্যাৎ, অহঙ্কারমূলত্বাচ্চা-খিলমায়িকপ্রপঞ্চস্য। অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবঞ্চ সতি সর্ব্বসদ্গুণমূলনিরহঙ্কারতৈব দর্শিতা ॥ ৫০ ॥

———

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—শালবৃক্ষ যেমন কোমলতাহেতু নিজের শরীরস্থ পরম উত্তম পৃথ্বিরস সূচনা করে, সেই প্রকার সনাতন শ্রীবিষ্ণু হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিলে সেই ব্যক্তিও মনোহর মূর্ত্তি সম্পন্ন হন ॥ ৫১ ॥

টীকা—রুচিরপ্রসন্নরূপতা চ প্রকটমেব, তস্য লক্ষণং স্বভাব এব বেতি লিখতি—বসতীতি। মুখ-প্রসাদাদিচিহ্নং তদন্তঃস্থং পরমানন্দঘনং শ্রীবিষ্ণুং সূচয়তীত্যত্রান্যার্থনিদর্শনমাহ—ক্ষিতীতি। চারুতয়া কোমলতয়া শালপোতঃ শালবৃক্ষঃ সর্জ্জস্য শিশুর্বা আত্মনোঽন্তঃস্থিতং পরমোত্তমং ক্ষিতিরসং কথয়তি সূচয়তীত্যর্থঃ। এবং চ 'উচ্চৈঃ সিতমনসম্' ইতি 'মনসি কৃতজনার্দ্দনম্' ইতি 'ভগবদনন্যচেতাঃ' ইতি, 'বসতি সদা হৃদি তস্য' ইত্যাদিনা ভগবৎস্মরণ-পরতৈবোক্তা। স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনি চ তস্য স্বাভাবিকানি সাধনানি বা বিবিচ্য দ্রষ্টব্যানীতি পুরা লিখিতমেব। অত্র চ সৌম্যরূপতা প্রায়ো লক্ষণেষ্বেবান্তর্ভবতি, 'অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া' ইত্যাদুক্তে-রিত্যেষা দিক্ ॥ ৫১ ॥

———

অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদিনা চ স্মরণম্

একাদশস্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে
(২।৪৯, ৫৩-৫৪)—

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা
হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদি দ্বারা স্মরণ—একাদশস্কন্ধে শ্রীহবি যোগেশ্বর উত্তরে বলিলেন—শ্রীহরিস্মরণ হেতু যিনি এই দেহের উৎপত্তি ও নাশ, প্রাণের ক্ষুধা, চিত্তের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয় বর্গের শ্রমরূপ সংসারধর্ম্মের দ্বারা বিমুগ্ধ হন না, তিনিই ভাগবত প্রধান ॥ ৫২ ॥

টীকা—অন্যবিজয়েন অন্যবৈরাগ্যেণ চ আদি-শব্দাৎ শ্রদ্ধাদিনা চ যৎ স্মরণং তৎ, তত্রান্যবিজয়েন স্মরণম্—দেহেন্দ্রিয়েতি। হরেঃ স্মৃত্যা হেতুনা দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যয়াদিভিঃ কৃত্বা যোঽবি-মুহ্যমানঃ, ন বাধিতো ভবতি, তথা সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্ত্যাদিজয়েনান্যবিস্মরণাৎ স ভাগবতপ্রধানঃ। তত্র দেহস্য জন্মাপ্যয়ৌ, প্রাণস্য ক্ষুৎ, মনসো ভয়ং,

বুদ্ধেস্তর্ষস্তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়াণাং কৃচ্ছ্রং শ্রমঃ ; যদ্বা, দেহাদীনাং জন্মাদিভিরন্যৈশ্চ সংসারধর্ম্মৈঃ সুখদুঃখাদিভিরবিমুহ্যমানঃ সন্, যঃ স্মৃত্যা বিশিষ্টো ভবতি। এবং বহুবিঘ্নজয়েন স্মরণপরো ভাগবত-শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবনের সম্পদের অধীশ্বর হইতে পারিলেও যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে ক্ষণ মাত্রও বিচলিত হন না এবং ভগবৎপদারবিন্দকেই সার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণবাগ্র্য ॥ ৫৩ ॥

টীকা—অন্য বৈরাগ্যাদিনা স্মরণম্—'ত্রিভুবন'—ইতি, ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি ; যদ্বা, ত্রীণি ভুবনানি যস্মাদ্বিধাতুস্তস্য বিভবঃ পারমেষ্ঠ্যং পদং, তদর্থমপি ; যদ্বা, ত্রিভুবনস্যাপি, কিমুতান্যো যো বিভবঃ ভবাভাবো মোক্ষঃ, তদর্থমপি লবার্দ্ধমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভগবৎপদারবিন্দভজনাৎ যো ন চলতি, স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। ননু লবার্দ্ধ-নিমিষার্দ্ধ-ভজনোপরমে চৈতাবান্ লাভো ভবেৎ, তৎ কুতো ন চলেৎ ? তত্রাহ—অকুণ্ঠস্মৃতিঃ ভগবৎপদারবিন্দতোঽন্যৎ সারং নাস্তীত্যেবংরূপা অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতির্যস্য সঃ। ভগবৎপদারবিন্দাদন্যৎ সারং নাস্তীতি কুতঃ ? অত আহ—অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভিরপি দুর্ল্লভাৎ ; কিন্তু কেবলং বিমৃগ্যাৎ, তদপেক্ষয়া সর্ব্বস্য তুচ্ছত্বং স্মরন্ যো ন চলতীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ভগবৎপদারবিন্দাৎ হৃদি গৃহীতাৎ ন চলতি ন স্মরণাদ্বিরমতীত্যর্থঃ। ত্রিভুবনবিভবার্থঃ লবনিমিষার্দ্ধমপি ততোঽচলনে হেতুঃ—অকুণ্ঠা অনবচ্ছিন্না স্মৃতির্যস্য। সদৈব ভগবৎ-স্মৃত্যা অন্যস্য মনসি প্রবেশাভাবাদিতি স্মরণস্যৈব পরমপুরুষার্থতামাহ—অজিতম্ অপরিচ্ছেদাদিনা অবশীকৃতং ব্রহ্ম তদাত্মানন্তৎস্বরূপা মুক্তা ইত্যর্থঃ। তাদৃশা যে সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ, আদি-শব্দাৎ মুন্যাদয়শ্চ তৈরপি বিমৃগ্যাৎ বিশেষতঃ প্রার্থ্যাদিতি ; অন্যৎ সমানম্ ॥ ৫৩ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রোদয় হইলে যেমন সূর্য্যতাপ থাকিতে পারে না, সেইপ্রকার ভগবান ত্রিবিক্রমের চরণনখমণির শীতল দীপ্তি দ্বারা উপাসকের হৃদয়-তাপ নিবারিত হইলে আর কি প্রকারে তাহা পুনরায় উদিত হইবে ॥ ৫৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ, বিষয়াভিসন্ধিনা চলনমপি কামেনাতিতাপে সতি ভবেৎ, তত্তু ভগবৎসেবানির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ—ভগবত ইতি। উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ, তাসু নখানি তান্যেব মণয়ঃ তেষাং চন্দ্রিকা শীতলা দীপ্তিঃ, তয়া নিরস্তঃ কামাদিতাপো যস্মিন্। উপসীদতাং ভজতাং হৃদি কথং পুনঃ স তাপঃ প্রভবতি ? চন্দ্রে উদিতে সতি অর্কস্য তাপ ইব। যদ্বা, অহো ইতঃ পূর্ব্বং চিরং বঞ্চিত আসং, অহো বতকিঞ্চিত্তাবদ্ভগবদন্তর্দ্ধানং ভবিতা,' হা হন্ত কদা সাক্ষাদিমং দ্রক্ষ্যামি' ইত্যাদি-তাপোঽপি তস্য সদা তৎস্মরণানন্দতো ন স্যাৎ। কুতোঽন্যকামদুঃখমিত্যাহ—ভগবত ইতি। উরবো মহান্তো বিক্রমাঃ শকটপরিবর্ত্তনকালিয়মর্দ্দনাদ্যা যস্য তস্যৈকস্যাপ্যঙ্ঘ্রেঃ, শাখাশব্দেন কল্পদ্রুমত্বং রূপ্যতে, শ্রীচরণকল্পদ্রুমস্য শাখা স্বল্পাংশবৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলিঃ, তন্নখমণিচন্দ্রিকয়ৈবৈকয়া তৎসকৃৎস্মরণমাত্রানন্দ-বিশেষেণৈবেত্যর্থঃ, নিরস্তঃ তাপঃ, 'ইতঃ পূর্ব্বং চিরং বঞ্চিতোঽস্মি' ইত্যাদিরূপোঽপি যস্মাৎ তস্মিন্ হৃদি স তাপঃ কথমুপসীদতাং সমীপমায়াতু ? তত্র দৃষ্টান্তেনার্থান্তরমুপন্যস্যতি—চন্দ্রে উদিতে ইব উদ্গতপ্রায়েঽপি সতি অর্কতাপঃ প্রভবতি কিম্ ? কাক্বা অপি তু, সন্ধ্যায়ামপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ। এবং স্মরণানন্দনিষ্ঠয়া যঃ কেনাপি তাপেন নাভিভূতঃ, স চ বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি ভাগবত-লক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদিদমপি লক্ষণমেকমূহ্যম্ ॥৫৪

অথ পূজাপরতা

স্কান্দে তত্রৈব—

যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং যজ্ঞেশং বরদং হরিম্ ।
দেহিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ সদা ভাগবতা হি তে ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে – বর প্রদানকারী যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যাঁহারা পূজা করেন, সর্ব্বদা তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মা ভাগবত বলিয়া গণ্য হন ॥ ৫৫ ॥

———

লৈঙ্গে—

বিষ্ণুক্ষেত্রে শুভান্যেব করোতি স্নেহসংযুতঃ ।
প্রতিমাঞ্চ হরের্নিত্যং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥ ৫৬ ॥
বিষ্ণুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা ।
নারায়ণপরো নিত্যং ভূপো ভাগবতো হিঃ সঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে নরেন্দ্র ! ভক্তিমান হইয়া যিনি বিষ্ণুক্ষেত্রে ভগবানের যাত্রোৎসব প্রভৃতি শুভকার্য্যসকল অনুষ্ঠান করেন এবং প্রত্যহ সযত্নে শ্রীহরির বিগ্রহ পূজা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্ত। আরও, কায়মনোবাক্যে যে ব্যক্তি নিত্য নারায়ণপরায়ণ, তিনিও ভাগবত পদবাচ্য বলিয়া স্বীকৃত ॥ ৫৬-৫৭ ॥

টীকা—এবং শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণপরতারূপং ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীমর্চ্চনাদিপরতালক্ষণং লিখতি—যেঽর্চ্চয়ন্তীতি ত্রিভিঃ। যদ্যপি 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনম্' ইত্যাদিভক্তিলক্ষণাভিধায়ি-প্রসিদ্ধবচনেঽবগ্রে লেখ্যেষু স্মরণানন্তরমেব পাদসেবোক্তেঃ স্মরণপরতানন্তরং পাদসেবাপরতৈব লিখিতুং যুজ্যতে, তথাপি প্রায়ঃ পাদসেবার্চ্চনয়োরেকরূপত্বেনৈক্যাভিপ্রায়াদর্চ্চনপরতৈব লিখিতেতি জ্ঞেয়ম্। অর্চ্চনে হেতুত্বেন যোগ্যত্বেন বা যজ্ঞেশমিত্যাদিবিশেষণত্রয়ম্। এবার্থে হি-শব্দঃ, ত এব পুণ্যকর্ম্মাণঃ, ত এব চ ভাগবতাঃ, শুভানি যাত্রোৎসবাদীনি, স্নেহো ভক্তিঃ ; অনুক্তং সংগৃহ্ণাতি ; এবং কর্ম্মণা পরিচর্য্যাদিনা, মনসা স্মরণাদিনা, গিরা চ স্তুত্যাদিনা যো নারায়ণপরঃ, স চ ভাগবত এবেতি। এবং পরিচর্য্যা বন্দনাদীনাং পূজ্যাঙ্গত্বং, তত্তৎপরতাপি ভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবোহ্যম্, তচ্চ স্বয়মেবাগ্রে লেখ্যং, লক্ষণানি চ যান্যগ্র ইতি ॥ ৫৫-৫৬ ॥

———

অথ বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতাদি

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ— অনন্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষিদ্ধাদি, পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—তাপ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত যে বিপ্র, নয় প্রকার পূজাকর্ম্ম বিশিষ্ট এবং অর্থপঞ্চক জ্ঞাতা, সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই মহাভাগবত ॥ ৫৮ ॥

টীকা—এবম্ একৈকলক্ষণেন একৈকস্য ভাগবতস্য লক্ষণং লিখিত্বা অধুনা মুদ্রাধারণাদিনা-সমুচিত-শ্রবণাদিনা জ্ঞানবিশেষেণ চ লক্ষণং লিখতি—তাপাদীতি, তাপঃ তপ্তমুদ্রাধারণং তদাদিপঞ্চসংস্কারযুক্তঃ, পঞ্চসংস্কারাশ্চ তত্রৈবোক্তাঃ—'তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগস্ত পঞ্চমঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—নাম শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদি, মন্ত্রঃ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ মন্ত্রগ্রহণং, যাগঃ-হোমপূর্ব্বক-যথাবিধিদীক্ষাগ্রহণমিত্যর্থঃ, নব ইজ্যাকর্ম্মাণি পূজাসম্বন্ধিকৃত্যানি শ্রবণাদীনি পাদ্মোক্তার্চ্চনাদীনি বা, সর্ব্বেষাং তেষাং পূজাঙ্গত্বাৎ। তানি চ তত্রৈবোক্তানি—অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগযোগৌ মহাত্মনঃ। নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনং চর্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—হে শুভে পার্ব্বতি ! অর্চ্চনং যথাবিধ্যুপচারার্পণং, যাগো নিত্যহোমঃ, যোগো মনসি ভগবতঃ সংযোজনং ধ্যানাদীত্যর্থঃ, সেবা প্রণামঃ, তস্য মহাত্মনো ভগবতশ্চিহ্নৈঃ চক্রাদিভিরঙ্কনং, গোপীচন্দনাদিনা স্বাঙ্গেষু লিখনং, চর্য্যা পরিচর্য্যা, অর্থপঞ্চকং চত্বারো ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ পঞ্চমপুরুষার্থশ্চ ভক্তিরিত্যেতান্ পঞ্চার্থান্ ; যদ্বা পঞ্চতত্ত্বানি অনাত্মাত্মপরমাত্ম-পরমেশ্বর-তদ্ভক্তানামিত্যেবং পঞ্চানাং যাথার্থ্যানি বেত্তীতি তথা সঃ। অশেষবৈষ্ণবধর্ম্ম-সমুচিতত্বাৎ অস্য পূর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্। তত্র চ বিপ্রশ্চেন্মহাভাগবতোত্তমঃ, অন্যস্তু মহাভাগবত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

———

একান্তিকতা

গারুড়ে—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহা—সর্ব্বদা একান্তভাবে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত যাঁহারা, সেই ভগবদ্‌গতচিত্ত ব্যক্তিগণই একান্তী আখ্যায় আখ্যায়িত হন ॥ ৫৯ ॥

তদ্বিজ্ঞানেনানন্যপরতা

একাদশে উদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে (১১।৩৩)—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে বৈ ভাগবতা মতাঃ ॥ ৬০ ॥

একাদশস্কন্ধে (২।৫০)—

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্বিজ্ঞানদ্বারা অনন্যপরতা বিষয়ে একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ব্বাত্মা, দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন আমাকে জানিয়া বা না জানিয়া অনন্যভাবে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারাও ভাগবত ইহা জানিও।

যাঁহার চিত্তে কর্ম্মবাসনার আর উৎপত্তি হয় না এবং একমাত্র বাসুদেবকেই যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৬০-৬১ ॥

টীকা—এবং পৃথক্ পৃথক্ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং তৈঃ সর্ব্বৈরপি সমুচিতৈর্ভগবদেকনিষ্ঠতারূপং সখ্যাত্মনিবেদনবিশেষাত্মকং লক্ষণবিশেষং লিখতি—ন কামেতি দ্বাদশভিঃ। তত্র একান্তিতায়াঃ সামান্যলক্ষণম্—বাসুদেবঃ বসুদেবনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ এবৈকো নিলয় আশ্রয়ো যস্যেতি। তল্লিঙ্গমেব দর্শয়তি—কামাশ্চাভিলাষা বিষয়ভোগা বা, কর্ম্মাণি তৎকারণানি তৎসিদ্ধার্থচেষ্টা বা, বীজানি চ বাসনাঃ, তন্মূলানি তেষাং যস্য চেতস্যপি সম্ভব উৎপত্তির্নস্যাদিতি। সর্ব্বথা ভগবদেকনিষ্ঠয়া তদন্যবাহ্যান্তরচেষ্টাদিরহিতো য ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

সা চ একান্তিকা চতুর্ধা তত্র ধর্ম্মানাদরেণ শ্রীমদুদ্ধবপ্রশ্নোত্তর এব (শ্রীভাঃ ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ
স চ সত্তমঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—এই একান্তিতা চারি প্রকার, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি আদরহীনতা ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ, শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবদুক্তি—হে উদ্ধব। আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট বেদরূপী স্বধর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মের দোষ গুণ জানিয়া যিনি আমার ভজনা করেন তিনিও সত্তম ॥ ৬২ ॥

টীকা—সা চ সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরং, অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনিরপেক্ষতা, অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি। তত্র ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতাং লিখতি—আজ্ঞায়ৈবমিতি। ময়া বেদরূপেণাদিষ্টান্ স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য সম্যক্ ত্যক্ত্বা যো মাং ভজেৎ। তুর্থে চকারঃ, স তু সত্তমঃ পূর্ব্বোক্তসাধুতঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা? ন, ধর্ম্মাচরণে এবমীদৃশান্ কৃপালুতাদিসদৃশান্ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিগুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বাপি মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব সর্ব্বধর্ম্মান্ মন্নিষ্ঠতাবিক্ষেপকতয়া সন্ত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ভগবদ্‌গীতায়াং (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৩

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীগীতাবাক্য যথা—হে অর্জ্জুন। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম লক্ষণযুক্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব ॥ ৬৩ ॥

টীকা—সর্ব্বান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্মলক্ষণান্ পরিত্যজ্য সর্ব্বথা ত্যক্ত্বা মামেকং শরণং ব্রজ, মদেকনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ। যদ্বা, শরণাগতত্বমাত্রেণাপি মামেকমাশ্রয়, কিমু তৈকান্তিত্বেন? ননু বিহিতা-

করণেন পাপং স্যাৎ, তত্রাহ—সর্ব্বেভ্যো বিহিতাকরণজেভ্যঃ কথঞ্চিন্নিষিদ্ধাচরণজেভ্যশ্চ, তথা সংসারদুঃখকারণকর্ম্মরূপেভ্যঃ তদ্বাসনাদিরূপেভ্যোঽপি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামীতি অতঃ মা শুচঃ, পাপভয়েন ভীষ্মদ্রোণাদিবধেন বা শোকং মা কুরু। এবঞ্চান্যলোকশিক্ষণার্থমর্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং, ন তু তং প্রতি তথোপদেশঃ, তস্য নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিনা চ স্বত এব পরমভাগবতত্বাৎ ॥ ৬৩ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২৯।৪৭)—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥৬৪

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে বলা হইয়াছে—মনোমধ্যে ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া শ্রীভগবান যখন যাঁহাকে দয়া করেন, তখন তিনি বেদবিষয়ে পরিনিষ্ঠিতা মতি বিসর্জ্জন দেন। কারণ বেদ ত্রিগুণাতীত প্রেমময় স্বরূপ নন্দনন্দনের সরাসরি সংবাদ দেন না, এই বিষয়ে ভগবানের বিশেষ কৃপার অপেক্ষা আছে ॥৬৪॥

টীকা—ধর্ম্মত্যাগস্তু কর্ম্মপরলোকবেদাপেক্ষাত্যাগেনৈব স্যাৎ, স চ ভগবতোঽনুগ্রহেণ ভগবদ্ভক্তস্য স্বতঃ সম্পদ্যত ইত্যাশয়েন লিখতি—যদেতি। যস্য যমনুগ্রহে হেতুঃ—আত্মনি মনসি ভাবিতো ধ্যাতঃ সন্; যদ্বা, স তদা আত্মভাবিতঃ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ ভগবদ্বিযুক্তঃ সন্ বা, লোকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতাং পূর্ব্বজন্মাভ্যাসেন পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তামপি মতিং জহাতি। অতএব শ্রীভগবদ্গীতাসু (২।৪৫)—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' ইতি ॥ ৬৪ ॥

অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতা

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে (শ্রীভাঃ ১১।২৬।২৭)
ঐলোপাখ্যানে—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলোপাখ্যানে কথিত হইয়াছে—প্রশান্ত, সমদর্শী, নিরপেক্ষ, মদ্গত চিত্ত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কারী নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহ শূন্য হইলেই সাধুগণ সৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৬৫ ॥

টীকা—এবং ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতালক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ভগবদ্ব্যতিরিক্তৈহিকামুষ্মিকাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ যা একান্তিতা, তল্লক্ষণং লিখতি—সন্ত ইতি। 'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ' (শ্রীভাঃ ১১।২৬।২১) ইত্যুক্ত্যাপেক্ষিতং সতাং লক্ষণং মুখ্যমাহ—সন্ত ইতি। অনপেক্ষাঃ মদ্ব্যতিরিক্তে কুত্রচিদপেক্ষারহিতা যে তে সন্তঃ। তত্র হেতুঃ—ময্যেব চিত্তং যেষাং তে; প্রশান্ত ইত্যাদিবিশেষণষট্কস্য যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। তত্র প্রশান্তা রাগদ্বেষাদিরহিতাঃ, সমদর্শিনঃ মিত্রে শত্রৌ চৈকদৃষ্টয়ঃ, নির্ম্মমা মমত্বমোহহীনাঃ, নিরহঙ্কারাঃ অভিমানশূন্যাঃ, নির্দ্বন্দ্বাঃ শীতোষ্ণাদিনাঽনাকুলাঃ। নিষ্পরিগ্রহাঃ অকিঞ্চনাঃ ॥ ৬৫ ॥

অতএব শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে
(শ্রীভাঃ ৩।২৫।২৪)—

তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—অতএব কপিলদেবহূতি-সংবাদে—যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গরহিত, হে মাতঃ! তাঁহারা সাধুপদবাচ্য। সেই প্রকার সাধুসঙ্গই তোমার কর্ত্তব্য। যেহেতু সাধুগণ সঙ্গজনিত দোষ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

টীকা—সর্ব্বেণ বাহ্যেন আন্তরেণ চ সঙ্গেন অনাসক্ত্যা চ বিশেষতো বর্জ্জিতা রহিতাঃ। এতচ্চ একান্তিলক্ষণং দর্শিতম্। অথ অতঃ তেষ্বেব সঙ্গস্ত্বয়া প্রার্থ্যঃ, স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বেন পরমদুর্লভত্বান্মনসাপি বাঞ্ছনীয়ঃ, কিমুত বক্তব্যং সাক্ষাৎকার্য্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু তর্হি তৈঃ সহ মম সঙ্গো ভবতা ক্রিয়তাম্, তত্রাহ—তৈঃ সঙ্গঃ তেষ্বেব ত্বয়া প্রার্থ্যঃ। এবার্থে অথশব্দঃ, তেষাং কৃপয়ৈব স্বভক্ত্যা তৎসঙ্গঃ প্রাপ্যেত, ন ত্বন্যথেত্যর্থঃ। ননু সঙ্গতঃ কথঞ্চিদ্রাগদ্বেষা অপি সম্ভবেয়ুঃ তত্রাহ—সঙ্গে যে দোষাস্তান্ হরন্তীতি তথা তে; যদ্বা, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতানাং তেষাং সঙ্গো গৃহাদিসঙ্গবত্যা ময়া কথং প্রাপ্যঃ ? তত্রাহ—সঙ্গেতি।

গৃহাদি-সঙ্গদোষং দর্শনমাত্রেণৈব তে হরিষ্যন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা, সঙ্গ এব দোষরূপো যেষাং তে নিঃসঙ্গা যতয় ইত্যর্থঃ, তানপি হরন্তি স্বগুণৈরাকর্ষন্তীতি তথা তে। অতস্তেষাং মাহাত্ম্যেনৈবাকৃষ্টা সতী স্বয়মেব সর্ব্বং ত্যক্ত্বা যাস্যতীত্যর্থঃ। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৬৬ ॥

বিঘ্নাকুলত্বেঽপি মনোরতিপরতা

স্কান্দে চ তত্রৈব—

যস্য কৃচ্ছ্রগতস্যাপি কেশবে রমতে মনঃ।
ন বিচ্যুতা চ ভক্তির্বৈ স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৬৭ ॥
আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—বিঘ্নাকুলত্বেও মনের রতিপরতা, স্কন্দ-পুরাণে—যাঁহার মন কষ্টে পড়িলেও শ্রীকেশবে অনুরক্ত থাকে এবং যে ব্যক্তি হরিভক্তি রহিত হন না তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত। আপদ গ্রস্ত হইলেও শ্রীহরিতে যাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে, যাঁহার মনোবুদ্ধি হরি ব্যতীত অন্যত্র আসক্ত নহে, তিনিই ভাগবত ॥ ৬৭-৬৮ ॥

টীকা—রতির্ভাবঃ, স চ আগমে 'প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে' ইতি তৎপরতয়া মনোরম ইতি রতিরুক্তা। ভক্তিঃ শ্রবণাদিলক্ষণা, ভাগবতোত্তমা ইতি বা পাঠঃ, এবমগ্রেঽপি। ভক্তিরত্র রতিঃ, অন্যত্র কেশবব্যতিরিক্তে চিত্তং ন রমতে, তত্র প্রেমাকৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬৭-৬৮ ॥

প্রেমৈকপরতা চ

শ্রীঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে (শ্রীভাঃ ৫।৫।৩)—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে কথিত হইয়াছে যে—ঈশ্বররূপী আমার সহিত যাঁহারা সৌহার্দ্য স্থাপন করেন এবং ঐ সৌহার্দ্যকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া জানেন, বিষয়ানুরক্ত জনের প্রতি এবং স্ত্রীপুত্রধন জনাদিতে যিনি আসক্তিহীন আর সংসারে কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যই যাঁহারা ধনাকাঙ্ক্ষা পোষণ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাহারাই মহাপুরুষ ॥ ৬৯ ॥

টীকা—অধুনা প্রেমৈকপরতয়া যৈকান্তিতা, তল্লক্ষণং লিখতি—যে বেতি ত্রিভিঃ। পূর্ব্বং 'মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ' ইত্যর্দ্ধশ্লোকেন মহত্তাং সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং মুখ্যলক্ষণমাহ—ময়ি ঈশে ভগবতি কৃতং সৌহৃদং প্রেমৈব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। বা-শব্দেনান্যনিরপেক্ষস্যৈবাস্য লক্ষণত্বং দর্শিতম্। তদ্বাহ্যলিঙ্গমাহ—দেহং বিভর্ত্তীতি দেহম্ভরা বিষয়বার্ত্তা এব ন ধর্ম্মাদিবিষয়বার্ত্তাপি যেষু; যদ্বঃ, দেহম্ভরৈব বার্ত্তা জীবনোপায়ধনাদির্ন তু ভগবৎপূজাদ্যার্থা যেষাং তেষু জনেষু গৃহেষু চ জায়াদিযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ। রাতিমিত্রং ধনং বা, লোকে যাবদর্থাশ্চ যাবদর্থমেবার্থো যেষাং মধ্যপদলোপী সমাসঃ। দেহনির্ব্বাহাধিক-স্পৃহাশূন্যা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু প্রীত্যভাবাদ্দেহাদীনামুপেক্ষাপত্ত্যা দেহনির্ব্বাহঃ কথমস্তু? তত্রাহ—লোকে যাবানর্থোঽস্তি, স এবার্থো যেষাম্, লোকাঃ প্রারব্ধবশেন স্বয়মেব স্বধনাদিনা তদ্দেহপোষণাদিকং কুর্য্যুরেবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বামাসক্তিরহিতত্বোক্তা, অনাসক্তৌ চ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রাপি প্রীতিরপি ঘটেত, কিন্তু আসক্ত্যভাবান্নির্ম্মূলা বিনশ্বরা চ। তত্র চ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রীতিরাহিত্যমেবোক্তং, অতোঽস্য লক্ষণস্য পূর্ব্বতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যং দ্রষ্টব্যম্। এবমগ্রেঽপি ॥ ৬৯ ॥

ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেম্নঃ স্যাত্তারতম্যতঃ।
উত্তমা মধ্যমা চাসৌ কনিষ্ঠা চেতি ভেদতঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে প্রেমের তারতম্যানুসারে প্রেমৈকপরতা তিন প্রকার ॥ ৭০ ॥

তত্রোত্তমা

যথা একাদশে হবিযোগেশ্বরোত্তরে (২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে—হে রাজন্! যিনি সর্ব্বভূতে নিজের ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই ভাগবত শ্রেষ্ঠ ॥ ৭১ ॥

স্বেষ্টদেবস্য ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি।
ভাবয়ন্তি চ তান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজীবে নিজ অভীষ্টদেবের ভাব অর্থাৎ সত্তা দর্শন করেন এবং ভগবানে ভূতগণের অবস্থিতি চিন্তা করেন, তিনিই ভাগবত বলিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হন ॥ ৭২ ॥

শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২২)—
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে—আমার প্রতি প্রেমনিষ্ঠাহেতু যাঁহারা অনন্যভাবে ভক্তির দৃঢ়তা লাভ করেন, তাঁহারা আমার জন্য কর্ম্মত্যাগ এবং প্রয়োজনে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকেও ত্যাগ করেন ॥ ৭৩ ॥

টীকা—ন বিদ্যতেঽন্যৎ কিঞ্চিৎ ফলানুসন্ধানাদিকং যস্মিন্ তেন বিশুদ্ধেন ভাবেনেত্যর্থঃ। ভাবেন প্রেম্না, অতএব দৃঢ়াং পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তাং ভক্তিং শ্রবণাদিরূপাং বিবিধাং কেবলং নামসংকীর্ত্তনাত্মিকাং বা যে কুর্ব্বন্তি, তে সাধব ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতএব মৎকৃতে মম কর্ম্মণি নিমিত্তে; যদ্বা, মৎপ্রাপ্ত্যর্থং, যদ্বা মৎপ্রীত্যেত্যর্থঃ; ত্যক্তানি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যৈঃ; তথা ত্যক্তাঃ স্বজনা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাশ্চ সম্বন্ধিনো যৈস্তে। এতচ্চ প্রেমনিষ্ঠতায়া বাহ্যলক্ষণং জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বমাসক্তিত্যাগ এব, ততশ্চ প্রীত্যভাব এবোক্তঃ। অত্র সর্ব্বথা সমূলত্যাগ এব দর্শিতঃ। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যমায়াতম্। ইত্থং ব্রতপরতামারভ্য প্রেমপরতাপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং, তথা তত্তদবান্তরে চ শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। অতএব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠতমত্বাদস্যাঃ সর্ব্বান্তে লিখনম্। এবং শ্রীহবিযোগেশ্বরেণাপি 'বিসৃজতি' ইত্যেতদুক্তমিতি দিক্ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে চ (শ্রীভাঃ ১১।২।৫৫)—
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে—যাঁহার শ্রীনাম অবশভাবে উচ্চারণ করিলেও সকল প্রকার পাতক বিনষ্ট হয়, সেই ভগবান শ্রীহরি প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধ-পাদপদ্ম হইয়া যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না, তিনিই ভাগবতোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৭৪ ॥

টীকা—'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' ইত্যাদিনা বহুধা ভাগবতস্য লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীমুক্ত সমস্তলক্ষণসারমাহ—বিসৃজতীতি; হরিরেব সাক্ষাৎ স্বয়ং যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি; কথম্ভূতঃ? অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং পাপসমূহং সংসারবেগং বা নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিমিতি ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়রসনয়া প্রেমশৃঙ্খলয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ; স এব ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি তত্ত্ববিদ্ভিরিতি। প্রধান-শব্দঃ 'কোষে অস্ত্রিয়াম্' ইত্যুক্তঃ; যদ্বা, বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ; প্রকরণবলাদধ্যাহার্য্যমেব বা। ভাগবতো ভগবদ্ভক্তো ভাগবতাখ্যশাস্ত্রং বা প্রধানং যস্য স ইতি বাহ্যলক্ষণং তস্যেতি ॥ ৭৪ ॥

তত্র মধ্যমা

হবিযোগেশ্বরোক্তাবেব (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)—
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৭৫॥

অনুবাদ—অনন্তর মধ্যম ভক্তের লক্ষণ ঐ যোগেশ্বরের উত্তরে—যিনি শ্রীভগবানে প্রেম, তাঁহার ভক্তগণে মৈত্রী বা সখ্যতা, অজ্ঞ জনগণের প্রতি কৃপা এবং ভগবৎ বিমুখ জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, ভেদ জ্ঞান থাকায় তিনি মধ্যম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত ॥ ৭৫

তত্র কনিষ্ঠা

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৭৬॥

অনুবাদ—অনন্তর কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ ঐ স্থানেই কথিত হইয়াছে—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজক, কিন্তু শ্রীহরিভক্ত বা অন্যের পূজায় বিমুখ এই প্রকার ব্যক্তি ভক্তির প্রথম অধিকারী। ইহাঁরা ক্রমপর্য্যায়ে ভক্তির উত্তম অধিকারী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৭৬॥

শ্রদ্ধয়া পূজনং প্রেম-বোধকং ভক্ত ইত্যপি ।
লক্ষণানি চ যান্যগ্রে ভক্তের্লেখ্যানি তান্যপি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তব্যক্তির শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনাই প্রেম প্রকাশক। তারপর বন্দনাদি যে সমস্ত ভক্তির লক্ষণ কথিত হইবে, সেই সকল লক্ষণান্বিত হইলেই তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যাইবে।' ৭৭ ॥

বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে ।
এতানি লক্ষণানীত্থং গৌণমুখ্যাদিভেদতঃ ॥ ৭৮ ॥
উহ্যানি লক্ষণান্যেবং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—ব্রতপরতা পর্য্যন্ত এই ভাবে যে সকল মহাভাগবত লক্ষণ ও ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিছু গৌণ ও কিছু মুখ্য বা প্রধান বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮-৭৯ ॥

টীকা—ননু 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' ইত্যাদৌ বহুবিধোঽপি ভগবদ্ভক্তঃ, 'এষ ভাগবতোত্তমঃ ইত্যাদিনা শ্রীভাগবতে সামান্যেনৈব সর্ব্ব উক্তঃ, তথাত্রাপি লিখিতঃ, কিন্তু ভগবদ্ভক্তকর্ম্মাদিপরতায়া জ্ঞানাদিপরতায়াশ্চ তথা কথাদিপরতয়া একান্তিতায়াশ্চ পৃথগ্লিখনাৎ তারতম্যপ্রতীতের্ভেদো ভাসত এব, স চ ব্যক্তং ন লিখিতঃ ; কথং বিবেচনীয় ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—এতানীতি। ইত্থম্ অনেন লিখিতপ্রকারেণ, লিখিতানি এতানি ব্রতপরতাদীনি মহাভাগবতলক্ষণান্তানি ভগবদ্ভক্তলক্ষণানি গৌণমুখ্যাদিভেদেন কানি চ গৌণানি কনিষ্ঠানি, কানি চ মুখ্যানি ; আদিশব্দাৎ তত্রৈব কানিচিদ্বহিরঙ্গানি কানিচিচ্ছান্তরঙ্গানীত্যাদিভেদেন উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। তত্র ব্রতকর্ম্মাদিপরতা গৌণলক্ষণং, জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষয়া মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তের্বহিরঙ্গমেব ; অতএব সা তস্য সাক্ষাদ্ভগবদ্ভক্তলক্ষণাসম্পত্তেস্তত্র তত্র ভক্তিহেতুরিতি লিখিতম্। শ্রবণাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্যন্তরঙ্গান্যেব. একান্তিতা চ পরমমুখ্যা অত্যন্তান্তরঙ্গা চ, তত্র তত্রৈবান্তরগৌণমুখ্যাদীন্যপ্যূহ্যানি। এবং গৌণমুখ্যাদিভেদেন অপরাণি অত্র লিখিতানি বন্দনাদীন্যপি বিবেচ্যানি, বিবিচ্য জ্ঞেয়ানি, তথা তত্তল্লক্ষণানাং তারতম্যাদীনা ভগবদ্ভক্তানামপি তারতম্যং বিবেচনীয়মিতি দিক্ ॥ ৭৮-৭৯ ॥

ঈদৃগ্-লক্ষণবন্তঃ স্যুর্দুর্ল্লভা বহবো জনাঃ ।
দিব্যা হি মণয়ো ব্যক্তং ন বর্ত্তেরন্নিতস্ততঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—এই সকল লক্ষণে লক্ষণান্বিত ব্যক্তি সংখ্যায় খুবই অল্প। কারণ চিন্তামণি প্রভৃতি অমূল্যরত্ন সকল স্থানে পাওয়া যায় না ॥ ৮০ ॥

টীকা—ননু কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ সর্ব্বত্র বহবো দৃশ্যন্তে, লিখিতলক্ষণাশ্চ মহাভাগবতা একান্তিনো ন দৃশ্যন্তে, সত্যং তে নিগূঢ়া এবেতি লিখতি—ঈদৃগিতি। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—'সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে' ইতি। দিব্যা অমূল্যাশ্চিন্তামণ্যাদয়ঃ, ইতস্ততঃ সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ ; ব্যক্তমিতি সন্ত্যেব, অন্যথা লোকরক্ষানুপপত্তেঃ। কিন্তু, অলক্ষিতং কুচিৎ কুশ্চিৎ বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৮০ ॥

অতএবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারদীয়ে—

জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থ-নিশ্চয়ঃ ॥
ইতি ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—অতএব নারদীয়পুরাণে মোক্ষধর্ম্মে কথিত হইয়াছে – যে জায়মান পুরুষের প্রতি ভগবান শ্রীমধুসূদন দৃষ্টিদান করেন, তিনি সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন। মুক্তি ফল ভক্তির জন্য তাঁহার দৃঢ়নিশ্চয়তা হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

টীকা—স এব মোক্ষার্থে মোক্ষস্য অর্থঃ ফলং ভক্তিস্তস্মিন্নিশ্চিতঃ কৃতনিশ্চয়ো ভবতি ; এবং পরম-দুর্লভত্বমেব সিদ্ধম্ ॥ ৮১ ॥

এবং সংক্ষিপ্য লিখিতাদ্বৈষ্ণবানান্তু লক্ষণাৎ ।
মাহাত্ম্যমপি বিজ্ঞেয়ং লিখ্যতেঽন্যচ্চ তৎ কিয়ৎ ॥৮২

অনুবাদ—এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণিত লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যও প্রকাশ পাইল। এখন সংক্ষেপে অপর কতিপয় বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ॥৮২॥

টীকা—'সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষাম্' ইত্যাদিরূপাৎ, তথা 'সদাচাররতা' ইত্যাদিরূপাৎ, 'তিতিক্ষবঃ' ইত্যাদি-রূপাচ্চ, 'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ' (শ্রীভা ৫।৫।২) ইত্যাদিরূপাদপি লক্ষণাৎ বিজ্ঞেয়ং স্যাদেব ; তৎ মাহাত্ম্যং অন্যচ্চ কিয়ৎ সংক্ষিপ্তং লিখ্যতে ॥ ৮২ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যম্

সৌপর্ণে শ্রীশক্রোক্তৌ—

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণান্তু ধুরন্ধরঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ভক্ত-মাহাত্ম্য বিষয়ে গরুড়পুরাণে দেবরাজ কহিতেছেন—কলিকালে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে সেই ব্যক্তিদ্বারা জননী পুত্রবতী হন ও সেই পুরুষ পিতৃবর্গের ভারবাহী হন ॥ ৮৩ ॥

টীকা—ভাগবতং নাম—বৈষ্ণব ইতি নাম ; যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদিসংজ্ঞাপি ; তথাপি দীক্ষয়ৈব তাদৃশ-নামোৎপত্ত্যা ভগবদ্ভক্তত্বং সিদ্ধমেব ; যদ্বা, নামমাত্রেণ তাদৃশ-মাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদিনেত্যর্থঃ। এব-মন্যদপ্যূহ্যং ॥ ৮৩ ॥

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে ।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—অর্থাৎ এই কলিযুগে ভগবদ্ভক্ত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য উচিত। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছেন কলিযুগে ভগবদ্ভক্ত এই নাম দুষ্প্রাপ্য ইহা কদাচ সুলভ নহে। এই ভাগবত নাম রুদ্রপাদ অপেক্ষাও উত্তম ॥ ৮৪ ॥

টীকা—গুরুণা শ্রীবৃহস্পতিনা ॥ ৮৪ ॥

যস্য ভাগবতঃ চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে ।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৮৫

অনুবাদ—কলিকালে যিনি তপ্তমুদ্রাদি চিহ্ন ধারণ করেন, হে মুনে! যাঁহাদিগের বদনে শ্রীহরিনাম গীত হন, তাঁহারা দেবতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৮৫॥

টীকা—চিহ্নং তপ্তমুদ্রাদিলক্ষণং, হরির্গীয়তে চ যৈঃ তে কলৌ দেবা জ্ঞেয়াঃ। কলাবিত্যস্য পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

মার্কণ্ডেয়োক্তৌ—

সমীপে তিষ্ঠতে যস্য হ্যন্তকালেঽপি বৈষ্ণবঃ ।
গচ্ছতে পরমং স্থানং যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—মৃত্যুকালে বৈষ্ণবজন নিকটে থাকিলে ব্রহ্মঘাতী পাপীও পরম-পদ লাভে সমর্থ হয় ॥ ৮৬ ॥

টীকা—গচ্ছতে গচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥

নারদীয়ে শ্রীবামদেবরুক্মাঙ্গদ-সংবাদে—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয়পুরাণে বামদেবরুক্মাঙ্গদ-সংবাদে বলা হইয়াছে,—হে নরেন্দ্র! শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল ব্যক্তিও বৈষ্ণব হইলে দ্বিজ হইতে উত্তম হইয়া থাকেন এবং বিষ্ণুভক্তি রহিত হইলে যতি ব্যক্তিও চণ্ডাল হইতে হীন বলিয়া গণ্য হন ॥ ৮৭ ॥

টীকা—দ্বিজাৎ বিপ্রাদপ্যধিক উত্তমঃ। শ্বপচাদ-প্যধিকঃ পরমনিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অধম ইত্যেব বা পাঠঃ ॥ ৮৭ ॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি ।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তি —হে কেশব। তুমি প্রীত হইলে শ্বপচ জনও ইন্দ্র শিব, ব্রহ্মা ও পরব্রহ্ম-স্বরূপ হয়॥ ৮৮॥

টীকা—যদা তুষ্টোঽসি তদেব শ্বপচোঽপি ইন্দ্রাদি-র্ভবতি। তত্র পরব্রহ্মেতি—মুক্তস্তন্ময়ো বেত্যর্থঃ॥৮৮

শ্বপচাদপি কষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাঽচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ॥৮৯॥
স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥ ৯০॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥৯১
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাঽপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি॥ ৯২॥
নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥৯৩॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত! তুমি বিমুখ হইলে বিরিঞ্চি, হর প্রভৃতি দেবগণও শ্বপচ অপেক্ষা হীন হন।

হে অচ্যুত! তোমার ভক্তই সর্ব্বধর্ম্ম কর্ত্তা এবং তোমার প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তিমান নহে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রকার পাপে পাপী, ইহাই শাস্ত্রাভি মত।

হে অচ্যুত! হে হরে! তোমার ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য এবং তোমার অভক্ত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হয়।

হে পুরুষোত্তম! হে জনার্দ্দন! তোমাতে ভক্তি-শূন্য ব্যক্তির নরকে বাস হয় এবং তোমাতে ভক্তি-মান মনুষ্য ব্রহ্মঘাতী হইলেও পবিত্র হইয়া থাকে।

তোমার প্রতি যে অচলা ভক্তি, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় এবং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে তোমার ভক্তগণই মুক্ত॥ ৮৯-৯৩॥

টীকা—ন চ্যুতঃ, কথঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনম্—হে অচ্যুতেতি। তথা চোক্তম্—'ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ' ইত্যাদি; এতচ্চাগ্রে লেখ্যমেব॥ ৯০॥

টীকা—তব ভক্তৈঃ কৃতঃ অধর্ম্মঃ কদাচিত্তীর্থা-দাবধিকপ্রতিগ্রহাদিনা পাপমপি ধর্ম্ম এব ভবতি, ভক্ত্যা ত্বদর্থমেব কৃতত্বাৎ। তবাভক্তৈঃ কৃতো ধর্ম্মো যোগাদিরপি পাপমেব ভবতি, ত্বদনাদরাৎ; তদুক্তম্। 'অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥' ইতি॥ ৯১॥

টীকা—নরকে সদা তিষ্ঠতি, অভক্ত্যা ভগবদনাদরেণ নাস্তিকত্বাপত্তেঃ; তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে (৫।৩)—'য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ'॥ ইতি ৯২॥

টীকা—দেহান্তে বিমুচ্যত ইতি কিং বক্তব্যং, ত্বয়ি ভক্তিনিষ্ঠয়া তস্মিন্নেব দেহে মুক্ত এবাসাবিত্যা-শয়েনাহ—নিশ্চলেতি জনার্দ্দনে হে জন্মলক্ষণসংসার-নাশক! বিষ্ণো হে অপরিচ্ছিন্ন! হরে হে সংসার-দুঃখহরেতি সম্বোধনত্রয়েণ তব ভক্তৈর্ভক্তানাঞ্চ তাদৃশত্বং যুক্তমেবেতি দোত্যতে॥ ৯৩॥

তত্রৈব দুর্ব্বাসোনারদ-সংবাদে—

নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষা-বিশারদাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে॥ ৯৪॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই দুর্ব্বাসা-নারদ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—হে মহামুনে! লোকরক্ষা-বিশারদ ভগবদ্ভক্তগণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত শ্রীহরির আদেশানুসারেই এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন॥ ৯৪॥

টীকা—ব্রজন্তীত্যাদৌ গচ্ছন্তি ভ্রমন্তীতি বা॥৯৪॥

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরঁল্লোকান্ ভক্তরূপেণ নারদ॥ ৯৫॥

অনুবাদ—হে নারদ! জীবগণের রক্ষার নিমিত্ত কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান জনার্দ্দনই ভক্তরূপে এই জগৎ-সংসারে পরিভ্রমণ করেন॥ ৯৫॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

যস্তু বিষ্ণুপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥৯৬

অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি তদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—নিত্য দৃঢ়ভক্তিযুক্ত হরিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজের গৃহে থাকিয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন। দশলক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞকারীও শ্রীহরিভক্তগণের প্রাপ্য ফল পাইতে পারেন না ॥ ৯৬-৯৭ ॥

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযম-তদ্ভটসংবাদে—
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্ ॥ ৯৮ ॥
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপ-লক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযম-যমদূত-সংবাদে বলা হইয়াছে—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বত্রই শ্রীবৈষ্ণবগণ দেবতা, মনুষ্য, পন্নগ ও রাক্ষসকুলের পূজার যোগ্য। বৈষ্ণব মহাত্মগণের স্মরণমাত্রই শতলক্ষ পাপ বিনষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ৯৮-৯৯ ॥

টীকা—নিত্যং বিষ্ণুপরত্বে হেতুঃ—দৃঢ়া নিশ্চলা ভক্তির্যস্যেতি, অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ। যেষাং বৈষ্ণবানাম্, অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ ॥ ৯৬-৯৯ ॥

যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনং চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্ ॥১০০
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—যমুনা, জাহ্নবী ও নর্ম্মদা নদীরজল যাঁহাদের চরণরেণুতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের উপদেশ কিংবা যাঁহাদের মুখোচ্চারিত শ্রীহরিসংকীর্ত্তনরূপ জলদ্বারা মনুষ্যগণ অসংখ্য অসংখ্য তীর্থ ও গঙ্গাজল ছাড়াই স্নাত হয়, তাঁহাদের পাদোদক মাহাত্ম্য আর কি বলিব? ১০০-১০১ ॥

টীকা—পাদস্য রজেন রজসৈব, নার্ম্মদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপ্যতে। 'কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জলং, তন্মাহিমা কিং পুনর্বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশান্মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ ॥ ১০০ ॥

টীকা—বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপং বা, তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরঃ, তেনৈব ॥১০১॥

তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে—
তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥১০২॥
স এব জ্ঞানবাঁল্লোকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।
মহাক্রতুনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—যে পর্য্যন্ত বংশে ভক্তিমান পুত্রের জন্ম না হয়, তত দিনই পিতৃকুল পিণ্ডলুব্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন। সংসারে শ্রীহরিভক্তি পুরুষই জ্ঞানী, যোগিবর ও সর্ব্বযজ্ঞের আহর্ত্তা বলিয়া অভিহিত ॥ ১০২-১০৩ ॥

কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে—
ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ
সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
ন তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তাৎ ভেতব্যং কেনচিৎ কৃচিৎ।
নিয়তং বিষ্ণুভক্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥১০৫

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুব চরিতে কথিত হইয়াছে—মহাপ্রলয়রূপ আপদেও শ্রীহরিভক্তগণের মানসিকতার তারতম্য ঘটে না, এই কারণেই শ্রীহরি অখিল সংসারে অচ্যুত সর্ব্বগামী ও অব্যয় শব্দ দ্বারা কীর্ত্তিত হন। তাই শ্রীহরিভক্ত হইতে কাহারও কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। বিষ্ণুভক্তগণ কদাচ অপরের তাপ উৎপাদন করেন না। ইঁহারা শ্রীভগবানের মতই জীবগণের তাপ হরণ করিয়াই বিচরণ করেন ॥ ১০৪-১০৫ ॥

টীকা—প্রলয়াপদি অপি ॥ ১০৪ ॥

তত্রৈবাগ্রে—
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥১০৬॥

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥ ১০৭॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অগ্রে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীহরিভক্ত হইলে ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতিই হউক, সর্ব্বাপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। শঙ্খচক্রচিহ্নে চিহ্নিত-গাত্র মস্তকে তুলসীমঞ্জরী-ভূষিত ও গোপীচন্দনের দ্বারা লিপ্ত কলেবর মহাত্মাকে দেখিতে পাইলে আর পাতকাশঙ্কা কোথায়? ১০৬-১০৭॥

টীকা—তুলসীমঞ্জরীধরঃ, শিরসেত্যত্র তুলসীতি বা পাঠঃ; তত্তদা॥ ১০৭॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥ ১০৮॥

অনুবাদ—মহাভারতে রাজধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে—সর্ব্বজীবেশ্বর ও জগদুৎপত্তিলয়কারী শ্রীহরির ভক্তগণ বিবিধ দুস্পার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন॥ ১০৮॥

টীকা—যে ভক্তা অভজন্, দুর্গাণি দুস্তরবিবিধ-দুঃখানি॥ ১০৮॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনম্।
কীর্ত্তনাত্তস্য পাপানি নাশমায়াস্ত্যশেষতঃ॥ ১০৯॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—প্রাতঃকালে নিদ্রাশেষে শ্রীমধুসূদন নাম কীর্ত্তন করিলে পাতকরাশি সম্পূর্ণ-রূপে দূরীভূত হয়॥ ১০৯॥

তত্রৈব—
যস্যাপ্যনন্তে জগতামধীশে
ভক্তিঃ পরা যাদব-দেবদেবে।
তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর॥ ১১০॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই বলা হইয়াছে—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্ত, জগদীশ্বর, যাদব দেবদেব শ্রীহরির প্রতি যিনি ভক্তিপরায়ণ, তাঁহার থেকে উৎ-কৃষ্ট পাত্র এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে কোথাও নাই॥১১০

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে শ্রীপ্রহলাদ-বলিসংবাদে—
নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥১১১

অনুবাদ—দ্বারকা-মাহাত্ম্যে—শ্রীপ্রহলাদ-বলি-মাহাত্ম্যে—প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিছানা ছাড়িয়া যাঁহারা বৈষ্ণব-নাম কীর্ত্তন করেন, হে বলি মহারাজ! কলি-যুগে তাঁহারাই ভাগবত ও কৃষ্ণ তুল্য॥ ১১১॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—
স্বদর্শন-স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ॥ ১১২॥

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে — শ্রীহরিপ্রতিমা-তুল্য পুণ্য চরিত বৈষ্ণব নিজের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনদ্বারা লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার নিমিত্তই দীপবৎ পরহিতের জন্য এই সংসারে বাস করেন, নিজের জন্য নহে॥ ১১২॥

টীকা—বিষ্ণুপ্রতিমেব স্বদর্শনাদিভির্জনস্য সর্ব্ব-লোকস্য তমাংসি পাপানি অজ্ঞানানি বা ধুন্বন্ নাশয়ন্; অত্র লোকে বৈষ্ণবো যদ্বসতি, তৎস্বার্থং ন, কিন্তু পরং কেবলং লোকহিতায়ৈব। অত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা দীপ ইতি॥ ১১২॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমশবাক্যে—
যে ভজন্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাতনম্।
ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্তম॥ ১১৩॥

অনুবাদ—ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমশ মুনির কথায়—জগৎকারণ সনাতন বাসুদেবকে যাঁহারা আরাধনা করেন, হে নৃপবর! তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতীর্থ স্বরূপ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ আর হয় না॥ ১১৩॥

টীকা—ততোঽধিকং শ্রেষ্ঠম্॥ ১১৩॥

যত্র ভাগবতাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি বিমলাশয়াঃ ।
তত্তীর্থমধিকং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ১১৪ ॥
যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! শুদ্ধমতি ভগবদ্ভক্তগণ যেখানে অবগাহন করেন, সেই স্থান সর্ব্বপাপবিনাশক তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। রাগাদিরহিত শ্রীহরি-পরায়ণ বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক অধিকৃত স্থানে শ্রীহরি সর্ব্বদাই অবস্থান করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥১১৪-১১৫॥

টীকা—অধিকং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্ধি ; কুতঃ ? সর্ব্বেষামেব পাপানাং বিশেষেণ বাসনোন্মূলনেন শোধনম্ ॥ ১১৪ ॥

ন গন্ধৈর্ন তথা তোয়ৈর্ন পুষ্পৈশ্চ মনোহরৈঃ ।
সান্নিধ্যং কুরুতে দেবো যত্র সন্তি ন বৈষ্ণবাঃ ॥১১৬
বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ।
নিত্যমারাধ্যমানোঽপি তত্র বিষ্ণুর্ন তৃপ্যতি ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে বৈষ্ণবগণ বিরাজিত নহেন, সেই স্থানে গন্ধ, জল ও মনোহর কুসুমদ্বারা পূজিত হইলেও শ্রীহরি সেখানে বাস করেন না। বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত স্থানে উপহার, অনশন ও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা আরাধ্যমান হইলেও শ্রীহরি প্রীতিলাভ করেন না ॥ ১১৬-১১৭ ॥

টীকা—বলিভিঃ উপহারৈঃ, যত্র বৈষ্ণবা ন সন্তি, তত্র ন তৃপ্যতি, ন তুষ্যতি ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ—এই কারণেই এই সমস্ত নিষ্পাপ মহা-ভাগ বৈষ্ণবগণ নিখিললোক পবিত্র করেন। অতএব তাঁহারা তীর্থ হইতেও অধিক ॥ ১১৮ ॥

টীকা—তস্মাদেত এব লোকান্ পুনন্তি, ততস্তস্মাদ্ধেতোঃ। তদিত্যব্যয়ং ত ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, তীর্থ-বিশেষণত্বান্নপুংসকত্বং, বৈষ্ণবা এব পরমং তীর্থ-মিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা ।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১১৯

অনুবাদ—শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ যাহাই হউন না কেন, বৈষ্ণব ব্যক্তিকে যে সামান্য জাতিগত দৃষ্টিতে হীন ভাবে, সে নরকগামী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১১৯ ॥

টীকা—জাতিসামান্যাৎ নীচজাতিরয়মিতি ; যদ্বা, যথান্যঃ শূদ্রস্তথায়মপীত্যাদিপ্রকারেণ সমানজাতিতয়া যো বীক্ষতে ॥ ১১৯ ॥

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—এই কারণে শ্রীহরির প্রীতি সাধনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের সন্তোষ বিধান করিবে। বৈষ্ণব-গণের প্রসন্নতা হইলেই শ্রীহরি প্রসন্ন হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১২০ ॥

টীকা—তেন বৈষ্ণবপরিতোষণেনৈব ॥ ১২০ ॥

তত্রৈব শ্রীনারদপুণ্ডরীক-সংবাদে—

যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাঃ সদাঃ ।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপরাশ্রয়াঃ ॥ ১২১ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥১২২॥

অনুবাদ—ঐ ইতিহাসসমুচ্চয় গ্রন্থেই শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে কথিত হইয়াছে যে—নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিগণের আশ্রিত হইলে নিষ্ঠুর, দুরাত্মা ও সর্ব্বদা পাপাচারীগণেরও পরমধাম বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ হয়। যাঁহারা বিষ্ণুপরায়ণ, সেই প্রকার বৈষ্ণবগণ কখনও পাপাচারে লিপ্ত হন না, তাঁহারা দিবাকর তুল্য উদিত হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র করেন ॥১২১-১২২॥

টীকা—নারায়ণ এব পরঃ পরম আশ্রয়ো যেষাং তে ; যদ্বা, নারায়ণপরা বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়া অপি সন্তঃ ॥ ১২১ ॥

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্বুদ্ধিরীদৃশী ।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাঁল্লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥১২৩

স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥১২৪

অনুবাদ—হাজার হাজার জন্মের পর 'আমি বাসুদেবের দাস', যাঁহার এই প্রকার মতি হয়, তিনি জগৎ সংসার উদ্ধারে সমর্থন হন এবং অবশ্যই হরিলোক প্রাপ্ত হন। হরিগত প্রাণ, সংযতেন্দ্রিয় পুরুষের কথা আর কি বলিব? ১২৩-১২৪॥

কিঞ্চ—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তাশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়াঃ॥ ১২৫॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ভগবদ্ভক্ত যদি চণ্ডাল হন, তবুও তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার সঙ্গে বার্ত্তালাপ ও তাঁহার পূজা করিলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পবিত্রতা লাভ হয়॥ ১২৫॥

টীকা—যদৃচ্ছয়া যথাকথঞ্চিদপীত্যর্থঃ, অস্য স্মৃতঃ ইত্যাদিনান্বয়ঃ॥ ১২৫॥

শ্রীব্যাসবাক্যে—

জন্মান্তরসহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকম্॥ ১২৬॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন যে—বিষ্ণুভক্তের দর্শনমাত্রেই পাতক ভস্মীভূত হয়। ভক্তব্যক্তি জন্মসহস্রের মধ্যেও কখনও প্রমাদ বশতঃ কোন পাপানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না॥ ১২৬॥

টীকা—ন লিপ্যতে প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ কৃতৈরপি পাপৈঃ, অন্যেষামপি পাতকং সর্ব্বং ভস্মীভবতি সমূলং বিনশ্যতি॥ ১২৬॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যে—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যঃ স চ পূজ্যো
যথা হ্যহম্॥ ১২৭॥

অনুবাদ—ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমাতে ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্ব্বেদ অভ্যাসসম্পন্ন ব্যক্তিও আমার প্রিয় হন না। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ শ্বপচও আমার প্রিয়। সেই প্রকার ভক্তিমান শ্বপচকেই দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই শ্বপচ আমার মতই পূজার পাত্র॥ ১২৭॥

টীকা—চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেৎ তর্হি ন মে প্রিয়ঃ; শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ, তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায়ৈব॥ ১২৭॥

তত্রৈব ব্রহ্মবাক্যে—

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতম্॥ ১২৮॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে—সধবা বা বিধবা যাহাই হউন, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা হইলে একাধিক শতকুল পরিত্রাণ করিতে পারেন॥ ১২৮॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহলাদবলি-সংবাদে—

সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥১২৯

অনুবাদ—দ্বারকা-মাহাত্ম্যে প্রহলাদ-বলি-সংবাদে কথিত আছে—নীচ জাতিও ভগবান মধুসূদনের ভক্ত হইলে পরমপবিত্র হন, আর হরিভক্তিবিহীন কুলীনব্যক্তিও ম্লেচ্ছতুল্য হইয়া থাকে॥ ১২৯॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ॥ ১৩০॥
তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্॥১৩১
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ॥ ১৩২॥

অনুবাদ—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন হে পার্থ! দেবতান্তরের উপাসনায় কি প্রয়োজন? তুমি বৈষ্ণবগণের উপাসনা কর। বৈষ্ণবগণ নিখিল দেবগণের সহিত এই জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। আমার ভক্ত যাঁহার নিকট দুর্ল্লভ, আমিও তাঁহার সুলভ নহি। আমার ভক্ত যাঁহার প্রিয় সেই ব্যক্তি আমারও প্রিয়। হে ধনঞ্জয়! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, ভক্ত অপেক্ষা আমার প্রিয় আর নাই। ভক্তগণ জগৎ সংসারের গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। যে প্রকার আমি সকলের গুরু আমার ভক্তগণও সেইরূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, ভক্তগণের আমি বান্ধব, ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমিও ভক্তগণের গুরু। ভক্তগণ যে স্থানে গমন করেন, হে অর্জ্জুন! আমিও সেই স্থানে গমন করি। মুক্তিগণ শ্রুতিগণের সহিত ভক্তবৃন্দের অনুসরণ করেন ॥ ১৩০-১৩২ ॥

টীকা—কুলং কুলানি চ, দুর্ল্লভো বল্লভঃ ॥ ১২৮-১৩০ ॥

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥১৩৩
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয় ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা আমার ভক্ত, হে কৌন্তেয়! তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহেন, পরন্তু আমার ভক্তগণের ভক্তবৃন্দই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য হয়েন। যাঁহারা আমাতে ভক্তিমান হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকট আমি নিজেকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। ভক্তগণ ব্যতীত আর কেহ আমাকে ক্রয় করিতে পারে না ॥ ১৩৩-১৩৪ ॥

টীকা—তেষামহং পরিক্রীতস্তৈঃ পরিক্রীতঃ ॥ ১৩৪ ॥

এষাং ভক্ষ্যং সুনির্ণীতং শ্রূয়তাং নিশ্চিতং মম।
উচ্ছিষ্টমবশিষ্টঞ্চ ভক্তানাং ভোজনদ্বয়ম্ ॥ ১৩৫ ॥
নামযুক্তজনাঃ কেচিজ্জাত্যান্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ ॥১৩৬॥

অনুবাদ—এক্ষণে ভক্তগণের ভক্ষ্য বিষয়ে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, হে কুন্তীপুত্র! তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—ভক্তদিগের দুই প্রকার ভোজন—উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট। যাহা শ্রীভগবানে নিবেদিত হয় তাহাই উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, আর অগ্রভাগ দেওয়ার পর পাকপাত্রে যাহা থাকে তাহাই অবশিষ্ট। অন্য জাতি, নীচ ব্যক্তি যদি আমার নামপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাতে আমি যে প্রকার প্রীতিলাভ করি, বেদবিচক্ষণ বিপ্রের বেদপাঠেও সেরূপ প্রীতিলাভ করি না ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

টীকা—সুনির্ণীতং নিশ্চিতমিতি—বাক্যভেদাদপৌনরুক্ত্যম্; অবশিষ্টং পুরস্তাদানীতং পাকপাত্রাদৌ স্থিতম্ ॥ ১৩৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে মার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—
বিষ্ণুভক্তকুটুম্বীতি বদন্তি বিবুধাঃ সদা।
তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনো নানৃতং বদেৎ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবান ঋষি মার্কণ্ডেয়কে বলিতেছেন—বিষ্ণুভক্তজন কুটুম্বী, দেবগণ এইরূপ বলেন, যেহেতু আমার ভক্তগণ মিথ্যাবাদী নহেন, সেই হেতু আমি তাঁহাদের এই বাক্য সত্য করিব ॥ ১৩৭ ॥

টীকা—ভক্ত এব কুটুম্বং তদ্বানিতি; যদ্বা, ভক্তৈঃ কৃত্বা কুটুম্বীতি, তদেব পালয়িষ্যামীতি যথা—স্বকুটুম্বমকৃত্যেনাপি পরিপাল্যতে, তথা নিজভক্তো ময়া পরিপাল্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

মম জন্ম কুলে যস্য তৎকুলং মোক্ষগামি বৈ।
ময়ি তুষ্টে মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব মে ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিবর! আমি যে বংশে অবতীর্ণ হই, সেই বংশ মোক্ষভাগী হয়। আমি প্রীত হইলে কোন কিছুই সাধ্যাতীত থাকে না, ইহা জানিবে ॥ ১৩৮ ॥

টীকা— যস্য কুলে মজ্জন্ম তস্য কুলং, যস্যেত্যত্র যস্মিন্নিতি বা পাঠঃ ॥ ১৩৮ ॥

ময়ি ভক্তিপরো যস্তু মদ্‌যাজী মৎকথাপরঃ।
মদ্ধ্যানী স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১৩৯ ॥
মদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ।
মন্মনাঃ স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ—আমার পূজক আমাতে ভক্তিমান, আমার কথায় শ্রদ্ধাবান্, আমার ধ্যানকারী, আমার কর্ম্মকারী, আমাতে প্রণতি ও আমার মননশীল ব্যক্তি নিজের বংশের সকলকে ভগবৎস্বারূপ্য দিয়া থাকেন ॥ ১৩৯-১৪০ ॥

টীকা—অচ্যুতরূপতাং মৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, ন চ্যুতং, কথঞ্চিৎ কদাচিদপি ন নিজস্বভাবাদ্‌ভ্রষ্টং রূপং যেষাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং তদ্ভাবমিত্যর্থঃ ॥ ১৪০ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠা নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—প্রচ্ছন্নদেহে আমি আমার ভক্তরূপে সকল জগৎ-সংসার সর্ব্বদা রক্ষা করি, হে মুনিবর ! ইহা জানিও ॥ ১৪১ ॥

টীকা—ভগবদ্ভক্তা মদ্ভক্তাঃ, যদ্বা, ভগবন্ত ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্তাঃ ; যদ্বা, পরমগৌরবেণ ভগবচ্ছব্দ-প্রয়োগঃ। ভগবন্তঃ যে মদ্ভক্তাস্তদ্রূপেণ ॥ ১৪১ ॥

তত্রৈবাদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ—
বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্।
হরিধ্যানপরাণাস্তু কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্ ॥ ১৪২ ॥
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাদ্যা নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥১৪৩

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয় পুরাণেই অদিতি মাহাত্ম্যে শ্রীসূত মহারাজের কথায়—হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রীহরিভক্তগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, হরিধ্যান পরায়ণগণের কোন প্রকার পাতকাদির সঞ্চার যদি হয় ও তাঁহাতে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, দেবগণ, সিদ্ধগণ হরিভক্ত-কর্তৃক অধিষ্ঠিত স্থানে সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥ ১৪২-১৪৩

টীকা—প্রবাধিতুং কথঞ্চিৎ পাপাদৌ জাতেঽপি কাঞ্চিদপি বাধাং বিঘ্নং বা কর্ত্তুম্ ॥ ১৪২ ॥

টীকা—দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ, হে সত্তমাঃ। যদ্বা, সিদ্ধাদ্যাঃ সত্তমাঃ পরমসাধবঃ ; যদ্বা, সত্তমাঃ শ্রীনারদাদয়শ্চ তত্রৈব নিত্যং তিষ্ঠন্তি ॥ ১৪৩ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ।
তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধকাল বিষ্ণুভক্তগণ যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থান নিখিল মঙ্গলের আশ্রয়, তীর্থ ও তপোবন স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—সত্তমা হরিভক্তা যত্র ॥ ১৪৪ ॥

তত্রৈবাদিতিং প্রতি শ্রীভগবদুত্তরে—
রাগদ্বেষবিহীনা যে মৎভক্তা মৎপরায়ণাঃ।
বদন্তি সততং তে মাং গতাসূয়া অদাম্ভিকাঃ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই অদিতির প্রতি শ্রীভগবানের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত মৎপরায়ণ ভক্তগণ সর্ব্বদা দম্ভ ও অসূয়া ত্যাগ করিয়া আমার রূপ-গুণাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৪৫ ॥

পরাপকারবিমুখা মদ্ভক্তার্চ্চনতৎপরাঃ।
মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণের পূজায় যাঁহারা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, কখনও অপরের ক্ষতি করেন না, আর আমার কথা শ্রবণে অনুরাগ প্রকাশ করেন তাঁহারাই সর্ব্বদা আমাকে বহন করেন ॥ ১৪৬ ॥

তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ—
যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্ ॥১৪৭

অনুবাদ—ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য শ্রীবিষ্ণুদূতবাক্য অনুযায়ী—হরিভক্ত ও সন্ন্যাসীগণের যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহারা যাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, পাতকী হইলেও তাঁহাদের পরমাগতি লাভ হয় ॥১৪৭

টীকা—অপিশব্দস্য সর্ব্বাত্রানুসঙ্গঃ। যতীনামপি বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণেরপি ॥ ১৪৭ ॥

———

তত্রৈব শ্রীভগবত্তোষপ্রকারপ্রশ্নোত্তরে—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই—শ্রীভগবত্তোষপ্রকার প্রশ্নের উত্তরে—দুষ্ট লোকেরা বিষ্ণুভক্তগণকে হিংসা করিতে পারে না, গ্রহগণ দুঃখ দিতে পারে না, রাক্ষসেরাও গিলিয়া ফেলিতে পারে না ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—ন হিংসন্তি, হিংসাং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তী-ত্যর্থঃ; যদ্বা, কুলক্রমাগতবৈরবন্তোঽপি ন দ্বিষন্তি, পরমপ্রীতিবিষয়ত্বাৎ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ১৪৮ ॥

———

ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্যস্য দেবদেবে জনার্দ্দনে।
শ্রেয়াংসি তস্য সিধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ ॥১৪৯

তত্রৈবাগ্রে—

অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনে অচলা ভক্তি থাকিলে নিখিল কল্যাণ লাভ হয়, কারণ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মাদি দেবগণও আজ পর্যন্ত শ্রীহরিভক্তগণের মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত নহেন ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

———

কিঞ্চ—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে, বিষ্ণুভক্তগণই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫১ ॥

টীকা—হে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫১ ॥

———

তত্রৈব লুব্ধকোপাখ্যানস্যাদৌ—

যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতৎপরাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৫২ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥১৫৩॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই লুব্ধকোপাখ্যানের প্রথমাংশে উক্ত আছে—শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগী, শান্ত, পরোপকারী ও সর্ব্বজীবে দয়াবান ব্যক্তিগণই হরিস্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীহরিভক্তিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে চণ্ডাল বলা হয়, আর হরিভক্তি নিষ্ঠ হইলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। অর্থাৎ বৈষ্ণবত্বে গুরুত্ব জাতিত্ব এখানে একান্তই গৌণ ॥ ১৫২-১৫৩ ॥

টীকা—বিষ্ণুনিরতা ইত্যস্য লক্ষণানি—শান্তা ইত্যাদিবিশেষণানি ত্রীণি। তত্রানুগ্রহ-শব্দেনোপকারঃ, দয়া-শব্দেন তৎকারণং স্নেহো জ্ঞেয়ঃ; যদ্বা, লোকানুগ্রহঃ লোককর্ত্তৃকস্ববিষয়কোঽনুগ্রহস্তৎপরাস্তদেকাপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু দয়াযুক্তাশ্চ, বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

———

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যাদৌ শ্রীসূতবাক্যম্—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্ যতঃ ॥১৫৪
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥১৫৫
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।
যস্মান্মুক্তিঃ করস্থৈব যোগিনামপি দুর্ল্লভা ॥১৫৬॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের আদিতে শ্রীসূতবাক্যে—শ্রীবিষ্ণু ভক্তিরূপ রসের আস্বাদনে আনন্দিত ব্যক্তিগণকে আমি প্রণাম করি, তাঁহাদিগের সান্নিধ্য হইতেও মোক্ষ লাভ হয়। হরিভক্তি পরায়ণ ও হরিনামনিরত ব্যক্তিগণ দুর্ব্বৃত্তই হউন, বা সুবৃত্তই হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অহো হরিভক্তগণের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! কারণ তাঁহাদিগের অনুগ্রহবশতঃ যোগিজনেরও দুর্ল্লভ মোক্ষ করতলগত হয় ॥ ১৫৪-১৫৬ ॥

টীকা—তেষাং তেভ্যো নমস্করোমি, যতঃ তেষাং সঙ্গ্যপি মুক্তিভাক্ জীবন্মুক্তঃ এবেত্যর্থঃ। অতস্তেষাং

বাহ্যাচারো ন কদাপি বিচার্য্যঃ, সর্ব্বথা সম্মান এব কার্য্য ইত্যাশয়েনাহ—দুর্বৃত্তা বেতি ॥ ১৫৪-১৫৫ ॥

টীকা—যস্মাদন্যস্যাপি তেষাং প্রসাদান্মুক্তিঃ করস্থা স্বাধীনৈব। যেষামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। যদ্বা, স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করনিহিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

তত্রৈব কলিপ্রসঙ্গে—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫৭ ॥
অত্যন্তদুর্ল্লভা প্রোক্তা হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে।
হরিভক্তিরতানাং বৈ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ১৫৮ ॥
বেদবাদরতাঃ সর্ব্বে তথা তীর্থনিষেবিণঃ।
হরিভক্তিরতৈঃ সার্দ্ধং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১৫৯

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই কলিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে—সর্ব্বধর্ম্মশূন্য ঘোর কলিকাল আসিলে বাসুদেব-পরায়ণ ব্যক্তিগণই কৃতার্থ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কথিত আছে, ঐ কলিকালে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভা; হরিভক্তিনিষ্ঠগণের পাতকরূপ বন্ধন জন্মে না। বেদবাদপরায়ণ ও নিখিল তীর্থসেবকগণ শ্রীহরিভক্তবৃন্দের ষোলভাগের একভাগেরও তুল্য নন ॥ ১৫৭-১৫৯ ॥

টীকা—পাপরূপো বন্ধঃ; যদ্বা, পাপেন কথঞ্চিৎ কৃতেনাপি বন্ধঃ ॥ ১৫৮ ॥

অতএবোক্তং দেবৈস্তত্রৈব ভারতবর্ষ-প্রসঙ্গে—

হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥১৬০॥

অনুবাদ—অতএব ঐ পুরাণেই ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে দেবগণের উক্তিতে—হরিভক্তগণের প্রিয় অথবা মহাজনগণের সেবা-নিরত কিংবা হরিকীর্ত্তন পরায়ণ শ্রেষ্ঠজনই আমাদের বন্দনীয় ॥ ১৬০ ॥

টীকা—যতঃ স এবোত্তমঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥১৬০॥

পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম-সংবাদে—

দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ।
পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ ॥ ১৬১ ॥
মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীভগবৎ-ব্রহ্ম-সংবাদে—শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—যে প্রকার, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণ দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শ দ্বারা নিজ নিজ অপত্যগণকে পোষণ করে, সেই প্রকার আমিও সেইরূপে নিজ ভক্তগণকে পোষণ করি। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে দানবগণের বিনাশে সক্ষম হইলেও ভক্তগণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি ॥ ১৬১-১৬২ ॥

টীকা—পদ্মজ হে ব্রহ্মন্! যথা মৎস্যাদয়ো দর্শনাদিভিঃ ক্রমেণ স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি, তথাহমপি দর্শনাদিভিঃ সমুচিতৈরেব সর্ব্বৈঃ স্বভক্তান্ পুষ্ণামীত্যর্থঃ ॥ ১৬১ ॥

টীকা—ইত্থং মম সর্ব্বং রূপলীলাদিবৈভবং ভক্তোৎসবার্থমেবেত্যাহ—মুহূর্ত্তেনাপীতি ॥ ১৬২ ॥

তত্রৈব মাঘ-মাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে—

ন যমং যমলোকং ন ন দূতান্ ঘোরদর্শনান্।
পশ্যন্তি বৈষ্ণবা নূনং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥১৬৩
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৬৪ ॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥১৬৫॥
বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ ॥১৬৬

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে কথিত হইয়াছে—আমি সংশয় রহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি যে, বৈষ্ণবগণ যম, যমালয় কিংবা ঘোরদর্শন করেন না। বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল অপেক্ষা হীনজ্ঞান করিবে। বৈষ্ণব অন্ত্যজ জাতি হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ

কখনও শূদ্র বলিয়া গণ্য নহেন, তাঁহারাও ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত। চারিবর্ণমধ্যে কেশবে ভক্তিহীন ব্যক্তিরাই শূদ্র। হে বশ্য! বিষ্ণুভক্তের দাস ও বৈষ্ণবের অন্ন ভোজনকারী ব্যক্তিগণ নিরাকুল হইয়া যজ্ঞভুক্গণের গতি লাভ করেন ॥ ১৬৩-১৬৬ ॥

তত্রৈব বৈশাখ-মাহাত্ম্যে পঞ্চ-পুরুষাণামুক্তৌ—

ভব্যানি ভূতানি জনার্দ্দনস্য
পরোপকারায় চরন্তি বিশ্বম্ ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বৈশাখমাহাত্ম্যে পঞ্চ পুরুষগণের বাক্যে—হরিভক্তগণ পরোপকারের নিমিত্তই সংসারে ভ্রমণ করেন ॥ ১৬৭ ॥

তথা—

সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদুষ্কৃতপাপ্মানাম্ ।
আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কুকার্য্যজনিত পাতকে যাহারা পাতকী, সেই সকল দীনজনের পক্ষে সাধুগণই একান্ত আশ্রয়। সাধুজনের দর্শনে পীড়িতদিগের পীড়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় ॥ ১৬৮ ॥

টীকা—দৈবাৎ পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মবশাৎ অকস্মাদ্বা উদ্ভূতং যৎ পাপং তদ্বতাং. পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ, অতএব দীনানাং জনানাং সন্ত এব প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ; যদ্বা, সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠারূপা এব, যথা প্রতিমাদীনাং প্রতিষ্ঠয়ৈব শোধনং, পূজ্যত্বাদিকঞ্চ সম্পদ্যতে, তথা সন্ত এব তেষাং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতী সংবাদে—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৬৯ ॥
ন দাস্যং বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
সর্ব্ববন্ধননির্ম্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেরই উত্তরখণ্ডে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে কথিত হইয়াছে—কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম হইতে বৈষ্ণবগণ মুক্ত। বুধগণ শ্রীহরির দাসত্বকেই মুক্তি বলিয়াছেন, তাই পরমেশ্বর শ্রীহরির দাসত্ব কখনও ভববন্ধনের কারণ হইতে পারে না। শ্রীহরিদাসগণ কলুষ রহিত এবং সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

টীকা—কর্ম্মণা বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি কর্ম্মবন্ধনম্, অনুচরত্বং দাস্যং, হি যতঃ ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—বন্ধনং সংসারবন্ধাপাদকং, নিরাময়া নির্দ্দোষাঃ ॥ ১৭০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমীব্রত-মাহাত্ম্যে শ্রীচিত্রগুপ্তোক্তৌ—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্ ॥ ১৭১ ॥
ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি ।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্ ॥১৭২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-ব্রত-মাহাত্ম্যে শ্রীচিত্রগুপ্ত বাক্যে—দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও একসঙ্গে বাস প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরিভক্তগণ সাক্ষাৎ চণ্ডালকেও শীঘ্রই পবিত্র করেন। বিষ্ণুভক্তের আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিখিল কুলাচার-ত্যাগী ও সমস্ত পাপে পাপী ব্যক্তিও ক্লেশ ভোগ হইতে রক্ষা পান ॥ ১৭১-১৭২ ॥

বাশিষ্ঠে—

যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥১৭৩॥
সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন ।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তে ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—বাশিষ্ঠে কথিত হইয়াছে—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ, সফল শীতলছায়া-বিশিষ্ট সজ্জনরূপ তরু বিহীন মরুপ্রদেশে একদিনও বাস করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সাধুগণের নিকটেই যাওয়া উচিত। সাধুগণ যদি উপদেশ নাও দেন, তবুও তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ শাস্ত্র কথা আলাপনই উপদেশ মনে করিবে ॥ ১৭৩-১৭৪॥

টীকা—তং ভগবন্তং জানাতীতি তজ্জ্ঞঃ। দিবসমেকদিনপি ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—তেষাং যাঃ স্বৈরকথাঃ অন্যোঽন্যং

স্বচ্ছন্দবার্ত্তাস্তা অপি। তে তব ; ত এব বা ; উপদেশবিশেষণত্বেন পুংস্ত্বম্, উপদেশা ভবিষ্যন্তি ॥ ১৭৪॥

গারুড়ে—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥১৭৫॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্ববেদান্তে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি সহস্র সংখ্যক যাজ্ঞিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একজন বিষ্ণুভক্ত কোটি বেদান্তবিদ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একজন একান্তী বৈষ্ণব বৈষ্ণব-সহস্র হইতেও শ্রেষ্ঠ। একান্তী বৈষ্ণবগণই পরমপদ পাইয়া থাকেন। ১৭৫-১৭৬ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু (৯।৩০।৩৩)—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥১৭৭॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥১৭৮॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্ত্যা রাজর্ষয়স্তথা ॥ ১৭৯॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে—অনন্যভক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিলে সুদুরাচার ব্যক্তিও সমুচিত অধ্যবসায়ী সাধু বলিয়া মাননীয় হইতে পারেন। তিনিই আশু ধর্ম্মশীল ও নিত্য শান্তিভাগী হন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্তগণ কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহা নিশ্চিত। নিকৃষ্ট জন্মা, অন্ত্যজাদি, স্ত্রীগণ, বৈশ্য জাতি অথবা শূদ্রজাতি আমার আশ্রয় লইলে পরমাগতি লাভ করে। অতএব পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বংশে জাত রাজর্ষি ভক্তের পক্ষে সন্দেহ কি? ১৭৭-১৭৯ ॥

টীকা—মদ্ভক্তেরবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপীতি ; অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরো যদি পৃথক্ত্বেন দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং শ্রীদেবকীনন্দনং ভজতি, মদ্ভজনে মতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ১৭৭॥

টীকা—নন্ কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি, দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ধর্ম্মস্বরূপো বা ভবতি প্রাপ্নোতি ; যদ্বা, ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য আত্মা প্রবর্ত্তকো ভবতি ; ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপরমশান্তিং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈবং মন্যেরন্নিতি শোকব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি। হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদি-(কোলাহলাদি) মহাঘোষ-পূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু কথম্? মে পরমেশ্বরস্য, যদ্বা, মে পরমেশ্বরভক্তস্যাপি ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে প্রৌঢ়িবাদ-বিজৃম্ভ-বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ১৭৮ ॥

টীকা—আচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্? যতো মদ্ভক্তির্যথাকথঞ্চিৎ মদাশ্রয়াপি বা দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাধ্যয়নাদিরহিতাঃ, তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য ; যদ্বা, বিধিত্যাগাদিনা বিরূপতয়া অপকর্ষেণাপি যথাকথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রং কৃত্বাপি পরাং গতিং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং যান্তি লভন্তে। হি নিশ্চিতং, যদেবং তদা সজ্জাতয়ঃ সৎকুলাঃ সদাচারশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিমিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চৈতে ঋষয়শ্চ, এবম্ভূতাঃ ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব (৬।৪৭)—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো।
মতঃ ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—গীতাতে আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা কৃষ্ণরূপ আমার চরণযুগলে অন্তরাত্মা সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার আরাধনা করেন, যোগি-গণের মধ্যে তাঁহারাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ১৮০ ॥

টীকা—যুক্ততমঃ সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥১৮০॥

শ্রীভাগবতস্য প্রথমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিত উক্তৌ (১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের কথায়—হে প্রভো! লোকসকলের গৃহ আপনাদের স্মরণমাত্রেই পবিত্র হয়. দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও তাঁহাদের উপবেশনের দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ কোথায়? ১৮১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরস্য (১৩।৪)—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—তৃতীয় স্কন্দে শ্রীবিদুরের কথায়—হে মুনিবর! শ্রীমুকুন্দের চরণকমল যাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহাদের গুণকীর্তন বা প্রশংসা শ্রবণই পুরুষগণের চিরকালের শ্রমদ্বারা উপার্জ্জিত শাস্ত্র পাঠের ফল এবং বিজ্ঞব্যক্তিগণ সুখে তাঁহারই যথার্থ-রূপে স্তব করেন ॥ ১৮২ ॥

টীকা—যেষাং ভবাদৃশাং সংস্মরণাদপি, সং-শব্দস্তস্যৈব স্বতঃ সম্যক্‌ত্বাভিপ্রায়েণ ঈষদর্থে বা। পুংসামিতি—অবিশেষেণাখিলজনানামেবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সম্ভাষণাদীনি, সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য পুংসাং শ্রুতস্য শাস্ত্রাভ্যাসস্য অয়মেব অর্থঃ ফলম্। ননু নিশ্চিতম্, অঞ্জসা সুখেন, ঈড়িতঃ স্তুতস্তমেবাহ—মুকুন্দপাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি, তেষাং গুণানু-স্মরণমিতি। অঞ্জসেত্য স্যাত্রৈবান্বয়ঃ ॥১৮১-১৮২॥

দেবহূতিং প্রতি কপিলদেবস্য (শ্রীভাঃ ৩।২৫।৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নংক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—জননী দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিল-দেবের উক্তি—হে মাতঃ! মৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগের দ্বারা মুক্ত হইয়া আমার বৈকুণ্ঠধামে আসিয়া এখানেই সানন্দে বহুভোগের মধ্যে কালাতি-পাত করেন। এই ভোগের স্বর্গাদিস্থানের মত ক্ষয়ের আশঙ্কা নাই, আমার অনিমিষ কালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। ফলতঃ আমি যাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহভাজন, সখার তুল্য বিশ্বাসের পাত্র, গুরুতুল্য উপদেষ্টা, সুহৃৎ সদৃশ হিতকারী এবং ইষ্টদেবের মত পূজনীয় অর্থাৎ যাঁহারা এইভাবে মৎসর্ব্বস্ব হইয়া ভজনা করেন, আমার কালচক্র তাঁহাদের কাছে পরাস্ত হয় ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—হে শান্তরূপে। কদাচিদপি ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি, ভোগহীনা ন ভবন্তি। তত্র হেতুঃ—অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং ন লেঢ়ি, ন তান্ গ্রসতি; যদ্বা, জিহ্বাগ্রেণাপি ন স্পৃশতি, তত্রৈব হেতুঃ—যেষা-মিতি। সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ; সখেব বিশ্বাসাস্পদং, গুরুরিবোপদেষ্টা, সুহৃদিব হিতকারী, ইষ্টং দৈবত-মিব পূজ্যম্, এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি, তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ। যদ্বা, ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি বিচিত্রবিষয়াদিভোগেঽপি নিজমার্গান্ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, মমাদৃশ্যা ন ভবন্তি, অতঃ কালচক্রং জিহ্বয়া লেঢ়ুং কথঞ্চিৎ স্প্রষ্টুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। চকা-রোঽত্র বিকল্পে তেষামেকতরত্বেনৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। যদ্বা, যেষাং সাক্ষাৎ প্রিয়াদিরূপোঽপ্যহং ভবামি। তত্র প্রিয়ঃ উপকারাদিনা প্রীতিবিষয়ঃ, আত্মা স্বভাবত এব প্রিয়ঃ, সুহৃদঃ সর্ব্বজ্ঞাতয়ঃ সম্বন্ধিনশ্চ। ইষ্টং দৈবতং, আত্মপ্রদো নাথঃ, এষাং দুর্ঘটত্বং যথোত্তর-মূহ্যং; যথা প্রিয়ো ভর্ত্তা দণ্ডকারণ্যবাসিমুনীনাং গোপীজনানাঞ্চ আত্মা স্বয়মেবাহম্। এবমত্র ভক্ত-মাহাত্ম্যবর্ণনরসেন ক্রমো নাপেক্ষিতঃ ॥ ১৮৩ ॥

চতুর্থে শ্রীধ্রুবস্য (৯।১০)—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুব মহারাজ বলিতেছেন—হে প্রভো! আপনার শ্রীচরণকমল চিন্তা অথবা আপনার ভক্তজনের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা দেহীদের যে মুক্তি প্রাপ্তি হয় (সেবানন্দরূপ), আত্মানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে তাহা হয় না, অতএব যাহারা যমরাজের কালস্বরূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা আর কি বলিব ? ১৮৪ ॥

টীকা—তনুভৃতামবিশেষেণ সর্ব্বেষামেব জীবানাম্, অপ্যর্থে বা-শব্দঃ, ভবজ্জনানাং কথায়াঃ শ্রবণেনাপি ; যদ্বা, বিকল্প এব, ততশ্চ পাদপদ্মধ্যানেন সহ বৈষ্ণবকথাশ্রবণস্য সাম্যতো মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তো ভবতি। স্বমহিমনি নিজানন্দরূপে ; যদ্বা, স্বঃ অসাধারণঃ অন্যানন্দাদ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টো মহিমা যস্য তস্মিন্নপি মা ভূৎ, ন ভবেদিত্যর্থঃ। অন্তকস্য অসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাৎ পততাং সা নাস্তীতি, কিমু বক্তব্যম্ ॥ ১৮৪ ॥

শ্রীরুদ্রস্য (শ্রীভাঃ ৪।২৪।২৯)—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীরুদ্রদেবের কথায়—যাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, তাঁহাদের বহুজন্মের পর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়, তারপর রুদ্রত্বপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ এইরূপ ক্রমোন্নতি হয় কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। ইহার উদাহরণ—আমি রুদ্র হইয়া অধিকারীর মত বিদ্যমান আছি ; এই দেবতাগণ অধিকারী হইয়া আছেন, কিন্তু যখন আমাদের অধিকারকাল শেষ হইবে, তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হইলে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ বহুভির্জন্মভিঃ বিরিঞ্চিতাং প্রাপ্নোতি, ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতিঃ ; ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে ভাগবতত্বানন্তরং বা অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদমেতি। যথাহং রুদ্রো ভূত্বা আধিকারিকবদ্বর্ত্তমানঃ বিবুধা দেবাশ্চ আধিকারিকাঃ, কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যেষ্যান্তি ; যদ্বা, কলাত্যয়ে প্রকৃত্যতিক্রমে ॥১৮৫॥

পঞ্চমে শ্রীজড়ভরতস্য (১২।১২)—

রহূগণৈতত্ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নাপি জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকাৎ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীজড়ভরত-বাক্যে—হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান মহাত্মাগণের কৃপাভিষেক ব্যতীত তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম বা অন্নাদি সংবিভাগ কিংবা গৃহস্থ-ধর্ম্মার্থ পরোপকার অথবা বেদাভ্যাস বা জল, অগ্নি কিংবা সূর্য্যদেবের উপাসনা কোন কিছু দ্বারাই পাওয়া যায় না ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—হে রহূগণ! এতৎ শ্রীবাসুদেবরূপং যস্তু তপসা পুরুষো ন যাতি, ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা, নির্ব্বপণাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন, গৃহাদ্বা, তন্নিমিত্ত-পরোপকারেণ, ছন্দসা বেদাভ্যাসেন, জলাগ্ন্যাদি-ভিরুপাসিতৈরপি, অভিষেকশব্দেন মহৎপাদরজসঃ সর্ব্বতীর্থময়ত্বং সূচ্যতে ॥ ১৮৬ ॥

ষষ্ঠে শ্রীপরীক্ষিতঃ (১৪।৩-৫)—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥১৮৭॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ১৮৮ ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ

মহারাজের কথায়—পৃথিবীর পরমাণুর মত সংখ্যাতীত জীবকণা বিদ্যমান। তন্মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র শ্রেয়ঃ সাধন অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে তৎপর। হে দ্বিজোত্তম! ঐ শ্রেয়ঃ সাধনকারীগণের মধ্যেও অল্প সংখ্যকই মুমুক্ষু হয়। ঐ প্রকার মুমুক্ষু জীব সকলেই যে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা নহে। হাজারের মধ্যে কদাচিৎ কোন জন গৃহাদি সঙ্গত্যাগী ও তত্ত্বজ্ঞ হন। যে সমস্ত পুরুষ ঐ প্রকার তত্ত্বজ্ঞ ও মুক্ত তাঁহাদের কোটি জনের মধ্যে আবার নারায়ণ পরায়ণ ও প্রশান্তাত্মা খুবই দুর্লভ ॥ ১৮৭-১৮৯ ॥

টীকা—পার্থিবৈ রজোভিঃ পরমাণুভিঃ সমাঃ সংখ্যাতা অনন্তা ইত্যর্থঃ; জন্তবো জীবাঃ, তেষাং মধ্যে যে কেচন কতিপয়ে শ্রেয়ো ধর্ম্মমীহন্তে কুর্ব্বন্তি ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—মুচ্যন্তে গৃহাদিসঙ্গান্মুচ্যতে, সিধ্যতি তত্ত্বং জানাতি; যদ্বা, মুচ্যতে সংসারান্মুক্তো ভবেৎ, তস্মিন্নপি কশ্চিদেব সিধ্যতি, স্বস্বরূপানুভবরূপমানন্দাংশং প্রাপ্নোতি। এব মুক্তেঃ সকাশাৎ সিদ্ধেবিশেষঃ সিদ্ধঃ; যদ্বা, মুচ্যেত জীবন্মুক্তো ভবেৎ, সিধ্যতি ভগবতি পরমানন্দসমুদ্রে লীয়তে; এবং জীবন্মুক্তত্বে স্বরূপানুভবরূপানন্দাংশমাত্রানুভবাৎ, সিদ্ধত্বে চানন্দবিশেষানুভবেন পূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সিদ্ধমেব। ভগবল্লয়ত্বেঽপি পৃথক্স্থিত্যাতিপ্রায়েণোত্তরশ্লোকে সিদ্ধানামিতি বহুত্বম্; এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্ নিরূপিতমেবাস্তি ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—মুক্তানামপি সিদ্ধানামপি কোটিষ্বপি মধ্যে সুদুর্ল্লভঃ পরমদুষ্প্রাপ্যঃ। এবং পরমদৌর্ল্লভ্যেনাস্যাত্যন্তশ্রেষ্ঠতমত্বমুক্তম্। প্রশান্তাত্মেতি—স্বরূপমাত্রনির্দ্দেশঃ, তস্যৈব মুখ্যতমত্বং সংপূর্ণপ্রশান্তত্বাৎ; হে মহামুনে! ইতি এতচ্চ ত্বমেব সম্যগ্জানাসি নান্যঃ; যদ্বা, ত্বমেবৈকঃ এতাদৃশঃ, নান্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৮৯ ॥

———

শ্রীশিবস্য (শ্রীভাঃ ৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীশিববাক্য—যাঁহারা নারায়ণ পরায়ণ তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক এই তিনটিকেই সমভাবে দর্শন করেন। ইঁহারা অকুতোভয়। ॥ ১৯০ ॥

টীকা—কুতশ্চন কস্মাচ্চিদপি দেবাদেঃ শাপাদের্বাসকাশান্ন ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি যতঃ স্বর্গাদিষ্বপি তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে, তথা ন চান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্ত্যপীতি ভাবঃ ॥১৯০॥

———

সপ্তমে শ্রীপ্রহলাদস্য(৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ বলিতেছেন—হে পিতঃ! একবিষ্ণুই সকল প্রাণীতে যদিও গূঢ় এবং সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ইহা সত্য, তবুও বিষয়াভিমান রহিত মহত্তম পুরুষগণের পদধূলিদ্বারা যে পর্য্যন্ত অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত বেদবাক্য দ্বারা ঐ প্রকার শ্রীবিষ্ণুকে জানিলেও সংসারাসক্ত পুরুষদিগের মতি তাঁহার চরণ সান্নিধ্য পাইতে পারে না, বরং অসম্ভাবনাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, পরন্তু এরূপ ভগবচ্চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯১ ॥

টীকা—নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাং ভগবৎপ্রীত্যা ত্যক্তাশেষপরিগ্রহাণাং বা, অতএব মহত্তমানাং পাদরজোঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত, প্রীত্যা ন ভজেৎ, তাবৎ শ্রুতিবাক্যাদিনা জাতমপি এষাং দুরাশয়ানাং মতিঃ উরুক্রমস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি, ন প্রাপ্নোতি, অসম্ভাবনাদিভির্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসারস্যাপগমো যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং, মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ, নাপি মোক্ষস্তেষামিত্যর্থঃ; যদ্বা, অনর্থস্য অর্থতয়া ভাসমানস্য বিচারেণানর্থরূপস্য। যদ্বা, বেদান্তাদৌ ন বিদ্যতেঽর্থো যস্মাৎ তস্য মোক্ষস্যাপগমো যস্য পাদরজোঽভিষেকস্যার্থঃ। ভগ-

বত্তত্কৃপাবিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছানিবৃত্তিঃ, ন চ তাং বিনা মতের্ভগবচ্চরণারবিন্দস্পর্শনমপীতি ॥১৯১॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ আরও বলিয়াছেন—হে প্রভো! আমার মনে হয় যে, দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পদারবিন্দ বিমুখ হন, তবে তাহা অপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, অর্থ ও প্রাণ ভগবানেই সমর্পিত, সেই প্রকার চণ্ডালও নিজের বংশ পবিত্র করিতে পারেন, কিন্তু প্রভূত গর্ব্বান্বিত ঐ প্রকার বিপ্র কুল দূরের কথা নিজের আত্মাকেও পবিত্র করিতে সমর্থ হন না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিহীনের পক্ষে গুণও গর্ব্বপ্রকাশ ও অর্থোপার্জ্জনের কারণেই হয়, আত্মশোধনের কারক হয় না, তাই সে চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ॥ ১৯২ ॥

টীকা—'মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ (শ্রীভাঃ ৭।৯।৯) ইতি পূর্ব্বোক্তা যে ধনাদয়ঃ দ্বিষট্ দ্বাদশগুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রা-দপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে; যদ্বা, উদ্যমপর্ব্বণি সনৎ-সুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্ম্মাদয়ো গুণাঃ দ্রষ্টব্যাঃ; তথাহি—ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতি-ক্ষাহনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥' ইতি। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ? অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দতো বিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং? তস্মিন্ অরবিন্দনাভপাদারবিন্দে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তম্; ঈহিতং কর্ম্ম; বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—সঃ এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ স্বং কুলং পুনাতি, ভূরি-র্মানো গর্ব্বো যস্য, স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলম্? যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, অতো হীন ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাদৃশাৎ বিপ্রাৎ শ্বপচমেবাহং মন্যে আদ্রিয়ে, ভগবদ্বিমুখত্বেন বিপ্রস্য শ্বপচতোঽপ্যধমত্বম্। শ্বপচস্য চ জাত্যাদি-স্বভাবেন ভগবজ্জ্ঞানাদ্যসম্ভবাৎ কেবলং ভগবত্যাভি-মুখ্যাভাবঃ, ন তু বৈমুখ্যম্; অতস্তস্মাদপ্যয়মেব সাধুঃ। অতএব তং মন্যে ইতি। তদর্পিতমনো-বচনেহিতার্থপ্রাণং সন্তং বরিষ্ঠং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং মন্যে। তত্র হেতুঃ—পুনাতীতি। যদ্বা, আদিতো বিপ্রস্য সন্ধ্যোপাসনাদৌ স্বত এব নিত্যং ভগবদাভিমুখ্যম-স্ত্যেব, পশ্চাচ্ছাধ্যয়নাদিনা তাদৃশদ্বাদশগুণাঃ সম্পন্নাঃ, অতোহধুনাভিমুখ্যবিশেষস্তাবদ্দূরেঽস্তু, অথচ 'অহমেব সত্যং পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ, মত্তোঽন্যচ্চ দৃষ্টশ্রুতং সর্ব্বং মন্মায়াকল্পিতং ময্যধ্যস্তমেব' ইত্যাদিমিথ্যাভি-মানেন সতা ভগবৎপাদারবিন্দাৎ বৈমুখ্যং গতাদিতি; অন্যৎ সমানম্ ॥ ১৯২ ॥

অষ্টমে শ্রীগজেন্দ্রস্য (৩।২০)—

একান্তিনো যস্য ন কিঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—অষ্টমস্কন্ধে শ্রীগজেন্দ্রের ভাষায়—ভগবানের কাছে যাঁহাদের কোন প্রার্থনা নাই এবং যে সব ভক্তজন একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের অদ্ভুত মঙ্গলময় চরিত্র-গাথা গানদ্বারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকেন ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—ভগবৎপ্রপন্না যে একান্তিনঃ, ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে যে একান্তভক্তা ইত্যর্থঃ; যদ্বা, ভগবদ্ভির্ব্রহ্মা-দিভির্মুক্তৈর্বা প্রপন্না আশ্রিতা, অতএব তে তস্য ভগ-বতশ্চরিতং গায়ন্তঃ সন্তস্তত এব আনন্দরসসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ যস্য অর্থম্ ঐশ্বর্য্যাদিকং, যদ্বা, যস্যেতি যস্মাৎ কাঞ্চনার্থং মোক্ষাদিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি ন বাঞ্ছন্তি। কুতঃ? সুমঙ্গলং পরমসুখাত্মকম্ অত্যদ্ভু-তঞ্চ অনির্ব্বচনীয়-মাহাত্ম্যমিতি। এবমেকান্তিনাং মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চোক্তম্ ॥ ১৯৩ ॥

নবমে শ্রীভগবতঃ (৪।৬৩-৬৬,৬৮)—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বাক্যে—

হে বিপ্রবর! আমি ভক্তের অধীন, সেই হেতু পরাধীনের মত; ভক্তজন আমার প্রিয়, এই জন্য সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—কথম্ভূতৈঃ? সাধুভির্ভক্তৈঃ ন তু কর্ম্মাদিপরৈঃ; এবমগ্রেঽপূহ্যম্ ॥ ১৯৪ ॥

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥১৯৫

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণ—যাহাদিগের পরমাগতি আমিই, সেই সকল সাধু ভক্তজন ছাড়া আমি নিজেকে এবং আমার একান্ত আপন শ্রীদেবীকেও ভাল বাসি না ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—নাশাসে ন স্পৃহয়ামি, নাপেক্ষে বা, আত্যন্তিকীং মদেকনিষ্ঠাম্ ॥ ১৯৫ ॥

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥১৯৬

অনুবাদ—অতএব যাঁহারা পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন, ধন, প্রাণ, গৃহ এবং ইহ ও পরলোক সব কিছুই পরিহার করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, আমি কি প্রকারে তাঁহাদের ত্যাগ করিতে পারি? অর্থাৎ মৎসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে কখনই আমি ত্যাগ করি না ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—দারাদীন্ বিত্তঞ্চ ধনং, নৃণামিতি ভগবদুক্তেঃ; ইমং পরঞ্চ লোকং হিত্বা উপেক্ষ্য ॥ ১৯৬ ॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥১৯৭

অনুবাদ—সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে যে প্রকার বশীভূত করেন, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু পুরুষগণও আমাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন চিত্ত হওয়ায় সেই প্রকার বশীভূত বা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়ত্বাদেব সমদর্শিনঃ ইতি—স্বর্গনরকাদিষু তুল্যদৃষ্টয়ঃ; তদুক্তমেব শ্রীরুদ্রেণ—'স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ' (শ্রীভাঃ ৬।১৭।২৮) ইতি ॥ ১৯৭ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ১৯৮॥

অনুবাদ—সাধুগণ আমার হৃদয় আর আমিও তাঁহাদের হৃদয়, তাঁহারা আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া অন্যের কথা চিন্তা করিতে পারি না ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—অতঃ মম হৃদয়ম্ অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা, অহঞ্চ তেভ্যোঽন্যৎ মনাগপি ন জানে, এবং তৈর্মম হৃদয়াক্রমণাৎ তেষামধীন এবাহং, ন স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ ॥ ১৯৮ ॥

তত্রৈব শ্রীদুর্ব্বাসসঃ (শ্রীভাঃ ৯।৫।১৫)—

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥১৯৯॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে ঋষি দুর্ব্বাসার ভাষায়—সাত্বতপতি শ্রীহরিকে যাঁহারা বশীভূত করিয়াছেন, (ভক্তি দ্বারা) সেই সমস্ত মহাত্মা সাধুগণের অসাধ্য বা দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁহার নাম শুনিলেই মানুষ নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপাদ শ্রীভগবানের দাসগণের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে? ১৯৯-২০০ ॥

টীকা—সাত্বতাং সাত্বতানাং ঋষভঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ, ভগবান্ পরমস্বতন্ত্রোঽপি হরির্যথাকথঞ্চিৎ স্মৃতোঽপি সংসারদুঃখাপহারকঃ, যৈঃ সংগৃহীতঃ ভক্ত্যা বশীকৃতস্তেষাং সাধূনাম্, অতএব মহাত্মনাং কোঽর্থো দুষ্করঃ দুস্ত্যজো বা, অতো ব্রহ্মাদিদুষ্করমৎপ্রাণরক্ষণাদিকং মন্মহাপরাধক্ষমাদিকঞ্চ যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—নির্ম্মলঃ অবিদ্যাসম্বন্ধমলরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ। দাসানাং সেবাপরাণাং সর্ব্বথা ভক্তিপরাণাং বা ॥ ২০০ ॥

দশমে দেবস্তুতৌ (২।৩৩)—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মাদিদেবগণের উক্তিতে, হে মাধব ! আপনার প্রেমরজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ, যে সমস্ত আপনার ভক্ত তাঁহারা কখনও সাধনমার্গ হইতে স্খলিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত বলিয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারীদের অধিপতিগণের শিরোপরি ভ্রমণ করিয়া থাকেন অথবা তাহাদের মাথাকে সিঁড়ি করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ২০১ ॥

টীকা—মাধব হে শ্রীমধুবংশসমুদ্রচন্দ্র ! তুর্থে তথাশব্দঃ । 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২।৩২) ইত্যাদিনোক্তেভ্যোঽভক্তেভ্যো ভিন্নক্রমাপেক্ষয়া তাবকাস্তদীয়াস্ত ক্বচিৎ কদাচিদপি মার্গাৎ সাধনাদপি ন ভ্রশ্যন্তি, ন স্খলন্তি কিমুত প্রাপ্তপরমপদাৎ ; যদ্বা, মৃগ্যতে ইতি মার্গং শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলং, তস্মাদপি ন ভ্রশ্যন্তি, কিমুত, ভক্তিমার্গাৎ। কুতঃ ? ত্বয়ি বদ্ধং দৃঢ়তয়া যোজিতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে। অত্র বদ্ধ-শব্দেনেদং সূচ্যতে—যথা দৃঢ়রজ্জ্বা মহাবৃক্ষে দৃঢ়ং বদ্ধা নৌর্নদীবেগাদিনা স্বস্থানাচ্চালয়িতুং ন শক্যেত, তথা প্রেমবিশেষেণ ভগবচ্চরণাব্জনিবদ্ধাত্মনামাপৎস্বপি কথঞ্চিৎ নিজসাধ্যসাধনতঃ স্খলনং ন স্যাদিতি। তথেত্যস্য বদ্ধসৌহৃদা ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ। তেনানির্ব্বচনীয়প্রকারেণেত্যর্থঃ, অতএব বিনায়কা বিঘ্নহেতবস্তেষামনীকানি স্তোমাঃ সৈন্যানি বা তানি পান্তি, যে তন্মুখ্যাস্তেষাং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি, বিঘ্নান্ জয়ন্তীত্যর্থঃ। যতঃ ত্বয়া অভিতো গুপ্তা রক্ষিতাঃ, অতএব নির্ভয়াঃ কুতশ্চিদপি শঙ্কারহিতাঃ সন্তঃ, অত্র চ মূর্দ্ধসু বিচরন্তীত্যনেনৈবং সূচ্যতে—অত্যুচ্চপদারোহণার্থং যথা নিঃশ্রেণিকাপেক্ষ্যতে, তথা ভাগবতানাং ভগবৎপদারোহণার্থং বিঘ্না এব নিঃশ্রেণিকা ভবেয়ুঃ, বিঘ্নেষু জাতেষু ভগবৎস্মরণাদভিনিবেশবিশেষোৎপত্তেঃ। বিঘ্নজয়ে চ ভগবদ্বাৎসল্যবিশেষানুসন্ধানাদিনা ভক্তিবিশেষসম্পত্তেশ্চেতি দিক্ তাবকা মার্গান্ন ভ্রশ্যন্তি, ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাস্ত ত্বয়াভিগুপ্তা মূর্দ্ধসু বিচরন্তীতি বাক্যদ্বয়ম্। অস্মাকমুপরি বিচরন্তি, হে বিনায়কানীকপ গরুড়স্তোমপতে ! অন্যৎ সমানম্ ॥ ২০১ ॥

শ্রীবাদরায়ণেঃ (শ্রীভাঃ ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২০২ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ (শ্রীভাঃ ১০।১০।৪১)—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্ ।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥২০৩

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১০।৮৪।১১)—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন—ভক্তিমান জনগণের পক্ষে নন্দনন্দন যে প্রকার সুখলভ্য, দেহাভিমানী তপস্বীগণের এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিগণেরও সেই প্রকার সহজ লভ্য নহেন।

শ্রীভগবানের বাক্যে—স্বধর্ম্মশীল, সমদর্শী আমাতে অর্পিত চিত্ত ব্যক্তিগণ সূর্য্যদর্শনে চক্ষুর অন্ধকার হীনতার ন্যায় আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন। আরও বলা হইয়াছে—জলময় স্থানমাত্রই তীর্থপদ বাচ্য নহে এবং মাটির তৈরী বা পাথরের তৈরী প্রতিমা মাত্রই দেবতা নহেন, কারণ ঐ সকল বস্তু বহুকালে মানুষকে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই সকলকে পবিত্র করিতে পারেন ॥ ২০২-২০৪ ॥

টীকা—গোপিকাসুতোঽয়ং ভগবান্ শ্রীদামোদরঃ দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং জ্ঞানিনাঞ্চ নিবৃত্তাভিমানিনাম্, অতএব আত্মভূতানাং স্বরূপং প্রাপ্তানামাত্মারামাণামিত্যর্থঃ। অতএব ন সুখাপঃ ন সুলভঃ ; যদ্বা, ভক্তিমতাং বিশেষণং আত্মভূতানামিতি ; আত্মস্বরূপাণাং ভগবতঃ পরমপ্রিয়তমানামিত্যর্থঃ, অতএব সুখাপঃ ॥ ২০২ ॥

টীকা—সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং সমচিত্তানাং আত্মবিদাং, সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্। এষাং কৃপাতিরেকাৎ সুতরামিত্যুক্তম্। যদ্বা, সাধূনামেব বিশেষণদ্বয়ং সমচিত্তানামিতি মৎকৃতাত্মনামিতি চ। দর্শনাদপি

পুংসঃ সর্ব্বস্যৈব পুংমাত্রস্য সংসারবন্ধঃ সুতরাং ন ভবেৎ, স্বয়মেব সমূলং বিনাশ্যতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সবিতুর্দর্শনাদক্ষ্ণোর্যথা তমো বন্ধো ন ভবেদিতি ॥ ২০৩ ॥

টীকা—তীর্থেভ্যো দেবেভ্যোঽপি সাধব এব শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ—ন হীতি। অম্ময়ানি তীর্থানি মৃন্ময়াঃ শিলময়াশ্চ দেবা ন ভবন্তীতি ন, অপি তু ভবন্ত্যেব। তথাপি সাধুনাং তেষাং চ মহদন্তরমিত্যাহ—তে পুনন্তীতি। অতঃ সাধব এব মহাতীর্থানি পরমদেবতাশ্চ, অতএব নিত্যং সেব্যা ইতি ভাবঃ। তদুক্তং তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১০।৪৮।৩০)—'ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ। শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥' ইতি ॥ ২০৪ ॥

অপি চ (শ্রীভাঃ ১০।৮৪।১২-১৩)—

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥ ২০৫ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহারা ভেদবুদ্ধিতে আরাধিত হইলে পাপের মূল যে অজ্ঞান তাহা নাশে সক্ষম নহেন, কিন্তু সাধুসেবার দ্বারা মুহূর্ত্তমাত্রেই সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ॥২০৫

টীকা—বাঙ্মনসয়োরপ্যুপাসনাবিষয়ত্বং, 'যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে', 'যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' (শ্রীছা ৭।২।২, ৭।৩।২) ইতি শ্রুতেঃ। অঘং পাপং তন্মূলমজ্ঞানং বা ন হরন্তি ; কুতঃ ? ভেদকৃতঃ ভেদকর্ত্তারঃ। যদ্বা, ভগবতা সহ বিচ্ছেদকারকাঃ। পৃথক্ পৃথক্ তত্তদুপাসনেন ভগবৎপরতাহান্যাপাদনাৎ। বিপশ্চিতঃ ভগবদ্ভক্তাস্ত তদেকপরতাপাদকাঃ ; যদ্বা, বিপশ্চিতঃ, অদ্বৈতদর্শিনোঽপি ভেদকৃতঃ, 'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্' ইত্যাদ্যুক্ত-ভেদন্যায়েন জীবতত্ত্বাৎ ভগবত্তত্ত্বস্য ভেদকর্তারঃ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-তত্ত্বাভিজ্ঞাঃ পরমভাগবতা যে ইত্যর্থঃ, তে মুহূর্ত্তমাত্র-সেবয়ৈবাঘং ঘ্নন্তীতি ॥ ২০৫ ॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—সাধুগণকে অবহেলা করিয়া আত্মাদি-বুদ্ধি দ্বারা আসক্ত ব্যক্তি অতিমন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাত্মক দেহে আত্মজ্ঞান, স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মীয়জ্ঞান, মাটির তৈরী মূর্ত্তিতে দেবতা-জ্ঞান ও জলে তীর্থজ্ঞান থাকিলে এবং সাধুব্যক্তিগণে ঐ প্রকার জ্ঞান না থাকিলে সেই ব্যক্তি গোতৃণবাহী গাধা বলিয়া গণ্য হয় ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—অতঃ সাধব এবাত্মাদিরূপাঃ, তাংস্ত বিহায়ান্যত্রাত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জন্নতিমন্দ এবেত্যাহ—যস্যেতি। ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতয়ো যস্য তস্মিন্ কুণপে মৃততুল্যে শরীরে আত্মবুদ্ধি অহমিতি বুদ্ধিঃ, কলত্রাদিষু স্বধীঃ স্বীয়া ইতি বুদ্ধিঃ, ভৌমে ভূবিকারে মৃন্ময়প্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ দেবতা-বুদ্ধিঃ, সলিল এব যৎ যস্য তীর্থবুদ্ধিঃ, অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু কদাচিদপি আত্মাদিবুদ্ধয়ো যস্য ন সন্তি, স এব গোষ্বপি খরঃ দারুণঃ অত্যবিবেকীত্যর্থঃ। যদ্বা, গবাং তৃণাদিভারবাহকঃ খরো গর্দ্দভঃ, এবং সাধব এবাত্মাদিরূপা ইতি তেষাং মাহাত্ম্যোক্তিঃ ॥ ২০৬ ॥

শ্রুতিস্তুতৌ (শ্রীভাঃ ১০।৮৭।২৭)—

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২০৭

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতে বলা হইয়াছে—অখিল জগতের আধার স্বরূপ আপনাকে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা অবহেলায় মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিবার সামর্থ্য রাখেন, আর যাঁহারা ভগবদুপাসনায় বিমুখ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও রজ্জুবদ্ধ পশুবৎ বাক্য জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি অর্জ্জনে অসমর্থ হয়, যেহেতু আপনার প্রতি অনুরক্ত

সাধুগণ নিজেকে এবং অপর জনকে মুক্ত করিলেও অভক্তজনকে পবিত্র করেন না ॥ ২০৭ ॥

টীকা—তবেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ; ত্বাং যে পরিচয়ন্তি, ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি যচ্ছব্দেন ব্যবধানমদোষঃ। কেন রূপেণ? অখিলসত্ত্বনিকেততয়া অখিলানি সত্ত্বানি নিকেতো যস্য সঃ, তথা তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সর্ব্বভূতাবাসতয়েত্যর্থঃ, অতএব অবিগণয্য তিরস্কৃত্য ত এব নির্ঋতের্মৃত্যোঃ শিরঃ মূর্ধানং পদা পদেনাক্রামন্তি মৃত্যোর্মূর্ধ্নি পদং দধতি, তং তরন্তি মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে পুনর্বিমুখা অভক্তস্তান্ গিরা বেদলক্ষণয়া বাচা পশূনিব বিবুধান্ বিদুষোঽপি পরিবয়সে বধ্নাসি। কুতঃ? ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ—কৃতঃ সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে ; খলু নিশ্চিতং, পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি, আত্মানমন্যানপীতি শেষঃ নেতরে। তথা চ শ্রুতিঃ —'তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্' ইতি যদ্বা, যেঽখিলসত্ত্বনিকেততয়া পরিচরন্তি, তে মৃত্যোঃ শিরঃ পদাক্রামন্তি, অবিবেকিনস্তু বধ্নন্তি, বদ্ধসৌহৃদাস্তু জগদেব মোচয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ; যদ্বা, অবিগণয্য স্বধর্ম্মাদিকমনাদৃত্য উত অপি। অখিলসত্ত্বনিকেততয়া, কিম্ভুত প্রেম্ণা যে পরিচরন্তি ভজন্তে, যদ্বা, অখিলসত্ত্বেষু অন্তর্য্যামিতয়া ভগবদ্দৃষ্ট্যা তয়া পরিচর্য্যামাত্রমপি কুর্ব্বন্তি, কিং পুনঃ সাক্ষাদ্ভূতভগবতীব ত্বদীয়—শ্রীমূর্ত্তৌ প্রেম্ণা, যে সর্ব্বদা ভজন্তি তেঽপি সংসারান্মুচ্যন্তে, ন চ কেবলমেতাবদেব, ত্বৎপরম-প্রসাদপাত্রতামপি যান্তীত্যাহঃ। বিবুধান্ সর্ব্বজ্ঞানপি তান্ পরিচারকান্ গিরা 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' ইত্যাদিবচনেন পশূন্-বিবেকহীনানিব পরিবয়সে বশীকরোমি। ত্বদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-শ্রবণেন তদ্রসেন কিমপ্যননুসন্দধানান্ সহসা প্রেমাব্ধৌ পাতয়সীত্যর্থঃ। তথা চোক্তং শ্রীভগবদ্গীতাদিভিঃ (শ্রীভাঃ ১০।৩১।৮) —'মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া' ইত্যাদি। এবং ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাস্তু, খল্বিতি সমুচ্চয়ে, যে ত্বয়ি ন বিমুখাঃ, তত্ত্বজ্ঞানে জাতেঽপি ভক্ত্যত্যাগিনস্তেঽপি পুনন্তি, জগদপি সংসারান্মোচয়ন্তীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ত্বয়ি যে বিমুখাঃ, শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠয়া ভক্তিত্যাগেন বৈমুখ্যং গতাস্তাংস্তু ন পুনন্তি ভগবদ্বৈমুখ্যমহাপাপফলভোগেন তেষামন্যেষাঞ্চ শিক্ষণার্থং ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থঞ্চ ; যদ্বা, যে বিমুখাস্তান্ন পুনন্তি, কিং কাক্বা, অপি তু পুনন্ত্যেব, অগ্ন্যাদেরুষ্ণতাদিবত্তেষাং প্রকৃত্যা পাবনত্বাদিতি ; অন্যৎ সমানম্ ॥ ২০৭ ॥

একাদশে শ্রীবসুদেবস্য (২।৫-৬)—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ২০৮ ॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীবসুদেব-বাক্য যথা —দেবতাদেরও মহজ্জনের সম্মাননা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু দেবচরিত লোকের সুখ ও দুঃখ উভয় নিমিত্তই হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার মত ভগবদনুরক্ত সাধুগণের আচরণ কেবল সুখের জন্যই হইয়া থাকে। দেবগণ কর্ম্মানুসারে ফল দেন কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল তাই তাঁহাদের দান পাত্রাপাত্র বা কোন কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। তাঁহাদের দান হেতু রহিত ॥ ২০৮-২০৯ ॥

টীকা—দেবৈরপি মহতামুপমানমনুচিতমিত্যাহ —ভূতানামিতি। দেবানাং চরিতমতিবৃষ্ট্যাদিনা ভূতানাং দুঃখায়াপি ভবতি। ত্বয়া সদৃশানামপি, অতঃ অচ্যুতে আত্মা মনোমাত্রং, ন তু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির্যেষাং তেষামপি ॥ ২০৮ ॥

টীকা—কিঞ্চ, সুখং কুর্ব্বন্তোঽপি দেবা ভজনানুসারেণৈব কুর্ব্বন্তি, ন তথা সাধবঃ ইত্যাহ—ভজন্তীতি। ছায়েব যথা পুরুষো যাবৎ করোতি, তাবদেব তস্য ছায়াপি, তথা কর্ম্মসচিবাঃ কর্ম্মসহায়াঃ দীনাঃ সৎকর্ম্মাদিরাহিত্যেন সদার্ত্তাস্তেষু বৎসলাঃ ॥ ২০৯ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ (শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৬)—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥২১০॥

অনুবাদ—একাদশে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—অপ্রাকৃত পরমেশ্বরকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত সাধুগণের

পক্ষে বিধি-নিষেধক পাপ-পুণ্যাদি বিচারের বিষয় নহে ॥ ২১০ ॥

টীকা—ভক্তিনিষ্ঠানান্ত ন গুণদোষা ইত্যাহ—ময়ীতি ; ময়ি যে একান্তভক্তাঃ, কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাস্তেষাং গুণদোষৈর্বিহিত-প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয়ঃ। সাধূনাং নিরন্তরাগাদীনাম্, অতঃ সমচিত্তানাম্, তত এব বুদ্ধেঃ পরমীশ্বরং মাং প্রাপ্তানাম্ ; যদ্বা, গুণাঃ সৎকর্ম্মাচরণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ, দোষাঃ সৎকর্ম্মত্যাগাদয়স্তদুদ্ভবাশ্চ যে গুণা জ্ঞাননিষ্ঠাদয়ঃ। জ্ঞাননিষ্ঠার্থং শ্রীভগবৎপাদাদিভির্জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়-দোষদর্শনেন কর্ম্মত্যাগোপপাদনাৎ তে ন সন্তি, কিং কাকা ? অপি তু সন্ত্যেব, একান্তভক্তত্বেন পূর্ব্বমেব স্বতঃ সর্ব্বগুণসিদ্ধেঃ ; তদুক্তম্ (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২)—'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদি ; তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি—সাধুনামিত্যাদি ; যদ্বা, গুণদোষোদ্ভবা যেঽর্থাঃ সত্ত্বশুদ্ধাদয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠাদয়শ্চ, তে তেষাং গুণা উপকারকা মহিমানো বা ন ভবন্তি, কিং দোষা এবেত্যর্থঃ। একান্তভক্ততায়াঃ সাধনত্বেন পূর্ব্বমেব তদ্গুণানাং সিদ্ধেরধুনা পুনঃ সাধনপ্রবৃত্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠাহান্যাপত্তেঃ ; যদ্বা, গুণা বহুলোপচারসমর্পণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সাধনবিশেষাঃ ; দোষাশ্চ পূজাবিধ্যতিক্রমাদয়স্তদুদ্ভবগুণা দ্বাত্রিংশদাদয়ঃ, তে ময়ি ন ভবন্তি, তেষামারাধনবিশেষাশ্চ ময়া পাপেক্ষ্যন্তে, ন চাপরাধা গৃহ্যন্ত, ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সর্ব্বত্র সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২১০ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২৬।৩১-৩৪)—

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥২১১

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে— অগ্নিদেবতাকে আশ্রয় করিলে যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার থাকে না, সেই প্রকার শ্রদ্ধার সহিত সাধুসেবা করিলে পাতকসমূহ নিঃশেষে বিনষ্ট হয় ॥ ২১১ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ সাধূনাং মাহাত্ম্যং, তদাশ্রিতানামপি মাহাত্ম্যমনির্ব্বচনীয়মিতি লিখতি—যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্ উপশ্রয়মাণস্য সমীপে গত্বা সেবমানস্য ; অপ্যেতি নশ্যতি, তথা কর্ম্মাদিজাড্যং আগামি-সংসার-ভয়ং, তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ। সাধূন্ সংসেবেতঃ শ্রদ্ধয়া কিঞ্চিদ্দ্রব্যপ্রদানাদিনা দূরতোঽপি সেবমানস্য ॥ ২১১ ॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥২১২

অনুবাদ—জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকার ন্যায় ঘোর-সংসারসাগরে নিমগ্ন জনগণের পক্ষে শান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ সাধুরাই একমাত্র গতি ॥ ২১২ ॥

টীকা—নিমজ্জোন্মজ্জতাম্ উচ্চাবচযোনীর্গচ্ছতাম্ ; যদ্বা, ভবাব্ধৌ নিমজ্জ্য পশ্চাৎ উন্মজ্জতাং সন্তরিষ্যতাম্ ; পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ, ব্রহ্মবিদ ইতি —আত্মতত্ত্বমাত্রোপদেশেন ভবাব্ধিতারণসিদ্ধেঃ ; যদ্বা, বেদার্থবেদিনঃ 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্' (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) ইতি গুরুলক্ষণোক্তেঃ ॥ ২১২ ॥

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্-
বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণের অন্নই যেমন প্রাণ, সেইরূপ আমি আর্ত্তদের আশ্রয়। মনুষ্যদিগের পরকালের ধন ধর্ম্ম, সেই প্রকার সাধুগণ সংসারপতনে ভীত জনগণের সর্ব্বশেষ শরণ্য বা আশ্রয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যথান্নমেব প্রাণা জীবনম্, অহমেব যথা শরণম্, ধর্ম্ম এব যথা প্রেত্য পরলোকে বিত্তম্, তথা সন্ত এব অর্বাক্ সর্ব্বান্তে সংসারপতনাদ্বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণম্ ; যদ্বা, যতঃ কুতশ্চিদ্বিভ্যতো জনস্য অর্বাক্ নূতনং জীর্ণত্বাদিদোষহীনং শরণম্ ॥ ২১৩ ॥

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—বাহিরে উদিত দিবাকরের মত সাধুরা

সগুণ নির্গুণ জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন, এইজন্য সাধুরাই দেবতা, বান্ধব এবং আমার তুল্য আত্ম-স্বরূপ ইহা জানিবে ॥ ২১৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ, চক্ষুংষি সগুণনির্গুণজ্ঞানানি, অর্কঃ পুনঃ সম্যগুত্থিতোঽপি বহিঃ তদপ্যেকমেব চক্ষু-রিত্যর্থঃ। অতঃ সতাং সেবয়ৈব কৃতার্থতা স্যাৎ, ইত্যাহ দেবতা ইতি ॥ ২১৪ ।

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৪)—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশ স্কন্ধেই বলা হইয়াছে—আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি সম্পন্ন ধীর প্রকৃতির সাধুগণ অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক আমার দেওয়া আত্যন্তিক মুক্তি অথবা পুনর্জন্মরাহিত্যও স্বীকার করেন না ॥ ২১৫ ॥

টীকা—ধীরা ধীমন্তঃ, যতঃ মম একান্তিনঃ ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ ; যদ্বা, ভক্ত্যেকনিষ্ঠাযুক্তাঃ, অতো ময়া দত্তমপি নগৃহ্ণন্তি, কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ ; যদ্বা, বাঞ্ছন্ত্যপি কিং পুনর্বক্তব্যং, ন গৃহ্ণন্তীতি—কৈবল্যমাত্যন্তিকমপি, অপুনর্ভবং মোক্ষম্ ॥ ২১৫ ॥

দ্বাদশে চ শ্রীপরীক্ষিতঃ (১২।১০।২৫)—

ন হ্যদ্ভুতমিদং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিতের কথায়—ত্রিতাপে সন্তপ্ত অজ্ঞজনের প্রতি ভগবদনুরক্ত মহাজনগণের এই প্রকার অনুগ্রহ মোটেই আশ্চর্য্য জনক নহে ॥ ২১৬ ॥

টীকা—অজ্ঞেষু ভগবদ্ভক্তজনাদিমহিমানভিজ্ঞেষু, অতএব তাপৈস্তপ্তেষু ভূতেষু প্রাণিমাত্রেষু অনুগ্রহ ইতি যৎ, ইমদদ্ভুতমঘটমানং ন মন্যে ; যতঃ অচ্যুতস্যৈব আত্মা স্বভাবঃ দীনানামেকশরণত্বাদিরূপো যেষামিতি ॥ ২১৬ ॥

শ্রীরুদ্রস্য চ মার্কণ্ডেয়মধিকৃত্য (৬।৩)—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বাদশেই শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীরুদ্রের বাক্য—অন্ত্যজ মহাপাপিগণও তোমাদের নামাদি শ্রবণ এবং তোমাদের দর্শন দ্বারা পবিত্র হয়, অতএব তোমাদের সহিত আলাপ করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ? ২১৭ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ মহতাং সঙ্গ-সেবাদিকং, নামশ্রবণাদিনাপি মহাদুষ্টা অপি মুক্তা ভবন্তীতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বিষয়ক শিববচনং লিখতি—শ্রবণাদিতি। বঃ ভগবদ্ভক্তানাং যুষ্মাকং, মহাপাতকিনঃ মহাপাপ-কর্ম্মরতাঃ, অন্ত্যজাশ্চ মহাপাপজাতয়ঃ, শুধ্যেরন্ তত্তৎপাপতঃ সংসারমহামলাদ্বা বিমুক্তা ভবন্তি। আদি-শব্দেন প্রণামাদিঃ ॥ ২১৭ ॥

অতএব শ্রীধর্ম্মরাজস্য স্বদূতানুশাসনে ষষ্ঠস্কন্ধে (৩।২৭)—

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীধর্ম্মরাজের দূতানুশাসন বিষয়ে শ্রীযমরাজ কহিতেছেন—হে দূতগণ! আজ হইতে তোমরা আমার এই শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া স্মরণে রাখ। শ্রীভগবানের শরণাগত সাধু পুরুষগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন। দেবগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহাদের পবিত্র গাথা কীর্ত্তন করেন, কখনও তোমরা ঐ সব সাধুগণের কাছে যাইবে না, শ্রীভগবানের গদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাই তাঁহাদের দণ্ডবিধানে আমার অধিকার নাই। কালও তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহে ॥ ২১৮ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বশাস্ত্রসারাখিল-বেদফলস্বরূপ-শ্রীভাগবতে প্রতিস্কন্ধমেব ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যং বিভাতীতি স্কন্ধক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভাবেঽপি কেষাঞ্চিদ্বচনানাং তাৎপর্য্যেণ

বিশেষতো মাহাত্ম্য এব পর্য্যবসানাৎ তানি পৃথগ্‌লিখতি—তে দেবেত্যাদিনা নমো নম ইত্যন্তেন। যে ভগবন্তং প্রপন্না যথা কথঞ্চিদপ্যাশ্রিতাঃ অতএব সাধবঃ সুশীলাঃ সমদৃশশ্চ, তে দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ শ্রীসনকাদিভিঃ পরিগীতপবিত্রগাথাঃ অনুবর্ণিতপবিত্রকথাঃ। অতস্তান্নোপসীত তৎসমীপমপি নোপগচ্ছত তৎপ্রতিবেশিনোঽপি পরিত্যজতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, গদয়া কৌমোদক্যাঽভিতো গুপ্তান্; ততস্তৎসমীপগতাঃ সন্তস্তয়া হনিষ্যধ্বে ইতি ভাবঃ। তেষাং কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপি ন কোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ, ভগবৎপ্রপন্নত্বেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়াপত্তেরিত্যাহ—নৈষামিতি। বয়মিতি নিজভৃত্যাদ্যপেক্ষয়া বহুত্বম্। বয়ঃ কালোঽপি সর্ব্বনিয়ন্তা ন প্রভবতি ॥ ২১৮ ॥

———

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণা-
মনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমান-মৎসরাণাং
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহাদের পাপরাশি যম-নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা অপ্রমত্ত, অমানী ও মাৎসর্য্য দোষরহিত ভগবদাসক্ত চিত্ত সেই সকল বৈষ্ণবমহাত্মাগণের নিকট হইতে তোমরা সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিবে ॥২১৯

টীকা—অচ্যুতাসক্তমানসানাং ভগবৎস্মরণপরাণাং, যদ্বা, অচ্যুতাসক্তা ভগবদনুরক্তাস্তেষু মানসমপি যেষাং তেষামপি। যম-নিয়ম-বিধূত-কল্মষাণামিতি—অপগত-মদ-মান-মৎসরণামিতি চ, বিশেষণদ্বয়ম্ অচ্যুতাসক্তমানসানাং স্বভাবঃ সাধনং বা পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়ম্। দূরতরেণ ব্রজেতি তন্নিকটবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেতি পূর্ব্ববদর্থঃ; এবমগ্রেঽপি ॥ ২১৯॥

———

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরমলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—এই নিখিল জগৎ এবং আমিও শ্রীবাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি, তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর পরমপুরুষ, এই বলিয়া যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিত অনন্তের প্রতি নির্ম্মলবুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিবে ॥ ২২০ ॥

টীকা—তথৈব জ্ঞানভক্তানামপি তন্নিকটকবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেত্যাহ—সকলমিতি। ইদং জগৎ সকলং বাসুদেব এব, বাসুদেবাত্তিন্নং ন ভবতি, অহঞ্চ বাসুদেবাৎ ভিন্নো ন ভবামি, তদংশত্বাজ্জীবানাং স চাস্মত্তো ন ভিন্নঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিনেতি ভেদাভেদন্যায়েনাহ। স বাসুদেবঃ এবৈকঃ পরমেশ্বরঃ, যতঃ পরমপুমান্ প্রকৃত্যাধিষ্ঠাতুঃ পুরুষাদপি পরমঃ পরব্রহ্মাত্মকত্বাৎ। অতো বয়ং সেবকাঃ, স চ পরমসেব্য ইতি ভাবঃ। শুদ্ধভক্তিমদ্ভ্যো জ্ঞানভক্তানাং ন্যূনত্বাৎ দূরাদিত্যুক্তং, তত্র চ দূরতবেণেতি ॥ ২২০ ॥

———

কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—হে দূতগণ। হে বিষ্ণো! হে পৃথ্বীশ্বর! হে অচ্যুত! হে বাসুদেব! হে পদ্মপলাশলোচন! এইরূপ বলিয়া সর্ব্বদা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবানের শরণাগত তোমরা সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিও ॥ ২২১ ॥

টীকা—পাপকারিণামপি ভগবৎকীর্ত্তনকৃতাস্তথেত্যাহ—কমলনয়নেতি, ঈরয়ন্তি উচ্চারয়ন্তি, অপাপানিতি কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপ্যপাপানেবেত্যর্থঃ ॥ ২২১ ॥

———

বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয়ে সেই অব্যয়াত্মা পরম-পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যতদূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত সুদর্শন চক্র ভ্রমণ করিতেছেন। সেই চক্রের দ্বারা প্রতিহত ক্ষমতাহীন তোমার বা আমার তথায় যাইবার ক্ষমতা নাই। তিনি অন্য লোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমনের উপযুক্ত পাত্র ॥ ২২২ ॥

টীকা—দূরতরেণ ব্রজেত্যাদি যদুক্তং, তত্র হেতুমাহ—বসতীতি। তস্য দৃষ্টিপাতং যাবদ্বিষ্ণোশ্চক্রং পরিভ্রমতি, অতস্তচ্চক্রাৎ প্রতিহতং বীর্য্যং বলঞ্চ যস্য তথাভূতস্য তব বা মম বা তাবতি দেশে পাপিষ্ঠং জনমানেতুমপি গতির্নাস্তি। স পুনরন্যলোক্যঃ বৈকুণ্ঠলোকার্হঃ, ন ত্বস্মল্লোকার্হ ইতি ॥ ২২২ ॥

নারসিংহে বিষ্ণুপুরাণে চ—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—পুরাকালে লোকহিতের জন্য অর্থাৎ ব্যক্তিগণের আচরিত ভাল বা মন্দফলের বিধান করার জন্য সর্ব্বলোক নমস্য পদ্মযোনি বিধি আমাকে যমরাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব আমি গুরুরূপ শ্রীহরিপাদপদ্মে বিমুখ মনুষ্যগণকে পীড়া দিয়া থাকি এবং শ্রীহরিচরণানুগত ব্যক্তিগণকে প্রণাম করি ॥ ২২৩ ॥

টীকা—যময়তি নিয়ময়তীতি যমো নিয়ন্তেতি লোকানাং হিতে নিমিত্তে পুণ্যফলস্বর্গাদিদানার্থম্, অহিতে চ নিমিত্তে পাপফল-নরকাদিদানার্থং নিযুক্তোঽপি সন্, হরিরেব গুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি ॥ ২২৩ ॥

সুগতিমভিলষামি বাসুদেবা-
দহমপি ভাগবতস্থিতান্তরাত্মা।
মধুবর বশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি কৃষ্ণঃ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ যদি কখনও পাপাচার করেন, তবুও আমি তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি না। আমি ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি রাখিয়া তাঁহাদের কৃপায় বৈকুণ্ঠে শ্রীবাসুদেবের নিকট যাইবার ইচ্ছা রাখি। আমি স্বাধীন নহি, শ্রীকৃষ্ণের অধীন, আমারও শাসনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণই প্রভু ॥ ২২৪ ॥

টীকা—সুগতিং মুক্তিং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিং বা, ভাগবতেষু ভগবদ্ভক্তেষু স্থিতঃ, স্থিরতাং প্রাপ্তঃ অন্তরাত্মা মনো যস্য তথাভূতঃ সন্, তেষু কদাচিৎ পাপেঽপি জাতে মমৈশ্বর্য্যং নাস্তীত্যাহ—মধুবরেতি শ্রীকৃষ্ণাধীন এবাহং, ন স্বতন্ত্রোঽস্মি ॥ ২২৪ ॥

ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচি-
ত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—চন্দ্র কলঙ্কলাঞ্ছিত হইলেও যে প্রকার অন্ধকারের কাছে পরাস্ত হয় না, সেইরূপ সাধুজন শ্রীহরিতে একান্ত চিত্ত হওয়ায় অতিশয় মলিন হইলেও শোভা পাইয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ পাপাচার করিলেও তাহা তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত করিতে পারে না ॥ ২২৫ ॥

টীকা—তেষাং কথঞ্চিৎ জাতেঽপি পাপে ন কোঽপি দোষঃ স্যাৎ, প্রত্যুত ভগবদ্বিশ্বাসবিশেষেণ শোভৈব স্যাদিত্যাহ—ন হীতি। শশরূপং কলুষং কলঙ্কঃ, তস্য ছবিশ্চায়া বা যস্মিন্ সোঽপি যথা তয়া তস্য শোভাবিশেষ এব স্যাৎ, তথেত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা ন তে স্যুর্মম গোচরাঃ ॥২২৬॥
দুরাচারো দুষ্কৃলোঽপি সদা পাপরতোঽপি বা।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূতি-বিকুণ্ডল-সংবাদে—যমুনার ভ্রাতা যমরাজ আমাদিগকে আদর করিয়া

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—তোমরা বৈষ্ণব ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিবে, তাঁহারা আমার অধিকার ভুক্ত নহেন। দুরাচার দুষ্টবংশে জাত ও সর্ব্বদা পাপ-কর্ম্মকারী হইলেও বিষ্ণু ভজনাকারী ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত। তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২২৬-২২৭ ॥

টীকা—মম গোচরাঃ মদধিকারবিষয়াঃ ॥২২৬॥

———

বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ ॥২২৮

অনুবাদ—যাঁহারা বৈষ্ণবব্যক্তিগণের সঙ্গে বসবাস করেন এবং যাঁহারা বৈষ্ণবের বাড়ীতে ভোজন করেন তাঁহারা বৈষ্ণব সঙ্গ করার ফলে পাপ রহিত হন সুতরাং তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২২৮ ॥

টীকা—তেঽপি দুরাচারাদয়োঽপি স্যুস্তথাপি তে পরিহার্য্যাঃ দূরতস্ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ; যতস্তেষাং বৈষ্ণবানাং সঙ্গেন হতং কিল্বিষং যেষাং তে ॥ ২২৮ ॥

———

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে—

একাদশ্যামভুঞ্জানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা ॥২২৯॥
যে স্মরন্তি জগন্নাথং মৃত্যুকালে জনার্দ্দনম্।
পাপকোটিশতৈর্যুক্তা ন তে গ্রাহ্যা মমাজ্ঞয়া ॥২৩০॥
ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তা ন নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥২৩১॥
অতোঽহং সর্ব্বকালঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিভেমি বৈ।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা বৈষ্ণবা যে সদৈব হি ॥ ২৩২ ॥
বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যা মম মান্যা বিশেষতঃ।
তেষাং কৃতেঽপমানেঽপি বিনাশো
জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে—যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—তোমরা আমার হিতকারী হইলে একাদশীতে উপবাসকারী ব্যক্তিগণ শত শত পাতকে যুক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। কোটি কোটি পাপে লিপ্ত হইলেও মৃত্যু-কালে যাঁহারা দেবদেব জনার্দ্দনকে স্মরণ করেন, আমি আদেশ করিতেছি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি এবং অন্যান্য দেবতাগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে পারি না। আমি (যম) বৈষ্ণবগণের নিকটে সর্ব্বদাই ভীতভাবে অবস্থান করি। অতএব তোমরা বৈষ্ণবগণকে পরিত্যাগ করিবে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুবৎ পূজ্য, বিশেষ করিয়া আমার মান্যব্যক্তি। বৈষ্ণবের অবমাননা করিলে ঐ অবমানাকারী অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৯-২৩৩ ॥

টীকা—মমাজ্ঞয়েতি—অন্যথা মদাজ্ঞাভঙ্গে ময়ৈব ভবন্তো দণ্ডয়িতব্যা ইত্যর্থঃ; যদ্বা, মমাজ্ঞয়াপি কদাচিৎ প্রমাদেন ময়াজ্ঞায়াং দত্তায়ামপীত্যর্থঃ ॥২৩০॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যো বিভেমি, তেষ্বপরাধেন ভগবৎক্রোধবিশেষোৎপত্তেঃ। অতঃ সদৈব পরিহর্ত্তব্যাঃ ॥ ২৩২ ॥

টীকা—সর্ব্বেষামেব পূজ্যাঃ, বিশেষতশ্চ মম ভগবদ্ধর্ম্মাভিজ্ঞস্য মান্যাঃ ॥ ২৩৩ ॥

———

কিঞ্চ—

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥২৩৪॥
যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনং পাদয়োর্জ্জলম্ ॥ ২৩৫ ॥
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—মহাত্মা বৈষ্ণবগণের স্মরণমাত্রেই শত শত পাপ ভস্মীভূত হয়, ইহাতে সন্দেহ করিও না। যাঁহাদের চরণরেণু দ্বারা গঙ্গা, নর্ম্মদা ও যমুনার জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের চরণযুগলের জলের কথা আর কি বলিব? বৈষ্ণবগণের বাক্যরূপজলরাশিদ্বারা গঙ্গা বা সহস্র সহস্র তীর্থ ছাড়াই মনুষ্যগণ স্নাত হইয়া থাকে ॥ ২৩৪-২৩৬ ॥

টীকা—যেষাং বৈষ্ণবানাম্ অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—পাদস্য রজেন রজসৈব; নার্ম্মদং যামুনঞ্চ

জলং প্রাপ্যতে, কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জলং, তন্মহিমা কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশাৎ মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপং বা, তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরস্তেনৈব ॥ ২৩৬ ॥

কিঞ্চ—

ব্রহ্মলোকে ন মে বাসো ন মে বাসো হরালয়ে।
নালয়ে লোকপালানাং বৈষ্ণবানাং পরাভবে ॥২৩৭॥

অনুবাদ—তিনি আরও বলিয়াছেন হে দূতগণ! আমার দ্বারা বা তোমাদের দ্বারা বৈষ্ণবগণের পরাভব উপস্থিত হইলে ব্রহ্মলোকে, কৈলাসে বা লোকপালগণের লোকে কোথাও আমার বাস হইবে না না ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—পরাভবে মত্তো ভবদ্ভ্যো বা কথঞ্চিৎ তিরস্কারে সতি ব্রহ্মলোকাদিষ্বপি বাসং কর্ত্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

ন দেবা ন চ গন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ত্রাতুং সমর্থা ঋষয়ো বৈষ্ণবানাং পরাভবে ॥ ২৩৮ ॥
করোমি কর্ম্মণা বাচা মনসাপি ন বিপ্রিয়ম্।
বৈষ্ণবানাং মহাভাগাঃ সুদর্শনভয়াদপি ॥ ২৩৯ ॥
একতো ধাবতে চক্রমেকতো হরিবাহনম্।
একতো বিষ্ণুদূতাশ্চ বৈষ্ণবে চাদ্দিতে ময়া ॥২৪০॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণের পরাভবে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস বা ঋষি কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। হে মহাত্মগণ! সুদর্শনচক্রের ভয়েই আমি কায়বাক্যমনে বৈষ্ণবগণের অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি। বৈষ্ণবগণ আমার দ্বারা পীড়িত হইলে একদিকে সুদর্শন ও একদিকে শ্রীহরির বাহন গরুড় এবং অপরদিকে বিষ্ণুদূতগণ আমার প্রতি ধাবিত হইতে থাকেন ॥ ২৩৮-২৪০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে চৈকাদশী-মাহাত্ম্যে—

যে বিষ্ণুভক্তিনিরতাঃ প্রযতাঃ কৃতজ্ঞা
একাদশীব্রতপরা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ।
নারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভবেতি
শান্তা বদন্তি সততং তরসা ত্যজধ্বম্ ॥২৪১॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যে—শ্রীযম নিজের দূতগণকে পুনরায় সাবধান করিয়া বলিতেছেন—তোমরা সর্ব্বদা শান্ত ও সতর্ক হইয়া তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবে, যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, যত্নশীল, কৃতজ্ঞ, শ্রীএকাদশীব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া হে অচ্যুত! হে নারায়ণ! হে হরে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম এইরূপ বলেন ॥ ২৪১ ॥

নারায়ণার্পিতধিয়ো হরিভক্তভক্তান্
স্বাচারমার্গনিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ।
সৎপাত্রদাননিরতান্ হরিকীর্ত্তিভক্তান্
দূতাস্ত্যজধ্বমনিশং হরিনামসক্তান্ ॥ ২৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিতে বুদ্ধি সমর্পণকারী, বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবমার্গে আগ্রহান্বিত, গুরুসেবক, বৈষ্ণবে দানশীল শ্রীহরিলীলাগানে তৎপর, শ্রীহরিনামে অনুরক্ত তোমরা সর্ব্বদা সযত্নে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিও ॥ ২৪২ ॥

টীকা—হে মহাভাগা ইতি স্বদূতান্ প্রতি শিক্ষণার্থং যমস্য সলালনং সম্বোধনম্। হরিবাহনং গরুড়ঃ, অদ্দিত ইবাদ্দিতে পীড়ার্থোদ্যমেঽপি কৃতে সতীত্যর্থঃ। বিষ্ণুভক্তিনিরতানেবাহ—প্রযতা ইত্যাদিনা। স্বাচারো বৈষ্ণবধর্ম্মস্তন্মার্গনিরতান্, সৎপাত্রাণি বৈষ্ণবাস্তেভ্যো যদ্দানং তস্মিন্ নিরতান্ ॥ ২৩৯-২৪২ ॥

পাষণ্ডসঙ্গরহিতান্ হরিভক্তিতুষ্টান্
সৎসঙ্গলোলুপতরাংশ্চ তথাতিপুণ্যান্।
শম্ভোর্হরেশ্চ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব
দূতাস্ত্যজধ্বমুপকারপরান্ নরাণাম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—হে দূতগণ! অবৈষ্ণবের সঙ্গত্যাগী, শ্রীহরিভক্তিতে সন্তুষ্ট, সৎসঙ্গ লোভী, পরমমঙ্গল স্বরূপ বৈষ্ণবচিহ্নধারী হরিহরে সমবুদ্ধি সম্পন্ন এবং হরিভক্তিবিষয়ে উপদেশ দ্বারা মনুষ্যগণের উপকারে তৎপর ব্যক্তিগণকে ত্যাগ করিবে ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—পাষণ্ডা বিষ্ণুবিমুখাঃ, অতিপুণ্যান্ পরম-মঙ্গলরূপ-বৈষ্ণবচিহ্নধারিণ ইত্যর্থঃ। উপকারঃ ভগ-বত্তত্ত্বোপদেশাদিরূপস্তৎপরান্ ॥ ২৪৩ ॥

যে দীক্ষিতা হরিকথামৃতসেবকৈশ্চ
নারায়ণস্মৃতিপরায়ণমানসৈশ্চ।
বিপ্রেন্দ্রপাদজলসেবনসংপ্রহৃষ্টৈট-
স্তান্ পাপিনোঽপি চ ভটাঃ সততং ত্যজধ্বম্ ॥২৪৪

অনুবাদ—শ্রীহরিকথামৃতের সেবক যাঁহারা, যাঁহাদের স্মরণে সর্ব্বদা শ্রীহরি বিদ্যমান, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের চরণামৃতসেবনে যাঁহারা আনন্দিত, তাঁহারা যাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, হে দূতগণ! তাহারা পাপকার্য্যরত হইলেও সর্ব্বদা তাহাদিগকে ত্যাগ করিও ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—বিপ্রেন্দ্রা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২৪৪ ॥

অতএবোক্তং শ্রীনারদেন চতুর্থস্কন্ধশেষে
(৩১।২২)—

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধের শেষে শ্রীনারদের কথায়—যিনি নিজেই পরিপূর্ণ এবং নিজভক্তজনের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় অনুবর্ত্তমানা শ্রী এবং সকাম রাজগণ ও দেবগণেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না, সেই প্রকার ভগবানকে কোন্ কৃতজ্ঞব্যক্তি অল্পসময়ের জন্যও বর্জ্জন করিতে পারে? ২৪৫ ॥

টীকা—অনুচরন্তীং অনুবর্ত্তমানামপি শ্রিয়ং, তদর্থিনঃ সকামান্ দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্ বিবুধান্ দেবানপি যো নানুবর্ত্ততে, যতঃ স্বৈর্নিজভক্তৈরেব পূর্ণঃ, অতঃ স্বভৃত্যবর্গানুরক্ত এব কেবলম্; যদ্বা, ন ভজতীত্যত্র হেতুদ্বয়ম্—স্বপূর্ণঃ স্বেন আত্মনৈব পূর্ণ ইতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ ইতি চ; যদ্বা, স্বপূর্ণোঽপি নিজভৃত্যবর্গাধীনঃ সন্ ন ভজতি, এবম্ভূতমমুং হরিম্ উৎ ঈষদপি কথং বিসৃজেৎ? কৃতজ্ঞঃ—তস্য কৃতম্ উপকারং কর্ম্ম বা জানাতি অনুসন্দধাতি য ইত্যর্থঃ। এবমন্তে ভগবদ্বশীকরণরূপো ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্য-বিশেষো দর্শিতঃ ॥ ২৪৫ ॥

অতএব প্রার্থনম্

নারায়ণব্যূহস্তবে—
নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে।
ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু ॥২৪৬॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমি তোমার ভক্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মপদও ইচ্ছা করি না, তোমার ভক্তরূপে জন্মে জন্মে যদি কীটও হই, তাহাও আমার পছন্দ ॥ ২৪৬ ॥

টীকা—জন্মজন্মস্বিতি—মুক্তিবিষয়কে নৈরপেক্ষ্যং দর্শিতং, তত্র ভক্তিরসাভাবাৎ ॥ ২৪৬ ॥

শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ চ দশমস্কন্ধে (১৪।৩০)—
তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে বলা হইয়াছে—হে প্রভো! ভক্তগণের পরমোৎকর্ষহেতু এই ব্রহ্ম জন্মে কিংবা অন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি যে কোন জন্মে আমার যেন সেই মহাসৌভাগ্যের উদয় হয়, যাহাতে আমি তোমার অনুগত ভক্তগণের মধ্যে যে কোন একজন হইয়া শ্রীপাদপল্লব উত্তমরূপে সেবা করিতে পারি ॥ ২৪৭ ॥

টীকা—তত্তস্মাদ্ভক্তানামেব পরমোৎকর্ষাদ্ধেতোঃ, অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম, তস্মিন্ বা ভূরিভাগো মহদ্ভাগ্যং মে সোঽস্তু, যেন ভাগ্যেন ভবদীয়ানাং জনানাম্ একোঽপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা ত্বৎপাদপল্লবং নিষেবে অত্যর্থং সেবে ॥ ২৪৭ ॥

অতএবোক্তং শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥২৪৮

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে-কথিত হইয়াছে—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বর্ণাশ্রম, ধন-সম্পদ এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার, নমস্কার ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—এবং মাহাত্ম্যপ্রকরণমুপসংহরন্ ভগবদ্ভক্তান্ প্রণমতি—য ইতি। ত্যক্তাঃ লোকাঃ কলত্র-পুত্রাদয়ঃ, ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাচারাদয়ঃ অর্থাশ্চ ধনানি মোক্ষাদয়ো বা যৈস্তথাভূতাঃ সন্তো যে পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তি। তর্হি কিমর্থম্? ইত্যত্রাহ বিষ্ণু-ভক্তের্বশং গতাঃ তদ্রসাকৃষ্টচিত্তত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্ত-মেব—'কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ' (শ্রীভাঃ ১।৭।১০) ইতি। এবং চান্তে পরমমাহাত্ম্য-বিশেষো দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ২৪৮ ॥

এবং শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যামৃতবারিধেঃ।
বিচিত্রভঙ্গলেখার্হো লোভলোলং বিনাস্তি কঃ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যরূপ অমৃতসাগরে বিচিত্র তরঙ্গ পরম্পরার লেখনের যোগ্য রসতৃষ্ণাহেতু চঞ্চল ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আছে? ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—অসংখ্যেয়স্য ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যস্য লিখনদ্বারা সংখ্যায়া ইয়ত্তাপাদনেন নিজচাপল্যমুত্তাব্য তৎ পরিহরতি—এবমিতি। শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্য-মেবামৃতবারিধিস্তস্য বিচিত্রাণাং ভঙ্গানামূর্ম্মীণাং পর-ম্পরাণাং লেখস্য লিখনস্য অর্হো যোগ্যঃ। লোভেন তদ্রসতৃষ্ণয়া লোলং চঞ্চলং জনং বিনা কোঽন্যোঽ-ত্রাস্তি? কেবলং চাঞ্চল্যেনৈব তদ্‌যোগ্যঃ স্যান্ন চান্যথা কথঞ্চিৎ, তচ্চ তন্মাধুরীবিশেষণাকর্ষণাদেবত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তজনানাং সঙ্গতিঃ সদা।
কার্য্যা সর্ব্বৈঃ প্রযত্নেন দ্বৌ লোকৌ
বিজিগীষুভিঃ ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—অতএব যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ করিবেন ॥ ২৫০ ॥

টীকা—অতঃ লিখিতাদস্মাৎ মাহাত্ম্যাদ্ধেতোঃ, দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভিঃ, লোকদ্বয়ং বিশেষতো জেতুমিচ্ছুভিঃ, ঐহিকামুষ্মিক-সাধনসাধ্যবর্গং বশী-কর্তুং সর্ব্বৈরেব সদা কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫০ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্যম্

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমম্ ॥ ২৫১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গ-মাহাত্ম্য—নিখিল সাধ্য-সাধনের ফল যাঁহাদের সঙ্গ, সেই ভগবৎ ভক্তগণের পাদুকাগুলিকে আমরা প্রণাম করিতেছি ॥ ২৫১ ॥

টীকা—ইদানীং তেষাং সঙ্গমাহাত্ম্যং লিখন্ তৎ-সুসিদ্ধয়ে প্রথমং তান্ প্রণমতি—ভগবদিতি; যদ্যপি ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যলিখনেন তৎসঙ্গতি-মাহাত্ম্যং, তথা তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্যলিখনেন তেষাঞ্চ মাহাত্ম্যং লিখিতং স্যাৎ, তথাপি সঙ্গং বিনাপি দূরতঃ কথঞ্চিৎ সেবয়াপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিতম্। উত্তমং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমখিলং সাধনং সাধ্যঞ্চ ফলম্, এবং সংক্ষেপেণ মাহাত্ম্যমখিলমেবো-ল্লিখিতম্ ॥ ২৫১ ॥

তত্র সর্ব্বপাতকমোচকতা

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিপরাণাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বপাতকমোচ-কতা বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞমালির উপাখ্যানের শেষে বর্ণিত হইয়াছে,—যাঁহারা শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের সহিত যাঁহারা সঙ্গ বা মেলামেশা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গমাত্রেই মহাপাতকী ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৫২ ॥

টীকা—তদেব বিবেচয়ন্ যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখতি—হরিভক্তীত্যাদিনা সাধুসমাগম ইত্যন্তেন। সঙ্গিনাং গৃহাদ্যাসক্তিমতামপি; যদ্বা, হরিভক্তিপরাণাং যে সঙ্গিনস্তেষামপি ॥ ২৫২ ॥

সামান্যতোঽনর্থনিবর্ত্তকতাঽর্থপ্রাপকতা চ

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মাণং প্রতি প্রেতানামুক্তৌ—

বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি।
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণবদর্শনম্ ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গে সামান্যতঃ অনর্থনিবর্ত্ত-কতা ও অর্থপ্রাপকতা, পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মার প্রতি প্রেতদিগের উক্তি—বৈষ্ণবমূর্ত্তি দর্শন মনুষ্যগণের নিন্দা বা অপযশ বিনাশ করে, বুদ্ধিকে উত্তম গুণযুক্ত করে এবং প্রায়শঃই প্রতিষ্ঠা লাভ করায় ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রতিষ্ঠাং করোতি, তত্র প্রায় ইতি কস্যাশ্চিৎ প্রতিষ্ঠায়া বৈষ্ণবৈরুপেক্ষ্যত্বাৎ; বৈষ্ণবানাং দর্শনমাত্রমপি, অস্তু তাবৎ সঙ্গঃ ॥ ২৫৩ ॥

তত্র শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে মহারথনৃপোক্তৌ—

যদা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদা ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে মহীরথ রাজার কথায় ভগবান অগ্নির শরণাপন্ন জন যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার হইতে রক্ষা পান, সেই-রূপ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গকারী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ২৫৪ ॥

টীকা—পূর্ব্বং যথোপশ্রয়মাণস্যেত্যত্র দূরতোঽপি সেবামাত্রমপেক্ষিতং, ন তু সঙ্গঃ; অত্র চ প্রপদ্যমান-স্যেত্যনেন সঙ্গ এবেতি ভেদঃ। এবং সৎ-শব্দেনাত্র সঙ্গোঽভিপ্রেতঃ, তত্র চ শ্রদ্ধয়েত্যেষা দিক্ ॥ ২৫৪ ॥

তত্রৈব প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তৌ—

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে প্রেতোপাখ্যানে প্রেতের ভাষায়—বৈষ্ণবসঙ্গ শীঘ্রই মনুষ্যগণের পাপ নিরা-রণ, মঙ্গল-সংযোজন ও যশঃ বিস্তার করেন ॥২৫৫॥

টীকা—দুরিতং পাপং, শ্রেয়ঃ মঙ্গলং, যশঃ মুক্তত্ব-ভক্তত্বাদিমাহাত্ম্যম্; যদ্বা, দুরিতং সংসারং, শ্রেয়-শ্চতুর্বর্গং, যশঃ মুক্তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষাদিকম্; আশু ইত্যস্য পূর্ব্ববাক্যত্রয় এব সম্বন্ধঃ ॥ ২৫৫ ॥

অথ সর্ব্বতীর্থাধিকতা

তত্রৈব—

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গ সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা অধিক, ঐ পদ্মপুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থসমূহে স্নান করেন এবং যিনি সৎ-সঙ্গ করেন, এই দুইজনের মধ্যে সৎসঙ্গকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫৬ ॥

টীকা—স্নাতুমিচ্ছতি শ্রদ্ধয়া স্নাতীত্যর্থঃ, তয়োঃ স্নাতৃসঙ্গকর্ত্রো র্মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২৫৬ ॥

অথ সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা

তত্রৈব ভগীরথনৃপোক্তৌ—

যঃ স্নাতঃ শান্তিসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গ সর্ব্ব সৎকর্ম্ম অপেক্ষা অধিক, ঐ পদ্মপুরাণেই রাজা ভগীরথের কথায়—সৎ-সঙ্গতিরূপা শান্তি-সমুজ্জ্বলা গঙ্গায় যিনি স্নাত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তির দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই ॥ ২৫৭ ॥

টীকা—সাধুসঙ্গতিরেব গঙ্গা, তয়া স্নাতঃ। কথ-ম্ভূতয়া? শান্ত্যা সিতয়া পরমোজ্জ্বলয়া; গঙ্গাপি শুক্ল-বর্ণা ভবতি। এবং সাধুসঙ্গতেঃ শান্ত্যাত্মকত্বাৎ গঙ্গা-য়াশ্চ শুক্লবর্ণমাত্রাত্মকত্বাৎ সাধুসঙ্গতেরুৎকর্ষঃ; যদ্বা,

শান্তিরেব সিতা শর্করা যস্যামিতি গঙ্গায়াস্তথাত্বাভাবাৎ সাধুসঙ্গতেরুৎকর্ষো বিতর্ক্যঃ ॥ ২৫৭ ॥

———

অথ সর্ব্বেষ্টসাধকতা

তত্রৈব—

যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ ॥২৫৮॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গই সর্ব্ববিধ ইষ্টসাধক, ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে—এই পৃথিবীতে মনুষ্যের ঈপ্সিত দুষ্প্রাপ্য যে সকল বস্তু আছে, সেই সমস্তই সধুসঙ্গ প্রভাবে লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২৫৮ ॥

———

অথ অনর্থস্যাপ্যর্থত্বাপাদকতা

বশিষ্ঠে—

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন-সমাগমে ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গই অনর্থের অর্থসাধক, বাশিষ্ঠে যথা—যাঁহারা ভক্তিদেবীর মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত সেই প্রকার বুধব্যক্তির সহিত সঙ্গ হইলে বন্ধুবিয়োগাদি দ্বারা শূন্য গৃহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু অমৃতত্বে এবং আপদ্ সম্পদে পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ২৫৯ ॥

টীকা—শূন্যং বন্ধুবিয়োগাদিনা রিক্ততাং প্রাপ্তমপি গৃহাদি অমৃতায়তে, ভগবৎপদপ্রাপণাৎ। সম্পৎ ধনৈশ্বর্য্যাদিঃ; ইবেতি লোকোক্তৌ, বিদ্বাংসঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞাঃ ॥ ২৫৯ ॥

———

তৃতীয়স্কন্ধে (৩।৩।৫৫) শ্রীদেবহূতেরুক্তৌ—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেবহূতির উক্তিতে—অজ্ঞানতাহেতু যে অসৎসঙ্গ সংসার বন্ধনের কারণ, সেই সঙ্গই আবার সাধুগণের সহিত হইলে নিঃসঙ্গত্ব অর্থাৎ বিমুক্তির কারণ স্বরূপ হয় ॥ ২৬০ ॥

———

শ্রীকপিলদেবোক্তৌ (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২০)

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীকপিলদেব মাতাকে কহিলেন—হে মাতঃ! আত্মার দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ হইতেছে আসক্তি, ইহাই বুধগণের মত। আবার যদি এই আসক্তি সাধুগণের চরণে যুক্ত হয়, তাহা হইলে মুক্তিদ্বাররূপে পরিগণিত হয় ॥ ২৬১ ॥

টীকা—অধিয়া বিবেকহীনেন জনেন অসৎসু বিহিতো যঃ সংসারস্য হেতুঃ সঙ্গবিষয়ভোগাদিরূপঃ; অপ্যর্থে এবশব্দঃ, সোঽপি সাধুষু কৃতশ্চেত্তর্হি নিঃসঙ্গত্বায় সংসারনাশায় কল্পতে, সমর্থো ভবতি ॥ ২৬০ ॥

টীকা—প্রসঙ্গমত্যন্তাসক্তিম্; অপাবৃতং নিরাবরণং ॥ ২৬১ ॥

———

যতঃ অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু শ্রীভগবান প্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য এবং অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয়, আর ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ ভগবানের অপ্রসন্নতায় সকল বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিত্র-শত্রু, পথ্য-অপথ্য এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইয়া যায় অতএব ভগবানের প্রসন্নতাই সাধ্য ॥ ২৬২ ॥

টীকা—ননু তাদৃশস্য মহানর্থস্য কথমীদৃশত্বম্? শ্রীভগবৎকারুণ্যমহিম্নৈবেতি লিখতি—অরিরিতি দ্বাভ্যাম্, 'ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি' ইতি পূর্ব্বং লিখিতার্থমেব; যৎপ্রভাবত ইত্যস্যোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ; অতোঽত্র হেত্বনুসন্ধানাদিকং ন কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৬২ ॥

———

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ ॥২৬৩

অনুবাদ—আরও শ্রীভগবান কহিতেছেন—আমার জন্য যদি পাপ কাজও করা হয়, তাহা আমার প্রভাবে

ধর্ম্মের নিমিত্তরূপে কল্পিত হয়, আর আমাকে অনাদর করিয়া কৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানও অধর্ম্ম হইয়া থাকে ॥ ২৬৩ ॥

অথ দেহিদৈহিকাদিবিস্মারকতা

চতুর্থস্কন্ধে (৯।১২) শ্রীধ্রুবোক্তৌ—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যম্
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবসঙ্গ দেহী অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট জীব ও দেহ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ বিস্মরণ করায়, ইহা চতুর্থ-স্কন্ধে শ্রীধ্রুবমহারাজের কথায়—হে পদ্মনাভ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লুব্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গকারীগণ অত্যন্ত প্রিয় এই মানব দেহ ও এই দেহ সম্বন্ধীয় পুত্র, কলত্র, গৃহ, বিত্ত, মিত্রাদি কিছুই চিন্তা করেন না ॥২৬৪

টীকা—তে অতিতরাম্ অত্যন্তং প্রিয়মপি মর্ত্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি নানুসংদধতে ; অতিতরামিত্যস্যান্তেবান্বয়ঃ, সম্যগ্‌বিস্মরন্তীত্যর্থঃ । যে চ সুতাদয়ঃ অদঃ মর্ত্ত্যমনুসম্বদ্ধাস্তানপি ন স্মরন্তি ; তে কে ন স্মরন্তি ; যে কৃতপ্রসঙ্গাঃ । কেষু ? ভবদীয়ং ভবদীয়ানামপি যৎ পদারবিন্দসৌগন্ধ্যং তস্মিন্ লুব্ধমপি হৃদয়ং যেষাং তেষু ; তু-শব্দেনান্যেষাং কেবলযোগাদি-নিষ্ঠানাং দেহাভিমানান্নিবৃত্তিং, তত্র তত্রাভিমানবিশেষং বা দর্শয়তি ॥ ২৬৪ ॥

অথ জগদানন্দকতা

পাদ্মে তত্রৈব প্রেতোক্তৌ—

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী ।
নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ জগতের আনন্দকর, ইহা পদ্মপুরাণে প্রেতের উক্তি—রসায়নময়ী শীতলা পরমানন্দদায়িনী, বৈষ্ণবাশ্রয়রূপা জ্যোৎস্না কাহাকে না আনন্দিত করে ? ২৬৫ ॥

টীকা—রসায়নং রোগহর্ত্তা, পুষ্ট্যাদিকর্ত্তা, স্বাদুকৌষধবিশেষঃ তন্ময়ী ; শীতা শীতলা তাপহরেত্যর্থঃ । চন্দ্ররশ্মিরপি অমৃতময়ত্বাদ্রসায়নময়ী সদা এব পিত্তোপশমনাদি-স্বভাবকত্বাৎ । অন্যৎ সমমেব ॥২৬৫

অথ মোক্ষপ্রদত্বম্

দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দস্তুতৌ (৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গের মোক্ষদায়কত্ব দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দের স্তুতিতে বর্ণিত আছে—শ্রীমুচুকুন্দ কহিলেন হে অচ্যুত ! যখন আপনার কৃপায় সংসারিজনের সংসার বন্ধন ঘুচিয়া যায় তখন সাধু সঙ্গ লাভ হয় । সেই সময়েই সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সকলেই ঈশ্বর আপনাতে মতি স্থির করে, ইহার পর আপনার শ্রীচরণে মতি হইলেই মুক্তি করতলগত হয় ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—ভো অচ্যুত ! ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তো ভবেৎ, কালঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ, তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ । যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ, তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্য-কারণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি, ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ । যদি বায়মর্থঃ—ভবস্য গৃহাদ্যাসক্তি-লক্ষণস্য সংসারস্যাপবর্গঃ পরিত্যাগো যদা ভবেৎ, তদৈব অচ্যুতঃ স্থিরঃ সৎসমাগমো ভবেৎ । পূর্ব্বাবধ্বা বিষয়মহিমবতঃ পরমপুরুষার্থতা-বোধনার্থং বিশেষণদ্বয়ম্ । সতাং মুক্তানামপি ভক্তানামেব বা গতৌ প্রাপ্যে ; পরাবরয়োঃ চিচ্ছক্তি-মায়াশক্ত্যোঃ লক্ষ্মী-ভূম্যোর্বা পরাণাং শ্রীগোপীনাম্, অবরাণাঞ্চ শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামীশে স্বামিনীতি তদা চ ভগবৎপ্রেমপ্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৬৬ ॥

অতএবোক্তং শ্রীপ্রচেতোভিশ্চতুর্থস্কন্ধে (৩০।৩৫-৩৭)

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ ।
নৈর্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥ ২৬৭ ॥

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২৬৮॥
তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥২৬৯॥

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতোগণের উক্তি—হে প্রভো! তোমার যে সকল সঙ্গিগণের নিকটে তৃষ্ণাশান্তি-কারিণী পবিত্রগুণগাথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, যাঁহারা জীবসমূহে শত্রুতাশূন্য, যাঁহারা উদ্বেগ রহিত, যে মুক্তসঙ্গিগণ সৎকথার অবসরে যতি-গণের পরমাগতি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের প্রসঙ্গ বারংবার কীর্ত্তন করেন, তীর্থগণকে পবিত্র করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা পদব্রজে তীর্থপরিক্রমা করেন, আপনার সেই ভক্তগণের সঙ্গলাভ করিতে সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তির ইচ্ছা না হয়? ২৬৭-২৬৯॥

টীকা—যত্র যেষু, যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ, নির্ব্বৈরং বৈরাভাবঃ, যত্র যাসু কথাসু মুক্তসঙ্গৈস্তৈরেব নারায়ণঃ সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে; যদ্বা, ন্যাসিনামপি গতিরাশ্রয়ো নারায়ণো ভগবান্ যত্র সাক্ষাদস্তীতি। মুক্তসঙ্গৈঃ শ্রীসনকাদিভিঃ সৎকথাসু মধ্যে প্রস্তূয়তে; যদ্বা, মুক্তসঙ্গৈরাত্মারামৈরপি যত্র নারায়ণ এব সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে ন তু জ্ঞানাদি; এতাদৃশং যেষাং মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ॥ ২৬৭-২৬৮॥

টীকা—পদ্ভ্যাং পাবনেচ্ছয়া; যদ্বা, পদ্ভ্যাং বিচরতামিতি সৌলভ্যমুক্তম্। সংসারাদ্ভীতস্যাপি কিং ন রোচেত? অপি তু রোচত এব, ভীতানামনন্যগতিত্বাৎ; তদুক্তং ভগবতৈব—'সন্তোঽর্বাক্ বিভ্যতোঽরণম্ ইতি॥ ২৬৯॥

অথ সর্ব্বসারতা

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদ-সনৎকুমার-সংবাদে—
অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্॥ ২৭০॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীনারদ-সনৎকুমার-সংবাদে—হে ব্রহ্মপুত্র যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরিভক্তি বাঞ্ছা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই অসার ভগবদ্ভক্ত সঙ্গই সার ইহা জানিবে॥ ২৭০॥

টীকা—সংসারে, প্রপঞ্চে, কিম্? তদাহ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ইতি। হরিভক্তিং সম্যগিচ্ছতাং জনানামিতি হরিভক্তিবাঞ্ছাবিশেষং বিনা ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গমাহাত্ম্যাননুভবাৎ; যদ্বা, তেষাং শ্রেষ্ঠসাধনমেতদেবেতি ব্যাখ্যায়াং শ্লোকো ভক্তিসম্পাদকতায়াং দ্রষ্টব্যঃ॥ ২৭০॥

পাদ্মে তত্রৈব মহারথনৃপোক্তৌ—
অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধম্।
হর্ষশ্চালোকপর্য্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ॥ ২৭১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উক্ত স্থানেই মহারথ নৃপতির বাক্যে—সৎ-সমাগম অসাগরোদ্ভূত অমৃত, সহজলভ্য মহৌষধ ও সকলের আনন্দবিধানকারী॥ ২৭১॥

টীকা—সতাং সমাগমঃ পীযূষং ভবত্যেব, কিন্তু অসাগরোত্থম্; অতঃ সাগরোদ্ভূতস্য দেবভোগ্য-পীযূষস্য মথনাদিপরিশ্রমেণৈব সাধনাৎ বারুণ্যাদিসম্বন্ধাচ্চ ততোঽপ্যস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সূচিতম্। তথাহ—দ্রব্যমিতি, দ্রব্যময়ৌষধে পাকক্রিয়া-প্রয়াসোঽথ ভক্ষণাদিযত্নশ্চাপেক্ষ্যতে ইত্যত্র তত্তদভাবাদস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্। তথা 'সুখস্যান্তে ভবেদ্দুঃখম্' ইতি ন্যায়েনান্যো হর্ষঃ শোকাবসান এব স্যাৎ, অয়ং হর্ষয়তীতি হর্ষরূপো বা শোকান্তো ন ভবতি, কিন্তু সদা হর্ষ এব; অতোঽস্য নিত্যপরমানন্দময়ত্বমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সর্ব্বসারতৈব সিদ্ধা॥ ২৭১॥

অথ ভগবৎ কথামৃতপানৈকহেতুতা

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ—
প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃশ্রুতিরসায়নঃ।
ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ॥২৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবৎকথামৃতপানের এক-হেতুত্ব ঐ গ্রন্থেরই বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদের উক্তিতে—সৎপ্রসঙ্গে জীবগণের কর্ণ ও মনের সুখদায়িনী কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কোমল-কথা সমূহই হইয়া থাকে॥ ২৭২॥

টীকা—আত্মনাং সর্বেষামেব জীবানাং মনসঃ

শ্রুত্যোশ্চ রসায়নাঃ সুখপ্রাপকাঃ যতঃ কোমলাঃ মধুরাঃ ॥ ২৭২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবোক্তৌ (২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন—সাধুগণের সহিত সংসর্গবশতঃ আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়ক, তাই তাহা সেবন করিলে শীঘ্রই আমাতে (ভগবান শ্রীহরিতে) শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসংবিদঃ, অতএব হৃৎকর্ণরসায়নাঃ সুখদাঃ, তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তির্মোক্ষো বা বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা, ততো রতিস্ততো ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণৈব ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। রতিশ্চ রত্যাখ্যো ভাবঃ, ভক্তিশ্চ প্রেমলক্ষণা; এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীমহানুভাবৈরেব রসার্ণবে কৃতমস্ত্যেব ॥ ২৭৩ ॥

চতুর্থে শ্রীনারদোক্তৌ (২৯।৪০-৪১)—

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্গুণানুকথন-শ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ২৭৪ ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে দেবর্ষি শ্রীনারদের কথায়—যেখানে ভগবানের গুণগাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের জন্য বিশদাশয় সাধুগণ ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বিরাজ করেন, হে রাজন! সেই স্থানে মহদ্ব্যক্তিগণের শ্রীমুখ হইতে ভগবান মধুসূদনের অমলচরিত্র কথা প্রায়ই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে নৃপবর! ভগবানের চরিত গাথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী। সাবধানে ঐ নদীর সেবকগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতির স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকেন। ফলস্বরূপ ভক্তি রসিক ব্যক্তিগণে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির ভক্তিরসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করিবে সে সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ২৭৪-২৭৫ ॥

টীকা—ননু সাধুসঙ্গং বিনা স্বয়মেব হরিকথাচিন্তনাদিনা ভক্তির্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রেতি দ্বাভ্যাম্। যস্মিন্ স্থানে ভগবতো গুণানুকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরমত্যাসক্তং বা চেতো যেষাং তে ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—তস্মিন্ স্থানে মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ; যদ্বা, মহান্তঃ মৌনাদিশীলা অপি মুখরিতাঃ যাভিঃ তাঃ। মধুভিদশ্চরিতমেব, পীযূষং, তদেব শিষ্যত ইতি শেষো যাসু তাঃ। অসারাংশরহিত-শুদ্ধামৃতবাহিন্য ইত্যর্থঃ। অবিতৃষঃ অলংবুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈঃ যে তাঃ সরিতঃ পিবন্তি সেবন্তে। অশনশব্দেন ক্ষুল্লভ্যতে অশনাদয়ঃ তান্ন স্পৃশন্তি, ভক্তিরসিকান্ন বাধন্ত ইত্যর্থঃ। নৃপ হে প্রাচীনবর্হিঃ! সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব কথাচিন্তনাদাবালস্যাদিনা রসাবেশাভাবতঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভিভূতস্য ভক্ত্যসম্ভবাদবশ্যং সৎসঙ্গো বিধেয়ঃ, ততশ্চ ভগবৎকথামৃতরসপানাদিরূপা ভক্তি অতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ২৭৫ ॥

পঞ্চমে শ্রীব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে (১২।১৩)—

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীব্রাহ্মণ-রহূগণ-সংবাদে—হে নৃপবর! সাধুগণ সর্ব্বদাই উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তনই করেন। তাঁহারা কখনই গ্রাম্য কথার লেশমাত্র উচ্চারণ করেন না। সেই ভগবদ্গুণানুবাদের সর্ব্বদা সেবা করিতে পারিলে তাহাই শ্রীভগবান বাসুদেবের প্রতি মুমুক্ষুজনের সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৭৬ ॥

টীকা—যত্র যেষু মহৎসু, গ্রাম্যকথানাং বিঘাতো

যস্মাৎ মুমুক্ষোরপি, সতীং মতিং প্রেমভক্তিমিত্যর্থঃ ॥ ২৭৬ ॥

———

একাদশে ভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রীঐলোপাখ্যানান্তে
(২৬।২৮-২৯)—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥২৭৭॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥২৭৮

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রী ঐল-উপাখ্যানের শেষে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিতেছেন —সেই সাধুগণের নিকটে শিষ্টলোকের মঙ্গলজনক আমার কথা আলোচিত হয় এবং তাহা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হিতকারী হইয়া পাপ নাশ করে। যে সকল শ্রদ্ধাবান ভক্ত সাদরে সেই সকল কথা শ্রবণ বা গান করেন, অথবা ঐ সব অনুষ্ঠানের অনুমোদন করেন তাঁহারা আমাতে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭৭-২৭৮ ॥

টীকা—সম্ভবন্তি সম্যক্ জায়ন্তে, তাঃ কথা এব অঘং পাপং প্রকর্ষেণ পুনন্তি, সবাসনমুন্মূলয়ন্তি, সংসার-দুঃখং নাশয়ন্তীতি বা ॥ ২৭৭ ॥

———

ভক্তিসম্পাদকতা

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥২৭৯

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ভক্তিসম্পাদক—বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত স্থানেই বর্ণিত আছে—ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-দ্বারা ভক্তি জন্মে এবং পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত সুকৃতি-বশতঃ মনুষ্যগণের সৎসঙ্গ লাভ হয় ॥ ২৭৯ ॥

টীকা—শ্রবণাদিভিরেব মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ শ্রবণাদিষ্বেব প্রীতিমন্তঃ সন্তঃ ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং বিন্দন্তি। ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য দৌর্ল্লভ্যমাহ—সৎসঙ্গ ইতি ॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

———

শ্রীভগবদ্বশীকারিতা

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে
(১১।৪৯, ১২।১-২)—

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে
ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥ ২৮০ ॥
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥২৮১॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎ-সঙ্গ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥২৮২॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ শ্রীভগবদ্বশীকারক একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—হে উদ্ধব! তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা অতএব তাহা অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও এই পরমগুহ্য বিষয় তোমাকে বলিতেছি শোন। অষ্টাঙ্গযোগ, তত্ত্ববিবেক, অহিংসাদিধর্ম্ম, বেদপাঠ তপস্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞ, কূপারামাদি নির্ম্মাণ, দান, একাদশী প্রভৃতি ব্রত, দেবপূজা, রহস্য মন্ত্র, তীর্থভ্রমণ, নিয়ম ও যম, এই সমস্ত অনুষ্ঠানও সেই প্রকার বশীভূত করিতে পারে না। সর্ব্বসংসারসঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে যে প্রকার বশীভূত করিতে পারে ॥ ২৮০-২৮২ ॥

টীকা—সাংখ্য-যোগাদীনি সাধনান্তর-সব্যপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ, মৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব, সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ—অথেতি ত্রিভিঃ। এতদ্বক্ষ্যমাণং পরমং গুহ্যং শৃণু, যতস্ত্বং মম ভৃত্যঃ, সুহৃৎ, জ্ঞাতিঃ, সখা চ, অতঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি। ন রোধয়তি ন বশীকরোতি, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ, সাংখ্যং তত্ত্বানাং বিবেকঃ, ধর্ম্মঃ সামান্যতোঽহিংসাদিঃ বর্ণাশ্রমাচারো বা, স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রাদি, ত্যাগঃ সংন্যাসঃ, ইষ্টাপূর্ত্তম্ ইষ্টং পূর্ত্তঞ্চ; তত্র ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণম্; দক্ষিণা-শব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে, ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি, যজ্ঞো দেবপূজা, ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ, নিয়মা বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাদয়ঃ, যমা অন্তঃ-করণসংযমাদয়; যদ্বা, 'অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ম্ ॥ শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেব-

নম্ ॥' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৩-৩৪) ইতি ভগবদুক্ত-লক্ষণা গ্রাহ্যাঃ। অত্র অস্তেয়ং মনসাপি পরস্বাগ্রহণং, আস্তিক্যং ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ, ভয়ং পাপাদিভ্যঃ, শৌচং বাহ্যমান্তরঞ্চেতি দ্বয়ম্, অতো দ্বাদশনিয়মাঃ শ্রদ্ধা ধর্ম্মাদয় ইতি। অবরুন্ধে বশীকরোতি, সর্ব্বসঙ্গাপহঃ বাহ্যান্তরাশেষাসক্তি-নিরসনঃ ॥ ২৮০ ২৮২ ॥

অতএবোক্তং বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে (৭।১৯)
যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥২৮৩॥

অনুবাদ—অতএব তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহারাজের বাক্য—হে মৈত্রেয়! হে মুনে! আপনাদের ন্যায় মহাত্মাদের শ্রীপাদপদ্ম সেবার দ্বারা কি না হয়? আপনাদের সেবার দ্বারা নির্ব্বিকার, মধুদ্বেষি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তীব্র রতি জাত হয় এবং তাহাতেই সংসার ক্ষয় পায় ॥ ২৮৩ ॥

টীকা—যেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সেবয়া সঙ্গরূপয়া, কূটস্থস্য নির্ব্বিকারস্যাপি; যদ্বা, শ্রীগোবর্দ্ধনশৃঙ্গোপরি বর্ত্তমানস্য মধুদ্বিষো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদয়োঃ চরণারবিন্দয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবঃ তীব্রঃ স্বাভাবিকো ভবেৎ। ব্যসনং সংসারদুঃখমর্দ্দয়তি নাশয়তীতি তথা সঃ; যদ্বা, মধুদ্বিট্‌সম্বন্ধিরত্যা প্রেম্না রতিযুক্তো বা রাসঃ রাসক্রীড়া তীব্রঃ অতুৎকটঃ দেবাদীনামপি মোহনত্বাৎ বহুকালব্যাপিত্বাচ্চ। পাদয়োর্ব্যসনানি দুঃখান্যর্দয়তীতি তথা সঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দকস্যাপি রাসস্য প্রায়ো নৃত্যবিশেষত্বেন গতিবিশেষসম্পত্তেঃ যদ্বা, মধুদ্বিষঃ পাদয়োরিত্যেবান্বয়ঃ। ততশ্চ তচ্চরণারবিন্দদ্বয়েন সহেত্যর্থঃ পূর্ব্ববদেব, অতোঽস্য ফলবিশেষত্বেনান্তে লেখ্যঃ ॥ ২৮৩ ॥

অথ স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা

প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদীনাম্ (১৮।১৩), চতুর্থে চ শ্রীপ্রচেতসামুক্তৌ (৩০।৩৪)—
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ভক্তসঙ্গের স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্ব প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদির এবং চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপ্রচেতোগণের উক্তি অনুযায়ী—হে প্রভো! ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গলেশের সঙ্গে আমরা স্বর্গ এবং মোক্ষেরও তুলনা করি না; এই বিষয়ে মানবজাতির আকাঙ্ক্ষিত অন্যান্য বিষয়ের কথা আর কি বলিব? ॥ ২৮৪ ॥

টীকা—ভগবৎসঙ্গিনো ভগবদ্ভক্তাঃ, তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালঃ, তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম, সমং ন পশ্যাম, ন চাপুনর্ভবং মোক্ষম্। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যম্। এবং ফলরূপাৎ স্বর্গাৎ অপবর্গাদপ্যধিকত্বেন সৎসঙ্গস্য পরমফলত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৮৪ ॥

চতুর্থে শ্রীপ্রচেতসঃ প্রতি শ্রীশিবোপদেশে (২৪।৫৭)—
ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপ্রচেতার প্রতি শ্রীশিবের উপদেশ বাক্য—মর্ত্ত্যগণের রাজ্য প্রভৃতি বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, ভগবৎ-সঙ্গিগণের অর্দ্ধক্ষণ সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা হয় না ॥ ২৮৫ ॥

টীকা—ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য ক্ষণার্দ্ধেনাপি স্বর্গং ন তুলয়ে, সমং ন পশ্যামি, ন বাপুনর্ভম্ ॥ ২৮৫ ॥

দ্বাদশে শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবস্য (১০।৭)—
তথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥২৮৬

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিব কহিলেন—তুমি অনুরোধ করিতেছ, তাই হে দেবি! আমি ইহার সহিত কথা বলিব, যেহেতু সাধুসমাগমই সকলের পক্ষে পরম লাভ জনক ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—যদ্যপি 'নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥' (শ্রীভাঃ ১২।১০।১৬), তথাপি অনেন মার্কণ্ডেয়েন সহ সংবদিষ্যামঃ, সম্ভাষাং করিষ্যামঃ, যতঃ সাধুভিঃ সমাগমঃ সংযোগঃ অয়মেব পরমো লাভঃ ফলম্ ॥ ২৮৬ ॥

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদং প্রতি শ্রীধরণ্যোক্তম্ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং তাদৃশগাত্রসঙ্গঃ ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীবসুমতীর বাক্য—সেই প্রকার ভক্তগণের দর্শনই নেত্রদ্বয়ের ফল, গাত্রসঙ্গই দেহের ফল এবং তাঁহাদের নাম কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল কারণ এই সংসারে ভগবদ্ভক্তগণই পরম দুর্ল্লভ ॥ ২৮৭ ॥

টীকা—ত্বাদৃশানাং কথঞ্চিৎ ত্বদনুকরণবতামপি দর্শনমেবাক্ষ্ণোঃ ফলম্, এবমন্যদপি ॥ ২৮৭ ॥

অতএব বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে (৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥২৮৮॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরের বাক্যে—যাঁহারা মহদ্ব্যক্তি তাঁহারা সব সময়ের জন্যই ভগবান জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভগবানের অথবা তাঁর বাসস্থান বৈকুণ্ঠধামের মার্গস্বরূপ। তাঁহাদিগের সেবা অল্পতপা ব্যক্তিগণের পক্ষে অনায়াসলভ্য হয় না অর্থাৎ বহু তপস্যার ফলেই প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ হয় ॥ ২৮৮ ॥

টীকা—বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু শ্রীভগবতঃ তল্লোকস্য বা মার্গভূতেষু মহৎসু সেবা সঙ্গাদিরূপা অল্পতপসঃ ভাগ্যবিশেষহীনস্য জনস্য দুরাপা যত্র যৈরিত্যর্থঃ ; যদ্বা, যেষু বিষয়েঽবন্যৈরপি সর্ব্বৈর্গীয়তে, অতস্তেষাং সান্নিধ্যমাত্রেণৈব কৃতার্থতা, ন চোপদেশাপেক্ষাপীতি ভাবঃ ; যদ্বা যেষু নিমিত্তেষু যৎপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ, এবঞ্চ সৎসঙ্গস্য স্বতঃ পুরুষার্থতা সিদ্ধৈব ॥ ২৮৮ ॥

শ্রীবিদেহেনাপ্যেকাদশস্কন্ধে (২।২৯)—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীবিদেহের উক্তিতে—দেহধারণকারী প্রাণিদের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য দেহ দুর্ল্লভ, তাহার মধ্যে আবার শ্রীবিষ্ণুভক্তগণের দর্শন লাভ আরও দুর্ল্লভ ॥ ২৮৯ ॥

টীকা—বহবো দেহা ভবন্তি যেষান্তে দেহিনো জীবাস্তেষাং ক্ষণভঙ্গুরোঽপি মানুষো দেহো দুর্ল্লভঃ, পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ। বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ো যেষাং বৈকুণ্ঠস্য বা প্রিয়াস্তেষাং দর্শনমপি, কিমুত সঙ্গাদিকম্ ॥ ২৮৯ ॥

অতএব হি প্রার্থিতং শ্রীধ্রুবেণ চতুর্থস্কন্ধে (৯।১১)—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্ ।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিম্
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করিতেছেন—বিমলমতি মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা আপনাতে ভক্তিপরায়ণ, হে দেবদেব ! হে অনন্ত ! আমার প্রার্থনা—তোমার কথা শ্রবণের জন্য তাঁহাদিগের সহিত যেন আমার প্রসঙ্গ হয়। যেহেতু মহৎসঙ্গ পাইলেই আমি আপনার গুণকথা পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে এই ভীষণ মহাঘোর বিপদসঙ্কুল ভবসাগর সহজেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব ॥ ২৯০ ॥

টীকা—ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং সাতত্যেন কুর্ব্বতাম্ অতএবামলাশয়নাং প্রসঙ্গো মে ময়া সহ ভূয়াৎ। ননু মোক্ষং কিং ন যাচসে ? অত আহ—যেন মহৎপ্রসঙ্গেন অঞ্জসা অযত্নত এব, উরূণি ব্যসনানি যস্মিন্ তৎ, নেষ্যে পারং গমিষ্যামি। ভগবদ্গুণকথৈবামৃতং, তস্য পানেন মত্তঃ সন্ ; অত্র মত্ত-শব্দেনৈবং সূচ্যতে—যথা মদিরামত্তো ন জানাতি কথং রাত্রির্গতা, দিনমায়াতং বেত্তি, তথা সৎসঙ্গজাতকথামৃতপানমত্তোঽপি ন জানাতি কথং সংসারোঽপগতঃ, মোক্ষো বা জাত ইতি। এবমমৃতপানস্য যথা দেহগেহাদ্যননুসন্ধানং ন ফলং, কিন্তু পরমমধুররসাস্বাদনাদিকমেব, তথা সৎসঙ্গস্য ভগবৎকথামৃতপানমেব ফলং, মোক্ষস্ত্বানুষঙ্গিকঃ স্বয়মেবোপস্থাস্যতি, কিন্তদ্যাচনেনেতি ভাবঃ ॥ ২৯০ ॥

প্রচেতসঃ প্রত্যুপদেশে শ্রীশিবেন চ
(শ্রীভাঃ ৪।২৪।৫৮)—

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োর-
ন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপানাম্ ।
ভূতেষ্বনুক্রোশ-সুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীশিবের উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—তোমার কীর্ত্তনগাথারূপ অমৃত-ধারায় এবং চরণোদ্ভূতা গঙ্গাধারায় যাঁহারা স্নাত এবং তজ্জন্য পাতকশূন্য, যাঁহারা দয়ালু ও রাগাদি-রহিত হে প্রভো। আপনি এইরূপ কৃপা করুন, যাহাতে এই প্রকার ভগবদ্ভক্তগণে সঙ্গলাভ করি ॥ ২৯১ ॥

টীকা—অথ অতো হেতোঃ, অনঘৌ অঘহরাবঙ্ঘ্রী যস্য তস্য তব কীর্ত্তির্যশঃ তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ ক্রমে-ণান্তর্বহিঃ-স্নানাভ্যাং বিধূতঃ বিনাশিতঃ পাপ্মা যেষা-মন্যেষামপি যৈরিতি বা ; অতএব ভূতেষু অনুক্রোশঃ কৃপা সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং শীলং চার্জ্জবাদি, তদ্বতাং সঙ্গোঽস্মাসু অস্তু। এষ এব নোঽস্মান্ প্রতি ত্বদনুগ্রহঃ ॥ ২৯১ ॥

———

শ্রীপ্রচেতোভিশ্চ (শ্রীভাঃ ৪।৩০।৩৩)—

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥২৯২॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রচেতোগণও বলিয়াছেন যে,—হে প্রভো! আমরা তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া যত-দিন সংসারে ভ্রমণ করিব ততদিন যেন তোমার সঙ্গিগণের সঙ্গলাভ করি ॥ ২৯২ ॥

টীকা—স্পৃষ্টা ব্যাপ্তাঃ সন্তো বয়ং কর্ম্মভির্যাবদিহ প্রপঞ্চমধ্যে ভ্রমামস্তাবদ্ভবতি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। যাবদ্-ভ্রমামস্তাবদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তৌ স্বত এব ভগ-বদ্ভক্তানাং সঙ্গসিদ্ধেঃ ; যদ্বা, যাবৎ কর্ম্মভির্ভ্রমামঃ মায়য়া অস্পৃষ্টা মুক্তা বা ভবামঃ। এবং ভবে সং-সারে অভবে চ মোক্ষে সঙ্গঃ স্যাৎ ; অন্যৎ সমানম্ ॥ ২৯২ ॥

———

শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি সপ্তমস্কন্ধে (ভাঃ ৯।২৪)—

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ।
ইতি ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদমহারাজের কথায়—হে প্রভো। দেহিগণের ঐ সকল ভোগাবসানের ফল আমার জানা আছে এই কারণেই আমি আয়ু, শ্রী,যশঃ, ধনসম্পদ ব্রহ্মাদিদেবতার ভোগ্য বিষয়, অনিমাদি সিদ্ধি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না, যেহেতু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আপনি নিজেই বিক্রমশালী কালরূপ ধারণ করিয়া ঐ গুলির বিনাশ সাধন করেন। অতএব আমার এই মাত্র প্রার্থনা আপনার কিঙ্করগণের নিকট আমাকে লইয়া যান ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—যস্মাৎ লোকপ্রার্থ্যাঃ স্বর্গিণামায়ুরাদয়ো বিভবা মৎপিতৃক্রোধ-ভ্রূক্ষেপেণৈব বিনষ্টাস্তস্মাৎ আশিষঃ ভোগান্, ঐন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যং, ব্রহ্মণো ভোগ্যমভিব্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি ; যতো জন্তুৎপরি-পাকং বিদ্বান্ নশ্বরত্বাদিত্যর্থঃ। তে কালাত্মনা কাল-রূপ-স্বরূপেণ উরুবিক্রমেণ বিলুলিতান্ অণিমাদী-নপি ; যদ্বা, কালাত্মনা অবিলুলিতান্ অস্পৃষ্টান্ অর্থান্ সালোক্যসারূপ্যসামীপ্যসাযুজ্যলক্ষণানপি নেচ্ছামি। তর্হি কিমিচ্ছসীত্যত আহ—উপনয়েতি। পরমফল-রূপস্তদ্ভক্তসঙ্গমো যত্র কুত্রাপি ভূয়াৎ, তত্র মম স্থানা-দ্যাগ্রহো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯৩ ॥

———

অথাসৎসঙ্গদোষাঃ

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন ।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥২৯৪॥

অনুবাদ – অতঃপর অসৎসঙ্গের দোষ—অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গে কখনও সঙ্গ করিবে না। কারণ তাহাতে সকল অর্থের হানি ও অধঃপতন হয় ॥২৯৪

টীকা—এবং সৎসঙ্গসেবনমুপপাদ্য তস্যৈব দার্ঢ্যায়াসৎসঙ্গবর্জ্জনং লিখতি—অসদ্ভিরিতি। সর্ব্বে-ষামৈহিকানামামুষ্মিকাণাঞ্চ অর্থানাং সাধনানাং সাধ্যা-

নাপ্যং হানিঃ ক্ষয়ঃ স্যাৎ, ন চ তাবদেব, কিন্তু অধঃপাতঃ নরকাদি ভোগশ্চ জায়তে ॥ ২৯৪॥

শ্রীকাত্যায়নবাক্যে—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্ ॥ ২৯৫॥

অনুবাদ—শ্রীকাত্যায়নের কথায়—আগুনের শিখারূপ খাঁচায় বাস করাও ভাল, কিন্তু যেন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা-বিমুখজনের সহিত সঙ্গরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—বিশেষেণ অবস্থিতিনিবাসঃ শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ, লোকদ্বয়ো স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ ॥ ২৯৫॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীউমামহেশ্বর-সংবাদে—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জ্জয়েৎ ॥২৯৬

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীউমা-মহেশ্বর-সংবাদে বলা হইয়াছে—অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁহাদিগকে ছোঁওয়া এবং তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে পান ভোজন বর্জ্জন করিবেন, যেহেতু তাঁহারা চণ্ডাল হইতেও বেশী পতিত বলিয়া কথিত হন ॥২৯৬

টীকা—কথঞ্চিৎ সম্ভাষণে সত্যপি স্পর্শং বর্জ্জয়েৎ, কথঞ্চিৎ স্পর্শে সত্যপি সোমপানং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সহবাসান্ন-ভক্ষণাদি ॥ ২৯৬ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে
(৩১।৩৩-৩৫)

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ
যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ২৯৭ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ॥ ২৯৮ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥২৯৯॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিল-দেবহূতিসংবাদে শ্রীকপিলদেব জননীকে বলিতেছেন হে মাতঃ! অসৎসঙ্গ অত্যন্ত অহিত কর। অসৎসঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, মতি, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি শুভসূচক সব কিছুই নষ্ট হয়। এই জন্য ঐ সকল মূর্খ, অশান্ত নারীগণের ক্রীড়ামৃগ স্বরূপ, নিন্দনীয়, দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন অসৎ জনের সহিত কদাপি সঙ্গ করা উচিত নহে। অসাধু লোকের সঙ্গ যেমন অহিত কর সেইরূপ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও অতিশয় অনিষ্ট কর। এই উভয়ের সঙ্গপ্রভাবে যেমন মোহ ও বন্ধন হয় অন্য সঙ্গে তেমন অনিষ্ট হয় না ॥ ২৯৭-২৯৯ ॥

টীকা—শমোঽন্তঃকরণোপরতিঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, ভগঃ ভাগ্যং, যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু। খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু অস্থিরচিত্তেষ্বিতি বা, অতএব শোচ্যেষু নিন্দ্যেষু ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—অত্র চ যোষিতাং যোষিদাসক্তানাঞ্চ সঙ্গোঽবশ্যং ত্যাজ্য ইত্যাহ—ন তথেতি। যথা চ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধো মোহশ্চ, তথা অন্য-প্রসঙ্গতো ন ভবেৎ ॥ ২৯৯ ॥

একাদশে চ শ্রীভগবদুদ্ধ-সংবাদে (২৬।৩)—

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবসংবাদে —ভোজন ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ অসৎ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের মত অন্ধতম কূপে পতিত হইতে হয়। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে ॥ ৩০০ ॥

টীকা—অসতাং লক্ষণমাহ—শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি শিশ্নোদরতৃপস্তেষাং ক্বচিৎ কদাচিদপি। আস্তাং তাবত্তাদৃশানাং বহূনাং সঙ্গঃ, তস্যৈব কস্যাপ্যনুগঃ অনুবর্ত্তী, অন্ধমনুগচ্ছতি যোঽন্ধস্তদ্বৎ ॥ ৩০০ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্ত এব হি ।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন
স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিবিমুখ জনেরাই অসাধু প্রধান, সদাচারনিষ্ঠ হইলেও কোন স্থানে তাহাদের শুভগতি হয় না ॥ ৩০১ ॥

টীকা—যদ্যপি যোষিদাসক্তাঃ শিশ্নোদরতর্পণপরা এবাসন্তো নির্দ্দিষ্টাঃ, তথাপ্যভক্তা এবাসৎসু মুখ্যাঃ ভগবদ্ভক্ত্যভাবেন সর্ব্বদোষাশ্রয়ত্বাৎ ; অতস্তেষাং কথঞ্চিৎ কুত্রাপি শুভং ন স্যাদিতি সৎসঙ্গতিদার্ঢ্যায়ৈব লিখতি—ভগবদ্ভক্তীতি। মুখ্যাশ্চ তে অসন্তশ্চ পরমাসাধব ইত্যর্থঃ ; নিষ্ঠা গতিঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩০১ ॥

অথাসতাং নিষ্ঠা

বৃহন্নারদীয়ে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে—

কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥৩০২

অনুবাদ—অতঃপর অসদ্ব্যক্তিগণের গতি বৃহন্নারদীয়পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণের অন্তে বিষ্ণুভক্তি বিহীন ব্যক্তিদের বেদ, শাস্ত্র, তপস্যা তীর্থসেবা ও যজ্ঞানুষ্ঠানে কি ফল হইবে ? ৩০২ ॥

টীকা—বেদাদিভিঃ কিং ? অপি তু ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং ভগবদ্ভক্তিসাধনত্বাৎ তদভাবে চ বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ ; তদুক্তম্—'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্' (শ্রীভাঃ ১।২।৮) ইত্যাদি ॥৩০২॥

শ্রীগারুড়ে—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং
বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ না হইলে সর্ব্ববেদ পারদর্শী ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩০৩ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে (৯।১০) শ্রীব্রহ্মস্তবৌ—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎ-প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে—হে প্রভো ! অভক্ত হইলে বিবেকবান ব্যক্তিগণও দুর্গতিগ্রস্ত হয়। তোমাতে ভক্তি বিমুখ ঋষিগণ ও দেবগণেরও ভব যন্ত্রণা হইয়া থাকে। দিনের বেলা ইন্দ্রিয় বর্গ বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় ক্লিষ্ট হয় এবং রাত্রিতে নিদ্রার সময়েও সুখ হীন হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাসুখ বঞ্চিত হয় আর দুরদৃষ্টহেতু অর্থ উপার্জ্জনের উদ্যম ব্যহত হয়, এই জন্য বিবেকী জনেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা উচিত ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—বিবেকিনোঽপ্যভক্তাশ্চেৎ সদা সংসারদুঃখাদ্যনুভবন্ত্যেবেত্যাহ—অহ্নীতি। দিবসে আপৃতানি চ তানি আর্ত্তানি চ ক্লিষ্টানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাম্ ; রাত্রাবপি সুখলবো নাস্তি, যতো নিঃশয়ানাঃ স্বপ্নদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ, দৈবেন আহতাঃ সর্ব্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থরচনাঃ অর্থার্থোদ্যমা যেষাম্ ॥ ৩০৪ ॥

অতএবোক্তং ষষ্ঠে (১।১৮)—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে—হে নৃপ ! নদী সকল যেমন মদ্যভাণ্ড পবিত্র করিতে সমর্থ নহে, সেই প্রকার নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত মহাপ্রায়শ্চিত্ত ও নারায়ণ পরাঙ্মুখ জনকে পবিত্র করিতে পারে না। একমাত্র ভক্তিই সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতা বিধান করিতে পারেন ॥ ৩০৫ ॥

টীকা—চীর্ণানি কৃতান্যপি ন নিষ্পুনন্তি, শোধয়ন্তি, মহতামপ্যশোধকত্বে দৃষ্টান্তঃ সুরাকুম্ভমাপগা ইবেতি ॥ ৩০৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥৩০৬

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—মঙ্গলময় শ্রীহরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন না, তাহাদের কি প্রকারে মঙ্গল হইবে ? পাপক্ষয়েরই বা সম্ভাবনা কোথায় ? ৩০৬ ॥

টীকা—মঙ্গলম্ ঐহিকামুষ্মিকশ্রেয়ঃ, হৃদিস্থোঽপি ন স্যাৎ, মনসাপি ন চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৬ ॥

অতএব বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে—

হরিপূজা-বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা ।
দ্বিজগো-দ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৩০৭॥

অনুবাদ—অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানের আরম্ভে যাঁহারা শ্রীহরিপূজা বিমুখ, বেদবিদ্বেষী এবং গো-ব্রাহ্মণে হিংসা পরায়ণ তাঁহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া গণ্য করা হয় ॥ ৩০৭ ॥

টীকা—হরিপূজাবিহীনত্বাদেব বেদাদিবিদ্বেষিণো রাক্ষসাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০৭ ॥

অতএব নিজদূতান্ প্রতি ধর্ম্মরাজস্যানুশাসনং ষষ্ঠস্কন্ধে (৩।২৮-২৯)

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ রসজ্ঞৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে নিজ দূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজ যমের অনুশাসন প্রসঙ্গে—হে দূতগণ ! অকিঞ্চন রসজ্ঞ পরমহংসকুল সেবিত শ্রীহরিচরণ-কমল-মধুরসপানে বিমুখ এবং নরকমার্গস্বরূপ গৃহ-সুখে বদ্ধতৃষ্ণ ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিও ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—অসতো দুষ্টান্ তানেবাহ—মুকুন্দপদারবিন্দয়োর্মকরন্দরূপো রসঃ ভক্তিলক্ষণস্তস্মাদ্বিমুখান্। কথম্ভুতান্ ? রসজ্ঞৈঃ ভক্তিসুখাভিজ্ঞৈঃ রসবিবেকিভির্বা পরমহংসকুলৈঃ, অতএব নিষ্কিঞ্চনৈঃ অভিমান-শূন্যৈর্নিরপেক্ষৈর্বা, অজস্রং জুষ্টান্ সেবিতান্ ; যদ্বা, অজস্রং বিমুখানিতি সম্বন্ধঃ । তাদৃশে মহারসে সকৃৎ ক্ষণমপি যেঽভিমুখা ন ভবন্তি, তানিত্যর্থঃ । অসতাং জ্ঞাপকমাহ—নিরয়বর্ত্মনি স্বধর্ম্মশূন্যে গৃহে অনিবেদিতভোগাদৌ বা বদ্ধাস্তৃষ্ণা যৈস্তান্ দণ্ডার্থমিহানয়ধ্বম্ ; এবং তেষাং লক্ষণং নিষ্ঠা চোক্তা ॥ ৩০৮ ॥

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—যাহাদের রসনা একবারও ভগবানের গুণকীর্ত্তন বা নামোচ্চারণ না করে, যাহাদের মন একবারও ভগবচ্চরণ-পদ্ম স্মরণ না করে, যাহাদের মস্তক শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে একবারও প্রণত হয় না এবং যাহারা আজন্ম ভগবদ্-ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, সেই সকল দুষ্ট ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিও ॥ ৩০৯ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যৎ যেষাং জিহ্বেত্যাদ্যন্বয়ঃ, ন কৃতঃ বিষ্ণুকৃত্যং ভগবদ্ব্রতম্ একাদশ্যুপবাস-কার্ত্তিকনিয়মাদি যৈস্তাংশ্চ একদাপীত্যস্য পূর্ব্বাবাক্য-দ্বয়ে সম্বন্ধঃ । অপি-শব্দস্যাপি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ । ততশ্চায়মর্থঃ—জিহ্বাপি গুণ-কৃত-নামধেয়ং দীনবৎসল ইত্যাদিকমপি ন বক্তীতি যথা কথঞ্চিদেব নামোচ্চারণম্, তচ্চ নিজার্ত্ত্যাদি-হেতুনাপি, ন ত্বর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং শ্রদ্ধয়া শ্রীকৃষ্ণস্য নাম সম্যগুচ্চারণং করোতীত্যর্থঃ । এবং চেতোঽপি তচ্চরণারবিন্দমপীতি যথাকথঞ্চিন্মনোমাত্রেণৈবাঙ্গস্য স্পর্শনং, ন তু সর্ব্বাঙ্গস্য, শ্রীমচ্চরণারবিন্দয়োর্বা সম্যক্ ধ্যানম্ ; তথা শিরোঽপি কৃষ্ণায়াপীতি, শিরোভির্নমনমাত্রেণ বন্দনং, তচ্চ কৃষ্ণোদ্দেশেন যৎ কিঞ্চিদপ্যালক্ষ্যেতি, ন তু সর্ব্বাঙ্গৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং বেতি । এবং কথঞ্চিদপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধহীনা যে তানেবানয়ধ্বমিতি । অতএব জিহ্বাদি-শব্দপ্রয়োগঃ, অন্যথা জিহ্বাদীনামেব বচনাদিব্যাপারাৎ পুনস্তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি দিক্ ॥ ৩০৯ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদিদোষঃ

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম ।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ ॥ ৩১০ ॥

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥৩১১॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবৈষ্ণব-নিন্দাদি-দোষ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—হে নৃপেন্দ্র ! ভগবদ্ভক্তকে উপহাস করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি ও সন্তানসন্ততি বিনষ্ট হয়। মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাকারী মূর্খব্যক্তিগণ পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয় ॥ ৩১০-৩১১ ॥

টীকা—অসতাং নিষ্ঠামেব বিশেষতো দর্শয়ন্ তেষু চাসৎসু মধ্যে বৈষ্ণববিষয়কাপরাধিনোঽসত্তম-মুখ্যা ইত্যভিপ্রেত্য তেষাঞ্চ নিষ্ঠাদিকং পূর্ব্বতো বিশেষেণ পৃথক্ লিখতি—যো হীত্যাদীনা অচ্যুত ইত্যন্তেন ॥ ৩১০ ॥

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥৩১২॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে প্রহার, নিন্দা, দ্বেষ বা অনাদর করে বা তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ করে ও তাঁহাদের দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করে না, সে নরকগামী হয়। এই ছয়টি নরকে পতনের কারণ ॥ ৩১২ ॥

টীকা—ভাগবতং প্রতি, হন্তি প্রহরতি, দর্শনে সত্যপি হর্ষং ন যাতি নাপ্নোতি—এতানি ষট্ পতনানি পাতিত্যাপাদকানি নরকাবহানীত্যর্থঃ ॥ ৩১২ ॥

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমোক্তৌ—
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্ ।
নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্যদি বৈষ্ণবান্ ॥৩১৩

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমরাজের বাক্য যথা—বৈষ্ণবগণকে কষ্ট দিলে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তির আজন্মসঞ্চিত পুণ্যসকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩১৩ ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে প্রহলাদবলি-সংবাদে—
করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥৩১৪
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি ।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥৩১৫॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহলাদ-বলি-সংবাদে বলা হইয়াছে—মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাবাদ করিলে যমদূতগণ ধারাল কর পাত্র দ্বারা সেই পাপীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে। শত শত জন্ম অর্চ্চিত হইলেও ভগবান শ্রীহরি বৈষ্ণবের অবমাননাকারীর প্রতি প্রসন্ন হন না ॥ ৩১৪-৩১৫ ॥

দশমস্কন্ধে (৭৪।৪০) চ—
নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি
যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥৩১৬॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—ভগবানের কিংবা ভগবৎ ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সেখান হইতে অন্য স্থানে গমন না করে, সেই ব্যক্তির সুকৃতি নষ্ট হয় এবং সে নরকে পতিত হয় ॥৩১৬॥

টীকা—অস্তু বৈষ্ণবনিন্দাকারিণাং পরমানর্থঃ, বৈষ্ণবনিন্দাশ্রোতৃণামপি মহানরকং স্যাদিতি লিখতি—নিন্দামিতি। ততস্তস্মাৎ নিন্দাশ্রবণাৎ তৎস্থানাদ্বা, সুকৃতাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বকৃতাদপি পুণ্যাদ্ভ্রষ্টঃ সন্ অধো যাতি নিন্দাকর্ত্তা চ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ অধো যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যপি-শব্দার্থঃ ॥ ৩১৪-৩১৬ ॥

অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীকেশবের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া সহস্র কল্প বাঁচিয়া থাকার চেয়ে বিষ্ণুভক্ত হইয়া মাত্র পাঁচদিন বাঁচিয়া থাকাও ভাল ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—অতো ভগবদ্ভক্তিহীনস্য সদ্য এব মরণং শ্রেয়ঃ, চিরজীবনং চ মহানর্থায়েবেত্যাশয়েন লিখতি—জীবিতমিতি ॥ ৩১৭ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভাগবতে ঐলোপাখ্যানান্তে
(১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীভাগবতে ঐলোপাখ্যানের শেষে বর্ণিত হইয়াছে—বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইল দুষ্টসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে অনুরাগী হওয়া, কারণ সাধুগণ দয়াপরবশ হইয়া যে উপদেশ দেন তাহাতে মনোব্যথা দূরীভূত হয় ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—সন্তো ভগবদ্ভক্তা এব, ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদি-পরাঃ, মনসো ব্যাসঙ্গং গৃহাদ্যাসক্তিং কামাদিসম্বন্ধং বা, উক্তিভিঃ হিতোপদেশৈঃ ॥ ৩১৮ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তান্ সল্লক্ষণবিভূষিতান্।
গত্বা তান্ দূরতো দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎপ্রণমেন্মুদা ॥৩১৯॥

অনুবাদ—তারপর তপ্তমুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নে বিভূষিত শ্রীভগবদ্ভক্তগণের নিকট যাইয়া সানন্দে দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—সদ্ভিরুক্তৈর্মৈস্তপ্তমুদ্রাধারণাদিভির্লক্ষণৈর্বিভূ-ষিতান্ ॥ ৩১৯ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবসমাগম-বিধিঃ

তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবৈষ্ণবসমাগমে ব্যবস্থা, তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, একজন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বৈষ্ণব দেখিলে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করা, যেহেতু শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী শ্রীহরি উভয়েরই অন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৩২০ ॥

টীকা—বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা প্রণমেদিতি দ্বয়ো-রন্যোন্যমেব প্রণামোঽভিপ্রেতঃ, অতএব তয়োরুভয়ো-র্মধ্যে বিষ্ণুর্ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যচ্চ কৌর্ম্মে ব্যাস-গীতায়াম্—'ন কুর্য্যাদ্‌যোঽভিবাদ্যস্য দ্বিজঃ প্রত্যভি-বাদনম্। নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥' ইতি প্রত্যভিবাদনমাত্রমুক্তম্, তচ্চ স্মার্ত্তজনপরমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনাভ্যাং প্রণাম-প্রতিপ্রণামবাচিভ্যামন্যোঽন্যনমস্কার এবাভিপ্রেত ইতি ॥ ৩২০ ॥

তত্র চ বিশেষো বৃহন্নারদীয়ে—

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৩২১॥
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৩২২॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বৈষ্ণব প্রণতি বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—সভা, যজ্ঞগৃহ ও দেবালয় এই সমস্ত স্থানে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ধ্বংস হয় এবং পুণ্য ক্ষেত্রে পুণ্য তীর্থে এবং বেদাধ্যয়নকালে প্রত্যেকের প্রতি যে আলাদা আলাদা প্রণাম তাহা পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট করে ॥ ৩২১-৩২২ ॥

টীকা—তত্র চ সর্ব্বান্ সভাস্থিতান্ একত্রৈব প্রণ-মেন্ন তু প্রত্যেকমিতি লিখতি—সভায়ামিতি ॥ ৩২১ ॥

বৈষ্ণবঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবম্।
বৈদেশিকং প্রীণয়েয়ুর্দর্শয়ন্তঃ স্ববৈষ্ণবান্ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থান হইতে আগত বৈষ্ণব দর্শনে তাঁহার নিকট যাইয়া আলিঙ্গন করিবে এবং নিজসঙ্গী বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিয়া আনন্দিত করাইবে ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—এবং যাত্রিকস্য কৃত্যং লিখিত্বা সভ্যানা-মপি কৃত্যং লিখতি—বৈষ্ণবঞ্চেত্যাদিনাপূজাভ্যধি-কেত্যন্তেন। বৈদেশিকং দূরদেশাদগতঞ্চেৎ, স্বকীয়ান্ বৈষ্ণবান্ দর্শয়ন্তঃ তত্তন্নামকথনাদিনা পরিচয়ং কার-য়ন্তঃ সন্তঃ ॥ ৩২৩ ॥

তথা চোক্তং শ্রীব্রহ্মণা তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে—

নারায়ণাশ্রয়ং ভক্তং দেশান্তরসমাগতম্।
প্রীণয়েদ্দর্শয়ংস্তস্য ভক্ত্যা নারায়ণাশ্রয়ান্ ॥
ইতি ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—অতএব তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মার বাক্য—বিদেশ হইতে সমাগত নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তকে দেখিয়া নিজের নারায়ণাশ্রয় ভক্তগণকে দেখাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার প্রীতি সাধন করিবেন ॥ ৩২৪ ॥

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা
দোষো মহান্ স্মৃতঃ ॥৩২৫॥

অনুবাদ—এইহেতু শ্রীবৈষ্ণবের আগমন ঘটিলে মধুর বাক্যে সৎ বন্ধুর মত তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে, এরূপ না করিলে দোষভাগী হইতে হয় ॥৩২৫

অথ বৈষ্ণবসম্মাননিত্যতা

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে—
দৃষ্ট্বা ভাগবতং দৈবাৎ সম্মুখে যো ন যাতি হি।
ন গৃহ্ণাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥৩২৬॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণব সম্মাননের নিত্যতা স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—অকস্মাৎ ভগবদ্ভক্ত দৃষ্ট হইলে যিনি তাঁহার নিকট না যান, শ্রীভগবান দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন না ॥ ৩২৬ ॥

যো ন গৃহ্ণাতি ভূপাল বৈষ্ণবং গৃহমাগতম্।
তদ্গৃহং পিতৃভিস্ত্যক্তং শ্মশানমিব ভীষণম্ ॥৩২৭॥
অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যো নার্চ্চয়তি বৈষ্ণবম্।
স্বশক্ত্যা নৃপশার্দূল নান্যঃ পাপরতস্ততঃ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—হে নৃপেন্দ্র! যে ব্যক্তি গৃহাগত বৈষ্ণব মাহাত্মাকে গ্রহণ করে না, তাহার শ্মশানতুল্য ভীষণ গৃহ পিতৃগণ বর্জ্জন করেন। দূরদেশ হইতে অভ্যাগত বৈষ্ণবকে সামর্থ্যানুসারে যে ব্যক্তি পূজা করে না তাহা অপেক্ষা পাপী আর নাই ॥ ৩২৭-৩২৮॥

টীকা—দূরাৎ দূরদেশাদভ্যাগতম্ ॥ ৩২৮ ॥

শ্রান্তং ভাগবতং দৃষ্ট্বা কঠিনং যস্য মানসম্।
প্রসীদতি ন দুষ্টাত্মা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥৩২৯॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া যাহার কঠিন চিত্ত প্রসন্ন বা দ্রব না হয়, সেই দুষ্টাত্মা শ্বপচ হইতেও অধিক নিকৃষ্ট ॥ ৩২৯ ॥

বিপ্রং ভাগবতং দৃষ্ট্বা দীনমাতুরমানসম্।
ন করোতি পরিত্রাণং কেশবো ন প্রসীদতি ॥৩৩০॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দীনভাবাপন্ন কাতর ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার রক্ষাবিধান না করে, শ্রীহরি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হন ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—কঠিনং স্নেহার্দ্রং ন স্যাৎ, ন চ প্রসীদতি, অতঃ স এব দুষ্টাত্মা শ্বপচাদপ্যধিকঃ পরমাধব ইত্যর্থঃ। নমস্কারেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ৩২৯-৩৩১ ॥

দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ।
দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ ॥৩৩১॥
অপূজিতো যদা গচ্ছেদ্বৈষ্ণবো গৃহমেধিনঃ।
শতজন্মার্জ্জিতং ভূপ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম এবং পূজা না করিলে শ্রীহরি সেই পাতকীকে কখনও ক্ষমা করেন না। বৈষ্ণব পূজা না পাইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে সেই গৃহীর শত জন্মার্জ্জিত পুণ্য সেই বৈষ্ণবের সঙ্গে গমন করে ॥ ৩৩১-৩৩২ ॥

অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ ভুঞ্জতে হরিবাসরে।
তৎপাপং জায়তে ভূপ বৈষ্ণবানামতিক্রমে ॥৩৩৩॥
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্ ॥৩৩৪

অনুবাদ—হে নৃপ! বৈষ্ণবগণকে অবহেলা করিলে পিতৃদেবার্চ্চন-বিমুখতা পাপে ও শ্রীহরিবাসরে ভোজন জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথমে বৈষ্ণবগণের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া পরে অবজ্ঞা করিলে সবংশে বিনষ্ট হইতে হয় ॥ ৩৩৩-৩৩৪ ॥

টীকা—হরিবাসরে চ যে ভুঞ্জতে, তেষাং যৎ পাপং তৎ, অতিক্রমে অপূজনাদিনাপরাধে সতি ॥ ৩৩৩ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ ॥৩৩৫॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ সংবাদে কথিত হইয়াছে যে, বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি ও আদর পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া সম্মান না দেখাইলে নরক-গামী হইতে হয় ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—নরকাতিথিঃ বহুল-নরকদুঃখং চিরং ভুঙ্ক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৫ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২২।১১) চ—

ব্যালালয়দ্রুমা হ্যেতেহপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সাধুবৈষ্ণব-গণের পাদোদক বর্জ্জিত গৃহ সকল যদি সমস্ত ধন সম্পদে পূর্ণ হয় তবুও সর্পের বাসস্থান বৃক্ষ কোঠরের তুল্য ভয়াবহ জানিবে ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—ব্যালানামালয়া দ্রুমা এব, অরিক্তাঃ পূর্ণাঃ অখিলাঃ সম্পদো যেষু তাদৃশা অপি ; যদ্গৃহা যে গৃহাঃ তীর্থপাদীয়া বৈষ্ণবাস্তেষাং পাদতীর্থেন পাদোদকেন বা বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতিঃ

স্কান্দে—

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং যদ্যূয়ং গৃহমাগতাঃ।
দুর্ল্লভং দর্শনং নূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ ॥৩৩৭॥
মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্জা ময়া কৃতাঃ।
সংপ্রাপ্তং দর্শনং যদ্বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈষ্ণবস্তুতি, স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—বৈষ্ণবব্যক্তি আগমন করিলে গৃহস্থ বলি-বেন আমার গৃহে আপনাদের শুভাগমনে আমি ধন্য হইলাম। কৃতকৃত্য হইলাম। শ্রীহরিদর্শনের মত বৈষ্ণব দর্শনও নিশ্চয় দুর্ল্লভ। আমি নিশ্চয় মেরুমন্দর তুল্য রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিমিত্তই মহাত্মা বৈষ্ণবগণের দর্শন লাভ করি-লাম ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—বচনামৃতৈঃ সন্তর্প্যেতি লিখিতং, তান্যেব লিখতি—ধন্যোহহমিত্যাদীনি সপ্ত। অত্র চ ধন্যো-হহমিত্যাদি-বচনপাঠেন তদর্থনির্বচনেন বা স্তুতিঃ কার্য্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—যৎ যস্মাৎ যেভ্যঃ পুণ্যপুঞ্জেভ্যঃ ইতি বা ॥ ৩৩৮ ॥

দশমস্কন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যং প্রতি শ্রীনন্দস্য বাক্যম্ (৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কুচিৎ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যকে শ্রীনন্দমহা-রাজ কহিতেছেন—হে প্রভো। গৃহস্থগণের মঙ্গল-সাধন করিবার জন্যই মহৎ ব্যক্তিগণ নিজের আশ্রম হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করেন, তাঁহাদের নিজের প্রয়োজনে নহে। গৃহীগণ অত্যন্ত কৃপণ, অল্প সময়ের নিমিত্তও গৃহত্যাগ করিতে পারে না, তাই মহাপুরুষগণ কৃপাপর বশ হইয়া নিজেই গৃহস্থ-গণের আলয়ে আসিয়া দর্শন দেন। হে ভগবন্! ইহা ব্যতীত আমি সাধুদের গৃহি-গৃহে আগমনের অন্য কারণ দেখি না ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা—মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গমনং ন স্বার্থং, কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। ননু তর্হি ত এব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি ? তত্রাহ—দীনচেত-সাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুমশক্নুবতামিত্যর্থঃ। যদ্বা, গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় মহতাং বিচলনং ভগবৎ-পূজাপরতাদিস্বধর্ম্মত্যাগোহপি কল্পতে যোগ্যং ভবতি। কুতঃ ? দীনচেতসাং সদা পরমার্ত্তানামিত্যর্থঃ। স্বার্থানপেক্ষণাৎ ন চ কুচিৎ কদাচিদপি, অন্যথা পূজাহলাভাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩৯ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২২।৭, ১০, ১৩-১৪) সনকাদীন্ প্রতি পৃথুমহারাজস্য—

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দর্শানাং চ যোগিভিঃ ॥৩৪০

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীসনকাদির প্রতি পৃথু

মহারাজের কথায়—অহো! মহাপুরুষগণ! আপনারাই মঙ্গলায়ন, যোগিগণের কাছেও আপনাদের দর্শন দুর্ল্লভ। এই জন্য আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ভাবিতেছি আমি এমন কি মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছি? ৩৪০ ॥

টীকা—মঙ্গলময়নং যেষাং হে মঙ্গলায়নাঃ, ময়া কিং মঙ্গলমাচরিতম্? যস্য মে যোগিভিরপি দুর্দ্দর্শানাম্ ॥ ৩৪০ ॥

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—অহো! পূজ্যপাদগণ যাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া জল, আসন, ভূমি এবং গৃহস্বামী ও ভৃত্যগণকে স্বীকার করেন, নির্দ্ধন হইলেও সেই গৃহস্থ নিশ্চয়ই ধন্যবাদের যোগ্য ॥ ৩৪১ ॥

টীকা—যেষাং সাধূনাং গৃহাঃ অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্ষা বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ, চর্য্যেতি পাঠে আচরণযোগ্যাঃ অম্ব্বাদয়ো যেষু তাদৃশাঃ। অম্বু চ তৃণঞ্চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরো গৃহস্বামী চ অবরাশ্চ ভৃত্যাদয়ঃ ॥ ৩৪১ ॥

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থবেদিনাম্।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥৩৪২॥
ভবৎসু কুশলং প্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাপুরুষগণ! আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফলে অখিল দুঃখের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ এই সংসারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপরসাদি বিষয় সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করি, সুতরাং আমরা কি ভাবে কুশলী হইব? আপনারা আমার গৃহে অভ্যাগত, অভ্যাগত ব্যক্তির কুশল জিজ্ঞাসাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ইহা সত্য হইলেও আপনারা আত্মারাম, সুতরাং কুশল অথবা অকুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবকাশ কোথায়? ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—হে নাথাঃ, কচ্চিদিতি প্রশ্নে। ইন্দ্রিয়ার্থং বিষয়মেব অর্থং পুরুষার্থং যে বিদন্তি তেষাং নঃ, ব্যসনানি উপ্যন্তে যস্মিন্ সংসারে ॥ ৩৪২ ॥

টীকা—ননু ভাগবতানামেব কুশলং পৃচ্ছ্যতে, ন ত্বাত্মনস্তত্রাহ—ভবৎস্বিতি। কুশলা অকুশলাশ্চ মতেবৃত্তয়োঽপি যেষাং ন সন্তি ॥ ৩৪৩ ॥

অথ বৈষ্ণবাভিগমন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে—

সম্মুখং ব্রজমানস্য বৈষ্ণবানাং নরাধিপ।
পদে পদে যজ্ঞফলং প্রাহুঃ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ ॥ ৩৪৪

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবনিকটে গমনের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে রাজন্! পৌরাণিক দ্বিজগণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বৈষ্ণবগণের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহাদের পদে পদে যজ্ঞফল লাভ হয় ॥ ৩৪৪ ।

টীকা—এবং বৈষ্ণবানামভিগমনং সম্মাননং স্তুতিঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং তত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি সম্মুখমিত্যাদিনা নরা ইত্যন্তেন ॥ .৪৪ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতি-মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যঃ প্রশংসতি বৈষ্ণবম্।
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী গুরুগামী সদা নৃণাম্।
মুচ্যতে পাতকাৎ সদ্যো বিষ্ণুরাহ নৃপোত্তম ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবস্তুতি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঐ স্কন্দপুরাণেই কথিত হইয়াছে—মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বদা সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্বর্ণস্তেয়ী এবং গুরুদারগামী হইলেও হে রাজন্ সম্মুখে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবজনের প্রশংসাকারী ব্যক্তি শীঘ্রই পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা স্বয়ং বিষ্ণুর শ্রীমুখ বচন ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—গুরুগামী গুরুতল্পগঃ, নৃণাং মধ্যে, নর ইতি পাঠো বা ॥ ৩৪৫ ॥

কিঞ্চ—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যে প্রশংসন্তি বৈষ্ণবম্।
প্রসাদাদ্বাসুদেবস্য তে তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবের প্রশংসা করেন, বাসুদেবের কৃপায় তাঁহারা অবহেলায় ভবসাগর পার হইয়া যান ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—যদ্যপি যথালিখনক্রমং বৈষ্ণবসম্মানন-মাহাত্ম্যানন্তরমেব বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্যং লিখিতুমুপ-যুজ্যতে, তথাপি প্রথমং স্তুতিস্ততঃ সম্মাননমিত্য-পেক্ষয়া তথা সম্মাননমাহাত্ম্যস্য বাহুল্যাচ্চ তস্য পশ্চাল্লিখনম্ ॥ ৩৪৬ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যম্

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে—

শ্রদ্ধয়া দত্তমন্নঞ্চ বৈষ্ণবাগ্নিষু জীর্য্যতি ।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং ভবতে চ দিনে দিনে ॥৩৪৭॥
দৈবে পৈত্রে চ যো দদ্যাৎ বারিমাত্রন্তু বৈষ্ণবে ।
সপ্তোদধিসমং ভূত্বা পিতৄণামুপতিষ্ঠতি ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈষ্ণবসম্মানন-মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণে অমৃতসারোদ্ধার প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রদত্ত অন্ন বৈষ্ণবগণের উদরানলে জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে উহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সুমেরু তুল্য হইয়া থাকে। দেবকার্য্যে কিংবা পিতৃকার্য্যে বৈষ্ণবকে জলমাত্র অর্পণ করিলে সেই জল সপ্ত সমুদ্র তুল্য হইয়া পিতৃ-লোক সমীপে সমাগত হয় ॥ ৩৪৭-৩৪৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে—

কিং দানৈঃ কিং তপোভির্বা
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ কৃতৈঃ ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে পুংসাং
বিষ্ণুভক্তাভিপূজনাৎ ॥ ৩৪৯ ॥
পূজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ ।
স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবেভ্যো যদ্দত্তং স্যাদক্ষয়ং ভবেৎ ॥৩৫০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—দান, তপস্যা ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে বিশেষ কোন ফল হয় না, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করিলে সমস্ত সম্পত্তিই লাভ হয়। এই জন্য সযত্নে এই বৈষ্ণবগণের পূজা করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী যাহা দেওয়া যায়, তাহাই অক্ষয় ফল-প্রদ হয় ॥ ৩৪৯-৩৫০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যা-নের শেষে কথিত হইয়াছে যে—বিষ্ণুভক্তি নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরিজ্ঞানে পূজা করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব সকলেরই প্রীতি সাধিত হয় ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—সর্ব্বদোষনির্হারকত্বাদ্বৈষ্ণবা এবাগ্নয়স্তেষু জীর্য্যতি, সুখং তৈর্ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। হে বিপ্রেন্দ্রাঃ ॥ ৩৪৭-৩৫১ ॥

হরিপূজারতানাঞ্চ হরিনামরতাত্মনাম্ ।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি
পরাং গতিম্ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—পাতকী হইলেও হরিপূজা-নিষ্ঠ ও হরিনামপরায়ণ বৈষ্ণববৃন্দের সেবাকারিগণের পরমা-গতি হইয়া থাকে ॥ ৩৫২ ॥

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যারম্ভে—

সংসারসাগরং তর্ত্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ ।
স ভজেদ্ধরিভক্তানাং
ভক্তাংস্তে পাপহারিণঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই যজ্ঞধ্বজো-পাখ্যানের আরম্ভে—হে মুনীন্দ্রগণ! ভবসাগর তর-ণেচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রীহরিভক্তগণের সেবকগণের আরা-ধনা করুন, কারণ তাঁহারা পাপহরণে সমর্থ ॥৩৫৩॥

টীকা—তে হরিভক্ত-ভক্তাঃ। পাপং সংসার-দুঃখং, তদপহারিণ ॥ ৩৫৩ ॥

তদন্তে চ—

যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
ত্রিসপ্তকুল-সংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥৩৫৪॥

বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিষ্কামায় মহাত্মনে।
পানীয়ং বা ফলং বাপি স এব
ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—উক্ত উপাখ্যানের শেষে—নিষ্কাম বিষ্ণু ভক্তগণকে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করান, তিনি একবিংশতি কুলসহ হরিধামে গমন করিবেন। যিনি নিষ্কাম মহাত্মা বিষ্ণু ভক্তকে পানীয় জল অথবা ফলাদি দান করেন তিনি হরিতুল্য গণনীয় ॥ ৩৫৪-৩৫৫ ॥

———

বিষ্ণুপূজাপরাণাস্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে হি যে।
তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতাঃ ॥ ৩৫৬ ॥
দেবপূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ ॥৩৫৭॥

অনুবাদ—যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগ'ণের সেবা করেন, তাঁহারা একবিংশতি পুরুষের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। যাঁহার বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজাপরায়ণ বৈষ্ণব বাস করেন, সেই বাড়ীতে দেবতা-গণ এবং স্বয়ং শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত বাস করেন ॥ ৩৫৬-৩৫৭ ॥

টীকা—দেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য পূজাপরঃ ॥ ৩৫৭ ॥

———

লৈঙ্গে—

নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ।
অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ ॥৩৫৮॥
সার্চ্চনাদপি বিশ্বাত্মা প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
দৃষ্ট্বা ভাগবতস্যান্নং স ভুঙ্‌ক্তে ভক্তবৎসলঃ ॥৩৫৯

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—নারায়ণ-পরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে যে অন্ন ভোজন করেন, সেই অন্ন নিশ্চয়ই শ্রীহরির বদনকমলগত হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব জনের মুখেই শ্রীভগবান আহার করেন। জগদাত্মা ভক্তবৎসল শ্রীহরি নিজের পূজা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের অন্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং তাহা ভোজন করেন ॥ ৩৫৮-৩৫৯ ॥

টীকা—স ভক্তবৎসলো মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥৩৫৯॥

———

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—
নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য—আমার শালগ্রামাদি মূর্ত্তির সম্মুখে যে অন্ন নিবেদিত হয়, হে ব্রহ্মন্! আমি দর্শন মাত্রই তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ভক্তের জিহ্বার সাহায্যে তাহার রসাস্বাদন করি ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—পুরতঃ শ্রীশালগ্রামশিলাদিরূপিণো মমা-গ্রতো ন্যস্তমেব সৎ ॥ ৩৬০ ॥

———

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমা-সংবাদে—
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥৩৬১

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা আছে—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা সমস্ত প্রকার আরাধনা গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের আরাধনা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—পরং শ্রেষ্ঠং, পরতরং পরমশ্রেষ্ঠম্ ॥৩৬১

———

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥৩৬২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ ॥৩৬৩॥

অনুবাদ—বৈষ্ণব-পূজা-বিরহিত গোবিন্দপূজক ভগবদ্ভক্ত বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন না, তাহাকে দাম্ভিকই বলা যায়, সুতরাং সর্ব্বদা সযত্নে বৈষ্ণব-পূজা করণীয়, কারণ মহাভাগবতের পূজা সর্ব্বদুঃখ-হারিণী ॥ ৩৬২-৩৬৩ ॥

টীকা—মহৎ যৎ ভাগবতানামর্চ্চনং, তস্মাৎ ॥ ৩৬৩ ॥

———

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্ (১১।৪৪ ; ১৯।২১)—
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা ॥ ৩৬৪ ॥
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান কহিতেছেন—বৈষ্ণবব্যক্তির সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার ও মর্য্যাদা দান করিবে। আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অধিক প্রীতিকর ॥ ৩৬৪-৩৬৫ ॥

টীকা—বৈষ্ণবেঽধিষ্ঠানে মৎপূজনঞ্চ, তস্মিন্নেব বন্ধুবৎ সম্মাননেত্যর্থঃ ॥ ৩৬৪ ॥

টীকা—পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরমিতি প্রতিজ্ঞয়োক্তম্—মদ্ভক্তেতি, মদ্ভক্তানাং পূজা মত্তোঽপ্যভ্যধিকা বিশেষেণ কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬৫ ॥

কিঞ্চ, স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিম্।
তেষাং বাক্যং নরৈঃ কার্য্যং তে হি
বিষ্ণুসমা নরাঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে কথিত আছে—কায়মনোবাক্যে নিরন্তর যাঁহারা শ্রীহরির পূজা করেন, সেই সব ভজনকারী মহাত্মাগণের বাক্য পালন করা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য যেহেতু ঐ মহাত্মাগণ শ্রীহরির তুল্য মাহাত্ম্য সম্পন্ন ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—এবমন্নাদিসমর্পণেন সম্মাননং লিখিত্বা ইদানীং বাক্যপরিপালনেনাপি সম্মানঃ কার্য্যঃ ইতি লিখতি—কর্ম্মণেতি। কায়াদিব্যাপারেণ ত্রিধা সদা যে অর্চ্চয়ন্তি ; যদ্বা, কর্ম্মাদিনা তেষাং বচঃ কার্য্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৬৬ ॥

ইত্যাদৃতোঽনুশৃণুয়াদ্ভক্তিশাস্ত্রাণি তত্র চ।
শ্রীভাগবতমত্রাপি কৃষ্ণলীলাকথাং মুহুঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—এই বৈষ্ণবজনের সহিত প্রীতি বিনিময় করিয়া তাঁহাদের নিকট ভক্তিমূলক শাস্ত্রসমূহ বিশেষতঃ ভাগবতঃ শ্রবণ এবং তাহার মধ্যেও দশমস্কন্ধ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা অনুক্ষণ শ্রবণ করিবে ॥ ৩৬৭ ।

টীকা—ইতি এবমাদৃতঃ সন্ ভগবদ্ভক্তিপরাণি শাস্ত্রাণ্যেব অনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ। তত্র ভক্তিশাস্ত্রেষু চ মধ্যে শ্রীভাগবতং বিশেষতোঽনুশৃণুয়াৎ। অত্র শ্রীভাগবতেঽপি কৃষ্ণস্য লীলাকথাং দশমস্কন্ধাদিসম্বন্ধিনীমনু নিরন্তরং শৃণুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং
কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবশাস্ত্র মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—এই সংসারে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়নকারী ব্যক্তিগণই ধন্য। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নতা লাভে তাঁহারা ধন্য হন। ৩৬৮ ॥

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ববন্দিতাঃ ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—নিজ নিজ গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পূজা করিয়া মনুষ্যগণ নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া সকলের পূজ্য হইতে পারেন ॥ ৩৬৯ ॥

টীকা—ভক্তিশাস্ত্রাদীনাঞ্চৈষাং প্রত্যেকং মাহাত্ম্যং লিখিষ্যন্নাদৌ সামান্যতো বিষ্ণুভক্তিসম্বন্ধিশাস্ত্রমাহাত্ম্যং লিখতি—বৈষ্ণবানিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। পূর্ব্বঞ্চ পূজাঙ্গত্বেন স্বপনে পুরাণপাঠস্য মাহাত্ম্যং লিখিতং, অধুনা চ পূজানন্তরং সৎসঙ্গে বৈষ্ণবশাস্ত্রশ্রবণাদীনাং মাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ। কিন্তু প্রায়ো দ্বয়োরৈক্যাৎ তত্র লিখিতং মাহাত্ম্যমত্র দ্রষ্টব্যমত্র লিখিতং তত্র চেতি ॥ ৩৬৯ ॥

সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ॥৩৭০॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত বিশেষ ভক্তির সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ॥ ৩৭০ ॥

তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অবস্থান করেন, শ্রীমন্নারায়ণও সেই গৃহে অবস্থান করেন ॥ ৩৭১ ॥

পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ।
শ্লোকপাদং পঠেদ্‌যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩৭২॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভম্।
বিপ্রেন্দ্র বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা। ৩৭৩

অনুবাদ—পুরাণ সম্বন্ধীয় শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্য-প্রকাশক শ্লোকের একটি, আধখানি বা এক চতুর্থাংশও অধ্যয়ন করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক বৈষ্ণবশাস্ত্র দেবগণ, ঋষিগণ ও যোগিগণেরও দুর্ল্লভ ॥ ৩৭২-৩৭৩ ॥

টীকা—পৌরাণং পুরাণসম্বন্ধিনং, বৈষ্ণব বিষ্ণুপরম্ ॥ ৩৭২ ॥

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

মম শাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ।
তে নরাঃ কুরুশার্দ্দূল মমাতিথ্যং গতাঃ সদা ॥৩৭৪॥
মম শাস্ত্রপ্রবক্তারং মম শাস্ত্রানুচিন্তকম্।
চিন্তয়ামি ন সন্দেহো নরং তং চাত্মবৎ সদা ॥৩৭৫॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে অর্জ্জুন! প্রত্যহ আমার শাস্ত্র সমূহের পূজা ও পাঠ যাঁহারা করেন, তাঁহারা মৎ সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতিথির মত পূজ্য হন। আমি সর্ব্বদা আমার শাস্ত্র বক্তাকে ও শাস্ত্র চিন্তককে নিজের মনে করি ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৭৪-৩৭৫ ॥

টীকা—আতিথ্যমতিথিবৎ পরমাদরণীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—চিন্তয়ামি কদাচিদপি ন বিস্মরামীত্যর্থঃ, যদ্বা, তস্য যোগক্ষেমমনুসন্দধে ॥ ৩৭৫ ॥

অথ শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি ॥৩৭৬॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য, ঐ স্কন্দপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—কলিযুগে যাহারা ভাগবত-শাস্ত্রকে নিজের জীবন অপেক্ষাও বেশী বলিয়া মনে করেন, শতকল্পেও তাঁহাদিগকে যম যন্ত্রণা পাইতে হয় না ॥ ৩৭৬ ॥

ধারয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
আস্ফোটয়ন্তি বল্‌গন্তি তেষাং
প্রীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা নিত্য ভাগবত শাস্ত্র গৃহমধ্যে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ সানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—প্রীতাঃ হৃষ্টাঃ সন্তঃ বল্‌গন্তি নৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৭৭ ॥

যাবদ্দিনানি বিপ্রর্ষে শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে।
তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥৩৭৮॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ।
প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিবুধা যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥৩৭৯॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র যতদিন পর্য্যন্ত গৃহে বিরাজ করেন, হে বিপ্রর্ষে! পিতৃগণ ততদিন ক্ষীর, মধু ও জল সেবন করিয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহে সর্ব্বদা ভাগবতশাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত দেববৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন জানিবে ॥ ৩৭৮-৩৭৯ ॥

টীকা—আহূতেত্যত্র ভকারস্থানে হকারশ্ছান্দসঃ, ভূতসংপ্লবো মহাপ্রলয়স্তৎপর্য্যন্তম্ ॥ ৩৭৯ ॥

যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে ॥৩৮০॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ ॥৩৮১॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণকে ভক্তিভরে যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্র অর্পণ করেন সহস্র কোটি কল্প তাঁহারা বিষ্ণু-লোকে বাস করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অর্দ্ধ শ্লোক কিংবা একচতুর্থাংশও বাড়ীতে থাকা মঙ্গলজনক। শত শত সহস্র সহস্র অন্য শাস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন নাই—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই সমস্ত কিছুর পরিপূরক ॥ ৩৮০-৩৮১ ॥

টীকা—ভাগবতং শ্রীভাগবতীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮০ ॥

ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্যাৎ পাশাৎ কদাচন ॥৩৮২॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৩৮৩ ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ ॥ ৩৮৪ ॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম ॥ ৩৮৫ ॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সুদক্ষিণাঃ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পূজিতং তিষ্ঠতে গৃহে ॥৩৮৬॥

অনুবাদ—কলিকালে যাঁহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র নাই তাঁহাকে যম পাশ হইতে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। অর্থাৎ তিনি যমের বাড়ীতেই থাকেন। যাঁহার বাড়ীতে ভাগবত শাস্ত্র বিরাজিত নহেন, তাঁহাকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলিয়া জানা যাইবে। সেই বিপ্র চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। হে নারদ! যে যে স্থানে ভাগবত-শাস্ত্র বিরাজ করেন স্বয়ং শ্রীহরি দেবগণকে লইয়া সেখানে গমন করেন। যে স্থানে ভাগবত শাস্ত্র বিদ্যমান থাকেন, সেই স্থানে নদী নদ এবং সরোবর প্রভৃতি নিখিল তীর্থই বিরাজ করেন।

ভাগবত-শাস্ত্র পূজিত হইয়া যে গৃহে বিদ্যমান থাকেন সেই স্থানে নিখিল তীর্থ ও সুদক্ষিণ সর্ব্বযজ্ঞ বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৮২-৩৮৬ ॥

টীকা—শ্রীভাগবতসংগ্রহস্য নিত্যতামাহ—ন যস্যেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৮২ ॥

কিঞ্চ—

নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্ ॥ ৩৮৭ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্।
পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্যা
গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৩৮৮ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৮৯॥

অনুবাদ—আরও যথা—যে ব্যক্তি নিত্য ভাগবত-পুরাণ অধ্যয়ন করেন, তিনি প্রতি অক্ষরে কপিলা-দানের ফল লাভ করেন। ভক্তিপূর্ব্বক ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ কিংবা পাদ মাত্র নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গো-দান জনিত ফল লাভ হয়। হে মুনিবর! শুদ্ধচিত্ত হইয়া যিনি ভাগবতের শ্লোক নিত্য পাঠ করেন তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮৭-৩৮৯ ॥

তত্রৈব মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতম্ ॥৩৯০॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—ভাগবত অধ্যয়নাদিতে যিনি বিঘ্নাচরণ করেন ও অভিনন্দন জানান না, সেই দুষ্টাত্মা নিজের শত সংখ্যক বংশকে অধোগামী করেন ॥ ৩৯০ ॥

টীকা—বিঘ্নং তৎপাঠাদাবন্তরায়ং, ন চ তদভি-নন্দতি যঃ ॥ ৩৯০ ॥

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্ ॥ ৩৯১ ॥
শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ।
বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৩৯২॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে—হে মহারাজ! যদি তোমার ভববন্ধন ছিন্ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহ শ্রীশুক কথিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ বা পাঠ কর। ভাগবতের একশ্লোক কিংবা অর্দ্ধশ্লোক অথবা পাদমাত্র লিখিত হইয়া যাঁহার

গৃহে বিরাজ করেন, দেবদেব শ্রীহরি সদা সর্ব্বদা তাঁহার আলয়ে অবস্থান করেন ৩৯১-৩৯২ ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ।
কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ ॥৩৯৩॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র পাঠ করিলে নিজের কোটিকুল সমন্বিত হইয়া ভক্তি রসিক বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে ক্রীড়ারত থাকা যায় ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—কৃষ্ণসন্নিধৌ ক্রীড়তি, যোগিভিঃ ভক্তি-যোগপরৈঃ; যদ্বা, কৃষ্ণসংযোগবদ্ভি সহ ক্রীড়তি ॥৩৯৩

গারুড়ে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥৩৯৪॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বেদান্তসূত্রের অর্থ-স্বরূপ, মহাভারতের অর্থ নির্ণয়কারী, গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্য, বেদসমূহের অর্থবোধক ও পুরাণগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৯৪॥

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক কথিত, দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট শত প্রকরণ-সংযুক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক-সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ৩৯৫ ॥

টীকা—ব্রহ্মসূত্রাণাং, বেদান্তসূত্রাণাম্, পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সারেতি বা পাঠঃ। বিচ্ছেদাঃ প্রকরণানি ॥ ৩৯৪-৩৯৫ ॥

তস্মিন্নেব শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
(১।২, ৩।৪০-৪১)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—মহামুনি শ্রীনারায়ণ এই ভাগবতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, এই শাস্ত্রে সর্ব্বজীবে দয়াবান, মাৎসর্য্য-দোষ রহিত পরমহংসকুলের অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ নাশক পরমার্থ স্বরূপ তত্ত্ব জানা যায়। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রে বা অন্যবিধ অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ ইহার শ্রবণ মাত্রেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে হৃদয় মধ্যে আসীন করিতে পারিবেন ॥ ৩৯৬ ॥

টীকা—তথা স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদানাং সর্ব্বাণ্যেব বচনানি প্রমাণভূতানি তথা সর্ব্ববেদফলস্য শ্রীভাগবতস্য বচনান্যেব স্বয়ং পরমপ্রমাণভূতানীতি তৈরেব তন্মাহাত্ম্যং লিখতি—ধর্ম্ম ইত্যাদিভিঃ। তত্র প্রথমং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয় বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি—ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে সাক্ষাদ্ভক্তিসম্পত্তিমতি বা ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। সাক্ষাদেবাস্তীতি বা, এতৎসেবয়ৈব স স্বতঃ প্রাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। পরমত্বে হেতুঃ—প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং ত্যক্তং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ—নির্ম্মৎসরাণাম্, পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ, তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্; যদ্বা, পরমত্বহেতুতয়া প্রোজ্ঝিতকৈতবত্বমেব প্রতিপাদয়তি; মৎসরকারণে বর্ত্তমানেঽপি মৎসরহীনানাং সতাং ভগবদ্ভক্তানামিত্যর্থঃ। কর্ম্মিণাং স্পর্দ্ধাদিহেতুসম্ভাবেন মৎসরস্বভাবত্বাৎ, জ্ঞানিনাঞ্চ কর্ম্মাদিপরিত্যাগেন মৎসরকারণাভাবাৎ, ভক্তানাস্তু পূজাদিভগবদ্ধর্ম্মপরাণাং কর্ম্মিণামেব মৎসরসম্ভবেঽপি ভক্তিস্বভাবেন পরস্পরমাসক্ত্যা ভগবৎকথা-শ্রবণাদিনান্যোন্যং প্রীতিসম্পত্ত্যা মৎসরাদিদোষানুৎপত্তেঃ এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং, জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং, ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপম্; যদ্বা, বাস্তব-

শব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎসর্ব্বং বস্তুেব, ন তু ততঃ পৃথগিতি। বেদ্যং অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যম্; ততঃ কিম্? অত আহ—শিবদং পরমসুখদম, আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ; যদ্বা বস্তু সারভূতং ভগবদ্ভক্তিলক্ষণং তস্যাপি বস্তু প্রেম তৎ বেদ্যং প্রাপ্যং, বিদলাভ ইত্যস্মাৎ। এবং সাধনসাধকসাধ্যদ্বারা ক্রমেণ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং, কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—মহামুনিঃ নারায়ণত্বেন প্রথমতঃ সংক্ষেপেণ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—পরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো হৃদি কিং বা সদ্য এব অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বা-শব্দঃ কটাক্ষে, কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরপি তৎক্ষণাদবরুধ্যতে; যদ্বা, অপরৈঃ প্রয়োজনৈর্বর্ণিতৈঃ কিম্? সদ্যঃ সম্প্রতি স্থিতো য ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, তদবতারস্যৈব নিরন্তরবর্ণনে শ্রীভাগবতপ্রবৃত্তেঃ; যদ্বা, সদ্যঃ সপদ্যেব হৃদ্যবরুধ্যতে, প্রকটসর্ব্বাঙ্গলাবণ্য-তত্তল্লীলা-পরিকরপরিবারাদিসহিতঃ সাক্ষাদিব সদানুভূয়ত ইত্যর্থঃ; যদ্বা হৃদি স্থিতো যং সোঽবরুধ্যতে সাক্ষান্নিজসমীপং প্রাপ্যতে। কীদৃশঃ সঃ? নির্ব্বক্তুমযোগ্যো যঃ ক্ষণঃ মরণকাল ইত্যর্থঃ, তমত্তি নাশয়তীতি তথা সঃ, মরণাদিসংসারদুঃখহন্তেত্যর্থঃ; যদ্বা, স অনির্ব্বচনীয়ঃ ক্ষণ উৎসবঃ মুক্তিলক্ষণস্তমত্তি নিজভক্তিমহিম্না নিরস্যতি তথা সঃ; যদ্বা, তং প্রসিদ্ধং ক্ষণম্ ইন্দ্রমহম্ অত্তি—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনেন হন্তীতি সঃ। যদ্বা, তস্মিন্ শ্রীগোবর্দ্ধনমহোৎসবে তদখিলবলিভক্ষণেনোপচারান্তমেব অত্তি ভক্ষয়তীতি তথা সঃ, 'বলিমাদৎ বৃহদ্বপুঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২৪।৩৫) ইতি তত্রৈবোক্তেঃ; যদ্বা, তাসাং শ্রীগোপীনাং, তস্যা বা শ্রীরাধায়াঃ, তন্নামাগ্রহণং গৌরবাদিনা, ক্ষণং গৃহাদ্যাশেষোৎসবং বাহ্যমান্তরঞ্চ প্রেমবিশেষবিস্তারণেন প্রায়ো বিরহদুঃখপ্রদানেন বা নাশয়তীতি তথা সঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতে বিস্তরতো লিখিতমস্তি। এবং সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ, শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নায়কত্বেন প্রাধান্যাৎ। তথা চ—'যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ' (শ্রীভাঃ ১।২।৫) ইত্যত্র শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্—'যতঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ, সর্ব্বশাস্ত্রসারোদ্ধারপ্রশ্নস্যাপি শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসানাৎ' ইতি, অতএব তত্তদুপাখ্যানাদেঃ সর্ব্বস্যাপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যং, সাক্ষাদেব ভাতীতি দিক্। ননু তর্হি ইদমেব সর্ব্বে কিমতি ন শৃণ্বন্তি? তত্রাহ—কৃতিভিঃ। এতচ্ছ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, কৃতিভিঃ পণ্ডিতৈঃ, সদসদ্বিচারাভাবেনাস্য শুশ্রূষানুৎপত্তেঃ। এবং সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদিদমেব নিত্যমবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯৬ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ৩৯৭ ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—হে ঋষিগণ! আপনাদের নিকট এই ভাগবতপুরাণ বর্ণিত হইতেছে, ইহা নিখিল বেদসদৃশ, ইহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির লীলাকথা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান বেদব্যাস লোকহিতায় এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন অতএব ইহা সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপক এবং পরম শুভদায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহামুনি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে বেদ সকল ও ইতিহাসের সারভূত অংশ উদ্ধার করিয়া নিজ পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবকে পড়াইয়াছিলেন ॥ ৩৯৭-৩৯৮ ॥

টীকা—ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম শ্রীভাগবতসংজ্ঞম্; যদ্বা, নামপুরাণং নামপ্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ, সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনাৎ। ব্রহ্মসম্মিতং সর্ব্ববেদতুল্যম্, যদ্বা, অষ্টাদশসাহস্রী-সংহিতারূপেণ সম্মিতং পরিমিতিমেব প্রাপ্তং পরব্রহ্মৈব, 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে (শ্রীভাঃ ১।৩। ৪৩) ইত্যাদিবক্ষ্যমাণত্বাৎ। উত্তমঃশ্লোকস্য চরিতং যস্মিন্ তৎ; যদ্বা, উত্তমাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ উত্তমসো বা তমো অজ্ঞানাদিদুঃখং, তন্নিবর্ত্তকাঃ শ্লোকাঃ পদ্যানি চরিতানি চাখ্যানানি যস্মিন্। ভগবানেব ঋষিঃ ব্যাসরূপঃ সন্ চকার নিববন্ধ ॥ ৩৯৭ ॥

টীকা—ধন্যং ধনাবহং, স্বস্ত্যয়নং সর্ব্বমঙ্গলপ্রাপকম্; যদ্বা, প্রেমধনাবহমতএব সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়ম্। কিঞ্চ, মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং স্বতঃ পরমফলরূপমেবেত্যর্থঃ। তত্তস্মাদেব হেতোঃ, সুতং শ্রীশুকদেবং,

মহত্ত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি—সর্ব্বেতি। সারমভিধেয়েষু শ্রেষ্ঠং বীপ্সয়া সর্ব্বং সারমিত্যর্থঃ। সমুদ্ধৃতমিত্যনেন ক্ষীরোদমহাসাগরাদমৃতমেবেতি সূচিতম্। অতএব আত্মবতাং ধীরাণাং জীবন্মুক্তানাং বা বরং, পরমভক্তত্বাৎ, অতএব তং গ্রাহয়ামাস, অন্যথা তস্যাত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ৩৯৮ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।৩।৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৩৯৯॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমন করিলে এই কলিযুগে যাবতীয় লোকেরই চক্ষুঃ অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়েই পুরাণরূপ এই দিবাকরের উদয় হইল ॥ ৩৯৯ ॥

টীকা—'ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥' (শ্রীভাঃ ১।১।২৩) ইত্যস্য শ্রীশৌনকাদিপ্রশ্নস্য উত্তরমাহ—কৃষ্ণে ইতি। স্বধাম বৈকুণ্ঠমুপগতে সতি, অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাং সতাং লোকানাম্ এষ ভাগবতাখ্যঃ পুরাণার্কঃ ধর্ম্মাদিভিঃ সহ উদিতঃ। যথার্কোদয়ে তমোনাশাচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যা দৃশ্যং দৃশ্যেত তথাস্য প্রাকট্যেন সর্ব্বাজ্ঞাননিবৃত্তের্ভক্তিপ্রবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঃ সাক্ষাদিব প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯৯ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।৭।৬-৭)—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥৪০০॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥৪০১॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলে সংসাররূপ সাক্ষাৎ অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভক্তিযোগ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেদের উপকারের নিমিত্ত শ্রীব্যাস এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বত সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ইহা শ্রবণে শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদয় হয় ॥ ৪০০-৪০১ ॥

টীকা—সাক্ষাদেব অনর্থং সংসারম্; যদ্বা ন অর্থো ভক্তিলক্ষণো যস্মিন্ তং মোক্ষম্ উপশময়তীতি তথা তম্। ভক্তিযোগমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং শ্রীভাগবতাখ্যাম্ ॥ ৪০০ ॥

টীকা—অনর্থোপশমং দর্শয়তি—যস্যামিতি। শ্রূয়মাণায়ামেব, কিং পুনঃ শ্রুতায়ামিত্যর্থঃ। পরমপুরুষে পুরুষোত্তমে, ভক্তিঃ পুরুষোত্তম-বিষয়কভাববিশেষঃ, পুংসঃ যস্য কস্যচিজ্জনস্যেত্যর্থঃ। শোকঃ সংসারিত্বাদিনানুতাপঃ, মোহস্তন্মূলমজ্ঞানং, ভয়ং সংসারঃ, তান্যপহন্তীতি তথা সা; যদ্বা, শোকঃ ভগবদপ্রাপ্ত্যানুতাপঃ, মোহঃ গৃহাদ্যাসক্তিঃ, ভয়ং লোকাদিভ্যঃ, তান্যপহন্তীতি তথা সা। এতচ্চানর্থোপশমতারূপমানুষঙ্গিকফলং দর্শিতম্ ॥ ৪০১ ॥

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ (১।২-১০)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪০২ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুক বাক্য—হে রাজন্ নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির লীলা আমার চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি। তুমি পরমভক্ত, এই হেতু তোমার নিকট এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি। এই লীলাকথায় শ্রদ্ধাবান হইলে ভগবান মুকুন্দে অমলা মতি হয় ॥ ৪০২-৪০৩ ॥

টীকা—ব্রহ্মানন্দপরিনিষ্ঠিতস্য শ্রীবাদরায়ণেরেতদধ্যয়নে প্রবৃত্ত্যাঃ পরমফলত্বং দর্শয়ন্ তদ্বচনেনৈব লিখতি—পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ, আখ্যানং শ্রীভাগবতরূপম্ ॥ ৪০২ ॥

টীকা—মহাপুরুষো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তদীয়ঃ, এবং বৈষ্ণবেষ্বেব শ্রীভাগবতমভিধেয়মিত্যুক্তম্। যস্য যস্মিন্ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বতামপি, সতী অহৈতুকী মতিঃ প্রেমেত্যর্থঃ ॥ ৪০৩ ॥

দ্বাদশে চ (১৩।১৪-১৬, ১৮)—

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে ।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরঃ ॥ ৪০৪ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥ ৪০৫ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে —অমৃতসমুদ্রস্বরূপ এই পুরাণ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রবণ না করা যায় ততদিনই সজ্জন সমাজে অন্য পুরাণগুলি সমাদৃত হন। সর্ব্ববেদান্তসার এই শ্রীমদ্ভাগবত ইহার অমৃত ধারায় পরিতৃপ্তি জন্মিলে কখনও আর অন্য কিছুতে রতি জন্মায় না ॥ ৪০৪-৪০৫ ॥

টীকা—অমৃতং ভগবদ্ভক্তিরসঃ, তস্য সাগরঃ ॥৪০৪

টীকা—তদ্রসঃ, তস্যাস্বাদনং তৎপ্রীতির্বা, স এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য, অন্যত্র বেদান্তাদৌ ॥ ৪০৫ ॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা ।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥৪০৬॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো
ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—নদী মধ্যে গঙ্গা, দেবগণ মধ্যে শ্রীবিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তগণ মধ্যে শ্রীশিব যেমন, তেমনই পুরাণ মধ্যে এই ভাগবত। এই বিমল ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবগণের অতিশয় প্রিয়, ইহাতে পরমহংসগণের প্রাপ্য ভগবদ্ভক্তি মাহাত্ম্য বিষয়ে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ জ্ঞান পরিগীত হইয়াছে এবং জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-বিশিষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব ভক্তির সহিত ইহার শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে মনুষ্য মুক্তি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০৬-৪০৭ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং প্রিয়ত্বে হেতুমাহ—যস্মিন্নিত্যাদিনা। পারমহংস্যাং পরমহংসৈঃ প্রাপ্যং, যদ্বা, পরমহংসানামপি হিতং পরং জ্ঞানং ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যাদিবিষয়ম্, অতোঽমলং সর্ব্বমলনিবর্ত্তকম্; অতএব শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাতম্—আদৌ জ্ঞানং, ততস্তত্ত্ববেদনং, ততো বিরাগঃ বিষয়াদিবৈরাগ্যং, ততো ভক্তিশ্চ শ্রবণাদিলক্ষণা, তৎসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মাণো ভগবদ্ভক্তাস্তৈঃ প্রাপ্যং ভগবৎপ্রেম আবিষ্কৃতং সাক্ষাদিব দর্শিতম্। এতচ্ছ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যা এব স্বতস্তত্তৎসিদ্ধেঃ। তৎ শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শৃণ্বন্ বিপঠন্ সংকীর্ত্তয়ন্ বিচারণপরশ্চ তদর্থং বিচারয়ংশ্চ সন্ নরঃ সর্ব্বো জনঃ বিশেষেণ মুচ্যতে, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০৭ ॥

অতএবোক্তম্ (শ্রীভাঃ ১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমস্কন্ধে—হে রসিক ভাবুকগণ। এই শ্রীমদ্ভাগবত নিখিল পুরুষার্থ প্রদানকারী বেদরূপ কল্পতরুর ফল, ইহা শ্রীশুকদেবের মুখামৃত-দ্রব সংযুক্ত হইয়া এই পৃথিবী মণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে, ইহাতে পরিত্যাগ যোগ্য হেয়াংশ কিছুই নাই সুতরাং তোমরা এই ফল মুক্তি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পান কর ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—এবং প্রায়ঃ সাধনরূপত্বমস্য দর্শিতং, অধুনা স্বতঃ পরমফলরূপত্বং দর্শয়ন্ সর্ব্বদা পরমাদরেণেদমেব সেব্যমিতি লিখতি—নিগমেতি, নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ সেবকস্যাভীষ্টপূরকত্বাদ্বা, তস্য ফলমিদং শ্রীভাগবতং নাম; তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় শ্রীব্যাসায় দত্তং, তেন চ শ্রীশুকমুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্ভুবি গলিতং শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপ-পল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং, ন তুচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অত এবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতম্; লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদুভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অত্র তু শুকো মুনিঃ অমৃতং পরমানন্দঃ, স এব দ্রবো রসঃ; 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি (শ্রীতৈঃ ২।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা, দ্রবয়তি জগচ্চিত্তমার্দ্রয়তীতি দ্রবঃ, স এব পরমমধুরত্বাদিনা অমৃতরূপঃ, শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ-বিষয়কপ্রেমেত্যর্থঃ। অতঃ হে রসিকাঃ। তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ। অহো

ভুবি গলিতমিত্যলভ্য-লাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত ; ননু ত্বগষ্ট্যাদিকং বিহায় ফলাদ্রসঃ পীয়তে, কথং ফলমেব পাতব্যম্ ? তত্রাহ —রসং রসরূপম্, অতস্ত্বগষ্ট্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ—রসতাদাত্ম্য-বিবক্ষয়া রসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রস-শব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যম্। অত্র ফলমিত্যুক্তে পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্ ; রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফল-মিত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ—আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ, অভিবিধাবাকারঃ, লয়মভিব্যাপ্য। ন হীদং স্বর্গাদি-সুখবৎ মুক্তেরুপেক্ষ্যং কিন্তু সেব্যমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি হি—'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে' (শ্রীভাঃ ১।৭।১০) ইত্যাদি ॥ ৪০৮ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১২।১৩)—

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—এই ঘোর সংসাররূপ অন্ধকার তরণেচ্ছু সংসারিগণের প্রতি করুণা করিয়া এই অসাধারণ প্রভাব, বেদসার, অধ্যাত্মদীপ, অতীব গুহ্য পুরাণ কথা বলিয়াছেন, সেই মুনি গুরু ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের শরণ লইতেছি ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—এবং শ্রীভাগবতস্যাসাধারণমাহাত্ম্যমেব দর্শয়ন্ তচ্চোপসংহরন্ ভক্ত্যা তত্র প্রবক্তারং শ্রীব্যাস-নন্দনমাশ্রয়তি—য ইতি। অন্ধং গাঢ়ন্তমঃ সংসা-রাখ্যং মায়াখ্যং বা। অত্যন্তং সম্যক্তয়া তরিতু-মিচ্ছতাং সংসারিণাং জনানাং করুণয়া তদ্বিষয়ক-কৃপয়া যঃ পুরাণেষু মধ্যে গুহ্যং গোপ্যমাহ। গোপ্যত্বে হেতুত্বেন চত্বারি বিশেষণানি—স্বো নিজঃ অসাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাবঃ—'ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে (শ্রীভাঃ ১।১।২) ইত্যাদিরূপো যস্য, অখিলশ্রুতীনাং সারম্, একম্ অদ্বিতীয়মনুপমমিত্যর্থঃ। আত্মানং কার্য্যকারণসঙ্ঘমধিকৃত্য বর্ত্তমানমাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মম্ ; যদ্বা, আত্মানং ভগবন্তং হরিমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মং, তৎপ্রসাদৈকলভ্যং তৎপ্রেমেত্যর্থঃ। তস্য দীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকম্। উপযামি শরণং ব্রজামি ॥৪০৯॥

ভগবদ্ধর্ম্মবক্তারং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচকম্।
বৈষ্ণবং গুরুবদ্ভক্ত্যা পূজয়েজ্জ্ঞানদায়কম্ ॥৪১০॥

অনুবাদ—ভগবচ্ছাস্ত্র-বক্তা, ভগবদ্ধর্ম্মবক্তা ও জ্ঞানদাতা বৈষ্ণবকে ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেবের ন্যায় পূজা করিবে ॥ ৪১০ ॥

টীকা—গুরুর্মন্ত্রোপদেষ্টা, তদ্বৎ জ্ঞানস্য ভগ-বদ্ধর্ম্মাদিবিষয়কস্য দায়কং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচনেন ভগ-বদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনাৎ ॥ ৪১০ ॥

অথ শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তৃ-মাহাত্ম্যম্

নারদপঞ্চরাত্রে ঋষীন্ প্রতি শ্রীশাণ্ডিল্যোক্তৌ—
বৈষ্ণবজ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥৪১১॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥৪১২॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তার মাহাত্ম্য নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীশাণ্ডিল্য মুনি ঋষিগণকে কহিতে-ছেন—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বক্তাকে যিনি বিষ্ণুতুল্য গুরুরূপে জানেন ও তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যিনি বিষ্ণুধর্ম্মাদি-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া থাকেন তাঁহার কথা দূরে থাকুক, পাদমাত্র শ্লোক বক্তাও সর্ব্বদা পূজার যোগ্য ॥ ৪১১-৪১২ ॥

টীকা—স্বরূপং তত্ত্বং তদ্ধর্ম্মাদি-মাহাত্ম্যম্ ॥৪১২॥

কিঞ্চ—
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানেনাথ গম্যতে।
জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রগম্ ॥৪১৩॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতোর্গুর্ব্বধীনা সদৈব হি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্গুরুতরঃ স্মৃতঃ ॥৪১৪॥

যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্ত্যময়ীং তনুম্ ।
মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা ॥ ৪১৫ ॥
তস্মাদ্ভক্তির্গুরৌ কার্য্যা সংসারভয়ভীরুণা ।
শাস্ত্রজ্ঞানেন যোঽজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ ॥৪১৬
শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্ ।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞানবলে শ্রীনারায়ণকে পাওয়া অতীব দুঃসাধ্য। জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র এবং শাস্ত্রও গুরুমুখগত সুতরাং ব্রহ্মলাভ একান্তভাবেই গুরুর অধীন। হে দ্বিজগণ! এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। ভগবান জগৎ-পতি শ্রীহরি গুরুরূপ পরিগ্রহ করিয়া করুণা পূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ বাহুদ্বারা সংসার-সাগরে পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যিনি শাস্ত্র জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূরীভূত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবে ভক্তি পরায়ণ হওয়া সংসারভয় ভীত জনের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্র পাতকনাশক, পুণ্য, বিশুদ্ধ, ভোগ-মোক্ষ দানকারী, শান্তি প্রদাতা ও ভক্তিলক্ষণ স্বরূপ। যিনি এই শাস্ত্রবক্তা তিনি জগদ্গুরু ॥ ৪১৩-৪১৭ ॥

টীকা—হে বিপ্রাঃ ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—শাস্ত্রমেব পাণিঃ উদ্ধারহেতুত্বাৎ, তেন ॥৪১৫

টীকা—মহানর্থঃ ভক্তিলক্ষণো যস্মাত্তৎ ॥ ৪১৭ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণমাহাত্ম্যম্, তত্র পাপাদিশোধকত্ব

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

তেষাং ক্ষীণং মহৎ পাপং বর্ষকোটিশতোদ্ভবম্ ।
বিপ্রেন্দ্র নাস্তি সন্দেহো যে
শৃণ্বন্তি হরেঃ কথাম্ ॥ ৪১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য, তন্মধ্যে উক্ত লীলা কথার পাপাদি শোধকত্ব বিষয়ে স্কন্দ-পুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে বলা হইয়াছে—ইহাতে কখনও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, শ্রীহরিকথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের শতকোটি বৎসরের সঞ্চিত মহাপাপও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্ ।
ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণ-কথা যথা ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থানে বলা হইয়াছে—শ্রীনারায়ণের কথা মনুষ্যগণকে যে প্রকার পবিত্র করেন, সকল আশ্রমধর্ম্মের আচরণ বা সকল তীর্থে অবগাহন দ্বারাও সেইরূপ পবিত্রতার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাম্ অভি-গমনং ক্রমেণ তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানম্। কথেতি। সামান্যতো যদ্যপি কথায়াঃ শ্রবণং কীর্ত্তনাদিকং চোক্তং স্যাৎ, তথাপি শ্রবণানন্তরমেব কীর্ত্তনাদি সম্ভবতীতি আদৌ শ্রবণাপেক্ষা; যদ্বা, শ্রবণে সতি স্বতঃ কীর্ত্তনাদি সিধ্য-তীতি। কথায়াং শ্রবণস্য প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ পদ্যমে-তদত্র সংগৃহীতম্। কিঞ্চ, 'শৃণ্বতাং ব্রুবতাম্' ইত্যাদৌ চ যদ্যপি কীর্ত্তনাদেরপি স্পষ্টং মাহাত্ম্য-মুচ্যতে, তথাপি শ্রবণপ্রকরণেঽত্র লিখনাৎ তত্তদত্র দৃষ্টান্তত্বেনোহ্যম্। যদি বা তৎ সর্ব্বং স্বতন্ত্রমেব মন্তব্যং, তর্হি এক এব মহাভাগবতো রসিকতয়া কদাচিৎ বক্তা, কদাচিৎ শ্রোতা, যুগপদ্বা শ্রবণাদিকর্ত্তে-ত্যেবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-মিশ্রিত-প্রকরণং শ্রীবিষ্ণু-পুরাণলিখিতানুসারেণ পৃথক্ কল্পয়িতব্যম্। অত্র চ প্রয়োজনবিশেষাভাবেন গ্রন্থবিস্তরভয়েন চ ন লিখিত-মিতি দিক্; এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥ ৪১৯ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানারম্ভে—

অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী ।
শৃণ্বতাং ব্রুবতাঞ্চৈব তদ্ভাবানাং বিশেষতঃ ॥৪২০॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের আরম্ভে—অহো! এই সংসারে হরিকথাই পাপ-নাশিনী ও পুণ্যদানকারিণী। ভক্তির সহিত শ্রীহরি কথা শ্রবণে উহা বিশেষরূপে পাপনাশিনী ও পুণ্যদান-কারিণী হন সন্দেহ নাই ॥ ৪২০ ॥

টীকা—তস্যাং হরিকথায়াং ভাবো ভক্তির্যেষাং তেষাং কথা-চিন্তকানাং বা ॥ ৪২০ ॥

প্রথমস্কন্ধে (২।১৭)—
**শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্ ॥ ৪২১ ॥**

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সাধুগণের মঙ্গলকারী, পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন ভগবান কৃষ্ণ নিজ-কথা শ্রবণকারী জনগণের হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া তাহার চিত্তের যাবতীয় কামাদি অশুভ বাসনা ধ্বংস করেন ॥ ৪২১ ॥

টীকা—পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ, হৃদি যানি অভদ্রাণি কামাদিবাসনাস্তানি, অন্তঃস্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্ সতাং কথাশ্রবণাদিপরাণাং, সুহৃদ্ধিতকারী ॥ ৪২১ ॥

———

একাদশে চ দেবস্তুতৌ (৬।)—
**শুদ্ধির্ণ্ণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়ন-দান-তপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসংভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৪২২ ॥**

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে দেবগণ স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে ঋষভ! হে স্তবনীয়! আপনার যশোরাশি শ্রবণ হেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাদ্বারা সাধুগণের যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও সংসারিগণের সেই প্রকার হয় না ॥ ৪২২ ॥

টীকা—হে ঈড্য! হে ঋষভ! দুরাশয়ানাং রাগিণাং বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। অত্র বিদ্যা উপাসনা, শ্রুতং শাস্ত্রং, অধ্যয়নং বেদাভ্যাসঃ, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং, ক্রিয়া যজ্ঞাদয়ঃ, সত্ত্বাত্মনাং সতাং, তে যশসি শ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া অতিবৃদ্ধয়া সচ্ছ্রদ্ধয়া উত্তমপ্রীত্যা পরমাদরেণ বা; যদ্বা, সতামিব শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যমাত্রেণাপি যথা স্যাৎ; যদ্বা, শুদ্ধির্ন স্যাদিত্যত্র হেতুঃ—দুরাশয়ানাং বিদ্যাদিভিরেব দুষ্টাভিমানবতাং সতামিতি। শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যত্র হেতুঃ—যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়ৈব সত্ত্বাত্মনাং শুদ্ধচিত্তানাং সতামিতি। যদ্বা, হে সত্ত্বাত্মনামৃষভ! সাত্বতবর্গপ্রভো! দুরাশয়ানামপি যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ, তথা বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ, যদ্বা, তথা সত্ত্বাত্মনাং সাত্ত্বিকানামপি বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ ভগবৎকথাশ্রবণাভাবাৎ ॥ ৪২২ ॥

———

অথ ক্ষুত্তৃড়াদি-সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বম্

দশমে শ্রীবাদরায়ণিং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদুক্তৌ (১।১৩)—
**নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ৪২৩ ॥**

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে কহিলেন—আমি আমৃত্যু অনশন-ব্রত লইয়া জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তোমার মুখ-পদ্ম নির্গত শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পানহেতু দুঃসহা ক্ষুধাতেও আমি বিন্দুমাত্র ক্লেশানুভব করিতেছি না ॥৪২৩

টীকা—এষা ক্ষুৎ তু অনশনব্রতোত্থা সর্ব্বানর্থমূলভূতা সদ্যো মহাতিপ্রদত্বেন সর্ব্বৈরনুভূয়মানা বা অন্যেষামতিদুঃসহাপি মাং ত্যক্তোদমপি ন বাধতে, ন পীড়য়তি; যদ্বা, কায়িকব্যাপারাদিবাধমপি নাচরতি। কুতঃ? সর্ব্বদুঃখং হরতীতি হরিস্তস্য কথৈবামৃতং তৎ পিবন্তং, তচ্চ ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতমিতি গুণবিশেষো দর্শিতঃ। হরিকথামৃতপানাভাবে চ সদ্য এব জীবনং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২৩ ॥

———

স্কান্দে চ তত্রৈব—
**শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ৪২৪ ॥**

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণু-চরিত শ্রবণ করিলে সম্পত্তি লাভ, সর্ব্বপ্রকারের উপদ্রব নাশ, সকল দুঃখের উপশম ও কুগ্রহ নিবারণ হয় ॥ ৪২৪ ॥

———

অথ প্রকর্ষেণ সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বম্

তত্রৈব—
**শ্রোতব্যং সাধুচরিতং যশোধর্ম্মজয়ার্থিভিঃ।
পাপাক্ষয়ার্থং দেবর্ষে স্বর্গার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৪২৫ ॥
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা ॥৪২৬॥**

কুটুম্ববৃদ্ধিং বিজয়ং শত্রুনাশং যশো বলম্ ।
করোতি বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ-উত্তমরূপে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, ঐ স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—হে নারদ! যশঃ, ধর্ম্ম ও জয় প্রার্থীগণের এবং ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও সাধুবুদ্ধি-ব্যক্তিগণের পাপক্ষয় ও স্বর্গলাভের জন্য আয়ুবর্দ্ধক, আরোগ্যপ্রদ, যশঃপ্রদ, ও পুণ্য বর্দ্ধক বিষ্ণুচরিত প্রত্যহ শ্রবণ করা উচিত। বিষ্ণু-চরিত গাথা—বিজয়, অরিক্ষয়, যশোবৃদ্ধি, কুটুম্ববৃদ্ধি, বলবর্দ্ধন এবং সমস্ত অভীষ্ট পূরণকারী ॥৪২৫-৪২৭

টীকা—কিং বহুনোক্তেন ? সর্ব্বেষামেব কামানাং বাঞ্ছানাং ফলং প্রকর্ষেণ দদাতীতি তথা তৎ ॥৪২৭॥

অথ সর্ব্বসৎকর্ম্মফলত্বম্

প্রথমস্কন্ধে (২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৪২৮

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণ সর্ব্ব সৎ-কর্ম্মের ফলস্বরূপ, প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—শ্রীহরি কথায় অনুরাগের অভাবে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণও কেবল শ্রমমাত্র সারই হইয়া থাকে—অর্থাৎ ভগবৎ কথায় অনুরাগই সমস্ত ফল প্রাপ্তির প্রধান হেতু ॥ ৪২৮ ॥

টীকা—যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ, স যদি বিষ্বক্সেন-কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ, তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ অয়ং শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। কথাস্বিতি বহুত্বং গৌরবেণ, যাসু কাসুচিদিত্যেতদ্বিবক্ষয়া বা। ননু মোক্ষাদ্যর্থস্য ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব, অত আহ—কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ, ভগবৎকথারত্যনুৎপত্ত্যা মোক্ষাসিদ্ধেঃ, নিজ-সাধ্যভগবৎকথারত্যনুৎপাদনাদ্বা। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি, ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ ননু 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' ইত্যাদি-শ্রুতের্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হি-শব্দেন সাধয়তি, তদ্বৎ 'যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে' ইতি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়প্রতিপাদনাৎ। যদ্বা, ননু সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষঃ ফলমস্ত, তত্রাহ—কেবলমিতি। তত্রাপি বিফলশ্রম এবেতি ভাবঃ, বৈষ্ণবৈর্মোক্ষস্যাপ্যনাদৃতত্বাৎ। যদ্বা, ননু ভক্তিবিঘ্নরূপবিবিধসংসারদুঃখনিরসনার্থং তেষা-মপাসাবপেক্ষ্যঃ স্যাৎ, তত্রাহ—এবেতি। তথাপি তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ কেবলং শ্রম এবেতি ভাবঃ। ননু মোক্ষঃ পরমপুরুষার্থো বেদান্তাদৌ প্রসিদ্ধঃ তত্রাহ—হীতি। 'অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ' (শ্রীভাঃ ১০।১৪।২৬) ইত্যাদিভির্বচনৈর্মোক্ষস্য মায়িকতুল্যতা-প্রতিপাদনাৎ। তচ্চ বিস্তরেণ শ্রীভাগবতামৃতোত্তর-খণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। এবং শ্রীকৃষ্ণকথারত্যুৎপাদন-মেব সর্ব্বধর্ম্মফলমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৪২৮ ॥

অথ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-সাফল্যকারিত্বম্

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে (৬।৩৭)—

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলেগুর্ণবাদমাহুঃ ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৪২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথায় শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের সাফল্যকারিত্ব, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে—বিদুরকে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন—পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন ভক্তজনগণের বাক্যের এবং মহাত্মাগণ-কীর্ত্তিত শ্রীহরিকথামৃত-শ্রবণ দ্বারাই পুরুষগণের কান দুইটির সার্থকতা ইহাই বিদ্বদভিমত ॥ ৪২৯ ॥

টীকা—একান্ততো লাভং ফলং নু নিশ্চিতমাহুঃ—শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্য চ। উপাকৃতায়াং নিরূপিতায়াম্, উপসংপ্রয়োগং সন্নিধাবর্পণম্ ॥ ৪২৯ ॥

অথ আয়ুঃসাফল্যকারিত্বম্

দ্বিতীয়ে শৌনকোক্তৌ (৩।১৭)—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ৪৩০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণে আয়ুর

সাফল্য কারিত্ব দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনিকের বাক্য—সূর্য্যের উদয়াস্তের দ্বারা প্রত্যহ জীবগণের আয়ুহৃত হইতেছে, সুতরাং তুমি শ্রীহরিকথা শোনাইয়া আমাদের জীবিত কালকে সার্থক কর ॥ ৪৩০ ॥

টীকা—অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্ যৎ যেন ক্ষণো নীতঃ, তস্যায়ুর্জীবনকালম্ ঋতে বর্জ্জয়িত্বা হরতি। এবং শ্রীভগবদ্বার্ত্তারহিতস্য বৃথৈবায়ুর্গচ্ছতি। একদাপি শ্রীভগবৎকথয়া সর্ব্বমেবায়ুঃ সফলং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৩০ ॥

অথ পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্বম্

তৃতীয়ে বিদুরোক্তৌ (৫।১৩)—

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাত্যয়মাশু ধত্তে ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণে পরমবৈরাগ্যের উৎপাদকত্ব, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহাশয়ের কথায়—যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত সেই সকল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে পরিশুদ্ধ হইয়া গ্রাম্যসুখে বৈরাগ্য আনয়ন করে। পরে তাহাকে শ্রীহরিপাদপদ্মের অনুস্মরণে পুলকিত করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তাহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনষ্ট করে ॥ ৪৩১ ॥

টীকা—সা হরিকথা শ্রদ্দধানস্য প্রীতিং বিশ্বাসং বা কুর্ব্বতঃ, তয়া বিনা তাদৃশবিরক্ত্যসিদ্ধেঃ, প্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ। যদ্বা, আস্তিক্যমাত্রং কুর্ব্বতোঽপি পুংমাত্রস্য, অন্যত্র গ্রাম্যসুখে হরিকথাব্যতিরিক্তে বা সর্ব্বত্র। ততঃ কিম্ ? অত আহ—হরেরিতি, হরেঃ পাদয়োরনুস্মৃতিঃ নিরন্তরস্মরণং, তয়া নির্বৃতস্য সতঃ ॥৪৩১

চতুর্থে শ্রীপৃথুচরিতান্তে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ (২৩।১২)—

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৪৩২॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজের সহিত শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তিতে দেহে আত্মবুদ্ধি ছিন্ন হওয়ায় এবং ভগবৎ-স্বরূপ-লাভ করায় মহারাজ পৃথুর উপস্থিত অণিমাদি সিদ্ধিতেও আর স্পৃহা রহিল না, অতএব যে জ্ঞানবলে অসম্ভাবনাদির নিদান-স্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি কর্ত্তিত হইল, তাহা ত্যাগ করিলেন। কারণ শ্রীহরিকথায় আসক্তি বা অনুরাগ না জন্মান পর্য্যন্ত যোগগতিতে সন্ন্যাসী প্রমত্ততা ত্যাগ করিতে পারে না ॥ ৪৩২ ॥

টীকা—ছিন্না বিনষ্টা অন্যধীঃ দেহাত্মবুদ্ধির্দ্দেবান্তরবিষয়কবুদ্ধির্বা ভক্তিব্যতিরিক্তজ্ঞানাদিবিষয়কবুদ্ধির্বা যস্য সঃ। যতঃ অধিগতা অধিকং প্রাপ্তা আত্মগতিঃ আত্মতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণো বা তদ্ভক্তির্বা যেন সঃ, অতএব নিরীহঃ প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষ্বপি নিঃস্পৃহঃ দেহাদ্যর্থচেষ্টারহিতো বা। কিঞ্চ, যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং পূর্ব্বোক্তং সংশয়পদং সংসারবন্ধনং বা অচ্ছিনৎ তত্যাজ—পৃথুঃ তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররামেত্যর্থঃ, ফলে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপপত্তেঃ। তস্যাণিমাদিসিদ্ধিষু চতুর্ব্বিধমোক্ষেষ্বপি নিঃস্পৃহত্বং যুক্তমেবেত্যাহ—তাবন্নাপ্রমত্তঃ, কিন্তু প্রমত্তো ভবত্যেব। যতির্জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি, অতঃ পৃথোঃ শ্রীকৃষ্ণকথারত্যা তত্র তত্র ন লোভো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩২ ॥

একাদশে চ শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধববাক্যে (৬।৪৪)—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৩৩ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের বাক্যে—হে কৃষ্ণ! পরমমঙ্গল জনক এবং কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট অমৃতধারার ন্যায় তোমার ক্রীড়াবিষয় আস্বাদন করিয়া মনুষ্যগণ সহজেই অন্য বাসনা ত্যাগ করে ॥ ৪৩৩ ॥

টীকা—আস্বাদ্য প্রীত্যা নিশম্য; অন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ মোক্ষেঽপি স্পৃহাম্ ॥ ৪৩৩ ॥

অথ সংসারতারকত্বম্

চতুর্থে প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ (৩০।১৯)—

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তা-যাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের সংসারতারকত্ব চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে—ইহা সত্য যে গৃহাশ্রম হইতে বন্ধনের উৎপত্তি হয়, কিন্তু হে বৎসগণ! গৃহাশ্রমী হইয়াও কর্ম্ম সকল আমায় অর্পণ করিলে একপ্রহর-কালমাত্রও আমার কথা প্রসঙ্গে কাটাইলে সেই গৃহা-শ্রম কখনও বন্ধের কারণ হয় না অর্থাৎ গৃহাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম যাহাই হউক না কেন বন্ধন-মুক্তির হেতু ভগবদ্ভক্তি ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা—আবিশতাম্ আসক্ত্যা নিবসতামপি, কুশলং মদর্পিতং কর্ম্ম যেষাং; মদ্বার্ত্তয়া যাতো যামঃ কালঃ একপ্রহরমাত্রো বা যেষাং, ন বন্ধায় মতাঃ, কিন্তু সংসারবন্ধমোচনায়ৈব মতাঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৪ ॥

———

অথ সর্ব্বার্থপ্রাপকত্বম্

স্কান্দে তত্রৈব—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।
তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা ॥৪৩৫

অনুবাদ—অতঃপর কৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণে সর্ব্বার্থ প্রাপকত্ব—স্কন্দপুরাণে উক্ত স্থানেই বলা হইয়াছে—হে নারদমনুষ্যগণ এই সংসারে যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চায়, তাহা হইলে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথাশ্রবণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তাহারা সব কিছুই লাভ করিতে পারিবে ॥ ৪৩৫ ॥

টীকা—বৎস হে নারদ! যদ্বা, হরের্বৎসসম্বন্ধি-কথাং বৎসপালনলীলাবার্ত্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৫ ॥

———

দ্বাদশে চ শ্রীশুকোক্তৌ (৪।৫০)—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ৪৩৬ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীশুকদেবের কথায়—সংসারে বিবিধ দুঃখ-রূপ দাবাগ্নির দ্বারা পীড়িত এবং দুস্তর সংসারসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি-গণের বিষয়ে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথা-রস সেবন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৪৩৬ ॥

টীকা—বিবিধং দুঃখমেব দাবানলঃ, তেনার্দ্দিতস্য পীড়িতস্য, অত উত্তিতীর্ষোঃ পুংসঃ ভগবতো যা লীলাকথাস্তাসাং রসস্তন্নিষেবণমন্তরেণ অন্যঃ প্লবঃ উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ ॥ ৪৩৬ ॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

নিত্যং কৃষ্ণকথা যস্য প্রাণাদপি গরীয়সী।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৪৩৭ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ-কথা যাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাঁহার ইহলোক ও পর লোকে সব কিছুই সুলভ ॥ ৪৩৭ ॥

টীকা—প্রাণাদপি কথা গরীয়সীতি—নিজজীব-নাদপি কথাশ্রবণাদৌ যস্যাসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৭ ॥

———

দ্বিতীয়স্কন্ধে (৩।১২)—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥৪৩৮

অনুবাদ—দ্বিতীয়স্কন্ধে—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এরূপ জ্ঞানের উদয় হয় যে তাহাতে সমস্ত রাগ এক-বারে নিবৃত্ত হয়। ইহাতে মনের প্রসন্নতা জন্মে এবং রূপরসাদি বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাহা-কেই মুক্তিপথ স্বরূপ কিংবা ভক্তিযোগ বলা হয়। বিষয়-সুখে বিরাগী ব্যক্তিমাত্রই সেই কথায় রতি করিয়া থাকে ॥ ৪৩৮ ॥

টীকা—যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশং? আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগা-দীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ, তদ্ধেতুরাত্মনো মনসঃ প্রসাদশ্চ যত্র যাসু। আত্মপ্রসাদহেতুঃ গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো বৈরাগ্যঞ্চ। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষ্বসঙ্গঃ। অথ তত্তদনন্তরং কৈবল্যমিত্যেব

সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ, স চ ভবতি। নির্বৃতঃ অন্যত্র, শ্রবণসুখেন নির্বৃত ইতি বা ॥ ৪৩৮ ॥

অথ মোক্ষাধিকত্বম্

দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ (৮৭।২১)—

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুল-সঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের মোক্ষ অপেক্ষা আধিক্য, দশমস্কন্ধে শ্রুতিগণ কহিতেছেন—হে ঈশ্বর! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত আবিষ্কৃত মূর্ত্তি আপনার চরিত্ররূপ মহাসাগরে স্নান করিয়া বিগতশ্রম ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনার চরণ কমলে হংসকুলের মত রমমান ভক্তগণের সঙ্গ করিয়া শ্রমক্লান্তি রহিত হইয়া মুক্তিকেও অবহেলা করেন ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—ভো ঈশ্বর! দুর্ব্বোধং যৎ আত্মনস্তব তত্ত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্ততনোঃ আবিষ্কৃতমূর্ত্তেঃ চরিতমেব মহামৃতাব্ধিঃ, তস্মিন্ পরিবর্ত্তো বিগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ পরিবর্জ্জনার্থং শ্রমণং শ্রমঃ, গতশ্রমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তৎ পরিশ্রমণমভ্যাসো যেষাং তে; যদ্বা, চরিতমহামৃতাব্ধেঃ পরিবর্ত্তাস্তরঙ্গাস্তেষু পরিশ্রমণাঃ কৃতপরিশীলনাঃ ত্বন্মধুরকথারসসেবিন ইত্যর্থঃ। অপবর্গমপি ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি, কুতোঽন্যৎ। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়তি। ন কেবলমন্যন্নেচ্ছন্তি, কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বসিদ্ধগৃহাদিসুখমপ্যপেক্ষন্তে ইত্যাহ—তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং, তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা; যদ্বা, চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণত্বে হেতুঃ—'চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ' ইতি অর্থস্তু তথৈব। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি—'যং সর্ব্বে বেদা নমন্তি, মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি ॥৪৩৯

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে (২৫।৩৪)—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ-
পাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোঽন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৪৪০ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি সংবাদে কপিলদেবের বাক্য—হে মাতঃ, আমার পদসেবানিষ্ঠ ব্যক্তিদের সমস্ত চেষ্টাই আমার সুখের, জন্য, বিশেষতঃ যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া সানুরাগে আমার লীলাকথা কীর্ত্তন করেন। এই প্রকার ভাগবত পুরুষ সেই প্রকার মুক্তি অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতা ইচ্ছা করেন না ॥ ৪৪০ ॥

টীকা—মোক্ষাদপি ভক্তের্গরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি, একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষং, পাদসেবাভিরতত্বমেবাহ—মদীহা মদর্থমেব ঈহাঃ শ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপারা যেষাম্। তামেবাভিব্যঞ্জয়তি—যে ইতি। প্রসজ্য আসক্তিং কৃত্বা পৌরুষাণি বীর্য্যাণি সভাজয়ন্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা সংমানয়ন্তি। প্রসজ্যেত্যনেন অন্যোঽন্যপ্রীতিহেতুঃ পৌরুষসভাজনস্য স্বাভাবিকো রসবিশেষো দর্শিতঃ, অতএব গরিষ্ঠত্বং সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৪৪০ ॥

অথ বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

দ্বিতীয়ে শ্রীসূতোক্তৌ (২।৩৭)—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকাম্ ॥ ৪৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণের বৈকুণ্ঠলোক প্রাপকত্ব. দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীসূত গোস্বামী কহিতেছেন—ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তগণের আত্মপ্রকাশক, তাঁহার কথামৃত যাঁহারা কর্ণদ্বয়ের মাধ্যমে পান করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিষয়-দূষিত হইলেও তাঁহারা তাহা পবিত্র করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে গমন করেন ॥ ৪৪১ ॥

টীকা—সতাং জ্ঞানিনামাত্মনঃ আত্মত্বেন প্রকাশ-

মানস্য ; যদ্বা, সতাং ভক্তানামাত্মনঃ পরমপ্রিয়স্য, শ্রবণপুটৈষু সম্ভৃতং পিবন্তীতি সুখমাদরেণ, মুহুঃ শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। বিষয়ৈর্বিদূষিতং মলিনীকৃতমাশয়ম্ ; যদ্বা, বিষয়ৈর্বিদূষিত আশয়ো যস্য তমপি পুনন্তি শোধয়ন্তি, কিমুতাত্মানম্ ; কিঞ্চ, তস্য চরণপদ্মান্তিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজন্তি ॥ ৪৪১ ॥

তৃতীয়ে কপিলদেবস্তুতৌ (৫।৪৫)—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৪২ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব স্তুতিতে—ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইয়াছে এবং যাঁহারা তোমার কথারূপ অমৃতপানে অভ্যস্ত, তাঁহারা বৈরাগ্যসার জ্ঞানলাভান্তে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৪৪২ ॥

টীকা—বৈরাগ্যং সারঃ বলং যস্য তম্ ; যদ্বা ; বৈরাগ্যস্য সারঃ ফলরূপং বোধং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিজ্ঞানং যথাবৎ প্রতিলভ্য লব্ধ্বা অঞ্জসা সুখেন অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্ অন্বীয়ুঃ প্রাপুঃ ॥ ৪৪২ ॥

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে—

যে শৃণ্বন্তি কথাং বিষ্ণোর্যে পঠন্তি হরেঃ কথাম্।
কুলাযুতং নাবলোক্যং গতাস্তে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৪৪৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীধর্ম্মরাজ দূতগণকে কহিতেছেন—হে দূতগণ! যাঁহারা বিষ্ণুকথা শ্রবণ করেন এবং যাঁহারা পাঠ করেন, তোমরা তাঁহাদের অযুতকুলের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিও না। তাঁহারা সকলে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪৩ ॥

টীকা—ব্রহ্মস্বরূপং শাশ্বতং নিরপায়পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪৩ ॥

যস্য বিষ্ণুকথালাপৈর্নিত্যং প্রমুদিতং মনঃ।
তস্য ন চ্যবতে লক্ষ্মীস্তৎপদঞ্চ করে স্থিতম্ ॥৪৪৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুকথা আলাপনে যাঁহার মন নিত্য হর্ষান্বিত, লক্ষ্মী কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না এবং তিনি বৈকুণ্ঠলোক করতলগত করিয়াছেন ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—তস্য বিষ্ণোঃ পদং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ, করে স্থিতং সুলভমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪৪ ॥

অথ প্রেমসম্পাদকত্বম্

দ্বাদশে (৩।১৫)—

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সঙ্গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের প্রেম সম্পাদকত্ব, দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভের ইচ্ছায় সর্ব্বদা তাঁহার অমঙ্গল নাশক গুণানুবাদ শ্রবণ করাই পারমার্থিক বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪৫ ॥

টীকা—তমেব, ন তু তদ্ব্যতিরিক্তং শৃণুয়াৎ। নিত্যং প্রত্যহং, তত্রাপ্যভীক্ষ্ণম্ ; যদ্বা, অভীক্ষ্ণং কৃষ্ণে যা অমলা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা তামভীপ্সমানঃ, গুণানুবাদশ্রবণেনৈব সা সম্পদ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্

স্কান্দে—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥ ৪৪৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের ভগবদ্বশীকারিত্ব স্কন্দপুরাণে যথা—যেখানে যেখানে বিষ্ণুকথা বিদ্যমান, হে রাজন্! সেখানে সেখানে ভগবান হরি সন্তান বৎসলা গাভীর মত গমন করেন ॥ ৪৪৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ, স্কান্দে চ
শ্রীভগবদর্জ্জুন-সংবাদে—
মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্ ।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্ ॥৪৪৭

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বাক্যে এবং স্কন্দ-পুরাণে, শ্রীভগবদর্জ্জুন-সংবাদে এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে—আমি তাহাকে কখনই ত্যাগ করি না, যিনি প্রত্যহ আমার কথা বলেন, আমার কথা শ্রবণে অনু-রাগ প্রকাশ করেন এবং আমার কথায় যাঁহার প্রীতি হয় ॥ ৪৪৭ ॥

———

দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতৌ (১৪।৩)—
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৪৪৮

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—হে ভগবন্ ! জ্ঞান বিষয়ে অল্প চেষ্টাও না করিয়া যে সকল ব্যক্তি সৎস্থানেই অব-স্থান করিয়া সাধুজনকর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত, নিজ হইতে শ্রুতিগত তোমার কথা কায়মনোবাক্যে ও শ্রদ্ধায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও ত্রৈলোক্য মধ্যে অন্যান্য সকলের প্রায়শঃ অজিত আপনাকে জয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনি আপনার গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণের বশীভূত থাকেন ॥ ৪৪৮ ॥

টীকা—উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা, সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাম্ ; যদ্বা, সন্তঃ সংযত-বাচোঽপি মুখরিতা যয়া তাং ভবদীয়াং ভবদীয়ানাং বা ভগবদ্ভক্তানামপি বার্ত্তাম্ । সৎস্থান এব স্থিতাঃ, সৎসন্নিধিমাত্রেণ সন্মুখরিতত্বেন বা স্বত এব শ্রুতি-গতাং শ্রবণং প্রাপ্তাম্ ; তনুবাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎ-কুর্ব্বন্তঃ যে জীবন্তি কেবলং, ন ত্বন্যৎ যদ্যপি কুর্ব্বন্তি, তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ বশীকৃতো বাঽসি। যদ্বা, শ্রুতিগতাং বেদবর্ত্তিনীং সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং প্রায়শো নমন্তঃ, তদুদ্দেশেন নমনং কুর্ব্বন্তোঽপি ; অপ্যর্থে এবকারঃ, প্রায়শ ইতি —কদাচিদশক্ত্যাদিনা ন নমন্তোঽপীত্যর্থঃ। জীবন্তি যদ্যপি স্বপ্রাণান্ পোষয়ন্তি ; যদ্বা, বার্ত্তামুপজীবন্তি, তয়া নিজজীবিকাং সাধয়ন্তি। তথাপি হে অজিত ! ত্রিলোক্যাং সর্ব্বত্রৈবেত্যর্থঃ, তনুবাঙ্মনোভিঃ কৃত্বা তৈরপি ত্বং জিতোঽসি, কিং পুনর্যত্নতঃ সতাং স্থানে গত্বা ভক্ত্যা ত্বৎকথাশ্রবণাদিপরৈরিত্যর্থঃ। তত্র তন্বা জিতত্বং, সততবিচিত্রপরিচর্য্যাদিশক্ত্যা, বাচা চ সতত-ত্বন্নামাদিস্ফূর্ত্ত্যা, মনসা চ সততচিন্তান্তরাবির্ভাবেন ; যদ্বা, তৈরেব তন্বাদিভিঃ সহ জিতোঽসি, ততশ্চ তন্বা সহ জিতত্বং সততং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্ত্যাদি, বাচা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তৎস্তুত্যাদিকং, মনসা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তস্য ধ্যানাদিকমিতি দিক্। অন্যৎ সমানম্। এবং জ্ঞানানাদরেণ ভগবৎকথাশ্রবণপরতায়া মাহাত্ম্যং দর্শিতম্ ॥ ৪৪৮ ॥

———

অথ স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা

তৃতীয়ে শ্রীসনকাদি-স্তুতৌ (১৫।৪৮)—
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিংবান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে ।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৪৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের স্বতঃ পরমপুরুষার্থকতা বিষয়ে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীসন-কাদির স্তবে উক্ত হইয়াছে—হে প্রভো ! অতিশয় রমণীয় ও পবিত্রতা হেতু তোমার যশঃসমূহ কীর্ত্ত-নের যোগ্য এবং তীর্থীভূত। তোমার কথা রসজ্ঞ বিজ্ঞব্যক্তিগণ তোমার আত্যন্তিক অনুগ্রহ স্বরূপ মোক্ষপদও ইচ্ছা করেন না, তোমার ভ্রূভঙ্গী ভীতি সঙ্কুল ইন্দ্রাদি পদের কথা আর কি বলিব ? ৪৪৯ ॥

টীকা—আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যমপি তে প্রসাদং বৈকুণ্ঠলোকং বা তে ন বিগণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে, কিমুত অন্যৎ ব্রাহ্ম্যাদিপদম্। তে তব ভ্রুব উন্নয়ৈঃ উজ্জৃম্ভৈ-রর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্ তৎ ; কে তে ? অঙ্গ হে ভগবন্ ! যে ভবতঃ কথায়াঃ রসজ্ঞাঃ, যতঃ কুশলাঃ নিপুণা, যতস্তদঙ্ঘ্র্যাশ্রয়াঃ। কথম্ভূতস্য ? রমণীয়ত্বেন পাবনত্বেন চ কীর্ত্তনার্হং তীর্থঞ্চ যশো যস্য

তস্য। এবং কথারসজ্ঞানাং বৈকুণ্ঠলোকানাদরেণ কথায়াঃ স্বতঃ পরমফলত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৪৪৯ ॥

চতুর্থে শ্রীভগবন্তং প্রতি সিদ্ধানাং স্তুতৌ (৭।৩৫)—

অয়ং তে কথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশ-দাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৪৫০ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীসিদ্ধগণের স্তুতি শ্রীভগবানের প্রতি—হে ভগবন্! সংসার-দাবাগ্নিতে দগ্ধ এবং বিষয়-তৃষ্ণায় কাতর আমাদের মনোরূপ মত্ত-হস্তী আপনার কথা রূপ পরিশুদ্ধ অমৃত নদীতে অবগাহন করুক, তাহা হইলে ঐ দাবাগ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হইবে এবং পরব্রহ্ম-সাযুজ্যের ন্যায় আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবে না অর্থাৎ তোমার ধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫০ ॥

টীকা—অয়ং মনোগজঃ ত্বৎ কথৈব মৃষ্টং শুদ্ধং পরমমধুরং বা পীযূষং, তন্ময়ী যা নদী, তস্যামবগাঢ়ঃ প্রবিষ্টঃ দাবাগ্নিতুল্যং সংসারতাপং ন স্মরতি স্ম, ন চ ততো নির্গচ্ছতি, তস্যৈব স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বাৎ। ব্রহ্মসম্পন্নবৎ—ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তো জন ইব ॥ ৪৫০ ॥

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদিভিঃ (১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪৫১॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদির উক্তি—আমরা যাগ যোগ প্রভৃতিতে তৃপ্ত হইলেও হে সূত। উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের চরিতকথা শুনিতে শুনিতে রসজ্ঞগণের পদে পদে স্বাদু হইতেও স্বাদু বোধ হইয়া থাকে, সেই চরিত কথায় আমরাও সর্ব্বদা সতৃষ্ণ রহিয়াছি ॥ ৪৫১ ॥

টীকা—এবং লীলাকথাশ্রবণস্য পাপাদিশোধকত্বমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতান্তং মাহাত্ম্যং যথোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং কেষুচিদ্বচনেষু পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভিধায়কত্বাভাবেঽপি তাৎপর্য্যেণ তত্রৈব পর্য্যবসানান্মাহাত্ম্যদার্ঢ্যায়ৈব তানি সংগৃহ্ণাতি—বয়ন্ত্বিত্যাদিনা সেব্যতামিত্যন্তেন। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র বোদ্ধব্যম্। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ স উত্তমঃ, তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ, অলমিতি ন মন্যামহে। অত্র হেতুঃ—যদ্বিক্রমং শৃণ্বতাং, যদ্বা, অন্যে তৃপ্যন্তু নাম, বয়ন্তু নেতি তু-শব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—ত্রিধা হ্যলংবুদ্ধির্ভবতি, উদরাদিভরণেন বা, রসাজ্ঞানেন বা, স্বাদবিশেষাভাবাদ্বা। অত্র শৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বাৎ ন ভরণমিত্যুক্তম্। রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবত্তৃপ্তিনিরাকৃতা। ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি—পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপি স্বাদিতি ॥ ৪৫১ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।১৮।১৪)—

কো নাম লোকে রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ৪৫২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, যথা—মহত্তম পুরুষগণের একান্ত আশ্রয় ও প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলকর গুণ-সমূহের অন্ত, যোগেশ্বর ব্রহ্মা-শিবাদিও প্রাপ্ত হন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় কি কোনও রসজ্ঞব্যক্তি কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন ? ৪৫২ ॥

টীকা—রসবিৎ রসজ্ঞঃ মহত্তমানাং শ্রীনারদাদীনামেকান্তং পরময়নমাশ্রয়ো যস্তস্য কথায়াম্, অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য, কল্যাণগুণানামন্তং যে যোগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ, এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ, পাদ্মো ব্রহ্মা চ মুখ্যো যেষাংতে ॥ ৪৫২ ॥

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ (৫।৭)—

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৪৫৩ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর কহিতেছেন—গো-ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের মঙ্গলের জন্য সেই ভগবান মৎস্যাদি অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে ক্রীড়া করেন এবং যে যে কর্ম্ম করেন, সে সমস্তই আমাদিগকে বলুন। পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত যতই শ্রবণ করি না কেন, আমাদের মনের অতৃপ্তি থাকিয়াই যায় আরও শুনিবার ইচ্ছা হয় ॥ ৪৫৩ ॥

টীকা—মৎস্যাদ্যবতারভেদৈঃ ক্রীড়ন্ যানি বিচিত্রাণি কর্ম্মাণি বিধত্তে, তানি সুশ্লোকমৌলেঃ সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়স্তেষাং মৌলিরিবাধিক্যেনোপরি বিরাজমানস্তস্য চরিতামৃতানি শৃণ্বতামপি নোঽস্মাকং মনো ন তৃপ্যতি ॥ ৪৫৩ ॥

———

দশমস্কন্ধে চ শ্রীপরীক্ষিতা (৫২।২০)—

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বান্ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥৪৫৪

অনুবাদ—দশমস্কন্ধেও শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের কথায়—হে ব্রহ্মন্! মহাফল প্রদা, শ্রুতি সুখদা, কলিমলাপহা এবং নিত্য নব অর্থাৎ প্রতি পদে পদে আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানা এই কৃষ্ণ কথা শুনিয়া কোন শ্রুত সারবিদ্ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন? অর্থাৎ কেহই পরিপূর্ণ তৃপ্তি পান না তাই উহা বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৫৪ ॥

টীকা—পুণ্যা মহাফলাঃ, মাধ্বীঃ শ্রুতিসুখাঃ, লোকস্য মলাপহাশ্চ শৃণ্বান্ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ; শ্রুতজ্ঞঃ শ্রুতসারবিৎ, নিত্যনূতনাঃ প্রতিক্ষণমাশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানাঃ ॥ ৪৫৪ ॥

———

অতো হি শ্রীপৃথুরাজেন প্রার্থিতম্ (শ্রীভাঃ ৪।২০।২৪)—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৪৫৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুরাজের প্রার্থনা—হে প্রভো! হে কৈবল্য পতি! আপনার যশঃ শ্রবণাদি-দ্বারা সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে মুক্তি পদ বা ঐ প্রকার কিছুও আমার প্রার্থনীয় নহে। হৃদয় পূর্ণ করিয়া আপনার যশঃ যাহাতে শ্রবণ করিতে পারি সেই জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দেওয়া হউক, আমি ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ৪৫৫ ॥

টীকা—মহত্তমানামন্তর্হৃদয়ান্মুখদ্বারা নির্গতো যুষ্মাকং তব ত্বদীয়ানাঞ্চ পদাম্ভোজমকরন্দযশঃশ্রবণ-সুখং যত্র নাস্তি, তৎ কৈবল্যমপি ক্বচিৎ কদাচিদপি ন কাময়ে। তর্হি কিং কাময়সে? তদাহ—যশঃ-শ্রবণায় কর্ণানামযুতং বিধৎস্ব। ননু কোঽপ্যেবং ন বৃতবানস্তি? কিমন্যচ্চিন্তয়? ইত্যাহ—মম তু এষ এব বর ইতি ॥ ৪৫৫ ॥

———

অতএব নিশ্চিত্যোক্তং পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে অম্বরীষং প্রতি শ্রীনারদেন—

নাতঃ পরং পরমতোষবিশেষতোষং
পশ্যামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরস্পরেণ ।
সন্তঃ প্রসজ্য যদনন্তগুণাননন্ত-
শ্রেয়োবিধীনধিকভাবভুজো ভজন্তি ॥ ৪৫৬ ॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে দেবর্ষি শ্রীনারদ নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন—ভক্তি বিশেষ নিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অনন্ত মহিম শ্রীভগবানের অনন্ত মঙ্গল-প্রদ গুণগণের যে ভজনা করেন, তাহা অপেক্ষা পরমপরিতোষের বিশেষ তোষ স্বরূপ উচিত পুণ্য আর দেখা যায় না ॥ ৪৫৬ ॥

টীকা—পরস্পরেণ আসজ্য অন্যোন্যম্ আসক্তিং কৃত্বা অনন্তস্য ভগবতো গুণান্. অধিকভাবভুজঃ ভক্তিবিশেষযুক্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫৬ ॥

———

প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতেন (১৮।১০)—

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥৪৫৭॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূত কহিতেছেন—অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীভগবানের গুণ-কর্ম্ম-বিষয়ে যে সকল কথা আছে যাঁহারা সদ্ভাব ইচ্ছা করেন সেই পুরুষগণের তাহা শ্রবণ করা উচিত ॥ ৪৫৭ ॥

টীকা—কিং বহুনা, এতাবদেব কর্ত্তব্যমিতি সর্ব্বশাস্ত্রসারং কথয়তি—যা যা ইতি। কথনীয়ানি উরূণি কর্ম্মাণি যস্য তস্য, গুণকর্ম্মাশ্রয়া গুণকর্ম্ম-বিষয়াঃ, বুভূষুভিঃ সম্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৪৫৭ ॥

দশমস্কন্ধশেষে চ শ্রীবাদরায়ণিনা (৯০।৪৯)—
ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ইতি ॥৪৫৮॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধশেষেও শ্রীশুকবাক্য রহিয়াছে, যথা—লীলাবিগ্রহসকল যাঁহার নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, সেই যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকার কর্ম্ম ও চরিতসমূহ তাঁহার চরণকমলের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রাপ্তি কামী ব্যক্তিগণের শ্রবণ করা উচিত॥ ৪৫৮॥

টীকা—ইত্থমুক্তপ্রকারেণ নিজধর্ম্মো ভগবদ্ধর্ম্মঃ, তস্য রিরক্ষয়া স্বীকৃতমৎস্যকূর্ম্মাদিনানামূর্ত্তেঃ পর-মেশ্বরস্য বিশেষতো যদূত্তমস্য সতঃ তদনুরূপানু-কারীণি কর্ম্মকষণানি কর্ম্মনিবন্ধননিরসনানি কর্ম্মাণি চ চরিতানি শ্রূয়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা, ভবান্ শ্রূয়াদিতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি; যদ্বা, সর্ব্বোঽপি জনঃ শ্রূয়াদিতি সর্ব্বলোকং প্রতি শ্রীবাদরায়ণেরাশীঃ, এব-মপি তদেব তাৎপর্য্যম্। অনুবৃত্তিং তদেকনিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৫৮ ॥

অতঃ কৃষ্ণকথায়াস্তু সত্যামন্যকথাশ্রুতিম্।
তদশ্রুতিঞ্চ বৈমুখ্যং তস্যাং তৃপ্তিমপি ত্যজেৎ ॥৪৫৯

অনুবাদ—অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা থাকিতে অন্য কথা শ্রবণ, ভগবৎকথা শ্রবণ না করা, শ্রীকৃষ্ণ কথায় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, কৃষ্ণকথায় তৃপ্তি অর্থাৎ অল্প শ্রবণ করিয়াই বিরক্তি পূর্ব্বক অনেক হইয়াছে এই-রূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিবে ॥ ৪৫৯ ॥

টীকা—অতোঽস্মাল্লিখিতাদ্ধেতোঃ, সত্যাং বর্ত্ত-মানায়ান্তু অন্যকথায়াঃ শ্রুতিং শ্রবণং, তথা তস্যাঃ কৃষ্ণকথায়াঃ অশ্রুতিম্ অশ্রবণং, তথা তস্যাং কৃষ্ণ-কথায়াং বৈমুখ্যম্, অশ্রদ্ধয়া বলাত্ততঃ পরাঙ্মুখত্ব-মিত্যর্থঃ। তৃপ্তিং কিঞ্চিৎ শ্রবণানন্তরং তত্র বিরক্ত্যা অলংবুদ্ধিমপি ত্যজেৎ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫৯ ।

অথ শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষঃ

তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতি-সংবাদে (৩২।১৯)—
নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥৪৬০

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবৎকথা-ত্যাগাদি দোষ, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি সংবাদে বলা হইয়াছে—অচ্যুত ভগবানের কথামৃত পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিষ্ঠাভোজী শূকরের বিষ্ঠাভোজনের মত অসৎ সকলের কথা শ্রবণ করে, তাহারা অবশ্যই দৈবহত ইহা জানিও অর্থাৎ তাহারা ভাগ্যহীন ॥৪৬০॥

টীকা—এতদেব ক্রমেণ দর্শয়তি—নূনমিত্যাদিনা পশুঘ্নাদিত্যন্তেন। তত্রাদৌ অন্যকথাশ্রবণদোষং লিখতি—নূনমিতি দ্বাভ্যাম্। যে তু অচ্যুতস্য কথা-সুধাং হিত্বা অসতাং গাথাং শৃণ্বন্তি, তে নূনং দৈবেন নিহতাঃ ॥ ৪৬০ ॥

তত্রৈব শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে (১৫।২৩)—
যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ৪৬১ ॥

অনুবাদ—ঐ তৃতীয়স্কন্ধেই শ্রীবৈকুণ্ঠ বর্ণনে—পাপ নাশকারী শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ-বিমুখ হইয়া যে সকল ব্যক্তি অর্থ কামাদি মতিভ্রংশ-কারিণী কুকথায় আসক্ত হয়, তাহারা কখনও সেই বৈকুণ্ঠধামে যাইতে পারে না, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি বলিব? অন্য বিষয়ক কুকথা শ্রবণ তাহা-দের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য সকল হরণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে ॥ ৪৬১ ॥

টীকা—যৎ বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি; কে? যে কুকথাঃ শৃণ্বন্তি। কাস্তাঃ? অঘং পাপং সংসারদুঃখং বা ভিনত্তি নাশয়তীতি; যদ্বা, অঘাসুরং ভিনত্তি মূর্দ্ধ্নি বিদারিতবান্ যঃ, সোঽঘভিৎ তস্য, শ্রীকৃষ্ণস্য রচনা

সৃষ্ট্যাদিলীলা, শাদ্বলজেমনাদিক্রীড়া বা, তস্য অনুবাদাৎ কথনাদন্যবিষয়াঃ, অর্থকামাদিবার্ত্তা যাগযোগাদ্যাশ্রয়া বা মতিভ্রংশিকাঃ। তেষামব্রজনে হেতুঃ—অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু, যদ্বা, ন কেবলং তেষাং তত্রাব্রজনমাত্রং, তাভিশ্চ তেষাং পুণ্যক্ষয়ো দুস্তরনরকপাতশ্চ ভবতীত্যাহ—যাস্ত হতভাগ্যেরেব নরৈঃ শ্রুতাঃ সত্যস্তাংস্তান্ শ্রোতৄন্ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু তমঃসু নরকেষু ক্ষিপন্তি। হন্ত খেদে; কথম্ভূতাঃ? আত্তং সারং শ্রোতৄণাং পুণ্যং যাভিস্তাঃ ॥ ৪৬১ ॥

কিঞ্চ স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

বাচ্যমানন্তু যে শাস্ত্রং বৈষ্ণবং পুরুষাধমাঃ।
ন শৃণ্বন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ ॥৪৬২॥
ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাম্।
ধনমায়ুর্যশো ধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি ॥ ৪৬৩ ॥
ন শৃণোতি হরের্যস্তু কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
অচিরাদেব দেবর্ষে সমূলন্তু বিনশ্যতি ॥ ৪৬৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে— পঠ্যমান বৈষ্ণবশাস্ত্র যে সকল নরাধম শ্রবণ করে না, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহারা সর্ব্বদার জন্যই নরকবাসী হয়, যমই তাহাদের প্রভু। যাহারা বৈষ্ণবী কথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াও তাহা শ্রবণ করে না বা তাহাতে আনন্দিত হয় না তাহাদের ধন আয়ুঃ, যশঃ, ধর্ম্ম ও সন্তান ধ্বংস হয়। হে নারদ! যে ব্যক্তি শ্রীহরির পাপ প্রণাশিনী কথা শ্রবণ হইতে বিরত থাকে, শীঘ্রই সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬২-৪৬৪ ॥

টীকা—অথাশ্রবণদোষং লিখতি—বাচ্যমানন্ত ইত্যাদিচতুর্ভিঃ। সদা যমঃ স্বামীতি সততং নরকে বাস ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬২ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকোক্তৌ (৩।২০)—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাঽসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ৪৬৫ ॥

অনুবাদ - দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকের কথায়—মনুষ্যের কর্ণছিদ্র ভগবৎ কথা শ্রবণ রহিত হইলে বৃথা বলিয়াই গণ্য হয়। আর তাহার যে দুষ্টা জিহ্বা ভগবৎকথা গান করে না তাহা ভেক জিহ্বা তুল্য ॥ ৪৬৫ ॥

টীকা—ন শৃণুতঃ অশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে, তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। ন চেদুপগায়তি তস্য জিহ্বা অসতী দুষ্টা, দর্দ্দুরো ভেকস্তদীয়-জিহ্বেব ॥ ৪৬৫ ॥

তৃতীয়ে শ্রীব্রহ্মস্তৌে (৯।৭, ৫।১৪)—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৪৬৬ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে—সর্ব্ব দুঃখহারিণী আপনার লীলাকথার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া যাহারা তুচ্ছ কমলাদি সুখাশায় লুব্ধ হৃদয়ে সর্ব্বদা অমঙ্গল জনক কর্ম্মাদি করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় দৈবকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগা ॥৪৬৬॥

টীকা—বৈমুখ্যদোষং লিখতি—দৈবেনেতি দ্বাভ্যাম্। প্রসঙ্গাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাৎ কথায়া বা, সর্ব্বাণি অশুভানি অমঙ্গলানি দুঃখানি বা উপশময়তীতি তথা তস্মাৎ। বিমুখানি অশ্রদ্ধয়া নিবৃত্তানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে, বিমুখেন্দ্রিয়ত্বং তৎফলং তদ্ধেতুং বা অভিব্যঞ্জয়তি—কুর্ব্বন্তীতি। অকুশলানি অক্ষেমকরাণি কর্ম্মাণি ॥ ৪৬৬ ॥

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদ-গতিস্মৃতীনাম্ ॥ ৪৬৭ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহাশয়ের বাক্যে —বৃথা, কায়, বাক্য, মন ও ব্যবহারে আসক্ত যে সকল ব্যক্তির আয়ু অনিমিষকাল ক্ষয় করিতেছেন পাপহেতু শ্রীহরিকথায় বিমুখ শোচ্যগণেরও শোচনীয়

সেই মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য আমি শোক করিতেছি ॥ ৪৬৭ ॥

টীকা—এবম্ভূতায়াং কথায়াং যে ন রমন্তে, শোচ্যশোচ্যান্—শোচ্যা যে তেষামপি শোচ্যান্, ততঃ অবিদঃ ভারতাদি-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞান্ হরিকথানভিজ্ঞান্ বা শোচ্যান্। যে জ্ঞাত্বাপি হরেঃ কথায়াং বিমুখাস্তান্ তেষামপি শোচ্যানিতি যোজ্যম্। অনিমিষঃ কালো যেষামায়ুঃ ক্ষপয়তি, অত্র হেতুঃ—বৃথৈব ভগবৎকথা-বৈমুখ্যেন বিফলা বাদগতিস্মৃতয়ঃ বাগ্‌দেহমনো-ব্যাপারা যেষাং তেষাম্ ॥ ৪৬৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ চ (শ্রীভাঃ ৩।১৩।৫০)—

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৪৬৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—অহো! এই জগতে পশু ছাড়া পুরুষার্থ-সারবেত্তা কোন্ জন পুরাবৃত্ত মধ্যে সংসার-নাশক ভগবৎকথামৃত শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিতে বিরত হয়? ৪৬৮॥

টীকা—তৃপ্তিদোষং লিখতি—কো নামেতি ত্রিভিঃ। পুরা-কথানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে ভগবৎ-কথাসুধাং কথঞ্চিদাপীয় কো বিরজ্যেত? বিরমেৎবিরক্ত্যা তৃপ্তিং যাতীত্যর্থঃ। নরেতরং পশু বিনা, সারাসার-জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ৪৬৮ ॥

চতুর্থে শ্রীপৃথুস্তুতৌ চ (২০।২৬)—

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তেহসকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্‌বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৪৬৯ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজ স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে প্রভো! মুক্তিফল পরিত্যাগ করিয়া আমার সাধনাঙ্গ ভক্তি প্রার্থনা করায় অন্যরূপ মনে করিবেন না, পরম মঙ্গলস্বরূপ আপনার যশঃ সাধু-সঙ্গের ফলে যদৃচ্ছাক্রমে যে ব্যক্তির একবার কর্ণগোচর হয়, যদি সে গুণগ্রাহী হয় তাহা হইলে সে কি আর তাহা হইতে বিরত হয়? ফলতঃ পশু ছাড়া অন্য কেহই তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু স্বয়ং কমলা সকল পুরুষার্থ একত্র সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় ঐ যশঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬৯ ॥

টীকা—ননু ভক্তির্মুক্তিফলা, অতঃ ফলং বিহায় সাধনে কোহয়মাগ্রহঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যশ ইতি। হে সুশ্রবো মঙ্গলকীর্ত্তে। শিবং পরমসুখাত্মকং তে যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সকৃদপি যদৃচ্ছয়াপি উপ শ্রোতৃণাং সমীপে উপবিষ্টমাত্রোহপি শৃণোতি, গুণজ্ঞশ্চেৎ কথামাহাত্ম্যাভিজ্ঞশ্চেৎ, স কথং বিরমেৎ? পশুং বিনা—পশুরেব বিরমতি, নান্য ইত্যর্থঃ। গুণাতিশয়ং সূচয়তি, শ্রীর্যৎ যশ এব প্রকর্ষেণ বৃতবতী, গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ সমাহারস্তদিচ্ছয়া, অতো যশঃ-সেবয়ৈব পরমানন্দোহবান্তরফলত্বেনা-খিলার্থসিদ্ধিরপীতি; কিং মূলপরিত্যাগেন পত্র-মাত্রচ্ছায়াশ্রয়ণেনেতি দিক্। অথবা মৎকথাশ্রবণ-মাত্রেণ কৃতার্থ এবাসি, কিং পুনস্তচ্ছ্রবণাগ্রহেণ? তত্রাহ—যশ ইতি। অন্যথা গুণজ্ঞত্বাভাবেন পশুত্বা-পত্তেরিতিভাবঃ, অন্যৎ সমানম্ ॥ ৪৬৯ ॥

দশমারম্ভে শ্রীপরীক্ষিৎ প্রশ্নে (১।৪)—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৪৭০ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধের আরম্ভে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নে—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই তিন প্রকার মনুষ্য মধ্যে হে ব্রহ্মন্! কোন প্রকার মনুষ্যেরও শ্রীহরি চরিত্র শ্রবণে অলংবুদ্ধি হয় না। ফলতঃ উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ মুক্তজনদ্বারা সদা সর্ব্বদার জন্যই পরিকীর্ত্তিত হন এবং এই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন ভবরোগের মহৌষধ। ইহাতে মুমুক্ষুগণের তাহাই মোক্ষের উপায় এবং কর্ণ ও মনের আনন্দদায়ক বলিয়া বিষয়ীগণেরও পরম বিষয়। অতএব আত্ম-ঘাতী কিংবা পশুঘাতী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হইবে? ৪৭০॥

টীকা—অত্র লোকে ত্রিবিধা জনাঃ—মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ, তেষাং মধ্যে কস্যাপি নাত্রালং-প্রত্যয় ইত্যাহ—নিবৃত্ততর্ষৈরিতি, গতভৃষ্ণৈর্মুক্তৈর-পীত্যর্থঃ। মুমুক্ষূণাময়মেবোপায় ইত্যাহ—ভবৌষধাদিতি। বিষয়িণাং পরমো বিষয়োঽয়মেবেত্যাহ—শ্রোত্রমনোঽভিরামাদিতি। উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণা ভক্তবাৎসল্যাদয়ঃ; যদ্বা, উত্তমশ্লোকা যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভগবদ্ভক্তাস্তেষামপি গুণা মহিমানঃ, তেষামনুবাদঃ কথনং তস্মাৎ; যদ্বা অনুবাদয়তীতি অনুবাদঃ শ্রবণং, শ্রোতৃণাং শ্রবণেনৈব বক্তুর্বচনপ্রবর্দ্ধনাৎ; যদ্বা, অনুবাদঃ কথা আখ্যায়িকেত্যর্থঃ, তস্মাৎ কো বিরজ্যেত, নির্বিণ্ণো ভবেৎ বিরমেদিত্যর্থঃ। এবং মুক্তানাং পরমফলত্বেন মুমুক্ষূণাং সংসারদুঃখবিনাশ-নাত্মানন্দ-প্রকাশনয়োঃ পরমসাধনত্বেন, বিষয়িণাং চেন্দ্রিয়সুখপ্রদত্বেন সদা সেব্যত্বান্ন কেষাঞ্চিদপি তৃপ্তিরুচিতেতি ভাবঃ। যদ্যপি মুক্তানাং মুমুক্ষূণামপি বস্তু-স্বভাবতঃ শ্রোত্রমনোভিরামত্বং স্যাদেব, তথাপি একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎ-প্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং, গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ (শ্রীভাঃ ৮।৩।২০) ইত্যাদি-ন্যায়েন শ্রীনারদাদীনামিব, 'জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ' ইত্যাদি-সংকীর্ত্তনপরশ্রীশ্বেতদ্বীপনিবাসিনামিব চ মুক্তানাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনপরত্বেন বহিরন্তশ্চানন্দরস-নিমগ্নত্বাৎ, তথা মুমুক্ষূণাং কেবলং মোক্ষমাত্রাপেক্ষয়া বহিঃশ্রোত্রমনোঽভিরামতানপেক্ষণাৎ। ইন্দ্রিয়-সুখৈকাপেক্ষকাণাং বিষয়িণামেব বিষয়াসক্ত্যা লজ্জাদিনা চ কীর্ত্তনাসম্ভবাৎ শ্রবণমাত্রদ্বারা শ্রোত্রমনোঽভিরামত্বমুক্তম্; যদ্বা, উপগানেন মুক্তানামপি স্বতএব শ্রোত্রমনোঽভিরামতা সিধ্যত্যেব, মুমুক্ষূণাঞ্চ ভবৌষধত্বেন সদা তৎকীর্ত্তন-শ্রবণ-স্মরণম্. তেন চ তত্তদিন্দ্রিয়াভিরামত্বং সিধ্যত্যেব। বিষয়িণাঞ্চ পূর্ব্বোক্ত-যুক্ত্যা কেবলশ্রোত্রমনসোরেবাভিরামত্বম্। যদ্যপি বিষয়িণামপি কদাচিৎ জ্ঞানাদিনা বাগভিরামত্বমপি ঘটেত তথাপি শ্রীপরীক্ষিতা নিজশ্রবণাপেক্ষয়া শ্রীগুণ-গৌরবেণ চ তথোক্তম্। এবং গুণানুবাদস্য সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চ দর্শিতম্। তত্র স্তুতিক্রমোল্লঙ্ঘনেন সাধ্যত্বাৎ পশ্চাৎ সাধনত্বোক্তিঃ। শ্রীপরীক্ষিতো বিনয়-ভরেণ বিষয়িষু নিজান্তঃপাতবিবক্ষয়া। অতঃ সর্ব্বথা সর্ব্বসেব্যত্তস্মাৎ কো বিরজ্যেত? কিঞ্চ, পুমাংশ্চেৎ স্ত্রীবদশক্তঃ ক্লীবচিত্তশ্চ কথঞ্চিদ্বিরজ্যেতাপীত্যর্থঃ; যদ্বা, পুংস এব সর্ব্বত্র প্রাধান্যাৎ পুমানিত্যুক্তম্। তেন চ সর্ব্বোঽপি জনঃ উপলক্ষ্যতে। অপগতা শুক্ শোকো যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তীতি অপশুঘ্নস্তস্মাৎ। 'ঘুটো ধুট্যেকবর্গে' ইতি গকারলোপঃ। পশুঘাতিনো ব্যাধাদিতি বা। বিষয়িত্ব-সম্ভবেঽপি পশুঘাতার্থ-নিরন্তরারণ্যপরিভ্রমণাদি-মহাদুঃখেন লোকদ্বয়-সুখোপেক্ষয়া বিষয়িত্বস্যাপ্যসিদ্ধে পৃথঙ্‌নির্দ্দেশঃ। অস্মিন্ শ্লোকে আপীয়েত্যাদ্যভাবেঽপি শ্রবণানন্তরং কো বিরজ্যেতেত্যেব জ্ঞেয়ম্। নবমস্কন্ধ-কথা-শ্রবণানন্তরমেব শ্রীপরীক্ষিত এবৈত দুক্তেরিতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৪৭০॥

অতএবোক্তং দেবৈঃ পঞ্চমস্কন্ধে (৫।১৯।২৩)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥৪৭১॥

অনুবাদ—অতএব পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণ বলিতেছেন—শ্রীভগবানের কথারূপ অমৃতবাহিনী নদী যেখানে নাই, ভক্ত ও ভাগবতগণের অধিষ্ঠান যেখানে নাই, নৃত্যাদি উৎসব যুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভগবানের যজ্ঞরূপ অর্চ্চনা যেখানে নাই, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয় যোগ্য নয়॥ ৪৭১॥

টীকা—যত্র বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি, মধুরমধুরা ভগবৎকথাঃ সততং ন বর্ত্তন্তে, যদ্বা, বৈকুণ্ঠস্য কথাসুধা আপগাশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাদিনদ্যঃ, বৈকুণ্ঠশব্দেন তৎকথাসুধাপগানামপ্যকুণ্ঠত্বং সর্ব্বথা সূচিতম্। তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ, মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসবা যেষু তথাভূতা, যজ্ঞেশস্য বিষ্ণোর্মখাঃ পূজাঃ, যদ্বা, মহোৎসবাশ্চ জন্মাষ্টম্যাদিবিষয়কাঃ, যজ্ঞেশশব্দেন স এব-মখ যোগ্যঃ, ন ত্বন্য ইত্যভিপ্রেতম্ যদ্বা, গোবর্দ্ধন-মখ-প্রবর্ত্তকত্তদ্‌যজ্ঞভোক্তা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽভিহিতঃ। সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকো ন সেব্যতাং, শ্রদ্ধয়া চিরং নোপভুজ্যতাং, কিন্তু দ্রুতমেব পরিত্যাজ্য-

তামিত্যর্থঃ ; যদ্বা, সেবিতুং ন গম্যতামিত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৪৭১ ॥

অতো নিষেব্যমাণাঞ্চ সর্ব্বথা ভগবৎকথাম্।
মুহুস্তদ্রসিকান্ পৃচ্ছেন্মিথো মোদবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৭২ ॥

অনুবাদ—অতএব সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিলেও ভগবৎকথারসিক-ব্যক্তিগণকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে পরস্পর আনন্দ বৃদ্ধি ঘটিবে ॥ ৪৭২ ॥

টীকা—অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাদ্ধেতোঃ, অপ্যর্থে চকারঃ, সর্ব্বথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদ্যখিল-প্রকারেণ নিতরাং সেব্যমানামপি, মিথঃ প্রষ্টৃশ্রোতৃবক্তৄণামন্যোঽন্যং প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে ভগবৎকথারসিকান্ পৃচ্ছেৎ ॥৪৭২

অথ ভগবৎকথাসক্তিঃ

দশমস্কন্ধে (১৩।২)—

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা ॥ ৪৭৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবৎকথায় আসক্তি, দশমস্কন্ধে—যাঁহারা সারগ্রহণকারী সাধুপুরুষ তাঁহাদের কাছে অচ্যুতবার্ত্তাই বাক্য, কর্ণ ও মনের বিষয় স্ত্রৈণ পুরুষদিগের কামিনীবার্ত্তার মত তাঁহারাও অচ্যুত ভগবানের কথা অনুক্ষণ নূতন নূতন রূপে অনুভব করেন, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব ॥ ৪৭৩ ॥

টীকা—সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং সতাময়মেব নিসর্গঃ স্বভাবঃ। কোঽসৌ? অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং সাধু যথা স্যাত্তথা নব্যবত্তবতীতি যৎ। বিটানাং স্ত্রৈণানাং স্ত্রিয়াঃ কামিন্যা বার্ত্তেব। কথম্ভূতানামপি সতাম্? অচ্যুতবার্ত্তৈব অর্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি ॥ ৪৭৩ ॥

অতএব তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১০।৮৭।১১)—
তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥
ইতি ॥ ৪৭৪ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত দশমস্কন্ধেই আবার বলা হইয়াছে—সেখানকার ঋষিগণ, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও চরিত্র বিষয়ে এবং শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন বলিয়া সকলেই প্রবচনের যোগ্য হইলেও ভগবৎকথা-রসিকাহেতু একজনকে বক্তারূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭৪ ॥

টীকা—অতএব শ্রীসনকাদয়স্তথা চক্রুরিতি লিখতি—তুল্যেতি। শ্রুতাদিভিরবিশেষাঃ অরিমিত্রোদাসীন-হীনত্বেন নিরুপমকরুণাঃ, অতঃ সর্ব্বে প্রবচন-যোগ্যা অপি ভগবৎকথারসিকতয়া একং প্রবক্তারমন্যঞ্চ প্রষ্টারং কৃত্বা পরে শুশ্রূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭৪ ॥

তথা বৈষ্ণবধর্ম্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্।
সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদং সাধূনন্যোঽন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৭৫ ॥
শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবায়ানুপৃচ্ছতে।
অবশ্যং কথয়েদ্বিদ্বান্যথা দোষভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবধর্ম্মসকল নিজে যজন করিলেও পরস্পর প্রীতি বাড়াইবার নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম বিষয়ে সাধুগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। শ্রদ্ধার সহিত বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষ্ণাতব্যক্তি অবশ্যই ইহার উত্তর দিবেন, অন্যথা দোষভাগী হইবেন ॥ ৪৭৫-৪৭৬ ॥

টীকা—তথেতি পূর্ব্বলিখিত-সমুচ্চয়ে। স্বয়ং ক্রিয়মাণানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্, তান্ বৈষ্ণবধর্ম্মান্ যে বিদন্তি, তান্ সাধূন্ সম্যক্ পৃচ্ছেৎ ॥ ৪৭৫ ॥

টীকা—ননু ভগবদ্ধর্ম্মাঃ পরমাগাপ্যাঃ প্রশ্নমাত্রেণ কথং কথ্যাঃ? তত্র লিখতি শ্রদ্ধয়েতি। বিদ্বান্ বৈষ্ণবধর্ম্মাভিজ্ঞশ্চেৎ অবশ্যং কথয়েদেব; কুতঃ বৈষ্ণবায় তত্র চ শ্রদ্ধয়া বারং বারং পৃচ্ছতে। চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে সুগমত্বায় ॥ ৪৭৬ ॥

তদুক্তম্—
নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্ম্মং বিষ্ণুভক্তস্য পৃচ্ছতঃ।
কলৌ ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যাতি শব্দাব্দিকম্ ॥৪৭৭

অনুবাদ—এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে—এই কলিযুগে বিষ্ণুভক্তগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে

ভগবদ্ভক্ত হইয়াও যিনি সেই ধর্ম্ম-বিষয়ে না বলেন, তাঁহার একশত বৎসরের পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ৪৭৭ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম প্রতিপাদন মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে —

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবং ধর্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তমঃ।
সসাগরমহীদানে যৎ ফলং লভতেঽধিকম্ ॥৪৭৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রতিপাদনের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে কথিত আছে—বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবধর্ম্ম দানকারী বিপ্রশ্রেষ্ঠ সসাগরা পৃথিবী দান অপেক্ষাও বেশী ফল পাইয়া থাকেন ॥৪৭৮

টীকা—যৎ ফলং, ত:তাং,প্যধিকং লভতে ॥৪৭৮

কিঞ্চ, তত্রৈব—

অজ্ঞানায় চ যো জ্ঞানং দদ্যাদ্ধর্ম্মোপদেশনম্।
কৃৎস্নাং বা পৃথিবীং দদ্যাত্তেন
তুল্যং হিং তৎ স্মৃতম্ ॥ ৪৭৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই আরও বলা হইয়াছে—অজ্ঞানব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশদানকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীদানের সমান পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭৯ ॥

টীকা—বিশেষতশ্চ ভগবদ্ধর্মং সম্যগজানতে বৈষ্ণবায় অবশ্যং কথয়েদিত্যাহ—অজ্ঞানায়েতি। ভগবদ্ধর্ম্মোপদেশনরূপং জ্ঞানং; যদ্বা, সামান্যধর্ম্মোপদেশরূপমপি ॥ ৪৭৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তৎকথাং শ্রাবয়েদ্‌যস্তু তদ্ভক্তান্ মানবোত্তমঃ।
গোদানফলমাপ্নোতি স নরস্তেন কর্ম্মণা ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তগণকে শ্রীবিষ্ণুর কথা যে নরবর শ্রবণ করান সেই ব্যক্তি গোদানের ফল লাভ করেন ॥ ৪৮০ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—

জ্ঞানমজ্ঞায় যো দদ্যাদ্বেদশাস্ত্রসমুদ্ভবম্।
অপি দেবাস্তমর্চ্চন্তি ভগবন্ধবিদারকম্ ॥৪৮১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—অজ্ঞানব্যক্তিকে যিনি বেদশাস্ত্র সমুদ্ভূত জ্ঞান প্রদান করেন, সেই সংসারমোচনকারী ব্যক্তিকে দেবতারাও পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৪৮১ ॥

টীকা—অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি, যতঃ আত্মনোঽন্যেষামপি সংসারমোচকম্ ॥ ৪৮১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

সৎসঙ্গদেবার্চ্চন-সৎকথাসু
পরোপদেশেঽভিরতো মনুষ্যঃ।
স যাতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তৎ
দেহাবসানেঽচ্যুততুল্যতেজাঃ ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে—যিনি দেবপূজা, সৎসঙ্গ, সৎকথা ও পরোপদেশে অনুরক্ত, তিনি এই দেহাবসানের পর ভগবত্তুল্য তেজস্বী হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ৪৮২ ॥

টীকা—সৎসঙ্গাদিষু পরোপদেশে চ যোঽভিরতঃ; যদ্বা, সৎসঙ্গাদিষু বিষয়েষু যঃ পরং প্রত্যুপদেশস্তস্মিন্ যোঽভিরতঃ, তৎ অনির্ব্বচনীয়ম্, যদ্বা, তস্য উপদেশসম্বন্ধিনো দেহস্যান্ত এব, ন তু জন্মান্তরে ইত্যর্থঃ। ভগবত্তুল্যতেজাঃ সন্ সারূপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ ॥ ৪৮২ ॥

তে চ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভগবদ্ভক্তলক্ষণৈঃ।
ব্যঞ্জিতাঃ কতিচিন্মুখ্যা লিখ্যন্তেঽত্র
পরেঽপি তে ॥ ৪৮৩ ॥
তে তু যদ্যপি বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
তথাপি যত্নাদেকত্র সংগৃহ্যন্তে সসাধনাঃ ॥ ৪৮৪ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ণিত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ দ্বারা কতিপয় মুখ্য ভগবদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, এখন এইস্থানে অন্য কতকগুলি ভগবদ্ধর্ম্মের কথা লিখিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টরূপেই সেই সব ধর্ম্মের কথা বলা হইলেও সুলভনিমিত্ত সাধনের সহিত সেই বচনসমূহ সযত্নে একত্র সংগ্রহ করিতেছি ॥ ৪৮৩-৪৮৪ ॥

টীকা—কে তে বৈষ্ণবধর্ম্মাঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—পূর্ব্বলিখিতৈর্ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণৈর্দ্বার-

ভূতৈর্মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কতিচিদ্ব্যজিতাঃ ব্যক্তীকৃতা এব, অপরেঽপি তে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাঃ কতিচিদত্র লিখ্যন্তে। শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তেরঙ্গান্যেব, তানি চ মুখ্যানি গৌণানি চ কানিচিচ্চ তৎসাধনানি সর্ব্বাণ্যেব একত্রাত্র লেখ্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪৮৫ ॥

টীকা—ননু শ্রীভগবদ্ধর্মাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যক্তমেব বর্ত্তন্তে, কিন্তল্লিখনশ্রমেণ? সত্যং, তথাপি নানা-স্থানস্থিতানি সমাহৃত্য সবিশেষমেকত্র সংগৃহ্যন্ত ইতি লিখতি—তে ত্বিতি। এবং ভক্তলক্ষণেষু পূর্ব্বং লিখিতানামপি কেষাঞ্চিৎ পুনরত্র সংগৃহীতবচনান্তর্বর্ত্তিত্বেন লিখনাদপি ন দোষঃ, একত্রৈব সুখলাভাৎ। সসাধনা ভগবদ্ধর্ম্মস্য সাধনৈঃ সহিতাঃ। তানি চাগ্রে তত্র তত্রৈবাভিব্যঞ্জয়িতব্যানি ॥ ৪৮৪ ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ

তে চোক্তাঃ কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মণা—

অদ্য প্রভৃতি কর্ত্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা ॥৪৮৫
মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনন্তব।
পলার্ধেনাপি বিদ্ধন্তু ভোক্তব্যং বাসরন্তব ॥ ৪৮৬ ॥
ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ।
ভক্তির্ভাগবতী কার্য্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ৪৮৭ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মা কর্ত্তৃক ভগবদ্ধর্ম্ম সকল কথিত হইয়াছে—হে কৃষ্ণ! এখন আমার কি করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা শ্রবণ কর, শ্রীএকাদশীতে ভোজন করিব না এবং সর্ব্বদা জাগরণ করিব। প্রত্যহ মহোৎসব ও তোমার পূজা করিব। একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তোমার দিবস সকল যদি অর্দ্ধপল দ্বারাও বিদ্ধ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রীতি সাধন নিমিত্ত ব্রত-সংযুক্ত অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন করিব এবং প্রাণ ও ধন দ্বারাও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিব ॥৪৮৫-৪৮৭॥

নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ন্তব প্রিয়ম্।
পূজা তু তুলসীপত্রৈর্ময়া কার্য্যা সদৈব হি ॥ ৪৮৮ ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া।
নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব ॥৪৮৯॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতচন্দনেন বিলেপনম্।
করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্ত্তনম্ ॥৪৯০
মথুরায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং ময়া।
তৎকথাশ্রবণং কার্য্যং তথা পুস্তকবাচনম্ ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—তোমার প্রিয় সহস্রনাম নিত্য পাঠ করিব। তুলসীপত্র দ্বারা সর্ব্বদা তোমার পূজা করিব এবং তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা ধারণ করিব। তোমার জাগরণের দিনে নৃত্য-গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিব। তুলসী-কাষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত চন্দন দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ বিলেপন ও তোমার সমীপে তোমার গুণগাথা কীর্ত্তন করিব। প্রতি বৎসর মথুরায় যাইব এবং তোমার কথা শ্রবণ করিব ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুস্তক পাঠ করিব ॥ ৪৮৮-৪৯১ ॥

টীকা—বাসরং একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি; ভক্তি পরিচর্য্যালক্ষণা; পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি ॥৪৮৬-৪৯১॥

নিত্যং পাদোদকং মূর্দ্ধ্না ময়া ধার্য্যং প্রযত্নতঃ।
নৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ ॥ ৪৯২ ॥
নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া।
তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং মুদা ময়া ॥ ৪৯৩ ॥

অনুবাদ—আমি সযত্নে প্রত্যহ তোমার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিব এবং তোমার প্রসাদী নৈবেদ্য ভোজন করিব, তোমার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ এবং তোমার প্রিয় বস্তু তোমাকে নিবেদন করিয়াই সানন্দে তাহা গ্রহণ করিব ॥ ৪৯২-৪৯৩ ॥

টীকা—ইষ্টং প্রিয়ং যদ্বস্তু, তৎ তুভ্যং দত্ত্বা সমর্প্যৈব ময়া ভক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৯৩ ॥

তথা তথা প্রকর্ত্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে।
সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯৪ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সম্মুখে ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যে বস্তু তোমার প্রীতিকর আমি যথারীতি তাহাই করিব ॥ ৪৯৪ ॥

টীকা—তত্তচ্চ সর্ব্বং তব প্রীত্যর্থমেব যথাবিধি

কার্য্যং ন ত্বন্যার্থমিত্যাহ—তথেতি। যদ্বা, অনুক্ত-মন্যদপি সংগৃহ্ণাতি তথা তথেতি, তত্তৎপ্রকারোঽন্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯৪ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদেন (৭।৭।৩২)—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ সাধুসঙ্গেন চৈব হি।
তৎপাদবন্দনাদ্যৈশ্চ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৪৯৫ ॥
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥৪৯৬॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য বালক-গণের প্রতি—হে দৈত্য বালকগণ! গুরুসেবা, গুরু-ভক্তি, সমস্ত প্রকার লব্ধ বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবে-দন, তাঁহার কথায় এবং সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা, তাঁহার চরণবন্দনাদি, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও পূজাদি তথা ভগবান শ্রীহরিকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান চিন্তা এবং সর্ব্বভূতে অভীষ্ট দান দ্বারা উত্তমরূপে সম্মান করিবে ॥ ৪৯৫-৪৯৬ ॥

টীকা—গুরোঃ শুশ্রূষয়া তস্যৈব ভক্ত্যা প্রেম্না, তস্মিন্নেব সর্ব্বেষাং লাভানাং লব্ধানামর্পণেন চ, সাধবঃ সদাচারা যে ভক্তা বৈষ্ণবাস্তেষাং সঙ্গেন, তল্লিঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তীনামীক্ষণমর্হণঞ্চাদির্যেষাং বন্দনা-দীনাং তৈশ্চ ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—কামৈশ্চ তত্তদিষ্টদানৈঃ, এবং নিজ্জিত-ষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরিত্যনেন সর্ব্বেষামেবান্বয়ঃ। অত্র চ ঈশ্বরারাধনাদীনি ভক্ত্যঙ্গানি তৎ-সাধনানি চ গুরু-শুশ্রূষাদীনি জ্ঞেয়ানি ॥ ৪৯৬ ॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ (২।৩৪)—

যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৪৯৭

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীকবিযোগেশ্বর মহা-রাজের বাক্য—মূঢ় বা কৃপণ লোকদের সহজে আত্ম-লাভ সিদ্ধির জন্য শ্রীহরি যে সমস্ত উপদেশ করিয়া-ছেন এবং যাহা আদেশ করিয়াছেন তৎসমুদয়ই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৯৭ ॥

টীকা—সামান্যেন ভাগবতলক্ষণমাহ—যে বৈ ইতি। মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বাঽতিরহস্য-ত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাম্ অঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধয়ে জীবস্য স্বরূপস্ফূর্ত্যৈ, ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে বা যে বৈ উপায়াঃ 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি' (শ্রীগীঃ ৯।২৭) ইত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মার্পণ-রূপাঃ প্রোক্তাস্তান্ বিদ্ধি; এতে চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব; যদ্বা, অন্তরঙ্গত্বাভাবেন মুখ্যাঃ। যদ্বা, দাস্যান্তর্গতা বাহ্যাঃ; যদ্বা, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (শ্রীগীঃ ১৮।৬৫) ইত্যাদিনা স্মরণাদয়ঃ যে অর্জ্জুনং প্রতি, তথা 'শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২০) ইত্যাদিনা যে চোদ্ধবং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগ-বতা প্রোক্তাস্তান্; ততশ্চ সর্ব্বে প্রায়ো মুখ্যা এবেতি ॥ ৪৯৭ ॥

তত্রৈব প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ (শ্রীভাঃ ১১।৩।২৩-৩০)—

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥৪৯৮

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই প্রবুদ্ধ যোগেশ্বরের বাক্যে—প্রবুদ্ধ বলিলেন হে রাজন্! বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া অনাসক্ত হইয়া সৎসঙ্গ করিবে। পরে হীন জনের প্রতি কৃপা, সমভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে মিত্রতা এবং নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি যথোচিত সম্মান শিক্ষা করিবে ॥৪৯৮॥

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ৪৯৯ ॥

অনুবাদ—তারপর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ এবং দম্ভ, মান প্রভৃতি বর্জ্জন দ্বারা আন্তরিক শৌচ, তারপর তপঃ অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, মৌন অর্থাৎ বৃথাবাক্যের উচ্চারণ, স্বাধ্যায়, সারল্য, ব্রহ্ম-চর্য্য, অহিংসা অর্থাৎ প্রাণি মাত্রের অনিষ্ট না করা এবং শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদির সহ্য করার অভ্যাস করিবে ॥ ৪৯৯ ॥

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ৫০০ ॥

অনুবাদ—তারপর সচ্চিৎস্বরূপে সর্ব্বত্র আত্মার ঈক্ষণ, ঈশ্বরকে নিয়ন্তা বলিয়া মান্য, জনহীন স্থানে বাস, গৃহাদিতে অভিমান শূন্যতা, বিজনপতিত পবিত্র

বস্ত্র খণ্ড বা বল্কল পরিধান এবং যে কোন প্রকারে হউক সন্তোষ শিক্ষা করিবে ॥ ৫০০ ॥

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ৫০১ ॥

অনুবাদ—ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্র বিষয়ে অনিন্দক হওয়া, মনঃ, বাক্য ও শরীরের দণ্ডবিধান, যথার্থ ভাষণ ও শমদমাদি অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যইন্দ্রিয় সকলকে নিয়ন্ত্রিত রাখার শিক্ষা করিবে ॥ ৫০১ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ৫০২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি যিনি অদ্ভুত কর্ম্মা তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসমূহের শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ম্ম করিবে ॥ ৫০২ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্
যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ৫০৩ ॥

অনুবাদ—ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, স্বপ্রিয় বস্তু, কলত্র, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ এ সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করা উচিত ॥ ৫০৩ ॥

টীকা—'তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ' (শ্রীভাঃ ১১।৩।২২) ইত্যুক্তান্ তান্ দর্শয়তি—সর্ব্বতঃ ইত্যষ্টভিঃ। যথোচিতমিতি হীনেষু দয়াং, সমেষু মৈত্রীম্, উত্তমেষু চ প্রশ্রয়ং শিক্ষেদিতি সর্ব্বত্র পূর্ব্ব-শ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। শৌচং বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ, আভ্যন্তরঞ্চাদম্ভামানাদি, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, তিতিক্ষাং ক্ষমাং, মৌনং বৃথাবাচামনুচ্চারণম্, স্বাধ্যায়ং যথাধি-কারং বেদপাঠাদি, আর্জ্জবং স্বচ্ছতাম্। ব্রহ্মচর্য্যং যস্য যাদৃগুচিতম্, ঋতুষু স্বদারনিয়মাদি, অহিংসা ভূতেষ্বদ্রোহঃ দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ শীতোষ্ণসুখ-দুঃখাদি-রূপয়োঃ সমং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্, আত্মেশ্বরান্বীক্ষাং সচ্চিদ্রূপেণাত্মেক্ষাং নিয়ন্তৃরূপেণেশ্বরেক্ষাঞ্চ, কৈবল্য-মেকান্ত-শীলত্বম্। অনিকেততাং গৃহাদ্যভিমান-রাহিত্যম্, বিবিক্তচীর-বসনং বিজনপতিতানাং বস্ত্র-খণ্ডানাং শুদ্ধানাং বা বল্কলাদীনাং পরিধানম্ ভাগ-বতে ভগবৎ-প্রতিপাদকে শ্রীভাগবতে বা, অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ অনিন্দাং, মনসঃ প্রাণায়ামৈঃ, বাচো মৌনেন, কায়স্যানীহয়া দণ্ডম্। সত্যং যথার্থভাষণম্, শম-দমৌ অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ—ইমানি চ প্রায়ঃ সাধনান্যুক্তানি। ভক্তের্মুখ্যাঙ্গান্যাহ—শ্রবণমিতি চতুর্ভিঃ। হরের্জন্মকর্ম্মগুণানাং শ্রবণাদি, অদ্ভুত-কর্ম্মণ ইতি জন্মাদীনি সর্ব্বাণ্যেবাদ্ভুতানীতি সর্ব্বেষা-মপি জন্মাদীনামদ্ভুতত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অদ্ভুতানি জগদাশ্চর্য্যকরাণি কর্ম্মাণি পূতনাবধাদীনি যস্য তস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদর্থে হর্য্যুদ্দেশেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার্থং বা সর্ব্বং কর্ম্ম বিশেষতো যজনাদি তদর্থে শিক্ষেৎ। ইষ্টং দত্তমিত্যাদয়ো ভাবে নিষ্ঠাঃ। বৃত্তং সদাচারঃ, আত্মনঃ প্রিয়ং গন্ধপুষ্পাদি, দারাদীনপ্যালক্ষ্য পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং, তৎ-সেবকতয়া সমর্পণং যত্তৎ শিক্ষেৎ ॥ ৪৯৮-৫০৩ ॥

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ৫০৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে কৃষ্ণভক্ত জনগণের সহিত মিত্রত্ব এবং স্থাবর জঙ্গমের পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ মানুষের প্রতি, তারমধ্যে আবার ধর্ম্মশীল জনে, তার-মধ্যে আবার ভগবদ্ভক্তজনের পরিচর্য্যা বা সেবা শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ৫০৪ ॥

টীকা—কৃষ্ণ এবাত্মা নাথশ্চ যেষাং, শ্রীকৃষ্ণ আত্মনঃ স্বস্য নাথো যেষামিতি বা ; যদ্বা, কৃষ্ণো জীবনস্বামী যেষাং তেষু। উভয়ত্র স্থাবরে জঙ্গমে চ যা পরিচর্য্যা তাং, বিশেষতো নৃষু, তত্রাপি সাধুষু স্বধর্ম্মশীলেষু, ততোঽপি মহৎসু শ্রীভাগবতবরেষু। যদ্বা, বিশেষতঃ সাধুষু দয়ালুষু মহৎসু নৃষ্বিতি ॥৫০৪

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৫০৫ ॥

অনুবাদ—তারপর ভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভ হইলে, পবিত্র ভগবদ্‌যশের পরস্পর কথোপকথন, অহঙ্কার, গর্ব্ব প্রভৃতি ত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি বিনিময়, সন্তোষ ও দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ৫০৫॥

টীকা—তৈশ্চ সহ সঙ্গম্য যৎ পাবনং ভগবদ্‌যশঃ, তস্য পরস্পরানুকথনং শিক্ষেৎ ; যদ্বা, যশঃ প্রতি, তত্র

সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন মিথো যা রতিঃ রমণং, যা চ তুষ্টিঃ সুখং, যা চ নিবৃত্তিঃ সমস্তদুঃখনিবৃত্তিস্তাং শিক্ষেৎ ॥ ৫০৫ ॥

শ্রীভগবতা চ (শ্রীভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১)—
মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ ।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বো গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥৫০৬॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥ ৫০৭ ॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্ ।
গীততাণ্ডব-বাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥ ৫০৮ ॥
যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু ।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥ ৫০৯ ॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥ ৫১০ ॥
সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবৎ যদমায়য়া ॥ ৫১১ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৫১২
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫১৩ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের বাক্য—আমার বিগ্রহ বা আমার ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, সেবা, নমস্কার, স্তুতি ও গুণকীর্ত্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, মদনুধ্যান, সর্ব্বপ্রকার লব্ধবস্তু আমায় নিবেদন, দাস্য ভাবে আমাতে আত্মনিবেদন, আমার জন্ম-কর্ম্মের কথন, আমার পর্ব্বদিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতির অনুমোদন, আমার মন্দিরে গীত, নৃত্য, বাদ্য ও সদলে মহোৎসব, আমার বাৎসরিক পর্ব্বসকলে যাত্রা ও পূজোপহার বিধান, আমার বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা, আমার ব্রত পালন, আমার শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে শ্রদ্ধা এবং উদ্যান উপবন, ক্রীড়াস্থল, পুর, মন্দির প্রভৃতি আমার প্রীতিবিধানের জন্য নিজে বা বহুজন মিলিত ভাবে উদ্যোগ, সংমার্জ্জন, গোবর প্রভৃতির দ্বারা অনুলেপন, জল সেচন, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি অর্পণ, ভৃত্যবৎ অপকটভাবে আমার মন্দিরে সেবা করা, অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, কৃত কার্য্যের উল্লেখ না করা, আমাতে অর্পিত দীপের আলোকে অন্য কার্য্য অকরণ, যে যে দ্রব্য লোকদের অভিলষিত এবং যাহা নিজের অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে এবং ইহা দ্বারাই অনন্ত ফল লভ্য হইবে ॥ ৫০৬-৫১৩ ॥

টীকা—কৃপালুরিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ সাধু-লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং ভক্তের্লক্ষণমাহ—মল্লিঙ্গ ইত্যষ্ট-ভিঃ। লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি, মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজনানামেব পরিচর্য্যাদি, তত্র প্রহ্বো নমস্কারঃ, পর্ব্বাণি জন্মাষ্ট-ম্যাদীনি, তদনুমোদনং বলিবিধানং পুষ্পোপহারাদি-সমর্পণং, সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বস্বিতি চাতুর্মাস্যৈকাদস্যা-দিষু বিশেষতঃ ইত্যর্থঃ। উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি স্বতঃ, অসতি চান্যৈঃ সম্ভূয় চোদ্যমঃ। উদ্যানং পুষ্পপ্রধানং বনং, উপবনং ফলপ্রধানং, আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং, সংমার্জ্জনং রজসোঽপাককরণং ; উপ-লেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং, সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং, মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিকরণম্, মহ্যং মম ॥ ৫০৬-৫১১ ॥

টীকা—কৃতস্য ধর্ম্মস্য অপরিকীর্ত্তনং, স্বয়মন্যেন বা নিবেদিতং ন স্বীকুর্য্যাৎ। এতচ্চ সাধারণস্থাবর-বিষয়ং রাগপ্রাপ্তবিষয়ং বা ভক্ত্যা তু গ্রাহ্যমেব ; 'ষড়্-ভির্মাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণো-র্নৈবেদ্যসিক্থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ ॥ হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥' ইত্যাদিবচ-নেভ্যঃ। যদ্বা, অন্যস্মৈ নিবেদিতং মে নোপযুঞ্জ্যাৎ, মহ্যং ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ, 'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদা-নন্ত্যায় কল্পতে। পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাৎ হরয়ে পর-মাত্মনে। রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ ॥' ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। যদ্বা, পূর্ব্বং মে নিবেদিতং সন্তং পুনর্মে ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ। এতচ্চ স্থাবরাতিরিক্ত-নির্ম্মাল্যবিষয়কং জ্ঞেয়ং, ভূষণাদীনাং পুনরর্পণে দোষাভাবাৎ, স চ পূর্ব্বমেব তত্তৎপ্রকরণে লিখিতো-ঽস্তি। আনন্ত্যায় শ্রীবিষ্ণুলোকায়, মল্লিঙ্গেত্যাদিষু চাত্র ভক্তেরঙ্গান্যেব প্রায়েণোক্তানি, তত্র কানিচিন্মুখ্যানি চ, অমানিত্বমিত্যাদৌ চ সাধনান্যেবেতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৫১২-৫১৩ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২০-২৩)—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্ ।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥৫১৪॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৫১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—আমার কথাসুধায় সর্ব্বদা শ্রদ্ধা, আমার নামের নিত্য অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় বিশেষ নিষ্ঠা, স্তুতিসমূহ দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং এই ভাবে আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজা এবং সর্ব্বভূতে আমাকে দর্শন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার উত্তম পূজা ॥ ৫১৪-৫১৫ ।

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥ ৫১৬ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতন্তপঃ ॥৫১৭॥

অনুবাদ—আমার উদ্দেশ্যে লৌকিক কার্য্য, লৌকিক বাক্যেও আমার গুণকীর্ত্তন, আমাতে সমর্পিত চিত্ত, সর্ব্বপ্রকার কামনার ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য অর্থ, ভোগ, সুখ পরিত্যাগ এবং ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, জপ, হোম, ব্রত, তপস্যা এই সমস্ত আমার ভক্তির কারণ ॥ ৫১৬-৫১৭ ॥

টীকা—পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণমিতি প্রতিজ্ঞাতমেবাহ—শ্রদ্ধেতি চতুর্ভিঃ ; শ্রদ্ধা শ্রবণাদরঃ শশ্বদিতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে। মদনুকীর্ত্তনং শ্রবণানন্তরং মৎকথাব্যাখ্যানেমিত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া, বচসা লৌকিকেনাপি মদ্‌গুণানামীরণং কথনং, মদর্থে মদ্ভজনার্থং তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ, ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ, সুখস্য চ পুত্রোপলালনাদেঃ ; যদ্বা, অর্থো ধনং, ভোগো বিষয়োপভোগঃ, সুখং মোক্ষানন্দঃ, তেষাং পরিত্যাগঃ ; ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম্ম, তদপি মদর্থং চেদ্ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। অত্রাদৌ প্রায়ো ভক্তের্ম্মুখ্যান্যঙ্গান্যুক্তানি। সর্ব্বকামবিবর্জ্জনাদীনি চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব ॥ ৫১৪-৫১৭ ॥

অপি চাগ্রে (শ্রীভাঃ ১১।২৯।৯-১২)—

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থে শনকৈঃ স্মরন্ ।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৫১৮ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্ ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ৫১৯ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধে আরও বলা হইয়াছে—আমাকে স্মরণ করিয়া, আমাতে মন দিয়া, আমার ধর্ম্মে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া, আমার জন্য অল্পে অল্পে সর্ব্বকর্ম্মই করণীয়। আমার ভক্ত সাধু কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্য দেশে আশ্রয় লইবে ও দেবাসুর-মনুষ্য-মধ্যে আমার ভক্তকর্ত্তৃক আচরিত ব্যবহার পালন করিবে ॥ ৫১৮-৫১৯ ।

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্ ।
কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ ৫২০ ॥
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৫২১ ॥

অনুবাদ—সকলে একত্রে পৃথক্ পৃথক্ নৃত্য গীতাদি দ্বারা ও মহা আড়ম্বরে আমার জন্য সকল যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশবৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে আমাকে দর্শন করিবে ॥৫২০-৫২১॥

টীকা—'হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্' ইতি প্রতিজ্ঞায় তানেবাহ—কুর্য্যাদিতি চতুর্ভিঃ। মাং স্মরণ্ শনকৈঃ অসম্ভ্রমতঃ কুর্য্যাৎ, তদাহ—ময়ীতি, অর্পিতে মনশ্চিত্তে সঙ্কল্পবিকল্পানুসন্ধানাত্মিকে যেন, অতএব মদ্ধর্ম্মেষ্বেবাত্মমনসো রতির্যস্য সঃ, পুণ্যদেশলক্ষণং মদ্ভক্তৈরিতি। দেবাদিষু যে যে মদ্ভক্তাস্তেষামাচরিতানি কর্ম্মাণি চাশ্রয়েৎ। সত্রেণ সম্ভূয় বা। সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামবেক্ষেত। ননু কথমেকস্য সর্ব্বেষ্বনুবৃত্তিঃ ? তত্রাহ বহিরন্তশ্চ অপাবৃতং পূর্ণমিত্যর্থঃ। এষু চ ক্রমেণ সাধনানি ভক্ত্যঙ্গানি চ মুখ্যান্যপি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ বিবেচনীয়ানীতি দিক্ ॥৫১৮-৫২১॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদেন (৭।৩৩)—

এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৫২২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ দৈত্য বালকগণকে কহিয়াছেন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়্‌বর্গ এই সকল কর্ম্মদ্বারা জয় করিয়া শ্রীভগবান বাসুদেবে ভক্তি বিধান করিতে হয়, তাহা হইলেই ভগবদ্বিষয়া রতি লাভ হয় ॥ ৫২২ ॥

টীকা—এবমুক্ত-গুরুশুশ্রূষাদিপ্রকারেণ নির্জ্জিতঃ ষণ্ণাং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাণামিন্দ্রিয়াণাং বা বর্গো যৈস্তৈঃ, ভক্তিঃ ঈশ্বরারাধনরূপৈব ; যয়া ভক্ত্যা, রতিঃ প্রেমা ॥ ৫২২ ॥

একাদশে শ্রীনারদেন (২।১২)—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বাহনুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥৫২৩

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীনারদ কহিয়াছেন—হে বাসুদেব! ভাগবত ধর্ম্ম শ্রুত বা পঠিত কিংবা ধ্যাত বা অনুমোদিত হইলে বিশ্বদ্রোহী জনকেও শীঘ্রই পবিত্র করিয়া থাকে, ইহার মাহাত্ম্যই এরূপ জানিবে ॥ ৫২৩ ॥

টীকা—আদৃতঃ আস্তিক্যে গৃহীতঃ, অনুমোদিতঃ পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ, সদ্ধর্ম্মঃ ভগবদ্ধর্ম্মঃ, দেব হে বাসুদেবঃ ; যদ্বা, দেবেভ্যো বিশ্বস্মৈ চ দ্রুহ্যন্তি যে তানপি ॥ ৫২৩ ॥

তত্রৈব শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৫)—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৫২৪॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই শ্রীকবিযোগেশ্বর-বাক্য—হে রাজন্! মানুষ যদি ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহা হইলে চোখ বুঝিয়া দৌড়াইলেও কখনও তাহার বিঘ্ন ঘটে না বা সে স্খলিত বা পতিত হয় না ॥ ৫২৪ ॥

টীকা—যান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ আস্থায় আশ্রিত্য যোগাদিষ্বিব ন প্রমাদ্যেত, বিঘ্নৈর্ন বিহন্যেত। কিঞ্চ, নিমীল্য নেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং নামাজ্ঞানং, যথাহ—'শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥' ইতি। অজ্ঞাত্বাপীত্যর্থঃ ; যথা পদন্যাস-স্থানমতিক্রম্য শীঘ্রং পরতঃ পদন্যাসেন গতির্ধাবনং, তদ্বদত্রাপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদতিক্রম্যাতি-শীঘ্রমনুষ্ঠানং ধাবনং, তথানুতিষ্ঠন্নপি ন স্খলেৎ, ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ, তথা ন পতেৎ, ফলান্ন ভ্রশ্যেৎ ॥ ৫২৪ ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ (শ্রীভাঃ ১১।৩।৩৩)—

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ৫২৫ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বরের বাক্য—এই প্রকার ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিলে তদুৎপন্ন প্রেমভক্তি সহকারে নারায়ণপর হইয়া অতি দুস্তরা মায়াকে জয় করা যায় ॥ ৫২৫ ॥

টীকা—তদুত্থয়া ভাগবতধর্ম্মোৎপন্নয়া ভক্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠয়া নারায়ণপরঃ সন্ অতিদুস্তরামপি মায়াম্ অঞ্জঃ সুখেন তরতি ॥ ৫২৫ ॥

শ্রীভগবতা চ (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২৪)—

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ
কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ৫২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিতেছেন—হে উদ্ধব! এই প্রকার ধর্ম্মদ্বারা আত্মনিবেদিত নরগণের আমাতে ভক্তি জন্মে তখন আর অন্য কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা থাকে না ॥ ৫২৬ ॥

টীকা—এবমীদৃশৈরেতৈর্বা আত্মনিবেদিনাং সতাং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা সম্যগ্‌জায়তে। অস্য ভক্তস্য অন্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে? সর্ব্বোঽপি স্বত এব ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, অস্য মম, ততশ্চ সতাং মদ্ভক্তিসম্যগাবির্ভাবে সতি মমৈব কৃতার্থতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২৬ ॥

কিঞ্চাগ্রে (শ্রীভাঃ ১১।২৯।২০)—

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥ ইতি ॥৫২৭

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—শ্রীভগবান উদ্ধব মহারাজকে কহিলেন, আমার এই ধর্ম্মে প্রাথমিক অবস্থায় বৈগুণ্য বা প্রাতিকূল্য আসিলেও নিষ্কাম ব্যক্তির অল্প পরিমাণত ধর্ম্ম নাশ হয় না, কেননা আমি যেরূপ নির্গুণ সেইরূপ এই ধর্ম্মও নির্গুণত্ব বশতঃ ইহা সম্যক্ ব্যবসিত ॥ ৫২৭॥

টীকা—অঙ্গ হে উদ্ধব। অনাশিষো নিষ্কামস্য; যদ্বা, ন বিদ্যতে আশীর্যস্মাৎ সতাং পরমাশীর্ব্বাদ-রূপস্যেত্যর্থঃ। উপক্রমে আরম্ভে সতি অণ্বপি ঈষ-দপি বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্ত্যেব, যতো মমৈব নির্গুণ-ত্বাদয়ং ধর্ম্মঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো নিশ্চিতঃ, ন তু মন্বাদি-মুখেন কথঞ্চিৎ; যদ্বা, নিরাশিষো মোক্ষস্য নির্গুণ ত্বাৎ ফলবিশেষাভাবাৎ সম্যক্ তস্মাদপি সমীচীন ইত্যয়ং ব্যবসিতঃ ইতি ॥ ৫২৭ ॥

অলাভে সৎসভায়াস্তু শুশ্রূষুঞ্চ নিজালয়ে।
দেবালয়ে বা শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদ্ভগবৎকথাম্ ॥৫২৮॥

অনুবাদ—যদি সৎসভার অভাব ঘটে, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজ গৃহে বা দেবালয়ে গিয়া শুশ্রূষুজনকে ভগবৎকথা স্বয়ং বলিবেন ॥ ৫২৮ ॥

টীকা—এবং সতাং সভায়াং গত্বা ভগবল্লীলা-কথাং শৃণুয়াৎ, ভগবদ্ধর্ম্মাংশ্চ পৃচ্ছেদিতি লিখিতম্। যত্র চ তাদৃশী সভা নাস্তি, তত্র কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষয়াং লিখতি—অলাভে ইতি। শাস্ত্রজ্ঞশ্চেত্তর্হি শ্রোতুমিচ্ছুষু জনেষু ভগবৎকথাং স্বয়মেব কথয়েৎ। ক্ব? নিজা-লয়ে দেবালয়ে বা ॥ ৫২৮ ॥

অথ শ্রীভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীভগবতা অর্জ্জুনং প্রতি—

মৎকথাঃ কুরুতে যস্তু বৈষ্ণবানাং সদাগ্রতঃ।
ইহ ভোগানবাপ্নোতি তথা মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ৫২৯

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবল্লীলাকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে অর্জ্জুনকে স্বয়ং শ্রীভগবান কহি-তেছেন—বৈষ্ণবগণের নিকট সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ লাভ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫২৯ ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদেন (৫।২২)—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ৫৩০ ॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্য—পণ্ডিতগণ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণনকেই তপস্যা, বেদ-পাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দান এই সকল কর্ম্মের নিত্যফল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫৩০ ॥

টীকা—ভগবল্লীলাকথা-কীর্ত্তনেনৈব তপ-আদি সর্ব্বং সফলং স্যাৎ। যদ্বা, ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তন-মেব তপ-আদীনাং ফলমিত্যাহ—ইদং হীতি। শ্রুতা-দয়ো ভাবে নিষ্ঠা। ইদমেব তপঃশ্রবণাদেঃ অবিচ্যুতো নিত্যোঽর্থঃ ফলম্। কিন্তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানু-বর্ণনং লীলাকথাকীর্ত্তনমিতি যৎ ॥ ৫৩০ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।৬।৩৫)—

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥ ৫৩১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—ইহা আমি সুন্দর রূপেই বুঝিয়াছি যে পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগের ইচ্ছায় কাতরচিত্ত জীবগণের শ্রীহরিলীলাকীর্ত্তনই একমাত্র ভবসাগর পারের ভেলা ॥ ৫৩১ ॥

টীকা—মুহুর্মাত্রাণাং বিষয়াণামুপভোগস্যেচ্ছয়া আতুরাণি বিকলানি চিত্তানি যেষাং তেষামপি হরেঃ চর্য্যায়া লীলায়া অনুবর্ণনং যৎ; যদ্বা, মুহুরাতুর-চিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়াপি যৎ হরিচর্য্যানুবর্ণনং, এতদেব হি নিশ্চিতং ভবসিন্ধোঃ প্লবঃ, পোতঃ সুখো-ত্তারসাধনম্। ন কেবলং শ্রুতিপ্রামাণ্যেন, কিন্তু অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ ॥ ৫৩১ ॥

একাদশে শ্রীশুকেনাপি (৩১।২৮)—

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ শন্তমানি।

অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫৩২॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে—শ্রীশুকদেব গোস্বামী পাদও বলিয়াছেন—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীহরির এই সকল পরম অদ্ভুত মনোজ্ঞ অবতার কথা এবং পূতনাবধাদি সুমঙ্গল বাল্যচরিত কথা ইহলোকে কিংবা অন্যলোকে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্যগণ পরমহংসগণের গতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৩২ ॥

টীকা—রুচিরাণামবতারাণাং মৎস্যাদীনাং বীর্য্যাণি পরমাদ্ভুত-চরিতানি বাল্যচরিতানি চ পূতনা-বধাদীনি লোকত্রয়েঽপি শন্তমানি মঙ্গলানি পরমসুখ-রূপাণি বা, পরামুৎকৃষ্টাং প্রেমলক্ষণামিত্যর্থঃ পরম-হংসানাং গতৌ শ্রীকৃষ্ণে ॥ ৫৩২ ॥

অতএব শ্রীপ্রহলাদেন নৃসিংহস্তুতাবুক্তম্
(শ্রীভাঃ ৭।৯।১৮)—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ৫৩৩ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীপ্রহলাদ-কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহ-দেবের স্তুতিতে (৭।৯।১৮ শ্লোকে) বলিয়াছেন—হে নৃসিংহদেব ! আপনার দাস সেই আমি তোমার লীলা-কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাদুঃখসমূহ অনায়াসে তরিয়া যাইব। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণ্য করি না। তাহার কারণ বিষয়াসক্তি হইতে আমি বিশেষরূপে মুক্ত। তাহা কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলি—তোমার শ্রীচরণ যুগলই যে ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহারাই সারাসারবিবেকী, তাঁহা-দের সঙ্গ যে আমার হইয়াছে, সেই আমি (সোঽহম্)।

কিরূপ ভগবানের কথা? যে তুমি প্রিয়সুহৃদ ও পরমদেবতা, তোমার কথাও তদ্রূপ। অতএব পরম সুখময়হেতু সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। ইহা কিরূপে জানিলে—ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত লীলাকথা সম্প্রদায় পরম্পরা প্রাপ্ত, শ্রীসনকাদি পরমহংসাচার্য্য সেবিত কথা। ইহার আনুষঙ্গিক ফলে সংসার দুর্গ অনা-য়াসে তরিয়া যাইব ॥ ৫৩৩ ॥

টীকা—সোঽহং ত্বদ্দাসঃ, ভো নৃসিংহ! তব লীলাকথা অনুগৃণন্ দুর্গাণি মহাদুঃখানি অঞ্জসা অনা-য়াসেন তিতর্ম্মি তরামি, ন গণয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—গুণৈ রাগাদিভির্বিশেষেণ প্রমুক্তঃ সন্। তৎ কুতঃ? তে পদযুগমেবালয়ো যেষাং ভক্তানাং ত এব হংসা জ্ঞানিনঃ সারাসারবিবেকিনো বা, তৈঃ সঙ্গো যস্য মম সোঽহম্। কথম্ভূতস্য কথাঃ? প্রিয়স্যেত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণানেন কথায়া অপি প্রিয়ত্বা-দিবিবক্ষয়া পরমসুখময়ত্বাদিকং, তেন চ সদানুকীর্ত্তন-মভিপ্রেতম্। কুতো জ্ঞাতাঃ? বিরিঞ্চিনা গীতাঃ তৎসম্প্রদায়প্রবৃত্তাঃ। তথা চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—'দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্' ইত্যাদি। এতেন কথায়াঃ পরমপুরুষার্থতা চ দর্শিতা, সনকাদিপরমহংসাচার্য্যে-ণাপি সেবিতত্বাৎ। দুর্গাণি তিতর্ম্মীতি আনুষঙ্গিক-ফলমাত্রমিতি দিক্ ॥ ৫৩৩ ॥

গোপিকাভিরপি গীতম্ (শ্রীভাঃ ১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৫৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজদেবিগণও গান করিয়াছেন—তব কথামৃতং, হে জীবন কৃষ্ণ! তোমার কথাই অমৃত ইহার কারণ আমাদিগকে তোমার বিরহতাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রসিদ্ধ অমৃত হইতে কথামৃতের উৎকর্ষ ব্রহ্মাদি কবিগণ ইহার স্তব করিয়াছেন এবং দেবভোগ্য অমৃতকে তাহারা তুচ্ছ করিয়াছেন। এই কথামৃত কাম পীড়া নিবারণ করে। স্বর্গীয়া অমৃত কামপীড়া বর্দ্ধন করে। আরও কথামৃত শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। আরও কথামৃত 'শ্রীমৎ' সুশান্ত। স্বর্গীয়া সুধামাদক। এইরূপ গুণবিশিষ্ট তোমার কথামৃত যাহাতে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে, তজ্জন্য যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা ভূরিদা' বদান্য, দাতা-শ্রেষ্ঠ। জীবগণের প্রকৃত পারমার্থিক জীবন দান করেন। এইরূপ তোমার কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন ও প্রচার করেন, তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে পরমসুকৃতিমান ছিলেন ॥ ৫৩৪ ॥

টীকা—কথৈবামৃতম্ অত্র হেতুঃ—তপ্তজীবনম্। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহঃ—কবিভির্ব্রহ্মাদিভিরপীড়িতং স্তুতং, দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ, কল্মষাপহং কামকল্মষনিরসনং, তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং, তত্তদনুষ্ঠানাপেক্ষম্; কিঞ্চ, শ্রীমৎ সুশান্তং, তত্তুমাদকম্। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং আততং যথা ভবতি, তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। অধুনা চ তাদৃশালাভেন বয়ং মৃতা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, এবম্ভূতং যে গৃণন্তি, তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ পরমসুকৃতিন ইত্যর্থঃ। অতো বয়ং তাদৃশাদৃষ্টাভাবেন ত্বৎকথাং কীর্ত্তয়িতুমশক্তাঃ কথং জীবামেতি ভাবঃ। যদ্বা, ত্বদ্বিরহে ত্বৎকথাস্ফূর্ত্তিবিশেষেণ বয়ং মারিতা এবেত্যাহুঃ—তৎকথৈব মৃতং মৃতিঃ সাক্ষান্মরণমেব। কুতঃ? তপ্তং তাপাভিভূতং ভবতি জীবনং যস্মাৎ, পরমদাহকস্বভাবস্য প্রেমবিশেষস্য সদ্যোমৃত্যুজনকত্বাৎ। তথাপি কবিভিঃ কাব্যকৃদ্ভিরেবেড়িতম্। যতঃ কল্মষাপহম্। কিঞ্চ, শ্রবণয়োর্মঙ্গলং সুখকরম্। কিঞ্চ, শ্রিয়া মদো যেষাং ব্রহ্মাদীনাং তৈরাততং সর্ব্বতো বিস্তারিতম্। বস্তুতস্তু শ্রবণয়োরেব মঙ্গলং, শ্রীমদেরেবাততমিতি দোষঃ সূচিতঃ। অতঃ এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি, ত এব জনা ভূরি বহু দ্যন্তি অবখণ্ডয়ন্তি গলে কর্ত্তয়ন্তীতি তথা তে। এবঞ্চ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকথায়া মহাফলবিশেষ এব সূচিত ইতি দিক্॥ ৫৩৪॥

কীর্ত্তনেঽপ্যত্র তজ্জ্ঞেয়ং মাহাত্ম্যং শ্রবণেঽস্য যৎ।
সিধ্যতি শ্রবণং নূনং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব হি॥ ৫৩৫॥

অনুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-মাহাত্ম্য বহু লিখিত হইল, সে অপেক্ষায় কীর্ত্তনের মহিমা অল্পই বলা হইয়াছে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রবণের মহিমা যাহা উল্লেখ করা হইল কীর্ত্তনের মহিমাও তদ্রূপ জানিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত যে কীর্ত্তন হইতে স্বাভাবিকই শ্রবণ সিদ্ধ হয়। নিজমুখে কীর্ত্তনের ফলে স্বাভাবিকই শ্রবণ হয়। সুতরাং শ্রবণ হইতেও কীর্ত্তনের বিশেষ মহিমা অধিক। কীর্ত্তনের মহিমা এস্থলে অল্প হওয়ার কারণ গ্রন্থকার নিজই এস্থলে বক্তা, নিজের মহিমা স্বমুখে কীর্ত্তনহেতু লজ্জাবশতঃ অধিক উল্লেখ করেন নাই॥ ৫৩৫॥

টীকা—ননু শ্রবণস্য মাহাত্ম্যবচনানি বহূনি লিখিতানি, কথং কীর্ত্তনস্যাল্পতরাণি? ততোঽপ্যস্য বিশেষাৎ, তত্র লিখতি—কীর্ত্তনেঽপীতি। হি যতঃ নূনং নিশ্চিতং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব শ্রবণং সিধ্যতি, শ্রোত্রেণ স্বকীয়কীর্ত্তনস্য স্বতঃ শ্রবণাৎ; অতঃ শ্রবণাদপি কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যবিশেষোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যল্পবচনানি প্রায়ঃ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যোক্ত্যা বক্তুর্মাহাত্ম্যোপত্তের্লজ্জাদিনা তথানুক্তেঃ। শ্রোতৄণাং শ্রবণাপেক্ষয়া বহুল কীর্ত্তনযোগ্যত্বাদিতি দিক্॥ ৫৩৫॥

শাস্ত্রাভ্যাসস্য চাভাবে পূর্ব্বেষাং লোকবিশ্রুতাম্।
সতামাধুনিকানাঞ্চ কথাং বন্ধুষু কীর্ত্তয়েৎ॥ ৫৩৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
সৎসঙ্গমো নাম দশমো বিলাসঃ

অনুবাদ—পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই কীর্ত্তন করিবেন, কিন্তু সর্ব্বত্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে এবং ভগবৎকথা শুশ্রূষু অধিক সমাগম না থাকিলেও ভগবৎকথা কীর্ত্তন কখনও পরিত্যাগ করিবেন না, প্রাচীন বা আধুনিক সাধু বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তিত ভগবৎকথা নিজ নিজ বন্ধুগণ মধ্যে বা নিজ ভ্রাতা, পুত্র, পরিবারাদির সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রীয় বা লোক প্রসিদ্ধ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিবেন॥৫৩৬

টীকা—শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদিতি লিখিতং, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞত্বাভাবেঽপি তথা তেন ভগবৎ-কথাশুশ্রূষু-বৈষ্ণবসমাগমবিশেষাভাবেঽপি কদাচিদপি ভগবৎ-কথা ন পরিত্যাজ্যেতি লিখতি—শাস্ত্রেতি। পূর্ব্বেষাং পুরাতনানাম্ আধুনিকানাঞ্চ তৎকালীনানাং সতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং কথাং বন্ধুষু নিজভ্রাতৃপুত্রকলত্রাদিষু কীর্ত্তয়েৎ। ননু সাপি কথং জ্ঞেয়া? তত্র লিখতি—লোকবিশ্রুতামিতি॥ ৫৩৬॥

ইতি দশমো বিলাসঃ॥

ইতি গোপালভট্ট-বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে সৎসঙ্গম নামক দশম বিলাস॥ ১০॥

প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

শেষার্দ্ধঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবরেণ
শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-
স্বদ্বিরচিতদিগ্‌দর্শিনীটীকা-সমলঙ্কৃতশ্চ

তদনুজ্ঞয়া শ্রীল-গোপালভট্টগোস্বামিপাদেন-সমাহৃতপ্রমাণাবলী-সম্বলিতঃ

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ
পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-পঞ্চতীর্থকৃত-মূলানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৪-শ্রীগৌরাব্দ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

শেষার্দ্ধঃ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ শেষার্দ্ধঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

শেষার্দ্ধঃ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

শেষার্দ্ধঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবরেণ
শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-
স্বদ্বিরচিতদিগ্‌দর্শিনীটীকা-সমলঙ্কৃতশ্চ

তদনুজ্ঞয়া শ্রীল-গোপালভট্টগোস্বামিপাদেন-সমাহৃতপ্রমাণাবলী-সম্বলিতঃ

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ
পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-পঞ্চতীর্থকৃত-মূলানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৪-শ্রীগৌরাব্দ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব

২৪ পদ্মনাভ,	৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
২১ আশ্বিন,	১৪০৭ বঙ্গাব্দ
৮ অক্টোবর,	২০০০ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা
(উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১
(ত্রিপুরা)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮
(আসাম)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১
(আসাম)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোকসূচী

[প্রথম সংখ্যাটিতে বিলাস এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে শ্লোক বুঝিতে হইবে]

অ

ই

ঈ

য

বিষয়-সূচী

চতুর্দ্দশ-বিলাসঃ

পঞ্চদশ-বিলাসঃ

ষোড়শ-বিলাসঃ

বিংশ-বিলাসঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

একাদশ-বিলাসঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণায় নমঃ

শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যে তং মহাশ্চর্য্যপ্রভাবকম্ ।
প্রসাদে যস্য দুষ্টোঽপি ভগবদ্ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১॥

অনুবাদ—আমি পরমাদ্ভুত প্রভাবশালী শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, যাঁহার প্রসন্নতাবলে জড় ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ ভক্তিমূলক নিত্যকৃত্যসমূহ সমাপন করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীমচ্চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য প্রভাবতঃ। জড়োঽপি ভগবদ্ভক্তিং নিত্যকৃত্যং সমাপয়েৎ। নিত্যকৃত্যসাঙ্গাশেষভগবদ্ভক্তিপ্রকারলিখনং পরমগুরোর্ভগবতঃ প্রভাবেণৈব সম্পদ্যতে ইত্যাশয়েন তং শরণং যাতি—শ্রীচৈতন্যমিতি। মহাশ্চর্য্যঃ পরমাদ্ভুতঃ প্রভাবঃ শক্তির্যস্য তং, তমেবাভিব্যঞ্জয়তি—যস্য প্রসাদে সতীতি ॥ ১ ॥

———

ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেষু সুরসদ্মসু ।
যাত্রাং কৃত্বা দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দিনের শেষভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণ বাহিরে অবস্থিত দেবগৃহে গমন করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা করিবেন ॥ ২॥

টীকা—বাহ্যেষু বহিঃস্থিতেষু দেবালয়েষু ॥ ২ ॥

———

অথ সায়ন্তন-কৃত্যানি

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর-সংবাদে—

দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্য়ুতাং বুধঃ ।
উপতিষ্ঠেদ্‌যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সন্ধ্যাকালের কৃত্যসমূহ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগরসংবাদে,—ঔর্ব্ব ঋষি রাজাকে কহিতেছেন—হে রাজন্ ! বিজ্ঞব্যক্তি আচমনান্তে সূর্য্যযুক্তা সায়ং সন্ধ্যার ও নক্ষত্রযুক্তা প্রাতঃসন্ধ্যার যথাবিধি উপাসনা করিবেন। সকলকালেই সন্ধ্যার উপাসনা করা যায় ॥ ৩ ॥

টীকা—দিনান্তসন্ধ্যামিত্যত্র স্মৃতিঃ—'প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি। স্যাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পর্য্যস্তমিতভাস্করঃ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

———

সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে ।
অন্যত্র সূতিকাশৌচ-বিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥ ৪ ॥
উপতিষ্ঠন্তি বৈ সন্ধ্যাং যে ন পূর্ব্বাং ন পশ্চিমাম্ ।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ ॥ ইতি ॥৫॥

অনুবাদ—জননাশৌচ, মরণাশৌচ, উন্মত্ত, পীড়িত ও ভীত এই সকল অবস্থা ছাড়া অন্য সময়ে যাহারা প্রাতঃসন্ধ্যা কিংবা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে হে রাজন্ ! সেই সকল দুরাত্মা তামিস্রনামক ভীষণ নরকে যাইবে ॥ ৪-৫ ॥

টীকা—সূতকং পুত্রজন্মাদি, অশৌচং শাবঞ্চ, বিভ্রমঃ উন্মাদাদি বৈচিত্ত্যম্, আতুরং রোগাবস্থা ভীতিশ্চ ॥ ৪ ॥

———

ততো যথাশ্রমাচারং কর্ম্ম সায়ন্তনং কৃতী ।
নির্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবদর্চ্চনম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্যাদিকং যদি।
পতেৎ কর্ম্ম ন পাতিত্যদোষশঙ্কা কথঞ্চন ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কৃতীব্যক্তি তাঁর আশ্রমাচার অনুযায়ী সায়ন্তন-কৃত্য সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুসারে ভক্তিভরে শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন।

ভগবদ্ভক্তিযোগে আসক্ত থাকার ফলে যদি সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মে ছেদ বা ভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলেও কোন রূপ দোষের আশঙ্কা নাই ॥ ৬-৭ ॥

টীকা—ততোঽনন্ত্র যথাশ্রমাচারং যো যস্যাশ্রমস্তস্মিন্ য আচারঃ কর্ম্ম তমনতিক্রম্য; পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ শক্তশ্চেত্তর্হি সন্ধ্যায়ামপি কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥

টীকা—অন্যোপাসনাদিকং নিষ্পাদ্যৈব পশ্চাদ্ভগবন্তমর্চ্চয়েদিতি লিখিতম্, অধুনা ভগবৎপূজাপরেণ কদাচিৎ সন্ধ্যোপাসনাদি-কর্ম্মাণ্যপেক্ষণীয়ানীতি লিখতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণভক্তৌ আসক্তিস্তৎপরতা তয়া, পাতিত্যরূপদোষশঙ্কাপি কথঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৭ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং কর্ম্মপাতিত্যপরিহারঃ

পাদ্মে শ্রীভগবদুক্তৌ—

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোকো ভবেদ্‌যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ॥৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্য— জনগণ আমার কর্ম্ম করিতে করিতে যদি সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মে পতিত হয়, তাহা হইলে তিনকোটি মহর্ষি তাহাদের কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

টীকা—মম কর্ম্ম পূজাদি, অগ্রতঃ ভক্তি-মাহাত্ম্যে তাবৎ কর্ম্মাণীত্যাদিনা লেখ্যম্ ॥ ৮ ॥

আদিপুরাণে চ—

স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলম্।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ ॥
ইতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আদিপুরাণেও বলা হইয়াছে—অখিল কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা আমার কর্ম্ম করিয়া থাকেন বা আমার নাম সকল স্মরণ করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ ভগবৎপরায়ণ ঋষিগণ করিয়া থাকেন ॥৯॥

মৃদুশ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুষঃ।
কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মাস্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্॥
প্রৌঢ়শ্রদ্ধস্য ভক্তস্য কর্ম্মস্বনধিকারতঃ।
পাতিত্যং ন ভবত্যেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ ॥ ১১ ॥
কিঞ্চিদ্ধ্যানাদিভেদেন ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
প্রোক্তঃ পূজাবিধিঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্তৎকামাশুসিদ্ধয়ে ॥১২॥

অনুবাদ—যাঁহারা কোমল শ্রদ্ধান্বিত তাঁহারা যে পর্য্যন্ত গাঢ় শ্রদ্ধা লাভ না করেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকায় এই কর্ম্ম বিবরণ বর্ণিত হইল। গাঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভক্তের কর্ম্মসমূহে অনধিকারত্বহেতু কর্ম্ম না করিলে পাতিত্য দোষ হয় না, এই বিষয়ে পরে লেখা হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ ধ্যানাদি ভেদে সেই সেই কামনা শীঘ্র সিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিসন্ধ্যায় পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধি বলিয়াছেন ॥ ১০-১২ ॥

অথ ত্রিকালার্চ্চনবিধিবিশেষঃ

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে—

আরাধনবিধিং বক্ষ্যে প্রাতঃকালে বিশেষতঃ।
বরং বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পুণ্যবৃক্ষাদিসেবিতম্ ॥১৩॥
পুন্নাগৈর্নাগবৃক্ষৈশ্চ পনসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ।
বকুলৈশ্চৈব বিল্বৈশ্চ বন্যৈঃ কুরবকৈরপি ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনত-শাখিভিঃ।
তন্মধ্যে পুলিনং ধ্যায়েদ্বহু-পুষ্পকচম্পকম্ ॥ ১৫ ॥
ধূপদীপৈর্বিতানেন পুষ্পমালাবিভূষিতম্।
মুক্তাদামপতাকাভির্বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ত্রিকালার্চ্চনে বিধিবিশেষ বিষয়ে শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—প্রাতঃকালের আরাধনাবিধি বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। পুন্নাগ, নাগ, পনস, কাঞ্চন, বকুল, বিল্ব, বন্য কুরুবক ও সর্ব্ব ঋতুর কুসুমযুক্ত পুষ্পাবনত শাখা বিশিষ্ট পুণ্য বৃক্ষাদিতে সেবিত শ্রীবৃন্দাবনকে ধ্যান করিবে।

তাহার মধ্যে বহু চম্পকপুষ্প, ধূপ, দীপ, শয্যা তথা পুষ্পমাল্য বিভূষিত ও মুক্তাদাম পতাকাদি বন্যপুষ্পে সজ্জিত পুলিন স্থানের ধ্যান করিবে ॥ ১৩-১৬ ॥

তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে।
সুস্থিতং বেণুগীতাঢ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥ ১৭ ॥
বনমালাপরিবৃতং গোপিকাশতবেষ্টিতম্।
দেবাসুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ১৮ ॥
যক্ষৈর্বিদ্যাধরগণৈর্বিহগৈর্ভুবি সংস্থিতৈঃ।
ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানং কৃষ্ণঞ্চৈব শুচিস্মিতম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তাহার মধ্যে আবার কল্পবৃক্ষের ছায়ায় পদ্মাসনে সুখে উপবিষ্ট, বেণুগীতরত, সর্ব্বালংকার-ভূষিত বনমালাপরিবৃত গোপিকাশত-বেষ্টিত তথা দেব, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ যক্ষ বিদ্যাধর বিহগ এবং ভূমিতে অবস্থিত ব্রহ্মর্ষিগণ দ্বারা স্তূয়মান ঈষৎ হাসিযুক্ত বদনকমল শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে ॥ ১৭-১৯ ॥

নানাবিধৈশ্চ গোপালৈর্মৃগপক্ষিবিভূষিতম্।
লেলিহ্যমানং প্রণয়াৎ পশূনাং শতকোটিভিঃ ॥ ২০ ॥
ইন্দীবরনিভং দিব্যং সুন্দরং শ্রিন্দিরালয়ম্।
সম্পূর্ণচন্দ্রবদনং পদ্মনেত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ২১ ॥
পদ্মাভপানিপাদঞ্চ পদ্মরাগবরার্চ্চিতম্।
শরণ্যং সর্ব্বলোকানাং গোপীনাং প্রাণবল্লভম্ ॥২২॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ গোপালগণে ও মৃগপক্ষিগণে পরিবৃত, প্রণয়বশতঃ শতকোটি গবাদি পশু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লেহন করিতেছে, ইনি ইন্দীবরের মত দিব্য সুন্দর এবং শোভার আধার, পরিপূর্ণ চন্দ্র-মণ্ডল সদৃশ তাঁহার বদনকমল, নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় এবং ইনি পদ্মবর্ণ হস্ত ও পদযুক্ত শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ মণিতে শোভিত, সর্ব্বলোকের শরণ্য ও গোপীগণের প্রাণবল্লভ ॥ ২০-২২ ॥

এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েন্নিত্যং ষোড়শেনোপচারতঃ।
দুগ্ধঞ্চ দধিখণ্ডেন সহিতং সংনিবেদয়েৎ ॥ ২৩ ॥
সৌবর্ণপাত্রে গোপানাং গ্রাসং কাংস্যে নিবেদয়েৎ।
এবং সমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা জপন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এইভাবে ধ্যান করিয়া প্রত্যহ ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিবে। তাহার পর সোনার বাসনে দধি ও দুগ্ধে খণ্ড মিশ্রিত করিয়া সমর্পণ করিবে এবং গোপগণকে কাঁসার বাসনে অন্ন নিবেদন করিবে। এইপ্রকারে ভক্তিভরে পূজা সমাপনান্তে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত মন্ত্র জপ করিবে ॥২৩-২৪॥

মধ্যাহ্নে সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাম্।
সৌপর্ণপর্ব্বতে মূলে ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতে ॥ ২৫ ॥
পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে পুণ্যপক্ষিনিনাদিতে।
পদ্মোৎপলাদিসঙ্কীর্ণে বাপীভিঃ সমলঙ্কৃতে ॥ ২৬ ॥
তস্মিন্ সৎপুলিনে রম্যে ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে।
সৌবর্ণমণ্ডপে সম্যগ্বিতানাদিবিভূষিতে ॥ ২৭ ॥
মালাদিরচিতে রম্যে মণিভিঃ পুষ্পশোভিতৈঃ।
সুবর্ণরত্নসন্দোহৈরন্তরান্তরশোভিতে ॥ ২৮ ॥
সিংহাসনে সমাসীনং বিশ্রান্তং কংসসূদনম্।
মুক্তাময়ৈঃ সুরুচিরৈর্হারৈর্দামবিভূষিতম্ ॥ ২৯ ॥
ধ্যাত্বা সম্যগ্বিশুদ্ধাত্মা জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
মহারজতপাত্রে তু নৈবেদ্যান্নং নিবেদয়েৎ ॥ ৩০ ॥
দদ্যাদ্গ্রাসং সখীনাঞ্চ গোপানাং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দেবকীপরমানন্দমেবং ধ্যায়েৎ সুখাসনম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এখন সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদায়িনী মধ্যাহ্ন সময়ের পূজার কথা বলিতেছি। পুণ্য বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ, পুণ্য বিহগকুল দ্বারা মুখরিত এবং ধাতু-সমূহের দ্বারা অলংকৃত সুবর্ণময় পর্ব্বতের মূলদেশে, পদ্মোৎপলাদিযুক্ত জলাশয়সমূহে বিভূষিত রমণীয় প্রশস্ত পুলিনে, বৃক্ষছায়ায় পদ্মাসনে, বিচিত্র চন্দ্রাতপ শোভিত, মধ্যে মধ্যে বহু বহু সুবর্ণ-রত্ন খচিত মনোহর সিংহাসনে মুক্তাময় মনোহর হার ও মালায় সমলংকৃত শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ধ্যান পূর্ব্বক জাতীকুসুম দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। পরে মহারজতপাত্রে (রৌপ্য পাত্রে) অন্ন নিবেদন করিয়া সখা গোপগণকে অন্ন দিবে। এই প্রকার

সুখে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ ধ্যান করিবেন ॥ ২৫-৩১ ॥

রাত্রিপূজাবিধিং বক্ষ্যে রুক্মিণীবল্লভস্য চ।
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য সর্ব্বপুষ্পফলস্য বৈ ॥ ৩২ ॥
রত্নমণ্ডপমধ্যস্থং দিব্যপীতাম্বরং হরিম্।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যাভরণভূষিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অনেকদিব্যমালাভির্মণ্ডিতং পঙ্কজেক্ষণম্।
রত্নমণ্ডপমধ্যস্থং সুন্দরং সুন্দরস্মিতম্ ॥ ৩৪ ॥
শোভয়ন্তং স্ববপুষা সর্ব্বলোকাম্বিজশ্রিয়া।
গোপীজনানাং হৃদয়বল্লভং প্রোক্তবর্চ্চসম্ ॥ ৩৫ ॥
সুগন্ধিপুষ্পৈরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং সর্ব্বনায়কম্।
রাজতে তু পয়ঃ শুদ্ধং পক্বং পাত্রে নিবেদয়েৎ ॥ ৩৬
এবমভ্যর্চ্চ্য মনসা জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।
কালত্রয়ার্চ্চনে চৈব সহস্রং সাষ্টকং জপেৎ।
এষ নিত্যক্রমঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণমন্ত্রস্য সূরিভিঃ ॥৩৭॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিকালীন পূজার নিয়ম বলা হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার পুষ্পফলযুক্ত কল্পবৃক্ষের মূলে রত্নমণ্ডপ মধ্যস্থ দিব্য পীতাম্বরধারী শ্রীহরি দিব্যচন্দনে অনুলিপ্ত দিব্যাভরণে ভূষিত, বহু বহু দিব্য মালিকায় সজ্জিত পদ্মলোচন, রত্নমণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী সুন্দর শোভন হাস্য বিশিষ্ট স্ব শরীর ও স্ব শোভাদ্বারা সকল লোকের শোভা বিধানকারী এবং গোপীগণের হৃদয় বল্লভ তেজোরূপে কথিত সেই সর্ব্বনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে সুগন্ধি কুসুমসমূহদ্বারা আরাধনা করিয়া রজতপাত্রে পক্ব দুগ্ধ প্রদান করিবে। স্থিরচিত্তে এইভাবে পূজা করিয়া মন্ত্রজপ করিবে। ত্রৈকালিক পূজায় এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করিবার বিধান আছে। সূরিগণ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের এই নিত্যক্রম বলিয়াছেন ॥ ৩২-৩৭ ॥

তত্রৈবাদৌ সংক্ষিপ্তত্রিকালপূজোক্ত্যনন্তরম্—
মনসা বা সমভ্যর্চ্চ্য ত্রিষু সন্ধ্যাসু সংযমী
প্রত্যহন্ত জপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রকম্।
অসামর্থ্যে জপেন্মন্ত্রং নিত্যমষ্টশতং তথা ॥ইতি॥৩৮

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে প্রথমে ত্রিকালপূজা নির্ব্বাহ হইলে অথবা ত্রিসন্ধ্যা মানস পূজার পর সমাহিত চিত্তে এক হাজার আট বার; অসামর্থ্যে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে ॥ ৩৮ ॥

অথ নক্তংকৃত্যানি

ততো যথাসংপ্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ।
গীতনৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ—অতঃপর রাত্রিকৃত্য—তারপর যে প্রকার গুরুপরম্পরা ব্যবহার আছে, বৈষ্ণবজন সেই প্রকার হোমকর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া ভক্তিসহকারে গীত নৃত্যাদি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রার্থনা করিবেন ॥৩৯

তথাচোক্তম্—
বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব ॥ইতি॥৪০॥

অনুবাদ—এক্ষণে সেই প্রার্থনা কথিত হইতেছে—হে স্বামিন্ বলিষ্ঠ চরণদ্বারা পদবী অবধারণ করুন। হে কেশব! প্রিয়াসকলের সহিত শয়নস্থানে আগমন করুন ॥ ৪০ ॥

টীকা—প্রিয়াভিঃ শ্রীরাধিকাদিভিঃ ॥ ৪০ ॥

এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ম্।
আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার প্রার্থনার সহিত পাদুকা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শয়নস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক শয়নস্থানের উপযুক্ত উপাচার সমূহের কল্পনা করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

টীকা—তত্রত্যান্ শয়নালয়ে কৃত্যান্ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করম্।
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৪২ ॥
ইত্থং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তং স্বশক্তিতঃ।
তৎপ্রীত্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী॥৪৩

অনুবাদ—বিশেষ করিয়া শয়নস্থানে শর্করাযুক্ত ঘনদুগ্ধ, কর্পূর সমন্বিত তাম্বুল, উৎকৃষ্ট মালা ও অনুলেপন দ্রব্য নিবেদন করিতে হয়। এইভাবে নিজের ক্ষমতা অনুসারে ভক্তিসহকারে ভগবানকে আরাধনা করিয়া কৃতী ব্যক্তি ভগবৎপ্রীতির জন্য সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিবেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

অথাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণবিধিঃ

একাদশস্কন্ধে (২।৩৬)—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অহোরাত্র সম্বন্ধীয় অখিল কর্ম্মার্পণবিধি—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমি করিতেছি এই জ্ঞানে শাস্ত্র-নিয়ম অনুযায়ী দেহদ্বারা বাক্যদ্বারা মনদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা যাহা আচরণ করিবে, বুদ্ধি দ্বারা যাহা নির্দ্ধারণ করিবে, সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর নারায়ণে সমর্পণ করিবে ॥ ৪৪ ॥

টীকা—আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ। অয়মর্থঃ—ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারি—লৌকিকমপীতি। তথা চ ভগবদ্‌গীতাসু (৯।১৭)—'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি' ইত্যাদি। যদ্বা, ননু কায়াদীনামেব কর্ম্ম, নাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অধ্যাসেনানুসৃতাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি-স্বভাবাৎ যৎ যৎ করোতীত্যর্থঃ। যদ্বা, অনুসৃতঃ আশ্রিতো যঃ স্বভাবঃ বৈষ্ণবত্বং, তস্মাদ্ধেতোঃ কায়াদিনা যদ্‌যৎ ভগবদারাধনকর্ম্মেত্যর্থঃ, তৎ সকলং পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নারায়ণায় সমর্পয়েৎ, ইত্যনেন বচনেন কায়েনেত্যাদি নারায়ণায়েত্যন্তপদ্যমিদং পঠিতব্যমিত্যর্থঃ; যদ্বা, নারায়ণপ্রীত্যর্থং ভবত্বিতি সমর্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চাত্র—

সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্‌যদাচরিতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরম্ ॥৪৫॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে—হে বিষ্ণো! হে ভগবন্! সাধু বা অসাধু আমি যে যে কার্য্য করিয়াছি, সেই সকলকে আপনি পরম আরাধনা হিসাবে গ্রহণ করুন ॥ ৪৫ ॥

টীকা—কর্ম্ম ভগবদারাধনলক্ষণং, সাধু সম্যক্‌তয়া, অসাধু অসম্যক্‌তয়া বা কৃতমিত্যর্থঃ। শ্রীভগবতি ভক্তেরসৎকর্ম্মণামর্পণস্যাযোগ্যত্বাৎ, এবম্ আরাধনং পরমারাধনত্বেন গৃহাণ স্বীকুরু ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ—

অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে
দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—গৃহে, জল সমীপে, শয়নে, উপবেশনে, দিনে, রাত্রিতে কিংবা যাইতে যাইতে আমার দ্বারা কৃত যাহা কিছু সুকৃত আছে, সেই কার্য্যদ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দন প্রীত হউন ॥ ৪৬ ॥

অতএবোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাণং প্রতি
শ্রীভগবতা (৯।৪১)

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥
ইতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অতএব তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য—হে ব্রহ্মন্! পুরুষগণের পরম শ্রেয় হইতেছে আমার প্রীতি সম্পাদন, খাতাদি কর্ম্ম, দান, তপস্যা, যোগ ও সমাধি এই সমস্ত দ্বারা লোকেদের যে মোক্ষাদি ফল লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে আমার প্রীতি দ্বারা তৎসমুদয়ই সিদ্ধ হয় ॥৪৭॥

টীকা—ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদস্তি ইত্যাহ—পূর্ত্তেনেতি। পূর্ত্তাদিভী রাদ্ধং সিদ্ধং যন্নিঃশ্রেয়সং ফলং, মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্থমারাধয়েন্নিত্যং ভগবন্তং যথাবিধি।
ন্যায়ার্জ্জিতার্থবিত্তেন সমগ্রফলসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ন্যায়ার্জ্জিত আপ্তবিত্তদ্বারা সমস্ত ফল সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপে নিয়মানুযায়ী শ্রীভগবানের আরাধনা করিবে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—ইত্থং লিখিতপ্রকারেণ যথাবিধি নিত্যমারাধয়েৎ। তচ্চ ন্যায়াজ্জিতেন আত্মন এব বিত্তেন ধনেন, সমগ্রস্য সম্পূর্ণস্য ফলস্য সিদ্ধয়ে, অন্যথা শাস্ত্রোক্তপূজাফলং সম্পূর্ণং ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥৪৮॥

অথ পূজাফলসম্প্রাপ্ত্যুপায়ঃ

দশমস্কন্ধে (৮৪।৩৭)—

অয়ং স্বস্ত্যয়নং পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পূজাফল-সংপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে ন্যায়ার্জ্জিত সম্পদ দ্বারা সেই পরম-পুরুষের পূজা করা গৃহাশ্রমে অবস্থিত দ্বিজাতির মঙ্গল-জনক উত্তম পথ ॥ ৪৯ ॥

টীকা—স্বস্ত্যয়নং স্বস্তি, ক্ষেমময়তেঽনেনেতি তথা, শ্রদ্ধয়া নিষ্কামতয়া ভক্ত্যা বা, শুক্লেন শুদ্ধেন আপ্তেন ন্যায়ার্জ্জিতেন বিত্তেন পুরুষ ঈশ্বর ইজ্যেতেতি যৎ-অয়ং পন্থাঃ ॥ ৪৯ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—

ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকম্।
কুর্য্যান্ন চেদধো যাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজেতি ॥৫০॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায়ও বলা হইয়াছে—হে ব্রাহ্মণ! ন্যায়পথে অর্জ্জিত ধন দ্বারা দান, হোম ও আরাধনাদি করিবে, যদি এই প্রকার না করা হয়, তাহা হইলে অন্যায়ার্জ্জিত ধনে ভক্তিপূর্ব্বক দেবপূজা করিলেও পূজকের অধোগতি হয় ॥ ৫০ ॥

টীকা—নচেৎ অন্যায়ার্জ্জিতৈর্যদি কুর্য্যাত্তদেত্যর্থঃ। দ্বিজ হে সুতক্ষণ ॥ ৫০ ॥

যত্নাৎ সিদ্ধৈর্নিজৈঃ শুদ্ধৈর্দ্রব্যৈর্ধন্যোঽর্চ্চয়েৎ প্রভুম্।
পূজাদ্রব্যাণ্যশক্তশ্চেদ্দদ্যাদীক্ষেত বার্চ্চনম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—সার্থকজন্মা ব্যক্তি নিজের শুদ্ধভাবে যত্নসঞ্চিত পবিত্র দ্রব্যদ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিবেন। তাহাতে যদি অপারগ হন তাহা হইলে ভগবদুদ্দেশে পূজার দ্রব্যসমূহ সমর্পণ করিবেন; তাহাও যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে পূজা দর্শন করিবেন ॥ ৫১ ॥

টীকা—যশ্চ শ্রদ্ধাবিশেষেণ যত্নতো বিশুদ্ধসাধনানি সম্পাদ্য পূজামাচরেৎ, স চ পরমভাগ্যবানিতি লিখতি —যত্নাদিতি। অশক্তশ্চেদ্যদি তথার্চ্চনেঽসমর্থস্তদা পূজাদ্রব্যাণি দদ্যাৎ, তত্রাশক্তৌ চ পূজাদর্শনমপি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

অথাশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চ্চনসাধনম্।
যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্য্যাদর্চ্চন-দর্শনম্ ॥৫২॥
নিস্তারায় তদেবালং ভবাব্ধের্মুনিসত্তম।
নৈকঞ্চ যস্য বিদ্যেত সোঽধো যাত্যেব নান্যথা ॥৫৩

অনুবাদ—অনন্তর অসমর্থব্যক্তির পূজাফলপ্রাপ্তির উপায় বিষয়ে অগস্ত্য সংহিতায় বলা হইয়াছে যে,—ভগবৎপূজায় অসমর্থ ব্যক্তি তাঁহাকে পূজা দ্রব্যাদি অর্পণ করিবেন। যদি ইহাতে অক্ষম হন তাহা হইলে কেবল পূজা দর্শন করিবেন। হে মুনিবর! এই পূজা দর্শনমাত্রই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় স্বরূপ জানিবেন। এই দুই প্রকারের মধ্যে কোনটাই যিনি অবলম্বন করিতে পারেন না তিনি অধোগামী, ইহাতে অন্যথা নাই ॥ ৫২-৫৩ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

যস্তু ভক্ত্যা প্রযত্নেন স্বয়ং সম্পাদ্য চাখিলম্।
সাধনং চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সমগ্রং লভতে ফলম্ ॥ ৫৪ ॥
যোঽর্চ্চয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা পরানীতৈশ্চ সাধনৈঃ।
পূজাফলার্ধমেব স্যান্ন সমগ্রং ফলং লভেৎ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—ঐ অগস্ত্যসংহিতা গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে—ভক্তিপূর্ব্বক পূজার জিনিষ পত্র নিজে সংগ্রহ করিয়া যে ব্যক্তি সযত্নে ভগবানকে সমর্পণ

করেন, তিনিই সমগ্র পূজা ফললাভ করেন। যে ব্যক্তি অন্য-কর্ত্তৃক সংগৃহীত পূজার উপকরণ দ্বারা ভক্তিভরে পূজা করেন তিনি পূজা ফলের সমগ্র অংশের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক মাত্র পাইয়া থাকেন ॥৫৪-৫৫॥

টীকা—এতদেবাগস্ত্যাদ্যুক্ত্যা প্রমাণয়ন্ আদৌ পূজাসাধনদাতাপি সমগ্রমেব ফলং প্রাপ্নুয়াদিতি লিখতি —আরাধনেতি। অপ্যর্থে এব-শব্দঃ, তৎ অর্চ্চন-দর্শনমপি ভবাব্ধেঃ সকাশান্নিস্তারায় অলং সমর্থম্ ॥ ৫২-৫৪ ॥

টীকা—ফলভেদমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৫ ॥

———

কিঞ্চ, পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যাসংবাদীয়-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যং পরং যাচয়তে নরঃ।
তৎপুণ্যকর্ম্মজং তস্য ধনদস্ত্বাপ্নুয়াৎ ফলম্ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদান্তর্গত কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—পুণ্য কার্য্য করিবার জন্য যে ব্যক্তি নিজের দুরবস্থা হেতু অন্যের কাছে জিনিষপত্র চাহেন, তাঁহার পুণ্য ফল ধনদাতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

টীকা—স্বয়ন্তু পূজার্থং দ্রব্যমন্যজনং নৈব যাচেতেত্যত্র পাদ্মবচনং লিখতি—ধর্ম্মেতি। তস্য দ্রব্যযাচকস্য ॥ ৫৬ ॥

———

অথ দর্শনমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসংবাদে—

পূজিতং পূজ্যমানঞ্চ যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনম্।
কপিলাশতদানস্য নিত্যং ভবতি তৎফলম্ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পূজাদর্শনের মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে শ্রীপুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রীজনার্দ্দনকে পূজিত বা পূজা করিবার সময় যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারা প্রত্যহ শতকপিলা ধেনুদানের ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

টীকা—অধুনা স্বপরদ্রব্যার্চ্চনাৎ পূজাদর্শনে শ্রীভগবতো দর্শনং স্যাদিতি প্রসঙ্গাত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি—পূজিতমিত্যাদিনা ॥ ৫৭ ॥

———

আগ্নেয়ে—

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্যস্তু সোঽপি যাগফলং লভেৎ ॥৫৮॥
সংপূজ্যমানং বিধিনা যঃ পশ্যেৎ শ্রদ্ধয়া হরিম্।
সোঽপি যাগফলং কৃৎস্নং প্রাপ্নুয়াৎ নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৯
দৃষ্ট্বা সংপূজিতং দেবং নৃত্যমানোঽনুমোদয়েৎ।
অসংশয়মতিঃ শুদ্ধঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে—ভক্তি পূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা হইতেছে বা হইয়াছে ইহা দর্শন করেন অথবা যিনি সশ্রদ্ধচিত্তে তাহা অনুমোদন করেন, তিনিও যাগফল লাভ করেন।

শ্রীহরির পূজাকালে যিনি তাহা শ্রদ্ধাভরে দর্শন করেন তিনিও সকল যাগফল প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীভগবানকে সুপূজিত দর্শন করিয়া যিনি সানন্দে নৃত্য সহকারে অনুমোদন করেন সেই সংশয় রহিত পবিত্র পুরুষ পরব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ৫৮-৫৯ ॥

টীকা—মোদয়েৎ অনুমোদং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

———

অথ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিদর্শন-নিত্যতা

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ।
যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের নিত্যতা বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—শ্রীকেশব ভগবানের কমনীয় শ্রীবিগ্রহ যাবৎ দর্শন না হয়, দুর্ম্মতি মানবকুল ততকাল পর্য্যন্ত এই সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে ॥ ৬১ ॥

টীকা—তথা সুপ্রতিষ্ঠিতায়া ভক্তেঃ পূজ্যমানায়াঃ সন্নিহিতায়াঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তেঃ সংদর্শনমবশ্যং কার্য্যমিতি লিখতি—তাবদিত্যাদিনা। শ্রীরূপং শ্রীমূর্ত্তিম্ ॥৬১॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

পূজ্যমানং হৃষীকেশং যে ন পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
তেষাং দত্তং হুতং জপ্তং দৈত্যেয়ায়োপতিষ্ঠতি ॥৬২॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে—পূজ্যমান শ্রীহৃষীকেশকে যে বৈষ্ণবব্যক্তি দর্শন করেন না, তাঁহাদের দান, হোম ও জপ প্রভৃতি সব কিছুই দেবতার উদ্দেশ্যে হইয়াও দানবোচ্ছিষ্ট হয় অর্থাৎ উহার ফল দৈত্যেরা ভোগ করে ॥ ৬২ ॥

———

কিঞ্চ, তত্রৈব নারায়ণ-নারদসংবাদে পূজাবিধিকথনে—

যত্র কুত্রাপি প্রতিমাং বেদধর্ম্মসমন্বিতাম্ ।
ন পশ্যন্তি জনা গত্বা তে দণ্ড্যা যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীনারায়ণ-নারদ-সংবাদে পূজাবিধি কথনে—সুগম অথবা দুর্গম যে স্থানেই হউক যাহারা বেদোক্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন না করে, তাহারা যমকিঙ্করগণ দ্বারা দণ্ডিত হয় ॥ ৬৩ ॥

টীকা—যত্র কুত্রাপি দুর্গমে স্থানে সুগমে বেতি জ্ঞেয়ম্, বেদধর্ম্মসমন্বিতাং বেদোক্তধর্ম্মেণ প্রতিষ্ঠাদি-পূর্ব্বকং যথাবিধি পূজ্যমানামিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

———

অথ ভগবদর্থ-দ্রব্যদান-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিদ্বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে ।
দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনম্ ॥৬৪॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদুদ্দেশ্যে দ্রব্যদান মাহাত্ম্য-স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে, শ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবকে যাহা দান করা যায়, তাহাই নির্ম্মল বলিয়া কথিত এবং ঐ প্রকার দানই মোক্ষ-সাধক ॥ ৬৪ ॥

———

কৌর্ম্মে—

যৎকিঞ্চিদ্দেয়মীশানমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণায় চ ।
প্রভবে বিষ্ণবে চাথ তদনন্তফলং স্মৃতম্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায় তাহা ভগবান বিষ্ণুই গ্রহণ করেন এবং উহা অনন্তফলদায়ক বলিয়া কথিত হয় ॥৬৫॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অনুগ্রহেণ মহতা প্রেতস্য পতিতস্য চ ।
নারায়ণবলিঃ কার্য্যস্তেনাস্যানুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
অক্ষয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্তত্র দত্তং ন নশ্যতি ॥ ৬৭ ॥
যথাকথঞ্চিদ্‌যদ্দত্তং দেবদেবে জনার্দ্দনে ।
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি পাত্রমেকো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—প্রেত ও পতিত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহের আশয়ে যিনি শ্রীনারায়ণের প্রীতি বিধানে যত্ন করেন, তাঁহার সেই প্রকার কার্য্যে নারায়ণের অনুগ্রহ হইয়া থাকে। যিনি শঙ্খ চক্র গদাধারী যাঁহার আদি কিংবা অন্ত নাই, অক্ষয় পুণ্ডরীকাক্ষ দেবতা যিনি, তাঁহার উদ্দেশ্যে যে সকল দ্রব্য দান করা যায় তাহা কখনও নষ্ট হয় না। দেব দেব জনার্দ্দনকে যে কোন প্রকারে যে দ্রব্যই দেওয়া হউক না কেন তাহার ধ্বংস নাই। জনার্দ্দন শ্রীহরিই একমাত্র দানের পাত্র ইহা জানিও ॥ ৬৬-৬৮ ॥

———

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

সামান্যভক্ত্যা যদ্দত্তং তদ্ধি পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতি ।
একান্তভাবোপগমৈর্ম্মূর্দ্ধ্না দ্বিজবরোত্তমাঃ ॥ ৬৯ ॥
অনন্তো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জ্জিতৈঃ ।
যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৭০ ॥
পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতে দেবঃ সকামেন নিবেদিতম্ ।
মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দত্তমকামেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই তৃতীয় কাণ্ডে বলা হইয়াছে—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ভগবদুদ্দেশ্যে লোকে সামান্য ভক্তি দ্বারা যাহা দান করেন, ভগবান তাহাই গ্রহণ করেন, আর একান্ত ভক্তিসহকারে যাহা দান করা হয়, তাহা অত্যাদর পূর্ব্বক নিজের মস্তকে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কামনা রহিত ভাবে যিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যৎ কিঞ্চিৎ অর্পণ করেন,

তাহাই অক্ষয় বলিয়া কথিত হয়। সকাম ভাবে লোকে বিষ্ণুর নিমিত্ত যাহা দান করিয়া থাকে, বিষ্ণু তাহা স্বীয় চরণদ্বয়ে গ্রহণ করেন কিন্তু ভক্তগণ প্রদত্ত কামনা রহিত দান নিজের মস্তকে ধারণ করেন ॥ ৬৯-৭১ ॥

টীকা—পূজাদ্রব্যাণি বা দদ্যাদিতি সমস্তপূজা-সাধনদানেনাপি সমগ্রং পূজাফলং লভত ইতি লিখিতং, তত্র শ্রীভগবদর্থকিঞ্চিদ্দানেনাপি মহাফলং সিধ্যেদিত্যা-শয়েন সামান্যতো বিশেষতশ্চ শ্রীভগবদর্থদ্রব্যদান-মাহাত্ম্যং লিখন্নাদৌ তত্র সামান্যতো লিখতি—বিষ্ণু-মিত্যাদিনা স্বয়মিত্যন্তেন ॥ ৬৪-৭০ ॥

টীকা—প্রতীচ্ছতে স্বীকরোতি ॥ ৭১ ॥

তথৈবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারদেন—

ব্রহ্মা যদৃষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ।
অন্যে চ বিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥ ৭২ ॥
নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা রাজর্ষয়স্তথা।
হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রভুঞ্জতে।
কৃৎস্নন্তু তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি ॥ ৭৩ ॥
যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাস্তু একান্তগতবুদ্ধিভিঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ
প্রতিগৃহ্নাতি বৈ স্বয়ম্ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, পশুপতি ও ঋষিবৃন্দ যাহা ভোজন করিয়া থাকেন, অপরাপর দেবগণ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ যে সমস্ত হব্য কব্য ভোজন করেন, সমস্ত কিছুই শ্রীভগ-বানের শ্রীচরণকমলে উপনীত হয় কিন্তু একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত মনুষ্যগণ যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন ভগ-বান নিজে সেই সমস্তই নিজের মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৭২-৭৪ ॥

টীকা—যৎ হব্যং দেবেভ্যো দেয়ং, কব্যঞ্চ পিতৃভ্যো দেয়ং চরণৌ প্রতি ; একস্মিন্নেব ভগবতি অন্তং গতা নিষ্ঠাং প্রাপ্তা বুদ্ধির্যেষাং তৈঃ ॥ ৭২-৭৪ ॥

—২

অথ দানবিশেষফলম্

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

একামপি নরো ধেনুং সবৎসাং বিধিপূর্ব্বকম্।
দত্ত্বোদ্দেশেন কৃষ্ণস্য প্রাপ্নোত্যোবাভিবাঞ্ছিতম্ ॥৭৫॥

অনুবাদ—অনন্তর দানবিশেষ ফল ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র বৎসযুক্তগাভী যথা নিয়মে লোকে যদি দান করে, তাহা হইলে সে অভীপ্সিত ফল লাভ করে ॥ ৭৫ ॥

নারসিংহে—

যো গাং পয়স্বিনীং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণবর্ণাং প্রযচ্ছতি।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ ॥ ৭৬ ॥
সর্ব্বপাপৈর্বিরহিতঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ।
গবাং সহস্রদানস্য ফলং প্রাপ্য দিবং ব্রজেৎ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী গাভী যিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন এবং শ্রীহরির নিকট গমন করিতে সমর্থ হন, অন্য কথা আর কি বলিব, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপরহিত ও সর্ব্বালংকারে অলংকৃত হইয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৭৬-৭৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

গবাং লোকমবাপ্নোতি ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীম্।
দধিক্ষীরঘৃতার্থায় বাসুদেবস্য চালয়ে।
দত্ত্বা গাং মধুপর্কায় মহৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৮ ॥
জলাশয়ং তথা কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৯ ॥
সপুষ্পৈঃ সফলৈর্বৃক্ষৈর্যুতং কৃত্বা জলাশয়ম্।
উদ্যানৈঃ পদ্মিনীষণ্ডৈরাশ্রমৈশ্চ মনোহরৈঃ।
শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি পুনর্নাবর্ত্ততে ততঃ ॥ ৮০ ॥
দেবাগ্রে কারয়েদ্যস্তু রম্যামাপণবীথিকাম্।
রাজা ভবতি লোকেষু বিজিতারির্মহাযশাঃ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই বিষয়ে বলা হই-য়াছে—শ্রীভগবানের মন্দিরে ঘৃত দুগ্ধ ও দধির জন্য যদি দুগ্ধবতী গাভী দান করা হয়, তাহা হইলে গো-লোকে বাস হইয়া থাকে এবং মধুপর্কের জন্য

গোদান করা হইলে মহাফল প্রাপ্তি হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে জলাশয় উৎসর্গকারী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। যিনি মনোহর আশ্রমে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা ফলপুষ্পযুক্ত বৃক্ষরাজি দ্বারা সুসজ্জিত উদ্যান সকলে পরিবৃত ও পদ্মাদি পুষ্প সম্ভারে সুশোভিত করিয়া দেন। তাঁহার শ্বেতদ্বীপে বাস হইয়া থাকে। তাঁহাকে আর জন্মান্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শ্রীহরির সম্মুখে পবিত্র আপন বীথি বিন্যস্ত করেন যিনি, তিনি শত্রুবিজয়ী ও মহাযশস্বী হইয়া রাজপদে অধিষ্ঠিত হন ॥ ৭৮-৮১ ॥

নগরঞ্চ তথা কৃত্বা সাম্রাজ্যমধিগচ্ছতি।
শিবিকাং যে প্রযচ্ছন্তি তে প্রযান্ত্যমরাবতীম্ ॥ ৮২॥
অশ্বদাঃ স্বর্গলোকস্থা রাজন্তে দিবি সূর্য্যবৎ।
করীন্দ্রদানাচ্ছক্রস্য চিরাল্লোকাচ্চ্যুতো নরঃ ॥ ৮৩॥
রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥ ৮৪॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যিনি নগর নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ হয়। শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে যিনি শিবিকা দান করেন, তিনি স্বর্গাধিপতি হন। যিনি শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অশ্বদান করেন, তিনি স্বর্গবাসী হইয়া সূর্য্যের মত শোভা পাইয়া থাকেন। এইভাবে যদি হস্তী দান করা হয় তাহা হইলে সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ইন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া পরে পৃথিবীশ্বর হন ॥ ৮২-৮৪ ॥

টীকা—অধুনা দ্রব্যবিশেষ-দানেন ফল-বিশেষং লিখতি—একামিত্যাদিনা সুখং ভবেদিত্যন্তেন। যদ্যপি গোদানাদিকমেতৎ কাদাচিৎকত্বান্নিত্যকর্ম্মমধ্যেঽত্র লিখিতুং নোপযুজ্যতে, তথাপি তত্তদ্দানেন নিত্যপূজাসিদ্ধেঃ, পূজাদ্রব্যদানলিখনাচ্চ তত্তৎফলবিশেষাপেক্ষয়া প্রসঙ্গতোঽত্রৈব লিখিতমিতি দিক্ ॥৭৫-৮৩ ॥

বিষ্ণোরায়তনে দত্ত্বা তৎকথা-পুস্তকং নরঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বহুকালস্থিরং দ্বিজাঃ ॥ ৮৫ ॥
পুস্তকাংশ্চ তথৈবান্যান্ যঃ প্রদদ্যান্নরস্ত্বিহ।
সারস্বতমবাপ্নোতি লোকং কালং তথা বহুম্ ॥৮৬॥
স্বভৃতং বাচকং কৃত্বা দেবাগারে নরঃ সদা।
বিদ্যাদানফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর্য্যগণ! শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীর্ঘকালস্থায়ী ভগবৎ-কথা পুস্তক-ভাগবতাদি দান করিয়া নরগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ভগন্মন্দিরে অন্যান্য পুস্তকাদি দান করেন তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ সারস্বত ভবনে বাস করেন। যিনি দেবালয়ে বেতনাদি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মবক্তা নিয়োগ করেন তিনি বিদ্যাদানের ফল প্রাপ্ত হন এবং সসম্মানে ব্রহ্মালয়ে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮৫-৮৭ ॥

টীকা—তস্য বিষ্ণোঃ কথায়াঃ পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি ॥ ৮৫ ॥

টীকা—ইহ বিষ্ণ্বায়তনে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—স্বভৃতং বেতনাদিনা স্বায়ত্তীকৃতম্ ॥৮৭।

বিষ্ণোঃ শঙ্খপ্রদানেন বারুণং লোকমশ্নুতে।
মানুষ্যমাসাদ্য তথা খ্যাত-শব্দশ্চ জায়তে ॥ ৮৮ ॥
ঘণ্টাপ্রদানেন তথা মহদ্‌যশঃ উপাশ্নুতে।
কূটাগারং তথা দত্ত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥
দত্ত্বা তু দেবকর্ম্মার্থং নবাং বেদীং দৃঢ়াং শুভাম্।
পার্থিবত্বমবাপ্নোতি বেদী হি পৃথিবী যতঃ ॥ ৯০ ॥
তোরণং কারয়েদ্‌যস্তু দেবদেবালয়ে নরঃ।
লোকেষু তস্য দ্বারাণি ভবন্তি বিবৃতানি বৈ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শঙ্খ দেওয়া হইলে বরুণলোক লাভ হয় এবং পরে পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ হয়। ঘণ্টা প্রদান করিলে অতিশয় খ্যাতি এবং মঞ্চ গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে নগরের আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে। যিনি দেবধর্ম্মের উদ্দেশ্যে ইষ্টকাদি নির্ম্মিত বেদী প্রস্তুত করিয়া দেন, তিনি রাজা হইয়া থাকেন, কারণ পৃথিবীই বেদী বলিয়া কথিত হয়। শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে যে ব্যক্তি তোরণ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার দ্বার সমস্ত লোকেই খোলা থাকে অর্থাৎ তিনি যে কোন লোকে যাইবার অধিকার লাভ করেন ॥ ৮৮-৯১ ॥

টীকা—কূটাগারং মঞ্চগৃহম্ ॥ ৮৯ ॥

টীকা—বেদীং ভগবদগ্রতঃ পূজোপকরণস্থাপনার্থমিষ্টকাদিনির্ম্মিতং স্থানবিশেষম্ ॥ ৯০ ॥

দেববেশ্মোপযোগ্যানি শিল্পভাণ্ডানি যো নরঃ।
দদ্যাদ্বা বাদ্যভাণ্ডানি গণেশত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯২ ॥
যঃ কুম্ভং দেবকর্ম্মার্থং নরো দদ্যান্নবং শুভম্।
বারুণং লোকমাপ্নোতি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৩॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দেবালয়ে ব্যবহারের উপযোগী প্রয়োজনীয় শিল্পভাণ্ড বা বাদ্যভাণ্ড প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি গণেশত্ব লাভ করেন। দেব-কার্য্যের জন্য যিনি মঙ্গলকর নূতন কলসী দান করেন, তাঁহার বরুণ লোকে বাস হয় এবং পাপ সকল ধ্বংস হইয়া থাকে ॥ ৯২-৯৩ ॥

টীকা—শিল্পভাণ্ডানি শিল্পনির্ম্মাণোচিতদ্রব্যাদীনি বাদ্যাদীনি চ ॥ ৯২ ॥

টীকা—শুভমুৎকৃষ্টদ্রব্যনির্ম্মিতং সুন্দরং বা ॥৯৩॥

চতুরঃ কলসান্ দদ্যাদ্যস্তু দেবগৃহে নরঃ।
চতুঃসমুদ্রবলয়াং স হি ভুঙ্‌ক্তে বসুন্ধরাম্ ॥ ৯৪ ॥
দত্ত্বৈকমপি বিপ্রেন্দ্রাঃ কলসং সুসমাহিতঃ।
রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা ভূতলে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৫ ॥
বারিধানীং তথা দত্ত্বা বারুণং লোকমশ্নুতে।
কমণ্ডলুপ্রদানেন যজ্ঞস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—দেবগৃহে চারিটি কলসী দানকারী ব্যক্তি চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা ভোগ করিয়া থাকেন। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সুসমাহিত চিত্তে শ্রীহরির নিমিত্ত একটি মাত্র কলসী দান করিলেও সুধার্ম্মিক রাজা হইয়া পৃথিবীতে আধিপত্য লাভ হয়। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ছোট ঘটি দান করিলে বরুণলোকে বাস হইয়া থাকে, এই ভাবে কমণ্ডলু দান করিলে যজ্ঞীয় ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৯৪-৯৬ ॥

টীকা—বারিধানীং লঘুঘটম্ ॥ ৯৬ ॥

মাত্রাস্তু পরিচর্য্যার্থং নিবেদ্য হরয়ে তথা।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥ ৯৭ ॥
তালবৃন্তপ্রদানেন নির্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাম্।
মাল্যাধারং তথা দত্ত্বা ধূপাধারন্তথৈব চ।
গন্ধাধারং তথা পাত্রং কামানাং পাত্রতাং ব্রজেৎ ॥৯৮

অনুবাদ—দেবসেবার জন্য পূজার উপকরণ বা তাহার আধার অর্পণ করিলে সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ যজ্ঞ-ফল ভাগী হওয়া যায়। তালবৃন্ত দান করিলে পরম-সুখ-সম্ভোগ লাভ হয়। মালিকার আধার, ধূপের আধার, গন্ধের আধার ও অন্য পাত্র দান করিলে নিখিল ঐশ্বর্য্য ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৯৭-৯৮ ॥

টীকা—মাত্রাং দেবোপচারসামগ্রীং তদাধারদ্রব্যং বা ॥ ৯৭ ॥

সমুদ্রজানি পাত্রাণি দত্ত্বা বৈ তৈজসানি বা।
পাত্রং ভবতি কামানাং বিদ্যানাঞ্চ ধনস্য চ ॥ ৯৯ ॥
শয়নাসনদানেন স্থিতিং বিন্দতি শাশ্বতীম্।
উত্তরচ্ছদদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০০ ॥
নরঃ সুবর্ণদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
রূপ্যদো রূপমাপ্নোতি বিশেষাৎ ভুবি দুর্ল্লভম্ ॥১০১

অনুবাদ—সমুদ্রজাত পাত্রসমূহ অথবা ধাতু দ্বারা তৈরী পাত্রসমূহ দান করিলে ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও অর্থ-লাভের অধিকারী হয়। শয্যা ও আসন দান করিলে নিত্যা স্থিতি লাভ হইয়া থাকে। উত্তরীয় দানে সর্ব্ব-কামনা সিদ্ধি হয়। স্বর্ণদান করিলে কামনা সুসিদ্ধ হয় এবং রৌপ্যদানকারী ব্যক্তি পৃথিবীতে সুদুর্ল্লভ রূপ লাভ করে ॥ ৯৯-১০১ ॥

টীকা—কামানামৈশ্বর্য্যভোগানাং পাত্রতামাশ্রয়তাম্ ॥ ৯৯ ॥

রত্নদানেন লোকেষু প্রামাণ্যমুপগচ্ছতি।
অনড়্বাহপ্রদানেন দশধেনুফলং লভেৎ ॥ ১০২ ॥
অজাবিমহিষোষ্ট্রাণাং দানমশ্বতরস্য চ।
সহস্রগুণিতং দানাৎ পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০৩
বারুণং লোকমাপ্নোতি দত্ত্বা বস্তং দ্বিজোত্তমাঃ।
অবিপ্রদানাচ্চ তথা তমেনং লোকমশ্নুতে ॥ ১০৪ ॥
উষ্ট্রং বা গর্দ্দভং বাপি খরং বা যঃ প্রযচ্ছতি।
অলকাং স সমাসাদ্য যক্ষেন্দ্রৈঃ সহ মোদতে ॥১০৫॥
আরণ্যমৃগজাতীনাং তথা দানাচ্চ পক্ষিণাম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সুভগশ্চ তথা ভবেৎ ॥ ১০৬ ॥
দাসং দত্ত্বা সুখে লোকে নেষ্টভ্রষ্টো বিজায়তে।
দাসীং দত্ত্বা তথা বিপ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০৭॥

গণিকাং যে প্রযচ্ছন্তি নৃত্যগীতবিশারদাম্।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তাস্তে প্রযান্ত্যমরাবতীম্ ॥ ১০৮ ॥
নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—মণিহীরকাদি দানের দ্বারা সর্ব্বজন পূজ্যত্ব লাভ হয় এবং বৃষ দান দ্বারা দশ ধেনু দানের ফল লাভ হয়। ছাগ, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র ও অশ্বতর দানে পূর্ব্বোক্ত দান অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে বিপ্রবর! ছাগ ও মেষ দানদ্বারা বরুণলোকে বাস হয়। যে ব্যক্তি উষ্ট্র, গর্দ্দভ বা পশ্চিম দেশ প্রসিদ্ধ গোখর দান করেন, তিনি অলকাপুরীতে গমন করিয়া যক্ষ শ্রেষ্ঠগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করেন।

অরণ্যমৃগ ও পক্ষীদান দ্বারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দাস দান করিলে সুন্দর লোক হইতে আর স্খলিত হইতে হয় না। এইরূপ দাসী দানে দাস দানের মতই ফল লাভ হয়, এই বিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নাই।

নৃত্য গীত বিচক্ষণা গণিকাদানে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে এবং অমরাবতীতে বাস হয়। কেবল মাত্র নৃত্যদানে নিঃসন্দেহে রুদ্র লোকে বাস হয় ॥ ১০২-১০৯ ॥

টীকা—রত্নানি মৌক্তিকহীরকগোমেদেন্দ্রনীল-পুষ্পরাগ-বৈদূর্য্য-বিদ্রুম-মরকতপদ্মরাগাদীনি ।১০২॥

টীকা—পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ ব্রাহ্মণসম্প্রদানকাদ্দানাৎ ॥১০৩

টীকা—বস্তং ছাগং, অবির্মেষঃ, খরং গর্দ্দভ-বিশেষং পশ্চিমদেশে গোখরেতি প্রসিদ্ধম্ ॥১০৪-১০৫॥

———

প্রেক্ষণীয়-প্রদানেন শক্রলোকে মহীয়তে।
গীতং দত্ত্বা তথাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমসংশয়ম্ ॥ ১১০ ॥
দুন্দুভিং যে প্রযচ্ছন্তি কীর্ত্তিমন্তো ভবন্তি তে ॥১১১॥

অনুবাদ—ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করাইলে ইন্দ্রলোকে বাস হয়। গায়ক দ্বারা গান করাইলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি দেব-তার উদ্দেশ্যে দুন্দুভিপ্রদান করেন, তাঁহারা সংসারে কীর্ত্তিমান হইয়া থাকেন ॥ ১১০-১১১ ॥

———

দত্ত্বা ধান্যানি বীজানি শস্যানি বিবিধানি চ।
রূপকাণি চ তান্যেব প্রাপ্নুয়াৎ সুরপূজ্যতাম্ ॥১১২।
দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্তু্ভিজায়তে।
দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—শাকবীজ, ধান্যবীজ, যবাদি শস্যবীজ ও অঙ্কুরিত বীজ প্রভৃতি দানের দ্বারা দেবপূজ্যত্ব লাভ হয়। যদি দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যঞ্জনার্থ শাক বা উপকরণ সকল অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে আর শোকে মগ্ন হইতে হয় না ॥ ১১২-১১৩ ॥

টীকা—প্রেক্ষণীয়মিন্দ্রজালাদি, গীতং দত্ত্বা গায়ন-দ্বারা গীতং পাপয়িত্বা ; বীজানি শাকাদীনাং বীজানি, বীজরূপাণি ধান্যানি বা ; শস্যানি ভোজ্যানি যবাদীনি, রূপকাণি অঙ্কুরিতানি ॥ ১১০-১১২ ॥

———

পুষ্পবৃক্ষং তথা দত্ত্বা দেশস্যাধিপতির্ভবেৎ।
ফলবৃক্ষং তথা দত্ত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভাবে পুষ্পবৃক্ষ দানের দ্বারা দেশাধিপত্য ও ফল বৃক্ষদানে নগরাধিপত্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥

টীকা—পুষ্পবৃক্ষং পুষ্পপ্রধানকং বৃক্ষং, এবং ফলবৃক্ষম্ ॥ ১১৪ ॥

———

তথা—

সুগন্ধসাধনানীহ পটবাসানি যো নরঃ।
দদাতি দেবদেবস্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥১১৫॥
কঙ্কতস্য প্রদানেন বিরোমস্তুভিজায়তে।
কূর্চপ্রসাধনং কৃত্বা পরং মঙ্গলমশ্নুতে ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—ঐরূপভাবে দেবদেব জনার্দ্দনের জন্য যিনি সুগন্ধ প্রসাধন ও পট্টবস্ত্র সকল দান করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। চিরুণী প্রদানে দেহ রোমশূন্য হয় এবং কূর্চ প্রসাধন করিয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১৫-১১৬ ॥

———

বিস্মাপনীয়ং যৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বাত্যন্তং সুখং লভেৎ ॥১১৭
বস্ত্রালঙ্করণাদীনাং কৃষ্ণার্পণফলঞ্চ যৎ।
উপচারপ্রয়োগে প্রাক্ তত্র তত্র ব্যলেখি তৎ ॥ ১১৮ ॥

উপচারাশ্চ বিবিধাঃ শ্রীমদ্ভগবদর্চ্চনে।
শক্ত্যশক্ত্যাদিভেদেন তান্ত্রিকৈর্বৈষ্ণবৈর্মতাঃ ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—চমৎকারময় দ্রব্যজাত অল্পপরিমাণে দান করিলেও অতিশয় সুখ ভোগ হয়। বেশী কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বসন-ভূষণাদি অর্পণ করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের পূজা বিষয়ে নানাবিধ উপচার দৃষ্ট হয়। তান্ত্রিক বৈষ্ণবগণ সামর্থ্য অনুসারে তাহার কম বেশীর ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ॥ ১১৭-১১৯ ॥

টীকা—বিস্মাপনীয়ং আশ্চর্য্যাবহম্ ॥ ১১৭ ॥

টীকা—অত্রালিখিতোঽপি বস্ত্রাদিদানফলভেদঃ পূর্ব্ববৎ তদর্পণ-প্রকরণে লিখিতোঽত্রাপি তথৈব জ্ঞেয়ঃ, ইত্যাশয়েন লিখতি—বস্ত্রেতি ॥ ১১৮ ॥

টীকা—'পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ শক্তো ভগবদর্চ্চনম্' ইতি সায়ং পূজায়াং লিখিতং, তত্র শক্তৌ পূর্ব্বলিখিতৈঃ সর্ব্বৈরেবোপচারৈরর্চ্চনং কার্য্যম্ অশক্তৌ সংক্ষেপেণ কতিভিশ্চিদেব কর্ত্তব্যমিত্যাশয়েনোপচারাণাং বহুবিধত্বং লিখতি—উপচারাশ্চেতি। শক্তেরশক্তেশ্চ ভেদেন, আদি-শব্দাৎ কালদেশশ্রদ্ধাদিভেদেন চ বিবিধা মতাঃ ॥ ১১৯ ॥

অথ বিবিধোপচারাঃ

আগমে—

আসন-স্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ ॥ ১২০ ॥
সুগন্ধসুমনোধূপ-দীপনৈবেদ্যবন্দনম্।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নানাপ্রকার উপচার আগমে উক্ত হইয়াছে—আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বস্ত্র, অলংকার, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা পূজার এই সকল ষোড়শোপচার প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ১২০-১২১ ॥

টীকা—সার্ঘ্যে অর্ঘ্যসহিতে, অর্ঘ্যঞ্চৈকমিত্যর্থঃ, এবং ষোড়শ ॥ ১২০-১২১ ॥

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনমধুপর্কাচমান্যপি।
গন্ধাদয়ো নিবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ ১২২ ॥
গন্ধাদিভির্নিবেদ্যান্তৈঃ পূজা পঞ্চোপচারিকী।
সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ ॥১২৩

অনুবাদ—অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশ প্রকার উপচারের নাম দশোপচার। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটি উপচারকে পঞ্চোপচার বলা হয়। পূজা তিন প্রকার—ইহার মধ্যে যে কোন এক প্রকার পূজা করিতে হইবে ॥ ১২২-১২৩ ॥

টীকা—অর্ঘ্যাদীনি পঞ্চ, গন্ধাদয়শ্চ পঞ্চ—ইত্যেবং দশ ॥ ১২২ ॥

টীকা—ত্রিবিধা উপচারাণাং ষোড়শাদিনা ভেদত্রয়েণ ত্রিপ্রকারাঃ ॥ ১২৩ ॥

কুচিচ্চ—

আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্।
স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ ॥ ১২৪ ॥
প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃপরম্।
প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—কোন কোন স্থানে আসন, আবাহন, পাদ্যার্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, কুসুমাঞ্জলি প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জ্জন এই ষোড়শোপচারের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ১২৪-১২৫ ॥

টীকা—ষোড়শস্বেব মতান্তরং লিখতি—আসনেতি। পুষ্পস্য পুষ্পাঞ্জলেশ্চৈক্যেন ষোড়শ ॥১২৪-১২৫

কেচিচ্চাহুশ্চতুঃষষ্টিমুপচারান্সমার্চ্চনে।
তেষ্বনেকপ্রকারেষু প্রকারৈকোঽত্র লিখ্যতে ॥১২৬॥
সুখসুপ্তস্য কৃষ্ণস্য প্রাতরাদৌ প্রবোধনম্।
বেদঘোষণবীণাদিবাদ্যৈর্বন্দিস্তবৈরপি ॥ ১২৭ ॥
জয়শব্দা নমস্কারা মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ।
আসনং দন্তকাষ্ঠঞ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনান্যপি ॥ ১২৮ ॥
ততশ্চ মধুপর্কাদ্যাচমনং পাদুকার্পণম্।
অঙ্গমার্জ্জনমভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে স্নপনং জলৈঃ ॥ ১২৯ ॥

ক্ষীরেণ দধ্না হবিষা মধুনা সিতয়া তথা।
মন্ত্রপূতৈঃ পুনর্বাভিরঙ্গবাসোঽথ বাসসী ॥ ১৩০ ॥
উপবীতং পুনশ্চাচমনীয়ং চানুলেপনম্।
ভূষণং কুসুমং ধূপো দীপো দুষ্টাপসারণম্ ॥১৩১॥
নৈবেদ্যং মুখবাসস্তু তাম্বূলং শয়নোত্তমম্।
কেশপ্রসাধনং দিব্যবস্ত্রাণি মুকুটং মহৎ ॥ ১৩২ ॥
দিব্যগন্ধানুলেপশ্চ কৌস্তুভাদিবিভূষণম্।
বিচিত্রদিব্যপুষ্পাণি মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ ১৩৩ ॥
আদর্শঃ সুখযানেন মণ্ডপাগমনোৎসবঃ।
সিংহাসনোপবেশশ্চ পাদ্যাদ্যৈঃ পুনরর্চ্চনম্ ॥১৩৪॥
পুনর্ধূপাদ্যর্পণেন প্রাগ্বন্নৈবেদ্যমুত্তমম্।
ততশ্চ দিব্যতাম্বূল-মহানীরাজনং পুনঃ ॥ ১৩৫ ॥
চামরব্যজনচ্ছত্রং গীতং বাদ্যঞ্চ নর্ত্তনম্।
প্রদক্ষিণং নমস্কারঃ স্তুতিঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ ॥১৩৬॥
তয়োশ্চ স্থাপনং মূর্দ্ধ্নি তীর্থনির্ম্মাল্যধারণম্।
উচ্ছিষ্টভোজনং পাদসেবোদ্দেশোপবেশনম্ ॥১৩৭॥
নক্তং শয্যাবিনির্ম্মাণং দিব্যৈর্বিবিধসাধনৈঃ।
হস্তপ্রদানং শয়নস্থানাগম-মহোৎসবঃ ॥ ১৩৮ ॥
শয্যোপবেশনং শ্রীমৎপাদক্ষালনপূর্ব্বকম্।
গন্ধপ্রসূন-তাম্বূলার্পণ-নীরাজনোৎসবঃ ॥ ১৩৯ ॥
শেষপর্য্যঙ্কশয়ন-পাদসংবাহনাদিকম্।
ক্রমেণৈতে চতুঃষষ্টিরুপচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৪০॥

অনুবাদ—কেহ কেহ আমার (শ্রীভগবানের) পূজা বিষয়ে চৌষট্টি প্রকার উপচারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন; যদিও তাহা নানা প্রকার, তাহার মধ্যে এক প্রকার উপচারের বিষয় এই গ্রন্থে লেখা হইতেছে।

১। সুখে নিদ্রিত শ্রীহরির পুরোভাগে প্রাতঃকালে বেদগান, বীণাবাদন ও স্তুতি পাঠকগণের স্তবদ্বারা প্রবোধনই প্রথম উপচার, ২। জয়শব্দ, ৩। নমস্কার, ৪। মঙ্গলারাত্রিক, ৫। আসন, ৬। দন্তকাষ্ঠ, ৭। পাদ্য, ৮। অর্ঘ্য, ৯। আচমন, ১০। মধুপর্কসহ আচমন, ১১। পাদুকাদান, ১২। অনুলেপনাদি দ্বারা শরীর মার্জ্জন, ১৩। অভ্যঙ্গ, ১৪। তৈলাপসারণ, ১৫। সুগন্ধি পুষ্পোদকাদিতে স্নান, ১৬। দুগ্ধস্নান, ১৭। দধিস্নান, ১৮। ঘৃতস্নান, ১৯। মধুস্নান, ২০। শর্করাস্নান, ২১। সমস্ত জলে স্নান, ২২। অঙ্গ মার্জ্জনাদিবস্ত্র, ২৩। সোত্তরীয় পরিধেয় বস্ত্র, ২৪। যজ্ঞোপবীত, ২৫। পুনরাচমন, ২৬। অনুলেপন, ২৭। অলংকার, ২৮। পুষ্প, ২৯। ধূপ, ৩০। দীপ, ৩১। দুষ্ট লোকের দৃষ্টি অপসারণ, ৩২। নৈবেদ্য, ৩৩। মুখবাস, ৩৪। তাম্বূল, ৩৫। সুন্দর শয্যা, ৩৬। কেশপ্রসাধন, ৩৭। সুন্দর বস্ত্র, ৩৮। উত্তম মুকুট, ৩৯। দিব্য গন্ধানুলেপন, ৪০। কৌস্তুভাদি বিভূষণ, ৪১। বিচিত্র দিব্যপুষ্পসমূহ, ৪২। মঙ্গলারতি, ৪৩। দর্পণ, ৪৪। সুন্দর যানে আরোহণ করাইয়া মণ্ডপে আগমনের উৎসব, ৪৫। সিংহাসনোপরি উপবেশন, ৪৬। পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা পুনরায় পূজা, ৪৭। পুনরায় ধূপ সম্প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ নৈবেদ্যাদি সমর্পণ, ৪৮। পরে পুনরায় তাম্বূল নিবেদন করিয়া মহানীরাজন, ৪৯। চামরব্যজন ছত্র, ৫০। গীত, ৫১। বাদ্য, ৫২। নৃত্য, ৫৩। প্রদক্ষিণ, ৫৪। নমস্কার, ৫৫। শ্রীপাদপদ্ম সমীপে স্তুতি, ৫৬। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগল মস্তকে ধারণ, ৫৭। শিরোভাগে নির্ম্মাল্য ধারণ, ৫৮। উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, ৫৯। পাদসেবনোদ্দেশে উপবেশন, ৬০। নিশাকালে সুন্দর সুগন্ধ চূর্ণাদি সুবাসিত কোমল বস্ত্রান্তরে পুষ্প ছড়াইয়া শয্যা রচনা, ৬১। শয্যাস্থানে শুভাগমনের জন্য হস্ত সংযোজন, ৬২। শয্যাস্থানে আগমনার্থ মহোৎসব, ৬৩। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শয্যায় তাঁহার উপবেশন করণ, গন্ধ পুষ্প ও তাম্বূলাদি অর্পণ পূর্ব্বক নীরাজন, ৬৪। শেষে পালঙ্কে শয়ন করান ও পাদ সম্বাহনাদি যথাক্রমে এই চৌষট্টি প্রকার উপচার বলা হইল ॥১২৬-১৪০॥

টীকা—অনেকে প্রকারা ভেদা যেষাং তেষু চতুঃষষ্টি উপচারেষু মধ্যে একঃ প্রকারোঽত্র গ্রন্থে লিখ্যতে ॥ ১২৬ ॥

টীকা—প্রবোধনমিত্যাদিভিঃ প্রথমান্তপদৈরুপচারাঃ। তত্রৈকবচনান্তেনৈকঃ দ্বন্দ্বসমাসে দ্বিবচনান্তেন দ্বৌ, বহুবচনান্তেন চ বহবঃ। তৃতীয়ান্ত-পদৈশ্চ প্রায় উপচারস্য সাধনং, কুচিচ্চ তস্য ভেদোঽপি জ্ঞেয়ঃ। মধুপর্কেণাচ্যং সহিতমাচমনমিতি তয়োর্দ্বিত্বেঽপি মধুপর্কানন্তরমাচমনস্যাবস্যাপেক্ষ্যত্বাদৈক্যাভিপ্রায়েণৈক এবোপচারঃ। অঙ্গমার্জ্জনং পর্য্যুষিতানুলেপনাদিরূপশ্রীগাত্রমলোত্তারণম্, অভ্যঙ্গস্তৈলাভ্যঞ্জনং, তৈলমর্দ্দনমিতি বা পাঠঃ। অভ্যঙ্গো বিশেষতঃ তৈলাদিনা

শ্রীমস্তকাভ্যঞ্জনম্, উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদ্যপসারণং, জলৈঃ সুগন্ধপুষ্পোদকাদিভিঃ, স্নপনসৌকবিধত্বেঽপি জল-ভেদেন ক্ষীরাদিভেদেন চ সপ্তধা সপ্তোপচারা ইত্যেবং বিশিষ্ট-সম্প্রদায়াচারোঽনুসর্ত্তব্যঃ। অঙ্গবাসঃ শ্রীমদঙ্গজলমার্জ্জনার্থং বস্ত্রং, বাসসী পরিধানোত্তরীয়ে, দৃষ্টেঃ দুষ্টলোকাবলোকস্য অপসারণং, সর্ষপাদি-ভির্নির্ম্মঞ্ছনেনোত্তারণং, শয়নোত্তমং দিব্যশয্যা, মহা-রাজোপচারান্ লিখতি—দিব্যবস্ত্রানীত্যাদিনা আদর্শ ইত্যন্তেন। দিব্যানি বিচিত্রাণি কঞ্চুকোষ্ণীষাদিরূপাণি বহূনি বস্ত্রাণি মণ্ডপে বহিঃপ্রাসাদে আগমনমেবোৎ-সবঃ বিশেষতোঽত্রোৎসবপ্রয়োগেণ গীতবাদ্যাদি-পূর্ব্বকতা সূচিতা পাদ্যাদীনাং পৃথক্ত্বেন পুনর্যুগপ-দর্পণাদ্যোক্ত্যনৈবেক এবোপচারঃ, কৃচিচ্চ নিত্যসাহ-চর্য্যাভাবাৎ পৃথগুপচারনির্দ্দেশ ইতি দিক্ ॥১২৭-১৩৬

টীকা—পাদয়োঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ যা সেবা সং-বাহনাদিরূপা তদুদ্দেশেনোপবেশনমুপবেশঃ, বিবিধৈঃ সুগন্ধিচূর্ণাদিসুবাসিতকোমলবস্ত্রান্তঃপুষ্পবিরচনাদিভিঃ সাধনৈঃ, হস্তপ্রদানং শয়নস্থানে শুভাগমনার্থং হস্ত-যোজনম্। শয্যায়ামুপবেশনং, শ্রীমৎপাদয়োঃ ক্ষালনং পূর্ব্বমাদৌ যস্য তাদৃশং, গন্ধাদ্যর্পণেন নীরাজনরূপোৎ-সবঃ ॥ ১৩৭-১৩৯ ॥

সদাচারানুসারেণ যদ্‌যদাচর্য্যতে স্বয়ম্।
নিত্যকর্ম্মাদিকং তত্তৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কারয়েৎ ॥১৪১
অতোঽত্রালিখিতং যদ্‌যদুপচারাদিকং পরম্।
সর্ব্বং তত্তচ্চ জানীয়াল্লোকরীত্যনুসারতঃ ॥ ১৪২ ॥
উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা।
ভক্তেনার্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—যে যে উপচারের উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয় নাই, তাহা গুরুপরম্পরা বা শিষ্টাচার অনুসারে করণীয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সকল নিত্য কর্ম্ম ও জন্মাদি কার্য্য শিষ্টজন নিজেরা করিয়া থাকেন, সদাচার হিসাবে তাহা অবশ্য পালনীয়। এখানে যে সমস্ত উত্তম উপচারা-দির কথা লিখিত হয় নাই তাহা লোক ব্যবহার অনুসারে জানিয়া লইতে হইবে। যদি উক্ত প্রকার উপচারসমূহের মধ্যে কোনও দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে ভক্ত ব্যক্তি যাহা পাওয়া যাইবে তাহা এবং মানস কল্পিত দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিবেন ॥ ১৪১-১৪৩ ॥

টীকা—তত্র তত্রানুক্তমপ্যুচারাদিকং শিষ্টাচার-দৃষ্ট্যা লিখতি—সদাচারেতি দ্বাভ্যাম্। যদ্‌যন্নিত্যকর্ম্ম, আদি-শব্দাজ্জন্মাদিকৃত্যঞ্চ, তথা তত্র তত্র কালদেশা-দিভেদেন যদ্‌যথা স্বয়ং ক্রিয়তে, তচ্চ সর্ব্বম্ ॥১৪১॥

টীকা—অতোঽস্মাদ্ধেতোঃ পরমন্যদ্যুচারাদিকম্, অত্র গ্রন্থে যদ্‌যল্লিখিতং নাস্তি, তচ্চ স্নানাৎ পূর্ব্বং কেশ-প্রসাধনং, স্নানার্থঞ্চ ধৌতবস্ত্রপরিধাপনং, ভোজনে চাদৌ পীঠাদ্যর্পণং, ভোজনান্তে চ জলগণ্ডূষার্পণং, সুগন্ধি-তাম্বুলমিত্যেবমাদিকং নিত্যকর্ম্ম, তথা জন্ম-দিনে তিলস্নানাদি, তথা নবান্নাদি কালে নবান্নপ্রাশনা-দিকং চেত্যেবমাদিকং মাসাদিকৃত্যং জানীয়াৎ। তচ্চ লোকস্য রীত্যের্ব্যবহারক্রমস্যানুসারতঃ। শীত-কালে উষ্ণদ্রব্যং, শীতনিবারণার্থং তদ্‌যোগ্যবস্ত্রং জ্বলদঙ্গারস্থাল্যাদিকমুষ্ণকালে চ শীতলং দ্রব্যং হিমাদি-কঞ্চ সমর্পয়েৎ। ভোজনানন্তরং ক্ষণং সুখবিশ্রামার্থং শয্যাবিস্তারণাদি-বিবিক্ততাপাদনং, তত্রাপি চ শীত-কালেঽল্পকালং, গ্রীষ্মে চ বহুকালম্ উত্থাপনানন্তরঞ্চ পাদ্যাচমনীয়াদিকং কিঞ্চিত্তক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চার্প্যমিত্যাদি-শিষ্টাচারাদ্বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪২ ॥

টীকা—ননু পঞ্চস্বপ্যুপচারেষু যদি কশ্চিন্ন সিধ্যেত্তর্হি কিং কার্য্যম্? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি উক্তানামিতি, শাস্ত্রপ্রতিপাদিতানাম্, তৈরুপচারৈঃ যথালব্ধৈঃ, যেঽ-নায়াসতঃ প্রাপ্তাস্তৈর্যে চালব্ধাস্তৈরন্তর্ভাবিতৈর্মান-সিকৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥

অথালব্ধসমাধানম্

তন্ত্রে—

উপচারোক্ত-বস্তূনামুপসংগ্রহণে বিধিঃ।
দ্রব্যাণামপ্যভাবে তু পুষ্পাক্ষতযবৈঃ ক্রিয়া ॥ ১৪৪ ॥
অর্চ্চোপচারবস্তূনামভাবে সমুপস্থিতে।
নির্ম্মলেনোদকেনৈব দ্রব্যসম্পূর্ণতা ভবেৎ ॥ ১৪৫ ॥
উপচারেষু দ্রব্যেষু যৎকিঞ্চিদ্দুষ্করং বুধঃ।
তৎ সর্ব্বং মনসা বুদ্ধ্যা পুষ্পক্ষেপেণ কল্পয়েৎ ॥১৪৬
এতেষু চোপচারেষু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতম্।
যদসম্পন্নমেতেষাং মনসা তু প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপচারালাভে তৎ সমাধান, তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—উপচার দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিয়ম এইরূপ, দ্রব্যসমূহের অভাব হইলে পুষ্প, আতপ চাউল ও যবাদি দ্বারা ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করা যাইবে। পূজায় উপহার দেওয়ার জন্য দ্রব্য সমূহের অলাভে বিশুদ্ধ জল-সংযোগে সকল দ্রব্যের সম্পূর্ণতা ঘটিয়া থাকে। উপচার দ্রব্যসমূহের মধ্যে যে দ্রব্য নিতান্ত দুর্লভ, বিদ্বান ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ফুল দিয়া সেই দ্রব্যের কল্পনা করিবেন। বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপচার মধ্যে যাহা অসম্পন্ন থাকিবে তাহা মনে মনে ভাবিয়া দিতে হইবে ॥ ১৪৪-১৪৭ ॥

টীকা—উপসংগ্রহণে সমাধানে বিধিরয়ং, তমেবাহ—দ্রব্যাণামিতি। পুষ্পাদিভিরপি ক্রিয়াঃ পূজা-কর্ম্মাণি ভবন্তি, তত্তদ্‌দ্রব্যস্থানে পুষ্পাদিনৈবার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—পুষ্পাদ্যভাবে চ জলেনৈব সিধ্যন্তীত্যাহ—অর্চ্চেতি ॥ ১৪৫ ॥

টীকা—জলাভাবে চ তত্তদ্ধ্যানেনৈব সিধ্যন্তীত্যাহ—উপচারেষ্বিতি। মনসা যা বুদ্ধির্ভাবনা তয়া; যদ্বা, বুদ্ধ্যা যৎ পুষ্পং, তস্য মনসৈব প্রক্ষেপণং কল্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥

টীকা—কিন্তু তত্র বিত্তশাঠ্যং ন কার্য্যমিত্যাহ—এতেষ্বিতি। বিত্তশাঠ্যং বিত্তে সতি গৌণোপচারেহকিঞ্চনবৎপ্রবৃত্তিস্তদ্বিবর্জ্জিতং যথা স্যাত্তথা প্রকল্পয়েৎ। বিবর্জ্জিত ইতি প্রথমান্তো বা পাঠঃ ॥ ১৪৭ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং তুলসীমাহাত্ম্যে—

যদ্‌যদ্ন্যূনং ভবত্যেব রামারাধনসাধনম্।
তুলসীদলমাত্রেণ যুক্তং তৎ পরিপূর্য্যতে ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় তুলসী মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—আরাধনা-সাধনায় যে যে দ্রব্যের ন্যূনতা হইবে, হে রামচন্দ্র! তুলসীদলমাত্রে যুক্ত হইয়া তত্তদভাব পূরণ হইতে পারে ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—যুক্তং সম্বদ্ধং সৎ ॥ ১৪৮ ॥

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে (২৭।১৫)—

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি ॥ ১৪৯ ॥
ততোহনুজ্ঞাং প্রভোঃ প্রার্থ্য দণ্ডবত্তং প্রণম্য চ।
সায়ং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং সুখং
স্বপ্যাৎ প্রভুং স্মরন্ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলসী-মাহাত্ম্য বিষয়ে কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—নিষ্কাম ভক্ত যদি কোনও দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে যথা লব্ধ দ্রব্য এবং হৃদয়ের ভাবের সংযোগে মনে মনে অলব্ধ দ্রব্যের চিন্তা করিয়া প্রতিমাদিতে আমার পূজা করিলেই উহা যথেষ্ট হইবে। অতঃপর প্রভুর সমীপে অনুমতি ভিক্ষা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সায়ংকালে যথা-যোগ্য ভোজনের পর তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে শয্যায় শয়ন করিবে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

টীকা—প্রসিদ্ধৈঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধৈঃ সুশোভনৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রখ্যাতৈরেব গন্ধচন্দন-পুষ্পাদিভিঃ, অতস্তত্তদ্বিশেষনির্দ্দেশেনালমিত্যর্থঃ। অমায়িনঃ নিষ্কামস্য ভক্তস্য চেতি সম্বন্ধঃ; যদ্বা, শাঠ্যহীনস্য জনস্যেতি তত্র বিত্তশাঠ্যমবশ্যং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। ভক্তস্য তু যথালব্ধৈঃ, যথোপপন্নৈঃ, যত্তু চন্দনাদি সর্ব্বথা ন লভ্যতে, তস্য হৃদি ভাবেন ভাবনয়া ॥ ১৪৯ ॥

অথ শয়নবিধিঃ

আগমে—

নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোহব্যয়ঃ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণি-বিশোভিতে।
ক্ষীরাব্ধিমধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ ॥১৫১
সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমস্তকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ ॥১৫২॥
ইতি রক্ষাং পুরস্কৃত্য স্বপেদ্বিষ্ণুমনুস্মরন্ ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শয়ন বিধি-আগমে উক্ত হইয়াছে—ক্ষীরসমুদ্রে ফণিফণামণি বিশোভিত আদি অন্তরহিত, নিষ্কল, অব্যয়, বিশ্বমূর্ত্তিধারী অনন্ত-শয্যায় সর্ব্বদা শায়িত শ্রীমাধব আমাকে সতত রক্ষা করুন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাত্মা গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবান্

আমার বাহ্যাভ্যন্তর সহ আপাদতলমস্তক এই শরীর রক্ষা করুন—এই ভাবে মন্ত্রপাঠ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিবে ॥ ১৫১-১৫৩ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

অদ্ভিঃ শৌচবিধিং বিধায় চরণৌ প্রক্ষাল্য চোপস্পৃশেদ্দিঃ
সংস্মৃত্য জগৎপতিং ব্রজপতিং শ্রীবল্লবীবল্লভম্ ।
রাধায়াঃ সুচিরং পিবন্তমমৃতাসারায়মাণং গিরং ।
বস্ত্রেণাঙ্ঘ্রিযুগং প্রমৃজ্য শয়নন্তাসাদ্য সদ্যঃ স্বপেৎ ॥১৫৪

অনুবাদ—অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—জলদ্বারা শৌচবিধি সমাপন পূর্ব্বক পা ধুইয়া ও আচমন করিয়া জগৎপতি ব্রজপতি শ্রীগোপপতি শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ সময় শ্রীরাধারাণীর অমৃতধারাবর্ষী বাক্য পান করিতেছেন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বস্ত্রদ্বারা তাঁহার চরণকমলযুগল মার্জ্জন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিবে ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—দ্বিরুপস্পৃশেৎ বারদ্বয়মাচমনং কুর্য্যাৎ, অমৃতস্য সুধায়াঃ আসারঃ ধারাসম্পাতঃ তদ্বদাচরন্তীং গিরং সুচিরং পিবন্তং সংস্মৃত্য ; শয়নং শয্যাম্ ॥১৫৪

কিঞ্চ—

রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্ ।
শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নং তস্য নশ্যতি ॥ ১৫৫

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রত্যহ শয়নকালে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্র, কাত্তিকেয়, হনুমান, বিনতানন্দন ও বৃকোদরকে স্মরণ করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৫ ॥

অপি চ স্কান্দ-পাদ্ময়োঃ—

ঋতুকালাভিগামী যঃ স্বদারনিরতশ্চ যঃ ।
স সদা ব্রহ্মচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ সন্ গৃহাশ্রমী ॥ ১৫৬ ॥
ঋতুঃ ষোড়শ যামিন্যশ্চতস্রস্তাসু গর্হিতাঃ ।
পুত্রাস্তাস্বপি যুগ্মাস্তু অযুগ্মাঃ কন্যকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৫৭
ত্যক্ত্বা চন্দ্রমসং দুষ্টং মঘাং মূলাং বিহায় চ ।
শুচিঃ সন্নিবিশেৎ পত্নীং পুন্নামর্ক্ষে বিশেষতঃ ।
শুচিঃ পুত্রং প্রসূয়েত পুরুষার্থপ্রসাধকম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—ঋতুকালে যিনি ভার্য্যায় উপরত হন এবং যিনি নিজ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, সেই গৃহাশ্রমীকে সর্ব্বদা ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ঋতু ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত, তারমধ্যে প্রথম চারি রাত্রি নিন্দনীয়া, এ ছাড়া যুগ্মরাত্রি পুত্রোৎপাদিকা ও অযুগ্মরাত্রি কন্যোৎপাদিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। অশুদ্ধ চন্দ্র এবং মঘা ও মূলা নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ পরিচায়ক দশটি নক্ষত্রের আবির্ভাবে শুচি হইয়া পত্নীতে উপগত হইলে পুরুষার্থ প্রসাধক পুত্র প্রসব হয় ॥ ১৫৬-১৫৮ ॥

টীকা—ইহ গৃহাশ্রমেঽপি স এব সন্ উত্তমঃ গৃহাশ্রমী চ গৃহী বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—তাসু অগর্হিতাস্বপি যামিনীষু মধ্যে যুগ্মাঃ ঋতুদর্শনাৎ পরা ষষ্ঠ্যাদ্যা যামিন্যঃ ; পুত্রাঃ পুত্রোৎপাদিকা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—পুন্নামর্ক্ষং নক্ষত্রদশকম্ ; তদুক্তং বার্হস্পত্যে—'সর্পাচ্চতুষ্কং রৌদ্রঞ্চ যাম্যং ত্বাষ্ট্রত্রিকং তথা। বৈশ্বেন্দ্র-বাসবং পৌষ্ণং স্ত্রীলিঙ্গাঃ সমুদাহৃতাঃ ॥ সৌম্যবারুণ-মূলানি নপুংসকদিনান্যপি। শেষাঃ পুংলিঙ্গতাং প্রাপ্তাস্তারাঃ সুরশচীপতে ॥' ইতি অতোঽশ্বিনী-কৃত্তিকা-রোহিণী-পুনর্ব্বসু-পুষ্যা-হস্তানুরাধা-শ্রবণা-পূর্ব্বভাদ্রোত্তরভাদ্রপদানীতি দশ ॥ ১৫৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর-সংবাদে—

কৃতপাদাদি-শৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী ।
গচ্ছেচ্ছয্যামস্ফুটিতামেকদারুময়ীং নৃপ ॥ ১৫৯ ॥
নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাম্ ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর-সংবাদে কথিত হইয়াছে যে—গৃহী ব্যক্তি পাদাদি শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে সায়ংকালে ভোজনাদির পর অভগ্না দারুময়ী খট্টায় শয়ন করিবে। যে শয্যা সংকীর্ণ, ভগ্ন, অসম, মলিন, অস্তরণ হীন ও জন্তুময় তাহাতে শয়ন করিতে নাই ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

টীকা—শয্যাং খট্টাম্, অস্ফুটিতাং অবিদীর্ণাম্ ॥ ১৬০ ॥

প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতন্তু রোগদম্ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করা প্রশস্ত অথবা দক্ষিণদিকে শিয়র করিয়া সর্ব্বদা শয়ন করিবেন। হে মহারাজ। ইহার বিপরীত পশ্চিম বা উত্তর দিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিলে উহা রোগ-প্রদ জানিবেন ॥ ১৬১ ॥

ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে।
পুন্নামর্ক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥১৬২॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! নিজ পত্নীতে ঋতুকালে প্রথম হইতে পঞ্চম দিবস বর্জন করিয়া ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ এইরূপ যুগ্ম রাত্রিতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত মিলিত হইবেন, শুভকালে পুং নক্ষত্রে পর পর রাত্রি-গুলি শুভ ॥ ১৬২ ॥

টীকা—ঋতুদর্শনাৎ পরাসু ষষ্ঠ্যাদ্যাসু যুগ্মাসু রাত্রিষু, তত্রাপি জ্যেষ্ঠাসু উত্তরোত্তরশুভাসু ॥ ১৬২ ॥

নাস্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্।
নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং
ন গুর্ব্বিণীম্ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—ঋতুস্নানের পূর্ব্বে অর্থাৎ চতুর্থ রাত্রির পূর্ব্বে, আতুরা, রজস্বলা, রজনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, অনিচ্ছাযুক্তা, নিন্দিতা, প্রকুপিতা ও আসন্ন গর্ভবতীতে মিলিত হইবেন না ॥ ১৬৩ ॥

টীকা—অস্নাতাং চাণ্ডালাদিস্পর্শেঽপ্যকৃতস্নানাং, রজস্বলাং চতুর্থরাত্রিপ্রভৃত্যনুপরতরজসম্, অনিষ্টাং সদ্যোনিবিষ্টাং, অপ্রশস্তাং পরিবাদাদিযুতাম্ ॥১৬৩॥

নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতম্।
ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভিগুণৈর্যুতঃ ॥১৬৪॥

অনুবাদ—অননুকূলা, অন্যকামা, অকামা, পর-পত্নী, ক্ষুধাক্ষীণা, অতিভুক্তা অথবা নিজে ঐ সকল গুণযুক্ত হইয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবেন না ॥১৬৪॥

টীকা—অদক্ষিণাম্ অননুকূলাম্ ॥ ১৬৪ ॥

স্নাতঃ স্রগ্‌গন্ধধৃক্ প্রীতো নাধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা।
সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥১৬৫॥

অনুবাদ—স্নান করিয়া গন্ধমাল্যাদি ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিসহ, অতিতৃপ্ত না হইয়া, ক্ষুধাতুর না হইয়া, সকাম, অনুরাগযুক্ত পুরুষ স্বস্ত্রীর সহিত মিলিত হইবেন ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—আধ্যাতঃ অতিতৃপ্তঃ, সকামঃ রিরংসুঃ, সানুরাগঃ স্ত্রিয়াং প্রীতিমান্, ব্যবায়ং সুরতম্ ॥১৬৫॥

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ ১৬৬॥
তৈল-স্ত্রী-মাংস-সম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ ॥ ১৬৭ ॥
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমী ভবেৎ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—কাহারা বিষ্ঠামূত্র ভোজন নামক নরকে অবস্থিতি করে, হে রাজেন্দ্র। তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন—চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবিসংক্রান্তি এই সব দিনে যে সব পুরুষ বা স্ত্রী তৈল ও মাংস ভোগ করে তাহারা পূর্ব্বোক্ত নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীতে অথবা অন্য কোন যোনিতে উপগত হয়, যে ব্যক্তি ঔষধ সেবনে ও সুরত ব্যাপারে রত থাকে, যে ব্যক্তি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুগৃহে বাস করিয়া স্ত্রীসহবাস করে, সেই ব্যক্তি আশ্রমী হইবার যোগ্য নহে ॥১৬৬-১৬৮ ॥

টীকা—অন্যযোনৌ গবাশ্বাদিযোনৌ, দেব-দ্বিজ-গুরূণামাশ্রমী, তেষাং গৃহে স্থিতঃ ॥ ১৬৮ ॥

চৈত্যচত্বর-তীর্থেষু নৈব গোষ্ঠে চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনে সলিলেষু মহীপতে ॥ ১৬৯ ॥
প্রোক্তপর্ব্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল সন্ধ্যয়োঃ।
গচ্ছেদ্ব্যবায়ং মতিমান্ ন মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ ॥১৭০॥

অনুবাদ—বিজ্ঞব্যক্তি গ্রামে অবস্থিত পূজ্যবৃক্ষ, যাগস্থান, তীর্থ, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শ্মশান উপবন ও

জল মধ্যে বা পঞ্চপর্ব্বে কিংবা সন্ধ্যাদ্বয়ে অথবা মল-মূত্র দ্বারা পীড়িতাবস্থায় সহবাস করিবে না ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

পরদারান্ ন গচ্ছেত মনসাপি কদাচন ।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্ ॥১৭১
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তে চাত্র চায়ুষঃ ।
পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা ॥ ১৭২ ॥
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ ।
যথোক্ত-দোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥ইতি॥১৭৩

অনুবাদ—পরস্ত্রী সহবাস দূরে থাকুক তাহা মনে মনেও কখনও চিন্তনীয় নহে, যাহারা পরস্ত্রীহরণে প্রবৃত্ত হয় তাহারা অস্থিহীন কৃমি কীট যোনিতে ভ্রমণ করে। পরস্ত্রীরত ব্যক্তি মরণের পরে নরকবাসী হয় এবং ইহলোকে সে অল্পায়ু হইয়া থাকে। পর-দারানুগ ইহলোক ও পরলোক দুই লোকের পক্ষেই ক্ষতিকর। পণ্ডিতব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া ঋতু-মতী নিজ ভার্য্যায় উপগত হইবেন। যথা উক্ত দোষ শূন্য সকামকালে ঋতু ভিন্ন সময়ে সহবাস ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সকলেরই মান্য করা উচিত ॥ ১৭১-১৭৩ ॥

টীকা—পরদারেষু ব্যবয়িনামস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি, কেবলমনস্থিকৃমিকীটযোনিষু পরিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥১৭১

তেষাং ভক্ত্যুপযোগিত্বং ন স্যাদ্যদ্যপি কর্ম্মণাম্ ।
তথাপি কৃত উল্লেখো গৃহিণ্বাবশ্যকং ততঃ ॥১৭৪॥

অনুবাদ—এই সকল ব্যবস্থা বা কার্য্য যদিও ভক্তির উপযোগী নহে তবুও গৃহস্থ ব্যক্তির প্রয়ো-জনীয় বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল ॥ ১৭৪ ॥

ইত্থং হি প্রাতরুত্থানাৎ প্রত্যহং শয়নাবধি ।
শ্রীকৃষ্ণং পূজয়ন্ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥১৭৫

অনুবাদ—প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত যিনি শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার সর্ব্ব-প্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং তিনি শ্রীভগবানের প্রিয় হন ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—সিদ্ধাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ পুরুষার্থা যস্য সঃ, অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়শ্চ ॥ ১৭৫ ॥

অথ ভগবদর্চ্চন-মাহাত্ম্যম্

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে—
ন বিষ্ণ্বারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকম্ ।
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবৎপূজার মাহাত্ম্য শ্রীকূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা অন্য পুণ্য জনক বৈদিক অনুষ্ঠান নাই অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক অনুষ্ঠান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা। অতএব আদি অন্ত নাই যাঁর সেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিবে ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—বিষ্ণোরারাধনাদন্যৎ বৈদিকং কর্ম্ম পুণ্যং নাস্তি, বিষ্ণোরাধনমেব পুণ্যমিত্যর্থঃ। অনাদি-মধ্যান্তপরিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ। অনেন তদারাধনপুণ্য-স্যাপ্যপরিচ্ছিন্নতাভিপ্রেতা। অতঃ পরিচ্ছিন্ন-স্বর্গাদি-ফলক-বৈদিকযজ্ঞাদি কর্ম্মতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৭৬ ॥

তত্রৈব ভৃগ্বাদীন্ প্রতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদুক্তৌ—
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ ।
বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎ পদম্ ॥১৭৭॥

অনুবাদ—ঐ কূর্ম্মপুরাণেই শ্রীভৃগু প্রভৃতি মুনি সমাজের প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবদ্বাক্য—কলিকালে যে সকল ব্যক্তি বেদ বিহিত বিধান অনুসারে ভক্তিভরে প্রত্যহ আমার পূজা করে তাহারা কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—বেদদৃষ্টেন সদাচারানুসারেণেত্যর্থঃ ; যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষতঃ অবেদদৃষ্টেন স্বচ্ছন্দকৃতেনাপী-ত্যর্থঃ ; তৎ অনির্ব্বচনীয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যম্ ॥ ১৭৭ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—
শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি ।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্ ।
ইতি ॥ ১৭৮ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ—

ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্‌যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে।
তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা ॥ ১৭৯ ॥
ক্রিয়াযোগো হি মেঽভীষ্টঃ পরযোগাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
তুষ্টির্মে সংভবেৎ পুংভির্ভক্তিমদ্ভিরমৎসরৈঃ ॥১৮০

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যে বলা হইয়াছে—এই সংসারে শ্রীবিষ্ণুসেবায় যাঁহারা নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য আনন্দময় পরমধামে গমন করেন। ঐ শ্রীবিষ্ণুরহস্যেই শ্রীভগবান দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—ভক্তি সাধনরত ব্যক্তিগণ আমার যেরূপ প্রীতি সাধন করে, জ্ঞানযোগীগণ সেইরূপ প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে। সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হইলে ধ্যান ধারণা যদিও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তবুও ক্রিয়াযোগই আমর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইহেতু ভক্তিমান পুরুষগণ মাৎসর্য্যরহিত হইয়া আমার আরাধনা করিলে আমি প্রীত হইয়া থাকি ॥ ১৭৮-১৮০ ॥

টীকা—মে মম পরিতুষ্টয়ে ন ভবন্তি, ক্রিয়া পূজাপরিচর্য্যাদিঃ, তদ্রূপো যোগো ভক্তিযোগ ইত্যর্থঃ, তদ্রতাঃ ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—স্বনুষ্ঠিতাৎ সুষ্ঠুবিহিতাদপি পরযোগাৎ—পরো ভক্তিযোগাদন্যযোগঃ ধ্যানধারণাদিরূপস্তস্মাৎ মে মমাভীষ্টঃ প্রিয়তমঃ ॥ ১৮০ ॥

———

যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং ক্রিয়াযোগরতাঃ স্বয়ম্।
ধ্যায়ন্তি যে চ মাং নিত্যং তেষাং
শ্রেষ্ঠাঃ ক্রিয়া মতাঃ ॥ ১৮১ ॥
ক্রিয়াহীনস্য দেবর্ষে তথা ধ্যানং ন মুক্তিদম্।
ন তথা মাং বিদুর্বিপ্রা ধ্যানিনস্তত্ত্বতো বিনা।
ক্রিয়াযোগরতাঃ সম্যক্ লভন্তে মাং সমাধিনা ॥১৮২

অনুবাদ—ভক্তিযোগে রত থাকিয়া যাহারা নিজেরা আমার পূজায় রত হয় এবং নিত্য আমার ধ্যান মগ্ন হয় আমি তাহাদের ক্রিয়াযোগকে উত্তম বলিয়া মনে করি। ক্রিয়াযোগরত ব্যক্তি স্থিরচিত্তে সমাধিযোগ-দ্বারা আমাকে যে প্রকার অনুভব করিতে পারে, ক্রিয়া-রহিত ব্যক্তির যোগাশ্রয়ে সেই প্রকার অনুভূতি হয় না। ব্রাহ্মণেরাও ক্রিয়াযোগ রহিত হইয়া আমার পূজা করিলে আমার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না ॥ ১৮১-১৮২ ॥

টীকা—তত্ত্বতঃ ক্রিয়াযুক্তযোগান্ বিনা তদা-শ্রয়েণৈব জানন্তীত্যর্থঃ। ক্রিয়াযোগস্তু স্বতন্ত্র এবেত্যা-শয়েনাহ—ক্রিয়েতি। সমাধিনা চিত্তস্থৈর্য্যেণ ক্রিয়া-যোগেন সুখং চিত্তস্থৈর্য্যং স্যাদতো মাং সম্যগ্‌লভন্তে ইত্যর্থঃ। তত্ত্বত ইতি পাঠে তত্ত্বজ্ঞানং বিনাপি মাং সম্যগ্‌লভন্তে। অন্যৎ সমানম্ ॥ ১৮২ ॥

———

যথা হি কামদং নৃণাং মম তুষ্টিকরং পরম্।
ভক্তিযোগং মহাপুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥১৮৩॥
সংবৎসরেণ যৎ পুণ্যং লভন্তে ধ্যানিনো মম।
প্রাপ্যতে তদিহৈকাহাৎ ক্রিয়াযোগপরৈর্নরৈঃ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—আমার তুষ্টিজনক এবং মনুষ্য-গণের অভীষ্টসাধক হিসাবে ভক্তিযোগ যে প্রকার এই প্রকার আর অন্য কিছু দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগই মহাপুণ্য স্বরূপ, ভুক্তিমুক্তিপ্রদানকারী পরম ফলদায়ক। অন্য আর কি কথা ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ সারা বৎসর ধ্যান দ্বারা যে পুণ্য লাভ করেন ভক্তগণ ক্রিয়া যোগ অবলম্বনে একদিনেই তাহা পাইতে পারেন ॥ ১৮৩-১৮৪ ॥

———

আদিপুরাণে—

ন কর্ম্মসদৃশং ধ্যানং ন কর্ম্মসদৃশং ফলম্।
ন কর্ম্মসদৃশস্ত্যাগো ন কর্ম্মসদৃশস্তপঃ।
ন কর্ম্মসদৃশং পুণ্যং ন কর্ম্মসদৃশী গতিঃ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—আদিপুরাণে কথিত হইয়াছে—ভগ-বৎসেবাই উৎকৃষ্ট ধ্যান, ভগবৎসেবাই শ্রেষ্ঠ ফল, ভগবৎসেবার মত ত্যাগ আর নাই, তাঁহার পরিচর্য্যার মত তপস্যা আর নাই, তাঁহার সেবার তুল্য পুণ্য আর নাই এবং তাঁহার সেবার সদৃশ গতিও আর নাই। ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—যথা যথাবৎ, শুভং স্বতএব পরমফল-রূপঞ্চ জানীহীতি শেষঃ। কর্ম্ম ভগবৎপরিচর্য্যাদি, ফলং স্বর্গাদি, গতিরাশ্রয়ঃ ॥ ১৮৩-১৮৫ ॥

———

নারদীয়ে—

ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ।
ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্ ॥১৮৬
জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ।
পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষার্ত্তঃ সুজলৈর্যথা ॥১৮৭॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীভগবান হৃষীকেশ ভক্তি-দ্বারা গ্রাহ্য, ইনি ধনদ্বারা গ্রাহ্য নহেন, প্রকৃতপক্ষে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা হইলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন সুশীতল জল লাভে তৃপ্ত হয়, সেই প্রকার জল দ্বারাও দুঃখহারী জগৎপতি শ্রীহরি সুপূজিত হইলে অল্পকালেই পরিতুষ্ট হন ॥ ১৮৬-১৮৭ ॥

টীকা—সমীহিতং বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৮৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

কৃতাপি দম্ভহাস্যার্থে সেবা তারয়তে জনান্।
বিফলা নান্যকর্ম্মেব কৃপালুঃ কো ন্বতঃপরঃ ॥১৮৮

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবৎসেবা দম্ভ বা পরিহাসছলে করা হইলেও ঐ সেবা লোকসকলকে উদ্ধার করেন। সেবাকার্য্য অন্য কার্য্যের মত ফলহীনা হন না, সুতরাং দয়াময় শ্রীহরি ছাড়া এমন দয়ালু আর কে আছেন? ১৮৮ ॥

টীকা—বিফলা বৈগুণ্যেঽপি ন ফলহীনা ॥১৮৮॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাৎ যথা তথা।
অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজ ॥১৮৯
ধনবান্ পুত্রবান্ ভোগী যশস্বী ভয়বর্জ্জিতঃ।
মেধাবী মতিমান্ প্রাজ্ঞো ভবত্যারাধনাদ্ধরেঃ ॥১৯০॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতে অগ্নিস্পর্শ হইলে যে প্রকার অগ্নি দহন-নিরস্ত হয় না, হে ব্রাহ্মণ! সেই প্রকার যে ভাবেই হউক জগদারাধ্য শ্রীহরিকে আরাধনা করিলে মুক্তিলাভ হয়। শ্রীহরির আরাধনা দ্বারা নরগণ ধনবান্, পুত্রবান্, ভোগী, যশস্বী, নির্ভয়া, মেধাবী, মতিমান্ ও প্রাজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৮৯-১৯০ ॥

টীকা—ধীর্ধারণাবতী মেধা তদ্বান্; মতির্জ্ঞানং আত্মানাত্মাদিবিষয়কং, তদ্বান্; প্রাজ্ঞশ্চ আত্মতত্ত্বাদ্যনুভাববান্ ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞো বা ॥ ১৯০ ॥

স্কান্দে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে—

বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাচ্চ ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাম্।
সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলম্।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং
সংপূজ্য চাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯১ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা হইল শ্রীবিষ্ণুপূজা। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থস্নানে যে ফল পাওয়া যায়, এক শ্রীবিষ্ণুপূজার দ্বারাই সেই ফলের কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীমন্নারায়-ণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৯১-১৯২ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

যঃ প্রদদ্যাৎ দ্বিজেন্দ্রায় সর্ব্বাং ভূমিং সসাগরাম্।
অর্চ্চয়েদ্যঃ সকৃদ্বিষ্ণুং তৎ ফলং লভতে নরঃ ॥১৯৩
মাসার্ধমপি যো বিষ্ণুং নৈরন্তর্য্যেণ পূজয়েৎ।
পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তো ন সংশয়ঃ ॥১৯৪
মধ্যংদিনগতে সূর্য্যে যো বিষ্ণুং পরিপূজয়েৎ।
বসুপূর্ণমহীদাতুর্য্যৎ পুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৫ ॥
প্রাতরুত্থায় যো বিষ্ণুং সততং পরিপূজয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব ও উমা সংবাদে বলা হইয়াছে—একবার মাত্র বিষ্ণুপূজায় বেদ-পারগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সসাগরা পৃথিবী দানের ফল পাওয়া যায়। যিনি সর্ব্বদা অন্তত দুইপক্ষকাল শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন, তিনি যে বিষ্ণুভক্ত এবং পুরুষ শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই, দিবা দ্বিপ্রহরে যিনি বিষ্ণুপূজা করেন, বসুপূর্ণ বসুন্ধরা দানের ফল

তিনি প্রাপ্ত হন। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর যিনি প্রণত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুপূজায় রত থাকেন, তিনি সহস্র অগ্নিষ্টোম যাগের ফল লাভ করেন ॥ ১৯৩-১৯৬ ॥

———

যো বিষ্ণুং প্রযতো ভূত্বা সায়ংকালে সমর্চ্চয়েৎ।
গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি দুর্ল্লভম্ ॥ ১৯৭॥
এবং সর্ব্বাসু বেলাসু অবেলাসু চ কেশবম্।
সম্পূজয়ন্নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১৯৮
কিং পুনর্যোঽর্চ্চয়েন্নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—সায়ংকালে প্রযত্নসহকারে যিনি শ্রীবিষ্ণুপূজায় রত থাকেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের দুর্ল্লভফল লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে মাধ্যাহ্নাদিকালে বা অন্য সময়ে ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া নরগণ সর্ব্বকামনা সিদ্ধ করিতে পারেন। অধিক কথা কি, যিনি প্রত্যহ সর্ব্বদেব নমস্য শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৯৭-১৯৯ ॥

টীকা—বেলাসু মধ্যাহ্নাদিকালেষু, অবেলাসু তদন্যকালেষ্বপি ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—এবং মধ্যাহ্নাদৌ কদাচিৎ কৃতার্চ্চনস্য ফলমুক্ত্বা নিত্যপূজাফলমাহ—কিমিতি ॥ ১৯৯ ॥

———

কিঞ্চ—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ ॥২০০॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যগণ যখন শ্রীহরিনাম দীক্ষামাত্রেই মুক্তি ফল লাভ করেন, তখন ভক্তিভরে সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিলে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা আর কি বলিব ? ২০০ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুভয়াকুলে।
পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্ ॥২০১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—শ্রীবাসুদেবের পূজাই এই জন্মমৃত্যুভয়াকুল মহাঘোর সংসারে ভবপারে যাইবার একমাত্র উপায়। সকলেই ইহা স্বীকার করেন ॥ ২০১ ॥

টীকা—বাদিভিঃ স্মৃতং সর্ব্ববাদিনামেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥

———

স নাম সুকৃতী লোকে কুলন্তেন হ্যলঙ্কৃতম্।
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ ॥২০২॥
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানামপি কর্ম্মণাম্।
তদ্বিশিষ্টফলং নৃণাং সদৈবারাধনং হরেঃ ॥ ২০৩॥

অনুবাদ—তিনিই সুকৃতীর অধিকারী যিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। তাঁহার দ্বারাই তাঁহার বংশ অলংকৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই সর্ব্ব প্রাণীর আধার। সর্ব্বদা শ্রীহরির পূজা করাই লোকের যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য শুভকর্ম্মের বিশিষ্ট ফল ॥ ২০২-২০৩ ॥

টীকা—প্রসাদিতঃ আরাধিতঃ ॥ ২০২ ॥

টীকা—হরের্যদারাধনং, তদেব যজ্ঞাদীনাং বিশিষ্টং ফলম্ ॥ ২০৩ ॥

———

কলৌ কলিমলাক্রান্তা ন জানন্তি হরিং পরম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি তমীশানং কৃতকৃত্যাস্ত এব হি।
নাস্তি শ্রেয়োত্তমং নৃণাং বিষ্ণোরারাধনাৎ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির পরম স্বরূপ কলিকল্মষাক্রান্ত জীবগণ এই ঘোর কলিকালে উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু তাহারা সেই পরমপুরুষ ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইলে কৃতকৃত্য হইয়া যায়। লোক সকলের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠতম ফল ॥ ২০৪ ॥

টীকা—উত্তমং শ্রেয়ঃ ফলং, সন্ধিরার্ষঃ, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ২০৪ ॥

———

যুগেঽস্মিন্ তামসে তস্মাৎ সততং হরিমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চিতে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবা স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
অর্চ্চিতে সর্ব্বলোকেশে সুরাসুর-নমস্কৃতে।
কেশবে কেশি-কংসঘ্নে ন
যাতি নরকং নরঃ ॥ ২০৫-২০৬ ॥

অনুবাদ—বিশেষ করিয়া এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিযুগে সর্ব্বদা শ্রীহরি পূজা করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দেবদেবেশ্বর শঙ্খ চক্র গদাধারী শ্রীভগবানের পূজা হইলে সব দেবতারই পূজা হইয়া থাকে, কারণ তিনিই সর্ব্বদেবমূল। সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ সুরাসুর নমস্কৃত কেশি-কংসহন্তা শ্রীকেশবের পূজা করিলে নরগণকে আর নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না ॥২০৫-২০৬

টীকা—নরঃ পাপকৃদপি নরকং ন যাতি ॥২০৬॥

সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন হেলয়াপি নমস্কৃতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি পূজিতম্ ॥২০৭
সমস্তলোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো নিত্যং পূজনং জন্মনঃ ফলম্ ॥২০৮॥

অনুবাদ—জগৎপূজ্য শ্রীহরিকে অবহেলা ভরেও যিনি নমস্কার করেন, যিনি একবার মাত্রও পূজা করেন, তিনি দেবগণ-পূজিত পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকেশ্বর দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর নিত্যপূজাই নরজন্মের সাক্ষাৎ ফল ॥ ২০৭-২০৮ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

অসারে খলু সংসারে সারমেতন্নিরূপিতম্।
সমস্তলোকনাথস্য শ্রদ্ধয়ারাধনং হরেঃ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে আরও বলা হইয়াছে—সর্ব্বলোকনাথ শ্রীহরিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজাই এই অসার সংসারমধ্যে সার বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ২০৯ ॥

কিঞ্চ—

যত্র বিষ্ণুকথা নিত্যং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিম্ ॥২১০

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, যে যে স্থানে প্রত্যহ ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে, যে যে স্থানে বৈষ্ণবগণ বাস করেন এবং সর্ব্বদা বিষ্ণু পূজারত ব্যক্তিগণ—এইসব স্থানে কলি তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ॥ ২১০ ॥

কাশীখণ্ডে—

হরেরারাধনং পুংসাং কিং কিং ন কুরুতে বত।
পুত্রমিত্রকলত্রার্থং রাজ্যস্বর্গাপবর্গদম্ ॥ ২১১ ॥
হরত্যঘং ধ্বংসয়তি ব্যাধীনাধীন্নিরস্যতি।
ধর্ম্মং বিবর্ধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতি মনোরথম্ ॥২১২॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরির আরাধনায় কি না লভ্য হয়? পুত্র, মিত্র, কলত্র, রাজ্য, স্বর্গ, অপবর্গ, এ সমস্তই শ্রীহরির অর্চ্চনার ফল। শ্রীহরির আরাধনায় পাপধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আধি-ব্যাধি দূরে চলিয়া যায় এবং ধর্ম্মবৃদ্ধি ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২১১-২১২ ॥

অতএব স্কান্দে ধ্রুবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়স্য বচনম্—
সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
স প্রাপ্নোতি পরং স্থানং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥২১৩॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে ধ্রুব মহারাজের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয় বচন যথা—যিনি অন্ততঃ একবারও দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—ইহা অন্যথা হইবার নহে ॥ ২১৩ ॥

তথাঙ্গিরসঃ—

যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবেদং যস্য নান্তো মহাত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন—যদি তুমি উৎকৃষ্ট স্থান পাইতে চাও, তবে যাঁহার অন্তরমধ্যে এই নিখিল বিশ্ব অবস্থিত এবং যিনি অন্তরহিত, সেই শ্রীঅনন্ত শ্রীগোবিন্দকে আরাধনা কর ॥ ২১৪ ॥

পুলস্ত্যস্য—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ শাশ্বত-পুরুষঃ।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাম্ ॥২১৫॥

অন্বয়ঃ—ঋষি পুলস্ত্য বলিয়াছেন—যিনি পরব্রহ্ম, পরমধাম ও নিত্যপুরুষ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিলে সুদুর্ল্লভ মুক্তিও লাভ হয় ॥ ২১৫ ॥

পুলহস্য—

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্ ।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—ঋষি পুলহ বলিয়াছেন—হে সুব্রত ! যে জগৎপতি যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র দেবগণের রাজা হইয়াছেন, সেই শ্রীভগবানকে আরাধনা কর ॥ ২১৬ ॥

বশিষ্ঠস্য—

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্‌যদিচ্ছতি ।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু সর্ব্বোত্তমোত্তমম্ ॥২১৭
যান্ যান্ কাময়তে কামান্ নারী বা পুরুষোঽপি বা ।
তান্ সমাপ্নোতি বিপুলান্ সমারাধ্য জনার্দ্দনম্ ॥২১৮

অন্বয়ঃ—বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি যখন শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা পাওয়া যায়, তখন ইচ্ছা করিলে যে ত্রৈলোক্যান্তর্গত অন্যান্য স্থান পাওয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? নর বা নারী যেই হউক, তাহাদের কামনার বিষয়সমূহ শ্রীজনার্দ্দনের আরাধনায় অধিক পরিমাণেই লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২১৭-২১৮ ॥

টীকা—সর্ব্বোত্তমোত্তমং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি প্রাপ্নোতি, ত্রৈলোক্যান্তর্গতং প্রাপ্নোতীতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

আরাধ্যৈব নরো বিষ্ণুং মনসা যদ্‌যদিচ্ছতি ।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিহতং ভূরি স্বল্পমথাপি বা ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—মনুষ্য মনের মধ্যে কম বা বেশী যাহা ইচ্ছা করে, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় তাহা বিনা বাধায় পাইয়া থাকে ॥ ২১৯ ॥

টীকা—স্বল্পং ভূরি বা যদ্‌যদিচ্ছতি, তৎফলমারাধ্যৈব আরাধন-মাত্রং কৃত্বা সদ্য এব অবিহিতং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং অনশ্বরঞ্চ প্রাপ্নোতি ॥ ২১৯ ॥

ঈদৃশং বিষ্ণুপুরাণেঽপি কিঞ্চিদধিকং চেদং—
শ্রীমরীচেঃ—

অনারাধিতঃ-গোবিন্দেন নৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ ।
ন হি সংপ্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্ ॥২২০॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এ সব কথা অপেক্ষা অনেক বেশী স্পষ্ট করিয়া শ্রীমরীচি বলিয়াছেন—হে রাজনন্দন ! উত্তমঃশ্লোক গোবিন্দকে আরাধনা না করিলে মানবগণ উত্তমস্থান লাভ করিতে পারে না, সুতরাং তুমি অচ্যুত শ্রীগোবিন্দের পূজা কর ॥২২০॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গং স্বর্গবন্দ্যং তথাস্পদম্ ।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্॥২২১

অনুবাদ—ঐ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেই বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করিলে ইহ জগতের সবকিছু মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি, স্বর্গ এবং স্বর্গবন্দ্য ধ্রুবলোক, নির্ব্বাণমুক্তি ও উত্তম শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায় ॥ ২২১ ॥

টীকা—স্বর্গবন্দ্যমাস্পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং, মুমুক্ষুশ্চেৎ নির্ব্বাণমপি প্রাপ্নোতি ; যদ্বা, স্বর্গবন্দ্যং শ্রীধ্রুবলোকং ব্রহ্মলোকং বা, উত্তমং নির্ব্বাণং মুক্তিবিশেষরূপং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্ ; যদ্বা, নির্ব্বাণং মোক্ষং তস্মাদুত্তমঞ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি ॥ ২২১ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি ।
যন্নাভিনলিনাদাসীদ্‌ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২২ ॥
যদিচ্ছাশক্তিবিক্ষোভাদ্‌ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবসংক্ষয়ৌ ।
তমারাধয়ঃ গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—কৈলাসবাসী মহাদেব যাঁহার চরণামৃত শিরে ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, যাঁহার নাভিপদ্মে লোক পিতামহ ব্রহ্মার জন্ম, যাঁহার ইচ্ছাশক্তি বিক্ষোভে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, যদি উৎকৃষ্ট লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে সেই শ্রীগোবিন্দকে আরাধনা কর ॥ ২২২-২২৩ ॥

নারসিংহে মার্কণ্ডেয়-সহস্রানীক-সংবাদে—

যস্তু সম্পূজয়েন্নিত্যং নরসিংহং নরেশ্বর।
স স্বর্গমোক্ষভাগী স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২২৪ ॥
তস্মাদেকমনা ভূত্বা যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞয়া।
অর্চ্চনান্নরসিংহস্য সংপ্রাপ্নোত্যভিবাঞ্ছিতম্ ॥২২৫॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-সহস্রানীক-সংবাদে মুনিবর বলিলেন—হে নৃপেন্দ্র। যিনি প্রত্যহ শ্রীনৃসিংহদেবের সম্যক্ আরাধনা করেন তিনি স্বর্গ এবং মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন এই বিষয়ে বিচারের অপেক্ষা নাই। সুতরাং প্রতিজ্ঞাকরতঃ একাগ্রচিত্তে যাবজ্জীবন সেই নরসিংহদেবের পূজা করিলে অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ২২৪-২২৫ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্যাস-শুক-সংবাদে শ্রীমার্কণ্ডেয়-মৃত্যুঞ্জয়-সংবাদানন্তরম্—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিন্ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ? ২২৬॥
উদকেনাপ্যলাভে তু দ্রব্যাণাং পূজিতঃ প্রভুঃ।
যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ? ॥ ২২৭ ॥
নরসিংহো হৃষীকেশঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
স্মরণান্মুক্তিদো নৃণাং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ? ২২৮

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীব্যাস-শুক-সংবাদে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মরাজ যম নরকে পচ্যমান এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, কেন সে ক্লেশনাশন শ্রীকেশবের পূজা করে নাই। কারণ কেশবের পূজা করিলে তাহার এই প্রকার দুরবস্থা হইত না। যিনি উপচারাদির অভাবে কেবল জলদ্বারা পূজিত হইলেও পূজককে মুক্তি দিয়া থাকেন, তাঁহাকে পূজা না করিবার কারণ কি? যে নৃসিংহ হৃষীকেশ পদ্মলোচন শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিলে তিনি মুক্তি দিয়া থাকেন, তুমি কি তাঁহার পূজা কর নাই? ২২৬-২২৮ ॥

টীকা—দ্রব্যাণাং পাদ্যাদীনামলাভে সতি উদকেনাপি পূজিতঃ সন্ ॥ ২২৭ ॥

———

বৃহন্নারদীয়েঽদিতি-মাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি ॥ ২২৯ ॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্ ॥২৩০

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে অদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূত মহাশয়ের বাক্যে—বিষ্ণুপূজক ব্যক্তিগণ যেখানে বাস করেন, সেখানে কোনও বিঘ্ন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না, সেখানে রাজা, তস্কর কিংবা ব্যাধির কোনও উৎপাত থাকে না। প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, বালগ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষস ইহারা কেহই বিষ্ণুপূজকের বাধা উৎপাদন করিতে পারে না ॥ ২২৯-২৩০ ॥

টীকা—স্মরণাদপি মুক্তিদঃ; রাজা, তৎকৃতোপদ্রব ইত্যর্থঃ ॥ ২২৯ ॥

———

তত্রৈব যমভগীরথ-সংবাদে—

পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাঽর্চ্চ্য পূজারহিতমচ্যুতম্।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং কুলসপ্ততি-সংযুতঃ ॥২৩১॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই যম-ভগীরথ-সংবাদে বলা হইয়াছে—পূজারহিত অচ্যুত ভগবানকে পত্র, পুষ্প ও ফলদ্বারা যিনি পূজা করেন, তাঁহার সপ্ততিকুল বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয় ॥ ২৩১ ॥

টীকা—আর্চ্চ্য সম্যগীষদ্বার্চ্চয়িত্বা, পূজারহিতম্ অরণ্যান্তর্গতত্বাদিনা কেনাপ্যপূজ্যমানম্ ॥ ২৩১ ॥

———

তত্রৈব ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতানামুক্তৌ—

উৎক্রান্তি-কালে যন্নাম শ্রুতবন্তোঽপি বৈ সকৃৎ।
লভন্তে পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ২৩২ ॥
মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে।
স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ ॥২৩৩॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে বিষ্ণুদূতগণের কথায় প্রকাশ যে—মৃত্যুকালে একবার মাত্র নারায়ণের নামোচ্চারণ শ্রবণ পূর্ব্বক জীবগণ অনায়াসে সেই দিব্যলোকে গমন করেন, তখন তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে যে কি ফল লাভ হইবে সেই বিষয়ে আর কি বলিব? যিনি মুহূর্ত্ত কিংবা তদর্দ্ধকাল শ্রীহরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তাঁহার যখন দিব্য-

গতি হইয়া থাকে, তখন পরিচর্য্যাকারীগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ২৩২-২৩৩ ॥

টীকা—উৎক্রান্তিকালে মরণসময়ে ॥ ২৩২ ॥

তত্রৈব বিভাণ্ডকমুনেঃ সুমতিনৃপং প্রতি—

অবশেনাপি যৎকর্ম্ম কৃতন্তু সুমহৎ ফলম্ ।
দদাতি নৃণাং রাজেন্দ্র কিং পুনঃ সম্যগর্চ্চনা ॥ ২৩৪

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই সুমতি নৃপতির প্রতি বিভাণ্ডকমুনির উক্তি—যাঁহার কার্য্য অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও করা হইলে নরগণ সুমহৎ ফল লাভ করিয়া থাকে, হে রাজেন্দ্র। তাঁহার সম্যক্ পূজার কথা আর কি বলিব ? ২৩৪ ॥

টীকা—যস্য কর্ম্ম কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদিরূপম্ ॥ ২৩৪

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে—

সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্যস্তু পূজয়তে হরিম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্ ॥ ২৩৫ ॥
সর্ব্বান্তরায়া নশ্যন্তি মনঃশুদ্ধিশ্চ জায়তে ।
পরং মোক্ষঃ লভেচ্চৈব পূজ্যমানে জনার্দ্দনে ॥ ২৩৬ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যা পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ ।
হরিপূজাপরাণান্তু সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩৭ ॥
সর্ব্বতীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সাঙ্গা বেদাশ্চ সত্তমাঃ ।
নারায়ণার্চ্চনস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণের শেষে বলা হইয়াছে—কোনও দ্রব্য প্রার্থনা করিয়া কিংবা মোহ নিবন্ধন যিনি শ্রীহরির পূজা করেন তিনি সর্ব্ব প্রকার পাতক হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীজনার্দ্দনকে পূজা করিলে সর্ব্ববিধ বাধা দূরীভূত, মনঃশুদ্ধি প্রকাশিত ও উৎকৃষ্ট মোক্ষ ফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীহরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক সনাতন পুরুষার্থ লাভ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যাবতীয় তীর্থসকল, উৎকৃষ্ট যজ্ঞসমূহ কিংবা সাঙ্গবেদ সকল, ইহাদের কিছুই নারায়ণপূজার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে ॥ ২৩৫-২৩৮ ॥

টীকা—হে সত্তমাঃ ; যদ্বা, পরমোত্তমা ইতি যজ্ঞাদীনাং বিশেষণম্ ॥ ২৩৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুতোষবিধি-প্রশ্নোত্তরে—

সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বচ্মি পুনঃ পুনঃ ।
অসারোদগ্রহসংসারে সারং যদ্বিষ্ণুপূজনম্ ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুতোষণ বিধির প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—সত্য বলিতেছি, হিত বলিতেছি ও পুনঃ পুনঃ সারকথা জানাইতেছি, এই অসার ঘোর সংসার মধ্যে বিষ্ণুপূজাই সার-সামগ্রী ॥ ২৩৯ ॥

উপলেপন-মাহাত্ম্যান্তে—

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে ।
ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—উপলেপন মাহাত্ম্যের শেষে—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যাঁহারা একবার শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করেন, তাঁহারা আর কখনও ভববন্ধনে বদ্ধ হন না ॥ ২৪০ ॥

যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—

তস্মাৎ শৃণুত বিপ্রেন্দ্রা দেবো নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ ॥ ২৪১
তে বন্দ্যাস্তে প্রপূজ্যাশ্চ নমস্কার্য্যা বিশেষতঃ ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাবিষ্ণুং প্রপন্নার্ত্তি-প্রণাশনম্ ॥ ২৪২ ॥
যে যজন্তি স্পৃহাশূন্যা হরিং বা হরমেব বা ।
ত এব ভুবনং সর্ব্বং পুনন্তি বিবুধর্ষভাঃ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের শেষে—যাঁহারা অব্যয় নারায়ণকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানে পূজা করেন, হে বিপ্রগণ। তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। যাঁহারা প্রপন্নার্ত্তিনাশন মহাবিষ্ণুকে পূজা করেন, তাঁহারা বন্দনীয়, পূজ্য ও নমস্য হইয়া থাকেন। স্পৃহারহিত ভাবে যে সব জ্ঞানী বা ঋষি শ্রীহরি বা হরের পূজা করেন, তাঁহারা সকল ভুবন পবিত্র করেন ॥ ২৪১-২৪৩ ॥

টীকা—হে বিবুধর্ষভাঃ ; যদ্বা, ত এব বিবুধর্ষভাঃ বিদ্বদ্বরাঃ দেবোত্তমা বা ॥ ২৪৩ ॥

পাদ্মে শ্রীনারায়ণনারদ-সংবাদে পূজাবিধি-প্রসঙ্গে—

মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিদৃষ্টয়ে।
তস্যান্তরায়ঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবত্যভয়ো হি সঃ ॥ ২৪৪

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে পূজাবিধি-প্রসঙ্গে—যথাবিধি আমার পূজক ভক্ত স্বপ্নেও বিপত্তি ভোগ করেন না এবং সর্ব্বদা তিনি নির্ভয়ে বাস করিতে পারেন ॥ ২৪৪ ॥

———

তত্রৈব বৈশাখ-মাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষ-সংবাদে—

পুত্রান্ কলত্রান্ দীর্ঘায়ু রাজ্যং স্বর্গাপবর্গকম্।
স দদ্যাদীপ্সিতং সর্ব্বং ভক্ত্যা
সংপূজিতোঽজিতঃ ॥ ২৪৫ ॥
নরকেঽপি চিরং মগ্নাঃ পূর্ব্বজা যে কুলদ্বয়ে।
তত্রৈব যান্তি তে স্বর্গং যদার্চ্চতি সুতো হরিম্ ॥২৪৬

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে—অজিত শ্রীহরিকে পূজা করিলে পুত্র, কলত্র, দীর্ঘায়ু, রাজ্য, স্বর্গ এমন কি মোক্ষ প্রভৃতি সকল অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। কুলোদ্ভব কেহ শ্রীহরিপূজা করিলে তাঁহার কুলদ্বয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণ চিরকাল নরকমগ্ন থাকিলেও সন্তানের সুকৃতিবলে স্বর্গে গমন করেন ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

টীকা—যদা তেষাং সুতঃ কুলোৎপন্নো হরি-মর্চ্চয়তি ॥ ২৪৬ ॥

———

তত্রৈব শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে চ—

অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা কো লোকান্ প্রাপ্নুয়াদ্বুধঃ।
আরাধিতো হরৌ কামাঃ সর্ব্বে করতলস্থিতাঃ ॥২৪৭

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তিও ভক্তিসহকারে শ্রীহরির আরাধনা না করিলে স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিতে পারেন না। অথচ তাঁহার আরাধনা করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা বাসনার দ্রব্যসমূহ সহজেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৪৭ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে—

সোঽপি ধন্যতমো লোকে যোঽর্চ্চয়েদচ্যুতং সকৃৎ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং সুপুষ্পৈঃ প্রতিবাসরম্ ॥২৪৮
বৈষ্ণবানপি যে নিত্যং প্রপশ্যন্ত্যর্চ্চয়ন্তি চ।
তেঽপি বিষ্ণুপদং যান্তি কিং পুনর্বিষ্ণুসেবকাঃ ॥২৪৯
স যোগী স বিশুদ্ধাত্মা স শান্তঃ স মহামতিঃ।
স শুদ্ধঃ স চ সম্পূর্ণঃ কৃষ্ণং সেবেত যো নরঃ ॥২৫০

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে বলা হইয়াছে—একবার মাত্র শ্রীভগবানের পূজা করিলেই যদি সার্থকজন্মা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি প্রত্যহ সুরম্য পুষ্পে শ্রীভগবানের পূজা করেন তাঁহার কথা আর কি বলিব ? প্রত্যহ যাঁহারা বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণবের পূজা করেন, তাঁহাদিগের যখন বিষ্ণু-লোকে গতি হয়, তখন বিষ্ণুসেবকগণের কথা আর কি বলিব ? যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি যোগী, বিশুদ্ধাত্মা, শান্ত, মহামতি, পবিত্র ও সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ হন ॥ ২৪৮-২৫০ ॥

———

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

অনন্যমনসঃ শশ্বদ্গণয়ন্তোঽক্ষমালয়া।
জপন্তো রামরামেতি সুখামৃতনিধৌ মনঃ।
প্রবিলাপ্যামৃতীভূয় সুখং তিষ্ঠন্তি কেচন ॥ ২৫১ ॥
পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষ্বেব শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—শ্রীভগবানের সেবকগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বদা জপমালায় সংখ্যা রাখিয়া শ্রীরামনাম জপ করিয়া সুখামৃতসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থান করেন এবং কোনও কোনও ভক্ত সেবা-পরায়ণ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে নরদেহধারীরূপে দর্শন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রাসাদে শয়ন করেন ॥ ২৫১-২৫২ ॥

টীকা—অমৃতীভূয় জীবন্মুক্তো ভূত্বা ॥ ২৫১ ॥

টীকা—তেভ্যোঽপি পূজাপরাণাং মাহাত্ম্যমাহ—পরিচর্য্যেতি। প্রাসাদেষ্বেব শেরত ইতি সদা ভগবৎ-সান্নিধ্যেন পরমনৈশ্চিন্ত্যাদিনা চৈহিক-পরমসুখমুক্তম্। তং শ্রীরামং মনুষ্যমিব লোকব্যবহারাদ্যনুসারিণং দ্রষ্টুম, অতো বন্ধুবৎ তেন সহ ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বিহর্ত্তুমপি প্রেমবিশেষ-সম্পত্ত্যা পারলৌকিকপরমসুখং চোক্তম্। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্ নিরূপিতমস্তি।

অনন্যেত্যাদয়ঃ শ্লোকা যদ্যপি ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যে লিখিতুং যুজ্যন্তে, তথাপি পরিচর্য্যাপরা ইতি উপাসকমিতি চেত্যুক্ত্যা পরিচর্য্যোপাসনয়োঃ প্রাধান্যেন পূজা-পরতামাত্রাভিধানাদত্র লিখিতাঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৫২ ॥

কিঞ্চ—

যথা বিধি-নিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৫৩

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে,—মুক্ত পুরুষ যেপ্রকার বিধি-নিষেধের বাধ্য নহেন, সেইপ্রকার বিধি অনুযায়ী অর্চ্চনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসককে বিধি-নিষেধ স্পর্শ করিতে পারে না অর্থাৎ তাহাদিগের প্রভাব ভক্তের নিকট গৌণ হইয়া যায় ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু (১২।১)—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥২৫৪

ইত্যর্জ্জুনেন পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীগীঃ ১২।২)—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে—হে ভগবন্! এইভাবে সমাহিত চিত্তে যে সব ভক্ত সর্ব্বদা আপনাকে আরাধনা করেন এবং যাঁহারা আপনার অক্ষর ও অব্যক্ত রূপের সন্ধান জানেন, ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? অর্জ্জুনের এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যাঁহারা আমাকে পরমেশ্বর জানিয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা একাগ্র চিত্ত হইয়া আমাকেই আরাধনা করেন, সেই শ্রদ্ধাবান্ যোগীই শ্রেষ্ঠ ইহাই আমার সুবিবেচিত মত বলিয়া জানিবে ॥ ২৫৪-২৫৫ ॥

টীকা—পূর্ব্বং 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ' (শ্রীগীঃ ১১।৫৫) ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্; 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ' (শ্রীগীঃ ৯।৩১) ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যং বর্ণিতম্; তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে (শ্রীগীঃ ৭।১৭) ইত্যাদিনা 'সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব' (শ্রীগীঃ ৪।৩৬) ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষ-জিজ্ঞাসয়া শ্রীভগবন্তমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি—এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে সমারাধয়ন্তি, যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে অতিশয়েন যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫৪ ॥

টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানাহ—ময়ীতি; ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতাদি-গুণবিশিষ্টে সাক্ষাদ্ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যং যুক্তাঃ মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মেঽভিমতাঃ ॥ ২৫৫ ॥

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুক্তৌ (২১।৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথু মহারাজের কথায়—শ্রীভগবানে পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃত সুরতরঙ্গিণী গঙ্গার মত শ্রীহরিপাদপদ্মের সেবাভিলাষ সংসার তাপগ্রস্ত জীবগণের বুদ্ধির অশেষ জন্মসঞ্চিত মলিনতা তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া সেবা বাসনাকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥ ২৫৬ ॥

টীকা—যস্য মম পাদয়োঃ সেবায়ামভিরুচিরপি তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্; যদ্বা, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং চিত্তৈকাগ্রতা বা, তদ্যুক্তানামপি অশেষজন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি। কথম্ভূতা? অহন্যহনি বর্দ্ধমানা সতী সাত্ত্বিকী পরমোত্তমা বা। এবং মলক্ষপণমানুষঙ্গিকং, মুখ্যঞ্চ ফলং নিত্যমেধমানোত্তমা তৎসেবাভিরুচিরেবেত্যভিপ্রেতম্। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতেত্যয়ং ভাবঃ বামপাদস্যাঙ্গুষ্ঠাৎ বিনিঃসৃতা নির্গত্য ভুবং গতা, সা চ একরূপৈব, ন চ

নিত্যং বর্দ্ধমানা, তথাপ্যনেকজন্মোপচিতং মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি। এষা চ পাদয়োঃ সেবাসু অভিরুচিঃ, তত্র সংলগ্নো মনসো ভাবঃ, তং সদ্যঃ ক্ষিণোতীতি কিং চিত্রং, কিন্তু নিত্যং বর্দ্ধমানা চোত্তমা সতী ফলরূপতাং প্রাপ্নোতীত্যচিন্ত্যমেবেতি ॥ ২৫৬ ॥

———

কিঞ্চ নারদোক্তৌ (শ্রীভাঃ ৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—ঐ চতুর্থস্কন্ধেই শ্রীনারদমুনির বাক্য যথা—বৃক্ষের মূলে যে প্রকার জলসেচন দ্বারা তাহার স্কন্ধ শাখা প্রশাখা প্রভৃতি সতেজ ও পুষ্ট হয় কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এক একটি অবয়বে জল দিলে তা তেমন কার্য্যকরী হয় না। ভোজনদ্বারা প্রাণের তৃপ্তি হয় কিন্তু তাহা না করিয়া একটি একটি ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র অন্নাদি ভোগে তাহাদের তৃপ্তি হয় না সেইরূপ অচ্যুত শ্রীনারায়ণের আরাধনা দ্বারা সকল দেবতারই তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর তৃপ্তিতেই সকলের তৃপ্তি, তাই তাঁহার পূজাই একান্ত কর্ত্তব্য।।২৫৭

টীকা—শ্রীভগবদর্চ্চনেনৈব জগতঃ সন্তোষ ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ, তদ্বিভাগাঃ ভুজাঃ, তেষামপ্যুপশাখাঃ, উপলক্ষণমেতৎ, পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি, ন তু মূলসেকং বিনা স্বস্ব-নিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনং তস্মাদেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনাৎ। তথা চাচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং, ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ২৫৭ ॥

———

একাদশস্কন্ধে চ কবিযোগেশ্বরস্য বাক্যম্ (২।৩৩)—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবা-
দ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে কবি যোগেশ্বরের উক্তি যথা—হে মহারাজ! সর্ব্বভয়হারী শ্রীঅচ্যুত ভগবানের আরাধনায় সর্ব্বতোভাবে ভয়নাশ এবং মঙ্গলের উদয় হয়, যেহেতু এই সংসারে দেহাদি অনিত্য ও অনাত্ম বস্তুতে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া যাহারা সর্ব্বদা উদ্বেগ গ্রস্ত তাহাদিগেরও ভগবদুপাসনার দ্বারা সকল ভয় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫৮ ॥

টীকা—আত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি—মন্য ইতি। ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যস্মাৎ তদকুতশ্চিদ্ভয়ম্; অত্র সংসারে অসদাত্মভাবাৎ অসতি দেহাদাবাত্মভাবনাতঃ নিত্যং সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধের্জনস্য বিশ্বাত্মনা সর্ব্বথা নিঃশেষং যত্র পাদাম্বুজোপাসনে ভীর্ন বর্ত্ততে। যদ্বা, যত্র যস্মিন্ সতি, রসদাত্মভাবাৎ রসদশ্চাসাবাত্মা চ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ, তস্মিন্ ভাবঃ প্রেমা তস্মাদ্ধেতোনিত্যমুদ্বিগ্নবুদ্ধেরপি বিশ্বাত্মনা ভীর্ন বর্ত্ততে; অন্যৎ সমানম্ ॥ ২৫৮ ॥

———

শ্রীভগবতশ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২৭।৪৯)—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ।।২৫৯

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২৭।৫৩)—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ।।২৬০

অনুবাদ—শ্রীভগবানের বাক্যেও—এই প্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগপথের অনুসরণ ক্রমে লোকে আমার নিকট হইতে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আরও-নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়। এই ভাবে যিনি আমার পূজা করেন, তিনি ভক্তিযোগ লাভে কৃতার্থ হন ॥ ২৫৯-২৬০ ॥

টীকা—এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারৈঃ ক্রিয়াযোগরূপৈর্মার্গৈঃ; যদ্বা, ঈদৃশৈঃ ক্রিয়াযোগপ্রকারৈঃ অর্চ্চন্ অর্চ্চয়ন্; উভয়ত্র ইহামুত্র চ ॥ ২৫৯ ॥

টীকা—নৈরাপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন প্রেমলক্ষণেনেত্যর্থঃ। ননু নৈরপেক্ষ্যো ভক্তিযোগঃ কথং ভবতি? তত্রাহ—ভক্তিযোগমিতি ॥ ২৬০ ॥

———

গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীনারদস্য—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥২৬১

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীনারদ বাক্য—ভক্তিভরে এক গণ্ডূষ জল ও তুলসীপত্র দানেই সেই ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরি ভক্তগণের বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৬১ ॥

টীকা—বিক্রীণীতে—বশ্যং করোতি ॥ ২৬১ ॥

অথ পূজানিত্যতা

মহাভারতে—

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥২৬২

অনুবাদ—অনন্তর পূজার নিত্যতা মহাভারতে বলা হইয়াছে—যিনি জননীর মত রক্ষাকর্ত্তা, যিনি সৃষ্টি ও সংহারকারী সেই জগন্নাথকে যে ব্যক্তি পূজা করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৬২ ॥

অতএবোক্তং বৃহন্নারদীয়ে পাদোদক-
মাহাত্ম্যাখ্যানারম্ভে—

হরিপূজাবিধানন্তু যস্য বেশ্মনি নো দ্বিজাঃ।
শ্মশান-সদৃশং বিদ্যান্ন কদাপি বিশেচ্চ তৎ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে পাদোদক মাহাত্ম্যের কথারম্ভে বলা হইয়াছে—সেই গৃহে কখনও প্রবেশ করিতে নাই যে গৃহে শ্রীহরিপূজার অনুষ্ঠান হয় না। হে বিপ্রগণ! সেই গৃহ শ্মশান তুল্য ইহা মনে রাখিও ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—হরেঃ পূজাবিধানং পূজনম্; হে দ্বিজাঃ ॥ ২৬৩ ॥

অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পুষ্পৈর্বা যদি বা পত্রৈঃ ফলৈর্বা যদি বাম্বুভিঃ।
যষ্টব্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্ত্যক্ত্বা কার্য্যশতানি চ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—শত কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়াও পুষ্প, পত্র, ফল, অভাবে জল দিয়াও শ্রীপুণ্ডরীক ভগবানে অর্চ্চনা করা উচিত ॥ ২৬৪ ॥

কিঞ্চ নারদীয়ে—

নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু তত্তৎকালবিশেষতঃ।
পূজয়েদ্দেবদেবেশং দ্রব্যং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে আরও বলা হইয়াছে—জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথিসমূহে ও কালবিশেষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যত্নসহকারে দেবদেব নারায়ণের পূজা করিবে ॥ ২৬৫ ॥

টীকা—নিমিত্তেষু জন্মাষ্টম্যাদিষু ॥ ২৬৫ ॥

অতএবোক্তং ভগবতা হয়গ্রীবেণ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণস্য বা ত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্ ॥
ইতি ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবান হয়গ্রীব বলিয়াছেন—প্রাণত্যাগ বা শিরশ্ছেদও বরণীয় কিন্তু যাবজ্জীবন ভগবানের প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা কখনই ত্যাগ করা যাইবে না, পূজা করিতেই হইবে ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—অর্চ্চা প্রতিমা যা কাচিদপি, এবমর্চ্চননিত্যতা স্বতএব সিদ্ধা ॥ ২৬৬ ॥

পূজায়া নিত্যতালেখি প্রাক্ চ নৈবেদ্য-ভক্ষণে।
মাহাত্ম্যঞ্চ পরং শালগ্রামচক্রপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৬৭ ॥
পূজাঙ্গানাঞ্চ মাহাত্ম্যং যদ্যদ্বিলিখিতং পুরা।
তৎ সর্ব্বমিহ পূজায়াং পর্য্যবস্যতি হি স্বতঃ ॥২৬৮॥

অনুবাদ—ইহার পূর্ব্বে নৈবেদ্যভক্ষণ ও পূজার নিত্যতা বিষয়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশালগ্রাম চক্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে পূজাঙ্গসমূহের মাহাত্ম্যবিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, এখানে সে সমস্তই স্বাভাবিক ভাবেই পূজায় পর্য্যবসিত হইল

অর্থাৎ সেই মাহাত্ম্যসকলই পূজার মাহাত্ম্য রূপে গণ্য হইবে ॥ ২৬৭-২৬৮ ॥

টীকা—অত্রালিখিতমপ্যন্য পূজায়াৎ নিত্যত্বস্য মহাত্ম্যস্য চ বচনজাতং পূর্ব্বলিখিতেনৈকীকুর্ব্বন্ লিখতি—পূজায়া ইতি দ্বাভ্যাম্। প্রাগলেখি 'অনর্চ্চ-য়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জিতৈঃ' ইত্যাদিভিঃ। পরমন্যচ্চ মাহাত্ম্যং শালগ্রাম-শিলারূপস্য চক্রিণশ্চক্র-যুক্তস্য ভগবতঃ প্রসঙ্গে; তথা চ শালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যে—'যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে। রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরম্' ইত্যাদি ॥২৬৭

টীকা—পূজাঙ্গানাং তত্তদুপচারসমর্পণাদীনাম্; অতএব পর্য্যবস্যতি পূজায়া এব মাহাত্ম্যমিতি জ্ঞেয়-মিত্যর্থঃ, অঙ্গানাং মাহাত্ম্যেনাঙ্গিন এব মাহাত্ম্যাপত্তেঃ। এবং সর্ব্বস্যৈব পূজাঙ্গত্বাৎ তত্তন্মাহাত্ম্যং সর্ব্বমেব পূজায়া মাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৬৮ ॥

পূজামহিমমত্তেভাঃ শাস্ত্রারণ্যবিহারিণঃ।
কীটেন কতি সংগ্রাহ্যাঃ প্রভাবং শ্রীহরেবিনা ॥২৬৯॥

অনুবাদ—শ্রীহরির প্রভাব ব্যতীত কীটতুল্য সামান্য ব্যক্তি শাস্ত্রারণ্যবিহারী তদীয় মাহাত্ম্য রূপ মত্তগজকে কি প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারে? ২৬৯॥

টীকা—এবমনন্তান্যেব পূজামাহাত্ম্যবচনানি জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিহীনেন ময়া কতি লিখিতুং শক্যন্তে? যচ্চ তত্র কিঞ্চিল্লিখিতং, তৎ শ্রীভগবন্মহিম্নৈবেতি নিজৌ-দ্ধত্যং পরিহরন্ পূজায়া মাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়তি—পূজেতি; পূজায়া মহিমান এব মত্তেভাঃ মত্তহস্তিনঃ দুর্গ্রহত্বাৎ, কথম্ভূতাঃ? শাস্ত্রাণ্যেবারণ্যানি, অর্থতঃ শব্দতশ্চানন্ত্যেন পরমদুর্গমত্বাৎ, তেষু বিহর্ত্তুমিতস্ততঃ সর্ব্বত্র ক্রীড়িতুং শীলং যেষাং তে। অতএব কীট-তুল্যেন পরমাসমর্থেন জনেন কতি সংগ্রাহ্যাঃ, সংগ্র-হীতুং শক্যাঃ? শ্রীহরেঃ প্রভাবং বিনেতি, তেনৈব সংগ্রাহ্য ভবন্তি, নান্যেনেত্যর্থঃ। অত্র চ যথা বনান্ত-র্বর্ত্তিনো মত্তগজাঃ কীটেন সংগ্রাহ্যাঃ ন ভবন্তি, কিন্তু সিংহস্যৈব শক্ত্যা ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ স্পষ্ট এব ॥২৬৯

অথ শ্রীভগবন্নাম সদা সেবেত সর্ব্বতঃ।
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিখ্যাতং সংক্ষেপেণাত্র লিখ্যতে ॥২৭০॥

অনুবাদ—অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করা উচিত; তাঁহার মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃত ও বিখ্যাত, তবুও এখানে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইতেছে ॥ ২৭০ ॥

টীকা—এবং পূজামাহাত্ম্যং লিখিত্বা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ইতি ন্যায়েনান্তে নামমাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদৌ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থানতো নক্তং শয়নপর্য্যন্তে নিজকর্ম্মণি, তথা শ্রীভগবতঃ প্রবোধনতো নক্তং স্থাপনপর্য্যন্তে সেবাপ্রকারে চ, সর্ব্বত্রৈব বিঘ্ননিবারক-তয়া ন্যূনসংপূর্ত্তিকারকত্বেন পূজাঙ্গতয়া, তথা সর্ব্ব-কর্ম্মণাং গুণবিশেষাপাদকতয়া, তথা স্বতঃ পরমফল-রূপতয়া, চাদৌ মধ্যে অন্তে চ শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনং কুর্য্যাদিতি লিখতি—অথেতি, আনন্তর্যে মঙ্গলে বা। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বার্থঞ্চেত্যর্থঃ। এবং কালবিশেষকৃত্যতাদ্যভাবাৎ সর্ব্বপরিপোষকত্বাচ্চা-প্যন্তে লিখনমিতি ভাবঃ ॥ ২৭০ ॥

অথ শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্যম্

তত্র শ্রীভগবন্নামবিশেষস্য চ সেবনম্।
ঋষিভিঃ কৃপয়াদিষ্টং তত্তৎ-কামহতাত্মনাম্ ॥২৭১॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য—কামনাবাসনা হেতু যাহাদের চিত্ত দূষিত তাঁহাদের জন্য করুণাপরবশ ঋষিগণ শ্রীভগবানের নামবিশেষ ও সেবাবিষয়ে যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সেই কামনার কথা আগে লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয় জানান হইতেছে ॥ ১৭১ ॥

টীকা—তত্রাদৌ নামবিশেষস্য মাহাত্ম্যং বিশে-ষতো লিখতি—তত্রেতি। তেন তেনাগ্রে লেখ্যেন কামেন হত আত্মা চিত্তং যেষাং তেষাং আদিষ্টং তান্ প্রতি জ্ঞাপিতম্; ননু মহাফলং ভগবন্নামসেবনং সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈরিভিস্তত্তৎ তুচ্ছফলার্থং কিমিত্যাদিষ্টম্? তত্র লিখতি—কৃপয়েতি। তেনৈব শীঘ্রং সম্যক্ কৃত-তত্তৎসিদ্ধেঃ; যদ্বা, তত্তৎকামেনাপি কথঞ্চিৎ তেষাং তত্র প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দিক্ ॥ ২৭১ ॥

অথ কামবিশেষেণ শ্রীভগবন্নামবিশেষ-সেবামাহাত্ম্যম্

তত্র পাপক্ষয়ার্থং কৌর্ম্মে—

শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দমধ্যং
জয়দ্বয়াদুত্তরতস্তথা হি।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নরসিংহনাম
জপ্তং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাম্ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কামবিশেষে শ্রীভগবন্নাম বিশেষের সেবামাহাত্ম্য—কূর্ম্মপুরাণে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত শ্রীভগবন্নাম-সেবা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে শ্রীশব্দ এবং জয়দ্বয়ের মধ্যস্থ এবং জয় জয় শব্দের পরে শ্রীনরসিংহ জয় নরসিংহ জয় জয় নরসিংহ এইরূপ একুশবার নরসিংহ নাম জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭২ ॥

টীকা—জয়শব্দয়োর্মধ্যম, অন্তর্বর্ত্তি জয় নরসিংহ জয়েতি। জয়দ্বয়াদুত্তরতঃ জয় জয় নরসিংহেতি, নরসিংহস্য নাম নরসিংহেতি নাম বা ॥ ২৭২ ॥

———

মহাভয়নিবারণার্থং তত্রৈব—

শ্রীপূর্ব্বো নরসিংহো দ্বির্জয়াদুত্তরস্তু সঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তস্তু মহাভয়নিবারণঃ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—ঐ কূর্ম্মপুরাণেই মহাভয় নিবারণের জন্য শ্রীনরসিংহ ও জয় জয় নরসিংহ এই প্রকারে একুশবার জপ করিলে মহাভয় দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—স নরসিংহঃ দ্বির্বারদ্বয়ং যৎ জয়েতি তস্মাদুত্তরতশ্চ জয় জয় নরসিংহেতি। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ২৭৩ ॥

———

কালবিশেষে তু মঙ্গলার্থং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে
শ্রীমার্কণ্ডেয়বজ্র-সংবাদে—

পুরুষ বামদেবঞ্চ তথা সঙ্কর্ষণং বিভুম্।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ ক্রমাদব্দেষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৭৪ ॥
বলভদ্রস্তথা কৃষ্ণং কীর্ত্তয়েদয়নদ্বয়ে।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং তথা বৈ ভোগশায়িনম্ ॥২৭৫॥
পদ্মনাভং হৃষীকেশং তথা দেবং ত্রিবিক্রমম্।
ক্রমেণ রাজশার্দ্দূল বসন্তাদিষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—কালবিশেষে মঙ্গলের নিমিত্ত বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে শ্রীমার্কণ্ডেয়-বজ্র-সংবাদে বলা হইয়াছে—পুরুষ, বামদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই সকল নাম যথাক্রমে পঞ্চ বৎসরে কীর্ত্তন করিবে। উত্তর ও দক্ষিণায়নে বলভদ্র ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে। হে রাজন্! মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ, ভোগশায়ী, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ ও ত্রিবিক্রম এই ছয় নাম যথা-ক্রমে বসন্তাদি ছয় ঋতুতে কীর্ত্তন করিতে থাকিবে ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

টীকা—পুরুষাদীন্, পঞ্চ অব্দেষু সংবৎসরাদি-ভেদেন পঞ্চসু ক্রমাৎ কীর্ত্তয়েৎ। পঞ্চাব্দাশ্চোক্তাঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—'সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎ-সরঃ। ইড়াবৎসরস্তৃতীয়শ্চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ। উদ্বৎ-সরঃ পঞ্চমস্তু কালস্য যুগসংজ্ঞিতঃ ॥' ইতি। যদ্যপ্যত্রাগ্রে চ ফলং বিশেষতো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যন্তে বরদস্যেত্যুক্ত্যা তথা সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতীত্যাদ্যুক্ত্যা চ সামান্যতঃ ফলং মহদস্তীতি জ্ঞেয়মেব ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—মাধবাদীন্ বসন্তাদি-ষড়্ঋতুষু ক্রমেণ কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৭৫-২৭৬ ॥

———

বিষ্ণুঞ্চ মধুহন্তারং তথা দেবং ত্রিবিক্রমম্।
বামনং শ্রীধরঞ্চৈব হৃষীকেশং তথৈব চ ॥ ২৭৭ ॥
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবঞ্চ যদূত্তমম্।
নারায়ণং মাধবঞ্চ গোবিন্দঞ্চ তথা ক্রমাৎ ॥ ২৭৮ ॥
চৈত্রাদিষু চ মাসেষু দেবদেবমনুস্মরেৎ।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ পক্ষয়োঃ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ॥ ২৭৯ ॥
সর্ব্বঃ সর্ব্বশিবঃ স্থাণুর্ভূতাদিনিধিরব্যয়ঃ।
আদিত্যাদিষু বারেষু ক্রমাদেবমনুস্মরেৎ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, দামোদর, পদ্মনাভ, যদুপতি কেশব, নারায়ণ, মাধব ও গোবিন্দ এই দ্বাদশ নাম চৈত্রাদি বারোমাসে চিন্তা করিবে। প্রদ্যুম্ন ও অনি-রুদ্ধ এই নাম দুইটি কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে যথাক্রমে চিন্তা করিবার নিয়ম। আদিত্যাদি সপ্তবারে সর্ব্ব,

সর্ব্বশিব, স্থাণু, ভূত, আদি, নিধি ও অব্যয় এই সপ্ত নাম স্মরণ করিতে হইবে ॥ ২৭৭-২৮০ ॥

টীকা—বিষ্ণ্বাদীন্ দ্বাদশ চৈত্রাদি-দ্বাদশমাসেষু ক্রমাদনুস্মরেৎ। তত্র চ যদূত্তমমিতি বিশেষণং জ্ঞেয়ং, অন্যথা ত্রয়োদশ স্যুঃ। যদূত্তমেতি বা পাঠঃ। ততশ্চ সম্বোধনং, হে বজ্রেতি। যদ্বা, কদাচিৎ মলমাসে সতি ত্রয়োদশ মাসা ভবন্তি, তদপেক্ষয়া যদূত্তমেন সহ ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭৭-২৮০ ॥

বিশ্বং বিষ্ণুর্বষট্‌কারো ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।
ভূতভৃদ্ ভূতকৃদ্ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ২৮১॥
অব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বিশ্বকর্ম্মা শুচিশ্রবাঃ।
সম্ভাবো ভাবনো ভর্ত্তা প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৮২ ॥
অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ।
অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতো ধাতা কৃষ্ণশ্চৈতান্যনুস্মরেৎ।
দেবদেবস্য নামানি কৃত্তিকাদিষু যাদব ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ—হে যাদব! বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্‌কার, ভূতভব্য ভবৎ, ভূতভৃৎ, ভূতকৃৎ, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, অব্যক্ত, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, শুচিশ্রবা, সম্ভাব, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, অপ্রমেয় হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমর প্রভু, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, ধাতা ও কৃষ্ণ—ভগবানের এই নাম সকল কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে চিন্তা করিতে হইবে ॥ ২৮১-২৮৩ ॥

টীকা—বিশ্বমিত্যাদীনি সপ্তবিংশতি নামানি কৃত্তিকাদিষু সপ্তবিংশতিনক্ষত্রেষু ক্রমাদেবানুস্মরেৎ ॥ ২৮১-২৮৩ ॥

ব্রহ্মাণং শ্রীপতিং বিষ্ণুং কপিলং শ্রীধরং প্রভুম্।
দামোদরং হৃষীকেশং গোবিন্দং মধুসূদনম্ ॥ ২৮৪॥
ভূধরং গদিনং দেবং শঙ্খিনং পদ্মিনন্তথা।
চক্রিণঞ্চ মহারাজ প্রথমাদিষু সংস্মরেৎ ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—এক এক নক্ষত্রে এক একটি শ্রীনাম চিন্তনীয় জানিতে হইবে। হে নৃপবর! প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে ব্রহ্মা, শ্রীপতি, বিষ্ণু, কপিল, শ্রীধর, প্রভু, দামোদর, হৃষীকেশ, গোবিন্দ, মধুসূদন, ভূধর, গদী, শঙ্খী, পদ্মী ও চক্রী এই নামগুলি ভাবনা করিবে ॥ ২৮৪-২৮৫ ॥

টীকা—প্রথমা তিথিঃ প্রতিপৎ, তদাদিষু পঞ্চদশতিথিষু ব্রহ্মাদীন্ পঞ্চদশ ক্রমেণৈব সংস্মরেৎ ॥ ২৮৪-২৮৫ ॥

সর্ব্বং বা সর্ব্বদা নাম দেবদেবস্য যাদব ॥ ২৮৬ ॥
নামানি সর্ব্বাণি জনার্দ্দনস্য
কালশ্চ সর্ব্বঃ পুরুষপ্রবীরঃ।
তস্মাৎ সদা সর্ব্বগতস্য নাম
গ্রাহ্যং যথেষ্টং বরদস্য রাজন্ ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—হে যাদব! দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর নাম সর্ব্বদা সকল বিষয়ে স্মরণ করা উচিত। হে মহারাজ! প্রভু জনার্দ্দনের নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। কারণ তাঁহার নামকীর্ত্তন দ্বারা সকল কাল ও পুরুষই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, অতএব সতত সর্ব্বগতবরদ শ্রীভগবানের নাম যথেষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২৮৬-২৮৭ ॥

টীকা—ননু চিন্তামণেরিব সর্ব্বস্যাপি ভগবন্নাম্নঃ সমানফলং শ্রূয়তে, তৎ কিং বিশেষনির্দ্দেশতো মাহাত্ম্যসংকোচাপাদনেন? সত্যম্, অত্যন্তকামাদ্যুপহতচিত্তানাং শ্রদ্ধাসম্পত্তয়ে তথোক্তম্। বস্তুতস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বমেব নাম সেব্যমিত্যাহ—সর্ব্বমিতি। সংস্মরেদিতি পূর্ব্বয়া ক্রিয়য়া, গ্রাহ্যমিতি পরয়া বা সম্বন্ধঃ। তদেব সহেতুকমাহ—নামানীতি ॥২৮৬-২৮৭

বিবিধকামসিদ্ধয়ে চ পুলস্ত্যোক্তৌ—
কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালস্তথা হরিঃ।
আনন্দো মাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ ॥২৮৮॥

অনুবাদ—ঋষি পুলস্ত্য বিবিধ কামনা সিদ্ধির জন্য শ্রীভগবন্নাম-সেবা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ—কাম, কামপ্রদ, কান্ত, কামপাল, হরি, আনন্দ ও মাধব এই নামগুলি কামনা সিদ্ধির জন্য জপ করিবে ॥ ২৮৮ ॥

টীকা—কাম ইত্যাদিনামানি জপেৎ ॥ ২৮৮ ॥

রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহো বিষ্ণুরেব চ।
বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যান্যরিজিগীষুভিঃ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—শত্রু জয়ে অভিলাষী ব্যক্তিগণ রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু ও ত্রিবিক্রম ইত্যাদি নাম জপ করিবে ॥ ২৮৯ ॥

বিদ্যামভ্যস্যতা নিত্যং জপ্তব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
দামোদরং বন্ধগতো নিত্যমেব জপেন্নরঃ ॥ ২৯০ ॥
কেশবং পুণ্ডরীকাক্ষমনিশং হি তথা জপেৎ।
নেত্রবাধাসু সর্ব্বাসু হৃষীকেশং ভয়েষু চ ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—যাহারা বিদ্যাভ্যাসেরত তাহারা নিত্য পুরুষোত্তম নাম জপ করিবে। বন্ধনগ্রস্ত মানুষের দামোদর নাম প্রত্যহ জপ্য, কেশব ও পুণ্ডরীকাক্ষ নামও সেই প্রকার সতত জপ করিবে এবং সর্ব্ব-প্রকার চক্ষুঃপীড়াদি ও ভয়ে হৃষীকেশের নাম জপ করা উচিত ॥ ২৯০-২৯১ ॥

টীকা—নেত্রবাধাসু—চক্ষুঃপীড়াসু ॥ ২৯১ ॥

অচ্যুতঞ্চামৃতঞ্চৈব জপেদৌষধকর্ম্মণি।
সংগ্রামাভিমুখো গচ্ছন্ সংস্মরেদপরাজিতম্ ॥২৯২॥

অনুবাদ—ঔষধ সেবনের সময় অচ্যুত ও অমৃত নাম জপ করিবে। যুদ্ধ যাত্রাকালে অপরাজিতের নাম চিন্তা করিবে ॥ ২৯২ ॥

চক্রিণং গদিনঞ্চৈব শার্ঙ্গিণং খড়্গিনস্তথা।
ক্ষেমার্থী প্রবসন্নিত্যং দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু স্মরেৎ ॥২৯৩

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে গমনোদ্যত ব্যক্তির এবং মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে যথাক্রমে চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী ও খড়্গী এই কয় নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—প্রবসন্ বিদেশং গচ্ছন্ চক্র্যাদীন্ চতুরঃ প্রাচ্যাদিচতুর্দিক্ষু ক্রমাৎ স্মরেৎ ॥ ২৯৩ ॥

অজিতঞ্চাধিপঞ্চৈব সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরস্তথা।
সংস্মরেৎ পুরুষো ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সর্ব্বদা ॥২৯৪॥

অনুবাদ—বানিজ্যে উন্নতিকামী ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক অজিত, অধিপ, সর্ব্ব ও সর্ব্বেশ্বর এই কয় নাম চিন্তা করিবে ॥ ২৯৪ ॥

টীকা—ব্যবহারেষু—বাণিজ্যাদিষু ॥ ২৯৪ ॥

নারায়ণং সর্ব্বকালং ক্ষুতপ্রস্খলনাদিষু।
গ্রহনক্ষত্রপীড়াসু দেববাধাসু সর্ব্বতঃ ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—হাঁচিবার বা প্রস্খলনাদির সময়ে কিংবা গ্রহনক্ষত্রপীড়াকালে অথবা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রবে সর্ব্বতোভাবে নারায়ণকে চিন্তা করিবে ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—দেববাধাসু—অতিবৃষ্ট্যাদিষু ॥ ২৯৫ ॥

দস্যুবৈরিনিরোধেষু ব্যাঘ্রসিংহাদিসঙ্কটে।
অন্ধকারে তমস্তীব্রে নরসিংহমনুস্মরেৎ ॥ ২৯৬ ॥
অগ্নিদাহে সমুৎপন্নে সংস্মরেজ্জলশায়িনম্।
গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদ্বিষবীর্য্যং ব্যপোহতি ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—দস্যু ও শত্রুদের আক্রমণের কালে, সিংহব্যাঘ্রাদি সঙ্কট সময়ে, তীব্রতম ও ঘোর অন্ধ-কারে নরসিংহ নাম স্মরণ করা উচিত। অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে জলশায়ী শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে। গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিলে বিষবীর্য্য বিনষ্ট হয় ॥ ২৯৬-২৯৭ ॥

স্নানে দেবার্চ্চনে হোমে প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
কীর্ত্তয়েদ্ভগবন্নাম বাসুদেবেতি তৎপরঃ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—একান্তভাবে ভগবানে অনুরক্ত চিত্ত বৈষ্ণব স্নান, দেবপূজা, হোম, প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ-কালে ভগবানের 'বাসুদেব' এই নাম কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২৯৮ ॥

স্থাপনে বিত্তধান্যাদেরপধ্যানে চ দুষ্টজে।
কুর্ব্বীত তন্মনা ভূত্বা অনন্তাচ্যুত-কীর্ত্তনম্ ॥ ২৯৯ ॥
নারায়ণং শার্ঙ্গধরং শ্রীধরং পুরুষোত্তমম্।
বামনং খড়্গিনঞ্চৈব দুষ্টস্বপ্নে সদা স্মরেৎ ॥৩০০॥

অনুবাদ—দুষ্ট জন চিন্তাদ্বারা অনিষ্ট ঘটাইলে বা ধনধান্যাদি স্থাপনকালে অনন্ত অচ্যুত নাম কীর্ত্তন করিতে হয়। দুঃস্বপ্ন দর্শন হইলে সর্ব্বদা নারায়ণ, শার্ঙ্গধর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, বামন, খড়্গধারী এই সকল নাম স্মরণ করিতে হইবে ॥ ২৯৯-৩০০ ॥

টীকা—দুষ্টচেষ্টাপধ্যানে—দুষ্টজনচিন্তিতানিষ্টে ॥ ২৯৯ ॥

মহার্ণবাদৌ পর্য্যঙ্কশায়িনাঞ্চ নরঃ স্মরেৎ।
বলভদ্রং সমৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণি সংস্মরেৎ ॥ ৩০১ ॥
জগৎপতিমপত্যার্থং স্তুবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি।
শ্রীশং সর্ব্বাভ্যুদয়িকে কর্ম্মণ্যাশু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥৩০২॥

অনুবাদ—মহাসমুদ্রাদিতে থাকিলে পর্য্যঙ্কশায়ী শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে। সমৃদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্বকার্য্যে বলভদ্রকে ভাবনা করিতে হইবে। পুত্রের জন্য ভক্তিপূর্ব্বক জগৎপতিকে স্তব করিলে বিপদে পড়িতে হয় না। সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক কর্ম্মে শ্রীশ ভগবানের নাম সত্বর কীর্ত্তন করিতে হইবে ॥ ৩০১-৩০২ ॥

অরিষ্টেষু হ্যশেষেষু বিশোকঞ্চ সদা জপেৎ।
মরুৎপ্রপাতাগ্নিজল-বন্ধনাদিষু মৃত্যুষু।
স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাসুদেবং জপেদ্বুধঃ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—অশেষ বিঘ্ন ঘটিলে বিশোক নাম জপ করিতে হইবে। দৈববশে জলহীন দেশে গমন, অগ্নি, জল ও বন্ধনহেতু মৃত্যু ভয় ঘটিলে কিংবা স্বাধীন বা পরাধীন অবস্থায় কোনও বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীবাসুদেবের নাম জপ করিবেন ॥ ৩০৩ ॥

টীকা—মরুর্নির্জ্জলদেশস্তস্মিন্ প্রপাতঃ অকস্মাদ্-গমনম্। মরুদিতি পাঠে বাত্যাসু তদাদিষু মৃত্যুষু মরণহেতুষু; কথম্ভূতেষু? স্বতন্ত্র-পরতন্ত্রেষু স্বাধীন-পরাধীনেষু স্বতঃপ্রাপ্তে পরৈর্বা প্রাপিতেষু ॥ ৩০৩ ॥

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩০৪
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ ॥৩০৫॥

অনুবাদ—চক্রধারী শ্রীভগবান সর্ব্বদেবেশ্বর ও সর্ব্বার্থ শক্তি সম্পন্ন তাই নিজরুচি অনুসারে তাঁহার নাম সকল বিষয় সিদ্ধির জন্য কীর্ত্তন করা উচিত, পরব্রহ্ম শ্রীহরির এই সকল নাম কেবল তাঁহাতেই প্রযোজ্য, সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

টীকা—যস্য চ যন্নাম্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং, তেনৈব তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ—সর্ব্বার্থেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ মার্কণ্ডেয়-বজ্রসংবাদে কিঞ্চ—
কূর্ম্মং বরাহং মৎস্যং বা জলপ্রতরণে স্মরেৎ।
ভ্রাজিষ্ণুমগ্নিজননে জপেন্নাম ত্বখণ্ডিতম্ ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয়-বজ্র-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, জলে সাঁতার দেওয়ার সময় কূর্ম্ম, বরাহ ও মৎস্যের নাম স্মরণ করিবে। অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীবিষ্ণুনাম জপ করিতে হইবে ॥ ৩০৬ ॥

টীকা—অখণ্ডিতম্—অবিচ্ছিন্নম্ ॥ ৩০৬ ॥

গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদাপদো মুচ্যতে নরঃ।
জ্বরজুষ্টশিরোরোগ-বিষবীর্য্যঞ্চ শাম্যতি ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—আপদের হাত হইতে নিস্তার এবং শীঘ্র মস্তকের রোগ ও বিষবীর্য্য হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গরুড়ধ্বজের চিন্তা করিতে হইবে ॥৩০৭॥

টীকা—জ্বরাদীনাং বীর্য্যং প্রভাবশ্চ শাম্যতি ॥৩০৭

বলভদ্রন্তু যুদ্ধার্থী কৃষ্যারম্ভে হলায়ুধম্।
উত্তারণং বাণিজ্যার্থী রামমভ্যুদয়ে নৃপ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—হে নৃপবর! এইভাবে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তি বলভদ্র, কৃষিকার্য্য করিবার সময় হলায়ুধ, বাণিজ্যকামী উত্তারণ এবং উন্নতি কামী ব্যক্তির রাম নাম স্মরণ করা উচিত ॥ ৩০৮ ॥

মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং মঙ্গল্যেষু চ কীর্ত্তয়েৎ।
উত্তিষ্ঠন্ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং প্রস্বপন্ মাধবং নরঃ।
ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্ব্বত্র মধুসূদনম্ ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—মঙ্গলকার্য্যে মঙ্গলায়তন বিষ্ণু, উত্থান সময়ে বিষ্ণু, শয়নে মাধব, ভোজনকালে গোবিন্দ এবং সর্ব্বত্র মধুসূদনের নাম কীর্ত্তন করা উচিত ॥ ৩০৯ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ মৈথুনে চ প্রজাপতিম্ ॥ ৩১০ ॥
সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
জলমধ্যে তু বারাহং পাবকে জলশায়িনম্ ॥৩১১॥
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধৌ মধুসূদনম্।
মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥৩১২॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—ঔষধ সেবন সময়ে শ্রীবিষ্ণু জনার্দ্দন, শয়নে পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, রণে ক্রুদ্ধচক্রী, স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রম, বৃষোৎসর্গে নারায়ণ, প্রিয় মিলনে শ্রীধর জলমধ্যে বরাহদেব এবং অনলে জলশায়ী ভগবানকে চিন্তা করিতে হইবে। কাননে নরসিংহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, শুদ্ধিকার্য্যে মধুসূদন, মায়াদিতে বামন এবং সকল কার্য্যে শ্রীমাধবের চিন্তা করিবে ॥ ৩১০-৩১২ ॥

টীকা—বিশুদ্ধৌ শুদ্ধিবিশেষার্থম্ ॥ ৩১২ ॥

কিঞ্চ—

কীর্ত্তয়েদ্বাসুদেবঞ্চ অনুক্তেষ্বপি যাদব।
কার্য্যারম্ভে তথা রাজন্ যথেষ্টং নাম কীর্ত্তয়েৎ ॥৩১৩
সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে যাদব! যে সকল বিষয় উক্ত হয় নাই, সেই সকল বিষয়েও বাসুদেব নাম কীর্ত্তন করিবে। সকল কার্য্যের আরম্ভেই যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করা উচিত। হে রাজন্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদায়ক, এই কারণে সর্ব্বকার্য্যেই ভক্তি পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম যথেষ্ট স্মরণ করা উচিত ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥

তত্রাখিলপাপোন্মূলনত্বম্, অথ সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নাম কীর্তনমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মে হরিভক্তিসুধোদয়ে চোক্তং নারদেন—

অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ ॥৩১৫

অনুবাদ—তন্মধ্যে সকল পাপোন্মূলনত্ব, অতঃপর সামান্যভাবে শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বিষ্ণু ধর্ম্মে এবং হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীনারদ বাক্য—অহো! তোমাদের অন্তঃকরণ কি সুনির্ম্মল, কারণ শ্রীহরিকীর্ত্তনে তোমাদের অনুরাগ দেখা যাইতেছে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেই প্রকার শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রভাবে মানবগণের হৃদয়স্থিত সমস্ত অন্ধকার দূর হয় ॥ ৩১৫ ॥

টীকা—সুনির্ম্মলাঃ অত্যন্তমলহীনাঃ; হি যস্মাৎ হরিকীর্ত্তনে রাগঃ শ্রদ্ধা নৃণাং তমঃ পাপমলং কৃৎস্নম্ অবিধূয় অনিরস্য নোদেতি, অপি তু বিধূয়ৈবোদেতি। যথা সূর্য্যোঽন্ধকারং সর্ব্বং বিধূয়ৈবোদেতি তদ্বৎ ॥৩১৫

গারুড়ে—

পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনামমেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ ॥ ৩১৬ ॥
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—দীপ্ত পাপাগ্নি হইতে আর নরগণের ভয় পাইবার কারণ নাই, যেহেতু মেঘরাশির জলবিন্দুসমূহে যেমন অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়, সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দরূপ মেঘের বারি বিন্দুপতনে পাপাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। সিংহকে

দেখিলে ব্যাঘ্র যেমন ভয় পাইয়া সত্বর মৃগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে সেই প্রকার অবশেও শ্রীগোবিন্দ নাম গৃহীত হইলে পাপী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

টীকা—গোবিন্দস্য নাম্নৈব মেঘৌঘাস্ত্যের্যে নীর-বিন্দবস্তৈর্হেতুভির্নশ্যতে নশ্যতি ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—অবশেনাপি যদৃচ্ছয়াপি যস্য নাম্নি কীর্ত্তিতে সতি যথা অকস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তা হরিণম্ অবরুদ্ধন্তো বৃকাস্তং বিসৃজ্য পলায়ন্তে তদ্বৎ। যদ্বা, মৃগয়ার্থং বনং প্রবিষ্টঃ কশ্চিৎ পুমান্ বৃকৈরাবৃতোঽ-কস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তৈস্তৈর্যথাসৌ বিমুচ্যতে তদ্বদিতি ॥ ৩১৭ ॥

———

যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ ॥ ৩১৮ ॥

যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি
নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো
ব্রাহ্মোঽপিলোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽ-
মলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি
বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—হে মৈত্রেয়! বহ্নি যেরূপ সর্ব্ববিধ ধাতু মল শোধক, এইরূপ ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রকার পাপনাশকারী। যে ভগবানে মতি হইলে কখনও নরকে যাইতে হয় না, যাঁহার চিন্তনে স্বর্গ-প্রাপ্তিও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, যাঁহার ধ্যানে সমাধিস্থ হইলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া যায়, যে অব্যয় পুরুষ শ্রীভগবান অমলমতি মানবগণের চিত্তে অব-স্থান করিয়া মুক্তিপ্রদ হন, সেই শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনে যে পাপ বিনষ্ট হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩১৮-৩১৯ ॥

টীকা—ভক্ত্যা তৎকীর্ত্তনফলমাহ—যন্নামেতি। দ্বাদশাব্দাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্যতি, তৎ-সংস্কারস্তুবশিষ্যতে, ইদং ত্বশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং বিনাশকং, ন চান্যেন নিঃশেষপা-পক্ষয়ঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ—যথা ধাতূনাং সুবর্ণা-দীনাং উদ্বর্ত্তনপ্রক্ষালনাদি ধাত্বন্তরসংযোগজং মলং ন নাশয়তি, কিন্তু পাবক এব, অতঃ সর্ব্বোত্তমমিদমেবে-ত্যর্থঃ ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—হরিকীর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবতীতি যদুক্তং, তৎ কৈমুতিকন্যায়েনোপপাদয়তি—যস্মি-ন্নিতি। ন্যস্তা নিক্ষিপ্তা মতির্যেন অচ্যুতৈকচিত্ত ইতি যাবৎ, স প্রমাদাদিকৃতৈরঘৈর্নরকং ন যাতি, তস্মিন্ন-ঘসংশ্লেষাসম্ভবাৎ। যস্য চিন্তনে ধ্যানে ক্রিয়মাণে স্বর্গপ্রাপ্তিরপি বিঘ্নপ্রায়া; যস্মিন্ নিবেশিত আত্মা মনশ্চ সমাধিনা যেন তস্য ব্রহ্মলোকোঽপ্যতিতুচ্ছঃ; তস্মাদ্‌যথাকথঞ্চিদপি যশ্চেতসি স্থিতঃ, অতএব নির্ম্মলধিয়াম; যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষং বিনা মলিনম-তীনামপি মুক্তিমপি দদাতি। যদেবং স্বৈকহিত-কারিণাং স্মৃতিমাত্রেণাচ্যুতনিষ্ঠানামীদৃশং ফলগৌরবং, তদা তন্নামকীর্ত্তনেন পরেষামপ্যঘং ক্ষপয়তাং স্বকীয়া-ঘনাশঃ কিঞ্চিত্রমিত্যর্থঃ। অঘ ইতি প্রথমান্তপাঠে পাপোঽপি জনঃ, বিলয়ং মোক্ষম্, অন্যৎ সমানম্। এবঞ্চ সতি মুক্তি-প্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥৩১৯॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—সন্ধ্যা ও সকালে শ্রীমুকুন্দের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বাসের অধিকার জন্মে ॥ ৩২০ ॥

———

বামনে—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধ-চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং
হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে বলা হইয়াছে—চৌর ব্যক্তি যেরূপ তাহার কার্য্য দ্বারাই পৃথিবীতে পরিচিত হয়, সেইরূপ নারায়ণ-নাম-রূপ চৌর জগতে নিজ

মহিমায় অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সাধারণ চৌর অর্থাদি ধন সম্পদ চুরি করে কিন্তু এই চৌরের নাম শ্রবণমাত্রেই অনেক জন্মার্জ্জিত পাপভার নিঃশেষে অপহৃত হইয়া যায় ॥ ৩২১ ॥

টীকা—নারায়ণ ইতি নরশ্চেতি নাম ; যদ্বা, হে নরঃ, ভো জনাঃ, নামস্বরূপো নারায়ণঃ ; যদ্বা, নারায়ণনামা নর ইত্যর্থঃ ॥ ৩২১ ॥

স্কান্দে—

গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।
দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যুগান্ত-কালীন অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব সংসার দগ্ধীভূত করে, সেই প্রকার ভক্তিপূর্ব্বক বা অভক্তি ভাবে শ্রীগোবিন্দ এই নাম মুখে উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৩২২ ॥

টীকা—তথাত্বমেব ব্যঞ্জয়তি—ভক্ত্যা বা প্রোক্তং ভক্তিবর্জ্জিতৈর্জনৈর্বাঽভক্ত্যা প্রোক্তমিতি ॥ ৩২২ ॥

গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে যদি কাহারও নাম 'গোবিন্দ' হয় এবং তাহাকে যদি কেহও নাম ধরিয়া ডাকে তাহা হইলে তাহার ফলেও তাহার পাপ রাশি সহস্র প্রকারে বিদূরিত হয়, কারণ ইহা নামাভাস হয়। [অজামিলের এই ভাবেই মুক্তি হইয়াছিল—অবশ্য মরণ সময়ে ইহা বিশেষ ফল দান করে] ॥ ৩২৩ ॥

কাশীখণ্ডে—

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথাঽনলকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম্ ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে—ভুল করিয়াও অগ্নিকণস্পর্শে যেমন শরীর দগ্ধ হয়, সেই রকম শ্রীহরিনাম ওষ্ঠপুটে সংযুক্ত হইলে পাপরাশি দগ্ধ হয় ॥ ৩২৪ ॥

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে—

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্।
একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপ-বিনাশনম্ ॥ ৩২৫ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানের শেষে—মমতাকুল চিত্ত বিষয়ান্ধ নরগণের পক্ষে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনই সর্ব্বপাপ নাশক ॥ ৩২৫ ॥

অতএব তত্রৈব যমেনোক্তম্—

হরি হরি সকৃদুচ্চরিতং
দস্যুচ্ছলেন যৈর্মনুষ্যৈঃ
জননীজঠরমার্গলুপ্তা
ন মম পটলিপিং বিশন্তি মর্ত্ত্যা ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীযম বলিয়াছেন—যাঁহারা ছলনাক্রমেও হরণ করি হরণ করি এই অর্থে হরি হরি এই নাম একবারও উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের জননীজঠরপথ লুপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না এবং তাঁহারা আমার অধিকার ভুক্ত হন না ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—হৃতং হৃতমিত্যস্য মধ্যদেশে লৌকিকী ভাষা হরিহরীতি। জনন্যা জঠরস্য মার্গোঽপি লুপ্তো যেষাং তে মুক্তা ইত্যর্থঃ। মম পটলিপিং ন বিশন্তি, মদধিকারং ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২৬ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মোপাখ্যানান্তে শ্রীনারদোক্তৌ—

হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটি-নিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েণ
গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মোপাখ্যানের শেষভাগে শ্রীনারদ মহাশয়ের কথায়—সহস্রহত্যা, সহস্র উগ্রসুরাপান, কোটি গুরুপত্নী নিষেবণ ও অনেক বিপ্রস্বর্ণাপহরণাদি জনিত পাপরাশিও হরি-প্রিয় গোবিন্দনামে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয় ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—অনেকানি—বিপ্রস্বর্ণচৌর্য্যাদীনি ॥৩২৭॥

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতম্ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—অনিচ্ছাতেও অগ্নিস্পর্শ ঘটিলেও যেমন দগ্ধ হইতে হয়, সেই প্রকার পুত্রাদি নামচ্ছলে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলেও সর্ব্বপাপ মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩২৮ ॥

টীকা—ব্যাজাৎ পুত্রহ্বানাদিচ্ছলাদপ্যুক্তম্ ॥৩২৮॥

———

তত্রৈব শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—

কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥ ৩২৯ ॥
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপ্রাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বলা হইয়াছে অমিত প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার নাশের মত সমস্ত পাপ দূর হয়। হে বিপ্রবর! শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ছাড়া সর্ব্বপাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত আর নাই ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

টীকা—সর্ব্বপাপপ্রশমনরূপং প্রায়শ্চিত্তমন্যৎ ন পশ্যামি, অন্যস্য সবাসনপাপক্ষপণাশক্তেঃ ॥ ৩৩০ ॥

———

ষষ্ঠস্কন্ধে (২।৭, ৯-১১) অজামিলোপাখ্যানে—

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ৩৩১ ॥
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গো-হন্তা যে চ
পাতকিনোঽপরে ॥ ৩৩২ ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নাম-ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে শ্রীযমরাজ তাঁহার কিঙ্করগণকে কহিতেছেন—তোমরা শোন এই অজামিল জন্ম হইতে অসংখ্য প্রাণিহিংসা করিয়া বহুপাপ করিলেও মরণকালে অবশ অবস্থায় মহা-স্বস্ত্যয়ন শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে সুতরাং আর সে মহাপাতকী নহে। চৌর্য্য, সুরাপান, মিত্রদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প-গমন এবং স্ত্রী, রাজা, পিতা, গো এই সকলকে হত্যা করা এবং অন্যান্য যত প্রকার পাপ হইতে পারে সেই সকল পাপাচারীর পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে যেহেতু নাম উচ্চারণকারীকে তিনি তাঁহার নিজের লোক বলিয়া রক্ষা করেন ॥ ৩৩১-৩৩৩ ॥

টীকা—অয়মজামিলঃ কৃতো নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন, যৎ যস্মাদ্বিবশোঽপি হরের্নাম, ব্যাজহার উচ্চারিতবান্; ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং হরের্নাম, অপি তু স্বস্ত্যয়নং মোক্ষসাধনমপি; যদ্বা, পরমমঙ্গলায়তনমপি ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—ননু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দাদি-কোটিভিরপ্যনির্ব্বর্ত্যানাং কথমিদমেকমেব প্রায়শ্চিত্তং স্যাৎ? তত্রাহুঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ—স্তেন ইতি দ্বাভ্যাম্। সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব, তত্র হেতুঃ—যতো নামব্যাহরণাৎ নামোচ্চারকপুরুষবিষয়া 'মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয়ো নিতরামনুগ্রাহ্যঃ' ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতি ॥ ৩৩২-৩৩৩ ॥

———

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নামোচ্চারণ দ্বারা জীব যে প্রকার বিশুদ্ধি লাভ করে, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণ যদিও পাপ বিনাশের জন্য বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু উহা দ্বারা তদ্রূপ বিশুদ্ধি হয় না। শ্রীনাম উচ্চারণের বিশেষ ফল এই যে, পাপনাশের সহিত উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণগরিমা এই প্রকারে প্রকাশিত হয় যে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেইপ্রকার দেখা যায় না ॥ ৩৩৪ ॥

টীকা—শ্রেষ্ঠত্বমেবোপপাদয়ন্তি—নেতি। ব্রহ্মবাদিভির্মন্বাদিভিরুক্তৈর্ব্রতাদিভির্নিষ্কৃতৈস্তথা ন শুধ্যতি, উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈর্যথা নামপদৈঃ। ইত্যনেন অত্র চ নমামীত্যাদিক্রিয়াযোগোঽপি নাপেক্ষিত ইতি দর্শি-

তম্। কিঞ্চ, তন্নামপদোচ্চারণমুত্তমঃশ্লোকগুণানাম্ উপলক্ষকং জ্ঞাপকং ভবতি, ন তু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রেণোপক্ষীণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩৪ ॥

(শ্রীভাঃ ৬।২।১৪-১৫)—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ৩৩৫ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—পরিহাসে, সঙ্কেতে বা অবহেলাভরে কিংবা গান প্রভৃতির মাধ্যমেও বৈকুণ্ঠনাম উচ্চারিত হইলে অশেষ পাপ ধ্বংস হয়। পতিত, স্খলিত, ভগ্ন-শরীর, সর্পাদিহিংস্র প্রাণিদষ্ট, জরাভিভূত কিংবা, দণ্ডাহত অবস্থায় যদি কোন লোক অবশভাবেও 'হরি' এই নাম উচ্চারণ করে তাহা হইলে সে যাতনা হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৩৩৫-৩৩৬ ॥

টীকা—নন্বয়ং পুত্রনামাগ্রহীৎ, ন তু ভগবন্নাম, তত্রাহঃ—সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতম্; পারিহাস্যং পরিহাসেন কৃতং, স্তোভং গীতালাপপূরণাদ্যর্থে কৃতং, হেলনং 'কিং বিষ্ণুনা' ইতি সাবজ্ঞমপি বৈ বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণম্ ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—ননু নায়ং সংকল্পপূর্ব্বকং বৈকুণ্ঠনামা-গ্রহীৎ, কিন্তু পুত্রস্নেহপরবশঃ সন্, তত্রাহঃ—পতিত ইতি। অবশেনাপি যো হরিরিত্যাহ—স যাতনা নার্হতি, পুমানিত্যনেন নাত্র বর্ণাশ্রমাদি-নিয়ম ইত্যুক্তম্। অবশত্বমেবাহুঃ—পতিতঃ প্রাসাদিভ্যঃ, স্খলিতো মার্গে, ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ, সংদষ্টং সর্পাদিভিঃ তপ্তো জ্বরাদিনা, আহতো দণ্ডাদিনা ॥ ৩৩৬ ॥

(শ্রীভাঃ ৬।২।১৮)—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥৩৩৭॥

অনুবাদ—সজ্ঞানেই হউক কিংবা অজ্ঞানেই হউক উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে অগ্নি যে প্রকার দাহ্য বস্তু দগ্ধ করে সেই প্রকার জন-গণের পাপসমূহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—ননু তথাপি পাপপ্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিতমিতি চেত্তত্রাহুঃ, যদ্বা, কৃষ্ণস্য নামেদমপায়ং ন জানাতি, কথং তস্য সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ? তত্রাহুঃ— অজ্ঞানাদিতি। অস্য শ্রীবিষ্ণোর্জ্ঞানাদজ্ঞানাদ্বা, বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোহগ্নির্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি, তদ্বৎ ॥ ৩৩৭ ॥

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ৬।১৩।৮) ঋষীণামুক্তৌ—

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহা চার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুল্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৩৩৮

অনুবাদ—ঐ শ্রীমদ্ভাগবতেই ঋষিগণ বাক্যে— ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, গোঘাতী, মাতৃঘাতী, আচার্য্য-ঘাতী, কুক্কুর ভোজী পুক্কশ বা অন্য পাপাচারী জনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩৮ ॥

লঘুভাগবতে—

বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ ॥৩৩৯
সদা দ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে।
জায়তে পাবনো ধন্যো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥৩৪০॥

অনুবাদ—লঘুভাগবতে বলা হইয়াছে—বর্ত্তমান ও অতীতকালে সংঘটিত এবং ভাবী সংঘটিতব্য পাপ-সমূহ শ্রীভগবানের নামাগ্নি সংস্পর্শে সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা সজ্জনগণের দ্রোহকারী ব্যক্তিও শ্রীহরির নামকীর্ত্তনে ধন্য ও পবিত্র হইয়া থাকেন ॥ ৩৩৯-৩৪০ ॥

টীকা—অঘবান্ অন্যোঽপি যঃ পাপকর্ম্মযুক্তঃ যশ্চ জাত্যা পাপঃ শ্বাদঃ পুক্কশো বাপি ॥ গোবিন্দস্য অনলবৎ যৎ কীর্ত্তনম্ ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা—অধুনা নিষ্প্রায়শ্চিত্তো ভগবদক্ষম্যো ভোগৈকনাশ্যো মহানপরাধোঽপি নামমাহাত্ম্যতোঽ-পযাতীত্যাহ—সদেতি। নাম্নোঽনু নিরন্তরং কীর্ত্ত-নাৎ ধন্যঃ, পাবনঃ পরমশুদ্ধ ইত্যর্থঃ; যদ্বা, ন কেবলং স্বয়মেব ততঃ পবিত্রো ভবেদিতি, কিন্তু পরা-নপি পাবয়তি, প্রেমলক্ষণভগবদ্ভক্তিধনযোগ্যশ্চ ভবতি

ইতি। যদ্যপি নামাপরাধস্তোত্রাদৌ 'সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে' ইত্যাদিনা নিন্দাপি নামাপরাধ উক্তঃ, কিমুত সদা দ্রোহপরতেতি। অতঃ পরমমহদপরাধাদস্মান্মহানরকপাত এব 'নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধ' ইত্যাদিভিরপিহিতঃ, তথাপি তত্রৈব 'নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্' ইত্যাদুক্তের্নামাপরাণাং ন কোঽপি দোষো ঘটতে, প্রত্যুত ভক্তিবিশেষ এবোদেতীতি। অতঃ সম্যগেবোক্তম্—'জায়তে পাবনো ধন্যঃ' ইতি ॥ ৩৪০ ॥

কৌর্ম্মে—

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুল্যাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—এই পৃথিবীতে অবস্থিত কোটি কোটি পদার্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নামের তুল্যতা কখনও হয় না ॥ ৩৪১ ॥

টীকা—অতএব পরমপাবনত্বং কৌর্ম্মবচনেন লিখতি বসন্তীতি ॥ ৩৪১ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥৩৪২

অনুবাদ—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—পাপহরণ বিষয়ে শ্রীহরি নামের যে শক্তি দৃষ্ট হয়, পাতকীজনও সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না ॥ ৩৪২ ॥

টীকা—এভদেবোপপাদয়তি—নাম্নোঽস্যেতি দ্বাভ্যাম্। পাতকী সর্ব্বদা পাতকযুক্তোঽপি ॥৩৪২॥

ইতিহাসোত্তমে—

শ্বাদোপি ন হি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ।
তাবন্তি যাবতী শক্তির্বিষ্ণোর্নাম্নোঽশুভক্ষয়ে ॥৩৪৩

অনুবাদ—ইতিহাসোত্তমে—শ্রীবিষ্ণুর নামে যে অশুভক্ষয়কারী শক্তি রহিয়াছে, কুক্কুরভোজী জনও যত্ন করিয়া সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না ॥ ৩৪৩ ॥

টীকা—শ্বাদঃ নিত্যকুক্কুরভক্ষণশীলঃ পরমপাপজাতিরপি, অশুভস্য অমঙ্গলস্য তন্মূলস্য চ পাপস্য ক্ষয়ে ॥ ৩৪৩ ॥

বিশেষতঃ কলৌ, স্কান্দে—

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৩৪৪॥

অনুবাদ—বিশেষ করিয়া এই কলিকালে এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণ বলেন—এই সংসারে কর্ম্মজাত, বাক্যজাত এবং মনোজ এমন পাপ নাই যাহা কলিযুগে শ্রীগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—এবং সামান্যতঃ সর্ব্বকালে অশেষপাপোন্মূলনং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতঃ কলিকালে দুস্তরবিবিধ-পাপবর্গব্যাকুলানামগতীনাং কলৌ লোকানাং প্রভাববিশেষপ্রকটনপর-শ্রীমন্নামকীর্ত্তনেনৈবাশেষপাপোন্মূলনং ভবতীতি লিখতি—তন্নাস্তীত্যাদিনা ॥ ৩৪৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ৩৪৫ ॥
নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—অন্ধকার নাশের জন্য যেমন সূর্য্যোদয় এবং অগ্নি নির্বাপণের জন্য জল, সেইরূপ কলির পাপরাশি শান্তির জন্য শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম-প্রভাবে যে ব্যক্তি দুরিত রাশি হইতে অব্যাহতি পাইয়া সংসার-সমুদ্রের অপর পারে নিত্যলোকে গমন করিতে পারে, সেই লোক যে কলি-জনিত পাপকে সত্যসত্যই শীঘ্র বিনষ্ট করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ কোথায়? ৩৪৫-৩৪৬ ॥

টীকা—যথা বহ্নেঃ শমায় জলমেব অলং সমর্থং,

তমসশ্চ শমায় ভাস্করোদয় এবালং, তথা কলের্যদ্দোষৌঘঃ, তস্য শান্ত্যৈ নামসঙ্কীর্ত্তনমেবালং, কলৌ নামসঙ্কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যাৎ। শান্তিরিতি পাঠে শান্তিরূপমেব ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—নিত্যং মহাপাপরতোঽপি দুরিতৌঘাৎ মুক্তঃ সন্ সত্যং নিশ্চিতং যো নরঃ সংসারপারং প্রযাতি, কলিদোষাজ্জন্ম যস্য তৎ পাপং স আশু নিহন্তীত্যত্র কিং চিত্রমাশ্চর্য্যম্? অসম্ভাবিতং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈ-
র্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধব-কীর্ত্তনেন
গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—এই কলিযুগে গোবিন্দ-নাম দ্বারা বা একবার মাত্র শ্রীমাধবের সংকীর্ত্তন দ্বারা দেহীদের যে প্রকার শুদ্ধি ঘটে, তাহা পরাকব্রত চান্দ্রায়ণ বা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত হয় না ॥ ৩৪৭ ॥

টীকা—দেহিনাং পাপতঃ শুদ্ধিঃ, দেহেতি পাঠে স এবার্থঃ, সকৃৎ যৎ মাধবস্য কীর্ত্তনং তেন, তচ্চ গোবিন্দেতি, নাম্নেতি কলৌ গোবিন্দ-নামমাহাত্ম্যমভিপ্রেতম্। যদ্বা, গোবিন্দেতি নামমাত্রেণেতি কীর্ত্তনস্য বাহুল্যং বিবিধত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি দিক্ ॥৩৪৭॥

কীর্ত্তনকর্ত্তৃকুলসঙ্গ্যাদিপাবনত্বম্

তত্রৈব—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্নিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—কীর্ত্তনকারীর কুলপাবকত্ব ও সঙ্গীজনপাবকত্ব ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই বলা হইয়াছে—দিবারাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপাতকীজনও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া অবশেষে পঙ্ক্তি পাবন হইয়া ওঠে ॥ ৩৪৮ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বপাপোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং নামকীর্ত্তনসম্বন্ধিনামপি সর্ব্বদোষোন্মূলনেন পরমশোধকত্বং লিখতি—মহেতি পঞ্চভিঃ ॥৩৪৮

লঘুভাগবতে—

গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্ত্তয়েদ্যস্ত্বনন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—লঘুভাগবতে বলা হইয়াছে—আনন্দ সহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি 'গোবিন্দ' এই নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধন্য ও পাবনপুরুষ এই বসুধাকে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—অনন্যধীঃ—তদেকমনাঃ বিশ্বস্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৯ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
অশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি ॥৩৫০

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—বিষ্ণুনামপরায়ণ রসনা যে একমাত্র বক্তাকেই রক্ষা করেন, তাহা নহে; নামাত্মিকা ভগবৎকীর্ত্তি শ্রবণ করাইয়া নিশ্চয় সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করেন ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—ভগবতঃ খ্যাতিং কীর্ত্তিং নামাত্মিকাং, নাম্নৈব বা ॥ ৩৫০ ॥

দশমস্কন্ধে (৩১।১৮)—

যন্নাম গৃহ্ণন্ নিখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য
স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যাঁহার নাম গ্রহণের ফলে নাম গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং নিখিল শ্রোতাদের সতত পবিত্র করেন, সেই তোমার চরণস্পর্শ লাভ করিলে আর কথা কি ?৩৫১

অতএবোক্তং প্রহ্লাদেন নারসিংহে—

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—অতএব নৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি—হে দেব। যাঁহারা আনন্দে মাতিয়া উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সাধু, তাঁহারা সর্ব্ব প্রাণীর অকপটও স্বার্থ রহিত বন্ধু ॥ ৩৫২ ॥

সর্ব্বব্যাধিনাশিত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রসঙ্গে—

অচ্যুতানন্দগোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৩৫৩

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবত্তোষ প্রসঙ্গে—হে অচ্যুত! হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! ইত্যাদি নাম উচ্চারিত হইলে রোগসমূহ ভীত হইয়া পলায়ন করে, ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৩৫৩ ॥

পরাশরসংহিতায়াং শাম্বং প্রতি ব্যাসোক্তৌ—

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥৩৫৪

অনুবাদ—পরাশরসংহিতায় শম্বের প্রতি শ্রীব্যাসদেবের বচনে—হে শাম্ব! ঔষধ প্রয়োগেও যখন ব্যাধি জনিত দুঃখ দূর না হয়, তখন উহা দ্বারা রোগের প্রতিকার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকার অবস্থায় শ্রীহরিনামরূপ ঔষধ পান করিয়া ব্যাধি দূর করা উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৫৪ ॥

টীকা—হেয়ং ত্যাজ্যং ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৪ ॥

স্কান্দে—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্ত্তন করিলে আধি-ব্যাধি-সকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, আমি সেই অনন্তদেবকে নমস্কার করি ॥ ৩৫৫ ॥

বহ্নিপুরাণে—

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—বহ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে—রাজার দ্বারা উৎপীড়িত এবং মহাব্যাধি দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি 'নারায়ণ' এই নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া নিরাতঙ্ক হইয়া থাকে ॥ ৩৫৬ ॥

সর্ব্বদুঃখোপশমনত্বম্

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরির্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥৩৫৭॥

অনুবাদ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তন, সকলরোগ প্রশমন, সর্ব্ববিধ উপদ্রবের বিনাশ ও সকল প্রকার অশুভশান্তি করেন ॥ ৩৫৭ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিনামানুকীর্ত্তনে সমস্ত প্রকার পাপের প্রশমন, সমস্ত প্রকার উপদ্রব বিনাশ, সমস্ত প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৫৮ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে (১২।৪৮)

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ-স্কন্ধে বলা হইয়াছে—অনন্ত শ্রীভগবানের নামগুণাদি বিষয়ক সংকীর্ত্তন কিংবা বিক্রমবিষয়ক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সেই ভগবান হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য্যবৎ অন্ধকাররাশি বিনাশ অথবা ঝড়বায়ু যেমন মেঘ-

তমসশ্চ শমায় ভাস্করোদয় এবালং, তথা কলের্যদ-ঘৌঘঃ, তস্য শান্ত্যৈ নামসঙ্কীর্ত্তনমেবালং, কলৌ নাম-সঙ্কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যাৎ। শান্তিরিতি পাঠে শান্তি-রূপমেব ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—নিত্যং মহাপাপরতোঽপি দুরিতৌঘাৎ মুক্তঃ সন্ সত্যং নিশ্চিতং যো নরঃ সংসারপারং প্রযাতি, কলিদোষাজ্জন্ম যস্য তৎ পাপং স আশু নিহন্তীত্যত্র কিং চিত্রমাশ্চর্য্যম্? অসম্ভাবিতং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

পরাকচান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রৈ-
র্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধব-কীর্ত্তনেন
গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—এই কলিযুগে গোবিন্দ-নাম দ্বারা বা একবার মাত্র শ্রীমাধবের সংকীর্ত্তন দ্বারা দেহীদের যে প্রকার শুদ্ধি ঘটে, তাহা পরাকব্রত চান্দ্রায়ণ বা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত হয় না ॥ ৩৪৭ ॥

টীকা—দেহিনাং পাপতঃ শুদ্ধিঃ, দেহেতি পাঠে স এবার্থঃ, সকৃৎ যৎ মাধবস্য কীর্ত্তনং তেন, তচ্চ গোবিন্দেতি, নাম্নেতি কলৌ গোবিন্দ-নামমাহাত্ম্যমভিপ্রেতম্। যদ্বা, গোবিন্দেতি নামমাত্রেণেতি কীর্ত্তনস্য বাহুল্যং বিবিধত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি দিক্ ॥৩৪৭॥

কীর্ত্তনকর্ত্তৃকুলসঙ্গ্যাদিপাবনত্বম্

তত্রৈব—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্নিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—কীর্ত্তনকারীর কুলপাবকত্ব ও সঙ্গীজনপাবকত্ব ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই বলা হইয়াছে—দিবারাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপাতকীজনও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া অবশেষে পঙ্ক্তি পাবন হইয়া ওঠে ॥ ৩৪৮ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বপাপোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং নামকীর্ত্তনসম্বন্ধিনামপি সর্ব্বদোষোন্মূলনেন পরমশোধকত্বং লিখতি—মহেতি পঞ্চভিঃ ॥৩৪৮

লঘুভাগবতে—

গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্ত্তয়েদ্যস্ত্বনন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—লঘুভাগবতে বলা হইয়াছে—আনন্দ সহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি 'গোবিন্দ' এই নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধন্য ও পাবনপুরুষ এই বসুধাকে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—অনন্যধীঃ—তদেকমনাঃ বিশ্রস্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৯ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
অশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি ॥৩৫০

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—বিষ্ণুনামপরায়ণ রসনা যে একমাত্র বক্তাকেই রক্ষা করেন, তাহা নহে; নামাত্মিকা ভগবৎকীর্ত্তি শ্রবণ করাইয়া নিশ্চয় সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র করেন ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—ভগবতঃ খ্যাতিং কীর্ত্তিং নামাত্মিকাং, নামৈব বা ॥ ৩৫০ ॥

দশমস্কন্ধে (৩১।১৮)—

যন্নাম গৃহ্ণন্ নিখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য
স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যাঁহার নাম গ্রহণের ফলে নাম গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং নিখিল শ্রোতাদের সতত পবিত্র করেন, সেই তোমার চরণস্পর্শ লাভ করিলে আর কথা কি ?৩৫১

অতএবোক্তং প্রহ্লাদেন নারসিংহে—

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—অতএব নৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহলাদের উক্তি—হে দেব! যাঁহারা আনন্দে মাতিয়া উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সাধু, তাঁহারা সর্ব্ব প্রাণীর অকপটও স্বার্থ রহিত বন্ধু ॥ ৩৫২ ॥

সর্ব্বব্যাধিনাশিত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রসঙ্গে—

অচ্যুতানন্দগোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৩৫৩

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবত্তোষ প্রসঙ্গে—হে অচ্যুত! হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! ইত্যাদি নাম উচ্চারিত হইলে রোগসমূহ ভীত হইয়া পলায়ন করে, ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৩৫৩ ॥

পরাশরসংহিতায়াং শাম্বং প্রতি ব্যাসোক্তৌ—

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥৩৫৪

অনুবাদ—পরাশরসংহিতায় শম্বের প্রতি শ্রীব্যাসদেবের বচনে—হে শাম্ব! ঔষধ প্রয়োগেও যখন ব্যাধি জনিত দুঃখ দূর না হয়, তখন উহা দ্বারা রোগের প্রতিকার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকার অবস্থায় শ্রীহরিনামরূপ ঔষধ পান করিয়া ব্যাধি দূর করা উচিত, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৫৪ ॥

টীকা—হেয়ং ত্যাজ্যং ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৪ ॥

স্কান্দে—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্ত্তন করিলে আধি-ব্যাধি-সকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, আমি সেই অনন্তদেবকে নমস্কার করি ॥ ৩৫৫ ॥

বহ্নিপুরাণে—

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—বহ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে—রাজার দ্বারা উৎপীড়িত এবং মহাব্যাধি দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি 'নারায়ণ' এই নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া নিরাতঙ্ক হইয়া থাকে ॥ ৩৫৬ ॥

সর্ব্বদুঃখোপশমনত্বম্

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরির্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥৩৫৭॥

অনুবাদ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তন, সকলরোগ প্রশমন, সর্ব্ববিধ উপদ্রবের বিনাশ ও সকল প্রকার অশুভশান্তি করেন ॥ ৩৫৭ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিনামানুকীর্ত্তনে সমস্ত প্রকার পাপের প্রশমন, সমস্ত প্রকার উপদ্রব বিনাশ, সমস্ত প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৫৮ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে (১২।৪৮)

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ-স্কন্ধে বলা হইয়াছে—অনন্ত শ্রীভগবানের নামগুণাদি বিষয়ক সংকীর্ত্তন কিংবা বিক্রমবিষয়ক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সেই ভগবান হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য্যবৎ অন্ধকাররাশি বিনাশ অথবা ঝড়বায়ু যেমন মেঘ-

রাশিকে সরাইয়া দেয় সেই প্রকার জীবগণের সমস্ত দুঃখ নিঃশেষে দূরীভূত করেন ॥ ৩৫৯ ॥

টীকা—সংকীর্ত্ত্যমানঃ, কিংবা শ্রুতোঽনুভাবো যস্য তথাভূতঃ সন্; যদ্বা, কোঽসৌ ভগবান্? তত্রাহ,—শ্রুতঃ অনুভাবঃ পুতনামুক্তিপ্রদানাদিপ্রভাবো যস্যেতি। পুংসাং চিত্তং প্রবিশ্য নিঃশেষং দুঃখং ধুনোতি। হীতি সতামনুভবং প্রমাণয়তি; অর্কো গিরিগুহাদিধ্বান্তং ন নিবর্ত্তয়তীত্যপরিতোষাৎ দৃষ্টান্তান্তরমাহ—অতিবাতোঽভ্রমিবেতি ॥ ৩৫৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ।
সঙ্কীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে,—দারিদ্র্য জনিত দুঃখে ক্লিষ্ট, বিষ ভক্ষণাদি দ্বারা ব্যাকুল, ভগ্নদেহ, শত্রুভয়হেতু ভীত ও দারুণ রোগগ্রস্ত যে সকল ব্যক্তি, তাহারা একমাত্র নারায়ণ এই নাম কীর্ত্তন করিলেই সমস্ত দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুখী হইয়া থাকেন ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—আর্ত্তাঃ বিষভক্ষণাদিনা ব্যাকুলাঃ, বিষণ্ণাঃ দারিদ্র্যাদিনা দুঃখিতাঃ, শিথিলাঃ ভগ্নাঙ্গাঃ, ভীতাঃ শত্রাদিভ্যঃ ॥ ৩৬০ ॥

কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-বেতালভূতপ্রেত-বিনায়কাঃ ॥ ৩৬১ ॥
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ।
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতম্ ॥ ৩৬২ ॥

অনুবাদ—অমিততেজা দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর শ্রীনাম কীর্ত্তন মাত্রেই যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ডাকিনী ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণি সকল ভয়ে পলায়ন করে। শ্রীহরিনাম সমস্ত অনর্থ বিনাশক ইহা শাস্ত্র ও সাধু অনুভব দ্বারা সুপরীক্ষিত হইয়াছে ইহাই বলা হইতেছে ॥ ৩৬১-৩৬২ ॥

কিঞ্চ—

নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।
বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥৩৬৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, হাঁচিবার সময়, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদি কালে নামসংকীর্ত্তন করিলে সত্বর সর্ব্বপ্রকার অনর্থ হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬৩ ॥

টীকা—সর্ব্বৈরনর্থৈর্বিয়োগং শুদ্ধিমাপ্নোতি ॥৩৬৩

পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ—

মোহানলোল্লসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা।
যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতিদেবীর স্তুতি প্রসঙ্গে —বিশ্বসংসার সর্ব্বদা মোহ এবং অজ্ঞান অন্ধকারের সতত বর্দ্ধমান শিখার দ্বারা জ্বলিয়া মরিতেছে, কিন্তু শ্রীভগবানের নামরূপ মেঘের শীতল ছায়ায় প্রবিষ্ট হইলে আর দগ্ধ হইতে হয় না ॥৩৬৪

টীকা—সর্ব্বদা মোহোঽজ্ঞানং, গৃহাদিবিষয়কমমতা বা, স এবানলঃ, তস্য উল্লসন্ত্যা নিত্যং বর্দ্ধমানয়া জ্বালয়া জ্বলৎসু লোকেষু মধ্যে যস্য ভগবতো নাম্নৈব অম্ভোধরঃ বর্ষন্মেঘঃ, তস্য ছায়াং প্রবিষ্টঃ সন্ নৈব দহ্যতে, তেন মহানলেন ন দগ্ধো ভবতি, মোহকৃতং দুঃখং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে না নরঃ, অর্থঃ স এব ॥ ৩৬৪ ॥

কলিবাধাপহারিত্বম্

স্কান্দে—

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—কলিকালরূপ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র হিংস্র সর্প থেকে আর ভয় নাই, কারণ শ্রীগোবিন্দনামরূপ দাবাগ্নিতে সে দগ্ধ হইবে ॥ ৩৬৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে কলিধর্ম্ম-প্রসঙ্গে—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥৩৬৬॥

**হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় ।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্
বাধতে কলিঃ ॥ ৩৬৭ ॥**

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে কলিধর্মপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—এই ঘোর কলিকালে যাঁহারা শ্রীহরি নামে নিষ্ঠাপরায়ণ তাঁহারাই কৃতকৃত্য। কলি তাঁহাদিগের বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না ইহা নিশ্চিত। হে হরে! হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! হে জগন্ময়! যাঁহারা এই ভাবে প্রত্যহ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, কলি কোনও প্রকারেই তাঁহাদের বাধাদানে সমর্থ হয় না ॥ ৩৬৬-৩৬৭ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

**যেঽহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্ ।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্ ॥৩৬৮॥**

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—হে নর শার্দ্দূল! জগৎপালক শ্রীবাসুদেবের নাম যাঁহারা দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন, কলি সেই মনুষ্যগণকে বাধা দিতে পারে না ॥ ৩৬৮ ॥

টীকা—পূর্ব্বং কলৌ বিশেষতঃ পাপোন্মূলনং লিখিতম্, ইদানীং কলেঃ পাপকার্য্যকারণাদ্যখিলপরিকরস্য বিনাশিত্বং লিখতি—কলিকালেত্যাদিনা নরানিত্যন্তেন। মা ভয়ং, ভয়ং নাস্তি। যে নরাঃ অহর্নিশং নিত্যং, তেন অহর্বা নিশাং বেত্যর্থঃ ॥ ৩৬৫-৩৬৮ ॥

———

নারক্যুদ্ধারকত্বম্

নারসিংহে—

**যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥ ৩৬৯ ॥**

অনুবাদ—নরকবাসীর উদ্ধারকত্ব সম্বন্ধে নৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—নারকিগণ যে যে প্রকারে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, শ্রীহরির প্রতিও তাহারা সেই সেই প্রকারেই হৃদয়ের অনুরাগ বহন করিতে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুধামে গমন করিয়াছিল ॥ ৩৬৯

টীকা—এবং পাপাৎ রক্ষকত্বং লিখিত্বা ইদানীং পাপফলভোগাদপি বর্ত্তমানাৎ রক্ষাং লিখতি—যথেতি দ্বাভ্যাম্। নারকাঃ নরকবর্ত্তিনো জনাঃ, দিবং শ্রীবিষ্ণুলোকমিত্যর্থঃ; এতদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা, যথাহি—ধর্ম্মরাজতো নামমাহাত্ম্যমাকর্ণ্য শ্রীনারদেন গত্বোপদিষ্টং ভগবন্নামকীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তো নরকভোগার্ত্তাঃ সদ্যঃ সুখিনো ভূত্বা সর্ব্বে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং যযুরিতি ॥ ৩৬৯ ॥

———

ইতিহাসোত্তমে—

**নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্ ।
মুক্তিঃ সঞ্জায়তে তস্মান্নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥ ৩৭০ ॥**

অনুবাদ—ইতিহাসোত্তমে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিনামের প্রভাবেই যাহারা নারকী, সর্ব্বদা পাপকর্ম্মরত তাহারাও নরক হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ৩৭০ ॥

টীকা—তস্মান্নরকান্মুক্তিঃ ॥ ৩৭০ ॥

———

প্রারব্ধবিনাশিত্বম্

ষষ্ঠস্কন্ধে (২।৪৬)—

**নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধ-কৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ৩৭১ ॥**

অনুবাদ—প্রারব্ধের বিনাশিত্ব সম্বন্ধে ষষ্ঠস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যাহারা মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক তাহাদের ক্ষেত্রে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নামানুকীর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই কর্ম্মগ্রন্থি উচ্ছেদক হয় না। অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্কে মন যে প্রকার মলিন হইয়া থাকে, এই শ্রীনামকীর্ত্তনপ্রভাবে পুনরায় কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না অর্থাৎ শ্রীনামপ্রভাবে তাহাদের কর্ম্মাসক্তি বা কর্ম্মবীজ নষ্ট হইয়া যায় ॥৩৭১

টীকা—এবং দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বমেব দর্শিতং, তদেবাভিব্যজ্য লিখতি,—নাতঃপরমিত্যাদিনা ভাসতে নর ইত্যন্তেন। কর্ম্মনিবন্ধনস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকমতঃপরঃ নাস্তি। কস্মাৎ পরম্? তীর্থপদস্য ভগবতোঽনুকীর্ত্তনাৎ, তত্র হেতুঃ, যৎ যতোঽনুকীর্ত্-

নাৎ, অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ, রজস্তমোভ্যাং কলিলং মলিনমেব তিষ্ঠতি যৎ তন্মনঃ। যদ্যপি কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তমিত্যশেষপ্রারব্ধকর্ম্মচ্ছেদনমেবাগ্রোক্তং, তথাপ্যখিলপ্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাতাপত্ত্যা ভগবদ্ভজনাসম্ভবাৎ দুষ্প্রারব্ধক্ষয় এবাভিপ্রেতঃ। অতএব নামশ্রুতিভাষ্যে লিখিতম্—'প্রারব্ধপাপনিবর্ত্তকত্বঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছাবশাৎ' ইতি। অন্যথাত্র প্রস্তুতাজামিলাদিভিবিরোধাপত্তেঃ। অথবা রোগাদিবিলাপনাদিনা নারক্যুদ্ধারপর্য্যন্তেন দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বং লিখিত্বা ইদানীং সর্ব্বপ্রারব্ধক্ষপণং লিখতি—নাত ইত্যাদিনা। অর্থঃ পূর্ব্ববৎ। ততশ্চাশেষপ্রারব্ধক্ষয়েণ দেহপাতাপত্তৌ সত্যামপি নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবতো নিত্যপ্রলয়াদিন্যায়েন তদানীমেব ভগবদ্ভজনার্থং তদ্‌যোগ্যদেহান্তরোৎপত্ত্যা, কিংবা পূর্ব্বদেহমেব সদ্যোজাতভগবদ্ভজনোচিতগুণবিশেষবত্তয়া নবীনমিবাসৌ প্রাপেত্যূহ্যম্। যথা শ্রীধ্রুবেণ পরমপদারোহণসময়ে নিজপূর্ব্বদেহমেব পার্ষদোচিতদেহগুণযুক্ততয়া ভিন্নমিব প্রাপ্তম্। তচ্চ 'বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্' (শ্রীভাঃ ৪।১২।২৯) ইত্যাদিষু শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যক্তং ব্যাখ্যাতমেব। এতমেব 'সুরবৎ ভাসতে নরঃ' ইত্যাদি-বচনং সুসঙ্গচ্ছেত। যচ্চ বহিঃ সুখদুঃখফলকে প্রারব্ধে ক্ষীণেঽপি পশ্চাত্তস্য কদাচিৎ কস্যচিৎ কিঞ্চিৎ দেহাদৌ বাহ্যসুখং দুঃখঞ্চ দৃশ্যতে, তচ্চ লোকে ভক্তিমাহাত্ম্য-সংগোপনার্থং শ্রীভগবতা ভক্তেন বা তেনৈবাত্মাচ্ছাদনার্থং শক্ত্যা সংপ্রদর্শ্যতে ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং সর্ব্বমনবদ্যম্ ॥ ৩৭১ ॥

———

দ্বাদশে (৩।৪৪) চ—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥৩৭২॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে-- এই কলিকালে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার যজনে অনিচ্ছুক হইবে। পতনশীল, স্খলনশীল, ম্রিয়মান, আতুর ব্যক্তিও অবশভাবে যাঁহার প্রিয়নাম উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করে ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—তত্র চ যৎ ফলোন্মুখং কর্ম্ম তদেব প্রারব্ধমুচ্যতে। তচ্চ দ্বিবিধং বর্ত্তমানদেহোপভোগ্যমেকম্, অন্যচ্চ শরীরান্তরোপভোগ্যম্। যথা—ভরতস্য মৃগশরীরকারণম্, তচ্চ শ্রীভাগবতে শ্রীবাদরায়ণেনৈব সিদ্ধান্তিতমস্তি, মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিত ইত্যাদিভিঃ। তত্র নাতঃ পরমিতি পূর্ব্বশ্লোকেন বর্ত্তমানশরীরভোগ্যপ্রারব্ধনাশনং লিখিত্বা ইদানীং শরীরান্তরে অবশ্যভোগ্যস্যাপি প্রারব্ধস্য ক্ষপণং লিখতি। যদ্বা, দ্বাভ্যামেব শ্লোকাভ্যামশেষপ্রারব্ধবিনাশিত্বমেব দর্শয়তি—যন্নামেতি। বিবশোঽপি গৃণন্ উচ্চারয়ন্ সন্। বিমুক্তাঃ কর্ম্মরূপা অর্গলাঃ অবশ্যভোগ্যত্বেন দুর্ব্বারা অপি প্রতিবন্ধা যস্য সঃ। উত্তমাং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং গতিং ফলম্, তং ন যক্ষ্যন্তি, নামসঙ্কীর্ত্তনাদিনা ন সেবিষ্যন্ত ইতি কলিদোষ উক্তঃ ॥ ৩৭২ ॥

———

উক্ত্যা কর্ম্মনিবন্ধেতি তথা কর্ম্মার্গলেতি চ।
অবশ্যভোগ্যতাপত্তেঃ প্রারব্ধে পর্য্যবস্যতি ॥ ৩৭৩ ॥

অনুবাদ--এক শ্লোকে কর্ম্মনিবন্ধ এবং অন্য শ্লোকে কর্ম্মার্গল এই উক্তি দ্বারা উহা যে অবশ্য ভোগ্য কর্ম্ম তাহা পাওয়া যাইতেছে এবং এই অবশ্য ভোগ্য কর্ম্মকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা হইয়াছে ॥ ৩৭৩ ॥

———

অতএব শ্রীবৃহন্নারদীয়ে—

গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরবদ্ভাসতে নরঃ ॥ ৩৭৪ ॥

অনুবাদ—অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—সৎকর্ম্মসমূহের অভাবহেতু কীটাদির মত অতি নীচ প্রকৃতির মানুষও প্রত্যহ ইন্দ্রিয়সংযমসহকারে গোবিন্দ এই নাম জপ করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রারব্ধ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া শরীরেই ইন্দ্রাদি দেবতা কিংবা পরমপদ প্রদাতা ভগবৎ-পার্ষদের মত দীপ্তি পাইয়া থাকেন ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—জন্তুঃ সৎকর্ম্মাদ্যভাবেন কীটাদি-সদৃশোঽতিনীচোঽপীত্যর্থঃ। অন্বহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সন্ সর্ব্বপাপেভ্যোঽশেষদুষ্প্রারব্ধেভ্যো বিশেষেণ নির্ম্মুক্তশ্চ

সন্ নরোঽপি সুরবদ্ভাসতে, তস্মিন্নেব দেহে ইন্দ্রাদিবৎ, যদ্বা, সুশোভনং পদং রাতি দদাতি ইতি সুরো ভগবৎপার্ষদস্তদ্বদ্বিরাজতে, অত্র পাপশব্দেন স্বর্গাদিফলকং পুণ্যমপি সংগৃহ্যতে, ক্ষয়িষ্ণু ফলকত্বাদিনা তস্যাপি পাপেষ্বেব পর্য্যবসানাৎ। অথবাত্র শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধমাত্রবিনাশিত্বমেবোক্তম্। ততশ্চ সুরবদ্দেববদিত্যেব ॥ ৩৭৪ ॥

———

সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্বম্

বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবদুক্তৌ—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭৫ ॥

অনুবাদ—সকলাপরাধভঞ্জনত্ব বিষয়ে বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবানের বাক্যে—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার নাম-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি এই সংসারে কোটি অপরাধ করিলেও আমি তাহা ক্ষমা করিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ করিও না ॥ ৩৭৫ ॥

টীকা—এবং বিহিতাকরণনিষিদ্ধাচরণজাতাখিলপাপোন্মূলনরূপমাহাত্ম্যং লিখিতং, তচ্চ পাপং কথঞ্চিদ্ভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব। যচ্চ শ্রীভগবতি তন্নাম্নি চাপরাধরূপং পরমমহাপাতকং, তদপি নাম-কীর্ত্তনাৎ ক্ষীয়ত ইতি মাহাত্ম্যবিশেষং লিখতি—মমেতি। অবশ্যভোগ্যস্যাপি নামাপরাধস্য ক্ষমায়াং পূর্ব্বলিখিত এব সিদ্ধান্তো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭৫ ॥

———

সর্ব্বসম্পূর্ত্তিকারিত্বম্

অষ্টমস্কন্ধে (২৩।১৬) শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীশুক্রোক্তৌ—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥৩৭৬॥

অনুবাদ—শ্রীনাম সকলকর্ম্মের সম্পূর্ত্তিকারিত্ব, অষ্টমস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শুক্রাচার্য্যের বাক্যে—মন্ত্রে স্বরাদিভ্রংশ দ্বারা, তন্ত্রে ব্যুৎক্রমাদিবিপর্য্যয় দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্রে ও দ্রব্যে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ত্রুটি হয়, তোমার নামসংকীর্ত্তন সে সকলকে নিশ্ছিদ্র করিয়া থাকে ॥ ৩৭৬ ॥

টীকা—ইত্থং সর্ব্বদোষোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীম্ অখিলগুণাধায়কত্বাদিরূপং লিখতি—মন্ত্রত ইত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। মন্ত্রতঃ স্বরাদিভ্রংশেন, তন্ত্রতঃ ব্যুৎক্রমাদিনা, দেশতঃ কালতশ্চ অর্হতঃ পাত্রতঃ অশৌচাদিনা। বস্তুতশ্চ দক্ষিণাদিনা। যচ্ছিদ্রং ন্যূনং, তৎ সর্ব্বং তব নামসঙ্কীর্ত্তনমেব নিশ্ছিদ্রং করোতি, রিক্তং পূরয়তি, অধিকফলঞ্চ জনয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭৬ ॥

———

স্কান্দে চ—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥৩৭৭॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও বলা হইয়াছে—তপস্যা যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যূনতা যাঁহার স্মরণ ও নাম-কীর্ত্তন দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করে সেই শ্রীঅচ্যুতকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৭৭ ॥

———

সর্ব্ববেদাধিকত্বম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনাম সকলবেদাধিকত্ব, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহলাদের বাক্যে—'হরি' এই দুই অক্ষর যিনি বলিয়াছেন, তিনি ঋক্‌বেদ যর্জুবেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ নিশ্চয়ই অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ৩৭৮ ॥

টীকা—হরিরিত্যক্ষরদ্বয়োক্ত্যৈব সর্ব্ববেদাধ্যয়নসিদ্ধেঃ সর্ব্ববেদেভ্য আধিক্যং ব্যক্তমেব ॥ ৩৭৮ ॥

———

স্কান্দে শ্রীপার্ব্বত্যুক্তৌ—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥৩৭৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীপার্ব্বতীর উক্তিতে—বৎস। তুমি প্রত্যহ 'গোবিন্দ' এই নাম গান কর, তোমার ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব কোনও বেদই আর পাঠ করিতে হইবে না ॥ ৩৭৯ ॥

টীকা—গেয়ং গানযোগ্যম্, অনেন ঋগাদিপাঠ-নিষেধেন চ সর্ব্ববেদাধিকত্বং সিদ্ধমেব ॥ ৩৭৯ ॥

পাদ্মে চ শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্ ।
তাদৃঙ্নামসহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৮০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীরামের অষ্টোত্তর শত-নাম-স্তোত্রে—শ্রীবিষ্ণুর এক একটি নামও সকল বেদের অধিকরূপে স্বীকৃত আবার এক রাম নাম সেই প্রকার সহস্র নামের সদৃশ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—একৈকমপি নাম সর্ব্ববেদেভ্যোঽধিকম্ ॥ ৩৮০ ॥

সর্ব্বতীর্থাধিকত্বম্

স্কান্দে—

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা ।
জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৩৮১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনাম সকলতীর্থাধিকত্ব, স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই দুই বর্ণ অবস্থিত আছে তাঁহার কুরুক্ষেত্রের আবশ্যক কি? কাশী কিংবা পুষ্করেরই বা কি দরকার ? ৩৮১ ॥

বামনে—

তীর্থকোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৮২

অনুবাদ—বামনপুরাণে বলা হইয়াছে—শতকোটি তীর্থই হউক কিংবা সহস্রকোটি তীর্থই হউক, জীব শ্রীবিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনপ্রভাবে সেই সমস্তই পাইয়া থাকে ॥ ৩৮২ ॥

বিশ্বামিত্র-সংহিতায়াম্—

বিশ্রুতানি বহুন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ ॥৩৮৩

অনুবাদ—বিশ্বামিত্র সংহিতায় বলা হইয়াছে—বহুবিধ ও সংখ্যাতেও বহু, সুবিশ্রুত তীর্থসমূহ শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের কোটি ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা—বহুধানীত্যস্যার্থং, বহুবিধানি জলস্থলাদি-ভেদেন নদীনদসরঃকূপাদিভেদেন চ । ষষ্ঠ্যাং তস্-প্রত্যয়ঃ । নামসঙ্কীর্ত্তনস্য কোট্যংশানামেকেনাপ্যংশেন তুল্যানি ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮৩ ॥

লঘুভাগবতে—

কিং তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্ ।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥ ৩৮৪ ॥

অনুবাদ—লঘু ভাগবতে বলা হইয়াছে—হে বৎস। বেদ, আগম বা অন্যান্য বহু শাস্ত্রের এবং অনেকানেক তীর্থসকলেরই বা কি প্রয়োজন ? যদি নিজের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে হে গোবিন্দ। হে গোবিন্দ! ইহা স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিতে থাক ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—গোবিন্দ ইতীত্যত্রাবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ । যদ্বা, হে গোবিন্দেতি গোবিন্দ ইতি চ ॥ ৩৮৪ ॥

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্বম্

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনাম সকলসৎকর্ম্মাধিকত্ব—সূর্য্য গ্রহণের সময় কোটি সংখ্যক গোদান, প্রয়াগ গঙ্গার জলে কল্প পরিমাণ কাল বাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুতুল্য স্বর্ণদান, এসব কিছুই গোবিন্দনামকীর্ত্তনের শত ভাগের এক ভাগেরও সমান নয় ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—খগস্য সূর্য্যস্য গ্রহণে, মেরুতুল্যসুবর্ণ-দানঞ্চ, গোবিন্দস্য কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তনং, তস্যাঃ শতাংশৈঃ

শতাংশানামেকেনাপ্যংশেন সমং ন স্যাদিত্যর্থঃ। এবং কুত্রচিৎ পদ্যে ফলবিশেষপ্রদত্বেন কুত্রচিচ্চ ফলরূপত্বেন সর্ব্বকর্ম্মেভ্যোঽধিকত্বং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৮৫ ॥

———

বৌধায়ন সংহিতায়াম্—

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্ ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—বৌধায়ন সংহিতায়—বহু বহু ইষ্টা-পূর্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহারা সংসারবন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীহরির নামই কেবল মুক্তিদায়ক হন ॥ ৩৮৬ ॥

———

গারুড়ে শ্রীশৌনকাম্বরীষ-সংবাদে—

বাজপেয়সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৩৮৭॥
কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কি যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৩৮৮

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীশৌনক-অম্বরীষ-সংবাদে—হে রাজন্! হে অম্বরীষ! প্রত্যহ হাজার হাজার বাজপেয় যজ্ঞের ফল বাঞ্ছা করিলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগোবিন্দনাম কীর্ত্তন করিতে থাক। সাংখ্য বা অষ্টাঙ্গ যোগে কি হইবে? যদি মুক্তি চাও, তবে শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

টীকা—সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন, যোগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ, তেষামপি কর্ম্মান্তর্গতত্বাদত্রাস্য পদ্যস্য লিখনম্, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৩৮৮ ॥

———

তৃতীয়স্কন্ধে (৩৩।৭) শ্রীকপিলদেবং প্রতি দেবহূত্যুক্তৌ—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের প্রতি মাতা দেবহূতির বাক্য - যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান, কি আশ্চর্য্য! সেই ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ। কারণ যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহারাই তপস্যাচরণ করিয়াছেন এবং হোম করিয়াছেন, তীর্থসমূহে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচারী হইয়াছেন, তাঁহারাই বেদ পাঠ করিয়াছেন ॥ ৩৮৯ ॥

টীকা—অহো বতেত্যাশ্চর্য্যে, যস্য জিহ্বাগ্রে তুভ্যং তব ত্বদর্থমপি বা নাম বর্ত্ততে, শ্রদ্ধাদিরাহিত্যেনাপি যথাকথঞ্চিদপি অসম্যক্তয়াপি নামাভাসমপি য উচ্চারয়তীত্যর্থঃ, সঃ শ্বপচোঽপি জাত্যা কর্ম্মণা চ শ্বমাংসভক্ষণাদনিবৃত্তেরুভয়থা পাপোঽপি, অতঃ অস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ—ত এব তপস্তেপুঃ সম্যক্ কৃতবন্তঃ, জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ, সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ আর্য্যাঃ ত এব সদাচারাঃ, ব্রহ্মবেদমনূচুঃ সাঙ্গং সদ্গুরোরধীতবন্তঃ, তন্নামকীর্ত্তনে তপআদিকং সর্ব্বং সৎকর্ম্মান্তর্ভূতম্, অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, জন্মান্তরেষু তৈস্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি ত্বন্নামকীর্ত্তনমহাভাগ্যাদবগম্যত ইত্যর্থঃ। তপআদীনাং সর্ব্বেষাং নামকীর্ত্তনফলতোক্ত্যা সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্বং ব্যক্তমেব ॥ ৩৮৯ ॥

———

সর্ব্বার্থপ্রদত্বম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্য-মাহাত্ম্যে—

এতৎ ষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৯০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যে—কামক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বিনাশক শ্রীবিষ্ণুর এই নাম কীর্ত্তন। ইহা রিপুদমনেও নিপুণ এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভের হেতু ॥ ৩৯০ ॥

টীকা—ষড়্‌বর্গঃ কামক্রোধাদিঃ, তস্য হরণং নাশকম্। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মং, তস্য মূলং, তৎপ্রাপ্তিকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯০ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

হৃদি কৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
একং নাম জপেদ্যস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৩৯১॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ব্রাহ্মণগণকে বলা হইয়াছে—মনোমধ্যে কোনও ইচ্ছা পোষণ করিয়া যিনি শ্রীভগবানের একটি নাম জপ করেন, তাঁহার শত সংখ্যক কামনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯১ ॥

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনম্ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্ ॥৩৯২॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই কৃষ্ণামৃতস্তোত্রে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রাপ্তি, পরমায়ুবৃদ্ধি, রোগনাশ, ভুক্তি-মুক্তি-লাভ এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—দিব্যং লোকাতীতং বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ, সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্বা ॥ ৩৯২ ॥

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে ।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥৩৯৩

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে—উপহাস বা পরিহাস ছলেও যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাও কৃতার্থ, অতএব তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—পরিহাসো নর্ম্ম, উপহাসস্তিরস্কারঃ, আদ্যশব্দাৎ সঙ্কেতস্তোভাদি ॥ ৩৯৩ ॥

বারাহে চ—

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্ ।
তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে
কীর্ত্তয়ন্তি মাম্ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহারা স্নানাদি সময়ে আমার নামানুকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ধন্য ও কৃতার্থ, তাঁহারা প্রকৃত সুকৃতি লাভ করিয়াছেন এবং এই নরজন্মে যাহা পাওয়া উচিত তাহা তাঁহারা পাইয়াছেন ॥ ৩৯৪ ॥

টীকা—কালে স্নানাদিসময়ে, যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অকালে অশৌচাদিসময়েঽপি ॥ ৩৯৪ ॥

বিশেষতঃ কলৌ—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্দুর্লভঞ্চাকৃতাত্মনাম্ ।
কলৌ যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥৩৯৫॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ কলিযুগে—পাপীদিগের দুর্লভ এই শ্রীহরিনাম একবার মাত্রও যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কৃতার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই॥৩৯৫॥

টীকা—সকৃদপ্যুচারয়ন্তি যে, তে কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯৫ ॥

একাদশস্কন্ধে (৫।৩৬) চ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৯৬॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে যে,—কলি সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, কারণ এই কলিকালে শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারা সকল স্বার্থ সিদ্ধ হয় ॥ ৩৯৬ ॥

টীকা—সভাজয়ন্তি শ্রেষ্ঠং মন্যন্তে, গুণজ্ঞাঃ কলের্গুণং জানন্তি যে তে। ননু দোষাণাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি ? তত্রাহ—সারভাগিনঃ গুণগ্রাহিণঃ। কোঽসৌ গুণঃ ? তমাহ—যত্রেতি। তদুক্তমেব—'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈঃ' ইত্যাদিনা ॥ ৩৯৬ ॥

স্কান্দে তত্রৈব—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্ ।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥৩৯৭॥

অনুবাদ স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এই সংসারে শ্রীহরিকীর্ত্তনই উত্তম তপস্যা অতএব কলিযুগে বিষ্ণুপ্রীতির জন্য বিশেষরূপে হরিকীর্ত্তন করা উচিত ॥ ৩৯৭ ॥

টীকা—উত্তমং তপঃ, স্বধর্ম্মাচরণং চিত্তৈকাগ্রতা বা ॥ ৩৯৭ ॥

সর্ব্বশক্তিমত্ত্বম্

স্কান্দে—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ ।
শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৩৯৮॥

রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥৩৯৯

অনুবাদ—শ্রীনামের সকলশক্তিমত্ত্ব, ঐ স্কন্দপুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে—দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা যে পাপরাশি বিদূরিত হয়, দেবতা ও সাধুসেবা দ্বারা যে সকল পাপ নষ্ট হয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং তত্ত্ব ও আত্মবস্তু লাভে যে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, মঙ্গল বিধানকারী শ্রীহরি সেই সকল শুভদায়িনী শক্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের নামসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ৩৯৮-৩৯৯ ॥

টীকা—দেবানাং মহতাঞ্চ সাধূনাং, শুভাশ্চ মঙ্গলাবহাঃ, রাজসূয়াদীনাঞ্চ যাঃ শক্তয়ঃ তা সর্ব্বাঃ ॥৩৯৮

বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥৪০০॥

অনুবাদ—সূর্য্য যেমন অন্ধকাররাশি দূর করেন সেই প্রকার শ্রীভগবানের নামরূপ বায়ু সামান্য মাত্র উচ্চারিত হইলেও অতিশয় ভীষণ পাতকও দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪০০ ॥

টীকা—এবমশেষদোষ-দুঃখহরণে সকলগুণশ্রেয়ঃপ্রাপণে চ পরমসমর্থস্য ভগবন্নাম্নো মহাপাতকসঙ্ক্ষয়ক্ষপণমপ্যত্যন্তসুকরমেবেত্যাহ—বাত ইতি । অতঃ অস্মাদুক্তাদ্ধেতোঃ নাম্নো বাতোঽপি যথাকথঞ্চিদীষৎসম্বন্ধোঽপি উগ্রাণাং ভয়ানকানাং সর্ব্বেষাং সবাসনানাং পাপরাশীনামপি দুঃসহঃ দূরাদেবাত্যন্তক্ষয়কৃদিত্যর্থঃ । রবির্যথা তমসাং দুঃসহস্তদ্বৎ, এতচ্চানুষঙ্গিকং ফলমুক্তম্ ॥ ৪০০ ॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥৪০১

অনুবাদ—অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—সর্ব্বার্থ শক্তিবিশিষ্ট দেবদেব চক্রধারীর যে নাম তোমার অভিপ্রেত, তুমি সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা আরাধনা করিবে ॥ ৪০১ ॥

টীকা—সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্যেত্যনেন নাম-নামিনোরভেদান্নাম্নোঽপি সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ততা সূচিতৈব । অভিরুচিতং নিজাভীষ্টং যন্নাম, এতচ্চ ভক্তিবিশেষেণাচিরাৎ সম্যক্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যপেক্ষয়োক্তম্ ॥৪০১

জগদানন্দকত্বম্

শ্রীভগবদ্গীতাসু (১১।৩৬)—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা ।
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুন কহিতেছেন—হে হৃষীকেশ ! ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে যে তোমার নামকীর্ত্তনে সকল সংসার প্রীত ও অনুরাগযুক্ত হয়। অন্য কথা আর কি বলিব, রাক্ষসগণ পর্য্যন্ত তোমার নাম প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। সিদ্ধ পুরুষগণ পর্য্যন্ত তোমার নাম মহিমা শ্রবণ করিয়া নমস্কার করিয়া থাকেন ॥ ৪০২ ॥

টীকা—স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে । হে হৃষীকেশ, যত এবমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ ত্বম্, অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যাদিসঙ্কীর্ত্তনেন নামমাত্রসঙ্কীর্ত্তনেন বা ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি, কিন্তু জগৎ সর্ব্বমপি প্রকর্ষেণ হৃষ্যতি হর্ষং প্রাপ্নোতি, এতৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ । তথা জগৎ অনুরজ্যতে চ অনুরাগং চোপৈতীতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি, দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি, বেগেন পলায়ন্ত ইতি যৎ, তথা সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি, যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব, ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪০২ ॥

জগদন্দ্যতাপাদকত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন ।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ ॥৪০৩

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে কথিত হইয়াছে—যাঁহারা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দ্দন, এই

বলিয়া নারায়ণের নাম প্রত্যহ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র বন্দিত হন ॥ ৪০৩ ॥

শ্রীসূতেনোক্তং তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥৪০৪

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের শেষভাগে শ্রীসূতবাক্যে—শয়নকালে, ভোজনকালে, গমনের সময়, স্থিতি সময়ে দাঁড়াইয়া বা কথা প্রসঙ্গে যাঁহারা শ্রীহরির নাম করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য বারংবার নমস্কার ॥ ৪০৪ ॥

টীকা—বদন্ অন্যবার্ত্তাং কুর্ব্বন্; বদন্তীত্যাদি বহুত্বমার্ষং, কিংবা স্বপ্নাদিক্রিয়াণাং বহুত্বেন বহুত্বান্তর্ভাবাৎ। নমো নম ইত্যনেন বন্দ্যতা সিদ্ধৈব ॥৪০৪॥

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥৪০৫

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে বলা হইয়াছে—স্ত্রীজাতি, শূদ্র, পুক্কশ এমন কি অন্যান্য অন্ত্যজ সকলও যদি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪০৫ ॥

অগত্যেকগতিত্বম্

পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামকথনারম্ভে—

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২০৬ ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্র-নাম-কথনারম্ভে উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা নিয়ত বিষয়-ভোগরত, অনন্যগতি, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত, ব্রহ্মচর্য্যাদিশূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাঁহারাও বিষ্ণুর নাম সামান্য শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিলে সুখে ধার্ম্মিকগণেরও দুর্লভগতি লাভ করিয়া থাকেন ॥৪০৬-৪০৭

টীকা—ন বিদ্যতে অন্যা নামব্যতিরিক্তা কাপি গতিরাশ্রয়োঽত্যন্তপাপজাত্যাদিনা। কর্ম্মাদাবনধিকারাৎ। যেষান্তেঽপি। অপি-শব্দস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ভোগিনঃ বিষয়ভোগরতাঃ, পরমন্যং জনং তাপয়ন্তীতি পরন্তপাঃ, নামমাত্রমেবৈকং জল্পন্তি, যথাকথঞ্চিদশ্রদ্ধয়াপি। বাঙ্মাত্রেণোচ্চারয়ন্তি তথা তে ॥ ৪০৬॥

সদা সর্ব্বত্র সেব্যত্বম্

বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥৪০৮

অনুবাদ—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেব্যত্ব—বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে বলা হইয়াছে—হে লুব্ধক। শ্রীহরির নামকীর্ত্তনে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টাদিযুক্ত অবস্থাতেও নাম গ্রহণে বাধা নাই ॥৪০৮॥

টীকা—হে লুব্ধক। তস্মিন্ উক্তপ্রভাবে অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যে বা নাম্নি ॥ ৪০৮ ॥

স্কান্দে, পাদ্মে, বৈশাখ-মাহাত্ম্যে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥৪০৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ও পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও কথিত হইয়াছে যে—যেহেতু শ্রীহরি পবিত্রকর, সেইহেতু চক্রধারীর নামকীর্ত্তনে অপবিত্রতা নাই। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার নামকীর্ত্তন করা উচিত ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—তস্য চক্রায়ুধস্য কীর্ত্তনে অশৌচং নাস্তি, শুচিনৈব কীর্ত্তনং কার্য্যং, নৈবাশুচিনেতি ব্যবস্থা ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি—নাম-নামিনোরভেদাভিপ্রায়েণ, যতঃ সনামাত্মকঃ চক্রায়ুধ এব পবিত্রং করোতীতি তথা। যথাচমনাদিব্যতিরেকেণাশুদ্ধস্য শ্রীযমুনাদিজলাচমনাদিনৈব শুদ্ধিঃ, যথা চ তত্রাশুদ্ধেন কথং শ্রীযমুনাদিজলং স্প্রষ্টব্যমিতি শঙ্কা ন সম্ভবেৎ, অনন্যগতিত্বাৎ, তথাত্রাপীত্যর্থঃ। যদ্বা, যতঃ স নামকীর্ত্তকপুরুষ এব অন্যমপি পবিত্রং করোতি, কিং বক্তব্যং তস্যাশৌচমিত্যর্থঃ ॥ ৪০৯ ॥

পুনঃ স্কান্দে—

ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্ ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—পুনরায় স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—এই ভগবন্নামকীর্ত্তন দেশ, কাল ও অবস্থা বিষয়ে শুদ্ধি অশুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না, ইহা স্বতন্ত্র ও কামীজনের কামদাতা ॥ ৪১০ ॥

টীকা—দেশাদীনাং শুদ্ধ্যাদিকং নাম কর্ত্তৃনাপেক্ষতে। তত্র অবস্থাঃ বাল্যাদয়ো জাগরাদয়ঃ প্রমাদোন্মাদাদয়ো বা। আদি-শব্দেন স্বধর্ম্মাচারণাদি, এতস্য ভগবতো নাম, যদ্বা, প্রকরণবশাদ্ভগবত এব নাম, এতৎ সুপ্রসিদ্ধানিব্বর্চনীয়মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। কামিতং বাঞ্ছিতং কামং পুরুষার্থবিশেষং, যদ্বা, কাম্যত ইতি কামং ফলং, যদ্বা, কামিতস্য কামযুক্তস্য কামমভীষ্টং দদাতীতি তথা তৎ ॥ ৪১০ ॥

———

বৈশ্বানর-সংহিতায়াম্—

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে ॥ ৪১১ ॥

অনুবাদ—বৈশ্বানরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'রাম' 'রাম' এই নামসংকীর্ত্তন করিলে জীব মুক্ত হইতে পারে, ইহাতে দেশ ও কালের নিয়ম নাই বা শৌচাশৌচের অপেক্ষাও নাই ॥ ৪১১ ॥

টীকা—পরং কেবলং, রামরামেতি কীর্ত্তনাদেব ॥ ৪১১ ॥

———

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদবাক্যম্—

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে ॥৪১২॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ ৪১৩ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবচিন্তামণিতে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে শ্রীনারদ কহিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের কোনও নিয়ম নাই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। হে রাজন্! দান, যজ্ঞ, স্নান ও মন্ত্রজপ কালের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু এই পৃথিবীতে শ্রীবিষ্ণুসংকীর্ত্তন বিষয়ে কালের কোন অপেক্ষা নাই অর্থাৎ ইহা সর্ব্বদাই করা যাইতে পারে ॥৪১২-৪১৩

টীকা—পৃথিবীতলে সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪১৩ ॥

———

দ্বিতীয়স্কন্ধে (১।১১)—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥৪১৪॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে বলা হইয়াছে—হে নৃপবর! যাঁহারা অকুতোভয় হইতে চাহেন এবং যাঁহারা মুক্তি চাহেন, সেই যোগিগণের পক্ষে এই শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই প্রশস্ত ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—এবং সদা সেব্যত্বং লিখিত্বা সর্ব্বসেব্যত্বং লিখতি—এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব, তত্র তত্র চ ন কাচিদপি বিঘ্নাদিশঙ্কেত্যাহ—ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যস্মিন্ তৎ। যোগিনাং জ্ঞানিনাং মুক্তানাং বা ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতং, নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ সেব্যত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪১৪ ॥

———

মুক্তিপ্রদত্বম্

বারাহে—

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি ॥ ৪১৫ ॥

অনুবাদ – বরাহপুরাণে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি সতত নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, হে পৃথিবি! সেই ব্যক্তি আমার সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪১৫ ॥

———

গারুড়ে—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৪১৬॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হে নরনাথ! সাংখ্যযোগ কিংবা অষ্টাঙ্গযোগাদি দ্বারা

কি ফল পাওয়া যাইবে ? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর তাহা হইলে শ্রীগোবিন্দনাম কীর্ত্তন কর ॥ ৪১৬ ॥

টীকা—হে ভূমি ! মল্লয়তাং সাযুজ্যমুক্তিম্, সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন, যৌগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ ॥ ৪১৫-৪১৬ ॥

স্কান্দে—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি হরি এই দুইটী বর্ণ একবার মাত্র উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই মোক্ষলাভের অধিকারী হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামের মুক্তি দেওয়ার সামর্থ্য আছে ॥ ৪১৭ ॥

টীকা—মোক্ষায় গমনং প্রতি, আশু মোক্ষপ্রাপ্তয়ে পরিকরো বদ্ধঃ, সাধনং সম্যগনুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ॥৪১৭॥

ব্রহ্মপুরাণে—

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্ ।
সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা ॥৪১৮

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—অশুভ অবস্থায় কিংবা অন্যমনস্ক ভাবেও যদি সর্ব্বদা শ্রীহরি-কীর্ত্তন কোনও ব্যক্তি করেন, সেই ব্যক্তিও চেদিপতি শিশুপালের মত সকল দোষক্ষয়ে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪১৮ ॥

টীকা—দোষাঃ কামক্রোধাদয়স্তেষাং ক্ষয়াৎ, চেদিপতিঃ শিশুপালঃ ॥ ৪১৮ ॥

পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ—

সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতিস্তুতিতে বলা হইয়াছে—আলস্য বর্জ্জন পূর্ব্বক যিনি একবার মাত্রও নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পবিত্র হয় এবং তিনি মুক্তিপদ অধিকার করিয়া থাকেন ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—অতন্দ্রিতং নামোচ্চারণাদাবানলসঃ সন্, ততশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা ॥ ৪১৯ ॥

মাৎস্যে—

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥৪২০॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—পরদার-রত কিংবা পরের ক্ষতিকারক ব্যক্তিও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা পাপ হইতে পবিত্র হইয়া মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন ॥ ৪২০ ॥

টীকা—শুদ্ধঃ পরদাররতত্বাদিপাপাঃ পবিত্রঃ সন্ ॥ ৪২০ ॥

বৈশম্পায়ন সংহিতায়াম্—

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥৪২১॥

অনুবাদ—বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি সকলধর্ম্ম-বহির্ভূত, সকল পাপানুরক্ত, শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে সে ব্যক্তিও যে মুক্ত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ ৪২১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

যথাকথঞ্চিদ্যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা ।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥৪২২

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—যে কোন প্রকারে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা হইলে পাপী লোকও পাপমুক্ত এবং পবিত্র হইয়া মোক্ষপ্রদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২২ ॥

টীকা—বিশেষেণ শুদ্ধাঃ সবাসনসর্ব্বপাপতঃ পবিত্রাঃ, শুদ্ধা নিষ্পাপাস্তু মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি। পাপিনাং বিলম্বেন মোক্ষঃ, সুকৃতিনাঞ্চ সদ্য এবেতি জ্ঞেয়ম্ । যদ্বা, বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষয়ামাহ—শুদ্ধা ইতি অনুবাদমাত্রম্ ॥ ৪২২ ॥

ভারতবিভাগে—

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্ ।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।। ৪২৩ ।।

অনুবাদ—ভারতবিভাগে যথা—হরি এই দুই বর্ণ প্রাণ-প্রয়াণ-পথের পাথেয়, ভবব্যাধির ঔষধ ও শোক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বিশেষ ।। ৪২৩ ।।

টীকা—প্রাণস্য প্রয়াণে পাথেয়ং পথি ভক্ষ্যসম্বলং পরলোকে সহায়মিত্যর্থঃ । সংসাররূপস্য ব্যাধের্ভেষজং নাশকং মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ । ইহলোকে চ দুঃখশোকাভ্যাং পরিত্রাণং যস্মাত্তৎ ; যদ্বা, তয়োঃ পরিত্রাণরূপমেব ; যদ্বা, ভগবদপ্রাপ্ত্যা যৌ দুঃখশোকৌ, তাভ্যাং পরিত্রাণং যস্মাদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্ । যদ্বা, কিং বহুনোক্তেন ঐহিকামুষ্মিকাশেষ-দুঃখশোকপরিত্রাণমেবেত্যুপসংহারঃ । বিষ্ণুধর্ম্মে চ—'প্রাণকান্তারপাথেয়ম্' ইতি শ্রীপ্রহলাদেনোক্তম্ অর্থঃ স এব ।। ৪২৩ ।।

নারদীয়ে—

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে-
র্যদ্যচ্চৈতদ্গেয়পীযূষপুষ্টম্ ।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র ।। ৪২৪ ।।

অনুবাদ—নারদপুরাণে কথিত হইয়াছে—শ্রীহরির যে সকল নাম প্রতিক্ষণেই নবনবায়মান হইয়া মাধুর্য্য বিস্তার করে, যে সকল নাম গীতযোগ্য গাথাদির পরম প্রশংসনীয় মধুর রসে পূর্ণ, যাঁহারা লজ্জাদি ত্যাগপূর্ব্বক সানন্দে এই সকল নাম গান করেন, তাঁহারা যে জীবন্মুক্ত ইহাতে সংশয় নাই ।। ৪২৪ ।।

টীকা—কিং বক্তব্যং, দেহান্তে মুক্তিং দদাতীতি, দেহে সত্যপি সদ্যো দদাতীতি লিখতি—নব্যমিত্যাদিনা ; নব্যং নব্যং প্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থঃ, অনেন মাধুরীবিশেষো দর্শিতঃ । তমেবাহ—গেয়ানাং গানযোগ্যানাং গাথাদিনাম্ ; যদ্বা, গেয়ং পরমশ্লাঘ্যং যৎ পীযূষং মধুররসবিশেষস্তেন পুষ্টম্ । এবম্ভূতং মুরারের্যৎ নামধেয়ম্, এতৎ যে গায়ন্তি, তে জীবন্মুক্তা এব ; যদ্যপীতি পাঠে যদ্যপি গেয়পীযূষপুষ্টং পরমাদকমিত্যর্থ ইতি জীবন্মুক্ততাবিরোধিচিত্তক্ষোভহেতুতোক্তা, তথাপি জীবন্মুক্তা এব, তেনৈব স্বতঃ সংসারবিস্মরণাৎ ।। ৪২৪ ।।

প্রথমস্কন্ধে (১।১।১৪)—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ।।৪২৫

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে কথিত হইয়াছে—ঘোর সংসারী ব্যক্তিও বিবশে যাঁহার নাম স্মরণ করিলে সংসারবন্ধন হইতে সত্বর মুক্ত হয় এবং ভয় যাঁহার নামরবে নিজেই ভীত হইয়া থাকে ।। ৪২৫ ।।

টীকা—সংসৃতিম্ আপন্নঃ প্রাপ্তঃ, বিবশোঽপি ততঃ সংসৃতেঃ । গৃণন্নেব সদ্যো বিমুচ্যেত ইতি জীবন্মুক্ততোক্তা অত্র হেতুঃ যৎ যতো নাম্নঃ ভয়মপি স্বয়ং বিভেতি ।। ৪২৫ ।।

তৃতীয়ে (৩।৯।১৫) ব্রহ্মস্তবৌ—

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি ।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ।। ৪২৬ ।।

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব প্রসঙ্গে কহিতেছেন—বিবশ হইয়াও যাঁহারা প্রাণত্যাগকালে আপনার অবতার, গুণ ও কর্ম্ম ইত্যাদির উল্লেখ করত দেবকীনন্দন, গোবর্দ্ধনধারী, কংস-নিসূদন প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অনেক জন্মার্জ্জিত পাপরাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরস্তাবরণ সত্য জ্যোতিঃ আপনাকে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন । অতএব আমি সেই অজ শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইতেছি ।। ৪২৬ ।।

টীকা—অবতারাদীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমবলম্বনং বাস্তি যেষু, তত্রাবতারবিড়ম্বনানি—দেবকীনন্দন ইত্যাদীনি, গুণবিড়ম্বনানি—সর্ব্বজ্ঞো ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি, কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ কংসনিসূদন ইত্যাদীনি । অসুবিগমেঽপি বিবশা অপি গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি । কেবলং, শমলং পাপম্, অপা-

বৃতং নিরন্তাবরণম্ ঋতং ব্রহ্ম, সহসা সদ্য এব প্রাপ্নুবন্তি, জীবন্মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২৬ ॥

ষষ্ঠে (৩।২৪) —

এতাবতাঽলমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্ ।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥৪২৭॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে—শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামকীর্ত্তন দ্বারা পাপীদের যে পাপক্ষয় হইয়া থাকে এ কথারই বা আবশ্যক কি ? যেহেতু মহাপাতকী অজামিল প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও মরণকালে নিজ পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে ॥ ৪২৭ ॥

টীকা—ভগবতো গুণানাং কর্ম্মণাং নাম্নাঞ্চ ; যদ্বা, গুণকর্ম্মসম্বন্ধিনাং বিচিত্রাণাং নাম্নাং বহূনাং সম্যক্ কীর্ত্তনং পুংসাম্ অঘনির্হরণায় পাপক্ষয়মাত্রায় ভবতীতি যৎ, এতাবতা উক্তেন অলং প্রয়োজনং নাস্তি । কুতঃ ? অজামিলো মহাপাতক্যপি নারায়ণেত্যেব বিক্রুশ্য, ন তু তবতারসম্বন্ধিগুণকর্ম্মমাধুরীবিশিষ্টং নামবিশেষং সম্যক্ কীর্ত্তয়িত্বা ; তত্র চ পুত্রং বিক্রুশ্য, ন তু হরিম্ । অঘবান্ । অশুচিরপি অকৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপীতি বা ম্রিয়মাণ অস্বস্থচিত্তোঽপি মুক্তিমবাপ, ন ত্বঘনির্হরণমাত্রং, তদানীমজামিলস্য দেহস্য বর্ত্তমানত্বেন জীবন্মুক্তৈব সিদ্ধা । অতো নামাভাসেনাপি যথাকথঞ্চিজ্জাতেন মুক্তিরপি স্যাৎ, কিমুত পাপক্ষয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪২৭ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপকত্বম্

উক্তঞ্চ লৈঙ্গে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীশিবেন—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে ।
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্ ।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥৪২৮

অনুবাদ—শ্রীহরিনাম শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপকত্ব, লিঙ্গপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিব বাক্য যথা—গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, শ্বাসক্ষেপ ও কথা বলিবার সময় অবহেলায় কলিমর্দ্দন শ্রীহরিনাম করিয়া যখন মুক্তি লাভ হয়, তখন ভক্তি পূর্ব্বক ভক্ত তাঁহাকে ডাকিলে নিশ্চয়ই পরমধামে গমন করিবেন ॥ ৪২৮ ॥

টীকা—হেলয়াপি কৃত্বা স্বরূপতাং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ । ভক্তিযুক্তস্তু সন্ নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা পরং পরমেশ্বরং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথং, যদ্বা, উৎকৃষ্টপদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজেৎ ॥ ৪২৮ ॥

নারদীয়ে শ্রীব্রহ্মণা—

ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্ ।
অশ্নাতি সুরয়া পক্বং মরণে হরিমুচ্চরন্ ॥ ৪২৯ ॥
অভক্ষ্যাগম্যয়োর্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্ ।
প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ ॥৪৩০॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য—ব্রাহ্মণ ব্যক্তি যদি রজস্বলা শ্বপচী গমন ও সুরাসিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করিয়াও মৃত্যুকালে শ্রীহরিকে ডাকে, তাহা হইলে অগম্যাগমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি সঞ্চিত উৎকৃষ্ট পাপভার ও ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২৯-৪৩০ ॥

টীকা—মরণেঽপি ভববন্ধনৈঃ দুষ্পরিহারসংসারদুঃখৈঃ বিশেষণ মুক্তঃ সন্ ॥ ৪২৯-৪৩০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শুক্রং প্রতি শ্রীবলিনা—

জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শুক্রাচার্য্যের প্রতি বলি মহারাজের বাক্য—হরি এই দুই অক্ষর যাঁহার রসনায় বিদ্যমান, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৪৩১ ॥

টীকা—পুনরাবৃত্তিদুর্লভং অপুনরাবৃত্তিকমত্যর্থঃ ॥ ৪৩১ ॥

পাদ্মে—

যত্র তত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥৪৩২॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যেখানে সেখানে থাকিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কেহ যদি কীর্ত্তন করে, তবে সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করে ॥ ৪৩২ ॥

———

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে অম্বরীষং প্রতি নারদেন—

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং
গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্ ।
তদেব লোকে সুকৃতৈকসত্রং
যদুচ্যতে কেশব-নামমাত্রম্ ॥ ৪৩৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই বৈশাখমাহাত্ম্যে অম্বরীষ মহারাজকে শ্রীনারদ বলিলেন—শ্রীকেশবের নামমাত্র উচ্চারণই পুণ্যদায়ক, পরমপবিত্র, বৈকুণ্ঠগমনের সহায় ও সংসারে সুকৃতের পরমস্থান ॥ ৪৩৩ ॥

টীকা—গোবিন্দগেহে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমনার্থং পত্রং বাহনং সহায়মিত্যর্থঃ, সুকৃতস্য একং সত্রং স্থানম্ ॥ ৪৩৩ ॥

———

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে —

এবং সংগ্রহণীপুত্রাভিধান-ব্যাজতো হরিম্ ।
সমুচ্চার্য্যান্তকালেঽগাদ্ধাম তৎ পরমং হরেঃ ॥৪৩৪
নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ ।
অজামিলোঽপ্যগদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৪৩৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—বেশ্যাপুত্রের নাম লইয়া দুরাচার অজামিল এইরূপে মৃত্যুকালে শ্রীহরিনাম করিয়া শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাপাপী অজামিলও যখন পুত্রের নামব্যাজে নারায়ণকে ডাকিয়া (নামাভাসহেতু) বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার নাম লইলে যে কি ফল হইবে তাহা আর কি বলিব? ৪৩৪-৪৩৫॥

টীকা—এবমুক্তপ্রকারেণেতি তত্রাপি শ্রীভাগবত-বদজামিলোপাখ্যানস্যোপসংহারে প্রোক্তত্বাৎ। সংগ্রহণী কামক্ষোভেণ সংগৃহীতা বেশ্যা, তস্যাং যো নারায়ণসংজ্ঞঃ পুত্রঃ, তস্যাভিধানম্ আহ্বানং, তদ্ব্যাজেন অন্তকালেঽপি, তৎ অনির্ব্বচনীয়ম্ ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা—কলুষাণাং সর্ব্বপাপানামাশ্রয়োঽপি ॥৪৩৫

———

ষষ্ঠস্কন্ধে (২।২৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৪৩৬॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে যথা —অজামিল মরণ সময়ে পুত্রের নামে শ্রীহরির নামগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া যখন তাহার উদ্ধার ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইল, তখন সশ্রদ্ধভাবে শ্রীনাম গ্রহণ করা হইলে যে পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ৪৩৬

টীকা—ধাম হরেঃ ॥ ৪৩৬ ॥

———

বামনে—

যে কীর্ত্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিহস্তম্ ।
পদ্মালয়াবদনপঙ্কজষট্‌পদাক্ষং
নূনং প্রয়ান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে ॥ ৪৩৭ ॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে বলা হইয়াছে—বরদ, পদ্মনাভ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শর, চাপ ও অসিধর কমলার বদনপঙ্কজের ভ্রমরসদৃশ চক্ষুঃ শ্রীহরির নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠধামবাসী হইবেন ॥ ৪৩৭ ॥

———

আঙ্গিরসপুরাণে—

বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য্য ভবভীতিতঃ ।
তন্মুক্তঃ পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ ॥৪৩৮॥

অনুবাদ—আঙ্গিরসপুরাণে বলা হইয়াছে - মানবগণ সংসার ভয় হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাসুদেব এই নাম উচ্চারণ করিলে নিঃসন্দেহে বিষ্ণুপদ লাভ করেন ॥ ৪৩৮ ॥

টীকা—তৎ নাম ধামবিশেষণং বা ॥ ৪৩৮ ॥

———

নন্দিপুরাণে—

সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্ ।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৪৩৯

অনুবাদ—নন্দিপুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বদা সর্ব্বকালের মহাপাতকীও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়াং, সর্ব্বত্রেতি বা পাঠঃ ; পরং বৈকুণ্ঠলোকম্ ॥ ৪৩৯ ॥

বিশেষতঃ কলৌ দ্বাদশস্কন্ধে (৩।৫১)—
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৪৪০ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ কলিকালে, শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে—কলির বহুদোষ থাকিলেও একটি মহৎ গুণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভাবেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৪০ ॥

গারুড়ে অম্বরীষং প্রতি শ্রীশুকেন—
যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্‌যৎ পরমং পদম্ ।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্ ॥৪৪১॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে মহারাজ অম্বরীষের প্রতি শ্রীশুকবাক্য—হে রাজন্ ! যদি তুমি পরমজ্ঞান এবং তাহা হইতে পরমপদ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে শ্রীগোবিন্দকীর্ত্তন করিতে থাক॥৪৪১॥

টীকা—পরম্—উৎকৃষ্টং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিবিষয়কং জ্ঞানম্ ॥ ৪৪১ ॥

শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বম্

বারাহে—
বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা ।
মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥৪৪২॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—সুরাপায়ী কিংবা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও শ্রীহরিসংকীর্ত্তন করিয়া মুক্তিলাভ ও মহাবিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভ করেন ॥৪৪২॥

টীকা—ব্যাধিতো রোগী ॥ ৪৪২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু ।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ ॥৪৪৩

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—হে বিপ্রগণ ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিচ্যুতি প্রভৃতির সময় যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর নাম-সংকীর্ত্তন করেন, অধোক্ষজ শ্রীভগবান তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত হন ॥ ৪৪৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্‌তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু ।
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥৪৪৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—হে মহাভাগ ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিকালে যে ব্যক্তি বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করেন, কেশব তাঁহার প্রতি প্রীত হন ॥ ৪৪৪ ॥

টীকা—ক্ষুত্তৃড়াদিষ্বপি যঃ করোতি, যদ্যপি ক্ষুত্তৃড়াদিভির্বৈকল্যে সতি নামসঙ্কীর্ত্তনমত্যন্তাভ্যাসবলাদেব জায়তে, অতস্তত্র তস্য প্রাশস্ত্যং সদা নামপরত্বং চোক্তং স্যাৎ, তথাপি বিবশত্বমাত্রবিবক্ষয়া ক্ষুত্তৃড়াদিষ্বিত্যুক্তম্ ইতি জ্ঞেয়ম্, এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৪৪ ॥

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্

মহাভারতে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—
ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি ।
যদ্‌গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥৪৪৫

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীনামের ভগবদ্বশীকারিত্ব সম্বন্ধে মহাভারতে শ্রীভগবদ্বাক্য—বিপদগ্রস্ত হইয়া দ্রৌপদী দূরস্থিত আমাকে যে হে গোবিন্দ ! হে গোবিন্দ ! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, এই জন্য আমার ঋণ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা কোনও প্রকারেই হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না ॥ ৪৪৫ ॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে—
গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ ।
ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন ॥ ৪৪৬ ॥
গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ ॥৪৪৭॥

অনুবাদ—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনসংবাদে—যাহারা আমার নামসমূহ গান করিয়া আমার নিকট নৃত্য করিয়া থাকে, আমি তাহাদের দ্বারাই ক্রীত, অন্যের নহি, হে অর্জ্জুন। ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৪৪৬-৪৪৭ ॥

টীকা—দূরবাসিনং দূরে বসন্তমপি, অতঃ সাক্ষাদিব সম্বোধনং ন ঘটতে। তথাপি হে গোবিন্দেতি চুক্রোশ আকারয়ামাস ; যৎ এতৎ মম ঋণং প্রবৃদ্ধং, তস্যাঃ পরমবশ্যোঽহস্মীত্যর্থঃ, পরমার্ত্ত্যা কীর্ত্তনাৎ। অতঃ হৃদয়ান্নাপসর্পতি, সদা তদেব বিচারয়ামি ইত্যর্থঃ। তেষাং তৈর্জ্জনার্দ্দনোঽহং জনৈর্জীবৈঃ সর্ব্বৈঃ সেবিতুম্ অর্দ্দ্যতে যাচ্যতে, ন তু প্রাপ্যতে, তাদৃশোঽপ্যহম্ পরিক্রীতঃ সর্ব্বতোভাবেন বশীকৃতোঽহম্ ॥ ৪৪৫-৪৪৭ ॥

এবং 'শ্রুত্বা চ মম নামানি' ইত্যাদি ॥ ৪৪৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপ আমার নামসকল শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি ॥ ৪৪৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহলাদেন—

জিতন্তেন জিতন্তেন জিতন্তেনেতি নিশ্চিতম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৪৪৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপ্রহলাদবাক্য—হরি এই অক্ষরদ্বয় যাহার জিহ্বাগ্রে বিরাজমান, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানকে বশীভূত করিয়াছেন, বশীভূত করিয়াছেন, বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৪৪৯ ॥

টীকা—তেন জিতং ভগবান্ বশীকৃত ইত্যর্থঃ। মুহুরুক্তির্ভক্তিবিশেষোদয়াৎ ॥ ৪৪৯ ॥

স্বতঃপরমপুরুষার্থত্বম্

স্কান্দে কাশীখণ্ডে, পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে—

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্যদ্দামোদর-কীর্ত্তনম্ ॥ ৪৫০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ও পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে-দামোদরকীর্ত্তনই সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের ফল, ইহাই ধনার্জ্জন ও ইহাই জীবনধারণের ফল ॥ ৪৫০ ॥

টীকা— মাঙ্গল্যং মঙ্গলসমূহঃ, সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মফলং বা, ধনস্য পুরুষার্থত্বেন ধনার্জ্জনস্যাপি পুরুষার্থতয়া তৎস্বরূপস্য নামকীর্ত্তনস্যাপি স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বং সিদ্ধমেব। যদ্বা, প্রেমলক্ষণং ধনমত্র জ্ঞেয়ম্ ॥৪৫০॥

প্রভাসখণ্ডে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবরনরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥৪৫১॥

অনুবাদ—প্রভাসখণ্ডে বলা হইয়াছে— হে ভৃগুবর! মধুর হইতে মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, নিখিল নিগমবল্লীর নিত্যফল, চিন্ময়স্বরূপ এই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্রও প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইলে নরমাত্রকেই ত্রাণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫১ ॥

টীকা—এতৎ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণেতি নাম কৃষ্ণস্য নামেতি বা মধুরাদপি মধুরম্ ; চিৎ চৈতন্যং ব্রহ্ম তৎস্বরূপম্ ইতি পরমফলরূপতোক্তা। অতো যথা-কথঞ্চিৎ সকৃৎ তৎকীর্ত্তনাদপ্যানুষঙ্গিকত্বেন সর্ব্বস্যাপি মোক্ষো ভবেদেবেত্যাহ—সকৃদপীতি। পরীত্যর্দ্ধে অব্যক্তমসম্পূর্ণমুচ্চারিতমপীত্যর্থঃ। হেলয়াপি বা, হে ভৃগুবর ॥ ৪৫১ ॥

বিষ্ণুরহস্যে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরং তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্ ॥ ৪৫২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীহরি কীর্ত্তনই পরমজ্ঞান, শ্রেষ্ঠ তপস্যা ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৫২ ॥

টীকা—তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং সমাধিরিত্যর্থঃ। তত্ত্বং বস্তু, এবং সাধ্যানাং পরমজ্ঞানাদীনাং তাদাত্ম্যোক্ত্যা নামকীর্ত্তনস্য পরমফলতা সিদ্ধৈব ॥ ৪৫২ ॥

ভক্তিপ্রকারেষু শ্রৈষ্ঠ্যম্

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥ ৪৫৩ ॥

অনুবাদ—ভক্তিপ্রকারসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠতা—বৈষ্ণবচিন্তামণিগ্রন্থে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ দ্বারা বহু চেষ্টায় ভববন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্তু কীর্ত্তনে ওষ্ঠমাত্র স্পন্দিত হইলে সংসার-ভয় প্রশমিত হইয়া থাকে, এইহেতু নাম অপেক্ষা শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য শোনা যায় ॥৪৫৩॥

টীকা—ইত্থং নামকীর্ত্তনস্য পরমসাধনত্বং সাধ্যত্বঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং স্বতঃ পরমপুরুষার্থরূপাণাং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তিপ্রকারাণামপি মধ্যে শ্রীমন্নাম-কীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখন্ তত্রাদৌ তেষ্বেব পরমশ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীমুক্তাফলাদিগ্রন্থকারাণাং সম্মতাৎ স্মরণাদপি শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি—অঘেতি। বিষ্ণোঃ স্মরণম্ অঘং সংসার-দুঃখং তন্মূলং পাপং বা ছিনত্তীতি অঘচ্ছিত্তবত্যেব, কিন্তু বহ্বায়াসেনৈব তৎ সাধ্যতে, মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ। কীর্ত্তনন্তুওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণা-ঘচ্ছিৎ, অতস্ততস্তস্মাৎ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠম্। যদ্বা, কিঞ্চ ততঃ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং, সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠমেব, মনঃশ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপ্য-সুখবিশেষস্যা-পাদনাৎ। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমস্তি ॥ ৪৫৩ ॥

অন্যত্র চ—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥ ৪৫৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্মে শ্রীবাসুদেবের সম্যক্ পূজা করিয়াছেন, হে রাজন্! তাহার মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনামসমূহ বিরাজমান থাকেন ॥ ৪৫৪ ॥

টীকা—অধুনা স্মরণাদীনামপি পূজাঙ্গত্বাৎ পূজায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্য তস্যা অপি সকাশান্নামসঙ্কীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি—যেনেতি। সমর্চ্চিতঃ সম্যক্ পূজিতঃ ॥ ৪৫৪ ॥

বিশেষতঃ কলৌ বিষ্ণুরহস্যে—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ ॥৪৫৫

অনুবাদ—বিশেষতঃ কলিকালে বিষ্ণুরহস্যে—সত্য-যুগে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজায় যে ফল পাওয়া যাইত, এই কলিকালে শ্রীগোবিন্দ-কীর্ত্তনের দ্বারা অবিকল সেই ফল পাওয়া যায় ॥৪৫৫

টীকা—কৃতে সত্যযুগে ইতি তদানীং বিশুদ্ধা-শেষদ্রব্যাদি-সামগ্রীসংসিদ্ধেঃ। তত্র চ ক্রতুশতৈ-রিত্যর্থঃ। যদ্বা, ক্রতুঃ কর্ম্ম, উপচারশতৈরিত্যর্থঃ। তত্রাপি ভক্ত্যা অভ্যর্চ্চ্য অভিতঃ পূজয়িত্বা, যদ্বা, অভ্যর্চ্চ্যেতি পূজায়া যৎ ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রবণ-স্মরণ-ভক্তিপ্রকারেণ চ যৎ, যজ্ঞশতৈরপি যৎ, তদ্গোবিন্দেতি-কীর্ত্তনাৎ অবিকলং সম্পূর্ণং সকলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্র চ কলাবিত্যত্রেদং নিগূঢ়তত্ত্বং স্থানেষ্বিব শ্রীমথুরাদিস্থানবৎ কালেষু চ মধ্যে যথা শ্রীকার্ত্তিকাদয়স্ত্রয়ো মাসাঃ, যথা চ তিথিষু একাদশ্যাদয়ঃ, তথা যুগেষু মধ্যে কলিযুগং শ্রীভগবৎ-প্রিয়ং, তত্র চ যথা কার্ত্তিকাদিমাসেষু একাদশ্যাদিষু চ স্বল্পমপি কৃতং কর্ম্ম বহুলফলং ভবতি, তথা কলা-বপি। এবমন্যযুগাপেক্ষয়া তস্য শ্রেষ্ঠত্বেন তত্রকৃত-কর্ম্মণাং, বিশেষতো ভগবদ্ভজনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং যুক্ত-মেবেতি। অনেনৈবাভিপ্রায়েণোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীব্যাসদেবেন 'কলির্ধন্যঃ' ইতি দ্বাদশস্কন্ধে চ শ্রীব্যাসনন্দনেন 'গুণজ্ঞাঃ' ইত্যাদি; প্রথমস্কন্ধে শ্রী-সূতেন (১৮।৭) 'কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ' ইতি একাদশস্কন্ধে (৫।৩৮) চ শ্রীকর-ভাজনেন—কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভ-বম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ইত্যাদি। অতএবাস্মিন্ যুগশ্রেষ্ঠে নিজৈশ্বর্য্যবিশেষ-প্রকটন-নামরূপো ভগবতো মুখ্যাবতারঃ, অতোঽস্য কলৌ মাহাত্ম্যবিশেষো যুক্ত এব। যে চ তত্র পাপোপ-দ্রবাদিকা বিবিধধর্ম্মাদি-বিঘ্নাঃ শ্রূয়ন্তে, যেভ্যো বহি-র্দৃষ্ট্যা কলের্নিন্দাদিকং কথ্যতে, তে তু শ্রীমথুরাদি-পুরপালকাঃ শ্রীরুদ্রগণাদয়ো দৈত্যরাক্ষসা অপি যথা শ্রূয়ন্তে, তথৈব জ্ঞেয়াঃ। ইত্থমেব মাহাত্ম্যবিশেষো-ঽপি সুসিধ্যেৎ, সর্ব্বং চাবিরুদ্ধং স্যাদিতি দিক্ ॥৪৫৫

বিষ্ণুপুরাণে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥৪৫৬

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে জগৎপূজ্য শ্রীহরির অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরি-কীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ করা যায় ॥ ৪৫৬ ॥

টীকা—কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানস্য, ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং, দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তি-পূজাবিশেষপ্রবৃত্ত্যাঽর্চ্চনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তম্ । এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ । তচ্চ সর্ব্বং সমুচ্চিতং, কলৌ শ্রীকেশবনাম-কীর্ত্তনান্তর্ভূতমেবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ । সঙ্কীর্ত্ত্য সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্য্যেতি পদাঃ স্বপরানন্দবিশেষার্থমুক্তং, তেন চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব সম্পদ্যতে ॥ ৪৫৬ ॥

———

দ্বাদশস্কন্ধে (৩।৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৪৫৭॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধেও বলা হইয়াছে—ধ্যানানুষ্ঠানের দ্বারা সত্যযুগে, যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ত্রেতায়, দ্বাপরে পূজা-অর্চ্চনায় যে ফল লভ্য হইত, কলিকালে একমাত্র শ্রীহরিকীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৫৭ ॥

টীকা—বিষ্ণুং ধ্যায়ত ইতি বিষ্ণুধ্যানকর্ত্তুর্জনস্য যৎ ফলং স্যাদিতি কালত্রয়সম্বন্ধ্যশেষ-সৎকর্ম্মফল-মভিপ্রেতম্ । এবমগ্রেঽপি । এতেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-বচনাদস্য বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ পুরাণগুহ্যত্বাৎ । পরি-চর্য্যায়াং পূজায়াং বর্ত্তমানস্য জনস্য, হরের্ভগবতঃ হরীত্যক্ষরদ্বয়স্য বা কীর্ত্তনমাত্রেণ তৎ সর্ব্বং কলৌ ভবতীতি ॥ ৪৫৭ ॥

———

একাদশে (৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং ইন্দ্রনীলমণির মত অত্যুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট, সেই হৃদয়াদি অঙ্গ, কৌস্তুভাদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র এবং সুনন্দাদি পার্ষদ পরি-বেষ্টিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সুধী ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৫৮ ॥

টীকা—ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বল-মিতি রুক্ষতাং ব্যাবর্ত্তয়তি ; যদ্বা, ত্বিষা বিশিষ্টং কৃষ্ণমিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারস্য তত্র প্রাধান্যং দর্শয়তি । অঙ্গানি হৃদয়াদীনি, উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি, অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি, পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ, তৎসহিতম্ । একান্তিপক্ষে—উপাঙ্গানি বেণ্বাদীনি, অস্ত্রাণি ষণ্ট্যাদীনি, পার্ষদাঃ শ্রীদামাদয়ঃ ইতি পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞেয়ম্ । যজ্ঞৈঃ অর্চ্চনৈঃ, সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং, গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী, তৎপ্রধানৈঃ, সুমেধসঃ বিবেকিনঃ, এবমপি কলৌ পূজাতঃ শ্রীমন্নামসঙ্কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্য-মেব সিদ্ধং, দ্রব্যশুদ্ধ্যাদেরসম্ভবাৎ, লিখিতন্যায়েন মাহাত্ম্যবিশেষাচ্চেতি দিক্ ॥ ৪৫৮ ॥

———

স্কান্দে চ—

মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্ ॥৪৫৯

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—মহাভাগ-বতগণ কলিকালে প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫৯ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে নারদেনোক্তম্—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৪৬০॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদ বাক্য—শ্রীহরির নামই, শ্রীহরির নামই, শ্রীহরির নামই আমার জীবন, এই কলিকালে শ্রীহরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই, নাই, নাই ॥ ৪৬০ ॥

———

অতএবোক্তম্—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্ ।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥৪৬১॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—চিদাত্মক শ্রীহরির নাম মাত্র একবার উচ্চারণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, সহস্রবদনে অনন্ত ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও সে ফল বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন ॥ ৪৬১ ॥

টীকা—উপসংহরন্ ফলিতং লিখতি—সকৃদিতি ত্রিভিঃ। সহস্রবদনঃ শেষঃ, বিধিশ্চ ব্রহ্মা; যদ্বা, সহস্রবদনং সন্নপি বিধিঃ ॥ ৪৬১ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিবেন—

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া ॥ ৪৬২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিবের বাক্যে—হে দেবি! যে সকল নামের আদিতে র কারের প্রয়োগ আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া রামনামের আশঙ্কায় আমার মনে নিত্য আনন্দের উদয় হয় ॥ ৪৬২ ॥

টীকা—রামনাম্নঃ বিশঙ্কয়া আশঙ্কয়া নিত্যং মম মনসঃ প্রীতিরানন্দো জায়তে; সম্পূর্ণনামকীর্ত্তনস্য তু মাহাত্ম্যং কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৬২ ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ চ—

ঈশোঽহং সর্ব্বজগতাং নাম্নাং বিষ্ণোর্হি জাপকঃ।
সত্যং সত্যং বদাম্যেষ হরের্নাম গতির্নৃণাম্ ॥৪৬৩॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবচিন্তামণিগ্রন্থে—শ্রীবিষ্ণুর নাম-সমূহ জপ করিয়াই আমি সর্ব্বজগতের অধীশ্বর হইয়াছি। শ্রীহরিনামই মানবগণের পরমাগতি ইহা আমি বারংবার সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৪৬৩ ॥

টীকা—গতিঃ শরণং ফলং বা, মমাপি সেব্যত্বাৎ ॥ ৪৬৩ ॥

আদিপুরাণে চ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥ ৪৬৪ ॥
ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতম্।
ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলম্ ॥৪৬৫॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ ॥৪৬৬॥

অনুবাদ—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনসংবাদে কথিত হইয়াছে—আমার নাম শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় যাহারা জপ করে, হে অর্জ্জুন! তাহাদের নাম সর্ব্বদা আমার অন্তরে দীপ্যমান থাকে; নাম সদৃশ জ্ঞান, নামসদৃশ ব্রত, নামসদৃশ ধ্যান, নামসদৃশ ফল, নাম-সদৃশ ত্যাগ, নামের তুল্য শান্তি, নামসদৃশ পুণ্য ও নাম সদৃশী গতি আর নাই ॥ ৪৬৪-৪৬৬ ॥

কিঞ্চ—

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥ ৪৬৭ ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥ ৪৬৮ ॥
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ ॥ ৪৬৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা স্থিতি, নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি, নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি, নামই জীবের কারণ, নামই প্রভু, নামই পরমারাধ্য বিষয় ও নামই পরম গুরু ॥ ৪৬৭-৪৬৯ ॥

টীকা—ফলং স্বর্গাদি, গতিরাশ্রয়ঃ, স্থিতির্নিষ্ঠা, পরমারাধ্যো জনো নামৈব ॥ ৪৬৫-৪৬৯ ॥

কিঞ্চ—

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৪৭০॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥৪৭১

অনুবাদ—আরও যথা—যিনি নামপরায়ণ ব্যক্তিকে দেখিয়া আনন্দিত হন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দানুভব করেন। হে পার্থ! এই জন্য বলিতেছি—তুমি দৃঢ় মানসে নাম ভজন

করিতে থাক, কারণ নাম পরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রিয়; হে অর্জ্জুন! তুমি নাম পরায়ণ হও ॥ ৪৭০-৪৭১ ॥

টীকা—বিষ্ণুনা ময়ৈব ॥ ৪৭০ ॥

অথ শ্রীভগবন্নাম-জপস্য স্মরণস্য চ।
শ্রবণস্যাপি মাহাত্ম্যমীষদ্ভেদাদ্বিলিখ্যতে ॥ ৪৭২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবানের নাম জপ, শ্রীনাম স্মরণ ও শ্রবণাদির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে কিছু সামান্য তারতম্য আছে তাহা লিখিত হইতেছে ॥৪৭২

টীকা—এবং নাম্নাং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদিমাহাত্ম্যলিখনমপি প্রতিজানীতে—অথেতি। ঈষদ্ভেদাৎ, কীর্ত্তনেন সহ জপাদেরল্পভেদাৎ হেতোঃ-বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্য বাচিকোপাংশু-মানসিকভেদেন ত্রিবিধস্য জপস্য মধ্যে ঈষদোষ্ঠচাল-নেন শনৈরুচ্চারণরূপোপাংশুজপোঽত্র গ্রাহ্যঃ, বাচি-কস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ, মানসিকস্য চ স্মরণাত্ম-কত্বাৎ। কুচিচ্চ নাম্নঃ স্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জ্ঞেয়ম্। তচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমী-ব্রতবিধ্যন্তরকথনে 'হরিং স্মরন্' ইত্যাদিনা ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪৭২ ॥

অথ শ্রীমন্নামজপমাহাত্ম্যম্—

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীভগবদুক্তৌ—
সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবন্ জপত্যনুদিনং মরণে ঋণীব
পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্ ॥ ৪৭৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমন্নামজপ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে শ্রীভগবানের বাক্য—যে ব্যক্তি জীবিত-কালে প্রতিদিন এবং মরণ সময়ে হে মুকুন্দ! হে নরসিংহ! হে জনার্দ্দন! এই বলিয়া আমার নাম জপ করে, বলিতে কি, ঐ জপকারী যদি কাষ্ঠ বা পাষাণ তুল্য নীরস হয়, তাহা হইলেও আমি তাহাকে ঋণীর ন্যায় অভীষ্ট দিয়া থাকি। হে নরগণ! আমি স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ইহা বলিতেছি ॥ ৪৭৩॥

টীকা—ঋণীবেতি—'হা হন্ত, অমুকস্য ঋণং ধারয়ামি, ন হি শোধিতবানস্মি' ইতি যথা নিত্যমৃণ-দাতুর্নাম জীবনসময়ে মরণে চ জপতি, তথা জীবন্ সন্, মরণে ম্রিয়মাণশ্চ সন্ যো জপতি তস্মৈ পাষাণ-কাষ্ঠসদৃশায় পরমনীরসহৃদয়ায়াপি জ্ঞানাদিরাহিত্যে-নাচেতনতুল্যায়াপি বা অভীষ্টং তস্য মম বা পরম-প্রিয়ং বস্তু দদামি, যদ্বা, মরণে দেহান্তে সতি দদামি; ঋণী তস্য বশ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্। ইবেতি লোকোক্তি-রীত্যা। যদ্বা, সকৃন্নামৈককীর্ত্তনেনাপি পাষাণাদি-সদৃশায়াভীষ্টং দদামি, যোঽহং সোঽহং নিত্যং জীবনে মরণে চ বহুবিধনামজপেন ঋণীব ভবামি। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৪৭৩ ॥

কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুস্তুতৌ—
নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি
দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি।
বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি
কাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ব কৃতান্তভীতিঃ ? ৪৭৪ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুস্তুতিতে—হে নারায়ণ! হে নরকার্ণবতারণ! হে দামোদর, হে মধু দৈত্য ঘাতিন্! হে চতুর্ভুজ! হে বিশ্বম্ভর, হে বিরজ! হে জনার্দ্দন! এই সকল নাম ধরিয়া যাঁহারা আমার জপ করে, তাঁহাদের জন্ম কিংবা যম ভয় কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ তাঁহাদের যম ভয় থাকে না পুনর্জন্মও হয় না ॥ ৪৭৪ ॥

টীকা—নারায়ণেত্যাদি-জপতাং জনানাং জন্ম কাস্তি? অপি তু ন কুত্রাপি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব কৃতান্তাৎ যমাৎ কালাৎ বা ভীতিঃ ক্ব? অপি তু ন কুত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ। অত্র বিগতং রজো যস্মা-দিতি তৎসম্বোধনং—হে বিরজঃ, সন্ধিরার্ষঃ, রজ-শব্দো বা অদন্তঃ ॥ ৪৭৪ ॥

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—
বাসুদেব-জপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্।
নোপসর্পন্তি বৈ বিঘ্না যমদূতাশ্চ দারুণাঃ ॥ ৪৭৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম ব্রাহ্মণ-সংবাদে—শ্রীহরিনাম জপে আসক্ত হইলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণও কামাদি বিঘ্ন কিংবা ত্রিতাপ জ্বালা কিংবা

ভয়ঙ্কর যমদূতগণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে ॥ ৪৭৫ ॥

টীকা—বিঘ্নাঃ কামাদয়ঃ, ত্রিতাপা বা ॥ ৪৭৫ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তি-লক্ষণম্ ।
ক্ব জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ? ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—যে স্বর্গ হইতে পুনরায় আসিতে হয় সেই স্বর্গই বা কোথায় এবং অত্যুত্তম মুক্তির কারণ শ্রীবাসুদেবের জপই বা কোথায় ? অর্থাৎ এই দুই এর মধ্যে অনেক পার্থক্য ॥ ৪৭৬ ॥

টীকা—ক্ব-দ্বয়স্য বিরোধোক্তত্বয়া ভগবন্নামজপস্য স্বর্গপ্রাপ্তিরতিতুচ্ছত্বাৎ ফলং ন স্যাদিত্যভিপ্রেতম্ । তর্হি কিন্তস্য ফলং, তদাহ—মুক্তেবীজং কারণম্ অনুত্তমং পরমোৎকৃষ্টমিতি যোগাভ্যাসাদেরপি তস্মান্নিকৃষ্টত্বং সূচিতম্ ॥ ৪৭৬ ॥

শ্রীমন্নামস্মরণ-মাহাত্ম্যম্

ইতিহাসোত্তমে—

স্বপ্নেঽপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিত-পাপরাশেঃ ।
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥ ৪৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমন্নামস্মরণ-মহিমা ইতিহাসোত্তমে —আদিপুরুষ শ্রীভগবানের নাম স্বপ্নেও স্মরণ হইলে, যখন সঞ্চিত পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, তখন যত্ন সহকারে জনার্দ্দনের নামসংকীর্ত্তন করিলে যে পাপরাশি ধ্বংস হইবে এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে ? ৪৭৭

টীকা—আহিতস্য সঞ্চিতস্য পাপরাশেঃ ক্ষয়ং করোতি, প্রযত্নতো নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে সতি পাপরাশেঃ ক্ষয়ঃ স্যাদিতি, কিং পুনর্বক্তব্যার্থঃ ॥ ৪৭৭ ॥

লঘুভাগবতে—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্ ।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ—লঘুভাগবতে বলা হইয়াছে—কলিযুগে যাঁহারা শ্রীহরির নাম স্মরণ করেন ও অন্যকে করান, হে নৃপবর ! তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতকৃতার্থ ও ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচিত ॥ ৪৭৮ ॥

পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ—

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম-স্মরণান্নৃণাম্ ।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥৪৭৯॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতিস্তুতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণের পাপরাশি যাঁহার নাম জীবিতকালে বা মরণকালে স্মৃত হইলে সদ্য বিনষ্ট হয়, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার করি ॥ ৪৭৯ ॥

টীকা—প্রয়াণে মরণে, অপ্রয়াণে জীবনে চ ॥৪৭৯

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে—

যন্নাম-স্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরম্ ।
মুক্তির্ভবতি জন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্ল্লভা ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—ভয়ানক পাতকীগণও আমার নাম (শ্রীহরিনাম) স্মরণ করিলে ব্রহ্মাদি দেবতারও দুর্ল্লভগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৮০ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যদনুধ্যানদাবাগ্নিদগ্ধকর্ম্মতৃণঃ পুমান্ ।
বিশুদ্ধঃ পশ্যতি ব্যক্তমব্যক্তমপি কেশবম্ ॥ ৪৮১ ॥
তদস্য নাম জীবস্য পতিতস্য ভবাম্বুধৌ ।
হস্তাবলম্ব-দানায় প্রবীণো নাপরো হরেঃ ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—যে নাম-চিন্তারূপ দাবানল-সংযোগে জীবের কর্ম্মরূপ তৃণসমূহ দগ্ধ হইয়া অব্যক্ত শ্রীকেশবের ব্যক্ত মূর্ত্তির দর্শন হয়, এই প্রকার সেই ভগবানের নামই ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত জীবের উদ্ধারের কারণ। সত্য কথা এই যে শ্রীহরিনাম ব্যতীত ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই ॥ ৪৮১-৪৮২ ॥

টীকা—যস্য নাম্নোঽনুধ্যানং চিন্তনমেব দাবাগ্নি-

স্তেন কৃত্বা দগ্ধানি কর্ম্মাণ্যেব তৃণানি শীঘ্রসমূলসুখ-দহ্যত্বাৎ যেন সঃ। তন্নাম অস্য সাক্ষান্নিরন্তর-দুঃখ-মনুভবতো ভবাম্বুধৌ পতিতস্য জীবস্য হস্তাবলম্বন-দানায় সমুদ্ধরণায় ভবতীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ব্যক্তা-ব্যক্তত্বঞ্চ একস্যৈব সগুণ-নির্গুণত্বাদিনা, তচ্চ শ্রীভাগ-বতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। অতঃ হরেরন্যঃ প্রবীণঃ শ্রেষ্ঠো নাস্তি, স এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥৪৮১

———

জাবালিসংহিতায়াম্—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা ॥ ৪৮৩ ॥

অনুবাদ—জাবালসংহিতায়—যাঁহারা সর্ব্বদা বিভিন্ন প্রকার সুখ খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের নিরন্তর শ্রীহরির নাম জপ, ধ্যান ও কীর্ত্তন করা উচিত ॥৪৮৩

———

অথ শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্যম্

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদোক্তৌ—

যন্নাম শ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে।
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি খিন্নধীঃ ? ৪৮৪॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য বৃহন্নার-দীয়পুরাণে শ্রীনারদবাক্যে—যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেই মহাপাতকীগণও পবিত্রতা লাভ করে, অল্পমতি আমি কিভাবে তাঁহার স্তব করিব ? ৪৮৪ ॥

———

ইতিহাসোত্তমে—

শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতং বাপি হরেরাশ্চর্য্যকর্ম্মণঃ।
দহত্যেনাংসি সর্ব্বাণি প্রসঙ্গাৎ কিমু ভক্তিতঃ ? ৪৮৫

অনুবাদ—ইতিহাসোত্তমে—যখন পাপসমূহ আশ্চর্য্যকর্ম্মা শ্রীহরির নাম প্রসঙ্গক্রমে শ্রবণ বা সং-কীর্ত্তন করিলেই দগ্ধ হইয়া থাকে তখন ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার নাম শ্রবণ কিংবা কীর্ত্তন করিলে যে ফল হয় তাহা আর কি বলিব ? ৪৮৫ ॥

টীকা—শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। হরের্নামাত্মকস্য, নামেতি শেষো বা ॥ ৪৮৫ ॥

———

ষষ্ঠস্কন্ধে (১৬।৪৪) চিত্রকেতূক্তৌ—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলাঘক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ ॥ ইতি ॥ ৪৮৬ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুর কথায়—হে ভগ-বন্ একবার মাত্র আপনার নাম শ্রবণ করিয়া পুক্কশ-জনও যখন মুক্তি লাভ করে, তখন আপনার দর্শন লাভ করিয়া মানবগণের যে পাপরাশি দগ্ধ হইবে না, একথা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? ৪৮৬ ॥

টীকা—সাক্ষাৎ স্বয়মেব বিমুক্তো ভবতি, ইত্যনন্য-সাধনতোক্তা। যদ্বা, সাক্ষাদিতি বর্ত্তমানতচ্ছরীর এবেত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রারব্ধবিনাশিত্বে পূর্ব্বং লিখি-তার্থমেব ॥ ৪৮৬ ॥

———

শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি।
কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ ॥৪৮৭

অনুবাদ—শ্রীমান্ ভগবন্নামসমূহের মাহাত্ম্য সমান হইলেও ভগবানের অবতারসমূহের মধ্যে কৃষ্ণের কোনরূপ বিশেষ মাহাত্ম্য আছে ॥ ৪৮৭ ॥

টীকা—এবং সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধ-য়তি—শ্রীমদিতি; শ্রীমতো ভগবতঃ, শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্য-চিন্নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। ননু চিন্তা-মণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বোঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি—কৃষ্ণস্যৈবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথা-দীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্ত্বয়া সাম্যেঽপি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভাঃ ১।৩।২৮) ইত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যা-তম্, শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিত-মস্ত্যেব। পূর্ব্বং বহুবিধকামোপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নাম-বিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪৮৭ ॥

———

অথ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতার-মাহাত্ম্যম্

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনাম-মাহাত্ম্যে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৮৮

অনুবাদ—অতঃপর বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণাবতার মাহাত্ম্য—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামের মাহাত্ম্য—পবিত্র সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের অবতারসম্বন্ধি একটি নাম একবার মাত্র পাঠেই সেই ফল লাভ হয় ॥৪৮৮॥

টীকা—কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎফলম্ ॥ ৪৮৮ ॥

ইদং কিরীটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্ ॥৪৮৯
কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দনির্ভরঃ।
ব্রহ্মানন্দমবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯০ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাম জপ করিয়া তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন পাশুপত অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সারথিরূপে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। অধিক কি শ্রীকৃষ্ণাবতার নাম বলিতে বলিতে মানুষ আনন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণ সাযুজ্য লাভ করে ॥ ৪৮৯-৪৯০ ॥

টীকা—ইদং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাম; বহুনা কিম ইদং শ্রীকৃষ্ণাবতারনাম। শ্রীকৃষ্ণেন সাযুজ্যং নিত্যসংযোগম্ ॥ ৪৯০ ॥

বারাহে চ শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে—

তত্র গুহ্যানি নামানি ভবিষ্যন্তি মম প্রিয়ে।
পুণ্যানি চ পবিত্রাণি সংসারচ্ছেদনানি চ ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে—হে প্রিয়ে! সেই শ্রীকৃষ্ণলীলায় আমার গোপনীয় নাম-সমূহ মঙ্গলাবহ পরমশোধক ও সংসারচ্ছেদক হইবে ॥ ৪৯১ ॥

টীকা—গুহ্যানীতি মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ, আনুষঙ্গিকফলঞ্চাহ—পুণ্যানি মঙ্গলাবহানি, পবিত্রাণি পরমশোধকানি, সংসারচ্ছেদকানি মুক্তিদানীতি। যদ্বা, গুহ্যত্বমেবাহ। পুণ্যস্বরূপাণি পবিত্ররূপাণি চ, তথা সম্যক্ সারস্য মোক্ষস্য ছেদনানি মুমুক্ষানিবর্ত্তনেনৈব তদেকনিষ্ঠতাপাদকানীত্যর্থঃ ॥ ৪৯১ ॥

তত্রৈব বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণেতি-নাম-মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহলাদ-বলি-সংবাদে—

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি-কীর্ত্তনাৎ ॥৪৯২
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্ ব্রজংস্তথা।
যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ ॥৪৯৩

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহলাদ-বলি-সংবাদে—কলিকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী মনুষ্য তাহার অতীত সাত পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কলিযুগে যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রৎসময়ে ও গমনকালে নিত্য কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই প্রকার উচ্চারণ করেন, তিনি কৃষ্ণরূপী হন ॥ ৪৯২-৪৯৩ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্য শুচিতামিয়াৎ ॥৪৯৪

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—নিজের হাতে ব্রহ্ম-হত্যা কিংবা স্বেচ্ছায় সুরাপান করিয়া থাকিলেও অহো-রাত্র কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এইরূপ সংকীর্ত্তন করিয়া মানুষ পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৪৯৪ ॥

টীকা—অত্যন্তং সাক্ষাৎ স্বহস্তেন বাহুল্যেনেত্যর্থঃ। তত্র চ হনন্ ঘ্নন্নিতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন অনিবৃত্তিং বোধয়তি। এবমন্যত্রাপূহ্যম্। অহোরাত্রমেকমেব সংকীর্ত্য ইতি সঙ্কীর্ত্তনস্য বাহুল্যমাত্রমভিপ্রেতম্। যদ্বা, অহোরাত্রং সুরাং পিবন্নপি ইতি সম্বন্ধঃ ॥৪৯৪॥

বিষ্ণুধর্ম্মে—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ৪৯৫ ।

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত হইয়াছে—পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণনাম যাহার বদন হইতে নির্গত হন, হে রাজেন্দ্র! সেই মনুষ্যের কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হয় ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে, শ্রদ্ধাদিকমন্তরেণ সাঙ্কেত্যাদিনা কথঞ্চিদপি জিহ্বায়াং স্বয়মেবোদেতীত্যর্থঃ। তস্য সদ্যো ভস্মীভবন্তি। ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু পরমশুভাবহং পরমসুখাত্মকং চেত্যাহ—মঙ্গলমিতি ॥ ৪৯৫ ॥

নারসিংহে শ্রীভগবদুক্তৌ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ৪৯৬ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই বলিয়া যে ব্যক্তি নিত্যকাল আমাকে স্মরণ করে, জলজপদ্ম যেমন জল ভেদ করিয়া ওঠে, সেই প্রকার আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৪৯৬ ॥

গারুড়ে পাদ্মে চ—

সংসার-সর্পসন্দষ্টং নষ্টচেষ্টৈকভেষজম্।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥৪৯৭

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে ও পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—সংসাররূপ সর্পদংশনে যে ব্যক্তি চেষ্টাহীন হইয়া পড়িয়াছে, একমাত্র ঔষধ-স্বরূপ 'কৃষ্ণ' এই বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি বিষজ্বালা হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৪৯৭ ॥

টীকা—কৃষ্ণেতি নামৈকং বা সকৃৎ প্রত্যহং স্মরতি, জলমেকার্ণবোদকং ভিত্ত্বা পদ্মংভূপদ্মং পৃথিবীমণ্ডলং যথা উদ্ধরামি; যদ্বা, জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মমুদ্ভবতি তথা নরকনিমগ্নমপ্যুদ্ধরামি। তত্র যথা পদ্মস্য জলসম্পর্কো ন স্যাদেবেবং তস্য পুনর্নরকসম্বন্ধো নৈবেতি মোক্ষোঽভিপ্রেতঃ, প্রারব্ধকর্ম্মনাশশ্চ দর্শিতঃ। সংসার এব সর্পস্তেন সম্যক্ দষ্টস্য, অতএব নষ্টচেষ্টস্য একমদ্বিতীয়ং ভেষজং তন্নিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবমিতি গারুড়াদিমন্ত্রতো বিশিষ্টতোক্তা ॥ ৪৯৬ ৪৯৭ ॥

প্রভাসপুরাণে নারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ॥ ৪৯৮

অনুবাদ—প্রভাসপুরাণে নারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবানের বাক্য—হে পরন্তপ! আমার নামসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠতর, এই নাম অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও পরম মুক্তি দায়ক ॥ ৪৯৮ ॥

টীকা—পরং মোচকং পরমমুক্তিকরমিত্যর্থঃ ॥৪৯৮

পাদ্মে—

যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥৪৯৯॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যে কোনও স্থানে থাকিয়া কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এইরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া পরমাগতি লাভ করে ॥ ৪৯৯ ॥

টীকা—পরমাং গতিং বৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥৪৯৯

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রে—

বল্লবীকান্ত কিন্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ কৃষ্ণনাম তে।
কিন্তু জিহ্বাগ্রগং জাগ্রন্নিরুদ্ধে হি মহাভয়ম্ ॥৫০০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রে—হে বল্লভীকান্ত! কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনায় আমার কি প্রয়োজন? আপনার কৃষ্ণনাম আমার রসনায় বিরাজমান থাকিলে আর সংসার ভয়ের ভাবনা কোথায়? ৫০০ ॥

টীকা—তৈস্তৈঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ শ্রবণাদিভক্তিপ্রকারৈশ্চ কিম্? জাগ্রৎ সদা প্রকাশমানং জিহ্বাগ্রগমপি সৎ মহাভয়ং সংসারং নিরুন্ধে ব্যাবর্ত্তয়তি; যদ্বা, মহৎ অভয়ং মোক্ষন্তমপি নিরুন্ধে, ততোঽপি পরমানন্দরসবিশেষময়ত্বাৎ ॥ ৫০০ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয়মিদং মম।
মৃত্যুসঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যামবধারয় ॥ ৫০১ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই অন্যত্র বলা হই-য়াছে—হে মহাদেব ! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, অতি গোপনীয় আমার এই কৃষ্ণনাম। এই নামকে মৃতসঞ্জিবনী বলিয়া মনে করিবে ॥ ৫০১ ॥

টীকা—মৃত্যুসঞ্জীবনীং মৃত্যোতোঽপি সম্যক্ জীব-য়তি যা বিদ্যা ওষধির্বা তাম্। মৃতসঞ্জীবনীতি পাঠো বা ॥ ৫০১॥

———

ভারতবিভাগে—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে
জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।
আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ
ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ ॥ ৫০২ ॥

অনুবাদ—ভারতবিভাগে বলা হইয়াছে—মরণ-কালে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহার মুক্তির জন্য প্রথম উচ্চারিত কৃষ্ণ নামই কার্য্যকর তবে অন্য অবশিষ্ট নামদ্বয় কোনও কার্য্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় ঋণগ্রস্তের ন্যায় অবনতবদনে অবস্থিতি করেন॥৫০২

টীকা—অন্তকালে মরণসময়েঽপি, আদ্যঃ প্রাগুক্তঃ ; শব্দঃ কৃষ্ণনাম, অন্যৌ দ্বৌ শব্দৌ ঋণস্থৌ ঋণিনৌ সন্তৌ তিষ্ঠতঃ ; তদ্বশ্যতয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সদা তন্মুখাদিষু প্রাদুর্ভবতীতি ভাবঃ। নাম-নামিনো-রভেদেন নাম্নঃ ঋণস্থত্বাৎ নামিনোঽপি ঋণস্থতয়া ভগবদ্বশীকারিত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫০২ ॥

———

অন্যত্রাপি—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৫০৩

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—কৃষ্ণনাম চিন্তা-মণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসমূর্ত্তি, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত, যেহেতু নাম ও নামী অভেদতত্ত্ব ॥ ৫০৩ ॥

টীকা—কৃষ্ণেতি নাম চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ, সেবকস্য চিন্তিতার্থপ্রদত্বাৎ ; কৃষ্ণনাম্নঃ স্বরূপমাহ—চৈতন্যেত্যাদিবিশেষণচতুষ্কেণ। যদ্যপি নামবিশেষণ-ত্বেন চৈতন্যরসবিগ্রহাদিপদানাং নপুংসকত্বমুপযুজ্যতে, তথাপি নামনামিনোরভেদবিবক্ষয়া কৃষ্ণ ইত্যস্য বিশেষণত্বেন পুংস্ত্বং, যথা—'নারায়ণো নাম নরো নরাণাং, প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্' ইত্যাদি॥৫০৩

———

অতএবোক্তম্—

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-
মানন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিত রোম বৃন্দঃ ॥ ৫০৪ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত হইয়াছে—ভবসমুদ্রের জীর্ণপঙ্ক নিমগ্ন জীবগণের উদ্ধারকার্য্যে যাঁহাদের পাদুকা সুদক্ষ, 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ শ্রবণে যাঁহাদের আনন্দাশ্রু অনবরত নিপতিত ও যাঁহাদের হর্ষরোমাঞ্চ হয়, সেই ভক্তগণকে নমস্কার ॥ ৫০৪ ॥

টীকা—এবং কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যবিশেষং লিখিত্বা অধুনা তচ্ছ্রবণানন্দিতান্ প্রণমন্ তানেব পরিপোষয়ন্ লিখতি—তেভ্য ইতি। ভববারিধের্জীর্ণে পুরাতনে পঙ্কে সংমগ্নস্য মোক্ষণে বিচক্ষণা অভিজ্ঞা পাদুকাপি যেষাং তেভ্যঃ ॥ ৫০৪ ॥

———

কিঞ্চ দ্বিতীয়স্কন্ধে (৩।২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৫০৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয়স্কন্ধে আরও বলা হইয়াছে—যাহার হৃদয় শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াও বিকার প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আনন্দহেতু দ্রবীভূত হয় না, নেত্র প্রেমাশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমাঞ্চ হয় না, হায় ! তাহার হৃদয় পাথরের মত কঠিন জানিতে হইবে ॥ ৫০৫ ॥

টীকা—ইত্থং পরমমাহাত্ম্যবিশেষবতো ভগবন্নাম্নঃ শ্রবণাদিনাপ্যানন্দরহিতান্ প্রসঙ্গান্নিন্দতি—তদশ্মেতি দ্বাভ্যাম্। অশ্মবৎ সারঃ স্থিরাংশঃ কাঠিন্যং যস্য তৎ। বিক্রিয়ালক্ষণম্—অথেতি। গাত্ররুহেষু লোমসু হর্ষঃ উদ্গমঃ ॥ ৫০৫ ॥

———

ইতিহাসোত্তমে চ—

নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসো ন জায়তে।
সরোমপুলকং গাত্রং স ভবেৎ কুলিশোপমঃ ॥৫০৬॥

অনুবাদ—ইতিহাসোত্তমে—শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে যাহার গাত্র রোমাঞ্চিত না হয় সেই মনুষ্য বজ্রের মত কঠিন ॥ ৫০৬ ॥

অথ শ্রীমন্নামকীর্ত্তন-নিত্যতা

কাত্যায়ন-সংহিতায়াম্—

নামসঙ্কীর্ত্তনাজ্জাতং পুণ্যং নোপচয়ন্তি যে।
নানাব্যাধিসমাযুক্তাঃ শতজন্মসু তে নরাঃ ॥ ৫০৭ ॥
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ ॥৫০৮

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমন্নাম-কীর্ত্তন-নিত্যতা, কাত্যায়ন সংহিতায়—যাহারা শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইতে প্রাপ্তব্য পুণ্য সংগ্রহ করে না, তাহারা শত শত জন্ম ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া কষ্ট ভোগ করে। শ্রীহরিকীর্ত্তনে যে সময় ব্যয় করা না হয় তাহাই ক্ষতি, তাহাই মহৎছিদ্র, তাহাই মোহ ও তাহাই বিভ্রম অর্থাৎ মনুষ্য জন্ম পাইয়া শ্রীনামসংকীর্ত্তন করা না হইলে জীবন ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয় ॥ ৫০৭-৫০৮ ॥

টীকা—তেষু তেষু অসংখ্যেষু জন্মসু নানাবিধ-ব্যাধিযুক্তা ভবন্তি। মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েদিতি যৎ, সৈব হানিঃ পুরুষার্থক্ষয়ঃ, তদেব মহৎ ছিদ্রম্ কর্ম্মসাঙ্গতায়া অন্তরায়ে বা। স এব মোহোঽজ্ঞানম্, স এব চ বিভ্রমঃ ভ্রান্তিবিশেষঃ, সংসার ভ্রমণং বা ॥ ৫০৮ ॥

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

অবমত্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥৫০৯

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—ভগবৎকীর্ত্তনে লক্ষ্য না করিয়া যাহারা অন্যত্র গমন করে, তাহারা পাপকর্ম্মহেতু দারুণ নরকে স্থান লাভ করে ॥ ৫০৯ ॥

টীকা—এবং নামসংকীর্ত্তনস্য নিত্যতাং লিখিত্বা নামকীর্ত্তনশ্রবণানুমোদনাদিনিত্যতামপি লিখতি—অবমত্যেতি। যে ভগবৎকীর্ত্তনমনাদৃত্যান্যতো যান্তি ॥ ৫০৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ—

ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥৫১০॥
ওঁ তৎ সৎ ওঁ পদং দেবস্য নমসা
ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি
ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ ॥ ৫১১ ॥
ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ
ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ ইত্যাদ্যা ইতি ॥ ৫১২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—হে বিষ্ণো। তোমার এই জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকাশক ও সুজ্ঞেয় নাম আমরা বিচার করিয়া ভজনা করি। হে পরমারাধ্য। আপনার শ্রীচরণকমলে আমরা অসংখ্য প্রণাম, কারণ ঐ শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শুনিলে ভক্ত ব্যক্তি যশঃ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহারা ঐ চরণকমলের পূজ্যতা নির্দ্ধারণের জন্য বিতর্ক করেন এবং পরস্পর কীর্ত্তনে তাহা ঠিক করেন, তাঁহাদের মনোমধ্যে আসক্তি প্রকাশ পাইলে, তাঁহারা তোমার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত চৈতন্যস্বরূপ আপনারই নামাশ্রয় করেন। সেই প্রাচীন, প্রসিদ্ধ, পূর্ণ-পদার্থ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তোমরা যাহা জান, তাহা কীর্ত্তন করিয়া জন্ম সফল কর, আমরা কিন্তু তাহা করিতে পারিতেছি না; যেহেতু তাঁহার স্তব বা কীর্ত্তন কিভাবে করিতে হয় তাহা যখন আমরা জানি না, তখন নাম করাই আমাদের নিত্য কার্য্য ॥ ৫১০-৫১২ ॥

টীকা—চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য নাম-সমাশ্রয়াৎ। প্রাপ্নুয়াদধিকারিত্বং সর্ব্বত্রানধিকার্য্যপি ॥ স্মৃত্যুক্তমেবার্থং শ্রুতিভিঃ প্রমাণয়ন্ লিখতি—শ্রুতয়শ্চেতি। আস্য এতদিত্যর্থঃ, হে বিষ্ণু এতন্নাম জানন্তঃ। যদ্বা, আ অস্যেতি পদদ্বয়ম্, অস্য প্রকটা-

নন্তাত্তু তন্মাহাত্ম্যস্য তব নাম আ সম্যক্ জানন্তঃ বিচারয়ন্তঃ নামৈব বিবিক্তন ব্রুবাণা নামৈব ভজামহে। তচ্চ কতমৎ ? চিৎ কিঞ্চিৎ, ন তত্র নিয়ম ইত্যর্থঃ। অনেন সর্ব্বস্যৈব নাম্নঃ সাম্যমভিপ্রেতম্। যদ্বা, কীদৃশম্ ? চিৎ জ্ঞানস্বরূপং মহঃ সর্ব্বপ্রকাশকং, তত এব সর্ব্ববেদাদ্যাবির্ভাবাৎ। তথা চোক্তং শ্রীব্রহ্মণা নামময়াষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রপ্রসঙ্গে তাপনীয়শ্রুতৌ (১।২৮) 'তেভ্যক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্' ইতি। যদ্বা, মহঃ পরমানন্দম্, এবং ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ। পুনশ্চ কীদৃশম্ ? সুমতিং সুষ্ঠু মন্যত ইতি তথা তৎ সুজ্ঞেয়ং, ন চাত্মরূপাদিবদ্দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা, মতিবিদ্যা শোভনবিদ্যারূপম্, এবং সাধ্যত্বং সাধনত্বং চোক্তম্। অতস্তদেব ভজনীয়ং ভজামহ ইতি ॥ ৫১০ ॥

টীকা—কিঞ্চ, দেবস্য মায়য়া ক্রীড়তোঽপি, যদ্বা, পরমপূজ্যস্য তব পদ্যাতে জ্ঞায়ত ইতি পদং স্বরূপং পদারবিন্দং বা প্রতি নমসা নত্যা ব্যন্তঃ তন্বানাঃ, নমস্কারং বহুধা বহুলং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। রণয়ন্তঃ তন্নির্ব্বচনে বিবাদং কুর্ব্বাণাঃ। যদ্বা, পদমেব নমস্কারদ্বারা ব্যন্তঃ সন্তন্বন্তঃ প্রকটয়ন্ত ইত্যর্থঃ। তদেব রণয়ন্তঃ অন্যোঽন্যং কীর্ত্তয়ন্তশ্চ। সংদৃষ্টৌ সম্যগবধারণে সতি, অন্তে পশ্চাৎ ; যদ্বা, তন্নিষ্ঠায়াঞ্চ সত্যাং ভদ্রায় আত্মনঃ শ্রেয়সে ; যদ্বা, ভদ্রায়েত্যস্যৈব বিবরণং সংদৃষ্টাবিতি সম্যগ্‌দর্শনে নিমিত্তে, ত্বাং সাক্ষাদ্ দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। তব নামান্যেব চিৎ চৈতন্যরূপাণি দধিরে ধৃতবন্তঃ নিশ্চয়েনাশ্রিতবন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং পদম্ ? অবশ্রবে সমন্তাৎ শ্রূয়মাণে শ্রবসি কীর্ত্তৌ বিষয়ে আপন্নানাং ভক্তানাং যশো গায়তামিত্যর্থঃ। মৃক্ মৃজা পরিশোধনং, তাং তনোতি ইতি আপন্নমৃক্তম্। যদ্বা, মার্ষ্টি শুধ্যতীতি মৃক্, তস্য ভাবো মৃক্তা, আপন্নানাং মৃক্তা যস্মাৎ ; পুনঃ কীদৃশম্ ? তৎ সৎ পরব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা, শ্রবস্যবশ্রব ইতি নামান্যেব দধির ইত্যত্র হেতুঃ—নাম্নামেব মাহাত্ম্যবিশেষে শ্রূয়মাণে সতীত্যর্থঃ ॥৫১১

টীকা—কিঞ্চ, উ বিস্ময়ে নির্দ্ধারে বা। তং প্রসিদ্ধং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং স্তোতারঃ স্তুধ্বমিত্যর্থঃ। কথং ? যথাবিদ যথা জানীথ, তথৈব ন তৎস্তোত্রাদিনিয়ম ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ? পূর্ব্বং পুরাতনং, ন স্তুধনাবতীর্ণত্বেন নূতনমিত্যর্থঃ। এবমবতারিত্বমুক্তম্। কিঞ্চ, ঋতস্য বেদস্য গর্ভং তাৎপর্য্যগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ঋতস্য ব্রহ্মণঃ গর্ভং সারভূতং সচ্চিদানন্দঘনমিত্যর্থঃ। ততশ্চ জনুষা পিপর্ত্তন পূর্ণা ভবত, জন্মানি সমাপয়তেত্যর্থঃ। যদ্বা, তং দেবং জনুষা পিপর্ত্তন স্বচ্ছন্দচরিতেন বহুবিধেন জন্মনা পূরয়ত, মৎস্যাদ্যবতারৈরন্বিতং পরিপূর্ণং বর্ণয়তেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অস্য দেবস্য নাম চ আ বিবিক্তন্, সম্যক্ কীর্ত্তয়ত। হে জানন্তঃ, ভো বিদ্বাংসঃ, যদ্বা, অজানন্তঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়াবধারয়ন্তঃ সন্তঃ। হে বিষ্ণো বয়ন্তু স্তোতুং জ্ঞাতুং চাসমর্থাঃ, কেবলং তব নামৈব ভজামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। যদ্বা, হে বিষ্ণো যথা বিদন্তীতি যথাবিদঃ সন্তো যথা বিদ্বস্তথেত্যর্থঃ। তং নামরূপং ত্বাং স্তোতারঃ স্তুবন্তঃ। অতএব জনুষা পিপর্ত্তন জন্মনঃ পূর্ত্তিং কুর্ব্বাণাঃ। অজানন্তঃ বিচারয়ন্তঃ, বিবিক্তন কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তব নাম ভজামহে। তমিত্যত্র তদিতি বা পাঠঃ। ততশ্চ তন্নামৈবৈকং স্তোতার ইত্যাদীনাং কর্ম্ম। তস্যৈব বিশেষণং পূর্ব্বমিত্যাদি। যদ্বা, হেতৌ শতৃঙ্। তং তাং স্তোতুমাজ্ঞাতুং কীর্ত্তয়িতুঞ্চ তব নামৈব ভজামহে, তন্নামসেবনেনৈব তব স্তুতিঃ সম্যক্ জ্ঞানং কীর্ত্তনঞ্চ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। অলমতি বিস্তরেণ ॥৫১২

ঈদৃশে নামমাহাত্ম্যে শ্রুতি-স্মৃতি-বিনিশ্চিতে।
কল্পয়ন্ত্যর্থবাদং যে তে যান্তি ঘোরযাতনাম্ ॥৫১৩॥

অনুবাদ—শ্রুতি-স্মৃতি-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত এই প্রকার শ্রীনামমাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা যাহারা করে, তাহারা নরকাদি ঘোর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫১৩ ॥

টীকা—এবং বহুলস্মৃতিশ্রুতিবচনৈঃ শ্রীমন্নামমাহাত্ম্যং নির্দ্ধার্য্য, তত্র কথঞ্চিদপ্যর্থবাদো ন কল্পয়িতব্য ইতি দুষ্টমীমাংসকান্ শিক্ষয়ন্নিব লিখতি—ঈদৃশ ইতি অর্থবাদকল্পনা চাত্র ন ঘটত ইতি অজামিলোপাখ্যানে শ্রীধরস্বামিপাদৈস্তথা ভগবন্নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামিপাদাদিভিশ্চ সন্যায়ং ব্যাখ্যাতমস্ত্যেবেতি, কিমত্র লিখন-প্রয়াসেন ॥ ৫১৩॥

অথ শ্রীভগবন্নামার্থবাদকল্পনাদূষণম্

কাত্যায়নসংহিতায়াম্—

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥৫১৪

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবন্নামে অর্থবাদ কল্পনার দোষ প্রদর্শন, কাত্যায়ন সংহিতায়—যে ব্যক্তি শ্রীহরির নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই নরকগামী হয় ॥ ৫১৪ ॥

টীকা—যঃ সম্ভাবয়ত্যপি, কিং পুনঃ কল্পয়েদিতি ॥ ৫১৪ ॥

———

ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্ ॥৫১৫॥

অনুবাদ—ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য—শ্রীনামকীর্ত্তনের বিবিধ ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও যাহারা তাহাতে বিশ্বাস করে না, বিশেষ করিয়া উহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের নানাপ্রকার ভয়াবহ যাতনায় তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া ইহলোকে দুঃখসমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করি ॥ ৫১৫ ॥

টীকা—যদিতি 'যঃ' ইত্যেব বা পাঠঃ। ন শ্রদ্দধাতি, ন বিশ্বসিতি প্রত্যুত যোঽর্থবাদং মনুতে। সংসারে বিবিধা যা আর্ত্তয়ঃ তাভির্নিপীড়িতাঙ্গং যথা স্যাত্তথা ক্ষিপামি ॥ ৫১৫ ॥

———

জৈমিনিসংহিতায়াঞ্চ—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥৫১৬॥
তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫১৭॥

অনুবাদ—জৈমিনিসংহিতায় কথিত হইয়াছে—যাহারা নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ সকলের উক্তিগুলিকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করে তাহাদের নরকের ক্ষয় নাই। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি জগতের একমাত্র উপকারী ও বিশ্বসংসারের একমাত্র সেব্য, সেই ভগবন্নামের প্রতি অপরাধসমূহ বিষয়ে সতর্ক হইবেন অর্থাৎ নিরপরাধ হইতে যত্ন করিবেন ॥ ৫১৬-৫১৭ ॥

টীকা—নিরয়াণাং ক্ষয়ো নাশো ন ভবতি, কিন্তু সদা নিরয়েষু বসন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫১৬ ॥

টীকা—এবং শ্রীভগবন্নাম্নোঽশেষদোষহরণাখিলগুণময়ত্বাদিমাহাত্ম্যবিশেষং বিলিখ্য তেন চাবিনীতানামুচ্ছৃঙ্খলতয়া শ্রীবৈষ্ণবাদিষ্বপরাধমাশঙ্ক্য তন্নিবারণায় নামাপরাধান্ লিখিষ্যন্, আদৌ বিভিষিকার্থমপরাধফলমগ্রে দর্শয়ন্, তাংস্ত্যাজয়তি—তস্মিংশ্চেতি। অপরাধবিবর্জ্জনে হেতুঃ—জগদেকোপকারিণীতি, বিশ্বৈকসেব্য ইতি চ ॥ ৫১৭ ॥

———

যত উক্তং পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীসনৎকুমারেণ—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ ॥ ৫১৮ ॥
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ ॥৫১৯॥
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥৫২০

অনুবাদ—যেহেতু পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার অপরাধ, পাপাচরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরির চরণাশ্রয় করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; আবার যে নরাধম শ্রীহরির চরণে অপরাধ করে সে যদি বিপদনাশন শ্রীনামের আশ্রয় নেয়, তাহা হইলে নাম প্রভাবে সেই ভগবদপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলের বন্ধু শ্রীনামের চরণে অপরাধ হইলে যে নিশ্চিত ভাবেই সে অধঃপতিত হইয়া নরকবাসী হইবে ইহাতে সন্দেহ কোথায়? ৫১৮-৫২০ ॥

টীকা—সর্ব্বান্ অপরাধান্ পাপানি করোতীতি তথা সোঽপি হরিসংশ্রয়ঃ ভগবন্তং প্রপন্নঃ সন্ মুচ্যতে, ততো মুক্তো ভবতি। হরেরপরাধান্ পূর্ব্বলিখিতান্ শ্রীবারাহোক্তান্ দ্বাত্রিংশদাদীন্। দ্বিপদেষু নরেষু পাংশনঃ অধমঃ। স যদি কদাচিন্নামাশ্রয়ঃ নামকীর্ত্তনকৃৎ স্যাৎ, তদা নামপ্রভাবতঃ তরতি, হরিবিষয়কাপরাধেভ্যোঽপি মুচ্যত এব। সর্ব্বসুহৃদঃ

জগদুপকারপরস্যাপি নাম্নোঽপরাধাৎ হি নিশ্চিতং অধঃ পততি, নরকং গচ্ছতি ॥ ৫১৮-৫২০ ॥

অথ নামাপরাধাঃ

তং প্রতি তেনৈবোক্তাঃ—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥৫২১

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং,
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধি-,
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ ৫২২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নামাপরাধসমূহ ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীসনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—(১) সাধুগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকটে ভয়ানক অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামনিষ্ঠ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রচারিত হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? (২) যে ব্যক্তি এই সংসারে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতিতে বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভিন্ন ভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামের নিকট অপরাধ করে। (৩) শ্রীনাম-তত্ত্বাভিজ্ঞ গুরুদেবকে অবজ্ঞা। (৪) শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা। (৫) শ্রীহরিনাম-মহিমাকে অতিস্তুতি বলিয়া চিন্তন। (৬) ভগবানের নামসমূহকে কল্পনা মনে করা নামাপরাধ। (৭) যাহার নাম বলে পাপানুষ্ঠানে মতি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যানধারণাদি প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা বা বহু বহু যমযাতনা ভোগ করিয়াও সেই অপরাধীর শুদ্ধি হয় না ॥ ৫২১-৫২২ ॥

টীকা—যতঃ সদ্ভ্যঃ খ্যাতিং প্রসিদ্ধিং প্রাকট্যং বা প্রাপ্তং নাম। উ—খেদে তেষাং বিগর্হাং কথং সহতে? অপি তু সোঢ়ুং ন শক্নুয়াদেব; অতোঽয়মেকোঽপরাধঃ। অস্য চ মুখ্যত্বাদাদৌ নির্দ্দেশঃ। আদি-শব্দেন রূপলীলাদি, ধিয়াপি হরিনাম্নি অহিতমপরাধং করোতীতি তথা সঃ ॥ ৫২১ ॥

টীকা—শ্রুতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাঞ্চ নিন্দনম্। তথেত্যুক্তসমুচ্চয়ে। অর্থবাদো যস্তস্য কল্পনং, যদ্বা, হরিনাম্ন্যর্থবাদঃ কল্পনমেব, ন তু তত্ত্বতো ঘটত ইত্যর্থঃ। কল্প্যত ইতি বা পাঠঃ যদ্বা, হরিনাম্নি কল্পনঞ্চ, তন্মাহাত্ম্যার্থপরিত্যাগেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা বৃথার্থান্তর-কল্পনা চৈকোঽপরাধ ইত্যর্থঃ। নাম্নো বলাৎ নাম-গ্রহণেন পাপক্ষয়ো ভবেদিতি নাম্নাং প্রভাবজ্ঞানেন পাপে বুদ্ধিরপি, কিং পুনঃ প্রবৃত্তিঃ। যদ্বা, অকার-প্রশ্লেষেণ নাম্নো বলমজ্ঞাত্বা যস্য পাপে বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তস্য যমৈঃ বহুলব্রতাদিভিরহিংসাদিভির্দ্বাদশাভির্বা; যদ্বা, বহুভিঃ ধর্ম্মরাজৈঃ চিরকালং তৎকৃত যাতনা-ভোগেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৫২২ ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-,
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি,
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ ৫২৩ ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ ৫২৪

অনুবাদ—(৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকার্য্যের সহিত অপ্রাকৃত নাম গ্রহণকে সমান বুদ্ধি করাও নামে অনবধান, উহা নামাপরাধ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নাম শ্রবণে বিমুখজনকে যে উপ-দেশ দান, তাহা মঙ্গলময় নামের নিকট অপরাধ; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও আমি ও আমার এইরূপ দেহাত্ম বুদ্ধিবশতঃ শ্রীনাম-গ্রহণ শ্রবণে আদর করে না, সেই অধম নিশ্চয় নামাপরাধী ॥ ৫২৩-৫২৪ ॥

টীকা—ধর্ম্মাদীনাং সর্ব্বাসাং শুভক্রিয়াণাং সাম্যং নাম্না তুল্যত্বমপি প্রমাদঃ অপরাধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ধর্ম্মাদিশুভক্রিয়াসাম্যমেকোঽপরাধঃ; প্রমাদঃ—নাম্ন্যনবধানতাপ্যেকঃ, এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্। ততশ্চ তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনমিত্যত্রৈকাপরাধো জ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ, অশ্রদ্দধানাদৌ জনে য উপদেশঃ, স শিবনাম্নি অপরাধঃ, শ্রীভগবতা সহ শ্রীশিবস্যাভেদেন শিবেত্যুক্তিঃ ॥ ৫২৩ ॥

টীকা—নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির্বা, তয়া রহিতঃ

সন্, যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ, অহন্তা মমতা চ আদি-শব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানং, ন তু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ, সোঽপ্যপরাধকৃৎ। যদ্বা, ধর্ম্মব্রতেত্যাদ্যর্দ্ধশ্লোকেনৈক এবাপরাধঃ। অহং-মমাদীত্যর্দ্ধশ্লোকে চাস্মিন্ একঃ। এবম্ অপরাধা দশ, যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জ্জয়ন্তি, সহসা নাম্নোঽপরাধান্ দশেতি তত্রৈবোক্তেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—যঃ প্রীতি-রহিতো নাম্ন্যেব সোঽধমঃ নামাপরাধীত্যর্থঃ। যদ্বা, যোঽধমঃ প্রীতিরহিতঃ, সোঽপরাধকৃদিত্যুত্তরে-ণান্বয়ঃ। কিঞ্চ, নাম্ন্যেব বিষয়ে যোঽহংমমতাদি-পরমঃ—অহং বহুতরনামকীর্ত্তকঃ ইতস্ততো নাম-কীর্ত্তনঞ্চ মৎপ্রবর্ত্তিতমেব, ময়া সমো নামকীর্ত্তন-পরোঽন্যঃ কঃ ? মদীয়জিহ্বাধীনমেব নামেত্যা-দিকমেব পরমং প্রধানং, নামকীর্ত্তনঞ্চ কদাচিৎ সিধ্যতি ন বা যস্য তথাভূতো যঃ, সোঽপীতি। অত-এবাদিষ্টং ভগবতা—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥' (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ৩) ইতি ॥ ৫২৪ ॥

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ৫২৫॥

অনুবাদ—অনবধানতাবশে বা যে ভাবেই হউক, শ্রীনামের নিকট অপরাধ হইলে শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা নাম-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে ॥ ৫২৫ ॥

টীকা—কথঞ্চন প্রমাদেন ভ্রমেণ জাতে সতি তৎ নামৈব একং শরণমাশ্রয়ো যস্য তথা, তথাভূতো ভবেৎ, সর্ব্বথা নামপরো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫২৫ ॥

অপরাধভঞ্জনম্

উক্তঞ্চ তেনৈব তত্র—
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ ৫২৬ ॥

অনুবাদ—অপরাধ ভঞ্জনে ঐ পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎ-কুমারই বলিয়াছেন—নামপরাধযুক্ত জনগণের নাম সকলই পাপসমূহ নাশ করিয়া থাকেন এবং অবি-শ্রান্তভাবে নামগ্রহণ করিলে নামাপরাধ শূন্য হইয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণের ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় ॥ ৫২৬ ॥

টীকা—যস্মাৎ অবিশ্রান্তং সততং প্রযুক্তানি কীর্ত্তিতানি সন্তি, তানি নামান্যেবার্থকরাণি সর্ব্ব-প্রয়োজন-সম্পাদকানি ॥ ৫২৬ ॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥৫২৭॥

অনুবাদ—একটি মাত্র হরিনাম বাক্যে স্মরণ বা শ্রবণপথগত হইলে তাহা শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ, খণ্ড খণ্ড ভাবে উচ্চারিত হইলেও নাম গ্রহণকারীকে উদ্ধার করিবে ইহা সত্য; কিন্তু শ্রীনামসেবনের যে মুখ্য ফল তাহা সদ্যই পাওয়া যাইবে না। আবার ঐ নাম দেহ, ধন, পরিবার, সর্ব্বস্ব লোভী পাষণ্ডের মধ্যে পতিত হইলে ইহলোকে শীঘ্র না হইলেও বিলম্বে ফলদায়ক হইবে ॥ ৫২৭ ॥

টীকা—এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভ-পূজা-খ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি—নামৈকমিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্বাক্যমধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুত-মপি, শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা, ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং, বক্ষ্যমাণনারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ; যদ্বা, যদ্যপি 'হলং রিক্তম্' ইত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা 'রাজ-মহিষী' ইত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ-ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহি-তঞ্চাপি বা তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাব-শিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্ত রিতমিত্যর্থঃ, রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব, সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধা-

রয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিধ্যতীত্যাহ— তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং, তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪২৭ ॥

অতএবোক্তং শ্রীনারদেন বৃহন্নারদীয়ে—
মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুদ্রধীর্ভজে?
ইতি ॥ ৫২৮ ॥

অনুবাদ—অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদের কথায়—যে নামমহিমাসমূহের পার মনুগণ ও মুনীন্দ্রগণ প্রাপ্ত হন না, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া কি প্রকারে সেই নামের ভজনা করিব ॥ ৫২৮ ॥

টীকা—এবমুপসংহরন্ শ্রীমন্নাম-মাহাত্ম্যস্যানন্ত্যমেব দ্রঢ়য়ন্ লিখতি মহিম্নামিতি। পারং গন্তুমপি, কিং পুনস্তত্ত্বমনুভবিতুমিতি ॥ ৫২৮ ॥

ইত্থং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে ভক্তিঃ কার্য্যা সদা বুধৈঃ।
সা চ তস্য প্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়তে ॥৫২৯॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রকারে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি বিধান করিয়া থাকেন। ঐ ভক্তিও সহজে পাওয়া যায় না বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই কেবল উহা আবির্ভূত হয় ॥ ৫২৯ ॥

টীকা—চৈতন্যচন্দ্রং তং বন্দে বর্ষন্ ভক্তিরসং নিজম্। প্লায়তে যবনান্তং যোঽকরোৎ ভক্তিপ্লুতং জগৎ। এবং ভক্ত্যঙ্গানি লিখিত্বা ইদানীং সমগ্রাং ভক্তিং লিখন্ আদৌ তস্য মাহাত্ম্যবিশেষার্থং পরমদৌর্ল্লভ্যং লিখতি—ইত্থমিতি। মহাপুণ্যাৎ যস্তস্য শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জস্য প্রসাদস্তেনৈব প্রকর্ষেণ জায়তে। এতচ্চ পুণ্যবিশেষার্থপ্রযত্নায় লিখিতম্। যদ্বা, তস্য প্রসাদেন যন্মহাপুণ্যং, তস্মাদেব প্রজায়তে ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। যদ্যপি তস্য প্রসাদ এব ভক্তিপ্রাদুর্ভাবে স্বতন্ত্রো নিরপেক্ষো হেতুঃ, তথাপি তৎকর্ত্তৃকপুণ্যবিশেষাজ্জাতায়াঃ সত্যাস্তস্যাঃ সমূলতা শোভাবিশেষশ্চ সম্পদ্যতে ইতি তথা লিখিতম্। যথা মুমুক্ষুভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্ত্যা জ্ঞান-দ্বারা মোক্ষো জন্যত ইতি, অতএব প্র-শব্দঃ। এবঞ্চ 'জন্মকোটিসহস্রেষু যৈঃ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতম্' ইত্যাদিবচনান্যপ্যুপপদ্যন্ত ইতি দিক্ ॥ ৫২৯ ॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তের্দুর্ল্লভত্বম্

স্কান্দে শ্রীপরাশরোক্তৌ—
ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথা ॥৫৩০॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তির দুর্ল্লভত্ব স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশরের বাক্য—কুটিল হৃদয়, মূঢ়মতি দুষ্কৃতশালী ব্যক্তিদিগের শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয় না, এমন কি তাঁহার নাম স্মরণ কিংবা কীর্ত্তনের অধিকারও তাহাদের হয় না ॥ ৫৩০ ॥

টীকা—অপুণ্যবতামেব লক্ষণম্—মূঢ়ানামিতি কুটিলাত্মনামিতি চ। ভক্তিঃ পূজাপরিচর্য্যাদিলক্ষণা, সুখসাধ্যং স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ ন ভবতি, ন সিধ্যতি। যদ্বা, ভক্তিঃ সমগ্রা ন ভবতীতি কিং বক্তব্যং তদঙ্গমপি স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু স্মরণ-কীর্ত্তনয়োরেব পরমমুখ্যত্বাৎ ভক্তেস্তৎপ্রধানতাবিবক্ষয়া লক্ষণমেবোদ্দিষ্টম্—স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চেতি। যদ্বা, সমুচ্চয়ে তথা-শব্দঃ। তথা তেন বিশুদ্ধত্বাদিপ্রকারেণ সকামত্বাদিপ্রকারেণাপীতি বা ॥ ৫৩০ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা মর্ত্ত্যানামিহ নারদ।
নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ ৫৩১ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে—হে নারদ! সেই সকল ব্যক্তিদের, যাহাদের অশেষ পাপরাশি দগ্ধ হয় নাই, সংসারে তাহাদের নিমেষ বা তাহার অর্দ্ধেক সময়ও শ্রীকেশবের ভক্তি হয় না ॥ ৫৩১ ॥

টীকা—নিমিষমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভক্তির্ন ভবতি ॥ ৫৩১ ॥

———

যোগবাশিষ্ঠে—

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥৫৩২

অনুবাদ—যোগবাশিষ্টে বলা হইয়াছে—তপস্যা জ্ঞান ও সমাধি অবলম্বন করিয়া যাহারা শত শত জন্ম ধরিয়া পাপক্ষয় করিয়াছে, কেবল তাহাদিগেরই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৩২ ॥

টীকা—এবং পুণ্যহীনানাং পাপিনাঞ্চ কদাচিদপি ন জায়ত ইতি দৌর্ল্লভ্যং লিখিতম্। অধুনা সমূলাখিলপাপক্ষয়েণৈব জায়ত ইতি লিখতি—জন্মান্তরেতি। ক্ষীণানি সবাসনং ক্ষয়ং গতানি পাপানি যেষাং তেষামেব ॥ ৫৩২ ॥

———

আদিবারাহে—

জন্মান্তরসহস্রেণ সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি ॥৫৩৩॥

অনুবাদ—আদি বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—যে জ্ঞানীব্যক্তি সহস্র জন্ম ধরিয়া বৃষধ্বজ শ্রীশিবের আরাধনা করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব হইতে পারেন ॥ ৫৩৩ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজনৃপোপাখ্যানান্তে—

জন্মকোটি-সহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্।
তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে ॥৫৩৪॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজ রাজার উপাখ্যানের শেষভাগে বলা হইয়াছে—হাজার হাজার কোটি জন্মে সুকৃতি অর্জ্জনকারী ব্যক্তিগণই দেবদেব জনার্দ্দনে শুদ্ধাভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৩৪॥

টীকা—অধুনা মহাপুণ্যসঞ্চয়েনৈব জায়ত ইতি পরমং দৌর্ল্লভ্যং লিখতি—জন্মেত্যাদিনা সাধ্যত ইত্যন্তেন। শুদ্ধা জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যসংমিশ্রিতা ॥৫৩৩-৫৩৪

———

সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথি-পূজনম্।
সুলভাঃ সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ৫৩৫ ॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে গঙ্গাস্নান এবং অতিথি-সেবা দুর্ল্লভ নয় এবং সমস্ত প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠানও দুর্ল্লভ নয়, বিষ্ণুভক্তি অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৫৩৫ ॥

টীকা—সুদুর্ল্লভেতি—গঙ্গাস্নানাদি-জনিতপুণ্যতোঽপি, বিশিষ্টতরপুণ্যেনৈব জায়তে ইতি সূচিতম্। তত্র লিখিতমেব—'সা চ তস্য প্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়তে' ইতি ॥ ৫৩৫ ॥

———

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তিবাক্যে—

গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্ ॥৫৩৬॥

অনুবাদ—ইতিহাস সমুচ্চয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তি-বাক্যে—গঙ্গায় দেহ বিসর্জ্জন, শ্রীকেশবে দৃঢ়াভক্তির উদ্ভব অথবা তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব, এ সমস্ত অল্প তপস্যার ফল নহে ॥ ৫৩৬ ॥

টীকা—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধঃ—ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানম্ ॥৫৩৬

———

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জ্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্‌ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥৫৩৭॥

অনুবাদ—অগস্তসংহিতায় কথিত হইয়াছে—তাহারাই শ্রীকেশবে সম্যগ্ ভক্তির অধিকারী হন, যাহারা কোটিজন্ম ধরিয়া ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ৫৩৭ ॥

টীকা—যেষাং পুণ্যব্রতানি ষষ্ঠকালভোজনাদি-নিয়মাঃ, চান্দ্রায়ণাদীনি বা, উপবাসা একাদশ্যাদিষু অন্নবর্জ্জনাদিলক্ষণাঃ, নিয়মাঃ চাতুর্ম্মাস্যাদিব্রতানি শৌচাদয়ো বা দ্বাদশ, তৈঃ। অপি-শব্দ এব-শব্দার্থে ॥ ৫৩৭ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দিবসং দিবসার্দ্ধং বা মুহূর্ত্তৈকমেব বা।
নাশাচ্চাশেষপাপস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ ৫৩৮ ॥

অনেকজন্মসাহস্রৈর্নানাযোন্যন্তরেষু চ।
জন্তোঃ কলুষহীনস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥৫৩৯॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যাহার অশেষ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি এক-দিবস, অর্দ্ধদিবস কিংবা এক মুহূর্ত্তের জন্য কেশবের প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারেন। বহু সহস্র জন্মে বিবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া নিষ্পাপ হইলে তবে কেশবের প্রতি ভক্তি হইতে পারে ॥ ৫৩৮-৫৩৯ ॥

দশমস্কন্ধে গোপীঃ প্রতি উদ্ধবোক্তৌ (৪৭।২৪)—
দানব্রততপোহোমজপ-স্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে
ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ৫৪০ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে গোপীগণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের কথায়—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদপাঠ এবং ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি শুভকর বিবিধ প্রকার সাধনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয় ॥ ৫৪০ ॥

টীকা—শ্রেয়োভিঃ—শ্রেয়সাধনৈঃ সর্ব্বপুরুষার্থৈর্বা ॥ ৫৩২ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু চ (৭।২৮)
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ। ৫৪১॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—যে সকল পুণ্য কর্ম্মকারী লোকেদের পাপক্ষয় হইয়াছে, তাহারা সুখদুঃখ ও মোহ মুক্ত হইয়া একান্তভাবে আমাকে ভজনা করে ॥ ৫৪১ ॥

টীকা—যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বশ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধকং পাপমন্তং গতং বিনষ্টং, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন, যদ্বা দ্বন্দ্বৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ তৎকারণাজ্ঞানেন চ বিনির্ম্মুক্তাঃ, যদ্বা, অকার-প্রশ্লেষেণ অদ্বন্দ্বমোহাশ্চ তে নির্ম্মুক্তাশ্চ নিঃশেষেণ মুক্তাঃ সন্তঃ, দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ৫৪১ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে পরীক্ষিতং প্রতি বাদরায়ণিনা (৬।১৮)—
রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং,
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো,
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥৫৪২॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেব বাক্য—হে মহারাজ! ভগবান শ্রীমুকুন্দ তোমাদের ও যদুগণের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয় কুলপতিও কখন কখন পাণ্ডবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তীর ন্যায় আচরণ করেন এবং সহজে উপাসককে মুক্তি দেন বটে কিন্তু সহসা প্রেম ভক্তি দেন না ॥ ৫৪২ ॥

টীকা—অধুনা শ্রীভগবতোঽপ্যদেয়ত্বেন দৌর্ল্লভ্য-বিশেষং লিখতি—রাজন্নিতি। অঙ্গ হে রাজন্, ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ, গুরুরু-পদেষ্টা, দৈবমুপাস্যঃ, কুলপতির্নিয়ন্তা, কিং বহুনা ক্ব চ কদাচিৎ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী। অস্তু নামৈবং, তথাপ্যেন্যেষাং নিত্যং ভজতামপি মুক্তিং দদাতি, ন তু কদাচিদপি স্বপ্রেমভক্তিযোগম্। যদ্বা, ভজতাং যজ্ঞাদিনা সেবমানানাম্; যদ্বা, স্বধর্ম্মাচরণা-দিনা ভগবদাজ্ঞাপ্রতিপালনরূপাং ভক্তিং কুর্ব্বতামপি শ্রবণাদিভক্তিযোগং ন দদাতি। এবং ভগবৎপ্রসা-দৈকলভ্যতা, অন্যথা চ পরমেদোর্ল্লভ্যমিতি দর্শিতম্. এবঞ্চ শ্রবণাদিকমপি যো ন দদাতি, স বো বশ্য ইতি পাণ্ডবানাং মাহাত্ম্যঞ্চ সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৫৪২ ॥

পাদ্মে শ্রীপ্রহ্লাদস্তৌে—
লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিরেকস্তু বুধ্যতে।
ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ ॥ ৫৪৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে—লক্ষলোকের মধ্যে কেহ বা ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করে বটে কিন্তু কোটির মধ্যে একজন হয়ত বুঝিতে পারে এবং কদাচিৎ দু'একজন আচরণ করে ॥ ৫৪৩ ॥

টীকা—ভক্তেস্তত্ত্বং পরমানন্দঘনত্ব মাহাত্ম্যং বা লক্ষেষু লোকেষু মধ্যে কশ্চিদেব শৃণোতি, বুধ্যতে অবধারয়তি, সমাচরেৎ, ভক্তিং করোতি ॥ ৫৪৩ ॥

পূজয়া হসতে ভক্তির্জপতস্ত্রস্যতি স্ফুটম্ ।
সমাধিযোগাচ্চ বহিঃ সা ভক্তিঃ কেন গৃহ্যতে ? ৫৪৪॥

অনুবাদ—সকামভাবে পূজা করিলে ভক্তি উপ-হাস করিতে থাকেন। আর সকামভাবে জপ করিলে ভক্তি ত্রস্ত হন এবং সকামভাবে সমাধি বা যোগের আশ্রয় লইলে ভক্তি বহিঃপ্রদেশে চলিয়া যান, সুতরাং এরূপ ভক্তিকে কে পাইতে পারে ? ৫৪৪ ॥

টীকা—যা ভক্তিঃ পূজয়া সকামজপাঙ্গপূজাবিধিনা হসতি, তামুপহসতীত্যর্থঃ, তয়া প্রায়স্তুচ্ছফলাবাপ্তেঃ। জপতো মন্ত্রজপাৎ ত্রস্যতি বিভেতি দূরমপসরতীত্যর্থঃ। প্রায়ো মন্ত্রজপে বিবিধকামানামেব কৃচ্ছিন্মুক্তেরেব চ সিদ্ধ্যুক্তেঃ। সমাধিলক্ষণাৎ যোগাচ্চ বহিঃ, তেনাপ্য-প্রাপ্যেত্যর্থঃ। তস্য শূন্যময়ত্বেন তত্র শ্রবণাদিভক্তের-প্রবৃত্তেঃ। কেন গৃহ্যতে আত্মসাৎ ক্রিয়তে ? অপি তু ভগবৎপ্রসাদং বিনা ন কেনাপ্যাত্মসাৎ কর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪৪ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রোপাখ্যানান্তে (১৪।২)—
দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্ ॥
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ইতি ॥৫৪৫

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রোপাখ্যানের শেষে—শুদ্ধ-সত্ত্ব দেববৃন্দ ও নির্ম্মলাত্মা ঋষিদিগেরও শ্রীমুকুন্দ-চরণকমলে ভক্তির প্রায়ই আবির্ভাব ঘটে না ॥৫৪৫॥

টীকা—শুদ্ধসত্ত্বময়ানামপি দেবানামমলাত্মনাং নির্ম্মলচিত্তানামপি ঋষীণাম্ ; প্রায়েণেতি-কদাচিৎ কস্যাচিদেব জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪৫ ॥

শ্রীমদ্ভক্ত্যৈ নমস্তস্যৈ যস্যা মাহাত্ম্যমন্দরম্ ।
যৎপ্রভাবেণ লোলোঽয়ং কীটোঽপ্যুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৫৪৬

অনুবাদ—যাঁহার মাহাত্ম্য মন্দর পর্ব্বতের মত শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীমতী ভক্তিদেবীকে নমস্কার করি, তাঁহারই প্রভাববলে কীট তুল্য অতি সামান্য ব্যক্তি আমি লোভপরায়ণ হইয়া তদীয় মাহাত্ম্য সমুদ্ধারে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৫৪৬ ॥

টীকা—এবং পরমদৌর্ল্লভ্যেন ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা, ইদানীং পরমপি কিয়ন্মাহাত্ম্যবিশেষং লিখন্ আদৌ ভক্ত্যা ভক্তিমেব তৎসিদ্ধয়ে প্রণমতি—শ্রী-মদিতি। মাহাত্ম্যমেব মন্দরো নাম মহাপর্ব্বতঃ পরমবিস্তীর্ণত্বগুণত্বাদিনা তং কীটতুল্যঃ ক্ষুদ্রতরোঽ-প্যয়ং জনঃ যস্যাঃ ভক্তেঃ প্রভাবেণ লোলঃ সন্ উদ্ধর্ত্তুং সমাহর্ত্তুমিচ্ছতি। অতোঽশক্যেঽপি কর্ম্মণি প্রবৃত্তি-স্তৎশক্তিপ্রেরণয়ৈব, ন মে স্বত ইতি তন্মহিম্নৈব তন্মা-হাত্ম্যং কিঞ্চিল্লেখ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৫৪৬ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যং, তত্রাদৌ ভক্তি-মতঃ কথঞ্চিদাপতিতেঽপি পাপে প্রায়শ্চিত্তান্তর-নিরসত্বম্

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষ-সংবাদে—
যথাগ্নিঃ প্রসমিদ্ধাচ্চিতঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৪৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্য—তন্মধ্যে প্রথমে ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির কোনও প্রকার পাপ হইয়া থাকিলে অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে-নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে—অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া কাষ্ঠ-রাশি দগ্ধ করে, সেই প্রকার ভগবানে ভক্তি করিলে তাহা সকল পাপরাশিকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥ ৫৪৭ ॥

টীকা—পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি, তথা ভগবদর্থমপ্যনুষ্ঠীয়মানা ভক্তিঃ সর্ব্বাণ্যেব পাপানি তৎক্ষণাৎ পাপোৎপত্তিসমকাল এব দহতি ॥ ৫৪৭ ॥

ষষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানারম্ভে (১।১৫)—
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥৫৪৮॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানের আরম্ভে—কোন কোন বাসুদেব পরায়ণ ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে নীহারধ্বংস হওয়ার ন্যায় ভগবানে অচলা ভক্তি সংস্থাপন করিয়া পাপ সমূহ দূরীভূত করিয়া থাকেন ॥ ৫৪৮ ॥

টীকা—'তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।

ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ।। দেহবাগ্‌-বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥' (শ্রীভাঃ ৬।১।১৩-১৪) ইত্যুক্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাতিদুষ্করত্বানুখ্যমেবান্যৎ প্রায়শ্চিত্তমাহ—কেচিদিতি। কেচিদিত্যনেনএবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপ-আদিনিরপেক্ষয়া; বাসুদেবপরায়ণা ইতি নাধিকারি-বিশেষণমেতৎ, কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তে-রর্থাত্তেষ্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রম্। কার্ৎস্ন্যেন মূলতোঽপ্যতশ্চেত্যর্থঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—ভাস্করো নীহারং তৎকৃততম ইব। এবমত্র সমূল-সাঙ্গাশেষপাপনাশোঽভিপ্রেতঃ। পূর্ব্বঞ্চ অনলো বেণু-গুল্মমেবেতি অনলস্য ভূম্যন্তর্গতদহনাশক্ত্যা ভস্মাদে-রপি বিদ্যমানতয়া সমূলাশেষপাপনিবৃত্তিরুক্তা। এব-মপি পূর্ব্বতোঽস্য বিশেষোঽবগন্তব্যঃ ॥ ৫৪৮ ॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে (১৪।১৯)—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥৫৪৯॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধসংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন পাকাদি কার্য্যের সময় শিখা বিস্তার করিয়া কাষ্ঠ-সমূহকে ভস্ম করে, সেই প্রকার আমাতে ভক্তি সমগ্র পাপ-রাশিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ৫৪৯ ॥

টীকা—আস্তাং তাবদুত্তমভক্তেঃ কথা, যথাকথঞ্চিৎ ভক্ত্যাপি স্বত এব সমূলাশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিত্যাহ—যথেতি। পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্জ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি, তথা রাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্বভক্তমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি—অহো উদ্ধব! বিস্তরেণ শৃণ্বিতি ॥৫৪৯

অতএবোক্তং তত্রৈব শ্রীকরভাজনেন—
(শ্রীভাঃ ১১।৫।৪২)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য,
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-,
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৫৫০ ॥

অনুবাদ—অতএব একাদশস্কন্ধেই শ্রীকরভাজন ঋষির উক্তিতে—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাদমূল ভজনকারী প্রিয়জন অনন্যভাব লাভ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার অন্তর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার যে কিছু বিকর্ম্ম সহসা হইয়া পড়ে, সেই সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন ॥ ৫৫০ ॥

টীকা—'দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাম্' (শ্রীভাঃ ১১।৫।৪১) ইতি নিরন্তরপূর্ব্বশ্লোকেন বিহিতকর্ম্মনিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধ-নিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ—স্বপাদেতি। ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবান্তরে ভাবো যেন, অতএব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি। যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতমকস্মাৎ প্রাপ্তং ভবেৎ, তদপি হরির্ধুনোতি। ননু যমস্তন্ন মন্যেত, তত্রাহ—পরেশঃ পরমেশ্বরঃ। ননু 'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে' ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং সহেত? তত্রাহ—প্রিয়স্য। ননু নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে, তত্রাহ—হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ন হি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥৫৫০॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা—

মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহ লোকে পরেঽপি বা।
নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥৫৫১

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মার প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য, যথা—আমার ভক্তির বাহন যাঁহারা ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহাদের কোনও প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তি তাঁহাদের কোটিকুলকে দিব্যধামে প্রতিষ্ঠিত করেন ॥ ৫৫১ ॥

টীকা—অশুভং পাপম্ অমঙ্গলং বা পাপমূলকং, তেষাং কুলকোটিঃ ভক্তিরেব দিবং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপয়তি ॥ ৫৫১ ॥

বিষয়ভোগেঽপি তদ্দোষনিরাকরত্বম্

একাদশস্কন্ধে তত্রৈব (১৪।১৮)—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥৫৫২॥

অনুবাদ—বিষয়ভোগেও তদ্দোষমোচকত্ব একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—আমার ভক্ত যদিও ইন্দ্রিয়

জয়ের অভাবে বিষয়সমূহে আকৃষ্যমান হন, তথাপি প্রগল্ভ ভক্তিপ্রভাবে তিনি বিষয়াবিষ্ট হন না ॥ ৫৫২

টীকা—বিষয়ৈর্বাধ্যমান আকৃষ্যমাণোঽপি, অতঃ প্রায়োঽজিতেন্দ্রিয়ঃ, প্রগল্ভয়া সমর্থয়া, পরমপদ-প্রদানশক্তায়া অপি ভক্তেবিষয়াভিভবতো রক্ষণং কত-রৎ প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥ ৫৫২ ॥

কর্ম্মাধিকারনিরসনত্বম্

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৫৫৩॥

অনুবাদ—কর্ম্মাধিকারের নিরসনত্ব ঐ একাদশ-স্কন্ধেই বলা হইয়াছে—যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা-দিতে শ্রদ্ধা না জন্মায় কিংবা যে কাল পর্য্যন্ত বেদ বিহিত সকাম কর্ম্মাদিতে নির্ব্বেদ না আসে সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে থাক ॥ ৫৫৩ ॥

টীকা—ভক্তিমতঃ কর্ম্মানধিকারাৎ কর্ম্মত্যাগেঽপি ন দোষঃ স্যাদিতি ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখতি—তাব-দিতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি, যাবতা যাবৎ ন নির্ব্বিদ্যেত, কর্ম্মফলেষু ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ভোগেষু বা বিরক্তো ন স্যাৎ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ প্রীতির্বা; আদিশব্দেন কীর্ত্তনাদি-ভক্তিপ্রকারাঃ; নির্ব্বেদে জাতে মৎকথাশ্রবণাদি-শ্রদ্ধায়াং বা জাতায়াং ন কুর্য্যাদি-ত্যর্থঃ। কর্ম্মণাং সাবধিত্বেন সাধ্যে সিদ্ধে সাধন-পরিত্যাগোপপত্তেঃ। বা-শব্দেন পূর্ব্বতোঽস্য পক্ষস্যা-ধিক্যং সূচিতং, 'যে বা ময়ীশে' (শ্রীভাঃ ৫।৫।৩) ইতিবৎ। বৈরাগ্যে জাতেঽপি কর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ, কিং পুনর্বৈরাগ্যস্য ফলে শ্রবণাদৌ জাতে সতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫৩ ॥

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে (৫।১৭)—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে,-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং,
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ৫৫৪ ॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমস্কন্ধে কথিত হইয়াছে—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি কেহ শ্রীহরি চরণকমল আরাধনায় রত থাকিয়া স্খলিত বা মৃত হয় তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করায় তাহার কখনই অমঙ্গল ঘটিবে না। শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজনা না করিয়া কাহারই বা স্বধর্ম্ম পালনে অর্থবৃদ্ধি হইয়াছে ? শ্রীহরি-ভজন ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল অসম্ভব ইহাই বলিতে চাওয়া হইয়াছে ॥ ৫৫৪ ॥

টীকা—'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্' (শ্রীভাঃ ১৫।১২) ইত্যাদিনা কাম্যকর্ম্মাদেরনর্থহেতুত্বাত্তদ্বিহায় হরের্লীলাদিবর্ণনারূপা ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা, ইদানীং নিত্যনৈমিত্তিকাদিস্বধর্ম্মনিষ্ঠামপ্যনাদৃত্য কেবলং হরি-ভক্তিরেব কার্য্যেত্যাহ—ত্যক্ত্বেতি। স্বধর্ম্মং নিজনিজ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মং ত্যক্ত্বা; ননু স্বধর্ম্মত্যাগেন ভজন ভক্তি-পরিপাকেন যদি কৃতার্থো ভবেত্তর্হি ন কাচিচ্চিন্তা; যদি পুনরপক্ব এব ম্রিয়তে, ততো ভ্রশ্যেত বা, তদা চ স্বধর্ম্ম-ত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাহ—ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিৎ ভ্রশ্যেৎ, ম্রিয়তে বা যদি, তথাপি ভক্তি-রসিকস্য কর্ম্মানধিকারান্নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ—বা-শব্দঃ কটাক্ষে যত্র ক্ব নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিম্ ? নাভূদেবেত্যর্থঃ। ভক্তিবাসনাসম্ভাবনাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্ম্মতঃ কো বার্থ প্রাপ্তঃ ? অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া। অতএব শ্রীভগবদ্গীতাসু (১৮। ৬৬) সর্ব্বান্তে সর্ব্বোপদেশসারঃ—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরি-ত্যজ্য' ইতি; একাদশস্কন্ধে চ (১২।১৪)—'তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য' ইত্যাদি। তচ্চ সর্ব্বমগ্রে শরণাপত্তৌ লেখ্যমেব ॥ ৫৫৪ ॥

একান্তিলক্ষণে যচ্চ লিখিতং শরণাগতৌ।
লেখ্যঞ্চ তত্তদ্বচনৈরেতৎ সুদৃঢ়তামিয়াৎ ॥ ৫৫৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে একান্তিলক্ষণে যাহা যাহা লিখা হইয়াছে এবং পরে শরণাপত্তিতে যাহা যাহা লেখা হইবে, সেই সকল বচনানুসারে কর্ম্মাধিকার নির-সনের দৃঢ়তা ঘটিবে ॥ ৫৫৫॥

টীকা—একান্তিপ্রকরণে 'অজ্ঞায়ৈবম্' (শ্রীভাঃ ১১।১১।৩২) ইত্যাদিনা যল্লিখিতং তচ্চাগ্রে শরণাগতি-প্রকরণে 'সর্ব্বধর্ম্মান্' ইত্যাদিনা লেখ্যম্। এতৎ

কর্ম্মাধিকার-নিরসনং তাৎপর্য্যদ্বারা সুদৃঢ়ং ভবতী-ত্যর্থঃ ॥ ৫৫৫ ॥

মনঃপ্রসাদকত্বম্

প্রথমস্কন্ধে (২।৬)—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৫৫৬ ॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত শ্রীভগবানে যাহা হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান রহিতা অপ্রতিহতা ভক্তি হয় তাহাই মনুষ্যগণের পরমধর্ম্ম। সেই ভক্তি প্রভাবে জীবাত্মা সুন্দররূপে বা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫৬ ॥

টীকা—বৈ প্রসিদ্ধৌ নির্দ্ধারে বা, পর উৎকৃষ্টো ধর্ম্মঃ স এব; যতো ধর্ম্মাৎ, অহৈতুকী—হেতুঃ ফলানুসন্ধানং, তদ্রহিতা; অপ্রতিহতা বিঘ্নৈরনভিভূতা; যয়া ভক্ত্যা আত্মা চিত্তং স্বয়মেব সুষ্ঠু প্রসীদতীতি আনুষঙ্গিকফলমুক্তম্ ॥ ৫৫৬ ॥

অতএবোক্তমেকাদশে (১৪।২২)—

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥ ৫৫৭॥

অনুবাদ—অতএব একাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—তপস্যা সহিত বিদ্যাচর্চ্চা কিংবা সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান আমার প্রতি ভক্তি রহিত জীবাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে পারে না—অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিই জীবাত্মাকে সম্যক্ পূর্ণতাদানে সমর্থা ॥৫৫৭॥

টীকা—অপেতং রহিতম্ ॥ ৫৫৭ ॥

পরমপাবনত্বম্

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২১)—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপচানপি সম্ভবাৎ ॥ ৫৫৮ ॥

অনুবাদ—পরমপাবনত্ব, ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—নিষ্ঠাসহকারে আমাতে ভক্তি প্রকাশকারী ব্যক্তি শ্বপচাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হয় ॥ ৫৫৮ ॥

টীকা—সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি পুনাতি ॥৫৫৮॥

পরমধর্ম্মত্বম্

ষষ্ঠে (৩।২২)—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৫৫৯ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে—শ্রীভগবানে নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫৫৯॥

টীকা—তস্য ভগবতো নামগ্রহণাদিভিরিতি ভক্তের্নামগ্রহণপ্রধানতাভিপ্রেতা ॥ ৫৫৯ ॥

অতএবোক্তং পাদ্মে—

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥ ৫৬০ ॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীজনার্দ্দনে যাঁহার দৃঢ়াভক্তি আছে তাঁহার বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বিবিধ মন্ত্রজপ এবং সহস্র বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৫৬০ ॥

টীকা—মন্ত্রৈঃ সাধিতৈঃ কিম্ ? ৫৬০ ॥

সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্বম্

পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ (১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৬১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বগুণাদি-সেব্যতাকারিত্ব, পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজের কথায়—শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তিমান ব্যক্তির শরীরে দেবগণ এবং সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজিত থাকেন, হরিভক্তি হীন ব্যক্তির জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি গুণ কিংবা দেবগণের অধিষ্ঠান কি ভাবে

হইবে, সুতরাং সেই ব্যক্তি ভক্তি রহিত হওয়ায় তুচ্ছ বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হয় ॥ ৫৬১ ॥

টীকা—অকিঞ্চনা নিষ্কিঞ্চনা শুদ্ধা বা। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈর্গুণৈর্ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে, নিত্যং বসন্তি। মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ প্রেমবিকারা বা, কুতো ভবন্তি ? তত্র হেতুঃ—অসতি বিষয়সুখে তুচ্ছমোক্ষসুখে বা মনোরথেন বহির্ভক্তের্দূরে ধাবতঃ ॥ ৫৬১ ॥

অহঙ্কারোন্মূলনত্বম্

চতুর্থে শ্রীধ্রুবং প্রতি মনূক্তৌ (১১।৩০)—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত,
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা,-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥৫৬২॥

অনুবাদ—অহঙ্কারোন্মূলত্ব—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবের প্রতি মনুর কথায়—পরমাত্মার অনুসন্ধানকালে তুমি স্বরূপভূত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ বর্জ্জিত, আনন্দৈকরস, এবং সমস্ত শক্ত্যাধর সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তির অনুশীলন করিয়া ক্রমে আমি ও আমার এই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে ॥ ৫৬২ ॥

টীকা—'আত্মানমন্বিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃক্' (শ্রীভাঃ ৪।১৫।২১) ইতি পূর্ব্বমুক্তং তদন্বেষণফলমাহ—ত্বমিতি। তদান্বেষণকাল এব, প্রত্যগাত্মনি সর্ব্বান্তর্য্যামিণীত্যর্থঃ। অনন্তে অপরিচ্ছিন্নে. আনন্দমাত্রে সুখঘনমূর্ত্তৌ ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে, পরমাং নিষ্কামাং বিশুদ্ধাং বা, শনৈর্বিধায়েতি পরমভক্তের্দুষ্করতয়া ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধেঃ। যদ্বা, শনকৈঃ চিরং ক্রমেণ যোঽবিদ্যারূপো গ্রন্থিঃ, তমিতি দুর্ভেদ্যতোক্তা ; ননু তাদৃশস্য তদেব কথং বিভেদো ঘটতে ? তত্রাহ—উপপন্নাঃ সম্পন্নাঃ সমস্তাঃ শক্তয়ো যস্মিন্ ; যদ্বা, উপপন্নানাং প্রপন্নানাং সমস্তাঃ শক্তয়ো যস্মাত্তস্মিন্নিতি। এবং প্রত্যগাত্মাদি-ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞানেন পূর্ব্বং নিষ্কামভক্ত্যকরণাদহঙ্কারাদ্যানপগমনে বৈরেণ কুবেরানুচরাস্ত্বয়া ঘাতিতা ইতি শ্রীধ্রুবং প্রতি মনোর্বাক্যাভিপ্রায়ঃ। —১১

স চ কেবলং শ্রীশিবসখানুগরক্ষার্থমেব বিভীষিকয়ান্যথাভাসত ইত্যাহ্যং যথাকথঞ্চিদ্ভক্ত্যা মুক্তেরপি সুসিদ্ধেঃ ॥ ৫৬২ ॥

শ্রীপৃথুং প্রতি সনকাদিভিঃ (শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৯)—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা,
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ,-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥৫৬৩॥

অনুবাদ—শ্রীপৃথু মহারাজের প্রতি শ্রীসনকাদি মুনিগণের বাক্যে সাধুগণ যাঁহার চরণকমলের অঙ্গুলি বিলাসের প্রতি ভক্তি দেখাইয়া অহঙ্কাররূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থিকে ছেদন করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিবিমুখ সন্ন্যাসীগণ বিষয়রহিত ও নিরুদ্ধমতি হইয়াও সেই প্রকার সহজে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারেন না। তাই তুমি সকলের শরণ্য শ্রীবাসুদেবকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা কর ॥ ৫৬৩ ॥

টীকা—এবং তাদৃশজ্ঞানেন পরমভক্ত্যাহঙ্কারোন্মূলনং লিখিত্বা ইদানীং কথঞ্চিদপি ভজনেন তচ্চ স্যাদিতি দর্শয়তি—যৎপাদেতি ; যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানি অঙ্গুলয়ঃ, তেষাং বিলাসঃ কান্তিঃ, তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যা ; যদ্বা, নৃত্যগীতাদিবিলাসরূপয়াপি ভক্ত্যা, কর্ম্মাণ্যাশেরতে যস্মিন্নিতি কর্ম্মাশয়োঽহঙ্কারঃ, তদ্রূপং হৃদয়গ্রন্থিং কর্ম্মভিরেব গ্রথিতং দৃঢ়ং বদ্ধং, সন্তো বৈষ্ণবা উদ্গ্রথয়ন্তি মোচয়ন্তি। রিক্তা নির্ব্বিশেষা সর্ব্বমূর্দ্ধন্যা মতির্যেষাম্, নিরুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতস্রোতোগণ ইন্দ্রিয়বর্গো যৈঃ, অরণং শরণম্ ; স্রোতোগণশব্দেনেদং সূচ্যতে, যথা গঙ্গাদিপ্রবাহস্য কথঞ্চিদপি যত্নান্নিরোধঃ সম্ভবেদেবমিন্দ্রিয়স্যাপি। ভবতু বা কস্যচিদিন্দ্রিয়স্য, সর্ব্বস্য তু ন ভবত্যেব ; যদি বা কদাচিৎ কস্যচিদ্যতেঃ সর্ব্বনিরোধো ভবতু নাম, তথাপ্যহঙ্কারোন্মূলনং সম্যক্ ন স্যাদেবেতি। অতঃ শ্লেষেণ রিক্তমতয়ঃ নির্ব্বুদ্ধয় এবেত্যুক্তম্। যথা সন্তো ভক্ত্যোদ্গ্রথয়ন্তি যতয়শ্চ তদ্বন্নেতি সদ্ভ্যঃ পৃথক্ত্বেন নির্দ্দেশাদ্ভক্তিবিমুখানাং যতীনাং তদিতরত্বমপ্যুক্তম্। এবং তেষাং ভক্ত্যনাদরেণ নিন্দেতি দিক্ ॥৫৬৩॥

সর্ব্বমার্গাধিকত্বম্

তৃতীয়ে শ্রীকাপিলেয়ে (২৫।১৯)—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥৫৬৪

অনুবাদ—সর্ব্বপথ অপেক্ষা অধিকত্ব, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের বাক্যে—অখিলাত্মা শ্রীভগবানে ভক্তি-যোগ ছাড়া যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গল-দায়ক আর দ্বিতীয় পথ দেখা যায় না ॥ ৫৬৪ ॥

টীকা—যোগিনামপি ব্রহ্মসিদ্ধয়ে আত্মতত্ত্ব-পরিস্ফূর্ত্তয়ে মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ। ভক্ত্যা সদৃশঃ শিবো নির্ব্বিঘ্নো মঙ্গলরূপো বা পন্থা নাস্তি ॥ ৫৬৪ ॥

ষষ্ঠে চ (১।১৭)—

সধ্রীচিনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতো ভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৫৬৫ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে বলা হইয়াছে—এই সংসারে ভক্তিপথ বাধাবিঘ্ন হীন, তাই পরমমঙ্গলদায়ক, অতএব এই পথই গ্রহণ করা উচিত। নারায়ণ পরায়ণ শান্তশীল সাধুগণ এই পথের যথার্থ পথিক ॥ ৫৬৫ ॥

টীকা—অয়ং পন্থা ভক্তিমার্গঃ সধ্রীচীনঃ সমীচীনঃ, যতঃ ক্ষেমঃ কল্যাণম্। ক্ষেমত্বে হেতুঃ—ন কুতশ্চিদ্বিঘ্নাদের্ভয়ং যস্মিন্। যদ্বা, ক্ষেমঃ মঙ্গলরূপোঽকুতশ্চিভয়শ্চ। তদেবাহ—যত্র যস্মিন্ মার্গে সুশীলাঃ কৃপালবঃ সাধবো নিষ্কামাঃ, অতো ন জ্ঞানমার্গবদসহায়তানিমিত্তং ভয়ং, নাপি কর্ম্মমার্গবৎ মৎসরাদিযুক্তেভ্যো ভয়ং তেষাং সঙ্গত্যা চ সর্ব্বথা ক্ষেমমেবেতি ভাবঃ ॥ ৫৬৫ ॥

অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে শ্রীবাদরায়ণিনা (২।৩৩-৩৪)—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥৫৬৬॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥৫৬৭॥

অনুবাদ—অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকদেবের বাক্যে—বাসুদেব শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে যে প্রকার সুখানুভূতি হয়, সংসারীজনের পক্ষে সেই প্রকার মঙ্গলজনক পন্থা আর দেখা যায় না। কিভাবে ভগবান শ্রীহরিতে আসক্তি হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য তিনবার সমগ্রবেদ বিচারে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনি একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে স্থির করিয়াছেন যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ পথ ॥ ৫৬৬-৫৬৭ ॥

টীকা—অধুনা সর্ব্বমার্গফলত্বেন ভক্তেঃ সর্ব্বমার্গাধিকত্বমেব দ্রঢ়য়তি—ন হীতি দ্বাভ্যাম্। সন্তি চ সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাঃ, কিন্তু যতঃ পথোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ, অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ পন্থা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৬৬ ॥

টীকা—অতস্তদাহ—ভগবান্ ব্রহ্মা কূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ, ত্রিঃ ত্রীন্ বারান্ কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন ব্রহ্ম বেদমন্বীক্ষ্য বিচার্য্য, যতঃ আত্মনি হরৌ রতির্ভবেৎ তদেব মনীষয়া অধ্যবস্যৎ, সন্মার্গত্বেন সদ্বস্তুত্বেন বা নিশ্চিতবান্। এবং রতিহেতুত্বেন ভক্তিযোগস্যৈব সন্মার্গত্বম্ দর্শিতম্। যদ্বা, কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়া রতিরেব ভক্তিযোগ ইত্যভিপ্রেতম্। যদ্বা, যতো ভক্তিযোগাৎ, তদিতি 'তম্' ইতি ভক্তিযোগমাহাত্ম্যমুক্তম্ ॥ ৫৬৭ ॥

সর্ব্বার্থসাধকত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদোক্তৌ—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥৫৬৮॥

অনুবাদ—সর্ব্বার্থ সাধকত্ব—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদের বাক্যে—জলের মত ভক্তিই সর্ব্বসিদ্ধির জীবন স্বরূপ—অর্থাৎ ভক্তি ছাড়া কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না ॥ ৫৬৮ ॥

টীকা—সমস্তানাং সিদ্ধীনামর্থানাং জীবনং ভক্তিরেবেতি, তাং বিনা ন স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬৮ ॥

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥৫৬৯

অনুবাদ—জঠরধারিণী জননীর দয়ায় যেমন

জীবসমূহের জীবন রক্ষিত হয়, সেই প্রকার ভক্তি-দেবীর আশ্রয়ে বা দয়ায়ই সমস্ত সিদ্ধি সফল হয়—সংস্পর্শ ব্যতীত কোন কিছুই ফল দিতে পারে না ॥ ৫৬৯ ॥

টীকা—জীবন্তি—সিধ্যন্তি ॥ ৫৬৯ ॥

———

ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ—

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ ।
ঈপ্সিতাং ভগবদ্ভক্ত্যা লভতে পরমাং গতিম্ ॥৫৭০॥

অনুবাদ—ধ্বজারোপণ মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বলা হইয়াছে—কেবল ভগবানে ভক্তি ভাব দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিয়া এই পৃথিবীতে মহাপাতকী বা সর্ব্বপাতকে লিপ্ত ব্যক্তিও ঈপ্সিত পরাগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৭০ ॥

টীকা—ঈপ্সিতামভীষ্টাং পরমামুৎকৃষ্টাং গতিম্ ফলম্ ॥ ৫৭০ ॥

———

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—

অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ॥ ৫৭১ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বলা হইয়াছে শ্রীহরিভক্তের পক্ষে পুত্র, বিত্ত, স্ত্রী, মুক্তামালা, প্রাসাদ বা অট্টালিকা, অশ্বাদি বাহন, রাজ্যাদি সম্পত্তি, স্বর্গ ও মোক্ষ এই সমস্ত কোন কিছুই দুর্ল্লভ বা দুষ্প্রাপ্য নহে। শ্রীহরিভক্ত ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত পাইতে পারেন ॥ ৫৭১ ॥

টীকা—হারা মনোহরাঃ মুক্তাবল্যো বা, তৈশ্চ সর্ব্বাণি ভূষণানি উপলক্ষ্যন্তে ; সুখানি রাজ্যাদি-সম্পত্তয়ো হরিভক্তিতো দূরে ন ভবন্তি, কিন্তু তদাশ্রিতানি, অতএব লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭১ ॥

———

প্রথমস্কন্ধে (২।৭)—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ৫৭২ ॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—বাসুদেব শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে সত্বর বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞানের উদয় হয় ॥ ৫৭২ ॥

টীকা—অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরম্ ঔপনিষদ-মিত্যর্থঃ। যদ্বা, নিষ্কামজনপ্রাপ্যপদং যৎ মোক্ষাখ্যং বা শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং তচ্চ। যদ্বা, ফলাভিসন্ধিরহিতং প্রেম চ জনয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫৭২ ॥

———

একাদশে চ ভগবদুদ্ধব-সংবাদে (২০।৩২-৩৩)—

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৫৭৩ ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥ ৫৭৪ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—আমার ভক্ত ভক্তিযোগের সহায়তায় কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগসাধন, দান, ধর্ম্ম ও অন্যান্য শ্রেয় সাধক শুভকর্ম্মসমূহদ্বারা লভ্য সমস্ত ফলই সহজেই পাইয়া থাকেন। স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্ত ব্যক্তি তাহাই পাইতে পারেন ॥ ৫৭৩-৫৭৪ ॥

টীকা—ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি শ্রেয়ঃসাধনৈর্যদ্ভাব্যং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি তৎ সর্ব্বমনায়াসেনৈব লভতে। তথা স্বর্গমপবর্গং মদ্ধাম চ বৈকুণ্ঠং লভত এব। যদি বাঞ্ছতীতি বাঞ্ছা তু নাস্তীত্যুম্। তত্র কথঞ্চিদিতি স্বর্গাপবর্গয়োস্তুচ্ছতামনুভবিতুক্তম্। কিংবা স্বর্গে দেবতাঃ শ্রীবিষ্ণুং দ্রষ্টুং স্বর্গং ভক্তিবিঘ্নসাংসারিকদুঃখতরণার্থঞ্চাপবর্গং বৈকুণ্ঠলোকে সাক্ষাৎ মৎসেবার্থং চেত্যেবংপ্রকারেণ বাঞ্ছন্তি চেদিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠবাঞ্ছা চ তত্রত্যবিভূতিশ্রবণাদ্ ভক্তিরসপ্লুতত্বেনানন্যাপেক্ষ্যত্বাদ্বা ॥ ৫৭৩-৫৭৪ ॥

———

অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে (৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৫৭৫ ॥

অনুবাদ—অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে বলা হইয়াছে—অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য-তীব্র-ভক্তিসহকারে পরমপুরুষকে আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ৫৭৫ ॥

টীকা—অকামঃ একান্তভক্তঃ, সর্ব্বকামঃ—'ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু' (শ্রীভাঃ ২।৩।২) ইত্যাদ্যষ্টশ্লোকোক্ত-ব্রহ্মবর্চ্চসাদিকামঃ। উক্তানুক্তাখিলকামো বা উদারধীর্মহাবুদ্ধিশ্চেৎ, তদা পরং পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং ভজেৎ। তীব্রেণ দৃঢ়েণ; যদ্বা, অকামো বৈরাগ্যকামঃ, উদারধীঃ ভগবদেকপ্রাপ্তিকামো বা, অন্যৎ সমানম্ ॥ ৫৭৫ ॥

মোক্ষাধিকত্বম্

তৃতীয়ে কাপিলেয়ে (২৫।৩২)—

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৫৭৬ ॥

অনুবাদ—মোক্ষাধিকত্ব, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে—নিষ্কামভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, যেহেতু নিষ্কামভক্তির আনুষঙ্গিক ভাবেই এই মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। জঠরাগ্নি যেমন ভুক্ত অন্নকে বিনা যত্নেই পরিপাক করে, সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তিও সত্বর এই লিঙ্গদেহকে ক্ষয় করিয়া থাকে ॥ ৫৭৬ ॥

টীকা—অনিমিত্তা নিষ্কামা; সিদ্ধের্মুক্তেরপি গরীয়সী। মুক্তিশ্চানুষঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ—যা ভক্তিঃ কোষং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। প্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধো দৃষ্টান্তঃ—নিগীর্ণং ভুক্তমন্নং জাঠরোঽগ্নির্যথা জরয়তীতি। 'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্ (শ্রীভাঃ ৩।২৫।৩২) ইত্যাদিশ্লোকোঽত্র ন সংগৃহীতঃ। তত্র ভক্তিলক্ষণোক্তে গরীয়স্ত্বঞ্চ, ভক্তেস্তত্রৈবোক্তং 'নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ' (শ্রীভাঃ ৩।২৫।৩৪) ইত্যাদিশ্লোকপঞ্চকেন। তদত্রানুপযোগান্ন সংগৃহীতম্। এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥ ৫৭৬ ॥

পঞ্চমে শ্রীঋষভদেবচরিতান্তে (৬।১৭)—

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধ-বৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং ন এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ ॥ ৫৭৭ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীঋষভদেবের চরিত বর্ণনার শেষে কথিত হইয়াছে—কবিগণ যাহাতে সংসারতাপতপ্ত জীবাত্মাকে স্নান করাইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন এবং যাহার সহায়তায় পরমপুরুষার্থ মুক্তি প্রার্থনা ছাড়া ভগবৎকৃপায় আপনি আবির্ভূত হইলেও তাহা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না, সেই ভগবদ্ভক্তিই সমস্ত পুরুষার্থের বিধাত্রী, অতএব ভক্তজন ভগবচ্চিহ্নিত সামর্থ্যবান বলিয়া স্বভাবতঃ তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার পুরুষার্থই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৭৭ ॥

টীকা—ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেবে একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ত্তত। ইতি পূর্ব্বগদ্যাদ্ভক্তিরনুবর্ত্তত এব। অতো যস্যাং ভক্তাবেব, ন তু যোগাদিষু অনুসবনমবিরতং চাত্মানং স্নাপয়ন্ত ইতি পরমানন্দরসময়ত্বং সূচিতম্। আত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি; যদ্বা, আত্যন্তিকং সাযুজ্যরূপমপি। অতঃ পরমপুরুষার্থমপ্যপবর্গং মোক্ষম্। যদ্বা, অপবর্গো মোক্ষম্। আত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি। এবং সতীদং গদ্যমগ্রে স্বতঃপরমপুরুষার্থতায়াং দ্রষ্টব্যম্। এবমন্যদপি জ্ঞেয়ম্। স্বয়মাসাদিতং আত্মনৈব প্রাপ্তম্; যদ্বা, ভগবতা স্বয়মেব দীয়মানমপি অনাদরে হেতুঃ—ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিতঃ সমাপ্তাঃ সম্যক্ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে পুরুষার্থা যৈঃ

দ্বাদশে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবোক্তৌ (১০।৬)—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥৫৭৮

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীশিব বাক্য—এই ব্রহ্মর্ষি যখন অব্যয় পুরুষে পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন, তখন ইনি কোনও প্রকার আশীর্ব্বাদ বা মুক্তিলাভ আকাঙ্ক্ষা করেন না ॥ ৫৭৮ ॥

টীকা—আশিষঃ অভ্যুদয়লক্ষণাঃ, উত স্মিতৌ; তত্র হেতুঃ—ভক্তিমিতি, অব্যয়ে পরিপূর্ণে পুরুষে শ্রীকৃষ্ণে ॥ ৫৭৮ ॥

অতএবোক্তং পঞ্চমে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বাদরায়ণিনা (১৪।৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥৫৭৯॥

অনুবাদ—অতএব পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকদেবের বাক্য—ভগবদ্ভক্তির জন্য সেই রাজার মন অত্যন্ত লুব্ধ, সেইজন্য তিনি দুস্ত্যজ রাজ্য, ধন, জন, পুত্র, কলত্রাদি বা দেববাঞ্ছিত যে রাজলক্ষ্মী দয়ার পাত্র হইবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি দীনভাবে দৃষ্টি দিতেন, তাহাকেও বাসনা করেন নাই, কারণ যাঁহাদের অন্তঃকরণ অন্তর্য্যামী শ্রীহরির সেবায় আসক্ত তাঁহাদিগের পক্ষে পরম পুরুষার্থ বিধায়ক মোক্ষ ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয় ॥৫৭৯

টীকা—য এবম্ভূতোঽসৌ নৃপঃ, স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদিতি যৎ, তদুচিতম্। সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকো যস্যাস্তামিতি পরি-জনাবলোকঃ শ্রিয়ামুপচর্য্যতে। যদ্বা, সাক্ষাত্তুতাং ভরতং কৃপয়াবলোকয়ন্তীমপি সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীং লক্ষ্মীমেব। যতঃ মধুদ্বিষঃ সেবায়াং ভক্তৌ কস্যা-ঞ্চিদ্বা পরিচর্য্যায়ামপি অনুরক্তং মনোঽপি, ন তু প্রবৃত্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং যেষাং তেষাং মহতাম্ অভবঃ মোক্ষোঽপি ফল্গুস্তুচ্ছ এব ॥ ৫৭৯ ॥

———

একাদশে চ ভগবতা (১৪।১৪)—

> ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
> ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
> মর্য্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ৫৮০ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের বাক্য—একনিষ্ঠভাবে আমাতে যে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সেই ভক্ত আমাকে ছাড়া কি ইন্দ্রলোক, কি ব্রহ্ম-লোক কিংবা সার্ব্বভৌমত্ব অথবা পাতালের আধিপত্য কিংবা মুক্তি কিছুই বাঞ্ছা করেন না ॥ ৫৮০ ॥

টীকা—রসাধিপত্যং পাতালাদি-স্বাম্যম্, অপুন-র্ভবং মোক্ষমপি, পারমেষ্ঠ্যাদ্যপুনর্ভবান্তেষ্বেষু ক্রমেণ শ্রীভগবদ্ভক্তের্ন্যূনতয়া তেষাং ন্যূনতাভিপ্রায়েণৈবং ব্যাখ্যেয়ম্ পারমেষ্ঠ্যমপি নেচ্ছতি, কিম্পুনর্মহেন্দ্র-ধিষ্ণ্যমিত্যাদি। মদ্বিনা মাং হিত্বা অন্যন্নেচ্ছতি, অহমেব তস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, মদ্বিনা মদ্ভক্তিং বিনা অন্যৎ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসাদিকমপি নেচ্ছতীত্যর্থঃ ॥৫৮০॥

———

অতএবোক্তং ষষ্ঠে শ্রীরুদ্রেণ (১৭।৩১)—

> **বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্।**
> **জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৫৮১ ॥**

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীরুদ্র বাক্যে—যাঁহারা শ্রীবাসুদেবে একনিষ্ঠ ভক্ত এবং যাঁহাদের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভাবসমন্বিত, তাঁহারা ভক্তি অপেক্ষা অন্য কোনও পদার্থকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করেন না, আশ্রয়ও করেন না ॥ ৫৮১ ॥

টীকা—তদেব সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ দ্রঢ়য়তি—বাসু-দেব ইতি দ্বাভ্যাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্বীর্য্যং বলং যেষাং, তয়োরপি বীর্য্যং যেভ্য ইতিবা ; ব্যপাশ্রয়ঃ বিশিষ্টবুদ্ধ্যা আশ্রয়ণীয়োঽর্থো নাস্তি ॥ ৫৮১ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে চ শ্রীপ্রহ্লাদেন (১।২০।২৭)—

> **ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।**
> **সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি ॥ ৫৮২ ॥**

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদ মহারাজের বাক্য—সমস্ত জগতের মূলাশ্রয় আপনাতে যাহার ভক্তি প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্ম, অর্থ বা কামে তাহার প্রয়োজন কি ? মুক্তিই তাহার করতলগত হইয়া থাকে ॥৫৮২

টীকা—করে স্থিতা অধীনাভূদিত্যর্থঃ। অতস্তস্যা-মাদরো নাস্তীতি ভাবঃ। যদ্বা, স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করে গৃহীতেত্যর্থঃ। অতস্তস্যাং স্বার্থাভাবান্নৈর-পেক্ষ্যমেব সিদ্ধম্। সমস্তজগতাং সাধকানাং সিদ্ধা-নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মূলে আশ্রয়ে, অতো মূলাপেক্ষয়া পত্রাদিস্থানীয়ান্যপেক্ষ্যাণ্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫৮২ ॥

———

অতএবোক্তং নারসিংহে—

> **পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে-**
> **ষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।**
> **ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে**
> **মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ? ৫৮৩ ॥**

অনুবাদ—অতএব নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ক্রয় না করিলেও যে প্রকার পত্র, পুষ্প, ফল ও জল পাওয়া যায়, সেই প্রকার ভক্তিপ্রভাবে পুরাণ-

পুরুষ শ্রীভগবানকে সহজে লাভ করিতে পারিলে লোক কি জন্য মুক্তিলাভে যত্ন করিবে ॥ ৫৮৩ ॥

টীকা—অক্রীতেষু চ তেষু তথাপি লভ্যেষু সৎসু। যদ্বা, ভাবে ক্তঃ; ক্রয়ং বিনাপি লভ্যেহিবত্যর্থঃ। এবং ভক্তিসাধনানাং সুলভতা দর্শিতা, ভক্ত্যা চ সুলভে পুরাপি নবঃ পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ, তস্মিন্ ইতি ভজনীয়স্য সুসাধ্যতা দর্শিতা। মুক্তেঃ প্রযত্নঃ কিমর্থং ক্রিয়তে, আনুষঙ্গিকত্বেন তস্যাঃ স্বত এব সিদ্ধেঃ। কিংবা সাধ্যে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপযোগাৎ। পরমবস্তুনি সুলভে তুচ্ছবস্তুর্থং প্রয়াসোহনুচিত ইতি॥৫৮৩

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে (৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৫৮৪॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—কর্ম্মগ্রন্থিমুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, এই প্রকার আকর্ষণকারিণী শক্তি শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান ॥ ৫৮৪ ॥

টীকা—আত্মারামা ব্রহ্মনিষ্ঠা অপি, অতএব নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং শ্রীগীতাসু (২।৫২)—'যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ' ॥ ইতি। যদ্বা, গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ, নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। ননু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যোতাদি-সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ—ইত্থম্ভূতগুণ ইতি। অত্যনির্ব্বচনীয়পরমাকর্ষক-ভক্তিগুণত্বাদিত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যুপাদিতমেবাস্তি ॥ ৫৮৪ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

বামনে—

যেষাঞ্চক্রগদাপাণৌ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
তে যান্তি নিয়তং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥৫৮৫

অনুবাদ—শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপকত্ব—বামনপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহাদের চক্রপাণি ও গদাপাণি শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি আছে, তাঁহারা ভক্তি-যোগ দ্বারা লভ্য শ্রীহরির নিত্যধামে গমন করেন ॥ ৫৮৫ ॥

টীকা—যোগেশ্বরো ভক্তিযোগপ্রাপ্যঃ ॥ ৫৮৫ ॥

স্কান্দে—

মুনির্জাপ্যপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেহপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৮৬

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তিনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয়, নিত্য ভগবানের নাম-মন্ত্র জপকারী মুনি বা গৃহস্থ যাহাই হউন না কেন তিনি শ্রীবিষ্ণুর সেই পরমধামে গমন করেন ॥৫৮৬॥

টীকা—জাপ্যং ভগবতো মন্ত্রঃ নাম বা, তৎপরঃ, অতো দৃঢ়ভক্তিঃ, অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ, বিপরীতো বা হেতুহেতুমদ্ভাবঃ ॥ ৫৮৬ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠ-বর্ণনে (১৫।২৫)—

যদ্বৈ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥৫৮৭॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠ-বর্ণনে—দেবগণ অপেক্ষা অধিক যোগশক্তি সম্পন্ন ও অহঙ্কার বর্জ্জিত ব্যক্তিগণই বৈকুণ্ঠলোকে যাইতে পারেন। দেবাদিদেব শ্রীহরির প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি পরায়ণ হওয়ায় তাঁহারা এতদূর প্রভাবশালী যে কৃতান্তও তাঁহাদের নিকট যাইতে সাহস পান না। তাঁহাদের ভক্তি-বিষয়ে অধিক কি বলিব, যখন পরস্পরে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে অনুরাগী হন, তখন অবশতা ও বাষ্প নির্গম বশতঃ তাঁহাদের শরীর পুলকিত হইয়া থাকে। এই প্রকার স্বভাব সকলেরই বাঞ্ছা করা উচিত ॥ ৫৮৭ ॥

টীকা—যচ্চ নোহস্মাকং সর্ব্বদেবানামুপরি স্থিতং ব্রজন্তি। কে? অনিমিষাং দেবানামৃষভঃ শ্রেষ্ঠো হরিস্তস্যানুবৃত্ত্যা ভক্ত্যা দূরে যমো যেষাং তে; যদ্বা, দূরীকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহম্ ইতি পাঠে দূরীকৃতা-হঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং করুণাদি ভগবদ্ভজনাদি

বা শীলং স্বভাবো যেষাম্। যদ্বা, অস্মৎপ্রার্থ্যং শীলং যেষাম্। কিঞ্চ, ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশস্তস্য মিথঃ কথনেন যঃ প্রেমাবির্ভাবস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং, তেন যা বাষ্পকলা, তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাং তে। ইত্যনুবৃত্তিলক্ষণমুক্তম্। যদ্বা, তথাভূতাঃ সন্তো ব্রজন্তীতি গমনপ্রকারঃ; যদ্বা, ন উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং, নিরহঙ্কার ত্বাদপ্যস্মত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮৭ ॥

দশমে চ শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ (১৪।৫)—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥৫৮৮॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মার স্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য—হে অপরিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্য! পুরাকালে ইহলোকে অনেকানেক যোগপথাবলম্বী ব্যক্তি যোগবলে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার লৌকিক চেষ্টাসমূহ আপনাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন, তারপর নিজকর্ম্ম অর্পণহেতু লব্ধ ও আপনার কথা শ্রবণ জনিত ভক্তি লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া মহাসুখে আপনার দিব্য গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৮৮ ॥

টীকা—ভক্ত্যৈব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির্নান্যথেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি ভূমন্। হে অপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্য, ইহলোকে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তঃ যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বদর্পিতেহা ত্বয়ি অর্পিতা লোকিক্যপি ঈহা চেষ্টা যৈস্তে, নিজকর্ম্মলব্ধয়া ত্বদর্পিতৈর্নিজৈঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মলক্ষণৈর্লব্ধয়া। অর্পিতা লৌকিক্যপি ঈহা চ নিজকর্ম্মাণি চ তৈর্লব্ধয়েত্যেকং বা পদম্। কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া, যদ্বা, কথয়া উপস্থাপিতয়া কথাপ্রধানয়েত্যর্থঃ। যদ্বা, কথা প্রবর্ত্তিতয়েত্যর্থঃ। ভক্ত্যৈব বিবুধ্য তত্ত্বং জ্ঞাত্বা অঞ্জঃ সুখেনৈব তে পরাং পরমাং গম্যত ইতি গতিং গম্যপদং প্রাপ্তাঃ ॥ ৫৮৮ ॥

শ্রীভগবত্তোষণম্

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষ প্রশ্নোত্তরে—

সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তিপ্রণাশনঃ।
স্বভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা ॥৫৮৯॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবত্তোষণ প্রশ্নোত্তরে—শরণাগতের দুঃখ মোচনকারী ও ভক্তবৎসল, সেই সর্ব্বদেবময় শ্রীহরিভক্তি দ্বারাই প্রীত হন। অন্য প্রকারে তাঁহার প্রসন্নতা হয় না ॥ ৫৮৯ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদস্য বালোপদেশে (৭।৫১-৫২)—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাঽসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৫৯০ ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৫৯১ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে অসুর বালদের প্রতি শ্রীপ্রহলাদ বাক্য—হে অসুর নন্দনগণ! ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদ্বৃত্ত অথবা বহুজ্ঞতা—এ সকল দ্বারা শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদন হয় না। কি দান, কি তপস্যা, কি যজ্ঞানুষ্ঠান, কি পবিত্রতা, কি ব্রতাদি, কি অন্য প্রকার আয়োজন, এ-সব কিছুই প্রেমময় শ্রীহরির প্রীতিপদ নয়। নির্ম্মল ভক্তিযোগেই তিনি প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন, এছাড়া আর সকলই বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৫৯০-৫৯১ ॥

টীকা—হে অসুরাত্মজাঃ! দেবত্বাদিকং মুকুন্দস্য প্রীণনায় নালং ন সমর্থম্; বৃত্তং সদাচারং, অমলয়া নিষ্কাময়া বিশুদ্ধয়া বা; বিড়ম্বনং নটনমাত্রং, ন তু তাত্ত্বিকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯০-৫৯১ ॥

শ্রীনৃসিংহস্তুতৌ চ (শ্রীভাঃ ৭।৯।৯)

মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাব-বলপৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥৫৯২॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ স্তুতিতে—অর্থ প্রাচুর্য্য, সৎকুলে জন্ম, শরীর সৌন্দর্য্য, স্বধর্ম্মাচরণ, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয় পটুতা, কান্তি, প্রতাপ, দৈহিক ক্ষমতা, উদ্যম,

প্রজ্ঞা এবং অষ্টাঙ্গযোগ এই সমস্ত পদার্থের কিছুই শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে, ইহাই আমার মনে হয়, যেহেতু ভগবান গজেন্দ্রের প্রতি কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৫৯২ ॥

টীকা—অভিজনঃ সৎকুলে জন্ম, রূপং সৌন্দর্য্যম্, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, শ্রুতং পাণ্ডিত্যম্, ওজঃ ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্যম্, তেজঃ কান্তিঃ, প্রভাবঃ প্রতাপঃ, বলং শরীর-শক্তিঃ, পৌরুষম উদ্যমঃ, বুদ্ধিঃ, প্রজ্ঞা, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ; এতে ধনাদয়ো দ্বাদশাপি গুণাঃ পরস্য পুংসঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তবারাধনায় ভজনোপকরণায়াপি ন ভবন্তি, কিমুত তত্তুষ্ট্যৈ। হি যতঃ কেবলয়া ভক্ত্যৈব গজেন্দ্রায় তুষ্টোঽভবৎ ॥ ৫৯২ ॥

অন্যত্রাপি—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং
কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্?
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ
গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥ ৫৯৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—ব্যাধের কি আচরণ, ধ্রুবের কি বয়স, গজেন্দ্রের কি বিদ্যা, কুব্জার কি রূপ, সুদামার কি ধন, বিদুরের কি বংশ অথবা যাদবপতি উগ্রসেনের কি পরাক্রম ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন, কর্ম্ম, বয়স বা বিদ্যাদির দ্বারা নয় ॥ ৫৯৩ ॥

টীকা—ব্যাধস্যাচরণং কিং ধ্রুবস্য চ বয়ঃ কিং, বিদুরস্য বংশঃ কুলং কঃ, অপি তু ন কোঽপি, দাস্যাং জাতত্বাৎ। যাদবপতেরুগ্রসেনস্য। অতঃ কর্ম্মবয়ো-বিদ্যাদিভির্গুণৈর্ন তুষ্যতি কিন্তু কেবলং ভক্ত্যৈব। যতঃ ভক্তিরেব প্রিয়া প্রীতিকরী যস্য সঃ ॥ ৫৯৩ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা (শ্রীগীতাঃ ৯।২৬)—
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৫৯৪ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীভগবানের উক্তিতে—কামনা-রহিত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা দান করেন, তাঁহার সেইসব ভক্তি প্রদত্ত বস্তু আমি সাগ্রহে স্বীকার করি ॥ ৫৯৪ ॥

টীকা—ভক্ত্যা প্রীত্যা উপহৃতং স্বীকৃতং যথা স্যাত্তথাশ্নামি। প্রযতাত্মনো নিষ্কামস্য ॥ ৫৯৪ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীহনূমতোক্তম্ (৫।১৯।৭)—
ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্য্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ৫৯৫ ॥

অনুবাদ পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীহনূমৎ বাক্য—সৎকুলে জন্ম-পরিচয়, রূপ-গৌরব, বাগ্মিতা, বুদ্ধিচাতুর্য্য বা প্রখ্যাত জাতি, এ সকল দ্বারা ভগবৎপ্রীতি সংঘটিত হয় না, কেবল ভক্তিই ভগবৎপ্রীতির কারণ। তাহা না হইলে আমাদিগকে বনচর জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র ভক্তি বাধ্য হইয়া আমাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করি-লেন কেন? ৫৯৫ ॥

টীকা—ন তস্য তোষহেতুঃ সৎকুলজন্মাদি, কিন্তু ভক্তিরেবেত্যাহ—ন জন্মেতি। মহতঃ পুরুষাজ্জন্ম, যদ্বা, মহতো বৈষ্ণবস্যাপি ন তোষহেতুঃ, কুতো ভগ-বত ইত্যর্থঃ। সৌভগং সৌন্দর্য্যম্; আকৃতির্জাতি, যদ্যস্মাৎ তৈর্জন্মাদিভির্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানাপি নো বন-চরান্ বত অহো লক্ষ্মণাগ্রজোঽপি সখিত্বে ন কৃতবান্ ॥ ৫৯৫ ॥

শ্রীভগবৎসঙ্গমকত্বম্

শ্রীভগবদ্গীতাসু (১১।৫৪)—
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং-দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৯৬ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্গীতায়—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কেবলমাত্র নির্ম্মল ভক্তিপ্রভাবে লোকেরা আমাকে এই প্রকার জানিতে, দেখিতে এবং আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে ॥ ৫৯৬ ॥

টীকা—তর্হি কেনোপায়েন ত্বং প্রাপ্তুং শক্যঃ? তত্রাহ—ভক্ত্যেতি; অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া বিশুদ্ধয়া

বা ভক্ত্যা ; এবস্তুতো বিশ্বরূপোঽপরিচ্ছিন্নোঽথ চ শ্রীদেবকীগর্ভজাতঃ শ্রীযশোদালালিতো দামোদরো নিত্যকিশোরশ্চেত্যাদিরূপঃ। তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ ; শাস্ত্রতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ যন্নয়ত্বেন নিত্য-নিকটবর্ত্তিত্বাদিনা বাহং জ্ঞাতুং শক্যো ন চান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৯৬ ॥

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে (১৪।২৫)—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ৫৯৭ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভবদুদ্ধব-সংবাদে—সোনা যেমন অগ্নি সংযোগে নিজের মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ রূপ পাইয়া পবিত্র হয়, সেই প্রকার জীবাত্মা আমার প্রতি ভক্তি করিলে তাহার অন্তরস্থিত কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৯৭ ॥

টীকা—ভক্ত্যৈব সকলমলাপগমতো ভগবৎসঙ্গমো, নান্যথেতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা অগ্নিনা ধ্মাতং তাপিতমেব হেম সুবর্ণং অন্তর্মলং জহাতি, ন ক্ষালনাদিভিঃ স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে। কর্ম্মানুশয়ং কর্ম্মবাসনাম্, মা ভজতে, ময়া সঙ্গমমাপদ্যতে ॥৫৯৭॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২৮।৪৫)—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং নোপযাতি সঃ ॥৫৯৮

অনুবাদ—আরও যথা—হে উদ্ধব! সর্ব্বলোক মহেশ্বর, সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ আমাকে যিনি অচলা ভক্তিসহকারে আরাধনা করেন তিনি আমাকেই পাইয়া থাকেন ॥ ৫৯৮ ॥

টীকা—মহেশ্বরত্বে হেতুঃ—সর্ব্বেস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ো যস্মাত্তম্, অতএব তস্য কারণং মা মাং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ; যদ্বা, ব্রহ্মণো বেদস্য জীবতত্ত্বস্য বা কারণং পরব্রহ্মরূপং মাং দেবকীনন্দনম্ উপযাতি সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি, নিত্যসঙ্গিতয়া মিলতীত্যর্থঃ।৫৯৮

শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদশৌনক-সংবাদে—

ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিঞ্চ ন দদাত্যেষ যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥৫৯৯॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-শৌনক-সংবাদে বলা হইয়াছে যে,—শ্রীহরিকে মথুরা ছাড়া অন্যত্র পূজা করা হইলে তিনি সেবকগণকে ভুক্তি এমন কি মুক্তিও প্রদান করেন কিন্তু প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রদান করেন না, যেহেতু প্রেমময় হরি তাহাতেই বিশেষ বাধ্য ॥ ৫৯৯ ॥

টীকা—অন্যত্র শ্রীমথুরেতরস্থানে অর্চ্চিতঃ সন্ সেবিনাং ভজতামপি ভক্তিং প্রেমলক্ষণাম্ ; যদ্বা সেবিনাং পূজাপরিচর্য্যাকারিণামপি সমগ্রাং ভক্তিং ন দদাতি ॥ ৫৯৯ ॥

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—

মায়াজানিরমায়োঽসৌ ভক্ত্যা রাজন্নমায়য়া।
সাধ্যতে সাধুপুরুষৈঃ স্বয়ং জানাতি তত্ত্ববান্ ॥৬০০॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীনারদ-অম্বরীষ-সংবাদে কথিত হইয়াছে তিনি মায়ার অধীশ্বর অতএব নিজে মায়াবিকার রহিত, সাধুগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধা ভক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন ইহা আপনার জানা আছে ॥ ৬০০ ॥

টীকা—মায়া জায়া অধীনা যস্য স মায়াজানিঃ, অতঃ স্বয়মমায়ঃ মায়াবিকাররহিতঃ। যদ্বা, ন বিদ্যতে মায়া যস্মাৎ সঃ ভক্তানাং মায়ানিবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অমায়য়া বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা, সাধুভিঃ পুরুষৈঃ। যদ্বা, সাধু যথা স্যাত্তথা, যৎ সাধ্যতে বশীক্রিয়তে তত্ত্ববানেব স্বয়ং জানাতি, ভবতা তদ্বশীকরণাৎ ; অতস্তন্ময়া কিং নির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৬০০ ॥

একাদশস্কন্ধে চ তত্রৈব (১৪।২০-২১)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৬০১॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥৬০২

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—ভক্তি প্রভাবে আমি যে প্রকার বশ্যতা স্বীকার করি, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান এ সকল কার্য্যে সেই প্রকার বশ্যতা স্বীকার করি না। প্রকৃত পক্ষে অনন্য ভাবে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনায় আত্মরূপী সাধুপ্রিয় আমাকে ভক্তগণ লাভ করিয়া থাকে ॥৬০১-৬০২ ॥

টীকা—ন সাধয়তি ন বশীকরোতি ; উর্জ্জিতা পরমসমর্থা ॥ ৬০১ ॥

টীকা—শ্রদ্ধয়া যা ভক্তিস্তয়া, সতাং ভক্তানাং প্রিয় আত্মা আত্মনোঽপি সকাশাৎ প্রিয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা, আত্মাপি অপ্রিয়ো যস্মাৎ স পরমপ্রিয়তম ইত্যর্থঃ ॥ ৬০২ ॥

স্বতঃ পরম-পুরুষার্থতা

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে (২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৬০৩

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের বাক্যে—আমাতে একান্ত ভক্তিপরায়ণ যাঁহারা, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সমীপ্য ও সারূপ্য মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা আমার সেবা ছাড়া অন্য কিছুই কামনা করেন না ॥ ৬০৩ ॥

টীকা—সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং, সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং সারূপ্যং সমানরূপতাম্, একত্বং সাযুজ্যম্, উত অপি দীয়মানমপি ময়া ; মৎসেবন মদ্ভক্তিম্ ॥ ৬০৩ ॥

নবম-স্কন্ধে চাম্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবদুক্তৌ (৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥
ইতি ॥ ৬০৪ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে শ্রীঅম্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবদ্বাক্য—আমার সেবা করায় সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় সমাগত হইলে ভক্তগণ আমার সেবাতেই পূর্ণ হইয়া তৎ সমুদয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, অন্য নশ্বর বস্তুর কথা আর কি বলিব ? ৬০৪ ॥

টীকা—'বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা' (শ্রীভাঃ ৯।৪ ৬৬) ইতি দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতা পূর্ব্বশ্লোকত উক্তম্। ননু তেষামপেক্ষিতং কিঞ্চিদন্যৎ প্রদায়াত্মানং স্বতন্ত্রয়তি চেত্তত্রাহ—মৎসেবয়েতি ; প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি, আদিশব্দেন সারূপ্য-সামীপ্য-সাযুজ্যানি, সেবয়া মদ্ভক্ত্যৈব পূর্ণাঃ পরিপূর্ণকামাঃ পরমানন্দরসভৃতা বা ; সেবাং বিনা নান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ, ভক্তেরেব স্বতঃ পরমফলত্বাৎ। সদা ভক্ত্যৈকাসক্তত্বাত্তেষামহং বশ্য এবেতি, দুর্ব্বাসসং প্রতি বাক্যতাৎপর্য্যম্ ॥ ৬০৪ ॥

মাহাত্ম্যং যচ্চ ভগবদ্ভক্তানাং লিখিতং পুরা।
তদ্ভক্তেরপি বিজ্ঞেয়ং তেষাং ভক্ত্যৈব তত্ত্বতঃ ॥৬০৫

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে ভক্তগণের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে তাহাতেই ভক্তিদেবীর মাহাত্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে কারণ ভক্তগণের মাহাত্ম্য ও ভক্তির মাহাত্ম্য তত্ত্বতঃ ভিন্ন বস্তু নহে ॥ ৬০৫ ॥

টীকা—এবং পাপপ্রায়শ্চিত্তনিরসনমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতাপর্য্যন্তং শ্রীমদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা, ইদানীং পূর্ব্বলিখিতমখিলং তত্তন্মাহাত্ম্যমপি ভক্তি-মাহাত্ম্য এব পর্য্যবসায়য়তি—মাহাত্ম্যমিতি দ্বাভ্যাম্। তৎ—মাহাত্ম্যম্. যতো যস্মাৎ তেষাং ভক্তানাং তন্মাহাত্ম্যভক্ত্যৈব হেতুনা ভবতি ॥ ৬০৫ ॥

তথা পূজা-তদঙ্গানাং শ্রীমন্নাম্নোঽপরস্য চ।
দ্রষ্টব্যমিহ মাহাত্ম্যং তেষাং ভক্ত্যঙ্গতা যতঃ ॥৬০৬॥

অনুবাদ—সেই প্রকার পূজা, তদঙ্গ, ভগবন্নাম ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির মাহাত্ম্য যাহা লিখিত হইল তাহা ভক্তি মাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্য কারণ তাঁহাদের পূজা প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গসমূহ ভক্তির অঙ্গ মাত্র ॥ ৬০৬ ॥

টীকা—তথেতি পূর্ব্বলিখিত-সমুচ্চয়ে। পূজায়াঃ তস্যাঃ পূজায়াঃ অঙ্গানাঞ্চ, শ্রীমন্নাম্নশ্চ অপরস্য চ শ্রবণকীর্ত্তনাদেঃ, অগ্রে লেখ্যস্যৈকাদশ্যুপবাসাদেরপি যন্মাহাত্ম্যং, তৎ সর্ব্বমিহ ভক্তি-মাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্যম্।

যতো যস্মাত্তেষাং পূজাদীনাং ভক্তেরঙ্গতা, তানি সর্ব্বাণি ভক্তেরেবাঙ্গানীত্যর্থঃ ॥ ৬০৬ ॥

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিনিত্যতা

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তাসুধারসবিশেষরসৈকসারম্ ।
তাবজ্জরামরণ-জন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ ৬০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তির নিত্যতা বিষ্ণু-ভক্তি কথা রূপ অমৃতরস সারকে যে পর্য্যন্ত ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করে মনুষ্যগণ সেই সময় পর্য্যন্ত জীবের বিবিধ দেহ জাত জরা ব্যাধি মৃত্যু ও জন্মাদি যাতনাসমূহ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬০৭ ॥

টীকা—এবমনুষ্ঠানে গুণসমুদয়ং লিখিত্বা, ইদানী-মকরণে প্রত্যবায়ং লিখতিযাবদিত্যাদিনা, 'পতন্ত্যধঃ' ইত্যন্তেন। বিষ্ণুভক্তের্বার্ত্তা অন্যোঽন্যকথনমপি সুধারসস্তং যাবজ্জনো ন ভজতি, ভক্ত্যা নাশ্রয়তি, জরামরণজন্মনাং শতং বাহুল্যং অভিঘাতশ্চ নরকা-দিষু প্রহারঃ, যদ্বা, জরাদিশতস্য যানি দুঃখানি তানি অনির্ব্বচনীয়ানি। এবং সংসারমহাদুঃখজালা-নিবৃত্তিরুক্তা ॥ ৬০৭ ॥

দশমে ব্রহ্মস্তুতৌ (১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৬০৮ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা তাঁহার স্তব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে প্রভো যাঁহারা মঙ্গলের পথ ভক্তি-দেবীকে পরিহার করিয়া কেবল বোধোপলব্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার তূষ হইতে তণ্ডুল বাহির করিবার মত বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন—অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত কেবল বোধোপলব্ধি অসম্ভব ইহাই ব্রহ্মার বক্তব্য ॥ ৬০৮ ॥

টীকা—ভক্তিং বিনা তু জ্ঞানং নৈব সিধ্যেদথ চ কেবলং দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ—শ্রেয় ইতি ; শ্রেয়সাম্ অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিম্ উদস্য ত্যক্ত্বা, শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা, তেষাং ক্লেশলঃ ক্লেশ এব শিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যথা স্বল্পপ্রমাণধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাংস্তুষান্ যেঽ-বঘ্নন্তি, তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ; এবং ভক্তিং তুচ্ছী-কৃত্য কেবলবোধায় যে প্রযতন্তে, তেষামপীতি ॥৬০৮॥

একাদশে (৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৬০৯॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৬১০ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে—পরম পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম সহ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব ঈশ্বরকে ভজনা করে না বিশেষ অশ্রদ্ধা করে তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৬০৯-৬১০ ॥

টীকা—স্বজনকস্য ভগবতোঽভজনাদ্‌গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাণা-মুৎপত্তিমাহ—মুখেতি। গুণৈঃ—সত্ত্বেন বিপ্রঃ, সত্ত্ব-রজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ, রজোস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ, তমসা শূদ্র ইতি ; যদ্বা, গুণৈর্বৃত্তিভিশ্চ সহ। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (৬।৩০-৩৩) 'মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ। যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণো গুরুঃ। বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ। যো জাতস্ত্রা-য়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ। বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ। বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ। পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে। তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ইতি। তথা 'আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যম-সৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ' (শ্রীভাঃ ৩।১২।৪১) ইতি। যদ্বা,

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—ভক্তি প্রভাবে আমি যে প্রকার বশ্যতা স্বীকার করি, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান এ সকল কার্য্যে সেই প্রকার বশ্যতা স্বীকার করি না। প্রকৃত পক্ষে অনন্য ভাবে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনায় আত্মরূপী সাধুপ্রিয় আমাকে ভক্তগণ লাভ করিয়া থাকে ॥৬০১-৬০২ ॥

টীকা—ন সাধয়তি ন বশীকরোতি ; উজ্জিতা পরমসমর্থা ॥ ৬০১ ॥

টীকা—শ্রদ্ধয়া যা ভক্তিস্তয়া, সতাং ভক্তানাং প্রিয় আত্মা আত্মনোঽপি সকাশাৎ প্রিয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা, আত্মাপি অপ্রিয়ো যস্মাৎ স পরমপ্রিয়তম ইত্যর্থঃ ॥ ৬০২ ॥

স্বতঃ পরম-পুরুষার্থতা

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে (২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৬০৩

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের বাক্যে—আমাতে একান্ত ভক্তিপরায়ণ যাঁহারা, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সমীপ্য ও সারূপ্য মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা আমার সেবা ছাড়া অন্য কিছুই কামনা করেন না ॥ ৬০৩ ॥

টীকা—সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং, সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং সারূপ্যং সমানরূপতাম্, একত্বং সাযুজ্যম্, উত অপি দীয়মানমপি ময়া ; মৎসেবন মদ্ভক্তিম্ ॥ ৬০৩ ॥

নবম-স্কন্ধে চাম্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবদুক্তৌ (৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥
ইতি ॥ ৬০৪ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে শ্রীঅম্বরীষোপাখ্যানে শ্রীভগবদ্বাক্য—আমার সেবা করায় সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় সমাগত হইলে ভক্তগণ আমার সেবাতেই পূর্ণ হইয়া তৎ সমুদয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, অন্য নশ্বর বস্তুর কথা আর কি বলিব ? ৬০৪ ॥

টীকা—'বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা' (শ্রীভাঃ ৯।৪ ৬৬) ইতি দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতা পূর্ব্বশ্লোকত উক্তম্। ননু তেষামপেক্ষিতং কিঞ্চিদন্যৎ প্রদায়াত্মানং স্বতন্ত্রয়তি চেত্তত্রাহ—মৎসেবয়েতি ; প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি, আদিশব্দেন সারূপ্য-সামীপ্য-সাযুজ্যানি, সেবয়া মদ্ভক্ত্যৈব পূর্ণাঃ পরিপূর্ণকামাঃ পরমানন্দরসভৃতা বা ; সেবাং বিনা নান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ, ভক্তেরেব স্বতঃ পরমফলত্বাৎ। সদা ভক্ত্যেকাসক্তত্বাত্তেষামহং বশ্য এবেতি, দুর্ব্বাসসং প্রতি বাক্যতাৎপর্য্যম্ ॥ ৬০৪ ॥

মাহাত্ম্যং যচ্চ ভগবদ্ভক্তানাং লিখিতং পুরা।
তদ্ভক্তেরপি বিজ্ঞেয়ং তেষাং ভক্ত্যৈব তত্ত্বতঃ ॥৬০৫

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে ভক্তগণের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে তাহাতেই ভক্তিদেবীর মাহাত্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে কারণ ভক্তগণের মাহাত্ম্য ও ভক্তির মাহাত্ম্য তত্ত্বতঃ ভিন্ন বস্তু নহে ॥ ৬০৫ ॥

টীকা—এবং পাপপ্রায়শ্চিত্তনিরসনমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতাপর্য্যন্তং শ্রীমদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা, ইদানীং পূর্ব্বলিখিতমখিলং তন্মাহাত্ম্যমপি ভক্তি-মাহাত্ম্য এব পর্য্যবসায়য়তি—মাহাত্ম্যমিতি দ্বাভ্যাম্। তৎ—মাহাত্ম্যম্. যতো যস্মাৎ তেষাং ভক্তানাং তন্মাহাত্ম্যভক্ত্যৈব হেতুনা ভবতি ॥ ৬০৫ ॥

তথা পূজা-তদঙ্গানাং শ্রীমন্নাম্নোঽপরস্য চ।
দ্রষ্টব্যমিহ মাহাত্ম্যং তেষাং ভক্ত্যঙ্গতা যতঃ ॥৬০৬॥

অনুবাদ—সেই প্রকার পূজা, তদঙ্গ, ভগবন্নাম ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির মাহাত্ম্য যাহা লিখিত হইল তাহা ভক্তি মাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্য কারণ তাঁহাদের পূজা প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গসমূহ ভক্তির অঙ্গ মাত্র ॥ ৬০৬ ॥

টীকা—তথেতি পূর্ব্বলিখিত-সমুচ্চয়ে। পূজায়াঃ তস্যাঃ পূজায়াঃ অঙ্গানাঞ্চ, শ্রীমন্নাম্নশ্চ অপরস্য চ শ্রবণকীর্ত্তনাদেঃ, অগ্রে লেখ্যস্যৈকাদশ্যুপবাসাদেরপি যন্মাহাত্ম্যং, তৎ সর্ব্বমিহ ভক্তি-মাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্যম্।

যতো যস্মাত্তেষাং পূজাদীনাং ভক্তেরঙ্গতা, তানি সর্ব্বাণি ভক্তেরেবাঙ্গানীত্যর্থঃ ॥ ৬০৬ ॥

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিনিত্যতা

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তাসুধারসবিশেষরসৈকসারম্ ।
তাবজ্জরামরণ-জন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ ৬০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তির নিত্যতা বিষ্ণু-ভক্তি কথা রূপ অমৃতরস সারকে যে পর্য্যন্ত ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করে মনুষ্যগণ সেই সময় পর্য্যন্ত জীবের বিবিধ দেহ জাত জরা ব্যাধি মৃত্যু ও জন্মাদি যাতনাসমূহ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬০৭ ॥

টীকা—এবমনুষ্ঠানে গুণসমুদয়ং লিখিত্বা, ইদানী-মকরণে প্রত্যবায়ং লিখতিযাবদিত্যাদিনা, 'পতন্ত্যধঃ' ইত্যন্তেন। বিষ্ণুভক্তের্বার্ত্তা অন্যোঽন্যকথনমপি সুধারসস্তং যাবজ্জনো ন ভজতি, ভক্ত্যা নাশ্রয়তি, জরামরণজন্মনাং শতং বাহুল্যং অভিঘাতশ্চ নরকা-দিষু প্রহারঃ, যদ্বা, জরাদিশতস্য যানি দুঃখানি তানি অনির্ব্বচনীয়ানি। এবং সংসারমহাদুঃখজালা-নিবৃত্তিরুক্তা ॥ ৬০৭ ॥

দশমে ব্রহ্মস্তুতৌ (১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৬০৮ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা তাঁহার স্তব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে প্রভো যাঁহারা মঙ্গলের পথ ভক্তি-দেবীকে পরিহার করিয়া কেবল বোধোপলব্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার তুষ হইতে তণ্ডুল বাহির করিবার মত বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন—অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত কেবল বোধোপলব্ধি অসম্ভব ইহাই ব্রহ্মার বক্তব্য ॥ ৬০৮ ॥

টীকা—ভক্তিং বিনা তু জ্ঞানং নৈব সিধ্যেদথ চ কেবলং দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ—শ্রেয় ইতি ; শ্রেয়সাম্ অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিম্ উদস্য ত্যক্ত্বা, শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা, তেষাং ক্লেশলঃ ক্লেশ এব শিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যথা স্বল্পপ্রমাণধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাস্তুষান্ যেঽ-বঘ্নন্তি, তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ; এবং ভক্তিং তুচ্ছী-কৃত্য কেবলবোধায় যে প্রযতন্তে, তেষামপীতি ॥৬০৮॥

একাদশে (৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৬০৯॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৬১০ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে—পরম পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম সহ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব ঈশ্বরকে ভজনা করে না বিশেষ অশ্রদ্ধা করে তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৬০৯-৬১০ ॥

টীকা—স্বজনকস্য ভগবতোঽভজনাদ্গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাণা-মুৎপত্তিমাহ—মুখেতি। গুণৈঃ—সত্ত্বেন বিপ্রঃ, সত্ত্ব-রজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ, রজোস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ, তমসা শূদ্র ইতি ; যদ্বা, গুণৈর্বৃত্তিভিশ্চ সহ। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (৬।৩০-৩৩) 'মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ। যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ। বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ। যো জাতস্ত্রা-য়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ। বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ। বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ। পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে। তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ইতি। তথা 'আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যম-সৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ' (শ্রীভাঃ ৩।১২।৪১) ইতি। যদ্বা,

গুণৈঃ যথাসংখ্যং শান্তি-বীর্য্য-ধনার্জ্জন-পরিচর্য্যাদি-রূপৈশ্চ সহ ॥ ৬০৯ ॥

টীকা—এষাং মধ্যে যে জ্ঞাত্বা ন ভজন্তি, যে চ জ্ঞাত্বাঽপ্যবজানন্তি ; যদ্বা, ন ভজন্তি অতএবাবজানন্তি, অতএবঃ তে স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাদ্ভ্রষ্টাঃ সন্তোঽধো নরকেষু পতন্তি। কুতঃ ? আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তম্। এবং তদ্ভজনে গুরুদ্রোহিতোক্তা ; কৃতঘ্নতামপ্যাহ—ঈশ্বরমিতি ॥ ৬১০ ॥

অতএবোক্তঃ শ্রীভগবতা (শ্রীগীতা ৭।১৫)—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৬১১ ।

অনুবাদ—অতএব শ্রীভগবানের উক্তি—দুষ্ক্রিয়ান্বিত জ্ঞানশূন্য নরাধম সকল আমার প্রতি আকৃষ্ট হয় না, মায়া তাহাদের অপহরণ করায় তাহারা অসুর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৬১১ ॥

নিত্যত্বং যদ্যদঙ্গানাং ভক্তেবিলিখিতং পুরা।
তেন তেনৈব নিত্যত্বমস্যাঃ সংসাধিতং পরম্ ॥৬১২
লক্ষণানি চ তদ্ভক্তেঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
খ্যাতানি শ্রবণাদীনি লিখ্যন্তেঽথাপি কানিচিৎ ॥৬১৩

অনুবাদ—ভক্তির যে যে অঙ্গের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সেই সকল দ্বারাই ইহার পরম নিত্যত্ব সাধিত হইল। যদিও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ সকলে ভক্তির শ্রবণাদি লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, তবুও এখানে তাহাদের কয়েকটি লক্ষণ লিখিত হইতেছে ॥ ৬১২-৬১৩ ॥

টীকা—এবং ভক্তেঃ স্বতো নিত্যতাং লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্বলিখিতেন শ্রবণাদিনিত্যত্বেনাপি ভক্তেঃ পরমনিত্যত্বমবগন্তব্যমিতি লিখতি—নিত্যত্বমিতি। ভক্তেরঙ্গানাং শ্রবণাদীনাম্, অস্যাঃ ভক্তেঃ পরং পরমং নিত্যত্বং সম্যক্ সাধিতম্ ॥ ৬১২ ॥

টীকা—তস্যা নিখিল-মাহাত্ম্যায়া ভক্তেঃ শ্রবণাদীনি লক্ষণানি শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু খ্যাতান্যেব, তথাপি কানিচিল্লক্ষণানি লিখ্যন্তে ॥ ৬১৩ ॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তিলক্ষণানি, তত্র সামান্যলক্ষণম্

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে (২৫।৩২)—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৬১৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তির লক্ষণসমূহ, তন্মধ্যে সামান্য লক্ষণ তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের বাক্যে—যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত এবং যাহাদের দ্বারায় শব্দ, রূপ ও রস প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, সত্ত্ব-মূর্ত্তি শ্রীহরিতে তাহাদের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। ভাগবতী ভক্তি ফলানুসন্ধান শূন্যা। তাহা সিদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১৪ ॥

টীকা—দেবানা দ্যোতনাত্মকানামিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৄণাং বা সত্ত্বে সত্ত্বমূর্ত্তৌ-শ্রীভগবত্যেব যা বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। এবং শ্রবণাদিলক্ষণান্যেবোদ্দিষ্টানি ইতি সামান্যতো লক্ষণম্। গুণা বিষয়া লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈস্তেষামিতি সদা বিষয়নিষ্ঠতা দর্শিতা ; তেষামেবং বিধবৃত্তৌ হেতুমাহ—গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিহিতমানুশ্রবিকং, তদেব কর্ম্ম যেষাম্। অতএব একমেকরূপমবিকৃতং মনো যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য সত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, একস্মিন্ ভগবত্যেব মনো যস্য ; অস্য পদস্য পরেণ বা সম্বন্ধঃ। সা চ ভাগবতী ভগবৎসম্বন্ধিনী ভক্তিরেকমনসঃ পুংসং সতী, অতএব অনিমিত্তা নিষ্কামা সতী ; অতএব স্বাভাবিকী অযত্নসিদ্ধা চ সতী সিদ্ধের্মোক্ষাদপি গরীয়সী ভবতীত্যন্বয়ঃ। এবমাদৌ সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা পশ্চাদুত্তমত্বমুক্তম্। 'কাচিত্ত্বয্যচিতা ভক্তিঃ' (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২৮) ইতি শ্রীদেবহূত্যোত্তমভক্তেঃ পৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬১৪ ॥

অথ বিশেষসাধনভক্তি-লক্ষণানি

গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ৬১৫ ॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্ ॥ ৬১৬ ॥

তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নাম্নোপজীবতি ॥ ৬১৭ ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥৬১৮

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষ সাধনভক্তির লক্ষণ-সমূহ গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হইয়াছে—দেবতা, মন্ত্রে ও মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুতে বক্ষ্যমান আট প্রকার ভক্তি যাঁহার আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের প্রতি বাৎসল্য, তাঁহার পূজাতে অনুমোদন, দম্ভরহিত ও শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা, তাঁহার লীলাদি শ্রবণে অনুরাগ, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য ও গীত প্রভৃতি, নিত্য তাঁহার ভাবনা ও তাঁহার নামে জীবন যাপন। যদি কোন ম্লেচ্ছ লোকও এই অষ্ট প্রকার ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করে, তবে সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান হইয়া থাকে ॥ ৬১৫-৬১৮ ॥

টীকা—সুমনাঃ শুদ্ধচিত্তঃ শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তশ্চ সন্ নিত্যমেকঃ প্রকারঃ, তদর্থে ভগবদর্থঃ সুমনস্তেনার্চ্চনার্থং বা ॥ ৬১৬ ॥

টীকা—অঙ্গবিক্রিয়া—নৃত্যাদিঃ ॥ ৬১৭ ॥

টীকা—মুনিঃ জীবন্মুক্তঃ সত্যং ভগবন্নাম বদিতুং শীলমস্য স তথা। স্বত এব কীর্ত্তিমান্ দেবাদি-গীয়মানমাহাত্ম্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬১৮ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ (৫।২৩-২৪)—
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৬১৯ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ৬২০ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যে—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণান্বিতা ভক্তিকে যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীবিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৬১৯-৬২০ ॥

টীকা—পাদসেবনং—পরিচর্য্যা, অর্চ্চনং—পূজা, দাস্যং—কর্ম্মার্পণম্, সখ্যং - তদ্বিশ্বাসাদি, আত্মনিবেদনম্—দেহসমর্পণং, তথা বিক্রীতস্য গবাদের্ভরণ পালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ ॥ ৬১৯ ॥

তত্রৈব শ্রীনারদযুধিষ্ঠির-সংবাদে (শ্রীভাঃ ৭।১১।১১)—
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—ঐ সপ্তমস্কন্ধেই শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, নমস্কার, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদনই হইতেছে ভক্তির উত্তম নিদর্শন ॥ ৬২১

টীকা—অস্য মহতাং গতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ; ইজ্যা—পূজা ॥ ৬২১ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীযমধূম্রকেতু-সংবাদে—
শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্বকর্ম্মার্পণং স্মৃতিঃ।
পরিচর্য্যা নমস্কারঃ প্রেম স্বাত্মার্পণং হরৌ ॥ ৬২২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীযম ধূম্রকেতু-সংবাদে যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা, সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ, স্মরণ, পরিচর্য্যা, নমস্কার, প্রেম ও ভগবানে আত্ম সমর্পণ ভগবৎ-প্রীতির হেতু ॥ ৬২২ ॥

টীকা—সর্ব্বস্যকর্ম্মণোঽর্পণম্ ; এতদেব সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদেন দাস্যমিত্যুক্তম্। প্রেম বিশ্বাসঃ, ভাববিশেষাভিধেয়স্য প্রেম-শব্দস্য পরমফলত্বে মুখ্যবৃত্তেঃ ; অতএবৈতৎ তেন তত্রৈব সখ্যমিত্যুক্তম্ ; প্রেম সখ্যং এবং স্থানত্রয়ে নবলক্ষণা ভক্তিরুক্তা, শ্রবণাদীনামেষামেব নবপ্রকারাণাং মুখ্যত্বাৎ ॥ ৬২২ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শ্রীশিব পার্ব্বতী-সংবাদে—
আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণঞ্চোর্দ্ধ পুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ ॥৬২৩॥
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণং তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনম্ ॥ ৬২৪ ॥
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনম্।
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা ॥ ৬২৫ ॥
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ৬২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-পার্ব্বতী-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির শঙ্খ চক্র অঙ্কন বিষ্ণুভক্তির প্রথম লক্ষণ; ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ, তাঁহার পূজা, জপ, ধ্যান, তাঁহার নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন, বন্দন, পাদসেবন, পাদোদক ধারণ, তাঁহাতে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ, শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা, নিষ্ঠাসহকারে দ্বাদশীব্রত পালন ও তুলসী রোপণ, দেবদেব শার্ঙ্গী শ্রীবিষ্ণুর প্রতি এই ষোল প্রকার ভক্তিকে ভববন্ধন হইতে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে॥ ৬২৩-৬২৬ ॥

টীকা—অথান্যানপি কাংশ্চিন্মুখ্যান্ দর্শয়ন্ ষোড়শ-প্রকারান্ লিখতি—আদ্যমিতি চতুর্ভিঃ। বৈষ্ণবং বিষ্ণুভক্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ। হরেঃ শঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কনং, তচ্চ তপ্তাভ্যামিতি জ্ঞেয়ং তদঙ্কনস্যৈব মুখ্যত্বাৎ। তস্য হরের্ম্মন্ত্রাণাং, তস্য হরের্নাম্নাং স্মরণম্; লঘু লঘু শনৈঃ কীর্ত্তনং মনসি বা চিন্তনম্। এবং ধ্যানেন কীর্ত্তনেন বা গৃহীতস্যাপি নাম-স্মরণস্য পৃথক্ নির্দ্দেশঃ, তস্য স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া। তদীয়ানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং সম্যক্ সেবা ॥ ৬২৩-৬২৫ ॥

———

কিঞ্চ—

দর্শনং ভগবন্মূর্ত্তেঃ স্পর্শনং ক্ষেত্রসেবনম্।
আঘ্রানং ধূপশেষাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ ধারণম্ ॥ ৬২৭ ॥
নৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনম্।
কৃষ্ণলীলাদ্যভিনয়ঃ শ্রীভাগবতসেবনম্ ॥ ৬২৮ ॥
পদ্মাক্ষমালাদিধৃতিরেকাদশ্যাদিজাগরঃ।
প্রাসাদরচনাদ্যন্যজ্ জ্ঞেয়ং শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৬২৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, তাহার স্পর্শ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন, ভ্রমন ও অবস্থান, ধূপশেষাদির আঘ্রাণ, নির্ম্মাল্য গ্রহণ, ভগবৎ সমীপে নৃত্য ও বীণাদি বাদ্য যন্ত্রের বাদন, শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রভৃতির অভিনয়, শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা, পদ্ম ও অক্ষমালা প্রভৃতি ধারণ, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে নিশি জাগরণ, ভগবদুদ্দেশ্যে গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং যাত্রা মহোৎসব প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত অনুষ্ঠানসমূহকে ভক্তির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৬২৭-৬২৯ ॥

টীকা—এবং তত্র তত্র স্পষ্টমেকত্রোক্তানি ভক্তের্লক্ষণানি লিখিত্বা ইদানীমনুক্তান্যপি লক্ষণানি পূর্ব্বলিখিতাদ্যনুসারেণ লিখন্ শ্রবণেন্দ্রিয়াদীনামিব চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণামপি ভগবন্নিবৃত্ত্যা, তথা মস্তকাদ্যঙ্গানামপি ভগবদর্থচেষ্টয়া ভক্তিত্বেন, তথা পূজাঙ্গানামপি ভক্ত্যন্তর্গতত্বেন শ্রীমূর্ত্তিদর্শনাদীন্যপি ভক্তিলক্ষণান্যেবেতি লিখতি—দর্শনমিতি ত্রিভিঃ। ক্ষেত্রস্য শ্রীমথুরাদেঃ সেবনং, তত্র গমনং ভ্রমণং নিবাসশ্চেত্যর্থঃ। ইতি প্রায়ঃ পাদেন্দ্রিয়বৃত্তির্দর্শিতা। ধূপশেষস্য, আদি-শব্দেন নির্ম্মাল্যতুলস্যাদেশ্চাঘ্রাণম্; এবং চক্ষুস্ত্বক্-পাদনাসেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপলক্ষণানি লিখিতানি। পূর্ব্বং নবলক্ষণেষু শ্রবণবাক্যমনোহস্তেন্দ্রিয়বৃত্তি-লক্ষণানি ষোড়শ-লক্ষণেষু চ পাদোদকপান-নিবেদিতভোজনাভ্যাং রসনেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপলক্ষণং লিখিতং, পায়ূপস্থয়োশ্চ তত্র সাক্ষাদযোগ্যত্বাত্তদ্বৃত্তিরূপলক্ষণং ন লিখিতম্। ইদানীং মস্তকাদ্যঙ্গচেষ্টারূপলক্ষণানি লিখতি—নির্ম্মাল্যসেবেত্যাদিনা। তত্র চ কুচিদেকস্যাঙ্গস্য কুচিৎ দ্বয়োঃ, কুচিদ্বহূনাং তত্রাপি কুচিৎ সংহতানামপীত্যেবং বিবেচনীয়ম্; যদ্যপি বন্দনেন শিরশ্চেষ্টারূপলক্ষণং, পরিচর্য্যয়া চ হস্তাদিচেষ্টারূপলক্ষণানি গৃহীতান্যেব, তথাপি তত্র তত্রৈব বিশেষান্তরাপেক্ষয়া পুনস্তচ্চেষ্টারূপলক্ষণানি নির্ম্মাল্যধারণ-বীণাবাদনাদীনি লিখিতানীতি দিক্। ভগবদগ্রত ইতি অন্যত্র নর্ত্তনাদের্ভগবদ্ভক্তিলক্ষণত্বাভাবাৎ প্রেমবৈবশ্য-নৃত্যাদেশ্চ ফলপরিকরান্তর্গতত্বাদিতি দিক্। তত্র যদ্যপি নৃত্যং প্রায়ো হস্তপাদয়োরেব চেষ্টা, তথাপি সঙ্ঘাতৈরেবাঙ্গৈরন্যৈরপি স্যাদিতি সংহতানামেব জ্ঞেয়ম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। তথেতি ভগবদগ্র এবেত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তশ্চাত্র পূর্ব্ববদেব আদি-শব্দেন বংশ্যাদি, কৃষ্ণস্য লীলা, আদি-শব্দেন রূপাদি তদনুকরণং, শ্রীভাগবতস্য সেবনং শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরতা; পদ্মাক্ষমালায়াঃ, আদি-শব্দেন তুলসীমালাদিনাঞ্চ ধারণম্; একাদশ্যাম্, আদি-শব্দাজ্জন্মাষ্টম্যাদিষু চ রাত্রৌ জাগরণং, প্রাসাদাস্য ভগবদালয়স্য রচনং নির্ম্মাণং, তদাদিকং চান্যদ্ যাত্রোৎসবাদি শাস্ত্রোক্তানুসারেণ ভক্তিলক্ষণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬২৭-৬২৯ ॥

———

লিখিতা ভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তানাং লক্ষণানি চ ।
তানি জ্ঞেয়ানি সর্ব্বাণি ভক্তের্বৈ লক্ষণানি হি ॥৬৩০
তেষু জ্ঞেয়ানি গৌণানি মুখ্যানি চ বিবেকিভিঃ ।
বহিরঙ্গান্তরঙ্গাণি প্রেমসিদ্ধৌ চ তানি যৎ ॥ ৬৩১ ॥

অনুবাদ—যে সকল ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভক্তের লক্ষণ-সমূহ লিখিত হইল, সে সমস্তই ভক্তির লক্ষণ জানিবে। শ্রবণাদি বিষয়ক যে সকল ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে, সুরসিক ভক্তজন তাহার মধ্যে কতকগুলিকে প্রধান এবং কিছু সংখ্যক লক্ষণকে অপ্রধান এবং কতকগুলিকে বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে অন্তরঙ্গ লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৬৩০-৬৩১ ॥

টীকা—তদেবাদি - শব্দসূচিতমভিব্যঞ্জয়তি—লিখিতা ইতি। ভগবদ্ধর্ম্মা যে পূর্ব্বং লিখিতাঃ, যানি চ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিতানি, তানি সর্ব্বাণ্যেব ভক্তিলক্ষণানি জ্ঞেয়ানি। বৈ প্রসিদ্ধৌ॥৬৩০

টীকা—তেষ্বেব কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি—তেষ্বিতি। শ্রবণাদিসর্ব্বেষু এব লিখিতেষু ভক্তিলক্ষণেষু মধ্যে কানিচিৎ গৌণানি অপ্রধানানি, কানিচিচ্চ মুখ্যানি প্রধানানি বিবিচ্য জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাৎ তানি লক্ষণানি প্রেম্নঃ সিদ্ধৌ সাধনে বহিরঙ্গাণি অন্তরঙ্গাণি চ ; যানি বহিরঙ্গাণি, তানি গৌণানি ; যানি চান্তরঙ্গাণি, তানি মুখ্যানীত্যর্থঃ। বিবেকিভিরিত্যনেন শ্রবণাদীনি নব মুখ্যানি, তত্র চ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণানি 'শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্' (শ্রীভাঃ ২।২।৩৬) ইতি সারোপদেশাৎ। তত্রাপি কীর্ত্তনস্মরণে—ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথা' ইতি স্কান্দে ভক্তিবিশেষণতয়া তয়োরুক্তেঃ। তত্রাপি—শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনম্—'অঘচ্ছিৎ স্মরণম্' ইত্যাদিবচনাৎ, তচ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতম্। শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে চ বিবৃতমস্তি। সখ্যাত্মনিবেদনে চ ফলপরিকরান্তর্গতত্বেন মুখ্যতমে ইত্যেবং বিবেচনমভিপ্রেতম্। এতচ্চাখিলং শ্রীবোপদেবার্য্যাদিভির্মুক্তাফলাদিগ্রন্থেষু, শ্রীমন্মহানুভাবৈশ্চ ভক্তিরসার্ণবে বিশেষেণ বিবিচ্য দর্শিতমেবাস্তীতি বিস্তরতো ন লিখিতম্ ॥ ৬৩১ ॥

ভেদাস্তু বিবিধা ভক্তের্ভক্তভাবাদিভেদতঃ ।
মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যো জ্ঞেয়াস্তল্লিখনৈরলম্ ॥ ৬৩২ ॥

অনুবাদ—কর্ম্ম-মিশ্রা, জ্ঞান-মিশ্রা প্রভৃতি ভাবাত্য ভক্তগণের ভাবের ভিন্নতাহেতু ভক্তির অনুষ্ঠানগত ভিন্নতা দেখা যায়। এস্থলে অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা বর্ণিত হইতেছে না। মুক্তফলাদিগ্রন্থে ঐ সমস্ত বিষয়ের বাহুল্য বর্ণন রহিয়াছে, অতএব প্রয়োজনে তাহা দেখা যাইতে পারে ॥ ৬৩২ ॥

টীকা—কিঞ্চ, ভক্তানাং ভগবৎসেবকানাং ভাবঃ—তামসো রাজসঃ সাত্ত্বিকশ্চ ; তথা কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যমিশ্রঃ শুদ্ধশ্চেত্যেবং ভেদেন, আদি-শব্দাৎ সাধনসাধ্যাদিভেদেন চ ভক্তের্বহুবিধা ভেদা ভবন্তি। তে চোক্তাঃ কতিচিৎ স্পষ্টং শ্রীকপিলদেবেন তৃতীয়-স্কন্ধে (২৯।৮-১০)—'অভিসন্ধায় যোহিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগভাবঃ স রাজসঃ ॥ কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিক ॥' ইত্যাদিভিঃ। এষু চ প্রত্যেকমপি ত্রিধাবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ। এবমেকাশীতির্ভেদাঃ প্রসিদ্ধাঃ। অন্যে চ বহবো লিখিতানুসারেণ ভবন্ত্যেব। তত্র চ কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রাদয়ঃ পূর্ব্বং ভক্তলক্ষণেষু সংক্ষেপেণ লিখিতা এব, বিশেষতশ্চ সর্ব্বেহপ্যেতে ভেদাঃ শ্রীবোপদেবাচার্য্যাদিভির্নিরূপিতা এব সন্তি। অতস্তে মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যোঽবগন্তব্যাঃ। আদি-শব্দেন বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়-ভক্তিরসার্ণবাদয়ঃ। অতোঽত্র তেষাং ভেদানাং লিখনৈরলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ বৈষ্ণবাণামবশ্যকৃত্যলিখনগ্রন্থেঽস্মিন্ তদপেক্ষাবিশেষাভাবাৎ ॥ ৬৩২ ॥

প্রেমভক্তৌ চ সিদ্ধায়াং সর্ব্বেঽর্থাঃ সেবকাঃ স্বয়ম্ ।
ভগবাংশ্চাতিবশ্যঃ স্যাল্লিখ্যতেঽস্যাঃ সুলক্ষণম্ ॥৬৩৩

অনুবাদ—প্রেমভক্তির সিদ্ধি হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ সকল প্রকার পুরুষার্থ সেবকের মত কার্য্য করে, অন্য কথা আর কি বলিব ? শ্রীভগবানও তাঁহার অতিশয় বশীভূত হইয়া থাকেন। অতএব প্রেমভক্তির লক্ষণসমূহ লিখিত হইতেছে ॥ ৬৩৩ ॥

টীকা—ইত্থং শ্রবণাদিলক্ষণায়াঃ সাধনভক্তের্মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং প্রেমলক্ষণায়া একরূপায়া ভক্তেস্তল্লিখিষ্যন্ আদৌ সংক্ষেপেণ মাহাত্ম্যং দর্শয়ন্ লক্ষণবিশেষলিখনং প্রতিজানীতে—প্রেমেতি ; প্রেমলক্ষণভক্তৌ সিদ্ধায়াঞ্চ সর্ব্বে অর্থা ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ স্বয়মেব সেবকাঃ প্রেমভক্তিমতো জনস্যাধীনা ভবন্তি। অপ্যর্থে চকারঃ। ভগবান্ পরমেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি অতিবশ্যঃ পরমায়ত্তঃ স্যাদিতি সংক্ষেপতো মাহাত্ম্যম্। যদ্যপি শ্রবণাদি-সাধনভক্ত্যা তদ্বশীকরণং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি, তথাপি ভক্তমনোরথপূরণার্থং প্রেম প্রদানার্থং বা তদ্বিজ্ঞেয়ম্। প্রেম্না চ বশীকরণং, প্রেমবতো মনোরথে সম্পাদি-তেঽপি সৎসঙ্গং কদাপি ন পরিত্যক্তুং শক্নোতীত্যেবং বিবেচনীয়ম্। অতএবাত্রাতি-শব্দপ্রয়োগঃ। অস্যাঃ প্রেমভক্তেঃ সু শোভনং লক্ষণং, সু-শব্দো মুক্তাফলাদি-গ্রন্থকারলিখিতাপেক্ষয়া ॥ ৬৩৩ ॥

অথ প্রেমভক্তিলক্ষণম্

নারদপঞ্চরাত্রে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংপ্লুতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥
ইতি ॥ ৬৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রেমভক্তির লক্ষণ নারদ পঞ্চ-রাত্রে—একমাত্র শ্রীভগবানে প্রেমরসময়ী অনন্যা মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলিয়াছেন ॥ ৬৩৪ ॥

টীকা—বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসংপ্লুতা প্রেমরস-ব্যাপ্তা যা মমতা মমায়মিতি ভাবঃ, সা ভক্তিঃ প্রেম-লক্ষণেতি ভীষ্মাদিভিস্তত্ত্ববিদ্ভিরুচ্যতে। কথম্ভূতা মমতা ? ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহগেহাদৌ মমতা যস্যাং সা প্রেমলক্ষণৈব প্রসিদ্ধা ॥ ৬৩৪ ॥

প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্তের্মাহাত্ম্যতঃ পরম্।
সিদ্ধমেব যতো ভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতম্ ॥৬৩৫
চিহ্নানি প্রেমসম্পত্তের্বাহ্যান্যাভ্যন্তরাণি চ।
কিয়ন্ত্যুল্লিখতা তস্যা মহিমৈব বিলিখ্যতে ॥ ৬৩৬ ॥

অনুবাদ—ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষা প্রেমলক্ষণা ভক্তির মাহাত্ম্য যে অধিক তাহা প্রমাণিত হইল। কারণ ভক্তির অবধারিত ফলই প্রেমভক্তি। কিছু পরিমাণে প্রেমসম্পত্তির বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ লক্ষণ বলা হইল, এখন তাহার মহিমা লিখিত হইতেছে ॥ ৬৩৫-৬৩৬ ॥

টীকা—ননু ঈদৃশ্যা ভক্তের্মাহাত্ম্যং বিস্তরতোঽ-পেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি—প্রেমভক্তেশ্চেতি। পরমন্যচ্চ উৎকৃষ্টং বা মাহাত্ম্যং সিদ্ধমেব, সাধনভক্তেরপি দৌর্ল্লভ্যাদিনা সাধ্যভক্তেঃ স্বতএব পরমদৌর্ল্লভ্যাদি-সিদ্ধেঃ। তত্র যদ্যপি পাপোন্মূলনাদিকমত্যন্ত-তুচ্ছত্বাত্তন্মাহাত্ম্যেনাতীব সঙ্গচ্ছতে, তথাপি প্রেমভক্তি-মতঃ কথঞ্চিৎ—সম্বন্ধিনামপি বিদূরতঃ সদ্যোঽশেষ-সমূলপাপোন্মূলনাদিকং ভবতীত্যেবমূহ্যম্। যতঃ প্রেমৈব ফলং নিশ্চিতং, ন তু বৈকুণ্ঠবাসাদিকম-পীত্যর্থঃ। যদ্যপি বৈকুণ্ঠলোকোঽপ্যসৌ প্রেমভক্তি-ময় এব, তথাপি প্রেমবতাং তত্র নাতীবাপেক্ষেতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। কিঞ্চ, যদ্যপি প্রেমস্বভাবেন কদাপি শ্রবণাদিভক্তেঃ পরিত্যাগো ন স্যাৎ, অথবা বিবৃদ্ধা এব, তদ্‌বৃদ্ধ্যাঃ চ পুনঃ প্রেম-বিশেষঃ সম্পদ্যতে ইতি পরস্পরং কার্য্যকারণতা প্রকটৈব, অতএব 'দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্' (শ্রীভাঃ ১০।৫৭।৪৫) ইত্যাদিনা শ্রীমহিষীণাং বিবিধসেবাত্মিকা, শ্রীনারদাদীনাঞ্চ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিঃ শ্রূয়তে তথাপ্যত্র শ্রবণাদিভক্ত্যনন্তরং প্রেম-লক্ষণভক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীভাঃ ১১।৩।৩১) ইত্যাদ্যনুসারেণ ফলং প্রেমৈবেতি লিখিত-মিতি দিক্ ॥ ৬৩৫ ॥

টীকা—এবং প্রেমভক্তেঃ পরমং মাহাত্ম্যং দর্শিত-মেব, পরমপি তৎসম্পত্তিলক্ষণানুষঙ্গেণ পরমমধুর-মাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়ন্ প্রেমভক্তি-সম্পত্ত্যা জায়মান-বাহ্যান্তরবিকারাণাং সংক্ষেপতো লিখনং, ততশ্চ তস্যা মাহাত্ম্যলিখনমপি প্রতিজানীতে—চিহ্নানীতি। উল্লি-খিতা—উৎ উদ্দেশেন সংক্ষেপেণ লিখতা ; তস্যাঃ প্রেমভক্তের্মাহাত্ম্যমেব বিশেষতো লিখ্যতে, প্রেমভক্তি-সিদ্ধস্য স্বাভাবি লক্ষণামপি সাধকেষু পরমসাধ্যত্বাৎ ॥ ৬৩৬ ॥

অথ প্রেমসম্পত্তিচিহ্নানি

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদস্য বালানুশাসনে (৭।৩৪-৩৬)—

নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥৬৩৭॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব কচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতি ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ ৬৩৮ ॥
যদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥ ৬৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রেমসম্পত্তির চিহ্নসমূহ—অসুর বালকগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজের উক্তি—শ্রীভগবানের অতুলনীয় গুণ, কর্ম্ম, পরাক্রম ও লীলাসকলের বর্ণনা শ্রবণহেতু আনন্দের আতিশয্য নিবন্ধন পুলক ও প্রেমাশ্রু প্রকাশিত হয়, যখন লোক গদ্গদস্বরে উচ্চকণ্ঠে, কখনও আনন্দ-ধ্বনি, গীত, ক্রন্দন ও নৃত্য করিতে থাকেন, যখন ভগবানে মতির স্থিরতাহেতু লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া গ্রহগ্রস্তের মত, কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও ধ্যান ও বন্দনা করেন, কখনও বা পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সহকারে হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ! এই সকল নামোচ্চারণ করেন, যখন সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া ভগবদ্ভাবে তাহার অন্তর ও বাহ্যদেহ প্রভাবিত হয় সেই সময় ভক্তির আতিশয্য বশতঃ তাহার অজ্ঞানভাব ও বাসনা বিশেষভাবে দগ্ধ হইয়াও সে ভক্তিপথে গমন পূর্ব্বক ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৩৭-৬৩৯ ॥

টীকা—গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্, বীর্য্যাণি দৈত্য-মারণাদীনি পরাক্রমাংশ্চ। অতিহর্ষেণোদ্গতাঃ পুলকা অশ্রূণি চ, তৈর্গদ্গদং যথা ভবতি, এবং প্রোৎকণ্ঠ উচ্চৈর্গায়তি। আত্মনি ভগবতি মতির্যস্য তথাভূতঃ সন্, অতএব গতত্রপঃ নির্ল্লজ্জঃ সন্ ॥৬৩৭-৬৩৮ ॥

টীকা—তস্য হরের্ভাবশ্চেষ্টাদিস্তস্য ভাবো ভাবনা তেনানুকৃতে; যদ্বা, তস্মিন্ হরৌ ভাবঃ প্রেমা যেষাং জনানাং তেষাং ভাবঃ বাহ্যান্তরচেষ্টা, তস্য অনুকৃতম্ অনুকারো যয়োস্তথাভূতে আশয়াকৃতী মনঃশরীরে যস্য। নির্দগ্ধং বীজমজ্ঞানম্ অনুশয়ো বাসনা চ যস্য সঃ, সম্যগেতি প্রাপ্নোতি, নিত্যসঙ্গী ভবতীত্যর্থঃ। ইতি বাহ্যান্তরবিক্রিয়ারূপলক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তম্; এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৬৩৯ ॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরোক্তরে (২।৩৯-৪০)—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৬৪০ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে কবি যোগেশ্বরের বাক্যে—চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের ত্রিলোককীর্ত্তিত সুমঙ্গল জন্ম, কর্ম্ম এবং তদ্বিষয়ক নামসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ঐ সকল বিষয় বিগতলজ্জা হইয়া গান করিতে করিতে ভক্ত সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন ॥ ৬৪০ ॥

টীকা—তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থো যেষাং নাম্নাম্; অনেন চ নামগানেনৈব জন্মকর্ম্ম-গানসিদ্ধের্নামগানস্য প্রাধান্যমভিপ্রেতম্; যদ্বা, তদর্থকানি রথাঙ্গপাণ্যর্থমেব তৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ—যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি; যদ্বা লৌকিকগাথাঃ; যদ্যপি তাসাং জন্মাদ্যন্তর্গতত্বেন পৃথগুক্তির্ন ঘটতে, তথাপি শাস্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তলোকপ্রসিদ্ধ-কর্ম্মাদ্যপেক্ষয়া, রাগ-তালাদি-রসাদ্যপেক্ষয়া বা জ্ঞেয়াঃ। তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ। অসঙ্গো নিঃস্পৃহঃ ত্যক্তপরিগ্রহো বা ইতি সাধনমুদ্দিষ্টম্ ॥ ৬৪০ ॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৬৪১ ॥

অনুবাদ—এইভাবে ব্রতধারী হইয়া নিজপ্রিয় নামসমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরক্ত ও বিগলিতচিত্ত ব্যক্তি জনগণের হাসি বা প্রশংসাদিতে কর্ণপাত না করিয়া পাগলের মত উচ্চহাসি, ক্রন্দন, চীৎকার, গীত ও নৃত্য বিষয়ে রত হন ॥ ৬৪১॥

টীকা—এবং ভজতঃ সংপ্রাপ্তপ্রেমলক্ষণভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ—এবমিতি। এবং ব্রতং বৃত্তং নিয়মো বা যস্য সঃ, স্বপ্রিয়স্য হরের্নামকীর্ত্ত্যা; যদ্বা, স্বপ্রিয়ং যৎ কৃষ্ণনাম, তস্য কীর্ত্তনেন জাতোঽনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ। নামকীর্ত্তনস্য পুনরুক্তিঃ প্রেমসম্পত্তৌ প্রিয়নামকীর্ত্তনস্যাত্যন্তান্তরঙ্গত্ববিবক্ষয়া; কিংবা, প্রেমসম্প.ত্তর্লক্ষণবিশেষবিজ্ঞাপনায় তেন তস্য ফলে পর্য্যবসানার্থম্। ততশ্চ কীর্ত্ত্যা বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ, কদাচিন্তুগবন্তং ভক্তপরাজিতমাকলয্য বাল্যাদি-বিনোদমনুসন্ধায় বা উচ্চৈর্হসতি; এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোঽস্মীতি। যদ্বা, প্রেমভাবস্বাভাবিকবিরহিভাবেন রোদিতি, অত্যৌৎসুক্যাৎ তেনৈব বা রৌতি, আক্রোশতি, অতিহর্ষেণ আর্ত্তিবিশেষেণ বা গায়তি, সুস্বরেণ করুণস্বরেণ বা গুণাদিকং কীর্ত্তয়তি। জিতং জিতমিতি নৃত্যতি; যদ্বা, সাক্ষাদ্ভূতমিব দৃষ্ট্বা নৃত্যতি। কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রতি প্রকাশয়িতুং?—ন, উন্মাদবৎ গ্রহগৃহীতবৎ, লোকবাহ্যঃ বিবশঃ। যদ্বা, উন্মাদবদিত্যনেন হাসাদেরনিয়তত্বং, লোকবাহ্য ইত্যনেন চালৌকিকত্বং দর্শিতম্ ॥ ৬৪১ ॥

———

তত্রৈব শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোত্তরে (শ্রীভাঃ ১১।৩।৩১-৩২)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥৬৪২
কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্ব্বৃতাঃ ॥ ৬৪৩ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বরের বাক্যে—সাধনভক্তি হইতে উৎপন্না প্রেমভক্তিতে সর্ব্বপাতকনাশকারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে ভক্তগণ অন্যদেরও স্মরণ করাইতে করাইতে রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া উঠিবেন। কখনও একনিষ্ঠ শ্রীহরিভক্তগণ হরি চিন্তায় রত থাকিয়া ক্রন্দন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ, কখনও তৎসম্বন্ধে অলৌকিক বাক্য বলিতে বলিতে তাঁহার লীলাসমূহ অভিনয় করতঃ নৃত্য গীত করিতে থাকেন। এইভাবে পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে পরমসুখভোগ করিয়া নীরবে অবস্থান করেন ॥ ৬৪২-৬৪৩ ॥

টীকা—অঘৌঘহরং—সংসারদুঃখপরম্পরাবিনাশকম্। ভক্ত্যা সাধন-ভক্ত্যা, সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ॥ ৬৪২ ॥

টীকা—অজং হরিম্ অনুশীলয়ন্তি তল্লীলা অভিনয়ন্তি। এবং পরং পরমেশ্বরম্ এত্য প্রাপ্য নির্বৃতাঃ সন্তস্তূষ্ণীং ভবন্তি। যদ্বা, পরমেশ্বরার্থমত্যনির্বৃতাঃ পরমার্ত্তাঃ সন্তঃ তূষ্ণীং ভবন্তি, নিশ্চেষ্টাঃ স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৬৪৩ ॥

———

শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে চ (শ্রীভাঃ ১১।১৩।২২-২৫)—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ৬৪৪ ॥
বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ৬৪৫ ॥

অনুবাদ—একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—রোমাঞ্চ ব্যতীত চিত্তের আর্দ্র ভাব, আনন্দাশ্রু ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব ও ভক্তিব্যতীত চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা কিরূপে সম্ভব? আমার নামাদি শ্রবণহেতু যাহার বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, সর্ব্বদা বিরহকাতর হইয়া রোদন করেন, কখনও বা হাসি, কখনও লজ্জা বিরহিত হইয়া গান, কখনও নৃত্য করেন, সেইরূপ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা ভুবন পবিত্র হয় ॥ ৬৪৪-৬৪৫ ॥

টীকা—রোমহর্ষাদিকং বিনা কথং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা গম্যতে? ভক্ত্যা চ বিনা কথমাশয়ঃ শুধ্যেৎ? ভক্ত্যেকপরঃ সদা সর্ব্বত্র সাক্ষাদিব শ্রীকৃষ্ণপরিস্ফূর্ত্তিময়ো বা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৪৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ, ভক্তিঃ স্বাশ্রয়ং শোধয়তীতি কিং বক্তব্যং, যতো গদ্গদবাগাদিলক্ষণমৎপ্রেম-ভক্তিযুক্তো লোকং সর্ব্বং পুনাতীত্যাহ—বাগিতি। গদ্গদা গদ্গদস্বরযুক্তা, অভীক্ষ্ণং রুদতীতি প্রেম-পরিপাক-স্বভাবেন নিরন্তরবিরহাদ্যুৎপত্তেঃ কচিৎ কদাচিৎ, অস্য পরেণাপ্যন্বয়ঃ। পুনাতি সংসারমলাৎ অদ্বৈত-দুর্ব্বাসনমলাদ্বা শোধয়তি, ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাৎ ভগবন্ময়তা-সম্পাদনাদ্বা, ইতি লক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তম্ ॥ ৬৪৫ ॥

যথোক্তভক্ত্যশক্তৌ তু ভগবচ্চরণাম্বুজম্ ।
শরণাগতভাবেন কৃৎস্নভীতিঘ্নমাশ্রয়েৎ ॥ ৬৪৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ শাস্ত্রীয় ভক্তির অনুষ্ঠানে যাহারা অক্ষম তাহাদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে শরণাগত হইয়া সর্ব্বভয়নাশন শ্রীহরির চরণকমল আশ্রয় করা ॥ ৪৪৬ ॥

টীকা—এবং সাধন-সাধ্যরূপাং ভক্তিং লিখিত্বাধুনা শ্রবণাদ্যসমর্থস্য শরণাগতত্ব-মাত্রেণাপি কৃতার্থতা স্যাদিতি শরণাপত্তিং লিখতি—যথোক্তেতি। যদ্যপি সখ্যাত্মনিবেদনয়োর্ভক্তিপ্রকারয়োরন্তরেব শরণাগতত্বং পর্য্যবস্যতি, তথাপি তয়োর্মনোবৃত্তিবিশেষোঽপেক্ষ্যতে। শরণাগতত্বে চ কেবলং 'ভগবদীয়োঽহম্' ইত্যেতাবন্মাত্রমিতি, অতঃ পৃথগস্য লিখনং, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৬৪৬ ॥

অথ শরণাপত্তিঃ

শ্রীভগবদ্গীতাসু (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥৬৪৭॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন —হে অর্জ্জুন ! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত কেবল আমারই শরণাপন্ন হও। আমি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে তোমাকে রক্ষা করিব, শোক করিও না ॥৬৪৭

টীকা—সর্ব্বান্তে সর্ব্বতঃ পরমগুহ্যতমমুপদিশতি —সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব, মৎপ্রপত্ত্যৈব বা সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং হিত্বা মদেক-শরণো ভব, এবং বর্ত্তমানং কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ, শোকং মা কার্ষীঃ। যদ্বা, শরণাগতত্বমাত্রেণ পরমফলবিশেষরূপা ভক্তির্মে ন সিদ্ধেতি মা শুচঃ, শরণাগতত্বস্যৈব পরমবিশ্বাসাত্মক-ভক্তি-বিশেষরূপত্বাদিতি দিক্। ইদঞ্চান্যলোকশিক্ষার্থমেবার্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং, ন তু তং প্রতি তথোপদেশঃ, তস্য নরাবতারত্বেন পরমসংখ্যাদিনা চ স্বতএব পরম-ভাগবতত্বাৎ ॥ ৬৪৭ ॥

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে (১২।১৴-১৫)—

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥ ৬৪৮ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥৬৪৯॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—অতএব হে উদ্ধব ! তুমি শ্রুতির প্রেরণা ও স্মৃতির প্রতি প্রেরণা, প্রবৃত্তি এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত-বিষয় এ সমস্তই পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহী মাত্রেরই অন্তরস্থিত পরমাত্মা স্বরূপ আমার সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ কর, কারণ তাহা হইলেই অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হইলেই অকুতো ভয় হইবে ॥ ৬৪৮-৬৪৯ ॥

টীকা—যস্মাদেবম্ভুতো মদীয়জনপ্রভাবস্তস্মাৎ, চোদনাং শ্রুতিং, প্রতিচোদনাং স্মৃতিঞ্চ ; যদ্বা, বিধিং নিষেধং চোৎসৃজ্য সর্ব্বমেব পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। মামেবৈকং শরণং যাহি, ময়ৈবাকুতোভয়ঃ স্যা ভব। সর্ব্বদেহিনামাত্মানম্ অন্তর্য্যামিত্বেন হৃদি নিবসন্তমিত্যর্থঃ অনেন ত্বদীয়ক্ষেত্রবিশেষাশ্রয়ণনিয়মো নিরস্তঃ। সর্ব্বেণাত্মনো ভাবেন ভাবনয়া ইতি তদেকনিষ্ঠতোক্ত্যান্যাখিলপরিত্যাগেন সুকরত্বমপি দর্শিতমিতি। দিক্। কেচিচ্চ ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বদৃষ্ট্যা সর্ব্বেষু জীবেষু যোঽপৃথগ্ভাবো ভগবদ্দৃষ্টির্বা, তদেব শরণাগতত্বং মন্যন্তে। তচ্চ জ্ঞানভক্ত্যন্তর্গতমেবেতি জ্ঞান-ভক্তিলক্ষণে 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' (শ্রীভাঃ ১১।২। ৪৫), ইত্যত্র বিবৃতমেবাস্তি ; এবং সাক্ষাৎ-শ্রীভগবদ্বাক্যেন শরণাগতত্বস্য বিধেয়ত্বং লিখিতম্ ॥ ৬৪৮-৬৪৯ ॥

তন্নিত্যতা চ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষং বিবুধেপ্সিতম্ ।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ॥৬৫০
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু ।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ ॥৬৫১
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্ ।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥ ৬৫২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—সুদুর্ল্লভ, দেব-বাঞ্ছিত মনুষ্যদেহ পাইয়াও যাহারা শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করে, তাহারা সর্ব্বদা বিবিধ দুঃখসাগরে নিপতিত হয়। চৌরাশি লক্ষ্য সংখ্যক দেহে ভ্রমণ করার পর মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম যে লোক আশ্রয় না করে, জানিতে হইবে যে ঐ আত্মাভিমানী ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে এই মনুষ্যদেহ ধারণ বৃথাই হইয়াছে ॥ ৬৫০-৬৫২ ॥

টীকা—তচ্চাবশ্যমেব কার্য্যম্, অন্যথা পরম-দোষাপত্তেরিতি তস্য নিত্যতাং লিখতি—প্রাপ্যেতি ত্রিভিঃ। আত্মৈব চিরং বঞ্চিতঃ, বিবিধদুঃখসাগরে সদা নিপাতিত ইত্যর্থঃ। লক্ষানিত্যাদিপুংস্ত্বাদিক-মার্ষম্। চতুরশীতিলক্ষ্যসংখ্যকাস্বিত্যর্থঃ। জন্ম-পর্য্যয়াৎ তত্র তত্র পর্য্যায়েণ জন্মপ্রাপ্তেরনন্তরং প্রাপ্যং ভবতি। আত্মাভিমানিনাং দেহাভিমানবতাং, বরা-কাণাং তুচ্ছবুদ্ধীনাং শরণাগতত্বেনাপ্যপ্রপন্নানামসতা-মিত্যর্থঃ। এবং ভক্ত্যশক্তেনাবশ্যং শরণাগতেনাপি ভাব্যম্; অন্যথা মানুষ্যজন্মবৈফল্যেন তদশেষকর্ম্ম-বৈফল্যাপত্তেঃ, ইতি নিত্যত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৬৫০-৬৫২ ॥

অথ শরণাপত্তি মাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ রামায়ণে শ্রীরঘুনাথেন বিভীষণগমন-প্রসঙ্গে—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥৬৫৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শরণাপত্তির নিত্যতা—রামায়ণে বিভীষণের গমনোপলক্ষ্যে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি যথা আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম এই কথা বলিয়া যে ব্যক্তি একবারও প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় দান করি, কারণ ইহাই আমার ব্রত ॥ ৬৫৩ ॥

টীকা—অপ্যর্থে এব শব্দঃ, যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ সন্ তবাস্মি ভবামীতি সকৃদপি যাচতে; যদ্বা, কথং প্রপন্নস্তদাহ—তবেত্যাদিনা। এবং শরণাগতত্বলক্ষণং চেদং জ্ঞেয়ম্; এবমগ্রেঽপূহ্যম্ ॥ ৬৫৩ ॥

নারসিংহে বৈকুণ্ঠনাথেন—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ৬৫৪ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে বৈকুণ্ঠনাথের বাক্যে—হে দেবদেব! হে জনার্দ্দন! আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম এই কথা বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণ লয়, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি ॥ ৬৫৪ ॥

নামাপরাধপ্রসঙ্গে পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি সনৎকুমারেণ—

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-শরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ ॥৬৫৫

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে নামাপরাধ প্রসঙ্গে শ্রীনারদের প্রতি সনৎকুমারের বাক্যে—সর্ব্বপ্রকার আচার-রহিত শঠবুদ্ধি, সংস্কারবর্জ্জিত, বিশ্ববঞ্চক যাহারা, যাহারা দম্ভ ও অহঙ্কার পরায়ণ, অপেয়পানে ও খলতায় রত, ঘোর পাপাসক্ত, অন্ত্যজ ও নিষ্ঠুর এবং যাহারা ধনসম্পদ ও পুত্র পরিবারে অনুরক্ত সেই সকল অধম জনেরাও যদি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহারাও মুক্ত হয় ॥ ৬৫৫ ॥

টীকা—ব্রাত্যাঃ সংস্কারহীনা দ্বিজাধমাঃ। পানম-পেয়স্য, পাপা অধার্ম্মিকশূদ্রাঃ অন্ত্যজাশ্চ যে; যদ্বা, অন্ত্যজেষ্বপি পাপা যে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বথা বাঽধমাঃ ॥ ৬৫৫ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

ন হি নারায়ণং নাম নরাঃ সংশ্রিত্য শৌনক।
প্রাপ্নুবন্ত্যশুভং সত্যমিদমুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৫৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—হে শৌনক! মনুষ্যগণ নারায়ণ এই নাম আশ্রয় করিলে অশুভ হইতে মুক্ত হয়। আমি বারংবার সত্য করিয়া এ কথা বলিতেছি ॥ ৬৫৬ ॥

টীকা—হি-শব্দোঽবধারণে, অশুভম্ অমঙ্গলম্ অনিষ্টং বা, কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্নুবন্তি, কিন্তু সর্ব্বশ্রেয় এব লভন্ত ইত্যর্থঃ। নাম প্রাকাশ্যে, যদ্বা, নারায়ণমিতি নামাশ্রিত্য, ততশ্চ নামমাহাত্ম্যে শ্লোকোঽয়ং দ্রষ্টব্যঃ। যদ্বা, নামাশ্রয়ণমপি ভগবদাশ্রয়ণমেবেতি তয়োর-ভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ৬৫৬ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে—

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্।
শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি ॥৬৫৭॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে অখিল জগতের পরম তত্ত্বস্বরূপ—আদিকারণ, রক্ষাকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলে আর কোনও দুঃখ পাইতে হয় না ॥ ৬৫৭ ॥

টীকা—পরমার্থং পরমফলরূপং পরমতত্ত্বং বা নাবসীদতি, কিঞ্চিদ্দুঃখং নাপ্নোতি ॥ ৬৫৭ ॥

———

শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে—

স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যং য এব পুরুষর্ষভঃ।
রাজংস্তব যদুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৫৮ ॥
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৬৫৯ ॥

অনুবাদ—শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে ভীষ্মদেবের বাক্যে—হে রাজন্! যে যদু-শ্রেষ্ঠ অকুণ্ঠপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণ তোমার শুভ ও প্রিয় কার্য্যে সচেষ্ট, এই প্রকার নারায়ণ হরিকে যাঁহারা ভক্তি-সহকারে আশ্রয় করেন, তাঁহারা যে দুস্তর সংসার-সাগর পার হইয়া থাকেন, ইহাতে আমার বিচারের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ ইহা স্বতঃসিদ্ধঃ ॥৬৫৮-৬৫৯॥

টীকা—তব প্রিয়ে হিতে চ নিত্যং স্থিতঃ অবহিতঃ, পুরুষেষু ব্রহ্মাদিষু ত্রিষু মধ্যে তেভ্যো বা ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ, অবতারিত্বাৎ। অতো বৈকুণ্ঠঃ অকুণ্ঠপ্রভাবঃ। কিঞ্চ, পুরুষোত্তমঃ 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ' (শ্রীগীঃ ১৫।১৮) ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণঃ। অত-এব নারায়ণং সর্ব্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্চ আশ্রয়মাত্রেণ সর্ব্বদোষদুঃখহরম্ মনোহরঞ্চ; দুর্গাণি দুস্তরসংসার-দুঃখানি ॥ ৬৫৮-৬৫৯ ॥

———

তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে (২২।৩৭)—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্ ॥৬৬০॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিতেছেন—দৈহিক, মানসিক, দৈব, শত্রুপ্রভব ও ভৌতিক ক্লেশসকল হরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিকে কি বাধা দিতে পারে? অর্থাৎ হরিচরণাশ্রিত সর্ব্ববাধা হইতে মুক্ত থাকেন ॥ ৬৬০ ॥

টীকা—দিব্যা আন্তরীক্ষাঃ, মানুষাঃ শত্রুপ্রভবাঃ, ভৌতিকাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রভবাঃ, যদ্বা, শারীরা মানসা-শ্চেত্যাধ্যাত্মিকাঃ, দিব্যা আধিদৈবিকাঃ, মানুষা অন্য-ভৌতিকাশ্চেত্যাধিভৌতিকাঃ, ইতি ত্রিবিধা অপি তাপাঃ। বৈয়াসে হে বিদুর ॥ ৬৬০ ॥

———

বামনে শ্রীপ্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে—

যে সংশ্রিতা হরিমনন্তমনাদিমধ্যং
নারায়ণং সুরগুরুং শুভদং বরেণ্যম্।
শুদ্ধং খগেন্দ্রগমনং কমলালয়েশং
তে ধর্ম্মরাজকরণং ন বিশন্তি ধীরাঃ ॥৬৬১॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে—আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত, দেবগুরু, শুভদাতা, শুদ্ধ, বরেণ্য, গরুড়বাহন কমলাপতি নারায়ণের যাঁহারা শরণাপন্ন হন, সেই ধীরগণ ধর্ম্মরাজ যমের তালিকার বাহিরে থাকেন ॥ ৬৬১ ॥

টীকা—সংশ্রিতাঃ শরণং যাতাঃ; ধর্ম্মরাজস্য করণং কায়স্থং তল্লিখনাধিকারমিত্যর্থঃ। সর্ব্বপাপ-ক্ষয়াৎ তদ্ধেতুত্বেনানন্তাদি-বিশেষণৈর্মাহাত্ম্যমুক্তম্।

এষাং যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্তোহ্যা, এবমগ্রেঽপি ॥ ৬৬১ ॥

যে শঙ্খচক্রাব্জকরং সশার্ঙ্গিণং
খগেন্দ্রকেতুং বরদং শ্রিয়ঃ পতিম্।
সমাশ্রয়ন্তে ভবভীতিনাশং
তেষাং ভয়ং নাস্তি বিমুক্তিভাজাম্ ॥ ৬৬২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-পাণি, শার্ঙ্গপাণি, গরুড়বাহন, বরদাতা, লক্ষ্মীকান্ত, ভবভয়ভঞ্জন নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সকল মুক্তিপাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভয় থাকে না ॥ ৬৬২ ॥

টীকা—ন কেবলমেবং নরকভয়ং ক্ষীণং, কিন্তু সংসারভয়ঞ্চ বিনষ্টং, পরমপদপ্রাপ্তিরপি জাতেত্যাহ—যে শঙ্খেতি। সম্যগাশ্রয়ন্তে শরণং যান্তি; বিশিষ্টা মুক্তির্বৈকুণ্ঠবাসস্তদ্ভাজামিতি মুখ্যং ফলম্ ॥ ৬৬২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে—

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে মোহনিদ্রাসমাকুলে।
যে হরিং শরণং যান্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥৬৬৩

অনুবাদ - বৃহন্নারদীয়পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণের শেষে বলা হইয়াছে—এই মোহনিদ্রা-সমাকুল ভয়ঙ্কর সংসারে যাঁহারা শ্রীহরির শরণাপন্ন হন, তাঁহারা কৃতার্থ হন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৬৩ ॥

টীকা—কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থাঃ ॥ ৬৬৩ ॥

ব্রহ্মপুরাণে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥৬৬৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—বাক্য, মন ও কর্ম্মসহ যাঁহারা শ্রীঅচ্যুতের শরণ গ্রহণ করেন, কৃতান্ত তাঁহাদিগের প্রতি প্রকোপ প্রকাশ করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা মুক্তির ফল ভক্তি অথবা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬৬৪ ॥

টীকা—তেষাং ন সমর্থঃ, জাতেঽপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিত্যর্থঃ। যতো মুক্তেঃ ফলং ভক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপ্তির্বা, তদ্ভাগিনঃ ॥ ৬৬৪ ॥

দশমস্কন্ধে (১০।১৪।৫৮)—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ৬৬৫ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যাঁহারা পুণ্য যশ মুরারির চরণ রূপতরী সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছেন, এই সংসার সাগর তাঁহাদিগের পক্ষে বৎসপদ অর্থাৎ অতি সামান্য হইয়া যায়। তাঁহারা পরমপদ বৈকুণ্ঠলাভের অধিকারী হন এবং তাঁহাদিগকে আর বিপদাপন্ন হইতে হয় না—তাঁহারা চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠ বাসী হন ॥ ৬৬৫ ॥

টীকা—এবং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমার্থত্বাৎ পরমমাহাত্ম্যাচ্চ তদেকশরণানামযত্নসিদ্ধমেব পরমপদমিতি প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ—সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং যশো যস্য স পুণ্যযশাঃ, স চাসৌ মুরারিশ্চ, তস্য পদপল্লব এব প্লবঃ, তং সম্যগাশ্রিতাঃ। মহৎপদং মহতাং পদমাশ্রয়ম্; যদ্বা, মহচ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টঞ্চ তৎপদঞ্চেতি তথা, তেষাং ভবাম্বুধির্বৎসপদমাত্রং ভবতি, অনায়াসেন মোক্ষঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যানুষঙ্গিকত্বেন স্বতঃ সিদ্ধেঃ। কিঞ্চঃ, পরং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং পদং স্থানং ভবতি, বিপদাং যৎ পদং বিষয়স্তৎ পুনঃ কদাচিদপি তেষাং ন ভবতি, ন ততঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬৫ ॥

প্রথমে (১।১৫)—

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥৬৬৬॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—যে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয়হেতু শান্তিরসাস্পদ ঋষিগণ সান্নিধ্যমাত্রেই লোকগণকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করেন, হে সূত! তাঁহাদের মত গঙ্গার পবিত্র করিবার ক্ষমতা কোথায়? গঙ্গা যদিও শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে নির্গতা, তবুও তাঁহাতে স্নান করিলে তবে পবিত্র হওয়া যায়, আর সাধুগণের দর্শনেই এই ফল হয় ॥৬৬৬॥

টীকা—এবং শ্রীভগবচ্ছরণাপন্নানাং ক্রমেণ ভবদুঃখাদ্যভাবং পরমপদপ্রাপ্তিঞ্চ লিখিত্বাধুনা তেহ-

ন্যানপি নিস্তারয়ন্তীতি লিখতি—যৎপাদেতি। হে সূত! যস্য ভগবতঃ পাদাবেব সংশ্রয়োঃ যেষাং তে শরণাগতা ইত্যর্থঃ, অতএব প্রশমঃ প্রকৃষ্টশান্তিরূপ-ময়নং বর্ত্ম শরণাপত্তিলক্ষণং যেষাম্ ; যদ্বা, প্রশ-মোহয়নং শরণাপত্তিসাধনং যেষাম্ ; যদ্বা, প্রকৃষ্টঃ শমঃ সুখং যস্মাৎ স প্রশমঃ প্রেমা, তময়ন্তে প্রাপ্নুব-ন্তীতি তথাভূতা মুনয়ঃ উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সন্তঃ পুনন্তি। যদ্বা মুনয়ঃ পূর্ব্বমাত্মারামা অপি মুনিত্বং বিহায় যৎপাদসংশ্রয়াঃ সন্ত এব। অন্যৎ সমানম্। স্বর্ধুনী গঙ্গা, তস্যা আপস্ত তৎপাদ-নিঃসৃতা এব, ন তু তত্রৈব তিষ্ঠন্তি, বিশেষতশ্চ বিষম-পথবর্ত্তিন্যঃ সাগরগামিন্য এব বা। অতস্তৎপাদসম্ব-ন্ধেন পুনন্ত্যোঽপি অনুসেবয়ৈব পুনন্তি, তদপি ন সদ্য ইতি শরণাগতানামুৎকর্ষঃ ॥ ৬৬৬ ॥

———

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ (৪।১৮)—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬৬৭ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকবাক্য যথা—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি এবং অন্যান্য যাহারা কর্ম্মহেতু পাপী, তাহারাও যাঁহার শরণাগতদিগের আশ্রয় লাভ করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই প্রভাবশালী শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৬৬৭ ॥

টীকা—কিঞ্চ, কিরাতেতি ; কিরতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ, অন্যে চ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ যদুপা-শ্রয়াঃ শরণাগতাস্তদাশ্রয়া সন্তঃ শুধ্যন্তি, অসম্ভাবনা-শঙ্কাং পরিহরতি ; প্রভবিষ্ণবে—প্রভবণশীলায়েতি ॥ ৬৬৭ ॥

———

তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ (২৩।৪২)—

কিং দুরাপাদনন্তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৬৬৮ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয়বাক্য যথা—শ্রীহরির চরণযুগল স্মৃত হইলে যখন সংসারদুঃখ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখন একনিষ্ঠ শ্রীহরিচরণানুরক্ত ব্যক্তি ঐ চরণযুগল আশ্রয় করিলে তাঁহার কোনও বস্তুই অপ্রাপ্য বা অসাধ্য থাকে না ॥ ৬৬৮ ॥

টীকা—যতস্তেষাং কিঞ্চিদপ্যসাধ্যং নাস্তীতি লিখতি—কিমিতি। দুরাপাদনং দুষ্করং কিম্ ? অপি তু সর্ব্বমেব সুকরম্। উদ্দামচেতসাং ধীরাণাম্ ; উদ্দামচেতস্ত্বমেব দর্শয়তি—যৈরিতি। যদ্বা, উদ্দাম-চেতসাং বিবিধমনোরথেনাসঙ্কোচত ইতস্ততো গচ্ছ-ন্মানসানামপীত্যশেষমনোরথসিদ্ধিরভিপ্রেতা। তত্র হেতুমাহ—যৈরিতি। তীর্থপদো ভগবতঃ, একতীর্থা-শ্রয়ণাদপি সর্ব্বং সুসিধ্যতি, কিং পুনঃ সর্ব্বতীর্থময্যা গঙ্গায়াঃ প্রভবাশ্রয়াদিতি ভাবঃ। ব্যসনং সংসারস্ত-স্যাত্যয়ো নাশো যস্মাৎ ; যদ্বা, অকার প্রশ্লেষেণ অব্যসনো মোক্ষস্তস্যাপ্যত্যয়োঽতিক্রমো যস্মাৎ স, ভক্তিরসবিস্তারণাৎ ॥ ৬৬৮ ॥

———

দশমে নাগপত্নীস্তুতৌ (১৬।৩৭)—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ॥
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৬৬৯ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে নাগপত্নীগণের বাক্যে—শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপন্ন ব্যক্তিগণ স্বর্গপৃষ্ঠ, সার্ব্বভৌম পদ, পারমেষ্ঠ্য পদ, পাতালাধিপত্য, যোগসিদ্ধি, জন্মরাহিত্য এ সমস্ত বস্তুর কিছুই লইতে ইচ্ছা করেন না ॥৬৬৯॥

টীকা—এবং শরণাপত্তেঃ সাধনত্বং বিলিখ্য সাধ্যত্বঞ্চ দর্শয়ন্ তদ্বতাং পরিপূর্ণতাং লিখতি—ন নাকেতি। রসাধিপত্যং পাতালাদি-স্বাম্যং, যোগসিদ্ধীঃ ত্রিকালজ্ঞত্বাদ্যাঃ, ক্ষুদ্রাঃ মহতীশ্চাণিমাদ্যাঃ ; যদ্বা, রসাধিপত্যং বিচিত্ররসসিদ্ধ্যাদ্যৈশ্বর্য্যং যোগসিদ্ধীরণি-মাদ্যা এবেতি যথোত্তরমেষাং শ্রৈষ্ঠ্যং ; তত্র নাকপৃষ্ঠতঃ সার্ব্বভৌমস্য শ্রৈষ্ঠ্যং, ভূমৌ কর্ম্মক্ষেত্রে বৈরাগ্যাদি-বিশেষসম্ভবেন জ্ঞান-ভক্ত্যাদি-সুসিদ্ধেঃ, কদাচিৎ ককুৎস্থাদিচক্রবর্ত্তি-সাহায্যেনেন্দ্রস্য স্বারাজ্যপ্রাপ্তেশ্চ। অন্যৎ স্পষ্টমেব। পাদরজঃ প্রপন্নাঃ, শরণাগতত্বেন কঞ্চিদেকং সম্বন্ধমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬৯ ॥

———

একাদশে চ শ্রীকরভাজনযোগেশ্বরোক্তরে (৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ৬৭০ ॥

অনুবাদ - একাদশস্কন্ধে শ্রীকরভাজন যোগেশ্বরের উক্তি মত—যিনি সর্ব্বপ্রযত্নে এই সংসারের যাবতীয় করণীয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বশরণ্য শ্রীমুকুন্দের শরণাপন্ন হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্তবর্গ, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকটে দাস্য বা ঋণপাশে আবদ্ধ হন না ॥ ৬৭০ ॥

টীকা —এবং বিধিনিষেধ-নিবৃত্তেঃ কৃতকৃত্যতাং লিখতি—দেবর্ষীতি। আপ্তা পোষ্যাঃ কুটুম্বানি, দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ, এতেষাং যথা ভক্ত ঋণী, অতএব তেষাং কিঙ্করঃ, তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা। তথা চ স্মৃতিঃ—'হীনজাতিং পরীক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েৎ' ইতি। অয়ন্তু ন তথা; কোঽসৌ? যঃ সর্ব্বভাবেন মুকুন্দং সর্ব্বতো মোক্ষদং পরমানন্দপ্রদঞ্চ ভগবন্তং শরণং গতঃ। কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য, যদ্বা, কর্ত্তং 'ভেদং কৃতীচ্ছেদনে' ইত্যস্মাৎ, 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্' (শ্রীগীঃ ৭।১৯) ইতি বুদ্ধেত্যর্থঃ। যদ্বা, অদ্বৈতনিষ্ঠোঽপি ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৭০ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধবেন
(শ্রীভাঃ ১১।১৯।৯)

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং ত্বদঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ৬৭১ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—হে প্রভো! এই ঘোর সংসার-মার্গে ত্রিতাপ-তপ্ত হইয়া আমি আপনার অমৃতবর্ষী চরণকমলরূপ আতপত্র ব্যতীত অন্য আর আশ্রয় সামগ্রী দেখিতেছি না ॥ ৬৭১ ॥

টীকা—তাপত্রয়েণাভিহতস্য, অতঃ সন্তপ্যমানস্য, অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বমেবাতপত্রং, তস্মাৎ; ন কেবলমাতপত্রাৎ, কিন্তু অমৃতং পরমানন্দরসমপ্যভিতো বর্ষতি যত্তস্মাৎ। এবং শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখহানিঃ, সুখপ্রাপ্তিশ্চোক্তা ॥ ৬৭১ ॥

ইত্থঞ্চ বোধ্যং বিদ্বদ্ভিঃ শরণাপত্তিলক্ষণম্।
বাচা হৃদা চ তস্বাপি কৃষ্ণৈকাশ্রয়ণং হি যৎ ॥৬৭২॥

অনুবাদ—এইভাবে কায়মনোবাক্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণই পণ্ডিতগণের মতে শরণাপত্তি লক্ষণ ॥ ৬৭২ ॥

টীকা —এবং মাহাত্ম্যলিখনদ্বারা লিখিতমপি শরণাগতলক্ষণং পৃথক স্পষ্টয়ন্ লিখতি—ইত্থঞ্চেতি। অনেন লিখিতপ্রকারেণ 'সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে' ইত্যাদিনা ব্যাসাদিভিঃ কৃষ্ণদেবস্যাশ্রয়ণমেব যৎ, তদেব শরণাগতলক্ষণং বোদ্ধব্যম্। তত্র বাচাশ্রয়ণং —'তবাস্মি' ইত্যাদিবচনং, মনসাশ্রয়ণং —'তস্যৈবাহম্' ইত্যাদি বচনম্; কায়েনাশ্রয়ণং—তৎক্ষেত্রসেবনাদি; এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥৬৭২

অথ শরণাপত্তিলক্ষণম্

স্কান্দে—

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনম্।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি
ন ভজামি স্মরামি ন ॥ ৬৭৩ ॥
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা ॥
ইতি ॥ ৬৭৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শরণাপত্তি লক্ষণ, স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—আমি গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ, মধুসূদনকে পরিহার করিয়া অন্য আর কাহাকেও জানি না, ভজন করি না, বা স্মরণ করি না। হরি ব্যতীত আর কাহাকেও আমি প্রণাম করি না, স্তব বা চক্ষুদ্বারা দেখি না, তাঁহাকে ছাড়া আমি অন্য কাহাকেও চাই না, তাঁহার প্রসঙ্গ ছাড়া আর কাহারো গীত গান করি না বা আর কাহারও নিকটে যাই না ॥ ৬৭৩-৬৭৪ ॥

টীকা—অন্যং দেবতান্তরং, তত্র ভগবতঃ পৃথক্-

ত্বেনেতি সৎসম্প্রদায়ঃ। গোবিন্দমিত্যাদিবিশেষণৈ-র্মাহাত্ম্যবিশেষেণ তদেকনিষ্ঠতা যুক্তেতি দর্শিতম্, এবং সর্ব্বথা তদেকাশ্রয়ণং শরণাগতলক্ষণমিত্যভিব্যঞ্জিতং, তৎপ্রকারশ্চ দর্শিতঃ ॥ ৬৭৩-৬৭৪ ॥

———

কেচিদাহুশ্চ শরণাগতত্বং ষট্প্রকারকম্।
প্রায়ঃ সখ্যপ্রকারে তৎ পর্য্যবস্যেদ্বিচারতঃ ॥ ৬৭৫ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ এই শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ বলিয়া থাকেন এবং বিচারে তাহা সখ্যভক্তির রূপান্তর মাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৬৭৫ ॥

টীকা—তত্র মতান্তরং লিখতি—কেচিদিতি। সখ্যরূপো য একো ভক্তেঃ প্রকারস্তস্মিন্ তৎষট্-প্রকারকশরণাগতত্বং বিচারতঃ পর্য্যবস্যেৎ ; তচ্চা-গ্রেহভিব্যঞ্জয়িতব্যম্ ॥ ৬৭৫ ॥

———

তচ্চোক্তং শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি-বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥
ইতি ॥ ৬৭৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে বলা হইয়াছে—অনু-কূলতার সংকল্প অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের অনুকূল নিয়ম গ্রহণ, প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন অর্থাৎ যাহাতে ভগবদ্ভজন বিঘ্নিত হয় সেই সব বস্তুর পরিত্যাগ, শ্রীভগবান রক্ষা করিবেন এই প্রকার বিশ্বাস, তাঁহাকেই পালন কর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য এই ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণ ॥ ৬৭৬ ॥

টীকা—আনুকূল্যস্য ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মং, প্রাতিকূল্যস্য তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনং, গোপ্তৃত্বেন পতিত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনং বা, আত্মনো নিক্ষেপঃ সমর্পণং, কার্পণ্যঞ্চ 'ভগবন্ রক্ষ রক্ষ' ইত্যাদিপ্রকারেণাবর্ত্তত্বম্। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে চ সখ্যে রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ, তত এব গোপ্তৃত্ববরণং চেতি দ্বয়ং, তথা প্রীতিস্বভাবেন আনু-কূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনং চেতি দ্বয়ং পর্য্য-বস্যত্যেব। তথা, মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়ো-হর্হতি শোচিতুমিতি, 'আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্' ইতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারাপেক্ষয়া প্র-শব্দঃ। তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপঃ, কার্পণ্যঞ্চ প্রীতি-বেশেষস্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্যমেব দ্রষ্টব্য-মিত্যেষা দিক্ ॥ ৬৭৬ ॥

———

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৬৭৭ ॥

অনুবাদ—আমি তোমার, এই প্রকার বাক্য যিনি বলেন এবং অন্তরেও তাহাই চিন্তা করেন এবং এই দেহ দ্বারা মথুরাদি তীর্থে গমন করিয়া আনন্দিত হন, তাঁহাকেই শরণাগত বলা যায় ॥ ৬৭৭ ॥

টীকা—এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমেব লিখতি—তবেতি। তন্বা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরা-দিকমাশ্রিতঃ সন্ মোদতে আনন্দমনুভবতি, সর্ব্বথা সখ্যসিদ্ধেঃ ॥ ৬৭৭ ॥

———

অতএবোক্তং দশমে শ্রীভগবন্তং প্রতি অক্রূরেণ (৪৮।২৬)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৬৭৮ ॥

অনুবাদ—অতএব দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের বাক্য—কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ভক্তপ্রিয়, সত্য-বাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ আপনাকে পরিহার করিয়া অন্যের শরণাগত হয়? জীবের ভজনে বা অভজনে আপনার লাভ ক্ষতি নাই যেহেতু আপনি নিত্য পূর্ণ। অতএব যিনি আপনার ভজনশীল এবং আপনাতে সদ্ভাবযুক্ত আপনি তাঁহাকে সব কিছুই দিয়া থাকেন এমন কি আপনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বশীভূত হইয়া যান ॥ ৬৭৮ ॥

টীকা—ত্বৎ ত্বত্তোঽপরং কঃ সমীয়াৎ? দীর্ঘত্বং পরস্মৈপদং বা আর্ষম্। সম্যক্ ইয়াদ্গচ্ছেৎ। তত্র

হেতুত্বেন বিশেষণচতুষ্টয়ম্—ভক্তএব প্রিয়ো যস্য, ঋতা সত্যা গীর্ব্বাক্ যস্য, সুহৃদঃ নিরুপাধিকৃপাকারিণঃ। কৃতমাত্মনো ভক্তস্য চ জানাতীতি তথা তস্মাৎ। অতএব ভবান্ ভজতো জনস্য, অতএব সুহৃদঃ সচ্চিত্তস্য; যদ্বা, প্রিয়ত্বেন স্বীকৃতস্য জনস্য সর্ব্বান্ অভিতঃ কামান্, অভি অভয়ং যথা স্যাদিতি বা, আত্মানমপি দদাতি। ভজনেন যস্য ভবতঃ স্বত উপচয়ো লাভো নাস্তি, নিত্যপরিপূর্ণত্বাৎ, অভজনে চাপচয়ো নাস্তি, নিত্যং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেনাননাপেক্ষত্বাৎ। সোঽপি ভবান্ ভক্তিপরবশঃ সন্ আত্মানং দদাতি। যদ্বা, তেন নিজোপচয়াপচয়ৌ পরমকারুণ্যাদিনা মন্যমানমপি ভগবন্তং প্রতি নিজভক্তত্বদৃষ্ট্যা পরমবিনয়েন শ্রীমদক্রূরস্য তাদৃশ্যুক্তির্জ্ঞেয়া। যদ্বা, উপচয়াপচয়ৌ নেতি বৃদ্ধি-হ্রাসহীনতয়া পরমমহত্তমতায়াঃ পরকাষ্ঠা দর্শিতা, তথাভূতমপ্যাত্মানং দদাতি, ভক্তবশ্যং কারোতীত্যর্থঃ। অয়মপি শরণগমনে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬৭৮ ॥

———

তৃতীয়ে শ্রীউদ্ধবেন (২।২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ইতি ॥ ৬৭৯ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীউদ্ধব মহারাজের কথায় অহো! দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহার শরণাপন্ন হইব? যেহেতু ইনি দুষ্ট প্রকৃতির পূতনাকে, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে স্তনে বিষ মাখাইয়া আসিয়াছিলেন সেই ব্যক্তিকেও ধাত্রী জনোচিত গতি প্রদান করিয়াছেন ॥ ৬৭৯ ॥

টীকা—ইদানীং পরমদুষ্টেষ্বপি পরমকৃপাং দর্শয়ন্ তস্যৈবৈকস্য শরণ্যতাং নির্ধারয়ন্ নিজবন্ধুবর্গেণ সহ স্বয়মপি তং শরণং গচ্ছন্নুপসংহরতি—অহো ইতি আশ্চর্য্যং, হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং মহাদুর্ব্বিষং যম্ অপায়য়ৎ, বকী পূতনা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ শ্রীযশোদাধাত্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রীমুখরায়া বা শ্রীদেবকীধাত্র্যা বা কস্যাশ্চিৎ উচিতাং গতিং তস্মাদেব লেভে, ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দদাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, মরণসময়ে তস্যা আর্ত্তনাদমাকর্ণ্য গাত্রাস্ফালনাদিদুঃখমবলোক্য চ কেবলং পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া যস্তাদৃশীং গতিমদাদিত্যর্থঃ। তত্র চ ধাত্রীগতিদানে স্তন্যদানং কপটেনাপি মাতৃভাবানুকরণঞ্চ কারণমূহ্যম্ তচ্চ, তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতামিতি শ্লোকোক্ত্যা মাতৃবল্লালনাদি-পরমরম্যচেষ্টয়া ব্যঞ্জিতমেবাস্তি, ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ। অহমস্য জননী ইয়ং বেতি মোহিতে সত্যাবিতি। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদন্যং কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম? সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। বা-শব্দঃ কটাক্ষে। অতোঽন্যং কোঽপি দয়ালুর্নাস্তি, অতস্তমেব বয়ং দীনাঃ শরণং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ। যদ্যপি শরণাপত্তিলিখনং কাদাচিৎক কৃত্যলিখনানন্তরমেবোপপদ্যতে 'সকৃদেব প্রপন্নো যঃ' ইত্যাদি বচনতঃ সকৃৎপ্রবৃত্ত্যৈব শরণাগতত্বসিদ্ধেঃ, তথাপি শরণাগতত্বস্য নিত্য-ভগবৎস্থানাশ্রয়ণাদিলক্ষণত্বেন নিত্যানুকূল-সঙ্কল্পাদিলক্ষণত্বেন চ নিত্যকৃত্যান্তরৈর পর্য্যবসানাদত্রৈব লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৬৭৯ ॥

———

অথাচারা বহুবিধাঃ শিষ্টাচারানুসারতঃ।
শ্রীবৈষ্ণবানাং কর্ত্তব্যা লিখ্যন্তেঽত্র সমাসতঃ ॥৬৮০॥

অনুবাদ—শিষ্ট ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহার অনুসারে ইহার বহুত্ব দেখা যায় অর্থাৎ আচার সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে দেশ ও কাল অনুযায়ী ইহার পার্থক্য হয়। এখন এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে লিখিত হইতেছে ॥ ৬৮০ ॥

টীকা—সমুদ্রং দুস্তরং যস্য দয়য়া সুখমুত্তরেৎ। ভারাক্রান্তঃ খরোঽপ্যেষ তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে। এবং নিত্য কৃত্যানি ক্রমেণ বিবেচ্য লিখিত্বা ইদানীমেকত্রৈব নানাবিধানি কৃত্যানি বর্জ্জ্যানি চ লিখিতুং প্রতিজানীতে—অথেতি। শ্রীবৈষ্ণবাণাং কর্ত্তব্যাঃ কার্য্যা ইত্যত্র হেতুঃ—শিষ্টানাং সাধুনামাচারস্যানুসারতঃ ইতি। প্রাক্ লিখিতেন সদাচারস্য নিত্যত্বেনাবশ্যং বৈষ্ণবৈঃ সদাচারোঽনুসর্ত্তব্য ইত্যতো হেতোরিত্যর্থঃ। অত্র গ্রন্থে সমাসতঃ সংক্ষেপেণ, যদ্যপি কর্ত্তব্যা ইত্যনেন বিধেয়ানামেব লিখনমায়াতি, ন তু বর্জ্জ্যানাং, তথাপি বর্জ্জ্যেষ্বপি নিবৃত্তিরূপা ক্রিয়াস্ত্যেবেতি, তেঽপি

কর্ত্তব্যেষু প্রবিশন্ত্যেবেতি। যদ্বা, কৃত্যালিখনেঽকৃত্য-লিখনমপ্যপেক্ষ্যোতেতি সাহচর্য্যাদ্বর্জ্জ্যা অপি লেখ্যাঃ স্যুরেব। তত্র 'দেবাদীনর্চ্চয়েৎ' ইত্যেবমাদয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, 'পরস্বং ন হরেৎ' ইত্যেবমাদয়ো বর্জ্জ্যা উহ্যাঃ ॥ ৬৮০ ॥

———

অথাচারাঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে গৃহস্থাচার-কথনারম্ভে—

দেব-গো-ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধান্ বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেত্তথা ॥ ৬৮১ ॥
সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ।
গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রযতো নরঃ ॥ ৬৮২ ॥
প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেৎ নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ ॥৬৮৩

অনুবাদ—অতঃপর আচারসমূহ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে গৃহস্থাচার-কথন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, বয়স, জাতি এবং বিদ্যাদিতে বৃদ্ধ ও আচার্য্যগণকে পূজা ও ত্রিসন্ধ্যা নমস্কার করা কর্ত্তব্য। দিনে দুইবার সন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা করা উচিত। মানুষ পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ দুইটি বস্ত্র, প্রশস্ত ঔষধি এবং সুবর্ণাদি রত্ন সমূহ ধারণ করিবে। সুসজ্জিত অমলকেশ, সুন্দর গন্ধ দ্রব্য ও চারুবেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য। অপরের জিনিষ অল্প পরিমাণেও হরণ করিবে না। সামান্যও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না ॥ ৬৮১-৬৮৩ ॥

টীকা—বৃদ্ধান্ বয়োজাতিবিদ্যাদিনা বৃহত্তরান্ আচার্য্যাংশ্চ গুরূন্ ॥ ৬৮১ ॥

টীকা—ওষধীঃ—বিষ্ণুক্রান্তাদূর্ব্বাদ্যাঃ ॥ ৬৮২ ॥

টীকা—প্রসিদ্ধা অলঙ্কৃতা অমলাশ্চ কেশা যস্য সঃ। প্রস্নিগ্ধেতি পাঠঃ কৃচিৎ ॥ ৬৮৩ ॥

———

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ।
নান্যাশ্রয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ॥৬৮৪॥
ন দুষ্টযানমারোহেৎ কুলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥৬৮৫
বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্ত-বহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকীবন্ধকীভর্ত্তৃক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ॥ ৬৮৬ ॥
তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধো মৈত্রীং ন কুর্ব্বীত নৈকঃ পন্থানমাশ্রয়েৎ ॥৬৮৭

অনুবাদ—হে পুরুষপ্রবর! প্রিয় অথচ মিথ্যা ভাষণ, অন্যের দোষোদ্ঘাটন, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, অন্যের সহিত বৈরিতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ভগ্নযানে আরোহণ, কুলপাদপচ্ছায়ে উপবেশন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি বিদ্বিষ্ট, পতিত, উন্মাদ, অনেকের বৈরী এবং কীটতুল্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক তাহার সহিত যোগাযোগ রাখিবেন না। অসতী, অসতীর স্বামী, ক্ষুদ্র ও মিথ্যাবাদীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে নাই। অমিতব্যয়ী, পরনিন্দারত ও শঠ ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনও বন্ধুত্ব করিবেন না এবং পথে একাকী চলিবেন না ॥ ৬৮৪-৬৮৭ ॥

টীকা—নো রোচয়েৎ নেচ্ছেৎ ॥ ৬৮৪ ॥

টীকা—বহুভির্বৈরং যস্য; অতিকীটকঃ অত্যন্ত-কীটবৎপীড়কঃ, কণ্টকৈরিতি পাঠে স এবার্থঃ। বন্ধকী অসতী ॥ ৬৮৬ ॥

———

নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে জনেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥৬৮৮
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাম্।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাসৌ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৮৯
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ॥৬৯০

অনুবাদ—হে লোকেশ্বর—জলরাশির বেগাগ্রে অবগাহন, প্রজ্জ্বলিত গৃহের ভিতরে প্রবেশ এবং বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিবে না। দাঁতে দাঁতে ঘষা, মলাদি ত্যাগের সময় নাক সিঁটকানো এবং মুখে ঢাকা না দিয়া হাই তুলিবে না। শ্বাসকাশ ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চহাস্য, সশব্দে অধোবায়ু বর্জ্জন, নখদ্বারা বাদ্য করিবে না। নখ দ্বারা তৃণাচ্ছাদন ও ভূমিতে লিখন করিবে না ॥ ৬৮৮-৬৯০ ॥

টীকা—ন কুষ্ণীয়াৎ সততমলাদ্যপসারণার্থং ন

নিক্ষর্ষেৎ। ন মহীং লিখেন্নখৈরিতি জ্ঞেয়ং, 'ন নখৈর্বিলিখেদ্ভূমিম্' ইতি কৌর্ম্মোক্তেঃ ॥ ৬৮৯-৬৯০ ॥

ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্ট্রান্ন গৃহ্ণীয়াদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৯১ ॥
জ্যোতীংষ্যমেধ্যাশস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো ॥৬৯২॥
ন হুঙ্কুর্য্যাচ্ছবং চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥ ৬৯৩ ॥
চতুষ্পথং চৈত্যতরু-শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা।
পূজ্য-দেবদ্বিজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ ॥ ৬৯৪
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্যং গৃহং ব্রজেৎ ॥৬৯৫

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি দাঁত দিয়া দাড়ি ছিঁড়িবেন না, এবং দাঁত দিয়া মাটির ঢেলা লইবেন না। অপবিত্র অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতি পদার্থের দিকে তাকাইবেন না শবগন্ধ সোমজ সুতরাং শবগন্ধের নিন্দা করিতে হইবে না। রাত্রিকালে সর্ব্বদা চতুষ্পথ, চৈত্য বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রী বর্জ্জন করিবে। পূজ্য দেব দ্বিজ ও প্রদীপের ছায়া লঙ্ঘন করা বিদ্বান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয় ॥ ৬৯১-৬৯৫

টীকা—শ্মশ্রু ন ভক্ষয়েদ্দন্তৈর্ন চ্ছেদয়েদিত্যর্থঃ। তথা চ কৌর্ম্মে—ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ' ইতি ॥ ৬৯১ ॥

টীকা—জ্যোতীংষি নাশুচিরভিবীক্ষেত, অমেধ্যানি অপ্রশস্তানি চামঙ্গলানি সদা নাভিবীক্ষেত। অমেধ্য ইতি পাঠঃ কস্যচিন্মতে ॥ ৬৯২ ॥

টীকা—ন হুং কুর্য্যাৎ, শবং তদ্গন্ধঞ্চ ন জুগুপ্সেত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯৩ ॥

টীকা — চৈত্যতরুম্— বদ্ধবেদিকপূজ্যবৃক্ষং, জ্যোতিঃ—প্রদীপঃ ॥ ৬৯৪ ॥

কেশাস্থিকণ্টকামেধ্য-বলিভস্মতুষাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীং চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৯৬ ॥
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্ন জিহ্মং রোচয়েদ্বুধঃ ॥৬৯৭
উপসর্পেন্ন চ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ।
অথেষ্টভোজকাংশ্চৈব দেবপরাঙ্মুখান্।
বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৯৮ ॥

অনুবাদ—একাকী জনহীন অরণ্যে গমন করিবে না। শূন্যগৃহে অসহায় অবস্থায় যাইবে না, কেশ, অস্থি, কণ্টক, অমেধ্য দ্রব্য, ভস্ম, তুষ ও স্নানার্দ্র ভূমি এ সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সাধারণ ব্যক্তির আশ্রয় লওয়া বা কাহাকেও কুটিলতা শিক্ষা দেওয়া বিদ্বান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। সর্পাগ্রে উপস্থিত হইবে না, উত্থিত হইয়া দীর্ঘকাল থাকিবে না, অপরিমিত ভোজী দেবপূজাবিমুখ ও বর্ণাশ্রম ক্রিয়ারহিত জনগণকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬৯৬-৬৯৮ ॥

অতীবজাগরস্বপ্নৌ তদ্বৎ স্থানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ॥ ৬৯৯ ॥
দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ ॥৭০০॥

অনুবাদ—হে রাজন্—অতীব জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, উচ্চস্থানে অবস্থান, উচ্চাসনে উপবেশন ও উচ্চ শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ন এবং অতিশয় অঙ্গ চালন পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান জনের কর্ত্তব্য। শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রী পশু সকলকে দূর হইতেই বর্জ্জন করা উচিত ॥ ৬৯৯-৭০০ ॥

অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা।
ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্বুধঃ ॥ ৭০১ ॥
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদ্দেবাদ্যার্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনকে জপে ॥ ৭০২ ॥

অনুবাদ—হিম এবং সম্মুখবর্ত্তী বায়ু ও রৌদ্রকে স্পর্শ করা উচিত নহে। নগ্নাবস্থায় স্নান, শয়ন ও কোন বস্তু স্পর্শ করা বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। কাছা খোলা অবস্থায় আচমন ও দেবপূজা বিহিত নয়। এক বস্ত্রে স্বস্তিবাচন কর্ম্ম ও জপ করিবে না ॥ ৭০১-৭০২ ॥

টীকা—নৈকো গচ্ছেৎ। জিহ্মং কৌটিল্যং ন রোচয়েৎ, ন গ্রাহয়েৎ। স্থানম্ উর্দ্ধাবস্থিতিম্, তথেত্যনেন অতীবেতি পরামৃশ্যতে, শয্যাং নাতীব সেবেত, তদুপরি চিরং ন তিষ্ঠেৎ। অবশ্যায়ং হিমং নোপস্পৃশেৎ, আচমনং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৬৯৫-৭০১ ॥

কিঞ্চ—

ন চ নির্ধুনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ।
পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ ॥৭০৩
অপসব্যং নৈব গচ্ছেদ্দেবাগারচতুষ্পথান্।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ তথা বিপরীতান্ন দক্ষিণান্ ॥ ৭০৪ ॥
সোমার্কাগ্নম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সংমুখম্।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ৭০৫ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—স্নানের পর ভিজাচুল কাঁপাইবে না, উত্থিত হইয়া আচমন করিবে না, পদদ্বারা পদ আক্রমণ করিতে নাই এবং পূজ্য ব্যক্তিগণের সমক্ষে পদসঞ্চারণ করিবে না। দেবালয় ও চতুষ্পথ প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না; মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণ ঘটাদি মাঙ্গলিক এবং পূজা, গুরু, ব্রাহ্মণ, ধেনু ও বৃদ্ধগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে। আর অমঙ্গল সূচক পদার্থকে প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে। চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, জল, বায়ু এবং পূজ্যগণের সম্মুখে থুতু বা মলমূত্র পরিত্যাগ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭০৩-৭০৫ ॥

টীকা—কেশান্ স্নানানন্তরমার্দ্রান্ সতঃ; পাদং ন নয়েৎ ॥ ৭০৩ ॥

———

তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েত্তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিন্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৭০৬ ॥
শ্লেষ্মষ্ঠীবনকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে ॥ ৭০৭ ॥
যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ।
ন চৈবের্ষুর্ভবেত্তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ৭০৮ ॥
মঙ্গল্যপুষ্পরত্নাজ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেৎ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নরঃ ॥৭০৯

অনুবাদ—দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিবে না, পথে মূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। শ্লেষ্মা, মূত্র, বিষ্ঠা ও রক্ত কখনই লঙ্ঘন করিবে না। ভোজনের সময় কফ ও থুতু ফেলা ভাল নয়। বলি, মঙ্গলজপাদি, হোমের সময় কিংবা মহাজনগণের নিকট কফ ও থুতু ফেলা উচিত নহে। পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীলোকদিগকে অবমাননা করা বা বিশ্বাস করা অনুচিত। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কখনও ঈর্ষা প্রকাশ করিবে না বা তাহাদিগকে অধিকার করিবে না। সদাচার রত বিজ্ঞ ব্যক্তি মঙ্গলস্বরূপ পুষ্প, রত্ন, ঘৃত এবং পূজ্য ব্যক্তিগণকে অভিবাদন না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে না ॥ ৭০৬-৭০৯ ॥

টীকা—অপসব্যম্ অপ্রদক্ষিণং ন গচ্ছেৎ, প্রদক্ষিণং কৃত্বৈব গচ্ছেদিত্যর্থঃ। মঙ্গল্যান্ মধু-ঘৃত দধি-সিদ্ধার্থ-জলপূর্ণঘটাদীন্ পূজ্যাংশ্চ গুরুবিপ্রধেনু-বৃদ্ধাদীন্। তথা চ কাশীখণ্ডে—দেবতায়তনং বিপ্রং ধেনুং মধু মৃদং ঘৃতং জাতিবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধং বিদ্যাবৃদ্ধং তপস্বিনম্ ॥ অশ্বত্থং চৈত্যবৃক্ষঞ্চ গুরুং জলভৃতং ঘটম্। সিদ্ধান্নং দধি সিদ্ধার্থং গচ্ছন্ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ইতি। বিপরীতান্ অমঙ্গল্যাদীন্। নাধিকুর্য্যাৎ, অধিকারং ন কুর্য্যাৎ। যদ্বা, স্ত্রীভ্যোঽধিকারং ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। সদাচারপর ইতি সর্ব্বত্রৈবান্বেতি, তচ্চোক্তানাং সর্ব্বেষামেব নিত্যত্বমভিপ্রৈতি ॥ ৭০৪-৭০৯ ॥

———

অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বশৌচকাদিষু।
অনাধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥ ৭১০ ॥
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥৭১১
নোর্দ্ধং ন তির্য্যক্ দূরং বা নিরীক্ষণ পর্য্যটেদ্বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্বিলোকয়ন্ ॥৭১২॥

অনুবাদ—অকাল গর্জ্জনাদি, অষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বসকল অশৌচকাল ও গ্রহণাদিসময় অনধ্যায়-কাল—বিদ্যার্থী ও পণ্ডিতগণ এই সময় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবেন না। বৃষ্টিতে এবং রৌদ্রে ছাতার ব্যবহার এবং রাত্রিবেলা বন মধ্যে দণ্ড ধারণ করা কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষার ইচ্ছা থাকিলে পর্য্যটনকালে সর্ব্বদা পাদুকা ব্যবহার করিবে। জ্ঞানীব্যক্তি উর্দ্ধ, বক্র ও দূরস্থানে দৃষ্টি দিতে দিতে ভ্রমণ করিবেন না কিন্তু চারিহস্ত পরিমিত ভুমিপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গমন করিবেন ॥ ৭১০-৭১২ ॥

টীকা—পর্ব্বসু অষ্টম্যাদিষু আদিশব্দদ্বয়গৃহীতো বিশেষঃ কাশীখণ্ডে—'অকাল-বিদ্যুৎ-স্তনিতে বর্ষতো পাংশুবর্ষণে। মহাবাতধ্বনৌ রাত্রাবনধ্যায়াঃ প্রকী-

স্তিতাঃ ॥' উল্কাপাতে চ ভূকম্পে দিগ্দাহে মধ্যরাত্রিষু। সন্ধ্যয়োর্বৃষলোপান্তে রাজচন্দ্রস্য সূতকে। দর্শেহষ্টকাসু ভূতায়াং শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ। প্রতিপদ্যপি পূর্ণায়াং মার্জ্জারেণ কৃতান্তরে। খরোষ্ট্রক্রোষ্টুবিরুতে সমবায়ে রুদত্যপি। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে পথি মার্গতরৌ জলে ॥ আবশ্যকমধীত্যাপি বাণসাম্নোরপি ধ্বনৌ। অনধ্যায়েষু চৈতেষু নাধীয়ীত দ্বিজঃ ক্বচিৎ ॥ কৃতান্তরায়ো ন পঠেৎ ভেকাখুশ্বাহিবভ্রুভিঃ' ইতি। এতে অনধ্যায়াঃ প্রায়ো বেদপাঠবিষয়া এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ৭১০ ॥

টীকা—ছত্রী সন্, দণ্ডী চ সন্ ব্রজেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭১১ ॥

———

কিঞ্চ—

প্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তদ্রহিতং বাচ্যং যদ্যপ্যত্যন্তবিপ্রিয়ম্ ॥ ৭১৩ ॥
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৭১৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অহিত সম্ভাবনা না থাকিলে প্রিয় বাক্যও বলিবে না এবং অহিত সম্ভাবনা না থাকিলে অত্যন্ত অপ্রিয় অথচ মঙ্গলজনক বাক্য বলা কর্ত্তব্য। ইহাতে পরলোকে প্রাণিসমূহের উপকারের জন্য যাহা হইতে পারে, ধীমান ব্যক্তি কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৭১৩-৭১৪ ॥

টীকা—তৎ প্রিয়ং ন বদেৎ; তত্র হেতুমাহ—শ্রেয় ইতি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ক্রমেণ বর্ত্তমানামপি কেষাঞ্চিৎ বচনানাং পরিত্যাগপূর্ব্বং কস্মিংশ্চিদ্‌যোগ্যপ্রকরণে লিখিতত্বাৎ কেষাঞ্চিদত্রানুপযোগাৎ। এবমগ্রেহপূহ্যম্ ॥ ৭১৩ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে—

অসাবহমিতি শ্রূয়াদ্দ্বিজো বৈ হ্যভিবাদনে।
শ্রাদ্ধং ব্রতং জপং দানং দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা।
যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৭১৫ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে সদাচার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ ব্যক্তি প্রণাম করিবার সময় অবশ্যই 'আমি প্রণাম করিতেছি' এইরূপ বলিবেন। শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবতা পূজা, যজ্ঞ ও তর্পণকারীকে অভিবাদন করিতে হইবে না ॥ ৭১৫ ॥

টীকা—অভিবাদনে বর্জ্জ্যানাহ—শ্রাদ্ধমিতি ত্রিভিঃ। শ্রাদ্ধাদি কুর্ব্বন্তম্ ॥ ৭১৫ ॥

———

তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং ধাবন্তমশুচিং তথা।
ভুঞ্জানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসং তথা ॥ ৭১৬ ॥
ভিক্ষান্নধারিণং চৈব রমন্তং জলমধ্যগম্।
কৃতাভিবাদনো যস্তু ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়া যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৭১৭ ॥

অনুবাদ—সেই প্রকার স্নায়ী, অশুচি, ধাবমান, ভোজনরত, শয়ান, আবৃত আপাদমস্তক, ভিক্ষান্নজীবী, রমমাণ ও জল মধ্যস্থিত ব্যক্তি অভিবাদন করিলেও তাহার প্রত্যুত্তরে অভিবাদন কর্ত্তব্য নহে। ঐ প্রকার ব্যক্তিগণ শূদ্রবৎ অভিবাদনের যোগ্য নহে বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৭১৬-৭১৭ ॥

টীকা—প্রতিবাদনং প্রত্যভিবাদনম্; অভিবাদনপ্রত্যভিবাদনয়োঃ প্রকারঃ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৭১৭ ॥

———

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসালর্ক-সংবাদে—

অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক ॥ ৭১৮ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালশ অলর্ক-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে পুত্র! তুমি অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা, মিথ্যা বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, অসৎ শাস্ত্রপাঠ, অসৎ ব্যক্তির সহিত তর্ক বিতর্ক ও অসৎ ব্যক্তির সেবা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৭১৮ ॥

———

কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥ ৭১৯ ॥
উদক্যা দর্শনং স্পর্শং বর্জ্জেৎ সংভাষণন্তথা ॥৭২০॥
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কুর্য্যান্নিষ্কারণং নরঃ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ ॥৭২১

**পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য মহীয়সঃ ॥৭২২॥**

অনুবাদ—কেশ সংস্কার, আয়নায় মুখ দেখা, দাঁত-মাজা ও দেবতর্পণ সকাল বেলাতেই করণীয়। রজঃস্বলারমণীর দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিবে। অকারণে পুনঃ পুনঃ শিরঃস্নান করিবে না। শিরঃস্নানের পর তেল মাখিবে না। ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুধাদিপীড়িত, রুগ্ন, বিদ্যাধিক, গুরুপত্নী, ভারবাহক ও বৈষ্ণবব্যক্তিকে পথ ছাড়িয়া দিবে ॥ ৭১৯-৭২২ ॥

টীকা—অসন্তম্ অসাধুম্, অসদ্ভির্বা সহ বাদং গোষ্ঠীমুদ্‌গ্রাহং বা। আদর্শো দর্পণস্তস্য দর্শনম্ ॥ ৭১৮-৭১৯ ॥

টীকা—বর্জ্জেৎ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭২০ ॥

টীকা—শিরঃস্নাতঃ কৃতশিরঃস্নানঃ সন্ অঙ্গং তৈলেন ন স্পৃশেৎ, ন লেপয়েৎ ॥ ৭২১ ॥

টীকা—দুঃখিনঃ ক্ষুধাদি-পীড়িতস্য আতুরস্য চ রুগ্নস্য। পাঠান্তরে রোগাদিদুঃখেন বিবশস্য, মহীয়সঃ বৈষ্ণবস্য ॥ ৭২২ ॥

———

**মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ ॥ ৭২৩ ॥
উপানদ্বস্ত্রমাল্যানি ধৃতান্যন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং কবলং চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭২৪ ॥
ন ক্ষিপ্তবাহুজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ বাসসী ন চ ধুনয়েৎ ॥৭২৫**

অনুবাদ—বোবা, অন্ধ, কালা, মাতাল, পাগল, বেশ্যা, শত্রু, বালক ও পতিত লোককেও পথ ছাড়িয়া দিবে। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা, বস্ত্র ও মালা, অন্যের ব্যবহৃত যজ্ঞোপবীত, অলংকার ও গ্রাস পরিত্যাগ করিবে। জ্ঞানীব্যক্তি কখনও বাহু ও জঙ্ঘা-বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিবেন না। স্নানের পর পরিধেয় উত্তরীয় বস্ত্র ঝাড়া এবং পাদোলান উচিত নহে ॥ ৭২৩-৭২৫ ॥

টীকা—উপবীতাদিকমন্যৈর্ধৃতং বর্জ্জয়েৎ; বাসসী পরিধানোত্তরীয়ে স্নাতঃ সন্ ন ধুনয়েৎ ন নর্ত্তয়েৎ, 'ন চাপি ধুনয়েৎ কেশান্' ইত্যেতদনন্তরোক্তেঃ। এবমন্যশ্লোকবর্ত্তপ্যয়ং শ্লোকপাদঃ পুনর্লিখনপরিহারার্থমত্র সংযোজ্য লিখিতঃ। অন্যথা তন্মধ্যবর্ত্তিনাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদাবপ্যুক্তানাং পুনর্লিখনেন বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। তচ্চ স্বয়মগ্রে মূলে পরিহার্য্যমেব ॥ ৭২৪-৭২৫ ॥

———

**মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা।
ন্যূনাঙ্গানধমাংশ্চৈব নোপহাসেন্ন দূষয়েৎ ॥ ৭২৬ ॥**

অনুবাদ—মূর্খ, পাগল, বিপদাপন্ন, কুৎসিত, মায়াবী, অঙ্গহীন ও অধমব্যক্তিদের দেখিয়া উপহাস ও নিন্দা করিবে না ॥ ৭২৬ ॥

টীকা—উপহাসেৎ উপহসেৎ ॥ ৭২৬ ॥

———

**পরস্য দণ্ডং নোদ্‌যচ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ স্নাতকী ক্বচিৎ ॥ ৭২৭ ॥
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রবাসোধরোঽপি বা।
ক্ষুরকর্ম্মণি চান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥ ৭২৮ ॥**

অনুবাদ—অন্যের প্রতি দণ্ড উঠাইবে না, তবে পুত্র ও শিষ্যকে শিক্ষার জন্য তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। অস্নাত বা স্নানোদ্যত ব্যক্তির শরীরে অনুলেপন দিবে না। হে পুত্র! লালকাপড় বা ছাপছোপ দেওয়া কাপড় পরিবে না। ক্ষৌরকর্ম্মের পর, স্ত্রীসহবাসের পর বা শ্মশানে গমনের পর কাপড়সহ স্নান করাই বিদ্বানব্যক্তির কর্ত্তব্য ॥ ৭২৭-৭২৮ ॥

টীকা—স্নাতকী স্নানার্থোদ্যতঃ ॥ ৭২৭ ॥

টীকা—চেলবান্ সচেল এব স্নায়াৎ; কটভূমিং শ্মশানম্ ॥ ৭২৮ ॥

———

**যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ।
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ ॥৭২৯**

অনুবাদ—পণ্ডিতব্যক্তি একইসময়ে জল ও আগুন ব্যবহার করিবেন না। বাছুর যখন দুধ খাইবে তখন গাভীকে অন্যের দৃষ্টিতে আনিবেন না। অঞ্জলিপুটে জলপান করিবেন না ॥ ৭২৯ ॥

———

শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষ্বল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ ॥৭৩০॥

অনুবাদ—কম-বেশী যাহাই হউক শৌচকালে অযথা দেরী করা উচিত নহে। রান্না করার সময় মুখদিয়া আগুনে বাতাস দিতে নাই ॥ ৭৩০ ॥

বিপ্রুষো মক্ষিকাদ্যাশ্চ হস্তসম্পাদদোষিণঃ।
অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ ন গোর্বৎসস্য চাননম্ ॥৭৩১
মাতুঃ প্রস্রবনে মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে।
উদক্যাশৌচিনগ্নাংশ্চ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥৭৩২॥

অনুবাদ—মুখনিঃসৃত লালাবিন্দু এবং মক্ষিকা প্রভৃতি হস্তসংস্রবে দূষিত হয় না। অজ ও অশ্বের মুখ শুদ্ধ। গাভীর ও বৎসের মুখ শুদ্ধ নয়, তবে গাভীর দুগ্ধক্ষরণে বৎসের মুখ শুদ্ধ হয় ও ফল-পাতনে পক্ষী শুদ্ধ। রজঃস্বলা, সূচীকর্ম্মোপজীবী দরজী, নগ্ন, নবপ্রসূতা, যবন ও মৃতদেহ বহনকারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধ হওয়ার জন্য স্নানকরা উচিত ॥ ৭৩১-৭৩২ ॥

টীকা— ধয়ন্তীং জলং পিবন্তীং নাচক্ষীত, কস্মৈ-চিন্ন কথয়েৎ, নাহ্বয়েদিতি বার্থঃ ; যদ্বা, বৎসং পায়য়ন্তীমিত্যর্থঃ। ন মুখেনানলং ধমেদিত্যেতৎ পাকাদিবিষয়ং, যচ্চ কৌর্ম্মে—'মুখেনৈব ধমেদগ্নিং মুখাদগ্নিং মুখাদগ্নিরজায়ত' ইতি তত্তু অগ্নিহোত্রাদি-বিষয়ম্ ॥ ৭২৯-৭৩০ ॥

টীকা—আননং মেধ্যং। মাতুর্ধেনোঃ। মেধ্যং বৎসস্যাননং, শকুনির্মেধ্যঃ ॥ ৭৩১-৭৩২ ॥

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥৭৩৩

অনুবাদ—সরস নরাস্থি স্পর্শে মানুষ স্নান-করিলে তবে শুদ্ধ হইবে এবং, নীরস অস্থি স্পর্শ করিলে আচমন, গোস্পর্শ বা সূর্য্যদর্শন করিলেই শুদ্ধ হওয়া যায় ॥ ৭৩৩ ॥

টীকা—ঈক্ষ্য নিরীক্ষ্য ॥ ৭৩৩ ॥

ন চালপেজ্জনং দ্বিষ্টং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্।
দেবতাতিথি-সচ্ছাস্ত্র-যজ্ঞ-সিদ্ধাদি-নিন্দকৈঃ ॥৭৩৪॥
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যেদর্কাবলোকনাৎ।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজান্ পতিতং শঠম্।
বিধর্ম্মি-সূতিকাষণ্ডবিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৭৩৫ ॥
মৃতনির্য্যাতকাংশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ ॥ ৭৩৬॥

অনুবাদ—জনবিদ্বেষী বা পতিপুত্রহীনা নারীর সহিত আলাপ করিবে না। দেবতা, অতিথি, সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধাদিনিন্দকের সঙ্গ বা তাহাদের সঙ্গে আলাপ অকর্ত্তব্য, করিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রজঃস্বলা, অন্ত্যজ, পতিত, ধূর্ত্ত, বিধর্ম্মী, নবপ্রসূতা, নপুংসক, বসনহীন ও যবন দর্শন ঘটিলেও সূর্য্য-দর্শনে শুদ্ধি ঘটিবে। মৃতনির্য্যাতক ও পরদাররত ব্যক্তিদিগকে দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি এইভাবেই আত্মশোধন করিবেন ॥ ৭৩৪-৭৩৬ ॥

টীকা—নালপেৎ ন সংভাষেৎ, লোকদ্বিষ্টং জনম্, অন্ত্যজান্ চণ্ডালাদীন্, বিবস্ত্রান্ নগ্নান্, অন্ত্যা-বসায়িনশ্চ যবনাদীন্ ॥ ৭৩৪-৭৩৫ ॥

টীকা—এতদেব অবলোকনমিত্যর্থঃ ॥ ৭৩৬ ॥

কিঞ্চ—

যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥ ৭৩৭ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে কাজে আত্ম-গ্লানি হয় না, মহাজনসমক্ষে গোপনেরও প্রয়োজন হয় না সেইসব কাজ নির্ভয়ে সমাধা করিবে ॥৭৩৭॥

টীকা—কিং বহুনোক্তেন, সংক্ষেপতঃ কৃত্যং বর্জ্জ্যঞ্চ সর্ব্বং শিক্ষয়ত্যাহ—যচ্চেতি। আত্মা মনঃ বর্জ্জ্যঞ্চ তদ্বিপরীতমেবেত্যর্থঃ ॥ ৭৩৭ ॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে—

উপাসতে ন যে পূর্ব্বাং দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্।
সর্ব্বাংস্তান্ ধার্ম্মিকো রাজা
শূদ্রকর্ম্মণি যোজয়েৎ ॥ ৭৩৮ ॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টোৎসর্জ্জনং ভূপ সদা কার্য্যং হিতৈষিণা ॥৭৩৯

উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেচ্ছীর্ষং সর্ব্বে প্রাণাস্তদাশ্রয়াঃ।
কেশগ্রাহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতানি বর্জ্জয়েৎ।
ন পাণিভ্যামুভাভ্যান্তু কণ্ডুয়াজ্জাতু বৈ শিরঃ ॥৭৪০॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে বলা হইয়াছে—যেসব ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা বা স্বায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা করে না, সেই ব্রাহ্মণদিগকে শূদ্র-কার্য্যে নিয়োগ করা ধার্ম্মিকরাজার কর্ত্তব্য। হে রাজন্! হিতৈষী লোক গৃহ হইতে দূরে মূত্রত্যাগ, পাদপ্রক্ষালন, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ফেলিবেন। উচ্ছিষ্টহাতে মাথায় হাত দেওয়া অনুচিত যেহেতু সমস্ত প্রাণই মাথার আশ্রয়ে অবস্থান করে। মাথার চুলে হাত দেওয়া বা মাথায় আঘাত করা নিষিদ্ধ। দুইহাতদিয়া কখনও মাথা চুলকাইতে নাই ॥ ৭৩৮-৭৪০ ॥

টীকা—শিরঃ আত্মন এব, ন পরস্যেতি বোদ্ধব্যং, 'ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডুয়াদাত্মনঃ শিরঃ' ইতি কৌর্ম্মোক্তেঃ ॥ ৭৪০ ॥

কিঞ্চ—

সুবাসিনীর্গুর্ব্বিণীশ্চ বৃদ্ধং বালাতুরৌ তথা।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥৭৪১॥
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে বদ্ধে গোবাহনাদিকে।
যো ভুঙ্‌ক্তে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ ॥ ৭৪২ ॥
বর্জ্জয়েদ্দধিশক্তুঞ্চ রাত্রৌ ধানাশ্চ বাসরে ॥ ৭৪৩ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—গৃহস্থব্যক্তি নিজগৃহে অবস্থিত বিবাহিতা কন্যা, গর্ভবতী, বৃদ্ধ, বালক ও পীড়িত ব্যক্তিকে অগ্রে সংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করিবেন।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বাঁধা গরু ও ঘোড়াপ্রভৃতিকে অগ্রে জলাদি না দিয়া এবং যাহারা চাহিয়া আছে তাহাদিগকে খাদ্যবস্তু না দিয়া যাহারা ভোজন করে, তাহারা কেবল পাপ ভোজন করিয়া থাকে। রাত্রিতে দধি ও ছাতু এবং দিনেরবেলা যব ভোজন করা অনুচিত ॥ ৭৪১-৭৪৩ ॥

টীকা—সুবাসিনীঃ স্বগৃহবর্ত্তিবিবাহিতকন্যাঃ; চরমং পশ্চাৎ গৃহী ভুঞ্জীত। বাহনমশ্বঃ, আদিশব্দাৎ বৎসবৃষাদিঃ, তান্ প্রতি জলাদিকমদত্ত্বেত্যর্থঃ ॥৭৪১-৭৪২ ॥

কিঞ্চ—

স্রজশ্চনাবকর্ষেত ন বহির্ধারয়েত চ।
গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহসারিকাঃ ॥৭৪৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—নিজে ফুলের মালা টানিয়া ছিঁড়িবে না কিংবা গলাব্যতীত অন্যত্র ধারণ করিবে না। বাড়ীতে পায়রা, সারিকা ও শুক-পক্ষীকে পালন করিবে, যেহেতু উহারা গৃহের মঙ্গলকর ॥ ৭৪৪ ॥

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—

তৃণং বা যদি বা শাকং মূলং বা জলমেব বা।
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৪৫ ॥
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি।
নান্যস্মাদ্‌যাচকত্বঞ্চ নিন্দিতাদ্বর্জ্জয়েদ্বুধঃ ॥ ৭৪৬ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বলা হইয়াছে—তৃণ, শাক, মূল কিংবা জল অপহরণকারীর নরকে বাস হয়। বিচক্ষণব্যক্তি রাজা, শূদ্র বা পতিত-জনের নিকট হইতে দান লইবেন না। এবং অন্য নিন্দিতলোকের নিকট কিছু চাহিবেন না ॥৭৪৫-৭৪৬

নিত্যং যাচনকো ন স্যাৎ পুনস্তত্রৈব যাচয়েৎ।
প্রাণানপহরত্যেষ যাচকস্তস্য দুর্ম্মতিঃ ॥ ৭৪৭ ॥
ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মস্বং চ নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন ॥ ৭৪৮ ॥
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বং বাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ ॥ ৭৪৯ ॥

অনুবাদ—নিত্যকাল ভিক্ষাকরা অনুচিত। একবার যাহার নিকট কিছু চাওয়া হইয়াছে পুনরায় তাহার নিকট চাহিতে নাই, তাহাতে ঐ দুষ্টযাচক দাতার প্রাণাপহারক হয়। হে বিপ্রগণ! বিশেষ করিয়া কখনও দেবতার দ্রব্য অপহরণ করিবে না, অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণের জিনিষ চুরি করা উচিত নয়, বিদ্বানব্যক্তিগণ বিষকে বিষ বলেন না, ব্রাহ্মণের দ্রব্যকেই বিষ বলেন এবং দেবতার দ্রব্যও তাহাই সুতরাং সর্ব্বদা সযত্নে ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব অপহরণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৭৪৭-৭৪৯ ॥

ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্।
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গর্হ্যেত ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৭৫০
দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং
তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্ ॥ ৭৫১ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মের ছলে পাপাচরণ করিয়া ব্রত করিবে না। ব্রতাচরণের সময় পাপকে আড়াল করিয়া স্ত্রী ও শূদ্রজনকে ঠকাইলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এইপ্রকার ব্রাহ্মণের ইহ ও পরকালকে নিন্দা করিয়া থাকেন। দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটিকোটি গুণ বেশী। গুরুদ্রোহ অপেক্ষা জ্ঞানাপবাদ ও নাস্তিকতা কোটিগুণ বেশী ॥ ৭৫০-৭৫১ ॥

টীকা—ধানা ভৃষ্টযবাংশ্চ দিবসে বর্জ্জয়েৎ ন খাদেৎ, তৎ কারণং চোক্তত্রৈব—'দিবা ধানাসু বসতি রাত্রৌ চ দধিশক্তুষু। অলক্ষ্মীঃ কোবিদারেষু নিত্যমেব কৃতালয়া ॥' ইতি নাবকর্ষেৎ স্বয়মাকৃষ্য ন ছিন্দ্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ং নোত্তারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। ধন্যাঃ তে তত্র রক্ষ্যা ইত্যর্থঃ। অতস্তত্রৈবার্ধপদ্যম্—'ভবন্ত্যেতে ন পাপায় যথা বৈ তৈলপায়িকাঃ' ইতি। তৃণাদিকমপহরন্ নরকং যাতি। যচ্চোক্তমত্রৈব—'পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে। অদত্ত্বা দানমস্তেয়ং মনুরাহ' ইতি, তচ্চ ধর্ম্মার্থমেবেত্যবিরুদ্ধম্। যতস্তত্রৈবাগ্রে—'তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রা হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥' ইতি। স্ত্রীশূদ্রয়োর্দম্ভনং বঞ্চনং কুর্ব্বন্, তয়োরজ্ঞত্বেন বঞ্চনসম্ভবাৎ। যদ্বা, স্ত্রীশূদ্রবৎ কপটং কুর্ব্বন্ ॥ ৭৪৩-৭৫০ ॥

টীকা—জ্ঞানং শাস্ত্রং তস্য অপবাদঃ খণ্ডনং নিন্দা বা ॥ ৭৫১ ॥

———

কিঞ্চ—

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিময়োঃ শুভম্।
মুক্ত্বা সমুদ্রয়োর্দেশং নান্যত্র নিবসেদ্দ্বিজঃ ॥ ৭৫২ ॥
কৃষ্ণো বা যত্র চরতি মৃগো নিত্যং স্বভাবতঃ।
পুণ্যাশ্চ বিশ্রুতা নদ্যস্তত্র বা নিবসেদ্দ্বিজঃ।
অর্দ্ধক্রোশান্নদীকূলং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৫৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বত এই দুইএর মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমসমুদ্রের মধ্যগত পবিত্রস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যেখানে নিত্যস্বভাবতঃ কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, যেখানে পুণ্য সলিলা নদী সকল রহিয়াছে, অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ নদীতীর ত্যাগ করিয়া সেখানে ব্রাহ্মণগণের বাসকরা উচিত ॥৭৫২-৭৫৩ ॥

টীকা—কথং নিবসেৎ? তত্রাহ—অর্দ্ধেতি ॥৭৫৩

———

কিঞ্চ—

অগ্নিনা ভস্মনা চৈব সলিলেন বিশেষতঃ।
দ্বারেণ স্তম্ভমার্গেণ পঙ্‌ক্তিঃ পঙ্‌ক্তির্বিভিদ্যতে।
পরক্ষেত্রে চরন্তীং গাং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ ॥৭৫৪॥
ন সূর্য্যপরিবেশং বা নেন্দ্রচাপং ন চাগ্নিকম্।
পরস্মৈ কথয়েদ্বিদ্বান্ শশিনং বা কথঞ্চন।
তিথিং পক্ষস্য ন ব্রূয়ান্নক্ষত্রাণি বিনির্দ্দিশেৎ ॥৭৫৫॥
ন দেবগুরুবিপ্রাণাং দীয়মানন্তু বারয়েৎ।
নিন্দয়েদ্যো গুরূন্ দেবান্ বেদং বা সোপবৃংহণম্।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ ॥ ৭৫৬ ॥
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎ কিঞ্চিদুত্তরম্।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥ ৭৫৭ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যদি এমন অবস্থা হয় যে পতিত বা সেইপ্রকার লোকেদের সহিত ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্নি, ভস্ম, জল, দ্বার, স্তম্ভ ও পথ এই ছয়টিকে বিশেষভাবে মধ্যস্থ রাখিলে পঙ্‌ক্তিদোষ হইবে না। অপরের জমিতে গাভী চরিতেছে দেখিয়া কাহাকেও বলা উচিত নহে। বিদ্বানব্যক্তি সূর্য্যের পরিধি, ইন্দ্রধনু, রক্তকীট ও চন্দ্র এইসকল দেখিয়া কাহাকেও বলিবেন না। অন্যকে কোন পক্ষ, তিথি কিংবা নক্ষত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা উচিত নহে। দেব, গুরু ও বিপ্রগণকে কেহ কিছু দান করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে সেই বিষয়ে নিষেধ করিতে নাই, যেলোক দেবতা, গুরু, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রকে নিন্দা করে সে কল্পকোটিশতেরও বেশী সময় রৌরব নরকস্থ হইয়া যাতনা ভোগ করে। উহাদের নিন্দাবাদ শুনিলে নীরবে থাকিতে হয় কোন

উত্তরই করিতে নাই। কানে হাত দিয়া সেখান হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া উচিত, সেই নিন্দুকের মুখদর্শন করিবে না ॥ ৭৫৪-৭৫৭ ॥

টীকা—পতিতাদিভিঃ সহ একশয্যাসনভোজনাদিনা সঙ্করদোষাপত্তেঃ, সহভোজনাদিকং পূর্ব্বং নিষিদ্ধং, তত্র কদাচিৎ সহভোজনে ভস্মাদিনা পঙ্‌ক্তি-ভেদাৎ সঙ্করদোষাপলাপঃ স্যাদিত্যাহ—অগ্নিনেতি। পভিঃ ত্রি-চতুরৈঃ পদৈঃ। ষড়্‌ভিরিতি পাঠে অগ্ন্যাদিভিঃ ষড়্‌ভিঃ ॥ ৭৫৪ ॥

টীকা—তিথিং পরস্মৈ যৎ কিঞ্চিৎ ন ব্রূয়াৎ, অন্যথা গণকবৃত্ত্যাপত্তেঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৭৫৫ ॥

টীকা—দেবাদিভ্যো দীয়মানং যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ম্, উপবৃংহণানি পুরাণাগমস্মৃত্যাদিশাস্ত্রাণি, তৎসহিতম্ ॥ ৭৫৬ ॥

টীকা—এতান্ নিন্দকান্, এনমিতি বা পাঠঃ ॥৭৫৭

বর্জ্জয়েদ্বৈ রহস্যঞ্চ পরেষাং গূহয়েদ্বুধঃ।
বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন ॥ ৭৫৮॥
ন পাপং পাপিনং ব্রূয়াদপাপং বা দ্বিজোত্তমাঃ॥৭৫৯

অনুবাদ—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অন্যের বিষয়ে কৌতূহলী হইবেন না এবং অনিষ্ট গোপন করিবেন, কখনও আত্মীয় প্রভৃতি ঘনিষ্ট জনের সহিত বিবাদ করিবেন না। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! অত্যন্ত পাপকারীকেও পাপী বা পাপশূন্য বলা উচিত নহে ॥ ৭৫৮-৭৫৯ ॥

টীকা—রহস্যং রহঃকৃত্যং পরানিষ্টাদি ॥৭৫৮॥

টীকা—পাপং অত্যন্তপাপকর্ত্তারমপি জন পাপিনমিতি ন ব্রূয়াৎ ॥ ৭৫৯ ॥

নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং শশিনং বা নিমিত্ততঃ ॥৭৬০॥
নাস্তং যান্তং ন বারিস্থং নোপসৃষ্টং ন মধ্যগম্।
তিরোহিতং বাসসা বা ন দর্শান্তরগামিনম্ ॥ ৭৬১ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যোদয় বা চন্দ্রোদয়ের সময় কোনও কারণে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে নাই। অস্তগমনে উন্মুখ, জলে প্রতিবিম্বিত, রাহুগ্রস্ত, মধ্যগামী, বস্ত্রাবৃত ও দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বা চন্দ্র দ্রষ্টব্য নহে ॥ ৭৬০-৭৬১ ॥

টীকা—নিমিত্ততঃ কেনাপি হেতুনেতি, অতোঽকস্মাদ্দর্শনে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৭৬০ ॥

টীকা—উপসৃষ্টং রাহুগ্রস্তং মণ্ডলাদিব্যাপ্তং বা ॥ ৭৬১ ॥

নগ্নাং স্ত্রিয়ং পুমাংসংবা পুরীষং মূত্রমেব বা।
পতিত-ব্যঙ্গ-চাণ্ডালানুচ্ছিষ্টান্নাবলোকয়েৎ ॥ ৭৬২ ॥
ন মুক্তবন্ধনাং গাং বা নোন্মত্তং মত্তমেব বা।
স্পৃশেন্ন ভোজনে পত্নীং
নৈনামীক্ষেত মেহতীম্ ॥ ৭৬৩ ॥

অনুবাদ—নগ্ন পুরুষ, নগ্না স্ত্রী, বিষ্ঠা, মূত্র, পতিত, বিকলাঙ্গ, চাণ্ডাল ও উচ্ছিষ্টের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নহে। যে গাভী বন্ধন হইতে মুক্ত, যে লোক উন্মত্ত বা মত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে নাই। ভোজনসময়ে পত্নীকে স্পর্শ করিবে না এবং মলমূত্র ত্যাগকারিণী ভার্য্যার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবে না ॥ ৭৬২-৭৬৩ ॥

টীকা—পুমাংসং বা নগ্নং, পুরীষং মূত্রমন্যদীয়ং স্বকীয়ঞ্চ, তথা চ কৌর্ম্মে—'ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ' ইতি ॥ ৭৬২ ॥

টীকা—ভোজনে তৎসময়ে আত্মনঃ পত্ন্যা বা ॥৭৬৩

ক্ষুবন্তীং জৃম্ভমাণাং বা নাসনস্থাং যথাসুখম্।
নোদকে চাত্মনো রূপং নকুলং শ্বভ্রমেব বা ॥ ৭৬৪ ॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা ঘৃতমধু ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ ॥৭৬৫

অনুবাদ—পত্নীর হাঁচি বা হাই তোলার সময় এবং সে সুখাসীন থাকিলে তাহাকে দেখিতে নাই। জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব, নকুল ও গর্ত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে। শূদ্রকে বুদ্ধি, কৃশর পায়স, দই, এঁঠো ঘি ও মধু, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম ও যজ্ঞীয়দ্রব্য দিতে নাই ॥ ৭৬৪-৭৬৫ ॥

টীকা—রূপাদিকঞ্চ নেক্ষেতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৭৬৪

টীকা—হবিঃ—যজ্ঞীয়দ্রব্যম্ ॥ ৭৬৫ ॥

ন কুর্য্যাৎ কস্যচিৎ পীড়াং সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ।
নাত্মানমবমন্যেত দৈন্যং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
ন চ শিষ্যান্নং সৎকুর্য্যান্নাত্মানং শংসয়েদ্ বুধঃ ॥৭৬৬॥

অনুবাদ—বিচক্ষণব্যক্তি কাহাকেও পীড়ন করিবেন না। প্রয়োজনে পুত্র ও শিষ্যকে কেবল তাড়না করা যায়। আত্মার অসম্মান করিবেন না, সযত্নে দীনতা বর্জ্জন করিবেন। নিজের শাসন, সম্মান ও প্রশংসা করিবেন না ॥ ৭৬৬ ॥

টীকা—শংসয়েৎ প্রশংসয়েদিত্যর্থঃ, স্তাবয়েদিতি বা ॥ ৭৬৬ ॥

ন নদীঞ্চ নদীং ব্রূয়াৎ পর্ব্বতেষু ন পর্ব্বতম্।
আবসেত্তেন নৈবাপি যস্ত্যজেৎ সহবাসিনম্ ॥ ৭৬৭॥

অনুবাদ—নদীকে নদী ও পর্ব্বতকে পর্ব্বত বলিতে নাই কিন্তু গঙ্গা, কালিন্দী ইত্যাদি বলিতে হইবে। সহবাসী ত্যাগকারী ব্যক্তির সহিত বাস করিতে নাই ॥ ৭৬৭ ॥

টীকা—নদীং ন ব্রূয়াৎ, কিন্তু গঙ্গামিতি কালিন্দীমিতি চেত্যেবং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥৭৬৭॥

শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ।
রোমাণি চ রহস্যানি স্বানি খানি ন চ স্পৃশেৎ ॥৭৬৮
ন পাণিপাদবাঙ্‌নেত্র-চাপলানি সমাশ্রয়েৎ।
নাভিহন্যাজ্জলং পদ্ভ্যাং পাণিনা ন কদাচন ॥ ৭৬৯ ॥
ন ঘাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি ন ফলেন চ।
ন ম্লেচ্ছভাষণং শিক্ষেন্ন কর্ষেচ্চ পদাসনম্ ॥৭৭০।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ গাঞ্চ সংবেশয়েন্ন হি।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধাবেত স্ত্রীভির্বাদং ন চাচরেৎ ॥৭৭১॥

অনুবাদ—মাথায় দেওয়া তৈলের অবশিষ্ট লইয়া শরীরে মাখিবে না, গুহ্যরোমরাজি ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদি স্পর্শ করিতে নাই। হস্ত, পদ, বাক্য ও নেত্র ইত্যাদিদিগকে অচঞ্চল রাখিবে। পা ও হাত দিয়া কখনও জলে আঘাতকরা উচিত নহে। ইষ্টক বা ফলদ্বারা ফলে আঘাত করিবে না। ম্লেচ্ছজনের ভাষা শিখিবে না। পদদ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। কোলে ভোজনদ্রব্য রাখিয়া ভোজন করিবে না। গাভীর সহিত সুরতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। অক্ষ লইয়া খেলা করিবে না। দৌড়াইবে না। স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৭৬৮-৭৭১ ॥

টীকা—খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি ন স্পৃশেৎ আচমনব্যতিরিক্তকাল ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৬৮ ॥

ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ সুপ্তং ন বোধয়েৎ।
ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৭২ ॥

অনুবাদ—দাঁত দিয়া নখ বা রোম ছেদন করিতে নাই। ঘুমন্তব্যক্তিকে জাগাইবে না, প্রাতকালের বালসূর্য্যাতপ বা কন্যারাশিস্থ রবিকিরণ সেবন করিবে না, চিতার ধূম গ্রহণ করিবে না ॥ ৭৭২ ॥

টীকা—বালাতপং উদ্যদ্রবিরশ্মিতাপম্। যদ্বা, বালা কন্যা, তদ্রাশিগতসূর্য্যতাপমিত্যর্থঃ ॥ ৭৭২ ॥

নৈকঃ সুপ্যাৎ শূন্যগৃহে স্বয়ং নোপানহৌ হরেৎ।
নাকারণাদ্বা নিষ্ঠীবেন্ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ ॥৭৭৩॥
ন পাদক্ষালনং কুর্য্যাৎ পাদেনৈব কদাচন।
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ পাদৌ ন কাংস্যে ধারয়েদ্ বুধঃ ॥৭৭৪

অনুবাদ—শূন্যগৃহে একাকী শয়ন পণ্ডিতলোকের পক্ষে অনুচিত। স্বয়ং পাদুকাবহন করিবেন না, অকারণে থুতু ফেলিবেন না। বাহুদ্বয় সাহায্যে নদী পার হইবেন না। কখনও পদদ্বারা পদক্ষালন করিবেন না। আগুনে পা সেঁকা এবং কাঁসার বাসনে পা রাখা নিষিদ্ধ ॥ ৭৭৩-৭৭৪ ॥

টীকা—হরেৎ বহেৎ, বহেদিত্যেব বা পাঠঃ ॥৭৭৩

নাভিপ্রতারয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণান্ গামথাপি বা।
ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রা গো-ব্রাহ্মণানলান্।
ন চৈবান্নং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ ॥৭৭৫

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ। গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতা এ সকলকে প্রতারণা করা উচিত নয়। উচ্ছিষ্টাবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি হস্তস্পর্শ করিতে নাই; পদদ্বারা অন্ন বা দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিবে না ॥ ৭৭৫ ॥

টীকা—পাণিনা ন স্পৃশেৎ, হে বিপ্রাঃ, উচ্ছিষ্টঃ সন্ দেবপ্রতিমাঞ্চ ন স্পৃশেৎ ॥ ৭৭৫ ॥

নোত্তরেদনুপস্পৃশ্য স্রবন্তীং নো ব্যতিক্রমেৎ ।
চৈত্যবৃক্ষং নৈব ছিন্দ্যান্নাপ্সু ষ্ঠীবনমুৎসৃজেৎ ।
ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ নোপদধ্যাদধঃ কৃচিৎ ॥৭৭৬

অনুবাদ—নদী ক্ষুদ্র হইলেও আচমন না করিয়া পার হইবেন না, চৈত্যবৃক্ষকে লঙ্ঘন করিবে না বা ছেদন করিবে না। জলে থুতু ফেলিবে না, অগ্নিকে লঙ্ঘন করা বা অধোদেশে স্থাপন করা বুদ্ধিমানের পক্ষে অনুচিত ॥ ৭৭৬ ॥

টীকা—অনুপস্পৃশ্য অনাচম্য ; স্রবন্তীং নদীং ক্ষুদ্রামপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৭৭৬ ॥

ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যাৎ তিলবদ্ধং নিশি ত্যজেৎ ।
ন কূপমবরোহেত নাচক্ষীতাশুচিঃ কৃচিৎ ॥ ৭৭৭ ॥
অগ্নৌ ন প্রক্ষিপেদগ্নিং নাদ্ভিঃ প্রশময়েত্তথা ।
সুহৃন্মরণমার্ত্তিং বা ন স্বয়ং শ্রাবয়েৎ পরান্ ।
অপণ্যমথ পণ্যং বা বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ ॥ ৭৭৮ ॥

অনুবাদ—আগুনে পা দিবে না, রাত্রিকালে তিল-মিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবে না, কূপমধ্যে প্রবেশ করিবে না. অশুচি অবস্থায় কোন বাক্যই বলিবে না, অগ্নিতে অগ্নি প্রক্ষেপণ বা জলদিয়া আগুন নিভাইবে না, বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ বা অন্য কোনপ্রকার মনঃ-পীড়ার সংবাদ অন্যের নিকটে স্বয়ং শুনাইবে না। অবিক্রেয় বা বিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিবে না ॥৭৭৭-৭৭৮ ॥

টীকা—তিলৈর্বদ্ধং দ্রব্যং মোদকাদি ত্যজেৎ, ন ভক্ষয়েৎ, নাচক্ষীত কিঞ্চিদপি ন বদেৎ ॥ ৭৭৭ ॥

টীকা—অপণ্যম্ অবিক্রেয়ং বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ, ন বিক্রীণীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৭৭৮ ॥

পুণ্যস্থানোদকস্থানে সীমান্তং বা কৃষেন্ন তু ।
ন ভিন্দ্যাৎ পূর্ব্বসময়ং সত্যোপেতং কদাচন ॥৭৭৯॥
পরস্পরং পশূন্ ব্যালান্ পক্ষিণো ন চ যোধয়েৎ ।
কারয়িত্বা স্বকর্ম্মাণি কারূন্ বিদ্বান্ ন বঞ্চয়েৎ ॥৭৮০
বহির্গন্ধঞ্চ কুদ্বারপ্রবেশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥৭৮১॥

অনুবাদ—পুণ্যস্থান, জলস্থান, ও সীমান্তস্থান কর্ষণ করিবে না। সত্যবদ্ধ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করা উচিত নহে। পশু, সর্প ও পক্ষিসকলকে পরস্পর যুদ্ধ করাইবে না, নিজের কাজ করাইয়া কাহাকেও বঞ্চনা করা কখনও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। বহির্গন্ধ ও কুদ্বারে প্রবেশ পরিত্যাগ করিবে। সভায় একাকী যাওয়া বিপ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং বহুলোকের সহিত বাসও নিষিদ্ধ ॥৭৭৯-৭৮১॥

টীকা—কারূন্ শিল্পিনঃ কর্ম্মকরানিত্যর্থঃ ॥৭৮০॥

টীকা—সমবায়ং বহুভিঃ সহ সদৈকবাসম্ ॥৭৮১

ন বীজয়েদ্বা বস্ত্রেণ ন দেবায়তনে স্বপেৎ ।
নাগ্নিগোব্রাহ্মণাদীনামন্তরেণ ব্রজেৎ কৃচিৎ ॥ ৭৮২ ॥
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি ।
স্বান্তু নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদ্যৈর্ন রোগিভিঃ ।
বর্জ্জয়েন্মার্জ্জনীরেণু-বস্ত্রস্নান-ঘটোদকম্ ॥ ৭৮৩ ॥

অনুবাদ—কাপড় দিয়া হাওয়া করিবে না, দেব-মন্দিরে শয়ন করিবে না, কখনও অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের মধ্যদিয়া যাইবে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গরুর ছায়া লঙ্ঘন করা উচিত নয়. পতিতাদি বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে নিজের ছায়া লঙ্ঘন করিতে দিতে নাই। মার্জ্জনীধূলি, কাপড়নিংড়ান জল এবং স্নান-ঘটের জল বর্জ্জন করিবে ॥ ৭৮২-৭৮৩ ॥

টীকা—বস্ত্রোদকং স্নানঘটোদকঞ্চ ॥ ৭৮৩ ॥

নাশ্নীয়াৎ পয়সা তক্রং ন বীজান্যুপবীজয়েৎ ।
বিবৎসায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রং বা নির্দ্দশস্য চ ।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরমপেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ৭৮৪ ॥

অনুবাদ—দুধের সঙ্গে ঘোল মিশাইয়া খাইবে না। বীজকে উপবীজন করিতে নাই। বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ ও মেয়ে উটের দুগ্ধ কিংবা যাহার প্রসব-কাল হইতে দশদিন পার হয় নাই এইরূপ গাভীর দুগ্ধ, মেষদুগ্ধ বা বৃষভাক্রান্ত ধেনুর দুগ্ধ মনুর মতে পানযোগ্য নহে ॥ ৭৮৪ ॥

টীকা—অনির্দ্দশস্য অনিক্রান্তদশদিনস্য বৎসস্য ভক্ষ্যং যৎ ক্ষীরং তদিত্যর্থঃ, দশদিনমধ্যেঽপেয়ত্বাৎ ; সন্ধিনী বৃষভাক্রান্তা গোস্তস্যাঃ ক্ষীরং ॥ ৭৮৪ ॥

হন্তকারমথাগ্র্যং বা ভিক্ষাং বা শক্তিতো দ্বিজঃ।
দদ্যাদতিথয়ে নিত্যং বুধ্যেত পরমেশ্বরম্ ॥ ৭৮৫ ॥
ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রমগ্র্যং তস্মাচ্চতুর্গুণম্।
পুষ্কলং হন্তকারন্তু তচ্চতুর্গুণমিষ্যতে ॥ ৭৮৬ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ প্রত্যহ যথাশক্তি, হন্তকার, অগ্র্য বা ভিক্ষাদ্রব্য অতিথিকে দিবেন এবং ঐ অতিথিকে পরমেশ্বরবৎ মনে করিবেন। পণ্ডিতগণ গ্রাসমাত্র বস্তুকে ভিক্ষা তাহার চারি গুণকে অগ্র্য এবং অগ্র্যের চারিগুণকে হন্তকার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭৮৫-৭৮৬ ॥

মার্কণ্ডেয়ে—

ভোজনং হন্তকারং বা অগ্র্যং ভিক্ষামথাপি বা।
অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥ ৭৮৭ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে—নিজের সম্পদের তারতম্য অনুযায়ী অতিথিকে হন্তকার, অগ্র অথবা ভিক্ষা না দিয়া ভোজন করিতে নাই ॥ ৭৮৭ ॥

কাশীখণ্ডে—

নৈবোৎকটাসনেঽশ্নীয়ান্নাগ্নৌ বস্ত্বশুচি ক্ষিপেৎ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যোঽশ্নীয়াজ্জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
দাতুঃ শ্রাদ্ধফলং নাস্তি ভোক্তা
কিল্বিষভুগ্ভবেৎ ॥ ৭৮৮ ॥
নোৎপাটয়েল্লোমনখং দশনেন কদাচন।
করজৈঃ করজচ্ছেদং করৈনৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭৮৯॥
অপদ্বারে ন গন্তব্যং স্ববেশ্মপরবেশ্মনোঃ।
উৎকোচদ্যূতদৌত্যার্থ-দ্রব্যং দূরাৎ পরিত্যজেৎ ॥৭৯০
নিষ্ঠীবনঞ্চ শ্লেষ্মাণং গৃহাৎ দূরে বিনিক্ষিপেৎ।
উদ্ধৃত্য পঞ্চ মৃৎপিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরজলাশয়ে ॥
অনুদ্ধৃত্য চ তৎকর্ত্তুরেনসঃ স্যাত্তুরীয়ভাক্ ॥ ৭৯১ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে বলা হইয়াছে—অসমান আসনে বসিয়া ভোজন করিতে নাই। অগ্নিতে অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে নাই, যে অজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধবাড়ীতে ভোজন করে সে ভোক্তার পাপ ভোজন করে এবং অন্নদাতারও শ্রাদ্ধফল লাভ হয় না। দাঁতদিয়া নখ ও লোম কখনও তুলিতে নাই। হাতের নখদিয়া নখছেদন করিতে নাই। নিজের বাড়ীতে বা অপরের বাড়ীতে খিড়কিদরজা দিয়া যাওয়া উচিত নয়। উৎকোচ (ঘুষ), পাশাখেলা এবং পাশাখেলার উপকরণসমূহ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ঘর থেকে দূরে থুতু ও কফ ফেলিবে। অন্যের জলাশয় হইতে পাঁচটি মাটির ঢেলা উঠাইয়া ঐ জলাশয়ে স্নান করিতে হইবে। যদি তা না করা হয় তবে জলাশয় প্রতিষ্ঠাতার পাপের চারিভাগের একভাগ তাহাকে ভোগ করিতে হয় ॥ ৭৮৮-৭৯১ ॥

টীকা—দাতুঃ অন্নদাতুঃ; করজৈঃ নখৈঃ ॥৭৮৮-৭৮৯ ॥

ব্রাহ্মে—

যস্তু পাণিতলে ভুঙ্ক্তে যস্তু ফুৎকারসংযুতম্।
প্রসৃতাঙ্গুলিভির্যস্তু তস্য গোমাংসবচ্চ তৎ ॥ ৭৯২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—করতলে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, যে ব্যক্তি ফুৎকারসহযোগে বা প্রসারিত অঙ্গুলির সাহায্যে ভোজন করে, তাহার ঐপ্রকার ভোজন গোমাংস ভোজনসদৃশ হয় ॥ ৭৯২ ॥

অত্রিস্মৃতৌ—

ন্যূনাধিকস্তনী যা গৌর্য্যাথবাঽভক্ষ্যচারিণী।
তয়োর্দুগ্ধং ন হোতব্যং ন পাতব্যং কদাচন ॥ ৭৯৩॥
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ যাঽমেধ্যমপি ভক্ষয়েৎ।
হব্যে কব্যে চ তদ্দুগ্ধং গোময়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭৯৪॥
অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা।
মৃত্তিকা-প্রাশনং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥৭৯৫॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—যে গাভীর স্তন ছোট কিংবা বেশ বড় কিংবা যে গাভী বিষ্ঠাদি

ভোজন করে, কখনও তাহার দুগ্ধ পান করিবে না বা হোমে ব্যবহার করিবে না। অজা, গো, মহিষী প্রভৃতি যাহারা অমেধ্যপদার্থ ভোজন করে, হব্যে বা কব্যে তাহাদের দুধ বা গোবর পরিত্যাগ করিবে। অঙ্গুলিদ্বারা দন্ত শোধন করা, প্রত্যক্ষলবণ ও মৃত্তক্ষণ এসকল গোমাংস ভক্ষণতুল্য ॥ ৭৯৩-৭৯৫ ॥

অত্রাপবাদৌ মনুস্মৃতৌ—

সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে।
প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্ত্বন্যগোচরঃ ॥৭৯৬॥

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—সমুদ্রজাত ও সৈন্ধব এই দুই-প্রকার লবণ প্রত্যক্ষ ব্যবহার করা যায়, কিন্তু অন্য লবণ প্রত্যক্ষ ব্যবহারের যোগ্য নহে ॥ ৭৯৬ ॥

অত্রিস্মৃতৌ—

দিবা কপিত্থছায়া চ নিশায়াং দধিভোজনম্।
কার্পাসং দন্তকাষ্ঠঞ্চ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ম্ ॥ ৭৯৭ ॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—দিনের-বেলা কপিত্থবৃক্ষের ছায়া, রাত্রিতে দধিভোজন, কার্পাস-কাষ্ঠে দন্তশোধন করিলে ইন্দ্রও শ্রীভ্রষ্ট হন ॥ ৭৯৭ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ চ—

কপিলায়াঃ পয়ঃ পীত্বা শূদ্রস্তু নরকং ব্রজেৎ।
হোমশেষং পিবেদ্বিপ্রো বিপ্রঃ স্যাদন্যথা পশুঃ ॥৭৯৮

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—কপিলার দুগ্ধপান করিয়া শূদ্র নরকে যায়। বিপ্র হোমাব-শিষ্ট পয়ঃপান করিবেন নতুবা তাঁহার পশুজন্ম হইবে ॥ ৭৯৮ ॥

টীকা—অভক্ষ্যং বিষ্ঠাদি তচ্চারিণী; অজাদয়-স্তাসাং মধ্যে যা অমেধ্যং ভক্ষয়েৎ, তস্যা দুগ্ধং গোময়ঞ্চ; দান্তকাষ্ঠং দন্তশোধনম্, হোমশেষং হোমা-বশিষ্টমেব পয়ঃ ॥ ৭৯৩-৭৯৮ ॥

পরিহর্ত্তুং পুনর্লেখং তত্তৎ-শাস্ত্রোক্তমন্যথা।
যদত্র লিখিতং কিঞ্চিৎ তৎ ক্ষন্তব্যং মহাত্মভিঃ ॥৭৯৯

অনুবাদ—পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্য সেই সকল শাস্ত্রোক্ত শ্লোকসকলের কোন অংশ পরিত্যাগ এবং কোথাও এক স্থানের শ্লোকের স্থানান্তরে প্রয়োগ করিয়া যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে মহাত্মাগণ তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন ॥ ৭৯৯ ॥

টীকা—অথোপসংহরন্ শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিবর্ত্তি-পাঠপরিত্যাগাদিনোচ্চাবচোপচারাণামেষামন্যথা লিখ-নতো নিজাপরাধং মত্বা সাধূন্ ক্ষমাপয়তি—পরি-হর্ত্তুমিতি। অন্যথেতি কুত্রাপি শ্লোকাদিপরিত্যাগেন, কুচিদন্যত্রস্থিতশ্লোকপাদাদেরন্যত্র যোজনেন, কুচিচ্চা-ন্যাক্ষরৈস্তদর্থলিখনেত্যর্থঃ। তচ্চ পুনর্লিখনং পরি-হর্ত্তুমেব অন্যথা প্রকরণান্তরেঽত্রৈব লিখিতস্য পুন-র্লিখনেন বৈয়র্থ্যাপত্তের্গ্রন্থবাহুল্যাপত্তেশ্চ। অতো মহাত্মভিবিবেকিভিঃ ক্ষন্তব্যম্ ॥ ৭৯৯ ॥

আচারাশ্চেদৃশাঃ সন্তি পরেঽপি বহুলাঃ সতাম্।
তে লোকশাস্ত্রতো জ্ঞেয়া অপেক্ষ্যা
যদি বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৮০০ ॥

অনুবাদ—সজ্জনগণের এইরূপ উচ্চাবচ আচার আরও বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়। যদি বৈষ্ণবব্যক্তিগণের সেইসকলের প্রয়োজন পড়ে তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে এবং লোকাচারে সেইসকলও জানিতে পারিবেন ॥ ৮০০ ॥

টীকা—ঈদৃশাঃ উচ্চাবচাঃ সতামাচারাঃ; অশ্বত্থ-চ্ছায়ায়াং গোষ্ঠে চ রাত্রৌ ন স্বপেৎ। প্রাতরেকেন হস্তেনৈকমক্ষি ন সংমর্দ্দয়েৎ ইত্যাদয়ঃ। বৈষ্ণবৈর্যদ্য-পেক্ষ্যা ইতি তেষু কেষাঞ্চিদাচারাণামলক্ষ্মীপরিহার-পরত্বেন কেষাঞ্চিচ্চ রোগাদিপরিহারপরত্বেন নিজ-ধর্ম্মাতিক্রমণশঙ্কয়া বৈষ্ণবাণামনপেক্ষ্যত্বাৎ ॥ ৮০০ ॥

নিত্যত্বমেষাং মাহাত্ম্যমপ্যত্র লিখিতাৎ পুরা।
সদাচারস্য নিত্যত্বাম্মাহাত্ম্যাচ্চ সুসিধ্যতি ॥ ৮০১ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
নিত্যকৃত্যং নাম একাদশো বিলাসঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে সদাচার বর্ণনপ্রসঙ্গে সদাচারের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া

এইস্থানে ঐসকল সদাচারের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য সপ্রমাণিত হইল ॥ ৮০১ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত শ্রীমদ্ভগবৎ ভক্তি-বিলাসে নিত্যকৃত্য নামক একাদশ বিলাস ॥ ১১ ॥

টীকা—ননু তর্হি তে কিং ন পরিপাল্যান্তেঃ ? তত্র লিখতি—নিত্যত্বমিতি। পুরা সদাচারলিখনারম্ভে লিখিতাৎ, অতো নিত্যত্বাৎ মাহাত্ম্যাচ্চ বৈষ্ণবৈস্তে তে পরিপাল্যা এবেত্যর্থঃ। অলক্ষ্যা রোগাদিনা চ কদাচিত্তত্তিবিল্লাপত্তেঃ। অন্যথা প্রথমপ্রতিজ্ঞাতবৈষ্ণবাবশ্যককৃত্যলিখনগ্রন্থেঽস্মিন্নেতে লেখ্যা এব ন স্যুরিতি ভাবঃ ॥ ৮০১ ॥

॥ ইত্যেকাদশো বিলাসঃ ॥ ১১ ॥
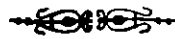
দ্বাদশ-বিলাসঃ

নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা নৃণাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা শ্রীএকাদশী ও দ্বাদশী তিথিই মানবগণের সর্ব্ববিধ প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি—নিত্য পূজাবিধি লেখার পর পক্ষকৃত্য লিখার প্রারম্ভে ॥ ১॥

টীকা—শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যদাশ্রয়রসাপ্লুতঃ। বাঞ্ছাতীতং ফলত্যেব মনোরথমহীরুহঃ ॥ পূর্ব্বং নিত্যকৃত্যলিখনেন নিত্যপূজাবিধিং লিখিত্বা সমাপ্যাধুনা পক্ষপূজাবিধিং লিখন্ প্রাবিপ্সিতসুসিদ্ধয়ে লেখ্যপ্রকারানুসারেণ দেবং প্রণমতি—নম ইতি। যস্য ভগবতঃ প্রিয়তমা পরমবল্লভা একাদশী দ্বাদশী চ তিথিরেব নৃণাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকর্ষেণ দদাতীত্যর্থঃ ॥১

অথ পক্ষ-কৃত্যানি

ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্।
হরেদিনে বিশেষেণ কুর্য্যাত্তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পক্ষকৃত্যসমূহ আরম্ভ হইতেছে—পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্যপূজাকারী ভক্তগণ বিশেষরূপে শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষের শ্রীহরিবাসরে সেই শ্রীকৃষ্ণ-পূজা-মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২ ॥

টীকা—ইত্থং পূর্ব্বলিখিতপ্রকারেণ, কৃষ্ণপূজৈব মহোৎসবস্তং, হরেদিনমেকাদশী দ্বাদশী চেত্যুপবাসদিনং লক্ষ্যতে, তস্মিন্। তং কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্ ॥২

অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপাহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীহরিবাসর-ব্রতের নিত্যতাহেতু সর্ব্বপাপহারী, সর্ব্বফলপ্রদ ও শ্রীকৃষ্ণতোষণ-ব্রত অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আচরণ করিবেন ॥ ৩ ॥

টীকা—তত্র হরিদিনে তদ্ব্রতং, তৎফলং সমাসেনোল্লিখতি—সর্ব্বেতি ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীমদেকাদশীব্রতস্য নিত্যত্বম্

তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীএকাদশীব্রতের নিত্যতা প্রদর্শিত হইতেছে—সেই নিত্যতা চতুর্ব্বিধা—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিহেতু, শাস্ত্রীয় বিধি থাকায়, ব্রতদিনে ভোজন নিষেধ থাকায় এবং ব্রত অকরণে দোষভাগী হইতে হয়। যদিও অকরণে দোষভাগীতা মুখ্য নিত্যতা, তথাপি শ্রীবিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিহেতুতাই পরম মুখ্য, এই কারণে তাহাই প্রথম লিখিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

টীকা—তত্র চ শ্রীভগবত্তোষণত্বেন বিধিপ্রাপ্তত্বেন ভোজননিষেধেন অকরণে প্রত্যবায়োৎপত্ত্যা চেতি চতুর্দ্ধা নিত্যত্বং লিখতি—তচ্চেতি। যদ্যপি অকরণে প্রত্যবায়ত এব মুখ্যং নিত্যত্বং, তথাপি শ্রীবিষ্ণুপরায়ণানাং শ্রীভগবৎপ্রীণত্বেনৈব পরমং মুখ্যং তৎ লিখিতম্, তথা সামান্যতো বিহিতনিষেধাতিক্রমেণ সর্ব্বত্র দোষশ্রবণাৎ বিধিনিষেধপ্রাপ্ততয়া চ নিত্যত্বং সিদ্ধ্যেদেব তচ্চ শ্রীহেমাদ্রিপ্রভৃতিভির্বিবৃত্য লিখিতমেবাস্তীত্যত্র তদ্বিস্তারণেনালম্; এবং সর্ব্বত্রান্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥৪॥

———

তত্র শ্রীভগবৎপ্রীতিহেতুত্বম্

মৎস্য-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ—

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥ ৫॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে শ্রীভগবৎ প্রীতিহেতুতার প্রমাণ, মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণে—যিনি শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের শ্রীএকাদশীতে ভোজন না করিয়া দ্বাদশী তিথির প্রথমপাদ বাদ দিয়া ভোজন করেন, সেই ব্রত শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তম জানিবেন ॥ ৫ ॥

———

আগ্নেয়ে—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—শ্রীএকাদশীর উপবাস দিনে ভোজন করিবেন না। এই ব্রতই শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকর ॥ ৬ ॥

টীকা—তত্র শ্রীবৈষ্ণবানাং মুখ্যতমনিত্যত্বমাদৌ লিখতি—একাদশ্যামিতি। বৈষ্ণবং বিষ্ণুপ্রিয়তমমিত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

———

বৃহন্নারদীয় একাদশীমাহাত্ম্যারম্ভে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ
প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যের আরম্ভে—হে দ্বিজগণ! শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তম এই ব্রত ভক্তিপূর্ব্বক আচরণকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণের মোক্ষপ্রদ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভ হয় ॥ ৭ ॥

টীকা—কুর্ব্বতামেকাদশীব্রতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭ ॥

———

একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈর্বিষ্ণুপ্রীণনকারণম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীএকাদশীব্রত সর্ব্ব অভীষ্টফলপ্রদ হইলেও মুখ্যত বেদজ্ঞ বিপ্রগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির জন্য সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

টীকা—বিপ্রৈরিতি তেষাং মুখ্যত্বাৎ ॥ ৮ ॥

———

অথ বিধিপ্রাপ্তত্বম্

তত্র কণ্বঃ—

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শাস্ত্রীয়বিধিপ্রাপ্তহেতু নিত্যতা প্রদর্শিত হইতেছে, কণ্বস্মৃতি হইতে—একাদশীতে উপবাস করিবে, কখনও বিধি লঙ্ঘন করিবে না ॥৯

———

আগ্নেয়ে—

উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ-প্রবৃত্তিভিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—হে মহারাজ! পরমায়ু থাকা পর্য্যন্ত একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

টীকা—যাবদায়ুঃপ্রবৃত্তিভিরিতি যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ ॥১০

———

অতএব বিষ্ণুরহস্যে—

দ্বাদশী ন প্রমোক্তব্যা যাবদায়ুঃপ্রবৃত্তিভিঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুরহস্যে—পরমায়ু থাকা পর্য্যন্ত দ্বাদশীব্রত ত্যাগ করা উচিত নহে। ইহা দ্বারাও নিত্যত্ব প্রমাণিত হইল ॥ ১১ ॥

টীকা—এতেন ন কদাচিদতিক্রমেদিত্যনেন নিত্যত্বং সাধিতমেব, তদেব ত্যাগনিষেধেন সাধয়তি—দ্বাদশীতি ॥ ১১ ॥

———

অথ ভোজননিষেধঃ

শ্রীনারদীয়ে পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ—

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥ ১২

অনুবাদ—অতঃপর ভোজন নিষেধ দ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত হইতেছে, শ্রীনারদীয়পুরাণে ও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে—হে দেবি! ব্রত-বিষয়ে পুরাণসমূহ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন—শ্রীহরিবাসরে একাদশী আগত হইলে ভোজন কর্ত্তব্য নহে, ভোজন কর্ত্তব্য নহে॥ ১২॥

কিঞ্চ—

আগমাঃ শতশো রাজন্নিতিহাসা রটন্তি হি।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥১৩॥
ঋষয়ঃ সংঘশঃ সর্ব্বে নারদাদ্যাশ্চ চুক্রুশুঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥১৪॥

অনুবাদ—আরও—হে রাজন্! আগমশাস্ত্রসমূহ ও ইতিহাসসমূহ শত শত বার ঘোষণা করিতেছেন—হরিবাসর শ্রীএকাদশী আগত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না। সংঘবদ্ধ ঋষিগণ ও নারদাদি সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলেন যে শ্রীহরিবাসর আগত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না॥ ১৩-১৪॥

টীকা—রটন্তি ঘোষয়ন্তি; বরাননে হে মোহিনীতি শ্রীরুক্মাঙ্গদবাক্যম্, পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীদুর্গাং প্রতি শ্রীশিবস্য॥ ১২-১৩॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ॥ ১৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে—মানব কখনও একাদশীতে ভোজন করিবে না॥ ১৫॥

শৃঙ্গি-ঋষিপ্রোক্তে চ—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি॥ ১৬॥

অনুবাদ—শৃঙ্গি ঋষি কথিত প্রমাণেও—নারী রজঃস্বলা অবস্থাতেও একাদশীতে ভোজন করিবে না॥ ১৬॥

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব—

উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভুক্তচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥ ১৭॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে—শ্রীভগবত্তোষণাদি উপবাস ফলকামী ব্যক্তি দশমী দিনে রাত্রিতে, একাদশী দিনে দিবসে ও রাত্রিতে এবং দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে—এই চারিবার ভোজন ত্যাগ করিবেন॥১৭॥

অন্যত্র চ—

সায়মাদ্যন্তয়োরহ্নোঃ সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যমে।
উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভুক্তচতুষ্টয়ম্॥ ১৮॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—উপবাসদিনের পূর্ব্ব ও পর দিনে রাত্রিতে এবং উপবাসদিনে দিবসে ও রাত্রিতে—এই ভোজনচতুষ্টয় সম্পূর্ণ উপবাস ফল কামী ত্যাগ করিবেন। নিত্য ও কাম্যভেদে ব্রত দ্বিবিধ অবৈষ্ণব গৃহী-পক্ষে এই ব্যবস্থা। বৈষ্ণব-পক্ষে ব্রত সর্ব্বথা নিত্য সুতরাং তাহাদের জন্য উপবাসদিনে দিবসে ও রাত্রিতে দুইবার ভোজন নিষেধ॥ ১৮॥

টীকা—উপবাসস্য ফলং শ্রীভগবত্তোষণাদি, তৎ প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ, পূর্ব্বস্মিন্ সংযমদিনে অপরস্মিংশ্চ পারণদিনে রাত্রৌ জহ্যাদিতি ভোজনদ্বয়ম্। তথা মধ্যমে উপবাসদিনে দিবানক্তঞ্চেতি ভোজনদ্বয়মেবং ভোজনচতুষ্টয়ং পরিত্যজেৎ। ভক্তেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। যচ্চোক্তম্—জহ্যাভুক্তদ্বয়ম্ নিত্যে কাম্যে ভক্তচতুষ্টয়ম্' ইতি। তচ্চ বৈষ্ণবেতরেষু কামিষু গৃহিষু নিত্যকাম্যভেদাভিপ্রায়েণৈব। বৈষ্ণবেষু চ সর্ব্বথা নিত্যমেব ফলশ্রবণাদিকঞ্চ দর্শপৌর্ণমাসাদি-বন্নিত্যত্বেঽপি ন বিরুধ্যতে ইতি দিক্॥ ১৭-১৮॥

অথাকরণে প্রত্যবায়াঃ

শ্রীনারদীয়ে—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥ ১৯॥

অনুবাদ—অনন্তর অকরণে প্রত্যবায় (দোষভাগী)

জন্য প্রমাণসমূহ—শ্রীনারদীয়পুরাণে,—ব্রহ্মহত্যা ও তৎসম এবং যতকিছু পাপ শ্রীহরিবাসরদিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং একাদশীতে অন্ন ভোজনকারী ব্যক্তি ঐসকল পাপযুক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

টীকা—পার্থিবং পৃথিব্যাং বর্ত্তমানং সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ—

সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে ॥২০

অনুবাদ—আরও—যে ব্যক্তি শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তি পৃথিবীর যতকিছু পাপ ভোগ করে ॥ ২০ ॥

স্কান্দে—

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে
বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যার পাপসকল প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে কখনও গমন করিতে পারে না, বা বৈষ্ণবধর্ম্মচ্যুত হওয়ায় বৈষ্ণব সঙ্গ পায় না ॥ ২১ ॥

টীকা—যো ভুঙ্‌ক্তে স মাতৃহাদির্ভবতি, তত্তদ্বধ-পাপং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বিষ্ণুলোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ চ্যুতো ভবতি, ন কদাচিদপি গচ্ছতীত্যর্থঃ। যদ্বা, বিষ্ণু-লোকাৎ বৈষ্ণবাৎ চ্যুতো ভবতি, তৎসঙ্গং ন প্রাপ্নোতী-ত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈবোমামহেশ্বর-সংবাদে—

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে—হে মহাদেবি! যাহারা শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করে, যমদূতগণ তাহাদের মুখে তপ্ত লৌহাস্ত্র ক্ষেপণ করে ॥ ২২ ॥

টীকা—হরের্দিনে হরিবাসরে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু।
তানি মোহেন যোঽশ্নাতি ন স পাপৈর্বিমুচ্যতে ॥২৩

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—সেই ব্যক্তি কেবল পাপই ভোজন করে, যে শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করে। কারণ ঐদিনে সর্ব্ববিধ পাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং মোহবশতঃ যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, সে ব্যক্তি পাপসমূহ হইতে মুক্তি পায় না ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ—

পিতরং কো ন বন্দেত মাতরং কো ন পূজয়েৎ।
কো হি দূষয়তে বেদং কো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে ? ২৪

অনুবাদ—আরও—কোন ব্যক্তি পিতাকে বন্দনা করে না, কোন ব্যক্তি মাতৃদেবীকে পূজা করে না, কোন ব্যক্তি বেদকে নিন্দা করে, কেহ বা শ্রীহরি-বাসরে অন্ন ভোজন করে ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে
গোমাংসমেব হি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণে—শ্রীএকাদশীতে অন্ন ভোজনকারীর গোমাংস ভোজন তুল্যই হয়—তিনি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনবাসী বা সন্ন্যাসী যেই হউন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, স্বর্ণঅপহারী ও গুরুদারগামী—এইসকল মহাপাতকীর ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, পরন্তু শ্রীএকাদশীতে অন্ন ভোজনকারীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান নাই ॥ ২৬ ॥

টীকা—নিষ্কৃতিঃ প্রায়শ্চিত্তমস্তি ॥ ২৬ ॥

এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি ।
একাদশ্যান্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! পাপীজন একাকীই নরকে যায়, পরন্তু শ্রীএকাদশীতে অন্ন ভোজনকারী পিতৃগণের সহিত নরকে পতিত হয় ॥ ২৭ ॥

টীকা—নরকে মজ্জতি ॥ ২৭ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ।
গোব্রাহ্মণস্ত্রিয়শ্চাপি জহীতি বদতি ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥
মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ ॥২৯

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—শ্রীহরিবাসর উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি 'ভোজন কর, ভোজন কর' এইরূপ বলে, যে ব্যক্তি কখনও গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী-লোককে হত্যা কর—এইরূপ বলে এবং যে বলে 'মদ্য পান কর' তাহাদিগেরই অধোগতি হয় ॥২৮-২৯

পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংস্ক্রিয়া ॥৩০

অনুবাদ—হে দেবি ! পুরোডাশ—যজ্ঞীয় পিষ্ট-কাদি যখন শ্রীহরিবাসরে অভক্ষ্য বলিয়া সর্ব্বদা পরিগণিত তখন আর অন্নপাক যে অভক্ষ্য, ইহা আর কি বলিব ॥ ৩০ ॥

টীকা—অভক্ষ্যম্—অভক্ষ্যভক্ষণে যৎ পাপং তদিত্যর্থঃ । অন্নস্য সংস্ক্রিয়া পাকঃ ॥ ৩০ ॥

সনৎকুমার-সংহিতায়াম্—

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি ।
প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্রবিণ্ময়ম্ ॥৩১

অনুবাদ—সনৎকুমার সংহিতাতে—হে মুনি-শ্রেষ্ঠ ! শ্রীএকাদশীতে যদি কোন মনুষ্য শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রতিগ্রাসে বিষ্ঠামূত্রময় পাপ ভোজন করে ॥ ৩১ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ॥৩২॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে—অনবধান বশতঃ যদি কোন বৈষ্ণব একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, তবে তাহার বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল হয় এবং তাহার ভয়ঙ্কর নরক প্রাপ্তি হয় ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

সমাদায় বিধানেন দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্ ।
তস্য ভঙ্গং নরঃ কৃত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৩৩॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—শাস্ত্রীয় বিধানে উত্তম দ্বাদশীব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা যদি কেহ ভঙ্গ করে তাহা হইলে তাহার রৌরব নামক নরক প্রাপ্তি হয় ॥৩৩

অথ তত্রৈব বিধবাবিষয়কো দোষবিশেষঃ

কাত্যায়নস্মৃতৌ—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে ।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিধবাবিষয়ক দোষবিশেষ, কাত্যায়নস্মৃতিতে—শ্রীএকাদশীদিনে যে বিধবা নারী অন্নভোজন করে, তাহার পুণ্য সকল নষ্ট হয় এবং প্রতিদিন ভ্রূণ হত্যাজনিত পাপ ভোগ করিতে হয় ॥৩৪

নারদীয়ে—

একাদশীং বিনা রণ্ডা যতিশ্চ সুমহাতপাঃ ।
পচ্যতে হ্যন্ধতামিস্রে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে—শ্রীএকাদশী-ব্রত-বিহীন বিধবাকে এবং উত্তম মহাতপস্যাযুক্ত অথচ একাদশী-ব্রতহীন সন্ন্যাসীকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অন্ধতা-মিস্র নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৩৫ ॥

অথ পক্ষদ্বয়েঽপি নিত্যত্বম্

তত্র দেবলঃ—

ন শঙ্খেন পিবেত্তোয়ং ন খাদেৎ কূর্ম্ম-শূকরৌ ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এ বিষয়ে দেবলঋষি বলিয়াছেন—শঙ্খের দ্বারা জল পান করিবে না, কূর্ম্ম ও শূকরমাংস ভোজন করিবে না, সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না ॥ ৩৬ ॥

টীকা—অধুনা কৃষ্ণপক্ষে সংক্রান্ত্যাদাবপ্যুপবাস-বিধানেন নিত্যত্বমেব দ্রঢ়য়তি—ন শঙ্খেনেত্যাদিনা শ্রাদ্ধমাচরেদিত্যন্তেন ॥ ৩৬ ॥

———

বিষ্ণুরহস্য-স্কান্দ-কৌর্ম্ম-নারদীয়েষু—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥৩৭॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে, স্কন্দপুরাণে, কূর্ম্মপুরাণে ও নারদপুরাণে—যেমন শুক্লা একাদশীব্রতের বিধি ও মহিমা, সেইরূপ কৃষ্ণা একাদশীব্রতের বিধি এবং মহিমা, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই ॥ ৩৭ ॥

———

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মোক্তৌ—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিষ্ণুপূজনতৎপরঃ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মার উক্তিতে—বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের উভয় একাদশীতেই অন্ন ভোজন করিবে না ॥ ৩৮ ॥

———

সর্ব্বপাপপ্রণাশায় বিষ্ণুসন্তোষণায় চ।
উপোষ্যা দ্বাদশী পুণ্যা সর্ব্বৈরুভয়পক্ষয়োঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—সকল ব্যক্তিকর্ত্তৃক উভয়পক্ষের পবিত্র দ্বাদশীব্রতে সর্ব্বপাপক্ষয় ও শ্রীবিষ্ণুসন্তোষণ নিমিত্ত উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥

———

বারাহে—

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
দ্বাদশ্যাং যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং স মুক্তিফলভাগ্‌ভবেৎ ॥৪০

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—উভয়পক্ষের শ্রীএকাদশীতে উপবাস করিবে এবং যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে সেই মুক্তিফল ভাগী হয় ॥৪০॥

———

বিষ্ণুরহস্য-সৌরপুরাণয়োঃ—

যথা সুপূজিতো গৌরঃ কৃষ্ণো বা বেদবিদ্দ্বিজঃ।
সন্তারয়তি দাতারং দ্বাদশ্যৌ চ তথা স্মৃতে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে এবং সৌরপুরাণে—যেমন—সুপূজিত হইয়া গৌরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দাতাকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন, সেইরূপ শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয়পক্ষীয়া দ্বাদশী সংসারতারিণী, ইহা শাস্ত্রকারগণ বলেন ॥ ৪১ ॥

———

বিষ্ণুরহস্যে স্কান্দে চ—

তৈলং শুক্লেতরাণাং বৈ তিলানাং সদৃশং যথা।
কৃষ্ণায়াশ্চ সিতায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরং সদৃশং যথা।
দ্বাদশ্যোঃ সদৃশং তদ্বৎ পুণ্যং স্যাৎ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ॥৪২

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে—যেমন শুক্ল ও কৃষ্ণ তিলসমূহের তৈল দেখিতে নিশ্চয়ই সমান এবং কৃষ্ণা ও শুক্লা গাভীর দুগ্ধ তুল্য, সেইরূপ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীর পুণ্য সমতুল্য ॥ ৪২ ॥

———

কিঞ্চ—

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহৌ পুণ্যৌ যথৈব মুনিভিঃ স্মৃতৌ।
তথা সিতাসিতে পুণ্যে দ্বাদশ্যৌ বিষ্ণুতুষ্টিদে ॥৪৩॥

অনুবাদ—আরও—মুনিগণ কর্ত্তৃক যেমন চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ সমান পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীব্রত জাত-পুণ্য বিষ্ণুতুষ্টিপ্রদা ॥ ৪৩ ॥

টীকা—দ্বাদশ্যৌ—শুক্লা কৃষ্ণা চ ॥ ৪৩ ॥

———

যথা গোতিলবিপ্রাণাং কৃষ্ণত্বং নৈব দূষণম্।
একাদশী তথা রাজন্নুপোষ্যা পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যেমন—গাভী, তিল ও বিপ্র কৃষ্ণবর্ণ দূষণ নহে, হে রাজন্! সেইরূপ উভয় পক্ষীয় শ্রীএকাদশীই উপবাসযোগ্যা ॥ ৪৪ ॥

———

যথা বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব সংপূজ্যৌ মুনিভিঃ স্মৃতৌ।
তথা পূজ্যতমে প্রোক্তে দ্বাদশ্যৌ কৃষ্ণশুক্লকে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—যেমন শ্রীবিষ্ণু ও শিব সংপূজ্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উভয়-পক্ষীয়া দ্বাদশী পূজ্যতমা বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৪৫

নারদস্মৃতৌ—

নিত্যং শক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
পক্ষে পক্ষে তু কর্ত্তব্যমেকাদশ্যামুপোষণম্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদস্মৃতিতে—বিষ্ণুভক্ত সামর্থ্য-বান্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উভয় পক্ষীয় শ্রীএকাদশীব্রত নিত্য কর্ত্তব্য ॥ ৪৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজন-বর্গের সহিত ভক্তিযুক্ত হইয়া উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ৪৭ ॥

কূর্ম্মপুরাণে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে ॥৪৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যে ব্যক্তি মোহবশতঃ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের শ্রীএকাদশীকে বিভেদ করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, অকৃতজ্ঞ ও গুরুপত্নীগামী পাপীতুল্য হয় ॥ ৪৮ ॥

কালিকাপুরাণে—

সর্ব্বেষামিহ পাপানামাশ্রয়ঃ স তু কীর্ত্তিতঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে ॥৪৯॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে—যে ব্যক্তি মোহবশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীদ্বয়কে বিভেদ করে, সেই ব্যক্তি এইজগতের সর্ব্ববিধ পাপী বলিয়া কথিত ॥৪৯

ভবিষ্যে—

এবং জ্ঞাত্বা সদোপোষ্যে দ্বাদশ্যৌ কৃষ্ণশুক্লকে।
তয়োর্ভেদং ন কুর্ব্বীত ভেদেন নরকং ব্রজেৎ ॥৫০॥

অনুবাদ — ভবিষ্যপুরাণে — এইরূপ শাস্ত্রবিধি জানিয়া উভয়পক্ষীয় দ্বাদশীদ্বয় সর্ব্বদা উপবাস কর্ত্তব্য। উভয়ের ভেদ করিবে না, ভেদ বিচার করিলে নরকগামী হয় ॥ ৫০ ॥

গারুড়ে—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫১॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—শুক্লা বা কৃষ্ণা শ্রীএকা-দশীর কোন ভেদ নাই কিন্তু যিনি ভেদ বিচার করেন, সেই ব্যক্তি পিতৃঘাতী বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ৫১ ॥

সনৎকুমারপ্রোক্তে—

একাদশ্যোর্দ্বয়োর্যস্তু বিশেষং কুরুতে নরঃ।
তস্যোদ্ধারং ন পশ্যামি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—সনৎকুমার কথিত বচনে—যে ব্যক্তি একাদশীদ্বয়ের বিভেদ করে, মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির উদ্ধার দেখিতেছি না ॥ ৫২ ॥

টীকা—এবং দ্বয়োঃ সাম্যং লিখিত্বাধুনা শুক্ল-কৃষ্ণভেদে প্রত্যবায়ং লিখতি—স ব্রহ্মহেতি পঞ্চভিঃ ॥ ৪৮-৫২ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

য ইচ্ছেদ্বিষ্ণুনা বাসং পুত্রসম্পদমাত্মনঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—কোন কোন শাস্ত্রবচনে পুত্রবান গৃহীগণের পক্ষে সাময়ীক কৃষ্ণা একাদশীব্রত নিষেধ থাকিলেও, উহা ধনপুত্রাদিকামীগণের জন্য নৈমিত্তিক উপদেশ। নিত্য একাদশীব্রতীর পক্ষে নিষেধ নাই—তাহাই বলিতেছেন- যিনি নিজ পুত্র-সম্পদ ও শ্রীবিষ্ণুর সহিত নিত্যধামে বাস ইচ্ছা করেন, তিনি উভয়পক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করি-বেন ॥ ৫৩ ॥

টীকা—ননু 'একাদশীষু কৃষ্ণাসু রবিসংক্রমণে তথা। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥'

ইত্যাদিবচনৈঃ পুত্রবতাং গৃহিণাং কৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসো নিষিধ্যতে ; তত্র লিখতি —য ইচ্ছেদিতি। অতস্তদ্বচনানি ধনপুত্রাদিকামেন ব্রতং কিঞ্চিৎ কুর্ব্বতো গৃহিণঃ প্রতি তন্নিমিত্তোপবাসনিষেধপরাণি, ন তু নিত্যৈকাদশ্যুপবাসনিষেধকানি ; ইত্যেতদগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥৫৩

তত্ত্বসাগরে —

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যে তে মনুতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বসাগরে—যেমন কৃষ্ণা একাদশী, শুক্লা একাদশীও সেইরূপ এবং যেমন শুক্লা একাদশী, সেইরূপ কৃষ্ণা একাদশীও—যিনি এইভাবে তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি বিষ্ণুভক্ত বলিয়া নিশ্চয়ই কীর্ত্তিত হন ॥ ৫৪ ॥

টীকা—বিশেষতো বৈষ্ণবৈস্তু কথঞ্চিদপি ভেদো নৈব কার্য্য ইতি লিখতি—যথেতে। অতঃ 'শুক্লামেব সদা গৃহী' ইতি বচনং সকামীবৈষ্ণবগৃহস্থবিষয়কমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ; এতচ্চাগ্রে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি ॥৫৪

অথ সংক্রান্ত্যাদাবপি নিত্যত্বম্

কাত্যায়নস্মৃতৌ—

সংক্রান্তৌ রবিবারে বা যদা চৈকাদশী ভবেৎ।
উপোষ্যা সা মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—কাত্যায়নস্মৃতিতে—সংক্রান্তি দিনে বা রবিবারে শ্রীএকাদশীব্রত উপস্থিত হইলে, ঐদিনই সর্ব্বপাপহরা ও মহাপুণ্যা একাদশীব্রত কর্ত্তব্য ॥৫৫

টীকা—সংক্রান্ত্যাদৌ চ যদ্যেকাদশী ভবেৎ, তদাপি সা উপোষ্যৈব ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ—

ব্যতীপাতো বৈধৃতির্বা একাদশ্যাং যদা ভবেৎ।
উপোষ্যা সা তু বিজ্ঞেয়া পুত্রসম্পদ্বিবর্দ্ধিনী ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—আরও—ব্যতীপাত বা বৈধৃতি যোগযুক্তা শ্রীএকাদশীতেও উপবাস কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা পুত্রাদি-সম্পদ-বিবর্দ্ধিনী ॥ ৫৬ ॥

সনৎকুমারতন্ত্রে—

ভানুবারেণ সংযুক্তা তথা সংক্রান্তি-সংযুতা।
একাদশী সদোপোষ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী তিথিঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ—সনৎকুমারতন্ত্রে—রবিবার যুক্তা এবং সংক্রান্তি যুক্তা শ্রীএকাদশী তিথি উপোষ্যা, যেহেতু উহা সর্ব্বসম্পৎকরী ॥ ৫৭ ॥

নারদশ্চ—

ভানুবারসমোপেতা তথা সংক্রান্তিসংযুতা।
একাদশী সদোপোষ্যা পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদবাক্যেও—রবিবার যুক্তা এবং সংক্রান্তিযুক্তা শ্রীএকাদশী তিথি নিত্য উপোষ্যা যেহেতু তাহা পুত্রপৌত্র বিবর্দ্ধিনী ॥ ৫৮ ॥

টীকা—পুত্রসম্পদ্বিবর্দ্ধিনীতি সর্ব্বসম্পৎকরীতি পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধিনীতি চেত্যনেন 'কৃষ্ণপক্ষে তু সংক্রান্ত্যাং গ্রহণে চ উপোষণম্। ন কুর্ব্বীত গৃহী রাজন্ সুতবন্ধুধনক্ষয়াৎ ॥' ইত্যাদিবচনতঃ প্রাপ্তঃ পুত্রাদিমতাং গৃহিণাং তত্র তত্রানুপবাসঃ পরিহৃতঃ ॥৫৬-৫৮

অতএবোক্তং জৈমিনিনা —

আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—এইহেতু জৈমিনি কর্ত্তৃক উক্ত বাক্যে—রবিবারে, সংক্রান্তিতে ও চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণদিনে পুত্রবান্ গৃহী পারণ বা উপবাস করিবে না ॥ ৫৯ ॥

তন্নিমিত্তোপবাসস্য নিষেধোঽয়মুদাহৃতঃ।
নানুষঙ্গগতো গ্রাহ্যো যতো নিত্যমুপোষণম্ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—জৈমিনি মুনির বাক্যে এই যে উপবাস নিষেধ বলা হইয়াছে, ইহা সকাম অবৈষ্ণব গৃহীর পক্ষে সাধারণ উপবাস নিষেধ। শ্রীএকাদশীর সহিত যোগ হইলে দোষ নহে, যেহেতু শ্রীএকাদশী ব্রত নিত্য পালনীয় ॥ ৬০ ॥

টীকা—তর্হি তন্নিষেধঃ কিংবিষয়কোঽস্তু ? তত্র লিখতি—আদিত্যেঽহনীতি দ্বাভ্যাম্। অয়মাদিত্যা-

হাদাবুপবাসাদিনিষেধঃ, তন্নিমিত্তস্য আদিত্যবারাদি-নিমিত্তস্যোপবাসাদেঃ প্রতিষেধঃ উদাহৃতঃ, ন ত্বেকাদশ্যামাদিত্যবারাদিসম্বন্ধনিবন্ধনোপবাসপ্রতিষেধঃ, যত একাদশ্যামুপোষণং নিত্যমেব, অতঃ কাম্যস্য রবিবারাদ্যুপবাসস্য নিষেধোঽয়ং, ন চৈকাদশ্যুপবাস-নিষেধো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯-৬০ ॥

———

অতএব সংবর্ত্তেনাপ্যুক্তম্—

অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ ॥ ৬১ ॥
অত্র স্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং মহৎ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—অতএব সংবর্ত্ত মুনিও বলিয়াছেন—অমাবস্যা ও দ্বাদশী, বিশেষতঃ সংক্রান্তি এবং রবিবার—ইহারা উপবাসে প্রশস্ত, এই সকলে স্নান, জপ, হোম, দেবপূজন, উপবাস ও দান—প্রতিটিই মহাপুণ্যজনক ॥ ৬১-৬২ ॥

টীকা—বিশেষতঃ সংক্রান্ত্যাদাবুপবাসঃ পরম-প্রশস্ত এবেতি লিখতি—অমেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬১-৬২ ॥

———

অতএব দেবলঃ—

শনের্বারে রবের্বারে সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেঽপি চ।
ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্ সর্ব্বদৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥৬৩

অনুবাদ—অতএব দেবলবাক্য—শনিবারে, রবিবারে, সংক্রান্তিতে ও গ্রহণ দিনে হে রাজন্! নিত্য একাদশী ব্রত ত্যাজ্য নহে—ইহা নিশ্চিত ॥৬৩

———

অথ সূতকাদাবপি নিত্যত্বম্

বিষ্ণুরহস্যে—

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—অথ জননাশৌচ ও মরণাশৌচেও শ্রীএকাদশী ব্রত নিত্য বিষ্ণুরহস্যে—পরম বিপদ বা পরম সম্পদ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও দ্বাদশীব্রত ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—পরমাপদমাপন্নো যদি স্যাৎ, তথাপি দ্বাদশীব্রতং ত্যাজ্যং ন ভবতি। আপন্নৈরিতি বা পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

———

বারাহে—

সূতকেঽপি নরঃ স্নাত্বা প্রণম্য মনসা হরিম্।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতন্ন লুপ্যতে ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—জননাশৌচেও মানব স্নান করিয়া মনে মনে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া একাদশীতে অন্নভোজন করিবে না, ইহা দ্বারা ব্রত-লোপ হয় না ॥ ৬৫ ॥

———

অতএবোক্তম্—

মৃতকে তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদা নরঃ।
দ্বাদশ্যান্তু সমশ্নীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুং প্রণম্য চ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—এইকারণে বলা হইয়াছে—মরণাশৌচেও মানব নিত্য একাদশীব্রতে ভোজন করিবে না, কিন্তু দ্বাদশীতে স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে প্রণামাদি করিয়া অন্নাদি ভোজন করিবে ॥ ৬৬ ॥

———

পাদ্মে—

পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যচ্চ ব্রতং সুনিয়তব্রতৈঃ।
তৎ কর্ত্তব্যং নরৈস্তদ্বদ্দানার্চ্চনবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—মরণাশৌচ মধ্যে পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত যে একাদশীব্রত তাহা উত্তম নিয়মের সহিত মনুষ্যগণ করিবেন, দান, অর্চ্চন ব্যতীত ॥ ৬৭॥

———

যথা সঙ্কল্পিতং সম্যগ্‌ব্রতং বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ তথৈবেহ স্নাত্বা সংশয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যে বৈষ্ণবের নিত্যপূজা নিয়ম আছে, তিনি অশুচি মধ্যেও পূজাদি করিবেন, তাহাই বলিতেছেন—বিষ্ণুপরায়ণগণ সংকল্প অনুসারে পূর্ণ-ব্রত করিবেন, অশুচিমধ্যে স্নান করিয়া মনে সংশয় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ অঙ্গসহ ব্রত করিবেন ॥ ৬৮ ॥

টীকা—'প্রণম্য মনসা হরিম্' ইতি বিষ্ণুং প্রণম্য চেত্যনেন সূতকাদৌ ভগবৎপূজা ন কার্য্যেত্যায়াতং, কিন্তু যস্য বৈষ্ণবস্য নিত্যপূজানিয়মস্তেন তত্রাপি পূজা কর্ত্তব্যেত্যাহ—যথেতি। ব্রতং নিয়মঃ, বিষ্ণুপরায়ণৈরিতি তদ্দোষা নিরস্তাঃ ॥ ৬৫-৬৮ ॥

———

অথোপবাসদিনে শ্রাদ্ধনিষেধঃ

পাদ্মে পুষ্করখণ্ডে—

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পদ্মপুরাণে পুষ্কর খণ্ডে উপবাস দিনে শ্রাদ্ধনিষেধ প্রমাণ বলিতেছেন,—শ্রীএকাদশী, উপবাসদিনে নৈমিত্তিক আদ্যশ্রাদ্ধ যদি উপস্থিত হয়, হে রামচন্দ্র! ঐদিনে শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৬৯ ॥

———

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে—

একাদশ্যাস্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেই উত্তরখণ্ডে—একাদশী উপবাস দিনে যদি মাতা-পিতার মৃততিথি অর্থাৎ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে দ্বাদশী দিনে ঐ শ্রাদ্ধ প্রদান করিবেন, কখনও উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিবেন না। যেহেতু একাদশী দিনে পাপযুক্ত নিন্দিত অন্ন পিতৃগণ ও দেবগণ ভোজন করেন না ॥ ৭০ ॥

———

স্কান্দে—

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—একাদশী নিত্যব্রত, শ্রাদ্ধ মৃতব্যক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক কার্য্য, অতএব একাদশীতে উপবাস করিবে, দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ আচরণ করিবে ॥ ৭১ ॥

———

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ ॥৭২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি একাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করেন, তাহারা তিনব্যক্তি—দাতা, শ্রাদ্ধেভোক্তা ও মৃতব্যক্তি নরক গমন করেন ॥ ৭২ ॥

টীকা—'একাদশ্যাং যদা রাম' ইত্যাদিনা উপবাসদিনে শ্রাদ্ধং নিষিদ্ধম্; যচ্চ স্কান্দাদৌ—'শ্রাদ্ধদিনং সমাসাদ্য উপবাসো যদা ভবেৎ। তদা কৃত্বা তু বৈ শ্রাদ্ধং ভুক্তশেষন্তু যদ্ভবেৎ। তৎ সর্ব্বং দক্ষিণে পাণৌ গৃহীত্বান্নং শিখিধ্বজ। অবজিঘ্রেদনেনাথ ভবেৎ শ্রাদ্ধং শিখিধ্বজ। পিতৄণাং তৃপ্তিদং তাত ব্রতভঙ্গো ন বিদ্যেত?' ইত্যাদি, তচ্চ বৈষ্ণবেতরবিষয়ং মন্তব্যম্। বৈষ্ণবপিতৄণামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাদিতি দিক্ ॥ ৬৯-৭২ ॥

———

অথাধিকারিণঃ

আগ্নেয়ে—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নির্যতিস্তথা।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীএকাদশী ব্রতের অধিকারী নির্ণয়, অগ্নিপুরাণে—গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, নিত্যহোমকারী ও সন্ন্যাসী—সকলেই উভয়পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না ॥ ৭৩ ॥

———

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে—

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতী সংবাদে—হে সুন্দরি! সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ব আশ্রম এবং স্ত্রীগণের পক্ষেও একাদশী কর্ত্তব্য, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭৪ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বৈরেব সদোপবাসঃ কর্ত্তব্য ইত্যধিকারং নির্ণয়ন্ প্রথমং চতুর্ণামপ্যাশ্রমিণাং

তত্রাধিকারং দর্শয়তি—গৃহস্থ ইতি। পূর্ব্বঞ্চ 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্' ইত্যনেন; তথাগ্রে চ 'কুর্য্যান্নরো বা নারী বা' ইত্যনেন চতুর্বর্ণানামন্ত্যজানাং যোষিতাঞ্চাধিকারো দর্শিতঃ। তত্র চ বিশেষতঃ 'বিধবা যা ভবেন্নারী' ইত্যাদিনা বিধবায়াঃ, তথা 'সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ' ইত্যাদিনা সধবায়া অপি তত্রাধিকারো লিখিতঃ। যচ্চোক্তং মনুনা—নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্' ইতি; বিষ্ণুনাপি—'পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥' ইতি, তচ্চ ভর্ত্রাদ্যননুমতোপবাসকর্ত্তৃ-স্ত্রীবিষয়ং জ্ঞেয়ম্, অতএবোক্তং শঙ্খলিখিতাভ্যাম্—'কামং ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসাদীনারভেৎ' ইতি। অথবা বৈষ্ণবেতরস্ত্রীবিষয়ং তদিতি মন্তব্যম্—'সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ' ইত্যাদিবচনাৎ শ্রীরুক্মাঙ্গদাদি-ব্যবহারশ্রবণাচ্চেতি দিক্॥ ৭৩-৭৪॥

কাত্যায়নস্মৃতৌ—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ৭৫॥

অনুবাদ—কাত্যায়নস্মৃতিতে—মানবগণ অষ্টবর্ষের অধিক অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবেন॥ ৭৫॥

টীকা—তত্র চ বয়োমর্য্যাদাং লিখতি—অষ্টেতি ত্রিভিঃ। অপূর্ণেত্যত্রাকারালোপাঽবিবক্ষিতত্বাৎ। এবমগ্রেঽপি॥ ৭৫॥

নারদীয়ে—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥৭৬
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্র একাদশ্যামুপোষণম্॥
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ ৭৭॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে—মানব অষ্টবর্ষের অধিক এবং অশীতি বর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি শ্রীহরিবাসরে ভোজন করে, সে পাপী আমার বধযোগ্য, আমার দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে আমার রাজ্যকাল পর্য্যন্ত। এই কারণে হে বিপ্র! একাদশীতে উভয়পক্ষে নর ও নারী উপবাস করিবেন॥ ৭৬-৭৭॥

টীকা—অষ্টেত্যাদি-নারদীয়সার্দ্ধপদ্যং শ্রীরুক্মাঙ্গদপটহোদ্ঘোষণম্॥ ৭৬-৭৭॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা কুর্য্যাদেকাদশীব্রতম্॥৭৮॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণে—তিনি বৈষ্ণব হউন বা শৈব হউন একাদশী ব্রত করিবেন॥ ৭৮॥

সৌরপুরাণে—

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ
সমাচরেৎ॥ ৭৯॥

অনুবাদ—সৌর পুরাণে—তিনি বৈষ্ণব, শৈব বা সৌর হউন, এই একাদশীব্রত অবশ্য করিবেন॥৭৯॥

অতএবোক্তং স্কান্দে শ্রীশিবেন—

ন শৈবো ন চ সৌরো বা নাশ্রমী তীর্থসেবকঃ।
যো ভুঙ্ক্তে বাসরে বিষ্ণোঃ শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥৮০

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব বলিয়াছেন—তিনি শৈব হউন বা সৌর হউন, আশ্রমবাসী হউন বা তীর্থবাসী হউন না কেন যিনি শ্রীহরিবাসরে ভোজন করেন তিনি চণ্ডাল হইতেও অধিক নীচ॥৮০॥

বিপ্রিয়ং তেন মে গৌরি কৃতং দুষ্টেন পাপিনা।
মদ্ভক্তিবলমাশ্রিত্য যো বৈ ভুঙ্ক্তে হরের্দ্দিনে॥৮১॥

অনুবাদ—হে গৌরি! যে ব্যক্তি আমার ভক্তিকে বল করিয়া শ্রীহরিবাসরে ভোজন করে, সেই দুষ্ট পাপী আমার অপ্রিয় আচরণ করে॥ ৮১॥

টীকা—অধুনা শৈবসৌরাদীনামপ্যধিকারং লিখতি—বৈষ্ণবো বেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। বৈষ্ণব ইত্যস্য দৃষ্টান্তার্থমুপাদানম্॥ ৭৮-৮১॥

অথাশক্তৌ প্রতিনিধিঃ

বায়ুপুরাণে—

উপবাসে ত্বশক্তস্য আহিতাগ্নেরথাপি বা।
পুত্রান্ বা কারয়েদন্যান্ ব্রাহ্মণান্
বাপি কারয়েৎ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর উপবাসে অশক্তপক্ষে প্রতিনিধি নির্ণয় বায়ুপুরাণে—শ্রীএকাদশী উপবাসে অশক্ত ব্যক্তির অথবা নিত্যহোম যজ্ঞে রত ব্যক্তির পক্ষে তাহার পুত্রগণকে অথবা ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধিরূপে উপবাস করাইবেন ॥ ৮২ ॥

টীকা—আহিতাগ্নেঃ যজ্ঞাদৌ দীক্ষিতস্য ॥ ৮২ ॥

অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যো দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ।
উপবাসন্তু কুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অথবা বিপ্রশ্রেষ্ঠকে নিজ শক্তি অনুসারে দান করিবেন, নিজের জন্য উপবাসে যে পুণ্য হয়, অন্যের জন্য উপবাসে তাহার শতগুণ পুণ্য লাভ হয় ॥ ৮৩ ॥

টীকা—উপবাসং পিত্রাদ্যর্থং কুর্ব্বন্নপি স্বার্থোপবাসাৎ শতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৮৩ ॥

যমুদ্দিশ্য কৃতং সোঽপি সম্পূর্ণং ফলমশ্নুতে।
নারী স্বপতিমুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপোষিতা ॥ ৮৪ ॥
পুণ্যং শতগুণং প্রাহুর্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ।
উপবাসফলং তস্যাঃ পতিঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৮৫॥

অনুবাদ—যাহার উদ্দেশ্যে উপবাস করা হয় তিনিও সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। নিজপতির উদ্দেশ্যে একাদশীতে উপবাস করিলে শতগুণ পুণ্য লাভ করে—ইহা শাস্ত্রপারদর্শী মুনিগণ বলিয়া থাকেন এবং তাহার পতি উপবাস ফল নিশ্চিত প্রাপ্ত হন ॥ ৮৪-৮৫

বারাহে—

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে।
কারয়েদ্ধর্ম্মপত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতম্।
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—শ্রীএকাদশী ব্রত উপস্থিত হইলে শরীর অসুস্থ বশতঃ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে বা বিনয়ী পুত্রকে ব্রত করাইবেন। অথবা, ভগিনী বা ভ্রাতাকে করাইবেন, ইহাতে ঐ ব্যক্তির ব্রতলোপ হইবে না ॥ ৮৬ ॥

কাত্যায়নস্মৃতৌ—

পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃগুর্ব্বর্থে তু বিশেষতঃ।
উপবাসং প্রকুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ।
দক্ষিণাত্র ন দাতব্যা শুশ্রূষা বিহিতা চ যা ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—কাত্যায়নস্মৃতিতে—পিতা, মাতা, পতি, ভাই বা বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের জন্য উপবাসকারী শতগুণ পুণ্য লাভ করেন। এস্থলে দক্ষিণা দিবেন না, ইহা সেবা ॥ ৮৭ ॥

গৃহস্থঃ ক্ষত্রিয়ার্থে য একাদশ্যামুপোষিতঃ।
পুরোধাঃ স প্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ফলং
প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—ক্ষত্রিয় রাজার উদ্দেশ্যে গৃহস্থ পুরোহিত একাদশীতে উপবাস করিয়া প্রিয়গণসহ নিশ্চয়ই ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৮৮ ॥

পিতামহাদীনুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপোষণম্।
কৃতং যৈস্তু ফলং বিপ্রাঃ সমগ্রং তে সমাপ্নুয়ুঃ ॥৮৯॥
কর্ত্তা দশগুণং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ।
যমুদ্দিশ্য কৃতং সোঽপি সম্পূর্ণং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৯০॥

অনুবাদ—পিতামহাদির উদ্দেশ্যে যাহারা একাদশীতে উপবাস করেন, হে বিপ্রগণ। তাহারা সমগ্রফল প্রাপ্ত হন। কর্ত্তা দশগুণ ফল প্রাপ্ত হয়, যাহার উদ্দেশ্যে করা হয়, তিনি সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৮৯-৯০ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমূলফলৈর্বাপি ন নির্দ্দ্বাদশিকো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয়পুরাণে—বালক বৃদ্ধ বা আতুর সম্পূর্ণ উপবাসে অশক্ত হইলে প্রতিনিধি পুত্রাদির অভাবে রাত্রিতে একবার ভোজন বা দুগ্ধ ফলমূলাদি দ্বারা ব্রত যাপন করিবে, ব্রতহীন হইবে না ॥ ৯১ ॥

টীকা—পত্ন্যাদ্যভাবে চোপবাসশক্তেঃ কিং কার্য্যম্ ? তল্লিখতি—একভক্তেনেত্যাদিনা কদাচনেত্যন্তেন। বালো বৃদ্ধশ্চাতুরশ্চ ক্ষিপেৎ দিনং নয়েৎ, ন নির্দ্বাদশিকঃ একাদশীব্রতরহিতো ন ভবেৎ। দ্বাদশীতি একাদশ্যাং দ্বাদশ্যামুপ্যপবাস-সাম্যাৎ দ্বাদশী-শব্দেনৈকাদশী লক্ষ্যতে। অতএব দ্বাদশী দশমীবিদ্ধেত্যাদি-বাচো যুক্তাঃ, এবমেকাদশী-শব্দেনাপি কুত্রাপি দ্বাদশী জ্ঞেয়া ॥ ৯১ ॥

বোধায়নস্মৃতৌ—

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতেরূর্দ্ধজীবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধায়নো মুনিঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—বোধায়নস্মৃতিতে—অশীতি বর্ষের উর্দ্ধজীবি ব্যক্তি উপবাসে অশক্ত হইলে একবার মাত্র ভোজন করিয়া ব্রত পালন কর্ত্তব্য—ইহা বৌধায়ন মুনি বলেন ॥ ৯২ ॥

কিঞ্চ—

ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি-পরিকল্পনম্ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—আরও—ব্যাধিপীড়িত পিত্তাধিক ব্যক্তিগণের এবং অশীতি বা নব্বই বর্ষাধিক ব্যক্তিগণের রাত্রিতে অনুকল্পাদি ব্যবস্থা দ্বারা ব্রত পালন করিবে ॥ ৯৩ ॥

টীকা—ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানামিতি 'ষষ্টিরেবোত্তমং বয়ঃ' ইত্যুক্ত্যা তাবদুত্তমবয়সস্ত্রিংশদ্বর্ষৈরধিকানাং নবতিবর্ষবয়সামিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ' ইতি বচনতো গৃহস্থস্য গৃহে পঞ্চাশদ্বর্ষাণি স্থিতিবিহিতা। ততোঽপি তত্র ত্রিংশদ্বর্ষাণ্যধিকানি যেষামিতি অশীতিবর্ষবয়সামিত্যর্থঃ। তচ্চ 'অশীতির্ন হি পূর্য্যতে' ইত্যাদিনা উক্তমেব। পাঠান্তরেঽপি পূর্ব্বদেবার্থঃ ॥ ৯৩ ॥

কূর্ম্মপুরাণে—

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
নাতিক্রমেদ্দ্বাদশীঞ্চ উপবাসব্রতেন চ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে—একবার রাত্রিতে ভোজন দ্বারা বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি ব্রত পালন করিবে, উপবাস নিয়ম ব্যতীত দ্বাদশী অর্থাৎ একাদশী অতিক্রম করিবে না ॥ ৯৪ ॥

ভবিষ্যপুরাণে দ্বাদশীকল্পে—

একাদশ্যাং প্রভুং বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য কদাচন।
উপোষিতেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে দ্বাদশীকল্পে—অসমর্থ অবস্থাতেও একাদশীতে নিজ ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া উপবাস বা অযাচিত বস্তুদ্বারা রাত্রিতে একবার ভোজন করিবেন ॥ ৯৫ ॥

টীকা—উপবাসেন ব্রতেন ; যদ্বা, উপবাসে যদ্-তৎ কথঞ্চিন্নিয়মস্তেন ; কদাচন অসামর্থ্যাদ্যবস্থায়াম্ ॥ ৯৪-৯৫ ॥

একভক্তেন বা তাত ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ।
তদেকনিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—হে বৎস! একবার মাত্র ভোজন করিয়াও নিত্য দ্বাদশীব্রত পালন করিবে না। একটি ব্রতের নিয়মসমূহ পালনকারী কখনও দুঃখ পায় না ॥ ৯৬ ॥

টীকা—তস্যাং দ্বাদশ্যামেবৈকস্যাঃ নিয়মবান্ ॥৯৬

অথ বিশেষতো নক্তাদিকম্

বায়ব্যে—

নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা
ফলন্তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ
প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে—সমর্থ পক্ষে ব্রতে বায়ু ভক্ষণ করিয়া উপবাস করিবেন, তাহাতে অসমর্থ

হইলে পঞ্চগব্য, তাহাতে অসমর্থ হইলে ঘৃত পান করিবেন, তাহাতে অসমর্থ জলপান, তাহাতে অসমর্থ দুগ্ধ পান, তাহাতে অসমর্থ তিল ভক্ষণ, তাহাতে অসমর্থ ফল, তাহাতে অসমর্থ হইলে অন্নব্যতীত, তাহাতে অসমর্থ পক্ষে দিবা শেষে হবিষ্যান্ন, তাহাতে অসমর্থ পক্ষে অশীতি বা নব্বইবর্ষ বয়োধিক্য আতুর ব্যক্তি রাত্রিতে একবার অন্ন ভোজন করিয়াও ব্রত পালন করিতে পারেন ॥ ৯৭ ॥

ভবিষ্যে—

উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষ্যং ভৈক্ষ্যাৎ পরমযাচিতম্ ।
অযাচিতাৎ পরং নক্তং তস্মান্নক্তেন বর্ত্তয়েৎ ॥৯৮॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—সমর্থ ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া ব্রতপালন করিবেন, তাহাতে অসমর্থ ভিক্ষালব্ধ ফলাহার, তাহা হইতে উত্তম অযাচিত ফলাহার, তাহা হইতে উত্তম রাত্রিতে ফলাহার, অতএব রাত্রিতে ফলাহার দ্বারা ব্রত পালন করিবে ॥৯৮॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরু-শাসনম্ ।
অব্রতঘ্নানি পঠ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—আরও—ব্যাঘ্রাদি দুষ্ট জন্তু হইতে ভয়, ব্যাধি পীড়িত, অনবধান ও গুরু শাসন—এই সকল একবার মাত্র হইলে শাস্ত্রমতে ব্রত নষ্ট হয় না ॥ ৯৯ ॥

টীকা—সর্ব্বভূতেভ্যো ব্যাঘ্রাদিদুষ্টজন্তুভ্যো ভয়ম্ ॥ ৯৯ ॥

মহাভারতে উদ্যমপর্ব্বণি—

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে উদ্যম পর্ব্বে—জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত ও ব্রাহ্মণ প্রার্থনীয়, গুরুবাক্য ও ঔষধ—এই আটটি ব্রতহানিকর নহে ॥ ১০০ ॥

তত্রাপবাদঃ

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রে—

মদুত্থানে মচ্ছয়নে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে ।
অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ ॥ ১০১ ॥

অন্নং বা যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা ।
অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন ।
ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—৯৭ সংখ্যা হইতে ১০০ পর্য্যন্ত প্রমাণগুলি সাধারণ ব্রত পর, কারণ এই সকল প্রমাণে একাদশী বা দ্বাদশী শব্দের উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে বিশেষ বিধি বলিতেছেন—কাশ্যপ পঞ্চরাত্রে ভগবদ্বাক্য—আমার উত্থান, শয়ন ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন একাদশীতে যে কোন দীক্ষিত ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব যদি অন্ন অথবা ফলমূল ভক্ষণ করে, তাহার পূর্ব্বকৃত ও অধুনাকৃত অপরাধ কখনও ক্ষমা করি না, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে নিক্ষেপ করি ॥ ১০১-১০২ ॥

টীকা—নক্তাদিকেষ্বপবাদং লিখতি—মদুত্থানে ইত্যাদিনা। অন্নাদিভোজনরূপমপরাধম্; যদ্বা, পূর্ব্বকৃতমাধুনিকমেতচ্চ সর্ব্বমিতি ॥ ১০১-১০২ ॥

অন্যত্র চ—

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে ।
ফল-মূল-জলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—আমার শয়ন উত্থান ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন একাদশীতে ফলমূল বা জল পানকারী যে কোন ব্যক্তি আমার হৃদয়ে শল্য অর্পণ করে, অর্থাৎ মহা অপরাধী হয় ॥ ১০৩ ॥

টীকা—এবং বৈষ্ণবৈর্বর্জ্জনীয়মিতি লিখিতম্, অধুনা চ সামান্যতঃ সর্বৈরেব প্রযত্নতোঽবশ্যং বর্জ্জ্যমিতি লিখতি—মচ্ছয়ন ইতি। ফলং মূলং জলং বাপি আহারং যঃ করোতীত্যর্থঃ। মম হৃদি শল্যমর্পয়েদিতি মহাপরাধী স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

ইত্থং সুসিদ্ধে নিত্যত্বেঽপ্যগ্নিহোত্রাদিবৎ ফলম্ ।
চিত্রং স্যাদিতি মাহাত্ম্যমেকাদশ্যা বিলিখ্যতে ॥১০৪॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীএকাদশী ব্রতের নিত্যত্ব সুসিদ্ধ হইলেও নিত্যকর্ম্ম অগ্নিহোত্র—দর্শ-পৌর্ণমাসাদি বৈদিক কর্ম্ম যেমন নিত্য হইলেও তাহার ফল বর্ণন শাস্ত্রে দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীএকাদশী ব্রত নিত্য হইয়া তাহার বিচিত্র অদ্ভুত ফলসমূহ মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিত হইতেছে ॥ ১০৪ ॥

টীকা—এবং পক্ষদ্বয়াদাবুপবাসস্য নিত্যত্বং সাধয়িত্বা, তথাধিকারনির্ণয়েনাপি সর্ব্বেষামেব কার্য্যত্বেন তদেব প্রচুয়িত্বা, তথা অশক্তাদীনামপ্যেকভক্তাদিনা ব্রতপালনতশ্চ তদেব নিতরাং দৃঢ়ীকৃতম্। এবং ফলানপেক্ষকরূপং নিত্যত্বং দর্শয়িত্বাঽধুনা মহাফলান্যপি দর্শয়ন্ লিখতি—ইত্থমিতি। ননু ফলেন নিত্যত্বং বিরুধ্যতে, তত্রাহ—অগ্নিহোত্রাদিবদিতি। আদি-শব্দেন দর্শপৌর্ণমাসাদি, তত্র যথা নিত্যত্বং ফলঞ্চ সংযোগ-পৃথক্ত্বেন শ্রূয়তে, তদ্বদত্রাপীত্যর্থঃ। তত্র চ যুক্তিমীমাংসাদি-প্রসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-বোপদেবাচার্য্যাদিভিঃ স্পষ্টং দর্শিতাস্তীতি। কিমত্র তদ্বিস্তারেণেতি। চিত্রম্—ঐহিকামুষ্মিকভেদেন বহুবিধং, অদ্ভুতমিতি বা ॥ ১০৪ ॥

অথৈকাদশীমাহাত্ম্যম্

তত্ত্বসাগরে—

মাতেব সর্ব্ববালানামৌষধং রোগাণামিব।
রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং নির্ম্মিতৈকাদশী তিথিঃ ॥১০৫

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীএকাদশীমাহাত্ম্য তত্ত্বসাগর গ্রন্থে—সর্ব্বলোকের রক্ষার নিমিত্ত শ্রীএকাদশী তিথিব্রত শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছেন, যেমন শিশুর রক্ষার জন্য মাতার সৃষ্টি, রোগসমূহ নিবারণের জন্য ঔষধ সৃষ্টি ॥ ১০৫ ॥

নানাদুঃখসমাকীর্ণে সংসারে নরজন্মনি।
একাদশ্যুপবাসী যঃ স ধন্যঃ স চ বুদ্ধিমান্ ॥১০৬॥

অনুবাদ—নানাবিধ দুঃখ-পরিব্যাপ্ত এই সংসারে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যিনি শ্রীএকাদশী ব্রত পালন করেন, তিনি ধন্য, তিনিই বুদ্ধিমান্ ॥ ১০৬ ॥

একাদশীং পরিত্যজ্য যোঽন্যদ্ব্রতমুপাসতে।
স করস্থং মহারত্নং ত্যক্ত্বা লোষ্ট্রং হি যাচতে ॥১০৭

অনুবাদ—যিনি একাদশী-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত পালন করেন, তিনি হস্তস্থিত মহারত্ন ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার ঢেলাই প্রার্থনা করেন ॥ ১০৭ ॥

একামেকাদশীঞ্চাপি সমুপোষ্য জনার্দ্দনম্।
তোয়েনাপি সমভ্যর্চ্চ্য সংসারন্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥১০৮॥

অনুবাদ—একটি মাত্র একাদশী-ব্রতে সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া কেবল জলদ্বারাও শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করিয়া মনুষ্য সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ১০৮ ॥

প্রসঙ্গাদথবা দম্ভাল্লোভাদ্বা ত্রিদশাধিপ।
একাদশ্যাং মনঃ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥১০৯॥

অনুবাদ—হে দেবরাজ! প্রসঙ্গক্রমে, অথবা দম্ভবশতঃ বা লোভ বশতঃ একাদশী ব্রতে মনোনিবেশকারী সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তি পায় ॥১০৯॥

শমায়াস্য মহারোগাদ্দুঃখিনাং সর্ব্বদেহিনাম্।
একাদশ্যুপবাসোঽয়ং নির্ম্মিতং পরমৌষধম্ ॥১১০॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ মনুষ্যের মহারোগ শান্তির জন্য এবং দুঃখীগণের দুঃখ শান্তির জন্য পরম ঔষধ স্বরূপ এই একাদশীর উপবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

টীকা—অস্য মহারোগস্য শমায় উপশান্তয়ে পরমৌষধম্ ॥ ১১০ ॥

সংসারসর্পদষ্টানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্।
একাদশ্যুপবাসেন সদ্য এব সুখং ভবেৎ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—সংসাররূপ সর্পের দংশনে পীড়িত এবং পাপকর্ম্মকারী মনুষ্যগণের দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তি শ্রীএকাদশী উপবাস দ্বারাই হইবে ॥ ১১১ ॥

নারদীয়ে বশিষ্ঠোক্তৌ—
একাদশীসমুত্থেন বহ্নিনা পাতকেন্ধনম্ ।
ভস্মতাং যাতি রাজেন্দ্র অপি জন্মশতোদ্ভবম্ ॥১১২॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে বশিষ্ঠদেবের উক্তিতে —হে রাজেন্দ্র ! মনুষ্যের শতজন্মার্জ্জিত পাপরূপ কাষ্ঠও একাদশীব্রত-উত্থিত অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হয় ॥ ১১২ ॥

নেদৃশং পাবনং কিঞ্চিন্নরাণাং ভূপ বিদ্যতে ।
যাদৃশং পদ্মনাভস্য দিনং পাতকহানিদম্ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! মনুষ্যগণের এমন কোন পুণ্য কর্ম্ম নাই, যাহা শ্রীহরিবাসর ব্রতের তুল্য পাতক নাশন ॥ ১১৩ ॥

তাবৎ পাপানি দেহেহস্মিন্ তিষ্ঠন্তি মনুজাধিপ ।
যাবন্নোপবসেজ্জন্তুঃ পদ্মনাভদিনং শুভম্ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! এই মনুষ্যদেহে পাপসমূহ সেই পর্য্যন্ত অবস্থান করে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য শুভ শ্রীহরিবাসর উপবাস ব্রত না করে ॥ ১১৪ ॥

টীকা—জন্তুরিতি সর্ব্বেষামপ্যধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ১১৪ ॥

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১১৫॥

অনুবাদ—সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞ শ্রীএকাদশী ব্রতের ফলের ষোড়শভাগের এক ভাগের তুল্য হয় না ॥ ১১৫ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং ভবতি প্রভো ।
একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ ॥১১৬॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! মনুষ্যের একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা আচরিত যে সকল পাপ হয়, তাহা সকলই একাদশী উপবাস দ্বারা নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হয় ॥১১৬

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে ।
স্বর্গমোক্ষপ্রদা হ্যেষা রাজ্যপুত্রপ্রদায়িনী ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—একাদশী ব্রতের সমান পাপহারী অন্য কিছুই নাই। এই একাদশী তিথি পরকালে স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদা এবং এই লোকে রাজ্য ও পুত্র প্রদায়িণী ॥ ১১৭ ॥

সুকলত্রপ্রদা হ্যেষা শরীরারোগ্যদায়িনী ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ—এই একাদশী উত্তম গুণ সম্পন্না ভার্য্যাপ্রদা ও শরীরের আরোগ্য দায়িনী ॥ ১১৮ ॥

ন গঙ্গা ন গয়া ভূপ ন কাশী ন চ পুষ্করম্ ।
ন চাপি কৌরবং ক্ষেত্রং ন রেবা ন চ বেদিকা ।
যমুনা চন্দ্রভাগা চ তুল্যা ভূপ হরের্দ্দিনাৎ ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—হে ভূপতি ! গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রেবা, বেদিকা, যমুনা চন্দ্রভাগা শ্রীহরিবাসর ব্রতের সহিত তুলনা হয় না ॥ ১১৯ ॥

টীকা—হরের্দ্দিনাৎ দিনেন তুল্যা ন ভবতি ॥১১৯

ব্যাজেনাপি কৃতা রাজন্ ন দর্শয়তি পাতকম্ ।
অনায়াসেন রাজেন্দ্র প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥১২০॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ছলনা পূর্ব্বক যদি কেহ শ্রীহরিবাসর ব্রত করে, তাহার যমপুরী দর্শন হয় না এবং হে মহারাজ ! অনায়াসে তাহার বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ১২০ ॥

টীকা—ন দর্শয়তি, ন নাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

চিন্তামণিসমা হ্যেষা অথবাপি নিধিঃ স্মৃতা ।
কল্পপাদপপ্রেক্ষা বা সর্ব্ববেদোপমাথবা ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীএকাদশীতিথি চিন্তামণির সর্ব্বফল প্রদা বা নিধিসমা, কল্পতরুসমা, সর্ব্ববেদের সমান ॥ ১২১ ॥

টীকা—বেদেষ্বপি যে যে বেদা উপনিষদাদয়স্তৎসমেত্যর্থঃ । কৃচিৎ সর্ব্ববেদেতি পাঠঃ ॥ ১২১ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

সম্প্রাপ্য বাসরং বিষ্ণোর্য্যো নরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
উপবাসপরো ভূত্বা পূজয়েন্মধুসূদনম্।
দহন্তি পূর্ব্বপাপানি কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ? ১২২॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে অন্যত্র—শ্রীহরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম ও উপবাস পরায়ণ হইয়া শ্রীমধুসূদনের পূজা করে, তাহার পূর্ব্বপাপসমূহ দগ্ধ হয়, তাহার আর তপস্যা, যজ্ঞসমূহের প্রয়োজন কি ? ১২২ ॥

একাদশীং প্রপন্না যে নরা নরবরোত্তম।
তেঽদ্বন্দ্ববাহবো ভূত্বা নাগারিকৃতকেতনাঃ।
স্রগ্বিণঃ পীতবস্ত্রা হি প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! যে সকল ব্যক্তি একাদশীর শরণাগত হন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠপার্ষদবৎ চতুর্ভুজ, বনমালা ও পীতবাস ধারণ পূর্ব্বক গরুড়ধ্বজ রথে চড়িয়া শ্রীহরিধামে গমন করেন ॥ ১২৩ ॥

টীকা—অদ্বন্দ্ববাহবঃ চতুর্ভুজাঃ ॥ ১২৩ ॥

এষ প্রভাবো হি ময়া দ্বাদশ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পাপেন্ধনস্য ঘোরস্য পাবকাখ্যো মহীপতে ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আমা-কর্ত্তৃক এই শ্রীদ্বাদশীর মহিমা কীর্ত্তিত হইল, ইহা ভয়ঙ্কর পাপরূপ কাষ্ঠ-সমূহের ভস্মকারী অগ্নি স্বরূপ ॥ ১২৪ ॥

কিঞ্চ—

যদ্‌যোগৈর্মৎপদং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে বা ন বা দ্বিজ।
অনায়াসেন তৎ প্রাপ্যং পদং হরিদিনানুগৈঃ ॥১২৫॥

অনুবাদ—আরও—যে শ্রীহরিধাম যোগসমূহ ও সাংখ্যজ্ঞান সমূহদ্বারা প্রাপ্ত হয় বা না হয়, হে দ্বিজ ! সেই প্রাপ্য ধাম অনায়াসে শ্রীহরিবাসর ব্রতকারীগণ প্রাপ্ত হন ॥ ১২৫ ॥

অন্নাভাবে যদা বিপ্র একাদশ্যামুপোষিতঃ।
উপবাসফলং তেন সমগ্রং সমবাপ্যতে ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! যদি কেহ অন্নের অভাবে একাদশীতে উপবাস করে, সেই ব্যক্তি উপবাসের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১২৬ ॥

টীকা—বিপ্র হে ব্রাহ্মণ ! অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ ॥ ১২৬ ॥

রাজবন্ধাদ্‌যদা বিপ্র একাদশ্যামুপোষিতঃ।
উপবাসফলং তস্য সম্যগ্ ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১২৭॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! যদি কেহ রাজশাসনে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া একাদশীতে উপবাস করে, তাহার উপবাস ফল সম্পূর্ণ লাভ হয়—ইহা নিশ্চিত ॥ ১২৭ ॥

টীকা—তস্যাপি ভবতি, সম্যক্ সম্পূর্ণম্ ॥ ১২৭॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যথা দাবাগ্নিরুদিতঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ গহ্বরে।
দহত্যেব সমস্তানি কলুষাণি হরের্দ্দিনম্ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—শ্রীহরিবাসর ব্রত সর্ব্ববিধ পাপ দগ্ধ করেনই, যেমন দাবাগ্নি অর্থাৎ বনবহ্নি উত্থিত হইলে অরণ্যস্থিত শুষ্ক ও কাঁচা সর্ব্বপ্রকার কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। এস্থলে শুষ্কপাপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত এবং কাঁচা পাপ—এই জন্মের সদ্যকৃত ॥ ১২৮ ॥

টীকা—শুষ্কং পাপং চিরকালকৃতম্ ; আর্দ্রঞ্চ সম্প্রতিকৃতম্ ; মহাল্পপ্রায়শ্চিত্ততয়া তয়োর্ভেদঃ ॥১২৮

পাপেন্ধনস্য ঘোরস্য শুষ্কস্যার্দ্রস্য ভার্গব।
নান্যদ্বিনাশায় মতং বিনৈকাদশ্যুপোষণম্ ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—হে ভার্গব ! শ্রীএকাদশীর উপবাস ব্যতীত ভয়ঙ্কর পাপরূপ কাষ্ঠের শুষ্ক ও কাঁচা পাপের বিনাশের জন্য অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ১২৯ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমিদং সংসারোত্তারকারকম্।
একাদশীব্রতং বিপ্র কুর্ব্বন্ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৩০॥

অনুবাদ—আরও—হে বিপ্র! এই একাদশী ব্রতকারী সর্ব্ববিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংসার বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মুক্তিধাম প্রাপ্ত হন ॥ ১৩০ ॥

নরো দিনৈর্যদ্দশভিশ্চতুর্ভিশ্চ করোত্যঘম্ ।
উপোষ্য পঞ্চদশমং দিনং বিষ্ণোর্হি মুচ্যতে ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—মনুষ্য যদি একপক্ষের মধ্যে চতুর্দ্দশ দিন পাপ করে, কিন্তু পঞ্চদশ দিনে শ্রীএকাদশীতে উপবাস করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥১৩১

টীকা—পঞ্চদশমং একাদশীলক্ষণম্ ॥ ১৩১ ॥

ইতি সর্ব্বপুরাণেষু মুনীনাং নিশ্চিতং মতম্ ।
উপোষ্যৈকাদশীং পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩২॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বপুরাণ মধ্যে মুনিগণের নিশ্চিত মত এই—শ্রীএকাদশীতে উপবাস করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়—এই বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ১৩২ ॥

কলাবুচ্ছিন্নমার্গাণাং নৃশংস্যপাতিতাত্মনাম্ ।
একাদশীং বিনা বিপ্র ন সংসারাদ্বিমোক্ষণম্ ॥১৩৩॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! কলিকালে যাহারা উচ্ছিন্ন-পথাবলম্বী ও নিষ্ঠুরতাবশতঃ কলুষিতাত্মা হইয়াছে, একাদশীতে উপবাস ব্যতীত তাহাদিগের সংসার হইতে বিমুক্তির অন্য উপায় নাই ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ—

এতৎ সারমিদং তত্ত্বমিদং সত্যমিদং ব্রতম্ ।
প্রায়শ্চিত্তমিদং সম্যগেকাদশ্যামুপোষণম্ ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—আরও—এই শ্রীএকাদশীতে উপবাস ব্রতের মধ্যে সার, ইহাই তত্ত্ব, ইহাই সত্য, ইহাই সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৩৪ ॥

কিঞ্চ—

গোবিন্দস্মরণং নৃণামেকাদশ্যামুপোষণম্ ।
প্রায়শ্চিত্তমিদং নূনং সংসারোত্তারকারকম্ ॥১৩৫॥

অনুবাদ—আরও—একাদশীতে উপবাস অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীগোবিন্দ স্মরণ—ইহাই মনুষ্যগণের নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত এবং সংসার হইতে উদ্ধারের কারণ ॥ ১৩৫ ॥

তত্রৈবান্তে—

স্নেহেন ভক্ত্যা বৈরেণ প্রসঙ্গেন যথা তথা ।
নিহন্তি সর্ব্বং কলুষমেকাদশ্যাং স্তুতো হরিঃ ॥১৩৬

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শেষে—যে কোন প্রসঙ্গে স্নেহ, ভক্তি বা বৈরভাবে শ্রীহরির স্তব একাদশীতে সর্ব্ববিধ পাপ সম্পূর্ণ নষ্ট করে ॥ ১৩৬ ॥

কিঞ্চ—

এবং সমস্তসুখধর্ম্মগুণাশ্রয়ঞ্চ
একাদশীব্রতমিদং কলিকেতুরুক্তঃ ।
শাস্ত্রেষু শৌনক জগৎপতিষু প্রিয়ঞ্চ
শ্রদ্ধাপরঃ প্রকুরুতে লভতে স মুক্তিম্ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—আরও—এইরূপে এই একাদশী ব্রত সমস্ত সুখ ধর্ম্ম ও গুণের আশ্রয়, কলিকালে সর্ব্বধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। হে শৌনক! শাস্ত্রসমূহে উক্ত হইয়াছে এবং জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়। যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া এই ব্রত পালন করেন তিনি মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৩৭ ॥

টীকা—কলিকেতুঃ কলিকালে সর্ব্বধর্ম্মাদিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। হেতুরিতি পাঠে সমস্তসুখাদিকারণম্। শাস্ত্রেষুক্তঃ, শাস্ত্রান্বিত ইতি পাঠে শাস্ত্রবেত্তেত্যর্থঃ, 'শাস্ত্রবিৎ ফলমশ্নুতে' ইত্যুক্তেঃ ॥ ১৩৭ ॥

তত্রৈব সর্ব্বান্তে—

এতচ্ছৃণোতি কুরুতেঽনুমতিং দদাতি
শ্রদ্ধাঞ্চ কারয়তি যশ্চ তথা নরাণাম্ ।
একাদশীব্রতকৃতে কলুষৈর্বিমুক্তঃ
প্রাপ্নোতি দিব্যভুবনং গরুড়ধ্বজস্য ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—এই পুরাণের সর্ব্বশেষে—যিনি এই একাদশী ব্রতের মহিমা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, ব্রত পালন করেন, অনুমতি দান করেন এবং একাদশী ব্রত করিবার জন্য, অন্যের শ্রদ্ধা উৎপাদন করান তিনি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া গরুড়ধ্বজ শ্রীনারায়ণের অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন ॥ ১৩৮ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে—

উপষ্যৈকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ ।
ন যাতি যাতনাং যামীমিতি নো যমতঃ শ্রুতম্ ॥১৩৯

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবদূত বিকুণ্ডল সংবাদে—কোন প্রসঙ্গক্রমেও অর্থাৎ অন্যের সঙ্গি বা রাজকর্ত্তৃক অবরোধ বশতঃ একটি একাদশীর উপবাস করিয়াও মানব যমযাতনার পাত্র হয় না, ইহা যমরাজের নিকট হইতে শুনিয়াছি ॥ ১৩৯ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং বৈশ্য মানবৈঃ ।
একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ ॥১৪০॥

অনুবাদ—হে বৈশ্য ! মানবগণ ! একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল পাপ করিয়াছে, একাদশী উপবাস দ্বারা তৎসমূহই বিনাশ যায় ॥ ১৪০ ॥

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পুণ্যং লোকে ন বিদ্যতে ।
ব্যাজেনাপি কৃতা যৈস্তে বশং যান্তি ন ভাস্করেঃ ॥১৪১

অনুবাদ—ইহলোকে একাদশী ব্রতের সমান কোন পুণ্য নাই । শঠতাবশতও যাহারা ব্রত করেন, তাহারা যমরাজের অধীন হন না ॥ ১৪১ ॥

টীকা—প্রসঙ্গেন কেষামপি সঙ্গত্যা ; যদ্বা, রাজ-বোধাদ্যনুষঙ্গেণাপি, ব্যাজেন শাঠ্যেনাপি ; ভাস্করের্য-মস্য ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

এবমন্যত্রাপি নেদৃশমিত্যাদীনি সপ্তপদ্যানি
পূর্ব্ববদত্র প্রবর্ত্তন্তে ।

কিঞ্চ—

বাল্যত্বে যৌবনে বাপি বৃদ্ধত্বে বা বিশাংবর ।
উপোষ্যৈকাদশীং নুনং নৈব প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্ ॥১৪২

অনুবাদ—এইরূপ পদ্মপুরাণে মাঘমহাত্ম্যেও নারদ-পুরাণের (১১৩—১১৯ পর্য্যন্ত) সপ্তপদ্য দৃষ্ট হয় । আরও—হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ ! বাল্যকালে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে একাদশীর উপবাস করিয়া নিশ্চয়ই কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৪২ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি যথা নারদীয়ে তথাত্র মাঘ-মাহাত্ম্যেঽপি সন্তি ॥ ১৪২ ॥

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

একাদশ্যাঞ্চ বিধিবদুপবাসপরায়ণাঃ ।
শুক্লে সিতেতরে পক্ষে তে নরাঃ স্বর্গভাগিনঃ ॥১৪৩॥

অনুবাদ—শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের একাদশীতে বিধিবৎ উপবাস পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বর্গ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪৩ ॥

টীকা —বিধিবদিতি অগ্রে লেখ্যোন পাপবর্জ্জনাদি-বিধিনেত্যর্থঃ । স্বর্গ-শব্দেনাত্রোর্দ্ধলোকো লক্ষ্যতে, তেন চ শ্রীবৈকুণ্ঠপদম্ ; যদ্বা, বৈকুণ্ঠলোকগমনেঽপি ক্রমাগত্যা স্বর্গসুখভোগাৎ স্বর্গেত্যুক্তমিতি দিক্ ॥১৬৩

মাতৃবৎ সর্ব্ববালানামিতি পূর্ব্ববৎ

কিঞ্চ—

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে ।
তামুপোষ্য বিধানেন পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ণিত তত্ত্বসাগর গ্রন্থের 'মাতৃবৎ' ইত্যাদি পদ্য এস্থলেও দৃষ্ট হয় । আরও—পাপ হইতে ত্রাণকারী একাদশীর সমান কোন ব্রত নাই । বিধিমত একাদশী উপবাস করিলে পুরুষগণ স্বর্গগামী হয় ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি যথা তত্ত্বসাগরে তথা বৈশাখ-মাহাত্ম্যেঽপি ইত্যর্থঃ । তত্র চ মাতেবেতি, অত্র তু মাতৃবদিতি পদমেকমুদাহৃতম্ ॥ ১৪৪ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎ কৃতং ভবতি দ্বিজ ।
নরো নির্দ্দয় তত্তুর্ণং ব্রতী স্বর্গতিমান্ ভবেৎ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ ! একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল পাপ করা হয়, ব্রতকারী ব্যক্তি শীঘ্র ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্বর্গগামী হয় ॥ ১৪৫ ॥

অথ অশ্বমেধেত্যাদি পূর্ব্ববৎ

কিঞ্চ—

একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সর্ব্বতীর্থতপাংসি চ ।
মহাদানানি দত্তানি ব্রতং বৈষ্ণবমেকতঃ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অশ্বমেধ ইত্যাদি পদ্য ও পূর্ব্ববৎ এস্থলে প্রযোজ্য। আরও—তুলাদণ্ডের একদিকে সর্ব্বযজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বতপস্যা ও মহাদানসমূহ প্রদত্ত হইল এবং অন্যদিকে বৈষ্ণবব্রত শ্রীএকাদশী ॥ ১৪৬ ॥

বৈষ্ণবব্রতজো ধর্ম্মো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিসম্ভবঃ ।
একত্র তুলিতো ধাত্রা তৎপূর্ব্বো হ্যভবদ্‌গুরুঃ ।
হরিবাসরভক্তানামচ্যুতাচ্যুতভাষিণাম্ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তুলাদণ্ডে একদিকে প্রথমতঃ বৈষ্ণবব্রতজাত ধর্ম্ম এবং অন্যদিকে যজ্ঞাদিজাত ধর্ম্ম আরোপিত হইলে, প্রথম দিকের বৈষ্ণবব্রতজাত ধর্ম্ম অধিক গুরুত্ব প্রকাশ পাইল। ঐ বৈষ্ণবব্রত বিষ্ণুকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের হরিবাসর ব্রত ॥ ১৪৭ ॥

টীকা—তয়োঃ পূর্ব্বঃ বৈষ্ণবব্রতজো ধর্ম্মঃ। অচ্যুতাচ্যুতেতি ভাষিণামিতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তম্ ॥১৪৭

নাহং শাস্তা বিশেষেণ তেভ্যো বিপ্র বিভেম্যহম্ ।
যেষাং পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ একাদশ্যামুপোষিতঃ ।
স মহাত্মা স্বপুরুষান্ শতমুদ্ধরতে বলাৎ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! যাহাদের পুত্র পৌত্র একাদশীতে উপবাস করিয়াছে, তাহাদের শাসনকর্ত্তা আমি যম নহি, বিশেষতঃ তাহাদিগকে আমি ভয় পাই। কারণ সেই মহাত্মা নিজ শত পুরুষকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করেন ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—অহং যমোঽপি ॥ ১৪৮ ॥

উপোষণং ততঃ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ।
একাদশ্যাং স পুরুষো ভুক্তিমুক্ত্যেকভাজনম্ ॥১৪৯॥

অনুবাদ—অতএব উভয় পক্ষের একাদশী করণীয়, সেই ব্যক্তিই ভুক্তি ও মুক্তিলাভের একমাত্র পাত্র ॥ ১৪৯ ॥

অথ তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযমধূম্রকেতুসংবাদে—

একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং সমুপোষ্যেহ মানবাঃ ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১৫০

অনুবাদ—অনন্তর পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযমরাজ ও ধূম্রকেতু-সংবাদে—ইহ লোকে মানবগণ একাদশী উপস্থিত হইলে উপবাস করিয়া সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম গমন করেন ॥ ১৫০ ॥

ধর্ম্মদা হ্যর্থদা চৈব কামদা মোক্ষদা কিল ।
সর্ব্বকামদুঘা নৃণাং দ্বাদশী বরবর্ণিনি ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—হে বরবর্ণিন ! মনুষ্যগণের ধর্ম্মপ্রদা অর্থপ্রদা কামপ্রদা ও মোক্ষপ্রদা নিশ্চয়ই সর্ব্ববিধ বাসনা পূরণকারিণী এই দ্বাদশী ॥ ১৫১ ॥

একাদশীব্রতং সৌম্য যদ্যেকং সম্যগর্জ্জিতম্ ।
কিং দানৈঃ কিং তপস্তীর্থৈঃ সর্ব্বদং
বিধিনা কৃতম্ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য ! যদি একটিমাত্র একাদশী ব্রত সম্পূর্ণভাবে পালিত হয়, দান তপস্যা ও তীর্থাদির কি প্রয়োজন ? বিধি সর্ব্বফলপ্রদরূপে এই একটী ব্রত নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ১৫২ ॥

টীকা—দানাদিভিঃ কিম্ ? তেনৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। কুতঃ ? বিধিনা যথাবিধি সর্ব্বদং কর্ম্ম কৃতম্। যদ্বা, বিধিনা বিধাত্রা তৎ সর্ব্বদং কৃতম্। অথবা বিধিনা কৃতং সর্ব্বদং ভবতি, কিং বিশেষোক্ত্যা, সর্ব্বেষামেব সর্ব্বকামং পরিপূরয়তীত্যাহ—সর্ব্বেতি। তেন বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত্যাদিকমভিপ্রেতম্ ॥ ১৫২ ॥

অথ তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসংবাদে—
একাদশীং পরিত্যজ্য যো হ্যন্যদ্‌ব্রতমাচরেৎ।
স করস্থং মহারত্নং হিত্বা ভৈক্ষ্যন্তু যাচতে ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—অথ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে—যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত আচরণ করে সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত মহারত্নকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে ॥১৫৩॥

———

স্কান্দে—
বিনাপি ঋক্ষসংযোগাদেকৈবৈকাদশী নৃণাম্।
বিনিহন্তীহ চৈনাংসি কুনৃপো বিষয়ং যথা ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—শুভ পুষ্যাদি নক্ষত্র সংযোগ রহিত একমাত্র একাদশী ব্রত মনুষ্যগণের পাপসমূহ বিনাশ করে, যেমন এই জগতে কুরাজা বিষয়সমূহকে নষ্ট করে ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—ঋক্ষাণি পুষ্যাদীনি, তৎসংযোগাদ্বিনাপি। তেষাং যোগমাহাত্ম্যবিশেষোঽগ্রে লেখ্যঃ ॥ ১৫৪ ॥

———

ন দানং ন তপঃ স্নানং ন চান্যৎ সুকৃতং ক্বচিৎ।
মুক্তয়ে হ্যভবৎ সুভ্রূ মুক্তৈকং হরিবাসরম্ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—হে সুভ্রূ! দান, তপস্যা, তীর্থস্নানাদি অন্য পুণ্যসমূহ কখনও নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিদানে অসমর্থ, শ্রীহরিবাসর ব্রতই একমাত্র মুক্তির কারণ ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—সুভ্রূ, হে পার্ব্বতি ॥ ১৫৫ ॥

———

সকৃচ্চোপোষণেনাস্যাং নশ্যন্তি পাপরাশয়ঃ।
একতঃ পৃথিবীদানমেকতো হরিবাসরঃ।
ন সমং কবিভিঃ প্রোক্তং বাসরো হ্যধিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—এই একাদশীতে একবার মাত্র উপবাস দ্বারা সমূহ পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তুলাদণ্ডের একদিকে পৃথিবী দান এবং অন্যদিকে হরিবাসর ব্রত সমান নহে, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শ্রীহরিবাসরের গুরুত্ব অধিক ॥ ১৫৬ ॥

———

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে—
অগম্যাগমনে পাপং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।
ইত্যাদিপাতকং যচ্চ যত্নৈরন্যদুপার্জ্জিতম্ ॥ ১৫৭ ॥
পাষণ্ডালাপজনিতং পতিতানাঞ্চ সঙ্গমাৎ।
তন্ময়া মার্জ্জিতং সর্ব্বমেকাদশ্যুপবাসিনাম্ ॥ ১৫৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযম-রাজের দূতগণের প্রতি অনুশাসন বাক্যে—অগম্যা-গমনে যে পাপ, মিত্রদ্রোহেও যে পাপ এবং অন্য যে সকল পাপ যত্নসহকারে উপার্জ্জিত ও পাষণ্ড আলাপ জনিত পাপ, পতিত ব্যক্তিগণের সঙ্গফলে যে পাপ—একাদশীর উপবাস কারীগণের সম্বন্ধে ॥১৫৭-১৫৮॥

টীকা—আদি-শব্দেন স্বর্ণস্তেয়াদি, অন্যৎ পরমপি অভক্ষ্যভক্ষণাদিকম্ ॥ ১৫৭ ॥

———

প্রতিগ্রহোত্থং যৎ পাপং দশাভ্রংশোদ্ভবঞ্চ যৎ।
তন্ময়া মার্জ্জিতং দূতা একাদশ্যুপবাসিনাম্ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—দান গ্রহণ জনিত যে পাপ, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ভঙ্গ জনিত যে পাপ—হে দূতগণ! একাদশী উপবাস কারীগণের ঐসকল পাপ আমি মার্জ্জন করি ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—দশা অবস্থা ব্রহ্মচর্য্যাদি, তদ্‌ভ্রংশেনোদ্ভবো যস্য তৎ ॥ ১৫৯ ॥

———

অতএব তত্র—
একাদশ্যুপবাসী যো নরো ভবতি ভূতলে।
মুক্তং ময়া শতানন্দ তেষাং ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥১৬০॥
একাদশ্যামভুঞ্জানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে—হে শতানন্দ! এই ভূতলে যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাসী হয়, তাহাদের তিনপুরুষ কুলকে আমি মুক্ত করিয়া থাকি। হে দূতগণ! তোমরা যদি সর্ব্বদা আমার হিত ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শত পাপযুক্ত ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিলে তাহাকে আনিবে না ॥ ১৬০-১৬১ ॥

———

কিঞ্চ—

বরং চাণ্ডালজাতীয় একাদশ্যুপবাসকৃৎ।
ন তু বিপ্রশ্চতুর্ব্বেদী যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে॥ ১৬২॥

অনুবাদ—আরও — একাদশীতে উপবাসকারী চণ্ডাল জাতীয় ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, হরিবাসরে যে ভোজন করে ঐরূপ চতুর্ব্বেদী বিপ্রও শ্রেষ্ঠ নহে॥ ১৬২॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

কল্পবৃক্ষসমা খ্যাতা দ্বাদশী বাঞ্ছিতার্থদা।
সুগতের্দায়িনী পুংসাং স্মৃতা চ কৃতকীর্ত্তনা॥ ১৬৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—দ্বাদশী বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে কল্পবৃক্ষসমা বলিয়া প্রসিদ্ধা, ঐ দ্বাদশীর মহিমা স্মরণ ও কীর্ত্তন মানবের সুগতিদায়িনী॥ ১৬৩॥

টীকা—বাঞ্ছিতং কর্ত্তুমিষ্টম্॥ ১৬৩॥

———

নাশ্বমেধসহস্রৈশ্চ তীর্থকোট্যবগাহনৈঃ।
যৎ ফলং প্রাপ্যতে বৎস দ্বাদশী-বাসরে কৃতে॥১৬৪

অনুবাদ—হে বৎস! দ্বাদশী দিনে উপবাস করিলে যে ফল পাওয়া যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞ সহস্র বা কোটি তীর্থ স্নান ফলেও তাহা পাওয়া যায় না॥১৬৪

টীকা—দ্বাদশীবাসরে কৃতে সতি যৎ ফলং প্রাপ্যতে, অশ্বমেধাদিভিস্তন্ন প্রাপ্যতে॥ ১৬৪॥

———

পূজামাপ্নোতি সর্ব্বত্র ন রোগেভ্যো ভয়ং ভবেৎ।
নোপসর্গভয়ং তস্য দুষ্টজীবসমুদ্ভবম্॥ ১৬৫॥

অনুবাদ—দ্বাদশীব্রতকারী সর্ব্বত্র পূজা লাভ করে, তাহার রোগসমূহ হইতে ভয় হয় না, দুষ্ট জীব হইতে জাত উপসর্গ ভয়ও তাহার নাই॥ ১৬৫॥

———

ন দাহো ন ক্লমো নাত্তিঃ স্মরণং সর্ব্বদা হরেঃ।
সন্ততের্ন বিয়োগশ্চ দ্বাদশীকারিণাং হরেঃ॥ ১৬৬॥

অনুবাদ—শ্রীহরির সর্ব্বদা স্মরণকারীর যেমন শারীরিক ও মানসিক দাহ নাই, ক্লান্তি নাই, বিপদ নাই। সেইরূপ শ্রীহরির দ্বাদশী ব্রতকারীগণের সন্তান বিয়োগও নাই॥ ১৬৬॥

———

কথারুচির্ভবেন্নিত্যং ন ভয়ং বিদ্যতে কৃচিৎ।
রণে রাজকুলে চৈব সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥ ১৬৭॥

অনুবাদ—দ্বাদশী ব্রতকারীগণের নিত্য শ্রীহরির কথাতে রুচি হয়, কোথাও ভয় থাকে না, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং রাজকুলে সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়॥ ১৬৭॥

———

ধর্ম্মোপরি মতিনিত্যং কৃষ্ণে ভক্তিঃ সুনির্ম্মলা।
পাতকৈর্নৈব লিপ্যেত দ্বাদশীভক্তিতো নরঃ॥ ১৬৮॥

অনুবাদ—ধর্ম্মের উপরে দৃঢ়মতি, নিত্য শ্রীকৃষ্ণে সুনির্মলা ভক্তি, পাপেলিপ্ত হয় না, মানব দ্বাদশীব্রতে ভক্তি করিলে॥ ১৬৮॥

টীকা—উপসর্গা অরিষ্টানি, তেভ্যো ভয়ম্; সর্ব্বদা হরেঃ স্মরণং ভবতি, হরেঃ কথায়াং রুচিরিত্যন্বয়ঃ। ভক্তিঃ শ্রবণাদিরূপা প্রেমলক্ষণা বা; এবং দ্বাদশী-ভক্তিতঃ দ্বাদশ্যাঃ সেবয়া। যদ্বা, দ্বাদশ্যা প্রীতিমাত্রেণাপি পাতকৈঃ কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণৈরপি ন লিপ্যতে॥ ১৬৫-১৬৮॥

———

ইত্থং গুহ্যং সমাখ্যাতং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রসমুচ্চয়ম্।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কলৌ কার্য্যং হরের্দিনম্॥১৬৯

অনুবাদ—শাস্ত্রসমূহ দর্শন করিয়া এইভাবে গূঢ় বিষয় সম্পূর্ণ বলা হইল, এই কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিবাসর ব্রত কর্ত্তব্য॥ ১৬৯॥

———

ন ভবেন্মানসী পীড়া রোগাশ্চাত্যন্তদুঃখদাঃ।
মাহাত্ম্যং পঠতঃ পুংসো দ্বাদশীসম্ভবং কলৌ॥১৭০॥

অনুবাদ—এই কলিযুগে দ্বাদশীমাহাত্ম্য পাঠকারী মানবের মানসী পীড়া বা অত্যন্ত দুঃখপ্রদ রোগসমূহ হয় না॥ ১৭০॥

———

ন তৎ পুণ্যং কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ সতাং কলৌ।
মাহাত্ম্যং পঠতাং পুংসাং যৎ ফলং দ্বাদশীভবম্ ॥ ১৭১ ॥

অনুবাদ—এই কলিযুগে কুরুক্ষেত্রে ও প্রয়াগে সেই পুণ্য লাভ হয় না, দ্বাদশীব্রতের মাহাত্ম্য পাঠ-কারী মানবগণের যে ফল ॥ ১৭১ ॥

ভবিষ্যে—
একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
ভক্তেশ্চ দীপনী বিষ্ণোঃ পারমার্থগতিপ্রদা ॥
যামুপোষ্য নরো ভক্ত্যান সংসারে ভবিষ্যতি ॥ ১৭২॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপ বিনাশিনী বিষ্ণু-ভক্তিরও উদ্দীপনী এবং পরমার্থ গতিপ্রদা, একাদশীর উপবাস ভক্তিসহ করিলে মানব আর সংসারে জন্মগ্রহণ করে না ॥ ১৭২ ॥

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
ন স দুর্গতিমাপ্নোতি নরকাণি ন পশ্যতি ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—একাদশীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি দ্বাদশীদিনে একপাদ বাদ দিয়া ভোজন করে, সে ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং নরকসমূহও দর্শন করে না ॥ ১৭৩ ॥

কৃত্বা পাপসহস্রাণি একাদশ্যামুপোষিতঃ।
দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন স দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—সহস্র সহস্র পাপ করিয়াও যিনি একাদশীতে উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ১৭৪ ॥

এষা তিথিঃ পরা পুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য তুষ্টিদা।
তস্যামেব জগন্নাথো অমূর্ত্তো মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ।
তেনা সা সর্ব্বপাপঘ্নী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—এই তিথি পরমা পবিত্রা, পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর তুষ্টি প্রদা। শ্রীজগন্নাথ অব্যক্ত হইয়াও এই তিথিতে ব্যক্ত মূর্ত্তিমান হইয়া থাকেন, এই কারণে দ্বাদশী সর্ব্বপাপহারিণী ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী ॥১৭৫

টীকা—অস্তু তাবদ্দ্বাদশীব্রতাদিনিষ্পাদনং, তন্মাহাত্ম্য-পঠনাদপি সর্ব্বদুঃখশান্তিঃ পরমপুণ্যপ্রাপ্তিশ্চেত্যাহ—ন ভবেদিতি দ্বাভ্যাম্। অমূর্ত্তঃ—অব্যক্তঃ, মূর্ত্তিমান্ স্থিতঃ ব্যক্তোঽভূৎ ॥ ১৭০-১৭৫ ॥

যা সা বিষ্ণুময়ী শক্তিরনন্তা ব্যাপ্য যা স্থিতা।
সা তেন তিথিরূপেণ দ্রষ্টব্যৈকাদশী সতী ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—প্রসিদ্ধা বিষ্ণুময়ী শক্তি যিনি অনন্তা, সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া যিনি থাকেন, তাঁহাতেই সতী একাদশী তিথিরূপে ॥ ১৭৬ ॥

সনৎকুমারপ্রোক্তে—
কৃত্বা পাপসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাশতানি বৈ।
একামেকাদশীং ভক্ত্যা সমুপোষ্য শুচির্ভবেৎ ॥১৭৭॥

অনুবাদ—সনৎকুমার প্রোক্ত—সহস্র সহস্র পাপ করিয়া নিশ্চয়ই ভক্তিপূর্ব্বক একটি একাদশী সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া পবিত্র হইবে ॥ ১৭৭ ॥

একাদশীব্রতাদন্যযদ্ব্রতং ক্রিয়তে নরৈঃ।
তৎফলং তদ্বিজানীয়াদ্দুঃখোদ্ভূতমিবাঙ্কুরম্ ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—মানবগণ একাদশী ব্রত হইতে ভিন্ন যে ব্রত করে, তাহার ফল তাহাই একাদশীব্রতই বিশেষরূপে জানিবে। দুঃখের সহিত অন্য ব্রতের প্রয়াস হইতে জাত অঙ্কুর, পুণ্যবীজ ফুটিয়া জাত অঙ্কুর অথবা, অন্য ব্রতের ফল একাদশী ব্রত জানিবে ॥ ১৭৮ ॥

সৌরধর্ম্মে—
একতশ্চাগ্নিহোত্রাদি দ্বাদশীমেকতঃ প্রভুঃ।
তুলয়াতোলয়ত্তত্র দ্বাদশী চ বিশিষ্যতে ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—সৌরধর্ম্মে—ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তুলা-দণ্ডে একদিকে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞসমূহ ও অন্য দিকে

দ্বাদশীকে স্থাপন করিয়া তুলনা করাতে অধিক বিশিষ্ট স্থান লাভ করিলেন ॥ ১৭৯ ॥

দেবীরহস্য-স্কন্দপুরাণয়োঃ—

পাপং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পাতকঞ্চাতিপাতকম্ ।
উপপাতকসংজ্ঞঞ্চ মহাপাতকমেব চ ॥ ১৮০ ॥
প্রকীর্ণকঞ্চ তৎ সর্ব্বমেকাদশ্যামুপোষণাৎ ।
বিলয়ং যাতি তোয়স্থং যথা চৈবামভাজনম্ ॥ ১৮১॥

অনুবাদ—দেবীরহস্য ও স্কন্দপুরাণে—পাপ পঞ্চবিধ কথিত হইয়াছে—পাতক—পাতিত্য কারক, অতিপাতক—পুত্রবধূগমনাদি, উপপাতক—গোবধাদি, মহাপাতক—ব্রহ্মহত্যাদি, প্রকীর্ণ—বহুবিধ ক্ষুদ্র, পাপ। এই সকলই একাদশীতে উপবাস দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন কাঁচা মাটির পাত্র জলে রাখিলে গলিয়া যায় ॥ ১৮০-১৮১ ॥

টীকা—তস্য অন্যব্রতস্য ফলং তৎ একাদশীব্রতমেব বিশেষেণ জানীয়াৎ। কথমিব ? দুঃখেন অন্যব্রতপ্রয়াসেনোদ্ভূতমঙ্কুরং পুণ্যবীজোদ্ভেদমিব জানীয়াৎ। যদ্বা, তস্য ফলং তৎ বিজানীয়াৎ। কিমিত্যপেক্ষায়ামাসু—দুঃখস্যোদ্ভূতমঙ্কুরমিব। একাদশীব্রতত্যাগেনান্যব্রতকরণাদ্দুঃখমেবোপার্জ্জিতমিত্যর্থঃ। পাতকং পাতিত্যকারণম্ অতিপাতকং স্নুষাগমনাদি, উপপাতকং গোবধাদি, মহাপাতকং প্রকীর্ণং ব্রহ্মহত্যাদি, বহুবিধক্ষুদ্রপাপং বা॥১৭৮-১৮১

দেবীরহস্যে—

গায়ত্রীহ যথা সর্ব্বপাপঞ্জরভেদিনী ।
একাদশী তথা সর্ব্বপাপপঞ্জরভেদিনী ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—দেবীরহস্যে—এই জগতে গায়ত্রী যেমন সর্ব্ববিধ পাপরূপ পঞ্জর ভঙ্গ করেন, শ্রীএকাদশীব্রত সেইরূপ সর্ব্ববিধ পাপরূপ পঞ্জর ভঙ্গ করেন ॥ ১৮২ ॥

বায়ব্যে স্কান্দে চ—

অভোজ্যভোজনাজ্জাতমগম্যাগমনাচ্চ যৎ ।
অযাজ্যযাজনাদ্‌যচ্চ অভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণাৎ ॥ ১৮৩॥
অস্পৃশ্যস্পর্শনাদ্‌যচ্চ পরেষাং নিন্দয়া চ যৎ ।
আত্মসম্ভাবনাদ্‌যচ্চ পারদার্য্যকৃতঞ্চ যৎ ॥ ১৮৪ ॥
বিহিতাকরণাদ্‌যচ্চ পরবিত্তাপহারতঃ ।
কামান্ধেন কৃতং যচ্চ পাতকং চোপপাতকম্ ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি একাদশ্যামুপোষণাৎ ॥১৮৫

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে—অভোজ্য ভোজন জাত, অগম্যা গমন জাত, অযাজ্য ব্যক্তিকে যাজন জাত, অভোক্ষ্য বস্তু সকলের ভক্ষণ জাত। অস্পৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তুকে স্পর্শজাত, পরনিন্দা, নিজ নিজ প্রশংসা, পরদারগমন, শাস্ত্রবিধির অকরণ, পরবিত্ত অপহরণ, কামান্ধ হইয়া কৃত যে সকল পাতক ও উপপাতকাদি সেই সকলই একাদশীতে উপবাস দ্বারা বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৩-১৮৫ ॥

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

মনসাপি চিকীর্ষন্তি দ্বাদশীং যে নরোত্তমাঃ ।
তেঽপি ঘোরং ন পশ্যন্তি সংসারদুঃখসাগরম্ ॥১৮৬

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে—যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব মনে মনেও দ্বাদশীব্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও ভয়ঙ্কর সংসার দুঃখ সাগর আর দর্শন করেন না ॥ ১৮৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—

ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং যথা চাদ্যঃ প্রপূজিতঃ ।
তথা সর্ব্বব্রতানাঞ্চ দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে—যেমন প্রণব সর্ব্ববেদের অগ্রে পূজিত হন, সেইরূপ সর্ব্বব্রতের প্রথমে দ্বাদশী-পূজিত হন ॥ ১৮৭ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীচন্দ্রশর্ম্মণ উক্তৌ—

ত্বৎপাদাম্বুজভক্তানাং ন দুঃখং পাপিনামপি ।
কিং পুনঃ পাপহীনানাং দ্বাদশীসেবিনাং নৃণাম্ ॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার উক্তিতে—হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার চরণকমলের

ভক্তগণ কুচিৎ পাপ করিলেও দুঃখ পায় না, দ্বাদশী-ব্রতকারী নিষ্পাপ মানবগণ যে দুঃখ পায় না, তাহা আর কি বলিব ।' ১৮৮ ॥

———

তত্রৈব শ্রীবলিং প্রতি প্রহলাদোক্তৌ—

নোষ্ণত্বং দ্বিজরাজে হি শীতত্বং ন হুতাশনে ।
বৈষ্ণবানামপাপত্বমেকাদশ্যুপবাসিনাম্ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—ঐস্থলে শ্রীবলিমহারাজের প্রতি শ্রীপ্রহলাদের উক্তিতে—যেমন দ্বিজরাজ চন্দ্রে উষ্ণতা নাই, অগ্নিতে যেমন শীতলতা নাই, সেইরূপ একাদশীতে উপবাসকারী বৈষ্ণবগণের পাপ নাই ॥ ১৮৯ ॥

———

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

একাদশী মহাপুণ্যা বিষ্ণোরীশস্য বল্লভা ।
তস্যামুপোষিতো যস্তু দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্ ।
তস্য পাপানি নশ্যন্তি বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চ জায়তে ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবতন্ত্রে—এখন শ্রীএকাদশীর বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রীহরিপ্রিয়াহেতু ভগবদ্ভক্তি লাভ ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তিরূপ মহাফল সমূহ দেখান হইতেছে—পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর বল্লভা একাদশী মহাপুণ্যা, তাহাতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে শ্রীহরির বিশেষ পূজা করেন, তাহার পাপসমূহ নাশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি লাভও হয় ॥ ১৯০ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে, একাদশীমাহাত্ম্যারম্ভে—

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা যাতি
পরং পদম্ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যা-রম্ভে—মহাপাতকযুক্ত অথবা সর্ব্ববিধ পাতকযুক্ত ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস থাকিয়া নির্ম্মলচিত্তে শ্রীভগবদ্ধাম গমন করেন ॥ ১৯১ ॥

———

বায়ুপুরাণে—

একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স বিষ্ণোর্যাতি মন্দিরম্ ॥ ১৯২॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে—যে ভক্তিমান্ মানব একাদশীব্রত পালন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ১৯২ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

একাদশ্যুপবাসং যঃ শ্রদ্ধয়া কুরুতে নরঃ ।
স সর্ব্বপাতকৈঃ সদ্যস্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥ ১৯৩ ॥
ন পশ্যত্যাময়ং নাপি নরকান্তরযাতনাম্ ।
স নমস্যঃ প্রপূজ্যশ্চ বাসুদেবপ্রিয়ো হি সঃ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণে—শ্রদ্ধাসহ যে ব্যক্তি একাদশী, উপবাস করেন, সর্প যেমন সদ্য অনায়াসে খোলস মুক্ত হয়, সেই তিনি সদ্য সর্ব্ব-পাতক মুক্ত হন। তিনি রোগ ব্যাধি দর্শন করেন না, নরক যাতনা ভোগ করেন না, তিনি সকলের নমস্য ও পূজনীয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই প্রিয় ভক্ত ॥ ১৯৩-১৯৪ ॥

———

গারুড়ে—

একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা ।
স বিষ্ণুলোকং ব্রজতি যাতি বিষ্ণোঃ
স্বরূপতাম্ ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত সকল একাদশীব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সারূপ্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৯৫ ॥

———

আগ্নেয়ে—

একাদশ্যুপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্থিতঃ ॥১৯৬

অনুবাদ—অগ্নি-পুরাণে—যে মানব সকল একাদশী উপবাস করেন তিনি পরমধাম শ্রীহরির লীলা-স্থানে গমন করেন ॥ ১৯৬ ॥

———

শিবপুরাণে—

যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা একাদশ্যামুপোষণম্ ।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং প্রাপ্য
বিষ্ণোঃ স্বরূপতাম্ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ— শিবপুরাণে—যে মানব ভক্তিসহকারে একাদশীতে উপবাস করেন, তিনি বিষ্ণুর সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—অধুনা বিশেষতো ভগবদ্বল্লভত্বেন ভগবদ্ভক্তি-তল্লোকাদি-প্রাপ্তিমহাফলং বৈষ্ণবতন্ত্রাদিবচনৈরন্তে দর্শয়তি—একাদশীত্যাদিনা স্বরূপতামিত্যন্তেন ॥ ১৯০-১৯৭ ॥

———

ঈদৃঙ্মাহাত্ম্যরত্নানি শাস্ত্রাম্ভোধৌ স্ফুরন্ত্যপি ।
কঃ সংগ্রহীতুং শক্তঃ স্যাদত্র কৃষ্ণকৃপাং বিনা ॥১৯৮

অনুবাদ—শ্রীগোস্বামিপাদের কারিকা—এইরূপ শ্রীএকাদশীর মাহাত্ম্য রত্নসমূহ শাস্ত্র-সমুদ্রে বিরাজিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্যতীত এই সংসারে অন্য কোন্ ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারে ? ১৯৮ ॥

টীকা—ইদানীং মাহাত্ম্য-লিখনমুপসংহরন্ পরমোপাদেয়ানামপি তন্মাহাত্ম্যবচনানাং সর্ব্বেষাং লিখনাসম্ভবং ব্যঞ্জয়তি—ঈদৃগিতি । স্ফুরন্তি, প্রসিদ্ধতয়া প্রকাশমানান্যপি, অতো নিজাযোগ্যত্বেন তদানন্ত্যেন চ তানি সর্ব্বাণ্যত্র সংগৃহ্য লিখিতুং ন শক্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

———

অথোপবাসদিননির্ণয়ঃ

একাদশী চ সম্পূর্ণা বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা ।
বিদ্ধা চ দ্বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজা ॥ ১৯৯

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীএকাদশীর উপবাসদিন নির্ণয় প্রদর্শিত হইতেছে—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—শ্রীএকাদশী দ্বিবিধা সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। বিদ্ধা ও দ্বিবিধা —পূর্ব্ব বিদ্ধা ও পরবিদ্ধা, তন্মধ্যে পূর্ব্ব দশমী বিদ্ধা পরিবর্জ্জনীয়া ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—বিদ্ধৈকাদশী চ অগ্রে লেখ্যেন বেধাতিবেধমহাবেধযোগা ইতি ভেদচতুষ্টয়েন সন্দিগ্ধা । সংযুক্তাদিভেদত্রয়েণ চ কিংবা স্বতঃ সামান্যূনতাধিক্যৈর্দশম্যা সামান্যূনতাধিক্যৈর্নবভেদতো নানাবিধা ভবতি । তত্র পূর্ব্ববিদ্ধোত্তরবিদ্ধয়োর্মধ্যে পূর্ব্বয়া দশম্যা বিদ্ধা ত্যাজ্যা নোপোষ্যেত্যর্থঃ । অত্র চ ত্যাজ্যেতি সামান্যনির্দ্দেশেন সর্ব্বৈরেব পরিত্যাজ্যেতি বোদ্ধব্যম্ । ততশ্চ, শুদ্ধৈব দ্বাদশী রাজন্নুপোষ্যা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ । সকামৈর্গৃহিভিঃ পূর্ব্বাবিদ্ধাপীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥' ইতি পুরাণসমুচ্চয়াদিবচনার্থো নিরস্তঃ । তদ্যুক্তিশ্চাগ্রে দর্শয়িতব্যেতি দিক্ ॥ ১৯৯ ॥

———

তথা চ পৈঠীনসিঃ—

নাগবিদ্ধা চ যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী ।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্বুধঃ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—তাহাই পৈঠীনসিস্মৃতিতে—পঞ্চমীবিদ্ধা যে ষষ্ঠী-তিথি, ষষ্ঠী-বিদ্ধা যে সপ্তমী এবং দশমী দ্বারা যে একাদশী তিথি বিদ্ধা তাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপবাস করিবেন না ॥ ২০০ ॥

টীকা—নাগঃ পঞ্চমী তেন বিদ্ধা, শিবঃ ষষ্ঠী তেন বিদ্ধা ॥ ২০০ ॥

———

সারদাপুরাণে—

একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী ।
তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা ।
উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ
॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—সারদাপুরাণে—যেমন একাদশী, সেইরূপ ষষ্ঠী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দশী, তৃতীয়া, চতুর্থী, অমাবস্যা ও অষ্টমী—পর তিথির সহিত সংযুক্ত থাকিলে উপবাস কর্ত্তব্য, পূর্ব্বতিথির সহিত সংযুক্ত থাকিলে উপবাস কর্ত্তব্য নহে ॥ ২০১ ॥

———

সৌরধর্ম্মোত্তরে চ—

একাদশীমুপবসেদ্দ্বাদশীমথবা পুনঃ ।
বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতাং ক্বচিৎ ॥২০২

অনুবাদ—সৌরধর্ম্মোত্তর পুরাণেও—শুদ্ধা একাদশী অথবা দ্বাদশী বা দ্বাদশী মিশ্রা একাদশীর উপবাস

করিবে। কখনও দশমীযুক্তা একাদশীর উপবাস করিবে না ॥ ২০২ ॥

টীকা—বিমিশ্রাং একাদশীং দ্বাদশীং চান্যোঽন্য-মিলিতাম্, একাদশীযুক্তাং দ্বাদশীমিত্যর্থঃ ॥ ২০২ ॥

অথ সামান্যতো বিদ্ধোপবাসদোষঃ

অত্র বার্ষ্যায়ণিঃ—

ভূতবিদ্ধা ত্বমাবস্যা দশম্যেকাদশীযুতা।
দিশা বিদ্ধা তু সা স্বর্গং হন্তি
পুণ্যং পুরা কৃতম্ ॥ ২০৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সামান্য ভাবে বিদ্ধা উপবাসে দোষসমূহ দেখাইতেছেন বার্ষ্যায়ান ঋষি বাক্যে—চতুর্দ্দশী বিদ্ধা অমাবস্যা, একাদশী যুক্তা দশমী এবং দশমী বিদ্ধা একাদশী উপবাস করিলে স্বর্গ ও পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় করে ॥ ২০৩ ॥

টীকা—ভূতেন চতুর্দ্দশ্যা বিদ্ধা। একাদশ্যা যুতা দশমী চ ভবেৎ। সা একাদশী তু দিশয়া দশম্যা বিদ্ধা স্বর্গং পুণ্যঞ্চ হন্তি ॥ ২০৩ ॥

নারদঃ—

দশম্যনুগতা যত্র তিথিরেকাদশী ভবেৎ।
তত্রাপত্যবিনাশঞ্চ পরেত্য নরকং ব্রজেৎ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—নারদীয়স্মৃতি—যে ব্রতে দশমী মিশ্রিতা একাদশী তিথি হইবে সেই ব্রত করিলে সন্তান বিনাশ এবং মৃত্যুর পর ব্রতী নরকে যাইবে ॥ ২০৪ ॥

টীকা—অপত্যানাং বিনাশং ব্রজেৎ প্রাপ্নোতি, বিনাশ ইতি বা পাঠঃ ॥ ২০৪ ॥

নোপোষ্যা দশমী-বিদ্ধা সদৈবৈকাদশী তিথিঃ।
সমুপোষ্য নরো জহ্যাৎ পুণ্যং বর্ষশতোদ্ভবম্ ॥২০৫॥

অনুবাদ—দশমীবিদ্ধা একাদশী-তিথি-ব্রত করা কখনও উচিত নহে। মানব ঐ তিথিতে উপবাস করিলে শতবর্ষ জাত পুণ্যক্ষয় হইবে ॥ ২০৫ ॥

কিঞ্চ—

দশম্যা চৈব বিদ্ধায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ।
তস্যায়ুঃ ক্ষীয়তে নিত্যং নারদোঽহং ব্রবীমি বঃ।
সত্যং সত্যং বিনশ্যেত সন্ততিস্তু ন চান্যথা ॥ ২০৬॥

অনুবাদ—আরও—দশমী দ্বারা বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিলে তাহার আয়ু নিত্য ক্ষয় হয়—ইহা আমি নারদ তোমাদিগকে বলিতেছি, আর সত্য সত্য সন্তান বিনাশ হয়—ইহা অন্যথা নহে ॥ ২০৬ ॥

কিঞ্চ—

মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা দশম্যৈকাদশী তু যা।
তামুপোষ্য নরো মোহাৎ সুখাদ্ধর্মাচ্চ হীয়তে ॥২০৭।

অনুবাদ—আরও—যে একাদশী দশমীর সহিত একমুহূর্ত্তও (অর্থাৎ দুই দণ্ড) সংযুক্ত হয়, মানব মোহবশতঃ তাহাতে উপবাস করিলে সুখ ও ধর্ম্ম বর্জ্জিত হয় ॥ ২০৭ ॥

বশিষ্ঠশ্চ—

দশম্যৈকাদশী যত্র তত্র নোপবসেদ্বুধঃ।
অপত্যানি বিনশ্যন্তি স্বর্গলোকং ন গচ্ছতি ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—বশিষ্ঠস্মৃতিতেও—যে দিনে দশমী ও একাদশী মিশ্রিত থাকে সে দিনে জ্ঞানী ব্যক্তি উপবাস করিবে না, করিলে সন্তানসমূহ বিনষ্ট হয় ও স্বর্গলোকে যায় না ॥ ২০৮ ॥

ব্রাহ্মে ব্রতখণ্ডে—

উপোষ্যৈকাদশীং মোমাদ্দশমীশেষসংযুতাম্।
ন নরঃ সুখমাধত্তে ইহলোকে পরত্র চ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে ব্রতখণ্ডে—দশমী শেষ যুক্ত একাদশী মোহবশতঃ উপবাস করিলে মনুষ্য ইহ-লোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ করে না ॥ ২০৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্রেণ মৈত্রেয়ঃ পৃষ্টঃ প্রাহ নরাধিপম্।
যদর্থং তে বিয়োগোঽভূৎ পুত্রাণাং ভার্য্যয়া সহ ॥২১০

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মৈত্রেয় ঋষি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—যে কারণ ভার্য্যাসহ তোমার পুত্রগণের বিয়োগ হইয়াছে ॥ ২১০ ॥

পূর্ব্বং ত্বয়া সভার্য্যেণ দশমী-শেষসংযুতা।
কৃতা চৈকাদশী রাজন্ তস্যেদং কারণং মতম্ ॥২১১

অনুবাদ—পূর্ব্বে তুমি ভার্য্যাসহ দশমী শেষযুক্ত একাদশী ব্রত করিয়া ছিলে, হে রাজন্। তাহার এই ফল জানিবেন ॥ ২১১ ॥

টীকা—ভার্য্যয়া সহ গান্ধারীসহিতস্য তব। তস্যান্তব চ যদর্থং পুত্রবিয়োগোঽভূতৎ, তস্যেদং কারণমিত্যন্বয়ঃ। তদেবাহ—পূর্ব্বমিতি ॥ ২১১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

ন চাহং স্বৈরিণী ভার্য্যা ন চাহমপতিব্রতা।
ন চেহ কলুষং যেন কিং পাপং ত্বন্যজন্মনি ॥ ২১২॥
রামপত্ন্যা বচঃ শ্রুত্বা বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
চিরং ধ্যাত্বা মহারাজ তামুবাচেদৃশং বচঃ ॥ ২১৩ ॥
দশম্যেকাদশীং পূর্ব্বং সমুপোষ্য জনার্দ্দনঃ।
অভ্যর্চ্চিতস্ত্বয়া দেবি তস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥২১৪॥

অনুবাদ—আরও ঐ পুরাণে—শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবী বলিলেন—আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি বা অপতিব্রতাও নই। এই জন্মে এমন কোন পাপ করি নাই, অন্য জন্মে আমি কি পাপ করিয়া ছিলাম? যে জন্য আমার স্বামীসহ বিচ্ছেদ বনবাস? হে মহারাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাদেবীর এই বাক্য শুনিয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—তুমি পূর্ব্বে দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে পূজা করিয়াছিলে, সেই কর্ম্মেরই এই ফল ॥ ২১২-২১৪ ॥

টীকা—'ন চাহম্' ইত্যাদি বচঃ ॥ ২১৩ ॥

টীকা—দশমীযুক্তামেকাদশীম্, দেবি হে শ্রীসীতে ॥ ২১৪ ॥

কিঞ্চ—

বশিষ্ঠঃ সমুবাচেদং পৃষ্টো মান্ধাতৃভার্য্যয়া।
দশম্যেকাদশী দেবি পুরা চোপোষিতা ত্বয়া ॥ ২১৫ ॥
তেন তে কর্ম্মণা চেহ স্বভর্ত্তৃসুতবান্ধবৈঃ।
বিয়োগঃ সমনুপ্রাপ্তঃ সত্যং বিদ্ধি পতিব্রতে ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—আরও— মান্ধাতার ভার্য্যা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বশিষ্ঠদেব এইরূপ বলিয়া ছিলেন —হে দেবি প্রাচীনকালে তুমি দশমীযুক্তা একাদশী উপবাস করিয়াছিলে, তোমার সেই কর্ম্মদ্বারা এই জন্মে নিজ স্বামী, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত বিয়োগ হইয়াছে, হে পতিব্রতে ইহা সত্য জানিবে ॥ ২১৫-২১৬ ॥

টীকা—তামিতি পাঠে মান্ধাতৃভার্য্যাং প্রত্যুবাচ। দেবি, হে রাজ্ঞি! মান্ধাতৃভার্য্যে ॥ ২১৫ ॥

যানি যানীহ পাপানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি বৈ।
তেষাং স্থানং দশম্যা বৈ সহিতৈকাদশী মতা।
সপ্তজন্মকৃতং পুণ্যং নশ্যেত নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—এই ত্রিলোকে যে সকল পাপ হয়, তাহাদের স্থান দশমী যুক্তা একাদশীতে, ইহা নিশ্চয় জানিবে এবং সপ্ত জন্মকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২১৭ ॥

কৌর্ম্ম-নারদীয়-বিষ্ণুরহস্যেষু—

দশমীশেষসংযুক্তাং যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
একাদশীং ফলং তস্য ন স্যাদ্দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥২১৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণ, নারদীয়পুরাণ ও বিষ্ণুরহস্যে—যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি দশমীশেষযুক্তা একাদশী ব্রত করে, তাহার দ্বাদশ বর্ষ ব্রতের ফল নষ্ট হয় ॥ ২১৮ ॥

যৈঃ কৃতা দশমীবিদ্ধা বিদ্ধা-মোহেন মানবৈঃ।
তে গতা নরকং ঘোরং যুগানামেকসপ্ততিম্ ॥ ২১৯॥

অনুবাদ—যে সকল মানব বিদ্যামদে মত্ত হইয়া দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করে, তাহারা একা-

তর চারিযুগ এক মন্বন্তর ঘোর নরকে গমন করে ॥ ২১৯ ॥

কিঞ্চ—

দশমী বেধসংযুক্তামুপোষ্যৈকাদশীং কিল।
সংবৎসরকৃতেনেহ নরো ধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—আরও—দশমী বিদ্ধা একাদশী উপবাস করিয়া নিশ্চয়ই এই জন্মে মনুষ্য পূর্ণ একবৎসরে কৃত ধর্ম্মের ফল পায় না ॥ ২২০ ॥

টীকা—মুচ্যতে পরিত্যজ্যতে ॥ ২২০ ॥

ভবিষ্যে—

পূর্ণা-বিদ্ধাং পলার্দ্ধেন নন্দাং পূর্ণামপি ত্যজেৎ।
যদীচ্ছেদাত্মসন্তানং চতুর্ষু নিয়মেষ্বপি ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অর্ধপল কাল দ্বারা দশমী বিদ্ধা একাদশী সম্পূর্ণা হইলেও পরিত্যাগ করিবে। যদি কেহ আত্ম সন্তান কামনা করে বক্ষ্যমাণ চতুর্ব্বিধ নিয়মের মধ্যেও ॥ ২২১ ॥

টীকা—পলার্দ্ধেনাপি পূর্ণয়া দশম্যা বিদ্ধাং নন্দামেকাদশীং সপূর্ণামপি চতুর্ষুনিয়মেষু বক্ষ্যমাণোপোষিতাদিষু ত্যজেৎ ॥ ২২১ ॥

নোপোষিতঞ্চ নক্তঞ্চ নৈকভক্তমযাচিতম্।
নন্দায়াং পূর্ব্ববিদ্ধায়াং কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমোহিতঃ ॥২২২॥

অনুবাদ—কখনও সকাম অশক্ত ব্যক্তিগণের জন্য একভক্ত, নক্ত, অযাচিত ও উপবাস—এই চতুর্ব্বিধ ব্রত বিহিত আছে, তাহাও ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া দশমী বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করিবে না ॥ ২২২ ॥

টীকা—একভক্তেন নক্তেনেত্যাদিনা কদাচিদশক্তাদীনামেকাদশীব্রতপালনার্থমেকভক্তাদিকং বিহিতমস্তি, তদপি বিদ্ধায়াং বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—নোপোষিতমিতি। উপবাসং যথা তদেত্যর্থঃ ॥২২২॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

গঙ্গোদকস্য সম্পূর্ণং যথা ত্যাজ্যং ঘটং ভবেৎ।
সুরাবিন্দুসমাযুক্তং তৎ সর্ব্বং মদ্যতাং ব্রজেৎ ॥২২৩
হালাহলং বিষং রৌদ্রং কঃ পিবেন্মূঢ়ধীর্নরঃ।
দশমীশেষসংযুক্তাং ক উপোষতি সদ্ব্রতী ? ২২৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ দশমীশেষসংযুতা।
বর্জ্জিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্বাসুদেবমভীপ্সুভিঃ ॥২২৫॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—গঙ্গাজল পরিপূর্ণ ঘটও যেমন মদ্য বিন্দু স্পর্শ হইলে সম্পূর্ণ মদ্যতা প্রাপ্ত ও ত্যাজ্য হয়। হলাহল বিষ মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন্ মূঢ় ব্যক্তি পান করিবে ? হে মুনিবর। এইরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণলাভেচ্ছু মুনিগণ কর্ত্তৃক দশমীশেষ যুক্তা একাদশী ব্রত বর্জ্জিত হইয়াছে ॥ ২২৩-২২৫ ॥

টীকা—ত্যাজ্যত্বে হেতুঃ—সুরেত্যাদিঃ ॥ ২২৩ ॥

টীকা—এবং পরলোকে দুঃখহেতুত্বমুক্তং ইহলোকেঽপ্যাহ—হালেতি, দশম্যাঃ শেষেণ সংযুক্তামেকাদশীমিতি শেষঃ ॥ ২২৪ ॥

গারুড়ে—

বিদ্ধামেকাদশীং বিপ্রাস্ত্যজন্ত্যেতাং মনীষিণঃ।
তস্যামুপোষিতো যাতি দারিদ্র্যং দুঃখমেব চ ॥২২৬॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—হে বিপ্রগণ এই বিদ্ধা একাদশীকে মনীষিগণ ত্যাগ করেন, যেহেতু তাহাতে উপবাস করিলে দারিদ্র ও দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৬ ॥

নারদীয়ে—

লববেধেঽপি বিপ্রেন্দ্র দশম্যৈকাদশীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা।
শ্বদৃতৌ পঞ্চগব্যঞ্চ দশম্যা দূষিতং ত্যজেৎ ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে—দশমীলেশমাত্র বিদ্ধা হইলেও একাদশীকে ত্যাগ করিবে। হে বিপ্রবর। সুরাবিন্দুদ্বারা স্পৃষ্ট গঙ্গাজলের কলস যেমন ত্যাজ্য, কুক্কুর চর্ম্মে ধৃত পঞ্চগব্য যেমন ত্যাজ্য, সেইরূপ দশমী স্পর্শ দূষিত একাদশী ত্যাগ করিবে ॥ ২২৭ ॥

টীকা—শুনো দৃতৌ চর্ম্মণি পঞ্চগব্যমিব ॥২২৭॥

স্কান্দে—

দ্বাপরান্তে তু গান্ধারী কুরুবংশবিবর্দ্ধিনী।
করিষ্যতি চ সেনানি মূঢ়ভাবাচ্ছিখিধ্বজ।
তেন পুত্রশতং তস্যা নাশমেষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ২২৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—হে ময়ূরবাহন, হে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক! দ্বাপরযুগের শেষে কুরুবংশ বর্দ্ধনকারিণী গান্ধারী মূঢ়বুদ্ধিবশতঃ দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত করিবেন, তাহার ফলে তাহার শতপুত্র বিনাশ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২২৮ ॥

কলা কাষ্ঠাপি যা চৈব দৃশ্যতে দশমী বিভো।
একাদশ্যান্তু সেনানি কর্ত্তব্যা ন কথঞ্চন ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—হে সেনাপতি কার্ত্তিক! যে একাদশীতে প্রাতে কলা বা কাষ্ঠা পরিমিত দশমী দৃশ্য হইবে, হে বিভো! সেই একাদশীতে কোন প্রকারে ব্রত করা উচিত নহে ॥ ২২৯ ॥

কিঞ্চ—

দশম্যৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতোঽসুরঃ।
দ্বাদশ্যৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ—আরও—যে দিনে দশমী ও একাদশীর মিলন সেই দিনে অসুর অবস্থান করে, অর্থাৎ দৈত্যগণ ঐ উপবাসের ফল প্রাপ্ত হয়। আর যে দিনে দ্বাদশী ও একাদশীর মিলন, সেই দিনে শ্রীহরি অবস্থান করেন ॥ ২৩০ ॥

টীকা—তত্রাসুরঃ সন্নিহিত ইতি দৈত্যানাং তদুপবাসফলপ্রাপ্তেঃ ॥ ২৩০ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈবোমামহেশ্বর-সংবাদে—

স্বর্গাপেক্ষা মহাদেবি তেন ত্যক্তা ন সংশয়ঃ।
বাঞ্ছিতং নারকং সৌখ্যং বিদ্ধং
কৃত্বা হরের্দিনম্ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণেরই উমামহেশ্বর-সংবাদে—হে মহাদেবি! যে ব্যক্তি বিদ্ধ হরিবাসর ব্রত করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া নরকসুখ বাঞ্ছা করে ॥ ২৩১ ॥

নিহতাঃ পিতরস্তেন দেবতানাং বধঃ কৃতঃ।
দত্তং রাজ্যন্তু দৈত্যানাং কৃত্বা বিদ্ধং হরের্দিনম্ ॥২৩২

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বিদ্ধ হরিবাসর ব্রত করে, সে ব্যক্তির পিতৃগণকে ও দেবগণকে বধ করিয়া দৈত্যগণকে রাজ্য প্রদান করা হয় ॥ ২৩২ ॥

পিতৃভিঃ সহিতং বৈরং কৃতং তৈস্তু সুরৈঃ সহ।
কারাপয়ন্তি বিদ্ধং যে কুর্ব্বন্তি হরিবাসরম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—যাহারা বিদ্ধ হরিবাসর ব্রত করে এবং অন্যকে করায় তাহাদের পিতৃগণের সহিত বিরোধ করা হয় ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—কারয়ন্তীতি বক্তব্যে কারাপয়ন্তীত্যার্ষম্ ॥ ২৩৩ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈব—

যে শংসন্তি দিনং বিষ্ণোর্দশমীবেধদূষিতম্।
জ্ঞেয়াস্তে পাপপুরুষাঃ শুক্রমায়া-বিমোহিতাঃ ॥২৩৪॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণেই—যাহারা দশমী-বেধ দুষ্ট শ্রীহরিবাসর ব্রত অন্যকে করিবার জন্য উপদেশ করে, তাহাদিগকে শুক্রাচার্য্যকৃত মায়া-মোহিত পাপপুরুষ বলিয়া জানিবে ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—শংসন্তি কর্ত্তুমুপদিশন্তি। ননু কথং তে পাপপুরুষাঃ, বিদ্ধাপ্যবিদ্ধা বিজ্ঞেয়েত্যাদিশাস্ত্রবিধানাৎ? তত্রাহ—শুক্রেতি। তদগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥২৩৪

উপোষণদিনে বিদ্ধে জাগরঃ পূজনং হরেঃ।
বৃথা দানাদিকং সর্ব্বং কৃতঘ্নেষু কৃতং যথা ॥২৩৫॥

অনুবাদ—দশমীবিদ্ধা উপবাস দিনে জাগরণ, শ্রীহরিপূজন এবং দানাদি সর্ব্ব কর্ম্মই বৃথা হয়, যেমন কৃতঘ্ন ব্যক্তির কর্ম্মসমূহ বৃথা হয় ॥ ২৩৫ ॥

উপোষণদিনে বিদ্ধে প্রারব্ধে জাগরে সতি।
বিহায় স্থানং তদ্বিষ্ণুঃ শাপং দত্ত্বাপগচ্ছতি ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—দশমীবিদ্ধা উপবাস দিনে রাত্রি জাগরণ আরম্ভ করিলে শ্রীবিষ্ণু ঐ ব্যক্তিকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন ॥২৩৬

কিঞ্চ—
একাদশীং যদা বিদ্ধাং কুরুতে চারুলোচনে।
দশমীবেধজং পাপং নশ্যতে কৃষ্ণদর্শনাৎ ॥ ২৩৭ ॥
ন চাস্তি সংশয়ঃ কশ্চিৎ পুনর্ন কুরুতে যদি।
কারাপয়ন্তি যে ত্বজ্ঞাঃ কূটযুক্তাস্তু হৈতুকাঃ।
প্রেতযোনিং প্রপশ্যন্তি পিতৃভিঃ সহিতা নরাঃ ॥২৩৮॥

অনুবাদ—আরও—হে প্রিয়দর্শিনি! যখন বিদ্ধা একাদশী ব্রত করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনহেতু দশমী-বেধজাত পাপ নষ্ট হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই, যদি পুনরায় বিদ্ধা ব্রত না করে, কিন্তু যাহারা অজ্ঞ হইয়াও অন্যকে বিদ্ধা ব্রত করায় তাহারা কূট-যুক্তি নিপুণ ও তার্কিক, ঐ সকল ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত প্রেতযোনি দর্শন করিবে ॥ ২৩৭-২৩৮ ॥

টীকা—কৃষ্ণদর্শনান্নশ্যতীতি পাপস্য মহত্ত্বয়া প্রায়শ্চিত্তমপি দুর্ঘটং মহদুক্তম্। 'পুনর্ন কুরুতে যদি' ইত্যনেন পুনর্যদি বিদ্ধাং কুরুতে, তদা পুনঃ পাপোৎপত্তেরনিষ্টমেবেতি বিদ্ধাকরণপাপস্য মহাভয়ানকত্বমুক্তম্। কূটং শাঠ্যং তদ্যুক্তাঃ হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কপরাঃ ॥ ২৩৭-২৩৮ ॥

দ্বাদশী দশমী-বিদ্ধা ধনসন্তাননাশিনী।
ধ্বংসিনী সর্ব্বপুণ্যানাং কৃষ্ণভক্তি প্রণাশিনী ॥ ২৩৯॥

অনুবাদ—দশমীবিদ্ধা দ্বাদশী অর্থাৎ একাদশী ধন ও সন্তান নাশিনী, সর্ব্ববিধ পুণ্যের ধ্বংসকারিণী এবং কৃষ্ণভক্তি প্রণাশিনী ॥ ২৩৯ ॥

তত্রৈব শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে—
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ো যঃ করোতি হরের্দিনম্।
দশমী-বেধসংযুক্তং পাপমূলং সদৈব হি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—সর্ব্বদাই পাপমূল দশমীবেধযুক্ত শ্রীহরিবাসর ব্রত যিনি করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত নন—ইহা জানিবেন ॥ ২৪০ ॥

পুরাণমন্যথা কৃত্বা করোত্যেকাদশীদিনম্।
দশমীশেষসংযুক্তং স নরঃ পশুসন্ততিঃ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি পুরাণাদি শাস্ত্রকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দশমীশেষ যুক্ত বিদ্ধা একাদশী দিনে ব্রত করেন, তিনি নরপশু ॥ ২৪১ ॥

ব্রহ্মঘ্নস্য চ যৎ পাপং স্ত্রীবালগুরুঘাতিনঃ।
দশমীশেষসংযুক্তাং যঃ করোতি তদাপ্নুয়াৎ ॥২৪২॥

অনুবাদ—দশমীশেষ যুক্তা একাদশী ব্রত যিনি করেন, ব্রহ্মঘাতীর যে পাপ এবং স্ত্রী, বালক, গুরুঘাতীর যে পাপ, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন ॥ ২৪২ ॥

বৃষলীসেবনাৎ পাপং শ্বপচীগমনে চ যৎ।
তৎ পাপং জায়তে বিদ্ধং যঃ
করোতি হরের্দিনম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—দশমীবিদ্ধ শ্রীহরিবাসর যিনি করেন, তাহার বৃষলীগমন জন্য যে পাপ ও শ্বপচী গমন জন্য যে পাপ, তাহা জাত হয় ॥ ২৪৩ ॥

দশমীশেষসংযুক্তং নিষিদ্ধং বিষ্ণুনা পুরা।
তস্মাদ্ভাগবতৈর্ভূপ শোধয়িত্বা হরের্দিনম্।
উপোষিতব্যং যত্নেন পূর্ব্বসঙ্গতি-বর্জ্জিতম্ ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রাচীন কাল হইতে শ্রীবিষ্ণু দশমী-শেষযুক্ত একাদশীব্রত নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং হে মহারাজ! ভগবদ্ভক্তগণের সহিত শোধন করিয়া যত্নপূর্ব্বক দশমীসংযোগ বর্জ্জিত শ্রীহরিবাসর উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ২৪৪ ॥

পৃথিব্যাং যানি পাপানি স্থূলসূক্ষ্মাণি ভূপতে।
তেষাং ফলমবাপ্নোতি সশল্যৈকাদশীব্রতে ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! পৃথিবীতে স্থূল সূক্ষ্ম যে সকল পাপ আছে, বিদ্ধা একাদশীব্রতকারী সে সকলের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪৫ ॥

কুরুতে বৈষ্ণবো ভূত্বা সশল্যৈকাদশীব্রতম্।
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি ন স
বিষ্ণুপ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—যিনি বৈষ্ণব-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জানিয়া বা না জানিয়া বিদ্ধা একাদশীব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় হইতে পারেন না ॥ ২৪৬ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈবান্যত্র—
বিদ্ধামেকাদশীং মোহাদ্দশমীশেষসংযুতাম্।
কুর্ব্বন্ন সুখমাধত্তে ইহলোকে পরত্র চ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণের অন্যত্র—মোহবশতঃ দশমীশেষযুক্ত বিদ্ধা একাদশীব্রত করিলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ পায় না ॥ ২৪৭ ॥

তস্মাদেকাদশী যুক্তা দশম্যা নরসত্তম।
ন কর্ত্তব্যা প্রযত্নেন নিষ্ফলা দ্বাদশী মতা ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—অতএব হে নরোত্তম! দশমীযুক্তা একাদশী কর্ত্তব্য নহে, যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধা দ্বাদশীব্রত করিবেন, ইহা শাস্ত্র সম্মত ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—নিষ্ফলা শুদ্ধা দ্বাদশ্যেব মতা মুনিভিরুপবাসার্থমনুজ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥ ২৪৮ ॥

যথা চৈকাদশী রাজন্ দ্বাদশী চ তথা নৃণাম্ ॥
সমানা তৎফলা প্রোক্তা ব্রতেহস্মিন্
চক্রপাণিনঃ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! এই শ্রীহরিবাসর ব্রতে শুদ্ধা একাদশী ও দ্বাদশী মনুষ্যগণের পক্ষে সমানফলপ্রদা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—সমানা বিষ্ণুদৈবতেন, ততঃ তৎফলাঃ সমানফলাঃ, তত্র হেতুঃ—ব্রত ইতি। চক্রপাণেরেব ব্রতদ্বয়মেতৎ, অতস্তত্র সাম্যং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥২৪৯॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাণং প্রতি তৎপিতৃণামুক্তৌ—
বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নেন বেধো দশমি-সম্ভবঃ।
নোচেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেতযোনিমবাপস্যসি ॥২৫০

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্র শর্ম্মার প্রতি তাহার পিতৃপুরুষগণের উক্তিতে—দশমীবেধযুক্ত একাদশীব্রত যত্নের সহিত বর্জ্জনীয়, নচেৎ হে পুত্র! প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৫০॥

টীকা—দশমীতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥ ২৫০ ॥

হত্যা গচ্ছতি কাশ্যান্তু গয়ায়াং পৈতৃকং ঋণম্।
দশমীবেধজং পাপং ন কাশ্যাং ন গয়াশিরে ॥ ২৫১॥

অনুবাদ—হত্যা জনিত পাপ কাশীক্ষেত্রে নষ্ট হয়, পিতৃঋণ গয়াক্ষেত্রে শোধ হয়, দশমীবেধ জনিত পাপ কাশীতে নষ্ট হয় না, গয়াশিরেও নষ্ট হয় না ॥ ২৫১ ॥

ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং তেষাং ভবতি ভূতলে।
সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং কৃষ্ণসংজ্ঞকম্।
প্রেতত্বং দুঃসহং পুত্র দুঃসহা যমযাতনাঃ ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—যাহারা বিদ্ধা শ্রীহরিবাসর ব্রত করে, তাহাদের এই ভূতলে ত্রিলোকজাত পাপ হয়। হে পুত্র! তাহারা দুঃসহ প্রেতত্ব ও দুঃসহা যমযাতনা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫২ ॥

তত্রৈব তং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—
পুণ্যং সুসঞ্চিতং যাতি কল্পকোটিশতার্জ্জিতম্।
সশল্যং যে প্রকুর্ব্বন্তি মুক্তিদং মম বাসরম্ ॥২৫৩॥

অনুবাদ—সেই পুরাণেই দ্বারকা মাহাত্ম্যে চন্দ্র শর্ম্মার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—মুক্তিপ্রদ আমার বাসর যাহারা বিদ্ধা ব্রত করে, তাহাদের শতকোটি কল্পে অর্জ্জিত সুসঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ২৫৩ ॥

অতএব তত্রৈব ভগবন্তং প্রতি তৎপ্রার্থনে—
দশমীবেধজং পাপং ত্বদ্দিনে মম পূর্ব্বজৈঃ।
যৎ কৃতং নাশমায়াতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীভগবানের নিকট চন্দ্র শর্ম্মার প্রার্থনা—হে জনার্দ্দন। শ্রীহরিবাসরে আমার পূর্ব্বজাত ব্যক্তিগণ দশমীবেধজাত যে পাপ করিয়াছে, তোমার প্রসাদে তাহা নষ্ট হউক ॥ ২৫৪ ॥

———

সবিদ্ধং ত্বদ্দিনে কৃষ্ণ যৎ কৃতং জাগরং বিভো
তৎপাপং বিলয়ং যাতু লবণন্তু যথাম্ভসি ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ। বিদ্ধা হরিবাসরে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ জাগরণ করিয়া যে পাপ করিয়াছে, সেই পাপ বিলীন হউক, যেমন লবণ জলে বিলীন হয় ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—জাগরমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥ ২৫৫ ॥

———

সবিদ্ধং বাসরং যস্মাৎ কৃতং মম পিতামহৈঃ।
প্রেতত্বং তেন সংপ্রাপ্তং মহাদুঃখপ্রদায়কম্ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—আমার পিতামহগণ যেহেতু বেধযুক্ত হরিবাসরব্রত করিয়াছে, সেইহেতু মহাদুঃখ প্রদ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৫৬ ॥

টীকা—বিদ্ধং বেধঃ, তেন সহ বর্ত্তমানম্। সা চাখ্যায়িকা তত্রৈব—'চন্দ্রশর্ম্মা বিপ্রঃ শ্রীরুদ্রৈকভক্তঃ শ্রীভগবদ্বিমুখঃ কদাচিৎ স্বপ্নে দৃষ্টৈর্বিদ্ধাব্রতেন প্রেতত্বং গতৈস্তৎপিতৃগণৈঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যর্থমুপদিষ্টো দ্বারকাং গত্বা ভগবদ্ভক্তমারাধ্য সংপ্রার্থ্য সপিতৃকো বিমুক্তিং প্রাপ।' ইতি ॥ ২৫৬ ॥

———

পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম সংবাদে—
শুক্রেণ মোহিতা বিপ্রা দৈত্যানাং কারণেন তু।
পুষ্ট্যর্থং দশমীবিদ্ধং কুর্ব্বন্তি মম বাসরম্ ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান ও ব্রহ্মসংবাদে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—শুক্রাচার্য্যের মায়ায় মোহিত হইয়া বিপ্রগণ দৈত্যগণের পুষ্টির নিমিত্ত দশমীবিদ্ধা আমার একাদশী ব্রত করিতেছেন ॥ ২৫৭ ॥

টীকা—হিরণ্যাক্ষবধ-প্রসঙ্গে দৈত্যানাং বধং দুষ্করং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণা তৎকারণং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানাহ—শুক্রেণেত্যাদি। কারণমেবাহ—পুষ্ট্যর্থমিতি, মদীয়ং বাসরমেকাদশীদিনম্ ॥ ২৫৭ ॥

———

বাসরং দশমীবিদ্ধং দৈত্যানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
মদীয়ং নাস্তি সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পিতামহ ॥২৫৮

অনুবাদ—হে পিতামহ! সত্য সত্য বলিতেছি—দশমীবদ্ধা মদীয় একাদশীব্রত দৈত্যগণের পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৫৮ ॥

———

যাবদ্দশম্যা সংযুক্তং করিষ্যন্তি দিনং মম।
তৎ পুণ্যং দৈত্যজাতীনাং সুরৈর্দত্তং পিতামহ ॥২৫৯

অনুবাদ—হে পিতামহ! যতদিন পর্য্যন্ত দশমী সংযুক্ত আমার দিন একাদশী ব্রত করিবে, তাহার পুণ্য দৈত্যজাতীগণকে দেবগণ দিয়াছেন ॥ ২৫৯ ॥

———

তেন পুণ্যেন সংপুষ্টো হিরণ্যাক্ষঃ পিতামহ।
নির্জ্জিত্য বাসবং সংখ্যে হৃতং রাজ্যং
দিবৌকসাম্ ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ—হে পিতামহ! বিদ্ধাব্রতের পুণ্যদ্বারা পুষ্ট হইয়া হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধে ইন্দ্রকে নির্জিত করিয়া দেবরাজ্য হরণ করিয়াছিল ॥ ২৬০ ॥

টীকা—অতএব তেন রাজ্যাদি হৃতম্ ॥ ২৬০ ॥

———

শুক্রেণ মোহিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যানাং বিজয়ায় বৈ।
অতো বিদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি বাসরং মম মানুষাঃ ॥ ২৬১॥

অনুবাদ—অতএব মনুষ্যগণ শুক্রাচার্য্যের মায়াতে মোহিত হইয়া সকলে দৈত্যগণের বিজয় লাভের জন্য আমার বাসর বিদ্ধব্রত করিতেছে ॥ ২৬১ ॥

———

মার্কণ্ড গচ্ছ ভদ্রং তে ভূর্লোকন্তু মমাজ্ঞয়া।
দশমীবেধবিষয়ে মায়াং শুক্রস্য নাশয় ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মার্কণ্ডেয় ! আমার আজ্ঞায় ভূলোকে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। দশমী-বেধ বিষয়ে শুক্রাচার্য্যের মায়া নষ্ট কর ॥ ২৬২ ॥

টীকা—তত্রাধুনোপায়ঃ কঃ ? তত্রাহ—মার্কণ্ডেতি, মায়াং শুক্রস্য নাশয়েতি। বিদ্ধোপবাসবচনানি শুক্রমায়াকৃতান্যেবেত্যুপদিশ্য তত্রোপবাসং নিষে-ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২৬২ ॥

শ্রীবিষ্ণোর্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডো মুনিসত্তমঃ।
সংপ্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং যত্র
যজ্ঞপুমান্ হরিঃ ॥ ২৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনিসত্তম যেখানে যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরি অবস্থান করেন সেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬৩ ॥

মার্কণ্ডবচনং শ্রুত্বা ঋষয়ো নৈমিষালয়াঃ।
শুক্রমায়াবিনির্ম্মুক্তা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—নৈমিষালয়বাসী ঋষিগণ মার্কণ্ড ঋষির বচন শুনিয়া শুক্রাচার্য্যকৃত মায়ামুক্ত ও পরম বিস্মিত হইলেন ॥ ২৬৪ ॥

টীকা—পরমং বিস্ময়ং গতা ইতি শাস্ত্রেষ্বপি তাদৃশমায়াসম্ভবাৎ ॥ ২৬৪ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নায় কথিতং মহাভাগবতায় বৈ।
গত্বাশ্রমেষু সর্ব্বেষু কথিতং বনবাসিনাম্ ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন এবং বনবাসিগণের সকল আশ্রমে গিয়া বলিলেন ॥২৬৫॥

টীকা—বনবাসিনাং বনবাসিনঃ প্রতি কথিতং মার্কণ্ডেয়েন ॥ ২৬৫ ॥

হিত্বা শুক্রস্য বাক্যানি মার্কণ্ডবচনাজ্জনৈঃ।
ত্যক্তা দশমীসংযুক্তা বিপ্রাদ্যৈঃ পুণ্যকাঙ্ক্ষিভিঃ
॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয় ঋষির বচন শুনিয়া জনগণ শুক্রাচার্য্যের বাক্যসমূহ ত্যাগ করিয়া বিপ্রাদি পুণ্যার্থী-গণ দশমীযুক্তা ব্রত ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬৬ ॥

পূর্ণাবেধকুঠারেণ নরা দ্বাদশীপাদপম্।
ছেদয়ন্তি চ যে পাপাঃ কল্পান্তং
নারকা হি তে ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল পাপী মানব দশমীবেধরূপ অর্থাৎ বিদ্ধা ব্রত দ্বারা দ্বাদশীরূপ কল্পতরুকে ছেদন করে, তাহারা কল্পকাল নরকে বাস করে ॥ ২৬৭ ॥

টীকা—পূর্ণয়া দশম্যা বেধ এব কুঠারস্তেন ছেদ-য়ন্তি, তত্র ব্রতদ্বারা ॥ ২৬৭ ॥

ভবিষ্যে, মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ—

পূর্ণা-বিদ্ধামুপাস্তে কো নন্দাং বেদবলাদপি।
কো বেদ বচনাত্তাত গোসবে
গাং নিহন্তি বৈ ? ২৬৮ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে—দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত বিধান বেদে প্রক্ষিপ্ত থাকিলেও কোন্ ব্যক্তি বিদ্ধাতে উপবাস করে ? অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিষেধ আজ্ঞাহেতু কেহ করে না। যেমন বেদে গোমেধ যজ্ঞ বর্ণিত থাকিলেও হে বৎস যজ্ঞে কেহ গোবধ করে না ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—বেদবলাদপীতি—বেদেষু তাদৃশানি বচ-নানি ন সন্ত্যেব, সৎস্বপি তদ্বলাৎ ক উপাস্তে ? অপি তু ন কোঽপি। কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববৃত্তানামপি বচনানাং পরবচনৈর্বাধিতত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—গোমেধে পূর্ব্ববৃত্তমপি গোবধং কঃ কুর্য্যাৎ ? অধুনা কলি-কালে তন্নিষেধাৎ। এবং শুক্রমায়াদিনা কথঞ্চিৎ পূর্ব্বং বৃত্তানামপি বিদ্ধোপবাসবচনানামধুনা শ্রীভগ-বদাজ্ঞয়া মার্কণ্ডেয়বচনেন নিষিদ্ধত্বাৎ পুনর্বিদ্ধোপ-বাসং কঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬৮ ॥

দশমীশেষসংযুক্তমাশ্রয়েৎ কো ব্রতং ব্রতী।
তস্মাদেকাদশী ত্যাজ্যা দশমীপলমিশ্রিতা।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—দশমীশেষযুক্ত ব্রতকে কোন্ ব্রতী আশ্রয় করে ? অতএব দশমীপল মিশ্রিতা একাদশী ব্রত বর্জ্জনীয় এবং শুদ্ধা দ্বাদশী ব্রত কর্ত্তব্য, আর ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য ॥ ২৬৯ ॥

কৌর্ম্মে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ শ্রীব্যাসসূতসংবাদে—

সুপুণ্যৈকাদশী সূত যদি শল্যবিবর্জ্জিতা।
কর্ত্তুর্নিরয়পাতায় সশল্যা সমুপোষিতা ॥
শল্যং বেধ ইতি প্রোক্তং পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীব্যাস-সূত-সংবাদে—হে সূত ! একাদশী যদি বেধ বিবর্জ্জিতা হন, তবে পরমমঙ্গলকারিণী। আর যদি বেধ-যুক্তা হইয়া উপোষিতা হন, তবে ব্রতীর নরকপাতের কারণ হন। পুরাণার্থবিদ্‌গণ 'শল্য'-শব্দের অর্থ বেধ বলিয়াছেন ॥ ২৭০ ॥

টীকা—যদি শল্যবিবর্জ্জিতৈকাদশী সমুপোষিতা, তদা সুপুণ্যা পরমমঙ্গলকারিণীত্যর্থঃ। সা চেৎ সশল্যা সমুপোষিতা, তদা কর্ত্তুস্তদ্ব্রতকর্ত্তুর্নিরয়ে পতনায় ভবতি সৈব ॥ ২৭০ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈব শ্রীসূতশৌনকসংবাদে—

যে তু মিথ্যাভিধানেন মোহয়ন্তি নরা ভুবি।
বিমূঢ়াঃ পাপিনস্তেষাং রৌরবং শরণং চিরম্ ॥২৭১॥

অনুবাদ—অতঃপর বিদ্ধাব্রত উপদেশকারীর নিন্দা আরও ঐস্থলে শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদে—এই ভূতলে যে সকল মানব মিথ্যা বিদ্ধা উপদেশ দ্বারা জনগণকে মোহিত করে, তাহারা নিজে অজ্ঞ হইয়া অন্যকে উপদেশ করে সুতরাং পাপী, তাহাদের দীর্ঘ-কাল রৌরব নরকে বাস ॥ ২৭১ ॥

অধ্যাপয়ন্ত্যবিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতম্মন্যবুদ্ধয়ঃ।
কারয়ন্ত্যবুধা লোকে দ্বাদশীং দশমীযুতাম্ ॥ ২৭২ ॥
যে কারয়ন্তি কুর্ব্বন্তি দ্বাদশীং দশমীযুতাম্।
শুদ্ধয়ে তন্মুখং বীক্ষ্য সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—এই একাদশীব্রত বিষয়ে যাহারা অজ্ঞ হইয়াও নিজেকে পণ্ডিত মনে করিয়া অন্যকে উপদেশ দ্বারা দশমীযুক্তা একাদশী (দ্বাদশী) ব্রত করায় এবং করে, তাহাদের মুখদর্শন করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিবেন ॥ ২৭২-২৭৩ ॥

টীকা—অধুনা বিদ্ধোপবাসোপদেশকান্নিন্দতি—যে ত্বিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। অবিজ্ঞেয়ং স্বয়ং জ্ঞাতুম-শক্যমপ্যন্যানধ্যাপয়ন্তীতি ॥ ২৭১-২৭২ ॥

নমো নারায়ণায়েতি জপেদ্বা দ্বাদশাক্ষরম্।
বরাকাঃ কিমু জানন্তি প্রাণিনঃ কার্য্যনিশ্চয়ম্ ?
ধিগ্‌ধিগ্ মূঢ়ধিয়ঃ পাপান্ ধর্ম্মবিপ্লবকারিণঃ ॥২৭৪॥

অনুবাদ—আত্মশুদ্ধির জন্য 'নমো নারায়ণায়' বা দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র জপ করিবেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ কি প্রাণিবর্গের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে জানে ? মূঢ়বুদ্ধি পাপী ধর্ম্ম বিপ্লবকারিগণকে পুনঃ পুনঃ ধিক্ ॥ ২৭৪ ॥

হিংসিতো ভগবাংস্তেন দ্বাদশী দশমীযুতা।
কৃতা যেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ সম্যগুক্তং ময়া তব ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি দশমীযুক্তা একাদশী (দ্বাদশী) ব্রত করে, সে ভগবান্‌কে হিংসা করে, আমি তোমার নিকট সকল কথা বলিলাম ॥ ২৭৫ ॥

সংস্থিতো ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বাদশীরূপধৃক্ যতঃ।
তস্মাদসংশয়ং ত্যাজ্যা দ্বাদশী দশমীযুতা ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ দ্বাদশী রূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব নিঃসংশয়ে দশমীযুক্তা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশী ব্রত কর্ত্তব্য ॥ ২৭৬ ॥

টীকা—বিদ্ধাকরণে চ মহাদোষবিশেষং পুনরাহ—হিংসিতি ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৭৫-২৭৬ ॥

কিঞ্চ—

দ্বেয়ার্বিবদতোঃ শ্রুত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
পারণন্তু ত্রয়োদশ্যামেষ শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—আরও—ব্রত নির্ণয়কারী দুইব্যক্তির বিবাদ শুনিয়া মধ্যস্থব্যক্তি দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করাইবে, ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ॥ ২৭৭ ॥

টীকা—কুতর্কবলতো বিবাদেনানিশ্চয়েঽপি জাতে বিদ্ধাং পরিত্যজ্য শুদ্ধা দ্বাদশ্যেবোপোষ্যেতি সনিশ্চয়মাহ—দ্বয়োরিতি ॥ ২৭৭ ॥

দ্বাদশী দশমীযুক্তা যত্র শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।
ন তৎ শাস্ত্রমহং মন্যে যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥২৭৮

অনুবাদ—দশমীযুক্তা একাদশী ব্রত যে শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে, তাহা যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বলেন, আমি তাহাকে শাস্ত্র মনে করি না ॥ ২৭৮ ॥

টীকা—ননু শাস্ত্রদৃষ্টেরবিবাদঃ, তত্রাহ—দ্বাদশীতি। অহং বেদব্যাসঃ ॥ ২৭৮ ॥

অতএব নারদীয়ে—

বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—অতএব নারদীয়পুরাণে—বহু ঋষি বাক্যের বিরোধহেতু যখন সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য ॥ ২৭৯ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়েন চেন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি শ্রীভগবদাজ্ঞায়াঃ প্রতিপালনে—

বিবাদেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষণম্।
পারণং হি ত্রয়োদশ্যামাজ্ঞেয়ং মামকী মুনে।
হেতুবাদো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা পততে নরঃ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি কর্ত্তৃক শ্রীভগবদাজ্ঞা প্রতিপালনস্থলে—সর্ব্ববিধ বিবাদেরস্থলে দ্বাদশীতে সম্পূর্ণ উপবাস, ত্রয়োদশীতেই পারণ। হে মুনিবর! ইহা আমার আদেশ। এ বিষয়ে তর্ককরা উচিত নহে, তর্কদ্বারা মানব অধঃপতিত হয় ॥ ২৮০ ॥

অতএব পিতামহঃ—

একাদশী-দিনক্ষয়ে উপবাসং করোতি যঃ।
তস্য পুত্রা বিনশ্যন্তি মঘায়াং পিণ্ডতো যথা ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—অতএব পিতামহ বলিয়াছেন—একাদশী তিথিক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ঐ ত্রিস্পৃশা দিনে যে ব্যক্তি উপবাস করে তাহার পুত্রগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন মঘা-নক্ষত্রে পিণ্ডদান ফলে পুত্রক্ষয় হয় ॥ ২৮১ ॥

টীকা—বিদ্ধাবর্জ্জনমেব তিথিক্ষয়দিনোপবাসদোষদর্শনাদিনা সাধয়তি—একাদশীত্যাদিনাং একাদশীদিনস্য ক্ষয়ো দশম্যাঃ শেষানুবৃত্তাবেব স্যাৎ। অতস্তদ্দিনং বিদ্ধমেব, তস্মিন্ য উপবাসং করোতি ॥ ২৮১ ॥

দিনক্ষয়ে তু সংপ্রাপ্তে নোপোষ্যা দশমীযুতা।
যদীচ্ছেৎ পুত্রপৌত্রাণাং বৃদ্ধিং সম্পদমাত্মনঃ ॥২৮২॥

অনুবাদ—তিথিক্ষয় উপস্থিত হইলে দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য নহে, যদি নিজের পুত্র পৌত্র সম্পদ বৃদ্ধির ইচ্ছা কর ॥ ২৮২ ॥

টীকা—দশমীযুতেতি দ্বাদশাক্ষয়ব্যাবৃত্ত্যর্থম্ ॥২৮২

ব্যাসঃ—

একাদশীদিনে ক্ষীণে উপবাসী ভবেদ্‌গৃহী।
অন্নাভাবে নিরুদ্ধো বা সঙ্কল্পাদ্বা বিশেষতঃ ॥ ২৮৩ ॥
ধর্ম্মহানিশ্চ ভবতি সন্ততির্নশ্যতি ধ্রুবম্।
তস্যায়ুঃ ক্ষীয়তে নিত্যং সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—ব্যাসদেবের উক্তি—যদি কোন গৃহী ব্যক্তি অন্নের অভাবে রাজবন্দী অবস্থায় বা বিশেষ কোন সঙ্কল্পবশতঃ একাদশী তিথি ক্ষয়প্রাপ্ত দিনে (ত্র্যহস্পর্শ দিনে) উপবাসী হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মহানি হয়, সন্ততি বিনাশ যায় ইহা সত্য। তাহার এক সংবৎসর ব্যাপি নিত্য আয়ুক্ষয় হয়—ইহা শ্রুতি বাক্য ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

অতএব গোভিলঃ—

একাদশ্যাং যদা ব্রহ্মন্ দিনক্ষয়তিথির্ভবেৎ।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—অতএব গোভিল ঋষি বাক্য—হে ব্রহ্মন্! যে দিনে একাদশী তিথি ক্ষয় হয়, ঐ দিন ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে, ইহাতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয় এবং ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য ॥ ২৮৫ ॥

———

শ্রীনারদীয়ে—

ক্ষয়ে বাপ্যথবা বৃদ্ধৌ সংপ্রাপ্তে বা দিনত্রয়ে।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয়পুরাণে—একাদশী ক্ষয়ে বা বৃদ্ধিতে, অথবা ত্র্যহস্পর্শে, শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—ক্ষয়ে তিথিক্ষয়ে, দিনত্রয়ে ত্র্যহস্পর্শ ইত্যর্থঃ। এবং ত্রয়োদশীবিয়োগসংযোগাভ্যাং ভেদঃ ॥ ২৮৬ ॥

———

কিঞ্চ—

দশম্যেকাদশী বিদ্ধা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ।
দ্বাদশী তু তদোপোষ্যা ত্রয়োদশ্যান্তু
পারণম্ ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—আরও—দশমী ও একাদশী বিদ্ধা এবং পারণ দিনে যদি দ্বাদশী না থাকে। তখন দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ কর্ত্তব্য ॥ ২৮৭ ॥

———

কৌর্ম্মে—

দিনক্ষয়ে তু সম্প্রাপ্তে উপোষ্যা দ্বাদশী ভবেৎ।
দশমীশেষসংযুক্তাং ন কুর্ব্বীত কদাচন ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে—একাদশী তিথিক্ষয় উপস্থিত হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। দশমীশেষযুক্তা একাদশী ব্রত কোন দিনই করিবে না ॥ ২৮৮ ॥

———

কিঞ্চ—

তিথিবৃদ্ধৌ তথা হ্রাসে সংপ্রাপ্তে বা দিনক্ষয়ে।
সন্দিগ্ধেষু চ বাক্যেষু দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—আরও—একাদশী তিথি বৃদ্ধি বা হ্রাস ত্র্যহস্পর্শ বা সংশয়যুক্ত বাক্যসমূহ-স্থলে দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে ॥ ২৮৯ ॥

———

ব্রাহ্মে—

তিথিচ্ছেদে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশীং সমুপক্রমেৎ।
পারয়েদ্বৈ ত্রয়োদশ্যাং যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে—তিথিক্ষয় উপস্থিত হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করাইয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করাইবে, যদি আত্মমঙ্গল কামনা কর ॥ ২৯০ ॥

টীকা—তিথিচ্ছেদে তিথিক্ষয়ে ॥ ২৯০ ॥

———

জপে হোমে তথা দানে ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণে।
পারণে চাপি রাজেন্দ্র প্রশস্তা চ ত্রয়োদশী ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র! জপ, হোম, দান, ব্রাহ্মণ ভোজন এবং ব্রত পারণেও ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্তা ॥ ২৯১ ॥

———

স্কান্দে চ—

একাদশ্যান্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকম্।
দ্বাদশ্যামেব তৎ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
শতযজ্ঞাধিকং পুণ্যং মুক্তিরেব মহাফলম্ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও—একাদশী পূর্ব্ব বিদ্ধা হইলে উপবাস অর্চ্চনাদি কর্ত্তব্য নহে। দ্বাদশীতেই তাহা করিবে এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে, ইহাতে শতযজ্ঞের অধিক পুণ্য এবং মুক্তিই মহাফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥ ২৯২ ॥

———

কিঞ্চ—

উর্দ্ধং হরিদিনং ন স্যাদ্দ্বাদশীং গ্রাহয়েত্ততঃ।
দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—আরও—পারণ দিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, তবে দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে। এইস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ। নতুবা পারণ দিনে দ্বাদশী থাকিলে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ, দ্বাদশী তিথির একচতুর্থাংশ 'হরিবাসর' বাদ দিয়া পরে পারণ। দ্বাদশী অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ ॥ ২৯৩ ॥

এবং কুর্ব্বন্ নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
অন্যথা কুরুতে যস্তু স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ২৯৪॥

অনুবাদ—মানব ভক্তিসহ এইরূপ ব্রত করিলে শ্রীবিষ্ণুর ধাম প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা যে ব্যক্তি করে, সে নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯৪ ॥

টীকা—যচ্চোক্তং বিষ্ণুরহস্যাদৌ—পারণন্তু ন কর্ত্তব্যমুপোষ্যৈকাদশীমিহ। ত্রয়োদশ্যাং নরৈর্নিত্যং ধর্ম্মবৃদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ॥' ইত্যাদি। তত্রাহ—জপ ইতি। এবং ত্রয়োদশী-পারণ-নিষেধ-বচনানি ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশীসদ্ভাবে দ্বাদশ্যতিক্রমেণ ত্রয়োদশ্যাং পারণবিষয়াণি জ্ঞাতব্যানি। এতচ্চাগ্রে বিবৃতং ভাবি ॥ ২৯১-২৯৪ ॥

একাদশী ঋষীণান্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—এখন রহস্য কথা বলিতেছেন—প্রত্যেক তিথির এক এক অধিষ্ঠাতৃ দেব আছেন। সেই কারণে একাদশী অপেক্ষা দ্বাদশীর গৌরব। ঋষিগণের অধিষ্ঠান একাদশীতে, আর চক্রপাণি শ্রীহরির অধিষ্ঠান দ্বাদশীতে, সুতরাং হরিতিথি, হরিদিন শ্রীহরিবাসর বা হরিব্রত বলিতে দ্বাদশী শ্রীহরির প্রীতিদায়িনী। একাদশীতে পাপসমূহ অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে এজন্য একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। উভয়দিক রক্ষা করিতে হইলে একাদশীর শেষ চতুর্থাংশ এবং দ্বাদশীর প্রথম পাদ—এক চতুর্থাংশ লইয়া হরিবাসর ব্রত। যে দিনে পড়িবে ঐ দিন উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—যদ্যপ্যেকাদশ্যপি ভগবত এব তিথিঃ, তথাপি ঋষীণাং সম্বন্ধেনৈব, দ্বাদশী চ সাক্ষাচ্চক্রপাণেঃরেবেতি দ্বাদশ্যা মাহাত্ম্যবিশেষার্থমুক্তম্ ॥২৯৫॥

অতএব মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—
একাদশী ঋষীণান্তু দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ।
তৎ কথং দ্বাদশী ভূপ নোপোষ্যা
ক্রিয়তে জনৈঃ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—অতএব মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে—একাদশী ঋষিগণের তিথি, দ্বাদশী শ্রীহরির তিথি, হে মহারাজ! কি কারণ জনগণ দ্বাদশীর উপবাস করেন না? যদি এইরূপ প্রশ্ন কর ॥ ২৯৬ ॥

টীকা—শ্রীমার্কণ্ডেয়েন পূর্ব্বমেকাদশ্যুপবাসো দ্বাদশ্যাঞ্চ পারণমিত্যুক্ত্বাঽনন্তরঞ্চ বেধসংশয়াদৌ সতি দ্বাদশ্যুপবাসত্রয়োদশ্যাং পারণমিত্যুক্তম্; তত্র সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধৈকাদশীব্রতপরিত্যাগেন কথঞ্চিদ্দোষঃ স্যাদিত্যাশঙ্কয়া মহারাজেন্দ্রদ্যুম্নেন পৃষ্টে সতি দ্বাদশ্যুপবাসেনৈব সর্ব্বদোষক্ষয়ো মহাফলঞ্চেতি দ্বাদশী-মাহাত্ম্যং শ্রীমার্কণ্ডেয়েনোক্তং লিখতি—একাদশী-ত্যাদিনা পাপনাশিনীত্যন্তেন ॥ ২৯৬ ॥

এষা নিঃশ্রেয়সী ভূপ ফলভোগবিবর্দ্ধিনী।
মোক্ষাত্মিকা পুরা প্রোক্তা
দ্বাদশী প্রবরা তিথিঃ ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—তদুত্তরে বলিতেছি—হে মহারাজ! এই দ্বাদশী তিথি পরমমঙ্গলদায়িণী ফলভোগ বিবধিনী এবং মোক্ষস্বরূপিণী শ্রেষ্ঠা তিথি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব দ্বাদশী উপবাস দ্বারাই সর্ব্বদোষ ক্ষয় এবং মহাফল প্রাপ্তি হয় ॥ ২৯৭ ॥

টীকা—ফলং মোক্ষাদি, ভোগশ্চ বিষয়সুখাদিস্তয়োর্বর্দ্ধনী। পাঠান্তরে ফলং স্বর্গাদিসুখং, তস্য ভোগেন রহিতা, মোক্ষাত্মকত্বাৎ ॥ ২৯৭ ॥

একাদশী শরীরন্তু পুরুষো দ্বাদশী স্মৃতা।
দ্বাদশ্যামুপবাসেন সিদ্ধা ভূপ সহস্রশঃ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! আরও বলিতেছি—

একাদশী শরীর, আর দ্বাদশী আত্মা, ইহাই স্মরণীয় বিষয়। হে মহারাজ! ইতঃপূর্ব্বে দ্বাদশী উপবাস দ্বারাই সহস্র সহস্র ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ২৯৮॥

চক্রবর্ত্তিত্বমতুলং সংপ্রাপ্তা অচলাং শ্রিয়ম্।
চতুর্দ্দশৈতে সঞ্জাতা বলিনশ্চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ২৯৯ ॥
বিষ্ণ্বংশাস্তে মহাবীরা দুষ্টদৈত্যনিবর্হণাঃ।
উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং যাবজ্জীবং ব্রতান্বিতাঃ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—অগ্রে বক্ষ্যমাণ চতুর্দ্দশ ব্যক্তি অতুলনীয় রাজ চক্রবর্ত্তি পদ, অচলা সম্পদ্ ও বলবান্ হইয়াছিলেন। যাবজ্জীবত ব্রতযুক্ত হইয়া শুদ্ধা দ্বাদশী উপবাস করিয়া সেই চক্রবর্ত্তীগণ বিষ্ণুর অংশ, মহাবীর, দুষ্টদৈত্য নিধনকারী হইয়াছিলেন, ॥২৯৯-৩০০

চক্রবর্ত্তিত্বমাপন্না ভুক্ত্বা ভোগান্ সুখানি বৈ।
কুবলাশ্বো বিশ্বগন্ধির্হরিশ্চন্দ্রো নলঃ পৃথুঃ ॥ ৩০১॥
মরুত্তো ভরতশ্চৈব কার্ত্তবীর্য্যশ্চ হৈহয়ঃ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ ককুৎস্থো নহুষস্তথা ॥ ৩০২ ॥
উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যামপরাঞ্চ বিবর্জ্য তু।
ভুক্ত্বা স্বর্গসুখান্যেতে চক্রবর্ত্তিত্বমাগতাঃ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—এই জগতে রাজচক্রবর্ত্তীপদ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্য বস্তু ও সুখসমূহ ভোগ করিয়াছিলেন—কুবালাশ্ব (কুবলয়াশ্ব) চন্দ্রবংশীয়, বিশ্বগন্ধি, হরিশ্চন্দ্র সূর্য্যবংশীয়, নলরাজা চন্দ্রবংশীয় যদুর পুত্র, পৃথু মহারাজ—ভগবদংশ, মরুত্ত সূর্য্যবংশীয়, ভরত—আদি ভরত ঋষভদেব পুত্র, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চন্দ্রবংশীয়, মান্ধাতা সূর্য্যবংশীয়, সগররাজ সূর্য্যবংশীয়, শ্রীরামচন্দ্র ককুৎস্থ সূর্য্যবংশীয়, নহুষ চন্দ্রবংশীয়—এই চতুর্দ্দশ চক্রবর্ত্তী রাজা একাদশী বর্জ্জন পূর্ব্বক পবিত্র দ্বাদশী উপবাস করিয়া স্বর্গীয় সুখ ভোগান্তে ভূতলে চক্রবর্ত্তী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৩০১-৩০৩॥

টীকা—অপরাম্ একাদশীম্ ॥ ৩০৩ ॥

জনকানাং মহীপাল দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে।
সপ্তত্যা সন্ততির্যুক্তা সংসিদ্ধিং পরমাং গতা ॥ ৩০৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্! জনকবংশীয় সপ্ততি (৭০ জন) সন্তান দ্বাদশীতে উপবাস ফলে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩০৪ ॥

পুরুকুৎসো মহীপালো দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে।
সিদ্ধিস্ততঃ পরিত্যজ্য কর্ম্মবন্ধং দুরাসদাম্ ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পুরুকুৎস সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার পুত্র দ্বাদশী উপবাস ফলে দুশ্চেদ্য কর্ম্মবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া দুর্ল্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩০৫

টীকা—দুরাসদাম্ অন্যৈর্দুর্ল্লভাং সিদ্ধিম্; পাঠান্তরে দুষ্পরিহরং কর্ম্মবন্ধম্ ॥ ৩০৫ ॥

মান্ধাতা যৌবনাশ্বশ্চ দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে।
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য সংপ্রাপ্তঃ পরমং পদম্ ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—মান্ধাতা ও তৎপুত্র যৌবনাশ্ব দ্বাদশীব্রতকারী [অন্য নাভাগপুত্র অম্বরীষ মহারাজ দ্বাদশীব্রতকারী] যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াও পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩০৬ ॥

শাকুন্তলো মহীপালো দৌষ্মন্তিরপরাজিতঃ।
দ্বাদশ্যামুপবাসেন গতস্তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত পুত্র মহারাজ ভরত (২) অপরাজিত দ্বাদশীতে উপবাস ফলে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩০৭ ॥

ঐলঃ পুরূরবা ভূপ পালয়িত্বা ধরাতলম্।
ধরণীধরমভ্যর্চ্চ্য দ্বাদশীষু সদা পুনঃ।
গতস্তদ্বৈষ্ণবং লোকং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! ইলাপুত্র পুরূরবা পৃথিবীমণ্ডল পালনকারী হইয়াও প্রতি দ্বাদশীতে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া দাহ প্রলয়হীন বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩০৮ ॥

এতে রাজর্ষয়ো ভূপ দ্বাদশ্যাং সমুপোষণৈঃ।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তা যে
দ্বিজাস্তান্ শৃণুষ্ব মে ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! এই সকল রাজর্ষি দ্বাদশীতে উপবাস ফলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর যে ব্রাহ্মণগণ দ্বাদশীতে উপবাস ফলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ৩০৯ ॥

যাবক্রীতশ্চ বৈদর্ভো মাণ্ডব্যঃ কৌশিকো মুনিঃ।
ভরদ্বাজস্তথা কণ্বঃ কুম্ভযোনিস্তথা মুনিঃ ॥ ৩১০ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্ধরেতসাম্।
প্রযান্তি স্যন্দনস্যাগ্রে তিমিরারের্জনাধিপ ॥ ৩১১ ॥
তে সর্ব্বে পরমাং সিদ্ধিং দ্বাদশ্যাং সমুপোষণে।
ময়া সহ গতা ভূপ কথন্তে সংশয়ো ভবেৎ ॥ ৩১২ ॥
দ্বাদশীবাসরং রাজন্ হরিগুহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
নিরাপরাধং লোকেঽস্মিন্ শুদ্ধং বৈষ্ণববল্লভম্ ॥৩১৩

অনুবাদ – হে রাজন্! যাবক্রীত, বৈদর্ভ, মাণ্ডব্য, কৌশিক মুনি, ভরদ্বাজ, কণ্ব, অগস্ত্যমুনি, অষ্টাশীতি সহস্র ব্রহ্মচারী মুনি যাঁহারা সূর্য্যদেবের রথের সম্মুখে বিচরণ করেন, তাঁহারা সকলেই দ্বাদশীতে উপবাস ফলে পরমসিদ্ধি আমার সহিত প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে আপনার সংশয় কেন ॥ ৩১০-৩১২ ॥

টীকা—নিঃশেষেণ আ সম্যক্ অপগতা বাধা যস্মিন্; পাঠান্তরে নির্গতং আত্মাপরাধোদ্ভবং ফলং যস্মাৎ তৎ ॥ ৩১৩ ॥

তস্মাদ্ভূপ ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যো দ্বাদশীং প্রতি।
বিশেষফলদা প্রোক্তা দ্বাদশী পাপনাশিনী ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! নিঃশেষে সম্পূর্ণ বাধাহীন এই লোকে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রিয় দ্বাদশীব্রত শ্রীহরি গোপনে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অতএব হে মহীপাল! দ্বাদশীর প্রতি সন্দেহ করা উচিত নয়, পাপনাশিনী দ্বাদশী বিশেষ ফলপ্রদা বলা হইয়াছে ॥৩১৩-৩১৪ ॥

অথ সম্পূর্ণা-লক্ষণেন বিদ্ধা-লক্ষণম্

স্কান্দে—
প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সম্পূর্ণা একাদশীর লক্ষণ দ্বারা বিদ্ধা লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে. স্কন্দপুরাণে—শ্রীহরিবাসর ব্যতীত প্রতিপদ প্রভৃতি সকল তিথিই রবির এক উদয় হইতে পরবর্ত্তি উদয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণা ৬০ দণ্ড—ইহা বিখ্যাত রহিয়াছে ॥ ৩১৫ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বথা বিদ্ধা পরিত্যাজ্যেতি নিশ্চিতম্। তত্রাপেক্ষিতং বিদ্ধালক্ষণং সম্পূর্ণালক্ষণভিন্নত্বেন লিখতি—প্রতিপদিতি ত্রিভিঃ। রবেঃ উদয়াৎ একমুদয়মারভ্য আউদয়াৎ অন্যোদয়াবধি যদি স্যুস্তদা সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ। হরিবাসর একাদশী তদ্বর্জ্জিতাঃ। স চ নৈতাদৃশঃ, কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং যদ্যসৌ ভবতি, তদৈব সম্পূর্ণঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩১৫ ॥

গারুড়ে শিবরহস্যে চ—
উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্গৃহী ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে ও শিবরহস্যে—হে বিপ্র! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৪ দণ্ড ব্যাপিয়া একাদশী তিথি থাকিবে উহার নাম সম্পূর্ণা একাদশী তাহাতেই গৃহী উপবাস করিবে। অর্থাৎ গৃহীগণও অরুণোদয়বিদ্ধাতে উপবাস করিবে না ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—তদেব শ্রীগরুড়পুরাণাদিবচনৈর্দর্শয়তি—উদয়াদিতি দ্বাভ্যাম্। গৃহীতি বিদ্ধায়াং কেচিদুপবাসং ব্যবস্থাপয়ন্তি, তৎপরিহারার্থমুক্তম্ ॥ ৩১৬ ॥

ভবিষ্যে চ—
আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সংপূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥
ইতি ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে

দুই মুহূর্ত্ত যুক্ত (৪ দণ্ডযুক্ত) সম্পূর্ণা এ দাদশী, ইহা ভিন্না একাদশী বিদ্ধা নামে কীর্ত্তিতা ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—অন্যা উক্তলক্ষণ-সংপূর্ণেতরা বিদ্ধোক্তা ॥ ৩১৭ ॥

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব অরুণোদয় সময়ে দশমী বিদ্ধা একাদশী সকলের পক্ষে পরিত্যাজ্যা, বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অরুণোদয়বিদ্ধা বিশেষতঃ ত্যাজ্যা ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—অতঃ পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগাদেব হেতোঃ। তত্র চ উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্তর্দশমী-প্রাপ্ত্যা বেধ-প্রসঙ্গাদ্ধেতোরেব অরুণস্যোদয়ো যস্মিন্ তস্মিন্ সময়ে দশম্যা বিদ্ধৈকাদশী পরিত্যাজ্যা সর্ব্বৈরেব। তত্র চ বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ পরিত্যাজ্যেতি 'বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্ধি চৈকাদশীব্রতম্' ইতি ভবিষ্যপুরাণাদি-বিশেষোক্তের্বৈষ্ণবেতরেষাং শৈবসৌরাদীনাং কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বিদ্ধোপবাসব্যবস্থাপনাভিপ্রায়েণ ; তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩১৮ ॥

অথ অরুণোদয়বিদ্ধা-পরিত্যাগঃ

তত্র কণ্বঃ—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী-সংযুতা যদি।
অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥৩১৯

অনুবাদ—অনন্তর অরুণোদয়ে দশমী বিদ্ধা পরিত্যাগ বিষয়ে প্রমাণে কণ্বমুনির উক্তি—যদি অরুণোদয় বেলাতে দশমী সংযুক্তা থাকে, এস্থলে দ্বাদশী উপবাস যোগ্য হয় এবং ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩১৯ ॥

স্কান্দে—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গতা।
রবিচক্রার্ধমাত্রাপি দ্বাদশীমুপবাসয়েৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় ৪ দণ্ড ঐ সময় যদি দশমী মিলিতা হয়—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় ৫ দণ্ড, তৎপূর্ব্বে রবি চক্রের উদয়, তাহার অর্ধমাত্রাও অর্থাৎ অতি অল্প গন্ধমাত্রও স্পর্শ হয়, তবে ঐ একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে। তাহাতে শত অশ্বমেধ তুল্য পুণ্য হয় এবং ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে ॥ ৩২০ ॥

টীকা—রবিচক্রার্দ্ধমাত্রাপীতি—সারথেররুণস্যোদয়াৎ প্রাগেব রথচক্রোদয়ং, তত্রার্দ্ধচক্রোদয়মাত্র-প্রাপ্তত্বেন অত্যল্পাপীত্যর্থঃ। যথোক্তং ভবিষ্যে—'অরুণোদয়ে তু দশমীগন্ধমাত্রং ভবেদ্‌যদি' ইতি ॥৩২০

অতএব গারুড়ে—

উদয়াৎ প্রাক্ ত্রিঘটিকাব্যাপিন্যেকাদশী যদা।
সন্দিগ্ধৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্মকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩২১ ॥
উদয়াৎ প্রাঙ্মুহূর্ত্তেন ব্যাপিন্যেকাদশী যদা।
সংযুক্তৈকাদশী নাম বর্জ্জয়েদ্ধর্মবৃদ্ধয়ে ॥ ৩২২ ॥
আদিত্যোদয়বেলায়ামারভ্য ষষ্টিনাড়িকাম্।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা
কর্ম্মফলেপ্সুভিঃ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—অতএব গরুড়পুরাণে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিন দণ্ড ব্যাপিনী যখন একাদশী, তাহার নাম 'সন্দিগ্ধা' একাদশী, ধর্ম্মলাভেচ্ছু ব্যক্তি তাহা বর্জ্জন করিবে॥ উদয়ের পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত=২ দণ্ড ব্যাপিনী একাদশী যখন তাহার নাম 'সংযুক্তা' একাদশী, তাহা ধর্ম্ম বৃদ্ধিকামী বর্জ্জন করিবে॥ সূর্য্যোদয় বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ দণ্ড একাদশীর নাম 'সম্পূর্ণা' একাদশী, তাহা কর্ম্মফলকামী ব্যক্তিগণও ত্যাগ করিবেন ॥ ৩২১-৩২৩ ॥

টীকা—ত্রিঘটিকেত্যনেন দশম্যা ঘটিকৈকা অরুণোদয়ে প্রবিষ্টেতি জ্ঞেয়ম্। এতচ্চ সংজ্ঞা-বিশেষার্থমুক্তম্। এবমগ্রেঽপি তাঞ্চ ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া বর্জ্জয়েদিতি, অন্যথা ধর্ম্মহানিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৩২১-৩২২ ॥

এষাং সর্ব্বেষামন্তে—

পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধ্যর্থং দ্বাদশ্যামুপবাসয়েৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে এই সকল বচনের পরে —পুত্র পৌত্র ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ঐরূপ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করাইয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবেন, তাহাতে শত অশ্বমেধ যজ্ঞতুল্য পুণ্য এবং ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—এষাং গারুড়োক্তানাং ত্রিশ্লোকানাং ; পুত্রাণাং পৌত্রাণাঞ্চ সমৃদ্ধয়ে ; যদ্বা, পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ সমৃদ্ধয়শ্চ ধনাদিসম্পত্তয়স্তদর্থম্ ॥ ৩২৪ ॥

কিঞ্চ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনকসংবাদে—

অরুণোদয়বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথির্ভবেৎ ।
পূর্ণৈবেত্যবগন্তব্যা প্রভূতা নোদয়ং বিনা ॥ ৩২৫ ॥

অনুবাদ—আরও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সূতশৌনক-সংবাদে—অরুণোদয় বেলাতে যৎকিঞ্চিৎ দশমী তিথি থাকিলেও তাহাকে পূর্ণ বেধ জানিতে হইবে, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলে 'যোগ' বলা হয় ॥ ৩২৫ ॥

তত্র চেদ্দশমীবেধোঽতিবেধো বাপি জায়তে ।
মহাবেধোঽথবা যোগো
রক্ষসাং তৎফলং ভবেৎ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ অরুণোদয়ে যদি ৪ দণ্ড পূর্ণ দশমী থাকে, তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিলে—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ বলা হয়, ঐ সকল ব্রতের ফল রাক্ষসগণ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—তিথিরেকাদশী, অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা । একমরুণোদয়মারভ্যান্যারুণোদয়ং যাবদ্ব্যাপিন্যেব সতী সম্পূর্ণা স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩২৫॥

টীকা—তত্র—অরুণোদয়ে ॥ ৩২৬ ॥

তত্র প্রশ্নঃ—

কীদৃশস্তু ভবেদ্বেধো যোগো বিপেন্দ্র কীদৃশঃ ।
যোগবেধৌ সমাচক্ষ্ব যাভ্যাং দুষ্টমুপোষণম্ ॥ ৩২৭॥

অনুবাদ—সেই বিষয়ে প্রশ্ন—হে বিপ্রবর ! বেধ কি প্রকার এবং যোগ কি প্রকার ? যোগ ও বেধ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া বলুন, যে দুইটির দ্বারা উপবাস দুষ্ট হয় ॥ ৩২৭ ॥

চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয়নিশ্চয়ঃ ।
চতুষ্টয়বিভাগোঽত্র বেধাদীনাং কিলোদিতঃ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালে অরুণোদয় চারিদণ্ড নিশ্চিত হইয়াছে এবং ইহাতে বেধাদি চারিটি বিভাগও বলিয়াছেন ॥ ৩২৮ ॥

তত্রোত্তরম্—

অরুণোদয়-বেধঃ স্যাৎ সার্দ্ধন্তু ঘটিকাত্রয়ম্ ।
অতিবেধো দ্বিঘটিকঃ প্রভাসন্দর্শনাদ্রবেঃ ॥ ৩২৯ ॥
মহাবেধোঽপি তত্রৈব দৃশ্যতেঽর্কো ন দৃশ্যতে ।
তুরীয়স্তত্র বিহিতো যোগঃ সূর্য্যোদয়ে বুধৈঃ ॥৩৩০॥

অনুবাদ—ঐ বিষয়ে উত্তর—সার্ধ তিন দণ্ড অরুণোদয় বেধ, অতিবেধ দুইদণ্ড সূর্য্যের প্রভা দর্শন পর্য্যন্ত, মহাবেধ তাহাতে সূর্য্য দর্শন হয়, চতুর্থ যোগ সূর্য্যোদয়ে দশমীস্পর্শ ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চেদং মাধবীয়ে—

বেধাতিবেধমহাবেধ-যোগা-
শ্চত্বার উপবাসস্য দূষকাঃ ।
তত্র রবেঃ সন্দর্শনাৎ পূর্ব্বং সার্দ্ধং
ঘটিকাত্রয়মেকাদশ্যা ব্যাপ্তম্ ॥
তত্র প্রাচীনে ঘটিকার্দ্ধে দশমী-সদ্ভাবে বেধঃ ।
যদা ঘটিকাদ্বয়মুপরিতনমেকাদশীব্যাপ্তং পূর্ব্বন্তু
ঘটিকাদ্বয়ং দশমীব্যাপ্তং তদানীমতিবেধ ইতি ॥৩৩১
পরন্তু সুগমম্ ।

অনুবাদ—কাল মাধবীয় নিবন্ধে এই প্রমাণের ব্যাখ্যা—বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ এই চারিটি উপবাসের দোষ সংঘটক। তন্মধ্যে সূর্য্য-দর্শনের পূর্ব্বে সাড়ে তিন ঘটিকা (দণ্ড) একাদশী দ্বারা ব্যাপ্ত তাহার পূর্ব্বে অর্ধদণ্ড দশমী থাকিলে বেধ। যখন দুইদণ্ড একাদশী ব্যাপ্ত, তৎ পূর্ব্বে দুই দণ্ড দশমী ব্যাপ্ত তখন অতিবেধ। অতঃপর সহজ-বোধ্য মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩১ ॥

অথ তত্র দোষাঃ

তত্রৈব—

রাক্ষসানাং ফলং যোগে মহাবেধে তু বাস্কলেঃ।
জম্ভাসুরস্যাতিবেধে মোহিনী বেধশিন্নিনী ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বেধে দোষসমূহ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—তন্মধ্যে যোগদ্বারা একাদশী দূষিত হইলে ফল রাক্ষসগণ পায়, মহাবেধের ফল বাস্কলি দৈত্য পায়, অতিবেধের ফল জম্ভাসুর পায়, বেধের ফল মোহিনী প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩২ ॥

গোভিলোক্তৌ—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী যদি সঙ্গতা।
সংযুক্তৈকাদশীং তান্তু মোহিন্যৈ দত্তবান্ বিভুঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—গোভিল মুনির উক্তিতে—অরুণোদয় বেলাতে যদি দশমী মিলিত হয়, সেই বিদ্ধা একাদশীর ব্রত-ফল শ্রীভগবান্ মোহিনীকে দিয়াছেন ॥ ৩৩৩ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমীমিশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষ্যেদবিচারয়ন্ ॥৩৩৪॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে—অরুণোদয় বেলাতে যদি দশমী মিশ্রিত হয়, তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক বিচার না করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে ॥ ৩৩৪ ॥

ভবিষ্যে—

অরুণোদয়ে তু দশমী-গন্ধমাত্রং ভবেদ্যদি।
দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ং নরাধিপ ॥ ৩৩৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অরুণোদয়ে যদি দশমী গন্ধমাত্র থাকে, হে মহারাজ! তাহা বিচারপূর্ব্বক যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবেন ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—দ্রষ্টব্যং গণকাদিদ্বারা বিচার্য্য জ্ঞাতব্যম্ ॥ ৩৩৫ ॥

কিঞ্চ—

দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—আরও—যদি অরুণোদয়ে দশমীশেষযুক্ত হয়, ঐ দিনে একাদশী ব্রত বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—তদ্দিনে যদেকাদশীব্রতং তৎ ॥ ৩৩৬ ॥

গারুড়ে—

দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ।
নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্তু তত্র চৈকাদশী-ব্রতে ॥ ৩৩৭॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—অরুণোদয় সময়ে যদি দশমীশেষ সংযুক্ত হয়, ঐ দিনে একাদশীব্রতে বৈষ্ণবগণের উপবাস কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—তত্র তস্মিন্ দিনে একাদশীব্রতে নিমিত্তে নৈবোপোষ্যম্। ব্রত ইত্যত্র দিন ইতি বা পাঠঃ ॥ ৩৩৭ ॥

অথ অত্র বৈষ্ণবলক্ষণম্

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুসেবাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবশ্চাত্র সংগ্রাহ্যঃ স্কান্দাদ্যুক্তানুসারতঃ ॥ ৩৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর এস্থলে বৈষ্ণবলক্ষণ—এস্থলে স্কন্দপুরাণাদির উক্তি অনুসারে বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুসেবা পরায়ণ ব্যক্তি বৈষ্ণবের গ্রহণীয় ॥ ৩৩৮ ॥

টীকা—ননু স চ বৈষ্ণবঃ কীদৃশঃ? পূর্ব্বং ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে যো লিখিতঃ উত্তান্যো বেত্যপেক্ষায়াং লিখতি—গৃহীতেতি। অত্র ব্রতবিধৌ স এব গ্রাহ্যঃ, ন তু পূর্ব্বলিখিতো ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ, তস্য ব্রতাদ্যনধিকারাৎ। এবং দ্বাদশ্যাদৌ ক্ষৌদ্রকাংস্যাদিবর্জ্জনাদিষ্বপি তথৈব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩৮ ॥

তথা চ স্কান্দে—

পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী ॥ ৩৩৯ ॥

সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ।
বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৩৪০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও সেইরূপ—পরম আপদ উপস্থিত হইলে বা হর্ষ উপস্থিত হইলে যিনি একাদশী ব্রত ত্যাগ করেন না, যাঁহার বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে দীক্ষা আছে, যিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, নিজ আচার বৈষ্ণবধর্ম্ম লঙ্ঘন করেন না, শ্রীবিষ্ণুতে স্বধর্ম্মাদি অখিল আচার অর্পিত, তিনিই বৈষ্ণব নামে কথিত ॥ ৩৩৯-৩৪০ ॥

টীকা—সর্ব্বজীবেষু সমাত্মা সমবুদ্ধিঃ হিংসা-নিন্দাদিরাহিত্যাৎ স্বাত্মবদ্ধিতকারিত্বাচ্চ। নিজাচারো বৈষ্ণবধর্ম্মস্তস্মাদবিপ্লুতঃ অপরিভ্রষ্টঃ। বিষ্ণৌ অর্পিতোঽখিল আচারঃ স্বধর্ম্মাদির্যেন সঃ ॥ ৩৪০ ॥

পাদ্মে চ—

সদীক্ষাবিধি সন্যাসং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্।
অষ্টাক্ষরমথান্যং বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে।
জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ণ্বর্চ্চনরতাস্তথা ॥ ৩৪১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও—যাঁহারা এই জগতে দীক্ষাবিধি, ন্যাস ও যন্ত্র সহিত দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র বা অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্র, অথবা অন্য অষ্টা-দশাক্ষরাদি বিষ্ণুমন্ত্র উপাসনা করেন এবং বিষ্ণু অর্চ্চনরত, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে ॥৩৪১

টীকা—দীক্ষাবিধ্যাদিকং পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি, দীক্ষাবিধিসহিতং ন্যাসেন সহিতং যন্ত্রেণ সহিতঞ্চ, এতচ্চ পূজাঙ্গমেবেত্যুক্তম্। অন্যঞ্চ শ্রীগোপাল-দেবাদিমন্ত্রম্; তথেতি সমুচ্চয়ে। তথাপি দীক্ষাদিং বিনা পূজাসম্পত্ত্যভাবাদ্দীক্ষাপ্যস্তীত্যেব জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, তথা তেন দীক্ষাগ্রহণাদিপ্রকারেণ, বিষ্ণ্বর্চ্চনরতা ইতি তেষামেব বিশেষণম্। সদেতি চ কুচিৎ পাঠঃ ॥৩৪১

অথারুণোদয়লক্ষণম্

স্কান্দে—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ স বৈ
পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অরুণোদয় লক্ষণ স্কন্দপুরাণে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড সময়কে অরুণোদয় বলা হয়। ঐ সময় পুণ্যতম বলিয়া স্নান প্রশস্ত ॥ ৩৪২ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ ॥৩৪৩

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারি-দণ্ড সময় অরুণোদয়রূপে শাস্ত্রে কথিত হয়। ইহা সন্ন্যাসিগণের স্নানকাল, ঐ সময় সকল জলই গঙ্গা-জল সম পবিত্র ॥ ৩৪৩ ॥

টীকা—প্রাতরুষসি যাশ্চতস্রো ঘটিকাস্তা; অরুণোদয়ঃ, গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ পরমপাবন ইত্যর্থঃ ॥৩৪৩

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্।
নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥ ৩৪৪

অনুবাদ—রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ প্রহর ও শেষ অর্দ্ধ প্রহর বাদ দিয়া মধ্যের তিন প্রহরকে শাস্ত্রে রজনী বলা হয়। ঐ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে দিবসের আদি ও অন্ত নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব রাত্রি তিন প্রহর ও দিবস পঞ্চ প্রহর মিলিয়া অষ্ট প্রহর দিবারাত্র ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—রাত্রিশেষে চতুর্ঘটিকাব্যাপ্যারুণোদয় ইত্যত্র হেতুমাহ—ত্রিযামামিতি। নাড়ীনামাদ্যন্তয়ো-শ্চতুষ্টয়ং রাত্রেরাদৌ নাড়ীচতুষ্টয়ম্ অন্তে চ নাড়ী-চতুষ্টয়ং ত্যক্ত্বা। এবমেকযামত্যাগেন ত্রিযামা-মাহুর্মুনয়ঃ। যতঃ তন্নাড়ীনামাদ্যন্তচতুষ্টয়ঞ্চ দিবসস্যাদ্যন্তসংজ্ঞিতে তে প্রসিদ্ধে উভে সন্ধ্যে প্রাহুঃ ॥ ৩৪৪ ॥

অথারুণোদয়বিদ্ধোপবাসদোষাঃ

তত্র কৌৎসঃ—

অরুণোদয়বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৪৫

অনুবাদ—অনন্তর অরুণোদয় বিদ্ধা উপবাসে দোষসমূহ, এই বিষয়ে কৌৎস ঋষির বচন—কোন মহিলা অরুণোদয় কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী উপবাস করিয়াছিল, তাহার শতপুত্র নষ্ট হয়, সেই হেতু বিদ্ধা ব্রত পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—কাচিৎ একা যয়োপোষিতা তস্যাঃ ॥৩৪৫

———

পাদ্মে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে—

অরুণোদয়কালে তু বেধং দৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধম্ ।
মদ্দিনং যে প্রকুর্ব্বন্তি যাবদাহূতনারকাঃ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীভগবৎ-ব্রহ্মসংবাদে—অরুণোদয়কালে চতুর্ব্বিধ বেধ জানিয়া ঐ বিদ্ধা হরিবাসরে যাহারা ব্রত করে। তাহারা প্রলয়াবধি নারকী হয় ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বাপি, চাতুর্বিধ্যঞ্চ বেধাতিবেধাদিভেদেন প্রাগ্‌লিখিতমেব ॥ ৩৪৬ ॥

———

কৃতে তু মদ্দিনে তত্র সন্তানস্যাপি সংক্ষয়ঃ ।
সপ্তজন্মসু নশ্যন্তি ধর্ম্মাণি চ ধনানি চ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—বিদ্ধা হরিবাসরে ব্রত করিলে সন্তান সকলও ক্ষয় হয় এবং সাতজন্ম ব্যাপিয়া ধর্ম্মসমূহ ও ধনসমূহ নষ্ট হয় ॥ ৩৪৭ ॥

———

ভবিষ্যে চ—

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে ।
ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মকামার্থনাশিনী ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—অরুণোদয়কালে যদি দশমী দেখা যায়, ঐ দিনে একাদশী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম নাশিনী উপবাস কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪৮ ॥

———

কিঞ্চ—

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে ।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম্ ॥
ইতি ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—আরও—অরুণোদয়কালে যদি দশমী দৃষ্ট হয়, ঐদিনে একাদশী উপবাসকারিগণের উপবাস পাপমূল জানিবে ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—তদা একাদশ্যুপবাসিনামুপবাসঃ পাপস্য মূলং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৯ ॥

———

বিদ্ধোপবাসদোষা যে সামান্যাল্লিখিতাঃ পুরা ।
জ্ঞেয়াস্তেঽত্রাপি বিদ্ধায়া লক্ষণস্যানুসারতঃ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—ইহার পূর্ব্বে সাধারণভাবে যে সকল বিদ্ধা উপবাস দোষ লিখিত হইয়াছে, এইস্থলেও (অরুণোদয় প্রসঙ্গে) ঐ সকল দোষ জানিবে, বিদ্ধার লক্ষণ অনুসারে ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—সামান্যাৎ অরুণোদয়বেধাদিবিশেষরাহিত্যেন সামান্যতঃ পূর্ব্বং লিখিতাঃ। অরুণোদয় বিদ্ধোপবাসেঽপি। কুতঃ ? বিদ্ধায়া লক্ষণস্য পূর্ব্বলিখিতস্যানুসারাৎ, উদয়াৎ প্রাক্ মুহূর্ত্তদ্বয়ব্যাপিনী সতী সম্পূর্ণা, অন্যথা বিদ্ধেতি বিদ্ধালক্ষণেঽরুণোদয়বেধস্যৈব সুসিদ্ধেঃ ॥ ৩৫০ ॥

———

এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধাব্রতপরাণি তু ।
অবৈষ্ণবাশ্রয়াণ্যেব শুক্রমায়া-কৃতানি বা ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্তরূপে বিদ্ধা একাদশী উপবাস সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হইল। ইহা ব্যতীত যে সকল বিদ্ধা-ব্রত পর বাক্য দৃষ্ট হয়, ঐ সকল বাক্য অবৈষ্ণবের বা সকাম গৃহস্থদের জন্য, তাহাদেরও বিদ্ধা উপবাসে বহুদোষ শাস্ত্রে দৃষ্ট হওয়ায় ঐ সকল বাক্য শুক্রাচার্য্যকৃত অসুরমোহন জন্য রচিত জানিতে হইবে ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—ইত্থং সর্ব্বথা বিদ্ধোপবাসো নিষিদ্ধঃ, তত্র চ যদুক্তমৃষ্যশৃঙ্গেণ—'একাদশী ন লভ্যেত সকলা দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দশমীবিদ্ধা ঋষিরুদ্দালকোঽব্রবীৎ ॥'; কিঞ্চ—'অবিদ্ধানি নিষিদ্ধৈশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু। মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ। তদর্দ্ধবিদ্ধান্যন্যানি দিনান্যুপবসেদ্‌বুধঃ ॥', অপি চ—'পারণাহে ন লভ্যেত দ্বাদশী কলয়াপি চেৎ। তদানীং দশমী বিদ্ধা উপোষ্যৈকা-

দশী তিথিঃ ইতি ; পাদ্মে চ—বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্যা পরতো দ্বাদশী নচেৎ। দ্বাদশী দ্বাদশীর্হন্তি ত্রয়োদশ্যান্ত পারণম্। বিদ্ধাপ্যবিদ্ধা বিজ্ঞেয়া পরতো দ্বাদশী ন চেৎ ॥' ইতি। ঈদৃশান্যন্যানি চ যানি বচনানি বর্ত্তন্তে, তেষাং বিষয়ং ব্যবস্থাপ্য লিখতি—এবমিতি লিখিতপ্রকারেণ। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈবসৌরাদয়ঃ, কামিনো গৃহস্থাশ্চেতি-বিষয়কাণি। তেষামপি বিদ্ধোপবাসে বহুলদোষশ্রবণাদপরিতোষেণ পক্ষান্তরং লিখতি—শুক্লেতি ॥ ৩৫১ ॥

ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—এইরূপ আরও জন্মাষ্টমী আদি ব্রত-সমূহও সূর্য্যোদয় বিদ্ধা হইলে ঐ বিদ্ধা দিনসমূহে বৈষ্ণবগণের ব্রত কর্ত্তব্য নহে, ঐরূপ বহু দোষ শাস্ত্রে শ্রবণ হেতু ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধ-দিনানীত্থং পরিত্যাজ্যানীত্যাদিশন্ লিখতি—ইত্থঞ্চেতি ; নৈবোপোষ্যং বৈষ্ণবৈস্ত্বিত্যাদি-লিখিত-প্রকারেণ। আদি-শব্দেন রামনবমী-নৃসিংহ-চতুর্দ্দশ্যাদি, তাদৃশং বিদ্ধৈকাদশীব্রতোক্তসদৃশানাং দোষাণাং গণস্যাশ্রয়াৎ ॥ ৩৫২ ॥

অথার্দ্ধরাত্রবিদ্ধা-সমাধানম্

অর্দ্ধরাত্রাচ্চ পরতো বর্ত্তেত দশমী যদি।
তদাপ্যেকাদশীং বিদ্ধাং মন্যন্তে যচ্চ কেচন ॥৩৫৩॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্দ্ধরাত্র বিদ্ধা সমাধান—দশমীতে অর্দ্ধরাত্রির পর দশমী যদি থাকে পরদিনে তাহাকেও বিদ্ধা কেহ কেহ মনে করেন ॥ ৩৫৩ ॥

অথা চ কৌর্ম্মে—
অর্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ইতি ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ কূর্ম্মপুরাণে—অর্দ্ধরাত্র অতিক্রম করিয়া যদি দশমী দৃষ্ট হয়, তখনও পরদিনে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে ॥ ৩৫৪ ॥

অভিজ্ঞাস্তচ্চ মন্যন্তে পক্ষবর্ধন্যুপাশ্রিতম্।
অতস্তচ্চ তথান্যচ্চ মহতাং নৈব সম্মতম্ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ সকল বচন পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর স্থলে উপযোগী মনে করেন, অতএব ঐ বাক্য বা ঐরূপ অন্য বাক্যও শ্রীব্যাস-দেবাদি মহৎগণের সম্মত নহে ॥ ৩৫৫ ॥

টীকা—এবমরুণোদয়বেধে সতি ন কেনাপ্যুপ-বাসঃ কার্য্য ইতি নিশ্চিতম্। তত্র চ কেচিদর্দ্ধরাত্রাৎ পরতঃ, কেচিচ্চত্বারিংশদ্‌ঘটিকাভ্যশ্চ পরতোঽপি দশম্যনুবৃত্তৌ বেধমিচ্ছন্তীতি তন্মতমুত্থাপ্য নিরা-করোতি—অর্দ্ধরাত্রাচ্চেতি ষড়্‌ভিঃ। যন্মন্যন্তে তৎ পক্ষবর্দ্ধনী নাম মহাদ্বাদশী, তদ্বিষয়কমভিজ্ঞা মন্যন্ত ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ। তৎ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধ-বচনং বিদ্ধত্বং বা, অন্যৎ চত্বারিংশদ্‌ঘটিকোপরি বেধবিষয়কঞ্চ, মহতাং শ্রীব্যাসাদীনাং নৈব সম্মতং ভবতি ॥ ৩৫৩-৩৫৫ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্যাসোক্তৌ তত্রৈব—
অর্দ্ধরাত্রোঽপি কেষাঞ্চিদ্দশম্যা বেধ ইষ্যতে।
অরুণোদয়বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীব্যাসদেবের উক্তিতে—অর্দ্ধরাত্রিতেও কাহারও মতে দশমী বিদ্ধা ইচ্ছা করে, তাহা স্বীকার করিলে অরুণোদয় বিদ্ধা নিষেধ পর শাস্ত্রবচনগুলির বিচারের আর অবকাশ থাকে না। অতএব অরুণোদয় বেধই নিশ্চিত ॥ ৩৫৬ ॥

টীকা—অরুণোদয়-বেলায়ান্তু বেধবিচারণোপরি অবকাশোঽপি নাস্তীত্যনেনারুণোদয়-বেধ এব নিশ্চিতঃ ন তূর্দ্ধ-রাত্রোপরি বেধঃ স্থাপিত ইতি কৈমুতিকন্যায়-বিচারাদিতি দিক্ ॥ ৩৫৬ ॥

কপালবেধ ইত্যাহুরাচার্য্যা যং হরিপ্রিয়াঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরুচ্যতে॥ ৩৫৭॥

অনুবাদ—কোন কোন আচার্য্য অর্দ্ধরাত্র বেধকে কপালবেধ বলেন, তাহা হরিপ্রিয়গণের এবং ব্যাস যে আমি আমারও মত নহে। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে রাত্রিকে ত্রিযামা বলা হইয়াছে। প্রতিপদ প্রভৃতি তিথি এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ৬০ দণ্ড এক অহোরাত্র। আর একাদশী তিথি এক অরুণোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ৬৪ দণ্ড এক অহোরাত্র ব্রত॥ ৩৫৭॥

টীকা—নন্বর্দ্ধরাত্রোপরি বেধো হি কপালবেধত্বেন প্রসিদ্ধো বৈষ্ণবানাং সম্মতঃ, অতঃ সোঽপি বর্জ্জনীয় এব। তত্রাহ—কপালেতি। যম অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধম্, আচার্য্যাঃ কপালবেধ ইতি বদন্তি, হরিপ্রিয়া ইতি হরিপ্রিয়তয়া বেধশ্রবণমাত্রেণ দোষাশঙ্কয়াঽহর্ন তু বিচারেণেত্যর্থঃ। যদ্বা, হরিপ্রিয়া ইতি তত্রত্যানাং শৌনকাদীনাং সম্বোধনম্। তেন চাখিলবিচার-নৈপুণ্যং সমর্থয়তি। যে ইতি পাঠে কেচিদাহুঃ; তচ্চ যে হরিপ্রিয়া আচার্য্যাস্তেষাং মম চ বেদব্যাসস্য সম্মতং ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদিতি। এবং ত্রিযামায়া রাত্রের্মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এব নাস্তি। যতো দশম্যা এব সা রাত্রিঃ, অতস্তত্র যতো দশম্যা বেধঃ স্যাৎ, অতোঽরুণোদয়ে একাদশী-সদ্ভাবেন তৎসম্পূর্ণতা-প্রতিপাদনাৎ তত্রৈব দশম্যনু-বৃত্তৌ বেধঃ কল্প্যতে ইত্যর্থঃ। অন্যথা অতিব্যাপ্তার্দ্ধ-রাত্রাৎ পূর্ব্বং ততোঽপি পূর্ব্বমিত্যেবং রাত্রিপ্রথম-ভাগেঽপি নিয়মাভাবাৎ বেধঃ স্যাৎ। ততশ্চানবস্থা-প্রসঙ্গদোষ এব স্যাদিতি দিক্॥ ৩৫৭॥

পাদ্মে চ—

অর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধির্যদগ্রতঃ।
কপালবেধনী সা চ শুদ্ধাং ভদ্রামুপোষয়েৎ॥ ৩৫৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও—দশমী অর্দ্ধরাত্রকে স্পর্শ করিলে ঐ পক্ষের পূর্ণিমা বা অমাবস্যা যদি অহোরাত্র ব্যাপিয়া পরদিন বৃদ্ধিপায়, তাহাই কপালবেধনী, ঐস্থলে শুদ্ধা পক্ষবর্দ্ধনী-মহাদ্বাদশীর উপবাস করিবে॥ ৩৫৮॥

টীকা—ননু তর্হি অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্যেত্যাদি কূর্ম্ম-পুরাণবচনম্—'অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যাম্যাঃ কলাকাষ্ঠাদি-সংযুতা। মোহিনী সাধিকারা চ ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতা পুরা। নিশীথাৎ পরত্যে যাম্যা একাদশ্যামুপোষিতা। স পতেন্নরকে ঘোরে যাদবাহূতসংপ্লবম্॥' ইত্যাদি। স্মৃত্যর্থসারবচনঞ্চ যৎ, তস্য কো বিষয়ঃ? তত্রাহ—অর্দ্ধরাত্রমিতি। যদাগ্রতঃ পক্ষবৃদ্ধির্ভবতি, তদা পূর্ণা দশমী চেদর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎ, তদা সা কপালবেধনী নামৈকাদশী স্যাৎ। তদা চ শুদ্ধাং ভদ্রাং দ্বাদশী-মেবোপবসেদিত্যর্থঃ। অতশ্চ—'পূর্ণৈকচত্বারিংশচ্চ ঘটিকা দৃশ্যতে যদি। তদা ব্যালমুখী জ্ঞেয়া বর্জ্জিতা মৎপরায়ণৈঃ॥ দ্বিচত্বারিংশদ্ ঘটিকা দশমী দৃশ্যতে যদি। মহাব্যালেতি বিখ্যাতা ন কার্য্যা মুক্তি-কাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ত্রিচত্বারিংশদ্ঘটিকাঽভয়া সা হ্যভি-ধীয়তে। পূর্ণা চতুশ্চত্বারিংশৎ কথিতা সা মহাভয়া' ইত্যাদীনি। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে—'দ্বিপঞ্চাশচ্চ ঘটিকা দশমী দৃশ্যতে যদি। ছায়াভিধা তু সা জ্ঞেয়া নন্দা যা বৃদ্ধিগামিনী॥ ত্রিপঞ্চাশদ্যদা পূর্ণা গ্রস্তা সৈব তু গীয়তে। চতুঃপঞ্চাশকো জ্ঞেয়োঽপ্যতি-বেধস্ততোঽধিকঃ॥ মহাবেধঃ ষড়ধিকস্তথোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। প্রলয়ঃ সপ্তপঞ্চাশৎ মহান্ প্রোক্তস্ত-তোঽপরঃ॥ নবাধিকা মহাঘোরা সম্পূর্ণা ষষ্টি-রাক্ষসী। ছায়াদি-নববেধেষু যঃ কুর্য্যাৎ সমু-পোষণম্। মৃতে স নরকং যাতি যাবদাহূত-সংপ্লবম্॥' ইত্যাদীনি চ বচনানি স্বত এব নিরস্তানি। অর্দ্ধরাত্রবেধপক্ষস্যাপি নিরসনাৎ বিশেষতশ্চ প্রাচী-নৈর্মহদ্ভিরভিজ্ঞৈরসংগৃহীতত্বাৎ তান্যমূলান্যেব জ্ঞেয়ানি॥ ৩৫৮॥

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ।
অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ
পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ॥ ৩৫৯॥

অনুবাদ—অনন্তর দশমী বিদ্ধা না হইলেও সম্পূর্ণা একাদশী তিথি ৬৪ দণ্ড হইয়া পরদিন বৃদ্ধি পাইলে ঐ তিথি শুদ্ধাবৈষ্ণবগণের পরিত্যাজ্যই॥৩৫৯

টীকা—এবমনেকদোষহেতুত্বাৎ বিদ্ধোপবাসঃ পরিত্যাজিতঃ। অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যা-

জ্যোতি লিখতি। অথেতি। দশমীবেধেন বিহীনা পরিত্যক্তা ; কুতঃ ? পূর্ণা সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেব প্রবৃত্তেত্যর্থঃ, সাপ্যেকাদশী পরিত্যাজ্যা। তত্র হেতুঃ —অগ্রতঃ ইতি। কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশীদিনে, কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশীদিনে, কদাচিৎ পক্ষান্ত-তিথেশ্চ প্রতিপদ্দিনে বৃদ্ধগামিত্বাভাবেন চ ত্রয়োদশ্যা সম্পূর্ণায়ামপি সত্যাং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাং, পক্ষান্তস্যাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়া-মেকাদশ্যামেবোপবাসঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্যলক্ষণ-হরিবাসর-ত্যাগেন পারণমিতি ব্যবস্থা। সা চৈকা-দশী নোন্মীলন্যাদিষু ক্বাস্বপি ভবতীতি বিশেষতো নো লিখিতা। বৈষ্ণবৈরিত্যনেন কেচিদবৈষ্ণবাশ্চ ন পরিত্যজেয়ুরিত্যগ্রে ব্যবস্থায়াং লেখ্যম্ ॥ ৩৫৯ ॥

অথ শুদ্ধাবিশেষপরিত্যাগঃ

গারুড়ে—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
বৈষ্ণবী চ ত্রয়োদশ্যাং ঘটিকৈকাপি দৃশ্যতে।
গৃহস্থোঽপি পরাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাং নোপবসেত্তদা ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—এ-পর্য্যন্ত বিদ্ধা ব্রত ত্যাগ বলিয়া অনন্তর শুদ্ধা একাদশী বিশেষ ত্যাগ পূর্ব্বক মহা-দ্বাদশীব্রত বিধান বলিতেছেন. গরুড়পুরাণে—সম্পূর্ণা ৬৪ দণ্ড একাদশী থাকিয়া যে স্থলে পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পরেও একাদশী এবং বৈষ্ণবী দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী দিনে একদণ্ডও দৃশ্য হয়, এস্থলে গৃহস্থও শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া পর দিন দ্বাদশী ব্রত করিবেন, ঐস্থলে সম্পূর্ণা একাদশীতে উপবাস করিবে না। ইহা উন্মীলনী মহাদ্বাদশী ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—সম্পূর্ণা অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবদ্ব্যাপ্তেত্যর্থঃ। পুনরপি তৎপরদিনে প্রভাতে সা একাদশী ভবতি বর্দ্ধতে ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবী দ্বাদশী। গৃহস্থোঽপীত্যপি শব্দঃ একাদশী প্রবৃদ্ধা চেচ্ছুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ। তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী।' ইত্যাদিবচনপ্রাপ্তো যতেরেব পরদিনোপবাসো ন গৃহস্থস্যেতিপক্ষনিরাসার্থঃ ॥৩৬০॥

কিঞ্চ, শ্রীনারদঃ—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
অত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পুত্রপৌত্রবিবর্ধিনী ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—আরও শ্রীনারদের উক্তি—যে স্থলে সম্পূর্ণা ৬৪ দণ্ড একাদশী থাকিয়া পরদিন প্রভাতে বৰ্দ্ধিত থাকে, এস্থলে গৃহস্থদের পক্ষেও পুত্র পৌত্র বিবৰ্দ্ধিনী পরদিনে দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য ॥৩৬১॥

টীকা—এবং ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশ্যা নিষ্ক্রমে সতি শুদ্ধৈকাদশীত্যাগো লিখিতঃ। প্রায়োঽয়মবৈষ্ণবা-নামপি সম্মতঃ। অধুনা দ্বাদশ্যনিষ্ক্রমেঽপি মহাদ্বা-দশ্যপেক্ষয়া বৈষ্ণবানাং সম্মতং শুদ্ধাপরিত্যাগং লিখতি —শ্রীনারদাদ্যুক্তেঃ সম্পূর্ণেত্যাদিভিঃ। প্রভাতে দ্বাদশীদিনে সৈবৈকাদশী পুনর্ভবতি, বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। এবঞ্চ দ্বাদশী-পরতো বৰ্দ্ধতাং ন বেত্যপেক্ষা নাস্তি। অতএবোক্তং স্কান্দাদৌ—'পরতো দ্বাদশী ন চেৎ' ইত্যাদি। অত্র অস্মিন্ কালে দ্বিতীয়ৈবৈকাদশী উপোষ্যা, সম্পূর্ণ প্রথমদিন-পরিত্যাগেন নিষ্ক্রমণা-দিনমেবোপোষ্যমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ,—'সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পরতো দ্বাদশী যদি ॥' ইত্যাদিবচনৈঃ। ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশী সদ্ভাবে সত্যেব সম্পূর্ণৈকাদশী পরিত্যাজ্যা, অন্যথা তু নেতি ব্যবস্থাপিতপক্ষো নিরস্তঃ। ননু 'একাদশী প্রবৃদ্ধা চেৎ' ইতি বচনানুসারেণ যতি-পরোঽয়মিতি ব্যবস্থাপয়িতব্যঃ ; তত্রাহ—পুত্রেতি। এবং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনীত্যনেন তথাগ্রে লেখ্যেন গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চেত্যাদিনা চ একাদশী প্রবৃদ্ধা চেদিত্যাদি-বচনপ্রাপ্তো গৃহিণাং দ্বিতীয়ৈকাদশ্যুপবাসনিষেধোঽপি পরিহৃত ইতি দিক্ ॥ ৩৬১ ॥

অতএব পাদ্মে—

দ্বাদশীমিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।
দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদি বা ন বা ॥৩৬২॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে—সর্ব্বত্র একাদশী তিথি দ্বাদশী মিশ্রিতা ব্রতার্থে গ্রহণীয়া, দ্বাদশী তিথি ত্রয়োদশীতে থাকুক বা না থাকুক ॥ ৩৬২ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বত্রৈকাদশী কার্য্যা দ্বাদশী-মিশ্রিতা নরৈঃ।
প্রাতর্ভবতু বা মা বা যতো নিত্যমুপোষণম্ ॥ ৩৬৩॥

অনুবাদ—আরও—মানবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র দ্বাদশী মিশ্রিতা একাদশী ব্রত কর্ত্তব্য, পারণ দিনে প্রাতে দ্বাদশী থাকুক বা না থাকুক। যেহেতু উপবাস নিত্য ॥ ৩৬৩ ॥

টীকা—প্রাতস্ত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশী ভবতু বা, মা ভবতু। নিত্যমুপোষণমিতি উক্তপ্রকারেণোক্তলক্ষণ-স্যোন্মীলনীব্রতস্য নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৩ ॥

স্কান্দে—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্ ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—সম্পূর্ণা একাদশী থাকিয়া যেস্থলে পরদিন প্রভাতে পুনরায় কিঞ্চিৎ থাকে। সেই পরদিনে ব্রত করিলে শতযজ্ঞ তুল্য পুণ্য লাভ। ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩৬৪ ॥

কিঞ্চ—

একাদশী-কলা যত্র পরতো দ্বাদশী নচেৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—আরও—একাদশী সম্পূর্ণা থাকিয়া পরে দ্বাদশী দিনে এক কলা, তৎপর দিনে দ্বাদশী পারণকালে নাই, ঐ দ্বাদশীতে উপবাসে শতযজ্ঞের পুণ্য, ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩৬৫ ॥

টীকা—এবং দ্বাদশীবৃদ্ধিক্ষয়য়োরনপেক্ষয়া শুদ্ধা-ত্যাগং লিখিত্বা ইদানীং দ্বাদশীক্ষয়মপেক্ষ্যৈব উন্মী-লনীং লিখন্ শুদ্ধাপরিত্যাগমেব লিখতি—সম্পূর্ণে-ত্যাদি-স্কান্দাদিবচনৈঃ। পরতস্ত্রয়োদশ্যাং ন বর্দ্ধতে দ্বাদশী ফলবিশেষং দর্শয়তি—একাদশীতি পঞ্চভিঃ ॥ ৩৬৪-৩৬৫ ॥

কৌর্ম্মে—

একাদশীকলাঽপ্যেকা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্ ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে—একাদশীর এককলা যদি পরদিনে থাকে, পারণকালে দ্বাদশী না থাকে, ঐ একাদশী কলাযুক্তা দ্বাদশীতে উপবাসে শতযজ্ঞের পুণ্য, ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩৬৬ ॥

ভবিষ্যে—

একাদশী-কলাপ্যেকা পরতো ন চ বর্দ্ধতে।
গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চ নৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ ॥ ৩৬৭

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—একাদশীর এককলা, পরদিনে লক্ষিত হইলে এবং ত্রয়োদশীতে দ্বাদশীর বৃদ্ধি নাই, পুত্রবান গৃহিগণও সর্ব্বদা দ্বাদশী তিথি উপবাস করিবেন ॥ ৩৬৭ ॥

কিঞ্চ পাদ্মে—

একাদশীকলাযুক্তা যেন দ্বাদশ্যুপোষিতা।
কিন্তস্য বহুভির্যজ্ঞৈরশ্বমেধাদিভির্নৃপ ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—আরও পদ্মপুরাণে—হে মহারাজ! এককলা একাদশী যুক্তা দ্বাদশী যিনি উপবাস করি-য়াছেন, তাহার অশ্বমেধাদি বহু যজ্ঞের কি প্রয়োজন? ॥ ৩৬৮ ॥

একাদশী দ্বাদশী চ তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৩৬৯॥

অনুবাদ—একাদশী ও দ্বাদশী মিলন স্থানে শ্রীহরি অবস্থান করেন, ঐ দিন উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬৯ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

একাদশীকলা-প্রাপ্তা যেন দ্বাদশ্যুপোষিতা।
তুল্যা ক্রতুশতেন স্যাৎ ত্রয়োদ্যাশস্তু পারণম্ ॥ ৩৭০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—এক কলা একাদশীযুক্তা দ্বাদশীতে উপবাস করিলে শত অশ্বমেধ তুল্য পুণ্য হয়, ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩৭০ ॥

বৌধায়নস্মৃতৌ—

একাদশীকলাযুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ।
ত্রয়োদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য
বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৩৭১ ॥

ইত্যুন্মীলনী

অনুবাদ—বৌধায়নস্মৃতিতে—একাদশীর কলাযুক্তা দ্বাদশীতে মানবগণ উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে যিনি ভোজন করেন, তাঁহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন হন। ॥ ৩৭১ ॥ ইতি উন্মীলনী মহাদ্বাদশী ॥ ৩৭১ ॥

অথ ব্যঞ্জুলী-দ্বাদশীব্রতবিধিঃ

স্কান্দে—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা
দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—অথ ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীব্রতবিধি স্কন্দপুরাণে—একাদশী ৬৪ দণ্ড পূর্ণা থাকিয়া দ্বাদশী ৬০ দণ্ড থাকিয়া পরদিন বৃদ্ধি যখন থাকে, তখনই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবেন ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—এবং শুদ্ধাপরিত্যাগে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী-বিষয়ং দর্শয়িত্বাধুনা ব্যঞ্জুলীমহাদ্বাদশীবিষয়ং লিখতি—একাদশীতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। পূর্ণা সম্পূর্ণা যদা একাদশী ভবেদিতি প্রায়স্তস্যাঃ সম্পূর্ণত্বেনৈব দ্বাদশ্যা অপি সম্পূর্ণায়াঃ সত্যা বৃদ্ধিসম্ভবাৎ, ন ত্বত্র দ্বাদশীবৃদ্ধিমাত্রাপেক্ষা, ব্যঞ্জুল্যামেকাদশীসম্পূর্ণতাপেক্ষণাৎ। যদ্বা, পূর্ণেতি অরুণোদয়াৎ প্রবৃত্তত্বেন শুদ্ধাপরিত্যাগো দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ৩৭২ ॥

কালিকাপুরাণে—

একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভবেৎ।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥ ৩৭৩ ॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে—একাদশী সম্পূর্ণা, দ্বাদশী পূর্ণা থাকিয়া পরদিন বৃদ্ধি হয়, সেস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। এস্থলে তিথিবৃদ্ধি প্রশস্ত ॥ ৩৭৩ ॥

টীকা—তিথের্বৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে, তত্র ব্রতাদিকং মহাফলমিত্যর্থঃ। ব্যঞ্জুলীমহাত্ম্যবিশেষশ্চাগ্রে মুখ্যপ্রসঙ্গে লেখ্যঃ। অত্র চ শুদ্ধা-পরিত্যাগ-প্রকরণস্যৈব মুখ্যত্বাদুন্মীলন্যাদি-নিরূপণপ্রকরণমধ্যোন্মীলনীত্যাদিরূপেণ স্পষ্টতয়া মুখ্যত্বেন ন লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৩৭৩ ॥

ভবিষ্যে—

উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণম্।
নির্গতায়াং ত্রয়োদশ্যাং কলা চ
বিকলাপি বা ॥ ৩৭৪ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—শুদ্ধা দ্বাদশীর উপবাস করিয়া পরদিন দ্বাদশীতেই পারণ, কারণ ত্রয়োদশী দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দ্বাদশী এক কলা বা বিকলা যাহাই থাকুক ॥ ৩৭৪ ॥

বিকলায়ান্তু দ্বাদশ্যাং পারণং যঃ করোতি হি।
তামুপোষ্য মহীপাল ন গর্ভে বিশতে নরঃ ॥ ৩৭৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দ্বাদশীর বিকলাতে যিনি পারণ করেন এবং ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিলে মানব আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না ॥ ৩৭৫ ॥

ভাগবতাদি-তন্ত্রে চ—

সম্পূর্ণৈকাদশী ত্যাজ্যা পরতো দ্বাদশী যদি।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণম্।
ন গর্ভে বিশতে জন্তুরিত্যাহ ভগবান্
হরিঃ ॥ ৩৭৬ ॥

ইতি ব্যঞ্জুলী।

অনুবাদ—ভাগবতাদি তন্ত্রেও—দ্বাদশী যদি অহোরাত্র ব্যাপিয়া পরদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ঐস্থলে সম্পূর্ণা শুদ্ধা একাদশী ত্যাজ্য, শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস, পরদিন দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিলে মানব আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না—ইহা ভগবান্ শ্রীহরি বলেন ॥ ৩৭৬ ॥ ইতি ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ॥

টীকা —যচ্চোক্তম্—'পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা পরতো বর্দ্ধতে যদি। দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে ॥' ইত্যনেন একাদশীবৎ দ্বাদশীবৃদ্ধৌ পূর্বৈকাদশীত্যাগ ইতি। অতএব স্কান্দে—'শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্ষীণাধিকোত্তরা। একাদশী-মুপবসেন্ন তু শুদ্ধান্ত বৈষ্ণবীম্ ॥'; অস্যার্থঃ—শুদ্ধা একাদশী সমা হীনা বা উত্তরা দ্বাদশী সমাঽক্ষীণা-ধিকা বা, তদা একাদশীমেবোপবসেৎ, ন তু শুদ্ধাং বৈষ্ণবীং দ্বাদশীমিতি। তৎপরিহারার্থং ভবিষ্য-পুরাণাদিবচনং লিখতি—উপোষ্যেতি; শুদ্ধেত্যনেন একাদশীসংযোগাভাবাদেকাদশী-বৃদ্ধির্নাপেক্ষিতা। অতএবোক্তং ব্রাহ্মে—'একলিপ্ত্যা সমাযুক্তা যদি বৃদ্ধি-পরা তিথিঃ। অথবৈকাদশী নাস্তি দশম্যা বাথ সঙ্গতা। দ্বাদশী তু কলা কাষ্ঠা যদি স্যাদপরেঽহনি। দ্বাদশ দ্বাদশীর্হন্তি পূর্ব্বস্যাং পারণং কৃতম্ ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—তিথিবৃদ্ধিপরত্বেন একাদশীপরদিনে এক-লিপ্ত্যা সমাযুক্তা কিঞ্চিন্মাত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ। অথবা নাস্তি দ্বাদশী চ কিঞ্চিন্মাত্রা ত্রয়োদশ্যামস্তি, তদা শুদ্ধ-দ্বাদশ্যামেবোপবাসঃ ন ত্বেকাদশ্যাম্। দশম্যা সঙ্গতে-ত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেনোদাহৃতম্। একাদশীমুপোষ্য সম্পূর্ণদ্বাদশ্যাঞ্চ তদা পারণং কৃতং সৎ 'দ্বাদশ-দ্বাদশী-পুণ্যং হন্তি' ইতি। 'ন গর্ভে বিশতে নর' ইতি ন গর্ভে বিশতে জন্তুঃ' ইত্যাদিনা চ বঞ্জুল্যা মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তঃ, ন তু তত্র মুমুক্ষোরেবাধিকারো দর্শিত ইতি। তাসামষ্টমহাদ্বাদশীনাং সর্ব্বাসামেব নিত্যত্বাদিতি দিক্। 'পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা' ইত্যাদি-বচনানাঞ্চ বিষয়ব্যবস্থাগ্রে লেখ্যা ॥ ৩৭৪-৩৭৬ ॥

———

অথ ত্রিস্পৃশা

নারদীয়ে—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশা নাম সা প্রোক্তা
ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—অথ ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী নারদীয়-পুরাণে একাদশী সম্পূর্ণা, পরদিন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি, দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত, রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী প্রবেশ, তাহাই ত্রিস্পৃশা নাম্নী মহাদ্বাদশী কথিতা, ঐ দ্বাদশী ব্রত দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপও দূরে যায় ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—অধুনা ত্রিস্পৃশা-দ্বাদশীং লিখতি—একাদশীত্যাদিনা পারণমিত্যন্তেন ॥ ৩৭৭ ॥

———

কৌর্ম্মে—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিভির্মিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা
সর্ব্বপাপহরা স্মৃতা ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে—শুদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরদিনে কিঞ্চিৎ দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্তা, রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী প্রবেশ, মধ্য দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী মিশ্রিত হইয়া ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী নামে কথিতা, উহা ব্রত করিলে সর্ব্বপাপহরা ॥ ৩৭৮ ॥

———

উপবাসঃ কৃতস্তস্যাং সদা পাতকনাশনঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—সদা পাতকনাশন একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী মিশ্রা ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী উপবাস করিলে শত যজ্ঞসম পুণ্য হয়, ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩৭৯ ॥

———

কিঞ্চ—

ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তামেবোপবসেৎ কামী অকামো বিষ্ণুতৎপরঃ
॥ ৩৮০ ॥

অনুবাদ—আরও—ত্রিস্পৃশা একাদশী যে দিন, ঐ দিনে শ্রীহরির অধিষ্ঠান। ধনপুত্রাদিকামী, অকাম মুমুক্ষু ও বৈষ্ণব সকলেই তাহাতে উপবাস করিবেন ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—ততশ্চ যদুক্তং 'একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রি-শেষে ত্রয়োদশী। উপবাসং ন কুর্ব্বীত পুত্র-পৌত্র-সমন্বিতঃ ॥' ইতি। তৎ পরিহরতি—ত্রিস্পৃশেতি। কামী ধনপুত্রাদিকামযুক্তঃ। অকামো বৈষ্ণবঃ। তত্র হেতুঃ—বিষ্ণুতৎপর ইতি। যদ্বা, অকামশ্চ মুমুক্ষুঃ,

বিষ্ণুতৎপরশ্চ বৈষ্ণবঃ, এবং সর্ব্বেষামেব তত্রোপবাসো বিহিতঃ। এতদেব ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতীত্যাদিনা সর্ব্বদুঃখদোষমূলপাপনিরসনোক্ত্যা তথা 'তত্র ক্রতুশতং পুণ্যম্' ইত্যাদিনা সর্ব্বসুখমঙ্গলহেতুপুণ্যোৎপাদনোক্ত্যা চ প্রতিপাদিতমিতি দিক্ ॥৩৮০॥

———

স্কান্দে—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
উপোষ্যা চ প্রযত্নেন মহাপুণ্যবিবর্দ্ধিনী ॥ ৩৮১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী এই ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী মহাপুণ্য বৃদ্ধিকারিণী যত্নসহ উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ৩৮১ ॥

———

কিঞ্চ

একাদশীকলাযুক্তা দ্বাদশী ক্ষীয়তে যদা।
উপোষ্যা চ মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—আরও—যে দিন একাদশী কলা যুক্ত, দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত, সেই সর্ব্বপাপহরা মহাপুণ্যা তিথি উপবাস কর্ত্তব্যা ॥ ৩৮২ ॥

———

সুমন্তুস্মৃতৌ—

একাদশীকলাযুক্তা দ্বাদশী লুপ্যতে যদা।
একাদশী তদোপোষ্যা দ্বিতীয়া
মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—সুমন্তুস্মৃতিতে—একাদশী কলাযুক্ত দ্বাদশী যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ঐ একাদশীযুক্তা দ্বাদশী মোক্ষকামীগণও উপবাস করিবেন ॥ ৩৮৩ ॥

———

ভবিষ্যে—

একাদশী-কলাপ্যেকা দ্বাদশী সকলং দিনম্।
ত্রয়োদশী উষাকালে বৈষ্ণবন্তু দিনত্রয়ম্।
সর্ব্বপাপহরং প্রাপ্তং তদুপোষ্যমিতি স্মৃতিঃ ॥ ৩৮৪॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—একাদশী এককলা থাকিয়া সমগ্র দিন দ্বাদশী, উষাকালে ত্রয়োদশী, এই ত্রিস্পৃশাতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানহেতু সর্ব্বপাপহর তিথি পাইলে উপবাস কর্ত্তব্য, ইহা স্মৃতি সম্মত ॥ ৩৮৪ ॥

———

পাদ্মে চ—

দ্বাদশীসংযুতা যত্র ভবত্যেকাদশীকলা।
দিনক্ষয়েঽপি যা পুণ্যা ন দশম্যা কদাচন ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও—যে দিনে দ্বাদশী সংযুক্তা একাদশী কলা তাহা দ্বাদশী ক্ষয়ে সংগঠিতা হইলেও পুণ্যপ্রদা, দশমী মিলিতা কখনও পবিত্রা নহে ॥ ৩৮৫ ॥

———

ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
পুণ্যং ক্রতুশতস্যোক্তং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৩৮৬॥

অনুবাদ—ত্রিস্পৃশা (একাদশী) দ্বাদশী যে দিন, সেই দিন শ্রীহরির অধিষ্ঠানহেতু উহাতে শত যজ্ঞের পুণ্য বলা হইয়াছে এবং ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৩৮৬॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

পুরা চৈকাদশী স্বল্পা অন্তে চৈব ত্রয়োদশী।
সম্পূর্ণা দ্বাদশী মধ্যে ত্রিস্পৃশা সা হরিপ্রিয়া ॥ ৩৮৭॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে—প্রথমে অল্পা একাদশী, মধ্যে সম্পূর্ণা দ্বাদশী অন্তে ত্রয়োদশী, সেই ত্রিস্পৃশা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥ ৩৮৭ ॥

———

ত্রিস্পৃশাং দ্বাদশীং প্রাপ্য কুরুতে পূর্ব্ববাসরম্।
তেনাত্মনন্ত কল্যাণং দগ্ধং পাপাগ্নিনা দৃঢ়ম্ ॥ ৩৮৮॥

ইতি ত্রিস্পৃশা।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদিনে ব্রত করে, সেই ব্যক্তি আত্মকল্যাণকে পাপাগ্নি দ্বারা দৃঢ়ভাবে দগ্ধ করে ॥ ৩৮৮ ॥ ইতি ত্রিস্পৃশা ॥ ৩৮৮ ॥

———

অথ পক্ষবৰ্দ্ধিনী

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্যাসোক্তৌ—

তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া
ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্মনুষ্যৈঃ।
বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া
যদ্যগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ ॥ ৩৮৯॥

অনুবাদ—অথ পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীব্যাসদেবের উক্তিতে—বেধযুক্তা একাদশী তিথি ধর্ম্মার্থকামী ও জ্ঞানী মনুষ্য কর্ত্তৃক সর্ব্বভাবে বর্জ্জনীয়া, বেধ বিহীনা শুদ্ধা একাদশীও বর্জ্জনীয়া হয় যদি সম্মুখে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা অহোরাত্র ব্যাপিয়া পরদিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮৯ ॥

টীকা—পক্ষবর্দ্ধিনীং লিখতি—তিথিরিতি দ্বাভ্যাম্। পক্ষ ইতি পক্ষান্তোঽমাবস্যা পূর্ণিমা বেত্যর্থঃ ॥৩৮৯॥

অন্যত্র চ—

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি।
দ্বিতীয়েঽহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥৩৯০॥

অনুবাদ—অন্যত্রও অগ্রে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা অহোরাত্র ব্যাপিয়া দ্বিতীয় দিনে যদি বৃদ্ধি পায়, হে মহারাজ! ঐ পক্ষের দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী ব্রত কর্ত্তব্যা ॥ ৩৯০ ॥

টীকা—তদেব স্পষ্টয়তি—সম্পূর্ণা সতী দ্বিতীয়েঽহ্নি প্রতিপদ্দিনে যদি বর্দ্ধতে ॥ ৩৯০ ॥

এবং মহত্যো দ্বাদশ্যশ্চতস্রো দর্শিতঃ ক্রমাৎ।
উন্মীলনী ব্যঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রমে উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইল ॥ ৩৯১ ॥

টীকা—এতে চ মহাদ্বাদশীভেদা ইতি স্পষ্টতয়া লিখতি—এবমিতি, লিখিতশুদ্ধৈকাদশীত্যাগপ্রকারেণ ॥ ৩৯১ ॥

অপরাশ্চ চতস্রস্তা জ্ঞেয়া নক্ষত্রযোগতঃ।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—অন্য চারিটি নক্ষত্রযোগ বশতঃ মহাদ্বাদশী জানিবেন, যথা—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—নক্ষত্রে মহাদ্বাদশ্যঃ প্রসিদ্ধাঃ, তত্র লিখতি—অপরাশ্চেতি। তা মহাদ্বাদশ্যঃ ॥ ৩৯২ ॥

তত্র তত্র বিশেষশ্চ যোঽন্যঃ কৃষ্ণার্চ্চনাদিকঃ।
লেখ্যঃ সোঽগ্রে বিশেষেণ তত্তন্মুখ্যনিরূপণে ॥৩৯৩॥

অনুবাদ—সেই সেই প্রসঙ্গে আর যাহা বিশেষ শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনাদি তাহাও অগ্রে এই গ্রন্থ মধ্যে সেই সেই বিষয় মুখ্যভাবে নিরূপণ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লেখা হইবে ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—ননু তত্র কেন নক্ষত্রেণ কতমা স্যাৎ, কেন বা পূজাদিবিশেষেণ তাসাং মহত্ত্বম্? তত্র লিখতি—তত্রেতি। উন্মীলন্যাদৌ জয়াদৌ চ বিশেষেণ অসাধারণতয়া, তাসাং মুখ্যং নিরূপণম্ অগ্রতো লেখ্যং তস্মিন্ ॥ ৩৯৩ ॥

অথ পূর্ব্বোপবাসাদি-সমাধানম্

এবং দ্বাদশ্যবৃদ্ধৌ চ পূর্ব্বোপোষ্যেতি যদ্বচঃ।
তথা ত্যাজ্যা ত্রিস্পৃশা চ
কৃষ্ণাপ্যেকাদশীতি যৎ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পূর্ব্বপক্ষীয় বিদ্ধা উপবাসাদির সমাধান, পূর্ব্বপক্ষ—যেমন পারণ দিনে দ্বাদশী বৃদ্ধি না পাইলে একাদশী উপবাস কর্ত্তব্য এই বাক্য, ত্রিস্পৃশা একাদশী ত্যাজ্যা এবং কৃষ্ণা একাদশী ত্যাজ্যা ইত্যাদি যে সকল বাক্য ॥ ৩৯৪ ॥

তথা চ স্কান্দে—

পূর্ণা একাদশী ত্যাজ্যা বর্দ্ধতে দ্বিতয়ং যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্ব্বৈব পরিগৃহ্যতে ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বপক্ষ বাক্যগুলি যেমন স্কন্দপুরাণে—দ্বাদশী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখনই পূর্ণা একাদশী ত্যাজ্যা, পারণে দ্বাদশী না থাকিলে একাদশীই ব্রতে গ্রহণীয় ॥ ৩৯৫ ॥

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশং তদহোরাত্রং নোপোষ্যং
তৎ সুতার্থিভিঃ ॥ ৩৯৬॥

অনুবাদ—একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী, অহোরাত্র মধ্যে এই তিন তিথি স্পর্শ হইলে পুত্রার্থিগণ তাহাতে উপবাস করিবে না ॥ ৩৯৬ ॥

টীকা—এবং শুদ্ধাত্যাগে বৈষ্ণবানাং ব্রতনিশ্চয়-বচনানি সংগৃহ্যাধুনা তদ্বিরোধীন্যন্যান্যপি বচনানি ব্যবস্থাপয়ন্ লিখতি—এবমিতি, লিখিতবৈষ্ণব-ব্রত-নিশ্চয়-প্রকারেণ। দ্বাদশ্যা অবৃদ্ধৌ ত্রয়োদশীদিনে বৃদ্ধ্যভাবে সতি পূর্ব্বা একাদশী এবোপোষ্যেতি যদ্বচঃ, পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যেত্যাদিবচনম্। তথেতি সমুচ্চয়ে। ত্রিস্পৃশৈকাদশী ত্যাজ্যেত্যর্থে একাদশী দ্বাদশী চেত্যাদিকং যদ্বচঃ, তথা কৃষ্ণৈকাদশ্যাপি ত্যাজ্যেত্যর্থে চ 'যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা' ইত্যাদি যদ্বচঃ, এতৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবেতরান্ অবৈষ্ণবান্ গৃহস্থান্ প্রতি অন্যতামিত্যুরশ্লোকেনান্বয়ঃ। তত্তদ্বচনমেব লিখতি—পূর্ণেত্যাদিনা সদা গৃহীত্যন্তেন। দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশী চ। পাঠান্তরে পরতঃ অগ্রে যদি বর্দ্ধতে একাদশ্যেব, দ্বাদশ্যাং পারণস্য ব্রতসমাপ্তিকালস্যালাভে চ সতি। অভাবে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। এবঞ্চ দ্বাদশী-বৃদ্ধিরপেক্ষিতৈব। পূর্ব্বা এব একাদশী প্রথমদিনম্। পূর্ণেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অতএবোক্তং ভৃগুণাপি—'সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া তু পরতো দ্বাদশী যদি॥' ইতি এতাদৃশান্যন্যানি বচনানি সন্তি, তানি চ বৈষ্ণবানামনুপাদেয়ত্বাৎ ন সংগৃহীতানি। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। এবং দ্বাদশ্যবৃদ্ধৌ পূর্ব্বদিনোপবাসবচনং লিখিতম্, অধুনা পুত্রার্থিনাং গৃহস্থানাং ত্রিস্পৃশানুপবাসবচনং লিখতি—একাদশীতি ॥ ৩৯৪-৩৯৬ ॥

অতো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

একাদশী যদা বৃদ্ধা দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা।
ক্ষীণা সা দ্বাদশী জ্ঞেয়া নক্তং তত্র বিধীয়তে ॥৩৯৭॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যে দিনে একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশী ক্ষয় যায়, সেই দ্বাদশীকে ক্ষীণা বলা হয়, সে স্থলে রাত্রিব্রত বিধান আছে ॥ ৩৯৭ ॥

স্কান্দে চ—

একাদশী কলা যত্র দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা।
তত্র নক্তং প্রকুর্ব্বীত নোপবাসং গৃহাশ্রমী ॥ ৩৯৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও—যে দিনে একাদশী এককলা দ্বাদশীও ক্ষয়প্রাপ্ত সে দিনে নক্ত ব্রত করিবে, গৃহাশ্রমী উপবাস করিবে না ॥ ৩৯৮ ॥

টীকা—সুতার্থিনাং ত্রিস্পৃশানুপবাসমেব তত্র নক্তং বিধানতঃ সাধয়তি—একাদশীতি দ্বাভ্যাম্। নক্তং নক্তভোজনং, তচ্চ কিঞ্চিৎ ফলাদিনৈব, ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩৯৭-৩৯৮ ॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা দ্বাদশী মে সদা প্রিয়া।
শুক্লা গৃহস্থৈঃ কর্ত্তব্যা ভোগসন্তানবর্দ্ধিনী ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে—যেমন শুক্লা দ্বাদশী, তেমনই কৃষ্ণা দ্বাদশী আমার সর্ব্বদা প্রিয়া। শুক্লা ব্রত গৃহস্থগণ করিবেন, ভোগ ও সন্তান বৃদ্ধিকারিণী ॥ ৩৯৯ ॥

কিঞ্চ—

সংক্রান্ত্যাদ্যুপবাসেন পারণা ন যুধিষ্ঠির।
একাদশ্যাঞ্চ কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বিনশ্যতি ॥ ৪০০

অনুবাদ—আরও—হে যুধিষ্ঠির! সংক্রান্ত্যাদি উপবাসে পারণা না করিলে এবং কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাসী থাকিলে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিনাশ হয় ॥ ৪০০ ॥

কিঞ্চ—

শয়নী-বোধনী-মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—আরও শয়নী একাদশী হইতে উত্থান একাদশী মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী তাহাই গৃহস্থ কর্ত্তৃক উপবাস কর্ত্তব্য, অন্য সময় কৃষ্ণা উপবাস নিষিদ্ধ ॥ ৪০১ ॥

অতএব গোভিলঃ—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
বনস্থযতিধর্ম্মোঽয়ং শুক্লামেব সদা গৃহী ॥ইতি ॥৪০২

অনুবাদ—অতএব গোভিল বাক্য—উভয়পক্ষীয়

একাদশীতে ভোজন করিবে না, উহা বানপ্রস্থ ও যতি-গণের ধর্ম্ম, সর্ব্বদা গৃহী শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিবে ॥ ৪০২ ॥

টীকা—অধুনা গৃহস্থানাং কৃষ্ণৈকাদশীত্যাগবচনানি লিখতি—যথেত্যাদিনা। শুক্লা গৃহস্থৈঃ কর্ত্তব্যেতি তথা 'কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠপুত্রো বিনশ্যতি' ইত্যাদিনা কামিনঃ পুত্রবতো গৃহস্থস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসো নিষিদ্ধঃ। তত্র চ চাতুর্ম্মাস্যাঃ কৃষ্ণৈকাদশ্যস্তেনাপি কর্ত্তব্যাঃ ইত্যাহ—শয়নীতি; শয়নীবোধন্যোরেকাদশ্যোর্ম্মধ্যে। 'শুক্লামেব সদা গৃহী' ইত্যনেন চ নৈবোপবাসো নিষিধ্যতে, ব্রতস্য নিত্যত্বাৎ, কিন্তু তত্র পূজাদিনিময়মবিশেষ এব নিষিধ্যতে। তচ্চ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবোপদেবাচার্য্যাদিভিরেব সবিস্তরঃ ব্যাখ্যাতমস্তীত্যতস্তথাত্র বৈষ্ণবকৃত্যলিখনেহনপেক্ষ্যত্বাচ্চ, কিন্তুদ্বিস্তারণেন ॥ ৩৯৯-৪০২ ॥

এতৎ সর্ব্বং তথান্যচ্চ বচনং বৈষ্ণবেতরান্।
গৃহস্থান্ পুত্রবিত্তাদি-তৎপরান্ প্রতি মন্যতাম্ ॥ ৪০৩

অনুবাদ—এই সকল বাক্য এবং এইরূপ অন্য বাক্য সকলও বৈষ্ণব ভিন্ন গৃহস্থ ও পুত্রবিত্তাদি পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য মনে করুন ॥ ৪০৩ ॥

টীকা—এতল্লিখিতং সর্ব্বং বচনম্; তথেতি সমুচ্চয়ে; তাদৃশং বা অন্যৎ মহাদ্বাদশ্যষ্টকং কাম্যমিত্যাদিপরঞ্চ যদ্বচনং, পুত্রবিত্তাদি-তৎপরানিত্যবৈষ্ণবলক্ষণম্। পূর্ব্বং শুক্রমায়া-কল্পিতত্বেন বিদ্ধোপবাস-বচনানাং সমাধানং কৃতম্। ইদানীঞ্চ বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদব্যবস্থয়া কদাচিচ্চ দ্ধাত্যাগেন পরদিনোপবাসাদি-বিরোধিবচনানাং কৃতমিতি বিশেষঃ। তত্র চ যদ্যপি বিদ্ধোপবাসত্যাগে 'বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্' ইত্যাদাবিবাত্র পরদিনোপবাসাদি-বচনেষু সর্ব্বেষু বিশেষতো বৈষ্ণব-শব্দা ব্যক্তো নাস্তি, তথাপি দ্বাদশ্যা মাহাত্ম্যবিশেষাৎ, তথা উন্মীলন্যাদিষু ফলবিশেষশ্রবণাৎ কুচিচ্চ 'তত্র সন্নিহিতো হরিঃ' ইত্যাদি, কুচিচ্চ 'বিষ্ণুতৎপরঃ' ইত্যাদি-শব্দবৃত্তেঃ। তথা শ্রীবিষ্ণুপ্রীণনত্বেন মহাদ্বাদশ্যষ্টকস্য বৈষ্ণবেষু নিত্যত্বাচ্চ বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদেনৈব ব্যবস্থা সাধীয়সীতি মহতাং সম্মতমিতি দিক্। অতএবাগ্রে লেখ্যং—বৈষ্ণবসম্মতেতি ॥ ৪০৩ ॥

অতএবোক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে—
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র পরতঃ পুনরেব সা।
পূর্ব্বামুপবসেৎ কামী নিষ্কামস্তুত্তরাং বসেৎ ॥ ৪০৪॥

অনুবাদ—অতএব মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—যেস্থলে সম্পূর্ণা একাদশী পরদিন পুনরায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত, কামী ব্যক্তি পূর্ব্বা একাদশী উপবাস করিবে, নিষ্কামব্যক্তি পরদিন উপবাস করিবে ॥৪০৪

টীকা—এবং পূর্ব্বোপবাসাদিকমবৈষ্ণববিষয়কং পরদিনোপবাসঞ্চ বৈষ্ণববিষয়কমিতি ব্যবস্থাপ্য লিখিতং, তদেব শ্রীমার্কণ্ডেয়াদ্যুক্তব্যবস্থয়া সাধয়তি—সংপূর্ণেতি চতুর্ভিঃ। কামী পুত্রাদিকামবান্ নিষ্কামশব্দেন গৃহস্থোঽপি গ্রাহ্যঃ, তস্যাপি নিষ্কামতাসম্ভবাৎ। অতএব স্কান্দাদৌ 'নিষ্কামস্তু সদা গৃহী' ইত্যাদি। অত্র চ কামিত্বেনাবৈষ্ণবত্বং নিষ্কামত্বেন চ বৈষ্ণবত্বং সুসিদ্ধমেব ॥ ৪০৪ ॥

ত্রিকাণ্ডমণ্ডলেন চ—
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
উত্তরান্তু যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী ॥ ৪০৫॥

অনুবাদ—ত্রিকাণ্ড মণ্ডলেও—পূর্ব্বদিনে সম্পূর্ণা একাদশী, পরদিনে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্তা, পরদিনে যদি উপবাস করিবেন, পূর্ব্বদিনে গৃহী উপবাস করিবে ॥ ৪০৫ ॥

টীকা—যতিরিব যতিঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। গৃহী সকাম ইত্যর্থঃ, লিখিতন্যায়াৎ। তত্র চ প্রায়ো যতেরেব নিষ্কামতয়া গৃহিণশ্চ সকামতয়া যতিগৃহিশব্দপ্রয়োগ ইতি দিক্ ॥ ৪০৫ ॥

স্কান্দে —
নিষ্কামস্তু গৃহী কুর্য্যাদুত্তরৈকাদশীং সদা।
প্রাতর্ভবতু বা মা বা দ্বাদশী চ দ্বিজোত্তম ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—নিষ্কাম গৃহী পরদিনে

একাদশী সর্ব্বদা উপবাস করিবে, হে দ্বিজবর! দ্বাদশী পারণ দিনে প্রাতে থাকুক বা না থাকুক ॥ ৪০৬ ॥

টীকা—প্রাতস্ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশী ভবতু বা, ন ভবতু বা, তথা উত্তরামেবৈকাদশীং নিষ্কামো গৃহস্থঃ সদা কুর্য্যাৎ, ন তু পূর্ব্বামিত্যর্থঃ ॥ ৪০৬ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ব্যাসেনাপি—

শুদ্ধৈব দ্বাদশী রাজন্ উপোষ্যা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
পারণন্তু ত্রয়োদশ্যাং পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে ব্যাসদেবও—হে রাজন্ মোক্ষকামীগণ শুদ্ধা দ্বাদশীই উপবাস করিবেন। ত্রয়োদশীতে শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করিয়া পারণ করিবেন ॥ ৪০৭ ॥

টীকা—মোক্ষো জন্মমরণাদি-সংসারবন্ধতো মুক্তিঃ; যদ্বা, মোক্ষয়তীতি মোক্ষঃ শ্রীবিষ্ণুঃ; যদ্বা, অকারবিশ্লেষেণ অমোক্ষং ভগবৎপ্রেম, তদাকাঙ্ক্ষাবদ্ভিঃ। জনার্দ্দনং পূজয়িত্বেতি বৈষ্ণবতীথের্দ্বাদশ্যা অভাবে তস্যাং পারণে কৃতস্য ভগবৎপূজাবিশেষস্য ত্রয়োদশ্যামপি বিধানাক্ত্যা সন্দেহো নিরস্তঃ ॥ ৪০৭ ॥

তাদৃশোঽপি গৃহস্থোঽত্র পরং পুত্রাদি-কামুকঃ।
উপবাসস্য নিত্যত্বাৎ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥৪০৮॥

অনুবাদ—পুত্রাদিকামী বৈষ্ণব গৃহস্থও উপবাসের নিত্যতাহেতু কিঞ্চিৎ ফল-মূলাদি অনুকল্প গ্রহণ করিবেন ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—ননু 'নক্তং তত্র বিধীয়তে' ইত্যাদিনা পুত্রবতঃ কামিনো গৃহস্থস্য নক্তং বিহিতং, তস্যাপি কথং তৎ সঙ্গচ্ছতাং 'ন ভোক্তব্যম্, ন ভোক্তব্যম্' ইত্যাদিনাধিকারনির্ণয়ে সর্ব্বেষামেব ভোজননিষেধাৎ? সত্যম্ তেনাপি কথঞ্চিদবশ্যং ব্রতং পরিপালনীয়মেবেতি লিখতি—তাদৃশঃ অবৈষ্ণবোঽপি, অতএব পরং কেবলং পুর্ব্বাদিকামুকঃ। ত্রিস্পৃশা-দিনে কিঞ্চিদ্‌পয়োমূলফলাদিকং বা ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ, আহারং কুর্য্যাৎ, তচ্চ পুর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৪০৮ ॥

তদুক্তম্—

উপবাসনিষেধে তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।
নো দুষ্যত্যুপবাসোঽত্র উপবাসফলং লভেৎ ॥
ইতি ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—তাহাই বলা হইয়াছে—উপবাস নিষেধের তাৎপর্য্য নিরম্বু উপবাস না, কিঞ্চিৎ ফল-মূলাদি অনুকল্প গ্রহণ করিবে। ইহাতে উপবাস দূষিত হয় না, উপবাসের ফল পাওয়া যায় ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—অতঃ কিঞ্চিদ্‌ভক্ষ্যপ্রকল্পনাদ্ধেতোরুপবাসো ন দুষ্যতি, উপবাসফলঞ্চ লভেদিতি ॥ ৪০৯ ॥

ইত্থং শাস্ত্রবিচারেণ শিষ্টাচারানুসারতঃ।
একাদশী-ব্যবস্থেয়ং কৃতা বৈষ্ণবসম্মতা ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—এইভাবে শাস্ত্র বিচার দ্বারা শিষ্টাচার অনুসারে বৈষ্ণবসম্মতা একাদশী ব্রত ব্যবস্থা ইহা লিখিত হইল ॥ ৪১০ ॥

টীকা—এবং বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন ব্যবস্থাং লিখিত্বা নির্ণয়প্রকরণমুপসংহরন্ লিখতি—ইত্থমিতি। শাস্ত্রবিচারেণ, যঃ শিষ্টানামাচারস্তদনুসারেণ। যদ্বা, ন কেবলং শাস্ত্রবিচারেণ, কিন্তু শিষ্টাচারানুসারতশ্চ। বৈষ্ণবানাং সম্মতেত্যনেন বৈষ্ণবেতরাণাং কামিনাং গৃহিণাং বিদ্ধায়ামপ্যুপবাসস্তথা একাদশী-দ্বাদশ্যোর্বৃদ্ধ্যোব সম্পূর্ণৈকাদশীত্যাগঃ, তথা ত্রিস্পৃশায়াং চাতুর্ম্মাস্যবত্তি-ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণৈকাদশ্যাঞ্চানুপবাসো ব্যবস্থাপিতঃ। তচ্চ সংক্ষেপেণাদৌ লিখিতমেব, বৈষ্ণবানামনুপাদেয়ত্বাচ্চাত্র বিস্তরেণ নালেখীতি ॥৪১০

বিদ্বাংসোঽপ্যত্র মূঢ়াঃ স্যুর্বিনা কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।
অতঃ সদাসৌ নির্ধার্য্যা পৃষ্ট্বা ভাগবতোত্তমান্ ॥৪১১॥

অনুবাদ—এই শ্রীএকাদশী ব্রত ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্‌গণও শুক্রমায়া দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হন, অতএব সর্ব্বদা উত্তম ভাগবতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই উপবাস নির্ধারণ কর্ত্তব্য ॥ ৪১১ ॥

টীকা—অত্র একাদশী-ব্যবস্থায়াং বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রবিদোঽপি বিমূঢ়াঃ স্যুঃ শুক্রমায়াদিনা। তচ্চ

ভগবদনুগ্রহাভাবাদেবেতি লিখতি—বিনেতি। অসৌ ব্যবস্থা একাদশী বা ॥ ৪১১ ॥

তথা চ মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে—
**দ্বাদশ্যা নির্ণয়ে ভূপ মূঢ়মত্র জগত্রয়ম্।
অত্র মূঢ়া মহীপাল প্রায়শো যে নরাঃ পুরা ॥ ৪১২ ॥**

অনুবাদ—ঐরূপ মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে—হে মহীপাল! এবিষয়ে প্রাচীন দৈত্য-প্রকৃতি মানবগণ প্রায়শই মোহ প্রাপ্ত ছিলেন ॥ ৪১২ ॥

টীকা—পুরা প্রাচীনা অপি নরাঃ, কিমুতার্ব্বাচীনা ইত্যর্থঃ। নরাসুরা ইতি পাঠে নররূপা অসুরা দৈত্যপ্রকৃতয়ো মানুষা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১২ ॥

অতএব সৌরধর্ম্মোত্তরে—
**মহাপুণ্যতমা হ্যেষা দ্বাদশী ফলতোঽধিকা।
শোধয়িত্বা সদা কার্য্যা সম্যগ্ দৈবজ্ঞসত্তমৈঃ ॥৪১৩॥**

অনুবাদ—অতএব সৌরধর্ম্মোত্তরে—এই মহাপুণ্যতমা দ্বাদশী অধিক ফলপ্রদা। অতএব দৈবজ্ঞ সত্তমগণের সহিত সর্ব্বদা সম্পূর্ণ শোধন করিয়া ব্রত কর্ত্তব্য ॥ ৪১৩ ॥

টীকা—দৈবজ্ঞসত্তমৈর্গণকশ্রেষ্ঠৈর্দ্বারভূতৈঃ সম্যক্ শোধয়িত্বা ॥ ৪১৩ ॥

অথ সন্দেহ নিরসন-বিধিঃ

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—
**অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
তেষাং হি বচনং কার্য্যং তে হি
বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥ ৪১৪ ॥**

অনুবাদ—অতঃপর সন্দেহ নিরসন বিধি বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে—যাঁহারা সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ও আচরণে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তাঁহাদেরই বাক্য অনুসরণ কর্ত্তব্য, তাঁহারাই শ্রীবিষ্ণুর সমান বলিয়া সম্মতা ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—অত্র চ গণকানাং ব্যবস্থাপকানাঞ্চ শাস্ত্রবিদাং বহূনাং বিবাদেন সন্দেহে সতি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং বচনেনৈব ব্যবহর্ত্তব্যং ন ত্বন্যেষামিতি লিখতি—অর্চ্চয়ন্তীত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। অর্চ্চয়ন্তি সেবন্তে, মনোবাক্কায়ানাং কর্ম্মভিশ্চেষ্টাভিঃ, স্মরণ-কীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪১৪ ॥

কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ—
**সংপৃষ্টা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্।
চীর্ণব্রতান্ সদাচারাংস্তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥ ৪১৫ ॥**

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবৎ উক্তিতে—বৈষ্ণবশাস্ত্র বিশারদ, বেদজ্ঞ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রতসমূহ ও সদাচারসমূহ তাঁহার উক্তি অনুসারে যত্নপূর্ব্বক আচরণ করিবে ॥ ৪১৫ ॥

টীকা—সংপৃচ্ছ্যেতি বক্তব্যে সংপৃষ্টেত্যার্ষম্। চীর্ণব্রতান্—সমাপিতস্বনিয়মান্ ॥ ৪১৫ ॥

পাদ্মে বৈষ্ণবতন্ত্রে—
**ইতিহাসপুরাণজ্ঞাঃ স্মৃতিসিদ্ধান্তবেদিনঃ।
বাসুদেবপ্রিয়া যে চ তদুক্তং বৈদিকং ভবেৎ ॥৪১৬॥**

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে ও বৈষ্ণবতন্ত্রে—যাঁহারা মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র বিশারদ, স্মৃতি-সিদ্ধান্ত বিদ, আর যাঁহারা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, তাঁহাদের বচন বেদবাক্য সদৃশ ॥ ৪১৬ ॥

টীকা—বৈদিকং বেদোক্তমিব ॥ ৪১৬ ॥

অথ তত্র বর্জ্জ্যম্

বিষ্ণুরহস্যে কৌর্ম্মে চ—
**যেষাং ন কারণং বেদা ন বিপ্রা ন জনার্দ্দনঃ।
তন্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেষাং বাক্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৪১৭**

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বিষয়ে বর্জ্জনীয় বিষ্ণুরহস্যে ও কূর্ম্মপুরাণে—যাহাদের বেদ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শ্রীভগবান্ বিষ্ণু, পঞ্চরাত্রাদি আগমশাস্ত্র ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণ নহে তাহাদের বাক্য বর্জ্জনীয় ॥৪১৭

টীকা—বেদাদয়ো ন কারণং প্রমাণম্; তন্ত্রাণি আগমশাস্ত্রাণি ॥ ৪১৭ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

যেষাং গুরৌ ন জপ্যে বা বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৪১৮

অনুবাদ—বৈষ্ণবতন্ত্রে—যাহাদের শ্রীগুরুদেবে, জপ্যমন্ত্রে, শ্রীবিষ্ণুতে, অন্তর্য্যামি পরমাত্মাতে ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয় ॥ ৪১৮ ॥

টীকা—জপ্যে মন্ত্রে ॥ ৪১৮ ॥

স্কান্দে —

যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তি র্ন বিদ্যতে।
ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়সিদ্ধয়ে ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—যাঁহাদের সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরমমঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুতে, অথবা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশিবে ভক্তি নাই, ধর্ম্ম নির্ণয় বিচারে তাহাদের বচন গ্রাহ্য নহে ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—শিবে পরমমঙ্গলস্বরূপে ; যদ্বা, শিবে চ শ্রীরুদ্রে ॥ ৪১৯ ॥

কিঞ্চ—

পঞ্চরাত্র-পুরাণানি সেতিহাসানি মানবাঃ।
যে বিনিন্দন্তি তেষাং বৈ বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৪২০॥
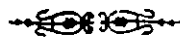
অনুবাদ—আরও—পঞ্চরাত্র, পুরাণসমূহ মহাভারতসহ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকে যাহারা নিন্দা করে, তাহাদের বচন পরিবর্জ্জনীয় ॥ ৪২০ ॥

টীকা—ইতিহাসা মহাভারতাদয়স্তৎসহিতানি ॥ ৪২০ ॥

অতএব যাজ্ঞবল্কঃ—

পুরাণং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদাঃ পাশুপতাস্তথা।
অতি প্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ ৪২১ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তি-
বিলাসে একাদশী-নির্ণয়ো নাম
দ্বাদশো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—অতএব যাজ্ঞবল্ক্যবচন—পুরাণ, পঞ্চরাত্র, বেদসমূহ ও পাশুপতশাস্ত্র এই সকল অতিশয় প্রমাণ শাস্ত্রসমূহকে কুতর্ক বিলসিত হেতুবাদ দ্বারা খণ্ডন করিবে না ॥ ৪২১ ॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদভক্তি-বিলাসে একাদশী নির্ণয় নামক দ্বাদশ বিলাস ॥ ১২॥

টীকা—হেতুভিঃ কুতর্ক-বিজৃম্ভিত-হেতুবাদৈর্ন হন্তব্যানি ন খণ্ডয়িতব্যানি ॥ ৪২১ ॥

॥ ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং
দ্বাদশো বিলাসঃ ॥

ত্রয়োদশ-বিলাসঃ

বন্দে চৈতন্যদেবং তং কৃষ্ণং নিত্যনবোৎসবম্।
যস্য প্রসাদাৎ সিধ্যন্তি দীনস্যাপি মহোৎসবাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ভক্তবৃন্দের নিত্য নবনবায়মান আনন্দোৎসব উদিত হয় যাঁহা হইতে সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। যাঁহার প্রসন্নতার ফলে দীনজনেরও মহোৎসব সমূহ সিদ্ধ হয় ॥১॥

টীকা—

যস্য শক্ত্যংশলাভেন ব্রহ্মাদেরপি শক্তয়ঃ।
তাস্তা বিভান্তি তং বন্দে সর্ব্বশক্তিপ্রদং বিভুম্ ॥

এবমেকাদশীব্রতং নির্ণীয়াধুনা দশম্যাদিকৃত্য-মহোৎসবপ্রকরণং লিখন্, তল্লিখনাদি-মহোৎসব-সিদ্ধয়ে ভগবন্তং প্রণমতি—বন্দে ইতি। নিত্যং নবনবোৎসবো ভক্তানাং যস্মাত্তং, যদ্বা, প্রতিক্ষণ-নূতনোৎসবরূপম্ ॥ ১ ॥

অথোপবাসপূর্ব্বদিনকৃত্যম্

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা সুবেশো ধৌতবস্ত্রকঃ।
ব্রতং সঙ্কল্প্য কুর্ব্বীত বৈষ্ণবৈশ্চ মহোৎসবম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপবাসের পূর্ব্বদিন দশমীকৃত্য—প্রাতঃস্নান সন্ধ্যা-উপাসনাদি ক্ষৌর কর্ম্ম দ্বারা সুবেশ ও ধৌত বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্রত সঙ্কল্প করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত মহোৎসব করিবেন ॥ ২ ॥

সঙ্কল্পমন্ত্রঃ

দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব।
ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সঙ্কল্পমন্ত্র—হে দেবদেবেশ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পরমেশ্বর! দশমীদিন হইতে দিবসত্রয় ব্যাপি তোমার ব্রত আমি করিব, হে কেশব! তুমি নির্বিঘ্নে সম্পাদন কর ॥ ৩ ॥

টীকা—প্রাতঃসময়ে স্নানম্, আদি-শব্দেন সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকৃত্যঞ্চ, সর্ব্বং সম্পাদ্য। সুবেশ ইতি বৈষ্ণবানাং দশম্যাং ক্ষৌরকর্ম্মাদিবিধানাৎ। ক্ষৌরকর্ম্মাবসরশ্চ রত্নমালায়াম্—'ভুক্তাভুক্তনিরাসনৈশ্চ সমর-গ্রামান্তরপ্রস্থিতৈঃ, স্নাতৈর্নো নবমেঽহনীতি বিবুধাঃ ক্ষৌরং হি কার্য্যং জগুঃ। দীক্ষাবন্ধবিমোক্ষমৃত্যুসময়োদ্বাহেষু ভূপাজ্ঞয়া, বিপ্রাণামখিলেষু তেষু কথিতং ক্ষৌরং শুভং সূরিভিঃ ॥' ইতি; যচ্চ স্মৃতৌ—'উষ্ণোদকং তথাভ্যঙ্গং শয্যাবপনমৈথুনম্। বর্জ্জয়েত্তানি যত্নেন দশম্যাদিদিনত্রয়ে ॥' ইতি, তচ্চাবৈষ্ণববিষয়কমিতি জ্ঞেয়ম্। তথা ধৌতং বস্ত্রং যস্য যেন বেতি চ, বস্ত্রাদিপ্রক্ষালনাৎ। বৈষ্ণবৈঃ কৃত্বা সহেতি বা। মহোৎসবনির্বর্ত্তনপ্রকারশ্চ পূর্ব্বলিখিতেনাগ্রে লেখ্যেন চ তথা সর্ব্বঃ সদাচারেণাপি প্রসিদ্ধ এব। যদ্বিশেষতঃ শ্রীভগবন্মন্দিরং সংমার্জ্জন্যাদিনা সংস্কৃত্য ধ্বজপতাকাদিভিরলঙ্কৃত্য চ ভগবন্তং সিংহাসনোত্তমে সুখমুপবেশ্য মহাপূজাং বিধায় ভক্ত্যা বৈষ্ণবানাহূয় সম্মান্য নৃত্যগীতাদিকং বিনিষ্পাদয়েদিতি ॥ ৩ ॥

তত্র চাস্পৃশ্য-স্পর্শেঽপি ন স্নানম্

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

উৎসবে বাসুদেবস্য স্নায়াদ্‌যোঽশুচিশঙ্কয়া।
তাদৃশং কশ্মলং দৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ॥
ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ শ্রীভগবানের উৎসবকালে অস্পৃশ্য স্পর্শেতেও স্নান কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে বিষ্ণুস্মৃতিতে—শ্রীবাসুদেবের উৎসবকালে অশুচি-স্পর্শ শঙ্কা করিয়া যে ব্যক্তি স্নান করিবে, ঐরূপ পাপীকে দেখিয়া সবস্ত্র অবগাহন করিবে ॥ ৪ ॥

স্তুত্বাঽথ বহুধা কৃষ্ণং ঘোষয়েন্নিয়মান্বিতম্।
শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মত্তেভপটহোদ্‌ঘোষিতং বচঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্র গদ্যপদ্যাদি পাঠ দ্বারা স্তুতি করিয়া শ্রীরুক্মাঙ্গদ মহারাজ কৃত মত্তহস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বৃহৎ ঢক্কাবাদ্যসহ ঘোষিত দিনত্রয়ব্যাপি ব্রতের নিয়মসমূহ যুক্ত বাক্য ঘোষণা করিবে ॥ ৫ ॥

টীকা—অথ মহোৎসবানন্তরং বহুধা বিচিত্রগদ্যপদ্যাদিপাঠেন স্তুত্বা, শ্রীরুক্মাঙ্গদস্য মত্তেভস্তস্মিন্ পটহো বাদ্যভাণ্ডবিশেষস্তেন, যদ্বা, শ্রীরুক্মাঙ্গদেন প্রয়োজকেন নিজমত্তেভপটহেন কৃত্বা উদ্‌ঘোষিতম্ উচ্চৈঃ শব্দিতং যদ্বচঃ বাক্যং তৎ ঘোষয়েৎ, শ্রাবয়েৎ। নিয়মৈর্দ্দশম্যাদিকৃত্যৈরগ্রে লেখ্যৈরন্বিতমিতি নিয়মাংশ্চ ঘোষয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদা হি নারদীয়ে—

প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বং চৈকভোজনাঃ।
অক্ষারলবণাঃ সর্ব্বে হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তাহাই নারদীয়পুরাণে—হে মানবগণ! আকামীকল্য শ্রীহরিবাসরব্রত, অদ্য দশমী দিনে সকলে ক্ষার ও লবণ বর্জ্জিত হবিষ্যান্ন একবার ভোজন করিয়া অবস্থান কর ॥ ৬ ॥

অবনীতল্পশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
সকৃদ্ভোজনসংসক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই দিবসত্রয় ভূমিশয্যায় শয়ন, স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ব নিয়ন্তা পুরাণ পুরুষোত্তম

শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ কর। দ্বাদশী দিনেও একবার ভোজন করিয়া অবস্থান কর ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ—

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্ ।
বরং হত্যা সুরাপানং নৈকাদশ্যান্তু ভোজনম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আরও—পরকালে পাপ ও এইকালে নিন্দিত কার্য্য—স্বমাতৃগমন, গো-মাংস ভক্ষণ, হত্যা-কার্য্য ও মদ্যপানাদি কর্ম্ম হইতেও অতি নিন্দিত পাপমূল একাদশীতে অন্নভোজন, সুতরাং একাদশীতে অন্নভোজন করিবে না ॥ ৮ ॥

অথ ক্ষারাঃ

তিলমুদ্গাদৃতে শস্যং শম্যং গোধূম-কোদ্রবাঃ ।
চণকং দেবধান্যঞ্চ এষ ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ক্ষারদ্রব্যসমূহ লিখিত হইতেছে—তিল-মুগ-ভিন্ন শস্য, শমীধান্য, গোধূম, কোদো চণক, দেবধান্য—এই সকল ক্ষারগণ জানিবে ॥ ৯ ॥

অথ হবিষ্যাণি

হৈমান্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ ।
কলায়-কঙ্গু-নীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা ॥ ১০ ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ ।
কন্দং সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী ॥ ১১ ॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রে হরীতকী ।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী ॥ ১২ ॥
কদলী-লবলী-ধাত্রী-ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্ ।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যাণি প্রচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হবিষ্যদ্রব্যসমূহ—হেমন্তকাল জাত শ্বেতবর্ণ অসিদ্ধ ধান্য, মুগসমূহ, যব, তিল, কলায় (মটর), কাঙন, নীবার (শ্যামা), বেথো-শাক, হেলেঞ্চাশাক, ষষ্টিকা (শালিঞ্চাশাক), কাল-শাক, মূলক, কেঁউ ভিন্ন অন্য কন্দমূল শাঁখ আলু, রাঙ্গা আলু, সৈন্ধব লবণ ও সামুদ্র করকচলবণ, গব্য দধি ও ঘৃত। মাখন না তোলা দুগ্ধ, কাঁঠাল, আম্র, হরীতকী, পিপুল, জীরা, নারঙ্গ লেবু, তেঁতুল, কদলী, লাউ, আমলকী, ফলসমূহ, গুড় ব্যতীত ইক্ষুজাত মিষ্ট, চিনি, মিছরী, হে মুনিগণ তৈল বিহীন পক্ব হবিষ্যসমূহ বলা হয় ॥ ১০-১৩ ॥

টীকা—শম্যং শমীধান্যং, সপ্তধান্যেতরন্মাষাদি-গোধূমাদিকং শস্যম্। হৈমন্তিকং হেমন্তকালভবং ধান্যম্। কথম্ভূতম্? সিতঞ্চ তৎ অস্বিন্নঞ্চ। ষষ্টিকা ধান্যবিশেষঃ, শাকবিশেষো বা। ঐক্ষবম্ ইক্ষুবিকারঃ, তচ্চ গুড়বর্জ্জিতম্। অতৈলপক্বমিতি তচ্চ শাকাদিকং তৈলেন পক্বং সদ্ধবিষ্যং ন ভবতী-ত্যর্থঃ ॥ ৯-১৩ ॥

অথান্যেঽপি নিয়মাঃ

স্কান্দে—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রঞ্চানৃতভাষণম্ ।
পুনর্ভোজনমায়াসং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অথ অন্য পালনীয় নিয়মসমূহ, স্কন্দ-পুরাণে—কাংস্যপাত্র ব্যবহার, মাংস, মসূর ডাল, মধু, মিথ্যা ভাষণ, দুইবার ভোজন, ব্যায়াম-দশমীতে বর্জ্জন করিবে ॥ ১৪ ॥

কৌর্ম্মে—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকান্
শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে—কাংস্য পাত্র, মাংস, মসূর, চণক, কোদো, শাক, মধু, পরান্ন, স্ত্রীসম্ভোগ উপবাসে ত্যাজ্য ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ—

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনম্ ।
দ্যূতমত্যম্বুপানঞ্চ দশম্যাং সপ্ত বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আরও—কাংস্য, মসূর, দ্বি-ভোজন,

দ্যূতক্রীড়া, অতিশয় জল পান—দশমীতে এই সপ্ত বর্জ্জনীয় ॥ ১৬ ॥

মাৎস্যে—

কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং বিতথভাষণম্।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি সন্ত্যজেৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—কাংস্য, মাংস, মদ্য, মধু, তৈল, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শিলেপেষা দ্রব্য, মসুর এই দ্বাদশটি ত্যাগ করিবে ॥ ১৭ ॥

টীকা—অয়াসমিত্যত্র অত্যাশমিতি কৃচিৎ পাঠঃ সঙ্গত ইব। পূর্ব্বং স্নানে দশম্যামবশ্যং তৈলং গ্রাহ্যমিতি লিখিতং, 'দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্টা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ' ইতি বচনেন প্রাপ্তং, অত্র দশমী-নিয়মেষু বর্জ্জ্যমিতি ন বিরুদ্ধং, সকামনিষ্কামতয়া পরিহার্য্যম্, 'চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা, যশো বলম্' ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। এবমন্যত্রাপি বিরোধঃ পরিহরণীয়ঃ ॥ ১৪-১৭ ॥

স্মৃত্যন্তরে—

দশম্যামেকভক্তন্তু কুর্ব্বীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
আচম্য দন্তকাষ্ঠন্তু খাদয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অন্যস্মৃতিতে—দশমীতে একবার ভোজন করিবে, ইন্দ্রিয়-সংযম, হবিষ্য আহারের পর মুখধুইয়া দাঁতন করিবে। একাদশীতে দাঁতন ব্যবহার নিষেধ ॥ ১৮ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

দশম্যাং দন্তকাষ্ঠেন জিহ্বাং লেখয়তে যদা।
দ্বাদশী-নিয়মার্থায় নিরাশঃ স্যাদ্‌যমস্তদা ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অথ দশমীতে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের মহিমা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—একাদশী ও দ্বাদশী ব্রত নিয়ম পালনের জন্য যখন দশমীদিনে ভোজনের পর দাঁতন ব্যবহার করিয়া জিহ্বা লেহন করে, তখন যমরাজ ঐব্যক্তিকে নরকে লইবার আশা ত্যাগ করেন ॥ ১৯ ॥

নির্ম্মার্জ্জয়তি তৎ পাপং পটস্থং দীনমানসঃ।
অভুক্তকর্ম্মা সংযাতি পাতকী বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যমরাজ তাহার পাপসমূহ লিখিত পট্ট হইতে দুঃখের সহিত নিঃশেষে মুছিয়া দেন, উপবাসী ঐ পাপী বৈকুণ্ঠধামে গমন করে, কর্ম্মফল জনিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না ॥ ২০ ॥

টীকা—ন ভুক্তং কর্ম্ম যেন নরকদুঃখাদ্যভোগাৎ। সোঽপি সম্যক্ যাতি দ্বাদশীব্রতার্থোদ্যমমাত্রেণৈব সর্ব্বদুষ্কর্মক্ষয়াৎ। এবং দশম্যাং ভোজনান্তরং, কাষ্ঠেন দন্তধাবনবিধানাদেকাদশ্যাং পূর্ণাদিনা দন্ত-ধাবনং নিরস্তম্, অন্যথা পূর্ব্বদিনান্তে তদ্ধাবন-প্রয়াসানুপপত্তেঃ। কেবলং দ্বাদশগণ্ডূষৈরেব মুখ-শোধনং তস্যাং কার্য্যমিতি চাদৌ লিখিতমেব ॥ ২০ ॥

অথৈকভক্তলক্ষণম্

দিনার্দ্ধসময়েঽতীতে ভুজ্যতে নিয়মেন যৎ।
একভক্তমিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ ॥
ইতি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অথ একভক্তলক্ষণ—দিনমানের অর্দ্ধ-ভাগ গত হইলে পর নিয়মপূর্ব্বক যে ভোজন করা হয়, তাহা একভক্ত নামে উক্ত, তাহা যত্নসহ কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

ততো রাত্রিং নয়েত্তাঞ্চ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভগবন্তং স্মরন্ ভক্ত্যা ভূমিশায়ী সুখং স্বপন্ ॥ ২২॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ রাত্রিও জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী থাকিয়া ভক্তিসহ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে ভূমিশায়ী হইয়া সুখে নিদ্রায় অতিবাহিত করিবে ॥ ২২ ॥

টীকা—ব্রহ্মচারীতি স্ত্রীসঙ্গাদি বর্জ্জয়েন্নিত্যর্থঃ। যদ্যপি নিয়মেষু মৈথুনবর্জ্জনং লিখিতমেব, তথাপি

স্বভাবতঃ স্ত্রীদর্শনাদিরূপং ব্রহ্মচারিত্বমত্র গ্রাহ্যম্। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অতএব জিতং বশীকৃতমিন্দ্রিয়ং যেন তথাভূতঃ সন্ ॥ ২২ ॥

অথোপবাসদিনকৃত্যম্

প্রাতঃ স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ ভগবন্তং যথাবিধি।
তাম্রপাত্রং সমাদায় ব্রতসঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপবাস দিনকৃত্য,—প্রাতঃকালে স্নান করিয়া, যথাবিধি ভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া তাম্রপাত্র লইয়া ব্রত সঙ্কল্প করিবেন ॥ ২৩ ॥

টীকা—যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতঃ স্নানার্চ্চনাদিবিধিরুন্নেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তথা চোক্তং দেবলেন—
গৃহীত্বৌড়ুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণমুদঙ্মুখঃ।
উপবাসন্তু গৃহ্ণীয়াদ্যদ্বা সংকল্পয়েদ্বুধঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—দেবলঋষির উক্তি—অভিজ্ঞ ব্যক্তি জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া উত্তরমুখে বসিয়া উপবাস গ্রহণ করিবে অথবা সঙ্কল্প করিবে ॥ ২৪ ॥

অথ তত্র সঙ্কল্পমন্ত্রঃ

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহহমপরেহহনি।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥
ইতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সঙ্কল্পমন্ত্র—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে আহার করিব, হে অচ্যুত! আপনি আমার আশ্রয় হউন, ব্রতচ্যুতি না হয় ॥ ২৫ ॥

উচ্চারয়ন্নিমং মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্যাথ মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ॥২৬॥

অনুবাদ—এইমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিয়া তৎপরে মন্ত্রপূত জলপান করিবে ॥ ২৬ ॥

তদুক্তং মার্কণ্ডেয়েন—
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ ত্রিজপ্তেনাভিমন্ত্রিতম্।
উপবাসফলং প্রেপ্সুঃ পিবেত্তোয়ং সমাহিতঃ ॥২৭॥

অনুবাদ—তাহাই মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন—উপবাস-ফললাভেচ্ছু ব্যক্তি অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত জল একচিত্তে পান করিবে ॥২৭

দেবার্চ্চনং ততঃ কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিমথাপি বা।
সঙ্কল্পমন্ত্রমুচ্চার্য্য দেবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিবে, অথবা—সঙ্কল্পমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রপূত জল পান করিবে ॥ ২৮ ॥

টীকা—ঔড়ুম্বরং তাম্রময়ং পাত্রম্, উপবাসং গৃহ্ণীয়াৎ, যদ্বা, সঙ্কল্পয়েদিতি ঔড়ুম্বরপাত্রাদ্যভাবে সঙ্কল্পমাত্রমপি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। 'শরণং মে ভবাচ্যুত' ইত্যত্রগতির্ভব মমাচ্যুত' ইতি দেবলেন পঠিতম্। স্থিত্বেত্যত্র চ ভূত্বেতি। বিষ্ণুনা চ স্থিত্বাহমপরেহহ্ন্যয়মিতি। তোয়ং পিবেৎ, অথবা দেবার্চ্চনং কৃত্বা তদনন্তরং দেবায় পুষ্পাঞ্জলিং বিনিবেদয়েৎ সমর্পয়েদিতি জলপানপুষ্পাঞ্জল্যর্পণয়োর্বিকল্প উক্তঃ। কুর্য্যাদিতি পাঠে তু দেবার্চ্চন-পুষ্পাঞ্জল্যর্পণয়োর্বিকল্পো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৪-২৮ ॥

দশম্যাং চার্ধরাত্রোপর্য্যনুবৃত্তৌ পুরঃসরান্।
একাদশ্যাশ্চতুর্যামান্ হিত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—দশমী অর্দ্ধরাত্রির পরেও যদি থাকে, সম্মুখস্থ একাদশী চারিপ্রহর ত্যাগ করিয়া সঙ্কল্প করিবে ॥ ২৯ ॥

তথা চোক্তম্—
দশম্যাঃ সঙ্গদোষেণ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরেণ তু।
বর্জ্জয়েচ্চতুরো যামান্ সঙ্কল্পার্চ্চনয়োস্তদা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সেইরূপও বলা হইয়াছে—অর্দ্ধরাত্রির পর দশমীর সঙ্গদোষে একাদশীর চারিপ্রহর বর্জ্জন করিয়া সঙ্কল্প ও অর্চ্চন করিবেন। উপবাস বিধান দ্বারা অর্ধরাত্রবেধ বর্জ্জন করা হইল ॥ ৩০ ॥

টীকা—অর্দ্ধরাত্রোপরি চ দশম্যনুবৃত্তৌ সত্যাং একাদশ্যাঃ পুরঃসরান্ আদ্যান্ চতুরো যামান্ হিত্বা ব্রতসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। ইত্থমপি অর্দ্ধরাত্রবেধঃ পরিহৃতঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

নারদীয়ে চ—

পূর্ব্বায়াঃ সঙ্গদোষেণৈকাদশ্যাং স্নানপূজনে।
বর্জ্জয়ন্তি নরাঃ পূর্ব্বান্ যামাংশ্চ চতুরো দ্বিজ।
তদূর্দ্ধং স্নান-পূজাদি কর্ত্তব্যং তদুপোষিতৈঃ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণেও—পূর্ব্বা দশমীর সঙ্গ-দোষ বশতঃ একাদশীতে পূর্ব্ব চারিপ্রহর বর্জ্জন করিয়া তৎপরে উপবাসী মানবগণ স্নান ও পূজাদি করিবেন ॥ ৩১ ॥

টীকা—পূর্ব্বায়াঃ দশম্যাঃ ॥ ৩১ ॥

ন দিবা শুদ্ধিমাপ্নোতি তদা রাত্রৌ বিধীয়তে।
দিনকার্য্যমশেষঞ্চ কর্ত্তব্যং শর্ব্বরীমুখে ॥ ইতি ॥৩২॥

অনুবাদ—একাদশীর দিনকার্য্য যদি দিবাভাগে শুদ্ধি না পায়, তবে সকল দিনকার্য্য সায়ং সন্ধ্যায় প্রদোষকালে কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥

টীকা—ননু দিনকৃত্যং কথং রাত্রৌ কর্ত্তব্যম্? তত্রাহ—ন দিবেতি। দিনকার্য্যং যদি দিবা দিনমধ্যে শুদ্ধিং নাপ্নোতি, তচ্চ শর্ব্বরীমুখে প্রদোষ এবাশেষং কর্ত্তব্যম্ ॥ ৩২ ॥

ততশ্চ ভগবদ্ভক্ত্যা পরিচর্য্যাদিরূপয়া।
দিনং রাত্রিঞ্চ গময়েদুপবাসপরো বুধঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অতএব উপবাসপরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি পরিচর্য্যাদিরূপ ভগবদ্ভক্তিসহ দিবা রাত্রি যাপন করিবেন ॥ ৩৩ ॥

টীকা—পরিচর্য্যাদিরূপয়েতি ব্রতাদৌ পূজাবিশেষ-প্রাধান্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

তদুক্তং স্কান্দে—

সংপূজ্য দেবদেবেশং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
অহোরাত্রং ক্ষিপেদ্ধীমানুপবাসফলাপ্তয়ে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে এবিষয়ে উক্তি—বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপবাসের ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিয়া অহোরাত্র অতিবাহিত করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অথোপবাসলক্ষণম্

গৃহ্যপরিশিষ্ট কাত্যায়নস্মৃতি-বিষ্ণুধর্ম্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিষু—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপবাসলক্ষণ—গৃহ্য পরিশিষ্ট, কাত্যায়নস্মৃতি, বিষ্ণুধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে—পাপকার্য্যসমূহ হইতে দূরে থাকিয়া সদ্‌গুণ সমূহের সহিত যে বাস এবং সকলপ্রকার ভোগ-বর্জ্জিত—তাহাই উপবাস জানিবেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—পাপেভ্য উপাবৃত্তস্য জনস্য গুণৈঃ সহ যো বাসঃ স উপবাসো বিজ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ সর্ব্বভোগে-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৫ ॥

তত্র ভোগাঃ

উক্তঞ্চ শাতাতপেন—

গন্ধালঙ্কারবাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবনমঞ্জনম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—উপবাস বিষয়ে ভোগ সকল, শাতাতপ মুনি কর্ত্তৃক উক্ত বচন—উপবাসের সহিত গন্ধদ্রব্য, অলঙ্কার ধারণ, নববস্ত্রাদি পরিধান, পুষ্পমাল্য ধারণ, চন্দনাদি অনুলেপন, দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার ও চক্ষুতে অঞ্জন লেপন—এই সকল ভোগ্যবস্তু উপবাসকে দূষিত করে ॥ ৩৬ ॥

টীকা—ভোগানেব দর্শয়তি—গন্ধেতি দ্বয়েন। অঞ্জনং নর্ত্তকাদি লোচনয়োঃ। উপবাসেন সহ দুষ্যন্তি, অতস্তত্র বর্জ্জয়েদিতি ভাবঃ। যচ্চ কাশীখণ্ডে—'উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনম্' ইত্যাদি, তচ্চ প্রায়ো বেশো যোষিতামেব নেত্রাঞ্জনাচারেণ তৎ-

সাহচর্য্যাৎ। তত্রোক্তং দন্তধাবনাদি সর্ব্বং তদ্বিষয়-কমেব জ্ঞেয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতনেবাস্তি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্যাসেন চ—

পুষ্পালঙ্কারবস্ত্রাণি গন্ধধূপানুলেপনম্।
উপবাসে চ দুষ্যন্তি দন্তধাবনমঞ্জনম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেবেরও উক্তি—পুষ্পমাল্য, অলঙ্কার, নববস্ত্রাদি ধারণ, গন্ধ চন্দনাদি অনুলেপন, ধূপাদি আঘ্রাণ, দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার ও চক্ষুতে অঞ্জন—এই সকল ভোগ্যবস্তু উপবাসকে দূষিত করে ॥ ৩৭॥

অথ তত্র উপবাসে পাপানি

শ্রীসুমন্তুনা—

বিহিতস্যাননুষ্ঠানমিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহঃ।
নিষিদ্ধসেবনং নিত্যং বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অথ উপবাসে পাপসমূহ, শ্রীসুমন্তুর উক্তি—শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা, ইন্দ্রিয়সংযম না করা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম—এই সকল নিত্য যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয় ॥ ৩৮ ॥

শাতাতপেনাপি—

অসত্যভাষণং দ্যূতং দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত উপবাসপরো নরঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শাতাতপের উক্তি—অসত্য ভাষণ, দ্যূত-ক্রীড়া, দিবানিদ্রা, মৈথুন—একাদশীতে উপবাসী ব্যক্তি এই সকল করিবে না ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ, বিষ্ণুধর্ম্মেষু—

পাষণ্ডিভিরসংস্পর্শমসম্ভাষণমেব চ।
বিষ্ণোরারাধনপরৈরেতৎ কার্য্যমুপোষিতৈঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আরও বিষ্ণুধর্ম্মে—বিষ্ণুর আরাধন পরায়ণ উপবাসী ব্যক্তি পাষণ্ডির সহিত সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ করিবে না ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনে ত্যজেৎ।
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ ॥৪১॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—অতএব পাপী পাষণ্ডী-গণের সহিত আলাপ ও স্পর্শ ত্যাগ করিবে, বিশেষ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াকালে ব্রতী হইয়া ॥ ৪১ ॥

অথ তৎপ্রায়শ্চিত্তম

তত্রৈবোক্তম্—

তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যম্ পশ্যেত মতিমান্নরঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পাপপ্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেই বলা হইয়াছে—পাপী পাষণ্ডীকে দেখিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সূর্য্য দর্শন করিবে ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

সংস্পর্শে চ বুধঃ স্নাত্বা শুচিরাদিত্যদর্শনাৎ।
সম্ভাষ্য তান্ শুচিষদং চিন্তয়েদচ্যুতং বুধঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মেও—পাষণ্ডী সংস্পর্শ হইলে অভিজ্ঞব্যক্তি স্নানপূর্ব্বক সূর্য্যদর্শন করিয়া পবিত্র হইবে, আর পাষণ্ডী সম্ভাষণ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি পরমপাবন অচ্যুতকে চিন্তা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

টীকা—'পাপেভ্য উপাবৃত্তঃ' ইত্যুক্তং, তান্যেব দর্শয়তি—বিহিতস্যেতি চতুর্ভিঃ। নৈবেতি পাঠেঽপি কাকা কার্য্যমেবেত্যর্থঃ এব। অত্র দর্শনমপি ন কার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে তৎ-প্রায়শ্চিত্তোক্তেঃ। শুচিষু শুদ্ধজলেষু শুচিনিমিত্তেষু বা নিষীদতি শুচিষৎ, তম্ ॥ ৩৮-৪৩ ॥

অথ তত্র গুণাঃ

ভবিষ্যে—

ক্ষমা সত্যং দয়া মৌনং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবপূজাগ্নিহবনং সন্তোষস্তেয়বর্জ্জনম্।
সর্ব্বব্রতেষ্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—উপবাসে গুণসমূহ ভবিষ্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—ক্ষমা, সত্য, দয়া, মৌন, শুচিতা,

ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, যজ্ঞাগ্নিতে হোম, সন্তোষ, চৌর্য্যবর্জ্জন—সামান্যত সর্ব্ববিধ ব্রতে এই দশ প্রকার গুণ থাকা প্রয়োজন ॥ ৪৪ ॥

টীকা—গুণৈঃ সহেত্যুক্তং, তানেব দর্শয়তি—ক্ষমেতি চতুর্ভিঃ ॥ ৪৪ ॥

পাদ্মে চ শ্রীযমধূম্রকেতু সংবাদে—

দশম্যাং সংযমং কৃত্বা ব্রতাহে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ক্রোধহিংসাবিহীনশ্চ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা দিনং নয়েৎ ॥৪৫॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও শ্রীযম-ধূম্রকেতু-সংবাদে—দশমীতে সংযম থাকিয়া ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ক্রোধ হিংসারহিত হইয়া দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন দ্বারা যাপন করিবে ॥ ৪৫ ॥

টীকা—এবং সামান্যতো গুণান্ লিখিত্বাধুনা একাদশীব্রতে গুণবিশেষণং লিখতি—দশম্যামিতি সার্দ্ধদ্বয়েন। যদ্যপ্যত্রোক্তং নিয়তেন্দ্রিয়ত্বাদিকমপি সামান্যমেব, তথাপি তস্য কর্ত্তৃবিশেষণত্বাদ্‌গৌণত্বেন কৃষ্ণস্য কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন দিনং নয়েদিত্যস্য বিধেরেব মুখ্যতেতি দিক্ ॥ ৪৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তজ্জপ্যং তজ্জপধ্যানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
তদর্চ্চনঞ্চ তন্নাম-কীর্ত্তনশ্রবণাদয়ঃ।
উপবাসকৃতা হ্যেতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥৪৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—মনীষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানের মন্ত্র জপ, শ্রীনামজপ, শ্রীভগবৎরূপ ধ্যান, তাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, তাঁহার অর্চ্চন, শ্রীনাম কীর্ত্তন-শ্রবণাদি এই সকল উপবাসের গুণ ॥ ৪৬ ॥

টীকা—পুনরত্যন্তবিশেষং লিখতি—তজ্জপ্যমিতি। তচ্ছব্দেন সর্ব্বত্র ভগবতঃ পরামর্শঃ, জপ্যং মন্ত্রঃ, জপো মন্ত্রস্য নাম্নো বা ধ্যানঞ্চ ভগবত ইতি বিবেচনীয়ম্। কথায়াঃ শ্রবণম্। আদি-শব্দেন তস্যাঃ কথনাদি চ, নাম্নঃ কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চ, আদি শব্দেন বন্দনাদয়োঽগ্রে ভক্তিপ্রকারাঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মেষু—

উপবাসী হরিং যস্তু ভক্ত্যা ধ্যায়তি মানবঃ।
তজ্জপ্য-জাপী তৎকর্ম্মরতস্তদ্‌গতমানসঃ।
নিষ্কামো দৈত্যবদ্ব্রহ্মপদমাপ্নোত্য সংশয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অথ উপবাসমাহাত্ম্য, বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—উপবাসী ব্যক্তি যিনি ভক্তিসহ শ্রীহরির ধ্যান করেন, তাঁহার মন্ত্রজপ, তাঁহার সেবারত, তাঁহার স্মরণকারী ও নিষ্কাম থাকেন, তিনি শ্রীপ্রহলাদবৎ নিঃসংশয়ে ব্রহ্মময়পদ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন ॥৪৭॥

টীকা—নিষ্কামশ্চেৎ, যদ্বা, সকামোঽপি নিষ্কামঃ সন্নিত্যর্থঃ। দৈত্যঃ শ্রীপ্রহলাদঃ, তদ্বৎ। ব্রহ্মময়ং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

অথোপবাসদিনেঽন্যোঽপি নিয়মাঃ

তত্র কাত্যায়নঃ—

ব্রহ্মচর্য্যসমাযুক্ত উপবাসং চরেন্নর ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপবাস দিনে অন্য সকল নিয়ম— এ বিষয়ে কাত্যায়ন ঋষির উক্তি—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মানব উপবাসী থাকিবে ॥ ৪৮ ॥

দেবলশ্চ—

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যমামিষবর্জ্জনম্।
ব্রতেষ্বেতানি চত্বারি চরিতব্যানি নিত্যশঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—দেবলবচন—ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্যভাষণ, আমিষবর্জ্জন—সর্ব্বদা ব্রতদিনে এই চারিটি পালন করিবে ॥ ৪৯ ॥

টীকা—আমিষবর্জ্জনঞ্চ সংযমদিনে পারণায়াঞ্চ জ্ঞেয়ম্। যদ্বা 'অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি' ইত্যাদিবচনেন উপবাসে ঔষধস্যাদোষাৎ প্রাপ্তস্য ঔষধরূপস্যামিষস্য বর্জ্জনং তত্রৈব জ্ঞেয়ম্। তথা চোক্তং ব্যাসেন—'বর্জ্জয়েৎ পারণে মাংসং ব্রতাহেঽপ্যৌষধং সদা' ইতি ঔষধরূপমপ্যামিষমুপবাসদিনে বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ ॥৪৯॥

কিঞ্চ—

অসকৃজ্জলপানাচ্চ সকৃৎ তাম্বূলভক্ষণাৎ ।
উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপচ্চ মৈথুনাৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—আরও—বার বার জলপান, একবারও তাম্বূল ভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুন দ্বারা উপবাস দূষিত হয় ॥ ৫০ ॥

টীকা—এবং গুণানেব দর্শয়িত্বাবশ্যং পরিত্যাগায় দোষান্ লিখতি—অসকৃদিতি। যদ্যপি দিবা-স্বাপাদি-বর্জ্জনং পূর্ব্বং লিখিতমেব, তথাপ্যবশ্যবর্জ্জত্বেনাত্র নিয়মেষু পুনর্লিখিতমিত্যদোষঃ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ—

দন্তধাবনতাম্বূল-দিবা-স্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ ।
অসকৃজ্জলপানাচ্চ নোপবাসফলং লভেৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আরও—দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার, তাম্বূল-সেবন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, পুনঃ পুনঃ জলপান করিলে উপবাসের ফল পাওয়া যায় না ॥ ৫১ ॥

অথ ব্রহ্মচর্য্যবিঘাতানি

তেনৈবোক্তানি—

স্ত্রীণান্তু প্রেক্ষণাৎ স্পর্শাত্তাভিঃ সঙ্কথনাদপি ।
বিপদ্যতে ব্রহ্মচর্য্যং ন দারেষ্বৃতুসঙ্গমাৎ ॥ইতি॥৫২

অনুবাদ—অথ ব্রহ্মচর্য্য বিঘাতক কর্ম্মসমূহ, দেবলোক্তবচন—নারীদর্শন (কামভাবে), স্পর্শন, তাহাদের সহিত সম্ভাষণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিপন্ন হয়, কিন্তু নিজ স্ত্রীতে উপবাস ব্যতীত অন্যদিনে (ঋতুরক্ষায়) দোষণীয় নহে ॥ ৫২ ॥

টীকা—দারেষু নিজভার্য্যাসু চ প্রেক্ষণাদিনা ব্রহ্মচর্য্যং ন বিপদ্যতে, কিন্তু ঋতু সঙ্গমাৎ ব্যবায়াদেবেত্যর্থঃ। স্বদারেষ্বিতি চ কৃচিৎ পাঠঃ ॥ ৫২ ॥

ততো নিত্যার্চ্চনং কৃত্বা হরিঘস্রোৎসবার্থিকাম্ ।
কৃত্বা সায়ং মহাপূজাং কুর্য্যাজ্জাগরণং নিশি ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অতএব নিত্যপূজা শেষ করিয়া শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে সায়ংকালে মহাপূজান্তে নিশি জাগরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

টীকা—হরের্ঘস্রো দিনমেকাদশী, তত্রোৎসব-হেতুকাম্ অতএব মহতীং পূজাম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ তত্র পূজাদিকম্

ব্রাহ্মে—

দেবস্যোপরি কুর্ব্বীত শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ ।
নানাপুষ্পৈর্মুনিশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টং পুষ্পমণ্ডপম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অথ শ্রীহরিবাসরে পূজাদি, ব্রহ্মপুরাণে—হে মুনিবর। শ্রদ্ধার সহিত একমনে নানাবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা শ্রীইষ্টদেবের উপরে বিশিষ্ট পুষ্প-মণ্ডপ রচনা করিবে ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

একাদশ্যামুভৌ পক্ষৌ নিরাহারঃ সমাহিতঃ ।
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন ধৌতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
সংপূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং শ্রদ্ধয়াতিসমাহিতঃ ।
পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্নৈবেদ্যকৈঃ পরৈঃ ॥ ৫৬ ॥
উপহারৈর্বহুবিধৈর্জপহোমপ্রদক্ষিণৈঃ ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্নৃত্যগীতবাদ্যৈর্মনোরমৈঃ ॥ ৫৭ ॥
দণ্ডবৎপ্রণিপাতৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোত্তমৈঃ ।
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্রাত্রৌ কুর্য্যাৎ প্রজাগরম্ ॥ ৫৮॥

অনুবাদ—আরও ব্রহ্মপুরাণেই—উভয়পক্ষীয় একাদশীতে সংযমী ও উপবাসী থাকিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যথা-বিধি শ্রীবিষ্ণুপূজন—শ্রদ্ধাসহ একান্তচিত্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বহুবিধ উত্তম উপহারসমূহ দ্বারা করিবেন। পরে জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানাবিধ স্তোত্র পাঠ, মনোরম নৃত্যগীতবাদ্যসমূহ প্রদর্শন করিবেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণামসহ, উচ্চ জয়ধ্বনিসহ এইভাবে সম্পূর্ণ যথাবিধি পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবেন॥ ৫৫-৫৮ ॥

টীকা· পরৈরন্যৈশ্চ বহুবিধৈপহারৈঃ ফলতাম্বূলাদিভিঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

কথাং বা গীতিকাং বাপি কুর্য্যাদ্বিষ্ণুপরায়ণঃ।
যাতি বিষ্ণোঃ পরং স্থানং নরো
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুভক্তগণ মিলিত হইয়া শাস্ত্রপাঠ বা গান করিবেন। ইহা দ্বারা মানব শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫৯ ॥

ভবিষ্যে চ—

একাদশ্যপরোধে তু রাত্রৌ সংপূজয়েদ্ধরিম্।
তাঞ্চ রাত্রিং যথাশক্তি পুরাণশ্রবণাদিনা ॥
নয়েদিতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—শ্রীএকাদশীর উদ্দেশ্যে রাত্রিতে শ্রীহরিকে উত্তমরূপে পূজা করিয়া ঐ রাত্রি যথাশক্তি পুরাণ-পাঠ-শ্রবণাদি দ্বারা জাগরণ করিবে ॥ ৬০ ॥

টীকা—প্রজাগরপ্রকারমেবাহ কথাং বা ইতি। রাত্রিং নয়েদিতি শেষঃ ॥ ৫৯-৬০ ॥

অথ জাগরণ-প্রকরণম্

বৈষ্ণবান্ জাগরেঽভ্যর্চ্চ্য তীর্থং শঙ্খোদকান্বিতম্।
তেভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং প্রাশ্য বিদ্বান্
স্তোত্রাদিকং পঠেৎ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—অথ জাগরণ প্রকরণ—শ্রীবিষ্ণুভক্তগণকে রাত্রিজাগরণকালে গঙ্গাবারি, শঙ্খজলাদি সিঞ্চন দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া নিজেও লইয়া অভিজ্ঞব্যক্তি স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন ॥ ৬১ ॥

টীকা—তীর্থং—শ্রীচরণোদকম্ ॥ ৬১ ॥

পুরাণাদি ততঃ শ্রুত্বা গীতনৃত্যাদিকং স্বয়ম্।
কুর্য্যাৎ পশ্যেচ্চ পারক্যং বারয়েন্ন হসেন্ন চ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া অতঃপর গীত-নৃত্যাদি স্বয়ং করিবেন, এবং অন্যের কৃত গীত-নৃত্যাদি দর্শন করিবেন, কাহাকেও বারণ বা উপহাস করিবেন না ॥ ৬২ ॥

টীকা—পারক্যং পরেণ ক্রিয়মাণম্, ন চ হসেৎ উপহসেৎ ॥ ৬২ ॥

অথ জাগরণে গীতাদিনিবারণাদি-নিষেধ

পাদ্মে—

নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ।
ষষ্টিং যুগসহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জাগরণকালে গীতনৃত্যাদির নিবারণ নিষেধ পদ্মপুরাণে—শ্রীহরিজাগরণে যিনি গীত-নৃত্যাদি নিবারণ করেন, তিনি ষষ্টি সহস্রযুগ নরকে পচিতে থাকেন ॥ ৬৩ ॥

নৃত্যমানস্য মর্ত্তস্য উপহাসং করোতি যঃ।
জাগরে যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নৃত্যরত ব্যক্তিকে উপহাস করে জাগরণকালে, সেই ব্যক্তি কল্পকাল নরকে বাস করে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—নিবারয়তীত্যাদি-শ্লোকদ্বয়েন নিবারণোপহাসে দোষো দর্শিতঃ ॥ ৬৩-৬৪ ॥

অথ জাগরণদর্শনাবশ্যকতা

স্কান্দে—

যমেন সূচিতং তস্য নরকং যাতনাকুলম্।
মুখং ন তস্য দ্রষ্টব্যং যেন দৃষ্টো ন জাগরঃ ॥৬৫॥

অনুবাদ—অথ জাগরণ দর্শন প্রয়োজন, স্কন্দপুরাণে—যে ব্যক্তি একাদশীতে রাত্রিজাগরণ দর্শন করে নাই যমরাজ তাহার সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন—নরক যাতনাসমূহ এবং মুখদর্শন নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

টীকা—অধুনা পশ্যেদিতি যদুক্তং, তন্নিত্যত্বং তদকরণপ্রত্যবায়দর্শনেন লিখতি—যমেনেতি ত্রিভিঃ। সূচিতং পাপাতিশয়াদতিরুষা ভ্রূভঙ্গ্যাদিসঙ্কেতেন প্রতিপাদিতম্ ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ—

উদ্ধৃতং নেত্রযুগ্মন্তু দত্ত্বা তু হৃদয়ে পদম্ ।
কৃতং যে নৈব পশ্যন্তি প্রাণিনো হরিজাগরম্ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—আরও—যে সকল মানব শ্রীহরি-জাগরণ দর্শন করে নাই, যমদূত তাহার বুকে পদ রাখিয়া নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া দেয় ॥ ৬৬ ॥

কিঞ্চ—

যেষাং চক্ষুর্ভবং তেজঃ প্রদগ্ধং কলিবহ্নিনা ।
ন তে পশ্যন্তি কৃষ্ণস্য জাগরং ন জনার্দ্দনম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—আরও—যে সকল মানবের চক্ষুর তেজ কলিবহ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাহারাই হরি-বাসর জাগরণ ও জনহিতকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে না ॥ ৬৭ ॥

কিঞ্চ—

কলিকল্মষজাতেন পরমেণাবৃতে ধ্রুবম্ ।
চক্ষুষী পাপিনী নৃণাং যে ন পশ্যন্তি জাগরম্ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—আরও—যাহারা শ্রীহরিবাসরে জাগ-রণ দর্শন করে না, উচ্ছলিত কলি পাপসমূহ দ্বারা নিশ্চয়ই তাহাদের পাপ চক্ষুদ্বয়কে আবৃত করিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

টীকা—উদ্ধৃতং উৎপাটিতং যাম্যৈঃ, অতীত-প্রত্যয়োঽতিনিশ্চয়াৎ। যদ্বা, নূনং কেনাপ্যুদ্ধৃতমেব; তত্র হেতুঃ—কৃতমিতি। জাতং সমূহঃ, পরমেণ উদ্রিক্তেন ॥ ৬৬-৬৮ ॥

অথ জাগরণ-বিধিঃ

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি জাগরস্য তু লক্ষণম্ ।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দুর্ল্লভো ন জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অথ জাগরণবিধি, স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে নারদ! জাগরণের লক্ষণ বলিব শ্রবণ কর, যাহা জানিলে পর শ্রীজনার্দ্দন ভগবান দুর্ল্লভ হন না ॥ ৬৯ ॥

টীকা—বিজ্ঞাতমাত্রেণাপি ॥ ৬৯ ॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনং তথা ।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধানুলেপনম্ ॥ ৭০ ॥
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদাযুক্তং ক্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৭১ ॥
সাশ্চর্য্যঞ্চৈব সোৎসাহং পাপালস্যাদিবর্জ্জিতম্ ।
প্রদক্ষিণাভিঃ সংযুক্তং নমস্কার-পুরঃসরম্ ॥ ৭২ ॥
নীরাজনসমাযুক্তমনির্ব্বিণ্নেন চেতসা ।
যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ ॥
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণপাঠ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধ অনুলেপন, চন্দনাদি, ফল, অর্ঘ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, দান, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যযুক্ত ভাষণ, নিদ্রা আলস্য বর্জ্জিত, আনন্দযুক্ত সেবাকার্য্য, চমৎ-কার অভিনয়সহ, উদ্যমসহ, পাপ আলস্যাদি বর্জ্জিত, প্রদক্ষিণ, অগ্রে প্রণামাদি, আরাত্রিক করিবে। এই সকল গুণযুক্ত হইয়া শ্রীহরিবাসর জাগরণ করিবেন ॥ ৭০-৭৩ ॥

টীকা—শ্রদ্ধা বিশ্বাসো ভক্তির্বা; বিনিদ্রমিতি কদাচিদপি কিঞ্চিন্নিদ্রয়া বিরহিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা, ঘূর্ণাবর্জ্জিতম্; ক্রিয়াপরিচর্য্যাদি, তদন্বিতম্। আশ্চর্য্যাণি অভিনয়াদীনি তৎসহিতম্; উৎসাহো মানসোল্লাসস্তৎসহিতম্। আদিশব্দেন দ্যূতাদি গ্রাম্য-বার্ত্তাদি বা। নীরাজনেন সমাযুক্তমিত্যুক্তম্। তত্রৈব বিশেষমাহ—অনির্ব্বিণ্নেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা। যামে যামে চতুঃপ্রহরেষু হরেরারাত্রিকং নীরাজনং কুর্য্যাদিতি। ষড়্‌বিংশগুণসংযুক্তমিতি পাঠে পাপেন বর্জ্জিতম্ আলস্যাদিনা চ বর্জ্জিতমিতি দ্বয়ম্—এবং ষড়্‌বিংশতিগুণাঃ ॥ ৭১-৭৩ ॥

কিঞ্চ—

য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ।
জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—আরও—যে মানব বিত্তশাঠ্য-কৃপণতা বর্জ্জিত হইয়া ভক্তিসহ এইরূপে শ্রীহরিবাসরে জাগ-রণ করে, তাহা হইলে পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর সহিত নিত্য মিলিত থাকেন ॥ ৭৪ ॥

ধনবান্ বিত্তশাঠ্যেন যঃ করোতি প্রজাগরম্।
তেনাত্মা হারিতো নূনং কিতবেন দুরাত্মনা ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ধনবান হইয়াও আর্থিক কৃপণতাসহ শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করে, সেই দুরাত্মা ছলতাবশতঃ নিশ্চয়ই আত্মাকে বঞ্চিত করেন ॥ ৭৫ ॥

টীকা—তত্র চ বিত্তশাঠ্যং নৈব কার্য্যমিত্যভিপ্রায়েণ বিত্তাশাঠ্য-শাঠ্যাভ্যাং ক্রমেণ মহাফললাভার্থনাশনে দর্শয়তি—য এবমিতি দ্বাভ্যাম্। লীয়তে নিত্যমত্যন্তসঙ্গমং লভতে, আত্মা এব হারিতো বঞ্চিতঃ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

———

তত্রৈব শ্রীমদুমামহেশ্বরসংবাদে—

সশাস্ত্রং জাগরং যচ্চ নৃত্যগান্ধর্বসংযুতম্।
সবাদ্যং তালসংযুক্তং সদীপং সাধুভির্যুতম্ ॥ ৭৬ ॥
উপচারৈশ্চ সংযুক্তং যথোক্তৈর্ভক্তিভাবিতৈঃ।
মনসস্তুষ্টিজননং সমুদং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭৭ ॥
গুণৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং জাগরং মাধবপ্রিয়ম্।
কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নেন পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—শাস্ত্রপাঠসহ একাদশী জাগরণ, গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে নৃত্যগীত বাদ্য তালমানযুক্ত, আলোকবর্ত্তিকা যুক্ত, সাধুগণ বেষ্টিত, নানাবিধ উপচারসহ, শাস্ত্রীয় ভক্তিভাবযুক্ত, মনস্তুষ্টিকর সহর্ষে লোকরঞ্জন কর—এই দ্বাদশ গুণযুক্ত শ্রীমাধবপ্রিয় হরিবাসর জাগরণ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই যত্নসহ কর্ত্তব্য ॥ ৭৬-৭৮ ॥

টীকা—জাগরং জাগরণং নিদ্রারাহিত্যম্, এতদেব পূর্ব্বং বিনিদ্রমিত্যুক্তম্; অতএবাগ্রে জাগরমিতি পুনঃ প্রয়োগঃ। অয়মেকো গুণঃ। এবং দ্বাদশভির্গুণৈর্যুক্তম্। অত্র গান্ধর্ব্বং গীতং, সমুদং সোৎসাহং, লোকানাং রঞ্জনমনুরাগবর্দ্ধনম্ ॥ ৭৬-৭৭ ॥

———

কিঞ্চ—

পরাপবাদযুক্তন্তু মনঃ প্রশমবর্জ্জিতম্।
শাস্ত্রহীনমগান্ধর্ব্বং তথা দীপবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৯ ॥
শক্ত্যোপচাররহিতমুদাসীনাং সনিদ্রকম্।
কলিযুক্তং বিশেষেণ জাগরং নবধাধমম্ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—আরও—ইহার বিপরীত নবধা দোষযুক্ত—যেমন, পরনিন্দাযুক্ত, মনে প্রশান্ত গুণ বর্জ্জিত, শাস্ত্রপাঠ বর্জ্জিত, অশাস্ত্রীয় নৃত্য-গীতবাদ্য, মঙ্গলদীপবর্জ্জিত, কার্পণ্যহেতু উপচার রহিত, উদাসীনতাযুক্ত, নিদ্রাযুক্ত, বিশেষতঃ কলহযুক্ত জাগরণ নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত ॥ ৭৯-৮০ ॥

———

কিঞ্চ, তত্রৈব—

অভাবে বাচকস্যাথ গীতং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ।
বাচকে সতি দেবেশি পুরাণং প্রথমং পঠেৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—আরও—পাঠক অভাবে গীত ও নৃত্য করাইবে, হে দেবেশি! পাঠক থাকিলে প্রথমত পুরাণ পাঠ করাইবে ॥ ৮১ ॥

টীকা—অত্রৈব কিঞ্চিদ্বিশেষমাহ—অভাবে ইতি ॥ ৮১ ॥

———

অথ জাগরণনিত্যত্বম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্।
অতীতানাগতান্ বাপি পাতয়িষ্যন্তি পূর্ব্বজান্ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জাগরণের নিত্যতা, স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—শ্রীহরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যাহারা নিশি জাগরণ করে না, তাহাদের অতীত পূর্ব্বপুরুষ ও ভাবী পুরুষগণকে অধোগামী করাইবে ॥ ৮২ ॥

———

অকুর্ব্বাণাঃ প্রপৎস্যন্তি পুত্রধর্ম্মবসুক্ষয়ম্।
জায়তে নরকে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ কালশঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—যাহারা জাগরণ করে না তাহারা পতিত হইবে, পুত্র, ধর্ম্ম ও সম্পৎক্ষয় যাইবে, পিতৃগণের সহিত দীর্ঘকাল নরক বাস হয় ॥ ৮৩ ॥

টীকা—অকুর্ব্বাণা জাগরণাকারকাঃ প্রপৎস্যন্তি, কালশঃ চিরকালমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

———

ন পুরশ্চরণাৎ পাপং ব্রতৈর্দানৈঃ সমাধিভিঃ।
বিলয়ং যাতি বিপ্রেন্দ্রা বিনা দ্বাদশীজাগরম্ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ— হে বিপ্রবরগণ ! দ্বাদশীতে জাগরণ ব্যতীত পুরশ্চরণব্রত, দান, সমাধিসমূহ দ্বারাও পাপ বিনাশ হয় না। পাপক্ষয়ার্থে জাগরণ অবশ্য প্রয়োজন, অতএব জাগরণ নিত্য ॥ ৮৪ ॥

টীকা—দ্বাদশ্যাং জাগরণং বিনা পুরশ্চরণাদিভিরপি পাপং ন ক্ষীয়ত ইতি পাপক্ষপণেঽপি জাগরণস্যাবশ্যাপেক্ষত্বান্নিত্যত্বমেব সিদ্ধম্ ॥ ৮৪ ॥

—————

তত্রৈবোমামহেশ্বর-সংবাদে —

সংপ্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্।
ভ্রশ্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—শ্রীহরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যাহারা জাগরণ করে না, তদ্রূপ তাহাদের সুকৃতও ক্ষয় হয়, যেমন বৈষ্ণবগণের নিন্দা দ্বারা সুকৃতক্ষয় হয়, ॥ ৮৫ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং নিন্দয়েতি দৃষ্টান্তো জ্ঞেয়ঃ ॥৮৫

—————

মতির্ন জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি।
ন হি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি ॥ ৮৬॥

অনুবাদ—দ্বাদশীতে নিশিজাগরণে যাহার মতি নাই, তাহার নিশ্চয়ই শ্রীহরিপূজনে অধিকার নাই ॥ ৮৬ ॥

টীকা—অস্তু তাবজ্জাগরাভাবদোষঃ, জাগরণচিকীর্ষারাহিত্যেনাপি পরমানর্থ ইত্যাহ—মতির্নেতি ॥ ৮৬ ॥

—————

অতএবোক্তং ব্রহ্মণা তত্রৈব—

হৃদয়ে বর্ত্ততে যস্য সদা যোগেশ্বরো হরিঃ।
মতিরুৎপদ্যতে তস্য দ্বাদশীজাগরোপরি ॥
ইতি ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি—যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা যোগেশ্বর শ্রীহরি অবস্থান করেন, তাহার দ্বাদশী নিশি জাগরণে মতি হয় ॥৮৭॥

টীকা—অতো ভগবদনুগ্রহেণৈব জাগরণং সম্পদ্যত ইত্যাহ—হৃদয়ে ইতি ॥ ৮৭ ॥

—————

সামান্যেন পুরালেখি গীতবাদ্যাদিনিত্যতা।
অধুনা লিখ্যতে সোঽয়ং জাগরে চ বিশেষতঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ—নিত্যপূজা প্রকরণে পূর্ব্বে সামান্যভাবে গীতবাদ্যাদির নিত্যতা লিখিত হইয়াছে, অধুনা তাহাই বিশেষভাবে শ্রীহরিবাসর জাগরণে লিখিত হইতেছে ॥ ৮৮ ॥

টীকা—প্রসঙ্গাজ্জাগরণে গীতনৃত্যাদেরপি নিত্যত্বং লিখন্ পূর্ব্বং নিত্যপূজায়াং তন্নিত্যত্বলিখনাদধুনা পুনর্লিখনাদপি পৌনরুক্ত্যাদোষমাশঙ্ক্য তন্নিরসনায় লিখতি—সামান্যেতি। এবং জাগরণে অবশ্যমেব গীতনৃত্যাদিকং কার্য্যমিত্যভিপ্রেতম্। আদি-শব্দেন স্তুত্যাদি ॥ ৮৮ ॥

—————

অথ জাগরে গীতাদিনিত্যত্বম্

স্কান্দে উমামহেশ্বর-সংবাদে—

মূকবত্তিষ্ঠতে যো বৈ গানং পাঠঞ্চ নাচরেৎ।
সপ্তজন্মসু মূকত্বং জায়তে জাগরে হরেঃ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জাগরণে গীতাদির নিত্যতা, স্কন্দপুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—শ্রীহরিবাসর জাগরণে যে ব্যক্তি বোবার মত থাকে, গান ও পাঠ করে না, সেই মানব সপ্তজন্ম বোবা হয় ॥ ৮৯ ॥

টীকা—পাঠং স্তোত্রাদীনাং জাগরণে নাচরেৎ ॥৮৯

—————

যো ন নৃত্যতি মূঢ়াত্মা পুরতো জাগরে হরেঃ।
পঙ্গুত্বং জায়তে তস্য সপ্তজন্মসু পার্ব্বতি ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসরে নিশিজাগরণে যে মূঢ়মতি শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য করে না, হে পার্ব্বতি ! তাহার সাতজন্ম পঙ্গুতা হয় ॥ ৯০ ॥

—————

পাদ্মে পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতপ্রসঙ্গে—

স্তুবন্তি ন প্রশংসন্তি যে জনা জাগরং হরেঃ।
নোৎসবো ভবতে তেষাং গৃহে জন্মানি সপ্ত চ ॥৯১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে পক্ষবর্দ্ধিনীব্রত প্রসঙ্গে—যে সকল মানব শ্রীহরির ব্রত-জাগরণকে স্তব ও প্রশংসা করে না, সাতজন্ম তাহাদের গৃহে উৎসব হয় না ॥৯১

টীকা—ন স্তুবন্তি ন শ্লাঘন্তে, ন প্রশংসন্তি ন চানুমোদন্তে ॥ ৯১ ॥

স্তুবন্তি যে প্রশংসন্তি জাগরং চক্রপাণিনঃ।
নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং জন্মানি দশ পঞ্চ চ ॥৯২॥

অনুবাদ—চক্রপাণি শ্রীহরির নিশিজাগরণকে যাঁহারা স্তব ও প্রশংসা করেন, তাঁহাদের গৃহে পঞ্চদশ জন্ম যাবৎ নিত্য উৎসব হয় ॥ ৯২ ॥

টীকা—তান্ শোচন্নিব স্তবনাদিফলমাহ—স্তুবন্তীতি ॥ ৯২ ॥

অথ জাগরণ-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে শ্রীপ্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ—
ন গয়াপিণ্ডদানেন ন তীর্থৈর্বহুভির্মখৈঃ।
পূর্ব্বজা মুক্তিমায়ান্তি বিনা দ্বাদশি-জাগরম্ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বাদশীর নিশি জাগরণ মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে ও শ্রীপ্রহলাদ সংহিতাতে—দ্বাদশীতে নিশি জাগরণ ব্যতীত গয়াতে পিণ্ডদান, বহুতীর্থ স্নান ও বহু যজ্ঞাদি দ্বারাও পূর্ব্বপুরুষগণের মুক্তি হয় না ॥ ৯৩ ॥

সর্ব্বাবস্থোঽপি যঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং জাগরং হরেঃ।
যামৈকৈকেন দহতো পাপং জন্মসহস্রজম্ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—যে কোন অবস্থাতে থাকিয়াও যে মানব দ্বাদশীতে শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করিবে, এক এক প্রহরে তাহার সহস্রজন্মজাত পাপ দগ্ধ হইবে ॥ ৯৪॥

যঃ কুর্য্যাদ্দীপদানন্তু রাত্রৌ জাগরণে হরেঃ।
নিমিষে নিমিষে বিপ্র লভতে গোশতং ফলম্ ॥৯৫॥

অনুবাদ—যে মানব শ্রীহরির রাত্রিজাগরণে দীপ দান করে, হে বিপ্র। তিনি নিমিষে শত গোদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৯৫ ॥

টীকা—গোশতমিতি গোশতপ্রদানজমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯৫ ॥

যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে পূজাং দ্বাদশ্যাং কুসুমৈর্হরেঃ।
পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—যিনি জাগরণকালে দ্বাদশীতে পুষ্পসমূহ দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবেন, ঐ মানব প্রতি পুষ্পে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯৬॥

যো দহেচ্চাগুরুং বিষ্ণোঃ পূজাং কৃত্বা তু জাগরে।
নিমেষার্দ্ধেন লভতে তিলপাত্রশতং ফলম্ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুপূজা করিয়া দ্বাদশী জাগরণ কালে অগুরু কাষ্ঠধূপ দহন করেন, তিনি অর্দ্ধনিমেষ মধ্যে শত তিলপাত্রদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৯৭ ॥

নিমেষঞ্চ দহেদ্ধূপং সঘৃতং গুগ্গুলুং হরেঃ।
লভতে জাগরে বিপ্র পুণ্যং মাসসমুদ্ভবম্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরিবাসর জাগরণে একনিমেষ কালও ঘৃতসহ গুগ্গুল ধূপদান করেন, হে বিপ্র। তিনি অন্যত্র একমাস ধূপদান জাত পুণ্য লাভ করেন ॥ ৯৮ ॥

টীকা—মাসসমুদ্ভবমিতি—অন্যত্র সঘৃতগুগ্গুলুধূপদাহতো মাসেনৈকেন যৎ পুণ্যাং স্যাৎ, তদেকস্মিন্নেব জাগরে সকৃৎকৃতেন তেন ভবতীত্যর্থঃ। মাঘেতি পাঠে মাঘস্নানাদিজম্ ॥ ৯৮ ॥

যো দদ্যাজ্জাগরে বিষ্ণোর্হবিষ্যান্ন-সমুদ্ভবম্।
নৈবেদ্যং লভতে পুণ্যং শালিশৈলসমুদ্ভবম্ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরির জাগরণে হবিষ্যান্ন নির্ম্মিত নৈবেদ্য দান করেন, তিনি শালিতণ্ডুলের পর্ব্বতদানের পুণ্যলাভ করেন ॥ ৯৯ ॥

টীকা—গোঽযুতং গবাযুতম্ ॥ ৯৯ ॥

পক্বান্নানি চ যো দদ্যাৎ ফলানি বিবিধানি চ।
জাগরে পদ্মনাভস্য লভতে গোঽযুতং ফলম্ ॥১০০॥

অনুবাদ—যিনি পদ্মনাভ শ্রীহরির জাগরণে বিবিধ

ফলযুক্ত পক্বান্নসমূহ নিবেদন করেন, তিনি দশ সহস্র গাভীদানের ফল লাভ করেন ॥ ১০০ ॥

সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং যো দদাতি হি জাগরে।
পদ্মনাভপ্রসাদেন শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরি জাগরণে সকর্পূর তাম্বুল দান করেন, তিনি পদ্মনাভ শ্রীহরির প্রসাদে চিরকাল শ্বেতদ্বীপ শ্রীহরিধামে বাস করেন ॥ ১০১ ॥

জাগরে পদ্মনাভস্য যঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পমণ্ডপম্।
স পুষ্পক-বিমানৈস্তু ক্রীড়তে ব্রহ্মসদ্মনি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—যিনি পদ্মনাভ শ্রীহরির জাগরণে পুষ্প-মণ্ডপ রচনা করেন, তিনি পুষ্পক বিমানসমূহ সহ ব্রহ্মলোকে ক্রীড়া করেন ॥ ১০২ ॥

জাগরে পদ্মনাভস্য সকর্পূরং তথাগুরুম্।
দহতো দহতে পাপং জন্মলক্ষসমুদ্ভবম্ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—যিনি পদ্মনাভ শ্রীহরির জাগরণে কর্পূর সহ অগুরু ধূপ দান করেন, তিনি লক্ষ জন্ম জাত পাপকে দগ্ধ করেন ॥ ১০৩ ॥

স্নানং দদাতি কৃষ্ণস্য দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।
রাত্রৌ জাগরণে বিপ্র মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ—যিনি দধি, ক্ষীর, ঘৃতাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক দান করেন, নিশি জাগরণে, হে বিপ্র! তিনি মুক্তি ভাগী হনই ॥ ১০৪ ॥

দিব্যাম্বরাণি যো দদ্যাজ্জাগরে সমুপস্থিতে।
মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যাসমানি বৈ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির জাগরণ সমুপস্থিত হইলে যিনি দিব্যবস্ত্রসমূহ দান করেন, তিনি বস্ত্রের তন্তু সংখ্যাসম মন্বন্তর শ্রীভগবদ্ধামে বাস করেন ॥ ১০৫॥

টীকা—তন্তবোঽম্বরাণাং, তৎসংখ্যাভিঃ সমানি মন্বন্তরাণি ॥ ১০৫ ॥

দদ্যাদাভরণং বিষ্ণোর্হেমজং রত্নসম্ভবম্।
সপ্ত কল্পানি বসতে সোৎসঙ্গে মৎপ্রিয়ো হি সঃ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরিবাসরে জাগরণে স্বর্ণ ও রত্ন নির্ম্মিত অলঙ্কার দান করেন, তিনি আমার ক্রোড়ে সপ্তকল্প বাস করেন এবং তিনি আমার প্রিয় হয় ॥ ১০৬ ॥

টীকা—রত্নসম্ভবঞ্চ, যদ্বা, রত্নখচিতমিত্যর্থঃ। উৎসঙ্গে ক্রোড়ে, বিষ্ণোর্ম্ম ব্যসরে সতি। বিসর্গ-লোপে সন্ধিরার্ষঃ, পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

শ্রীচন্দনং সকর্পূরং সাগুরুন্তু সকেশরম্।
যুক্তং মৃগমদেনাপি যচ্ছতে হরিজাগরে ॥ ১০৭ ॥
একৈকং মুনিশার্দূল অশ্বমেধাধিকং ফলম্।
কলৌ ভবেন্ন সন্দেহো বাসুদেবপ্রসাদতঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—কর্পূর, অগুরু, কেশর ও মৃগনাভির সহিত শ্রীচন্দন শ্রীহরিবাসর জাগরণে যিনি শ্রীহরিকে দান করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ঐ এক একটির ফল অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৭-১০৮ ॥

ঘৃতেন দীপকং বিষ্ণোর্গব্যেন চ বিশেষতঃ।
জ্বালয়েজ্জাগরে রাত্রৌ নিমেষে গোঽযুতং ফলম্ ॥১০৯

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসরে নিশি জাগরণে ঘৃতপ্রদীপ বিশেষতঃ গব্যঘৃতের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলে নিমেষ কালেও দশ সহস্র গাভীদানের ফল পাওয়া যায় ॥ ১০৯ ॥

জাগরে বাসুদেবস্য কর্পূরেণ চ দীপকম্।
যো জ্বালয়তি কোটীনাং কপিলানাং লভেৎ ফলম্ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেরনিশি জাগরণে কর্পূর-প্রদীপ যিনি প্রজ্বালিত করেন, কোটি কপিলা গাভীদানের ফল তিনি লাভ করেন ॥ ১১০ ॥

———

আরাত্রিকং হরের্যস্তু সকর্পূরন্তু জাগরে।
কুরুতে মোক্ষমাপ্নোতি কুলাযুতসমন্বিতঃ ॥১১১॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নিশিজাগরণে যিনি কর্পূর সহ আরতি করেন, তিনি দশসহস্র কুলসহ মোক্ষ-প্রাপ্ত (শ্রীহরিচরণ প্রাপ্ত) হন ॥ ১১১ ॥

———

বিনাপি যো হি কর্পূরং কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ।
নিঃস্বোঽপি জাগরে বিষ্ণোর্দাতা
ভূরি ফলং লভেৎ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নিশিজাগরণে কর্পূর ব্যতীতও আরতি দানে দাতা দরিদ্র হইলেও প্রচুর ফল লাভ করেন ॥ ১১২ ॥

———

বারিজং বারিণা পূর্ণং শিরসি স্নাপয়েদ্ধরিম্।
বিভর্তি শিরসা সোঽয়ং গঙ্গাস্নানকৃতং ফলম্ ॥১১৩

অনুবাদ—জলপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা শ্রীহরির মস্তকে যিনি স্নান করান, তিনি মস্তকে গঙ্গাস্নান জন্য ফল ধারণ করেন ॥ ১১৩ ॥

———

কৃত্বা পূজাং হরের্যস্তু জাগরে পুরতং শুচিঃ।
পঠেন্নামসহস্রঞ্চ গীতাং নাগবিমোক্ষণম্ ॥ ১১৪ ॥
মাঙ্গল্যং স্নপনং পুণ্যং স্তবরাজমনুস্মরন্।
বৈদিকানি চ জপ্যানি ভক্ত্যা রাত্রৌ মুহুর্মুহুঃ ॥১১৫॥
ভবেৎ প্রত্যক্ষরং পুণ্যং কপিলাগোশতোদ্ভবম্।
জাগরে যজ্ঞরূপস্য পুরতঃ পঠনং হরেঃ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—জাগরণে শ্রীহরির পূজা করিয়া যিনি পবিত্রভাবে শ্রীহরির সম্মুখে সহস্র নাম, গীতা ও গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করেন, মঙ্গল পবিত্র স্নানীয় স্তবরাজ পুরুষসূক্তাদি বৈদিকমন্ত্র পাঠ, রাত্রিতে ভক্তিসহ পুন পুন মন্ত্রজপ করেন, পাঠের প্রতিঅক্ষরে শত-কপিলা গাভী দানের ফল হয়—যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সম্মুখে পাঠে ॥ ১১৪-১১৬ ॥

টীকা—বারিজং শঙ্খং পূর্ণং কুর্য্যেতি শেষঃ। শিরসা বিভর্ত্তীতি ফলস্য স্থৈর্য্যমভিপ্রেতং, মাঙ্গল্যেন স্নপয়তীতি তথা তৎ, এতচ্চ লিঙ্গবাত্যয়াদিনা সর্ব্বেষামেব বিশেষণং জ্ঞেয়ং তথা পুণ্যমিতি চ। জাগর ইত্যার্দ্ধপদ্যমুক্তন্যায়েন ব্যাখ্যেয়ং, কৃচিন্ত ন তিষ্ঠেদেব ॥ ১১৩-১১৬ ॥

———

যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং সনৃত্যং বাদ্যসংযুতম্।
ন তৎ ক্রতুশতৈঃ পুণ্যং ব্রতদানশতৈরপি ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যিনি নৃত্য ও বাদ্যসহ গান করেন, উহার ফল শতযজ্ঞ, শত শত ব্রত দান দ্বারাও পাওয়া যায় না ॥ ১১৭ ॥

———

যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং বিলজ্জো নৃত্যতে যদি।
লভতে নিমিষার্দ্ধেন চতুরাশ্রমজং ফলম্ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যিনি গান ও বিলজ্জভাবে যদি নৃত্য করেন, অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১১৮ ॥

টীকা—চতুরাশ্রমধর্ম্মসম্পত্তের্জায়তে যৎ ফলং তদিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

———

জাগরে পদ্মনাভস্য কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনম্।
শ্লোকসংখ্যাং বসেৎ স্বর্গে যুগানি হরিসন্নিধৌ ॥১১৯॥

অনুবাদ—পদ্মনাভ শ্রীহরির নিশিজাগরণে যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শ্লোক সংখ্যানুসারে যুগসমূহ শ্রীহরির নিকট বাস করেন ॥ ১১৯ ॥

টীকা—শ্লোকসংখ্যাং প্রতি যানি যুগানি স্যন্তানি, যাবন্ত শ্লোকাস্তাবন্তি যুগানীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ১১৯ ॥

———

কুর্য্যাদ্বন্দনমালাং যো রম্ভাস্তম্ভৈঃ সুশোভনৈঃ।
চূতবৃক্ষোদ্ভবৈঃ পত্রৈর্জাগরে চক্রপাণিনঃ ॥ ১২০ ॥

যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তস্যোৎসবো ভবেৎ।
পূজ্যতে বাসবাদ্যৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ্সরোবৃতঃ ॥১২১॥

অনুবাদ—যিনি সুশোভন কদলীবৃক্ষ দ্বারা ও আম্রপত্র দ্বারা চক্রপাণি শ্রীহরির জাগরণে বন্দনমালা রচনা করেন। পত্র সংখ্যানুসারে যুগসমূহ স্বর্গে তাঁহার উৎসব হয়, ইন্দ্রাদি দেবগণ পূজা করেন, অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীত করেন ॥ ১২০-১২১ ॥

নৃত্যমানস্য মর্ত্ত্যস্য যে কেচিন্নিরয়ং গতাঃ।
বিমুক্তা ধর্ম্মরাজেন মুক্তিং যান্তি হরেঃ পদম্ ॥১২২॥

অনুবাদ—শ্রীহরিজাগরণে নৃত্যরত ব্যক্তির যে কোন বান্ধবাদি নরকবাসী থাকিলে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক ছাড় পাইয়া মুক্তিধাম শ্রীহরিপাদপদ্মে গমন করে ॥ ১২২ ॥

টীকা—যে কচিদ্বান্ধবাদয়ঃ ॥ ১২২ ॥

গীতধ্বনিষু সন্তুষ্টো জাগরে তু রমাপতিঃ।
বাসবস্যাধিকং সৌখ্যং দদ্যান্মন্বন্তরং শতম্ ॥১২৩॥

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসরে জাগরণে গীতধ্বনি শুনিয়া সন্তুষ্ট লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ শত মন্বন্তর ব্যাপি ইন্দ্র হইতে অধিক সৌখ্য প্রদান করেন ॥ ১২৩॥

নৃত্যেন মর্ত্ত্যে সৌখ্যন্তু স্বর্গে নৃত্যেন জাগরে।
রসাতলে তথা সৌখ্যং মুক্তির্নৃত্যাদবাপ্যতে ॥ ১২৪॥

অনুবাদ—শ্রীহরি জাগরণে নৃত্যের আনুষঙ্গিক গৌণ ফলে মনুষ্যলোকে স্বর্গে, রসাতলে সর্ব্বত্র সুখ-লাভ এবং মুখ্যফলে মুক্তি লাভ ॥ ১২৪ ॥

টীকা—জাগরে যন্নৃত্যং তেন ; মর্ত্ত্যে মনুষ্যলোকে পৃথিব্যামিত্যর্থঃ ॥ ১২৪ ॥

প্রেক্ষণীয়প্রদানেন যৎ পুণ্যং কথিতং বুধৈঃ।
ন তৎ কোটিমখৈঃ পুণ্যং যোগৈঃ
সাঙ্খ্যৈরবাপ্যতে ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—জাগরণে ইন্দ্রজাল বিদ্যা বা নাটকাদি প্রদর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন —কোটি যজ্ঞের পুণ্য অষ্টাঙ্গযোগের ফল, আত্ম-জ্ঞানের ফল দ্বারা তাহা পাওয়া যায় না ॥ ১২৫ ॥

টীকা—প্রেক্ষণীয়মৈন্দ্রজালিকং, নর্ত্তকাদি-সম্প্রদায়বিশেষো বা তস্য প্রদানেন। যোগৈরষ্টাঙ্গৈঃ, সাংখ্যৈরাত্মজ্ঞানৈঃ ॥ ১২৫ ॥

দীপমালাং হরেরগ্রে যঃ করোতি প্রজাগরে।
বিমানকোটিসংযুক্তঃ কল্পান্তং বসতে দিবি ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরিজাগরণে শ্রীহরির অগ্রে দীপমালা প্রজ্জ্বালিত করেন, তিনি কোটি বিমানযুক্ত হইয়া কল্পাবধি স্বর্গে বাস করেন ॥ ১২৬ ॥

চরিতং রামচন্দ্রস্য যঃ শৃণোতি হরেদিনে।
রাত্রৌ বাল্মীকিনা প্রোক্তং তৎসমো
ন হি বৈষ্ণবঃ ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—বাল্মীকি রামায়ণ যিনি শ্রীহরিবাসরে রাত্রিতে শ্রবণ করেন, তাঁহার সমান বৈষ্ণব নাই ॥ ১২৭ ॥

যঃ পুনঃ পঠতে রাত্রৌ মহাভারতসম্ভবাম্।
কথাং জাগরণে বিষ্ণোঃ কুলকোটিং
নয়েদ্দিবম্ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—আর যিনি নিশি জাগরণে মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ কথা পাঠ করেন, তিনি তাহার কোটিকুলকে স্বর্গবাসী করেন ॥ ১২৮ ॥

ঔত্তানপাদেশ্চরিতং ধ্রুবস্য চ মহাত্মনঃ।
কৃষ্ণস্য বালচরিতং জাগরে পঠতে হি যঃ।
যুগকোটিসহস্রস্য ক্ষয়ঃ পাপস্য জায়তে ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরিবাসরীয় নিশিজাগরণে উত্তানপাদনন্দন মহাত্মা ধ্রুবের চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত পাঠ করেন, তাঁহার কোটি সহস্রযুগের জাত বা ভোগ্য পাপ ক্ষয় হয় ॥ ১২৯ ॥

টীকা—যুগকোটিসহস্রস্যেতি যুগকোটিসহস্রৈর্ভোগ্যস্য, তেষু জাতস্য বা পাপস্য ॥ ১২৯ ॥

তস্মাজ্জাগরণং কার্য্যং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥১৩০

অনুবাদ—অতএব শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষে শ্রীহরিবাসরে জাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ১৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে বিষ্ণুসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমন্বিতঃ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিজাগরণে ভগবানের নিকট যিনি ভক্তিসহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলবৃন্দসহ শ্রীভগবদ্ধামে গমন করেন ॥ ১৩১ ॥

টীকা—জাগরে পঠতি ॥ ১৩১ ॥

অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণপুরুষস্য চ।
দয়িতানি সদা বিষ্ণোর্বিশেষেণ তু জাগরে ॥ ১৩২ ॥
যো গীতাং পঠতে রাত্রৌ বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
বেদোক্তানাং পুরাণানাং জাগরী পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩৩

অনুবাদ—পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অষ্টাদশ-পুরাণ যিনি সর্ব্বদা পাঠ করেন, বিশেষতঃ শ্রীহরি-জাগরণে যিনি গীতা বা শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণসমূহের পাঠের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৩২-১৩৩ ॥

টীকা—পুরাণানাং সর্ব্বেষাং পঠনাদ্‌যৎ পুণ্যং তদাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥

ধেনুদানন্তু যঃ কুর্য্যাৎ জাগরে চক্রপাণিনঃ।
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সপ্তদ্বীপাবনীফলম্ ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নিশিজাগরণে যিনি ধেনু—সবৎসা দুগ্ধবতী গাভীদান করেন, তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৩৪ ॥

জাগরে পদ্মনাভস্য যঃ কুর্য্যাচ্ছুভমণ্ডপম্।
মণ্ডলে ধ্রুবলোকস্য যাবত্তিষ্ঠতি পদ্মভূঃ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মনাভ শ্রীহরির জাগরণে যিনি পবিত্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, তিনি ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ধ্রুবলোকের উপরে অবস্থান করেন ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—যাবৎ পদ্মভূর্ব্রহ্মা তিষ্ঠতি, তাবৎ ধ্রুবলোকস্য মণ্ডলে উপরি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

সর্ব্বেষামেব পুণ্যানাং মহৎ পুণ্যং মহীতলে।
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিপ্র প্রসিদ্ধং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে সর্ব্ববিধ পুণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্য, হে বিপ্র! দ্বাদশী জাগরণে—ইহা ত্রিভুবন প্রসিদ্ধ ॥ ১৩৬ ॥

জাগরং যে চিকীর্ষন্তি কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥ ১৩৭॥

অনুবাদ—যাঁহারা কায়মনো বাক্যে দ্বাদশী জাগরণ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কোন প্রকারেই বিষ্ণুলোক হইতে পুনরাগমন হয় না ॥ ১৩৭ ॥

জাগরে নৃত্যমানন্তু দৃষ্ট্বা বৈ দ্বাদশীদিনে।
রাত্রৌ মার্জ্জয়তে শৌরিঃ পাপং
তস্য যুগাজ্জিতম্ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশী নিশি জাগরণে নৃত্যরত ব্যক্তিকে দেখিয়া শ্রীহরি তাহার যুগকালার্জ্জিত পাপ মার্জ্জন করেন ॥ ১৩৮ ॥

প্রোৎসাহয়িত্বা লোকান্ যঃ কুরুতে জাগরং নিশি।
প্রাপ্নোতি চক্রবর্ত্তিত্বং ভরতেন যথা পুরা ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—লোকসমূহকে উৎসাহিত করিয়া যিনি নিশি জাগরণ করেন ও করান, তিনি আদি ভরত-রাজের ন্যায় পৃথিবী চক্রবর্ত্তী রাজপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩৯ ॥

টীকা—প্রোৎসাহয়িত্বা মাহাত্ম্যশ্রবণাদিনা প্রকর্ষেণ উৎসাহং জনয়িত্বা, যবভাবোঽত্র আর্ষঃ ॥ ১৩৯ ॥

———

শ্বপচেন যথা বিষ্ণুং তোষয়িত্বা তু জাগরে।
প্রাপ্তা মুক্তিঃ পুরা বিপ্র গান্ধর্ব্বাৎ শ্রূয়তে ধ্রুবম্ ॥১৪০

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসর জাগরণে কোন শ্বপচ-ব্যক্তি নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল, হে বিপ্র! ইহা নিশ্চয়ই শাস্ত্রে শুনা যায় ॥ ১৪০ ॥

———

রাজ্যং প্রাপ্তং দিলীপেন নর্ত্তনাদ্বাসরে হরেঃ।
নহুষেণ চ সংপ্রাপ্তমর্ঘ্যদানেন জাগরে ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসরে নৃত্য করিয়া সূর্য্যবংশীয় দিলীপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, চন্দ্রবংশীয় নহুষও জাগরণে অর্ঘ্যদান করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪১ ॥

———

ফলদানাৎ সৃঞ্জয়েন প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্।
ব্যঞ্জুলীবাসরে রাত্রৌ কৃত্বা জাগরণং হরে ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—ব্যঞ্জুলীমহাদ্বাদশীতে শ্রীহরিবাসরে নিশি জাগরণে চন্দ্রবংশীয় সৃঞ্জয় ফলদানের পুণ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৪২ ॥

———

বস্ত্রদানাদ্দিনে বিষ্ণোর্নাভাগেন তু জাগরৈঃ।
রাজ্যং প্রাপ্তং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রসাদান্মাধবস্য হি ॥১৪৩॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! শ্রীহরিবাসরে নিশি-জাগরণ করতঃ বস্ত্রদান ফলে নাভাগ শ্রীলক্ষ্মীপতির প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৪৩ ॥

———

শৈলূষী নর্ত্তনাৎ সিদ্ধা বিখ্যাতা মেনকা দিবি।
ত্রিস্পৃশা-জাগরে বিপ্র সত্যং তে কথিতং ময়া ॥১৪৪

অনুবাদ—হে বিপ্র! ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর জাগরণে নর্ত্তকী বিখ্যাতা স্বর্গীয় মেনকা নৃত্য প্রদর্শনে সিদ্ধিলাভ করে, সত্যই তোমার নিকট আমি বলিলাম ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—শৈলূষী নর্ত্তকী বেশ্যেত্যর্থঃ। বিপ্রেত্যত্র ব্যাসেতি কচিৎপাঠে স্কন্দপুরাণ-প্রহলাদসংহিতোক্তয়োরৈক্যাৎ প্রহলাদসংহিতায়াং প্রহলাদব্যাসসংবাদোঽনুসন্ধেয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

———

তুলসীজাগরাৎ প্রাপ্তং জাগরে চক্রপাণিনঃ।
অলর্কেণ ক্ষিতীশত্বং যশঃকীর্ত্তি-সমন্বিতম্ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—শ্রীহরির জাগরণ তুলসীবনের নিকটে নিশি জাগরণে অলর্ক যশঃকীর্ত্তি সমন্বিত মহীপতিত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৪৫ ॥

টীকা—চক্রপাণের্জাগরে মধ্যে তুলস্যাং তুলসী-বনান্তিকে যো জাগরস্তস্মাৎ ॥ ১৪৫ ॥

———

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
অলর্কো নাম রাজাসৌ বুভুজে মেদিনী পুরা ॥১৪৬॥

অনুবাদ—প্রাচীনকালে এই অলর্ক রাজা ষাট হাজার ষাট শতবর্ষ পৃথিবীতে রাজত্ব করেন ॥ ১৪৬॥

———

শাণ্ডিলী মার্জ্জনাৎ সিদ্ধা একাদশ্যান্তু মণ্ডলাৎ।
পুরতো বাসুদেবস্য পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—শুক্ল, কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় একাদশীতে শ্রীহরিমণ্ডপের সম্মুখে মার্জ্জনের ফলে শাণ্ডিলী সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল ॥ ১৪৭ ॥

টীকা—মণ্ডলাৎ সর্ব্বতোভদ্রাদি-মণ্ডলবিধানাৎ। তত্রাপি বাসুদেবস্য পুরতঃ ॥ ১৪৭ ॥

———

উন্মীলনীদিনে প্রাপ্তে পরদীপপ্রবোধনাৎ।
ইন্দ্রদ্যুম্নেন সংপ্রাপ্তং রাজ্যং জাগরণং হরে ॥১৪৮॥

অনুবাদ—উন্মীলনী মহাদ্বাদশীর রাত্রিজাগরণে অন্যের দীপ জাগাইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ্য লাভ করেন ॥১৪৮

টীকা—হরের্জাগরণে পরদীপস্য প্রবোধনাৎ ॥১৪৮

———

**দোলাদিনে চ সংপ্রাপ্তে বীণাবাদ্যাৎ পুরূরবাঃ ।
চক্রবর্ত্তিত্বমায়াতো দুষ্প্রাপং যৎ সুরৈরপি ॥ ১৪৯ ॥**

অনুবাদ—পুরূরবা দোলযাত্রাদিনে শ্রীহরির সম্মুখে বীণাবাদন করায় দেবদুর্লভ চক্রবর্ত্তী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪৯ ॥

**সম্মানিতাঃ ককুৎস্থেন রাত্রৌ জাগরকারিণঃ ।
স্বশক্ত্যা চৈব দানেন প্রাপ্তং রাজ্যং সুদুর্লভম্ ॥ ১৫০ ॥**

অনুবাদ—মহারাজ ককুৎস্থ নিজ অর্থবলে দান-দ্বারা রাত্রি জাগরণকারীগণকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আনিয়া জাগরণ করাইতেন, ফলে সুদুর্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৫০ ॥

টীকা—আয়াতঃ প্রাপ্তঃ ; স্বশক্ত্যা দানেন সম্মানিতাঃ, পাঠান্তরে দেহান্তে চ দেবদুর্লভং পদং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

**শ্বপাকী চ মৃগী নাম গানং কৃত্বা হরের্দ্দিনে ।
গান্ধর্ব্বলোকনারীণাং জাতা রাজ্ঞী প্রজাগরাৎ ॥১৫১**

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসরে জাগরণে মৃগী নাম্নী চণ্ডালিনী গান করিয়া গন্ধর্ব্বলোকবাসিনী নারীগণের রাজ্ঞী হইয়া জন্মলাভ করে ॥ ১৫১ ॥

**বেণুবাদ্যাদৃচীকস্তু বিজয়াবাসরে নিশি ।
জাগরে পুরতো বিষ্ণোঃ পুনা রাজা ভবিষ্যতি ॥১৫২**

অনুবাদ—বিজয়া মহাদ্বাদশীর রাত্রিজাগরণে শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে জমদগ্নির পিতা ঋচীক ঋষি বেণু-বাদন ফলে পুনরায় রাজ্যলাভ করিবেন ॥ ১৫২ ॥

**যে কেচিদ্‌গায়কা বিপ্র বাদকা নর্ত্তকা নরাঃ ।
নর্ত্তকী-সহিতা যান্তি কৃত্বা জাগরণং দিবম্ ॥১৫৩॥**

অনুবাদ—হে বিপ্র ! যে কোন গায়ক বাদক নর্ত্তক মানবগণ নর্ত্তকীর সহিত জাগরণ করিয়া স্বর্গে গমন করে ॥ ১৫৩ ॥

**বিযোনিমাগতৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃত্বা জাগরণং হরেঃ ।
সংপ্রাপ্তং পৃথিবীশত্বং সকামৈর্মুনিসত্তম ॥ ১৫৪ ॥**

অনুবাদ—হে মুনিসত্তম ! সকামভাবে শ্রীহরি-বাসরে জাগরণ ফলে বিযোনিজাত ব্যক্তিগণও মহী-পতিত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ১৫৪ ॥

**নিষ্কামৈর্মুক্তিরাপ্তা চ শ্বপচাদ্যৈস্তু জাগরাৎ ।
বিবক্ষা নাস্তি বর্ণানাং হরের্জাগরকারিণাম্ ॥ ১৫৫ ॥**

অনুবাদ—চণ্ডালাদিব্যক্তিগণও নিষ্কামভাবে জাগ-রণ ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই বা শ্রীহরিজাগরণকারীগণের বর্ণ বিচারাদি নাই ॥ ১৫৫ ॥

**ন কলৌ পাবনং ধ্যানং ন কলৌ জাহ্নবীজলম্ ।
ন কলৌ পাবনং জপ্যং মুক্ত্যেকং
জাগরং হরেঃ ॥ ১৫৬ ॥**

অনুবাদ—কলিযুগে ধ্যান, গঙ্গাজল, মন্ত্রজপাদি তাদৃশ আত্মশুদ্ধিকর নহে, যাদৃশ শ্রীহরিজাগরণ মুক্তি-দানে একমাত্র মুখ্য ॥ ১৫৬ ॥

**আশ্রমে বর্ত্তমানানাং ন ফলং হি দ্বিজন্মনাম্ ।
সংযষ্টৈরপি যজ্ঞৈস্তু বিনা দ্বাদশি-জাগরাৎ ॥১৫৭॥**

অনুবাদ—দ্বাদশী জাগরণ ব্যতীত দ্বিজাতিগণের স্ব স্ব আশ্রমবাসও বিফল, যজ্ঞসমূহদ্বারা সংখ্যক্ যজনও বিফল ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—জাগরে বিষ্ণোঃ পুরতো বেণুবাদ্যাৎ, মঙ্গলাচরণাদিতি পাঠে 'জয়তি জননিবাসঃ' (শ্রীভাঃ ১০।৯০।৪৮) ইত্যাদি পঠনাদিত্যর্থঃ ; বেণুবাদ্য-স্বরূপবিশেষণং বা । বিবক্ষা নাস্তীতি তেষাং সংখ্যাং বক্তুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ । যদ্বা, বিবক্ষা বিচারঃ । বিশেষ ইতি পাঠান্তরেঽধিকার্য্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ । সংযষ্টৈঃ সম্যগিষ্টৈঃ ॥ ১৫২-১৫৭ ॥

**লক্ষ্মীঃ পরাঙ্মুখী তেষাং বাসবাদ্যা দিবৌকসঃ ।
পিতরঃ কব্যপাল্যাদ্যা মনুষ্যাঃ সনকাদয়ঃ ॥১৫৮॥**

অনুবাদ—দ্বাদশী জাগরণ ব্যতীত তাহাদের প্রতি লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্রাদি দেবগণ, শ্রাদ্ধপাল্য পিতৃগণ, মনুষ্য-গণ, সনকাদি ঋষিগণ সকলেই বিমুখ হন ॥ ১৫৮ ॥

একোঽপি হি কুলোৎপন্নঃ কিঞ্জাতৈর্বহুভিঃ সুতৈঃ।
দ্বাদশীজাগরাৎ সর্ব্বাংস্তারয়িষ্যতি পূর্ব্বজান্ ॥১৫৯॥

অনুবাদ—কুলজাত এক ব্যক্তিই দ্বাদশী জাগরণ ফলে পূর্ব্বজ সকলকেই সংসার মুক্ত করিতে পারিবে, জাগরণ বিমুখ বহুসন্তানের কি প্রয়োজন ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—তেষাং জাগরণহীনানাং, একোঽপি কুলে উৎপন্নঃ সন্ সর্ব্বাংস্তারয়িষ্যতি, অতঃ কিং বহুভি-রিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

বিশল্যবাসরে বিষ্ণোর্যঃ করোতি সুজাগরম্।
স বৈ ভাগবতো লোকে গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৬০॥

অনুবাদ—দশমীবিদ্ধা বিহীন শ্রীহরিবাসরে যিনি সুষ্ঠু জাগরণ করেন, তিনিই শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত ইহলোকে বেদবিদ্‌গণ গান করেন ॥ ১৬০ ॥

যস্য প্রসন্নো ভগবান্ শীলেনোৎপদ্যতে সুতঃ।
একোঽপি তারয়েৎ সর্ব্বান্
নরকস্থান্ পিতামহান্ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার সুশীল ভক্ত পুত্র উৎপন্ন হয়। ভক্ত সন্তান একজনই শ্রীহরিবাসর জাগরণ দ্বারা নরকস্থ পিতা-মহাদি সকলকে উদ্ধার করিবে ॥ ১৬১ ॥

টীকা—তারয়েৎ জাগরণতঃ, ভাগবতঃ জাগ-রণাদিকর্ত্তা তৎসমঃ, প্রকরণবলাদেবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৬০-১৬১ ॥

ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো নৈব শাক্তিকঃ।
ন চান্যদেবতা-ভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ ॥
ইতি ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যউপাসক নয়, শৈবও নয়, ব্রহ্ম উপাসকও নয়, শক্তি উপাসকও নয়, অন্য দেবতা ভক্তও নয় শ্রীবিষ্ণুভক্তের সম ॥ ১৬২ ॥

গৃহেঽপি বর্ত্ততে যস্য নিত্যং যস্য চ চেতসি।
দ্বাদশীচরিতং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশী জাগরণ মাহাত্ম্যাদি যাঁহার গৃহে ও চিত্তে নিত্য বর্ত্তমান, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গপ্রদ পুণ্য ফল লাভ হয় ॥ ১৬৩ ॥

টীকা—ইদানীং জাগরণমাহাত্ম্যফলপাঠাদি-ফলমাহ—গৃহেঽপীত্যাদিনা। চেতসি চ বর্ত্ততে, দ্বাদশীচরিতং জাগরণমাহাত্ম্যাদিকং তস্য চতুর্বর্গ-ফলপ্রদং পুণ্যং স্যাৎ। তত্র চতুর্বর্গো ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাঃ, ফলঞ্চ ভক্তিঃ ॥ ১৬৩ ॥

অথ জাগরণ-মাহাত্ম্যফলম্

তত্রৈব—

উপোষিতৈর্হরিদিনৈঃ সংবৎসরশতং ফলম্।
তৎ ফলং নিত্যমাপ্নোতি পঠন্ জাগরণং হরেঃ ॥১৬৪

অনুবাদ—অথ জাগরণমাহাত্ম্য-পাঠাদির ফল স্কন্দপুরাণেই—শত সংবৎসর শ্রীহরিবাসরে উপবাস-কারীর সমফল শ্রীহরিজাগরণ মাহাত্ম্য পাঠকারী নিত্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—জাগরণং জাগরণমাহাত্ম্যম্ ॥ ১৬৪ ॥

মাহাত্ম্যং যঃ পঠেদ্ভক্ত্যা ময়োক্তং জাগরোদ্ভবম্।
দ্বাদশীসম্ভবং পুত্র কুলানামুদ্ধরেচ্ছতম্ ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—হে পুত্র! আমার কথিত দ্বাদশীজাগরণ মাহাত্ম্য যিনি ভক্তি-পূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করেন ॥ ১৬৫ ॥

চরিতং বাললীলায়া মথুরায়াঞ্চ যঃ পঠেৎ।
দ্বাদশ্যাং দেবকীসূনো রাত্রৌ জাগরণে কলৌ।
অযুতানাং বসেৎ কোটিং পিতৃভিঃ
পরিবারিতঃ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত যিনি মথুরামণ্ডলে পাঠ করেন এবং সেইরূপ কলিযুগে দ্বাদশীতে নিশি-জাগরণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত পাঠ করেন, তিনি পিতৃগণের সহিত বেষ্টিত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে দশসহস্র-কোটি বৎসর বাস করেন ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—দৃষ্টান্তত্বেন প্রসঙ্গেন বা তত্রান্যপাঠস্যাপি ফলমাহ—চরিতমিতি। দেবকীসূনোর্মথুরায়াং যা বালবল্লীলা তস্য সম্বন্ধি চরিতং, কলৌ দ্বাদশ্যাঃ রাত্রৌ জাগরণে যঃ পঠেৎ, সঃ অযুতানাং বর্ষাণাং কোটিং বসেদ্বৈকুণ্ঠলোক ইতি শেষঃ ॥ ১৬৬ ॥

ব্যঞ্জুলীসম্ভবং যো বৈ মাহাত্ম্যং জাগরে হরেঃ।
কীর্ত্তয়িষ্যতি নিত্যং বা তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥১৬৭
দশভির্বাসরৈর্বিষ্ণোর্দশভির্গুণিতৈর্মুনে।
কৃতৈর্ভবতি যৎ পুণ্যং নিত্যমাপ্নোতি তৎ ফলম্ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর মাহাত্ম্য যিনি শ্রীহরিজাগরণে বা নিত্য কীর্ত্তন করিবেন, তাহার পুণ্য আমি বলিব—হে মুনিবর! দশটি হরিবাসরের দশগুণ করিলে যে পুণ্য হয়, নিত্য সেই ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥

জন্মকোটিং মখৈর্যষ্টৈর্ন মুক্তির্জায়তে নৃণাম্।
দ্বাদশী-জাগরেণৈব মুক্তিং গচ্ছতি মানবঃ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—কোটি জন্ম ব্যাপিয়া যজ্ঞসমূহদ্বারা যজনা করিলে মানবগণের মুক্তি হয় না, কিন্তু একাদশী জাগরণেই মানব মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—জন্মকোটিং ব্যাপ্য যষ্টৈঃ কৃতৈর্মখৈঃ ॥১৬৯

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা লভতে বৈষ্ণবং পদম্।
সর্ব্বে দুষ্টাঃ সমাস্তস্য সৌম্যাস্তস্য সদা গ্রহাঃ।
যঃ পঠেজ্জাগরে বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যং দ্বাদশীষু চ ॥১৭০॥

অনুবাদ—যিনি হরিজাগরণে দ্বাদশী মাহাত্ম্য পাঠ করেন, সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন, ইহলোকে তাহার দুষ্ট গ্রহগণ সর্ব্বদা সৌম্য থাকেন ॥ ১৭০ ॥

টীকা—সমাশ্চরন্তি, দুষ্টতাং বিহায় মিত্রতাং যান্তীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে শান্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥

অথ জাগরণাকরণে দোষাঃ

তত্রৈব শ্রীমদুমামহেশ্বর-সংবাদে—
দষ্টাঃ কলিভুজঙ্গেন স্বপন্তি মধুহাদিনে।
কুর্ব্বন্তি জাগরং নৈব মায়াপাশবিমোহিতাঃ ॥১৭১॥

অনুবাদ—অথ জাগরণ অকরণে দোষসমূহ, স্কন্দপুরাণে শ্রীমদ্ উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—মানব কলিকাল সর্প দ্বারা দংশিত হইয়া শ্রীহরিবাসরে নিদ্রা যায় এবং মায়াপাশ বিমোহিত হইয়া দ্বাদশীজাগরণ করে না ॥ ১৭১ ॥

টীকা—মধুহেত্যাকারান্তত্বমার্ষম্ ॥ ১৭১ ॥

প্রাপ্তাপ্যেকাদশী যেষাং কলৌ জাগরণং বিনা।
তে বিনষ্টা ন সন্দেহস্তস্মাজ্জীবনমধ্রুবম্ ॥ ১৭২ ॥

অনুবাদ—একাদশী প্রাপ্ত হইয়াও কলিযুগে জাগরণ ব্যতীত যাহাদের আয়ু ব্যয়িত হয়, তাহারা বিনষ্ট, (জীবন্মৃত) ইহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু জীবন অনিত্য ॥ ১৭২ ॥

টীকা—জাগরণং বিনা গতেতি শেষঃ ॥ ১৭২ ॥

অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়াযুতস্য চ।
পুণ্যং কোটিগুণং গৌরি বিষ্ণোর্জাগরণে কৃতে ॥১৭৩

অনুবাদ—হে গৌরি! শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ও দশ সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের কোটিগুণ পুণ্য হয় ॥ ১৭৩ ॥

পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে ভার্য্যাপক্ষে চ ভামিনি।
কুলমুদ্ধরতে চৈতৎ কৃতে জাগরণে হরেঃ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—হে ভামিনি! শ্রীহরিবাসরে নিশি-জাগরণ করিলে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল উদ্ধার লাভ করে ॥ ১৭৪ ॥

অবিদ্ধবাসরে বিষ্ণোর্যে কুর্ব্বন্তি প্রজাগরম্।
তেষাং মধ্যে প্রহৃষ্টঃ সন্ নৃত্যং
প্রকুরুতে হরিঃ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—দশমীবেধ রহিত শ্রীহরিবাসরে যাহারা নিশিজাগরণ করেন, শ্রীহরি তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দে নৃত্য করেন ॥ ১৭৫ ॥

———

যাবদ্দিনানি কুরুতে জাগরং কেশবাগ্রতঃ।
যুগাযুতানি তাবন্তি বসতে বিষ্ণুবেশ্মনি ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির সম্মুখে যত সংখ্যক দিন জাগরণ করে, তত অযুত (দশ সহস্র) যুগ বিষ্ণুগৃহে বাস হয় ॥ ১৭৬ ॥

———

যাবদ্দিনানি বসতে বিনা জাগরণং হরেঃ।
নৃত্যন্ত্যদ্ধৃতশস্ত্রাশ্চ তদ্গৃহে যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিজাগরণ ব্যতীত যতদিন বাস করে, ততদিন তাহার গৃহে যমদূতগণ শস্ত্র উঠাইয়া নৃত্য করে ॥ ১৭৭ ॥

———

জাগরে বাসুদেবস্য পুরাণং পঠতীহ যঃ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ কামান্ প্রেতত্বং
নৈব জায়তে ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিজাগরণে যিনি পুরাণ পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে বাঞ্ছিত ভোগসমূহ প্রাপ্ত হন এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন না ॥ ১৭৮ ॥

———

যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ।
ব্রাহ্ম্যং পদং মদীয়ঞ্চ সত্যং বৈ তস্য বৈষ্ণবম্ ॥১৭৯

অনুবাদ—যিনি হরিজাগরণে নৃত্যগীত করেন, তাঁহার ব্রহ্মপদ, শিবধাম ও বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন সত্য ॥ ১৭৯ ॥

———

যঃ প্রবোধয়তে লোকান্ বিষ্ণুজাগরণে ততঃ।
বসেচ্চিরন্তু বৈকুণ্ঠে পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥১৮০॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুজাগরণে জনগণকে সজাগ রাখেন, তার ফলে তিনি বৈষ্ণব, চিরকাল পিতৃগণসহ বৈকুণ্ঠে বাস করেন ॥ ১৮০ ॥

———

মতিং প্রযচ্ছতে যস্তু হরের্জাগরণং প্রতি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—যিনি হরিজাগরণের প্রতি অন্যকে বুদ্ধিমান করেন, সেই মানব ষাট হাজার বৎসর শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥ ১৮১ ॥

———

যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং কোটিজন্মানি মানবৈঃ।
কৃষ্ণস্য জাগরে সর্ব্বং রাত্রৌ দহতি পার্ব্বতি ॥১৮২॥

অনুবাদ—হে পার্ব্বতি! মানবগণ কোটি জন্ম ব্যাপিয়া যত কিছু পাপ করে, শ্রীহরিবাসরে নিশি-জাগরণে সকল পাপই দগ্ধ হয় ॥ ১৮২ ॥

টীকা—দহ্যতে পার্ব্বতীতি পাঠে দহ্যতে স্বয়মেব নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

———

শালগ্রামশিলাগ্রে তু যে কুর্ব্বন্তি হি জাগরম্।
যামে যামে ফলং প্রোক্তং কোট্যৈন্দবসমুদ্ভবম্ ॥১৮৩

অনুবাদ—যাঁহারা শালগ্রাম শিলার সম্মুখে জাগরণ করেন, প্রহরে প্রহরে কোটি চান্দ্রায়ণের ফল তাঁহাদের উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—ঐন্দবং চান্দ্রায়ণম্ ॥ ১৮৩ ॥

———

কামার্থসম্পদঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তির্লোকশ্চ শাশ্বতঃ।
যজ্ঞাযুতৈর্ন লভ্যেত দ্বাদশীজাগরং বিনা ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশী জাগরণ ব্যতীত সহস্র যজ্ঞ-দ্বারাও ভোগ, অর্থ, সম্পদ, বহুপুত্র, কীর্ত্তি, নিত্যধাম পাওয়া যায় না ॥ ১৮৪ ॥

———

যাবৎ পদানি কুরুতে কেশবায়তনং প্রতি।
অশ্বমেধসমানি স্যুর্জাগরার্থং প্রগচ্ছতঃ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিবাসর জাগরণের জন্য শ্রীকেশব-মন্দিরে গমন কালে প্রতিপদে অশ্বমেধ-সম পুণ্য হয় ॥ ১৮৫ ॥

পাদয়োঃ পতিতং যাবদ্ধরণ্যাং পাংশু গচ্ছতঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি জাগরী বসতে দিবি ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—গমনকালে পৃথিবীতে পদদ্বয় ফেলিতে যত ধূলি লাগে, জাগরণকারী তত সহস্র বৎসর স্বর্গবাসী হন ॥ ১৮৬ ॥

তস্মাদ্গৃহাৎ প্রগন্তব্যং জাগরে মাধবালয়ম্ ॥
কলৌ মলবিনাশায় দ্বাদশী-দ্বাদশীষু চ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—অতএব কলিযুগে পাপক্ষয়ের জন্য প্রতি দ্বাদশীতে গৃহ হইতে জাগরণের জন্য শ্রীমাধবদেবের মন্দিরে গমন কর্ত্তব্য ॥ ১৮৭ ॥

কিং ব্রতৈর্বহুভিশ্চীর্ণৈস্তীর্থবাসেন তস্য কিম্।
দ্বাদশী-বাসরে প্রাপ্তে ন কুর্য্যাৎ জাগরং যদি ॥১৮৮

অনুবাদ—দ্বাদশী শ্রীহরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যদি জাগরণ না করা হয়, তাহা হইলে তাহার বহুব্রত প্রায়শ্চিত্ত তীর্থবাস সকলই বিফল ॥ ১৮৮ ॥

প্রবাসে ন ত্যজেদ্যস্তু পথি খিন্নোঽপি পার্ব্বতি।
জাগরং বাসুদেবস্য স হি মেঽতিপ্রিয়ো নরঃ ॥১৮৯

অনুবাদ—হে পার্ব্বতি! দূর প্রবাসে গমনে পথে ক্লান্ত হইয়াও শ্রীহরি জাগরণ যিনি ত্যাগ করেন না, তিনি নিশ্চয়ই আমার অতিপ্রিয় পাত্র ॥ ১৮৯ ॥

যঃ পুনঃ সুস্থচিত্তোঽপি স্বস্থানে বসতোঽপি সন্।
ন হরের্জাগরং কুর্য্যাৎ তেন কার্য্যং ন মে
কৃচিৎ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—আর যিনি সুস্থচিত্ত হইয়াও স্বগৃহে বাস করিয়াও হরিজাগরণ না করেন, তাহার সহিত আমার কোন কার্য্য নাই ॥ ১৯০ ॥

টীকা—সন্নপি সাধুরপি ॥ ১৯ ॥

মদ্ভক্তো ন হরেঃ কুর্য্যাজ্জাগরং পাপমোহিতঃ।
ব্যর্থং মৎপূজনং তস্য মৎপূজ্যং যো ন পূজয়েৎ ॥১৯১

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—আমার ভক্ত পাপমোহিত হইয়া যে শ্রীহরিজাগরণ না করে, তৎকৃত আমার পূজন বৃথা, কারণ আমার পূজনীয়কে যে পূজা না করে ॥ ১৯১ ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহং বেষ্টিতং পাপকোটিভিঃ।
মুচ্যতে বাসরে বিষ্ণোর্জাগরে নৃত্যতাং নিশি ॥১৯২॥

অনুবাদ—যাহার দেহের বাহির ও ভিতর পাপকোটি দ্বারা বেষ্টিত, সেও শ্রীহরিবাসরে নিশিজাগরণে নৃত্য করিলে পাপমুক্ত হয় ॥ ১৯২ ॥

টীকা—বাহ্যানি অঙ্গানি, আভ্যন্তরাণি ইন্দ্রিয়াণি, তৈঃ সহিতম্। মুচ্যতে পাপকোটিভ্যস্তাভ্যঃ ॥১৯২॥

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাস্তে ত্রিদশৈঃ সমাঃ।
বিশল্যে বাসরে বিষ্ণোর্যে কুর্ব্বন্তি হি জাগরম্ ॥১৯৩

অনুবাদ—ঘোর কলিযুগ মধ্যেও সেই সকল মানব দেবগণের তুল্য, যাঁহারা দশমী বেধহীন শ্রীহরিবাসরেই জাগরণ করে ॥ ১৯৩ ॥

কূর্পরং যমদূতানাং দত্তং তেন যমস্য চ।
কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোরবিদ্ধদ্বাদশীব্রতম্ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—যিনি বেধ বিহীন দ্বাদশীব্রতে হরিজাগরণ করিয়াছেন, তিনি যমরাজ ও যমদূতগণকে কনুই প্রহার দ্বারা হঠাইয়া দিয়া বিষ্ণুলোকে গমন ॥ ১৯৪ ॥

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যৈঃ কৃতং পুষ্পমণ্ডপম্।
প্রতিপুষ্পফলং তেষাং বাজিমেধসমং প্রিয়ে ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়ে! দ্বাদশীতে হরিজাগরণে যাঁহারা পুষ্পমণ্ডপ রচনা করেন, তাহাদের প্রতি পুষ্পের ফল অশ্বমেধ যজ্ঞ তুল্য ॥ ১৯৫ ॥

দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতম্।
যে কুর্ব্বন্তি হরিস্তেষাং স্বকীয়ং যচ্ছতে পদম্ ॥১৯৬

অনুবাদ—দ্বাদশীতে কদলীস্তম্ভ শোভিত শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির রচনাকারীগণকে শ্রীহরি নিজ ধামে স্থান দেন ॥ ১৯৬ ॥

দীপদানং প্রকুর্ব্বন্তি জাগরে কেশবস্য হি।
তে ধ্বস্ততিমিরা গৌরি যান্তি
বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—হে গৌরি! যাহারা হরিজাগরণে দীপ দান করেন, তাহারা অজ্ঞান বিমুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—কৃর্পরং দত্তং কূর্পরেণ প্রহৃত্য বিষ্ণুলোকং প্রযাতীত্যর্থঃ। ধ্বস্তং নষ্টং তিমিরমজ্ঞানং যেষাং তে ॥ ১৯৪-১৯৭ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ জাগরে।
হীনবর্ণা অন্ত্যজাশ্চ রাক্ষসা দৈত্যদানবাঃ।
প্রাপ্তাস্তে পরমং স্থানং শ্রীবিষ্ণোর্জাগরে কৃতে ॥১৯৮॥

অনুবাদ—শ্রীহরি জাগরণ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ, হীনবর্ণ, অন্ত্যজ, রাক্ষস, দৈত্য, দানব সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—জাগরে ভবন্তি জাগরং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। হীনবর্ণাঃ সঙ্করজাতয়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

অপ্রেরিতঃ স্বয়ং ভক্ত্যা গীতং নৃত্যং করোতি যঃ।
জাগরে পদ্মনাভস্য স কিং নাকৃত মানবঃ ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—যে মানব অন্যের দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বয়ং ভক্তিসহ পদ্মনাভ শ্রীহরির জাগরণে নৃত্যগীত করেন, তিনি কি না করিলেন? অর্থাৎ তাঁহার কোন কৃত্য অবশিষ্ট নাই ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—স কিং নাকৃত? অপি তু সর্ব্বমেব কৃত্যমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ১৯৯ ॥

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা কৃত্বা বৈ করতাড়নম্।
গীতং কুর্ব্বন্ মুখেনাপি দর্শয়ন্
কৌতুকান্ বহূন্ ॥ ২০০ ॥
পুরতো বাসুদেবস্য রাত্রৌ জাগরণে স্থিতঃ।
পঠন্ কৃষ্ণচরিত্রাণি রঞ্জয়ন্ দেবি বৈষ্ণবান্ ॥২০১॥
মুখেন কুরুতে বাদ্যং সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
দর্শয়ন্ বিবিধান্ নৃত্যান্
স্বেচ্ছালাপাংশ্চ কুর্ব্বতি ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—যিনি করতালি দিয়া আনন্দমনে নৃত্য করেন, বহু কৌতুক দেখাইয়া মুখে গান করেন। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নিশিজাগরণে থাকিয়া বৈষ্ণবগণকে রঞ্জিত করেন, কৃষ্ণ চরিত্রসমূহ পাঠ করিয়া পুলকিত দেহ হইয়া মুখবাদ্য করেন, বিবিধ নৃত্য দেখাইয়া স্বেচ্ছানুসারে আলাপও করেন ॥ ২০০-২০২ ॥

ভাবৈরেতৈর্নরো যস্তু কুরুতে জাগরং হরেঃ।
নিমিষে নিমিষে পুণ্যং তীর্থকোটিসমং স্মৃতম্ ॥২০৩

অনুবাদ—যে মানব এই সকল ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীহরি জাগরণ করেন, তাঁহার নিমেষে নিমেষে তীর্থকোটি স্নান বা দর্শন সম পুণ্য হয় ॥ ২০৩ ॥

অবিগ্নমনসা যস্তু ধূপং নীরাজনং হরেঃ।
কুরুতে জাগরে রাত্রৌ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥২০৪॥

অনুবাদ—যিনি অনুদ্বিগ্নমনে শ্রীহরির নিশি-জাগরণে ধূপ দান ও নীরাজন, করেন তিনি সপ্তদ্বীপা-ধিপতি হন ॥ ২০৪ ॥

টীকা—কুর্ব্বতি করোতি, অবিগ্নেন অনুদ্বিগ্নেন মনসা ॥ ২০২-২০৪ ॥

কিঞ্চ—
অভাবে কৃষ্ণধিষ্ণ্যস্য গত্বা মন্মন্দিরং শিবে।
কার্য্যং জাগরণং রাত্রৌ বিদ্ধি মাং মাধবপ্রিয়ম্ ॥২০৫

অনুবাদ—আরও—হে শিবে! শ্রীমন্দির না থাকিলে আমার মন্দিরে অর্থাৎ শিবমন্দিরে গিয়া রাত্রিতে জাগরণ কর্ত্তব্য, আমাকে মাধবপ্রিয় জানিও ॥ ২০৫ ॥

অভাবে মম ধিষ্ণ্যস্য গত্বা তু রবি-মন্দিরম্।
কার্য্যং জাগরণং রাত্রৌ যথা বিষ্ণুস্তথা রবিঃ ॥২০৬॥

অনুবাদ—শিবমন্দির অভাবে সূর্য্য মন্দিরে গিয়া জাগরণ কর্ত্তব্য, যেমন বিষ্ণু তেমন সূর্য্য ॥ ২০৬ ॥

তদভাবে বিনা গ্রামমরণ্যেৎকাদশী যদি।
তদাকাশে সুরেশানি বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি বৈ।
দৃষ্ট্বা দেবি প্রকর্ত্তব্যং জাগরং চক্রপাণিনঃ ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যমন্দির অভাবে গ্রাম ব্যতীত অরণ্য মধ্যে যদি একাদশী প্রাপ্ত হয়, হে দেবি সুরেশানি তখন আকাশে শ্রীবিষ্ণুর ত্রিপদচিহ্ন শ্রবণা নক্ষত্র দর্শন করিয়া হরিজাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ২০৭ ॥

টীকা—অধুনা বর্ষাদৌ মুখ্যাভাবে জাগরণ-স্থানমাহ—অভাব ইতি সপ্তভিঃ। অরণ্যে যদি একাদশী স্যাৎ। সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২০৫-২০৭ ॥

অথবা প্রতিমা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাঽথবা।
তিষ্ঠতে যদি দেবেশি কার্য্যস্তত্র প্রজাগরঃ ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—অথবা হে দেবেশি! বিষ্ণুর চলা প্রতিমা বা শালগ্রামশিলা যদি অবস্থান করেন, সে স্থানে জাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ২০৮ ॥

টীকা—প্রতিমা চলা ॥ ২০৮ ॥

মেঘসংছাদিতে ব্যোম্নি বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
অদৃষ্ট্বা বোধিমূলে তু কার্য্যং জাগরণং হরেঃ ॥২০৯॥

অনুবাদ—মেঘাচ্ছাদিত আকাশে শ্রীবিষ্ণুপদ দর্শন না হইলে অশ্বত্থমূলে হরিজাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ২০৯ ॥

টীকা—বোধিঃ—অশ্বত্থবৃক্ষঃ ॥ ২০৯ ॥

ধাত্রীমূলেঽথবা গৌরি তুলসীবনপার্শ্বতঃ।
যত্র বা তত্র বা কার্য্যং তীর্থে বা নিম্নগা-জলে ॥২১০

অনুবাদ—অথবা, হে গৌরি! ধাত্রীমূলে, অথবা তুলসীবন পার্শ্বে অথবা তীর্থে কিংবা নদীজলে, অথবা যত্র তত্র জাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ২১০ ॥

সর্ব্বাভাবে মহাদেবি বৈষ্ণবস্য চ সন্নিধৌ।
কর্ত্তব্যং জাগরং বিষ্ণোর্মানসীং ভক্তিমাস্থিতৈঃ ॥২১১

অনুবাদ—হে মহাদেবি! ঐ সকলের অভাবে স্মরণাঙ্গভক্তি আশ্রয়ে বৈষ্ণবের নিকট হরিজাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ২১১ ॥

বিনা জাগরণং গৌরি বিষ্ণোর্দিনফলং ন হি।
নাস্মাকং ভবতি প্রীতির্ব্রহ্মাদীনাং
দিবৌকসাম্ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—হে গৌরি! জাগরণ ব্যতীত শ্রীহরি-বাসরের ফল পাওয়া যায় না, আর ব্রহ্মাদিদেবগণের ও আমার প্রীতি হয় না ॥ ২১২ ॥

যজ্ঞানামপি সর্ব্বেষাং মহাযজ্ঞঃ স কথ্যতে।
বাসরে বাসুদেবস্য যতো জাগরসংজ্ঞকঃ ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে শ্রীহরিবাসর-যজ্ঞই মহাযজ্ঞ নামে কথিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বাসরে যেহেতু জাগরণ করা হয় ॥ ২১৩ ॥

তস্মাজ্জাগরণং কার্য্যং ত্যক্ত্বা কার্য্যান্তরাণ্যপি ॥২১৪

অনুবাদ—অতএব অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জাগরণ কর্ত্তব্য ॥ ২১৪ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে—
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা সমুপাস্য জনার্দ্দনম্।
দশ বৈ পৈতৃকে পক্ষে মাতৃকে দশ পূর্ব্বজাঃ।
প্রিয়ায়া দশ যে বৈশ্য তানুদ্ধরতি নিশ্চিতম্ ॥২১৫॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—শ্রীহরিবাসরে নিশি জাগরণ করিয়া ভগবৎ অর্চ্চন করিলে পিতৃকুলে, মাতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে দশ দশ পূর্ব্বপুরুষকে উদ্ধার করা হয় ॥ ২১৫ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে—

ধ্যানধ্যেয়বিহীনস্য সংজ্ঞাতীতস্য ভূপতে।
কর্ম্মভ্রষ্টস্য কথিতো মোক্ষস্তু হরিজাগরে ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে—হে মহীপতে! শ্রীহরিবাসরে নিশিজাগরণে ধ্যান, ধ্যেয়, জ্ঞানহীন এবং কর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিরও মোক্ষ হয়—বলা হইয়াছে ॥২১৬

প্রহলাদসংহিতায়াং প্রহলাদোক্তৌ—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
কৃষ্ণজাগরণে তানি বিলয়ং যান্তি খণ্ডশঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদ-সংহিতাতে শ্রীপ্রহলাদের উক্তিতে—এই সংসারে ব্রহ্মহত্যাদি যে সকল পাপ আছে, সেই সকল পাপ শ্রীকৃষ্ণ জাগরণে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১৭ ॥

একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমাপ্তবরদক্ষিণাঃ।
একতো দেবদেবস্য জাগরঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
ন সমং কবয়ঃ প্রাহুরধিকঃ কৃষ্ণজাগরঃ ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—উত্তম দক্ষিণাসহ সম্পাদিত সর্ব্ববিধ যজ্ঞ একদিকে, তুলাদণ্ডের অন্য দিকে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় জাগরণ সমান হয় না, জাগরণ অধিক হয়—ইহা সুধী ভক্তগণ বলেন ॥ ২১৮ ॥

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যা দেবতাগণাঃ।
নিত্যমেব সমায়ান্তি জাগরে কৃষ্ণবল্লভে ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় নিশিজাগরণে ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদিদেবগণ নিত্য আগমন করেন ॥ ২১৯ ॥

ঋষয়ো নারদাদ্যাস্তু ব্যাসাদ্যা মুনয়স্তথা।
অহঞ্চ তত্র গচ্ছামি কৃষ্ণপূজারতঃ সদা ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদাদি ঋষিগণ, ব্যাসাদি মুনিগণ ও আমি প্রহলাদ সর্ব্বদা হরিপূজারত হইয়াও জাগরণে গমন করি ॥ ২২০ ॥

টীকা—অহং—প্রহলাদঃ ॥ ২২০ ॥

তত্র কাশী পুষ্করঞ্চ প্রয়াগো নৈমিষং গয়া।
শালগ্রামমহাক্ষেত্রমর্ব্বুদারণ্যমেব চ ॥ ২২১ ॥
সুপুণ্যা মথুরা তত্র সর্ব্বতীর্থানি চৈব হি।
যজ্ঞা দেবাশ্চ চত্বারো ব্রজন্তি হরিজাগরম্ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ জাগরণ স্থানে কাশী, পুষ্কর, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, গয়া, শালগ্রাম মহাক্ষেত্র, অর্ব্বুদারণ্য, সুপুণ্যা, মথুরাপুরী এবং সর্ব্বতীর্থ, যজ্ঞসমূহ, চারিবেদ গমন করেন ॥ ২২১-২২২ ॥

গঙ্গা সরস্বতী রেবা যমুনা বৈ শতদ্রুকা।
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নদ্যঃ সর্ব্বাস্তু তত্র বৈ ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—গঙ্গা, সরস্বতী, রেবা, যমুনা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, তিস্তা প্রভৃতি নদী সকল জাগরণে গমন করেন ॥ ২২৩ ॥

সরাংসি চ হ্রদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
একাদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ গচ্ছন্তে কৃষ্ণজাগরম্ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুণ্যজলা সরোবরসমূহ, হ্রদগণ, সমুদ্র সকল একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণজাগরণে গমন করেন ॥ ২২৪ ॥

স্পৃহণীয়া হি দেবানাং যে নরাঃ কৃষ্ণজাগরে।
নৃত্যন্তি গীতং কুর্ব্বন্তি বীণাবাদ্য-প্রহৃষিতাঃ ॥
ইতি ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণজাগরণে বীণা-বাদ্যে আনন্দিত হইয়া নৃত্য গীত করেন, তাহারা দেবগণের প্রার্থনীয় ॥ ২২৫ ॥

জন্মাষ্টমী-প্রবোধন্যাদিকেষ্বন্যচ্চ মহোৎসবে ।
মাহাত্ম্যং জাগরস্যাগ্রে লেখ্যং তত্তৎপ্রসঙ্গতঃ ।।২২৬।।

অনুবাদ—জন্মাষ্টমী, উত্থান একাদশী এবং অন্যান্য মহোৎসবে জাগরণের মহিমা সেই সেই প্রসঙ্গে পরে লেখা হইবে ।। ২২৬ ।।

টীকা—এবমেকাদশীজাগরণমাহাত্ম্যং লিখিতম্, তর্হি কিং জন্মাষ্টম্যাদি-জাগরণমহিমা নাস্তি ? তত্র লিখতি—জন্মেতি। আদি-শব্দেন শ্রীরামনবম্যাদি ।। ২২৬ ।।

ততঃ প্রভাতে ভগবদ্রাত্রিক্রীড়ারসাত্মিকাম্ ।
কৌশিকীং প্রমুদা গায়েচ্ছ্রীকৃষ্ণপরিতোষণীম্ ।।২২৭

অনুবাদ—অনন্তর প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিলীলা রাসাদি গীতি জাগরণ শেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য মধুররসের রাগিণীতে সানন্দে গান করিবে ।। ২২৭ ।।

টীকা—কৌশিকী শৃঙ্গাররসপ্রধানগীতবৃত্তি-বিশেষস্তাম্, অতএব ভগবতো রাত্রৌ যা ক্রীড়া রাসাদিস্তদ্রসাত্মিকাম্। যথা শ্রীগীতগোবিন্দে।—'রজনি-জনিতগুরুজাগর'-ইত্যাদি। অতএব শ্রীকৃষ্ণস্য পরমরসিক-শিরোমণেঃ পরিতোষণীম্ ।। ২২৭ ।।

তথা চ স্কান্দে—

প্রভাতে কৌশিকীং যস্তু প্রগায়েজ্জাগরে হরেঃ ।
স সমুদ্ধরতে সর্ব্বান্ শ্বপচান্ ব্রাহ্মণো যথা ।।
ইতি ।। ২২৮ ।।

অনুবাদ—তাহাই স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—যিনি প্রভাতে হরি জাগরণের শেষে কৌশিকী—শৃঙ্গার রসাত্মিকা গীতি কীর্ত্তন করেন তিনি সকলকে উদ্ধার করেন যেমন ব্রাহ্মণ চণ্ডালগণকে উদ্ধার করেন ।। ২২৮ ।।

অথ পারণদিনকৃত্যম্

মঙ্গলারাত্রিকং কৃত্বাভ্যর্চ্য প্রস্থাপ্য বৈষ্ণবান্ ।
প্রাতঃ পূজাঞ্চ নিষ্পাদ্য কৃষ্ণে তৎ সর্ব্বমর্পয়েৎ ।।২২৯

অনুবাদ—অথ পারণদিনকৃত্য—মঙ্গলারাত্রিক করিয়া বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় দিয়া প্রাতঃকালীন পূজা সমাপনপূর্ব্বক পূজাদির ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে ।। ২২৯ ।।

টীকা—অভ্যর্চ্য মহাপ্রসাদাদিনা সম্মান্য, প্রস্থাপ্য চ স্বস্বগৃহং, তৎ উপবাসাদিকম্, কেচিচ্চ পারণা-নন্তরমেব সমর্পণমিচ্ছন্তি ।। ২২৯ ।।

তদুক্তং কাত্যায়নেন—

প্রাতঃ স্নাত্বা হরিং পূজ্য উপবাসং সমর্পয়েৎ ।
পারণন্তু ততঃ কুর্য্যাৎ ব্রতসিদ্ধৌ হরিং স্মরন্ ।।২৩০

অনুবাদ—তাহাই কাত্যায়ন ঋষি বলিতেছেন—প্রাতঃস্নানান্তে শ্রীহরির অর্চ্চন পূর্ব্বক উপবাস ফল শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিবে। অতঃপর শ্রীহরিস্মরণ পূর্ব্বক ব্রত সিদ্ধির নিমিত্ত পারণ করিবে ।। ২৩০ ।।

অথ তত্র সমর্পণমন্ত্রঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব ।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ।।
ইতি ।। ২৩১ ।।

অনুবাদ—অথ ব্রত সমর্পণমন্ত্র—হে কেশব ! অজ্ঞানান্ধ আমার এই ব্রতদ্বারা প্রসন্ন হও, আপনি সুমুখ হইয়া হে নাথ জ্ঞান দৃষ্টি প্রদান করুন ।।২৩১

তত্র স্নানোপচারন্তু প্রাতর্নৈব সমাচরেৎ ।
প্রামাণিকানাং কেষাঞ্চিদ্বৈষ্ণবানামিদং মতম্ ।।২৩২

অনুবাদ—দ্বাদশীতে দিবাভাগে শ্রীভগবানকে স্নানদ্রব্য দিবে না, প্রাচীন বৈষ্ণবস্মৃতি নৃসিংহ পরি-চর্য্যাকর শ্রীকৃষ্ণ দেবাচর্য্যাদির এইমত—আমাদেরও পালনীয় ।। ২৩২ ।।

টীকা- তত্র দ্বাদশ্যাং, ভগবৎপূজায়াং প্রামাণি-কানাং শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদীনামিত্যনেন তেষাং মতং পালনীয়মিত্যভিপ্রেতম্। কেষাঞ্চিদিত্যনেনসর্ব্বেষা-মিতি সূচিতং, শ্রীবৈষ্ণবাদীনাং তাদৃশাচারাদর্শনাৎ ।। ২৩২ ।।

অথ তত্র শ্রীভগবতঃ প্রাতরস্নপনম্

পাদ্মে ব্রতখণ্ডে—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্ ।
নশ্যতি দ্বাদশীদিনে হরের্নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাৎ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বাদশীতে দিবাভাগে শ্রীভগবানের স্নান নিষেধ বিষয়ে প্রমাণ, পদ্মপুরাণে ব্রতখণ্ডে—জন্মকাল হইতে উপার্জ্জিত পুণ্য সকল দ্বাদশীদিনে শ্রীহরির নির্ম্মাল্য উঠাইলে বিনষ্ট হয় ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—তন্মতমেব প্রমাণয়তি—জন্মেতি। নির্ম্মাল্যস্য লঙ্ঘনাৎ অতিক্রমাৎ উত্তারণাদিত্যর্থঃ। ন চ পদ্ভ্যাং যল্লঙ্ঘনং তস্মাদিত্যর্থঃ, তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনোঽপি নিষিদ্ধত্বেন দ্বাদশী হরিপদয়োর্বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, অতএব দ্বাদশ্যাং বর্জ্জনীয়মধ্যে স্নানাদৌ নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘনমপ্যুক্তম্। তচ্চাগ্রে নিয়মেষু লেখ্যং, লিখিতঞ্চ পূর্ব্বং পক্ষকৃত্যবিধৌ; সময়েষু মধ্যে দ্বাদশ্যাং নিষিদ্ধেষু তত্র বিষ্ণোর্দিবা ন স্নানমিতি ॥ ২৩৩ ॥

ত্রৈলোক্যমোহন-পঞ্চরাত্রে চ—

স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা ।
পক্ষপূজাফলং সর্ব্বং বাস্কলায়োপগচ্ছতি ॥
ইতি ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্যমোহন পঞ্চরাত্রেও—দিবাভাগে দ্বাদশীতে বৈষ্ণব শ্রীহরিকে স্নানীয় উপাচার দিবে না, দ্বাদশীতে শ্রীহরিকে স্নান করাইলে এক পক্ষকালের পূজাফল সমূহ বাস্কল দৈত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—এতদেব পঞ্চরাত্রবচনেন সাধয়তি—স্নানমিতি ॥ ২৩৪ ॥

অতো দিবা নিষিদ্ধত্বাদ্রজন্যাং স্নাপয়েৎ প্রভুম্ ।
পবিত্রদমনদ্বাদশ্যুৎসবে তু ন নিশ্যপি ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—অতএব দিবাভাগে শ্রীহরির স্নান নিষিদ্ধহেতু গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে প্রভুকে স্নান করাইবে। কিন্তু পবিত্রারোপণ দ্বাদশীতে এবং দমনকারোপণ দ্বাদশীতে উৎসবে রাত্রিতেও স্নান করাইবে না ॥২৩৫

টীকা—পবিত্রারোপণ-দমনকারোপণদ্বাদশ্যোরুৎসবে তু রাত্রাবপি ন স্নাপয়েৎ। এতদপি কেষাঞ্চিদেব প্রামাণিকানাং মতম্ ॥ ২৩৫ ॥

নিত্যকৃত্যং সমাপ্যাথ শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ।
কুর্ব্বীত দ্বাদশীমধ্যে তুলসীং প্রাশ্য পারণম্ ॥২৩৬॥

অনুবাদ—জপাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া সামর্থ্য থাকিলে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন দিয়া দ্বাদশী মধ্যে শ্রীচরণ তুলসী সেবা করিয়া পারণ করিবে ॥ ২৩৬ ॥

টীকা—নিত্যকৃত্যং বৈশ্বদেবাদিকং জপাদিকং বা। তুলসীং প্রাশ্যেতি তুলসীপ্রাশনপূর্ব্বং ভোজনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্যপি 'নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রম্' ইত্যাদিনা সদা তুলসীযুক্তমেব ভোজনং বিহিতমস্তি, তথাপি পারণে বিশেষতোঽবশ্যমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥২৩৬॥

তথা চ স্কান্দে—

কৃত্বা চৈবোপবাসন্তু যোঽশ্নাতি দ্বাদশীদিনে ।
নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং পাপকোটিবিনাশনম্ ॥২৩৭॥

অনুবাদ—প্রমাণ স্কন্দপুরাণে—একাদশীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি দ্বাদশী দিনে শ্রীহরির প্রসাদ নৈবেদ্য তুলসী মিশ্রিত করিয়া ভোজন করে, তাহাতে কোটি সংখ্যক পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—তদেব স্কন্দপুরাণোক্ত্যাভিব্যঞ্জয়তি—কৃত্বেতি ॥ ২৩৭ ॥

অথ পারণে দ্বাদশ্যপেক্ষণম্

যত উক্তং পাদ্মে—

মহাহানিকরী হ্যেষা দ্বাদশী লঙ্ঘিতা নৃণাম্ ।
করোতি ধর্ম্মহরণমস্নাতেব সরস্বতী ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পারণকালে দ্বাদশী থাকা প্রয়োজন, যেহেতু পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—পারণকালে দ্বাদশী না থাকা মনুষ্যগণের মহা অনিষ্টকরী, স্নান না করিয়া সরস্বতী নদী পার হইলে যেমন ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তদ্রূপ দ্বাদশী লঙ্ঘনে ধর্ম্ম নষ্ট হয় ॥২৩৮

টীকা—লঙ্ঘিতা পারণায়ামতিক্রান্তা। অস্নাতা সরস্বতীবেতি—গঙ্গাদ্যাস্তুন্যা নদীরুত্তীর্য্য পরে পারে স্নানং কার্য্যং, সরস্বত্যাস্তু প্রথমং স্নাত্বৈব পরং পারং গন্তব্যমিতি বিধেঃ স্নানমকৃত্বোল্লঙ্ঘিতা সরস্বতী যথা ধর্ম্মহরণং করোতি, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৩৮ ॥

স্কান্দে—

পারণাহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ত্রয়োদশ্যান্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—পারণ দিনে যে ব্যক্তি দ্বাদশী লঙ্ঘন করে এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করে সে ব্যক্তি শতজন্ম নরক ভোগ করে ॥ ২৩৯ ॥

তত্রৈব শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথ সংবাদে—

যো হি ভাগবতো ভূত্বা দ্বাদশীং ন হি সাধয়েৎ।
কৃতস্য পূর্ব্বপুণ্যস্য দত্তস্তেন বিভাবসুঃ ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ-সংবাদে—যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হইয়া দ্বাদশীর সম্মান না দেয়, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত পুণ্যকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ॥ ২৪০ ॥

কৌর্ম্মে—

একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতম্।
ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাৎ দ্বাদশদ্বাদশীক্ষয়াৎ ॥২৪১॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে—একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করা বিধি, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না, কারণ তাহাতে দ্বাদশটি দ্বাদশী-ব্রতের ফল ক্ষয় হয় ॥ ২৪১ ॥

টীকা—দ্বাদশদ্বাদশীক্ষয়াদিতি দ্বাদশদ্বাদশীষু কৃতং পুণ্যং ক্ষীয়ত ইতিহেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২৪১ ॥

কিঞ্চ—

কলাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি দ্বাদশীং ন ত্বতিক্রমেৎ।
অতিক্রান্তা দ্বাদশী তু হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥২৪২॥

অনুবাদ—আরও—দুই বা তিন কলা দ্বাদশীও অতিক্রম করিবে না, কারণ ঐ অতি অল্প দ্বাদশীও পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনাশ করে ॥ ২৪২ ॥

ভবিষ্যে—

যো দ্বাদশীমতিক্রম্য পারণং কুরুতে নরঃ।
দ্বাদশাব্দকৃতং তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—যে ব্যক্তি দ্বাদশী অতিক্রম করিয়া পারণ করে, তাহার দ্বাদশবর্ষকৃত পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ॥ ২৪৩ ॥

দেবীরহস্যে—

দ্বাদশীং সমতিক্রম্য পারণং যঃ করোতি হি।
স্নানদানাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং তস্য জায়তে ॥২৪৪॥

অনুবাদ—দেবীরহস্যে—যে মানব দ্বাদশী অতিক্রম করিয়া পারণ করে, তাহার স্নানদানাদির সকল ফল ব্যর্থ হয় ॥ ২৪৪ ॥

অল্পা চেদ্দ্বাদশী কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মারুণোদয়ে।
অত্যল্পা চেন্নিশীথোর্দ্ধমামধ্যাহ্নিকমেব তৎ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—যদি অল্প দ্বাদশী পরদিনে থাকে তবে অরুণোদয়কালে নিত্যকর্ম্ম করিবে, অতিঅল্প দ্বাদশী থাকিলে মধ্য রাত্রির পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত কৃত্য নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিবে ॥ ২৪৫ ॥

টীকা—অরুণোদয়ে নিত্যকর্ম্ম কুর্য্যাৎ, আমধ্যাহ্নিকং মধ্যাহ্নকৃত্যপর্য্যন্তং তন্নিত্যকর্ম্ম নিশীথাদূর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রোপর্য্যেব কুর্য্যাৎ। আমধ্যাহ্নিকমিত্যেতৎ পূর্ব্বমপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৪৫ ॥

অথ দ্বাদশ্যল্পত্বে কৃত্যসমাধানম্

ভবিষ্যে—

স্বল্পায়ামথ ভূপাল দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে।
স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দানহোমাদি-সংযুতাঃ ॥২৪৬

অনুবাদ—পারণ দিনে দ্বাদশী অল্প থাকিলে নিত্যকর্ম্ম সমাধান, ভবিষ্যপুরাণে—হে মহীপাল। পারণ দিনে অতি অল্প দ্বাদশী থাকিলে অরুণোদয়কাল মধ্যে দান হোমাদিযুক্ত স্নান অর্চ্চনাদি ক্রিয়া করিবে ॥ ২৪৬ ॥

পাদ্মে—

যদা ভবতি স্বল্পা হি দ্বাদশী পারণে দিনে।
উষঃকালে দ্বয়ং কুর্য্যাৎ প্রাতর্মাধ্যাহ্নিকং তথা ॥২৪৭

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—যখন পারণ দিনে দ্বাদশী অতি অল্প থাকে তখন উষাকালে প্রাতঃকৃত্য ও মধ্যাহ্নকৃত্য দুইই করিবে ॥ ২৪৭ ॥

তথা নারদীয়ে—

অল্পায়ামথ বিপ্রেন্দ্র দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে।
স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দানহোমাদি-সংযুতাঃ ॥২৪৮

অনুবাদ—সেইরূপ নারদীয়পুরাণে—হে বিপ্রবর। দ্বাদশী যদি পারণ দিনে অল্প থাকে, দান হোমাদি-যুক্ত স্নান অর্চ্চন কার্য্য অরুণোদয়ে কর্ত্তব্য ॥ ২৪৮ ॥

দেবলোক্তৌ, অতএবোক্তং সারদাপুরাণে—

দিনকর্ম্মদিনে সর্ব্বং কর্ত্তব্যং যদি তদ্দিনে।
নৈব সিদ্ধিমবাপ্নোতি তদা রাত্রৌ বিধীয়তে ॥
ইতি ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—দেবলঋষির উক্তিতে এবং সারদা-পুরাণে—দিনমানের সকল কর্ত্তব্য দিবাভাগেই করণীয়, যদি সেই দিনে সমাপন না হয়, তখন রাত্রিতে করার বিধান আছে ॥ ২৪৯ ॥

অথ সঙ্কটে পারণসমাধানম্

স্কান্দে—

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ
শম্ভুশাসনাৎ ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সঙ্কটকালে পারণ সমাধান, স্কন্দপুরাণে—পারণ দিনে এক কলার অর্দ্ধ পরিমাণ দ্বাদশী আছে দেখিয়া মধ্যরাত্রির পূর্ব্ব হইতে মধ্যাহ্ন-কালীন পর্য্যন্ত করণীয় সেবাসমূহ করিতে থাকিবে, ইহা মহাদেবের উপদেশ ॥ ২৫০ ॥

টীকা—অরুণোদয়ে নিত্যকর্ম্মাচরণে ভবিষ্য-পুরাণাদিবচনানি প্রমাণত্বেন লিখিত্বা অত্যল্পায়াং নিশীথাদূর্দ্ধমেব তৎকরণে স্কন্দপুরাণাদিবচনানি প্রমাণয়তি—কলার্দ্ধমিতি, আমধ্যাহ্নাঃ মধ্যাহ্নাবধি যাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্যানি তাঃ সর্ব্বাঃ ॥ ২৫০ ॥

অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ।
তদ্ধি নৈবাশিতং নৈবানশিতঞ্চ বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৫১ ॥

অনুবাদ—তাহাতেও অশক্ত হইলে সঙ্কটকালে জলপান দ্বারা পারণ করিবে, জল পানকে অভিজ্ঞগণ ভোজন ও অভোজন উভয়ই বলেন ॥ ২৫১ ॥

টীকা—তৎ বারিণা পারণমশিতং ভুক্তমিতি ন বিদুর্মুনয়ঃ ইতি। পশ্চাদ্ভোজনেঽপি দ্বির্ভোজনদোষ-পরিহারঃ। 'অনশিতঞ্চ ন বিদুঃ' ইত্যনেন দ্বাদশী-লঙ্ঘনদোষপরিহারঃ ॥ ২৫১ ॥

অতএব তত্র—

কলাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি দ্বাদশী যদি দৃশ্যতে।
স্নানার্চ্চনাদিকং কর্ম্ম তদা রাত্রৌ বিধীয়তে ॥২৫২॥

অনুবাদ—অতএব ঐ স্কন্দপুরাণে—পারণ দিনে দুই বা তিন কলা দ্বাদশী যদি দৃষ্ট হয়, তখন রাত্রিতে স্নান-অর্চ্চনাদি কর্ম্মের বিধান আছে ॥ ২৫২ ॥

কালিকা-সারদাপুরাণয়োঃ—

স্বল্পৈব দ্বাদশী যত্র স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
রজন্যামেব কর্ত্তব্যা দানহোমাদিসংযুতাঃ ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—কালিকা ও সারদাপুরাণে—পারণ দিনে যখন অতিঅল্পই দ্বাদশী থাকে, তখন দান-হোমাদিযুক্ত স্নানদানাদি-কর্ম্ম রাত্রিতেই কর্ত্তব্য ॥২৫৩

সঙ্কটে বিষমে প্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ কথম্ ।
অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ পুনর্ভুক্তং ন দোষকৃৎ ।।২৫৪

অনুবাদ—দ্বাদশীতে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলে কিভাবে পারণ কর্ত্তব্য ? জলদ্বারা পারণ করিবে, পুনরায় অন্নাদি ভোজন করিলে দোষ হইবে না ।। ২৫৪ ।।

কাত্যায়নোক্তৌ চ—
মন্ত্রং জপিত্বা হরয়ে নিবেদ্যোপোষণং ব্রতী ।
অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ সঙ্কটে বিষমে সতি ।।২৫৫।।

অনুবাদ—কাত্যায়ন ঋষির উক্তিতেও—মন্ত্রজপ-পূর্ব্বক শ্রীহরিচরণে উপবাস সমর্পণ করিয়া বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলে জলদ্বারা পারণ করিবে ।।২৫৫।।

কিঞ্চ—
সন্ধ্যাদিকং ভবেন্নিত্যং পারণন্তু নিমিত্ততঃ ।
অদ্ভিস্তু পারয়িত্বা তু কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাদিকং পুনঃ ।।
ইতি ।। ২৫৬ ।।

অনুবাদ—আরও— সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য নিত্যকর্ম্ম, পারণ নৈমিত্তিক কর্ম্ম, অতএব দ্বাদশীমধ্যে জলদ্বারা পারণ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ত্তব্য ।। ২৫৬ ।। ইতি ।

দ্বাদশী পূর্ব্বপাদীয়স্তত্র চেদ্ধরিবাসরঃ ।
দ্বাদশ্যাধিক্যতস্তিষ্ঠেৎ পারণং তত্র নাচরেৎ ।।২৫৭।।

অনুবাদ—দ্বাদশীতিথির প্রথম পাদ (এক চতুর্থাংশ) শ্রীহরিবাসর নামে প্রসিদ্ধ । পারণ দিনে প্রাতে যদি ঐ প্রথম পাদ থাকে তাহার মধ্যে পারণ করিবে না, তাহা গত হইলে পারণ কর্ত্তব্য ।। ২৫৭ ।।

টীকা—দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্বপাদসম্বন্ধী হরিবাসরঃ । তত্র পারণদিনে দ্বাদশ্যা আধিক্যতঃ বাহুল্যাৎ পঞ্চচত্বারিংশদ্‌ঘটিকোপরি বৃদ্ধিশ্চেদ্‌যদি তিষ্ঠেৎ, তত্র হরিবাসরে পারণং নাচরেৎ ।। ২৫৭ ।।

অথ হরিবাসরকালে পারণনিষেধঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ ।। ২৫৮ ।।

অনুবাদ—অনন্তর হরিবাসরকালে পারণ নিষিদ্ধ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—দ্বাদশীর প্রথম পাদ (প্রায় ১৫ দণ্ড-৬ ঘণ্টা) 'হরিবাসর' নামে প্রসিদ্ধ । বিষ্ণুভক্তগণ ঐ হরিবাসর গত হইলে পর পারণ করিবেন ।।২৫৮।।

কৃচিচ্চ—
দ্বাদশ্যেকাদশী-যোগে বিখ্যাতো হরিবাসরঃ ।
একাদশ্যন্ত্যপাদশ্চ দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্ব এব হি ।
হরিবাসর ইত্যাহুর্ভোজনং ন সমাচরেৎ ।। ২৫৯ ।।

অনুবাদ—কোথাও—দ্বাদশী ও একাদশীর যোগে হরিবাসর বিখ্যাত । একাদশীর শেষ চতুর্থাংশ ও দ্বাদশীর প্রথম চতুর্থাংশই 'হরিবাসর' বলা হয়, ঐ সময় ভোজন করিবে না ।। ২৫৯ ।।

অথান্যেঽপি দ্বাদশীনিয়মাঃ

স্কান্দে—
ক্ষৌদ্রং মাংসং সুরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনে ।
পরান্নং কাংস্যং তাম্বূলে লোভং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্ ।
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।।২৬০।।

অনুবাদ—অনন্তর দ্বাদশীর অন্য নিয়মসমূহ, স্কন্দপুরাণে—দ্বাদশীতে মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, ক্রোধ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্যপাত্র, তাম্বুল, লোভ, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গের তুলসী উঠান—এই দ্বাদশটি বৈষ্ণব বর্জ্জন করিবেন ।। ২৬০ ।।

টীকা—এবং দ্বাদশ্যাং পূজাদিনিয়মং লিখিত্বান্যানপি নিয়মান্ লিখতি—ক্ষৌদ্রমিতি ষড়্‌ভিঃ ।।২৬০

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—
কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্ ।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনম্ ।। ২৬১ ।।

শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ।
দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৬২

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, লোভ, মিথ্যা ভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবা নিদ্রা, অঞ্জন, মসূর বৈষ্ণব এই দ্বাদশটী দ্বাদশীতে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ২৬১-২৬২ ॥

———

বৃহস্পতিরপি
কাংস্যং মাংসং সুরাং দ্যূতং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনম্।
হিংসামসত্যং লৌল্যঞ্চ তৈলং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্।
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—বৃহস্পতিও বলিয়াছেন—কাংস্যপাত্র, মদ্য, দ্যূতক্রীড়া, ব্যায়াম, ক্রোধ, মৈথুন, হিংসা, অসত্য, লোভ, তৈল, নির্ম্মাল্য উঠান—বৈষ্ণব দ্বাদশীতে এই দ্বাদশটি পরিবর্জ্জন করিবেন ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—অসত্যম্—অনৃতভাষণম্ ॥ ২৬৩ ॥

———

ক্বচিচ্চ—
কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্।
রত্যৌষধপরান্নঞ্চ দ্বাদশ্যামষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—কাংস্য, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক (কোদো), মৈথুন, ঔষধ, পরান্ন—দ্বাদশীতে অষ্ট বর্জ্জন করিবে ॥ ২৬৪ ॥

———

অথোন্মীলনাদ্যষ্টমহাদ্বাদশীনাং বিশেষতো নিরূপণম্

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূতশৌনক সংবাদে—
উন্মীলনী ব্যঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ২৬৫ ॥
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উন্মীলনী আদি অষ্টমহাদ্বাদশীর বিশেষভাবে নিরূপণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদে—উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী ॥ এই অষ্ট মহাদ্বাদশী হে দ্বিজ! মহাপুণ্যা ও সর্ব্বপাপহরা। প্রথম চারিটি তিথি যোগে হয়। সেইরূপ জয়াদি চারিটি নক্ষত্রযোগে হয়, ঐগুলি বলপূর্ব্বক পাপ বিনষ্ট করে ॥ ২৬৫-২৬৬ ॥

টীকা—উন্মীলনী তথা ব্যঞ্জুলীত্যত্র ব্যঞ্জুলীতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ২৬৫ ॥

———

তত্র উন্মীলনীনিরূপণম্

একাদশী তু সংপূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে উন্মীলনী নিরূপণ—একাদশী সম্পূর্ণা অরুণোদয় হইতে ৬৪ দণ্ড হইয়া পরদিন বর্দ্ধিত হইলে, দ্বাদশী কিন্তু পরদিনে বর্দ্ধিত হয় নাই—ইহাকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলা হয় ॥ ২৬৭ ॥

———

অথ ব্যঞ্জুলীনিরূপণম্

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা।
ব্যঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—অথ ব্যঞ্জুলী নিরূপণ—যখন দ্বাদশীই ৬০ দণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে বর্দ্ধিত হয়। একাদশী পরদিনে বৃদ্ধি পায় না, হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! তাহাই 'ব্যঞ্জুলী' মহাদ্বাদশী পাপনাশকারিণী ॥২৬৮॥

টীকা—পুনঃ পরদিনমিত্যর্থঃ। ব্যঞ্জুল্যা এব বিশেষণং পাপনাশিনীতি ॥ ২৬৭-২৬৮ ॥

———

অথ ত্রিস্পৃশানিরূপণম্

অরুণোদয় আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনম্।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া ॥২৬৯॥

অনুবাদ—অথ ত্রিস্পৃশা নিরূপণ—অরুণোদয়ে একাদশী থাকিয়া সমগ্রদিন দ্বাদশী, রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকাল ব্যাপিনী 'ত্রিস্পৃশা' মহাদ্বাদশী, তাহা শ্রীহরির প্রিয়া ॥ ২৬৯ ॥

টীকা—অরুণোদয়ে সূর্য্যোদয়ে, আদ্যা একাদশী; পাঠান্তরেঽপি সৈব অরুণোদয়ং ব্যাপ্য ॥ ২৬৯ ॥

অথ পক্ষবর্দ্ধিনী

কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশী সমুপোষয়েৎ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—অথ পক্ষবর্দ্ধিনী—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা অহোরাত্র থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তখন ঐ পক্ষের দ্বাদশী 'পক্ষবর্দ্ধিনী' মহাদ্বাদশী নামে বিখ্যাতা ঐস্থলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ॥ ২৭০ ॥

পুণ্যশ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতাস্তু তাঃ।
উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ—নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী চতুষ্টয় বলিতেছেন—পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্বসু ও রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা শুক্লাদ্বাদশী চতুষ্টয় ও তিথি ঘটিতা দ্বাদশী চতুষ্টয় মিলিয়া পৃথক্ পৃথক্ অষ্ট মহাদ্বাদশী উপবাস করিলে সমফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৭১ ॥

টীকা—পুষ্যাদ্যং পুনর্বসুনক্ষত্রং, সমফলা ইতি সর্ব্বাসাং নিত্যত্বাৎ ॥ ২৭১ ॥

ব্রহ্মঘ্নমপি সা পূর্ব্বা বিশোধয়তি ভার্গব।
ব্যঞ্জুলীতি দ্বিতীয়া সা হত্যাযুতবিনাশিনী ॥ ২৭২ ॥
মহাপাপানি চত্বারি শোধয়েৎ ত্রিস্পৃশা কৃতা।
কুরুতেঽশেষকলুষবিচ্ছেদং পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—উন্মীলনী ব্রহ্মঘাতীকেও বিশেষ ভাবে শোধিত করে, হে ভার্গব! ব্যঞ্জুলী অযুত সংখ্যক হত্যার পাপ বিনাশ করে। ত্রিস্পৃশা চতুর্ব্বিধ মহাপাপ শোধিত করে; পক্ষবর্দ্ধিনী অশেষ পাপ বিচ্ছেদ করে ॥ ২৭২-২৭৩ ॥

জয়া জয়ন্তী বিজয়া প্রেতমোক্ষং তথাপরা।
জয়ন্তী নরকচ্ছেদমপি দুষ্কৃতকারিণাম্।
অষ্টমী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ যথার্থা পাপনাশিনী ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ—জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া এই তিনটি মহাদ্বাদশী প্রেতত্ব মোচনকারিণী, আর জয়ন্তী দুষ্কৃতকারীদিগের নরকপ্রাপ্তিও ছেদন করে। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! অষ্টমী 'পাপনাশিনী' যথার্থ পাপনাশিনী ॥২৭৪

টীকা—পূর্ব্বা উন্মীলনী তথাপরা জয়ন্তী চেত্যর্থঃ। পুনর্জয়ন্ত্যা বিশেষং দর্শয়তি—জয়ন্তীতি। পাঠান্তরে জয়াদিত্রয়ং প্রেতমোক্ষং কুরুতে। তথা পরেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। পরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা যত ইত্যর্থঃ। অষ্টমী পাপনাশিনী ॥ ২৭২-২৭৪ ॥

কিঞ্চ—

অথেতি মহতা পুণ্যপ্রসারেণ হরের্দিনম্।
শুক্লপক্ষে ভৃগুশ্রেষ্ঠ বিশেষব্রতসংযুতম্ ॥ ২৭৫ ॥
তদায়াতমপি ত্যক্তং যদি পুণ্যং বহিঃশ্রুতৈঃ।
তদেতদমৃতং প্রাপ্তং করাদ্বিগলিতং ক্ষণাৎ ॥২৭৬॥

অনুবাদ—আরও—হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! শুক্লপক্ষে শ্রীহরিবাসর অতিমহাপুণ্য বিস্তার দ্বারা বিশেষ ব্রতযুক্ত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেও যদি বহির্ম্মুখ ব্যক্তির বাক্যে কেহ ত্যাগ করে তাহার পুণ্য সকল করতলগত অমৃতের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে বিগলিত হয় ॥ ২৭৫-২৭৬ ॥

একাদশীস্বরূপেণ ধর্ম্মঃ সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ।
তচ্ছরীরসমং প্রাহুর্ব্যঞ্জুল্যুন্মীলনীব্রতম্ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—সাক্ষাৎ জনার্দ্দন একাদশী স্বরূপে ধর্ম্ম, ব্যঞ্জুলী ও উন্মীলনী ব্রত ভগবৎ শরীর সম বলা হয় ॥ ২৭৭ ॥

বিহায় ব্যঞ্জুলীং পাপাঃ কারয়ন্ত্যবরাং তিথিম্।
হিংসিতস্তৈরসৌ কৃষ্ণাক্ষর ইত্যবধারয় ॥ ২৭৮ ॥

অনুবাদ—পাপীগণ ব্যঞ্জুলী ব্রত ত্যাগ করিয়া অন্য তিথি ব্রত করিলে ঐ সকল পাপীগণ কৃষ্ণাক্ষর অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও হিংসা করিয়াছে—ইহা জানিবে ॥ ২৭৮ ॥

যে কারয়ন্ত্যবিদ্বাংসঃ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য হৈতুকাঃ।
প্রাণিনস্তৎকৃতং পাপং তেষাং গচ্ছত্যসংশয়ম্ ॥২৭৯

অনুবাদ—যে সকল অবিদ্বান্ তার্কিক শাস্ত্রলঙ্ঘন করিয়া অন্য ব্রত করায়, প্রাণিগণের অন্যব্রতকৃত পাপ উপদেষ্টার নিকট যায়—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৭৯ ॥

———

তেষাং নিরভিমানৈস্তু ভূত্বা শাস্ত্রানুগামিভিঃ।
যথাবদুপদেষ্টব্যং ন ভাব্যং কলুষাশয়ৈঃ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—নিরভিমানী ও শাস্ত্রানুগামী হইয়া সুধীগণ যথাযথ উপদেশ করিবেন, মলিন চিত্তগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না ॥ ২৮০ ॥

টীকা—হরেদিনং উন্মীলন্যাদি, বহিঃশ্রুতৈঃ অশ্রুতশাস্ত্রৈরিত্যর্থঃ। অক্ষরেতি পাঠে অক্ষরো জনার্দ্দন এব। ততস্মাৎ অস্থির ইতি বা পাঠঃ। ততঃ পদাবির্ভাবস্থানং তুল্যমিত্যর্থঃ। তেষাং গচ্ছতি তান্ প্রাপ্নোতি। ভাব্যমিতি পাঠে মলিনাশয়ৈর্ভূত্বা ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৭৫-২৮০ ॥

———

ব্রাহ্মে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে—
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
সর্ব্বপাপহরা হ্যেতাঃ কর্ত্তব্যাঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৮১

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বশিষ্ট মান্ধাতৃ-সংবাদে—সর্ব্বপাপহরা জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই সকল মহাদ্বাদশী ফললাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ ব্রত করিবেন ॥ ২৮১ ॥

টীকা—ফলং তত্রোক্তং যত্তৎকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৮১॥

———

অথাষ্টমহাদ্বাদশীনিত্যত্বম্

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণবিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥২৮২॥

অনুবাদ—অথ অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—পুরাণবিদ্গণ যে অষ্ট মহাদ্বাদশী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের একটিও বর্জ্জন করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য সমূহ নষ্ট হয় ॥ ২৮২ ॥

টীকা—তাসাং মধ্যে হতা অতিক্রান্তা। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ২৮২ ॥

———

পাদ্মে মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ শ্রীভগবদুক্তৌ—
ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে—ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি আমার আদিষ্ট অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত না করিবে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহাদের যমপুরীতে বাস হইবে ॥ ২৮৩ ॥

টীকা—যা অষ্টৌ দ্বাদশ্যস্তা, যে ন করিষ্যন্তি ॥ ২৮৩ ॥

———

স্কান্দে চ ব্রহ্মনারদসংবাদে জাগরণপ্রসঙ্গে—
উন্মীলনী পরিত্যক্তা ব্যঞ্জুলী পক্ষবর্দ্ধিনী।
নরকে বসতে তাবদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে জাগরণ প্রসঙ্গে, উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধিনী—এই মহাদ্বাদশী সকল যে ব্রত না করে, তাহার কল্পকাল নরকে বাস হয় ॥ ২৮৪ ॥

———

ত্রিস্পৃশা বিষ্ণুদয়িতা যে ন কুর্ব্বন্তি ভূতলে।
তাবদ্যমপুরে বাসো যাবন্নদ্যঃ সসাগরাঃ।
ইতি ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—যাহারা বিষ্ণুপ্রিয়া ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী ব্রত পালন না করে, তাহারা এই ভূতলে যতদিন সাগরসহ নদীসমূহ অবস্থান করিবে, ততদিন যমপুরে বাস করিবে ॥ ২৮৫ ॥

———

অথ ঋক্ষপ্রযুক্তানাং ব্রতকর্ত্তব্যতা যথা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে ॥
ভান্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমা ন্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতৌচিতী ॥২৮৬

অনুবাদ—অনন্তর নক্ষত্রযোগে জয়াদি মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়ের ব্রত কর্ত্তব্যতা যেরূপে হয়, তাহা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইতেছে। শুক্লা দ্বাদশীতে জয়াদি ক্রমে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা—এই চারিটি নক্ষত্র সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ দণ্ড অহোরাত্র ভোগ করিয়া যদি অধিক, সম বা কম হইয়া থাকুক, তাহাতে ইহাদের ব্রতযোগ্যতা থাকে এবং ব্রত করা উচিত ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—স্কান্দোক্তোন্মীলন্যাদীনাং সাহচর্য্যাৎ জয়াদীনামপি চতসৃণাং নিত্যত্বং সিদ্ধমেব। কিংবা তাস্বষ্টসু মধ্যে উন্মীলন্যাদীনামেব চতসৃণাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তত্র তাসামেব নিত্যত্বং যুক্তমিতি দিক্ ॥ ২৮৪-২৮৬ ॥

কিংবা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—অথবা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্র সকল আরম্ভ হইয়া ৬০ দণ্ড অহোরাত্র ভোগ করার পর অধিক বা সমান থাকে তাহাতেও ঐ মহাদ্বাদশীতে ব্রতাচারণ যোগ্যতা থাকে। পরন্তু অহোরাত্রের ন্যূন হইলে নহে ॥ ২৮৭ ॥

শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্ ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—নক্ষত্রের পরিমাণ বলা হইল, এক্ষণে তিথির পরিমাণ বলিতেছেন—শ্রবণা ব্যতীত অন্য পুনর্ব্বসু, রোহিণী ও পুষ্যা নক্ষত্রযোগে—জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রতে সূর্য্যাস্ত গমন পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা অবশ্য অপেক্ষণীয় ॥ ২৮৮ ॥

শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—পরন্তু শ্রবণা নক্ষত্র বিষয়ে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশীর অবসান হইলেও তাহাতেও ব্রত কর্ত্তব্যতা থাকে, ব্রত করা উচিত ॥ ২৮৯ ॥

অথ পারণকালনির্ণয়ঃ

বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ।
অন্তে স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা তিথিমধ্যে তু পারণম্ ॥২৯০

অনুবাদ—অনন্তর পারণকাল নির্ণয় উল্লিখিত হইতেছে—পারণদিনে প্রাতে নক্ষত্র ও তিথি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি অধিক পরিমাণ হইলে নক্ষত্রের শেষে পারণ হইবে। আর তিথি কম পরিমাণ থাকিলে তিথি মধ্যে পারণ হইবে ॥ ২৯০ ॥

দ্বাদশ্যনন্বৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—পারণ দিনে দ্বাদশী না থাকিলে রোহিণী ও শ্রবণা নক্ষত্র বৃদ্ধি পাইলে নক্ষত্র মধ্যে পারণ, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের অবসানে পারণ হইবে ॥ ২৯১ ॥

শ্রীদ্বাদশীচতুষ্কস্য মহতোঽসৌ বিনির্ণয়ঃ।
নৃসিংহপরিচর্য্যাদি-গ্রন্থদৃষ্ট্যা নিরূপিতঃ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যকৃত নৃসিংহপরিচর্য্যাদি নিবন্ধ দৃষ্টে নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়ের ব্রত নির্ণয় কীর্ত্তিত হইল ॥ ২৯২ ॥

অথোন্মীলন্যাদীনাং বিশেষতো মাহাত্ম্যং তাসু পূজাবিধিবিশেষশ্চ।

অথ তত্রাদৌ উন্মীলনীব্রতম্

পাদ্মে শ্রীসূত উবাচ—

রাজ্যং প্রকুর্ব্বতঃ পূর্ব্বমম্বরীষস্য বেশ্মনি।
গৌতমস্তপসা শ্রেষ্ঠং সমায়াতো মহামুনিঃ ॥২৯৩॥
দৃষ্ট্বা তমাগতং রাজা সমুত্তস্থৌ নিজাসনাৎ
দত্বার্ঘ্যং পরয়া ভক্ত্যা প্রোবাচাসনসংস্থিতম্ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—অনন্তর উন্মীলনী আদি মহাদ্বাদশী সমূহের বিশেষরূপে মাহাত্ম্য ও তাহাতে পূজাবিধি বিশেষ কীর্ত্তিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে উন্মীলনী

ব্রত কথা—পদ্মপুরাণে শ্রীসূত বলিলেন—প্রাচীনকালে মহারাজ অম্বরীষের গৃহে মহাতপস্বী মহামুনি গৌতম ঋষি আগমন করিলে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া রাজা নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আসনে বসাইয়া পরম ভক্তিসহ পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দান করিয়া বলিলেন ॥ ২৯৩-২৯৪ ॥

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ—

স্বাগতং মুনিশার্দূল প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
ধন্যানামপি ধন্যোঽহং যত্ত্বং মদ্গৃহমাগতঃ ॥২৯৫॥

অনুবাদ—শ্রীঅম্বরীষ বলিলেন—হে মুনিবর! সুখে আগমন ত? কৃপা করুন, ধন্যগণের মধ্যেও আমি শ্রেষ্ঠ ধন্য যেহেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন ॥ ২৯৫ ॥

তপসঃ কুশলং তেঽদ্য ভক্তিঃ শ্রীকেশবোপরি।
নিশ্চলা মুনিশার্দূল হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! অদ্য আপনার তপস্যার কুশল ত? শ্রীকৃষ্ণে আপনার নিশ্চলা ভক্তি হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই? ২৯৬॥

টীকা—তে তব অদ্য ইদানীং, তপসঃ কুশলং কিমিতি প্রশ্নঃ। তথা ভক্তিশ্চেতি চ ॥ ২৯৬ ॥

শ্রীগৌতম উবাচ—

তপসঃ কুশলং রাজন্ ভক্তিঃ কৃষ্ণে সুনিশ্চলা।
কুশলং তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণান্ পাসি সর্ব্বদা ॥২৯৭॥
ভক্তিং ভাগবতীং নিত্যং কিং করোষি নরাধিপ।
শালগ্রামময়ং বিশ্বং কিং ত্বং পশ্যসি প্রত্যহম্? ২৯৮॥
কিং ত্বং বন্দয়সে নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্।
গৃহীত্বা স্নানতোয়ন্তু কিং ত্বং পিবসি প্রত্যহম্?২৯৯॥

অনুবাদ—শ্রীগৌতম ঋষি বলিলেন—হে রাজন্! আমার তপস্যার কুশল, শ্রীকৃষ্ণে সুনিশ্চলা ভক্তিও আছে। হে রাজেন্দ্র অপানার কুশল ত? ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পালন করিতেছেন, হে মহারাজ? আপনি কি নিত্য শ্রীভগবানে ভক্তি করিতেছেন! আপনি কি প্রত্যহ শালগ্রামময় বিশ্ব দেখিতেছেন? আপনি কি প্রত্যহ শালগ্রামের চরণামৃতকে বন্দনা করেন? আপনি কি প্রত্যহ শ্রীভগবানের স্নানজল লইয়া পান করেন? ২৯৭-২৯৯ ॥

টীকা—ভক্তিমেব প্রপঞ্চয়তি—শালগ্রামেত্যাদিনা প্রযত্নত ইত্যন্তেন। বিশ্বং শ্রীমূর্ত্তিং, কিমিত্যগ্রে সর্ব্বত্রৈবানুবর্ত্তনীয়ং, প্রশ্নপ্রকরণবলাৎ ॥২৯৮-২৯৯॥

দত্ত্বা বৈ বৈষ্ণবানান্তু প্রোক্ষণং কুরুষে গৃহে।
তদ্বিলেপনশেষেণ অঙ্গানি পরিমার্জ্জসি? ৩০০ ॥

অনুবাদ—গৃহে বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ প্রক্ষালন করেন কি? বৈষ্ণব অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া তাহার অবশেষ দ্বারা নিজ অঙ্গ সমূহ মার্জ্জন করেন কি? ॥ ৩০০ ॥

টীকা—দত্ত্বা বৈষ্ণবেভ্য ইতি শেষঃ ॥ ৩০০ ॥

শালগ্রামশিলামালাং দত্ত্বা মূর্দ্ধনি প্রত্যহম্।
কিং ধারয়সি ভূপাল কণ্ঠে নিত্যং সুভক্তিতঃ? ৩০১॥

অনুবাদ—প্রত্যহ শ্রীশালগ্রামশিলাতে মালা দিয়া ঐ মালা মস্তকে ও কণ্ঠে নিত্য উত্তম ভক্তিতে ধারণ করেন কি? ৩০১ ॥

ধূপশেষন্তু কৃষ্ণস্য ভক্ত্যা ভজসি ভূমিপ।
কৃত্বা চারাত্রিকং বিষ্ণোর্ভক্ত্যা বন্দয়সে নৃপ ॥৩০২॥

অনুবাদ—হে ভূপতি! শ্রীকৃষ্ণের ধূপশেষ ভক্তি-সহ আঘ্রাণ করেন ত? হে রাজন্! শ্রীবিষ্ণুর আরতি করিয়া ভক্তিসহ বন্দনা করেন ত? ৩০২ ॥

শঙ্খোদকং হরের্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়িত্বা সুভক্তিতঃ।
বিভর্ষি শিরসা নিত্যং শেষং যচ্ছসি বৈষ্ণবান্? ৩০৩॥

অনুবাদ—শ্রীহরির মস্তকোপরি শঙ্খজল ভ্রমণ করাইয়া উত্তম ভক্তিসহ নিজ মস্তকে নিত্য ধারণ ও অবশেষ বৈষ্ণবগণকে দান করেন কি? ৩০৩ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানিতি পাঠে তান্ প্রতি শেষং নির্ম্মাল্যং কিং যচ্ছসি? ৩০৩ ॥

নৈবেদ্যং দেবদেবস্য সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ।
বিষ্বক্সেনায় দত্ত্বা ত্বং ভুঙ্‌ক্ষে বৈষ্ণবৈঃ সহ ? ৩০৪॥

অনুবাদ—সর্ব্ব উপকরণসহ দেবদেব শ্রীনারায়ণের প্রসাদ নৈবেদ্য সেনাপতি বিষ্বক্‌সেনকে দিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত আপনি ভোজন করেন ত ? ৩০৪॥

টীকা—উপস্করা ব্যঞ্জনাদীনি ॥ ৩০৪ ॥

নিত্যং নামসহস্রেণ ভক্ত্যা স্তৌষি জনার্দ্দনম্ ।
দীপার্ঘ্যদানং দেবস্য কুরুষে গীতনর্ত্তনম্ ? ৩০৫ ॥

অনুবাদ—প্রত্যহ সহস্রনাম দ্বারা ভক্তিসহ জনার্দ্দনকে স্তব করেন ত ? প্রদীপ, অর্ঘ্যদান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দিয়া গীত নৃত্য করেন ত ? ৩০৫ ॥

দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পূজয়িত্বা পূজান্তে মধুসূদনম্ ।
অক্ষতৈর্নৃপশার্দ্দূল কিমর্চ্চয়সি কেশবম্ ? ৩০৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ দুর্ব্বার কোমল অঙ্কুর সমূহ দ্বারা মধুসূদনকে পূজা করিয়া পূজান্তে অক্ষত (আতপ চাল) দ্বারা কেশবকে অর্চ্চন করেন কি ? ॥ ৩০৬ ॥

পক্ষে পক্ষে নৃপশ্রেষ্ঠ বিধিবদ্দ্বাদশীব্রতম্ ।
দশমীবেধরহিতং কুরুষে জাগরান্বিতম্ ? ৩০৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে দশমীবেধ বিহিত বিধিবদ্ দ্বাদশীব্রত রাত্রি জাগরণ সহ করেন কি ? ৩০৭ ॥

তুলসীপত্রনিকরৈর্নিত্যং পূজয়সে হরিম্ ।
পুণ্ড্রং বিভর্ষি দেহে ত্বং গোপীচন্দনসম্ভবম্ ? ৩০৮ ॥

অনুবাদ—প্রত্যহ তুলসীপত্র সমূহদ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করেন কি ? গোপীচন্দন দ্বারা দেহে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক করেন কি ? ৩০৮ ॥

বিভর্ষি কণ্ঠে ত্বং নিত্যং ধাত্রীফলসমুদ্ভবাম্ ।
মালাং মখাযুতসমাং তুলসীপত্রসম্ভবাম্ ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—আপনি কণ্ঠে নিত্য ধাত্রীফল মালা ধারণ করেন কি ? যজ্ঞাযুত সম তুলসীপত্র মালা কণ্ঠে নিত্য ধারণ করেন কি ? ৩০৯ ॥

টীকা—তুলসীপত্রসম্ভবাঞ্চ মালাম্ ॥ ৩০৯ ॥

শালগ্রামশিলাযুক্তং দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্ ।
নিত্যং পূজয়সে ভূপ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ? ৩১০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! শালগ্রামশিলাযুক্ত দ্বারকাচক্র ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদ, আপনি তাঁহার নিত্য পূজা করেন কি ? ৩১০ ॥

টীকা—দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবং দ্বারকাসম্বন্ধি চক্রাঙ্কম্ ॥ ৩১০ ॥

পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠ্যসে পুরতো হরেঃ ।
চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহলাদস্য চ ভূপতে ॥ ৩১১ ॥

অনুবাদ—হে ভূপতি ! আপনি শ্রীহরির সম্মুখে ভাগবত পুরাণ ও দৈত্যরাজ প্রহলাদ চরিত্র পাঠ করেন কি ? ৩১১ ॥

বাসরং বাসুদেবস্য সবেধং কুর্ব্বতো নরান্ ।
নিবারয়সি ভূপাল শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রযত্নতঃ ? ৩১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ দশমীবিদ্ধা শ্রীহরিবাসর ব্রতকারী মানবগণকে শাস্ত্র দৃষ্টিতে যত্নসহকারে নিষেধ করেন কি ? ৩১২ ॥

সবেধং বাসরং বিষ্ণোর্যস্মিন্ রাষ্ট্রে প্রবর্ত্ততে ।
লিপ্যতে তেন পাপেন রাজা ভবতি নারকী ॥৩১৩॥

অনুবাদ—যে রাজ্যে দশমীবিদ্ধা শ্রীহরিবাসর প্রচলিত হয়, সেই পাপে লিপ্ত রাজা নারকী হয় ॥৩১৩

বেধং চতুর্ব্বিধং ত্যক্ত্বা সমুপোষ্য হরেদিনম্ ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য নরকাদ্ব্রজতে দিবম্ ॥৩১৪॥

অনুবাদ—অরুণোদয়ে চারিদণ্ডে চতুর্ব্বিধ বেধ ত্যাগ করিয়া যে মানব শ্রীহরিবাসরে উপবাস করে,

তাহার কোটিকুল নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে ॥ ৩১৪ ॥

অম্বরীষ উবাচ—
ত্বয়া যদুক্তং বিপ্রেন্দ্র তৎ সর্ব্বং প্রকরোম্যহম্।
পশ্যাম্যহং বিষ্ণুময়ং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—রাজা অম্বরীষ বলিলেন—হে বিপ্রবর! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তৎসমুদয়ই আমি পালন করি, এই চরাচর জগৎ বিষ্ণুময় দেখি ॥ ৩১৫ ॥

বিষ্ণুরূপী ত্বমায়াতো মদ্গৃহং মুনিসত্তম।
ব্রতং কথয় মে বিপ্র বৈষ্ণবং সর্ব্বকামদম্ ॥৩১৬॥

অনুবাদ—হে মুনি সত্তম! বিষ্ণুরূপী আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, হে বিপ্র সর্ব্বকামপ্রদ বিষ্ণুব্রত আমাকে বলুন ॥ ৩১৬ ॥

যৎ কৃত্বা ন পুনঃ কৃত্যং ভবতে ঋষিসত্তম।
পুনর্গতির্যথা বিপ্র বিষ্ণুলোকান্তবেন্ন হি ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—হে ঋষি সত্তম! যাহা করিলে পুনরায় কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না এবং হে বিপ্র! যাহাতে বিষ্ণুলোক হইতে পুনরাগমন না হয় ॥৩১৭॥

শ্রীগৌতম উবাচ—
শৃণু ভূপাল বক্ষ্যামি ব্রতং যদ্বৈষ্ণবং মহৎ।
দ্বাদশীসম্ভবং পুণ্যং ময়াখ্যাতং ন কস্যচিৎ ॥৩১৮॥

অনুবাদ—শ্রীগৌতম ঋষি বলিলেন—হে ভূপাল! শ্রবণ করুন, মহৎ বৈষ্ণবব্রত বলিব, দ্বাদশীব্রত জাত পুণ্য আমি এ যাবৎ কাহাকেও বলি নাই ॥ ৩১৮ ॥

বৈষ্ণবোঽসি মহারাজ ভক্ত্যা ভাগবতাং নৃণাম্।
বৈষ্ণবং যন্মহাগুহ্যং তদ্ব্রতং ত্বং নিশাময় ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! আপনি ভক্তিতে ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। মহাগোপনীয় যে বৈষ্ণবব্রত, সেই ব্রত আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—ভাগবতানামিতি বক্তব্যে ভাগবতামিত্যার্ষম্ ॥ ৩১৯ ॥

উন্মীলনী নাম পুরা মম ভক্ত্যা তু বিষ্ণুনা।
কথিতা সুপ্রসন্নেন তাং তে ভূপ বদাম্যহম্ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—প্রাচীনকালে আমার ভক্তিতে সুপ্রসন্ন শ্রীবিষ্ণু উন্মীলনী নামক যে ব্রত বলিয়াছেন, হে মহারাজ! আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন আমি তাহা বলিব ॥ ৩২০ ॥

সম্পূর্ণৈকাদশী প্রাতর্দ্বিতীয়েঽহ্নি প্রবর্দ্ধতে।
উন্মীলনীতি সা প্রোক্তা পাপপঙ্কৌঘনাশিনী ॥৩২১॥

অনুবাদ—সম্পূর্ণা একাদশী অরুণোদয় হইতে ৬৪ দণ্ড অহোরাত্র থাকিয়া পরদিন প্রাতে যদি বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম উন্মীলনী, তাহা বহু পাপপঙ্ক নাশিনী ॥ ৩২১ ॥

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
কোট্যংশেনৈব তুল্যানি মখা বেদাস্তপাংসি চ ॥৩২২॥
উন্মীলনীসমং কিঞ্চিন্ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়া।
প্রয়াগো ন কুরুক্ষেত্রং ন কাশী ন চ পুষ্করম্ ॥৩২৩॥
ন রেবা ব্রহ্মতনয়া কালিন্দী মথুরা ন হি।
পিণ্ডারকং প্রভাসঞ্চ ন ক্ষেত্রং হাটকেশ্বরম্ ॥৩২৪॥
শৈলো হিমাচলো নৈব ন মেরুর্গন্ধমাদনঃ।
শৈলো নৈবেহ মলয়ো ন বিন্ধ্যো নৈব নৈষধঃ ॥৩২৫॥
গোদাবরী চ কাবেরী চন্দ্রভাগা ন দেবিকা।
ন তাপী ন পয়োষ্ণী চ ন শিপ্রা নৈব চন্দনা ॥৩২৬॥
চর্ম্মণ্বতী চ সরযূশ্চন্দ্রভাগা ন গণ্ডকী।
গোমতী চ বিপাশা চ শোণশ্চৈব মহানদঃ ॥৩২৭॥

অনুবাদ—ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যস্থান, যজ্ঞসমূহ, বেদসমূহ, তপস্যা সকল, কোটি অংশেও উন্মীলনীর সমান কিছুই আমি দেখি নাই বা শুনি নাই। প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুষ্কর, রেবা, সর-

স্বতী, যমুনা, মথুরা, পিণ্ডারক, প্রভাস, হাটকেশ্বর ক্ষেত্র, হিমাচল গিরি, মেরু, গন্ধমাদন, মলয়, বিন্ধ্য, নৈষধ, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, দেবিকা, তাপী, পয়োষ্ণী, শিপ্রা, চন্দনা, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, চন্দ্রভাগা, গণ্ডকী, গোমতী, বিপাশা, শোণ, মহানন্দ কোনই উন্মীলনীর সম নহে ॥ ৩২২-৩২৭ ॥

টীকা - কোটীনামাংশানামেকেনৈবাংশেন তীর্থাদীনি তুল্যানীত্যর্থঃ। যদ্বা, কোট্যংশে বিষয়েঽপি নৈব তুল্যানি ॥ ৩২২ ॥

টীকা—তদেব প্রপঞ্চয়তি—উন্মীলনীতি ষড্ভিঃ। প্রয়াগমিত্যাদীনাং নপুংসকত্বমার্ষম্, এবং সর্ব্বত্রে-বোহ্যম্। ব্রহ্মতনয়া—সরস্বতী ॥ ৩২৩ ৩২৪ ॥

কিমত্র বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো নরাধিপ।
নোন্মীলনীসমং কিঞ্চিন্ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বহু বলিয়া কি প্রয়োজন, উন্মীলনীর সম কিছুই, নাই যেমন কেশবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব নাই ॥ ৩২৮ ॥

উন্মীলনীমনুপ্রাপ্য যৈঃ কৃতং কেশবার্চ্চনম্।
পাপচক্রসমূহস্য দগ্ধস্তেন দবানলঃ ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—উন্মীলনীর ব্রত প্রাপ্ত হইয়া যাহারা শ্রীকেশবের অর্চ্চন করেন, তাহারা পাপপুঞ্জ সমূহকে দাবানলে ভস্মীভূত করেন ॥ ৩২৯ ॥

যস্মিন্ মাসে মহীপাল তিথিরুন্মীলনী ভবেৎ।
তন্মাস-নাম্না গোবিন্দঃ পূজনীয়ো যথাবিধি ॥৩৩০॥

অনুবাদ—হে ভূপতি! যে মাসে উন্মীলনী তিথি উপস্থিত হয়, সেই মাসের নামদ্বারা যথাবিধি গোবিন্দ পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—এবং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা তত্র পূজাবিধিবিশেষ-মাহ—যস্মিন্নিত্যাদিনা কথানকৈরিৎ্যন্তেন। তন্মা-সনাম্নেতি—মার্গাদি দ্বাদশমাসেষু ক্রমেণ কেশবাদ্যা দামোদরান্তাঃ কেশবাদিন্যাসাদৌ লিখিতা দ্বাদশ দেবতাঃ। অতস্তন্মাসদেবতানাম্নেত্যর্থঃ। অতশ্চ তত্তদায়ুধাদিকমপি তথৈব কর্ত্তব্যমিত্যূহ্যম্, এবম-গ্রেঽপি ॥ ৩৩০ ॥

জাতরূপময়ঃ কার্য্যো মাসনাম্না তু মাধবঃ।
স্বশক্ত্যা বিশ্বরূপঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—মাসনামে স্বর্ণময় মাধব নির্ম্মাণ করিয়া নিজশক্তি অনুসারে শ্রদ্ধা ভক্তিসহ বিশ্বরূপকেও পূজা করিবে ॥ ৩৩১ ॥

পবিত্রোদকসংযুক্তং পঞ্চরত্ন-সমন্বিতম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যুক্তং কুম্ভং স্রগ্দামভূষিতম্ ॥ ৩৩২॥
পাত্রমৌড়ুম্বরং কার্য্যং গোধূমৈশ্চাপি পূরিতম্।
তণ্ডুলৈর্বা মহীপাল স্থাপনীয়ং ঘটোপরি ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—পবিত্র গঙ্গাজল পূর্ণ পঞ্চরত্ন সমন্বিত, গন্ধপুষ্প অক্ষতযুক্ত পুষ্পমালা ভূষিত কুম্ভস্থাপন পূর্ব্বক, তাম্রপাত্রে গম বা চাউল দ্বারা পূর্ণ করিয়া হে মহারাজ! ঘটের উপরে স্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ৩৩২-৩৩৩

স্নাপয়িত্বা তু গোবিন্দং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ।
কৃত্বা বিলেপনং বিষ্ণোঃ স্থাপনীয়ো ঘটোপরি ॥৩৩৪॥

অনুবাদ—শ্রীগোবিন্দকে স্নান করাইয়া কুঙ্কুম অগুরু চন্দন দ্বারা তিলকাদি রচনা করিয়া ঘটের উপর নারায়ণকে স্থাপন করিতে হইবে ॥ ৩৩৪ ॥

টীকা—স্বশক্ত্যা নিজশক্ত্যনুসারেণ, বিশ্বরূপং সমগ্রসৌন্দর্য্যং যথা স্যাৎ। যদ্বা, তদীয়াখিলায়ু-ধাদ্যুপাঙ্গক্ষেত্যর্থঃ। কুম্ভং স্থাপয়েদিতি শেষঃ, স্নাপয়িত্বা পঞ্চামৃতাদিনা, ঘটোপরি স্থাপনীয় ইতি ঘটোপরি যত্তাম্রপাত্রং, তদুপরীত্যর্থঃ। তত্রাপি ঘটোপরি তস্যা-ব্যভিচারাৎ। স্থাপনঞ্চ—'এহ্যেহি ত্বং জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম। পরিবারগণোপেত লক্ষ্ম্যা সহ জগৎ-পতে ॥' ইত্যাবাহনেন, তথা মনোজ্যোরিতি প্রতিষ্ঠা-দিনা চ জ্ঞেয়ম্। গন্ধপুষ্পাদিসমর্পণঞ্চ তন্নাম-মন্ত্রেণৈব ॥ ৩৩১-৩৩৪ ॥

প্রদদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মন্তু সোপবীতঞ্চ সোত্তরম্।
উপানহৌ চ রাজর্ষে আতপত্রং শিরোপরি ॥ ৩৩৫ ॥
ভাজনং জলপাত্রঞ্চ সপ্তধান্যং তিলৈঃ সহ।
রূপ্যং চৈব চ কার্পাসং পায়সং
মুদ্রিকাং হরেঃ ॥ ৩৩৬ ॥
ধেনুং বা নিষ্ক্রয়ং বাপি দদ্যান্মাধবতুষ্টয়ে।
শয্যাং সোপস্করাং দত্ত্বা মাধবায় তু ভক্তিতঃ ॥৩৩৭
ধূপদীপন্তু নৈবেদ্যং ফলং পত্রং নিবেদয়েৎ।
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা মন্ত্রৈরেভিস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তুলসীপত্রসংযুক্তৈঃ পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈর্হরিঃ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয় উপবীত সহ পরাইয়া, হে রাজর্ষি! চরণে পাদুকা, মস্তক উপরে ছত্র, প্রশস্তপাত্র, জলপাত্র, তিলসহ সপ্তধান্য, রূপার অলঙ্কার, কার্পাস, পায়স, শ্রীহরির হস্তে অঙ্গুরী ধেনু বা ধেনুমূল্য মাধবের তুষ্টির জন্য বালিশ মশারি সহ শয্যা ভক্তিসহ মাধবকে দান করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল, তুলসী পত্র নিবেদন করিতে হয়। উত্তম-ভক্তিসহ বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহদ্বারা পূজা কর্ত্তব্য। তুলসীপত্র সহ যথাকালোদ্ভব পুষ্পসমূহদ্বারা শ্রীহরি পূজনীয় ॥ ৩৩৫-৩৩৮ ॥

টীকা—সোত্তরম্ উত্তরীয়সহিতম্ ॥ ৩৩৫ ॥

———

মাসনাম্না তু পাদৌ হি জানুনী বিশ্বরূপিণে।
গুহ্যন্তু কামপতয়ে কটিঞ্চ পীতবাসসে ॥ ৩৩৯ ॥
ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃতে নাভিমুদরং বিশ্বযোনয়ে।
হৃদয়ং জ্ঞানগম্যায় কণ্ঠং বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ে ॥ ৩৪০ ॥
উরুগায় ললাটন্তু বাহূ ক্ষত্রান্তকারিণে।
উত্তমাঙ্গং সুরেশায় সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বমূর্ত্তয়ে ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—মাস নামে শ্রীচরণদ্বয়, বিশ্বরূপ মন্ত্রে জানুদ্বয়, কামপতি মন্ত্রে গুহ্যদেশ, পীতবাস মন্ত্রে, কটিদেশ, ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃৎ মন্ত্রে নাভিদেশ, বিশ্বযোনি মন্ত্রে উদর, জ্ঞানগম্য মন্ত্রে হৃদয়, বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি মন্ত্রে কণ্ঠ, উরুগায় মন্ত্রে ললাট, ক্ষত্রান্তকারি মন্ত্রে বাহুদ্বয়, সুরেশ মন্ত্রে মস্তক, সর্ব্বমূর্ত্তি মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ পূজা করিবে ॥ ৩৩৯-৩৪১ ॥

টীকা—অবয়বপূজামাহ—মাসেতি ত্রিভিঃ। মাসনাম্না স্বনাম্নেত্যর্থঃ, অত্র সর্ব্বত্রৈব নমঃশব্দঃ প্রযোজ্যঃ। অতএব মন্ত্রাঃ, পাদৌ পূজয়েদিতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র ॥ ৩৩৯ ॥

———

স্বনাম্না চায়ুধাদীনি পূজনীয়ানি ভক্তিতঃ।
অর্ঘ্যদানং প্রকর্ত্তব্যং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ ॥৩৪২॥

অনুবাদ—অস্ত্র সমূহ নিজ নিজ নামে ভক্তিসহ পূজনীয়, নারিকেল ফলের জলদ্বারা অর্ঘ্যদান কর্ত্তব্য

টীকা—স্বনাম্না—সুদর্শনায় নম ইত্যাদিনা রূপেণ ॥ ৩৪২ ॥

———

শঙ্খোপরি ফলং কৃত্বা গন্ধপুষ্পফলান্বিতম্।
সূত্রেণ বেষ্টনং কৃত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ ॥৩৪৩॥

অনুবাদ—শঙ্খের উপর ফল রাখিয়া গন্ধপুষ্প-ফলযুক্ত অর্ঘ্যপাত্র সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বিধিমত অর্ঘ্যদান করিবে ॥ ৩৪৩ ॥

———

দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্ব্বজ।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—অর্ঘ্যদানমন্ত্র—হে দেবদেব! মহাদেব, মহাপুরুষ, আদিদেব, সুব্রহ্মণ্য, পুণ্যকীর্ত্তি বিবর্দ্ধন আপনাকে প্রণাম ॥ ৩৪৪ ॥

———

শোকমোহমহাপাপান্মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈরপি।
তথাপি মাং জগন্নাথ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—শোকমোহ মহাপাপ ও ভবসমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। শত শত জন্মেও কোন সুকৃত করি নাই। তথাপি আমাকে হে জগন্নাথ! ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৩৪৫ ॥

———

ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্যে মম পূর্ব্বজাঃ।
বিযোনিঞ্চ গতাশ্চান্যে পাপাত্মত্বাবশং গতাঃ।
যে ভবিষ্যতি যেঽতীতাঃ প্রেতলোকাৎ সমুদ্ধর ॥৩৪৬

অনুবাদ—হে দেবেশ ! এই ব্রতদ্বারা 'আমার পূর্ব্বজাত যে সকল ব্যক্তি পাপহেতু বিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যমলোকে গিয়াছেন, যাহারা যাইবেন আর যাহারা অতীতে গিয়াছেন তাহাদিগকে প্রেত-লোক হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৩৪৬ ॥

আর্ত্তস্য মম দীনস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং ভক্ত্যা গৃহ্ণ গদাধর ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—হে গদাধর ! আর্ত্ত ও দীন আমার যেন অব্যভিচারিণী ভক্তি হয় এবং ভক্তিসহ আমি আপনাকে অর্ঘ্যদান করিলাম গ্রহণ করুন ॥ ৩৪৭ ॥

দত্ত্বার্ঘ্যং ধূপদীপাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্হবিরুত্তবৈঃ ।
স্তোত্রৈর্নীরাজনৈর্গীতৈর্নৃত্যৈঃ সন্তোষয়েদ্ধরিম্ ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক ধূপ দীপাদিসহ ঘৃত-পক্ব নৈবেদ্য স্তোত্র পাঠ নীরাজন নৃত্যগীত দ্বারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিবেন ॥ ৩৪৮ ॥

বস্ত্রদানৈশ্চ গোদানৈর্ভোজনৈস্তোষয়েৎ গুরুম্ ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যন্তু ব্রতং কুর্য্যাত্তু বৈষ্ণবঃ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—বস্ত্রদান, গোদান, ভোজন দান দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবেন। বৈষ্ণব বিত্তশাঠ্য না করিয়া ব্রত করিবেন ॥ ৩৪৯ ॥

তুষ্ট্যর্থং পদ্মনাভস্য কার্য্যং জাগরণন্তথা
নিশান্তে ব্রতকৃত্যন্তু গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—পদ্মনাভ শ্রীহরির নিশি জাগরণ করা উচিত। সেইরূপ নিশান্তে ব্রতকৃত্য গুরুদেবে নিবেদন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫০ ॥

গুরৌ নিবেদিতে ভূপ পরিপূর্ণ ভবেদ্ব্রতম্ ।
কৃত্বা দিনকৃতং কর্ম্ম ভোজনং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
কর্ত্তব্যং নৃপশার্দূল দিনং নেয়ং কথানকৈঃ ॥৩৫১॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শ্রীগুরুদেবে ব্রত নিবেদিত হইলে পর ব্রত পরিপূর্ণ হইবে। নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহ ভোজন কর্ত্তব্য। হে মহা-রাজ ! শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন সহ দিন যাপন করিবেন ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—বিধানত ইতি সজলকুঙ্কুমশঙ্খোপরি একসূত্রবেষ্টিতং গন্ধাদিসহিতং ফলং কৃত্বার্ঘ্যং দদ্যা-দিতি বিধানং জ্ঞেয়ম্। তত্র মন্ত্রঃ দেবদেবেত্যাদি। ব্রতকৃত্যং ব্রতোপস্করং শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং, দিনকৃতং দিন-কৃত্যং, কথানকৈঃ ভগবদ্বার্ত্তাদিভিঃ ॥ ৩০৩-৩৫১ ॥

অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাদুন্মীলনীব্রতম্ ।
কল্পকোটিসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি উন্মীলনী ব্রত করেন, তিনি সহস্রকোটি কল্প বিষ্ণুর নিকটে বাস করিবেন ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—এবং ব্রতস্য পুনঃ ফলবিশেষমাহ—অনেনেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৫২ ॥

কিঞ্চ—

উন্মীলনীব্রতং কুর্য্যাদেবং যঃ স ধনী ভবেৎ ।
দীর্ঘায়ুঃ পুত্রবান্ বিদ্বান্ ন কর্ত্তা
নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—আরও—এই নিয়মে যে মানব উন্মী-লনী ব্রত করিবেন, তিনি ধনী, দীর্ঘায়ু, পুত্রবান্, বিদ্বান্ হইবেন, অকরণে নরকগামী হইবে ॥৩৫৩॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনকসংবাদে—

তাবৎ পাপানি দেহেষু দুঃসহা যমযাতনাঃ ।
প্রাণিনাং কুরুতে তাবদ্যাবন্নোন্মীলনীব্রতম্ ॥৩৫৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূত শৌনক-সংবাদে—প্রাণিগণের শরীরে সেইকাল পর্য্যন্ত দুঃখপ্রদ যম-যাতনা সমূহ ও পাপসমূহ বিদ্যমান থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত উন্মীলনী ব্রত না করে ॥ ৩৫৪ ॥

টীকা—যাবদুন্মীলনীব্রতং ন কুরুতে জনঃ তাব-

দেব প্রাণিনাং দেহেষু পাপানি, তাবচ্চ যমযাতনা দুঃসহা ভবন্তীত্যন্বয়ঃ। নকারাভাবপাঠেঽপি উন্মীলনীব্রতাচরণং যাবদেব, পাপাদয়স্তিষ্ঠন্তি, তাবদেব; তস্মিন্ সতি চ ন তিষ্ঠন্তীতি তথৈবার্থঃ ॥৩৫৪

———

যদত্র দীয়তে দানং হূয়তে বাত্র যদ্ধবিঃ।
সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রাহুরুন্মীলন্যাং মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৫৫ ॥

ইত্যুন্মীলনীব্রতম্।

অনুবাদ—মহর্ষিগণ বলেন—উন্মীলনী ব্রতে যে সকল দ্রব্য দান করা হয় এবং যে ঘৃত হোম করা হয়, সে সকল অক্ষয় থাকে ॥ ৩৫৫ ॥

এই পর্য্যন্ত উন্মলনী ব্রত কথা সমাপ্ত।

———

অথ ব্যঞ্জুলীব্রতম্

পাদ্ম এব শ্রীগৌতমাম্বরীষসংবাদে—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশী চ যদা ভবেৎ।
ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং ব্যঞ্জুলী সা হরিপ্রিয়া ॥৩৫৬॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্যঞ্জুলী ব্রত কথা, পদ্মপুরাণেই শ্রীগৌতম ঋষি ও অম্বরীষ মহারাজ সংবাদে—যে স্থলে একাদশী অরুণোদয় হইতে সম্পূর্ণা এবং দ্বাদশীও সম্পূর্ণা থাকিয়া ত্রয়োদশী দিনে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপায় তাহা শ্রীহরিপ্রিয়া 'ব্যঞ্জুলী' মহাদ্বাদশী নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৩৫৬ ॥

টীকা—দ্বাদশী চ সম্পূর্ণা সতী ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তাধং কিঞ্চিদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৬ ॥

———

শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি ব্যঞ্জুলী।
একাদশীদিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্ব্রতম্ ॥৩৫৭॥

অনুবাদ—শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে যখন এই ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইবে, তখন একাদশী দিনে ভোজন করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রতানুষ্ঠান করিতে-হইবে ॥ ৩৫৭ ॥

———

পারণং দ্বাদশীমধ্যে ত্রয়োদশ্যাং ন কারয়েৎ।
এবং কৃতে মহীপাল যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥৩৫৮॥

অনুবাদ—অতি অল্প হইলেও দ্বাদশী মধ্যে পারণ, ত্রয়োদশীতে পারণ করাইবেন না, হে রাজন্! এইরূপ করিলে দশসহস্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৩৫৮

———

দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ পারণা চাপরেঽহনি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং করিষ্যে ব্যঞ্জুলীব্রতম্ ॥৩৫৯॥

ইতি নিয়মমন্ত্রঃ।

অনুবাদ—দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া পরদিনে পারণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের জন্য ব্যঞ্জুলী ব্রত করিব ॥ ৩৫৯ ॥ ইতি নিয়ম সংকল্প মন্ত্র ॥

———

স্নাত্বা নদ্যাং নদে বাথ তড়াগে বা হ্রদেঽপি বা।
কৃত্বা স্নানং গৃহে বাপি নিত্যকর্ম্ম চ কারয়েৎ ॥৩৬০॥

অনুবাদ—নদীতে, নদে বা পদ্ম পুষ্করিণীতে বা হ্রদে অথবা গৃহে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে ॥ ৩৬০ ॥

———

মাষকেণ সুবর্ণেন কৃত্বা নারায়ণীং তনুম্।
রত্নগর্ভঘটে কৃত্বা তাম্রপাত্রোপরি স্থিতম্ ॥ ৩৬১ ॥
আতপত্রন্তু মায়ূরং বৈণবং বা স্বশক্তিতঃ।
উপানহৌ প্রকর্ত্তব্যং কাংস্যপাত্রং ঘৃতান্বিতম্ ॥৩৬২॥
গোধূমৈঃ পূরয়েৎ পাত্রং স্নাপ্য দেবং ন্যসেত্ততঃ।
বস্ত্রযুগ্মেন সংছাদ্য কার্য্যঞ্চৈব বিলেপনম্ ॥৩৬৩॥
অর্চ্চয়েদুদকুম্ভস্থং পুষ্পমাল্যাভিবেষ্টিতম্।
ততঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা সুগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥৩৬৪॥

অনুবাদ—এক মাষা পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নারায়ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া রত্নগর্ভ ঘটের উপর তাম্রপাত্রে বসাইয়া নিজশক্তি অনুসারে মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের বা বাঁশের ছত্র, চরণে পাদুকাদ্বয় দিয়া ঘৃতযুক্ত কাংস্য-পাত্র গোধূমসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীনারায়ণকে স্নান করাইয়া পূর্ণ পাত্রের উপর বসাইবে। অতঃপর পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক চন্দনাদি লেপন করিয়া অর্চ্চন করিবে। পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বেষ্টিত জল কুম্ভস্থিত শ্রীনারায়ণকে পবিত্র সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬১-৩৬৪ ॥

———

নারায়ণায় পাদৌ তু জানুনী কেশবায় চ।
উরুভ্যাং মাধবায়েতি গুহ্যং কামাধিপায় চ ॥৩৬৫॥
গোবিন্দায় কটি পূজ্য নাভিং মাধবমূর্ত্তয়ে।
উদরং বিশ্বরূপায় বক্ষঃ কৌস্তুভধারিণে ॥ ৩৬৬ ॥
বৈকুণ্ঠায় নমঃ কণ্ঠং চক্ষুষী জ্যোতিরূপিণে।
সহস্রশীর্ষায় শিরঃ সর্ব্বাঙ্গং বিশ্বরূপিণে ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—চরণদ্বয়ে নারায়ণায় নমঃ, জানুদ্বয়ে কেশবায়, উরুদ্বয়ে মাধবায়, গুহ্যদেশে কামাধিপায়, কটিদেশে গোবিন্দায় মন্ত্রে পূজা করিয়া, নাভিতে মাধবমূর্ত্তয়ে, উদরে বিশ্বরূপায়, বক্ষে কৌস্তুভ ধারিণে, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে জ্যোতিরূপিণে, মস্তকে সহস্রশীর্ষায়, সর্ব্বাঙ্গে বিশ্বরূপিণে নমঃ ॥ ৩৬৫-৩৬৭

টীকা—তনুং শ্রীমূর্ত্তিং, ঘটস্থাপনাদিকমত্রাপি পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়ং, বিশেষশ্চান্যঃ স্বয়মেব বক্ষ্যতে। নারায়ণেত্যাদ্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥ ৩৬১-৩৬৫ ॥

আয়ুধানি স্বনাম্নৈব এবং দেবার্চ্চনে বিধিঃ।
শুভেন নারিকেলেন দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—চক্রাদি অস্ত্রসমূহে নিজ নিজ নামে পূজা হইবে—এইরূপ দেবপূজায় বিধি পবিত্র নারিকেলজল দ্বারা বিধিমত অর্ঘ্য দিবে ॥ ৩৬৮ ॥

শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতম্।
নারায়ণ জগন্নাথ পীতাম্বর জনার্দ্দন।
মামুদ্ধর মহাবিষ্ণো নরকার্ণবঃ সনাতন ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—শঙ্খে গঙ্গাজল অক্ষতযুক্ত পুষ্পসহ লইয়া অর্ঘ্যমন্ত্র পাঠ করিবে—হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে পীতাম্বর! হে জনার্দ্দন! হে মহাবিষ্ণো! হে সনাতন! নরক সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার কর॥৩৬৯

সপ্তকল্পগতং পাপং যৎ কৃতং মম পূর্ব্বজৈঃ।
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সকলং তৎ প্রণশ্যতু।
মুক্তিং প্রয়ান্তু পিতরো ময়া সহ জগৎপতে ॥৩৭০॥

অনুবাদ—আমার পূর্ব্ব পুরুষগণকৃত সপ্তকল্পগত যে পাপ তৎসমস্তই এই অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা সম্পূর্ণ বিনাশ হউক। হে জগৎপতে! আমার সহিত পিতৃপুরুষগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হউক ॥ ৩৭০ ॥

ময়া ত্বর্ঘ্যদানেন যে চান্যে পিতরো গতাঃ।
বসন্তু ত্বৎসমীপেঽদ্য দেবদেব জনার্দ্দন ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব! হে জনার্দ্দন! আমার অন্য যে সকল পিতৃগণ অন্যত্র গিয়াছেন, মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই অর্ঘ্যদান দ্বারা অদ্য তোমার নিকটে বাস করুক ॥ ৩৭১ ॥

ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু ব্যঞ্জুলীসম্ভবং মম।
দশমীসংযুতং দেব যৎ কৃতং দ্বাদশীব্রতম্।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—আমার ব্যঞ্জুলীব্রত সম্পূর্ণ হউক। হে দেব! দশমীসংযুক্তা যে একাদশী ব্রত অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করিয়াছি তাহা পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩৭২ ॥

অনেন বিধিনা সম্যগ্দত্ত্বার্ঘ্যং মধুসূদনে।
বসেৎ কল্পসহস্রন্তু বিষ্ণোর্লোকে মহেশ্বরি ॥ ৩৭৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপ সম্পূর্ণ বিধিঅনুসারে মধুসূদনকে অর্ঘ্যদান করিলে হে মহেশ্বরি! সহস্রকল্প বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥ ৩৭৩ ॥

অগ্নিষ্টোমসহস্রেভ্যঃ অশ্বমেধো বিশিষ্যতে।
অশ্বমেধসহস্রেভ্যো বাজপেয়ো বিশিষ্যতে ॥ ৩৭৪ ॥
বাজপেয়সহস্রেভ্যঃ পুণ্ডরীকো বিশিষ্যতে।
পুণ্ডরীকসহস্রেভ্যঃ সৌত্রামণির্বিশিষ্যতে ॥ ৩৭৫ ॥
সৌত্রামণিসহস্রেভ্যো রাজসূয়ো বিশিষ্যতে।
রাজসূয়সহস্রেভ্যো ব্যঞ্জুলী চাধিকা নৃপ ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! সহস্র অগ্নিষ্টোম হইতে ১ অশ্বমেধ শ্রেষ্ঠ। সহস্র অশ্বমেধ হইতে ১ বাজপেয় শ্রেষ্ঠ, সহস্র বাজপেয় হইতে ১ পুণ্ডরীক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সহস্র পুণ্ডরীক হইতে সৌত্রামণি শ্রেষ্ঠ, সহস্র সৌত্রামণি হইতে রাজসূয় শ্রেষ্ঠ, সহস্র রাজসূয় হইতে ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ব্রত শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৭৪-৩৭৬॥

ব্যঞ্জুলীতি কৃতোচ্চারৈঃ কলিকালে তু মানবৈঃ ॥
জন্মাযুতসহস্রে তু কৃতঃ পাপস্য সংক্ষয়ঃ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—কলিকালে মানবগণ ব্যঞ্জুলী এই নাম উচ্চারণ দ্বারাই অযুত সহস্র জন্মের কৃত পাপের সম্যক্ ক্ষয় করে ॥ ৩৭৭ ॥

দত্ত্বা পূজার্ঘ্যদানন্তু ধূপনৈবেদ্যদীপকম্ ।
কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্গুরুং সম্পূজয়েত্ততঃ ॥৩৭৮॥
দদ্যাদ্বস্ত্রাণি গাং ভূমিং ধান্যং চৈব সদক্ষিণম্ ।
কুর্য্যাদ্বিত্তানুসারেণ সম্পূর্ণার্থং ব্রতস্য হি ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর, পূজা, অর্ঘ্যদান, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, আরতি করিয়া শ্রীগুরুপূজা করিবে। শ্রীগুরুদেবকে বস্ত্রসমূহ, গাভী, ভূমি, ধান্য ও দক্ষিণা সামর্থ্য অনুসারে দান করিবে ব্রতের সম্পূর্ণ ফল-লাভের জন্য ॥ ৩৭৮-৩৭৯ ॥

টীকা—কুর্য্যাদেবম্ ॥ ৩৭৯ ॥

সন্তুষ্টে তু গুরৌ বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি নান্যথা।
গুরুং সম্পূজয়েত্তস্মাত্তুষ্ট্যর্থং চক্রপানিনঃ ॥৩৮০॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে বিষ্ণু প্রসন্ন হন অন্যথা নহে। অতএব চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের জন্য শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিবে ॥ ৩৮০ ॥

রাত্রৌ জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা ॥৩৮১॥

অনুবাদ—রাত্রিতে জাগরণ করিবে ও শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৩৮১ ॥

গীতানামসহস্রন্তু পুরাণং শুকভাষিতম্ ।
পঠনীয়ং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্ ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির সন্তোষের জন্য গীতা, সহস্র-নাম, শ্রীশুকদেব প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ প্রযত্নসহ পাঠ করিবে ॥ ৩৮২ ॥

প্রত্যেকং গোসহস্রস্য পঠতাং শৃণ্বতাং ফলম্ ।
গীতং নৃত্যন্তু বাদিত্রং কারয়েৎ পুরতো হরেঃ ॥৩৮৩

অনুবাদ—প্রত্যেক গ্রন্থ পাঠকারী ও শ্রবণকারীর গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্তি হয়। শ্রীহরির অগ্রে গীত, নৃত্য, বাদ্য করাইবে ॥ ৩৮৩ ॥

দাতব্যং গুরবে সর্ব্বং প্রভাতে দেবতাদিকম্ ।
ক্ষমাপয়িত্বা দেবেশং গুরুঞ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ৩৮৪ ॥
কৃত্বা নৈমিত্তিকং সর্ব্বং ভোক্তব্যং বন্ধুভিঃ সহ ॥৩৮৫

অনুবাদ—ব্রতের পরদিন প্রভাতে দেবতাদি সর্ব্ব-দ্রব্য শ্রীগুরুদেবকে প্রদান করিবে, শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম শেষে বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৩৮৪-৩৮৫ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে জাগরণপ্রসঙ্গে—
অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্যাপি ভক্ষণে ।
পাপং বিলয়মায়াতি কীর্ত্তিতে ব্যঞ্জুলীদিনে ॥৩৮৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে জাগরণ প্রসঙ্গে—অগম্যা গমনে যে পাপ এবং অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাপ, তৎসমুদয় বিলীন হয় ব্যঞ্জুলীদিনে কীর্ত্তন প্রভাবে ॥ ৩৮৬ ॥

যৎ পাপং ভূমিহরণে দেবস্বহরণে তথা ।
মণিকূটং তুলাকূটং স্বর্ণস্তেয়াদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৮৭ ॥
অজ্ঞানাদ্‌যৎ কৃতং পাপং জ্ঞাত্বা যৎ পাতকং কৃতম্ ।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপমিহ জন্মনি যৎ কৃতম্ ॥৩৮৮॥
সর্ব্বং চ ক্ষয়মভ্যেতি কৃত্বৈকং ব্যঞ্জুলীদিনম্ ।
ন ভবেন্মানসী পীড়া রোগাশ্চাত্যন্তদুঃখদাঃ ॥৩৮৯॥

অনুবাদ—ভূমি হরণে যে পাপ, দেব সম্পদ হরণে যে পাপ, সেইরূপ মণিকূট, তুলাকূট, স্বর্ণ অপ-হরণাদিতে যে পাপ, অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃত যে সকল পাপ, তৎসমূহই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় একটি ব্যঞ্জুলী মহা-দ্বাদশীব্রত পালনে এবং মানসী পীড়া, শোকতাপ ও দৈহিক পীড়া অত্যন্ত দুঃখপ্রদা রোগাদিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮৭-৩৮৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূতশৌনকসংবাদে—

ব্যঞ্জুলীবাসরে বিপ্র সম্প্রাপ্তে গরুড়ধ্বজঃ ।
স্বস্থানাদ্বসুধামেত্য কুরুতে চ স্থিতিং বিশন্ ॥৩৯০॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদে – হে বিপ্র ! ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বাসর উপস্থিত হইলে গরুড়ধ্বজ শ্রীনারায়ণ স্বস্থান বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া ব্যঞ্জুলীব্রতকারীদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাস করেন বা ধনী প্রজাগণের বাঞ্ছা পূরণ করেন ॥ ৩৯০ ॥

টীকা— বিশন্ ব্যঞ্জুলীব্রতকারিণাং মধ্যে প্রবিশন্ স্থিতিং কুরুতে বসতীত্যর্থঃ। আস্থিতমিতি পাঠেহপি ভাবেক্তপ্রত্যয়াৎ স এবার্থঃ। পাঠান্তরে তু বিশাং ধনিনাং প্রজানাং বা ইষ্টং দদাতীত্যর্থঃ, যদ্বা, বিশাঞ্চ ধনিনাং ধনসম্বন্ধিবাঞ্ছাং পূরয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯০ ॥

ব্যঞ্জুলী-বিমুখং বিপ্রমালোক্য রবিনন্দনঃ ।
কুরুতে সংবিদং সাকং চিত্রগুপ্তেন হর্ষিতঃ ॥৩৯১॥

অনুবাদ—ব্যঞ্জুলী ব্রত বিমুখ বিপ্রকে দেখিয়া যমরাজ চিত্রগুপ্তের সহিত আনন্দে পরামর্শ করেন।।৩৯১

টীকা—সংবিদং—মন্ত্রণাম্ ॥ ৩৯১ ॥

অয়মেষ্যতি মন্দাত্মা বিষ্ণুব্রতবহিষ্কৃতঃ ।
বশং মমেতি তৎপুণ্যং মার্জ্জয়াদ্বা পুরাকৃতম্ ॥৩৯২

অনুবাদ—এই ব্যক্তি বিষ্ণুব্রত বহির্ম্মুখ মন্দবুদ্ধি আমার অধীনে আসিতেছে, তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যসমূহ শীঘ্র লুপ্ত কর ॥ ৩৯২ ॥

শিরোহত্তিনিতরামেষা মাং সদৈব প্রবাধতে ॥৩৯৩॥

অনুবাদ—এইরূপ শিরঃপীড়া সর্ব্বদাই আমাকে নিতান্ত দুঃখ দিয়া থাকে ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—শিরসোঽর্ত্তিঃ পীড়া ॥ ৩৯৩ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বব্রতানাং চরণং সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্ ।
সর্ব্বদানপ্রদানঞ্চ সমং স্যাদ্ব্যঞ্জুলীব্রতম্ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—আরও--সর্ব্বব্রতের আচরণ, সর্ব্বতীর্থ স্নান, সর্ব্ববিধদান প্রদানের তুল্য ব্যঞ্জুলী ব্রত হয় ॥ ৩৯৪ ॥

তত্রান্নদানং বিপ্রায় বিধায় শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
প্রাপ্নোতি পুরুষো বিপ্র কলুষঃ কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥৩৯৫॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্যঞ্জুলী ব্রত শেষে ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে সেই ব্যক্তি পাপময় থাকিলেও পবিত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য পায় ॥ ৩৯৫ ॥

টীকা—কলুষঃ পাপরূপোঽপি ॥ ৩৯৫ ॥

লক্ষ্মীং নারায়ণং দেবং সৌবর্ণং তত্র পূজয়েৎ ।
যথাশক্ত্যন্নদানঞ্চ দত্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—ব্যঞ্জুলীব্রতে সুবর্ণময় লক্ষ্মীনারায়ণকে পূজা করিয়া যথাশক্তি অন্নদান করিলে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯৬ ॥

অধমর্ণতয়া কামাল্লোভাদ্দম্ভাদপি দ্বিজ ।
হন্তি ত্রিপুরুষং পাপং ব্যঞ্জুলী পুরুষৈঃ কৃতা ॥৩৯৭

অনুবাদ—হে দ্বিজ ! ঋণী হইয়া, কাম, লোভ বা দম্ভবশতঃও মানবগণ ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ব্রত করিলে নিজের এবং উর্দ্ধ ও অধঃলোকসম্বন্ধি পাপ বিনাশ করে ॥ ৩৯৭ ॥

টীকা—অধমং ধনাভাবেন পরমদোষাবহম্ ঋণং যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া ঋণবশ্যতয়েত্যর্থঃ। অতঃ ত্রিপুরুষসম্বন্ধি পাপং হন্তি। যদ্বা, ঋণিত্বেনাপি কৃত্বা, আগমাদিভির্ন মোক্ষো ভবতি ॥ ৩৯৭ ॥

স এষ সর্ব্বশাস্ত্রার্থঃ সর্ব্ববুদ্ধিমতাং মতম্ ।
হিতং সর্ব্বসমীচীনং যদ্ব্যঞ্জুল্যামুপোষণম্ ॥ ৩৯৮ ॥

অনুবাদ—ব্যঞ্জুলী ব্রতই সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, সকল বুদ্ধিমানের সম্মত, সকলের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ ব্যঞ্জুলী দ্বাদশীতে উপবাস পালন ॥ ৩৯৮ ॥

উপবাসং যথাশক্ত্যা দানং ব্রাহ্মণপূজনম্ ।
বিধায় ব্যঞ্জুলীং চৈবং পুরুষো যাতি সদ্গতিম্ ॥৩৯৯
ইতি ব্যঞ্জুলীব্রতম্ ।

অনুবাদ—উপবাস, যথাশক্তিদান, ব্রাহ্মণ-পূজন-সহ ব্যঞ্জুলীব্রত অনুষ্ঠান করিয়া এইভাবে মানব সদ্গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯৯ ॥

ইতি ব্যঞ্জুলী ব্রত কথা সমাপ্ত ॥

———

অথ ত্রিস্পৃশাব্রতম্

তত্রৈব—
শুক্লা বৈশাখমাসে তু সম্প্রাপ্তা মধুসূদনী ।
দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা নাম পাপকোটিক্ষয়াবহা ॥ ৪০০ ॥

অনুবাদ—অথ ত্রিস্পৃশা ব্রত কথা, ঐ পুরাণেই—বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে মধুসূদনী দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা নাম্নী ইহা কোটিপাপনাশিনী ॥ ৪০০ ॥

———

ধন্যাঃ সর্ব্বে মনুষ্যাস্তে বৈশাখে মধুসূদনী ।
সম্প্রাপ্তা ত্রিস্পৃশা যৈস্তু বুধবারেণ সংযুতা ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—বৈশাখমাসে মধুসূদনী ত্রিস্পৃশা বুধবার যুক্তা হইলে যে সকল মানব প্রাপ্ত হন তাহারাই ধন্যা ॥ ৪০১ ॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—
আদৌ নন্দা জয়া চান্তে মধ্যে ভদ্রা ভবেদ্যদি ।
উপবাসার্চ্চনে গীতে দুর্ল্লভা কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৪০২ ॥
একেনৈবোপবাসেন উপবাসাযুতং ফলম্ ।
জাগরে শতসাহস্রং নৃত্যে কোটিগুণং কলৌ ॥৪০৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে দ্বারকা মাহাত্ম্যে—দিবা প্রথমভাগে একাদশী অন্ত্যে রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী, মধ্যে দ্বাদশী যদি হয়, ঐ ত্রিস্পৃশা দুর্ল্লভা দ্বাদশী উপবাসে, শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনে ও কৃষ্ণসন্নিধানে গীতে, একটি উপবাস দ্বারাই দশ সহস্র অন্য উপবাসের ফল পাওয়া যায়, নিশি জাগরণে শত সহস্র ফল, নৃত্যে কোটিগুণ ফল কলিযুগে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০৩ ॥

———

গৃহেঽপি কুর্ব্বতামেতাং কিং পুনঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ ? ৪০৪

অনুবাদ—গৃহেও এই সকল করিলে ঐরূপ ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে করিলে যে ঐ ফল হয় তাহা আর কি বলিব ॥ ৪০৪ ॥

———

পাদ্মে শ্রীসনৎকুমার-ব্যাসসংবাদে—
সর্ব্বপাপপ্রশমনং মহাপাতকনাশনম্ ।
শৃণু কৃত্বাবধানং ত্বং ত্রিস্পৃশাখ্যং মহাব্রতম্ ॥৪০৫॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমার-ব্যাস-সংবাদে—সর্ব্ববিধ পাপের প্রশান্তি ও মহাপাতক নাশন ত্রিস্পৃশা নামক মহাব্রত কথা মনোযোগের সহিত তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪০৫ ॥

———

কামদং সস্পৃহাণাঞ্চ নিস্পৃহাণান্তু মোক্ষদম্ ।
ত্রিস্পৃশাখ্যং ব্রতং বিষ্ণোঃ শৃণুষ্ব গদতো মম ॥৪০৬

অনুবাদ—সকাম ব্যক্তিগণের সর্ব্ববাঞ্ছাপূরক, নিষ্কামীদিগের মোক্ষপ্রদ, ত্রিস্পৃশা নামক বিষ্ণুব্রত আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪০৬ ॥

———

প্রত্যক্ষমর্চ্চিতস্তেন কলিকালেঽপি কেশবঃ ।
ত্রিস্পৃশাকীর্ত্তনং নিত্যং যঃ করোতি মহামুনে ॥৪০৭॥

অনুবাদ—হে মহামুনে ! যিনি নিত্য ত্রিস্পৃশা কীর্ত্তন করেন, তিনি কলিকালেও কেশবকে প্রত্যক্ষ-ভাবে অর্চ্চন করেন ॥ ৪০৭ ॥

———

ন পুরশ্চরণে চীর্ণে সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
ত্রিস্পৃশা-নামমাত্রেণ ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—পুরশ্চরণ আচরণে সর্ব্বপাপক্ষয় হয় না, ত্রিস্পৃশার নামমাত্রেই সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪০৮ ॥

———

নাগমৈর্ন পুরাণৈশ্চ সমস্তৈস্তীর্থকোটিভিঃ ।
বহুভির্ব্রতসংঘৈশ্চ পূজিতৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ ৪০৯ ॥

মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশা ন কৃতা যদি।
মোক্ষার্থং দেবদেবেন সৃষ্টা দেবী তিথীশ্বরী ॥৪১০॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! আগমসমূহ, পুরাণ-সমূহ, কোটি তীর্থদ্বারা, বহুবিধ ব্রতসমষ্টি দ্বারা, দেবপূজা দ্বারাও মোক্ষ হয় না, যদি ত্রিস্পৃশা ব্রত না করে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ মানবের মোক্ষের জন্য তিথী-শ্বরী ত্রিস্পৃশা দেবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪১০ ॥

বিষয়ৈর্বিপ্র যুক্তানাং ধ্যানধারণবর্জ্জিনাম্।
কামভোগপ্রসক্তানাং ত্রিস্পৃশা মোক্ষদা সদা ॥৪১১॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! বিষয়ীগণের ধ্যানধারণা-বিহীন জনের এবং সকামীগণের পক্ষে ত্রিস্পৃশা সর্ব্বদা মোক্ষপ্রদা ॥ ৪১১ ॥

টীকা—হে বিপ্র বিষয়ৈর্যুক্তানাম্ ॥ ৪১১ ॥

শঙ্করস্য পুরা প্রোক্তা চতুর্বক্ত্রস্য সাগরে।
ক্ষীরোদে প্রণতানাঞ্চ মৎসমীপে তু চক্রিণা ॥৪১২॥
ত্রিস্পৃশাং যে করিষ্যন্তি বিষয়ৈরপি নির্জ্জিতাঃ।
তেষামপি ময়া দত্তং মোক্ষং সাংখ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥৪১৩

অনুবাদ—মহাদেবের সম্মুখে, ক্ষীরোদ সমুদ্রে ব্রহ্মার সম্মুখে এবং প্রণত অন্য ব্যক্তির সম্মুখেও চক্রধর শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—বিষয়াসক্ত থাকিয়াও যাহারা ত্রিস্পৃশা ব্রত করিবে, তাহাদের সাংখ্য—আত্ম-অনাত্মজ্ঞান না থাকিলেও মোক্ষপ্রদান করি ॥ ৪১২-৪১৩ ॥

টীকা—প্রণতানামন্যেষাঞ্চ প্রোক্তা ॥ ৪১২ ॥

কুরুষ্ব ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিস্পৃশাং মোক্ষদায়িনীম্।
বহুভির্মুনিসংঘৈস্তু ত্যক্ত্বা সাংখ্যং মহামুনে ॥৪১৪॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রিস্পৃশা ভবতে যদা।
সোমেন সোমজেনাপি পাপকোটিবিনাশিনী ॥ ৪১৫ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! তুমি মোক্ষদায়িনী ত্রিস্পৃশা ব্রত কর, হে মহামুনে বহুমুনিসংঘ সাংখ্য-জ্ঞান ত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে ত্রিস্পৃশা মহা-দ্বাদশী যখন হয়, তাহা সোমবার বা বুধবারযুক্ত হইলে কোটিপাপ-বিনাশিনী হয় ॥ ৪১৪-৪১৫ ॥

টীকা—কুরুষ্বেত্যাদি সনৎ কুমারবাক্যং, মুনি-সংঘৈঃ সহ ॥ ৪১৪ ॥

যস্যামুপোষণং কৃত্বা হত্যামুক্তো মহেশ্বরঃ ॥ ৪১৬ ॥

অনুবাদ—যাহাতে উপবাস করিয়া মহেশ্বর ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥৪১৬॥

হস্তাদ্ব্রহ্মকপালন্তু তৎক্ষণাৎ পতিতং মুনে।
গত্বা ভৃগূপদেশেন ত্রিস্পৃশা-সমুপোষণাৎ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনে! ভৃগুমুনির উপদেশে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস ফলে মহাদেবের হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মকপাল পড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৪১৭ ॥

ব্রহ্মহত্যা-সহস্রাণি ত্রিস্পৃশা-সমুপোষণাৎ।
হিত্বান্যেষ্টৌ বাহুবীর্য্যস্তু পূর্ব্বজাতো মহামুনে ॥৪১৮॥

অনুবাদ—হে মহামুনে! পূর্ব্বজাত বাহুবীর্য্য অন্য অষ্টবিধ ব্রত ত্যাগ করিয়া ত্রিস্পৃশা উপবাস ফলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট করিয়াছেন ॥ ৪১৮ ॥

কলিকল্মষপাপাত্তু মুক্তা দেবী ত্রিমার্গগা।
উপদেশান্মাধবস্য ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবন প্রবাহিনী গঙ্গাদেবী মাধবের উপদেশে ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপবাস ফলে কলিকাল-জাত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৪১৯ ॥

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ।
বিলয়ং যান্তি বিপ্রেন্দ্র পাপেষ্বন্যেষু কা কথা? ৪২০॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপ-বাস ফলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপ বিলয় যায়, অন্য পাপসমূহের কথা আর কি বলিব ॥ ৪২০ ॥

ন প্রয়াগে ন কাশ্যান্তু গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥৪২১॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! প্রয়াগে, কাশীতে ও গোমতীতে মুক্তি সম্ভাবনা না থাকিলেও কৃষ্ণসন্নিধানে ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপবাস ফলে মোক্ষ হয়॥ ৪২১ ॥

মরণেন প্রয়াগে তু মুক্তিঃ কাশ্যান্তথৈব চ।
স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মুক্তির্ভবতি নান্যথা।
গৃহে চৈব ভবেন্মুক্তিস্ত্রিস্পৃশায়ামুপোষণাৎ ॥ ৪২২ ॥

অনুবাদ—প্রয়াগে ও কাশীতে মরণে মুক্তি হয়, গোমতিতে স্নানমাত্রে মুক্তি হয় ইহার অন্যথা নাই। পরন্তু ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী উপবাস ফলে গৃহে থাকিয়াও মুক্তি হয়॥ ৪২২ ॥

বিষয়ে বর্ত্তমানস্য কামভোগান্বিতস্য চ।
নিবৃত্তবিষয়স্যাপি মুক্তিঃ সাংখ্যেন দুর্ল্লভা॥
তস্মাৎ কুরুষ্ব বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাং
মোক্ষদায়িনীম্ ॥ ৪২৩ ॥

অনুবাদ—বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ও কাম ভোগযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি সুদুর্ল্লভা, বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরও সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা মুক্তি দুর্ল্লভা। অতএব হে বিপ্রবর! মোক্ষপ্রদায়িনী ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীব্রত করুন॥ ৪২৩ ॥

বেদব্যাস উবাচ—

কীদৃশী স্যান্মুনিবর ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী বদ।
বিমুক্তিদা যা মর্ত্ত্যানাং ত্বয়া প্রোক্তা মমাধুনা॥৪২৪॥

অনুবাদ—বেদব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর। (বিমুক্তিদা) ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী কিরূপ হয় তাহা বলুন, যাহা মরণশীল ব্যক্তিগণের বিমুক্তিপ্রদা। আপনি এক্ষণে আমার নিকট বলিলেন॥৪২৪॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

জাহ্নব্যাঃ পুরতো বিপ্র ত্রিস্পৃশা মাধবেন তু।
প্রাচী-সরস্বতী-তীরে কথিতা সুমহাফলা॥ ৪২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমার বলিলেন—হে বিপ্র! প্রাচী সরস্বতী তীরে মাধব কর্ত্তৃক জাহ্নবীর অগ্রে সুমহাফলা ত্রিস্পৃশাদ্বাদশীর কথা উক্ত হইয়াছে॥৪২৫

শ্রীজাহ্নব্যুবাচ—

কলিকল্মষপাপৌঘৈর্ব্রহ্মহত্যাদিকৈর্য্যুতাঃ।
কলিকালে হৃষীকেশ স্নানং কুর্ব্বন্তি মজ্জলে॥৪২৬॥
তেষাং পাপশতৈর্দগ্ধং মদ্দেহং কলুষীকৃতম্।
কথং যাস্যতি মে দেব পাতকং গরুড়ধ্বজ? ৪২৭॥

অনুবাদ—শ্রীজাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে হৃষীকেশ! কলিকালে ব্রহ্মহত্যাদি পাতকসমূহযুক্ত মানবগণ আমার জলে স্নান করিবে। তাহাদের শতশত পাপদ্বারা আমার দেহ কলুষিত হইয়া দগ্ধ হইবে। হে দেব! হে গরুড়ধ্বজ! আমার পাতকসমূহ কিরূপে অপগত হইবে? ৪২৬-৪২৭॥

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ—

কথয়ামি ন সন্দেহো মা পুত্রি রোদনং কুরু।
শ্রীস্থলং নাম মে স্থানং প্রাচীদেবী মমাগ্রতঃ॥৪২৮॥
বহতে ব্রহ্মতনয়া মদ্দৃষ্ট্যগ্রে সুরেশ্বরি।
স্নানং কুরুষ্ব নিত্যং ত্বং মন্ত্রপূতা ভবিষ্যসি॥৪২৯॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রাচীমাধব বলিলেন—বলিতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই, হে পুত্র! রোদন করিও না। শ্রীস্থল নামক আমার স্থান, তথায় ব্রহ্মতনয়া প্রাচী সরস্বতী আমার সম্মুখে প্রবাহিতা, হে সুরেশ্বরি! আমার দৃষ্টির সামনে সেই সরস্বতীর জলে তুমি নিত্য স্নান কর, তাহা হইলেই মন্ত্রপবিত্রা হইবে॥৪২৮-৪২৯

যত্র প্রাচী ব্রহ্মসুতা তত্রাহং নাস্তি সংশয়ঃ।
তীর্থকোটিশতৈর্যুক্তঃ সুরৈঃ সহ বসাম্যহম্॥৪৩০॥

অনুবাদ—যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রী প্রাচী সরস্বতী সে স্থলে আমি বিদ্যমান ইহাতে সংশয় নাই। কোটি শত তীর্থযুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত আমি বাস করি॥ ৪৩০ ॥

মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশা ন কৃতা যদি।
মোক্ষার্থং দেবদেবেন সৃষ্টা দেবী তিথীশ্বরী ॥৪১০॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! আগমসমূহ, পুরাণ-সমূহ, কোটি তীর্থদ্বারা, বহুবিধ ব্রতসমষ্টি দ্বারা, দেবপূজা দ্বারাও মোক্ষ হয় না, যদি ত্রিস্পৃশা ব্রত না করে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ মানবের মোক্ষের জন্য তিথী-শ্বরী ত্রিস্পৃশা দেবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪১০ ॥

বিষয়ৈর্বিপ্র যুক্তানাং ধ্যানধারণবর্জ্জিনাম্।
কামভোগপ্রসক্তানাং ত্রিস্পৃশা মোক্ষদা সদা ॥৪১১॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! বিষয়ীগণের ধ্যানধারণা-বিহীন জনের এবং সকামীগণের পক্ষে ত্রিস্পৃশা সর্ব্বদা মোক্ষপ্রদা ॥ ৪১১ ॥

টীকা—হে বিপ্র বিষয়ৈর্যুক্তানাম্ ॥ ৪১১ ॥

শঙ্করস্য পুরা প্রোক্তা চতুর্বক্ত্রস্য সাগরে।
ক্ষীরোদে প্রণতানাম্ভ মৎসমীপে তু চক্রিণা ॥৪১২॥
ত্রিস্পৃশাং যে করিষ্যন্তি বিষয়ৈরপি নির্জ্জিতাঃ।
তেষামপি ময়া দত্তং মোক্ষং সাঙ্খ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥৪১৩

অনুবাদ—মহাদেবের সম্মুখে, ক্ষীরোদ সমুদ্রে ব্রহ্মার সম্মুখে এবং প্রণত অন্য ব্যক্তির সম্মুখেও চক্রধর শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—বিষয়াসক্ত থাকিয়াও যাহারা ত্রিস্পৃশা ব্রত করিবে, তাহাদের সাংখ্য—আত্ম-অনাত্মজ্ঞান না থাকিলেও মোক্ষপ্রদান করি ॥ ৪১২-৪১৩ ॥

টীকা—প্রণতানামন্যেষাঞ্চ প্রোক্তা ॥ ৪১২ ॥

কুরুষ্ব ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিস্পৃশাং মোক্ষদায়িনীম্।
বহুভির্মুনিসঙ্ঘৈস্তু ত্যক্ত্বা সাঙ্খ্যং মহামুনে ॥৪১৪॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রিস্পৃশা ভবতে যদা।
সোমেন সোমজেনাপি পাপকোটিবিনাশিনী ॥ ৪১৫ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! তুমি মোক্ষদায়িনী ত্রিস্পৃশা ব্রত কর, হে মহামুনে বহুমুনিসংঘ সাংখ্য-জ্ঞান ত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে ত্রিস্পৃশা মহা-দ্বাদশী যখন হয়, তাহা সোমবার বা বুধবারযুক্ত হইলে কোটিপাপ-বিনাশিনী হয় ॥ ৪১৪-৪১৫ ॥

টীকা—কুরুষ্বেত্যাদি সনৎ কুমারবাক্যং, মুনি-সঙ্ঘৈঃ সহ ॥ ৪১৪ ॥

যস্যামুপোষণং কৃত্বা হত্যামুক্তো মহেশ্বরঃ ॥ ৪১৬ ॥

অনুবাদ—যাহাতে উপবাস করিয়া মহেশ্বর ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥৪১৬॥

হস্তাদ্ব্রহ্মকপালস্তু তৎক্ষণাৎ পতিতং মুনে।
গত্বা ভৃগূপদেশেন ত্রিস্পৃশা-সমুপোষণাৎ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনে! ভৃগুমুনির উপদেশে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস ফলে মহাদেবের হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মকপাল পড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৪১৭ ॥

ব্রহ্মহত্যা-সহস্রাণি ত্রিস্পৃশা-সমুপোষণাৎ।
হিত্বাষ্টৌ বাহুবীর্য্যস্তু পূর্ব্বজাতো মহামুনে ॥৪১৮॥

অনুবাদ—হে মহামুনে! পূর্ব্বজাত বাহুবীর্য্য অন্য অষ্টবিধ ব্রত ত্যাগ করিয়া ত্রিস্পৃশা উপবাস ফলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট করিয়াছেন ॥ ৪১৮ ॥

কলিকল্মষপাপাত্তু মুক্তা দেবী ত্রিমার্গগা।
উপদেশান্মাধবস্য ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবন প্রবাহিনী গঙ্গাদেবী মাধবের উপদেশে ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপবাস ফলে কলিকাল-জাত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৪১৯ ॥

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ।
বিলয়ং যান্তি বিপ্রেন্দ্র পাপেষ্বন্যেষু কা কথা? ৪২০॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপ-বাস ফলে সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপ বিলয় যায়, অন্য পাপসমূহের কথা আর কি বলিব ॥ ৪২০ ॥

ন প্রয়াগে ন কাশ্যান্তু গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥৪২১॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! প্রয়াগে, কাশীতে ও গোমতীতে মুক্তি সম্ভাবনা না থাকিলেও কৃষ্ণসন্নিধানে ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপবাস ফলে মোক্ষ হয়॥ ৪২১॥

মরণেন প্রয়াগে তু মুক্তিঃ কাশ্যান্তথৈব চ।
স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মুক্তির্ভবতি নান্যথা।
গৃহে চৈব ভবেন্মুক্তিস্ত্রিস্পৃশায়ামুপোষণাৎ॥ ৪২২॥

অনুবাদ—প্রয়াগে ও কাশীতে মরণে মুক্তি হয়, গোমতিতে স্নানমাত্রে মুক্তি হয় ইহার অন্যথা নাই। পরন্তু ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী উপবাস ফলে গৃহে থাকিয়াও মুক্তি হয়॥ ৪২২॥

বিষয়ে বর্ত্তমানস্য কামভোগান্বিতস্য চ।
নিবৃত্তবিষয়স্যাপি মুক্তিঃ সাংখ্যেন দুর্ল্লভা॥
তস্মাৎ কুরুষ্ব বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাং
মোক্ষদায়িনীম্॥ ৪২৩॥

অনুবাদ—বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ও কাম ভোগযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি সুদুর্ল্লভা, বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরও সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা মুক্তি দুর্ল্লভা। অতএব হে বিপ্রবর! মোক্ষপ্রদায়িনী ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীব্রত করুন॥ ৪২৩॥

বেদব্যাস উবাচ—

কীদৃশী স্যান্মুনিবর ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী বদ।
বিমুক্তিদা যা মর্ত্ত্যানাং ত্বয়া প্রোক্তা মমাধুনা॥৪২৪॥

অনুবাদ—বেদব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! (বিমুক্তিদা) ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী কিরূপ হয় তাহা বলুন, যাহা মরণশীল ব্যক্তিগণের বিমুক্তিপ্রদা। আপনি এক্ষণে আমার নিকট বলিলেন॥৪২৪॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

জাহ্নব্যাঃ পুরতো বিপ্র ত্রিস্পৃশা মাধবেন তু।
প্রাচী-সরস্বতী-তীরে কথিতা সুমহাফলা॥ ৪২৫॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমার বলিলেন—হে বিপ্র! প্রাচী সরস্বতী তীরে মাধব কর্ত্তৃক জাহ্নবীর অগ্রে সুমহাফলা ত্রিস্পৃশাদ্বাদশীর কথা উক্ত হইয়াছে॥৪২৫

শ্রীজাহ্নব্যুবাচ—

কলিকল্মষপাপৌঘৈর্ব্রহ্মহত্যাদিকৈর্যুতাঃ।
কলিকালে হৃষীকেশ স্নানং কুর্ব্বন্তি মজ্জলে॥৪২৬॥
তেষাং পাপশতৈর্দগ্ধং মদ্দেহং কলুষীকৃতম্।
কথং যাস্যতি মে দেব পাতকং গরুড়ধ্বজ? ৪২৭॥

অনুবাদ—শ্রীজাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে হৃষীকেশ! কলিকালে ব্রহ্মহত্যাদি পাতকসমূহযুক্ত মানবগণ আমার জলে স্নান করিবে। তাহাদের শতশত পাপদ্বারা আমার দেহ কলুষিত হইয়া দগ্ধ হইবে। হে দেব! হে গরুড়ধ্বজ! আমার পাতকসমূহ কিরূপে অপগত হইবে? ৪২৬-৪২৭॥

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ—

কথয়ামি ন সন্দেহো মা পুত্রি রোদনং কুরু।
শ্রীস্থলং নাম মে স্থানং প্রাচীদেবী মমাগ্রতঃ॥৪২৮॥
বহতে ব্রহ্মতনয়া মদ্দৃষ্ট্যগ্রে সুরেশ্বরি।
স্নানং কুরুষ্ব নিত্যং ত্বং মন্ত্রপূতা ভবিষ্যসি॥৪২৯॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রাচীমাধব বলিলেন—বলিতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই, হে পুত্র! রোদন করিও না। শ্রীস্থল নামক আমার স্থান, তথায় ব্রহ্মতনয়া প্রাচী সরস্বতী আমার সম্মুখে প্রবাহিতা, হে সুরেশ্বরি! আমার দৃষ্টির সামনে সেই সরস্বতীর জলে তুমি নিত্য স্নান কর, তাহা হইলেই মন্ত্রপবিত্রা হইবে॥৪২৮-৪২৯

যত্র প্রাচী ব্রহ্মসুতা তত্রাহং নাস্তি সংশয়ঃ।
তীর্থকোটিশতৈর্যুক্তঃ সুরৈঃ সহ বসাম্যহম্॥৪৩০॥

অনুবাদ—যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রী প্রাচী সরস্বতী সে স্থলে আমি বিদ্যমান ইহাতে সংশয় নাই। কোটি শত তীর্থযুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত আমি বাস করি॥ ৪৩০॥

তত্র নশ্যন্তি পাপানি যত্র প্রাচী সরস্বতী ।
বিশেষতো মমাগ্রে তু কলিকালে বিশেষতঃ ॥৪৩১॥

অনুবাদ—যেখানে প্রাচী সরস্বতী সে স্থলে পাপসমূহ নষ্ট হয়, বিশেষতঃ আমার সম্মুখে এবং বিশেষতঃ কলিকালে ॥ ৪৩১ ॥

শ্রীজাহ্নব্যুবাচ—
নাহং শক্নোমি দেবেশ আগন্তুং নিত্যমেব হি ।
কথং নশ্যন্তি পাপানি কথয়স্বেহ মাধব ॥ ৪৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীজাহ্নবী বলিলেন—হে দেবেশ ! আমি নিত্য আসিতে সমর্থ হইব না, হে মাধব ! কিরূপে আমার পাপ নষ্ট হইবে এক্ষেত্রে বলুন ॥৪৩২

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ—
সরস্বত্যধিকা যা চ তীর্থকোটিশতাধিকা ।
মখকোট্যধিকা যাপি ব্রতদানাধিকা চ যা ॥ ৪৩৩ ॥
তপোজপাধিকা নিত্যং চতুর্বর্গফলপ্রদা ।
সাংখ্যযোগাধিকা যা চ ত্রিস্পৃশাং
কুরু তাং শুভে ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রাচী মাধব বলিলেন—হে শুভে ! যাহা সরস্বতী হইতে শ্রেষ্ঠা শতকোটি তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠা, যাহা যজ্ঞকোটি শ্রেষ্ঠা, যাহা ব্রতদানাদি হইতে শ্রেষ্ঠা, তপস্যা জপাদি হইতে শ্রেষ্ঠা, নিত্য চতুর্বর্গফলপ্রদা, সাংখ্য-যোগাদি হইতে যাহা শ্রেষ্ঠা, সেই ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী ব্রত পালন কর ॥ ৪৩৩-৪৩৪ ॥

যস্মিন্ মাসে সমায়াতি সিতা চাপ্যসিতাথবা ।
কর্ত্তব্যা সা সরিৎশ্রেষ্ঠে তব পাপং হরিষ্যতি ॥৪৩৫॥

অনুবাদ—হে নদী শ্রেষ্ঠে গঙ্গে ! যে মাসে শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী উপস্থিত হইবে, সেই ব্রত পালন করিলে ত্রিস্পৃশা তোমার পাপ হরণ করিবে ॥ ৪৩৫ ॥

শ্রীমন্দাকিন্যুবাচ—
কীদৃশী ত্রিস্পৃশা দেব মমাচক্ষ্ব মাধব ।
ঈদৃশী মহিমা যস্যাস্ত্বয়া প্রোক্তা মমাধুনা ॥ ৪৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমন্দাকিনী বলিলেন—হে মাধবদেব ! ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী কিরূপ আমায় বলুন। এইরূপ মহিমা যাহার, আপনি এক্ষণে আমার নিকট বলিলেন ॥ ৪৩৬ ॥

দশম্যেকাদশী ভদ্রা দিনৈকস্মিন্ যদা ভবেৎ ।
ত্রিস্পৃশা সা ভবেদ্দেব ন বেদ্মি বদ মে প্রভো ॥৪৩৭॥

অনুবাদ—দশমী একাদশী দ্বাদশী একদিনে যখন হইবে, হে দেব। তাহাই ত্রিস্পৃশা হইবে কি না জানি না, হে প্রভো আমায় বলুন ॥ ৪৩৭ ॥

টীকা—ভদ্রা—দ্বাদশী ॥ ৪৩৭ ॥

শ্রীপ্রাচীমাধব উবাচ—
আসুরী ত্রিস্পৃশা দেবি যা ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা ।
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন ব্রতহীনো যথা যতিঃ ॥ ৪৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রাচীমাধব বলিলেন—হে দেবি ! তুমি যাহা বলিলে উহা দশমী যুক্তা আসুরী ত্রিস্পৃশা যত্নসহ বর্জ্জন করিবে, ব্রতহীন সন্ন্যাসী যেমন বর্জ্জনীয় ॥ ৪৩৮ ॥

অসুরাণাং রাক্ষসানামায়ুর্বলবিবর্দ্ধিনী ।
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন যথা নারী রজস্বলা ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—অসুরগণের ও রাক্ষসগণের আয়ু, বল বিবর্দ্ধিনী দশমীযুক্তা ত্রিস্পৃশা যত্নসহকারে বর্জ্জন কর্ত্তব্য, যেমন রজস্বলানারী বর্জ্জনীয় ॥ ৪৩৯ ॥

যথা রজস্বলাসঙ্গমন্যায্যং বর্জ্জিতং সদা ।
তথা দশমিসংযুক্তং মদ্দিনং বৈষ্ণবৈর্নরৈঃ ॥ ৪৪০ ॥

অনুবাদ—যেমন রজস্বলা সঙ্গ অন্যায্য, সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়, সেইরূপ দশমীসংযুক্তা হরিবাসর বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বর্জ্জনীয় ॥ ৪৪০ ॥

হত্যাযুতশতং হন্তি মৎপ্রসাদেন লভ্যতে ।
মৎপ্রসাদবিহীনানাং ত্রিস্পৃশা যাতি জাহ্নবি ॥৪৪১॥

অনুবাদ—হে জাহ্নবি ! ত্রিস্পৃশা আমার প্রসাদে অযুতশত হত্যার পাপ নাশ করে, আমার প্রসন্নতা বিহীন গণের পক্ষে ত্রিস্পৃশা নিষ্ফল হয় ॥ ৪৪১ ॥

টীকা—মৎপ্রসাদেনৈব ত্রিস্পৃশা লভ্যতে। যাতি ব্যর্থতামিতি শেষঃ ॥ ৪৪১ ॥

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমীসংযুতা ন হি ॥৪৪২॥

অনুবাদ—প্রাতে একাদশী মধ্যে দ্বাদশী রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী তাহাই ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী জানিবে, দশমী সংযুক্তা ত্রিস্পৃশা শুদ্ধা নহে ॥ ৪৪২ ॥

ভুক্তং হালাহলং তেন শ্ববিষ্ঠাভক্ষণং কৃতম্।
দশমীমিশ্রিতং যেন কৃতমেকাদশীব্রতম্ ॥ ৪৪৩ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দশমী মিশ্রিতা একাদশী ব্রত করে, সেই ব্যক্তি হলাহল বিষ ভক্ষণ করে ও কুক্কুরবিষ্ঠা ভক্ষণ করে ॥ ৪৪৩ ॥

ইতি জ্ঞাত্বা ন কর্ত্তব্যং মদ্দিনং দশমীযুতম্।
জন্মকোটিকৃতং পুণ্যং সন্তানং যাতি চ ক্ষয়ম্ ॥৪৪৪

অনুবাদ—ইহা জানিয়া দশমীযুক্তা হরিবাসর কর্ত্তব্য নহে। কোটি জন্মকৃত পুণ্য ও সন্তান ক্ষয় হয় দশমীযুক্তা একাদশী ব্রতে ॥ ৪৪৪ ॥

পক্ষবৃদ্ধৌ বিশেষেণ সন্দেহে সমুপস্থিতে।
মমাজ্ঞয়া প্রকর্ত্তব্যা দ্বাদশী বল্লভা সদা ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ পক্ষবৃদ্ধি হইলে সন্দেহ উপস্থিত স্থলে আমার আজ্ঞায় আমার প্রিয়া দ্বাদশী-ব্রত সর্ব্বদা কর্ত্তব্যা ॥ ৪৪৫ ॥

মমাজ্ঞয়া প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং মৎপরায়ণৈঃ।
মদ্দিনং তদ্বিজানীয়াদ্দশমীবেধবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৪৬ ॥

অনুবাদ—হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আমার আজ্ঞায় হরিবাসর কর্ত্তব্য, দশমীবেধহীন একাদশী বা দ্বাদশী আমার দিন জানিবে ॥ ৪৪৬ ॥

শ্রীবেদব্যাস উবাচ—
বিধানং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ মুনে যেন করোম্যহম্ ॥৪৪৭

অনুবাদ—শ্রীবেদব্যাস বলিলেন—হে ব্রহ্মন্। হে মুনে,। ত্রিস্পৃশা ব্রতের বিধান বলুন যাহাতে আমি ব্রত করিতে পারি ॥ ৪৪৭ ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—
দামোদরং হেমময়ং কৃত্বা বিত্তবসারতঃ।
পাত্রং তাম্রময়ং কার্য্যং তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্ ॥৪৪৮
সজলন্তু ঘটং শুদ্ধং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
বেষ্টিতং পুষ্পমালাভিঃ কর্পূরাগুরুবাসিতম্ ॥৪৪৯॥
ন্যসেত্তাম্রময়ং দেবং স্নাপয়িত্বা বিলেপিতম্।
পরিধানং ততঃ কার্য্যং বস্ত্র-যুগ্মেন ভক্তিতঃ ॥৪৫০

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমার বলিলেন—অর্থ সামর্থ্য অনুসারে সুবর্ণময় দামোদর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাম্রময় পাত্রে তণ্ডুল পরিপূর্ণ করিয়া শুদ্ধ সজল পঞ্চ-রত্নগর্ভ পুষ্পমালাবেষ্টিত কর্পূর অগুরু বাসিত তাম্র-ময় ঘট স্থাপন করিবে। অতঃপর দামোদর দেবকে স্নান করাইয়া চন্দনাদি দ্বারা বিলেপন করিয়া ভক্তি-সহকারে বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইবে ॥ ৪৪৮-৪৫০ ॥

টীকা—বিত্তবসারতঃ—নিজধনাদ্যনুসারেণ ॥৪৪৮

টীকা—পাত্রং ঘটঞ্চ ন্যাসেদিত্যন্বয়ঃ, তচ্চ পূর্ব্ববদূহ্যম্ ॥ ৪৪৯-৪৫০ ॥

মন্ত্রৈস্তু পূজনং কার্য্যং গুরুণা সমুদীরিতৈঃ।
পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈঃ শুভ্রৈস্তুলসীদলকোমলৈঃ ॥৪৫১

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্রসমূহদ্বারা পূজন করিবে। যথাকালোদ্ভব শুভ্র পুষ্পসমূহদ্বারা এবং কোমল তুলসীদল দ্বারা পূজন করিবে ॥ ৪৫১॥

ছত্রন্তু বৈণবং দদ্যাৎ পাদুকাম্বরসংযুতম্।
নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি ফলানি সুবহূন্যপি ॥ ৪৫২ ॥

অনুবাদ—বংশদণ্ডযুক্ত ছত্র ও বস্ত্রযুক্ত পাদুকা দান করিবে। বিচিত্র নৈবেদ্য উত্তম বহুবিধ ফলও দান করিবে ॥ ৪৫২ ॥

উপবীতং তু দাতব্যং সোত্তরীয়ং নবং দৃঢ়ম্।
বৈণবং দাপয়েদ্দণ্ডং সুরূপং সুন্নতং শুভম্ ॥৪৫৩॥

অনুবাদ – উত্তরীয় সহ উপবীত দান করিবে। নূতন দৃঢ় বংশদণ্ড সুন্দর উন্নত ও পবিত্র দান করিবে ॥ ৪৫৩ ॥

দামোদরায় পাদৌ তু জানুনী মাধবায় তু।
গুহ্যন্তু কামপতয়ে কটিং বামনমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৫৪ ॥
পদ্মনাভায় নাভিন্তু উদরং বিশ্বমূর্ত্তয়ে।
হৃদয়ং জ্ঞানগম্যায় কণ্ঠং শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞকে ॥ ৪৫৫ ॥
সহস্রবাহবে বাহুং চক্ষুষী যোগনায়কে।
ললাটমুরুগায়েতি সহস্রশিরসে শিরঃ ॥ ৪৫৬ ॥
স্বনাম্না চায়ুধাদীনি সর্ব্বাঙ্গং চারুরূপিণে।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানতঃ ॥৪৫৭॥

অনুবাদ—পূজা-মন্ত্র—চরণদ্বয়ে দামোদরায় নমঃ, জানুতে মাধবায়, গুহ্যদেশে কামপতয়ে, কটিতে বামন মূর্ত্তয়ে, নাভিতে পদ্মনাভায়, উদরে বিশ্বমূর্ত্তয়ে, হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায়, কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায়, বাহুদ্বয়ে সহস্রবাহবে, চক্ষুর্দ্বয়ে যোগনায়কে, ললাটে উরুগায়, মস্তকে সহস্র শিরসে, অস্ত্রসমূহে নিজ নিজ নামে, সর্ব্বাঙ্গে চারুরূপিণে—এইভাবে যথাবিধি ভক্তিসহ পূজা করিয়া বিধি অনুসারে অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৪৫৪-৪৫৭ ॥

টীকা—শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞকম্ ইতি, শ্রীকণ্ঠায় নম ইতি জ্ঞেয়ম্ এবমন্যত্রাপি। উরগায়েতি পাঠে উরগশয়নায়েতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫৫-৪৫৬ ॥

শুভ্রেণ নারিকেলেন শঙ্খোপরি-স্থিতেন হি।
সূত্রেণ বেষ্টিতেনৈব উভাভ্যাং পাণিসংস্থিতম্ ॥৪৫৮

অনুবাদ—শুভ্র নারিকেল শঙ্খোপরি স্থাপন পূর্ব্বক সূত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দুইহস্তে ধরিবে ॥ ৪৫৮ ॥

টীকা—উভাভ্যাং পাণিভ্যামর্ঘ্যং দদ্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অর্ঘ্যমেব বিশিনষ্টি—পাণ্যোঃ সংস্থিতমিতি ॥ ৪৫৮ ॥

স্মৃতো হরসি পাপানি সত্যং যদি জনার্দ্দন।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ মনসো দুর্বিচিন্তিতম্ ॥ ৪৫৯ ॥
নারকঞ্চ ভয়ং দেব ভয়ং দুর্গতিসম্ভবম্।
ভয়মন্যৎ মহাদেব ঐহিকং পারলৌকিকম্ ॥৪৬০॥
সর্ব্বং নাশয় মে বিষ্ণো গৃহাণার্ঘ্যং জনার্দ্দন।
মম ভক্তিঃ সদৈবাস্তু দামোদর তবোপরি ॥ ৪৬১ ॥

অনুবাদ—অর্ঘ্যমন্ত্র—হে জনার্দ্দন! তোমাকে স্মরণ করিলে সত্যই যদি পাপসমূহ হরণ কর, তাহা হইলে দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত, মনের দুশ্চিন্তা, নারকভয়, হে দেব! দুর্গতিজাতভয়, ইহা ব্যতীত হে মহাদেব! ঐহিক ও পারলৌকিক ভয়, হে বিষ্ণু! আমার সর্ব্ববিধভয় সকলই নাশ কর। হে জনার্দ্দন! অর্ঘ্য গ্রহণ কর, হে দামোদর! আমার ভক্তি তোমার চরণে সর্ব্বদাই থাকুক ॥ ৪৫৯-৪৬১ ॥

টীকা—স্মৃত ইত্যাদ্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥ ৪৫৯ ॥

ধূপদীপন্তু নৈবেদ্যং কুর্য্যান্নীরাজনং ততঃ।
শিরোপরি মুনিশ্রেষ্ঠ ভ্রাময়েজ্জলজং হরেঃ ॥ ৪৬২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিবেদনান্তে আরতি করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির মস্তকোপরি সজল শঙ্খ ভ্রমণ করাইবে ॥ ৪৬২ ॥

কৃত্বা বিধানমেতদ্ধি পূজয়েৎ স্বগুরুং ততঃ।
দদ্যাদ্বস্ত্রানি শুভ্রাণি গন্ধমাল্যাদিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৪৬৩ ॥

অনুবাদ—এই বিধিমত পূজা করিয়া অনন্তর নিজ শ্রীগুরুদেবকে শুভ্র বস্ত্রসমূহ ও গন্ধমাল্যাদিদ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ৪৬৩ ॥

টীকা—শিরসঃ উপরি বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ। জলজং শঙ্খম্ ॥ ৪৬৩ ॥

উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চ কমণ্ডলুম্।
ভোজনঞ্চৈব তাম্বুলং সপ্তধান্যং সুদক্ষিণম্ ॥ ৪৬৪ ॥

অনুবাদ—পাদুকা, ছত্র, অঙ্গুরী, কমণ্ডলু, ভোজ্য, তাম্বুল, সপ্তধান্য ও উত্তম দক্ষিণা প্রদান করিবে॥৪৬৪

———

সম্পূজ্য দেবদেবেশং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ।
গীতনৃত্যসমাযুক্তং তথা শাস্ত্রসমন্বিতম্ ॥ ৪৬৫ ॥

অনুবাদ—দেবদেবেশ্বর শ্রীহরিকে পূজা করিয়া শাস্ত্রপাঠ গীত, নৃত্য, বাদ্যাদি সহ শ্রীহরিজাগরণ করিবে ॥ ৪৬৫ ॥

টীকা—ভোজনং ভোজ্যম্ ॥ ৪৬৫ ॥

———

নিশান্তে পুনরীশায় দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিধানতঃ।
স্নানাদিকাং ক্রিয়াং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥৪৬৬
ইতি ত্রিস্পৃশাব্রতম্।

অনুবাদ—নিশান্তে পুনরায় শ্রীভগবানকে বিধিমত অর্ঘ্যদান করিয়া স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৪৬৬॥
ইতি ত্রিস্পৃশা ব্রত কথা ॥

———

অথ পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতম্

পাদ্মে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—
অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা।
ভূত্বা চ ষষ্টিঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে।
অশ্বমেধাযুতৈস্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ৪৬৭ ॥

অনুবাদ—অথ পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী ব্রতকথা, পদ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যখন সম্পূর্ণ ৬০ দণ্ড অহোরাত্র থাকিয়া পরে প্রতিপদ দিনে কিঞ্চিৎ দৃশ্য হয়, ঐপক্ষের দ্বাদশীর নাম পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী, দশসহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য হইবে ॥ ৪৬৭ ॥

টীকা—ষষ্টিঘটিকা ব্যাপ্য ভূত্বা সম্পূর্ণা যদি দৃশ্যতে। অতএব প্রতিপদ্দিনে চ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ॥৪৬৭

———

পূজাবিধিস্তু বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রোতুমর্হথ সাম্প্রতম্ ॥৪৬৮॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবরগণ সম্প্রতি পূজাবিধি শ্রবণ করিতে পার ॥ ৪৬৮ ॥

———

মন্ত্রৈঃ সম্পূজিতো বিষ্ণুরর্ঘ্যদানেন তুষ্যতি ॥ ৪৬৯ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রসমূহ দ্বারা সম্যক্ পূজিত হইয়া শ্রীবিষ্ণু অর্ঘ্যদান দ্বারা তুষ্ট হন ॥ ৪৬৯ ॥

———

জলপূর্ণং নবং কুম্ভঃ চন্দনেনৈব চর্চ্চিতম্।
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পুষ্পমালা-বিভূষিতম্।
স্থাপ্যং তাম্রময়ং পাত্রং সগোধূমং ঘটোপরি ॥৪৭০॥

অনুবাদ—জলপূর্ণ নূতন ঘট চন্দনদ্বারা অঙ্কিত হইয়া পঞ্চরত্নযুক্ত ও পুষ্পমালা বিভূষিত করিয়া স্থাপন করিবে, তাহার উপরে তাম্রপাত্র গমপূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে ॥ ৪৭০ ॥

———

সৌবর্ণং কারয়েদ্দেবং মাসসংজ্ঞাবিধানকম্।
পঞ্চামৃতেন স্নপনং কর্ত্তব্যং মাধবস্য চ ॥ ৪৭১ ॥

অনুবাদ—স্বর্ণময় শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি মাসের নামানুসারে নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৪৭১ ॥

———

বিলেপনন্তু কর্ত্তব্যং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ।
বস্ত্রযুগ্মন্তু দাতব্যং ছত্রোপানৎ-সুসংযুতম্ ॥ ৪৭২ ॥

অনুবাদ—কুঙ্কুম অগুরু চন্দন দ্বারা তিলকাদি রচনা করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয়, ছত্র, পাদুকা, উত্তম দ্রব্য দান কর্ত্তব্য ॥ ৪৭২ ॥

———

পূজয়েদ্দেবতামীশং কুম্ভপাত্রোপরি স্থিতম্।
পদ্মনাভায় পাদৌ তু জানুনী যোগমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৭৩ ॥
উরুযুগ্মং নৃসিংহায় কটিং জ্ঞানপ্রদায় চ।
উদরং বিশ্বনাথায় হৃদয়ং শ্রীধরায় চ ॥ ৪৭৪ ॥

কণ্ঠং কৌস্তুভকণ্ঠায় বাহূ ক্ষত্রান্তকায় চ।
ললাটং ব্যোমমূর্ত্তায় শিরো বৈ সর্ব্বরূপিণে।
স্বনাম্না চৈব শস্ত্রাণি সর্ব্বাঙ্গং দিব্যরূপিণে ॥৪৭৫॥
এবং সম্পূজ্য বিধিবৎ ততোঽর্ঘ্যং সম্প্রদাপয়েৎ।
নারিকেলেন শুভ্রেণ দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—পূর্ণকুম্ভ ও পাত্রের উপরিস্থিত পরমেশ্বরদেবকে পূজা করিবে, চরণদ্বয়ে পদ্মনাভায় নমঃ, জানুদ্বয়ে যোগমূর্ত্তয়ে, উরুদ্বয়ে নৃসিংহায়, কটিতে জ্ঞান প্রদায়, উদরে বিশ্বনাথায়, হৃদয়ে শ্রীধরায়, কণ্ঠে কৌস্তুভ কণ্ঠায়, বাহুদ্বয়ে ক্ষত্রান্তকায়, ললাটে ব্যোমমূর্ত্তায়, মস্তকে সর্ব্বরূপিণে নমঃ, শাস্ত্রসমূহে নিজ নিজ নামে, সর্ব্বাঙ্গে দিব্যরূপিণে নমঃ, এইরূপে বিধিমতে পূজা করিয়া অনন্তর দেবদেব চক্রধারীকে শুভ্র নারিকেল দ্বারা অর্ঘ্য সম্প্রদান করাইবে ॥ ৪৭৩-৪৭৬ ॥

তত্র অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

সংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষামহানল।
নরকাগ্নিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ ॥ ৪৭৭ ॥
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে ॥৪৭৮॥

অনুবাদ—অর্ঘ্য মন্ত্র—সংসার-সমুদ্রের পোতস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে পাতকতৃণদাহকারিন্ হে নরকাগ্নি প্রশমন, জন্মমৃত্যু জরা অপহারিন্, হে জগন্নাথ ভবসাগরে পতিত আমাকে উদ্ধার কর, হে পদ্মনাভ! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমাকে প্রণাম ॥ ৪৭৭-৪৭৮ ॥

টীকা—অর্ঘ্যমন্ত্রঃ—সংসারেত্যাদিঃ ॥ ৪৭৭ ॥

নৈবেদ্যানি প্রদেয়ানি ঘৃতপক্বানি চক্রিণে।
ফলানি সুমনোজ্ঞানি স্বাদূনি রসবন্তি চ ॥ ৪৭৯ ॥

অনুবাদ—চক্রধারীকে ঘৃতপক্ব নৈবেদ্যসমূহ প্রদান করিবে, সুস্বাদু রসাল সুন্দর ফলসমূহ প্রদান করিবে ॥ ৪৭৯ ॥

সাগুরুঞ্চ সকর্পূরং দদ্যাদ্ধূপন্তু মাধবে।
সঘৃতং গুগ্‌গুলুঞ্চাপি দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—অগুরুসহ কর্পূর বাতি ও ধূপ মাধবকে দিবে, সামর্থ্য অনুসারে ঘৃতসহ গুগ্‌গুলও দিবে ॥৪৮০

তাম্বূলন্তু সকর্পূরং দদ্যাদ্দেবস্য ভক্তিতঃ।
ঘৃতেন দীপকং দদ্যাত্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥ ৪৮১ ॥

অনুবাদ—কর্পূর সহ তাম্বূল দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তসহ প্রদান করিবে, ঘৃত বা তিল তৈল দ্বারা পুনরায় প্রদীপ দিবে ॥ ৪৮১ ॥

কৃত্বা সম্যগ্বিধানেন গুরুপূজান্তু কারয়েৎ।
বস্ত্রাণি চৈব সোষ্ণীষং কঞ্চুকঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥৪৮২॥

অনুবাদ—শাস্ত্রবিধিমত সম্পূর্ণ পূজা করিয়া গুরুপূজা করাইবে, বস্ত্র, পাগড়ী, জামা প্রদান করিবে ॥ ৪৮২ ॥

দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তি গুরবে সম্প্রদাপয়েৎ।
ভোজনঞ্চৈব তাম্বূলং দত্ত্বার্ঘ্যং সম্প্রতোষয়েৎ ॥৪৮৩॥

অনুবাদ—যথাশক্তি দক্ষিণাও শ্রীগুরুদেবকে সম্প্রদান করিবে, ভোজন, তাম্বূল দান করিয়া, অর্ঘ্যদান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৪৮৩ ॥

স্ববৃত্তৈর্বর্ত্তমানৈস্তু যথাশক্ত্যা চ নির্দ্ধনৈঃ।
কার্য্যা সম্যক্ প্রযত্নেন দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী।
ততো জাগরণং কুর্য্যাদ্‌গীতনৃত্যাসমন্বিতম্ ॥৪৮৪॥
ইতি পক্ষবর্দ্ধিনী-ব্রতম্।

অনুবাদ—সামর্থ্য থাকিলে নিজসম্পদ দ্বারা, নির্দ্ধনব্যক্তি যথাশক্তি সম্পূর্ণ যত্নসহ পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী কর্ত্তব্য, অনন্তর গীত-নৃত্যাদিসহ নিশি জাগরণ করিবে ॥ ৪৮৪ ॥

ইতি পক্ষবর্দ্ধিনী ব্রতকথা।

অথ জয়াব্রতম্

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে—

দ্বাদশ্যান্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্বসুঃ।
নাম্না স তু জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥৪৮৫॥

অনুবাদ—অথ জয়া মহাদ্বাদশী ব্রতকথা, ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ট-মান্ধাতৃ-সংবাদে—শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে যদি পুনর্বসু নক্ষত্র হয়, তাহাই জয়া মহাদ্বাদশী নামে খ্যাতা তিথিগণ মধ্যে উত্তম তিথি ॥ ৪৮৫ ॥

তামুপোষ্য নরো ঘোরে নরকে নৈব মজ্জতি।
অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
ইতি ॥ ৪৮৬ ॥

অনুবাদ—তাহা উপবাস করিলে মানব ঘোর নরকে পতিত হয় না। নিঃসংশয়ে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮৬ ॥

জয়াব্রতমনুষ্ঠেয়ং যথৈবোন্মীলনীব্রতম্ ॥ ৪৮৭ ॥

অনুবাদ—জয়াব্রত উন্মীলনী ব্রতবৎ অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪৮৭ ॥

তদুক্তং মার্কণ্ডেয়েন—

শালগ্রামশিলাবারি তুলসীজলমেব চ।
সমমেবোদ্ধরেত্তত্র বিজয়াব্রতমাচরেৎ ॥ ৪৮৮ ॥

অনুবাদ—তাহা মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—শালগ্রামশিলা স্নানজল ও তুলসীজল একত্র করিয়া সেখানে বিজয়াব্রত করিবে ॥ ৪৮৮ ॥

টীকা—ঘোর ইতি স্বরূপমাত্রনির্দ্দেশঃ, উন্মীলনীব্রতমিব জয়াব্রতং কার্য্যমিতি তত্র যো বিধিরুক্তঃ, সোহত্রাপি দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। বিজয়াব্রতন্ত নদ্যাদিসঙ্গম এব কার্য্যম্ ॥ ৪৮৬-৪৮৮ ॥

অথ বিজয়াব্রতম্

ব্রহ্মপুরাণে তত্রৈব—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথিনামুত্তমা তিথিঃ ॥৪৮৯

অনুবাদ—অথ বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রতকথা, ব্রহ্মপুরাণে ঐস্থানেই—যখন শুক্লদ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র হইবে তাহাকেই বিজয়া মহাদ্বাদশী বলা হয়, তিথিগণ মধ্যে উত্তমা তিথি ॥ ৪৮৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা ॥ ৪৯০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও—যখন শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তখন তাহাই মহাপুণ্যা বিজয়া দ্বাদশী জানিবে ॥ ৪৯০ ॥

তস্যাং স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ।
সম্পূজ্য বর্ষপূজায়াঃ সকলং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—মানব ঐ তিথিতে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয়, শ্রীভগবৎ-পূজা করিলে বর্ষব্যাপি পূজার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে ॥ ৪৯১ ॥

একজপ্যাৎ সহস্রস্য জপ্তস্যাপ্নোতি যৎ ফলম্।
দানং সহস্রগুণিতং তথা বৈ বিপ্রভোজনম্।
হোমস্তত্রোপবাসশ্চ সহস্রগুণিতো ভবেৎ ॥ ৪৯২ ॥

অনুবাদ—একবার জপ করিলে সহস্র জপের যে ফল তাহা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ দান, ব্রাহ্মণ ভোজন, হোম, উপবাস ও সহস্রগুণ ফল দান করে ॥ ৪৯২ ॥

অথ বিজয়া-ব্রতবিধিঃ

আদৌ গুরুং নমস্কৃত্য ততঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
শরশার্ঙ্গধরং দেবং সৌবর্ণং রচয়েত্তথা ॥ ৪৯৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিজয়া দ্বাদশী ব্রত বিধি—প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া অনন্তর ব্রত সঙ্কল্প করিবে। শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি শর-শার্ঙ্গ ধনুধারী সুবর্ণ প্রতিমা রচনা করিবে ॥ ৪৯৩ ॥

টীকা—শরং শার্ঙ্গঞ্চায়ুধং ধারয়তীতি তথা তম্ ॥ ৪৯৩ ॥

অথ বিজয়াব্রত-সঙ্কল্পমন্ত্রঃ

দ্বাদশ্যাস্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাঽহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ৪৯৪ ॥

অনুবাদ—অথ বিজয়া ব্রত সঙ্কল্পমন্ত্র—হে ত্রিবিক্রম! হে অনন্ত! আমি দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব, হে অচ্যুত! আপনি আমার আশ্রয় হউন যেন ব্রত ভঙ্গ না হয় ॥ ৪৯৪ ॥

সোপবীতন্তু কলসং পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েদ্‌ব্রতী।
পাত্রং তদুপরি ন্যস্যেত্তাম্রং বৈণবমেব বা ॥ ৪৯৫ ॥

অনুবাদ—ব্রতী পূর্ব্ববৎ উপবীত সহ ঘট স্থাপন করিবে, তাহার উপর তাম্রপাত্র বা বংশ পাত্র (ডালা) স্থাপন করিবে ॥ ৪৯৫ ॥

তত্রোপবেশ্য সংস্থাপ্য দেবং বিশদচন্দনৈঃ।
আলিপ্য শুভ্রং বসনং দদ্যাচ্ছত্রঞ্চ পাদুকে ॥ ৪৯৬ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে ইষ্টদেবকে স্থাপন করিয়া উজ্জ্বলচন্দনসমূহ দ্বারা তিলক রচনা লেপনাদি করিয়া শুক্ল বস্ত্র, ছত্র ও পাদুকাদ্বয় প্রদান করিবে ॥ ৪৯৬ ॥

বাসুদেবায়েতি শিরঃ শ্রীধরায়েতি বৈ মুখম্।
কৃষ্ণায়েতি চ কণ্ঠং বৈ বক্ষঃ শ্রীপতয়ে ইতি ॥৪৯৭॥

অনুবাদ—পূজামন্ত্র—মস্তকে বাসুদেবায় নমঃ, মুখে শ্রীধরায় নমঃ, কণ্ঠে কৃষ্ণায় নমঃ, বক্ষে শ্রীপতয়ে নমঃ ইত্যাদি ॥ ৪৯৭ ॥

শস্ত্রাস্ত্রধারিণে বাহুঃ কক্ষে চ ব্যাপকায় বৈ।
গিরিশায়োদরং মেঢ্রং ত্রৈলোক্যজননায় চ ॥ ৪৯৮ ॥

অনুবাদ—বাহুতে শস্ত্রাস্ত্রধারিণে, কক্ষে ব্যাপকায়, উদরে গিরিশায়, শিশ্নে ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ ॥৪৯৮॥

জঘনং চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সর্ব্বাধিপতয়ে ইতি।
সর্ব্বাত্মনে ইতি পদাবেবমঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ৪৯৯ ॥

অনুবাদ—কটিতে বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বাধিপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অর্চ্চন করিবে, চরণদ্বয়ে সর্ব্বাত্মনে নমঃ এইভাবে অঙ্গপূজা করিবে ॥ ৪৯৯ ॥

টীকা— অবয়বপূজামন্ত্রং লিখতি—বাসুদেবায়েতি দ্বাভ্যাম্। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্রৈব নমঃশব্দপ্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ। পূজয়েদিত্যুত্তরেণ শির-আদীনাং সর্ব্বেষামন্বয়ঃ ॥ ৪৯৭-৪৯৯ ॥

অথ তত্র বিজয়াব্রতার্ঘ্যমন্ত্রঃ

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শারঙ্গ-শরভূষিত।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং শার্ঙ্গপাণে নমোঽস্তু তে ॥৫০০॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বিজয়া ব্রতে অর্ঘ্যমন্ত্র—হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শারঙ্গ-শর-ভূষিত! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর, হে শারঙ্গপাণি তোমাকে নমস্কার ॥ ৫০০ ॥

ইত্যর্ঘ্যং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা ধূপদীপৌ সমর্প্য চ।
ঘৃতপক্বপ্রধানানি নৈবেদ্যানি নিবেদয়েৎ ॥ ৫০১ ॥

অনুবাদ—এইভাবে পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দান করিয়া ধূপ দীপ সমর্পণ ও ঘৃতপক্ব প্রধান প্রধান নৈবেদ্য-সমূহ নিবেদন করিবে ॥ ৫০১ ॥

তাম্বূলাদীনি দত্ত্বাথ কৃত্বা জাগরণং নিশি।
প্রাতঃ স্নাত্বার্চ্চয়িত্বেশং পুষ্পাঞ্জলিমথার্পয়েৎ ॥৫০২॥

অনুবাদ—অনন্তর তাম্বূলাদি দিয়া নিশি জাগরণ করিয়া প্রাতঃ স্নানান্তে শ্রীভগবানকে অর্চ্চন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ॥ ৫০২ ॥

অথ তত্র বিজয়াব্রতে প্রার্থনামন্ত্র

নমস্তে অস্তু গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক।
অঘৌঘং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥৫০৩॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বিজয়াব্রতে প্রার্থনামন্ত্র—হে গোবিন্দ, হে বুধ শ্রবণ নামক আপনাতে প্রণত

হউন। আমাকে অঘোর ও অক্ষয় করিয়া সর্ব্বসুখ-প্রদ হউন ॥ ৫০৩ ॥

ইতি প্রার্থ্য ততঃ সর্ব্বং দত্ত্বা চার্ঘ্যং প্রতোষ্য হি।
ভক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা সুখং পারণমাচরেৎ ॥৫০৪

অনুবাদ—এইভাবে প্রার্থনা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে শ্রীমূর্ত্তি আদি প্রদান করিয়া অর্ঘ্যদ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান পূর্ব্বক ভক্তিসহ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া সুখে পারণ করিবে ॥ ৫০৪ ॥

টীকা—অর্ঘ্যমন্ত্রঃ—শঙ্খেত্যাদিঃ। সর্ব্বং শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকম্ ॥ ৫০০-৫০৪ ॥

ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়া ব্রতম্।
তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্যো মাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে ॥৫০৫

অনুবাদ—ভাদ্রমাসে বুধবারে যদি বিজয়া ব্রত হয়, তখন সর্ব্ববিধ ব্রত হইতে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক হইবে ॥ ৫০৫ ॥

টীকা—কালবিশেষে চাস্য ব্রতস্য ফলবিশেষং লিখতি—ভাদ্র ইতি। তদানীং শ্রীবামনদেব-প্রাদুর্ভাবাৎ, এবমগ্রেঽপি ॥ ৫০৫ ॥

অথ জয়ন্তীব্রতম্

ব্রহ্মপুরাণে—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥৫০৬॥

অনুবাদ—অথ জয়ন্তী ব্রতকথা, ব্রহ্মপুরাণে—যখন শুক্ল দ্বাদশীতে প্রাজাপত্য রোহিণী নক্ষত্র হইবে। তখন তাহার নাম জয়ন্তী, সর্ব্বপাপহরা তিথি প্রসিদ্ধা ॥ ৫০৬ ॥

সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তৎ ক্ষয়ং যাতি গোবিন্দং
তস্যামভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ ॥ ৫০৭ ॥

অনুবাদ—ঐ তিথিতে ভক্তিসহ শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ অল্প বা বহু, সেই সকল ক্ষয় যায় ॥ ৫০৭ ॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদম্।
দ্বাদশ্যাং রোহিণীযোগে জয়ন্তী নাম সুব্রতম্ ॥৫০৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—দ্বাদশীতে রোহিণীযোগে জয়ন্তী নামক উত্তম ব্রত সর্ব্বপাপ প্রশমন ও সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদ হয় ॥ ৫০৮ ॥

কিঞ্চ—
জীবতাং যাতি যৎকালো জয়ন্তীবাসরং বিনা।
তৎখণ্ডমায়ুষো ব্যর্থং নরাণামুপজায়তে ॥ ৫০৯ ॥

অনুবাদ—আরও—জয়ন্তীবাসরে ব্রত বিহীন জীবনের যে কাল ব্যয়িত হয়, মানবগণের ঐ খণ্ড আয়ু ব্যর্থ যায় ॥ ৫০৯ ॥

টীকা—প্রাজাপত্যং রোহিণীনক্ষত্রম্। জয়ন্তী-বাসরং তদ্ব্রতং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৫০৬-৫০৯ ॥

অথ তদ্ব্রতবিধিঃ

গুরুং প্রণম্য সম্প্রার্থ্য গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং কৃতী।
কৃষ্ণৈস্তিলৈশ্চ মধ্যাহ্নে স্নায়াদ্ধাত্রীফলেন চ ॥ ৫১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ জয়ন্তীব্রতের বিধি—ব্রতী শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া ব্রতের নিয়ম গ্রহণ করিবে। মধ্যাহ্নে কৃষ্ণ তিল ও ধাত্রী ফলের সহিত স্নান করিবে ॥ ৫১০ ॥

টীকা—গুরুং সংপ্রার্থ্য চ, প্রার্থনাপ্রকারশ্চোক্তঃ স্কান্দে নারদং প্রতি শ্রীব্রহ্মণা,—'আদৌ গুরুগৃহং গত্বা পশ্চান্নিয়মমাচরেৎ। শিরস্তৎপাদয়োঃ কৃত্বা পাদৌ স্পৃষ্টা চ মৌলিনা। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েত গুরুং ততঃ। নিয়মং দেহি বিপ্রেন্দ্র দ্বাদশ্যাঞ্চ মম প্রভো ॥' ইতি। 'নিয়মং ব্রতসঙ্কল্পং গৃহ্ণীয়াচ্ছ্রদ্ধয়াচরেৎ', তথা চ তত্রৈব—'গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং পূর্ব্বং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। নিয়মাৎ ফলমাপ্নোতি ন শ্রেয়ো

'নিয়মং বিনা' ইতি। এতচ্চ পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ একাদশ্যামেবেতি বোদ্ধব্যম্। অথ দ্বাদশীকৃত্যামাহ —কৃষ্ণেরিত্যাদিনা। কৃষ্ণতিলৈর্দ্ধাত্রীফলেন স্নায়াদিতি ধাত্রীফলেন শিরোঽভ্যঙ্গং কৃষ্ণতিলৈশ্চ গাত্রপরিমার্জ্জনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব—'উপোষিতশ্চ মধ্যাহ্নে স্নায়াৎ কৃষ্ণতিলৈস্ততঃ। কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি ফলং ধাত্র্যা মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥' ইতি ॥ ৫১০ ॥

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রঃ

জয়ন্ত্যান্তু নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণঞ্চরণৌ তব ॥
ইতি ॥ ৫১১ ॥

অনুবাদ—অথ সংকল্পমন্ত্র—হে পরমেশ্বর। জয়ন্তীতে উপবাস থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ। তোমার চরণদ্বয়ে আশ্রয় প্রার্থী ॥ ৫১১ ॥

পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েৎ কুম্ভং তস্যোপরি চ ভাজনম্।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং বৈণবং বা তিলৈর্ভৃতম্ ॥ ৫১২ ॥
তত্র চ স্নাপিতং হৈমং দেবকীস্তনপায়িনম্।
মাতৃবক্ত্রেক্ষকং দেবং নিবেশ্যাবাহয়েদ্‌ব্রতী ॥ ৫১৩॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববৎ ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা বংশ পাত্র তিলপূর্ণ করিয়া ব্রতী তাহাতে সুবর্ণময় দেবকীনন্দনকে স্নাত করাইয়া মাতৃস্তনপায়ী, জননীর বদনপ্রতি ঈক্ষণকারী দেব প্রতিমাকে স্থাপন করিয়া আবাহন করিবে ॥৫১২-৫১৩

টীকা—পূর্ব্ববদিতি—'জলপূর্ণং নবং কুম্ভং চন্দনেনৈব চর্চ্চিতম্। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পুষ্পমালাবিভূষিতম্ ॥' ইতি যথাপক্ষবর্দ্ধিনীব্রতে প্রোক্তং তদ্বদিত্যর্থঃ তথা চ স্কান্দে তত্রৈব—'কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম স্থাপয়েদব্রণং ঘটম্। পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পবিত্রোদকপূরিতম্ ॥ সচন্দনং গন্ধযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্। সুধূপবাসিতং শুভ্রপুষ্পমালাভিশোভিতম্ ॥' ইতি। তস্য কুম্ভস্যোপরি ভাজনঞ্চ পাত্রং স্থাপয়েৎ। তদেব বিশিনষ্টি—হৈরণ্যমিতি। তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে উত্তরোত্তরং স্থাপয়েদিতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ তত্রৈব—'তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং সৌবর্ণং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তদভাবেন বৈ রূপ্যং তাম্রং বেণুময়ং মুনে ॥' ইতি ॥৫১২॥

টীকা—দেবকীস্তনপায়িনমিতি—হেম্না শ্রীদেবক্যাঃ প্রতিমাং কৃত্বা তদঙ্কে স্তনপানপরাং শ্রীভগবন্মূর্ত্তিং শাস্ত্রোক্তলক্ষণাং কৃত্বা তত্র পাত্রে নিবেশ্যাবাহয়েদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ? স্নাপিতং ক্ষীরাদিনা কারিতস্নানম্। তল্লক্ষণং কিঞ্চিদুল্লিখতি—মাতুর্দেবক্যা বক্ত্রেক্ষকং মুখমবলোকয়ন্তমিত্যর্থঃ। তথা চ তত্রৈব—তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবীং হৈমীং লক্ষণসংযুতাম্। দদমানাস্তু পুত্রস্য স্তন্যং বৈ বিস্মিতাননাম্ ॥ পিবন্মাতুঃ স্তনং ভদ্রমাননং পাণিনা স্পৃশন্। অবলোকমানঃ প্রেম্ণা বৈ মুখং মাতুর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ইতি ॥ ৫১৩॥

অথ তত্র জয়ন্তীব্রতে আবাহনমন্ত্রঃ

এহি এহি জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম।
পরিবারগণোপেত লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে ॥
ইতি ॥ ৫১৪ ॥

অনুবাদ—অথ ঐ জয়ন্তীব্রতে আবাহন মন্ত্র—হে জগন্নাথ। হে বৈকুণ্ঠ। হে পুরুষোত্তম। আসুন, আসুন, পরিবার গণযুক্ত লক্ষ্মীদেবী সহ, হে জগৎপতে। আসুন, আসুন ॥ ৫১৪ ॥

প্রতিষ্ঠাপ্য মনোজ্যোতিরিতি মন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ।
পাদ্যাদীনুকল্প্যানুলেপনৈরনুলেপয়েৎ ॥ ৫১৫ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণব 'মনোজ্যোতিঃ'—এই মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করিয়া, পাদ্যাদি স্নানান্ত কল্পনা করিয়া অনুলেপন দ্বারা তিলকাদি রচনা করিবে ॥ ৫১৫ ॥

টীকা—অনুলেপনৈস্তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন-মিশ্রিত-মলয়জকুঙ্কুম-কর্পূরাগুরু-কস্তুরি-কাদিপঙ্কৈঃ, অনুলেপয়েদ্দেবম্। তথা চ স্কান্দে তত্রৈব—'তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন বিলেপনম্। কুঙ্কুমেন মহাভাগ কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতম্। পদ্মকাশ্মীর-গন্ধৈশ্চ-মৃগনাভিবিমিশ্রিতম্ ॥' ইতি। অত্র চ প্রকল্পয়েদিতি পূর্ব্বশ্লোকস্থ-ক্রিয়য়ান্বয়ঃ ॥ ৫১৫ ॥

বস্ত্রযুগ্মং সিতং দত্ত্বা পুষ্পাদীনি সমর্পয়েৎ।
দীপান্ প্রজ্বালয়েচ্ছক্ত্যা কুর্য্যাৎ কুসুমমণ্ডপম্॥ ৫১৬

অনুবাদ—পরিধেয় ও উত্তরীয় শুভ্র বস্ত্রদ্বয় দান করিয়া পুষ্পাদি সমর্পণ করিবে, দীপ জ্বালাইবে, সামর্থ্য থাকিলে পুষ্পমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে॥ ৫১৬॥

টীকা—পুষ্পাণি মল্লিকা-মালতী চম্পকাদীনি, আদি-শব্দেন তুলসী-মঞ্জরীদলবিল্বপত্রাদীনি। তথা কুষ্মাণ্ড-নারিকেল-ফলাদীনি চ গ্রাহ্যানি। তথা চ তত্রৈব 'মল্লিকামালতীপুষ্পৈশ্চম্পকৈঃ কেতকীদলৈঃ। বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ তুলসীদলকোমলৈঃ॥ অন্যৈর্নানা-বিধৈঃ পুষ্পৈঃ করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ। যূথিকাশত-পত্রৈশ্চ তথান্যৈঃ কালসম্ভবৈঃ। পূজনীয়ো মহাভাগো মহাভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ। কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্দাড়িমৈস্তথা। বীজপূরৈঃ পূগফলৈঃ সুনিষ্পন্নৈঃ সুশোভনৈঃ। দ্রাক্ষাফলৈর্জাতিফলৈ রম্ভাবৃক্ষসমুদ্ভবৈঃ॥ ইতি॥ ৫১৬॥

গীতবাদ্যাদিভিঃ শান্তিপাঠৈঃ স্তোত্রৈশ্চ কীর্ত্তনৈঃ।
আরভেতাশঠঃ পূজাং গুরুং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ॥৫১৭

অনুবাদ—ভক্তিসহ শ্রীগুরুদেবকে পূজন করিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য, শান্তি পাঠ (বৈদিকমন্ত্রে), স্তোত্র কীর্ত্তন সহ নিষ্কপটে পূজা আরম্ভ করিবে॥ ৫১৭॥

টীকা—স্তোত্রাদীনি চ তত্রৈবোক্তানি—'শান্তিপাঠং শাস্ত্রপাঠং গীতাপাঠং তৃতীয়কম্। সহস্রনাম চাতুর্থং পঞ্চমং গজমোক্ষণম্। বালস্য চরিতং বিষ্ণোঃ পঠ-নীয়ং পুনঃ পুনঃ॥' ইতি। অশঠঃ ভগবদর্চ্চন-গুরুপূজাদৌ বিত্তাদিশাঠ্যহীনঃ সন্। তথা চ তত্রৈব—শ্রাদ্ধে দানে তথা পর্ব্বতীর্থব্রতমখেষু চ। বিত্ত-শাঠ্যং ন কুর্ব্বীত সর্ব্বধর্ম্মপ্রয়োজনে॥', ভবিষ্যে চ—'বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্য্যাদ্বিধিবিস্তরম্। ন তৎফলমবাপ্নোতি দেবদ্রোহী স উচ্যতে॥' প্রথমং ভক্ত্যা গুরুং সম্যক্ পূজয়িত্বা পশ্চাৎ পূজামারভেত; তথা স্কান্দে তত্রৈব—'অতিক্রম্য নরো যস্তু গুরুং ধর্ম্মোপদেশকম্। বিপ্রেন্দ্র স্বেচ্ছয়া পূণ্যং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥ অভিবাদ্য গুরুং তস্মাদ্ধর্ম্মকার্য্যাণি কারয়েৎ। ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥ দদ্যাৎ স্বশক্তিতো ভক্ত্যা গাং মহীং কাঞ্চনং বসু। গুরুং ধান্যঞ্চ বস্ত্রঞ্চ ভূষণং মধুরং বচঃ। ততঃ পূজা বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবস্য চ॥' ইতি॥৫১৭॥

অথ তত্রাদৌ শ্রীদেবকীপূজা

অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্য তু॥ ৫১৮॥

অনুবাদ—অনন্তর আদিতে শ্রীদেবকী পূজা—হে আদিতে! হে দেবমাত! তুমি সর্ব্বপাপ নাশিনি অত-এব সংসার ভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে পূজা করিতেছি॥ ৫১৮॥

পূজিতাসি যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে।
পূজিতা মে তথা ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে॥৫১৯॥

অনুবাদ—হে বরাননে! যেমন তুমি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছ। হে সুব্রতে! সেইরূপ ভক্তিসহ আমার পূজাতে প্রসন্ন হউন॥ ৫১৯॥

যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্বৃতিঃ পরা।
তামেব নির্বৃতিং দেবি স্বপুত্রাৎ দর্শয়স্ব মে॥ ৫২০॥

অনুবাদ—যেমন পুত্ররূপে শ্রীহরিকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছ, হে দেবি! তাদৃশ আনন্দ নিজ পুত্র হইতে আমাকে দর্শন করাও॥ ৫২০॥

মন্ত্রেণানেন সম্পূজ্য দেবকীং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ।
ততঃ সমাতৃকায়ার্ঘ্যং তস্মৈ পূর্ব্ববদর্পয়েৎ॥ ৫২১॥

অনুবাদ—এই মন্ত্রদ্বারা দেবকীকে পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চন করিবে। অনন্তর মাতাসহ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য প্রদান করিবে॥ ৫২১॥

অথ তত্র পূজামন্ত্রঃ

অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন।
ন তে সংখ্যাবতারাণাং
কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি॥ ৫২২॥

অনুবাদ—অথ ঐ বিষয়ে পূজামন্ত্র – হে মধুসূদন! তুমি সহস্র অবতার গ্রহণ করিয়াছ, তোমার অবতার সমূহের সংখ্যা এই জগতে কেহ নিশ্চয়ই জানে না ॥ ৫২২ ॥

দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্ ॥ ৫২৩॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার স্বরূপ অবগত নহে। অতএব তোমাকে মাতৃকোলে অবস্থিত অবস্থায় পূজা করিব ॥ ৫২৩ ॥

বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়।
কুরুষ্ব মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তিভয়াপহ ॥
ইতি ॥ ৫২৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব! আমার বাঞ্ছাপূর্ণ করুন এবং দুষ্কৃত নাশ করুন, হে দেব! হে সংসার দুঃখ ভয় বিনাশন! আমাকে দয়া করুন ॥ ৫২৪ ॥

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ।
দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ৫২৫ ॥
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো হরে ॥
ইতি ॥ ৫২৬ ॥

অনুবাদ—অথ অর্ঘ্য-মন্ত্র—কংসবধ ও ভূভার হরণের জন্য এবং দেবগণের মঙ্গলের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। কৌরবগণের বিনাশ ও দৈত্যগণের নিধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। হে শ্রীহরে! দেবকীর সহিত মৎ-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৫২৫-৫২৬ ॥

টীকা—অনেন অদিতে ইত্যাদিনাদৌ দেবকীং সম্পূজ্য ততঃ কৃষ্ণং পূজয়েৎ, সমাতৃকায় দেবকীসহিতায়। তথা চ তত্রৈব—'কৃষ্ণায় প্রথমং দদ্যাৎ। দেবকীসহিতায়চ। অর্ঘ্যং মুনিবরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥' ইতি। অতএব মন্ত্রেঽপি, দেবক্যা সহিতো হরে' ইতি। মন্ত্রবিশেষশ্চ তত্রৈব—শ্রীকৃষ্ণায় দেবকীসহিতায় সগণায় সপরিবারায় লক্ষ্মীসহিতায় অর্ঘ্যং নমঃ' ইতি পূর্ব্ববৎ, ইতি নারিকেলেন শুভ্রেণেত্যাদিকং যৎ পক্ষবর্দ্ধিনীব্রতাদাবপ্যুক্তং, তদনুসারতঃ পুষ্পাদি সহিতং শুভ্রনারিকেলশস্যং শঙ্খে নিধায় তেনার্ঘ্যং দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১৮-৫২৬ ॥

অথ অর্ঘ্যমাহাত্ম্যঞ্চ

স্কান্দে তত্রৈব—
দত্ত্বা চ সকলামুর্ব্বীং সসাগরনগান্বিতাম্।
অর্ঘ্যদানেন তৎ পুণ্যং লভতে মানবো ভুবি ॥
ইতি ॥ ৫২৭ ॥

অনুবাদ—অথ অর্ঘ্য মহিমা, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—এই পৃথিবীতে মানবগণ সাগর বন পর্ব্বতাদি সহ সমগ্র পৃথিবী দানের ফল মাতৃসহ শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান দ্বারা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫২৭ ॥

টীকা—সকলাং পৃথ্বীং দত্ত্বা যৎ পুণ্যং লভতে, তদর্ঘ্যদানেন লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫২৭ ॥

ধূপদীপৌ সমর্প্যাথ নৈবেদ্যং বিবিধং শুভম্।
ফলানি চ বিচিত্রাণি তাম্বূলাদীনি চার্পয়েৎ ॥ ৫২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধূপ দীপ সমর্পণ করিয়া বিবিধ নৈবেদ্য ও পবিত্র ফলসমূহ ও বিচিত্র তাম্বূলাদিও অর্পণ করিবে ॥ ৫২৮ ॥

টীকা—বিবিধং ঘৃতপক্বপায়সাদ্যনেকপ্রকারং শুভং পরমোৎকৃষ্টং, ফলানি চ কুষ্মাণ্ডাদীনি, তানি স্কান্দোক্তানি লিখিতান্যেব। আদি-শব্দেন দর্পণচ্ছত্রচামরাদীনি চ ॥ ৫২৮ ॥

কৃত্বা নীরাজনং গীতং নৃত্যাদ্যুৎসবমাচরন্।
কুর্য্যাজ্জাগরণং কৃষ্ণবাল্যলীলাকথাদিনা ॥ ৫২৯॥

অনুবাদ—অতঃপর আরতি, গীত, নৃত্য, বাদ্যাদি সহ উৎসব-অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কথা কীর্ত্তন সহ জাগরণ করিবে ॥ ৫২৯ ॥

টীকা—কৃষ্ণস্য বাল্যলীলায়াঃ কথা কথনং তদাদিনা, আদি-শব্দেন তচ্ছ্রবণাদি প্রৌঢ়লীলাকথাদি চ। তথা চ তত্রৈব—'বালস্যাচরিতং বিষ্ণোঃ' ইতি লিখিতমেব। কিঞ্চ, জাগরণপ্রসঙ্গে—'চরিতং দেবকীসূনোর্ব্বাচনীয়ং বিচক্ষণৈঃ' ইতি ॥ ৫২৯ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

জাগরে পদ্মনাভস্য পুরাণং পঠতে তু যঃ।
জন্মকোটিকৃতং পাপং দহতে তুলারাশিবৎ ॥
ইতি ॥ ৫৩০ ॥

অনুবাদ—অথ জাগরণ মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—যে ব্যক্তি পদ্মনাভ শ্রীহরিজাগরণে পুরাণ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি কোটি জন্মকৃত পাপ তুলারাশির ন্যায় দগ্ধ করে ॥ ৫৩০ ॥

টীকা—দহতে দহতি, তুলারাশিবদিতি যথাগ্নিস্তূলরাশিং সদ্যো দহেত্তদ্বদিত্যর্থঃ। 'হরত ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। যদ্বা, বায়ুর্যথা তুলারাশিং হরতীতি ॥ ৫৩০ ॥

প্রাতঃ কৃত্বা ক্রিয়াং নিত্যাং তন্মূর্ত্তিং গুরবেঽর্পয়েৎ।
বস্ত্রাদিকং দক্ষিণাঞ্চ দত্ত্বা কুর্ব্বীত পারণম্ ॥ ৫৩১॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালীয় নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবকে সমর্পণ করিবে এবং বস্ত্রাদি ও দক্ষিণা শ্রীগুরুদেবকে দিয়া পারণ করিবে ॥ ৫৩১॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

বিধিনানেন সংযুক্তাং জয়ন্তীঞ্চ করোতি যঃ।
নারী বোদ্ধরতে ভক্ত্যা পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥৫৩২॥

অনুবাদ—আরও ঐ পুরাণে—এই বিধিসহ জয়ন্তীব্রত যিনি করেন, তিনি একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করেন ॥ ৫৩২ ॥

সংক্ষেপেণ চ যঃ কুর্য্যাজ্জয়ন্তীং হরিবল্লভাম্।
মানসেষ্টফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৩৩

অনুবাদ—সংক্ষেপেও যিনি শ্রীহরিপ্রিয়া জয়ন্তী ব্রত মানসে করেন, তিনিও অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৫৩৩ ॥

টীকা—তাং মূর্ত্তিং পূর্ব্বনির্ম্মিতাং পূজিতাং শ্রীদেবকীসহিতং ভগবৎ-প্রতিকৃতিম্, এবং বিসর্জ্জনং কৃতমস্তীতি বোদ্ধব্যম্। তচ্চ সর্ব্বত্র সাধারণতয়া প্রাপ্তত্বান্ন স্পষ্টং লিখিতম্; আদি-শব্দেন শক্তৌ কুণ্ডলকঙ্কুকোষ্ণীষমুদ্রিকাদি ॥ ৫৩১-৫৩৩ ॥

অথ পাপনাশিনীব্রতম্

ব্রহ্মপুরাণে তত্রৈব—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী ॥ ৫৩৪॥

অনুবাদ—অথ পাপনাশিনী ব্রত কথা ব্রহ্মপুরাণে—যখন কোন সময় শুক্লা দ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্র হয় তখন ঐ দ্বাদশী মহাপুণ্যা পাপনাশিনী নামে কথিতা হয় ॥ ৫৩৪ ॥

সগরেণ ককুৎস্থেন ধুন্ধুমারেণ গাধিনা।
তস্যামারাধিতঃ কৃষ্ণো দত্তবানখিলাং ভুবম্ ॥৫৩৫॥

অনুবাদ—মহারাজ সগর, ককুৎস্থ, ধুন্ধুমার গাধি—ইঁহাদের কর্ত্তৃক পাপনাশিনী দ্বাদশীতে আরাধিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব দিয়াছিলেন ॥ ৫৩৫ ॥

বাচিকান্মানসাৎ পাপাৎ কায়িকাচ্চ বিশেষতঃ।
সপ্তজন্মকৃতাদ্ঘোরান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩৬ ॥

অনুবাদ—সপ্তজন্ম-কৃত বাচিক ও মানসিক বিশেষতঃ কায়িক পাপ হইতে এবং ঘোর নরক হইতে মুক্ত হয় পাপনাশিনী ব্রত দ্বারা, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫৩৬ ॥

ইমামেকামুপোষ্যৈব পুষ্যানক্ষত্রসংযুতাম্।
একাদশীসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫৩৭ ॥

অনুবাদ—মানব পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত এই একটি দ্বাদশী উপবাস করিয়াই সহস্র একাদশী ব্রতের ফল পাইয়া থাকে ॥ ৫৩৭ ॥

স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্ ।
যদস্যাং ক্রিয়তে কিঞ্চিত্তদনন্তগুণং ভবেৎ ॥ ৫৩৮ ॥

অনুবাদ—স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবতার্চ্চন যাহা কিছু এই দ্বাদশীতে করিলে তাহা অনন্তগুণ ফল হয় ॥ ৫৩৮ ॥

তস্মাদেষা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৫৩৯॥

অনুবাদ—অতএব এই ব্রত ফলাকাঙ্ক্ষিগণ উদ্যম সহ করিবেন ॥ ৫৩৯ ॥

অথ তদ্‌ব্রতবিধিঃ—

গুরুং প্রণম্য নিয়মং স্বীকুর্য্যাদ্‌ব্রতহেতুকম্ ।
কুম্ভমামলকীমূলে পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েদ্‌ব্রতী ॥ ৫৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ ব্রতবিধি—শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া ব্রতের জন্য নিয়ম গ্রহণ করিবে, ব্রতী আমলকী বৃক্ষমূলে পূর্ব্ববৎ ঘট স্থাপন করিবেন ॥ ৫৪০ ॥

অথ তত্র সঙ্কল্পমন্ত্রঃ—

দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাঽহমপরেঽহনি ।
ভোক্ষ্যামি জামদগ্ন্যেশ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥
ইতি ॥ ৫৪১ ॥

অনুবাদ—অথ ঐ বিষয়ে সঙ্কল্পমন্ত্র—হে জামদগ্ন্যেশ ! আমি দ্বাদশীতে উপবাস থাকিয়া পরদিন ভোজন করিব, হে অচ্যুত ! আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫৪১ ॥

বারিপূর্ণং ততঃ পাত্রং ন্যসেৎ কুম্ভোপরি ব্রতী ।
সুন্দরং তাম্ররচিতং বেণুরচিতমেব বা ॥ ৫৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রতী জলপূর্ণ ঘটের উপর সুন্দর তাম্রপাত্র বা বংশপাত্র স্থাপন করিবে ॥ ৫৪২ ॥

মাষকেণ তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধেনাথবা কৃতম্ ।
হৈমং পরশুরামঞ্চ স্নপিতং স্থাপয়েত্ততঃ ॥ ৫৪৩ ॥

অনুবাদ—এক মাষা পরিমিত বা তদর্দ্ধ বা তদর্দ্ধ পরিমিত সুবর্ণময় পরশুরাম মূর্ত্তি স্নান করাইয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে ॥ ৫৪৩ ॥

টীকা—মাষকেণ সুবর্ণস্যেতি জ্ঞেয়ম্, হৈমমিতি বিশেষণাৎ । কৃতম্—বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৫৪৩ ॥

দত্ত্বা বস্ত্রযুগচ্ছত্রপাদুকাঃ শ্বেতচন্দনৈঃ ।
আলিপ্য তুলসীপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্যাঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ ৫৪৪ ॥

অনুবাদ—বস্ত্রদ্বয় ছত্র পাদুকা দান করিয়া শ্বেতচন্দন দ্বারা তিলক রচনা করিয়া তুলসী ও পুষ্পসমূহ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অঙ্গপূজা করিবে ॥ ৫৪৪ ॥

অথ তত্র অঙ্গপূজা

বিশোকায়েতি চরণৌ জানুনী বিশ্বরূপিণে ।
হয়গ্রীবায়েতি চোরূ কটিং দামোদরায় চ ॥ ৫৪৫ ॥
কন্দর্পায়েতি বৈ গুহ্যং নাভিং বৈ পদ্মমালিনে ।
অনন্তায়েতি জঠরং শ্রীকণ্ঠায়েতি বৈ গলম্ ॥ ৫৪৬ ॥
বাহূ হৈমাঙ্গদায়েতি বৈকুণ্ঠায়েতি মস্তকম্ ।
জ্যোতীরূপায়েতি নেত্রেনাসাগ্রং শোকনাশিনে ॥৫৪৭॥
ললাটং বামনায়েতি রামায়েতি ভ্রুবৌ যজেৎ ।
সর্ব্বাত্মনে সমস্তাঙ্গং শস্ত্রাণি স্বস্বসংজ্ঞয়া ॥ ৫৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অঙ্গপূজা—শ্রীচরণদ্বয়ে বিশোকায় নমঃ, জানুদ্বয়ে বিশ্বরূপিণে নমঃ, উরুতে হয়গ্রীবায়, কটিতে দামোদরায়, গুহ্যে কন্দর্পায়, নাভিতে পদ্মমালিনে, জঠরে অনন্তায়, গলদেশে শ্রীকণ্ঠায়, বাহুদ্বয়ে হৈমাঙ্গদায়, মস্তকে বৈকুণ্ঠায়, নয়নদ্বয়ে জ্যোতিরূপায়, নাসাগ্রে শোকনাশিনে, ললাটে বামনায়, কর্ণদ্বয়ে রামায়, সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বাত্মনে নমঃ, শাস্ত্রসমূহে নিজ নিজ নামে পূজা করিবে ॥ ৫৪৫-৫৪৮ ॥

প্রদায় পূর্ব্ববচ্চার্ঘ্যং ধূপদীপৌ সমর্প্য চ।
নৈবেদ্যাদি প্রদায়াথ দেবং সম্প্রার্থয়েচ্চ তম্ ॥৫৪৯॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দান করিয়া ধূপ দীপ সমর্পণের পর নৈবেদ্যাদি দান করিয়া অনন্তর ইষ্ট-দেবকে প্রার্থনা করিবে ॥ ৫৪৯ ॥

টীকা—'বিশোকায় নমঃ' ইতি চরণৌ যজেৎ পূজয়েদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। এবং পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্রৈ-বোন্নেয়ম্। অতো যত্রেতি—শব্দো নাস্তি, তত্র সাঽধ্যাহার্য্য ইতি। যত এতে সর্ব্বে মন্ত্রা ইতি। তম্—শ্রীপরশুরামরূপম্ ॥ ৫৪৫-৫৪৯ ॥

অথ তত্র অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

নমস্তে দেবদেবেশ জামদগ্ন্য নমোঽস্তু তে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তমামল্যা সহিতো হরে ॥ ৫৫০ ॥

অনুবাদ—অথ অর্ঘ্যমন্ত্র—হে দেবদেবেশ্বর! আপনাকে প্রণাম, হে জমদগ্ন্য আপনাকে প্রণাম, হে হরে আমলকীসহ মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥৫৫০

অথ তত্র প্রার্থনামন্ত্রঃ

জামদগ্ন্য নমস্তেঽস্তু ক্ষত্রিয়ান্তকরায় চ।
সর্ব্বাণি যানি পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি ॥ ৫৫১ ॥
ক্ষয়ং যান্তু মমৈবাদ্য ত্বৎপ্রসাদাচ্চ ভার্গব।
বাচিকং মানসং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা ॥ ৫৫২ ॥

অনুবাদ—অথ প্রার্থনা মন্ত্র—হে জামদগ্ন্য আপনাকে প্রণাম। সর্ব্ববিধ পাপ, এমন কি সপ্তজন্মকৃত পাপসমূহও আমার অদ্যই আপনার প্রসাদে ক্ষয় যাউক, হে ভার্গব! বাচিক ও মানসিক, জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত পাপও ক্ষয় যাউক ॥ ৫৫১-৫৫২ ॥

আয়ুর্যশস্তথারোগ্যং ধনং ধান্যঞ্চ সম্পদম্।
সৌভাগ্যং তব ভক্তস্য সন্তানং বিপুলং ভবেৎ ॥৫৫৩

অনুবাদ—আপনার ভক্তের আয়ু, যশঃ, আরোগ্য, ধন, ধান্য, সম্পদ, সৌভাগ্য, সন্তান বিপুল হয় ॥৫৫৩॥

সর্ব্বান্ কামানাপ্নুবানি দিব্যং সৌখ্যং নিরন্তরম্।
অন্তেঽপ্যস্তু মমেশান ভক্তিস্তচ্চরণে প্রভো ॥ ৫৫৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! সর্ব্ববিধ বাঞ্ছাপূর্ত্তি হউক, নিরন্তর দিব্য সুখ হউক, হে ঈশান! অন্তেও আমার আপনার চরণে ভক্তি থাকুক ॥ ৫৫৪ ॥

জনার্দ্দন হৃষীকেশ লক্ষ্মীনাথ সুরার্চ্চিত।
রাম রাম মহাবাহো কার্ত্তবীর্য্যবিনাশন ॥ ৫৫৫ ॥
এতৎ সর্ব্বং ময়া দত্তং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তবাচ্যুত।
মামুদ্ধর জগন্নাথ দয়াং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৫৫৬ ॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! হে হৃষীকেশ! হে লক্ষ্মীনাথ! হে দেব! হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহে! হে কার্ত্তবীর্য্য বিনাশন! হে অচ্যুত! এই সমুদয় মৎপ্রদত্ত জ্ঞান ও জ্ঞেয় তোমারই, হে জগন্নাথ! আমাকে উদ্ধার কর, আমার উপর দয়া কর ॥ ৫৫৫-৫৫৬ ॥

টীকা—জ্ঞানাদিকঞ্চ সর্ব্বং তব তুভ্যং দত্তমর্পিতম্ ॥ ৫৫৬ ॥

অথ ধাত্রীপূজা

পিতা পিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যে চ গোত্রিণঃ।
বৃক্ষযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ ॥৫৫৭॥

অনুবাদ—অথ ধাত্রীপূজা আমার পিতা পিতামহ-গণ ও অন্যে অপুত্রক, আর যাহারা সগোত্র, যাহারা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত, যাহারা কীট যোনি প্রাপ্ত ॥ ৫৫৭ ॥

রৌরবে নরকে যে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে।
বিযোনিং চ গতা যে চ যে চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ ॥ ৫৫৮
পিশাচত্বং গতা যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ।
তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ ॥ ৫৫৯ ॥

অনুবাদ—যাহারা রৌরব নরকে বা মহারৌরব নামক নরকে পতিত, যাহারা বিযোনি প্রাপ্ত, যাহারা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত, আর যাহারা পিশাচত্ব বা প্রেতত্ব প্রাপ্ত, তাহারা সর্ব্বদা ধাত্রীমূলে মৎ প্রদত্ত জল পান করুন ॥ ৫৫৮-৫৫৯ ॥

তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ধাত্রীমূলনিষেচনাৎ ॥ ৫৬০ ॥

অনুবাদ—তাহারা সকলে তৃপ্তিলাভ করুন ধাত্রী-বৃক্ষমূলে জলসেচনহেতু ॥ ৫৬০ ॥

ইতি ধাত্রীং চাভিষিচ্য বারানষ্টোত্তরং শতম্ ।
তাঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য কুর্য্যাজ্জাগরণং ব্রতী ॥ ৫৬১ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অষ্টোত্তরশত (১০৮) বার ধাত্রীমূলে জল সেচন করিয়া ধাত্রী-বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রতী জাগরণ করিবে ॥৫৬১

প্রাতশ্চ দেবং নীরাজ্য নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য চ ।
মূর্ত্ত্যাদি গুরবে দত্ত্বা প্রাগ্বৎ পারণমাচরেৎ ॥ ৫৬২ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালে দেবতাকে নীরাজন করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে, দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি শ্রীগুরুদেবকে সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পারণ করিবে ॥ ৫৬২ ॥

টীকা—প্রাগ্বৎ—শক্ত্যা ব্রাহ্মণভোজনাদিনা ॥৫৬২

ফাল্গুনে মাসি যদ্যেষা দ্বাদশী পাপনাশিনী ।
ভবেত্তদা ব্রতস্যাস্য মহিমা স্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ৫৬৩ ॥

অনুবাদ—ফাল্গুন মাসে যদি এই পাপনাশিনী দ্বাদশী হয়, তখন এই ব্রতের বিশেষ মহিমা হয়, তখন নাম হয় 'গোবিন্দ দ্বাদশী' ॥ ৫৬৩ ॥

ইতি ক্রমেণ লিখিতং বিজয়াদিব্রতত্রয়ম্ ।
ভবিষ্যোত্তরস্কান্দাভ্যাং শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণতঃ ॥ ৫৬৪ ॥

অনুবাদ—ইতি ক্রমেণ অর্থাৎ ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে বিজয়া ব্রত, স্কন্দপুরাণ হইতে জয়ন্তী ব্রত, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে পাপনাশিনীব্রত লিখিত হইল ॥ ৫৬৪ ॥

টীকা—বিজয়াদিব্রতত্রয়ং তত্তদ্বিধিশ্চ ভবিষ্যোত্তরাদিতো লিখিতমিতি তত্র তত্রোক্তং সংক্ষিপ্যার্থতো লিখিতং, ন তু তত্তদ্বচনানি সংগৃহীতানি, গ্রন্থবিস্তর-ভয়াদিত্যর্থঃ। অতএব তত্তদ্বিধিলিখনে ভবিষ্যোত্তর ইত্যাদিকং নোল্লিখিতম্। ক্রমেণেতি ভবিষ্যোত্তরতো বিজয়া-ব্রতং, স্কন্দপুরাণাজ্জয়ন্তীব্রতং, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাচ্চ পাপনাশিনীব্রতমিতি ॥ ৫৬৪ ॥

অন্যেঽপি দ্বাদশীভেদা বহবঃ সন্তি বিশ্রুতাঃ ।
অগ্রতো লেখনীয়াস্তে তত্তন্মাসপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৫৬৫ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিলাসে বিষ্ণুব্রতোৎসবো নাম ত্রয়োদশো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—অন্য যে সকল মৎস্যাদি দ্বাদশী ও নির্জ্জলাদি দ্বাদশী বহু প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সকল সেই সেই মাসকৃত্য প্রসঙ্গে অগ্রে লিখিত হইবে ॥ ৫৬৫ ॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ ভক্তি বিলাসে বিষ্ণুব্রতোৎসব নামক ত্রয়োদশ বিলাস ॥

টীকা—অন্যেঽপি মৎস্যাদি-দ্বাদশ্যো নির্জ্জলাদ্যাশ্চ ॥ ৫৬৫ ॥

ইতি ত্রয়োদশো-বিলাসঃ ॥

চতুর্দ্দশ-বিলাসঃ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
চৈতন্যদেবং লিখ্যন্তে মাসপূজামহোৎসবাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অতি হীন কর্ম্মশূন্য এবং কুলাদিবিহীন ব্যক্তিগণেও ধর্ম্মাদির সাধক, সেই অগতির গতি শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া মাসে মাসে করণীয় পূজা মহোৎসব-সমূহের কথা লেখা হইতেছে ॥ ১ ॥

টীকা—এবং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রত্যহকৃত্যানি প্রতিপক্ষকৃত্যানি চ লিখিত্বা অধুনা প্রতিমাসকৃত্যানি লিখিতুং পরমগুরু-শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যেনৈব তৎ সিধ্যতীত্যভিপ্রেত্য তন্নমস্কার-পূর্ব্বকমারভতে—অগতীতি। শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যমেব দর্শয়তি—আগতীনামেকামনন্যাং গতিং শরণং, ন চ গতিমাত্রং, কিন্তু হীনানাং সজন্মকর্ম্মহীনানামতি-নীচজনানাং যেঽর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষামধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকমিতি। মাসেষু দ্বাদশসু যে ভগবৎপূজাবিশেষরূপা মহোৎসবাস্তে ॥ ১ ॥

অথ মাসকৃত্যানি—

আগ্রহায়ণিকো মাসো মাসেষু প্রবরঃ স্মৃতঃ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমিত্যুক্তো মাধবেন যঃ ॥ ২ ॥

তত্রাদৌ মার্গশীর্ষকৃত্যম্—

স্নানদানব্রতার্চ্চাদিক্রিয়াঃ সনিয়মং কৃতাঃ ।
মাঘাদাবিব মার্গেঽস্মিন্ ভগবদ্ভক্তিভূতিদাঃ ॥ ৩ ॥
তুলসীকাননে পূজ্যো মার্গে মাসি বিশেষতঃ ।
ভগবান্ নৃত্যগীতাদিমহেন সহ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৪ ॥
বিশেষতশ্চ মাসেঽস্মিন্ বস্ত্রং শীতনিবারণম্ ।
চিত্রং ভগবতে দদ্যাজ্জগজ্জাড্যহরং হি তৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মাসকৃত্যসমূহ—মাসসমূহের মধ্যে আমাকে অগ্রহায়ণ মাসকে আমার বিভূতি স্বরূপ বলিয়া জানিও, ইতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য, অতএব অগ্রহায়ণ মাসই দ্বাদশ মাসের মধ্যে প্রধান। এই মাসে সংকল্পপূর্ব্বক স্নান, দান, ব্রত ও পূজাদি করিলে ঐ কর্ম্ম সকল মাঘাদি মাসের মত শ্রীভগবৎ ভক্তিরূপা সম্পদ্ দান করেন। বিশেষ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য গীতাদি মহোৎসব সহকারে শ্রীতুলসীবনে শ্রীহরিকে পূজা করিতে হইবে। আরও এই অগ্রহায়ণ মাসে শীত নিবারণের নিমিত্ত বিবিধ চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হয়। কারণ ঐ প্রকার বস্ত্রদানই দাতার সংসার হইতে উৎপন্ন জড়তা হরণ করিয়া থাকে ॥ ২-৫ ॥

টীকা—তত্রাদৌ মার্গশীর্ষমাসস্য কৃত্যানি লিখন্ তস্য সর্ব্বমাসাদ্যতাং দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যং লিখতি—আগ্রহায়ণিক ইতি। হায়নস্য সম্বৎসরস্য অগ্রবর্ত্তিত্বাদাগ্রহায়ণিক ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বমাসাদ্যত্বেন সিদ্ধং তস্য শ্রৈষ্ঠ্যমেব লিখতি—মাসেষ্বিতি। তত্র হেতুঃ—মাসানামিতি। যঃ আগ্রহায়ণিকো মাধবেন মধুকুল-সমুদ্রচন্দ্রেণ শ্রীভগবতা স্বয়মেব বিভূত্যধ্যায়ে উক্তঃ ॥২

টীকা—তত্রাদৌ শ্রীভগবদ্বিভূতিত্বেন তৎপ্রিয়তয়া মাঘাদিসাদৃশ্যাৎ মাঘাদিকৃত্যানাং স্নানাদি-সৎকর্ম্মণামত্রাপ্যাচরণাৎ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি পুরাণোক্ত-মার্গশীর্ষমাহাত্ম্যানুসারেণ লিখতি—স্নানেতি। ব্রতং ভক্ষ্যাদি-নিয়মঃ, অর্চ্চা ভগবৎপূজা, আদি-শব্দেন ভগবদ্বার্ত্তা বৈষ্ণবসঙ্গমাদি, সনিয়মং সসঙ্কল্পং সনিশ্চয়ং বা যথা স্যাৎ, অন্যথা শৈথিল্যসম্ভবাৎ ; ভগবদ্ভক্তিং ভূতিঞ্চ সম্পদম্, যদ্বা, ভগবদ্ভক্তিরূপাং লক্ষ্মীং দদাতীতি তথা তাঃ ॥ ৩ ॥

টীকা—ইদানীং তত্র কৃত্যবিশেষং দর্শয়তি—তুলসীতি দ্বাভ্যাম্। বৈষ্ণবৈঃ সহ নৃত্যগীতাদিরূপো যো মহোৎসবস্তেন, ভগবান্ পূজ্যঃ ॥ ৪ ॥

টীকা—চিত্রং—বহুপ্রকারকম্ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মে—

মার্গশীর্ষে ত্বেকভক্তং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ মুক্তঃ স্যাদিত্যাহ কলিপ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
নক্তং ব্রতেন যো মাসং মার্গশীর্ষং হরিপ্রিয়ম্ ।
নয়েদসৌ নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্ ॥
ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—দেবর্ষিপাদ আরও বলিয়াছেন—অগ্রহায়ণ মাসে একাহারী হইয়া শ্রীহরিকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে মুক্তি লাভ হয়। নক্ত ব্রতাচরণ পূর্ব্বক শ্রীহরিপ্রিয় অগ্রহায়ণ মাস অতিবাহিত করিলে সনাতন বিষ্ণুধামে গমন করা যায় ॥ ৬-৭ ॥

টীকা—মুক্তঃ স্যাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত্যা পুনঃ সংসারবন্ধাভাবাৎ। কলিপ্রিয়ঃ—শ্রীনারদঃ ॥ ৬ ॥

ক্রমাদ্দশাবতারাণাং মৎস্যাদীনাং সিতাসু চ।
যন্মার্গাদিদ্বাদশীষু ব্রতং দুর্ব্বাসসোদিতম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি দুর্ব্বাসা মার্গশীর্ষাদি বারো মাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীসমূহে ক্রমে মৎস্যাদি দশ অবতারের এবং আশ্বিনে শ্রীপদ্মনাভের এবং কার্ত্তিকে যোগেশ্বরের যে ব্রতসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই সকল ব্রতানুষ্ঠান করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে—

মার্গশীর্ষে তথা মাসি প্রাতঃ স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
ক্রমপূজাং সমাসাদ্য জপহোমৌ তথাচরেৎ ॥ ৯ ॥
পায়সং গুড়সংমিশ্রং প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ।
এবং মাসার্চ্চনং কৃত্বা ভবেদ্ভাগ্যধরঃ পুমান্ ॥ ১০ ॥
দেহান্তে মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাৎ শার্ঙ্গধন্বনঃ।
তৎ কার্য্যং তত্র তত্রৈব জ্ঞাত্বা বারাহতো বিধিম্ ॥ ১১ ॥
তত্তৎ ফলঞ্চ তত্রোক্তং কাম্যত্বাতন্ন লিখ্যতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে—অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃস্নানের পর পূজা সমাপনান্তে জপ ও হোমানুষ্ঠান করা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানকে প্রত্যহ গুড় সহযোগে পায়স নিবেদন এই মাসের অবশ্য কর্ত্তব্য। সারা মাস ব্যাপী এই প্রকারে অর্চ্চনা করিলে সৌভাগ্যবান হওয়া যায় এবং শ্রীমাধবের অনুগ্রহে দেহাবসানে মুক্তি লভ্য হয়। বরাহপুরাণোক্ত বিধান অবগত হইয়া নক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করণীয়। ঐ পুরাণে সেই স্থানেই তাহার ফল বলা আছে, উহা কাম্য কর্ম্মের অন্তর্গত হওয়ায় এখানে আর উল্লেখ করা হইল না ॥ ৯-১২ ॥

টীকা—অধুনা তত্র কৃত্যং শ্রীবরাহপুরাণোক্তং মৎস্যদ্বাদশীব্রতমুদ্দিশন্ তৎপ্রসঙ্গাৎ সাম্যেন দ্বাদশমাসব্রতানামেব কৃত্যতা সংক্ষেপেণৈকত্র এব লিখতি—ক্রমাদিতি দ্বাভ্যাং। শ্রীমৎস্যাদীনাং দশাবতারাণাং ক্রমেণ মার্গশীর্ষাদিদ্বাদশমাসেষু। তথা শ্রীপদ্মনাভস্যাশ্বিনে, শ্রীযোগেশ্বরস্য চ কার্ত্তিকে ইত্যেবং মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু শুক্লদ্বাদশীষু দুর্ব্বাসসা মুনীশ্বরেণ যদ্ব্রতমুক্তং তত্র তত্র ব্রতে বিধিং শ্রীবরাহপুরাণতো জ্ঞাত্বা তৎকার্য্যমেব বৈষ্ণবৈঃ, বিষ্ণুব্রতত্বাৎ। অতএব তস্য ফলং, যদ্বা, অনির্ব্বচনীয়ং ফলম্, তত্র বারাহে উক্তং দুর্ব্বাসসৈব। ননু তর্হি তত্তদ্ব্রতং ফলঞ্চ বিবৃত্য লিখ্যতাং, তত্র লিখতি—কাম্যত্বাদিতি। প্রায়োঽত্র গ্রন্থে বৈষ্ণবানামাবশ্যককৃত্যস্যৈব লিখনাৎ। অত্র যত্তদিত্যাদৌ বীপ্সায়া অভাবেঽপি ব্রতানাং বহুত্বাত্তথা, তত্র তত্রেত্যাদৌ বীপ্সাপ্রয়োগাচ্ছান্যত্রাপি বীপ্সাবিতর্ক্যৈবেতি ॥ ৭-১২ ॥

তথা চ দশমে (২২।১)—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্ ॥ ১৩॥

অনুবাদ—অতএব দশম স্কন্ধের দৃষ্টান্ত—হেমন্তের প্রথম মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজনকারিণী হইয়া কাত্যায়নী-অর্চ্চনরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।।১৩

অথ পৌষকৃত্যম্

পঞ্চরাত্রে—

পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লামারভ্য স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
মাসমাত্রং হরিপ্রীত্যৈ ত্রিবারং স্নানমাচরেৎ ॥ ১৪ ॥
ত্রিকালং পূজয়েৎ কৃষ্ণং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পৌষস্য দ্বাদশীং শুক্লাং যাবৎ পুণ্যফলপ্রদাম্ ॥ ১৫॥

অনুবাদ—অতঃপর পৌষকৃত্য, পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—পৌষমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস যাবৎ মাটিতে শয়ন এবং শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত তিনবার স্নান করিবে। ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-

সমূহ সংযত রাখিয়া পৌষমাসের পুণ্য ফলদায়িনী শুক্লা-দ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হয় ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকা—স্থণ্ডিলেশয়ঃ ভূমিশায়ী সন্ ॥ ১৪ ॥

মাসমেকং তদর্দ্ধং বা দশাহং বা তদর্দ্ধকম্ ।
কৃত্বা যাতি হরেঃ স্থানং পূজাং দধ্যোদনোৎসবাম্ ॥ ১৬ ॥
গীতৈর্বাদ্যৈর্নৃত্যৈর্ভক্তৈর্দধিভক্তং সমং নয়েৎ ।
অর্পয়িত্বা হরৌ ভক্ত্যা প্রসাদঞ্চানয়েত্ততঃ ॥ ১৭ ॥
যঃ প্রসাদং হরের্ভক্ত্যা গৃহ্ণাতি প্রদদাতি চ ।
ভুঙ্ক্তে চ বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সোঽনন্তফলমশ্নুতে ॥১৮॥
ঘৃতপ্রস্থেন দেবেশং পৌষপুষ্যসিতে নরঃ ।
স্নাপয়িত্বাশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সারা পৌষমাস, পনের দিন, দশ দিন বা পাঁচ দিনও দধি ও অন্ন দিয়া উৎসব সহকারে শ্রীহরির পূজা করিলে হরিপাদপদ্ম লাভ হয়। বৈষ্ণববৃন্দসহ মিলিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে দধিযুক্ত অন্ন লইয়া গিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করিতে হইবে। তারপর ভক্তিসহকারে নিবেদন করতঃ শ্রীহরির নিকট হইতে প্রসাদ আনিবে। ভক্তিভরে যিনি শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করেন, অন্যকে দেন অথবা বৈষ্ণববৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করেন তিনি অনন্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। পৌষমাসে পুষ্যাযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচসের দ্বারা ঘৃত দেবদেব শ্রীহরিকে স্নান করাইলে নিঃসংশয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৬-১৯ ॥

টীকা—দধ্যোদনেন তদর্পণেন তদ্রূপো বা উৎসবো যস্যাং তাং হরেঃ পূজাং কৃত্বা ॥ ১৬ ॥

টীকা—নৃতৈঃ নৃত্যৈঃ, ভক্তৈঃ বৈষ্ণবৈঃ সমং গীতাদিভির্দধিমিশ্রিতং ভক্তং নয়েৎ ভগবদগ্রে সমর্পণায়। প্রসাদম্ উচ্ছিষ্টরূপং তৎ ॥ ১৭ ॥

অথ মাঘকৃত্যম্

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে বিদ্যাধর-ধ্রুবসংবাদে—

মাঘে মাসি কুরু স্নানং মণিকূটনদীজলে ।
ঋষিসিদ্ধাসুরৈর্জুষ্টে কথয়ামি চ তদ্বিধিম্ ॥ ২০ ॥
তব ভাগ্যবশান্মাঘো নিকটঃ পঞ্চমেঽহনি ।
পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লামারভ্য স্থণ্ডিলেশয়ঃ ।
মাসমেকং নিরাহারস্ত্রিবারং স্নানমাচরেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মাঘকৃত্য পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বিদ্যাধর-ধ্রুব-সংবাদে—হে বিদ্যাধর। যখন মাঘমাস আসিবে তখন ঋষি, সিদ্ধ ও অসুরগণ সেবিত মনিকূট পর্ব্বতের নদীজলে স্নান কর। তোমার কাছে আমি তাহার নিয়ম বলিতেছি—তোমার সৌভাগ্যবশেই মাঘমাস আগত প্রায়—আর চারদিন বাকী, পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া সারা মাস মাটিতে শয়ন, উপবাস ও প্রত্যহ তিনবার স্নান করিবার নিয়ম ॥ ২০-২১ ॥

ত্রিকালমর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মাঘস্যৈকাদশীং শুক্লাং যাবদ্বিদ্যাধরোত্তম ॥
ইতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী পর্য্যন্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করতঃ জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রত্যহ তিনবার শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

পাদ্মে শ্রীদত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যসংবাদে—

সংপ্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা ।
সৎকার্য্যাস্তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ স্নানদানাদিকৈঃ সদা ॥২৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীদত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদে বলা হইয়াছে সূর্য্য যখন মকররাশিতে থাকিবে সেই পুণ্যস্বরূপ পুণ্যদায়ক সময়ে সর্ব্বদা স্নানদানাদি দ্বারা তিথিসমূহের সৎকার করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

টীকা—মাঘকৃত্যং চাখিলং পদ্মপুরাণাদৌ ব্যক্তমেকত্রৈবোক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদর্থতঃ সংগৃহ্য স্বয়মলিখিত্বা তত্তদ্বচনৈরেব লিখতি—সম্প্রাপ্ত ইত্যাদিনা প্রীয়তামিত্যন্তেন। সৎকার্য্যাঃ সম্মাননীয়াঃ, অগ্রতো যথাশক্তীত্যুক্তা সর্ব্বত্র তথৈব বোদ্ধব্যং, শাস্ত্রেষ্বশক্যস্যাবিধেয়ত্বাৎ। আদি-শব্দাৎ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যত্যাগাদি ॥২৩॥

কর্ত্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিদ্‌ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ।
ফলাতিশয়হেতোর্বৈ কিঞ্চিদ্ভোজ্যং ত্যজেদ্বুধঃ॥ ২৪॥
ভূমৌ শয়ীত হোতব্যমাজ্যং তিলবিমিশ্রিতম্।
ত্রিকালং চার্চ্চয়েন্নিত্যং বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২৫॥

অনুবাদ—মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা উত্তম তাহাদের কর্ত্তব্য মাঘমাসে কোনও নিয়মকে ব্রতরূপে ধারণ করা। প্রতিদিনকার ভোজ্য দ্রব্য হইতে এই মাসে কিছু কিছু পরিহার করিলে অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। এই মাসে ভূতলে শয়ন করিবে, তিল ও ঘি দিয়া হোম করিবে এবং প্রতিদিন তিনবার করিয়া সনাতন শ্রীহরির পূজা করিবে ॥২৪-২৫॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—কর্ত্তব্য ইত্যাদিনা নিয়মমেবাহ—ফলেতি দ্বাভ্যাম্। কিঞ্চিদ্ভোজ্যং ত্যজেদিতি নিত্যং প্রবৃত্তানাং ভক্ষ্যাণাং মধ্যে কিঞ্চিত্ত্যজেদিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

দাতব্যো দীপকোঽখণ্ডো দেবমুদ্দিশ্য মাধবম্।
ইন্ধনং কম্বলং বস্ত্রমুপানৎ কুঙ্কুমং ঘৃতম্॥ ২৬॥
তৈলং কার্পাসকোষঞ্চ তূলীং তুলবতীং পটীম্।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি দেয়ং মাঘে নরাধিপ॥ ২৭॥
স্বর্ণঞ্চ রত্তিকামাত্রং দদ্যাদ্বেদবিদে তথা।
পরাস্যাগ্নিং ন সেবেত ত্যজেদ্বিপ্রঃ প্রতিগ্রহম্॥ ২৮॥
মাঘান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যথাশক্তি নরাধিপ।
দেয়া চ দক্ষিণা তেভ্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা॥ ২৯॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে এই মাঘমাসে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিজ সামর্থ্যানুসারে দিবারাত্র স্থায়ী দীপ, কাঠ, কম্বল, বস্ত্র, পাদুকা, কুঙ্কুম, ঘৃত, তৈল, কার্পাসকোষ, তুলা, তুলবতী পটী (কাপড় বিশেষ) ও অন্ন দান করিতে হয় এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একরতি সোনা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। এই পুণ্য মাঘমাসে ব্রাহ্মণ পরাগ্নি সেবন ও প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। হে রাজন্—মাঘ-সংক্রান্তিদিবসে ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কল্যাণকামী ব্যক্তি দক্ষিণা দান করিবে॥ ২৬-২৯॥

টীকা—অখণ্ডঃ অহোরাত্র-মাসব্যাপী॥ ২৬॥

একাদশী-বিধানেন মাঘস্যোদ্‌যাপনং তথা।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্দধানেন অক্ষয়স্বর্গবাঞ্ছয়া॥ ৩০॥

অনুবাদ—যিনি অক্ষয় স্বর্গ ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রীএকাদশীর বিধান অনুসারে মাঘব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন॥ ৩০॥

টীকা—উদ্‌যাপনমচ্ছিদ্রবাচনাদিনা নিয়মসমাপনমেব, ন তু পুনর্মাঘকৃত্যাকরণাত্মকম্, একাদশীব্রতবত্তস্য নিত্যত্বাৎ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৩০॥

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥ ৩১॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য স্নায়ান্মৌনং সমাশ্রিতঃ।
বাসুদেবং হরিং বিষ্ণুং মাধবঞ্চ স্মরেৎ পুনঃ॥৩২॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! আমি মাঘমাসে মকররাশিস্থ দিবাকরে স্নান করিতেছি, হে প্রভো! আপনি যথারীতি এই স্নানের ফল প্রদান করুন—এই মন্ত্র পাঠ করতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া স্নান করিবে। তারপর পুনরায় বাসুদেব, হরি, বিষ্ণু ও মাধব নাম স্মরণ করিবে॥ ৩১-৩২॥

টীকা—তত্র স্নানবিধৌ বিশেষমাহ—মকরস্থ ইতি দ্বাভ্যাম্। গোবিন্দেত্যাদিনা ভক্ত্যা পুনঃ পুনঃ সম্বোধনম্, স্নানে নামকীর্ত্তনবিশেষো বা, তথা বাসুদেবমিত্যাদীনি চ নামানি স্মরেৎ, মনসি জপেৎ, লঘু লঘু কীর্ত্তয়েদিতি বা, পুনরিতি মুহুরিত্যর্থঃ॥ ৩১-৩২॥

কিঞ্চ—

উষ্ণেন বারিণা স্নানং যদ্‌গৃহে ক্রিয়তে নরৈঃ।
ষড়ব্দফলদং তদ্ধি মকরস্থে দিবাকরে॥ ৩৩॥
বহিঃস্নানন্তু বাপ্যাদৌ দ্বাদশাব্দফলং স্মৃতম্।
তড়াগে দ্বিগুণং রাজন্ বাপ্যাং তচ্চ চতুর্গুণম্॥৩৪॥
দশধা দেবখাতে তু শতধা তু মহানদীম্।
শতঞ্চতুর্গুণং রাজন্ মহানদ্যাস্তু সঙ্গমে॥ ৩৫॥
সহস্রগুণিতং সর্ব্বং তৎ ফলং মকরে রবৌ।
গঙ্গায়াং স্নানমাত্রেণ লভতে মানুষো নৃপ॥ ৩৬॥
শতেন গুণিতং মাঘে সহস্রং রাজসত্তম।
নির্দ্দিষ্টমৃষিভিঃ স্নানং গঙ্গাযামুনসঙ্গমে॥ ৩৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—সূর্য্য মকর রাশিতে অবস্থান করার সময় বাড়ীতে গরম জলে স্নান করিলে ষট্ বর্ষ স্নানের ফল লাভ করা যায়। মুনিগণের অভিমত এই যে, গৃহের বাহিরে জলাশয়ে স্নান করিলে বার্ষিক স্নানের ফল লাভ হয় এবং তড়াগ স্নান তাহার দ্বিগুণ বৃহৎ জলাশয়ে চারিগুণ, দেবখাতে দশগুণ ও মহানদীতে স্নান শতগুণ ফলপ্রদ। হে নৃপবর! মহানদী সঙ্গমে স্নান করিলে চারিশত গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে এবং রবি মকররাশিস্থ হইলে গঙ্গাস্নান দ্বারা ঐ সমস্ত ফলের হাজার গুণ বেশী ফল হয়। ঋষিগণের অভিমত এই যে, মাঘমাসে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান লক্ষগুণ ফলপ্রদ ॥ ৩৩-৩৭ ॥

টীকা—মহানদীং প্রতি, তস্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা—শতেন গুণিতং সহস্রলক্ষমিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

———

কিঞ্চ—

অপ্রাবৃতশরীরস্তু যঃ কণ্টং স্নানমাচরেৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অপাবৃত শরীরকে স্নানকারী ব্যক্তি পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন ॥ ৩৮ ॥

টীকা—অপ্রাবৃতশরীরত্বঞ্চ স্নানসঙ্কল্পং স্নানার্থ-গমনঞ্চারভ্য তর্পণাবধি গৃহাগমনপর্য্যন্তং বা বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৮ ॥

———

ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীভগবদ্‌যুধিষ্ঠিরসংবাদে—

পৌষফাল্গুনয়োর্ম্মধ্যে প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ ॥ ৩৯॥
তত্র চোত্থায় নিয়মং গৃহ্ণীয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
মাঘমাসমিমং পূর্ণং স্নাস্যেঽহং দেব মাধব ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীভগবান-যুধিষ্ঠির সংবাদে—পৌষ ও ফাল্গুন এই দুই মাসের মধ্যবর্ত্তী মাসে অর্থাৎ মাঘমাসে সর্ব্বদা প্রাতঃস্নান করা উচিত। সকালে উঠিয়া হে দেব মাধব! আমি সারা মাঘমাসব্যাপী এইভাবে প্রাতঃস্নান করিব, ইহা বলিয়া বিধানানুসারে নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৩৯-৪০ ॥

———

কিঞ্চ—

অপ্রাবৃতশরীরস্তু যঃ কৃচ্ছ্রং স্নানমাচরেৎ।
বেদোক্তবিধিনা পার্থ সূর্য্যস্যার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥
পিতৄন্ সন্তর্প্য তত্রস্থঃ সমুত্তীর্য্য জলাশয়াৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥
ততঃ স্নাত্বা শুভে তীর্থে দত্ত্বা শিরসি বৈ মৃদম্।
ইষ্টং দেবং নমস্কৃত্য পূজয়েন্মধুসূদনম্ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—মাঘমাস ব্যাপিয়া অপাবৃত শরীরে কষ্টসহ্য করিয়া স্নান করিলে, বেদবিহিত নিয়ম অনুযায়ী সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে এবং জলগর্ভে অবস্থান করিয়া তর্পণ করতঃ জলাশয় হইতে বাড়ীতে আসিলে প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তারপর মাথায় মাটি মাখিয়া শুভতীর্থে স্নান করতঃ অভীষ্ট দেবকে বন্দনা করিয়া মধুসূদনকে পূজা করিবে ॥ ৪১-৪৩ ॥

টীকা—মাঘমাসমিতি মাঘস্নানারম্ভে সঙ্কল্পবিশেষো দর্শিতঃ। তত্র স্নানবিধিশ্চ সাধারণ এবেতি নাত্র লিখিতঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

———

শঙ্খচক্রধরং দেবং মাধবং নাম পূজয়েৎ।
বহ্নিং হুত্বা বিধানেন ততশ্চৈকমনা ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
তিল আমলকান্যেব তীর্থে দেয়ঞ্চ গোময়ম্।
তথা প্রজ্বালয়েদ্বহ্নিং নিঃশীতার্থং দ্বিজন্মনাম্ ॥৪৫॥

অনুবাদ—শঙ্খচক্রধারী শ্রীভগবানকে 'মাধব' নামে পূজা করিতে, হইবে, তারপর যথারীতি হোম করিয়া একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিবে, তারপর আমলকীফল ও তিল নিবেদন করিয়া তীর্থে গোময় লেপন করতঃ ব্রাহ্মণদের শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিতে হইবে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

———

ভোজনং দ্বিজদম্পত্যোঃ পূজয়েচ্চ বিলেপনৈঃ।
কম্বলাজিনরত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ ॥ ৪৬ ॥
চৈলকানি চ দেয়ানি প্রচ্ছাদনপটস্তথা।
উপানহৌ তথা রাজন্ মাঘস্নানেন দাপয়েৎ।
অনেনা বিধিনা রাজন্ মাধবঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৪৭॥

অনুবাদ—অতঃপর দ্বিজদম্পতীর পূজা করিতে

হয় এবং ভোজ্য বিলেপন, কম্বল, অজিন, রত্ন, বিবিধ বস্ত্র দান করিতে হয়। মাঘ স্নানে কাঁথা, আচ্ছাদনবস্ত্র ও পাদুকা দান করিতে হয়। হে রাজন্! এই প্রকার নিয়মানুসারে মাঘমাসে স্নান করিলে ভগবান মাধব প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকা—চৈলকানি কন্থাদীনি, মাধবঃ, প্রীয়তামিত্যনেন বিধিনা দাপয়েৎ দদ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অথ মাঘস্নানস্য নিত্যত্বম্

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব—

প্রয়াগং পুষ্করং প্রাপ্য কুরুক্ষেত্রমথাপি বা।
যত্র বা তত্র স্নায়াম্মাঘে নিত্যমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মাঘস্নানের নিত্যত্ব—ভবিষ্যোত্তর পুরাণে ভগবান-যুধিষ্ঠির-সংবাদেই উক্ত হইয়াছে—মাঘমাসে প্রয়াগ, পুষ্কর কিংবা কুরুক্ষেত্র অথবা অন্য যে কোন স্থানেই হউক প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা উচিত এইরূপ শ্রুতিবাক্য প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ—

অবশ্যমিতি কর্ত্তব্যং মাঘস্নানং যথাবিধি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—বিধান অনুসারে মাঘস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪৯ ॥

পাদ্মে—

অকামো বা সকামো বা মাঘস্নায়ী ভবেন্নরঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—অকাম, সকাম বা নিষ্কাম যে প্রকারই হউক মনুষ্য মাত্রেরই মাঘস্নান করা উচিত ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈব শ্রীদত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যসংবাদে—

অমাঘস্নায়িনাং নৃণাং নিষ্ফলং জন্মকীর্ত্তনম্।
অসূর্য্যগগনং যদ্বদচন্দ্রমুডুমণ্ডলম্।
তদ্বন্ন ভাতি সৎকর্ম্ম মাঘস্নানং বিনা নৃপ ॥ ৫১ ॥
বুদ্বুদা ইব তোয়েষু পুত্তিকা ইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব মাঘস্নানবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তর পুরাণের দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণ যদি মাঘমাসে স্নান না করে তাহা হইলে তাহাদের জন্ম বৃথা বলিয়া জানিবে। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল ব্যতীত যেমন আকাশমার্গ শোভিত হয় না, সেই প্রকার মাঘস্নান ছাড়া সৎকর্ম্মসমূহ শোভা পায় না। জল মধ্যে যেমন বুদ্বুদ্ এবং জন্তু মধ্যে পুত্তিকা নামক সূক্ষ্মকীট জন্মিয়াই বিনষ্ট হয় সেই প্রকার মাঘস্নান বর্জ্জিত ব্যক্তিরাও মরিবার জন্যই জন্মায় অর্থাৎ মাঘস্নান ছাড়া জন্মের সার্থকতা নাই ॥৫১-৫২

টীকা—পুত্তিকাঃ সূক্ষ্মকীটবিশেষাঃ সদ্যোজন্মমরণাঃ। এবং মাঘস্নানাভাবেন জন্মকর্ম্মাদিবৈফল্যান্নিত্যত্বং সাধিতম্ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ—

ব্রতদানতপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ।
মাঘে মজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ—

প্রীয়তে বাসুদেবস্য মাঘস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীমাধব হরি মাঘস্নানে যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ব্রত দান অথবা তপস্যায় সেই প্রকার সন্তুষ্ট হন না। শ্রীবাসুদেবের প্রীতির জন্যই মাঘস্নানের বিধান ইহাই শ্রুত হয় ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—অধুনা ভগবত্তোষণত্বাৎ পরমনিত্যত্বমাহ—ব্রতেতি সর্দ্ধেন ॥ ৫৩ ॥

অথ তত্রাধিকারিনির্ণয়ঃ

পাদ্মে তত্রৈব—

সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র বিষ্ণুভক্তৌ যথা নৃপ।
সর্ব্বেষাং স্বর্গদো মাঘঃ সর্ব্বেষাং পাপনাশনঃ ॥৫৫॥

অনুবাদ—অনন্তর মাঘস্নানে অধিকারি নির্ণয়, পদ্মপুরাণের দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদে—ঋষি দত্তাত্রেয় কহিতেছেন—হে রাজন্! শ্রীবিষ্ণুচরণে যেমন

সকলেই ভক্তি করিবার অধিকারী, সেই প্রকার মাঘ-মাস সকলেরই স্বর্গপ্রদ ও পাপক্ষয়কারী ॥ ৫৫ ॥

টীকা—অত্র মাঘস্নানে, বিষ্ণুভক্তাবিতি দৃষ্টান্তেন মাঘস্নানস্যাপি বিষ্ণুভক্তিত্বমভিপ্রেতম্ ॥ ৫৫ ॥

———

অতএব ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ ।
প্রাতঃ সর্ব্বে প্রশংসন্তি সদা মাঘস্য মজ্জনম্ ॥ ৫৬ ॥
বালান্তরুণকা বৃদ্ধা নরনারী-নপুংসকাঃ ।
স্নাত্বা মাঘং শুভে তীর্থে
প্রাপ্নুবন্তীপ্সিতং ফলম্ ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো মন্ত্রবৎ স্নানমাচরেৎ ।
তূষ্ণীমেব তু শূদ্রস্য স্ত্রীণাঞ্চ কুরুনন্দন ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—অতএব ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ভগবান-যুধিষ্ঠির-সংবাদে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করেন। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই এমন কি ক্লীবও এই মাসে প্রাতঃ স্নান করিয়া অভিলাষের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। হে রাজন্—ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবেন। শূদ্র ও স্ত্রী-জাতির পক্ষে মন্ত্রপাঠ নাই, তাই কেবল মৌন অব-লম্বন করিয়া তাহাদের স্নান করিবার নিয়ম ॥ ৫৬-৫৮ ॥

টীকা—প্রাতর্মজ্জনম্ ॥ ৫৬ ॥

টীকা—নরঃ—পুরুষঃ ॥ ৫৭ ॥

———

অথ মাঘমাহাত্ম্যম্—

তত্র কাত্যায়নঃ—

মাঘস্নায়ী নরো যঃ স্যাদ্দুর্গতিং নৈব পশ্যতি ।
তস্মাস্তি মানুষে লোকে কিল্বিষং যন্ন শোধয়েৎ ॥৫৯

অনুবাদ—অতঃপর মাঘমাহাত্ম্য, এই বিষয়ে শ্রীকাত্যায়নের বাক্য যথা—মাঘস্নায়ী ব্যক্তিকে দুর্গতি পাইতে হয় না। মাঘস্নানে মর্ত্তলোকের যাবতীয় পাপ ধ্বংস হয় ॥ ৫৯ ॥

———

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব—

মাঘমাসে রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ ।
ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কং পতন্তং পুনীমহে ॥ ৬০ ॥
প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ সরসো যথা ।
দধিকুল্যাস্তথা যত্র নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ ।
তত্র তে যান্তি মজ্জন্তি যে মাঘে ভাস্করোদয়ে ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরপুরাণে আরও বলা হই-য়াছে—মাঘমাসে রবি কিঞ্চিৎ উদিত হইলে জলরাশি হইতে এই প্রকার উচ্চারিত হয় যে, "কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী হইয়াছে ? কে সুরাপায়ী হইয়াছে ? কে বা পতিত হইয়াছে ? আমরা ঐ সমস্ত পাপিদিগকে শুদ্ধ করিব।" যে স্থানে দেবমন্দিরসমূহ সুবর্ণনির্ম্মিত, অপ্সরাসমূহ, যে স্থানের রমণী, যে স্থানে দধিকুল্যা বিরাজমান এবং যে স্থানের নদী-কর্দ্দম পায়সই, মাঘমাসে সূর্য্যোদয়ে স্নায়িগণ সেই ধামে গমন করেন ॥ ৬০-৬১ ॥

———

কিঞ্চ—

পিতৃপিতামহৈঃ সার্দ্ধং তথৈব প্রপিতামহৈঃ ।
মাতৃমাতামহৈঃ সার্দ্ধং বৃদ্ধমাতামহৈস্তথা ॥ ৬২ ॥
একবিংশকুলৈঃ সার্দ্ধং ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেপ্সিতান্ ।
মাঘমাস্যুষসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬৩ ॥
যো মাঘমাস্যুষসি সূর্য্যকরাভিতাম্রে
স্নানং সমাচরতি চারুনদীপ্রবাহে ।
উদ্ধৃত্য সপ্তপুরুষান্ পিতৃমাতৃতশ্চ
স্বর্গং প্রয়াত্যমলদেহধরো নরোঽসৌ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—এই মাঘমাসে প্রাতস্নায়ী ব্যক্তি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, বৃদ্ধমাতামহ ও একবিংশতি কুলসহ ইচ্ছা-নুরূপ ভোগসমূহ ভোগ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। মাঘমাসে পূর্ব্বদিগন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন মনোরম নদীপ্রবাহে যিনি স্নান করেন, তিনি নিজের পিতৃমাতৃকুলের সাতপুরুষ উদ্ধার করতঃ দিব্যশরীরধারী হইয়া স্বর্গে গমন করেন ॥ ৬২-৬৪ ॥

———

সৌপর্ণে শ্রীনারদেন্দ্রসংবাদে—

দুর্ল্লভো মাঘমাসস্তু বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক ॥ ৬৫ ॥
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ ।
অধিকো মাঘমাসস্তু মাসানান্তু শচীপতে ॥ ৬৬ ॥
পৌষ্যান্তু সমতীতায়াং যাবত্তবতি পূর্ণিমা ।
মাঘমাসস্য দেবেন্দ্র পূজা বিষ্ণোর্বিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীনারদ-ইন্দ্র-সংবাদে, দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া দেবর্ষি কহিতেছেন—এই মাঘমাস অতীব দুর্ল্লভ। এই মাস দেবতা, বৈষ্ণব ও ঋষি এবং মুনিগণের পরম প্রীতিকর। এই মাস শ্রীহরির অধিক প্রীতিপ্রদ যাবতীয় মাসের মধ্যে এই মাসই শ্রেষ্ঠ। হে দেবরাজ! পৌষমাসের পূর্ণিমার পর হইতে পুনরায় পূর্ণিমা গমন সময়কে মাঘমাস বলা হয়। এই সময় নিয়মানুযায়ী শ্রীহরির পূজা করা উচিত ॥ ৬৫-৬৭ ॥

———

স্নানং বিলেপনং ধূপং নৈবেদ্যাদি চ শক্তিতঃ ।
মাঘমাসকৃতং বিষ্ণোঃ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৬৮॥
মাসার্দ্ধং বা সমগ্রং বা দশাহং বা তদর্দ্ধকম্ ।
যথাশক্ত্যা হরেঃ পূজাং কুর্ব্বন্নাপ্নোতি তৎপদম্ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—এই পুণ্য মাঘমাসে শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া সাধ্যানুসারে বিলেপন, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি অর্পণ করিলে প্রদত্ত বস্তুসমূহ অক্ষয় হয়। সম্পূর্ণ মাঘমাস, অর্দ্ধমাস, দশদিন, কিংবা পাঁচদিন মাত্রও সাধ্যানুসারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে শ্রীহরি-ধামে গমন হইয়া থাকে ॥ ৬৫-৬৯ ॥

———

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

মাঘস্নানস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ভাগবতপ্রিয় ।
ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ বিষ্ণোর্ভক্তো মহামুনে ॥ ৭০ ॥
চক্রতীর্থে হরিং দৃষ্ট্বা মথুরায়াঞ্চ কেশবম্ ।
যৎ ফলং লভতে জন্তুর্মাঘস্নানেন তৎ ফলম্ ॥ ৭১ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ শান্তমনাঃ সদাচারেণ সংযুতঃ ।
স্নানং করোতি যো মাঘে সংসারী ন ভবেৎ পুনঃ ॥ ৭২ ॥
ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং যথাদৌ পরিগীয়তে ।
তথা বিষ্ণুব্রতানান্তু মাঘস্নানং মহামুনে ॥ ইত্যাদি ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—ব্রহ্মা কহিতেছেন—হে ভাগবতপ্রিয় মুনিবর! ইহলোকে তোমার মত বিষ্ণুভক্ত নাই, অতএব তোমাকে মাঘ-মাসের মাহাত্ম্যই বলিতেছি শ্রবণ কর। চক্রতীর্থে শ্রীহরিকে ও মথুরায় শ্রীকেশবকে দর্শন জন্য তুল্য ফল মাঘস্নায়ী ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয়, নিরু-দ্বিগ্নচিত্ত ও সদাচার পরায়ণ হইয়া মাঘ মাসে স্নান করিলে আর পুর্নজন্ম হয় না, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রণব যেমন সর্ব্ববেদের আদি, সেইরূপ যাবতীয় হরিব্রতের মধ্যে মাঘস্নানও আদি বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ৭০-৭৩॥

টীকা—ত্বৎসমো বিষ্ণুভক্তো নাস্তীতি পরমগুহ্য-মেতৎ, ত্বং শৃণ্বিতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

———

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

মনসাপি চিকীর্ষন্তি মাঘস্নানন্তু যে নরাঃ ।
তে ঘোরং ন প্রযাস্যন্তি সংসারদুঃখসঙ্কুলম্ ॥ ৭৪ ॥
সৌরিমার্গং মহাঘোরং যমদূতান্ যমস্তথা ।
স্বপ্নেঽপি ন হি পশ্যন্তি মাঘস্নানরতা নরাঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রকরণে এবং অন্যত্রও বলা হইয়াছে যথা—মানসিক ভাবেও মাঘস্নানের ইচ্ছা করিলে এই ঘোর ক্লেশময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মাঘস্নায়ী নরগণ স্বপ্নেও মহাঘোর শমনমার্গ, যমদূত ও যমরাজকে দর্শন করে না ॥ ৭৪-৭৫ ॥

———

যদীচ্ছেদ্বিষ্ণুনা বাসং সুতান্ সম্পদমাত্মনঃ ।
মাঘস্নানং তদা কার্য্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ ॥ ৭৬ ॥
ব্রতানি বৈষ্ণবানীহ মনসাপি চিকীর্ষতি ।
তত্তস্য বিলয়ং যাতি পাপং জন্মশতোদ্ভবম্ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—হে দেবর্ষে! যদি পুত্র, পৌত্র বা সম্পদ কিংবা শ্রীবিষ্ণুর নিকট বাস ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে

প্রতি বৎসর মাঘস্নান করা কর্ত্তব্য। ইহধামে যিনি মনে মনেও শ্রীহরিব্রত সাধনের ইচ্ছা করেন, তাঁহার শতজন্মার্জ্জিত পাপরাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥৭৬-৭৭ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানি ব্রতানি মাঘস্নানাদীনি, ইহ ভারতে বর্ষে। যদ্বা, অস্মিন্ মাঘমাসে বিষ্ণূদ্দেশে-হন্যান্যপি ব্রতানি একভক্তাদীনি যশ্চিকীর্ষতি, তস্য তন্মহাপাতকাদিকম্ ॥ ৭৭ ॥

মাঘস্নানং নরঃ কৃত্বা সদা দান্তমনা ব্রতী।
প্রাপ্নোতি চ পদং বিষ্ণোঃ স্থানং
ত্রৈলোক্যবন্দিতম্ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা সংযতচিত্তে ব্রতরত হইয়া মাঘস্নান করতঃ মানব ত্রিলোকবন্দিত বিষ্ণুধাম লাভ করিতে পারেন ॥ ৭৮ ॥

টীকা—পদমেবাহ—স্থানমিতি ॥ ৭৮ ॥

কৃত্বা ভূরি মহাপাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
মাঘস্নানেন বিপ্রেন্দ্র দহ্যতে তূলরাশিবৎ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রেন্দ্র! মাঘস্নায়ীর জ্ঞানাজ্ঞানকৃত মহাপাতকও অগ্নিস্পর্শে তুলারাশির মত ধ্বংস হয় ॥৭৯

কর্ম্মণা মনসা বাচা যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
দহ্যতে নাত্র সন্দেহো মাঘস্নানেন নারদ ॥ ৮০ ॥
স্নানং দানং জপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্।
নরৈর্যৎ ক্রিয়তে মাঘে তদনন্তফলং স্মৃতম্ ॥ ৮১॥

অনুবাদ—মাঘস্নান দ্বারা মনোজ, কর্ম্মজ এবং বাক্যজ ত্রিবিধ পাতকই ভস্মীভূত হয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন জনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে মাঘমাসে স্নান, দান, জপ ও হোম যাহা কিছু করেন, তৎসমস্ত অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৮০-৮১ ॥

বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্য্যাদ্বিধিবিস্তরম্।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যো লোভাক্রান্তমানসঃ ॥৮২॥

যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পং পুরুষাঃ কুলে।
তাংস্তারয়তি বিপ্রেন্দ্র মাঘস্নানেন মাধবঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—ধন থাকিতেও মোহবশতঃ ব্যয়সংকোচ করিয়া কার্য্য করিলে তাহা নিরর্থক হয়। হে বিপ্রবর! বংশে একজন যদি মাঘস্নায়ী হয় তাহা হইলে কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই বংশে যত পুরুষ জন্মিবে ও যাহারা জন্মিয়াছে, শ্রীমাধব তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥ ৮২-৮৩ ॥

টীকা—ননু স্নানমাত্রেণৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ, কিং দানাদিনা? তত্রাহ—বিভব ইতি। শক্তৌ বিত্তশাঠ্যেন ফলং ন সম্যক্ সিধ্যেদিতি ভাবঃ ॥ ৮২ ॥

সম্প্রাপ্তে মাঘমাসে তু তপস্বিজনবল্লভে।
বিলয়ং যান্তি পাপানি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৮৪॥
যতিবৎ পথি গচ্ছেত মৌনী পৈশুন্যবর্জ্জিতঃ ॥৮৫॥

অনুবাদ—তাপসজনবল্লভ মাঘমাস সমাগত হইলে পাতকরাশি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার রাশির মত বিদূরিত হইয়া থাকে। মাঘস্নানের জন্য পথে যাইবার সময় সন্ন্যাসীর মত খলতাদি দোষসমূহ বর্জ্জন করিয়া মৌনভাব ধারণ করিতে হইবে ॥ ৮৪-৮৫ ॥

টীকা—মাহাত্ম্যকথনান্তরে চ মাঘপ্রাতঃস্নানার্থ-গমনবিধিমাহ—যতিবদিতি। হিংসাদি-শূন্যঃ, মৌনী ভগবন্নামকীর্ত্তনাতিরিক্তবচনরহিতঃ, বিশেষতঃ পৈশুন্যেন মাঘকৃত্যত্যাগাদিপরদোষসূচনেন বর্জ্জিতো হীনঃ সন্ পথিগচ্ছেৎ। যদ্বা, মাহাত্ম্যমেবাহ—মাঘস্নানতঃ যদ্বা, মাঘে সংপ্রাপ্তে সতি সর্ব্বোঽপি জনঃ যতিবৎ মৌনী আত্মারামত্বাদি-মুনি-ধর্ম্মযুক্তঃ সন্, অতএব পৈশুন্যবর্জ্জিতঃ সন্ পথি সন্মার্গে গচ্ছেৎ। সংযত ইতি পাঠেঽপি তাদৃগেবার্থঃ ॥ ৮৫ ॥

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্।
মহানদীজলে স্নাত্বা ইতরে বাপি নারদ।
স্নাপয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা পূজয়েত্তুলসীদলৈঃ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! যদি বিশাল ভোগ বা বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠলাভের কাহারও ইচ্ছা থাকে তাহা

হইলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই মহানদী জলে কিংবা অন্য জলাশয়ে স্নান করতঃ ভক্তিভরে তুলসীদল দ্বারা শ্রীকেশবদেবকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—যদীচ্ছেত্তদা পূজয়েদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ ॥৮৬

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীসূতশৌনক-সংবাদে—

ন মাঘমাস-স্নানস্য সমমন্যদ্ভুগুদ্বহ।
তপঃ কিমপি তত্ত্বার্থবেদিনো মুনয়ো বিদুঃ ॥ ৮৭ ॥
শীতকালে সুশীতেন জলেন স্বং বপুর্নরঃ।
প্রক্ষাল্য সদ্যো নিয়তং বিশোধয়তি দুষ্কৃতম্ ॥৮৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে মুনিবর! তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ মাঘ-স্নানের মত অন্য কোন তপস্যার কথা জানেন না। শীতকালে শীতলজলে শুদ্ধিলাভ করা যায় ॥৮৭-৮৮॥

কিঞ্চ—

অপি শূদ্রোঽপি দাসোঽপি মাঘস্নানপরায়ণঃ।
প্রোক্তো মুখ্যতমো বিপ্রো ন তু তদ্বিমুখো দ্বিজঃ ॥৮৯

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শূদ্র অথবা কৈবর্ত্তও মাঘমাসে নিয়মানুসারে স্নান করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতে পারে কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ হইয়াও মাঘস্নান রহিত হয়, তাহা হইলে প্রাধান্য হারাইবেন ॥ ৮৯ ॥

টীকা—দাসঃ কৈবর্ত্তঃ, তস্য সততজলচারিত্বেন স্বত এব স্নানসুখং সিধ্যেত। সোঽপি যদি মাঘস্নানং নিয়মেন করোতীত্যর্থঃ। অথবা অন্ত্যজত্বে তাৎ-পর্য্যম্। মুখ্যতমঃ সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞো বিপ্রঃ প্রোক্তঃ। 'উদয়মাশ্বিতঃ' ইতি, 'কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ' ইতি স্নানকালাভিপ্রায়েণ ॥ ৮৯ ॥

যত্র সাক্ষাদ্দিনাধীশো ভবেদুদয়মাস্থিতঃ।
ততঃ কিমপরং নাম প্রশস্যং ধর্ম্মসাধনম্ ? ৯০ ॥
মাঘস্নানং সমুদ্দিশ্যোষসি গেহাৎ সমুত্থিতঃ।
যাবৎ পদান্যশ্বমেধসমানি স্যুর্দদাতি যঃ ॥ ৯১ ॥
যথা যথা পুমান্ মাঘে প্রাতরুত্থায় ধাবতি।
তথা তথাঽভুক্তকর্ম্ম-সংক্ষয়াদ্দয়তে যমঃ ॥ ৯২ ॥
যৎ ফলং কপিলাদানে কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
তদবশ্যমবাপ্নোতি মাঘস্নানং করোতি যঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—মাঘস্নানের জন্য ধর্ম্মসাধনবিষয়ে সূর্য্য উঠিবার সময়ই সবচেয়ে ভাল সময়। মাঘ-স্নানের উদ্দেশ্যে উষাকালেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে হইবে। এই স্নানের উদ্দেশ্যে যত পদ যাওয়া যায় গমনকারী ব্যক্তি তত পদই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। মাঘস্নানের জন্য সকালবেলা উঠিয়া যত পদ যাওয়া যায় তত পদক্ষেপেই অকৃতভোগ কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব যমরাজ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়ালু হন। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য গ্রহ-ণের সময় কপিলা গাভী দান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, মাঘমাসে প্রত্যহ স্নানকারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৯০-৯৩ ॥

টীকা—যাবন্তি পদানি যো দদাতি ন্যস্যতি, তস্য তাবন্তি পদানি অশ্বমেধযজ্ঞসমানি স্যুরিত্যর্থঃ। য ইতি অধিকার্য্যনধিকার্য্যনপেক্ষয়া যঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। অভুক্তানাং নরকপাতনাদিনা অকৃতভোগা-নামপি কর্ম্মণাং সম্যক্ ক্ষয়াদ্ধেতোঃ ॥ ৯১-৯২ ॥

পাদ্মে ভূমিখণ্ডে শ্রীবশিষ্ঠদিলীপ-সংবাদে—

সম্যগুক্তং পরং শ্রেয়ো লোকদ্বয়হিতাবহম্।
নির্ম্মলীকরণং তেন মুনীনাং বনবাসিনাম্ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে শ্রীবশিষ্ঠ-দিলীপ-সংবাদে—পরমহিতকর উভয়ত্র শুভাবহ ও পবিত্র-কর বিষয়সমূহ বনবাসী তপস্বিগণের প্রতি সেই মুনিকর্ত্তৃক সম্যক্ কথিত হইয়াছিল ॥ ৯৪ ॥

ক্রতুভুক্‌কামিনীনাং যে প্রত্যাসত্তিমখণ্ডিতাম্।
কাময়ন্তে মৃগার্কে তে স্রোতসি স্নান্ত সর্ব্বদা ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—অপ্সরাগণের সহিত যাঁহারা অখণ্ড সম্ভোগ বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা মকর রাশির সূর্য্যে অর্থাৎ মাঘমাসে সর্ব্বদা স্রোতজলে স্নান করেন ॥৯৫

টীকা—কদাচিন্মাঘে মৃগয়ার্থং বনপ্রবিষ্টেন রাত্রৌ বনান্তরেবোষিতেন প্রাতস্ততো নিবৃত্তেন রাজ্ঞা দিলী-পেন পথি গচ্ছতো বানপ্রস্থমুনেরাজ্ঞয়া সরসি স্নাত্বা

গৃহমাগত্য তন্মুন্যুক্তং মাঘমাহাত্ম্যং সবিস্ময়ং পরিপৃষ্টস্য তং প্রতি বাক্যং সম্যগুক্তমিত্যাদি। ক্রতুভুক্-কামিন্যোঽপ্সরসঃ প্রত্যাসত্তিং সম্ভোগম্ ॥৯৪-৯৫॥

বিনা বহ্নিং বিনা যজ্ঞমিষ্টাপূর্ত্তং বিনাপি যে।
বাঞ্ছন্তি স্বর্গতিং স্নান্তু প্রাতর্মাঘে বহির্জলে ॥৯৬॥

অনুবাদ—অনল অর্থাৎ হোমাদি ব্যতীত, যজ্ঞ ব্যতীত ও ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গ যাঁহাদের কাম্য তাঁহারা মাঘমাসে নদী প্রভৃতি স্রোতজলে প্রাতঃকালে স্নান করুন ॥ ৯৬ ॥

গোভূমিতিল-বাসাংসি স্বর্ণধেন্বন্নকানি যে।
অদত্ত্বেচ্ছন্তি নাকং তে মাঘে স্নান্তু নরাধিপ ॥৯৭॥
ত্রিরাত্রৈন্দুব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈঃ পরাকৈশ্চ নিজাং তনুম্।
অশোষ্যেচ্ছন্তি যে স্বর্গং তপসি স্নান্তু তে সদা ॥৯৮॥
হরেরর্চ্চা তু বৈশাখে তপঃ পূজা চ কার্ত্তিকে।
তপঃ পূজা তথা স্নানং ত্রয়ং মাঘে বিশিষ্যতে ॥৯৯॥

অনুবাদ—হে রাজন্! গো, ভূমি, তিল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধেনু ও অন্নদান ব্যতীতই যাঁহারা অমরলোক ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মাঘমাসে প্রাতঃ স্নান করুন। ত্রিরাত্র চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র ও পরাক প্রভৃতি ব্রতসাধনদ্বারা স্বশরীর শোষণ না করিয়া স্বর্গলাভে যাঁহাদের অভিলাষ তাঁহারা সর্ব্বদা মাঘস্নান করুন। বৈশাখে শ্রীহরিপূজা, কার্ত্তিকে তপস্যা ও পূজা এবং মাঘে তপস্যা পূজা ও স্নান এই তিনটিই করণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৯৭-৯৯ ॥

টীকা—ত্রিরাত্রৈরিন্দুব্রতৈশ্চ ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চ—
নিরন্না হ্যদিতিঃ সস্নৌ মাঘান্ দ্বাদশ মানসে।
পুত্রান্ সা দ্বাদশাদিত্যান্ লেভে ত্রৈলোক্যদীপকান্ ॥ ১০০ ॥
সুভগা রোহিণী মাঘাদ্দানশীলা হ্যরুন্ধতী।
শচী চ রূপসম্পন্না অনসূয়া পতিব্রতা ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—আরও উক্ত হইয়াছে কশ্যপ পত্নী অদিতি নিরাহারে থাকিয়া মাঘমাসে মানসসরোবরে স্নান করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলস্বরূপ ত্রিভুবন প্রকাশক দ্বাদশাদিত্যরূপ উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। মাঘস্নানের ফলেই রোহিণী সৌভাগ্য সম্পন্না, অরুন্ধতী দানশীলা, শচীরূপবতী ও অনসূয়া পতিপরায়ণা হইয়াছেন ॥ ১০০-১০১ ॥

টীকা—মাঘাৎ মাঘস্নানাদিকরণাৎ ॥ ১০১ ॥

উত্তমে বিষয়ে রাজন্ প্রাসাদে সাপ্তভৌমিকে।
তুমুলীকৃতশোভাঢ্যে রত্নকৈঃ খচিতাজিরে ॥ ১০২ ॥
দ্বিপকর্ণমরুচ্ছন্নে রূপবৎ-স্ত্রীজনাকুলে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষে মঙ্গলাচারশোভিতে ॥ ১০৩ ॥
বেদধ্বনি পবিত্রে চ বিদ্বদ্বিপ্রৈরলঙ্কৃতে।
সুরার্চ্চনরতে রম্যে সদাতিথিনিষেবিতে ॥ ১০৪ ॥
মুদিতাস্তে বসন্তীহ যৈঃ স্নাতং মকরে রবৌ।
যৈর্দত্তং বহুধা মাঘে মুরারিঃ পূজিতস্তু যৈঃ ॥১০৫॥

অনুবাদ—হে নৃপবর! মাঘস্নায়ী মুরারি পূজকগণ নানাবিধ শোভায় শোভিত, যাহার প্রাঙ্গণ ভূমিসমূহ রত্নখচিত যেখানে হস্তীগণের কর্ণ দ্বারা বায়ু সর্ব্বদা আন্দোলিত, অপূর্ব্বরূপবতী রমণীগণ যেখানে বিরাজিত, গীতবাদিত্রাদি মুখরিত, মাঙ্গলিক উপাচারে সমৃদ্ধ, বেদধ্বনি দ্বারা পরিশুদ্ধ, বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ সমলঙ্কৃত, দেবপূজা, মহোৎসব, সমাকুল, সর্ব্বদা অতিথিবৃন্দ সমন্বিত সাততালা রাজ-প্রাসাদে সর্ব্বদা সানন্দে বাস করেন ॥ ১০২-১০৫ ॥

টীকা—সাপ্তভৌমিকে—উপর্য্যুপরিরচিতসপ্তভূমিকে, তুমুলীকৃতয়া বাহুল্যেনান্যোন্যসংকীর্ণয়া শোভয়া যুক্তে ॥ ১০২ ॥

ইষ্টবস্তুপরিত্যাগান্নিয়মস্য চ পালনাৎ।
ধর্ম্মমূলং সদা মাঘঃ পাপমূলং নিকৃন্ততি ॥ ১০৬ ॥
এতদেব পরং পথ্যমর্থমূলঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
কামমূলং ফলদারং নিষ্কামজ্ঞানদঃ সদা ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—আসক্তির মূল কারণ প্রিয় দ্রব্য পরিত্যাগ ও শাস্ত্রবিধান অনুসারে কার্য্য করিলে ধর্ম্মমূল মাঘমাস পাপমূল ছিন্ন করিয়া থাকেন। মাঘমাসই

উত্তম পথ্যস্বরূপ অর্থ ও কামমূল এবং সমস্ত প্রকার ফলেরদ্বার স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, নিষ্কাম-গণের পক্ষে ইহা জ্ঞান দায়ক ॥ ১০৬-১০৭ ॥

টীকা—কিঞ্চ যৈর্দত্তং, তে চ বসন্তীতি পূর্ব্বেণৈ-বান্বয়ঃ। যদ্বা, তেষাং কিং বক্তব্যমিতি শেষঃ। সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ—ধর্ম্মমূলমিতি। নিষ্কামানাঞ্চ জ্ঞানং দদাতীতি তথা। এবং চতুর্ব্বর্গপ্রদত্বমুক্তম্ ॥১০৫-১০৭

———

যে লোকা দানশীলানাং যে লোকা বিপিনৌকসাম্।
লোকা যেঽতিথিভক্তানাং তে মাঘস্নায়িনাং
নৃণাম্ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—মাঘস্নায়ী মনুষ্যগণ ও দাতৃগণ প্রাপ্য লোক, বর্ণাশ্রমিগণ প্রাপ্য লোক, অতিথিসেবিগণ প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হন ॥ ১০৮ ॥

টীকা—তত্র চাশেষ-ধর্ম্মতো মাঘাস্নানস্যাধিকোৎ-কর্ষমাহ—যে লোকা ইতি চতুর্ভিঃ ॥ ১০৮ ॥

———

দেবলোকান্নিবর্ত্তন্তে পুণ্যৈরন্যৈঃ পরন্তপ।
কদাচিৎ ন নিবর্ত্তন্তে মাঘস্নানরতা দিবঃ ॥ ১০৯ ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ পবিত্রং পাশনাশনম্।
এতদেব পরং পথ্যং সদ্যো দুরিতনাশনম্ ॥ ১১০ ॥
বিদ্যাধরায় সঙ্গীতং ভৃগুণা মণিপর্ব্বতে।
বিকুণ্ডলায় চান্যত্র দেবদূতেন ধীমতা ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—পুণ্যাদি দ্বারা প্রাপ্তব্য অমর লোকাদি হইতে ফলভোগের পর সেই সেই লোক হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, কিন্তু মাঘস্নায়ী ব্যক্তিগণ কখনও অমর-লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। মাঘস্নান অপেক্ষা পবিত্র বা পাপনাশন আর অন্য কিছু নাই। ইহাই পরম পথ্যস্বরূপ ও সদ্য পাপ বিনাশক। মণিগিরিতে ভৃগুমুনি বিদ্যাধরগণের নিকট এবং ধীমান দেব-দূত ও অন্যত্র বিকুণ্ডলকে এই ব্যাপারে কহিয়াছেন ॥ ১০৯-১১১ ॥

———

ভৃগুবিদ্যাধর-সংবাদে—
মাঘস্নানৈর্বিপন্নাশো মাঘস্নানৈরঘক্ষয়ঃ।
সর্ব্বব্রতাধিকো মাঘঃ সর্ব্বদানফলপ্রদঃ ॥ ১১২ ॥
মাঘো গর্জ্জতি যোগেভ্যো মাঘেবা যোগাশ্চ গর্জ্জতি।
তীব্রাশ্চ তপসো মাঘো ভো বিদ্যাধর গর্জ্জতি ॥১১৩
পুষ্করে চ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাবর্ত্তে পৃথূদকে।
অবিমুক্তে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১১৪ ॥
যৎ ফলং দশভির্বর্ষৈঃ প্রাপ্যতে নিয়মৈর্নরৈঃ।
তৎ ফলং লভতে মাঘে ত্র্যহং স্নানাৎ সংশয়ঃ ॥১১৫

অনুবাদ—ভৃগু-বিদ্যাধর-সংবাদে বলা হইয়াছে —মাঘস্নান দ্বারাই বিপদ নাশ এবং পাতকক্ষয় হইয়া থাকে। সর্ব্বব্রত হইতেও ইহা অধিক ও সর্ব্ব প্রকার দান ফলদায়ক। হে বিদ্যাধর! যোগ, যাগ, কঠোর তপস্যা এ সকল অপেক্ষা মাঘমাস বিশেষ ফল-প্রদ। পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মাবর্ত্ত, পৃথূদক, বারাণসী, প্রয়াগ, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম এই সমস্ত তীর্থে সবিধান দশবৎসর স্নানের ফল মাঘমাসে মাত্র তিনদিন স্নান দ্বারাই পাওয়া যায় ইহা নিশ্চিত ॥ ১১২-১১৫॥

টীকা—গর্জ্জতি অধিক্ষিপতি ততোঽপি বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। ১১৩ ॥

———

স্বর্গভোগে চিরং বাঞ্ছা যেষাং মনসি বর্ত্ততে।
যত্র কাপি জলে তৈস্তু স্নাতব্যং মৃগভাস্করে ॥১১৬॥
আয়ুরারোগ্যসম্পত্তৌ রূপে সুভগতা-গুণে।
যেষাং মনোরথাস্তেস্তু ন ত্যাজ্যং মাঘমজ্জনম্ ॥১১৭
যে বিভ্যতি নরকাব্ধের্দারিদ্র্যাব্ধেশ্চ নিত্যশঃ।
সর্ব্বথা তৈঃ প্রযত্নেন মাঘে কার্য্যং নিমজ্জনম্ ॥১১৮

অনুবাদ—যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ স্বর্গভোগের ইচ্ছা পোষণ করেন, মকররাশির সূর্য্যে অর্থাৎ মাঘ-মাসে যে কোন জলে স্নান করা তাঁদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরমায়ু, নীরোগ শরীর, ধনসম্পত্তি, সৌন্দর্য্য ও জগৎপ্রিয়তারূপ, গুণ, বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা কখনই যেন মাঘস্নান ত্যাগ না করেন। যাঁহারা নরক সাগর ও দুঃখ সাগর হইতে সর্ব্ব প্রকারে ভয় প্রাপ্ত, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক মাঘস্নান করা কর্ত্তব্য ॥ ১১৬-১১৮ ॥

টীকা—রূপে সৌন্দর্য্যে সুভগতা জগদ্বল্লভতা তদ্রূপে গুণে ॥ ১১৭ ॥

———

দারিদ্র্যপাপদৌর্ভাগ্যপঙ্কপ্রক্ষালনায় চ।
মাঘস্নানান্ন চান্যোঽস্তি উপায়ো দেবসত্তম ॥১১৯॥
শ্রদ্ধাহীনানি কর্ম্মাণি মতান্যল্পফলানি বৈ।
ফলং দদাতি সম্পূর্ণং মাঘস্নানং যথা তথা ॥১২০॥

অনুবাদ—দারিদ্র, পাতক ও সৌভাগ্যহীনতারূপ পাঁক ধুইবার জন্য মাঘস্নানই একমাত্র উপায়। কর্ম্ম শ্রদ্ধাহীন হইলে অল্প ফলপ্রদ হয় বলিয়া কথিত আছে কিন্তু মাঘ যে প্রকারেই হোক পরিপূর্ণ ফলদায়ী হন ॥ ১১৯-১২০ ॥

———

অকামো বা সকামো বা যত্র ক্বাপি বহির্জলে।
ইহামুত্র চ দুঃখানি মাঘস্নায়ী ন বিন্দতি ॥ ১২১ ॥
পক্ষদ্বয়ে যথা চন্দ্রঃ ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে তথা।
পাতকং ক্ষীয়তে মাঘে পুণ্যরাশিশ্চ বর্দ্ধতে ॥১২২॥
যথাব্ধৌ খলু জায়ন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
স্নানপুণ্যানি জায়ন্তে নরাণাং মাঘতস্তথা ॥১২৩॥
আয়ুর্বিত্তকলত্রাণি সম্পদঃ প্রভবন্তি চ।
কামধেনুর্যথা কামং চিন্তামণিশ্চ চিন্তিতম্।
মাঘস্নানং দদাতীহ তদ্বৎ সর্ব্বমনোরথান্ ॥১২৪॥
কৃতে তপঃ পরং জ্ঞানং ত্রেতায়াং যজনন্তথা।
দ্বাপরে তু কলৌ দানং মাঘঃ সর্ব্বযুগেষু চ ॥১২৫॥

অনুবাদ—সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবেই হউক এই মাঘমাসে বাহিরের জলে স্নান করিলে ঐহিক বা পারত্রিক কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষদ্বয়ে যে প্রকার চন্দ্রকলার ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয়, সেই প্রকার মাঘ স্নান দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। রত্নাকরে যেমন রত্নসমূহ উৎপন্ন হয় সেই প্রকার মাঘমাসের স্নান হইতে পুণ্য রাশি সঞ্জাত হয় এবং আয়ু, ধন, পত্নী ও সম্পদ লাভ হয়। চিন্তামণি যে প্রকার চিন্তিত দ্রব্য প্রদাতা এবং কামধেনু বাঞ্ছাপূরণকারিণী সেই প্রকার মাঘ-স্নানও সর্ব্বপ্রকার মানসিক অভিলাষ পূরণ করিয়া দেন। সত্যযুগে তপস্যা পরমজ্ঞান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজার্চ্চনা এবং কলিকালে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-রূপ দান যজ্ঞ প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাঘস্নান চারিযুগেই প্রাধান্য পাইয়া থাকেন ॥ ১২১-১২৫ ॥

টীকা—বহির্জলে মাঘস্নায়ী ॥ ১২১ ॥

সর্ব্বেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ভূপতে।
মাঘস্নানন্তু ধর্ম্মস্য ধারাভিঃ খলু বর্ষতি ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ। মাঘস্নান যাবতীয় বর্ণ ও আশ্রমের সম্বন্ধেই ধর্ম্মধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥১২৬

টীকা—সর্ব্বেষামাশ্রমাণামিতি সম্বন্ধঃ, যদ্বা, সর্ব্বেষামিতি বালবৃদ্ধাদীনামিত্যবস্থা পরিহৃতা ॥১২৬॥

———

তত্রৈব শ্রীদত্তাত্রেয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসংবাদে—
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
মাঘস্নানং প্রকুর্বীত স্বর্গলাভায় মানবঃ ॥ ১২৭ ॥
ন সমং ভবতে কিঞ্চিৎ তেজঃ সৌরেণ তেজসা।
তদ্বৎ স্নানেন মাঘস্য ন সমাঃ
ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১২৮ ॥
কিং রক্ষিতেন দেহেন সুপুষ্টেন বলীয়সা।
অধ্রুবেণ সুজীর্ণেন মাঘস্নানং বিনা ভবেৎ ? ১২৯॥

অনুবাদ—ভৃগু-বিদ্যাধর-সংবাদেই শ্রীদত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির প্রীতির জন্য, পাপরাশি বিনাশের জন্য মাঘমাসে স্নান করা মানবগণের কর্ত্তব্য। যেমন কোনই তেজই সূর্য্যতেজের সমান নয় সেই প্রকার স্নানের সহিত কোনও যজ্ঞক্রিয়ারই তুলনা করা উচিত নয়। হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, অধ্রুব, সুজীর্ণ শরীর রক্ষায় কি প্রয়োজন যদি মাঘস্নান না করা হয় ॥ ১২৭-১২৯ ॥

———

অস্থিস্তম্ভং স্নায়ুবদ্ধং মাংসক্ষতজলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥ ১৩০ ॥
জরাশোকবিপদ্ব্যাপ্তং রোগমন্দিরমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ সর্ব্বদোষসমাশ্রয়ম্ ॥ ১৩১ ॥
পরোপতাপ-পাপাপ্তি-পরদ্রোহপরের্ষকম্।
লোলুপং পিশুনং ক্রূরং কৃতঘ্নং ক্ষণিকং তথা ॥১৩২॥
দুষ্পূরং দুর্দ্ধরং দুষ্টং দোষত্রয়বিদূষিতম্।
অশুচিস্রাবি সচ্ছিদ্রং তাপত্রয়বিমোহিতম্ ॥ ১৩৩ ॥
নিসর্গতোঽধর্ম্মরতং তৃষ্ণাশতসমাকুলম্।
কামক্রোধমহালোভ-নরকদ্বারসংস্থিতম্ ॥ ১৩৪ ॥
কৃমি-বর্চস্ক-ভস্মাদি পরিণামে শুনাং হবিঃ।
ঈদৃক্শরীরকং ব্যর্থং মাঘস্নানবিবর্জ্জিতম্ ॥১৩৫॥

অনুবাদ—এই দেহ অস্থিস্তম্ভে নিবদ্ধ, স্নায়ুবদ্ধ, রক্ত-মাংস লিপ্ত চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত, দুর্গন্ধ মলমূত্রে পূর্ণ, জরা, ব্যাধি, শোক, ব্যাপ্ত, বিপৎসঙ্কুল, ব্যাধি মন্দির স্বরূপ, বিবশ, রজোগুণ-প্রধান, অনিত্য ও সকল দোষের আধার, পরসন্তাপ, পাতক, পরপীড়ন, পরদ্রোহ ও ঈর্ষা প্রভৃতির জন্মস্থান এই দেহই। এই শরীর লোভের বশীভূত, খল, ক্রূর, কৃতঘ্ন, ক্ষণ-বিধ্বংসী দুষ্পূরণীয়, দুর্দ্ধর, দোষের আধার, বায়ু, পিত্ত, কফ দোষযুক্ত, অপবিত্র, অশুচিস্রাবী, ছিদ্রযুক্ত, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে বিমুগ্ধ, স্বভাবতঃই অধর্ম্ম পরায়ণ, শত-তৃষ্ণা সমাকুল, নরকের দ্বার স্বরূপ কামক্রোধাদিতে অধিষ্ঠিত এবং দেহত্যাগের পর কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মস্বরূপ, সুতরাং তখন কুক্কুরাদির উপাদেয় ভক্ষ্য অতএব এই প্রকার শরীর যদি মাঘ-স্নান বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে নিষ্ফল ॥ ১৩০-১৩৫ ॥

টীকা—দোষশতব্যাপ্তমপি শরীরং মাঘস্নানেন পরমোত্তমং সার্থকঞ্চ ভবেৎ, অন্যথা তদ্ধারণমেব ব্যর্থমিত্যাহ—অস্থীতি ষড়্ভিঃ। আতুরং বিবশং, রজস্বলং রজোগুণপ্রধানং, কর্ম্মভূমৌ মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তেঃ। পরেষামুপতাপাদয়ঃ, তথা পরেষাং দ্রোহঃ, পরেষামীর্ষা চ যস্মাৎ তৎ। তত্রোপতাপো নিন্দাদিনা, পাপঞ্চ দ্রোহোৎপাদনাদিনা, আর্ত্তিঃ প্রহারাদিনা ইতি বিবেকঃ; দ্রোহঃ অমঙ্গলচিন্তাদিনা। ঈর্ষা চাক্ষান্তিঃ ॥ ১৩০-১৩২ ॥

টীকা--দোষত্রয়ং পিত্তাদি, কামাদি যন্নরকদ্বারং, তস্মিন্ সম্যক্ স্থিতং বর্ত্তমানং, পরিণামে মরণে কৃম্যাদিরূপম্, অতএব শুনাং হবিঃ পরমভক্ষ্যম্ ॥ ১৩৩-১৩৫ ॥

অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমযোগি চ।
অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং যৎ কৃতং পারলৌকিকম্ ॥১৩৬
ইহ লোকো হতো নৃণাং দারিদ্র্যেণ যথা নৃপ।
মনুষ্যাণাং তথা জন্ম মাঘস্নানং বিনা হতম্ ॥১৩৭॥

অনুবাদ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিহীন হইলে, শ্রাদ্ধ অযথা বিধানে প্রযুক্ত হইলে, পারলৌকিক ক্রিয়াসমূহ অশ্রদ্ধায় প্রযুক্ত হইলে, যে প্রকার বিফলতায় পর্য্যবসিত হয় এবং দারিদ্র দ্বারা যেরূপ নরগণ সম্বন্ধে ইহলোক হত হইয়া থাকে অর্থাৎ দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের কাছে এই পৃথিবী নিরানন্দ হইয়া থাকে সেই প্রকার মাঘস্নানে বর্জ্জিত মানবজন্মও ফল রহিত হইয়া থাকে ॥ ১৩৬-১৩৭ ॥

মকরস্থে রবৌ যো হি ন স্নাত্যনুদিতে রবৌ।
কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যেত স কথং
ত্রিদিবং ব্রজেৎ ? ১৩৮ ॥

অনুবাদ—মকররাশিস্থ সূর্য্যে, সূর্য্যের উঠিবার আগেই স্নান না করিলে কি প্রকারে পাতক বিমোচন হইবে, কি প্রকারেই বা সুরলোকে গমন করিবে ? ॥ ১৩৮ ॥

টীকা--রবাবনুদিতে সতীত্যত্রোক্তং, ভবিষ্যোত্তরে চ ভাস্করোদয় ইত্যুক্তং, তথা পূর্ব্বমত্রাপি কিঞ্চিদ-ভ্যুদিতে রবাবিতি। এবমরুণোদয়কালমারভ্যার্দ্ধো-দয়পর্য্যন্তং মাঘপ্রাতঃস্নানকালোঽবগন্তব্যঃ ॥ ১৩৮ ॥

ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
মাঘস্নায়ী বিপাপঃ স্যাৎ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥১৩৯

অনুবাদ—ব্রহ্মঘাতী, স্বর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, গুরু-দারগামী এবং এই পাপ চতুষ্টয়ের সংসর্গে থাকা ব্যক্তিও মাঘস্নান করিলে পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

মাঘমাসে রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ।
ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কং পতন্তং পুনীমহে ॥১৪০॥
উপপাপানি সর্ব্বাণি পাতকানি মহান্তি চ।
ভস্মীভবন্তি সর্ব্বাণি মাঘস্নায়িনি মানবে ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—কে ব্রহ্মবধ করিয়াছে, কে সুরাপান করিয়াছে, কে পতিত হইয়াছে, আমরা তাহাদিগকে শুদ্ধ করিব—মাঘমাসে দিবাকরের ঈষদুদয়কালে জলগর্ভ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হয়। মাঘস্নায়ী মানুষের সমস্ত পাতক, উপপাতক ও মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ১৪০-১৪১ ॥

বেপন্তে সর্ব্বপাপানি মাঘমাসসমাগমাৎ।
নাশকালোহয়মস্মাকং যদি স্নাস্যতি বারিণি ॥১৪২
পাবকা ইব দীপ্যন্তে মাঘস্নানৈর্নরোত্তমাঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ ॥১৪৩

অনুবাদ—মাঘমাস আসিলে জলে স্নান করিলে আমাদের বিনাশ কাল উপস্থিত হইবে ইহা মনে করিয়া পাতক সকল কম্পিত হইতে থাকে। সাধুগণ মাঘস্নান দ্বারা সকল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের মত ও অগ্নির মত প্রকাশিত হন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥

———

আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং বাঙ্মনঃ-কর্ম্মভিঃ কৃতম্।
মাঘস্নানং দহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা ॥১৪৪
প্রামাদিকঞ্চ যৎ পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
স্নানমাত্রেণ তন্নশ্যেন্মকরস্থে দিবাকরে ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—কাঠ যেমন আগুন দ্বারা ভস্মীভূত হয়, মাঘস্নানও সেই প্রকার বাক্যজ, মনোজ ও কর্ম্মজ আধুনিক ও পূর্ব্বকৃত অল্প বা বহু সমস্ত পাপরাশিকেই দগ্ধ করে। মকররাশিস্থ সূর্য্যে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রমাদকৃত নিখিল পাতক বিধ্বংস হয় ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

টীকা—আর্দ্রং সদ্যঃকৃতং, শুষ্কং চিরকৃতম্ ॥১৪৪

———

নিষ্পাপাস্ত্রিদিবং যান্তি পাপিষ্ঠা যান্তি শুদ্ধতাম্।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যো মাঘস্নানে নরাধিপ ॥১৪৬॥
এতদেব পরো মন্ত্র এতচ্চ পরমন্তপঃ।
প্রায়শ্চিত্তং পরঞ্চৈতৎ মাঘস্নানমনুত্তমম্ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র! মাঘস্নানের ফলে পাতক রহিতদের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পাপিষ্ঠদিগের শুদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ পোষণ অনুচিত। অতি উত্তম মাঘস্নানই মহামন্ত্র, পরম তপস্যা ও পরম প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ॥ ১৪৬-১৪৭ ॥

———

নৃণাং জন্মান্তরাভ্যাসান্মাঘস্নানে মতির্ভবেৎ।
অধ্যাত্মজ্ঞানকৌশল্যং জন্মাভ্যাসাদ্‌যথা ভবেৎ ॥১৪৮
সংসারকর্দ্দমানাঞ্চ প্রক্ষালনবিশারদম্।
পাবনং পাবনানাঞ্চ মাঘস্নানমনুত্তমম্ ॥ ১৪৯ ॥
স্নান্তি মাঘে নরা রাজন্ সর্ব্বকামফলপ্রদে।
তে কথং ভুঞ্জতে ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্? ১৫০

অনুবাদ—জন্মান্তরীন সংস্কার বশতঃ যে প্রকার অধ্যাত্মজ্ঞানের নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসবশেই মাঘস্নানে মনুষ্যগণের মতি হয়। নিখিল পবিত্রকারীর ও পবিত্রকারী অত্যুত্তম মাঘস্নান সংসার পঙ্ক প্রক্ষালন বিষয়ে সুপটু। হে মহাভাগ! যাঁহারা সমস্ত কাম্যফলপ্রদ মাঘমাসে স্নান করেন, তাঁহারা আর কি প্রকারে চন্দ্র-সূর্য্য সদৃশ ভোগসমুদয় ভোগ করিবেন ॥ ১৪৮-১৫০ ॥

টীকা—অতঃ অনুত্তমং সর্ব্বোত্তমমিদমেবেত্যর্থঃ। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহয়োরুপমান্ তদ্ভোগ্যতুল্যানিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

———

কিঞ্চ—

নানবাপ্তোঽত্র তস্যাস্তি পুরুষার্থো হি কশ্চন।
নাক্ষীণং পাতকং কিঞ্চিন্মাঘে মজ্জতি যো নরঃ ॥১৫১
তুলয়ন্তি ন তেনাত্র যজ্ঞাঃ সর্ব্বে সদক্ষিণাঃ।
মাঘস্নানেন রাজেন্দ্র তীর্থে চৈব বিশেষতঃ ॥১৫২॥
ন চান্যৎ স্বর্গদং কর্ম্ম ন চান্যৎ পাপনাশনম্।
ন চান্যৎ মোক্ষদং চাত্র মাঘস্নানসমং ভুবি ॥১৫৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, মাঘস্নায়ী ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রকার পুরুষার্থই অপ্রাপ্য হয় না এবং তাহার কোনও প্রকার পাতকও অবশিষ্ট থাকে না। হে নৃপেন্দ্র! মাঘমাসে সাধারণ জলে স্নান করিলেই সদক্ষিণ যজ্ঞের ফলও তাহার সমান হয় না, তখন তীর্থে মাঘস্নানের বিষয় আর কি বলিব? উহা যে বিশেষ ফলদায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জগতে মাঘস্নানের মত অন্য স্বর্গ প্রদানকারী কার্য্য বা অন্য পাপহরণকারী কার্য্য দেখা যায় না এবং অন্য কোন মুক্তিপ্রদ কার্য্যও মাঘস্নান সদৃশ নহে ॥ ১৫১-১৫৩ ॥

———

একবিংশৎকুলৈঃ সার্দ্ধং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
মাঘে মাসেঽপ্সি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১৫৪

অনুবাদ—অন্যত্র আরও উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি মাঘমাসে জলে অবগাহন করে সেই ব্যক্তি এক-বিংশতি কুলের সহিত অভিলষিত ভোগসমূহ ভোগের পর শ্রীবিষ্ণুলোকে যাইয়া থাকে ॥ ১৫৪ ॥

তত্রৈব কুণ্ডবিকুণ্ডলোপাখ্যানানন্তরং
শ্রীকার্ত্তবীর্য্য উবাচ—

হেতুনা কেন বিপ্রর্ষে মাঘস্নানে মহাদ্ভুতঃ।
প্রভাবো বর্ণিতো নূনং তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১৫৫ ॥
গতপাপো যদেকেন দ্বিতীয়েন দিবং গতঃ।
বৈশ্যো মাঘজপুণ্যেন ব্রূহি মে তৎ কুতূহলাৎ ॥১৫৬

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই ভূগু-বিকুণ্ডল-উপাখ্যা-নান্তে, কার্ত্তবীর্য্য শ্রীদত্তাত্রেয়কে কহিতেছেন—মাঘ-স্নানের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব কিজন্য বর্ণিত হইল, হে বিপ্রর্ষে! তাহা আমার কাছে নিশ্চয়রূপে বলুন। মাঘ মাসে কৃত এক পুণ্যের ফলে বৈশ্যের পাপ নষ্ট হইল, দ্বিতীয় পুণ্য ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইল সুতরাং আমি কুতূহলী হওয়ায় এই বিষয়ে কিছু বলুন ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

শ্রীদত্তাত্রেয় উবাচ—

নিসর্গাৎ সলিলং মেধ্যং নির্ম্মলং শুচি পাবনম্।
মলহং পুরুষব্যাঘ্র দ্রাবকং দাহকং তথা ॥ ১৫৭ ॥
ধারকং সর্ব্বভূতানাং পোষকং জীবনঞ্চ তৎ।
আপো নারায়ণো দেবঃ সর্ব্ববেদেষু পঠ্যতে ॥১৫৮॥
গ্রহাণাঞ্চ যথা সূর্য্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী।
মাসানাং হি তথা মাঘঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ॥১৫৯
মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রাতঃকালে তথামলে।
গোষ্পদেঽপি জলে স্নানং স্বর্গদং পাপিনামপি ॥১৬০

অনুবাদ—শ্রীদত্তাত্রেয় বলিলেন—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! জল স্বভাবতঃ মেধ্য, মলহীন, শুচি, পবিত্রজনক, মলহারক, দ্রাবক, অজীর্ণ নাশক, ধারক, প্রাণিগণের পোষক ও জীবন স্বরূপ। সর্ব্ববেদেই জলকে নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। গ্রহগণ মধ্যে যেমন সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ মধ্যে যেমন চন্দ্র শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার ক্রিয়াকরণে মাসগুলির মধ্যে মাঘ মাসই শ্রেষ্ঠ। মকররাশিস্থিত সূর্য্য যুক্ত মাঘমাসে অমল প্রভাতে গোষ্পদ পরিমিত জলেও স্নান করিলে তাহা পাপি-দিগের পক্ষে স্বর্গ ফল জনক হইয়া থাকে ॥ ১৫৭-১৬০ ॥

টীকা— মাঘস্নানেন ন তুলয়ন্তি, সদৃশা ন ভবন্তী-ত্যর্থঃ। তীর্থং চ যন্মাঘস্নানং, তেন চ বিশেষতো ন তুলয়ন্ত্যেব। একবিংশদিতি পিতৃমাতৃভার্য্যাণাং প্রত্যেকং সপ্ততয়া একবিংশতিভিঃ কুলৈঃ সহ। দ্রাব-কম্ আর্দ্রীকারকং, দাহকং পানেনাজীর্ণনাশকমিত্যর্থঃ ॥ ১৫২-১৫৭ ॥

টীকা—এবং স্বত এব মহাপ্রভাবযুক্তং জলং, তত্র চ ভগবৎসম্বন্ধিবিশেষ ইতি কালবিশেষে ভাব-বিশেষো ভবতীতি পরিহরতি—গ্রহণামিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

যোগোঽয়ং দুর্ল্লভো রাজন্ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
অস্মিন্ মাসে ত্বশক্তোঽপি স্নায়াদপি
দিনত্রয়ম্ ॥ ১৬১ ॥
দদ্যাৎ কিঞ্চিদ্‌যথাশক্তি দারিদ্র্যাভাবমিচ্ছতি।
ত্রিস্নানেনাপি মাঘে স্যূর্ধনিনো দীর্ঘজীবিনঃ।
পঞ্চ বা সপ্ত বাহানি চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে ফলম্ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ত্রিলোক মধ্যে এই যোগ সাধারণতঃ দুর্ল্লভ। যদি সম্পূর্ণ মাসস্নান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিন দিন স্নান করা উচিত এবং নিজের দারিদ্র নাশের ইচ্ছা থাকিলে সাধ্য অনুসারে দানও করা উচিত, মাঘমাসে তিন দিন মাত্র স্নান করিলেই ধনবান ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। পাঁচ দিন বা সাত দিন স্নান করিলে চন্দ্র-কলার মত ফল বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৬১-১৬২ ॥

নারদীয়ে চ—

দেবৈস্তেজঃ পরিক্ষিপ্তং মাঘমাসে জলেষু বৈ।
অতঃ পবিত্রং হি জলমশেষাঘৌঘনাশনম্ ॥
ইতি ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে বলা হইয়াছে—মাঘ-মাসের জলে দেবতাগণ তাঁহাদের নিজের নিজের

তেজ নিক্ষেপ করিয়াছেন, এই জন্য মাঘমাসে জল পবিত্র ও অশেষ পাপ নাশক ॥ ১৬৩ ॥

অন্যানি মাঘমাহাত্ম্যবচনানি বিশেষতঃ।
উপাখ্যানেষু বর্ত্তন্তে পাদ্মাদৌ তত্র তত্র হি ॥ ১৬৪ ॥
ইত্থঞ্চ মাঘস্নানস্য প্রায়োঽত্র মহিমোদিতঃ।
মাঘকৃত্যেষু যৎ প্রাতঃস্নানস্যৈব প্রধানতা ॥১৬৫॥
বাসন্তী পঞ্চমী মাঘে ভৈমী চৈকাদশী সিতা।
বারাহী দ্বাদশী যা চ তাসু কুর্য্যান্মহোৎসবম্ ॥১৬৬

অনুবাদ—মাঘমাস মাহাত্ম্য বিষয়ক অন্যান্য প্রমাণ বচন পদ্মপুরাণ প্রভৃতির বিভিন্ন উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থানে এইরূপই মাঘস্নান মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল। মাঘমাসের সমুদয় কৃত্য মধ্যে প্রাতঃ স্নানই প্রধান। এই মাসে শুক্লা বাসন্তী পঞ্চমী, ভৈমী একাদশী ও বারাহী দ্বাদশী এই তিনটি মহোৎসব অবশ্যই সম্পাদন করা উচিত ॥ ১৬৪-১৬৬ ॥

টীকা—গ্রন্থবিস্তরভীত্যা পরিত্যক্তানি চ মাঘ-মাহাত্ম্যাদিবর্ত্তীনি বচনান্যন্যান্যপি দর্শয়তি—অন্যা-নীতি ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—ননু পূর্ব্বং মাঘে স্নানাদিসৎকর্ম্মবৎ কর্ম্মান্তরমপি বিহিতং, সামান্যতো মাঘমাহাত্ম্যাদি-লিখনাচ্চ তদেব দৃঢ়ীকৃতম্, অধুনা চান্তে স্নানমাহাত্ম্য-মেব শ্রূয়তে। এবমুপক্রমোপসংহারয়োরেকার্থতা ন স্যাৎ। সত্যং, মাঘে প্রাতঃস্নানস্যৈব প্রধানত্বাৎ, তথাপি লিখিতমিতি লিখতি—ইত্থঞ্চেতি। প্রধানতা মুখ্যতা, অতএব স্নানস্যৈব নিত্যত্বং লিখিতমিতি দিক্ ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—তত্রৈব তিথিবিশেষেষু কৃত্যং মহোৎসব-বিশেষং লিখতি—বাসন্তীতি। ১৬৬ ॥

অথ বসন্তপঞ্চমী

মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং মহাপূজাং সমাচরেৎ।
নবৈঃ প্রবালৈঃ কুসুমৈরনুলেপৈর্বিশেষতঃ ॥ ১৬৭ ॥
নীরাজনোৎসবং কৃত্বা ভক্ত্যা সম্মান্য বৈষ্ণবান্।
বসন্তরাগং জনয়ন্ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বসন্তপঞ্চমী—মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে নব পত্র, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা শ্রীহরির মহাপূজা সাধন করা উচিত। বিশেষতঃ ভক্তি সহকারে নীরাজনোৎসবের সহিত বৈষ্ণবগণের সম্মান করতঃ বসন্তরাগ, আলাপ ও নৃত্য গীতাদি করাইতে হইবে ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥

টীকা—তত্রৈব বসন্তপঞ্চমীমহোৎসবো বিশেষতঃ কার্য্য ইতি লিখতি—মাঘস্যেতি। তত্রৈব কৃত্য-বিশেষং লিখতি—নবৈরিতি সার্দ্ধেন। জনয়ন্নিতি ভগবচ্ছয়নে সতি তদ্গানাদন্তর্হিতমিব প্রাদুর্ভাবয়ন্নি-ত্যর্থঃ ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥

তদুক্তম্—
শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ।
তাবদ্বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ ॥
বসন্তরাগঃ কর্ত্তব্যো নান্যথা তু কদাচন ॥
ইতি ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীপঞ্চমীতে শুভারম্ভ করতঃ শ্রীহরির শয়ন পর্য্যন্ত বসন্তরাগ আলাপ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্য সময় বসন্ত-রাগ আলাপ নিষিদ্ধ। সুধীগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৬৯ ॥

কৃত্বা বসন্তপঞ্চম্যাং শ্রীকৃষ্ণস্যার্চ্চনোৎসবম্।
স্যাদ্বসন্ত ইব প্রেয়ান্ বৃন্দাবনবিহারিণঃ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—বসন্তপঞ্চমীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা-বিষয়ক উৎসব করিলে সেই পূজক বসন্ত ঋতুর মতই শ্রীবৃন্দা-বন বিহারীর প্রিয় পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ১৭০ ॥

টীকা—বসন্তপঞ্চম্যুৎসব-মাহাত্ম্যং লিখতি—কৃত্বেতি, বৃন্দাবনবিহারিণ ইতি; বসন্তে বৃন্দাবনস্য শোভা-বিশেষ-প্রকটনাদ্‌যথাসৌ সদা তদ্বিহারশীলস্য ভগবতোঽত্যন্তপ্রিয়ো ভবতি, তথা সোঽপি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥

অথ ভীষ্মাষ্টমী

মাঘস্য চাষ্টমীং শুক্লামারভ্য দিনপঞ্চকম্।
তর্পয়েদথবাষ্টম্যাং ভীষ্মং ভাগবতোত্তমম্ ॥ ১৭১ ॥

নিত্যতর্পণতঃ পশ্চাৎ সলিলান্তরুদঙ্মুখঃ।
নিবীতী তর্পণং কুর্য্যাদ্গাঙ্গেয়স্য মহাত্মনঃ ॥১৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর ভীষ্মাষ্টমী—মাঘী শুক্লা অষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীভীষ্মদেবের তর্পণ করা কর্ত্তব্য, কিংবা কেবলমাত্র অষ্টমীতেই তাহা করণীয়। প্রত্যহ তর্পণের পর জলগর্ভে উত্তরদিকে মুখ করিয়া যজ্ঞোপবীত গলায় মালার মত জড়াইয়া মহাত্মা ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—ভাগবতেষু মধ্যে উত্তমং, তৎপ্রতিজ্ঞাপালনায় নিজপ্রতিজ্ঞাত্যাগেন সাক্ষাদ্ভগবতৈব ভক্তবাৎসল্যবিশেষপ্রকটনেন নিজভক্তবশত্বদর্শনাৎ। তচ্চ 'স্বনিগম' (৯।৩৭) ইত্যাদিবচনৈঃ প্রথমস্কন্ধাদৌ প্রসিদ্ধমেব। অতস্তত্তর্পণং বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৭১ ॥

টীকা—তদ্বিধিং লিখতি—নিত্যেতি। তত্র চ জীবৎপিতৃপিতামহকো ভীষ্মতর্পণং ন কুর্য্যাদিতি জ্ঞেয়ম্, 'জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ' ইতি পাদ্মেঽভিধানাৎ ॥ ১৭২ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভীষ্মতর্পণের মন্ত্র—"বৈয়াঘ্রপদ-গোত্রোদ্ভূত, সাংস্কৃতিপ্রবরযুক্ত, পুত্রহীন ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল অর্পণ করিতেছি ॥ ১৭৩ ॥

অথ ভৈম্যেকাদশী

তত্র মাৎস্যে শ্রীব্রহ্মোবাচ—
কথমারোগ্যমৈশ্বর্য্যমনন্তমমরেশ্বর।
স্বল্পেন তপসা দেব ভবেন্মোক্ষো যথা নৃণাম্ ? ১৭৪

অনুবাদ—অতঃপর ভৈমী-একাদশী, মৎস্যপুরাণে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে আছে—হে দেব! হে অমরেশ্বর অল্প পরিমান তপস্যানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যের কি প্রকারে বিপুল ঐশ্বর্য্য নীরোগতা ও মোক্ষ পাইতে পারে ? ১৭৪॥

টীকা—তপসা কৃচ্ছ্রেণ ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ—
ত্বয়া পৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য রহস্যস্যাস্য ভেদকৃৎ।
ভবিতা স তদা ব্রহ্মন্ কর্ত্তা চৈব বৃকোদরঃ ॥১৭৫॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে ব্রহ্মন্, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই গূঢ়ধর্ম্মের প্রকাশক ও কর্ত্তা হইবেন শ্রীভীম ॥ ১৭৫ ॥

কিঞ্চ—
ইদং ব্রতমশেষাণাং ব্রতানামধিকং যতঃ।
কথয়িষ্যতি বিশ্বাত্মা বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ১৭৬॥
অশেষযজ্ঞফলদমশেষাঘবিনাশনম্।
অশেষদুষ্টশমনমশেষসুরপূজিতম্ ॥ ১৭৭ ॥
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
ভবিষ্যঞ্চ ভবিষ্যাণাং পুরাণানাং পুরাতনম্ ॥১৭৮॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ব্রতের বিধান জগদ্গুরু বিশ্বাত্মা বাসুদেবই বলিবেন। এই ব্রতদ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ইহা সমস্ত পাপনাশক, সকল দুষ্ট প্রশমনকারী, অখিল অমরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, পবিত্রসমূহের মধ্যে পবিত্র, মঙ্গলসমূহের মধ্যে মঙ্গল, ভবিষ্য ব্রতসমূহের মধ্যে ভবিষ্য ও পুরাকৃত-সমূহের মধ্যেও পুরাতন অর্থাৎ এই ব্রত-সমূহের আদি বলিয়া কথিত ॥ ১৭৬-১৭৮ ॥

টীকা—ভেদকৃৎ প্রকাশক ইত্যর্থঃ। ভবিতেত্যাদি ভবিষ্যৎপ্রয়োগো ভবিষ্যকথনাৎ। ভবিষ্যাণাং ব্রতানাং মধ্যে ভবিষ্যং পরমান্ত্যম্ ; ন কেবলং ভবিষ্যমেব, কিন্তু পুরাণানাং পূর্ব্বব্রতানাং মধ্যে পুরাতনং সর্ব্বাদ্যমিত্যর্থঃ। এবং মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রীভীমং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—'কুরু ব্রতমিদং সম্যক্ স্নেহাত্তব ময়েরিতম্। ত্বয়া কৃতমিদং ধীরতন্নামাঙ্কং ভবিষ্যতি। সা ভীমদ্বাদশী হ্যেষা সর্ব্বপাপহরা শুভা। যা তু কল্যাণিনী নাম পুরাকল্পেষু পঠ্যতে ॥' ইতি ১৭৫-১৭৮ ॥

তত্রৈব শ্রীভীমং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—

যদ্যাষ্টমী-চতুর্দ্দশ্যোর্দ্বাদশীষ্বথ ভারত ।
অন্যেষ্বপি দিনর্ক্ষেষু ন শক্তস্ত্বমুপোষিতুম্ ॥১৭৯॥
ততঃ পুণ্যামিমাং ভীম তিথিং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছ বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১৮০

অনুবাদ—ঐ মৎস্যপুরাণেই ভীমের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি, যথা—হে মধ্যম পাণ্ডব! অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী এবং অপরাপর দিনে ও নক্ষত্রাদিতে উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে পাতক প্রণাশিনী পুণ্য স্বরূপা এই তিথিতে বক্ষ্যমাণ নিয়মে উপবাস করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে গমন কর ॥ ১৭৯-১৮০ ॥

টীকা—দ্বাদশীষু একাদশীষু, অন্যদিনেষু জন্মাষ্টম্যাদিষু, ঋক্ষেষু শ্রবণদ্বাদশ্যাদিষু ॥ ১৭৯ ॥

———

কিঞ্চ তত্রৈব তদ্‌ব্রতবিধি কথনান্তে—

ইদমেব কৃতং মহেন্দ্রমুখ্যৈ-
র্বসুভিশ্চৈব সুরাদিভিস্তথা ।
ফলমস্য ন শক্যতে হি বক্তুং
যদি জিহ্বাযুতকোটয়ো মুখে স্যুঃ ॥ইতি॥১৮১॥

অনুবাদ—ঐ মৎস্যপুরাণেই আরও ভৈমী-একাদশীর নিয়ম বর্ণনার পর বলা হইয়াছে—ইন্দ্রাদি ও বসু প্রভৃতি দেবরন্দ এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমার অযুত কোটি সংখ্যক জিহ্বা হইলেও আমি এই ব্রতের ফল বর্ণনে অসমর্থ ॥ ৯৮১ ॥

———

ব্রতে কৃত্যবিধিশ্চাস্মিন্ পূজাবিধিবিশেষবান্ ।
বৈষ্ণবৈশ্চেদপেক্ষ্যঃ স্যাজ্‌জ্ঞেয়ো
মৎস্যপুরাণতঃ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—এই ব্রতের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও পূজা পদ্ধতি জানিতে হইলে মৎস্যপুরাণ হইতে তাহা জানা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য ॥ ১৮২ ॥

———

অথ ফাল্গুনকৃত্যম্—

তত্র যমঃ—

প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং মাসৌ দ্বৌ মাঘফাল্গুনৌ ।
দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥১৮৩

অনুবাদ—অতঃপর ফাল্গুন কৃত্য, এই বিষয়ে শ্রীযম বলিয়াছেন—মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসে প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবে এবং দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিবে। এরূপ করিলে সমস্ত প্রকার পাতক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥ ১৮৩ ॥

———

কিঞ্চান্যত্র—

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যোপমান্ শুভান্ ।
মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে প্রাতঃস্নায়ী তদা ভবেৎ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—চন্দ্র-সূর্য্যবৎ পবিত্র অসীম ভোগে অভিলাষ থাকিলে মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসেই প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৮৪ ॥

টীকা—পূজাবিধিবিশেষযুক্তঃ। অস্মিন্ ব্রতে কৃত্যবিধির্যঃ, স চেদ্ যদি অপেক্ষ্যঃ স্যাদিতি তাদৃশ-কৃত্যবিধেরাবশ্যকত্বাভাবেন বৈষ্ণবৈর্নাত্যন্তাপেক্ষণা-দিতি দিক্। তদ্বিধিস্তত্রৈব তং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ, তথা হি—'মাঘমাসস্য দশমী যদা শুক্লা ভবেত্তদা। ঘৃতেনাভ্যঞ্জনং কৃত্বা তিলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ॥ তথৈব বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য নমো নারায়ণেতি চ। কৃষ্ণায় পাদৌ সংপূজ্য শিরঃ সর্ব্বাত্মনেতি চ॥ বৈকুণ্ঠায়েতি বৈকুণ্ঠমুরঃ শ্রীবৎসধারিণে। শঙ্খিনে চক্রিণে তদ্বদ্‌গদিনে বরদায় বৈ॥ সর্ব্বং নারায়ণায়েতি সংপূজ্যা বাহবঃ ক্রমাৎ। দামোদরায়েত্যুদরং মেঢ্রং পঞ্চশরায় বৈ॥ ঊরূ সৌভাগ্যনাথায় জানুনী ভূত-ধারিণে। নমো নীলায় বৈ জঙ্ঘে পাদৌ বিশ্বসৃজে নমঃ॥ নমো দেব্যৈ নমঃ শান্ত্যৈ নমো লক্ষ্মৈ নমঃ শ্রিয়ৈ। নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ পুষ্ট্যৈ বৃষ্ট্যৈ হৃষ্ট্যৈ যজেচ্ছিয়ম্॥ নমো বিহগনাথায় বায়ুবেগায় পক্ষিণে। বিষপ্রমাথিনে নিত্যং গরুড়ঞ্চাভিপূজয়েৎ॥ এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমুমাপতিবিনায়কৈঃ। গন্ধৈর্মা-ল্যৈস্তথা ধূপৈর্ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈরপি॥ গব্যেন পয়সা সিক্তাং কৃষরামথ বাগ্‌যতঃ। সর্পিষা সহ ভুক্ত্বা তাং জপ্ত্বা মন্ত্রপদং বুধঃ। ন্যগ্রোধং দন্তধাবনমথবা খাদিরং পুনঃ। গৃহীত্বা পাবয়েদ্দন্তানাচান্তঃ প্রাগু-দঙ্মুখঃ॥ স্নায়াৎ সায়ন্তনীং কৃত্বা সন্ধ্যামস্তমিতে রবৌ। নমো নারায়ণায়েতি ত্বামহং শরণং গতঃ॥

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য চ কেশবম্। রাত্রিঞ্চ সকলাং স্থিত্বা স্নানঞ্চ পয়সা তথা ॥ সর্পিষা চাপি দহনং হুত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ। সহৈব পুণ্ডরীকাক্ষ দ্বাদশ্যাং ক্ষীরভোজনম্। করিষ্যামি যতাত্মাহং নির্ব্বিঘ্নেনাস্ত তচ্চ মে ॥ এবমুক্ত্বা স্বপেত্তুমাবিতিহাস-কথাং পুনঃ। শ্রুত্বা প্রভাতে বিধিবৎ কৃত্বা চ পিতৃ-তর্পণম্ ॥ প্রণম্য চ হৃষীকেশমমলং চার্কমীক্ষ্য চ। গৃহস্য পুরতো ভক্ত্যা মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ ॥ দশ হস্তানথাষ্টৌ বা করান্ কুর্য্যাৎ বিশাম্পতে। চতু-র্হস্তাং শুভাং কুর্য্যাদ্বেদীমরিনিসূদন ॥ চতুর্হস্তপ্রমাণঞ্চ বিন্যসেত্তত্র তোরণম্। প্রকল্প্য কলসং তত্র মাষনাত্রেণ সংযুতম্ ॥ ছিদ্রেণ জলসংপূর্ণমধঃ কৃষ্ণাজিনে স্থিতঃ। তস্য ধারাঞ্চ শিরসি ধারয়েৎ সকলং নিশাম্ ॥ ধারাভির্ভূরিভির্ভূরি ফলং বেদবিদো বিদুঃ। যস্মাত্তস্মাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ধারা ধার্য্যা স্বশক্তিতঃ ॥ তথৈব বিষ্ণোঃ শিরসি ক্ষীরধারাং প্রদাপয়েৎ। অরত্নিমাত্রং কুণ্ডঞ্চ কৃত্বা তত্র ত্রিমেখলং। যোনিবক্ত্রঞ্চ তৎ কৃত্বা ব্রাহ্মণৈর্যবসার্পষী। তিলাংশ্চ বিষ্ণু-দেবত্যৈর্মন্ত্রৈরেকাগ্নিবত্তদা। হুত্বা চ বৈষ্ণবং সম্যক্ চরু গোক্ষীরসংযুতম্। নিষ্পরার্দ্ধপ্রমাণাং বৈ ধারা-মাজ্যস্য পাতয়েৎ। জলকুম্ভান্ মহাবীর্য্য স্থাপয়িত্বা ত্রয়োদশ ॥ ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈর্যুক্তান্ সিতবস্ত্রৈর-লঙ্কৃতান্। যুক্তানৌডুম্বরৈঃ পাত্রৈঃ পঞ্চরত্নসমন্বি-তান্ ॥ চতুর্ভির্বহ্বৃচৈর্হোমস্তত্র কার্য্য উদঙ্মুখৈঃ। রুদ্রজাপৈশ্চতুর্ভিশ্চ যজুর্ব্বেদ পরায়ণৈঃ ॥ বৈষ্ণবানি চ সামানি চতুরঃ সামবেদিনঃ। অরিষ্টবর্গসহিতান্য-ভিতঃ পরিপাঠয়েৎ ॥ এবং দ্বাদশ তান্ বিপ্রান্ বস্ত্র-মাল্যানুলেপনৈঃ। পূজয়েদঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈর্হেম সূত্রকৈঃ ॥ বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। উপাধ্যায়স্য চ পুনর্দ্বিগুণং সর্ব্বমেব তু ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে সমুত্থায় ত্রয়োদশ। গা বৈ দদ্যাৎ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌবর্ণমুখসংযুতাঃ ॥ পয়স্বিনীঃ শীলবতীঃ কাংস্য-দোহসমন্বিতাঃ। রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাশ্চ চন্দনেনা-ভিষেচিতাঃ ॥ তাস্ত দত্ত্বা ততো ভক্ত্যা ভক্ষ্যভক্ষণ-তর্পিতান্ কৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানন্নৈর্নানাবিধৈস্তথা। ভুক্ত্বা চাক্ষারলবণমাত্মনা চ বিসর্জ্জয়েৎ। অনুগম্য পদান্যষ্টৌ পুত্রভার্য্যাসমন্বিতঃ ॥ প্রীয়তামত্র দেবেশ কেশব ক্লেশনাশন। এবমুচ্চার্য্য তান্ কুম্ভান্ তাশ্চ গাঃ শয়নানি চ। বাসাংসি চৈব সর্ব্বেষাং গৃহাণি প্রাপয়েদ্বুধঃ। অভাবে বহুশয্যানামেকামপি সুসং-স্কৃতাম্। শয্যাং দদ্যাদ্গুরৌ ভীম সর্ব্বোপস্কর-সংযুতাম্ ॥ ইতিহাসপুরাণানি বাচয়িত্বাতিবাহয়েৎ। তদ্দিনং নরশার্দূল যদীচ্ছেদ্বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥' ইতি ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

গৌতমীয়ে—

ফাল্গুনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণচম্পকৈঃ।
চূতসৌগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈর্গন্ধৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥
ইতি ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হইয়াছে—স্বর্ণবর্ণ, চম্পক পুষ্প, সুগন্ধি আম্রপুষ্প, ধূপ ও উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্বারা ফাল্গুন মাসে দেবকীপুত্রকে পূজা করিবে ॥১৮৫

অথ শিবরাত্রিব্রতম্

শিবরাত্রিব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং ন হি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদ্বিলিখ্যতে ॥ ১৮৬ ॥
শিবরাত্রিব্রতং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাস্তু ফাল্গুনে।
বৈষ্ণবৈরপি তৎ কার্য্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে সদা ॥১৮৭॥

অনুবাদ—অতঃপর শিবরাত্রিব্রত—যদিও বৈষ্ণব-গণের শিবরাত্রিব্রতের বিষয়ে বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তবুও সদাচার অনুসরণক্রমে এখানে তাহা লিখিত হইতেছে। ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির জন্য সর্ব্বদা এই ব্রতানুষ্ঠান করা বৈষ্ণবগণেরও কর্ত্তব্য। যেহেতু শাস্ত্রে শ্রীশিবকে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" বলা হইয়াছে ॥ ১৮৬-১৮৭ ॥

টীকা—অন্যোন্যভক্তিদানার্থমন্যোন্যোপাসনাকরৌ। বন্দে হরিহরৌ দেবাবন্যোহন্য-প্রেমতৎপরৌ ॥ ননু বৈষ্ণবানাং কিং শিবরাত্রিব্রতকরণেন ? তত্র লিখতি —শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয় ইতি। শিবরাত্রিব্রত-পরিত্যাগেন ভগবৎপূজাফলানুদয়াৎ ভগবৎপ্রীত্যভাবঃ, অতস্তদর্থং বৈষ্ণবৈঃ কর্ত্তব্যমেবেত্যর্থঃ। অপি শব্দাৎ কিং পুনঃ শৈবৈঃ, শাক্তৈঃ সৌরাদিভির্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

তথা চ পাদ্মে ব্রতখণ্ডে—

সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রিবহির্ম্মুখঃ ॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে ব্রতখণ্ডে উক্ত হই-য়াছে—বৈষ্ণব অথবা সূর্য্যোপাসক অথবা অন্য দেবোপাসক যিনিই হউন না কেন শিবরাত্রি-ব্রত বিমুখ হইলে তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা ফলবতী হয় না ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—দেবতান্তরং দুর্গাগণেশাদি, তৎপূজ-কোহন্যো বা ; ন পূজাফলমাপ্নোতীত্যনেন ব্রতস্য নিত্যত্বং বোধিতম্ ॥ ১৮৮ ॥

———

কিঞ্চ—তদিদম্ ঔদাস্যে দূষণং, দ্বেষে তু কৌর্ম্মে ভৃগ্বাদীন্ প্রতি স্বয়ং ভাগবতোক্তম্—

পরাৎ পরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।
ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্ ॥ ১৮৯ ॥
যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্ ॥১৯০॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শিবরাত্রিব্রতের প্রতি অবজ্ঞা করিলে দোষ হয়। শিবরাত্রিব্রতের প্রতি দ্বেষ করিলে যাহা হয় শ্রীহরি স্বয়ং, কূর্ম্মপুরাণে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন—নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠ লাভ হয় ইহা অসত্য নহে। কিন্তু শিবদ্বেষী হইলে তাঁহারা ঐ বিষ্ণুধাম পান না। সতত আমাতে একান্তভাবে পূজানিষ্ঠ হইলেও শিব নিন্দাকারী অযুত সংখ্যক নরকে যাইয়া থাকে ॥ ১৮৯-১৯০ ॥

টীকা—কিঞ্চ, শ্রীশিবব্রতাকরণে মহাদোষ-প্রদর্শনেন নিত্যতামেব দ্রঢ়য়তি—পরাদিতি ত্রিভিঃ। পরাৎ চতুর্বর্গেষু শ্রেষ্ঠাৎ মোক্ষাদপি পরতরং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যপদং নারায়ণপরা যান্তীতি সত্যমেব, কিন্তু যদি তে শ্রীশিবেহপরাধিনো ন ভবন্তীত্যাহ—নেতি। অত্র চ পূর্ব্বপদ্যার্দ্ধং শ্রীশিবেনোক্তং, পরার্দ্ধঞ্চ শ্রীভগ-বতেতি সৎসু প্রসিদ্ধম্। যদি চ কৌর্ম্মদৃষ্ট্যা সর্ব্বং পদ্যং শ্রীভগবদুক্তমেব তর্হি নিখিলগুণামৃতনিধিনা ভগবতা নারায়ণেন পরোক্ষবদ্বিনয়ভরেণোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। দ্বিষন্তীতি—দ্বেষস্তু তদ্ব্রতাকরণাদিনা তদনাদরলক্ষণ এব, যথা গুরুদেবতাদিদ্রোহঃ এবং নিন্দাপি ॥ ১৮৯ ॥

———

অন্যত্র চ—

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
ইতি ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—আমার ভক্ত যদি শিবদ্বেষী হয়, তাহা হইলে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি কাল অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহারা নরকে পচ্যমান হইয়া অবস্থান করে ॥ ১৯১ ॥

———

অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীহরিহরপ্রতিষ্ঠায়াং শ্রীভগবতৈবোক্তম—

যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ ।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীহরিহর প্রতিষ্ঠায় শ্রীভগবানের উক্তি যথা—যিনি শিব তিনিই আমি, যে আমি সেই ভগবান শিব। আকাশ ও বায়ুর অভেদের মত আমাদের উভয়ের অভেদ বুঝিতে হইবে ॥ ১৯২ ॥

টীকা—ননু 'নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্য দেবং নিরীক্ষয়েৎ। চক্রাঙ্কিতঃ সদা তিষ্ঠেন্মদ্ভক্তঃ পাণ্ডু-নন্দন ॥' ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্ত-শ্রীভগবদ্বচনাদিনা বিরোধঃ স্যাৎ, তত্র শ্রীভগবদ্বচনমেব লিখতি—যঃ শিব ইতি। আকাশানিলয়োরিবেতি দীপাদ্দীপান্ত-রবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদাভিপ্রায়েণাবতা-রিণাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাভেদো দর্শিতঃ ॥১৯২

———

বহ্ব চ-পরিশিষ্টে—

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে ।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোস্তু হৃদয়ং শিবঃ ॥১৯৩॥
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষঃ ॥
ইতি ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—বহ্ব্‌চ-পরিশিষ্টে—বিষ্ণুই শিবরূপী ও শিবই বিষ্ণুরূপী। বিষ্ণুই শ্রীশিবের হৃদয় ও শিবই বিষ্ণুর হৃদয়। বিষ্ণু যেমন শিবময় তেমনই শিবও বিষ্ণুময়। যেহেতু এই দুই জনের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায় না। অতএব ইহা আমার পরমায়ুর সত্তা হউক ॥ ১৯৩-১৯৪ ॥

কার্য্যং গুণাবতারত্বেনৈক্যাদ্রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সদাচারাচ্চ তদ্ব্রতম্‌ ॥১৯৫॥
চতুর্থস্কন্ধদৃষ্ট্যা তু নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতম্‌ ॥১৯৬॥

তথা চ ভৃগুশাপঃ (শ্রীভাঃ ৪।২।২৮)—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্‌ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥ ইতি ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—গুণাবতারতারূপে একত্ব হেতু শিব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, অতএব সদাচার বশতঃ শিবরাত্রিব্রতানুষ্ঠান করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণের কেহ কেহ চতুর্থস্কন্ধে বর্ণিত বিষয় লক্ষ্য করিয়া শিবব্রতে বিমুখ হন। ঐ স্থানে ভৃগুশাপ কথনে বর্ণিত হইয়াছে—যাহারা শিবব্রতানুষ্ঠান করিবে অথবা উহাদের অনুগামী হইবে সেই সকল ব্যক্তিকে সৎ-শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী বলিয়া মনে করিবে, সুতরাং তাহারা পাষণ্ডীদিগের মধ্যে গণ্য হউক্‌ ॥ ১৯৫-১৯৭ ॥

টীকা—তথা তত ইত্যর্থঃ, আয়ুষো জীবনস্য ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্য স্বস্তিঃ শোভনসত্তা সদা সম্যগ্‌বৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ, অস্তিতি শেষো বা। 'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ' ইত্যাদিকঞ্চ শ্রীমন্নামাপরাধস্তোত্রে পূর্ব্বং লিখিতমেব অতোঽত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ, শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেবমন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব, কিন্তু যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারোঽয়মিত্যভেদেন ন দোষাবহম্‌ অপি তু গুণ এব, ভগবদ্ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসানাদিতি ॥ ১৯৪-১৯৫ ॥

অথ শিবরাত্রিব্রতনির্ণয়ঃ

তত্র স্কান্দে—

মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে অসিতা যা চতুর্দ্দশী।
শিবরাত্রিস্তু সা খ্যাতা সর্ব্বযজ্ঞোত্তমোত্তমা ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শিবরাত্রিব্রত নির্ণয়, স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—মাঘ ও ফাল্গুন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীই শিবরাত্রি বলিয়া কথিত, উহা সর্ব্বযজ্ঞ অপেক্ষা প্রধান ॥ ১৯৮ ॥

মহীখণ্ডে—

মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥১৯৯॥

অনুবাদ—মহীখণ্ডে কথিত হইয়াছে—মাঘমাসের শেষে ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি তাহাকেই শিবরাত্রি বলা হয় ॥ ১৯৯ ॥

কিঞ্চ নাগরখণ্ডে—

যানি কানাত্র লিঙ্গানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তেষু সংক্রমতে দেবস্তস্যাং রাত্রৌ যতো হরঃ।
শিবরাত্রিস্ততঃ প্রোক্তা তেন সা হরিবল্লভা ॥
ইতি ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—নাগরখণ্ডে আরও বলা হইয়াছে—ভূলোকে স্থাবর ও চর যত কিছু শিবলিঙ্গ আছেন, চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে দেবাদিদেব শ্রীশঙ্কর সেই লিঙ্গ সমুদায়ে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, এই কারণেই এই চতুর্দ্দশী তিথিকে শিবরাত্রি বলা হয়। এই তিথি শ্রীশিবের বিশেষ প্রিয় ॥ ২০০ ॥

টীকা—হরিবল্লভত্বেনাস্য শ্রীশিবপ্রিয়ত্বাদেব বৈষ্ণবৈরপি কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০০ ॥

শুদ্ধোপোষ্যা চ সা সর্ব্বৈর্বিদ্ধা স্যাচ্চেচ্চতুর্দ্দশী।
প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তত্রাপ্যাধিক্যমাগতা ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দশী তিথি সকলের পক্ষেই শুদ্ধা, এই তিথিতে উপবাস করা উচিত কিন্তু বিদ্ধা চতুর্দ্দশী যদি প্রদোষব্যাপিনী বা তাহার থেকে বেশী সময় ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব ছাড়া অন্য উপাসকগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন ॥ ২০১ ॥

তথা চোক্তম্—

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ ।
রাত্রৌ জাগরণং তস্যাং যস্মাত্তস্যামুপোষণম্ ॥২০২॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—মহাদেবের প্রিয়পাত্রগণ প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশী শিবরাত্রিই গ্রহণ করেন, যেহেতু তাহাতেই উপবাস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত শিবরাত্রিব্রতে রাত্রি জাগরণ করিতে হয় ॥ ২০২ ॥

টীকা—শিবপ্রিয়ৈরিত্যনেন বিদ্ধাব্রতস্য বৈষ্ণবানামকর্ত্তব্যত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ ॥ ২০২ ॥

———

কিঞ্চ—

প্রদোষশ্চ চতুর্নাড্যাত্মকোঽভিজ্ঞজনৈর্মতঃ ।
ইতি ॥ ২০৩ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে চতুর্দণ্ডাত্মক সময়ই (সূর্য্যাস্তের পরে) প্রদোষ বলিয়া বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন ॥ ২০৩ ॥

———

প্রদোষব্যাপিনীসাম্যেঽপ্যুপোষ্যং প্রথমং দিনম্ ।
নোপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সাপীতি
চ সতাং মতম্ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—দুই দিনেই প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশী হইলে প্রথম দিনে উপবাসী থাকা বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য উপাসকদের ক্ষেত্রে বিধি। ঐ প্রথম দিন ত্রয়োদশী বিদ্ধা হইলে প্রথম দিন ব্রতোপবাস করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য নহে। ইহা সাধুগণ সম্মত ॥ ২০৪ ॥

———

যত উক্তম্—

শিবরাত্রিব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ ॥২০৫॥

অনুবাদ—যেহেতু উক্ত হইয়াছে—শিবরাত্রি ব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশী তিথি পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ২০৫ ॥

———

অতএবোক্তং পরাশরেণ—

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজ-
ন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা ।
জয়াপ্রযুক্তাং ন তু জাতু কুর্য্যা-
চ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্য ॥ ইতি ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—অতএব পরাশর বলিয়াছেন—মাঘী-কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অমাবস্যা যোগ হইলে শিবরাত্রি ব্রত করিতে হইবে। উহা মহাদেবের প্রীতিপ্রদ। কিন্তু ত্রয়োদশী সংযুক্তা চতুর্দ্দশী বর্জ্জনীয়া ॥ ২০৬ ॥

টীকা—এতদেব প্রতিপাদয়তি—সতাং মতমিতি। তত্র প্রমাণমাহ—মাঘেঽসিতেত্যাদি। এবঞ্চ—'মাঘফাল্গুনয়োর্ম্মধ্যে যা স্যাচ্ছিবচতুর্দ্দশী। অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ ॥' ইতিবচনং ভবিষ্যোত্তরোক্তশিবরাত্রিব্যতিরিক্তশিবচতুর্দ্দশীসংজ্ঞক-ব্রতবিষয়কং, কিংবা পরদিনে অমাবস্যাযোগাভাব-বিষয়কং, সকামবৈষ্ণববিষয়কং বা জ্ঞেয়ম্। অন্যে চ মাঘাসিতমিত্যেতদ্বচনং 'শিবরাত্রি-ব্রতে ভূতম্' ইতি বচনং পরদিনপ্রদোষব্যাপি-চতুর্দশ্যুপবাস-বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি, তচ্চাসঙ্গতমিতি মাঘেতি; পঞ্চদশ্যা যোগমুপৈতীত্যাদিবিশেষোক্ত্যা প্রদোষব্যাপিনীত্যাদিবিরোধাপত্তেঃ লিখিতব্যবস্থৈব যুক্তেতি দিক্। ইত্থঞ্চ যদা চতুর্দ্দশীক্ষয়ঃ স্যাত্তর্হি বৈষ্ণবানামপি বিদ্ধোপবাসঃ প্রসজ্যেতৈব, অন্যথা অমাবস্যাসংযোগ-ব্যবস্থায়া অত্র লোপপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ সা ব্যবস্থা বৈষ্ণবজনসম্মতা ন স্যাদিত্যপেক্ষা। এতচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমীব্রতনির্ণয়ান্তে লেখ্যমেব ইতি ॥২০৪-২০৬॥

———

অথ যোগাশ্চ—

উক্তঞ্চ লোকাক্ষিণা—

দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্‌যোগো বেধো মৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃতঃ ॥
ইতি ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর উক্ত যোগলক্ষণ, লোকাক্ষি বাক্য যথা—দুই মুহূর্ত্ত সময়কে যোগ ও এক মুহূর্ত্ত সময়কে বেধ বলে ॥ ২০৭ ॥

———

শিবরাত্রৌ চ কর্ত্তব্যং নিয়মেন ত্রয়ং বুধৈঃ ।
উপবাস-মহাদেবপূজা-জাগরণং নিশি ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—বুধগণ শিবরাত্রিব্রতে উপবাস, রাত্রিতে

শিবপূজা ও জাগরণ নিয়মবিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২০৮ ॥

টীকা—শিবরাত্রৌ চোপবাস-পূজা-জাগরণানাং ত্রয়াণামেবাবশ্যকত্বং লিখতি—শিবেতি ॥ ২০৮ ॥

অথ শিবব্রতবিধিঃ—

সায়ং শিবালয়ং গত্বা শুচিরাচম্য চ ব্রতী।
কৃত্বা শিবাগ্রে সঙ্কল্পমারভেত তদর্চ্চনম্ ॥ ২০৯ ॥
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ শতরুদ্রেণ বা দ্বিজ।
ক্ষীরাদিভিশ্চ শুদ্ধাভির্ধারয়া স্নাপয়েচ্ছিবম্ ॥২১০॥
মহার্চ্চাং বিধিনা কৃত্বা গন্ধপুষ্পতিলাদিভিঃ।
সমর্প্য ধূপদীপাদীন্ শঙ্খেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥২১১॥

অনুবাদ—অথ শিবরাত্রিব্রত বিধি—সন্ধ্যা-সময়ে পবিত্র ভাবে ব্রতধারণকারী ব্যক্তি শিবালয়ে গিয়া আচমন করতঃ শিবের নিকট সঙ্কল্প করিবেন। তারপর পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন। দ্বিজাতিগণ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে কিংবা শতরুদ্র মন্ত্রে ক্ষীরাদি দ্বারা ও শুদ্ধ জল-দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইবেন। বিধানানুসারে গন্ধ পুষ্প, তিল ইত্যাদি দ্বারা পূজা শেষ করিয়া ধূপ, দীপ দিয়া শঙ্খে করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে ॥ ২০৯-২১১ ॥

টীকা—অধুনা ভবিষ্যোত্তর-স্কন্দপুরাণশিবধর্ম্মোত্ত-রাদ্যুক্তানুসারেণ ব্রতানুষ্ঠানপ্রকারং লিখতি—সায়-মিতি পঞ্চভিঃ। তস্য শিবস্য অর্চ্চনং পূজামারভেত ॥ ২০৯ ॥

টীকা—তদেব লিখতি—পঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। আদি-শব্দেন ঘৃতমধ্বাদি দ্রাক্ষারসাদিকঞ্চ ॥ ২১০ ॥

টীকা—বিধিনেত্যত্রায়ং বিধিঃ—'প্রথমে যামে শিবায় নমঃ' ইতি, পঞ্চ-ব্রহ্মমন্ত্রৈর্বা গন্ধপুষ্প-তিলমাষ-গোধূমাদিনা মহাপূজাং কৃত্বা, ততশ্চ 'ওঁ আদ্যায় নমঃ', 'ওঁ বামায় নমঃ', 'ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ', 'ওঁ অঘোরায় নমঃ', ইতি প্রত্যগাদিচতুর্দ্দিক্ষু; 'ওঁ ঈশানায় নমঃ' ইত্যুপরি। এবং পঞ্চবক্ত্রাণি পুষ্পাদিভিঃ সম্পূজ্য পশ্চাদিষ্টপুষ্পং সমর্পয়েৎ। আদি-শব্দান্নৈ-বেদ্যতাম্বূলাদি, অর্ঘ্যঞ্চ ফলগন্ধাক্ষতান্বিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১১ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ—

গৌরীবল্লভ দেবেশ সর্পাঢ্য শশিশেখর।
বর্ষপাপবিশুদ্ধ্যর্থমর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
ইতি ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তদ্বিষয়ে অর্ঘ্যমন্ত্র—হে গৌরি বল্লভ! হে দেবেন্দ্র! হে সর্পাঢ্য, হে শশিশেখর, সারাবৎসর-কৃত পাতকের শোধনের জন্য আমি এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি ইহা গ্রহণ করুন ॥ ২১২ ॥

আচার্য্যং পরিপূজ্যাথ দত্ত্বা তস্মৈ চ দক্ষিণাম্।
বিধিবজ্জাগরং কৃত্বা প্রাতঃ পারণমাচরেৎ ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করতঃ আচার্য্যকে পূজা করিয়া দক্ষিণা দিবে এবং বিধানানুসারে জাগরণ পূর্ব্বক প্রাতে পারণ করিবে ॥ ২১৩ ॥

টীকা—আচার্য্যং শিবব্রতবিধ্যুপদেশকম্ অক্ষত-পুষ্পান্নবস্ত্রাদিনা সম্মান্য। বিধিবদিতি দ্বিতীয়ে যামে 'শঙ্করায় নমঃ' ইতি, তৃতীয়ে 'মহেশ্বরায় নমঃ' ইতি, চতুর্থে 'রুদ্রায় নমঃ' ইতি পূর্ব্বতো বিশেষঃ। অন্যশ্চ সমান এব বিধির্জ্ঞেয়ঃ। তথৈকাদশীজাগরণবদ্‌গীত-নৃত্যাদিনেতি চ জ্ঞেয়ম্। পারণমাচরেদিত্যত্রাপি বিধিবদিত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। ততশ্চ প্রভাতে নিত্যকৃত্যং কৃত্বা গৃহে শিবমভ্যর্চ্চ্য শিবভক্তান্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রাংশ্চ সম্ভোজ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১৩ ॥

অথ তত্র পারণ-নির্ণয়ঃ

পূর্ব্ববিদ্ধোপবাসে চ পরেঽহনি চতুর্দ্দশী।
দিবসব্যাপিনী তিষ্ঠেৎ কুর্য্যাৎ তস্যাং
হি পারণম্ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তদ্‌ব্রতের পারণ-নির্ণয়—যদি ত্রয়োদশীবিদ্ধা তিথিতে উপবাস হয় এবং পরদিন দিবসব্যাপিনী চতুর্দ্দশী তিথি থাকে, তবে চতুর্দ্দশী তিথিতেই পারণ কর্তব্য ॥ ২১৪ ॥

টীকা—ননু তদ্‌ব্রতপারণে চ শুদ্ধায়ামুপবাসে সতি, তথা প্রদোষব্যাপিত্বাদিনা পরদিনেঽপ্যুপবাসে সতি

প্রাতরমাবস্যায়ামেব পারণমবাধম্। পূর্ব্ববিদ্ধোপবাসে চ—'কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী। এতাঃ পূর্ব্বযুতাঃ কার্য্যাস্তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ ॥' ইত্যাদি-স্কন্দবচনৈস্তিথ্যন্তে পারণবিধিনা তত্র চ সমস্ত-দিনব্যাপি-চতুর্দ্দশী-নিক্রমে সতি কদা পারণমস্তু? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—পূর্ব্বেতি। হি-শব্দস্তেবার্থে। তস্যাং চতুর্দ্দশ্যামেব পারণম্, অন্যথাঽমাবস্যারাত্রৌ ভোজনস্য প্রসঙ্গাৎ, তচ্চ নিষিদ্ধম্; ভূতাষ্টম্যোর্দিবা ভুক্ত্বা রাত্রৌ ভুক্ত্বা চ পর্ব্বণি। একাদশ্যাং দিবা রাত্রৌ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥' ইতি। এবং যদ্যপি চতুর্দ্দশ্যাং দিবা ভোজনং নিষিদ্ধং, তথাপি পারণানুরোধেন অমাবস্যারাত্রিভোজনবত্তদ্দোষবিশেষাবহং ন স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ—'সর্ব্বেষ্বেবোপবাসেষু দিবাপারণমিষ্যতে' ইতি, অন্যদা তু চতুর্দ্দশ্যামন্তে সত্যেব পারণম্ ॥ ২১৪ ॥

তথা চোক্তম্—

সা তু তময়পর্য্যন্তং ব্যাপিনী চেৎ পরেঽহনি।
দিবৈব পারণং কুর্য্যাৎ পারণে নৈব দোষভাক্ ॥
ইতি ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষয়ে বলা হইয়াছে—পরের দিন অন্তকালব্যাপিনী চতুর্দ্দশী থাকিলে দিনের বেলাতেই পারণ কর্ত্তব্য। তাহাতে দোষভাগী হইতে হইবে না ॥ ২১৫ ॥

টীকা—সা শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী তু পরস্মিন্ দিনে অস্তময়পর্য্যন্তং সূর্য্যাস্তসময়াবধিব্যাপিনী চেত্তবতি, এবং চতুর্দ্দশ্যন্তপারণে চ ব্রতী দোষভাক্ ব্রতভঙ্গ-দোষভাগী ন স্যাৎ, অন্যথামাবস্যারাত্রিভোজনপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। এবমুপবাসদ্বয়ঞ্চ নিরস্তম্। অতএবোক্তং—'যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেব হি পারণম্' ইতি দিক্ ॥ ২১৫ ॥

অনুষ্ঠানবিধিশ্চাস্য ব্রতস্যোক্তোঽতিবিস্তরম্।
শিবধর্ম্মোত্তরাদৌ তু জ্ঞেয়োপেক্ষ্যঃ স চেত্ততঃ ॥২১৬
শিবব্রতস্য মাহাত্ম্যমস্য সর্ব্বত্র বিশ্রুতম্।
ব্যাধোঽপি মুক্তো যস্তাদৃগ্
লিঙ্গার্চ্চা-জাগরাদিনা ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—বিশদভাবে শিবরাত্রি ব্রতের নিয়ম উক্ত হইল, কোনও বিষয়ের বিশেষ বিধি জানিতে হইলে শিবধর্ম্মোত্তরাদি হইতে তাহা জানিতে হইবে। এই ব্রতমাহাত্ম্য সর্ব্বস্থানেই বিখ্যাত, লিঙ্গপূজা ও জাগরণাদি করায় সেইপ্রকার পাপী ব্যাধও উদ্ধার পাইয়াছিল ॥ ২১৬-২১৭ ॥

টীকা—অস্য শিবরাত্রিসম্বন্ধিনো ব্রতস্য, অত্যন্ত-বিস্তরং যথা স্যাৎ, অপেক্ষ্যশ্চেত্তবতি, তদা ততঃ শিবধর্ম্মোত্তরাদিতঃ, স বিধির্জ্ঞেয়ঃ। আদি-শব্দেন ভবিষ্যোত্তরস্কন্দপুরাণ-শিবযামলাদি ॥ ২১৬ ॥

টীকা—তাদৃগ্দেবাদন্যপ্রসঙ্গজাতং যৎ, লিঙ্গার্চ্চা শ্রীশিবপূজনম্, জাগরঃ, আদিশব্দেন উপবাসশ্চ, তেনাপি ব্যাধোঽপি মুক্ত ইতি যৎ, যদ্যস্মাচ্ছিব-ব্রতাদিতি বা ॥ ২১৭ ॥

অথ শিবরাত্রিব্রত-মাহাত্ম্যম্

নাগরখণ্ডে—

স্বয়ম্ভুলিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য সোপবাসঃ সজাগরঃ।
অজানন্নপি নিষ্পাপো নিষাদো গণতাং গতঃ ॥২১৮॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীশিবরাত্রিব্রত-মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে বলা হইয়াছে—শ্রীশিবরাত্রি বিষয়ে অনবিহিত হইয়াও কোনও এক চণ্ডাল অনাদি লিঙ্গের পূজা, উপবাস ও জাগরণ ফলে নিষ্পাপ হইয়া শিবের পারিষদ-পদ লাভ করিয়াছিল ॥ ২১৮ ॥

টীকা—তথা চোক্তম্ ভবিষ্যোত্তরে—'কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং ন কিঞ্চিন্মৃগয়ন্নপি। প্রাপ্তবান প্রাণযাত্রার্থং ক্ষুধাসংপীড়িতোঽবশঃ ॥' ইত্যুপবাসঃ; কিঞ্চ—'ধনুষ্কোট্যা হতান্যেব বিল্বপত্রাণি মানদ। পতিতানি মহাবাহো শম্ভোঃ শিরসি ভূমিপ ॥ তস্থৌ স এব তত্রৈব সর্ব্বরাত্রিমতন্দ্রিতঃ। স্বোদরার্থং মহারাজ মৃগলিপ্সুরহস্কৃতঃ ॥' ইতি; এবঞ্চ পূজাজাগরণে বৃত্তে, গণতাং শিবপার্ষদতাম্ ॥ ২১৮ ॥

স্কান্দে চ—

শিবঞ্চ পূজয়িত্বা যো জাগর্তি চ চতুর্দ্দশীম্।
মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—চতুর্দ্দশীতে শিব পূজা করিয়া যিনি রাত্রি জাগরণ করেন, তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ২১৯ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

কশ্চিৎ পুণ্যবিশেষেণ ব্রতহীনোঽপি যঃ পুমান্।
জাগরং কুরুতে তত্র স রুদ্রসমতাং ব্রজেৎ ॥
ইতি ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—উপবাস প্রভৃতি নিয়ম না মানিয়াও কোন পুণ্য-বিশেষে শ্রীশিবরাত্রিতে জাগরণ মাত্র করিলে অন্ত্যজ ব্যক্তিও রুদ্র পারিষদত্ব লাভ করেন ॥ ২২০ ॥

টীকা—কশ্চিদন্ত্যজাদিরপি ব্রতহীনঃ উপবাসাদি-নিয়মরহিতোঽপি যঃ পুণ্যবিশেষেণ তত্র শিবারাত্রৌ জাগরণং কুরুতে, রুদ্রসমতাং তদীয়-সারূপ্যাদিযুক্ত-পার্ষদত্বং বৈষ্ণবাগ্র্যত্বং বা স প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্তু প্রেমভক্তিবিবর্দ্ধতে।
কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিরুদ্রানুকম্পয়া ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—কিন্তু বৈষ্ণবগণের পক্ষে শিবরাত্রিব্রত পালনে কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষণকারী শ্রীরুদ্রদেবের অনুগ্রহে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয় ॥ ২২১ ॥

টীকা—ননু শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দভক্ত্যেকাপেক্ষকাণাং বৈষ্ণবানাং শিবব্রতেন কিং স্যাৎ ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—শ্রীকৃষ্ণে ইতি। ননু শ্রীশিবব্রতেন কথং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির্বর্দ্ধতাম্ ? তত্র লিখতি—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিণো রুদ্রস্যানুকম্পয়া, শ্রীশঙ্করকরুণয়ৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিবিশেষসিদ্ধেঃ। যদ্বা, কৃষ্ণস্য যা ভক্তিরসবর্ষিণী রুদ্রানুকম্পা তয়া, এবং শ্রীশিবব্রতেনৈব শ্রীকৃষ্ণকৃপাবিশেষোৎপত্তেস্তৎ-প্রেমভক্তিবৃদ্ধির্ভবতীতি দিক্ ॥ ২২১ ॥

অথ শ্রীগোবিন্দদ্বাদশী

ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যর্ক্ষেণ সংযুতা।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম সা স্যাদ্গোবিন্দভক্তিদা ॥২২২॥

তস্যামুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তং প্রপূজয়েৎ।
লিখিতঃ পাপনাশিন্যাং
বিধির্যোঽত্রাপি স স্মৃতঃ ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—অথ শ্রীগোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষে যে দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র যুক্তা হয়, তাহার নাম "গোবিন্দদ্বাদশী" তাহা শ্রীগোবিন্দভক্তি প্রদা। তাহাতে উপবাস করিয়া যথাবিধি ভগবান শ্রীগোবিন্দ-দেবকে পূজা করিবে। পূর্ব্বে (১৩।৫৪০-৫৬৩) পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রত প্রসঙ্গে যে বিধি লিখিত হইয়াছে। এস্থলেও তাহাই অনুসরণ করিবে ॥ ২২২-২২৩ ॥

টীকা—অত্র গোবিন্দদ্বাদশ্যাং ভগবৎপূজনেঽপি স এব বিধিঃ স্মৃতো মুনিভিঃ। একদৈবতত্বাদিনা দ্বয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ২২৩ ॥

অথ শ্রীগোবিন্দদ্বাদশীমাহাত্ম্যম্

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃসংবাদে—

ফাল্গুনামলপক্ষে তু পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—অথ শ্রীগোবিন্দদ্বাদশী মাহাত্ম্য ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে—ফাল্গুনমাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার নাম "গোবিন্দদ্বাদশী"-মহাপাতক-নাশিনী ॥ ২২৪ ॥

তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্ ॥
ইতি ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—তাহাতে যথাবিধি উপবাস করিয়া মানব পাপমুক্ত হইয়া সংসারে পুনরাগমন রহিত দুর্ল্লভ উত্তম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ২২৫ ॥

টীকা—পুনরাবৃত্তির্যেষাং তৈর্দুর্ল্লভাম্, অপুনরাবৃত্তিকামিত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

আমর্দ্দকী দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি।
যোগাভাবেঽত্র তন্নাম্নী তদীয়ৈকাদশী মতা।
যত্র আমর্দ্দকী-পূজা-ব্রতমস্যাং বিশেষতঃ ॥২২৬॥

অনুবাদ—ইহাই জগতে "আমলকী দ্বাদশী" নামে বিখ্যাতা। পুষ্যানক্ষত্র যোগ না থাকিলে 'আমলকী একাদশী' নামে বিখ্যাতা। বিশেষত যেখানে আমলকী পূজা, অতএব ইহাতে ব্রত বিশেষ-ভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২২৬ ॥

অথ আমর্দ্দকীব্রতবিধিঃ

তদুক্তং ব্রাহ্মে তত্রৈব পাপনাশিনীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে—

ফাল্গুনে তু বিশেষেণ বিশেষঃ কথিতো নৃপ।
আমর্দ্দক্যা ব্রতং পুণ্যং বিষ্ণুলোকপ্রদং নৃণাম্ ॥২২৭

অনুবাদ—অথ আমলকী একাদশী ব্রতবিধি ব্রহ্ম-পুরাণে ঐ প্রসঙ্গে পাপনাশিনী মাহাত্ম্যে—হে মহারাজ! ফাল্গুনমাসে বিশেষ ভাবে বিশেষ কথা উক্ত আছে—আমর্দ্দকী একাদশীতে ব্রত পবিত্র মানবগণের বিষ্ণু-লোকপ্রদ ॥ ২২৭ ॥

প্রভাসখণ্ডে চ শ্রীদেবীমহেশ-সংবাদে—

ফাল্গুনস্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ।
স্নাত্বা নদ্যাং তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽপি বা।
গত্বা গিরৌ বনে বাঽপি যত্র সা
প্রাপ্যতে শিবা ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ প্রভাসখণ্ডেও দেবী-মহেশ-সংবাদে—ফাল্গুনমাসে শুক্লপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া নদীতে, পদ্মপুষ্করিণীতে, সাধারণ পুকুরে বা কূপের জলে গৃহে স্নান করিয়া পর্ব্বতে, বনে বা যেখানে আমলকী বৃক্ষ পাওয়া যায় সেখানে গমন করিবে ॥২২৮

টীকা—ইয়ং ফাল্গুনশুক্লদ্বাদশী, দ্বাদশী চ দ্বাদশ্যেকাদশ্যোরভেদাভিপ্রায়েণ, কিংবা দ্বাদশ্যাং পুষ্যানক্ষত্রে সতি তস্যামেবোপবাসাপেক্ষয়েতি। তদ-ভাবেঽপি একাদশ্যামুপবাসে সতি তস্যামেবামর্দ্দকী-পূজাদিকমপি। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। শিবা আমর্দ্দকী ॥ ২২৬-২২৮ ॥

ক্ষীরোদে মথ্যমানে তু যদা বৃক্ষঃ সমুত্থিতঃ।
আমর্দ্দান্দেবদৈত্যানাং তেন সামর্দ্দকী স্মৃতা ॥২২৯
শিবা লক্ষ্মীঃ স্মৃতো বৃক্ষঃ সেব্যতে সুরসত্তমৈঃ।
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈর্বৃক্ষোঽসৌ
বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ—ক্ষরোদসমুদ্র মন্থনকালে দেব ও দৈত্যগণের মর্দ্দন হইতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম হয় আমর্দ্দকী। এই বৃক্ষ শিবা বা লক্ষ্মী-স্বরূপহেতু দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদি দ্বারা সেবিত হন, বিভূতি বৈষ্ণব বৃক্ষ জানিবে ॥ ২৩০ ॥

টীকা—আমর্দ্দকীবৃক্ষোঽয়ং শিবেতি লক্ষ্মীরিতি চ স্মৃতঃ অতএব সেব্যতে ॥ ২৩০ ॥

তত্র গত্বা হরিঃ পূজ্যো বৃক্ষমূলেঽথবা শিবা।
পূজ্যা পুষ্পৈঃ শুভৈ রাত্রৌ কার্য্যং
জাগরণং নরৈঃ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—ঐ বৃক্ষমূলে গিয়া পবিত্র পুষ্প সমূহ দ্বারা শ্রীহরির পূজা বা বৃক্ষকে পূজা করিবে এবং মানবগণ রাত্রি জাগরণ করিবে ॥ ২৩১ ॥

করকং জলপূর্ণন্তু কর্ত্তব্যং পাত্রসংযুতম্।
হবিষ্যান্নন্তু কর্ত্তব্যং দীপঃ কার্য্যো বিধানতঃ ॥২৩২॥
এবং জাগরণং কার্য্যং কথাশ্রবণতৎপরৈঃ।
মুচ্যন্তে দেহিনঃ পাপৈঃ কলিজৈঃ কায়সম্ভবৈঃ ॥২৩৩
দেহান্তে চ নরাঃ সর্ব্বে পূজ্যন্তে হরিমন্দিরে ॥২৩৪॥

অনুবাদ—পাত্রসহ জলপূর্ণ কলস স্থাপন কর্ত্তব্য, হবিষ্যান্ন কর্ত্তব্য, যথা বিধি দীপ প্রজ্বালিত করিবে, শ্রীহরিকথা শ্রবণ পর ভক্তগণসহ রাত্রি জাগরণ করিবে। এইরূপে ব্রত পালন করিলে মানবগণ কলিকালজাত কায়িক পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয় এবং দেহান্তে মানবগণ শ্রীহরিধামে পূজিত হন ॥ ২৩২-২৩৪ ॥

অথ বসন্তোৎসবঃ

ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু বিদধ্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তস্য বসন্তস্যার্চ্চনোৎসবম্ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—অথ বসন্তোৎসব—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে বৈষ্ণববৃন্দসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত বসন্তের অর্চ্চনোৎসব করিবে ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্ততা চ বসন্তস্য, সদা শ্রীবৃন্দাবনাশ্রিতত্বাৎ। অতএব তস্য পূজোৎসবং কুর্য্যাৎ ॥ ২৩৫ ॥

ভবিষ্যোত্তরতো জ্ঞেয়স্তদ্বিধিশ্চেদপেক্ষ্যতে।
যঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরস্যোক্তো ব্যক্তং ভগবতা স্বয়ম্ ॥২৩৬

অনুবাদ—ইহার বিশেষ বিধি জানিবার ইচ্ছা থাকিলে ভবিষ্যোত্তর পুরাণে স্বয়ং ভগবৎ প্রোক্ত শ্রীযুধিষ্ঠির সংবাদে অনুসন্ধান করুন ॥ ২৩৬ ॥

অথ বসন্তোৎসব-মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

এবং যঃ কুরুতে পার্থ শাস্ত্রোক্তং ফাল্গুনোৎসবম্।
মৎপ্রসাদাচ্চ সিধ্যন্তি তস্য সর্ব্বে মনোরথাঃ ॥২৩৭॥

অনুবাদ—অথ বসন্ত উৎসব মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তরে—হে প্রার্থ। আমার প্রসাদে শাস্ত্রোক্ত ফাল্গুন উৎসব এই বিধি অনুসারে যিনি অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল মনোবাসনা সিদ্ধ হয় ॥ ২৩৭ ॥

বৃত্তে তুষারসময়ে সিতপঞ্চদশ্যাং
প্রাতর্বসন্তসময়ে সমুপস্থিতে চ।
সম্প্রাপ্য চূতকুসুমং সহ চন্দনেন
সত্যং হি পার্থ পুরুষোঽব্দশতং সুখী স্যাৎ ॥২৩৮॥

অনুবাদ—শীত ঋতুগত হইলে শুক্ল পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে বসন্ত সময়ে চন্দনের সহিত আম্রমুকুল ভোজন করিলে, হে পার্থ! মানব শত বৎসর সুখী হয় ॥ ২৩৮ ॥

অথ চৈত্রকৃত্যম্

চৈত্রে কুর্য্যাৎ সিতে পক্ষে শ্রীরামনবমীব্রতম্।
একাদশ্যাং প্রভোর্দোলাং দ্বাদশ্যাং মদনার্পণম্ ॥২৩৯

অনুবাদ—অথ চৈত্রমাসকৃত্য—চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীরামনবমী ব্রত করিবে। একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, দ্বাদশীতে দমনক পুষ্প শ্রীমদনমোহনকে অর্পণ করিবে ॥ ২৩৯ ॥

গৌতমীয়ে চ—

চৈত্রমাসে বাসুদেবং সর্ব্বপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥২৪০॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রেও—চৈত্রমাসে শ্রীবাসুদেবকে সর্ব্বপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ২৪০ ॥

অথ শ্রীরামনবমী

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু শুক্লায়াং হি রঘূদ্বহঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্।
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যমুপবাসব্রতাদিকম্ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—অথ শ্রীরামনবমী—হে ব্রহ্মন্, অগস্ত্য সংহিতাতে—চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে নবমীতে পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম আবির্ভূত হন। সেই দিনে উপবাস ব্রতাদি কর্ত্তব্য ॥ ২৪১ ॥

টীকা—ব্রহ্মন্ হে সুতীক্ষ্ণ ॥ ২৪১ ॥

অথ তদ্ব্রতনিত্যত্বম্

তত্রৈব—

মুমুক্ষবোঽপি হি সদা শ্রীরামনবমীব্রতম্।
ন ত্যজন্তি সুরশ্রেষ্ঠো দেবেন্দ্রোঽপি বিশেষতঃ ॥২৪২

অনুবাদ—অথ শ্রীরামনবমী ব্রত নিত্যতা ঐ অগস্ত্য সংহিতাতে—হে সুর শ্রেষ্ঠ। মুক্তিকামীগণ, বিশেষতঃ দেবরাজ ইন্দ্রও সর্ব্বদা শ্রীরামনবমীব্রত ত্যাগ করেন না ॥ ২৪২ ॥

কিঞ্চ—

প্রাপ্তে শ্রীরামনবমীদিনে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ।
উপোষণং ন কুরুতে কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—আরও—যে বিমূঢ়ধী মানব শ্রীরাম-নবমী দিন প্রাপ্ত হইয়া উপবাস করে না, সে কুম্ভী-পাক নরকে পতিত হয় ॥ ২৪৩ ॥

যস্তু রামনবম্যাং হি ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—যে বিমূঢ়ধী মানব মোহবশতঃ রাম-নবমীতে ভোজন করে, সে ঘোর কুম্ভীপাক নরকে পাচিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪৪ ॥

অথ তদ্ব্রতমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম তদ্ভবক্ষয়কারকম্ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—অথ সেই ব্রত মাহাত্ম্য—অগস্ত্য সংহিতাতে—কোটি সূর্য্যগ্রহণেরও অধিক শ্রীরামনবমী ব্রত বলা হইয়াছে—মহাপবিত্র ঐদিনে ভক্তিসহ শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করিলে তাহা সংসার-মুক্তির কারণ হয় ॥ ২৪৫ ॥

কিঞ্চ—

কুর্য্যাদ্রামনবম্যাং য উপোষণমতন্দ্রিতঃ।
ন মাতুর্গর্ভমাপ্নোতি স বৈ রামপ্রিয়ো ভবেৎ ॥২৪৬॥

অনুবাদ—আরও—যিনি আলস্যবিহীন হইয়া শ্রীরামনবমীতে উপবাস করেন, তিনি আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন না, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় ভক্ত হন ॥ ২৪৬ ॥

টীকা—রামপ্রিয়ো ভবেদিতি তৎসারূপ্যং প্রাপ্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বে কৃত্বৈতন্নবমীব্রতম্।
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥২৪৭॥

অনুবাদ—অতএব সকলে সর্ব্বভাবে কায়মনো-বাক্যে এই শ্রীরামনবমীব্রত উপবাস করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন এবং সনাতন ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৪৭ ॥

কিঞ্চ—

একমপি নরো ভক্ত্যা শ্রীরামনবমীব্রতম্।
উপোষ্য কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৪৮॥

অনুবাদ—আরও—মানব ভক্তিসহ একটিমাত্র শ্রীরামনবমী ব্রত উপবাস করিয়া কৃতকার্য্য ও সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ২৪৮ ॥

অথ তদ্ব্রতনির্ণয়ঃ

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীরামনবমীব্রত নির্ণয়—চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে সাক্ষাৎ হরি শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। পুনর্বসু নক্ষত্র যুক্তা ঐ তিথি সর্ব্ববাঞ্ছা পূরণকারিণী ॥ ২৪৯ ॥

সৈব মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা ভবেৎ ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—তাহাই দিবা মধ্যাহ্নসময়ে যোগ হইলে মহাপুণ্যতমা হয় ॥ ২৫০ ॥

মেষং পূষণি সম্প্রাপ্তে লগ্নে কর্কটকাহ্বয়ে।
আবিরাসীৎ স্বকলয়া কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্ ॥২৫১

অনুবাদ—মেষ রাশিতে সূর্য্য অবস্থানকালে কর্কটলগ্নে কৌশল্যা গর্ভ হইতে নিজ কলার সহিত পরমপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন ॥ ২৫১ ॥

নবমী চাষ্টমী-বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্ ॥
ইতি ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ সূর্য্যোদয়ে অষ্টমী বিদ্ধা

নবমী ত্যাগ করিয়া নবমীতে উপবাস এবং দশমীতেই পারণ করিবেন ॥ ২৫২ ॥

টীকা—ননু বৈষ্ণবৈবিদ্ধা সর্ব্বত্র এব বর্জ্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতম্ অত্রাপি তথৈবোক্তম্, 'নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা' ইতি। তত্র চ নবমীক্ষয়ে সতি তিথিহ্রাসক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যম্ ? তত্রাহ—উপোষণমিতি ॥ ২৫২ ॥

দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্ ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—"দশম্যামেব" এস্থলে 'এব' শব্দদ্বারা দশমীতেই পারণের নিশ্চয়তা বিধান থাকায় যখন নবমীক্ষয় হইবে তখন বাধ্য হইয়া বৈষ্ণবগণ নিঃসংশয়ে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীদিনে ব্রত করিবেন (শ্রীএকাদশীতে ব্রতের জন্য দশমীতে পারণ আবশ্যক ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—তদেবাভিব্যজ্য লিখতি—দশম্যামিতি। নিশ্চয়াদ্দশম্যামেবেত্যেবকারতঃ, অন্যথোপবাসদ্বয়প্রসঙ্গাদিতি দিক্ ॥ ২৫৩ ॥

অস্য ব্রতস্য চাগস্ত্যসংহিতাদৌ সবিস্তরম্।
বিধিরুক্তঃ প্রসিদ্ধশ্চ লিখ্যতেঽত্র সমাসতঃ ॥২৫৪॥

অনুবাদ—এই ব্রতের বিস্তৃত বিধি অগস্ত্য সংহিতা ও রামার্চ্চন চন্দ্রিকাতে উক্ত ও প্রসিদ্ধি থাকায় এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল ॥ ২৫৪ ॥

অথ শ্রীরামনবমীব্রতবিধিঃ

অষ্টম্যাং চৈত্রমাসস্য শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দন্তধাবনপূর্ব্বন্তু প্রাতঃ স্নানাদ্যথাবিধি ॥ ২৫৫ ॥
দান্তং কুটুম্বিনং বিপ্রং বেদশাস্ত্ররতং সদা।
শ্রীরামপূজানিরতং সুশীলং দম্ভবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫৬ ॥
বিধিজ্ঞং রামমন্ত্রাণাং রামমন্ত্রৈকসাধকম্।
আহূয় ভক্ত্যা সম্পূজ্য শৃণুয়াৎ প্রার্থয়ন্নিতি ॥২৫৭॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীরামনবমী ব্রতবিধি—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে সংযতচিত্ত থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক যথাবিধি স্নানাদির পর, সংযতচিত্ত গৃহস্থ সর্ব্বদা শ্রীরামপূজারত, সুশীল, দম্ভহীন, রামমন্ত্রবিধিজ্ঞ, রামমন্ত্রসাধক, একনিষ্ঠ বেদজ্ঞ বিপ্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ভক্তিসহ পূজা করিয়া এইভাবে প্রার্থনা করিবে ॥২৫৫-২৫৭॥

টীকা—অষ্টম্যামিত্যাদি স্পষ্টার্থমেব ॥ ২৫৫ ॥

শ্রীরামপ্রতিমাদানং করিষ্যেঽহং দ্বিজোত্তম।
তত্রাচার্য্যো ভব প্রীতঃ শ্রীরামবিত্ত্বমেব মে ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজোত্তম! আমি শ্রীরামপ্রতিমা দান করিব, সেই বিষয়ে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার আচার্য্য হউন, আপনিই শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বজ্ঞ ॥২৫৮॥

আচার্য্যং ভোজয়েৎ পশ্চাৎ সাত্ত্বিকান্নৈঃ সবিস্তরৈঃ।
ভুঞ্জীত স্বয়মপ্যেবং হৃদি রামমনুস্মরন্ ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—ব্রতান্তে উপকরণসহ সাত্ত্বিক অন্নদ্বারা আচার্য্যকে ভোজন করাইবে এবং স্বয়ংও চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে ভোজন করিবে ॥ ২৫৯ ॥

টীকা—বামেঽঙ্কে পার্শ্বে, দক্ষিণেঽঙ্কে পার্শ্বে। অঙ্গ ইতি বা পাঠঃ। দক্ষিণে পার্শ্বে পার্শ্বদ্বয়ে ইতি বা। ততশ্চ সীতাদশরথয়োর্বহিস্তৌ জ্ঞেয়ৌ ॥ ২৬৯ ॥

তত্রৈকভক্ত-নিবেদনমন্ত্রঃ

নবম্যামঙ্গভূতেন একভক্তেন রাঘব।
ইক্ষ্বাকুবংশতিলক প্রীতো ভব ভবপ্রিয় ॥
ইতি ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ—ঐ ব্রত বিষয়ে একভক্ত নিবেদন মন্ত্র—হে রাঘব! হে ইক্ষ্বাকুবংশতিলক! হে ভবপ্রিয়! নবমীর অঙ্গস্বরূপ একভক্ত-ব্রতদ্বারা আপনি প্রীত হউন ॥ ২৬০ ॥

ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় স্নাত্বা সন্ধ্যাং বিধায় চ।
প্রাতঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শীঘ্রমেব সমাপয়েৎ ॥২৬১॥

অনুবাদ—উপবাসের দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান, সন্ধ্যা আদি যথাবিধি পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্বকর্ম্ম শীঘ্রই সমাধান করিবে ॥ ২৬১ ॥

———

উপবাসনিবেদনমন্ত্রঃ

উপোষ্য নবমী ত্বদ্য যামেষ্বষ্টাসু রাঘব।
তেন প্রীতো ভব ত্বন্তোঃ সংসারাৎ ত্রাহি
মাং হরে ॥ ইতি ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ—উপবাস নিবেদন মন্ত্র—হে রাঘব! অদ্য অষ্টপ্রহর নবমী অপবাস করিব। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, হে শ্রীহরে! আমাকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৬২ ॥

———

বিধিবন্নির্ম্মিতে যাগমণ্ডপে পরমোৎসবৈঃ।
পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু সদ্ভিঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—যথাবিধি নির্ম্মিত যাগমণ্ডপে পরমানন্দে সাধুগণের সহিত পুণ্যাহ বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে ॥ ২৬৩ ॥

———

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রঃ

অস্যাং রামনবম্যান্তু সমারাধনতৎপরঃ।
উপোষ্যাষ্টসু যামেষু পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২৬৪ ॥
ইমাং স্বর্ণময়ীং রামপ্রতিমাং সুপ্রযত্নতঃ।
শ্রীরামপ্রীতয়ে দাস্যে রামভক্তায় ধীমতে ॥ ২৬৫ ॥
প্রীতো রামো হরত্বাশু পাপানি সুবহূনি মে।
অনেকজন্মসংসিদ্ধান্যভ্যস্তানি মহান্তি চ ॥
ইতি ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—অথ সঙ্কল্পমন্ত্র - এই শ্রীরামনবমীতে আরাধনা তৎপর আমি অষ্টপ্রহর উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি এই স্বর্ণময়ী শ্রীরামপ্রতিমা উত্তম যত্নসহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির উদ্দেশ্যে ধীমান্ রামভক্তকে দান করিব। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামচন্দ্র আমার বহুজন্মের অভ্যস্ত মহামহা বহুবিধ পাপ শীঘ্র হরণ করুন ॥ ২৬৪-২৬৬ ॥

———

মূর্ত্তিং শ্রীরামচন্দ্রস্য সুবর্ণস্য পালেন তু।
অশক্তশ্চেৎ পলার্দ্ধেন তদর্ধার্ধেন বা চরেৎ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি সুবর্ণের ১ পল দ্বারা নির্ম্মিত, অশক্তপক্ষে অর্দ্ধপল, তাহার অর্দ্ধেক বা তাহা অর্দ্ধেক দ্বারা রচিত ॥ ২৬৭ ॥

———

রৌপ্যেণ বাথ লৌহেন শিলয়া দারুণাথবা।
লেপ্যাঞ্চ লেখ্যাং বা কুর্য্যাৎ কৌশল্যাং কল্পিতাং
শুভাম্ ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—অথবা রৌপ্যদ্বারা বা অষ্টধাতু, শিলা বা দারু, মৃন্ময়ী বা চিত্রপট করিবে, পবিত্রভাবে কল্পিত কৌশল্যা মূর্ত্তিসহ ॥ ২৬৮ ॥

———

বামাঙ্কে জানকীং চাস্য সংশ্লিষ্টাং বামপাণিনা।
দক্ষিণাঙ্কে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরম্ ॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীরামের বামাঙ্গে জানকী বামহস্ত দ্বারা আলিঙ্গিতা, দক্ষিণাঙ্গে বা পার্শ্বে দশরথ মূর্ত্তি পুত্র দর্শন তৎপর ॥ ২৬৯ ॥

———

পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং সহচামরম্।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্ ॥২৭০॥

অনুবাদ—পশ্চাতে লক্ষ্মণদেব উত্তর ছত্র ও চামর সহ, উভয় পার্শ্বে ভরত ও শত্রুঘ্ন তালপত্র ব্যজন হস্তে, অগ্রভাগে সেবোন্মুখ হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহ প্রার্থী ॥ ২৭০ ॥

———

আসনোপরি সংবিশ্য ন্যাসজালং বিধায় চ।
শঙ্খং প্রপূজয়েদগ্রে গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসনে উপবেশন করিয়া অঙ্গন্যাসাদির পর অগ্রে গন্ধপুষ্প অক্ষতাদির দ্বারা শঙ্খ পূজা করিবে ॥ ২৭১ ॥

———

কলসং বামভাগস্থং পূজাদ্রব্যাণি চাদরাৎ।
পাত্রঞ্চ প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা চাত্মানং মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—সাদরে বামভাগে স্থাপিত কলস, পূজা দ্রব্যাদি এবং পাদ্যাদি পাত্র ও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিসহ ঐ শঙ্খজল দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষণ ছিটা দিবে ॥ ২৭২ ॥

সর্ব্বেষাং রামমন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজঃ ষড়ক্ষরঃ।
তারকব্রহ্ম চেত্যুক্তস্তেন পূজা প্রশস্যতে ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—সকল রামমন্ত্র মধ্যে ষড়ক্ষর 'মন্ত্ররাজ' ও 'তারক ব্রহ্ম' নামে প্রসিদ্ধ ঐ মন্ত্র দ্বারা পূজা প্রশস্ত ॥ ২৭৩ ॥

বিলিখেৎ সর্ব্বতোভদ্রং বেদিকোপরি সুন্দরম্।
সর্ব্বব্রতে সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ—বেদির উপর সুন্দর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবে। সর্ব্ববিধ ব্রতে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল উল্লিখিত আছে ॥ ২৭৪ ॥

মধ্যে তীর্থোদকৈঃ পূর্ণং কুম্ভং রত্নোদরং শুভম্।
চূতপল্লবপুষ্পৈশ্চ যুক্তং ন্যসেদলঙ্কৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—মধ্যস্থলে গঙ্গাজল দ্বারা পূর্ণকুম্ভ মধ্যে পঞ্চরত্ন গর্ভ মঙ্গল ঘট আম্রপল্লব পুষ্পমাল্যাদিযুক্ত কুঙ্কুমাদি অলঙ্কৃত করিয়া স্থাপন করিবে ॥ ২৭৫ ॥

টীকা—রত্নানি উদরে অভ্যন্তরে যস্য তম্ ॥২৭৫॥

সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে পাত্রে ষট্‌কোণমালিখেৎ।
অলাভে বিল্বপীঠে বা কলসোপরি সংস্থিতে।
উপর্য্যাস্তীর্য্য বস্ত্রে দ্বে আচ্ছিদ্রে সুদশে শুভে ॥২৭৬॥

অনুবাদ—স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র পাত্রে অভাবে বিল্বকাষ্ঠের পীড়িতে ষট্ কোণ লিখিয়া কলসের উপর রাখিয়া সুন্দর পবিত্র দুইটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে ॥ ২৭৬ ॥

টীকা—সৌবর্ণাদিপাত্রস্যালাভে সতি ॥ ২৭৬ ॥

দিব্যসিংহাসনং তত্র স্থাপয়িত্বার্চ্চয়েৎ সুধীঃ।
পীঠার্চ্চাং বিধিবৎ কৃত্বা দত্ত্বা চার্ঘ্যাদিকস্তথা ॥ ২৭৭

অনুবাদ—সুধী ব্যক্তি তাহার উপর দিব্য সিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চন করিবে এবং যথাবিধি ঐ পীঠের অর্চ্চন করিয়া অর্ঘ্যাদি দান করিবে ॥২৭৭॥

ক্ষীরাদিনা চ স্নপনং কুর্য্যাদাবাহনাদি চ।
নানারত্নবিচিত্রাণি দদ্যাদাভরণানি চ ॥ ২৭৮ ॥

অনুবাদ—দুগ্ধাদি পঞ্চামৃত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া আবাহনাদি ষোড়শ উপচারে পূজা করিয়া নানারত্ন খচিত বিচিত্র অলঙ্কার দান করিবে ॥২৭৮॥

হিমাম্বুঘৃষ্টরুচিরঘনসারসমন্বিতম্।
গন্ধং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সাগুরুঞ্চ সকুঙ্কুমম্ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—শীতল জলে ঘৃষ্ট কর্পূরাদিযুক্ত উত্তম চন্দনগন্ধ এবং যত্নসহকারে অগুরুকাষ্ঠ চন্দন, কুঙ্কুমাদি চন্দন দিবে ॥ ২৭৯ ॥

কহলারকেতকী-জাতী-পুন্নাগাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
চম্পকৈঃ শতপত্রৈশ্চ সুগন্ধৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—রক্তপদ্ম, কেতকী, জাতী, পুন্নাগাদিদ্বারা এবং চম্পক পুষ্প, সুগন্ধ সুদৃশ্য মনোহর শতদল পদ্ম পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২৮০ ॥

চূতপল্লবপুষ্পৈশ্চ দূর্ব্বাভিস্তুলসীদলৈঃ।
কোমলৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ অশোককুসুমৈস্তথা ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—আম্রপল্লব ও মুকুলদ্বারা, দূর্ব্বা ও তুলসীপত্র সমূহ দ্বারা, কোমল বিল্বপত্র ও অশোক পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে ॥ ২৮১ ॥

অথ কৌশল্যাদ্যর্চ্চা

রামস্য জননী চাসি রামাত্মকমিদং জগৎ।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥২৮২॥

অনুবাদ—অনন্তর কোশল্যাদি পরিকর পূজা হে লোকমাতঃ! আপনি শ্রীরামচন্দ্রেরও জননী হইয়াছেন। এই জগৎ রামাত্মক, অতএব তোমাকে পূজা করিব, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৮২ ॥

নমো দশরথায়েতি পূজয়েৎ পিতরং ততঃ।
ততোঽনুজ্ঞাপ্য দেবেশং পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ।
পূর্ব্বষট্‌কোণকোণেষু হৃদয়াদীনি ষট্ ক্রমাৎ ॥২৮৩

ইতি প্রথমাবরণম্।

অনুবাদ—অনন্তর 'দশরথায় নম' বলিয়া পিতাকে পূজা করিবে, তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ লইয়া পরিকরগণকে পূজা করিবে। পূর্ব্বলিখিত ষট্ কোণ যন্ত্রের ছয় কোণে হৃদয়াদি ক্রমে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে ॥ ২৮৩ ॥

ইতি প্রথম আবরণ।

হনুমন্তং সসুগ্রীবং ভরতং সবিভীষণম্।
লক্ষ্মণাঙ্গদশত্রুঘ্নান্ জাম্ববন্তং দলেষ্বিমান্ ॥ ২৮৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াবরণম্।

অনুবাদ—সুগ্রীব সহ হনুমান্, বিভীষণ সহ ভরত, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন, জাম্ববান্ অষ্টদলে ইহাদের পূজা করিবে ॥ ২০৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় আবরণ।

ধৃতিং জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনম্।
অশোকং ধর্ম্মপালঞ্চ সুমন্ত্রং দলমধ্যতঃ ॥ ২৮৫ ॥

ইতি তৃতীয়াবরণম্।

অনুবাদ—ধৃতি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল, সুমন্ত্র দলমধ্যে ॥ ২৮৫ ॥

ইতি তৃতীয় আবরণ।

দলাগ্রে লোকপালাংশ্চ ॥ ২৮৬ ॥

ইতি চতুর্থাবরণম্।

অনুবাদ—দলাগ্রে লোকপালগণ ইন্দ্রাদির পূজা ॥২৮৬

ইতি চতুর্থ আবরণ।

তদস্ত্রাণি ততো বহিঃ ॥ ২৮৭ ॥

ইতি পঞ্চমাবরণম্।

অনুবাদ—তাহার বাহিরে শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্রসমূহের পূজা ॥ ২৮৭ ॥

ইতি পঞ্চম আবরণ।

ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্ ধূপং দীপঞ্চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যভোজ্যাদিনা ভক্ত্যা নৈবেদ্যং
বিধিনার্পয়েৎ ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ঘণ্টাবাদ্য সহ শ্রীরামচন্দ্রকে ধূপ ও দীপ নিবেদন করিবে এবং যথাবিধি ভক্তিসহ ভক্ষ্যভোজনাদি নৈবেদ্য অর্পণ করিবে ॥ ২৮৮ ॥

আচামঞ্চ সুতাম্বূলং মহানীরাজনং ততঃ।
নমস্কুর্য্যাত্ততঃ স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা চ প্রজপেন্মনুম্ ॥২৮৯॥

অনুবাদ—অতঃপর আচমন, উত্তম তাম্বূল, মহা-আরত্রিক করিয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তোত্রদ্বারা স্তব করিয়া মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৮৯ ॥

শৃণ্বন্ জয়ন্তী-মাহাত্ম্যং দিব্যাং রামকথাস্তথা।
রামভক্তৈঃ সমং যামং নয়েদ্রামমনুস্মরন্ ॥ ২৯০ ॥

ইতি প্রথমযামকৃত্যম্।

অনুবাদ—জয়ন্তী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে দিব্য রামকথা রামভক্তগণসহ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে প্রথমপ্রহর অতিবাহিত করিবে ॥২৯০

ইতি দিবা প্রথম প্রহর কৃত্য।

টীকা—যামং নবমীদিবস-প্রথমপ্রহরম্ ॥২৯০॥

শঙ্খপাত্রাসনার্চ্চাঞ্চ কুর্য্যাদ্‌যামেষ্বতন্দ্রিতঃ।
যামে দ্বিতীয়ে সম্পূজ্য মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ ॥২৯১

অনুবাদ—প্রতি প্রহরে নিরালস্য ভাবে শঙ্খ, পাত্র ও পীঠাদির পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রহরেও ঐরূপ পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে জন্মলীলা স্মরণ করিবে ॥ ২৯১ ॥

টীকা—অতন্দ্রিত ইতি সর্ব্বেষ্বেব যামেষু শঙ্খ-পাত্রপীঠানাং পূজামনালস্যেনাবশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ।।২৯১

উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দ্রৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি ।
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ ।।২৯২

অনুবাদ—যথা—পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থ হইলে, দেবগুরু বৃহস্পতি চন্দ্রযুক্ত হইলে, নবমী তিথিতে, কর্কট লগ্নে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, সূর্য্য মেষরাশিতে অবস্থান করিলে, রাক্ষসকুলরূপ পলাশকাষ্ঠ নিঃশেষে দগ্ধ করিবার জন্য অযোধ্যা রূপ অরণিকাষ্ঠ হইতে অপূর্ব বিভবযুক্ত অত্যাশ্চর্য্য তেজঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।। ২৯২ ।।

টীকা—জন্মভাবনবিধিমেবাহ—উচ্চস্থ ইতি, 'সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয়-বৃষ-মৃগ-স্ত্রী-কুলীরান্ত্যযুকে দিগ্বহ্নীন্দ্রদ্বয়তিথি-শরান্ সপ্তবিংশাংশ্চ বিংশান্ । অংশান্ যাবদ্বদতি যবনে' ইত্যাদ্যুক্তনিজনিজোচ্চ-স্থানবর্ত্তিনি গ্রহপঞ্চকে, মেষ-মকর-কর্কট-মীন-তুলাসু ক্রমেণ সূর্য্য-ভৌম-গুরু-শুক্র-শনিষু স্থিতেষ্বিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, কর্কটে লগ্নে চন্দ্রসহিতগুরাবিতি গুণবিশেষঃ । পলং মাংসমশ্নন্তীতি পলাশা রাক্ষসাস্ত এব সমি-ধস্তান্নির্দগ্ধুং যথা যজ্ঞেঽরণি-জাতোঽগ্নিঃ পলাশকা-ষ্ঠানি নির্দহতি, তদ্বদিতি রূপকার্থঃ ।। ২৯২ ।।

স্তুত্বৈবং বাদয়েদ্বাদ্যান্যর্ঘ্যং দদ্যাজ্জগৎপতেঃ ।
ফলপুষ্পাম্বুসম্পূর্ণং গৃহীত্বা শঙ্খমুজ্জ্বলম্ ।
অশোকচূতকুসুমৈর্যুক্তঞ্চ তুলসীদলৈঃ ।। ২৯৩ ।।

অনুবাদ—এইরূপ স্তব করিয়া নানাবিধ বাদ্য-সমূহ বাদন । করিবে, ফল, পুষ্প ও জলপূর্ণ উজ্জ্বল শঙ্খ গ্রহণ করিয়া জগৎপতিকে অর্ঘ্যদান করিবে । অশোক, আম্রমুকুল ও তুলসীপত্রসমূহ যুক্ত অর্ঘ্য-দান করিবে ।। ২৯৩ ।।

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

দশাননবধার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ।
দানবানাং বিনাশায়দৈত্যানাং নিধনায় চ ।। ২৯৪ ।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ ।।
ইতি ।।২৯৫।।

অনুবাদ—অথ অর্ঘ্যমন্ত্র দশাননের বধ নিমিত্ত ধর্ম্মস্থাপন জন্য এবং দানবগণের বিনাশ নিমিত্ত দৈত্যগণের নিধনের জন্য এবং সাধুগণের পরিত্রাণ জন্য সাক্ষাৎ হরি শ্রীরামচন্দ্র জন্মলীলা করিয়াছেন । আমার প্রদত্ত এই অর্ঘ্য হে অনঘ ! ভ্রাতৃগণসহ গ্রহণ করুন ।। ২৯৪-২৯৫ ।।

পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যামে যামে হ্যতন্দ্রিতঃ ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা দিবারাত্রং নয়েদ্বুধঃ ।। ২৯৬ ।।

অনুবাদ—নিরলসভাবে প্রহরে প্রহরে পুনঃ পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যথাবিধি ভক্তিসহ পূজা করিবে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইভাবে দিবারাত্র অতি-বাহিত করিবে ।। ২৯৬ ।।

ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় নিত্যকৃত্যং সমাপ্য চ ।
বিধিবদ্রামমভ্যর্চ্চ্য ভক্ত্যাচার্য্যং প্রতোষ্য চ ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভুঞ্জীত তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ।।২৯৭

অনুবাদ—পরদিন প্রাতে উঠিয়া নিত্যকর্ম্ম সমা-পন করিয়া যথাবিধি শ্রীরামচন্দ্রকে অর্চ্চনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আচার্য্যকে প্রসন্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণ সহ ভোজন করিবে এবং তাহাদিগকে দক্ষিণা দিবে ।।২৯৭

অথ পারণমন্ত্রঃ

তব প্রসাদস্বীকারাৎ কৃতং যৎ পারণং ময়া ।
ব্রতেনানেন সন্তুষ্টঃ স্বস্তি ভক্তিং প্রযচ্ছ মে ।।
ইতি ।। ২৯৮ ।।

অনুবাদ—অথ পারণমন্ত্র, হে শ্রীরামচন্দ্র । তোমার প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আমি যে ব্রত পারণ করিলাম, এই ব্রতদ্বারা প্রসন্ন হইয়া স্বস্তি ও ভক্তি আমাকে প্রদান করুন ।। ২৯৮ ।।

কৃত্বৈবং ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্ ।
তুলাপুরুষদানাদিফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—এইভাবে ব্রত পালন করিয়া ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ সকল হইতে নিশ্চিতই মুক্ত হয় এবং মানব তুলাপুরুষ দানাদির ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯৯ ॥

———

অনেকজন্মসংসিদ্ধপাপেভ্যো মুচ্যতে ধ্রুবম্ ।
বহুনা কিমিহোক্তেন ভক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥৩০০॥

অনুবাদ—বহুজন্মার্জ্জিত পাপসকল হইতে মুক্ত হয়, ইহা নিশ্চিত অধিক আর কি বলিব, ভগবদ্ভক্তি তাহার করতলগতা হয় ॥ ৩০০ ॥

———

অকিঞ্চনোঽপি নিয়ত উপোষ্য নবমীব্রতম্ ।
কৃত্বা জাগরণং ভক্ত্যা পূজয়েদ্বিধিবন্মুনে ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর ! নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিও নবমী-ব্রতে নিয়ত উপবাসী থাকিয়া এবং জাগরণ করিয়া ভক্তিসহ যথাবিধি পূজন করিবেন ॥ ৩০১ ॥

———

গঙ্গায়াং প্রক্ষিপেন্নেপ্যাং
লেখ্যাং মূর্ত্তিং গৃহে ন্যসেৎ ।
আচার্য্যায় চ হৈমাদিং
দদীত প্রতিমাং বুধঃ ॥ ইতি ॥ ৩০২ ॥

অনুবাদ—মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবে, চিত্রপট গৃহে রাখিবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সুবর্ণ প্রতিমাদি আচার্য্যকে প্রদান করিবে ॥ ৩০২ ॥

———

অথ দোলমহোৎসবঃ

চৈত্রে সিতৈকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম্ ।
দোলয়া দোলনং কুর্য্যাদ্গীতনৃত্যাদিনোৎসবম্ ॥৩০৩

অনুবাদ—অনন্তর দোলমহোৎসব,—চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের একাদশীতে প্রভুকে দক্ষিণাভিমুখে দোলায় বসাইয়া দোলাইবে এবং গীত, নৃত্য, বাদ্যাদি সহ আনন্দ উৎসব করিবে ॥ ৩০৩ ॥

———

তথা চ গারুড়ে—
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্ ।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥৩০৪

অনুবাদ—ইহার প্রমাণ গরুড়পুরাণে—কলিকালে চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীহরিকে দক্ষিণ অভিমুখে দোলারূঢ় করিয়া অর্চ্চনান্তে মাসভর আন্দোলন করিবে ॥ ৩০৪ ॥

———

অথ তন্নিত্যতা

পদ্মপুরাণে—
উর্জ্জে রথং মধৌ দোলাং শ্রাবণে তন্তুপর্ব্ব চ ।
চৈত্রে দমনকারোপমকুর্ব্বাণো ব্রজত্যধঃ ॥
ইতি ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দোলযাত্রার নিত্যতা পদ্মপুরাণে—কার্ত্তিকে ব্রত বা রথযাত্রা, চৈত্রে দোলযাত্রা, শ্রাবণে পবিত্রারোপণ, চৈত্রে দমনকপুষ্প আরোপণ যিনি না করেন, তিনি অধঃপতিত হন ॥ ৩০৫ ॥

———

দোলারূঢ়শ্চ ভগবানবলোক্যঃ প্রযত্নতঃ ।
দোলারূঢ়স্য চাস্যাগ্রে কুর্য্যাজ্জাগরণং শুভম্ ॥৩০৬॥

অনুবাদ—দোলারূঢ় ভগবান্‌কে প্রযত্ন-সহ দর্শন করিবে এবং উঁহার অগ্রে পবিত্রভাবে নিশি জাগরণ করিবে ॥ ৩০৬ ॥

———

অথ দোলোৎসব-মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—
দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি কৃষ্ণং কলিমলাপহম্ ।
অপরাধসহস্রৈস্তু মুক্তাস্তে ঘূর্ণনে কৃতে ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দোলোৎসব মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে কথিত আছে—কলিকাল জাত চিত্তমালিন্য অপহরণকারী দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলনসময়ে যিনি দর্শন করেন, তিনি সহস্র অপরাধ হইতে মুক্ত হন ॥ ৩০৭ ॥

টীকা—ঘূর্ণনে আন্দোলনে সতি যে প্রপশ্যন্তি, তে

মুক্তা ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা, ঘূর্ণনেঽপি কৃতে সর্ব্বেঽপরাধসহস্রৈর্মুক্তা ভবন্তীতি বাক্যান্তরম্। মধুমাধবে বসন্ত ইত্যর্থঃ, যদ্বা, মধৌ মাধবে বেত্যর্থঃ। কদাচিদ্বিঘ্নাপাতাদ্বৈশাখেঽপি তৎকরণাৎ ॥ ৩০৭ ॥

তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি জন্মকোটিকৃতান্যপি।
যাবন্নান্দোলয়েদ্ভূপ কৃষ্ণং কংসবিনাশিনম্ ॥৩০৮॥

অনুবাদ—কোটিজন্ম সঞ্চিত পাপসমূহও সেই কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে, হে মহারাজ। যে পর্য্যন্ত কংসধ্বংসকারী শ্রীকৃষ্ণকে না দোলায় ॥ ৩০৮ ॥

আন্দোলনদিনে প্রাপ্তে রুদ্রেণ সহিতাঃ সুরাঃ।
কুর্ব্বন্তি প্রাঙ্গণে নৃত্যং গীতং বাদ্যঞ্চ হর্ষিতাঃ ॥৩০৯

অনুবাদ—দোলযাত্রাদিনে মহাদেবের সহিত দেবগণ আনন্দিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করেন ॥ ৩০৯ ॥

ঋষয়ো গণগন্ধর্ব্বা রম্ভাদ্যাপ্সরসাং গণাঃ।
বাসুকিপ্রমুখা নাগাস্তথা দেবাঃ সুরেশ্বরাঃ।
দোলযাত্রাং সমায়ান্তি বিষ্ণুদর্শনলালসাঃ ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু দর্শনে লোভযুক্ত হইয়া ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রম্ভাদি অপ্সরাগণ, বাসুকি প্রমুখ নাগগণ, দেবগণ, ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণ দোলযাত্রা উৎসবে আগমন করেন ॥ ৩১০ ॥

দোলযাত্রানিমিত্তন্তু দোলাহে মধুমাধবে।
ভূতানি সন্তি ভূপৃষ্ঠে যে কেচিদ্দেবযোনয়ঃ।
সমায়ান্তি মহীপাল কৃষ্ণে দোলাস্থিতে ধ্রুবম্ ॥৩১১॥

অনুবাদ—চৈত্র ও বৈশাখে দোলপর্বে দোলযাত্রা দর্শন নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে যে কোন প্রাণি আছে, হে ভূপাল! দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা দর্শনে আসেন তাহারা সকলেই দেবতা ॥ ৩১১ ॥

বিষ্ণুং দোলাস্থিতং দৃষ্ট্বা
ত্রৈলোক্যস্যোৎসবো ভবেৎ।
তস্মাৎ কার্য্যশতং ত্যক্ত্বা
দোলাহে উৎসবং কুরু ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকে দোলারূঢ় দেখিয়া ত্রিলোকেরই আনন্দ হয়। অতএব শতকার্য্য ত্যাগ করিয়া দোলযাত্রা দিনে উৎসব করুন ॥ ৩১২ ॥

প্রহলাদে তু সমায়াতে বিষ্ণুর্দোলাবরোহণম্।
কুরুতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বরং দত্তমনুস্মরন্ ॥ ৩১৩ ॥

অনুবাদ—হে যুধিষ্ঠির মহারাজ! প্রহলাদ সমাগত হইলে শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে যে বর দিয়াছিলেন, তাঁহা অনুস্মরণ করিয়া দোলাবরোহণ করেন ॥ ৩১৩ ॥

দোলাস্থিতস্য কৃষ্ণস্য যেঽগ্রে কুর্ব্বন্তি জাগরম্।
সর্ব্বপুণ্যফলাবাপ্তির্নিমেষৈকেন জায়তে ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—দোলাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যাহারা জাগরণ করেন, এক নিমেষে তাহাদের সর্ব্ববিধপুণ্যফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৩১৪ ॥

দোলাসংস্থন্তু যে কৃষ্ণং পশ্যন্তি মধুমাধবে।
ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুনা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠে দেববন্দিতাঃ ॥৩১৫॥

অনুবাদ—চৈত্র ও বৈশাখে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দোলারূঢ় দর্শন করেন, তাহারা দেবগণ বন্দিতা হইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর সহিত লীলায় রত থাকেন ॥ ৩১৫॥

কিঞ্চান্যত্র—
দক্ষিণাভিমুখং দেবং দোলারূঢ়ং সুরেশ্বরম্।
সকৃদ্দৃষ্ট্বা তু গোবিন্দং মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥
ইতি ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—দেবদেব শ্রীগোবিন্দদেবকে দক্ষিণাভিমুখে দোলারূঢ় একবার দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥৩১৬

অথ দোলোৎসববিধিঃ

চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ।
নিত্যপূজাং বিধায়াথ কুর্য্যাদ্দোলোৎসবং ব্রতী॥ ৩১৭

অনুবাদ—অথ দোল উৎসব বিধি চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া এবং নিত্যপূজা বিধান করিয়া ব্রতী দোলোৎসব করিবে ॥ ৩১৭ ॥

———

তদর্থঞ্চ বিশেষেণ নৈবেদ্যাদিকমর্পয়েৎ।
সম্মান্য বৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ ॥৩১৮॥

অনুবাদ—উৎসবার্থে বিশেষ নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিবে, ঐ সকল প্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবগণকে তৃপ্ত করিয়া গীত, নৃত্যাদি করাইবে ॥ ৩১৮ ॥

———

মহানীরাজনং কৃত্বা প্রক্ষিপেদচ্যুতোপরি।
গন্ধানুলেপচূর্ণাদিবিচিত্রাণি বিভাগশঃ ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—মহাআরতি করিয়া শ্রীভগবানের উপরে ভাগে ভাগে বিচিত্র গন্ধ, চন্দন, আবিরাদি চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—অথ নিত্যপূজানন্তরং, ব্রতী কৃতোপবাসঃ পূর্ব্বলিখিতদশম্যাদিনিয়মযুক্তো বা, তদর্থং দোলোৎসবার্থং, বিশেষেণ অন্যদিনাদাধিক্যেন, সম্মান্য আদৌ সাদরং নিমন্ত্র্যাহূয় পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বকং শ্রীচরণামৃতানুলেপনমাল্যাদিমহাপ্রসাদপ্রদানেন সম্পূজ্য, তৈর্বৈষ্ণবৈঃ। আদি-শব্দেন বাদ্যনামসঙ্কীর্ত্তনাদি, বিচিত্রাণি গন্ধাদীনি, বিভাগশঃ শ্রীমদঙ্গোষ্ণীষাদিভূষণং দোলাদৌ ভাগে ভাগে পৃথক্ পৃথক্ অচ্যুতোপরি প্রক্ষিপেৎ। তত্র গন্ধঃ—অগুরু কলম্বকাদিসাধিত-সুরভিদ্রব্যবিশেষঃ, অনুলেপশ্চন্দনাদিপঙ্কং, চূর্ণানি চ পট্টবাসাঃ বুক্কাবক্ষনেতিপ্রসিদ্ধানি। এতচ্চ বাসন্তিকদোলক্রীড়াবিশেষলক্ষণম্ ॥ ৩১৭-৩১৯ ॥

———

সন্তোষ্য বৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভি প্রভুম্।
নত্বাভ্যর্থ্যাপ্রমত্তঃ সন্ দোলামারোহয়েচ্ছুভাম্ ॥৩২০

অনুবাদ—ঐ সকল গন্ধাদি দ্রব্য দ্বারা বৈষ্ণবগণকেও সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের সহিত নৃত্য ও গীতাদি সহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক দোলমঞ্চে লইয়া গিয়া সাবধানভাবে অলঙ্কৃত উত্তম দোলায় আরোহণ করাইবে ॥ ৩২০ ॥

———

নীত্বা বহির্বেদিকায়ামুত্তুঙ্গায়াং যথাবিধি।
অভ্যর্চ্চ্যান্দোলয়েৎ কৃষ্ণং
সর্ব্বলোকাবলোকিতম্ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বলোকের সুখে দর্শন নিমিত্ত মন্দিরের বাহিরে অতি উচ্চ বেদিতে লইয়া গিয়া যথাবিধি অর্চ্চন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে দোলাইবে ॥ ৩২১ ॥

টীকা—তৈর্গন্ধাদিভির্বৈষ্ণবান্ সন্তোষ্য প্রভুঞ্চ ভগবন্তং নত্বা প্রণম্য, অভ্যর্থ্য চ 'সর্ব্বলোকহিতার্থং নিজজনসুখার্থঞ্চ সুখং দোলামিমামারুহ্য সাবধানমান্দোলনলীলাং বিধেহি' ইত্যাদি, তথা বলীয়সা পদা 'স্বামিন্ পদবীমবধারয়' ইত্যাদিকঞ্চ প্রার্থ্য; অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ সন্, শুভাং নির্ম্মাণবিশেষতোঽলঙ্কারবিশেষতশ্চোত্তমাং দোলাং গীতাদিভিরারোহয়েৎ। আদিশব্দেন জয় জয়েত্যাদিমঙ্গলঘোষ-বেদঘোষ-বাদ্য-সঙ্কীর্ত্তনাদি, বহির্দোলায়াঃ, উত্তুঙ্গায়ামত্যুচ্চায়াস্তদুপরীত্যর্থঃ। এতচ্চ সর্ব্বলোকানাং সুখদর্শনার্থম্ ॥ যথাবিধীতি বেদিকাং তামুপস্কৃত্য ধ্বজপতাকাতোরণাদিভিরলঙ্কৃত্য চ দৃঢ়পট্টবসনেন পার্শ্বদ্বয়ে স্তম্ভাদৌ দোলাং নিবধ্য দোলারূঢ়স্য ভগবতোঽর্চ্চনে ফলবিশেষোক্তেরান্দোলনশ্রমবিশেষদৃষ্টেশ্চ পূজাবিশেষং কৃত্বা মহানীরাজনং কৃত্বা গন্ধাদিকঞ্চ প্রক্ষিপ্য শনৈঃ শনৈঃ সাবধানমান্দোলয়েদিত্যাদিপ্রকার উহ্যঃ। সর্ব্বলোকৈরবলোকিতং যথা স্যাত্তথান্দোলয়েৎ, দোলারূঢ়ভগবদ্দর্শনে ফলবিশেষোক্তেঃ ॥৩২০-৩২১॥

———

এবমভ্যর্চ্চয়ন্ যামে যামে ত্বান্দোলয়ন্ প্রভুম্।
মহোৎসবেন গময়েদ্দিনং রাত্রিঞ্চ যত্নতঃ ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে প্রহরে প্রহরে অর্চ্চন করিতে করিতে প্রভুকে দোলাইবে। যত্নসহকারে মহা আনন্দে উৎসবের সহিত দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করিবে ॥ ৩২২ ॥

———

এবং জাগরণং কৃত্বা বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ ।
প্রণম্য প্রার্থ নির্ম্মঞ্ছ্য কৃষ্ণং স্বালয়মানয়েৎ ॥ ৩২৩॥

অনুবাদ—এইভাবে বৈষ্ণবগণের সহিত বৈষ্ণব জাগরণ করিয়া প্রণাম, প্রার্থনা ও আরতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজমন্দিরে গীতবাদ্যাদি সহ আনয়ন করিবে ॥ ৩২৩ ॥

কেচিচ্চ বৈষ্ণবাঃ শুক্লতৃতীয়াং মহোৎসবম্ ।
ইমমিচ্ছন্তি শক্তাশ্চ কুর্ব্বতে মাসমেব তম্ ॥ ৩২৪॥

অনুবাদ—কোন কোন বৈষ্ণবগণ চৈত্র শুক্লা তৃতীয়াতে এই মহোৎসব ইচ্ছা করেন এবং সমর্থ হইলে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয়তৃতীয়া) পর্য্যন্ত একমাস ফুলদোলে এই উৎসব সমাপ্ত করেন ॥৩২৪॥

টীকা—এবমনেন লিখিতপ্রকারেণ যামে যামে প্রতিপ্রহরং প্রভুমভ্যর্চ্চয়ন্ আন্দোলয়ংশ্চ সন্ মহোৎসবেন নৃত্যগীতাদিনা দিনং রাত্রিঞ্চ গময়েৎ। অত্র প্রতিযামমভ্যর্চ্চনমান্দোলনঞ্চ, 'ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যামে যামে হ্যতন্দ্রিতঃ' ইতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকোক্তেঃ, তথা একাদশীজাগরণে 'যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ' ইত্যাদিস্কান্দোক্তেশ্চানুসারঃ তথাত্রৈব 'ঘূর্ণনে কৃতে' ইতি, 'যাবন্নান্দোলয়েৎ' ইত্যাদ্যুক্তান্দোলনস্য পৌনঃপুন্যপ্রতীতেরিতি দিক্। প্রার্থ্যেতি দেবালয়ান্তরাধিবাস্য-শ্রীশালগ্রামশিলাগ্রে স্থাপিতস্য দমনকস্যারোপণোৎসবার্থমান্দোলনলীলামেতামপহায় ভগবজ্জন-বাৎসল্যেন সুখং সাবধানং স্বমন্দিরে বিজয়ং বিধেহীত্যাদিপ্রার্থনাং কৃত্বা। নির্ম্মঞ্ছ্য দোলক্রীড়ায়াং দৃষ্টিমূত্তার্য্য, স্বালয়ং দেবালয়ম্ আ সম্যগ্গীতবাদ্যাদিনা নয়েৎ, ইমং দোলযাত্রাখ্যম্ ॥ ৩২২-৩২৪ ॥

তথা চোক্তম্—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়াং রমাপতিম্ ।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥
ইতি ॥ ৩২৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপ শাস্ত্রে উক্তি আছে—চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতে শ্রীলক্ষ্মীপতিকে দোলার উপরে অর্চ্চন করিয়া কলিযুগে এক মাস দোলাইবে ॥৩২৫॥

যৎ ফাল্গুনস্য রাকাদাবুত্তরা ফল্গুনী যদা ।
তদা দোলোৎসবঃ কার্য্যস্তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥৩২৬

অনুবাদ—ফাল্গুনমাসের রাকা-পূর্ণিমাতে যখন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হয় তখন দোল উৎসব কর্ত্তব্য, ঐরূপ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উৎসব হয় ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—রাকা পূর্ণিমা, আদি-শব্দেন প্রতিপদাদিঃ, কদাচিৎ প্রতিপদি কদাচিদ্দ্বিতীয়ামামপি উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযোগাৎ কার্য্য ইতি যৎ, তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে, ন তু সর্ব্বত্র পুরুষোত্তমখণ্ডাদৌ তত্রৈব তস্য বিধানাৎ ॥ ৩২৬ ॥

কিন্ত্বীদৃগ্ভক্তিসংদর্শি-জগন্নাথানুসারতঃ ।
দোলা-চন্দন-কীলাল-রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ ॥ ৩২৭॥

অনুবাদ—তথাপি এইরূপ শ্রীবিগ্রহসেবা-পরিপাটী যাত্রা-উৎসবাদি সহ ভক্তিপ্রদর্শনকারী শ্রীজগন্নাথদেবের অনুসারে শ্রীক্ষেত্রে যে যে দিনে দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, জলযাত্রা, নৌকাবিলাসে বা স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা হয়, সেই অনুসারে অন্যত্রও সেইরূপ দোল আদি উৎসব কর্ত্তব্য ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—তথাপি তদ্দৃষ্ট্যান্যত্রাপি তথৈব দোলাদ্যুৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখতি—কিন্ত্বিতি। ঈদৃশী মূর্ত্তি-পূজা যাত্রোৎসবাদিরূপা যা ভক্তিস্তস্যাঃ সম্যগ্দর্শনশীলস্য লোকানুগ্রাহকস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ, যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেঽপি তথা দোলযাত্রাং চন্দনযাত্রাং জলযাত্রাং রথযাত্রাঞ্চ কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুত্বেন লিখিতমেব—ঈদৃগ্ভক্তিসন্দর্শীতি। মহোৎসববাহুল্যঞ্চ গুণাবহমেবেতি দিক্ ॥ ৩২৭ ॥

অথ দমনকারোপণোৎসবঃ

চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং দমনারোপণোৎসবম্ ।
বিদধ্যাত্তদ্বিধির্বৈধায়নাদ্যুক্তোঽত্র লিখ্যতে ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—অথ দমনকপুষ্প আরোপণ উৎসব—চৈত্রমাসের শুক্লদ্বাদশীতে দমনক আরোপণ উৎসব করিবে। তাহার বিধি বৌধায়নাদি সংহিতা উক্ত এস্থলে লিখিত হইতেছে ॥ ৩২৮ ॥

মধোঃ সিতৈকাদশ্যাঞ্চ প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ।
গত্বা দমনকারামং তত্রাশোকং স্মরং যজেৎ ॥৩২৯॥

অনুবাদ—চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দমনক উদ্যানে গিয়া সেখানে অশোক বৃক্ষরূপী কামদেবকে আতপ তণ্ডুল চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৩২৯ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

অশোকায় নমস্তুভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশনঃ।
শোকার্ত্তিং হর মে নিত্যমানন্দং জনয়স্ব মে ॥
ইতি ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অশোক পূজামন্ত্র—অশোক তোমায় নমস্কার, তুমি কামস্ত্রীশোকনাশন। আমার শোক ও আর্ত্তি হরণ কর এবং আমার নিত্য আনন্দ উৎপাদন কর ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—তত্র দমনকারামে অশোকবৃক্ষরূপং স্মরমক্ষতচন্দনাদিনা পূজয়েৎ। তত্র চ কামরূপেণ শ্রীভগবত এব পূজাদিকং জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, ভগবদর্পণায় দমনকগুণবিশেষার্থং কামদেবস্যেবেতি দিক্ ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

নেষ্যামি কৃষ্ণপূজার্থং ত্বাং কৃষ্ণপ্রীতিকারকম্।
ইতি সম্প্রার্থ্য নত্বা চ গৃহ্ণীয়াদ্দমনং শুভম্ ॥৩৩১॥

অনুবাদ – কৃষ্ণপ্রীতিকারক তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ পূজার নিমিত্ত লইয়া যাইব—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ও প্রণাম করিয়া পবিত্র মঞ্জরী সহ দমনক বৃক্ষ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—গৃহ্ণীয়াদিতি—নিজদমনকারামাভাবেঽন্যোদ্যানাদপীত্যর্থঃ। শুভং পরমোত্তমং সুন্দর-মঞ্জর্য্যাদিযুক্তম্ ॥ ৩৩১ ॥

প্রোক্ষ্য তৎ পঞ্চগব্যেন প্রক্ষাল্যাদ্ভিঃ প্রপূজ্য চ।
বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য বেদাদিঘোষেণ গৃহমানয়েৎ ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ—পঞ্চগব্য দ্বারা ছিটা দিয়া ঐ বৃক্ষকে জল দ্বারা ধৌত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া নববস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গৃহে আনয়ন করিবে ॥ ৩৩২ ॥

টীকা—তৎ দমনকম্ অদ্ভিঃ শুদ্ধোদকেন প্রক্ষাল্য প্রপূজ্য অক্ষতগন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য বস্ত্রেণ আচ্ছাদ্যেতি নবে পটলে নিধায় সিতধৌতবাসসাচ্ছাদ্যেতি জ্ঞেয়ম্। আদি-শব্দেন গীতবাদ্যাদি ॥ ৩৩২ ॥

অথ দমনকাধিবাসবিধিঃ

কৃষ্ণস্যাগ্রে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্।
নিধায় দমনং তত্র রাত্রৌ তদধিবাসয়েৎ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দমনকঅধিবাসবিধি—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহার উপর দমনক রাখিয়া রাত্রিতে উহার অধিবাস করিবে ॥ ৩৩৩ ॥

টীকা - তত্র মণ্ডলে তৎপটলনিহিতং দমনম্, অধিবাসয়েদিতি নিত্যক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্য ভগবতঃ পূজাং বিশেষতঃ কৃত্বা তদনুজ্ঞয়া তদধিবাসনং কুর্য্যাদিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৩৩ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

পূজার্থং দেবদেবস্য বিষ্ণোর্লক্ষ্মীপতেঃ প্রভোঃ।
দমন ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ ॥
ইতি ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অধিবাস মন্ত্র—দেবদেব প্রভু লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর পূজার জন্য, হে দমনক! আপনি এখানে আগমন করুন, অবস্থান করুন, আপনাকে প্রণাম ॥ ৩৩৪ ॥

সবীজং কামদেবঞ্চ তথা ভস্মশরীরকম্।
অনঙ্গং মন্মথঞ্চৈব বসন্তসখমেব চ।
স্মরমিক্ষুচাপঞ্চ পুষ্পবাণঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ৩৩৫ ॥
প্রাগাদিদিক্ষু রত্যাদ্যং বিধিবদ্দমনে ক্রমাৎ ॥৩৩৬॥

অনুবাদ—অনন্তর দমনকের পূর্ব্বাদি-ক্রমে অষ্ট দিকে কামবীজ ও রতিসমন্বিত বিধিবৎ ইক্ষুদণ্ড অক্ষত গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অষ্ট নামমন্ত্রে পূজা করিবে —কামদেবায়, ভস্মশরীরায়, অনঙ্গায়, মন্মথায়, বসন্তসখ্যে, স্মরায়, ইক্ষুচাপায়, পুষ্পবাণায় ইতি ॥ ৩৩৫-৩৩৬ ॥

টীকা—দমনকস্য প্রাগাদ্যষ্টদিক্ষু ক্রমেন কামদেবাদ্যষ্টকং কামবীজসহিতঞ্চ, বিধিবৎ ইক্ষ্বক্ষত-গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র প্রয়োগঃ—'ক্লীং দ্রীঁ' কামদেবায় নমঃ; দ্রীঁ রত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি; যদ্বা, কেশবাদিন্যাসবৎ 'ক্লীং কামদেবায় রত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি ॥ ৩৩৫-৩৩৬ ॥

অষ্টোত্তরশতং কামগায়ত্র্যা চাভিমন্ত্র্য তৎ।
দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কামদেবং বন্দেত মন্ত্রবৎ ॥৩৩৭॥

অনুবাদ—একশত আটবার কামগায়ত্রী দ্বারা দমনককে অভিমন্ত্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মন্ত্রপাঠ সহ কামদেবকে বন্দনা করিবে ॥ ৩৩৭ ॥

তত্র প্রণামমন্ত্রঃ

নমোঽস্তু পুষ্পবাণায় জগদাহলাদকারিণে।
মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিপ্রীতিপ্রদায়িনে॥ ইতি ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—উহার প্রণামমন্ত্র যথা—পুষ্পবাণ ধারণকারী জগতের আনন্দ বিধানকারী, মন্মথ, জগৎ প্রবর্ত্তক, রতিপ্রীতিপ্রদ আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩৮ ॥

আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ পুরাণ পুরুষোত্তম।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব ॥৩৩৯॥
নিবেদয়াম্যহং তুভ্যং প্রাতর্দমনকং শুভম্।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মে ॥৩৪০॥
ইত্থমামন্ত্র্য দেবেশং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পুনঃ।
গীত-নৃত্যাদিনা রাত্রৌ কুর্য্যাজ্জাগরণং মুদা ॥ ৩৪১॥

অনুবাদ—হে দেবেশ, হে পুরাণ-পুরুষোত্তম! আপনি আমা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতএব আপনাকে পূজা করিব, হে কেশব সম্মুখে অবস্থান করুন। হে বিষ্ণো! আমি প্রাতঃকালে আপনাকে পবিত্র দমনক নিবেদন করিব, সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এইরূপে পরমেশ্বরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পুনরায় পরমানন্দে গীত-নৃত্যাদি সহ একাদশীতে রাত্রিজাগরণ করিবে ॥ ৩৩৯-৩৪১॥

টীকা—তদ্দমনকমভিমন্ত্র্য, জাগরণঞ্চ দোলারূঢ়স্য ভগবতোঽগ্রে যত্রদেব, কিংবা শক্তৌ সত্যাং দমনকাধিবাসস্থানে পুত্রাদিদ্বারেণ পৃথক্ কুর্য্যাৎ॥৩৩৭-৩৪১

অথ দমনকার্পণবিধিঃ

প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যপূজাং বিধায় চ।
দমনারোপণার্থঞ্চ মহাপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৪২ ॥
ততো দমনকং ভক্ত্যা পাণিভ্যাং পরিগৃহ্য চ।
ঘণ্টাদিবাদ্যঘোষেণ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দমনক অর্পণ বিধি—দ্বাদশীতে প্রাতঃস্নানাদি-কৃত্য শেষে নিত্য পূজা করিয়া দমনক আরোপণ নিমিত্ত মহাপূজার পর ভক্তিসহ দুই হস্তে দমনক গ্রহণ করিয়া ঘণ্টাদি বাদ্যসহ প্রথমত শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মঞ্জরী আরোপণ করিয়া পরে শোভানুসারে শ্রীচরণাদিতে অর্পণ করিবে ॥ ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—সমর্পয়েদিতি সমর্পণঞ্চাদৌ দেবস্য শিরসি দমনকমঞ্জরীমারোপয়েৎ, ততো যথাশোভং শ্রীচরণাদাবারোপয়েদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৪৩ ॥

অথ দমনকারোপণ-মন্ত্রঃ

দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক।
কৃৎস্নান্ পূরয় মে কৃষ্ণ কামান্
কামেশ্বরীপ্রিয় ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দমনক আরোপণমন্ত্র—হে দেব দেব! হে জগন্নাথ! হে বাঞ্ছিতার্থ প্রদ! হে কৃষ্ণ, হে রাধারতিপ্রিয়, আমার সম্পূর্ণ বাসনা-সমূহ পূরণ কর ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—কামেশ্বরী রতিঃ, তস্যাঃ প্রিয়েতি, কৃষ্ণস্য কামদেবত্বেনার্চ্চনাৎ। যদ্বা সর্ব্বকামপ্রদা ভগবতী লক্ষ্মীঃ; যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বকামপূরণী শ্রীরাধা তৎ-প্রিয়েতি সম্বোধনং কামবিশেষপূরণার্থং প্রীত্যা দমনক-গ্রহণার্থং বেতি দিক্ ॥ ৩৪৪ ॥

———

ইদং দমনকং দেব গৃহাণ মদনুগ্রহাৎ।
ইমাং সাম্বৎসরীং পূজাং ভগবন্নিহ পূরয় ॥
ইতি ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দমনক গ্রহণ করুন এবং হে ভগবন্! এই সাম্বৎসরিক পূজা এখানেই পূরণ করুন ॥ ৩৪৫ ॥

———

ততো দামনকীং মালাং গন্ধাদীনি সমর্প্য চ।
গীতাদিনোৎসবং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥৩৪৬

অনুবাদ—অনন্তর দমনক পত্রপুষ্পময়ী মালা ও গন্ধাদি সমর্পণ করিয়া গীত-বাদ্যাদি সহ উৎসব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে ॥৩৪৬

টীকা—দামনকীং দমনকমঞ্জরীবিরচিতাং মালাং ভগবতে সমর্প্য অনন্তরং গন্ধাদ্যুপচারান্ পঞ্চ সমর্প্য গীতনৃত্যাদিনা মহোৎসবং দমনকারোপণযাত্রা-সম্বন্ধিনং কৃত্বা মণিবিদ্রুমেত্যাদি প্রার্থয়েৎ ॥ ৩৪৬ ॥

———

মণি-বিদ্রুমমালাভির্মন্দারকুসুমাদিভিঃ।
ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাস্তু গরুড়ধ্বজ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—মণি, বিদ্রুমমালা ও মন্দার পুষ্পাদি-মালা সহ হে গরুড়ধ্বজ, এই সাম্বৎসরিক পূজা তোমার হউক ॥ ৩৪৭ ॥

টীকা—ইয়ং মৎকৃতদমনকার্পণরূপা পূজৈব মণিবিদ্রুমমালাদিভিঃ পূজা তবাস্তু, তাভির্যথা প্রীয়সে, অনয়াপি, তথা প্রীতো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪৭ ॥

———

বনমালাং যথা দেব কৌস্তুভং সততং হৃদি।
তদ্বদ্দামনকীং মালাং পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ ॥
ইত্যাদি ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—হে দেব! যেমন বনমালাকে ও কৌস্তুভ মণিকে সতত হৃদয়ে বহন কর, সেইরূপ দামনকী মালা ও পূজা হৃদয়ে বহন কর, অর্থাৎ প্রীতিসহ স্বীকার কর ॥ ৩৪৮ ॥

———

ভগবন্তং প্রণম্যাথ গুরুং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ।
সম্পূজ্য ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া ও ব্রাহ্মণ-গণকে যথাশক্তি পূজা করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৩৪৯ ॥

———

পারণাহে ন লভ্যেত দ্বাদশীঘটিকাপি চেৎ।
তদা ত্রয়োদশী গ্রাহ্যা পবিত্রা-দমনার্পণে ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—যদি পারণদিনে একদণ্ডও দ্বাদশী না থাকে, তখন পবিত্রারোপণ ও দমনকারোপণ ত্রয়োদশী দিনে কর্ত্তব্য ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ—প্রীত্যা স্বীকুরু ॥৩৩৮

টীকা—এবং বিধিং বিলিখ্য তত্র কালং নিশ্চি-নোতি—পারণাহ ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৫০ ॥

———

ন কৃষ্ণে দমনারোপঃ স্যান্মধৌ বিঘ্নতো যদি।
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে মাসি কর্ত্তব্যং বা তদর্পণম্ ॥৩৫১

অনুবাদ—যদি কোন বিঘ্নবশতঃ চৈত্রমাসে শ্রীকৃষ্ণে দমনকারোপণ না হয়, তখন বৈশাখমাসে পূর্ণিমা বা দ্বাদশীতে বা শ্রাবণমাসের দ্বাদশীতে দমনকারোপণ উৎসব করিবে ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—বিঘ্নতো যদি মধৌ চৈত্রে ন স্যাৎ, তদা বৈশাখ্যাং পূর্ণিমায়াং দ্বাদশ্যাং বা শ্রাবণে বা তস্য দমনকস্যার্পণং কর্ত্তব্যম্। শ্রাবণেঽপি তথৈব বোদ্ধব্যং, সর্ব্বত্র ভগবন্মহোৎসবে দ্বাদশ্যেব প্রশস্তা, ভগবৎতিথিত্বাৎ ॥ ৩৫১ ॥

———

অতএবোক্তং ব্রহ্মণা দেবীপুরাণে—
চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং সম্যগ্বৎস যথাবিধি।
গন্ধধূপার্ঘ্যনৈবেদ্যৈর্মাল্যৈর্দমনকোদ্ভবৈঃ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—অতএব ব্রহ্মা-দেবীপুরাণে বলিয়াছেন—হে বৎস যথাবিধি চৈত্রাদিমাসে গন্ধ, ধূপ, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য ও দমনকমাল্য দ্বারা সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করাইবে ॥ ৩৫২ ॥

সহোমং পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৫৩॥

অনুবাদ—হোমসহ শ্রীভগবানের পূজা করাইলে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছা পূর্ত্তি হয় এবং মানব সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫৩ ॥

অথ বৈশাখকৃত্যম্

পাদ্মে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষসংবাদে—
মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে মেষস্থে কর্ম্মসাক্ষিণি ।
কেশবপ্রীতয়ে কুর্য্যাৎ কেশবব্রতসঞ্চয়ম্ ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখমাসকৃত্য পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে—বৈশাখমাসে সূর্য্যদেব মেষরাশিতে অবস্থান করিলে শ্রীকেশব-দেবের প্রীতির জন্য সম্পূর্ণ কেশবব্রত পালন করিবে ॥ ৩৫৪ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন বৈশাখাদিঃ, দমনকারোপণ-মাহাত্ম্যঞ্চাহ—সর্ব্বকামানিতি পাদত্রয়েণ ॥৩৫২-৩৫৩

টীকা—কর্ম্মসাক্ষিণি—সূর্য্যে ॥ ৩৫৪ ॥

দদ্যাদনেকদানানি তিলাজ্যপ্রভৃতীন্যপি ।
জন্মকোটিসমুদ্ভূত-পাতকান্তকরাণি চ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয়ার্থে তিল, ঘৃত প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য দান করিবে, ॥ ৩৫৫ ॥

জলান্নশর্করাধেনু-তিলধেনুমুখানি চ ।
বিত্তমানেন দেয়ানি দানানীপ্সিতসিদ্ধয়ে ।
বৈশাখে বিধিনা স্নানদ্বয়ং নদ্যাদিকে বহিঃ ॥৩৫৬॥

অনুবাদ—জল, অন্ন, শর্করা সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী, তিল ধেনু প্রভৃতি সামর্থ্য অনুসারে বাঞ্ছিত পূর্ত্তির জন্য দান করিবে এবং গৃহের বাহিরে পবিত্র গঙ্গাদি নদীতে যথাবিধি দুইবার স্নান করিবে ॥ ৩৫৬

হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভূশয্যা নিয়মস্থিতিঃ ।
ব্রতং দানং দমো দেব-মধুসূদন-পূজনম্ ।
মাধবে মাসি কুর্ব্বীত মধুসূদনতুষ্টিদম্ ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—হবিষ্যান্ন ভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিশয্যা, সঙ্কল্পানুসারে একত্র বাস, ব্রত, একবার ভোজন, দান, ইন্দ্রিয় দমন, মধুসূদনের পূজা, মাসের অধিদেব মধুসূদনের প্রীতিপ্রদ বৈশাখমাসে এই সকল নিয়ম পালন করিবে ॥ ৩৫৭ ॥

তিলোদকসুবর্ণান্ন-শর্করাম্বররোহিণীঃ ।
পাদত্রাণাতপত্রাম্বু-কুম্ভান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিষু ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণকে তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, গাভী, পাদুকা, ছত্র, জলকুম্ভ দান করিবে ॥ ৩৫৮ ॥

টীকা—নিয়মে স্থিতিঃ, সঙ্কল্পপরিপালনমেকত্র বাসাদি বা ; ব্রতম্—একভক্তাদি, দমঃ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ, রোহিণীঃ—গাঃ ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদীশং ভক্তিতো মধুসূদনম্ ।
সাক্ষাদ্বিমলয়া লক্ষ্ম্যা সমুপেতং সমাহিতঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—ভক্তিসহ ত্রিসন্ধ্যা মধুসূদনদেবকে পূজা করিবে সংযত চিত্তে স্বয়ং বিমলা লক্ষ্মীদেবী সহ ॥ ৩৫৯ ॥

তত্রৈব বরাহ-ধরণীসংবাদে—
বিশেষাদিহ দাতব্যাস্তিলা মধুসমন্বিতাঃ ।
ধর্ম্মায় মহতে দীর্ঘা-দুরিতক্ষয়হেতবে ॥ ইতি ॥৩৬০॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বরাহদেব-ধরণী-সংবাদে—দীর্ঘকাল সঞ্চিত পাপক্ষয়ের জন্য এই বৈশাখে বিশেষতঃ মধুযুক্ত তিল মহান্ ধর্ম্মকে দান করিবে, ॥ ৩৬০ ॥

**যদ্যপ্যান্তেঽখিলং কৃত্যং মাহাত্ম্যলিখনে স্ফুটম্।
তথাপ্যেকত্র সংগৃহ্য ব্যলেখীদং সমাসতঃ ॥ ৩৬১ ॥**

অনুবাদ—যদিও মাহাত্ম্যগ্রন্থে বহুবিধ করণীয় লিখিত আছে তথাপি সংক্ষেপে একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক ইহা লিখিত হইল ॥ ৩৬১ ॥

অথ বৈশাখকৃত্যনিত্যতা

বরাহধরণীসংবাদে—

**যঃ পরিত্যজ্য বৈশাখং ব্রতমন্যদুপাচরেৎ।
স করস্থং মহারত্নং হিত্বা লোষ্ট্রং হি যাচতে ॥৩৬২॥**

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখকৃত্য নিত্যতা, বরাহ-দেব-ধরণী-সংবাদে—যে মানব বৈশাখ-নিয়ম-ব্রত ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত আচরণ করে, সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত মহারত্ন ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকা ঢেলা প্রার্থনা করে ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—বৈশাখম্ বৈশাখ্যনিয়মব্রতমিত্যর্থঃ ॥৩৬২

কিঞ্চ—

**অবৈশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শ্রৌতপরোঽপি চ ॥
ইতি ॥ ৩৬৩ ॥**

অনুবাদ—আরও—বেদজ্ঞ বিপ্রও বৈশাখ-ব্রতহীন হইলে বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৩৬৩ ॥

অথ সামান্যতো বৈশাখমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব নারদাম্বরীষসংবাদে—

**ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ।
পোতোঽধিদুরিতাম্ভোধিমজ্জমানজনস্য যঃ ॥৩৬৪॥**

অনুবাদ—অনন্তর সামান্য ভাবে বৈশাখ মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে—যেমন নারায়ণের সম পরমেশ্বর নাই, সেইরূপ পাপসমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে বৈশাখমাসব্রত-সম উদ্ধারের জাহাজ নাই ॥ ৩৬৪ ॥

টীকা—মাধবেন শ্রীকৃষ্ণেন সমঃ বিভুরীশ্বরো যথা নাস্তীতি দৃষ্টান্তোঽবগন্তব্য এবমগ্রেঽপি যো মাসঃ॥৩৬৪

**দত্তং জপ্তং হুতং স্নাতং যদ্ভক্ত্যা মাসি মাধবে।
তদক্ষয়ং ভবেদ্ভূপ পুণ্যং মাধববল্লভে ॥ ৩৬৫ ॥**

অনুবাদ—হে ভূপতি! মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে ভক্তিসহ দান, জপ, হোম, স্নান যাহা যাহা করিবে তাহাতে অক্ষয়পুণ্য হইবে ॥ ৩৬৫ ॥

টীকা—মাধবস্য বল্লভ ইতি সর্ব্বত্রৈব হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৬৫ ॥

কিঞ্চ—

**বৈশাখান্তানি পাপানি সূর্য্যান্তানি তমাংসি চ।
পরাপকারপৈশুন্য-প্রান্তানি সুকৃতানি চ ॥ ৩৬৬ ॥**

অনুবাদ—আরও—পাপসমূহ বৈশাখমাস-ব্রত না আসা পর্য্যন্ত অবস্থান করে, অন্ধকার সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে, পুণ্যসমূহ সেই পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে যে পর্য্যন্ত পরের অপকার রূপ খলতা না আসে ॥ ৩৬৬ ॥

**কার্ত্তিকে মাসি যৎ কিঞ্চিত্তুলাসংস্থে দিবাকরে।
স্নানদানাদিকং রাজংস্তৎ পরার্দ্ধগুণং ভবেৎ ॥৩৬৭॥
তস্মাৎ সহস্রগুণিতং মাঘে মকরগে রবৌ।
ততোঽপি শতসংখ্যাকং বৈশাখেমেষগে ভগে ॥৩৬৮॥**

অনুবাদ—হে রাজন্! কার্ত্তিকমাসে সূর্য্য তুলা রাশিতে অবস্থান কালে যাহা কিছু করা হয়—স্নান দানাদি তাহা পরার্দ্ধ গুণ হয়। তাহা হইতে সহস্র-গুণ ফল হয় মাঘমাসে মকর রাশিতে সূর্য্য থাকিলে, তাহা হইতে শতগুণ ফল হয় বৈশাখমাসে মেষ রাশিতে সূর্য্য থাকিলে ॥ ৩৬৭-৩৬৮ ॥

**তে ধন্যাস্তে সুকৃতিনো নরা বৈশাখমাসি যে।
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়ন্তি মধুদ্বিষম্ ॥ ৩৬৯ ॥**

অনুবাদ—তাহারাই ধন্য ও তাহারাই সুকৃতি মানব, যাহারা বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া যথা-বিধি শ্রীমধুসূদনকে পূজা করে ॥ ৩৬৯ ॥

কিঞ্চ —

পুনঃ কলিযুগে রাজন্ নৈতদ্‌গোপ্যং ভবিষ্যতি।
অশ্বমেধাদিকং যস্মাম্মাহাত্ম্যং মাধবস্য চ ॥ ৩৭০ ॥

অনুবাদ—আরও—হে রাজন্! কলিযুগে ইহা গোপ্য হইবে না যে, বৈশাখ-মাহাত্ম্য অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে অধিক ॥ ৩৭০ ॥

তস্মিংস্তিষ্যে নরৈঃ পাপৈর্গন্তব্যং নরকার্ণবে।
অতস্তু বিরলস্তস্য প্রচারোঽজেন নির্ম্মিতঃ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—সেই কলিযুগে নরগণ পাপসমূহ দ্বারা নরকসমুদ্রে গমন করিবে বলিয়াই দেবদেব শ্রীহরি বিরল প্রচার বৈশাখমাস সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৭১ ॥

টীকা—ভগে সূর্য্যে, তিষ্যে কলিযুগে ॥৩৬৮-৩৭১॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

দুর্ল্লভং ভারতে বর্ষে জন্ম তত্র মনুষ্যতা।
মানুষ্যে দুর্ল্লভং লোকে স্বস্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—আরও পদ্মপুরাণে—ভারতবর্ষে জন্ম দুর্ল্লভ, তাহাতে মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, মনুষ্যলোকে নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন দুর্ল্লভ ॥ ৩৭২ ॥

ততোঽপি ভক্তির্ভূপাল বাসুদেবেঽতিদুর্ল্লভা।
তত্রাপি দুর্ল্লভো মাসো মাধবো মাধবপ্রিয়ঃ ॥ ৩৭৩॥

অনুবাদ—হে ভূপতি! তাহা হইতেও দুর্ল্লভ ভক্তি, তাহা হইতে অতি দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি, তাহা হইতেও দুর্ল্লভ মাধব প্রিয় বৈশাখমাস ॥ ৩৭৩ ॥

তমবাপ্য ততো মাসং স্নানদানজপাদিকম্।
কুর্ব্বন্তি বিধিনা যে তু ধন্যাস্তে কৃতিনো নরাঃ ॥৩৭৪

অনুবাদ—ঐ বৈশাখমাস প্রাপ্ত হইয়া স্নান, দান, জপাদি বিধিবৎ যাহারা করেন তাহারা ধন্য, তাহারা সুকৃতি মনুষ্য ॥ ৩৭৪ ॥

তেষাং দর্শনমাত্রেণ পাপিনোঽপি বিকল্মষাঃ।
ভবন্তি ভগবদ্ভাবভাবিতা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৭৫ ॥

অনুবাদ—তাহাদের দর্শনমাত্র পাপীগণও নিষ্পাপ হয়, আর ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ শ্রীভগবানে ভক্তি-ভাবিত হন ॥ ৩৭৫ ॥

টীকা—ভগবদ্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ সন্তঃ ভগবদ্ভাবভাবিতা ভবন্তি ॥ ৩৭৫ ॥

অথ তত্র কর্ম্মবিশেষমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

প্রাতঃ স্নানঞ্চ বৈশাখে যজ্ঞদানমুপোষণম্।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখে কর্ম্মবিশেষের মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে—বৈশাখে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য মহাপাতক নাশন ॥ ৩৭৬ ॥

কিঞ্চ—

বৈশাখং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুক্ শান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৭৭

অনুবাদ—আরও—সম্পূর্ণ বৈশাখমাস নিত্য স্নানকারী, জিতেন্দ্রিয়, জপরত, হবিষ্যভোজী ও শান্ত ইহারা সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় ॥ ৩৭৭ ॥

একভক্তমথো নক্তমযাচিতমতন্দ্রিতঃ।
মাধবে মাসি যঃ কুর্য্যাল্লভতে সর্ব্বমীপ্সিতম্ ॥৩৭৮

অনুবাদ—একভক্ত, নক্তভোজী, অযাচিত ভোজী, নিদ্রাজয়ী বৈশাখমাসে ইহারা সর্ব্ববাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭৮ ॥

বরাহ-ধরণী সংবাদে—

বৈশাখে মাসি যো বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
সিক্থে সিক্থে ভবেত্তৃপ্তিঃ
পিতৄণাং যুগসংখ্যয়া ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—বরাহদেব-ধরণী-সংবাদে—বৈশাখ-মাসে ভক্তিতৎপর হইয়া যিনি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন

দান করেন, গ্রাসে গ্রাসে যুগ পরিমাণে তাঁহার পিতৃগণের তৃপ্তি হয় ॥ ৩৭৯ ॥

যচ্ছন্তি তত্র মধুরাধিকভোজনানি
যে বা যবাশনতিলোদকভোজনানি ।
ছত্রাম্বরাণি চরণোচিতরক্ষণানি
ধন্যাস্ত এব পরিতো হরিতোষণানি ॥ ৩৮০ ॥

অনুবাদ—বৈশাখমাসে যাঁহারা মধুর দ্রব্য ভোজন দান করেন, যবান্ন, তিল, জলপান, ভোজন দান, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা প্রভৃতি দান করেন তাঁহারাই ধন্য, হরিতোষণ দ্রব্যদানে অতি ধন্য ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—মধুরাধিকভোজনানি মধুরদ্রব্যপ্রধানভোগ্যানি। যবাশনং যবান্নং, তস্য পুনরুক্তির্বিশেষায় ॥ ৩৮০ ॥

এবং কৃতেন যৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে নিয়মৈশ্চ তৈঃ ।
তৎ কেন গণনাং যাতি বর্ষকোটিশতৈরপি ? ৩৮১ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল নিয়ম সহ বৈশাখ-ব্রত পালনে যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, কোটি শত বৎসরেও তাহার পুণ্যের গণনা কে করিতে পারে ॥ ৩৮১ ॥

পুত্রপৌত্রাদিসম্পত্তিং দীর্ঘায়ুংষি যথেপ্সিতম্ ।
ইহাপ্নোতি পরত্রাপি মামেব প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—পুত্র পৌত্রাদি সম্পত্তি দীর্ঘায়ু বাঞ্ছিত ফল ইহলোকে প্রাপ্ত হয়, পরলোকেও শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮২ ॥

অথ তত্র প্রাতঃস্নানমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব নারদাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ মহাপুণ্য-প্রাপ্তয়ে কুরু বীক্ষণম্ ।
মাধবে মাসি যৈঃ স্নাতং প্রাতর্নিয়মসংযুতৈঃ ॥ ৩৮৩

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখে প্রাতঃস্নান মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে—হে অম্বরীষ মহারাজ! মহাপুণ্য প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে দর্শন করুন, যাঁহারা বৈশাখমাসে নিয়ম পালন সহ প্রাতঃস্নান করেন ॥ ৩৮৩ ॥

যদানন্দপুরে প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ ।
তৎ প্রাতর্মাধবে মাসি স্নানেনৈকেন লভ্যতে ॥ ৩৮৪॥

অনুবাদ—আনন্দপুরতীর্থে কোটিবর্ষ বাসকারীর যে পুণ্য কথিত আছে, বৈশাখমাসে একবার প্রাতঃস্নানে সেই পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—আনন্দপুরে তীর্থবিশেষে, তৎফলম্ ॥৩৮৪

কিঞ্চ—

যথৈব মাধবো ধ্যাতো বিনাশয়তি কিল্বিষম্ ।
তথৈব মাধবে স্নানং নিয়মেন বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—আরও—কমলাপতির ধ্যান করিলে যেরূপ পাপ ক্ষয় হয়, সেই রূপই পাপক্ষয়ার্থ বৈশাখে নিয়মপূর্ব্বক স্নান বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৮৫ ॥

অথ তত্র শ্রীভগবৎ-পূজামাহাত্ম্যম্

তত্রৈব বিধিকথনে—

বিশেষাদপি বৈশাখে যোহর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্ ।
সর্ব্বসম্বৎসরং যাবদর্চ্চিতস্তেন মাধবঃ ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখেমাসে শ্রীভগবৎপূজা মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে বিধিকথনে—বৈশাখ বিশেষবিধানে যিনি মধুসূদনকে অর্চ্চন করেন, তিনি পূর্ণ সম্বৎসর মাধব অর্চ্চনের ফল পান ॥ ৩৮৬ ॥

টীকা—বিশেষাৎ অন্যমাসত আধিক্যেন য এককালমভ্যর্চ্চয়েৎ, অপিশব্দস্তুর্থে ॥ ৩৮৬ ॥

কিঞ্চ—

যশ্চাপি নিঃস্বঃ পুরুষো মাধবে মাসি মাধবম্ ।
পুষ্পার্চ্চনবিধানেন পূজয়েন্মধুসূদনম্ ॥ ৩৮৭ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পিতৄণাং তারয়েচ্ছতম্ ।
স জন্মশতসাহস্রং ন শোকফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৩৮৮ ॥

অনুবাদ—আরও—যিনি নির্দ্ধন পুরুষ বৈশাখ-

মাসে মাধবকে সর্ব্ব উপচার অভাবে কেবল পুষ্প-দ্বারা অর্চ্চন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করেন। তিনি শত সহস্র জন্ম শোক ফলভাগী হন না ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

টীকা—পুষ্পৈর্যদর্চ্চনবিধানং পূজাকরণং, তেনাপি কেবলেন ॥ ৩৮৭ ॥

ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্।
স বিষ্ণুভক্তো জায়তে ধন্যো জন্মনি জন্মনি ॥ ৩৮৯॥

অনুবাদ—তাঁহার ব্যাধিভয় নাই, দারিদ্র নাই, তিনি ধন্য, জন্মে জন্মে বিষ্ণু ভক্ত হন ॥ ৩৮৯ ॥

যাবদ্যুগসহস্রাণি শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ।
তাবৎ স্বর্গে বসেদ্বীর ভূপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ ॥ ৩৯০ ॥
ভূপত্বে বিবিধান্ ভোগান্ বিহৃত্য চ যথাসুখম্।
মাধবস্য প্রসাদেন মাধবে লীয়তে ততঃ ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—হে বীর! অষ্টোত্তরশত সহস্র যুগ পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে বাস করেন, পুনরায় রাজা হন, রাজা হইয়া বিবিধ ভোগবিলাস করিয়া শ্রীমাধবের প্রসাদে পরে মাধবের শ্রীচরণ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯০-৩৯১ ॥

টীকা—লীয়তে সংযোগং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯১ ॥

কিঞ্চ বরাহধরণীসংবাদে—
বিধিনাঽবিধিনা বাপি যে যজন্তি নরা ধরে।
মাধবে মাসি মাং ভক্ত্যা তৈশ্চ
যাজ্যোঽস্ম্যহং সদা ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—আরও বরাহদেব ধরণী-সংবাদে—হে ধরণীদেবি! যে সকল মানব বিধিপূর্ব্বক বা বিধিহীনভাবে বৈশাখমাসে আমাকে ভক্তিসহ যজনা করে, তাহাদিগ-কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বদা আরাধ্য হই ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—সদা যাজ্যঃ কৃতপূজোঽস্মীত্যর্থঃ; যদ্বা সদৈব মৎপূজাং তে করিষ্যন্তি, মদ্ভক্ততাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯২ ॥

যে যজন্তি ধরে নিত্যমধ্বরৈর্বিবিধৈরপি।
মাধবে যজতে যো মাং তেভ্যস্ত্বধিকং ফলম্ ॥
ইতি ॥ ৩৯৩ ॥

অনুবাদ—হে ধরণীদেবি! যাহারা নিত্য বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যজন করে, তাহাদিগ হইতেও বৈশাখমাসে যে ব্যক্তি আমাকে অর্চ্চন করে তাহার ফল অধিক ॥ ৩৯৩ ॥

বৈশাখস্য পরঞ্চান্তে তত্রোপাখ্যানপঙ্ক্তিষু।
সামান্যেন চ মাহাত্ম্যং বিশেষেণ চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৯৪॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণাদিতে নানা উপাখ্যানে আরও বৈশাখ-মাহাত্ম্য সামান্য ও বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে ॥ ৩৯৪ ॥

টীকা—তস্যাধিকং ফলং স্যাৎ। অলিখিতমপি যুক্ত্যা সংগৃহ্ণাতি—বৈশাখস্যেতি। পরঞ্চ মাহাত্ম্য-মাস্তে, তত্র পদ্মপুরাণাদৌ, উপাখ্যানপঙ্ক্তিষু ইতিহাস-পরম্পরাসু ॥ ৩৯৩-৩৯৪ ॥

অথ তত্র স্নানবিধিঃ

তত্রৈব নারদাম্বরীষ-সংবাদে—
মেষসংক্রমণে ভানোর্মাধবে মাসি যত্নতঃ।
মহানদ্যাং নদীতীর্থে নদে সরসি নির্ঝরে।
দেবখাতে তথা স্নায়াদ্যথাপ্রাপ্তে জলাশয়ে ॥ ৩৯৫॥
দীর্ঘিকা-কূপবাপীষু নিয়তাত্মা হরিং স্মরন্ ॥৩৯৬॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখে স্নান বিধি পদ্মপুরাণে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে—সূর্য্যের মেষরাশিতে সংক্রমণে বৈশাখমাসে যত্নপূর্ব্বক মহানদীতে গঙ্গাদি নদীতীর্থে, নদে, পুষ্করিণীতে, ঝরণাতে, দেব পুষ্করিণীতে, সেইরূপ যেমন জলাশয় পাওয়া যায়—দীঘি, কূপ, ছোট পুষ্করিণীতে সংযত চিত্তে শ্রীহরিস্মরণ পূর্ব্বক স্নান করিবে ॥ ৩৯৫-৩৯৬ ॥

মধুমাসস্য শুক্লায়ামেকাদশ্যামুপোষিতঃ।
পঞ্চদশ্যাঞ্চ বা বীর মেষসংক্রমণেঽপি বা ॥ ৩৯৭॥

বৈশাখস্নাননিয়মং ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া ।
মধুসূদনমভ্যর্চ্চ্য কুর্য্যাৎ সবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৯৮ ॥
বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ ।
প্রাতঃ সনিয়মং স্নাস্যে প্রীয়তাং মধুসূদনঃ ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া, অথবা হে বীর ! পূর্ণিমাতে বা মেষ সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণের আদেশ লইয়া বৈশাখে স্নান নিয়ম গ্রহণ করিবে। হোমসহ মধুসূদনের অর্চ্চন করিয়া রবির মেষরাশিতে সংক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ বৈশাখমাস প্রাতঃকালে নিয়মসহ স্নান করিব, মধুসূদন প্রীত হউন ॥ ৩৯৭-৩৯৯ ॥

টীকা—সবনম্—স্নানম্ ॥ ৩৯৮ ॥

মধুহন্তুঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া ।
নির্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমম্বহম্ ॥ ৪০০ ॥

অনুবাদ—মধুসূদনের প্রসাদে ব্রাহ্মণগণের আদেশে পবিত্র বৈশাখ স্নান আমার প্রতিদিন নির্ব্বিঘ্ন হউক ॥ ৪০০ ॥

মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন ।
প্রাতঃস্নানেন মে নাথ যথোক্তফলদো ভব ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—বৈশাখ মাসে মেষরাশিতে সূর্য্য অবস্থান কালে হে মুরারি ! হে মধুসূদন ! হে নাথ ! প্রাতঃস্নান দ্বারা আমায় যথোক্ত ফলদ হওন্ ॥ ৪০১ ॥

যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন ।
প্রাতঃস্নানেন মে তস্মিন্ ফলদো ভব পাপহা ॥৪০২॥

অনুবাদ—হে মধুসূদন বৈশাখমাস তোমার যেমন প্রিয়, তাহাতে প্রাতঃস্নান দ্বারা আমায় পাপহারী ফলপ্রদ হওন্ ॥ ৪০২ ॥

এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্‌যতঃ ।
স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ ॥
ইতি ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই তীর্থে পাদপ্রক্ষালন করিয়া মৌনভাবে নারায়ণদেবকে স্মরণ করিতে করিতে যথাবিধি স্নান করিবে ॥ ৪০৩

বিধানঞ্চ পরং জ্ঞেয়ং প্রসিদ্ধং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ ।
তৎ কিঞ্চিল্লিখিতং পূর্ব্বং প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ ॥৪০৪॥

অনুবাদ—অতঃপর স্মৃতিশাস্ত্র হইতে প্রসিদ্ধ বিধান জ্ঞাত হইবে। পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে ॥ ৪০৪ ॥

অথ বিশেষতস্তত্রাক্ষয়তৃতীয়াকৃত্যম্
আদৌ তন্মাহাত্ম্যম্

মাৎস্যে—
বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ ।
যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চ কৃতবান্ কৃতম্ ॥ ৪০৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষ বৈশাখমাসে অক্ষয়-তৃতীয়া-কৃত্য, প্রথমে তাহার মাহাত্ম্য মৎস্যপুরাণে—বৈশাখমাসে শুক্ল তৃতীয়াতে প্রজাহিতকারী ভগবান যব শস্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং সত্যযুগ আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৪০৫ ॥

ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ ।
তস্যাং কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্বিষ্ণুং
সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মলোক হইতে ত্রিপথগা গঙ্গাকে পৃথিবীতে অবতারণ করিয়াছিলেন, ঐদিনে যবদ্বারা হোম কর্ত্তব্য এবং যবদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চন করিবে ॥ ৪০৬ ॥

যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রযতঃ প্রাশয়েদ্‌যবান্ ॥৪০৭

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণকে যব দান করিবে এবং যত্নসহকারে যবান্ন ভোজন করাইবে ॥ ৪০৭ ॥

পাদ্মে চ শ্রীবরাহধরণী-সংবাদে—

ত্রেতাযুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে।
প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ীধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তাস্তে প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও শ্রীবরাহদেব ও ধরণী সংবাদে—বৈশাখমাসে শুক্লা তৃতীয়াতে ত্রেতাযুগ, বেদ, ধর্ম্ম ও প্রবৃত্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ॥ ৪০৮॥

টীকা—ত্রয়ী বেদত্রয়ং, তয়া ত্রয্যা প্রবর্ত্তিতা ধর্ম্মাশ্চ প্রবৃত্তাঃ ॥ ৪০৮ ॥

অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা।
স্নানে দানেঽর্চ্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে ॥৪০৯॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি যবৈর্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ।
তস্যাং দদাতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥৪১০

অনুবাদ—সেই তৃতীয়া তিথি শ্রীহরিপ্রিয়া হেতু লোকে অক্ষয়া তৃতীয়া বলা হয়। স্নানে, দানে, অর্চ্চনে, শ্রাদ্ধে, জপে, পিতৃতর্পণে অক্ষয়া, ঐ তিথিতে যাঁহারা যবদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চন করেন, যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত অতএব ধন্য ॥ ৪০৯-৪১০ ॥

অথ শুক্লা সপ্তমী

তত্রৈব নারদাম্বরীষসংবাদে—

বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা।
ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ ॥৪১১॥

অনুবাদ—অনন্তর শুক্লা সপ্তমী, পদ্মপুরাণে নারদ ও অম্বরীষ-সংবাদে—পুরাকালে বৈশাখমাসে শুক্লা সপ্তমীতে জহ্নু মুনি ক্রোধবশতঃ জাহ্নবীকে পান করিয়া ফেলেন, পুনরায় দক্ষিণ কর্ণছিদ্র পথে ত্যাগ করেন ॥ ৪১১ ॥

তস্যাং সমর্চ্চয়েদ্দেবীং গঙ্গাং ভুবনমেখলাম্।
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন স ধন্যঃ সুকৃতী নরঃ ॥৪১২॥

অনুবাদ—ঐ তিথিতে ভুবনমেখলা গঙ্গাদেবীকে অর্চ্চন করিবে এবং যিনি পূর্ণবিধানে স্নান করেন তিনি ধন্য ও সুকৃতী মানব ॥ ৪১২ ॥

তস্যাং সন্তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৃন্ মর্ত্ত্যান্ যথাবিধি।
সাক্ষাৎ পশ্যন্তি তে গঙ্গাস্নাতকং গতকল্মষম্ ॥৪১৩

অনুবাদ—ঐ তিথিতে দেবগণকে, পিতৃগণকে ও মর্ত্ত্যবাসীগণকে যথাবিধি তৃপ্তিদান করিলে তাঁহারা গঙ্গাস্নানকারীকে সাক্ষাৎ পাপহীন দর্শন করেন ॥ ৪১৩ ॥

টীকা—কৃতস্নানং, স্বার্থে কন্ ॥ ৪১৩ ॥

অথ শ্রীনরসিংহচতুর্দ্দশী

বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী।
জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্ ॥৪১৪

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীনরসিংহচতুর্দ্দশী, বৈশাখ-মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীনরসিংহদেব আবির্ভূত হন, অতএব ঐ তিথিতে ব্রতের সহিত তাঁহার পূজা ও উৎসব করিবে ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—ব্রতমুপবাসাদিনিয়মস্তৎসহিতম্ ॥৪১৪॥

অথ নরসিংহচতুর্দ্দশীব্রতনিত্যতা

বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীভগবন্নৃসিংহপ্রহ্লাদ-সংবাদে ব্রতবিধিকথনে—

বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টিকারণম্।
মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ ॥ ৪১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নরসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতের নিত্যতা বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবন্ নৃসিংহ-প্রহ্লাদ-সংবাদে ব্রতবিধি কথনে—প্রতিবর্ষে আমার সন্তুষ্টির কারণ চতুর্দ্দশী ব্রত কর্ত্তব্য, সংসার ভয়ে ভীত মানবগণ কর্ত্তৃক পরমগোপনীয় ও শ্রেষ্ঠ ব্রত কর্ত্তব্য ॥ ৪১৫ ॥

টীকা—বর্ষে বর্ষে স্থিতি বীপ্সয়া নিত্যত্বং সাধ্যতে, তচ্চ হেমাদ্রিপ্রভৃতিভিরেকাদশীপ্রকরণাদৌ বিবৃত-মেবাস্তি ॥ ৪১৫ ॥

কিঞ্চ—

বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ স তু পাপভাক্।
এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনে ব্রতমুত্তমম্।
অন্যথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪১৬॥

অনুবাদ—আরও—আমার ব্রতদিন জানিয়া যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে সেই পাপভাগী, ইহা জানিয়া আমার দিনে উত্তম ব্রত কর্ত্তব্য, অন্যথা যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য তাবৎ নরক গমন করে ॥ ৪১৬ ॥

টীকা—অকরণপ্রত্যবায়েন চ নিত্যত্বমাহ—বিজ্ঞায়েতি। বিশেষেণ জ্ঞাত্বাপি জ্ঞাননিষ্ঠোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৪১৬ ॥

অথ তদ্ব্রতাধিকারিনির্ণয়ঃ

তত্রৈব—

সর্ব্বেষামেব লোকানামধিকারোঽস্তি মদ্ব্রতে।
মদ্ভক্তৈস্তু বিশেষেণ প্রণেয়ং মৎপরায়ণৈঃ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ ব্রতের অধিকারী নির্ণয়, ঐ পুরাণেই—আমার ব্রতে সকল লোকেরই অধিকার আছে। আমার ভক্তগণের ও আমাপরায়ণগণের বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৪১৭ ॥

টীকা—প্রণেয়ং কর্ত্তব্যম্, মৎপরায়ণৈর্মদেক-নিষ্ঠৈরিতি তদ্ব্রতস্য তদ্ভক্তিবিশেষরূপত্বাদিতি দিক্ ॥ ৪১৭ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো নৃসিংহবপুষে নমঃ।
ত্বদ্ভক্তোঽহং সুরেশৈকং ত্বাং প্রপৃচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উহার মাহাত্ম্য ঐ পুরাণেই শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! তোমাকে প্রণাম, হে শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি! আপনাকে প্রণাম, আমি তোমার ভক্ত, দেবদেব তোমাকে তত্ত্বত জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৪১৮ ॥

স্বামিংস্ত্বয়ি মমোৎপন্না ভক্তির্বহুবিধা কথম্?
কথন্তে সুপ্রিয়ো জাতঃ কারণং বদ মে প্রভো ॥৪১৯॥

অনুবাদ—হে প্রভো! তোমাতে আমার বহু প্রকার ভক্তি কিরূপে উৎপন্ন হইল? হে প্রভো! কিরূপে তোমার উত্তম প্রিয়ভক্ত হইলাম, উহার কারণ আমাকে বলুন ॥ ৪১৯ ॥

শ্রীনৃসিংহ উবাচ—

কথয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
ভক্তের্যৎ কারণং বৎস প্রিয়ত্বস্য চ তৎ পুনঃ ॥৪২০

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ! বলিতেছি, একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর, হে বৎস! আমাতে ভক্তির যে কারণ এবং প্রিয়ত্বের কারণ ॥ ৪২০ ॥

পুরাকল্পে হ্যভূর্বিপ্রঃ কিঞ্চিত্ত্বং নাপ্যধীতবান্।
নাম্না চ বসুদেবো হি বেশ্যায়াং তৎপরো হ্যভূঃ ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—প্রাচীন কল্পে তুমি বিপ্র হইয়াছিলে কিন্তু কিছুই অধ্যয়ন কর নাই। নাম ছিল বসুদেব এবং বেশ্যাসক্ত হইয়াছিলে ॥ ৪২১ ॥

তস্মিন্ জন্মনি নৈব ত্বং চকর্থ সুকৃতং কিয়ৎ।
মুক্ত্বা তু মদ্ব্রতং চৈকং বেশ্যাসঙ্গতিলালসঃ।
মদ্ব্রতস্য প্রভাবেণ ভক্তির্জাতা তবেদৃশী ॥ ৪২২ ॥

অনুবাদ—বেশ্যাসঙ্গ লোভী ঐ জন্মে তুমি কোন সুকর্ম্ম কর নাই, একটি মাত্র আমার ব্রত ব্যতীত। আমার ব্রতপ্রভাবে তোমার এইরূপ ভক্তি হইয়াছে ॥ ৪২২ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

শ্রীনৃসিংহাচ্যুত স্বামিন্ কস্য পুত্রেণ কিং কৃতম্।
বেশ্যায়াং বর্ত্তমানেন কথং তদ্ধি কৃতং ময়া?
আখ্যানং বিস্তরেণেদং বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥৪২৩॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—হে নৃসিংহ! হে অচ্যুত! হে প্রভো! কাহার পুত্র কি করিতাম? বেশ্যাসক্ত অবস্থায় কিরূপে তোমার ব্রত আমি করিলাম। এক্ষণে ঐ আখ্যান বিস্তৃত ভাবে বলুন ॥৪২৩

টীকা—কথং বা তদ্‌ব্রতং কৃতম্ ? ৪২৩ ॥

শ্রীনৃসিংহ উবাচ—
পুরাবন্তিপুরে হ্যাসীদ্ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
তন্নাম বসুশর্ম্মেতি সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন—পুরাকালে অবন্তিপুরে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার নাম বসুশর্ম্মা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ ॥ ৪২৪ ॥

নিত্যং হোমক্রিয়ামেষ করোতি দ্বিজসত্তমঃ।
ব্রহ্মক্রিয়াসু সততং সর্ব্বাসু কিল তৎপরঃ ॥ ৪২৫ ॥
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টাঃ সর্ব্বে সুরোত্তমাঃ।
তেনাপি বিদ্যমানেন ন কৃতং দুষ্কৃতং কিয়ৎ ॥৪২৬

অনুবাদ—এই সদ্‌ব্রাহ্মণ নিত্য হোম কর্ম্ম করিতেন, বৈদিক সকল ক্রিয়াতে সতত তৎপর অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা দেবশ্রেষ্ঠগণকে যজন করিতেন। ঐ অবস্থায় কোন দুষ্কৃত করেন নাই ॥ ৪২৫-৪২৬ ॥

টীকা—ব্রহ্মক্রিয়াসু—বৈদিককর্ম্মসু ॥ ৪২৫ ॥

তস্য ভার্য্যা সুশীলাভূদ্বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে।
পতিব্রতা সদাচারা পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ—তাহার ভার্য্যা ত্রিভুবন প্রসিদ্ধা সুশীলা ছিলেন—পতিব্রতা, সদাচার নিপুণা, পতি ভক্তিপরায়ণা ॥ ৪২৭ ॥

জজ্ঞিরে চ সুতাঃ পঞ্চ তস্যাং দ্বিজবরাত্ততঃ।
সদাচারাঃ সুবিদ্বাংসঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ।
তেষাং মধ্যে কনিষ্ঠস্ত্বং বেশ্যায়াং
তৎপরঃ সদা ॥ ৪২৮ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বিজবর হইতে সুশীলাতে পঞ্চপুত্র জন্মিল, তাহারা সদাচারী, সুবিদ্বান্, পিতৃভক্ত তাহার মধ্যে তুমি কনিষ্ঠ সর্ব্বদা বেশ্যাসক্ত ॥ ৪২৮ ॥

তাং সন্নিষেবমাণেন সুরাপানং কৃতং ত্বয়া।
সদা পাপরতস্ত্বং হি নাকৃথাধ্যয়নং ভৃশম্ ॥ ৪২৯ ॥

অনুবাদ—বেশ্যারত তুমি সুরাপান করিতে, সর্ব্বদা পাপরত, অধ্যয়ন হীন ॥ ৪২৯ ॥

টীকা—অধ্যয়নং নাকৃথাঃ, নাকার্ষীঃ, সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৪২৯ ॥

বিলাসিনীগৃহে নিত্যং বসতির্হ্যভবত্তব।
একদা তদ্‌গৃহে হ্যাসীত্তয়া সহ মহান্ কলিঃ ॥ ৪৩০

অনুবাদ—বিলাসিনী গৃহে নিত্য তোমার বসবাস হইয়াছিল, একদিন ঐ গৃহে বেশ্যাসহ তোমার মহা কলহ হইয়াছিল ॥ ৪৩০ ॥

ততঃ কলহভাবেন ভোজনং ন কৃতং ত্বয়া।
অজ্ঞানান্মদ্‌ব্রতং চক্রে ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ—ঐ কলহ বশতঃ তুমি ভোজন কর নাই। অজ্ঞানে ব্রতগণের মধ্যে উত্তম আমার ব্রত করিলে ॥ ৪৩১ ॥

ত্বয়া সহ বিবাদেন রাত্রৌ জাগরণং কৃতম্।
বেশ্যায়া অপি তৎ সর্ব্বং প্রজাতন্তু ত্বয়া সমম্ ॥৪৩২

অনুবাদ—বেশ্যাসহ বিবাদহেতু রাত্রিতে জাগরণ করিলে, তোমার সহিত ঐ বেশ্যারও ব্রত ও জাগরণ হইয়া গেল ॥ ৪৩২ ॥

রাত্রৌ জাগরণে তস্যাঃ সঞ্জাতং কায়শোধনম্।
যুবয়োর্মদ্‌ব্রতং জাতমজ্ঞানান্বহুপুণ্যদম্ ॥ ৪৩৩ ॥

অনুবাদ—রাত্রি জাগরণে বেশ্যার শরীর শোধন হইল, অজ্ঞানে তোমাদের উভয়ের বহু পুণ্যপ্রদ আমার ব্রত হইল ॥ ৪৩৩ ॥

যেন চীর্ণব্রতেনাদ্য মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
সৃষ্ট্যর্থন্তু ততো ব্রহ্মা চক্রে মদ্‌ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—যে ব্রতফলে আজ দেবগণ স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সৃষ্টিশক্তি লাভার্থে ব্রহ্মা উত্তম আমার ব্রত করিয়াছিলেন ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা— চীর্ণেন কৃতেন ব্রতেন ॥ ৪৩৪ ॥

মদ্‌ব্রতস্য প্রভাবেণ নির্ম্মিতং সচরাচরম্ ।
ঈশ্বরেণাপি তচ্চীর্ণং যথার্থং ত্রিপুরস্য চ ।
মহিম্নৈব ব্রতস্যাস্য ত্রিপুরং সংনিপাতিতম্ ॥৪৩৫॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা আমার ব্রতপ্রভাবে চরাচর প্রাণি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহাদেবও ত্রিপুরাসুর বধের জন্য আমার ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। এই ব্রতের মহিমাতেই ত্রিপুরাসুরকে নিধন করিয়াছেন ॥ ৪৩৫ ॥

অন্যৈশ্চ বহুভির্দেবৈর্ঋষিভিশ্চ পুরাতনৈঃ ।
রাজভিশ্চ মহাপ্রাজ্ঞৈর্বিহিতং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৪৩৬ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য বহু দেবগণ, পুরাতন ঋষিগণ, মহাপ্রাজ্ঞ রাজগণ এই উত্তম ব্রত পালন করিয়াছেন ॥ ৪৩৬ ॥

এতদ্‌ব্রতপ্রভাবেন সর্ব্বে সিদ্ধিমুপাগতাঃ ।
বেশ্যাপি মৎপ্রিয়া জাত ত্রৈলোক্যে সুখচারিণী ।
ঈদৃশং মদ্‌ব্রতং বৎস ত্রৈলোক্যে
চৈব বিশ্রুতম্ ॥ ৪৩৭ ॥

অনুবাদ—এই ব্রতপ্রভাবে সকলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বেশ্যাও আমার প্রিয়া হইয়া ত্রিলোকে সুখচারিণী হইয়াছে। হে বৎস! এইরূপ আমার ব্রত ত্রিলোক প্রসিদ্ধ ॥ ৪৩৭ ॥

ধূর্ত্তায়াশ্চ বিলাসিন্যা ব্রতমেতদুপস্থিতম্ ।
প্রহলাদ তেন তে ভক্তির্ময়ি জাতা হ্যনুত্তমা ॥৪৩৮॥

অনুবাদ—ধূর্ত্তা বিলাসিনী নারীর উদ্ধারের জন্য এই ব্রত উপস্থিত হন। হে প্রহলাদ উক্ত ব্রতপ্রভাবে তোমার আমাতে উত্তমাভক্তি উৎপন্না হইয়াছেন ॥ ৪৩৮ ॥

সা বেশ্যা হ্বপ্সরা জাতা দিবি ভোগাননেকশঃ ।
ভুক্ত্বা কামং বিলীনা তু ত্বং প্রহলাদ
বিবিষ্ট মাম্ ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—ঐ বেশ্যা স্বর্গে অপ্সরা জন্ম পাইয়া বহুবিধ সুখভোগান্তে আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হে প্রহলাদ তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট ছিলে ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—বিলীনা প্রবিষ্টা ময্যীতি শেষঃ। মাং বিবিষ্টঃ প্রাবিশঃ, কার্য্যার্থং ভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থম্ ॥৪৩৯॥

কার্য্যার্থমবতারস্তে মচ্ছরীরাৎ পৃথক্ ত্বসৌ ।
বিধায় সর্ব্বকার্য্যাণি শীঘ্রং ময়ি গমিষ্যসি ॥৪৪০॥

অনুবাদ—ভক্তিপ্রবর্ত্তন কার্য্যের জন্য আমার শরীর হইতে তোমার এই পৃথক্ অবতার। ভক্তি-প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র আমাতে প্রবিষ্ট হইবে ॥ ৪৪০ ॥

য ইদং মদ্‌ব্রতাগ্র্যন্তু প্রবিধাস্যন্তি মানবাঃ ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৪৪১ ॥

অনুবাদ—যে সকল মানব আমার ব্রতশ্রেষ্ঠ পালন করিবে, শতকোটি কল্পেও তাহাদের সংসারে পুনরাগমন নাই ॥ ৪৪১ ॥

অপুত্রো লভতে পুত্রান্ মদ্ভক্তাংশ্চ সুবর্চ্চসঃ ।
দরিদ্রো লভতে লক্ষ্মীং ধনদস্য চ যাদৃশী ॥ ৪৪২ ॥

অনুবাদ—আমার ব্রত প্রভাবে অপুত্র ব্যক্তি আমাতে ভক্তিমান সুন্দর পুত্র সকল লাভ করে, দরিদ্র কুবেরের ন্যায় সম্পদ লাভ করে ॥ ৪৪২ ॥

তেজস্কামো লভেত্তেজো রাজ্যেপ্সু রাজ্যমুত্তমম্ ।
আয়ুষ্কামো লভেদায়ুর্যাদৃশন্তু শিবস্য চ ॥ ৪৪৩ ॥

অনুবাদ—এই ব্রত প্রভাবে তেজস্কামী তেজঃ ও রাজ্যকামী উত্তম রাজ্য লাভ করে, আয়ুষ্কামী মহাদেবের ন্যায় আয়ু লাভ করে ॥ ৪৪৩ ॥

স্ত্রীণাং ব্রতমিদং সাধুপুত্রদং ভাগ্যদন্তথা ।
অবৈধব্যকরং তাসাং পুত্রশোকবিনাশনম্ ॥ ৪৪৪ ॥

অনুবাদ—এই ব্রত স্ত্রীগণের সৎপুত্র প্রদ ও ভাগ্য প্রদ, অবৈধব্য কর ও পুত্রশোক বিনাশন ॥ ৪৪৪ ॥

ধনধান্যকরঞ্চৈব পতিপ্রিয়করং শুভম্।
সার্ব্বভৌমং সুখং তাসাং দিব্যসৌখ্যং ভবেত্ততঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ—ধনধান্যকর পতিপ্রিয়কর, মঙ্গলপ্রদ, সার্ব্বভৌমসুখ ও স্ত্রীগণের দিব্য সুখপ্রদ আমার এই ব্রত ॥ ৪৪৫ ॥

স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি কুর্ব্বন্তি ব্রতমুত্তমম্।
তেভ্যো দদাম্যহং সৌখ্যং ভুক্তিমুক্তিফলন্তথা ॥৪৪৬॥

অনুবাদ—স্ত্রীগণ বা পুরুষগণ যাহারা এই উত্তম ব্রত পালন করে, তাহাদিগকে আমি সুখ ও ভুক্তি-মুক্তি ফল দান করি ॥ ৪৪৬ ॥

বহুনোক্তেন কিং বৎস ব্রতস্যাস্য ফলস্য হি ?
মদ্ব্রতস্য ফলং বক্তুং নাহং শক্তো ন শঙ্করঃ ॥৪৪৭

অনুবাদ—হে বৎস ! এই ব্রতের ফলের মহিমা বহু বলিবার কি প্রয়োজন ? আমার ব্রতের ফল আমি বলিতে সমর্থ নহি, মহাদেবও সমর্থ নহেন ॥৪৪৭

ব্রহ্মা চতুর্ভির্বক্ত্রৈশ্চ নালং স্যাজ্জীবিতাবধি ॥৪৪৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা চারিবদনে সারাজীবনে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ৪৪৮ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব ব্রতবিধিকথনে—

যথা যথা প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পাতকস্য কলৌ যুগে।
তথা তথা বিধাস্যন্তি মদ্ব্রতং বিরলং জনাঃ ॥৪৪৯॥

অনুবাদ—আরও ঐ পুরাণে ব্রতবিধি কথন-প্রসঙ্গে —কলিযুগে যেমন যেমন পাপের প্রবৃত্তি হয়, সেই সেই স্থানে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আমার ব্রত পালন করে ॥ ৪৪৯ ॥

মদ্ব্রতস্য বিধানেন মতির্ন স্যাদ্দুরাত্মনাম্।
সদা পাপরতানান্তু পুরুষাণাং বিকর্ম্মণি ॥ ৪৫০ ॥

অনুবাদ—দুরাত্মাগণের আমার ব্রত পালনে মতি হয় না, সর্ব্বদা পাপ কার্যরত জনগণের বিকর্ম্মেই মতি হয় ॥ ৪৫০ ॥

বিচার্য্যৈবং প্রকর্ত্তব্যং মাধবে মাসি মদ্ব্রতম্।
প্রাপ্তে ভূতদিনে বৎস সর্ব্বকল্মষনাশনম্ ॥ ৪৫১ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বিচার করিয়া বৈশাখমাসে আমার ব্রত কর্ত্তব্য। হে বৎস প্রহলাদ ! চতুর্দ্দশী দিন আগত হইলে সর্ব্বপাপনাশন আমার ব্রত কর্ত্তব্য ॥ ৪৫১ ॥

যেনৈব ক্রিয়মাণেন সহস্রদ্বাদশীফলম্।
জায়তে ন মৃষা বচ্মি মানুষাণাং মহাত্মনাম্ ॥৪৫২॥

অনুবাদ—মহাত্মাগণ যে ব্রত পালন করিলে মনুষ্যগণের সহস্র দ্বাদশী ব্রতের ফল উৎপন্ন হয়, ইহা আমি মিথ্যা বলিতেছি না, ইহা অসম্ভব মনে করিও না ॥ ৪৫২ ॥

টীকা—মানুষাণাং জায়তে। মহাত্মনামিতি মদ্ব্রতানুষ্ঠানাৎ, ন চাত্রাসম্ভাবনাদিকং কার্য্যমিত্যাহ—ন মৃষা বচ্মীতি ॥ ৪৫২ ॥

তদন্তে চ—

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ব্রতং পাপপ্রণাশনম্।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৪৫৩ ॥

অনুবাদ—প্রসঙ্গ শেষে—যিনি এই পাপনাশন ব্রতকথা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, শ্রবণমাত্রেই তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষয় হয় ॥ ৪৫৩ ॥

টীকা—ন তাবদনুষ্ঠানাৎ, শ্রবণাদিনাপি মহাফলং স্যাদিতি লিখতি—য ইতি ॥ ৪৫৩ ॥

পবিত্রং পরমং গুহ্যং কীর্ত্তয়েদ্যস্তু মানবঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ব্রতস্যাস্য ফলং লভেৎ ॥৪৫৪

অনুবাদ—যিনি এই পরম গোপনীয় পবিত্র ব্রত-কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্ববাঞ্ছিত বস্তু এবং ব্রত পালনের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫৪ ॥

অথ তদ্ব্রতদিননির্ণয়ঃ

আগমে—

বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ ।
সায়ং প্রহলাদ-ধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ ॥৪৫৫॥
সদ্য কটকটাশব্দ-বিস্মাপিতসভাজনঃ ।
লীলয়া স্তম্ভগর্ভান্তাদুদ্ভূতঃ শব্দভীষণঃ ॥ ৪৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চতুর্দ্দশী ব্রতদিন নির্ণয়, আগমে—বৈশাখে শুক্লপক্ষে মহাতিথি চতুর্দ্দশীতে সায়ংকালে প্রহলাদের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ কটাকট-শব্দে সভাস্থিত জনগণকে চমৎ-কৃত করিয়া অনায়াসে স্তম্ভমধ্য হইতে ভয়ঙ্কর শব্দে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৫৫-৪৫৬ ॥

নৃহরেরবতারাত্তাং যত্নতঃ সমুপোষয়েৎ ।
মহাপুণ্যতমায়াঞ্চ সায়ং বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৫৭ ॥

অনুবাদ—ঐ চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহদেবের অব-তারহেতু যত্নপূর্ব্বক উপবাস করিবে এবং মহাপুণ্য-তমা ঐ তিথিতে সায়ংকালে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে ॥ ৪৫৭ ॥

বৃহন্নারসিংহে—

বৈশাখশুক্লপক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যাং সমাচরেৎ ।
মজ্জন্মসম্ভবং পুণ্যং ব্রতং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৫৮ ॥

অনুবাদ—বৃহৎ নারসিংহপুরাণে—বৈশাখ শুক্ল-পক্ষের চতুর্দ্দশীতে আমার জন্মহেতু পাপনাশন পুণ্য তিথিতে ব্রত পালন করিবে ॥ ৪৫৮ ॥

কিঞ্চ—

স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতম্ ।
সিদ্ধিযোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ ।
সর্ব্বৈরেতৈস্তু সংযুক্তেহত্যাকোটিবিনাশনম্ ॥৪৫৯॥

অনুবাদ—আরও—স্বাতীনক্ষত্রযোগে এবং শনি-বারেই আমার ব্রত। দৈবযোগে কখন সিদ্ধিযোগও পাওয়া যায়। এই সকলযোগ একত্র হইলে কোটি হত্যাজনিত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫৯ ॥

টীকা—দৈবযোগতঃ কদাচিন্মহাভাগ্যেনৈব লভ্যতে ইত্যর্থঃ, যতঃ সর্ব্বৈরিতি ॥ ৪৫৯ ॥

কেবলঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
বৈষ্ণবৈর্ন তু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী ॥ ৪৬০ ॥

অনুবাদ—যোগ অভাবে কেবল চতুর্দ্দশী তিথিও আমার জন্মদিন হেতু ফলকামীগণ ব্রত করিবেন। বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সূর্য্যোদয়ে ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশী ব্রতের উপবাস কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬০ ॥

টীকা—কেবলং তত্তদ্যোগহীনমপি ফলাকাঙ্ক্ষি-ভিরপি কর্ত্তব্যমেব, নিত্যত্বাৎ। স্মরস্ত্রয়োদশী তেন বিদ্ধা ॥ ৪৬০ ॥

আগমে—

প্রিয়া চতুর্দ্দশী ভৌমে কর্ত্তব্যা কিল্বিষাপহা ।
কামবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতীভৌমযুতা যদি ॥ ৪৬১ ॥

অনুবাদ—আগমে—মঙ্গলবারে ভগবৎপ্রিয়া চতু-র্দ্দশী পাপহারিণী ব্রত হইলে কর্ত্তব্যা, কিন্তু স্বাতী-নক্ষত্র ও মঙ্গলবার যোগ হইলেও যদি ত্রয়োদশী বিদ্ধা হয়, তাহাতে ব্রত কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬১ ॥

অথ তদ্ব্রতবিধিঃ

তত্রৈব—

প্রাতরুত্থায় কুর্ব্বীত নিয়মং মনসা স্মরন্ ।
মামেব মদ্দিনে বৎস দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ ব্রত বিধি আগমে—হে বৎস প্রহলাদ! আমার দিনে প্রাতঃকালে উঠিয়া দণ্ডধারণপূর্ব্বক মনে মনে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রতের নিয়ম গ্রহণ করিবে ॥ ৪৬২ ॥

টীকা—প্রাতুশ্চতুর্দ্দশী-প্রভাতে, সর্ব্বব্রতসাধারণ-ত্বাৎ, পূর্ব্বদিনে চৈকভক্তাদিসংযমো বিজ্ঞেয় এব

দন্তধাবনন্ত উপবাসদিনে কাষ্ঠেন তন্নিষেধাৎ তৃণাদিনা বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪৬২ ॥

অথ নিয়মমন্ত্রঃ—

শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয় ॥
ইতি ॥ ৪৬৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নিয়মমন্ত্র—হে শ্রীনৃসিংহ! হে মহাভীম! আমার উপর দয়া প্রকাশ করুন, অদ্য আমি তোমার ব্রত আচরণ করিব, নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করুন ॥ ৪৬৩ ॥

ব্রতস্থেন ন বক্তব্যং মদ্দিনে পাপিভিঃ সহ।
মিথ্যালাপা ন কর্ত্তব্যাঃ সমগ্রফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৪৬৪॥

অনুবাদ—ব্রতের সম্পূর্ণ ফলপ্রার্থী ব্রতচারী আমার দিনে পাপীগণের সহিত ভাষণ করিবে না এবং মিথ্যালাপ বর্জ্জন করিবে ॥ ৪৬৪ ॥

স্ত্রিয়ং দ্যূতং বিহায়োচ্চৈর্ব্রতস্থেন মহাত্মনা।
স্মর্ত্তব্যং মম রূপঞ্চ মদ্দিনে সকলে শুভে ॥ ৪৬৫ ॥

অনুবাদ—আমার ব্রতদিনে স্ত্রীসম্ভাষণ দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিয়া ব্রতচারী মহাত্মা সমগ্র পবিত্র দিনে আমার রূপ স্মরণ করিবে ॥ ৪৬৫ ॥

ততো মধ্যাহ্নবেলায়াং নদ্যাদৌ বিমলে জলে।
গৃহে বা দেবখাতে বা তড়াগে বাতিশোভনে।
বৈদিকেন চ মন্ত্রেণ স্নানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৬৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মধ্যাহ্ন সময়ে নদ্যাদির পবিত্র জলে বা গৃহে বা দেবখাতে বা অতি শোভন পদ্মপুকুরে বিচক্ষণ ব্যক্তি বৈদিক-মন্ত্র উচ্চারণ সহ স্নান করিবে ॥ ৪৬৬ ॥

মৃত্তিকাগোময়েনৈব তথা ধাত্রীফলেন বা।
তিলৈর্বা সর্ব্বপাপঘ্নৈঃ স্নানং কৃত্বা মহাত্মভিঃ।
পরিধায় শুচির্বস্ত্রে নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৪৬৭ ॥

অনুবাদ—গোময় মৃত্তিকা দ্বারা অথবা ধাত্রীফল দ্বারা বা সর্ব্বপাপঘ্ন তিল দ্বারা মহাত্মাগণের সহিত স্নান করিয়া পবিত্র বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে ॥ ৪৬৭ ॥

ততো গৃহং সমাগত্য স্মরন্ মাং ভক্তিযোগতঃ।
গোময়েন বিলিপ্যাথ কুর্য্যাদষ্টদলাম্বুজম্ ॥ ৪৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গৃহে আসিয়া আমাকে ভক্তিযোগে স্মরণ করিতে করিতে গোময় দ্বারা মণ্ডপ লেপন করিয়া অষ্টদলপদ্ম রচনা করিবে ॥ ৪৬৮ ॥

কলসং তত্র সংস্থাপ্য তাম্রং রত্নসমন্বিতম্।
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্।
হৈমী মূর্ত্তিস্তু তত্রৈব স্থাপ্যা লক্ষ্মীস্তথৈব চ ॥ ৪৬৯ ॥

অনুবাদ—রত্নযুক্ত তাম্রকলস পদ্মের উপর স্থাপন করিয়া তাহার উপর চালউপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। তাহার উপর স্বর্ণ প্রতিমা লক্ষ্মীসহ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্থাপন করিবে ॥ ৪৬৯ ॥

টীকা—তাম্রং তাম্রময়ং মূর্ত্তিঃ শ্রীনারসিংহী, তথৈব লক্ষ্মীঃ হৈমী লক্ষ্মীমূর্ত্তিশ্চ। কার্য্যে দ্বে মূর্ত্তী, কার্য্যেতি পাঠে প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ ॥ ৪৬৯ ॥

পলেন চ তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ।
যথা শক্তিস্তথা কার্য্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
পঞ্চামৃতেন তে স্নাপ্য পূজনং তু সমাচরেৎ ॥ ৪৭০ ॥

অনুবাদ—একপল স্বর্ণ দ্বারা, অর্দ্ধপল বা তদর্দ্ধপল দ্বারা বিত্তশাঠ্য বর্জ্জিত হইয়া যথাশক্তি প্রতিমা কর্ত্তব্যা, পঞ্চামৃত দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া পূজন আরম্ভ করিবে ॥ ৪৭০ ॥

টীকা—তে দ্বে মূর্ত্তী, স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ৪৭০ ॥

ততো ব্রাহ্মণমাহূয় তমাচার্য্যলোলুপম্।
কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসমাযুক্তং শান্তং দান্তং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৪৭১॥
তেনৈব কারয়েৎ পূজাং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রানুসারতঃ।
আচার্য্যবচনাদ্ধীমান্ পূজাং কুর্য্যাচ্চরন্ ব্রতম্ ॥৪৭২

অনুবাদ—অনন্তর লোভহীন শাস্ত্রজ্ঞ, শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যে বরণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার দ্বারাই পূজা করাইবে। ব্রতাচরণকারী ধীমান্ শাস্ত্রদৃষ্ট্যে আচার্য্য বাক্যে পূজা করিবে ॥ ৪৭১-৪৭২ ॥

টীকা—দৃষ্ট্যা শাস্ত্রোক্তবিধিং জ্ঞাত্বা, আচার্য্যাজ্ঞয়া পশ্চাৎ স্বয়মপি পূজয়েদিত্যাহ—আচার্য্যেতি ॥ ৪৭২ ॥

অথ তত্র অগ্রে শ্রীপ্রহ্লাদ-পূজা

তথা চাগমে—

প্রহলাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ ॥ ৪৭৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অগ্রে শ্রীপ্রহলাদের পূজা, সেইরূপ বিধি আগমে—প্রহলাদের ক্লেশ নাশ নিমিত্ত যে পুণ্যা চতুর্দ্দশী তিথির আবির্ভাব তাহাতে শ্রীহরির অগ্রে যত্ন সহকারে প্রহলাদের পূজা করিবে ॥ ৪৭৩ ॥

বৃহন্নারসিংহে—

মদ্রূপং কারয়েত্তত্র পুষ্পস্তবকশোভিতম্ ।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পূজ্যোঽহঞ্চ যথাবিধি ॥৪৭৪
উপচারৈঃ ষোড়শভির্মন্ত্রৈর্নামভিস্তথা ।
ততঃ পৌরাণিকৈর্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়ো বিশেষতঃ ॥৪৭৫॥

অনুবাদ—বৃহন্নারসিংহে—মণ্ডপে পুষ্পস্তবক শোভিত আমার প্রতিমা স্থাপন করাইবে এবং বসন্ত-কালোদ্ভব পুষ্পসমূহদ্বারা যথাবিধি আমার পূজা করাইবে। ষোড়শ উপাচারে আমার মন্ত্র ও নাম-সমূহ দ্বারা, অতঃপর পুরাণোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা বিশেষ পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৪৭৪-৪৭৫ ॥

টীকা—পূজাবিধিমাহ—মদ্রূপমিতি নবভিঃ, মদীয়মূর্ত্তিম্ ॥ ৪৭৪ ॥

অথ তত্র চন্দনমন্ত্রঃ

চন্দনং শীতলং দিব্যং চন্দ্রকুঙ্কুমমিশ্রিতম্ ।
দদামি তে প্রতুষ্ট্যর্থং নৃসিংহ পরমেশ্বর ॥
ইতি ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর চন্দনমন্ত্র—হে পরমেশ্বর নৃসিংহ! তোমার বিশেষ তুষ্টির জন্য কর্পূর মিশ্রিত দিব্য শীতল চন্দন দান করিব ॥ ৪৭৬ ॥

অথ পুষ্পমন্ত্রঃ

কালোদ্ভবানি পুষ্পাণি তুলস্যাদীনি বৈ প্রভো ।
পূজয়ামি নৃসিংহেশ লক্ষ্ম্যা সহ নমোঽস্তু তে ॥৪৭৭॥

অনুবাদ—অনন্তর পুষ্পমন্ত্র—হে প্রভো! বসন্ত-কালোদ্ভব পুষ্পসমূহ ও তুলসী আদি দ্বারা হে নৃসিংহদেব লক্ষ্মীদেবী সহ তোমার পূজা করিতেছি, তোমাকে প্রণাম ॥ ৪৭৭ ॥

অথ ধূপমন্ত্রঃ

কালাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদেবসুদুর্ল্লভম্ ।
করোমি তে মহাবিষ্ণো সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধূপমন্ত্র—সর্ব্বদেব সুদুর্ল্লভ কালাগুরুময় ধূপ দ্বারা তোমার পূজা করিতেছি, হে মহাবিষ্ণু! সর্ব্ববিধ বাসনা পূর্ত্তির জন্য ॥ ৪৭৮ ॥

অথ দীপমন্ত্রঃ

দীপঃ পাপহরঃ প্রোক্তস্তমসাং রাশিনাশনঃ ।
দীপেন লভ্যতে তেজস্তস্মাদ্দীপং দদামি তে ॥
ইতি ॥ ৪৭৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দীপমন্ত্র—হে নৃসিংহদেব! অন্ধকাররাশিনাশন ও পাপহারী নামে প্রসিদ্ধ দীপ দ্বারা তেজ লাভ হয়, অতএব তোমাকে দীপ দান করিতেছি ॥ ৪৭৯ ॥

অথ নৈবেদ্যমন্ত্রঃ

নৈবেদ্যং সৌখ্যদং চারু ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতম্ ।
দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু ॥
ইতি ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নৈবেদ্য মন্ত্র, হে রমাকান্ত!

ভক্ষ্য ভোজ্য সমন্বিত নৈবেদ্য দান করিতেছি, তোমার সুখপ্রদ হউক। আমার সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় করুন ॥৪৮০

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ ॥
ইতি ॥ ৪৮১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্ঘ্যমন্ত্র—হে নৃসিংহ! হে অচ্যুত! হে দেবেশ্বর! হে লক্ষ্মীকান্ত! হে জগৎপতে! এই অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা আমার মনোরথসমূহ সফল হউক ॥ ৪৮১ ॥

অথ পূজামন্ত্রঃ

পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহলাদভয়নাশকৃৎ।
যথাভূতার্চ্চনেনাথ যথোক্তফলদো ভব ॥
ইতি ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পূজামন্ত্র—হে পীতাম্বর মহাবিষ্ণু! হে প্রহলাদ ভয় নাশন! যথালব্ধ যথাসামর্থ্য অর্চ্চন দ্বারা যথাযথ ফলপ্রদ হউন ॥ ৪৮২ ॥

টীকা—যথাভূতেন যথোপপন্নেন সম্যক্ সম্পাদয়িতুমশক্তেনার্চ্চনেনাপি ॥ ৪৮২ ॥

রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
পুরাণপঠনং নৃত্যং শ্রোতব্যং মৎকথানকম্ ॥ ৪৮৩॥

অনুবাদ—নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি ধ্বনিসহ রাত্রি জাগরণ করিবে এবং পুরাণপাঠ ও আমার কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৪৮৩ ॥

টীকা—মম কথানকং কথা ॥ ৪৮৩ ॥

ততঃ প্রভাতসময়ে স্নানং কৃত্বা হ্যতন্দ্রিতঃ।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন পূজয়েন্মাং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৮৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রভাতকালে স্নান করিয়া নিরলসভাবে পূর্ব্বোক্ত বিধানে আমাকে যত্নসহ পূজা করিবে ॥ ৪৮৪ ॥

কিঞ্চ—

মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ।
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ ॥ ৪৮৫ ॥

অনুবাদ—আরও—হে দেবেশ! আমার বংশে যে সকল মানব জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদিগকে দুঃসহ ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৪৮৫ ॥

পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে ॥ ৪৮৬ ॥
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন ॥ ৪৮৭ ॥

অনুবাদ—পাপসমুদ্রে মগ্ন ব্যাধিদুঃখরূপ জলরাশি দ্বারা তীব্র যাতনা প্রাপ্ত মহাদুঃখী আমাকে, হে শেষশায়ি! হে জগৎপতে! হে শ্রীনৃসিংহ! হে রমাকান্ত! হে ভক্ত ভয় নাশন! আপনি আমাকে হস্তাবলম্বন অর্পণ করুন ॥ ৪৮৬-৪৮৭ ॥

ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং প্রীয়মাণো জনার্দ্দন।
ব্রতেনানেন মে দেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভব ॥ ৪৮৮ ॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! হে ক্ষীরাব্ধিশায়ী! হে দেব! এই ব্রতদ্বারা আপনি প্রীত হইয়া আমায় ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ হউন ॥ ৪৮৮ ॥

এবং প্রার্থ্য ততো দেবং বিসর্জ্য চ যথাবিধি।
উপহারাদিকং সর্ব্বমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥ ৪৮৯ ॥

অনুবাদ—এইভাবে প্রার্থনা জানাইয়া অতঃপর যথাবিধি প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্ববিধ উপহারাদি আচার্য্যকে প্রদান করিবে ॥ ৪৮৯ ॥

দক্ষিণাভিঃ সুসন্তোষ্য ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ।
মম ধ্যানসমাযুক্তো ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ইতি॥৪৯০

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণকেও দক্ষিণা প্রদান দ্বারা

সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিবে এবং আমার ধ্যানযুক্ত হইয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৪৯০ ॥

অথ তত্র পৌর্ণমাসী

পাদ্মে তত্রৈব শ্রীযম-ব্রাহ্মণসংবাদে—

মেষসংক্রমমারভ্য তিথয়স্ত্রিংশদুত্তমাঃ ।
সর্ব্বযজ্ঞাধিকাঃ পুণ্যাঃ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৯১॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈশাখী পূর্ণিমা কৃত্য—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—মেষরাশিতে রবি-সংক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশটি তিথি উত্তম, সর্ব্বযজ্ঞ হইতে অধিক পুণ্যপ্রদ—ইহা পুরাণসমূহে প্রসিদ্ধ ॥ ৪৯১ ॥

তত্রাপি পূর্ণিমা পুণ্যা মাধবী মাধবপ্রিয়া ।
যেয়ং বরাহকল্পস্য তিথিরাদ্যা মহাফলা ॥ ৪৯২ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যেও মাধবপ্রিয়া মাধবী বৈশাখী পূর্ণিমা অধিক পুণ্যদানকারিণী, যাহা এই বরাহ কল্পের আদি তিথি মহাপুণ্য ফল প্রদা ॥ ৪৯২ ॥

টীকা—মাধবী বৈশাখী ॥ ৪৯২ ॥

কিঞ্চ—

স্নানদানার্চ্চনশ্রাদ্ধক্রিয়া-পুণ্যবিবর্জ্জিতা ।
যস্যাতীতা চ বৈশাখী স নূনং নিরয়ালয়ঃ ॥ ৪৯৩ ॥

অনুবাদ—আরও—এই বৈশাখী পূর্ণিমা স্নান, দান, অর্চ্চন, শ্রাদ্ধক্রিয়াদি পুণ্যকর্ম্ম বর্জ্জিত ভাবে যাহার অতীত হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী ॥ ৪৯৩ ॥

ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ।
ন দানং জলগোতুল্যং ন বৈশাখীসমা তিথিঃ ॥৪৯৪॥

অনুবাদ—বেদসম শাস্ত্র নাই, গঙ্গাসম তীর্থ নাই, জলদান ও গোদান তুল্য দান নাই, বৈশাখী পূর্ণিমা সমা তিথি নাই ॥ ৪৯৪ ॥

জলধেনুঞ্চ যো দদ্যাদ্বৈশাখ্যাং বিষ্ণুতৎপরং ।
ত্রয়াণামপি দেবানাং চতুর্থোঽয়ং বিশেষতঃ ॥৪৯৫ ॥

অনুবাদ—বৈশাখী পূর্ণিমাতে যে বিষ্ণুভক্ত জল, ধেনু দান করেন এই ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবত্রয়াতীত বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত সদা বিষ্ণুলোকবাসী হন ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—ত্রয়াণাং শ্রীব্রহ্মাদীনাং চতুর্থঃ। সারূপ্যাদি-প্রাপ্ত্যা ভগবতঃ সদাসমীপবর্ত্তিনিত্যপার্ষদো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯৫ ॥

তত্রৈব ধনশর্ম্মাণং প্রতি প্রেতোক্তৌ—

ময়া নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণা পূর্ণফলপ্রদা ।
স্নানদানক্রিয়াপূজাসুকৃতৈঃ পরিপালিতা ॥ ৪৯৬ ॥
তেন মে বৈদিকং কর্ম্ম জাতং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্ ।
ততো বৈশাখনামাহং প্রেতো
জাতোঽস্মি গর্ব্বতঃ ॥ ৪৯৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেই ধনশর্ম্মার প্রতি প্রেতের উক্তিতে—আমাকর্ত্তৃক পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী পূর্ণিমা একটিও স্নান-দান-পূজাদি-পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পালিত হয় নাই। তাহার ফলে আমার বৈদিককর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হইয়াছে এবং অহংকার বশতঃ বৈশাখ নামে প্রেত হইয়াছি ॥ ৪৯৭ ॥

টীকা—স্নানদানার্চ্চনেতি শ্লোকোক্তং বৈশাখীকৃত্যানিত্যত্বমেব বচনান্তরৈর্দ্রঢ়য়তি—ময়েতি চতুর্ভিঃ। তত্র চেয়মাখ্যায়িকা—কশ্চিচ্ছ্রোত্রিয়ো বিপ্রঃ পূর্ব্বজন্মনি নিখিলং বৈদিককর্ম্মাকরোৎ, কেবলং পৌরাণিকং বৈশাখীকৃত্যমপ্যেকং ন চকার, তেন সর্ব্বং তস্য বৈদিকং কর্ম্ম বিফলমভূৎ, প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয়-বৈশাখ্যানাদরেণ প্রেতত্বং জাতম্।' ইতি। তত্র চ ধনশর্ম্মণো বিপ্রস্য পথি দৃষ্টৈস্তদাদিপ্রেতৈঃ সহ সংবাদে তত্তন্নামকারণনির্ব্বাচনে নিজনামকারণং নির্ব্বক্তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। স্নানাদিরূপসুকৃতৈঃ, তত্র ক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি ॥ ৪৯৬ ॥

টীকা—গর্ব্বতঃ বৈদিকত্বাভিমানাৎ, অয়মেব বৈশাখ্যপরিপালনে হেতুঃ ॥ ৪৯৭ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

পাপেন্ধনদবজ্বালা-তমোদ্রুমকুঠারিকা।
কৃতা নৈকাপি বৈশাখী বিধিনা
তত্র পূর্ণিমা ॥ ৪৯৮ ॥

অনুবাদ—আরও ঐ স্থলে—বৈশাখী পূর্ণিমা পাপ-কাষ্ঠের দাবাগ্নির জ্বালা নির্ব্বাণকারিণী এবং অজ্ঞান বৃক্ষের কুঠারিকা স্বরূপিণী হইলেও আমি তাহার একটিও যথাবিধি পালন করি নাই ॥ ৪৯৮ ॥

———

অব্রতা যস্য বৈশাখী স বৈ শাখী ভবেন্নরঃ।
দশ জন্মানি চ ততস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥ ৪৯৯ ॥

অনুবাদ—যাহার বৈশাখী পূর্ণিমা ব্রতহীন হয় সেই মানব দশজন্ম শাখী বৃক্ষ হয়, তৎপরে পশু-পক্ষীতে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৪৯৯ ॥

টীকা—বৈ নিশ্চিতং, স শাখী বৃক্ষো ভবেৎ ॥৪৯৯॥

———

অথ সমস্তবৈশাখাশক্তকৃত্যম্

তত্রৈব শ্রীযম-ব্রাহ্মণসংবাদে—

ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখ্যাঞ্চ দিনত্রয়ম্।
সর্ব্বাশক্তোঽপি বিধিনা নারী বা
পুরুষোঽপি বা ॥ ৫০০ ॥

পূর্ব্বোক্ত-নিয়মৈর্যুক্তঃ প্রাতঃ স্নাত্বা স্বশক্তিতঃ।
বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বর্গমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫০১॥

অনুবাদ—অনন্তর সমগ্র বৈশাখমাস ব্রত পালনে অশক্ত পক্ষে করণীয়, পদ্মপুরাণে শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—সমগ্র বৈশাখব্রত বিধিপূর্ব্বক পালনে অশক্ত হইলেও ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা—এই দিনত্রয় নারী বা পুরুষ যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া অক্ষয়স্বর্গ শ্রীবৈকুণ্ঠ ভোগ করে ॥ ৫০০-৫০১ ॥

টীকা—অক্ষয়ং স্বর্গং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥৫০১

ইতি চতুর্দ্দশো বিলাসঃ ॥

———

বৈশাখ্যামপ্যশক্ত্যা বা ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ দশ ॥
ইতি ॥ ৫০২ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি-বিলাসে ষাণ্মাসিকো নাম চতুর্দ্দশো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—বৈশাখী পূর্ণিমা পালনে অশক্ত হইলে দশ সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে ॥ ৫০২ ॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ ভক্তি বিলাসে ষান্মাসিক-কৃত্য নামক চতুর্দ্দশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ ১৪ ॥
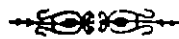
পঞ্চদশ-বিলাসঃ

যস্মাজ্জলবিহারাদি-মহোৎসবপরম্পরা।
সিধ্যেদ্দীনতরস্যাপি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অতি দীনব্যক্তিরও জলবিহারাদি মহোৎসবসমূহ যাঁহার প্রসাদে সিদ্ধ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

টীকা—এবমাগ্রহায়ণিকাদিবৈশাখান্তমাসষট্‌কস্য কৃত্যং লিখিত্বেদানীং জ্যৈষ্ঠাদীনাং লিখন্ ভগবতঃ প্রভাববিশেষং দর্শয়ন্ তং শরণং যাতি—যস্মাদিতি। আদি-শব্দেন ক্ষীরাব্ধিমহোৎসব-জন্মমহোৎসব-পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-মহোৎসব-বিজয়োৎসবাদি। এবং মহোৎসবানাং পরম্পরা শ্রেণী। এবমশক্তস্যাপি মম তল্লিখনোৎসবস্তৎপ্রভাবেণ সেৎস্যতীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

———

অথ জ্যৈষ্ঠকৃত্যম্

আরভ্য রাকাং বৈশাখীং জ্যৈষ্ঠীং যাবন্মহোৎসবম্।
কুর্য্যাৎ সংপূজয়ন্নিত্যং কৃষ্ণং জলবিহারিণম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জ্যৈষ্ঠকৃত্য—বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত জলবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য পূজা করিতে করিতে মহোৎসব করিবে ॥ ২ ॥

তন্ত্রৌষ্ণ্যতারতম্যাদ্ধি কৃষ্ণং তোয়স্থমাচরেৎ ।
বৈশাখেঽপি তথাষাঢ়ে শ্রাবণেঽপ্যভ্রবর্জ্জিতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জলবিহার মহোৎসবে জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্য্যতাপের আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণকে জলধারায় বসাইবে। তাপের তারতম্যে বৈশাখে আষাঢ়ে বা শ্রাবণ মাসেও মেঘহীন দিনে শ্রীকৃষ্ণকে জলধারায় বসাইবে ॥ ৩ ॥

টীকা—তত্র জলবিহারমহোৎসবে, ঔষ্ণ্যঞ্চ তাপস্য তারতম্যং ন্যূনাধিকত্বং তস্মাৎ, ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, তদ্বিচার্য্যেবেত্যর্থঃ। অতো বৈশাখেঽপ্যুষ্ণতাতিশয়ে সতি কুর্য্যাৎ, কদাচিৎ কুত্রাপি জ্যৈষ্ঠেঽতিশীতানুবৃত্তৌ ন কুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অতএব গারুড়ে—'কৃচিজ্জ্যৈষ্ঠে' ইতি, 'কৃচিদ্‌গ্রীষ্মে' ইতি, 'কৃচিৎ কর্কটরাশিগতে সূর্য্যে' ইতি 'কৃচিচ্চ মাসে মাধবসংজ্ঞকে ইতি বিকল্পো দর্শিতঃ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। শীতাভাবেঽপি মেঘাগমদিনে ন কুর্য্যাদিতি লিখতি—অভ্রেতি। ঘনাগম ইত্যগ্রতো লেখ্যবচনাৎ ॥ ৩ ॥

অথ জলে ভগবৎপূজাবিধি

উত্তাপেঽর্কাংশুতো জাতে শীতলেন সুগন্ধিনা ।
জলেন পূরিতে পাত্রে শ্রীকৃষ্ণমুপবেশয়েৎ ॥ ৪ ॥
নিত্যার্চ্চাবিধিনাঽভ্যর্চ্চ্য সায়ং সন্ধ্যামুপাস্য চ ।
দেবং সিংহাসনে নীত্বা গন্ধাদিভিরথার্চ্চয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জলে ভগবৎ-পূজাবিধি সূর্য্যকিরণে অধিক উত্তাপ হইলে শীতল সুগন্ধি জলদ্বারা পূর্ণ পাত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইবে। নিত্য অর্চ্চনের বিধিতে অর্চ্চনা করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া শ্রীবিগ্রহকে সিংহাসনে লইয়া গিয়া গন্ধাদি দ্বারা পুনরায় অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪-৫ ॥

টীকা—অর্কাংশুতঃ উত্তাপে ঘর্ম্মপ্রাচুর্য্যে জাতে মধ্যাহ্নসময়ে ইত্যর্থঃ। পাত্রে তাম্রাদিনির্ম্মিত-শ্রীমূর্ত্তিনিবেশনযোগ্যভাজনে ॥ ৪ ॥

টীকা—নিত্যার্চ্চায়া নিত্যং ক্রিয়মাণপূজায়া বিধির্যঃ প্রকারস্তেন ॥ ৫ ॥

নীরাজ্য দেবং সর্ব্বেভ্যো দত্ত্বা তীর্থং ভজেৎ স্বয়ম্ ।
দ্বাদশ্যান্তু বিশেষেণ রাত্রৌ তোয়স্থমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের আরতি করিয়া সকলকে শ্রীচরণামৃত দিয়া নিজে শ্রীচরণামৃত লইবে। দ্বাদশীতে দিবা স্নান নিষিদ্ধহেতু, রাত্রিতে জলে বসাইয়া অর্চ্চন করিবে ॥ ৬ ॥

টীকা—তীর্থং শ্রীচরণোদকং সর্ব্বৈবৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য দত্ত্বা স্বয়ং ভজেৎ প্রাশ্নীয়াৎ। দ্বাদশীরাত্রৌ চাবশ্যং জলশায়ী ভগবান্ পূজনীয় ইতি লিখতি—দ্বাদশ্যামিতি। দ্বাদশ্যান্তু বিশেষণেত্যাদিগারুড়োক্তেঃ। তচ্চাগ্রে সমগ্রং ব্যক্তং ভাবি ॥ ৬ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

গারুড়ে—

স্বর্ণপাত্রেঽথবা রৌপ্যে তাম্রে বা মৃন্ময়েঽপি বা ।
তোয়স্থং যোঽর্চ্চয়েদ্দেবং শালগ্রামসমুদ্ভবম্ ॥ ৭ ॥
চক্রাঙ্কিতং বা ভূপাল নিবৃত্তে মধুমাধবে ।
প্রতিমাসং মহাভাগ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃন্ময়পাত্রে জলে বসাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বা চক্র চিহ্নিত শালগ্রামকে যিনি অর্চ্চন করেন—হে ভূপতে! চৈত্র ও বৈশাখ যথাবিধি যাপিত হওয়ায় প্রতিমাসে তাহার পুণ্য অনন্ত ॥ ৭-৮ ॥

যাবদ্ধরাধরো লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
তাবত্তস্য কুলে কশ্চিন্ন ভবেদ্ভূপ নারকী ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! যে দিন পর্য্যন্ত ইহলোকে পর্ব্বত ও চন্দ্র সূর্য্য অবস্থান করিবে সে পর্য্যন্ত তাহার কুলে কেহ নরকগামী হইবে না ॥ ৯ ॥

তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠে সদা ভূপ তোয়স্থং পূজয়েদ্ধরিম্ ।
বীততাপো নরস্তিষ্ঠেদ্যাবদাহূতসংপ্লবম্ ।
কৃতৈঃ সুশীতলৈস্তোয়ৈস্তুলসীদলবাসিতৈঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! অতএব জ্যৈষ্ঠমাসে প্রতিদিন শ্রীহরিকে গন্ধ, তুলসীপত্রদ্বারা সুবাসিত সুশীতল জলে বসাইয়া পূজা করিবে, তাহার ফলে মানব প্রলয়কালাবধি তাপমুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ১০ ॥

শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্ ।
জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যতে যমযাতনাৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে যাঁহারা শ্রীকেশবকে জলপাত্রে বিবিধ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন করিবে তাঁহারা যমযাতনা হইতে মুক্ত হন ॥ ১১ ॥

টীকা—শুচিরাষাঢ়ঃ, শুক্রো জ্যৈষ্ঠঃ ॥ ১১ ॥

জলস্রষ্টা যতো বিষ্ণুর্জলশায়ী জলপ্রিয়ঃ ।
তস্মাদ্গ্রীষ্মে বিশেষেণ জলস্থং পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু শ্রীবিষ্ণু জল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জলশায়ী জলপ্রিয় অতএব গ্রীষ্মকালে বিশেষ ভাবে জলে বসাইয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে ॥ ১২ ॥

নীরমধ্যস্থিতং কৃত্বা শালগ্রামসমুদ্ভবম্ ।
যোঽভ্যর্চ্চয়েন্মহাভক্ত্যা স ভবেৎ কুলপাবনঃ ॥১৩॥

অনুবাদ—শালগ্রামরূপী শ্রীভগবান্‌কে মধ্যে বসাইয়া যে ব্যক্তি উত্তমরূপে মহাভক্তি সহ অর্চ্চন করে সে কুল পাবন হয় ॥ ১৩ ॥

কর্কিরাশিগতে সূর্য্যে মিথুনস্থে বিশেষতঃ ।
যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা জলমধ্যে মহীপতে ॥ ১৪ ॥
দ্বাদশ্যান্তু বিশেষেণ জলস্থং জলশায়িনম্ ।
যোঽভ্যর্চ্চয়েৎ কৃতং তেন যজ্ঞকোটিশতং ভুবি ॥১৫

অনুবাদ—শ্রাবণমাসে বিশেষতঃ আষাঢ় মাসে হে মহারাজ ! যে মানব জলমধ্যে শ্রীহরিকে ভক্তি-সহ অর্চ্চন করে। বিশেষতঃ দ্বাদশীর রাত্রিতে জল-শায়ীকে জলে বসাইয়া যে মানব অর্চ্চন করে, সে এই পৃথিবীতে সাতকোটি যজ্ঞের ফল পায় ॥১৪-১৫॥

টীকা—তে নরাঃ ভুবি দেবতাঃ পরমপূজ্যা ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরে কোটিযজ্ঞফলভাগী ইত্যর্থঃ॥১৫॥

পাত্রে গন্ধাদিকং কৃত্বা যঃ ক্ষিপেদ্গরুড়ধ্বজম্ ।
দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্রাত্রৌ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ১৬॥

অনুবাদ—যে মানব পাত্রে গন্ধ চন্দনাদি রাখিয়া গরুড়ধ্বজ ভগবানকে বসাইয়া দ্বাদশীর রাত্রিতে পূজা করে সেই মানব মুক্তিভাগী হয় ॥ ১৬ ॥

টীকা—ক্ষিপেৎ—স্থাপয়েৎ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ—

ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্ ।
যে নরা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্ ॥
ইতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আরও, হে মহারাজ ! মেঘ আসিলে যাহারা জনার্দ্দনকে জলে বসায় তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয় ॥ ১৭ ॥

তথৈবাত্যুষ্ণসময়ে কালিন্দ্যাদৌ বিশেষতঃ ।
সম্পাদয়েদ্ভগবতো জলক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ অতিশয় গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ যমুনাদির জলে ভগবানের জলক্রীড়া মহোৎসব সম্পাদন করিবে ॥ ১৮ ॥

টীকা—ন কেবলং পাত্রান্তরে জলক্রীড়া কারয়িতব্যা, নদী-সরোবরাদাবপি যথাযোগং কারয়িতব্যেতি লিখতি—তথৈবেতি ; পূর্ব্বলিখিত-প্রকারেণ, অত্র চ শ্রীমূর্ত্তিবিশেষেণ জলক্রীড়া-বিধিবিশেষোঽবগন্তব্যঃ ॥ ১৮ ॥

অথ নির্জ্জলৈকাদশী

পাদ্মে—

শ্রীভীমসেন উবাচ ।

পিতামহ হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিম্ ॥
অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নির্জ্জলা একাদশীব্রত, পদ্ম-পুরাণে শ্রীভীমসেন বলিলেন—হে পিতামহ! আমি উপবাসে অসামর্থ্য, কি করি? অতএব হে প্রভো! আমাকে বহুফলযুক্ত একটি মাত্র ব্রত বলুন ॥ ১৯ ॥

টীকা—এবার্থে অপি-শব্দঃ, একমেব ব্রতং ব্রূহি, বহূনাং কিংবা দ্বয়োরপ্যশক্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ—

বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা ॥২০॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেব বলিলেন—জ্যৈষ্ঠে কখনও বা আষাঢ় মাসে যে শুক্লা একাদশী হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে যত্নসহ তাহা জলবর্জ্জন পূর্ব্বক উপবাস করিবে ॥২০

টীকা—কদাচিদ্বৃষস্থে কদাচিন্মিথুনস্থে চেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—স্নানে বা আচমনে ব্যতীত জল বর্জ্জন পূর্ব্বক অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কিছুই ভোজন করিবে না, অন্যথা ব্রতভঙ্গ হইবে ॥ ২১ ॥

টীকা—স্নানাচমনয়োর্যদুকং তদ্বিনেত্যর্থঃ ॥ ২১॥

উদয়াদুদয়ং যাবৎবর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
অপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—নিজ যত্নসহ সূর্য্যের এক উদয় হইতে অন্য উদয় পর্য্যন্ত জল বর্জ্জন করিয়া অভিজ্ঞব্যক্তি দ্বাদশটী দ্বাদশী ব্রতের ফল লাভ করিতে পারেন ॥ ২২ ॥

টীকা—উদয়াদ্রবেরুদয়মারভ্য; দ্বাদশেতি—মহাদ্বাদশ্যোঽষ্টৌ, শয়নী পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী বোধনী চেতি ত্রিস্রঃ, ভৈমী চেতি ফলবিশেষাপেক্ষয়া। যদ্বা, দ্বাদশমাসেষু যা দ্বাদশ্যস্তাসাং ফলম্ ॥ ২২ ॥

ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।
জলং সুবর্ণং দত্ত্বা তু দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি ॥ ২৩ ॥
ভুঞ্জীত কৃতকৃত্যস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো ব্রতী।
এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং ভীমসেন শৃণুষ্ব তৎ ॥২৪

অনুবাদ—অনন্তর পরদিন প্রভাতে দ্বাদশীতে স্নান করিয়া যথাবিধি ব্রাহ্মণগণকে জল ও সুবর্ণ দান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রতী ভোজন করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে যে পুণ্য হয়, হে ভীমসেন! তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকা—বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। যত্নতো নিদাঘমধ্যে জলপানাদি-বর্জ্জনাৎ ॥ ২৪ ॥

সম্বৎসরস্য যা মধ্যে একাদশ্যো ভবন্তি হি।
তাসাং ফলমবাপ্নোতি পুত্র মে নাত্র সংশয়ঃ।
ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সম্বৎসরের মধ্যে যে সকল একাদশী হয়, তাহাদের ফল প্রাপ্ত হয় তাহাতে সংশয় নাই। শঙ্খচক্রগদাধর কেশব আমাকে ইহা বলিয়াছেন ॥২৫

কিঞ্চ—

ধনধান্যবহা পুণ্যা পুত্রভাগ্যসুখপ্রদা।
উপোষিতা নরব্যাঘ্র ইতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আরও—এই নির্জ্জলা একাদশী ব্রত উপবাস করিলে ধনধান্য প্রদা ও পুত্রভাগ্য-সুখ প্রদা, হে নরশ্রেষ্ঠ তোমাকে ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ২৬ ॥

যমদূতা মহাকায়াঃ করালাঃ কামরূপিণঃ।
দণ্ডপাশধরা রৌদ্রা নোপসর্পন্তি তং নরম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সেই মনুষ্যের নিকট মহাকায়, ক্রূর, ইচ্ছামত রূপধারী, দণ্ডপাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূতগণ যায় না ॥ ২৭ ॥

পীতাম্বরধরাঃ শঙ্খচক্রহস্তা মনোজবাঃ।
অন্তকালে নয়ন্ত্যেনং বৈষ্ণবং বৈষ্ণবীং পুরীম্ ॥২৮॥

অনুবাদ—এই বৈষ্ণবকে পীতবস্ত্রধারী শঙ্খচক্র-হস্তে মনের ন্যায় দ্রুতগতিবন্ত বিষ্ণুদূতগণ অন্তকালে বিষ্ণুপুরীতে লইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ—
তোয়স্য নিয়মং যস্তু কুরুতে বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ফলং কোটিসুবর্ণস্য যামে যামে স পুণ্যভাক্ ॥২৯॥

অনুবাদ—আরও—যে বৈষ্ণবোত্তম জলের নিয়ম করেন, তিনি প্রহরে প্রহরে কোটি সুবর্ণদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

স্নানং দানং জপং হোমং দ্বাদশ্যাং কুরুতে নরঃ।
তৎ সর্ব্বঞ্চাক্ষয়ং প্রাপ্তমেতৎ কৃষ্ণস্য ভাষিতম্ ॥৩০

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে স্নান, দান, জপ, হোম করেন, সে সকলই অক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চাপরেণ ধর্ম্মেণ নির্জ্জলৈকাদশীং নৃপ।
উপোষ্য সম্যগ্‌বিধিনা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অপর ধর্ম্মের কি প্রয়োজন; নির্জ্জলা একাদশী সম্পূর্ণ বিধিসম্মত উপবাস করিলে বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ—
যৈঃ কৃতা ভীমসেনৈষা নির্জ্জলৈকাদশী শুভা।
স্বকুলং তারিতং সর্ব্বং কুলাতীতং তথা শতম্।
আত্মনা সহ তৈনীতং বাসুদেবস্য মন্দিরে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—আরও—হে ভীমসেন! যাঁহারা এই পবিত্র নির্জ্জলা একাদশী পালন করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ কুলের সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং কুলাতীত শত ব্যক্তিকে নিজসহ শ্রীকৃষ্ণ ভবনে লইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

টীকা—কুলাতীতং—সম্বন্ধিশতম্ ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ—
আত্মদ্রোহঃ কৃতস্তৈস্তু যৈরেষা ন হ্যুপোষিতা।
পাপাত্মানো দুরাচারা দুষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আরও—যাঁহারা এই একাদশী উপবাস করেন নাই, তাঁহারা আত্মশত্রু হইয়াছেন, তাহারা পাপাত্মা, দুরাচারী এবং দুষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ—
যশ্চেমাং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ।
উভৌ তৌ স্বর্গমাপ্তৌ হি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৪॥

অনুবাদ—আরও—যিনি এই ব্রতকথা ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন এবং যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তাহারা উভয়েই স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে বিচার করা উচিত নহে ॥ ৩৪ ॥

টীকা—তদ্‌ব্রতস্য নিত্যতামাহ—আত্মেতি। এতন্মাহাত্ম্যশ্রবণাদিফলমাহ—যশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

অথ নির্জ্জলৈকাদশীব্রতবিধিঃ

যথা প্রাগ্‌লিখিতং কৃত্বা সঙ্কল্পং নিয়মং ব্রতে।
জলমাদায় গৃহ্ণীয়ান্মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নির্জ্জলা একাদশী ব্রতবিধি পূর্ব্বে যেমন লিখিত হইয়াছে—সঙ্কল্প করিয়া বৈষ্ণব জল লইয়া ব্রতের নিয়ম, মন্ত্রপাঠ করিয়া গ্রহণ করিবে ॥ ৩৫ ॥

টীকা—এবমবশ্যকৃত্যত্বা লিখিত্বা ইদানীং ভবিষ্যোত্তরোক্ত্যনুসারেণ তস্য বিধিং লিখতি—যথেত্যাদি নবভিঃ। যথা প্রাগ্‌লিখিতং পূর্ব্বমেকাদশীব্রতপ্রকরণে দশমীনিয়মাদিকং যল্লিখিতং তদনুসারেণ নিয়মং গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৩৫ ॥

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ

একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলম্।
কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যন্তদমনেন চ ॥ ইতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—নিয়মমন্ত্র—শ্রীকেশবদেবের প্রীতির জন্য এবং ইন্দ্রিয়াদির অত্যন্ত দমনের জন্য আমি একাদশীতে নিরাহার এবং জলও বর্জ্জন করিব ॥৩৬

বর্জ্জয়েচ্চাম্বুহোরাত্রং বিনা চাচমনার্থকম্ ।
বিনা চ প্রাশনং পাদোদকস্যাত্যন্তপাবনম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দিবারাত্র জল বর্জ্জন করিবে কিন্তু আচমনের জন্য এবং অত্যন্ত পবিত্র শ্রীচরণামৃত পান—ইহা ব্যতীত ॥ ৩৭ ॥

টীকা—অহোরাত্রং অম্বু জলং বর্জ্জয়েৎ । তত্র চ স্নানাদাবাচমনে শ্রীচরণোদকগ্রহণে চ জলং ন বর্জ্জনীয়মিতি লিখতি—বিনেতি । তত্র তত্র তৎপানাবশ্যকত্বাৎ, অন্যথা শুদ্ধিহানেঃ । ননু 'স্নানে চাচমনে চৈব' ইত্যুক্তং, ন চ পাদোদকমুদ্দিষ্টং, তত্র লিখতি—অত্যন্তেতি । আচমনাদপ্যেতৎ পরমশুদ্ধিকরমিত্যর্থঃ । তন্নিত্যতা চাদৌ লিখিতৈবাস্তে ॥ ৩৭ ॥

একাদশ্যাং নিশায়ান্তু নিত্যপূজাং বিধায় হি ।
হৈমীং ত্রৈবিক্রমীং মূর্ত্তিং স্নাপয়েৎ
পয়আদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—একাদশীর রাত্রিতে নিত্যপূজা সম্পাদন করিয়া সুবর্ণময় ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিকে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৩৮ ॥

টীকা—পয়-আদিভিঃ পঞ্চামৃতেন স্নাপয়েৎ ॥৩৮॥

বস্ত্রাদিকং সমর্প্যাথাভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদিভিশ্চ তাম্ ।
প্রণম্য জাগরং কুর্য্যাৎ তদগ্রে নর্ত্তনাদিনা ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শুষ্ক নববস্ত্র উত্তরীয়াদি সমার্পণান্তে তাঁহাকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারাও অর্চ্চন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে নর্ত্তনাদিসহ জাগরণ করিবে ॥ ৩৯

প্রাতঃস্নানাদি নির্বর্ত্ত্য তং ত্রিবিক্রমমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপনান্তে ঐ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪০ ॥

শক্ত্যাম্বুকুম্ভান্ বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্গন্ধাদ্যলঙ্কৃতান্ ॥ ৪১

অনুবাদ—সামর্থ্য থাকিলে ব্রাহ্মণগণকে গন্ধাদি দ্বারা অলংকৃত জলকুম্ভসমূহ দান করিবে ॥ ৪১ ॥

টীকা—শক্ত্যেতি—যাবতো যাদৃশান্ দাতুং শক্নোতি, তাবতস্তাদৃশান্ দদ্যাদিত্যর্থঃ । আদিশব্দেন পুষ্পবস্ত্রফলাদি ॥ ৪১ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক ।
জলকুম্ভপ্রদানেন যাস্যামি পরমাং গতিম্ ॥
ইতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অথ জলকুম্ভ দানমন্ত্র—হে দেবদেব ! হে হৃষীকেশ ! হে সংসারসমুদ্র তারক ! এই জলকুম্ভ প্রদান দ্বারা পরমাগতি লাভ করিব ॥ ৪২ ॥

দদ্যাচ্চ কনকং ছত্রং বস্ত্রযুগ্মমুপানহৌ ।
জলপাত্রাণি দিব্যানি বিভবে সতি বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অর্থ সম্পদ থাকিলে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, ছত্র, বস্ত্রদ্বয়, পাদুকা, উত্তম জলপাত্রসমূহ দান করিবে ॥ ৪৩ ॥

টীকা—বিভবে সতি কনকাদীনি চ বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা পীত্বা ভ্রাতৃকরাজ্জলম্ ।
স্বয়ং বা পীয় মৌনী সন্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥৪৪॥

অনুবাদ—সমর্থ হইলে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ভ্রাতৃহস্ত হইতে জলপান করিয়া বা স্বয়ং জলপান করিয়া মৌনী হইয়া বন্ধুগণসহ ভোজন করিবে ॥ ৪৪ ॥

অথ আষাঢ়কৃত্যম্

আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং হরৌ শিশয়িষৌ সতি ।
বৈষ্ণবঃ পারণং কৃত্বা তপ্তমুদ্রাশ্চ ধারয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আষাঢ়মাস-কৃত্য—আষাঢ়মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীহরি শয়নেচ্ছু হইলে বৈষ্ণবগণ পারণ করিয়া তপ্তমুদ্রা ধারণ করিবেন ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈকান্তিতর্দ্ধয়ে।
কুর্ব্বন্নাত্মার্পণং তপ্তমুদ্রাভির্দেহমঙ্কয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র একান্ত-ভক্তিবৃদ্ধির জন্য শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তপ্তমুদ্রা দ্বারা দেহকে চিহ্নিত করিবেন ॥ ৪৬ ॥

টীকা—আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যামিত্যত্র যদ্যপি ভবিষ্য-পুরাণে—'আকাভাসিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী। আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তনোত্থিতি ॥' অস্যার্থঃ—আষাঢ়-ভাদ্র-কার্ত্তিকানাং সিতপক্ষেষু শুক্লদ্বাদশীষু-অনুরাধাশ্রবণরেবতী-নামাদিমধ্যান্ত্যপাদেষু শয়নপার্শ্ব-পরিবর্ত্তনোত্থানং ক্রমান্তবতীতি। তথাপি পাদ-যোগাদ্যভাবেঽপি সতি দ্বাদশ্যামেব কুর্য্যাৎ। তথা চ স্কান্দে 'অন্যত্র পাদযোগেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ' ইতি; বারাহে চ—'ন পাদনিয়মস্তত্র স্বাপে বা পরি-বর্ত্তনে। পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেৎ ॥' ইতি। কিঞ্চ—'দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে। আকাভাসিতপক্ষেষু শয়নাবর্ত্তনা-দিকম্ ॥' ইতি। অতএবোক্তং পুষ্করপুরাণে—'যস্য যস্য তু দেবস্য যন্নক্ষত্র তিথিশ্চ যা। তস্য দেবস্য তস্মিংস্তু শয়নাবর্ত্তনাদিকম্ ॥' ইতি। যচ্চোক্ত-মত্রিণা—'মিথুনস্থো যদা ভানুরমাবস্যাদ্বয়ং স্পৃশেৎ। দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে ॥' ইতি। তচ্চ মলমাসাভিপ্রায়েণ, তথাপি দ্বিতীয়াষাঢ়শুক্ল-দ্বাদশ্যামেব শয়নমিতি সম্যগেব লিখিতম্—'আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাম্' ইতি। এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনোত্থানয়ো-রপি জ্ঞেয়ম্। যচ্চোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—'আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ। নক্তং দ্বিজবর-শ্রেষ্ঠ গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী ॥' ইতি তচ্চ একাদশী-দ্বাদশ্যোরভেদাভিপ্রায়েণ জ্ঞেয়ং, লিখিতবচনজাতানু-সারাৎ শিষ্টাচারদর্শনাচ্চ। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে প্রবো-ধনীপ্রকরণে বিস্তরতো ব্যক্তং ভাবি। শিশয়িষৌ শয়িতুমিচ্ছতি। পারণাং কৃত্বেতি প্রায়ো দ্বাদশ্যামেব পারণাপত্তেঃ। কদাচিৎ তস্যামুপবাসে চ তত্রৈব শয়নং তপ্তমুদ্রাধারণাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ং, লিখিতবচনানু-সারাৎ। তত্র চ সর্ব্বৈরেব বর্ণৈস্তপ্তমুদ্রা ধার্য্যেতি লিখতি—ব্রাহ্মণ ইতি। একান্তিতা শিবলিঙ্গাঙ্কিত-বৃষবচ্ছ্রীভগবদেকনিষ্ঠতা, তস্যা ঋদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থম্। আত্মার্পণম—আত্মনিবেদনরূপভক্তিপ্রকারবিশেষং কুর্ব্বন্ কর্ত্তুম্। ব্রাহ্মণস্যাপি তদ্ধারণমগ্রে সন্যায়ং ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণম্

বারাহে তপ্তমুদ্রা-প্রসঙ্গে—
চক্রাদিধারণং পুংসাং পরং সম্বন্ধবেদনম্।
পাতিব্রত্যনিমিত্তং হি বলয়াদি-বিভূষণম্ ॥
ইতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অথ তপ্তমুদ্রাধারণ, বরাহপুরাণে তপ্ত-মুদ্রা-প্রসঙ্গে—তপ্তচক্রাদিচিহ্ন ধারণ মানবগণের পরমেশ্বরের সহিত নিজ সম্বন্ধ জ্ঞাপন, যেমন স্ত্রী-লোকের পতিব্রতাধর্ম্ম জ্ঞাপন জন্যই শঙ্খবলয়াদি বিভূষণ ধারণ ॥ ৪৭ ॥

টীকা—তপ্তমুদ্রাধারণেন চৈকান্তিতা-সিদ্ধিং শ্রীবরাহবচনেন প্রমাণয়তি—চক্রাদীতি। পরং কেবলং সম্বন্ধবেদনং ভগবদীয়ত্বজ্ঞাপকম্। পাঠান্তরে পরস্য পরমেশ্বরস্য সম্বন্ধবেদনম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ—পাতিব্রত্যেতি। বলয়াদিধারণেন সধবালক্ষণেনৈব পতিমত্তা জ্ঞাপ্যতে, তত্র চ সতীনাং প্রায়ঃ পতিসন্তো-ষার্থমেব ভূষণধারণং তদ্ভক্তিবিশেষোঽপ্যভিব্যক্ত এবেতি দিক্ ॥ ৪৭ ॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণনিত্যতা

বায়ুপুরাণে—
অগ্নিনৈব তু সন্তপ্তং চক্রমাদায় বৈষ্ণবঃ।
ধারয়েৎ সর্ব্ববর্ণানাং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তপ্তমুদ্রা ধারণ নিত্যতা, বায়ু-পুরাণে—বিষ্ণুভক্তগণ অগ্নিদ্বারাই সম্যক্ তপ্তচক্র লইয়া ধারণ করাইবেন—সর্ব্ববর্ণের জনগণের শ্রীহরির সালোক্য মুক্তি সিদ্ধির জন্য ॥ ৪৮ ॥

টীকা—তত্রাদৌ ধারয়েদিত্যাদি-বিধিবশান্নিত্যতাং লিখতি—অগ্নিনৈবেতি দশভিঃ। সর্ব্ববর্ণানাং মধ্যে যো বৈষ্ণবঃ, স ধারয়েৎ, বৈষ্ণবস্যৈব তদ্ধারণ-প্রাধান্যাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যম্—'বৈষ্ণবত্বস্য সিদ্ধ্যর্থম্' ইত্যাদি। যদ্বা, সর্ব্ববর্ণানাং যা হরি-সালোক্যাদিসিদ্ধিস্তদর্থম্। তথাপি সর্ব্ববর্ণানাং তদ্ধা-রণমায়াতমেবেতি দিক্॥ ৪৮॥

ব্রহ্মাণ্ডে—

কৃত্বা ধাতুময়ীং মুদ্রাং তাপয়িত্বা স্বকাং তনুম্।
চক্রাদিচিহ্নিতাং ভূপ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ॥ ৪৯॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—হে রাজন্! ধাতুময়ী মুদ্রা শঙ্খ-চক্রাদি ছাপ উত্তপ্ত করিয়া বৈষ্ণবগণ নিজদেহকে চক্রাদিচিহ্নিত করাইবেন॥ ৪৯॥

অথ চক্রনির্ম্মাণম্

নারদীয়পঞ্চরাত্রে—

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতম্।
হরেঃ সুদর্শনং তপ্তং ধারয়েত্তদ্বিচক্ষণঃ॥ ৫০॥

অনুবাদ—অনন্তর চক্রনির্ম্মাণ, নারদীয় পঞ্চরাত্রে—দ্বাদশার ষট্‌কোণ বলয়ত্রয়যুক্ত শ্রীহরির সুদর্শনা-কৃতি তপ্তমুদ্রা বিচক্ষণ ব্যক্তি ধারণ করিবেন॥ ৫০॥

অথ সৌপর্ণে চ ভগবদ্‌গরুড়-সংবাদে
তপ্তমুদ্রা-প্রকরণে—

গরুত্মন্নবিশেষেণ সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ।
বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ॥৫১॥

অনুবাদ—অনন্তর গরুড়পুরাণেও ভগবান ও গরুড়-সংবাদে তপ্তমুদ্রা প্রকরণে—হে গরুড়! সাধা-রণ ভাবে সর্ব্ববর্ণে এই বিধি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে তপ্ত চক্রধারণ॥ ৫১॥

টীকা—তত্র চ ব্রাহ্মণস্য গাত্রে দোষাদিদং ব্রাহ্মণে-তরবর্ণবিষয়কমিতি ন শঙ্কনীয়ম্। সৌপর্ণাদৌ তস্যাপি স্পষ্টমুক্তত্বাদিতি লিখতি—গরুত্মন্নিতি সপ্তভিঃ॥ ৫১॥

পাদ্মে—

অগ্নিহোত্রং যথা নিত্যং বেদস্যাধ্যয়নং যথা।
ব্রাহ্মণস্য তথৈবেদং তপ্তচক্রাদিধারণম্॥ ৫২॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—অগ্নিহোত্র যেমন নিত্য কর্ম্ম, বেদ অধ্যয়ন যেমন নিত্য কর্ম্ম ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে, সেইরূপ এই তপ্তচক্রাদি ধারণ করাও কর্ত্তব্য॥৫২॥

কিঞ্চ তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

শঙ্খচক্রাঙ্কনং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ।
হুতাগ্নিনৈব সন্তপ্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥ ৫৩॥

অনুবাদ—আরও—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব উমা-সংবাদে—সর্ব্বপাপ নিবৃত্তির জন্য হোমাগ্নি দ্বারাই উত্তপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ বাহুমূলে শঙ্খ-চক্র অঙ্কন করিবে॥ ৫৩॥

চক্রং বা শঙ্খচক্রে বা তথা পঞ্চায়ুধানি বা।
ধারয়িত্বৈব বিধিবদ্‌ব্রহ্মকর্ম্ম সমারভেৎ॥ ৫৪॥

অনুবাদ—চক্র বা শঙ্খচক্র উভয় বা শ্রীবিষ্ণুর পঞ্চ আয়ুধ ধারণ করিয়াই বিধিবৎ বৈদিককর্ম্ম আরম্ভ করিবেন॥ ৫৪॥

কিঞ্চ তৎপ্রসঙ্গ এব—

অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণঃ প্রাকৃতো ভবেৎ॥৫৫॥

অনুবাদ—আরও—সেইপ্রসঙ্গে বিধিপূর্ব্বক চক্র-চিহ্ন ধারণ না করিলে ব্রাহ্মণ প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) হইবেন॥ ৫৫॥

কিঞ্চ—

ন তস্য কিঞ্চিদশ্নীয়াদপি কৃত্য-সহস্রিণঃ।
সর্ব্ববেদবিদো বাপি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভবেৎ॥৫৬॥

অনুবাদ—আরও—সহস্র আচার পালন করিলেও, সর্ব্ববেদবিদ হইলেও বা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইলেও তাহার হস্তে কিঞ্চিৎমাত্রও ভোজন করিবে না, কারণ

বিধিপূর্ব্বক চক্রধারণ না করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয় ॥ ৫৬ ॥

টীকা—সর্ব্ববেদবিদপি ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ—

তপ্তেনৈবাঙ্কনং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য বিধানতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাদিসিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ তথৈব চ ॥ ৫৭॥

অনুবাদ—আরও—শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কার্য্য সিদ্ধির জন্য এবং মন্ত্র সিদ্ধির জন্য বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণ তপ্তচক্র দ্বারাই দেহে অঙ্কন করিবেন ॥ ৫৭ ॥

টীকা—শ্রৌতাদিকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥

হরেঃ পূজাধিকারার্থং চক্রং ধার্য্যং বিধানতঃ।
বৈষ্ণবত্বস্য সিদ্ধ্যর্থং ভক্তিসিদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির পূজায় অধিকার পাইবার জন্য বিধিপূর্ব্বক চক্র চিহ্ন ধারণ করিবে, বৈষ্ণব সিদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ ভক্তিসিদ্ধির জন্য চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ—

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—আরও—শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন উপবীতবৎ সর্ব্বক্ষণ ধারণ কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে এই বিধি ॥ ৫৯ ॥

টীকা—ব্রাহ্মণস্য ধার্য্যা ভবন্তি, তেন ধার্য্যা ইত্যর্থঃ, এবং বৈষ্ণবস্যেতি চ ॥ ৫৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ (শ্রীসুদর্শ)—

যো হ বৈ সুশ্লোকমৌলের্ধর্ম্মান-
নুতিষ্ঠমানোঽগ্নিনা চক্রং ধত্তে,
অগ্নির্বৈ সহস্রারঃ সহস্রারো নেমির্নেমিনা
তপ্ততনুঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতীতি ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিগণ, শ্রীসুদর্শন উপনিষৎ—যিনি উত্তমশ্লোক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত চক্রচিহ্ন ধারণ করেন। অগ্নি প্রসিদ্ধ পাবন সহস্রার পরম পাবন সুদর্শন নেমি, নেমি দ্বারা তপ্তদেহ করিলে তিনি সালোক্য মুক্তিলাভ করেন ॥ ৬০ ॥

টীকা—যঃ অগ্নিনা বিশিষ্টং চক্রং ধত্তে, স সাযুজ্যং নিত্যং সংযোগরূপং সলোকতাং সালোক্যং প্রাপ্নোতি। তত্র চাগ্নিসম্বন্ধেন ন কোঽপি দোষোঽথচ গুণ এবেতি দর্শয়ন্ত্যোঽগ্নিতপ্তচক্রধারণপ্রকারমেবাহুঃ—অগ্নিরিতি। সহস্রারঃ চক্রম্. অগ্নিঃ পাবনঃ চক্রং পরমপাবনং, তয়োশ্চাভিন্নত্বম্, অতো দোষাভাবো গুণশ্চাতিমহানিতি ভাবঃ। ননু চক্রৈকদেশেনৈব তন্মুদ্রাধারণং সত্যং, সোঽপি চক্রাদভিন্ন এবেত্যাহুঃ—সহস্রারো নেমিঃ, চক্রান্তভাগোঽপি চক্রমেবেত্যর্থঃ ॥৬০

চক্রং বিভর্ত্তি বপুষাভিতপ্তং
বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ।
স এতি নাকং দুরিতং বিধূয়
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ ॥ ইতি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—অমৃতস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর চক্র দেব ও ভক্তগণের রক্ষক, তপ্ত চক্রচিহ্ন যিনি দেহে ধারণ করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগামী হন, যেখানে রাগহীন যতিগণ বাস করেন ॥ ৬১ ॥

টীকা—দেবানাং বলং রক্ষকমিত্যর্থঃ, ন বিদ্যতে অকং দুঃখং যত্র তৎ পরমপদমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ঋক্‌পরিশিষ্টে—

অতপ্ততনুর্ন তদামো অশ্নুতেঽশ্নুতা
সহ ইদ্বহন্তস্তৎ সমাসতেতি যজুঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—ঋক্‌বেদীয় পরিশিষ্টে—যাহারা তপ্তচক্র ধারণ করে না, তাহারা অজ্ঞ, অতএব অপ্রাকৃত ধাম লাভ করে না, যাঁহারা তপ্তমুদ্রা ধারণ করেন, তাহারা পরমপদ লাভকারীগণের সহিত সুখে বাস করেন ॥ ৬২ ॥

টীকা—অতপ্ততনুরিতি কৃচিদ্দীর্ঘান্তপাঠোঽপি ততশ্চ ছান্দসঃ। অতপ্ততনুত্বাদেব আমঃ অপকঃ বালবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। অতস্তৎ অনির্ব্বচনীয়ং পদং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ইৎ, ইতি। বহন্তঃ তপ্তমুদ্রাং

ধারয়ন্তঃ, তৎ পরমং পদম্, অম্বুতা সহিতে ছান্দসঃ, অম্বুবানাঃ সম্যক্ আসত, সুখং বর্ত্তন্তে স্ম। শম্ ইতি পৃথক্ পাঠে তৎ বিষ্ণুচিহ্নং সুদর্শনং বহন্তঃ, শং মঙ্গলং যথা স্যাত্তথা আসত। শৃতা সহ ইতি পাঠে ছান্দসমেব। শৃতাঃ পরিতপ্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ঋগ্বেদীয়াশ্বলায়নশাখায়াঞ্চ—

প্রতদ্বিষ্ণোরব্জচক্রে সুতপ্তে
জন্মাম্ভোধিং বর্ত্ততে চর্ষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দধতেঽন্যে পুরাণা
লিঙ্গান্যন্যে তপ্তায়ুধান্যর্পয়ন্তি ॥ ইতি ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখাতে—প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর সুতপ্ত পদ্ম ও চক্র যাহারা বাহুমূলে ধারণ করেন, তাহারা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরম সাধুতা লাভ করেন, তাহারা জীবন্মুক্ত, তাহারা প্রাচীন। অন্যে কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুরগদা প্রভৃতি পঞ্চ আয়ুধ শরীরে ধারণ করেন ॥ ৬৩ ॥

টীকা—প্রতস্য প্রকর্ষেণ প্রসিদ্ধস্য বিষ্ণোঃ। প্রতে ইতি পাঠে অব্জচক্রবিশেষণম্। অর্থশ্চ তথৈব। যদ্বা, প্রযতে পবিত্রে ইত্যর্থঃ। জন্মাম্ভোধিং লক্ষ্মী-কৃত্য যো বর্ত্ততে, যে চর্ষণীন্দ্রা পরমসাধুজনাঃ, ছন্দোভঙ্গভয়াদেকবচনং, যদ্বা, সংসারীত্যর্থঃ। যে চ চর্ষণীন্দ্রাঃ জীবন্মুক্তাঃ, তে সর্ব্বে এব পুরাণাঃ পুরাতনাঃ, বাহ্বোর্মূলে অব্জচক্রে দ্বে দধতে। অন্যে কেচিচ্চ লিঙ্গানি বিষ্ণোশ্চিহ্নানি আয়ুধানি গদাদীন্যপি সর্ব্বাণ্যেব অর্পয়ন্তি গাত্রেষু ধারয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ছন্দোগপরিশিষ্টে—

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তৎ-
পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ।
সুশ্লোকমৌলের্ধর্ম্মাণ্যঙ্গেষ্বগ্নিনা
ধত্তে ইতি শাতাতপী শ্রুতিঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—ছন্দোগ সামবেদীয় পরিশিষ্টে—প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিলেন—সুকৃতী ব্যক্তি আত্মমঙ্গল-কামী প্রেমভক্তিসহ শ্রীহরিকে ভজন করিবেন। উত্তমশ্লোক শিরোমণি শ্রীভগবানের ধর্ম্মপালন চিহ্ন তপ্তচক্রাদি অঙ্গে ধারণ করেন—ইহা শাতাতপী স্তুতি ॥ ৬৪ ॥

টীকা—প্রেম্ণা ভজনলক্ষণমেবাহ—সুশ্লোকেতি। ধর্ম্মাণি চিহ্নানি চক্রাদীনি ॥ ৬৪ ॥

অথর্ব্বপরিশিষ্টে তপ্তচক্রাদিপ্রকরণে—

দেবাসো যত্র বিততেন বাহুনা
সুদর্শনেন প্রযতাঃ স্বর্গমায়ন্।
যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিং
বিতন্বতে ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তি ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—অথর্বপরিশিষ্টে তপ্তচক্রাদি প্রকরণে—দীপ্তিমান সাধুগণ যে স্থানে বাহুমূলে সুতপ্ত সুদর্শন-চক্রচিহ্ন ধারণ ফলে অপ্রাকৃত ধামে আগমন করেন, যে সুদর্শন চিহ্ন ধারণ করিয়া মনুগণ লোকসৃষ্টি বিস্তার করেন, ব্রাহ্মণগণ তাহা ধারণ করেন ॥ ৬৫ ॥

টীকা—দেবাস ইতি ছান্দসঃ, দেবাঃ সন্তঃ দীব্যন্তঃ সন্তো বেত্যর্থঃ। আয়ন্ আগতাঃ, তৎ সুদর্শনম্ ॥৬৫॥

পাদ্মে শ্রীশিবেন তপ্তমুদ্রাপ্রসঙ্গে—

বিষ্ণুচক্রাঙ্কিতং বিপ্রং পূজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মণি।
বিষ্ণুচক্রবিহীনন্তু প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে তপ্তমুদ্রা-ধারণ-প্রসঙ্গে শ্রীশিবের উক্তি—সুদর্শন চক্রাঙ্কিত বিপ্রকে সর্ব্বকর্ম্মে পূজা করিবে। বিষ্ণুচক্র বিহীন ব্যক্তিকে যত্নসহ-কারে সৎকর্ম্মের দূরে রাখিবে ॥ ৬৬ ॥

টীকা—এবং বিবিধবচনসিদ্ধং নিত্যত্বং তদ্ধারণ-প্রাশস্ত্যাদিনা দ্রঢ়য়িত্বা, ইদানীম-করণপ্রত্যবায়দ্বারা সাধয়তি বিষ্ণিতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি শ্রাদ্ধাদৌ ॥ ৬৬ ॥

নারদীয়ে তপ্তমুদ্রাপ্রসঙ্গে—

শ্রীকৃষ্ণচক্রাঙ্কবিহীনগাত্রঃ
শ্মশানতুল্যঃ পুরুষোঽথ নারী।
দৃষ্ট্বা নরস্তং নৃপতে সবাসাঃ
স্নাত্বা সমর্চ্চেদ্ধরিমগ্র সদ্যঃ ॥ ইতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে তপ্তমুদ্রা প্রসঙ্গে—

শ্রীকৃষ্ণ চক্রচিহ্ন বিহীন পুরুষ বা নারীর গাত্র শ্মশান তুল্য, হে রাজন্! হে অঙ্গ! ঐ ব্যক্তিকে দেখিলে বস্ত্রসহ স্নান করিয়া সদ্য শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—অঙ্গ ভো নৃপতে, সদাঃ সবাসাঃ স্নাত্বা হরিং সম্যগর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

বহ্বাশ্চ বেঙ্কটাচার্য্যপাদপ্রভৃতিভির্বুধৈঃ।
শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়োঽপ্যত্র বিখ্যাতা লিখিতাঃ পরাঃ ॥৬৮

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গে শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্প্রদায়ী সুপ্রসিদ্ধ মুখ্যতম বেঙ্কটাচার্য্য পাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আরও বহু শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

টীকা—বেঙ্কটাচার্য্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমাস্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্মৃত্যাভিজ্ঞৈঃ। অত্র তপ্তমুদ্রাধারণপ্রকরণে বহ্ব্যঃ বহুলাশ্চ পরা লিখিতাঃ। বিখ্যাতা ইতি প্রসিদ্ধতয়াত্র ন সংগৃহীতা ইতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ তদনাদরদোষাঃ

পাদ্মে—

তপ্তচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ।
অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তদনাদরে দোষ সকল পদ্মপুরাণে—তপ্তচক্র চিহ্নিত বৈষ্ণবকে দেখিয়া যে সকল নরাধম নিন্দা করে, তাহাদের মুখ দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে ॥ ৬৯ ।

টীকা—এবমবশ্যকর্ত্তব্যত্বে সিদ্ধেপ্যজ্ঞানাৎ তন্নিন্দকাদীনাং দোষং দর্শয়ন্ নিত্যতামেব সাধয়তি—তপ্তেত্যাদিত্রিভিঃ ॥ ৬৯ ॥

অগ্নিপুরাণে চ দশরথহতপুত্র-বিপ্রবিলাপে—

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ময়া।
কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ ॥৭০॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ।
যেন কর্ম্ম-বিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণেও—দশরথ কর্ত্তৃক হতপুত্র বিপ্রবিলাপে অন্ধমুনি বলিতেছেন—শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করা হইয়াছিল কি? অথবা, পথে কোন বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া তাহার চক্রাদি চিহ্নিত দেহের মনে মনে আদর করা হয় নাই, যে কর্ম্মের কুফলে আমার এইরূপ পুত্রশোক হইল ॥ ৭০-৭১ ॥

টীকা—দশরথেন হতঃ পুত্রঃ শ্রবণনামা যস্য তস্য বিপ্রস্য বিলাপে। অত্রেয়মাখ্যায়িকা—'শব্দবেধিনা রাজ্ঞা দশরথেন হস্তিবুদ্ধ্যা দূরাৎ বিদ্ধে শ্রবণে তদ্বচনাজ্জলকুম্ভমাদায়ান্ধয়োস্তৎপিত্রোরন্তিকং তূষ্ণীং গতে রাজ্ঞি 'হা শ্রবণ! কথং বিলম্বিতঃ? কথঞ্চ ন বদসি?' ইত্যাদি সকরুণং ভাষমাণে পিতরি দশরথোঽহং ত্বৎপুত্রহন্তেতি রাজ্ঞো বচনমাকর্ণ্য বিমুহ্য চিরাৎ সংজ্ঞাং লব্ধা বিপ্রোঽসৌ বহু বিললপি।' ইত্যাদি ॥ ৭০-৭১ ॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্ম্যম্

সৌপর্ণে—

অশুচির্বাপ্যনাচারঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ।
প্রতপ্তশঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কিতঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তপ্তমুদ্রা ধারণ মাহাত্ম্য গরুড়-পুরাণে—অপবিত্র বা অনাচারী সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিও তপ্ত শঙ্খ-চক্র-চিহ্নিত গাত্র হইলে তিনি পংক্তিপাবন যোগ্য ॥ ৭২ ॥

বারাহে তপ্তমুদ্রাধারণ-প্রসঙ্গে—

ম্লেচ্ছদেশে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো যত্র তিষ্ঠতি।
যোজনানি তথা ত্রীণি মম ক্ষেত্রং বসুন্ধরে ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে তপ্তমুদ্রা ধারণ প্রসঙ্গে—হে পৃথিবী দেবি! ম্লেচ্ছদেশে বা পবিত্র দেশে চক্রাঙ্কিত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করেন, সেইস্থান তিনযোজন পরিমিত আমার ক্ষেত্র জানিবে ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে—

আয়ুধৈর্বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈস্তাপিতৈঃ স্বতনুং যদি।
চিহ্নয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—কোন বৈষ্ণব যদি নিজ দেহকে শ্রীবিষ্ণুর চক্রাদি সকল অস্ত্রকে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা চিহ্নিত করেন, তিনি পরমগতি শ্রীবিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ৭৪ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

অগ্নিতপ্তং পবিত্রঞ্চ ধৃত্বা বৈ বাহুমূলয়োঃ ।
ত্যক্ত্বা যমপুরং ঘোরং যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৭৫

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও ঐ প্রসঙ্গে—শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র শঙ্খচক্রকে অগ্নিতপ্ত করিয়া যাহারা দুই বাহু-মূলে ধারণ করেন, তাহারা ভয়ঙ্কর যমপুরী ত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥৭৫

টীকা—পবিত্রম্ চক্রম্ ॥ ৭৫ ॥

———

হুতাগ্নিতপ্তচক্রেণ শরীরং যস্য চিহ্নিতম্ ।
তেন তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ লভ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—হোমাগ্নিতে তপ্তচক্র দ্বারা যাহার শরীর অঙ্কিত হইয়াছে, তিনি সকল তীর্থস্নানের ফল ও সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭৬ ॥

টীকা—হুতেন কৃতহোমেনাগ্নিনা তপ্তং যচ্চক্রং তেন ॥ ৭৬ ॥

———

অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ ।
অঙ্কয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং সংসারান্মোক্ষভাগ্ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—অগ্নিতপ্ত বিষ্ণুচক্রদ্বারা যে ব্রাহ্মণ বাহুমূলদ্বয়কে অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রজপ করেন, তিনি এই সংসার হইতে মোক্ষভাগী হন ॥ ৭৭ ॥

———

অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ বাহুমূলেষু লাঞ্ছিতাঃ ।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৭৮

অনুবাদ—অগ্নিতপ্ত বিষ্ণুচক্রদ্বারা বাহুমূলে যাহারা চিহ্নিত করেন, তাহারা সকলে নিঃশেষে পাপমুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ৭৮

———

কিঞ্চ—

অপ্রাকৃতমহাত্মানো বিষ্ণুচক্রেণ লাঞ্ছিতাঃ ।
বিষ্ণুচক্রবিহীনাস্তু প্রাকৃতাঃ পতিতাঃ স্মৃতাঃ ॥
ইতি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—আরও—বিষ্ণুচক্র দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তি-গণ অপ্রাকৃত মহাত্মা, কিন্তু বিষ্ণুচক্র বিহীনগণ প্রাকৃত ও পতিত—ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ॥ ৭৯ ॥

টীকা—অপ্রাকৃতা ইতি বিষ্ণুচক্রচিহ্নধারিণঃ প্রাকৃতা অপি অপ্রাকৃতা মহাত্মানঃ এব, তদ্রহিতাস্তু অপ্রাকৃতা অপি প্রাকৃতাঃ পতিত দুষ্টা এব স্মৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

———

ইত্থং নিষেধবচনং নির্ম্মূলং সদনাদৃতম্ ।
সমূলং যচ্চ তৎ সম্যগ্বিধ্যভাবাদিতৎপরম্ ॥৮০॥

অনুবাদ—তপ্তমুদ্রা ধারণ বিষয়ে নিষেধ বাক্য-সমূহ স্মার্ত্তব্যক্তিগণের মুখ হইতে শুনা যায়, অতএব ইহা নির্ম্মূল, শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদিপুরাতন গ্রন্থে কোথাও নিষেধ নাই। যদি কোথাও দেখা যায় তাহা প্রক্ষিপ্ত অতএব উপেক্ষণীয় ॥ ৮০ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বথা তপ্তমুদ্রাধারণং নিশ্চিত্য তদ্বিরুদ্ধবচনং যুক্ত্যা পরিহরতি—ইত্থমিতি, লিখিত-প্রকারেণ। নিষেধবচনং তপ্তমুদ্রাধারণনিষেধবাক্যং স্মার্ত্তমুখশ্রূয়মাণং নির্ম্মূলমেব, শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণেতি-হাসাদিপুরাতনগ্রন্থেষু কুত্রাপ্যবিদ্যমানত্বাৎ। ননু কুত্রাপি দৃশ্যতে ইতি চেত্তর্হি দুষ্টস্মার্ত্তবঞ্চককল্পিতমেবে-ত্যুপেক্ষণীয়মিতি লিখতি—সদ্ভিরনাদৃতম্ উপেক্ষিতম্। 'পতিব্রতা যা ন করোতি জারং, তাং ব্যাধিযোনিং নিয়তং বিজহ্যাৎ' ইত্যাদিবদুন্মত্তভাষিত্বাৎ। ননু, 'বজ্রচক্রধরাদীনি নিজাঙ্গেষু' দ্বিজোত্তম। নিত্যং সংধারয়িষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতাঃ কলৌ ॥' ইতি ব্রহ্ম-গীতায়াং প্রসিদ্ধং বচনম্। অত্র লিখতি—সমূলমিতি। যচ্চ বচনং শাস্ত্রবিরুদ্ধং, তৎ সম্যক্ সমগ্রো যো বিধিঃ তপ্তমুদ্রাধারণপ্রকারস্তস্য অভাবো হানিঃ, আদি-শব্দাদবৈষ্ণবাশ্চ, তত্তৎপরং তদ্বিষয়কং জ্ঞেয়-মিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মসংহিতায়াং বজ্রসমভি-ব্যাহৃতত্বাৎ বজ্রেণ সহিতানাং চক্রাদীনাং ধারণং দূষিতম্। এবমযথাবদ্ধারণবিষয়কমেব সমূলং

নিষেধবচনং জ্ঞেয়ম্। কুত্রাপি সমূলবচনে বিষয়ব্যবস্থাপি কল্প্যা, অশক্যায়াস্তু যদ্ব্যবস্থায়াং বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেনৈব ব্যবস্থা শ্রয়ণীয়া এবেতি দিক্ ॥ ৮০ ॥

অথ তপ্তমুদ্রাধারণবিধিঃ

তপ্তমুদ্রাধারণার্থমুপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ।
কৃষ্ণমভ্যর্চ্য সম্পূজ্য চক্রশঙ্খৌ তথা নমেৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তপ্তমুদ্রা ধারণবিধি—তপ্তমুদ্রা ধারণের নিমিত্ত গন্ধ পুষ্পাদি পঞ্চবিধ উপচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া পঞ্চোপচারে চক্র ও শঙ্খকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে ॥ ৮১ ॥

টীকা—তথা তেনৈব প্রকারেণ চক্রশঙ্খৌ চ সংপূজ্য নমেৎ ॥ ৮১ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

সুদর্শন নমস্তেঽস্তু পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥
ইতি ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রণামমন্ত্র—হে সুদর্শন! তোমাকে নমস্কার, হে পাঞ্চজন্য! তোমাকে নমস্কার ॥ ৮২ ॥

অগ্নিমভ্যর্চ্য মূলেন হুত্বা চাজ্যাহুতীঃ কৃতী।
চক্রশঙ্খৌ গদাদীনি শস্ত্রাণ্যগ্নৌ প্রতাপয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অগ্নিকে অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া কৃতী যথাশক্তি হোম করিয়া চক্র, শঙ্খ ও গদাদি শস্ত্রসমূহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে ॥ ৮৩ ॥

টীকা—মূলেন নিজমন্ত্রেণ আজ্যাহুতীর্য্যথাশক্তি হুত্বা ॥ ৮৩ ॥

তত্তন্মন্ত্রৈরথাবাহ্য তান্যভ্যর্চ্য প্রণম্য চ।
গুরুং কৃষ্ণঞ্চ সংবন্দ্য ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়েদিদম্ ॥৮৪॥

অনুবাদ—অস্ত্রাদির নিজ নিজ মন্ত্রে আবাহন করিয়া তাহাদের অর্চ্চনার পর প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া বিজ্ঞাপন করিবে ॥ ৮৪ ॥

টীকা—তানি চক্রাদীনি সংবন্দ্য প্রণম্য ॥ ৮৪ ॥

উচ্ছিষ্টভোজনাদেব কিঙ্করঃ শরণাগতঃ।
তপ্তচক্রদরাদীনি তবাঙ্কানীশ ধারয়ে ॥ ইতি ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—আপনার প্রসাদভোজী কিঙ্কর শরণাগত, হে ঈশ! তোমার তপ্তচক্র-শঙ্খাদি তোমার চিহ্নসমূহ ধারণ করিব ॥ ৮৫ ॥

অথ চক্রাদীনামাবাহনমন্ত্রাঃ

ওঁ নমো ভগবতে সুদর্শনায় নির্ণাশিত-সকলরিপুধ্বজায় ভগবন্নারায়ণকরাম্ভোরুহস্পর্শদুর্ললিতায় ॥৮৬॥

অনুবাদ—অনন্তর চক্রাদির আবাহন মন্ত্র—ভগবান্ সুদর্শন তোমাকে নমস্কার, নিঃশেষে সকল শত্রুবর্গকে নাশকারী, ভগবান নারায়ণের করকমলের স্পর্শে দুর্ললিত ॥ ৮৬ ॥

এহ্যেহি ত্বং সহস্রার চক্ররাজ সুদর্শন।
যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্ণীস্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—তুমি সহস্র আর চক্ররাজ সুদর্শন, যজ্ঞভাগ ও পূজা গ্রহণ করুন, আসুন, আসুন, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮৭ ॥

ওঁ নমো ভগবতে পাঞ্চজন্যায় বিষ্ণুশঙ্খায়,
গম্ভীরধীরধ্বন্যাকুলীকৃতকৌরববাহিনীনাথায়,
ত্রিরেখাদক্ষিণাবর্ত্তায় ত্রিপ্রশস্তায় ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান পাঞ্চজন্য বিষ্ণুশঙ্খ তোমাকে নমস্কার। যিনি গম্ভীর ধীর ধ্বনিদ্বারা কৌরববাহিনীনাথগণকে আকুলীকৃত করিয়াছেন, যিনি ত্রিরেখা, দক্ষিণাবর্ত্ত, ত্রিপ্রশস্ত তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৮

এহ্যেহি পাঞ্চজন্য ত্বং নারায়ণকরস্থিত।
যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্ণীস্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—হে পাঞ্চজন্য! আপনি নারায়ণকরস্থিত, আসুন, আসুন, যজ্ঞভাগ ও পূজা গ্রহণ করুন, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥

ওঁ রং ণং মং নং পাঞ্চজন্যায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—ওঁ পাঞ্চজন্য তোমাকে নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ ভগবতে খড়্গায় নন্দকায় ত্রৈলোক্যপাবিত্র্যায় সকলসুরাসুরসুন্দরীনেত্রোৎপলাঞ্চিতায় ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—ভগবান নন্দক-খড়্গ ত্রৈলোক্য পবিত্র-কারী সকল সুর ও অসুরসুন্দরীগণের নেত্ররূপ পদ্ম-দ্বারা অঞ্চিত, আপনাকে নমস্কার ॥ ৯১ ॥

এহ্যেহি খড়্গরত্ন ত্বং নন্দকাখ্য সুরার্চ্চিত।
যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্যস্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—হে খড়্গরত্ন তুমি নন্দক-নামক, দেব-বন্দিত, আসুন, আসুন। যজ্ঞভাগ ও পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৯২ ॥

ওঁ খড়্গায় নমঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—ওঁ খড়্গায় নমঃ ॥ ৯৩ ॥

ওঁ নমো ভগবত্যৈ কৌমোদক্যৈ গদায়ৈ দানবেন্দ্র-নিসূদনায়ৈ ভগবদ্ভট্টারকবাসুদেবলালিতায়ৈ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—নমো ভগবতী কৌমোদকী গদা দান-বেন্দ্র নিসূদন ভগবদ্ভট্টারক বাসুদেব লালিত, তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৪ ॥

এহ্যেহি ত্বং গদে দেবি কৌমোদক্যায়ুধেশ্বরি।
যজ্ঞভাগং প্রগৃহ্যস্ব পূজাঞ্চৈব নমো নমঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—আসুন, আসুন, তুমি গদাদেবি কৌমো-দকী আয়ুধেশ্বরি। যজ্ঞভাগ ও পূজা গ্রহণ করুন, তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৯৫ ॥

ওঁ রং খং চং ফং সং গদায়ৈ নমঃ।
এবং পদ্মায় নমঃ, সশরায় শার্ঙ্গায় নমঃ ॥ইতি॥৯৬॥

অনুবাদ—ওঁ গদায়ৈ নমঃ। ঐরূপ পদ্মায় নমঃ, সশরায় শার্ঙ্গায় নমঃ ॥ ৯৬ ॥

অথ ধারণমন্ত্রঃ

সুদর্শন মহাজ্বাল সূর্য্যকোটিসমপ্রভ।
অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধারণমন্ত্র—হে সুদর্শন! মহা-জ্বাল সূর্য্য-কোটি-সমপ্রভ! অজ্ঞানান্ধ আমাকে নিত্য বিষ্ণুর পথ প্রদর্শন কর ॥ ৯৭ ॥

তথা—
পাঞ্চজন্য নিজধ্বানধ্বস্তপাতকসঞ্চয়।
পাহি মাং পাপিনং ঘোরসংসারার্ণবপাতিনম্ ॥
ইতি ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ—হে পাঞ্চজন্য নিজ শব্দদ্বারা পাতকরাশি ধ্বংসকারী পাপী আমাকে ঘোর সংসার পতিতকে উদ্ধার করুন ॥ ৯৮ ॥

ইমমুচ্চারয়ন্মন্ত্রং দক্ষিণাদিক্রমেণ তু।
ভুজয়োশ্চক্রপূর্ব্বাণি কৃষ্ণশস্ত্রাণি ধারয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গে বাহুমূলে চক্র, ক্রমে বাম বাহুমূলে শঙ্খ কৃষ্ণশস্ত্রসমূহ ধারণ করিবে ॥ ৯৯ ॥

টীকা—ভুজয়োঃ বাহুমূলয়োঃ চক্রপূর্ব্বাণীতি প্রথমং চক্রং ধারয়েত্ততোঽন্যানি শঙ্খাদীনীত্যর্থঃ। তত্র চ দক্ষিণাদিক্রমেণ স্থিতি, আদৌ দক্ষিণবাহুমূলে, ততো বামবাহুমূলাদিষ্বিত্যর্থঃ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে শ্রীবারাহ-বচনতো ব্যক্তো ভাবি ॥ ৯৯ ॥

কলত্রাদি-পরীবারান্ নিজান্ সর্ব্বাংশ্চ বৈষ্ণবঃ।
ভগবত্যর্পয়ন্ তপ্তমুদ্রাভিস্তাভিরঙ্কয়েৎ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণব নিজ স্ত্রীপুত্র ভৃত্য প্রভৃতি

সকলকে শ্রীভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া তপ্তমুদ্রাদি দ্বারা তাহাদিগকে চিহ্নিত করিবেন ॥ ১০০ ॥

টীকা—ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পয়ন্ তদীয়ত্বেন নিবেদয়ন্; তথা চৈকাদশস্কন্ধে (৩।২৮)—'দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্' ইতি। তত্র দারাদ্যর্পণঞ্চ যথাযথমূহ্যম্, তাভিঃ পূজিতচক্রাদিরূপাভিঃ ॥ ১০০ ॥

———

তথা চ বারাহে—

অঙ্কয়েত্তপ্তচক্রাদ্যৈরাত্মনো বাহুমূলয়োঃ।
কলত্রাপত্যভৃত্যেষু পশ্বাদিষু চ সম্পদি ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ বরাহপুরাণে—নিজ দুই বাহুমূলে তপ্তচক্রাদি দ্বারা অঙ্কন করিবে এবং স্ত্রীপুত্র, ভৃত্য, পশু ও সম্পদকেও অঙ্কিত করিবে ॥ ১০১ ॥

———

কিঞ্চ—

আয়সং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চায়ুধবিধানতঃ।
তত্তন্মন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০২ ॥
ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরস্তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—আরও—বিধিবৎ লৌহ দ্বারা পঞ্চ আয়ুধ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই মন্ত্রদ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন পূর্ব্বক ললাটে গদা, মস্তকে ধনুক ও শর, খড়্গ হৃদয়মধ্যে, শঙ্খ ও চক্র বাহুদ্বয়ে ধারণ করিবে ॥ ১০২-১০৩ ॥

টীকা—আয়সং লোহময়ঞ্চক্রাদীতি শেষঃ, অয় উপলক্ষণং সৌবর্ণাদ্যপি, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবিঃ। পঞ্চায়ুধানাং বিধানং নির্ম্মাণং ধারণপ্রকারো বা তেন ॥ ১০২ ॥

টীকা—চাপশরৌ মূর্দ্ধ্ন্যেকত্রৈব ধার্য্যাবিতি, তয়োঃ সহচারিত্বৈনৈক্যাৎ পঞ্চায়ুধানি জ্ঞেয়ানি ॥ ১০৩ ॥

———

কিঞ্চ—

দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্।
সব্যে চ শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ—আরও—বিপ্র দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শনচক্র ধারণ করিবেন, বাম বাহুতে শঙ্খ ধারণ করিবেন—ইহা ব্রহ্মবিদগণ জানেন ॥ ১০৪ ॥

টীকা—ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্রে ধার্য্যে ইত্যুক্তং, তদেব বিবিচ্যাহ—দক্ষিণে ত্বিতি ॥ ১০৪ ॥

———

অথ চক্রাদি-প্রতিকৃতিদ্রব্যম্

নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রে—

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যমায়সমেব বা।
চক্রং কৃত্বা তু মেধাবী ধারয়েত বিচক্ষণঃ ॥
ইতি ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ – অনন্তর চক্রাদি প্রতিমা দ্রব্য নব প্রশ্ন পঞ্চরাত্রে—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা লৌহ দ্বারা চক্র নির্ম্মাণ করিয়া বিচক্ষণ মেধাবী ধারণ করিবেন ॥ ১০৫ ॥

টীকা—দ্বারকায়াং ইতি তস্যাং চক্রতীর্থে চক্রপ্রভাববিশেষেণান্যতপ্তমুদ্রাধারণমাহাত্ম্যবিশেষাৎ ॥১০৫

———

এবমেব প্রবোধন্যাং দ্বাদশ্যাং ভগবৎপরৈঃ।
তপ্তমুদ্রা ধ্রুবং ধার্য্যা দ্বারকায়াং বিশেষতঃ ॥১০৬॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উত্থান দ্বাদশীতেও তপ্তমুদ্রা নিশ্চিত ধারণ করিবেন, বিশেষতঃ দ্বারকাতে ॥ ১০৬ ॥

———

অথ শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসবঃ

ততো নীরাজ্য কৃষ্ণন্তু নরযানেন বৈষ্ণবঃ।
সমং গীতাদিঘোষেণ নয়েৎ পুণ্যং জলাশয়ম্ ॥১০৭॥

অনুবাদ—অনন্তর শয়নীএকাদশীতে ক্ষীরাব্ধি মহোৎসব—অনন্তর বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে আরতি করিয়া মনুষ্য বাহিত যানে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্যাদি সহ পবিত্র জলাশয়ে লইয়া যাইবে ॥ ১০৭ ॥

টীকা—ততস্তপ্তমুদ্রাধারণানন্তরং বৈষ্ণবৈঃ সমং নরযানেন শিবিকাদিনা জলাশয়ং সরোবরাদিকং নয়েৎ ॥ ১০৭ ॥

———

অথ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যানাদুত্তার্য্য চ প্রভুম্ ।
সম্প্রার্থ্য হস্তং দত্ত্বা চ তীরে সমুপবেশয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রভুকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যান হইতে নামাইয়া প্রার্থনা করিয়া অঙ্গে হস্ত দিয়া জলাশয়ের তীরে বসাইবে ॥ ১০৮ ॥

টীকা—সংপ্রার্থ্য সুখসাবধানপাদন্যাসমাশাস্য ॥ ১০৮ ॥

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাত্মনি ।
দেবে চ ন্যাসমাচর্য্য স্নাপয়েত্তং যথাবিধি ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—হস্তপদ ধৌত করিয়া আচমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া আত্মাতে ও শ্রীবিগ্রহে ন্যাস করিয়া প্রভুকে যথাবিধি স্নান করাইবে ॥ ১০৯ ॥

টীকা—শয়নপূজা-সঙ্কল্পং কৃত্বা, আত্মনি দেবে ন্যাসং কৃত্বা, যথাবিধি ইত্যস্য সর্ব্বত্রৈবানুসঙ্গঃ। ততশ্চ সঙ্কল্পাদিপ্রকারো যথাযোগ্যং যথাপূর্ব্বলিখিতং চোহ্যম্ ॥ ১০৯ ॥

সম্প্রার্থ্য জলমধ্যে তং দেবং সংস্নাপয়েৎ সুখম্ ।
গন্ধপুষ্পাদিভিশ্চাথ মহাপূজাং সমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—প্রভুকে প্রার্থনা করিয়া জলমধ্যে তাঁহাকে সুখে স্নান করাইবে এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা মহাপূজা করিবে ॥ ১১০ ॥

টীকা—সংপ্রার্থ্য 'জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগৃহাণ' ইত্যভ্যর্থ্য ॥ ১১০ ॥

অথ তত্র স্নাপনমন্ত্রঃ

শেষে পর্য্যঙ্কবর্য্যেঽস্মিন্ ফণামণিগণামলে ।
শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরু নিদ্রাং নমোঽস্তুতি ॥১১১॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নান করাইবার মন্ত্র—হে দেব! আপনি শ্বেতদ্বীপ মধ্যে ফণামণিগণ উদ্ভাষিত এই শেষ নাগের রচিত উত্তম পালঙ্ক শয্যায় নিদ্রা অবলম্বন করুন, প্রণত হই ॥ ১১১ ॥

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ

সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্ ।
বিবুদ্ধে তু বিবুধ্যেত প্রসন্নো মে ভবাচ্যুত ॥
ইতি ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রার্থনা মন্ত্র—হে জগন্নাথ! তুমি নিদ্রা অবলম্বন করিলে এই জগৎ নিদ্রিত হয়, এবং আপনি জাগরিত হইলে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১১২ ॥

ইত্যাশাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী ।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপ জানাইয়া প্রভুর অগ্রে ব্রতী কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে কর্ত্তব্য নিয়ম-গ্রহণ করিবে ॥ ১১৩ ॥

টীকা—চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যো যো নিয়মো ব্রতং, তৎ ভগবদগ্রে গৃহ্ণীয়াৎ স্বীকুর্য্যাৎ। ননু বৈষ্ণবস্য চাতুর্মাস্যনিয়মগ্রহণেন কিম্? তত্র লিখতি—কৃষ্ণেতি। তদনুষ্ঠানেনাকরণপ্রত্যবায়াপগমাদ্‌গুণ-বিশেষাপাদনাচ্চ ভক্তিবিশেষঃ সম্পদ্যেতেতি দিক্ ॥ ১১৩ ॥

অথ তত্রোপক্রমকালঃ

সনৎকুমারেণ—

একাদশ্যান্তু গৃহ্ণীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু ।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং
ব্রতম্ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের আরম্ভকাল, সনৎকুমার বাক্য—মানব ভক্তিসহ শয়নএকাদশীতে, কর্কট-সংক্রান্তিতে অথবা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করিবেন ॥ ১১৪ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি ।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত ॥
ইতি ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই বিষয়ে মন্ত্র—হে অচ্যুত! বর্ষমধ্যে শয়নকাল চারিমাস প্রভুর উত্থান পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম পালন করিব, আমার ব্রত নির্বিঘ্ন করুন ॥ ১১৫ ॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাবশ্যকতা

ভবিষ্যে—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥১১৬

অনুবাদ—অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য নিয়মের আবশ্যকতা ভবিষ্যপুরাণে—যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত বা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, সে ব্যক্তি অজ্ঞ জীবন্মৃত ॥১১৬

টীকা—নিয়মমেব বিবিচ্যাহ—ব্রতং জপ্যং বা বিনেতি ॥ ১১৬ ॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাঃ

স্কান্দে নাগরখণ্ডে—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥১১৭॥

অনুবাদ—অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে নিয়মসমূহ, স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে—শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবে ॥ ১১৭ ॥

টীকা—স্বত এবামিষত্যাগনিবৃত্তিধর্ম্মনিরতাশ্চামিষস্থানে মাষান্ ত্যজেৎ ॥ ১১৭ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
যো ভক্ষয়তি বিপ্রেন্দ্র শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥১১৮॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে বিপ্রবর! জগন্নাথদেব শয়ন করিলে শিম, বরবটী যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, সে শ্বপচ হইতেও নীচ ॥১১৮॥

টীকা—নিষ্পাবাঃ শিম্বীপ্রভেদাশ্চান্ ॥ ১১৮ ॥

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দূল যাবদহূতনারকী ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে বরবটি, শিম ভক্ষণ করিলে হে মুনিবর! প্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥ ১১৯ ॥

কালিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।
এতানি ভক্ষয়েদ্যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং হরতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—জনার্দ্দনদেব শয়ন করিলে কালিঙ্গ, পটোল, বেগুন, আচার—এই সকল দ্রব্য যে ভক্ষণ করে, তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১২০ ॥

টীকা—হরতে—নাশয়তি ॥ ১২০ ॥

কিঞ্চ—

রুচ্যং তত্তৎকাললভ্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ ॥
ইতি ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—আরও—রুচিকর সেই সেই কালে প্রাপ্ত ফল, মূলাদি বর্জ্জন করিবে ॥ ১২১॥

টীকা—রুচ্যং রুচিকরং, চাতুর্ম্মাস্য জায়মান-ফলাদিমধ্যে নিজপ্রিয়ং কিঞ্চিদ্বর্জ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২১॥

কিঞ্চ—

জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নামসঙ্কীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—আরও—বিজ্ঞব্যক্তি নিয়মগ্রহণকারী জপ, হোমাদি অনুষ্ঠান, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন স্বীকার করিয়া প্রভুকে এইরূপে প্রার্থনা করিবে ॥ ১২২ ॥

টীকা—এবং বর্জ্জ্যানি লিখিতানি, কৃত্যানি চ সংক্ষেপতো লিখতি—জপেতি। আদি শব্দাৎ পুরাণ-শ্রবণাদি, স্বীকৃত্যেতি অন্যমাসতো বিশেষেণ তত্তন্নিয়মং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধমায়াতু প্রসাদাত্তব কেশব ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আমি আপনার সম্মুখে গ্রহণ করিয়াছি। হে কেশবদেব ! আপনার প্রসাদে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হউক ॥ ১২৩ ॥

গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব পঞ্চত্বং যদি বা ভবেৎ ।
তদা ভবতু সম্পূর্ণং প্রসাদাত্তে জনার্দ্দন ॥ইতি॥১২৪॥

অনুবাদ—হে দেব ! এই ব্রত মধ্যে যদি আমার দেহান্ত হয়, হে জনার্দ্দন ! আপনার প্রসাদে তাহা সম্পূর্ণ হউক ॥ ১২৪ ॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যব্রতনিয়মমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

শৃণু নারদ কার্ৎস্ন্যেন চাতুর্ম্মাস্যব্রতক্রিয়াঃ ।
যা নির্ব্বর্ত্য নরো ভক্ত্যা প্রযাতি পরমাং গতিম্ ॥১২৫

অনুবাদ—অনন্তর চাতুর্ম্মাস্যব্রত-নিয়ম-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে নারদ ! চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকর্ম সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ কর। যাহা ভক্তি-সহ পালন করিলে মানব পরমাগতি বৈকুণ্ঠ গমন করে ॥ ১২৫ ॥

টীকা—অন্যানপি নিয়মান্ দর্শয়িতুং তেষু শ্রদ্ধা-বিশেষমুৎপাদয়িতুঞ্চ তন্মাহাত্ম্যং সামান্যবিশেষাভ্যাং লিখতি—শৃণ্বিত্যাদিনা পদদ্বয়মিত্যন্তেন ॥ ১২৫ ॥

ব্রতানি বৈষ্ণবানীহ মনসাপি চিকীর্ষতঃ ।
নরস্য ক্ষয়মাপ্নোতি পাপং জন্মশতোদ্ভবম্ ॥ ১২৬॥

অনুবাদ—এই লোকে বৈষ্ণবব্রতসমূহ মনে মনে ইচ্ছা করিলেও মানবের শতজন্মাৰ্জ্জিত পাপক্ষয় হয় ॥ ১২৬ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানীতি ভগবতঃ শয়নে বিশেষতস্ত-দগ্রে সঙ্কল্পবিশেষেণ গৃহীতত্বাত্তদ্ভক্তিরূপত্বেন তত্তোষ-ণান্যেবেত্যর্থঃ। অতএব ফলমুক্তং—'প্রযাতি পরমাং গতিম্' ইত্যাদি ॥ ১২৬ ॥

একভক্তো নরঃ শান্তো নিত্যস্নায়ী দৃঢ়ব্রতঃ ।
যোঽর্চ্চয়েচ্চতুরো মাসান্ হরিং স্যাত্তস্য লোকভাক্ ॥১২৭॥

অনুবাদ—একাহারী শান্ত নিত্যস্নায়ী দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে মানব চারি মাস শ্রীহরিকে অর্চ্চন করে তিনি শ্রীহরিধাম প্রাপ্ত হন ॥ ১২৭ ॥

টীকা—চতুরো মাসান্ যো হরিমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২৭॥

যস্তু সুপ্তে হৃষীকেশে ক্ষিতিশায়ী ভবেন্নরঃ ।
বার্ষিকান্ চতুরো মাসান্ লভতে বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহৃষীকেশের শয়নকালে চারি মাস যে মানব ভূমিশায়ী হয়, তিনি বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হন ॥ ১২৮ ॥

যস্তু কেশবমুদ্দিশ্য চান্দ্রায়ণপরায়ণঃ ।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েদ্ভক্ত্যা স বিষ্ণুতনুমাবিশেৎ ॥১২৯॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শ্রীকেশবদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া চান্দ্রায়ণ-ব্রতনিষ্ঠ হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ভক্তিসহ যাপন করে, সেই মানব বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে॥১২৯

ভবিষ্যোত্তরে ভগবদ্‌যুধিষ্ঠির-সংবাদে—

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি ।
স্ত্রী বা নরো বা মদ্ভক্তো ধর্ম্মার্থং সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
গৃহ্ণীয়ান্নিয়মানেতান দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে ভগবদ্-যুধিষ্ঠির-সংবাদে—প্রভুর উত্থান পর্য্যন্ত বর্ষের চারিমাস আমার ভক্ত স্ত্রী বা পুরুষ ধর্ম্মের জন্য সুদৃঢ়ব্রতী দন্তধাবনান্তে এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৩০ ॥

তেষাং ফলানি বক্ষ্যামি তৎকর্ত্তৃণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—নিয়ম পালনকারিগণের যে ফল লাভ হয়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ বলিব ॥ ১৩১ ॥

মধুরস্বরসম্পন্নো ভবেল্লবণবর্জ্জনাৎ ।
লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং তৈলস্য পরিবর্জ্জনাৎ ॥১৩২॥
অভ্যঙ্গবর্জ্জনাৎ পার্থ সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে ।
পক্বতৈলপরিত্যাগাচ্ছত্রুনাশমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৩ ॥
মধুকতৈলত্যাগেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ।
পুষ্পোপভোগত্যাগেন স্বর্গে বিদ্যাধরো ভবেৎ ।১৩৪॥

অনুবাদ—লবণ বর্জ্জনকারী মধুর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন হইবে। তৈলবর্জ্জনকারী দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ করে। হে পার্থ তৈলমর্দ্দন বর্জ্জনকারী সুন্দরাঙ্গ হয়। পক্ব-তৈল পরিত্যাগকারীর শত্রুবিনাশ যায়। মধুক তৈল-ত্যাগে অতুল সৌভাগ্য হয়। পুষ্প উপভোগ ত্যাগ-দ্বারা স্বর্গে বিদ্যাধর হয় ॥ ১৩২-১৩৪ ॥

যোগাভ্যাসী ভবেদ্যস্তু স ব্রহ্মপদমাপ্নুয়াৎ ।
কটূম্লতিক্তমধুরক্ষারকাষায়জান্ রসান্ ।
যো বর্জ্জয়েৎ স বৈরূপ্যং বৈগন্ধ্যং নাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ ॥ ১৩৫ ॥
তাম্বুলবর্জ্জনাদ্ভোগী অপক্বাদোঽমলো ভবেৎ ॥১৩৬॥

অনুবাদ—যোগাভ্যাসী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ষড়্-রস বর্জ্জনকারী বিরূপতা ও দুর্গন্ধ কখনও পায় না। তাম্বুল বর্জ্জনে ভোগী হয়, অপক্ব ভোজনকারী নির্ম্মল হয় ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

পাদাভ্যঙ্গশিরোভ্যঙ্গপরিত্যাগাচ্চ পার্থিব ।
দীপ্তিমান্ দীপ্তচরণো মধুক্ষৌদ্রে পরিত্যজেৎ ॥১৩৭॥
দধিদুগ্ধতক্রনিয়মাদ্গোলোকং লভতে নরঃ ।
ইন্দ্রাতিথিত্বমায়াতি স্থালীপাকবিবর্জ্জনাৎ ॥ ১৩৮ ॥
লভেচ্চ সন্ততিং দীর্ঘাং তাপপক্বস্য বর্জ্জনাৎ ।
ভূমৌ প্রস্তরশায়ী চ বিষ্ণোরনুচরো ভবেৎ ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—পদে ও মস্তকে তৈলমর্দ্দন বর্জ্জনে রাজা হয়, মধু ও মিষ্ট দ্রব্য বর্জ্জনে দীপ্তিমান দীপ্ত-চরণ হয়, দধি, দুগ্ধ, ঘোল বর্জ্জনে গোলোক প্রাপ্ত হয়। স্থালীপাকবর্জ্জনে ইন্দ্রের আতিথ্য লাভ, অগ্নি-পক্ব বর্জ্জনে দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ, ভূমিশায়ী ও প্রস্তরশায়ী শ্রীবিষ্ণুর অনুচর হয় ॥ ১৩৭-১৩৯ ॥

সদা মুনিঃ সদা যোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ ।
নির্ব্যাধিনীরুগোজস্বী সুরামদ্যাবিবর্জ্জনাৎ ॥ ১৪০ ॥
একান্তরোপবাসেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
ধারণান্নখলোমানাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে ॥ ১৪১ ॥
মৌনব্রতী ভবেদ্যস্তু তস্যাজ্ঞাঽস্খলিতা ভবেৎ ।
ভূমৌ ভুঙ্ক্তে সদা যস্তু স পৃথিব্যাঃ পতির্ভবেৎ । ১৪২

অনুবাদ—মধু বা মাংস বর্জ্জনকারী সদা মুনি ও যোগী হয়। সুরামদ্য ত্যাগী ব্যাধিহীন, রোগহীন, ওজস্বী হয়। একদিন পরপর উপবাসে ব্রহ্মলোকে বিরাজ করে, নখ, লোম, ধারণে প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ফল, মৌনব্রতীর আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য হয়। ভূমিতে ভোজনকারী পৃথিবী পতি হয় ॥ ১৪০-১৪২ ॥

নমো নারায়ণায়েতি জপ্তা দানশতং ফলম্ ॥১৪৩॥
পাদাভিবন্দনাদ্বিষ্ণোর্ভবেদ্গোদানজং ফলম্ ॥
বিষ্ণুপাদাম্বুজস্পর্শাৎ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১৪৪ ॥
বিষ্ণোর্দেবালয়ে কুর্য্যাদুপলেপনমার্জ্জনে ।
কল্পস্থায়ী ভবেদ্রাজা স নরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—'নমো নারায়ণায়' জপকারীর দানশত-ফল, শ্রীবিষ্ণুরচরণ বন্দনে গোদানজ ফল, বিষ্ণুপাদ-পদ্ম স্পর্শে কৃতার্থ হয় মানব। শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে উপ-লেপন ও মার্জ্জনে কল্পস্থায়ী রাজা হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৪৩-১৪৫ ॥

টীকা—দানশতং বহুলদানমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা যস্তু স্যাৎ স্তুতিপাঠকঃ ।
হংসযুক্তবিমানেন স চ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—তিনবার প্রদক্ষিণকারী ও স্তুতি পাঠ-কের হংসযুক্ত বিমানে বিষ্ণুধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ১৪৬ ॥

গীতবাদ্যকরো বিষ্ণোর্গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নুয়াৎ ।
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন লোকান্ যস্তু প্রবোধয়েৎ ।
স ব্যাসরূপী ভগবানন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর গীতবাদ্যকারীর গন্ধর্ব্বলোক

প্রাপ্তি। নিত্য শাস্ত্র পাঠদ্বারা শ্রোতাদিগকে জ্ঞানদাতা ব্যাসরূপী ভগবান্ অন্তে বিষ্ণুধাম গামী ॥ ১৪৭ ॥

পুষ্পমালাকুলাং পূজাং কৃত্বা বিষ্ণোঃ পুরং
ব্রজেৎ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—পুষ্পমালা সমূহ দ্বারা পূজা করিয়া বিষ্ণুর ধামে গমন হয় ॥ ১৪৮ ॥

কৃত্বা প্রোক্ষণিকং দিব্যং স্থানমপ্সরসাং লভেৎ।
তীর্থাদিষু কৃতস্নানো নির্ম্মলং দেহমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমন্দির ধৌতকারী অপ্সরাগণ দিব্য-স্থান লাভ করেন। তীর্থাদিতে স্নানকারীর নির্ম্মল দেহপ্রাপ্তি ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চগব্যাশনাৎ পার্থ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ।
একভক্তাশনান্নিত্যমগ্নিহোত্রফলং লভেৎ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! পঞ্চগব্য পানকারী চান্দ্রায়ণ ফলভাগী হয়। একাহারীর নিত্য অগ্নিহোত্র ফল প্রাপ্তি ॥ ১৫০ ॥

নক্তভোজী সমগ্রন্তু তীর্থযাত্রাফলং লভেৎ।
অযাচিতেন চাপ্নোতি বাপীকূপপ্রপাফলম্ ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—সম্পূর্ণ চারিমাস রাত্রিভোজী তীর্থযাত্রার ফল লাভ করেন। অযাচিত ভোজী পুষ্করিণী, কূপ, পিয়াও দানের ফল পায় ॥ ১৫১ ॥

ষষ্ঠকালোঽন্নভোজী যঃ স্থায়ী স্বর্গে নরো ভবেৎ।
নিত্যস্নায়ী নরো যস্তু নরকং স ন পশ্যতি ॥ ১৫২ ॥
ভাজনং বর্জ্জয়েদ্‌যস্তু স স্নানং পৌষ্করং লভেৎ ॥১৫৩
পত্রেষু যো নরো ভুঙ্‌ক্তে কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ।
শিলায়াং ভোজনং নিত্যং ভবেৎ
স্নানং প্রয়াগজম্ ॥ ১৫৪ ॥
যামদ্বয়জলত্যাগান্ন রোগৈঃ পরিভূয়তে।
এবমাদিব্রতৈঃ পার্থ তুষ্টিমায়াতি তোষিতঃ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—দিবা তৃতীয় প্রহরে অন্নভোজী স্থায়ী স্বর্গবাসী হয়। নিত্যস্নানকারী মানব নরক দর্শন করে না। করপাত্রী পুষ্করতীর্থ-স্নানফল প্রাপ্ত হন। পত্রভোজী কুরুক্ষেত্র যাত্রা ফলভাগী হয়। শিলা-ভোজীর প্রয়াগ-স্নানফল, দ্বিপ্রহর জলত্যাগী নীরোগী হয়। হে পার্থ! এই সকল ব্রতদ্বারা শ্রীবিষ্ণু তুষ্টি লাভ করেন ॥ ১৫২-১৫৫ ॥

টীকা—ভাজনং—কাংস্যপাত্রম্ ॥ ১৫৩ ॥

টীকা—এবমাদিব্রতৈস্তোষিতঃ সন্ শ্রীকেশব ইতি শেষঃ ॥ ১৫৫ ॥

কিঞ্চ—
যোগনিদ্রাং সমালম্ব্য শেষাহিশয়নে স্বপন্।
ক্ষীরোদতোয়বীচ্যগ্রৈর্ধৌতপাদঃ সমাহিতঃ ॥১৫৬॥
লক্ষ্মীকরাম্বুজৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্মৃজ্যমানপদদ্বয়ঃ ॥ ১৫৭ ॥
তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মানবঃ।
কল্পস্থায়ী বিষ্ণুলোকে ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—আরও—যোগনিদ্রা অবলম্বনে শেষ শয্যায় শয়নকালে ক্ষীরোদ সমুদ্রের জলতরঙ্গে ধৌত-চরণ লক্ষ্মীদেবীর করকমলদ্বারা ধীরে ধীরে সম্বাহিত হইতে হইতে আমি সমাধিস্থ। ঐ কালে আমার ভক্ত যিনি বহুবিধ নিয়মসহ চারিমাস যাপন করেন, হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ! ঐ মানব বিষ্ণুলোকে কল্পকাল বাস করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৫৬-১৫৮ ॥

টীকা—তমেব বিশিনষ্টি—যোগেতি সার্দ্ধেন। সমাহিতঃ—যোগনিদ্রামাস্থিতঃ ॥ ১৫৬ ॥

সত্যাং ব্রতসমাপ্তৌ চ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদতঃ।
যদ্‌যদ্দানাদিকৃত্যঞ্চ লেখ্যং তত্তচ্চ কার্ত্তিকে ॥১৫৯॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ব্রত সমাপ্তি হইলে যে সে বস্তুদানাদি কর্ত্তব্য তাহা কার্ত্তিক ব্রত শেষে লিখিত হইবে ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—কার্ত্তিকে—কার্ত্তিককৃত্যলিখনে ॥ ১৫৯ ॥

স্তুত্বাথ কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য প্রসাদ্য চ পুনঃপুনঃ।
শেষং শঙ্খোদতীর্থে চ স্বীকুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥১৬০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ও পূজা দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন করিয়া প্রসাদ, শঙ্খোদক, শ্রীচরণামৃত বৈষ্ণবগণের সহিত গ্রহণ করিবে ॥ ১৬০ ॥

টীকা—স্তুত্বা শ্রীব্রহ্মস্তুত্যাদিভিঃ স্তুতিং কৃত্বা, অভ্যর্থ্য 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য' ইত্যাদিনা সম্প্রার্থ্য, প্রসাদ্য বিচিত্রার্থবচনৈঃ প্রসন্নং কৃত্বা, শেষং ভগবদুচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদ-পুষ্পচন্দনাদিকম্, শঙ্খোদকং তীর্থঞ্চ শ্রীচরণোদকম্ ॥ ১৬০ ॥

গীতনৃত্যাদিনা দেবং পরিতোষ্যাথ বৈষ্ণবান্।
সংপূজ্য নরযানেন দেবং স্বালয়মানয়েৎ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—গীত নৃত্যাদিদ্বারা প্রভুকে পরিতুষ্ট করিয়া পরে বৈষ্ণবগণকে সম্মান করিয়া মনুষ্যযানে প্রভুকে নিজ গৃহে আনয়ন করিবে ॥ ১৬১ ॥

প্রভোর্নীরাজনং কৃত্বা বিসর্জ্জ্য বত বৈষ্ণবান্।
নিবেশ্য স্বাসনে দেবং শয়ীত ভুবি তং স্মরন্ ॥১৬২

অনুবাদ—প্রভুর আরতি করিয়া বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া প্রভুকে নিজ সিংহাসনে বসাইয়া ভগবৎস্মরণ করিতে করিতে ভূমিতে শয়ন করিবে ॥ ১৬২ ॥

এবঞ্চ কুর্ব্বতো মাসাংশ্চতুরো যান্তি বৈ সুখম্।
অন্যথা প্রভবেদ্দুঃখমনাবৃষ্টিশ্চ জায়তে ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—এইভাবে চারিমাস ব্রত পালন করিলে সুখে যাপন হইবে। নতুবা দুঃখের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে ও অনাবৃষ্টিও হইবে ॥ ১৬৩ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—

মিথুনস্থে সহস্রাংশৌ ন স্বাপয়তি যো হরিম্।
বৈষ্ণবৈঃ সহ সম্ভূয় হ্যনাবৃষ্টিস্তদা ভবেৎ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণে—আষাঢ়মাসে যিনি শ্রীহরিকে শয়ন না করান বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া—তখন অনাবৃষ্টি হইবে ॥ ১৬৪ ॥

কিঞ্চ ভবিষ্যোত্তরে—

যো দেবশয়নং পার্থ অনুমোদ্য সমাচরেৎ।
উত্থানং বাপি কৃষ্ণস্য স হরের্লোকমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৫॥

অনুবাদ—আরও ভবিষ্যোত্তরপুরাণে—হে পার্থ! যে মানব দেবশয়ন অনুমোদন করিয়া আচরণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্থান উৎসব ও অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রীহরিধাম প্রাপ্ত হন ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—অনুমোদ্য হৃষ্টো ভূত্বেত্যর্থঃ, যদ্বা, অনুমোদনদ্বারাপি যঃ কুর্য্যাদিতি ॥ ১৬৫ ॥

অথ শ্রাবণকৃত্যম্

গৌতমীয়ে—

শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণং তং পুষ্পৈঃ কেতকসম্ভবৈঃ।
চন্দ্রচন্দন-কস্তূরী-কুঙ্কুমাদি-সুবাসিতৈঃ।
এলা-লবঙ্গ-কক্কোল-ফলানি বহুধার্পয়েৎ ॥
ইতি ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রাবণ কৃত্য, গৌতমীয়তন্ত্রে—শ্রাবণমাসে শ্রীকৃষ্ণকে কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী, কুঙ্কুমাদি দ্বারা সুবাসিত কেতকী পুষ্পসমূহ দ্বারা অর্চ্চনপূর্ব্বক এলাচ, লবঙ্গ, কক্কোলাদি ফলসমূহ অর্পণ করিবে ॥ ১৬৬ ॥

পবিত্রারোপণং কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যামৃষিতর্পণম্।
পৌর্ণমাস্যান্তু কুর্ব্বীত তত্তদুক্তবিধানতঃ ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—শুক্লাদ্বাদশীতে পবিত্রারোপণ করিবে এবং ঋষিতর্পণ পূর্ণিমাতে যথাবিধি করিবে ॥ ১৬৭ ॥

টীকা—দ্বাদশ্যাং ভগবতঃ পবিত্রারোপণং কুর্য্যাৎ, পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ঋষিতর্পণং কুর্য্যাৎ, তত্র তত্র পবিত্রারোপণে ঋষিতর্পণে চ যৎ শাস্ত্রোক্তং বিধানং প্রকারস্তেন ॥ ১৬৭ ॥

অথ পবিত্রারোপণম্

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবৈর্মুদা ।
কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য পবিত্রারোপণোৎসবঃ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্রারোপণ—শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে বৈষ্ণবগণের সহিত আনন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পবিত্রারোপণ উৎসব কর্ত্তব্য ॥ ১৬৮ ॥

অথ তন্নিত্যতা

বহ্বৃচপরিশিষ্টে—
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
হরিশ্চ প্রীতিমাপ্নোতি যঃ পবিত্রং সমাচরেৎ ॥১৬৯॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্রারোপণ নিত্যতা, বহ্বৃচ পরিশিষ্টে—যিনি পবিত্রারোপণ উৎসব যথাবিধি আচরণ করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল প্রাপ্ত হন, এবং শ্রীহরিও প্রীত হন ॥১৬৯

টীকা—প্রথমং শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বান্নিত্যতাং দর্শয়তি—স স্নাত ইতি ॥ ১৬৯ ॥

বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন যো ন কুর্য্যাৎ পবিত্রকম্ ।
হরন্তি রাক্ষসাস্তস্য বর্ষপূজাদিকং ফলম্ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—যিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পবিত্রারোপণ উৎসব না করেন, তাঁহার সম্বৎসরের ফল রাক্ষসগণ অপহরণ করে ॥ ১৭০ ॥

টীকা—অকরণপ্রত্যবায়দ্বারা নিত্যতাং লিখতি—বিধিনেতি ত্রিভিঃ । আদিশব্দেন জপহোমাদি, ফলমিতি ভগবৎপূজাদেঃ, অতএব ফলরূপত্বাৎ ॥ ১৭০ ॥

যোগসারে পবিত্রোৎপত্ত্যুপাখ্যানে নাগরাজ-পবিত্রং প্রতি রুদ্রেণ বরপ্রদানম্—

যে ত্বাং ন বহু মন্যন্তে যথা সম্ভাবিতো ময়া ।
জপহোমাদিকং তেষাং ফলং ত্বামেতু নিশ্চয়াৎ ॥১৭১

অনুবাদ—যোগসার স্তোত্রে পবিত্র উৎপত্তি উপাখ্যানে নাগরাজ রূপী পবিত্রের প্রতি রুদ্র কর্ত্তৃক বরদান—হে নাগরাজ পবিত্র আমি যেমন তোমাকে উপবীতরূপে গ্রহণ করিলাম, সেই তোমাকে যাহারা বহুমানন না করিবে তাহাদের জপ, হোম, পূজাদির ফল তোমাতেই নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করুক ॥ ১৭১ ॥

টীকা—পবিত্রোপাখ্যানং চেদম্—"নাগরাজস্য বাসুকের্ভ্রাতা শ্রীপবিত্রনামা নাগবরো ভক্ত্যা শ্রীশিবমারাধ্য সন্তুষ্টে চ তস্মিন্ বরমযাচত—'ত্বৎকণ্ঠভূষণতাং প্রাপ্নুয়াম্' ইতি । ততশ্চ পরমসন্তুষ্টেন শ্রীশিবেন তথা স্বীকৃত্যোক্তমিদম্—'এবং সর্ব্বেষামেব দেবানাং কণ্ঠভূষণতাং ব্রজ, তত্তৎ-সেবকৈঃ সর্ব্বৈরপি স্বস্বেষ্টদেবে ত্বদাকারত্বেন পবিত্রাণি নির্ম্মায়ারোপ্যন্তামন্যথা চ মহান্ দোষোঽস্তু' ইতি ।" তদেব লিখতি—যে ত্বামিতি ॥ ১৭১ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—
ন করোতি বিধানেন পবিত্রারোপণন্তু যঃ ।
তস্য সাংবৎসরী পূজা নিষ্ফলা মুনিসত্তম ॥ ১৭২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—যে মানব বিধান অনুসারে পবিত্রারোপণ উৎসব না করে, হে মুনিসত্তম ! তাহার সাংবৎসরী পূজা নিষ্ফল হয় ॥ ১৭২ ॥

তস্মাদ্ভক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ।
বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং পবিত্রারোপণং হরেঃ ॥ ১৭৩॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুভক্ত মানবগণ ভক্তিসহকারে বর্ষে বর্ষে শ্রীহরির পবিত্রারোপণ উৎসব করিবেন ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—বর্ষে বর্ষে কর্ত্তব্যমিতি বীপ্সাবিধিদ্বারা নিত্যতোক্তা ; বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেতিবৎ । তত্র চ বিষ্ণুপরায়ণৈরিতি বৈষ্ণবানামাবশ্যকতমমিতি বোধিতম্ ॥ ১৭৩ ॥

অথ পবিত্রারোপণমাহাত্ম্যম্

তত্র বৌধায়নঃ—
যাবৎ সূত্রং পবিত্রস্য তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বিপুলং তস্য বর্দ্ধতে ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্রারোপণ মাহাত্ম্য, এবিষয়ে বৌধায়ন বাক্য—পবিত্রের যতগুলি সূত্র সংখ্যা তত বর্ষ পবিত্র উৎসবকারী স্বর্গে পূজিত হয়, তাহার আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হয় ॥ ১৭৪॥

টীকা – মহীয়তে পূজ্যতে পবিত্রারোপকঃ ॥১৭৪॥

মহাসংহিতায়াম্—

সম্বৎসরেণ যা পূজা কৃতা বৈ মন্ত্রিণা দ্বিজ।
পবিত্রদানাৎ পূর্ণা স্যাদিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥১৭৫॥

অনুবাদ—মহাসংহিতাতে—হে দ্বিজ! মন্ত্রজপকারী সম্বৎসরে যে পূজা করিয়াছেন, পবিত্র দান করিলে তাহা পূর্ণ হইবে—ইহা ভগবান্ শ্রীহরি বলিয়াছেন ॥ ১৭৫ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

পবিত্রারোপণং বিষ্ণোর্ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
স্ত্রীপুংকীর্ত্তিপ্রদং পুণ্যং সুখসম্পদ্ধনাবহম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—শ্রীবিষ্ণুর পবিত্রারোপণ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ, স্ত্রী ও পুরুষের কীর্ত্তিপ্রদ, পবিত্র সুখ, সম্পদ ও ধনপ্রদ ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—স্ত্রীপুংসোঃ স্ত্রীপুংসয়োর্দম্পত্যোঃ কীর্ত্তিপ্রদম্, যদ্বা, স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ কীর্ত্তিপ্রদমিতি, বৈষ্ণবীভিঃ স্ত্রীভিরপি বিষ্ণোঃ পবিত্রারোপণং কার্য্যমিতি অভিপ্রেতম্ ॥ ১৭৬ ॥

পুণ্যানাম্ভু তথা পুণ্যং সর্ব্বপাপহরম্ভু বৈ।
পবিত্রারোপণং তস্মাৎ পবিত্রং পরমং স্মৃতম্ ॥১৭৭

অনুবাদ—পুণ্যগণের মধ্যে পুণ্য সর্ব্বপাপহর পবিত্রারোপণ, অতএব পরম পবিত্র ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—পুণ্যানাং মধ্যে পুণ্যং পরমশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ পবিত্রং নাম নিরুক্তম্ ॥ ১৭৭ ॥

সম্বৎসরেণ যো ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি পবিত্রারোপণেন তৎ ॥১৭৮॥

অনুবাদ—শ্রীজনার্দ্দনকে সম্বৎসর ভক্তিসহ সম্যক্ অর্চ্চন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, পবিত্রারোপণে সেই ফল লাভ হয় ॥ ১৭৮ ॥

কিঞ্চ—

পাবয়ত্যেনসো নিত্যং ত্রায়তে ভববন্ধনাৎ।
পবিত্রং তেন বিখ্যাতং ব্রাহ্মং
তেজোঽভিধীয়তে ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—কিঞ্চ—পাপ সকল হইতে নিত্য পবিত্র করে এবং ভব বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করে, এই কারণে ইহার নাম পবিত্র ব্রহ্মসূত্র। পরব্রহ্মময় তেজ ইহা সর্ব্বভাবে কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—বিশেষতস্তদেব নির্ব্বক্তি—পাবয়তীতি। যতস্তদ্ব্রাহ্মং পরব্রহ্মময়ং তেজ ইত্যভিতো গীয়তে ॥ ১৭৯ ॥

বিষ্ণ্বাখ্যয়া তু বিখ্যাতং তদা লোকে বিধীয়তে।
স এব সূত্ররূপেণ যজ্ঞেশঃ কর্ম্মণাং প্রভুঃ ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুই বনমালার ন্যায় 'পবিত্র' নামে বিখ্যাত। বিষ্ণুই সূত্ররূপে কর্ম্মসকলের প্রভু যজ্ঞেশ বা যজ্ঞসূত্র ॥ ১৮০ ॥

টীকা—এবং বনমালাদিবচ্ছ্রীভগবতঃ প্রত্যঙ্গরূপেণ তদ্ভেদতাং দর্শয়ন্ মাহাত্ম্য-বিশেষমাহ—বিষ্ণ্বাখ্যয়েতি দ্বয়েন। তত্র হেতুঃ—স এবেতি ॥১৮০

তদেব ত্রিগুণীসূত্রং ততং নারায়ণাখ্যয়া।
ত্রিদেবাত্মা ত্রিবেদাত্মা ত্র্যক্ষরঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥১৮১॥

অনুবাদ—বিষ্ণুই ত্রিগুণী সূত্র নারায়ণ নামে বিখ্যাত, অতএব ত্রিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ত্রিবেদ—ঋক-সাম-যজুঃ, ত্রি—অক্ষর প্রণব রূপী যজ্ঞসূত্র। শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকে ভগবানের ভূষণরূপে পবিত্র। বৈষ্ণবগণের ভক্তি বিশেষে ত্রিগুণীকৃত পবিত্রে শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠাতা, শ্রীমহেশ্বরের পবিত্রে নাগরাজ অধিষ্ঠিত—এই পার্থক্য ॥ ১৮১ ॥

টীকা—ত্রয়াণাং গুণানাং সমাহারঃ ত্রিগুণী, তন্ম-

য়ং সূত্রম্ ; ত্রিগুণত্বে কারণমাহ—ত্রিদেবেতি। ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মাদ্যাস্তদাত্মকঃ। এবং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে ভগবদ্ভূষণত্বেন নিত্যসিদ্ধমেব পবিত্রং শ্রীমহেশ্বরাপেক্ষয়া শ্রীবৈষ্ণবানাং ভক্তিবিশেষেণ ত্রিগুণীকৃত-সূত্রনির্ম্মিত-পবিত্রে শ্রীমূর্ত্তৌ স্বয়ং ভগবানিবাধিষ্ঠিয়াত্রাপি শ্রীভগবন্মূর্ত্তের্ভূষণতাং প্রয়াতীতি বোদ্ধব্যম্। অতএবাবাহনমন্ত্রে 'বিষ্ণুলোকাৎ পবিত্রাদ্য আগচ্ছ' ইতি ॥ ১৮১ ॥

তত্র বৌধায়নাদ্যুক্তঃ পবিত্রারোপণে বিধিঃ।
সম্মতো বিদুষাং কৃষ্ণার্চ্চনে যোঽত্র স লিখ্যতে ॥১৮২

অনুবাদ—এই গ্রন্থে পবিত্রারোপণ প্রসঙ্গে বৌধায়নাদি উক্ত বিধি, যাহা সম্প্রদান বিদ্বৎগণের সম্মত, শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনে তাহাই লিখিত হইতেছে ॥ ১৮২ ॥

টীকা—বিদুষাং সম্মত ইতি সম্প্রদায়ভেদেন বিবিধঃ স্যাত্তত্র শাস্ত্রাভিজ্ঞসম্প্রদায়ানুমতো বিধিরত্র লিখ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

অথ পবিত্রারোপণবিধিঃ

সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈঃ ক্ষৌমৈঃ সূত্রৈস্তু পাদ্মিকৈঃ।
কার্পাসৈর্বা পবিত্রাণীষ্যন্তে কাশৈঃ কুশৈরপি ॥১৮৩॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্রারোপণ বিধি—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তসরসূত্র, পদ্মসূত্র বা কার্পাসসূত্র রচিত পবিত্র সকল শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত, অন্যত্র কাশ, কুশ রচিতও হয় ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—সৌবর্ণাদীনাং সূত্রাণাং মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে পরৈঃ পরৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ক্ষৌমৈঃ পট্টসূত্রৈঃ, পাদ্মিকৈঃ পদ্মসূত্রৈঃ ॥ ১৮৩ ॥

তত্র কার্পাসিকং সূত্রং ব্রাহ্মণীকর্ত্তিতং শুভম্।
আনীয় ত্রিগুণীকৃত্য পুনস্ত্রিগুণয়েৎ শুচিঃ ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে বিশুদ্ধ পবিত্র মঙ্গলজনক ব্রাহ্মণী কর্ত্তিত কার্পাসসূত্র আনিয়া ত্রিগুণ করিয়া পুনরায় ত্রিগুণ করিবে ॥ ১৮৪ ॥

টীকা—অথ কার্পাসিকেষু কঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়ন্ আদৌ পবিত্রনির্ম্মাণবিধিং লিখতি—তত্রেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণকুমার্য্যা সুশীলয়া বা বিধবয়া, তু শূদ্রয়া দুঃশীলয়া বা কর্ত্তিতং, শুভম্ উত্তমং লিখিতন্যায়েন কর্ত্তিতং স্বতশ্চ অনতিস্থৌল্যাদিনা। শুচিঃ স্নানাদিনা পবিত্রঃ সন্ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চগব্যেন তৎ প্রোক্ষ্য প্রক্ষাল্য শুচিনাম্বুনা।
মূলেনাষ্টোত্তরশতং মন্ত্রেণাথাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—পঞ্চগব্য দ্বারা তাহা ছিটা দিয়া বিশুদ্ধ গঙ্গাদিজলে ধৌত করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা একশত অষ্টবার অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—তৎ নবগুণীকৃতসূত্রং শুচিনা শুদ্ধেন জলেন প্রক্ষাল্য, অথানন্তরং মূলেন মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতবারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥

ত্রীণি সাষ্টশতেনাস্য তস্যার্দ্ধেনাস্য চার্দ্ধতঃ।
জানূরুনাভিদঘ্নানি পবিত্রাণ্যাচরেৎ প্রভোঃ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—তিনটি পবিত্ররচিত করিবে—প্রথমটি ১০৮ সূত্রে শ্রীবিগ্রহের জানু পর্য্যন্ত লম্বমান, দ্বিতীয়টি—৫৪ সূত্রে শ্রীবিগ্রহের উরু পর্য্যন্ত, তৃতীয়টি—২৭ সূত্রে শ্রীবিগ্রহের নাভি পর্য্যন্ত লম্বমান হইবে ॥১৮৬॥

টীকা—তেন চ সূত্রেণ জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠানি ত্রীণি পবিত্রাণি ক্রমেণ শুচৌ দেশে বৈষ্ণবৈঃ সহ যজ্ঞোপবীতবৎ বধ্নীয়াদিতি লিখতি—ত্রিণীতি। অস্য নবগুণীকৃতসূত্রস্য সাষ্টশতেনাষ্টোত্তরশতেন তাবদ্গুণিতেনেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। তস্য সাষ্টশতস্যার্দ্ধেন চতুষ্পঞ্চাশতা, অস্য তদর্দ্ধস্য চার্দ্ধতঃ সপ্তবিংশত্যেত্যর্থঃ। এবং স্থৌল্যপরিমাণং লিখিত্বা দৈর্ঘ্যপরিমাণং লিখতি—প্রভোঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তেঃ ক্রমেণ জান্বাদিমাত্রাণীতি, তত্রাষ্টোত্তরশতনবসূত্রীভির্জানু-পর্য্যন্তং জ্যেষ্ঠং, চতুষ্পঞ্চাশতা চোরুপর্য্যন্তং মধ্যমং, সপ্তবিংশত্যা চ নাভিপর্য্যন্তং কনিষ্ঠমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৮৬

ষট্‌ত্রিংশদ্‌গ্রন্থয়স্তেষামাদ্যে কার্য্যাস্তু মধ্যমে ॥
চতুর্ব্বিংশতিরন্তে চ দ্বাদশ গ্রন্থয়ো বুধৈঃ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—প্রথমটিতে—৩৬ গ্রন্থি, মধ্যমটিতে—২৪ গ্রন্থি, তৃতীয়টিতে—১২ গ্রন্থি, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা করাইবে ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—পবিত্রাণাং মধ্যে মধ্যে চ সমভাগেন গ্রন্থীন্ বধ্নীয়াদিতি লিখতি—ষট্‌ত্রিংশদিতি। তেষাং ত্রয়াণাং মধ্যে আদ্যে জ্যেষ্ঠে, মধ্যমে চতুর্ব্বিংশতিগ্রন্থয়ঃ কার্য্যাঃ, অন্ত্যে কনিষ্ঠে ॥ ১৮৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রন্তু কুর্য্যাদ্‌গ্রন্থিমথোত্তমে।
তদর্দ্ধং মধ্যমে কুর্য্যাত্তদর্দ্ধঞ্চ কনীয়সি॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ—প্রথমটিতে—অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব পরিমাণ অন্তর গ্রন্থি দিবে, দ্বিতীয়টিতে—তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ অন্তর, তৃতীয়টিতে—তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ অন্তর ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—গ্রন্থিপরিমাণং লিখতি—অঙ্গুষ্ঠেতি। তত্রাঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব চ শ্রীভগবন্মূর্ত্তের্গ্রাহ্যম্, অন্যথা হ্রস্বশ্রীমূর্ত্তেঃ পবিত্রস্যাপি হ্রস্বত্বে যজমানাঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব-পরিমিত-তাবদ্‌-গ্রন্থিসন্নিবেশাভাবাৎ। তদর্দ্ধমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বার্দ্ধমিতঞ্চ মধ্যমে, তদর্দ্ধং চ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপাদমিতং কনিষ্ঠে গ্রন্থিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮৮ ॥

গ্রন্থীন্ কুর্ব্বীত সর্ব্বত্র সুবৃত্তান্ সুমনোহরান্।
ন বৈ বিষমসংখ্যাকান্ গ্রন্থীন্ কুর্ব্বীত কুত্রচিৎ॥১৮৯

অনুবাদ—গ্রন্থিগুলি সর্ব্বত্র সুগোল সুদৃশ্য হইবে, কোথাও বিষম বিজোড় সংখ্যা গ্রন্থি করিবে না॥১৮৯

টীকা—সর্ব্বত্র সর্ব্বেষ্বেব পবিত্রেষু, বৈ প্রসিদ্ধৌ, ত্বর্থে বা, বিষমসংখ্যাকানযুগ্মান্ কুত্রচিৎ পরিবারাদি-পবিত্রেষ্বপিন কুর্য্যাৎ ॥ ১৮৯ ॥

অষ্টোত্তরসহস্রেণ তৎসূত্রস্য পবিত্রকম্।
অষ্টোত্তরশতগ্রন্থিবনমালাখ্যমাচরেৎ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—অষ্টোত্তর সহস্র সূত্র দ্বারা রচিত পবিত্র, তাহাতে অষ্টোত্তর শত গ্রন্থি থাকিলে তাহার নাম 'বনমালা' ॥ ১৯০ ॥

টীকা—তস্য নবগুণীকৃতস্য সূত্রস্য, অষ্টোত্তরশতং গ্রন্থয়ো যস্মিন্ তৎ ॥ ১৯০ ॥

আরভ্য মুকুটং যা তু সূত্রৈর্বিরচিতা শুভা।
আপাদলম্বিনী মালা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—যাহা সূত্রসমূহদ্বারা বিরচিত এবং মুকুট হইতে চরণ পর্য্যন্ত লম্বিনী পবিত্র মালাকে 'বনমালা' নামে ঘোষণা করা হয় ॥ ১৯১ ॥

টীকা—বনমালা-পবিত্রপরিমাণং লিখতি—আরভ্যেতি। মুকুটাভাবে সতি শ্রীমস্তকং গ্রাহ্যম্ ॥১৯১॥

কুর্য্যাদ্‌গন্ধপবিত্রঞ্চ সূত্রৈর্দ্বাদশভিঃ শুভৈঃ।
অরত্নিপ্রমিতং তচ্চ দ্বাদশগ্রন্থিকং কৃতী ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—পবিত্র দ্বাদশ সূত্র দ্বারা রচিত, দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত, অরত্নি পরিমিত (১৫ ইঞ্চি) 'গন্ধ পবিত্র' রচনা করিবে ॥ ১৯২ ॥

টীকা—তৈর্নবগুণীকৃতৈঃ সূত্রৈরধিবাসনার্থং সমর্প্যং পবিত্রং যৎ, তদ্‌গন্ধপবিত্রম্ ॥ ১৯২ ॥

পবিত্রাণি পরিবারদেবতানাং সমাচরেৎ।
সূত্রৈস্তৈরুড়ুসংখ্যাকৈঃ কলাসংখ্যার্কসংখ্যকৈঃ॥১৯৩
তেষু গ্রন্থীন্ যথাশোভং বদ্ধা বহ্নেগুরোরপি।
সপ্তবিংশতিভিঃ সূত্রৈঃ ষড়্‌বিংশতিভিরাত্মনঃ ॥১৯৪॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের পরিকর দেবগণের পবিত্র সমূহ ২৭ সূত্রদ্বারা, ১৬ সূত্রদ্বারা বা ১২ সূত্রদ্বারা রচনা করিবেন, তাহাতে গ্রন্থিগুলি শোভা অনুসারে সজ্জিত করিবেন। অগ্নিদেবের পবিত্র ২৭ সূত্রদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের পবিত্র ২৬ সূত্রদ্বারা করিবেন ॥ ১৯৩-১৯৪ ॥

টীকা—উড়ূনি নক্ষত্রাণি, তৎসংখ্যাদিগুণিতৈঃ তৈর্নবগুণীকৃতৈঃ সূত্রৈঃ ক্রমেণ জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠানি ত্রীণি পবিত্রাণি সম্যগাচরেৎ। তত্র উড়ূনি সপ্তবিংশতিঃ, কলাঃ ষোড়শ, অর্কা আদিত্যা দ্বাদশ ॥১৯৩

টীকা—গুরোরগ্নেশ্চ দ্বে পবিত্রে সপ্তবিংশতিভি-

নবগুণীকৃতসূত্রৈরাত্মনো যজমানস্য পবিত্রং ষড়্বিংশ-তিভিঃ কুর্য্যাৎ ॥ ১৯৪ ॥

যথাসম্ভবমন্যেষাং পবিত্রাণি চ কারয়েৎ ।
সম্পাদয়েচ্চ সর্ব্বাণি শোভনান্যেব যত্নতঃ ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—অন্য সকলের পবিত্র যথাসম্ভব করিবেন, ঐসকলগুলি যত্নসহ সুশোভন সুদৃশ্য করিবেন ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—অন্যেষাং বৈষ্ণবাদীনাং তত্র তত্রাশক্তাবপি লিখিতানি সর্ব্বাণ্যেব পবিত্রাণি সুন্দরাণ্যেব কুর্য্যাদিতি লিখতি—সম্পাদয়েদিতি ॥ ১৯৫ ॥

তথা চোক্তম্—
বিশোভসূত্রদানেন কর্ত্তুঃ স্যাদশুভং ফলম্ ।
পবিত্রং পরয়া ভক্ত্যা তস্মাৎ কুর্ব্বীত শোভনম্ ॥
ইতি ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—তাহাই বলা হইয়াছে—শোভাবিহীন সূত্রদান করিলে রচনাকারীর ও দাতার অশুভ ফল হইবে, অতএব পরম ভক্তিসহকারে সুশোভন পবিত্র করিবে ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—বিশোভস্য শোভারহিতস্য সূত্রস্য পবিত্রস্য দানেন, কর্ত্তুর্যজমানস্য, শোভনং সুন্দরম্ ॥ ১৯৬ ॥

রঞ্জয়িত্বাথ কাশ্মীরাগুরুগোরোচনাদিভিঃ ।
বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য পটলে স্থাপয়েত্তানি বৈণবে ॥ ১৯৭ ॥
ইতি পবিত্রনির্ম্মাণম্ ।

অনুবাদ—কাশ্মীর, অগুরু ও গোরোচনাদিদ্বারা রঞ্জিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বাঁশের পেটিকাতে রাখিবে ॥ ১৯৭ ॥

ইতি পবিত্র নির্ম্মাণ ।

টীকা—অথ নির্ম্মাণানন্তরং তানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি কাশ্মীরাদিনা রঞ্জয়িত্বা যথাশোভং সর্ব্বত্র গ্রন্থিষু বা রঙ্গং কারয়িত্বা বৈণবপটলসম্পুটান্তঃ শুভ্রবস্ত্রেণাচ্ছাদ্য স্থাপয়েৎ । আদি-শব্দেন কর্পূরাদি, তত্রাশক্তৌ কেবল-কুঙ্কুমেনাপি, তত্রাপ্যশক্তৌ হরিদ্রাদিনাপীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯৭ ॥

কৃত্বা কৃত্যং দশম্যাঞ্চ পবিত্রারোপণায় হি ।
কৃষ্ণং বিজ্ঞাপ্য তদ্রাত্রিং যথা
প্রাগ্লিখিতং নয়েৎ ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—পবিত্র আরোপণের জন্য দশমীদিনে যাবতীয় করণীয় শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্বলিখিত অনুসারে রাত্রি যাপন করিবে ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—ইদানীং পবিত্রারোপণোৎসবে দশম্যাদি-দিনত্রয়কৃত্যানি লিখন্নাদৌ দশমীকৃত্যং লিখতি—কৃত্বেতি । দশম্যাং কৃত্যঞ্চ যথা প্রাগ্লিখিতং পূর্ব্বং দশমীনিয়মে যল্লিখিতং তদনুসারেণ জ্ঞেয়ম্ । তচ্চ দশমীনিয়মেন কৃতৈকভক্তো বিহিতকাষ্ঠেন দন্তান্ শোধয়িত্বা দ্বিরাচম্য সন্ধ্যাকৃত্যং নির্বর্ত্ত্য ভগবন্তং পূজ-য়েদিতি । ততশ্চ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ভগবন্তং বিজ্ঞাপ্য 'তব যাগং করিষ্যেঽহংহ পবিত্রময়মচ্যুত । আমন্ত্রি-তোঽসি ভগবন্ পরিবারযুতো ময়া ॥' ইত্যাদি সং-প্রার্থ্য, তস্যা দশম্যা রাত্রিঞ্চ যথা প্রাগ্লিখিতমেব, ব্রহ্মচর্য্য-ভূশয়নাদিনিয়মেন নয়েৎ অতিবাহয়েৎ । তত্র চ কেষাঞ্চিন্মতে দশমীরাত্রিমিত্থং নীত্বা একাদশ্যাং প্রাতঃ কৃতনিত্যকৃত্যো ভগবন্তমভ্যর্চ্য পবিত্রারোপণ-সঙ্কল্পং যথাবৎ কৃত্বা পবিত্রারোপণোপকরণানি যথা-শক্তি সম্ভৃত্য গুরুং প্রণম্য সন্নিধৌ চ সতন্তস্যানুজ্ঞয়া পবিত্রাণি কুর্য্যাদিতি । তচ্চ তস্মিন্নেবৈকাদশীদিনে পবিত্রনির্ম্মাণাদ্যখিলকর্ম্মসু শক্তস্য তথৈব বোদ্ধব্যমিতি দিক্ ॥ ১৯৮ ॥

একাদশ্যাং প্রভাতে চ নিত্যকৃত্যং সমাপ্য হি ।
দেবালয়মুপস্কৃত্য মণ্ডলং রচয়েৎ শুভম্ ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—একাদশীদিনে প্রভাতে নিত্যকর্ম্ম সমা-ধান করিয়া দেবালয় মার্জ্জিত করিয়া শুভ মণ্ডল রচনা করিবে (আলপনা দিবে) ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—একাদশীদিনকৃত্যং লিখতি—একাদশ্যা-মিত্যাদিনা নিশীত্যন্তেন । নিত্যকৃত্যং প্রাতঃস্নানাদি, উপস্কৃত্য লেপনাদিনা বিতানবন্ধনাদিনা চালঙ্কৃত্য, শুভং মঙ্গলং সর্ব্বতোভদ্রাদি ; অত্র কেষাঞ্চিন্মতেঽ-ধিকমিদম্—আদৌ দ্বারাধিষ্ঠাতৃদেবতার্চ্চনপূর্ব্বকং যাগমণ্ডপং প্রবিশ্য ষট্‌ত্রিংশদ্দর্ভদলৈর্বেণীমরত্নিসম্মি-

তাং নির্ম্মায় মূলমন্ত্রেণ তাং পঞ্চগব্যবিশুদ্ধাং বিধায় ভূতশুদ্ধিং কৃত্বা পঞ্চগব্যাক্তয়া তয়া বেণ্যা সর্ব্বতো যাগমণ্ডপাভ্যন্তরং প্রোক্ষয়েৎ। ততো গুর্ব্ব দিনমস্কার-পূর্ব্বকং স্বাগমোক্তপ্রকারেণ ন্যাসজালং কৃত্বা নৃসিংহ-বীজেন সর্ষপানভিমন্ত্র্য দিক্ষু নিক্ষিপেৎ। তাংশ্চ প্রাকারাকারেণাবস্থিতান্ বিচিন্তয়েৎ। ততশ্চ সুশীলং বেদবেদাঙ্গপারগং বৈষ্ণবমেকং হোমার্থং বিধিবদ্বৃণু-য়াৎ। স চাগমোক্তপ্রকারেণ স্বগৃহ্যোক্তবিধিনাষ্টো-ত্তরশতমষ্টাবিংশতিবারানাজ্যাহুতীর্হুত্বা সংস্রবপাত্রে আহুতশেষাজ্যং পবিত্রসংস্কারার্থং নিক্ষিপেৎ। যজ-মানস্তু যথাবিধি ন্যাসান্ কৃত্বা, নৈমিত্তিকীং মহাপূজাং কৃত্বা পশ্চাৎ পবিত্রারোপণোৎসবহেতুকাং মহাপূজাং বিধিবদারভেতেতি ॥ ১৯৯ ॥

কৃত্বা কৃষ্ণস্য নিত্যার্চ্চাং পবিত্রারোপণার্থকাম্।
পূজাং বিশেষতঃ কৃত্বা কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়েদিদম্ ॥২০০

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপূজা সমাধান করিয়া পবিত্রারোপণের জন্য বিশেষ পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিবে ॥ ২০০ ॥

টীকা—নিত্যার্চ্চাং নিত্যকরণীয়পূজাং কৃত্বা পশ্চাৎ পবিত্রারোপণোৎসবহেতুকাং পুনর্বিশেষত আধিক্যেন পূজাং কৃত্বা, ইদং ক্রিয়ালোপেত্যাদি ॥ ২০০ ॥

ক্রিয়ালোপবিঘাতার্থং যত্ত্বয়া বিহিতং প্রভো।
ময়ৈতৎ ক্রিয়তে দেব তব তুষ্ট্যৈ পবিত্রকম্ ॥২০১॥

অনুবাদ—হে প্রভো! সাংবাৎসরিক পূজাফল নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্তির জন্য আপনি যাহা বিধান করিয়া-ছেন, হে দেব! আপনার তুষ্টির জন্য আমি এই পবিত্র আরোপণ উৎসব করিতেছি ॥ ২০১ ॥

ন মে বিঘ্নো ভবেৎ ত্বত্র কুরু নাথ দয়াং ময়ি।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো মম ত্বং পরমা গতিঃ ॥
ইত্যাদি ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—হে নাথ! আমার প্রতি দয়া করুন এই কার্য্যে আমার যেন বিঘ্ন না হয়। হে বিষ্ণো! সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা আপনিই আমার পরমা গতি ॥২০২

টীকা—ক্রিয়াণাং সম্বৎসরকৃতপুণ্যানাং লোপস্য যো বিঘাতঃ পরিহারস্তদর্থং পবিত্রকং পবিত্রারোপণম্। আদি-শব্দাৎ—'উপবাসব্রতেন ত্বাং তোষয়ামি জগৎ-পতে। কামক্রোধাদয়ো হ্যেতে ন মে স্যুর্ব্রতঘাতকাঃ। অদ্য প্রভৃতি দেবেশ যাবদ্বৈশেষিকং দিনম্। তাবদ্রক্ষা ত্বয়া কার্য্যা সর্ব্বস্যাস্য নমোঽস্তু তে' ইতি গ্রাহ্যম্, তচ্চ সর্ব্বসাধারণত্বান্ন স্পষ্টং লিখিতম্ ॥২০১-২০২॥

দেবস্য সর্ব্বতো ন্যসেদ্দন্তকাষ্ঠং জলং কুশান্।
মৃত্তিকাঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ কুঙ্কুমং রোচনানি চ ॥ ২০৩ ॥
উপানহৌ সিতচ্ছত্রং চামরং ব্যজনং তথা।
যবব্রীহ্যাদিধান্যানি যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্ ॥২০৪॥

অনুবাদ—শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দন্তকাষ্ঠ, জল, কুশ, মৃত্তিকা, হরিদ্রা, কঙ্কুম, গোরোচনা, পাদুকা, শ্বেতছত্র, চামর, ব্যজন, যব, ব্রীহি ও আদি ধান্যসমূহ যথা-স্থানে পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে ॥ ২০৩-২০৪ ॥

টীকা—ইদানীং অধিবাসসম্ভারাসাদনং লিখতি—দেবস্যেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বতঃ পরিতঃ দন্তকাষ্ঠা-দীনি যথাস্থানং তত্তদ্যোগ্যস্থলে পৃথক্ পৃথক্ ন্যস্যে-দিত্যধ্যাদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ২০৩-২০৪ ॥

কুম্ভং শুদ্ধাম্বুনাপূর্য্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে।
দেবাগ্রতো নিধায়াস্মিন্ পবিত্রাণ্যধিবাসয়েৎ ॥২০৫॥

অনুবাদ—কুম্ভকে পবিত্র জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে শ্রীবিগ্রহের অগ্রে স্থাপন করিয়া পবিত্রসমূহকে অধিবাসিত করিবে ॥ ২০৫ ॥

টীকা—অধুনাধিবাসপ্রকারং লিখতি—কুম্ভমিত্যা-দিনা অবগুণ্ঠয়েদিত্যন্তেন। অস্মিন্ কুম্ভে, তদুপরি পবিত্রাণি বৈণবপটলান্তর্নিহিতান্যেব নিধায় ন্যস্যাধি-বাসয়েৎ ॥ ২০৫ ॥

অথ পবিত্রাধিবাসনম্

ভগবৎপুরতস্থানি পটলস্থানি পূজয়ন্।
আদাবাবাহয়েন্ম‌ন্ত্রযুজা তন্মনুনা বুধঃ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্র অধিবাস—শ্রীভগবানের সম্মুখে পেটিকাতে পবিত্রগুলি রাখিয়া পূজাকালে প্রথমত মূলমন্ত্রযুক্ত করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবাহন করিবে ॥ ২০৬ ॥

টীকা—তানি পবিত্রাণি মূলযুজা মূলমন্ত্রযুক্তেন, তস্য পবিত্রাবাহনস্য মনুনা মন্ত্রেণ ॥ ২০৬ ॥

———

অথ তন্মন্ত্রঃ

ওঁ সাম্বৎসরস্য যাগস্য পবিত্রীকরণায় ভোঃ।
বিষ্ণুলোকাৎ পবিত্রাদ্য আগচ্ছেহ
নমোঽস্তু তে ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—উক্ত মন্ত্র—প্রণব সহ হে পবিত্র আমার সাম্বৎসরিক পূজার পবিত্রীকরণের জন্য আপনি অদ্য শ্রীবিষ্ণুলোক হইতে এইস্থলে আগমন করুন। আপনাকে নমস্কার ॥ ২০৭ ॥

টীকা—অদ্য আরোপণকালে, হে আদ্যেতি বা ॥ ২০৭ ॥

———

ত্বেৎবাবাহ্য যথাস্থানং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্ততঃ।
তত্তন্মন্ত্রৈঃ সন্নিধাপ্যাক্ষতগন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—অতপর যথাস্থানে ব্রহ্মাদি পরিকর দেবগণকে সেই সেই মন্ত্রে আহ্বান ও স্থাপন করিয়া আতপ চাউল, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূলাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ২০৮ ॥

টীকা—তেষু পবিত্রেষু দেবতাঃ পবিত্রাধিষ্ঠাত্রীঃ যথাস্থানং স্বস্বস্থানে আবাহনমুদ্রয়া তত্তন্মন্ত্রৈরাবাহ্য সন্নিধাপ্য, সন্নিধীকরণমুদ্রয়া সন্নিধীকৃত্য, চক্রমুদ্রয়া সংরক্ষ্য, ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য অক্ষতাদিনা পূজয়েৎ। আদি-শব্দেন পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যতাম্বূলাদি ॥২০৮

———

অথ তত্র তত্র দেবতাঃ

ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবাস্ত্রীসূত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রণবো বায়ুবহ্নী চ ব্রহ্মা নাগঃ শশী রবিঃ।
শিবশ্চ বিশ্বদেবাশ্চ নবসূত্র্যধিদেবতাঃ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই সেই দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ইহারা ত্রিগুণিত সূত্রের দেবতা। প্রণব, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা, নাগ, শশী, রবি, শিব, বিশ্বদেব ইহারা নবসূত্রের অধিদেবতা ॥ ২০৯ ॥

———

ক্রিয়া চ পৌরুষী বীরা চতুর্থী চাপরাজিতা।
জয়া চ বিজয়া চৈব মুক্তিদা চ সদাশিবা ॥ ২১০ ॥
মনোময়ী তু নবমী দশমী সর্ব্বতোমুখী।
গ্রন্থীনাং দেবতাস্ত্বেতাস্তত্র তত্র নিবেদয়েৎ ॥
ইতি ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়া, পৌরুষী, বীরা, অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, মুক্তিদা, সদাশিবা, মনোময়ী, সর্ব্বতোমুখী—এই দশ গ্রন্থি দেবতা, সেই সেই স্থানে নিবেদন করিবেন ॥ ২১০-২১১ ॥

———

তন্মন্ত্রাঃ

ওঁ সর্ব্বাভরণচিত্রাঙ্গ সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
লাবণ্যরূপবিশ্বাত্মন্ জ্যেষ্ঠসূত্রং সমাশ্রয় ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই মন্ত্রসমূহ—প্রণবযুক্ত হে সর্ব্বাভরণ চিত্রাঙ্গ! হে সর্ব্বদেব নমস্কৃত! হে লাবণ্যরূপ বিশ্বাত্মন্! জ্যেষ্ঠ সূত্র আশ্রয় করুন ॥ ২১২ ॥

———

ওঁ সর্ব্বলক্ষ্মীকর শ্রীশ সর্ব্বজ্ঞানরসাত্মক।
নিবৃত্তরূপ বিশ্বাত্মন্ মধ্যসূত্রং সমাশ্রয় ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ হে লক্ষ্মীকর শ্রীশ! হে সর্ব্বজ্ঞান রসাত্মক! হে নিবৃত্তরূপ বিশ্বাত্মন্! এই মধ্যমসূত্রকে আশ্রয় করুন ॥ ২১৩ ॥

———

ও অতিবেগমরুদ্‌যোনে পুরুষাত্মন্ দিবস্পতে।
কনীয়ো হে প্রভো দেব তেজসা সূত্রমাশ্রয় ॥
ইত্যাদি ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ হে অতিবেগ মরুদ্‌যোনে! হে পুরুষাত্মন্! হে দিবস্পতে! হে প্রভো! হে দেব! তেজসহ কনিষ্ঠসূত্রকে আশ্রয় করুন ॥ ২১৪ ॥

টীকা—কনীয়ঃ কনিষ্ঠসূত্রমাশ্রয়। আদি-শব্দাৎ বনমালায়াং তদধিষ্ঠাত্র্যাঃ প্রকৃতেরাবাহনমন্ত্রাদি, 'প্রকৃতে ত্বং জগন্মূর্ত্তে সর্ব্বলাবণ্যদায়িনি। শ্রীসূত্রে নিত্যকল্যাণি সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ ॥' ইতি এতচ্চ কেষাঞ্চিন্মতমিতি ব্যক্তং ন লিখিতম্ ॥ ২১৪ ॥

যত্র মন্ত্রো ন বর্ত্তেত তত্তন্নাম্নৈব তত্র চ।
নমোঽন্তঃ সচতুর্থীক উহ্যঃ প্রাগ্লিখনাম্নুঃ ॥২১৫॥

অনুবাদ—যে স্থানে মন্ত্র উল্লেখ নাই সেই স্থানে উক্ত দেবতার নাম চতুর্থী বিভক্তিসহ প্রথমে প্রণব, শেষে নমঃ যুক্ত করিয়া সেই দেবতার মন্ত্র প্রয়োগ করিবে ॥ ২১৫ ॥

টীকা—নন্বন্যত্র কতমে মন্ত্রাঃ ? তত্র লিখতি—যত্রেতি। নমোঽন্তং নমঃ—শব্দান্তকং সচতুর্থীকং চতুর্থীবিভক্ত্যেকবচনসিদ্ধং তত্তন্নামৈব মনুর্মন্ত্রে উহ্যঃ। তচ্চ পূর্ব্বমেব লিখিতমস্তীতি লিখতি—প্রাগিতি। প্রয়োগশ্চায়ম্—'ওঁ প্রণবায় নমঃ' ইত্যাদি ॥ ২১৫ ॥

অথ কৃষ্ণকরাম্ভোজে পট্টসূত্রেণ নির্ম্মিতম্।
বিতস্তিমাত্রং বধ্নীয়াদ্‌ডোরকং মঙ্গলাত্মকম্ ॥২১৬॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকরকমলে পট্টসূত্র নির্ম্মিত এক বিতস্তি পরিমিত মঙ্গল ডোর বন্ধন করিবে ॥ ২১৬ ॥

অথ তত্র মন্ত্র

ওঁ সম্বৎসরকৃতার্চ্চায়াঃ সম্পূর্ণফলদোঽসি যৎ।
পবিত্রীকরণায়েতৎ কৌতুকং ধর তে নমঃ ॥
ইতি ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ডোর বন্ধন মন্ত্র—প্রণবযুক্ত, যেহেতু আপনি সম্বৎসরকৃত পূজার সম্পূর্ণ ফলদাতা, অতএব পবিত্রীকরণের জন্য এই কৌতুক ধারণ করুন আপনাকে নমস্কার ॥ ২১৭ ॥

ততো গন্ধপবিত্রঞ্চ গৃহীত্বা ধূপিতং বুধঃ।
ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভক্ত্যা সম্প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অভিজ্ঞ ব্যক্তি 'গন্ধ পবিত্র' লইয়া ধূপবাসিত করিয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া ভক্তিসহ এইরূপ প্রার্থনা করিবেন ॥ ২১৮ ॥

টীকা—ধূপিতং অগুর্ব্বাদিধূপযুক্তং সদ্‌গন্ধপবিত্রং হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা ॥ ২১৮ ॥

আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ সার্দ্ধং দেবগণেশ্বরৈঃ।
মন্ত্রেশৈর্লোকপালৈশ্চ সহিতঃ পরিচারকৈঃ ॥ ২১৯ ॥
আগচ্ছ ভগবন্নীশ বিধিসম্পূর্ণকারক।
প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব ॥
ইতি ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—হে দেবেশ! দেবগণেশ্বর ব্রহ্মাদির সহিত মহেশ্বরগণসহ, লোকপালগণসহ এবং পরিচারকগণসহ আমন্ত্রিত হইয়াছেন। হে ভগবন্! হে ঈশ! হে বিধি সম্পূর্ণকারক! আগমন করুন, প্রাতঃকালে আপনাকে পূজা করিব। হে কেশব! সম্মুখে অবস্থান করুন ॥ ২১৯-২২০ ॥

ততশ্চ—

বিষ্ণুতেজোদ্ভবং রম্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
সর্ব্বকামপ্রদং দেবং তবাঙ্গং ধারয়াম্যহম্ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর—গন্ধ পবিত্রকে দুইহস্তে ধরিয়া আপনি বিষ্ণুতেজজাত পরমসুন্দর সর্ব্বপাতনাশন, সর্ব্বকামপ্রদ, হে দেব! আমি তোমার অঙ্গকে ধারণ করিতেছি ॥ ২২১ ॥

অনেন মনুনা বিদ্বান্ মূলসম্পুটিতেন হি।
দদ্যাদ্‌গন্ধপবিত্রন্তৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই মন্ত্রসহ মূলমন্ত্র সম্পুটিত করিয়া ঐ গন্ধপবিত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকমলদ্বয়ে অর্পণ করিবে ॥ ২২২ ॥

টীকা—তদ্ধূপয়িত্বা গৃহীতং গন্ধপবিত্রম্ ॥ ২২২ ॥

নীরাজ্য দেবং স্তুত্বা চ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
তৎপবিত্রাণি তৎকুম্ভমপ্যম্মমনুনাথ বা।
নৃসিংহমনুনা রক্ষেৎ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রভুকে আরতি করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে ঐ পবিত্রসকল ও কুম্ভকে সুদর্শন মন্ত্রে বা নৃসিংহমন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে এবং কবচদ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে ॥ ২২৩ ॥

———

গীতনৃত্যাদিনা কুর্য্যাদ্বিধিবজ্জাগরং নিশি ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—শাস্ত্রপাঠ, গীতনৃত্যাদিসহ বিধিবৎ প্রহরে প্রহরে আরতি করিয়া নিশি জাগরণ করিবে ॥ ২২৪ ॥

টীকা—অস্ত্রমন্ত্রেণ নৃসিংহমন্ত্রেণ বা রক্ষেৎ। আদি-শব্দেন পুরাণপাঠাদি, বিধিবদিতি বিধিশ্চ বাচকে সত্যাদৌ পুরাণপাঠস্ততো গীতাদি, তথা প্রতিযামঞ্চ নীরাজনাদি, এতচ্চাদৌ জাগরণপ্রকরণে লিখিতমস্ত্যেব ॥ ২২৩-২২৪ ॥

———

অথ পবিত্রার্পণম্

প্রাতঃকৃত্যানি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যপূজাং বিধায় চ।
বিশেষতোঽর্চ্চয়েদ্দেবং পবিত্রাণি চ পূজয়েৎ ॥২২৫॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্র অর্পণ—দ্বাদশীদিনে প্রাতঃকর্ম্ম সমাপন করিয়া নিত্যপূজা সমাপনান্তে প্রভুর বিশেষ পূজা করিবে এবং পবিত্রগুলিকেও পূজা করিবে ॥ ২২৫ ॥

টীকা—দ্বাদশীদিনকৃত্যং লিখতি—প্রাতরিত্যাদিনা বৈষ্ণব ইত্যন্তেন। বিশেষত ইতি পবিত্রার্পণার্থং নিত্যপূজাঽধিকতয়েত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

———

মহাবাদিত্রঘোষেণ নামসঙ্কীর্ত্তনোৎসবৈঃ।
মূলসম্পুটিতৈনৈব পবিত্রাণ্যর্পয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ—মহা আড়ম্বরে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাম-সংকীর্ত্তনসহ মহানন্দে মূলমন্ত্র সম্পুট দিয়া ক্রমে ক্রমে পবিত্রসমূহ অর্পণ করিবে ॥ ২২৬ ॥

টীকা—ক্রমাদিতি—জ্যেষ্ঠাদিক্রমেণ, যতীনাঞ্চ কনিষ্ঠাদিক্রমেণ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২৬ ॥

———

বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণায় বৈষ্ণবঃ।
পূজাং কৃত্বা পরীবারদেবানাং তান্যথার্পয়েৎ ॥২২৭॥

অনুবাদ—বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসহ ভক্তিভরে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া পরে পরিকর দেবগণের পূজা করিয়া পবিত্রগুলি অর্পণ করিবে ॥ ২২৭ ॥

টীকা—অথ পরিবারদেবতানাং পূজাং কৃত্বা তানি তদর্থকৃতানি পবিত্রাণি তেভ্যোঽর্পয়েৎ ॥ ২২৭ ॥

———

অথ অর্পণমন্ত্রঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নমস্তুভ্যং গৃহাণেদং পবিত্রকম্।
পবিত্রীকরণার্থায় বর্ষপূজাফলপ্রদ ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—অথ অর্পণমন্ত্র—হে কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার, বার্ষিক পূজাফল পবিত্রকরণের জন্য, হে বর্ষপূজাফলপ্রদ! আপনি এই পবিত্র গ্রহণ করুন। ॥ ২২৮ ॥

———

পবিত্রকং কুরুষ্বাদ্য যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
শুদ্ধো ভবাম্যহং দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥
ইতি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—হে আদ্য! আমাকর্ত্তৃক যে দুষ্কৃত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা পবিত্র করুন, হে দেব! হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদে আমি শুদ্ধ হইব ॥২২৯

———

মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা স্তুত্বা নত্বার্থয়েৎ প্রভুম্।
বনমালাং যথা দেব কৌস্তুভং সততং হৃদি।
তদ্বৎ পবিত্রং তন্তুঞ্চ পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহ ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাপূজা করিয়া স্তবস্তুতি ও নমস্কার করিয়া প্রভুকে প্রার্থনা করিবে, হে দেব! যেমন বনমালাকে ও কৌস্তুভমণিকে হৃদয়ে সতত ধারণ করেন, সেইরূপ পবিত্র সূত্রকে ও পূজাকে হৃদয়ে ধারণ করুন ॥ ২৩০ ॥

টীকা—তত্তস্তদনন্তরং ভগবতো মহাপূজাং কৃত্বা প্রভুং প্রার্থয়েদিতি লিখিতং; তৎপ্রার্থনমেব লিখতি—বনমালামিতি দ্বাভ্যাম্। সততমিতি পাঠে বহসীত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ২৩০ ॥

———

জানতাঽজানতা বাপি ন কৃতং যত্তবার্চ্চনম্ ।
কেন বা বিঘ্নদোষেণ পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—জানিয়া বা না জানিয়া তোমার অর্চ্চন করি নাই অথবা কোন বিঘ্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই, তাহা হইলে সেই আমার পূজাও যেন পরিপূর্ণ হয় ॥ ২৩১ ॥

টীকা—কেনচিদ্বিঘ্নদোষেণ যন্ন কৃতং, আদি-শব্দেন 'দেবদেব জগন্নাথ' ইত্যাদি, তচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ২৩১ ॥

———

তথাগ্নিং বিধিনাভ্যর্চ্চ্য পবিত্রং তস্য চার্পয়েৎ ।
কৃষ্ণে নিবেদয়ন্মন্ত্রহীনমিত্যাদিনা কৃতম্ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ অগ্নিদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার পবিত্র তাঁহাকে অর্পণ করিবে। অনন্তর 'মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং' ইত্যাদি প্রসিদ্ধবাক্যে কৃতকর্ম্ম সকল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে ॥ ২৩২ ॥

টীকা—বিধিনা অগ্নিসংস্কারাদি-প্রকারেণ, স চাদাবেব লিখিতোঽস্তি। নিত্যহোমনির্বর্তনপূর্ব্বকং পবিত্রং মূলমন্ত্রেণ তস্মৈ সমর্পয়েৎ, ততশ্চ 'মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনম্' ইত্যাদি-লিখিত-প্রসিদ্ধবচনেন কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদয়েৎ ॥ ২৩২ ॥

———

গুরুঞ্চ ভক্ত্যা সম্পূজ্য পবিত্রং গুরবেঽর্পয়েৎ ।
বৈষ্ণবেভ্যঃ পবিত্রাণি দত্ত্বৈকং ধারয়েৎ স্বয়ম্ ॥২৩৩

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিসহ পূজা করিয়া তাঁহাকে পবিত্র অর্পণ করিবে। বৈষ্ণবগণকে পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র দান করিয়া একটি পবিত্র স্বয়ং যজমান ধারণ করিবেন ॥ ২৩৩ ॥

টীকা— একং পবিত্রং স্বয়ং যজমানো ধারয়েৎ ॥ ২৩৩ ॥

———

সম্পূজ্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ শক্ত্যা সংভোজ্য বন্ধুভিঃ ।
সমং মহাপ্রসাদান্নং সুখং ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—যথাশক্তি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়া বৈষ্ণব যজমান বন্ধুগণের সহিত মহাপ্রসাদান্ন স্বয়ং ভোজন করিবেন ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—বন্ধুভিঃ সমং ভুঞ্জীত ॥ ২৩৪ ॥

———

অথ পবিত্রবিসর্জ্জনবিধিঃ

তন্ত্রে—

মাসং পক্ষমহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ধারয়েত্তথা ।
দেবেশং সূত্রসন্দর্ভং দেশকালানুসারতঃ ।
প্রত্যহং স্নানকর্ম্মাদি সূত্রাণ্যুত্তার্য্য কারয়েৎ ॥২৩৫॥

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্র বিসর্জ্জন বিধি—তন্ত্র-শাস্ত্রে—একমাস, একপক্ষ, ত্রিরাত্র বা এক অহোরাত্র দেশকাল অনুসারে শ্রীভগবানকে সূত্রসমূহ ধারণ করাইবে। প্রত্যহ স্নানাদিকালে প্রভুর সূত্রসমূহ উত্তারণ করাইবে ॥ ২৩৫ ॥

———

অভিষিচ্যাথ তোয়েন পুনর্দেবে নিবেদয়েৎ ॥২৩৬॥

অনুবাদ—অনন্তর জলদ্বারা প্রভুর স্নান করাইয়া পুনরায় পবিত্র নিবেদন করিবে ॥ ২৩৬ ॥

টীকা—সূত্রসন্দর্ভং পবিত্রাণীত্যর্থঃ। দেবস্য স্নানাদিকর্ম্ম, সূত্রাণি তোয়েনাভিষিচ্য তান্যেব প্রোক্ষ্য ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

———

তথান্তে দেবমভ্যর্চ্চ্য বিশেষাৎ পুষ্পচন্দনৈঃ ।
নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা তৎসূত্রন্তু বিসর্জ্জয়েৎ ॥২৩৭॥

অনুবাদ—বিসর্জ্জন দিনে বিশেষভাবে ইষ্টদেবকে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিবিধ নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া ঐ পবিত্র বিসর্জ্জন করিবে ॥ ২৩৭ ॥

———

তত্র পবিত্রবিসর্জ্জনমন্ত্রঃ

ওঁ সাম্বৎসরীং শুভাং পূজাং সম্পাদ্য বিধিবন্মম ।
ব্রজেদানীং পবিত্র ত্বং বিষ্ণুলোকং বিসর্জ্জিতম্ ॥২৩৮

অনুবাদ—প্রণবসহ হে পবিত্র। তুমি আমার মঙ্গলপ্রদ সাম্বৎসরী পূজাকে যথাবিধি সম্পূর্ণ ফলপ্রদ করিয়া এখন বিষ্ণুলোকে গমন কর ॥ ২৩৮ ॥

———

যাবদ্দেবে পবিত্রাণি তাবত্তিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মচারী হবিষ্যাশী দেবপূজাপরায়ণঃ ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিগ্রহে যতদিন পবিত্রসমূহ থাকিবে, ততদিন যজমান সংযতভাবে ব্রহ্মচারী হবিষ্যান্নভোজী ও দেবপূজা পরায়ণ থাকিবে ॥ ২৩৯ ॥

টীকা—বিসর্জ্জনমন্ত্রঃ—'ওঁ সাংবৎসরীম্' ইত্যাদি। যাবৎ পবিত্রাণি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ ॥ ২৩৮-২৩৯ ॥

———

অথ তৎফলম্

উক্তঞ্চ বৌধায়নেন—

এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরী ॥
ইতি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহার ফল—বৌধায়ন বলিয়াছেন—যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিবর্ষ এইরূপ উৎসব করেন, তিনি যে স্থানে শ্রীনৃসিংহদেব অধিষ্ঠিত আছেন, সেই পরমধামে নিঃসংশয়ে গমন করেন ॥ ২৪০ ॥

———

অথ তত্র মুখ্যগৌণকালনির্ণয়ঃ

মুখ্যকালস্য চৈতস্য বিঘ্নতোঽপগমে সতি।
ভাদ্রাদাবপি কর্ত্তব্যং পবিত্রারোপণং প্রভোঃ ॥২৪১॥

অনুবাদ—অনন্তর এই উৎসবে মুখ্য-গৌণ-কাল নির্ণয়—এই পবিত্রারোপণের মুখ্যকাল শ্রাবণমাসের শুক্লা দ্বাদশী বিঘ্নবশতঃ অতিক্রম হইলে পর ভাদ্রমাসেও ঐ তিথিতে প্রভুর উৎসব কর্ত্তব্য ॥ ২৪১ ॥

টীকা—এতস্য শ্রাবণশুক্লদ্বাদশী-লক্ষণস্য মুখ্যকালস্য ॥ ২৪১ ॥

———

তথা চ বিষ্ণুরহস্যে—

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে কর্কটস্থে দিবাকরে।
দ্বাদশ্যাং বাসুদেবায় পবিত্রারোপণং স্মৃতম্ ॥২৪২॥

অনুবাদ—ঐরূপ বিষ্ণুরহস্য প্রমাণে—সূর্য্যদেব কর্কটরাশিতে অবস্থানকালে শ্রাবণ শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণে পবিত্রারোপণ করিবে ॥ ২৪২ ॥

———

সিংহস্থে বা রবৌ কার্য্যং কন্যামপি গতেঽথবা।
তস্যামেব তিথৌ সম্যক্ তুলাস্থে ন কথঞ্চন ॥২৪৩॥

অনুবাদ—রবি সিংহরাশিতে অবস্থানকালে অথবা কন্যাতে অবস্থানকালে ভাদ্রে বা আশ্বিনে ঐ শুক্লা দ্বাদশীতে পবিত্রারোপণ উৎসব করিবে। কার্ত্তিকে কোন প্রকারে নহে ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—তস্যাং দ্বাদশ্যামেব ॥ ২৪৩ ॥

———

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে চ—

কর্কটকং গতে সূর্য্যে তথা সিংহগতেঽপি বা।
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য হরের্দদ্যাৎ পবিত্রকম্ ॥২৪৪॥

অনুবাদ—মন্ত্র তন্ত্র প্রকাশেও—শ্রাবণমাসে বা সেইরূপ ভাদ্রমাসেও শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রীহরিকে পবিত্র দান করিবে ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—কর্কটকঃ কর্কটরাশিস্থং গতে ॥ ২৪৪ ॥

———

অথ চেদ্বিঘ্নপাতেন মুখ্যকালো ন লভ্যতে।
কন্যাগতেঽপি কুর্ব্বীত যাবন্নোত্তিষ্ঠতে হরিঃ ॥
ইতি ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যদি বিঘ্নবশত মুখ্যকাল না পাওয়া যায়, আশ্বিন মাসেও করিবে, যে পর্য্যন্ত হরির উত্থান না হয় ॥ ২৪৫ ॥

টীকা—শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামৃষিতর্পণঞ্চ শাখা-ভেদাদিনা বহুবিধং স্যাৎ, তচ্চ 'পিণ্ডদানং পিতৃণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্। ব্রতং ন কার্ত্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামৃষিতর্পণম্ ॥' ইত্যাদি-বচনতোঽকরণপ্রত্য-বায়মধ্যে স্কান্দাদিবিধানাদ্যদ্যপি নিত্যতাং লভেত, তথাপি মহদ্ভির্বৈষ্ণবধর্ম্মেষ্বসংগৃহীতত্বাদ্বৈষ্ণবানামা-দরবিশেষাভাবেনাত্র বিবৃত্য ন লিখিতম্ ॥ ২৪৫ ॥

———

অথ ভাদ্রকৃত্যম্

ভাদ্রে ভগবতো জন্মদিনে কার্য্যো মহোৎসবঃ।
বিশেষেণ মহাপূজাং ব্রতপূর্ণেন বৈষ্ণবৈঃ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভাদ্রমাসকৃত্য—ভাদ্রমাসে শ্রীভগবানের জন্মদিনে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কৃষ্ণাষ্টমী এবং শ্রীবামনদেবের জন্ম শ্রবণাদ্বাদশীদিনে ব্রতপূর্ণ হইলে পর বিশেষভাবে মহাপূজা বৈষ্ণবগণসহ মহোৎসব কর্ত্তব্য ॥ ২৪৬ ॥

টীকা—ভগবতো জন্মদিনং রোহিণ্যষ্টমী শ্রাবণাদ্বাদশী চ তস্মিন্ ॥ ২৪৬ ॥

———

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতম্

সর্ব্বৈরবশ্যং কর্ত্তব্যং জন্মাষ্টমীব্রতং নরৈঃ।
নিত্যত্বাৎ পাপহারিত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রাপণাদপি ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জন্মাষ্টমী ব্রত—জন্মাষ্টমীব্রত সকল মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ জন্মাষ্টমীব্রত নিত্য, পাপহারী ও সর্ব্বপ্রয়োজন প্রদ ॥ ২৪৭ ॥

———

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতোৎপত্তিঃ

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—
জন্মাষ্টমীব্রতং ব্রূহি বিস্তরেণ মমাচ্যুত।
কস্মিন্‌কালে সমুৎপন্নং কিং পুণ্যং কো বিধিঃ স্মৃতঃ ? ২৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতের উৎপত্তি ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীযুধিষ্ঠির সংবাদে—হে অচ্যুত ! আমার নিকট জন্মাষ্টমীব্রত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন, এইব্রত কোন সময় উৎপন্ন হইল ? কি ফল, কি বিধি ? ২৪৮ ॥

টীকা—তত্র কিং পুণ্যং, বিধিশ্চ কঃ ॥ ২৪৮ ॥

———

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—
হতে কংসাসুরে দুষ্টে মথুরায়াং যুধিষ্ঠির।
দেবকী মাং পরিষ্বজ্য ক্রোড়োৎসঙ্গে রুরোদ হ ॥২৪৯

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির ! মথুরাতে দুষ্ট কংসাসুর বধ হইলে পর শ্রীদেবকী দেবী আমাকে বাৎসল্য স্নেহে কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৯ ॥

———

তত্রৈব রঙ্গবাটে সা মঞ্চারূঢ়া জনোৎসবে।
মল্লযুদ্ধে পুরা বৃত্তে সংস্তুতা কুকুরান্ধকৈঃ ॥ ২৫০ ॥
স্বজনৈর্বহুভিঃ স্নিগ্ধৈস্তেষাং স্ত্রীভিঃ সমাবৃতা।
বসুদেবোঽপি তত্রৈব বাৎসল্যাৎ প্ররুরোদ মে।
সমাগম্য পরিষ্বজ্য পুত্র পুত্রেত্যুবাচ হ ॥ ২৫১ ॥
স গদ্গদস্বরো দীনো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
বলভদ্রঞ্চ মাঞ্চৈব পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ সেই রঙ্গস্থলে জনসংঘট্ট মঞ্চ রূঢ়া দেবকীদেবী মল্লযুদ্ধ শেষ হইলে পর কুকুর ও অন্ধক বংশীয় জনগণ কর্ত্তৃক সংপূজিতা এবং বহু স্নিগ্ধ আত্মীয় স্বজনগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা দেবকীদেবী এবং শ্রীবসুদেবও ঐস্থলে বাৎসল্য স্নেহে আমাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হে পুত্র ! হে পুত্র বলিলেন ! বসুদেব গদগদস্বরে দীনভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলভদ্র ও আমাকে কোলে লইয়া বলিলেন ॥ ২৫০-২৫২ ॥

টীকা—মে ময়ি বাৎসল্যাৎ, মে মামিতি বা পরার্দ্ধেনান্বয়ঃ। হেতি পাঠে স্ফুটম্ ॥ ২৫১ ॥

———

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যদুভাভ্যাং সুতাভ্যাং মে সমুদ্ভূতঃ সমাগমঃ ॥২৫৩॥

অনুবাদ—অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবনও সুধন্য, যেহেতু দুই পুত্রসহ আমার মিলন হইল ॥ ২৫৩ ॥

———

এবং হর্ষেণ দম্পত্যোর্হৃষ্টং সর্ব্বং তদা নৃপ ॥
প্রণিপত্য জনাঃ সর্ব্বে মামূচুস্তে প্রহর্ষিতাঃ ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! এইভাবে বসুদেব দেবকীর আনন্দদর্শনে জনগণ আমাকে প্রণাম করিয়া তাহারা আনন্দে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫৪ ॥

———

অদ্য প্রহর্ষো হ্যস্মাকমদ্য জাতো জনার্দ্দনঃ।
অদ্য মল্লাঙ্গযুদ্ধেন দুষ্টঃ কংসো নিপাতিতঃ ॥২৫৫॥
এবং মহোৎসবং দৃষ্ট্বা সমাজে মধুসূদন।
প্রসাদঃ ক্রিয়তামস্যা লোকস্যান্যোঽপি শীঘ্রতঃ ॥২৫৬

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন। অদ্যই আমাদের আনন্দ পরিপূর্ণরূপে উদয় হইল, অদ্য মল্লযুদ্ধ প্রসঙ্গে দুষ্ট কংস বধ হইল। হে মধুসূদন! এই ভাবে সমাজে মহানন্দ দর্শন করিয়া আপনি প্রসন্ন হইয়া জনগণের অন্য সংশয়ও সমাধান করুন ॥ ২৫৬ ॥

যস্মিন্ দিনে প্রসূয়েত দেবকী ত্বাং জনার্দ্দন।
তদ্দিনং দেহি বৈকুণ্ঠ কুর্ম্মস্তে তত্র চোৎসবম্।
সম্যগ্‌ভক্তিপ্রপন্নানাং প্রসাদং কুরু কেশব ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন। যে দিনে দেবকীমাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, হে বৈকুণ্ঠ। ঐ দিনটি আমাদিগকে জানাইয়া দিন, তাহাতে আমরা তোমার উৎসব করিব। হে কেশব। সম্পূর্ণ ভক্তিতে শরণাগত আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৫৭ ॥

এবমুক্তে জনৌঘেন বসুদেবোঽপি বিস্মিতঃ।
বিলোক্য বলভদ্রং তং সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥ ৫৮ ॥
এবমস্তিতি লোকানাং কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—জনসংঘট্ট এইরূপ বলিলে বসুদেবও বিস্মিত হইয়া বলভদ্রের দিকে দৃষ্টি দিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত দেহে বলিলেন—জনগণের বাসনা পূর্ণ হউক—যথারীতি বল ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

ততস্তাতসমাদেশান্ময়া জন্মাষ্টমীব্রতম্।
মথুরায়াং জনৌঘায় পার্থ সম্যক্ প্রকাশিতম্ ॥২৬০

অনুবাদ—হে পার্থ। পিতার আদেশে মথুরায় জনসংঘট্ট মধ্যে আমি জন্মাষ্টমী ব্রত সম্পূর্ণ প্রকাশ করিলাম ॥ ২৬০ ॥

টীকা—এবমস্তীত্যাদি-তাতসমাদেশাৎ জনৌঘায় জনসমূহং প্রতি প্রশাসিতং সমাদিষ্টম্। পাঠান্তরে পূর্ব্বং গূঢ়ং সৎ ময়াঽধুনা প্রকটিতম্ ॥২৫৯-২৬০॥

পৌরাশ্চ তজ্জন্মদিনং বর্ষে গর্ভাষ্টমে গতে।
পুনর্জ্জন্মাষ্টমীং লোকাঃ কুর্ব্বন্তু ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যজাতীয়াঃ শূদ্রা যেঽন্যেঽপি ধর্ম্মিণঃ ॥২৬১

অনুবাদ—পুরবাসীগণও ঐ আমার জন্মদিন ব্রত অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে অশীতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সকলে করুন—ব্রাহ্মণাদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং যাহারা অন্য ধর্ম্মিগণ সকলেই ব্রত পালন করুন ॥২৬১

টীকা—কথম্? তত্রাহ—পৌরাশ্চেতি। গর্ভাদষ্টমে বর্ষে গতে সতি, অষ্টবর্ষবয় আরভ্যেত্যর্থঃ। যথোক্তমেকাদশীব্রতাধিকারিনির্ণয়ে—'অষ্টবর্ষাধিকো বালঃ' ইত্যাদি ॥ ২৬১ ॥

সিংহরাশিগতে সূর্য্যে গগনে জলদাগমে।
মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেঽর্দ্ধরাত্রকে ॥২৬২॥
শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতে।
বসুদেবেন দেবক্যামহং জাতো জনাঃ স্বয়ম্ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—সূর্য্য সিংহরাশিস্থিত হইলে মেঘাগমে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্র বৃষরাশিতে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত হইলে জনগণ বসুদেব হইতে দেবকীতে আমি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করি ॥ ২৬২-২৬৩ ॥

টীকা—হে জনাঃ। স্বয়ং স্বেচ্ছয়া সম্পূর্ণতয়া বেত্যর্থঃ। পাঠান্তরে তু দুষ্টজনসংহারার্থঃ ॥ ২৬৩ ॥

এবমেতৎ সমাখ্যাতং লোকে জন্মাষ্টমীব্রতম্।
ভগবত্যাশ্চ তত্রৈব কুরুধ্বং সুমহোৎসবম্।
মথুরায়াং ততঃ পশ্চাল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥২৬৪

অনুবাদ—এইভাবে জন্মাষ্টমী ব্রত লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। দেবী ভগবতীরও ঐ দিনেই উত্তম মহোৎসব অনুষ্ঠান কর, মথুরাতে তৎপরে জগতে প্রচার হইবে ॥ ২৬৪ ॥

টীকা—ভগবত্যাঃ—শ্রীদেবক্যাঃ; অতস্তদুৎসঙ্গ এব ভগবৎপূজনবিধিঃ। যদ্বা, শ্রীদুর্গাদেব্যাঃ প্রভাতে নবমীদিনে। যথা মম তথা কার্য্যো ভগবত্যা মহোৎসবঃ ॥' ইতি বিধিকথনাত্তোক্তেঃ ॥ ২৬৪ ॥

ইত্যাকর্ণ্য যথাখ্যাতং তথা লোকৈরনুষ্ঠিতম্।
শান্তিরস্তু সুখঞ্চাস্তু লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥
ইতি ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—ইহা শুনিয়া যথারীতি লোকগণ জন্মাষ্টমী ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। শান্তি হউক, সুখোদয় হউক, লোকসমূহ নিরাময় হউক ॥ ২৬৫ ॥

টীকা—এতদনুষ্ঠানেন চ সর্ব্বেষাং পরমসুখং সর্ব্বদুঃখোপরমশ্চেত্যভিপ্রায়েণ ব্রতফলমাহ—শান্তিরিতি ॥ ২৬৫ ॥

নিত্যত্বঞ্চ পরস্তস্য ভগবৎপ্রীণনাত্মতম্।
বিধিবাক্যবিশেষাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় তিন প্রকারে—শ্রীভগবান প্রীত হন, শাস্ত্রে বিশেষ বিধি বাক্য থাকায় এবং অকরণে দোষ শ্রবণ হেতু ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—তস্য চ নিত্যতাং ত্রিধা লিখতি—নিত্যত্বঞ্চেতি। পরং কেবলং পরমং বা, ভগবৎপ্রীতিহেতুশ্রবণেন বৈষ্ণবানামবশ্যং ভক্ত্যা প্রবৃত্তেঃ। বিধিবাক্যাবশেষশ্চাত্র—'বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা' ইতি। তস্মাৎ শ্রাবণস্যেতি মুখ্যচান্দ্রমাসাভিপ্রায়েণ, এবমগ্রেহপি ॥ ২৬৬ ॥

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতনিত্যত্বম্, তত্র শ্রীভগবৎপ্রীণনং বিধিশ্চ

স্কান্দে—

প্রহলাদাদ্যৈশ্চ ভূপালৈঃ কৃতা জন্মাষ্টমী শুভা।
শ্রদ্ধয়া পরয়া বিষ্ণোঃ প্রীতয়ে কৃষ্ণবল্লভা ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতের নিত্যতা, তন্মধ্যে শ্রীভগবৎপ্রীতিহেতু ও বিধি, স্কন্দপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণবল্লভা জন্মাষ্টমীব্রত-উৎসব পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রহলাদাদি মহারাজগণও শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ২৬৭ ॥

কিঞ্চ—

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা শ্রাবণস্যাসিতাষ্টমী।
বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ॥২৬৮॥

অনুবাদ—আরও—রোহিণী নক্ষত্রসংযুক্তা শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী ব্রতোৎসব শ্রীচক্রপাণির তুষ্টির জন্য প্রতিবর্ষে কর্ত্তব্য ॥ ২৬৮ ॥

অথাকরণপ্রত্যবায়ে প্রথমং ভোজনে প্রত্যবায়ঃ

শ্রীবিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

শূদ্রান্নেন তু যৎ পাপং শবহস্তস্থভোজনে।
তৎ পাপং লভতে পুংভির্জয়ন্ত্যাং ভোজনে কৃতে ॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অকরণে দোষ, প্রথমতঃ ভোজনে দোষ, শ্রীবিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—শূদ্রান্ন ভোজনে যে পাপ হয় এবং মৃত ব্যক্তির হস্তস্থিত দ্রব্য ভোজনে যে পাপ হয়—শ্রীজন্মাষ্টমীতে ভোজন করিলে মানবগণের সেই পাপ লাভ হয় ॥ ২৬৯ ॥

টীকা—'বিষ্ণোঃ প্রীতয়ে' ইতি 'কৃষ্ণবল্লভা' ইতি, 'তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ' ইতি ভগবৎপ্রীণনদ্বারা, 'বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা' ইতি বীপ্সাবিধিবাক্যদ্বারা চ 'বসন্তে জ্যোতিষা যজেত' ইতিবদ্বীপ্সয়া নিত্যত্বম্ লিখিত্বা ইদানীমকরণপ্রত্যবায়দ্বারা নিত্যতাং লিখতি—শূদ্রান্নেনেত্যাদিনা চতুর্দ্দশেত্যন্তেন। অত্র চ প্রত্যবায়ো দ্বিধা—ভোজনেন শক্তৌ পূজাদিমহোৎসবাকরণেন চ ঈদৃগ্বিধ নিয়মএব ব্রতশব্দেনাভিধীয়তে, তত্রাদৌ পরমং নিন্দ্যং ভোজনপ্রত্যবায়ং লিখতি—শূদ্রেতি ষড়্ভিঃ। শূদ্রস্যাবৈষ্ণবস্যান্নেন, যদ্বা, অনাপদি ব্রাহ্মণস্য, তেন যৎ পাপং স্যাৎ ॥ ২৬৭-২৬৯ ॥

গৃধ্রমাংসং খরং কাকং শ্যেনং বা মুনিসত্তম।
মাংসঞ্চ দ্বিপদাং ভুক্তং ভুক্তং জন্মাষ্টমীদিনে॥২৭০

অনুবাদ—হে মুনি সত্তম। জন্মাষ্টমীদিনে ভোজন করিলে শকুন মাংস, গাধা, কাক, শ্যেনপক্ষী বা মনুষ্য মাংস ভোজন করা হয় ॥ ২৭০ ॥

টীকা—জন্মাষ্টমীদিনে যেন 'ভুক্তং, তস্য গৃধ্রমাংসাদ্যভক্ষ্যভক্ষণপাপং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৭০ ॥

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম।
ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয়ঃ ॥২৭১॥

অনুবাদ—হে দ্বিজোত্তম! জন্মাষ্টমীদিনে যিনি ভোজন করেন, ত্রৈলোক্য জাত পাপ তিনি ভোজন করেনই, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৭১ ॥

টীকা—পাপমেব ভুক্তং তদ্দিনেঽন্নস্য সর্ব্বপাপ-ময়ত্বাৎ পাপফলোপভোগস্য সদ্যঃ প্রত্যাসত্তের্বা ॥২৭১

কিঞ্চ—

জয়ন্তীবাসরে প্রাপ্তে করোত্যুদরপূরণম্।
পীড্যতে তিলমাত্রন্তু যমদূতৈঃ কলেবরম্ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—আরও—জয়ন্তী দিন উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তিলমাত্রও উদর পূরণ করে তাহার শরীরকে তিল তিল করিয়া যমদূতগণ পীড়া দেয় ॥ ২৭২ ॥

টীকা—যঃ করোতি, তস্য কলেবরং তিলমাত্রং তিলশঃ পীড্যতে। তিলমাত্রমিত্যস্য পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। তিলমাত্রমল্পমপ্যুদরপূরণং যঃ করোতীত্যর্থং ॥ ২৭২॥

যো ভুঙ্‌ক্তে চ বিমূঢ়াত্মা জয়ন্তীবাসরে নৃপ।
ন তস্য নরকোত্তারো দ্বাদশীঞ্চ প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে বিমূঢ়মতি জয়ন্তী দিনে ভোজন করে, দ্বাদশী ব্রত করিলেও তাহার নরক হইতে উদ্ধার নাই ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—অপ্যর্থে চকারঃ, দ্বাদশীমপি প্রকুর্ব্বতঃ দ্বাদশীব্রতেনাপি জন্মাষ্টমীব্রতোল্লঙ্ঘনমহাপরাধানপ-গমাৎ ॥ ২৭৩॥

অতীতানাগতন্তেন কুলমেকোত্তরং শতম্।
পাতিতং নরকে ঘোরে ভুঞ্জতা কৃষ্ণবাসরে ॥২৭৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীদিনে ভোজনকারী অতীত ও অনাগত একশত কুলকে ঘোর নরকে পাতিত করে ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—কৃষ্ণবাসরে—শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনে ॥ ২৭৪ ॥

অথোপবাসপূর্ব্বকপূজাবিশেষমহোৎসবাদি-ব্রতত্যাগপ্রত্যবায়ঃ

তত্রৈব—

যে ন কুর্ব্বন্তি জানন্তঃ কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
তে ভবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালা মহতি কাননে ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপবাস ও পূজাবিশেষ-সহ মহোৎসবাদিব্রতত্যাগ শ্রীবিষ্ণুরহস্যেই দোষ—হে মহাপ্রাজ্ঞ! শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত জানিয়াও যে মানব-গণ না করে, তাহারা মহা অরণ্যে সর্প হয় ॥ ২৭৫ ॥

টীকা-- জানন্তঃ জানন্তোঽপীত্যজ্ঞানেনাকরণাৎ পাপমল্পমিত্যভিপ্রেতম্; যদ্বা, জ্ঞানবন্তোঽপি ব্যালা ভবন্তীত্যর্থঃ। ব্রতমিত্যনেন যদ্যপ্যভোজনং পূজা-মহোৎসবাদিকমপি সর্ব্বং গৃহ্যতে, তথাপ্যত্র ভোজ-নাদি-শব্দাভাবাৎ পূজাদিমহোৎসবপরমেব তদ্‌গ্রাহ্যম্, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৭৫ ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গোবধঃ স্ত্রীবধোঽপি বা।
ন লোকো মুনিশার্দূল জয়ন্তীবিমুখস্য চ ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ--হে মুনিবর! ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গোবধ, স্ত্রীবধাদিপাপ জয়ন্তী ব্রত বিমুখব্যক্তিকে অধিকার করে এবং তাহার ইহপরলোকের সুখ হয় না ॥ ২৭৬ ॥

টীকা—তদ্‌ব্রতবিমুখশ্চ ব্রহ্মঘ্নঃ, সুরাপশ্চ, তস্য গোবধঃ স্ত্রীবধোঽপি জাতঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। অতো লোক ঐহিকামুষ্মিকসুখং সর্ব্বমেব ন ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ২৭৬ ॥

বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
ন করোতি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালী ভবতি কাননে ॥২৭৭॥

অনুবাদ—হে মহাপ্রাজ্ঞ! যে নারী প্রতি বর্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত না করে সে অরণ্যে ভুজঙ্গী হয় হয় ॥ ২৭৭ ॥

টীকা—সভর্ত্তৃকাপি যোষিৎ কুর্য্যাদিতি লিখতি—বর্ষে বর্ষে ত্বিতি। অয়ং শ্লোকঃ কৃচিন্ন তিষ্ঠেদপি ॥ ২৭৭ ॥

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ ॥২৭৮॥

অনুবাদ—শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত যে মানব না করে, সে ক্রূর রাক্ষসরূপে জন্ম-গ্রহণ করে ॥ ২৭৮ ॥

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে ন করোতি যদাষ্টমীম্ ।
ক্রূরায়ুধাঃ ক্রূরমুখা হিংসন্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—শ্রাবণে কৃষ্ণপক্ষে যদি জন্মাষ্টমী ব্রত না করে, তাহাকে ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী ক্রূরমুখ যমদূতগণ হিংসা করে ॥ ২৭৯ ॥

ন করোতি যদা বিষ্ণোর্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্ ।
যমস্য বশমাপন্নঃ সহতে নারকীং ব্যথাম্ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ব্রত না করে, সে যমরাজের অধীন হইয়া নরক যাতনা ভোগ করে ॥ ২৮০ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যব্রতমুপাসতে ।
নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥২৮১

অনুবাদ—আরও ঐ গ্রন্থে—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত ত্যাগ করিয়া যে মানব অন্য ব্রত উপবাস করে, সে ইহ পরলোকের কোন পুণ্যই লাভ করিতে পারে না ॥ ২৮১ ॥

কিঞ্চ—

তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনোর্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্ ।
কর্ত্তব্যং বিত্তশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি ।
অকুর্ব্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—আরও—শ্রীদেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য জন্মাষ্টমী ব্রত যথাশক্তি অল্প বিত্তব্যয়েও ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তগণেরও কর্ত্তব্য, ত্যাগ করা উচিত নহে, না করিলে এককল্প নরকবাস হয় ॥ ২৮২ ॥

টীকা—বিত্তশাঠ্যেনেতি পাঠে অল্প বিত্তব্যয়েনাপি কর্ত্তব্যং, ন তু বিত্তব্যয়ভয়াৎ ত্যক্তব্যমিত্যর্থঃ। বিত্তমানেনেতি পাঠে তু ধনানুসারেণেত্যর্থঃ। ভক্তজনৈরকিঞ্চনবৈষ্ণবৈরপি ভক্ত্যা কর্ত্তব্যমেব। ২৮২ ॥

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যম্

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে জন্মাষ্টমীব্রতকথনে—

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত-মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির-সংবাদে জন্মাষ্টমী ব্রত কথনে—হে কুরুনন্দন! একটি উপবাস করিলেই সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৮৩ ॥

পুত্রসন্তানমারোগ্যং সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ।
সত্যধর্ম্মরতো ভূত্বা মৃতো বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত-ফলে পুত্রসন্তান, আরোগ্য, অতুল সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ২৮৪ ॥

তত্র নিত্যং বিমানেন বর্ষলক্ষং যুধিষ্ঠির ।
ভোগান্নানাবিধান্ ভুক্ত্বা পুণ্যশেষাদিহাগতঃ ॥২৮৫॥

অনুবাদ—হে যুধিষ্ঠির! তথায় ঐ মানব নিত্য বিমানযোগে ভ্রমণ করে এবং লক্ষবর্ষ নানাবিধ ভোগ সুখে থাকিয়া পুণ্যশেষে ইহলোকে আগমন করে ॥ ২৮৫ ॥

সর্ব্বকামসমৃদ্ধে তু সর্ব্বাসুখবিবর্জ্জিতে ।
সর্ব্বধর্ম্মযুতে পার্থ সর্ব্বগোকুলসঙ্কুলে ॥ ২৮৬ ॥
তস্মিন্ রাষ্ট্রে প্রভুর্ভুঙ্ক্তে দীর্ঘায়ুর্মনসেপ্সিতান্ ।
ভোগানন্তে চ পরমং পদং যাত্যপুনর্ভবম্ ॥ ২৮৭ ॥
তৎকুলে রূপবিখ্যাতা জায়ন্তে হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! ইহলোকে সর্ব্বকামসমৃদ্ধি, সর্ব্বদুঃখ বর্জ্জিত, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত, সর্ব্বগোকুল সাম্রাজ্যে প্রভুত্ব ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ বাঞ্ছিত ভোগান্তে পরমপদ গমন করে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তাহার কুলে রূপবান্ ও হৃদয়বান্ মহাত্মাগণ জন্ম-গ্রহণ করে ॥ ২৮৬-২৮৮ ॥

যস্মিন্ সদৈব দেশে তু লিখিতং বাপি চর্চ্চিতম্ ।
মম জন্মদিনং পুণ্যং সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতম্ ।
পূজ্যতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ জনৈরুৎসব-সংযুতম্ ॥২৮৯॥
পরচক্রভয়ন্তত্র ন কদাচিদ্ভবত্যুত ।
পর্জ্জন্যঃ কামবর্ষী স্যাদীতিভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ ॥২৯০

অনুবাদ—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! যে দেশে মানবগণ সর্ব্বদা আমার পবিত্র জন্মদিন বর্ণমালায় লিখিত বা চিত্রপটে অঙ্কিত ও সর্ব্বালঙ্কার শোভিত করিয়া উৎ-সব-সহ পূজা করে, সেই দেশে কখনও শত্রুভয় উৎ-পন্ন হয় না, মেঘ যথাকালে বর্ষণ করে, তথায় ঈতি ভয় হয় না ॥ ২৮৯-২৯০ ॥

টীকা—লিখিতং তত্তন্মূর্ত্যাদি-চিত্রণেন পটাদাব-ঙ্কিতং, চর্চ্চিতং চন্দনচূর্ণাদিভূষিতং সৎ ; যদ্বা, পুস্তকে লিখিতং বর্ণময়ত্বেন চর্চ্চিতং পটাদিষু চিত্রিতং বাপী-ত্যর্থঃ ॥ ২৮৯ ॥

টীকা—ঈতয়শ্চোক্তাঃ—'অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ । প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥' ইতি ॥ ২৯০ ॥

গৃহে বা পূজ্যতে যস্মিন্ দেবক্যাশ্চরিতং মম ।
তত্র সর্ব্বসমৃদ্ধিঃ স্যান্নোপসর্গাদিকং ভয়ম্ ॥ ২৯১ ॥
পশুতো নকুলাদ্ব্যালাৎ পাপরোগাচ্চ পাতকাৎ ।
রাজতশ্চৌরতো বাপি ন কদাচিদ্ভয়ং ভবেৎ ॥২৯২॥

অনুবাদ—অথবা যে গৃহে দেবকী কর্ত্তৃক আচ-রিত আমার জন্মদিন বৃত্তান্ত পূজা করে, সেখানে সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি হয়, বিবিধ উপদ্রব ও নরকাদি ভয় হয় না, এবং পশু হইতে, নকুল, সর্প, পাপজরোগ, পাপ, রাজা, চৌর ইত্যাদি হইতে কখনও ভয় হয় না ॥ ২৯১-২৯২ ॥

টীকা—দেবক্যা মম চরিতং তথৈব লিখিতং জন্মদিনব্রতম্, উপসর্গা বিবিধোপদ্রবাঃ, আদি-শব্দা-ন্নরকাদি তদ্রূপং ভয়ম্, উপসর্গাদিজমিতি বা পাঠঃ । উপসর্গানেবাভিব্যঞ্জয়তি — পশুত ইত্যাদি ॥২৯১-২৯২

কিঞ্চ—
যস্মিন্ গৃহে পাণ্ডুপুত্র লিখ্যতে দেবকীব্রতম্ ।
ন তত্র মৃতনিষ্ক্রান্তির্ন গর্ভপতনং তথা ॥ ২৯৩ ॥
ন চ ব্যাধিভয়ং তত্র ভবেদিতি মতং মম ।
ন বৈধব্যং ন দৌর্ভাগ্যং ন দম্ভঃ কলহো গৃহে ॥২৯৪

অনুবাদ—আরও—হে পাণ্ডুপুত্র ! দেবকী হইতে মদীয় জন্মদিন-ব্রত যে গৃহে লিখিত থাকে, সেই গৃহে মৃত সন্তান প্রসূত হয় না, গর্ভপাতের ভয় থাকে না, ব্যাধিভয়, বৈধব্য ভয়, দুর্ভাগ্য, দম্ভ, কলহ প্রভৃতি থাকে না ॥ ২৯৩-২৯৪ ॥

টীকা—দেবকীব্রতমিতি, আত্মনা সহ তস্যা অভেদাভিপ্রায়েণ । যদ্বা, তত্তপঃফলরূপং মজ্জন্মদিন-ব্রতমিত্যর্থঃ । পাঠান্তরং সুগমম্, মৃতনিষ্ক্রান্তির্ন ভবতি, কিন্তু জীবন্নেব গর্ভান্নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ । গর্ভস্য পতনং স্রাবশ্চ ন ভবতি ॥ ২৯৩ ॥

সম্পর্কেণাপি যঃ কুর্য্যাৎ কশ্চিজ্জন্মাষ্টমীব্রতম্ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সোঽপি পার্থ ন সংশয়ঃ ॥২৯৫

অনুবাদ—হে পার্থ ! কোন ব্যক্তির পরম্পরা-ক্রমে জন্মাষ্টমীতে যদি ব্রত করে সেই মানব বিষ্ণু-লোক গমন করে এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—সম্পর্কেণ—প্রসঙ্গেনাপি কেনচিৎ ॥২৯৫॥

জন্মাষ্টমীজনমনোনয়নোৎসবাঢ্যা
পাপাপহা সপদি নন্দিতনন্দগোপা ।
যো দেবকীং সদয়িতাং যজতীহ তস্যাং
পুত্রানবাপ্য সমুপৈতি পদং স বিষ্ণোঃ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—জনগণের মন ও নয়নের আনন্দদায়িনী জন্মাষ্টমী সদ্য পাপহারিণী এবং নন্দগোপের আনন্দ-বিধায়িনী । ইহলোকে ঐ তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীবসু-দেব সহ দেবকীর পূজা করে, সেই ব্যক্তি পুত্র সকল লাভ করিয়া শ্রীবিষ্ণুধামে গমন করে ॥ ২৯৬ ॥

টীকা—সদয়িতাম্—শ্রীবসুদেবযুক্তাম্ ॥ ২৯৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে—

রোহিণী চ যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥২৯৭॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে বার্দ্ধক্যেঽপি যৎ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দং তস্যামভ্যর্চ্চ্য
ভক্তিতঃ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ – বিষ্ণুধর্ম্মপুরাণে— হে দ্বিজোত্তম! যখন ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়, তখন তাহা জয়ন্তী নামে উক্ত হয়, ঐ তিথি সর্ব্বপাপ হরা, সুতরাং তাহাতে ভক্তিসহ শ্রীগোবিন্দকে পূজা করিলে, যাহা বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে সপ্তজন্মকৃত অল্প বা বহুপাপ সকলই ক্ষালন করে ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—কৌমারমত্র পৌগণ্ডং কৈশোরঞ্চ, তস্মিন্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৯৮ ॥

হোমযজ্ঞাদিদানানাং ফলঞ্চ শতসম্মিতম্।
সম্প্রাপ্নোতি ন সন্দেহো যচ্চান্যৎ
মনসেপ্সিতম্ ॥ ২৯৯ ॥
উপবাসশ্চ তত্রোক্তো মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—হোম, যজ্ঞাদি দানসমূহের ফলও শতগুণ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য যাহা যাহা মনের বাঞ্ছিত ফলও প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐ জয়ন্তী যোগে উপবাস ও মহাপাতক নাশন ॥ ২৯৯-৩০০ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

জয়ন্ত্যামুপবাসন্তু কৃত্বা যোঽর্চ্চয়তে হরিম্।
তস্য জন্মশতোদ্ভূতং পাপং নশ্যতি সর্ব্বথা ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—জয়ন্তী যোগে উপবাস করিয়া যিনি শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার শত-জন্মের কৃতপাপ সর্ব্বপ্রকারে নাশ পায় ॥ ৩০১ ॥

কৌমারে যৌবনে বাল্যে বার্দ্ধক্যে যদুপার্জ্জিতম্।
তৎ পাপং শময়েৎ কৃষ্ণস্তিথাবস্যাং সুপূজিতঃ ॥৩০২

অনুবাদ—এই তিথিতে সুপূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, পূজকের বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে উপার্জ্জিত যে পাপ, সেই সকলই ধ্বংস করেন ॥ ৩০২ ॥

স্নানং দানং তথা হোমঃ স্বাধ্যায়োঽথ জপস্তপঃ।
সর্ব্বং শতগুণং প্রোক্তং জয়ন্ত্যাং
যৎ কৃতং হরেঃ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে জয়ন্তীযোগে স্নান, দান, হোম, বেদপাঠ, জপ, তপঃ সকলই শতগুণ ফলপ্রদ উক্ত হইয়াছে ॥ ৩০৩ ॥

ধনধান্যবহা পুণ্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা।
সমুপোষ্যা নরৈর্যত্নাজ্জয়ন্তী কৃষ্ণভক্তিদা ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ—ধনধান্যপ্রদা পবিত্রা সর্ব্বপাপহরা মঙ্গলপ্রদা শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মানবগণ কর্ত্তৃক যত্নসহ উপবাসকৃত হইলে কৃষ্ণভক্তি প্রদা হয় ॥ ৩০৪ ॥

ব্রহ্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ—

যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিশ্রুতা বৈষ্ণবী তিথিঃ।
তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌজনাঃ ॥৩০৫

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে জন্মাষ্টমী মাহাত্ম্যে শ্রীসূতদেবের উক্তিতে—যাহা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী নামে প্রসিদ্ধা, তাহা শ্রীবিষ্ণুশক্তি সম্পন্না তিথি, তাঁহার প্রভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কলিযুগের জনগণ সকলেই পবিত্র হয়। ৩০৫ ॥

শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসংযুতাষ্টমী।
জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—শ্রাবণমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণীনক্ষত্র-যুক্তা হইলে জয়ন্তীনামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা হয় এবং সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশিনী ॥ ৩০৬ ॥

তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ।
যেঽভ্যর্চ্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ ॥৩০৭

ন তেষাং বিদ্যতে ক্বাপি সংসারভয়মুল্বণম্ ।
যত্র তিষ্ঠন্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে কোন কোন মানব ধন্য হয়, ঐ বিষ্ণু তিথিতে যাঁহারা নিশি জাগরণ ও উপবাসী থাকিয়া দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বভাবে আরাধনা করেন। তাহাদের উগ্র সংসার ভয় কোথাও থাকে না, যে দেশে তাহারা অবস্থান করেন, সেখানে কলি থাকে না ॥ ৩০৭-৩০৮ ॥

তত্রৈব শ্রীশুকজনমেজয়-সংবাদে—

য এষ ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ ।
জাতঃ কংসবধার্থং হি তদ্দিনং মঙ্গলালয়ম্ ॥৩০৯॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীশুক-জনমেজয়-সংবাদে—এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব হইতে দেবকী-দেবীতে কংসবধের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঐ দিন মঙ্গলের আশ্রয় ॥ ৩০৯ ॥

যা সা প্রত্যব্দমায়াতি শ্রাবণে বহুলাষ্টমী ।
সঙ্গতা রোহিণ্যর্ক্ষেণ নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ—শ্রাবণমাসের যে কৃষ্ণাষ্টমী প্রতি বৎসর আগমন করে, তাহা রোহিণী নক্ষত্রসহ মিলিত হইলে মানবগণের মুক্তিফলপ্রদা হয় ॥ ৩১০ ॥

যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ।
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্ ॥৩১১

অনুবাদ—যে কৃষ্ণাষ্টমীতে সনাতন নিত্য নব-নবায়মান স্বয়ং ভগবান্ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই এই অষ্টমী যে মানবগণের মুক্তিদায়িনী, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৩১১ ॥

তত্রৈবাগ্রে ব্রতবিধিকথনে—

ইদমেব পরং শ্রেয় ইদমেব পরন্তপঃ ।
ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্ ॥ ৩১২ ॥

—৪৩

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই অগ্রে ব্রতবিধি কথন প্রসঙ্গে—এই যে শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীর ব্রত পালন—ইহাই পরম মঙ্গল, ইহাই পরম তপস্যা, ইহাই পরমধর্ম্ম ভক্তি-যোগ ॥ ৩১২ ॥

টীকা—শ্রেয় ঐহিকামুষ্মিকসুখং, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং কৃচ্ছ্রাদি বা, ধর্ম্মো যজ্ঞাদিজং পুণ্যং, ভক্তি-লক্ষণো বা ॥ ৩১২ ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

কৃষ্ণজন্মাষ্টমী লোকে প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী ।
ক্রতুকোটি-সমা হ্যেষা তীর্থাযুতশতৈঃ সমাঃ ॥৩১৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—ইহলোকে প্রসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মানবগণের পাপ-নাশিনী এবং কোটি অশ্বমেধ সমা ও (শত অযুত) কোটি তীর্থ সমা পুণ্যদায়িনী ॥ ৩১৩ ॥

কপিলাগোসহস্রন্তু যো দদাতি দিনে দিনে ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥৩১৪॥

অনুবাদ—যিনি প্রতিদিন সহস্র কপিলা গাভী দান করেন, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উপবাসে তাহার সমান ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৩১৪ ॥

হেমভারসহস্রন্তু কুরুক্ষেত্রে প্রযচ্ছতি ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥৩১৫॥

অনুবাদ—যিনি কুরুক্ষেত্রে সহস্র স্বর্ণভার প্রদান করেন, তাহার সমান ফল শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উপবাসে প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১৫ ॥

রত্নকোটিসহস্রাণি যো দদাতি দ্বিজোত্তম ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥৩১৬॥

অনুবাদ—হে দ্বিজবর। সহস্রকোটি রত্ন দান-কারীর যে ফল, জয়ন্তী উপবাসে তাহার সমান ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১৬ ॥

বাপীকূপসহস্রাণি দেবতায়তনানি চ।
কন্যাকোটিপ্রদানেন যৎ ফলং কবিভিঃ স্মৃতম্।
মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ ভক্তিমুদ্বহতাং ফলম্ ॥৩১৭॥
গুর্ব্বর্থে ব্রাহ্মণার্থে বা স্বাম্যর্থে বা ত্যজেত্তনুম্।
পরোপকারযুক্তানাং তীর্থসেবারতাত্মনাম্।
সত্যব্রতানাং যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে ॥৩১৮॥

অনুবাদ—সহস্র পুষ্করিণী ও কূপ, দেবমন্দির ও কোটি কন্যা দানে যে ফল শাস্ত্রে উক্ত আছে, মাতা-পিতার ও গুরুবর্গের ভক্তগণের যে ফল, গুরু, ব্রাহ্মণ বা স্বামীর জন্য দেহত্যাগে, পরোপকারীগণের তীর্থ-সেবা ব্রতগণের, সত্যব্রতগণের যে পুণ্য, জয়ন্তী উপ-বাসে সেই ফল ॥ ৩১৭-৩১৮ ॥

টীকা—গুর্ব্বাদ্যর্থে যস্তনুং ত্যজেৎ, তস্য যৎ পুণ্যং স্যাদিত্যর্থঃ। জয়ন্ত্যাং সম্যগুপোষণে উপবাসে সতি তৎ স্যাদিতি শেষঃ। 'তদুপোষণে' ইতি বা পাঠঃ ॥ ৩১৮ ॥

নিরাশ্রয়েষু বসতাং তাপসানান্তু যৎ ফলম্।
রাজসূয়সহস্রেষু শতবর্ষাগ্নিহোত্রতঃ।
একেনৈবোপবাসেন জয়ন্ত্যাং তৎফলং স্মৃতম্ ॥৩১৯

অনুবাদ—নিরাশ্রয়ে বাসকারীগণের এবং তপস্বী-গণের যে ফল, সহস্র রাজসূয়-যজ্ঞের এবং শতবর্ষ অগ্নিহোত্রীর যে ফল—জয়ন্তীতে একটি মাত্র উপবাসে সেই ফল উক্ত আছে ॥ ৩১৯ ॥

কৃত্বা রাজ্যং মহীং ভুক্ত্বা
প্রাপ্য কীর্তিঞ্চ শাশ্বতীম্।
জয়ন্ত্যাঞ্চোপবাসেন বিষ্ণো-
র্মূর্ত্তৌ লয়ং গতাঃ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীতে উপবাস ফলে বহু ব্যক্তি রাজা হইয়া, মহীপতি হইয়া, চিরকাল কীর্তি-মান হইয়া পরিশেষে শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্যমুক্তি বা সারূপ্যমুক্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ৩২০ ॥

ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মুক্তিঞ্চ মুনিপুঙ্গব।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শ্রাবণে মাসি চাষ্টমী ॥৩২১

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বাঞ্ছিত কামনা-সমূহ প্রদান করেন ॥ ৩২১ ॥

জন্মাষ্টমীব্রতং যে বৈ প্রকুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
কারয়ন্তি চ বিপ্রেন্দ্র লক্ষ্মীস্তেষাং সদা স্থিরা ॥৩২২॥

অনুবাদ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা জন্মাষ্টমী ব্রত করেন বা অন্যকে করান, তাঁহারা নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা অচলা হন ॥ ৩২২ ॥

ন বেদৈর্ন পুরাণৈশ্চ ময়া দৃষ্টং মহামুনে।
যৎসমঞ্চাধিকং বাপি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতাৎ ॥৩২৩॥

অনুবাদ—হে মহামুনে! কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত হইতে সম বা অধিক বেদে বা পুরাণসমূহে দৃষ্ট হয় না ॥ ৩২৩ ॥

নিয়মস্থং নরং দৃষ্ট্বা জন্মাষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্‌যমঃ ॥৩২৪॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জন্মাষ্টমীতে নিয়ম-ব্রতকারীকে দেখিয়া যমরাজ! বিবর্ণবদন হইয়া তাহার পাপলিপি মুছিয়া দেন ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—তস্য লিপিম্—পাপাদিলিখনম্ ॥ ৩২৪ ॥

কিঞ্চ—
ব্রতেনারাধ্য তং দেবং দেবকীসহিতং হরিম্।
ত্যক্ত্বা যমপথং ঘোরং যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ।৩২৫

অনুবাদ—আরও—দেবকীদেবীর সহিত শ্রীহরি-দেবকে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত দ্বারা আরাধনা করিলে ভয়ঙ্কর যমপুরীর পথ ত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে গমন করে ॥ ৩২৫ ॥

স্মরণং বাসুদেবস্য মৃত্যুকালে ভবেন্মুনে।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি কৃতে জন্মাষ্টমীব্রতে ॥
মমাজ্ঞয়া কুরুধ্বং তজ্জয়ন্তীং মুক্তয়ে তথা ॥৩২৬॥

অনুবাদ—জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করিলে, হে মুনে। মৃত্যুকালে শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণের স্মরণ হয় এবং সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। অতএব মুক্তির জন্য আমার আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ব্রত করুন ॥ ৩২৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীসূতোক্তৌ চ তদ্‌ব্রতমহিমানুবর্ণনান্তে-

ইত্যেতৎ কথিতমশেষশাস্ত্রগুহ্যং
শ্রীকৃষ্ণব্রতমহিমানুবর্ণনং যৎ।
শ্রুত্বৈতৎ সকৃদপি পাতকৈর্বিমুক্তো
দেহান্তে ব্রজতি নরো মুরারিলোকম্ ॥৩২৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীসূতদেবের উক্তিতে জয়ন্তী ব্রত মহিমা বর্ণনান্তে—এই নিখিলশাস্ত্রে গোপনীয় যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রত মহিমা, ইহা মানব এক-বারও শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাতক বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম বা ব্রজধাম গমন করে ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—তদ্‌ব্রতাচরণমাহাত্ম্যং কিং লেখ্যম্? তচ্ছ্রবণাদপি পরম্পদমিতি পুনর্ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনং লিখতি—ইতীতি ॥ ৩২৭ ॥

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতদিন-নির্ণয়ঃ

কৃষ্ণোপাস্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা।
নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞে বাপি নবমীযুতা ॥৩২৮

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত দিন নির্ণয়—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী উপবাস যোগ্যা, রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলে মহাফলপ্রদা, মধ্যরাত্রে অষ্ট রোহিণী যুক্তা হইলে আরও অধিক ফলপ্রদা, তাহা আরও সোম বা বুধবার যুক্তা হইলে অধিক প্রশস্তা, তাহা হইতে নবমী তিথিযুক্তা হইলে অধিক ফলপ্রদা হয় ॥ ৩২৮ ॥

টীকা—ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্যাঃ, সা চ রোহিণীনক্ষত্রেণ যুতা সতী মহাফলা, কেবলাষ্টম্যুপ-বাসতো রোহিণীযুতাষ্টম্যুপবাসে ফলাতিশয়ো ভবতী-ত্যর্থঃ। এবময়ং পূর্ব্বতোঽপবাদঃ, পূর্ব্বদিনে রোহিণীযুক্তায়া অষ্টম্যা বিদ্ধায়াঃ সত্যাঃ তথা শুদ্ধায়া অপি সত্যাঃ পরদিনে বুধবারাদিযোগপ্রাশস্ত্যাপেক্ষয়া পরিত্যাজ্যত্বাৎ। অতো রোহিণীযোগে ফলবিশেষ এব তাৎপর্য্যম্। অতএব লিখিতং মহাফলেতি, এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। অত্র রোহিণীযোগেঽপি নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমী মহাফলা। কিঞ্চেতি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে। ইন্দৌ সোমবারে, জ্ঞে বুধবারে বা নিশীথে রোহিণ্যা-ঢ্যাষ্টমী যদা ভবতি, তদা মহাফলেত্যর্থঃ। অত্র চ ব্রতদ্বয়োদাহরণং দ্রষ্টব্যম্। যদ্যপি তস্মিন্ বচনে নিশীথযোগো ন শ্রূয়তে, তথাপি কিং পুনর্নবমীযুক্তে-ত্যাদি-কৈমুতিকন্যায়েন পৃথগুক্তেনিশীথযোগে ব্রতা-পেক্ষয়া তদ্দিনে ব্রতে সতি পরদিনে তিথিনক্ষত্রবৃদ্ধি-সম্ভবাৎ 'তিথিভান্তে চ পারণম্' ইত্যস্যাবকাশঃ স্যাৎ, তচ্চাগ্রে পারণলিখনে ব্যক্তং ভাবি। অপি-শব্দোঽপি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে। সোমে বুধে বা রোহিণ্যষ্টমী নবমী-যুক্তা চেদ্ভবতি, তদা, চ মহাফলেত্যর্থঃ। অত্র চ যদ্যপি রাত্রিশেষে নবমীযোগে সতি নিশীথযোগোঽপি ঘটতে, তথাপি 'উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি' ইতি বচনাপেক্ষয়া নিশীথযোগোঽত্র ন প্রায়েণা-দরণীয়ঃ। যদি চ কদাচিন্নিশীথে তত্তদ্‌যোগো, বৃত্তঃ, নবমী চ রাত্রিশেষে স্যাত্তদা সংযোগবিশেষে মন্তব্যঃ, যতঃ কেষাঞ্চিন্মতে কিঞ্চিদষ্টমীবৃদ্ধৌ রোহিণ্যাং সত্যাং নবমীদিন এব তত্তদ্বারযোগে তত্তদ্বচনবলান্মহা-ফলতাবগম্যতে, নান্যত্রেতি। তচ্চ 'তিথিভান্তে চ পারণম্' ইত্যস্যানবকাশান্নাদরণীয়মিতি দিক্। এত-চ্চাশেষমগ্রে লেখ্যং তত্তবচনতঃ সবিশেষং ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩২৮ ॥

তত্র রোহিণীযুক্তা জন্মাষ্টমী

বিষ্ণুরহস্যে—

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী।
মুহূর্ত্তমপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—ঐ ব্রতে রোহিণীনক্ষত্র যুক্তা জন্মাষ্টমী, বিষ্ণুরহস্যে—রোহিণীনক্ষত্র সংযুক্তা শ্রাবণমাসে (বা ভাদ্রে) কৃষ্ণা অষ্টমী একমুহূর্ত্তও যদি পাওয়া যায়, উহাই মহাফলপ্রদা ও উপবাস যোগ্যা ॥ ৩২৯ ॥

টীকা—জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তম্' ইত্যে-তৎ, তথা 'যে ন কুর্ব্বন্তি জানন্তঃ' ইত্যাদীনি চ নিত্যতালিখনে পূর্ব্বং লিখিতানি বচনান্যেব কেবল-ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যুপবাসোদাহরণানি বর্ত্তন্ত এব; ইদানীং

রোহিণ্যাদিযোগবচনান্যাদাহরণত্বেন লিখতি—প্রজাপত্যেত্যাদিনা বিশেষত ইত্যন্তেন নভসি—শ্রাবণে ॥৩২৯

মুহূর্ত্তমপ্যহোরাত্রে যস্মিন্ যুক্তন্তু লভ্যতে ।
অষ্টম্যা রোহিণীঋক্ষং তাং সুপুণ্যামুপাবসেৎ ॥৩৩০

অনুবাদ—যে অহোরাত্র মধ্যে একমুহূর্ত্তও অষ্টমীর সহিত রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত পাওয়া যায়, সেই সুপুণ্য তিথিতে উপবাস করিবে ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—অষ্টম্যা যুক্তম্ ॥ ৩৩০ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণীঋক্ষসংযুতা ।
ভবেৎ প্রৌষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা ॥৩৩১

অনুবাদ—আরও ঐ বিষ্ণুরহস্যে—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্র যুক্তা যদি হয়, ভাদ্রমাসে তাহা 'জয়ন্তী' নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যা চ রোহিণীযুক্তা সা জয়ন্তী নাম, সৈবোপবাসাদৌ মহাফলেত্যভিপ্রায়েণ লিখতি—অষ্টমীত্যাদিসার্দ্ধাষ্টকেন। প্রৌষ্ঠপদে—ভাদ্রে ॥৩৩১

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

রোহিণ্যৃক্ষং যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম ।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥৩৩২॥
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে বার্দ্ধক্যে তথা ।
বহুজন্মকৃতং পাপং হন্তি সোপাষিতা তিথিঃ ॥৩৩৩॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—হে দ্বিজবর ! কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে যখন রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হয়, তখন তাহা 'জয়ন্তী' নামে প্রসিদ্ধা এবং সর্ব্বপাপহরা তিথি। ঐ তিথিতে উপবাস করিলে বাল্যে, কুমারকালে, বার্দ্ধক্যে কৃত এবং বহুজন্মকৃত পাপক্ষয় হয় ॥ ৩৩২-৩৩৩ ॥

স্কান্দে—

প্রাজাপত্যেন সংযুক্তা অষ্টমী তু যদা ভবেৎ ।
শ্রাবণে বহুলে পক্ষে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩৩৪ ॥
জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীং তেন তাং বিদুঃ ॥৩৩৫

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা অষ্টমী শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষে যখন হয়, তাহা উপবাসে সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী হয়, জয় ও পুণ্য দান করে, অতএব তাহাকে 'জয়ন্তী' নামে জানিবে ॥ ৩৩৪-৩৩৫ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—

কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপ ।
জয়ন্তী নাম সা জ্ঞেয়া উপোষ্যা সা প্রযত্নতঃ ॥৩৩৬

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে—শ্রাবণে বা ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমীতে এককলাও রোহিণী যুক্তা হইলে, হে রাজন্! তাহার নাম 'জয়ন্তী' জানিবেন এবং তাহা যত্নসহ উপবাস করিবেন ॥ ৩৩৬ ॥

সপ্তজন্মকৃতং পাপং রাজন্ যত্ত্রিবিধং নৃণাম্ ।
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দস্তিথৌ তস্যান্তু ভাবিতঃ ॥৩৩৭

অনুবাদ—হে রাজন্ ! মানবগণের সপ্তজন্মকৃত যে ত্রিবিধ পাপ (কায়িক, বাচিক, মানসিক) ঐ তিথিতে শ্রীগোবিন্দ পূজিত বা ধ্যানের বিষয় হইয়া ক্ষালন করেন ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—ত্রিবিধং কায়িকাদিভেদেন, পাতকোপপাতকাদি-ভেদেন বা। ভাবিতঃ পূজিতো, ধ্যাতোঽপি বা ॥ ৩৩৭ ॥

উপবাসশ্চ তত্রোক্তো মহাপাতকনাশনঃ ।
জয়ন্ত্যাং জগতীপাল বিধিনাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহীপাল। বিধিপূর্ব্বক ঐ জয়ন্তীতে উপবাস মহাপাতক নাশন রূপে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩৮ ॥

টীকা—বিধিনা উপবাসঃ ॥ ৩৩৮ ॥

ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব রাজন্ কৃতযুগে তথা ।
রোহিণীসংযুতা চেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ সমুপোষিতা ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বিদ্বান্‌গণ এই রোহিণী যুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিয়াছেন ॥ ৩৩৯ ॥

অগ্নিপুরাণে—

অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়া বা যদা ভবেৎ।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩৪০ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—অর্দ্ধরাত্রে নিম্নে বা উর্দ্ধে কলামাত্রও যখন রোহিণী হয়, তখনও ঐ তিথি 'জয়ন্তী' নামে প্রসিদ্ধা এবং সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী হয় ॥ ৩৪০ ॥

অথ অর্দ্ধরাত্রযুতা জন্মাষ্টমী

ভবিষ্যবিষ্ণুধর্ম্ময়োঃ—

রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রে চ যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যামভ্যর্চ্চনং শৌরের্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজম্ ॥৩৪১॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্দ্ধরাত্র যুক্তা জন্মাষ্টমী, ভবিষ্যপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যে দিন রোহিণী যুক্তা অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণাষ্টমী যোগ হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয় ॥ ৩৪১ ॥

টীকা—নন্বষ্টম্যা রোহিণীযোগঃ কদা গ্রাহ্য? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—অর্দ্ধেতি। অধঃ পরস্তাৎ উর্দ্ধং বা পূর্ব্বং কলামাত্রেণাপি যোগো যদা ভবেৎ, অত্র চ যোগমাত্রে তাৎপর্য্যং ন ত্বর্দ্ধরাত্রে। তথা বিবক্ষায়াঞ্চায়ং শ্লোকোঽর্দ্ধরাত্রযোগপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৪০-৩৪১ ॥

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী।
সোপবাসো হরেঃ পূজাং তত্র কৃত্বা ন সীদতি।
অর্দ্ধরাত্রে চ যোগোঽয়ং তারাপত্যুদয়ে সতি ॥৩৪২॥

অনুবাদ—শ্রাবণমাসে রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে দুঃখ পায় না, এই যোগটি অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্র উদিত হইলে ॥ ৩৪২ ॥

কিঞ্চ—

রোহিণী-সহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী।
অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ ॥৩৪৩॥
তত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ।
তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্ ॥৩৪৪
জয়ন্তী নাম সা রাত্রিস্তত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
নিয়তাত্মা শুচিঃ স্নাত্বা পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—আরও—ভাদ্রমাসে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রের নীচে বা উর্দ্ধে এককলাও যখন হয়, ঐ সময় জগন্নাথ কৌস্তুভধারী অব্যয় শ্রীহরি জন্ম গ্রহণ করেন, ঐ দিন উপবাস করিবে এবং ঐ রাত্রিতে জাগরণ কর্ত্তব্য। ঐ রাত্রির নাম 'জয়ন্তী' ঐ যোগে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সংযতচিত্ত পবিত্রমানব স্নান করিয়া ঐ সময় পূজা আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৪৩-৩৪৫ ॥

বহ্নিপুরাণে—

সমযোগে তু রোহিণ্যা নিশীথে রাজসত্তম।
সমজায়ত গোবিন্দো বালরূপী চতুর্ভুজঃ।
তস্মাত্তং পূজয়েত্তত্র যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—হে রাজসত্তম! রোহিণী অষ্টমীর সমযোগে মধ্যরাত্রে বালরূপী চতুর্ভুজ গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন, অতএব অর্থসামর্থ্যানুসারে ঐ সময় গোবিন্দকে পূজা করিবেন ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—সমযোগ ইতি নিশীথমাত্রব্যাপিনী রোহিণী চাষ্টমী চেতি বোধয়তি। অতএব শুদ্ধেতি পর্য্যবস্যতি ॥ ৩৪৬ ॥

ভবিষ্যোত্তরে—

মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেঽর্দ্ধরাত্রকে।
শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতে।
উপোষিতোঽর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং যশোদাং দেবকীন্তথা ॥৩৪৭

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে, চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রে বৃষরাশিতে অবস্থান কালে উপবাস পূর্ব্বক কৃষ্ণকে, যশোদাকে ও দেবকীকে পূজা করিবে ॥ ৩৪৭ ॥

কিঞ্চ—

মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং নিশীথে কৃষ্ণপক্ষকে।
শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে ঋক্ষে রোহিণীসংজ্ঞকে।
যোগেঽস্মিন্ বসুদেবাদ্ধি দেবী দেবমজীজনৎ ॥৩৪৮
তস্মাৎ সম্পূজয়েদত্র শুচিঃ সম্যগুপোষিতঃ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—আরও—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে মধ্যরাত্রে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্র সহ বৃষরাশিতে অবস্থান কালে এই জয়ন্তী যোগে পিতা বসুদেব হইতে মাতা দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণদেবকে প্রসব করিয়াছেন, অতএব ঐ যোগে সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া মানব পবিত্র হইয়া পূজা করিবে ॥ ৩৪৮-৩৪৯ ॥

পাদ্মে—

প্রেতযোনিং গতানান্তু প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ।
যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা ॥৩৫০
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—মানবগণ প্রেতযোনি প্রাপ্ত জনগণের প্রেতত্ব মুক্ত করেন, যাহারা শ্রাবণমাসে রোহিণী যুক্তা অষ্টমী, বিশেষতঃ বুধবারে বা সোমবারে, তাহাতে আবার নবমী যুক্তা হইলে উপবাস করিয়া কোটি কুলের মুক্তিদাতা হন ॥ ৩৫০-৩৫১ ॥

স্কান্দে—

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবতে বুধসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন বা বিভো ॥৩৫২॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—সূর্য্যোদয়ের পর কিঞ্চিৎ অষ্টমী, সম্পূর্ণ দিন যদি নবমী হয় এবং বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত হয়, হে বিভো! এইরূপ যোগ শতবর্ষ মধ্যে পাওয়া যায় কি না ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—লভ্যতে বা ন বেতি পরমদৌর্ল্লভ্যোক্ত্যাস্য যোগস্য মহামহিমাভিপ্রেতঃ ॥ ৩৫২ ॥

ভবিষ্যে চ—

নবম্যাং যোগনিদ্রায়া জন্মাষ্টম্যাং হরেস্ততঃ।
নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণী বুধসংযুতা ॥
ইতি ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—নবমীতে যোগমায়ার জন্ম, অষ্টমীতে শ্রীহরির জন্ম, অতএব নবমী সহিত রোহিণী ও বুধবার যুক্তা অষ্টমী উপবাস যোগ্যা ॥ ৩৫৩ ॥

ইন্দুঃ পূর্ব্বেঽহনি জ্ঞে বা পরে চেদ্রোহিণীযুতা।
কেবলা চাষ্টমী বৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুতা ॥৩৫৪॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিনে সোম বা বুধবার, পরদিনে যদি রোহিণীযুক্তা, কেবলা অষ্টমী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নবমীযুক্তা হয়, পরদিনই উপবাস যোগ্যা ॥ ৩৫৪ ॥

তথা চ পাদ্মে—

মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সম্পূর্ণা চাষ্টমী ভবেৎ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ পদ্মপুরাণে—একমুহূর্ত্তও রোহিণী সংযুক্তা যদি সম্পূর্ণা অষ্টমী শেষে নবমীযুক্তা হয়, তাহা হইলে উপবাসকারীর কোটি কুলের মুক্তি প্রদান করে ॥ ৩৫৫ ॥

সূতোক্তৌ চ—

মাসি ভাদ্রপদে কৃষ্ণা অষ্টমী নবমী ভবেৎ।
পূজ্যাষ্টমী ততঃ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চাপি
বিশেষতঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—সূতদেবের উক্তিতেও—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী যদি নবমীযুক্তা হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমী পুরুষগণের উপবাসাদি দ্বারা পূজনীয় বিশেষতঃ স্ত্রীগণ কর্ত্তৃকও পূজনীয়া ॥ ৩৫৬ ॥

রোহিণ্যাদিবিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী।
তত্তদ্‌যোগস্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোঽন্যথা
ভবেৎ ॥ ৩৫৭ ॥
ইত্থং শুদ্ধৈব লিখিতা যোগাদ্বহুবিধাষ্টমী।
ত্যাজ্যা বিদ্ধা চ সপ্তম্যা সা বিদ্ধৈকাদশী যথা ॥৩৫৮

অনুবাদ—রোহিণী অর্দ্ধরাত্র নবমী আদি যুক্ত

না হইলেও কেবল ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমী উপবাস যোগ্যা, ঐ সকল যোগ কিন্তু বিশেষ বিশেষ ফল লাভের জন্য বহুবিধ দেখান হইল। ব্রতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নহে। বিশেষ বিশেষ যোগগুলি দুর্ল্লভ, সুতরাং যোগের অপেক্ষা করিলে অষ্টমী ব্রত লুপ্ত হইবার প্রসঙ্গ আসে। এই কারণে সপ্তমী বিদ্ধা বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধা কেবল অষ্টমীতে ব্রতের বিধান। যেমন শ্রীএকাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা পরিত্যাজ্যা দেখান হইয়াছে, সেইরূপ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্ববিদ্ধা বিবর্জ্জনীয়া দেখান হইবে ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

টীকা—নন্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদিযোগাপেক্ষয়া কদাচিদ্বিদ্ধোপবাসপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, তথা তত্তদ্‌যোগাভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গোঽপি ভবেৎ, তচ্চায়ুক্তং অগ্রে বিদ্ধা-বর্জ্জনাৎ, তথা ব্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। সত্যং, তত্তদ্‌যোগশ্চ ফলবিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ. ন তু ব্রতেঽবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ ; অতস্তদ্‌যোগাভাবেঽপি কেবলাষ্টম্যামেব ব্রতং বিধেয়মিতি লিখতি—রোহিণ্যাদিতি। আদি-শব্দেন অর্দ্ধরাত্রনবম্যাদি, সা ভাদ্রমাসস্য কৃষ্ণপক্ষীয়া, বিশিষ্টনিমিত্তে ফলবিশেষার্থমেবেত্যর্থঃ। এবঞ্চ রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদিযোগানামবশ্যাপেক্ষত্বাভাবাদ্বিদ্ধাবর্জ্জনমপি সিদ্ধমেব ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—এতদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিদ্ধাব্রতং ত্যাজয়তি—ইত্থমিতি। যোগাদিতি রোহিণ্যাদিযোগভেদেন বহুবিধাঽপি জন্মাষ্টমীয়ং শুদ্ধৈব সপ্তমীবেধবর্জ্জিতৈব লিখিতা, ন তু রোহিণ্যাদিযোগাপেক্ষয়া বিদ্ধেত্যর্থঃ। অতো বিশুদ্ধায়ামেব সত্যাং তত্তদ্‌যোগ আদরণীয়ঃ, ন তু বিদ্ধায়ামিতি ভাবঃ ; যতো বিদ্ধা সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যেতি। সা জন্মাষ্টমী চ সপ্তম্যা বিদ্ধা সতী ত্যাজ্যৈব, তত্র বৈষ্ণবানাং সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি—বিদ্ধেতি। এতচ্চৈকাদশী-প্রকরণে স্পষ্টং লিখিতমেব ॥ ৩৫৮ ॥

———

অথ সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমীব্রতনিষেধঃ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমী ব্রত নিষেধ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—বিশেষ যত্নসহকারে সপ্তমী-যুক্তা অষ্টমী বর্জ্জন করিবে, রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা অষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্যা নহে ॥ ৩৫৯ ॥

———

পাদ্মে—

পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতম্।
রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি ॥৩৬০॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—পঞ্চগব্য পবিত্র হইলেও মদ্য সংযোগ হইলে গ্রহণীয় নহে, সেইরূপ রোহিণী যুক্তা হইলেও সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী ত্যাজ্যা ॥ ৩৬০॥

টীকা—রবিঃ সপ্তমী, যদ্যপি রোহিণীসহিতা ॥ ৩৬০ ॥

———

পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৬১

অনুবাদ—দশমী বিদ্ধা একাদশী শ্রবণা নক্ষত্র যুক্তা হইলেও যেমন বর্জ্জনীয়া, সেইরূপ রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলেও সূর্য্যোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—নন্দা একাদশীশ্রবণান্বিতাপি। অত্র চ যথাশব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে—অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা, তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেবোপোষ্যা। অতএবোক্তং স্কান্দে—'জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥' ইত্যাদি। অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্ম-স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তমিতি তচ্চ ন সুসঙ্গতম্। একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব ॥ ৩৬১ ॥

———

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী ॥ ৩৬২ ॥

অনুবাদ—বিশেষ যত্নসহ সপ্তমী সংযুক্তা অষ্টমী বর্জ্জনীয়া, রোহিণী সংযোগ ব্যতীত পরদিনে নবমী অষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্যা ॥ ৩৬২ ॥

অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকিনন্দনঃ ॥৩৬৩

অনুবাদ—সপ্তমী বিদ্ধা ব্যতীত রোহিণী সহিতা অষ্টমীতে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥৩৬৩

বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্বমিশ্রা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা ॥৩৬৪॥

অনুবাদ—দিনে বা মধ্যরাত্রে সপ্তমীতে যখন অষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলেও বর্জ্জনীয়া ॥ ৩৬৪ ॥

পাদ্মে—
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—সপ্তমীবিদ্ধা রোহিণী নক্ষত্র সহিতা অর্চ্চনা সম্পূর্ণা হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরদিন শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত করিবে ॥ ৩৬৫ ॥

টীকা—অপ্যর্থে চকারঃ। সঋক্ষাং রোহিণী-সহিতামপি ॥ ৩৫৪-৩৬৫ ॥

সকলাপি সঋক্ষাপি নবমীসংযুতাপি চ।
জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা হইলেও অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হইলে কখনও ব্রত কর্ত্তব্য নহে, নবমীতেই উপবাস করিতে হইবে ॥ ৩৬৬ ॥

পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা ॥৩৬৭॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! সপ্তমী দ্বারা পলমাত্র বিদ্ধা অষ্টমীকেও ত্যাগ করিবে, যেমন গঙ্গাজল পূর্ণ কলস সুরাবিন্দু দ্বারা স্পর্শ হইলে বর্জ্জনীয় ॥ ৩৬৭ ॥

বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমী-সংযুতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—নক্ষত্রযোগ ব্যতীতই নবমী সংযুতা অষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্যা, নক্ষত্রযুক্তা হইলেও সপ্তমী সংযুতা অষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্যা নহে ॥ ৩৬৮ ॥

টীকা—প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতাপি নবমীসংযুতাপীত্যষ্টমীক্ষয়াভিপ্রায়েণ ॥ ৩৬৮ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যামেবাশুভং বুধৈঃ।
বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩৬৯॥

অনুবাদ—সেইহেতু সর্ব্বপ্রযত্নে সপ্তমী বিদ্ধা অশুভ অষ্টমীতিথিকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ত্যাগ করিবেন, বিদ্ধা ব্রতে পুণ্যক্ষয় প্রাপ্ত হয় যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার ক্ষয় যায় ॥ ৩৬৯ ॥

টীকা—অশুভম্—বেধলক্ষণম্ ॥ ৩৬৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ—
সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে তু রোহিণী যদি লভ্যতে।
কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নেন পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৩৭০ ॥

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে—সম্পূর্ণা অষ্টমী এবং অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী যদি প্রাপ্ত হয়, সেই অষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্যা ॥ ৩৭০ ॥

যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণাদিতে যে সকল সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী ব্রত বলা হইয়াছে তাহা অবৈষ্ণবগণের পক্ষে এবং দেবমায়া দ্বারা কৃত ॥ ৩৭১ ॥

টীকা—এবং জন্মাষ্টমী সর্ব্বথা শুদ্ধৈব কর্ত্তব্যা, ন তু কথঞ্চিদ্বিদ্ধেতি নিশ্চিতম্। তত্র যানি বিদ্ধা-

ব্রতপরাণি বচনানি বর্ত্তন্তে, তথা চ বহ্নিপুরাণে— —'সপ্তমীসংযুতাষ্টম্যাং নিশীথে রোহিণী যদি। ভবিতা চাষ্টমী পুণ্যা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥' ইতি'; অগ্নিপুরাণে—'তস্মাৎ কৃষ্ণাষ্টমী পূজ্যা সপ্তম্যাং নৃপসত্তম। রোহিণীসংযুতোপোষ্যা সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনী ॥' পাদ্মে—কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী-সহিতাষ্টমী। তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথিভান্তে চ পারণম্ ॥' ইতি; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—'জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রজয়ান্বিতে। কৃত্বোপবাসং তিথ্যন্তে তথা কুর্ব্বীত পারণম্ ॥' ইত্যাদীনি। তানি বিষয়-ভেদব্যবস্থাপনাদিনা পরিহরতি—যচ্চেতি। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈবসৌরাদয়স্তৎপরং তদ্বিষয়কং, সর্ব্বত্রৈকাদশী, রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদৌ বৈষ্ণবানাং বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ। নক্ষত্র বিদ্ধাবর্জ্জনবচনেষু বৈষ্ণব-শব্দো ন প্রযুক্তঃ, দোষাশ্চ বহবঃ শ্রূয়ন্তে, অতঃ সর্ব্বেষামেব সামান্যতো বিদ্ধাবর্জ্জনং যুক্তমিত্যতঃ পক্ষান্তরং লিখতি—কৃতং বেতি ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

তথা চ স্কান্দে—

পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্ ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—প্রাচীনকালে দেবগণ ও ঋষিগণ নিজ পদ শুদ্ধব্রতীগণ অধিকার করিতে পারে এই আশঙ্কায় অষ্টমী ব্রত সপ্তমীবেধ জাল দ্বারা গোপন করিয়াছেন ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—ঋষিগণৈঃ কৃত্বা, এবঞ্চ সতি বিদ্ধাবর্জ্জন-বচনানাং স্থানং কল্পয়িত্বা বিদ্ধাব্রতং যে ব্যবস্থাপয়ন্তি, তেঽপি দেবমায়াবিমোহিতা ইতি জ্ঞেয়ম্, যতো বক্তৃ-ভেদেন পুরাণাদিভেদেন চ পৃথক্ পৃথগ্ বর্ত্তমানানি তত্তদ্বচনানি কথমেকাধিকারিপরতাং লভন্তাম্? অতো বিষয়ভেদব্যবস্থৈব যুক্তেতি দিক্ ॥ ৩৭২ ॥

ইয়ং প্রামাণিকৈঃ কৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিবৈষ্ণবৈঃ।
ব্যবস্থান্যা চ নির্ণীতা লিখিতাচারতঃ সতাম্ ॥৩৭৩

অনুবাদ—এই প্রকার ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পুরাতন বৈষ্ণব প্রবর কৃষ্ণদেবাচার্য্যাদি কর্ত্তৃক লিখিত নৃসিংহপরিচর্য্যাদি-শাস্ত্র অনুসরণকারী সদাচার পদ্ধতি দৃষ্টে বৈষ্ণব ব্যবস্থা নির্ণীতা হইল ॥ ৩৭৩ ॥

টীকা—এতাদৃশী চ ব্যবস্থা ন ময়া নিজবুদ্ধ্যৈব কল্পিতাস্তি, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবেদিপুরাতনবৈষ্ণববর-লিখিতপদ্ধত্যাদিদৃষ্ট্যৈবাত্র নিবদ্ধেতি লিখতি—ইয়-মিতি জন্মাষ্টমীব্রতবিষয়া, প্রামাণিকৈঃ সর্ব্বলোকা-দরণীয়ৈরাপ্ততমৈরিত্যর্থঃ। অন্যা চ শিবরাত্র্যাদিব্রত-বিষয়া নির্ণীতা বর্ত্ততে, কিন্তু ময়া সতামাচারতঃ সতাং শাস্ত্রানুবর্ত্তিনাং বৈষ্ণবানামাচারতঃ আচারদৃষ্ট্যা নির্ণীতেত্যন্বয়ঃ। যদ্বা, ন কেবলং তত্তৎপদ্ধতিগ্রন্থ-দৃষ্টা লিখিতা, কিন্তু সতামাচারতশ্চেতি, মধ্যদেশীয়া-নাং বৈষ্ণবানাং বিদ্ধাবর্জ্জননিয়মেন প্রায়ঃ পরদিনে ব্রতাচরণাৎ। এবং শ্রীবৈষ্ণববর্গসম্মতৈবাত্র গ্রন্থে ব্যবস্থা লিখ্যতে, ন তু বৈষ্ণবেতর-স্মৃতি-পর-জনকল্পি-তেতি ভাবঃ। ইত্থঞ্চ 'উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ' ইতি বচনং পূর্ব্বদিনে সপ্তমীবেধে রোহিণ্যভাবে বা সত্যেব পরদিনে ব্রতমিতি। তথা প্রেতযোনিগতানাং স্থিত্যাদি চ রাত্রিশেষে নবমীযুতত্ববিষয়ং, এবমেব মুহূর্ত্তেনা-পীতি দ্বয়ঞ্চ। তথা শিবরাত্রৌ বিদ্ধাত্যাগবচনদ্বয়ঞ্চ পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষবাপ্ত্যাদাবিতি। তথা চাগ্রে লেখ্যশ্রবণদ্বাদশীব্রতবিষয়িকা বৈষ্ণবেতরস্মার্ত্ত-সম্মতা সর্ব্বা ব্যবস্থা নিরস্তেতি দিক্। অলমতি-বিস্তরেণ ॥ ৩৭৩ ॥

শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বেঽহনি পরত্র চ।
অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথিভান্তে চ পারণম্ ॥৩৭৪

অনুবাদ—শুদ্ধা অষ্টমী রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা পূর্ব্বদিনে ও পরদিনে এইরূপ স্থলে পূর্ব্বা অষ্টমীই উপবাস কর্ত্তব্যা পরদিনে তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণ ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—ননু তর্হি তিথিভান্তে চ পারণমিত্যস্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধস্য বাক্যস্য কা গতিরস্তু? শুদ্ধোপবাসে সতি পরদিনেঽষ্টমীনিষ্ক্রমাসম্ভবাৎ। তত্র লিখতি— শুদ্ধা চেতি। যদা তিথিবৃদ্ধিক্রমেণাষ্টমী রোহিণী চ সাম্যেন পূর্ব্বদিনং ব্যাপ্য পরদিনে নিষ্ক্রমেৎ, তদা পূর্ব্বদিনে ব্রতং কৃত্বা পরদিনেঽষ্টমীরোহিণ্যোরন্তে 'সতি পারণং কার্য্যমিত্যর্থঃ, যদ্যপি 'উদয়ে চাষ্টমী

কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি' ইতি বচনবলাৎ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমাপদ্যেত, তথাপি বুধে সোমে বা শুদ্ধা-ষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে রোহিণীপ্রাপ্ত্যা যোগবাহুল্যাপেক্ষাতস্তথা শুদ্ধাষ্টমীপরিত্যাগবচনাশ্রবণাচ্চ পূর্ব্বস্মিন্নেব দিনে ব্রতমুপযুক্তম্। এবঞ্চ পূর্ব্বদিনেঽর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্য-ভাবে নবম্যামেব রোহিণীযোগে চ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতং জ্ঞেয়ম্। অতএব 'প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা নবমী সকলা যদি' ইত্যুক্তম্, অন্যথা তত্তদ্‌যোগপ্রশস্ত-শুদ্ধা-ষ্টমীত্যাগাপত্তেঃ। যদ্বা, 'ভবতে বুধবারেণ' ইত্যা-দ্যুক্তের্বুধসোমবারয়োরেকতরেণ যোগে সতি সম্পূর্ণা-মপি শুদ্ধামপ্যর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তামপ্যষ্টমীং পূর্ব্বাং পরিত্যজ্য তত্তদ্বচনবলাদুত্তরৈবোপোষ্যা; অন্যথা তু পূর্ব্বৈব। তদানীমেব 'তিথিভান্তে চ পারণম্' ইতি। কেচিচ্চ বৈষ্ণবা 'মুহূর্ত্তেনাপি' ইতি পদ্যদ্বয়াদরেণ তত্তদ্বাররোহিণ্যভাবেঽপি দ্বাদশীনির্গমবৎ পরস্মিন্নেব দিনে ব্রতমিচ্ছন্তি, তিথিভান্তে চ পারণম্' ইত্যাদি-কঞ্চ বৈষ্ণববিষয়মিতি মন্যন্তে। অত্র সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ৩৭৪ ॥

———

কেবলকৃষ্ণোপাসনাশাস্ত্রে গৌতমীয়তন্ত্রে
তন্ত্রদীক্ষামুদ্দিশ্য যথোক্তম্—

অথ ভাদ্রাসিতাষ্টম্যাং প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং দেবক্যাং কৃপয়া বিভুঃ ॥৩৭৫

অনুবাদ—কেবল কৃষ্ণ উপাসনা শাস্ত্রে গৌতমীয়-তন্ত্রে তন্ত্রদীক্ষাকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা বলা হইয়াছে —অনন্তর ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দেবকীতে কৃপাহেতু সর্ব্ব-ব্যাপি হইয়াও আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭৫ ॥

———

রোহিণ্যক্ষে শুভতিথৌ দৈত্যানাং নাশহেতবে।
মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত যত্নতস্তদ্দিনে শুভে ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—দৈত্যগণের বিনাশকারণে রোহিণী নক্ষত্রে অবিদ্ধা পবিত্র তিথিতে যত্নসহ পবিত্র ঐ দিনে মহোৎসব করিবে ॥ ৩৭৬ ॥

———

রাজন্যৈর্ব্রাহ্মণৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব স্বশক্তিতঃ।
উপবাসঃ প্রকর্ত্তব্যো ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—নিজ সামর্থ্য অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণও উপবাস করিবেন, কখনও ভোজন করিবেন না ॥ ৩৭৭ ॥

———

কৃষ্ণজন্মদিনে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে স তু নরাধমঃ।
নিবসেন্নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ জন্মদিনে যে মানব ভোজন করে, সে নরাধম এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে ॥ ৩৭৮ ॥

———

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা চার্দ্ধরাত্রং যদা স্পৃশেৎ।
উপোষ্য তাং তিথিং বিদ্বান্
কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—অষ্টমী রোহিণী যুক্তা হইয়া অর্দ্ধ-রাত্রকে যখন স্পর্শ করিবে, বিদ্বান ব্যক্তি ঐ তিথিতে উপবাস করিয়া কোটি যজ্ঞফল লাভ করে ॥ ৩৭৯ ॥

———

সোমাহ্নি বুধবারে বা চাষ্টমী রোহিণীযুতা।
জয়ন্তী নাম সা খ্যাতা তাং লভেৎ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ॥৩৮০

অনুবাদ—সোমবারে বা বুধবারে অষ্টমী রোহিণী যুক্তা হইলে 'জয়ন্তী' নামে বিখ্যাতা, বহু পুণ্যবান ব্যক্তিই তাহা লাভ করে ॥ ৩৮০ ॥

———

তস্যামুপোষ্য যৎ পাপং লোকঃ কোটিভবোদ্ভবম্।
বিমুচ্য নিবসেদ্বিপ্র বৈকুণ্ঠে বিরজে পুরে ॥ ৩৮১ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র। জয়ন্তীতে উপবাস করিলে মানব কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ মুক্ত হইয়া নির্ম্মল বৈকুণ্ঠপুরে বাস করেন ॥ ৩৮১ ॥

———

অষ্টমী নবমী-বিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ।
সৈবোপোষ্যা সদা পুণ্যকাঙ্ক্ষিভী
রোহিণীং বিনা ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—অষ্টমী নবমীযুক্তা 'উমামাহেশ্বরী' তিথি, পুণ্যকামীগণ সর্ব্বদা তাহাতেই উপবাস করিবেন, রোহিণী যুক্তা না হইলেও ॥ ৩৮২ ॥

পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধান্তু বর্জ্জয়েৎ ।
অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্ ।
ব্রহ্মহত্যাফলং দদ্যাদ্ধরিবৈমুখ্যকারণাৎ ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—অষ্টমী ব্রত সর্ব্বদা নবমী বিদ্ধা কর্ত্তব্যা, সপ্তমী বিদ্ধা কিন্তু সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে। কারণ, সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বকৃত পুণ্যকে ধ্বংস করে। সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীর উপবাসে হরিবৈমুখ্য বশতঃ ব্রহ্মহত্যা পাপ দান করে ॥ ৩৮৩ ॥

কেবলন্তূর্ক্ষযোগেন উপবাসন্তিথিং বিনা ।
ন যচ্ছতি শুভং কার্য্যং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৩৮৪

অনুবাদ—উপবাস যোগ্য তিথি ব্যতীত কেবল নক্ষত্রযোগে শুভ ফল দান করে না—ইহা মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩৮৪ ॥

পরেঽহ্নি পারণং কুর্য্যাৎ তিথ্যন্তে বাথ ঋক্ষতঃ ॥৩৮৫

অনুবাদ—উপবাসের পরদিনে পারণ করিবে তিথির অন্তে বা নক্ষত্রের অন্তে ॥ ৩৮৫ ॥

যদৃক্ষং বা তিথির্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা ।
দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ ॥
ইতি ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—যে নক্ষত্র বা যে তিথি রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে, ঐ ব্রতের পারণ দিবসে করিতে হইবে, তাহা না হইলে ব্রত পতন হয় ॥ ৩৮৬ ॥

'উমামাহেশ্বরী তিথিঃ' ইতি তৎসংজ্ঞেত্যর্থঃ ॥৩৮৭॥

অনুবাদ—অষ্টমী ও নবমী যোগে 'উমামহেশ্বরী তিথি' এই তাহার নাম, ইহাই অর্থ ॥ ৩৮৭ ॥

অত্র কারণম্

যথোক্তং ভোজরাজীয়ে—
অষ্টম্যাং পূজয়েচ্ছম্ভুং নবম্যাং শক্তিরিজ্যতে ।
তয়োর্যোগে তু সম্প্রাপ্তে দ্বয়োঃ পূজা মহাফলা ॥
ইতি ॥ ৩৮৮ ॥

অনুবাদ—ইহার কারণ, ভোজরাজীয় স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—অষ্টমীতে শম্ভুকে পূজা করিবে এবং নবমীতে (শিব) শক্তি আরাধিত হন। অষ্টমী ও নবমীর যোগে একত্র প্রাপ্ত হইলে শিব ও শক্তির পূজা মহাফলপ্রদা হয় ॥ ৩৮৮ ॥

অত্র কেবলমিত্যাদাবুমামাহেশ্বরী তিথিঃ ।
তিথি প্রোক্তা সৈব যস্মাদুপোষ্যত্বেন নিশ্চিতা ॥৩৮৯

অনুবাদ—'কেবল ঋক্ষযোগে' এই (৩৭৫) প্রমাণে কেবল রোহিণীনক্ষত্র যোগ থাকিলেও উপবাস তিথি বলিতে 'উমামাহেশ্বরী' তিথি (৩৮২) অষ্টমী নবমী যোগ ব্যতীত শুভ ফল দান করে না—ইহাই মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন (৩৮৪) পদ্যের অর্থ। যেহেতু উমামাহেশ্বরী তিথিই উপবাস যোগ্য রূপে নিশ্চিত হইয়াছেন ॥ ৩৮৯ ॥

অপিশব্দশ্চ তত্র স্যাদ্যদুক্তং রোহিণীং বিনা ।
তস্মাদত্রাপি সপ্তম্যা বিদ্ধাষ্টম্যেব বর্জ্জিতা ॥৩৯০॥

অনুবাদ—(৩৮৬ পদ্যে) অপি শব্দ দ্বারা রোহিণী ব্যতীত তিথি অষ্টমী পারণ দিনে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিলে—ইহার অর্থ সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীই এস্থলেও বর্জ্জন করা হইয়াছে ॥ ৩৯০ ॥

যদৃক্ষঞ্চেতি যদ্বাক্যং তত্তু সামান্যতদ্যুতৌ ।
প্রসঙ্গাদুক্তমস্মিন্ হি বিদ্ধা ত্যক্তৈব সাগ্রহম্ ॥৩৯১॥

অনুবাদ—'যে নক্ষত্র বা তিথি' এই বাক্যে সামান্য ভাবে তিথি নক্ষত্র যোগ প্রসঙ্গত উক্ত হইয়াছে—ইহা সপ্তমী বিদ্ধা ত্যাগেই আগ্রহ ॥ ৩৯১ ॥

শ্রুতিলিঙ্গাদিকন্যায়াচ্ছ্রুতেরেব হি মুখ্যতা।
তদেবমষ্টমীহানৌ ব্রতলোপঃ প্রসজ্যতে।
তন্নিরস্তং পূর্ব্বমেব স্কান্দবাক্যানুসারতঃ ॥ ৩৯২ ॥
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধামিত্যাদ্যং যদুদীরিতম্।
নৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দৃষ্টান্তাশ্চ প্রদর্শিতাঃ ॥৩৯৩॥
দশমীবেধাযোগেন শুদ্ধং হি দ্বাদশীব্রতম্।
সপ্তম্যবেধবেধোক্তিব্যবস্থা যা কৃতা পরৈঃ।
নিরস্তা সা পুরা দেবৈরিত্যাদি-বচসো বলাৎ ॥৩৯৪॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণবদ্বৈধাদ্ব্যবস্থৈব তদর্হতি ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনে যে ষড়বিধ প্রমাণের উল্লেখ আছে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান সমাখ্যা—ইহাদের মধ্যে পর পর প্রমাণের দুর্ব্বলতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, সুতরাং শ্রুতি প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অষ্টমী তিথি না থাকিলে ব্রতলোপের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, তাহা পূর্ব্বেই নিরস্ত করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে প্রমাণ বাক্য অনুসারে জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা (৩৬৫) অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমীকে—ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নৃসিংহপরিচর্য্যা গ্রন্থে দৃষ্টান্তসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। দশমী বেধ বিহীন শুদ্ধ দ্বাদশী ব্রত। সপ্তমী বেধ বিহীন এবং সপ্তমীবেধযুক্ত উভয়-বিধ বাক্যের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন অন্য নিবন্ধকার-গণ, তাহা স্কন্দপুরাণোক্ত পুরাদেবে (৩৭২) ইত্যাদি বাক্যসমূহের প্রমাণ বলে খণ্ডিত হইয়াছে। ঐ বচনগুলি দ্বারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও অবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভেদে দুই প্রকার ব্যবস্থাই যোগ্য ॥ ৩৯২-৩৯৫ ॥

যত উক্তমাগ্নেয়-বিষ্ণুধর্ম্ময়োঃ—
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—যেহেতু অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—এই জগতে দৈব ও আসুর এই দ্বিবিধ জীব সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণগণ দৈব সৃষ্টি, তদ্বিপরীতগণ অসুর সৃষ্টি ॥ ৩৯৬ ॥

অথ জন্মাষ্টমীপারণকালনির্ণয়ঃ

শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমীবৃদ্ধৌ তু পারণম্।
তিথ্যন্তে ভেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ
চৈকভেদতঃ ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ—অথ জন্মাষ্টমী পারণকাল নির্ণয়—শুদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবেধবিহীন এবং কেবলা অর্থাৎ রোহিণীনক্ষত্র যোগ ব্যতীত জন্মাষ্টমী ব্রতে পরদিন পূর্ব্বাহ্নে অষ্টমী তিথি বৃদ্ধি পাইলে তিথির অন্তে পারণ, নক্ষত্র সহিত ব্রতে নক্ষত্র অধিক থাকিলে নক্ষত্রান্তে পারণ, তিথি ও নক্ষত্র উভয় বৃদ্ধি থাকিলে যে কোন একটির অন্তে পারণ ॥ ৩৯৭ ॥

তথা চ বহ্নিপুরাণে—
ভান্তে কুর্য্যাৎ তিথের্বাপি শস্তস্তারত পারণম্ ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—ইহার প্রমাণ অগ্নিপুরাণে—হে ভারত! নক্ষত্রের অন্তে বা তিথির অন্তে পারণ প্রশস্ত ॥ ৩৯৮॥

কিঞ্চ—
রোহিণীসংযুতা চেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ সমুপোষিতা।
বিয়োগে পারণং কুর্য্যুর্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—আরও—রোহিণী যুক্তা এই অষ্টমী যদি বিদ্বদগণ উপবাস করিয়া থাকেন, বেদবাদি মুনিগণ একের বিচ্ছেদে নক্ষত্র বা তিথির অন্তে পারণ করেন ॥ ৩৯৯ ॥

সাংযৌগিকে তু সম্প্রাপ্তে যত্রৈকোঽপি বিযুজ্যতে।
তত্রৈব পারণং কুর্য্যাদেবং বেদবিদো বিদুঃ ॥৪০০॥

অনুবাদ—বেদবিদ্গণ জানেন পারণ দিনে তিথি ও নক্ষত্র একযোগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যখন যে কোন একটির অন্ত হইবে তখনই পারণ করিবেন ॥ ৪০০॥

টীকা—শুদ্ধায়াঃ সপ্তমীবেধরহিতায়াঃ কেবলায়া একাকিন্যাঃ রোহিণীং বিনাভূতায়া ইত্যর্থঃ। বৃদ্ধৌ সত্যাং তিথেরষ্টম্যা অন্তে বিচ্ছেদে সতি পারণম্, ভে চ রোহিণীনক্ষত্রে কেবলে অধিকে বৃদ্ধে সতি তস্য

রোহিণীনক্ষত্রস্যান্তে পারণম্। দ্বয়োশ্চ তিথিনক্ষত্রয়োর্বৃদ্ধৌ সত্যামেকস্য তয়োর্মধ্যে তিথের্নক্ষত্রস্য বা কস্যচিদ্বেদতশ্ছেদে সতি পারণং কার্য্যমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বন্তু 'তিথিভান্তে চ পারণম্' ইতি যল্লিখিতং, তচ্চ দ্বয়োরেব সাম্যেন বৃদ্ধ্যভিপ্রায়েণ, কিংবা অগ্রে লেখ্যপক্ষান্তরাদরেণেতি জ্ঞেয়ম্। 'সাংযৌগিকে ব্রতে' ইত্যনেন সংযোগাস্যাপেক্ষয়া অষ্টম্যাং সংযোগাভাবে রোহিণ্যামপি পারণং কার্য্যমেব ॥ ৩৯৭-৪০০ ॥

যদ্বা তিথ্যৃক্ষয়োরেব দ্বয়োরন্তে তু পারণম্।
সমর্থানামশক্তানাং দ্বয়োরেকবিয়োগতঃ ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—অথবা—সমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণ, অশক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে যে কোন একের অন্তে পারণ ॥ ৪০১ ॥

টীকা—অথবা দ্বয়োরেবান্তে পারণমিতি কেষাঞ্চিন্মতমঙ্গীকৃত্যাধিকারিভেদেন ব্যবস্থাপয়ন্ পক্ষান্তরং লিখতি—যদ্বেতি। সমর্থানাম্ উপবাসদ্বয়শক্তানাং দ্বয়োরেবান্তে পারণম্, অশক্তানান্তু দ্বয়োর্মধ্যে একবিচ্ছেদ এব পারণম্ ॥ ৪০১ ॥

অতএব উক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—
যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রসংযুতাঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণরোহিণী ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—অতএব যাজ্ঞবল্ক্য মুনির উক্তিতে—নক্ষত্র সংযুক্তা পুণ্য প্রদা যে সকল তিথি শাস্ত্রে উক্ত আছে, সে সকলের ব্রতে নক্ষত্রান্তেই পারণ করিবে, শ্রবণা ও রোহিণী নক্ষত্র ব্যতীত। অর্থাৎ শ্রবণা-দ্বাদশী ও রোহিণী অষ্টমীতে নক্ষত্র ও তিথির অন্ত হইলে পর পারণ করিবে ॥ ৪০২ ॥

টীকা—তাসু চ ঋক্ষান্তে সত্যেব পারণং কুর্য্যান্ন তু তিথ্যন্তমপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। 'বিনা শ্রবণরোহিণীম্' ইতি শ্রবণদ্বাদশ্যাং রোহিণ্যষ্টম্যাঞ্চ ঋক্ষান্তে তিথ্যন্তে চ সতি পারণং কুর্য্যাৎ, ন তু কেবলঋক্ষান্ত ইত্যর্থঃ। কুর্য্যাদিত্যত্র তাসামিতি কৃচিৎ পাঠঃ, অর্থস্তু তথৈব। ভাদ্রে শ্রাবণদ্বাদশ্যাং শ্রীবামনপ্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া শ্রবণান্তেঽপি ন পারণং কিন্তু তদহোরাত্রান্ত এব, অতএব সমর্থানাং তত্রোপবাসদ্বয়ম্। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। কেচিচ্চৈবং ব্যাচক্ষতে—তাসু ঋক্ষান্ত এব পারণং, শ্রবণ-রোহিণ্যোস্তু তিথ্যন্ত এব পারণং, ন ত্বেতয়োঃ ঋক্ষান্তোঽপেক্ষণীয় ইতি। এবঞ্চ শ্রবণ-দ্বাদশীব্রতে পারণায়াং দ্বাদশ্যতিক্রমদোষোঽপ্যেতদ্বিশেষবচনবলাৎ সোঢ়ব্যঃ। যদ্বা, তিথ্যন্তরশ্রবণব্রতে এবং জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ৪০২ ॥

অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরা কৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলম্ ॥৪০৩

অনুবাদ—অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—অষ্টমীতে ও রোহিণীতে কখনও পারণ করিবে না, করিলে পারণকারীর পূর্ব্বকৃত সুকর্ম্ম ও উপবাসজাত ফল নষ্ট করিবে ॥ ৪০৩ ॥

টীকা—যতো হন্যাৎ পারণমেব কর্ত্তুঃ ॥ ৪০৩ ॥

তিথিরষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাত্তিথিভান্তে চ পারণম্ ॥৪০৪॥

অনুবাদ—তিথি অষ্টগুণ পুণ্য ক্ষয় করে, নক্ষত্রও চতুর্গুণ পুণ্য ক্ষয় করে, অতএব বিশেষ যত্ন সহকারে তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে ॥ ৪০৪॥

কেচিচ্চ ভগবজ্জন্মমহোৎসবদিনে শুভে।
ভক্ত্যোৎসবান্তে কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবা ব্রতপারণম্ ॥৪০৫॥

অনুবাদ—কেহ কেহ পবিত্র পরম উত্তম ভগবজ্জন্ম মহোৎসব দিনে বৈষ্ণবগণ দাস্য ভক্তিসহ উৎসবান্তে ব্রত পারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০৫ ॥

তথা চোক্তং গারুড়ে—
তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্ ॥৪০৬

অনুবাদ—ঐরূপ গরুড়পুরাণে উক্ত আছে—ব্রতাচরণকারী পরদিন তিথির অন্তে, অথবা ঐ দিন উৎসবান্তে পারণ করিবেন ॥ ৪০৬ ॥

টীকা—উৎসবান্তে অধিকাধিকভোগনৃত্যকীর্ত্তনাদিনা পূজাবিশেষে বৈষ্ণবকুলসম্মানমবিশেষে চ সমাপ্তে সতি। অত্র চ শুভে পরমোত্তমে মহোৎসবদিনে ইতি কায়ক্লেশাযোগ্যতা সূচিতা। তথা ভক্ত্যেতি নিত্যোচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদ- ভোজন-নিয়ম- দাস্যবিশেষাপেক্ষয়া ইতি হেতুবিশেষশ্চ দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ৪০৪-৪০৬ ॥

বায়ুপুরাণে চ—

যদীচ্ছেৎ সর্ব্বপাপানি হন্তুং নিরবশেষতঃ।
উৎসবান্তে সদা বিপ্র জগন্নাথান্নমাশয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণেও—নিঃশেষে যদি সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা কর, হে বিপ্র। উৎসবান্তে সর্ব্বদা জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন ভোজন করাইবে ॥৪০৭

টীকা—আশয়েদশ্নীয়াৎ ॥ ৪০৭ ॥

অথ জন্মাষ্টমীব্রতবিধিঃ

ব্রতসাধারণত্বাচ্চ সপ্তম্যাদি-দিনত্রয়ে।
কর্ত্তব্যা নিয়মাঃ সর্ব্বে দশম্যাদি-দিনেষ্বিব ॥৪০৮॥

অনুবাদ—অনন্তর জন্মাষ্টমী-ব্রতবিধি, পূর্ব্বে দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই তিন দিবসে সাধারণ ভাবে যে ব্রতের নিয়মসমূহ কথিত হইয়াছে, সেইরূপ এই জন্মাষ্টমী ব্রতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কর্ত্তব্য নিয়মসমূহ পালন করিবে ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—তত্রাদৌ ব্রতসাধারণান্ নিয়মানতিদিশতি—ব্রতেতি। সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ং সংযমদিনমুপবাসদিনং পারণদিনঞ্চ তস্মিন্, দশম্যাদিদিনেষ্বিব যথা দশম্যেকাদশীদ্বাদশীদিনত্রয়ে, তথা সর্ব্বে নিয়মাঃ কর্ত্তব্যাঃ। দশম্যাদিবিহিতা অপি তে তে নিয়মাঃ সর্ব্বব্রত-সাধারণত্বাদত্র সপ্তম্যাদিষ্বপি কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ। তে চ পূর্ব্বমেকাদশী-ব্রতপ্রকরণে লিখিতা এব সন্তি। 'তৈলমত্যম্বুপানঞ্চ' ইত্যাদি দশমীনিয়মাঃ। 'অসকৃজ্জলপানাচ্চ' ইত্যাদ্যেকাদশীনিয়মাঃ। কাংস্যামিষে সুরাং ক্ষৌদ্রম্' ইত্যাদি-দ্বাদশীনিয়মাঃ। অতএব ভবিষ্যোত্তরে—উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যঃ' ইত্যাদি। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ৪০৮ ॥

অথ বিধিবিশেষঃ

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

তদ্‌ব্রতং কীদৃশং দেব লোকৈঃ সর্ব্বৈরনুষ্ঠিতম্।
জন্মাষ্টমীব্রতং নাম পবিত্রং পুরুষোত্তম ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষ বিধি, ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে পুরুষোত্তম দেব। পবিত্র জন্মাষ্টমী ব্রত কীরূপ? যাহা সর্ব্বলোকে অনুষ্ঠান করে? ৪০৯ ॥

যেন ত্বং তুষ্টিমায়াসি লোকানাং প্রভবাব্যয়।
এতন্মে ভগবন্ ব্রূহি প্রসাদান্মধুসূদন ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্। হে মধুসূদন। আপনি লোকসৃষ্টি বা উন্নতির হেতু, আপনি অব্যয়! যে জন্মাষ্টমী ব্রত দ্বারা আপনি প্রসন্ন হন। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি সেই জন্মাষ্টমী ব্রত বিধি বলুন ॥ ৪১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

পার্থ তদ্দিবসে প্রাপ্তে দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
উপবাসস্য নিয়মং গৃহ্ণীয়াদ্‌যতমানসঃ ॥ ৪১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পার্থ। জন্মাষ্টমী ব্রতদিন উপস্থিত হইলে প্রাতে দণ্ডধারণ পূর্ব্বক সংযত চিত্তে উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করিবে ॥ ৪১১॥

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১২ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন। একটি উপবাস করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪১২ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বব্রতসাধারণবিধিমুল্লিখ্যাধুনাত্র বিশেষং লিখতি—একেনেত্যাদিনা। সপ্তম্যামেকভক্তানন্তরং দন্তধাবনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ, অথবাষ্টম্যাং প্রাতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৪১২ ॥

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্ ॥৪১৩॥

অনুবাদ—পাপসমূহ হইতে দূরে থাকিয়া গুণসমূহের সহিত যে বাস, তাহাই 'উপবাস', কেবল নিরাহারকে উপবাস বলে না ॥ ৪১৩ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ।
ভোক্ষেঽহং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥৪১৪॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহাতে মন্ত্র—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! অদ্য নিরাহার ও সর্ব্ববিধ ভোগবর্জ্জিত হইয়া থাকিব, পরদিনে ভোজন করিব, হে অচ্যুত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—তত্রাষ্টমীপ্রাতঃ সঙ্কল্পমন্ত্রং লিখতি—অদ্যেতি। যদ্যপি সঙ্কল্পমন্ত্রে 'শ্বোভূতে পরমেশ্বর' ইত্যাদি পাঠঃ কচিদ্দৃশ্যতে, তথাপি 'সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ' ইত্যাদি-ভবিষ্যোত্তরোক্তপাঠোঽত্র লিখিতঃ। পাঠান্তরে 'দেবকীপুত্র' ইত্যাদি-বিশেষ-নির্দ্দেশেন শিষ্টগণাদৃতত্বাৎ। ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীভগবতা স্বয়ন্তথা নোক্তং, পরমলজ্জাগুণশীলত্বাৎ, এবমন্যত্রাপূহ্যম্ ॥ ৪১৪ ॥

ততঃ স্নাত্বা তু মধ্যাহ্নে নদ্যাদৌ বিমলে জলে।
দেবক্যাঃ শোভনং কুর্য্যাৎ সুগুপ্তং
সূতিকাগৃহম্ ॥ ৪১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মধ্যাহ্নে নদী প্রভৃতির পবিত্র জলে স্নান করিয়া অতি শোভন ও গোপনীয় দেবকীর সূতিকা গৃহ রচনা করিবে ॥ ৪১৫ ॥

অথ সূতিকাগৃহ-নির্ম্মাণবিধিঃ

পদ্মরাগৈঃ পটৈর্নৈত্রৈর্মণ্ডিতং চর্চ্চিতং শুভৈঃ।
রম্যং বন্দনমালাভী রক্ষামণিবিভূষিতম্ ॥ ৪১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ বিধি—পদ্মরাগ বস্ত্রসমূহ দ্বারা মণ্ডিত ও সূক্ষ্ম বস্ত্রসমূহ দ্বারা চর্চিত, পবিত্র ও মনোহর বন্দনমালাসমূহ দ্বারা এবং রক্ষামণিসমূহ দ্বারা বিভূষিত সূতিকা গৃহ রচনা করিবেন ॥ ৪১৬ ॥

সর্ব্বং গোকুলবৎ কার্য্যং গোপীজনসমাকুলম্।
ঘণ্টামর্দ্দল-সঙ্গীতং মাঙ্গল্যকলসান্বিতম্ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—গোকুলের রীতি অনুসারে সর্ব্ব কার্য্য করিয়া গোপীজন পরিবেষ্টিত, ঘণ্টা ও মাদল ধ্বনি-সহ সঙ্গীত, মঙ্গল ঘট স্থাপন ॥ ৪১৭ ॥

যবার্দ্র-স্বস্তিকাব্জাদ্যৈঃ শঙ্খবাদিত্র-সঙ্কুলম্।
বদ্ধকরী লোহখড়্গোদ্দীপচ্ছাগসমন্বিতম্ ॥ ৪১৮ ॥
মন্থানবারিধূপৈশ্চ ভূতিসর্ষপবহ্নিভিঃ।
দ্বারি বিন্যস্তমুষলং রক্ষিতং রক্ষপালকৈঃ ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—যবার্দ্র, স্বস্তিক, পদ্ম, তুমুল শঙ্খ বাদ্য, গীত, নৃত্য, শৃঙ্খল, লৌহ, খড়্গ, দীপ, ছাগ, মন্থনদণ্ড, জল, ধূপ, ভস্ম, সর্ষপ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দ্বারে মুষল সজ্জিত দ্বারপালসমূহ দ্বারা রক্ষিত সূতিকা গৃহ রচনা করিবে ॥ ৪১৮-৪১৯ ॥

ষষ্ঠ্যা দেব্যাশ্চ তত্রৈব বিধানং বিধিবত্তথা।
এবম্বিধং যথাশক্তি কর্ত্তব্যং সূতিকাগৃহম্ ॥ ৪২০ ॥

অনুবাদ—সেই স্থলে বিধি অনুসারে ষষ্ঠীদেবী নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, এইরূপ সামর্থ্য অনুসারে সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ৪২০ ॥

তন্মধ্যে প্রতিমা স্থাপ্যা সা চাপ্যষ্টবিধা স্মৃতা।
কাঞ্চনী রাজতী তাম্রী পৈত্তলী মৃন্ময়ী তথা।
বার্ক্ষী মণিময়ী চৈব বর্ণিকা লিখিতাথবা ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—তাহার মধ্যে যশোদাদি মাতৃ প্রতিমা স্থাপন কর্ত্তব্য, তাহা অষ্টবিধা—সুবর্ণময়ী, রৌপ্যময়ী, তাম্রময়ী, পিত্তলময়ী, মৃন্ময়ী, দারুময়ী, মণিময়ী অথবা চিত্রপটময়ী ॥ ৪২১ ॥

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না পর্য্যঙ্কে চার্দ্ধসুপ্তিকা।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা কৃতা সা তু তপস্বিনী।
প্রসুতা চ প্রস্নুতা চ তৎক্ষণাচ্চ প্রহৃষিতা॥ ৪২২॥

অনুবাদ—সর্ব্বলক্ষণ যুক্তা পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িনী গলিতকাঞ্চনবর্ণা তপস্বিনী প্রসূতা স্তনদুগ্ধ ক্ষরিতা তৎক্ষণাৎ আনন্দিতা মাতৃমূর্ত্তি হইবেন॥ ৪২২॥

টীকা—অথ লোকে জন্মতিথিকৃত্যবৎ প্রাতঃ শ্রীভাগবতোঽপি তিলস্নপনাদিকং লৌকিকভক্তিরীত্য-পেক্ষয়া কার্য্যমিতি লিখতি—কুর্ব্বীতেতি। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্নপনাদি তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ কুর্ব্বীত, আদি-শব্দা-দুদ্বর্ত্তনাদি। তথা চোক্তম্—'তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোতা তিলপ্রদঃ। তিলবাপী তিলাশী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥' ইতি। অত্র শিষ্টাচারানুসারেণাষ্টো-ত্তর-শতদূর্ব্বাগ্রাদিযুক্তেন সহস্রচ্ছিদ্রঘটেন ধারয়া স্নপনাদিকমপি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বং বস্ত্রাদিকঞ্চ নবমেব ভগবতে অর্পয়েচ্চ। 'শিষ্টাচারানুসারতঃ' ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং সৎসম্প্রদায়াচারানুসারেণৈ-বাত্রাখিলবিধিলিখনাৎ। শুভে তীর্থে শ্রীকালিন্দ্যাদৌ, তত্রাপি শ্রীবিশ্রান্ত্যাদৌ' তদলাভে চ অন্যত্র বা সজ্জলে পবিত্রনির্ম্মলসলিলে। তথা চাগ্রে লেখ্যং ভবিষ্যোত্তর-বচনম্—'নদ্যাদৌ বিমলে জলে' ইতি। ব্রতী উপ-বাসপরো জনঃ, ধাত্রীফলং মূর্দ্ধি দত্ত্বা, তেন মস্তকং সংমৃজ্য শুভৈঃ শ্রীভগবতঃ স্নানাদ্যবশিষ্টৈর্মহাপ্রসাদ-রূপৈঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈঃ কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাৎ। তথা চ ভবিষ্যে—উপোষিতস্তু মধ্যাহ্নে স্নাত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দদ্যান্মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয়ে'। ইতি। যদ্যপি তদ্বচনমগ্রে মূলে স্বয়মেব লেখ্যং, তথাপ্যেতদত্র সুখার্থং লিখিতম্, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। অন্যদ্দৃষ্টদেবপূজাদি সুদেশে শোভনপ্রদেশে দিব্যং পরমোত্তমম্। তৎপ্রকারং দর্শয়ন্ তদেব বিশিনষ্টি—বিভূষিতমিতি দ্বাভ্যাম্। তোরণাদিনা চাত্র বাসো-দর্পণপল্লবাদি-বিরচিতানি বন্দনমালেতি খ্যাতান্যেব। আবদ্ধৈর্বিতানাদিষু স্থানে স্থানে সম্যগ্‌বৃদ্ধৈঃ কলসাদি-ভিশ্চ ভূষিতম্। যবদূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ। আদি-শব্দাৎ মথনরজ্জুস্বস্তিকাদিভিশ্চাঢ্যং যুক্তম্। দ্বারি দ্বার-বিন্যস্তৈঃ শৃঙ্খলাদিভিঃ সংযুতম্। আদিশব্দাচ্চাত্র পূর্ব্বলিখিত-মার্কণ্ডেয়পুরাণাদি বচনানুসারেণ মথন-দণ্ড-দীপ-জল-যূপ-ভস্মসর্ষপ-নিম্বফলানি জ্ঞেয়ানি। তত্র সূতিকাগৃহে তদ্ভিত্ত্যাদৌ গোপ-গোপীজনাবৃতং শ্রীগোকুলং শ্রীনন্দবাসং বিশেষতো লিখেৎ। গেহস্য তস্যৈব সূতিকাগৃহস্য সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিক্ষু, তস্য সূতিকাগৃহস্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রাখ্যং মণ্ডলং বিরচয্য তস্মিন্ কুম্ভং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তস্য ঘটস্যোপরি হৈমং স্বর্ণনির্ম্মিতং তদভাবে বৈণবঞ্চ পাত্রং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ। ভবিষ্যপুরাণোক্তং 'তচ্চ পাত্রং তিলপূরি-তম্' ইতি চ জ্ঞেয়ম্। পাত্রপরিমাণঞ্চ দেবীপুরাণো-ক্তং পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি। তৎ পাত্রং, তদুপরি দেবকীং স্থাপয়েৎ; কথম্ভূতাম্? স্বর্ণেনান্যেন রূপ্যা-দিনা কৃতাং নির্ম্মিতাম্। স্বর্ণাদিমানং চোক্তম্। 'সৌবর্ণী রাজতী তাম্রী বৃক্ষজা মাত্তিকী তথা। চিত্রজা পিষ্টলেপস্থা নিজবিত্তনুসারতঃ। আ মাষাৎ পল-পর্য্যন্তং কর্ত্তব্যা শাঠ্যবর্জ্জিতৈঃ' ইতি। তত্র দেবকী-প্রতিমামাহ—সর্ব্বেতি সার্দ্ধেন। সর্ব্বৈর্ণ দিব্যস্ত্রী-লক্ষণ-বিশেষেণ সম্পন্না সম্পূর্ণা। লক্ষণং চাগ্রে লেখ্য-লক্ষ্মীপ্রতিমানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অর্দ্ধসুপ্তিকেতি, অর্দ্ধাঙ্গেন সুপ্তিকেত্যর্থঃ। এতচ্চ বালকস্তনদানার্থং শয্যায়াং কৃতা নির্ম্মিতা। পাঠান্তরে ময়া সহেত্যস্য অর্দ্ধসুপ্তিকেত্যনেন সম্বন্ধঃ। তপস্বিনী পরমভাগ্যব-তীতি পূর্ব্বজন্মকৃততপঃস্মরণাদেব। প্রস্নুতা—ক্ষরিতস্তনী॥ ৪১৫-৪২২॥

মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং নীলোৎপলদলপ্রভম্॥ ৪২৩॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-বনমালা-বিভূষিতম্।
চতুর্ভুজং মহঃপূর্ণং স্থাপয়েত্তত্র ভক্তিতঃ॥ ৪২৪॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও পালঙ্কে নিদ্রিত নয়ন অথচ স্তন পানরত বক্ষে, শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত বালক নীলপদ্মের পত্রের ন্যায় জ্যোতি বিশিষ্ট রচনা করি-বেন, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু বনমালা বিভূ-ষিত, চতুর্ভুজ, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সে স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন॥ ৪২৩-৪২৪॥

টীকা—নিজ-শ্রীমূর্ত্তিমাহ—মাঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। বালকং বালরূপং, দেবং দ্যোতমানং দিব্যরূপং বা। তদেবাহ—শঙ্খেতি; মহঃপূর্ণং তেজঃস্বরূপম্, যদ্বা,

মহোব্রহ্ম তৎ স্বরূপং। সচ্চিদানন্দঘনং মাং ভক্ত্যা তত্র তথা স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪২৩-৪২৪ ॥

যশোদাঞ্চাপি তত্রৈব প্রসূত-বরকন্যকাম্ ॥ ৪২৫ ॥

অনুবাদ—যশোদাকেও সেই স্থানে নব জাত কন্যারত্ন সমন্বিত মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন ॥ ৪২৫ ॥

টীকা—তত্রৈব কুচিদ্দেশে শ্রীযশোদা-প্রতিমাঞ্চ স্থাপয়েৎ ইত্যাহ—যশোদামিতি। প্রসূতা বরা শ্রেষ্ঠা মায়াদেবীরূপা কন্যকা যয়া তাম্। শ্রীনন্দ-বলভদ্র-রোহিণী-গোপ-গোপ্যাদিপ্রতিমাশ্চ স্থাপ্যা ইতি জ্ঞেয়ম্, একত্রৈব তেষাং স্থাপনাদ্যুক্তেঃ ॥ ৪২৫ ॥

তত্র দেবা গ্রহা নাগা যক্ষবিদ্যাধরোরগাঃ।
প্রণতাঃ পুষ্পমালাভির্ব্যগ্রহস্তাঃ সুরাসুরাঃ।
সঞ্চরন্ত ইবাকাশে প্রকারৈর্মুদিতোদিতৈঃ ॥ ৪২৬ ॥

অনুবাদ—বহির্দ্দেশে দেবগণ, গ্রহগণ, নাগগণ, যক্ষ বিদ্যাধর, সর্পগণ, পুষ্পমালা সহ ব্যগ্রহস্তে প্রণত দেব, অসুরগণ, আনন্দিত হইয়া নানাভাবে আকাশে উদিত হইয়া যেন সঞ্চরণ করিতেছেন ॥ ৪২৬ ॥

টীকা—তত্র সূতিকাগৃহে, সুরাসুরা ইতি পুনঃ সুরগ্রহণং তেষাং হর্ষবিশেষোদয়াৎ। যদ্বা, সুরবদ্‌যোঽসুরা আসুরভাবরহিতা যে, দৈত্যাস্তে শ্রীপ্রহলাদাদয়ঃ। মুদিতানি হর্ষযুক্তানি উদিতানি বচনানি যেষু, যদ্বা, মুদিতানাং যে উদিতাঃ শাস্ত্রাদ্যুক্তাঃ প্রকারা বেশ-ব্যবহারাদয়স্তদ্বিশিষ্টাঃ সন্তঃ, আকাশে সঞ্চরন্ত ইব দেবাদয়ঃ, স্থাপ্যা ইতি শেষঃ। তাদৃশ্যস্তত্তৎ-প্রতিমাঃ কার্য্যাঃ, পটাদৌ লেখ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২৬ ॥

বসুদেবোঽপি তত্রৈব খড়্গচর্ম্মধরঃ স্থিতঃ ॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেবও সেখানেই খড়্গ ও চর্ম্ম হস্তে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪২৭ ॥

টীকা—বসুদেবোঽপি খড়্গচর্ম্মাধরঃ কংসবধার্থ-মাত্তখড়্গচর্ম্মা ইব স্থিতস্তত্রৈব সংস্থাপ্যঃ। তাদৃশ-তৎপ্রতিমা শ্রীদেবকীনিকটে স্থাপনীয়েতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪২৭

কশ্যপো বসুদেবোঽয়মদিতিশ্চাপি দেবকী।
শেষনাগো হলী চাত্র যশোদাদিতিরেব চ ॥ ৪২৮ ॥

অনুবাদ—এই বসুদেব কশ্যপ, দেবকী অদিতি, শেষনাগ শ্রীবলদেব, যশোদা অদিতিই ॥ ৪২৮ ॥

নন্দঃ প্রজাপতির্দক্ষো গর্গশ্চাপি চতুর্ম্মুখঃ।
এষোঽবতারো রাজেন্দ্র! কংসো বৈ কালনেমিজঃ ॥ ৪২৯ ॥

অনুবাদ—নন্দমহারাজ দক্ষ প্রজাপতির গর্গমুনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অবতার। হে রাজেন্দ্র! কংস নিশ্চয়ই কালনেমির অবতার ॥ ৪২৯ ॥

টীকা—শ্রীবসুদেবাদীনং ধ্যানবিশেষমাহ—কশ্যপ ইতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। কালনেমিজঃ কালনেমেরবতার ইত্যর্থঃ, পাঠান্তরং চিন্ত্যম্। এবং গর্গকংসাদয়োঽপি প্রতিমা-দ্বারা লিখনেন বা স্থাপ্যা ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪২৮-৪২৯ ॥

তত্র কংসনিযুক্তা যে দানবা বিবিধায়ুধাঃ।
তে চ প্রাহরিকাঃ সর্ব্বে সুপ্তা নিদ্রাবিমোহিতাঃ।
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী দানবাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥৪৩০॥

অনুবাদ—সে স্থলে কংস নিযুক্ত যে চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি দানবগণ বিবিধ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক অবস্থিত তাহারা ও প্রহরিগণ যোগমায়ার প্রভাবে মোহিত হইয়া নিদ্রিত লিখিবে এবং অরিষ্ট ধেনুক কেশী প্রভৃতি দানবগণ শস্ত্র হস্তে লিখিবে ॥ ৪৩০ ॥

টীকা—প্রাহরিকাঃ প্রহরিণঃ, তানেব নির্দিশতি অরিষ্ট ইতি। অন্যে চ শস্ত্রপাণয়ো দানবাশ্চাণূরাদয়ঃ ॥ ৪৩০ ॥

নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো হৃষ্টা গন্ধর্ব্বা গীততৎপরাঃ।
লেখনীয়শ্চ তত্রৈব কালিয়ো যমুনাহ্রদে।
নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ যশোদা চ প্রসূতিকা ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ—আনন্দিত হইয়া অপ্সরাগণ নৃত্যরতা, গন্ধর্ব্বগণ গীত তৎপর লিখিবে, ঐ পার্শ্বে যমুনা হ্রদে কালিয়সর্প নন্দগোপ সহ অন্যান্য গোপগোপী যশোদা নবপ্রসূতা লিখিবে ॥ ৪৩১ ॥

টীকা—নৃত্যদপ্সরাদয়শ্চ ব্যোম্নি লেখ্যাঃ, তত্রৈক-দেশে যমুনা লেখনীয়া, তস্যাং হ্রদস্তত্র চ কালিয়োপরিশ্রীকৃষ্ণনৃত্যাদি-সর্ব্বব্রজসম্বন্ধি-লীলারূপাদি-প্রতিমা স্থাপ্যেতি বেদিতব্যম্। প্রসূতিকা প্রসূতকন্যকা, যশোদায়াঃ পুনরুক্তিস্তৎস্থাপনেন শ্রীনন্দাদিস্থাপনাভিপ্রায়েণ প্রাধান্যবিশেষাপেক্ষয়া বা, দ্বিতীয়ান্তপাঠে কৃত্বেত্যনেন পরেণ সম্বন্ধঃ। পাঠান্তরে কন্যকা-লিখনেন তল্লেখো জ্ঞেয়ঃ, ততশ্চ প্রসূতিকামিতি সদ্যোজাতামিত্যর্থঃ ॥ ৪৩১ ॥

ততঃ পূজোপক্রমঃ

রম্যামেবংবিধাং কৃত্বা দেবকীং নবসূতিকাম্।
তাং পার্থ পূজয়েদ্ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ ফলৈঃ ॥৪৩২

অনুবাদ—অনন্তর পূজারম্ভ—হে পার্থ! এইভাবে সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নবপ্রসূতিকা দেবকীমূর্ত্তিকে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ফলাদি দ্বারা ভক্তিভরে পূজা করিবে ॥ ৪৩২ ॥

কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্দাড়িমীফলৈঃ।
বীজপূরৈঃ পূগফলৈর্নারঙ্গৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪৩৩ ॥
দেশকালোদ্ভবৈর্মিষ্টৈঃ পুষ্পৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
ধ্যাত্বাবতারান্ প্রাগুক্তান্ মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥৪৩৪

অনুবাদ—কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খেজুর, দাড়িম্ব ইত্যাদি ফলদ্বারা এবং বীজপুর সুপারি, নারঙ্গ, লেবু, কাঁটাল এবং বিভিন্ন দেশ ও কাল জাত নানাবিধ ফল, মিষ্ট দ্রব্য, সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিবিধ অবতারগণকেও ধ্যান করিয়া মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৪৩৩-৪৩৪ ॥

অথ পূজামন্ত্রঃ

অদিতির্দেবমাতা ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভয়ভীতো ভবস্য চ ॥ ৪৩৫ ॥
পূজিতাসি যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে।
তথা মে পূজিতা ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে ॥৪৩৬॥

অনুবাদ—অনন্তর পূজামন্ত্র—হে দেবকি! সর্ব্ব পাপ নাশিনী অদিতি দেবমাতা তুমি। অতএব তোমাকে সংসার ভয়ে ভীত হইয়া আমি পূজা করিব। মহাদেবেরও তুমি পূজিতা। হে বরাননে! তুমি যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া প্রসন্না হও, সেইরূপ হে সুব্রতে! ভক্তিসহ পূজিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৪৩৫-৪৩৬ ॥

টীকা—দেবক্যা নবসূতিকাং নূতন-সূতিকাগৃহং, তাং দেবকীং গন্ধাদিভির্ভক্ত্যা পূজয়েদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অবতারাশ্চ বহুবিধা লেখ্যাস্ততশ্চ অবতারং ধ্যাত্বা অদিতিরূপাং দেবকীং বিচিন্ত্য, অবতারানিতি পাঠে সর্ব্বেষামেব তত্রৈব তত্তৎপূজনার্থমেকত্রৈব প্রসঙ্গাদুদ্দিষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্। অদিতিরিত্যাদিপূজামন্ত্রঃ ॥ ৪৩২-৪৩৫ ॥

যথা পুত্রং প্রিয়ং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্বৃতিঃ পরা।
তথা মে নির্বৃতিং দেবি সপুত্র ত্বং দদস্ব মে ॥৪৩৭॥

অনুবাদ—যেমন প্রিয় পুত্রকে লাভ করিয়া তুমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছ। সেইরূপ হে দেবি! তুমি পুত্রসহ প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরমানন্দ দান কর ॥ ৪৩৭ ॥

গায়দ্ভিঃ কিন্নরাদ্যৈঃ সততপরিবৃতা বেণুবীণাদিনাদৈর্ভৃঙ্গারাদর্শকুম্ভপ্রকরহৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমানা।
পর্য্যঙ্কে স্বাস্তৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে
সা দেবী দেবমাতা জয়তি সুবদনা দেবকী কান্তরূপা ॥ ৪৩৮ ॥

অনুবাদ—কিন্নরাদি গায়কগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বেণুবীণা ঝঙ্কার সহ পরিবেষ্টিতা, ভৃঙ্গার, আদর্শ (আয়না) কুম্ভ প্রভৃতি সেবোপকরণ হস্তে কিন্নরগণ কর্ত্তৃক সেব্যমানা, বিস্তৃত পালঙ্কে যিনি হাস্যমুখী পুত্রসহ শয়নে আছেন, সেই দেবমাতা স্বরূপিণী মনোহারিণী সুবদনা দেবকীদেবী জয়যুক্তা হউন ॥৪৩৮॥

পাদাবভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে।
নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যা নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ ॥ ইতি ॥৪৩৯

অনুবাদ—দেবকী মাতার চরণ সন্নিধানে নিজ পদ্মাসনে উপবিষ্টা এবং শ্রীভগবানের ও দেবকী মাতার চরণ সম্বাহনকারিণী লক্ষ্মীদেবীর পূজা—'লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে কর্ত্তব্যা ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—পাদৌ শ্রীভগবতঃ দেবক্যা এব বা অভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্গন্ধাদিভিঃ পূজ্যা। কথম্ভূতা? দেবক্যাশ্চরণান্তিকে পঙ্কজে নিজাসনে নিষণ্ণা উপবিষ্টা। তন্মন্ত্রমাহ—নম ইতি। কেচিচ্চাবাহনাদি-পূর্ব্বকং লক্ষ্মীপূজনমিদং শ্রীদেবকীপূজনাৎ পূর্ব্বমিচ্ছন্তি ॥ ৪৩৯ ॥

———

অবতারসহস্রং বৈ কৃতং তে মধুসূদন।
ন সংখ্যামবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি ॥৪৪০॥
ব্রহ্মা শিবাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়াম্যদ্য মাতুরুৎসঙ্গশায়িনম্ ॥ ৪৪১ ॥

অনুবাদ—হে মধুসূদন! আপনি অসংখ্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, এই জগতে কেহ আপনার অবতারের সংখ্যা জানে না। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণও আপনার স্বরূপ জানেন না, অতএব অদ্য আমি মাতৃ-ক্রোড়ে শায়িত আপনাকে পূজা করি। (ইতি পূজা-মন্ত্র) ॥ ৪৪০-৪৪১ ॥

টীকা—নিজপূজামন্ত্রমাহ—অবতারেতি দ্বাভ্যাম্। 'ন তে সংখ্যাবতারাণাম্' ইতি পাঠে বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিঃ, সংখ্যায়া জানাতি ক্রিয়ান্বয়শ্চান্যথা ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ ব্রহ্মাদিভিরপি তব স্বরূপাজ্ঞানাদ্ধেতোঃ কেবলমদ্য মাতুরুৎসঙ্গশায়িনমেব ত্বাং পূজয়ামীত্যর্থঃ। যদ্বা যস্য স্বরূপং তেঽপি ন বিদুঃ, তদমা সাক্ষান্মাতুরুৎসঙ্গশায়িনং সন্তং পূজয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৪৪০-৪৪১ ॥

———

স্বনামভিশ্চতুর্থ্যন্তৈঃ প্রণবাদিনমোঽন্তকৈঃ।
পূজয়েয়ুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্ত্রী-শূদ্রা মন্ত্রবর্জ্জিতাঃ ॥৪৪২॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেবাদির পূজা মন্ত্রের উপদেশ—দেবতার নিজ নিজ নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি-যুক্ত করিয়া প্রথমে 'প্রণব' ও শেষে 'নমঃ' শব্দযোগ করিয়া (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) দীক্ষিত দ্বিজগণ সকলে পূজা করিবেন। আর অদীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রগণ নামমন্ত্র দ্বারাই পূজা করিবেন ॥ ৪৪২ ॥

টীকা—শ্রীবসুদেবাদীনাং পূজামন্ত্রমুদ্দিশতি—স্বনামভিরিতি। তত্র প্রয়োগঃ—'ওঁ বসুদেবায় নমঃ' ইতি। মন্ত্রবিবর্জ্জিতাঃ প্রণবরহিতাঃ, তত্তন্মন্ত্রান্তের-প্রণবা উচ্চারণীয়া ইত্যর্থঃ। অত্র চানুক্তোঽপি বিশেষতঃ পূজায়াঃ ক্রমো বিধিশ্চ বহুলপুরাণবচনাদ্যুক্তিতঃ সম্প্রদায়ানুসারাচ্চাগ্রে লেখ্য এব ॥ ৪৪২ ॥

———

বিধ্যন্তরমপীচ্ছন্তি কেচিদত্র দ্বিজোত্তমাঃ।
চন্দ্রোদয়ে শশাঙ্কায় দদ্যাদর্ঘ্যং হরিং স্মরন্ ॥৪৪৩॥

অনুবাদ—এস্থলে কোন কোন দ্বিজোত্তমগণ অন্য বিধিও ইচ্ছা করেন, চন্দ্র উদিত হইলে ধীরে ধীরে হরিকে স্মরণ করিয়া চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্যদান করিবেন ॥ ৪৪৩ ॥

———

অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
অপরাজিতং বাসুদেবং মাধবং মধুসূদনম্ ॥ ৪৪৪ ॥
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং ধরণীধরম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৪৪৫ ॥
গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
অধোক্ষজং জগদ্বীজং সর্গস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৪৪৬ ॥
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৪৪৭ ॥
পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্ ॥৪৪৮
দেবকীগর্ভসম্ভূতং দৈত্যসৈন্যবিনাশনম্।
গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেব গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৪৪৯॥
ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

অনুবাদ—নাম স্মরণ—অনঘ, বামন, শৌরি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, অপরাজিত, বাসুদেব, মাধব, মধুসূদন, বরাহ, পুণ্ডরীকাক্ষ, নৃসিংহ, ধরণীধর, দামোদর, পদ্মনাভ, কেশব, গরুড়ধ্বজ, গোবিন্দ, অচ্যুত কৃষ্ণ, অনন্ত, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, জগদ্বীজ সর্গ-স্থিত্যন্তকারণ, অনাদিনিধন, বিষ্ণু, ত্রিলোকেশ, ত্রিবিক্রম, নারায়ণ, চতুর্বাহু, শঙ্খ, চক্র, গদাধর, পীতাম্বর

নিত্য, বনমালাবিভূষিত, শ্রীবৎসাঙ্ক, জগৎসেতু, শ্রীপতি, শ্রীধর, হরি, দেবকীগর্ভসম্ভূত, দৈত্যসৈন্য বিনাশন—হে দেব। এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনি গোবিন্দ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥৪৪৪-৪৪৯॥

ইতি অর্ঘ্য মন্ত্র।

টীকা—কুচিচ্চ যজ্ঞেশ্বরায়েত্যাদি, পাদ্যাদি-দীপান্তোপচারমন্ত্রঃ, বিশ্বেশ্বরায়েত্যাদি নৈবেদ্যমন্ত্রঃ, ধর্ম্মেশ্বরায়েত্যাদি শয়নমন্ত্র ইতি। অধুনা তত্রৈব মন্ত্রাদিভেদেন পরমতমাহ—বিধ্যন্তরমিতি। স্মরন্ লঘু লঘু কীর্ত্তয়ন্ ইত্যর্থঃ, অগ্রে অনঘাদিনামোক্তেঃ। স্মরণপ্রকারমেবাহ—অনঘমিতি ॥ ৪৪৩-৪৪৪ ॥

অথ স্নানমন্ত্রঃ

যোগেশ্বরায় যোগসম্ভবায় যোগপতয়ে
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ৪৫০ ॥

অনুবাদ—অথ স্নানমন্ত্র—যোগেশ্বর, যোগসম্ভব, যোগপতি গোবিন্দকে প্রণাম, প্রণাম ॥ ৪৫০॥

অথ বস্ত্রদানমন্ত্রঃ

যোগেশ্বরায় যজ্ঞসম্ভবায় যজ্ঞপতয়ে
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ৪৫১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বস্ত্রদান মন্ত্র—যোগেশ্বর, যজ্ঞ-সম্ভব, যজ্ঞপতি গোবিন্দকে প্রণাম, প্রণাম ॥ ৪৫১ ॥

অথ ধূপদানমন্ত্রঃ

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বসম্ভবায় বিশ্বপতয়ে
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধূপদান মন্ত্র—বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব-সম্ভব, বিশ্বপতি গোবিন্দকে প্রণাম, প্রণাম ॥ ৪৫২॥

অথ নৈবেদ্যার্পণমন্ত্রঃ

ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় ধর্ম্মপতয়ে
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪৫৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নৈবেদ্য অর্পণ-মন্ত্র—ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মসম্ভব, ধর্ম্মপতি গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৪৫৩ ॥

অথ চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্রঃ

ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেমং রোহিণীসহিতো মম ॥ ৪৫৪॥

অনুবাদ—অনন্তর চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান মন্ত্র—হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত। হে অত্রিনেত্র সমুদ্ভব। হে শশাঙ্ক। রোহিণী সহিত আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৪৫৪॥

স্থণ্ডিলে স্থাপয়েদ্দেবং শশাঙ্কং রোহিণীন্তথা।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ যশোদাং নন্দমেব চ ॥ ৪৫৫ ॥
বলভদ্রং তথা গোপান্ গোপীগোকুলমেব চ।
এবং কৃতে ন সন্দেহো নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৪৫৬

অনুবাদ—স্থণ্ডিলে অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত ভূমিতে চন্দ্রদেব, রোহিণী, দেবকী, বসুদেব, যশোদা, নন্দমহারাজ, বলদেবকে, সেইরূপ গোপগণ গোপী-গণকে, গাভীগণকেও স্থাপন করিবে এবং আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবে। এইরূপ করিলে মানব পাপমুক্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫৫-৪৫৬ ॥

টীকা—স্থণ্ডিলে মন্ত্রসংস্কৃতভূমৌ স্থাপয়েৎ, আবা-হনাদিকং কৃত্বাহর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫৫ ॥

অর্দ্ধরাত্রে বসোর্দ্ধারাং পাতয়েদ্‌গুড়সর্পিষা।
ততো বর্দ্ধাপনং ষষ্ঠী নামাদিকরণন্ততঃ ॥ ৪৫৭ ॥
কর্ত্তব্যং তৎক্ষণাদ্রাত্রৌ প্রভাতে নবমীদিনে।
যথা মম তথা কার্য্যো ভগবত্যা মহোৎসবঃ ॥৪৫৮॥

অনুবাদ—অর্দ্ধরাত্রে গুড় ও ঘৃতদ্বারা দেওয়ালে বসুধারা পাতন করিতে হয়, অতঃপর রাত্রেই ষষ্ঠী-পূজা, নাড়ীছেদন, নামকরণাদি কর্ত্তব্য। নবমী দিনে প্রভাতে যেমন মদীয় উৎসব (নন্দোৎসব) সেইরূপ ভগবতী যোগমায়ারও উৎসব কর্ত্তব্য ॥ ৪৫৭-৪৫৮ ॥

টীকা—গুড়সর্পিষা বসোর্ধারাং পাতয়েৎ। বর্দ্ধা-পনং নাড়ীচ্ছেদনম্, আদৌ ষষ্ঠীং সম্পূজ্য পশ্চান্নাড়ী-চ্ছেদঃ কার্য্য ইতি সদাচারতো জ্ঞেয়ম্। ততঃ ষষ্ঠী-

নিঃসারণমিত্যর্থঃ, ততো নামকরণম্, আদি-শব্দাৎ জাতকর্ম্মারভ্য কংসবধান্তং সর্ব্বমেব চরিতং যথাক্রমমনুকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তচ্চ রাত্রৌ তৎক্ষণাদেব কর্ত্তব্যমিতি বর্দ্ধাপনবসুধারাপাতনাদ্যভিপ্রায়েণ। ভগবত্যাঃ শ্রীদুর্গাদেব্যা মহাপূজা নবমীদিনে প্রভাতে কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৫৭-৪৫৮ ॥

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।
হিরণ্যং রজতঃ গাবো বাসাংসি বিবিধানি চ ॥৪৫৯
যদ্যদিষ্টতমং তেন কৃষ্ণো মে প্রীয়তামিতি ॥৪৬০॥

অনুবাদ—প্রতিমা বিসর্জ্জনের পরে ভক্তিসহ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং তাহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। সুবর্ণ, রৌপ্য, গাভী, বস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্য এবং প্রার্থিত বস্তু সকল দান করিবে—তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হউন ॥ ৪৫৯-৪৬০॥

টীকা—যদ্যত্তেষামভিমতং, তচ্চ দদ্যাৎ। তত্র সঙ্কল্পপ্রকারমাহ—তেন দানেন মে কৃষ্ণঃ প্রীয়তামিত্যেবম্। ব্রাহ্মণভোজনাদিকঞ্চেদং বিসর্জ্জনানন্তরং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৫৯-৪৬০ ॥

যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥৪৬১
সুজন্ম-বাসুদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ইত্যুক্ত্বা তং বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪৬২॥

অনুবাদ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব বসুদেব পিতা হইতে দেবকীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করিলেন, সৃষ্টি ও ব্রহ্মার রক্ষার জন্য, সেই পরব্রহ্ম বাসুদেবকে প্রণাম। সুশোভন জন্ম বাসুদেবকে, গোব্রাহ্মণ হিতকারীকে প্রণাম, 'শান্তি হউক, মঙ্গল হউক', এই বলিয়া প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিবে ॥ ৪৬১-৪৬২ ॥

টীকা—বিসর্জ্জনপ্রকারমাহ—যমিতি দ্বাভ্যাম্। ভৌমস্য প্রপঞ্চরূপস্যেত্যর্থঃ। ভূমেশ্চেতি পাঠে ভূমিমারভ্য ব্রহ্ম-পর্য্যন্তস্য সু শোভনং জন্ম যস্য বাসুদেবস্য তস্মৈ নম ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ, যদ্বা, বাসুদেবায় তৎপ্রীত্যর্থং মম সর্ব্বেষামপি বা সুজন্মাস্ত ॥ ৪৬১-৪৬২ ॥

এবং যঃ কুরুতে দেব্যা দেবক্যাঃ সুমহোৎসবম্।
বর্ষে বর্ষে তু মদ্ভক্তো ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মনন্দন।
নরো বা যদি বা নারী যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৪৬৩

অনুবাদ—হে ধর্ম্মনন্দন! যে মানব এইভাবে দেবকীদেবীর উত্তম মহোৎসব প্রতি বর্ষে অনুষ্ঠান করেন, আমার ভক্তি প্রার্থী বা ধর্ম্মার্থী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক হউন, শাস্ত্রোক্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৬৩ ॥

টীকা—ধর্ম্মার্থী চান্যঃ কশ্চন, যদ্বা, ধর্ম্মো ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্তদর্থী সন্ যো মদ্ভক্তঃ কুরুতে। যদ্বা, স মদ্ভক্তো ভবতি, অতএব ভক্তিলক্ষণধর্ম্মার্থী চ ভবতি। কিং বহুনা, সকামো যথোক্তং ফলং চাপ্নুয়াৎ। পাঠান্তরে ভাগবতো বৈষ্ণবঃ, গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকঃ ইত্যর্থঃ। তাদৃশো যো মদ্ভক্তঃ সঃ ; যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষেণ অভাগবতোঽপি মদ্ভক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৬৩ ॥

ভবিষ্যে—

গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং পূর্ব্বং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
নিয়মাৎ ফলমাপ্নোতি ন শ্রেয়ো নিয়মং বিনা ॥৪৬৪

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে-জন্মাষ্টমী ব্রত—উপবাস দিনে প্রাতে দন্তধারণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ নিয়ম গ্রহণ করিবেন। নিয়ম গ্রহণ করিলে যথাযথ ফল প্রাপ্ত হয়, নিয়ম ব্যতীত উত্তম ফল পাওয়া যায় না ॥ ৪৬৪ ॥

টীকা—নিয়মং—সঙ্কল্পম্ ॥ ৪৬৪ ॥

নিয়মমন্ত্রঃ

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি দেবকীপুত্র অস্মিন্ জন্মাষ্টমীব্রতে ॥৪৬৫

অনুবাদ—নিয়মমন্ত্র—হে পরমেশ্বর! অদ্য নিরাহারে থাকিয়া আগামী কল্য আমি ভোজন করিব। হে দেবকীনন্দন! এই জন্মাষ্টমীব্রতে আপনি আমার আশ্রয় ॥ ৪৬৫ ॥

উপোষিতস্তু মধ্যাহ্নে স্নাত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ।
ধাত্রীফলং শিরে দদ্যান্মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৬৬ ॥

অনুবাদ—উপবাসকারী পবিত্র কৃষ্ণতিল মিশ্রিত জলে মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া মহাপুণ্য বৃদ্ধির জন্য ধাত্রী ফল বাটা মস্তকে দিয়া স্নান করিবে ॥ ৪৬৬ ॥

টীকা—শিরে শিরসি মহাপুণ্যং ভগবদ্ভক্তিস্তস্য বিশেষেণ বৃদ্ধয়ে, ধাত্রীফলস্য ভগবৎপ্রিয়ত্বাৎ ॥৪৬৬॥

কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম স্থাপয়েদব্রণং ঘটম্ ।
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পবিত্রোদকপূরিতম্ ॥ ৪৬৭ ॥

অনুবাদ—মধ্যাহ্নকালীন প্রাত্যহিক কর্ম্ম সমাপনান্তে অছিদ্র নির্দ্দোষ ঘট পঞ্চরত্নসহ পবিত্র গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে ॥ ৪৬৭ ॥

টীকা—অব্রণং—নিশ্ছিদ্রম্ ॥ ৪৬৭ ॥

তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং কর্পূরাগুরুবাসিতম্ ।
সুধূপবাসিতং শুভ্রং পুষ্পমালাভিশোভিতম্ ।
সৌবর্ণং বিত্তবান্ ভক্ত্যা তদভাবেঽথ বৈণবম্ ॥৪৬৮

অনুবাদ—তাহার উপর কর্পূর, অগুরুবাসিত পাত্র রাখিবে, উত্তম ধূপ বাসিত শুভ্র পুষ্পমালাদ্বারা চতুর্দ্দিশ শোভিত করিবে। বিত্তবান্ ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সুবর্ণপাত্র অভাবে বংশপাত্র রাখিবে ॥ ৪৬৮ ॥

টীকা—দেবীং দেবকীং, হৈমীং হেমনির্ম্মিতাম্ ॥ ৪৬৮ ॥

তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবীং হৈমীং লক্ষণসংযুতাম্ ।
দদমানাস্তু পুত্রস্য স্তনং বৈ বিস্মিতাননাম্ ॥ ৪৬৯ ॥

অনুবাদ—তাহার উপরে সুবর্ণময়ী মাতৃমূর্ত্তি সুলক্ষণযুক্তা পুত্রের মুখে স্তনদানরতা ও বিস্মিতা বদনা স্থাপন করিবে ॥ ৪৬৯ ॥

পীয়মানঃ স্তনং সোঽথ কুচাগ্রে পাণিনা স্পৃশন্ ।
অবলোকমানঃ প্রেম্না বৈ মুখং মাতুর্মুহুর্মুহুঃ ॥৪৭০

অনুবাদ—পুত্র শ্রীকৃষ্ণও স্তনাগ্রে হস্তস্পর্শ করিয়া স্তনপানরত এবং বাৎসল্যপ্রেমে বারবার মাতৃমুখ দর্শনরত হইবেন ॥ ৪৭০ ॥

টীকা—পীয়মানঃ পিবন্ ॥ ৪৭০ ॥

কৃত্বা চৈবন্তু বৈকুণ্ঠং মাত্রা সহ জগৎপ্রভুম্ ।
ক্ষীরাদিস্নপনং কৃত্বা চন্দনেন বিলেপয়েৎ ॥ ৪৭১ ॥

অনুবাদ—জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে মাতৃসহ ঐরূপ মূর্ত্তি করিয়া ক্ষীরাদি পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া চন্দনদ্বারা লেপন করিবে ॥ ৪৭১ ॥

কুঙ্কুমেন মহাভাগ কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতম্ ।
পদ্মকোষীরগন্ধৈশ্চ মৃগনাভিবিমিশ্রিতম্ ॥ ৪৭২ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ! কুঙ্কুম সহ কর্পূর অগুরুচন্দন চর্চ্চিত জগৎপ্রভুকে পূজা করিবে, পদ্মক উষীর (বেনামূল) গন্ধসহ মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া দিবে ॥ ৪৭২ ॥

টীকা—কর্পূরাগুরুচর্চ্চিতমিত্যাদীনি জগৎপ্রভুমিত্যস্য পূজনীয় ইতি ক্রিয়ায়া বিশেষণানি। মৃগনাভিনা বিমিশ্রিতং লেপিতম্। কুচিচ্চ সর্ব্বত্র প্রথমান্তঃ পাঠঃ ॥ ৪৭২ ॥

শ্বেতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং পুষ্পমালাসুশোভিতম্ ।
মালতীমল্লিকাপুষ্পৈশ্চম্পকৈঃ কেতকীদলৈঃ ॥৪৭৩॥

অনুবাদ—শ্বেতবস্ত্রদ্বয় পরিধেয় ও উত্তরীয়, পুষ্পমালা সুশোভিত করিয়া মালতী, মল্লিকা, চম্পক, কেতকীপুষ্পসমূহ দ্বারা শোভিত করিবে ॥ ৪৭৩ ॥

বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ তুলসীপত্রকোমলৈঃ ।
অন্যৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ ॥ ৪৭৪ ॥

অনুবাদ—অখণ্ডিত বিল্বপত্র, কোমল তুলসী পত্র দ্বারা পূজা করিবে। অন্য প্রকার নানাবিধ পুষ্পদ্বারা এবং শ্বেত, পীত, করবীর পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে ॥ ৪৭৪ ॥

যূথিকা-শতপত্রৈশ্চ তথান্যৈঃ কালসম্ভবৈঃ ।
পূজনীয়ো মহাভাগ মহাভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭৫ ॥

অনুবাদ—হে মহাজন! যুঁই, শতদলপদ্ম সেই-রূপ শরৎকালীয় অন্য পুষ্পসমূহ দ্বারাও মহাভক্তি-সহ জনার্দ্দনকে পূজা করিবে ॥ ৪৭৫ ॥

কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্দ্দাড়িমীফলৈঃ।
চূতবৃক্ষ-সমুদ্ভূতৈঃ ফলৈ রম্ভাসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৪৭৬ ॥
তৎকালসম্ভবৈর্দিব্যৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈর্ম্মুনে।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ শুভ্রৈর্ঘৃতপক্বৈরনেকধা ॥ ৪৭৭ ॥

অনুবাদ—কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, আম্র, রম্ভা, এবং শরৎকালীয় দিব্য নানাবিধ ফল-সমূহ সহ, হে মুনিবর! শুভ্র ঘৃতপক্ব বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৪৭৬-৪৭৭ ॥

দীপান্ বৈ কারয়েচ্চাগ্রে তথা কুসুমমণ্ডপম্ ॥৪৭৮॥
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং স্তোত্রপাঠঞ্চ কারয়েৎ ॥৪৭৯
বাল্যস্য চরিতং বিষ্ণোঃ পঠনীয়ং পুনঃ পুনঃ ॥৪৮০

অনুবাদ—শ্রীভগবানের সম্মুখে বহুদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে এবং পুষ্পমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। গীত, বাদ্য, স্তোত্রপাঠও করাইবে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত পুনঃ পুনঃ পাঠ কর্ত্তব্য ॥ ৪৭৮-৪৮০ ॥

টীকা—অগ্রে—ভগবৎপুরতঃ ॥ ৪৭৮ ॥

টীকা—পূজ্য—পূজয়িত্বা ॥ ৪৭৯ ॥

স্বগুরুং পূজ্য শক্ত্যা বৈ পূজনীয়স্ততো হরিঃ।
নিশি পূজা বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবস্য চ।
মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র পুরাণবিহিতেন বৈ ॥ ৪৮১ ॥

অনুবাদ—যথাশক্তি নিজ গুরুদেবকে পূজা করিয়া অনন্তর শ্রীহরির পূজা কর্ত্তব্য। হে বিপ্রবর! পুরাণবিহিত উল্লিখিত এই মন্ত্রদ্বারা দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের নিশি পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮১ ॥

অথ দেবকীপূজামন্ত্রঃ

অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্য চ ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবকী পূজামন্ত্র—হে অদিতি! তুমি দেবমাতা, সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী অতএব ভবভয়ে ভীত আমি তোমাকে পূজা করিব ॥ ৪৮২ ॥

পূজিতা তু যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে।
পূজিতা তু ময়া ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে ॥৪৮৩॥

অনুবাদ—হে বরাননে। দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যেমন তুমি প্রসন্না হইয়াছিলে, আমাকর্ত্তৃক ভক্তিসহ পূজিতা হইয়া হে সুব্রতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪৮৩ ॥

যথা পুত্রং হরিং লব্ধা প্রাপ্তা তে নির্ব্বৃতিঃ পরা।
নির্ব্বৃতিং দেবি তামেব সপুত্রা ত্বং প্রযচ্ছ মে ॥৪৮৪॥

অনুবাদ—যেমন শ্রীহরিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া তুমি পরমানন্দিতা, সেইরূপ হে দেবি! সপুত্রা পূজিতা হইয়া তুমি আমাকে পরমানন্দ দান কর ॥ ৪৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণপূজামন্ত্রঃ

অবতারান্ সহস্রাণি করোষি মধুসূদন।
ন তে সংখ্যাঽবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি
বৈ ভুবি ॥ ৪৮৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পূজামন্ত্র—হে মধুসূদন! তুমি অসংখ্য অবতার গ্রহণ করিয়া থাক; এই জগতে তোমার অবতারের সংখ্যা কেহই জানে না ॥ ৪৮৫ ॥

দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্ ॥৪৮৬॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার স্বরূপ জানেন না, অতএব তোমাকে মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত রূপে পূজা করিব ॥ ৪৮৬ ॥

টীকা—তিলমধ্যে তিলপূরিতে, অন্যচ্চ সর্ব্বং স্পষ্টার্থমেব ॥ ৪৮৬ ॥

বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়।
কুরুত্ব মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তিভয়াপহ ॥ ৪৮৭ ॥

অনুবাদ—হে দেব! আমার বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর এবং দুষ্কৃত নাশ কর, হে দেব! সংসার-দুঃখ ও ভয় অপহরণকারী আমার প্রতি দয়া কর ॥ ৪৮৭ ॥

এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং পাত্রে তিলময়ে স্থিতম্।
ততশ্চ দাপয়েদর্ঘ্যমিন্দোরুদয়তঃ শুচিঃ ॥ ৪৮৮ ॥

অনুবাদ—এইভাবে তিলময় পাত্রে অবস্থিত শ্রীগোবিন্দকে যথাবিধি পূজা করিয়া অতঃপর চন্দ্র উদিত হইলে পবিত্রভাবে অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৪৮৮॥

কৃষ্ণায় প্রথমং দদ্যাদ্দেবকীসহিতায় বৈ।
অর্ঘ্যং ঋষিবরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪৮৯ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিবর শ্রেষ্ঠ! দেবকী সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে সর্ব্ববাঞ্ছা ফলপ্রদ অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৪৮৯ ॥

অথ অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ

জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ।
দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ ॥ ৪৯০ ॥
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবকীসহিতো মম ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্ঘ্যদান মন্ত্র—কংসবধ, ভূভার হরণ, দেবগণের হিত, ধর্ম্ম সংস্থাপন, কৌরব-গণ বিনাশ ও দৈত্য নিধন নিমিত্ত আপনি জন্মলীলা পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমার হিতের জন্য মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্য দেবকী সহিত গ্রহণ করুন ॥৪৯০-৪৯১॥

শ্রীকৃষ্ণায় দেবকীসহিতায় সপরিবারায়
লক্ষ্মীসহিতায় অর্ঘ্যং নমঃ ॥ ৪৯২ ॥

অনুবাদ—সপরিবার দেবকী ও লক্ষ্মী সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল—প্রণাম ॥ ৪৯২ ॥

অথ চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্রঃ

দধিপুষ্পাক্ষতৈর্মিশ্রং ততোঽর্ঘ্যং শশিনে মুদা ॥৯৩॥

অনুবাদ—অনন্তর চন্দ্রের নিমিত্ত অর্ঘ্যদান-মন্ত্র—অথ দধি, পুষ্প, অক্ষত মিলিত অর্ঘ্য সানন্দে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে দিবে ॥ ৪৯৩ ॥

ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
অর্ঘ্যমিন্দো গৃহাণ ত্বং রোহিণ্যা সহিতো মম ॥৪৯৪

অনুবাদ—হে ক্ষীরোদার্ণব সম্ভূত, হে অত্রিনেত্র-সমুদ্ভব, হে ইন্দো তুমি রোহিণী সহ আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৪৯৪ ॥

নারিকেলেন শুভ্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ।
কৃষ্ণায় পরয়া ভক্ত্যা শঙ্খে কৃত্বা বিধানতঃ ॥৪৯৫॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি শুভ্র নারিকেল-সহ অর্ঘ্য পরমভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি শঙ্খে করিয়া কৃষ্ণকে দান করিবে ॥ ৪৯৫ ॥

দদ্যাদ্ভূমণ্ডলং কৃৎস্নং সসাগরনগান্বিতম্।
অর্ঘ্যদানেন তৎ পুণ্যং লভতে মানবো ভুবি ॥৪৯৬॥

অনুবাদ—এই জগতে মানব সসাগরা সপর্ব্বতা সমগ্র ভূমণ্ডল দান করিলে যে পুণ্য হয়, শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করিলে সেই পুণ্য লাভ করে ॥ ৪৯৬ ॥

গীতশাস্ত্রকথালাপৈঃ কুর্য্যাজ্জাগরণং নিশি।
ধূপদীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বুলং দাপয়েদ্ধরেঃ ॥ ৪৯৭ ॥

অনুবাদ—গীত ও শাস্ত্রকথালাপদ্বারা নিশিজাগ-রণ করিবে। শ্রীহরির উদ্দেশ্যে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য তাম্বুল প্রদান করিবে ॥ ৪৯৭ ॥

এবং জন্মাষ্টমীং কৃত্বা কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে ।
সর্ব্বং পুণ্যফলং প্রাপ্য অন্তে যাতি পদং হরেঃ ॥৪৯৮

অনুবাদ—এইভাবে জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করিলে, আর তাহার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না, সর্ব্ববিধ পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণান্তে শ্রীহরির পরমপদে গমন করে ॥ ৪৯৮ ॥

যো ভবিষ্যোত্তরাদ্যুক্তো বিধিস্তদনুসারতঃ ।
সর্ব্বং জন্মাষ্টমীকৃত্যমেকীকৃত্যাত্র লিখ্যতে ॥৪৯৯॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তর ও ভবিষ্যপুরাণোক্ত যে বিধি, তদনুসারে জন্মাষ্টমী-কৃত্য-সমূহ একত্র করিয়া এখন লিখিত হইতেছে ॥ ৪৯৯ ॥

টীকা—ভবিষ্যোত্তরোক্তঃ, আদি-শব্দাৎ ভবিষ্যপুরাণাদ্যুক্তো যো বিধিস্তস্যানুসারতঃ। একীকৃত্য ক্রমেণ সংযোজ্য, এবং ভবিষ্যোত্তর-ভবিষ্যাদ্যুক্তদৃষ্ট্যা, তত্রাপি তৎপদ্ধতিকারপরমপ্রামাণিক-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিলিখনদৃষ্ট্যা চ তত্তদেকবাক্যতয়াঽত্রেদং লিখ্যতে, ন চ কেবলমেকগ্রন্থদৃষ্ট্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৯৯ ॥

একভক্তানন্তরন্তু দন্তধাবনপূর্ব্বকম্
সপ্তম্যামথবাষ্টম্যাং প্রাতঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৫০০ ॥

অনুবাদ—সপ্তমীর দিন একভক্ত অর্থাৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর দণ্ডধারণ পূর্ব্বক অষ্টমী ব্রতের দিন প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করিবেন ॥ ৫০০ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বব্রতসাধারণবিধিমুল্লিখ্যাধুনাত্র বিশেষং লিখতি—একেত্যাদিনা। সপ্তম্যামেকভক্তানন্তরং দন্তধাবনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ, অথবাঽষ্টম্যাং প্রাতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৫০০ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ।
ভোক্ষ্যেঽহং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥৫০১॥

অনুবাদ—অনন্তর সংকল্পমন্ত্র—অদ্য নিরাহারে থাকিয়া এবং সর্ব্ববিধ ভোগ বর্জ্জন করিয়া হে পুণ্ডরীকাক্ষ। পরদিনে আমি ভোজন করিব। হে অচ্যুত। আপনি আমার আশ্রয় অর্থাৎ ব্রত রক্ষক হউন ॥ ৫০১ ॥

টীকা—তত্রাষ্টমীপ্রাতঃ সঙ্কল্পমন্ত্রং লিখতি—অদ্যেতি। যদ্যপি সঙ্কল্পমন্ত্রে 'শ্বোভূতে পরমেশ্বর' ইত্যাদি কুচিৎ পাঠঃ, তথাপি সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত ইত্যাদিঃ ভবিষ্যোক্তঃ পাঠোঽত্র লিখিতঃ, পাঠান্তরে দেবকীপুত্রেত্যাদিবিশেষেণ-নির্দ্দেশেন শিষ্টগণাদৃতত্বাৎ। ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীভগবতা স্বয়ং তথা নোক্তং, পরমলজ্জাগুণশীলত্বাৎ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ৫০১ ॥

কুর্ব্বীত প্রাতরষ্টম্যাং স্নপনাদি তিলৈঃ প্রভোঃ ।
অর্পয়েচ্চ নবং সর্ব্বং শিষ্টাচারানুসারতঃ ॥ ৫০২ ॥

অনুবাদ—অষ্টমীতে প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণকে তিল-জল দ্বারা স্নানাদি করাইয়া শিষ্টাচার অনুসারে নূতন বস্ত্রাদি সকল অর্পণ করিবেন ॥ ৫০২ ॥

টীক—অথ লোকে জন্মতিথিকৃত্যবৎ প্রাতঃ শ্রীভগবতোঽপি তিলস্নপনাদিকং লৌকিকভক্তিরীত্যপেক্ষয়া কার্য্যমিতি লিখতি—কুর্ব্বীতেতি। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্নপনাদি তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ কুর্ব্বীত, আদি-শব্দাৎ উদ্বর্ত্তনাদি। তথা চোক্তম্—'তিলোদ্বর্ত্তী তিলস্নায়ী তিলহোতা তিলপ্রদঃ। তিলবাপী তিলাশী চ ষট্তিলী নাবসীদতি ॥' ইতি; অত্র চ শিষ্টাচারানুসারেণাষ্টোত্তরশতদূর্ব্বাগ্রাদিযুক্তেন সহস্রচ্ছিদ্রঘটেন ধারয়া স্নপনাদিকমপি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বং বস্ত্রাদিকং নবমেব ভগবতেঽর্পয়েচ্চ। শিষ্টাচারানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাপ্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্। সৎ-সম্প্রদায়াচারানুসারেণৈবাত্রাখিলবিধিলিখনাৎ ॥ ৫০২ ॥

মধ্যাহ্নে চ শুভে তীর্থেঽন্যত্র বা সজ্জলে ব্রতী ।
মূর্দ্ধ্নি ধাত্রীফলং দত্ত্বা স্নায়াৎ কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ ॥৫০৩

অনুবাদ—ব্রতী মধ্যাহ্নে পবিত্র তীর্থে বা অন্যত্র পবিত্র জলে মস্তকে ধাত্রীফল অর্থাৎ আমলকী বাটা মাখিয়া শুভপ্রদ কৃষ্ণতিল সহ জলে স্নান করিবে ॥৫০৩

টীকা—শুভে তীর্থে শ্রীকালিন্দ্যাদৌ, তত্রাপি শ্রীবিশ্রান্ত্যাদৌ, তদলাভে চ অন্যত্র সজ্জলে পবিত্র-

নির্ম্মলসলিলে তথা চাগ্রে লেখ্যং ভবিষ্যোত্তরবচনং 'নদ্যাদৌ বিমলে জলে' ইতি। ব্রতী উপবাসপরো জনঃ। ধাত্রীফলং মূর্দ্ধি দত্ত্বা তেন মস্তকং সংমৃজ্য শুভৈঃ শ্রীভগবৎস্নানাদ্যবশিষ্টৈর্মহাপ্রসাদরূপৈঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈঃ কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাৎ। তথা চ ভবিষ্যে—'উপোষিতস্তু মধ্যাহ্নে কৃত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ শুভৈঃ। ধাত্রীফলং শিরে দদ্যান্মহাপুণ্যবিবৃদ্ধয়ে'।' ইতি ॥৫০৩

অথ মাধ্যাহ্নিকং নিত্যকৃত্যমন্যৎ সমাপ্য হি।
সুদেশে রচয়েদ্দিব্যং দেবক্যাঃ সূতিকাগৃহম্ ॥৫০৪॥

অনুবাদ—অনন্তর মধ্যাহ্ন কালীন অন্য নিত্য-কর্ম্ম সমাপণ করিয়া সুশোভন স্থলে পরম শোভনীয় দেবকীদেবীর সূতিকাগৃহ রচনা করিবে ॥ ৫০৪ ॥

টীকা—অন্যৎ ইষ্টদেবপূজাদি, সুদেশে শোভন প্রদেশে, দিব্যং পরমশোভনম্ ॥ ৫০৪ ॥

ভূষিতং মণিভির্বস্ত্রৈর্বিতানৈস্তোরণৈরপি।
আবদ্ধৈঃ ফলপুষ্পৈশ্চ ঘৃতপক্বাদিভিস্তথা ॥ ৫০৫ ॥
যবদূর্ব্বাম্বুজাদ্যাঢ্যং বাদ্যগীতাদিসঙ্কুলম্।
দ্বারে চ শৃঙ্খলালোহখড়্গচ্ছাগাদিসংযুতম্ ॥ ৫০৬ ॥

অনুবাদ—নানাবিধ মণিখচিত বস্ত্র বেষ্টিত, উপরে সুসজ্জিত চাঁদোয়া ও তোরণদ্বার সুসজ্জিত ফল পুষ্পাদি দ্বারা বেষ্টিত, ঘৃতপক্বাদি দ্রব্য সমন্বিত, যব, দূর্ব্বা ও পদ্মযুক্ত, বাদ্য গীতাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, দ্বারদেশে শৃঙ্খলা, লৌহ, খড়্গ, ছাগাদি সংযুত ॥ ৫০৫-৫০৬ ॥

গোকুলং বিলিখেত্তত্র গোপগোপীজনাবৃতম্।
রক্ষপালাংশ্চ গেহস্য সর্ব্বতোঽবস্থিতান্ লিখেৎ ॥৫০৭

অনুবাদ—ঐ স্থলে গোপ-গোপীজন ব্যাপ্ত গোকুল চিত্রিত করিবে। গৃহের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রক্ষিগণকে অঙ্কিত করিবে ॥ ৫০৭ ॥

তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে স্থাপয়েদ্‌ঘটম্।
পাত্রং তদুপরি ন্যস্যেদ্ধৈমং বৈণবমেব বা ॥ ৫০৮ ॥

অনুবাদ—গৃহমধ্যে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে মঙ্গল ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর সুবর্ণপাত্র বা বংশ নির্ম্মিত পাত্র স্থাপন করিবে ॥ ৫০৮ ॥

দেবকীং স্থাপয়েত্তত্র স্বর্ণেনান্যেন বা কৃতাম্।
সল্লক্ষণাং সুপর্য্যঙ্কে সুপ্তাং স্নুতপয়োধরাম্ ॥ ৫০৯ ॥

অনুবাদ—পাত্রের উপর স্বর্ণময়ী বা অন্য ধাতু-ময়ী উত্তম পালঙ্কে সুলক্ষণা শায়িতা বাৎসল্যে স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ শীলা দেবকী মাতৃমূর্ত্তি স্থাপন করিবে ॥ ৫০৯॥

তথৈব ভগবন্তঞ্চ তদুৎসঙ্গে স্তনন্ধয়ম্।
নিজলক্ষণসম্পন্নং স্থাপয়েচ্ছয়িতং সুখম্ ॥ ৫১০ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী ক্রোড়ে স্তনপানরত নিজ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত সুখে শায়িত স্থাপন করিবে ॥ ৫১০ ॥

তথা কুচিৎ প্রদেশে চ শ্রীযশোদাং সকন্যকাম্।
শ্রীনন্দং রোহিণীং রামং গোপান্ গোপীশ্চ
গা অপি ॥ ৫১১ ॥

অনুবাদ—সেই স্থান বিশেষে শ্রীযশোদা যোগমায়া কন্যা সমন্বিতা, শ্রীনন্দ, রোহিণীমাতা, বলদেব, গোপ-গণ গোপীগণ ও গাভীগণকে সজ্জিত করিবে ॥৫১১॥

বসুদেবঞ্চ দেবক্যাঃ সমীপে মুদিতাননম্।
খড়্গপাণিং স্তুবন্তঞ্চ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনম্ ॥ ৫১২ ॥

অনুবাদ—বসুদেবকে ও দেবকীর নিকট আন-ন্দিত বদন, খড়্গ হস্তে স্তবরত এবং বিস্ময়ে বিস্ফা-রিতলোচন মূর্ত্তি স্থাপন করিবে ॥ ৫১২ ॥

দেবান্ মুনীংশ্চ তত্রোর্দ্ধে প্রণতান্ পুষ্পবর্ষিণঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাদীংশ্চ গীতনৃত্যাদিতৎপরান্ ॥ ৫১৩ ॥

অনুবাদ—ঊর্ধ্বদেশে দেবগণকে, মুনিগণকে প্রণত ও পুষ্পবর্ষণরত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে গীত নৃত্যা-দিরত চিত্রিত করিবে ॥ ৫১৩ ॥

কংসঞ্চ তৎপরীবারান্ গৃহীতাস্ত্রাংশ্চ নিদ্রয়া।
মোহিতান্ স্থাপয়েৎ ক্বাপি কৃষ্ণায়াং
কালিয়ং লিখেৎ ॥ ৫১৪ ॥

অনুবাদ—কংস ও তাহার পরিকরগণকে অস্ত্র-হস্তে নিদ্রায় যোগমায়া কর্ত্তৃক মোহিত স্থাপন করিবে, কোন স্থানে যমুনাতে হ্রদ ও কালিয় নাগ লিখিবে ॥ ৫১৪ ॥

ইত্থং কৃত্বা যথাশোভং স্বশক্ত্যা সূতিকাগৃহম্।
তত্তন্মূর্ত্তীশ্চ বিন্যস্য প্রারভেতার্চ্চনং নিশি ॥ ৫১৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপ যেখানে যেমন সাজে তেমনই নিজ সামর্থ্য অনুসারে সূতিকা গৃহ সজ্জিত ও সেই সেই মূর্ত্তি সকল বিন্যাস করিয়া রাত্রিতে পূজা আরম্ভ করিবে ॥ ৫১৫ ॥

টীকা—তৎপ্রকারং দর্শয়ন্ তদেব বিশিনষ্টি—ভূষিতমিতি দ্বাভ্যাম্। তোরণাদিভিশ্চ ভূষিতং কৃত্বা গোকুলাদি সর্ব্বং লিখিত্বা স্বস্বযোগ্যস্থানে তত্তন্মূর্ত্তীশ্চ সংস্থাপ্যার্চ্চনং প্রারভেত, পূজারম্ভং কুর্য্যাৎ। নিশীতি—'নিশি পূজা বিধাতব্যা দেবক্যাঃ কেশবস্য চ' ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। অত্র চ চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রার্ঘ্যদানাৎ পূর্ব্বং দেবক্যা ভগবতশ্চ ভবিষ্যে পূজোক্তেঃ, শিষ্ট-বর্গাচারানুসারাচ্চ প্রথমরাত্র এব পূজারম্ভো জ্ঞেয় ইতি দিক্ ॥ ৫০৫-৫১৫ ॥

গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি বস্ত্রালঙ্করণানি চ।
নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি ফলানি স্থাপয়েত্তথা ॥ ৫১৬ ॥

অনুবাদ—গন্ধ, পুষ্প, অক্ষতাদি এবং বস্ত্র, অলঙ্কা-রাদি, বিবিধ নৈবেদ্য ও বিচিত্র ফল স্থাপন করিবে ॥ ৫১৬ ॥

টীকা—পূজারম্ভপ্রকারমেব লিখতি—গন্ধেতি। আদি-শব্দেন পঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনসুগন্ধি-শুদ্ধোদকাদীনি, চন্দ্রার্ঘ্যার্থং নারিকেলাদি চ। বস্ত্রঞ্চ শ্রীভগবদর্থং পরি-ধানোত্তরীয়ং শুক্লবস্ত্রযুগ্মং জ্ঞেয়ম্, 'শুক্লবস্ত্রযুগচ্ছন্নম্' ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। নৈবেদ্যানি ঘৃতশর্করাসহিত-পায়সঘৃতপক্বদধ্যাদীনি। তথেতি সমুচ্চয়াৎ, বিচিত্রাণীত্যস্য ফলানীত্যনেনাপি সম্বন্ধঃ, তানি চ স্পষ্টং তত্র তত্রৈবোক্তানি। অর্ঘ্যপাদ্যাদি-দ্রব্যাণি চ সর্ব্বপূজাসাধারণান্যেবেত্যত্র বিশেষতো নোল্লিখিতানি। যদ্যপি গন্ধপুষ্পাদীন্যপি পূজোপকরণানি সর্ব্বপূজা-সাধারণান্যেব, তথাপি মহোৎসব-বিশেষেঽস্মিন্ বিশেষতস্তত্তদ্দ্রব্যসমাহরণার্থং দ্রব্যবিশেষোপাহ-রণার্থঞ্চ তান্যুল্লিখিতানীতি দিক্ ॥ ৫১৬ ॥

ততঃ শাস্ত্রোক্তমন্ত্রেণ বিধিনাবাহ্য দেবকীম্।
প্রতিষ্ঠাপ্য চ তস্যৈ প্রাক্ পুষ্পাঞ্জলিমথার্পয়েৎ ॥৫১৭

অনুবাদ—অনন্তর শাস্ত্রবিধি ও মন্ত্রদ্বারা দেবকী-মাতাকে আবাহন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমতঃ পুষ্পা-ঞ্জলি অর্পণ করিবে ॥ ৫১৭ ॥

অথ শ্রীদেবকীধ্যানম্

গায়দ্ভিঃ কিন্নরাদ্যৈঃ সততপরিবৃতা বেণুবীণাদিনাদৈ-
র্ভৃঙ্গারাদর্শকুম্ভপ্রকরকৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমানা।
পর্য্যঙ্কে সাস্তৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে
সা দেবী দেবমাতা জয়তি সুতনয়া দেবকী
কান্তরূপা ॥ ইতি ॥ ৫১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবকীমাতার ধ্যান—কিন্ন-রাদি গায়কগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বেণুবীণাদি ঝঙ্কার সহ পরিবেষ্টিতা ভৃঙ্গার, আয়না, জলকুম্ভ হস্তে কিন্নর-গণ কর্ত্তৃক সেব্যমানা, বিস্তৃত পালঙ্কে যিনি হাস্যমুখী পুত্রসহ শয়নে আছেন, সেই দেবমাতা উত্তম পুত্রবতী মনোহারিণী দেবকীদেবী জয়যুক্তা হউন ॥ ৫১৮ ॥

টীকা—দেবক্যাবাহনে শাস্ত্রোক্তমন্ত্রশ্চ 'নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ' ইতি লক্ষ্মীমন্ত্র এব। পুষ্পাঞ্জলিসমর্পণে চ গায়দ্ভিরিত্যাদিশ্লোক এব শিষ্টসম্মতো মন্ত্রঃ। বিধিনেতি—আবাহনমুদ্রাদি গীতবাদ্যনৃত্য-পুরাণ-পঠনাদি চ সর্ব্বপূজাসাধারণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ। ভৃঙ্গারঃ—সৌবর্ণ-লঘুজল-পানপাত্রং; ভৃঙ্গরাদীনাং প্রকরে সমূহে কৃতাঃ ন্যস্তাঃ করা যৈস্তৈর্ভৃঙ্গারাদিপাণিভিরি-ত্যর্থঃ। 'পাদাবভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে, নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যা ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্তং যদ্দেবকী-পূজনানন্তরং লক্ষ্মীপূজনং, প্রায়ঃ শিষ্টবর্গানাদৃতত্বাৎ,

তথাগ্রে নবম্যাং প্রাতঃ শ্রীদুর্গাপূজনমপি নাত্র লিখিতম্ ॥ ৫১৭-৫১৮ ॥

তথা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য প্রাগ্বদাবাহনং বুধঃ।
প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিধায়াস্মৈ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৫১৯

অনুবাদ—ঐরূপ অভিজ্ঞব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবাহন ও প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলী দিবেন ॥ ৫১৯ ॥

টীকা—প্রাগ্বদিতি—নিত্যপূজায়াং যথাবাহনাদিকং লিখিতমস্তি, তথেত্যর্থঃ। তথা জয়ন্তীব্রতে চ মন্ত্রবিশেষো লিখিতোঽস্তি সোঽপ্যত্র সর্ব্বো জ্ঞেয়ঃ। রোহিণীযোগেন দ্বয়োরপ্যনয়োরভেদাৎ। তত্র 'এহি জগন্নাথ' ইত্যাদিরাবাহনমন্ত্রঃ 'মনোজ্যোতিঃ' ইতি প্রতিষ্ঠামন্ত্রঃ। পুষ্পাঞ্জলিসমর্পণে চ 'বিশ্বেশ্বরায়' ইত্যাদি-মন্ত্র এব শিষ্টবর্গসম্মতঃ ॥ ৫১৯ ॥

চন্দ্রোদয়ে বহির্গেহাৎ সংমার্জ্যাঙ্গজাপরীন্দবে।
নারিকেলাদিকং শঙ্খে কৃত্বা তেনার্ঘ্যমর্পয়েৎ ॥৫২০॥

অনুবাদ—অতঃপর চন্দ্রোদয় হইলে গৃহের বাহিরে গিয়া স্থান সংমার্জ্জন করিয়া পদ্মপুষ্পের উপর চন্দ্রদেবকে নারিকেল আদি শঙ্খে করিয়া তাহা দ্বারা অর্ঘ্য দান করিবেন ॥ ৫২০ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেশ রোহিণ্যা সহিতো মম ॥৫২১॥

অনুবাদ—অনন্তর চন্দ্রের অর্ঘ্যমন্ত্র—হে ক্ষীরোদার্ণব সম্ভূত অত্রিনেত্র সমুদ্ভব শশাঙ্কদেব, রোহিণীর সহিত মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৫২১ ॥

জ্যোৎস্নাপতে নমস্তুভ্যং নমস্তে জ্যোতিষাং পতে।
নমস্তে রোহিণীকান্ত অর্ঘ্যং মে
প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ইতি ॥ ৫২২ ॥

অনুবাদ—হে জ্যোৎস্নাপতে! তোমাকে নমস্কার, হে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণের ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার, হে রোহিণীকান্ত তোমাকে নমঃস্কার, মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৫২২ ॥

ততো গৃহান্তরাগত্য কৃত্বা জয়-জয়ধ্বনিম্।
ধ্যাত্বা শ্রীভগবজ্জন্ম কৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৫২৩॥

অনুবাদ—অতঃপর গৃহমধ্যে আগমন পূর্ব্বক জয় জয় ধ্বনি করিয়া শ্রীভগবৎ জন্ম ধ্যান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন ॥ ৫২৩ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

জাতঃ কংসবধার্থায় ইত্যাদি ॥ ৫২৪ ॥ (৪৯০)

অনুবাদ—অথ ভগবৎ অর্ঘ্যদান মন্ত্র—কংসবধ, ভূভার হরণ, দেবগণের হিত, ধর্ম্মসংস্থাপন, কৌরবগণ বিনাশ ও দৈত্য নিধন নিমিত্ত আপনি জন্মলীলা পরিগ্রহ করিয়াছ, আমার মঙ্গলের জন্য মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য দেবকী সহিত গ্রহণ করুন ॥ ৫২৪ ॥

টীকা—নারিকেলং তস্য শুভ্রশস্যমাদি-শব্দাদ্দধি-পুষ্পাক্ষতানি, 'দধিপুষ্পাক্ষতৈর্মিশ্রং ততোঽর্ঘ্যং শশিনে মুনে' ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। তচ্চ সর্ব্বং শঙ্খে নিধায় তেন নারিকেলাদিনা কমলোপরি চন্দ্রায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। যদ্যপি দেবক্যৈ শ্রীভগবতে চার্ঘ্যার্পণানন্তরমেব চন্দ্রার্ঘ্যার্পণং ভবিষ্যোত্তরে ভবিষ্যে চোক্তমস্তি, তথাপি প্রামাণিকশিষ্টলিখিতপদ্ধত্যনুসারেণ ব্যুৎক্রমেণাত্র লিখিতমিতি জ্ঞেয়ম্। গৃহান্তঃ পূজামন্দিরাভ্যন্তরে আগত্য শ্রীভগবতো জন্ম প্রাদুর্ভাবং 'তমদ্ভুতং বালকম্বুজেক্ষণম্' (৩১৯) ইত্যাদিনা শ্রীদশমস্কন্ধাদ্যুক্তপ্রকারং ধ্যাত্বা শিষ্টাচারানুসারেণ 'তমদ্ভুতম্' ইত্যাদিশ্লোকাংশ্চ পঠন্। শুভ্রনারিকেলশস্যেনৈব শঙ্খনিহিতেনার্ঘ্যমর্পয়েৎ। 'নারিকেলেন শুভ্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যং বিচক্ষণঃ। কৃষ্ণায় পরয়া ভক্ত্যা শঙ্খে কৃত্বা বিধানতঃ ॥' ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। 'জাতঃ 'কংসবধার্থায়' ইত্যস্য পরভাগোঽত্র ন সংগৃহীতঃ, ভবিষ্যপুরাণবচনমধ্যে তথা পূর্ব্বং জয়ন্তীব্রতে চ লিখিতত্বাৎ, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৫২০-৫২৪ ॥

ততঃ ক্ষীরাদিনা শুদ্ধোদকেন তু যথাবিধি।
দেবকীসহিতং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণং স্নাপয়েৎ কৃতী॥৫২৫

অনুবাদ—অনন্তর অভিজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চামৃত দুগ্ধাদি দ্বারা এবং শুদ্ধ গঙ্গাজল দ্বারা পূর্ব্বে যথাবিধি ভক্তি-সহ দেবকী সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইবেন॥৫২৫॥

টীকা—যথাবিধীতি নিত্যপূজায়াং স্নপনবিধির্নৃত্য-গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বকো যো লিখিতস্তদনুসারেণেত্যর্থঃ। কৃতী তত্তৎপ্রকারকুশলঃ॥ ৫২৫॥

———

অথ তত্র মন্ত্রঃ

যোগেশ্বরায় যোগসম্ভবায় যোগপতয়ে গোবিন্দায়
নমো নমঃ॥ ইতি॥ ৫২৬॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নানমন্ত্র—যোগেশ্বর যোগ-সম্ভব যোগপতি গোবিন্দ আপনাকে পুনঃ পুনঃ নম-স্কার করি॥ ৫২৬॥

———

ক্বচিচ্চ—

যোগেশ্বরায় দেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
যোগোদ্ভবায় নিত্যায় গোবিন্দায়
নমো নমঃ॥ ইতি॥ ৫২৭॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—যোগেশ্বর, দেব, দেবকী-নন্দন, যোগোদ্ভব, নিত্য গোবিন্দ, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার॥ ৫২৭॥

———

অদিতে দেবমাতস্ত্বমিত্যাদি প্রার্থ্য দেবকীম্।
গন্ধাদীন্যর্পয়েত্তস্যৈ নমো দেব্যৈ শ্রিয়ে ইতি॥ ৫২৮॥

অনুবাদ—হে অদিতি! হে দেবমাত! তুমি সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী, অতএব ভবভয়ে ভীত আমি তোমাকে পূজা করিব। ইত্যাদি রূপে প্রার্থনা করিয়া দেবকীদেবীকে গন্ধ-পুষ্পাদি অর্পণ করিবে, মন্ত্র—'নমো দেব্যৈ শ্রিয়ে'॥ ৫২৮॥

টীকা—'অদিতে দেবমাতস্ত্বম্' ইত্যাদি চ প্রার্থনা-মন্ত্রঃ, 'নমো দেব্যৈ শ্রিয়ে' ইতি চ গন্ধাদ্যর্পণমন্ত্র ইতি বিবেচনীয়ম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্, আদি-শব্দাৎ পুষ্পধূপনৈবেদ্যাদীনি॥ ৫২৮॥

———

অবতারসহস্রাণীত্যাদিনাভ্যর্থ্য চ প্রভুম্।
পাদ্যাদি বস্ত্রভূষাদি ধূপদীপাদি চার্পয়েৎ॥ ৫২৯॥

অনুবাদ—হে মধুসূদন! আপনি অসংখ্য অব-তার গ্রহণ করিতেছেন। এ সংসারে আপনার অব-তার সমূহের সংখ্যা কেহ জানেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার স্বরূপ অবগত নহেন। অতএব আপনাকে মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত পাইয়া পূজা করিব। মনোবাসনা পূর্ণ করুন, হে দেব! আমার দুষ্কৃত নাশ করুন, হে সংসার দুঃখ ভয় নাশন! হে দেব! আমাকে দয়া করুন। এইভাবে প্রভুকে প্রার্থনা করিয়া পাদ্যাদি, বস্ত্র ভূষণাদি ও ধূপাদি অর্পণ করি-বেন॥ ৫২৯॥

টীকা—পাদ্যাদীতি প্রথমেনাদি-শব্দেন মধুপর্কা-চমনীয়াদি, দ্বিতীয়েন গন্ধপুষ্পাদি, তৃতীয়েন নৈবেদ্যাদি, তত্তদ্বিশেষশ্চ সর্ব্বপূজা-সাধারণত্বাদত্র নোল্লিখিতঃ। এবমগ্রোল্লিখিতোঽন্যোঽপ্যুপচারঃ পূজাসাধারণত্বাদশেষ এবোহ্যঃ, যতোঽত্র প্রায়ো বিশেষভাগ এব দর্শিত ইতি, অতএব লিখিতম্—কৃতীতি॥ ৫২৯॥

———

অথ তত্র পাদ্যাদিদীপান্তমন্ত্রঃ

ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞসম্ভবায় যজ্ঞপতয়ে গোবিন্দায়
নমো নমঃ॥ ইতি॥ ৫৩০॥

অনুবাদ—অনন্তর পাদ্যাদি দীপান্তমন্ত্র— প্রণ-বাদি যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞসম্ভবায় যজ্ঞপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৫৩০॥

———

অথ নৈবেদ্যমন্ত্রঃ

ওঁ বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বসম্ভবায় বিশ্বপতয়ে
গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ইতি॥ ৫৩১॥

অনুবাদ—অথ নৈবেদ্যমন্ত্র—প্রণবাদি বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বসম্ভবায় বিশ্বপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৫৩১॥

———

বসুদেবং যশোদাঞ্চ নন্দং রামঞ্চ রোহিণীম্।
অন্যাংশ্চ পূজয়েত্তত্তন্নামমন্ত্রৈর্যথাবিধি॥ ৫৩২॥

অনুবাদ—বসুদেব যশোদা নন্দমহারাজ বলরাম রোহিণীকে এবং অন্যান্যকে সেই সেই নামমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিবেন ॥ ৫৩২ ॥

টীকা—শ্রীরামং শ্রীবলদেবম্ অন্যান্ গোপগোপীগবাদীন্ দেবাদীংশ্চ, তত্তন্মূর্ত্তিনির্ম্মানাশক্তৌ চ স্থণ্ডিলে আবাহনাদিকং কৃত্বা পূজয়েদিতি লিখিতভবিষ্যোত্তরবচনতো বোদ্ধব্যম্। 'স্থণ্ডিলে স্থাপয়েদ্দেবং শশাঙ্কং রোহিণীন্তথা। দেবকীং বসুদেবঞ্চ যশোদাং নন্দমেব চ। বলভদ্রং তথা গোপান্ গোপীর্গোকুলমেব বা ॥' ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্তেঃ। তস্য তস্য বসুদেবাদের্নামাত্মকৈর্মন্ত্রৈঃ, তৎপ্রকারশ্চ পূর্ব্বং সর্ব্বত্র লিখিতোঽস্ত্যেব। অত্র ভবিষ্যে ভবিষ্যোত্তরে চোক্তঃ—'স্বনামভিশ্চতুর্থ্যন্তৈঃ প্রণবাদির্নমোঽন্তকৈঃ। পূজয়েয়ুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রা মন্ত্রবর্জ্জিতাঃ ॥' ইতি। অতোঽয়ং প্রয়োগঃ—'ওঁ বসুদেবায় নমঃ' ইত্যাদি। যথাবিধীতি আবাহনাদিকং কৃত্বা। 'কশ্যপো বসুদেবোঽয়ম্' ইত্যাদি, তথা 'ধ্যাত্বাবতারং প্রাগুক্তম্' ইত্যাদেশ্চ ভবিষ্যোত্তরোক্তস্যানুসারতস্তত্তদ্ধ্যানং কৃত্বা পাদ্যাদিনৈবেদ্যান্তোপচারান্ সমর্পয়েদিত্যেবং সর্ব্বপূজাসাধারণবিধ্যনুসারেণ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥৫৩২॥

পক্বান্নানি বিচিত্রাণি খাদ্যানি বিবিধানি চ।
তৎকালীনফলান্যত্র তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ৫৩৩ ॥

অনুবাদ—বিচিত্র পক্বান্ন সমূহ, বিবিধ খাদ্যসমূহ ও শরৎকালীন ফলসমূহ এবং তাম্বূল সমর্পণ করিবেন ॥ ৫৩৩ ॥

টীকা—অথ মহোৎসববিশেষস্যাস্য লক্ষণং পুনর্দ্রব্যবিশেষসমর্পণং লিখতি—পক্বান্নানীতি। খাদ্যানি চর্ব্ব্যবীজেক্ষুকুড়ুকাদীনি। তৎকালীনানি জন্মাষ্টমীসময়োদ্ভবানি ফলানি কুষ্মাণ্ডকদলকাদীনি চ ॥ ৫৩৩ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় ধর্ম্মপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ৫৩৪ ॥

অনুবাদ—তাহার মন্ত্র—ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় ধর্ম্মপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৫৩৪ ॥

নিশীথে গুড়সর্পিভ্যাং বসোর্ধারাঞ্চ পাতয়েৎ ॥৫৩৫॥

অনুবাদ—মধ্যরাত্রে গুড় ও ঘৃতদ্বারা দেওয়ালে বসুধারা পাতন করিবে ॥ ৫৩৪ ॥

টীকা—নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে গুড়যুক্তেন গব্যঘৃতেন বসোর্ধারাঃ পাতয়েৎ। তত্র মন্ত্রঃ—'বসোঃ পবিত্রমসি' ইতি ; এতচ্চ লোকজন্মানন্তরসাধারণকৃত্যম্ ॥ ৫৩৫ ॥

অথ কুর্য্যাদ্ভগবতো জাতকর্ম্ম-মহোৎসবম্।
শ্রীনালবর্দ্ধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠীনিঃসারণং ততঃ ॥৫৩৬॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম্ম মহোৎসব করিবে। শ্রীনাড়ীচ্ছেদন স্বর্ণক্ষুর দ্বারা করিবে, যথাযোগ্য উপাচারে ষষ্ঠীপূজন ও নিঃসারণ করিবে ॥ ৫৩৬ ॥

শ্রীনামকরণং তত্তল্লীলানুকরণন্তথা।
অথাচার্য্যং সমভ্যর্চ্চ কুর্য্যাজ্জাগরণং মুদা।
গীতনৃত্যাদিনা বাল্যক্রীড়াশ্রবণপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনামকরণ এবং সেই সেই বাল্যলীলার অনুকরণ করিবে। অনন্তর আচার্য্যকে সংবর্দ্ধনা করিয়া গীত, নৃত্যাদি সহ বাল্যলীলা শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দে নিশি জাগরণ করিবে ॥ ৫৩৭ ॥

টীকা—কিঞ্চ শ্রীনালস্য শ্রীনাভিনাড্যা বর্দ্ধনং ছেদনম্, তচ্চ হৈরণ্যক্ষুরেণ কুর্য্যাৎ। যথোপচারৈঃ 'ষষ্ঠীকায়ৈ নমঃ' ইতি ষষ্ঠীং সম্পূজ্য বিধিবন্নিঃসারণং কুর্য্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বঞ্চ ভগবন্নিবেদিতশেষেণৈব সিধ্যতীতি স্থাপনে পৃথক্ ন লিখিতম্। তস্যাঃ তস্যাঃ সুপ্রসিদ্ধায়াঃ লীলায়াঃ পূতনাবধাদিকংসবধান্তক্রীড়ায়া অনুকরণম্। আচার্য্যং নিজগুরুং, যদ্বা, ব্রতার্থে গুরুত্বেন বৃতং বিপ্রং সমভ্যর্চ্চ্য বস্ত্রালঙ্করণাদিনা সম্যক্ পূজয়িত্বা বাল্যক্রীড়া শ্রীভগবতঃ পূতনাবধাদিচরিতং তচ্ছ্রবণপূর্ব্বকং জাগরণং

কুর্য্যাৎ। জাগরণবিধিশ্চ সর্ব্বব্রতসাধারণ এবেত্যত্র বিশেষতো নোল্লিখিতঃ ॥ ৫৩৬-৫৩৭ ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—
আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব লীয়তে।
রাত্রৌ জাগরণে বিপ্র দৃষ্টে নশ্যতি দেহিনাম্ ॥৫৩৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে বিপ্র! জন্মাষ্টমীতে রাত্রিজাগরণে ও দর্শনে মানবগণের আ-জন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৩৮ ॥

টীকা—কথং লীয়তে ইত্যপেক্ষায়ামুক্তপোষন্যায়েনাহ—রাত্রাবিতি। হে বিপ্র দৃষ্টে তম ইতি পাঠে চ তমোঽজ্ঞানম্ ॥ ৫৩৮ ॥

প্রভাতে সতি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যকর্ম্মাণি বৈষ্ণবঃ।
দেবমভ্যর্চ্চ্য সম্প্রার্থ্য প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥৫৩৯॥

অনুবাদ—পরদিন প্রভাত হইলে বৈষ্ণব নিত্য-কর্ম্মসমূহ সমাপণ করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবেন ॥ ৫৩৯ ॥

টীকা—নিত্যকর্ম্মাণি স্নানাদীনি, সংপ্রার্থ্য ক্ষমস্বেত্যাদিকমভ্যর্থ্য বিসর্জ্জয়েদিতি জন্মাষ্টমীব্রতার্থ-নির্ম্মিত-শ্রীমূর্ত্তিবিশেষস্য ব্রতান্তে গুরৌ সমর্পণার্থ-মিত্যেষা দিক্ ॥ ৫৩৯ ॥

অথ প্রণামমন্ত্রঃ

'যং দেবম্' ইত্যাদি সার্দ্ধপদ্যম্ ॥ ৫৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রণামমন্ত্র—যে ভগবানকে বসুদেব হইতে দেবকীদেবী আবির্ভাবিত করিলেন ভূলোকবাসী ও ব্রহ্মার রক্ষার জন্য এবং গোব্রাহ্মণের হিতের জন্য, সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ পুরুষোত্তম বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৫৪০ ॥

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ

'শান্তিরস্তু' ইত্যাদি ॥ ৫৪১ ॥

অনুবাদ—অথ প্রার্থনা মন্ত্র—জগতের শান্তি হউক, মঙ্গল হউক ॥ ৫৪১ ॥

অথাচার্য্যায় তৎ সর্ব্বং শ্রীমূর্ত্ত্যাদি সদক্ষিণম্।
প্রদায় বিপ্রান্ সম্ভোজ্য বিদধ্যাৎ
পারণোৎসবম্ ॥ ৫৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্যকে দক্ষিণার সহিত শ্রীমূর্ত্তি আদি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পারণ উৎসব করিবে ॥ ৫৪২ ॥

টীকা—তৎ সূতিকাগৃহোপকরণং তত্তদ্ভগবদাদি-প্রতিমাঃ, আদি-শব্দেন পূজোপকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বং দক্ষিণাসহিতং প্রকর্ষেণ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীয়তামিত্যেবং দত্ত্বা, তথৈব বিপ্রান্ সম্যগ্ ভোজয়িত্বা, ব্রতসমাপ্তি-রূপমহোৎসবং কুর্য্যাৎ, পরমহর্ষেণ বন্ধুভিঃ সমং ভগবন্মহাপ্রসাদান্নাদিকং ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ৫৪২ ॥

অথ পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসবঃ

ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং শয়নোৎসববৎ প্রভোঃ।
কটিদানোৎসবং কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥৫৪৩॥

অনুবাদ—অনন্তর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উৎসব—আষাঢ়ে শ্রীভগবানের শয়ন উৎসববৎ ভাদ্রে শুক্লা একাদশীতে বৈষ্ণব বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উৎসব করিবেন ॥ ৫৪৩ ॥

টীকা—শয়নোৎসববদিতি যথা শয়নে ক্ষীরাব্ধি-মহোৎসবপ্রকারো লিখিতস্তথেত্যর্থঃ। তত্র যদ্যপি ভবিষ্যোত্তরে একাদশ্যামিত্যুক্তং, তথাপি পূর্ব্বলিখিত-শয়নাদিকালনির্ণয়ানুসারেণ দ্বাদশ্যামিতি লিখিতম্। তদ্বিশেষশ্চ পূর্ব্বমেব শয়নোৎসবপ্রকরণে লিখিতোঽস্তি। ভবিষ্যোত্তরে চৈকাদশীদ্বাদশ্যোরভেদাভি-প্রায়েণোক্তমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৫৪৩ ॥

ভবিষ্যোত্তরে—
প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং সিতেঽহনি।
কটিদানং ভবেদ্বিষ্ণোর্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫৪৪ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে—ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে

একাদশী দিনে ভগবানের কটি পরিবর্ত্তন উৎসব হইবে। উহা মহাপাতক নাশন ॥ ৫৪৪ ॥

জলাশয়ান্তিকং নীত্বা সম্যগভ্যর্চ্চ্য চ প্রভুম্।
কণিকাপরিবৃত্তিঞ্চ দক্ষিণাঙ্গে প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৪৫ ॥

অনুবাদ—প্রভুকে জলাশয়ের নিকট লইয়া পরিপূর্ণ বিধানে অর্চ্চন করিয়া শয়নকালে বামপার্শ্বে শয়ন করান হয় এক্ষণে দক্ষিণ পার্শ্বে পরিবর্ত্তন ভাবনা করিবে ॥ ৫৪৫ ॥

টীকা—শয়নোৎসবাৎ কিঞ্চিদ্বিশেষমনুবাদপূর্ব্বকং লিখতি—জলেতি দ্বিভিঃ। কণিকায়াঃ কট্যাঃ পরিবৃত্তিং দক্ষিণাঙ্গে প্রকল্পয়েদিতি পূর্ব্বং বামাঙ্গেন সুপ্তস্যাধুনা দক্ষিণাঙ্গেন স্বাপয়েদিত্যর্থঃ। তৎকালবিশেষশ্চ পূর্ব্বমেব নির্ণীতোঽস্তি ॥ ৫৪৫ ॥

অথ অভ্যর্থনমন্ত্রঃ

দেব দেব জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্জন।
কটিদানং কুরুষ্বাদ্য মাসি ভাদ্রপদে শুভে ॥ ৫৪৬ ॥

অনুবাদ—অথ প্রার্থনা মন্ত্র—হে দেব! হে দেব! হে জগন্নাথ! হে যোগিগম্য! হে নিরঞ্জন! অদ্য শুভ ভাদ্রমাসে কটি পরিবর্ত্তন করুন ॥ ৫৪৬ ॥

মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবান্ পরিতোষ্য চ।
দেবং স্বমন্দিরে নীত্বা যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ ॥৫৪৭॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাপূজা করিয়া বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভুকে নিজ মন্দিরে লইয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করাইবেন ॥ ৫৪৭ ॥

অথ শ্রবণদ্বাদশীব্রতম্

ভাদ্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং যুক্তায়াং শ্রবণেন হি।
উপোষ্য সঙ্গমে স্নাত্বা দেবং বামনমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রবণা দ্বাদশীব্রত—ভাদ্রমাসে শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত হইলে উপবাস করিয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গমে স্নান করিয়া বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫৪৮ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা।
অর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা লভেৎ পুণ্যং
দশাব্দিকম্ ॥ ৫৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রবণা দ্বাদশী মাহাত্ম্য—ভাদ্রমাসে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা হইলে উহাকে মহাদ্বাদশী বলা হয়, উপবাস করিলে মহাফলপ্রদা হয়॥ ভক্তি পূর্ব্বক ঐ দিন অচ্যুতকে অর্চ্চন করিলে দশ বাৎসরিক অর্চ্চনের পুণ্য লাভ হয় ॥ ৫৪৯ ॥

টীকা—দশাব্দিকং দশাব্দভগবদর্চ্চনজং পুণ্যং, তস্যামর্চ্চয়িত্বা লভেৎ ॥ ৫৪৯ ॥

ফলং দত্ত-হুতানাঞ্চ তস্যাং লক্ষগুণং ভবেৎ ॥৫৫০॥

অনুবাদ—উহাতে দান হোমাদির ফল লক্ষগুণ হয় ॥ ৫৫০ ॥

স্কান্দে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥ ৫৫১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—ভাদ্রমাসে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী 'মহাদ্বাদশী' জানিবে। উপবাসে মহাফলপ্রদা ॥ ৫৫১ ॥

সঙ্গমে সরিতঃ পুণ্যে দ্বাদশীং তামুপোষিতঃ।
আপ্লবাদেব চাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্ ॥ ৫৫২ ॥

অনুবাদ—পুণ্য নদীদ্বয়ের সঙ্গমে ঐ শ্রবণা দ্বাদশী উপবাস করিলে এবং স্নান করিলে দ্বাদশ দ্বাদশীব্রতের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫২ ॥

টীকা—আপ্লবাৎ—সঙ্গম এব স্নানাৎ ॥ ৫৫২ ॥

বুধশ্রবণসংযুক্তা সৈব চেদ্দ্বাদশী ভবেৎ।
অত্যন্তমহতী তস্যাং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্॥ ৫৫৩॥

অনুবাদ—উহাই যদি বুধবার ও শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী হয়, তবে অতি মহাদ্বাদশী হয়, তাহাতে দান করিলে অক্ষয় ফল হয়॥ ৫৫৩॥

অর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা লভেৎ পুণ্যং দশাব্দিকম্।
ফলং দত্তহুতানাঞ্চ তস্যাং লক্ষগুণং ভবেৎ॥৫৫৪॥

অনুবাদ—ঐ তিথিতে শ্রীঅচ্যুতকে ভক্তিসহ অর্চ্চন করিয়া দশবার্ষিক পুণ্য লাভ হয় এবং উহাতে দান হোমাদির ফল লক্ষগুণ হয়॥ ৫৫৪॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পিতাপুত্রসংবাদে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লপক্ষে যদি হরের্দ্দিনে।
বুধশ্রবণসংযোগঃ প্রাপ্যতে তত্র পূজিতঃ॥ ৫৫৫॥
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ বামনো মনসি স্থিতান্।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা তিথিঃ প্রীতিকরী হরেঃ॥ ৫৫৬॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পিতাপুত্র-সংবাদে—ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে যদি হরিবাসর দ্বাদশীতে বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্র সংযোগ হয় তাহা হইলে ঐদিন বামনদেব পূজিত হইয়া শুভ মনোবাসনাসমূহ প্রদান করেন। বিজয়া নামে ঐ তিথি শ্রীহরির প্রীতিকরী বলিয়া কহিতে হয়॥ ৫৫৫-৫৫৬॥

সঙ্গমে সর্ব্বতীর্থানাং সঙ্গমস্তত্র জায়তে।
শুক্লা ভাদ্রপদে স্বর্গং কৃষ্ণা কলুষসংক্ষয়ম্।
ফাল্গুনে কুরুতে মোক্ষমপি ব্রহ্মবধাম্নাম্॥৫৫৭॥

অনুবাদ—পুণ্য নদীদ্বয়ের সঙ্গমে সর্ব্বতীর্থের মিলন হয়, ভাদ্রমাসে শুক্লা দ্বাদশী স্বর্গপ্রদা, কৃষ্ণা দ্বাদশী ফাল্গুনে পাপক্ষয় ও ব্রহ্মবধ পাপ হইতে মানবগণের মুক্তিদানও করেন॥ ৫৫৭॥

মহাপুণ্যপ্রদা হ্যেষা সঙ্গমে বিজয়া তিথিঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়ো ন্যূনং জায়তে তদুপোষিণাম্॥ ৫৫৮॥

অনুবাদ—এই বিজয়া তিথি নদীদ্বয়ের সঙ্গমে মহাপুণ্য প্রদা, উহাতে উপবাসকারিগণের নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপক্ষয় হয়॥ ৫৫৮॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বতীর্থানি ভূপৃষ্ঠে সঙ্গমে যান্তি সঙ্গমম্।
বিজয়াবাসরে সর্ব্বদেবানাং সঙ্গমো ভুবি॥ ৫৫৯॥

অনুবাদ—আরও—পবিত্র নদীদ্বয়ের সঙ্গমে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ মিলিত হয়। বিজয়া দিনে পৃথিবীতে সর্ব্বদেবগণের মিলন হয়॥ ৫৫৯॥

ইদং সর্ব্বপুরাণেষু রহস্যং পরিগীয়তে।
সঙ্গমে বামনং পূজ্য প্রেতযোনৌ ন জায়তে॥ ৫৬০॥

অনুবাদ—সর্ব্বপুরাণে এই অতি গোপনীয় রহস্য সর্ব্বোপরি কীর্ত্তিত হইয়াছে—নদীসঙ্গমে শ্রীবামন দেবের পূজা করিলে মানব প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না॥ ৫৬০॥

টীকা—ভাদ্রমাসে শুক্লা শ্রবণদ্বাদশী স্বর্গং কুরুতে, ফাল্গুনে কৃষ্ণা কলুষসংক্ষয়ং কুরুতে। পূজ্য—পূজয়িত্বা॥ ৫৫৭-৫৬০॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপরশুরাম উবাচ—

উপবাসাসমর্থানাং কিং স্যাদেকমুপোষিতম্।
মহাফলং মহাদেব তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত॥ ৫৬১॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপরশুরাম বলিলেন—হে মহাদেব! হে সুব্রত! উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তিগণের একটি মহাফলপ্রদ কি উপবাস আছে তাহা আমাকে বলুন? ৫৬১॥

টীকা—উপোষিতমুপোষণম্॥ ৫৬১॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

যা রাম শ্রবণোপেতা দ্বাদশী মহতী তু সা।
তস্যামুপোষিতঃ স্নাতঃ পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
প্রাপ্নোত্যযত্নাদ্ ধর্ম্মজ্ঞ দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥ ৫৬২॥

অনুবাদ—শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে পরশুরাম! যাহা শ্রবণানক্ষত্র যুক্তা, তাহা মহতী দ্বাদশী, তাহাতে উপবাস পূর্ব্বক স্নান করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের পূজন করিলে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনায়াসে দ্বাদশ দ্বাদশী ব্রতের ফল পাওয়া যায় ॥ ৫৬২ ॥

কিঞ্চ—

শ্রবণদ্বাদশীযোগে বুধবারো ভবেদ্যদি।
অত্যন্তমহতী রাম দ্বাদশী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৬৩ ॥

অনুবাদ—আরও—শ্রবণাদ্বাদশী যোগে যদি বুধবার হয়, হে রাম! তাহা অতি মহতী দ্বাদশী নামে কীর্ত্তিতা হয় ॥ ৫৬৩ ॥

স্নানং জপ্যং তথা হোমো দানং শ্রাদ্ধং সুরার্চ্চনম্।
সর্ব্বমক্ষয়মাপ্নোতি তস্যাং ভৃগুকুলোদ্বহ ॥ ৫৬৪ ॥

অনুবাদ—স্নান, জপ, হোম, দান, শ্রাদ্ধ, দেবার্চ্চন প্রভৃতি, হে ভৃগুকুলোদ্বহ! তাহাতে অক্ষয় ফল প্রদ হয় ॥ ৫৬৪ ॥

তস্মিন্ দিনে তথা স্নাতো যোঽপি কুচন সঙ্গমে।
স গঙ্গাস্নানজং রাম ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৫৬৫॥

অনুবাদ—হে রাম! ঐ দিনে যে কোন ব্যক্তি নদীদ্বয় সঙ্গমে স্নান করিলে নিঃসংশয়ে গঙ্গাস্নান জাত ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬৫ ॥

শ্রবণে সঙ্গমাঃ সর্ব্বে পরিপুষ্টিপ্রদাঃ সদা।
বিশেষাদ্দ্বাদশীযুক্তে বুধযুক্তে বিশেষতঃ ॥ ৫৬৬ ॥

অনুবাদ—নদী-সঙ্গম-সমূহ শ্রবণানক্ষত্রে সর্ব্বদা পরিপুষ্টি প্রদা, বিশেষতঃ দ্বাদশীযোগে, তদপেক্ষা বিশেষ বুধবার যোগে ॥ ৫৬৬ ॥

টীকা—পরিপুষ্টিপ্রদাঃ—পুণ্যাতিশয়করাঃ ॥৫৬৬

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

উপবাসাসমর্থানাং সদৈব পুরুষোত্তম।
একা যা দ্বাদশী পুণ্যা তাং বদস্ব মমানঘ ॥ ৫৬৭ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! সর্ব্বদাই উপবাসে অসমর্থ মানবগণের পক্ষে একটি যে পুণ্যা দ্বাদশী, হে অনঘ! তাহা আমার নিকট বলুন ॥ ৫৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
সর্ব্বকামপ্রদা পুণ্যা উপবাসে মহাফলা ॥ ৫৬৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ভাদ্রমাসে শ্রবণাযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী সর্ব্ববিধ বাঞ্ছাপ্রদা ও পুণ্যা এবং উপবাসে মহাফল প্রদা ॥ ৫৬৮ ॥

সঙ্গমে সরিতাং স্নাত্বা গঙ্গাস্নানাদিজং ফলম্।
সোপবাসঃ সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৫৬৯॥

অনুবাদ—উপবাস সহ নদী সঙ্গমে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানাদি জাত ফল সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই ॥ ৫৬৯ ॥

কিঞ্চ—

বুধশ্রবণসংযুক্তা সৈব চেদ্দ্বাদশী ভবেৎ।
অতীব মহতী তস্যাং সর্ব্বং দত্তমিহাক্ষয়ম্ ॥৫৭০॥

অনুবাদ—আরও—ঐ ভাদ্রী শুক্লা দ্বাদশী যদি বুধবার ও শ্রবণযুক্তা হয়, তাহা অতি মহতী দ্বাদশী তাহাতে যে কিছু দানফল অক্ষয় হয় ॥ ৫৭০ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব বণিগুপাখ্যানে—

শ্রবণদ্বাদশীযোগে পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
দানঞ্চ দত্বা বিপ্রেভ্যঃ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৭১
মহানদীসঙ্গমে চ স্নাত্বা দিষ্টান্তমাগতং।
অবাপ পরমং স্থানং দুর্ল্লভং সর্ব্বমানবৈঃ ॥ ৫৭২ ॥

অনুবাদ—আরও ঐ গ্রন্থে বণিক উপাখ্যানে—উপবাস সহ সংযত চিত্তে শ্রবণ দ্বাদশীযোগে শ্রীজনার্দ্দনকে পূজা করিয়া এবং বিপ্রগণকে দান করিয়া, মহানদীসঙ্গমে স্নান করিয়া দেহান্তে সর্ব্বমানবের দুর্ল্লভ পরমস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৭১-৫৭২ ॥

যত্র কামফলা বৃক্ষা নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
শীতলামলপানীয়াঃ পুষ্করিণ্যো মনোহরাঃ ॥ ৫৭৩ ॥

তং দেশমাসাদ্য বণিঙ্মহাত্মা
সুমৃষ্টজাম্বূনদভূষিতাঙ্গঃ।
কল্পং সমগ্রং সুরসুন্দরীভিঃ
সাকং স রেমে মুদিতঃ সদৈব ॥ ৫৭৪ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে বৃক্ষগণ বাঞ্ছানুরূপ ফল প্রদান করে, নদী সকলের কর্দ্দমসমূহ পায়সতুল্য, মনোহর পুষ্করিণীসমূহ নির্ম্মল শীতল পানীয় জল-পূর্ণ, বণিক্ মহাত্মা সেই দেশ প্রাপ্ত হইয়া সুমার্জ্জিত জাম্বুনদ স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত হইয়া দেবকন্যাগণের সহিত কল্পকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই আনন্দে তিনি ক্রীড়া করিয়াছেন ॥ ৫৭৩-৫৭৪ ॥

কিঞ্চান্তে—

বুধশ্রবণ-সংযুক্ত-দ্বাদশ্যাং সঙ্গমোদকম্।
দানং বহ্বোদানং শস্তমুপবাসঃ পরো বিধিঃ ॥৫৭৫॥

অনুবাদ—আরও শেষে— বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস পরম বিধি। নদীসঙ্গম জলে স্নান ও পরদিনে বহু অন্নদান মঙ্গলপ্রদ ॥ ৫৭৫ ॥

টীকা—বহব ওদনা যস্মিন্ তৎ, শস্তং মঙ্গলম্ ॥ ৫৭৫ ॥

সগরেণ ককুৎস্থেন ধুন্ধুমারেণ গাধিনা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ রাজেন্দ্র কামদা দ্বাদশী কৃতা ॥৫৭৬॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র! সগররাজ ককুৎস্থ ধুন্ধুমার প্রভৃতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বাসনানুরূপ-ফলপ্রদা দ্বাদশীব্রত করিয়াছেন ॥ ৫৭৬ ॥

যা দ্বাদশী বুধযুতা শ্রবণেন সার্দ্ধং
স্যাৎ সা জয়েতি কথিতা মুনিভির্নভস্যে।
তামাদরেণ সমুপোষ্য নরো হি সম্যক্
প্রাপ্নোতি সিদ্ধিমণিমাদিগুণোপপন্নঃ ॥
ইতি ॥ ৫৭৭ ॥

অনুবাদ—ভাদ্রমাসে যে দ্বাদশী শ্রবণার সহিত বুধবার যুক্তা তাহা 'জয়া' তিথি হয় মুনিগণ বলিয়াছেন, মানব আদরের সহিত তাহাতে সম্পূর্ণ উপবাস করিলে অণিমাদি গুণযুক্ত সিদ্ধি সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৭৭ ॥

টীকা—নভস্যে ভাদ্রে, সিদ্ধিং মোক্ষং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকং বা ॥ ৫৭৭ ॥

অথ শ্রবণদ্বাদশীব্রতনির্ণয়ঃ

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি ॥ ৫৭৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রবণ দ্বাদশী ব্রত নির্ণয়—শ্রবণাযুক্তা যদি দ্বাদশী হয়, তাহা হইলে সমর্থ অসমর্থ সকলেই দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। আর যদি একাদশীতে শ্রবণা থাকে দ্বাদশীতে শ্রবণা না থাকে তবে সকলেই একাদশীতেই উপবাস করিবে। আর দ্বাদশী ক্ষয় বশত একই দিনে একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণা যুক্ত হয়, তাহা বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়, তাহাতেই সকলে উপবাস করিবে ॥ ৫৭৮ ॥

টীকা—দ্বাদশীতি—শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা যদি দ্বাদশী স্যাৎ, তদা শক্তৈরশক্তৈশ্চ সর্ব্বৈরেব দ্বাদশ্যেবোপোষ্যা; যদি বৈকাদশী শ্রবণান্বিতা স্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি, তদা সর্ব্বৈরেকাদশ্যেবোপোষ্যা; যদি চ তিথিক্ষয়াত্ত-ত্রয়ং দ্বাদশ্যেকাদশী শ্রবণঞ্চ মিশ্রিতং একস্মিন্নেব দিনে অন্যোঽন্যমিলিতং স্যাত্তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলো নাম যোগঃ। বিষ্ণুদৈবত্যানাং ত্রয়াণামেব তেষামেকত্র শৃঙ্খলাবৎ গ্রথিতত্বাৎ, ততশ্চ স এবোপোষ্য ইত্যর্থঃ। তত্তদ্বিশেষশ্চোদাহরিষ্যমাণ-বচনতোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৫৭৮ ॥

অথ শ্রবণদ্বাদশ্যুপবাসঃ

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ—

শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৫৭৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রবণা দ্বাদশী উপবাস, শ্রীমার্কণ্ডেয় বচন—শ্রবণনক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী যদি লাভ

হয়। ঐ দ্বাদশীই সকলের উপবাস যোগ্যা, এস্থলে ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৫৭৯ ॥

যমশ্চ—

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদাঽসৌ তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥৫৮০॥

অনুবাদ—যমরাজও বলিয়াছেন—যখন শুক্লা-দ্বাদশীতে শ্রবণ নক্ষত্র যুক্ত হয়, তখন মহাপবিত্রা দ্বাদশী 'বিজয়া' নামে কীর্ত্তিত হয় ॥ ৫৮০ ॥

তত্র দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যান্তু পরেঽহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে ॥ ৫৮১ ॥

অনুবাদ—ঐ তিথিতে দান উপবাসাদির ফল অক্ষয় কীর্ত্তিত হয়, একাদশীর অরুণোদয়ে দশমী না থাকিলে বিশুদ্ধা, তার পরদিন দ্বাদশীতে শ্রবণ নক্ষত্র থাকিলে সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে দুই দিন যুগ্ম ব্রত বিধান হয় ॥ ৫৮১ ॥

কিঞ্চ—

অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরম্।
ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৫৮২ ॥

অনুবাদ—আরও—পূর্ব্বদিনের ব্রত অসমাপ্ত অর্থাৎ পারণ পর্য্যন্ত একটি ব্রত, পারণ না হইলে একটি ব্রত সমাপ্ত না হইতে অন্য অন্য ব্রত করা যায় না ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের এ স্থলে বিরোধ হয় না ॥ ৫৮২ ॥

তথাহি ভবিষ্যোত্তরে—

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ ॥
ইতি ॥ ৫৮৩ ॥

অনুবাদ—তাহাই ভবিষ্যোত্তরে—একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতেও সম্পূর্ণ উপবাস এস্থলে "পারণান্তু ব্রতং জ্ঞেয়ং" এই বিধির লোপ হয় না, কারণ একাদশী ও দ্বাদশী উভয় তিথির দেবতা শ্রীহরি ॥ ৫৮৩ ॥

অশক্তস্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে বৈকাদশী-দিনে।
উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশী-দিনে ॥ ৫৮৪ ॥

অনুবাদ—অশক্তব্যক্তি অর্থাৎ দুই দিন ব্রত করিতে অসমর্থ হইলে একাদশী দিনে ভোজন করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রবণদ্বাদশী দিনে উপবাস করিবেন ॥ ৫৮৪ ॥

তথা চ নারদীয়ে—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৫৮৫॥

অনুবাদ—ঐরূপ নারদীয়পুরাণে—বিষ্ণুনক্ষত্র শ্রবণাযুক্ত পবিত্র দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মানব একাদশী ব্রত জাত পুণ্য নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮৫

টীকা—ন চৈবং শুদ্ধৈকাদশীত্যাগেন দোষঃ স্যাদিতি লিখতি—উপোষ্যেতি ত্রিভিঃ। বিষ্ণুঋক্ষেণ শ্রবণেন। কেচিচ্চেদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থ-বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তং, বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথা নারদীয়াদিবচনেষ্বত্র শক্তাশক্তাদিবিশেষপরি-ত্যাগেন নর ইত্যাদি-সামান্যনির্দ্দেশাচ্চ ॥ ৫৮৫ ॥

বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোঽপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফলমবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি
সন্ ॥ ৫৮৬ ॥
এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
ইতি ॥ ৫৮৭ ॥

অনুবাদ—যেমন বাজপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞ কর্ম্ম না করিয়াও, হোম না করিয়াও, অভিষিক্ত না হইয়াও, সর্ব্বফল প্রাপ্ত হন, সেইরূপ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে সম্পূর্ণ উপবাস

ফলে, একাদশী জাত পুণ্যসকল নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮৬-৫৮৭ ॥

অত্যল্পোঽপ্যনয়োর্যোগো ভবেত্তিথিভয়োর্যদি।
উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিত্যত্রোপবসেদ্বুধ ॥ ৫৮৮ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশী ও শ্রবণ নক্ষত্রের অতি অল্পও যদি যোগ হয়, তাহাই উপাদেয় হয়—ঐ দিনই অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপবাস করিবেন ॥ ৫৮৮ ॥

তথা চ শ্রবণদ্বাদশীং প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তম্—
তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে যোগশ্চৈব নরাধিপ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ ॥৫৮৯

অনুবাদ—সেইরূপই শ্রবণদ্বাদশী প্রসঙ্গে ঐ পুরাণেই উক্ত হইয়াছে—হে নরাধিপ! তিথি ও নক্ষত্রের মিলনে যে যোগ, তাহা যদি দুইকলাও পাওয়া যায় তাহাই অষ্টপ্রহর জানিবে ॥ ৫৮৯ ॥

তথৈব মাৎস্যে—
দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না পুণ্যতমা তিথিঃ।
ন তু সা তেন যুক্তা চ তাবত্যেব প্রশস্যতে ॥৫৯০॥

অনুবাদ—সেইরূপই মৎস্যপুরাণে—শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী তিথি সম্পূর্ণা পুণ্যতমা পরন্তু দ্বাদশী যতক্ষণ শ্রবণাযুক্তা ততক্ষণ মাত্র পুণ্যতমা ও প্রশস্ত তাহাই নহে ॥ ৫৯০ ॥

অথ শ্রবণনক্ষত্রযুক্তৈকাদশ্যুপবাসঃ

নারদীয়ে—
যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কৃচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা ॥ ৫৯১ ॥
উভয়োর্দ্দেবতা বিষ্ণুঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিভেদোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিভেদাৎ পততে নরঃ ॥৫৯২

অনুবাদ—অনন্তর শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত একাদশী উপবাস নারদীয়পুরাণে—দ্বাদশীতে নক্ষত্র শ্রবণা যদি কোন সময়ে না পাওয়া যায়, সেইস্থলে শ্রবণাযুক্তা পাপহারিণী একাদশী উপবাস কর্ত্তব্য। পুরাণ পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু একাদশী ও দ্বাদশীর দেবতা, এস্থলে একাদশী ও দ্বাদশীকে বিভেদ করিবে না। বিভেদ করিলে মানব পতিত হয় ॥ ৫৯১-৫৯২ ॥

টীকা—বৈষ্ণবমৃক্ষং শ্রবণং কৃচিদিতি রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েঽপীত্যর্থঃ। অতএবোক্তং মাৎস্যে—'দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা' ইতি, নারদীয়ে চৈতৎপ্রকরণ এব। 'তিথিনক্ষত্রযোগানাং যোগশ্চৈব নরাধিপ। দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ ॥' ইতি ॥ ৫৯১ ॥

অতএব ভবিষ্যোত্তরে—
একাদশী যদা চ স্যাৎ শ্রবণেন সমন্বিতা।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা ॥ ৫৯৩ ॥

অনুবাদ—অতএব ভবিষ্যোত্তরে—একাদশীও যখন শ্রবণা নক্ষত্র যুক্তা হইবে, তখন তাহা 'বিজয়া'-নাম্নী তিথি শাস্ত্রে কথিত আছে, কারণ ভক্তগণের বিজয় প্রদা ॥ ৬৯৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—
যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।
তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশীং বিনা ॥ ইতি ॥ ৫৯৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে—নক্ষত্রযোগ বশতঃ যে কোন তিথি পবিত্র বলিয়া কথিত, তাহাতেই সেই ব্রত করিবে, শ্রবণদ্বাদশী ব্যতীত অর্থাৎ শ্রবণ যুক্তা একাদশীতে শ্রবণদ্বাদশী ব্রত হয় ॥ ৫৯৪ ॥

টীকা—যাঃ কাশ্চিদিতি—যেন কেনচিন্নক্ষত্র-বিশেষযোগেন যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ, তাসু যদ্বিহিতং ব্রতং, তত্তাস্বেব কুর্য্যাৎ, ন তিথ্যন্তরে তন্নক্ষত্রযুক্তে। যথা ফাল্গুনী শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যর্ক্ষেণ যুক্তা গোবিন্দদ্বাদশী নাম, তস্যামুপবাসব্রতং বিহিতং, তস্যামেব কুর্য্যান্ন চ পুষ্যান্বিতায়ামেকাদশ্যাম্, এবং নিয়মশ্চ শ্রবণদ্বাদশীং বিনা শ্রবণদ্বাদশীব্রতস্তু শ্রবণৈ-কাদশ্যামপি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯৪ ॥

একাদশ্যুপবাসে চ দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ।
প্রাদুর্ভূতো হি ভগবান্ দ্বাদশ্যামেব বামনঃ॥ ৫৯৫॥

অনুবাদ—একাদশীতে উপবাসকালেও দ্বাদশীতে শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা করিবে, ভগবান্ শ্রীবামনদেব দ্বাদশীতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ৫৯৫॥

টীকা—ননু তহি ভগবতো বামনস্যার্চ্চনমপি তথৈব প্রসজ্যেত নেতি লিখতি—একেতি। কৃষ্ণং শ্রীবামনরূপমবতারত্বেনাভেদাৎ, হি যতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো দ্বাদশ্যামেব বামনরূপেণ জাতঃ। তথা চাষ্টমস্কন্ধে (১৮।৫)—'শ্রোণায়াং শ্রবণ-দ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ' ইত্যাদি। শ্রোণায়াং শ্রবণস্থ-চন্দ্র ইত্যর্থঃ॥ ৫৯৫॥

———

তথা চ মৎস্যপুরাণে—
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্।
ইতি॥ ৫৯৬॥

অনুবাদ—সেইরূপ মৎস্যপুরাণে—একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে শ্রীহরির পূজন করিবে॥ ৫৯৬॥

———

অতো যদি ন লভ্যেত মধ্যাহ্নে দ্বাদশী তদা।
দ্বাদশীমধ্য এবার্চ্চ্যো বামনস্তহি সূরিভিঃ॥
ইতি॥ ৫৯৭॥

অনুবাদ—অতএব যদি মধ্যাহ্নে দ্বাদশী না পাওয়া যায়, তখন পূর্ব্বাহ্নে দ্বাদশী মধ্যেই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক শ্রীবামনদেবের অর্চ্চন কর্ত্তব্য॥ ৫৯৭॥

———

অথ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগঃ

মাৎস্যে—
দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ॥৫৯৮॥

অনুবাদ—অনন্তর বিষ্ণু শৃঙ্খলযোগ, মৎস্যপুরাণে—শ্রবণযুক্তা দ্বাদশী যখন একাদশীর অহোরাত্রকে স্পর্শ করিবে, তাহাই বৈষ্ণব যোগ—'বিষ্ণুশৃঙ্খল' নামক। এই পাঠে শ্রবণাদ্বাদশীর বিশেষণ, একাদশীর সঙ্গে শ্রবণা নাই॥ ৫৯৮॥

———

তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাম্॥
ইতি॥ ৫৯৯॥

অনুবাদ—মানব বিধি অনুসারে তাহাতে উপবাস করিয়া পাপমুক্ত হইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ বিহীন সর্ব্বোত্তম গতি প্রাপ্ত হন॥ ৫৯৯॥

———

একাদশীপদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে।
অন্যথা দ্বাদশীস্পর্শস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥৬০০॥

অনুবাদ—এস্থলে একাদশী পদে একাদশীর অহোরাত্রকে বুঝাইতেছে, তাহা না বুঝিলে দ্বাদশী-স্পর্শ একাদশীতে নিত্যই বিদ্যমান॥ ৬০০॥

———

তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগ ইত্যাদ্যং যত্তু দর্শিতম্।
তেনাল্পকালসংযোগেঽপ্যষ্টযামিকতেষ্যতে॥৬০১॥

অনুবাদ—'তিথি ও নক্ষত্রের যোগ' ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তাহা দ্বারা অল্পকাল সংযোগ ও অষ্টপ্রহর অভিলষিত॥ ৬০১॥

———

অত্রৈব দ্বাদশীমধ্যে পারণং শ্রবণেঽধিকে।
বক্ষ্যমাণঞ্চ ঘটতেঽন্যথা প্রাগ্বদ্দ্বিধা ব্রতম্॥৬০২॥

অনুবাদ—এই প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল ব্রতেই দ্বাদশী-মধ্যেই পরদিন পারণ, শ্রবণা নক্ষত্র অধিক থাকিলেও। বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলও ঘটিতে পারে। তাহা না হইলে পূর্ববৎ ব্রতদ্বয় প্রসঙ্গ হয়॥ ৬০২॥

———

দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষঞ্চেত্যস্মিন্ পাঠে ভবেদিদম্।
দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টেত্যস্মিংশ্চ স্পৃষ্টতা খলু।
তত্তৎসাহিত্যমেবাহ পূর্ব্বস্মাদেব হেতুতঃ॥ ৬০৩॥
অথ তস্মাদয়ন্তু তত্রৈব বিশেষঃ,

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণের প্রথম শ্লোকটির যদি 'দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষঞ্চ' এইরূপ পাঠ ধরা যায় তাহাতেও পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই হইবে। কারণ দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়েই একাদশীর অহোরাত্রকে স্পর্শ করিতেছে। আর পূর্ব্ব পাঠে শ্রবণাযুক্ত হইয়া দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করিতেছে। উভয় পাঠে স্পর্শ নিশ্চয়ই দ্বাদশী ও শ্রবণার সহিত মিলন একই অর্থে তাৎপর্য্য ॥৬০৩

—·—

দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগঃ

যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃদ্ভবেৎ।
তস্মিন্নুপোষণাদ্গচ্ছেচ্ছ্বেতদ্বীপপুরং ধ্রুবম্ ॥৬০৪॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগেই কিঞ্চিৎ বিশেষ, দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—একাদশী দ্বাদশী ও বৈষ্ণব্য অর্থাৎ শ্রবণা নক্ষত্র এক মধ্যে হইবে। তাহাই 'বিষ্ণুশৃঙ্খল' নামক যোগ বিষ্ণুসাযুজ্যকারী হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত করাইবে। উহাতে উপবাস করিলে বিষ্ণুলোক শ্বেত-দ্বীপপুর যাইবে ইহা সত্য ॥ ৬০৪ ॥

—·—

দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী ॥
ইতি ॥ ৬০৫ ॥

অনুবাদ—এইস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস, পরদিন ত্রয়োদশীতে পারণ, যদিও সাধারণত পরদিন দ্বাদশী থাকিলে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এস্থলে দ্বাদশী ক্ষয়হেতু পরদিন ত্রয়োদশীতে পারণ—ইহা পরমেশ্বরের বিশেষ আদেশ ॥ ৬০৫ ॥

টীকা—নিষিদ্ধমপীতি—'একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতম্। ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাদ্-দ্বাদশ-দ্বাদশীক্ষয়াৎ ॥' ইত্যাদিমৎস্যপুরাণাদি-বচনৈস্ত্রয়োদশ্যাং পারণনিষেধাৎ। এতচ্চ স্থূলদৃষ্ট্যা বৈষ্ণবেতর-বিষয়ক-ব্যবস্থাপেক্ষয়া চেতি জ্ঞেয়ম্। অত্রৈব শ্রবণর্ক্ষেত্যাদিনা ত্রয়োদশ্যামেব শ্রীমার্কণ্ডেয়াদিভিঃ পারণোক্তেঃ, তথা প্রায়ো 'বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যুপবাসেন সর্ব্বত্র ত্রয়োদশ্যামেব পারণাপত্তেঃ। অত এবং ব্যাখ্যেয়ম্—শ্রীবিষ্ণুসাযুজ্যাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্ব-কর্ম্মাদ্যনাদরেণ নিষিদ্ধমপি কর্ত্তুমুচিতমিত্যেষা চ পরমেশ্বরস্যাজ্ঞৈব, দ্বাদশীবল্লভস্য ভগবতো দ্বাদশী-ব্রতপ্রিয়ত্বাৎ। অতএব সর্ব্বত্র বৈষ্ণবানাং দ্বাদশী-ব্রতগ্রহণাদি শ্রূয়ত ইতি দিক্ ॥ ৬০৫ ॥

—·—

যোগোঽয়মন্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে।
দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ।
ত্রয়োদশ্যাং পারণং হি শ্রবণেঽপি নিষেৎস্যতে ॥৬০৬

অনুবাদ—এই যোগটি প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হইতে পৃথক্। কারণ হইতে দ্বাদশী তিথির ক্ষয় হইলেই এইরূপ যোগ দৃষ্ট হয়। এই প্রমাণে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে না—(৬১৭-১৯) এইরূপ নিষেধ আছে ॥ ৬০৬ ॥

—·—

অথ বিষ্ণুশৃঙ্খল এব বিশেষান্তরম্

দ্বাদশ্যেকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দেবদুন্দুভিযোগোঽয়ং যজ্ঞাযুতফলপ্রদঃ ॥ ইতি ॥৬০৭

অনুবাদ—অনন্তর বিষ্ণুশৃঙ্খলেই অন্য বিশেষ—একাদশী দ্বাদশী সৌম্য অর্থাৎ বুধবার ও শ্রবণা—এই চারিটি একই দিনে মিলিত হইলে তাহাকে 'দেব-দুন্দুভি যোগ' বলা হয় ইহাতে উপবাস করিলে দশ-সহস্রযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৬০৭ ॥

—·—

পারণাহে তু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌ তু পারণাভাবাদ্যুক্তং কর্ত্তুং ব্রতদ্বয়ম্ ॥৬০৮॥

অনুবাদ—পারণ দিনে দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্রের বৃদ্ধি হইলে, আর রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ থাকায় যুক্তিতে ব্রতদ্বয় করিতে পারেন ॥ ৬০৮ ॥

টীকা—পারণাহে ব্রতপারণাদিনে দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধৌ সত্যাং শক্তশ্চেৎ তর্হি ব্রতদ্বয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ৬০৮ ॥

—·—

ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ ॥৬০৯॥

অনুবাদ—এস্থলে 'পারণান্তরং ব্রতং জ্ঞেয়ং' এই বিধির লোপ হয় না, যেহেতু উভয় ব্রতের একই হরি দেবতা ॥ ৬০৯ ॥

টীকা—ননু 'পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ-ভোজনম্। অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্-ব্রতান্তরম্ ॥' ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তেরপারণে দোষঃ স্যাৎ, তত্রাহ—ন চাত্রেতি। উভয়োঃ একাদশী-দ্বাদশ্যোঃ ॥ ৬০৯ ॥

দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥ ৬১০ ॥

অনুবাদ—পর পর উপবাসদ্বয়স্থলে দ্বাদশীতেও উপবাস, ত্রয়োদশীতে পারণ ॥ ৬১০ ॥

টীকা—এবমসমর্থো ব্রতমেকমেব কুর্য্যাদিত্যা-য়াতঃ, তত্র চ 'শ্রবণেন সিতা যত্র দ্বাদশী লভ্যতে ক্বচিৎ। উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥' ইত্যাদি- শ্রীযমাদ্যুক্তেরশক্তস্যৈকাদশ্যামেবোপবাসশঙ্কা স্যাৎ, অতো লিখতি—দ্বাদশ্যামিতি। বৈষ্ণবেষ্বষ্ট-মহাদ্বাদশীব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। তচ্চ পূর্ব্বমেব তত্রৈব লিখিতমস্তি ॥ ৬১০ ॥

দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণাভাবে তদ্‌যোগহানিতঃ।
একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ ॥৬১১॥

অনুবাদ—একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে শ্রবণা-নক্ষত্র না থাকিলে, ঐ বিজয়া যোগ না থাকায় একা-দশীতে উপবাস করিয়াই দ্বাদশীতে শ্রীবামনদেবের অর্চ্চন করিবে ॥ ৬১১ ॥

টীকা—ননু যথা জন্মাষ্টম্যাং রোহিণ্যাদি-যোগাভাবেঽপ্যুপবাসঃ, তথাত্র শ্রবণযোগাভাবেঽপি শ্রীবামনদেব-প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া সমর্থেনোপবাসদ্বয়পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসঃ কর্ত্তব্যো ন বেত্যাশঙ্ক্য লিখতি—দিনেতি। তস্য দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগস্য হানিতঃ অভাবাৎ। যতস্তদ্‌যোগাপেক্ষয়ৈবাত্র দ্বাদশ্যামুপবাস-বিধানমিতি দিক্। যজেৎ পূজয়েৎ ॥ ৬১১ ॥

বিষ্ণুশৃঙ্খলকেঽপি স্যাদ্বৃত্তির্নিশি পরত্র চেৎ।
যদাধিক্যং তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রতদ্বয়ম্ ॥৬১২॥

অনুবাদ—বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগেও পরদিন রাত্রি পর্য্যন্ত তিথি ও শ্রবণা থাকিলে সমর্থপক্ষে দুইদিন ব্রত করিতে পারেন ॥ ৬১২ ॥

পারণায়া অনৌচিত্যং তাবত্যাং নিশি চেদ্ভবেৎ।
অশক্তস্তূত্তরং কুর্য্যাদ্‌যোগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ ॥৬১৩॥

অনুবাদ—পারণ দিনে তিথি ও নক্ষত্র রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিলে, অশক্ত ব্যক্তি দ্বাদশী দিনে ব্রত করি-বেন, দ্বাদশী শ্রবণাযোগের গৌরব হেতু ॥ ৬১৩ ॥

অথ তত্র পারণকালনির্ণয়ঃ

স চ ব্রতবিকল্পে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুশৃঙ্খলে চ স্পষ্ট এব, কেবলশ্রবণনিষ্কর্ষে তু ন তদাদরঃ;
'তিথি-নক্ষত্রসংযোগে' ইত্যাদি-বক্ষ্যমাণেভ্যঃ ॥৬১৪॥

অনুবাদ—অনন্তর পারণকাল নির্ণয়—পারণ-কাল ব্রত বিকল্পে ও দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে স্পষ্টই, কেবল শ্রবণার বৃদ্ধিতে তাহার আদর নাই। পরে বলা হইবে তিথি ও নক্ষত্র সংযোগে (৬১৮) ইত্যাদি প্রমাণ—একের ক্ষয়ে পারণ ॥ ৬১৪ ॥

প্রথমবিষ্ণুশৃঙ্খলে পারণনির্ণয়ঃ

অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্‌যদি।
তত্রাধিক্যে তিথের্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণম্ ॥৬১৫॥

অনুবাদ—প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে পারণ নির্ণয়—পারণ দিনে যদি তিথি ও নক্ষত্রের বৃদ্ধি হয়, সেস্থলে তিথি অধিক থাকিলে নক্ষত্রের অন্ত হইলেই পারণ হইবে ॥ ৬১৫ ॥

টীকা—দ্বয়োস্তিথ্যৃক্ষয়োঃ দ্বাদশীশ্রবণয়োঃ পারণাহে অনুবৃত্তিঃ বৃদ্ধিক্রমেণাগমঃ। তিথের্দ্বাদশ্যা আধিক্যে বৃদ্ধৌ বৃত্তে সতি ভান্তে শ্রবণান্তে পারণম্। এতচ্চ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগাপেক্ষয়া পূর্ব্বদিনোপবাসাভিপ্রায়েণে-ত্যূহ্যম্ ॥ ৬১৫ ॥

যদুক্তং নারদীয়ে—
তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে উপবাসো ভবেদ্‌যদা।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ ॥
ইতি ॥ ৬১৬ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে যাহা বলা হইয়াছে—তিথি ও নক্ষত্রের যোগে উপবাস যখন হয়, যে পর্য্যন্ত একটির সম্পূর্ণ অন্ত না হয় সে পর্য্যন্ত পারণ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬১৬ ॥

———

ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যে হি পারণম্।
দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ ॥৬১৭॥

অনুবাদ—নক্ষত্রের অধিক বৃদ্ধি থাকিলে, দ্বাদশী তিথি মধ্যেই পারণ, দ্বাদশীর প্রথমপাদ হরিবাসর ত্যক্ত করিয়া যেহেতু পারণে দ্বাদশী লঙ্ঘনে বহুবার দোষ লিখিত হইয়াছে ॥ ৬১৭ ॥

টীকা—ঋক্ষস্য শ্রবণনক্ষত্রস্যাধিক্যে দ্বাদশীতো বৃদ্ধৌ সত্যামপি দ্বাদশীমধ্য এব পারণং স্যাৎ; অত্র ন ঋক্ষান্তোঽপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। ননু ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদিত্যুক্তং, তত্র লিখতি—দ্বাদশীতি। লিখিতঃ পূর্ব্বং দ্বাদশীপারণনির্ণয়ে ॥ ৬১৭ ॥

———

তথা চোক্তম্—
তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ ॥৬১৮॥

অনুবাদ—তিথি ও নক্ষত্রের মিলনে উপবাস যখন হইবে, যে পর্য্যন্ত উহাদের একটির ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভোজন কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬১৮ ॥

টীকা—তাবদিতি তিথিনক্ষত্রসংযোগং যাবন্ন ভোক্তব্যম্, একবিয়োগেন পারণং কর্ত্তব্যং, তত্র চ দ্বাদশ্যাং সত্যাং তস্যামেব পারণং; ন তু তদতিক্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ৬১৮ ॥

———

বিশেষেণ মহীপাল শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথিক্ষয়ে ন ভোক্তব্যং, দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৬১৯ ॥

অনুবাদ—হে মহীপাল! বিশেষতঃ শ্রবণা যদি বৃদ্ধি হয়, দ্বাদশী তিথি ক্ষয় হইলে পর ভোজন করিবে না, দ্বাদশী মধ্যেই ভোজন করিবে। দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৬১৯ ॥

———

এবং দয়োর্নিশাব্যাপ্তৌ চাহ্নি পারণমীরিতম্।
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি হ্যন্যত্র সম্মতম্ ॥৬২০॥

অনুবাদ—এই ভাবে তিথি ও নক্ষত্রের রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি থাকিলে দিনে পারণই কীর্ত্তিত হইয়াছে, 'রাত্রিতে পারণ করিবে না, ইহাই অন্যত্র সম্মতি দিয়াছে ॥ ৬২০ ॥

———

যতো রাত্রিগতো দ্বাদশ্যংশো নাত্র বিচার্য্যতে।
অতো বর্দ্ধত ইত্যাহ পারণাসময়াত্যয়ম্ ॥ ৬২১ ॥

অনুবাদ—যেহেতু রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত দ্বাদশীর অংশ এস্থলে বিচার্য্য বিষয় নহে। অতএব 'বর্দ্ধতে' (৬১৯) ইহাই বলিয়াছেন, পূর্ব্বাহ্নে পারণ সময় অতিক্রম করিয়া যদি বৃদ্ধি হয় ॥ ৬২১ ॥

———

যতো রাত্রাবৃক্ষলব্ধাবপি দ্বাদশ্যতিক্রমঃ।
অতঃ কৃতং পৌনরুক্তং দ্বাদশীং
নৈব লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৬২২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু রাত্রিতে নক্ষত্র পাওয়া গেলেও দ্বাদশী অতিক্রম হইয়া যায়, এই কারণে পুনরুক্তি করিলেন—'দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৬২২ ॥

———

এবকারেণ চ পুনস্তদেব নিরধারি যৎ।
দ্বাদশ্যনাদরো নাতঃ কার্য্যো ভস্য তু স স্মৃতঃ ॥৬২৩

অনুবাদ—'নৈব লঙ্ঘয়েৎ' এই বাক্যে 'এব'কার দ্বারা ও পুনরায় তাহাই নির্দ্ধারণ করিলেন যে—অতএব দ্বাদশী অনাদর কর্ত্তব্য নহে, নক্ষত্রের কিন্তু অনাদর সঙ্গত ॥ ৬২৩ ॥

———

তথা চ স্কান্দে—
যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণ-রোহিণীম্ ॥
ইতি ॥ ৬২৪ ॥

অনুবাদ— সেইরূপই স্কন্দপুরাণে—নক্ষত্রযোগে যে সকল তিথি পবিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, শ্রবণা ও রোহিণী ব্যতীত তাহাদের নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে ॥ ৬২৪ ॥

ত্রয়োদশ্যাং পারণন্তু নৈতদ্বিষয়মিষ্যতে।
ত্রয়োদশ্যামপীত্যেতদনুক্তেরদ্বিধা ততঃ ॥ ৬২৫ ॥

অনুবাদ—ত্রয়োদশীতে পারণ প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিষয় নহে। ত্রয়োদশীতেও পারণ, এইরূপ বলা নাই। অতএব প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল দুই প্রকার নহে ॥ ৬২৫ ॥

প্রত্যুতাত্র তু-শব্দেন তস্যৈকধ্যং প্রদর্শিতম্।
পর্য্যবস্যেদতো যুক্ত্যা দ্বাদশীক্ষয় এব তৎ ॥৬২৬॥

অনুবাদ—বস্তুত প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে 'তু' শব্দ দ্বারা উহা এক প্রকারই প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব যুক্তি-দ্বারা পর্য্যবসিত হয় যে, দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল দ্বাদশী ক্ষয় স্থলেই জানিতে হইবে ॥ ৬২৬ ॥

তথাপি সন্দিহানশ্চেদ্গৃহ্নীয়াচ্চরণামৃতম্।
পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তদ্ভবেদ্যতঃ ॥৬২৭॥

অনুবাদ—তথাপি সন্দেহ বশত যদি দুইটি ব্রত পর পর একই সঙ্গে করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে মধ্যস্থলে চরণামৃত গ্রহণ দ্বারা একটির পারণ করিয়া অন্যটির ব্রত আরম্ভ করিবে। যেহেতু চরণামৃত পান পারণের সম্যক্ পূরক হইবে ॥ ৬২৭ ॥

গৌতমীয়ে তু স্ফুটমেবোক্তম্—
যদৃক্ষং বা তিথির্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।
দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ ॥
ইতি ॥ ৬২৮ ॥

অনুবাদ—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈষ্ণবতন্ত্র গৌতমীয়তন্ত্রে কিন্তু স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—যে নক্ষত্র বা তিথি রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতা হয়, তাহার দিবসে পারণ করিবে, অন্যথা ব্রত পতন হইবে ॥ ৬২৮ ॥

অথ শ্রীবামনব্রতবিধিঃ

নত্বা গুরুমনুজ্ঞাপ্য পশ্চান্নিয়মমাচরেৎ।
ন হি সিধ্যেদ্গুরোর্ভক্তিং নিয়মঞ্চ বিনা ফলম্ ॥৬২৯

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবামন ব্রত বিধি—প্রথমতঃ নিজ গুরুগৃহে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা ও আদেশ লইয়া পরে নিয়ম সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে। শ্রীগুরুদেবে ভক্তি ও নিয়ম সঙ্কল্প ব্যতীত ফল সিদ্ধি হয় না ॥ ৬২৯ ॥

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানন্ত শরণাগতবৎসল ॥ ইতি ॥৬৩০॥

অনুবাদ—এ বিষয়ে নিয়ম মন্ত্র—হে শ্রীবামন-দেব! হে অনন্ত, হে শরণাগত বৎসল! একাদশীতে উপবাস থাকিয়া পরদিন ভোজন করিব, আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬৩০ ॥

টীকা—গুরুমিতি—নিজগুরুর্যদি সন্নিহিতঃ স্যাত্তহি তৎ, তদভাবে আচার্য্যত্বেন বৃতং বিপ্রমেকম্। পশ্চাদিতি—'আদৌ গুরুগৃহে গত্বা পশ্চান্নিয়মমাচ-রেৎ। শিরস্তৎপাদয়োঃ কৃত্বা পাদৌ স্পৃষ্টা চ মৌলিনা। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়িত্বা গুরুস্ততঃ ॥' ইতি স্কান্দে জয়ন্তীব্রতপ্রসঙ্গোক্তেঃ। নিয়মং সঙ্কল্পা-দিকং, তথা চ তত্রৈব—'নিয়মাৎ ফলমাপ্নোতি ন শ্রেয়ো নিয়মং বিনা' ইতি ॥ ৬২৯-৬৩০ ॥

একদশ্যা রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ
প্রভুম্ ॥ ৬৩১ ॥

অনুবাদ—একাদশীর রাত্রিতে শ্রীবামনদেবের পূজার কারণ দ্বাদশীক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বা অতি অল্প

বৃদ্ধি পাইলেও তাহাতে পারণের অপেক্ষায় বা পরদিন দ্বাদশী মধ্যে শ্রীবামনদেবকে পূজা করিবেন ॥ ৫৩১॥

টীকা—একাদশ্যা রজন্যামিতি দ্বাদশীক্ষয়াভিপ্রায়েণ, কদাচিচ্চ স্বল্পায়াং বৃদ্ধায়ামপি তস্যাং পারণাপেক্ষয়েতি দিক্ ॥ ৬৩১ ॥

স্বর্ণরূপ্যময়ে পাত্রে তাম্রবংশময়েঽপি বা।
কুণ্ডিকাং স্থাপয়েৎ পার্শ্বে ছত্রিকাপাদুকাস্তথা।
শুভাঞ্চ বৈণবীং যষ্টিমক্ষসূত্রং পবিত্রকম্ ॥ ৬৩২ ॥

অনুবাদ—স্বর্ণ বা রৌপ্যময় পাত্রে, তাম্র বা বংশময় পাত্রে, শ্রীবামনদেবকে স্থাপন করিয়া পার্শ্বে কমণ্ডলু, ছত্র, পাদুকা, পবিত্র বংশ যষ্টি, অক্ষসূত্র পৈতা, স্থাপন করিবে ॥ ৬৩২ ॥

টীকা—স্বর্ণময়ে রূপ্যময়ে তাম্রময়ে বংশময়ে বা পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে উত্তরোত্তরস্মিন্ ইতি জ্ঞেয়ম্। অত্র কুম্ভস্থাপনাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্বলিখিতবিজয়াদি-ব্রতানুসারেণ দ্রষ্টব্যমেব। অত্র চ কুচিদ্বিশেষ এব কিঞ্চিদনুবাদপূর্ব্বকং লিখিতম্ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৬৩২॥

পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ ফলৈর্ধূপৈর্বামনং চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
নানাবিধৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈর্গুড়ৌদনৈঃ।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত গীতবাদ্যাদিনর্ত্তনৈঃ ॥৬৩৩॥

অনুবাদ—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ফলাদি দ্বারা শ্রীবামনদেবকে অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ ভোক্ষ্য ভোজ্য গুড়ান্নাদি নৈবেদ্যসমূহ নিবেদন করিবে। নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি সহ নিশিজাগরণ করিবে ॥ ৬৩৩ ॥

টীকা—গুড়ৌদনৈর্গুড়পাচিতৌদনৈর্মিষ্টান্নৈর্ব্বা ॥ ৬৩৩ ॥

এবমারাধ্য দেবেশং প্রভাতে বিমলে সতি।
আদাবর্ঘ্যং প্রদাতব্যং পশ্চাদ্দেবং প্রপূজয়েৎ।
নারিকেলেন শুভ্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৬৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ শুভ্র নারিকেল শস্য শঙ্খে রাখিয়া বিধিবৎ অর্ঘ্য প্রদান কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ শ্রীবামন দেবের পূজন ॥ ৬৩৪ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি পুষ্পাদি-সহিতেন শঙ্খনিহিতেনেত্যর্থঃ ॥ ৬৩৪ ॥

অথ অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ

বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং বামনায় নমোঽস্তু তে ॥
বামনায় অর্ঘ্যং নমঃ ॥ ৬৩৫ ॥

অনুবাদ—অর্ঘ্যদান মন্ত্র—শ্রীবামনদেবকে নমস্কার, আপনি ত্রিভুবন পদবিক্ষেপ দ্বারা জয় করিয়াছেন, মৎ প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, বামনরূপী তোমায় নমস্কার। বামনায় অর্ঘ্যং নমঃ—এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে ॥ ৬৩৫ ॥

মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ নরসিংহঞ্চ বামনম্।
রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ ক্রমাদ্দ্বৌ বুদ্ধকল্কিনৌ ॥৬৩৬॥
পাদয়োর্জানুনোর্গুহ্যে নাভ্যামুরসি কক্ষয়োঃ।
ভুজয়োর্মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বাঙ্গেষ্বর্চ্চয়েদায়ুধানি চ ॥ ৬৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবামনদেবের অঙ্গ পূজন—পদদ্বয়ে মৎস্যায় নম, জানুদ্বয়কে কূর্ম্মায়, গুহ্যে বরাহায়, নাভিতে নরসিংহায়, বক্ষে বামনায়, উভয়কক্ষে পরশুরামায়, ভুজদ্বয়ে রামচন্দ্রায়, মস্তকে শ্রীকৃষ্ণায়, সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধ-কল্কিভ্যাং নমঃ। সর্ব্বেভ্যো আয়ুধেভ্যো নমঃ বলিয়া সকল অস্ত্রের পূজা করিবে ॥৬৩৬-৬৩৭

টীকা—মন্ত্রবিশেষে পূজাবিশেষং লিখতি—মৎস্যমিতি দ্বাভ্যাম্। মৎস্যাদীন্ পাদদ্বয়াদিষ্বঙ্গেষু ক্রমাদর্চ্চয়েৎ। তত্র বুদ্ধকল্কিনৌ দ্বৌ সর্ব্বাঙ্গেষ্বেকত্রৈব পূজয়েদিতি বোদ্ধব্যম্, পার্থক্যেন নরকলিখনাৎ। অতএব সমস্তত্বেন তৌ লিখিতৌ তথা দ্বাবিতি চ। কস্যচিন্মতে চ রামদ্বয়মেকত্র। এবমাদিবিবিধোঽর্চ্চাবিধিঃ, তত্র যথাসম্প্রদায়মনুসর্ত্তব্যঃ। প্রয়োগঃ—ওঁ মৎস্যায় নমঃ পাদয়োঃ' ইত্যাদি মন্ত্রাশ্চেত্তত এব পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়ম্। আয়ুধানি চ পূজয়েৎ—'ওঁ সর্ব্বেভ্য আয়ুধেভ্যো নমঃ' ইতি ॥ ৬৩৬-৬৩৭ ॥

মহাপূজান্ততঃ কৃত্বা গো-মহীং কাঞ্চনাদিকম্।
শক্ত্যাচার্য্যায় দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মন্ত্রতঃ ॥ ৬৩৮॥

অনুবাদ—অনন্তর ষোড়শ উপচারে মহাপূজা করিয়া গোদান, ভূমিদান, স্বর্ণাদি দান যথাশক্তি আচার্য্যকে এবং ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দান করিবে ॥ ৬৩৮ ॥

টীকা—ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দাতব্যম্ ॥ ৬৩৮ ॥

ব্রাহ্মণশ্চাপি মন্ত্রেণ প্রতিগৃহ্ণাতি মন্ত্রবিৎ।
দদাতি মন্ত্রতো হ্যেব দাতা ভক্তিসমন্বিত ॥ ৬৩৯॥

অনুবাদ—মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণও মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, দাতা ভক্তিভরে মন্ত্রপাঠ করিয়া দান করিবেন ॥ ৬৩৯ ॥

তত্র দানমন্ত্রঃ

বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্।
বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ ॥৬৪০॥

অনুবাদ—দানমন্ত্র—শ্রীবামনদেব বুদ্ধিদানকারী, দাতা, দ্রব্যের অধিপতি বামনদেব স্বয়ং, বামন প্রতিগ্রাহী গ্রহিতা, অতএব আমার বামনদেবে প্রীতি হউক ॥ ৬৪০ ॥

প্রতিগ্রহমন্ত্রঃ

বামনঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বামনোঽপি দদাতি চ।
বামনস্তারকো দ্বাভ্যাং তেনেদং বামনে নমঃ ॥৬৪১॥

অনুবাদ—দানগ্রহণমন্ত্র—শ্রীবামনদেব গ্রহণ করিতেছেন, বামনদেব দানও করিতেছেন। বামন দেব উভয়রূপেই সংসার তারক, অতএব বামনদেবে নমঃ ॥ ৬৪১ ॥

টীকা—ব্রাহ্মণোঽত্রাচার্য্যোঽন্বেষ্যঃ। দ্বাভ্যাং—দ্বয়োর্দাতৃ-প্রতিগ্রাহিণোঃ ॥ ৬৩৯-৬৪১ ॥

এবং কৃত্বা বিধানেন ভোজনং পৃষদাজ্যকম্।
পূর্ব্বং দদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যঃ পশ্চাদ্ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ ॥৬৪২

অনুবাদ—বিধিমত এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে দধিঘৃত ভোজন করাইয়া পরে বন্ধুগণ সহ ভোজন করিবে ॥ ৬৪২ ॥

টীকা—পৃষদাজ্যকং—দধিমিশ্রং ঘৃতম্ ॥ ৬৪২ ॥

যদ্বামনপুরাণে চ যদ্ভবিষ্যোত্তরে ব্রতম্।
বামনস্যোদিতং তস্যানুসারাল্লিখিতং ত্বিদম্ ॥৬৪৩॥

অনুবাদ—যাহা বামনপুরাণে এবং যাহা ভবিষ্যোত্তরে বামনব্রত বলা হইয়াছে, সেই অনুসারে ইহা লিখিত হইল ॥ ৬৪৩ ॥

টীকা—বামনপুরাণে প্রেতেন শ্রবণদ্বাদশীব্রতমুক্তং, ভবিষ্যোত্তরে চ স্বয়ং ভগবতা শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি বামনব্রতং শ্রবণদ্বাদশীব্রতঞ্চ পৃথক্ নিরূপিতম্। তদনুসারতশ্চ বামনস্য ব্রতমিদং লিখিতম্, অতোঽত্র গ্রন্থৈকমাত্রদৃষ্ট্যাঽনাদরো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ ॥৬৪৩

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

গৃহীত্বা নিয়মং প্রাতর্গত্বা নদ্যোশ্চ সঙ্গমে।
সৌবর্ণং বামনং কৃত্বা সৌবর্ণমাষকেন বা ॥ ৬৪৪ ॥
যথাশক্ত্যাথ বিত্তস্য কুম্ভোপরি জগৎপতিম্।
স্বর্ণপাত্রে স্থাপয়িত্বা মন্ত্রৈরেতৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৬৪৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—প্রাতঃকালে নিয়ম গ্রহণ করিয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গমে গিয়া সুবর্ণময় বামনদেব নির্ম্মাণ করিয়া একমাষা সুবর্ণদ্বারা বা সম্পদ অনুসারে, কুম্ভের উপর স্বর্ণপাত্রে জগৎপতি বামনদেবকে স্থাপন করিয়া উল্লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৬৪৪-৬৪৫ ॥

তত্র বামনপূজা-মন্ত্রঃ

ওঁ বামনায় নমঃ পাদৌ কটিং দামোদরায় চ।
উরূ শ্রীপতয়ে গুহ্যং কামদেবায় পূজয়েৎ ॥৬৪৬ ॥

অনুবাদ—বামন পূজামন্ত্র—শ্রীচরণদ্বয়ে ওঁ বামনায় নমঃ, কটিতে দামোদরায় নমঃ, উরুতে শ্রীপতয়ে নমঃ, গুহ্যে কামদেবায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৬৪৬ ॥

পূজয়েজ্জগতাং পত্যুরুদরং বিশ্বধারিণে।
হৃদয়ং যোগনাথায় কণ্ঠং শ্রীপতয়ে নমঃ ॥ ৬৪৭ ॥

অনুবাদ—জগৎপতির উদর ওঁ বিশ্বধারিণে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ যোগনাথায় নমঃ, কণ্ঠে ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ ॥৬৪৭

———

মুখঞ্চ পঙ্কজাক্ষায় শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
ইত্থং সম্পূজ্য বাসোভিরাচ্ছাদ্য চ জগদ্গুরুম্।
দদ্যাৎ সুশ্রদ্ধয়া চার্ঘ্যং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ ॥৬৪৮

অনুবাদ—মুখে ওঁ পঙ্কজাক্ষায় নমঃ, মস্তকে ওঁ সর্ব্বাত্মনে নমঃ, এই ভাবে পূজা করিয়া বস্ত্রসমূহ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জগদ্গুরুকে উত্তম শ্রদ্ধাসহ নারিকেল ফলাদি সহ শঙ্খে করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৬৪৮ ॥

———

তত্র অর্ঘ্যদানমন্ত্রঃ

ওঁ নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক।
অঘৌঘসংক্ষয়ং কৃত্বা প্রেতমোক্ষপ্রদো ভব ॥
ইতি ॥ ৬৪৯ ॥

অনুবাদ—অর্ঘ্যদান মন্ত্র—প্রণব সহ নমো নমস্তে হে গোবিন্দ! হে বুধশ্রবণনামক! আমার পাপ-সমূহ সম্যক্ ক্ষয় করিয়া প্রেতমোক্ষ প্রদান করুন ॥ ৬৪৯ ॥

———

ছত্রোপানহগোদানং দদ্যাদত্র কমণ্ডলুম্।
বিশেষেণ দ্বিজাগ্র্যায় বামনঃ প্রীয়তামিতি ॥৬৫০॥

অনুবাদ—ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু এবং গো-দান করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে 'বামনদেব প্রীত হউন' —এই বাক্যে ॥ ৬৫০ ॥

———

যথাশক্ত্যা চ দানানি দ্বিজাগ্রেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ।
কুর্য্যাজ্জাগরণং রাত্রৌ গীতশাস্ত্রসমন্বিতম্ ॥৬৫১॥

অনুবাদ—যথাশক্তি দানসমূহ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে এবং রাত্রিতে গীত ও শাস্ত্রপাঠ সহ জাগরণ করিবে ॥ ৬৫১ ॥

———

শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো নিশামনিমিষেক্ষণঃ।
প্রভাতে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দ্বাদশ্যাং পারণং ততঃ ॥৬৫২
কুর্য্যাৎ স্বয়ং শ্রদ্ধয়া তৎ সর্ব্বং সফলতাং ব্রজেৎ ॥৬৫৩

অনুবাদ—পরমশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিশিজাগরণ করিয়া দ্বাদশীর প্রভাতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া অনন্তর স্বয়ং পারণ করিবে। শ্রদ্ধাসহ করিলে ঐ সকল সফল হয় ॥ ৬৫২-৬৫৩ ॥

———

তন্মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

এবং কৃতে তু কালেয় ব্রতেঽস্মিন্ বিজয়াদিনে।
ন দুর্ল্লভতরং কিঞ্চিদিহলোকেঽথবা পরে ॥৬৫৪॥

অনুবাদ—ব্রত মাহাত্ম্য, ঐ পুরাণেই – হে কালেয়! বিজয়া দিনে এইব্রতে এইরূপ করিলে ইহলোকে বা পরলোকে কোন বস্তুই দুর্লভতর হয় না ॥ ৬৫৪ ॥

———

ফলমস্য ব্রতস্যোক্তং দত্ত্বা পিত্রোর্নরোত্তমঃ।
বংশোদ্ধারকরো মুক্তিং যাতি পৈত্র্যাৎ ঋণাদপি ॥৬৫৫

অনুবাদ—যে নরোত্তম মাতাপিতার উদ্দেশ্যে এই ব্রতের ফল দান করেন, তিনি বংশোদ্ধারকারী এবং পিতৃঋণ হইতেও মুক্তিলাভ করেন ॥ ৬৫৫ ॥

———

ন পাবনতরং কিঞ্চিদতঃ পরমিহোচ্যতে।
বিজয়াব্রততুল্যঞ্চ ন পরং পরিপঠ্যতে ॥ ৬৫৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ইহা হইতে অধিক পবিত্র-কারী কিছুই নাই। বিজয়াব্রত তুল্য অপর কিছুই শাস্ত্রে উল্লেখ নাই ॥ ৬৫৬ ॥

———

ভবিষ্যোত্তরে চ—

সমাপ্তে তু ব্রতে তস্মিন্ যৎ পুণ্যং তন্নিবোধ মে।
চতুর্যুগানি রাজেন্দ্র সপ্তসপ্ততি-সংখ্যয়া ॥ ৬৫৭ ॥

প্রাপ্য বিষ্ণুপুরং রাজন্ ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্।
ইহাগত্য ভবেদ্রাজা প্রতিপক্ষভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৫৮ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরেও—হে রাজেন্দ্র! ব্রত সমাপ্ত হইলে পর তাহাতে যে পুণ্য তাহা আমার নিকট হইতে জান—ভগবদ্ধামে গমন করিয়া সপ্ত-সপ্ততি (৭৭) চতুর্যুগ অক্ষয় কাল ক্রীড়া করে। পরে ইহলোকে আসিয়া শত্রু ভয়ঙ্কর রাজা হয় ॥ ৬৫৭-৬৫৮ ॥

হস্ত্যশ্বরথযানানাং দাতা ভোক্তা বিমৎসরঃ।
রূপসৌভাগ্যসম্পন্নো দীর্ঘায়ুর্নীরুজো ভবেৎ ॥৬৫৯॥

অনুবাদ—নিরহঙ্কারী, হস্তি, অশ্ব, রথ ও যান-সমূহের দাতা, ভোক্তা, রূপবান্, সৌভাগ্যবান্, দীর্ঘায়ু নীরোগ হয় ॥ ৬৫৯ ॥

পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥৬৬০॥

অনুবাদ—পুত্র, পৌত্রগণ সহ পরিবৃত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে ॥ ৬৬০ ॥

অথাশ্বিনকৃত্যম্

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা ॥৬৬১॥

অনুবাদ—অনন্তর আশ্বিনকৃত্য—আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে বিজয়োৎসব। বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সর্ব্বত্র ইহপরলোকে উন্নতিকামীগণ কর্ত্তৃক এই উৎসব কর্ত্তব্য ॥ ৬৬১ ॥

টীকা—সর্ব্বত্র অস্মিন্ লোকে পরস্মিংশ্চ, বিজয়ার্থিনা উৎকর্ষেচ্ছুনা ॥ ৬৬১ ॥

অথ বিজয়োৎসববিধিঃ

রথমারোপ্য দেবেশং সর্ব্বালঙ্কারশোভিতম্।
সাসিতূণধনুর্ব্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্ ॥ ৬৬২ ॥
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতং রঘূদ্বহম্।
রাজোপচারৈঃ শ্রীরামং শমীবৃক্ষতলং নয়েৎ ॥৬৬৩॥

অনুবাদ—অনন্তর বিজয়োৎসব বিধি—সর্ব্ববিধ অলঙ্কার ভূষিত, অসি-তূণ-ধনুর্বাণধারী, রাক্ষস নিধন-কারী নিজ লীলা দ্বারা জগদ্বাসীর পরিত্রাণের নিমিত্ত আবির্ভূত দেবদেব রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রকে মহা-রাজ উপচারের সহিত শমীবৃক্ষতলে রথে আরো-হণ করিয়া লইয়া যাইবেন ॥ ৬৬২-৬৬৩ ॥

সীতাকান্তং শমীযুক্তং ভক্তানামভয়ঙ্করম্।
অর্চ্চয়িত্বা শমীবৃক্ষমর্চ্চয়েদ্বিজয়াপ্তয়ে ॥ ৬৬৪ ॥

অনুবাদ—ভক্তগণকে অভয়দানকারী সীতাকান্ত শ্রীরামচন্দ্রকে শমীযুক্তভাবে পূজা করিয়া লাভের জন্য শমীবৃক্ষকেও পূজা করিবেন ॥ ৬৬৪ ॥

অথ তন্মন্ত্রঃ

শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী ॥ ৬৬৫ ॥
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে ॥
ইতি ॥ ৬৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শমীপূজামন্ত্র—শমী পাপ দমন করে, শমী রক্ত কণ্টকা, অর্জ্জুনের বাণসমূহের ধারণকারিণী, রামচন্দ্রের প্রিয়বাদিনী, হে শ্রীরাম-পূজিতে! যথা সময়ে সুখে যে যাত্রা করিব তাহাতে নির্ব্বিঘ্নকারিণী তুমি হও ॥ ৬৬৫-৬৬৬ ॥

গৃহীত্বা সাক্ষতামার্দ্রাং শমীমূলগতাং মৃদম্।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈস্ততো দেবং গৃহে নয়েৎ ॥৬৬৭॥

অনুবাদ—অক্ষতযুক্ত শমীমূলস্থিত ভিজা মাটি লইয়া গীত-বাদ্যাদি-ধ্বনিসহ শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহে আনিবে ॥ ৬৬৭ ॥

কৈশ্চিদ্দক্ষৈস্তত্র ভাব্যং কৈশ্চিদ্ভাব্যঞ্চ বানরৈঃ।
কৈশ্চিদ্রক্ষমুখৈর্ভাব্যং কোশলেন্দ্রস্য তুষ্টয়ে ॥৬৬৮॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে কোশলপতির সন্তুষ্টির জন্য কেহ কেহ নিজেকে জাম্বুমান, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ রক্তমুখ বানর ভাবনা করিবেন ॥ ৬৬৮ ॥

টীকা—ঋক্ষাদিভির্ভাব্যমিতি তচ্চেষ্টাদিকমনুসর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৬৮ ॥

নির্জ্জিতা রাক্ষসা দৈত্যা বৈরিণো জগতীতলে ।
রামরাজ্যং রামরাজ্যং রামরাজ্যমিতি ব্রুবন্ ।
আনীয় স্থাপয়েদ্দেবং নিজসিংহাসনে সুখম্ ॥৬৬৯॥

অনুবাদ—পরে এই ভূমণ্ডলের রাক্ষস দৈত্য ও শত্রুগণ নির্জ্জিত হইয়াছে। অধুনা রামরাজ্য রামরাজ্য রামরাজ্য এইরূপ ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহকে আনিয়া নিজ সিংহাসনে সুখে স্থাপন করিবেন ॥ ৬৬৯ ॥

ততো নীরাজ্য দেবেশং প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ।
মহাপ্রসাদবস্ত্রাদি ধারয়েদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥ ৬৭০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আরতি করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন এবং বৈষ্ণববৃন্দ সহ মহাপ্রসাদ বস্ত্রাদি নির্ম্মাল্য ধারণ করিবেন ॥ ৬৭০ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্তানুসারেণ ব্যলেখ্যয়ম্ ।
বিধিঃ শ্রীরামবিজয়োৎসবস্যোৎসবকৃৎ সতাম্ ॥৬৭১

অনুবাদ—এই বিধি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্তানুসারে বিশেষভাবে লিখিত হইল। সাধুগণের আনন্দদায়িনী এই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ॥ ৬৭১ ॥

টীকা—শ্রীরামবিজয়োৎসবস্য বিধিঃ, উৎসবকৃৎ আনন্দজনকঃ ॥ ৬৭১ ॥

সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বাহকরোৎ প্রভুঃ ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেহস্মিন্
শমীতলাৎ ॥ ৬৭২ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিবিলাসে দিব্যাবির্ভাবো নাম পঞ্চদশো বিলাসঃ ।

অনুবাদ—সীতাদেবীকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি —এই শ্রীহনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বানরগণের সহিত এই দিবসে শমীবৃক্ষতল হইতে লঙ্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন ॥ ৬৭২ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ভক্তি বিলাসে দিব্যাবির্ভাব নামক পঞ্চদশ বিলাস সমাপ্ত ॥

টীকা—তস্মিন্ দিনে শমীবৃক্ষতলে তৎপূজাদিকারণং লিখতি সীতেতি ॥ ৬৭২ ॥

ইতি পঞ্চদশো বিলাসঃ ॥
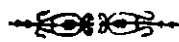
ষোড়শ-বিলাসঃ

অথ কার্ত্তিককৃত্যম্

দামোদরং প্রপদ্যেহহং শ্রীরাধারমণং প্রভুম্ ।
প্রভাবাদ্‌যস্য তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ সেবিতো ভবেৎ ॥১॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিক কৃত্য—কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীদামোদরে, আমি প্রপন্ন হই। যাঁহার প্রভাবে তাঁহার প্রিয়তম কার্ত্তিকমাস সেবিত হইবেন ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীভগবৎপ্রিয়তমকার্ত্তিকমাসকৃত্যং লিখন্ তদধিষ্ঠাতৃদেবং শ্রীরাধিকাসহিতং শ্রীদামোদরং শরণং যাতি—দামোদরমিতি। সেবিতঃ কৃত্যলিখনাদিদ্বারা ॥ ১ ॥

ভাতি কার্ত্তিককৃত্যাদি স্কান্দ-পাদ্মাদিষু স্ফুটম্ ।
তথাপ্যেকত্র সংগৃহ্য সারতোহত্র বিলিখ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দ ও পদ্মপুরাণাদিতে কার্ত্তিককৃত্যাদি

পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত আছে। তথাপি এই গ্রন্থে একত্র সংগ্রহ করিয়া সারাংশ লিখিত হইতেছে ॥ ২ ॥

টীকা—তৎকৃত্যাদিকঞ্চ সর্ব্বত্রৈব প্রসিদ্ধমিতি লিখতি—ভাতীতি। আদিশব্দাৎ তন্মাহাত্ম্যাদি। ননু তহি কিমত্র তল্লিখনেন ? তত্র লিখতি—তথাপীতি। সারত ইতি—তত্র তত্র বিবিধকর্ম্মমিশ্রিতং সাধারণঞ্চ বর্ত্ততে, অত্র চ কেবলং তদেব বিশিষ্টং লেখ্যমিতি ॥২

কার্ত্তিকেঽস্মিন্ বিশেষেণ নিত্যং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ।
দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃ স্নানদানব্রতাদিকম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণব বিশেষতঃ নিত্য শ্রীদামোদরের অর্চ্চন প্রাতঃস্নান দান ব্রতাদি করিবেন ॥ ৩ ॥

টীকা—তত্রাদৌ কার্ত্তিককৃত্যনিয়মনিত্যতাং লিখিষ্যন্ তদর্থং সংক্ষেপেণ তত্র নিত্যকৃত্যং দিন-বিশেষকৃত্যঞ্চ লিখতি—কার্ত্তিক ইতি দ্বাভ্যাম্। আদিশব্দেন দীপদান-রাত্রিশেষজাগরণাদি, তচ্চ সর্ব্বং সবিশেষমগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩ ॥

তথা দিনবিশেষে যদ্ভগবৎপূজনাদিকম্।
কুর্য্যাদ্বিধিবিশেষেণ লেখ্যমগ্রে বিবিচ্য তৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ বিশেষ বিশেষ দিনে যে শ্রীভগবৎ-পূজনাদি বিশেষ বিধিবলে করিবেন, তাহা অগ্রে বিচার পূর্ব্বক লিখিত হইবে ॥ ৪ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে। দানবিশেষে কৃষ্ণাষ্ট-ম্যাদৌ, আদি-শব্দেন স্নানাদি ॥ ৪ ॥

অথ কার্ত্তিকব্রতনিত্যতা

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্ন হি।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ ॥ ৫ ॥'

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিকব্রতের নিত্যতা, স্কন্দ-পুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে মানব কার্ত্তিকব্রতের কথিত ধর্ম্ম আচরণ না করেন, হে ধার্ম্মিকবর সে মাতৃপিতৃ-ঘাতক জানি-বেন ॥ ৫ ॥

অব্রতেন ক্ষিপেদ্যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্।
তির্য্যগ্যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দামোদর প্রিয় কার্ত্তিকমাস যে মানব ব্রতহীনভাবে অতিবাহিত করে, সে মানব সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া পশুপক্ষী জন্ম লাভ করে ॥ ৬ ॥

টীকা—কার্ত্তিকে উক্তং কৃত্যত্বেনাভিমতং ধর্ম্মং ব্রতাদিকং যো নাচরেৎ, অব্রতেন ব্রতং বিনা ব্রতং চাত্রানুদয়স্নানাদিনিয়মঃ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যত্যাগরূপনিয়মো বা; তত্র চ সদানুদয়স্নানাদিপরাণামন্যমাসতোঽত্র কশ্চিত্তত্ত্বদ্বিবিশেষঃ, ভৈক্ষ্যাহারিণাং তত্র তত্রোক্তানাং যতিপ্রভৃতীনাং নামসংকীর্ত্তনাদিনিয়মবিশেষো জ্ঞেয় ইতি দিক্ ॥ ৫-৬ ॥

স ব্রহ্মহা স গোঘ্নশ্চ স্বর্ণস্তেয়ী সদানৃতী।
ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ যো নরঃ কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥৭॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! যে মানব কার্ত্তিকে ব্রত না করে, সে ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, স্বর্ণচৌর ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী ॥ ৭ ॥

টীকা—অনৃতী—মিথ্যাবাদী ॥ ৭ ॥

বিধবা চ বিশেষেণ ব্রতং যদি ন কার্ত্তিকে।
করোতি মুনিশার্দ্দূল নরকং যাতি সা ধ্রুবম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ যে বিধবানারী কার্ত্তিক ব্রত না করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সে সত্যই নরকে গমন করে ॥ ৮ ॥

ব্রতন্তু কার্ত্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী।
ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহূতনারকী ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে যে গৃহী ব্রত না করে, তাহার যজ্ঞদানাদি বৃথা হয় এবং কল্পকাল নরকবাসী হয় ॥ ৯ ॥

সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসে দ্বিজো ব্রতপরাঙ্মুখঃ।
ভবন্তি বিমুখাঃ সর্ব্বে তস্য দেবাঃ সবাসবাঃ ॥১০॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাস প্রাপ্ত হইয়া যে দ্বিজ ব্রত বিমুখ, দেবরাজসহ দেবগণ সকলে তাহার প্রতি বিমুখ ॥ ১০ ॥

ইষ্ট্বা চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ।
স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥১১॥

অনুবাদ—হে বিপ্রেন্দ্র! বহুযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া এবং শতবার শ্রাদ্ধ করিয়াও কার্ত্তিকে ব্রত না করার ফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১ ॥

যতিশ্চ বিধবা চৈব বিশেষেণ বনাশ্রমী।
কার্ত্তিকে নরকং যান্তি অকৃত্বা বৈষ্ণবং ব্রতম্ ॥১২॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে বৈষ্ণবব্রত না করার ফলে সন্ন্যাসী, বিধবা ও বিশেষতঃ বনাশ্রমী ব্যক্তি নরকে যায় ॥ ১২ ॥

টীকা—বৈষ্ণবমিতি, স্বরূপনির্দ্দেশঃ, সর্ব্বস্যাপি কার্ত্তিকব্রতস্য বিষ্ণুপরত্বাৎ ॥ ১২ ॥

বেদৈরধীতৈঃ কিন্তস্য পুরাণপঠনৈশ্চ কিম্।
কৃতং যদি ন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং ব্রতম্ ॥১৩॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! কার্ত্তিকে যদি সে বৈষ্ণব ব্রত না করিল, তাহার বেদসমূহ অধ্যয়নে কি ফল? এবং পুরাণসমূহ পাঠে কি ফল? ১৩ ॥

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং বিধিবৎ সমুপার্জ্জিতম্।
ভস্মীভবতি তৎ সর্ব্বমকৃত্বা কার্ত্তিকব্রতম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিক ব্রত না করায় জন্মাবধি বিধিবৎ পুণ্য উপার্জ্জনেও সে সকল পুণ্য ভস্মীভূত হয় ॥ ১৪ ॥

যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।
সর্ব্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥১৫॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে ব্রত না করিলে যে উৎকৃষ্ট দান, সুমহৎ তপস্যা ও জপ সকলই বিফল হয় ॥ ১৫ ॥

সপ্তজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং বৃথা ভবতি নারদ।
অকৃত্বা কার্ত্তিকে মাসি বৈষ্ণবং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! কার্ত্তিকমাসে উত্তম বৈষ্ণব-ব্রত না করিলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য বৃথা হয় ॥ ১৬ ॥

পাপভূতাস্তু তে জ্ঞেয়া লোকে মর্ত্ত্যা মহামুনে।
বৈষ্ণবাখ্যং ব্রতং যৈস্তু ন কৃতং কার্ত্তিকে শুভম্ ॥১৭॥

অনুবাদ—হে মহামুনে! যাহারা কার্ত্তিকে পবিত্র বৈষ্ণবব্রত না করে ইহলোকে সেই মানবগণ পাপ-মূর্ত্তি জানিবেন ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ—

অকৃত্বা নিয়মং বিষ্ণোঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
জন্মার্জ্জিতস্য পুণ্যস্য ফলং নাপ্নোতি নারদ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আরও—শ্রীবিষ্ণুর নিয়ম না করিয়া যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, হে নারদ! সে জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল পায় না ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ—

নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আরও—হে মুনে! নিয়মব্যতীত যে কার্ত্তিকমাস যাপন করে এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রত না করে, সে কুলাধম ব্রহ্মঘাতী ॥ ১৯ ॥

টীকা—তথা চাতুর্ম্মাস্যমিতি চাতুর্ম্মাস্যব্রতস্যাপি নিত্যত্বং দর্শয়িত্বা দৃষ্টান্তত্বেনাত্রোদাহৃতমিতি। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ—

পিণ্ডদানং পিতৃণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্।
ব্রতং ন কার্ত্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামৃষিতর্পণম্ ॥২০॥

চৈত্রে নান্দোলিতো বিষ্ণুর্মাঘস্নানং ন সজ্জলে।
ন কৃতামর্দ্দকী পুষ্যে শ্রাবণে রোহিণাষ্টমী ॥ ২১॥
সঙ্গমে ন কৃতা যৈন দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
কুত্র যাস্যন্তি তে মূঢ়া নাহং বেদ্মি কলিপ্রিয় ॥ ২২॥

অনুবাদ—আরও—হে শ্রীনারদ! যে বা যাহারা পিতৃপক্ষে পিতৃগণের পিণ্ডদান না করে, কার্ত্তিকে ব্রত না করে, শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ঋষিতর্পণ না করে। চৈত্রমাসে বিষ্ণুর দোল না করে, পবিত্র জলে মাঘস্নান না করে। পুষ্যানক্ষত্রে আমলকীব্রত না করে, শ্রাবণে জন্মাষ্টমী না করে, শ্রবণদ্বাদশীতে সঙ্গমে স্নান না করে, সেই মূঢ়গণ কোথায় যাইবে আমি তাহা জানি না ॥ ২০-২২॥

টীকা—আমর্দ্দকী—আমর্দ্দকীব্রতম্; এবমগ্রেঽপি ॥ ২১ ॥

———

পাদ্মে চ শ্রীনারদশৌনকাদিমুনিগণ-সংবাদে—
মানুষঃ কর্ম্মভূমৌ যঃ কার্ত্তিকং নয়তে মুধা।
চিন্তামণিং করে প্রাপ্য ক্ষিপ্যতে কর্দ্দমাম্বুনি ॥ ২৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ-শৌনকাদি মুনিগণ-সংবাদে—ভারতবর্ষে যে মানব কার্ত্তিকমাস নিয়মব্যতীত অতিবাহিত করে, সে হস্তে চিন্তামণি পাইয়া কর্দ্দমজলে নিক্ষেপ করে ॥ ২৩॥

টীকা—মুধেতি নিয়মং বিনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

———

নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদূর্জ্জোঽস্য বল্লভঃ ॥২৪॥

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ! নিয়মব্যতীত যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস যাপন করে, তাহার প্রতি কৃষ্ণ পরাঙ্মুখ, যেহেতু উর্জ্জাব্রত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ॥ ২৪ ॥

———

অথ তত্র বিশেষেণ স্নানদানাদি-সৎকর্ম্মনিত্যতা

স্কান্দে তত্রৈব—
যৈর্ন দত্তং হুতং জপ্তং ন স্নানং ন হরের্ব্রতম্।
ন কৃতং কার্ত্তিকে পুত্র দ্বিজাস্তে বৈ নরাধমাঃ ॥২৫॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিকে বিশেষ স্নানদানাদি সৎকর্ম্ম নিত্যতা. স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকব্রতে—হে পুত্র! যাহারা কার্ত্তিকে দান, হোম, জপ, স্নান ও শ্রীহরিব্রত না করে, সেই দ্বিজগণ নরাধম ॥ ২৫ ॥

টীকা—এবং সামান্যতো ব্রতস্য নিত্যতাং লিখিত্বেদানীং দানাদিকর্ম্মবিশেষস্য লিখতি—যৈর্ন দত্তমিত্যাদি-ষড়্ভিঃ। স্নানমিতি পাঠে স্নপনমিত্যর্থঃ, তেনাপি পূজৈব লক্ষ্যতে। ব্রতং কৃচ্ছ্রাদি কিঞ্চিত্তক্ষ্যত্যাগাদি বা, কিংবা, দত্তাদিরূপমেতদ্ধরের্ব্রতং, পুত্র হে শ্রীনারদ ॥ ২৫ ॥

———

কিঞ্চ—
যৈর্ন দত্তং হুতং জপ্তং কার্ত্তিকে ন ব্রতং কৃতম্।
তেনাত্মা হারিতো নূনং ন প্রাপ্তং প্রার্থিতং ফলম্ ॥২৬

অনুবাদ—আরও—যাহারা কার্ত্তিকে দান, হোম, জপ ও ব্রত না করিল, সেই কারণে নিশ্চয়ই আত্মাকে বঞ্চিত করিল, প্রার্থিত ফল পাইল না ॥ ২৬ ॥

———

কিঞ্চ—
সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি যে রতা ন জনার্দ্দনে।
তেষাং সৌরিপুরে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ নারদ ॥২৭॥

অনুবাদ—আরও—হে নারদ! কার্ত্তিকমাস প্রাপ্ত হইয়া যাহারা জনার্দ্দনে ভক্তি না করিল, পিতৃগণের সহিত যমপুরে তাহাদের বাস হয় ॥ ২৭ ॥

টীকা—ন রতাঃ পূজাদিনা ন ভক্তাঃ, প্রীতিং ন কৃতবন্তো বা ॥ ২৭ ॥

———

কিঞ্চ—
কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যৈস্তু ভক্তিভাবেন কেশবঃ।
নরকং তে গমিষ্যন্তি যমদূতৈস্তু যন্ত্রিতাঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আরও—যাহারা কার্ত্তিকে ভক্তিভাবে কেশবদেবের অর্চ্চনা না করিল, তাহারা যমদূতগণ কর্ত্তৃক বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করিবে ॥ ২৮॥

টীকা—ভক্তৌ ভাব একাগ্রতা, তেনেত্যর্থঃ ॥২৮॥

———

জন্মকোটিসহস্রৈস্তু মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো বিষ্ণুর্হারিতং তেন জন্ম বৈ ॥২৯॥

অনুবাদ—সহস্র কোটি জন্মের সাধনের ফলে দুর্ল্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে কার্ত্তিকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিল না, তাহার জন্ম বিফলে গেল ॥ ২৯ ॥

———

বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্।
ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্ ॥৩০॥

অনুবাদ—যাহার কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণু-কথা, বৈষ্ণবগণের দর্শন না হয় তাহার দশবার্ষিক পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

———

অথ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যম্

কার্ত্তিকস্য তু মাহাত্ম্যং প্রাক্ সামান্যেন লিখ্যতে।
ততো বিশেষতস্তত্র কর্ম্মদেশাদিভেদতঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিক মাহাত্ম্য—কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য প্রথমে সাধারণভাবে লিখিত হই-তেছে, অনন্তর বিশেষ ভাবে কার্ত্তিকে কর্ম্মভেদে, দেশভেদে মাহাত্ম্য লিখিত হইবে ॥ ৩১ ॥

টীকা—তত্র কার্ত্তিকে কর্ম্মাদিভেদেন যো বিশেষ-স্তেন, আদি-শব্দাত্তীর্থাদি ॥ ৩১ ॥

———

অথ সামান্যতঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কোট্যাংশেনাপি নার্হতি।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বদানেষু যৎ ফলম্ ॥৩২॥

অনুবাদ—অনন্তর সামান্যভাবে কার্ত্তিকমাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে—সর্ব্বতীর্থে যে স্নান সর্ব্বদানের যে ফল, কার্ত্তিকমাসের কোটি অংশের একাংশেরও সমান হয় না ॥ ৩২ ॥

টীকা—কার্ত্তিকস্য কার্ত্তিককৃত্যমাহাত্ম্যস্য কোট্যংশানামেকেনাপ্যংশেন সর্ব্বতীর্থস্নানাদিফলং সমতাং নার্হতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

———

একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
একতঃ পুষ্করে বাসঃ কুরুক্ষেত্রে হিমাচলে ॥ ৩৩ ॥
মেরুতুল্যসুবর্ণানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ।
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ—একদিকে সর্ব্বতীর্থ, দক্ষিণাসহ সর্ব্ব-যজ্ঞ, পুষ্করে বাস, কুরুক্ষেত্রে ও হিমাচলে বাস, মেরু-তুল্য সুবর্ণ দান। হে বৎস। অন্যদিকে সর্ব্বদা কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক মাস ॥ ৩৩-৩৪ ॥

টীকা—সর্ব্বদা কলিকালাদাবপি ॥ ৩৪ ॥

———

যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥৩৫॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে যে কিছু পুণ্য করা হয়। হে নারদ। তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, তাহা সকল অক্ষয় হয় ॥ ৩৫ ॥

টীকা—সত্যোক্তং—সত্যমুক্তম্ ॥ ৩৫ ॥

———

কার্ত্তিকং খলু বৈ মাসং সর্ব্বমাসেষু চোত্তমম্।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিকমাস নিশ্চয়ই উত্তম। পুণ্যগণ মধ্যে পরম পুণ্য, পবিত্র-কারিগণ মধ্যে পরম পবিত্র ॥ ৩৬ ॥

টীকা—কার্ত্তিকমুত্তমং বিদ্ধীতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

———

কিঞ্চ—

যথা নদীনাং বিপ্রেন্দ্র শৈলানাঞ্চৈব নারদ।
উদধীনাঞ্চ বিপ্রর্ষে ক্ষয়ো নৈবোপপদ্যতে ॥ ৩৭ ॥
পুণ্যং কার্ত্তিকমাসে তু যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে মুনে।
ন তস্যাস্তি ক্ষয়ো ব্রহ্মন্ পাপস্যাপ্যেবমেব চ ॥৩৮॥

অনুবাদ—আরও—হে নারদ। হে বিপ্রেন্দ্র। যেমন নদীসমূহের, পর্ব্বতসমূহের, হে বিপ্রর্ষে। সমুদ্র-সমূহের ক্ষয় জানা যায় না, তদ্রূপ হে ব্রহ্মন্। হে মুনে। কার্ত্তিকমাসে যে যৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য করা যায় তাহার ক্ষয় নাই, এইরূপ পাপেরও ক্ষয় নাই ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকা—পাপস্যাপ্যেবমিতি—কার্ত্তিকে কৃতস্য পাপস্য ক্ষয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। অতঃ কার্ত্তিকে যত্নতঃ সর্ব্বথা পাপং পরিহরণীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্।
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সমান শাস্ত্র নাই। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ॥ ৩৯ ॥

কার্ত্তিকঃ প্রবরো মাসো বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঃ সদা।
কার্ত্তিকং সকলং বস্তু ভক্ত্যা সেবেত বৈষ্ণবঃ।
পিতৃনুদ্ধরতে সর্ব্বান্ নরকস্থান্ মহামুনে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের প্রিয় কার্ত্তিক শ্রেষ্ঠ মাস। কার্ত্তিকে উৎপন্ন সকলবস্তু বৈষ্ণব ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করেন, হে মহামুনে! বৈষ্ণবনরকস্থ সকল পিতৃগণকে উদ্ধার করেন ॥ ৪০ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—
দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
তস্মিন্ সম্পূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ।
দদাতি বৈষ্ণবং লোকমিত্যেবং নিশ্চিতং ময়া ॥৪১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—দ্বাদশ মাসমধ্যে কার্ত্তিকমাস শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়। তাহাতে অল্প উপায়ন দ্বারা সম্যক্ পূজিত হইয়া বিষ্ণুলোকে দান করেন, এইরূপ আমি নিশ্চয় করিয়াছি ॥ ৪১ ॥

টীকা—তত্র শ্রীনারদশৌনকাদিসংবাদ এব; উপায়নৈঃ—উপচারৈঃ ॥ ৪১ ॥

যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।
তস্যায়ন্তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যেমন দামোদর ভক্তবৎসল সর্ব্বজন বিদিত, তাহার এই দামোদর মাস সেইরূপ ভক্তবৎসল স্বল্প সেবাকেও বহু করিয়া লন ॥ ৪২ ॥

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভঃ কালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ ॥৪৩॥

অনুবাদ—দেহধারীগণের মধ্যে মনুষ্যদেহ দুর্ল্লভ ও ক্ষণভঙ্গুর, তাহার মধ্যেও দুর্ল্লভ কাল শ্রীহরিপ্রিয় কার্ত্তিক মাস ॥ ৪৩ ॥

দীপেনাপি হি যত্রাসৌ প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ।
সুগতিঞ্চ দদাত্যেব পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে দীপদান দ্বারা এই পরমেশ্বর শ্রীহরি প্রীত হন, পরদত্ত দীপ প্রবোধন ফলেও শ্রীহরি সুগতি দান করেন ॥ ৪৪ ॥

অথ তত্র ব্রতমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—
ব্রতানামিহ সর্ব্বেষামেকজন্মানুগং ফলম্।
কার্ত্তিকে তু ব্রতস্যোক্তং ফলং জন্মশতানুগম্ ॥৪৫॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—এই জগতে ব্রতসমূহের ফল মাত্র এক জন্ম অনুগমন করে, কিন্তু কার্ত্তিকে ব্রতের ফল শতজন্ম অনুগমন করে ॥ ৪৫ ॥

টীকা—ব্রতং কার্ত্তিককৃত্যনিয়মস্তস্য যৎ ফলং কার্ত্তিকব্রতোৎপন্নং পুণ্যং তজ্জন্মশতান্যনুগচ্ছতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে তু তথৈবার্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অক্রূরতীর্থে বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিক্যাং সমুপোষ্য চ।
স্নাত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তচ্ছ্রুত্বা বৈষ্ণবং ব্রতম্ ॥৪৬॥

অনুবাদ—হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিক ব্রতে মথুরায় অক্রূর তীর্থে সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া ও স্নান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবব্রত অর্থাৎ কার্ত্তিব্রতের নিয়ম শ্রবণ করিয়াও সেই ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

টীকা—বৈষ্ণবং ব্রতং কার্ত্তিকনিয়মং শ্রুত্বাপি তদাপ্নোতি ॥ ৪৬ ॥

বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করেঽর্ব্বুদে।
গত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে ॥৪৭॥

অনুবাদ—বারাণসীতে, কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্যে, পুষ্করে ও অর্ব্বুদতীর্থে গমন করিয়া যে ফল লাভ হয়, কাত্তিকে ব্রত করিয়া সেই ফল লাভ হয় ॥ ৪৭ ॥

অনিষ্ট্বা চ সদা যজ্ঞৈর্ন কৃত্বা পিতৃভিঃ স্বধাম্।
ব্রতেন কার্ত্তিকে মাসি বৈষ্ণবন্তু পদং ব্রজেৎ ॥৪৮॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা যজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন না করিয়াও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়াও কাত্তিকমাসে ব্রতদ্বারা বিষ্ণুধাম গমন করে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—পিতৃভিঃ পিতৃভ্যঃ, যদ্যকরণাদিনা পাতিত্যং সূচিতং, তথাপি কার্ত্তিকব্রতেন বৈষ্ণবং পদং যাতি ॥ ৪৮ ॥

প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে।
অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—নিত্য ভোক্ষ্যদ্রব্যসমূহের মধ্যে কাত্তিকে কিঞ্চিৎ নিয়ম করিয়া সঙ্কোচ করিলে নিশ্চয়ই পবিত্র কৃষ্ণসারূপ্য রূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৯ ॥

টীকা—প্রবৃত্তানাং নিত্যং ভক্ষ্যমাণানামিত্যর্থঃ, নিয়মে সঙ্কোচে কিঞ্চিত্ত্যাগে কৃতে সতীত্যর্থঃ। কৃষ্ণরূপত্বং কৃষ্ণসারূপ্যং, মুক্তিদং সংসারদুঃখমোচনং, শুভং পরমমঙ্গলং সুখঘনমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে তু মুক্তিসাধকমিতি পাঠে মুক্তিঃ সাধিকা যস্য তৎ। যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষেণ অমুক্তিঃ কৃষ্ণে ন ত্যাগস্তৎসাধকম্ ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ—
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম।
বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে ॥৫০॥

অনুবাদ—আরও—হে মুনিসত্তম! কাত্তিকে ব্রত করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র পাপার্জ্জিত কুজন্ম প্রাপ্ত হয় না ॥ ৫০ ॥

টীকা—বিযোনিং কুজন্ম পাপৈরর্জ্জিতৈরপি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ—
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতম্।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥৫১॥

অনুবাদ—আরও—হে মুনি শার্দ্দূল! কাত্তিকে নিজশক্তি অনুসারে বিষ্ণুব্রত শাস্ত্রবিধিমত যিনি করেন, সংসার-মুক্তি তাঁহার হস্তগত ॥ ৫১ ॥

সুপুণ্যে কার্ত্তিকে মাসি দেবর্ষিপিতৃসেবিতে।
ক্রিয়মাণে ব্রতে নৃণাং স্বল্পেঽপি স্যান্মহাফলম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—সুপবিত্র কাত্তিকমাসে দেব, ঋষি ও পিতৃগণ সেবিত ব্রত করিলে পর অতি অল্পেও মানবগণের মহাফল লাভ হয় ॥ ৫২ ॥

অথ তত্র কর্ম্মবিশেষমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—
দানং দত্তং হুতং জপ্তং তপশ্চৈব তথা কৃতম্।
তদক্ষয়ং ফলং প্রোক্তং কার্ত্তিকে চ দ্বিজোত্তম ॥৫৩॥

অনুবাদ—অনন্তর কাত্তিকে কর্ম্মবিশেষ মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—হে দ্বিজোত্তম! কাত্তিকে অন্নাদি দান, হোম, তপস্যা, জপ যাহা কিছু করিলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ বলিয়া কথিত ॥ ৫৩ ॥

টীকা—দীয়ত ইতি দানমন্নাদি ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ—
যৎ কিঞ্চিৎ কার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য মানবৈঃ।
তদক্ষয়ং লভ্যতে বৈ অন্নদানং বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আরও—মানবগণ কর্ত্তৃক কাত্তিকে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা কিছু প্রদত্ত হয় তাহাই অক্ষয় ফল হয়, বিশেষতঃ অন্নদান ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ—

যস্তু সংবৎসরং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্ত্তিকে স্বস্তিকং কৃত্বা সমমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—আরও—যিনি এক সম্বৎসর পূর্ণ নিত্য হোম অনুষ্ঠান করেন, কাত্তিকে যিনি স্বস্তিক রচনা করিয়া থাকেন তিনিও তৎসম ফল পান ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥

টীকা—যশ্চ কাত্তিকে স্বস্তিকং কৃত্বা স্থিতঃ; কুর্য্যাদিতি বা পাঠঃ ॥ ৫৫ ॥

কার্ত্তিকে যা করোত্যেবং কেশবালয়মণ্ডলম্।
স্বর্গস্থা শোভতে সা তু কপোতী পক্ষিণী যথা ॥৫৬॥

অনুবাদ—যে মানবী কাত্তিকে শ্রীভগবন্মন্দিরে মণ্ডল রচনা অর্থাৎ আলিপনা দেন, তিনি স্বর্গস্থিতা হইয়া কপোতী পক্ষিণীর ন্যায় শোভিতা হন ॥ ৫৬ ॥

যঃ করোতি নরো নিত্যং কার্ত্তিকে পত্রভোজনম্।
ন স দুর্গতিমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—যে মানব কাত্তিকে নিত্য পত্রে ভোজন করেন, তিনি কল্পকাল দুর্গতি পান না ॥ ৫৭ ॥

জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং মানবৈশ্চ কৃতং ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ ॥৫৮॥

অনুবাদ—মানবগণ সারা জন্মার্জ্জিত পাপসমূহ কাত্তিকে পলাশ পত্রে ভোজন দ্বারা নাশ করিতে পারে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—ব্রহ্ম পলাশবৃক্ষস্তস্য পত্রেষু ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বকামফলং তস্য সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।
ন বাপি নরকং পশ্যেদ্ ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—কাত্তিকে পলাশ পত্রে ভোজন দ্বারা মানব সর্ব্বকামফল ও সর্ব্বতীর্থ ফল লাভ করে এবং নরক দর্শন করে না ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্ম চৈষ স্মৃতঃ সাক্ষাৎ পলাশঃ সর্ব্বকামদঃ।
মধ্যমং বর্জ্জিতং পত্রং শূদ্রস্য মুনিসত্তম।
ভুঞ্জন্নরকমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে মুনিসত্তম! সর্ব্বকামপ্রদ পলাশ বৃক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মার অবতার, শূদ্রের পক্ষে মধ্যম পত্র বর্জ্জন কর্ত্তব্য, তাহাতে ভোজন করিলে শূদ্র কল্পকাল নরকবাসী হয় ॥ ৬০ ॥

তিলদানং নদীস্নানং সৎকথা সাধুসেবনম্।
ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কার্ত্তিকে মুক্তিদায়কম্ ॥ ৬১॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে তিলদান, নদীতে স্নান, সৎকথা শ্রবণ, সাধুসেবন, পলাশ পত্রে ভোজন সংসার মুক্তিপ্রদ ॥ ৬১ ॥

জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে।
দামোদরাগ্রে বিপ্রেন্দ্র গোসহস্র-ফলং লভেৎ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—কাত্তিকমাসে অরুণোদয়ে যে মানব দামোদরের অগ্রে জাগরণ করে, হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি সহস্র গাভীদানের ফল লাভ করেন ॥ ৬২ ॥

জাগরং পশ্চিমে যামে যঃ করোতি মহামুনে।
কার্ত্তিকে সন্নিধৌ বিষ্ণোস্তৎপদং করসংস্থিতম্ ॥৬৩

অনুবাদ—হে মহামুনে! কার্ত্তিকে রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রীবিষ্ণুর নিকটে যিনি জাগরণ করেন, ভগবদ্ধাম লাভ তাহার করতল গত ॥ ৬৩ ॥

টীকা—পশ্চিমে অন্ত্যে তস্য বিষ্ণোঃ পদং, তস্য করসংস্থিতম্ ॥ ৬৩ ॥

সাধুসেবা গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্ণোস্তথার্চ্চনম্।
জাগরঃ পশ্চিমে যামে দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকে কলৌ ॥৬৪॥

অনুবাদ—কলিযুগে কাত্তিকমাসে সাধুসেবা, গোগ্রাস দান, শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ ও অর্চ্চন, রাত্রি-শেষ প্রহরে জাগরণ দুর্ল্লভ ॥ ৬৪ ॥

টীকা—দুর্ল্লভঃ মহাভাগ্যেনৈব সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥৬৪

কিঞ্চ—

জলধেনুসহস্রঞ্চ বৃষসংস্থে দিবাকরে।
তোয়ং দত্বা যদাপ্নোতি স্নানং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে॥৬৫॥

অনুবাদ—আরও—জ্যৈষ্ঠমাসে সহস্র জলধেনু দান এবং জলদান করিয়া যে ফল লাভ হয়, কার্ত্তিকে প্রাতঃস্নান করিয়াই সেই প্রাপ্ত ফল হওয়া যায়॥৬৫॥

সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
সূর্য্যবারেণ যৎ স্নানং তদেকাহেন কার্ত্তিকে॥ ৬৬॥

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্রে রবিবারে সূর্য্যগ্রহণে সন্নিহত্যা নামক হ্রদে যে স্নান ফল, কার্ত্তিকে একদিন স্নানে সেই ফল॥ ৬৬॥

টীকা—সন্নিহত্যা নাম হ্রদস্তাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ॥৬৬॥

পিতৃনুদ্দিশ্য যদ্দত্তং কার্ত্তিকে কৃষ্ণবল্লভে।
অন্নোদকং মুনিশ্রেষ্ঠ অক্ষয়ং জায়তে নৃণাম্॥ ৬৭॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণপ্রিয় কার্ত্তিকমাসে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নজল যাহাই দান করিবে তাহাই অক্ষয় হয়॥ ৬৭॥

কিঞ্চ—

গীতশাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যো নয়েন্নরঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ময়া দৃষ্টা কলিপ্রিয়॥ ৬৮॥

অনুবাদ—আরও—যে মানব কার্ত্তিকমাস গীতা-শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা যাপন করে, হে শ্রীনারদ! তাহার সংসারে পুনরাগমন দেখি না॥ ৬৮॥

কিঞ্চ—

প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভোগী ভবেন্নরঃ॥ ৬৯॥

অনুবাদ—আরও—যে মানব কার্ত্তিকে শ্রীবিষ্ণু-মন্দির প্রদক্ষিণ করে, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয়॥ ৬৯॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্॥৭০॥

অনুবাদ—যে মানব কার্ত্তিকে শ্রীহরির সম্মুখে নৃত্য, গীত, বাদ্য ভক্তিসহ করে, সে অক্ষয়পদ বিষ্ণু-ধাম প্রাপ্ত হয়॥ ৭০॥

হরের্নাম-সহস্রাখ্যং গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্।
কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জন্ম ন বিন্দতে॥ ৭১॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে যে মানব শ্রীহরির সহস্রনাম-স্তোত্র এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করে, তাহার সংসারে পুনর্জন্ম লাভ হয় না॥ ৭১॥

কার্ত্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং করোতি যঃ।
বসতে শ্বেতদ্বীপে তু পিতৃভিঃ সহ নারদ॥ ৭২॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে শেষ রাত্রিতে যে মানব স্তব-পাঠ ও গান করে, হে নারদ তিনি পিতৃগণসহ শ্বেত-দ্বীপবাসী হন॥ ৭২॥

নৈবেদ্যদানেন তু হরেঃ কার্ত্তিকে যবসংখ্যয়া।
যুগানি বসতে স্বর্গে তাবন্তি মুনিসত্তম॥ ৭৩॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে শ্রীহরির নৈবেদ্য দান ফলে, হে মুনিসত্তম! তিনি যব সংখ্যায় ততযুগ স্বর্গে বাস করেন॥ ৭৩॥

টীকা—যবমাত্রসংখ্যয়া যাবন্তি নৈবেদ্যানি, তাবন্তি যুগানি। সিক্থেতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ॥ ৭৩॥

অগুরুন্তু সকর্পূরং যো দহেৎ কেশবাগ্রতঃ।
কার্ত্তিকে তু মুনিশ্রেষ্ঠ যুগান্তে ন পুনর্ভবঃ॥ ৭৪॥

অনুবাদ—যিনি কার্ত্তিকে কর্পূরসহ অগুরু, চন্দন, ধূপ কেশবের অগ্রে দান করেন, হে মুনি শ্রেষ্ঠ! তাহার যুগান্তে পুনর্জন্ম হয় না॥ ৭৪॥

টীকা—যুগান্তেঽপি সতি॥ ৭৪॥

কিঞ্চ—

নিয়মেন কথাং বিষ্ণোর্যে শৃণ্বন্তি চ ভাবিতাঃ।
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা কার্ত্তিকে গোশতং ফলম্ ॥৭৫

অনুবাদ—আরও—যাঁহারা কার্ত্তিকে নিয়মপূর্ব্বক ভক্তিভরে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন, শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোক-পাদ হইলেও তাঁহারা শতগাভীদান ফল পান ॥ ৭৫ ॥

টীকা—ভাবিতা ভাবযুক্তাঃ, তেষাং গোশতদান-ফলং স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—হে মহামুনে! কার্ত্তিকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসম্মুখে পবিত্র শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ কর্ত্তব্য ॥ ৭৬ ॥

টীকা—বিশেষতঃ কার্ত্তিকে সদ্ভিঃ সহ ভগবৎ-কথামাহাত্ম্যমাহ—সর্ব্বেতি পঞ্চভিঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রেয়সা লোভবুদ্ধ্যা বা যঃ করোতি হরেঃ কথাম্।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশার্দ্দূল! কার্ত্তিকে মঙ্গলার্থ বা লোভ বুদ্ধিতে যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করেন ॥ ৭৭ ॥

নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
নির্দ্দহেৎ সর্ব্বপাপানি যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যিনি কার্ত্তিকে নিত্য শাস্ত্রচর্চ্চায় যাপন করেন তিনি সর্ব্বপাপ নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অযুত যজ্ঞের ফল লাভ করেন ॥ ৭৮ ॥

ন তথা তুষ্যতে দানৈর্ন যজ্ঞৈর্গোগজাদিকৈঃ।
যথা শাস্ত্রকথালাপৈঃ কার্ত্তিকে মধুসূদনঃ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রকথা আলাপ দ্বারা যেমন তুষ্ট হন, দানসমূহ, যজ্ঞসমূহ, গো-দান, হস্তিদানাদি দ্বারা তাদৃশ তুষ্ট হন না ॥ ৭৯ ॥

কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল যঃ শৃণোতি হরেঃ কথাম্।
স নিস্তরতি দুর্গাণি জন্মকোটিশতানি চ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকে যিনি হরি-কথা শ্রবণ করেন, তিনি কোটি শতজন্মের আপদ সমূহ হইতে নিস্তার পান ॥ ৮০ ॥

টীকা—দুর্গাণি—আপদঃ ॥ ৮০ ॥

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—হে মুনে! যিনি কার্ত্তিকে যত্নসহ নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল পান ॥ ৮১ ॥

টীকা—ভাগবতং ভগবৎপরং ভাগবতীয়ং বেত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ সহ সংবসেৎ ॥৮২॥

অনুবাদ—আরও—মানব ইষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞাদি, পূর্ত্ত কূপ জলাশয় খননাদি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে পরম ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণবসহ বাস করিবেন ॥ ৮২ ॥

টীকা—অতএব বিশেষতঃ সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্যমাহ—সর্ব্বানিতি ॥ ৮২ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্।
পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।
মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনির্বৃতঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও কার্ত্তিকব্রত-প্রসঙ্গে—কার্ত্তিকে যিনি ব্রহ্মচারী, ভূমিশায়ী, হবিষ্যভোজী, পলাশ পত্রে ভোজনকারী, শ্রীদামোদরের অর্চ্চন করেন, তিনি সর্ব্বপাতক মুক্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির

নিকট ভজনানন্দে পরিপূর্ণ বিষ্ণু সদৃশ আনন্দভোগ করেন ॥ ৮৩-৮৪ ॥

টীকা—বিষ্ণুসদৃশঃ সারূপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ ॥ ৮৪ ॥

কিঞ্চ—

কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুগ্দান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—আরও—পরিপূর্ণ কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃ-স্নানকারী, জিতেন্দ্রিয়, জপকারী, হবিষ্যভোজী ও বহি-রিন্দ্রিয় সংযমকারী সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ॥৮৫॥

টীকা—দান্তঃ জিতক্রোধাদিঃ। শান্ত ইতি বা পাঠঃ ॥ ৮৫ ॥

কার্ত্তিকন্তু নরো মাসং যঃ কুর্য্যাদেকভোজনম্।
শূরশ্চ বহুবীর্য্যশ্চ কীর্ত্তিমাংশ্চ স জায়তে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে যে মানব একবার ভোজন করে, তিনি বীর, বহুতেজস্বী ও কীর্ত্তিমান হয় ॥ ৮৬ ॥

টীকা—শূরঃ—সর্ব্বশক্তিমান্, বহুবীর্য্যঃ—মহা-পরাক্রমঃ ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ—

পলাশপত্রভোজী চ কার্ত্তিকে পুরুষো নরঃ।
নিষ্পাপঃ স্যাত্তু নৈবেদ্যং হরের্ভুক্ত্বা বিমুচ্যতে।
মধ্যস্থমেষরং পত্রং বর্জ্জয়েদ্ব্রাহ্মণেতরঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—আরও—যে মানব কার্ত্তিকে পলাশ পত্রে ভোজন করেন, তিনি পাপশূন্য হন, আর শ্রীহরির প্রসাদ নৈবেদ্য ভোজন করিয়া সংসার মুক্ত হন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে পলাশ পত্রের মধ্যপত্র বর্জ্জন করিবেন ॥ ৮৭ ॥

কিঞ্চ—

অপরাধসহস্রাণি পাতকানি মহান্ত্যপি।
ক্ষমতেঽস্য হরির্দ্দেবঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে প্রভুঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ—আরও—কার্ত্তিকে প্রভু শ্রীহরিদেব পূজিত হইয়া পূজকের সহস্র অপরাধ ও মহামহা পাতকসমূহ ক্ষমা করেন ॥ ৮৮ ॥

নৈবেদ্যং পায়সং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং খণ্ডং ঘৃতান্বিতম্।
বিভজ্য তচ্চ ভুঞ্জানো যজ্ঞসাম্যং দিনে দিনে ॥৮৯॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় মিছরি ও ঘৃতযুক্ত পায়স নৈবেদ্য প্রসাদ ভক্তগণের সহ বিভাগ করিয়া ভোজন-কারী প্রতিদিন যজ্ঞসম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৮৯ ॥

টীকা—যজ্ঞসাম্যং যজ্ঞসমফলং লভত ইতি শেষঃ ॥ ৮৯ ॥

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণসত্যা-সংবাদে—

স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্।
কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যা-সংবাদে—কার্ত্তিকে যে সকল মানব স্নান, নিশিজাগরণ, দীপদান, তুলসীবন পালন করেন, তাহারা শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন ॥ ৯০ ॥

টীকা—স্নানং জাগরণং নিত্যং রাত্র্যন্ত্যযাম-বিষয়কম্। বিষ্ণুমূর্ত্তয়ো বিষ্ণুসারূপ্যং প্রাপ্নুবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ইত্থং দিনত্রয়মপি কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বতে।
দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম
তৎ কৃতম্ ? ৯১ ॥

অনুবাদ—এইভাবে কার্ত্তিকে তিনদিনও যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহারা দেবগণেরও বন্দনীয়, আর যাঁহারা আজন্ম ঐ সেবা করেন, তাঁহাদের আর কি বলিব ॥ ৯১ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকব্রতাঙ্গানি

হরিজাগরণং প্রাতঃ-স্নানং তুলসিসেবনম্।
উদ্যাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে ॥ ৯২॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে কার্ত্তিকব্রত অঙ্গসমূহ—রাত্রিশেষে হরি জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসিবন সেবন, দীপদান, শেষে উদ্‌যাপন উৎসব, কার্ত্তিকে এই সকল ব্রত ॥ ৯২ ॥

পঞ্চভির্ব্রতকৈরেভিঃ সম্পূর্ণং কার্ত্তিকে ব্রতী।
ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥৯৩॥

অনুবাদ—সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাসে ব্রতকারী পাঁচটি ব্রত অঙ্গ পালন দ্বারা ভুক্তি মুক্তি ফল প্রাপ্ত হন ॥৯৩

বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্।
কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে হরি জাগরণ বিষ্ণুমন্দিরে বা শিবালয়ে বা অশ্বত্থমূলে বা তুলসীবনে করিবে ॥৯৪॥

আপদ্‌গতো যদাপ্যম্ভো ন লভেৎ সবনায় সঃ।
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্ ॥৯৫

অনুবাদ—কার্ত্তিক-ব্রতী বিপদাপন্ন হইয়া স্নানের জন্য যখন জল না পাইবেন, অথবা ব্যাধিবশতঃ স্নানে অসমর্থ হইলে শ্রীবিষ্ণুর নামদ্বারা মন্ত্রস্নান করিবেন ॥ ৯৫ ॥

উদ্‌যাপনং বিধিং কর্ত্তুমশক্তো যো ব্রতে স্থিতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—ব্রতকারী হইয়া যিনি উদ্‌যাপন বিধি করিতে অসমর্থ, তিনি ব্রত সংপূত্তির জন্য যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন ॥ ৯৬ ॥

অশক্তো দীপদানস্য পরদীপান্ প্রবোধয়েৎ।
তেষাং বা রক্ষণং কুর্য্যাদ্‌বাতাদিভ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥৯৭॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে দীপদানে অসমর্থ হইলে পরের প্রদত্ত দীপকে উদ্দীপিত করিবে অথবা যত্নসহকারে বাতাসাদি হইতে পর দীপকে রক্ষা করিবে ॥৯৭

অভাবে তুলসীনাঞ্চ পূজয়েদ্বৈষ্ণবং দ্বিজম্।
সর্ব্বাভাবে ব্রতী কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
সেবাং বা বোধিবটয়োর্ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—তুলসী সেবার অভাবে বৈষ্ণব দ্বিজকে পূজা করিবেন, ব্রতী এ সকলের অভাবে ব্রত সম্পূর্ণের জন্য ব্রাহ্মণগণের, গাভীগণের বা অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের সেবা করিবে ॥ ৯৮ ॥

অথ তত্র দীপদানমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব —
কল্পকোটিসহস্রাণি পাতকানি বহূন্যপি।
নিমেষার্দ্ধেন দীপস্য বিলয়ং যান্তি কার্ত্তিকে ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিকে দীপদান মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—কার্ত্তিকে নিমেষার্দ্ধকাল দীপদান ফলে সহস্রকোটিকল্প অর্জ্জিত বহুপাতক বিলয় যায় ॥ ৯৯ ॥

টীকা—কল্পকোটিসহস্রাণি ব্যাপ্য যানি পাতকানি। কৃত্বা ইতি পাঠে স্থিতানীতি শেষঃ। বহূনি মহান্ত্যপি বিবিধান্যপীতি বা ॥ ৯৯ ॥

কিঞ্চ—
শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে কেশবপ্রিয়ম্।
দীপদানেন বিপ্রেন্দ্র ন পুনর্জায়তে ভুবি ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—আরও—হে বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকে কেশবপ্রিয় দীপদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, দীপদান দ্বারা পৃথিবীতে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১০০ ॥

রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্ম্মদায়াং শশিগ্রহে।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং দীপদানেন কার্ত্তিকে ॥১০১॥

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে, চন্দ্রগ্রহণে, নর্ম্মদাতে যে ফল, কার্ত্তিকে দীপদানে তাহার কোটিগুণ ফল হয় ॥ ১০১ ॥

টীকা—কুরুক্ষেত্রাদৌ বিষয়ে রবিগ্রহণাদৌ দানাদিনা যৎ ফলম্ ॥ ১০১ ॥

ঘৃতেন দীপকো যস্য তিলতৈলেন বা পুনঃ।
জ্বলতে মুনিশার্দ্দূল অশ্বমেধেন তস্য কিম্ ? ১০২ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে যাহার দীপ, ঘৃত বা তিল তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। হে মুনিবর তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞে কি ফল ? ১০২ ॥

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শৌচহীনং জনার্দ্দনে।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং যাতি কার্ত্তিকে দীপদানতঃ ॥১০৩॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে জনার্দ্দনে দীপদান ফলে মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, শৌচ হীন সকলই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৩ ॥

টীকা—মন্ত্রহীনং জনার্দ্দনে যৎ কর্ম্ম তৎ, যদ্বা, জনার্দ্দনে দীপদানত ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ১০৩ ॥

তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈঃ কৃতং তীর্থাবগাহনম্।
দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে কেশবের অগ্রে যিনি দীপ দান করেন, তাহার সর্ব্বযজ্ঞ দ্বারা যজন ও সর্ব্বতীর্থে স্নান হয় ॥ ১০৪ ॥

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি পুণ্যানি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
যাবন্ন জ্বলতে জ্যোতিঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥১০৫॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে কেশবের অগ্রে যে পর্য্যন্ত দীপজ্যোতি প্রজ্জ্বলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত পুণ্যসমূহ স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও রসাতলে গর্জ্জন করে ॥ ১০৫ ॥

টীকা—জ্যোতিঃ—দীপঃ ॥ ১০৫ ॥

শ্রূয়তে চাপি পিতৃভির্গাথা গীতা পুরা দ্বিজ।
ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং পিতৃভক্তঃ সুতো ভুবি ॥১০৬
কার্ত্তিকে দীপদানেন যস্তোষয়তি কেশবম্।
মুক্তিং প্রাপ্স্যামহে নূনং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥১০৭॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ। পুরাকালীয় পিতৃগণগাথা কীর্ত্তিত হইতে শুনা যায় আমাদের কুলে পৃথিবীতে পিতৃভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, যে পুত্র কার্ত্তিকে কেশবকে দীপদান দ্বারা প্রসন্ন করিবে এবং চক্রপাণির প্রসাদে আমরা নিশ্চয়ই মুক্তি পাইব ॥ ১০৬-১০৭ ॥

কিঞ্চ—
মেরুমন্দরমাত্রাণি কৃত্বা পাপান্যশেষতঃ।
দহ্যতে নাত্র সন্দেহো দীপদানাত্তু কার্ত্তিকে ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—আরও—মেরু ও মন্দর পর্ব্বত সদৃশ অশেষ পাপসমূহ করিলেও কার্ত্তিকে দীপদান প্রভাবে সর্ব্বপাপ দগ্ধ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৮ ॥

গৃহে বায়তনে বাপি দীপং দদ্যাচ্চ কার্ত্তিকে।
পুরতো বাসুদেবস্য মহাফলবিধায়িনঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে বাসুদেবের সম্মুখে গৃহে বা আয়তনে দীপদানে মহাফল বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি বিহিত হয় ॥ ১০৯ ॥

টীকা—আয়তনে দেবালয়ে, বাসুদেবস্য পুরতো দীপং দদ্যাৎ। মহাফলং বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং তদ্বিধায়িন ইতি দীপদানমাহাত্ম্যং সূচিতম্ ॥ ১০৯ ॥

স জাতো মানুষে লোকে স ধন্যঃ স চ কীর্ত্তিমান্।
প্রদত্তঃ কার্ত্তিকে মাসি দীপো বৈ মধুহাগ্রতঃ ॥১১০॥

অনুবাদ—যিনি কার্ত্তিকমাসে মধুসূদনের অগ্রে দীপদান করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্যলোকে জন্ম সার্থক করিয়াছেন। তিনি ধন্য, তিনিই কীর্ত্তিমান ॥ ১১০ ॥

নিমিষার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেণ দীপদানেন কার্ত্তিকে।
ন তৎ ক্রতুশতৈঃ প্রাপ্যং ফলং তীর্থশতৈরপি ॥১১১॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে অতি অল্পকাল মাত্র দীপদানের যে ফল, তাহা যজ্ঞশত দ্বারা বা তীর্থশত স্নান দ্বারা প্রাপ্য নহে ॥ ১১১ ॥

টীকা—নিমিষার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেণ যৎ স্যাৎ ॥ ১১১ ॥

সর্ব্বানুষ্ঠানহীনোঽপি সর্ব্বপাপরতোঽপি সন্ ।
পূয়তে নাত্র সন্দেহো দীপং দত্ত্বা তু কার্ত্তিকে ॥১১২॥

অনুবাদ— সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান হীন, আর সর্ব্ব-পাপরত হইলেও কার্ত্তিকে দীপদান প্রভাবে পবিত্র হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১১২ ॥

তন্নাস্তি পাতকং কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু নারদ ।
যন্ন শোধয়তে দীপঃ কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥১১৩॥

অনুবাদ—হে নারদ ! ত্রিভুবনে এমন কোন পাতক নাই, যাহা কার্ত্তিকে শ্রীকেশবদেবের অগ্রে দীপদান শোধন করিতে পারে না ॥ ১১৩ ॥

পুরতো বাসুদেবস্য দীপং দত্ত্বা তু কার্ত্তিকে ।
প্রাপ্নোতি শাশ্বতং স্থানং সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতম্ ॥১১৪॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে শ্রীবাসুদেবের অগ্রে দীপ দান করিয়া সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত নিত্যধাম প্রাপ্ত হয় ॥১১৪

যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি কর্পূরেণ তু দীপকম্ ।
দ্বাদশ্যাঞ্চ বিশেষেণ তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥১১৫॥
কুলে তস্য প্রসূতা যে যে ভবিষ্যন্তি নারদ ।
সমতীতাশ্চ যে কেচিদ্যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥১১৬
ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালং দেবলোকে যদৃচ্ছয়া ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—যিনি কার্ত্তিকমাসে কর্পূর দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করে, বিশেষতঃ দ্বাদশীতে তাহার পুণ্য তোমাকে বলিতেছি। হে নারদ! তাহার কুলে যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মাইবে, আর যাহারা বহু অতীতে, যাহাদের সংখ্যা নাই। তাহারা চক্র-পাণি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে দেবলোকে ইচ্ছামত সুদীর্ঘ-কাল ক্রীড়া করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করে ॥ ১১৭ ॥

কিঞ্চ—

দ্যূতব্যাজেন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে কেশবালয়ম্ ।
দ্যোতয়েদ্যো মহাভাগ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১১৮॥

অনুবাদ—আরও—হে বিপেন্দ্র ! দ্যূতক্রীড়াচ্ছলে কার্ত্তিকে শ্রীহরিমন্দির যে ব্যক্তি আলোকিত করে, হে মহাভাগ ! সে তাহার সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত কুলকে পবিত্র করে ॥ ১১৮ ॥

কার্ত্তিকে দীপদানন্তু কুর্য্যাদ্যো বৈষ্ণবালয়ে ।
ধনং পুত্রো যশঃ কীর্ত্তির্ভবেত্তস্য চ সর্ব্বদা ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে বৈষ্ণবগৃহে যে মানব দীপ দান করে, তাহারও সর্ব্বদা ধন, পুত্র, যশঃ, কীর্ত্তি হয় ॥ ১১৯ ॥

যথা চ মথনাদ্বহ্নিঃ সর্ব্বকাষ্ঠেষু দৃশ্যতে ।
তথা চ দৃশ্যতে ধর্ম্মো দীপদানে ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—যেমন মন্থন দ্বারা সর্ব্বকাষ্ঠে অগ্নি দৃষ্ট হন, সেইরূপ দীপ দান প্রভাবে ধর্ম্ম সর্ব্বত্র দৃশ্য হন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১২০ ॥

টীকা—ইদানীং মাহাত্ম্যদ্বারৈব নিত্যতামভিপ্রেতি —যথেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বকাষ্ঠেষু স্থিতোঽপি বহ্নির্যথা মথনাদেব দৃশ্যতে, প্রকটো ভবতি, তথা সর্ব্বকর্ম্মসু স্থিতোঽপি ধর্ম্মো দীপদানে সত্যেব দৃশ্যতে, নান্যথা, অত্র চ সংশয়ো নাস্তি ; অতো দীপদানং বিনা সর্ব্ব-ধর্ম্মো বিফলঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

কিঞ্চ—

নির্দ্ধনেনাপি বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা বৈ চাত্মবিক্রয়ম্ ।
কর্ত্তব্যং দীপদানন্তু যাবৎ কার্ত্তিক-পূর্ণিমা ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—আরও—হে বিপ্রেন্দ্র ! নির্দ্ধন ব্যক্তিও আত্মবিক্রয় করিয়া কার্ত্তিক পূর্ণিমা যাবৎ দীপদান কর্ত্তব্য ॥ ১২১ ॥

টীকা—আত্মবিক্রয়ং কৃত্বা বেতনাদিকং কৃত্বাপি ॥ ১২১ ॥

বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মুনে ।
যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশবসদ্মনি ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—হে মুনে! কার্ত্তিকে বিষ্ণুমন্দিরে যে মূঢ়ব্যক্তি দীপ দান না করে সে বৈষ্ণব মধ্যে স্বীকৃত নহে ॥ ১২২ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং চৈতদাবশ্যকমিত্যাহ—বৈষ্ণব ইতি ॥ ১২২ ॥

নারদীয়ে শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে—

একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানানি চৈকতঃ।
কার্ত্তিকে ন সমং প্রোক্তং দীপদো
হ্যধিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে—তোলযন্ত্রে একদিকে সর্ব্ববিধ দান, অন্য দিকে কার্ত্তিকে দীপ দান উভয়কে সমান বলা হয় নাই, দীপ প্রদাতা অধিক পুণ্যবান ॥ ১২৩ ॥

টীকা—এতৎ কর্ম্মদ্বয়ং সমং ন প্রোক্তং ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ১২৩ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

কার্ত্তিকেঽখণ্ডদীপং যো দদাতি হরিসন্নিধৌ।
দিব্যকান্তি-বিমানাগ্রে রমতে স হরেঃ পুরে ॥১২৪॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও ঐ প্রসঙ্গে—কার্ত্তিকে শ্রীহরিমন্দিরে যিনি অখণ্ড দীপ দান করেন, তিনি শ্রীহরিধামে দিব্যজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ বিমানে ক্রীড়া করেন ॥ ১২৪ ॥

টীকা—অখণ্ডদীপো রাত্রিং দিনমবিচ্ছেদেন যো জ্বলতি তম্ ॥ ১২৪ ॥

অথ তত্র পরদীপপ্রবোধন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

পিতৃপক্ষেঽন্নদানেন জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ে চ বারিণা।
কার্ত্তিকে তৎ ফলং পুংসাং পরদীপপ্রবোধনাৎ॥১২৫

অনুবাদ—কার্ত্তিকে পরদীপ প্রবোধন মাহাত্ম্য, স্কান্দে ঐ প্রসঙ্গে—পিতৃপক্ষে অন্নদান দ্বারা, গ্রীষ্মকালে জলদান দ্বারা যে ফল, কার্ত্তিকে পরদীপ উদ্দীপিত করিলে মানবগণের সেই ফল লাভ হয় ॥১২৫

টীকা—অস্তু তাবদ্দীপদানমাহাত্ম্যং, কার্ত্তিকে পরদীপপ্রবোধনেনাপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যাহ—পিতৃ-পক্ষ ইতি পঞ্চভিঃ ॥ ১২৫ ॥

বোধনাৎ পরদীপস্য বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবনাৎ।
কার্ত্তিকে ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ১২৬॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে পরদীপ উদ্দীপিত ও বৈষ্ণব-গণের সেবন দ্বারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ১২৬ ॥

দীয়মানন্তু যে দীপং বোধয়ন্তি হরের্গৃহে।
পরেণ নৃপশার্দ্দূল নিস্তীর্ণা যমযাতনা ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির গৃহে অন্যের প্রদত্ত দীপকে যাহারা উজ্জ্বল করে, হে মহারাজ! তাহারা যম-যাতনা হইতে নিস্তার লাভ করে ॥ ১২৭ ॥

টীকা—পরেণ দীয়মানম্ ॥ ১২৭ ॥

ন তদ্ভবতি বিপ্রেন্দ্র ইষ্টৈরপি মহামখৈঃ।
কার্ত্তিকে যৎ ফলং প্রোক্তং পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥১২৮

অনুবাদ—হে বিপ্রেন্দ্র! মহাযজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন করিলেও সেই ফল হয় না, কার্ত্তিকে পরদীপ প্রবোধনে যে ফল উক্ত আছে ॥ ১২৮ ॥

একাদশ্যাং পরৈর্দ্দত্তং দীপং প্রজ্বাল্য মূষিকা।
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপ সা ॥১২৯॥

অনুবাদ—মূষিকা একাদশীতে পর প্রদত্ত দীপকে উজ্জ্বল করিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সে পরাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৯ ॥

টীকা—তৎফলং সাক্ষাদ্দৃষ্টমেবাস্তীত্যাহ—একাদশ্যামিতি অয়মিতিহাসশ্চ পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ এব ॥ ১২৯ ॥

অথ শিখরদীপমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

যদা যদা ভাসয়তে দীপকঃ কলসোপরি।
তদা তদা মুনিশ্রেষ্ঠ দ্রবতে পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—অথ শিখর দীপ মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—শ্রীমন্দিরের কলসের উপরে যখন যখন দীপ উজ্জ্বল হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন তখন পাপ-রাশি দ্রবীভূত হয় ॥ ১৩০ ॥

টীকা—কলসো যঃ প্রাসাদোপরি বর্ত্ততে, তস্যোপরি ভাসয়তে, দিশঃ প্রকাশয়তি স্বার্থে বা ইন্ ভাসত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩০ ॥

যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো মহীমুদধিমেখলাম্।
হরেঃ শিখরদীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥১৩১॥

অনুবাদ—যে মানব ব্রাহ্মণগণকে সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী দান করে, তাহার ফল শ্রীহরি মন্দিরের চূড়ায় প্রদত্ত দীপ দানের এক কলার সমানও নহে ॥ ১৩১

টীকা—কলাম্ অংশং নার্হতি, তৎসদৃশমপি ফলং নাপ্নোতীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ২৩১ ॥

যো দদাতি গবাং কোটিং সবৎসাং ক্ষীরসংযুতাম্।
হরেঃ শিখরদীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥১৩২॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সবৎসা দুগ্ধবতী কোটি ধেনু দান করে, তাহার ফল শ্রীহরি মন্দিরের চূড়ায় প্রদত্ত দীপের ফলের এক কলার সমান নহে ॥ ১৩২ ॥

সর্ব্বস্বদানং কুরুতে বৈষ্ণবানাং মহামুনে।
কেশবোপরি দীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥১৩৩

অনুবাদ—হে মহামুনে! বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া যে ফল, শ্রীহরিমন্দিরের উপরে প্রদত্ত দীপদানের এক কলার সমান নহে ॥ ১৩৩ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যঃ ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ—

যঃ করোতি পরং দীপং মূল্যেনাপি মহামুনে।
শিখরোপরি মধ্যে চ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥১৩৪॥

অনুবাদ—আরও—হে মহামুনে! শ্রীহরিমন্দিরের শিখরের উপরে ও মধ্যে প্রদত্ত পরদীপ যিনি মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন, তিনি নিজ শতকুল উদ্ধার করেন ॥ ১৩৪ ॥

বিমানং জোতিষা দীপ্তং যে নিরীক্ষন্তি কার্ত্তিকে।
কেশবস্য মহাভক্ত্যা কুলে তেষাং ন নারকী ॥১৩৫॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে শ্রীকেশবদেবের আলোকদীপ্ত উচ্চতর প্রাসাদ মহাভক্তিসহ যাহারা দর্শন করেন, তাহাদের কুলে কেহ নরকবাসী হয় না ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—অস্তু তাবচ্ছিখরদীপস্য দানমাহাত্ম্যং, তদ্দর্শনাদপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যাহ—বিমানমিতি। কেশবস্য বিমানং বিমানবদাকাশগমুচ্চতরং প্রাসাদমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

দিবি দেবা নিরীক্ষন্তে বিষ্ণুদীপপ্রদং নরম্।
কদা ভবিষ্যত্যস্মাকং সঙ্গমঃ পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুদীপ প্রদানকারীকে স্বর্গে দেবগণ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন যে, কখন এই পুণ্য কর্ম্ম দীপদানকারী ভক্তসহ আমাদের মিলন হইবে ॥১৩৬

টীকা—অতএব দিবি স্থিতা নিরীক্ষন্তে। পুণ্য-কর্ম্মণা দীপদানেন নরেণ সহ ॥ ১৩৬ ॥

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকীং যাবৎ প্রাসাদোপরি দীপকম্।
যো দদাতি মুনিশ্রেষ্ঠ তস্যেন্দ্রত্বং ন দুর্লভম্ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীহরিমন্দিরের উপরে যিনি দীপদান করেন, তাহার পক্ষে ইন্দ্রপদ দুর্লভ নহে ॥ ১৩৭ ॥

অথ তত্র দীপমালামাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

দীপপঙ্ক্তেশ্চ রচনাং সবাহ্যাভ্যন্তরে হরেঃ।
বিষ্ণোর্বিমানে কুরুতে স নরঃ শঙ্খচক্রধৃক্ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মন্দিরোপরি দীপমালা মাহাত্ম্যে স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে—শ্রীহরিমন্দিরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দীপমালা যিনি রচনা করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ ॥ ১৩৮ ॥

টীকা—সবাহ্যাভ্যন্তরে বিমানস্য বহিরন্তশ্চেত্যর্থঃ। শঙ্খচক্রধৃক্ সারূপ্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

দীপপঙ্‌ক্তেশ্চ রচনাং কুরুতে কেশবালয়ে।
তস্যান্বয়ে প্রসূতানাং লক্ষাণাং নরকং ন হি ॥১৩৯॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরিমন্দিরে দীপমালা রচনা করেন, তাহার বংশে উদ্ভূত লক্ষপুরুষের নরক গমন হয় না ॥ ১৩৯ ॥

বিষ্ণোর্বিমানং দীপাঢ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরে মুনে।
দীপোদ্যতকরে মার্গে তেন প্রাপ্তং পরং পদম্ ॥১৪০॥

অনুবাদ—হে মুনে! শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের বাহির ভিতর যিনি দীপযুক্ত করেন, তাঁহার পরমধাম গমন কালে পথে দেবগণ দীপ হস্তে অপেক্ষা করিতে থাকে ॥ ১৪০ ॥

টীকা—দীপাঢ্যং যেন কৃতমিতি শেষঃ ॥ ১৪০ ॥

ভবিষ্যে চ—
যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি শোভনাং দীপমালিকাম্।
প্রবোধে চৈব দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বিশেষতঃ ॥১৪১॥
সূর্য্যাযুতপ্রকাশস্তু তেজসা ভাসয়ন্ দিশঃ।
তেজোরাশি-বিমানস্থো জগদুদ্দ্যোতয়ংস্ত্বিষা ॥ ১৪২ ॥
যাবৎ প্রদীপসংখ্যা তু ঘৃতেনাপূর্য্য বোধিতা।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—যিনি কার্ত্তিকমাসে বিশেষত উত্থান একাদশী ও দ্বাদশীতে অতি সুন্দর দীপমালিকা রচনা করেন, তিনি দশ সহস্র সূর্য্যতেজ সদৃশ জ্যোতিদ্বারা দশদিক্ আলোকিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিমানে জগৎ আলোকিত করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং যত সংখ্যা প্রদীপ ঘৃতপূর্ণ করিয়া শ্রীভগবানের জাগরণ করেন, তত সহস্রবর্ষ শ্রীবিষ্ণুলোকে বিরাজ করেন ॥ ১৪৩ ॥

টীকা—বোধিতা প্রজ্বালিতা, বোধিতানাং প্রদীপানাং যাবতী সংখ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥

অথ আকাশদীপমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে তত্রৈব—
উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪৪॥

অনুবাদ—অনন্তর আকাশদীপ মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে—যে মানব কার্ত্তিকে উচ্চ আকাশে প্রদীপ দান করেন, তিনি সর্ব্বকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৪৪ ॥

বিষ্ণুকেশবমুদ্দিশ্য দীপং দদ্যাত্তু কার্ত্তিকে।
আকাশস্থং জলস্থঞ্চ শৃণুতাস্যাপি যৎ ফলম্ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—যে মানব কার্ত্তিকে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আকাশে ও জলে দীপ দান করেন, তাহার যে ফল তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৪৫ ॥

টীকা—অস্যাপি যৎ ফলং তৎ শৃণুত, ভো বিপ্রাঃ ॥ ১৪৫ ॥

ধনং ধান্যং সমৃদ্ধিশ্চ পুত্রবানীশ্বরো গৃহে।
লোচনে চ শুভে তস্য বিদ্বানপি চ জায়তে ॥১৪৬॥

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ—এইরূপভাবে যিনি দীপ দান করেন, তিনি ধনধান্য, সমৃদ্ধিশালী, পুত্রবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হন, তাঁহার নয়নযুগল সুশোভন হয় এবং তিনি বিদ্বান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৪৬ ॥

কিঞ্চ—
বিপ্রবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকম্।
অগ্নিষ্টোমফলং তস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—আরও—কার্ত্তিকমাসে বিপ্রগৃহে যিনি দীপ দান করেন, মনীষিগণ বলেন—তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয় ॥ ১৪৭ ॥

টীকা—এবমাকাশে জলদীপদানমাহাত্ম্যং লিখিত্বা

আদি-শব্দলিখনেন গৃহীতং ব্রাহ্মণগৃহাদৌ দীপদান-মাহাত্ম্যং লিখতি—বিপ্রেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৪৭ ॥

চতুষ্পথেষু রথ্যাসু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারে গহনেষু চ।
দীপদানাদ্ধি সর্ব্বত্র মহাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—চৌরাস্তায়, রাজপথে, ব্রাহ্মণ গৃহে, বৃক্ষ-মূলে, গোষ্ঠে, মাঠে, অরণ্যেও দীপদানে সর্ব্বত্র মহাফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—রথ্যাসু—রাজমার্গেষু ॥ ১৪৮ ॥

আকাশদীপদানমন্ত্রঃ

তত্রৈব—

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে ॥
ইতি ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—আকাশ দীপ দান মন্ত্র, পদ্মপুরাণে—কার্ত্তিকে আকাশে শ্রীরাধিকার সহিত দামোদরকে প্রদীপ দান করিতেছি—অনন্তকে, বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—তুলায়াং কার্ত্তিকে ইত্যর্থঃ। লোলয়া লক্ষ্ম্যা, যদ্বা, লক্ষ্ম্যংশকত্বাভিপ্রায়েণ প্রেমবিশেষেণ বা চঞ্চলয়া, অকারপ্রশ্লেষেণ বা ধীরয়া শ্রীরাধয়া সহ সহিতায় ॥ ১৪৯ ॥

অথ দেশবিশেষে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যবিশেষঃ

পাদ্মে তত্রৈব—

যত্র কুত্রাপি দেশে যঃ কার্ত্তিকস্নানদানতঃ।
অগ্নিহোত্রসমফলঃ পূজায়াঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেশবিশেষে কার্ত্তিক মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে—যে কোনও দেশে কার্ত্তিকে স্নান ও দান বিশেষতঃ পূজাতে তাহা অগ্নিহোত্র সমফল, ॥১৫০॥

কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণো গঙ্গায়াঞ্চাপি তৎসমঃ।
ততোঽধিক পুষ্করে স্যাদ্দ্বারকায়াঞ্চ ভার্গব।
কৃষ্ণসালোক্যদো মাসঃ পূজাস্নানৈশ্চ কার্ত্তিকঃ ॥১৫১

অনুবাদ—কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণ ফল, গঙ্গায়ও তৎসম ফল, তাহা হইতে অধিক পুষ্করে, হে ভার্গব! দ্বারকায়ও অধিক। কার্ত্তিকমাস স্নান ও শ্রীভগবৎ পূজন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসালোক্য প্রদ ॥ ১৫১ ॥

টীকা—ভার্গব হে শৌনক, দ্বারকায়াঞ্চ কৃষ্ণ-সালোক্যদঃ ॥ ১৫১ ॥

অন্যাঃ পূর্য্যস্তৎসমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা।
দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্যতঃ কিল ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—হে মুনিগণ! মথুরা ব্যতীত, অন্যপুরী সকল তাহার সমান, যেহেতু মথুরা মণ্ডলেই শ্রীহরির দামোদর লীলা প্রকট হইয়াছিল ॥ ১৫২ ॥

টীকা—হে মুনয়ঃ! অন্যা অযোধ্যাদয়ঃ, তত্র মথুরায়াং কার্ত্তিকে চ ॥ ১৫২ ॥

মথুরায়াং ততশ্চোর্জে বৈকুণ্ঠপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ - অতএব কার্ত্তিকে মথুরায় শ্রীগোবিন্দের প্রীতিবর্দ্ধন, কার্ত্তিকে মথুরাতেই চরম ফল প্রাপ্তি শেষ স্বীকৃত হয় ॥ ১৫৩ ॥

টীকা—বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিঃ প্রেমা, তস্য বর্দ্ধনঃ অতিশয়েনোৎপাদকঃ। অতএব পরমাবধিঃ ফলে পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষঃ পরো নহি ॥১৫৪

অনুবাদ—যেমন মাঘে প্রয়াগতীর্থ, বৈশাখে জাহ্নবী, কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা, তাহা হইতে উৎকর্ষ অন্য নাই ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—ততঃ কার্ত্তিকে মথুরাসেবনাৎ, বিসর্গ-লোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ, তথেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

**মথুরায়াং নরৈরূর্জ্জে স্নাত্বা দামোদরোঽর্চ্চিতঃ।
কৃষ্ণরূপা হি তে জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৫৫॥**

অনুবাদ—কার্ত্তিকে মথুরাতে মানবগণ স্নান করিয়া দামোদরের পূজন করিলে তাহারা কৃষ্ণ সারূপ্যপ্রাপ্ত জানিবেন, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—নরৈর্যৈঃ, কৃষ্ণং রূপয়ন্তি পশ্যন্তীতি তথা তে, যদ্বা, কৃষ্ণবৎ পূজ্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তৎসারূপ্যং প্রাপ্তা ইতি জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

**দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকো বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ।
যত্রার্চ্চিতঃ স্বকং রূপং ভক্তেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি ॥১৫৬॥**

অনুবাদ—হে বিপ্র! এই জগতে মানবগণের পক্ষে মথুরাতে কার্ত্তিক মাস দুর্ল্লভ। যেখানে পূজিত হইয়া দামোদর নিজরূপ ভক্তগণকে প্রদান করেন ॥ ১৫৬ ॥

**ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিঞ্চ ন দদাত্যেষ যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥ ১৫৭ ॥**

অনুবাদ—শ্রীহরি অর্চ্চিত হইয়া অন্যত্র সেবিগণকে ভুক্তি মুক্তি দান করেন, এই শ্রীহরি কিন্তু ভক্তি দান করেন না, যেহেতু ইহা শ্রীহরির বশ্যকরী ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—অন্যত্র শ্রীমথুরাব্যতিরিক্তস্থানে, সেবিনামর্চ্চনাদিকারিণাং তেভ্যঃ ॥ ১৫৭ ॥

**সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরপূজনাৎ ॥ ১৫৮ ॥**

অনুবাদ—কার্ত্তিকে মথুরামণ্ডলে একবারও শ্রীদামোদরের পূজন হইতে সেই ভক্তি কিন্তু অনায়াসে মানবগণ শ্রীহরি হইতে লাভ করে ॥ ১৫৮ ॥

**মন্ত্রদ্রব্যবিহীনঞ্চ বিধিহীনঞ্চ পূজনম্।
মন্যতে কার্ত্তিকে দেবো মথুরায়াং যদর্চ্চনম্ ॥১৫৯**

—৫১

অনুবাদ—শ্রীদামোদরদেব কার্ত্তিকে মথুরামণ্ডলে মন্ত্র-দ্রব্য-বিহীন বিধিহীন পূজনও স্বীকার করেন ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—তচ্চ যথাকথঞ্চিৎ পূজনেন সিধ্যেদিত্যাহ—মন্ত্রেতি ॥ ১৫৯ ॥

**যস্য পাপস্য যুজ্যেত মরণান্তা বিনিষ্কৃতিঃ।
তচ্ছুদ্ধ্যর্থমিদং প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সুনিশ্চিতম্।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ শ্রীদামোদরপূজনম্ ॥১৬০॥**

অনুবাদ—যে পাপের মরণান্তেই বিনিষ্কৃতি হয় তাহার শুদ্ধির জন্য কার্ত্তিকমাসে মথুরা পুরীতে হরি-পূজাই সুনিশ্চয়, এই প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন— ॥ ১৬০ ॥

টীকা—ন চাত্র কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপি প্রায়শ্চিত্তান্তরাপেক্ষেত্যাহ—যস্যেতি সার্দ্ধেন ॥১৬০॥

**কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পূজনাদ্দর্শনাদ্ধ্রুবঃ।
শীঘ্রং সম্প্রাপ্তবান্ বালো দুর্ল্লভং
যোগতৎ পরৈঃ ॥ ১৬১ ॥**

অনুবাদ—বালকধ্রুব কার্ত্তিকে মথুরামণ্ডলে শ্রীদামোদরের পূজন ও ধ্যান দ্বারা যোগিগণ দুর্ল্লভ শ্রীভগবানকে শীঘ্র দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৬১ ॥

টীকা—তৎ ফলঞ্চ ন কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণকং, কিন্তু সাক্ষাদনুভবপ্রমাণকঞ্চেত্যাহ—কার্ত্তিক ইতি। বৈ প্রসিদ্ধৌ, যোগতৎপরৈঃ সনকাদিভিরপি দুর্ল্লভং শ্রীভগবদ্দর্শনং বালোঽপি শীঘ্রমেব মাসপঞ্চকেন সম্যক্ প্রকর্ষেণ আপ্তবান্ লেভে ॥ ১৬১ ॥

**সুলভা মথুরা ভূমৌ প্রত্যব্দং কার্ত্তিকস্তথা।
তথাপি সংসরন্তীহ নরা মূঢ়া ভবাম্বুধৌ ॥ ১৬২ ॥**

অনুবাদ—পৃথিবীতে মথুরা সুলভা, সেইরূপ প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাস সুলভ, তথাপি এই জগতে মূঢ় মানবগণ ভবসমুদ্রে জন্মমরণ প্রবাহে ভাসিতেছে ॥ ১৬২ ॥

কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ ॥১৬৩॥

অনুবাদ—যজ্ঞ সমূহের কি প্রয়োজন, তপস্যার কি প্রয়োজন, অন্য তীর্থ সমূহের সেবাতে কি প্রয়োজন? যদি কার্ত্তিকে মথুরামণ্ডলে শ্রীরাধিকা প্রিয় দামোদর অর্চ্চিত হন ॥ ১৬৩ ॥

টীকা—কৃপয়া তদ্বিমুখান্ শোচন্নিবাহ—সুলভেতি পঞ্চভিঃ। ভূমৌ ভারতবর্ষে, মধ্যদেশান্তর্বর্ত্তিত্বাৎ॥১৬২

টীকা—যজ্ঞাদিফলঞ্চ তেনৈব সিধ্যেদিত্যাহ—কিমিতি। রাধিকাপ্রিয়ঃ—শ্রীদামোদরঃ ॥ ১৬৩ ॥

যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি নদা নদ্যঃ সরাংসি চ।
কার্ত্তিকে নিবসন্ত্যত্র মাথুরে সর্ব্বমণ্ডলে ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—যে সকল পবিত্র তীর্থ নদ-নদী, সরোবর কার্ত্তিকমাসে এই মথুরামণ্ডলে সকলেই বাস করেন ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—কার্ত্তিকেঽন্যত্র গমনঞ্চ বিফলমেবেত্যাশয়েনাহ—যানীতি ॥ ১৬৪ ॥

কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।
সকৃৎ প্রবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্ ॥১৬৫

অনুবাদ—কার্ত্তিকে কেশবদেবের জন্মস্থানে যে মানবগণ একবার প্রবিষ্ট হয়, তাহারা পরম অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ সমস্তমথুরাসেবনং শ্রীদামোদরপূজনং বা, শ্রীভগবজ্জন্মস্থান প্রবেশমাত্রেণৈব শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিরিত্যাহ—কার্ত্তিক ইতি ॥১৬৫॥

পরোপহাসমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে হরিপূজয়া।
মথুরায়াং লভেদ্ভক্ত্যা কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া নরঃ?
ইতি ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে হরিপূজকের উপহাস উদ্দেশ্যে হরিপূজা দ্বারা দুর্ল্লভ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ভক্তিমান হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করিলে যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—তত্রাশক্তৌ চ যত্র কুত্রাপি শ্রীমথুরামধ্যে শ্রীকৃষ্ণপূজাভাসেনাপি দুর্ল্লভং লভত ইত্যাহ—পরোপেতি। অত্র চেতিহাসস্তত্রৈব খ্যাতঃ, যথা 'ধূম্রকেশনামা মহাপাতকী রাজকুমারঃ পিত্রা বিবাসিতো দস্যুবৃত্ত্যা ক্রমেণ বৃন্দাবনং গতো মথুরাপুর্য্যাং চৌর্য্যার্থং গতো বেশ্যারতস্তৎপ্রীত্যৈ বৃন্দাবনান্তর্বর্তিভগবৎপরসত্যব্রতাখ্যবিপ্রচেষ্টিতমুপহসন্ প্রভাতে রাজপুরুষৈঃ প্রাপ্য হতো ধর্ম্মরাজেন বহুসৎকৃতস্তস্মাদ্ধর্ম্মতত্ত্বং প্রকাশ্য বৈকুণ্ঠলোকং গতঃ' ইতি ॥ ১৬৬ ॥

ইত্থং কার্ত্তিককৃত্যানি ব্যক্তান্যেব স্বতোঽভবন্।
তত্র কিঞ্চিদ্বিশেষেণ তদ্বিধির্লিখ্যতেঽধুনা ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—এইভাবে কার্ত্তিকমাসের কৃত্যসমূহ স্বতই প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে কার্ত্তিক-কৃত্য-বিধি অতঃপর লিখিত হইতেছে॥১৬৭

টীকা—ইত্থং—মাহাত্ম্যাদিলিখন-প্রকারেণ। অতশ্চ পূর্ব্বলিখিতান্যন্যান্যপি কার্ত্তিককৃত্যানি জ্ঞেয়ানীতি ভাবঃ ॥ ১৬৭ ॥

অথ কার্ত্তিককৃত্যবিধিঃ

তত্রোপক্রমকালঃ

শ্রীকৃষ্ণসত্যাসংবাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে —

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥১৬৮॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিক-কৃত্য-বিধি, তন্মধ্যে আরম্ভ কাল, শ্রীকৃষ্ণ সত্যাভামা-সংবাদীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—আশ্বিনমাসের যে শুক্লা একাদশী হইবে, নিরলস ভাবে কার্ত্তিক-মাসের ব্রতসমূহ ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিবে ॥ ১৬৮ ॥

নিত্যং জাগরণায়াস্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥১৬৯

অনুবাদ—নিত্য শ্রীভগবানকে জাগরণ করাইবার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া শুচি হইয়া শ্রীভগ-

বানকে জাগাইয়া অনন্তর স্তোত্রপাঠ সহ প্রভুর নীরাজন (আরতি) করিবে ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—কার্ত্তিকে শেষযামজাগরণস্য মাহাত্ম্যবিশেষোক্তেস্তদত্র বিশেষতো লিখিতম্। এবমগ্রেহপ্যহ্যম্ উত্থানাদিকং চান্যৎ সাধারণমেবিতি দিক্ ॥ ১৬৯ ॥

নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥১৭০

অনুবাদ—বৈষ্ণববৃন্দ সহ আনন্দে বৈষ্ণবধর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিয়া গীতবাদ্যাদি সহ প্রাতঃকালে প্রভু দামোদরদেবকে আরতি করিবে ॥ ১৭০ ॥

টীকা—পুনর্নীরাজয়েদিতি মঙ্গলনীরাজনং লিখিতম্ ॥ ১৭০ ॥

নদ্যাদৌ চ ততো গত্বাচম্য সঙ্কল্পমাচরেৎ।
প্রভুং প্রার্থ্যাথ তস্মৈ চ দদ্যাদর্ঘ্যং যথাবিধি ॥১৭১॥

অনুবাদ—অনন্তর নদী আদি জলাশয়ে গিয়া আচমনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। প্রভুকে প্রার্থনা জানাইয়া পরে তাঁহাকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান করিবে ॥ ১৭১

টীকা—যথাবিধীত্যস্য পূর্ব্বত্রাপি সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গঃ, প্রাতরুত্থানাদিবিধিশ্চ পূর্ব্বমেব লিখিতোঽস্তি। অপেক্ষ্যাস্তদ্বিশেষস্তু তত্র এব জ্ঞেয়ঃ, অত্র চ মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিদ্বিশেষলিখনায় পুনস্তৎ কিঞ্চিদুল্লিখিতম্ ॥১৭১॥

তত্র সঙ্কল্পমন্ত্রঃ

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥
ইতি ॥ ১৭২ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে সঙ্কল্পমন্ত্র—হে জনার্দ্দন! হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীরাধিকাসহ আপনার প্রীতির জন্য কার্ত্তিকে আমি প্রাতঃস্নান করিব, ॥১৭২

টীকা—মা লক্ষ্মীঃ শ্রীরাধারূপা, তয়া সহিতস্য তব প্রীত্যর্থম্ ॥ ১৭২ ॥

অথ প্রার্থনামন্ত্রঃ

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু ॥
ইতি ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রার্থনা মন্ত্র—হে দেবেশ! তোমার ধ্যানসহ এই জলে স্নান করিতে উদ্যত, হে দামোদর! তোমার প্রসাদে আমার পাপ বিনাশ যাউক ॥ ১৭৩ ॥

অথ অর্ঘ্যমন্ত্রঃ

ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্রনিসূদন ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্ঘ্যমন্ত্র—ব্রতী আমি কার্ত্তিকমাসে বিধিবৎ স্নানকারী, হে দামোদর! হে দনুজেন্দ্র নিসূদন আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ১৭৪ ॥

নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥
ইতি ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—হে হরে! নিত্যনৈমিত্তিক সমগ্র পাপশোষণ কার্ত্তিকমাসে মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য রাধিকাসহ গ্রহণ কর ॥ ১৭৫ ॥

তিলৈরালিপ্য দেহং স্বং নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
স্নাত্বা স্ববিধিনা সন্ধ্যামুপাস্য গৃহমাব্রজেৎ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—নিজদেহকে তিলদ্বারা লেপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া নিজ বিধিমতে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া গৃহে আগমন করিবে ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—স্বং স্বকীয়ং দেহং, নাম শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণেত্যাদি, তদুচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭৬ ॥

উপলিপ্যাথ দেবাগ্রে নির্ম্মায় স্বস্তিকং প্রভুম্।
তুলসী-মালতী-পদ্মাগস্ত্যপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—দেবমন্দিরাগ্রে উপলেপন করিয়া স্বস্তিক মণ্ডলরচনা করিয়া প্রভুকে তুলসী মালতী পদ্ম অগস্ত্য পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন কেতকীবিল্বপত্রাদি ॥১৭৭॥

নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাম্ ।
সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চ্চয়েৎ ॥১৭৮॥

অনুবাদ—নিত্য বৈষ্ণবসঙ্গে ভগবৎকথা সেবন, অহোরাত্র ঘৃত, দীপ বা তিল তৈল দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৭৮ ॥

বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা ।
প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্তাদিকং ব্রতম্ ॥১৭৯॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে বিশেষ বিশেষ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে, সেইরূপ অষ্টোত্তর শত প্রণাম, যথাশক্তি একভক্ত্যাদি ব্রত আচরণ করিবেন ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—বিশেষতঃ অন্যমাসতঃ কিঞ্চিদাধিক্যেনোত্তমতয়া চেত্যর্থঃ। তথা বিশেষতঃ প্রণামাংশ্চাচরেৎ। যথাশক্তীত্যস্য পূর্ব্বে পরেঽপি সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। একভক্তাদিকং ব্রতমপ্যাচরেৎ। আদি-শব্দেন একান্তরোপবাসাদি ॥ ১৭৯ ॥

তথা চ পাদ্মে তত্রৈব—

প্রাতরুত্থায় শৌচাদি কৃত্বা গত্বা জলাশয়ে ।
কৃত্বা চ বিধিবৎ স্নানং ততো দামোদরার্চ্চনম্ ॥১৮০

অনুবাদ—সেইরূপ পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে—প্রাতঃকালে উত্থান শৌচাদি করিয়া পবিত্র জলাশয়ে গিয়া বিধিবৎ স্নান, অনন্তর দামোদরার্চ্চন ॥ ১৮০ ॥

টীকা—স্বলিখিতং পুরাণোক্তিভিঃ প্রমাণয়ন্ পরং কৃত্যবিধিং দর্শয়তি—প্রাতরিত্যাদিনা ভাবিনীত্যন্তেন ॥ ১৮০ ॥

কিঞ্চ—

মৌনেন ভোজনং কার্য্যং কার্ত্তিকে ব্রতধারিণা ।
ঘৃতেন দীপদানং স্যাত্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—আরও—কার্ত্তিকে ব্রতধারী মৌন অবলম্বনে ভোজন, ঘৃত দ্বারা বা তিল তৈল দ্বারা দীপ দান কর্ত্তব্য ॥ ১৮১ ॥

দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ ।
নীয়তাং কার্ত্তিকে মাসি সঙ্কল্পব্রতপালনম্ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণববৃন্দসহ কৃষ্ণকথা আলাপ দ্বারা দিন যাপন, কার্ত্তিকমাসে ব্রত সঙ্কল্প পালন ॥ ১৮২ ॥

টীকা—সঙ্কল্পস্য ব্রতস্য চ, যদ্বা, সঙ্কল্পেন যদ্‌গৃহীতং ব্রতং, তস্য পালনম্ ॥ ১৮২ ॥

আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারম্ভে হরিবাসরে ।
অথবা পৌর্ণমাসীতঃ সংক্রান্তৌ বা তুলাগমে ॥ ১৮৩

অনুবাদ—আশ্বিনে শুক্লপক্ষের হরিবাসরে আরম্ভ, অথবা পৌর্ণমাসি হইতে অথবা তুলারাশি আগমে সংক্রান্তিতে আরম্ভ ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—ব্রতগ্রহণকালমাহ—আশ্বিনে ইতি। হরিবাসরে একাদশ্যাং, তস্য বৈষ্ণবপক্ষত্বাদাদৌ নির্দ্দেশঃ। অশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া বিকল্প উক্তঃ ॥ ১৮৩ ॥

দীপদানমখণ্ডঞ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণুসন্নিধৌ ।
দেবালয়ে তুলস্যাং বা আকাশে বা তদুত্তমম্ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর নিকট অখণ্ড দীপদান, দেবালয়ে, তুলসীতে, আকাশে উত্তম দীপ দান করিবেন ॥ ১৮৪ ॥

কিঞ্চ—

রজতং কনকং দীপান্মণিমুক্তাফলাদিকম্ ।
দামোদরস্য প্রীত্যর্থং প্রদদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ ॥১৮৫

অনুবাদ—কার্ত্তিকব্রতে মানব শ্রীদামোদরের প্রীতির জন্য রৌপ্য, দীপ, স্বর্ণদীপ, মুক্তাফলাদি দান করিবেন ॥ ১৮৫ ॥

স্কান্দে চ শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্ ।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি ॥
ইতি ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী সংবাদে—হে ভাবিনি ! কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিকব্রত গৃহে করিবে না, বিশেষত তীর্থে কার্ত্তিকব্রত সর্ব্বপ্রযত্নে করিবে ॥ ১৮৬ ॥

অথ কার্ত্তিকে বর্জ্জ্যানি

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে—

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্ ।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিকব্রতে বর্জ্জনীয় দ্রব্য সকল, পদ্মপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—কার্ত্তিকমাসে রাজমাস—বরবটি ও শিমসমূহ ভক্ষণ করিলে, হে মুনিবর কল্পকাল নরকবাসী হয় ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—বিশেষেণেতি অন্যদাপি ভক্ষয়ন্ নারক্যেব, কার্ত্তিকে তু ভক্ষয়ন্ বিশেষতো যাবদাহূতনারকীত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী ॥১৮৮

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি কলমী শাক, পটোল, বেগুন, আচার না ত্যাগ করে, তাহাকে কল্পকাল নরকবাসী হইতে হয় ॥ ১৮৮ ॥

কার্ত্তিকে মাসি ধর্ম্মাত্মা মৎস্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ।
তত্রৈব যত্নতস্ত্যাজ্যং শাশকং শৌকরং তথা ॥১৮৯॥

অনুবাদ—ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিবেন না। ঐ মাসে যত্নসহ অর্থাৎ মহারোগ গ্রস্ত হইয়াও শশকমাংস ও শূকর মাংস ভোজন করিবে না ॥ ১৮৯ ॥

টীকা—তত্রৈবেতি ধর্ম্মাপেক্ষয়া মাংসঞ্চ ন ভক্ষয়েদেব, যদি বা কশ্চিন্মহারোগ-গ্রস্তস্তদভাবাদ্বা রোগী স্যাত্তদা তেনাপি যত্নতঃ শশশূকরয়োর্মাংসং বর্জ্জনীয়মেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥

কিঞ্চ—

পরান্নং পরশয্যাঞ্চ পরদারাংশ্চ পরাঙ্গনাম্ ।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো বিশেষেণ তু কার্ত্তিকে ॥১৯০

অনুবাদ—আরও—পরান্ন, পরশয্যা, পরধন, পরস্ত্রী—কার্ত্তিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবেন ॥ ১৯০ ॥

টীকা—কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ বর্জ্জয়েদিতি তৎ সঙ্কল্পাদিকমপি ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯০ ॥

তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্ ।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে তৈল মর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন ও কাংস্য পাত্রে ভোজন ত্যাগ করিলে পরিপূর্ণ ব্রতী হওয়া যায় ॥ ১৯১ ॥

সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে দৃষ্ট্বা পরান্নং যস্তু বর্জ্জয়েৎ ।
দিনে দিনে তু কৃচ্ছ্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৯২

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাস উপস্থিত হইলে পরান্ন দর্শন করিয়া যে মানব বর্জ্জন করে, প্রতিদিন কৃচ্ছ্র-ব্রতের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৯২ ॥

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে—

কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু ।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে
শুক্তসন্ধিতম্ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে—কার্ত্তিকে তৈল, মধু, কাংস্যপাত্র ও কাঞ্জিক বাসি অম্লদ্রব্য, আচার ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—শুক্তং কাঞ্জিকাদিপর্য্যুষিতাম্লদ্রব্যং সন্ধিতঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥

ন মৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।
চাণ্ডালঃ স ভবেৎ সুভ্রূ কার্ত্তিকে
মাংসভক্ষণাৎ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—হে সুভ্রূ! মৎস্য, কূর্ম্ম মাংস, ঔষ-দার্থেও অন্য মাংসও ভক্ষণ করিবে না। কার্ত্তিকে মাংস ভক্ষণে চণ্ডাল হয় ॥ ১৯৪ ॥

অথ শ্রীরাধাদামোদর-পূজাবিধিঃ

পাদ্মে তত্রৈব—

ততঃ প্রিয়তমা বিষ্ণো রাধিকা গোপিকাসু চ।
কার্ত্তিকে পূজনীয়া চ শ্রীদামোদরসন্নিধৌ ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—অথ শ্রীরাধাদামোদর-পূজাবিধি, পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকব্রতে—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, গোপিকাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কার্ত্তিকে শ্রীদামোদর নিকটে শ্রীরাধিকার পূজা করা উচিত ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—ততঃ পূর্ব্বজন্মকৃতারাধনাদ্ধেতোঃ, গোপি-কাসু মধ্যে প্রিয়তমা, তদ্বৃত্তঞ্চ তত্রৈব প্রথিতম্। যথা শ্রীগোপালদেবস্য শ্রীমূর্ত্তেঃ সৌন্দর্য্যবিশেষং বিলোক্য তেন সহ ক্রীড়িতুকামাংশেনাবতীর্য্য যোষিদ্বিশেষেণ প্রেমনৃত্যাদিনা তমারাধ্য তদীপ্সয়া তদ্যোগ্য-তদ্দিব্য-রূপা ভূত্বা তদেকভক্তশ্রীব্রাহ্মণমাদায় তেন সহ স্বয়-মেব সর্ব্বাংশৈরবতীর্য্য গোপশ্রীবৃষভানুকন্যাঽভূদিতি ॥ ১৯৫ ॥

দ্বিজং দামোদরং কৃত্বা তৎপত্নীং রাধিকাং তথা।
কার্ত্তিকে পূজনীয়ৌ তৌ
বাসোঽলঙ্কারভোজনৈঃ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—ব্রজবাসী ব্রাহ্মণকে দামোদর চিন্তা করিয়া এবং তৎপত্নীকে রাধিকা চিন্তা করিয়া কার্ত্তিকে উভয়কে বস্ত্র অলঙ্কার ও ভোজনাদি দান দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য ॥ ১৯৬ ॥

রাধিকাপ্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ।
তস্য তুষ্যতি তৎপ্রীত্যৈ শ্রীমান্ দামোদরো হরিঃ॥
ইতি ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ! কার্ত্তিকে শ্রীরাধিকার সন্তোষের জন্য যিনি শ্রীরাধিকা প্রতিমাকে পূজা করে তাহার প্রতি শ্রীমান্ দামোদর হরি তুষ্ট হন ॥ ১৯৭॥

টীকা—তস্যাঃ—শ্রীরাধিকায়াঃ, প্রীত্যৈ—সন্তো-ষার্থম্ ॥ ১৯৭ ॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥১৯৮

অনুবাদ—কার্ত্তিকে প্রতিদিন 'দামোদরাষ্টকম্' নামক স্তোত্র সত্যব্রত মুনি কথিত পাঠ' করিবে, উহা শ্রীদামোদরের অর্চ্চন স্বরূপ ও শ্রীদামোদরের আক-র্ষণকারী ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—নিত্যং পঠেৎ, দামোদরমাক্রষ্টুং বশী-কর্ত্তুং শীলমস্য, সত্যব্রতনামমুনিনা উদিতং প্রোক্তম্। যদ্বা, তস্মাৎ উদিতম্ পূর্ব্বসিদ্ধমেবাস্মাৎ প্রকটতাং গতমিত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

অথ শ্রীদামোদরাষ্টকম্

তত্রৈব—

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপম্
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানম্
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীদামোদরাষ্টক, পদ্মপুরাণে —দাস্য ভক্তিযোগে আদিতে নমস্কার করিতেছেন—নমামি, তাহাও সর্ব্বকর্ম্মের প্রথমে মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য শিক্ষাদানের জন্য। ঈশ্বর—সর্ব্বশক্তিমান্ জগদেক-নাথ নিজ আরাধ্য প্রভুকে প্রণাম করিয়া স্তুতি করি-বার শক্তি প্রার্থনা, তিনি পরমবন্দনীয়, নিজ দাস্য-ভক্তি বিশেষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক, সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, কর্ণে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়, গোকুল নামক মহাযোগ-পীঠে দেদীপ্যমান। বাল্যলীলাবেশে যশোদা মাতার ভয়ে নিজেকে অপরাধী জ্ঞানে উদূখলের উপর হইতে লম্ফদিয়া ধাবমান, যশোদামাতা ততোধিক ধাবিত হইয়া পিছন হইতে ধৃত গোপালকে নমস্কার করি ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—শ্রীরাধাসহিতং নত্বা শ্রীদামোদরমীশ্বরম্। দামোদরাষ্টকব্যাখ্যা দিগেষা দর্শ্যতেঽধুনা ॥ তত্রাগ্রে কিমপি প্রার্থয়িতুমাদৌ তস্য তত্ত্বরূপলীলাগুণাদি-বিশেষেণোৎকর্ষ-বিশেষং গোকুল-প্রকটিত-নিজ-ভগবত্তাসার সর্ব্বস্বভূতং বর্ণয়ন্ ভক্ত্যাদৌ নমস্করোতি—নমামীতি। তচ্চ মঙ্গলার্থং সর্ব্বকর্ম্মসু প্রাগেব দাস্য-বিশেষেণ বিধানাদাদৌ নির্দ্দিষ্টম্। কম্? ঈশ্বরং সর্ব্বশক্তি মন্তং জগদেকনাথং নিজপ্রভুং বা। তত্রাদ্যঃ পক্ষঃ স্তত্যাদিশক্ত্যর্থঃ, দ্বিতীয়ঃ পরমবন্দ্যতার্থঃ, অন্ত্যশ্চ ভক্তিবিশেষেণেতি দিক্। কথম্ভুতম্? সচ্চিদানন্দরূপং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহমিত্যর্থঃ; ইতি তত্ত্ববিশেষেণোৎ-কর্ষ্যবিশেষ উক্তঃ। সৌন্দর্য্যবিশেষেণোৎকর্ষ্যবিশেষ-মাহ—লসন্তী শ্রীযশোদাভিয়া ধাবমানাৎ সততবাল্য-ক্রীড়াবিশেষপরত্বাদ্বা নিরন্তরং লোলতয়া গণ্ডয়োঃ ক্রীড়ন্তী কুণ্ডলে যস্য তম্; ইতি শ্রীমুখশোভাবিশেষ উক্তঃ; যদ্বা, শ্রীগণ্ডচুম্বনমহাসৌভাগ্যতঃ কুণ্ডলয়োঃ সর্ব্বভূষণেষু মুখ্যত্বাত্তাভ্যাং তানি সর্ব্বাণ্যেবোপ-লক্ষ্যন্তে; ততশ্চ লসন্তী শোভমানে কুণ্ডলে যস্মাৎ তং ভূষণভূষণাঙ্গমিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীগোপী-ভির্দশমস্কন্ধে (২৯।৪০) —'ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্' ইতি, উদ্ধবেন চ তৃতীয়স্কন্ধে (২।১২)—'বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্' ইতি। পরিবারবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ—গোকুলে গোপ-গোপী-গোবৎসাদি-নিবাসে ভ্রাজমানং, যোগ্যস্থান-বিশেষে পূর্ব্বতোঽপ্যুৎকর্ষবিশেষপ্রকটনেন গোকুলস্য স্বাভাবিকশোভাবিশেষেণ বা শোভমানম্; তচ্চ শ্রীদশমস্কন্ধাদৌ (৩২।১৪)—'চকাস গোপী-পরিষদ্-গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধৎ' ইত্যাদি-নোক্তম্। লীলাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ—যশো-দেতি সার্দ্ধেন। যশোদায়া মাতুঃ সকাশাৎ ভিয়া দধিভাণ্ডভেদনাদ্যপরাধকৃতভীত্যা উদূখলাৎ শিক্-স্থিতনবনীতচৌর্য্যার্থমুদ্বর্ত্ত্য তলে সমারূঢ়াদুদূখলতঃ ধাবমানং ত্বরয়াপসরন্তম্। অত্র চ বিশেষাপেক্ষ-ৈর্দশমস্কন্ধনবমাধ্যায়োক্তম্ (৮-৯)—'উদূখলাঙ্ঘ্রে-রুপরি ব্যবস্থিতং, মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্। হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং, নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুত-মাগমচ্ছনৈঃ ॥ তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর,-স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ। গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং, ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥' ইত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্। ততশ্চ অত্যন্ততোদ্রুত্য বেগেন ধাবিত্বা, সমাসৈকপদ্যেন যবাদেশঃ, গোপ্যা শ্রীযশো-দয়া পরা আমৃষ্টং পৃষ্ঠতো ধৃতম্; অত্র চ অত্যন্ততো দ্রুত্যেত্যনেন শ্রীযশোদায়া অপি স্তননিতম্ব-গৌরবাদি-সৌন্দর্য্যবিশেষঃ স্নেহবিশেষশ্চ সূচিতঃ। গোপ্যেতি প্রেমোক্তিপরিপ্যাট্যা গোপজাতীমামেব তাদৃশং মহা-সৌভাগ্যমিতি ধ্বনিতম্। পরামৃষ্টমিত্যনেন তস্যাং ভগবতঃ স্নেহবিশেষো ধ্বনিত ইতি দিক্। অত্র চ (শ্রীভাঃ ১০।৯।১০)—'অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-চ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা। জবেন বিস্রংসিত-কেশবন্ধন-চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ' ইত্যর্থোঽনু-সন্ধেয়ঃ ॥ ১৯৯ ॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তম্
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবদামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—রোদনরত করপদ্মযুগল দ্বারা পুনঃ পুনঃ নেত্রদ্বয় মার্জ্জনকারী সভয় নয়ন, ত্রিরেখাঙ্কিত কম্বুকণ্ঠ পুনঃ পুনঃ শ্বাস গ্রহণে কম্পিত, মাতৃঅগ্রেই অবস্থিত ভক্তিবদ্ধ দামোদরকে নমস্কার করি ॥২০০॥

টীকা—তদনন্তরলীলাবিশেষং বদন্ (শ্রীভাঃ ১০।৯।১১)—'কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী, কর্ষন্ত-মঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা। উদ্বীক্ষমানা ভয়বিহ্বলেক্ষণং, হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥' ইত্যর্থমাহ—রুদন্ত-মিতি। মাতৃহস্তে যষ্টিং দৃষ্টাতয়া তাড়নমাশঙ্ক্য ভীতত্বাদি-প্রদর্শনেন তৎপরিহরণায় ক্রন্দন্তম্, অতএব করাম্ভোজযুগ্মেন নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং যুগপন্মার্জয়ন্তং, এতচ্চ বাল্যলীলাবিশেষস্বভাবতঃ; যদ্বা, ভয়াবেশেন সদ্যোঽনুগচ্ছতোঽশ্রুণো নিষ্কাসনার্থং, যদ্বা, অশ্রু-ধারাপসারণার্থমিতি দিক্। যতঃ সাতঙ্কে শশঙ্কে নেত্রে অপি, কিং পুনর্মনো যস্য তম্। যদ্বা, সভয়-নিরীক্ষণ-নেত্রযুগমিত্যর্থঃ। ততশ্চ তাড়নপরিহারার্থ-মিদমপি লীলান্তরমূহ্যম্। কিঞ্চ, মুহুঃ শ্বাসেন রোদনাবেশকৃতেন কম্পৎ কম্পমানং, ত্রিরেখাঙ্কে কম্বু-

বদ্রেখাত্রয় চিহ্নে কণ্ঠে স্থিতং গ্রৈবং গ্রৈবেয়কং সর্ব্বং গ্রীবাভূষণং মুক্তাহারাদি যস্য, দাম উদরে যস্য; অনেন চ (শ্রীভাঃ ১০।৯।১৪)—'গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' ইত্যুক্তম্। দামোদরে উলূখলে চোভয়তো বন্ধনমুক্তং, তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ ভক্তবশ্যতাবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ—ভক্ত্যৈব মাতুঃ স্ববিষয়কয়া তস্য বা মাতৃবিষয়কয়া বদ্ধং স্বীকৃত-বন্ধনং, ন তু পাশবর্গবলাৎ, সর্ব্বতঃ সমুচ্চিতৈরপ্যনন্তৈঃ পাশৈর্ন্যূনদ্ব্যঙ্গুলাপূরণাৎ। তচ্চোক্তং (শ্রীভাঃ ১০।৯।১৫-১৭)—'তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ। দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেহন্যচ্চ গোপিকা॥ যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে। তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্। এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি' ইত্যাদি। যদ্বা, দামোদরত্বে হেতুঃ—ভক্ত্যৈব বদ্ধং বশীকৃতং, তথাপি স এবার্থঃ পর্য্যবস্যতি। কিঞ্চ,—(শ্রীভাঃ ১০।৯।১৮-২১) স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে। এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা। স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ॥' ইত্যেষামর্থঃ, তথা (শ্রীভাঃ ১০।১০।২৫) —'দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা॥' ইত্যাদেরর্থোঽপি শ্রীনারদভক্ত্যপেক্ষয়া যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনাদি তত্তল্লীলারূপোহনেন সূচিতঃ॥ ২০০॥

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বম্
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ২০১॥

অনুবাদ—এই দামোদর লীলা দ্বারা এবং ঈদৃশ পরমমনোহারী অন্য নিজ শৈশবলীলাসমূহ দ্বারা পরমানন্দ রসকুণ্ডে নিজ গোকুল ও গোকুলবাসীগণকে নিমজ্জিত করাইয়া তদীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞ ভক্তবৃন্দ মধ্যে প্রেমভক্তি বশীভূততা প্রচারণকারী দামোদরকে পুনঃ প্রেম ভরে শত শতবার বন্দনা করি॥ ২০১॥

টীকা—গুণবিশেষেণোৎকর্ষবিশেষমাহ—ইতীতি। এবং ভক্তবশতয়া, যদ্বা, ইত্যনয়া দামোদরলীলয়া ঈদৃশীভিশ্চ দামোদর-লীলা-সদৃশীভিঃ পরমমনোহরাভিঃ শৈশবীতিঃ স্বস্য স্বাভির্বা অসাধারণীভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ। 'গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ॥ বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্। বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহম্॥" (শ্রীভাঃ ১০।১১।৭-৮) ইত্যাদ্যুক্তাভিঃ স্বঘোষং নিজগোকুলবাসিপ্রাণিজাতং সর্ব্বমেব আনন্দকুণ্ডে আনন্দরসময়গভীরজলাশয়বিশেষে নিতরাং মজ্জন্তং মজ্জয়ন্তম্, এতদেবোক্তম্—'স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্' ইতি। যদ্বা, ঘোষঃ কীর্তির্মাহাত্ম্যোৎকীর্ত্তনং বা, স্বস্য স্বানাং বা গোপগোপ্যাদীনাং ঘোষো যথা স্যাত্তথা স্বয়মেবানন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং পরমসুখবিশেষমনুভবন্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তাভিরেব তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানপরেষু ভক্তৈর্জিতত্বম্ আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্ আখ্যাপয়ন্তম্; ভক্তিপরাণামেব বশ্যোঽহং, ন তু জ্ঞানপরাণামিতি প্রথয়ন্তম্, অনেন চ 'দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্' (শ্রীভাঃ ১০।১১।৯) ইত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। তস্যার্থঃ—তং ভগবন্তং বিদন্তীতি তথা তেষাং তজ্জ্ঞানপরাণামিত্যর্থঃ। তান্ প্রতি দর্শয়ন্নিতি, যদ্বা, তদীয়ানাং ভাগবতানাং প্রভাবাভিজ্ঞেষ্বেব, ন চান্যেষ্বাখ্যাপয়ন্তং, বৈষ্ণবমাহাত্ম্যবিশেষানভিজ্ঞেষু কেবলজ্ঞানপরেষু ভক্তৈর্বিশেষতস্তন্মাহাত্ম্যস্য চ পরমগোপ্যত্বেন প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। এবঞ্চ 'তদ্বিদাম্' ইতি ভৃত্যবশ্যতাবিদামিত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ। অতঃ প্রেমতঃ ভক্তিবিশেষেণ শতাবৃত্তি যথা স্যাত্তথা শতশতবারান্ তমীশ্বরং পুনর্বন্দে। অতো ভক্তানামবশ্যকৃত্যং ভক্তিপ্রকারবিশেষরূপং বন্দনমেব মম প্রার্থ্যং, ন ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদীতি ভাবঃ॥ ২০১॥

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিম্ বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।

ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ? ২০২ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ মোক্ষ বর বা মোক্ষাবধি অন্য বর বরদেশ্বর আপনা হইতে এই বৃন্দাবনে আমি চাহি না, হে নাথ ! এই যে তোমার বালগোপাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত থাকুক, অন্য বরে কি প্রয়োজন ॥ ২০২ ॥

টীকা - এবমুৎকর্ষবিশেষবর্ণনেন স্তুত্বা প্রার্থয়তে—বরমিতি দ্বাভ্যাম্। দেব, হে পরমদ্যোতমান! হে মধুরক্রীড়াবিশেষপরেতি বা, বরেশাৎ সকলবরপ্রদানসমর্থাৎ অপি ত্বত্তঃ মোক্ষং চতুর্থপুরুষার্থং মোক্ষস্যামধিং বা পরমকাষ্ঠারূপং ঘনসুখবিশেষাত্মকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্, অন্যঞ্চ শ্রবণাদিভক্তিপ্রকারমহং বরং প্রার্থ্যং, যদ্বা, অন্যৈর্বরণীয়মপি, যদ্বা, বরতয়া ইহ বৃন্দাবনে ন বৃণে। ইহেত্যস্য পরেণাপি সম্বন্ধঃ, অত্র চ মোক্ষাদিত্রয়স্য যথোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। তত্র মোক্ষাদ্বৈকুণ্ঠলোকস্য শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। বৈকুণ্ঠলোকাচ্ছ্রবণাদিপ্রকারস্য চ শ্রৈষ্ঠ্যং, 'কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু ন স্তাৎ' (শ্রীভাঃ ৩।১৫।৪৯) ইত্যাদিবচনতঃ শ্রবণাদিসিদ্ধ্যা নরকাদিষ্বপি যত্র তত্র সর্ব্বত্রৈব বৈকুণ্ঠবাসসিদ্ধেরিতি দিক্। তর্হি কিং বৃণুষে ? তদাহ—হে নাথ! ইহ বৃন্দাবনে ইদং বর্ণিতং গোপালবালরূপং তে বপুঃ সদা মে মনসি আবিরাস্তাম্; অন্তর্য্যামিত্বাদিনা স্থিতমপি সাক্ষাদিব সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদিপ্রকাশনেন প্রকটং ভূয়াৎ। ননু মোক্ষাদয়োঽপি পরমোপাদেয়াস্তানপি বৃণু, তত্রাহ—কিমন্যৈরিতি; অন্যৈর্মোদিভির্মম প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ, তস্য সর্ব্বানন্দকদম্বাত্মকত্বাত্তৎসিদ্ধ্যৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। তথা তদলাভে নিজেপ্সিতাসিদ্ধ্যা বিশেষতশ্চ তুচ্ছলাভেন শোকবিশেষোৎপাদনাদন্যৈরপি কিমিতি ভাবঃ। যদ্বা, ননু মোক্ষাদয়ো ন ব্রিয়ন্তাং নাম, পরমাপেক্ষ্যাণি মদীয়-শ্রীচতুর্ভুজাদি-মূর্ত্তিদর্শন-সম্ভাষণাদীনি ব্রিয়তাং, তত্রাহ—কিমন্যৈরিতি। চিত্তে ত্বদেতচ্ছ্রীমদ্বপুঃ সদা স্ফুর্ত্তাবেব মমাত্যন্তপ্রীতির্নান্যত্রেতি ভাবঃ। অন্তর্দর্শনমাহাত্ম্যঞ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে তপোলোকে শ্রীপিপ্পলায়নেন বিবৃত্যোক্তমস্তি। এবং তস্য প্রার্থনাপি স্তুতাবেব পর্য্যবস্যতি, তস্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন প্রার্থনাৎ, এবমগ্রেঽপি ॥ ২০২ ॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ২০৩ ॥

অনুবাদ—এই যে তোমার শ্রীমুখকমল অনির্ব্বচনীয় নীল অলকা স্নিগ্ধ ও রক্ত বর্ণ চূর্ণ কুন্তল সমূহ দ্বারা আবৃত এবং গোপী যশোদামাতা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত পক্‌বিম্বফল সদৃশ রক্তবর্ণ অধর আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত থাকুক, অন্য লক্ষ লক্ষ লাভ সমূহের প্রয়োজন নাই ॥ ২০৩ ॥

টীকা—তত্র চ তব শ্রীমুখং পরমমনোহরং বিশেষেণ দিদৃক্ষে, ইত্যাহ—ইদমিতি। কদাচিচ্ছ্যানেঽনুভূয়মানমনির্ব্বচনীয়-সৌন্দর্য্যাদিকং, তদেব নির্দিশতি—মুখমেবাম্ভোজং প্রফুল্লকমলাকরত্ব-নিখিলসন্তাপহারিত্ব-পরমানন্দরসবত্ত্বাদিনা, তন্মে মনসি মুহুরাবিরাস্তাম্। কথম্ভূতম্ ? অত্যন্তনীলৈঃ পরমশ্যামলৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ রক্তৈশ্চ কুন্তলৈঃ কেশৈরলকৈর্বা বৃতং কমলং ভ্রমরৈরিবোপরি বেষ্টিতম্; গোপ্যা শ্রীযশোদয়া শ্রীরাধয়া বা চুম্বিতং, মুহুরিত্যস্যাত্রাপি সম্বন্ধঃ, যদ্বা, পাঠক্রমাদত্রৈব সম্বন্ধঃ; ততশ্চ তয়া মহাধন্যয়া মুহুশ্চুম্বিতমপি মম মনসি সকৃদপ্যাবিরাস্তামিত্যর্থঃ। যদ্বা, সদেতি পূর্ব্বগতস্যাত্রাপ্যর্থবলাদন্বয় এব স্যাৎ। বিম্ববদ্রক্তৌ অধরৌ যস্মিন্ তৎ, ততশ্চ লক্ষলাভৈরন্যৈর্লক্ষসংখ্যৈর্লাভৈরপি প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। নিখিলার্থমেবৈতৎ ॥ ২০৩ ॥

———

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! আপনাকে প্রণাম, হে দামোদর ! হে অনন্ত ! হে বিষ্ণো ! প্রসন্ন হও, হে প্রভো ! অদর্শন জনিত দুঃখ-জালারূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত আমাকে দর্শন দান ও কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত বৃষ্টি দ্বারা অতিদীন খিন্ন আমাতে অনুগ্রহ প্রকাশ কর, হে ঈশ ! অজ্ঞ আমার নয়ন গোচর হও ॥ ২০৪ ॥

টীকা—এবং স্তুতিপ্রভাবাৎ সদ্যঃ সমুদিতেন প্রেমবিশেষেণ সাক্ষাদ্দিদৃক্ষমাণস্তত্র চৈকং নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব পরমসাধনং মন্যমানস্তথৈব সকাতর্য্যং প্রার্থয়তে—নম ইতি। তুভ্যমিত্যধ্যাহার্য্যমেব, তচ্চ ভয়গৌরবাদিনা প্রেমবৈকল্যেন বা সাক্ষান্ন প্রযুক্তম্। হে প্রভো, হে মদীশ্বর! প্রসীদ। প্রসাদমেবাহ—দুঃখং সাংসারিকং তদ্দর্শনজং বা, তস্য জালং পরম্পরা, তদেবাব্ধিঃ আনন্ত্যাদিনা তস্মিন্মগ্নং মাং, অতএব অতিদীনং পরমার্ত্তং, যদ্বা, তত্র সৎসহায়-সাধনাদিহীনত্বাৎ পরমাকিঞ্চনং, যদ্বা, মুমূর্ষুং জীবন্মৃতং বা, তত্র চাজ্ঞং তৎ প্রতিকারদানভিজ্ঞং, কৃপয়া দৃষ্টিনিরীক্ষণং, তস্যা বৃষ্ট্যা পরম্পরয়া, কৃপাদৃষ্টিরূপামৃতবৃষ্ট্যা বা অনুগৃহাণ, সমুদ্ধৃত্য জীবয়েত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অক্ষিদৃশ্যো মল্লোচনগোচর এধি ভব। এবং প্রার্থনাক্রমেণ প্রার্থনং কৃতং, প্রার্থস্য পরমদৌর্লভ্যেন, সহসা প্রাগেব নির্দ্দেশানর্হত্বাৎ। অন্তর্দ্দর্শনাৎ সাক্ষাদ্দর্শনমাহাত্ম্যঞ্চ শ্রীভগবৎপার্ষদৈঃ সন্যায়মুক্তং, শ্রীভাগবত-মৃতোত্তর-খণ্ডতো বিশেষতো জ্ঞেয়ম্। তত্র দেব হি দিব্যরূপেতি দিদৃক্ষায়াং হেতুঃ, দামোদরেতি ভক্তবাৎসল্য-বিশেষেণাক্ষিদর্শনযোগ্যতায়াম্; অতো নান্তো যস্মা-দিত্যনন্তেতি কৃপাদৃষ্টানুগ্রহেণ। প্রভো! হে অচিন্ত্যানন্তাদ্ভুত-মহাশক্তিযুক্তেতি ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য-স্যাপ্যক্ষিদৃশ্যতাসম্ভাবনায়াম্; ঈশ! হে-পরম-স্বতন্ত্রেতি অযোগ্যং প্রতি তাদৃশানুগ্রহকরণে কস্যচিদ-প্যনপেক্ষতায়াং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, বিষ্ণো! হে সর্ব্ব-ব্যাপক! যদ্বা, হে শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জকুহরাদি-প্রবেশ-শীল, ইতি চাক্ষিদৃশ্যতার্থং দূরাগমনশ্রমাদিকং নাস্তীতি। অথবা হে অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন! বিষ্ণো সর্ব্বব্যাপিন্! তথাপি হে দামোদরেত্যেবং পরমবাৎ-সল্যবিশেষেণ তবাকৃতং কিমপি নাস্তীতি ধ্বনিতম্। অন্যৎ সমানমিত্যেষা দক্ ॥ ২০৪ ॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্ব-
ত্ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥২০৫॥

অনুবাদ—আমি মাতা কর্ত্তৃক দামবন্ধনযুক্ত উলূ-খলে বদ্ধ অবস্থাতেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপী কুবের পুত্র দ্বয়কে শ্রীনারদ শাপ হইতে মুক্তিদান ও ভক্তিভাজন করিয়াছেন, সেইরূপ নিজ প্রেমভক্তি আমাকে দান কর, হে দামোদর! এই শ্রীবৃন্দাবনে আমার আর মোক্ষে আগ্রহ নাই ॥ ২০৫ ॥

টীকা—ইত্থং প্রেমবিশেষেণ পরমোৎকণ্ঠয়া সহ সাক্ষাদ্দর্শনং প্রার্থ্য তত এব সদ্যোজাতপ্রেমভক্তি-বিশেষেণ তস্য পরমদৌর্লভ্যং মন্যমানস্তত্র চ পরমো-পায়ভূতাং প্রেমভক্তিমভিজ্ঞায়, যদ্বা, সকৃদ্দর্শনে মনোঽতৃপ্তিং বিরহদুঃখোত্তরতাঞ্চাশঙ্ক্য সদা তদ্বশী-করণায় প্রেমভক্তিমেবৈকমুপায়মভিজ্ঞায়; অত্র চ পরমাপরাধিনো মম কথং সা সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য শ্রীভগবদ্বাৎসল্যমহিম্না চাসম্ভাব্যমপি সর্ব্বমেব সম্ভ-বেদিতি নিশ্চিত্য মোক্ষত্যাগেন প্রেমভক্তিমেব প্রার্থয়তে—কুবেরেতি। বদ্ধয়া গোপ্যা পাশৈরুদূখলে শৃঙ্খলিতয়া মূর্ত্ত্যা শ্রীবিগ্রহেণৈবেতি তয়োর্মধ্যে স্বয়ং প্রবেশাৎ পরমসুন্দরলীলাদি-বিশিষ্টস্য ভগবতঃ সাক্ষাদ্দর্শনস্পর্শনাদিকং সূচিতম্। মোচিতৌ শ্রীনারদ-শাপাৎ সংসারাচ্চ, ন কেবলং তাবদেব, পরমভক্তিশ্চ তাভ্যাং দত্তেত্যাহ ভক্তিং ভজতঃ পরমসাধ্যত্বেনা-শ্রয়তঃ, ন কথঞ্চিদপি ত্যজত ইতি তথা তৌ। এবঞ্চ প্রেমভক্তিরেব দত্তেত্যভিপ্রেতম্। তথা চ শ্রীভগবদ্ব-চনম্ (শ্রীভাঃ ১০।১০।৪২)—সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভব ইতি। অস্যার্থঃ—বাং যুবয়োরীপ্সিতোঽপেক্ষিতঃ পরমো ভাবঃ প্রেমা ময়ি সম্যগ্‌জাত এব, ন ভবঃ পুনর্জন্ম সংসারদুঃখং বা যস্মাৎ স ইতি। হে দামোদর তথা তদ্বৎ স্বকাং ত্বচ্চরণারবিন্দৈকাশ্রয়াম্ এতদ্রূপৈকবিষয়াং বা মে মহ্যং প্রকর্ষেণ যচ্ছ দেহি। ননু কিমত্রাগ্রহেণ? কুবেরাত্মজবন্মোক্ষোঽপি গৃহ্যতাম্, অন্যথা জন্ম-মরণাদি-সংসারাপত্তেঃ। তত্রাহ—নেতি। ইহ অস্যাং প্রেমভক্তাবেব মম গ্রহ আগ্রহোঽস্তি, ন চ মোক্ষে গ্রহোঽস্তি। অয়মর্থঃ—প্রেমভক্ত্যা সংসার-ধ্বংসো ভবতি চেত্তর্হি ভবতু নাম, ন স্যাচ্চেত্তর্হি মাঽস্তু নাম, তত্র মমাপেক্ষা নাস্তীতি। অত্র গূঢ়োঽয়ং ভাবঃ—চিন্তামণৌ করস্থে সর্ব্বমেব স্বয়ং সেৎস্যতি, কিন্তদেকমাত্র-তুচ্ছ-দ্রব্যগ্রহণেনেতি। যদ্বা, 'হে দামো-

দর স্বকাং প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছ' ইত্যেবং পাশবদ্ধোদর-ভগবদ্বিষয়কপ্রেমভক্তিপ্রার্থনয়া নিত্যমুদরে পাশ-বন্ধনাগ্রহমাশঙ্ক্যাহ—মোক্ষে পাশবন্ধনাত্তব মোচনে মমাগ্রহো নাস্তি কিম্ ? কাক্বা অস্ত্যেবেত্যর্থঃ। কিন্তু ইহ অস্মিন্নেব রূপে সকাম-সাধারণানাং প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছেতি। যদ্বা ইহ বৃন্দাবনে প্রেমভক্তিং প্রযচ্ছে-ত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ তত্রৈব তস্যাঃ সুখবিশেষাবির্ভাব-কত্বাৎ প্রাদুর্ভাববিশেষাচ্চ, তথা তস্য সাক্ষাদ্দর্শন-বিশেষাকারত্বাচ্চ, তথা তত্রৈব তদ্বিহারিশ্রীভগবদ্দি-দৃক্ষাবিশেষাচ্চ, তত্র সদা নিবাসোঽপি প্রার্থিতঃ ইত্যাহ্যম্ ; অন্যচ্চ পূর্ব্ববদেব ॥ ২০৫ ॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত দীপ্তির আশ্রয় বন্ধন রজ্জুকে প্রণাম থাকুক, অনন্তর নিখিল বিশ্বের আশ্রয় তোমার উদরকে প্রণাম থাকুক, তদীয় প্রেয়সীবরা শ্রীরাধিকাকে প্রণাম। অনন্ত লীলাময় তদুপরি রাসাদি ক্রীড়াশীল তোমাকে প্রণাম ॥ ২০৬॥

টীকা—এবং স্তুতিং সমাপয়ন্ স্বপ্রার্থিতসিদ্ধয়ে ভক্তিবিশেষেণ বা তদীয়াসাধারণ-পরিকরাবয়ব-পরিবারাদীনপি প্রত্যেকং পৃথক্ প্রণমতি—নমস্তেঽস্ত্বিতি। তে তব দাম্নে উদর-বন্ধনমহাপাশায় নমোঽস্তু ; কথম্ভূতায় ? স্ফুরন্ত্যা দীপ্তেস্তেজসো ধাম্নে আশ্রয়ায়, এবং তস্যাপি ব্রহ্মঘনরূপতাভিপ্রেতা। অথানন্তরং ত্বদীয়ায় উদরায় নমোঽস্তু, পাশবন্ধেন তেনৈব সৌন্দর্য্যাদের্বাৎসল্যলীলাদেশ্চ বিশেষতঃ প্রকাশনাৎ ; কথম্ভূতায় ?—বিশ্বস্য চরাচর-প্রপঞ্চ-জাতস্য ধাম্নে আধারায়, তত এব চতুর্দ্দশভুবনাত্মক কমলোৎপত্তেঃ, তত্রৈব চ মাতরং প্রতি বারদ্বয়ং বিশ্বরূপপ্রদর্শনাদিতি দিক্। এবমুদরবন্ধনেন বিশ্ব-স্যাপি বন্ধনাপত্তেঃ শ্রীযশোদয়া বিশ্বমপি বশীকৃতমিতি ধ্বনিতম্ ; তথা ঈশস্য বন্ধনাসম্ভবেঽপি বন্ধন-স্বীকারেণ ভক্তবাৎসল্য-বিশেষস্তথা বন্ধনেন প্রপঞ্চা-সঙ্কোচাবস্থিত্যাদিসমাবেশস্য তর্কাগোচরত্বাদৈশ্বর্য্য-বিশেষশ্চ ধ্বনিত ইতি দিক্। দামনমস্কারানন্তমুদর-নমস্কারেশ্চোদরোপরিদাম্নো বর্ত্তমানত্বাৎ, যথোত্তর-মুৎকর্ষবিবক্ষয়া বা ; ইদানীং তদীয় প্রিয়তমজন-কৃপয়ৈব বাঞ্ছাতীতমপি সর্ব্বমেব সুসিধ্যেদিতীশয়েন ভগবতীং শ্রীরাধাং প্রণমতি—নম ইতি। তয়া চ সর্ব্বা এব গোপিকা উপলক্ষ্যন্তে কিংবা তাসু মুখ্যত-মাত্র সেবৈকোক্তা। রাধিকেতি সর্ব্বদৈব শ্রীভগবদা-রাধনবিশেষাদন্বর্থসংজ্ঞা, অতএব ত্বদীয়প্রিয়েতি। যদ্বা, রাধিকেতি রূঢ়িসংজ্ঞা। ততশ্চারাধনাদ্যন-পেক্ষয়া সা নিত্যপ্রিয়ৈবেতি। তত্র চ তদীয়া অপি সর্ব্বে জনাঃ প্রিয়াস্তৎপ্রীত্যা যস্যাঃ, কিমুত বক্তব্যং ত্বমিতি। এবং তস্যাস্তস্মিন্ প্রেমবিশেষঃ সূচিতঃ। তস্যৈ নমঃ, যদ্বা, তৎপ্রিয়ায়ৈ ইতি ততশ্চ যস্য তং প্রিয়োঽসি, সোঽপি জগদ্বন্দ্যঃ স্যাৎ। এষা চ তবৈব প্রিয়া, অতস্তস্যৈ নমোঽস্তু। ততশ্চ তয়া সহ রাস-ক্রীড়াদিকং পরমস্তুতিত্বেনান্তে বর্ণয়িতুমিচ্ছন্ তচ্চ পরম-গোপ্যত্বেনানভিব্যঞ্জয়ন্ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ইতিন্যায়েন কিঞ্চিদেব সঙ্কেতেনোদ্দিশন্ প্রণমতি—দেবায় লোকোত্তরায়েতি, লীলানামপি লোকোত্তরতা-ভিপ্রেতা। যদ্বা, শ্রীরাধিকয়া সহ নিরন্তরক্রীড়া-পরায়, অতএবানন্তলীলায় তুভ্যং নম ইতি। এবং গোকুলবিষয়িকা সর্ব্বাপি লীলোদ্দিষ্টা, তস্যৈ চ নম ইতি ভাব ইত্যেষা দিক্।

শ্রীরাধাপ্রাণনাথায় শ্রীমদ্দামোদরায় তে।
সর্ব্বং চৈতন্যদেবায় গুরবেঽর্পিতমেব মে ॥২০৬॥

অথ তত্র কৃষ্ণাষ্টমীকৃত্যম্

পাদ্মে তত্রৈব—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্ ॥২০৭॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্ত্তিকে কৃষ্ণাষ্টমী কৃত্য, পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—পরম রমণীয় হরিদাসবর্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিতটে শ্রীহরির প্রিয় রাধাকুণ্ড বিরা-জিত আছেন। কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রে ঐ রাধাকুণ্ডের প্রকাশ, সেই কুণ্ডে

স্নান করিয়া মানব শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত হয়, হে বিপ্রগণ! রাধাকুণ্ডে স্নানই শ্রীহরির তুষ্টির প্রকৃষ্ট কারণ ॥ ২০৭ ॥

টীকা—তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়তমো ভবেৎ। হি যতঃ তত্র তত্র স্নানং তস্য হরেঃ প্রতোষণং, প্রকর্ষেণ তোষয়তীত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সর্ব্বগোপীগণ মধ্যে রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা ॥ ২০৮ ॥

টীকা—তত্র হেতুমাহ—যথেতি। ন চ সাধারণপ্রিয়েত্যাহ—সর্ব্বাসু গোপীষ্বপি মধ্যে ॥ ২০৮ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীরাধিকোপাখ্যানান্তে—

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যাঃ প্রতুষ্যতা।
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকা উপাখ্যানান্তে—শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য ও শ্রীরাধিকার তুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দান করিয়াছেন, অন্যকে অন্যত্র, শ্রীরাধা বৃন্দাবনের অধীশ্বরী ॥২০৯॥

টীকা—তস্যাঃ তস্যৈ শ্রীরাধায়ৈ। অন্যত্র বৃন্দাবনেতরস্থানে সা দেবী লক্ষ্ম্যাদিরূপা. বৃন্দাবনাখ্যে চ বনে রাধৈব স্বয়ং স্বনামাদিনৈব প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ ॥২০৯॥

তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকাষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দ্দনঃ।
সুবোধন্যাং যথা প্রীতস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকমাসের বহুলাষ্টমীতে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজা কর্ত্তব্য। উত্থান একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রীত হন, সেইরূপ প্রীত হন এই অষ্টমী স্নানে ॥ ২১০ ॥

টীকা—সুবোধন্যাম্ উত্থানৈকাদশ্যাং, এতচ্চাগ্রে তৎপ্রসঙ্গে ব্যক্তং ভাবি ॥ ২১০ ॥

অথ কৃষ্ণত্রয়োদশীকৃত্যম্

পাদ্মে চ তত্রৈব—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।
যমদীপং বহির্দদ্যাদপমৃত্যুর্বিনশ্যতি ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কৃষ্ণ ত্রয়োদশী কৃত্য, পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে—কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে প্রদোষে অপমৃত্যু বারণের জন্য গৃহের বাহিরে যম দীপ প্রদান করিবে ॥ ২১১ ॥

টীকা—নিশামুখে—প্রদোষে ॥ ২১১ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি ॥ ২১২॥

অনুবাদ—অনন্তর দীপদান মন্ত্র—ত্রয়োদশীতে দীপদান প্রভাবে পাশ, দণ্ড ও শ্যামলা সহ সূর্য্যপুত্র কাল প্রীত হউন ॥ ২১২ ॥

অথ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্যম্

তত্রৈব—

চতুর্দ্দশ্যাং ধর্ম্মরাজ-পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
স্নানমাবশ্যকং কার্য্যং নরৈর্নরকভীরুভিঃ ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কৃষ্ণচতুর্দ্দশীকৃত্য, পদ্মপুরাণেই—কার্ত্তিকে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে প্রযত্ন সহকারে যমরাজ-পূজা কর্ত্তব্য, নরক ভয়ে ভীত মানবগণ কর্ত্তৃক স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২১৩ ॥

অরুণোদয়তোঽন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ।
তস্যাব্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২১৪॥

অনুবাদ—যে মানব অরুণোদয় কাল ব্যতীত অন্য সময় রিক্তা চতুর্দ্দশীতে স্নান করে, তাহার বাৎসরিকজাত ধর্ম্ম বিনাশ পায়ই ইহাতে সংশয় নাই ॥২১৪

টীকা—চতুর্দ্দশ্যাং স্নানং চারুণোদয়ে সত্যেব কার্য্যং, নিত্যত্বাদিত্যাহ—অরুণেতি ॥ ২১৪ ॥

স্কান্দে চ তত্রৈব—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে ॥
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও কার্ত্তিক প্রসঙ্গে—কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতে চন্দ্রোদয় কালে নরকভয়ে ভীত মানবগণ কর্ত্তৃক স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২১৫ ॥

কিঞ্চ পাদ্মে তত্রৈব—

ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ ।
জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ ॥ ২১৬॥

অনুবাদ—আরও পদ্মপুরাণে—অনন্তর ধর্ম্মরাজের নামসমূহ দ্বারা তর্পণ কর্ত্তব্য, জীবৎ পিতা যম ও ভীষ্ম তর্পণ করিবেন না ॥ ২১৬ ॥

টীকা—চতুর্দ্দশীকৃত্যমন্যদপি লিখতি—ততশ্চেতি; ষড়্‌ভির্নামভিঃ 'যমায় ধর্ম্মরাজায়' ইত্যাদিনোক্তৈঃ ॥ ২১৬ ॥

যজ্ঞোপবীতিনা কার্য্যং প্রাচীনাবীতিনা তথা ।
দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ যমস্যাস্তি দ্বিরূপতা ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—সমতর্পণ যজ্ঞোপবীতী ও প্রাচীনাবীতী উভয় ভাবেই কর্ত্তব্য, যেহেতু যমরাজের দুইটি রূপ আছে দেবরূপ ও পিতৃরূপ ॥ ২১৭ ॥

টীকা—দ্বিরূপতা—দেবরূপতা পিতৃরূপতা চ ॥২১৭॥

নক্তং যমচতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যাচ্ছিবসন্নিধৌ ।
ন তৎ ক্রতুশতেনাপি প্রাপ্যতে পুণ্যমীদৃশম্ ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—যমচতুর্দ্দশীতে শিবালয়ে যিনি নক্ত ভোজন করিবেন, ঈদৃশ পুণ্য যজ্ঞশত দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ২১৮ ॥

টীকা—নক্তং—নক্তং ভোজনব্রতম্ ॥ ২১৮ ॥

কুমারী বটুকান্ পূজ্য তথা শৈবতপোধনান্ ।
রাজসূয়ফলং তেন প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—কুমারী, ব্রহ্মচারীগণকে ও শৈব তপস্বীগণকে পূজা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২১৯ ॥

টীকা—পূজ্য—পূজয়িত্বা ॥ ২১৯ ॥

কার্ত্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ।
তস্যাং ভূতেশমভ্যর্চ্চ গচ্ছেচ্ছিবপুরং নরঃ ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকে মঙ্গলবারে চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, তাহাতে ভূতনাথ শিবকে পূজা করিয়া মানব শিবপুরে গমন করে ॥ ২২০ ॥

কিঞ্চ—

অমাবস্যা-চতুর্দ্দশ্যোঃ প্রদোষে দীপদানতঃ ।
যমমার্গান্ধকারেভ্যো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—আরও—অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীর প্রদোষে দীপ দান ফলে কার্ত্তিকে মানব নরক পথের অন্ধকার হইতে মুক্ত হয় ॥ ২২১ ॥

অথামাবস্যাকৃত্যম্

পাদ্মে তত্রৈব—

দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্ ।
প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ যথাক্রমম্ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অমাবস্যা কৃত্য, পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—কার্ত্তিক অমাবস্যাতে দিবা ভাগে বালক ও আতুর জন ব্যতীত অন্যে ভোজন করিবে না। প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিবে যথাক্রমে ॥ ২২২॥

টীকা—তত্র—অমাবাস্যায়াম্ ॥ ২২২ ॥

কিঞ্চ—

প্রদোষসময়ে বিপ্রাঃ কর্ত্তব্যা দীপমালিকাঃ ।
দীপদানাত্ততঃ পশ্চাল্লক্ষ্মীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—আরও—হে বিপ্রগণ! প্রদোষে দীপ-

মালিকা কর্ত্তব্যা, দীপদানের পর নিদ্রিতা লক্ষ্মী-দেবীকে জাগরিত করিবে ॥ ২২৩ ॥

টীকা—হে বিপ্রাঃ ॥ ২২৩ ॥

অথ মন্ত্রঃ

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপজ্যোতিঃস্থিতে
নমঃ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—এবিষয়ে মন্ত্র—তুমি জ্যোতিঃ, শ্রীরবি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সুবর্ণ জাত দ্রব্য, তারকা, সকল জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি। দীপ জ্যোতিতে স্থিত তোমাকে নমস্কার ॥ ২২৪ ॥

টীকা—বিদ্যুচ্চ সৌবর্ণঞ্চ সুবর্ণজাতং তারকাশ্চ ॥২২৪

মন্ত্রেণানেন কমলাং দীপহস্তাঃ স্ত্রিয়ো দ্বিজাঃ।
দেবীং প্রবোধয়েয়ুশ্চ ততঃ কুর্য্যুশ্চ
ভোজনম্ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ! দীপহস্তে নারীবৃন্দ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কমলাদেবীকে জাগরণ করাইয়া তৎপরে ভোজন করিবে ॥ ২২৫ ॥

প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং ভোজয়িত্বা ভুনক্তি যঃ।
পুমান্ সম্বৎসরং যাবল্লক্ষ্মীস্তং নৈব মুঞ্চতি ॥ ২২৬॥

অনুবাদ—যে মানব প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীদেবীকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে, সংবৎসর যাবৎ লক্ষ্মীদেবী তাহাকে ত্যাগ করেন না ॥ ২২৬ ॥

অথামাবস্যানির্ণয়ঃ

যথা নির্ণয়ামৃতে—

উপবাসাদিষ্বমাবাস্যা প্রতিপদ্যুতা গ্রাহ্যা ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অমাবস্যা নির্ণয়—নির্ণয়ামৃতে—উপবাসাদি কার্য্যে প্রতিপদ্ যুক্তা অমাবস্যা গ্রহণ করা উচিত ॥ ২২৭ ॥

তদুক্তম্—

অমাবাস্যা তৃতীয়া চ তা উপাস্যাঃ পরান্বিতাঃ ॥
ইতি ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—তাহাই বলা হইয়াছে—অমাবস্যা ও তৃতীয়া পর তিথিসহ মিলিত হইলেই উপবাস করিবে ॥ ২২৮ ॥

অথ চতুর্দ্দশীবিদ্ধা-নিষেধঃ

নিগমে—

ভূতবিদ্ধা ত্বমাবাস্যা নিষ্ফলং স্যাত্রয়স্ত্রিদম্ ॥
ইতি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চতুর্দ্দশী বিদ্ধা নিষেধ, নিগমে—চতুর্দ্দশী বিদ্ধা অমাবস্যা নিষ্ফল হয়, ইহা ত্রিসত্য ॥ ২২৯ ॥

ক্বচিৎ স্কান্দেঽপি—

ভূতবিদ্ধা ত্বমাবাস্যা ন গ্রাহ্যা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥
ইতি ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও—চতুর্দ্দশী বিদ্ধা অমাবস্যা মুনিশ্রেষ্ঠগণের গ্রাহ্য নহে ॥ ২৩০ ॥

অথ শুক্লপ্রতিপৎ

স্কান্দে—

প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য দ্যূতঞ্চৈব সমাচরেৎ।
ভূষণীয়াস্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহবাহনাঃ ॥ ২৩১॥

অনুবাদ—অনন্তর শুক্ল-প্রতিপৎ, স্কন্দপুরাণে—কার্ত্তিক শুক্লা-প্রতিপদে প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন-পূজা কর্ত্তব্য, দ্যূতক্রীড়া করিবে, গাভীগণকে ভূষিত করিবে, গাভী ও দোহনপাত্র বাহনাদিরও পূজা করিবে ॥২৩১

টীকা—দোহো দোহনপাত্রাদি, বাহনঞ্চ শকটাদি, তৎসহিতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ন বিদ্যতে দোহো দোহনং বাহনং চ যাসাং তাঃ, তস্মিন্ দিনে গাবো ন দোহ্যাঃ, বৃষাশ্চ ন বাহ্যা ইত্যর্থঃ। পাঠান্তরেঽপি তথৈবার্থঃ ॥ ২৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।
শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণদাসগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিকমাসে শুক্লা-প্রতিপদে প্রাতঃকালে বৈষ্ণববৃন্দ কর্ত্তৃক গিরিরাজ অর্চ্চনীয় ॥ ২৩২ ॥

টীকা—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা চ শুক্লপ্রতিপৎপ্রভাতে বৈষ্ণবৈরবশ্যং কার্য্যেতি লিখতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। 'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২১।১৮) ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ২৩২ ॥

———

প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ ॥
ইতি কুচিৎ পাঠঃ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পূজা কর্ত্তব্য এবং রাত্রিতে জাগরণ করিবে। এইরূপ পাঠ কোথাও দৃষ্ট হয় ॥ ২৩৩ ॥

তস্মাত্তদিদং কর্ম্ম গোবর্দ্ধনপ্রাধান্যেন গোপ্রাধান্যেন চ খ্যাতমপ্যেবং জ্ঞেয়ম্।

অতএব এই পূজানুষ্ঠান গোবর্দ্ধন প্রাধান্য শ্রীমথুরামণ্ডলে ও গোপ্রাধান্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ হইলেও এইরূপ অন্যত্র জানিবে।

———

অথ তত্র দিননির্ণয়ঃ

যদাহ দেবলঃ—

প্রতিপদ্দর্শসংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
পরবিদ্ধাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোবর্দ্ধন পূজার দিন নির্ণয়, দেবল মুনি বলিয়াছেন—প্রতিপদ সংযুক্ত অমাবস্যাতে গোক্রীড়া স্বীকৃত। যে মানব দ্বিতীয়া বিদ্ধা প্রতিপদে করেন, তাহার পুত্র পরিবার ও ধনক্ষয় হয় ॥ ২৩৪ ॥

———

নির্ণয়ামৃতধৃতং পুরাণান্তরবচনম্—

যা কুহূঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েন্নৃপ।
পূজামাত্রেণ বর্দ্ধন্তে প্রজা গাবো মহীপতিঃ ॥ ২৩৫॥

অনুবাদ—নির্ণয়ামৃত ধৃত অন্য পুরাণবচন—হে রাজন্! যে অমাবস্যা প্রতিপদ যুক্তা ঐ দিনে গো-পূজন করিবে। ঐ দিন পূজা দ্বারাই প্রজা, গাভী ও রাজ্যসম্পদ বৃদ্ধি লাভ করে ॥ ২৩৫ ॥

———

ততঃ 'প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য' ইতি পূর্ব্বাহ্ন তাৎপর্য্যকম্, দ্বিতীয়াসময়ে তু সর্ব্বথা নিষিদ্ধম্ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—অতএব 'প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পূজনীয়' অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্য বুঝাইতেছে। দ্বিতীয়া সময়ে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ ॥ ২৩৬ ॥

———

তদ্‌যথা—

নন্দায়া দর্শনে রক্ষা বলিদানং দশাসু চ।
ভদ্রায়াং গোকুলক্রীড়া দেশনাশায় জায়তে ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—তাহা এই—প্রতিপদে রক্ষাবন্ধন, দশমীতে বলিদান, দ্বিতীয়াতে গো-ক্রীড়া—এই সকল কার্য্য দেশনাশের নিমিত্ত হয় ॥ ২৩৭ ॥

———

পুরাণসমুচ্চয়ে তু সম্ভাবিতচন্দ্রোদয়-দ্বিতীয়াসংযোগ এব নিষিধ্যতে—

গবাং ক্রীড়া দিনে যত্র রাত্রৌ দৃশ্যেত চন্দ্রমাঃ।
সোমো রাজা পশূন্ হন্তি সুরভীপূজকাংস্তথা ॥২৩৮॥

অনুবাদ—পুরাণসমুচ্চয়ে কিন্তু যে প্রতিপদে চন্দ্রোদয় সম্ভাবনা থাকে ঐরূপ দ্বিতীয়া সংযোগই নিষিধ হইয়াছে—যে দিনে গো-ক্রীড়া ঐ রাত্রিতে যদি চন্দ্রমা উদয় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সোমরাজ পশুগণকে হত্যা করে এবং গো-পূজকগণকেও হত্যা করেন ॥ ২৩৮ ॥

———

অথ তদুদয়সম্ভাবনঞ্চ

নির্ণয়ামৃতে নির্ণীতম্—

প্রতিপদ্যাপরাহ্নি কত্রিমুহূর্ত্তব্যাপিন্যাং
দ্বিতীয়ায়াং চন্দ্রদর্শনং সম্ভাব্যতে ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চন্দ্রোদয় সম্ভাবন, নির্ণয়ামৃতে

নির্ণীত আছে—প্রতিপদ দিনে অপরাহ্নে ত্রিমুহূর্ত্ত ব্যাপিনী দ্বিতীয়াতে চন্দ্র দর্শন সম্ভাবনা ॥ ২৩৯ ॥

তদুক্তমগ্ন্যাধানবিষয়ে বৃদ্ধশাতাতপেন—

দ্বিতীয়া ত্রিমুহূর্ত্তা চেৎ প্রতিপদ্যাপরাহ্নিকী।
অগ্ন্যাধানঞ্চতুর্দ্দশ্যাং পরতঃ সোমদর্শনাৎ ॥
ইতি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—তাহাই বলিয়াছেন বৃদ্ধ শাতাতপ অগ্নি আধান বিষয়ে—প্রতিপদে অপরাহ্ন কালে দ্বিতীয়া ৬ দণ্ড ব্যাপিয়া থাকিলে পরে রাত্রিতে চন্দ্র দর্শন হেতু চতুর্দ্দশীতে অগ্ন্যাধান করিতে হয় ॥ ২৪০ ॥

অথ অপরাহ্ননির্ণয়ঃ

অপরাহ্নশ্চ পঞ্চধা বিভক্তস্যাহ্নশ্চতুর্থো ভাগঃ।
ততশ্চ যত্র প্রতিপদি ষণ্মুহূর্ত্তব্যাপিনী দ্বিতীয়া,
তত্র চন্দ্রদর্শনসম্ভাবনম্ ॥ ইতি ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অপরাহ্ন নির্ণয়—দিবসকে ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়া ৪র্থ ভাগকে অপরাহ্ন বলে। অতএব যে প্রতিপদ দিবসে অপরাহ্ন ছয় মুহূর্ত্ত ব্যাপিনী দ্বিতীয়া, সেই দিন চন্দ্রদর্শন সম্ভাবনা ॥ ২৪১

অন্যদা তু পূর্ব্বৈব প্রতিপত্তত্র গৃহীতা ॥ ২৪২ ॥

অনুবাদ—অন্যদিন কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিপদ সে স্থলে গৃহীত হয় ॥ ২৪২ ॥

তথৈব পুরাণসমুচ্চয়ে—

বর্দ্ধমানতিথৌ নন্দা যদা সার্দ্ধত্রিযামিকা।
দ্বিতীয়াবৃদ্ধিগামিত্বাদুত্তরা তত্র চোচ্যতে ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—সেইরূপই পুরাণ সমুচ্চয়ে—বৃদ্ধিগামী তিথিতে প্রতিপদ যখন সার্দ্ধ তিন প্রহর থাকিলে এবং দ্বিতীয়া বৃদ্ধিগামিনী হইলে প্রতিপদই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৪৩ ॥

কিঞ্চ—

যদা পূর্ণ-প্রতিপৎ পরত্র নিষ্ক্রামতি
তদাপ্যন্তরৈব কার্য্যা ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—আরও—যখন ৬০ দণ্ড পূর্ণ প্রতিপদ পরদিনে বৃদ্ধি হয়, সেস্থলেও পূর্ব্বদিনেই অন্নকূট শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও গো-পূজা কর্ত্তব্য ॥ ২৪৪ ॥

যথোক্তং ভবিষ্যোত্তরে—

যথা দ্বাদশভির্মাসৈর্মাসো বৃদ্ধো মলিম্লুচঃ।
তথৈবাহোরাত্রবৃদ্ধা তিথিঃ প্রোক্তা মলিম্লুচা ॥২৪৫॥
যথা মলিম্লুচঃ পূর্ব্বমাসো দৈবস্তথাপরঃ।
ত্যাজ্যা তিথিস্তথা পূর্ব্বা গ্রাহ্য চৈব তথোত্তরা ॥
ইতি ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যেমন দ্বাদশ মাস সহ প্রতিবর্ষে ১১ দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ২য় বর্ষ ৮ মাস পরে একটি মলমাস বা অধিকমাস হয়, সেইরূপ তিথি অহোরাত্র হইয়া পরদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহাকে মলতিথি বলা হয়। যেমন মলমাসের পূর্ব্বমাস দৈব এবং পরমাস ত্যাজ্য, সেইরূপ তিথি পূর্ব্ব দিন গ্রহণীয় পরদিন ত্যাজ্য শ্রীএকাদশী ব্যতীত ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

নির্ণয়ামৃতমতম্—

কিন্তু ব্যঞ্জুলীন্যায়েন পূর্ব্বৈব মন্তুং শক্যতে।
তদ্বদত্রাপি দেবলাদি-বচনপ্রামাণ্যমস্তীতি ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—নির্ণয়ামৃত মতে—কিন্তু ব্যঞ্জুলীন্যায় বলে অর্থাৎ ব্যঞ্জুলী দ্বাদশীতে যেমন তিথির পূর্ব্বাংশ ও পরাংশ বাদ দিয়া মধ্যে অহোরাত্র ব্রতে গ্রহণীয়, সেইরূপ এই স্থলেও প্রতিপদের পূর্ব্বাংশ ও পরাংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক মধ্যে অহোরাত্র গ্রহণীয়। সিদ্ধান্তে দেবলাদি ঋষির বচন প্রামাণ্য আছে ॥ ২৪৭ ॥

অথ গোবর্দ্ধনপূজাবিধিঃ

পাদ্মে তত্রৈব—

মথুরায়াস্তথান্যত্র কৃত্বা গোবর্দ্ধনং গিরিম্।
গোময়েন মহাস্থূলং তত্র পূজ্যো গিরির্যথা ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগোবর্দ্ধন পূজাবিধি, পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—মথুরামণ্ডলে এবং অন্যত্রও গোবর্দ্ধনগিরি রচনা করিয়া তাহাতে পূজা কর্ত্তব্য, গোবর্দ্ধন গিরিতে যেমন পূজা হয় ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—মথুরায়াঃ অন্যত্র মথুরামণ্ডলব্যতিরিক্ত-দেশে, যথা যথাবৎ ॥ ২৪৮ ॥

মথুরায়াং তথা সাক্ষাৎ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্ ।
বৈষ্ণবং ধাম সংপ্রাপ্য মোদতে হরিসন্নিধৌ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—মথুরামণ্ডলে সেইরূপ সাক্ষাৎ গিরি-পূজা এবং প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির নিকট সুখে বাস করে ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—সাক্ষাৎ পূজয়িত্বেতি শেষঃ ॥ ২৪৯ ॥

অথ পূজামন্ত্রঃ

গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুল-ত্রাণকারক ।
বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছ্রায় গবাং কোটি-প্রদো ভব ॥
ইতি ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পূজামন্ত্র—হে গোবর্দ্ধন ! তুমি পৃথিবীর ধারক, গোকুলের পরিত্রাণকারী শ্রীকৃষ্ণ ভুজ চালিত হইয়া ছত্রাকারে উত্থাপিত কোটি গাভী প্রদ হও ॥ ২৫০ ॥

অথ গোপূজামন্ত্রঃ

স্কান্দে তত্রৈব—

লক্ষ্মীর্যা লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা ।
ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে যমপাশং ব্যপোহতু ॥ ২৫১ ॥

অনুবাদ—অথ গোপূজামন্ত্র, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—যে লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রাদি লোকপালগণের ধেনুরূপে অবস্থিতা এবং যজ্ঞের জন্য ঘৃত দান করিতেছেন, সেই তিনি যমপাশকে মোচন করুন ॥ ২৫১ ॥

অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ ।
গাবো মে পার্শ্বতঃ সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥
ইতি ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—আমার অগ্রে গাভীগণ থাকুন, গাভীগণ আমার পশ্চাতে থাকুন, গাভীগণ আমার উভয় পার্শ্বে থাকুন, গাভীগণ মধ্যে আমি বাস করিব ॥ ২৫২ ॥

অথ গোক্রীড়া

তত্রৈব—

ক্রোধাপয়েদ্ধাবয়েচ্চ গোমহিষ্যাদিকং ততঃ ।
বৃষান্ কর্ষাপয়েদ্গোপৈরুক্তিপ্রত্যুক্তিবাদনাৎ ॥২৫৩॥

অনুবাদ—অনন্তর গো-ক্রীড়া, ঐ পুরাণে—অনন্তর গো-মহিষাদিকে ক্রোধান্বিত করিয়া ধাবিত করিবে, বৃষগণকে গোপগণের প্রত্যুক্তি ও বাদ্যবাদন দ্বারা যুদ্ধ করাইবে ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—ক্রোধাপয়েদিত্যার্ষং, ক্রোধং কারয়েদিত্যর্থঃ। গোপৈঃ কৃত্বা কর্ষাপয়েৎ আকর্ষয়েৎ ॥২৫৩

পাদ্মে চ তত্রৈব—

মহিষ্যাদেস্তথা ভূষা ক্রীড়নং রাবণস্তথা ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও ঐ প্রসঙ্গে—মহিষ আদির ঐরূপ-ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া ক্রীড়া ও গর্জ্জন করাইবে ॥ ২৫৪ ॥

টীকা—ক্রীড়নম্—আকর্ষাদিক্রীড়াং কারয়েদিত্যর্থঃ। রাবণং রবং কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৫৪ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

এবং গোবর্দ্ধনো গাশ্চ পূজনীয়া বিধানতঃ ।
গোবর্দ্ধনমখো রম্যঃ কৃষ্ণসন্তোষকারকঃ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উহার মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণেই—শাস্ত্রবিধিমত গোবর্দ্ধন ও গাভীগণের পূজা কর্ত্তব্য। মনোরম গোবর্দ্ধন যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ কারক ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—গা গাবঃ ॥ ২৫৫ ॥

অথ শ্রীবলিদৈত্যরাজপূজা

লিখিত্বা শ্রীবলিং পট্টে বিন্ধ্যাবল্যান্বিতং মুদা।
প্রদোষে তৎপ্রতিপদো ভগবদ্ভক্তমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবলিদৈত্যরাজ-পূজা—আনন্দ সহকারে বিন্ধ্যাবলীসহ শ্রীবলিমহারাজকে চিত্রপটে লিখিয়া ঐ প্রতিপদ দিনের প্রদোষে ভগবদ্ভক্তকে অর্চ্চন করিবে ॥ ২৫৬ ॥

টীকা—তস্যা গোবর্দ্ধনাদ্রিপূজাসম্বন্ধিন্যাঃ শুক্লায়াঃ প্রতিপত্তিথেঃ প্রদোষে, যতো ভগবতো ভক্তম্ ॥২৫৬॥

টীকা—আসিতম্—আসীনম্ ॥ ২৫৭ ॥

তথা চ স্কান্দে—
বলিমালিখ্য দৈত্যেন্দ্রং বর্ণকৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ।
সর্ব্বাভরণসম্পূর্ণং বিন্ধ্যাবল্যা সহাসিতম্ ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ স্কন্দপুরাণেও—পঞ্চরঙ্গে দৈত্যরাজ বলিকে চিত্রপটে লিখিয়া তৎসঙ্গে উপবিষ্টা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা বিন্ধ্যাবলীকেও লিখিবে ॥ ২৫৭॥

কুষ্মাণ্ড-ময়-জম্ভোরু-মুরদানবসংবৃতম্।
সম্পূর্ণহৃষ্টবদনং কিরীটোৎকটকুণ্ডলম্।
দ্বিভুজং দৈত্যরাজানং কারয়িত্বার্চ্চয়েন্নৃপ ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! বলিরাজের পরিকর কুষ্মাণ্ড, ময়দানব, জম্ভোরুমুর দানব প্রভৃতিকেও লিখিবে। সম্পূর্ণ প্রফুল্লমুখ মুকুট উত্তম কুণ্ডল শোভিত দ্বিভুজ দৈত্যরাজকে চিত্রিত করিয়া পূজা করিবে ॥ ২৫৮ ॥

টীকা—নৃপ ইত্যনেন এতচ্চ রাজকৃত্যমিতি বোধিতম্। স্বয়মিতি পাঠে চ সর্ব্বো জনঃ স্বয়মেব, ন ত্বন্যহস্তেনার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৫৮ ॥

অথ তৎপূজাপ্রকরণম্

পাদ্মে তত্রৈব—
যথার্পিতং দেহমনেন বিষ্ণবে
ভীতেন মিথ্যাবচসো মহাত্মনা।
দৈত্যেন তেনাথ কঠোরচেষ্টয়া
বদ্ধো বলির্বামনমূর্ত্তিনা বত ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—অথ বলিরাজ পূজা প্রকরণ, পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—মহাত্মা দৈত্যরাজ বলি মিথ্যাবাক্যের ভয়ে ভীত হইয়া ইনি শ্রীবামনদেবকে যে ভাবে দেহ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীবামনদেবও কঠোর ভাব প্রকাশ করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছেন ॥ ২৫৯ ॥

বধ্বানীতোঽথ পাতালং বিমনাঃ খিন্নমানসঃ।
নাভ্যসূয়দ্ধরিং দৈত্যস্ত্যক্তাহংমমতে সুধীঃ।
তদোবাচ হরিঃ প্রীতস্তস্মৈ দৈত্যায় ভাগকৃৎ ॥ ২৬০

অনুবাদ—অনন্তর বন্ধন করিয়া পাতালে আনিবার কালে সুধী দৈত্যরাজ বিমনা ও খেদযুক্তচিত্ত হইয়াও শ্রীহরিকে দোষ প্রদান করেন নাই, কারণ দেহে ও দেহিক বস্তুতে অহং মমতা ভাবশূন্য ছিলেন। তখন শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন দৈত্যরাজ বলি যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৬০ ॥

অশ্রোত্রিয়ে দত্তমমন্ত্রকং হুতং
জপ্তং তথা ব্যগ্রধিয়া জনেন যৎ।
তথোর্জ্জশুক্লপ্রতিপদ্দিনে ন তু
ত্বামর্চ্চয়েত্তৎসুকৃতং তবাস্তু ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—আরও বলিয়াছিলেন—যে সকল ব্যক্তি অবেদজ্ঞকে দান করে, মন্ত্রহীন হোম করে, ব্যগ্রচিত্তে জপ করে, আর কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ্দিনে তোমাকে অর্চ্চন করে না তাহাদের সুকৃতপুণ্য তোমার প্রাপ্য হউক ॥ ২৬১ ॥

টীকা—যস্ত্বাং নার্চ্চয়েত্তস্য যাবৎ সুকৃতং, তৎ সর্ব্বং তবাস্তু ॥ ২৬১ ॥

ইতি তস্মৈ বরো দত্তো হরিণা দিতিজায় চ।
ততোঽবশ্যং প্রপূজ্যোঽসৌ বলিরাজদিনে মুদা।
কৃষ্ণসান্নিধ্যতশ্চাপি পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ—এইভাবে শ্রীহরি দৈত্যরাজ বলিকে বর প্রদান করায় ঐ দিনে অবশ্য বলিরাজ সানন্দে পূজনীয়, আর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সান্নিধ্য লাভ করায়ও যত্নসহ বলিরাজ পূজনীয় ॥ ২৬২ ॥

টীকা—এবং শ্রীভগবদাজ্ঞয়াবশ্যং পূজ্য এব, কৃষ্ণসমীপবর্তিত্বাচ্চাবশ্যং ভক্ত্যা পূজ্য ইত্যাহ—কৃষ্ণেতি ॥ ২৬২ ॥

অথ বলিপূজাবিধিঃ

স্কান্দে তত্রৈব—

গৃহস্য মধ্যে শালায়াং বিশালায়াং ততোঽর্চ্চয়েৎ ।
ভ্রাতৃমাতৃজনৈঃ সার্দ্ধং সন্তুষ্টো বন্ধুভিস্তথা ॥ ২৬৩ ॥
কমলৈঃ কুমুদৈঃ পুষ্পৈঃ কহ্লারৈ রক্তকোৎপলৈঃ ।
গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈরক্ষতৈগু ড়পূপকৈঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলিরাজ পূজাবিধি, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—গৃহমধ্যে বিস্তৃত স্থানে ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ সহ মিলিত হইয়া পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার, রক্তপদ্ম সহ, গন্ধপুষ্পাদি নৈবেদ্যসমূহ দ্বারা, অক্ষত ও গুড়পিষ্টকাদি দ্বারা সন্তুষ্ট চিত্তে বলি মহারাজের অর্চ্চন করিবে ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

টীকা—শালায়াং আয়তনবিশেষে, যদ্বা, শালায়াং গৃহে, তত্র গৃহমধ্য এবেত্যর্থঃ। সন্তুষ্টঃ—হর্ষযুক্তঃ সন্ ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—কহ্লারৈঃ—সৌগন্ধিকৈঃ ॥ ২৬৪ ॥

অথ তত্র পূজামন্ত্রঃ

বলিরাজং নমস্তুভ্যং বিরোচনসুত প্রভো ।
ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ পূজামন্ত্র—হে বলি মহারাজ! আপনাকে নমস্কার, হে বিরোচন পুত্র! হে প্রভো! হে ভবিষ্যমন্বন্তরে দেবরাজ! হে দেবশত্রু! এই পূজা গ্রহণ করুন ॥ ২৬৫ ॥

দীপোৎসবৈর্জনিতসর্ব্বজন-প্রমোদৈঃ
কুর্ব্বন্তি যে সুমতয়ো বলিরাজপূজাম্ ।
দানোপভোগসুখবৃদ্ধিশতাকুলানাং
নূনং প্রয়াতি সকলং প্রমুদৈব বর্ষম্ ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—যে সকল সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি দীপাবলি উৎসবে জাত সর্ব্বজন মিলিত আনন্দের সহিত বলি-মহারাজের পূজা করেন, বহুজন মিলিত দান উপভোগ সুখসমৃদ্ধি নিশ্চয়ই তাহাদের পূর্ণানন্দে সারা বৎসর অতিবাহিত হয় ॥ ২৬৬ ॥

অথ যমদ্বিতীয়াকৃত্যম্

স্কান্দে পাদ্মে চ—

ঊর্জ্জে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে যমমর্চ্চয়েৎ ।
স্নানং কৃত্বা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি ॥২৬৭॥

অনুবাদ—অনন্তর যম দ্বিতীয়াকৃত্য, স্কন্দপুরাণে ও পদ্মপুরাণে—কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্নে যমরাজের পূজা করিবে এবং যমুনাতে স্নান করিলে যমলোক দর্শন হয় না ॥ ২৬৭ ॥

টীকা—ভানুজায়াং—শ্রীযমুনায়াম্ ॥ ২৬৭ ॥

কিঞ্চ—

তস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো বুধৈঃ ।
স্নেহেন ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—আরও—হে বিপ্র! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ দিন নিজ গৃহে ভোজন করিবে না, স্নেহযুক্ত হইয়া পুষ্টি বর্দ্ধন নিমিত্ত ভগিনী হস্ত হইতে ভোজন কর্ত্তব্য ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—তচ্চ পুষ্টিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৬৮ ॥

দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সম্পূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নজাঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—শাস্ত্রবিধানানুসারে ভগিনীগণকে নানা-বস্ত্র দান করিবে, ভগিনীগণকে পূজা করিবে, সম্মান করিবে। নিজ ভগ্নি অভাবে বৈমাত্রেয় ভগিণীগণকে পূজা করিবে ॥ ২৬৯ ॥

টীকা—প্রতিপন্নজাঃ—বৈমাত্রেয়াঃ ॥ ২৬৯ ॥

কিঞ্চ—

যস্যাং তিথৌ যমুনয়া যমরাজদেবঃ
সম্ভোজিতস্তুতিশয়স্বসৃসৌহৃদেন।
তস্যাং স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি
প্রাপ্নোতি বিত্তসুভগং ধনমুত্তমং সঃ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—আরও—যে তিথিতে যমুনা কর্ত্তৃক যমরাজদেব অতিশয় ভগিনী স্নেহহেতু পূর্ণ ভোজন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই তিথিতে ভগিনীহস্ত হইতে যে মানব ইহলোকে ভোজন করেন, তিনি বিত্ত, সৌভাগ্য ও উত্তম ধন প্রাপ্ত হন ॥ ২৭০ ॥

টীকা—বিত্তসুভগং শোভনৈশ্বর্য্যম্, উত্তমং ধনং ধর্ম্মলক্ষণম্; 'ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং পুংসাম্' (১৯।৩৯) ইত্যেকাদশস্কন্ধোক্তেঃ ॥ ২৭০ ॥

অথ শুক্লাষ্টমীকৃত্যম্

পাদ্মে তত্রৈব, কূর্ম্মপুরাণে চ—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদ্গোপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ ॥২৭১

অনুবাদ—অনন্তর শুক্লাষ্টমী কৃত্য, পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে এবং কূর্ম্মপুরাণেও—পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কার্ত্তিকমাসে শুক্লাষ্টমী গোপাষ্টমী নামে প্রতিবর্ষ স্মরণীয় হয়। ঐ দিনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে গোপালন আরম্ভ করিয়া গোপ হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বৎস পালক ছিলেন ॥ ২৭১ ॥

টীকা—যতঃ পূর্ব্বং বৎসপঃ সন্ তদ্দিনমারভ্য গোপোঽভূৎ ॥ ২৭১ ॥

তত্র কুর্য্যাদ্গবাং পূজাং গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণম্।
গবানুগমনং কার্য্যং সর্ব্বান্ কামানভীপ্সতা ॥ ২৭২॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ মনোবাসনা লাভেচ্ছুর পক্ষে ঐ তিথিতে গাভীগণের পূজা, গোগ্রাস দান, গোপ্রদক্ষিণ এবং গোগণের পশ্চাৎগমন কর্ত্তব্য ॥ ২৭২ ॥

টীকা—গবামনুগমনম্ ॥ ২৭২ ॥

অথ প্রবোধনীকৃত্যম্

শয়ন্যামিব কৃত্বাস্যাং ক্ষীরাম্ভোধিমহোৎসবম্।
প্রবোধ্য কৃষ্ণং সম্পূজ্য বিধিনারোহয়েদ্রথম্ ॥ ২৭৩॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রবোধনীকৃত্য—কার্ত্তিক শুক্লা একাদশীতে অর্থাৎ উত্থান একাদশীতে শয়ন একাদশীর ন্যায় ক্ষীরাব্ধি মহোৎসব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শয়ন বিগ্রহকে জাগাইয়া পূজা করিয়া যথাবিধি রথে আরোহণ করাইবে ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—অস্যাং—প্রবোধন্যাম্ ॥ ২৭৩ ॥

অথ প্রবোধনীকৃত্য-নিত্যতা

স্কান্দে তত্রৈব—

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎ সর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্ ॥২৭৪॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রবোধনীকৃত্য নিত্যতা, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—এই জগতে যে মানব জন্ম হইতে যে সকল পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, সে সকলই নিষ্ফল হয়, যদি শ্রীভগবানের জাগরণ দিনে উৎসব পালন না করেন ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—বোধবাসরং প্রবোধন্যুক্তকৃত্যমিত্যর্থঃ, এবং রথযাত্রাদেনিত্যত্বমায়াতম্ ॥ ২৭৪ ॥

অথ প্রবোধনীমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

প্রবোধন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
মুক্তিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিসত্তম ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রবোধনী মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণেই—হে মুনি সত্তম! আপনি প্রবোধিনীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন—পাপহারী, পুণ্যবর্দ্ধন এবং শ্রদ্ধালু মানবগণের মুক্তিপ্রদ ॥ ২৭৫ ॥

তাবদ্গর্জ্জতি বিপ্রেন্দ্র গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ।
যাবন্নায়াতি পাপঘ্নী কার্ত্তিকে হরিবোধনী ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! এই ধরাতলে ভাগী-

রথী গঙ্গা সেই পর্য্যন্ত প্রশংসিত হন, যে পর্য্যন্ত কার্ত্তিকে পাপহারিণী তিথি আগমন না করেন ॥২৭৬

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
যাবৎ প্রবোধনী বিষ্ণোস্তিথির্নায়াতি কার্ত্তিকে ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—সেই পর্য্যন্ত তীর্থসমূহ এবং সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্যজলা সরোবর সমূহ প্রশংসিত হয়, যে পর্য্যন্ত কার্ত্তিকে শ্রীবিষ্ণুর জাগরণী তিথি আগমন না করেন ॥ ২৭৭ ॥

বাজপেয়সহস্রাণি অশ্বমেধশতানি চ।
একেনৈবোপবাসেন প্রবোধন্যা লভেন্নরঃ ॥ ২৭৮ ॥

অনুবাদ—মানব একটিমাত্র প্রবোধনী একাদশীর উপবাস দ্বারা সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭৮ ॥

দুর্ল্লভং চৈব দুষ্প্রাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
তদপি প্রার্থিতং বিপ্র দদাতি হরিবোধনী ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! ত্রিলোকে চরাচর প্রাণিগণের দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুও শ্রীহরিবোধনী প্রার্থিত হইয়া প্রদান করেন ॥ ২৭৯ ॥

টীকা—দুর্ল্লভং দুঃখেন প্রাপ্যং, দুষ্প্রাপঞ্চ; অপ্রাপ্যং যৎ তদপি প্রার্থিতং সৎ ॥ ২৭৯ ॥

ঐশ্বর্য্যং সন্ততিং পূজাং রাজ্যঞ্চ সুখসম্পদঃ।
দদাত্যুপোষিতা বিপ্র হেলয়া হরিবোধনী ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! শ্রীহরিবোধনী উপোষিতা হইয়া অনায়াসে ঐশ্বর্য্য, সন্তান, পূজা, সুখ, সম্পদ দান করেন ॥ ২৮০ ॥

টীকা—সন্ততিং—পুত্রাদীন্ ॥ ২৮০ ॥

মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যত্যুর্জ্জিতান্যপি।
একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধনী ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—একটি মাত্র শ্রীহরিবোধনী উপবাস দ্বারা মেরু-মন্দর পর্ব্বত তুল্য বৃহৎপাপসমূহও দগ্ধ করেন ॥ ২৮১ ॥

টীকা—দহতে দহতি ॥ ২৮১ ॥

পৃথিব্যাং যানি দানানি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুতে।
একেনৈবোপবাসেন দদাতি হরিবোধনী ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—একটি মাত্র শ্রীহরিবোধনী উপবাস দ্বারা মানব পৃথিবীতে যতপ্রকার দান আছে, তাহার দানের ফল ভোগ করে ॥ ২৮২ ॥

কিঞ্চ—

জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতম্।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দূল কৃতা যেন প্রবোধনী ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ—আরও—হে মুনিবর! যিনি কার্ত্তিকে প্রবোধনী ব্রত করেন তিনিই সুকৃতী জন্মা এবং তাহা দ্বারাই কুল পবিত্র করেন ॥ ২৮৩ ॥

যানি কানি চ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি চ।
তানি তস্য গৃহে সম্যগ্ যঃ করোতি প্রবোধনীম্ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ আছে, যিনি প্রবোধনী ব্রত করেন তাহার গৃহে তীর্থ সকল সম্পূর্ণ থাকেন ॥ ২৮৪ ॥

সর্ব্বকৃত্যং পরিত্যজ্য তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
উপোষ্যৈকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী ॥ ২৮৫

অনুবাদ—অন্য কৃত্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচক্রপাণির তুষ্টির জন্য কার্ত্তিকে শ্রীহরিবোধনী একাদশী ব্রত করিবে ॥ ২৮৫ ॥

কিন্তস্য বহুভিঃ কৃত্যৈঃ পরলোকপ্রদৈর্ম্মুনে।
সকৃচ্ছোপোষিতা যেন কার্ত্তিকে হরিবোধনী ॥২৮৬॥

অনুবাদ—হে মুনে। পরলোকে পুণ্যপ্রদ বহু কৃত্য করিয়া কি প্রয়োজন, যিনি কার্ত্তিকে শ্রীহরিবোধনী একবার উপবাস করিয়াছেন ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—পরলোকপ্রদৈরিতি তেষাং সংসারদুঃখাবহত্বমুক্তম্ ॥ ২৮৬ ॥

স জ্ঞানী স হি যোগী চ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বর্গমোক্ষৌ চ তস্যাস্তামুপাস্তে হরিবোধনীম্ ॥২৮৭॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীহরিবোধনী উপবাস করেন, তিনি জ্ঞানী, তিনিই যোগী, তিনি তপস্বী, তিনি জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার জন্য স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্য আছে ॥ ২৮৭ ॥

টীকা—আস্তাম্—আসাতাং ভবত ইত্যর্থঃ ॥২৮৭

বিষ্ণোঃ প্রিয়তরা হ্যেষা ধর্ম্মসারস্য দায়িনী।
ইমাং সকৃদুপোষ্যৈব মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীহরিবোধনী শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তরা, ধর্ম্মসার প্রদায়িনী, ইহাকে একবার উপবাস করিয়াই মানব মুক্তিভাগী হয় ॥ ২৮৮ ॥

প্রবোধনীমুপোষ্যৈব ন গর্ভে বিশতে নরঃ।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ ॥২৮৯

অনুবাদ—হে নারদ! প্রবোধনী উপবাস করিয়াই মানব, আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না, অতএব সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রবোধিনী উপবাস কর্ত্তব্য ॥ ২৮৯ ॥

স্নানং দানং তপো হোমঃ সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্।
নরৈর্যৎ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাং তদক্ষয়ম্ ॥২৯০॥

অনুবাদ—এই প্রবোধনীতে মানবগণ স্নান, দান, তপঃ, হোম যাহা কিছু শ্রীজনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে করেন, হে বিপ্র! তাহা সকলই অক্ষয় ফল প্রদ হয় ॥ ২৯০ ॥

টীকা—প্রবোধনীত্যাদি-শব্দেন সামান্যেন তত্র সর্ব্বেষামেব কৃত্যানাং মাহাত্ম্যমুক্তেদানীং বিশেষতত্ত্বানি নির্দ্দিশন্নাহ—স্নানমিতি ॥ ২৮৯-২৯০ ॥

মহাব্রতমিদং পুত্র মহাপাপৌঘনাশনম্।
প্রবোধবাসরং বিষ্ণোর্বিধিবৎ সমুপোষয়েৎ ॥২৯১॥

অনুবাদ—হে পুত্র! ইহা মহাব্রত, মহাপাপসমূহ নাশন, শ্রীবিষ্ণুর প্রবোধ হরিবাসর যথাবিধি সম্পূর্ণ উপবাস করাইবে ॥ ২৯১ ॥

ব্রতেনানেন দেবেশং পরিতোষ্য জনার্দ্দনম্।
বিরাজয়ন্ দিশো দীপ্ত্যা প্রয়াতি ভুবনং হরেঃ ॥২৯২

অনুবাদ—দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনকে এই ব্রতদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া দশদিক উজ্জ্বল করিয়া ইহলোকে বিরাজ করেন এবং শেষে শ্রীহরিধামে গমন করেন ॥ ২৯২ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

দুগ্ধাব্ধিভোগিশয়নে ভগবাননন্তো
যস্মিন্ দিনে স্বপিতি চাথ বিবুধ্যতে চ।
তস্মিন্নননন্যমনসামুপবাসভাজাং
কামং দদাত্যভিমতাং গরুড়াঙ্কশায়ী ॥২৯৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও ঐ প্রসঙ্গে—ক্ষীরাব্ধিতে শেষ নাগ শয্যায় ভগবান্ শ্রীঅনন্ত যে দিনে শয়ন ও জাগরণ করেন, গরুড়পৃষ্ঠশায়ী শ্রীভগবান্ সেই দিনে একচিত্তে উপবাসকারীগণের বাঞ্ছিত ফল দান করেন ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—দুগ্ধাব্ধৌ যদ্ভোগিশয়নং শেষপর্য্যঙ্কস্তস্মিন্, এতচ্চ তদ্দিনে ক্ষীরাব্ধিকল্পনাভিপ্রায়েণ সাক্ষাদ্বা, তদানীং তত্রৈব শয়নাদিতি ॥ ২৯৩ ॥

বারাহে চ—

উপবাসাসমর্থানাং সদৈব পৃথুলোচনে।
একা সা দ্বাদশী পুণ্যা সমুপোষ্যা প্রবোধনী ॥২৯৪॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণেও—হে স্থূললোচন ভূদেবি!

উপবাস সমূহে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে একটি মাত্র পুণ্য প্রদা প্রবোধনী দ্বাদশী সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যা ॥ ২৯৪ ॥

তস্যামারাধ্য বিশ্বেশং জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ।
প্রাপ্নোতি সকলং তদ্ধি দ্বাদশদ্বাদশীব্রতম্ ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—ঐ তিথিতে বিশ্বেশ্বর জগদীশ্বরগণের ও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া দ্বাদশীব্রতের ফল সকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯৫ ॥

উত্তরাঙ্গারকযুতা যদি সা ভবতি প্রিয়ে ।
তদা সা মহতী পুণ্যা কোটি-কোটি-গুণোত্তরা ॥২৯৬

অনুবাদ—হে প্রিয়ে ! উত্থান একাদশীতে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র ও মঙ্গলবার যুক্ত হইলে, তখন তাহা মহাপুণ্য প্রদা ও কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠা হয় ॥২৯৬॥

টীকা—উত্তরা উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রম্, অঙ্গারকো ভৌমবারঃ, তাভ্যাং যুক্তা সা প্রবোধনী যদি ভবেৎ ॥ ২৯৬ ॥

শয়নে বোধনে চৈব কোটিদানেন সুন্দরি ।
উপোষ্যৈব বিধানেন যান্তি মল্লয়তাং নরাঃ ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি ভূদেবি ! মানবগণ শ্রীভগবানের শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তনে শাস্ত্রবিধি অনুসারে উপবাস দ্বারাই আমার সান্নিধ্য লাভ করে ॥ ২৯৭ ॥

একাদশী সোমযুতা কার্ত্তিকে মাসি ভাবিনি ।
উত্তরাভাদ্রসংযোগে অনন্তা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—হে ভাবিনি ! কার্ত্তিকমাসে একাদশী সোমবার ও উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র সংযুক্তা হইলে উহা 'অনন্তা' নামে পরিকীর্ত্তিতা হয় ॥ ২৯৮ ॥

টীকা—সোমবারযুতাপি পরমমহাপুণ্যেত্যাহ—একাদশীতি ॥ ২৯৮ ॥

তস্যাং যৎ ক্রিয়তে ভদ্রে সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে ।
অনন্তপুণ্যফলদা তেনানন্তা স্মৃতা ফলে ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে ! ঐ একাদশীতে যাহা কিছু করা হয়, সেই সকলই অনন্ত পুণ্য ফলপ্রদ হয়, এই কারণে 'অনন্তা' নামে প্রসিদ্ধা ॥ ২৯৯ ॥

তত্রৈব শ্রীযমনারদ-সংবাদে—

অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মুনে ।
কার্ত্তিকেঽমলপক্ষে তু সাক্ষাদেকাদশী স্মৃতা ।
ভক্তিপ্রদা হরেঃ সা তু নাম্না খ্যাতা প্রবোধনী ॥৩০০

অনুবাদ—বরাহপুরাণে শ্রীযম-নারদ-সংবাদে—হে নারদ ! তোমার নিকট অন্য একটি গোপনীয় হইতেও গোপনীয় বিষয় বলিব, কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে কিন্তু সাক্ষাৎ 'একাদশী' নামে প্রসিদ্ধা, শ্রীহরি ভক্তি-প্রদা, তাহার আর একটি নাম—'প্রবোধনী' ॥৩০০॥

টীকা—সাক্ষাদ্ধরের্ভক্তিপ্রদা ॥ ৩০০ ॥

যা সা বিষ্ণোঃ পরা মূর্ত্তিরব্যক্তানেকরূপিণী ।
সা ক্ষিপ্তা মানুষে লোকে দ্বাদশী মুনিপুঙ্গব ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্রীবিষ্ণুর যে 'পরা' অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির মূর্ত্তি তাহা প্রাকৃত নয়নের অগোচরা হইয়াও অনেক রূপধারিণী, ঐ স্বরূপ-শক্তিকে একাদশী ও দ্বাদশী নাম দিয়া শ্রীভগবান্ মনুষ্যলোকে ভক্তি প্রদানের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩০১ ॥

টীকা—তৎসেবয়া চ সাক্ষাদ্ধরিসেবৈব সম্পদ্যতে ইত্যাশয়েনাহ,—যা সেতি, দ্বাদশীরূপেণ ক্ষিপ্তা ন্যস্তা ॥ ৩০১ ॥

অথ শ্রীমথুরায়াং বিশেষতো মাহাত্ম্যম্

পাদ্মে তত্রৈব—

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ো মখাঃ ।
মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণোর্যাবন্নায়াতি বোধনী ॥ ৩০২॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমথুরামণ্ডলে প্রবোধনীর বিশেষ মাহাত্ম্য, পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—তীর্থসমূহের মহিমা এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমূহের মহিমা সেই-

কাল পর্য্যন্তই প্রশংসনীয়, যে কাল পর্য্যন্ত মথুরাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিনী একাদশী আগমন না করেন ॥ ৩০২ ॥

সংসারদাবতপ্তানাং কামসৌখ্যে পিপাসিনাম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্য সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্ ॥ ৩০৩ ॥
ভবপান্থজনানাং বৈ প্রাপিকেয়ং প্রবোধনী।
কথং ন সেব্যতে মূঢ় মথুরায়াং কিমন্যতঃ ? ৩০৪॥

অনুবাদ—সংসার দাবানলের ত্রিতাপ জ্বালায় উত্তপ্ত এবং ইন্দ্রিয় সুখে পিপাসিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের সান্নিধ্যলাভ রূপ শীতল ত্রিতাপহর গৃহই প্রয়োজন। সংসার মরুভূমির পথে ভ্রমণকারী জনগণের পক্ষে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলের সান্নিধ্য প্রাপিকা এই প্রবোধনী। অতএব হে মূঢ় মন! অন্যতীর্থে কি প্রয়োজন ? শ্রীকৃষ্ণ গৃহ মথুরামণ্ডলে প্রবোধনী একাদশীর সেবা কেন করিতেছ না, প্রবোধনী সেবা দ্বারাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেবাই সম্পাদিত হয় ॥ ৩০৩-৩০৪ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসান্নিধ্যরূপং শীতলং ত্রিতাপহরং গৃহম্ ॥ ৩০৩ ॥

টীকা—ভবপান্থজনানাং সংসারমার্গভ্রমণপরিশ্রান্তজনান্ প্রতি প্রাপিকা প্রাপয়েদিত্যর্থঃ ; অন্যতঃ তীর্থান্তরেণ কর্ম্মান্তরেণ চ কিং প্রয়োজনম্ ? শ্রীমথুরায়াং তৎসেবনে সত্যসতি চ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

অথ বিশেষতঃ প্রবোধন্যাং শ্রীভগবৎপূজাদিমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব প্রবোধনীমাহাত্ম্যে—

যেঽর্চ্চয়ন্তি নরাস্তস্যাং ভক্ত্যা দেবন্তু মাধবম্।
সমুপোষ্য প্রমুচ্যন্তে পাপৈস্তে সমুপার্জ্জিতৈঃ ॥ ৩০৫॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষত প্রবোধনীতে শ্রীভগবৎ পূজাদি মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে প্রবোধনী মাহাত্ম্যে —প্রবোধনী একাদশীতে ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল মানব শ্রীমাধবদেবকে অর্চ্চন করেন এবং উপবাস করেন, তাহারা আজন্ম সঞ্চিত পাপরাশি হইতে প্রকৃষ্ট মুক্ত হন ॥ ৩০৫ ॥

টীকা—তত্র চ বিশেষতো ভগবতঃ পূজাং কীর্ত্তনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যুপদিশন্নাদৌ পূজামাহাত্ম্যমাহ—যে ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩০৫ ॥

বাল্যে যচ্চার্জ্জিতং বৎস যৌবনে বার্দ্ধকে চ যৎ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু ॥ ৩০৬ ॥
শুষ্কার্দ্রং মুনিশার্দ্দূল সুগুহ্যমপি নারদ।
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দস্তিথৌ তস্যাং সুপূজিতঃ ॥৩০৭

অনুবাদ—হে বৎস! বাল্য বয়সে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে যে সকল পাপ সঞ্চিত, সপ্তজন্মকৃত পাপ, স্বল্প বা বহু, শুষ্ক—বহুকালকৃত, আর্দ্র—সম্প্রতিকৃত, হে মুনিবর নারদ! অতি গোপনীয় পাপও, সেই সকল শ্রীগোবিন্দ ঐ সুবোধনী তিথিতে উত্তমভাবে পূজিত হইয়া ক্ষালন করিয়া দেন ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

টীকা—শুষ্কং—চিরকৃতম্, আর্দ্রঞ্চ—সাম্প্রতিকম্ ॥ ৩০৭ ॥

কিঞ্চ—

প্রবোধবাসরে বিষ্ণোঃ কুরুতে চ হরেঃ কথাম্।
সপ্তদ্বীপাবনীদানে যৎ ফলং তদ্ভবেন্মুনে ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—আরও—হে মুনে শ্রীনারদ! যিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রবোধিনী শ্রীহরিবাসরে শ্রীহরি কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা দানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—কীর্ত্তনমাহাত্ম্যমাহ—প্রবোধেতি। কথমিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বকীর্ত্তনপ্রকারস্য ॥ ৩০৮ ॥

বারাহে চ—

কৌমুদস্য তু মাসস্য যা সিতা দ্বাদশী ভবেৎ।
অর্চ্চয়েদ্‌যস্তু মাং তত্র তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩০৯ ॥
যাবল্লোকা হি বর্ত্তন্তে যাবত্ত্বঞ্চৈব মাধবি।
মদ্ভক্তো জায়তে তাবদন্যভক্তো ন জায়তে ॥ ৩১০॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—কার্ত্তিকমাসের যে শুক্লা দ্বাদশী হয়, তাহাতে আমাকে যিনি অর্চ্চন করেন, তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর—হে, মাধবী! এই

ব্রহ্মাণ্ডে যে কাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত লোক থাকিবে এবং যে কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী তুমিও থাকিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত ঐ অর্চ্চনকারী আমার একান্তভক্ত হইয়া জন্মিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত অন্য ভক্ত হইবে না ॥৩১০

টীকা—অন্যস্য ভক্তো ন জায়তে, স স্যাদিতি একান্তিতাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩১০ ॥

———

অথ প্রবোধকালনির্ণয়ঃ

ভবিষ্যে—

আ-ভা-কা-সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী।
আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তনাদিকম্ ॥ ৩১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রবোধকাল নির্ণয়, ভবিষ্যপুরাণে—আষাঢ়, ভাদ্র ও কাত্তিক—এই মাস ত্রয়ের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের ক্রমে আদ্য মধ্য ও শেষপাদে ক্রমে শ্রীহরির শয়ন, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও উত্থান হয় ॥ ৩১১ ॥

টীকা—আ-ভা-কেতি সঙ্কেতেন আষাঢ়-ভাদ্র-কাত্তিকমাসাস্তেষাং সিতপক্ষেষু শুক্লাদ্বাদশীষু অনুরাধা-শ্রবণা-রেবতীনক্ষত্রাণামাদ্যমধ্যান্তপাদেষু শয়ন-পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনোত্থানানি ক্রমেণ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১১ ॥

———

পাদ্মে—

পৌষ্ণশেষো যদানাহ্নি মৈত্রাদ্যমপি নো নিশি।
দ্বাদশ্যামপি তৎ কুর্য্যাদুত্থানং শয়নং হরে ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—ঐ ঐ যোগের অভাবেও দ্বাদশী মধ্যেই উত্থানাদি করিবে—রেবতীনক্ষত্রের শেষপাদ যদি দিন মধ্যে না পাওয়া যায় এবং অনুরাধা নক্ষত্রের আদ্যপাদ রাত্রিতে না পাওয়া যায়, তখন কেবল দ্বাদশীতেও শ্রীহরির উত্থান ও শয়ন করাইবে ॥ ৩১২ ॥

টীকা—তত্তদ্যোগাভাবে চ দ্বাদশ্যামেবোত্থানাদিকং কুর্য্যাদিতি লিখতি—পৌষ্ণেতি, পৌষ্ণং রেবতী, তস্য শেষোঽন্ত্যপাদো যদি দিনমধ্যে ন স্যাৎ, মৈত্রাদ্যমপি অনুরাধাদ্যপাদো নিশি ন স্যাৎ, তদা কেবলায়ামপি দ্বাদশ্যাং হরেরুত্থানাদিকং কুর্য্যাৎ ॥ ৩১২ ॥

———

নিশি স্বাপো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনম্।
অন্যত্র পাদযোগেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ ॥ ৩১৩॥

অনুবাদ—রাত্রিতে শ্রীহরির শয়ন, দিবাভাগে উত্থান এবং সন্ধ্যাকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন, অন্যত্র ইহাদের পাদযোগ থাকিলেও দ্বাদশী মধ্যেই করাইবে ॥৩১৩॥

টীকা—পাদযোগে ততোঽন্যত্রাপি পাদযোগাভাবেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ ॥ ৩১৩ ॥

———

বারাহে চ—

অপাদনিয়মস্তত্র স্বাপো বা পরিবর্ত্তনে।
পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেৎ ॥৩১৪॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণেও—শয়ন বা পরিবর্ত্তনে পাদযোগ নিয়ম স্থির থাকে না। পাদযোগ যখন থাকে না, তখন নক্ষত্র যোগ থাকিলেই শয়নাদি করাইবে, এই পর্য্যন্ত সাধারণ বিধি ॥ ৩১৪ ॥

টীকা—অপাদনিয়মঃ পাদযোগনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥

———

কিঞ্চ স্কান্দে—

রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যা চ সমন্বিতঃ।
তদা বিবুধ্যতে বিষ্ণুর্দিনান্তে প্রাপ্য রেবতীম্ ॥ ৩১৫॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণে—বিশেষ বিধি দ্বাদশী সংযুক্ত হইয়া রেবতীর অন্ত্যপাদ যখন রাত্রিতে থাকিবে, তখন শ্রীবিষ্ণু দিনান্তে অপরাহ্নে রেবতী থাকিতে জাগরণ করিবেন ॥ ৩১৫ ॥

টীকা—এবং সামান্যেন শয়নাদিকালত্রিকং নির্ণীয়েদানীং বিশেষতঃ প্রবোধনকালং লিখতি—রেবতীতি দ্বাভ্যাম্। দ্বাদশ্যা সমন্বিতঃ সহিতো রেবত্যন্তপাদো যদা রাত্রৌ ভবেৎ, তদা দিনান্তে অপরাহ্নে। তথা চোক্তম্—রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ গতঃ পাদান্তরেঽপি চ। অপরাহ্নে তদা বিষ্ণুর্যোগনিদ্রাং বিমুঞ্চ ইতি ॥ ৩১৫ ॥

———

রেবত্যাদিরথান্তো বা দ্বাদশ্যা চ বিনা ভবেৎ।
উভয়োরপ্যভাবে তু সন্ধ্যায়াঞ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—রেবতী নক্ষত্রের আদি পাদ বা অন্ত্য পাদ দ্বাদশীযুক্ত না হয়, এইভাবে উভয়ের অভাবে অর্থাৎ দ্বাদশীর সহিত কিছু মাত্রও রেবতীর যোগ না থাকে, তখন সন্ধ্যাকালেই প্রবোধন (উত্থান) মহোৎসব হইবে ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—তদভাবে চ সন্ধ্যায়াং প্রবোধয়েদিত্যাহ—রেবত্যাদেরিতি। রেবত্যা আদি আদ্যপাদঃ, অন্তো বা অন্ত্যপাদঃ দ্বাদশ্যা বিনা ভবেৎ; এবমুভয়োরপ্যভাবে সতি যদি দ্বাদশ্যাং কথঞ্চিদ্রেবত্যা যোগো ন স্যাদিত্যর্থঃ, তদা সন্ধ্যায়ামেব প্রবোধনমহোৎসবঃ স্যাৎ। তচ্চোক্তমন্যত্রাপি—'রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যা চ বিনা ভবেৎ। উভয়োরপ্যভাবে স্যাৎ সন্ধ্যায়ান্তু মহোৎসবঃ' ॥ ইতি ॥ ৩১৬ ॥

বারাহে চ—

দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে।
আ-ভা-কা-সিতপক্ষে তু শয়নাবর্ত্তনাদিকম্ ॥ ৩১৭॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণেও—আষাঢ় ভাদ্র ও কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে যে দ্বাদশী, তাহাতে ঐ ঐ নক্ষত্রের সর্ব্বথা অভাবে সন্ধাকালে শয়ন পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি করাইবে ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—এতদেববরাহপুরাণবচনেন সম্বাদয়তি—দ্বাদশ্যামিতি। আষাঢ়-ভাদ্র-কার্ত্তিকানাং সিতপক্ষেষু যা দ্বাদশী, তস্যাং নক্ষত্রাণাং মৈত্রাদিনামসম্ভবে সর্ব্বথা অভাবে সতি সন্ধিসময়ে সন্ধ্যায়াং শয়নাদিকং স্যাৎ। এতদুক্তং ভবতি—ভগবচ্ছয়নাদৌ আষাঢ়াদীনাং শুক্লদ্বাদশী-ক্রমেণানুরাধাদীনামাদ্য-মধ্যান্ত্য-পাদযুক্তা রাত্রি সন্ধ্যাদিনা যুক্তা চ সতী পরমপ্রশস্তা। যদা চ তত্র তত্র পাদযোগো ন লভ্যেত, তদা দ্বাদশী-নক্ষত্রযোগো আদরণীয়ঃ। পাদযোগে চ তত্রায়ং বিধি-বিশেষঃ। দিবা রেবতীদ্বাদশ্যোর্যোগে তত্র চ রাত্রিগামিনি নক্ষত্রশেষ সতি দিনান্তে প্রবোধনং দিবোত্থানমিত্যাদ্যুক্তেঃ। যদা চ রেবতীদ্বাদশ্যোর্যোগো ন স্যাত্তদা সন্ধ্যায়ামেব প্রবোধনং, সন্ধ্যায়ান্তু মহোৎসব ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ৩১৭ ॥

অতএব পুষ্করপুরাণে—

যস্য যস্য তু দেবস্য যন্নক্ষত্রং তিথিশ্চ যা।
তস্য দেবস্য তস্মিংশ্চ শয়নাবর্ত্তনাদিকম্ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব পুষ্করপুরাণে—যে যে দেবের যে নক্ষত্র ও যে তিথি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই দেবের সেই নক্ষত্র ও সেই তিথিতে শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর দ্বাদশী তিথিতেই শয়নাদি উৎসব কর্ত্তব্য। একাদশীতে উপবাস থাকিয়া দ্বাদশীতেই উত্থান উৎসব ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—এবং দ্বাদশ্যামেব প্রবোধনং নির্ণীতং, তত্র চ—'কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য একাদশ্যাং সমাহিতঃ। মন্ত্রেণ চৈব রাজেন্দ্র দেবমুত্থাপয়েদ্দ্বিজঃ।' ইত্যাদি-ভির্ভবিষ্যোত্তরাদিবচনৈঃ সহ বিরোধমাসঙ্ক্য পরিহরতি—যস্যেতি। অতো বিষ্ণুতিথৌ দ্বাদশ্যামেব উত্থানং ভবেদিত্যর্থঃ। ইত্থম্ 'ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব'ইতি, 'প্রাপ্তা তবেয়ং দ্বাদশী কৌমুদ্যাখ্যে'তি মন্ত্রলিঙ্গানুগৃহীতত্বাৎ শিষ্টাচারদর্শনাচ্চ সর্ব্বদা দ্বাদশ্যামেব প্রবোধনং সিদ্ধম্। যচ্চ ভবিষ্যোত্তরাদৌ একাদশ্যামুত্থাপয়েৎ' ইত্যাদ্যুক্তং, তচ্চ একাদশীদ্বাদশ্যোরভেদাপেক্ষয়া উপবাসাদ্যভিপ্রায়েণ চেতি জ্ঞেয়ম্। যদি বৈকাদশী-দিন এবোপবাসঃ স্যাত্তর্হি তস্মিন্ প্রবাসাদিনা সমাহিতত্বং প্রবোধনঞ্চ দ্বাদশ্যামেবেতি বোদ্ধব্যম্। অতএবোক্তম্ 'একাদশ্যাং সমাহিতং' ইত্যেষা দিক্ ॥৩১৮

অথ ভগবৎপ্রবোধনবিধিঃ

শয়ন্যামিব নিষ্পাদ্য মহাপূজাং জলাশয়ে।
কৃষ্ণং নীত্বাথ সঙ্কল্পং কৃত্বা তঞ্চ প্রবোধয়েৎ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবৎ প্রবোধন বিধি—শয়নী মহোৎসবের ন্যায় মহাপূজা সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জলাশয়ে লইয়া গিয়া অনন্তর সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবে ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—শয়ন্যামিবেতি—তত্র লিখিতপ্রকারানুসারেণাত্রাপি পূজাদিকং কার্য্যমিত্যর্থঃ; 'জলাশয়ে নীত্বা' ইত্যাদিকং বিশেষলিখনায় অনুস্মরণমাত্রম্ ॥ ৩১৯ ॥

অথ তত্র মন্ত্রাঃ

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নি-কুবেরসূর্য্য-
সোমাদিভির্বন্দিতপাদপদ্ম ।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস
মন্ত্রপ্রভাবেণ সুখেন দেব ।। ৩২০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর প্রবোধন মন্ত্রসমূহ—হে দেবেশ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য্য, চন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক আপনার শ্রীচরণকমল বন্দিত হইতেছে। হে জগন্নিবাস! হে দেব! আপনি মন্ত্র প্রভাবে সুখে জাগরিত হউন্ ।। ৩২০ ।।

———

ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতা ।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা ।। ৩২১ ।।

অনুবাদ—হে দেব! আপনি এই দ্বাদশী নিজ জাগরণের জন্য এবং সর্ব্বলোকের হিতের জন্য শেষ শায়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন ।। ৩২১ ।।

———

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং
জগৎপতে ।। ৩২২ ।।

অনুবাদ—হে গোবিন্দ! আপনি উত্থিত হউন, উত্থিত হউন, হে জগৎপতে নিদ্রা ত্যাগ করুন ।।৩২২

———

ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্ ।
উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব ।।
ইতি ।। ৩২৩ ।।

অনুবাদ—আপনি জগন্নাথ, আপনি নিদ্রিত থাকিলে এই জগৎ নিদ্রিত থাকিবে এবং আপনি উত্থিত হইলে সকলেই সচেষ্ট হয়, হে মাধব উত্থিত হউন, উত্থিত হউন ।। ৩২৩ ।।

———

বারাহে চ—

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রৈরবিতর্ক্যভাবো
ভবানৃষিবন্দিতবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ।
প্রাপ্তা তবেয়ং দ্বাদশী কৌমুদাখ্যা
জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ ।। ৩২৪ ।।

অনুবাদ—বরাহপুরাণেও—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক অচিন্ত্য স্বরূপ আপনি ঋষিগণের বন্দিত একান্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক বন্দিত শ্রীচরণ। আপনার প্রীতিকরী এই 'কৌমুদা' নাম্নী দ্বাদশী সমাগতা, হে লোকনাথ আপনি জাগরিত হউন, জাগরিত হউন ।। ৩২৪ ।।

টীকা—বন্দনীয়েতি পাঠে ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতা একান্তভক্তাস্তৈর্বন্দনীয়েতি। ঋষির্মন্ত্রদ্রষ্টা ।।৩২৪।।

———

মেঘা গতা নির্ম্মলপূর্ণচন্দ্রঃ
শারদ্যপুষ্পাণি চ লোকনাথ ।
অহং দদানীতি চ ভক্তিহেতো-
র্জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ ।। ৩২৫ ।।

অনুবাদ—হে লোকনাথ! মেঘগণ অপসারিত হইয়াছে, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে, শরৎ-কালীন পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভক্তি-লাভার্থে আমি শারদীয় পুষ্পসমূহ দান করিতেছি, হে লোকনাথ জাগরিত হউন ।। ৩২৫ ।।

———

শ্রুতিশ্চ—
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদং, সমূঢ়মস্য পাংশুলে ।। ইত্যাদি ।। ৩২৬ ।।

অনুবাদ—অতঃপর ঋগ্বেদীয় বিষ্ণুসূক্ত পঠনীয়—ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ইত্যাদি ।। ৩২৬ ।।

———

ততস্তস্মাৎ সমুত্থাপ্য কৃষ্ণং ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ ।
তীরে সুখং নিবেশ্যাথ প্রার্থয়েত্তদনুগ্রহম্ ।। ৩২৭ ।।

অনুবাদ—অনন্তর ঘণ্টাদি বাদ্যসহ শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উঠাইয়া নদীতীরে সুখে উপবেশন করা-ইয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে ।। ৩২৭ ।।

———

অথ তত্র প্রার্থনামন্ত্রঃ

তথা হি তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তৌে (৯।২৫)—
সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্ ।

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদম্,
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥
ইতি ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রার্থনামন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে (৩।৯।২৫)- তিনি এই মহাদয়ালু, অতএব উচ্ছলিত প্রীতিতে মৃদুহাস্য যুক্ত বিস্ফারিত নয়নকমল শ্রীভগবান্ নিজভক্তি প্রচার দ্বারা বিশ্ব বিজয়ী, বিশ্ববশীকারী, জগদানন্দ প্রকাশ নিমিত্ত আপনি পুরাণ পুরুষ মধুবর্ষী বাক্যদ্বারা ভক্ত আমাদের বিষাদ বিদূরিত করুন ॥ ৩২৮ ॥

টীকা—অদভ্রকরুণঃ মহাদয়ালুঃ অতঃ বিরূঢ়-প্রেম্না যৎ স্মিতং তেন, বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ উন্মীলয়ন্, বিশ্বস্য বিজয়ায় উদ্ভবায়, যদ্বা, নিজভক্তিপ্রচারণেন বিশ্ববশীকরণায়, যদ্বা, জগন্মহোৎসবায় ; চ-শব্দাদ্বিশেষতোঽনুগ্রহায় চেতি। নোঽস্মাকং ভক্তানাং বিষাদং প্রলয়াৎ চিরবাগমৃতপানাভাবতো বা শোক-দুঃখং মাধব্যা মধুরয়া গিরা অপনয়তাৎ। শ্লোকশ্চায়ং শিষ্টাচারানুসারেণাত্র লিখিতঃ, কিন্ত্বন্যেঽপি যথেষ্টং পঠনীয়াঃ ॥ ৩২৮ ॥

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রভুম্।
নীরাজ্য ন্যাসপূর্ব্বঞ্চ বস্ত্রাদীনি সমর্পয়েৎ ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া প্রভুকে যথাবিধি স্থাপন পূর্ব্বক আরতি করিয়া অঙ্গ ন্যাসাদির পর নববস্ত্রাদি সমর্পণ করিবেন ॥ ৩২৯ ॥

তথা চ ব্রাহ্ম্যে—

একাদশ্যান্তু শুক্লায়াং কার্ত্তিকে মাসি কেশবম্।
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ রূপই ব্রহ্মপুরাণে—কার্ত্তিকমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে অপরাহ্নে শ্রদ্ধা-ভক্তি যুক্ত হইয়া প্রসুপ্ত শ্রীকেশবদেবকে জাগরিত করিবে ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—একাদশ্যামিতি পূর্ব্বং লিখিতাভিপ্রায়মেব। রাত্রাবিতি পাঠে চ দিনান্তাদ্যভিপ্রায়েণ রাত্রি-শব্দঃ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ, ভক্তিঃ প্রীতিস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥৩৩০॥

নৃত্যৈর্গীতৈস্তথা বাদ্যৈর্ঋগ্‌যজুঃসামমঙ্গলৈঃ।
বীণাপণবশব্দৈশ্চ পুরাণশ্রবণেন চ ॥ ৩৩১ ॥
বাসুদেবকথাভিশ্চ স্তোত্রৈরন্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সুভাষিতৈরিন্দ্রজালৈর্ভূমিশোভাভিরেব চ ॥ ৩৩২ ॥
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্দীপবৃক্ষৈঃ সুশোভনৈঃ।
হোমৈর্ভক্ষ্যৈরপূপৈশ্চ ফলৈঃ শাকৈশ্চ পায়সৈঃ ॥ ৩৩৩ ॥
ইক্ষোর্বিকারৈর্মধুনা দ্রাক্ষা-ক্ষৌদ্রৈঃ সদাড়িমৈঃ।
কুচেরকস্য মঞ্জর্য্যা মালত্যা নবনেন চ।
হৃদ্যাভ্যাং শ্বেতরক্তাভ্যাং চন্দনাভ্যাঞ্চ সর্ব্বদা ॥৩৩৩
কুঙ্কুমালক্তকাভ্যাঞ্চ রক্তসূত্রৈঃ সকুঙ্কুমৈঃ।
তথা নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্দ্রব্যৈর্বীরক্রয়াহৃতৈঃ ॥ ৩৩৫

অনুবাদ—নৃত্য, গীত, বাদ্য, সুমঙ্গল বেদধ্বনি, বীণাদি শব্দসহ পুরাণপাঠ শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন, শ্রবণ, বিষ্ণু মহিমাযুক্ত বিভিন্ন স্তোত্র পাঠ, সুভাষিত শ্লোকাবলি কীর্ত্তন, ইন্দ্রজাল প্রদর্শন, ভূমিতল শোভা, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপগাছা সমূহ দ্বারা সুশোভিত, বিবিধ নৈবেদ্য প্রদান, হোম, বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী, পিষ্টক, পায়স, ফল, শাকাদি ব্যঞ্জন, ইক্ষুরসের বিবিধ মিষ্টান্ন, মধুনা, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, কৃষ্ণতুলসীমঞ্জরী, মালতীপুষ্প, নবনপুষ্প, মনোরমশ্বেতরক্ত চন্দন দ্বারা ও সর্ব্বদা কুঙ্কুম, আলতা, কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত সূত্র সেইরূপ উচ্চমূল্যে ক্রীত ও আহৃত নানাবিধ পুষ্প ও দ্রব্যসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ মহোৎসব করিবে ॥ ৩৩১-৩৩৫ ॥

টীকা—ঋগাদি—মঙ্গলশব্দৈঃ ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—ভূমিশোভাভিঃ—স্বস্তিকরচনাদিভিঃ ॥৩৩২

টীকা—কুচেরকঃ কৃষ্ণতুলসী, পর্ণাস ইতি কেচিৎ। নবনং পুষ্পবিশেষঃ ॥ ৩৩৪ ॥

টীকা—বীরক্রয়ো নাম বিক্রেতুরুপন্যস্তমূল্য-প্রদানেন ক্রয়স্তেনাহৃতৈঃ ॥ ৩৩৫ ॥

এবমেব প্রায়ঃ পাদ্মে চ তথা স্কান্দে চ—

বহুপুষ্পৈর্বহুফলৈঃ কর্পূরাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
হরেঃ পূজা বিধাতব্যা কার্ত্তিকে বোধবাসরে
ইতিঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—প্রায় এইরূপই পদ্মপুরাণে ও স্কন্দ-

পুরাণে—বহুপুষ্প দ্বারা, বহুফল দ্বারা, কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম দ্বারা কার্ত্তিকে উত্থান দিনে শ্রীহরির পূজা বিধান করিবে ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—ইত্থং ব্রহ্মপুরাণাদ্যুক্তপ্রকারেণ, স্বস্য ব্রতানি চাতুর্ম্মাস্যাদি-বিহিতানি ॥ ৩৩৬ ॥

ইত্থং কৃত্বা মহাপূজাং মহানীরাজনং তথা।
স্বব্রতান্যর্পয়েৎ কৃষ্ণে সপুষ্পাক্ষতবারিণা ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে মহাপূজা ও মহানীরাজন করিয়া নিজ চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতসমূহ পুষ্প, আতপচাউল ও জলসহ শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিবেন ॥ ৩৩৭ ॥

বেদস্তুত্যাদিনা স্তুত্বা স্বস্ত্যস্তিত্যাদিনা প্রভুম্।
সংপ্রার্থ্য গীতবাদ্যাদিঘোষৈরারোহয়েদ্রথম্ ॥ ৩৩৮॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১০।৮৭ অ) বেদ স্তুতিদ্বারা এবং প্রহলাদকৃত 'স্বস্তি অস্ত' ইত্যাদি স্তব-দ্বারা প্রভুকে প্রার্থনা জানাইয়া গীতবাদ্যাদি ধ্বনিসহ প্রভুকে রথে আরোহণ করাইবেন ॥ ৩৩৮ ॥

টীকা—'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য মনঃ প্রসীদতাম্' ইত্যাদিনা প্রভুং সংপ্রার্থ্য ॥ ৩৩৮ ॥

তথা চ ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে—

মহাতূর্য্যরবৈ রাত্রৌ ভ্রাময়েৎ স্যন্দনে স্থিতম্।
উত্থিতং দেবদেবেশং নগরে পার্থিবঃ স্বয়ম্।
দীপোদ্দ্যোতকরে মার্গে নৃত্যগীতসমাকুলে ॥ ৩৩৯ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে—মহা মহা তুরী ভেরী বাদ্য সহ রাত্রিতে রথারূঢ় প্রভুকে নগর ভ্রমণ করাইবে। রাজা স্বয়ং জাগরিত দেবদেবেশ্বর প্রভুকে নগরের পথে পথে উচ্চ দীপ হস্তে নৃত্য, গীত, বাদ্যসহ রথে ভ্রমণ করাইবেন ॥ ৩৩৯ ॥

অথ রথযাত্রামাহাত্ম্যম্

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব—

যং যং দামোদরঃ পশ্যেদুত্থিতো ধরণীধরঃ।
তং তং প্রদেশং রাজেন্দ্র সর্ব্বং স্বর্গায় কল্পয়েৎ ॥৩৪০

অনুবাদ—অনন্তর রথযাত্রা মাহাত্ম্য, ভবিষ্যোত্তরে ঐ প্রসঙ্গে—হে রাজেন্দ্র! ধরণীধর দামোদর উত্থান দ্বাদশীতে জাগরণ করিয়া যে যে বস্তুকে ও প্রদেশকে দর্শন করিবেন, সেই সেই প্রদেশসমূহ স্বর্গতুল্য পরিগণিত হয় ॥ ৩৪০ ॥

কিঞ্চ—

যাবৎ পদানি কৃষ্ণস্য রথস্যাকর্ষণং নরঃ ॥
করোতি ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি নরনায়ক ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—আরও—হে নরনায়ক! মানব শ্রীকৃষ্ণের রথ আকর্ষণ করিয়া যত পদ গমন করে, ঐ সকল পদক্ষেপ স্থান যজ্ঞভূমি তুল্য হয় ॥ ৩৪১ ॥

রথস্থং যে নিরীক্ষন্তে কৌতুকেনাপি কেশবম্।
দেবতানাং গণাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—যাহারা কৌতুকবশতঃ ও কেশবদেবকে রথস্থিত দর্শন করে, তাহারা চণ্ডালাদি হইলেও সকলে দেবতাদেরগণে পরিগণিত হয় ॥ ৩৪২ ॥

টীকা—তে শ্বপচাদয়োঽপি দেবগণা ভবন্তি ॥৩৪২॥

স্ত্রিয়োঽপি মুক্তিমায়ান্তি রথযাত্রাপরায়ণাঃ।
পিতৃ-মাতৃ-ভর্তৃকুলং নয়ন্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—নারীগণও রথযাত্রায় যোগদান করিলে মুক্তিলাভ করিয়া পিতৃকুল, মাতৃকুল ও স্বামীরকুলকে শ্রীহরিধামে লইয়া যায় ॥ ৩৪৩ ॥

কুর্ব্বন্তি নর্ত্তকীরূপং রথাগ্রে কৌতুকান্বিতম্।
অপ্সরোভিঃ সহ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥৩৪৪॥

অনুবাদ—কৌতুকবশতঃ রথাগ্রে যাহারা নর্ত্তকী-রূপ ধারণ করে, তাহারা স্বর্গে অপ্সরাগণ সহ কল্প-কাল ক্রীড়া করে ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—নর্ত্তক্যা ইব রূপং বেশং কুর্ব্বন্তি ॥৩৪৪॥

যে রথাগ্রে প্রকুর্ব্বন্তি গীতবাদ্যাদি মানবাঃ।
দেবলোকাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে মণ্ডলেশ্বরাঃ ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—যে সকলমানব রথাগ্রে গীত, বাদ্যাদি করে, দেবলোক ভোগান্তে পৃথিবীতে মণ্ডলেশ্বর হয় ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—দেবলোকাৎ পরিভ্রষ্টা ইতি—প্রাক্ দেবলোকে যথেষ্টং ভোগান্ ভুক্ত্বা ততঃ পরিভ্রষ্টাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪৫ ॥

মৌল্যেন স্যন্দনস্যাগ্রে গায়মানাশ্চ গায়কাঃ।
বাদকৈঃ সহ রাজেন্দ্র প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৪৬॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র! বেতন গ্রহণ করিয়া রথাগ্রে গায়মান গায়কগণ বাদকগণ সহ, শ্রীহরিধামে গমন করে ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—মৌল্যেন বেতনেনাপি গৃহীতেন ॥৩৪৬॥

রথোৎসবে মুকুন্দস্য যেষাং হর্ষোঽপি জায়তে।
তেষাং ন নারকী পীড়া যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমুকুন্দের রথোৎসবে যাহাদের অনুমোদন বা উৎসাহ জনিত আনন্দও হয়, তাহাদের কল্পকাল নরক যন্ত্রণা হয় না ॥ ৩৪৭ ॥

টীকা—অস্তু তাবদ্রথযাত্রা-নিষ্পাদনং, তত্রোৎসাহাদিনাপি মহাফলং স্যাদিত্যাহ—রথেতি ত্রিভিঃ। হর্ষোঽনুমোদনমুৎসাহে বা ॥ ৩৪৭ ॥

রথোৎসবস্য মাহাত্ম্যং কলৌ বিতনুতে হি যঃ।
পুণ্যবুদ্ধ্যা বিশেষেণ লোভেনাপ্যথবা নরঃ ॥ ৩৪৮ ॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তা রত্নধান্য-সমন্বিতা।
সশৈলবনপুষ্পাঢ্যা তেন দত্তা মহী ভবেৎ ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—রথযাত্রা উৎসবের মহিমা যিনি কলিযুগে বিস্তার করেন, পুণ্যবুদ্ধি জ্ঞানে, অথবা বিশেষ কোন লোভ বশতঃ ঐ মানব সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা সমুদ্রান্ত রত্ন, ধান্য সমন্বিতা, পর্ব্বত সহ বনপুষ্প যুক্তা পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪৮-৩৪৯ ॥

অন্যত্র চ—

বোধনী জাগরাধারা কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষতঃ।
রথস্থো যত্র ভগবাংস্তুষ্টো যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥৩৫০

অনুবাদ—অন্যত্রও—কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে বোধনী দ্বাদশী জাগরণ সহ উৎসবে রথস্থিত ভগবান্ তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত ফল দান করেন ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—যত্র—যস্যাং বোধন্যাম্ ॥ ৩৫০ ॥

ভজন্তে যে রথারূঢ়ং দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
তেষাং যাত্রাকৃতাং নৃণাং কামানিষ্টান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ – যে সকল মানব রথস্থিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানকে সেবা করে, সেই সকল মানবের যাত্রার উদ্দেশ্যে কৃত কাম্য ফলসমূহ ভগবান প্রদান করেন ॥ ৩৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণরথশোভাং যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ।
তেষাং মনোরথাবাপ্তিং যচ্ছতে পুরুষোত্তমঃ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—যে সকল মানব উৎসাহ যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথের শোভা বৃদ্ধি করে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মনের অভিলষিত বস্তু দান করে ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—মনোরথাবাপ্তিং—বাঞ্ছিতফলম্ ॥৩৫২॥

শ্রীকৃষ্ণরথসংশোভাং যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ।
বাঞ্ছিতং তস্য যচ্ছন্তি নিত্যং সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—যে মানব নিজ সামর্থ্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-রথের সম্পূর্ণ শোভা বৃদ্ধি করে, সূর্য্যাদি-গ্রহগণ নিত্য তাহার বাঞ্ছিত পূরণ করেন ॥ ৩৫৩ ॥

কৃষ্ণস্য রথশোভাং যঃ পতাকাদি-সমন্বিতাম্।
করোতি বরনারীণাং ভোক্তা মন্বন্তরাণি ষট্ ॥৩৫৪

অনুবাদ—যিনি পতাকাদিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথশোভা বৃদ্ধি করেন, তিনি ছয় মন্বন্তর যাবৎ উত্তমা নারীদিগের ভোক্তা হন ॥ ৩৫৪ ॥

কৃষ্ণস্য রথশোভাং যে প্রকুর্ব্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ।
পদে পদে তথা পুত্র তেষাং পুণ্যং প্রয়াগজম্ ॥৩৫৫॥

অনুবাদ—যে সকল মানব উৎসাহযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথ শোভা বৃদ্ধি করেন, হে পুত্র! পদে পদে তাহাদের প্রয়াগ তীর্থ ভ্রমণ জাত পুণ্য হয় ॥ ৩৫৫ ॥

রথযাত্রাস্থিতে কৃষ্ণে জয়েতি প্রবদন্তি যে।
জয়েতি চ পুনর্যে বৈ শৃণু পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩৫৬॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণকালে যাঁহারা জয় জয় শব্দ উচ্চারণ পুনঃ পুনঃ করেন, তাঁহাদের পুণ্য বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৫৬ ॥

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে।
বারাণস্যাদি-তীর্থেষু দেবানাঞ্চৈব দর্শনে ॥ ৩৫৭ ॥
যৎ ফলং কবিভিঃ প্রোক্তং কার্ৎস্ন্যেন চ নরেশ্বর।
জয়-শব্দে কৃতে বিষ্ণৌ রথস্থে তৎ ফলং স্মৃতম্ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—গঙ্গাদ্বারে অর্থাৎ হরিদ্বারে, প্রয়াগে, গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে, বারাণসী আদি তীর্থে স্নান ও দেবগণের দর্শনে যে ফল শাস্ত্রকারগণ পরিপূর্ণরূপে বলিয়াছেন, হে মহারাজ! শ্রীবিষ্ণুর রথে অবস্থান কালে 'জয়'-শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই ফল জানিবেন ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

রথস্থিতো নরৈর্যৈস্তু পূজিতো ধরণীধরঃ।
যথালাভোপপন্নৈশ্চ পুষ্পৈর্ভক্ত্যা সমর্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামানন্তে চ পরমং পদম্ ॥৩৫৯

অনুবাদ—রথস্থিত ধরণীধর শ্রীবিষ্ণুকে যে সকল মানব পূজা করেন এবং অনায়াস লভ্য পুষ্পসমূহ দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করেন, শ্রীবিষ্ণু তাঁহাদের বাঞ্ছিত বস্তুসমূহ প্রদান করেন এবং অন্তে পরম-ধাম প্রদান করেন ॥ ৩৫৯ ॥

মঙ্গলং যে প্রকুর্ব্বন্তি ধূপদীপাংস্তথা স্তবম্।
নৈবেদ্যং বস্ত্রপূজাঞ্চ ভক্ত্যা নীরাজনং হরেঃ ॥৩৬০॥
রথারূঢ়স্য কৃষ্ণস্য সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
ফলং ন তস্য জানামি যদি জানাতি কেশবঃ ॥৩৬১

অনুবাদ—যাহারা জয় জয় ধ্বনি উচ্চারণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন, ধূপ, দীপ আদি দান, স্তবপাঠ, নৈবেদ্য, বস্ত্র বিশেষ অর্পণ দ্বারা পূজা, ভক্তিসহ শ্রীহরির আরতি করেন, হরিবাসর দ্বাদশীতে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের, তাহার ফল আমি জানি না, শ্রীকেশব জানিতে পারেন ॥ ৩৬০-৩৬১ ॥

টীকা—মঙ্গলং জয়তীত্যাদিকরূপং, বস্ত্র-বিশেষার্পণেন পূজাম্ ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—যদীতি সংশয়শ্চানন্ত্যাভিপ্রায়েণ ॥৩৬১॥

ব্রহ্মস্বহারী গোঘ্নশ্চ ভ্রূণহা ব্রহ্মনিন্দকঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ॥ ৩৬২ ॥
মদ্যপঃ সর্ব্বপাপোঽপি কলিকালেন মোহিতঃ।
রথাগ্রতঃ পদৈকেন মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহারী, গোহত্যা-কারী, ভ্রূণহা, ব্রহ্মনিন্দক, মহাপাতকযুক্ত, ব্রহ্মহত্যা-কারী, গুরুদারগামী, মদ্যপায়ী, কলিকালমুগ্ধ, সর্ব্ব-বিধ পাপযুক্ত ব্যক্তিও রথের সম্মুখে পদমাত্র গমন করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥৩৬২-৩৬৩॥

টীকা—সর্ব্বাণি পাপানি যস্মিন্ সোঽপি ॥৩৬৩॥

কিঞ্চান্যত্র—

রথারূঢ়ে মহাবিষ্ণৌ যে কুর্ব্বন্তি জয়স্বনম্।
পূজাঞ্চাখিলপাপেভ্যো মুক্তা যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—মহাবিষ্ণু রথারোহণ করিলে যাহারা জয় জয় ধ্বনি ও পূজা করেন, তাহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির ধামে গমন করেন ॥ ৩৬৪ ॥

টীকা—পূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৬৪ ॥

কিঞ্চ—

রথস্যাকর্ষণং পূর্ব্বং কুরুতে দৈত্যনায়কঃ।
ততঃ সুরা সিদ্ধসংঘা যক্ষগন্ধর্ব্বমানবাঃ॥ ইতি॥
॥ ৩৬৫॥

অনুবাদ—আরও—পুরাকালে দৈত্যরাজ প্রহলাদ রথ আকর্ষণ করেন। তৎপরে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ মানবগণ রথ আকর্ষণ করেন॥ ৩৬৫॥

টীকা—ন চায়ং রথো মনুষ্যমাত্রশক্ত্যা চলতি, কিন্তু ভগবদ্ভক্তানাং মহতামেবেত্যাশয়েনাহ—রথস্যেতি। দৈত্যনায়কঃ—শ্রীপ্রহলাদঃ॥ ৩৬৫॥

———

ইত্থঞ্চ রথযাত্রায়া বিধির্ব্যক্তঃ স্বতোঽভবৎ।
তথাপি কশ্চিত্তত্রান্যো বিশেষোঽপি
বিতন্যতে॥ ৩৬৬॥

অনুবাদ—এইভাবে রথযাত্রার বিধি স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইল তথাপি তন্মধ্যে অন্য কোন কোন বিশেষ বিধিও আছে তাহা বিস্তার করা হইতেছে॥ ৩৬৬॥

টীকা—ইত্থং—মাহাত্ম্যলিখনদ্বারেত্যর্থঃ। স্বত এব ব্যক্তঃ প্রকটোঽভবৎ, অতস্তদ্বিস্তারণেনালমিত্যর্থঃ। বিশেষ আশীর্বাক্যকীর্ত্তনাদিঃ॥ ৩৬৬॥

———

অথ রথযাত্রাবিধিঃ

শ্রীকৃষ্ণে তু রথারূঢ়ে জয়-জয়-ধ্বনিম্।
নিষ্পাদ্য চ মহাপূজামাশীর্বাক্যানি কীর্ত্তয়েৎ॥৩৬৭॥

অনুবাদ—অনন্তর রথযাত্রা বিধি—শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলে জয় জয় ধ্বনি করিয়া মহাপূজা সম্পাদনের পর আশীর্বাক্যসমূহ কীর্ত্তন করিবেন॥ ৩৬৭॥

টীকা—বিশেষমেব লিখন্ তৎ পূর্ব্বকৃত্যমনুস্মারয়তি—শ্রীকৃষ্ণে ত্বিতি॥ ৩৬৭॥

———

তথা চ বিষ্ণুধর্ম্মে—

বক্ত্রং নীলোৎপলরুচি-লসৎ-কুণ্ডলাভ্যাং প্রমৃষ্টং
চন্দ্রাকারং রচিততিলকং চন্দনেনাক্ষতৈশ্চ।
গত্যা লীলাং জনসুখকরীং প্রেক্ষণেনামৃতৌঘং
পদ্মাবাসাং সততমুরসা ধারয়ন্ পাতু বিষ্ণুঃ॥৩৬৮॥

অনুবাদ—ঐরূপই বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—যাঁহার বদনমণ্ডল নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল এবং দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়ের আভাসে উজ্জ্বল, চন্দন ও অক্ষত সমূহের দ্বারা রচিত চন্দ্রাকার তিলক, রথযাত্রা গমনভঙ্গী জনসুখকরী, দর্শন দ্বারা অমৃত বর্ষণকারী, সর্ব্বদা বক্ষে লক্ষ্মীদেবীর নিবাস, এই প্রকার শ্রীবিষ্ণু জগৎবাসীকে রক্ষা বা পালন করুন॥ ৩৬৮॥

টীকা—চন্দ্রাকারং পূর্ণেন্দুমণ্ডলসদৃশাকৃতি বক্ত্রং ধারয়ন্ প্রকটয়ন্; বক্ত্রমেব বিশিনষ্টি নীলেত্যাদি-প্রথমার্দ্ধেন। নীলোৎপলস্যেব রুচিঃ শ্যামকান্তির্যস্মিন্, লসদ্ভ্যাং গণ্ডয়োঃ ক্রীড়দ্ভ্যাং শোভমানাভ্যাং বা কুণ্ডলাভ্যাং প্রমৃষ্টং পরমোজ্জ্বলম্; লসদিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব বা সম্বন্ধঃ। চন্দনেনাক্ষতৈশ্চ রচিতং ভালে নির্ম্মিতং তিলকং যস্মিন্। পুনর্বিষ্ণুং বিশিনষ্টি—গত্যা রথযাত্রয়া জনসুখকরীং সর্ব্বলোকানন্দবহাং লীলাং কৌতুকবিশেষং ধারয়ন্; কিঞ্চ, প্রেক্ষণেন কৃপাবলোকেন অমৃতৌঘং সুধাপূরং ধারয়ন্; কিঞ্চ, উরসা পদ্মবাসাং লক্ষ্মীং ধারয়ন্ সততং পাতু জগদিতি শেষঃ; ব ইত্যুত্তরশ্লোকস্থস্য বা সম্বন্ধঃ॥৩৬৮॥

———

যুক্তঃ শৈব্যাদি-বাহৈর্মধুরতররণৎ-কিঙ্কিণীজালমালৈ
রত্নৌঘৈর্মৌক্তিকানামবিরতমণিভিঃ সংভৃতৈশ্চৈব
হারৈঃ।
হৈমৈঃ কুম্ভৈঃ পতাকাশিবতররুচিভির্ভূষিতং
কেতুমুখ্যৈশ্ছত্রৈর্ব্রহ্মেশবন্দ্যো দুরিতহরহরেঃ পাতু জৈত্রো
রথো বঃ॥৩৬৯॥

অনুবাদ—শ্রীহরির রথখানি শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় যোজিত, মধুরতর শব্দায়মান কিঙ্কিণী জাল মণ্ডিত, রত্নমালা, মুক্তামালা ও মণিমালাসমূহ দ্বারা গ্রথিত হারসমূহ দ্বারা সমলঙ্কৃত, স্বর্ণকুম্ভ সমূহ দ্বারা এবং উত্তম দীপ্তিশালী পতাকা শ্রেণী ও ছত্র দ্বারা ভূষিত, ব্রহ্মামহেশাদি বন্দিত, পাপনাশন শ্রীহরির জয়শীল রথ তোমাদিগকে পালন করুন॥ ৩৬৯॥

টীকা—শৈব্যঃ আদি-শব্দেন সুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ, তত্তৎসংজ্ঞৈর্বাহৈরশ্বৈ-শ্চতুর্ভির্যুক্তঃ, এবম-

স্যাপি রথস্য ভগবদারূঢ়ত্বাত্তন্নিত্যরথসাদৃশ্যমভিপ্রেতম্। কথম্ভূতৈর্ব্বাহৈঃ ? মধুরতরং যথা স্যাত্তথা রণন্তীনাং শব্দায়মানানাং, যদ্বা, মধুরাণাঞ্চ পরমসুন্দরীণাং রণন্তীনাঞ্চ কিঙ্কিণীনাং জালস্য মালা যেষু তৈঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ ? অবিরতা নিরন্তরা মণয়ো যেষু তৈর্মৌক্তিকানাং হারৈঃ রত্নৌঘৈশ্চান্যৈঃ সম্ভৃতৈঃ পরিপূর্ণৈঃ ; যদ্বা, রথস্যৈব বিশেষণম্। ততশ্চ মণয়ো মৌক্তিকগুণকানি যথা জপমালাদিমণয়ঃ ; মৌক্তিকানামবিরতৈর্মণিভিঃ রত্নৌঘৈশ্চ সম্ভৃতৈর্গ্রথিতৈর্হারৈর্ভূষিতঃ ইত্যন্বয়ঃ। পতাকানাং শিবতরাভিঃ পরমোত্তমাভিঃ রুচিভির্দীপ্তিভিঃ ছত্রৈশ্চ ভূষিতাঃ, দুরিতহরস্য হরেঃ জৈত্রঃ জয়শীলঃ ॥৩৬৯॥

মোদন্তাং সুজনা হ্যনিন্দিতধিয়ঃ ত্রস্তাখিলোপদ্রবাঃ
স্বস্থাঃ সুস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাং সুখম্।
রে দৈত্যা গিরিগহ্বরাণি গহনান্যাশু ব্রজধ্বং ভয়াদ্
দৈত্যারির্ভগবানয়ং যদুপতির্যানং সমারোহতি ॥৩৭০

অনুবাদ—প্রশংসিতবুদ্ধি সজ্জনগণ আনন্দিত হউন, উপদ্রব সকল নিবারিত হইল, ধীরবুদ্ধি মানবগণ স্বস্তিলাভ করিল, দমিতশত্রু জনগণ সুখে ক্রীড়া করুন, রে দৈত্যগণ গিরিগুহাসমূহে বা গহনবনে শীঘ্র ভয়ে পলায়ন কর, দৈত্যনিসূদন ভগবান্ এই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন ॥ ৩৭০ ॥

পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজদানবাঃ।
সংরক্ষণায় লোকানাং রথারূঢ়ো নৃকেশরী ॥
ইতি ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—অরে অরে দিতিপুত্র দানবগণ পলায়ন কর, লোকসমূহের সম্যক্ পালন জন্য নরহরি শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়াছেন ॥ ৩৭১ ॥

ততো বিচিত্রগদ্যানি পঠিত্বাথ মহাপ্রভোঃ।
মহাপ্রসাদমালাঞ্চ স্বীকুর্য্যাৎ পরয়া মুদা ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিচিত্র গদ্যছন্দে রচিত বিরুদ কাব্যসমূহ পাঠ করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ ও প্রসাদী মালা ধারণ করিবেন ॥ ৩৭২ ॥

অথ তন্মাহাত্ম্যম্

ভক্ত্যা গৃহ্ণাতি যো মালাং বৈষ্ণবীং মঙ্গলাশ্রয়াম্।
ন তেষাং দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥৩৭৩॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রসাদী মালা চন্দনাদির মাহাত্ম্য—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদী অখিল মঙ্গলাধার মালা যিনি ভক্তিসহ গ্রহণ করেন, ইহ পরলোকে তাহাদের দুর্ল্লভ বস্তু কিছুই থাকে না ॥ ৩৭৩ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে।
মালামেতাং প্রগৃহ্ণীয়াৎ সৌখ্যমোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥
ইতি ॥ ৩৭৪ ॥

অনুবাদ—অতএব উদ্যমের সহিত সর্ব্ববিধ বাসনা সিদ্ধির জন্য সুখ ও মোক্ষপ্রদায়িনী প্রভুর প্রসাদী এই মালা যত্নসহ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৭৪ ॥

সঞ্চিন্ত্যাকৃষ্যমাণঞ্চ শ্রীপ্রহ্লাদাদিভী রথম্।
আকর্ষয়েদ্রাজপুর্য্যাং ভ্রাময়েদ্বৈষ্ণবৈঃ সমম্ ॥৩৭৫॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহ্লাদাদি মহাজনগণ রথ আকর্ষণ করিতেছেন—এইরূপ ভাবনা লইয়া বৈষ্ণববৃন্দ সহ রাজপুরীতে রথ আকর্ষণ ও ভ্রমণ করাইবেন ॥ ৩৭৫ ॥

টীকা—রথঞ্চ তং শ্রীপ্রহ্লাদাদিভিরাকৃষ্যমাণং সঞ্চিন্ত্য পরিভাব্য স্বয়ং ভ্রাময়েৎ। প্রেরয়ন্নিতি পাঠে পশ্চাচ্চালয়ন্ ॥ ৩৭৫ ॥

তথা চ ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব—
নৃত্যমানৈর্ভাগবতৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
ভ্রাময়েৎ স্যন্দনং বিষ্ণোঃ পুরমধ্যে সমন্ততঃ ॥৩৭৬॥

অনুবাদ—ঐরূপই ভবিষ্যোত্তরে ঐ প্রসঙ্গে—গীত, বাদ্যধ্বনি সহ নৃত্যরত ভাগবতগণ সহ শ্রীবিষ্ণুর রথ পুর মধ্যে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইবে ॥ ৩৭৬ ॥

টীকা—নৃত্যমানৈর্নৃত্যদ্ভির্ভাগবতৈর্ভগবদ্ভক্তৈঃ সহ ॥ ৩৭৬ ॥

———

কিঞ্চ—

প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে কার্ত্তিকে পাণ্ডুনন্দন।
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুরমধ্যে সমন্ততঃ।
ভ্রাম্যয়েত্তুর্য্যনির্ঘোষৈ রথস্থং ধরণীধরম্ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—আরও—হে পাণ্ডুনন্দন! কার্ত্তিকে উত্থান দ্বাদশীতে সকল দেবালয়ে পুরমধ্যে চতুর্দ্দিকে তুরীভেরী বাদ্যসহ শ্রীভগবানের রথ ভ্রমণ করাইবে ॥ ৩৭৭ ॥

———

রথাগমে মুকুন্দস্য পুরশোভাস্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বতো রমণীয়ন্ত পতাকৈরুপশোভিতম্ ॥৩৭৮॥
তোরণৈর্বহুভির্যুক্তং রম্ভাস্তম্ভৈঃ সুশোভিতম্।
স্থানে স্থানে মহীপাল কর্ত্তব্যং পুণ্যসংযুতম্।
বিচিত্ররথশোভা চ কর্ত্তব্যা ভাবিতৈর্নরৈঃ ॥
ইতি ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমুকুন্দের রথ আসিবেন জানিয়া পুরীর শোভা বৃদ্ধি করিবে, মনোরম পতাকাসমূহ দ্বারা উত্তম শোভা বিশিষ্ট, বহু তোরণ দ্বারযুক্ত, রম্ভাবৃক্ষ কদলীস্তম্ভ সমূহ দ্বারা সুশোভিত, হে মহীপাল! স্থানে স্থানে মঙ্গলতম বিচিত্র রথশোভাও সুচিন্তিত মানবগণ দ্বারা কর্ত্তব্যা ॥ ৩৭৮-৩৭৯ ॥

টীকা—রথস্যাগমে যত্র যত্র রথো যাতি তত্র তত্রৈবেত্যর্থঃ। এবং পুরোশোভাকর্ম্মণস্তাৎকালিকত্ব-মুক্তং, পূর্ব্বমপি সর্ব্বমহাযাত্রাসাধারণ্যাৎ কার্য্যমেবেতি জ্ঞেয়ম্। পুরোশোভামেব বিবৃত্যাহ—সর্ব্বত ইতি সার্দ্ধেন। রমণীয়ং পুরমিতি শেষঃ ॥ ৩৭৮ ॥

টীকা—পুণ্যসংযুতঃ—মঙ্গলতমম্। ভাবিতৈঃ—ভাবযুক্তৈঃ সদ্ভির্বিচিত্রা রথশোভা চ স্থানে স্থানে কর্ত্তব্যা ॥ ৩৭৯ ॥

———

রথেন গচ্ছন্ ভগবাননুগম্যোঽখিলৈর্জনৈঃ।
স্বস্বগেহাগ্রতশ্চার্চ্চ্যোঽন্যথা দোষো মহান্ ভবেৎ
॥ ৩৮০ ॥

অনুবাদ—সমগ্র মানবকুলের পক্ষে রথারূঢ় শ্রীভগবানের অনুগমন কর্ত্তব্য এবং নিজ নিজ গৃহের অগ্রে অর্চ্চনা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে মহাদোষ হইবে ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—অখিলৈরাত্মারামাদিভিরপি স্বস্বগেহাগ্রতঃ নিজনিজালয়াগ্রতঃ প্রাপ্তঃ সন্ অর্চ্চ্যঃ পূজ্যঃ। অন্যথা —অনুগমনার্চ্চনে ন কৃতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮০ ॥

———

অথ রথানুগমনাদিনিত্যতা

তত্রৈব—

রথেন সহ গচ্ছন্তি পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ।
বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥ ৩৮১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রথানুগমনাদি নিত্যতা, ঐ বিষ্ণুধর্ম্মে—যাঁহারা শ্রীভগবানের রথের সহিত গমন করেন, অথবা পার্শ্বে, পশ্চাতে বা অগ্রে গমন করেন, তাহারা চণ্ডালাদি হইলেও সকলে বিষ্ণুসহ বা মহা-বিপ্র সম হয় ॥ ৩৮১ ॥

টীকা—অকরণে প্রত্যবায়দ্বারা নিত্যত্বং লিখিত্ব-মাদৌ করণেন পরমগুণং লিখতি—রথেনেতি। মহাবিপ্রেতি পাঠে মহাবিপ্রাঃ জ্ঞাননিষ্ঠা মুনয়স্তৈঃ সমাস্তুল্যাঃ। যদ্যপি মহাব্রাহ্মণ-শব্দেন চাণ্ডালোঽ-ভিধীয়তে, তথাপি বিপ্রশব্দ প্রয়োগাত্তৎপরিহারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৮১ ॥

———

রথস্থং যে ন গচ্ছন্তি ভ্রমমাণং জনার্দ্দনম্।
বিপ্রাধ্যয়নসম্পন্না ভবন্তি শ্বপচাধমাঃ ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—রথারোহণে ভ্রমমাণ জনার্দ্দনের যাহারা অনুগমন না করেন শাস্ত্রাধ্যয়নযুক্ত বিপ্র হইলেও শ্বপচাধম ॥ ৩৮২ ॥

টীকা—অধ্যয়নসম্পন্নাঃ অধীতশাস্ত্রা অপি বিপ্রাঃ। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩৮২ ॥

———

কিঞ্চ—

যেষাং গৃহাগ্রতো যাতি রথস্থো মধুসূদনঃ।
পূজা তৈস্তৈঃ প্রকর্ত্তব্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩৮৩

অনুবাদ—আরও—রথস্থিত শ্রীমধুসূদন যাহাদের গৃহের অগ্রে যান, বিত্তশাঠ্য বর্জ্জিত হইয়া তাহাদের পক্ষে শ্রীভগবানের পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা—পশ্যন্তীতি পাঠে দর্শনস্যাপি নিত্যত্বং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চানুগমনস্য নিত্যত্বং নানুব্রজতীতি শ্লোকাদবগন্তব্যম্ ॥ ৩৮৩ ॥

অনর্চ্চিতো যদা যাতি গৃহাদ্যস্য মহীধরঃ।
পিতরস্তস্য বিমুখা বর্ষাণাং দশ পঞ্চ চ ॥ ৩৮৪ ॥

অনুবাদ—যাহার গৃহের সম্মুখ হইতে মহীধর ভগবান্ অর্চ্চনা না পাইয়া যান, তাহার পিতৃগণ পঞ্চদশ বর্ষ বিমুখ থাকেন ॥ ৩৮৪ ॥

যঃ পুনঃ কুরুতে পূজাং গৃহায়াতে তু মাধবে।
বসতে শ্বেতদ্বীপে তু যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—আর যিনি শ্রীমাধব গৃহে আসিলে পূজা করেন, তিনি কল্পকাল শ্বেতদ্বীপে ভগবদ্ধামে বাস করেন ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—স চ কেবলমকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থমেব পূজা কার্য্যা, কিন্তু তয়া মহাফলঞ্চ স্যাদিত্যাহ—য ইতি ॥ ৩৮৫ ॥

অন্যত্র চ—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—যিনি মোহবশতঃ পরমেশ্বরের গমনকালে অনুগমন না করেন, জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা তিনি সর্ব্বকর্ম্ম দগ্ধ করিলেও অপরাধ ফলে ব্রহ্মরাক্ষস হন ॥ ৩৮৬ ॥

টীকা—জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি কর্ম্মাণি যস্য জীবন্মুক্তস্য সোঽপি ভগবদ্বিষয়কমহাপরাধবলেন পরমদুষ্কর্ম্মোৎপত্তেস্তদ্ভোগার্থং দুর্জ্জন্ম লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮৬ ॥

অথ স্বমন্দিরং নীত্বা পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ প্রভুম্।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্বিধিবদ্বৈষ্ণবৈঃ সমম্ ॥ ৩৮৭॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রভুকে নিজ মন্দিরে লইয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবেন এবং রাত্রিতে বৈষ্ণববৃন্দসহ যথাবিধি জাগরণ করিবেন ॥ ৩৮৭ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি শয়ন্যাদৌ যথালিখিতং তদ্বদিত্যর্থঃ। বিধিবদ্যথাবিধীত্যর্থঃ। রথযাত্রারাত্রৌ জাগরণমুন্মীলনীত্বাদিনা দ্বাদশ্যামুপবাসবৎ। অন্যথা পূর্ব্বস্মিন্নুপবাসদিনে জাগরণং পারণাদিনে উত্থানানন্তরং রথযাত্রেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮৭ ॥

অথ প্রবোধনীজাগরণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু পাপং যৎ সমুপার্জ্জিতম্।
জাগরণে প্রবোধন্যাং দহ্যতে তুলরাশিবৎ ॥ ৩৮৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রবোধিনী জাগরণ মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সহস্র জন্মার্জ্জিত যে সকল পাপ, তাহা প্রবোধিনীতে জাগরণ ফলে তুলারাশির ন্যায় দগ্ধ হয় ॥ ৩৮৮ ॥

টীকা—তত্র জাগরণতঃ প্রথমং পাপক্ষয়মাহ—পূর্ব্বেতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৮৮ ॥

কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ।
কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোর্ধূতপাপো ভবেন্মুনে ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ—হে মুনে! মানব ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপ করিয়াও প্রবোধনীতে বিষ্ণু জাগরণ করিয়া পাপমুক্ত হয় ॥ ৩৮৯ ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা পাপং যৎ সমুপার্জ্জিতম্।
ক্ষালয়েত্তচ্চ গোবিন্দঃ প্রবোধন্যান্তু জাগরে ॥ ৩৯০ ॥

অনুবাদ—মানব কায় মনোবাক্যে যে সকল পাপ সঞ্চিত করিয়াছে, তৎ সমুদয় গোবিন্দের প্রবোধিনীতে জাগরণ করিলে প্রক্ষালিত হয় ॥ ৩৯০ ॥

দুষ্প্রাপং যৎ ফলং বিপ্রৈরশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ।
প্রাপ্যতে তৎ সুখেনৈব প্রবোধন্যাস্তু জাগরে ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণ কর্ত্তৃক অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ দ্বারা যাহা দুষ্প্রাপ্য, সেই ফল অনায়াসে প্রবোধনীতে জাগরণে পাওয়া যায় ॥ ৩৯১ ॥

টীকা—যজ্ঞ তীর্থদানাদিভ্যোঽপ্যাধিক্যমাহ—দুষ্প্রাপমিতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৯১ ॥

———

আপ্লুত্য সর্ব্বতীর্থানি দত্ত্বা চ কাঞ্চনং মহীম্ ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যৎ কৃত্বা জাগরং হরেঃ ॥৩৯২

অনুবাদ—শ্রীহরির প্রবোধিনী জাগরণে যে ফল পাওয়া যায়, সে ফল সর্ব্বতীর্থে স্নান, স্বর্ণদান, ভূমিদান করিয়াও পাওয়া যায় না ॥ ৩৯২ ॥

———

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু যৎ ফলং পরীকীর্ত্তিতম্ ।
তৎ সহস্রগুণং পুণ্যং প্রবোধন্যান্তু জাগরে ॥ ৩৯৩ ॥

অনুবাদ—চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণে যে ফল কীর্ত্তিত আছে, তাহার সহস্রগুণ পুণ্য প্রবোধিনীতে জাগরণে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৯৩ ॥

———

স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চার্চ্চনং হরেঃ ।
তৎ সর্ব্বং কোটিগুণিতং প্রবোধন্যান্তু জাগরে ॥৩৯৪

অনুবাদ—স্নান, দান, তপস্যা, হোম, নিত্য বেদপাঠ, শ্রীহরির অর্চ্চন ফলসমূহ কোটি গুণিত হয়, প্রবোধনীতে জাগরণে ॥ ৩৯৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ স্নানমিতি ॥ ৩৯৪ ॥

———

সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানং কুলাযুতম্ ।
বিষ্ণুলোকং নয়ত্যাশু জাগরণে প্রবোধনী ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—প্রবোধনীতে জাগরণে অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান দশসহস্র কুলকে বিষ্ণুলোকে শীঘ্র লইয়া যায় ॥ ৩৯৫ ॥

টীকা—সর্ব্বকুলসমেতস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বঞ্চাহ—সমতীতমিতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৯৫ ॥

———

চলন্তি পিতরো হৃষ্টা বিষ্ণুলোকমলঙ্কৃতাঃ ।
বিমুক্তা নারকৈর্দুঃখৈঃ কর্ত্তুঃ কৃষ্ণপ্রজাগরম্ ॥৩৯৬॥

অনুবাদ—প্রবোধনীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রজাগরণকারীর পিতৃগণ নরক দুঃখ মুক্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে অলঙ্কৃত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৩৯৬ ॥

টীকা—কৃষ্ণস্য জাগরণং কর্ত্তুঃ, যঃ করোতি তস্য যে পিতরস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯৬ ॥

———

ভার্য্যাপক্ষে তু যে জাতা মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ।
তারয়েন্মাত্র সন্দেহঃ প্রবোধন্যান্তু জাগরঃ ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ—ভার্য্যা পক্ষে মাতৃকুলে বা পিতৃকুলে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রবোধনীতে জাগরণ তাহাদের উদ্ধার করেন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৯৭॥

———

কিঞ্চ—
ফলৈর্নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ প্রবোধন্যান্তু জাগরে ।
শঙ্খে তোয়ং সমাদায় অর্ঘ্যং দদ্যাজ্জনার্দ্দনে ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—আরও—প্রবোধনীতে জাগরণে নানাবিধ ফল ও দ্রব্যসহ শঙ্খে জল লইয়া শ্রীজনার্দ্দনে অর্ঘ্যদান করিবেন ॥ ৩৯৮ ॥

টীকা—জাগরে অর্ঘ্যদানমাহাত্ম্যং লিখতি—ফলৈরিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৯৮ ॥

———

যৎ ফলং সর্ব্বদানেষু সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ।
তৎ সর্ব্বং কোটিগুণিতং দত্ত্বার্ঘ্যং বোধবাসরে ॥৩৯৯

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ দানে ও সর্ব্বতীর্থে স্নানে যে ফল সেই সকলই কোটিগুণ হয় জাগরণ দিনে অর্ঘ্যদান করিলে ॥ ৩৯৯ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—
অন্যত্রাপি প্রিয়া বিষ্ণোর্জাগরে স্যাৎ প্রবোধনী ।
কিং পুনর্মথুরায়াং সা ততো বৈ জন্মসদ্মনি ॥ ৪০০॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও ঐ প্রসঙ্গে—অন্য যে কোন স্থানে ও প্রবোধনীতে জাগরণ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়, আর মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানে যে তদপেক্ষা অধিক প্রিয় তাহা আর কি বলিব ॥ ৪০০ ॥

টীকা—অন্যত্র—মথুরাব্যতিরিক্তস্থানেঽপি ॥৪০০॥

———

একৈবৈকাদশী কৃষ্ণজন্মগেহে কৃতা নরৈঃ।
ততোঽধিকং ন কর্ত্তব্যং লোকে কিঞ্চ
ন বিদ্যতে ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গৃহে একটি একাদশীর উপবাস মানবগণ করিলে, তাহার অধিক করার প্রয়োজন হয় না এই জগতে ॥ ৪০১ ॥

———

রাত্রৌ জাগরণং তত্র প্রীত্যা কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
সংসারমোহস্বপ্নান্তে সদা জাগ্রতি জাগ্রতি ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—মথুরাতে রাত্রি জাগরণ প্রীতিসহকারে যে সকল মানব করে, সংসার মোহ অজ্ঞান রূপ স্বপ্নের অন্তে অর্থাৎ নাশে মানব সর্ব্বদা জাগরিত থাকিতে পারে ॥ ৪০২ ॥

টীকা—সংসারে যো মোহং অজ্ঞানং, স এব স্বপ্নস্তস্য অন্তে নাশে নিমিত্তে। সদা জাগ্রতি সংসার-মোহস্তস্য কদাচিদপি ন তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। বীপ্সা নিশ্চয়ার্থা ॥ ৪০২ ॥

———

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীরাধিকোপাখ্যানান্তে—
প্রবোধনীজাগরপুণ্যবৈভবাৎ
প্রসন্ন ঈশো বিধিবাক্যসত্যকৃৎ।
চকার রাসোৎসবনর্ত্তনং সহ
বৃন্দাবনেঽন্যাভিরপীহ রাধয়া ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ—আরও পদ্মপুরাণে শ্রীরাধিকোপাখ্যা-নান্তে—কার্ত্তিকে প্রবোধনী জাগরণ পুণ্যফলে প্রসন্ন ব্রহ্মবাক্য সত্যকারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অন্যান্য গোপী ও শ্রীরাধিকাসহ শ্রীরাসোৎসব নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ৪০৩ ॥

টীকা—বিধিবাক্যম্—'সর্ব্বাসু গোপীষু মধ্যে অহং শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপ্রেয়সী ভবামি' ইতি স্বর্গে চন্দ্রকান্তিনামাপ্সরসঃ প্রার্থনয়া তথাস্তু' ইতি ব্রহ্মা যদাহ, তৎ সত্যং করোতীতি সঃ। এতচ্চ পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে সবিস্তরং বর্ত্তত এব। তত্র যদ্যপি ভগবতী শ্রীরাধা স্বতএব তস্য নিত্যপরমপ্রেয়সী, তথাপি বিধিবাক্যসত্যতার্থং কৃতমিত্যন্যজনের্ষা-পরিহারার্থমুক্তমিতি দিক্। রাধয়া সহ, অন্যাভিরপি গোপীভিঃ সহ ॥ ৪০৩ ॥

———

সা নৃত্যমানাদ্ভুতগোপরূপিণা
কৃষ্ণেন জন্মান্তরবাঞ্ছিতেন।
রাধা মহাপ্রেমজবাকুলেন্দ্রিয়া
নিন্যেঽন্যলোকং কথয়া কৃতার্থতাম্ ॥৪০৪

অনুবাদ—জন্মান্তর বাঞ্ছিত অপ্রাকৃত গোপরূপ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যরতা সেই মহাপ্রেমবেগে আকুলেন্দ্রিয়া শ্রীরাধিকা নিজ চরিত কথা দ্বারা অন্য লোককে কৃতার্থ অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়জন করিয়া-ছিলেন ॥ ৪০৪ ॥

টীকা—অন্যলোকং পরমপি জনং সর্ব্বং কথয়া নিজচরিত্রাদিবার্ত্তয়া কৃতার্থতাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমতাং নিন্যে। তত্র হেতুঃ—মহান্ প্রেম্ণো জবঃ বেগস্তেনা-কুলানীন্দ্রিয়াণি যস্যাঃ সাঃ। অতস্তদ্বার্ত্তাশ্রবণমাত্রে-ণৈব স্বতঃ প্রেমভরোৎপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪০৪ ॥

———

তস্মাৎ প্রবোধনীং কৃত্বা রাত্রৌ কৃত্বা চ জাগরম্।
সুপ্তোত্থিতং হরিং দৃষ্ট্বা কা ভীঃ সংসারজা
দ্বিজাঃ ? ৪০৫

অনুবাদ—অতএব প্রবোধনী দ্বাদশী পালন করিয়া এবং রাত্রিতে জাগরণ করিয়া সুপ্তোত্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, হে দ্বিজগণ সংসার জাত ভয় কোথায় ? ৪০৫ ॥

———

মথুরায়াস্তু কিং বাচ্যং জাগরে হরিসন্নিধৌ।
কার্ত্তিকে বোধনীং প্রাপ্য ততঃ শ্রেয়ঃ
পরং ন হি ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—মথুরায় শ্রীহরি সন্নিধানে জাগরণের মহিমা আর কি বলিব, কার্ত্তিকে প্রবোধনী প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে পরম মঙ্গল নাই ॥ ৪০৬ ॥

———

মথুরায়াং প্রবোধন্যাং কৃতজাগরণস্য হি।
ক্ষণার্দ্ধাদন্যতো বৈশ্যোঽমোচয়দ্ব্রহ্মরাক্ষসম্ ॥৪০৭॥

অনুবাদ—মথুরাতে প্রবোধনীতে জাগরণকারী সুধন নামক বৈশ্যই জাগরণের ক্ষণার্দ্ধ ফল দান দ্বারা ব্রহ্মরাক্ষসকে মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০৭ ॥

টীকা—ব্রহ্মরাক্ষসঞ্চ বৈশ্যোঽমোচয়দিত্যত্রেতিহাসো মথুরামাহাত্ম্যে ব্যক্তং বর্ত্তত এব। যথা—'সুধননামা বণিক্ জাগরণার্থমক্রূরতীর্থং গচ্ছন্ পথি ব্রহ্মরাক্ষসেন গৃহীতঃ, পুনরাগমনার্থং শপথে কৃতে সতি পরিত্যক্তো জাগরণং কৃত্বা পুনরায়াতস্তং দৃষ্টা রাক্ষসেন সকাকু প্রার্থিতো জাগরণ-কৃত-নৃত্য-লেশমাত্রদানেন তং মোচয়ামাস' ইতি ॥ ৪০৭ ॥

জাগরস্য চ মাহাত্ম্যং গীতবাদিত্রকীর্ত্তনম্।
হরেঃ প্রীতিকরং রাত্রৌ বক্তুং মে নৈব শক্যতে ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—জাগরণের মাহাত্ম্য এবং গীত, নৃত্য, বাদ্যসহ কীর্ত্তন রাত্রিতে শ্রীহরির প্রীতিকর, অতএব মহিমা বলিবার শক্তি আমার নাই ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—মাহাত্ম্যং বক্তুং নৈব শক্যতে, যত্রঃ রাত্রৌ গানাদিকং প্রত্যেকং হরে প্রীতিকরমিতি ॥ ৪০৮ ॥

যস্তু গায়তি কৃষ্ণাগ্রে কৌমুদীং দ্বাদশীং ক্ষণম্।
সর্ব্বলোকান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রবোধনী দ্বাদশী একক্ষণ গান করে, সে এই সকল লোক পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—কৌমুদীং প্রবোধনীমিত্যর্থঃ ॥ ৪০৯ ॥

অতএবোক্তং তত্রৈব—
রাজ্যমন্যত্র সংত্যজ্য স্ফীতং নিহতকণ্টকম্।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ কৌমুদ্যাং জাগরঞ্চরেৎ ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—অতএব ঐ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অন্যত্র সুবিশাল নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে মথুরাতে প্রবোধনীতে জাগরণ করিবে ॥৪১০

অথ পারণাদিনকৃত্যম্

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—
পারণং কার্ত্তিকে শুক্লে দ্বাদশ্যান্তু ততশ্চরেৎ।
কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদ্যাথ ব্রতং কৃচ্ছাগ্র্যমুত্তমম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ॥৪১১॥

অনুবাদ—অনন্তর পারণাদিনকৃত্য—কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশীতে পারণ করিবে, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কষ্টসাধ্য উত্তম ব্রত নিবেদন পূর্ব্বক ভক্তিভরে শ্রীজনার্দ্দনকে অর্চ্চন করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১১ ॥

মহাভারতে—
চতুর্দ্ধা গৃহ্য বৈ চীর্ণং চাতুর্ম্মাস্যব্রতং নরঃ।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং তৎ সমাপয়েৎ ॥৪১২

অনুবাদ—মহাভারতে—মানব চতুর্ব্বিধ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিয়া কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে তাহা সমাপন করিবে ॥ ৪১২ ॥

প্রাতর্নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা শক্ত্যা সংভোজ্য ভূসুরান্।
গৃহ্নন্ কৃতব্রতাচ্ছিদ্রং প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাদিকম্ ॥৪১৩

অনুবাদ—প্রাতঃকালে স্নান পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ব্রতমধ্যে ত্রুটি বারণ ও দক্ষিণাদি প্রদান করিবে ॥ ৪১৩ ॥

টীকা—কৃতানাং চতুর্ম্মাসেষু বিশেষতঃ কার্ত্তিকে চ বিহিতানাং ব্রতানামচ্ছেদ্রমচ্ছিদ্রতাং গৃহ্নন্ ॥৪১৩॥

দানং যথাব্রতং তেভ্যো দত্ত্বা পারণমাচরেৎ।
প্রবর্ত্তয়েচ্চ সন্ত্যক্তং চাতুর্ম্মাস্যব্রতেষু যৎ ॥ ৪১৪ ॥

অনুবাদ—ব্রত অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান দিয়া পরে পারণ করিবে। এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে যাহা যাহা বর্জ্জন ছিল, তৎ সমুদয় পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবে ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—যথাব্রতমিতি যদ্ব্রতে যদ্দানমুক্তং তদনুসারেণেত্যর্থঃ। তচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতেষু যৎ সন্ত্যক্তং, তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ ভক্ষণাদিকং কুর্য্যাৎ ॥ ৪১৩ ॥

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব—

প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা ভোজয়েদন্নবিস্তরৈঃ ।
ঘৃত-ক্ষীর দধি-ক্ষৌদ্র-কাসার-গুড়-মোদকৈঃ ।
অর্চ্চয়েচ্চন্দনৈশ্চূর্ণৈঃ পুষ্পগন্ধৈর্দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪১৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে ঐ প্রসঙ্গে—প্রভাতে পবিত্র জলে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভূরি ভোজন করাইবে —ঘৃত, ক্ষীর, দধি, মধু, কাসার (পুষ্পান্ন), গুড়, লাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা এবং চন্দন, আবির, গন্ধ, পুষ্পাদি দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪১৫ ॥

টীকা—বিমলে জল ইতি শেষঃ, যদ্বা, প্রভাত ইত্যস্যৈব বিশেষণং—বিমল ইতি। কাসারো মধুরতর-পক্বান্ন-বিশেষঃ, চূর্ণৈঃ পটবাসৈঃ বুক্কাবন্দনেত্যাদি-প্রসিদ্ধৈঃ ॥ ৪১৫ ॥

আচান্তেভ্যস্ততো দদ্যাত্ত্যক্তং যৎ কিঞ্চিদেব হি ।
সুবাচা সুমনোঽভীষ্ট-পত্র-পুষ্প-ফলাদিকম্ ॥ ৪১৬॥

অনুবাদ—আচমনের পর যাহা কিছু ব্রতে বর্জ্জন ছিল তাহা দান করিবে, মধুর বাক্যে পবিত্রমনে অভিলষিত পত্র, পুষ্প, ফলাদি দান করিবে ॥ ৪১৬ ॥

টীকা—ত্যক্তং চাতুর্ম্মাস্যাদিনিয়মে বর্জ্জিতং, সুবাচা বিনয়পূর্ব্বকমধুরোক্ত্যা দদ্যাৎ ॥ ৪১৬ ॥

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ নিয়মং যস্য যৎ কৃতম্ ।
কথয়িত্বা দ্বিজেভ্যস্তদ্দদ্যাদ্ভক্ত্যা সুদক্ষিণাম্ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—বর্ষমধ্যে চারিমাস যাহার যে নিয়ম ছিল, তাহা ব্রাহ্মণগণকে বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাহা উত্তম দক্ষিণারূপে দান করিবে ॥ ৪১৭ ॥

এবমেব পাদ্মে তত্রৈব কিঞ্চাধিকম্—

চাতুর্ম্মাস্যব্রতে বিপ্রাঃ পশ্চাদচ্ছিদ্রবাচনম্ ॥
ইতি ॥ ৪১৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপই পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গে আরও অধিক—হে বিপ্রগণ! চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের শেষে অচ্ছিদ্র বাচন অর্থাৎ ত্রুটি মার্জ্জন অচ্ছিদ্রমস্তু—এইরূপ ব্রাহ্মণগণকে বলাইবে ॥ ৪১৮ ॥

টীকা—হে বিপ্রাঃ। পশ্চাদ্বিপ্রভোজনদক্ষিণাদানানন্তরং চাতুর্ম্মাস্যব্রতেঽচ্ছিদ্রবাচনম্ 'অচ্ছিদ্রমস্তু' ইতি ব্রাহ্মণান্ বাচয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪১৮ ॥

অথ ব্রতেষু দানানি

কৃচ্ছ্রযুগ্মে তু গোযুগ্মং দদ্যাদ্বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ।
ত্রিরাত্রে মণিকং ছত্রমজাং চোপানহৌ তথা ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রতশেষে দানসমূহ—দুইটি কৃচ্ছ্রব্রতে দুইটি গো-দান ও বিপ্রগণকে ভোজন দান, ত্রিরাত্র ব্রতে বৃহৎ জলভাণ্ড, ছত্র, ছাগী এবং পাদুকা জোড়া ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—মণিকং—বৃহজ্জলভাণ্ডবিশেষম্ অজামেমেকাং ছাগীম্ ॥ ৪১৯ ॥

একান্তরোপবাসে চ দদ্যাদ্গাং সমলঙ্কৃতাম্ ।
বিভবে চ হলান্যষ্টৌ বলবর্দ্দযুতানি তু ॥ ৪২০ ॥

অনুবাদ—এক দিন পর পর উপবাসে অলঙ্কৃতা গাভীদান, সামর্থ্য থাকিলে আটটি লাঙ্গল যোড়ৃটি বলদ সহ ॥ ৪২০ ॥

ভোজয়েদেকভক্তে তু বিপ্রান্নক্তে তু ষড়্রসান্ ।
বস্ত্রে চাযাচিতে দদ্যাৎ বৃষং সস্বর্ণচন্দনম্ ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—এক ভক্ত ব্রতে বিপ্র ভোজন নক্তব্রতে ষড়্রস ভোজন দান, অযাচিত ব্রতে বস্ত্রদ্বয়, বৃষ, স্বর্ণ সহ চন্দন দান ॥ ৪২১ ॥

টীকা—নক্তে নক্তব্রতে, ষড়্রসান্ মধুরাদীন্, বস্ত্রে বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাৎ। অথ অযাচিতব্রতে তু স্বর্ণেন চন্দনেন চ সহিতং বৃষমনড়্বাহং দদ্যাৎ ॥ ৪২১ ॥

শালীন্ দদ্যাৎ ফলাহারে গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়োব্রতে ।
শাকাহারে তু বিতরেদ্ঘৃতং রাজতভাজনৈঃ ॥ ৪২২॥

অনুবাদ—ফলাহারে শালী ধান্য দান, পয়োব্রতে গো-দান, শাকাহারে রৌপ্য পাত্রে ঘৃত দান ॥ ৪২২ ॥

তৈলে ত্যক্তে ঘৃতং দদ্যাৎ ঘৃতে তু বিতরেৎ পয়ঃ।
বর্জ্জিতে দধি তু স্বর্ণং ক্ষীরে চ রজতং বুধঃ ॥৪২৩

অনুবাদ—তৈলত্যাগে ঘৃত দান, ঘৃতত্যাগে দুগ্ধ দান, দধিত্যাগে স্বর্ণ দান, দুগ্ধত্যাগে রৌপ্য দান ॥ ৪২৩ ॥

টীকা—ঘৃতে চ ত্যক্তে বর্জ্জিত ইতি তচ্চাগ্রে পঞ্চমশ্লোকং যাবৎ সপ্তম্যন্তেষ্বনুবর্ত্তনীয়ম্। তথা বিতরেদিতি যথাস্থানমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ৪২৩ ॥

অপূপে স্বর্ণগোধূমবস্ত্রাণি ব্রীহিষু প্রিয়ান্।
শালীন্ স্বর্ণং চ ধান্যে তু শালীন্ বা
ধান্যমেব চ ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—পিষ্টক ত্যাগে স্বর্ণ, গম, বস্ত্র দান, ব্রীহিত্যাগে অভীষ্ট উত্তম শালী ধান্য ও স্বর্ণ দান, ধান্য ত্যাগে শালী ধান্য দান ॥ ৪২৪ ॥

টীকা—প্রিয়ান্—অভীষ্টান্ উত্তমানিত্যর্থঃ ॥৪২৪

লবণে লাবণীং ধেনুং স্বর্ণং চাভ্যঞ্জনে তথ।
তৈলপূর্ণং ঘটং কিঞ্চ সাজ্যপায়সভোজনম্ ॥ ৪২৫ ॥

অনুবাদ—লবণ বর্জ্জনে লবণ ধেনু ও স্বর্ণ দান, তৈলমর্দ্দন ত্যাগে তৈলপূর্ণ ঘট ও ঘৃত, পায়স ভোজন দান ॥ ৪২৫ ॥

টীকা—লাবণীং লবণনির্ম্মিতাং ধেনুং, তদ্বিশেষশ্চ তিলধেন্বাদিপ্রসঙ্গে ভবিষ্যোত্তরাদ্যুক্তো জ্ঞেয়ঃ। অথ অভ্যঞ্জনে তৈলেন শিরোঽভ্যঙ্গে তৈলপূর্ণঘটং সাজ্য-পায়সভোজনঞ্চ বিতরেৎ। কিঞ্চেতি সমুচ্চয়ে ॥ ৪২৫

পাদাভ্যঙ্গে তু সম্পূজ্য বিপ্রান্ সংবাহ্য তৎপদৌ।
দক্ষিণামথ তাম্বূলৈর্বিতরেদম্বরদ্বয়ম্ ॥ ৪২৬ ॥

অনুবাদ—পদে তৈল মর্দ্দন বর্জ্জনে বিপ্র সম্মান সহ তাঁর পদ-সম্বাহন, দক্ষিণা তাম্বূলসহ বস্ত্রদ্বয় দান ॥ ৪২৬ ॥

টীকা—অম্বরদ্বয়ং—বস্ত্রযুগ্মম্ ॥ ৪২৬ ॥

পুষ্পে চ পুষ্পং সৌবর্ণমুপানহমুপানহি।
খট্টায়াং শয়নং কাংস্যে সঘৃতং কাংস্যভাজনম্
॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ—পুষ্প বর্জ্জনে সুবর্ণপুষ্প, পাদুকা বর্জ্জনে পাদুকা দান, খট্টায় শয়ন বর্জ্জনে খট্টা (শয্যা) দান, কাংস্য পাত্র বর্জ্জনে সঘৃত কাংস্য পাত্র দান ॥ ৪২৭ ॥

টীকা—শয়নম্ ॥ ৪২৭ ॥

ত্যক্তে মধুনি সংদদ্যাৎ পায়সং সসিতাঘৃতম্।
মৌনী চ ঘণ্টাং সতিলাং দদ্যাৎ কনকসংযুতাম্
॥ ৪২৮ ॥

অনুবাদ—মধু ত্যাগে মিছরি ঘৃতসহ পায়স দান, মৌনব্রতে তিল সহ ঘণ্টা, স্বর্ণ সহ দান ॥ ৪২৮ ॥

টীকা—সিতয়া শর্করয়া ঘৃতেন চ সহিতং পায়সং দদ্যাদিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ততে ॥ ৪২৮ ॥

ভূমিভোজী কাংস্যপাত্রং গাঞ্চ দীপস্য দানতঃ।
সঘৃতং তাম্রপাত্রঞ্চাদর্শং কেশাদিরক্ষণে ॥ ৪২৯ ॥

অনুবাদ—ভূমিভোজী কাংস্যপাত্র ও গাভী দান, দীপ দানে সঘৃত তাম্রপাত্র দান, কেশশ্মশ্রু আদি-রক্ষণে আদর্শ (আয়না) দান ॥ ৪২৯ ॥

টীকা—দীপস্য দানে ঘৃতসহিতং তাম্রপাত্রং আদি-শব্দেন নখশ্মশ্র্বাদি ॥ ৪২৯ ॥

দদ্যাৎ সুবর্ণপ্রতিমাং দম্পত্যোর্ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
সর্ব্বাভাবে চ সন্তোষ্যাচ্ছিদ্রাং বিপ্রাংস্তু
বাচয়েৎ ॥ ৪৩০ ॥

অনুবাদ—দম্পতী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সুবর্ণ প্রতিমা দান, পূর্ব্বোক্ত দান দ্রব্য সমূহের অভাবে

বিপ্রগণকে দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া 'অচ্ছিদ্রমস্তু' বলাইয়া লইবে ॥ ৪৩০ ॥

টীকা—ব্রহ্মচর্য্যে—গ্রাম্যধর্ম্মত্যাগে ; ননু তত্তদলাভে কিং কার্য্যম্ ? তত্র লিখতি—সর্ব্বেষাং লিখিতানাং গোযুগ্মাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি বিপ্রান্ সংস্তুত্য দক্ষিণাদিনা প্রীণয়িত্বা অচ্ছেদ্যম্ অচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি বাচয়েৎ ; 'ব্রতং সম্পূর্ণমস্তু'-ইতি তদ্বচনং গৃহ্ণীয়াত্তেনৈব সম্পূর্ণং সর্ব্বং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩০ ॥

তথা চ স্কান্দে—

সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু যথোপকরণং বিনা ।
বিপ্রবাক্যং স্মৃতং সম্যক্ ব্রতস্য পরিপূর্ত্তয়ে ॥৪৩১॥

অনুবাদ—ঐরূপই স্কন্দপুরাণে—দান দ্রব্য সকলের অভাবে যথাযথ উপকরণ ব্যতীত সম্পূর্ণ ব্রতের পরিপূর্ত্তির জন্য বিপ্রবাক্য 'অচ্ছিদ্রমস্তু' ইহা স্মরণ কর্ত্তব্য ॥ ৪৩১ ॥

টীকা—যথোপকরণং যত্র ব্রতে যদ্বিহিতং দানদ্রব্যং, তদ্বিনা চ ॥ ৪৩১ ॥

বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্ণাতি মনুজোঽবুধঃ ।
অদত্ত্বা দক্ষিণাং পাপো যাত্যসৌ নরকং ধ্রুবম্ ।
ব্রতবৈফল্যমাসাদ্য কুষ্ঠী অন্ধশ্চ জায়তে ॥ ৪৩২ ॥

অনুবাদ—যে অজ্ঞ মানব বিপ্রকে দক্ষিণা না দিয়া বৃথা বিপ্রবাক্য গ্রহণ করে, ঐ পাপী নিশ্চয়ই নরক গমন করে এবং ব্রত বিফলহেতু কুষ্ঠী ও অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৪৩২ ॥

টীকা—বৃথেত্যেব বিবৃণোতি—অদত্ত্বা দক্ষিণামিতি । অতএবাবুধঃ পাপশ্চ নরকভোগানন্তরং কুষ্ঠী অন্ধশ্চ সন্ দুর্য্যোনিষু জায়তে । শ্রাবণাদৌ শাকাদিবর্জ্জনব্রতে চ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ, তথা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবানাং প্রত্যেকং সমুচ্চয়েন চ শ্রাবণাদৌ শাকাদিষু সংক্রমণাত্তান্যবশ্যবর্জ্জ্যান্যেবেতি শাকাদিবর্জ্জনব্রতদানং বিশেষতো নোদ্দিষ্টং, কিন্তু সর্ব্বব্রতসাধারণত্বাদ্ব্রাহ্মণভোজনং ন তদ্ব্রতসমাপ্তৌ তত্তদ্দ্রব্যদানপ্রধানকং কর্ত্তব্যমিত্যূহ্যং, ত্যক্তং যৎ কিঞ্চিদেব হি ইত্যুক্তেঃ । কিঞ্চ, পূর্ব্বং শয়নীপ্রকরণে লিখিতং ব্রতমত্রলিখিতানুসারেণ পরমপি তত্রোহ্যমিতি দিক্ ॥ ৪৩২ ॥

—৫৬

অথ সামান্যতঃ তন্মাহাত্ম্যম্

ভবিষ্যোত্তরে তত্রৈব বিশেষঃ—

এবং য আচরেৎ পার্থ শোভনং ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ ।
অবসানে তু রাজেন্দ্র বাসুদেবপুরং ব্রজেৎ ॥ ৪৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সামান্যভাবে ব্রত মাহাত্ম্য, ভবিষ্যোত্তরে ঐ প্রসঙ্গে বিশেষ—হে পার্থ ! যে মানব এই প্রকার সুশোভন ভগবৎধর্ম্ম আচরণ করে, হে রাজেন্দ্র ! সেই মানব অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের ধামে গমন করে ॥ ৪৩৩ ॥

টীকা—শোভনং ধর্ম্মং তৎফলং চিরং ব্রহ্মলোকাদি ভোগমিত্যর্থঃ । যদ্বা, ভগবদ্ধর্ম্মং প্রেমভক্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৩৩ ॥

অথ ভীষ্মপঞ্চকাদি

আরভ্যৈকাদশীং পঞ্চ দিনানি ব্রতমাচরেৎ ।
ভগবৎপ্রীতয়ে ভীষ্মপঞ্চকং যদি শক্নুয়াৎ ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভীষ্মপঞ্চকাদি—কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদিবস শ্রীভগবৎ প্রীতির জন্য যদি সমর্থ হয় 'ভীষ্ম পঞ্চক' ব্রত আচরণ করিবেন ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা—ইদানীং সংক্ষেপেণ পৌর্ণমাসীকৃত্যং লিখন্ পরমপ্যলিখিতং কার্ত্তিককৃত্যং সংগৃহ্ণাতি—আরভ্যেতি ত্রিভিঃ । যদি শক্নুয়াদিতি কাম্যত্বমভিপ্রেতম্ । যদ্যপি ভগবৎপ্রীণনত্বাদ্বিত্যমেব সুসিধ্যতি, তথাপ্যকরণপ্রত্যবায়াভাবাৎ সর্ব্বেষামশক্যত্বাচ্চ তথা লিখিতমিতিদিক্ এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৩৪ ॥

তথা ধাত্রীব্রতং পৌর্ণমাস্যাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে ।
তথা নবম্যাং শুক্লায়ামক্ষয়ং নবমীব্রতম্ ॥ ৪৩৫ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ 'ধাত্রীব্রত' কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে

করিবে। সেইরূপ শুক্লা নবমীতে 'অক্ষয় নবমী ব্রত' ॥ ৪৩৫ ॥

টীকা—তথাদ্বয়ং সমুচ্চয়ে ॥ ৪৩৫ ॥

পৈতামহাদি-কৃচ্ছ্রাণি মাসোপোষণমেব চ।
সমর্থঃ কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ জ্ঞাত্বা পাদ্মাদিতো বিধিম্ ॥ ৪৩৬ ॥

অনুবাদ—পৈতামহ কৃচ্ছ্রব্রত পদ্মপুরাণোক্ত, আদিশব্দে বৈষ্ণব ব্রত, মাহেন্দ্র ব্রত ইত্যাদি ও মাস-উপবাস ব্রত, সমর্থ হইলে পদ্মপুরাণাদি হইতে বিধি জানিয়া করিবে। প্রয়োজনাভাবে এস্থলে বিস্তার করা হইল না ॥ ৪৩৬ ॥

টীকা—পৈতামহং নাম কৃচ্ছ্রং চোক্তং পাদ্মে—'অপঃ ক্ষীরং দধি ঘৃতং সপ্তম্যাদি চতুর্দ্দিনম্। কার্ত্তিকস্য সিতে পীত্বা একাদশ্যামুপোষিতঃ। কৃচ্ছ্রং পৈতামহং কুর্ব্বন্ দিনং সম্পূজয়েদ্ধরিম্।' ইতি। আদি শব্দেন বৈষ্ণবমাহেন্দ্রাদীনি, সমর্থশ্চেত্তর্হি কুর্য্যাৎ। ননু ভীষ্মপঞ্চকাদীনাং ব্রতানামেষাং বিধিঃ সমর্থৈরপেক্ষ্যঃ, কুতো জ্ঞাতব্যঃ ? তত্রাহ—জ্ঞাত্বেতি। পদ্মপুরাণস্য ব্রতখণ্ডং কার্ত্তিকমাহাত্ম্যং চ, আদিশব্দাৎ স্কন্দপুরাণবিষ্ণুরহস্যাদি, ততো বিধিং জ্ঞাত্বা। তত্র চাবশ্যকত্বাভাবেনাসৌ বিস্তার্য্য ন লিখতি ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৩৬ ॥

অথাধিমাসকৃত্যম্

ভবিষ্যোত্তরে—
অধিমাসে তু সম্প্রাপ্তে স্মৃত্বা গোপীপ্রিয়ং হরিম্।
সুবর্ণং চাজ্যসংযুক্তং ত্রয়স্ত্রিংশদপূপকম্ ॥ ৪৩৭॥
দদ্যাচ্চ বেদবিদুষে শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে।
নশ্যত্যকরণে শীঘ্রং পুণ্যং দ্বাদশমাসজম্ ॥ ৪৩৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীদামোদরপ্রিয়ো নাম ষোড়শো বিলাসঃ।

অনুবাদ—অনন্তর অধিমাস কৃত্য, ভবিষ্যোত্তরে—অধিমাস (অধিক মাস, পুরুষোত্তম মাস ব্রত) উপস্থিত হইলে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া সুবর্ণ, ঘৃতসহ তেত্রিশটি (৩৩) পিষ্টক বেদবিৎ শাস্ত্রজ্ঞ গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে দান কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শীঘ্র দ্বাদশ মাস সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হয় ॥ ৪৩৭-৪৩৮ ॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিলাসে শ্রীদামোদর প্রিয়-নামক ষোড়শ বিলাস সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

টীকা—অধিমাসো নাম মলমাসস্তস্মিন্ ॥৪৩৭॥

টীকা—তত্র সুবর্ণাদিদানস্য নিত্যত্বমাহ—নশ্যতীতি। এতদপি শক্তবিষয়কমেব, সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং স্বতএব সমর্থবিষয়কত্বাদিত্যেষা দিক্ ॥৪৩৮

॥ ইতি ষোড়শো বিলাসঃ ॥

সপ্তদশ-বিলাসঃ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়
কস্মাচ্চিদাশ্রয়াদ্‌যস্য প্রোদ্যদ্ভক্তিবিলাসতঃ।
দীনোঽপি রঞ্জয়েদ্বিশ্বং তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—নমো ভগবতে বাসুদেবায়—যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের কোন কারণে কিঞ্চিৎ আশ্রয়লাভ করিলে প্রকৃষ্ট উদয়প্রাপ্ত ভক্তিদেবীর বিলাস দ্বারা সর্ব্বশক্তিহীন দীনজন ও বিশ্বরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥

টীকা—নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ইদানীং পুরশ্চরণং লিখিষ্যন্ তত্র সর্ব্বশক্তিবিহীনস্যাপ্যাত্মনো ভগবতি ভক্তিপ্রযত্নাভাসেনাপি জগদ্রঞ্জকতামপি সম্ভাব্য তং শরণং যাতি—কস্যাচ্চিদিতি। যস্য শ্রীচৈতন্যস্য কস্মাচ্চিদপ্যাশ্রয়াৎ প্রপত্তের্যঃ প্রক-

র্ষেণ উদ্যন্ উদয়ং প্রাপ্নুবন্ ভক্তৈর্বিলাসন্তেন দীনঃ সর্ব্বশক্তিরহিতোঽপি জনো বিশ্বং জগদপি রঞ্জয়েৎ, তম্ আশ্রয়ে, শরণত্বেন প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

প্রত্যহং প্রতিপক্ষঞ্চ প্রতিমাসমপি ক্রমাৎ।
বিলিখ্য কৃত্যমধুনা কাদাচিৎকং বিলিখ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যহ কৃত্য, প্রতি পক্ষকৃত্য ও প্রতিমাস কৃত্য ক্রমে লিখিয়া অধুনা কদাচিৎ করণীয় পুরশ্চরণাদি লিখিত হইতেছে ॥ ২ ॥

টীকা—এবমভীষ্টসুসিদ্ধয়ে পরমগুরুং ভগবন্তমাশ্রিত্য ইদানীং বিলাসচতুষ্কেণ লেখ্যং প্রতিজানীতে প্রত্যহমিতি। —প্রত্যহং যৎ কৃত্যং, প্রতিপক্ষঞ্চ যৎ কৃত্যং, প্রতিমাসমপি যৎ কৃত্যং, তৎ ক্রমাৎ যথাক্রমং বিলিখ্যাধুনা কাদাচিৎকং করণীয়ং কৃত্যং কর্ম্ম লিখ্যতে ॥ ২ ॥

অথ পুরশ্চরণম্

শ্রীগুরোর্মন্ত্রমাসাদ্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি।
দীক্ষাং কৃত্বা পুনস্তেনানুজ্ঞাতঃ প্রারভেৎ তৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরশ্চরণ—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র লাভ করিয়া পুনরায় তাঁহার আদেশলাভে মন্ত্রপুরশ্চরণ কার্য্য আরম্ভ করিবে ॥ ৩॥

টীকা—শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ পুরশ্চরণকর্ম্মণি নিমিত্তে পুনর্দীক্ষাং কৃত্বা তেন শ্রীগুরুণানুজ্ঞাতঃ সন্ তৎ পুরশ্চরণকর্ম্ম প্রকর্ষেণারভেত। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'চৈত্রে কৃত্বৈতন্মাসি কর্ম্মাচ্ছুপক্ষে, পুণ্যর্ক্ষে ভূয়ো দেশিকাৎ প্রাপ্য দীক্ষাম্। স্তেনানুজ্ঞাতঃ পূর্ব্বসেবাং দ্বিতীয়ে, মাসি দ্বাদশ্যামারভেতামলায়াম্' ইতি ॥ ৩॥

অথ পুরশ্চরণাবশ্যকতা

আগমে—

বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।
কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ৪॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরশ্চরণের আবশ্যকতা, আগমে—যে অনুষ্ঠান ব্যতীত মন্ত্র শতবর্ষেও সিদ্ধ না হয় এবং যে অনুষ্ঠান কৃত হইলে সাধক বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ॥ ৪ ॥

টীকা—যেন—পুরশ্চরণে ॥ ৪ ॥

পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ।
অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—পুরশ্চরণ সম্পন্ন হইলে মন্ত্র নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হয়, অতএব মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায় পুরশ্চরণ করিবেন ॥ ৫ ॥

কিং হোমৈঃ কিং জপৈশ্চৈব কিং মন্ত্রায়াসবিস্তরৈঃ ?
রহস্যানাং হি মন্ত্রাণাং যদি ন স্যাৎ পুরস্ক্রিয়া ॥৬॥

অনুবাদ—পুরশ্চরণ সম্পন্ন না হইলে হোম, জপ, মন্ত্র বিষয়ক বহু শ্রম এ সকলে কি প্রয়োজন ? মন্ত্র সকলের রহস্যই অজ্ঞাত থাকে ॥ ৬ ॥

টীকা—মন্ত্রেষু আয়াসবিস্তরৈরন্যৈরপি বহুলশ্রমৈঃ কিম্ ॥ ৬ ॥

পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে।
বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যেমন দেহধারী বীর্য্যহীন হইলে সকল কর্ম্মে অক্ষম হয়, সেইরূপ পুরশ্চরণ হীন মন্ত্রও অভিলষিত দানে অসমর্থ হয় ॥ ৭ ॥

টীকা—বীর্য্যং শক্তিঃ, বীজমিতি পাঠে কারণং মূলমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অথ পুরশ্চরণমাহাত্ম্যম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনেনৈব রামং ভজতু ভক্তিতঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরশ্চরণ মাহাত্ম্য, অগস্ত্য সংহিতায়—দুঃখ বহুল সংসারে যে মানব নিজ সুখ

ইচ্ছা করেন, পঞ্চাঙ্গ উপাসনা দ্বারাই ভক্তিহেতু রাম-চন্দ্রকে ভজন করুন ॥ ৮ ॥

পঞ্চাঙ্গোপাসনং ভক্তৈঃ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
এতদ্ধি বিদুষাং শ্রেষ্ঠ সংসারচ্ছেদকারণম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভক্তগণ পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলেন। হে বিদ্বৎবর! ইহাই সংসার খণ্ডনের কারণ ॥ ৯ ॥

টীকা—বিদুষাং শ্রেষ্ঠ হে সুতীক্ষ্ণ ॥ ৯ ॥

নানেন সদৃশো ধর্ম্মো নানেন সদৃশস্তপঃ ।
নানেন সাধনং কিঞ্চিদিষ্টার্থস্য তপোধন ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে তপোধন! অভিলষিতবস্তু লাভে পুরশ্চরণ সদৃশ ধর্ম্ম নাই, ইহার সদৃশ তপস্যা নাই, ইহার তুল্য সাধন কিছু নাই ॥ ১০ ॥

টীকা—অনেন পুরশ্চরণেন ॥ ১০ ॥

পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—নিত্য ত্রিকাল পূজা, জপ, তর্পণ, হোম, ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলা হয় ॥১১

টীকা—পঞ্চাঙ্গোপসনমেব বিশিষ্যাহ—পূজেতি ॥১১

গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি ।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের প্রসন্নতার জন্য যথাবিধি পঞ্চাঙ্গ উপাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমত যে বিধান তাহাই পুরশ্চরণ ॥ ১২ ॥

টীকা—পঞ্চাঙ্গোপাসনস্যাস্য পুরশ্চরণমিতি নাম নির্ব্বক্তি—গুরোরিতি। গুরোঃ প্রসাদেন লব্ধস্য মন্ত্রস্য, এতৎ পঞ্চাঙ্গোপাসনং পুরঃ প্রথমং বিধীয়ত ইতি পুরশ্চরণমুচ্যত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। প্রসন্নেনেতি পাঠে প্রসন্নচিত্তেন সতা বিধীয়তে। যদ্বা, ভাবে ক্তপ্রত্যয়ঃ, অর্থঃ পূর্ব্ববদেব ॥ ১২ ॥

নিষ্কামাণামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবিষ্যতি ।
অর্থসিদ্ধিঃ সকামানাং সর্ব্বাং বৈ
ভক্তিমালভেৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—নিষ্কাম ভক্ত সাধকগণের ইহাতেই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হইবে। সকাম সাধকের অর্থ সিদ্ধি এবং সর্ব্ববিধ ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চাঙ্গমেতৎ কুর্ব্বীত যঃ পুরশ্চরণং বুধঃ ।
স বৈ বিজয়তে লোকে বিদ্যৈশ্বর্য্যসুতাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যিনি অভিজ্ঞ তিনি পঞ্চাঙ্গ এই পুরশ্চরণ করিবেন, তিনিই ইহলোকে বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদির সহিত বিরাজ করেন ॥ ১৪ ॥

টীকা—বিদ্যাদিভির্লোকে বিজয়তে পরমোৎকৃষ্টো ভবতি ॥ ১৪ ॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ—

য ইমং ভজতে বিধিং নরো
ভবিতাসৌ দয়িতঃ শরীরিণাম্ ।
অচিরাৎ কমলৈকমন্দিরং
পরমং তে সমুপৈতি তন্মহঃ ॥ ইতি ॥১৫॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতেও উক্ত হইয়াছে—যে মানব এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ বিধি আচরণ করেন, তিনি প্রাণিমাত্রের প্রিয় হন এবং তিনি অচিরে বিদ্যা ও সর্ব্ব সম্পত্তির এক মুখ্য পাত্র হন, আর অন্তিমে পরমজ্যোতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

টীকা—বিধিং বিধানং পুরশ্চরণলক্ষণম্, অচিরাৎ শীঘ্রং কমলায়াঃ সর্ব্বসম্পত্তেরেকং মুখ্যং মন্দিরঞ্চ ভাজনং ভবতি। 'অপি বাক্‌কমলৈকমন্দিরম্' ইতি পাঠান্তরে বাচঃ সরস্বত্যাঃ কমলায়াশ্চৈকমন্দিরমপি ভবতি ॥ ১৫ ॥

গোপালোপাসনাগ্রন্থসার-শ্রীক্রমদীপিকাম্ ।
প্রায়োঽনুসৃত্য লিখ্যেত পৌরশ্চরণিকো
বিধিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীগোপাল উপাসনা গ্রন্থসার 'শ্রীক্রম-

দীপিকা' কেশবাচার্য্য বিরচিত নিবন্ধ অধিকভাবে অনুসরণে এই পুরশ্চরণ বিধি লিখিত হইতেছে ॥১৬॥

টীকা—তত্র চ বহুবিধেষু পুরশ্চরণবিধিষু মধ্যে ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ পুরশ্চরণবিধিলিখনং প্রতিজানীতে—গোপালেতি। গোপালোপাসনায়া গ্রন্থেষু মধ্যে সারং শ্রেষ্ঠভূতা যা শ্রীমতী ক্রমদীপিকা তামনুসৃত্য তত্রোক্তানুসারেণেত্যর্থঃ। প্রায়ো বাহুল্যেনেতি তত্তদ্বিশেষযজ্ঞানাদার্থমন্যাকরগ্রন্থোক্তমপি কিঞ্চিদনুসৃত্য লেখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

———

অথ তত্র স্থাননিয়মঃ

গিরিশৃঙ্গং সরিত্তীরং বিল্বমূলং জলান্তরম্।
গোষ্ঠং বিষ্ণ্বালয়োঽশ্বত্থতলং বাথাম্বুধেস্তটম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরশ্চরণ স্থান নির্ণয়—নদীতীরে, বিল্বমূলে, জলমধ্যে, গোষ্ঠে, বিষ্ণুমন্দিরে, অশ্বত্থ মূলে অথবা সমুদ্রতটে ॥ ১৭ ॥

টীকা—জলস্য অন্তরং মধ্যম্ ॥ ১৭ ॥

———

ক্বচিচ্চ—

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্।
পুণ্যপ্রদেশঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কোথাও—পুণ্যক্ষেত্রে, নদীতীরে, পর্ব্বতগুহাতে, পর্ব্বতমস্তকে, পুণ্যপ্রদেশে, নদী ও সমুদ্র সঙ্গমে, পবিত্র বনে ॥ ১৮ ॥

———

উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যঃ শিবালয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নির্জ্জন ফল, পুষ্প উদ্যানে, বিল্বমূলে, গিরিতটে, তুলসীকাননে, গোষ্ঠে, বৃষশূন্য শিবালয়ে ॥ ১৯ ॥

———

অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কূলঃ সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অশ্বত্থ ও আমলকী মূলে, গোশালাতে, জলমধ্যে, দেবমন্দিরে, সমুদ্রকূলে, নিজ গৃহে ॥ ২০ ॥

টীকা—অশ্বত্থস্য আমলক্যাশ্চ মূলম্ ॥ ২০ ॥

———

গুরূণাং সন্নিধানঞ্চ চিত্তৈকাগ্র্যস্থলং তথা।
প্রেতভূম্যাদিকঞ্চৈব তত্তৎকল্পপ্রকাশিতম্।
এষামন্যতমস্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরু সন্নিধানে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন স্থলে, প্রেত ভূমিতেও, বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশিত মন্ত্রসাধন স্থানে। ইহাদের যে কোন স্থানে আশ্রয় করিয়া জপ আচরণ কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

টীকা—তস্য তস্য মন্ত্রসাধনস্য কল্পেন কল্পাখ্যেন শাস্ত্রেণ প্রকাশিতং, এষাং মধ্যে অন্যতমমেকম্ ॥২১॥

———

অন্যত্র চ—

সমুদ্রগায়াঃ সরিতঃ সঙ্গমঃ পাপনাশনঃ।
পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং পুরাণোক্তং স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—সমুদ্রগামী নদী সঙ্গম, পাপনাশন, পশ্চিমাভিলিঙ্গ, পুরাণোক্ত স্বায়ম্ভুবস্থল ॥ ২২ ॥

———

সর্ব্বোৎকৃষ্টং মহাবিষ্ণোঃ স্থানং চান্যন্মনোরমম্।
গৃহং বা শুচি সংস্কার স্বভাবত্যাং প্রসিদ্ধিকৃৎ ॥২৩॥

অনুবাদ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাবিষ্ণুর স্থান, অন্য মনোরম পবিত্র গৃহ, সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ স্থান বা স্বভাবতঃ প্রকৃষ্ট সিদ্ধিপ্রদ স্থান ॥ ২৩ ॥

টীকা—শুচি পবিত্রং গৃহং বা সংস্কারেণ স্থানাদিশোধনেন, স্বভাবেন চ নিজ সৌশীল্যেন প্রকৃষ্টাং করোতীতি তথা; এতচ্চ সর্ব্বেষামেব বিশেষণম্ ॥ ২৩ ॥

———

অথ স্থানবিশেষে ফলবিশেষঃ

উক্তঞ্চ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যেন—

গৃহে হ্যেকগুণং জপ্যং নদ্যাস্তু দ্বিগুণং স্মৃতম্।
গবাং গোষ্ঠে দশগুণং অগ্ন্যাগারে দশাধিকম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থান বিশেষে ফল বিশেষ, শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—গৃহে একগুণ জপের ফল, নদীতে দ্বিগুণ, গোগণের গোষ্ঠে দশগুণ, অগ্নিগৃহে বিশগুণ ॥ ২৪ ॥

টীকা—জপ্যং জপঃ, জপফলং বা ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধক্ষেত্রেষু তীর্থেষু দেবতানাঞ্চ সন্নিধৌ।
সহস্রং শতকোটীনামনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধক্ষেত্রসমূহে, তীর্থস্থানে, শ্রীরুদ্রাদি দেবতাগণের নিকটে সহস্রশত কোটিগুণ, বিষ্ণুর নিকটে অনন্তগুণ ॥ ২৫ ॥

টীকা—দেবতানাং—শ্রীরুদ্রাদীনাম্ ॥ ২৫ ॥

অথ তত্র ভূমিপরিগ্রহঃ

শুভে দিনে চ সঙ্কল্প্য স্ববিহারাদি হেতবে।
ক্রোশমেকমুভৌ বা তৌ স্বক্ষেত্রং পরিকল্পয়েৎ ॥২৬॥

অনুবাদ—অনন্তর সেইস্থলে ভূমি গ্রহণ—শুভ-দিনে সঙ্কল্প করিয়া নিজ ভ্রমণ পদ সঞ্চারণাদির জন্য এক বা দুই ক্রোশ নিজক্ষেত্র পরিকল্পনা করিবে ॥২৬

টীকা—আদি-শব্দেন আহারাদি-চেষ্টা, তৌ ক্রোশৌ ব্যাপ্য ॥ ২৬ ॥

ক্ষীরিবৃক্ষভবানষ্ট কীলকান্ দ্বাদশাঙ্গুলান্।
দশকৃত্বোঽস্ত্রমন্ত্রেণ প্রত্যেকমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ক্ষীরি বৃক্ষের অষ্টকীলক দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দশবার অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা প্রতেকটিতে মন্ত্রপূত করিবে ॥ ২৭ ॥

ততোঽভ্যর্চ্চ্যাষ্ট দিক্পালান্ ক্ষেত্রপালঞ্চ মধ্যতঃ।
বলিং দত্ত্বা চ নিখনেৎ কীলকানষ্টদিক্ষু তান্ ॥২৮॥

অনুবাদ—অনন্তর অষ্টদিক্পালকে ও মধ্যে ক্ষেত্রপালকে পূজা উপহার দিয়া অষ্টদিকে অষ্টকিল স্থাপন করিবে ॥ ২৮ ॥

তথা চাগমে—

গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মিতম্।
নগরাদাবথ ক্রোশং ক্রোশযুগ্মমথাপি বা।
আহারাদিবিহারার্থং তাবতীং ভূমিমাক্রমেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ আগমে—গ্রামে একক্রোশ পরি-মিত স্থান, নদীতীরে স্বেচ্ছামত স্থান, নগরাদিতে এক বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান। আহার বিহারাদির জন্য ঐ পরিমিত ভূমি চিহ্নিত করিবে ॥ ২৯ ॥

ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবান্ কীলানস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্।
নিখনেদ্দশদিগ্‌ভাগে তেষ্বস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ক্ষীরিকাষ্ঠ নির্ম্মিত কীল সমূহ অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পূত করিয়া দশদিকে প্রোথিত করিবে এবং তাহাতে অস্ত্রকেও পূজা করিবে ॥ ৩০ ॥

ক্ষেত্রে চ কীলিতে মন্ত্রী ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে।
ক্ষেত্রপালাদিকং তত্র পূজয়েদ্বিধিবত্ততঃ ॥ ৩১ ॥
দিক্পতিভ্যো বলিং দত্ত্বা ততঃ ক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ।
ক্ষেত্রমধ্যং সমাশ্রিত্য কূর্ম্মচক্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ক্ষেত্রে কীল প্রোথিত করিলে মন্ত্রজপ-কারী বিঘ্নসমূহ দ্বারা পরাভূত হয় না। অনন্তর সেই স্থলে ক্ষেত্রপালাদির বিধিবৎ পূজা করিবে। দিক্পতিগণকে পূজোপহার দিয়া অনন্তর ক্ষেত্রে আশ্রয় করিবে। ক্ষেত্রমধ্যে আশ্রয় করিয়া কূর্ম্মচক্র বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবে ॥ ৩১-৩২ ॥

কিঞ্চ—

কূর্ম্মচক্রেণ সংশোধ্য দীপস্থানে কুটীং শ্রয়েৎ।
চতুরস্র-চতুর্হস্তাং হস্তোন্নতসুবেদিকাম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আরও—কূর্ম্মচক্র দ্বারা ক্ষেত্র শোধন করিয়া দীপস্থানে কুটির নির্ম্মাণ করিবে, উহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চারিহাত, একহাত উচ্চ সুন্দর বেদির স্বরূপ হইবে ॥ ৩৩ ॥

টীকা—কুটীং বিশিনষ্টি—চতুরস্রেতি সাধেন ॥ ৩৩

চন্দ্রাতপপতাকাভ্যাং তোরণৈরপ্যলঙ্কৃতাম্ ।
বিবিক্তামভিলিপ্তাঞ্চ প্রাকারেণাভিবেষ্টিতাম্ ॥
ইতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—উপরে চন্দ্রাতপ, চতুর্দ্দিকে পতাকা, চতুর্দ্দিকে তোরণ দ্বার সমূহদ্বারা অলঙ্কৃত, নির্জ্জন গোময়াদি দ্বারা চতুর্দ্দিকে লিপ্ত, প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হইবে ॥ ৩৪ ॥

———

অথ কূর্ম্মচক্রম্

তদুক্তম্—

বর্ত্তুলং নবকোষ্ঠং তৎ কৃত্বা কূর্ম্মাকৃতিং লিখেৎ ।
কূর্ম্মস্যাঙ্গানি চাষ্টৌ স্যুর্মুখং হস্তৌ চ পার্শ্বকৌ ।
পাদৌ পুচ্ছমিতি প্রোক্তং প্রশস্তং মুখমেব তু ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কূর্ম্মচক্র আসন, তাহা কথিত হইয়াছে, যথা—গোলাকৃতি, নয়টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া কূর্ম্মাকৃতি লিখিবে। কূর্ম্মের অঙ্গ আটটি হইবে—মুখ, দুইহস্ত, পার্শ্বদ্বয়, চরণদ্বয় ও পুচ্ছ বলা হইয়াছে,তন্মধ্যে মুখ স্থানই মন্ত্রজপে প্রশস্ত ॥ ৩৫ ॥

টীকা—যথা কূর্ম্মস্যাঙ্গানি, তথাত্রাষ্টকোষ্ঠানীত্যেবং কূর্ম্মাকৃতিত্বে হেতুমাহ—কূর্ম্মস্যেতি ॥ ৩৫ ॥

———

স্বরদ্বন্দ্বং ক্রমাদ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিষ্বষ্টসু ন্যসেৎ ।
তথা কাদীন্ সপ্তবর্গান্ ন্যসেচ্ছিবদিশং বিনা ॥ ৩৬॥
গ্রাম-নামাদ্যবর্ণস্তু যস্যাং দিশি চ তিষ্ঠতি ।
তত্র কূর্ম্মমুখং জ্ঞেয়মন্যাঙ্গানীতরত্র চ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ইত্যাদি ক্রমে দুই দুইটি স্বরবর্ণ বসাইবে। পরে ক বর্গ আদি সপ্তবর্গ ঈশান কোন ব্যতীত এবং শেষে ক্ষ অং অঃ অষ্টম প্রকোষ্ঠে করিবে ঈশান বসিবে ঈশান কোণে। গ্রামের নামের আদ্য বর্ণ যে দিকে থাকিবে, সেখানেই কূর্ম্মের মুখ জানিবে, অন্য অঙ্গসমূহ অন্যত্র ॥ ৩৬-৩৭ ॥

টীকা—স্বরাণাম্ অকারাদীনাং ষোড়শানাং দ্বন্দ্বম্, অ-আ-ইত্যাবম্ অষ্টযুগলং পূর্ব্বাদিষু অষ্টসু দিক্ষু তত্রত্যকোষ্ঠেষু ন্যসেৎ। কাদরঃ পঞ্চবর্গাঃ, যাদয়োঽষ্টস্থা একো বর্গঃ। শাদয় উষ্মানশ্চৈকো বর্গঃ। এবং সপ্ত বর্গান্ সপ্তদিক্ষু ন্যসেৎ। শিবদিশং বিনেতি—ঐশান্যাং ন কিঞ্চিন্ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকা—গ্রাম-শব্দেন কৃত্যজপক্ষেত্রং, তস্য যন্নাম মথুরাদি, তস্যাদ্যো বর্ণঃ মকারাদিরিত্যর্থঃ। তথা চ সারদাতিলকে—'চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ। পূর্ব্বকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গাননুক্রমাৎ। লক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরযুগ্মং ক্রমাল্লিখেৎ। দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাখ্যাদ্যাক্ষরং স্থিতম্ মুখং তত্তস্য জানীয়াৎ ইতি ॥ ৩৭ ॥

———

ক্বচিচ্চ—

স্বরযুগ্মং ক্রমেণৈব ঐন্দ্রাদ্যষ্টসু দিক্ষু চ ।
কাদীন্ বর্গান্ ক্ষমৈশান্যান্তথা মধ্যস্থলাধিপম্ ॥৩৮॥
তন্নামাদ্যাক্ষরং যত্র কূর্ম্মাস্যং তচ্চ দীপকম্ ।
তৎপার্শ্ব কোষ্ঠৌ হস্তৌ দ্বাবধোধঃ
কুক্ষিপাদকৌ ॥ ৩৯ ॥
শেষকোষ্ঠং ভবেৎ পুচ্ছং মুখে সিদ্ধিরনুত্তমা ।
করস্থানে মহাক্লেশঃ কুক্ষৌ দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—কোথাও—দুই দুই স্বরক্রমে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে এবং ক বর্গাদি ক্রমে সপ্তবর্গ সপ্তকোষ্ঠে, আর ঈশান কোণে ক্ষ, মধ্যস্থলে অধিপতি। সাধকের নামের আদ্য অক্ষর যেখানে আছে, তাহাই কূর্ম্মের মুখ, তাহাই মন্ত্র দীপক। মুখের পার্শ্ব কোষ্ঠদ্বয়, হস্তদ্বয়, তাহার নীচে দুই পার্শ্ব, তাহার নীচে দুই কোষ্ঠ পদদ্বয়, শেষ কোষ্ঠ পুচ্ছ হইবে, মুখে আসন করিয়া বসিলে উত্তম সিদ্ধি লাভ, কর স্থানে মহাক্লেশ, কুক্ষিদ্বয়ে দুঃখ প্রাপ্তি ॥ ৩৮-৪০ ॥

টীকা—কেষাঞ্চিন্মতে ক্ষেত্রাধিপস্য নামাদ্যাক্ষরমিতি মতান্তরং দর্শয়ন্ হস্তাদিবিভাগং তত্তৎফলাদিকঞ্চ লিখতি—স্বরযুগ্মমিতি পঞ্চভিঃ। কাদীংশ্চ বর্গান্ ক্রমেণৈবেন্দ্রাদ্যষ্টদিক্ষু লিখেৎ। ক্ষকারঞ্চ ঐশান্যাঃ দিশি। স্থলাধিপঞ্চাধিষ্ঠাতারং মধ্যে কোষ্ঠে লিখেৎ ॥ ৩৮ ॥

টীকা—তস্য স্থলাধিপস্য যন্নাম, তদাদ্যাক্ষরং যৎ স্যাত্তৎ কূর্ম্মস্যাস্যং, তচ্চ দীপকং দীপস্থানমিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং—'যুগ্মং স্বরাণাং ক্রমতো বিলিখ্য

কাদীংশ্চ বর্গান্ ক্রমতঃ ক্ষমীশে। স্থানাধিপস্যাক্ষর-মস্তি যত্র, তং দীপদেশং মুনয়ো বদন্তি' ইতি ॥ ৩৯ ॥

পাদে হানিস্তথা পুচ্ছে পীড়া স্যাদ্বন্ধনানি চ।
দীপস্থানে জপঃ কার্য্যঃ সর্ব্বকার্য্যমভীপ্সুভিঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—পদে ক্ষতি, পুচ্ছে পীড়া ও বন্ধনাদি। দীপ স্থানে মুখে বসিয়া জপ কর্ত্তব্য সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি-লাভের ইচ্ছায় ॥ ৪১ ॥

কূর্ম্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাজ্জপসংজ্ঞকম্।
তস্য জপ্যফলং নাস্তি সর্ব্বানর্থায় কল্পতে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যে মানব কূর্ম্মচক্র না জানিয়া জপ করিবে, তাহার জপফল নাই, সকলই নিষ্ফল হয় ॥৪২

অথ ভক্ষ্যনিয়মঃ

তন্ত্রে—

শাকং মূলং ফলং বাপি গব্যং ক্ষীরঞ্চ বা দধি।
সাধুভ্যো ভৈক্ষমন্নং বা শক্তবঃ পায়সং হি বা ॥৪৩॥

অনুবাদ—অথ ভক্ষ্য নিয়ম, তন্ত্রে—শাক, মূল, ফল অথবা গব্য দুগ্ধ বা দধি, সাধুগণের-গৃহ হইতে ভিক্ষা লব্ধ অন্ন বা যব, ছাতু বা পায়স ॥ ৪৩ ॥

টীকা—শক্তবো যবনির্ম্মিতো জ্ঞেয়াঃ। তথা চ সারদাতিলকে—'ভৈক্ষ্যং হবিষ্যং শাকানি বিহিতানি ফলং পয়ঃ। মূলং শক্তুর্যবোৎপন্নো ভক্ষ্যাণ্যেতানি মন্ত্রিণাম্' ইতি ॥ ৪৩ ॥

বৈদিকাচারযুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাম্।
সৎকুলস্থানজাতানাং ভিক্ষাশীলোঽগ্রজন্মনাম্ ॥ ৪৪॥

অনুবাদ—বৈদিক আচারযুক্ত পবিত্র সম্পত্তিমান্ সাধুদের, সৎকুলস্থান জাত ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষাশীল ॥ ৪৪ ॥

ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়ো মূলং ফলং বাপি যদ্যদ্যত্রোপপদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হবিষ্যান্ন ভোগী, শাক, যাবক, দুগ্ধ, মূল, ফল, অথবা যে যে দ্রব্য যে স্থানে অনায়াসে লভ্য হয়, তাহাই ভক্ষণশীল ॥ ৪৫ ॥

টীকা—উক্তানাং মধ্যে যদ্যদ্দ্রব্যমনায়াসেন যত্রো-পপদ্যতে, তদেব বা ভুঞ্জানঃ ॥ ৪৫ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

মৃদু কোষ্ণং সুপক্কঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ লঘুভোজনম্।
নেন্দ্রিয়াণাং যথা বৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—নারদ পঞ্চরাত্রে—মৃদু ঈষদুষ্ণ সুপক্ক লঘু ভোজন করিবে। যাহাতে ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা না হয় সাধক সেইরূপ ভোজন করিবে ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ—

ব্রহ্মপত্রে চ ভুঞ্জীত মধ্যপত্রবিবর্জ্জিতে।
দক্ষং ব্রহ্মোত্তরং বিষ্ণুর্মধ্যপত্রং মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আরও—পলাশপত্রের মধ্যপত্র বর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাতে ভোজন করিবে, দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে বিষ্ণু, মধ্য পত্রে মহেশ্বর ॥ ৪৭ ॥

টীকা—ব্রহ্ম পলাশবৃক্ষস্তস্য পত্রে, পত্রেষ্বিতি পাঠে মধ্যপত্রং বিবর্জ্জয়েদিতি পাঠঃ। দক্ষ দক্ষিণপত্রম্। উত্তরং বামপত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

অথাবশ্যবর্জ্জ্যানি

সংহিতাসু—

মধু মাংসং তথা ক্ষারলবণং তৈলমেব চ।
ছিন্নং পর্য্যুষিতঞ্চৈব নিঃস্নেহং কীটদূষিতম্ ॥ ৪৮ ॥
কাঞ্জিকং গৃঞ্জনং বিল্বং কলঞ্জং লশুনং বিসম্।
মসূরং কোদ্রবং মাষং মণ্ডুকং চণকাদিকম্।
তাম্বূলং কাংস্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অবশ্য বর্জ্জনীয়—সংহিতা সমূহে মধু, মাংস, ক্ষারলবণ, তৈল, সিদ্ধ, চাউল, বাসি, স্নেহহীন, কীট দুষ্ট, কাঞ্জি, গাঁজর, বেল, কলঞ্জ, লশুন, পদ্মনাল, মসূর, কোদো, মাষ, মাণ্ডিয়া, চণক, তাম্বূল, কাংস্য পাত্র দিবা, ভোজন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

টীকা—নিঃস্নেহং—রুক্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকা—বিষমিতি মূর্দ্ধন্যান্তপাঠে ঔষধাদিপ্রযুক্ত-মপি। আদি-শব্দেন রাজমাষাদি ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ—

অসৎসঙ্গং পরান্নঞ্চ বর্জ্জয়েদন্যপূজনম্।
বিনা কর্ম্মোচিতং নিত্যমথ নৈমিত্তিকঞ্চরেৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—আরও—অসৎসঙ্গ, পরান্ন ও অন্য দেব পূজন বর্জ্জন করিবে, নিজ বর্ণাশ্রম যোগ্য, নিত্য নৈমিত্তিক যে কর্ম্ম, তদ্ব্যতীত অন্য কাম্য কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে ॥ ৫০ ॥

টীকা—উচিতং নিজবর্ণাশ্রমযোগ্যং নিত্যং নৈমি-ত্তিকঞ্চ যৎ কর্ম্ম, তদ্বিনাহন্যৎ কাম্যং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

স্ত্রী-শূদ্র-পতিত-ব্রাত্য-নাস্তিকোচ্ছিষ্টভাষণম্।
অসত্যভাষণং জৈহ্ম্যভাষণঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—নারী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য, সংস্কারশূন্য নাস্তিক ও উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সহিত ভাষণ, মিথ্যা-ভাষণ, কুটিলভাষণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫১ ॥

সত্যেনাপি ন ভাষেত জপহোমার্চ্চনাদিষু।
বর্জ্জয়েদ্গীতবাদ্যাদিশ্রবণং নৃত্যদর্শনম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—জপ, হোম ও অর্চ্চনকালে সত্য বাক্যও বলিবে না, গীত, বাদ্যাদি শ্রবণ ও নৃত্য দর্শন বর্জ্জন করিবে ॥ ৫২ ॥

অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ।
মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৫৩

অনুবাদ—তৈল মর্দ্দন, গন্ধলেপন, পুষ্প ধারণ বর্জ্জন করিবে, মৈথুন, গ্রাম্য কথা, আলাপ এবং ঐ গোষ্ঠী পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ৫৩ ॥

অস্নাতাংশ্চ দ্বিজান্ শূদ্রান্ স্ত্রিয়ো নৈব স্পৃশেত্তথা।
ত্যজেদুষ্ণোদকস্নানমনিবেদিতভোজনম্ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অস্নাত দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রীলোকগণকে স্পর্শ করিবে না, গরমজলে স্নান, অপ্রসাদাদি ভোজন নিষেধ ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ—

বিহায় বহ্নিং ন হি বস্তু কিঞ্চিদ্-
গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ।
অসম্ভবে তীর্থবহির্বিশুদ্ধাৎ
পর্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—আরও—সম্ভব হইলে অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু পরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না, অভাব স্থলে তীর্থের বাহিরে পর্ব্ব ব্যতীত অন্য কালে পবিত্র ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া জপ করিবে ॥ ৫৫ ॥

তত্রাসমর্থোহনুদিনং বিশুদ্ধাদ্
যাচেত যাবদ্দিনমাত্রভক্ষ্যম্।
গৃহ্ণাতি রাগাদধিকং ন সিদ্ধিঃ
প্রজায়তে কল্পশতৈরমুষ্য ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অসমর্থ পক্ষে প্রতিদিন পবিত্র ব্যক্তির নিকট হইতে মাত্র একদিনের ভক্ষ্য ভিক্ষা লইবে। অনুরাগবশতঃ অধিক গ্রহণ করিলে উহার শতকল্পেও মন্ত্র সিদ্ধি হইবে না ॥ ৫৬ ॥

অথ কৃত্যানি

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্—

স্নানং ত্রিসবনং প্রোক্তমশক্তৌ দ্বিঃ সকৃত্তথা।
অস্নাতস্য ফলং নাস্তি ন বা তর্পয়তঃ পিতৄন্ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—অথ কৃত্যসমূহ, বৈশম্পায়ন সংহিতায় —ত্রিসন্ধ্যা স্নান কর্ত্তব্য, অসমর্থ পক্ষে দুই বা এক-বার স্নান, অস্নাত ব্যক্তির ফল নাই, পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণ না করিলে নিষ্ফল ॥ ৫৭ ॥

শয়ীত দর্ভশয্যায়াং শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
তদ্বাসঃ ক্ষালয়েন্নিত্যমন্যথা বিভ্রমাবহেৎ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—কুশ শয্যায় শয়ন করিবে, পবিত্র সংযত চিত্ত, শয্যাবস্ত্র নিত্য ধৌত করিবে, তাহা না হইলে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—তদ্বাসঃ শয়নবাসঃ, যদ্বা, যেন বাসসা জপ্তং তৎ ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

মন্ত্র সাধয়মানস্তু ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ ।
দ্বিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ ॥ ৫৯॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—মন্ত্র-সাধক ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টদেবের অর্চ্চন করিবে, অথবা দ্বিসন্ধ্যা বা এক-সন্ধ্যা, পূজা ব্যতীত কেবল মন্ত্রজপ করিবে না ॥৫৯॥

একগ্রামস্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত স্বং গুরুম্ ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কুর্য্যাৎ সঙ্গমং সাধুভিঃ সদা ॥৬০

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব একগ্রামে অবস্থান করিলে নিত্য শ্রীগুরুদেবের নিকট গিয়া চরণ বন্দনা করিবে, সর্ব্বদা সাধুগণের সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে ॥ ৬০ ॥

স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তমন্ত্রৈঃ স্নায়াদনন্তরম্ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—প্রথমে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান বা আমলকী ফল বাটা দ্বারা স্নান করিবে, পরে শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্নান করিবে ॥ ৬১ ॥

কিঞ্চ—

গ্রাসদানাদিনা কুর্ব্বন্ গবাং শুশ্রূষণং সদা ।
ভূতানুকম্পী প্রজপেৎ শুভ্রপদ্মাক্ষমালয়া ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ--আরও—গোগ্রাস দানাদি দ্বারা সর্ব্বদা গোগণের শুশ্রূষা করিবে, প্রাণিগণের প্রতি দয়ালু হইয়া শ্বেত পদ্মবীজ মালায় জপ করিবে ॥ ৬২ ॥

পঞ্চবিংশতিবারাংশ্চ প্রজপ্তেন স্বমন্ত্রতঃ ।
শিরোঽম্ভসাভিষিঞ্চেত্ত্রিঃ স্নানকালে নিজং বুধঃ ॥ ৬৩

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজ স্নানকালে ইষ্টমন্ত্র পঁচিশবার জপ করিয়া তিনবার মস্তকে জল সেচন করিয়া স্নান করিবে ॥ ৬৩ ॥

টীকা—পঞ্চবিংশতিবারান্ স্বমন্ত্রতো নিজমন্ত্রেণ জপ্তমভিমন্ত্রিতং যদম্ভো জলং, তেন নিজশিরো বারত্রয়মভিষিঞ্চেৎ ॥ ৬৩ ॥

তথৈবাচমনং কুর্য্যাদ্ভোজনাবসরেঽপি চ ।
অন্নঞ্চ সপ্তকৃত্বস্তন্মন্ত্রজপ্তং হি ভক্ষয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—ঐরূপই আচমন করিবে, ভোজনকালেও অন্নকে সাতবার ইষ্টমন্ত্রে অভিনন্দিত করিয়া ভক্ষণ করিবে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—তথৈবেতি—পঞ্চবিংশতিবার-স্বমন্ত্রজপ্তেন জলেন স্নানকালে ভোজনকালে চাচমনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তেন স্বকীয়েন মন্ত্রেণ জপ্তম্। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—কুর্ব্বন্নাত্মীয়ং কর্ম্ম বর্ণাশ্রমস্থং, মন্ত্রং জপ্তাদ্ভিঃ স্নানকালেঽভিষিঞ্চেৎ। আচামপাথস্তত্ত্বসংখ্যং প্রজপ্তং ভুঞ্জানশ্চান্নং সপ্তজপ্তাম্বর্চ্চ্যমিতি ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা ।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—আরও—যে সাধকের ইষ্টদেবে, মন্ত্রে ও শ্রীগুরুদেবে তিনেতেই নিশ্চলা বুদ্ধি ছিন্ন হয় না, তাহার সিদ্ধি নিকটে ॥ ৬৫ ॥

টীকা—ন ব্যবচ্ছিদ্যতে, ন ভিদ্যতে ॥ ৬৫ ॥

মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী ।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ৬৬

অনুবাদ—মন্ত্রস্বরূপ ইষ্টদেবকে জানিবে, ইষ্টদেব শ্রীগুরুরূপধারী, তাহাদের ভেদ বুদ্ধি কর্ত্তব্য

নহে, যদি সাধক নিজ মঙ্গলকামী হন ॥ ৬৬ ॥

টীকা—মন্ত্রাত্মা—মন্ত্রাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥

অথাসননিয়মঃ

সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ ব্যাঘ্রচর্ম্ম জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ মৃগাজিনম্ ।
বস্ত্রাসনং রোগহরং বেত্রজং শ্রীবিবর্দ্ধনম্ ।
কৌশেয়ং পৌষ্টিকং প্রোক্তং কম্বলং দুঃখমোচনম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসন নিয়ম—সর্ব্বসিদ্ধির জন্য ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, জ্ঞানসিদ্ধির জন্য মৃগচর্ম্ম, বস্ত্রের আসন রোগহারী, বেত্রাসন সম্পদ বৃদ্ধি কর, তসর আসন পুষ্টিকর এবং কম্বল আসন দুঃখমোচন উক্ত আছে ॥ ৬৭ ॥

অভিচারে কৃষ্ণবস্ত্রং রক্তং বশ্যাদিকর্ম্মণি ।
শান্তিকে ধবলং প্রোক্তং বিচিত্রং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র শত্রু নিগ্রহে, রক্তবর্ণ বস্ত্র বশীকরণে, শান্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, বিচিত্র বর্ণ বস্ত্র সর্ব্বকর্ম্মে উপযুক্ত ॥ ৬৮ ॥

টীকা—কর্ম্মবিশেষে বস্ত্রাদীনাং বর্ণবিশেষং লিখতি—অভিচার ইতি । চিত্রকং বিবিধবর্ণম্ ॥ ৬৮ ॥

কিঞ্চ—

কুশাজিনাম্বরেণাঢ্যং চতুরস্রঃ সমন্ততঃ ।
একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—আরও—কুশ, মৃগচর্ম্ম বস্ত্রাবৃত চতুর্দিকে সমান এক হস্ত বা দুই হস্ত, চারি অঙ্গুলি উচ্চ হইবে ॥ ৬৯ ॥

অথ জপমালা তন্নিত্যতা চ

বারাহে—

যস্তু ভাগবতো ভূত্বা ন গৃহ্ণাতি গণিত্রিকাম্ ।
আসুরী তস্য দীক্ষা তু ন সা ধর্ম্মায় বিদ্যতে ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জপমালা ও তাহার নিত্যতা, বরাহপুরাণে—যিনি ভগবদ্ভক্ত হইয়া জপমালা গ্রহণ না করেন, তাহারা দীক্ষা আসুরী, ঐ দীক্ষা ধর্ম্মের নিমিত্ত হয় না ॥ ৭০ ॥

টীকা—গণ্যতেঽনয়েতি গণিত্রিকা জপমালা, তাম্ ॥ ৭০ ॥

গণিত্রিকাং গৃহীত্বা যো মন্ত্রং চিন্তয়তে বুধঃ ।
জন্মান্তরসহস্রাণি চিন্তিতোঽহঞ্চ তেন বৈ ।
মাঙ্গল্যা কুশলা সিদ্ধা সর্ব্বসংসারমোক্ষণী ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—জপমালিকা গ্রহণ করিয়া সুবুদ্ধিমান যিনি মন্ত্র স্মরণ করেন, তাহা কর্ত্তৃক আমিও সহস্র-জন্ম চিন্তিত হই । তদীয়া সেই জপমালা মঙ্গলময়ী কুশলা সিদ্ধিদাত্রী সর্ব্ববিধ সংসারপাশমোচনী ॥ ৭১॥

টীকা—তেনাহং চিন্তিতো ভবামি । সিদ্ধা সিদ্ধকরীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

অথ মালামণিনির্ণয়স্তৎপরিমাণাদি চ

তত্রৈব—

পরিমাণন্তু বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন মাধবি ।
উত্তমা মধ্যমা চৈব কন্যসী তু গণিত্রিকা ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মালামণি নির্ণয় ও তৎপরিমাণাদি, বরাহপুরাণে—হে মাধবি ! জপমালার পরিমাণ বলিতেছি তত্ত্বতঃ শ্রবণ কর, জপমালা ত্রিবিধা—উত্তমা মধ্যমা কনিষ্ঠা ॥ ৭২ ॥

টীকা—মাধবি হে ধরণি, কন্যসী কনীয়সী ॥৭২

অষ্টোত্তরশতৈঃ পূর্ব্বা পঞ্চাশদ্ভিস্তু মধ্যমা ।
কন্যসী পঞ্চবিংশত্যা পরিমাণং বিধীয়তে ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—উত্তমা অষ্টোত্তর শতমণি বিশিষ্টা, মধ্যমা পঞ্চাশমণি, কনিষ্ঠা পঁচিশ মণি বিশিষ্টা পরিমাণ বিহিত আছে ॥ ৭৩ ॥

টীকা—অষ্টোত্তরশতৈর্মণিভিঃ পূর্ব্বা উত্তমা ॥৭৩

রুদ্রাক্ষৈশ্চোত্তমাং তাঞ্চ পুত্রজীবৈশ্চ মধ্যমাম্ ।
কুশৈঃ কনীয়সীং বিদ্যাদেতত্তে কথিতং ময়া ॥ ৭৪॥

অনুবাদ—রুদ্রাক্ষ জপমালা উত্তমা, পুত্রজীবমালা, মধ্যমা, কুশ নির্ম্মিতা মালা কনিষ্ঠা জানিবে—ইহা আমি বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

টীকা—তত্রাপি মণিভেদেন ত্রিবিধত্বমাহ—রুদ্রাক্ষৈরিতি। পুত্রজীবৈরিতি সানুনাসিকঞ্চ কৃচিৎ ॥৭৪॥

———

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

অষ্টোত্তরশতং পূর্ণং তদর্দ্ধং পাদমেব বা।
কুর্য্যাত্তত্র বিধানোক্তং বিধিনা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—অষ্টোত্তর শত মালা পূর্ণ, তাহার অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ সর্ব্বকর্ম্মে বিধিকর্ত্তৃক বিহিত আছে ॥ ৭৫ ॥

———

হারীতস্মৃতৌ—

শঙ্খ-রূপ্যময়ী মালা কাঞ্চনী নীরজোৎপলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈর্বিদ্রুমৈর্মণিমৌক্তিকৈঃ ॥ ৭৬॥
নির্ম্মিতেন্দ্রাক্ষকৈর্মালা তথৈবাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ।
পুত্রজীবময়ী মালা সা শস্তা জপকর্ম্মণি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—হারীতস্মৃতিতে—শঙ্খ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, বিদ্রুম মণি, মুক্তাদি নির্ম্মিত এবং ইন্দ্রাক্ষক মালা, অঙ্গুলি পর্ব্ব, পুত্রজীবময়ী মালা জপকর্ম্মে প্রশস্তা ॥ ৭৬-৭৭ ॥

টীকা—নীরজানি পদ্মানি, উৎপলানি চ কুমুদানি, তৈঃ। তথা চোক্তম্—'রুদ্রাক্ষ-শঙ্খপদ্মাক্ষ-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ। স্ফটিকৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈর্বিদ্রুমৈস্তথা। কুশৈঃ পদ্মৈর্দ্দশ ন্যূর্গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা ॥' ইতি ॥ ৭৬ ॥

———

গৌতমীয়ে—

অথামলকসম্ভূতৈস্তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতৈঃ ॥ ইতি ॥ ৭৮॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে—আমলকী মালা ও তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা ॥ ৭৮ ॥

———

আগমে চ—

আদিক্ষান্তার্ণযোগত্বাদক্ষমালেতি কীর্ত্তিতা।
তদ্বর্ণসংখ্যৈর্ম্মণিভির্জপমালাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—আগমেও—অ-হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষ' বর্ণ পর্য্যন্ত বর্ণ মাতৃকার বর্ণগুলিকে যোগ করিয়া অক্ষমালা নামে কীর্ত্তিতা, সেই বর্ণসংখ্যা পরিমিত মণি সমূহ দ্বারা জপমালা নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৭৯ ॥

টীকা—আদি-ক্ষান্তানাং অকারাদি-ক্ষকারাবসানানাম্ অর্ণানাং মাতৃকাবর্ণানাং যোগত্বাৎ নিয়োজনীয়ত্বাৎ গণনীয়ত্বাদ্বা। তদ্বর্ণসংখ্যৈঃ পঞ্চাশদ্ভিরিত্যর্থঃ, ক্ষকারস্য মেরুত্বেন কল্পনীয়ত্বাৎ ॥ ৭৯ ॥

———

কিঞ্চ—

অনুলোমবিলোমার্ণৈর্মাতৃকায়াঃ সবিন্দুকৈঃ।
ক্ষমেরুকৈঃ কাষ্টবর্গৈর্মালা স্যাদ্যোগিনাং শুভা ॥৮০

অনুবাদ—আরও—মাতৃকার বর্ণসমূহের সহিত অনুস্বার যুক্ত করিয়া অং আং ইত্যাদি অনুলোমক্রমে বর্ণমালা শেষ করিয়া ক্ষ কে সুমেরু কল্পনা করিয়া হং সং ষং শং ইত্যাদি বিলোমক্রমে অষ্ট বর্গের মালা যোগিগণের শুভদা ॥ ৮০ ॥

টীকা—মুখ্যতমামক্ষমালামাহ—অনুলোমেতি ॥৮০

———

অথ মালানাং মণিবিশেষেণ বৈশিষ্ট্যম্

আগ্নেয়ে—

হিরণ্যশঙ্খমণিভির্জপ্যং শতগুণং ভবেৎ।
সহস্রগুণমিন্দ্রাক্ষৈঃ পদ্মাক্ষৈরযুতং ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মালাসমূহের মণিবিশেষ দ্বারা ফল বৈশিষ্ট্য, অগ্নিপুরাণে—স্বর্ণ ও শঙ্খ, মণি সমূহ দ্বারা জপের ফল শতগুণ হয়, ইন্দ্রাক্ষ দ্বারা সহস্রগুণ, পদ্মাক্ষ দ্বারা অযুত গুণ হয় ॥ ৮১ ॥

টীকা—হিরণ্যশঙ্খয়োর্ম্মণিভির্জপ্যং জপ ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

———

নিযুতং চাপি রুদ্রাক্ষৈর্ভদ্রাক্ষৈশ্চ ন সংশয়ঃ।
পুত্রজীবকজপ্যস্য পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—নিযুতগুণ রুদ্রাক্ষ দ্বারা ও ভদ্রাক্ষ দ্বারা ইহাতে সংশয় নাই, পুত্র জীবময়ী মালা দ্বারা জপ-ফলের পরিসংখ্যা নাই ॥ ৮২ ॥

টীকা—ভদ্রাক্ষৈরিতি রুদ্রাক্ষবিশেষণং ফলবিশেষৈর্বা ॥ ৮২ ॥

শিবপুরাণে—

অঙ্গুল্যা পরিসংখ্যানমেবমেবমুদাহৃতম্ ।
রেখয়াষ্টগুণং বিদ্যাৎ পুত্রজীবৈর্দশাধিকম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—শিবপুরাণে—অঙ্গুলিদ্বারা পরিসংখ্যার ক্রম এরূপ বলা আছে। রেখাদ্বারা, অঙ্গুলিপর্ব্ব দ্বারা অষ্টগুণ জানিবে, পুত্রজীব দ্বারা অষ্টাদশগুণ ॥ ৮৩ ॥

টীকা—রেখয়া রেখান্তরিতাঙ্গুলিপর্ব্বণেত্যর্থঃ। ভূমিলিখিতাঙ্কেন বা অঙ্গুলীভির্জপস্য সংখ্যানং গণনম্ ॥ ৮৩ ॥

শতং স্যাচ্ছঙ্খমণিভিঃ প্রবালৈশ্চ সহস্রকম্ ।
স্ফাটিকৈর্দশসাহস্রং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—শঙ্খমণি দ্বারা শতগুণ, প্রবাল দ্বারা সহস্রগুণ, স্ফটিক মালা দ্বারা দশ সহস্র, মুক্তামালা দ্বারা লক্ষগুণ ॥ ৮৪ ॥

পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষন্তু রাজতৈঃ কোটিরুচ্যতে ।
সৌবর্ণৈঃ সা দশগুণা সর্ব্বৈর্দশগুণা স্মৃতা ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মাক্ষ দ্বারা দশলক্ষ, রৌপ্য দ্বারা কোটিগুণ, সুবর্ণ মণি দ্বারা মালা দশকোটিগুণ, সর্ব্বমিশ্রিত মালা দ্বারা দশকোটিগুণ ॥ ৮৫ ॥

টীকা—সা কোটির্দশগুণা দশকোটয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বৈঃ পুত্রজীবাদিভিঃ সৌবর্ণান্তৈর্দশগুণা দশকোটিগুণিতা। যদ্বা, সৌবর্ণেভ্যো দশগুণেতি দশকোটিগুণেতি জ্ঞেয়ম্। এবং মতভেদশ্চ মন্ত্রভেদেন কামফলাদিভেদেন বা। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যমিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৮৫ ॥

কুশগ্রন্থ্যা চ রুদ্রাক্ষৈরনন্তগুণিতং ফলম্ ।
শ্বেতপদ্মাক্ষমালাভিরপি স্যাদমিতং ফলম্ ।
মাতৃকং বর্ণসম্ভূতমালায়ান্তু তদেব হি ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—কুশ, গ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা অনন্তগুণ ফল, শ্বেত পদ্মাক্ষ মালা দ্বারাও অপরিমিত ফল, বর্ণমালাতেও সেইরূপ ফল ॥ ৮৬ ॥

অথ মালানির্ম্মাণবিধিঃ

শিবাগমে—

মুখে মুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখং মূলে বিবর্জয়েৎ ।
ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মালা নির্ম্মাণ বিধি, শিবাগমে—মুখে মুখ রাখিয়া মালা গাথিবার নিয়ম, মূলে মুখ রাখিবে না, ধাত্রীফল প্রমাণ মালা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৭ ॥

টীকা—এতন্মালায়া অক্ষম্ ॥ ৮৭ ॥

বদরাগুপ্রমাণেন গদ্যতে মধ্যমাধমে ।
নব ত্রিতন্তুনা চৈতদ্গ্রন্থনীয়মসংস্পৃশৎ ।
ঊর্দ্ধবক্ত্রঞ্চ মেরবাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—বদরফলের প্রমাণ মালা, মধ্যম এবং বীজের প্রমাণ মালা অধম, নয়টি সূত্র ত্রিগুণ করিয়া এই মালা গাঁথিবে একের সঙ্গে অন্যের স্পর্শ না হয়। ঊর্দ্ধমুখ মালাটি সুমেরু নামক কর্ত্তব্য, তাহা লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৮৮ ॥

টীকা—বদরস্যাগুং বীজং তৎপ্রমাণেন চেত্যর্থঃ। ক্রমান্মধ্যমমধমঞ্চোদাহৃতম্। পাঠান্তরে বদরফলস্য তদণ্ডস্য চ প্রমাণেন ক্রমান্মধ্যমাধমে গণিতে। নবেন নূতনেন ত্রিতন্তুনা ত্রিগুণীকৃতসূত্রেণেত্যর্থঃ; যদ্বা, নবেতি নবসংখ্যাপ্রাপ্তেন তন্তুত্রয়েণ, প্রথমং ত্রিগুণীকৃত্য পশ্চাচ্চ ত্রিগুণীকৃত্য নবগুণীকৃতেন সূত্রেণেত্যর্থঃ। ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃতেত্যগ্রে লেখ্যত্বাৎ। অসংস্পৃশৎ অন্যোন্যং স্পর্শমপ্রাপ্নুবৎ সৎ, এতৎ অক্ষং গ্রন্থনীয়ং প্রত্যেকমধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থিবিরচনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ—

অক্ষাস্থিমাত্রৈর্মণিভির্জ্যেষ্ঠং কুর্য্যাত্তু বর্ত্তুলম্ ।
ধাত্রীফলানাং গর্ভেণ প্রমাণং মধ্যমং স্মৃতম্ ।
বদরাস্থিপ্রমাণেন কন্যসং সমুদাহৃতম্ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও—রুদ্রাক্ষ বীজ প্রমাণ মালামণি গোলাকার করিবে উহা শ্রেষ্ঠ, ধাত্রী ফলের বীজ, সদৃশ মালা মধ্যম, বদরফলের বীজ, প্রমাণ মালা কনিষ্ঠ উদাহৃত হইয়াছে ।। ৮৯ ।।

টীকা—অক্ষং রুদ্রাক্ষং বিভীতকং বা তদস্থি-প্রমাণৈঃ, কন্যসং কনিষ্ঠম্ ।। ৮৯ ।।

কিঞ্চ—

গ্রন্থিবন্ধাবধৌ তত্র মণিসংখ্যাধিকং দ্বিজাঃ ।
মেরুং প্রকল্পয়েন্মধ্যে একেন গুণকেন তু ।। ৯০ ।।

অনুবাদ—আরও—হে দ্বিজগণ। গ্রন্থি বন্ধনের শেষে মণি সংখ্যার অধিক আর একটি মণিকে মধ্যে মেরু নাম দিবে ।। ৯০ ।।

টীকা—গ্রন্থিবন্ধস্যাবধৌ অন্তে ।। ৯০ ।।

শিবাগমে তত্রৈব রুদ্রাক্ষানুদ্দিশ্য—

একবক্ত্রৈস্ত্রিবক্ত্রৈশ্চ চতুর্বক্ত্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ ।
ষড়্‌বক্ত্রৈর্বাথ কর্ত্তব্যং মিথো মিশ্রাংস্তু বর্জ্জয়েৎ ।।৯১

অনুবাদ—শিবাগমে ঐ প্রসঙ্গে রুদ্রাক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা আছে—একমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চ-মুখ ও ষড়মুখ রুদ্রাক্ষ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মালা করিবে, একসঙ্গে মিশান মালা করিবে না ।। ৯১ ।।

কিঞ্চান্যত্র—

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধ উক্তেষ্বক্ষেষু মন্ত্রবিৎ ।
যথাকামং যথালাভমক্ষাণ্যানীয় যত্নতঃ ।। ৯২ ।।
অন্যোঽন্যসমরূপাণি নাতিস্থূলকৃশানি চ ।
কীটাদিভিরদুষ্টানি অজীর্ণানি নবানি চ ।। ৯৩ ।।
গব্যেস্তু পঞ্চভিস্তানি প্রক্ষাল্য তু পৃথক্ পৃথক্ ।
ততো দ্বিজেন্দ্র-পুণ্যস্ত্রী-নির্ম্মিতং গ্রন্থিবর্জ্জিতম্ ।। ৯৪।।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য সূত্রং প্রক্ষাল্য পূর্ব্ববৎ ।
শুক্লং রক্তং তথা কৃষ্ণং শান্তিবশ্যাভিচারিকে ।।৯৫।।
সূত্রং সংস্থাপয়েদ্বিদ্বান্ পট্টসূত্রমথাপি বা ।
অশ্বত্থপত্রৈর্নবকৈঃ পদ্মাকারেণ কল্পিতৈঃ ।
সূত্রং মণীংশ্চ গন্ধাম্ভিঃ ক্ষালিতাংস্তত্র
নিক্ষিপেৎ ।। ৯৬ ।।

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—নিত্যকর্ম্ম শেষে মন্ত্র-বিৎ পবিত্র হইয়া উক্ত মণিসমূহের মধ্যে অনায়াস-লভ্য মণিসমূহ আনিয়া যত্নপূর্ব্বক পরস্পর সমানরূপ অতিস্থূল সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র না হয়, কীটদষ্ট নহে, পুরাতন নহে, নূতন মণিগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালন করিয়া অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুণ্যবতী স্ত্রী নির্ম্মিত গ্রন্থি বর্জ্জিত ত্রিগুণ সূত্রকে ত্রিগুণ করিয়া পূর্ব্ববৎ পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া, শান্তি কর্ম্মে শুক্ল সূত্র, বশীকরণে রক্তসূত্র, শত্রু জয়ে কৃষ্ণবর্ণ সূত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্থাপন করিবে। অথবা পট্টসূত্র, নয়টি অশ্বত্থ পত্র দ্বারা পদ্মাকারে রচিত, তন্মধ্যে সূত্র ও মণি চন্দন জলে ধৌত করিয়া রাখিবে ।। ৯২-৯৬ ।।

টীকা—নবকৈর্নূতনৈরশ্বত্থপত্রৈঃ সহিতম্, গন্ধাম্ভি-রশ্বত্থস্য পত্রাণ্যপি ক্ষালয়েদিত্যর্থঃ। তত্র পদ্মাকার-কল্পিতাশ্বত্থপত্রেষু ।। ৯৬ ।।

তারং শক্তিং মাতৃকাঞ্চ সূত্রে চৈব মণিষ্বথ ।
বিন্যস্য পূজয়েদাদৌ জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ।। ৯৭ ।।

অনুবাদ—প্রণব, শক্তিবীজ ও বর্ণমালা মন্ত্র সূত্রে ও মণিসমূহে বিন্যাস করিয়া প্রথমে পূজা করিবে, সমর্থ হইলে পরে হোম করিবে ।। ৯৭ ।।

টীকা—তারং—প্রণবং, শক্তি—মায়াবীজম্ ।।৯৭

হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ।
মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে চ যোজয়েৎ সুধীঃ ।। ৯৮ ।।

অনুবাদ—হোমকার্য্যে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে, সুধীব্যক্তি অনন্তর এক একটি মণি লইয়া সূত্রে যোজনা করিবে ।। ৯৮ ।।

মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ ।
গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা ।। ৯৯ ।।

অনুবাদ—মুখে মুখে যোজনা করিয়া পুচ্ছে পুচ্ছ যোজনা করিবে, গোপুচ্ছা কৃতি বা সর্পাকৃতি মালা শুভপ্রদা ।। ৯৯ ।।

তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ।
একৈকমণিমধ্যে তু ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
জপমালাং বিধায়েত্থং তৎসংস্কারান্
সমাচরেৎ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—ঐ সমজাতীয় একটি অক্ষ মেরুরূপে সম্মুখে রাখিবে। এক একটি মণি মধ্যে ব্রহ্ম গ্রন্থি সূত্রে রচনা করিবে। এইভাবে জপমালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সংস্কার করিবে ॥ ১০০ ॥

———

অথ মালাসংস্কারঃ

শিবাগমে—

ক্ষালয়েৎ সদ্যোজাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মালা সংস্কার, শিবাগমে—ঋক্‌বেদীয় "সদ্যোজাত" মন্ত্র ও পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন, 'বামদেব' মন্ত্রে চন্দন দ্বারা ঘর্ষণ, 'অঘোর' মন্ত্রদ্বারা ধূপদান, পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা চন্দন লেপন করিবে ॥ ১০১ ॥

টীকা—ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেনোত্তমজলেন চ প্রক্ষালয়েৎ। তদুক্তম্—'ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ ইতি। সদ্যোজাতাদিকং প্রায়ো মন্ত্রাদ্যবর্ণৈর্মন্ত্রনাম—'ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।' ঘর্ষয়েচ্চন্দনাদিভিঃ। তথা চোক্তম্—'চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ। ওঁ অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ শিবেভ্যঃ। লেপয়েচ্চন্দনাদিনা—'ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ' ॥ ১০১ ॥

———

মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতম্।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথাঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—ওঁ ঈশান ইত্যাদি পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক মণিকে শত শতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। সুমেরুকে পঞ্চমমন্ত্র ও 'অঘোর' মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ১০২ ॥

টীকা—পঞ্চমশ্চায়ম্—'ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ, সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি ব্র্হ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্' ইতি। ননু মন্ত্রেণ দ্রব্যাভিমন্ত্রণস্য সংখ্যাদিনিয়মঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে, তদত্র কথং মন্ত্রয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রত্যেকম্ একৈকং মণিং শতং শতং বারান্মন্ত্রয়েদিতি। কেচিচ্চ ক্ষালনাদিকমপি তত্তন্মন্ত্রেণ প্রত্যেকং মণিং শতং বারান্ কুর্য্যাদিত্যাহুঃ। কেচিত্তু সদ্যোজাতাদিমন্ত্রাণামেকৈকং মন্ত্রং ক্ষালনাদিকর্ম্মণি বারশতং পঠেদিতি ব্যাচক্ষতে। অত্র চ যথাসম্প্রদায়ং ব্যবর্ত্তব্যমিতি দিক্ ॥ ১০২ ॥

———

মুদ্রাষ্টকং দর্শয়িত্বা প্রত্যেকং পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
গ্রথিতং পঞ্চভিঃ পূজ্য পূর্ব্ববচ্চ যথাশিরঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—আবাহনাদি অষ্টবিধ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে প্রত্যেক মণিকে পূজা করিবে। পূর্ব্ববৎ শির আদিক্রমে পঞ্চমন্ত্র দ্বারা ॥ ১০৩ ॥

টীকা—মুদ্রাষ্টকম্ আবাহনাদিকম্, সংস্কৃত্যেবং বুধো মালাং তৎপ্রাণান্ স্থাপয়েত্ততঃ' ইত্যুক্তেঃ। পূজ্য পূজয়িত্বা, যথাশিরঃ মস্তকক্রমেণ গ্রথিতম্। মালা চ প্রথমং স্বগুরুহস্তাদেব গ্রাহ্য, 'গুরুং সংপূজ্য তদ্ধস্তাদ্‌গৃহ্ণীয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয়ে' ইতি তন্ত্রোক্তেঃ ॥ ১০৩ ॥

———

অথ মালাভেদেনাধিকারিভেদঃ

নারদপঞ্চরাত্রে—

কুশপত্রৈর্জপেদ্বিপ্রঃ সুবর্ণমণিভির্নৃপঃ।
পুত্রজীবফলৈর্বৈশ্যঃ পদ্মাক্ষৈঃ সর্ব্ব এব চ ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মালাভেদ দ্বারা অধিকারীভেদ, নারদ-পঞ্চরাত্রে—কুশপত্র মালা দ্বারা বিপ্র জপ করিবেন, রাজা সুবর্ণ মণিমালা দ্বারা জপ করিবেন, পুত্রজীবফলমালা দ্বারা বৈশ্য এবং পদ্মবীজ মালা দ্বারা সকলেই জপ করিবেন ॥ ১০৪ ॥

মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশত্যা ধনার্থী ত্রিংশতা জপেৎ।
পুষ্ট্যর্থী সপ্তবিংশত্যা ন পঞ্চদশভিঃ ক্বচিৎ ॥ ১০৫॥

অনুবাদ—মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশতি সংখ্যা মালায় জপ করিবেন, পুষ্টার্থী সপ্তবিংশতি মালায় জপ করিবেন, পঞ্চদশ মালায় কেহ জপ করিবে না ॥১০৫

জপস্য গণনাঞ্চাহঃ পদ্মাক্ষৈর্ভক্তিবর্দ্ধনৈঃ।
অথাঙ্গুলীভিরেবাপি জপমন্বহমাচরেৎ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ—জপের গণনাও বলিতেছেন—পদ্মবীজ মালাদ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয়, আর অঙ্গুলী পর্ব্বসমূহ দ্বারাও প্রত্যহ জপ করিবেন ॥ ১০৬ ॥

টীকা—ভক্তিবর্দ্ধনৈরিতি ভগবদ্ভক্ত্যর্থী পদ্মাক্ষৈর্জপেদিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

রুদ্রাক্ষমালিকা সূত্রে জপেন স্বমনোরথান্।
পদ্মাক্ষৈবিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—রুদ্রাক্ষমালিকাসূত্রে জপদ্বারা নিজ মনোরথপূর্ণ হয়। পদ্মবীজ রচিত মালা শত্রুনাশিনী বলিয়া স্বীকৃত ॥ ১০৭ ॥

কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
পুত্রজীবফলৈঃ ক্লিপ্তা কুরুতে পুত্রসম্পদঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্ব্ববিধ পাপনাশিনী, পুত্রজীব ফলদ্বারা কৃত মালা পুত্র সম্পদ বৃদ্ধি করে ॥ ১০৮ ॥

টীকা—ক্লিপ্তা রচিতা ॥ ১০৮ ॥

নিম্মিতা রূপ্যমণিভির্জপমালেপ্সিতপ্রদা।
হিরন্ময়ৈর্বিরচিতা মালা কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—রূপ্যমণি নিম্মিতা মালাদ্বারা জপ করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, স্বর্ণময়ী মালা কাম্যবস্তু প্রদান করে ॥ ১০৯ ॥

প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেৎ পুষ্কলং ধনম্।
সৌভাগ্যং স্ফাটিকী মালা মৌক্তিকৈর্বিহিতা শ্রিয়ম্ ॥ ১১০ ॥
নিম্মিতা শঙ্খমণিভিঃ কুরুতে কীর্ত্তিমক্ষয়াম্।
সর্ব্বৈরেতৈর্বিরচিতা মালা স্যান্মুক্তয়ে নৃণাম্ ॥১১১॥

অনুবাদ—প্রবাল রচিত মালা প্রচুর ধনপ্রদা, স্ফটিকমালা সৌভাগ্য দান করে, মুক্তা রচিত মালা শ্রীপ্রদা, শঙ্খমণি রচিতা মালা অক্ষয়কীর্ত্তি দান করে, এই সকল মিলিত মালা মানবগণের মুক্তির নিমিত্ত হয় ॥ ১১০-১১১ ॥

কিঞ্চ—

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—আরও—তুলসীকাষ্ঠ রচিত মণিমালা সর্ব্বকর্ম্মে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥১১২

গৌতমীয়ে—

পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমনুসিদ্ধিদা।
আমলক্যা ভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তুলসীসম্ভবা যা তু সা মোক্ষং তনুতেঽচিরাৎ ॥১১৩

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে—পদ্মবীজ রচিত মালা গোপালমন্ত্রে সিদ্ধি প্রদান করে, আমলকী মালা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদা, তুলসীমালা অচিরে মোক্ষ বিস্তার করে ॥ ১১৩ ॥

অথ জপাঙ্গুল্যাদিনির্ণয়ঃ

শিবাগমে—

অনামা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাত্তু মানসম্।
মধ্যমা-মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকম্।
তর্জ্জনীং তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ ॥১১৪

অনুবাদ—অনন্তর জপে অঙ্গুলি নিয়ম, শিবাগমে—অনামিকার মধ্যম পর্ব্ব ধরিয়া মানস জপ করিবে, মধ্যমার মধ্যম পর্ব্ব ধরিয়া উপাংশু জপ করিবে, তর্জ্জনী ধরিয়া জপ করিবে না ॥ ১১৪ ॥

একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন্ প্রজপেন্মনুম্ ।
মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ন মন্ত্রফলভাগ্
ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—এক একটি মণি অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, হে দেবি! মেরু লঙ্ঘন করিলে মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না ॥ ১১৫ ॥

অন্যত্র চ—
তত্রাঙ্গুলি-জপং কুর্ব্বন্ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জপেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম্ম কৃতং তদফলং ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—অঙ্গুলি জপকালে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির সহিত জপ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি ব্যতীত কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হয় ॥ ১১৬ ॥

টীকা—সাঙ্গুষ্ঠাভিরঙ্গুলীভিঃ অত হেতুরঙ্গুষ্ঠেনেতি ॥ ১১৬ ॥

কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা চতুর্থী তর্জ্জনী মতা ।
তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাং স্যুর্মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা ॥১১৭॥

অনুবাদ—কনিষ্ঠা, অনামিকা মধ্যা ও তর্জ্জনী—এই চারিটি অঙ্গুলি, তিন অঙ্গুলির প্রত্যেকের তিনপর্ব্ব =৯ পর্ব্ব এবং মধ্যমার একপর্ব্ব=দশপর্ব্ব ॥ ১১৭ ॥

টীকা—তিস্রঃ—কনিষ্ঠানামিকা-তর্জ্জন্যঃ ॥ ১১৭॥

পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ ।
এবং মেরুং বিজানীয়াদ্ব্রহ্মণা দূষিতং স্বয়ম্ ॥১১৮

অনুবাদ—জপকালে মধ্যমার দুই পর্ব্ব বর্জ্জন করিবে, ঐ দুই পর্ব্বমেরু, সুতরাং ব্রহ্মা স্বয়ং জপকালে ঐ পর্ব্বদ্বয়কে দোষ বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

টীকা—এবং মধ্যমাপর্ব্বদ্বয়ম্ ॥ ১১৮ ॥

আরভ্যানামিকামধ্যাৎ প্রদক্ষিণমনুক্রমাৎ ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং ক্রমাদ্দশসু পর্ব্বসু ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর প্রদক্ষিণ গতিতে তর্জ্জনী মূল পর্য্যন্ত ক্রমে দশটি পর্ব্বে জপ করিবে ॥ ১১৯ ॥

টীকা—দশসু পর্ব্বসু গণয়েদিতি শেষঃ ॥ ১১৯ ॥

ক্বচিচ্চ—
আরভ্যানামিকামূলাৎ প্রাদক্ষিণ্যেন বৈ ক্রমাৎ ।
মধ্যমামূল পর্য্যন্তং জপেদ্দশসু পর্ব্বসু ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—কোথাও—অনামিকা মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে মধ্যমা মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত দশটিপর্ব্বে জপ করিবে—এইরূপ উক্তি আছে ॥১২০

গৌতমীয়ে—
আরভ্যানামিকামূলাৎ পরিবর্ত্তেত বৈ ক্রমাৎ ।
তর্জ্জনী-মধ্যপর্য্যন্তং জপেদষ্টসু পর্ব্বসু ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে—পুন অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবর্ত্তন ক্রমে তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত আটটি পর্ব্বে জপ করিবে। সুতরাং (১০০+৮=১০৮) অষ্টোত্তর শত সংখ্যা জপ সিদ্ধ হইবে ॥ ১২১ ॥

অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলম্ ।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগে তু ছিদ্রেষু স্রবতে জপঃ ॥ ১২২॥

অনুবাদ—অঙ্গুলীগুলি বিযুক্ত হইবে না, তলদেশ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিয়া জপ করিবে, অঙ্গুলিগুলির বিচ্ছেদ হইলে ঐ ছিদ্রদ্বারা জপের ফল বাহির হইয়া যাইবে ॥ ১২২ ॥

টীকা—আরভ্যানামিকা মধ্যাদিত্যত্র মতান্তরমারভ্যানামিকামূলাদিতি ॥ ১২২ ॥

কিঞ্চ—

অথ মালায়া নিয়মান্তরম্

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধুনয়েৎ ।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যস্থং পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মালার অন্য নিয়ম—আধা-

রীতে (ঝোলা মধ্যে) মালা জপকালে তর্জ্জনী অঙ্গুলি মালাকে স্পর্শ করিবে না, মালা কম্পিত বা ঝাকি দিবে না, অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি পর্ব্ব মধ্যে রাখিয়া পরিবর্ত্তন করিবে ॥ ১২৩ ॥

টীকা—সূত্রমিতি মালামিত্যর্থঃ। ন কম্পয়েৎ, নো বিধুনয়েচ্চ ন প্রক্ষিপেৎ ॥ ১২৩ ॥

কিঞ্চ—

ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ ॥১২৪

অনুবাদ—আরও—জপকালে বামহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না এবং করভ্রষ্ট করিবে না ॥ ১২৪ ॥

অশুচির্ন স্পৃশেদেনাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ।
অঙ্গুষ্ঠস্থামক্ষমালাং চালয়েন্মধ্যমাগ্রতঃ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—আরও—এই মালাকে যেন অশুচি স্পর্শ না করে, করভ্রষ্ট করিবে না, অঙ্গুষ্ঠস্থিত অক্ষমালাকে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা চালনা করিবে ॥ ১২৫ ॥

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সোঽয়ং মুক্তিদো গণনক্রমাৎ।
ভুক্তৌ মুক্তৌ তথাকৃষ্টৌ মধ্যমায়াং
জপেৎ সুধীঃ ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—তর্জ্জনীদ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না, এইভাবে গণনাক্রমে জপ মুক্তিপ্রদ হয়, সুধীব্যক্তি ভুক্তি, মুক্তি ও বশীকরণে মালা মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বে রাখিয়া জপ করিবেন ॥ ১২৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু জপেদুত্তমকর্ম্মণি।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগাদ্বিদ্বেষোচ্চাটনে জপেৎ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ-সংযোজাজ্জপেন্মারণকর্ম্মণি ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা জপ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি উত্তম কর্ম্মে করিবেন। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে জপ বিদ্বেষ ও উচ্চাটন কর্ম্মে করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে জপ শত্রুমারণ কর্ম্মে করিবে ॥ ১২৭ ॥

টীকা—উত্তমকর্ম্মণি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদৌ, বিদ্বেষে উচ্চাটনে চ ॥ ১২৭ ॥

ক্বচিচ্চ—

অঙ্গুষ্ঠং মোক্ষদং বিদ্যাত্তর্জ্জনীং শত্রুনাশিনীম্।
মধ্যমা ধনসিদ্ধ্যৈ স্যাচ্ছান্তিকর্ম্মণ্যনামিকা।
কনিষ্ঠাকর্ষণে জ্ঞেয়া জপকর্ম্মণি সিদ্ধিদা ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—কোথাও—অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি মোক্ষপ্রদ জানিবে, তর্জ্জনী শত্রুনাশিনী, মধ্যমা ধনসিদ্ধি নিমিত্ত হয়, শান্তিকর্ম্মে অনামিকা, কনিষ্ঠা, আকর্ষণে ও জপ কর্ম্মে সিদ্ধিপ্রদা জানিবে ॥ ১২৮ ॥

টীকা—তত্রৈব মতান্তরং লিখতি—অঙ্গুষ্ঠমিতি। আকর্ষণে আকৃষ্টিকর্ম্মণি ॥ ১২৮ ॥

অথ জপে গুণাঃ

মন্ত্রার্ণবে—

মনঃ সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জপে গুণসমূহ, মন্ত্রার্ণবে—মনঃসংযম, শৌচ, মৌন, মন্ত্রের অর্থ চিন্তন, অচঞ্চল, জপে আগ্রহ—এই গুণগুলি জপ ফল প্রাপ্তির সাধন ॥ ১২৯ ॥

টীকা—মনসঃ সংহরণং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ ॥ ১২৯ ॥

অন্যত্র চ—

জপান্যকালে মালান্তু পূজয়িত্বা সুগোপয়েৎ।
গুরুং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ ॥১৩০॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—জপ ব্যতীত অন্য সময় মালাকে পূজা করিয়া সুগোপনে রাখিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে প্রকাশ করিবে, কিন্তু মন্ত্রকে কখনও প্রকাশ করিবে না ॥ ১৩০ ॥

টীকা—জপাদন্যস্মিন্ কালে, গুরুমপি প্রকাশয়েৎ ॥ ১৩০ ॥

অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ।
ভূত-রাক্ষসঃ-বেতালাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণাঃ।
হরন্তি প্রকটং যস্মাত্তস্মাদ্‌গুপ্তং জপেৎ
সুধীঃ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—অক্ষমালা ও মুদ্রা শ্রীগুরুদেবকেও দেখাইবে না, যেহেতু ভূত, রাক্ষস, বেতাল, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ইহারা প্রত্যক্ষভাবে জপ ফল হরণ করে, অতএব সুধী ব্যক্তি গোপনে জপ করিবেন ॥ ১৩১ ॥

টীকা—গুরোর্গুরুং প্রত্যপি ॥ ১৩১ ॥

অথ জপে দোষাঃ

নারদপঞ্চরাত্রে—
অপবিত্রকরো নগ্নঃ শিরসি প্রাবৃতোঽপি বা।
প্রলপন্ বা জপেদ্‌যাবত্তাবন্নিষ্ফলমুচ্যতে ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জপে দোষসমূহ,—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—অপবিত্র হস্তে জপ, নগ্ন, আবৃত মস্তক, কথা বলিতে বলিতে জপ যে পর্য্যন্ত করিবে, সেই পর্য্যন্ত জপ নিষ্ফল হয় ॥ ১৩২ ॥

টীকা—অপবিত্রঃ কুশহীনঃ করো যস্য সঃ ॥১৩২

কিঞ্চ—
বদন্ন গচ্ছন্ন স্বপন্নান্যৎ কিমপি সংস্মরন্।
ন ক্ষুজ্জৃম্ভণ-হিক্কাদি-বিকলীকৃত-মানসঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্‌যত্নপরো ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ—আরও—কথা বলিতে বলিতে, গমনকালে, শয়ন অবস্থায়, অন্য কিছু স্মরণকালে, হাঁচি, হাইতোলা, হিক্কাদি দ্বারা, বিকল মনে জপ দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয় না, অতএব সাধক দোষত্যাগে যত্নপর হইবে ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ—
স্ত্রী-শূদ্রাভ্যাং ন ভাষেত রাত্রৌ
জপপরো ন চ ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—আরও—স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের সহিত ভাষণ করিবে না, রাত্রিতে জপ করিবে না ॥ ১৩৪ ॥

ব্যাসস্মৃতৌ—
অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ
॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—ব্যাসস্মৃতিতে—অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে জপ এবং মেরুলঙ্ঘনে যে জপ, সংখ্যারহিত যে জপ করা হয়, সেই সকল নিষ্ফল হয় ॥ ১৩৫ ॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্—
নৈকবাসা জপেন্মন্ত্রং বহুবস্ত্রাকুলো ন চ।
উপর্যধো বহির্বস্ত্রে পুরশ্চরণকৃৎ ত্যজেৎ ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—বৈশম্পায়ন সংহিতাতে—একবস্ত্র পরিধান করিয়া মন্ত্রজপ করিবে না, বহুবস্ত্রে আকুল হইবে না, পরিধেয় ও উত্তরীয় ব্যতীত বস্ত্রদ্বয় পুরশ্চরণকারী ত্যাগ করিবে ॥ ১৩৬ ॥

টীকা—উপরি অধশ্চ যে বহির্বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়ব্যতিরিক্তং বস্ত্রদ্বয়ং তে ত্যজেৎ ॥ ১৩৬ ॥

অতএব মন্ত্রার্ণবে—
উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গলাবৃতঃ।
অপবিত্রকরোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেৎ ক্বচিৎ ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ—অতএব মন্ত্রার্ণবে—মস্তকে পাগড়ী, গায়ে জামা, নগ্ন, মুক্তকেশ, গলাবৃত, অপবিত্র কর, অশুদ্ধ, প্রলাপ করিতে করিতে কখনও জপ করিবে না ॥ ১৩৭ ॥

টীকা—গলে আবৃতঃ বস্ত্রাদি প্রাবৃতঃ, অশুদ্ধঃ শৌচাদিরহিতঃ ॥ ১৩৭ ॥

অপ্রাবৃতকরো ভূত্বা শিরসি প্রাবৃতোঽপি চ।
চিন্তাব্যাকুলচিত্তো বা ক্রুদ্ধো ভ্রান্তঃ
ক্ষুধান্বিতঃ ॥ ১৩৮ ॥

অনাশনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্নুত্থিত এব বা।
রথ্যায়ামশিবে স্থানে ন জপেত্তিমিরান্তরে ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—হস্ত আবৃত না করিয়া, মস্তক আবৃত করিয়া, চিন্তাব্যাকুল চিত্ত বা ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত, ক্ষুধাযুক্ত, অভোজন, শয়ন অবস্থায়, গমনকালে, দাঁড়াইয়া বা পথে অমঙ্গল স্থানে শ্মশানাদিতে অন্ধকার মধ্যে জপ করিবে না ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

টীকা—অশিবে অমঙ্গলে স্থানে শ্মশানাদৌ ; যচ্চ প্রেতভূম্যাদিকমিতি স্থাননিয়মে লিখিতং, তচ্চ তামসানাং দুষ্কামবিশেষাপেক্ষয়া। তিমিরস্য অন্ধকারস্য অন্তরে মধ্যে ॥ ১৩৯ ॥

উপানদ্গূঢ়পাদো বা যানশয্যাগতস্তথা।
প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ—পাদুকা আবৃত পদে বা যান আরোহণে, শয্যাগত, সেইরূপ পাদ প্রসারণ করিয়া অথবা উৎকট আসনে বসিয়া জপ করিবে না ॥ ১৪০ ॥

টীকা—যানগতঃ শয্যাগতো বা ॥ ১৪০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়াম্—

ন চংক্রমন্ন চ হসন্ন পার্শ্বমবলোকয়ন্।
নাপাশ্রিতো ন জল্পংশ্চ ন প্রাবৃতশিরাস্তথা ॥ ১৪১ ॥
ন পদা পদমাক্রম্য ন চৈব হি তথা করৌ।
ন চাসমাহিতমনা ন চ সংশয়ানো জপেৎ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে—ভ্রমণ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, পার্শ্বে দৃষ্টি রাখিয়া, নিরাশ্রয়ে, কথা বলিতে বলিতে, আবৃত মস্তকে, পদদ্বারা পদ আক্রমণ করিয়া, হস্তদ্বারা হস্ত আক্রমণ করিয়া, অসংযত মনে, সংশয় চিত্তে জপ করিবে না ॥ ১৪১-১৪২ ॥

টীকা—চংক্রমন্ ইতস্ততো ভ্রমন্, অপাশ্রিতঃ কিঞ্চিদবষ্টম্ভবান্ সন্ ॥ ১৪১ ॥

টীকা—ন চ করৌ আক্রম্য, সংশয়ানঃ সংশয়ং কুর্ব্বন্ ॥ ১৪২ ॥

ধ্যায়েত মনসা মন্ত্রং জিহ্বোষ্ঠৌ ন তু চালয়েৎ।
ন কম্পয়েচ্ছিরো গ্রীবাং দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—মনে মনে মন্ত্রকে ধ্যান করিবে, জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয় চালিত করিবে না, মস্তক ও গ্রীবা কম্পিত করিবে না, দন্তসমূহ প্রকাশ করিবে না ॥১৪৩

টীকা—গ্রীবাঞ্চ ন কম্পয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥

যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানি সিদ্ধবিদ্যাধরা গণাঃ।
হরন্তি প্রসভং যস্মাত্তস্মাদ্গুপ্তং সমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—যক্ষ, রাক্ষস, ভূতসমূহ, সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ যেহেতু বলপূর্ব্বক জপ ফল হরণ করে, সেই হেতু গোপনে জপ করিবে ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বথা জপং নৈব প্রকাশয়েদিত্যভিপ্রেতং, তত্র হেতুমাহ—যক্ষেতি ॥ ১৪৪ ॥

স্ত্রী-শূদ্র-পতিতাংশ্চৈব রাসভঞ্চ রজস্বলাম্।
জপকালে ন ভাষেত ব্রতহোমাদিকেষু চ ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—জপ, ব্রত, হোমাদিকালে স্ত্রী, শূদ্র, পতিত গর্দ্দভ ও রজঃস্বলার সহিত ভাষণ করিবে না ॥১৪৫॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ—

ন চ্ছায়ামাক্রমেদ্বিদ্বান্ বিভীতক-করঞ্জয়োঃ।
ন দদ্যাৎ কস্যচিৎ কিঞ্চিন্ন গৃহ্ণীয়াজ্জপান্তরে ॥১৪৬

অনুবাদ—ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেও—বিদ্বান্ ব্যক্তি জপমধ্যে বহেড়া ও করঞ্জ বৃক্ষের ছায়া পাড়াইবে না, কাহাকেও কিছু দান করিবে না, কাহারও কিছু লইবে না ॥ ১৪৬ ॥

অথ দোষপ্রায়শ্চিত্তানি

তত্রৈব—

তূষ্ণীমাসীত সংজল্পংশ্চাণ্ডালপতিতাদিকান্।
দৃষ্ট্বা তান্ বার্য্যুপস্পৃশ্যাভাষ্য-স্নাত্বা পুনর্জ্জপেৎ।
আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেদশুচিদর্শনে ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দোষ প্রায়শ্চিত্ত সমূহ, ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে—মৌন থাকিবে, পরস্পর আলাপরত চণ্ডাল পতিতাদিকে দেখিলে আচমন করিবে, সম্ভাষণ হইলে স্নান করিয়া পুনরায় জপ করিবে, অপবিত্র মলমূত্রাদি দর্শনে আচমন করিয়া সংযত চিত্তে নিত্য জপ করিবে ॥ ১৪৭ ॥

টীকা—আভাষ্য সম্ভাষ্য, অশুচীনাং মলমূত্রাদীনাং দর্শনে সতি ॥ ১৪৭ ॥

কিঞ্চ—

যদি বা যমলোপঃ স্যাজ্জপাদিষু কথঞ্চন ।
ব্যাহরেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—আরও—যদি বা জপ বিষয়ক নিয়ম কোন প্রকারে ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষ্ণু নামাত্মক মন্ত্র কীর্ত্তন অথবা অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—যমঃ জপবিষয়কনিয়মস্তস্য লোপো ভঙ্গঃ বাগ্‌যমেতি পাঠে মৌনলোপঃ, মন্ত্রং নামাত্মকং বিষ্ণু-মন্ত্রান্তরং বা ॥ ১৪৮ ॥

মন্ত্রার্ণবে—

পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে ।
ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ ॥ ১৪৯ ॥
প্রাপ্তাবাচম্য চৈতেষাং প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্ ।
কৃত্বা সম্যগ্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনম্ ॥১৫০॥

অনুবাদ—মন্ত্রার্ণবে—পতিত ও অন্ত্যজদিগের দর্শনে, ভাষণে বা ভাষণ শ্রবণে, হাঁচিতে, অধোবায়ু নিঃসরণে, হাই তুলিলে জপ বন্ধ রাখিবে এবং আচমন করিয়া প্রাণায়াম ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অথবা সূর্য্য দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া অবশিষ্ট জপ সমাপণ করিবে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

টীকা—ভাষণে সম্ভাষণে, শ্রুতে চ শ্রবণে সতি, যদ্বা, ভাষণে চ বচনে শ্রুতে সতি। অশুভ ইতি পাঠে দর্শনাদীন্মং সর্ব্বেষামেব বিশেষণম্, উৎসৃজে-দিত্যত্র হেতুত্বেন ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—এতেষাং পতিতান্ত্যজদর্শনাদীনাং প্রাপ্তৌ সত্যাং, প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গন্যাসঞ্চ কৃত্বা ॥ ১৫০ ॥

মার্জ্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং খরং কপিম্ ।
দৃষ্ট্বাচম্যাচরেৎ কর্ম্ম স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে ॥১৫১

অনুবাদ—বিড়াল, মোরগ, বক, কুকুর, শূদ্র, গর্দ্দভ, বানর—ইহাদিগকে দেখিলে আচমন করিয়া জপকর্ম্ম করিবে, স্পর্শ করিলে স্নান কর্ত্তব্য ॥ ১৫১ ॥

টীকা—কর্ম্ম জপলক্ষণম্ ॥ ১৫১ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে চ—

সকৃদুচ্চারিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ ।
প্রোক্তে চাচম্য বাণ্যাপি প্রাণায়ামং সকৃচ্চরেৎ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—নারদ-পঞ্চরাত্রেও—একবার অন্য শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রণব কীর্ত্তন করিবে। কথা বলিলে আচমন করিয়া একবার প্রাণায়াম করিবে ॥ ১৫২ ॥

বহুপ্রলাপে চাচম্য ন্যস্যাঙ্গানি ততো জপেৎ ।
ক্ষুতেঽপ্যেবং তথাস্পৃশ্যস্থানানাং স্পর্শনে ভবেৎ ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—বহু প্রলাপ করিলে আচমন ও অঙ্গ-ন্যাস করিয়া জপ করিবে, হাঁচিতেও ঐরূপ, আর অস্পৃশ্য স্থানসমূহের স্পর্শনেও ঐরূপ করিয়া জপ করিবে ॥ ১৫৩ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ ।
প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাচ্ছতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।
তাবন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতম্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—সূত্র জীর্ণ হইলে পুন-রায় নূতন সূত্রে গাঁথিয়া শতবার জপ করিবে, হস্ত হইতে অন্যমনস্কহেতু মালা পতিত হইলে একশত আটবার জপ করিবে, নিষিদ্ধ বস্তুমাত্রস্পর্শে মালাকে প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা করিয়া জপ করিবে ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—তাবদষ্টোত্তরশতং যথোদিতমিতি পূর্ব্ব-লিখিতমন্ত্র-পঞ্চগব্যাদিনা প্রক্ষাল্যেত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

অথ জপভেদাঃ তল্লক্ষণাদি চ

নারসিংহে—

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদান্নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ।
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—অনন্তর জপভেদ ও তাহার লক্ষণসমূহ, নৃসিংহপুরাণে—জপযজ্ঞ ত্রিবিধ হয়, তাহার ভেদসমূহ জান—বাচিক জপ, উপাংশু জপ ও মানস জপ ত্রিবিধ স্বীকৃত, ত্রিবিধ জপ যজ্ঞমধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫৫ ॥

যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—যাহা উচ্চ নীচ ও স্বরিত স্বরযোগে স্পষ্ট শব্দযুক্ত অক্ষর সমূহের সহিত স্পষ্টভাবে মন্ত্রকে উচ্চারণ করা হইলে ঐ জপযজ্ঞ বাচিক ॥১৫৬

টীকা—উচ্চনীচস্বরিতৈঃ উচ্চেন নীচেন স্বরিতেন বা উদাত্তানুদাত্তস্বরিতসংজ্ঞৈঃ স্বরৈরিত্যর্থঃ। স্বরেণ যুক্তৈঃ স্পষ্টশব্দবদ্ভিরক্ষরৈঃ, অতএব ব্যক্তং মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্‌যৎ ॥ ১৫৬ ॥

শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ—ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈষৎভাবে ওষ্ঠদ্বয় চালনা করিয়া কিঞ্চিৎশব্দ স্বয়ং শ্রবণ করা যায়, তাহাই উপাংশু জপ জানিবে ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—স্বয়মেব বিদ্যাৎ জানীয়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ ॥১৫৮॥

অনুবাদ—বুদ্ধিদ্বারা যাহার অক্ষরশ্রেণী বর্ণ হইতে অন্যবর্ণ, পদ হইতে অন্যপদ এবং শব্দের অর্থ চিন্তন অভ্যাস তাহাই মানস জপ নামে উক্ত ॥ ১৫৮ ॥

টীকা—বর্ণাদেকস্মাৎ ক্রমেণান্যবর্ণং ব্যাপ্য, এবং পদাৎ পদং ব্যাপ্য, ইত্থং শব্দস্য অর্থস্য চ যচ্চিন্তনমনুসন্ধানং, তস্য অভ্যাসঃ পুনঃপুনরাবৃত্তিঃ ॥ ১৫৮ ॥

তত্র চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

উপাংশুজপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ।
সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ ॥১৫৯

অনুবাদ—উক্ত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য—বাচিক জপ যজ্ঞ হইতে উপাংশু জপ শতগুণ অধিক ফল হয়, এবং মানসজপ সহস্রগুণ ফলপ্রদ যেহেতু উহা ধ্যান সম ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—উপাংশুজপযুক্তস্য জপঃ শতগুণঃ স্যাদ্বাচিকাজ্জপাচ্ছতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

মন্ত্রার্ণবে—

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ।
সৌষুম্ণাধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥১৬০॥

অনুবাদ—মন্ত্রার্ণবে—মন্ত্রসমূহ কেবল বর্ণরূপী পশুভাবে স্থিত, সামর্থ্যহীন, সুষুম্না-নামক নাড়ীপথে উচ্চারিত হইয়া মন্ত্রসমূহ সামর্থ্য প্রকাশ করে ॥১৬০॥

টীকা—সৌষুম্নেন সুষুম্নাখ্য-নাড়ীসম্বন্ধিনি অধ্বনি ছিদ্রমার্গে উচ্চারিতাঃ সন্তঃ, প্রভুত্বং সামর্থ্যম্ ॥১৬০॥

ন দোষো মানসে জপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা।
জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥১৬১॥

অনুবাদ—মানসজপে দেশ কালের বাধা নাই, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মানসজপে দোষ নাই, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মানস জপনিষ্ঠ সর্ব্বযজ্ঞ ফল লাভ করেন ॥ ১৬১ ॥

টীকা—অতএব মানসো জপঃ পরমোত্তম ইত্যাহ—ন দোষ ইতি। দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতি তত্রত্যবিপ্রাণাং সম্বোধনম্। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ইত্যেকবচনান্তপাঠোঽপি কৃচিৎ ॥ ১৬১ ॥

অশুচির্ব্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ ॥১৬২॥

অনুবাদ—একমাত্র মন্ত্রাশ্রিত বিদ্বান ব্যক্তি অশুচি বা শুচি অবস্থায় গমনকালে, অবস্থান কালে, শয়ন-কালে ও মনে মনেই সর্ব্বদা অভ্যাস করিবেন ।।১৬২

টীকা—মন্ত্রৈকশরণ ইত্যনেন পুরশ্চরণাদিপরস্তু যথোক্তদেশকালাদাবেবাভ্যসেদিত্যভিপ্রেতম্ ।। ১৬২ ।।

কিঞ্চান্যত্র—

মানসঃ সিদ্ধিকামৈস্তু পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ ।
বাচিকো মারণোচ্চাটে প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ ।।১৬৩

অনুবাদ—আরও অন্যত্র—সিদ্ধিকামীগণ মানস জপ, পুষ্টিকামীগণ উপাংশু জপ, শত্রুমারণ ও উচ্চাটনে বাচিক জপ প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত ।। ১৬৩ ।।

অথ জপমাহাত্ম্যম্

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াম্—

পাকযজ্ঞাশ্চ চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।।১৬৪

অনুবাদ—অনন্তর জপ মাহাত্ম্য, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে—জ্যোতিষ্টোমাদি বিধিযজ্ঞ সমন্বিত চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ, ঐ সকল জপযজ্ঞের ষোড়শ ভাগের একভাগেরও সমান নহে ।। ১৬৪ ।।

টীকা—পাকযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞব্যতিরিক্তা দেবযজ্ঞাদয়ঃ, বিধিযজ্ঞাঃ জ্যোতিষ্টোমাদয় ।। ১৬৪ ।।

পদ্মনাভীয়ে—

যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাশ্চ প্রদীপ্তানি তপাংসি চ ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।।১৬৫

অনুবাদ—পদ্মনাভীয়ে—যে সকল কর্ম্ম যজ্ঞ এবং প্রদীপ্ত তপস্যা সমূহ, ঐ সকল জপযজ্ঞের ষোড়শ-ভাগের এক ভাগের সমান নহে ।। ১৬৫ ।।

জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি ।
প্রসন্না বিপুলান্ ভোগান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ।।১৬৬

অনুবাদ—জপদ্বারা দেবতা নিত্য আরাধিত হইয়া প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হইয়া বিপুল ভোগ ও শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকপ্রাপ্তিরূপ শাশ্বতী মুক্তি দান করেন ।। ১৬৬ ।।

টীকা—শাশ্বতীং মুক্তিং, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি-লক্ষণম্ ।। ১৬৬ ।।

তত্র জপপ্রকারবিশেষেণ ফলবিশেষাঃ

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমহাদেবোমাসংবাদে—

অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রজপ্যবিধিং প্রিয়ে ।
কেবলং জপমাত্রেণ যস্য সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ।।১৬৭।।

অনুবাদ—তন্মধ্যে জপ প্রকার বিশেষে ফল বিশেষ, ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমহাদেব-উমা-সংবাদে—অনন্তর এখন হে প্রিয়ে মন্ত্রজপবিধি বলিব, যাহার কেবল জপমাত্রই সিদ্ধিসমূহ ফলপ্রদহয় ।। ১৬৭ ।।

টীকা—কেবলং পূজাদিকং বিনাপীত্যর্থ ।। ১৬৭।।

শ্রীবীজপুটিতং মন্ত্রং যদি জপ্যেত মন্ত্রবিৎ ।
কমলা তদ্বশে তিষ্ঠেদ্‌যথা কৃষ্ণে রমেত সা ।।১৬৮।।

অনুবাদ—মন্ত্রবিৎ সাধক শ্রী-বীজপুটিত মন্ত্র যদি জপ করে, কমলা সর্ব্বসম্পত্তি সহ তাহার প্রতিপ্রসন্ন হইয়া থাকেন যেমন শ্রীকৃষ্ণে লক্ষ্মীদেবী অনুরক্তা ।। ১৬৮ ।।

টীকা—কমলা—সর্ব্বসম্পত্তিরিত্যর্থঃ ।। ১৬৮ ।।

কামেন পুটিতং মন্ত্রং প্রজপেদ্‌যদি ভামিনি ।
মোহয়ত্যেব সকলং জগদেব ন সংশয়ঃ ।। ১৬৯ ।।

অনুবাদ—হে ভামিনি ! কামবীজ সহ পুটিত মন্ত্রকে যদি কেহ জপ করে, তাহা হইলে সে সমগ্র জগৎকে মোহিত করে, ইহাতে সংশয় নাই ।। ১৬৯ ।।

টীকা—কামেন—তদ্বীজেন ।। ১৬৯ ।।

মায়াবীজেন পুটিতং যদি জপ্যেন্মহামনুম্ ।
অষ্টৈশ্বর্য্যাণি সন্তুষ্য তস্য পাদে গতানি বৈ ।।১৭০।।

অনুবাদ—মায়াবীজ দ্বারা পুটিত মহামন্ত্রকে যদি

কেহ জপ করে, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য মিলিত হইয়া তাহার অনুগত হয় ॥ ১৭০ ॥

বাগ্‌ভবেনাপি পুটিতং যদি জপেৎ সমাহিতঃ।
বেদবেদাঙ্গপারজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৭১ ॥

অনুবাদ—বাগ্‌বীজ (ঐং) দ্বারা পুটিত মন্ত্র সমাহিত চিত্তে জপ করিলে নিশ্চয়ই বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হয় ॥ ১৭১ ॥

টীকা—বাগ্‌ভবেন—সরস্বতীবীজেন ॥ ১৭১ ॥

ধ্রুবেণ পুটিতং মন্ত্রং যদি জপেন্মহেশ্বরি।
বীজং কূটঞ্চ বিচ্ছিদ্য মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥১৭২॥

অনুবাদ—হে মহেশ্বরি! প্রণব দ্বারা পুটিত মন্ত্র যদি জপ করে, মানব বীজ ও কূট রূপ অবিদ্যা গ্রন্থি ভেদ করিয়া মুক্তি ভাগী হয় ॥ ১৭২ ॥

টীকা—ধ্রুবেণ প্রণবেন, বীজরূপং কূটরূপঞ্চ কর্ম্ম বিচ্ছিদ্র্য নিরস্য ॥ ১৭২ ॥

ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য মনোর্বিধিম্।
দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎ-কল্পেন মুচ্যতে ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—হে দেবি এক্ষণে তুমি কেবল মন্ত্রের বিধি শ্রবণ কর, মন্ত্রকে দশবার জপ করিলে আপৎ-কল্পে মুক্ত হয় ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—আপৎকল্পেন—সর্ব্বোপদ্রবেণ ॥ ১৭৩ ॥

বিংশত্যা জপমাত্রেণ রক্ষয়েন্মন্ত্র এব হি।
শতজপ্তেন মন্ত্রেণ দিনপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—বিশবার কেবল জপ করিলে মন্ত্রই রক্ষা করেন, শতবার জপ করিলে দিনকৃত পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৭৪ ॥

টীকা—বিংশত্যা বিংশতিবারানিত্যর্থঃ। মন্ত্র এব রক্ষয়েদিতি দ্বারপালযামিকাদি ব্যতিরেকেণাপি তস্য সর্ব্বত্র দুষ্টাদিভ্যো রক্ষা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥

সহস্রজপ্তেন তথা মুচ্যতে মহতৈনসা।
অযুতস্য জপেনৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—সহস্রবার মন্ত্র জপ করিলে মহা পাপ হইতে মুক্ত হয়, অযুতবার জপ দ্বারাই মহাপাতক নাশ হয় ॥ ১৭৫ ॥

অথ লক্ষজপান্মন্ত্রী দেববন্মোদতে দিবি।
কোটিজপ্তেন মন্ত্রেণ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্র সাধক লক্ষবার জপ দ্বারা স্বর্গে দেববৎ আনন্দিত হয়, কোটি জপ দ্বারা মানব মন্ত্রের সহিত মুক্তিভাগী হয় ॥ ১৭৬ ॥

অহর্নিশং জপেদ্‌যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥১৭৭॥

অনুবাদ—যে মন্ত্রসাধক সংযতচিত্তে দিবারাত্র মন্ত্রজপ করেন, তিনি গোপবেশধারী শ্রীহরিকে দর্শন করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৭৭ ॥

অথবা যানি মন্ত্রস্য পদানি কথিতানি তে।
তেষামন্যতমং জপ্যাদ্‌যত্র বৈ রোচতে মনঃ ॥১৭৮॥

অনুবাদ—অথবা মন্ত্রের যে সকল পদ কথিত আছে, তাহাদের মধ্যে যে কোন পদ রুচি অনুসারে জপ করা যায় ॥ ১৭৮ ॥

টীকা—তেষাং মধ্যে যত্র যস্মিন্ পদে মনো রোচতে, তদন্যতমমেকং পদং জপেৎ ॥ ১৭৮ ॥

বীজং জপ্ত্বা বিশালাক্ষি ভৌমৈশ্বর্য্যেণ যুজ্যতে।
দ্বিতীয়েন সুখাস্বাদং কুরুতে মন্ত্রিসত্তমঃ ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—হে বিশালাক্ষি! বীজ জপ করিলে পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, দ্বিতীয় পদ জপ দ্বারা মন্ত্রি-সত্তম সাধক স্বর্গ সুখ অস্বাদন করে ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—সুখাস্বাদং—স্বর্গভোগম্ ॥ ১৭৯ ॥

জ্ঞানবান্ স্যাৎ তৃতীয়েন তুরীয়েণ জগদ্গুরুঃ।
ভবেৎ পঞ্চমজপ্যেন মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥১৮০॥

অনুবাদ—তৃতীয় পদ জপ দ্বারা জ্ঞানবান্ হয়, চতুর্থপদ জপ দ্বারা জগদ্গুরু হয়। পঞ্চম পদ জপ-দ্বারা মুক্তিভাগী হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৮০ ॥

টীকা—তুরীয়েণ—চতুর্থেন, জগদ্গুরুঃ—সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থতত্ত্বোপদেষ্টা ॥ ১৮০ ॥

অজ্ঞানী চ জপেদ্বাপি নিজরুচ্যানুসারতঃ।
প্রথমং জ্ঞানসিদ্ধিন্তু দ্বিতীয়ং ত্বণিমাদিকম্ ॥১৮১॥

অনুবাদ—অজ্ঞানীও নিজরুচি অনুসারে জপ করিতে পারে। প্রথম পদজপ দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি দান করে। দ্বিতীয় পদজপ করিলে অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ১৮১ ॥

টীকা—প্রথমং জ্ঞানসিদ্ধিং প্রযচ্ছতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৮১ ॥

তৃতীয়ং সর্ব্বসৌখ্যঞ্চ চতুর্থ্যং দেবতাত্মতাম্।
পঞ্চমং বৈষ্ণবং লোকং ষষ্ঠং মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥১৮২

অনুবাদ—তৃতীয় পদ জপে সর্ব্ববিধ সুখ, চতুর্থ পদ জপদ্বারা দেবতাত্মতা—শ্রীকৃষ্ণসারূপ্য তদেক চিত্ততা দান করে। পঞ্চম পদ বৈষ্ণবলোক দান করে। ষষ্ঠপদ মুক্তি দান করে ॥ ১৮২ ॥

টীকা—দেবতাত্মতাং শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যং তদেকচিত্ত-তাং বা ॥ ১৮২ ॥

অথ জপবিধিঃ

গুরুং সম্পূজ্য বিপ্রাংশ্চ সন্তর্প্যান্নরসাদিভিঃ।
আরভেত জপং কালে মঙ্গলেঽনুজ্ঞয়া গুরোঃ ॥১৮৩

অনুবাদ—অথ জপবিধি—শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্ব-ভাবে পূজা করিয়া বিপ্রগণকে অন্নরসাদিদ্বারা তৃপ্ত করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া শুভসময়ে জপ আরম্ভ করিবে ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—পুরশ্চরণকর্ম্মারম্ভে প্রথমং শ্রীগুরুপূজা ব্রাহ্মণভোজনাদিকঞ্চ লিখতি—গুরুমিতি। মঙ্গলে শুভে কালে গুরোরনুজ্ঞয়া জপমারভেৎ। তথা চোক্তম্—'বিপ্রান্ সন্তর্পয়েদন্নভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ। বহুভি-র্বস্ত্রভূষাভিঃ সম্পূজ্য গুরুমাত্মনঃ। আরভেত জপং পশ্চাত্তদনুজ্ঞা-পুরঃসরম্' ইতি ॥ ১৮৩ ॥

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিবস্বতে।
আচম্য জপসঙ্কল্পং বিদধীত যথাবিধি ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃস্নানাদি করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিয়া আচমন পূর্ব্বক যথাবিধি জপ সঙ্কল্প করিবে ॥ ১৮৪ ॥

টীকা—তত্র নিত্যকৃত্যং লিখতি—প্রাতরিতি পঞ্চভিঃ। যথাবিধীত্যস্য পূর্ব্বেণাপি সর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তত্র সঙ্কল্পবিধিশ্চায়ম্—'আদ্যাষ্টাদশাক্ষরসংমোহন-মন্ত্রস্য সিদ্ধিকাম ইয়ৎসংখ্য-জপ-তদ্দশাংশাত্মক-দ্রব্যার্ক-হোম-তদ্দশাংশা-ত্মক-তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনাত্মকপুরশ্চরণং করিষ্যে ইতি ॥ ১৮৪ ॥

বিধায় বিধিনা পূর্ব্বং লিখিতেনার্চ্চনং প্রভোঃ।
আত্মার্পণান্তং শক্ত্যাথ জপং পূজাঙ্গমাচরেৎ ॥১৮৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বলিখিত বিধি অনুসারে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিয়া আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত, অনন্তর যথাশক্তি পূজাঙ্গজপ করিবে ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—পূর্ব্বং নিত্যকৃত্যলিখনে লিখিতেন বিধিনা প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্যার্চ্চনম্ আত্মার্পণান্তং বিধায় পূজায়া অঙ্গভূতং জপমাচরেৎ স্বমন্ত্রং জপেৎ, শক্ত্যা যথাশক্তীত্যর্থঃ; ততশ্চ শক্তৌ সত্যামষ্টোত্তরসহস্র-মন্যথাষ্টোত্তরশতম্; তথা শক্তৌ সপ্তাবরণসহিতস্য অন্যথাবরণসহিতস্য কেবলস্য ধ্যানমাত্রেণ বেত্ত্যা-দিকমূহ্যম্। এতচ্চাগ্রে স্পষ্টং ভাবি ॥ ১৮৫ ॥

সমর্প্য তঞ্চ দত্ত্বার্ঘ্যং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পুনঃ।
স্তুত্বা কৃষ্ণং প্রণম্যাথ প্রাশ্নীয়াচ্চরণামৃতম্ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—ঐ জপ সমর্পণ করিয়া অর্ঘ্য দানান্তে

পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া স্তব ও প্রণাম করিয়া অনন্তর শ্রীচরণামৃত পান করিবে ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—তঞ্চ—জপম্ ॥ ১৮৬ ॥

ক্ষমস্বেতি বদন্ প্রার্থ্য চেদুদ্বাস্যং হৃদম্বুজে।
উদ্বাস্য বিধিবন্মানসোপচারৈর্যজেৎ পুনঃ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—ক্ষমস্ব—এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া হৃদয়পদ্মে স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি মানস উপচার সমূহদ্বারা পুনরায় পূজা করিবে ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—উদ্বাস্যং উদ্বাসনযোগ্যং চেদ্ যদি স্যাত্তদা ক্ষমস্বেতি বদন্, প্রার্থ্য 'স্বস্থানমলঙ্কুরু' ইত্যভ্যর্থ্য হৃদম্বুজে উদ্বাস্যম্ ; বিধিবদিত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপি সম্বন্ধঃ। তত্রোদ্বাসনবিধিশ্চায়ম্—উদ্বাসনমুদ্রয়োদ্বাস্য দক্ষিণনাসাপুটকর্ণ্ঠমার্গেণ হৃৎকমলে নিধায়াঙ্কুশমুদ্রয়া নিরোধয়েদিত্যাদিকমানসোপচারপূজাবিধিশ্চ পূর্ব্বং সংক্ষেপেণ লিখিত এবাস্তি। স চ যথাশক্তি স্বরুচ্যনুসারেণৈব সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ঃ। পুনরিতি—পুরশ্চরণার্থং পুনঃ পূজনং জ্ঞেয়ম্। শক্তৌ সত্যাং কিঞ্চিদ্বহিঃ পূজনমপি কেচিদিচ্ছন্তি ॥ ১৮৭ ॥

কৃষ্ণে সমর্প্য চাত্মানমৃষ্যাদিন্যাসপূর্ব্বকম্।
নিজং মন্ত্রং জপেদ্ভক্ত্যা সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥১৮৮॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাসপূর্ব্বক নিজমন্ত্র ভক্তিসহ সম্প্রদায়ানুসারে জপ করিবে ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—কৃষ্ণে চাত্মানং সমর্প্যেতি দানবিশেষো দর্শিতঃ। সম্প্রদায়ানুসারত ইতি—জপসংখ্যানিয়মাদিভেদেন বহুবিধঃ পুরশ্চরণবিধিঃ স্যাত্তত্র যথাস্বগুরুসম্প্রদায়মেব মন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ১৮৮ ॥

অগ্নিপুরাণে—

দর্ভহস্তস্তথাসীনো দর্ভেষূদকপাণিনা।
প্রাঙ্মুখোদ্বর্ত্তয়েন্মালাং সহস্রং শতমেব বা ॥১৮৯॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—কুশহস্তে যথারীতি কুশাসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখে জলহস্তে মালাকে সহস্র বার বা শতবার পরিবর্ত্তন করিবে ॥ ১৮৯ ॥

টীকা—দর্ভেষু আসীনঃ প্রাঙ্মুখঃ সন্, উদকযুক্তপাণিনা মালামুদ্বর্ত্তয়েৎ পরিবর্ত্তয়েৎ। বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। সহস্রং বারান্, অশক্তৌ চ শতং বা, এতচ্চ পূজাঙ্গনিত্যজপাভিপ্রায়েণোক্তম্। দর্ভহস্তত্বাদিকঞ্চ সমানমেবেত্যত্র লিখিতম্ ॥ ১৮৯ ॥

মন্ত্রদেব-প্রকাশিন্যাম্—

সূর্য্যস্যাগ্রে গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ।
বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ সম্মুখে জপেৎ ॥১৯০॥

অনুবাদ—মন্ত্রদেব প্রকাশিনীতে—সূর্য্যদেবের অগ্রে, শ্রীগুরুদেবের অগ্রে, চন্দ্রের, দীপের, জলের, বিপ্রগণের, গাভীগণের নিকটে ও সম্মুখে রাখিয়া জপ করিবে ॥ ১৯০ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে চ—

শনৈঃ শনৈঃ সুবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
ন ন্যূনং নাধিকং বাপি জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে ॥১৯১

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও—ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ভাবে, দ্রুত নহে বা বিলম্বিত নহে, কম সংখ্যা নহে, অধিক সংখ্যা নহে, প্রতিদিন জপ করিবে ॥ ১৯১ ॥

কিঞ্চ—

সম্পূজ্যাথ জপং কুর্য্যাদ্ যাবদ্বৈ প্রহরদ্বয়ম্।
তদূর্দ্ধে পূর্ব্ববৎ স্নাত্বা বিশেষেণ বিধানবিৎ ॥ ১৯২ ॥
ন্যাসাবসানমখিলং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পুরোদিতম্।
পূজাগ্নিহোমপর্য্যন্তং ততশ্চ জপমাচরেৎ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—আরও—ইষ্টদেবের পূজা করিয়া পরে স্নান করিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে, তাহার পর পূর্ব্ববৎ বিশেষ বিধানে স্নান করিয়া ন্যাস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব কার্য্য করিবে, পূজা অগ্নিতে হোম পর্য্যন্ত, তৎপরে জপ করিবে ॥ ১৯২-১৯৩ ॥

টীকা—অথ—স্নানানন্তরম্ ॥ ১৯২ ॥

যাবদ্দিনাবসানন্তু ভূয়ঃ স্নায়াত্ততো দ্বিজ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং দেবেশং পূজয়েৎ পুনঃ ॥১৯৪

অনুবাদ—হে দ্বিজ ! দিন অবসান পর্য্যন্ত জপ করিয়া পুনরায় স্নান করিবে, যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া ইষ্টদেবকে পুনরায় পূজা করিবে ॥ ১৯৪ ॥

—————

বিসর্জ্য ভোজনং কুর্য্যাৎ সততং তারকোদয়ে ।
ভুক্ত্বা শয়ীত শয়নে মৃৎস্নিগ্ধে বাথ ভূতলে ॥১৯৫॥

অনুবাদ—মালাজপ বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা তারকা উদিত হইলে ভোজন করিবে। ভোজনান্তে শয্যায় শয়ন করিবে, স্নিগ্ধ মাটিতে বা ভূতলে ॥১৯৫॥

টীকা—বিসর্জ্য দেবম্ ॥ ১৯৫ ॥

—————

অর্দ্ধরাত্রে সমুত্থায় পাদশৌচং চরেদ্দ্বিজ ।
আচম্য দেবং সংস্মৃত্য শীঘ্রং সম্পূজ্য পূর্ব্ববৎ ।
জপং কুর্য্যাদ্যথাশক্তি অর্পয়েচ্চ তথেশ্বরে ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ ! অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ শীঘ্র পূজা করিয়া, যথাশক্তি জপ করিবে, এবং ঈশ্বরে জপ সমর্পণ করিবে ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যাহ্নপর্য্যন্তং জপং কুর্য্যাদিত্যত্রোক্তং, নারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রীভগবতোক্তম্—মধ্যাহ্নাৎ পরতো ন হি ইত্যাদি ভেদো মন্ত্রভেদেন শক্ত্যাদিভেদেন বা দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৯৬ ॥

—————

অন্যত্র চ—

নৈরন্তর্যবিধিঃ প্রোক্তস্তদ্দিনং নাতিলঙ্ঘয়েৎ ।
দিবসাতিক্রমাত্তেষাং সিদ্ধিরোধঃ প্রজায়তে ॥১৯৭।

অনুবাদ—অন্যত্রও—নিরন্তর এই বিধি বলা হইল প্রতিদিন কৃত্য, মধ্যে দিন লঙ্ঘন (ফাঁক) দিবে না, মধ্যে দিন অতিক্রম করিলে সিদ্ধিতে বাধা উপস্থিত হইবে ॥ ১৯৭ ॥

—————

কিঞ্চ—

অনন্যমানসঃ প্রাতঃকালান্মধ্যন্দিনাবধি ॥
ইতি ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—আরও—অন্যচিন্তা না করিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিবে ॥ ১৯৮ ॥

—————

অতঃ কুর্য্যাজ্জপং নিত্যং শক্ত্যা নিয়তসংখ্যয়া ।
সংখ্যাপূর্ত্তৌ চ কুর্ব্বীত প্রাণায়ামং পুনঃ কৃতী ॥১৯৯

অনুবাদ—অতএব যথাশক্তি নিত্য নির্দ্ধারিত সংখ্যায় জপ করিবে। সাধক সংখ্যা পূর্ণ হইলে পুনরায় প্রাণায়াম করিবে ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—শক্ত্যা যথাশক্তি, যা নিয়তা নিত্য-নিয়মিতা জপসংখ্যা, তয়ৈব নিত্যং জপং কুর্য্যাৎ, 'ন ন্যূনং নাধিকং বাপি জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে' ইত্যাদুক্তেঃ। সংখ্যায়া স্তস্যাঃ পূর্ত্তৌ চ সমাপ্তৌ সত্যাম্ ॥ ১৯৯ ॥

—————

অথ হোমনিয়মঃ

নারদপঞ্চরাত্রে—

জপস্য তু দশাংশেন হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে ।
অথবা লক্ষপর্য্যন্তং হোমঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা ॥
ইতি ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—অথ হোম নিয়ম, নারদপঞ্চরাত্রে—জপের দশাংশ হোম প্রতিদিন করণীয়, অথবা, লক্ষ-পর্য্যন্ত হোম করণীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ॥ ২০০ ॥

টীকা—লক্ষসংখ্যায়াং পূর্ণায়ামেকৈকলক্ষজপে সম্পূর্ণে সতি, এতচ্চ ফলবিশেষার্থ-লক্ষচতুষ্টয়াদি-জপাভিপ্রায়েণ ॥ ২০০ ॥

—————

হোমে চ কুণ্ডনির্ম্মাণাদিকস্য লিখিতো বিধিঃ ।
পূর্ব্বং দীক্ষাবিধাবত্র বিশেষং কোঽপি লিখ্যতে ॥২০১

অনুবাদ—হোমে কুণ্ড নির্ম্মাণাদির বিধি পূর্ব্বে দীক্ষাবিধি প্রসঙ্গে লিখিত আছে, এস্থলে বিশেষ কোন কোন বিধি লিখিত হইতেছে ॥ ২০১ ॥

টীকা—পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ লিখিতঃ ; অত্র চ পুরশ্চরণবিধৌ কোঽপি বিশেষো লিখ্যতে ॥ ২০১ ॥

—————

কুর্য্যাদ্রক্তাম্বুজৈর্হোমং গুড়াজ্যমধুসংপ্লুতৈঃ ।
তদলাভে পায়সেন সিতাসর্পির্যুতেন হি ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—রক্তপদ্ম সমূহদ্বারা হোম করিবে, গুড়, ঘৃত, মধুতে ডুবাইয়া, তাহার অভাবে পায়স দ্বারা শর্করা, ঘৃত যুক্ত করিয়া ॥ ২০২ ॥

টীকা—তদেব লিখতি—কুর্য্যাদিতি ; তদলাভে রক্তাম্বুজাদ্যপ্রাপ্তৌ সত্যাম্ ॥ ২০২ ॥

হোমাশক্তৌ জপং হোমসংখ্যায়াস্তু চতুর্গুণম্ ।
ষড়্‌গুণং চাষ্টগুণিতং ক্রমাৎ কুর্য্যাদ্দ্বিজাস্ত্রয়ঃ ॥২০৩

অনুবাদ—হোম করিতে অশক্ত হইলে হোম-সংখ্যার ব্রাহ্মণ চতুর্গুণ, ক্ষত্রিয় ষড়্‌গুণ, বৈশ্য অষ্ট-গুণ জপ করিবেন ॥ ২০৩ ॥

টীকা—মুখ্যকল্পাশক্তৌ গৌণকল্পং লিখতি—হোমাশক্তাবিতি । ত্রয়ো দ্বিজা-বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ । ক্রমাৎ হোমসংখ্যায়াঃ—হোমস্য যাবতী সংখ্যা লিখিতা জপদশমাংশরূপা, তস্যাশ্চতুর্গুণং জপং বিপ্রঃ, ষড়্‌গুণং ক্ষত্রিয়ং, অষ্টগুণং বৈশ্যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । তথা চোক্তম্—'হোমাশক্তৌ জপং কুর্য্যাৎ হোমসংখ্যা চতুর্গুণম্ । ষড়্‌গুণঞ্চাষ্টগুণিতং যথাসংখ্যং দ্বিজা-ত্রয় ॥' ইতি ॥ ২০৩ ॥

কেচিচ্চাহুঃ—

হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদিবিধীয়তে ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ বলেন—হোমকর্ম্মে অশক্ত গণের মধ্যে বিপ্রগণের দ্বিগুণ জপ, ক্ষত্রিয়ের তিনগুণ জপ, বৈশ্যের চতুর্গুণ জপবিধি ॥ ২০৪ ॥

টীকা—ইতরেষাং ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ত্রিগুণাদিঃ; ক্ষত্রিয়স্য ত্রিগুণঃ, বৈশ্যস্য চতুর্গুণঃ, শূদ্রস্য পঞ্চগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ২০৪ ॥

অথ জপসংখ্যানিয়মঃ

সহোমশ্চ ত্রিবর্ণানাং তুল্য এব জপঃ স্মৃতঃ ।
জপো যো হোমরহিতস্তেষাং তদ্‌যোষিতাং হি সঃ ॥ ২০৫ ॥

অনুবাদ—অথ জপসংখ্যা নিয়ম, হোম সহিত ত্রিবর্ণের সমান জপ বিধি । হোমে অক্ষম ত্রিবর্ণ ব্যক্তিগণের ও তাহাদের স্ত্রীগণের জপ তত তত গুণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্ত্রীর চতুর্গুণ, ক্ষত্রিয়স্ত্রীর ষড়্‌-গুণ, এবং বৈশ্য স্ত্রীর অষ্টগুণ করার বিধি ॥ ২০৫ ॥

টীকা—এবং হোমাসমর্থস্য বর্ণত্রয়স্য হোমপরি-বর্ত্তকৃত্যং জপভেদং লিখিত্বেদানীং হোমসমর্থস্য তত্ত্র-য়স্য জপঃ সমান এবেতি জপনিয়মং লিখতি—সহোম-শ্চেতি । ত্রিবর্ণানাং বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং, তৎস্ত্রীণাঞ্চ জপনিয়মং লিখতি—জপ ইতি, তেষাং ত্রিবর্ণানাং হোমরহিতো যো জপঃ চতুর্গুণাদিরূপঃ স তদ্‌যো-ষিতামপি । বিপ্রস্ত্রীণাং বিপ্রতশ্চতুর্গুণো জপস্তথা ক্ষত্রিয়স্ত্রীণাং ষড়্‌গুণো, বৈশ্যস্ত্রীণাঞ্চাষ্টগুণ ইতি । তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'অশক্তানাং হোমে নিগম-রসনাগেন্দ্রগুণিতো, জপঃ কার্য্যো বেতি দ্বিজনৃপবিশা-মাহুরপরে সহোমশ্চেদেষাং সম ইহ জপো হোম-রহিতো, য উক্তো বর্ণানাং ন খলু বিহিতস্তচ্চলদৃশাম্ ।' ইতি । অস্যার্থঃ—হোমে অসমর্থানাং বিপ্রক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং যথাসংখ্যং নিগমা বেদাশ্চত্বারঃ, রসাঃ, ষট্, নাগেন্দ্রা অষ্টৌ, এতৈর্গুণিতো জপ কার্য্যঃ । ত্বর্থে বা-শব্দঃ । অপর ইতি—'হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাম্' ইত্যাদি-লিখিতমতান্তরাপেক্ষয়োক্তম্ । অন্যৎ সুগমমে-বেতি ॥ ২০৫ ॥

স্বামিস্ত্রিয়া জপো যশ্চ শূদ্রস্য বিহিতঃ স হি ।
এবমষ্টাদশার্ণস্তু মন্ত্রো জপ্যোঽযুতদ্বয়ম্ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—শূদ্রের জপ নিয়ম—স্বামীর বা গুরু-দেবের স্ত্রীর যে জপ সেই জপই শূদ্রের পক্ষে আচার্য্য-গণ বিহিত করিয়াছেন । এইভাবে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দুই অযুত অর্থাৎ বিশ সহস্র সংখ্যা জপ কর্ত্তব্য ॥ ২০৬ ॥

টীকা—শূদ্রস্য জপনিয়মং লিখতি—স্বামীতি, স্বামী ভর্ত্তা গুরুর্বা, তস্য স্ত্রিয়া যো জপঃ স এব শূদ্রস্য বিহিত আচার্য্যৈঃ । তথা চ ক্রমদীপিকায়াম—'যং বর্ণামাশ্রিতো যঃ শূদ্রঃ স চ তদ্বর্ণবিহিতম্ । বিদধীত জপং বিধিবচ্ছ্রদ্ধাবান্ ভক্তিপরো নম্রতনুঃ ॥' ইতি । এবং বর্ণাদিভেদেন জপসংখ্যাভেদং লিখিত্বেদানীং পৌরশ্চরণিকমূলমন্ত্রজপ-নিয়মং লিখতি—এবমিতি ।

লিখিতসংখ্যাভেদেন—অযুতদ্বয়ং বিংশতি-সহস্রাণি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'প্রজপেদযুতচতুষ্কং দশাক্ষরং মনুবরং ক্রমশঃ। অষ্টাদশাক্ষরঞ্চেদযুতদ্বয়মিত্যুদীরিতা সংখ্যা ॥' ইতি ॥ অত্র চ ক্রমশ ইতি তত্রোক্তেষ্বদ্রিশৃঙ্গাদ্যষ্টস্থানেষু ক্রমাজ্জপেদিত্যর্থঃ। তত্র চ প্রতিস্থানমযুতদ্বয়ং জপেদিতি ন মন্তব্যং, কিন্তু তত্র তত্রাদ্রিশৃঙ্গাদিক্রমেণ তথা জপ্তব্যং, যথা সর্ব্বত্র কৃতেন তজ্জপেনাযুতদ্বয়সংখ্যা স্যাৎ, অন্যথাষ্টস্থানেষু প্রত্যেকমযুতদ্বয়জপেন ষোড়শাযুতজপঃ স্যাৎ, স চ সারদাদি মূলগ্রন্থোক্তেন বিরুধ্যেত ইতি দিক্ ॥ ২০৬ ॥

তথা চ সারদায়াম্—

মন্ত্রমেনং যথান্যায়মযুতদ্বিতয়ঃ পঠেৎ।
জুহুয়াদরুণাম্ভোজৈস্তদ্দশাংশং সমাহিতঃ ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—সেইরূপই সারদাতিলকগ্রন্থে—এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যথাবিধি দুই অযুত জপ করিবে, তাহার দশাংশ সংযতচিত্তে অরুণবর্ণ পদ্মসমূহ দ্বারা হোম করিবে ॥ ২০৭ ॥

টীকা—অতএব সারদাদ্যুক্তং লিখতি—মন্ত্রমিতি সার্দ্ধেন ॥ ২০৭ ॥

প্রপঞ্চসারেঽপি—

জপঃ স্যাদসমর্থস্য অযুতদ্বিতয়াবধিঃ ॥ ইতি ॥২০৮

অনুবাদ—প্রপঞ্চসারেও—অসমর্থপক্ষে বিশসহস্র পর্যন্ত জপ করিবে ॥ ২০৮ ॥

শ্রীমৎসনৎকুমারাদি-প্রোক্তস্য ত্বনুসারতঃ।
মন্ত্রং ফলবিশেষায় জপেল্লক্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৎসনৎকুমারাদির উক্তি অনুসারে মন্ত্রের ফলবিশেষের জন্য চারিলক্ষ জপ কর্ত্তব্য ॥২০৯॥

টীকা—এবং মহামন্ত্রবরস্যাস্যাযুতদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণ-সিদ্ধির্ভবেদেব, তথাপি ফলবিশেষার্থমধিকাধিকমপি জপেদিতি লিখতি—শ্রীমদিত্যাদিনা পঞ্চকমিত্যন্তেন। মন্ত্রমষ্টাদশাক্ষরম্ ॥ ২০৯ ॥

তথা চ সনৎকুমারকল্পে—

উক্তং লক্ষং কৃতযুগে ত্রেতায়াং তু দ্বয়ং স্মৃতম্।
লক্ষত্রয়ং দ্বাপরে চ চতুর্লক্ষং কলৌ যুগে ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ সনৎকুমার কল্পে—সত্যযুগে একলক্ষ জপ বিধি, ত্রেতাতে দুইলক্ষ, দ্বাপরে তিনলক্ষ, এবং কলিযুগে চারিলক্ষ ॥ ২১০ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ—

বেদলক্ষং জপেন্মনুম্ ॥ ইতি ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রেও—মন্ত্র চারিলক্ষ জপ কর্ত্তব্য ॥ ২১১ ॥

অতএবোক্তম্—

যস্মিংশ্চ নিগদেনৈব জপসংখ্যা বিধীয়তে।
তত্র সর্ব্বত্র মন্ত্রাণাং সংখ্যাবৃদ্ধির্যুগক্রমাৎ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—অতএব বলা হইয়াছে—যে যুগে সাক্ষাৎ উক্তিদ্বারা জপসংখ্যা বিহিত হইয়াছে সেই-যুগে সর্ব্বত্র মন্ত্র সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি যুগের ক্রমানুসারে হইবে ॥ ২১২ ॥

টীকা—নিগদেন—সাক্ষাদুক্ত্যা, এতচ্চ সর্ব্বযুগে ক্রমেণৈব জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১২ ॥

কল্পোক্তৈব কৃতে সংখ্যা ত্রেতায়াং দ্বিগুণা স্মৃতা।
দ্বাপরে ত্রিগুণা জ্ঞেয়া কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা ॥ ইতি ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—শাস্ত্রে সত্যযুগে যে সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, ত্রেতাতে দ্বিগুণ হইবে, দ্বাপরে তিনগুণ হইবে, কলিতে চতুর্গুণ হইবে ॥ ২১৩ ॥

সদ্যঃ ফলবিশেষার্থং জপেদ্বা লক্ষপঞ্চকম্।
হোমং কুর্য্যাত্তদ্দশাংশং বিধিনা লিখিতেন হি ॥২১৪॥

অনুবাদ—সদ্য ফলবিশেষ-লাভার্থে পঞ্চলক্ষ জপ করণীয় এবং হোম জপের দশাংশ লিখিত বিধি অনুসারে ॥ ২১৪ ॥

টীকা—সদ্যোঽচিরাদেব ফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থম্। বা-শব্দো লক্ষচতুষ্টয়াপেক্ষয়া, বিকল্পে লক্ষপঞ্চকং জপেৎ। তস্য লক্ষচতুষ্টয়স্য লক্ষপঞ্চকস্যাপি দশানামংশানামেকমংশং লিখিতেন 'কুর্য্যাদ্রক্তাম্বুজৈঃ' ইত্যাদি-বিধিনৈব কুর্য্যাৎ। তত্র লক্ষচতুষ্টয়ে চত্বারিংশৎ-সহস্রাণি লক্ষপঞ্চকে চার্ধলক্ষম্' ইতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'যুগলশুষিরবর্ণং চেন্মনুং পঞ্চলক্ষং, প্রজপতু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তক্লিপ্তার্ধলক্ষম্' ইতি। অস্যার্থঃ—যুগলশুষিরবর্ণং অষ্টাদশাক্ষরং মন্ত্রং যদি জপেৎ, তদা লক্ষপঞ্চকং জপতু। পূর্ব্বোক্তবিধিনা অর্দ্ধলক্ষং জুহুয়াচ্চ, হোমস্য জপদশাংশকত্বাদিতি ॥ ২১৪ ॥

কেচিচ্চ পূর্ব্বসেবাখ্যং শুদ্ধ্যর্থং তজ্জপং পুরঃ।
অযুতদ্বয়মন্তে চ মন্যন্তে লক্ষপঞ্চকম্ ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ পূর্ব্বসেবা নামে শুদ্ধির নিমিত্ত সেই জপ অগ্রে দুই অযুত এবং অন্তেও পঞ্চলক্ষ মনে করেন ॥ ২১৫ ॥

টীকা—তত্রৈব সদ্যঃ ফলবিশেষাপেক্ষয়া মতান্তরং লিখতি—কেচিচ্চেতি। অযুতদ্বয়ং লিখিতম্, তস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য জপং শুদ্ধ্যর্থং মন্ত্রাদিশুদ্ধয়ে পুনঃ পুরশ্চরণাদৌ মন্যন্তে; অতঃ পূর্ব্বসেবেত্যাখ্যা যস্য তম্। অন্তে চ তৎসমাপ্তৌ লক্ষপঞ্চকং মন্যন্তে। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'এবঞ্চৈষামশক্তৌ গদিতমিহ মায়া পূর্ব্বসেবাবিধানম্'; কিঞ্চ—'নির্বৃত্তেঽস্মিন্ পুনশ্চ প্রজপতু বিধিবৎ সিদ্ধয়ে সাধকেশঃ' ইত্যাদি। অস্যার্থঃ—অশক্তৌ পূর্ব্বোক্তাদিশৃঙ্গাদ্যষ্টস্থানগমনাসামর্থ্যে তথা তত্র তত্র ক্রমেণোক্ত-শাকাদ্যষ্টাহারাসামর্থ্যেচৈষামষ্টশৃঙ্গাদ্যষ্টস্থানানাং মধ্যে একং স্থানং, তথা শাকাদ্যষ্টবিধাহারেষ্বেকমাহারমাশ্রিত্য জপং কুর্য্যাৎ। অনেন চ প্রকারেণ ইহ গ্রন্থে প্রকারবিশেষেণ বা পূর্ব্বসেবাভিধানং পুরশ্চরণকর্ম্ম। যদ্বা, পূর্ব্বসেবেতি নামবিধানং ময়োক্তম্; 'অস্মিন্ পূর্ব্বসেবাখ্যকর্ম্মণি নিবৃত্তে সমাপ্তে সতি সিদ্ধয়ে বিশিষ্টফলসিদ্ধ্যর্থং পুনঃ প্রজপতু, পুরশ্চরণ-জপবিশেষং করোতু। তচ্চ যুগলশুষিরবর্ণমিত্যাদি-বক্ষ্যমাণং লিখিতমেবেতি ॥ ২১৫ ॥

অন্তে মহোৎসবং কুর্ব্বন্ কৃষ্ণং ভক্ত্যার্চ্চয়েন্মহৎ।
গুরুং সন্তোষয়েদ্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ প্রীণয়েৎ পরান্ ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—অন্তে মহোৎসব করিয়া ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপূজা করিবে এবং শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে, বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে, সাধারণ দান অন্ধ, দুঃখিত জনকে তৃপ্তি করাইবে ॥ ২১৬ ॥

টীকা—এবং পুরশ্চরণে সম্পূর্ণে চ কৃত্যং লিখতি—অন্ত ইতি। যথালিখিত জপসমাপ্তৌ সত্যাম্, মহদ্‌যথা স্যাত্তথা, পরান্ দুঃখিতান্ দীনান্, তে চাগ্রে লেখ্যাশ্চ দীনান্ধেত্যাদিনা ॥ ২১৬ ॥

পুরশ্চরণমেবং হি সিধ্যেদিতি মতং বুধৈঃ।
তথাপি কুর্য্যাৎ পূর্ব্বেষাং সম্মতং তর্পণাদিকম্ ॥২১৭

অনুবাদ—অভিজ্ঞগণের মতে ইহা দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, তথাপি প্রাচীন সম্মত তর্পণাদিও করণীয় ॥ ২১৭ ॥

টীকা—এবং তর্পণাদিনিয়মং বিনাপি কেবলহোমসহিতেন হোমাশক্তৌ চ চতুর্গুণাদিনা জপেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাদিতি কেষাঞ্চিৎ প্রামাণিকানামাচার্য্যাণাং মতমঙ্গীকৃত্য বহুলসাধুকুলসম্মততর্পণাদিনিয়মঞ্চ লিখতি—পুর ইতি। এবং লিখিতপ্রকারেণৈব, পূর্ব্বেষাং পুরাতনানাং সাধুজনানাম্ ॥ ২১৭ ॥

অথ তর্পণাদি

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে—

অখণ্ডৈররুণাম্ভোজৈর্মধুরাক্তৈর্দশাংশতঃ।
পায়সেন ঘৃতাক্তেন তিলৈরারণ্যকৈশ্চ বা ॥ ২১৮ ॥
জুহুয়াত্তদ্দশাংশেন তর্পয়েচ্ছুদ্ধবারিণা।
বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্‌গুরুং সন্তোষয়েত্ততঃ ॥২১৯

অনুবাদ—অনন্তর তর্পণাদি, ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে—মধু ও ঘৃত মাখন অখণ্ড অরুণবর্ণ পদ্মসমূহ দ্বারা জপের দশাংশ হোম, অথবা—বন্য তিলসমূহ পায়স ও ঘৃতযুক্ত করিয়া হোম করিবে, তাহার দশাংশ শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ করিবে, পরে বিপ্রগণ-

কেও ভোজন করাইবে, পরে শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২১৮-২১৯ ॥

অন্যত্র চ—

হোমাদ্দশাংশতঃ কুর্য্যাত্তর্পণং দেবতামুখে।
তর্পণস্য দশাংশেন মার্জয়েদাত্মমূর্দ্ধনি।
মার্জ্জনস্য দশাংশেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥২২০॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—হোমের দশাংশ দেবতামুখে তর্পণ করিবে। তর্পণের দশাংশ নিজ মস্তকে মার্জ্জন করিবে, মার্জ্জনের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ ২২০ ॥

অথ তত্র তর্পণম্

তর্পয়েচ্চ বিধানেন শ্রীকৃষ্ণং শুদ্ধবারিণা।
পুষ্পাক্ষতাদিযুক্তেন জলে সংজপ্য পূর্ব্ববৎ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তন্মধ্যে তর্পণ—শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধজল দ্বারা বিধিমত তর্পণ করিবে, পুষ্প অক্ষতাদি যুক্ত জলে প্রাতঃস্নানে লিখিত পূর্ব্ববৎ সম্যক্ পূজা করিয়া তর্পণ করিবে ॥ ২২১ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি, পূর্ব্বং প্রাতস্নানে যথা লিখিতং তথেত্যর্থঃ ॥ ২২১ ॥

অথ মার্জ্জনম্

তোয়ৈরঞ্জলিনা শুদ্ধৈরভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধনি।
দশাংশং দেবতাবুদ্ধ্যা তর্পণস্য ততঃ পরম্ ॥২২২॥

অনুবাদ—অথ মার্জ্জন—দেবতা বুদ্ধি দ্বারা অর্থাৎ নিজ ইষ্টদেবে নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিয়া অঞ্জলি, অঞ্জলি শুদ্ধ জল দ্বারা (তর্পণের পর) দশাংশ নিজ-মস্তকে মার্জ্জন করিবে ॥ ২২২ ॥

টীকা—দেবতাবুদ্ধ্যেতি, নিজেষ্টদেবে স্বাত্মানং সমর্প্যেত্যর্থঃ ॥ ২২২ ॥

অথ ব্রাহ্মণভোজনম্

পাদ্যার্ঘ্যৈরর্চ্চয়েদিষ্টবেদবুদ্ধ্যা হি ভূসুরান্।
ভক্ষ্যৈর্নানা-রসোপেতৈর্ভোজয়েদ্ভক্তিভাবিতঃ ॥২২৩॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন—ইষ্টদেব বুদ্ধিতে ব্রাহ্মণগণকে পাদ্য, অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চন করিয়া নানারসযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ভক্তিভাবে ভোজন করাইবে ॥ ২২৩ ॥

কিঞ্চ—

এবং প্রতিদিনং কুর্য্যাদ্যাবৎ সংখ্যা প্রপূর্য্যতে।
তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাদ্বিপ্রাংশ্চ তোষয়েৎ ॥২২৪
গন্ধমাল্যাম্বরৈশ্চৈব ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
দীনান্ধকৃপণানাথান্প্রীণয়েদ্ভোজনাদিনা ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—আরও—এইভাবে প্রতিদিন করিবে যে পর্য্যন্ত সংখ্যাপূরণ না হয়, তৎপরে মহাপূজা করিবে এবং গন্ধমাল্য, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও দক্ষিণাসহ বিপ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে। দীন, অন্ধ, কৃপণ অনাথ-গণকে ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্তি করাইবে ॥ ২২৪-২২৫॥

টীকা—এবং তর্পণাদিকং হোমবত্তাবৎ প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ, যাবজ্জপোক্তসংখ্যাপূর্ত্তির্ভবতি। তদন্তে সংখ্যা-পূর্ত্তৌ চ সত্যাম্ ॥ ২২৪ ॥

গো-ভূ-হিরণ্য-বস্ত্রাদৈঃ সম্পূজ্য গুরুমাত্মনঃ।
মিষ্টান্নং বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং ভুঞ্জীতোৎসাহপূর্ব্বকম্ ॥২২৬

অনুবাদ—নিজ শ্রীগুরুদেবকে গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্রাদি দ্বারা সম্যক্ পূজা করিয়া উৎসাহ পূর্ব্বক বন্ধুগণের সহিত মিষ্টান্ন ভোজন করিবে ॥ ২২৬ ॥

কেচিজ্জপাদ্দশাংশং হি মন্যন্তে তর্পণং বুধাঃ।
অপেক্ষ্যোঽন্যো বিশেষোঽত্র জ্ঞেয়োঽন্যগ্রন্থতঃ স চ ॥২২৭

অনুবাদ—পূর্ব্বে হোমের দশাংশ তর্পণ লিখিত হইয়াছে, অধুনা মতান্তর লিখিতেছেন কেহ কেহ পণ্ডিতগণ জপের দশাংশ তর্পণ মনে করেন। পুর-শ্চরণ সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কিছু অপেক্ষা থাকিলে অন্য গ্রন্থ সারদাতিলক ও পঞ্চ রাত্রাদি হইতে জানিয়া লইবে ॥ ২২৭ ॥

টীকা—হোমদশাংশং তর্পণং লিখিতং, তত্র মতা-ন্তরং লিখতি—কেচিদিতি। ননু পুরশ্চরণকর্ত্তুঃ

সন্ধ্যাদিসময়ে কতমঃ কৃত্যবিশেষঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—অপেক্ষ্য ইতি। অত্র পুরশ্চরণজপাদিবিধৌ যোঽন্যো বিশেষঃ কশ্চিদপেক্ষ্যঃ স্যাৎ, স চান্যগ্রন্থতঃ সারদাতিলকাদিপঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্রেভ্যোঽপি জ্ঞেয়ঃ। অত্র চ গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন বিস্তার্য্য লিখিত ইতি ভাবঃ ॥২২৭॥

অথ তত্র রিক্তপূরণম্

উক্তঞ্চ—

যদ্‌যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ।
সাঙ্গতাসিদ্ধ্যৈ কর্ত্তব্যস্তচ্চাশক্ত্যা ন ভক্তিতঃ ॥২২৮॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরশ্চরণে রিক্তপূরণ, বলা হইয়াছে—যে যে অঙ্গ অর্থাৎ তর্পণাদি অসমর্থতা-বশতঃ হীন হইলে পুরশ্চরণের সম্পূর্ণতা সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ কর্ত্তব্য, প্রযত্ন সহ সাঙ্গ কর্ত্তব্য ॥ ২২৮ ॥

টীকা—অঙ্গং তর্পণাদি, তস্য অঙ্গস্য সংখ্যায়া দ্বিগুণঃ সাঙ্গস্য পুরশ্চরণস্য সিদ্ধার্থং জপঃ কর্ত্তব্যঃ। তচ্চ দ্বিগুণজপকরণং তত্র তত্রাশক্ত্যৈব, ন চ ভক্তিতঃ। ভক্ত্যা চ প্রযত্নতঃ সর্ব্বমনুষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ। শক্তিত ইতি পাঠেঽপি শক্তৌ সত্যাং মুখ্যকল্পতর্পণাদিপরি-ত্যাগেন গৌণকল্পে প্রবৃত্তেরগ্রে দোষোক্ত্যা প্রযত্নতো মুখ্যকল্পেন সাঙ্গং কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ২২৮ ॥

সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ক্ষতসাঙ্গত্বহেতবে।
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—অঙ্গহানি হইলে অঙ্গপূর্ত্তির জন্য সর্ব্ব-প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিপ্র আরা-ধনামাত্রই অঙ্গহানি পূর্ণতা লাভ করিবে ॥ ২২৯ ॥

টীকা—ননু রিক্তনিবারণার্থং জপশক্ত্যাদৌ কিং কার্য্যম্ ? তত্রাহ—সর্ব্বথেতি ব্যঙ্গসাঙ্গতার্থং সদ্যঃ ফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থমেবেত্যাদিসর্ব্বপ্রকারেণ। বিশে-ষতশ্চ ক্ষতস্য ব্যঙ্গস্য সাঙ্গত্বহেতবে ; যদ্বা, সর্ব্বথেতি ভক্ষ্যভোজ্যাদি-নানাপ্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ২২৯ ॥

অন্যত্র চ—

যদ্‌যদঙ্গং বিহীয়েত জপস্তদ্দ্বিগুণো মতঃ।
তাবৎ পুষ্প প্রদানং বা তাবতী বা নমস্ক্রিয়া ॥২৩০॥

অনুবাদ—অন্যত্রও—যে যে অঙ্গহীন হইবে সেই অঙ্গ সংখ্যার দ্বিগুণ জপ, অথবা সেই সংখ্যা পুষ্প প্রদান বা তত সংখ্যা দণ্ডবৎ প্রণাম ॥ ২৩০ ॥

টীকা—তত্রাপ্যশক্তৌ লিখতি—যদ্‌যদিতি। নম-স্ক্রিয়া—প্রণামঃ ॥ ২৩০ ॥

অথ সংক্ষিপ্ত-পুরশ্চরণম্

তদুক্তম্—

পূজাং বিস্তরতঃ কর্ত্তুং যো ন শক্নোতি সাধকঃ।
স বিনাঙ্গেন্দ্রবজ্রাদৈঃ পূজয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সংক্ষিপ্ত পুরশ্চরণ, তাহা উক্ত হইয়াছে—যে সাধক পুরশ্চরণ বিধিমত মহাপূজা করিতে অসমর্থ তিনি অঙ্গাদি অবয়ব ব্যতীত নিজ ইষ্টদেবকেই পূজা করিবে ॥ ২৩১ ॥

টীকা—অঙ্গাদ্যাবরণৈর্বিনা নিজেষ্টদেবমাত্রং পূজয়েৎ ॥ ২৩১ ॥

অথবা দেবতামাত্রং ধ্যাত্বা সম্যক্ প্রপূজয়েৎ।
অথবা মানসীং কুর্য্যাৎ পূজামাত্মার্পণাবধি ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—অথবা কেবল নিজ ইষ্টদেবকেই ধ্যান করিয়া সম্পূর্ণ পূজা করিবে, অথবা আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত মানসী পূজা করিবে ॥ ২৩২ ॥

টীকা—দেবতামাত্রং কেবলনিজেষ্টদেবমেব ধ্যাত্বা, ন তু তত্তদুপচারসমর্পণাদ্যুক্ত-তত্তদ্ধ্যানং কৃত্বা ॥ ২৩২ ॥

অথবা কেবলাং পূজাং বাহ্যাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
সম্পূজ্যৈবং জপং কুর্য্যান্ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ ॥২৩৩

অনুবাদ—অথবা কেবল বাহ্য পূজা বিচক্ষণ সাধক করিবেন। সম্যক্‌ভাবে পূজা করিবে, কেবল মন্ত্রজপ করিবে না ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—কেবলাং — মানসিকপূজা - ব্যতিরিক্তাম্ ॥ ২৩৩ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বস্য চাশক্তাবুত্তরোত্তরমাচরেৎ ।
প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্তয়েৎ ।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্জায়তে ফলম্ ॥২৩৪॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধিতে অশক্ত হইলে পর পর বিধি আচরণ করিবে। প্রথম কল্প (বিধিতে) সমর্থ হইয়া যে ব্যক্তি অনুকল্প (পশ্চাৎবিধি) আচরণ করে সেই দুর্ম্মতির পারলৌকিক ফল নিষ্পন্ন হয় না ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—প্রথমকল্পস্য মুখ্যপক্ষস্য প্রভুস্তত্র সমর্থশ্চেৎ, অনুকল্পেন, গৌণপক্ষেণ বর্ত্তয়েৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ; সাম্পরায়িকং—পারলৌকিকম্ ॥ ২৩৪ ॥

———

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ ॥২৩৫॥
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ।
গ্রহণাদি-বিমুক্ত্যন্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করিলে, সূর্য্যগ্রহণে বা চন্দ্র গ্রহণে পবিত্র ভাবে পূর্ব্ব হইতে উপবাস করিয়া সমুদ্রগামিনী নদীর নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া গ্রহণ আরম্ভ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সংযত চিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—পূর্ব্বমুপোষিতঃ, গ্রহণপূর্ব্বদিনে কৃতোপবাসঃ সন্ ॥ ২৩৫ ॥

———

অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমাদিকং চরেৎ ।
তদন্তে মহতী পূজাং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥২৩৭॥

অনুবাদ—তৎপরে গৃহে আসিয়া দশাংশ ক্রমে হোমাদি করিবে, তৎপরে মহাপূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ॥ ২৩৭ ॥

———

ততো মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্ দেবতা চ প্রসীদতি ॥২৩৮॥

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবকে সম্যক্ পূজা করিয়া তুষ্ট করিবে। এইভাবেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং দেবতাও প্রসন্ন হন ॥ ২৩৮ ॥

———

অথবান্যপ্রকারোঽয়ং পৌরশ্চরণিকে বিধৌ ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু স্নাত্বা প্রযতমানসঃ ॥ ২৩৯ ॥
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ।
সর্ব্বং পূর্ব্ববদেবাথ কুর্য্যাদ্ধোমাদিকং কৃতী ॥২৪০॥

অনুবাদ—অথবা অন্য প্রকার পুরশ্চরণ বিধিতে চন্দ্র গ্রহণে বা সূর্য্য গ্রহণে স্নান করিয়া সংযত চিত্তে গ্রহণ স্পর্শ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্র সমাহিত চিত্তে জপ করিবে। পূর্ব্ববৎ সকল অঙ্গ হোমাদি সাধক করিবেন ॥ ২৩৯-২৪০ ॥

টীকা—অথবান্যপ্রকারোঽয়মিত্যত্র সমুদ্রগামিনদীজলান্তঃস্থিতি-ব্যতিরেকেণ, সংক্ষেপে পূর্ব্বতো বিশেষঃ ॥ ২৩৯ ॥

টীকা—স্পর্শাৎ গ্রাসমারভ্য ॥ ২৪০ ॥

———

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥২৪১॥

অনুবাদ—অথবা—শ্রীগুরুদেবকে ইষ্টদেবতারূপ ধ্যান করিয়া প্রকৃষ্টরূপে তুষ্ট করিবে, ভক্তিযুক্ত চিত্ত দ্বারা তাহার ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিবে ॥ ২৪১॥

টীকা—কেবল-শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রকারান্তরমাহ—অথবেতি ত্রিভিঃ ॥ ২৪১ ॥

———

গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥২৪২॥

অনুবাদ—এই পুরশ্চরণাদি সকলই গুরুমূলক, অতএব নিত্য শ্রীগুরুদেবের ভজন করিবে, মন্ত্রসাধক পুরশ্চরণহীন হইলেও শ্রীগুরুসেবা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪২ ॥

———

তথা চোক্তম্—
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্ ।
সন্নিধানাদ্‌গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥২৪৩

অনুবাদ—ঐ বিষয়ে উক্তি আছে—সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র যেমন স্বর্ণ হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্য-বশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময় হইবে ॥ ২৪৩ ॥

অথ তত্রৈব প্রকারান্তরম্

গৌতমীয়ে—

গবানুগমনং কার্য্যং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্।
নিত্যং তাসু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি ॥২৪৪॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ বিষয়ে অন্য প্রকার, গৌতমীয় তন্ত্রে—গাভীর পশ্চাৎ গমন করিবে, গোগ্রাস দান করিবে, গো-প্রদক্ষিণ করিবে, নিত্য গাভীগণ প্রসন্ন থাকিলে শ্রীগোপালদেবও প্রসন্ন হন ॥ ২৪৪ ॥

অথ সিদ্ধমন্ত্রস্য লক্ষণম্

উক্তঞ্চ বৌধায়নেন—

সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ।
সিদ্ধমন্ত্রস্য তন্ত্রোক্তাঃ প্রবর্ত্তন্তেঽত্র সিদ্ধয়ঃ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—অনন্তর সিদ্ধ মন্ত্রের লক্ষণ, বৌধায়ন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—সিদ্ধ মন্ত্রের তিনটি চিহ্ন—দাতা ভোক্তা হইয়াও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, সিদ্ধমন্ত্রের তন্ত্রোক্ত সিদ্ধিসমূহ সর্ব্বজ্ঞতাদি তাহার হয়, এইলোকে এই দেহে ॥ ২৪৫ ॥

টীকা—দাতা ভোক্তাপি সন্ অযাচকঃ কমপি ন যাচত ইত্যর্থঃ। ন চৈতন্মাত্রমেব, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-সিদ্ধয়োঽপি তস্য স্যুরিত্যাহ—সিদ্ধেতি। অত্র অস্মিন্নেব লোকে দেহে বা ॥ ২৪৫ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রীভগবতা—

মন্ত্রারাধনসক্তস্য প্রথমং বৎসরত্রয়ম্।
জায়ন্তে বহবো বিঘ্না নিয়মস্তস্য নারদ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীভগবৎ উক্তি—হে নারদ! মন্ত্র আরাধনরত সাধকের প্রথম তিন বৎসর, তাহার নিয়মে বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয় ॥ ২৪৬ ॥

নোদ্বেগং সাধকো যাতি কর্ম্মণা মনসা যদি।
তৃতীয়াদ্বৎসরাদূর্দ্ধ্বং রাজানশ্চ মহীভৃতঃ ॥২৪৭॥
প্রার্থয়ন্তেঽনুরোধেন গর্ব্বিতা অপি মানিনঃ।
প্রসাদঃ ক্রিয়তাং নাথ মমোদ্ধরণকারণম্ ॥২৪৮॥

অনুবাদ—সাধক যদি ঐ বিঘ্নদ্বারা কায়-মনে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হয়, তৃতীয় বৎসরের পর পৃথিবীপতি রাজগণও গর্ব্বিত ও মানী থাকিলেও সাধকের নিকট প্রার্থনা করে 'হে প্রভু! কৃপা করুন, আমার উদ্ধারের পথ বলুন' ॥ ২৪৭-২৪৮ ॥

টীকা—অনুরোধেন আনুকূল্যেনৈব প্রার্থয়ন্তে ॥ ২৪৮ ॥

প্রজ্বলন্তং প্রপশ্যন্তি তেজসা বিভবেন চ।
অতস্তে মুনিশার্দ্দূল নিষ্ঠুরং বক্তুমক্ষমাঃ ॥২৪৯॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধপুরুষকে তেজ ও বৈভব দ্বারা জলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেখেন, অতএব রাজগণ তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারেন না ॥ ২৪৯ ॥

নবমাদ্বৎসরাদূর্দ্ধ্বং নানাশ্চর্য্যাণি পশ্যতি।
আত্মানন্দপ্রদান্যাশু প্রত্যক্ষেণ বহিস্তথা ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধমন্ত্র পুরুষ নবম বৎসরের পর নানাবিধ আশ্চর্য্য দর্শন করেন, আত্মানন্দপ্রদ এবং শীঘ্র বাহিরে প্রত্যক্ষ ভাবেও ঐরূপ আশ্চর্য্য দর্শন করেন ॥ ২৫০ ॥

কিঞ্চ—

বলেন পরিপূর্ণশ্চ তেজসা ভাস্করোপমঃ।
পূর্ণেন্দুসদৃশঃ কান্ত্যা গমনে বিহগোপমঃ ॥২৫১॥
স্বল্পাশনেঽপ্যকৃশতা বহুনা ন চ খিদ্যতে।
বিণ্মূত্রয়োরথাল্পত্বং ভবেন্নিদ্রাজয়স্তথা ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—আরও—মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলদ্বারা পরিপূর্ণ বলীয়ান্, তেজদ্বারা সূর্য্যসদৃশ, কান্তিতে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, গমনে পক্ষীর ন্যায়, স্বল্পাহারেও কৃশ হন

না, বহু আহার করিয়া কষ্ট পান না, বিষ্ঠা মূত্র অল্প এবং নিদ্রাজয়ী হন ॥ ২৫১-২৫২ ॥

টীকা—বহুনা অশনেন ॥ ২৫২ ॥

জপধ্যানরতো মৌনী ন খেদমধিগচ্ছতি।
বিনা ভোজনপানাভ্যাং পক্ষমাসাদিকং মুনে ॥২৫৩॥

অনুবাদ—হে মুনে! জপ ও ধ্যানরত, মৌনী, একপক্ষ বা একমাস ভোজন পান না করিয়াও দুঃখ পান না ॥ ২৫৩ ॥

ইত্যেবমাদিভিশ্চিহ্নৈর্মহাবিস্ময়কারিভিঃ।
প্রবৃত্তৈঃ সংপ্রবোদ্ধব্যং প্রসন্নো মন্ত্ররাড়িতি ॥২৫৪॥

অনুবাদ—মহাবিস্ময়কারী উপস্থিত এই সকল চিহ্ন দ্বারা বিশেষ ভাবে জানিবেন মন্ত্ররাজ প্রসন্ন হইয়াছেন ॥ ২৫৪ ॥

মন্ত্রপ্রসাদজনিতং লিঙ্গঞ্চ ন গুরোর্বিনা।
প্রকাশনীয়ং বিপ্রেন্দ্র কস্যচিৎ সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥২৫৫॥

অনুবাদ—হে বিপ্রেন্দ্র! সিদ্ধিকামী মন্ত্রসাধক মন্ত্রপ্রসন্নতা জনিত চিহ্নসমূহ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—লিঙ্গং—চিহ্নম্ ॥ ২৫৫ ॥

অথ সিদ্ধমন্ত্রকৃত্যম্

তচ্চোক্তম্—

সিদ্ধমন্ত্রোঽপি নিত্যং হি ত্রিসন্ধ্যং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ।
নিয়মেনৈকসন্ধ্যং বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥২৫৬॥

অনুবাদ—অনন্তর সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তির করণীয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রসিদ্ধ হইলেও নিত্য ত্রিসন্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চন করিবেন। অথবা নিয়মপূর্ব্বক এক সন্ধ্যা এবং মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিবেন ॥ ২৫৬ ॥

টীকা—একসন্ধ্যং বা অর্চ্চয়েৎ, তত্র চাষ্টোত্তরশতবারান্ নিজমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫৬ ॥

অথাসিদ্ধসাধনোপায়াঃ

তে চোক্তাঃ—

অনুষ্ঠিতো যথান্যায়ং যদি মন্ত্রো ন সিধ্যতি।
পুনস্তাবৎ প্রজপ্তব্যস্ততঃ সিদ্ধো ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥২৫৭

অনুবাদ—অনন্তর অসিদ্ধমন্ত্রের সাধনের উপায়, তাহাও উক্ত হইয়াছে—যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি মন্ত্রসিদ্ধ না হন, পুনরায় ঐ পর্য্যন্ত জপ কর্ত্তব্য, তৎপরে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে ॥ ২৫৭ ॥

পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ ॥২৫৮॥

অনুবাদ—পুনরায় অনুষ্ঠানের পর যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হন, তখন শ্রীশঙ্কর মহাদেবের উক্ত সপ্তবিধ উপায় পালন কর্ত্তব্য ॥ ২৫৮ ॥

টীকা—শঙ্করভাষিতাঃ, তচ্চ সর্ব্বং শঙ্করেণোদিতমিতি যাবৎ ॥ ২৫৮ ॥

রুদ্রেণ দহনান্তং যে কথিতা মন্ত্রসিদ্ধয়ে।
সপ্তোপায়া বুধৈর্জ্ঞেয়াস্তেঽন্যমন্ত্রেষু সিদ্ধিদাঃ ॥২৫৯॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব দহনান্ত যে সকল মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে উপায় বলিয়াছেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ সপ্তবিধ উপায় অন্যমন্ত্র বিষয়ে সিদ্ধিপ্রদ জানিবেন ॥২৫৯

টীকা—দহনান্তমিতি দ্রাবণমারভ্য দহনাবধি উপায়ং কুর্য্যাৎ ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রোঽয়ং নৈব কিঞ্চিদপেক্ষতে।
হৃন্মাত্রস্পৃক্ ফলত্যেব স্পৃষ্টো হি দহনো যথা ॥২৬০

অনুবাদ—এই শ্রীমৎগোপালমন্ত্র অন্য কিছু সাধনের অপেক্ষা করেন না, অগ্নি যেমন স্পর্শমাত্রই দগ্ধ করে, সেইরূপ এইমন্ত্র হৃদয়কে স্পর্শমাত্রই ফলধারণ করেন ॥ ২৬০ ॥

টীকা—তে চোপায়া মন্ত্রান্তরেষ্বেব, ন ত্বস্মিন্ মোহনাখ্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র ইতি লিখতি—শ্রীমদিতি। কিঞ্চিৎ সংস্কারাদিকম্, কিন্তু হৃন্মাত্রং স্পৃশতীতি তথা সন্নপি ফলত্যেব। তত্র দৃষ্টান্তত্বেনার্থান্তর-

মুপন্যস্যতি—স্পৃষ্টেটা হীতি। যথাকথঞ্চিৎ স্পর্শমাত্রেণ দহনো দহেদেব, তদ্বদুক্তেস্তথাত্বাদিতি ভাবঃ; এতচ্চ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যলিখনে ব্যক্তীভূতমেবাস্তি ।।২৬০

———

অথ যন্ত্রম্

সনৎকুমারকল্পে—

অর্চ্চনার্থে মুনে বক্ষ্যে যন্ত্রং শ্রীকরমুত্তমম্ ।
স্বগৃহে বা বনে বাথ বিষ্ণোরায়তনেঽথবা ।।২৬১।।
স্থানমেকান্তমাশ্রিত্য শোধয়েদ্‌গোময়াম্ভসা ।
তত্র সংস্থাপয়েৎ পীঠং ক্ষালিতং শুদ্ধবারিণা ।।২৬২

অনুবাদ—অনন্তর যন্ত্র, সনৎকুমার কল্পে—হে মুনে! অর্চ্চনের জন্য উত্তম সম্পৎপ্রদ যন্ত্র বলিব নিজ গৃহে বা বনে বা শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে নির্জ্জন স্থান পাইয়া গোময় জলদ্বারা শোধন করিবে, সেই স্থানে শুদ্ধ জল দ্বারা প্রক্ষালিত পীঠ সংস্থাপন করিবে ।। ২৬১-২৬২ ।।

টীকা—'শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে' ইত্যাদিনা পূর্ব্বং পূজাস্থানেষু যন্ত্রমুল্লিখিতম্। তন্মন্ত্রং যন্ত্র আলিখ্যেত্যাদিনা সাধ্যসাধনোপায়েষু চ যন্ত্রমুদিষ্টম্। অতোঽপেক্ষিতং যন্ত্রস্য লক্ষণং লিখন্ কেবলমন্ত্রধারণমাত্রেণৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যক্তেন তদ্ধারণমাহাত্ম্যঞ্চ প্রমাণয়ন্ লিখতি—অর্চ্চনার্থ ইত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। মুনে—হে শ্রীনারদ! শ্রীকরং—বিভূতিসম্পাদকম্ ।। ২৬১ ।।

টীকা—একান্তং—নির্জ্জনম্ ।। ২৬২ ।।

———

বিলিখ্য গন্ধপঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজম্ ।
কর্ণিকায়াং লিখেদ্বহ্নিপুটিতং মণ্ডলদ্বয়ম্ ।।২৬৩।।

অনুবাদ—চন্দন পঙ্কদ্বারা অষ্টদল পদ্ম লিখিবে, তাহার কর্ণিকারে ষট্‌কোণ, বহ্নিবীজ পুটিত দুইটি মণ্ডল রচনা করিবে ।। ২৬৩ ।।

টীকা—বহ্নিপুটিতং মণ্ডলদ্বয়ং ষট্‌কোণমিত্যর্থঃ, অগ্রে ষট্‌কোণেষ্বিত্যুক্তেঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'কর্ণিকায়াস্ত ষট্‌কোণং সুসাধ্যং তত্র তন্মনুম্' ইতি। কামং কামবীজং, শিষ্টৈঃ—অবশিষ্টৈঃ সপ্তদশভির্বর্ণৈঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'শিষ্টৈস্ত সপ্তদশভিরক্ষরৈর্বেষ্টয়েৎ স্মরম্' ইতি ।। ২৬৩ ।।

———

তস্য মধ্যে লিখেদ্‌বীজং সাধ্যাখ্যং কামসংযুতম্ ।
ততঃ শিষ্টৈর্ম্মনোর্বর্ণৈস্তং কামং বেষ্টয়েৎ সুধীঃ ।। ২৬৪ ।।

অনুবাদ—তাহার মধ্যে সাধ্য নামক বীজ কামবীজ যুক্ত করিয়া লিখিবে, অনন্তর সুধী ব্যক্তি অবশিষ্ট সপ্তদশ মন্ত্রবর্ণ সমূহ দ্বারা কামবীজকে বেষ্টন করিবে ।। ২৬৪ ।।

———

শ্রিয়ং ষট্‌কোণকোণেষু ঐন্দ্রনৈর্ঋতবায়ুষু ।
আলিখ্য চ লিখেন্মায়াং বহ্নিবারুণশূলিষু ।।২৬৫।।

অনুবাদ—শ্রীবীজ ষট্‌কোণ যন্ত্রের পূর্ব্ব নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে লিখিয়া মায়াবীজ, অগ্নি, বরুণ ও ঈশান কোণে লিখিবে ।। ২৬৫ ।।

টীকা—ষট্‌কোণস্য তস্য কোণেষু ঐন্দ্রাদিষু শ্রিয়ং লক্ষ্মীবীজমালিখ্য বহ্ন্যাদিকোণেষু ত্রিষু মায়াং ভুবনেশ্বরীবীজং লিখেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'প্রাগ্রক্ষোঽনিলকোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সদ্মসু' ইতি ।। ২৬৫ ।।

———

মন্ত্রং ষড়ক্ষরং তত্র বিলিখেৎ ষট্‌সু সন্ধিষু ।
অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরং সুধীঃ ।।২৬৬

অনুবাদ—ষড়ক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র ষট্‌সন্ধিতে লিখিবে। কামগায়ত্রীর অক্ষর সমূহ দ্বারা সুধী ব্যক্তি কেশর বেষ্টন করিবে ।। ২৬৬ ।।

টীকা—তত্র ষট্‌কোণে বহির্যে ষট্‌সন্ধয়স্তেষু ষড়ক্ষরং মন্ত্রং লিখেৎ। একৈকস্মিন্ সন্ধৌ একৈকাক্ষরং লিখেৎ ইত্যর্থঃ। ষড়ক্ষরশ্চাত্র কামবীজেন সহিতশ্চতুর্থ্যন্তো নত্যন্তশ্চ কামগায়ত্র্যাশ্চতুর্বিংশতিভিরক্ষরৈঃ প্রত্যেকং কেশরমক্ষরত্রয়মিত্যেবমষ্টদলকমলস্য কেশরাষ্টকং বেষ্টয়েদিত্যর্থঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'ষড়ক্ষরং সন্ধিষু চ কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ। বিলিখেৎ স্মরগায়ত্রীম্' ইতি ।। ২৬৬ ।।

———

কামমালা-মনোর্বর্ণন্ দলেষ্বষ্টসু মন্ত্রবিৎ।
লিখেদ্‌গুহাঞ্জনৈর্ভদ্রৈর্মাতৃকাং তদ্বহির্ন্যসেৎ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—কামমালা মন্ত্রের ৪৮ বর্ণসমূহকে অষ্টদলে মন্ত্রবিৎ লিখিবে। মঙ্গল গুহাঞ্জন দ্বারা অং আং ইত্যাদি মাতৃকাবর্ণ তাহার বাহিরে বসাইবে ॥ ২৬৭ ॥

টীকা—কামমালামন্ত্রস্য বর্ণানষ্টচত্বারিংশদক্ষ-রাণি প্রত্যেকদলং ষট্ বর্ণানিত্যেবমষ্টদলেষু লিখেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'মালামন্ত্রং দলাষ্টকে। ষট্‌শঃ সংলিখ্য' ইতি। কৈলিখেৎ ? ভদ্রৈরুত্ত-মৈর্গুহাঞ্জনৈঃ মসীবিশেষৈঃ। তেভ্যোঽষ্টদলেভ্যো বহির্মাতৃকামেকপঞ্চাশদক্ষরাদিকাং সবিন্দুকাং ক্রমেণ লিখেচ্চ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ' ইতি ॥ ২৬৭ ॥

ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়াং দিগ্বিদিক্ষু চ।
এবং যন্ত্রং সমালিখ্য জাতরূপময়ে পটে ॥ ২৬৮॥
রাজতে তাম্রপট্টে বা ভূর্জে ক্ষৌমময়েঽপি বা।
সূক্ষ্মতন্তুপটে বাপি প্রতিষ্ঠাপ্য সমীরণম্ ॥ ২৬৯ ॥
হুত্বা সহস্রমাজ্যেন মন্ত্রসম্পাতপূর্ব্বকম্।
অর্চ্চয়িত্বাযুতং জপ্ত্বা ধারয়েদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ২৭০॥

অনুবাদ—তাহার বাহিরে ভূবিম্ব অর্থাৎ ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে লিখিবে, তাহাতে অষ্ট কোণে শ্রীংবীজ ও হ্রীং মায়াবীজ লিখিবেন এইরূপ মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণময় পট্টে বা তাম্রপট্টে বা ভূর্জ পত্রে বা তসরবস্ত্রে বা সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রে লিখিয়া তাহা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্ত্র সহ সহস্র ঘৃত হোম করিয়া অর্চ্চন করিয়া অযুত সংখ্যা জপ করিয়া উত্তম যন্ত্র ধারণ করিবে ॥ ২৬৮-২৭০॥

টীকা—তদ্বাহ্যে মাতৃকাতো বহির্ভূবিম্বং ভূমণ্ডলং পরিতো লিখেৎ। তস্য দিক্ষু প্রাচ্যাদিচতসৃষু শ্রিয়ং লক্ষ্মীবীজং, বিদিক্ষু চ অগ্ন্যাদি-চতুষ্কোণেষু মায়া-বীজঞ্চ লিখেদিত্যর্থঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়ে দিগ্বিদিক্ষ্বপি ইত্যর্থঃ। তদ্বহিশ্চতুষ্কোণং কোণচতুষ্টয়ে বজ্রচতুষ্টয়সমেতং লেখ্যমিতি সৎসম্প্রদায়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—সমীরণং প্রতিষ্ঠাপ্য, প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বে-ত্যর্থঃ ॥ ২৬৯ ॥

টীকা—নাগলোকঃ পাতালং, তদ্বাসিনামপি স্ত্রীজনানামিতি শেষঃ ॥ ২৭০ ॥

ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি দেবৈরপি সুপূজিতম্।
আকর্ষণং সুরস্ত্রীণাং নাগলোকনিবাসিনাম্ ॥২৭১॥
পিশাচযক্ষরক্ষাংসি ক্রূরভূতগণাশ্চ যে।
দুষ্টসর্পাদয়ঃ সত্ত্বা হ্যপসর্পন্তি দূরতঃ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—এই যন্ত্র ধারণে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভ এবং দেবগণ কর্ত্তৃকও সুপূজিত হয়, সুরস্ত্রী ও নাগ-স্ত্রীগণের আকর্ষণ হয়, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, হিংস্র প্রাণিগণ দুষ্ট সর্পাদি দূর হইতে পলায়ন করে ॥ ২৭১-২৭২ ॥

যন্ত্ররাজধরং দৃষ্ট্বা বিদ্রবন্তি চ বিভ্যতি।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—যন্ত্ররাজ ধারণকারীকে দেখিয়া দুষ্ট-গণ ভয়ে পলায়ন করে। সর্ব্বলোকের সুখপ্রদ হয়, এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ॥ ২৭৩ ॥

স্ত্রীণামাকর্ষণং সদ্যো রাজ্ঞাং বশ্যকরং ভুবি।
যোগসিদ্ধিকরং পুংসাং ভবসাগরতারকম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যমিতি প্রোক্তঞ্চ বেধসা ॥২৭৪॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌরশ্চরণিকো নাম সপ্তদশো বিলাসঃ।

অনুবাদ—এই যন্ত্র সদ্য স্ত্রীগণের আকর্ষক, এই জগতে রাজগণের বশ্যকর, যোগিপুরুষগণের যোগ সিদ্ধি কর, ভবসাগরতারক, ভুক্তি মুক্তি প্রদ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধাম প্রাপক। ইহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃকও উক্ত হই-য়াছে ॥ ২৭৪ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ ভক্তি বিলাসে পৌরশ্চরণিক নামক সপ্তদশ বিলাস অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

টীকা—দিব্যং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকঞ্চেত্যর্থঃ ॥২৭৪॥
ইতি সপ্তদশো বিলাসঃ ॥

অষ্টাদশ-বিলাসঃ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু ॥ ১ ॥

অনুবাদ—প্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমার প্রতি সম্যক্ প্রসন্ন হউন, যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ-ব্যক্তিও সদ্য সর্ব্বজ্ঞ হয় ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীগুরুমুখ্যৈকগম্যাং শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবণবিধিং লিখন্ পরমদুর্জ্ঞেয়োঽপি ভগবৎপ্রসাদাৎ সুজ্ঞেয়ো ভবতীতি তৎপ্রসাদং প্রার্থয়তে—যস্যেতি ॥ ১ ॥

অপেক্ষ্যন্তেঽর্চ্চনেঽবশ্যমধিষ্ঠানানি বৈষ্ণবৈঃ।
শ্রীমূর্ত্তয়শ্চ তত্রাপি সাক্ষাৎকারসুখপ্রদাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অর্চ্চনে বৈষ্ণবগণ অধিষ্ঠান অর্থাৎ পূজাস্থান সমূহ অবশ্যই অপেক্ষা করেন, পূজাস্থান সমূহ মধ্যেও শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শনে অতিশয় সুখপ্রদ ॥২

টীকা—অর্চ্চনে নিমিত্তানি অধিষ্ঠানানি পূজাস্থানানি। তত্র অধিষ্ঠানেষ্বপি মধ্যে শ্রীমূর্ত্তয়ো ভগবৎ-প্রতিকৃতয়োবশ্যমপেক্ষ্যন্তে। কুতঃ? ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে যৎ সুখং তৎ প্রকর্ষেণ দদতীতি তথা তাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমূর্ত্তীনাং লক্ষণানি লিখিতান্যেব কানিচিৎ।
প্রাদুর্ভূতেবিধিস্তাসাং প্রতিষ্ঠায়াশ্চ লিখ্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি সমূহের মধ্যে অর্চ্চন-প্রসঙ্গে কতকগুলি শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল এবং অন্য শ্রীমূর্ত্তি সমূহের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা বিধি অধুনা লিখিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

টীকা—লিখিতানি পূর্ব্বং বহিঃপূজায়াং চতুর্বিংশতি-মূর্ত্ত্যাদি-লিখনে কানিচিদিতি, অধুনা তান্যপি লেখ্যানীতি ভাবঃ। তাসাং শ্রীমূর্ত্তীনাং প্রাদুর্ভূতেঃ প্রাদুর্ভাবস্য প্রতিষ্ঠায়াশ্চ বিধির্লিখ্যতে ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবণম্

ভক্ত্যৈব ভগবন্মূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবোঽপি চেদ্ভবেৎ।
কর্ত্তব্যোঽথাপ্যুপায়োঽত্র পূর্ব্বৈঃ সদ্ভিঃ প্রদর্শিতঃ ॥৪॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাবণ—যদিও ভক্তিযোগেই শ্রীভগবন্মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধু মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত উপায় এস্থলে অনুসরণ কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥

টীকা—নিজভক্ত্যৈকসাধ্যোঽপি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবণে শিষ্টাচারানুসারেণ যত্নঃ কার্য্য ইতি লিখতি—ভক্ত্যেবেতি। অপি চেৎ যদ্যপি ভক্ত্যৈব, ন চ শিল্পাদিশক্ত্যা ভবেৎ, তথাপি অত্র ভগবন্মূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবে উপায়ঃ সাধনমনুষ্ঠেয়ঃ, স চ ন স্বকল্পিতঃ, কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা সাধুপরম্পরয়াভিব্যঞ্জিত ইতি লিখতি—পূর্ব্বৈরিতি ।৪

অথ তত্রাদৌ শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবণমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

প্রতিমাং কারয়িত্বা তু দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তন্মধ্যে প্রথমে শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাবণ মাহাত্ম্য, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—দেবদেব চক্রধারী শ্রীভবানের প্রতিমা করাইয়া সাধক দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৫ ॥

দেবস্য প্রতিমায়ান্তু যাবন্তঃ পরমাণবঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের প্রতিমাতে যত সংখ্যা পরমাণু বর্ত্তমান, প্রতিমা পূজনকারী তত সহস্রবর্ষ বিষ্ণুলোকে বিরাজ করে ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ—

প্রাসাদবত্তথা তস্যাঃ ফলং সম্যগুদাহৃতম্।
উত্তরোত্তরতো দ্রব্যৈর্বিনা পক্বেষ্টকাং দ্বিজাঃ ॥ ৭॥

অনুবাদ—আরও—শ্রীভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ করিলে যেমন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণেও তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! পক্ ইষ্টক ব্যতীত পাষাণ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ইত্যাদি পরপর বস্তুসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত প্রতিমা করিলেও সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাসাদবৎ প্রাসাদনির্ম্মাণে যথা ফলমুক্তং, তথা তস্যাঃ প্রতিমায়া নির্ম্মাণেঽপীত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে মন্দিরনির্ম্মাণে লেখ্যম্। তথাহি—'সুরবেশ্মনি যাবন্তো দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাণবঃ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। প্রাসাদে মৃন্ময়ে পুণ্যং ময়ৈতৎ কথিতং দ্বিজাঃ। তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং কৃতে শৈলময়ে ভবেৎ। ততো দশগুণং লৌহে তাম্রে শতগুণং ততঃ। সহস্রগুণিতং রৌপ্যে তস্মাৎ ফলমুপাপ্নুতে ॥ ততঃ শতসহস্রং বৈ সৌবর্ণে দ্বিজসত্তমাঃ। অনন্তং ফলমাপ্নোতি রত্নচিত্রে মনোহরে ॥' ইতি। সম্যগিতি প্রাসাদতোঽপ্যত্র বিশিষ্টং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নারসিংহে—

প্রতিমাং লক্ষণোপেতাং নরসিংহস্য কারয়েৎ।
সর্ব্বপাপানি সন্ত্যজ্য স তু বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে যে মানব লক্ষণযুক্ত শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিমা নির্ম্মাণ করান, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুধামে বাস করেন ॥ ৮ ॥

টীকা—লক্ষণৈরগ্রে লেখ্যৈর্যুক্তাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবণবিধিঃ

মাৎস্যে—

বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাদৃগ্রূপং প্রশস্যতে।
শঙ্খচক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরম্ ॥ ৯ ॥
ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণম্।
তুঙ্গনাসং শূর্পকর্ণং প্রশান্তোরুভুজদ্বয়ম্ ॥ ১০ ॥
কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপি বা।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনে স পুরোধসা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি আবির্ভাবণ বিধি, মৎস্যপুরাণে —শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি যেরূপ প্রশস্ত আছে, তাহা বলিব— শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হস্ত ও শান্ত মূর্ত্তি, ছত্রাকার মস্তক, শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত কণ্ঠ, প্রসন্ন দৃষ্টি, উচ্চ নাসিকা, কুলার ন্যায় কর্ণদ্বয়, প্রশান্ত বক্ষস্থল, দ্বিভুজ—নিজগৃহে, কখন অষ্টভুজ অথবা চতুর্ভুজ, আচার্য্যগৃহে দ্বিভুজই কর্ত্তব্য ॥ ৯-১১ ॥

টীকা—ভবনে গৃহপূজায়ামিত্যর্থঃ। স বিষ্ণুঃ দ্বিভুজোঽপি আচার্য্যেণ কার্য্যঃ ॥ ১১ ॥

দেয়মষ্টভুজস্যাস্য যথাস্থানং নিবোধত।
খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দেয়ং দক্ষিণতো হরেঃ।
ধনুশ্চ খেটকঞ্চৈব শঙ্খ-চক্রঞ্চ বামতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির অষ্টভুজ মূর্ত্তির হস্তে দেয় যথাস্থানে অস্ত্রসমূহ শ্রবণ কর—দক্ষিণদিকে উর্দ্ধে খড়্গ, গদা, শর ও পদ্ম ক্রমে দেয়, বামে নিম্ন হইতে ধনু, চর্ম্ম, শঙ্খ, চক্র ধারণ করাইবে ॥ ১২ ॥

টীকা—খেটকং—চর্ম্ম ॥ ১২ ॥

চতুর্ভুজস্য বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিঃ।
দক্ষিণে চ গদাং পদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ।
বামতঃ শঙ্খচক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—চতুর্ভুজ বিগ্রহের অস্ত্র ধারণ বলিতেছি —ঐশ্বর্য্যকামী বাসুদেব মূর্ত্তির দক্ষিণে গদা, পদ্ম, বামে শঙ্খ, চক্র ধারণ করাইবে ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খ-চক্রে উপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কিন্তু কৃষ্ণাবতারে বামহস্তে গদা ধারণ প্রশস্ত, শঙ্খ ও চক্র উর্দ্ধভাগে যথেচ্ছা ধারণ করাইবে ॥ ১৪ ॥

অধস্তাৎ পৃথিবী দেবী কর্ত্তব্যা পদমধ্যতঃ।
দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্‌গরুত্মন্তং নিবেশয়েৎ।
বামতস্তু ভবেল্লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা সুশোভনা ॥ ১৫ ॥
গরুত্মানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা।
শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যে পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে ॥১৬॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির পরিকর বিন্যাস—পদদ্বয়ের মধ্যে নিম্নে পৃথিবী দেবী কর্ত্তব্য, দক্ষিণে প্রণত গরুড়কে স্থাপন করিবে। বামভাগে পদ্মহস্তা সুশোভনা লক্ষ্মীদেবীকে স্থাপন করিবে, অথবা—ঐশ্বর্য্যকামী গরুড়কে সম্মুখে স্থাপন করিবেন, মহালক্ষ্মীর অংশ পদ্মহস্তা শ্রীদেবী ও পুষ্টিদেবীকে উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকা—সর্ব্বেষাং পরিবার-পরিচ্ছদ-সন্নিবেশমাহ—অধস্তাদিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। শ্রীঃ, সর্ব্ব-সম্পদধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্ম্যংশভূতা ॥ ১৫-১৬ ॥

তোরণঞ্চোপরিষ্টাচ্চ বিদ্যাধরসমন্বিতম্।
তথা কল্পলতোপেতং স্তুবদ্ভিরমরেশ্বরৈঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তোরণদ্বারের উপরে বিদ্যাধর সহ, কল্পলতাযুক্ত, স্তুতিপরায়ণ দেবদেবগণকে স্থাপন করিবেন ॥ ১৭ ॥

টীকা—অমরেশ্বরৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরুপেতম্। প্রণামস্তবনমুদ্রা চ শিল্পিষু প্রসিদ্ধৈব ॥ ১৭ ॥

শ্রীমূর্ত্তিপরিমাণম্

তত্রৈব—

অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বাদারভ্য বিতস্তিং যাবদেব তু।
গৃহে বৈ প্রতিমা কার্য্যা নাধিকা শস্যতে বুধৈঃ ॥১৮

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি পরিমাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া একবিতস্তি পরিমিত শ্রীমূর্ত্তি স্ব-গৃহে করণীয়, ইহার অধিক অভিজ্ঞগণ প্রশস্ত মনে করেন না ॥ ১৮ ॥

টীকা—গৃহে স্বগৃহান্তরর্চ্চনে ॥ ১৮ ॥

আষোড়শাত্তু প্রাসাদে কর্ত্তব্যা নাধিকা ততঃ।
মধ্যোত্তমকনিষ্ঠা তু কার্য্যা বিত্তানুসারতঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—প্রাসাদে এক হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬ হাত পর্য্যন্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, তাহার অধিক নহে, বিত্ত অনুসারে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ মূর্ত্তি কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥

টীকা—আষোড়শাৎ একহস্তমারভ্য ষোড়শহস্তপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। অত্র চ মধ্যমোত্তমত্বাদিকং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়োত্তরোত্তরস্যা উত্তমত্বেন, তত্রৈব মধ্যমত্বস্যাপি কল্পনয়া জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

বারাহ্যাঞ্চ—

সৌম্যা তু হস্তমাত্রা বসুদা হস্তদ্বয়োচ্ছ্রিতা।
প্রতিমা ক্ষেমসুভিক্ষায় ভবেত্রিচতুর্হস্তপ্রমাণা চ ॥২০

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—সৌম্যমূর্ত্তি একহস্ত পরিমিতা কর্ত্তব্য, সম্পৎপ্রদা দুই হস্ত উচ্চতা, কল্যাণপ্রদা তিন হস্তমিতা, সুভিক্ষপ্রদা চারিহস্ত পরিমিতা কর্ত্তব্যা ॥ ২০ ॥

টীকা—ক্ষেমায় ত্রিহস্তা, সুভিক্ষায় চতুর্হস্তেতি যথাসংখ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

অথারম্ভে কৃত্যম্

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

প্রাসাদস্যোত্তরে ভাগে শিলাং নীত্বা চ দেশিকঃ।
কৃত্বা কর্ম্মকুটীং রম্যাং প্রতিমাকর্ম্ম কারয়েৎ ॥২১॥

অনুবাদ—অনন্তর আরম্ভে করণীয়, শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—প্রাসাদের উত্তর ভাগে আচার্য্য শিলা লইয়া গিয়া সুন্দর কর্ম্ম কুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইবেন ॥ ২১ ॥

টীকা—প্রতিমায়াঃ কর্ম্ম নির্ম্মাণকৃত্যম্ ॥ ২১ ॥

চতুরস্রায়তং কৃত্বা শিলাং সংস্থাপ্য চার্চ্চয়েৎ।
শিরো মুখঞ্চ পৃষ্ঠে চ অঙ্কয়িত্বা তু বুদ্ধিমান্।
যজমানানুকূল্যেন গুরুঃ কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শিলাখণ্ডকে চতুষ্কোণ করিয়া অর্চ্চন পূর্ব্বক স্থাপন করিবে এবং মস্তক মুখ উভয় পৃষ্ঠে অঙ্কন করিয়া বুদ্ধিমান্ আচার্য্য যজমানের আনুকূল্যের দ্বারা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ ২২ ॥

শিলাং পূর্ব্বাননাং কৃত্বা অথবা উত্তরাননাম্।
তোয়েন ব্রহ্মঘোষাদৈঃ স্নাপ্য পশ্চাদ্বলিং হরেৎ ॥২৩

অনুবাদ—শিলাকে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণাদি সহ জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে পূজোপহার অর্পণ করিবেন ॥ ২৩ ॥

টীকা—স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ২৩ ॥

দধিদূর্ব্বাক্ষতৈঃ পূজাং নবারম্ভে সমাচরেৎ ।
শুক্লৈর্গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ মন্ত্রেণানেন দেশিকঃ ॥ ২৪॥

অনুবাদ—নূতন আরম্ভে দধি, দূর্ব্বা অক্ষত দ্বারা এবং শ্বেতচন্দন ও পুষ্পমাল্য সমূহের দ্বারা আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবেন ॥ ২৪ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

ওঁ তৎসৎ নমঃ। **যোঽসৌ ভগবান্ সর্ব্বজগতঃ প্রবীরঃ সঙ্কর্ষণো** বাসুদেবঃ, **প্রবরবরাহ জয় জয় সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিং প্রবর্দ্ধয়স্ব ওঁ ওঁ ফট্ ফট্ নমঃ** ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ মন্ত্র যথা—ওঁ তৎসৎ নমঃ। ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

স্বস্তি বাচ্য দ্বিজান্ সম্যগ্ গুরুভক্ত্যা সমর্চ্চয়েৎ ।
বস্ত্রপুষ্পাদিদানেন অশাঠ্যেন তু পূজয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করিবেন, তাহাদিগকে গুরুবুদ্ধিতে বস্ত্র পুষ্পাদি দান দ্বারা নিষ্কপটে পূজা করিবেন ॥ ২৬ ॥

টীকা—বাচ্য বাচয়িত্বা ॥ ২৬ ॥

মঙ্গলৈর্ব্রহ্মঘোষাদ্যৈঃ প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ ।
মধ্যসূত্রং সমাস্ফাল্য তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ চোৎকিরেৎ ॥২৭॥

অনুবাদ—মঙ্গলধ্বনি ও বেদধ্বনি সহ প্রতিমাকে অঙ্গ বিভাগ করিয়া মধ্যে সূত্র পাতন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শস্ত্রদ্বারা অঙ্কন করিবে ॥ ২৭ ॥

টীকা—সমাস্ফাল্য পাতয়িত্বা, উৎকিরেৎ অঙ্কয়েৎ ॥ ২৭ ॥

—৬১

অথাঙ্গপরিমাণবিশেষঃ

মাৎস্যে—

স্বকীয়াঙ্গুলিমানেন মুখং স্যাদ্দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
মুখ-মানেন কর্ত্তব্যা সর্ব্বাবয়বকল্পনা ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অঙ্গপরিমাণ বিশেষ, মৎস্য-পুরাণে—নিজ অঙ্গুলি পরিমাণে মুখমণ্ডল দ্বাদশ অঙ্গুলি হইবে। ঐ মুখ পরিমাণ দ্বারা সর্ব্ব অবয়ব কল্পনা কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

টীকা—স্বকীয়ং শ্রীমূর্ত্তেরেব যদঙ্গুলং, তস্য মানেন। অঙ্গুলিরিতি বক্তব্যে অঙ্গুলমিত্যার্ষম্। এবমগ্রেঽপি ॥ ২৮ ॥

অথ অঙ্গুলিপরিমাণম্

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

অভিপ্রেতপ্রমাণন্তু নবধা প্রবিভাজয়েৎ ।
নবমে ভাস্করৈর্ভক্তে ভাগঃ স্বাঙ্গুলমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অঙ্গুলি পরিমাণ, শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অভিলষিত প্রতিমার পরিমাণকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগ 'স্বাঙ্গুল' দেবতার নিজ অঙ্গুল বলা হয় ॥ ২৯ ॥

টীকা—স্বকীয়াঙ্গুলিমানমেব লিখতি—অভিপ্রেতে-ত্যাদি সপদদ্বয়েন। অভিপ্রেতং নিজাভীষ্টপ্রমাণং শ্রীমূর্ত্তিপরিমাণম্ ভাস্করৈর্দ্বাদশভির্ভাগৈর্ভক্তে বিভক্তে সতি তদেকভাগঃ স্বস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্গুলম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীনারদীয়ে চ—

বিম্বমানন্তু নবধা প্রোচ্ছ্রায়াৎ সংবিভজ্য বৈ ।
ভাগং ভাগং ততো ভূয়ো ভবেদ্দ্বাদশধা দ্বিজ ।
তদঙ্গুলং স্বাদ্বিম্বস্য ॥ ইতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয়পুরাণে—প্রতিমার পরি-মাণকে উচ্চতায় নয়ভাগে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে পুনরায় দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে, হে দ্বিজ! তাহাই শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গুলি পরিমাণ হইবে ॥৩০

টীকা—বিম্বৎ—প্রতিমা ॥ ৩০ ॥

এবং পুরাণতন্ত্রাদি দৃষ্ট্বাত্রেদং বিলিখ্যতে।
ললাটাচ্চিবুকান্তং স্যাৎ শ্রীমুখং দ্বাদশাঙ্গুলম্ ॥৩১॥

অনুবাদ—এইরূপে পুরাণশাস্ত্র ও তন্ত্রাদি দর্শন করিয়া এই গ্রন্থে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ পরিমাণ লিখিত হইতেছে—ললাট দেশ হইতে চিবুকান্ত পর্য্যন্ত শ্রীমুখ-মণ্ডল দ্বাদশাঙ্গুল হইবে ॥ ৩১ ॥

টীকা—অধুনা অবয়ব-মানং লিখতি—এব-মিত্যাদি। আদি-শব্দাৎ সংগ্রহপুস্তকাদি, ইদমগ্রে লেখ্যং, ললাটাৎ শ্রীমল্ললাটোপরিভাগাদারভ্য। তথা চ শ্রীনারদীয় পঞ্চরাত্রে—চিবুকাচ্চ ললাটান্তম্' ইত্যাদি। এতদাদিকমগ্রে সর্ব্বং তত্র তত্র ব্যক্তং ভাবীতি সম্পূর্ণবচনমত্র ন সংগ্রাহ্যম্ ॥ ৩১ ॥

তত্রাননং ভাগ একস্তত্রৈব চতুরঙ্গুলম্।
ললাটং নাসিকা তদ্বদ্গুল্ফমর্দ্ধাঙ্গুলং ভবেৎ ॥৩২॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে মুখ এক ভাগ—চারি অঙ্গুল, ললাট চারি অঙ্গুল, নাসিকা চারি অঙ্গুল। সেইরূপ গুল্ফ অর্দ্ধাঙ্গুল হইবে ॥ ৩২ ॥

টীকা—তত্র তস্মিন্নানন এব ললাটং চতুরঙ্গুলং, তদ্বৎ চতুরঙ্গুলেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অর্দ্ধাঙ্গুলোঽধরস্তূর্দ্ধ্বোঽপশ্চৈকাঙ্গুলো মতঃ।
দ্ব্যঙ্গুলং চিবুকং চাথ গ্রীবা স্যাচ্চতুরঙ্গুলা ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অর্দ্ধাঙ্গুল অধর নিম্ন ওষ্ঠ, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ একাঙ্গুল, চিবুক দুই অঙ্গুল, অনন্তর গ্রীবা চারি অঙ্গুল ॥ ৩৩ ॥

টীকা—অপরঃ অধস্তনঃ, শ্রীমুখনিজবিভাগং লিখিত্বা তদধঃ শ্মশ্রাদিলিখনেন ভিন্নোপক্রমাদথ-শব্দঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

বক্ষোভাগো ভবেদন্যস্তস্মান্নাভ্যবধিঃ পরঃ।
ততোঽপরশ্চ মেঢ্রান্তস্তস্মাদূরুবিভাগকৌ ॥৩৪॥

অনুবাদ—বক্ষোভাগ অন্য হইবে, তাহা হইতে অন্য ভাগ নাভি পর্য্যন্ত, তাহা হইতে অন্য মেঢ্র অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত এক ভাগ, তৎপরে উরু দুই ভাগ ॥৩৪

টীকা—অন্যঃ শ্রীমুখবিভাগাদ্ভিন্নঃ, তস্মাদ্বক্ষসঃ ॥ ৩৪ ॥

তথা দ্বিভাগিকে জঙ্ঘে জানুনী চতুরঙ্গুলে।
পাদৌ চ তৎসমাবিত্থং দৈর্ঘ্যভাগা নবোদিতাঃ ॥৩৫

অনুবাদ—সেইরূপ জঙ্ঘাদ্বয় দুইভাগ, জানুদ্বয় চারি অঙ্গুল, পাদদ্বয় তৎসম। এইভাবে দৈর্ঘ্য নয়-ভাগ বলা হইল ॥ ৩৫ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে, তৎসমৌ চতুরঙ্গুলৌ, তৌ চ গুল্ফাৎ পাষ্ণিপর্য্যন্তৌ জ্ঞেয়ৌ, দৈর্ঘ্যস্য লিখনাৎ ॥ ৩৫ ॥

কুত্রাপ্যুচ্চাৎ ললাটস্যোপরিষ্টাত্র্যঙ্গুলং শিরঃ।
তদ্বদ্গ্রীবাজানুপাদাস্তথাপি স্যুর্নবৈব তে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও উচ্চহেতু ললাটের উপরে তিন অঙ্গুলি মস্তক, সেইরূপ গ্রীবা, জানু হইতে পাদ, এই-রূপ ভাবেও নব ভাগই হইল ॥ ৩৬ ॥

টীকা—কুত্রাপি শ্রীনারদীয়, এব, এতদাদিপ্রমাণ-বচনানি চ সর্ব্বাণ্যেবাগ্রে তত্র তত্র ব্যক্তীভবিষ্যন্ত্যে-বেত্যত্র পূর্ব্ববন্ন লিখ্যন্তে। গ্রীবাদয়োঽপি তদ্বৎ; ত্র্যঙ্গুলাঃ ত্রিভাগাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি স্যাৎ সর্ব্বতো দৈর্ঘ্যে সাষ্টোত্তরশতাঙ্গুলাঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলো মৌলিঃ কুচিচ্চ দ্বাদশাঙ্গুলঃ ॥৩৭॥

অনুবাদ—এইভাবে শ্রীবিগ্রহের দৈর্ঘ্য সর্ব্বসমেত অষ্টোত্তর শত অঙ্গুলি হইবে, চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি মস্তক, কোথাও দ্বাদশাঙ্গুল ॥ ৩৭ ॥

টীকা—তদ্দার্ঢ্যার্থ্যমেব লিখতি—ইতীতি। সা শ্রীমূর্ত্তিঃ, মৌলিস্তু ললাটোপরি শ্রীমস্তকে জ্ঞেয়ঃ। কুচিৎ শ্রীহয়শীর্ষীয়ে, তথাপি দ্বাদশাঙ্গুলত্বং দ্ব্যঙ্গু-লালকস্থলত্যাগাদ্বিরুদ্ধমেব। তথা চ তত্রৈব—'পরণে দ্ব্যঙ্গুলৌ শঙ্খৌ' ইত্যাদি। অস্যার্থঃ—'পরে-ণেতি ললাটাৎ পরতঃ তদুপরীত্যর্থঃ। তৎপার্শ্বয়ো-রাধিক্যাত্তথালকান্বিতাবিত্যুক্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

অথ বিস্তারঃ

বিস্তারেঽষ্টাঙ্গুলং তস্যা ললাটং ত্বর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
ভ্রুবৌ নেত্রান্তপর্য্যন্তে প্রত্যেকং চতুরঙ্গুলে ॥৩৮॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবিগ্রহের বিস্তার—প্রতিমার বিস্তার অষ্ট অঙ্গুলি, ললাট অর্দ্ধচন্দ্রবৎ, দুই ভ্রূনেত্রান্ত পর্য্যন্ত, প্রত্যেকটি চারি অঙ্গুলি ॥ ৩৮ ॥

টীকা—এবং দৈর্ঘ্যং লিখিত্বাঙ্গানাং বিস্তারং লিখতি—বিস্তার ইত্যাদিনা। তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেঃ ॥৩৮॥

তয়োর্মধ্যে দ্ব্যঙ্গুলং স্যাৎ কুচিচ্চৈকাঙ্গুলং মতম্।
ভ্রূলেখার্দ্ধাঙ্গুলা সা চ মধ্যে স্থূলাগ্রতঃ কৃশা ॥৩৯॥

অনুবাদ—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দুই অঙ্গুল, কোথাও একাঙ্গুল ব্যবধান সম্মত। ভ্রূলেখা অর্দ্ধাঙ্গুলা, তাহা মধ্যে স্থূলা ও অগ্রে কৃশা ॥ ৩৯ ॥

টীকা—কুচিৎ শ্রীনারদীয়ে। উভয়থাপ্যলিখিতে এব তে ॥ ৩৯ ॥

তীক্ষ্ণা নতধনুস্তুল্যা কর্ণৌ তু চতুরঙ্গুলৌ।
ষড়ঙ্গুলৌ বা তাবুচ্চৌ বিদ্ধৌ চেচ্চিবুকাবধি ॥৪০॥

অনুবাদ—ভ্রূলেখা তীক্ষ্ণা নতধনুতুল্যা, কর্ণদ্বয় প্রত্যেকটি চারি অঙ্গুলি বা ষড়ঙ্গুলি উচ্চ ও ছিদ্রযুক্ত হইলে চিবুক পর্য্যন্ত ॥ ৪০ ॥

টীকা—বা-শব্দো মতভেদাৎ। স চাত্র বিদ্ধত্বা-পেক্ষয়া ঘটত এব। উচ্চৈঃ দৈর্ঘ্যে ইত্যর্থঃ। এবম-গ্রেঽপি, চিবুকাবধীতি বিদ্ধয়োরষ্টাঙ্গুলত্বেন তাবৎ প্রবেশপ্রাপ্তেঃ ॥ ৪০ ॥

বিততৌ দ্ব্যঙ্গুলৌ প্রান্তেঽর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈককাঙ্গুলৌ।
কর্ণচ্ছিদ্রন্তু নেত্রান্ত-সমমেকাঙ্গুলং ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বিস্তারে দুই অঙ্গুলি, প্রান্তে অর্দ্ধ অঙ্গুলি বা একাঙ্গুলি কর্ণ ছিদ্র কিন্তু নেত্রান্ত সম একাঙ্গুল হইবে ॥ ৪১ ॥

টীকা—প্রান্তে অধস্তনান্ত্যভাগে, একৈকমেকম্, একাঙ্গুলৌ বা। ঈদৃক্ মতভেদঃ, স্বস্বরুচ্যনুসারেণ সৌন্দর্য্যস্য তত্তৎকালীন-শ্রীমদঙ্গেৰন্ভেদস্য বাপেক্ষয়া। নেত্রান্তাভ্যাং সমং, ন চ তাভ্যামুচ্চং, ন চ নীচং সমরেখয়োর্বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। যচ্চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষ-দেবেন—'ভ্রূসমা' ইত্যাদি। তচ্চ ভ্রুবোঃ প্রান্তভাগস্য প্রায়ো নেত্রান্তব্যাপকতাভিপ্রায়েণ ॥ ৪১ ॥

কর্ণোপরিষ্টাৎ শ্রীমস্তমুচ্চত্বে দ্বাদশাঙ্গুলম্।
ত্রিগুণঃ পরিধিস্তস্য দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—কর্ণের উপরে শ্রীমস্তক উচ্চতায় দ্বাদশ অঙ্গুল, মস্তকের পরিধি উচ্চতার ত্রিগুণ কেশসহ ৪২ অঙ্গুল ॥ ৪২ ॥

টীকা—দ্বাদশাঙ্গুলমিতি কিরীটস্য দ্ব্যঙ্গুলোচ্চত্বাৎ মৌলের্দ্দশাঙ্গুলতা, পক্ষে কিরীটস্যেব শ্রীমস্তকস্য তাবদুচ্চত্বাৎ। যজমানেচ্ছয়া—মৌল্যভাবে চ স্বত-এব তাবজ্জ্ঞেয়ম্। তস্য শ্রীমস্তকস্য পরিধিঃ পরি-ণাহঃ, ত্রিগুণঃ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽন্য-ত্রাপি ॥ ৪২ ॥

সকেশস্যাথ নয়নে দৈর্ঘ্যে তু দ্ব্যঙ্গুলে মতে।
কুত্রাপি ত্র্যঙ্গুলে তে হি বিস্তারে চৈকলাঙ্গুলে ॥৪৩॥

অনুবাদ—অনন্তর নয়নদ্বয় দীর্ঘতায় দুই অঙ্গুল স্বীকৃত, কোথাও তিন অঙ্গুল, বিস্তারে এক অঙ্গুল ॥ ৪৩ ॥

টীকা—সকেশস্য চ তস্য পরিধিশ্চত্বারিংশদঙ্গুল ইত্যর্থঃ। কেশপাশস্ত দীর্ঘঃ স্কন্ধোপরি বিন্যস্যঃ। কুত্রাপি শ্রীনারদীয়ে। একলমেকম্ ॥ ৪৩ ॥

তারকাত্র তৃতীয়াংশা দৃষ্টিঃ স্যাৎ পঞ্চমাংশিকা।
কুচিৎ তৃতীয়ভাগৈব দৃঙ্মধ্যং চতুরঙ্গুলম্ ॥৪৪॥

অনুবাদ—নয়নের তারকা তৃতীয়াংশ, দৃষ্টি পঞ্চমাংশ, কোথাও তৃতীয় ভাগ, দৃষ্টিদ্বয়ের মধ্যভাগ চতুরঙ্গুল ব্যবধান ॥ ৪৪ ॥

টীকা—কুচিত্ত্বত্রৈব, তৎপ্রান্তৌ চার্দ্ধাঙ্গুলৌ জ্ঞেয়ৌ, 'দ্রোণী চার্দ্ধাঙ্গুলা মতা' ইতি শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তেঃ। দৃশোর্দ্ধয়োমধ্যম্ ॥ ৪৪ ॥

কুত্রচিৎ ত্র্যঙ্গুলং কর্ণ-দৃশমধ্যং চতুরঙ্গুলম্ ।
সৃক্কণী কর্ণয়োর্মূলাৎ ষড়ঙ্গুলবিদূরতঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কোনস্থলে নেত্রদ্বয়ের ব্যবধান তিন অঙ্গুল, কর্ণ ও দৃষ্টির মধ্যভাগ চতুরঙ্গুল, সৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের মূল হইতে ষড়ঙ্গুল দূরে॥৪৫॥

টীকা—কুত্রচিৎ শ্রীনারদীয় এব । কর্ণদৃশোর্মধ্যম্। সৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তভাগৌ, অতএব শ্রীমুখবিবরস্যাপ্যন্ত-ভাগো স্যাতাম্ । তথা চ শ্রীদশমস্কন্ধে (১৬-২৫)—'তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং, দ্বে সৃক্কণী' ইতি । কিঞ্চ—'প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে' ইতি । ষড়ঙ্গুলৈর্বিদূরতো বর্ত্তেতে । যচ্চ শ্রীনারদীয়ে—'সৃক্কণী চতুরাঙ্গুলে' ইতি । তত্র সৃক্ক-শব্দেন সৃক্কদ্বয়পর্য্যন্তং শ্রীমুখবিবরভাগ এবাভিপ্রেতঃ ॥ ৪৫ ॥

হনুকে দ্ব্যঙ্গুলে স্যাতাং নির্গতে কর্ণমূলতঃ ।
কপোলৌ দর্পণাকারৌ হন্বগ্রে চতুরঙ্গুলৌ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হনুদ্বয় দুই অঙ্গুল হইবে কর্ণমূল হইতে, গণ্ডদ্বয় দর্পণাকার, হনুর অগ্র চারি অঙ্গুল ॥ ৪৬ ॥

টীকা—হনুকং কর্ণপার্শ্বতঃ কপোলপর্য্যন্তভাগঃ । অতঃ কর্ণমূলং কর্ণপার্শ্ব এবেত্যর্থঃ । কর্ণাধস্তাচ্চ হনুকং চেত্তথাপি তদুপর্য্যেব কপোলৌ । ততশ্চ হনু-নোঽগ্রে উপরীত্যর্থঃ । গণ্ডয়োর্দর্পণাকারত্বেন সর্ব্ব-তশ্চতুরঙ্গুলত্বাদ্ধনূর্দ্ধভাগব্যাপ্তেঃ । তথা চ মাৎস্যে—'হনুকে দ্ব্যঙ্গুলে' ইত্যাদি । অস্যার্থঃ—হন্বগ্রে মণ্ডলং গণ্ডমণ্ডলং বিস্তারাদ্ধনুতো দ্বিগুণং চতুরঙ্গুলম্ । তচ্চ সর্ব্বত্র ইতি জ্ঞেয়ং, সর্ব্বত্র তস্য ফলকমুকুরাদি-সাদৃশ্যোক্তিরিতি ॥ ৪৬ ॥

নাসৌচ্চৈকাঙ্গুলা মূলে দ্ব্যঙ্গুলা চাগ্রতো ভবেৎ ।
একাঙ্গুলে পুটে তস্যাস্তয়োস্ত্বর্দ্ধাঙ্গুলং বিলম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—নাসা মূলে উচ্চ একাঙ্গুল, অগ্রভাগ দুই অঙ্গুল হইবে । নাসা পুট একাঙ্গুল, নাসাছিদ্রদ্বয় অর্দ্ধাঙ্গুল ॥ ৪৭ ॥

টীকা—পুটে চ সর্ব্বত একাঙ্গুলে জ্ঞেয়ে, করবীর-সাদৃশ্যোক্তেঃ, কৃচিত্তিলপুষ্পতুল্যতোক্তেশ্চ । তয়োঃ পুটয়োর্বিলং ছিদ্রম্ ॥ ৪৭ ॥

দলঞ্চ নিষ্পাবসমং সা হ্যেবং করবীরবৎ ।
বিদারভাগস্তুণ্ডস্য বিস্তারে চতুরঙ্গুলঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—দল সীমবৎ, নাসা করবীর পুষ্পতুল্য (তিলপুষ্পতুল্য), মুখের বিদার ভাগ বিস্তারে চতুর-ঙ্গুল ॥ ৪৮ ॥

টীকা—দলঞ্চ তয়োরেব স্থৌল্যং, নিষ্পাবং দ্বিদ-লান্নবিশেষঃ । এবমনেনোক্তপ্রকারেণ সা নাসা করবীরপুষ্পসদৃশী ॥ ৪৮ ॥

চিবুকং ত্র্যঙ্গুলং তারে গ্রীবা ত্বষ্টাঙ্গুলা ভবেৎ ।
পরিধিস্ত্রিগুণস্তস্যাঃ স্কন্ধাবুচ্চৌ ষড়ঙ্গুলৌ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—চিবুক তিন অঙ্গুল বিস্তার, গ্রীবা অষ্ট অঙ্গুল, গ্রীবার পরিধি ত্রিগুণ ২৪ অঙ্গুল, স্কন্ধদ্বয় ষড়-ঙ্গুল উচ্চ ॥ ৪৯ ॥

টীকা—তারে বিস্তারে, উচ্চৌ বাহুমূলাৎ । অত-এবোক্তং মাৎস্যে—'কক্ষয়োরুপরিষ্টাচ্চ' ইত্যাদি ॥ ৪৯ ॥

বিস্তারেঽষ্টাঙ্গুলৌ পীনৌ বৃষস্কন্ধোপমৌ মতৌ ।
ভুজৌ সুবৃত্তৌ তত্রোর্দ্ধ্বা বাহুঃ স্যাৎ
ষোড়শাঙ্গুলঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বিস্তারে অষ্ট অঙ্গুল, স্থূল বৃষস্কন্ধবৎ, ভুজদ্বয় সুগোল, তাহার ঊর্দ্ধ্বভাগ বাহু ষোল অঙ্গুল ॥ ৫০ ॥

টীকা—বিস্তারশ্চ তয়োর্ব্বামূল্যাৎ গ্রীবান্তম্ । পীনাবিত্যনেন তদুপরিভাগ-বিস্তারশ্চতুরঙ্গুলো জ্ঞেয়ঃ, বৃষস্কন্ধোপমত্বাৎ । তত্র তয়োর্ভুজয়োরূর্দ্ধ্বো ভাগঃ, বাহুঃ বাহুসংজ্ঞঃ ॥ ৫০ ॥

অষ্টাদশাঙ্গুলোঽধস্তাৎ প্রবাহুঃ কৃচিদন্যথা ।
বাহোস্তু মধ্যে পরিধির্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—নিম্নভাগ অষ্টাদশ অঙ্গুল-প্রবাহু, কোথাও অন্য প্রকার বাহুর মধ্যভাগের পরিধি অষ্টাদশাঙ্গুল ॥ ৫১ ॥

টীকা—তদধস্তাদ্বর্ত্তমানশ্চ প্রবাহুসংজ্ঞঃ। কুচিৎ হয়শীর্ষীয়াদৌ ত্বন্যথা তদ্বিপরীতঃ। 'বাহুরষ্টাদশাঙ্গুলঃ প্রবাহুঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ' ইতি তচ্চ চিন্ত্যম্; 'অধস্তাৎ স্কন্ধশিখরাদ্বাহুঃ স্যাৎ ষোড়ষাঙ্গুলঃ' ইতি শ্রীনারদীয়োক্তেঃ লোকে তদ্দর্শনাচ্চ, কিঞ্চ, 'কচিৎ প্রবাহুঃ কৃষ্ণস্য সপ্তদশাঙ্গুলো মতঃ। অথবাঙ্গুলহীনস্তু দ্বিতীয়ং পর্ব্বমুচ্যতে ॥' ইতি মাৎস্যোক্তেঃ ॥ ৫১ ॥

ষোড়শাঙ্গুলকোঽন্যস্য তদগ্রে দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
দীর্ঘং পাণিতলং সপ্তাঙ্গুলং পৃথু ষড়ঙ্গুলম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হস্তের পরিধি ষোড়শাঙ্গুল, হস্তের অগ্রভাগ দ্বাদশাঙ্গুল। হস্ততল দীর্ঘে সপ্তাঙ্গুল, ষড়ঙ্গুল বিস্তীর্ণ ॥ ৫২ ॥

টীকা—অন্যস্য প্রবাহোঃ তস্য, প্রবাহোরগ্রে পৃথু বিস্তীর্ণম ॥ ৫২ ॥

ক্বাপি পঞ্চাঙ্গুলং নিম্নমধ্যং সল্লক্ষণান্বিতম্।
পঞ্চাঙ্গুলা মধ্যমান্যে সার্দ্ধে চ চতুরঙ্গুলে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—নারদীয়পুরাণে করতল পঞ্চাঙ্গুল, মধ্যস্থল নিম্ন এবং রেখারূপে ধ্বজ বজ্রাদি শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্নিত, পঞ্চ অঙ্গুলি মধ্যমা ব্যতীত অন্য দুইটি সাড়ে চারি অঙ্গুলি ॥ ৫৩ ॥

টীকা—ক্বাপি শ্রীনারদীয়ে, সল্লক্ষণৈঃ রেখাত্মকৈর্ধ্বজ-বজ্রাদিভিরারণ্যাদিভিশ্চান্বিতম্। মধ্যমাঙ্গুলিঃ, অন্যে তর্জ্জন্যনামিকে দ্বে ॥ ৫৩ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলিরঙ্গুষ্ঠোঽপ্যুক্তৌ দ্বৌ চতুরঙ্গুলৌ।
সার্দ্ধ ত্র্যঙ্গুলকোঽঙ্গুষ্ঠঃ ক্বাপ্যয়ন্তু দ্বিপর্বকঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই দুইটি চারি অঙ্গুলি, সাড়েতিন অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ দুইটি পর্ব্বযুক্ত ॥৫৪॥

টীকা—ক্বাপি তত্রৈব, অঙ্গুষ্ঠঃ সার্দ্ধত্র্যঙ্গুলঃ, অয়মঙ্গুষ্ঠস্তু ॥ ৫৪ ॥

অন্যাস্ত্রিপর্ব্বিকাঃ সর্ব্বা গোপুচ্ছাকৃতিশোভনাঃ।
সমানি সর্ব্বপর্ব্বাণি স্বস্বমানানুরূপতঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—অন্য অঙ্গুলিগুলি তিন পর্ব্বযুক্তা ও গোপুচ্ছসদৃশ শোভনা, নিজ নিজ মান অনুসারে সকল পর্ব্ব সমান ॥ ৫৫ ॥

টীকা—গোপুচ্ছেতি মূলে স্থূলত্বাৎ ক্রমশোঽগ্রে কৃশত্বাচ্চ। শোভনা ইত্যনেন ততোঽধিকং সৌন্দর্য্যং বোধিতমেব। স্বস্বমানানুরূপত ইতি স্বকীয়ং যৎ দৈর্ঘ্য-পরিমাণং তত্তৃতীয়ভাগেনৈকং পর্ব্বেত্যেবং সর্ব্বাসাং পর্ব্বাণীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কুচিচ্চ মধ্যমামধ্যপর্ব্বদ্ব্যঙ্গুলকং মতম্।
অন্যানি সর্ব্বপর্ব্বাণি ন্যূনানি যবশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও মধ্যমার মধ্যপর্ব্ব দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ সম্মত। অন্য পর্ব্ব সকল ক্রমে এক যব পরিমিত কম ॥ ৫৬ ॥

টীকা—কুচিন্মাৎস্যে, সর্ব্বপর্ব্বাণি পঞ্চানামপি সর্ব্বাণি পর্ব্বাণি, তথা চ তত্রৈব—'যব যবস্তু সর্ব্বস্যাঃ' ইত্যাদি। ক্রমাদিতি যস্যা যাবৎ প্রমাণং পর্ব্ব তদনুসারেণ ন্যূনমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠস্যোর্ধপর্ব্বস্থঃ পরিধিশ্চতুরঙ্গুলঃ।
ক্রমশঃ কিঞ্চিদূনাশ্চ সর্ব্বে পরিধয়োঽপরে ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—অঙ্গুষ্ঠের উর্দ্ধপর্ব্বের চারি অঙ্গুলি, অপর অঙ্গুলিগুলির পরিধি কিঞ্চিৎ কম ॥ ৫৭ ॥

টীকা—পর্ব্বস্থঃ পর্ব্ববর্ত্তী, অপরে সর্ব্ব ইতি অঙ্গুষ্ঠস্যাধোবর্ত্তী, তথৈব পরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বে পরিধয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

কূর্ম্মপৃষ্ঠসমাঃ স্বস্বপর্ব্বার্দ্ধপ্রমিতা নখাঃ।
চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলোঽথ বিস্তারো বক্ষসো ভবেৎ ॥৫৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্ম পৃষ্ঠ সম নখগুলি নিজ নিজ পর্ব্বের অর্দ্ধ পরিমিত। বক্ষের বিস্তার চব্বিশ অঙ্গুলি হইবে ॥ ৫৮ ॥

স্তনয়োস্তু স্তয়োর্মধ্যে বিস্তারো দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
দ্ব্যঙ্গুলঃ স্বস্ববিস্তারে চুচুকৌ যবমাত্রকৌ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—স্তনদ্বয়ের মধ্যে দ্বাদশ অঙ্গুল বিস্তার, নিজ নিজ বিস্তারে চুচুক দুই অঙ্গুলি, এক যব সদৃশ ॥ ৫৯ ॥

টীকা—স্বস্য স্বস্য তস্য বিস্তারঃ ॥ ৫৯ ॥

কক্ষে ষড়ঙ্গুলে তদ্বদ্বাহুমূলস্তনান্তরে।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং চারু বিস্তারে জঠরং ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—কক্ষদ্বয় ষড়ঙ্গুল, সেইরূপ বাহুমূল ও স্তনের মধ্যে ষড়ঙ্গুল উদরদেশ সুন্দর বিস্তারে চতুর্দ্দশ অঙ্গুল হইবে ॥ ৬০ ॥

টীকা—অতঃ ষড়ঙ্গুলত্বয়োঃ পরিণাহো জ্ঞেয়ঃ, বাহুমূলস্তনয়োরন্তরে মধ্যদ্বয়ম্। চারু অশ্বত্থপত্রাকারাত্তথা ত্রিবলিসূক্ষ্মরেখাত্রয়াদিনা চ সুন্দরম্ ॥৬০॥

মধ্যে চৈকাঙ্গুলা নাভির্নিম্না চ বিততা তথা।
নাভিমধ্যে তু পরিধির্দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুল্যা ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—উদর মধ্যে নাভি একাঙ্গুল, গভীর ও বিস্তার একাঙ্গুল। নাভি মধ্যে পরিধি বিয়াল্লিশ অঙ্গুলি ॥ ৬১ ॥

বিস্তারে পুরুষস্যোক্তা কটিরষ্টাদশাঙ্গুলা।
পরিণাহো ভবেত্তস্যাশ্চতুষ্পঞ্চাশদঙ্গুলঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—পুরুষ মূর্ত্তির কটিদেশ বিস্তারে অষ্টাদশাঙ্গুল। মধ্যদেশের পরিধি চুয়ান্ন অঙ্গুল ॥ ৬২ ॥

টীকা—পুরুষস্যেতি স্ত্রীণাং তদাধিক্যাৎ, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৬২ ॥

ঊর্ব্বোর্মূলে তু বিস্তারো দ্বাদশাঙ্গুলকো ভবেৎ।
মধ্যেঽধিকঃ ক্রমাদূনঃ পরিধিস্ত্রিগুণোঽখিলঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—উরুদ্বয়ের মূলে বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল হইবে, পরিধি সকল বিস্তৃতির ত্রিগুণ, মধ্যে অধিক, ক্রমে কম ॥ ৬৩ ॥

টীকা—অধিকো বিস্তারস্তদগ্রে চ ক্রমেণোনঃ হস্তিহস্ত-কদলীবৃক্ষাদ্যাকারসাদৃশ্যাৎ। অখিল ইতি মূলমধ্যাগ্রবর্ত্তী সর্ব্বোঽপি পরিধিঃ স্বস্বমানানুসারেণ ত্রিগুণঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গুলঃ ক্বাপি পরিণাহস্তু তাদৃশঃ।
উচ্চমেকাঙ্গুলং জানুদ্বয়ং ত্র্যঙ্গুলকং ততম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—কোথাও উরুদ্বয় চতুর্দ্দশ অঙ্গুল পরিধিও সেইরূপ জানুদ্বয় উচ্চ একাঙ্গুল, বিস্তার তিন অঙ্গুল ॥ ৬৪ ॥

টীকা—ক্বাপি বারাহ্যাম্, তাদৃশস্তু ত্রিগুণঃ ততঃ বিস্তীর্ণম্ ॥ ৬৪ ॥

তন্মধ্যে পরিধিস্ত্বেকবিংশত্যঙ্গুলকো ভবেৎ।
ক্বাপ্যষ্টাঙ্গুলবিস্তারঃ পরিধৌ ত্রিগুণং হি তৎ ॥৬৫॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে পরিধি এক বিংশতি অঙ্গুল হইবে, কোথাও অষ্টাঙ্গুল বিস্তার, পরিধিতে তাহা তিনগুণ ॥ ৬৫ ॥

টীকা—ক্বাপি শ্রীহয়শীর্ষীয়ে, তৎ জানু ॥ ৬৫ ॥

বিস্তারো জঙ্ঘয়োঃ সপ্তাঙ্গুলো মধ্যেঽপি তাদৃশঃ।
পরিধিঃ ক্বাপি তন্মূলে বিস্তারস্তু ষড়ঙ্গুলঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—জঙ্ঘাদ্বয়ের বিস্তার সপ্তাঙ্গুল মধ্যেও সেইরূপ, পরিধি কোথাও তাহার মূলে বিস্তার ষড়ঙ্গুল ॥ ৬৬ ॥

টীকা—অপি-শব্দাৎ মধ্য ইত্যস্যোভয়তোঽপ্যন্বয়ঃ, পরিধিস্তাদৃশস্ত্রিগুণঃ। ক্বাপি শ্রীনারদীয়ে ॥ ৬৬ ॥

পরিধিস্ত্রিগুণোঽগ্রে তু চতুর্যুক্তদশাঙ্গুলঃ।
কুচিত্ত্বেকাধিকঃ সোঽঙ্ঘ্রী দ্বৌ চ চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ ॥৬৭

অনুবাদ—পরিধি ত্রিগুণ, অগ্রে চতুর্দ্দশাঙ্গুল, কোথাও একাধিক, পদদ্বয় চতুর্দ্দশাঙ্গুল ॥ ৬৭ ॥

টীকা—কুচিত্তত্রৈব, সঃ অগ্রপরিধিঃ একাধিকঃ পঞ্চদশাঙ্গুল ইত্যর্থঃ। অতস্তন্মতে তয়োরগ্রে বিস্তারঃ

পঞ্চাঙ্গুলো জ্ঞেয়ঃ। তথা চ তত্রৈব—জঙ্ঘাবসান ইত্যাদি। চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ জ্ঞেয়ৌ দৈর্ঘ্যে। তচ্চ পাষ্ণিপৃষ্ঠতোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রান্তম্। তথা চ তত্রৈব—'পার্ষ্ণ্যোশ্চ পৃষ্ঠতঃ' ইত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

দ্বাদশাঙ্গুলকৌ ক্বাপি বিস্তারে তৌ ষড়ঙ্গুলৌ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতৌ গুলফদ্বয়ং দ্ব্যাঙ্গুলকং তয়োঃ ॥৬৮॥

অনুবাদ—কোথাও দ্বাদশাঙ্গুল পদদ্বয়, বিস্তারে ষড়ঙ্গুল। গুল্ফদ্বয় কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত দ্বি অঙ্গুল ॥ ৬৮ ॥

টীকা—ক্বাপি শ্রীহয়শীর্ষীয়ে, দৈর্ব্যে দ্বাদশাঙ্গুলৌ, দ্ব্যঙ্গুলকং দৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ জ্ঞেয়ম্। তয়োঃ পাদয়োঃ ॥ ৬৮ ॥

দৈর্ঘ্যে ত্র্যঙ্গুলকোঽঙ্গুষ্ঠঃ কৃচিচ্চ চতুরঙ্গুলঃ।
প্রদেশিনী তু তত্তুল্যা ষোড়শাংশোনমধ্যমা ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—পদাঙ্গুষ্ঠ দৈর্ঘ্যে তিন অঙ্গুল, কোথাও চতুরঙ্গুল। প্রদেশিনী অঙ্গুলি সেইরূপ, মধ্যমাঙ্গুলি ষোড়শভাগ কম ॥ ৬৯ ॥

টীকা—তচ্চতুরঙ্গুলঃ বর্ত্তুলং জ্ঞেয়ম্ কৃচিচ্চ শ্রীনারদীয়ে প্রদেশিনীষোড়শাংশেনোনা মধ্যমাঙ্গুলিঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্যে দ্বে চাষ্টমাংশোনে তাদৃশ্যো বাখিলাঃ ক্রমাৎ।
ক্বাপ্যন্যে দ্বে পাদহীনে উচ্চশ্চৈকাঙ্গুলেন সঃ ॥৭০॥

অনুবাদ—অন্য দুইটি অঙ্গুলি অষ্টমাংশ কম, অথবা সকল অঙ্গুলি ক্রমে সেইরূপ। কোথাও দুইটি একপাদ কম, অঙ্গুষ্ঠ উচ্চতা একাঙ্গুল ॥ ৭০ ॥

টীকা—অন্যে অনামিকা-কনিষ্ঠে, ক্রমাদিতি অনামিকায়া অষ্টমাংশেনোনা কনিষ্ঠা জ্ঞেয়া। অখিলা অঙ্গুলয়স্তাদৃশ্যঃ অঙ্গুষ্ঠাষ্টমাষ্টমাংশোনাঃ। ক্রমাদিতি পূর্ব্ব পূর্ব্বত্র উত্তরোত্তরা অপি সর্ব্বাঃ ক্রমেণাষ্ট-মাংশোনা ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীহয়শীর্ষীয়ে—'অষ্ট-মাংশাষ্টমাংশোনা' ইত্যাদি। মাৎস্যে 'অঙ্গুষ্ঠস্য সমা তদ্বৎ' ইত্যাদি। ক্বাপি শ্রীনারদীয়ে, অন্যে অনামিকা-কনিষ্ঠে মধ্যমাতঃ পাদহীনে। অত্রাপি ক্রমাদিত্যস্যানুবর্ত্তনাদনামিকাপাদোনা কনিষ্ঠা জ্ঞেয়া। সঃ—অঙ্গুষ্ঠঃ ॥ ৭০ ॥

সপাদাঙ্গুলতঃ ক্বাপি পরাঃ সর্ব্বাস্তদর্দ্ধতঃ।
পঞ্চাঙ্গুলোঽস্য পরিধির্দেশিন্যাস্ত্র্যঙ্গুলৌ ভবেৎ ॥৭১॥

অনুবাদ—কোথাও অঙ্গুষ্ঠ সওয়া অঙ্গুল উচ্চ, পর পর অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুষ্ঠে উচ্চতার অর্দ্ধেক হইবে, ইহার পরিধি পঞ্চাঙ্গুল, প্রদেশিনীর পরিধি তিন অঙ্গুল হইবে ॥ ৭১ ॥

টীকা—ক্বাপি শ্রীহয়শীর্ষীয়ে, সপাদাঙ্গুলেনোচ্চং, পরাঃ প্রদেশিন্যাদ্যাস্তস্যাঙ্গুষ্ঠস্যার্দ্ধেনোচ্চাস্তত্র চ তত্তৎ পরিণাহানুসারেণৈব জ্ঞেয়াঃ। অস্য অঙ্গুষ্ঠস্য দেশিন্যাঃ প্রদেশিন্যাঃ ॥ ৭১ ॥

অন্যাসাং ত্বষ্টমাংশোনঃ পরিধিঃ স্যাৎ ক্রমেণ হি।
দ্বিপর্ব্বকো মতোঽঙ্গুষ্ঠঃ পরাঃ সর্ব্বাস্ত্রিপর্ব্বিকাঃ ॥৭২

অনুবাদ—অন্যগুলির পরিধি ক্রমেই অষ্টমাংশ কম, অঙ্গুষ্ঠ দ্বিপর্ব্ব, স্বীকৃত, অন্যগুলি ত্রিপর্ব্বিকা ॥ ৭২ ॥

টীকা—হি এব, ক্রমেণৈব ॥ ৭২ ॥

স্বস্বদৈর্ঘ্যে তৃতীয়াংশ পর্ব্ব তাসামমুষ্য চ।
অঙ্গুষ্ঠস্য নখঃ পাদোনাঙ্গুলোঽৰ্দ্ধাঙ্গুলোঽন্যতঃ ॥৭৩॥

অনুবাদ—অঙ্গুলীগুলির নিজ নিজ দীর্ঘতার তৃতীয়াংশ পর্ব্ব হইবে, অঙ্গুষ্ঠেরও, অঙ্গুষ্ঠের নখ অঙ্গুলির এক চতুর্থাংশ কম, অন্য হইতে অর্দ্ধাঙ্গুল ॥ ৭৩ ॥

টীকা—অমুষ্য অঙ্গুষ্ঠস্য চ, অন্যতঃ সর্ব্বাসামান্যা-সামিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

ক্রমেণ কিঞ্চিদূনশ্চ কূর্ম্মপৃষ্ঠসমো হি সঃ।
নিতম্বৌ করিকুম্ভাভৌ বিস্তারে ষোড়শাঙ্গুলৌ ॥৭৪॥

অনুবাদ—ক্রমে কিঞ্চিৎ উন কূর্ম্ম পৃষ্ঠ সম নখ,

নিতম্ব (পাছা) দ্বয় হস্তিকুম্ভসদৃশ, বিস্তরে ষোড়শ অঙ্গুল ॥ ৭৪ ॥

টীকা—স নখঃ, করিকুম্ভাভাবিত্যনেন সুবর্ত্তুলৌ সুবিভক্তৌ চ জ্ঞেয়ৌ। ষোড়শাঙ্গুল-বিস্তারত্বেন তয়োঃ পরিধিস্তুত্রিগুণো জ্ঞেয় এব ॥ ৭৪ ॥

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং স্কন্ধাৎ পৃষ্ঠং নিম্নং ক্রমেণ তৎ।
বিংশত্যঙ্গুলপর্য্যন্তং নতবংশঞ্চ তন্নতম্ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্ধ হইতে ছত্রিশ অঙ্গুল ক্রমে নিম্ন পৃষ্ঠ। বিংশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত নতবংশ সদৃশ তাহা সন্নত ॥ ৭৫ ॥

টীকা—তৎ পৃষ্ঠং বিংশত্যঙ্গুলপর্য্যন্তং ক্রমেণ নিম্নং নতপৃষ্ঠবংশম্। যদ্যপ্যবষ্টম্ভাচ্ছাদনাদিনা শ্রীমূর্ত্তের্নিতম্বপৃষ্ঠে ন দৃশ্যেতে, অতএবান্যত্র তে দ্বে নোক্তে, কেবলং শ্রীনারদীয় এবোক্তে, তথাপি কৃচিদ-বষ্টম্ভরাহিত্যাদিনা তদপেক্ষয়াত্র তে লিখিতে ॥ ৭৫ ॥

মধ্যদেশাচ্চ বিততং মিলিতং মৎস্যযুগ্মবৎ।
অন্যচ্চালিখিতং কার্য্যং লোকদৃষ্ট্যাখিলং বুধৈঃ ॥৭৬

অনুবাদ—মধ্যদেশ হইতে বিস্তৃত এবং মৎস্য-দ্বয়ের ন্যায় সংযুক্ত হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য যাহা লিখিত হইল না, অভিজ্ঞগণ তাহা লোক দৃষ্টি অনু-সারে জানিবেন ॥ ৭৬ ॥

টীকা—এবং প্রসিদ্ধপ্রধানপ্রকটসর্ব্বাঙ্গপরিমাণং লিখিত্বাত্র অলিখিতান্যবিজ্ঞান প্রকারং লিখতি—অন্যচ্চেতি। লিঙ্গাদিকং কর্ণচ্ছিদ্রপার্শ্বদ্বয়-নিম্নতং নখাগ্রার্দ্ধচন্দ্রাকৃতিত্বং পার্শ্বদ্বয়াদিকঞ্চ লোকদৃষ্ট্যা লোকেষু তত্তদঙ্গসৌষ্ঠবাদিদৃষ্ট্যা, বুধৈরিতি তত্র তত্রৈব স্ববুদ্ধ্যা বিচার্য্য তত্রাপি শাস্ত্রোক্তধ্যানেন ধ্যেয়-শ্রীভগবদঙ্গসৌন্দর্য্যাদ্যনুসারেণৈব সর্ব্বং কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

হয়শীর্ষীয়ে—

এতত্তে লক্ষণং প্রোক্তমুদ্দেশেন ময়ানঘ।
অনয়ৈব দিশা কার্য্যং স্বয়মপ্যূহ্য দেশিকৈঃ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—হে অনঘ! এই শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ সমূহ তোমাকে সংক্ষেপে বর্ণন করি-লাম, এই অনুসারে আচার্য্যের উপদেশ মত স্বয়ং ধ্যানে জানিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ৭৭ ॥

টীকা—উদ্দেশেন সংক্ষেপেণৈব, ন তু সাকল্যে-নেত্যর্থঃ। দিশা উদ্দিষ্টৈকাংশেনেত্যর্থঃ। তত্রাপ্যূহ্য বিচার্য্যৈবেত্যর্থঃ, লিখিতার্থমেবৈতৎ ॥ ৭৭ ॥

লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদিনিরীক্ষণম্।
তথা তথৈব কর্ত্তব্যমূহ্যং যত্নেন দেশিকৈঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য যত্নপূর্ব্বক এই লোকে হাস্য বদনাদি প্রসন্নদৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া শাস্ত্রে অনু-ল্লিখিত বিষয় সেই সেই রূপ করিবেন ॥ ৭৮ ॥

টীকা—লক্ষণম্—অঙ্গসৌষ্ঠবপ্রকারম্; যথা, শ্রীমুখস্য পূর্ণচন্দ্রাদ্যাকারেণ শ্রীনেত্রয়োশ্চ পদ্মপত্রেণ সাদৃশ্যমিত্যাদি। তত্তদঙ্গং বা। কিঞ্চ, নিরীক্ষণ-মবলোকনং, হসিতাদি চ দৃষ্ট্বা, তথা তেন লোকোত্তর-বিষয়ক-দৃষ্টলক্ষণপ্রকারেণ বীপ্সা তদ্দার্ঢ্যার্থা, তত্তল্লক্ষণঞ্চ সামুদ্রকাদাবুক্তম্। সাক্ষাৎ কস্মিংশ্চিৎ সুপুরুষে দৃশ্যমানঞ্চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীনারদীয়ে—

মনোহরাঙ্গাবয়বাঃ সর্ব্বে কার্য্যাঃ সুলক্ষণাঃ।
কেশৈরলকজাতঞ্চ ললাটোপরি শোভনম্ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয়পুরাণে—সুলক্ষণ মনোহর অঙ্গ অবয়ব সমূহ কর্ত্তব্য, ললাটদেশে অতিশোভনীয় অলকা কেশজাত তিলকাদি করিবে ॥ ৭৯ ॥

টীকা—মনোহরাঃ অঙ্গস্য। শ্রীমূর্ত্তেরবয়বাঃ, কিংবা অঙ্গং শ্রীমূর্ত্ত্যাদ্যাকারাদিকমবয়বাশ্চ, সু শোভ-নং লক্ষণং শাস্ত্রোক্তং মহাপুরুষলক্ষণং যেষু তে। কেশৈঃ সহ, শোভনং ভ্রমরাকারসাদৃশ্যাদিনা বিরাজ-মানং, কেশৈঃ শোভনমিতি বা মৌল্যধঃ কিঞ্চিৎকেশ-পাশমূলদর্শনাৎ ॥ ৭৯ ॥

হার-নূপুর-কেয়ূর-মেখলা-মৌলিভূষিতম্।
শিষ্টং ধ্যানোদিতং সর্ব্বং ময়ানুক্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৮০

অনুবাদ—বক্ষে হার, নূপুর, অঙ্গদ, কটিতে মেখলা মুকুটাদি মস্তক ভূষণ, মহাজনগণের ধ্যান-দৃষ্ট সমূহ আমা কর্ত্তৃক অনুক্ত হইলেও নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৮০ ॥

টীকা—হারাদিভিঃ সহজৈর্ভূষিতম্, উপলক্ষণ-মেতৎ বনমালাকুণ্ডলাদিভিরপি। যচ্চাত্রানুক্তং শিষ্টমবশিষ্টমঙ্গসৌষ্ঠবাদিকং তৎ ধ্যানে উদিত-মত্রান্যত্রাপ্যুক্তং প্রকর্ষেণ ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতয়া কল্পয়েৎ রচয়েৎ ॥ ৮০ ॥

বারাহে—

দেশানুরূপ-ভূষণ-বেশালঙ্কারমূর্ত্তিভিঃ কার্য্যা।
প্রতিমা লক্ষণযুক্তা সংবিহিতা বুদ্ধিদা ভবতি ॥৮১॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—দেশানুরূপ ভূষণ বেশ অলঙ্কারাদি মূর্ত্তি সকলে কর্ত্তব্য, লক্ষণযুক্তা প্রতিমা সুন্দররূপে সজ্জিত করিবার ইচ্ছা করিলে ঐ মূর্ত্তিই বুদ্ধি প্রদা হন ॥ ৮১ ॥

টীকা—দেশানুরূপং বিভূষণং যথোত্তদেশে চূড়া-গর্ভকাদি, মধ্যদেশাদৌ চাত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদি। বেশশ্চ কেশবন্ধ-বস্ত্রাদি-পরিধান-পরিপাট্যাদিনা সজ্জা, অলঙ্কারঃ কুণ্ডলাঙ্গদাদিঃ, মূর্ত্তিশ্চ সকেশাদিঃ পার্ষদাদিপ্রতিমা বা, তাভিঃ, লক্ষণৈরত্রান্যত্রাপ্যুক্তৈরঙ্গ-সৌষ্ঠবাদিভির্যুক্তা, এবং সম্যগ্বিহিতা নির্ম্মিতা সতী ভক্তাদের্বুদ্ধিদা ॥ ৮১ ॥

কিঞ্চ হয়শীর্ষীয়ে—

বাসুদেবং প্রকুর্ব্বীত চতুর্বাহুং সুরেশ্বরম্।
দক্ষিণোপরি চক্রং তু পদ্মং চাধঃ প্রকল্পয়েৎ ॥৮২॥
বামোপরি গদা কার্য্যা শঙ্খং চাধঃ সুশোভনম্।
এতল্লক্ষণসংযুক্তা প্রতিমা শুভদা ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—আরও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—দেবদেব বাসুদেব মূর্ত্তি চতুর্ভুজ নির্ম্মাণ করিবে, ঊর্দ্ধ দক্ষিণ করে চক্র ও নিম্ন দক্ষিণ করে পদ্ম, বাম ঊর্দ্ধ করে গদা, নিম্নে সুশোভন শঙ্খ, এইরূপ লক্ষণযুক্তা প্রতিমা মঙ্গলপ্রদা হয় ॥ ৮২-৮৩ ॥

শ্রী-পুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে।
উরুমাত্রোচ্ছ্রি তায়ামে কিঞ্চিদাবর্জ্জিতে তথা ॥৮৪

অনুবাদ—দুই পার্শ্বে শ্রীদেবী ও পুষ্টীদেবী পদ্ম-হস্তা ও বীণাহস্তা মূর্ত্তি করিবে, ঐ মূর্ত্তিদ্বয় উরু পর্য্যন্ত উচ্চ ও কিঞ্চিৎ আনমিত ॥ ৮৪ ॥

নানাবিদ্যাধরৌ কার্য্যৌ প্রভামণ্ডলসংস্থিতৌ।
প্রভাং বিভূষয়েদ্ যত্নাদ্ গজব্যালাদিভির্বুধঃ ॥৮৫॥

অনুবাদ—প্রভামণ্ডলস্থিত নানা বিদ্যাধর অঙ্কন কর্ত্তব্য, যত্নপূর্ব্বক প্রভামণ্ডলকে হস্তি সর্পাদি দ্বারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিভূষিত করিবেন ॥ ৮৫ ॥

পাদাভপাদপীঠঞ্চ তথা শোভাসমন্বিতম্।
দেশদেশানুরূপেণ কর্ত্তব্যং দেশিকোত্তমৈঃ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—পাদজ্যোতি ও পাদপীঠ সেইরূপ শোভাযুক্ত দেশদেশানুসারে উত্তম আচার্য্য কর্ত্তৃক করণীয় ॥ ৮৬ ॥

অথ তত্র শ্রীগোপালদেবস্য কশ্চিদ্বিশেষঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাদ্বেণুবাদনতৎপরাম্।
বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতাম্ ॥৮৭॥

অনুবাদ—অনন্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে শ্রীগোপালদেবের কিছু বিশেষ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—গোপাল প্রতিমাকে বেণুবাদন পরায়ণ, শিখিপুচ্ছ মুকুট, ঘনশ্যামবর্ণ দ্বিভুজ উপরে ঊর্দ্ধসংস্থিত নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৮৭ ॥

টীকা—বেণুবাদনতৎপরমিতি—শ্রীমদধরন্যস্ত-বেণুবাদনমন্দ্রশোভিতম্। শ্রীহস্তদ্বয়ধৃতসহজসংলগ্নৈব বংশী বিধেয়েত্যর্থং ঊর্ধ্বসংস্থিতামিতি ত্রিভঙ্গললিত-ত্বাৎ ॥ ৮৭ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে—

প্রতিমাং কৃষ্ণদেবস্য যত্নতঃ কারয়েৎ সুধীঃ।
শিল্পিনা কৃষ্ণভক্তেন বিশ্বকর্ম্মোক্তজানতা ॥৮৮॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—সুধীব্যক্তি বিশ্বকর্ম্মা কথিত লক্ষণ ও কৃষ্ণভক্ত শিল্পি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রতিমা যত্ন পূর্ব্বক করাইবে ॥ ৮৮ ॥

দশপঞ্চাঙ্গুলা মুখ্যা মধ্যমা দ্বাদশাঙ্গুলা।
অষ্টাঙ্গুলাধমা সা তু ন্যূনাধিক্যং ন কারয়েৎ ॥৮৯॥

অনুবাদ—পঞ্চদশ অঙ্গুলা উত্তমা, দ্বাদশাঙ্গুলা মধ্যমা, অষ্টাঙ্গুলা কনিষ্ঠা—ইহার কম বেশী করাইবে না ॥ ৮৯ ॥

অজ্ঞানেনাপি মোহেন যদি কুর্য্যান্নরাধমঃ।
প্রতিমা বিফলা তস্য পূজনান্ন ফলং লভেৎ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞান বা মোহবশতঃ যদি কোন নরাধম ন্যূনাধিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাহার প্রতিমা নির্ম্মাণ বিফল, তাহার পূজন দ্বারা ফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯০ ॥

মানাঙ্গুলিবিহীনা চ প্রতিমা যত্র তিষ্ঠতি।
রাজা নিপীড়য়ত্যেব গৃহস্থো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—অঙ্গুলি পরিমাণ বিহীন প্রতিমা যেস্থানে অবস্থান করেন, সেস্থানে রাজা পীড়ন করেনই, গৃহস্থ নরক গমন করে ॥ ৯১ ॥

মানাঙ্গুলেন সা কার্য্যা নান্যথা মুনিসত্তম।
কাশ্মীরী জ্ঞানদা প্রোক্তা স্বর্ণজাপি চ মুক্তিদা ॥৯২॥

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত অঙ্গুলি পরিমাণে প্রতিমা করণীয়া অন্যথা করণীয় নহে। হে মুনিসত্তম কাশ্মীরী প্রতিমা জ্ঞানপ্রদা, সুবর্ণময়ীও মুক্তিপ্রদা ॥ ৯২ ॥

সম্পত্তিদা শিলাজা তু রাজতী বহুভক্তিদা।
তেজোদা দারুজা যা তু রৈত্তিকী শত্রুনাশিনী ॥৯৩॥

অনুবাদ—শৈলী মূর্ত্তি সম্পত্তিদা, রৌপ্যময়ী বহুভক্তিপ্রদা, দারুময়ী তেজপ্রদা, রৈত্তিকী শত্রুনাশিনী ॥ ৯৩ ॥

তাম্রী ধনবিবৃদ্ধিঞ্চ করোতি বহুসৌখ্যদা।
সদৈব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভলক্ষণা ॥ ৯৪ ॥
ভোগদা মোক্ষদা সা তু প্রতিমা কথিতা তব।
লেপ্যা লেখ্যা দ্বিধা চৈব প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—তাম্রময়ী ধনবৃদ্ধিকরী ও বহুসুখপ্রদা, মৃন্ময়ী প্রতিমা সর্ব্বদা শুভলক্ষণা, ভোগপ্রদা, মোক্ষদা ঐ প্রতিমা তোমার নিকট আমি বলিলাম লেপ্যা মৃন্ময়ী, লেখ্যা চিত্রীতা এই দুই প্রকার প্রতিমাও শাস্ত্র-কথিতা ॥ ৯৪-৯৫ ॥

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে চত্বরে গোষ্ঠভূমিষু।
সমুদ্রকূলেঽরণ্যে বা মানহীনা ন দূষণী ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—পর্ব্বতের চূড়ায়, নদীতীরে, চত্বরে, গোষ্ঠভূমিতে, সমুদ্রকূলে, অরণ্যে, পরিমাণহীনা প্রতিমা দূষণী নহে ॥ ৯৬ ॥

কৃষ্ণপ্রতিকৃতিং কুর্য্যাদ্দিব্যাং কেশসুচিহ্নিতাম্।
তান্তু সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী গৃহে বা গোষ্ঠমধ্যতঃ ॥৯৭॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা দিব্যা কেশ সুচিহ্নিতা করণীয়া, মন্ত্রসাধনকারী তাহাকে গৃহে বা গোষ্ঠমধ্যে স্থাপন করিবে ॥ ৯৭ ॥

অথ স্ত্রীপ্রতিমাঙ্গানি

চতুর্দ্দশাঙ্গুলং দৈর্ঘ্যে জঠরং বিততা কটিঃ।
দ্বাবিংশত্যাঙ্গুলা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গুলৌ ॥৯৮॥

অনুবাদ—অনন্তর স্ত্রীপ্রতিমার অঙ্গসমূহ, স্ত্রীপ্রতিমা লক্ষ্মীর চতুর্দ্দশ অঙ্গুল দীর্ঘ উদর, বিস্তৃতা কটি দ্বাবিংশতি অঙ্গুলা, স্তনদ্বয় দ্বাদশাঙ্গুল ॥ ৯৮ ॥

টীকা—দ্বাবিংশত্যঙ্গুলা বিততা, স্তনৌ চ বিততৌ ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চিধ্রস্বৌ ভুজৌ তাসাং কিঞ্চিদ্দীর্ঘং মুখং ভবেৎ।
নাসা-গ্রীবা-ললাটানি সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলকানি চ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে ভুজদ্বয় কিঞ্চিৎ ছোট

হইবে, তাহাদের মুখ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইবে, নাসা, গলদেশ, ললাট সাড়ে দুই অঙ্গুল ॥ ৯৯ ॥

টীকা—কিঞ্চিৎ পুরুষাদীষৎ ॥ ৯৯ ॥

বিস্তারে কিঞ্চিদধিকার্দ্ধাঙ্গুলোঽধরপল্লবঃ।
নেত্রে চতুর্থভাগোনে পরং শ্রীবচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥১০০॥

অনুবাদ—বিস্তারে কিঞ্চিৎ অধিক অর্দ্ধ অঙ্গুল অধর পল্লব, নয়নদ্বয় এক চতুর্থাংশ কম, অন্য অঙ্গসকল লক্ষ্মী প্রতিমার ন্যায় ॥ ১০০ ॥

টীকা—পুরুষনেত্রাচ্চতুর্থভাগেনোনে। শ্রীবদিতি অগ্রে লেখ্যলক্ষ্মীমূর্ত্তিবৎ। অতএবোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন—'সর্ব্বেষামেব দেবানাং বিষ্ণুক্তং মানমুচ্যতে। দেবীনামপি সর্ব্বাসাং লক্ষ্ম্যুক্তং মানমুচ্যতে ॥' ইতি। পূর্ব্ববচ্চেতি পূর্ব্বোক্তপুরুষাঙ্গমানাদি-সদৃশমপীতি লক্ষ্মীমূর্ত্তেঃ সর্ব্বাঙ্গমানানুক্তেরিতি ॥ ১০০ ॥

তথা চ মাৎস্যে—

স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চ বিদ্বদ্ভিস্তনোরু-জঘনাধিকাঃ।
নানাভরণসংযুক্তাঃ কিঞ্চিদ্ধ্রস্বভুজাঃ শুভাঃ ॥১০১॥

অনুবাদ—সেইরূপ মৎস্যপুরাণে—বিদ্বান্‌গণ স্ত্রীপ্রতিমার স্তন, উরু, জঘন অধিক বিশাল ও নানা আভরণ সংযুক্তা করিবেন, শুভভুজসমূহ পুরুষ মূর্ত্তি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট করিবেন ॥ ১০১ ॥

টীকা—তথা চ শ্রীমৎস্যপুরাণে—'স্বীকীয়াঙ্গুলমানেন মুখং স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলম্। প্রতিমামুখমানেন নবভাগান্ প্রকল্পয়েৎ॥ চতুরঙ্গুলা ভবেৎ গ্রীবা ভাগেন হৃদয়ং পুনঃ। নাভিস্তস্মাদধঃ কল্প্যা ভাগেনৈকেন শোভনা॥ নিম্নত্বে বিস্তরত্বে চ অঙ্গুলত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। নাভেরধস্তান্মেঢ্রং তু ভাগেনৈকেন কল্পয়েৎ॥ দ্বিভাগেনায়তাবূরূ জানুনী চতুরঙ্গুলে। জঙ্ঘে দ্বিভাগে বিখ্যাতে পাদৌ চ চতুরঙ্গুলৌ॥ চতুর্দ্দশাঙ্গুলস্তদ্বন্মৌলিরস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। ঊর্দ্ধমানমিদং প্রোক্তং পৃথুত্বং চ নিবোধত॥ সর্ব্বাবয়বমানেষু বিস্তারং শৃণুত দ্বিজাঃ। চতুরঙ্গুলং ললাটং স্যাদূর্দ্ধং নাসা তথৈব চ॥ দ্ব্যঙ্গুলং তু হনু জ্ঞেয়মোষ্ঠশ্চাঙ্গুলসম্মিতঃ। অষ্টাঙ্গুলং ললাটং তু তাবন্মাত্রে ভ্রুবৌ মতে॥ অর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবোর্লেখা মধ্যে ধনুরিবোন্নতা। উন্নতাগ্রা ভবেৎ পার্শ্বে শ্লক্ষ্ণা তীক্ষ্ণা প্রশস্যতে॥ অক্ষিণী দ্ব্যঙ্গুলায়ামে তদর্দ্ধং চৈব বিস্তরে। উন্নতোদরমধ্যে তু রক্তান্তে শুভলক্ষণে॥ তারকা তত্রিভাগেন দৃষ্টিঃস্যাৎ পঞ্চভাগিকা। দ্ব্যঙ্গুলং তু ভ্রুবোর্মধ্যং নাসামূলমথাঙ্গুলম্॥ নাসাগ্রবিস্তরং তদ্বৎ সুপুটদ্বয়মুত্তমম্। নাসাপুটবিলং তদর্দ্ধাঙ্গুলমুদাহৃতম্॥ কপোলে দ্ব্যঙ্গুলে তদ্বৎ কর্ণমূলাদ্বিনিঃসৃতে। হন্বগ্রমণ্ডলং তদ্বিস্তারাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং ভবেৎ॥ অর্দ্ধাঙ্গুলা ভ্রুবো রাজী মৃণালসদৃশী মতা। অর্দ্ধাঙ্গুলসমস্তদুত্তররৌষ্ঠস্তু বিস্তরে॥ নিষ্পাবসদৃশং যদ্বন্নাসাপুটদলং ভবেৎ। সৃক্কণী যোনিতুল্যে তু কর্ণমূলাৎ ষড়ঙ্গুলে। কর্ণৌ তু ভ্রূসমৌ জ্ঞেয়ার্দ্ধঞ্চ চতুরঙ্গুলম্। দ্ব্যঙ্গুলে কর্ণপার্শ্বে তু মাত্রামেকান্তু বিস্তরে। কর্ণয়োরুপরিষ্টাচ্চ মস্তকং দ্বাদশাঙ্গুলম্। ললাটং পৃষ্ঠতোঽর্দ্ধেন প্রোক্তমষ্টাদশাঙ্গুলম্। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলশ্চাপি পরিণাহঃ শিরোগতঃ। সকেশনিচয়স্যাস্য দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ। কেশান্তাদ্ধনুকান্তদঙ্গুলানি তু ষোড়শ॥ গ্রীবামধ্যে পরিণাহশ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলঃ। অষ্টাঙ্গুলা ভবেদ্‌গ্রীবা পৃথুত্বেন বিশিষ্যতে॥ স্তনগ্রীবান্তরং প্রোক্তমেকতালং স্বয়ম্ভুবা। স্তনয়োরন্তরন্তদ্বদ্দ্বাদশাঙ্গুলমিষ্যতে॥ স্তনয়োর্মণ্ডলং তদ্বদ্ দ্ব্যঙ্গুলং পরিকীর্ত্তিতম্। চুচুকৌ মণ্ডলস্যান্তর্যবমাত্রাবুভৌ স্মৃতৌ॥ দ্বিতালং চাপি বিস্তারে বক্ষঃস্থলমুদাহৃতম্। কক্ষে ষড়ঙ্গুলে প্রোক্তে বাহুমূলস্তনান্তরে॥ চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ পাদাবঙ্গুষ্ঠস্তিরঙ্গুলঃ। পঞ্চাঙ্গুলপরীণাহমঙ্গুষ্ঠাগ্রং তথোন্নতম্॥ অঙ্গুষ্ঠস্য সমা তদ্বদায়ামে স্যাৎ প্রদেশিনী। তস্যা ষোড়শভাগেন হীয়তে মধ্যমাঙ্গুলী॥ অনামিকাষ্টভাগেন কনিষ্ঠা চাপি হীয়তে। পর্ব্বত্রয়েণ চাঙ্গুল্যো গুল্‌ফৌ তু দ্ব্যঙ্গুলৌ স্মৃতৌ। পাষ্ণির্দ্ব্যঙ্গুলমাত্রা তু কলয়োচ্চা প্রকীর্ত্তিতা। দ্বিপর্ব্বাঙ্গুষ্ঠকঃ প্রোক্তঃ পরিণাহশ্চ দ্ব্যঙ্গুলঃ। প্রদেশিনীপরীণাহস্ত্র্যঙ্গুলঃ সমুদাহৃতঃ। অন্যাসামষ্টভাগেন হীয়তে ক্রমশো দ্বিজাঃ। অঙ্গুলেনোচ্ছ্রয়ঃ কার্য্যো অঙ্গুষ্ঠস্য বিশেষতঃ। তদর্দ্ধেন তু শেষেণামঙ্গুলীনাং সমুচ্ছ্রয়ঃ॥ জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহস্ত অঙ্গুলানি চতুর্দ্দশ। জঙ্ঘামধ্যে পরিণাহস্তথৈবাষ্টাদশাঙ্গুলঃ॥ জানুমধ্যে পরীণাহ একবিংশতিরঙ্গুলঃ। জানূচ্ছ্রয়োঽঙ্গুলঃ প্রোক্তোমণ্ডলন্তু ত্রিরঙ্গুলম্। উরুমধ্যে পরিণাহঃ অষ্টাবিংশতিকাঙ্গুলঃ। একবিংশোপরিষ্টাচ্চ বৃষণৌ তু

ত্রিরঙ্গুলৌ ॥ দ্ব্যঙ্গুলঞ্চ তথা মেঢ্রং পরিণাহে ষড়ঙ্গুলম্। মণিবন্ধোদয়াৎ বিদ্যাৎ কোশরেখাং তত্রৈব চ ॥ মণিকোশপরীণাহশ্চতুরঙ্গুল ইষ্যতে। বিস্তারেণ ভবেত্তদ্বৎ কটিরষ্টাদশাঙ্গুলা ॥ দ্বাবিংশতিস্তথা স্ত্রীণাং স্তনৌ চ দ্বাদশাঙ্গুলৌ। নাভিমধ্যে পরীণাহো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ ॥ পুরতঃ পঞ্চ-পঞ্চাশৎ কট্যাশ্চৈব তু বেষ্টনম্। কক্ষয়োরুপরিষ্টাচ্চ স্কন্ধৌ প্রোক্তৌ ষড়ঙ্গুলৌ ॥ অষ্টাঙ্গুলাঞ্চ বিস্তারে গ্রীবাঞ্চৈব তু নির্দ্দিশেৎ। পরীণাহে তথা গ্রীবা কলা দ্বাদশ নির্দ্দিশেৎ। আয়ামো ভুজয়োস্তদ্বদ্ দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলঃ। কার্য্যন্তু বাহুশিখরং প্রমাণে ষোড়শাঙ্গুলম্ ॥ ঊর্দ্ধং যদ্বাহুপর্ব্বন্তু বিদ্যাদষ্টাদশাঙ্গুলম্ ॥ তথৈবাঙ্গুলহীনন্তু দ্বিতীয়ং পর্ব্বমুচ্যতে। বাহুমধ্যে পরীণাহো ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলঃ। ষোড়শোক্তপ্রবাহস্তু ষট্‌কলোঽগ্রকরো মতঃ ॥ সপ্তাঙ্গুলং করতলং মধ্যমাঙ্গুলপঞ্চকা। অনামিকা মধ্যমায়াঃ সপ্তভাগেন হীয়তে ॥ তস্যাস্তু পঞ্চভাগেন কনিষ্ঠা পরিহীয়তে। মধ্যমায়াস্তু হীনা বৈ পঞ্চভাগেন তর্জ্জনী। অঙ্গুষ্ঠস্তর্জ্জনীমূলাদধঃ প্রোক্তস্তু তৎসমঃ। অঙ্গুষ্ঠপরিণাহস্তু বিজ্ঞেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ। শেষাণামঙ্গুলীনান্তু ভাগো ভাগেন হীয়তে ॥ মধ্যমা-মধ্যপর্ব্বন্তু অঙ্গুলদ্বয়মায়তম্। যবো যবস্তু সর্ব্বাসাং তস্যাং তস্যাং প্রহীয়তে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যপর্ব্বন্তু তর্জ্জন্যা সদৃশং ভবেৎ। যবদ্বয়াধিকং তদ্বদগ্রপর্ব্বমুদাহৃতম্ ॥ পর্ব্বার্দ্ধেন নখান্ বিদ্যাদঙ্গুলীষু সমন্ততঃ। স্নিগ্ধং শ্লক্ষং প্রকুর্ব্বীত ঈষদ্রক্তং নখব্রজম্ ॥ নিম্নপৃষ্ঠং ভবেন্মধ্যে পার্শ্বতঃ কলয়োচ্ছ্রিতম্। চতুর্দ্দশাঙ্গুলায়ামমুদরং তাসু নির্দ্দিশেৎ। তথৈব কেশবল্লর্ষঃ স্কন্ধোপরি দশাঙ্গুলাঃ ॥ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চ বিদ্বদ্ভিঃ স্তনোরু-জঘনাধিকাঃ। নানাভরণসম্পন্নাঃ কিঞ্চিদহ্রস্বভুজাঃ শুভাঃ ॥ কিঞ্চিদ্দীর্ঘং ভবেদ্বক্ত্রমলকাবলিরুত্তমা। নাসা গ্রীবা ললাটঞ্চ সার্দ্ধমাসাত্রঙ্গুলম্। অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলবিস্তারঃ শস্যতেঽধরপল্লবঃ। অধরান্নেত্রযুগ্মন্তু চতুর্ভাগেন নির্দ্দিশেৎ ॥ ১০১ ॥

কিঞ্চ—

গ্রীবাবলিশ্চ কর্ত্তব্যা কিঞ্চিদর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রয়া ॥১০২॥

অনুবাদ—আরও—কণ্ঠদেশে রেখাগুলি কিঞ্চিৎ অর্দ্ধাঙ্গুলি উপরে উপরে কর্ত্তব্য ॥ ১০২ ॥

টীকা—গ্রীবাবলিশ্চ কর্ত্তব্যা কিঞ্চিদর্দ্ধাঙ্গুলোচ্ছ্রয়া ॥ ১০২ ॥

এবং নারীষু সর্ব্বাসু দেবানাং প্রতিমাসু চ।
নবতালমিদং প্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্ ॥১০৩॥

অনুবাদ—এইভাবে নারী প্রতিমা সমূহে এবং দেবপ্রতিমা সমূহের লক্ষণ নবতাল পরিমাণ কর্ত্তব্য। কথিত লক্ষণ পাপনাশন ॥ ১০৩ ॥

টীকা—'এবং নারীষু সর্ব্বাসু দেবানাং প্রতিমাসু চ। নবতালমিদং প্রোক্তং লক্ষণং পাপনাশনম্ ॥' শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে—অতঃ-পরং প্রবক্ষ্যামি প্রতিমালক্ষণং পরম্। যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পদম্ ॥ অভিপ্রেতপ্রমাণন্তু নবধা প্রবিভাজয়েৎ। নবমে ভাস্করৈর্ভক্তে ভাগং স্বাঙ্গুলমুচ্যতে ॥ দ্ব্যঙ্গুলং গোলকং নাম্না কলা নেত্রান্তমুচ্যতে। ভাগমেকং ত্রিধা ভুক্ত্বা পাষ্ণিভাগং প্রকল্পয়েৎ ॥ ভাগমেকং তথা জানৌ গ্রীবায়াং ভাগমেব চ। মুকুটং তালমাত্রং স্যাত্তালমাত্রং তথা মুখম্ ॥ তালমাত্রেণ কণ্ঠন্তু তালেন হৃদয়ং তথা। নাভিমেঢ্রান্তরং তালং দ্বিতালাবূরুকৌ তথা ॥ তালদ্বয়েন জঙ্ঘা তু সূত্রাণি শৃণু সাম্প্রতম্। কার্য্যং সূত্রদ্বয়ং পাদে জঙ্ঘামধ্যে তথাপরম্ ॥ জানৌ সূত্রদ্বয়ং কার্য্যমূরুমধ্যে তথাপরম্। মেঢ্রে তথাপরং কার্য্যং কট্যাং সূত্রং তথাপরম্ ॥ মেখলাবন্ধসিদ্ধ্যর্থং নাভ্যাঞ্চৈব পরং তথা। হৃদয়ে চ তথা কার্য্যং কণ্ঠে সূত্রদ্বয়ং তথা ॥ ললাটে চাপরং কার্য্যং মস্তকে চ তথাপরম্। মুকুটোপরি কর্ত্তব্যং সূত্রমেকং বিচক্ষণৈঃ। সূত্রাণ্যর্দ্ধং প্রদেয়ানি সপ্তৈব সুরসত্তম। কক্ষাত্রিকান্তরেণৈব কণ্ঠসূত্রাণি দাপয়েৎ। মধ্যসূত্রাণি সন্ত্যজ্য সূত্রাণ্যেবং নিবেশয়েৎ। ললাট-নাসিকাবক্ত্রং কর্ত্তব্যং চতুরঙ্গুলম্ গ্রীবাকর্ণন্তু কর্ত্তব্যমায়াচ্চতুরঙ্গুলম্। দ্ব্যঙ্গুলে হনুকে কার্য্যে বিস্তারাচ্চিবুকং তথা ॥ অষ্টাঙ্গুলং ললাটন্তু বিস্তারেণ প্রকীর্ত্তিতম্। পরেণ দ্ব্যঙ্গুলৌ শঙ্খৌ কর্ত্তব্যাবলকান্বিতৌ ॥ চতুরঙ্গুলমাখ্যাতমন্তরং কর্ণ-নেত্রয়োঃ। দ্ব্যঙ্গুলৌ পৃথুবো

কর্ণৌ কর্ণার্দ্ধাঙ্গঞ্চ পঞ্চমে ॥ ভ্রূসমেন তু সূত্রেণ কর্ণসূত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। বিদ্ধং ষড়ঙ্গুলং কর্ণমবিদ্ধং চতুরঙ্গুলম্ ॥ চিবুকেন সমং বিদ্ধমবিদ্ধং বা ষড়ঙ্গুলম্। খড়্গপাত্রং তথা রক্তং শষ্কুলীং কল্পয়েত্তথা ॥ অঙ্গুলেনাধরঃ কার্য্যস্তস্যার্দ্ধেনোত্তরাধরঃ। অর্দ্ধাঙ্গুলং তথা গুল্ফং বক্ত্রং তু চতুরঙ্গুলম্ ॥ আয়ামেন তু বৈপুল্যং সার্দ্ধমঙ্গুলমুচ্যতে। অব্যাত্তমেব স্যাদ্বক্ত্রং ব্যাত্তং দ্ব্যঙ্গুলমুচ্যতে ॥ নাসাবংশসমুচ্ছ্রায়াং মূলে ত্বেকাঙ্গুলং মতম্। উচ্ছ্রিতা দ্ব্যঙ্গুলং চাগ্রে করবীরোপমা স্মৃতা ॥ অন্তরং চক্ষুষোঃ কার্য্যং চতুরঙ্গুলমানতঃ। দ্ব্যঙ্গুলং চাক্ষিকোষং তদ্দ্ব্যঙ্গুলং চান্তরং তয়োঃ ॥ তারা নেত্রত্রিভাগেন দৃক্‌তারা পঞ্চমাংশিকা। অঙ্গুলং নেত্রবিস্তারং দ্রোণী চার্দ্ধাঙ্গুলা মতা। তৎপ্রমাণা ভ্রুবোর্লেখা ভ্রুবৌ নেত্রসমে মতে ॥ ভ্রূমধ্যং দ্ব্যঙ্গুলং কার্য্যং ভ্রূদৈর্ঘ্যং চতুরঙ্গুলম্ ॥ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং মস্তকস্য তু বেষ্টনম্। মূর্ত্তীনাং কেশবাদীনাং দ্বাত্রিংশদ্বেষ্টনং ভবেৎ ॥ পঞ্চ নেত্রাদধোগ্রীবা বিস্তারাদ্বেষ্টনং পুনঃ। ত্রিগুণন্তু ভবেদূর্দ্ধং বিস্তৃতাষ্টাঙ্গুলং পুনঃ ॥ গ্রীবাত্রিগুণমায়ামং গ্রীবাবক্ষোঽন্তরং ভবেৎ। স্কন্ধাবষ্টাঙ্গুলৌ কার্য্যৌ ত্রিকলাবংশকৌ শুভৌ ॥ সপ্তনেত্রৌ স্মৃতৌ বাহূ প্রবাহূ ষোড়শাঙ্গুলৌ। ত্রিকলং বিস্তৃতৌ বাহূ প্রবাহূ চাপি তৎসমৌ ॥ বাহুদণ্ডার্দ্ধতো জ্ঞেয়ঃ পরীণাহঃ কলা নব। সপ্তদশাঙ্গুলা মধ্যে কূর্পরোর্দ্ধ্বে চ ষোড়শী ॥ কূর্পরস্য ভবেন্নাহস্ত্রিগুণঃ সুরসত্তম। নাহঃ প্রবাহমধ্যে তু ষোড়শাঙ্গুল উচ্যতে ॥ অগ্রহস্তে পরীণাহো দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে। বিস্তারেণ করতলং কীর্ত্তিতং তু ষড়ঙ্গুলম্। দৈর্ঘ্যাৎ সাঙ্গুলং কার্য্যং মধ্যে পঞ্চাঙ্গুলা মতা। তর্জ্জনানামিকা-চাপি তস্মাদর্দ্ধাঙ্গুলং বিনা ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ কার্য্যৌ চতুরঙ্গুল-সম্মিতৌ। দ্বিপর্ব্বাঙ্গুষ্ঠকঃ কার্য্যঃ শেষাঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বিকাঃ ॥ সর্ব্বাসাং পর্ব্বণোঽর্দ্ধেন নখমানং বিধীয়তে। বক্ষসো যৎ প্রমাণঞ্চ জঠরং তৎপ্রমাণকম্ ॥ অঙ্গুলৈকং ভবেন্নাভী বেধেন চ প্রমাণতঃ নাভীমধ্যে পরীণাহো দ্বিচত্বারিংশদঙ্গুলৈঃ ॥ অন্তরং স্তনয়ো কার্য্যং তালমাত্রং প্রমাণতঃ চুচুকৌ যবমানৌ তু দ্বিযবং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ চতুঃ ষষ্ট্যঙ্গুলং কার্য্যং বেষ্টনং বক্ষসঃ স্ফুটম্। চতুর্ম্মুখং তু তদধো বেষ্টনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ পরীণাহস্তথা কট্যাং চতুঃ-পঞ্চাশদঙ্গুলৈঃ। বিস্তারশ্চোরুমূলে তু প্রোচ্যতে দ্বাদশাঙ্গুলঃ ॥ তস্মাদভ্যধিকং মধ্যে ততো নিম্নতরং ক্রমাৎ। বিস্তৃতোঽষ্টাঙ্গুলং জানু ত্রিগুণং পরিণাহতঃ ॥ জঙ্ঘামধ্যে তু বিস্তারঃ সপ্তাঙ্গুল উদাহৃতঃ। ত্রিগুণঃ পরিধিশ্চাস্য জঙ্ঘাগ্রং পঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ ত্রিগুণঃ পরিধিশ্চাস্য পাদৌ তালপ্রমাণকৌ। আয়ামাদুচ্ছ্রিতৌ পাদৌ চতুরঙ্গুলমেব চ। গুল্ফপর্ব্বন্ত কর্ত্তব্যং প্রমাণাচ্চতুরঙ্গুলম্। ত্রিকলং বিস্তৃতৌ পাদৌ দ্ব্যঙ্গুলোঽঙ্গুষ্ঠকঃ স্মৃতঃ। পঞ্চাঙ্গুলং তু নাহোঽস্য দীর্ঘত্বং তু প্রদেশিনী। অষ্টমাংশাষ্টমাংশোনাঃ শেষাঙ্গুল্যঃ ক্রমেণ তু ॥ সপাদাঙ্গুলমুৎসেধমঙ্গুষ্ঠস্য প্রকীর্ত্তিতম্। পাদোনমঙ্গুলং কার্য্যমঙ্গুষ্ঠস্য নখং সদা ॥ অর্দ্ধাঙ্গুলং তথান্যাসাং ক্রমাদূনং তু কারয়েৎ। দ্ব্যঙ্গুলৌ বৃষণৌ কার্য্যৌ মেঢ্রন্তু চতুরঙ্গুলম্ ॥ পরিণাহেন কোষাগ্রং কর্ত্তব্যং চতুরঙ্গুলম্। ষড়ঙ্গুল-পরীণাহৌ বৃষণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ ॥ বৃষণালঙ্কৃতা কার্য্যা প্রসন্নবদনেক্ষণা। প্রতিমা বাসুদেবস্য মানেন সুরসত্তম ॥' শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে—'চিবুকাচ্চ ললাটান্তং স্যাদ্বক্ত্রং দ্বাদশাঙ্গুলম্। ললাটাদূর্দ্ধ্বতো বিপ্র ত্র্যঙ্গুলং চোন্নতং শিরঃ ॥ দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তীর্ণং ত্রিগুণং পরিণাহতঃ। বিস্তারাদ্দ্ব্যঙ্গুলৌ কর্ণৌ তন্মাত্রাত্রিগুণোচ্ছ্রিতৌ ॥ কন্যকাগ্র-সমং বিদ্ধি রন্ধ্রং শ্রোত্রস্য চান্তরম্। কর্ণাবটাধশ্চোর্দ্ধ্বৌ মানেনার্দ্ধাঙ্গুলৌ স্মৃতৌ ॥ কর্ণাচ্ছিদ্রাদথো বাহ্যে কর্ণমধ্যেঽঙ্গুলো বটঃ। অঙ্গুলাঃ কর্ণপাণ্যোশ্চ পার্শ্বে স্যাদ্বা যদৃচ্ছয়া ॥ ভ্রূলতে শশিরেখেব আয়ামাচ্চতুরঙ্গুলা। অর্দ্ধাঙ্গুলেন বৈ কার্য্যা মধ্যস্থূলাগ্রতঃ কৃশা ॥ ভ্রূমধ্যমঙ্গুলসমং নাসা তু চতুরঙ্গুলা। অস্থূলা চাগ্রতঃ কার্য্যা তিলপুষ্পাকৃতিস্তথা ॥ নেত্রয়োরন্তরং জ্ঞেয়ং ত্র্যঙ্গুলং নেত্রতস্তথা। দৈর্ঘ্যেণ ত্র্যঙ্গুলং নেত্রং তদায়ামেন চাঙ্গুলম্। ত্র্যংশেন তারকং মধ্যে জ্যোতিস্ত ত্র্যংশভাগতঃ ॥ ঘ্রাণাধশ্চাঙ্গুলেনৈব পাদহীনেন গোধিকা। কল্পাতে মুনিশার্দ্দুল একাংশেন ততোঽধরঃ। উত্তরাখ্যোঽপ্যধঃস্থশ্চ প্রমাণে নাঙ্গুলং স্মৃতম্ ॥ দ্ব্যঙ্গুলং চিবুকং বিপ্র উচ্ছ্রায়েণ প্রকীর্ত্তিতম্। বিস্তারস্ত্র্যঙ্গুলো জ্ঞেয়ঃ সৃক্কণী চতুরঙ্গুলে ॥ ঈষদ্বিহসিতং তেন কর্ণপাণ্যোঃ পরস্পরম্। কপোলমর্দ্ধশশিবত্তন্মধ্যে চতুরঙ্গুলৌ ॥ তৌ চ গণ্ডৌ সমৌ কুর্য্যাত্র্যংশপূর্ণৌ মনোরমৌ।

কর্ণোচ্ছ্রায়স্ত্র্যঙ্গুলঃ স্যাদ্বিস্তারেণ তু নারদ ॥ অষ্টাঙ্গুলোঽথ পরিধিস্ত্রিগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কণ্ঠাবধি স্থিতং বক্ষো যাবৎ স্যাদবধির্মুনে ॥ উন্নতত্বেন বিহিতং সদৈব দ্বাদশাঙ্গুলম্। দ্বিগুণং তচ্চ বিস্তারাদ্দ্ব্যঙ্গুলং স্তনমণ্ডলম্। এতয়োশ্চুচুকং কার্য্যমষ্টমাংসাং স্বকাঙ্গুলম্। পরস্পরং স্যাৎ স্তনয়োরন্তরং দ্বাদশাঙ্গুলম্ ॥ অষ্টাঙ্গুলৌ স্মৃতাবংসৌ বিস্তারেণ মহামতে। প্রোন্নতত্বেন কুর্য্যাচ্চ হস্তমূলাৎ ষড়ঙ্গুলম্। উচ্ছ্রায়েণ তু নাভ্যন্তং কুর্য্যাদ্বৈ দ্বাদশাঙ্গুলম্। কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাবর্ত্তনাভিং মেঢ্রাবধি দ্বিজ ॥ উচ্ছ্রায়েণ চ সম্পাদ্যং সুসমং দ্বাদশাঙ্গুলম্। নাভেরধস্তাদুদরং সম্পাদ্যং চতুরঙ্গুলম্ ॥ শেষঃ স্যাৎ কটিভূভাগো বিস্তারেণোদরং মুনে। দ্বিসপ্তাঙ্গুলমানং স্যাৎ পরিধিস্ত্রিগুণঃ স্মৃতঃ। কুর্য্যাৎ প্রজননং বিপ্র উচ্ছ্রায়েণ ষড়ঙ্গুলম্। ত্রিগুণঃ পরিমাণেন পরিধিস্তু কটেঃ স্মৃতঃ। ত্রিষড়ঙ্গুলবিস্তীর্ণং কটিমানমুদাহৃতম্ ॥ ষড়্বিংশদঙ্গুলা বিপ্র পরিধিস্তু কটিঃস্মৃতা। উর্ব্বোশ্চ জঘনং বিপ্র উচ্ছ্রায়েণ ষড়ঙ্গুলম্ ॥ দ্ব্যঙ্গুলেন চ বিস্তীর্ণৌ বৃষণৌ চতুরঙ্গুলৌ। ত্রিচতুষ্কলসংপূর্ণৌ উরুদণ্ডৌ ততো দ্বিজ ॥ উচ্ছ্রায়েণ চ কর্ত্তব্যং চতুর্বিংশাঙ্গুলং মুনে। পৃথুমূলৌ ক্রমক্ষামৌ সংলগ্নৌ গজপাণিবৎ। বিস্তারেণ তু কুর্ব্বীত উরুমূলং ষড়ঙ্গুলম্ ॥ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং নাভাবুরুমধ্যং নবাঙ্গুলম্। উর্ব্বোরপ্যবসানে তু বেষ্টনং ত্বেকবিংশতিঃ ॥ ত্র্যঙ্গুলং মুনিশার্দ্দূল পরিতো জানুমণ্ডলম্। বিস্তারমুন্নতিঞ্চাপি জানোরপ্যধুনা শৃণু ॥ দ্বির্দ্বাদশেনাঙ্গুলেন জানোর্বিস্তার উচ্যতে। ষড়ঙ্গুলেন বিস্তীর্ণঃ জঙ্ঘামূলং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ জঙ্ঘামধ্যে তথা নাভাবষ্টাবপ্যথবিংশতিঃ। জঙ্ঘাবসানে বিস্তারো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চাঙ্গুলো মুনে ॥ তমেব ত্রিগুণীকৃত্য তস্যৈব পরিধির্ভবেৎ। গুল্‌ফাদধস্ত্র্যঙ্গুলঃ স্যাৎ পাদোচ্ছ্রায়স্তু নারদ। পার্ষ্ণ্যোশ্চ পৃষ্ঠতো যাবদঙ্গুষ্ঠাগ্রং দ্বিজোত্তম ॥ পাদস্য তাবদ্দৈর্ঘ্যং স্যাদঙ্গুলানাং দ্বিসপ্তকম্। ষড়ঙ্গুলেন বিততং কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতং ক্রমাৎ ॥ চতুর্ভিরঙ্গুলৈর্দীর্ঘমঙ্গুষ্ঠং পরিকীর্ত্তিতম্। ত্রিগুণং বেষ্টনং তস্য দৈর্ঘ্যাত্তস্য দশাধিকা ॥ পাদপ্রদেশিনী কার্য্যা তৎসমীপস্থিতাঙ্গুলিঃ অঙ্গুষ্ঠস্য সমা কার্য্যা পাদন্যূনা ত্বনামিকা। অনামিকায়াঃ পাদেন হীনা পাদকনীয়সী। ত্র্যংশেন বিদ্ধি সর্ব্বাসাং পর্ব্বমানং তু নারদ ॥ পর্ব্বার্দ্ধেন নখাঃ কার্য্যা অর্দ্ধেন্দুসদৃশাঃ শুভাঃ। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং বিপ্র স্কন্ধাৎ পৃষ্ঠসমাবধৌ ॥ গোমুখং বা ক্রমান্নিম্নং যাবদঙ্গুলবিংশতিঃ। মধ্যপ্রদেশাদ্বিততং পৃষ্ঠবংশোন্নতক্রমাৎ। সুশুভং প্রবিভক্তঞ্চ বিভক্তঞ্চ তথা মুনে। সুমিলিতং মৎস্যযুগ্মং ক্ষামং পঞ্চাঙ্গুলং মতম্ ॥ সুবর্ত্তুলৌ স্ফীতৌ কার্য্যৌ বিস্তারাৎ ষোড়শাঙ্গুলৌ। সুবিভক্তৌ চ পীনৌ চ করিকুম্ভোপমৌ স্মৃতৌ ॥ অধস্তাৎ স্কন্ধশিখরাদ্বাহুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুলঃ। অথো বিংশাঙ্গুলং বিদ্ধি উপবাহুং দ্বিজোত্তম ॥ মণিবন্ধপ্রদেশস্তু তত্র ত্র্যঙ্গুল উচ্যতে। মধ্যমাঙ্গুলিপর্য্যন্তং মণিবন্ধাবসানতঃ ॥ দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু স্কন্ধঃ স্যাৎ পরিবর্ত্তুলঃ। চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণঃ পরিধিস্ত্রিগুণো মতঃ ॥ মূলতশ্চোপবাহ্বর্যৈ পঞ্চাঙ্গুল উদাহৃতঃ। ত্রিগুণশ্চ তদুন্নাহস্তং ক্রমাৎ ক্ষাময়েচ্ছনৈঃ ॥ গোপুচ্ছসদৃশং কৃত্বা যথা স্যাৎ কলয়া মুনে। মণিবন্ধ প্রদেশাদ্ধি বিস্তরেণাথ বেষ্টনাৎ। তথাঙ্গুলপ্রমাণেন পাণের্মানমতঃ শৃণু ॥ মুনে অঙ্গুলমানান্তং বিদ্ধি সপ্তাঙ্গুলং নদা। পঞ্চাঙ্গুলপ্রমাণেন ত্রিকাদ্বিস্তার উচ্যতে ॥ নিম্নং করতলং কুর্য্যাৎ শুভরেখাবিভূষিতম্। তত্র মধ্যাঙ্গুলিং বিপ্রা বিদ্ধি পঞ্চাঙ্গুলং সদা ॥ তস্যা অপ্যঙ্গুলিঃ পার্শ্বে ঊনা অর্দ্ধাঙ্গুলেন বৈ। তৎ-পঞ্চমাংশহীনা চ নিত্যং কার্য্য কনীয়সী। সার্দ্ধদ্ব্যঙ্গুলমঙ্গুষ্ঠং দ্বিপর্ব্ব পরিকীর্ত্তিতম্। ত্রিপর্ব্বান্যাশ্চাঙ্গুলয়ঃ পর্ব্বার্দ্ধেন নখাঃ স্মৃতাঃ ॥ গোপুচ্ছসদৃশঃ কার্য্যা অঙ্গুল্যোঽঙ্গুলধীমতা। পাদহীনাঃ কনীয়স্যাঃ সপাদাশ্চাঙ্গুলৌ ক্রমাৎ ॥ স্বপ্রমাণস্য বিস্তারাত্রিগুণং বিদ্ধি বেষ্টনম্। কূর্ম্মপৃষ্ঠনখাঃ সর্ব্বে অগ্রতশ্চার্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥ কেশৈরলকজাতস্তু পরীমাণৈর্দ্বাদশবিস্তীর্ণমায়াতঞ্চ মুখম্। নগ্নাজিতা তু চতুর্দ্দশাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যেণ বিস্তারিতং কথিতম্ ॥ নাসাললাটোপরি শোভনম্। ললাটোর্ধ্বাঙ্গুলিচ্ছাদি কুর্য্যাৎ ত্রিবলিসংযুতম্ ॥' বারাহ্যাঞ্চ —স্বৈরঙ্গুলপরীমাণৈর্দ্বাদশবিস্তীর্ণমায়তঞ্চ মুখম্। নগ্নজিতা তু চতুর্দ্দশাঙ্গুলদৈর্ঘ্যেণ বিস্তারিতং কথিতম্ ॥ ললাট-চিবুক-গ্রীবাশ্চতুরঙ্গুলাস্তথা কর্ণৌ ॥ দ্বে দ্বেঽঙ্গুলে চ হনুকে চিবুকং চ দ্ব্যঙ্গুলং প্রসৃতম্ ॥ অষ্টাঙ্গুলং ললাটঞ্চ বিস্তারাদ্দ্ব্যঙ্গুলৌ পরৌ। শঙ্খৌ চতুরঙ্গুলৌ চ শঙ্খৌ কর্ণৌ চ দ্ব্যঙ্গুলং পৃথুলৌ ॥ কর্ণোপান্তঃ কার্য্যোঽর্দ্ধপঞ্চমে ভ্রূসমেন সূত্রেণ। কর্ণস্রোতঃ

সুকুমারকঞ্চ নয়নপ্রবন্ধসমম্ ॥ চতুরঙ্গুল বশিষ্টং কথয়তি নেত্রান্তকর্ণয়োবিবরম্। অধরোঽঙ্গুলপ্রমাণ-স্তস্যার্দ্ধেনোত্তরৌষ্ঠশ্চ ॥ অর্দ্ধাঙ্গুলা তু গুল্ফা বক্তুঞ্চ চতুরঙ্গুলায়তং কার্য্যম্। বিপুলন্তু সার্দ্ধমঙ্গুলমধ্যান্তং দ্ব্যঙ্গুলং ব্যাপ্তম্ ॥ ত্র্যঙ্গুলতুঙ্গৌ নাসাপুটৌ নাসাপুটা-গ্রতো জ্ঞেয়ৌ। সা দ্ব্যঙ্গুলমুচ্ছ্রায়া চতুরঙ্গুলমন্তরং চাক্ষোঃ। দ্ব্যঙ্গুলমিতোঽক্ষিকোষো দ্বে নেত্রে তত্রি-ভাগিকা তারা। দৃক্তারা পঞ্চাংশো নেত্রবিকাশোঽ-ঙ্গুলং ভবতি। পর্য্যন্তাৎ পর্য্যন্তা দশ ভ্রুবোঽর্দ্ধা-ঙ্গুলা ভ্রুবোর্লেখা। ভ্রূমধ্যে দ্ব্যঙ্গুলকং ভ্রূদৈর্ঘ্যেণা-ঙ্গুলচতুষ্কঞ্চ। কার্য্যা তু কেশরেখা ভ্রূমধ্যবন্ধসমা-ঙ্গুলার্দ্ধবিস্তীর্ণা। নেত্রান্তে করবীরকমুপন্যসেদঙ্গুল-প্রমিতম্। দ্বাত্রিংশৎ-পরিণাহাচ্চতুর্দ্দশায়ামতোঙ্গুলানি শিরঃ। দ্বাদশ তু চিত্রকর্ম্মণি দৃশ্যন্তে বিংশতিরদৃশ্যা। আস্যাং সকেশনিচয়ং ষোড়শ দৈর্ঘ্যেণ নগ্নজিৎ-প্রোক্তাঃ। গ্রীবা দশ বিস্তীর্ণা পরিণাহাদ্বিংশতিঃ সৈকা। কণ্ঠাদ্দ্বাদশ হৃদয়ান্নাভিশ্চ তৎপ্রমাণেন। নাভের্মধ্যান্মেঢ্রান্তরঞ্চ তত্তুল্যমেবোক্তম্। ঊরূ চাঙ্গুল-মানৈশ্চতুর্যুক্তা বিংশতিস্তথা জঙ্ঘে। জানু-কপিত্থে চতুরঙ্গুলে চ পাদৌ তত্তুল্যৌ। দ্বাদশ দীর্ঘোষ্ঠা পৃথু-তয়া চ পাদৌ ত্রিকলায়তাঙ্গুষ্ঠৌ। পঞ্চাঙ্গুল-পরি-ণাহৌ প্রদেশিনী ত্র্যঙ্গুলং দৈর্ঘ্যম্। অষ্টাংশাষ্টাং-শোনাঃ শেষাঙ্গুল্যঃ ক্রমেণ কর্ত্তব্যাঃ। স্বাদ্ব্যঙ্গুলসমু-চ্ছ্রায়ং চতুর্থভাগমঙ্গুলমুৎসেধোঽঙ্গুষ্ঠকস্যোক্তঃ। অঙ্গুষ্ঠ-নখঃ কথিতশ্চতুর্ভাগোনমঙ্গুলস্তজ্জ্ঞৈঃ। শেষ-নখানামর্দ্ধাঙ্গুলক্রমাৎ কিঞ্চিদূনঞ্চ। জঙ্ঘাগ্রে পরি-ণাহশ্চতুর্দ্দশোক্তস্তু বিস্তারাৎ পঞ্চ। মধ্যে চ সপ্ত বিপুলাঃ পরিণাহাত্রিগুণিতাঃ সপ্ত। অষ্টৌ তু জানু-মধ্যে বৈপুল্যং ত্র্যষ্টকং তু পরিণাহঃ। বিপুলা চতু-র্দ্দশোরুর্মধ্যে দ্বিগুণস্তু তৎ-পরিধিঃ। কটিরষ্টাদশ বিপুলা চত্বারিংশচ্চতুর্যুতা পরিধৌ। অঙ্গুলমেকং নাভির্বেধেন তথা প্রমাণেন। চত্বারিংশদ্দ্বিযুতা নাভি-মধ্যেন মধ্যপরিণাহঃ। স্তনয়োঃ ষোড়শ চান্তরমূর্দ্ধং কক্ষে ষড়ঙ্গুলকে। অষ্টাবংসৌ দ্বাদশ বাহূ কার্য্যৌ তথা প্রবাহূ চ। বাহূ ষড়্বিস্তীর্ণৌ প্রতিবাহূ দ্ব্যঙ্গুল-চতুষ্কৌ। ষোড়শবাহুমূলে পরিণাহো দ্বাদশাগ্রহস্তে চ। বিস্তারেণ করতলং ষড়ঙ্গুলং সপ্ত দৈর্ঘ্যেণ ॥ পঞ্চাঙ্গুলানি মধ্যপ্রদেশিনী মধ্যপর্ব্ব-দলহীনা। অনয়া তুল্যা চানামিকা কনিষ্ঠা তু পর্ব্বোনা। পর্ব্বদ্বয়মঙ্গুষ্ঠঃ শেষাঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বিকা জ্ঞেয়াঃ। নখপরিমাণং কার্য্যং সর্ব্বাসাং পর্ব্বণোঽর্দ্ধেন। দেশানুরূপভূষণ-বেশাল-ঙ্কার-মূর্ত্তিভিঃ কার্য্যা। প্রতিমা লক্ষণযুক্তা সংবিহিতা বৃদ্ধিদা ভবতি ॥' ইতি। অতঃপরং সুগমম্ ॥১০৩॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে টীকায়ামষ্টাদশবিলাসঃ ॥

অথ মৃন্ময়ীনাং শ্রীমূর্ত্তীনাং বিশেষঃ

শ্রীহয়শীর্ষীয়ে প্রতিমাপ্রসঙ্গে—

মৃত্তিকা বর্ণ-পূর্ব্বেণ গৃহ্নীয়ুঃ সর্ব্ববর্ণিনঃ।
নদীতীরেঽথবা ক্ষেত্রে পুণ্যস্থানেঽথবা পুনঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ—অনন্তর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিসমূহের বিশেষ, শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে প্রতিমা প্রসঙ্গে—ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব-বর্ণের ব্যক্তিগণ নদীতীরে, পুণ্যক্ষেত্রে অথবা পুণ্য-স্থানে রমৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন ॥ ১০৪ ॥

পাষাণ-কর্করালোহ-চূর্ণানি সমভাগতঃ।
মৃত্তিকায়াং প্রযোজ্যাথ কষায়েণ প্রপীড়য়েৎ ॥১০৫॥
খাদিরেণার্জ্জুনেনাথ সর্জ-শ্রীবেষ্টকুঙ্কুমৈঃ।
কৌটজৈরায়সৈঃ স্নেহৈর্দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ ॥১০৬॥
আলোড্য মৃত্তিকাং তৈস্তৈঃ স্থানে স্থাপ্য পুনঃ পুনঃ।
মাসং পর্য্যুষিতং কৃত্বা প্রতিমাং পরিকল্পয়েৎ ॥১০৭॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহাতে পাষাণ চূর্ণ ও লৌহ-চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া খদির ও অর্জ্জুন কষায় দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তৎপরে ধূনা (শাল আঠা) শ্রীবেষ্ট (তার্পিণ) কুঙ্কুম, কুড়চীর আঠা, লৌহ, স্নেহদ্রব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদির সহিত মৃত্তিকা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন পূর্ব্বক যথাস্থানে রাখিয়া এক-মাস যাবৎ পর্য্যুসিত করিয়া পরে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১০৫-১০৭ ॥

স্থাপয়েৎ প্রতিমাশূলং রত্নন্যাসস্য চোপরি।
শূলঞ্চ খাদিরাদীনাং যজ্ঞীয়ানাং প্রকল্পয়েৎ ॥১০৮॥

অনুবাদ—রত্নন্যাসের উপরে প্রতিমার শূল স্থাপন

করিবে। শূলটি খদিরাদি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে ॥ ১০৮ ॥

বিংশোত্তরশতং শূলং কুর্য্যাদ্বা পঞ্চবিংশতিঃ।
প্রতিমাঙ্গুলমানেন কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি একশত বিশটি বা পঞ্চবিংশতি শূল করিবেন, প্রতিমার অঙ্গুল পরিমাণে শূল করিয়া সংস্থাপন করিবেন ॥ ১০৯ ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গুলং প্রোক্তং সপাদং দলমেব বা।
সপ্তবিংশতি চাধস্তান্নাভ্যূর্দ্ধোঽর্দ্ধাঙ্গুলং মুখম্ ॥১১০
পঞ্চবিংশাঙ্গুলৌ চোরূসার্দ্ধত্রিকলমস্তকম্।
উরূ স্মৃতে সমে জঙ্ঘে পাদোচ্ছ্রায়ং সুসম্মিতম্ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—চরণের সহিত তলভাগ চতুর্দ্দশাঙ্গুল, নাভির উর্দ্ধ ও অধঃ সপ্তবিংশ অঙ্গুল, মুখ অর্দ্ধাঙ্গুল, উরুদ্বয় পঞ্চবিংশ অঙ্গুল, মস্তক সার্দ্ধ ত্রিকল, উরুদ্বয়ের সমান জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয়ের উচ্চতার সমান পঞ্চবিংশাঙ্গুল ॥ ১১০-১১১ ॥

নেত্রদ্বয়ং সমুদ্দিষ্টমর্দ্ধাঙ্গুলসমন্বিতম্।
দ্বিগোলোকা ভবেদ্গ্রীবা চার্দ্ধাঙ্গুলসমন্বিতা ॥১১২।
ভাগস্য বৃদ্ধিং বক্ষ্যামি পঞ্চবিংশাংশকে তথা।
অর্দ্ধার্ধমঙ্গুলং দদ্যাৎ হৃদয়াদিষু ভাগশঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—নেত্রদ্বয় অর্দ্ধাঙ্গুল, গ্রীবা দ্বিগোলোকা অর্দ্ধাঙ্গুল বিশিষ্ট ভাগের বৃদ্ধি বলিব এবং পঞ্চবিংশাংশক, অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গুল হৃদয়াদির ভাগে ভাগে দিবে ॥ ১১৩ ॥

পঞ্চবিংশাঙ্গুলং বক্ষো বিস্তারেণ প্রকীর্ত্তিতম্।
কটিবিস্তারতঃ কার্য্যা ষোড়শাষ্টাদশাঙ্গুলা ॥১১৪॥

অনুবাদ—পঞ্চ বিংশ অঙ্গুল বক্ষ বিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। কটি বিস্তার ষোড়শ অষ্টাদশাঙ্গুল ॥১১৪॥

পঞ্চবিংশাঙ্গুলো বাহূ আয়ামেন প্রকীর্ত্তিতৌ।
তথা সপ্তদশ প্রোক্তাবায়ামেন প্রবাহুকৌ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—পঞ্চবিংশ অঙ্গুল বাহুদ্বয়ের আয়াম, সেইরূপ প্রবাহুদ্বয় সপ্তদশ অঙ্গুল আয়াম ॥ ১১৫ ॥

মণিবন্ধঃ কলায়ামস্তস্মাত্তং প্রতিমস্তকম্।
আয়ামো মধ্যমায়াস্তু ষড়ঙ্গুল ইতি স্মৃতঃ ॥১১৬॥

অনুবাদ—মণিবন্ধ এক কলা আয়াম, মধ্যমা অঙ্গুলির বিস্তার ষড়ঙ্গুল এইরূপ কথিত ॥ ১১৬ ॥

এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং দশতালস্য লক্ষণম্।
প্রতিমায়াশ্চতুর্থেন কূর্ম্মার্চা পরিকীর্ত্তিতা।
তত্ত্রিভাগেন তৎপীঠং কুর্য্যাৎ সিদ্ধ্যর্থমুত্তমম্ ॥১১৭॥

অনুবাদ—ইহাই সংক্ষেপে দশতালের লক্ষণ বলা হইল। মূল প্রতিমার চতুর্থাংশ কূর্ম্ম প্রতিমা পরিকীর্ত্তিত। তাহার ত্রিভাগ দ্বারা কূর্ম্মপীঠ করিবে উত্তম জপ সিদ্ধির নিমিত্ত ॥ ১১৭ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিবিশেষেণ পরিমাণবিশেষাদিঃ

মাৎস্যে—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেবাকারান্ বিশেষতঃ।
দশতালঃ স্মৃতো রামো বলির্বৈরোচনিস্তথা ॥১১৮॥
বরাহো নরসিংহশ্চ সপ্ততালস্তু বামনঃ।
মৎস্যকূর্ম্মৌ তু নির্দ্দিষ্টৌ যথাশোভং স্বয়ম্ভুবা ॥১১৯

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি বিশেষে পরিমাণ বিশেষাদি, মৎস্যপুরাণে—অতঃপর বিশেষ দেবাকার সমূহ বলিব—রাম, বিরোচন পুত্র বলি, সেইরূপ বরাহ, নরসিংহ মূর্ত্তি দশতাল, বামনদেব সপ্ততাল, মৎস্য, কূর্ম্ম, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যেমন শোভিত হয় সেইরূপ ॥ ১১৮-১১৯ ॥

অথ বরাহমূর্ত্তিঃ

কিঞ্চ—

মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রঘোরাস্যং মেদিনীং বামকূর্পরে ॥১২০॥

অনুবাদ—অথ বরাহমূর্ত্তি, আরও—মহাবরাহের আকার বলিব—পদ্মহস্ত গদাধর তীক্ষ্ণদন্ত, উগ্র ঘোর বদন, বাম কনুইতে পৃথিবী দেবী ॥ ১২০ ॥

দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দীপ্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম্ ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নামুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥১২১॥

অনুবাদ—উজ্জ্বল পদ্মহস্তা ধরণীকে দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা উদ্ধৃতকারী, বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়না ধরনীকে ঊর্দ্ধভাগে নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১২১ ॥

দক্ষিণং কটিসংস্থঞ্চ করং তস্য প্রকল্পয়েৎ ।
কূর্ম্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমূর্দ্ধনি ।
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ॥১২২

অনুবাদ—তাহার দক্ষিণ হস্ত কটিতে স্থিত নির্ম্মাণ করিবে। একচরণ কূর্ম্মের উপর, অন্য চরণ নাগরাজ অনন্তের মস্তকে, চতুর্দ্দিকে লোকপালগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১২২ ॥

অথ নরসিংহমূর্ত্তিঃ

নারসিংহন্তু কুর্ব্বীত ভুজাষ্টকসমন্বিতম্ ।
রৌদ্রং সিংহাননং তদ্বদ্বিদারিতমুখেক্ষণম্ ॥১২৩॥

অনুবাদ—অনন্তর নরসিংহ মূর্ত্তি—নরসিংহ মূর্ত্তি অষ্টভুজ যুক্ত নির্ম্মাণ করিবে, ক্রোধমূর্ত্তি, সিংহমুখ, সিংহের ন্যায় বিদারিত মুখ ও নয়ন ॥ ১২৩ ॥

স্কন্ধপীনসটাকীর্ণং দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্ ।
বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ—উচ্চস্থল বিকীর্ণ জটা কেশর, দিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিতেছেন, বিনির্গত অন্ত্রসমূহ, দানবকে এই ভাবে নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১২৪ ॥

বমন্তং রুধিরোদ্গারং ভ্রুকুটীবদনেক্ষণম্ ।
যুধ্যমানং চ কুর্ব্বীত কূচিৎ করণবন্ধনৈঃ ॥১২৫॥

—৬৩

পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্জ্যমানং মুহুর্ম্মুহুঃ ।
দৈত্যান্ প্রদর্শয়েত্তত্র খড়্গখেটকধারিণঃ ।
স্তূয়মানং তথা বিষ্ণুং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—দানব হিরণ্যকশিপু রক্ত বমন ও উদ্গার করিতেছে, ভ্রূ-ভঙ্গী বদন দৃষ্টি যুদ্ধরত এইরূপ নির্ম্মাণ করিবে, কোথাও অঙ্গবন্ধনহেতু পরিশ্রান্ত দৈত্য মুহুর্মুহু তর্জ্জনরত। সেস্থানে অন্য দৈত্যসমূহকে খড়্গ চর্ম্মধারী দেখাইবে, শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তবরত দেবাধিপতিগণকেও দেখাইবে ॥ ১২৫-১২৬ ॥

অথ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিঃ

তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডাক্রমণোল্বণম্ ।
পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥১২৭॥

অনুবাদ—অনন্তর ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি—সেইরূপ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির কথা বলিব—ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণোদ্যত, পাদপার্শ্বে লম্বমান বাহু উর্ধ্বভাগেও রচনা করিবে ॥ ১২৭ ॥

অধস্তাদ্বামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ সকমণ্ডলুম্ ।
দক্ষিণে ছাত্রকাং দদ্যাৎ মুখং দীনং প্রদর্শয়েৎ ॥১২৮

অনুবাদ—সেইরূপ নিম্নদেশে বামনদেব নির্ম্মাণ করিবে, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে ছত্র, মুখে দীনভাব প্রদর্শন করাইবে ॥ ১২৮ ॥

ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ ।
বন্ধনং চাস্য কুর্ব্বন্তং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ ॥১২৯॥

অনুবাদ—সেইরূপ পার্শ্বে ভৃঙ্গারধারী বলিমহারাজ, তাহাকে বন্ধনরত গরুড়কে তাহার পার্শ্বে দেখাইবে ॥ ১২৯ ॥

অথ মৎস্যমূর্ত্তি কূর্ম্মমূর্ত্তিশ্চ

মৎস্যরূপং তথা মাৎস্যং কৌর্ম্মং কূর্ম্মাকৃতিং ন্যসেৎ ।
এবংরূপঃ স ভগবান্ কার্য্যো নারায়ণো হরিঃ ॥১৩০

অনুবাদ—অনন্তর মৎস্যমূর্ত্তি কূর্ম্মমূর্ত্তি—মৎস্যের ন্যায় মৎস্য মূর্ত্তি, কূর্ম্মাকৃতি কূর্ম্মমূর্ত্তি স্থাপন করিবে, এইরূপ শ্রীভগবান্ নারায়ণ হরিমূর্ত্তি করণীয় ॥ ১৩০

অথ মহাবিষ্ণুমূর্ত্তিঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দেবদেবং তথা বিষ্ণুং কারয়েদ্গরুড়স্থিতম্ ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং সর্ব্বাভরণধারিণম্ ॥ ১৩১॥
সজলাম্বুদ-সচ্ছায়ং পীতদিব্যাম্বরং তথা ।
মুখাশ্চ কার্য্যাশ্চত্বারো বাহবো দ্বিগুণাস্তথা ॥ ১৩২॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাবিষ্ণু মূর্ত্তি, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—সেইরূপ গরুড়ের স্কন্ধে স্থিত দেবদেব বিষ্ণুকে নির্ম্মাণ করাইবে, কৌস্তুভমণি দ্বারা আলোকিত বক্ষ-দেশ, সর্ব্ববিধ আভরণধারী, নবঘনশ্যামবর্ণ, পীত-বর্ণের দিব্যবস্ত্র, চতুর্ম্মুখ অষ্টবাহু কর্ত্তব্য ॥১৩১-১৩২

সৌম্যেন্দুবদনং পূর্ব্বং নারসিংহন্তু দক্ষিণম্ ।
কপিলং পশ্চিমং বক্ত্রং তথা বারাহমুত্তরম্ ॥ ১৩৩

অনুবাদ—ইঁহার সৌম্যমূর্ত্তি চন্দ্রবদন, পূর্ব্বমুখ, দক্ষিণমুখ, নরসিংহ কপিলদেব সদৃশ পশ্চিমমুখ, উত্তরমুখ বরাহদেব সদৃশ কর্ত্তব্য ॥ ১৩৩ ॥

তস্য দক্ষিণহস্তেষু বাণার্কমুষলারয়ঃ ।
চর্ম্মশঙ্খধরাবিন্দুচাপে চ বনমালিনঃ ।
কার্য্যাণি বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত্যা বামহস্তেষ্বনুক্রমাৎ ॥
ইতি ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—মহাবিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তসমূহে বাণ, সূর্য্য, মুষল ও চক্র এবং বামে চর্ম্ম, শঙ্খ, ইন্দু, চাপ ও বনমালাধারী কর্ত্তব্য বিষ্ণুধর্ম্ম পুরাণোক্ত বিধি অনু-সারে ॥ ১৩৪ ॥

অথলোকপালবিষ্ণুমূর্ত্তিঃ

কিঞ্চ—

একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর লোকপাল বিষ্ণুমূর্ত্তি, আরও—একবদন, দুই ভুজ, গদা ও চক্রধর প্রভু লোক পাল বিষ্ণু ॥ ১৩৫ ॥

অথ বাসুদেবমূর্ত্তিঃ

কিঞ্চ —

একবক্ত্রশ্চতুর্বাহুঃ সৌম্যরূপী সুদর্শনঃ ।
সলিলাধ্মাতমেঘাভঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বাসুদেব মূর্ত্তি, আরও—এক-বদন, চতুর্ভুজ, সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর দর্শন, নবঘন শ্যাম-বর্ণ, সর্ব্ববিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত ॥ ১৩৬ ॥

কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্বুতুল্যেন রাজতা ।
বরাভরণযুক্তেন কুণ্ডলোত্তমভূষিতঃ ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ—মঙ্গলময় কম্বুকণ্ঠ রূপে বিরাজিত, উত্তম আভরণযুক্ত কর্ণে উত্তম কুণ্ডলদ্বয় ভূষিত ॥ ১৩৭ ॥

অঙ্গদী বদ্ধকেয়ূরো বনমালাবিভূষিতঃ ।
উরসা কৌস্তুভং বিভ্রৎ কিরীটং শিরসা তথা ॥১৩৮॥

অনুবাদ—বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ বদ্ধ কেয়ুর, বক্ষে বন-মালা বিভূষিত । কণ্ঠে কৌস্তুভ মণিধারী, মস্তকে স্বর্ণমুকুট ॥ ১৩৮ ॥

শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্য কর্ত্তব্যশ্চারুকর্ণিকঃ ।
পুষ্টাশ্লিষ্টায়তভুজস্তনুতাম্রনখাঙ্গুলিঃ ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—ইঁহার মস্তকোপরি সুন্দর কর্ণিকা বিশিষ্ট পদ্ম নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য । পুষ্ট ও আশ্লিষ্ট দীর্ঘ চতুর্ভুজ, অঙ্গুলি ও নখ তাম্রবর্ণ ॥ ১৩৯ ॥

মধ্যেন ত্রিবলীভঙ্গশোভিতেন সুচারুণা ।
শ্রীরূপধারিণী কার্য্যা ক্ষৌণী তৎপদমধ্যগা ॥১৪০॥

অনুবাদ—মধ্যদেশে ত্রিবলীভঙ্গ শোভিত সুচারু

স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী দেবী তাঁহার পদ মধ্যদেশে নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ১৪০ ॥

তৎকরস্থাঙ্ঘ্রিযুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
সুচারুপদবিন্যাসঃ কিঞ্চিন্নিক্রান্তদক্ষিণঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—ভূদেবীর করদ্বয়ে ধৃত জনার্দ্দনদেবের চরণযুগল এইরূপ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। সুন্দর পদবিন্যাস, দক্ষিণ চরণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর ॥ ১৪১ ॥

অনুদৃশ্যা মহী কার্য্যা দেবদর্শনবিস্মিতা।
দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্যো জাম্ববলম্বিনা ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—অনুরূপা ভূদেবী দেবদর্শন বিস্মিতা করণীয়া, প্রভুর কটিবাস (হাঁটু) জানু পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৪২ ॥

বনমালা চ কর্ত্তব্যা দেবজান্ববলম্বিনী।
যজ্ঞোপবীতং কর্ত্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম্ ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—বনমালাও প্রভুর জানু পর্য্যন্ত লম্বিনী কর্ত্তব্যা, যজ্ঞোপবীত নাভিদেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য ॥১৪৩॥

উৎফুল্লকমলং পাণৌ কুর্য্যাদ্দেবস্য দক্ষিণে।
বামপাণিগতং শেষং শঙ্খাকারং তু কারয়েৎ ॥১৪৪

অনুবাদ—প্রভুর দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল কমল ধারণ করাইবে, বামহস্তে শঙ্খাকৃতি শেষদেব স্থাপন করাইবে ॥ ১৪৪ ॥

দক্ষিণে তু গদা দেবী তনুমধ্যা সুলোচনা।
স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ১৪৫ ॥
পশ্যন্তী দেবদেবেশং কার্য্যা চামরধারিণী।
কার্য্যং তন্মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তং দেবহস্তং তু দক্ষিণম্ ॥১৪৬

অনুবাদ—দক্ষিণ পার্শ্বে গদাদেবী মধ্যদেশে কৃশ, সুলোচনা, স্ত্রীরূপ ধারিণী, মুগ্ধা, সর্ব্ববিধ অলঙ্কার ভূষিতা, দেবদেব প্রভুকে দর্শনকারিণী চামর ধারণী কর্ত্তব্য। তাঁহার মস্তকে প্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিন্যস্ত, এইরূপ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—প্রভুর বামভাগে চক্র মূর্ত্তি কর্ত্তব্য—লম্বোদর, সর্ব্ব অলঙ্কারযুক্ত বৃত্তাকার বিস্ফারিত দৃষ্টি ॥ ১৪৭ ॥

কর্ত্তব্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণতৎপরঃ।
কার্য্যো দেবকরো বামো বিন্যস্তস্তস্য মূর্দ্ধনি ॥১৪৮॥

অনুবাদ—ভগবদ্ দর্শনরত চামরহস্ত, তাহার মস্তকে প্রভুর বামকর বিন্যস্ত এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ১৪৮ ॥

অথ সঙ্কর্ষণমূর্ত্তিঃ

বাসুদেবস্বরূপেণ কার্য্যঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
স তু শুক্লবপুঃ কার্য্যো নীলবাসা যদূত্তমঃ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি—বাসুদেবের ন্যায় সঙ্কর্ষণ প্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, তিনি কিন্তু শুক্লবর্ণ, নীলবসন যদুশ্রেষ্ঠ বলদেব ॥ ১৪৯ ॥

গদাস্থানে তু মুষলং চক্রস্থানে তু লাঙ্গলম্।
কর্ত্তব্যৌ তনুমধ্যৌ তৌ নরূপৌ রূপসংস্থিতৌ ॥১৫০

অনুবাদ—গদাস্থলে মুষল, চক্রস্থানে লাঙ্গল, নরলীল বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ মধ্যমাকৃতি বিগ্রহ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ১৫০ ॥

অথ প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিঃ

বাসুদেবস্বরূপেণ প্রদ্যুম্নশ্চ তথা ভবেৎ।
স তু দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যামঃ শ্বেতবাসা বিধীয়তে ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি—বাসুদেবের ন্যায়

প্রদ্যুম্নও ঐরূপ হইবেন, তিনি কিন্তু দূর্ব্বাঙ্কুর শ্যাম-বর্ণ শ্বেতবসনধারী ॥ ১৫১ ॥

চক্রস্থানে ভবেচ্চাপং গদাস্থানে তথা শরঃ।
তথাবিধৌ তু কর্ত্তব্যো যথা মুষললাঙ্গলৌ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—বাসুদেবের চক্রস্থানে চাপ হইবে, গদাস্থানে শর, যেমন সঙ্কর্ষণের মুষল লাঙ্গল, সেইরূপ ধনুক ও শর কর্ত্তব্য ॥ ১৫২ ॥

অথ অনিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ

এতদেব তথা রূপমনিরুদ্ধস্য কারয়েৎ।
পদ্মপত্রাভ-বপুষো রক্তাম্বরধরস্য তু ॥ ১৫৩ ॥
চক্রস্থানে ভবেচ্চর্ম্ম গদাস্থানেঽসিরেব চ।
চর্ম্ম স্যাচ্চক্ররূপেণ প্রাংশুঃ খড়্গো বিধীয়তে ॥১৫৪

অনুবাদ—অথ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি—এই অনিরুদ্ধের রূপ পূর্ব্ববৎ করাইবেন, পদ্ম পত্রের ন্যায় শরীরের বর্ণ, রক্তবর্ণ বসন, বাসুদেবের চক্রস্থানে চর্ম্ম হইবে, গদাস্থানে অসি। চর্ম্ম চক্রের ন্যায় হইবে, গদা স্থানে খড়্গের বিধান ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

অথ চক্রাদীনাং বিবিধমূর্ত্তীনাঞ্চ স্বরূপনির্ণয়ঃ

চক্রাদীনাং স্বরূপাণি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং প্রদর্শয়েৎ।
রম্যাণ্যায়ুধরূপাণি চক্রাদীন্যেব যাদব ॥ ১৫৫ ॥
বামপার্শ্বগতাঃ কার্য্যা দেবানাং প্রবরা ধ্বজাঃ।
সুপতাকাযুতা রাজন্ যষ্টিস্থাস্তে যথোচিতম্ ॥১৫৬

অনুবাদ—অনন্তর চক্রাদি ও বিবিধ মূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয়, চক্রাদির স্বরূপ সমূহ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইতেছে—হে যাদব! চক্রাদি মনোরম আয়ুধেধ রূপ সমূহ যথা—দেবগণের শ্রেষ্ঠ ধ্বজা সুন্দর পতাকাযুক্ত করিয়া, হে রাজন্! যষ্টির সঙ্গে বাম-পার্শ্বে স্থাপন করিবেন ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

কিঞ্চ—

হংসো মৎস্যস্তথা কূর্ম্মঃ কার্য্যাস্তদ্রূপধারিণঃ।
শৃঙ্গী মৎস্যস্তু কর্ত্তব্যো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥১৫৭॥
ঐশ্বর্য্যমনিরুদ্ধস্তু বরাহো ভগবান্ হরিঃ।
ঐশ্বর্য্যশক্ত্যা দংষ্ট্রাগ্রসমুদ্ধৃতবসুন্ধরঃ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—আরও—হংস, মৎস্য ও কূর্ম্ম মূর্ত্তিকে তদ্রূপী করিয়া স্থাপন করিবে। মৎস্য কিন্তু শৃঙ্গ-ধারী দেবদেব জনার্দ্দন অনিরুদ্ধ ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি, বরাহ ভগবান্ হরি ঐশ্বর্য্য শক্তি সহ দন্তাগ্রে বসুন্ধরাকে উদ্ধৃত করিতেছেন ঐরূপ মূর্ত্তি করিবেন ॥ ১৫৮ ॥

নৃবরাহোঽথবা কার্য্যঃ শেষোপরি গতঃ প্রভুঃ।
শেষশ্চতুর্ভুজঃ কার্য্যশ্চারুরত্নফণান্বিতঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—অথবা নৃবরাহ রূপ প্রভু শেষ নাগের উপর কর্ত্তব্য, শেষদেবকে সুন্দর রত্ন ফণাযুক্ত চতুর্ভুজ রূপ করিবেন ॥ ১৫৯ ॥

আশ্চর্য্যোৎফুল্লনয়নো দেববীক্ষণতৎপরঃ।
কর্ত্তব্যৌ সীরমুষলৌ করয়োস্তস্য যাদব ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—আশ্চর্য্যে উৎফুল্ল নয়ন প্রভুকে দর্শন, তৎপর, হে যাদব! তাঁহার করদ্বয়ে লাঙ্গল ও মুষল ধারণ করাইবেন ॥ ১৬০ ॥

সর্পভোগশ্চ কর্ত্তব্যস্তথৈব রচিতাঞ্জলিঃ।
আলীঢ়স্থানসংস্থানস্তৎপৃষ্ঠে ভগবান্ ভবেৎ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ সর্পফণাও কর্ত্তব্য, সেইরূপ করযোড়ে অবস্থিত জিহ্বা লেহনরত, তার পৃষ্ঠে বরাহ ভগবান্ অবস্থিত ॥ ১৬১ ॥

মূর্ত্তিমন্তমনৈশ্বর্য্যং হিরণ্যাক্ষং বিদুর্বুধাঃ।
ঐশ্বর্য্যেণাবিশেষেণ স নিরস্তোঽরিমর্দ্দনঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—বুধগণ হিরণ্যাক্ষকে মূর্ত্তিমান্ ঐশ্বর্য্য হীন জানিবেন। শত্রুমর্দ্দনকারী হিরণ্যাক্ষ সাধারণ ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও বরাহদেব কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছে ॥ ১৬২ ॥

নৃবরাহোঽথবা কার্য্যো ধ্যানে কপিলবৎ স্থিতঃ।
দ্বিভুজস্তথবা কার্য্যঃ পিণ্ডনির্বপণোদ্যতঃ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—অথবা নৃবরাহকে কপিলবৎ ধ্যানে অবস্থিত রূপে নির্ম্মাণ করিবেন, অথবা পিণ্ড দানরত দ্বিভুজ মূর্ত্তি কর্ত্তব্য ॥ ১৬৩ ॥

সমগ্র-ক্রোড়রূপো বা বহুদানবমধ্যগঃ।
নৃবরাহো বরাহো বা কর্ত্তব্যঃ ক্ষ্মাবিদারণঃ ॥১৬৪॥

অনুবাদ—অথবা সমগ্র বরাহরূপ, বহু দানব-মধ্যস্থ, নৃবরাহ বা বরাহমূর্ত্তি পৃথিবী বিদারণরত নির্ম্মাণ করিবেন ॥ ১৬৪ ॥

জ্ঞানবদ্ভিঃ স এবোক্তো জ্ঞানং পরমবর্দ্ধনঃ।
পীনস্কন্ধ-কটি-গ্রীবঃ কৃশমধ্যঃ কৃশোদরঃ ॥ ১৬৫ ॥
সিংহাননো নৃদেহশ্চ নীলবাসাঃ প্রভান্বিতঃ।
আলীঢ়স্থানসংস্থানঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানবান্‌গণ শ্রীনৃসিংহ ভগবান্‌কে এই-রূপ বলিয়া থাকেন, তিনি জ্ঞান স্বরূপ ও জ্ঞান বর্দ্ধন, তিনি স্থূল-স্কন্ধ, স্থূল কটি ও স্থূল গ্রীবা, কৃশমধ্য ও কৃশোদর, তিনি সিংহবদন, নরদেহ, নীলবসন, জ্যোতিবিশিষ্ট, আলীঢ়স্থ, সর্ব্ব আভরণ ভূষিত ॥১৬৬

জ্বালামালাকুলমুখো জ্বলৎ কেশরমণ্ডলঃ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ পাটয়ন্নখরৈঃ খরৈঃ ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—অগ্নিশিখা বেষ্টিত মুখমণ্ডল, প্রজ্বলিত কেশরমণ্ডল, ব্যাপ্তমুখ হিরণ্যকশিপুর বক্ষ খর নখ-শ্রেণী দ্বারা বিদারণ শীল ॥ ১৬৭ ॥

নীলোৎপলাভঃ কর্ত্তব্যো দেবজানুগতস্তথা।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যস্তমজ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহদেবের জানুতে স্থিত হিরণ্য-কশিপুকে নীলপদ্মবর্ণ কর্ত্তব্য। হিরণ্যকশিপুকে বুধগণ অজ্ঞান মূর্ত্তি স্বরূপ জানেন ॥ ১৬৮ ॥

অথ বামনমূর্ত্তিঃ

কর্ত্তব্যো বামনো দেবঃ সঙ্কটে ভক্তিভাবিতৈঃ।
পীনগাত্রশ্চ কর্ত্তব্যো দণ্ডী চাধ্যয়নোদ্যতঃ।
দূর্ব্বাশ্যামশ্চ কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তথা ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বামন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন, স্থূলকায় দণ্ডধারী অধ্যয়নে উদ্যত দূর্ব্বাদলশ্যাম-বর্ণ, কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম উত্তরীয়রূপে ধারণকারী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১৬৯ ॥

অথ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিঃ

সজলাম্বুদসঙ্কাশস্তথা কার্য্যস্ত্রিবিক্রমঃ।
দণ্ডপাশধরঃ কার্য্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৭০ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঃ কার্য্যাস্তস্য স্বরূপিণঃ।
নির্দ্দেহাস্তে ন কর্ত্তব্যাঃ শেষঃ কার্য্যশ্চ পূর্ব্ববৎ।
একোর্দ্ধ্বদনঃ কার্য্যো দেবো বিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥১৭১

অনুবাদ—অনন্তর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম ভগবানকে নবনীরদ শ্যামবর্ণ, দণ্ড ও পাশধারী শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধর, একক না করিয়া পূর্ব্ববৎ শেষদেব মূর্ত্তিও করিবেন, একফণ উর্ধ্ববদন প্রভুর দর্শনে বিস্ফারিত নয়ন ॥ ১৭০-১৭১ ॥

অথ ভৃগুরামমূর্ত্তিঃ

কার্য্যস্তু ভার্গবো রামো জটামণ্ডলদুর্দৃশঃ।
হস্তেঽস্য পরশুঃ কার্য্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্য তু ॥১৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর ভৃগুরাম মূর্ত্তি—ভার্গব রাম মূর্ত্তি কর্ত্তব্য, মস্তকে জটামণ্ডলবেষ্টিত ভয়ঙ্কর দর্শন, ইহার হস্তে কুঠার অস্ত্র, কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মধারী ॥ ১৭২ ॥

অথ দাশরথিমূর্ত্তিঃ

রামো দাশরথিঃ কার্য্যো রাজলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাশয়ঃ।
তথৈব সর্ব্বে কর্ত্তব্যাঃ কিন্তু মৌলিবিবর্জ্জিতাঃ ॥১৭৩

অনুবাদ—অনন্তর দাশরথি রামমূর্ত্তি—মহারাজ

লক্ষণে লক্ষিত দাশরথি রামমূর্ত্তি কর্ত্তব্য, সঙ্গে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন মহাশয়, ঐরূপ সকলকে কর্ত্তব্য, কিন্তু মুকুট বিবর্জ্জিত ॥ ১৭৩ ॥

অথ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ

কৃষ্ণশ্চক্রধরঃ কার্য্যো নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ।
ইন্দীবরধরা কার্য্যা তস্য সাক্ষাচ্চ রুক্মিণী ॥১৭৪॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ চক্রধারী মূর্ত্তি করণীয় নীলপদ্মদলের ন্যায় বর্ণ, আর সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী রুক্মিণীদেবী নীলপদ্মধারিণী তার পার্শ্বে কর্ত্তব্য ॥ ১৭৪ ॥

অথ বলদেবমূর্ত্তিঃ

সীর-পাণির্বলঃ কার্য্যো মুষলী চৈককুণ্ডলী ।
শ্বেতোঽতিনীলবসনো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবলদেবমূর্ত্তি—শ্রীবলদেব মূর্ত্তি লাঙ্গল ও মুষল হস্তে এক কর্ণে এককুণ্ডল ধারী শ্বেতবর্ণ। অতিনীলবসন মত্তবেশে ঘূর্ণিত লোচন ॥১৭৫

অথ প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিঃ

চাপবাণধরঃ কার্য্যঃ প্রদ্যুম্নশ্চ সুদর্শনঃ ।
রাজন্ দূর্ব্বাদলশ্যামঃ শ্বেতবাসা মদোৎকটঃ ॥১৭৬॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি—উত্তম সুন্দর দর্শন প্রদ্যুম্ন ধনুর্বাণধারী, হে রাজন্! প্রদ্যুম্ন দূর্ব্বাদলশ্যাম-বর্ণ, শ্বেতবসনধারী ও মদোৎকট ॥ ১৭৬ ॥

অথ কামদেবমূর্ত্তিঃ

কামদেবস্তু কর্ত্তব্যো রূপেণাপ্রতিমো ভুবি ।
অষ্টবাহুঃ স কর্ত্তব্যঃ শঙ্খপদ্মবিভূষণঃ ॥ ১৭৭ ॥
চাপবাণধরশ্চৈব মদাকুঞ্চিতলোচনঃ ।
রতিঃ প্রীতিস্তথা শক্তির্মন্দশক্তিস্তথোজ্জ্বলা ॥ ১৭৮ ॥
চতস্রস্তস্য কর্ত্তব্যাঃ পত্ন্যোঃ রূপমনোহরাঃ ।
চত্বারশ্চ করাস্তস্য কার্য্যা ভার্য্যাস্তনোপগাঃ ।
কেতুশ্চ মকরঃ কার্য্য পঞ্চবাণমুখো মহান্ ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কামদেবমূর্ত্তি—এই ভূমণ্ডলে যাহার রূপের তুলনা নাই, এবম্প্রকার কামদেব মূর্ত্তি কর্ত্তব্য। অষ্টবাহু, শঙ্খ, পদ্ম, বিভূষণ, পুষ্প, ধনুর্বাণ-ধারী, মত্ত, আকুঞ্চিত নয়ন, পার্শ্বে রতিদেবী ও প্রীতি-দেবী শক্তি, মৃদুশক্তি ও উজ্জ্বলা নাম্নী, তাহার চারিটি পত্নী রূপ মনোহরা, কামদেব চতুর্ভুজ, তার ভার্য্যাগণ স্তন পর্য্যন্ত উচ্চ, পতাকা মকর চিহ্নিত, সম্মুখে পঞ্চ-বাণ ॥ ১৭৭-১৭৯ ॥

অথ অনিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ শাম্বমূর্ত্তিশ্চ

কর্ত্তব্যশ্চানিরুদ্ধোঽপি খড়্গচর্ম্মধরঃ প্রভুঃ ।
শাম্বঃ কার্য্যো মহাহস্তস্বরূপোঽসাবশেষতঃ ।
শাম্বানিরুদ্ধৌ কর্ত্তব্যৌ পদ্মাভৌ রক্তবাসসৌ ॥১৮০॥

অনুবাদ—অনন্তর অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি ও শাম্বমূর্ত্তি—অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিও খড়্গ চর্ম্মধারী প্রভু, শাম্বমূর্ত্তি মহা-বাহু অশেষ রূপলাবণ্যবান্, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ উভয়েই পদ্মবর্ণ রক্তবসনধারী ॥ ১৮০ ॥

অথ গোপালমূর্ত্তিঃ

গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাৎ বেণুবাদনতৎপরাম্ ।
বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতাম্ ॥১৮১

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগোপালমূর্ত্তি — বেণুবাদন তৎপর শ্রীগোপাল প্রতিমা করিবেন, ময়ূরপুচ্ছ মুকুট নবঘনশ্যামবর্ণ দ্বিভুজ বেণুধারী ॥ ১৮১ ॥

অথ বুদ্ধমূর্ত্তিঃ

কাষায়বস্ত্রসংবীতঃ স্কন্ধসংসক্তচীবরঃ ।
পদ্মাসনস্থো দ্বিভুজো ধ্যায়ী বুদ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৮২

অনুবাদ—অনন্তর বুদ্ধমূর্ত্তি—কাষায় গৈরিক বস্ত্র পরিহিত, স্কন্ধে চীরবস্ত্রধারী পদ্মাসন স্থিত দ্বিভুজ ধ্যানরত বুদ্ধমূর্ত্তি বিখ্যাত ॥ ১৮২ ॥

অথ নর-নারায়ণমূর্ত্তিঃ

দূর্ব্বাশ্যামো নরঃ কার্য্যো দ্বিভুজশ্চ মহাভুজঃ ।
নারায়ণশ্চতুর্বাহুর্নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নর-নারায়ণমূর্ত্তি—সুদীর্ঘ দ্বিভুজ দুর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ নরমূর্ত্তি কর্ত্তব্য, চতুর্ভুজ নারায়ণ নীলপদ্মপত্র বর্ণ করণীয় ॥ ১৮৩ ॥

———

তয়োর্মধ্যে তু বদরী কার্য্যা ফলবিভূষণা।
নরনারায়ণৌ দেবাবক্ষমালাধরাবুভৌ ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ফলপূর্ণা বদরী বৃক্ষ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, নর-নারায়ণদেব উভয়েই অক্ষমালা-ধারী ॥ ১৮৪ ॥

———

অষ্টচক্রে স্থিতৌ জালে ভূতযুক্তে মনোরমে।
কৃষ্ণাজিনধরৌ দান্তৌ জটামণ্ডলধারিণৌ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—মনোরম ভূতযুক্ত অষ্টচক্র জালে অবস্থিত কৃষ্ণাজিন ধর, দান্ত ও জটামণ্ডলধারী ॥ ১৮৫ ॥

———

অথ বিবিধমূর্ত্তিভেদাঃ

পাদেন চৈকেন রথস্থিতেন
পাদেন চৈকেন চ জানুগেন।
কার্য্যো হরিশ্চাত্র নরেণ তুল্যঃ
কৃষ্ণোঽপি নারায়ণতুল্যমূর্ত্তিঃ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিবিধ মূর্ত্তিভেদ সমূহ—শ্রীহরির মূর্ত্তি একচরণ রথে স্থিত, অন্য চরণ জানুতে ধৃত নরঋষি তুল্য। কৃষ্ণমূর্ত্তি নারায়ণ তুল্য ॥১৮৬॥

———

মূর্ত্তিমৎ-পৃথিবীহস্তন্যস্তপাদঃ সিতচ্ছবিঃ।
নীলাম্বরধরঃ কার্য্যো দেবো হয়শিরোধরঃ ॥১৮৭॥

অনুবাদ—মূর্ত্তীমতী ভূদেবীর হস্তে চরণদ্বয় বিন্যস্ত, শ্বেতবর্ণ, নীলাম্বরধারী হয়শীর্ষ মূর্ত্তি করণীয় ॥১৮৭॥

———

বিদ্ধি সঙ্কর্ষণাংশেন দেবং হয়শিরোধরম্।
কর্ত্তব্যোঽষ্টভুজো দেবস্তৎকরেষু চতুর্ষু চ ॥ ১৮৮ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ সাকারান্ দর্শয়েদ্ধ ধঃ।
চত্বারশ্চ করাঃ কার্য্যা দেবানাং দেহধারিণাম্।
দেবেন মূর্দ্ধি বিন্যস্তাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণাংশ হয়শীর্ষদেব অষ্টভুজ কর্ত্তব্য, তাহার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অভিব্যক্তি সাকার অস্ত্রসমূহ দর্শন করাইবে। আর চারিহস্ত দেহধারী দেবগণের মস্তকে বিন্যস্ত ও সর্ব্ব আভরণ ভূষিত ॥ ১৮৯ ॥

———

প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি বৈরাগ্যং কাপিলীং তনুমাশ্রিতম্।
মধ্যে উরুকরঃ কার্য্যস্তস্যোৎসঙ্গগতঃ পরঃ।
দোর্যুগং চাপরং তস্য শঙ্খচক্রধরং ভবেৎ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—প্রদ্যুম্নকে কপিলদেবের ন্যায় বৈরাগ্য মূর্ত্তিধারী জানিবে। চারিভুজের মধ্যে একহস্ত উরু-দেশে স্থাপিত অন্য হস্ত ক্রোড়ে স্থাপিত, অন্য দুইভুজ শঙ্খ ও চক্রধর হইবে ॥ ১৯০ ॥

———

পদ্মাসনোপবিষ্টশ্চ ধ্যানসম্মীলিতেক্ষণঃ।
কর্ম্মণ্যঃ কপিলো দেবো জটামণ্ডলদুর্দৃশঃ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—কপিলদেব পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানাবস্থিত হেতু মুদ্রিত নয়ন, জটামণ্ডল ভূষিত দুর্দর্শনীয় ॥ ১৯১ ॥

———

বায়ুসংরোধপীনাঙ্গঃ পদ্মাঙ্কচরণদ্বয়ঃ।
মৃগাজিনধরো রাজন্ শুভ্রযজ্ঞোপবীতবান্।
বিভুর্মন্ত্রমহাপদ্মকর্ণিকামধ্যমাস্থিতঃ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—প্রাণবায়ুরুদ্ধহেতু স্থূলশরীর, চরণদ্বয় পদ্ম চিহ্নিত, মৃগচর্ম্মধর, হে রাজন্! শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী, বিভু মন্ত্রযুক্ত মহাপদ্ম কর্ণিকারের মধ্যে অবস্থিত ॥ ১৯২ ॥

———

বৈরাগ্যভাবেন মহানুভাবো
ধ্যানে স্থিতঃ স্বং পরমং পদং তৎ।
ধ্যায়ংস্তথা বৈ ভুবনস্য গোপ্তা
সাঙ্খ্যপ্রবক্তা পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—বৈরাগ্যভাব হেতু মহা প্রভাবশালী, নিজ পরমপদ ধ্যানরত, ঐরূপ ধ্যান দ্বারা ভুবন

রক্ষাকারী সাংখ্যদর্শন প্রবক্তা আদি বিদ্বান্ পুরাণ পুরুষ ॥ ১৯৩ ॥

শ্যামবর্ণস্তনুবাসাঃ পিঙ্গলাক্ষো জটাধরঃ।
সুমন্তুর্জৈমিনিঃ পৈলো বৈশম্পায়ন এব চ।
তস্য শিষ্যাশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চত্বারঃ পারিপার্শ্বিকাঃ ॥১৯৪॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য চতুষ্টয়—শ্যামবর্ণ সূক্ষ্ম বসন পিঙ্গল নয়ন জটাধারী, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়ন। ইহাদের শিষ্য ও পার্শ্বদগণ চারমূর্ত্তি কর্ত্তব্য ॥ ১৯৪ ॥

গৌরস্তু কার্য্যো বাল্মীকির্জটামণ্ডলদুর্দৃশঃ।
তপস্যাভিরতঃ শান্তো ন কৃশো ন চ পীবরঃ ॥১৯৫॥

অনুবাদ—বাল্মীকিমুনি গৌরবর্ণ জটামণ্ডল বেষ্টিত দুর্দর্শনায়, তপস্যারত, শান্ত, অতি কৃশ নয়, অতিস্থূল নয় ॥ ১৯৫ ॥

বাল্মীকিরূপং সকলং দত্তাত্রেয়স্য কারয়েৎ।
জলমধ্যগতঃ কার্য্যঃ শেষঃ পন্নগদর্শনঃ।
ফণাপুঞ্জমহারত্নদুর্নিরীক্ষ্যশিরোধরঃ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—দত্তাত্রেয় মুনির রূপ বাল্মীকির তুল্য করাইবেন। নাগরাজ শেষদেব মূর্ত্তি জলমধ্যে কর্ত্তব্য ফণাপুঞ্জসমূহে মহারত্ন সমূহের জ্যোতিতে দুর্দর্শনীয় মস্তক ॥ ১৯৬ ॥

দেবদেবস্তু কর্ত্তব্যঃ শেষভোগাঙ্কসংস্থিতঃ।
একো ভুজোঽস্য কর্ত্তব্যস্তত্র জানৌ প্রসারিতঃ ॥ ১৯৭
কর্ত্তব্যো নাভিদেশে তু সদা তস্য পরঃ করঃ।
তথৈবান্যকরঃ কার্য্যো দেবস্য সুশিরোধরঃ ॥১৯৮॥

অনুবাদ—শেষশয্যায় অবস্থিত দেবদেবকে নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, ইহার এক ভুজ জানুতে প্রসারিত কর্ত্তব্য। অন্যহস্ত তাহার নাভিদেশে সর্ব্বদা অবস্থিত কর্ত্তব্য। সেইরূপ অন্য হস্ত দেবদেবের মস্তকের নিম্নে উপাধান ॥ ১৯৭-১৯৮ ॥

সন্তানমঞ্জরীধারী তথৈবাস্য পরো ভবেৎ।
নাভীসরসি সম্ভূতে কমলে তস্য যাদব ॥ ১৯৯ ॥
সর্ব্বপৃথ্বীময়ে দেবঃ প্রাগ্বৎ কার্য্যঃ পিতামহঃ।
নাললগ্নৌ চ কর্ত্তব্যৌ পদ্মস্য মধুকৈটভৌ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—অন্য হস্তে সন্তান কল্পতরুর মঞ্জরী ধারণ করিয়াছেন, হে যাদব। তাহার নাভি সরোবর জাত কমলের বৃন্তে চতুর্দশ ভুবন, তদুর্দ্ধে কমলে ব্রহ্মা, পদ্মনাল লগ্ন মধুকৈটভদৈত্য ॥ ১৯৯-২০০ ॥

নররূপধারীণি ভুজঙ্গমধ্যে
কার্য্যাণ্যথাস্ত্রাণি তথা সমীপে ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—নররূপধারী ভুজঙ্গ মধ্যে ও পার্শ্বে অস্ত্রসমূহ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ২০১ ॥

তার্ক্ষ্যো মরকতপ্রখ্যঃ কৌশিকাকারনাসিকঃ।
চতুর্ভুজশ্চ কর্ত্তব্যো বৃত্তনেত্রমুখস্তথা ॥ ২০২ ॥
গ্রীবোরুজানুচরণ-পক্ষদ্বয়বিভূষিতঃ।
প্রভাসংস্থানসৌবর্ণকলাপেন বিরাজিতঃ ॥ ২০৩ ॥
ছত্রঞ্চ পূর্ণকুম্ভঞ্চ করয়োস্তস্য কারয়েৎ।
করদ্বয়ঞ্চ কর্ত্তব্যং তথা বিরচিতাঞ্জলি ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—মরকত কান্তি গরুড়মূর্ত্তি, শুকপক্ষির (পেচক) ন্যায় নাসিকা, চতুর্ভুজ, গোলাকার চক্ষু ও মুখ, গ্রীবা উরু, জানু, চরণ, পক্ষদ্বয় বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণ পক্ষ সহ বিরাজিত, তাহার দুই হস্তে ছত্র ও পূর্ণকুম্ভ অন্য দুই হস্ত অঞ্জলি বদ্ধ ॥ ২০২-২০৪ ॥

যদাস্য ভগবান্ পৃষ্ঠে ছত্রকুম্ভধরৌ করৌ।
ন কর্ত্তব্যৌ তু কর্ত্তব্যৌ দেবপাদধরাবুভৌ ॥ ২০৫ ॥
কিঞ্চিল্লম্বোদরঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—যখন ইহার পৃষ্ঠে শ্রীভগবান্ অবস্থান করিবেন, তখন ঊর্দ্ধ করদ্বয়ে ছত্র কুম্ভ না দিয়া ঐ দুই হস্তে শ্রীভগবৎ পদদ্বয় ধারণ করাইবে। কিঞ্চিৎ লম্বোদর ও সর্ব্ব আভরণ ভূষিত মূর্ত্তি কর্ত্তব্য ॥২০৫-২০৬ ॥

অথ লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তিঃ

বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রে চ—

লক্ষ্মীনারায়ণৌ কার্য্যৌ সংযুক্তৌ দিব্যরূপিণৌ।
দক্ষিণস্থা বিভোর্মূর্ত্তির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিস্তু বামগা ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি, বিশ্বকর্ম্ম শাস্ত্রে—দিব্যরূপ সংযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি কর্ত্তব্য, দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি, বামে লক্ষ্মী মূর্ত্তি ॥ ২০৭ ॥

দক্ষিণঃ কণ্ঠলগ্নোঽস্যা বামহস্তসরোজধৃক্।
বিভোর্বামকরো লক্ষ্ম্যাঃ কুক্ষিভাগে স্থিতঃ সদা ॥২০৮

অনুবাদ—লক্ষ্মীমূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন, বাম হস্তে পদ্ম, নারায়ণের বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষিভাগে সর্ব্বদা অবস্থিত ॥ ২০৮ ॥

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
সুষ্ঠুনেত্রকপোলাস্য-রূপযৌবনসংযুতা ॥ ২০৯ ॥
সিদ্ধিঃ কার্য্যা সমীপস্থা চামরগ্রাহিণী শুভা।
কর্ত্তব্যং বামনং সর্ব্বং দেবাধোভাগগং সদা ॥২১০॥

অনুবাদ—সর্ব্ব অবয়ব সম্পূর্ণা, সব অলঙ্কার ভূষিতা, সুন্দর নয়ন, কপোল, মুখ, রূপযৌবনযুক্তা সমীপে অবস্থিতা চামরধারিণী শুভদা সিদ্ধিদেবী মূর্ত্তি কর্ত্তব্যা, প্রভুর অধোভাগস্থ মূর্ত্তি সমূহ সর্ব্বদা খর্ব্বা-কর্ত্তব্য ॥ ২০৯-২১০ ॥

শঙ্খচক্রধরৌ তস্য দ্বৌ কার্য্যৌ পুরুষৌ পুরঃ।
বামনৌ হারকেয়ূর-কিরীটমণিভূষিতৌ ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের সম্মুখে শঙ্খ, চক্রধারী দুইটি পুরুষ বিগ্রহ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য, ঐ মূর্ত্তিদ্বয় খর্ব্বা-কৃতি এবং হার, অঙ্গদ, মুকুট, মণিভূষিত ॥ ২১১ ॥

উপাসকৌ সমীপস্থৌ প্রভোর্ব্রহ্মশিবাত্মকৌ।
রসনাং যোগপট্টঞ্চ শিখামঞ্জলিমাস্থিতৌ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—প্রভুর সমীপেস্থিত ব্রহ্মা, শিব উপাসক-দ্বয় রসনা যোগপট্ট শিখা ও অঞ্জলিবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকিবেন ॥ ২১২ ॥

অথ যোগস্বামিমূর্ত্তিঃ

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ।
ঘ্রাণাগ্রে দত্তদৃষ্টিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যোগ স্বামিমূর্ত্তি—পদ্মাসনে সমাসীন কিঞ্চিৎ নিমিলিত লোচন, নাসাগ্রে দত্ত দৃষ্টি, শ্বেতপদ্মের উপরিস্থিত ॥ ২১৩ ॥

বামদক্ষিণগৌ হস্তাবুত্তাবুৎসঙ্গভাগগৌ।
তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে ॥ ২১৪ ॥
ঊর্দ্ধে করদ্বয়ে চাস্য শঙ্খশ্চাপি সুদর্শনম্।
যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোদার্থযোগিভিঃ ॥২১৫

অনুবাদ—বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বগত হস্তদ্বয় ক্রোড়-দেশে রক্ষিত। ঐ করদ্বয় পার্শ্বেস্থিত পদ্ম ও মহা-গদা ইহার ঊর্দ্ধকরদ্বয়ে শঙ্খ ও সুদর্শন চক্র। তিনিই যোগস্বামী জানিবে, যোগিগণ কর্ত্তৃক আনন্দ লাভার্থে পূজনীয় ॥ ২১৪-২১৫ ॥

অথ দশাবতারাণাং মূর্ত্তয়ঃ, তত্র মৎস্যাবতারমূর্ত্তিঃ

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মৎস্যাদীনান্তু লক্ষণম্।
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং তদর্ধেন তু বিস্তৃতম্ ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—অথ দশাবতার সমূহের মূর্ত্তি তন্মধ্যে মৎস্যাবতার মূর্ত্তি, শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অতঃপর মৎস্যাদি অবতার সমূহের লক্ষণ বলিব। ছত্রিশ আঙ্গুল দীর্ঘ, তদর্দ্ধ বিস্তৃত ॥ ২১৬ ॥

দৈর্ঘ্যাষ্টমাংশসংযুক্তং পুচ্ছবক্ত্রং তু কারয়েৎ।
রোহিতং বিবৃতাস্যন্তু দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ।
কর্ণৈকং পৃষ্ঠরোমন্তু পুচ্ছার্দ্ধং ক্রোড়গং তথা ॥২১৭॥

অনুবাদ—দৈর্ঘ্যের অষ্টমাভাগযুক্ত পুচ্ছ ও মুখ কর্ত্তব্য। রোহিতবর্ণ মৎস্য মুখ বিবৃত দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ, এক কল পৃষ্ঠরোম পুচ্ছার্দ্ধ ক্রোড়গত ॥২১৭

কৃতস্যৈবংবিধস্যেহ রোহিতস্য মুখোদ্গতম্।
নারায়ণন্তু কুর্ব্বীত আগুল্ফং তন্মুখোদ্গতম্ ॥২১৮

অনুবাদ—এই প্রকারে কৃত রোহিত মৎস্যের মুখ হইতে উত্থিত নারায়ণ মূর্ত্তি করিবে, গুল্ফ পর্য্যন্ত মৎস্য মুখ মধ্যে থাকিবে ॥ ২১৮ ॥

এবং নৃমৎস্যং মৎস্যং বা স্থাপয়েদ্যস্তু মানবঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বং ভবেত্তস্য সর্ব্বাপন্মুক্তিরেব চ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপ নৃমৎস্য বা মৎস্য মূর্ত্তি যে মানব স্থাপন করে, তাহার সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় এবং আপদ মুক্তি হয় ॥ ২১৯ ॥

অথ কূর্ম্মমূর্ত্তিলক্ষণম্

দৈর্ঘ্যাত্রিতালসংযুক্তং তদর্দ্ধং পরিমণ্ডলম্।
চতুশ্চরণসংশ্লিষ্টং চতুরঙ্গুলমাত্রয়া ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কূর্ম্মমূর্ত্তি লক্ষণ—দৈর্ঘ্য ত্রিতাল সংযুক্ত, তার অর্দ্ধ পরিমণ্ডল (তাল=অঙ্গুষ্ঠা ও মধ্যমাঙ্গুলির পরিমাণ)। কূর্ম্মমূর্ত্তির চারিচরণ, প্রতিচরণে চারিটি অঙ্গুল ॥ ২২০ ॥

কপালদ্বয়মধ্যে তু গোবিন্দং তু সমুদ্গতম্।
কৃত্বা বা গুল্ফপর্য্যন্তমুদ্গচ্ছন্তং সুরোত্তমম্ ॥২২১॥

অনুবাদ—কপালদ্বয় মধ্যে গোবিন্দ উত্থিত, সুরোত্তম শ্রীগোবিন্দ গুল্ফ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত ॥ ২২১ ॥

নৃকূর্ম্মং কারয়িত্বৈনং কূর্ম্মং বা স্থাপয়ীত যঃ।
স্ববংশোদ্ধারণং তস্য জায়তে মুক্তিরেব চ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—নৃকূর্ম্ম বা কূর্ম্ম মূর্ত্তি করাইয়া যে মানব স্থাপন করেন, তাহার স্ববংশ উদ্ধার এবং মুক্তি লাভ হয় ॥ ২২২ ॥

অথ বরাহমূর্ত্তিলক্ষণম্

বক্ত্রং কলাষ্টকায়ামাং শ্রোত্রমস্য দ্বিগোলকম্।
হনূ সপ্তাঙ্গুলে তস্য সৃক্বণী দ্ব্যঙ্গুলে মতে ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বরাহমূর্ত্তি লক্ষণ—হে দ্বিজ! বরাহমূর্ত্তির মুখ অষ্টকলা আয়াম, কর্ণ দুই গোলক, হনূ সপ্ত অঙ্গুল, সৃক্বণীদ্বয় দুই অঙ্গুল ॥ ২২৩ ॥

সপ্তাঙ্গুলং মুখং প্রোক্তং রদৌ সার্দ্ধকলৌ দ্বিজ।
নাসারন্ধ্রং ভবেন্নেত্রং যবহীনেঽক্ষিণী মতে ॥২২৪॥

অনুবাদ—সপ্ত অঙ্গুল মুখ, দন্তদ্বয় দেড়কল, নাসারন্ধ্র তিন যব, নয়নদ্বয় দুই যব ॥ ২২৪ ॥

কিঞ্চিদ্বক্ত্রে স্মিতে শ্রোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে।
চতুষ্কলং কর্ণমধ্যং তদর্দ্ধেন তদুচ্ছ্রিতম্ ॥ ২২৫ ॥
বস্বঙ্গুলা ভবেদ্গ্রীবা নেত্রৈকং চোন্নতা তু সা।
শেষং নৃসিংহবৎ কার্য্যং বরাহস্য তু বিগ্রহম্ ॥২২৬

অনুবাদ—মুখ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কর্ণদ্বয়, দুই গোলক সম ও আয়ত, কর্ণমধ্য চারিকল, উচ্চতা তদর্দ্ধ, অষ্ট অঙ্গুলা গ্রীবা, উচ্চতা এক নেত্র, বরাহ বিগ্রহের শেষ অঙ্গ নৃসিংহবৎ কর্ত্তব্য ॥ ২২৫-২২৬ ॥

শেষাহিবিধৃতং পাদং বাহুনা ধারয়ন্ ধরাম্।
শঙ্খং বামে তথা পদ্মং গদাচক্রে তু দক্ষিণে ॥২২৭॥

অনুবাদ—শেষনাগের মস্তকে একপদ ধৃত, বাম দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে গদা ও চক্র ॥ ২২৭ ॥

এবং নরবরাহঞ্চ কৃত্বা যং স্থাপয়েন্নরঃ।
ভবোদধিসমুত্তারং রাজ্যঞ্চ হতকণ্টকম্।
প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সন্দেহো হ্যমুত্রেহৈব বা ভুবি ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে নৃবরাহ নির্ম্মাণ করিয়া যে মানব স্থাপন করে, ভব সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ নিষ্কণ্টক রাজ্য ইহলোকে এই জগতে বা পরলোকে প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২২৮ ॥

অথ নৃসিংহমূর্ত্তিলক্ষণম্

তির্য্যঙ্ নৃসিংহদেবস্য তথা বিপুলমাননম্।
বর্ত্তুলেঽস্য তথা নেত্রে স্কন্ধৌ তালমিতৌ শুভৌ ॥২২৯

অনুবাদ—অনন্তর নৃসিংহমূর্ত্তি লক্ষণ—শ্রীনৃসিংহদেবের বদনটেরা ও বিপুল আয়তন, নয়নদ্বয় গোলাকার স্কন্ধদ্বয় তালপরিমিত ও শুভ ॥ ২২৯ ॥

ব্যাকুঞ্চিতে ভ্রুবৌ বক্ত্রং বিবৃতং চোগ্রদংষ্ট্রকম্।
লেলিহানা তথা জিহ্বা সমুদ্গতশটং শিরঃ ॥২৩০॥

অনুবাদ—ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত, বদন বিবৃত, উগ্রদন্ত লেলিহান জিহ্বা উত্থিত শটা মস্তক ॥ ২৩০ ॥

দংষ্ট্রে দ্ব্যঙ্গুলনির্যাতে বক্রাগ্রে তু সিতে তথা।
ত্রিকলাভ্যধিকং বক্ষঃ পঞ্চনেত্রাধিকা কটিঃ ॥২৩১॥

অনুবাদ—দন্তদ্বয় দুই অঙ্গুল বহির্গত, অগ্রভাগ বক্র এবং শ্বেতবর্ণ। বক্ষদেশ তিনকলার অধিক, কটিদেশ পঞ্চনেত্রের অধিকা ॥ ২৩১ ॥

দ্বিকলাভ্যধিকৌ চোরূ জানূ চাপি কলাধিকৌ।
জঙ্ঘে সার্দ্ধকলে মধ্যে বিস্তৃতাগ্রে বিভাগতঃ ॥২৩২॥

অনুবাদ—উরুদ্বয় দুইকলার অধিক, জানুদ্বয় এককলার অধিক। জঙ্ঘাদ্বয় দেড়কলা, মধ্যে বিস্তৃত, অগ্রে বিভক্ত ॥ ২৩২ ॥

উর্দ্ধৌ কিঞ্চিৎ স্মৃতৌ পাদৌ বাহুমূলে কলাধিকে।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তথা হীনৌ পর্য্যন্তে চোপবাহুকৌ।
বপুরিত্থং নৃসিংহস্য কুর্য্যাদ্দেশিকসত্তমঃ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—পাদদ্বয় কিঞ্চিৎ উর্ধ্ব, বাহুমূলদ্বয় এক কলার অধিক, উপবাহুদ্বয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কম, এইরূপ নৃসিংহদেবের শরীর আচার্য্য সত্তম করিবেন ॥২৩৩

জান্বংশে তস্য সংস্থাপ্য বিদারিতমহাসুরম্।
ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা তু মালয়া শ্রীসমন্বিতম্ ॥২৩৪॥

অনুবাদ—তাঁহার জানু অংশে বক্ষ বিদারিত মহাঅসুর হিরণ্য কশিপু সংস্থাপন কর্ত্তব্য। বৈজয়ন্তী মালাদ্বারা ভূষিত এবং শ্রীলক্ষ্মী সমন্বিত বিগ্রহ কর্ত্তব্য ॥ ২৩৪ ॥

খড়্গচক্রধরং দেবং নৃসিংহং কারয়েদ্বুধঃ।
স্থাপয়েৎ পাপনাশায় জয়ায় নরকেশরিম্ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি খড়্গ চক্রধর নৃসিংহদেব মূর্ত্তি করাইবেন এবং পাপ নাশনের জন্য ও বিজয় লাভের জন্য স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৫ ॥

অথ বামনমূর্ত্তিলক্ষণম্

ভুজং ত্রিগোলকায়ামং বক্ষো বিস্তারশোভিতম্।
পাণিপাদং তুরীয়াংশং প্রবৃদ্ধশিরসং তথা ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবামনমূর্ত্তি লক্ষণ—বামনমূর্ত্তির ভুজ ত্রিগোলক আয়াম, বক্ষ বিস্তীর্ণ ও শোভিত, হস্তপদ চতুর্থাংশ, শিরোদেশ বৃহৎ ॥ ২৩৬॥

উর্ব্বঙ্ঘ্রিদ্বিতয়ায়ামবিহীনমুখযুগ্মকম্।
কটিস্ফিক্‌পার্শ্বনাভীষু তদ্বদ্ধং বামনং বুধঃ।
কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্দেবং মোহনার্থায় সর্ব্বথা ॥২৩৭॥

অনুবাদ—উরু, চরণদ্বয়, আয়াম হীন, কটিদেশ, পশ্চাদ্ভাগ, পার্শ্ব ও নাভি স্থূল, অভিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বামনমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বথা মোহনের জন্য স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৭ ॥

অথ জামদগ্ন্যমূর্ত্তিলক্ষণম্

জামদগ্ন্যন্তু কুর্ব্বীত জটামুকুটমণ্ডিতম্।
চতুর্ব্বাহুং মহাভাগং সর্ব্বক্ষত্রান্তকং বিভুম্ ॥২৩৮॥

দক্ষিণে পরশুং হস্তে বামে দদ্যাত্তথা ধনুঃ ।
খড়্গং দক্ষিণহস্তে তু বামহস্তে তু খেটকম্ ॥২৩৯॥
কুঠারহস্তং দ্বিভুজং কুর্য্যাদ্বা রেণুকাসুতম্ ।
কৃত্বৈবং জামদগ্ন্যন্তু স্থাপয়েদ্‌যস্তু মানবঃ ।
স বিত্তং প্রাপ্নুয়াৎ শীঘ্রং কামাংশ্চ মনসেপ্সিতান্ ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জামদগ্ন্যমূর্ত্তি লক্ষণ—জামদগ্ন্যমূর্ত্তি জটামুকুট মণ্ডিত করিবেন। মহাভাগ, বিভু, চতুর্বাহু, সর্ব্বক্ষত্রিয়ের অন্তকারী, দক্ষিণহস্তে পরশু (কুঠার) বামহস্তে ধনুক, দক্ষিণহস্তে খড়্গ, বামহস্তে চর্ম্ম। অথবা—কুঠার হস্ত মূর্ত্তিকে দ্বিভুজ করিবেন, রেণুকাসুত জামদগ্ন্যকে এইরূপ মূর্ত্তি করিয়া যে মানব স্থাপন করিবে, তিনি শীঘ্র বিত্তলাভ করিবেন এবং মনোবাঞ্ছিত কাম্যফল সমূহও প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৩৮-২৪০ ॥

অথ রামমূর্ত্তিলক্ষণম্

কুর্য্যাদ্দাশরথিং রামং সপ্ততালং চতুর্ভুজম্ ।
শরকার্ম্মুকহস্তং তু শঙ্খচক্রধরং শুভম্ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামমূর্ত্তি লক্ষণ—দাশরথি রামচন্দ্র মূর্ত্তিকে সপ্ততাল উচ্চ ও চতুর্ভুজ করিবেন, ধনুর্বাণ হস্ত ও শঙ্খচক্রধর মঙ্গলময় মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন ॥ ২৪১ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধ্বং ভবেচ্চক্রং বামোর্দ্ধ্বং শঙ্খমেব চ ।
দক্ষিণাধো ভবেদ্বাণো বামাধো ধনুরেব চ ।
দ্বিভুজং শরহস্তং বা রামং কুর্য্যাৎ সকার্ম্মুকম্ ॥২৪২

অনুবাদ—দক্ষিণ ভাগে ঊর্ধ্বে চক্র, বাম ভাগে ঊর্ধ্বদেশে শঙ্খ, দক্ষিণ ভাগে নীচে বাণ, বামভাগে নীচে ধনুক। অথবা—দ্বিভুজ ধনুর্বাণ হস্ত রামচন্দ্র মূর্ত্তি করিবেন ॥ ২৪২ ॥

কৃত্বৈবং রাঘবং রামং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥
ক্রূরশত্রুবিনাশায় স্থাপয়েৎ সর্ব্বকামদম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপ সর্ব্ব লক্ষণ সংযুক্ত রঘুপতি রামমূর্ত্তি ক্রূর শত্রুবিনাশের জন্য ও সর্ব্বকাম লাভের জন্য স্থাপন করিবেন ॥ ২৪৩ ॥

অথ বলরামমূর্ত্তিলক্ষণম্

তৃতীয়ং তু যথা রামং চতুর্বাহুং শৃণুষ্ব মে ।
বামোর্দ্ধ্বং লাঙ্গলং দদ্যাদধঃ শঙ্খং সুশোভনম্ ।
গদাং কৃপাণং বা দদ্যাৎ সংস্থানে শক্তিচক্রয়োঃ ॥২৪৪

অনুবাদ—অনন্তর বলরামমূর্ত্তি লক্ষণ—তৃতীয় চতুর্ভুজ বলরাম মূর্ত্তি লক্ষণ আমা হইতে শ্রবণ কর, বাম ঊর্ধ্ব হস্তে লাঙ্গল এবং নিম্নহস্তে সুশোভন শঙ্খ দিবে, দক্ষিণে গদা অথবা খড়্গ দিবে শক্তি চক্র স্থানে ॥ ২৪৪ ॥

কৃত্বৈবং বলদেবং তু যো নরঃ স্থাপয়েৎ প্রভুম্ ।
পুত্রং দদাতি তস্যাথ বিপক্ষাংশ্চ জয়ত্যসৌ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—এইরূপে বলদেব প্রভুকে যে মানব নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থাপন করে, তাহার পুত্র লাভ হয় এবং বিপক্ষ সমূহ দলন হয় ॥ ২৪৫ ॥

অথ বুদ্ধলক্ষণম্

দশতালং তথা বুদ্ধং পদ্মাসনগতং হরিম্ ।
প্রলম্বশ্রবণং কুর্য্যাচ্চীবরালঙ্কৃতং তথা ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বুদ্ধ লক্ষণ—বুদ্ধদেবকে পদ্মাসনস্থিত দশতাল উচ্চ করিবে, প্রলম্ব কর্ণ ও চীরবস্ত্র অলঙ্কৃত করিবে ॥ ২৪৬ ॥

মণিনাভং সমাধিস্থং পদ্মাস্যং পদ্মলোচনম্ ।
সমাধিস্থোত্তানপাণিং যোগদৃষ্টিসমন্বিতম্ ।
স্থাপয়েদ্রূপকামস্তু পিতেব জগতঃ স্থিতম্ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—মণিনাভ সমাধিস্থ পদ্মবদন, পদ্মলোচন, সমাধিস্থ উত্তান হস্ত যোগদৃষ্টি যুক্ত, রূপকামী ব্যক্তি জগৎপিতার ন্যায় স্থাপন করিবে ॥ ২৪৭ ॥

অথ কল্কিলক্ষণম্

কল্কিনং তু চতুর্বাহুং বদ্ধতূণং ধনুর্দ্ধরম্ ।
শঙ্খচক্রধরং কুর্য্যাত্তথা খড়্গধরং প্রভুম্ ॥ ২৪৮ ॥
দ্বিভুজং বা হয়ারূঢ়ং খড়্গপাণিং সুরেশ্বরম্ ।
কল্কিনং স্থাপয়িত্বৈবং শক্রস্থানং লভেন্নরঃ ॥২৪৯॥

অনুবাদ—অনন্তর কল্কি লক্ষণ—চতুর্ভুজ বদ্ধ-তূণ ধনুকধারী শঙ্খ, চক্রধর ও খড়্গধর প্রভুকে স্থাপন করিবে। অথবা দ্বিভুজ অশ্বারোহী খড়্গপাণি সুরেশ্বর এইরূপ কল্কিমূর্ত্তিকে স্থাপন করিয়া মানব শক্ররাজ্য লাভ করে ॥ ২৪৮-২৪৯ ॥

———

অথ নবব্যূহ-প্রতিমালক্ষণম্

কিঞ্চ—

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ পূর্ব্বমেবোদিতো ময়া ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদা যস্য বামোর্দ্ধেচক্রমুজ্জ্বলম্ ।
ব্রহ্মেশৌ পার্শ্বগৌ নিত্যং শেষমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥২৫০

অনুবাদ—অনন্তর নবব্যূহ প্রতিমা লক্ষণ, আরও—নবব্যূহের আদি মূর্ত্তি বাসুদেব পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছেন, যাঁহার দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে গদা, বাম উর্দ্ধে উজ্জ্বল চক্র, ব্রহ্মা ও শিব নিত্যপার্ষদ শেষ দেব ॥ ২৫০ ॥

———

দ্বিতীয়া বাসুদেবোঽয়ং দ্বাপরাদৌ স উচ্যতে ।
দ্বিভুজো বাথ কর্ত্তব্যো বামে শঙ্খধরঃ প্রভুঃ ।
বরদো দক্ষিণেনাথ বাসুদেবো দ্বিধোদিতঃ ॥ ২৫১ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় বাসুদেব ইনি দ্বাপরের আদিতে উক্ত হইয়াছেন দ্বিভুজ। অথবা বামে শঙ্খধারী প্রভু, দক্ষিণ হস্তে বরদ, এইভাবে বাসুদেব দ্বিবিধ ॥ ২৫১ ॥

———

বলদেবশ্চতুর্বাহুঃ কুণ্ডলৈকবিভূষিতঃ ।
লাঙ্গলী মুষলী দেবো গদাপদ্মধরো বিভুঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ কর্ত্তব্যো বরদোঽথবা ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—বলদেব চতুর্ভুজ, এক কুণ্ডল বিভূষিত লাঙ্গল, গদা, পদ্মধর বলদেব প্রভু। অথবা—শঙ্খ, চক্র, গদা ও বরদ করিবেন ॥ ২৫২ ॥

———

প্রদ্যুম্নস্তু চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রধরঃ শুভঃ ।
চক্রং দক্ষিণহস্তে চ বামহস্তে ধনুস্তথা ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—প্রদ্যুম্ন চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্রধর মঙ্গলময়, চক্র দক্ষিণ হস্তে, বামহস্তে ধনুক ॥ ২৫৩ ॥

———

শঙ্খঞ্চ দক্ষিণে দদ্যাদ্গদাং বামে প্রদর্শয়েৎ ।
প্রদ্যুম্নং কারয়েদ্দেবং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ দক্ষিণে দিবে, গদা বামে দর্শন করাইবে, এইরূপ সর্ব্বলক্ষণ যুক্ত প্রদ্যুম্নদেব করাইবে ॥ ২৫৪ ॥

———

স্ত্রিয়ৌ চৈবাস্য কর্ত্তব্যে খড়্গচর্ম্মধরে শুভে ।
রতিপ্রীত্যোর্মধ্যগতং কম্বুগ্রীবং সকার্ম্মুকম্ ।
দ্বিভুজং শরহস্তং বা প্রদ্যুম্নং কারয়েদ্বুধঃ ॥২৫৫॥

অনুবাদ—ইহার দুই স্ত্রী খড়্গ চর্ম্মধারিণী এবং মঙ্গলদায়িনী রতিদেবী ও প্রীতিদেবীর মধ্যে কম্বুগ্রীব ধনুকসহ দ্বিভুজ শরহস্ত প্রদ্যুম্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি করাইবে ॥ ২৫৫ ॥

———

অনিরুদ্ধঃ কম্বুগ্রীবশ্চতুর্বাহুঃ প্রভূষিতঃ ।
দক্ষিণেঽস্য গদা দেয়া চক্রশঙ্খৌ তু বামতঃ ।
দক্ষিণে চ তথা পদ্মমনিরুদ্ধস্য দাপয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—অনিরুদ্ধ কম্বুগ্রীব চতুর্ভুজ বিভূষিত, ইহার দক্ষিণে গদা দিবে, বামে শঙ্খ, চক্র, দক্ষিণে অন্য হস্তে পদ্ম প্রদান করিবে ॥ ২৫৬ ॥

———

নারায়ণশ্চতুর্বাহুঃ কার্য্যস্তল্লক্ষণং ময়া ।
মূর্ত্তিদ্বাদশকে সর্ব্বং কীর্ত্তিতং ব্রহ্মণঃ শৃণু ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—নারায়ণ চতুর্ভুজ করণীয়, তাহার লক্ষণ দ্বাদশ মূর্ত্তি মধ্যে সকল বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার লক্ষণ শ্রবণ কর ॥ ২৫৭ ॥

———

চতুর্ম্মুখশ্চতুর্বাহুর্বৃহজ্জঠরমণ্ডলঃ ।
উদ্ধমূদ্ধজটাজূটঃ সধূমঃ সমমেখলঃ ।। ২৫৮ ।।

অনুবাদ—চতুর্ম্মুখ, চতুর্বাহু, বৃহৎ উদর, উপরে জটাজূট, ধূমসহ, মেখলাসহ ।। ২৫৮ ।।

শোভনং দক্ষিণে হস্তে দদ্যাদস্যাক্ষসূত্রকম্ ।
স্রুবঞ্চ দক্ষিণে দদ্যাদ্বামহস্তে তু কুণ্ডিকাম্ ।।২৫৯।।

অনুবাদ—ইহার দক্ষিণ হস্তে শোভন অক্ষসূত্র দিবে, অন্য দক্ষিণ হস্তে স্রুব দিবে, বামহস্তে কুণ্ডিকা (কমণ্ডলু) ।। ২৫৯ ।।

আজ্যস্থালীং কুশোপেতং বামহস্তে নিযোজয়েৎ ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ কার্য্যো বাথ চতুর্ম্মুখঃ ।। ২৬০ ।।

অনুবাদ—আজ্যস্থালী (ঘৃতপাত্র) কুশযুক্ত বাম-হস্তে প্রদান করিবে, অথবা—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শঙ্খ, চক্র, গদা হস্ত করিবে ।। ২৬০ ।।

সরস্বতী চ সাবিত্রী বামদক্ষিণসংস্থিতে ।
কর্ত্তব্যা মুনয়ো বাথ পরিবার্য্য ব্যবস্থিতাঃ ।। ২৬১ ।।

অনুবাদ—ইহার বামে সরস্বতী, দক্ষিণে সাবিত্রী স্থাপন করিবে, অথবা মুনিগণ পরিকর রূপে স্থাপিত করিবে ।। ২৬১ ।।

বিনিবিষ্টং সদা ব্রহ্মা কার্য্যো হ্যন্যস্ততোহন্যথা ।
নৃসিংহবৎ স্বমাত্রা তু কিঞ্চিদভ্যধিকঃ স্মৃতঃ ।।২৬২

অনুবাদ—নবব্যূহ ব্যতীত অন্য ব্রহ্মা সর্ব্বদা ধ্যানাবিষ্ট কর্ত্তব্য, পরিমাণে নৃসিংহবৎ কিঞ্চিৎ অধিক জানিবে ।। ২৬২ ।।

বিষ্ণুরষ্টভুজঃ কার্য্যশ্চতুর্বাহুরথাপি বা ।
বৈনতেয়গতঃ সৌম্যঃ সংদষ্টৌষ্ঠপুটোঽপি বা ।।২৬৩

অনুবাদ—বিষ্ণু অষ্টভুজ করণীয় অথবা চতুর্ভুজ, গরুড় পৃষ্ঠস্থিত সৌম্য মূর্ত্তি, অথবা দন্তদ্বারা নিজ ওষ্ঠকে দংশন করিতেছেন ।। ২৬৩ ।।

খড়্গং গদাং শরং দদ্যাদ্দক্ষিণে বরদোঽপরঃ ।
কার্ম্মুকং খেটকং চক্রং শঙ্খং বামেঽস্য দাপয়েৎ ।। ২৬৪ ।।

অনুবাদ—অষ্টভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণ ভাগে হস্তে খড়্গ, গদা, শর ও বরদ, বাম হস্ত সমূহে ধনুক, চর্ম্ম, চক্র, শঙ্খ ধারণ করাইবে ।। ২৬৪ ।।

চতুর্ভুজে গদা দেয়া দক্ষিণে বরদোঽবরঃ ।
বামে শঙ্খঞ্চ চক্রঞ্চ বিষ্ণুরেবংবিধো মতঃ ।। ২৬৫ ।।

অনুবাদ—চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণে গদা ও বরদ, বামে শঙ্খ, চক্র—এই প্রকার স্বীকৃত ।। ২৬৫ ।।

নরসিংহশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
শঙ্খচক্রধরো বাপি বিদারিতমহাসুরঃ ।। ২৬৬ ।।

অনুবাদ—নরসিংহ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ শঙ্খ, চক্র, গদা-ধর, অথবা শঙ্খ, চক্রধর এবং মহাসুর হিরণ্য কশি-পুর বক্ষবিদারণকারী ।। ২৬৬ ।।

চতুর্বাহুর্বরাহস্তু শেষঃ পাণিপদে ধৃতঃ ।
ধারয়ন্ বাহুনা পৃথ্বীং বামেন কমলামথ ।। ২৬৭ ।।

অনুবাদ—চতুর্ভুজ বরাহদেব, হস্তে ও পদে শেষ দেব ধৃত বামবাহু দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে কমলা ।। ২৬৭ ।।

পাদলগ্না ধরা কার্য্যা যদা লক্ষ্মীর্ভুজস্থিতা ।
বরাহং কারয়েদ্দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।। ২৬৮ ।।

অনুবাদ—যখন লক্ষ্মী বাহুস্থিতা, তখন পৃথিবী পাদলগ্না কর্ত্তব্যা, বরাহদেবকে শঙ্খ, চক্র, গদাধর করাইবে ।। ২৬৮ ।।

সপ্ততালৌ প্রশস্যেতে বরাহনরকেশরী ।
নবতালাবত্যধিকৌ পুরস্তাৎ কথিতৌ তব ॥২৬৯॥

অনুবাদ—বরাহদেব ও নরসিংহ সপ্ততাল উচ্চ প্রশস্ত, তোমাকে পূর্ব্বে নবতালের অধিক বলিয়াছি ॥ ২৬৯ ॥

অথ পুরুষোত্তমমূর্ত্তিলক্ষণম্

কিঞ্চ—

অষ্টবাহুং বুধঃ কুর্য্যাদ্দেবং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।
গরুড়াসনগং দেবং প্রথমে বয়সি স্থিতম্ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুরুষোত্তম মূর্ত্তি লক্ষণ, আরও—ত্রৈলোক্যমোহন পুরুষোত্তমদেবকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অষ্ট বাহু করিবে। গরুড়াসনস্থিত নবযৌবনান্বিত করিবে ॥ ২৭০ ॥

চক্রং খড়্গঞ্চ মুষলং সাঙ্কুশং দক্ষিণে ন্যসেৎ ।
শঙ্খং শার্ঙ্গং গদাং পাশং বামহস্তেষু বিন্যসেৎ ।
লক্ষ্মীসরস্বতী কার্য্যে পদ্মবীণাসমন্বিতে ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ—দক্ষিণভাগে চতুর্ভুজে চক্র, খড়্গ, মুষল অঙ্কুশ স্থাপিত করিবে, বামভাগে শঙ্খ শার্ঙ্গধনু, গদা, পাশ বিন্যাস করিবে, পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাধারিণী সরস্বতী মূর্ত্তিদ্বয় দক্ষিণে ও বামে স্থাপিত করিবে ॥ ২৭১ ॥

কিঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে—

অষ্টবাহুঃ পূর্ব্বমেব কথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।
চতুর্বাহুং দ্বিবাহুঞ্চ সংক্ষেপাৎ কথয়ামি তে ॥২৭২॥

অনুবাদ—আরও প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে—অষ্টবাহু পুরুষোত্তম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চতুর্বাহু ও দ্বিবাহু পুরুষোত্তম তোমাকে সংক্ষেপে বলিব ॥ ২৭২ ॥

দক্ষিণং শান্তিদং হস্তং কুর্য্যাদন্য দয়ান্বিতম্ ।
বামোর্দ্ধ্বং কারয়েচ্চক্রং পাঞ্চজন্যং তথা হ্যধঃ ॥২৭৩

অনুবাদ—চতুর্ভুজ পুরুষোত্তমের দক্ষিণ উর্দ্ধবাহু শান্তিপ্রদ, নিম্নবাহুদয়ান্বিত, বাম উর্দ্ধবাহু চক্র ও অধঃবাহু পাঞ্চজন্য শঙ্খযুক্ত করিবে ॥ ২৭৩ ॥

শ্রীপুষ্টিসহিতং কুর্য্যাৎ চতুর্বাহুং সুরোত্তমম্ ।
প্রাসাদে স্থাপয়েন্নিত্যং গৃহে বা মণ্ডপেঽপি বা ॥২৭৪

অনুবাদ—শ্রীদেবী ও পুষ্টিদেবী সহিত চতুর্বাহু পুরুষোত্তম নির্ম্মাণ করিবে এবং তাঁহাকে প্রাসাদে গৃহে বা মণ্ডপে নিত্যসেবায় স্থাপন করিবে ॥ ২৭৪ ॥

অথ দ্বিবাহুং তং দেবং কুর্য্যাদ্ভেদদ্বয়েন তু ।
একং শান্তিকরং হস্তমপরং চক্রভূষিতম্ ।
শ্রীসরস্বতীসংযুক্তমেকমায়তনে ন্যসেৎ ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বিভুজ পুরুষোত্তমদেব দ্বিবিধ করিবে। এক শান্তিপ্রদ হস্ত, অন্যটি চক্র বিভূষিত হস্ত, শ্রীদেবী ও সরস্বতী দেবী সহ একই গৃহে স্থাপন করিবে ॥ ২৭৫ ॥

গদাচক্রধরং বাপি দ্বিভুজং পুরুষোত্তমম্ ।
সীরপাণি-সমোপেতমেকানংশান্বিতং বিভুম্ ।
চতুরস্রায়তে ধাম্নি স্থাপয়েৎ সর্ব্বকামদম্ ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—অথবা গদা ও চক্রধর দ্বিভুজ পুরুষোত্তম, লাঙ্গল হস্ত, বলদেব সহ, মধ্যে একানংশা (সুভদ্রা) সমন্বিত প্রভুকে চতুষ্কোণ স্থানে বা গৃহে স্থাপন করিবে, ইনি সর্ব্বকামপ্রদ ॥ ২৭৬ ॥

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীনবক্ষঃস্থলোরসম্ ।
লাবণ্যাম্বুজতোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—অতসীপুষ্প সদৃশ নীলবর্ণ, বক্ষস্থল ও উরু স্থূল, সর্ব্বদিকে লাবণ্য পদ্মজল যেন সিঞ্চন করিতেছেন ॥ ২৭৭ ॥

ত্রৈলোক্যে যস্য রূপেণ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।
তং দেবং কারয়েৎ সৌম্যং পুরুষোত্তমমুত্তমম্ ॥২৭৮

অনুবাদ—ত্রৈলোক্যে যাহার রূপের সাম্য হয় নাই ও হইবে না, সেই সৌম্য-মূর্ত্তি উত্তম পুরুষোত্তম দেবকে নির্ম্মাণ করাইবে ॥ ২৭৮ ॥

বলদেবং দ্বিদোর্দণ্ডং মদবিভ্রান্তলোচনম্ ।
লাঙ্গলাসক্তপাণিন্তু মুষলোদ্যতদক্ষিণম্ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—দ্বিভুজ বলদেবকে মদঘূর্ণিতলোচন, লাঙ্গলযুক্ত বামহস্তে দক্ষিণ হস্তে উন্নত মুষল নির্ম্মাণ করিবে ॥ ২৭৯ ॥

কুর্য্যাদ্বা তস্য বাহ্বোস্তু শঙ্খচক্রৌ সুশোভনৌ ।
শরচাপধরৌ বাপি বরশান্তিপ্রদৌ তথা ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—অথবা বলদেবের বাহুদ্বয়ে শঙ্খ, চক্র সুশোভিত করিবে, অথবা ধনুর্বাণ ও বর-শান্তি প্রদ করাইবে ॥ ২৮০ ॥

কার্য্যৌ ভুজৌ মহাভাগ বলদেবস্য সত্তম ।
ভোগান্ পঞ্চাথবা সপ্ত কুর্য্যাদস্য ত্বনন্তবৎ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—হে সত্তম মহাভাগ ! বলদেবের পঞ্চ অথবা সপ্ত ফণা অনন্তদেবের ন্যায় করিবে ॥ ২৮১ ॥

একানংশাং তয়োর্মধ্যে কারয়েৎ সৌম্যরূপিণীম্ ।
বরদাং পদ্মহস্তাং বা দক্ষিণেন ভুজেন তু ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—পুরুষোত্তম ও বলদেবের মধ্যে সৌম্য রূপধারিণী একানংশার (সুভদ্রা) মূর্ত্তি করাইবে, বরদা অথবা দক্ষিণ হস্তে পদ্মধারণ করাইবে ॥ ২৮২ ॥

শ্রোণিস্থ-বামহস্তাং তু কুর্য্যাদ্ভদ্রাং সুরেশ্বরীম্ ।
এবং তে দ্বিভুজো বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥২৮৩

অনুবাদ—সুরেশ্বরী ভদ্রাকে শ্রোণিস্থ বামহস্তা-রূপে নির্ম্মাণ করাইবে, এইভাবে তোমাকে দ্বিভুজ সর্ব্বকামদ বিষ্ণু মূর্ত্তি বলা হইল ॥ ২৮৩ ॥

বলদেবেন সহিতো ভদ্রয়া চ সমন্বিতঃ ।
দেবস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সুভদ্রাং বিনিবেশয়েৎ ।
ততঃ পরে মদাক্রান্তলোচনং স্থাপয়েদ্বলম্ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—এই মূর্ত্তি বলদেবের ও সুভদ্রার সমন্বিত করিতে হয়। পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের দক্ষিণ পার্শ্বে সুভদ্রাকে বিন্যাস করিবে, তৎপরে মদাক্রান্ত-লোচন বলদেবকে স্থাপন করিবে ॥ ২৮৪ ॥

অথ বিশ্বরূপলক্ষণম্

কিঞ্চ—

বিংশদ্বাহুং বিশ্বরূপং কুর্য্যাত্তল্লক্ষণং শৃণু ।
চক্রং খড়্গঞ্চ মুষলমঙ্কুশং পাট্টিশং তথা ॥ ২৮৫ ॥
মুদ্গরঞ্চ তথা পাশং শক্তিং শূলং শরং তথা ।
দক্ষিণেষু প্রদদ্যাদ্বৈ বামেষু শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ২৮৬ ॥
শঙ্খং শার্ঙ্গং গদাং পাশং তোমরং লাঙ্গলং তথা ।
পরশুং ছুরিকাং দণ্ডং চর্ম্ম-প্রক্ষেপণং তথা ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশ্বরূপ লক্ষণ, আরও—বিংশবাহু বিশ্বরূপ মূর্ত্তি করিবে তাহার লক্ষণ শ্রবণ কর, দক্ষিণ হস্ত সমূহে চক্র, খড়্গ, মুষল, অঙ্কুশ, পট্টিশ মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল ও শর প্রদান করিবে। বাম দশ ভুজে সম্প্রতি শ্রবণ কর—শঙ্খ, শার্ঙ্গধনু, গদা, পাশ, তোমর, লাঙ্গল, পরশু, ছুরিকা, দণ্ড ও চর্ম্ম প্রদান করিবে ॥ ২৮৫-২৮৭ ॥

নৃসিংহোক্তং পরং মানং বিশ্বরূপস্য কীর্ত্তিতম্ ।
চতুর্ম্মুখং দক্ষিণেঽস্য ত্রিনেত্রং বামতো ন্যসেৎ ।
স্তুবন্তো মুনয়ঃ কার্য্যা বিদ্রবন্তো নিশাচরাঃ ॥২৮৮॥

অনুবাদ—নৃসিংহদেবের যে পরিমাণ বিশ্বরূপেরও সেই পরিমাণ। ইহার দক্ষিণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও বাম-ভাগে ত্রিনয়ন মহাদেবকে স্থাপন করিবে। স্তবকারী মুনিগণ ও ভয়ে পলায়ন শীল রাক্ষসগণকে পার্শ্বে স্থাপন করিবে ॥ ২৮৮ ॥

অথ জলশায়িমূর্ত্তিলক্ষণম্

বামপার্শ্বেন শয়িতং কারয়েজ্জলশায়িনম্ ।
শেষপর্য্যঙ্কগং দেবং চতুর্বাহুং জনার্দ্দনম্ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জলশায়ি-মূর্ত্তি-লক্ষণ—বাম পার্শ্বে শায়িত জলশায়ি মূর্ত্তিকে শেষ পালঙ্কে চতুর্বাহু জনার্দ্দনদেব মূর্ত্তিকে নির্ম্মাণ করাইবে ॥ ২৮৯ ॥

শ্রিয়া ধৃতৈকচরণং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্ ।
দেবীভির্বিমলাদ্যাভিঃ সেব্যমানমিতস্ততঃ ।
নাভ্যুত্থপদ্মজারূঢ়পিতামহসমন্বিতম্ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক ধৃত সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত একচরণ সেবিত, বিমলাদি অষ্ট শক্তি কর্ত্তৃক ইতস্তত সেব্যমান, নাভি হইতে উত্থিত পদ্মাসনারূঢ় লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমন্বিত ॥ ২৯০ ॥

অথ লক্ষ্মীমূর্ত্তিলক্ষণম্

কিঞ্চ—

অষ্টতালা তু কর্ত্তব্যা দেবী লক্ষ্মীঃ সুরেশ্বরী ।
তৎক্রমং সৌরকাণ্ডে তু কথয়িষ্যে তবানঘ ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর লক্ষ্মীমূর্ত্তি লক্ষণ, আরও—হে অনঘ ! তোমার নিকট সৌরকাণ্ডে লক্ষ্মীমূর্ত্তির লক্ষণ বলিব—সুরেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী অষ্টতাল পরিমিতা কর্ত্তব্যা ॥ ২৯১ ॥

নবতালিকক্ষেত্রাং তু কথ্যমানামিতঃ শৃণু ।
ভ্রুবৌ যবাধিকে কার্য্যে যবহীনা তু নাসিকা ॥২৯২॥

অনুবাদ—এক্ষণে নবতালিকা মূর্ত্তির কথা বলি-শ্রবণ কর, ভ্রূদ্বয় এক যবের অধিক করণীয়, নাসিকা যবহীনা কর্ত্তব্য ॥ ২৯২ ॥

গোলোকেনাধিকং বক্ত্রমূর্দ্ধ তির্য্যগ্বিবর্জ্জিতম্ ।
আয়তে নয়নে কার্য্যে ত্রিভাগোনৈর্যবৈস্ত্রিভিঃ ॥২৯৩॥

অনুবাদ—মুখ একগোলোকের অধিক, মুখ উর্দ্ধ বা টেরা হইবে না, নয়নদ্বয় ত্রিভাগ কম্ তিন যব আয়ত কর্ত্তব্য ॥ ২৯৩ ॥

তদর্দ্ধেন তু বৈপুল্যং নেত্রয়োঃ পরিকল্পয়েৎ ।
কর্ণপাশোঽধিকঃ কার্য্যঃ সৃক্কণ্যা সমসূত্রতঃ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—নয়নদ্বয়ের বৈপুল্য তাহার অর্দ্ধেক পরিকল্পনা করিবে। কর্ণপাশ সৃক্কণীর সমসূত্র হইতে অধিক কর্ত্তব্য ॥ ২৯৪ ॥

নম্রং কলাবিহীনং তু কুর্য্যাদংসদ্বয়ং সদা ।
গ্রীবা সার্দ্ধকলা কার্য্যা তদ্বিস্তারোপশোভিতা ॥২৯৫॥

অনুবাদ—অংসদ্বয় (স্কন্ধদ্বয়) সর্ব্বদা নম্র ও কলাহীন করিবে, গ্রীবাদেশ সার্দ্ধকলা (দেড়কলা) কর্ত্তব্যা, তাহার বিস্তার শোভার অনুরূপ ॥ ২৯৫ ॥

নেত্রে বিনা তু বিস্তারে উরূ জানু চ পিণ্ডিকে ।
অঙ্ঘ্রি পৃষ্ঠে স্ফিচে কট্যাং যথাযোগ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—নয়নদ্বয় ব্যতীত বিস্তারে উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, পিণ্ডিকা, চরণদ্বয়, পৃষ্ঠ, স্ফিচ ও কটিদেশ যথাযোগ্য কল্পনা করিবে ॥ ২৯৬ ॥

সপ্তাংশোনাস্তথাঙ্গুল্যো দৈর্ঘ্যং বিষ্কম্ভনাহতম্ ।
নেত্রৈকবর্জ্জিতায়ামা জঙ্ঘোরূ চ তথা কটিঃ ॥২৯৭॥

অনুবাদ—অঙ্গুলিসমূহ সপ্তাংশ হইতে কম, দৈর্ঘ্য যথাযথ, জঙ্ঘা, উরু ও কটিদেশ একনেত্রকম বিস্তার ॥ ২৯৭ ॥

মধ্যং পার্শ্বং ন তম্বুতং ঘনপীনং কুচদ্বয়ম্ ।
তালমাত্রৌ স্তনৌ কার্য্যৌ কটিঃ সার্দ্ধকলাধিকা ।
শেষমন্যদ্‌যথোদ্দিষ্টং লক্ষ্মীশ্চয়ং প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৯৮

অনুবাদ—মধ্যদেশ ও পার্শ্ব গোলাকার নহে, কুচদ্বয় ঘন ও স্থূল। স্তনদ্বয় একতাল পরিমিত কর্ত্তব্য, কটি সার্দ্ধকলার অধিক, অন্য অঙ্গ সমূহ যেমন উল্লেখ আছে তদ্রূপ কর্ত্তব্য, এই লক্ষ্মী মূর্ত্তির কথা বলা হইল ॥ ২৯৮ ॥

সর্ব্বাভরণসম্পন্না মধ্যে ক্ষামা স্তনোন্নতা ।
শ্রোণীতটসুবিস্তীর্ণা কার্য্যা দেবী সুরেশ্বরী ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ অলঙ্কার যুক্তা, মধ্যদেশ ক্ষীণ, উন্নত স্তনদ্বয়, শ্রোণীদেশ সুবিস্তীর্ণা সুরেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তি কর্ত্তব্যা ॥ ২৯৯ ॥

দ্বিভুজা কম্বুগ্রীবা চ বিশালাক্ষী সুলক্ষণা ।
স্তনৌ সমুন্নতৌ কার্য্যৌ কঞ্চুকেনাবগুণ্ঠিতৌ ॥৩০০॥

অনুবাদ—দ্বিভুজা, কম্বুকণ্ঠী, বিশালাক্ষী ও সুলক্ষণা, স্তনদ্বয় উত্তম উন্নত ও কঞ্চুক দ্বারা আবৃত কর্ত্তব্য ॥ ৩০০ ॥

নাগহস্তোপমৌ বাহূ উরূ রম্ভাসমৌ শুভৌ ।
নানারত্নোজ্জ্বলং পট্টং দেব্যাঃ শিরসি দাপয়েৎ ॥৩০১

অনুবাদ—বাহুদ্বয় সর্পদেহবৎ, উরুদ্বয় মঙ্গল উল্টা কদলীবৃক্ষসম, নানারত্নে উজ্জ্বল পট্টবস্ত্র দেবীর মস্তকে অর্পণ করিবে ॥ ৩০১ ॥

নানারত্নোজ্জ্বলা দেব্যা মেখলা শ্রোণিসংযুতা ।
যুক্তা দিব্যেন হারেণ কেয়ূর-মুকুটোজ্জ্বলা ॥ ৩০২ ॥

অনুবাদ—নানারত্নে উজ্জ্বল দেবীর মেখলা শ্রোণীদেশ সংযুক্তা, দিব্যহার যুক্তা বক্ষদেশ, বাহুতে স্বর্ণ, অঙ্গদ, উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট ॥ ৩০২ ॥

পদ্মাসনা প্রকর্ত্তব্যা পদ্ম শ্রীফলপাণিকা ।
দক্ষিণে পুণ্ডরীকন্তু বামহস্তে তু শ্রীফলম্ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মাসনে উপবিষ্টা ও হস্তে পদ্মপুষ্প এবং শ্রীফল শোভিতা, দক্ষিণ হস্তে শ্বেতপদ্ম, বামহস্তে শ্রীফল ॥ ৩০৩ ॥

স্থিতা বা ত্রিবলীভঙ্গশোভিতা চ প্রশস্যতে ।
স্ত্রিয়ো পার্শ্বদ্বয়ে কার্য্যে শুভে চামরহস্তিকে ॥৩০৪॥

অনুবাদ—অথবা দণ্ডায়মানা ত্রিবলি ভঙ্গ শোভিতা কটি প্রশস্তা । পার্শ্বদ্বয়ে চামর হস্তে শুভ শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় শোভিতা ॥ ৩০৪ ॥

ভৃঙ্গারহস্তৌ দ্বৌ নাগৌ স্নপয়ন্তৌ শ্রিয়ং স্থিতৌ ।
শ্রীরিয়ং লক্ষণোপেতা স্থাপিতা সর্ব্বকামদা ॥৩০৫॥

অনুবাদ—ভৃঙ্গার হস্তে হস্তিদ্বয় লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করাইতেছে, এইরূপ লক্ষণ যুক্তা লক্ষ্মীমূর্ত্তি স্থাপিত হইলে সর্ব্বকামপ্রদা হন ॥ ৩০৫ ॥

অথ গরুড়মূর্ত্তিলক্ষণম্

খগেশস্য প্রবক্ষ্যামি তব রূপং সুশোভনম্ ।
নরতুল্যং ভবেদ্‌গাত্রং নাসিকা চঞ্চুকান্বিতা ॥৩০৬॥

অনুবাদ—অনন্তর গরুড়মূর্ত্তি লক্ষণ—পক্ষিরাজ গরুড়ের সুশোভন রূপ তোমার নিকট বলিব, মনুষ্য-তুল্য শরীর হইবে, নাসিকা পক্ষির চঞ্চুযুক্ত ॥ ৩০৬॥

ষড়ঙ্গুলোচ্ছ্রয়া সম্যক্ চঞ্চুরূপেণ কল্পিতা ।
মস্তকে সুন্দরং কেশং নেত্রে চৈবাস্য বর্ত্তুলে ॥৩০৭॥

অনুবাদ—ষড়ঙ্গুল উচ্চ সম্পূর্ণ চঞ্চুরূপে কল্পিতা, মস্তকে সুন্দর কেশ, নেত্রদ্বয় গোলাকৃতি ॥ ৩০৭ ॥

আয়তৌ দ্বিভুজৌ চাস্য পক্ষৌ কার্য্যৌ সুশোভনৌ ।
স্কন্ধপ্রদেশ-সংলগ্ন-জলদগ্নি-সমপ্রভৌ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—ইহার দ্বিভুজ আয়ত, পক্ষদ্বয় সুশোভন কর্ত্তব্য, স্কন্ধপ্রদেশ সংলগ্ন, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ॥ ৩০৮ ॥

পাদয়োর্নখরাঃ কার্য্যাঃ সর্পমণ্ডলমণ্ডিতাঃ ।
নূপুরৌ তস্য দ্বৌ নাগৌ কেয়ূরৌ পদ্মকম্বলৌ ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—পদদ্বয়ে নখসমূহ কর্ত্তব্য, ঐ নখে সর্প কুণ্ডলি শোভিত । দুইটি সর্প নূপুর, বাহুতে স্বর্ন অঙ্গদরূপে পদ্ম ও কম্বল সর্পদ্বয় ॥ ৩০৯ ॥

কটিদেশেঽস্য কুলিকঃ পরিধানস্য বেষ্টনঃ।
বৃশ্চিকৈঃ কর্ণিকা কার্য্যা গরুড়স্য মহাত্মনঃ ॥৩১০॥

অনুবাদ—কটিদেশে কুলিকসর্প পরিধেয়বস্ত্রকে বেষ্টন করিয়াছে। বৃশ্চিক দ্বারা কর্ণ কুণ্ডল মহাত্মা গরুড়ের কর্ত্তব্য ॥ ৩১০ ॥

দেবস্য পুরতঃ স্থাপ্যো যষ্ট্যাং বা মণ্ডপেঽথবা।
প্রাসাদস্য প্রমাণেন কার্য্যো গরুড়মণ্ডপঃ।
যষ্ট্যাঃ সমুচ্ছ্রয়ঃ কার্য্যঃ প্রাসাদায়া-
মতোঽর্দ্ধতঃ ॥ ৩১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের সম্মুখে গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিবে, অথবা দণ্ডের উপর, অথবা নাট্যমণ্ডপে, প্রাসাদের পরিমাণে উচ্চ গরুড়মণ্ডপ কর্ত্তব্য, স্তম্ভোপরি প্রাসাদের উচ্চতার অর্দ্ধ পরিমাণে উচ্চ কর্ত্তব্য ॥ ৩১১ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বাষামেব দেবানাং বিষ্ণূক্তং মানমুচ্যতে।
দেবীনামপি সর্ব্বাসাং লক্ষ্ম্যুক্তং মানমুচ্যতে।
কিঙ্করাদ্যাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সপ্তসংস্থানসংযুতাঃ ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—আরও—সকল দেবগণের পরিমাণ বিষ্ণু বিষয়ে উক্ত পরিমাণ সম। দেবী সকলেরও পরিমাণ লক্ষ্মী বিষয়ে উক্ত পরিমাণবৎ। সেবকগণের পরিমাণ সপ্ত সংস্থান সংযুক্ত ॥ ৩১২ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গাধিক্যাদি-দোষাঃ

মাৎস্যে—

নাধিকাঙ্গী ন হীনাঙ্গী কর্ত্তব্যা দেবতা ক্বচিৎ।
স্বামিনং ঘাতয়ত্যুনা করালবদনা তথা ॥ ৩১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গ আধিক্যাদি দোষ, মৎস্যপুরাণে—দেবতা মূর্ত্তি কখনও অধিকাঙ্গী বা হীনাঙ্গী কর্ত্তব্য নহে। হীনাঙ্গী গৃহস্বামীকে যাতনা প্রদান করে এবং করাল বদনাও সেইরূপ ॥ ৩১৩ ॥

অধিকা শিল্পিনং হন্যাৎ কৃশা চৈবার্থনাশিনী।
কৃশোদরী তু দুর্ভিক্ষং নির্মাংসা ধননাশিনী ॥ ৩১৪॥

অনুবাদ—অধিকাঙ্গী শিল্পীকে বধ করিবে, কৃশা অর্থ নাশিনী হইবে। কৃশোদরী দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে, মাংসহীনা ধননাশিনী হয় ॥ ৩১৪ ॥

বক্রনাসা তু দুঃখায় সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী।
চিপিটা দুঃখ-শোকায় অনেত্রা নেত্রনাশিনী ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—বক্রনাসা দুঃখের কারণ, সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী, চেপ্টা দুঃখ শোকপ্রদা, নেত্রহীনা নেত্রনাশিনী ॥ ৩১৫ ॥

দুঃখদা হীনবক্ত্রা তু পাণিপাদকৃশা তথা।
হীনাংশা হীনজঙ্ঘা চ ভ্রমোন্মাদকরী নৃণাম্ ॥৩১৬॥

অনুবাদ—বক্ত্রহীনা দুঃখপ্রদা, পাণিপাদ কৃশাও তদ্রূপ, স্কন্ধহীনা ও হীনজঙ্ঘা মানবগণের ভ্রম ও উন্মাদকরী ॥ ৩১৬ ॥

শুষ্কবক্ত্রা তু রাজানং কটিহীনা চ যা ভবেৎ।
পাণিপাদবিহীনায়াং জায়তে নরকো মহান্ ॥ ৩১৭॥

অনুবাদ—শুষ্কবক্ত্রা ও কটিহীনা রাজাকে বিনাশ করে, হস্তপদ বিহীন মূর্ত্তি হইলে মহানরকে যায় ॥ ৩১৭ ॥

জঙ্ঘাহীনা তু যা মূর্ত্তিঃ শত্রুকল্যাণকারিণী।
পুত্রমিত্রবিনাশায় হীনা বক্ষঃস্থলে তু যা।
সংপূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রদা সদা ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—জঙ্ঘাহীনা মূর্ত্তি শত্রুর কল্যাণদায়িনী, বক্ষোহীন মূর্ত্তি পুত্রমিত্র বিনাশিনী হয়, যে সম্পূর্ণাঙ্গযুক্তা তাহা আয়ু ও লক্ষ্মীপ্রদা হয় ॥ ৩১৮ ॥

বারাহ্যাম্—

নৃপভয়মত্যঙ্গায়াং হীনাঙ্গায়ামভ্রকৃতা কর্ত্তুঃ।
শাতোদর্য্যাং ক্ষুদ্ভয়মর্থবিনাশঃ কৃশাঙ্গায়াম্।
মরণং তু ক্ষতায়াং শস্ত্র-নিপাতেন
নির্দ্দিশেৎ কর্ত্তুঃ ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—প্রতিমা অধিকাঙ্গী হইলে রাজভয়, হীনাঙ্গী হইলে কর্ত্তার হীনাবস্থা, কৃশোদরী ক্ষুধা ও ভয়, কৃশাঙ্গা অর্থ বিনাশিনী, শস্ত্র পতনদ্বারা ক্ষত হইলে কর্ত্তার মরণ নির্দ্দেশ করে ॥ ৩১৯ ॥

বামে বিনতা পত্নীং দক্ষিণবিনতা হিনস্ত্যায়ুঃ।
অন্ধত্বমূর্দ্ধদৃষ্ট্যাং করোতি চিন্তামধোমুখী দৃষ্টিঃ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—বামে নতা পত্নীকে নাশকরে, দক্ষিণে নতা আয়ুহীন করে, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে অন্ধতা করে, অধোমুখী দৃষ্টি আনয়ন করে ॥ ৩২০ ॥

কিঞ্চ শ্রীপ্রহলাদোক্তো পুরাণোদ্ধারেঽপি—
সুরার্চ্চাং লক্ষণৈহীনাং যস্তু পূজয়তে নর।
তস্যান্নং নাভিগৃহ্ণন্তি তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩২১

অনুবাদ—আরও—শ্রীপ্রহলাদোক্ত পুরাণোদ্ধারেও—যে মানব লক্ষণ বিহীন দেবমূর্ত্তি পূজা করে, তাহার অন্ন দেবগণ গ্রহণ করেন না, সুতরাং ঐ মূর্ত্তি পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ৩২১ ॥

অথ দ্রব্যভেদেন শ্রীমূর্ত্তিভেদঃ

মাৎস্যে—
চিত্রজা চৈব লেপ্যা চ শস্ত্রোৎকীর্ণা চ পাকজা।
পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা ॥৩২২॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্রব্যভেদে শ্রীমূর্ত্তিভেদ, মৎস্যপুরাণে—চতুর্ব্বিধা মূর্ত্তি—চিত্রজা, লেপ্যা, শাস্ত্রোৎকীর্ণা ও পাকজা। পটে, প্রাচীরে ও পাত্রে চিত্রিত করিলে সেই প্রতিমাকেই চিত্রজা বলা হয় ॥ ৩২২ ॥

লেপ্যা তু পার্থিবী জ্ঞেয়া লোহজা পাকজা মতা।
শৈলজা বৃক্ষজা চৈব শস্ত্রোৎকীর্ণা চ কীর্ত্তিতা ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—লেপ্যা মৃন্ময়ী জানিবে, লৌহজা পাকজা স্বীকৃতা, শৈলজা ও বৃক্ষজাকে শস্ত্রোৎকীর্ণা বলা হয় ॥ ৩২৩ ॥

চতুর্দ্ধা দ্রব্যভেদেন প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—দ্রব্যভেদে চতুর্ব্বিধা প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা হয় ॥ ৩২৪ ॥

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
মৃন্ময়ী দারুঘটিতা লোহজা রত্নজা তথা।
শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমী সপ্তমী স্মৃতা ॥ ৩২৫॥

অনুবাদ—শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—মৃন্ময়ী, দারুঘটিতা, লৌহজা, রত্নজা, শৈলজা, গন্ধজা, কৌসুমী—সপ্তবিধ প্রতিমা জানিবে ॥ ৩২৫ ॥

কৌসুমী রত্নজা চৈব মৃন্ময়ী প্রতিমা হিতা।
তৎকালপূজিতাশ্চৈতাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—কৌসুমী, রত্নজা, মৃন্ময়ী প্রতিমা মঙ্গলপ্রদা, সেইকালে পূজিতা এই সকল মূর্ত্তি সর্ব্বকাম ফলপ্রদা ॥ ৩২৬ ॥

কিঞ্চ—
ভাগ্যদা শৈলজা স্যাচ্চ স্বর্ণজা পুষ্টিদা ভবেৎ।
সুখপ্রদা স্যান্মণিজা রাজতী কীর্ত্তিদা ভবেৎ ॥ ৩২৭॥

অনুবাদ—আরও—শৈলজা প্রতিমা ভাগ্যদা, স্বর্ণজা পুষ্টি প্রদা হয়। মণিজা সুখপ্রদা, রৌপ্যজা কীর্ত্তিপ্রদা ॥ ৩২৭ ॥

তাম্রজা ধনদা প্রোক্তা শ্রীপ্রদা বৃক্ষজা মতা।
কৌসুমী সুখদা প্রোক্তা গন্ধজা ভোগদা মতা ॥৩২৮॥

অনুবাদ—তাম্রজা ধনপ্রদা, ব্রহ্মজা শ্রীপ্রদা, কৌসুমী সুখদা, গন্ধজা ভোগপ্রদা ॥ ৩২৮ ॥

প্রত্যগ্রস্থাপিতা বাপি মৃন্ময়ী সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—মৃন্ময়ী নূতন স্থাপিতা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদা ॥ ৩২৯ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব চিত্রজা-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে—
যাবন্তি বিষ্ণুরূপাণি সুরূপাণীহ লেখয়েৎ ।
তাবদ্‌যুগ-সহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ—আরও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চিত্রজা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে—যতগুলি বিষ্ণুপ্রতিমা সুন্দরভাবে ইহলোকে লিখিবে তত সহস্রযুগ বিষ্ণুলোকে বিরাজ করিবে ॥ ৩৩০ ॥

লেপ্যে চিত্রে হরির্নিত্যং সন্নিধানমুপৈতি হি ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লেপ্যচিত্রগতং যজেৎ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—চিত্রলেখা ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে শ্রীহরি নিত্য বিরাজ করেন। অতএব সর্ব্ববিধ প্রযত্নসহ মৃন্ময়ী ও চিত্র প্রতিমা যজন করিবে ॥ ৩৩১ ॥

কান্তিভূষণভাবাদ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ ।
অত সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ ।
তস্মাচ্চিত্রার্চ্চনে পুণ্যং স্মৃতং শতগুণং বুধৈঃ ॥৩৩২

অনুবাদ—দেহকান্তি ভূষণ ও ভাবাদি যেহেতু চিত্রে পরিস্ফুট থাকে অতএব চিত্রজা প্রতিমা সমূহে জনার্দ্দন সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। সেইহেতু অভিজ্ঞগণ চিত্রপট অর্চ্চনে শতগুণ পুণ্য স্মরণ করেন ॥ ৩৩২ ॥

চিত্রস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমম্ ।
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্জন্মকোটি-সুসঞ্চিতৈঃ ॥৩৩৩॥

অনুবাদ—চিত্রমধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবানকে বিলাস বিভ্রম সহ দর্শন করিয়া কোটি জন্ম সুসঞ্চিত পাপসমূহ হইতে হয় ॥ ৩৩৩ ॥

তস্মাচ্ছুভার্থিভির্ধীরৈর্মহাপুণ্য-জিগীষয়া ।
পটস্থঃ পূজনীয়স্তু দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥
ইতি ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—অতএব পণ্ডিত শুভপ্রার্থীগণ মহাপুণ্য লাভেচ্ছায় প্রভু নারায়ণ দেবকে চিত্রপটস্থ পূজা করিবেন ॥ ৩৩৪ ॥

অথ শিলাগ্রহণম্

ত্রিকূটাদ্রিষু গৃহ্ণীয়াৎ কিংবা শ্রীপর্ব্বতাদিষু ।
শিলাং ভূমিগতাং বাথ জ্ঞাত্বা তল্লক্ষণং বুধঃ ॥৩৩৫

অনুবাদ—অনন্তর শিলাগ্রহণ—ত্রিকূট পর্ব্বতাদি হইতে অথবা শ্রীশৈলাদি হইলে শিলা অথবা ভূমিগত উত্তম লক্ষণ জানিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিলা গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩৫ ॥

তথা চ তত্রৈব—
সুবারে সুতিথৌ যোগে ঋক্ষে সুকরণান্বিতে ।
আপূর্য্যমাণপক্ষে তু সুগ্রহে চোত্তরায়ণে ॥ ৩৩৬ ॥
যজমানানুকূলে তু প্রতিমার্থং ব্রজেদ্‌গুরুঃ ।
শ্বেতবস্ত্রপরীধানঃ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতঃ ॥ ৩৩৭ ॥
শ্বেতপুষ্পকৃতাপীড়ঃ শিল্পিভিঃ সহিতো গুরুঃ ।
নিপুণৈঃ শিল্পিভিঃ সার্দ্ধং সহায়ৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ৩৩৮॥

অনুবাদ—সেইরূপই উক্তগ্রন্থে—শুভবারে, শুভতিথিতে, শুভযোগে, শুভনক্ষত্রে, উত্তমকরণে, শুক্লপক্ষে, উত্তমগ্রহে এবং উত্তরায়ণে যজমানের হিতার্থে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া, শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত হইয়া, শ্বেতপুষ্পে রচিত মুকুট পরিধান করিয়া সুনিপুণ শিল্পিগণের ও উত্তম বলবান সহায়কারীগণের সহিত শ্রীগুরুদেব প্রতিমার নিমিত্ত যাত্রা করিবেন ॥ ৩৩৬-৩৩৮ ॥

নৃসিংহং পূজ্য বিজ্ঞাপ্য পূজ্য টঙ্কাদিকং ততঃ ।
ধ্যাত্বা হরিং হবিঃ প্রাশ্য মন্ত্রাজন্যস্তবিগ্রহঃ ॥ ৩৩৯ ॥
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা তু ভক্ত্যা মঙ্গলদর্শনম্ ।
দধিদূর্ব্বাং রোচনাং বা আদর্শং কুসুমং সিতম্ ।
ফলঞ্চ পূর্ণকুম্ভঞ্চ বন্দয়িত্বা বনং ব্রজেৎ ॥ ৩৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহদেবকে অর্চ্চন করতঃ প্রার্থনা জানাইয়া, তৎপরে কুঠারাদিকে পূজা করিয়া শ্রী-

হরিকে ধ্যান পূর্ব্বক ঘৃত পান করিয়া নিজ অঙ্গে মহাঙ্গ ন্যাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তি বাচন করাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক দধি, দূর্ব্বা, গোরোচনা, দর্পণ শ্বেতপুষ্পাদি মঙ্গল দর্শন করিয়া ফল ও পূর্ণকুম্ভকে বন্দনা করিয়া বনে গমন করিবেন ॥ ৩৩৯-৩৪০ ॥

দিব্যান্তরীক্ষভৌমানি নিমিত্তান্যপলক্ষয়েৎ ॥ ৩৪১ ॥
যায়াচ্ছুভনিমিত্তেষু বিপরীতে নিবর্ত্তয়েৎ ।
ত্রিরাচম্য ততঃ প্রাণান্ ধ্যায়েৎ সিংহতনুং হরিম্ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—দিব্য আন্তরীক্ষ্য ও ভৌম নিমিত্ত সমূহের দিকে গুরুদেব দৃষ্টিপাত করিবেন, যদি শুভ নিমিত্ত দর্শন হয় তবে বনে গমন করিবেন, তদ্বিপরীত নিমিত্ত দর্শন হইলে নিবৃত্ত থাকিবেন, তিনবার আচমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া নৃসিংহ বিগ্রহ শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে ॥ ৩৪১-৩৪২ ॥

পুনশ্চাষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পাতালমুষলং জপেৎ ।
গীতবাদ্যরবোদ্ঘুষ্টা যাত্রা স্যাৎ সিদ্ধিদা নৃণাম্ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—পুনরায় অষ্টবার জপ করিয়া পাতাল-মুষল মন্ত্র জপ করিবেন, উচ্চরবে গীতবাদ্য ঘোষণা সহ যাত্রা মানবগণের সিদ্ধিপ্রদা হয় ॥ ৩৪৩ ॥

লক্ষ্মীং ধ্যায়ন্ বনং যায়াৎ সহায়ৈঃ শিল্পিভিঃ সহ ।
শঙ্খকাহলশব্দৈশ্চ পুণ্যাহজয়মিশ্রিতৈঃ ॥ ৩৪৪ ॥
ঋগ্ যজুঃসামসঙ্ঘৈশ্চ ধ্যায়ন্ সিংহং বনং ব্রজেৎ ।
প্রাচীং দিশমথোদীচীমৈশানীং বা ব্রজেদ্গুরুঃ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মীদেবীকে ধ্যান করিতে করিতে বনে সহায় ও শিল্পিগণ সহ যাত্রা করিবেন, শঙ্খ, কাহল শব্দসহ পুণ্যাহবাচন জয়ধ্বনি সহ ঋক্-যজুঃ সামবেদ ধ্বনি সহ নৃসিংহদেবকে ধ্যান করিতে করিতে বনে গমন করিবে। পূর্ব্বদিকে, উত্তরদিকে বা ঈশান কোণে গুরুদেব গমন করিবেন ॥৩৪৪-৩৪৫

ভূধরাদ্যাস্তু যে পূর্ব্বং সংস্থানাঃ কথিতা ময়া ।
তত্র গত্বা সমীপে তু কৃতরক্ষো বনং বিশেৎ ॥৩৪৬॥

অনুবাদ—আমি যে সকল পর্ব্বতাদি সংস্থান পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেখানে নিকটে গিয়া রক্ষা কবচ ধারণ বা পাঠ করিয়া বনে প্রবেশ করিবে ॥ ৩৪৬ ॥

প্রবিশেত্তত্র যত্নেন শিল্পিভিঃ সহিতো গুরুঃ ।
নিরূপয়েৎ সমন্তাত্তু বৃক্ষং বাপ্যথ বা শিলাম্ ॥৩৪৭॥

অনুবাদ—সেস্থানে যত্নপূর্ব্বক শিল্পিগণ সহ গুরু চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ বা শিলা নিরূপণ করিবেন ॥ ৩৪৭ ॥

লক্ষণেন তু মন্ত্রজ্ঞো যৎ পূর্ব্বং কথিতং ময়া ।
একবর্ণাং শিলাং দৃষ্ট্বা বাহ্যদোষবিবর্জ্জিতাম্ ॥৩৪৮
চতুর্দিক্ষু সমং কৃত্বা ভূমিভাগং বিশোধয়েৎ ।
প্লাব্য তোয়েন পূতেন গোময়েন বিলেপয়েৎ ॥ ৩৪৯॥

অনুবাদ—লক্ষণ অনুসারে মন্ত্রবিৎ গুরু পূর্ব্বে যাহা আমি বলিয়াছি সেইরূপ একবর্ণা শিলা বাহ্য-দোষ বিবর্জিত দর্শন করিয়া চতুর্দ্দিকে সমান করিয়া ভূমিভাগকে শোধন করিবে। পবিত্র জলদ্বারা ধৌত করিয়া গোময় লেপন করিবেন ॥ ৩৪৮-৩৪৯ ॥

তত্রৈব মণ্ডপং কৃত্বা বাসুদেবং ততো জপেৎ ।
পতাকৈস্তোরণৈশ্চিত্রৈর্মণ্ডপং তং বিভূষয়েৎ ॥ ৩৫০॥

অনুবাদ—সেখানেই মণ্ডপ করিয়া বাসুদেব মন্ত্র জপ করিবে, পতাকাসমূহ দ্বারা তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া বিচিত্র মণ্ডপে বিভূষিত করিবে ॥ ৩৫০ ॥

পূজয়েদথ দিগ্দেবান্ ভূতক্রূরবলিং হরেৎ ।
মাষং হরিদ্রাচূর্ণঞ্চ দধি-শক্তুসমন্বিতম্ ॥ ৩৫১ ॥
সলাজমাষভক্তঞ্চ দদ্যাৎ ক্রূরবলিং বুধঃ ।
বিষ্ণুং পূজ্য বিধানেন ক্রমশস্তান্ প্রপূজয়েৎ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—অনন্তর দিক্ দেবগণকে পূজা করিয়া ক্রূর ভূতগণকে বলি উপহার দিবে, যথা—মাষ, হরিদ্রাচূর্ণ, দধি, ছাতু সমন্বিত, খই সহ মাষকলাইর

অস্ত্র এই সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি ক্রূরবলি প্রদান করিবে এবং যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া ক্রমশ দিগ্‌দেবতা-গণকে পূজা করিবে ॥ ৩৫১-৩৫২ ॥

বায়ব্যামস্ত্রমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ।
বহ্নিং প্রজ্বাল্য বিধিনা মন্ত্রান্ সন্তর্প্য
পূজয়েৎ ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—বায়ুকোণে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা গন্ধ পুষ্পসহ পূজা করিবে, যথাবিধি অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্র সকলকে তর্পণ করিয়া পূজা করিবে ॥ ৩৫৩ ॥

হুত্বা যথোক্তবিধিনা শান্তিতোয়ং সমারভেৎ।
শান্তিতোয়ং ততো গৃহ্য অস্ত্রেণ
প্রোক্ষয়েচ্ছিলাম্ ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—যথাবিধি হোম করিয়া শান্তিজল প্রস্তুত করিবে, শান্তিজল গ্রহণ করিয়া অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা শিলাকে প্রোক্ষণ করিবে ॥ ৩৫৪ ॥

দর্ভৈরুল্লেখয়েৎ পশ্চাদস্ত্রমন্ত্রেণ তাং শিলাম্।
মন্ত্রৈরালভ্য তাং যত্নাৎ শুক্লবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ৩৫৫

অনুবাদ—অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা ঐ শিলাকে কুশ দ্বারা লেখন পূর্ব্বক মন্ত্র সমূহ দ্বারা আলভন করিয়া যত্ন-সহকারে শুক্লবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে ॥ ৩৫৫ ॥

রক্ষাং কৃত্বা নৃসিংহেন দর্ভৈরাচ্ছাদ্য পূজয়েৎ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যধূপৈঃ সম্পূজ্য তাং
শিলাম্ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিয়া কুশ-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পূজা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য দ্বারা ঐ শিলাকে পূজা করিবে ॥ ৩৫৬॥

ততস্তু মূলমন্ত্রেণ আজ্যমষ্টোত্তরং হুনেৎ।
ততঃ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ মন্ত্ররাজেন বৈ গুরুঃ ॥ ৩৫৭

অনুবাদ—অনন্তর গুরুদেব মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর-শত ঘৃত হোম করিবেন। তৎপরে মন্ত্ররাজ দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবেন ॥ ৩৫৭ ॥

এবং সন্তর্প্য সম্পূজ্য বিজ্ঞাপ্য চ বলিং হরেৎ।
গন্ধৈঃ পুষ্পস্তথা ধূপৈর্দদ্যাদ্ভূতবলিং বুধঃ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—এইভাবে সন্তর্পণ পূজন বিজ্ঞাপন করিয়া নৈবেদ্য উপহার দিবে। অভিজ্ঞব্যক্তি গন্ধ, পুষ্প ও ধূপদ্বারা ভূতবলি দিবে ॥ ৩৫৮ ॥

অত্র যেহবস্থিতাঃ সত্ত্বা যাতুধানাশ্চ গুহ্যকাঃ।
সিদ্ধাদয়ো বা যে চান্যে তাং সম্পূজ্য
ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—এইস্থানে যে সকল প্রাণি রাক্ষস, গুহ্যক, সিদ্ধ প্রভৃতি অথবা অন্যে যাহারা বাস করে তাহা-দিগকে পূজা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ॥ ৩৫৯ ॥

অথ ক্ষমাপণম্

বিষ্ণুবিম্বার্থমস্মাকং যাত্রৈষা কেশবাজ্ঞয়া।
বিষ্ণ্বর্থং যদ্ভবেৎ কার্য্যং যুষ্মাকমপি তদ্ভবেৎ ॥৩৬০

অনুবাদ—অনন্তর ক্ষমাপণ—বিষ্ণু প্রতিমার জন্য শ্রীকেশবের আদেশে আমাদের এই যাত্রা। বিষ্ণুর জন্য যে কার্য্য হইবে আপনাদেরও তাহাই হইবে॥ ৩৬০॥

অনেন বলিদানেন প্রীতা ভবথ সর্ব্বথা।
ক্ষেমেণ গচ্ছতান্যত্র মুক্ত্বা স্থানমিদং পুনঃ ॥ ৩৬১॥

অনুবাদ—এই পূজা উপহার দ্বারা সর্ব্বথা প্রীত হউন, এই স্থান ছাড়িয়া মঙ্গলমত অন্যত্র গমন করুন ॥ ৩৬১ ॥

এবং প্রবোধিতাঃ সত্ত্বাঃ পরিতুষ্টা যথাসুখম্।
আচম্য সংবিশ্য ততঃ কৃতরক্ষাপুরঃসরঃ ॥ ৩৬২ ॥
চরুং প্রাশ্য নিরাহারঃ শিল্পিভিঃ সহ দেশিকঃ।
হরিং বিজ্ঞাপ্য বিধিবদ্দেবীং চ কমলোদ্ভবাম্ ॥৩৬৩

পশ্চিমে দর্ভশয্যায়াং বসেত্তাং রজনীং গুরুঃ।
নিরাহার স্থিতো ভূত্বা প্রাণায়ামারম্ভকং জপন্ ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—এইভাবে প্রাণিগণকে প্রবোধ দিয়া যথাযথ সুখে পরিতুষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক সংবেষ্টিত হইয়া রক্ষাবন্ধন পূর্ব্বক চরু কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া শিল্পিগণের সহিত আচার্য্য উপবাস পূর্ব্বক শ্রীহরিকে জানাইয়া যথাবিধি লক্ষ্মীদেবীকেও জানাইয়া পশ্চিম দিকে কুশশয্যায় ঐ রাত্রি বাস করিবে। আচার্য্য উপবাস থাকিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক জপ করিয়া রাত্রিবাস করিবেন ॥ ৩৬২-৩৬৪ ॥

অথ তত্র মন্ত্রঃ

ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকপিত্রে বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় স্বর্গাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তদ্বিষয়ে মন্ত্র—ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকপিতা, বিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বরূপ, স্বর্গাধিপতি তোমাকে প্রণাম ॥ ৩৬৫ ॥

আগচ্ছ দেবদেবেশ প্রপন্নোঽস্মি তবান্তিকম্।
স্বপ্নে সর্ব্বাণি কার্য্যাণি হৃদিস্থিতানি যানি মে।
ওঁ হ্রীং ফট্ বিষ্ণবে স্বাহা ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেবেশ্বর আগমন করুন তোমার নিকট শরণাপন্ন হইয়াছি। স্বপ্নে হৃদয় মধ্যে অবস্থিত আমার যে সকল কার্য্য ওঁ হ্রীং ফট্ বিষ্ণবে স্বাহা মন্ত্রে নিবেদন করিলাম ॥ ৩৬৬ ॥

যদা স পশ্যতে বৃক্ষং জ্বলন্তং ধূমবর্জ্জিতম্।
ফলিতং পুষ্পিতং চৈব তদা সিদ্ধির্ন দূরতঃ ॥ ৩৬৭॥

অনুবাদ—যখন আচার্য্য বৃক্ষকে ধূমবর্জ্জিত ও জ্বলন্ত, ফলযুক্ত ও পুষ্পযুক্ত দেখিতেছেন, তখন জানিবেন সিদ্ধি সমাগত ॥ ৩৬৭ ॥

প্রজ্বলন্তীং শিলাং পশ্যেচ্ছ্রিয়া বাধিষ্ঠিতাং শিলাম্।
ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতাং বাপি সা তদা সর্ব্বকামদা ॥৩৬৮॥

অনুবাদ—যখন শিলাকে প্রজ্বলিত অথবা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেখিবেন ঐ শিলা তখন সর্ব্বকাম প্রদা ॥ ৩৬৮ ॥

শ্রিয়া জুষ্টং প্রজ্বলন্তমথ পশ্যতি পর্ব্বতম্।
ততঃ প্রবৃদ্ধশিখরং কাঞ্চনদ্রুমমণ্ডিতম্ ॥ ৩৬৯ ॥
যুতং সর্ব্বোদ্ভবৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পসমন্বিতৈঃ।
এবম্ভূতেষু দৃষ্টেষু স্বপ্নে অর্চ্চা সুশোভনা ॥ ৩৭০ ॥

অনুবাদ—পর্ব্বত লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত প্রজ্বলিত, আচার্য্য যখন দেখিবেন তৎপরে পর্ব্বত শিখর বৃদ্ধি পাইতেছে, সুবর্ণ বৃক্ষ মণ্ডিত, সর্ব্বকালোদ্ভব ফল, পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ সমূহ যুক্ত স্বপ্নে এইরূপ দর্শন করিলে অর্চ্চা বিগ্রহ সুশোভনা হইবে ॥ ৩৬৯-৩৭০ ॥

অপরেঽহনি সংপ্রাপ্তে কৃতরক্ষঃ কৃতাহ্নিকঃ।
শস্ত্রাণি বিধিবৎ পূজ্য শিলাং পূজ্য বিধানতঃ ॥৩৭১॥
অর্ঘ্যং দত্ত্বা শিলায়ান্তু শস্ত্রমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
মন্ত্রয়িত্বা স্বমন্ত্রেণ প্রজ্বলন্তং বিভাবয়েৎ ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—পরদিন আগত হইলে রক্ষাবন্ধন ও আহ্নিক করিয়া শস্ত্রসমূহকে বিধিবৎ পূজা করিয়া যথাবিধি শিলাকেও পূজা করিয়া শিলাতে অর্ঘ্য অর্পণ করতঃ শস্ত্রমন্ত্রে পূজা করিবেন, নিজমন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া শিলা প্রজ্বলিত ভাবনা করিবেন ॥ ৩৭১-৩৭২

মধ্বাজ্যাক্তমুখং কৃত্বা আত্মানং চিন্তয়েদ্ধরিম্।
শিল্পিনং বিশ্বকর্ম্মাণং ধ্যাত্বোদক্-প্রাঙ্মুখোঽপি বা ॥ ৩৭৩ ॥
শস্ত্রং বিষ্ণ্বাত্মকং ধ্যাত্বা প্রদদ্যাচ্ছিল্পিনে গুরুঃ।
মুখং পৃষ্ঠং সলাঙ্গুলং শিল্পিনে দর্শয়েদ্গুরুঃ ॥ ৩৭৪॥

অনুবাদ—উক্ত শিলার মুখ মধু ও ঘৃত সিক্ত করিয়া আত্মাকে হরিরূপে চিন্তা করিবে, শিল্পিকে বিশ্বকর্ম্মা রূপে ধ্যান করিয়া উত্তর বা পূর্ব্বমুখে শস্ত্রকে বিষ্ণুরূপে ধ্যান করিয়া গুরুদেব শিল্পিকে প্রদান করিবেন এবং গুরুদেব প্রতিমার মুখ, পৃষ্ঠ ও পদদেশ শিল্পিকে দেখাইবেন ॥ ৩৭৩-৩৭৪ ॥

শুক্ল-গন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ শুক্লপুষ্পাদ্যলঙ্কৃতঃ।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা স্থপতিঃ সংযতঃ শুচিঃ ॥৩৭৫
ধ্যাত্বাত্মদেবতাং শিল্পী টঙ্কহস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যথেষ্টং শাতয়েৎ পশ্চাদ্যচ্ছিলাং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—শ্বেতচন্দনলিপ্তাঙ্গ শুক্লপুষ্পাদি মালা দ্বারা অলঙ্কৃত উত্তর মুখ বা পূর্ব্ব মুখ হইয়া শিল্পি সংযত চিত্ত ও পবিত্র হইয়া আত্মদেবতাকে ধ্যান করিয়া পাষাণভেদী টঙ্ক হস্তে করিয়া জিতেন্দ্রিয় শিল্পি যথেচ্ছ শিলাকে খোদিত করিবে, পরে তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ৩৭৫-৩৭৬ ॥

———

উদক্শিরাং প্রাক্শিরাং বা তথৈবেশানদিগ্গতাম্।
উর্দ্ধ্বভাগং ভবেৎ পৃষ্ঠমধোভাগং ভবেন্মুখম্ ॥৩৭৭॥

অনুবাদ—উত্তরশিরা, পূর্ব্বশিরা বা ঈশান কোণ স্থিত শিলার ঊর্দ্ধ্বভাগ পৃষ্ঠ হইবে অধোভাগ মুখ হইবে ॥ ৩৭৭ ॥

———

কিঞ্চিন্মানাধিকাং কৃত্বা কল্পয়েৎ প্রতিমাশিলাম্।
কিঞ্চিন্মানাধিকা ত্যাজ্যা বিবিধা যা চ পিণ্ডিকা।
ছেদয়িত্বা সমুদ্ধৃত্য চতুরস্রাং তু কারয়েৎ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—শিলাকে প্রতিমার পরিমাণের কিঞ্চিৎ অধিক রাখিয়া মুখাদি কল্পনা করিবে, পিণ্ডিকাদি বিবিধ অবয়ব কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করিয়া ছেদন করিয়া শিলাকে উঠাইয়া চতুষ্কোণ করাইবে ॥ ৩৭৮ ॥

———

অনেনৈব বিধানেন পরীক্ষ্য গুণদোষতঃ।
বৃক্ষং যত্নেন গৃহ্ণীয়াৎ বিধিজ্ঞো দেশিকোত্তমঃ ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—এই বিধানানুসারে গুণদোষ পরীক্ষা করিয়া বিধিজ্ঞ উত্তম আচার্য্য বৃক্ষকেও যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৭৯ ॥

———

সমানীয় রথং শ্রেষ্ঠং সুশীলৈর্বৃষভৈর্যুতম্।
রথে স্থাপ্য শিলাং যত্নাচ্ছাদয়িত্বা তু বাসসা।
হরিং ধ্যাত্বা স্মরন্মন্ত্রমর্ঘ্যং দদ্যাত্ততো গুরুঃ ॥৩৮০॥

অনুবাদ—উত্তম রথ আনাইয়া সুশীল বৃষভগণকে যুক্ত করিয়া রথে শিলা স্থাপন করিয়া বস্ত্রদ্বারা যত্নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক অনন্তর শ্রীগুরুদেব অর্ঘ্যদান করিবেন ॥ ৩৮০ ॥

———

আনীয়মানে তু রথে রথাঙ্গপরিচালকৈঃ।
বৃষভে বা সমুৎপন্নে হ্যনিমিত্তে চ সাধকঃ ॥ ৩৮১ ॥
বৈষ্ণবাগ্নৌ নৃসিংহেন তিলৈর্ঘৃতবিমিশ্রিতৈঃ।
হুত্বা চাষ্টশতং সম্যক্ তদ্দোষেণ বিমুচ্যতে ॥৩৮২॥

অনুবাদ—রথাঙ্গ পরিচালকগণ কর্ত্তৃক বা বৃষভ দ্বারা রথে আনয়ন কালে কোন দুর্ঘটনা বা অমঙ্গল ঘটিলে সাধক বৈষ্ণবাগ্নিতে নৃসিংহ মন্ত্রে ঘৃত মিশ্রিত তিল দ্বারা একশতঅষ্ট হোম করিলে সম্পূর্ণ ঐ দোষ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩৮১-৩৮২ ॥

———

আনীয় শঙ্খনির্ঘোষৈর্গীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ।
প্রাসাদস্যোত্তরে ভাগে কৃত্বা কর্ম্মকুটীং গুরুঃ ॥৩৮৩॥
শিলাং সংস্থাপ্য তস্মিংস্তু অর্চ্চয়িত্বা বলিং হরেৎ।
ততঃ প্রবর্ত্তয়েৎ কর্ম্ম বিদ্বান্ বিজ্ঞৈস্তু শিল্পিভিঃ ॥৩৮৪

অনুবাদ—শঙ্খধ্বনি ও গীত মঙ্গলধ্বনি সহ শিলা আনয়ন পূর্ব্বক প্রাসাদের উত্তর ভাগে কর্ম্মকুটীর করিয়া শ্রীগুরুদেব শিলাকে স্থাপন পূর্ব্বক ঐস্থানে অর্চ্চন ও পূজোপহার প্রদান করিবেন, অনন্তর বিদ্বান্ শ্রীগুরুদেব অভিজ্ঞ শিল্পিগণ দ্বারা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৮৩-৩৮৪ ॥

———

কিঞ্চ—

যথোক্তায়াং দিশায়াং তু ন লভ্যেত যদা শিলা।
তদা বিদিক্স্থিতা গ্রাহ্যা বিধিনা যেন তচ্ছৃণু ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—আরও—পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশমত ঐদিকে

যদি শিলা না পাওয়া যায়, তখন যে বিধিদ্বারা অন্য দিক্‌স্থিতা শিলা গ্রহণীয়া তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৮৫ ॥

সমানীয় শিলাং সম্যক্ পূর্ব্বোক্তলক্ষণৈর্যুতাম্ ।
প্রাসাদস্যোত্তরে ভাগে খাত্বা ভূমিং বিধানবিৎ ॥ ৩৮৬ ॥
শিলাং সংস্থাপ্য তৎখাতে মৃদা সম্পূরয়েদ্‌গুরুঃ ।
সমীকৃত্যাথ তাং ভূমিং মণ্ডপং তত্র কারয়েৎ ॥৩৮৭

অনুবাদ—সম্পূর্ণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত শিলা আনাইয়া প্রাসাদের উত্তরভাগে বিধিজ্ঞ ব্যক্তি ভূমিতে খাত করিয়া ঐ খাতে শিলা স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেব মৃত্তিকা দ্বারা ঐ খাত পূরণ করাইবেন, ঐ ভূমি সমান করিয়া উহার উপর মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইবেন ॥ ৩৮৬-৩৮৭ ॥

পতাকাধ্বজপত্রাদ্যৈর্ভূষয়ীত সমন্ততঃ ।
তোরণৈঃ কদলীস্তম্ভৈর্বিতানেন চ ভূষয়েৎ ॥ ৩৮৮ ॥

অনুবাদ—পতাকাধ্বজ পত্রাদি দ্বারা চতুর্দ্দিক বিভূষিত করিবেন, তোরণ দ্বার কদলীস্তম্ভ ও চাঁদোয়া দ্বারাও বিভূষিত করিবেন ॥ ৩৮৮ ॥

প্রাচ্যাং তু ভদ্রকং লিখ্য তত্র বিষ্ণুং যজেদ্‌গুরুঃ ।
প্রবালমুক্তাফলকৈর্হেমপুষ্পৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকে সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিয়া ঐস্থানে শ্রীগুরুদেব প্রবাল, মুক্তাফল ও সমুজ্জ্বল সুবর্ণ পুষ্প সমূহ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চন করিবেন, ॥ ৩৮৯ ॥

পূর্ব্বোক্তং সকলং বাপি বিধানং সমুপাচরেৎ ।
ভূতক্রূরবলিং দদ্যাৎ পূর্ব্বোক্তবিধিনৈব তু ॥ ৩৯০ ॥

অনুবাদ—অথবা পূর্ব্বোক্ত বিধান সকল সম্পূর্ণ আচরণ করিবেন, পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারাই ক্রূর ভূতবলি অর্থাৎ বিরুদ্ধ প্রাণিগণের সন্তোষের জন্য শাস্ত্রোক্ত পূজোপহার তাহাদিগকে প্রদান করিবেন ॥ ৩৯০ ॥

প্রতীচ্যাং পূর্ব্ববিধিনা হোমং কুর্য্যাদ্‌যথোদিতম্ ।
দিগ্‌দোষপরিশুদ্ধ্যর্থং বিশেষাদ্ধোমমাচরেৎ ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—পশ্চিমদিকে পূর্ব্বোক্ত বিধিবৎ হোম করিবেন, দিক্‌দোষ পরিশুদ্ধির জন্য বিশেষতঃ হোম করিবেন ॥ ৩৯১ ॥

পাতালনরসিংহেন সহস্রং বৈষ্ণবানলে ।
দিগ্‌দেবানামথাঙ্গানাং হুত্বা পূর্ণাং যজেদ্‌গুরুঃ ॥৩৯২

অনুবাদ—বৈষ্ণবাগ্নিতে পাতাল নরসিংহ মন্ত্রে সহস্র হোম করিয়া দিক্ দেবতাগণের হোম ও অঙ্গ-হোম শেষে শ্রীগুরুদেব পূর্ণাহুতি দান করিবেন ॥৩৯২

তর্পিতে মন্ত্ররাজে তু দিগ্‌দোষৈর্মুচ্যতে শিলা ।
ততঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা কৃত্বা পূজাদিকং গুরুঃ ॥৩৯৩
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন শিরঃপৃষ্ঠাদি কল্পয়েৎ ।
মন্ত্রোদকেন সংপ্রোক্ষ্য শিলাং তাং প্রোক্ষয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—মন্ত্ররাজ তৃপ্তিলাভ করিলে শিলা দিক্-দোষ হইতে মুক্তহন, তৎপরে শ্রীগুরুদেব পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিবৎ প্রতিমার মস্তক ও পৃষ্ঠাদি কল্পনা করিবেন, মন্ত্রপূত জলদ্বারা ঐ শিলাকে প্রোক্ষণ করিয়া শ্রীগুরুদেব পুন-রায় শিলাকে স্নান করাইবেন ॥ ৩৯৩-৩৯৪ ॥

দিগ্‌দোষপ্রশমনার্থং গৃষ্টিং ভব্যাং স্বলঙ্কৃতাম্ ।
সুবর্ণশৃঙ্গসংযুক্তাং কাংস্যদোহাং পয়স্বিনীম্ ।
তাম্রপৃষ্ঠীং সোপবীতাং দদ্যাদ্রৌপ্যখুরাং গুরোঃ ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—দিক্ দোষ প্রশমনের জন্য প্রথম প্রসবা সুলক্ষণা, সু অলঙ্কৃতা, সুবর্ণ শৃঙ্গযুক্তা, দোহনের কাংস্য পাত্রসহ, দুগ্ধবতী, তাম্রপৃষ্ঠী, রৌপ্যবদ্ধ খুরা গাভী উপবীত সহ শ্রীগুরুদেবকে দান করিবে ॥ ৩৯৫ ॥

তোষয়ীত গুরুং যত্নাৎ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ ।
শিল্পিনং তোষয়েদ্‌যত্নাদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ॥ ৩৯৬ ॥

আচার্য্যে তোষিতে বিষ্ণুস্তোষিতঃ স্যান্ন
সংশয়ঃ ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ—বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে যত্নপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দনাদি দ্বারা শিল্পিকে যত্নপূর্ব্বক তুষ্ট করিবেন। আচার্য্য সন্তুষ্ট হইলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৯৬-৩৯৭ ॥

শিল্পিনং তোষয়েদেবং বিশ্বকর্ম্মাথ পূজিতঃ।
ততঃ কর্ম্মাণি যুঞ্জীত সর্ব্বকামপ্রদো ভবেৎ ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—শিল্পিকে এইভাবে তুষ্ট করিলে বিশ্বকর্ম্মাও পূজিত হন, অনন্তর প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলে সর্ব্ববিধ মনোবাসনা পূর্ণ হইবে ॥ ৩৯৮ ॥

অথ শিলালক্ষণম্

তত্রৈব—

ক্ষারাম্লসেবিতা যা চ নদীতীরসমুদ্ভবা।
পুরমধ্যে স্থিতা যা চ তথা পিতৃবনে স্থিতা ॥ ৩৯৯ ॥
চতুষ্পথে স্থিতা যা চ মৃচ্ছিলা পকণে চ যা।
উষরে চ তথা মধ্যে বাল্মীকে বাপি যা স্থিতা ॥৪০০

অনুবাদ—ঐ শাস্ত্রেই—বর্জ্জনীয় শিলার লক্ষণ বলিতেছেন—ক্ষার বা অম্ল সংযুক্তা, নদীতীর সমুৎপন্না, পুরমধ্যে, শ্মশানে বা চতুষ্পথে স্থিতা, মেটে পাথর, উষর ভূমিতে বা উই ঢিপিতে স্থিতা ॥ ৩৯৯-৪০০ ॥

সূর্য্যরশ্মিপ্রতপ্তা যা যা চ দগ্ধা দবাগ্নিনা।
অন্যকর্ম্মোপযুক্তা যা অন্যদেবার্থনির্ম্মিতা ॥ ৪০১ ॥
ক্রব্যাদাদ্যৈরুপহতা বর্জ্জ্যা যত্নেন বৈ শিলা।
যেন কেনচিদানীতা বর্জ্জনীয়া তথা শিলা ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য রশ্মিতে প্রতপ্তা, দাবাগ্নি দগ্ধা, অন্য কর্ম্মে উপযুক্তা, অন্যদেবের জন্য নির্ম্মিতা, মাংসাশী জীব কর্ত্তৃক দুষ্টা ঐ সকল শিলা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে, সেইরূপ যে কেহ দ্বারা আনীতা শিলা বর্জ্জনীয়া ॥ ৪০১-৪০২ ॥

পুণ্যসেতুদ্ভবা গ্রাহ্যা পুণ্যতীর্থোদ্ভবা তু যা।
নদীপর্ব্বতসংলগ্না বৃক্ষচ্ছায়াদ্যনাবৃতা ॥ ৪০৩ ॥
নিমগ্না ভূতলে যা চ যাঽস্পৃষ্টা সূর্য্যরশ্মিভিঃ।
অন্তর্জলোষিতা নদ্যামেকবর্ণা মনোরমা ॥ ৪০৪ ॥

অনুবাদ—পুণ্য সেতূদ্ভবা, পুণ্যতীর্থোদ্ভবা শিলা গ্রহণীয়া, নদী-পর্ব্বত সংলগ্না, বৃক্ষচ্ছায়াদি দ্বারা অনাবৃতা, ভূমিতে নিমগ্না, যাহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অস্পৃষ্ট, নদীর জলমধ্যে স্থিতা, একবর্ণা মনোরমা শিলা গ্রাহ্যা ॥ ৪০৩-৪০৪ ॥

পাণ্ডুরা চারুণা পীতা কৃষ্ণা শস্তা চ বর্ণিনাম্।
ন যদা লভ্যতে সম্যক্ বর্ণিনাং বর্ণতঃ শিলা ॥৪০৫॥

অনুবাদ—পাণ্ডুর অর্থাৎ শুক্লপীত বর্ণা, অরুণ বর্ণা, পীতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা শিলা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের মানবগণের মধ্যে প্রশস্তা ॥ ৪০৫ ॥

বর্ণস্যাপাদনে তত্র জুহুয়াৎ সিংহবিদ্যয়া।
কৃতে বর্ণস্য জননে তস্য বর্ণস্য সা শুভা ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—যখন ব্রাহ্মণাদি বর্ণীগণের বর্ণ অনুরূপ শিলা না পাওয়া যায়, তখন বর্ণ সম্পাদন জন্য নৃসিংহ মন্ত্র দ্বারা সেই শিলাতে হোম করিবে। বর্ণ উৎপাদনে হোমের পর শিলাতে যে বর্ণ উৎপন্ন হইবে সেই বর্ণের মানবের পক্ষে তাহা মঙ্গলপ্রদা ॥ ৪০৬ ॥

শ্রেষ্ঠবর্ণা সুবর্ণা চ রেখা সর্ব্বস্য শস্যতে।
অপরস্য তু বর্ণস্য শ্রেষ্ঠস্য ন প্রশস্যতে ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ বর্ণা সুবর্ণ রেখা শিলা সকলের পক্ষে প্রশস্তা, অন্য বর্ণের শিলা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে ॥ ৪০৭ ॥

বর্ণিনামিহ সর্ব্বেষাং কৃষ্ণরেখা বিধীয়তে।
শিলানামিহ সর্ব্বাসাং শুক্লরেখা প্রশস্যতে ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—এস্থলে সকল বর্ণী মানবের পক্ষে কৃষ্ণ-রেখা বিহিত আছে। সকল শিলার মধ্যে শুক্লরেখা প্রশস্ত ॥ ৪০৮ ॥

রেখাণামিহ সর্ব্বাসাং ব্যত্যয়ে হোমমাচরেৎ।
পাতালনরসিংহেন সহস্রং দেশিকোত্তমঃ।
তর্পিতে মন্ত্ররাজে তু ততঃ সা শুভদা নৃণাম্ ॥৪০৯॥

অনুবাদ—রেখা সকলের ব্যতিক্রম ঘটিলে উত্তম আচার্য্য পাতাল-নরসিংহ মন্ত্র দ্বারা সহস্র হোম করিবেন। মন্ত্ররাজ তৃপ্ত হইলে তখন ঐ শিলা মানবগণের শুভপ্রদা হয় ॥ ৪০৯ ॥

বিপরীতে তু বিমলে বিন্দুকে হীরকে তথা।
ইমমেব বিধিং কুর্য্যাদন্যস্মিন্নপি গর্হিতে ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ বিমল হীরকে বিপরীত বিন্দু হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে হোম করিবে, অন্য কোন নিন্দনীয় হইলেও এই বিধি ॥ ৪১০ ॥

যুবা মধ্যা ভবেদ্গ্রাহ্যা বালা বৃদ্ধা চ গর্হিতা ॥৪১১॥

অনুবাদ—যুবা ও মধ্যা শিলা গ্রহণীয়া, বালা ও বৃদ্ধা শিলা নিন্দনীয়া ॥ ৪১১ ॥

সুগন্ধা নিবিড়া স্নিগ্ধা তথা গম্ভীরনিস্বনা।
শীতলা যা চ তেজাঢ্যা যুবেতি প্রোচ্যতে
শিলা ॥ ৪১২ ॥

অনুবাদ—যে শিলা সুগন্ধা, নিবিড় স্নিগ্ধা ও গম্ভীর শব্দ যুক্তা, শীতলা ও তেজযুক্তা, তাহাই যুবা বলিয়া কথিতা ॥ ৪১২ ॥

তদ্রূপা প্রোচ্যতে মধ্যা কিন্তু সা কঠিনা ভবেৎ।
অতিমৃদ্বী ভবেদ্বালা বৃদ্ধাতিকঠিনা মতা ॥ ৪১৩ ॥

অনুবাদ—মধ্যা শিলা ঐরূপই কিন্তু তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনা হইবে, অতিশয় মৃদুশিলা বালা হইবে, অতিশয় কঠিনা বৃদ্ধা ॥ ৪১৩ ॥

টঙ্কাঘাতা মতা বালা বৃদ্ধা লোকক্ষয়ঙ্করী।
স্ত্রীপুংনপুংসকঞ্চৈব লক্ষণেনৈব লক্ষয়েৎ ॥ ৪১৪ ॥

অনুবাদ—বালা শিলা অতি মৃদুহেতু টঙ্কের আঘাতে অধিক ক্ষত হয়, বৃদ্ধা শিলা লোকক্ষয়-কারিণী। স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক শিলা লক্ষণভেদে চিহ্নিত করিবে ॥ ৪১৪ ॥

উৎপাট্যমানে দৃশ্যেত তিন্দুকালাতবৎ জ্বলন্।
স্ফুলিঙ্গঃ শ্রূয়তে নাদঃ কাংস্যঘণ্টানিনাদবৎ।
মূলে মধ্যে তথাগ্রে চ পুংলিঙ্গেতি তু সা স্মৃতা ॥৪১৫

অনুবাদ—শিলা উৎপাটন কালে তিন্দুক অর্থাৎ গাব ফলের অলাতচক্রবৎ জ্বলিতে থাকে, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় এবং কাঁসার ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনা যায়, মূলে, মধ্যে ও অগ্রে একই রূপ লক্ষণ, ঐ শিলা পুংলিঙ্গ ॥ ৪১৫ ॥

তদেব লক্ষণং যদ্বন্মন্দমন্দং প্রতীয়তে
স্ত্রীলিঙ্গেতি তদা সা চ ভিন্নকাংস্যধ্বনিস্তু যা ॥৪১৬॥

অনুবাদ—ঐরূপ লক্ষণ যখন মন্দমন্দ প্রতীত হয় কিন্তু ধ্বনি যাহার ভাঙ্গা কাসার ধ্বনির ন্যায়, তখনই তাহা স্ত্রীলিঙ্গ শিলা ॥ ৪১৬ ॥

নপুংসকেতি সা জ্ঞেয়া ন যত্রৈতদ্দ্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪১৭॥

অনুবাদ—ঐ দ্বিবিধ লক্ষণই যাহাতে নাই তাহাই নপুংসক শিলা জানিবে ॥ ৪১৭ ॥

পুংলিঙ্গৈঃ প্রতিমা কার্য্যা স্ত্রীলিঙ্গৈঃ পাদপীঠিকা।
পিণ্ডিকার্থং তু সা গ্রাহ্যা দৃষ্টা যা
মণ্ডলক্ষণা ॥ ৪১৮ ॥

অনুবাদ—পুংলিঙ্গ শিলাদ্বারা প্রতিমা কর্ত্তব্যা, স্ত্রীলিঙ্গ শিলা দ্বারা পাদপীঠিকা নির্ম্মাণ করিবে, নপুংসক শিলা পিণ্ডিকা নির্ম্মাণ নিমিত্ত গ্রহণ কর্ত্তব্যা ॥ ৪১৮ ॥

লিঙ্গানাং তু বিপর্য্যাসে পূর্ব্বোক্তং হোমমাচরেৎ।
ছেদনে ভেদনে বাপি শিলাগর্ভঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—লিঙ্গ বিপরীত ঘটিলে পূর্ব্বোক্ত পাতাল নরসিংহ হোম অনুষ্ঠান করিবে। ছেদন বা ভেদন কালে শিলা সগর্ভা ও নিগর্ভা পরিলক্ষিত হয় ॥৪১৯॥

দৃশ্যতে মণ্ডলং যস্যাং সগর্ভাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।
মণ্ডুকো মণ্ডলে তস্যা লোহিতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২০ ॥

অনুবাদ—যে শিলাতে গোলাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে সগর্ভা শিলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। শিলার মণ্ডল লালবর্ণ হইলে ভেক জন্মে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪২০ ॥

হরিদ্রাভে ভবেদ্‌গোধা কৃষ্ণসর্পস্তথা সিতে।
নিস্ত্রিংশসদৃশে তোয়ং গৃহগোধা তু কর্কশে ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—মণ্ডল হরিদ্রাভবর্ণ হইলে গোসাপ জন্মে, শ্বেতবর্ণ হইলে কৃষ্ণসর্প, খড়্গবর্ণ হইলে জল, কর্কশে টিকটিকী ॥ ৪২১ ॥

আখুর্হরিদ্রাবর্ণে স্যাদরুণে সরটস্তথা।
পিঙ্গবর্ণে তু পাষাণঃ পদ্মাভে সিকতা ভবেৎ ॥ ৪২২॥
বৃশ্চিকঃ স্যাদ্বিচিত্রে তু পীতনীলে পতঙ্গকঃ।
পারাবতাভে খদ্যোতং মণ্ডলে তু বিনির্দ্দিশেৎ ॥৪২৩॥

অনুবাদ—হরিদ্রা বর্ণে ইঁদুর, অরুণ বর্ণে কৃকলাস, পিঙ্গল বর্ণে পাষাণ, পদ্মবর্ণে বালি, বিচিত্র বর্ণে বৃশ্চিক, পীত ও নীলবর্ণে পতঙ্গ, পারাবত বর্ণে জোনাকী পোকা জন্মে এইরূপ নির্দ্দেশ করিবে ॥৪২২-৪২৩ ॥

অকল্পনা তু মণ্ডুকে দৌর্ভাগ্যং গোধয়া ভবেৎ।
সর্পে বিষেণ মরণমতিবৃষ্টিস্তথা জলে ॥ ৪২৪ ॥
ধনহানিস্তু গোধায়ামাখুনানিষ্টমুদ্ভবেৎ।
অল্পায়ুষ্টং তু সরটে পাষাণে বিদ্যুতা বধঃ ॥ ৪২৫ ॥
বালুকায়ামনাবৃষ্টিঃ কলহো বৃশ্চিকে ভবেৎ।
রাষ্ট্রোচ্ছিত্তিস্তু শলভে খদ্যোতে গাত্রসংক্ষয়ঃ ॥ ৪২৬॥

অনুবাদ—ভেকে অকল্পনা, গোসাপে দুর্ভাগ্য সূচিত হয়, সর্পে বিষদ্বারা মরণ, জলে অতিবৃষ্টি, টিকটিকীতে ধনহানি, ইঁদুরে অনিষ্ট, কৃকলাসে অল্পায়ু, পাষাণে বিদ্যুৎপাতে বধ, বালুকাতে অনাবৃষ্টি, বৃশ্চিকে কলহ, পতঙ্গে রাজ্য নাশ, জোনাকীতে গাত্রক্ষয় ॥ ৪২৪-৪২৬ ॥

তস্মাৎ পরীক্ষ্য যত্নেন শিলাং গৃহ্ণীত দেশিকঃ।
॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব আচার্য্য যত্নপূর্ব্বক শিলা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন ॥ ৪২৭ ॥

সগর্ভয়া তু শিলয়া রূপকঃ ক্রিয়তে যদি।
তদ্দেশে ম্রিয়তে রাজা যজমানোঽথ দেশিকঃ।
শিলায়ামপি বৃক্ষেষু যত্নাদ্‌গর্ভং সমীক্ষয়েৎ ॥ ৪২৮॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সগর্ভা শিলা দ্বারা যদি প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে ঐ দেশে রাজা, যজমান ও আচার্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিলাতে ও বৃক্ষসমূহে যত্নপূর্ব্বক গর্ভ দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ পরীক্ষা পূর্ব্বক গ্রহণীয় ॥ ৪২৮ ॥

অথ শিল্পীকৃত্যম্

মাৎস্যে—

বিবিক্তে সংবৃতে স্থানে স্থপতিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
পূর্ব্ববৎ কালদেশজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ শুক্লভূষণঃ ॥ ৪২৯ ॥
প্রযতো নিয়তাহারো দেবতাধ্যানতৎপরঃ।
যজমানানুকূল্যেন বিদ্বান্ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৪৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শিল্পিকৃত্য, মৎস্যপুরাণে—নির্জ্জনে আবৃত স্থানে শিল্পি সংযত চিত্ত হইয়া পূর্ব্ব-

বৎ কাল ও দেশজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, শুক্ল ভূষণ, সংযত, নিয়-মিত আহার, দেবতা ধ্যান পরায়ণ, যজমানের হিতার্থে শিল্পী কুশল প্রতিমা-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ ৪২৯-৪৩০ ॥

ধৃত্বা পূর্ব্বমুখং দ্রব্যমথবা চোত্তরামুখম্।
দধিদূর্ব্বাক্ষতৈঃ পূজ্য তদারম্ভে বলিং হরেৎ ॥ ৪৩১॥

অনুবাদ—আরম্ভ সময়ে শিলা বা কাষ্ঠ পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে ধরিয়া দধি, দূর্ব্বা ও আতপ চাউল দ্বারা পূজা করিয়া উপহার অর্পণ করিবেন ॥ ৪৩১ ॥

পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মঘোষাদ্যৈঃ স্থাপয়েদ্দ্রব্যমাচরেৎ ॥৪৩২

অনুবাদ—পূর্ব্ববৎ বেদধ্বনি প্রভৃতি সহ শিলা স্থাপন ও কার্য্যারম্ভ করিবেন ॥ ৪৩২ ॥

শুক্লৈর্গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ দ্রব্যং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ।
স্বস্তিবাচনকং কৃত্বা প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ ॥৪৩৩॥

অনুবাদ—শ্বেতচন্দন ও শ্বেতপুষ্প দ্বারা শিলাকে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক প্রতিমার অঙ্গ বিভাজন করিবে ॥ ৪৩৩ ॥

অথ পিণ্ডিকালক্ষণম্

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিণ্ডিকালক্ষণং তব ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পিণ্ডিকালক্ষণ, হয়শীর্ষ পঞ্চ-রাত্রে—অতঃপর তোমার নিকট পিণ্ডিকালক্ষণ বলিব ॥ ৪৩৪ ॥

উচ্ছ্রায়ং প্রতিমার্দ্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যেণ প্রতিমা সমা।
চতুঃষষ্টিং পুটান্ কৃত্বা পিণ্ডিকাং তত্র
কল্পয়েৎ ॥ ৪৩৫ ॥

অনুবাদ—উচ্চতা প্রতিমার অর্দ্ধ এবং দীর্ঘতায় প্রতিমার সমান। চতুঃষষ্টি পুট করিয়া সেস্থানে পিণ্ডিকা কল্পনা করিবে ॥ ৪৩৫ ॥

ত্যক্ত্বা পঙ্‌ক্তিদ্বয়ং চাধস্তদূর্দ্ধং যত্তু কোষ্ঠকম্।
সমস্তমুভয়োঃ পার্শ্বে অন্তস্থং পরিমার্জ্জয়েৎ ॥৪৩৬॥

অনুবাদ—নিম্নে দুই পঙ্‌ক্তি ত্যাগ করিয়া তাহার উপর যে কোষ্ঠ, উভয় পার্শ্বে দুই পঙ্‌ক্তি ত্যাগ করিয়া মধ্যে যে অংশ তাহা পরিমার্জ্জিত করিবে ॥ ৪৩৬ ॥

ঊর্দ্ধপঙ্‌ক্তিদ্বয়ং কৃত্বা অধস্তাদ্বর্ণকোষ্ঠকম্।
অন্তঃস্থং মার্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ পার্শ্বয়োরুভয়োঃ সমম্।
তয়োর্মধ্যগতৌ তত্র চতুষ্কৌ মার্জ্জয়েত্ততঃ ॥ ৪৩৭ ॥

অনুবাদ—ঊর্দ্ধে পঙ্‌ক্তিদ্বয় করিয়া নিম্নভাগে বর্ণ কোষ্ঠকে বর্জ্জনপূর্ব্বক মধ্যস্থিত কোষ্ঠকে যত্নপূর্ব্বক মার্জ্জন করিবে, উভয় পার্শ্বের সমান। উভয়ের মধ্যগত চতুষ্কদ্বয় মার্জ্জন করিবে ॥ ৪৩৭ ॥

চতুর্দ্ধা ভাজয়িত্বা তু ঊর্দ্ধপঙ্‌ক্তিদ্বয়ং বুধঃ।
মেখলা ভাগমাত্রং স্যাৎ খাতং তস্যার্দ্ধমানতঃ ॥৪৩৮
ভাগং ভাগং পরিত্যজ্য পার্শ্বয়োরুভয়োঃ সমম্।
দত্ত্বা চৈকং পদং বাহ্যে প্রমাণং কারয়েদ্বুধঃ ॥ ৪৩৯

অনুবাদ—অনন্তর ঊর্দ্ধ পঙ্‌ক্তিদ্বয়কে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি একভাগ মেখলা ও তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে খাত করাইবেন। উভয় পার্শ্বে এক এক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে একপদ দিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রমাণ করাইবেন ॥ ৪৩৮-৪৩৯॥

ত্রিভাগেন চ ভাগঃ স্যাদগ্রে স্যাত্তোয়দিগ্‌গতঃ।
নানাপ্রকারভেদেন ভদ্রেয়ং পিণ্ডিকা শুভা ॥ ৪৪০ ॥

অনুবাদ—ঊর্দ্ধ পঙ্‌ক্তিদ্বয়কে তিন ভাগেও ভাগ করা যায়, প্রথমতঃ পশ্চিমদিকের ভাগ করিতে হয়। শুভপ্রদা এই পিণ্ডিকা নানাপ্রকারভেদে নানা শুভ প্রদান করে ॥ ৪৪০ ॥

কিঞ্চতত্রৈবাগ্রে—

দৈর্ঘ্যেণ প্রতিমা তুল্যা তদর্দ্ধেন তু বিস্তৃতা।
উচ্ছ্রিতায়ামতোঽর্দ্ধেন সুবিস্তারার্দ্ধভাগতঃ ॥ ৪৪১॥

অনুবাদ—আরও ঐ গ্রন্থেই সামনে—পিণ্ডিকা-লক্ষণ যথা—পিণ্ডিকার দৈর্ঘ্য প্রতিমা পরিমিত, বিস্তারে তাহার অর্দ্ধেক উচ্চতা ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ সুবিস্তারের অর্দ্ধভাগ ॥ ৪৪১ ॥

ত্রিভাগেন তু বাহুল্যং তত্রিভাগেন মেখলা।
খাতং চ তৎপ্রমাণং তু কিঞ্চিদুত্তরতোন্নতম্ ॥ ৪৪২॥

অনুবাদ—বিস্তারের ত্রিভাগ করিলে উচ্চতার আধিক্য হয়, উচ্চতার ত্রিভাগ দ্বারা মেখলা এবং খাত মেখলার পরিমাণ, উত্তরে কিঞ্চিৎ উন্নত ॥ ৪৪২ ॥

বিস্তারস্য চতুর্থেন প্রমাণস্য বিনির্ণয়ঃ।
সমং মূলস্য বিস্তারমগ্রে কুর্য্যাত্তদর্দ্ধতঃ ॥ ৪৪৩ ॥

অনুবাদ—বিস্তারের চতুর্থাংশে পরিমাণ নির্ণয় কর্ত্তব্য, মূলের বিস্তার সমান, অগ্রে তাহার অর্দ্ধেক বিস্তার ॥ ৪৪৩ ॥

বিস্তারস্য তৃতীয়েন তোয়মার্গন্তু কারয়েৎ।
পিণ্ডিকার্দ্ধেন বা তুল্যং দৈর্ঘ্যং কুশস্য কীর্ত্তিতম্ ॥৪৪৪

অনুবাদ—বিস্তারের তৃতীয় ভাগ জল নির্গম পথ করাইবে, অথবা পিণ্ডিকার অর্দ্ধেকের তুল্য কুশের দৈর্ঘ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪৪৪ ॥

কুশবাহুল্যদৈর্ঘ্যেণ জ্ঞাত্বা সূত্রং প্রকল্পয়েৎ।
উচ্ছ্রায়ং পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাদ্ভাগশেষেণ সংখ্যয়া ॥৪৪৫॥

অনুবাদ—কুশের দীর্ঘতার বাহুল্য জানিয়া সূত্র কল্পনা করিবে। উচ্চতা পূর্ব্ববৎ ভাগশেষের সংখ্যা দ্বারা করিবে ॥ ৪৪৫ ॥

অধস্তস্য দ্বিভাগন্তু কণ্ঠং কুর্য্যাত্রিভাগকম্।
শেষা হ্যেকৈকশঃ কার্য্যাঃ প্রতিষ্ঠা নির্গতাস্তথা ॥৪৪৬

অনুবাদ—নিম্নদেশ তাহার দ্বিভাগ, কণ্ঠ ত্রিভাগ করিবে। অবশেষ ভাগগুলিকে এক এক করিয়া নির্গতা কর্ত্তব্যা ॥ ৪৪৬ ॥

ষণ্টিকা-পিণ্ডিকা চেয়ং সামান্যপ্রতিমাসু চ।
প্রাসাদদ্বারমানেন প্রতিমাদ্রব্যমুচ্যতে ॥ ৪৪৭ ॥

অনুবাদ—সাধারণ প্রতিমাতেও ইহা ষণ্টিকা পিণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা, প্রাসাদের দ্বারের পরিমাণ অনুসারে প্রতিমার শিলা বা দারুর পরিমাণ নির্ণয় হয় ॥ ৪৪৭ ॥

গজবালকসংযুক্তা প্রভা স্যাৎ প্রতিমাসু চ।
পিণ্ডিকাসু যথাশোভং কর্ত্তব্যা সততং হরেঃ ॥৪৪৮

অনুবাদ—প্রতিমার প্রভা গজবালক সংযুক্তা করিতে হইবে। শ্রীহরির প্রতিমায় যেরূপ পিণ্ডিকার শোভা সম্পাদন করা হয়, তদ্রূপ প্রভা করা উচিত ॥৪৪৮

মাৎস্যে—

পিণ্ডিকালক্ষণং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
পীঠোচ্ছ্রায়ং যথাবচ্চ ভাগান্ ষোড়শ কারয়েৎ ॥৪৪৯

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—পিণ্ডিকা লক্ষণ বলিব, যথাযথ অনুক্রমে-পীঠের উচ্চতা যেমন থাকিবে তাহাকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করাইবে ॥ ৪৪৯ ॥

ভূমাবেকঃ প্রতিষ্ঠঃ স্যাচ্চতুর্ভির্জগতী মতা।
বৃত্তো ভাগস্তথৈকঃ স্যাদ্বৃত্তপট্টস্তু ভাগতঃ ॥ ৪৫০ ॥

অনুবাদ—ভূমিতে একভাগ পোতা থাকিবে চারি-ভাগ জগতী, বৃত্ত সেইরূপ একভাগ হইবে, বৃত্তপট্ট একভাগ ॥ ৪৫০ ॥

ভাগৈস্ত্রিভিস্তথা কণ্ঠঃ কণ্ঠপট্টস্ত্রিভাগতঃ।
ভাগাভ্যামূর্দ্ধপট্টস্তু শেষভাগেন পট্টিকা ॥ ৪৫১ ॥

অনুবাদ—তিনভাগ দ্বারা কণ্ঠ, কণ্ঠপট্ট তিনভাগ, দুইভাগ দ্বারা উর্দ্ধপট্ট, শেষভাগ দ্বারা পট্টিকা ॥৪৫১॥

প্রবিষ্টং ভাগমেকৈকং জগতী যাবদেব তু।
নির্গমস্তু পুনস্তস্মাদ্যাবদ্বৈ শেষপট্টিকাঃ ॥ ৪৫২॥

অনুবাদ—জগতী পর্য্যন্ত এক এক ভাগ প্রবিষ্ট থাকিবে, অতঃপর তাহা হইতে নির্গম শেষ পট্টিকা পর্য্যন্ত ॥ ৪৫২ ॥

———

বারিনির্গমনার্থন্তু তত্র কার্য্যঃ প্রণালকঃ।
পীঠিকানান্তু সর্ব্বাসামেতৎ সামান্যলক্ষণম্ ॥৪৫৩॥

অনুবাদ—জল নির্গমন পথ তন্মধ্যে প্রণালী কর্ত্তব্য। ইহাই সর্ব্ববিধ পীঠিকার সামান্য লক্ষণ ॥ ৪৫৩ ॥

———

বিশেষাদ্দেবতাভেদাৎ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ।
স্থণ্ডিলা বাথ বাপী চ যক্ষী বেদী চ মণ্ডলা ॥৪৫৪॥
পূর্ণচন্দ্রা চ বজ্রা চ পদ্মা চার্দ্ধশশীস্তথা।
ত্রিকোণা দশমী তাসাং সংস্থানঞ্চ নিবোধত ॥৪৫৫॥

অনুবাদ—বিশেষ বিশেষ দেবতাভেদে পীঠিকার-ভেদ, হে দ্বিজ সত্তমগণ শ্রবণ করুন। স্থণ্ডিলা বা বাপী ও যক্ষী, বেদী ও মণ্ডলা, পূর্ণচন্দ্রা, বজ্রা, পদ্মা, অর্দ্ধচন্দ্রা ও ত্রিকোণা—এই দশবিধা। তাহাদের সংস্থানও অবগত হউন ॥ ৪৫৪-৪৫৫ ॥

———

স্থণ্ডিলা চতুরস্রা তু বর্জ্জিতা মেখলাদিভিঃ।
বাপী দ্বিমেখলা জ্ঞেয়া যক্ষী চৈব ত্রিমেখলা ॥৪৫৬॥
চতুরস্রায়তা বেদী ন তাং লিঙ্গেষু যোজয়েৎ।
মণ্ডলা বর্ত্তুলা যা তু মেখলা ত্রিগুণা প্রিয়া ॥৪৫৭॥
রক্তা দ্বিমেখলা মধ্যে পূর্ণচন্দ্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মেখলাত্রয়সংযুক্তা ষড়স্রা বজ্রিকা ভবেৎ ॥৪৫৮॥
ষোড়শাস্রা ভবেৎ পদ্মা কিঞ্চিৎ হ্রস্বা চ মূলতঃ।
তথৈব ধনুরাকারা সার্দ্ধচন্দ্রা প্রশস্যতে ॥ ৪৫৯ ॥
ত্রিশূলসদৃশী তদ্বৎ ত্রিকোণা উর্দ্ধতো মতা।
প্রাগুদক্প্রবণা তদ্বৎ প্রশস্তা লক্ষণান্বিতা ॥৪৬০॥

অনুবাদ—স্থণ্ডিলা চতুষ্কোণা মেখলাদি বর্জ্জিতা। বাপী দ্বিমেখলা জানিবে। যক্ষী ত্রিমেখলা। বেদী চতুষ্কোণা বিস্তৃতা, তাহাতে কোন মূর্ত্তি যোজনা করিবেনা। মণ্ডলা গোলাকৃতি, যাহা ত্রিগুণা মেখলা। পূর্ণচন্দ্রা মধ্যে, বাহিরে রক্তবর্ণের দ্বিমেখলা কীর্ত্তিতা। বজ্রিকা ষট্‌কোণাকৃতি মেখলাত্রয় যুক্তা হইবে। পদ্মা ষোড়শদল পদ্ম সদৃশা, মূলের দিকে কিঞ্চিৎ ছোট। সেইরূপ ধনুকের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রা প্রশস্ত। ত্রিকোণা ত্রিশূল সদৃশী উর্দ্ধদিকে স্বীকৃতা। এই সকল পীঠিকা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ নত হইলে সুলক্ষণযুক্ত ও প্রশস্ত হয় ॥ ৪৫৬-৪৬০ ॥

———

পরিবেষাস্ত্রিভাগেন নির্দ্দেশং তত্র কারয়েৎ।
বিস্তারং তৎপ্রমাণং তু মূলে চাগ্রে তথোর্দ্ধতঃ ॥৪৬১

অনুবাদ—পরিবেষ অর্থাৎ পরিধিকে সেস্থানে ত্রিভাগে নির্দ্দেশ করাইবে এবং মূলে, অগ্রে ও উর্দ্ধে সেই অনুসারে বিস্তার করিবে ॥ ৪৬১ ।

———

জলমার্গস্তু কর্ত্তব্যস্ত্রিভাগেন সুশোভনঃ।
লিঙ্গস্যার্দ্ধত্রিভাগেন স্থৌল্যেন সমধিষ্ঠিতঃ ॥৪৬২॥

অনুবাদ—জল নির্গমন পথ ত্রিভাগ দ্বারা সুশোভন কর্ত্তব্য। শিবমন্দিরে লিঙ্গের অর্দ্ধ ত্রিভাগ দ্বারা স্থূলতা সম্যক্ অধিষ্ঠিত থাকিবে ॥ ৪৬২ ॥

———

মেখলা তু ত্রিভাগেন খাতং বৈ তৎপ্রমাণতঃ।
অথবা পাদহীনং তু শোভনং কারয়েৎ সদা ॥৪৬৩॥

অনুবাদ—মেখলা ত্রিভাগ দ্বারা খাত ঐ পরিমাণে হইবে। অথবা—একচতুর্থাংশ হীন সর্ব্বদা শোভাযুক্ত করাইবে ॥ ৪৬৩ ॥

———

উত্তরস্থং প্রমাণন্তু প্রমাণাদধিকং ভবেৎ ॥ ৪৬৪ ॥

অনুবাদ—উত্তরদিক্‌স্থিত প্রণালীর পরিমাণ অন্যদিকের অপেক্ষা অধিক হইবে ॥ ৪৬৪ ॥

———

স্থণ্ডিলায়ামথারোগ্যং বাপ্যা ধানঞ্চ পুষ্কলম্।
গোপ্রদা তু ভবেদ্যক্ষী বেদী সম্পৎপ্রদা ভবেৎ।
মণ্ডলায়াং ভবেৎ কীর্ত্তির্বরদা পূর্ণচন্দ্রিকা ॥৪৬৫॥

আয়ুঃপ্রদা ভবেদ্বজ্রী পদ্মা সৌভাগ্যদায়িনী।
পুত্রদা ত্বর্দ্ধচন্দ্রা স্যাত্ত্রিকোণা শত্রুনাশিনী ॥ ৪৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষ বিশেষ পীঠিকার ফল বলা হইতেছে—স্থণ্ডিলার ফল আরোগ্য ও বাপী প্রচুর ধনধান্য-প্রদা। যক্ষী গো সম্পৎ প্রদা, বেদী সম্পৎ প্রদা হয়, মণ্ডলা কীর্ত্তিপ্রদা, পূর্ণচন্দ্রিকা বরদা, বজ্রী আয়ুঃপ্রদা, পদ্মা সৌভাগ্যদায়িনী, অর্দ্ধচন্দ্রা পুত্রদা, ত্রিকোণা শত্রুনাশিনী ॥ ৪৬৫-৪৬৬ ॥

———

দেবস্য যজনার্থং তু পিণ্ডিকা দশ কীর্ত্তিতাঃ।
শৈলে শৈলময়ীং পিণ্ডীং পার্থিবে পার্থিবীং তথা ॥৪৬৭
দারুজে দারুজাং কুর্য্যান্মিশ্রে মিশ্রাং তথৈব চ।
নান্যযোনিস্তু কার্য্যা বৈ সদা শুভফলেপ্সুভিঃ ॥৪৬৮

অনুবাদ—শ্রীহরির যজনের জন্য দশবিধা পিণ্ডিকা কীর্ত্তিত হইল। শৈলী প্রতিমাতে শৈলময়ী পিণ্ডী, মৃন্ময়ী প্রতিমাতে মৃন্ময়ী পিণ্ডি, সেইরূপ দারুময়ী প্রতিমাতে দারুময়ী, মিশ্র প্রতিমাতে মিশ্রাপিণ্ডি কর্ত্তব্যা, সর্ব্বদা শুভফলাকাঙ্ক্ষী বিসদৃশ পিণ্ডি করিবেন না ॥ ৪৬৭-৪৬৮ ॥

———

অর্চ্চায়াম-সমং দৈর্ঘ্যং লিঙ্গায়াম-সমং তথা।
যস্য দেবস্য যা পত্নী তাং পীঠে পরিকল্পয়েৎ।
এবমেব সমাখ্যাতং সমাসাৎ পীঠলক্ষণম্ ॥৪৬৯॥

অনুবাদ—পিণ্ডিকা শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহের ও শিব লিঙ্গের সমান দীর্ঘ, যে দেবের যিনি পত্নী তাহাকে ঐ পীঠে কল্পনা করিবেন, এই প্রকার সংক্ষেপে পীঠলক্ষণ বর্ণিত হইল ॥ ৪৬৯ ॥

———

কিঞ্চ—

দ্বারোচ্ছ্রায়স্য যন্মানমষ্টধা তত্তু কারয়েৎ।
ভাগদ্বয়েন প্রতিমাং ত্রিভাগীকৃত্য তৎ পুনঃ।
পিণ্ডিকা ভাগতঃ কার্য্যা নাতিনীচা ন চোচ্ছ্রিতা ॥ ৪৭০ ॥

অনুবাদ—আরও—দ্বারের উচ্চতা যে পরিমাণ তাহাকে অষ্টভাগে ভাগ করিয়া দুই ভাগে প্রতিমা, তাহাকে পুনরায় তিনভাগ করিয়া একভাগে পিণ্ডিকা কর্ত্তব্যা, অতিনীচ নহে এবং অতি উচ্চ নহে ॥ ৪৭০ ॥

———

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ—

বিম্বমানাদ্‌যথা পীঠং কুর্য্যাদ্দেবস্য তচ্ছৃণু।
চতুরস্রঞ্চ তদ্বিধি চতুরস্রায়তং তু বা ॥ ৪৭১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও—দেব প্রতিমার মান অনুসারে যেমন দেব পীঠ করিবে তাহা শ্রবণ কর, তাহা চতুষ্কোণ বা চতুষ্কোণ আয়ত করার বিধি ॥ ৪৭১ ॥

———

বিম্বোচ্ছ্রায়-সমং পীঠং পরিতশ্চৈব বিস্তৃতম্।
তদর্দ্ধেনোন্নতং কুর্য্যাদেতৎ সামান্যলক্ষণম্ ॥৪৭২॥

অনুবাদ—প্রতিমার উচ্চতার সমান পীঠ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, তাহার অর্দ্ধেক উন্নত কর্ত্তব্য, ইহাই সাধারণ লক্ষণ ॥ ৪৭২ ॥

———

চতুরস্রস্য পীঠস্য কথিতং তু মহামুনে।
চতুরস্রায়তস্যাথ প্রমাণমবধারয় ॥ ৪৭৩ ॥

অনুবাদ—হে মহামুনে! চতুরস্র পীঠের কথা বলা হইল, চতুরস্রায়ত পীঠের লক্ষণ অনন্তর অবধারণ কর ॥ ৪৭৩ ॥

———

বিম্বাদ্ধীনন্তু বিস্তীর্ণং তৎ প্রমাণেন চোন্নতম্।
সমং দেবস্য দৈর্ঘ্যং বা চতুরস্রায়তং তু তৎ ॥৪৭৪॥

অনুবাদ—প্রতিমা হইতে কম বিস্তীর্ণ এবং প্রতিমা পরিমাণে উন্নত অথবা দেবের সমান দীর্ঘ, তাহাই চতুরস্রায়ত পীঠ ॥ ৪৭৪ ॥

———

কার্য্যং তুঙ্গালয়স্থানাং দেবতানাং মহামুনে।
চলানাং বেশ্মসংস্থানাৎ বিম্বানাং পীঠমন্যথা ॥৪৭৫

অনুবাদ—হে মহামুনে! উচ্চমন্দিরস্থিত দেব-

গণের চলমূর্ত্তির এবং গৃহস্থিত মূর্ত্তি সমূহের পীঠ অন্য প্রকার কর্ত্তব্য ॥ ৪৭৫ ॥

কুর্য্যাদ্বিম্বসমং দৈর্ঘ্যং স্বেন মানেন বা পুনঃ।
আপাদজানুপর্য্যন্তং বিস্তারেণোচ্ছ্রয়েণ চ ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—প্রতিমা সমান দীর্ঘ অথবা নিজ প্রমাণে দীর্ঘ করিবে, পাদ হইতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তার ও উচ্চতা করিবে ॥ ৪৭৬ ॥

উর্ব্বর্দ্ধেনাথবা কুর্য্যাৎ সবিস্তারং দ্বিজোন্নতিম্।
বক্ষোঽন্তরে বা বিম্বস্য তস্যার্দ্ধেন চ বিস্তৃতম্ ॥৪৭৭

অনুবাদ—হে দ্বিজ! অথবা উরুর অর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তার ও উন্নত করিবে, প্রতিমার বক্ষোমধ্য বা তাহার অর্দ্ধেক বিস্তৃত করিবে ॥ ৪৭৭ ॥

তচ্চতুর্ভাগহীনং তু ত্রিভাগং চার্দ্ধমেব বা।
অঙ্গ ত্বং বিদ্ধি তৎ পীঠং চলবিম্বস্য সর্ব্বদা ॥৪৭৮॥

অনুবাদ—হে অঙ্গ! তাহার চতুর্থাংশ কম, ত্রিভাগ বা অর্দ্ধভাগ চল-প্রতিমার পীঠ তুমি সর্ব্বদা জান ॥ ৪৭৮ ॥

ধাতুদ্রব্যস্য চাভাবাৎ স্থিরাণামেবমেব চ।
কৃত্বা তু তদধঃ কুর্য্যাদুপপীঠং প্রমাণতঃ ॥ ৪৭৯॥

অনুবাদ—ধাতু দ্রব্যের অভাবে এবং স্থির অর্থাৎ অচল মূর্ত্তি সমূহেরই পীঠ এইরূপ করিয়া তাহার নীচে উপপীঠ পরিমাণ মত করিবে ॥ ৪৭৯ ॥

ত্রিভাগেনাথ পীঠস্য প্রমাণং মধ্যতো ভবেৎ।
তন্মানেন ততো দৈর্ঘ্যং স্বমানাদগ্রতঃ পুনঃ ॥৪৮০॥
ত্র্যংশমানেন বিস্তীর্ণং তস্যাপি ত্র্যংশমন্তরা।
নিখনেদগ্রতো মূলাৎ তৎ কুর্য্যান্মকরাননম্ ইত্যাদি ॥ ৪৮১॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবো নাম অষ্টাদশো বিলাসঃ।

অনুবাদ—পীঠের ত্রিভাগের সমান পরিমাণ মধ্যভাগে উপপীঠ হইবে, ঐ পরিমাণ দ্বারা তাহা হইতে দীর্ঘ নিজমানে অগ্রভাগে পুনঃ ত্রি-অংশ পরিমাণে বিস্তীর্ণ, তাহারও ত্রিভাগ অন্তরে অগ্রভাগে খনন করিবে মূল হইতে, তাহা মকর মুখের ন্যায় করিবে॥ ইত্যাদি ॥ ৪৮০-৪৮১ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাব নামক অষ্টাদশ বিলাস ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ-বিলাসঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীচৈতন্যং প্রবিষ্টোঽস্মি শরণং সুষ্ঠু যেন হি।
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোঽপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্ ॥১

অনুবাদ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। যিনি আবিষ্ট হইলে দুষ্টব্যক্তিও সাধুগণের সর্ব্বভাবে স্তবযোগ্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

টীকা—জীয়াৎ চৈতন্যদেবোঽসৌ যৎপাদাব্জরসং স্পৃশন্। নিত্যং চিত্রং ফলত্যেব মনোরথমহাদ্রুমঃ। শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিং লিখন্ তৎসুসিদ্ধয়ে পরমগুরুরূপং ভগবন্তং শরণং যাতি—শ্রীচৈতন্যমিতি। হি যস্মাদ্ যেন শ্রীচৈতন্যেন আবিষ্টঃ হৃদাক্রান্তঃ সন্ দুষ্টোঽপি জনঃ সদ্ভিরভিষ্টুতাং প্রতিষ্ঠাং যাতি। অতোঽহত্য-

যোগ্যোঽপি হৃদি তৎ-প্রেরণয়া লিখন্নহং সম্যগেতল্লিখিতুমর্হামীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠয়ৈব ভগবদাবির্ভাবো বিশেষতঃ।
প্রতিমাসু ততস্তাসাং প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা সমূহে প্রতিষ্ঠা দ্বারাই বিশেষতঃ শ্রীভগবদ্ আবির্ভাব হয়, সেইহেতু প্রতিমা সমূহের প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রবিধিসহ অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২ ॥

টীকা—যদ্যপি শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্ভাবেনৈব সর্ব্বলোকেষু সাক্ষাদাকারাদিস্ফূর্ত্ত্যা ভগবদাবির্ভাবো বৃত্ত এব, তথাপি বিধিনা প্রতিষ্ঠয়ৈব প্রতিমাসু বিশেষতো ভগবত আবির্ভাবঃ স্যাৎ। ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তাসাং প্রতিমানাং শস্ত্রোক্তপ্রকারেণ প্রতিষ্ঠামাচরেদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবতা (২৭।১৩)—
প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—প্রতিষ্ঠা হইলে পর জীব ও জগৎকে চেতনাদান করেন, এইহেতু পরমাত্মার এক নাম জীব, তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের ও প্রতিমার চৈতন্য সম্পাদিত হইবে। সুতরাং জীব যেমন পরমাত্মার মন্দিরে অধিষ্ঠান, সেইরূপ প্রতিমা (শ্রীকৃষ্ণ) আমার অধিষ্ঠান ॥ ৩ ॥

টীকা—এতদেব শ্রীভগবদুক্ত্যা প্রমাণয়তি—প্রতিষ্ঠেতি। প্রতিষ্ঠায়া যদ্বা, প্রতিষ্ঠা ভবতি চেত্তর্হি জীবয়তি জগচ্চেতয়তীতি জীবঃ পরমাত্মাহং তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানং ভবতি। এবং প্রতিষ্ঠায়া নিত্যত্বমভিপ্রেতম্ ॥ ৩ ॥

অথ প্রতিষ্ঠালক্ষণম্

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
পরমাত্মা হরের্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৪॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠা লক্ষণ, শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—পরমাত্মা শ্রীহরিই আরাধ্যদেব, তাঁহার শক্তি শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রসিদ্ধা, শাস্ত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে 'প্রকৃতি' বলা হইয়াছে, আর শ্রীকেশবদেব 'পুরুষ' বলিয়া স্মরণ করা হয় ॥ ৪ ॥

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা।
অর্চ্চামূর্ত্তিঃ স্মৃতঃ কৃষ্ণঃ পিণ্ডিকা কমলালয়া।
তয়োর্যো বিধিনা যোগঃ সা প্রতিষ্ঠা প্রকীর্ত্তিতা ॥৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মীদেবী অধিষ্ঠান করেন না, আর লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত শ্রীহরি অধিষ্ঠান করেন না। অর্চ্চামূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণ জানিবে, পিণ্ডিকাকে লক্ষ্মী জানিবে, এই উভয়ের যে বিধিপূর্ব্বক যোগ, তাহা প্রতিষ্ঠা রূপে কীর্ত্তিতা ॥ ৫ ॥

টীকা—পিণ্ডিকোপরি শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রকর্ষেণ স্থিতেঃ প্রতিষ্ঠেতি নিরুক্ত্যা তল্লক্ষণমাহ—পরমাত্মেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। অর্থবিশেষস্তু শ্রীবৈষ্ণবানাং হৃদয়গম্য এবেতি কিন্তদ্বিস্তারণশ্রমেণ ? কেবলমত্রোপযুক্তমেব লেখ্যম্ ॥ ৪-৫ ॥

অথ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্যম্

মাৎস্যে ঋষয় উচুঃ—
ক্রিয়াযোগঃ কথং সিধ্যেদ্‌গৃহস্থাদিষু সর্ব্বদা।
জ্ঞানযোগসহস্রাদ্ধি কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা মাহাত্ম্য, মৎস্যপুরাণে ঋষিগণ বলিয়াছেন—গৃহস্থাদি আশ্রমে ক্রিয়াযোগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বদা সহস্র জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম্মযোগ অধিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।৬

শ্রীসূত উবাচ—
ক্রিয়াযোগং প্রবক্ষ্যামি দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং যস্মান্নান্যলোকেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন—ক্রিয়াযোগ বলিব, দেবতার অর্চ্চন বিগ্রহের অনুকীর্ত্তন। যাহা হইতে ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ ইহলোকে অন্য কিছুই নাই ॥ ৭ ॥

টীকা—দেবতানাং, যদ্বা, দেবতায়াঃ পরমপূজ্যস্য ভগবতোঽর্চ্চা পূজা প্রতিমা বা অনুকীর্ত্তনং চ, দ্বন্দ্বৈক্যম্, তদ্রূপং ক্রিয়াযোগং প্রবক্ষ্যামি। তত্র হেতুঃ—যস্মাদ্দেবতার্চানুকীর্ত্তনাদন্যৎ কিঞ্চিদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নাস্তি ॥ ৭ ॥

প্রতিষ্ঠায়াঃ সুরাণাঞ্চ দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনাৎ।
দেবযজ্ঞোৎসবাচ্চাপি বন্ধনেন বিমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দেবগণের প্রতিষ্ঠা, দেববিগ্রহের অনুকীর্ত্তন ও দেবযজ্ঞোৎসব দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মানব মুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

টীকা—সুরাণামিতি বহুত্বং শ্রীশিবাদ্যপেক্ষয়া ভগবতঃ পরমগৌরবাপেক্ষয়া বা। প্রতিষ্ঠেত্যাদি-প্রথমান্তপাঠে সৈব দেবার্চ্চানুকীর্ত্তনং, সৈব দেবযজ্ঞোৎসবশ্চ যেন দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনেন দেবযজ্ঞোৎসবেন চ কর্ম্মবন্ধাজ্জনো মুক্তো ভবতি ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে—
স্থাপিতাং প্রতিমাং বিষ্ণোঃ সম্যক্ সম্পূজ্য মানবঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥৯॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—মানব শ্রীবিষ্ণুর প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাকে সাদরে পূজা করিয়া যাহা যাহা প্রার্থনা করে, সেই সেই উত্তম ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

যথোক্তবিধিনা দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য জনার্দ্দনম্।
অক্ষয়ং লোকমাপ্নোতি বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥১০॥

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে জনার্দ্দনদেবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া অপরিমিত শক্তি শ্রীবিষ্ণুর অক্ষয়-লোক বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

স্কান্দে—
যাবদ্দিনানি লোকেঽস্মিন্ স্থাপয়েৎ প্রতিমাং হরেঃ।
তাবদ্যুগসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—শ্রীহরির প্রতিমাকে ইহলোকে যত দিন স্থাপন করে, তত সহস্রযুগ বিষ্ণুধামে বিরাজিত থাকে ॥ ১১ ॥

অক্ষয়ো ভবতে তাবদ্যাবদাহূতসংপ্লবম্।
যেনার্চ্চা স্থাপিতা বিষ্ণোঃ সপ্তলোকস্য নায়ক ॥১২॥

অনুবাদ—হে সপ্তলোক নায়ক শ্রীনারদ। যে মানব কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহার কীর্ত্তি এক কল্পকাল যাবৎ অক্ষয় হয় ॥ ১২ ॥

প্রতিষ্ঠা শঙ্করাদীনাং দেবানাং ব্রহ্মনন্দন।
কৃতা তেন ন সন্দেহঃ সত্যোক্তং তব নারদ ॥১৩॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মনন্দন নারদ। তোমার নিকট সত্য বলিলাম, শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা শঙ্করাদি পরিকর দেবগণেরও প্রতিষ্ঠা ঐ ব্যক্তি দ্বারা কৃত হইল, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং বিষ্ণুপরিবারাণাং শঙ্করাদীনাং, হে সপ্তলোকস্য নায়ক, নারদ। নারদেতি বা পাঠঃ, ততশ্চ সপ্তলোকস্য বিশেষতঃ শঙ্করাদীনাং চ প্রতিষ্ঠা তেন কৃতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২-১৩ ॥

পিতৃণামর্ঘ্যমাদীনাং বাসবাদিদিবৌকসাম্।
কৃতা তেন মহাপ্রতিঃ স্থাপয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীজনার্দ্দনমূর্ত্তি স্থাপন ফলে অর্য্যমাদি (যমাদি), পিতৃগণের ও ইন্দ্রাদি স্বর্গবাসিগণের মহাপ্রীতি তৎ-কর্ত্তৃক সাধিত হইল ॥ ১৪ ॥

যঃ স্থাপয়তি দেবর্ষে দেবং মধুনিসূদনম্।
তস্য সম্ভাষণাদেব পাপং যাতি দশাব্দিকম্ ॥১৫॥

অনুবাদ—হে দেবর্ষে! মধুসূদনদেবকে যে মানব স্থাপন করে, তাহার সম্ভাষণ ফলে দশ বৎসরের সঞ্চিত পাপ পলায়ন করে ॥ ১৫ ॥

যে নিরীক্ষন্তি নন্দন্তি প্রতিষ্ঠাং কেশবস্য হি।
তে বসন্তি হরের্লোকে যুগানামেকবিংশতিম্ ॥১৬॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবদেবের প্রতিষ্ঠা যাহারা দর্শন করে ও আনন্দিত হয়, তাহারা শ্রীহরিধামে একবিংশতি চতুর্যুগ বাস করে ॥ ১৬ ॥

প্রয়াগে যৎ ফলং প্রোক্তং মাঘমাসে তু স্নানতঃ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন পিতৃপক্ষে চ নারদ ॥ ১৭ ॥
কার্ত্তিকে পুষ্করে প্রোক্তং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
দ্বারকায়াং চ বৈশাখে প্রভাসে চ শশিগ্রহে ॥ ১৮ ॥
সিদ্ধেশ্বরে শিবরাত্রৌ ক্ষেত্রে চৈব তু হাটকে।
শুক্লতীর্থে তু রেবায়াং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১৯ ॥
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্ব্রতৈর্দ্বাদশিসংজ্ঞকৈঃ।
কপিলাকোটিভির্দত্তৈর্হেমভারশতৈরপি ॥ ২০ ॥
চান্দ্রায়ণৈশ্চ পারাকৈঃ কৃতৈর্যৎফলমাপ্নুয়াৎ।
প্রতিষ্ঠাপ্য হরেরর্চ্চা পুণ্যমাপ্নোতি নারদ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মাঘমাসে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানের যে ফল উক্ত হইয়াছে, হে নারদ! পিতৃপক্ষে গয়ায় পিণ্ডদানে যে ফল, কার্ত্তিকমাসে পুষ্করক্ষেত্রে স্নানের, সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নানের দ্বারকায় বৈশাখে ও প্রভাসে চন্দ্রগ্রহণে স্নানের যে ফল, শিবরাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরে ও হাটক ক্ষেত্রে, শুক্লতীর্থে, রেবানদীতে ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের যে ফল, অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারা, দ্বাদশী নামক ব্রতসমূহ দ্বারা, কোটি কপিলা গাভী দান দ্বারা, শতভার সুবর্ণদান দ্বারা, চান্দ্রায়ণ ব্রতসমূহ দ্বারা এবং পারাক ব্রতসমূহ করার দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, হে নারদ! শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ফলে সেই সকল পুণ্য পাওয়া যায় ॥ ১৭-২১ ॥

তস্মাৎ কলিযুগে ঘোরে বিশেষেণ নরোত্তমৈঃ।
স্থাপনীয়া হরেরর্চ্চা পিতৃণাং মুক্তিমিচ্ছতা ॥২২॥

অনুবাদ—সেইহেতু ঘোর কলিযুগে বিশেষতঃ পিতৃগণের মুক্তিকামী শ্রেষ্ঠ মানবগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহ স্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥

অন্যকৃতে চ প্রাসাদে প্রতিমাং স্থাপয়েত্তু যঃ।
কুলাযুতশতৈর্যুক্তো বসতে বিষ্ণুবেশ্মনি ॥ ২৩॥

অনুবাদ—যিনি অন্যকৃত প্রাসাদে প্রতিমা স্থাপন করে, তিনি শতঅযুত কুল সহ শ্রীবিষ্ণু গৃহে বাস করে ॥ ২৩ ॥

স ধন্যঃ স কুলীনশ্চ পিতৄণাং ভবতে সুতঃ ॥
কারয়িত্বা হরেধিষ্ণ্যং যঃ স্থাপয়তি কেশবম্ ॥২৪॥

অনুবাদ—সেই মানব ধন্য, সেই কুলীন, সেই পিতার যথার্থ সন্তান, যে মানব শ্রীহরি বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া কেশবদেবকে স্থাপন করে ॥ ২৪ ॥

হরস্য বিষ্ণোর্ভানোর্বা প্রাসাদে চাপি নারদ।
স্থাপয়িত্বা হরেরর্চ্চা মুখ্যং পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! শিবপ্রাসাদে, বিষ্ণুপ্রাসাদে বা সূর্য্যমন্দিরে শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহ স্থাপন করিলে মুখ্যপুণ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫ ॥

টীকা—মুখ্যমিতি—প্রাসাদং স্বয়ং নির্ম্মায় তত্র হরেরর্চ্চাস্থাপনেন যৎ পুণ্যং তদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠাবিধ্যন্তে—
যো বিষ্ণুং স্থাপয়েদেবং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
স্থাপিতং তেন সর্ব্বং স্যাজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥২৬॥
অতীতান্ দশ পূর্ব্বাংশ্চ তথৈবানাগতান্ দশ।
আত্মানং সপরীবারং বিষ্ণুলোকং নয়েন্নরঃ ॥২৭॥

অনুবাদ—শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠা বিধির অন্তে—সর্ব্বদেব প্রণম্য শ্রীবিষ্ণুদেবকে যে মানব স্থাপন করে, তৎকর্ত্তৃক সমগ্র স্থাবর জঙ্গম জগৎ স্থাপিত হয় এবং অতীত পূর্ব্ব দশপুরুষ, সেইরূপ অনাগত ভবিষ্যৎ দশ পুরুষকে, আর সপরিবার নিজকে সেই মানব বিষ্ণুলোকে লইয়া যায় ॥২৬-২৭॥

কোটিজন্মগতং পাপং স্বল্পকং যদি বা গুরু।
তৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ সংস্থাপ্য মধুঘাতিনম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কোটিজন্মগত পাপ তাহা অতি অল্প

বা গুরুই হউক শ্রীমধুসূদনকে স্থাপন ফলে সকলই ভস্মসাৎ করিবে ॥ ২৮ ॥

তথৈব ভবিষ্যে—

এবং যঃ কুরুতে রাজন্ প্রতিষ্ঠাং দেবচক্রিণঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ ॥ ২৯ ॥
বিমানেন বিচিত্রেণ ত্রিসপ্তকুলজৈঃ সহ।
পূজাং সম্প্রাপ্য মহতীমিন্দ্রলোকাদিষু ক্রমাৎ।
সবান্ধবং সুখং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩০॥

অনুবাদ—সেইরূপ ভবিষ্যপুরাণে—হে রাজন্! এইভাবে যে মানব চক্রধারী শ্রীহরির প্রতিষ্ঠা করে, সর্ব্বপাপ বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বিচিত্র বিমানে ত্রিসপ্ত কুলজাতগণ সহ ইন্দ্রলোকাদিতে ক্রমে মহতী পূজা প্রাপ্ত হইয়া সবান্ধবে বিষ্ণুলোকে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করে ॥ ২৯-৩০ ॥

নারসিংহে—

প্রতিষ্ঠাং নরসিংহস্য যঃ করোতি যথাবিধি।
নিষ্কামো নরশার্দ্দূল দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে—যে মানব নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিধিমত শ্রীনরসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করে, হে রাজন্! সেই ব্যক্তি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥৩১॥

সকামো নরসিংহস্য পুরং প্রাপ্য চ মোদতে।
মন্বন্তরাণ্যনেকানি লব্ধসৌখ্যো বিমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সকাম ব্যক্তি শ্রীনরসিংহদেবের ধাম প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করে, বহু মন্বন্তর সুখ লাভ করিয়া বিমুক্ত হয় ॥ ৩২ ॥

নরসিংহং প্রতিষ্ঠাপ্য যঃ পূজামাচরেন্নরঃ।
তস্য কামাঃ প্রসিধ্যন্তি পুত্রপৌত্রাদয়ো ভুবি ॥৩৩॥

অনুবাদ—যে মানব শ্রীনরসিংহদেবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে থাকে, তাহার এই জগতে পুত্র পৌত্রাদি কাম্যফলসমূহ সিদ্ধ হয় ॥ ৩৩ ॥

বিধিবৎ স্থাপয়েদ্‌যস্তু কারয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
ন জাতু নির্গমস্তস্য বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥৩৪॥

অনুবাদ—যে মানব শাস্ত্রবিধি অনুসারে জনার্দ্দন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করে, তাহার কোনরূপে বিষ্ণুলোক হইতে পতন হয় না ॥ ৩৪ ॥

গৌতমীয়ে—

গোষ্ঠে বা শৈলশৃঙ্গে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
প্রাসাদে স্থাপয়েৎ কৃষ্ণং তীর্থকোটিফলং লভেৎ ॥৩৫

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে—গোষ্ঠে বা পর্ব্বত-শিখরে অথবা পুণ্যবনে, নদীতটে, প্রাসাদে, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিলে কোটি তীর্থের ফল লাভ করেন ॥ ৩৫ ॥

কোটিকোটি-মহাস্নানাৎ কোটিতীর্থপরিভ্রমাৎ।
তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা সংপ্রতিষ্ঠাপ্য কেশবম্ ॥৩৬

অনুবাদ—কোটি কোটি মহাস্নানের যে ফল, কোটি তীর্থ পরিভ্রমণের যে ফল লাভ করে, ভক্তিসহ শ্রীকেশবকে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

সদা মন্ত্রকোটিজপাৎ যৎ ফলং পুরুষো লভেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥৩৭॥

অনুবাদ—মানব সর্ব্বদা কোটি সংখ্যা মন্ত্র জপে যে ফল লাভ করে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সংস্থাপন করিয়া সেই ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

কোটিযজ্ঞেন যৎ পুণ্যং পুণ্যারণ্যনিষেবনাৎ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তদ্বৎ সংস্থাপ্য কেশবম্ ॥৩৮

অনুবাদ—কোটি যজ্ঞদ্বারা যে পুণ্য, পুণ্যারণ্যে বাসদ্বারা যে পুণ্য, যথাবিধি শ্রীকেশবকে সংস্থাপন করিয়া মানব সেই ফল লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

যাবজ্জন্ম হরের্নামগ্রহণে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ—আজীবন শ্রীহরির নাম গ্রহণে যে ফল লাভ হয়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সংস্থাপন করিয়া সেই ফল সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাকালঃ

মাৎস্যে—

চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা।
মাঘে বা সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ ॥৪০॥

অনুবাদ—অথ প্রতিষ্ঠা কাল, মৎস্যপুরাণে—চৈত্র, ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখ বা মাঘে দেবগণের প্রতিষ্ঠা মঙ্গলপ্রদা হইবে ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা ॥ ৪১ ॥
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।
আসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ ॥৪২॥

অনুবাদ—শুভ শুক্লপক্ষ প্রাপ্ত হইলে এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি অতীত হইলে (দক্ষিণায়নে প্রতিষ্ঠা নিষেধ হেতু) দ্বিতীয়া, তৃতীয়া পঞ্চমী সপ্তমী এবং দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা এই সকল তিথিতে শাস্ত্রবিধিবৎ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে বহু শুভ ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকা—অতীতে চোত্তরায়ণ ইতি মকরসংক্রান্তৌ ব্যতীতায়ামিত্যর্থঃ। দক্ষিণায়নে প্রতিষ্ঠানিষেধাৎ ॥ ৪১ ॥

আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরাত্রয়মেব চ।
জ্যেষ্ঠাশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্ব্বভাদ্রপদা তথা ॥ ৪৩ ॥
হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরস্তথা।
অনুরাধা তথা স্বাতী প্রতিষ্ঠাদিষু শস্যতে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া, সেইরূপ মূলা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, সেইরূপ অনুরাধা ও স্বাতী নক্ষত্র প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে প্রশস্তা ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বুধো বৃহস্পতিঃ শুক্রস্ত্রয় এতে শুভাবহাঃ।
এভির্নিরীক্ষিতং লগ্নং নক্ষত্রঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই তিনবার শুভপ্রদা। এই সকল সহ পরীক্ষিত লগ্ন ও নক্ষত্র প্রতিষ্ঠাকার্য্যে প্রশস্ত ॥ ৪৫ ॥

গ্রহতারাবলং লব্ধা গ্রহপূজাং বিধায় চ।
নিমিত্তং শকুনং লব্ধা বর্জ্জয়িত্বাদ্ভুতাদিকম্ ॥৪৬॥
শুভে যোগে শুভে স্থানে ক্রূরগ্রহবিবর্জ্জিতে।
লগ্নে ঋক্ষে চ কুর্ব্বীত প্রতিষ্ঠাদিকমুক্তবৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—গ্রহতারাবল প্রাপ্ত হইয়া গ্রহপূজা করিয়া শুভনিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুতাদিক্ষণ বর্জ্জন করিয়া শুভযোগে শুভস্থানে ক্রূরগ্রহ বর্জ্জিত লগ্নে ও নক্ষত্রে শাস্ত্রোক্ত প্রতিষ্ঠাদি করিবে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকা—অদ্ভুতং ভূকম্পাদি, আদি-শব্দেন গ্রহণাদি ॥ ৪৬ ॥

অয়নে বিষুবে তদ্বৎ ষড়শীতিমুখে তথা।
এতেষু স্থাপনং কার্য্যং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৪৮॥

অনুবাদ—উত্তরায়ণে বিষুব-সংক্রান্তি ও ষড়শীতি-সংক্রান্তি, এই সকলকালে শাস্ত্রবিধি দৃষ্টে কর্ম্মদ্বারা শ্রীবিগ্রহস্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥

প্রাজাপত্যে তু শয়নং শ্বেতে তূত্থাপনং তথা।
মুহূর্ত্তে স্থাপনং কুর্য্যাত্তথা ব্রাহ্মে বিচক্ষণঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাজাপত্য রোহিণী নক্ষত্রে শয়ন, রেবতী নক্ষত্রে শ্বেতে উত্থাপন, সেইরূপ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্থাপন করিবে ॥ ৪৯ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—

উত্তরাশাশ্রিতে ভানৌ শুক্লপক্ষে সুরেশ্বর।
কৃষ্ণপক্ষান্তিম-ত্র্যংশাদৃতে সুরগণাচ্চিত।
শুক্লস্যাদ্যং পরিত্যজ্য প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্বুধঃ ॥৫০॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—হে সুরগণাচ্চিত! সূর্য্য উত্তরায়ণে অবস্থানকালে, হে সুরেশ্বর! শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষে, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, আদৃত এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপদ বর্জ্জন করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করাইবে ॥ ৫০ ॥

টীকা—ভানৌ উত্তরাশাং দিশং আশ্রিতে, উত্তরায়ণে সতীত্যর্থঃ। কৃষ্ণপক্ষেঽপি শুভযোগবাহুল্যে কারয়েৎ, কিন্তু তত্র ত্রয়োদশী-চতুর্দ্দশ্যমাবস্যা বর্জ্জয়েদিত্যাহ—কৃষ্ণেতি ॥ ৫০ ॥

———

মাঘে মাসি ফাল্গুনে বা চৈত্রবৈশাখয়োরপি ॥৫১॥
জ্যৈষ্ঠে মাস্যথবাষাঢ়ে সুযোগকরণান্বিতে।
প্রতিপচ্চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া পঞ্চমী তথা ॥৫২॥
সপ্তমী দশমী চৈব দ্বাদশী চ ত্রয়োদশী।
অষ্টমী পৌর্ণমাসী চ প্রতিষ্ঠায়াং সুশোভনাঃ ॥৫৩॥

অনুবাদ—মাঘমাসে, ফাল্গুনে, চৈত্রে, বৈশাখে, জ্যৈষ্ঠে, আষাঢ়ে উত্তম যোগ ও করণযুক্ত, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, অষ্টমী দশমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে সুশোভনা ॥ ৫১-৫৩ ॥

———

গুরুঃ সোমো শুক্রঃ প্রতিষ্ঠায়াং শুভাবহাঃ।
মেষো বৃষোঽথ মিথুনঃ কর্কটো বৃশ্চিকস্তথা ॥৫৪॥
সিংহঃ কন্যা চ সততং বিজ্ঞেয়াঃ শান্তিকারকাঃ।
উত্তরাসু তথা মূলে রৌদ্রে পুষ্যেঽথ শস্যতে ॥৫৫॥
বৈষ্ণবে চানুরাধে চ রেবত্যাং রোহিণীষু চ।
অশ্বিন্যামথ চিত্রায়াং ভরণ্যাং চ পুনর্বসৌ।
প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্বিদ্বান্ নক্ষত্রে মৃগশীর্ষকে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—গুরুবার, সোমবার ও শুক্রবার প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মে শুভপ্রদা। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, বৃশ্চিক, সিংহ ও কন্যা লগ্ন সর্ব্বদা শান্তিকারক জানিবে। উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, আর্দ্রা, পুষ্যানক্ষত্র প্রশস্তা। শ্রবণা, অনুরাধা, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, চিত্রা, ভরণী, পুনর্বসু ও মৃগশিরা নক্ষত্রে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করাইবেন ॥ ৫৪-৫৬ ॥

———

অয়নে বিষুবে চৈব ষড়শীতিমুখে তথা ॥ ৫৭ ॥
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ সম্পৎক্ষেমঞ্চ সাধকম্।
তারাপঞ্চকমেতচ্চ প্রতিষ্ঠায়াং প্রশস্যতে ॥৫৮॥

অনুবাদ—উত্তরায়ণে, বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তিতে, নবতারা মধ্যে মিত্র, পরমমিত্র, সম্পৎ, ক্ষেম ও সাধক—এই তারা পঞ্চক প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রশস্ত ॥ ৫৭-৫৮ ॥

———

গরং বিষ্টিঞ্চ কিন্তুঘ্নং শাকুনঞ্চ চতুষ্পদম্।
বর্জ্জয়েৎ সুপ্রযত্নেন প্রতিষ্ঠায়াং সুরেশ্বর ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে সুরেশ্বর! গর, বিষ্টি, কিন্তুঘ্ন, শাকুন, চতুষ্পদ—এই সকল করণ সুযত্নে প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বর্জ্জন করিবেন ॥ ৫৯ ॥

———

বিষ্কুম্ভমতিগণ্ডঞ্চ শূলং পরিঘমেব চ।
গণ্ডং ব্যাঘাতকং চৈব বিধৃতিং বজ্রমেব চ ॥৬০॥
ব্যতীপাতং হর্ষণঞ্চ যোগানেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ।
ন শস্তং গ্রহণে নিত্যং তথা বৈ দক্ষিণায়নে ॥৬১॥

অনুবাদ—বিষ্কুম্ভ, অতিগণ্ড, শূল, পরিঘ, গণ্ড ব্যাঘাত, বৈধৃতি, বজ্র, ব্যতীপাত ও হর্ষণযোগ বিশেষ ভাবে বর্জ্জনীয়, গ্রহণ কালে সেইরূপ দক্ষিণায়নে প্রতিষ্ঠা নিত্য বর্জ্জনীয় ॥ ৬০-৬১ ॥

———

লগ্নে তু সুস্থিরে কার্য্যং স্থিরাংশে সুরসত্তম।
কর্ত্তুশ্চোপচয়োপেতে মুহূর্ত্তে শোভনে দ্বিজ ॥৬২॥

অনুবাদ—হে সুরসত্তম! সুস্থির লগ্নে স্থিরাংশে প্রতিষ্ঠা করণীয়, হে দ্বিজ! কর্ত্তার উন্নতি যুক্ত শুভ মুহূর্ত্তে প্রতিষ্ঠা করণীয় ॥ ৬২ ॥

———

মৈত্রে বৈরাজ-সাবিত্রে শ্বেতে বা বাসবে শিবে।
অভিজিদ্রোহিণীনাঞ্চ মুহূর্ত্তে পদ্মসম্ভবে ॥ ৬৩ ॥
গান্ধর্ব্বে বা স্থাপয়ীত হরিং সুরগণার্চ্চিতম্।
আদিত্যস্য বলং লব্ধা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতম্ ॥৬৪॥
চন্দ্রতারাবলং প্রাপ্য স্থাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
সুগ্রহে চ সুনক্ষত্রে কুর্য্যাত্তত্রাধিবাসনম্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—মৈত্র, বৈরাজ, সাবিত্র, শ্বেত, বাসব, শিব, অভিজিৎ ও রোহিণী মুহূর্ত্তে, ব্রাহ্মে বা গান্ধর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেবগণার্চ্চিত শ্রীহরিকে স্থাপন করিবে। সূর্য্য-বল প্রাপ্ত হইয়া শুভলগ্ন দেখিয়া, চন্দ্রবল ও তারা-বল প্রাপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে স্থাপন করিবে। শুভগ্রহে ও শুভনক্ষত্রে অধিবাস করিবে ॥ ৬৩-৬৫ ॥

———

ভবিষ্যে—
হরৌ সুপ্তে ন কর্ত্তব্যং দেবার্চ্চাস্থাপনং বুধৈঃ।
কর্ত্তব্যং তু বিবুদ্ধে তু হংসে চাপ্যুত্তরং গতে ॥৬৬॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক দেব বিগ্রহ স্থাপন শ্রীহরির শয়ন কালে কর্ত্তব্য নহে। শ্রীহরিজাগরণকালে এবং সূর্য্যের উত্তরায়ণে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য ॥ ৬৬ ॥

———

সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থং স্থাপয়েদুত্তরায়ণে।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বযত্নেন মন্ত্রবিদ্দক্ষিণায়নম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ বাসনা লাভার্থে উত্তরায়ণে মূর্ত্তি স্থাপন করিবে, সর্ব্বপ্রযত্নে মন্ত্রবিৎ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে দক্ষিণায়ন বর্জ্জন করিবেন ॥ ৬৭ ॥

———

দেবীপুরাণে—
সিংহসংস্থং গুরুং শুক্রং সর্ব্বারম্ভেষু বর্জ্জয়েৎ।
প্রারব্ধং ন চ সিধ্যেত মহাভয়করং ভবেৎ ॥৬৮॥
পুত্রভ্রাতৃকলত্রাণি হন্যাচ্ছীঘ্রং ন সংশয়ঃ।
কারকো ব্রজতে নাশং সন্তানং ক্ষীয়তেঽচিরাৎ ॥৬৯

অনুবাদ—দেবীপুরাণে—সর্ব্বকর্ম্মের আরম্ভে সিংহরাশি স্থিত গুরু ও শুক্র ঐকাল বর্জ্জন করিবে। প্রারব্ধ কার্য্য সিদ্ধ হয় না, মহাভয়ঙ্কর হয়। পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা এ সকলকে শীঘ্র বধ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। কর্ত্তা বিনাশ পায়, অচিরে সন্তান ক্ষয় যায় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

———

দেবারামতড়াগেষু প্রপোদ্যানগৃহেষু চ।
সিংহস্থং মকরস্থং চ গুরুং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥৭০॥

অনুবাদ—দেববিগ্রহ, উদ্যান, পুষ্করিণী, প্রপা (জলছত্র), উদ্যান, গৃহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠারম্ভে সিংহ রাশি ও মকর রাশিগত বৃহস্পতি যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে ॥ ৭০ ॥

———

অথ প্রতিষ্ঠাস্থানম্

তত্রৈব—
সিদ্ধক্ষেত্রং সরঃ পুণ্যবনং রম্যং নদীতটম্।
প্রাসাদো নির্ম্মিতঃ শক্ত্যা মনোরমগৃহাদি চ ॥৭১॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠা স্থান, দেবীপুরাণে—সিদ্ধক্ষেত্র, সরোবর, পুণ্যবন, রমণীয় নদীতট, সামর্থ্য অনুসারে নির্ম্মিত প্রাসাদ, মনোরম গৃহাদিও ॥ ৭১ ॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
অথ দিঙ্নিয়মোপেতং দেবতাস্থাপনং শুভম্।
পুরো দিশি যথা দেবাঃ স্থাপ্যাঃ শৃণু তথা মম ॥৭২

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অনন্তর দিক্ নির্ণয় পূর্ব্বক দেবতা স্থাপন মঙ্গলপ্রদ হয়। প্রথমত যে দিকে যে দেব স্থাপনীয় তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৭২ ॥

———

নগরগ্রামমধ্যে তু ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
আখণ্ডলস্য সূর্য্যস্য পূর্ব্বেণায়তনং শুভম্ ॥ ৭৩ ॥
স্বগিদ্গতং কৃশানোস্তু মাতৃণাঞ্চৈব দক্ষিণে।
ভূতানামালয়স্তস্মিন্ ধর্ম্মরাজালয়ঃ শুভঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—নগর বা গ্রাম মধ্যে ব্রহ্মার স্থান উত্তম, ইন্দ্র ও সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে শুভ, অগ্নিকোণে অগ্নির

স্থান, মাতৃগণের দক্ষিণে, ভূতাবাস ও ধর্ম্মরাজের গৃহ দক্ষিণে শুভ ॥ ৭৩-৭৪ ॥

চণ্ডিকায়াঃ পিতৃণাঞ্চ দৈত্যানাং নৈঋর্তে ভবেৎ।
প্রচেতসঃ সমুদ্রস্য সিন্ধূনাং পশ্চিমে ভবেৎ ॥৭৫॥

অনুবাদ—চণ্ডিকা ও পিতৃগণের স্থানও দক্ষিণে, দৈত্যগণের নৈঋর্তকোণে, বরুণদেবের স্থান, সমুদ্রের স্থান পশ্চিমে হইবে ॥ ৭৫ ॥

ফণিনাং চৈব বায়ব্যাং বায়োঃ স্থানন্তু তচ্ছুভম্।
যক্ষাধিপস্য স্কন্দস্য উদীচ্যাং স্থানমুচ্যতে ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—সর্পগণের ও বায়ুদেবের স্থান বায়ুকোণে, তাহা মঙ্গলপ্রদ। যক্ষপতি কুবের ও কার্ত্তিকের স্থান উত্তরে ॥ ৭৬ ॥

বিষ্ণোঃ স্থানং তু সর্ব্বত্র কালভেদেন ভিদ্যতে।
নগরাভিমুখাঃ সর্ব্বে স্থাপিতাঃ শুভদা নৃণাম্ ॥৭৭॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর স্থান সর্ব্বত্র কিন্তু কালভেদে ভিন্ন হয়। নগরের অভিমুখে সকল দেবমন্দির স্থাপিত হইলে মানবগণের শুভপ্রদ ॥ ৭৭ ॥

অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা কৃতা যদি পরাঙ্মুখাঃ।
তদা শাস্ত্রাদিভিবিদ্বানুপায়মিমমাচরেৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞান বা প্রমাদবশতঃ যদি বিপরীত মুখে কৃত হয় তখন বিদ্বান্ ব্যক্তি শাস্ত্রাদি সহ এই উপায় অবলম্বন করিবেন ॥ ৭৮ ॥

তদ্বর্ণভূষণোপেতং তদস্ত্রায়ুধলক্ষণম্।
পুরস্যাভিমুখং ভিত্তৌ তং দেবং তত্র সংলিখেৎ ॥৭৯

অনুবাদ—সেই বর্ণ ও বস্ত্রালঙ্কারাদিযুক্ত এবং সেইরূপ অস্ত্রাদিযুক্ত মূর্ত্তি ঐ নগরের অভিমুখে ভিত্তিতে সেই দেবকে ঐ স্থানে লিখিয়া রাখিবেন ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—
দিগ্বিশেষেণ মে স্থানং শৃণু মে সুরসত্তম।
গ্রামমধ্যেঽথবারণ্যে নদীনাং সঙ্গমে তথা ॥ ৮০ ॥
নগরস্য সমন্তাচ্চ সর্ব্বত্রাহং প্রতিষ্ঠিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুংসাং বিশেষং শৃণু চাপরম্ ॥৮১॥

অনুবাদ—আরও—হে সুরসত্তম! দিক্ বিশেষে আমার স্থান আমার নিকট শ্রবণ কর। গ্রাম মধ্যে, অথবা অরণ্যে, নদীসঙ্গমে, নগরের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র আমি প্রতিষ্ঠিত হইলে মানবগণের ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ হই, আরও অন্য বিশেষ শ্রবণ কর ॥ ৮০-৮১ ॥

ঐন্দ্র্যাং প্রশস্তং বিজ্ঞেয়মাগ্নেয্যাং পরিবর্জ্জিতম্।
যাম্যাং প্রশান্তয়ে শস্তং নৈঋর্ত্যাং ভয়দং ভবেৎ ॥৮২

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুমন্দির পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত জানিবে, অগ্নিকোণ বর্জ্জন করিবে, দক্ষিণে শান্তির জন্য প্রশস্ত, নৈঋর্তে ভয়প্রদ হয় ॥ ৮২ ॥

টীকা—কালভেদেন ভিদ্যত ইতি যদুক্তং, তদেব দর্শয়তি—ঐন্দ্র্যামিত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৮২ ॥

দ্রব্যাদীনাং প্রসিদ্ধ্যর্থং বারুণ্যাং রাজ্যসিদ্ধয়ে।
বায়ব্যাং বর্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ কৌবের্য্যাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
ঐশান্যাং যজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বসম্পৎকরং নৃণাম্ ॥৮৩

অনুবাদ—পশ্চিমে দ্রব্যাদির প্রসিদ্ধির জন্য এবং রাজ্য সিদ্ধির নিমিত্ত। বায়ুকোণে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে, উত্তরে পুষ্টি বর্দ্ধন, ঈশানকোণে যজন শ্রেষ্ঠ মানবগণের সর্ব্বসম্পদ বৃদ্ধি কর ॥ ৮৩ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাধিকারী

দেবীপুরাণে—
বর্ণাশ্রমবিভাগেন দেবাঃ স্থাপ্যা হি নান্যথা ॥৮৪॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠা অধিকারী, দেবীপুরাণে—বর্ণাশ্রম বিভাগ দ্বারা দেবগণের স্থাপন কর্ত্তব্য অন্যথা নহে ॥ ৮৪ ॥

টীকা—বর্ণাশ্রমবিভাগেনৈব দেবাঃ স্থাপ্যাঃ, কেন-

চিহ্নর্ণেন কেনাচিদাশ্রমাদিনা চ কশ্চিদ্দেবঃ স্থাপ্যঃ, ন চ সর্ব্বৈরেব সর্ব্ব ইত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুস্তু সর্ব্বৈরেব স্থাপ্য ইত্যাহ চাতুর্বর্ণ্যৈরিতি ॥ ৮৪ ॥

কিঞ্চ—

চাতুর্বর্ণ্যৈস্তথা বিষ্ণুঃ প্রতিষ্ঠাপ্যঃ সুখার্থিভিঃ ॥৮৫॥

অনুবাদ—আরও—বর্ণচতুষ্টয়ের মানবগণ কর্ত্তৃক সুখাভিলাষী হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনীয়া ॥ ৮৫ ॥

অথ স্থাপকাদিলক্ষণং মূর্ত্তিপাণাঞ্চলক্ষণম্

তত্রৈব—

পঞ্চরাত্রার্থকুশলো মন্ত্রতন্ত্রাবধারকঃ।
স্থাপনে সর্ব্বদা শস্তো ব্রহ্মচারী চ শান্তিযুক্ ॥৮৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থাপকাদি লক্ষণ ও মূর্ত্তিরক্ষক লক্ষণ, ঐ গ্রন্থে—পঞ্চরাত্রার্থ বিষয়ে নিপুণ, মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ, শান্তিযুক্ত ব্রহ্মচারীই স্থাপনকার্য্যে সর্ব্বদা প্রশস্ত ॥৮৬

টীকা—তন্ত্রম্ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ ॥ ৮৬ ॥

অন্যথা কলহোদ্বেগং কুর্য্যান্নিত্যং মহাভয়ম্।
যজমানে নৃপে রাষ্ট্রে স্থাপকে চ নিরাগমে ॥ ৮৭॥

অনুবাদ—ইহার অন্যথা হইলে কলহ, উদ্বেগ, নিত্য মহাভয় যজমানে, রাজায়, রাজ্যে ও স্থাপকে উপস্থিত হয় ॥ ৮৭ ॥

টীকা—স্থাপকে প্রতিষ্ঠাচার্য্যে, নিরাগমে শাস্ত্রানভিজ্ঞে সতি, এতচ্চ অন্যথেত্যস্য বিবরণম্। যদ্বা, যজমানাদিষু তাদৃশে স্থাপকে চ কলহাদিমহাভয়ং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

কিঞ্চ মাৎস্যে—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মূর্ত্তিপানাং তু লক্ষণম্।
স্থাপকস্য সমাসেন লক্ষণঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—আরও মৎস্যপুরাণে—হে দ্বিজগণ অতঃপর মূর্ত্তি রক্ষকগণের ও স্থাপকের লক্ষণ বলিব সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণো বেদমন্ত্রবিশারদঃ।
পুরাণবেত্তা তত্ত্বজ্ঞো দম্ভলোভবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণসারবরে দেশে হ্য উৎপন্নঃ শুভাকৃতিঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ ॥৯০॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্রহ্মোপেন্দ্রহরপ্রিয়ঃ।
উহাপোহার্থতত্ত্বজ্ঞো বাস্তুশাস্ত্রস্য পারগঃ।
আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥৯১॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্ব অবয়ব সম্পূর্ণ, বেদমন্ত্র-বিশারদ, পুরাণশাস্ত্রবিদ তত্ত্বজ্ঞ, দম্ভ ও লোভ বর্জ্জিত হইবেন এবং কৃষ্ণসার মৃগ সম্পন্ন দেশে যাহার জন্ম, শুভ আকৃতি, নিত্য শৌচাচার পরায়ণ, পাষণ্ড সঙ্গ নিস্পৃহ, শত্রু মিত্রে সমভাব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর প্রিয়ভক্ত, শাস্ত্রার্থসংযোগ বিয়োগে নিপুণ, বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য নিত্য সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত হইবেন ॥ ৮৯-৯১ ॥

টীকা—কৃষ্ণসারো হরিণস্তেন বরে শ্রেষ্ঠে ; চারেতি পাঠে কৃষ্ণঃ কৃষ্ণসারস্তস্য চারশ্চরণং তেন বরে ॥৯০

মূর্ত্তিপাস্তদ্বিধাশ্চৈব কুলীনা ঋজবস্তথা।
দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাথাপি অষ্টৌ বা শ্রুতিপারগাঃ।
জ্যেষ্ঠ-মধ্য-কনিষ্ঠাস্তু মূর্ত্তিপাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৯২॥

অনুবাদ—মূর্ত্তি রক্ষকগণও সেইরূপই কুলীন সরলমতি, বত্রিশ, ষোড়শ অথবা অষ্টবিধ শ্রুতি পারগ জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥৯২

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—

কর্ত্তুমিচ্ছতি যঃ পুণ্যং মম মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠয়া।
অন্বেষণীয়স্তার্য্যস্তেন লক্ষণসংযুতঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—আমার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে মানব পুণ্য অর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, তৎকর্ত্তৃক লক্ষণ যুক্ত আচার্য্য অন্বেষণ কর্ত্তব্য ॥ ৯৩ ॥

সংশুদ্ধব্রহ্মযোনিস্তু প্রলয়োৎপত্তিসংস্থিতিম্।
যো বেত্তি কুলজো ধীমানাচার্য্যস্তং হি সোঽর্হতি ॥৯৪

অনুবাদ—সংশুদ্ধ ব্রহ্মকুলজাত, বিশ্বের উৎ-

পত্তি স্থিতি প্রলয়জ্ঞ সৎকুলজ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আচার্য্যপদের যোগ্য ॥ ৯৪ ॥

টীকা—কুলজঃ পিতৃমাতৃকুলদ্বয়স্য প্রলয়ং মরণম্, উৎপত্তিং জন্ম, সংস্থিতিঞ্চ জীবনং যো বেত্তি ; অন্যথা কুলচারাজ্ঞানাদিদোষপ্রসক্তেঃ ॥ ৯৪ ॥

সম্মতঃ সর্ব্ববর্ণানাং পঞ্চরাত্রবিশারদঃ ।
ক্রোধলোভবিনির্ম্মুক্তো মাৎসর্য্যদোষবর্জ্জিতঃ ॥৯৫॥

অনুবাদ—সর্ব্ববর্ণের মাননীয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্র বিশারদ, ক্রোধ, লোভহীন, মাৎসর্য্য দোষ বর্জ্জিত ॥৯৫

ক্ষয়াপস্মাররহিতঃ কুষ্ঠরোগবিবর্জ্জিতঃ ।
অন্যূনানতিরিক্তাঙ্গো যুবা লক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—ক্ষয়রোগ ও মৃগীরোগ রহিত কুষ্ঠরোগ বিবর্জ্জিত। অধিক বা কম অঙ্গ দোষ বর্জ্জিত যুবা এই সকল লক্ষণ যুক্ত ॥ ৯৬ ॥

অনন্যদেবতাভক্তঃ শূদ্রান্নপরিবর্জ্জিতঃ ।
ব্রাহ্মণানামলাভে তু ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥৯৭॥

অনুবাদ—একান্ত দেবভক্ত শূদ্রান্ন ভক্ষণ বর্জ্জিত, ব্রাহ্মণ মধ্যে না পাওয়া গেলে 'ক্ষত্রিয়', বৈশ্য, শূদ্র মধ্যে আচার্য্য হইবেন ॥ ৯৭ ॥

ক্ষত্রিয়াণামলাভে তু বৈশ্যঃ শূদ্রস্য কল্পিতঃ ।
কদাচিদপি শূদ্রস্তু নৈবাচার্য্যত্বমর্হতি ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—ক্ষত্রিয় মধ্যে অলাভে 'বৈশ্য' শূদ্রের আচার্য্য হইবেন। অদীক্ষিত কখনও আচার্য্য পদের যোগ্য নহে ॥ ৯৮ ॥

টীকা—ককারাষ্টকঞ্চ কুণ্ঠী, কুনখী, কুণ্ডঃ, কাকস্বরঃ, ক্লীবঃ, কাতরঃ, ক্রোধনঃ, কুৎসিত ইতি স্বয়মেবাভিব্যঞ্জয়িতব্যম্ ॥ ৯৮ ॥

গৃহস্থং ব্রহ্মচর্য্যস্থং ককারাষ্টকবর্জ্জিতম্ ।
গুরুং কুর্ব্বীত সততমুপবাসব্রতে রতম্ ।
ঋজুস্বভাবং মধুরস্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—'ক'কার অষ্টক বর্জ্জিত গৃহস্থিত হইলেও ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীকে এবং সর্ব্বদা উপবাস ব্রত পালনকারীকে সরল স্বভাবযুক্ত ও মধুর হাস্য যুক্ত ভাষণরত ব্যক্তিকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিবেন ॥ ৯৯ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বত্র ব্যতিরিক্তস্তু আত্মানং বেত্তি যো দ্বিজঃ ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥১০০॥

অনুবাদ—আরও— যে দ্বিজ নিজকে সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ জানেন, তিনি সর্ব্বলক্ষণ হীন হইলেও 'শ্রীগুরু'-পদবাচ্য ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০০ ॥

টীকা—অধুনা স্থাপকস্য লক্ষণবিশেষমাহ—সর্ব্বত্রেতি চতুর্ভিঃ। ব্যতিরিক্তং দেহাদিভিন্নং, সর্বৈরুক্তৈর্লক্ষণৈর্হীনোঽপি ॥ ১০০ ॥

অপি পাপসমাচারঃ সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিতঃ ।
দেশিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সংসারার্ণবতারকঃ ॥১০১॥

অনুবাদ—সর্ব্বলক্ষণ বর্জ্জিত পাপাচারযুক্ত হইলেও তিনিই আচার্য্য জানিবে, তিনি সংসার-সমুদ্র তারণ কর্ত্তা ॥ ১০১ ॥

পঞ্চরাত্রপ্রবুদ্ধস্তু সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে ॥১০২॥

অনুবাদ—পঞ্চরাত্র শাস্ত্রজ্ঞ, সিদ্ধান্ত অর্থের তত্ত্ববিৎ, সর্ব্বলক্ষণ বিহীন হইলেও তিনি বিশিষ্ট আচার্য্য ॥ ১০২ ॥

টীকা—পঞ্চরাত্রে শাস্ত্রে প্রবুদ্ধঃ অভিজ্ঞঃ ॥ ১০২॥

যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ ।
স এব স্থাপকো জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে ॥১০৩॥

অনুবাদ—যাহার শ্রীবিষ্ণুতে পরাভক্তি, যেমন শ্রীবিষ্ণুতে তেমনই শ্রীগুরুতে, তিনিই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপক। তোমাকে ইহা আমি সত্য বলিতেছি ॥১০৩॥

কিঞ্চ—

যেন তন্ত্রেণ প্রারব্ধা প্রতিষ্ঠা গুরুণা ভবেৎ।
তত্তন্ত্রপারগাঃ শস্তাঃ মূর্ত্তিপাশ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—আরও—শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক যে তন্ত্র-দ্বারা প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, সেই তন্ত্রে পারগ মূর্ত্তিরক্ষকগণই নিঃসংশয়ে প্রশস্ত হইবেন ॥ ১০৪ ॥

ষড়ঙ্গবিদুষঃ সর্ব্বে মন্ত্রব্রাহ্মণপারগাঃ।
এবম্বিধৈর্বৈষ্ণবৈস্তু প্রতিষ্ঠামারভেদ্গুরুঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—ষড়ঙ্গসহ বেদবিদ্বান্ সকলে বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগে পারঙ্গত শ্রীগুরুদেব ঐরূপ বৈষ্ণববৃন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥১০৫

টীকা—মূর্ত্তিপানাং লক্ষণমাহ—যেনেতি দ্বাভ্যাম্। ষড়ঙ্গেষু বিদুষঃ বিদ্বাংসঃ, ব্রাহ্মণং বেদভাগবিশেষঃ ॥ ১০৪-১০৫ ॥

অথ স্থাপকত্বে বর্জ্জনীয়াঃ

তত্রৈব—

শৈবঃ সৌরো নৈষ্ঠিকশ্চ নগ্নঃ সঙ্করজোঽশুচিঃ।
বৃদ্ধঃ কুৎসিতমূর্ত্তির্যো মহাপাতকচিহ্নিতঃ ॥১০৬॥
কুষ্ঠী চ কুনখী শ্বিত্রী নিষ্ঠীবী ঘর্ঘরস্বরঃ।
অর্ব্বুদী গাণ্ডবী ব্যঙ্গী গর্ব্বিতো বধিরস্তথা ॥১০৭॥
তন্ত্রবিদ্বেষিকশ্চৈব পরদ্রোহরতস্তথা।
কুণ্ডঃ কাকস্বরঃ ক্লীবঃ কাতরঃ ক্রোধনস্তথা ॥১০৮
পুনর্ভূশ্চ স্বয়ম্ভূশ্চ গোলকো নাস্তিকস্তথা।
জড়োঽতিগৌরঃ খল্বাটো হীনাঙ্গঃ স্থূল এব চ ॥১০৯
অতিকৃষ্ণোঽঘৃণঃ পাপী কৃশো হ্রস্বোঽলসস্তথা।
ব্যাপন্নোঽসংস্কৃতশ্চৈব উদ্বিগ্নো দীন এব চ ॥১১০॥
ব্রতোপবাসহীনশ্চ বৃষলীপতিরেব চ।
পণ্যারম্ভোপজীবী চ পণ্যস্ত্রী-পারদারিকঃ ॥ ১১১ ॥
আচার্য্যপুত্রকাদীনাং বিদ্বেষ্টা পরসেবকঃ।
ভোজকঃ সেবকশ্চৈব ব্যসনী পিশুনী গদী ॥১১২॥
অতিরোগী ভিষক্ চৈব সাহসী সময়চ্যুতঃ।
দ্বিজাতিগুরুদেবানাং নিন্দকঃ পাপকস্তথা ॥১১৩॥
পিঙ্গাক্ষো ধূম্রবর্ণাক্ষো বিড়ালাক্ষস্তথৈব চ।
মৎসরী গণ্ডমালী চ বকবৃত্তিরতস্তথা ॥ ১১৪ ॥
উপায়দেশহীনশ্চ কর্কশঃ কুৎসিতব্রতঃ।
নির্দ্দয়শ্চৈব নিঃসত্ত্বো নৈপুণ্যপরিবর্জ্জিতঃ।
প্রতিষ্ঠাতন্ত্রকিঞ্চিজ্জ্ঞোঽবেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১১৫ ॥
বর্জ্জনীয় প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্ ॥১১৬॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থাপকত্বে বর্জ্জনীয় সমূহ, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রেই—শৈব, সৌর, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, নগ্ন, সঙ্করজাত, অশুচি, বৃদ্ধ, কুৎসিৎ মূর্ত্তি, যিনি মহা-পাতক চিহ্নিত, কুষ্ঠী, কুনখী, শ্বেতকুষ্ঠী, থুথু ফেলা স্বভাব, ঘর্ঘরস্বর, অর্ব্বুদরোগী, গণ্ডরোগী, বিকলাঙ্গ, গর্ব্বিত, বধির, তন্ত্রশাস্ত্র বিদ্বেষী, পরদ্রোহরত, কুণ্ড, কাকস্বর, ক্লীব, কাতর, ক্রোধী, পুনর্ভূ, স্বয়ম্ভূ, গোলোক নাস্তিক, জড়, অতিগৌর, টাকরোগী, হীনাঙ্গ, স্থূল, অতি কৃষ্ণবর্ণ, অদয়ালু, পাপী, কৃশ, বেটে, অলস, বিপন্ন, সংস্কারহীন, উদ্বিগ্ন, দরিদ্র, ব্রত উপবাস হীন, বেশ্যাপতি, নাট্যকার, বেশ্যাসঙ্গী, আচার্য্য পুত্রাদির বিদ্বেষী, পরসেবারত, দেবান্নভোজী, অন্নার্থে দেবসেবী পানাদি আসক্ত, খল, সদারোগী, অতিরোগী, ভিষক্ (বৈদ্য), সাহসী, নিয়মরহিত, গুরু-ব্রাহ্মণ-দেব-নিন্দক পাপিষ্ঠ, পিঙ্গলাক্ষ, ধূম্রাক্ষ, বিড়ালাক্ষ, পরশ্রীকাতর, গণ্ডমালারোগী, ভণ্ডতপস্বী, বৃত্তি ও স্বদেশচ্যুত, কঠিন হৃদয়, কুব্রতী, নির্দ্দয়, বলহীন, নিপুণতা হীন, প্রতিষ্ঠাশাস্ত্রে অল্পজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গ অনভিজ্ঞ ইহাদিগকে স্থাপকত্বে বর্জ্জন করিবে, সর্ব্বজ্ঞ হইলেও নাস্তিক পাষণ্ডিকে যত্নসহকারে বর্জ্জন করিবে ॥১০৬-১১৬॥

টীকা—উক্তলক্ষণাচার্য্যালাভে তদন্যবরণেঽপি শৈবাদয়োঽবশ্যং বর্জ্জ্যা ইত্যাহ—শৈব ইত্যাদিনা দেশিক ইত্যন্তেন ॥ ১০৬ ॥

টীকা—শ্বিত্রং শ্বেতকুষ্ঠং তদ্বান্, নিষ্ঠীবী নিষ্ঠী-বনশীলঃ, অর্বুদং মাংসগ্রন্থিরূপো রোগবিশেষস্তদ্বান্, গাণ্ডবশ্চ গলরোগবিশেষঃ, তদ্বান্ ॥ ১০৭ ॥

টীকা—অমৃতে ভর্ত্তরি জারজঃ কুণ্ডঃ ॥ ১০৮ ॥

টীকা—পুনর্ভূঃ দ্বিরূঢ়া স্ত্রীঃ, অত্র তৎসুতো জ্ঞেয়ঃ; স্বয়ম্ভূঃ কানীনং, মৃতে ভর্ত্তরি জারজো গোলকঃ খল্বাটঃ কেশরহিত মস্তকমধ্যঃ ॥ ১০৯ ॥

টীকা—ব্যাপন্ন আপদ্গ্রস্তঃ ॥ ১১০ ॥

টীকা—ভোজকঃ দেবান্নভোজী, সেবকঃ অন্ন-মাত্রার্থদেবসেবাপরঃ, গদী সদা রোগযুক্তঃ ॥ ১১২ ॥

টীকা—তত্রাপ্যতিরোগী ॥ ১১৩ ॥

টীকা—উপায়ো নিজ বৃত্তিঃস্বদেশশ্চ তাভ্যাং হীনঃ, প্রতিষ্ঠাতন্ত্রস্য কিঞ্চিদেব, ন চ সামগ্র্যং জানাতীতি তথা, ন বেদবেদাঙ্গানাং পারগস্তেষামপি কিঞ্চিদেব জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

টীকা—নাস্তিকং পাষণ্ডিনং ॥ ১১৬ ॥

পরবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ।
রঞ্জিতঃ পশুশাস্ত্রেণ নাচর্য্যেত স দেশিকঃ ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—পরবাক্য (বিরোধিবাক্য) প্রমাণজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ বা অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া পাষণ্ড শাস্ত্রে অনুরাগী সেই ব্যক্তি আচার্য্যের কার্য্য করিবেন না ॥ ১১৭ ॥

টীকা—পরেষাং বাক্যস্য প্রমাণানি প্রামাণ্যাপাদকানি বচনাদীনি জানাতীতি তথা। তাদৃশোঽপি বেদপারগোঽপি অধীতবেদচতুষ্টয়োঽপি পশুশাস্ত্রেণ পাষণ্ডশাস্ত্রেণ রঞ্জিতো যঃ, স আচার্য্যো ন ক্রিয়েত; যদ্বা, পরবাক্যমেব নাত্মবাক্যমজ্ঞতয়া প্রমাণং জানাতীতি তথা সঃ, যতঃ অবেদপারগঃ বেদার্থানভিজ্ঞঃ অনধীত বেদো বা অতঃ পশুশাস্ত্রেণ রঞ্জিতঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ১১৭ ॥

যদ্যোতৈর্বর্জ্জিতৈর্বিষ্ণোঃ স্থাপনং ক্রিয়তে কৃচিৎ ।
অসাধকং ভুক্তিমুক্ত্যোর্নিষ্ফলং তন্ন সংশয়ঃ ॥১১৮

অনুবাদ—যদিও সকল দোষ বর্জ্জিত কিন্তু ভুক্তি মুক্তির সাধন বর্জ্জিত ঐ ব্যক্তি বিষ্ণু-স্থাপকের কার্য্য করিলে নিষ্ফল, ইহাতে সংশয় নাই॥ ১১৮ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠানাচরণে দোষঃ

তত্রৈব—

নাভিষেকং তু যঃ কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠালোভমোহিতঃ ।
স যাতি নরকং ঘোরং সহশিষ্যৈর্ন সংশয়ঃ ॥১১৯॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠাবিধি, অভিজ্ঞব্যক্তি প্রতিষ্ঠা না করিলে দোষ ঐ শাস্ত্রেই—প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে অধিক প্রাপ্তি বিষয়ে যে লোভ, তাহাতে মোহিত হইয়া যিনি প্রধান কার্য্য অভিষেক না করেন, তিনি শিষ্যসহ ঘোর নরক গমন করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১১৯ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠা স্বয়ং পৌরোহিত্যাদিবিদ্ যথা ইত্যাদিরূপা লোকে খ্যাতিস্তস্যাং লোভঃ, যদ্বা, প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি অধিকপ্রাপ্তৌ যো লোভস্তেন মোহিতঃ সন্। অভিষেকপ্রধানাং প্রতিষ্ঠাং যো ন কুর্য্যাৎ ॥ ১১৯ ॥

ইদানীমচলায়াস্তু শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রাগ্বিলিখ্যতে ।
প্রতিষ্ঠাবিধিরাকৃষ্য শাস্ত্রতঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে অচলা শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাবিধি সাধুসম্মত শাস্ত্র হইতে চয়নপূর্ব্বক প্রথমে লিখিত হইতেছে ॥ ১২০ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠা চ শ্রীমূর্ত্তেশ্চলাচলত্বভেদেন দ্বিবিধা। তত্রেদানীমচলায়াঃ প্রতিষ্ঠা বিধিবিস্তারেণ লিখ্যতে—প্রাগিতি। অচলা-প্রতিষ্ঠায়া মুখ্যত্বাৎ তস্যা বিধিজ্ঞানেন চলায়া অপি প্রায়ঃ প্রতিষ্ঠাবিধি-বিজ্ঞানাচ্চ। শাস্ত্রতঃ পুরাণাগমাদিভ্য আকৃষ্য তত্তদ্বচনানি ক্রমেণৈকত্র সংগৃহ্য সাধূনাং সম্মত ইতি সাম্প্রদায়িক-তত্তৎ-পদ্ধতিকার-শিষ্টগণসম্মত্যৈব লিখ্যত ইত্যর্থঃ ॥১২০॥

অথ স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারম্ভঃ

সুস্নাতঃ শুক্লবস্ত্রঃ সন্ কৃতকৃত্যঃ শুভক্ষণে ।
তিথ্যৃক্ষদৈবতে বিঘ্নেশ্বরং মাতৃশ্চ পূজয়েৎ ॥১২১॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থিরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা আরম্ভ—পবিত্রজলে স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিত্যকৃত্য সমাধান করিয়া শুভক্ষণে বিঘ্ননাশন গণেশ ও ষোড়শমাতৃকাকে পূজা করিবে ॥ ১২১ ॥

টীকা—কৃতানি নিত্যকর্ম্মাণি যেন সঃ, তিথিম্ ঋক্ষঞ্চ নক্ষত্রঞ্চ তয়োর্দেবতে। পূজনঞ্চ প্রণবাদিনমোঽন্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নামমন্ত্রৈরক্ষতগন্ধপুষ্পাদিদ্রব্যৈশ্চ। প্রয়োগঃ—'ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ' ইত্যাদি ॥ ১২১ ॥

অথ ষোড়শ মাতরঃ

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ।
ধৃতিঃ পুষ্টিশ্চ তুষ্টিশ্চ শান্তিঃ স্বকুলদেবতা॥ ইতি ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ষোড়শ মাতৃগণ—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, আত্মদেবতা, কুল-দেবতা ইঁহারা ষোড়শ লোক মাতৃকা ॥ ১২২ ॥

———

অথাচার্য্যাদিবরণম্

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা বিধিবদ্বৃণুয়াদ্ বুধঃ ।
আচার্য্যং মধুপর্কাদিদানেনাথ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্যাদি বরণ—প্রতিষ্ঠার অঙ্গ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি যথাবিধি আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা বরণ পূর্ব্বক মধুপর্ক বা পাদ্য, অর্ঘ্যাদি অর্পণ দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১২৩ ॥

টীকা—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং নান্দীশ্রাদ্ধং, তচ্চ প্রতিষ্ঠাঙ্গম্ । বিধিবদিতি অমুকগোত্রঃ অমুকসামাহম্ অমুকগোত্রম-মুকনামানং ত্বাং ভগবদ্ভক্তিকামো ভগবন্মুর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার্থ-মাচার্য্যত্বেন বৃণে, স চ বৃতোঽস্মীতি প্রব্রূয়াদিতি । এবমাদিবিধিযুক্তং যৎ স্যাৎ । আদি-শব্দাৎ যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি । অথ বরণানন্তরং মধুপর্কাদিদানেনৈব, কিংবা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদিভিঃ সম্যগর্চ্চয়েৎ ॥ ১২৩ ॥

———

এবং ব্রহ্মচতুষ্কঞ্চ তথা হোতৃচতুষ্টয়ম্ ।
দ্বারজাপি-চতুষ্কঞ্চ পঞ্চমং গর্ভজাপিনম্ ॥ ১২৪ ॥
তথা মূর্ত্তিধরং চৈকং পুরাণস্তুতিপাঠকম্ ।
সর্ব্বান্ সংপূজ্য পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদ্যৈস্তৈস্ত বাচয়েৎ ॥১২৫

অনুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মচারিজন ও হোতা চারিজন, দ্বারে জপকারী চারজন মণ্ডপ মধ্যে জপকারী একজন, সেইরূপ মূর্ত্তিধারী ও একজন পুরাণ স্তুতি-পাঠক—এই সকলকে পূজা করিয়া পুণ্যাহবাচন ও স্বস্তিবাচন ইহাদের দ্বারা করাইবেন ॥ ১২৪-১২৫ ॥

টীকা—এবং লিখিতপ্রকারেণ ব্রহ্মাদীংশ্চ বৃণুয়াৎ । এতৈরাচার্য্যাদিভিস্ত পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকঞ্চ বাচয়েৎ ॥ ১২৪ ॥

———

অথ মণ্ডপাদিনির্ম্মাণম্

মিতং ষোড়শভির্হস্তৈঃ কিংবা দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ ।
দশভির্বা প্রকুর্ব্বীত মণ্ডপং সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১২৬ ॥
সপ্তধান্যাঙ্কুরোপেতং নদীমৃদ্বালুকাচিতম্ ।
তোরণাদিযুতং দিব্যং শঙ্খভের্য্যাদিনাদিতম্ ॥১২৭॥

অনুবাদ—অনন্তর মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ—ষোড়শহস্ত পরিমিত বা দ্বাদশহস্ত বা দশহস্ত পরিমিত সমলঙ্কৃত মণ্ডপ করিবে, উহাতে সপ্তধান্যাঙ্কুর, নদীর মৃত্তিকা ও বালুকা ছড়াইয়া দিবে, পুষ্পমাল্য নবপল্লবাদিযুক্ত তোরণ দ্বার সজ্জিত করিবে, দিব্য শঙ্খ, ঢক্কাদি বাদ্য-ধ্বনি ঘোষিত হইবে ॥ ১২৬-১২৭ ॥

টীকা—কিংবেত্যাদিবিকল্পশ্চ শক্ত্যনুসারেণ প্রাসাদ-প্রদেশানুসারেণ বা । তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনতো ব্যক্তং ভাবি । যদ্যপি 'দশাষ্টহস্তং হীনং তু মধ্যং দ্বাদশষোড়শম্ । বিংশহস্তং চতুর্ব্বিংশমুত্তমস্যোদিতং দ্বিজ ॥' ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তং, তথাপি ভবিষ্য-পুরাণাদ্যনুসারেণ শিষ্টাচারতঃ সাধুপদ্ধতিকারবর্গ-সম্মত্যা লিখিতম্—'মিতং ষোড়শভিঃ' ইত্যাদি । এবমন্যত্রাপ্যগ্রে বোদ্ধব্যম্ । সম্যগলঙ্কৃতং পুষ্পদাম-বিতানপল্লবাদিভির্ভূষিতং, তদ্বিশেষশ্চ ভবিষ্যপুরাণাদি-বচনতোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ১২৬ ॥

———

তথা চ ভবিষ্যে—

প্রাসাদান্নাতিদূরে তু কুর্য্যান্মণ্ডপমগ্রতঃ ।
দশদ্বাদশহস্তং বা পরিক্ষিপ্তং সমন্ততঃ ॥ ১২৮ ॥
চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুক্তং পুষ্পদামাভিশোভিতম্ ।
প্লক্ষোড়ুম্বরমশ্বত্থং বটং পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥১২৯॥
হস্তং প্রবেশয়েদ্ভূমৌ দৃশ্যং হস্তচতুষ্টয়ম্ ।
সুপলিপ্তং সুসংমৃষ্টং চতুর্দ্বারেণ সংযুতম্ ॥১৩০॥
স্থণ্ডিলস্যোপরি ক্ষিপ্তং সমন্তাদুপশোভিতম্ ।
নদীতীরমৃদা যুক্তং বালুকায়াঞ্চ কারিতম্ ॥১৩১॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণেও—প্রাসাদের সন্নিকটে অগ্রভাগে দশ বা দ্বাদশ হাত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। চতুর্দ্দিকে তোরণ দ্বার যুক্ত পুষ্পমালাদি শোভিত, পূর্ব্বাদি দিকে ক্রমে পাকুড়, যজ্ঞ ডুমুর, অশ্বত্থ, বট শাখা দ্বারা শোভিত করিবে, মধ্যে চতুর্হস্ত পরিমিত সুদৃশ্য, সুলিপ্ত, সুমার্জ্জিত চতু-

টীকা—উপায়ো নিজ বৃত্তিঃস্বদেশশ্চ তাভ্যাং হীনঃ, প্রতিষ্ঠাতন্ত্রস্য কিঞ্চিদেব, ন চ সামগ্র্যং জানাতীতি তথা, ন বেদবেদাঙ্গানাং পারগস্তেষামপি কিঞ্চিদেব জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

টীকা—নাস্তিকং পাষণ্ডিনং ॥ ১১৬ ॥

পরবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
রঞ্জিতঃ পশুশাস্ত্রেণ নাচর্য্যেত স দেশিকঃ ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—পরবাক্য (বিরোধিবাক্য) প্রমাণজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ বা অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া পাষণ্ড শাস্ত্রে অনুরাগী সেই ব্যক্তি আচার্য্যের কার্য্য করিবেন না ॥ ১১৭ ॥

টীকা—পরেষাং বাক্যস্য প্রমাণানি প্রামাণ্যাপাদকানি বচনাদীনি জানাতীতি তথা। তাদৃশোঽপি বেদপারগোঽপি অধীতবেদচতুষ্টয়োঽপি পশুশাস্ত্রেণ পাষণ্ডশাস্ত্রেণ রঞ্জিতো যঃ, স আচার্য্যো ন ক্রিয়েত; যদ্বা, পরবাক্যমেব নাত্মবাক্যমজ্ঞতয়া প্রমাণং জানাতীতি তথা সঃ, যতঃ অবেদপারগঃ বেদার্থানভিজ্ঞঃ অনধীত বেদো বা অতঃ পশুশাস্ত্রেণ রঞ্জিতঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ১১৭ ॥

যদ্যোতৈর্বর্জ্জিতৈর্বিষ্ণোঃ স্থাপনং ক্রিয়তে ক্বচিৎ।
অসাধকং ভুক্তিমুক্ত্যোর্নিষ্ফলং তন্ন সংশয়ঃ ॥১১৮

অনুবাদ—যদিও সকল দোষ বর্জ্জিত কিন্তু ভুক্তি মুক্তির সাধন বর্জ্জিত ঐ ব্যক্তি বিষ্ণু-স্থাপকের কার্য্য করিলে নিষ্ফল, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১১৮ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠানাচরণে দোষঃ

তত্রৈব—

নাভিষেকং তু যঃ কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠালোভমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং সহশিষ্যৈর্ন সংশয়ঃ ॥১১৯॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠাবিধি, অভিজ্ঞব্যক্তি প্রতিষ্ঠা না করিলে দোষ ঐ শাস্ত্রেই—প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে অধিক প্রাপ্তি বিষয়ে যে লোভ, তাহাতে মোহিত হইয়া যিনি প্রধান কার্য্য অভিষেক না করেন, তিনি শিষ্যসহ ঘোর নরক গমন করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১১৯ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠা স্বয়ং পৌরোহিত্যাদিবিদ্ যথা ইত্যাদিরূপা লোকে খ্যাতিস্তস্যাং লোভঃ, যদ্বা, প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি অধিকপ্রাপ্তৌ যো লোভস্তেন মোহিতঃ সন্। অভিষেকপ্রধানাং প্রতিষ্ঠাং যো ন কুর্য্যাৎ ॥ ১১৯ ॥

ইদানীমচলায়াস্তু শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রাগ্বিলিখ্যতে।
প্রতিষ্ঠাবিধিরাকৃষ্য শাস্ত্রতঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে অচলা শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাবিধি সাধুসম্মত শাস্ত্র হইতে চয়নপূর্ব্বক প্রথমে লিখিত হইতেছে ॥ ১২০ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠা চ শ্রীমূর্ত্তেশ্চলাচলত্বভেদেন দ্বিবিধা। তত্রেদানীমচলায়াঃ প্রতিষ্ঠা বিধিবিস্তারেণ লিখ্যতে—প্রাগিতি। অচলা-প্রতিষ্ঠায়া মুখ্যত্বাৎ তস্যা বিধিজ্ঞানেন চলায়া অপি প্রায়ঃ প্রতিষ্ঠাবিধি-বিজ্ঞানাচ্চ। শাস্ত্রতঃ পুরাণাগমাদিভ্য আকৃষ্য তত্তদ্বচনানি ক্রমেণৈকত্র সংগৃহ্য সাধূনাং সম্মত ইতি সাম্প্রদায়িক-তত্তৎ-পদ্ধতিকার-শিষ্টগণসম্মত্যৈব লিখ্যত ইত্যর্থঃ ॥১২০॥

অথ স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারম্ভঃ

সুস্নাতঃ শুক্লবস্ত্রঃ সন্ কৃতকৃত্যঃ শুভক্ষণে।
তিথ্যৃক্ষদৈবতে বিঘ্নেশ্বরং মাতৃশ্চ পূজয়েৎ ॥১২১॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থিরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা আরম্ভ—পবিত্রজলে স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিত্যকৃত্য সমাধান করিয়া শুভক্ষণে বিঘ্ননাশন গণেশ ও ষোড়শমাতৃকাকে পূজা করিবে ॥ ১২১ ॥

টীকা—কৃতানি নিত্যকর্ম্মাণি যেন সঃ, তিথিম্ ঋক্ষঞ্চ নক্ষত্রঞ্চ তয়োর্দেবতে। পূজনঞ্চ প্রণবাদিনমোঽন্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নামমন্ত্রৈরক্ষতগন্ধপুষ্পাদিদ্রব্যৈশ্চ। প্রয়োগঃ—'ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ' ইত্যাদি ॥ ১২১ ॥

অথ ষোড়শ মাতরঃ

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ।
ধৃতিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চ শান্তিঃ স্বকুলদেবতা ॥ ইতি ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ষোড়শ মাতৃগণ—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, আত্মদেবতা, কুল-দেবতা ইহারা ষোড়শ লোক মাতৃকা ॥ ১২২ ॥

অথাচার্য্যাদিবরণম্

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা বিধিবদ্‌বৃণুয়াদ্‌ধঃ ।
আচার্য্যং মধুপর্কাদিদানেনাথ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্যাদি বরণ—প্রতিষ্ঠার অঙ্গ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি যথাবিধি আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা বরণ পূর্ব্বক মধুপর্ক বা পাদ্য, অর্ঘ্যাদি অর্পণ দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১২৩ ॥

টীকা—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং নান্দীশ্রাদ্ধং, তচ্চ প্রতিষ্ঠাঙ্গম্। বিধিবদিতি অমুকগোত্রঃ অমুকসামাহম্ অমুকগোত্রম-মুকনামানং ত্বাং ভগবদ্ভক্তিকামো ভগবন্মুর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার্থ-মাচার্য্যত্বেন বৃণে, স চ বৃতোঽস্মীতি প্রব্রুয়াদিতি। এবমাদিবিধিযুক্তং যৎ স্যাৎ। আদি-শব্দাৎ যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি। অথ বরণানন্তরং মধুপর্কাদিদানে-নৈব, কিংবা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদিভিঃ সম্যগর্চ্চয়েৎ ॥ ১২৩ ॥

এবং ব্রহ্মচতুষ্কঞ্চ তথা হোতৃচতুষ্টয়ম্ ।
দ্বারজাপি-চতুষ্কঞ্চ পঞ্চমং গর্ভজাপিনম্ ॥ ১২৪ ॥
তথা মূর্ত্তিধরং চৈকং পুরাণস্তুতিপাঠকম্ ।
সর্ব্বান্ সংপূজ্য পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদ্যৌতৈস্তু বাচয়েৎ ॥১২৫

অনুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মচারিজন ও হোতা চারিজন, দ্বারে জপকারী চারজন মণ্ডপ মধ্যে জপকারী একজন, সেইরূপ মূর্ত্তিধারী ও একজন পুরাণ স্তুতি-পাঠক—এই সকলকে পূজা করিয়া পুণ্যাহবাচন ও স্বস্তিবাচন ইহাদের দ্বারা করাইবেন ॥ ১২৪-১২৫ ॥

টীকা—এবং লিখিতপ্রকারেণ ব্রহ্মাদীংশ্চ বৃণুয়াৎ। এতৈরাচার্য্যাদিভিস্তু পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকঞ্চ বাচয়েৎ ॥ ১২৪ ॥

অথ মণ্ডপাদিনির্ম্মাণম্

মিতং ষোড়শভির্হস্তৈঃ কিংবা দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ ।
দশভির্বা প্রকুর্ব্বীত মণ্ডপং সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১২৬ ॥
সপ্তধান্যাঙ্কুরোপেতং নদীমৃদ্বালুকাচিতম্ ।
তোরণাদিযুতং দিব্যং শঙ্খভের্য্যাদিনাদিতম্ ॥১২৭॥

অনুবাদ—অনন্তর মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ—ষোড়শহস্ত পরিমিত বা দ্বাদশহস্ত বা দশহস্ত পরিমিত সমলঙ্কৃত মণ্ডপ করিবে, উহাতে সপ্তধান্যাঙ্কুর, নদীর মৃত্তিকা ও বালুকা ছড়াইয়া দিবে, পুষ্পমাল্য নবপল্লবাদিযুক্ত তোরণ দ্বার সজ্জিত করিবে, দিব্য শঙ্খ, ঢক্কাদি বাদ্য-ধ্বনি ঘোষিত হইবে ॥ ১২৬-১২৭ ॥

টীকা—কিংবেত্যাদিবিকল্পশ্চ শক্ত্যনুসারেণ প্রাসাদ-প্রদেশানুসারেণ বা। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনতো ব্যক্তং ভাবি। যদ্যপি 'দশাষ্টহস্তং হীনং তু মধ্যং দ্বাদশষোড়শম্। বিংশহস্তং চতুর্ব্বিংশমুত্তমস্যোদিতং দ্বিজ ॥' ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তং, তথাপি ভবিষ্য-পুরাণাদ্যনুসারেণ শিষ্টাচারতঃ সাধুপদ্ধতিকারবর্গ-সম্মত্যা লিখিতম্—'মিতং ষোড়শভিঃ' ইত্যাদি। এবমন্যত্রাপ্যগ্রে বোদ্ধব্যম্। সম্যগলঙ্কৃতং পুষ্পদাম-বিতানপল্লবাদিভির্ভূষিতং, তদ্বিশেষশ্চ ভবিষ্যপুরাণাদি-বচনতোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ১২৬ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—

প্রাসাদান্নাতিদূরে তু কুর্য্যান্মণ্ডপমগ্রতঃ ।
দশদ্বাদশহস্তং বা পরিক্ষিপ্তং সমন্ততঃ ॥ ১২৮ ॥
চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুক্তং পুষ্পদামাভিশোভিতম্ ।
প্লক্ষোড়ুম্বরমশ্বত্থং বটং পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥১২৯॥
হস্তং প্রবেশয়েদ্ভূমৌ দৃশ্যং হস্তচতুষ্টয়ম্ ।
সুপলিপ্তং সুসংমৃষ্টং চতুর্দ্বারেণ সংযুতম্ ॥১৩০॥
স্থণ্ডিলস্যোপরি ক্ষিপ্তং সমন্তাদুপশোভিতম্ ।
নদীতীরমৃদা যুক্তং বালুকায়াঞ্চ কারিতম্ ॥১৩১॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণেও—প্রাসাদের সন্নিকটে অগ্রভাগে দশ বা দ্বাদশ হাত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। চতুর্দ্দিকে তোরণ দ্বার যুক্ত পুষ্পমালাদি শোভিত, পূর্ব্বাদি দিকে ক্রমে পাকুড়, যজ্ঞ ডুমুর, অশ্বত্থ, বট শাখা দ্বারা শোভিত করিবে, মধ্যে চতুর্হস্ত পরিমিত সুদৃশ্য, সুলিপ্ত, সুমার্জ্জিত চতু-

দ্বার যুক্ত স্থণ্ডিল চতুর্দ্দিকে উপশোভাযুক্ত নদী তীর-স্থিত মৃত্তিকা ও বালুকা যুক্ত হইবে ॥ ১২৮-১৩১ ॥

টীকা—স্বলিখিতার্থং প্রমাণয়ন্ ভবিষ্যপুরাণাদি-বচনানি সংগৃহ্ণাতি—প্রাসাদাদিত্যাদি। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। অগ্রতঃ পূর্ব্বদিশি আদৌ বা সমন্ততঃ সর্ব্বতঃ পরিক্ষিপ্তম্ ॥ ১২৮ ॥

টীকা—চতুস্তোরণান্যোবাহ—প্লক্ষেতি ; প্লক্ষাদিকং তদ্ভূমিমধ্যে হস্তমাত্রং প্রবেশয়েৎ। উপরি চ হস্তচতুষ্টয়ং দৃশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পুনঃ প্রস্তুতং মণ্ডপমেব বিশিনষ্টি—সুপলিপ্তমিতি সার্দ্ধেন। সুপলিপ্ত ইত্যাদি-সপ্তম্যন্তপাঠে চ স্থণ্ডিলস্যোপরি ইত্যস্য বিশেষণানি সপ্তম্যন্তানি ॥ ১২৯-১৩০ ॥

টীকা—ক্ষিপ্তং ন্যস্তং বিনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ। স্থণ্ডিলেষু পরিক্ষিপ্ত ইতি বা পাঠঃ। ততশ্চ স্থণ্ডিলে কারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

মাৎস্যে—

প্রাসাদস্যোত্তরে বাপি পূর্ব্বে বা মণ্ডপো ভবেৎ ॥১৩২

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—প্রাসাদের উত্তরে বা পূর্ব্বে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে ॥ ১৩২ ॥

হস্তান্ ষোড়শ কুর্ব্বীত দশ দ্বাদশ বা পুনঃ।
মধ্যে বেদিকয়া যুক্তঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমন্ততঃ॥১৩৩॥

অনুবাদ—ষোড়শ, দ্বাদশ বা দশ হস্ত পরিমিত মণ্ডপ করিবে, তাহার মধ্যে চতুর্দ্দিকে সম বেদিকা যুক্ত করিবে ॥ ১৩৩ ॥

সপ্ত পঞ্চ চতুর্বাপি করান্ কুর্ব্বীত বেদিকাম্।
চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুক্তো মণ্ডপঃ স্যাচ্চতুর্ম্মুখঃ ॥১৩৪॥

অনুবাদ—বেদিকা সাত, পাঁচ বা চারিহস্ত পরি-মিত করিবে, চারিটি তোরণ দ্বারযুক্ত চতুর্ম্মুখ মণ্ডপ হইবে ॥ ১৩৪ ॥

টীকা—চতুর্ম্মুখশ্চতুর্দ্বারঃ ॥ ১৩৪ ॥

প্লক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যমৌড়ুম্বরং ভবেৎ।
পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরম্ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকে পাকুড় দ্বার, দক্ষিণে উড়ুম্বর, পশ্চিমে অশ্বত্থ, সেইরূপ উত্তরে বট দ্বার হইবে ॥১৩৫

ভূমৌ হস্তপ্রবিষ্টানি চতুর্হস্তানি চোচ্ছ্রয়ে।
শোভনং ভূতলং তত্র লিপ্তঞ্চ গোময়াম্ভসা।
বস্ত্রৈর্নানাবিধৈস্তদ্বৎ পুষ্পপল্লবশোভিতম্ ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—ভূমি মধ্যে একহস্ত প্রবিষ্ট, চারিহস্ত উচ্চ, শোভন ভূতল গোময় জল দ্বারা লিপ্ত, নানাবর্ণ বস্ত্রদ্বারা ও পুষ্পপল্লব দ্বারা শোভিত ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—

প্রাসাদং বেষ্টয়িত্বা তু কুর্য্যাদ্গুপ্ততরং বুধঃ।
কৃত্বা গুপ্তং ততঃ পশ্চাদ্যাগমণ্ডপমারভেৎ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেও—প্রাসাদকে বেষ্টন করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি গোপনীয় করিবে, তৎ-পশ্চাৎ যাগমণ্ডপ আরম্ভ করিবে ॥ ১৩৭ ॥

গর্ভসূত্রং তু নিঃসার্য্য প্রাসাদস্যাগ্রতো গুরুঃ।
কৃত্বা ভূমিং তু নিঃশল্যাং মণ্ডপং সূত্রয়েত্ততঃ ॥১৩৮

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব প্রাসাদের সম্মুখ ভাগে গর্ভসূত্র নিঃসারণ পূর্ব্বক ভূমিকে শল্যহীন (অস্থিহীন) করিয়া মণ্ডপকে সূত্রদ্বারা পরিমিত করিবে ॥১৩৮॥

হীনস্তু মণ্ডপঃ কার্য্যো হীনে ত্বায়তনে সদা।
উত্তমে তূত্তমঃ কার্য্যো মধ্যমে মধ্যমস্তথা ॥১৩৯॥

অনুবাদ—অল্প আয়তনে কনিষ্ঠ মণ্ডপ করিবে, উত্তম আয়তনে উত্তম, মধ্যম আয়তনে মধ্যম মণ্ডপ করিবে ॥ ১৩৯ ॥

দশাষ্টহস্তং হীনং তু মধ্যং দ্বাদশ-ষোড়শম্।
বিংশহস্তং চতুর্বিংশমুত্তমস্যোত্তমং দ্বিজ ॥১৪০॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ। দশ বা অষ্টহস্ত কনিষ্ঠ

মণ্ডপ, দ্বাদশ বা ষোড়শ হস্ত মধ্যম, বিংশ বা চতুর্বিংশ হস্ত উত্তম মণ্ডপ ॥ ১৪০ ॥

চতুর্হস্তাদিমানানাং প্রাসাদানাং যথাক্রমম্ ।
মণ্ডপানষ্টহস্তাদীন্ কল্পয়েদ্বেদবৃদ্ধিতঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—চতুর্হস্তাদিমান প্রাসাদ সমূহের যথাক্রমে মণ্ডপ সমূহকে অষ্টহস্ত কল্পনা করিবে চারি চারি হস্ত বৃদ্ধিক্রমে ॥ ১৪১ ॥

টীকা—বেদবৃদ্ধিতঃ চতুর্হস্তবৃদ্ধিক্রমেণ, অষ্টহস্তে প্রাসাদে দ্বাদশহস্তমণ্ডপং, দ্বাদশহস্তে চ ষোড়শহস্তমিত্যেবং কল্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

সমবৃত্তং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণভূষিতম্ ।
বিচিত্রস্তম্ভবিন্যাসং রচনাচরিতং শুভম্ ।
ধূপনির্গমনোপেতং মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ ॥১৪২॥

অনুবাদ—সম পরিমিত চতুর্দ্বারে চারি তোরণ ভূষিত, বিচিত্র স্তম্ভ বিন্যাস মনোরম রচনা নির্ম্মিত যন্ত্রের ধূপ নির্গমন পথযুক্ত মণ্ডপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা করাইবেন ॥ ১৪২ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—
মণ্ডপং মণ্ডয়েদার্দ্রশাখাভিস্তু সমন্ততঃ।
বিমলেন বিতানেন পতাকাভিশ্চ ভূষয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—আরও ঐ গ্রন্থে—মণ্ডপকে নবপল্লব যুক্ত শাখাসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিক শোভিত করিবে। নির্ম্মল চাঁদোয়া ও পতাকাসমূহ দ্বারা ভূষিত করিবে ॥ ১৪৩ ॥

দর্পণৈশ্চামরৈর্ঘণ্টৈঃ স্তম্ভান্ বস্ত্রৈর্বিভূষয়েৎ ।
কলসৈর্ঘণ্টিকাভিশ্চ সাধারৈর্গণ্ডুকৈস্তথা ॥ ১৪৪ ॥
মণ্ডপং ভূষয়িত্বৈবং জাহ্নবীবালুকাং শুভাম্ ।
বাহ্যদেশেষু বিকিরেৎ পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষয়েৎ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—দর্পণ, চামর, ঘণ্টা, স্তম্ভ, বস্ত্রসমূহ দ্বারা ভূষিত করিবে। কলস, ঘণ্টিকা, আধার সহিত গণ্ডুক সমূহ দ্বারা মণ্ডপকে ভূষিত করিয়া পবিত্র গঙ্গা বালুকা বহির্দ্দেশে ছড়াইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

টীকা—ঘণ্টৈঃ বৃহদ্‌ঘণ্টাভিঃ, ঘণ্টিকাভিঃ ক্ষুদ্রঘণ্টাভিঃ ॥ ১৪৪ ॥

কিঞ্চ—
অশ্বত্থোড়ুম্বরৌ চৈব ন্যগ্রোধঃ প্লক্ষ এব চ ।
তোরণার্থেষু কথিতাঃ পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমম্ ॥১৪৬॥

অনুবাদ—আরও—অশ্বত্থ, উড়ুম্বর বট, পাকুড় শাখা পূর্ব্বাদিক্রমে তোরণদ্বার সজ্জিত করিবে ॥১৪৬

একহস্তং খনেদ্ভূমৌ চতুর্হস্তং তথোচ্ছ্রয়ে ।
দ্বিহস্তান্তরমন্যোঽন্যং তোরণং সংপ্রকল্পয়েৎ ॥১৪৭॥

অনুবাদ—ভূমিতে একহস্ত খনন করিয়া চারিহস্ত উচ্চ করিয়া দুই হস্ত পর পর ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১৪৭ ॥

তির্য্যক্ ফলকমানং স্যাৎ স্তম্ভানামর্দ্ধমানতঃ ।
শৈলাঃ পৃথিবীমন্ত্রেণ স্থাপ্যাঃ পূজ্যাস্তু তোরণাঃ ॥১৪৮

অনুবাদ—স্তম্ভ সমূহের অর্দ্ধ পরিমাণে টেরা টেরা ফলক বসাইবে। পৃথিবী মন্ত্রদ্বারা পর্ব্বতসমূহ স্থাপন ও তোরণ সমূহকে পূজন করিবে ॥ ১৪৮ ॥

শুক্লবস্ত্রযুগচ্ছন্নান্ দর্ভকিঞ্জল্কসংযুতান্ ।
পুষ্পমালাপরিক্ষিপ্তান্ তোরণান্ পরিকল্পয়েৎ ॥১৪৯॥

অনুবাদ—শুক্ল বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদিত, কুশ কিঞ্জল্ক সংযুক্ত পুষ্পমালা মধ্যে মধ্যে সজ্জিত তোরণ সমূহকে নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১৪৯ ॥

বৃত্তং বা চতুরস্রং বা দ্বিষট্কাঙ্গুলং তু বা ।
ষট্চতুর্বাঙ্গুলং কার্য্যং তোরণং নিম্নগং ভবেৎ ॥১৫০

অনুবাদ—গোলাকার বা চতুষ্কোণ বা দ্বাদশ

কাষ্ঠা অঙ্গুল বা চব্বিশ অঙ্গুল তোরণ নিশ্ছিদ্র হইবে ॥ ১৫০ ॥

টীকা—দ্বিষট্ দ্বাদশ, কাষ্ঠা দশ বা, বেষ্টনে অঙ্গুলানি যস্য তৎ। ষট্ চত্বারি বা অঙ্গুলানি যস্য তৎ। বা-শব্দব্যবধানেনাপি সমাসাদিকমার্ষম্। বিকল্পশ্চ পূর্ব্বোক্তমণ্ডপমানাপেক্ষয়া ॥ ১৫০ ॥

তোরণস্তম্ভমূলেষু কলসান্ মঙ্গলাঙ্কুরান্।
প্রদদ্যাদুপরিষ্টাত্তু কুর্য্যাচ্চক্রং সুদর্শনম্।
কলসং বর্দ্ধমানং বা বসুভাগেন কল্পয়েৎ ॥১৫১॥

অনুবাদ—তোরণের স্তম্ভমূলে কলস সমূহ মঙ্গল সপ্তধান্যাঙ্কুর দ্বারা শোভিত করিবে, উপরে সুদর্শন চক্র স্থাপন করিবে। কলস বড় বা ছোট অষ্টভাগে আটটি বসাইবে ॥ ১৫১ ॥

টীকা—উপরিষ্টাৎ তোরণোপরি, তত্তৎ প্রসঙ্গাদ্ বর্দ্ধমানং স্বল্পঘটং, বসুভাগেন তোরণস্যাষ্টমাংশেন ॥ ১৫১ ॥

কিঞ্চ—

নবেন চিত্রবর্ণেন বিতানং কারয়েচ্ছুভম্।
অথবা শুক্লবর্ণেন মধ্যে জলজভূষিতম্ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—আরও—নতুন বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র দ্বারা পবিত্র চাঁদোয়া করাইবে। অথবা শ্বেতবর্ণ বস্ত্রমধ্যে পদ্ম ভূষিত চাঁদোয়া ॥ ১৫২ ॥

টীকা—বিমলেন বিতানেন ইত্যুক্তং তদেব বিশিনষ্টি—নবেনেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাং, বস্ত্রেণেতি শেষঃ ॥১৫২

উত্তমাধমমধ্যাং তু প্রমাণং চাস্য কীর্ত্যতে।
মণ্ডপস্য প্রমাণন্তু জ্যেষ্ঠং তস্য বিতানকম্।
মধ্যমং বেদিকামাত্রং কনিষ্ঠং মণ্ডলস্য তু ॥১৫৩॥

অনুবাদ—উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ পরিমাণ ইহার কীর্ত্তিত হয়। মণ্ডপের পরিমাণ জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাতপ, মধ্যম কেবল বেদীর উপর, কনিষ্ঠ মণ্ডল পরিমিত ॥ ১৫৩ ॥

অথ অত্র বেদ্যাদিনির্ম্মাণম্

তন্মণ্ডপস্য মধ্যে তু বেদীং হস্তোচ্ছ্রিতাং সমাম্।
পঞ্চহস্তমিতাং দিব্যাং চতুরস্রাং প্রকল্পয়েৎ ॥১৫৪॥

অনুবাদ—অনন্তর এস্থলে বেদী আদি নির্ম্মাণ—সেই মণ্ডপের মধ্যে বেদী একহস্ত উচ্চ সম চতুষ্কোণ পঞ্চহস্ত পরিমিত দিব্য সুন্দর রচনা করিবেন ॥১৫৪॥

টীকা—সমাং—পার্শ্বাদাবেকরূপাম্ ॥ ১৫৪ ॥

ঐশান্যাং হস্তমাত্রাঞ্চ গ্রহবেদীং সমাচরেৎ।
তথা কুণ্ডচতুষ্কঞ্চ বেদ্যাঃ প্রাচ্যাদি-দিক্ষু হি ॥১৫৫॥

অনুবাদ—ঈশাণ কোণে একহস্ত পরিমিত গ্রহ-বেদী রচনা করিবেন, সেইরূপ বেদীর পূর্ব্বাদি চারিদিকে চারিটি কুণ্ড রচনা করিবে ॥ ১৫৫ ॥

তচ্চ হস্তমিতং যোনিবক্ত্রাঢ্যং সত্রিমেখলম্।
চতুরস্রার্দ্ধশীতাংশুবর্ত্তুলাব্জাকৃতি ক্রমাৎ ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—উক্ত হোম কুণ্ডগুলি একহস্ত পরিমিত, যোনি মুখযুক্ত, ত্রিমেঘলা বেষ্টিত। পূর্ব্বদিক হইতে চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্র, গোলাকার ও পদ্মাকৃতি হইবে ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—ক্রমাদিতি প্রাচ্যাং, চতুরস্রং, দক্ষিণস্যামর্দ্ধচন্দ্রাকারং, পশ্চিমায়াং বর্ত্তুলম্, উদীচ্যাঞ্চ পদ্মাকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

দীক্ষাবিধৌ পুরালেখি কুণ্ডলক্ষণমত্র তু।
চতুর্দ্দিক্ষু ত্যজেদ্বেদীমঙ্গুলানি ত্রয়োদশ ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে দীক্ষাবিধি প্রসঙ্গে কুণ্ড লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, এখানে কিন্তু চতুর্দ্দিকে ত্রয়োদশ অঙ্গুল বেদীত্যাগ করিবে ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—অত্র প্রতিষ্ঠাবিধৌ তু চতুর্দিক্ষু ত্রয়োদশাঙ্গুলানি বেদীং পরিত্যজেৎ, তাবৎ প্রদেশং বেদ্যাঃ পরিতস্ত্যক্ত্বা কুণ্ডানি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ মাৎস্যে—'বেদীভিত্তিং পরিত্যজ্য ত্রয়োদশভিরঙ্গুলৈঃ' ইতি ॥ ১৫৭ ॥

আচার্য্যকুণ্ডং কুর্য্যাচ্চ গ্রহবেদ্যাস্তু দক্ষিণে।
হস্তমাত্রাবটং তচ্চ চতুরস্রং সুলক্ষণম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য কুণ্ডকে গ্রহবেদীর দক্ষিণে করিবে। একহাত গর্ত্ত তাহাও চতুষ্কোণ সুলক্ষণ যুক্ত ॥ ১৫৮ ॥

তথা চ তত্রৈব—
ত্রিভাগেনার্দ্ধভাগেন কুর্য্যাদ্বেদীং সুশোভনাম্।
হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতা কার্য্যা মধ্যে সম্যগ্ব্যবস্থিতা ॥১৫৯

অনুবাদ—সেইরূপ ঐ গ্রন্থেই—মণ্ডপের ত্রিভাগ বা অর্দ্ধভাগ দ্বারা সুশোভনা বেদী করিবে, তাহা এক-হাত উচ্চ এবং মণ্ডপের মধ্যস্থলে হইবে ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—ত্রিভাগেন মণ্ডপস্য তৃতীয়াংশেন, অর্দ্ধ-ভাগেন বা পরিমিতাম্ ॥ ১৫৯ ॥

কিঞ্চ—
চতুষ্কোণং ভবেৎ কুণ্ডং পূর্ব্বস্যাং দিশি সর্ব্বদা।
অর্দ্ধচন্দ্রং ভবেদ্যাম্যাং বারুণ্যাং বর্ত্তুলং ভবেৎ।
পদ্মাভমুত্তরে ভাগে কুণ্ডং স্যাৎ দ্বিজসত্তম ॥
ইতি ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—আরও—পূর্ব্বদিকে সর্ব্বদা চতুষ্কোণ কুণ্ড হইবে। দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কুণ্ড, পশ্চিমে গোলাকার কুণ্ড হইবে। উত্তরদিকে হে দ্বিজোত্তম! পদ্মাকার কুণ্ড হইবে ॥ ১৬০ ॥

অথ কুম্ভস্থাপনম্

যজমানঃ সপত্নীকঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতঃ পশ্চাদ্দ্বারেণ প্রবিশেত্ততঃ ॥ ১৬১॥

অনুবাদ—অনন্তর কুম্ভ স্থাপন—যজমান সপত্নী পুত্র পৌত্র সমন্বিত হইয়া ঋত্বিগ্‌গণের সহিত পশ্চিম দ্বার দিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন ॥ ১৬১ ॥

ন্যসেত্তস্য চতুর্দ্বার্ষু দ্বৌ দ্বৌ কুম্ভৌ যবোপরি।
জলপূর্ণৌ স্বর্ণগর্ভৌ পল্লবাদিযুতৌ শুভৌ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—মণ্ডপের চারিদ্বারে দুইটি দুইটি করিয়া কুম্ভ যবের উপর জলপূর্ণ স্বর্ণগর্ভ পঞ্চপল্লবাদিযুক্ত করিয়া মঙ্গলার্থে স্থাপন করিবেন ॥ ১৬২ ॥

টীকা—ন্যসেদ্যজমানো গুরুর্বা। তস্য—মণ্ড-পস্য ॥ ১৬২ ॥

তথা চ মাৎস্যে—
কৃত্বৈবং মণ্ডপং পূর্ণং চতুর্দ্বারেষু বিন্যসেৎ।
অব্রণান্ কলসানষ্টৌ জলকাঞ্চনগর্ভিতান্ ॥১৬৩॥

অনুবাদ—সেইরূপ মৎস্যপুরাণে—এইরূপ মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চতুর্দ্বারে ছিদ্রহীন জলপূর্ণ স্বর্ণগর্ভ অষ্টকলস বিন্যাস করিবে ॥ ১৬৩ ॥

চূতপল্লবসংচ্ছন্নান্ সিতবস্ত্রযুগান্বিতান্।
স্রক্চন্দনফলোপেতান্ চন্দনোদকপূরিতান্ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—আম্রপল্লব আচ্ছাদিত শ্বেতবস্ত্রদ্বয়যুক্ত পুষ্পমালা চন্দন ফলযুক্ত চন্দনজলপূর্ণ ঘটসমূহ স্থাপন করিবেন ॥ ১৬৪ ॥

ভবিষ্যে—
অকালান্ কলসানষ্টৌ চতুর্দ্বারেষু স্থাপয়েৎ।
অন্তঃকাঞ্চনসংযুক্তান্ ফলপুষ্পৈরলঙ্কৃতান্ ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—কাল দাগ রহিত অষ্ট কলস চতুর্দ্বারে স্থাপন করিবে, কলস মধ্যে স্বর্ণযুক্ত ফলপুষ্প সমূহদ্বারা অলঙ্কৃত হইবে ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—অকালান্—কৃষ্ণবর্ণেতরান্ ॥ ১৬৫ ॥

অহতৈর্যুগলৈর্বস্ত্রৈর্গ্রীবায়াং তু নিবেশিতৈঃ।
চন্দনাগুরুতোয়েন পূরয়িত্বা যথাক্রমম্ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—অষ্ট কলসের কণ্ঠদেশে নূতন বস্ত্রদ্বয় নিবেশ করিয়া চন্দন অগুরু জলদ্বারা পূরণ করিয়া যথাক্রমে স্থাপন করিবে ॥ ১৬৬ ।

টীকা—অহতৈর্নবৈঃ ॥ ১৬৬ ॥

কিঞ্চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

শাতকুম্ভময়ান্ কুর্য্যাদ্রাজতান্ শুক্রজানথ।
জলাঢ়কপ্রপূরাংশ্চ লোহজান্ কারয়েদ্দৃঢ়ান্ ॥১৬৭॥
মৃন্ময়ান্ কলসান্ বাপি পক্ববিল্বোপমান্ শুভান্।
অষ্টত্রিংশাধিকশতপলপূর্ণাংস্তু মৃন্ময়ান্ ॥ ১৬৮ ॥
আরক্তান্ স্ফোটরহিতান্ কালমণ্ডলবর্জ্জিতান্।
আহৃত্য কলসান্ বস্ত্রপূতভোয়েন পূরয়েৎ।
সহিরণ্যান্ বস্ত্রযুগ্মবদ্ধকণ্ঠান্নিবেশয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—আরও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, লৌহময়, দৃঢ়, মৃন্ময়, পক্ব বিল্বফল সদৃশবর্ণ, মঙ্গল ঘটসমূহ, এক আঢ়ক জলপূর্ণ, অষ্ট-ত্রিংশ অধিক শতপল জলপূর্ণ মৃন্ময় ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিদ্ররহিত, কালদাগ বর্জ্জিত কলস সমূহ সংগ্রহ করিয়া বস্ত্রপূত জলদ্বারা পূরণ করিবে এবং স্বর্ণগর্ভ, বস্ত্রদ্বয় বদ্ধকণ্ঠ কলস সমূহকে সন্নিবেশ করিবে ॥ ১৬৭-১৬৯ ॥

টীকা—অথেতি বিকল্পে। শুক্রজান্, তাম্রময়ান্, স্ফোটরহিতান্, নিশ্চিদ্রান্, কালেন শ্যামেন মণ্ডলেন বিন্দুনা আবর্ত্তেন বা বর্জ্জিতান্ ॥ ১৬৭-১৬৯ ॥

অথ স্নানমণ্ডপাদিনির্ম্মাণম্

কুর্য্যাদুত্তরতস্তস্মাদধিবাসনমণ্ডপাৎ।
চতুর্হস্তং চতুর্দ্বারকোণং স্নপনমণ্ডপম্ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নানমণ্ডপাদি নির্ম্মাণ—পূর্ব্বোক্ত অধিবাসন মণ্ডপের উত্তরদিকে চতুর্হস্ত চতুর্দ্বার চতু-ষ্কোণ স্নানমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১৭০ ॥

টীকা—চত্বারি দ্বারাণি কোণাশ্চ যস্য তম্ ॥১৭০॥

তত্রেষ্টকাভিঃ পক্কাভিঃ দ্বিত্রিহস্তাঞ্চ বেদিকাম্।
বিদধ্যাদ্ভূতলং বাথ সকলং বালুকাময়ম্ ॥১৭১॥

অনুবাদ—ঐ মণ্ডপে পক্ব ইষ্টক সমূহদ্বারা দুই বা তিনহস্ত বেদিকা করিবে অথবা সম্পূর্ণ ভূতল বালুকাময় করিবে ॥ ১৭১ ॥

টীকা—অথবা স্নানমণ্ডপস্য ভূতলং সকলমেব বালুকাময়ং বিদধ্যাৎ। যদ্যপি ভবিষ্য-মৎস্যপুরা-ণয়োর্ধ্বজপতকাধিরোহণানন্তরমেব স্নানমণ্ডপনির্ম্মাণ-মেব লিখিতং, তথাপি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তানুসারেণ নির্ম্মাণপ্রসঙ্গেঽস্মিন্ লিখিতম্ ॥ ১৭১ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—

এবং সুশোভনং কৃত্বা মণ্ডপং তু সুতোরণম্।
তস্যৈবোত্তরপার্শ্বে চ কর্ত্তব্যঃ স্নানমণ্ডপঃ।
সুশোভনং তু কর্ত্তব্যং স্থণ্ডিলং বালুকাময়ম্ ॥১৭২॥

অনুবাদ—এইরূপ ভবিষ্যপুরাণে—পূর্ব্বোক্ত সু-শোভন সুতোরণযুক্ত মণ্ডপ করিয়া তাহারই উত্তর পার্শ্বে স্নানমণ্ডপ কর্ত্তব্য, ভূতল সুশোভন বালুকাময় কর্ত্তব্য ॥ ১৭২ ॥

মাৎস্যে—

এবং সতোরণং কৃত্বা অধিবাসনমণ্ডপম্।
তস্যাপ্যুত্তরতঃ কুর্য্যাৎ স্নানমণ্ডপমুত্তমম্।
তদর্দ্ধেন ত্রিভাগেন চতুর্ভাগেন বা পুনঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—তোরণদ্বার সহ অধি-বাসনমণ্ডপ করিয়া তাহারও উত্তর পার্শ্বে উত্তম স্নান-মণ্ডপ করিবে, পূর্ব্বোক্ত অধিবাসন মণ্ডপের অর্দ্ধেক ত্রিভাগ বা চতুর্ভাগ পরিমিত ॥ ১৭৩ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

স্নানার্থং কলসার্থঞ্চ স্নানদ্রব্যার্থমেব চ।
জলনির্গমনোপেতমর্দ্ধেন স্নানমণ্ডপম্ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—স্নানের জন্য কলস-সজ্জিত রাখার জন্য এবং স্নানদ্রব্য সজ্জিত রাখার জন্য জল নির্গমন পথযুক্ত অর্দ্ধ পরিমিত স্নানমণ্ডপ করিবে ॥ ১৭৪ ॥

টীকা—তস্য অধিবাস মণ্ডপস্য অর্দ্ধেন তৃতীয়েন ভাগেন বা চতুর্থেন বা পরিমিতম্। স্নানার্থমেকং, স্নানকলসার্থং চৈকং স্নানদ্রব্যার্থং চৈকমেবং মণ্ডপত্রয়ং কুর্য্যাৎ, তদেব বিবিচ্যাহ—জলেতি সার্দ্ধেন ॥ ১৭৪ ॥

ঐশান্যাং কলসার্থঞ্চ তস্মাদ্দক্ষিণগোচরে।
পূর্ব্বস্যাং মণ্ডপং কুর্য্যাদ্‌যাগদ্রব্যার্থমায়তম্ ইতি ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—উহার ঈশান কোণে কলস স্থাপন জন্য, তাহার দক্ষিণে পূর্ব্বদিকে যাগদ্রব্য রক্ষার জন্য বিস্তৃত স্থান রাখিবে ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—স্নানদ্রব্যমেব যাগদ্রব্যং, স্নানস্যৈবাত্র, প্রাধান্যাৎ ॥ ১৭৫ ॥

অথ ধ্বজপতাকাস্থাপনম্

অথ বাদ্যাদিভির্দিব্যৈর্বিচিত্রৈর্মঙ্গলস্বনৈঃ।
কৃত্বা মহোৎসবং ন্যাস্যেৎ পতাকা
বিধিবদ্গুরুঃ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধ্বজ পতাকা স্থাপন—অনন্তর উত্তম বাদ্যাদিসহ বিচিত্র মঙ্গলময় ধ্বনি সহ মহা-আনন্দ উৎসব করিয়া শ্রীগুরুদেব বিধিবৎ পতাকা স্থাপন করিবেন ॥ ১৭৬ ॥

অথ তদ্বিশেষঃ

ভবিষ্যে—

পূর্ব্বেণেন্দ্রায়ুধাকারামাগ্নেয্যামগ্নিসন্নিভাম্।
কৃষ্ণাঞ্চৈব তু যাম্যায়াং নৈর্ঋত্যাং তু
তথৈব চ ॥ ১৭৭ ॥
ইন্দ্রগোপনিভাকারাং বারুণ্যাং চৈব দাপয়েৎ।
শিরীষপুষ্পপ্রতিমাং বায়ব্যাং বিনিবেশয়েৎ।
কৌবের্য্যাং পীতবর্ণাং তু ঐশান্যাং পাণ্ডুরা
ভবেৎ ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহার বিশেষ বিধি, ভবিষ্য-পুরাণে—পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদিকে—পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনুর ন্যায়, অগ্নিকোণে অগ্নিবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ, নৈর্ঋতে সেইরূপ। পশ্চিমে রক্তবর্ণ, বায়ুকোণে শিরীষ পুষ্পসদৃশ, উত্তরে পীতবর্ণ, ঈশানে পাণ্ডুর বর্ণ পতাকা হইবে ॥ ১৭৭-১৭৮ ॥

মাৎস্যে—

ধ্বজাদিরোপণং কার্য্যং মণ্ডপস্য সমন্ততঃ।
ধ্বজাংশ্চ লোকপালানাং সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
পতাকা জলদাকারা মধ্যে স্যান্মণ্ডপস্য তু ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—মণ্ডপের সর্ব্বদিকে ধ্বজাদি রোপণ কর্ত্তব্য। লোকপালগণের ধ্বজা সর্ব্বদিকে সন্নিবেশ করিবে। মণ্ডপের মধ্যে পতাকা মেঘবর্ণ হইবে ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—মৎস্যপুরাণে ধ্বজপতাকয়োরভেদাভিপ্রায়েণ ধ্বজাভিরোপণমিত্যাদ্যুক্ত্বা পশ্চাৎ পতাকা জলদাকারেত্যুক্তম্। তত্তদ্বিশেষশ্চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রতো ব্যক্তো ভাবী ॥ ১৭৯ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পঞ্চহস্তপ্রমাণং তু ধ্বজং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
বৈপুল্যং চাস্য কুর্ব্বীত ষোড়শাঙ্গুলসংমিতম্।
সপ্তহস্তোচ্ছ্রিতং চাস্য দণ্ডং কুর্য্যাৎ সুরোত্তম ॥১৮০

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—হে সুরোত্তম! বিচক্ষণ ব্যক্তি পঞ্চহস্ত পরিমাণ ধ্বজা করিবে। ইহার প্রশস্ত ষোড়শ অঙ্গুল পরিমিত দণ্ড সপ্তহস্ত উচ্চ করিবে ॥ ১৮০ ॥

সপ্তহস্তাস্ততো দীর্ঘা বিস্তৃতা দ্বাদশাঙ্গুলাঃ।
দ্বিপঞ্চহস্তদণ্ডেষু পতাকাস্তু নিবেশয়েৎ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—সপ্তহস্ত দীর্ঘ, বিস্তৃত দ্বাদশ অঙ্গুল। দশহস্ত দণ্ডে পতাকা সন্নিবেশ করিবে ॥ ১৮১ ॥

টীকা—দ্বিপঞ্চ দশ, যদ্বা, দ্বৌ পঞ্চ চেত্যেবং সপ্ত তাবদ্ধস্তপ্রমাণদণ্ডেষু, এবং পতাকায়া ধ্বজদণ্ডসাম্যমুক্তং স্যাৎ ॥ ১৮১ ॥

বাহ্যদেশে মণ্ডপস্য তোরণাভ্যন্তরে তথা।
অষ্টৌ ধ্বজাঃ স্থাপনীয়াঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ ॥১৮২

অনুবাদ—মণ্ডপের বাহিরে ও তোরণদ্বারের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্ট ধ্বজা স্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ১৮২ ॥

অরুণোঽগ্নিনিভশ্চৈব কৃষ্ণঃ শুক্লোঽথ পীতকঃ।
রক্তবর্ণস্তথা শ্বেতঃ সর্ব্ববর্ণস্তথৈব চ ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—অরুণ বর্ণ, অগ্নিবর্ণ, কৃষ্ণ, শুক্ল, পীত, রক্ত, শ্বেত এবং সর্ব্ববর্ণ যুক্ত পতাকা নিবেশ কর্ত্তব্য ॥ ১৮৩ ॥

অথ ধ্বজাদ্যর্পণং লোকপালপূজাবিধিশ্চ

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

কুমুদঃ কুমুদাখশ্চ্য পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
ইত্যেতে বিষ্ণুলোকস্য দিক্‌পালগণনায়কাঃ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—অনন্তর ধ্বজাদি অর্পণ ও লোকপাল পূজাবিধি, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—কুমুদ, কুমুদাখ্য, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহারা বিষ্ণুলোকে দিকপালগণ নায়ক ॥ ১৮৪ ॥

টীকা—'ন্যসেৎ পতাকা বিধিবদ্‌গুরুঃ' ইতি লিখিতম্ ; তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—কুমুদ ইত্যাদিনা ॥ ১৮৪ ॥

কোটিসংখ্যগণৈর্যুক্তা পূজনীয়া যথাদিশি ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—ইহাদের গণে কোটি সংখ্যা দিকপাল আছেন, ঐ ঐ দিকে ইহাদের পূজা কর্ত্তব্য ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—যথা দিশীতি পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু ক্রমেণ কুমুদাদয়োঽষ্ট পূজনীয়া ইত্যর্থঃ ॥ ১৮৫ ॥

মাৎস্যে—

গন্ধপুষ্পাদিকং কুর্য্যাৎ স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈরনুক্রমাৎ ।
বলিঞ্চ লোকপালেভ্যঃ স্বস্বমন্ত্রৈর্নিবেদয়েৎ ।
ঊর্দ্ধে তু ব্রহ্মণে দেয়স্ত্বধস্তাচ্ছেষবাসুকেঃ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—দিকপালগণের নিজ নিজ মন্ত্রে ক্রমানুসারে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা ও উপহার নিজ নিজ মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ঊর্দ্ধে ব্রহ্মাকে, নিম্নে শেষ দেব ও বাসুকিকে পূজা দিবে ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—বাসুকেরনন্তস্য, শেষবাসুকেরিতি পাঠেঽপি অর্থস্ত স এব ॥ ১৮৬ ॥

সংহিতায়াস্তু যে মন্ত্রাস্তদ্দৈবত্যাঃ শ্রুতৌ স্মৃতাঃ ।
তৈঃ পূজা লোকপালানাং কর্ত্তব্যা হি সমন্ততঃ ॥১৮৭

অনুবাদ—সংহিতাতে যে সকল মন্ত্র উল্লিখিত আছে, শ্রুতিতেও ঐ দেবতার উদ্দেশ্যে স্মৃত হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্রদ্বারাই লোকপালগণের পূজা সর্ব্বদিকে কর্ত্তব্য ॥ ১৮৭ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

ওঁ আয়াহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ বজ্রহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, পূর্ব্বদ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—ওঁ আয়াহি ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রকে আবাহন পূর্ব্বক ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রং এইমন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধ-পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৮৮ ॥

ওঁ আয়াহি চিত্রভানো মহারাজাধিরাজ শক্তিহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, আগ্নেয়ীং দিশং রক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিব ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি চিত্রভানো—এইমন্ত্রে অগ্নিকে আবাহন করিয়া ওঁ অগ্নি মূর্দ্ধা দিব এইমন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৮৯ ॥

ওঁ আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ দণ্ডহস্ত স্ববলবাহনাবৃত রক্তান্তায়তলোচন ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, দক্ষিণদ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ বৈবস্বতং সংযমনমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি যম ইত্যাদি মন্ত্রে যমরাজকে আবাহন করিয়া ওঁ বৈবস্বতং ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৯০ ॥

ওঁ আয়াহি নৈর্ঋত মহারাজাধিরাজ স্ববলবাহনাবৃত খড়্গহস্ত মহাবল ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ,

নৈর্ঋতীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ এষ তে নৈর্ঋতে ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চয়েৎ ॥১৯১॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি নৈর্ঋত এইমন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ এষতে, নৈর্ঋতে ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৯১ ॥

ওঁ আয়াহি বরুণ মহারাজাধিরাজ পাশহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, পশ্চিমদ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ উরু হি রাজা বরুণশ্চকারেত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি বরুণ—এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ উরু হি রাজা ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৯২ ॥

ওঁ আয়াহি পবন মহারাজাধিরাজ ধ্বজহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, বায়বীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ বাত আ বাতু ভেষজমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি পবন—ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ বাত ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৯৩ ॥

ওঁ আয়াহি সোম মহারাজাধিরাজ শঙ্খহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, উত্তরদ্বারমভিরক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ সোমং রাজানমিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি সোম—ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ সোমং রাজানং এইমন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৯৪ ॥

ওঁ আয়াহীশান মহারাজাধিরাজ শূলহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ঐশানীং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ ঈশানায় নমস্যেত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি ঈশান ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক ওঁ ঈশানায় নমঃ এইমন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৯৫ ॥

ওঁ আয়াহি চতুর্ম্মুখ সর্ব্বলোকাধিপতে স্রুক্‌স্রুবহস্ত স্ববলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ঊর্দ্ধাং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্র ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥১৯৬॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি চতুর্ম্মুখ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ হিরণ্য গর্ভঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৯৬ ॥

ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজাধিরাজ স্ববলবাহনাবৃত লাঙ্গলহস্ত ইহাগচ্ছাগচ্ছ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, অধোদিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য, ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্য ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—ওঁ আয়াহি অনন্ত ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ নমোঽস্তু ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ১৯৭ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাকর্ম্মারম্ভঃ

দ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যাহৃত্য কৃত্বা কৃষ্ণার্চ্চনাদিকম্।
বেদ্যামালিখ্য চক্রাদি শয্যাদি রচয়েত্ততঃ ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠাকর্ম্ম আরম্ভ—সর্ব্ববিধ দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি করিয়া বেদীতে চক্রাদি লিখিয়া তৎপরে শয্যাদি রচনা করিবে ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—দ্রব্যাণি পূজোপকরণাদীনি, বেদ্যাম্ অধিবাসনমণ্ডপান্তর্নির্ম্মিতায়াম্। আদি-শব্দের্গৃহীতমগ্রে ব্যক্তং ভবিষ্যতি ॥ ১৯৮ ॥

তথা চ তত্রৈব—

পাষণ্ডান্ নাস্তিকান্ সর্ব্বান্ দেবব্রাহ্মণদূষকান্।
দীক্ষাবহিষ্ক তান্ সর্ব্বান্ হেতুবাদরতাংস্তথা।
নিবার্য্য প্রারভেৎ কর্ম্ম বৈষ্ণবৈর্দীক্ষিতৈঃ সহ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—ঐরূপ ঐ গ্রন্থেই—পাষণ্ড, নাস্তিক, দেবাব্রহ্মণনিন্দুক, দীক্ষাহীন হেতুবাদরত তার্কিকগণকে নিবারণ পূর্ব্বক দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ সহ প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন ॥ ১৯৯ ॥

আহৃত্য সর্ব্বদ্রব্যাণি স্রুক্‌স্রুবং বিষ্টরাণি চ।
যজ্ঞপাত্রাণি সর্ব্বাণি জ্ঞাপ্য যত্নেন দেশিকঃ ॥ ২০০ ॥
শ্বেতবস্ত্রপরীধানঃ সোষ্ণীষশ্চন্দনোক্ষিতঃ।
অঙ্গুলীয়কহস্তশ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ২০১ ॥
আত্মানং বিষ্ণুবৎ পূজ্য গন্ধপুষ্পাদিভির্গুরুঃ।
ধ্যাত্বা দেবং বিষ্ণুরূপং মন্ত্রাত্মকমথো শুচিঃ ॥২০২॥
হরিং প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য মূর্ত্তিপানপি পূজয়েৎ।
সিতৈঃ পুষ্পৈর্বস্ত্রযুগ্মৈরঙ্গুলীয়ৈরথাঙ্গদৈঃ ॥ ২০৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক স্রুক্‌স্রুব বিষ্টরসমূহ ও যজ্ঞপাত্রসমূহ জানাইয়া যত্নপূর্ব্বক আচার্য্য শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে পাগড়ী, চন্দন ছিটাইয়া অঙ্গুরী হস্তে, সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আত্মাকে বিষ্ণুবৎ গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া শ্রীগুরুদেব মন্ত্রাত্মক বিষ্ণুরূপদেবকে ধ্যান করিয়া অনন্তর শুচি হইয়া শ্রীহরিকে প্রণাম ও বিজ্ঞাপন করিয়া শ্বেতপুষ্প, বস্ত্রদ্বয়, অঙ্গুরী ও অঙ্গদাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মূর্ত্তিপগণকেও পূজা করিবেন ॥ ২০০-২০৩॥

নিপুণৈঃ শিল্পিভিঃ সার্দ্ধং ততঃ কর্ম্ম সমাচারেৎ।
পঞ্চগব্যেন সংস্কৃত্য শোধ্য কুম্ভান্ বিচক্ষণঃ।
স্থাপয়েন্মূর্ত্তিপান্ পশ্চাৎ কুম্ভে কুম্ভে তু দেশিকঃ ॥২০৪

অনুবাদ—তৎপরে নিপুণ শিল্পিবৃন্দের সহিত প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, বিচক্ষণ আচার্য্য পঞ্চগব্য দ্বারা কুম্ভসমূহকে সংস্কার ও শোধন করিয়া পরে প্রতি কুম্ভে মূর্ত্তিপগণকে স্থাপন করিবেন ॥ ২০৪ ॥

কিঞ্চ—

ব্রীহীনাহৃত্য দেবেশং বাসুদেবেন চার্চ্চয়েৎ।
ক্ষিপেচ্চ নারসিংহেন পাতালমুষলেন তু ॥ ২০৫ ॥
সিদ্ধার্থকান্ ক্ষিপেজ্জ্যায়ন্ সিংহমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ।
রক্ষোঘ্নান্ পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষয়েদ্ভূমিমাদরাৎ ॥২০৬॥

অনুবাদ—আরও—ব্রীহি আহরণ করিয়া ইষ্টদেবকে দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চন করিবে। নারসিংহ মন্ত্রে অশুভ ক্ষেপণ, পাতাল-মুষল মন্ত্রে শ্বেতসরিষা ক্ষেপণ, ধ্যানযোগে নৃসিংহ মন্ত্রদ্বারা রক্ষোঘ্নগণকে মন্ত্রণ, পঞ্চগব্য দ্বারা সাদরে ভূমিতলকে প্রোক্ষণ করিবেন ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—বাসুদেবেনেত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ ॥ ২০৫-২০৬॥

ততস্তাম্রময়ং কুম্ভং মৃন্ময়ং বা নবং দৃঢ়ম্।
জলপূর্ণং স্থাপয়িত্বা সরঙ্গকরকাযুতম্।
ঐশান্যামর্চ্চয়েত্তস্মিন্ সাঙ্গং গন্ধাদিনা হরিম্ ॥২০৭॥

অনুবাদ—অনন্তর তাম্রময় কুম্ভ অথবা নূতন দৃঢ় মৃন্ময় কুম্ভে সরঙ্গ করকাযুক্ত জলপূর্ণ করিয়া ঈশান কোণে ঐ কুম্ভে অঙ্গদেবগণ সহ শ্রীহরিকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ২০৭ ॥

অস্ত্রমন্ত্রেণ করকাং শতবারাংস্তমর্চয়েৎ।
তদ্ধারাচ্ছিন্নয়া সিঞ্চেন্মণ্ডপং তং প্রদক্ষিণম্ ॥২০৮॥

অনুবাদ—সুদর্শনশাস্ত্র মন্ত্রদ্বারা শতবার করকাকে অর্চ্চন করিয়া ঐ কুম্ভের অছিন্ন জলধারা দ্বারা প্রদক্ষিণ ক্রমে অধিবাসার্থ নির্ম্মিত মণ্ডপকে সিঞ্চন করিবে ॥ ২০৮ ॥

টীকা—তম্ অধিবাসার্থনির্ম্মিতং মণ্ডপম্ ॥২০৮॥

কুম্ভং তং পৃষ্ঠতো নীত্বা কুম্ভমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
ব্রীহীন্ সংস্কৃত্য সর্ব্বাংস্তু কুম্ভং তত্রোপরি ন্যসেৎ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—ঐ কুম্ভকে পশ্চাদ্ভাগে লইয়া আচার্য্য কুম্ভমন্ত্রে ব্রীহিসমূহকে সংস্কার করিয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে ॥ ২০৯ ॥

পুনঃ সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুং কলসেষু সমাহিতঃ।
বস্ত্রযুগ্মেন কলসমেকেন করকাং বুধঃ।
ছাদয়িত্বা ততো গৃহ্য করণীং মণ্ডলীং নয়েৎ ॥২১০॥

অনুবাদ—পুনরায় ধ্যানযোগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কলস সমূহে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিবে, বস্ত্রদ্বয় দ্বারা কলসকে, একটি বস্ত্রদ্বারা করকাকে আচ্ছাদন করিয়া লইয়া কার্য্যস্থান মণ্ডলীতে যাইবেন ॥ ২১০ ॥

চতুরস্রং চতুর্দ্দ্বারং চক্রাব্জং ষোড়শারকম্ ।
পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন দ্বাদশারমথাপি বা ॥ ২১১ ॥
বেদ্যামেবং লিখিত্বা চ মণ্ডপে পূর্ব্বদক্ষিণে ।
চতুর্হস্তং চতুষ্কোণং মধ্যে পঙ্কজভূষিতম্ ।
চতুর্দ্বারং তু চূর্ণেন স্বস্তিকং মণ্ডলং লিখেৎ ॥২১২॥

অনুবাদ—সমচতুষ্কোণ চতুর্দ্দ্বার মধ্যে ষোড়শ-দলপদ্ম বাহিরে ষোড়শার চক্র অথবা দ্বাদশার চক্র পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা বেদীমধ্যে লিখিয়া মণ্ডপে পূর্ব্ব দক্ষিণে চতুর্হস্ত চতুষ্কোণ মধ্যে পদ্ম চিহ্নিত, চতুর্দ্বারে চূর্ণদ্বারা স্বস্তিক মণ্ডল লিখিবে ॥ ২১১-২১২ ॥

টীকা—চক্রাব্জসংজ্ঞং মণ্ডপম্, তচ্চ ষোড়শারং দ্বাদশারং বা চক্রমষ্টদলপদ্মগর্ভং তদ্বহিশ্চতুরস্রঞ্চতু-র্দ্বারং লিখেদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১১ ॥

তস্যোর্দ্ধে ন্যস্য পর্য্যঙ্কং কুশান্ সংস্তারয়েত্ততঃ ।
যোগে যোগেতি মন্ত্রেণ গন্ধতোয়েন প্রোক্ষয়েৎ ॥২১৩

অনুবাদ—তাহার উপর পালঙ্ক রাখিয়া কুশসমূহ বিছাইয়া দিবে। অনন্তর 'যোগে যোগে' এই মন্ত্র-দ্বারা চন্দন জল দ্বারা ছিটা দিবে ॥ ২১৩ ॥

তূলিকাং বিন্যসেত্তত্র দিব্যপট্টাংশুকান্বিতাম্ ।
উপাধানদ্বয়ং কৃত্বা পার্শ্বে গেণ্ডুকমেব চ ।
কপোলধারণং কৃত্বা কুর্য্যাদূর্দ্ধ্বং বিতানকম্ ॥২১৪॥

অনুবাদ—পালঙ্কের উপর উত্তম পাটের তোষক পাতিয়া বালিশ দুইটি দিয়া পার্শ্বে খেলার বল ও গণ্ড-দেশ ধারণ বালিশ দিয়া উপরে চাঁদোয়া দিবে ॥২১৪॥

পুষ্পমালাপরিক্ষিপ্তং মুক্তাহারোপশোভিতম্ ।
কুর্য্যাৎ পুষ্পগৃহং হৃদ্যং মলয়াগুরুধূপিতম্ ॥২১৫॥

অনুবাদ—মধ্যে মধ্যে পুষ্পমালা, মুক্তাহার দ্বারা পরিশোভিত মনোরম পুষ্প গৃহ করিয়া মলয়চন্দন, অগুরু, ধূপ দ্বারা বাসিত করিবে ॥ ২১৫ ॥

বিদ্যাধিপাংশ্চ সংপূজ্যাঃ শক্ত্যা দিক্ষু বিদিক্ষু চ ।
বিষ্ণুর্মধুনিহা চৈব তথৈব চ ত্রিবিক্রমঃ ॥
বামনশ্চাপি দিক্ষেতে পূর্ব্বাদ্যাসু ব্যবস্থিতাঃ ॥২১৬॥

অনুবাদ—সমর্থ হইলে চতুর্দ্দিকে ও চতুষ্কোণে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণকে পূজা করিবে। বিষ্ণু, মধু-সূদন, ত্রিবিক্রম, বামনদেবকে ক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে স্থাপন করিবে ॥ ২১৬ ॥

শ্রীধরঃ শ্রীহৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্তথৈব চ ।
দামোদরশ্চ সম্পূজ্য আগ্নেয়াদিব্যবস্থিতাঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীধর, শ্রীহৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর—ক্রমে অগ্নিকোণাদি চতুষ্কোণে স্থাপন ও পূজন করিবেন ॥ ২১৭ ॥

এবমর্চ্য ততঃ পশ্চাদৈশান্যাং স্নানমণ্ডপে ।
চতুঃস্তম্ভযুতে রম্যে তন্মধ্যে বেদিকা শুভা ॥২১৮॥
চতুরস্রা চতুর্দ্দিক্ষু জলনির্গমনান্বিতা ।
ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবং পীঠং মধ্যে তত্র নিবেশয়েৎ ॥২১৯॥

অনুবাদ—এইভাবে অর্চ্চন করিয়া তৎপরে ঈশান কোণে স্নানমণ্ডপে চতুস্তম্ভ যুক্ত মনোরম সমচতুষ্কোণ চতুর্দ্দিকে জল নির্গম পথ যুক্ত বেদিকা মধ্যে পবিত্র ক্ষীরিবৃক্ষ কাষ্ঠনির্ম্মিত পীঠ তার মধ্যে সন্নিবেশ করিবে ॥ ২১৯ ॥

টীকা—তস্য স্নানমণ্ডপস্য মধ্যে বা বেদিকাস্তি, তত্র তস্যাং পীঠং নিবেশয়েৎ ॥ ২১৮-২১৯ ॥

অথ কলসাধিবাসনম্

তত্রৈব—
স্নানদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সমানীয় বিচক্ষণঃ ।
নিক্ষিপ্য স্নানকুম্ভেষু কুম্ভাংস্তানধিবাসয়েৎ ॥২২০॥

অনুবাদ—অনন্তর কলসাধিবাসন, উক্ত গ্রন্থেই—বিচক্ষণ ব্যক্তি স্নানদ্রব্য সকল আনয়ন করিয়া স্নান-কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া ঐ কুম্ভগুলিকে অধিবাসিত করিবেন ॥ ২২০ ॥

টীকা—কলসাধিবাসনাদিকং মৎস্যাণ্ডবিষ্যানুক্ত-মপি ভগবতা শ্রীহয়শীর্ষেণোক্তত্বাদুপযুক্ততয়া তত্র লিখ্যতে—স্নানেত্যাদিনা। 'শান্তকুম্ভময়ান্' ইত্যাদিনা কুম্ভলক্ষণং চোক্তমেবাস্তি সিদ্ধদ্রব্যাণি চাগ্রে স্বয়মেব বক্তব্যানি বটোড়ুম্বরে ন্যসেদিত্যাদিনা ॥ ২২০ ॥

———

রত্নানি চ চতুর্দ্দিক্ষু সিদ্ধদ্রব্যান্বিতাঃ শুভাঃ।
কলসাঃ স্থাপনীয়াস্তু অভিষেকার্থমাদরাৎ ॥২২১॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে রত্নগর্ভ সিদ্ধদ্রব্য যুক্ত মঙ্গল-কলসসমূহ অভিষেকের জন্য সাদরে স্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ২২১ ॥

———

বটোড়ুম্বর কাশ্বত্থ-চম্পকাশোক-শ্রীদ্রুমান্।
পলাশার্জ্জুনপ্লক্ষাংশ্চ কদম্ববকুলাম্রজান্।
পল্লবাংস্তু সমানীয় পূর্ব্বকুম্ভে বিনিক্ষিপেৎ ॥২২২॥

অনুবাদ—পূর্ব্বকুম্ভে—বট, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, চম্পক, অশোক, বিল্ব, পলাশ, অর্জ্জুন, পাকুড়, কদম্ব, বকুল ও আম্রজাত পল্লবসমূহ আনিয়া নিক্ষেপ করিবে ॥ ২২২ ॥

———

পদ্মকং রোচনাং দূর্ব্বাং দর্ভপিঞ্জলমেব চ।
জাতিপুষ্পং কুন্দপুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
তমালং তগরঞ্চৈব বঞ্জুলং দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥২২৩॥

অনুবাদ—দক্ষিণ কুম্ভে—পদ্মক, রোচনা দুর্ব্বা, কুশগুচ্ছ, জাতিপুষ্প, কুন্দপুষ্প, চন্দন, রক্তচন্দন, তমাল, তগর ও বেত শাখা বিন্যাস করিবে ॥২২৩॥

———

সুবর্ণং রজতং চৈব কূলদ্বয়মৃদং তথা।
নদ্যাঃ সমুদ্রগামিন্যা বিশেষাজ্জাহ্নবীজলম্।
গোময়ঞ্চ যবান্ শালীন্ তিলাংশ্চৈব পরে ন্যসেৎ ॥২২৪

অনুবাদ—পশ্চিমকুম্ভে—সুবর্ণ, রৌপ্য, নদীর উভয়কুলের মৃত্তিকা, সমুদ্রগামিনী গঙ্গাজল, গোময়, যব, শালীধান্য তিল নিক্ষেপ করিবে ॥ ২২৪ ॥

টীকা—পরে পশ্চিমকুম্ভে ॥ ২২৪ ॥

———

বিষ্ণুপর্ণাং শ্যামলতাং ভৃঙ্গরাজং শতাবরীম্।
গুড়ূচীং সহদেবীঞ্চ বিন্যসেচ্চ মহৌষধীঃ ॥২২৫॥

অনুবাদ—উত্তর কুম্ভে—অপরাজিতা, শ্যামালতা, ভৃঙ্গরাজ, শতমূল, গুলঞ্চ, সহদেবী ও মহৌষধ বিন্যাস করিবে ॥ ২২৫ ॥

টীকা—বিষ্ণুপর্ণ্যাদ্যাশ্চোত্তরে ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২৫ ॥

———

ফলান্যুদকযুক্তানি আগ্নেয়্যাং বিন্যসেদ্ঘটে।
পঞ্চগব্যন্তু নৈঋর্ত্যাং কুম্ভে কৃত্বাভিমন্ত্রিতম্ ॥২২৬॥

অনুবাদ—অগ্নিকোণে—জলযুক্ত ফল, ডাব, আম্র-রস ঘটে ইত্যাদি দিবে। নৈঋর্ত কোণে—মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য ঘটে দিবে ॥ ২২৬ ॥

টীকা—ফলানি বদরাদীণি আম্ররসাদীনি বা ॥২২৬

———

বটাশ্বত্থপলাশানাং বিল্বস্যোড়ুম্বরস্য চ।
কষায়োদকসংযুক্তং বায়ব্যাং কলসং ন্যসেৎ ॥২২৭

অনুবাদ—বায়ুকোণে—বট, অশ্বত্থ, পলাশ, বিল্ব, উড়ুম্বর বাকছালের কষায় জল কলসে দিবে ॥২২৭॥

———

কুমারীমমৃতাঞ্চৈব শতমূলীং শতাবরীম্।
সহদেবীং বচাং সিংহীং বলাং ব্রাহ্মীং সুলক্ষণাম্।
ঐশান্যামপরে কুম্ভে মঙ্গলাখ্যে নিবেশয়েৎ ॥২২৮॥

অনুবাদ—ঈশান কোণে—মঙ্গল কলসে ঘৃতকুমারী, গুলঞ্চ, শতমূলী, শতাবরী, সহদেবী, বচ, বাসক, বলা ও সুলক্ষণা ব্রাহ্মী দিবে ॥ ২২৮ ॥

———

বল্মীকমৃত্তিকাং সপ্তস্থানোত্থামপরে ন্যসেৎ।
জাহ্নবীবালুকাতোয়ং বিন্যসেদপরে ঘটে ॥২২৯॥

বরাহ-বৃষনাগেন্দ্র-বিষাণোদ্ধৃতমৃত্তিকাম্ ।
কুলদ্বয়মৃদং নদ্যাং বিন্যসেদপরে ঘটে ॥ ২৩০ ॥
মৃত্তিকাং পদ্মমূলস্য কুশস্যাপ্যপরে ঘটে ।
তীর্থপর্ব্বতমৃত্তিস্তু যুক্তমপ্যপরে ঘটে ॥ ২৩১ ॥
নাগকেশরপুষ্পঞ্চ কাশ্মীরমপরে ঘটে ।
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ পূরিতং চাপরং ন্যসেৎ ॥২৩২॥

অনুবাদ—অন্য নবঘটে (১) সপ্তস্থানে জাত বল্মীকমৃত্তিকা বিন্যাস করিবে। (২) জাহ্নবী-বালুকা যুক্ত জল, (৩) বরাহ বৃষ, নাগেন্দ্র কর্ত্তৃক শৃঙ্গোত্তলিত মৃত্তিকা, নদীকূলদ্বয়ের মৃত্তিকা (৪) পদ্মমূল মৃত্তিকা, কুশমূল মৃত্তিকা। (৫) তীর্থ মৃত্তিকা, পর্ব্বত মৃত্তিকা। (৬) নাগকেশর পুষ্প, কুঙ্কুম অন্য ঘটে। (৭) চন্দন, অগুরু ও কর্পূর অন্য ঘটে ॥ ২২৯-২৩২ ॥

———

বৈদূর্য্যং বিদ্রুমং মুক্তাং স্ফাটিকং বজ্রমেব চ ।
এতান্যেকত্র নিক্ষিপ্ত্য স্থাপয়েদ্দেবসত্তম ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—(৮) হে দেবসত্তম ! বৈদুর্য্যমণি, বিদ্রুম, মুক্তা, স্ফাটিক ও হীরক—এই সকল একঘটে, স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—একত্র একস্মিন্ ঘটে ॥ ২৩৩ ॥

———

নদীনদতড়াগানাং সলিলৈরপরং ন্যসেৎ ।
একাশীতিপদে চান্যান্ মণ্ডপে কলসান্ন্যসেৎ ॥২৩৪

অনুবাদ—(৯) নদীজল, নদজল, পদ্ম পুষ্করিণী জল অন্য ঘটে দিবে। মণ্ডলমধ্যে একাশীতি পদে অন্য কলসগুলি স্থাপন করিবে ॥ ২৩৪ ॥

———

পূরিতান্ গন্ধতোয়েন ধান্যাস্তাংস্তাংস্তু মন্ত্রয়েৎ ।
শ্রীসূক্তেন সমস্তেন সর্ব্বানেব সকৃৎ সকৃৎ ॥২৩৫॥

অনুবাদ—ধান্যের উপর স্থাপিত অন্য ১০৮ ঘট চন্দন, গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া শ্রীসূক্ত দ্বারা মিলিতভাবে এক একবার মন্ত্রিত করিবে ॥ ২৩৫ ॥

———

অর্ঘার্ঘ্যদ্রব্যাদিস্থাপনম্

তত্রৈব—

কলসানধিবাস্যৈবমর্ঘ্যাদীন্ বিনিবেশয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্ঘ্য দ্রব্যাদি স্থাপন, উক্ত গ্রন্থেই—পূর্ব্বোক্ত যথাবিধি কলসসমূহ বিন্যাসের পর অর্ঘ্যাদি পাত্র যথাস্থানে বিন্যাস করিবেন ॥ ২৩৬ ॥

———

যবং সিদ্ধার্থকং গন্ধং কুশাগ্রং চাক্ষতঃ তথা ।
তিলান্ ফলং তথা পুষ্পমর্ঘ্যার্থং পূর্ব্বতোন্যসেৎ ॥২৩৭

অনুবাদ—অর্ঘ্যপাত্রে—যব, শ্বেতসরিষা, চন্দন-ঘষা, কুশাগ্র, আতপতণ্ডুল, তিল, ফল ও পুষ্প অর্ঘ্য-দানের জন্য পূর্ব্বভাগে বিন্যাস করিবে ॥ ২৩৭ ॥

———

পদ্মং শ্যামলতাং দূর্ব্বাং বিষ্ণুপর্ণীং তথা কুশান্ ।
পাদ্যার্থং দক্ষিণে ভাগে স্থাপয়েদ্দেশিকোত্তমঃ ॥২৩৮

অনুবাদ—পাদ্য পাত্রে—পদ্ম, শ্যামলতা, দূর্ব্বা, অপরাজিতা, কুশ এই সকল দ্রব্য উত্তম আচার্য্য দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৮ ॥

———

স্থাপয়েৎ পশ্চিমে ভাগে মধুপর্কং সুসংবৃতম্ ।
কক্কোলকং লবঙ্গঞ্চ তথা জাতীফলং শুভম্ ।
উত্তরে স্থাপয়েদ্ভাগে দ্রব্যমাচমনায় তু ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—মধুপর্ক পাত্র পশ্চিমভাগে উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখিবেন। আচমন পাত্রে—কক্কোল, লবঙ্গ, পবিত্র জায়ফল, আচমন দ্রব্য উত্তরভাগে স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৯ ॥

———

আগ্নেয্যাং স্থাপয়েৎ পাত্রং পূর্ণং দূর্ব্বাক্ষতৈর্বুধঃ ।
নীরাজনার্থং দেবেশ দেবদেবস্য সর্ব্বদা ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—নীরাজন পাত্র—হে দেবেশ ! দেব-দেবের নীরাজনের জন্য সর্ব্বদা দূর্ব্বা ও অক্ষত দ্বারা পূর্ণপাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি অগ্নিকোণে স্থাপন করিবেন ॥ ২৪০ ॥

———

নৈর্ঋত্যামুদকং গন্ধযুক্তং স্নানায় বিন্যসেৎ।
উদ্বর্ত্তনায় বায়ব্যাং গন্ধপিষ্টং নিবেশয়েৎ ॥২৪১॥

অনুবাদ—নৈর্ঋত কোণে গন্ধ চন্দনযুক্ত জল স্নানের জন্য স্থাপন করিবেন। উদ্বর্ত্তনের জন্য গন্ধ-বাটা বায়ু কোণে স্থাপন করিবেন ॥ ২৪১ ॥

ন্যসেদামলকং পাত্রে মুরামাংসীযুতং শুভম্।
সহদেবীং সদাভদ্রাং কুশাগ্রাং রজনীং তথা ॥২৪২॥

অনুবাদ—আবাটা—একটি পাত্রে আমলকী, মুরা, মাংসী, জটামাংসী, সহদেবী, সদাভদ্রা, কুশাগ্র ও হরিদ্রা রাখিবেন ॥ ২৪২ ॥

ঐশান্যাং বিন্যসেৎ পাত্রে শিরীষং সূর্য্যবর্ণিনীম্।
নির্ম্মঞ্ছনায় দেবস্য স্থাপকঃ সুসমাহিতঃ ॥২৪৩॥

অনুবাদ—ঈশান কোণে—শ্রীবিগ্রহের নিমঞ্ছনের জন্য একপাত্রে সূর্য্যবর্ণী, শিরীষ পুষ্প ঈশান কোণে স্থাপক সাবধানে বিন্যাস করিবেন ॥ ২৪৩ ॥

অষ্টৌ দিক্ষু ন্যসেদ্বিদ্বান্ লৌহযষ্টিপ্রদীপকান্ ॥২৪৪

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি অষ্টদিকে সদাঁড় প্রদীপ সমূহ বিন্যাস করিবেন ॥ ২৪৪ ॥

শঙ্খং চক্রঞ্চ শ্রীবৎসং কৌস্তুভং পঙ্কজাদিকম্।
হেমাদিপাত্রে কৃত্বাথ গোময়েনাথ বা পুনঃ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—শঙ্খ, চক্র, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, পদ্ম আদিকে স্বর্ণপাত্রে বা অন্য পাত্রে গোময়লিপ্ত স্থানে রাখিবে ॥ ২৪৫ ॥

নীরাজনায় দেবস্য তথা বৈ পুষ্পজাতয়ঃ।
স্থাপনীয়াস্তথা চান্যে মাঙ্গল্যাঃ স্নানচোদিতাঃ ॥২৪৬॥

অনুবাদ—শ্রীবিগ্রহের নীরাজনের জন্য পুষ্পসমূহ এবং স্নান-প্রসঙ্গে অন্যান্য মঙ্গলদ্রব্যসমূহ যথাস্থানে স্থাপন করিবে ॥ ২৪৬ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্নানমণ্ডপে প্রবেশনম্

শিল্পিশালাং ততো গত্বা গীতবাদ্যাদিনিস্বনৈঃ।
আনয়েদ্ভগবন্মূর্ত্তিং সহ পিণ্ডিকয়া ততঃ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবিগ্রহের স্নান মণ্ডপে প্রবেশ—অনন্তর গীতবাদ্যাদি ধ্বনিসহ শিল্পিশালায় গিয়া পিণ্ডিকার সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিকে আনয়ন করিবে ॥ ২৪৭ ॥

টীকা—ততঃ শিল্পিশালাতঃ শ্রীমূর্ত্তি পিণ্ডকাসহিতা-মানয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥

অথ বিংশতিকুম্ভাদ্ভিঃ স্নানমণ্ডপতো বহিঃ।
স্নাপয়িত্বা পরীক্ষেত শ্রীমূর্ত্তিং তাং বিচক্ষণঃ ॥২৪৮॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নানমণ্ডপের বাহিরে বিংশ কুম্ভজল দ্বারা স্নান করাইয়া ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে বিচক্ষণ ব্যক্তি পরীক্ষা করিবেন ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—বিংশতিকুম্ভজলেন স্নানমণ্ডপাদ্বহিঃ স্নাপয়ি-ত্বেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতং লিখিতম্ ॥ ২৪৮ ॥

অথবা শিল্পিশালায়াং স্নাপয়িত্বা যথাবিধি।
প্রবেশয়েৎ পিণ্ডিকায়াং তাং বিপ্রৈঃ স্নানমণ্ডপম্ ॥২৪৯

অনুবাদ—অথবা শিল্পিশালাতেই যথাবিধি স্নান করাইয়া ঐ মূর্ত্তিকে পিণ্ডিকা সহ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্নান মণ্ডপে প্রবেশ করাইবেন ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষভগবন্মতং—লিখতি অথবেতি। তচ্চাগ্রে তদ্বচনতো ব্যক্তং ভাবি, বিপ্রৈঃ কৃত্বা তাং ভগ-বন্মূর্ত্তিং পিণ্ডিকাসহিতাং স্নানমণ্ডপং প্রবেশয়েৎ ॥২৪৯॥

তথা চ ভবিষ্যে—

আচার্য্যো মূর্ত্তিপৈশ্চৈব ঋত্বিগ্ভিঃ সহ সংযুতৈঃ।
বিষ্ণুব্রতধরৈঃ শান্তৈঃ বিষ্ণুশাস্ত্রানুরঞ্জিতৈঃ ॥২৫০॥
অলোলুপৈরহীনাঙ্গৈরার্য্যদেশসমুদ্ভবৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিপরৈর্ধীরৈর্বিপ্রৈর্ভাগবতৈঃ সহ ॥ ২৫১ ॥
দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ ষোড়শভিঃ অষ্টাভির্বা ক্রমেণ তু।
আনয়িত্বা তু দেবেশং স্থাপয়েৎ স্নানমণ্ডপে ॥২৫২॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণে—আচার্য্য মূর্ত্তি-রক্ষকগণ সহ, ঋত্বিকগণ সহ মিলিত হইয়া বিষ্ণুব্রত-ধর, শান্ত, বিষ্ণুশাস্ত্রে অনুরক্ত, নির্লোভী, অহীনাঙ্গ, আর্য্য দেশজাত বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ, ধীর, বেদজ্ঞ ভক্ত-বৃন্দসহ ক্রমে বত্রিশ, ষোড়শ, অষ্টজন বলবান ব্যক্তি সহ শ্রীবিষ্ণুকে স্নানমণ্ডপে আনাইয়া স্থাপন করিবেন ॥ ২৫১-২৫২ ॥

টীকা —অষ্টাভিস্তিত্যত্র তু-শব্দো বার্থে। ততশ্চ বিকল্পো মুখ্যকল্পাশক্তাবল্পসংখ্যব্রাহ্মণবরণানুসারেণ শ্রীমূর্ত্ত্যনুসারেণ বা জ্ঞেয়ঃ। ক্রমেণানীয়, ন তু হঠা-দেকদৈব বেগেনেত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

অত্র সংজ্বালয়েদ্বহ্নিং বৈষ্ণবং বিধিনা গুরুঃ।
ঐশান্যাং গুরুকুণ্ডে তু প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা ॥২৫৩

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেব ঈশান কোণে গুরুকুণ্ডে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া বিধিবৎ বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—বৈষ্ণবং মণ্ডপং মধ্যে শয্যায়াং শ্রীবিষ্ণু-সংজ্ঞ্যোঃ সঙ্গমাদ্রেতোরূপোঽগ্নিরুদ্ভূত ইতি ভাবনয়া জনিতো যস্তং, এতদ্বিশেষশ্চ দীক্ষাবিধৌ পূর্ব্বং লিখি-তোঽস্তি। প্রাঙ্মুখো উদঙ্মুখো বা, বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২৫৩ ॥

———

তত্রৈব হোময়েদ্বিষ্ণুং গায়ত্র্যা ঘৃতমাদরাৎ।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতবিধিনা সুধীঃ ॥২৫৪॥

অনুবাদ—ঐ কুণ্ডে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে গায়ত্রীমন্ত্রে সাম্পাতবিধি অনুসারে সাদরে অষ্টোত্তরশত ঘৃত আহুতি দিবেন ॥ ২৫৪ ॥

———

সম্পাতাজ্যেন কলসান্ প্রোক্ষ্য দেশিকসত্তমঃ।
লিপ্তায়াং কারুশালায়ামুপতিষ্ঠেত সংযতঃ ॥২৫৫॥

অনুবাদ—আচার্য্য সত্তম ঘৃত সম্পাত দ্বারা কলস সকল প্রোক্ষণ করিয়া গোময়দ্বারা লিপ্ত শিল্পিশালাতে সংযত হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—কারুঃ—শিল্পী ॥ ২৫৫ ॥

———

ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং মূর্ত্তিপৈঃ শিল্পিভিঃ সহ।
মহতা ব্রাহ্মঘোষেণ সহায়ৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ২৫৬ ॥
কাহলশঙ্খশব্দৈশ্চ ভেরীমুরজনিস্বনৈঃ।
বীণাবেণুস্বনৈর্হৃদ্যাদিব্যযন্ত্রস্বনৈস্তথা।
আচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা কুর্য্যাৎ কৌতুকবন্ধনম্ ॥২৫৭

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবগণের সহিত মূর্ত্তিরক্ষক ও শিল্পিগণ সহ এবং অতিশয় বলবান্ সহায়কারী-গণকে লইয়া মহাবেদধ্বনি সহ কাহল, শঙ্খ, ভেরী, মুরজ, বীণা, বেণুধ্বনি এবং হৃদয়গ্রাহী উত্তম যন্ত্রধ্বনি সহ আচার্য্য পূর্ব্বমুখ হইয়া কৌতুক মঙ্গলরক্ষা সূত্র বন্ধন করিবেন ॥ ২৫৬-২৫৭ ॥

টীকা—কৌতুকং—মঙ্গলসূত্রম্ ॥ ২৫৭ ॥

———

বৈষ্ণবে সিপিবিষ্টেতি গৌরসিদ্ধার্থকেন তু।
ঊর্ণাময়েন সূত্রেণ নিম্বদূর্ব্বান্বিতেন চ।
দুকূলবস্ত্রৈর্বদ্ধা তু দক্ষিণে বধীয়াৎ করে ॥ ২৫৮ ॥
দেশিকস্যাপি কর্ত্তব্যং করে কৌতুকবন্ধনম্ ॥২৫৯॥

অনুবাদ—'বৈষ্ণবে সিপিবিষ্ট' এইমন্ত্রে শ্বেত-সর্ষপ, নিম্ব, দূর্ব্বাযুক্ত পট্টবস্ত্রে ঊর্ণাময় সূত্রে বাঁধিয়া দক্ষিণ হস্তে বাঁধিবেন। আচার্য্যের হস্তেও কৌতুক বন্ধন কর্ত্তব্য ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

———

ততো বিকল্প্য দেবাস্ত্রং তণ্ডুলৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ।
তন্মধ্যে প্রতিমাং স্থাপ্য স্নাপ্য চৈব যথাবিধি ॥২৬০॥
বস্ত্রযুগ্মেন সংছাদ্য পূজ্য গন্ধাদিনা তু তাম্।
চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজয়েন্মঙ্গলান্বিতাম্ ॥ ২৬১ ॥
এরকায়াং নিবেশ্যাথ প্রতিমাং সংস্তবেত্ততঃ ॥২৬২॥

অনুবাদ—অনন্তর তণ্ডুল ও পঞ্চরঙ্গের গুঁড়ি দ্বারা সুদর্শনাস্ত্র রচনা করিয়া তাহার উপর প্রতিমাকে স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করাইয়া বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা প্রতিমাকে পূজা করিয়া পবিত্র মঙ্গলযুক্ত চামর ও তালবৃন্তের পাখা দ্বারা ব্যজন করিবে এবং এরকা (হোগলা) তৃণের শয্যার উপর প্রতিমাকে রাখিয়া স্তব করিবেন ॥২৬০-২৬২ ॥

টীকা—দেবাস্ত্রং চক্রং, বিকল্প্য বিরচয্য ॥ ২৬০ ॥

টীকা—মঙ্গলানি দধিদূর্ব্বাদীনি তৈরন্বিতাং, তানি নিবেদ্যেত্যর্থঃ। তথা চ মাৎস্যে—'মঙ্গলানি নিবেদ্যানি' ইত্যাদি তচ্চাগ্রে মাঙ্গল্যে লেখম্। মঙ্গলান্বিতমিতি ক্লীবৈকবচনান্তপাঠোঽপি, ততশ্চ ক্রিয়াবিশেষণম্, অর্থশ্চ স এব ॥ ২৬১ ॥

টীকা—এরকা তৃণবিশেষঃ, তন্ময়াস্তরণে শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়িত্বা সম্যক্ স্তবেৎ স্তবীত ॥ ২৬২ ॥

অথ তত্র স্তবঃ

নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২৬৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিমা স্তব—হে অর্চ্চে! হে সুরেশানি! বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিতে! আপনাকে প্রণাম। অখিল জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছেন, হে জগদ্ধাত্রি! আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ২৬৩ ॥

ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশং নারায়ণমনাময়ম্।
রহিতা শিল্পিদোষৈস্তমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব।
এবং বিজ্ঞাপ্য প্রতিমাং নয়েত্তাং স্নানমণ্ডপম্ ॥ ইতি ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—নির্ম্মল পরমেশ্বর নারায়ণকে আপনাতেই পূজা করিতেছি। শিল্পিদোষ রহিত হইয়া আপনি সর্ব্বদা ঋদ্ধিযুক্তা হউন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ঐ প্রতিমাকে স্নানমণ্ডপে লইয়া যাইবেন ॥২৬৪

টীকা—স্তুতিমেবাহ—নমস্ত ইতি দ্বাভ্যাম্। প্রকর্ষেণ ভাবিতস্য স্বয়মেবোৎপাদিতস্য অশেষজগতো ধাত্রি ধারণ-পোষণকর্ত্রি। যদ্বা, প্রভাবিতং প্রভাবযুক্তং কৃতমশেষং যয়া সা চাসৌ জগদ্ধাত্রী চ, তৎসম্বোধনম্ ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

অথ শিল্পিপরিতোষণম্

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ত্ত্যাবির্বিধাপ্লিনঃ।
শিল্পিনোঽভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্বাক্যৈশ্চ তোষয়েৎ ॥২৬৫

অনুবাদ—অনন্তর শিল্পি তোষণ—অতঃপর সপরিবারে শ্রীমূর্ত্তি আবির্ভাবকারী শিল্পিগণকে বিবিধ দ্রব্য ও মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করিবেন ॥ ২৬৫ ॥

টীকা—বাক্যৈশ্চ পশ্চাৎ বিবিধৈঃ ক্ষমধ্বমিত্যাদিরূপৈঃ ॥ ২৬৫ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—
ততো বিষ্ণুং সমানীয় সুধৌতং সুপরীক্ষিতম্।
শিল্পিনঃ পূজয়েৎ পশ্চাদ্ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
অন্যে চ পূজনীয়াশ্চ যে চাত্র পরিচারকাঃ ॥২৬৬॥

অনুবাদ—সেইরূপই ভবিষ্যপুরাণে—অনন্তর সুধৌত সুপরীক্ষিত বিষ্ণুকে স্নানমণ্ডপে আনিয়া পরে বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দ্বারা শিল্পিগণকে সম্মান করিবেন। অন্য যাহারা পরিচারক এখানে ছিলেন তাহাদিগকেও পূজা সম্মান করিবেন ॥ ২৬৬ ॥

মাৎস্যে—
আনীয় লিঙ্গমর্চ্চাং বা শিল্পিনঃ পূজয়েদ্বুধঃ।
বস্ত্রাভরণরত্নৈশ্চ যে চ তৎপরিচারকাঃ।
ক্ষমধ্বমিতি তান্ ব্রূয়াদ্যজমানো হ্যতঃপরম্ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—স্নানমণ্ডপে লিঙ্গ বা অর্চ্চামূর্ত্তিকে আনিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিল্পিগণকে এবং যাহারা তাহাদের পরিচারক ছিল, তাহাদিগকে বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্নাদিদ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর যজমান তাহাদের প্রত্যেককে 'ক্ষমা কর' এইরূপ বলিবে ॥ ২৬৭ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
পূজয়িত্বা তু প্রতিমাং শিল্পিনং তোষয়েত্ততঃ।
গন্ধপুষ্পাদিভির্বিপ্রং তোষয়েৎ কটকাদিভিঃ ॥২৬৮॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—প্রতিমাকে পূজা করিয়া শিল্পিকে সন্তুষ্ট করিবে। গন্ধপুষ্পাদি ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিবেন ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—পূজয়িত্বেতি শিল্পিশালায়াং পূজানন্তরমেব শিল্পিতোষণমভিপ্রেতম্ ॥ ২৬৮ ॥

সর্ব্বেঽথ কর্ম্মিণস্তস্যান্তস্মিন্ কালে পৃথক্ পৃথক্ ।
ক্ষমাপয়ীত তান্ সর্ব্বান্ প্রিয়প্রশ্নেন সর্ব্বথা ॥ ইতি ॥
॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ কালে যাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ মধুর বাক্যে প্রিয় প্রশ্ন দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ॥ ২৬৯ ॥

———

অথ স্নপনম্

কুশাদ্যাস্তরণে ন্যস্য পীঠে বা স্নাপয়েত্ততঃ ।
দিব্যবাদ্যাদিনা পঞ্চকাষায়সলিলাদিভিঃ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিমার স্নপন—কুশাদির বিছানায় রাখিয়া বা পীড়িতে বসাইয়া দিব্য বাদ্যাদি-সহ পঞ্চকষায় জল দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ২৭০ ॥

টীকা—কুশৈঃ, আদি-শব্দাৎ কোমলবংশদলাদি-ভির্যদাস্তরণং শয্যাবিশেষস্তস্মিন্ ন্যস্য শ্রীমূর্ত্তিম্ । এতচ্চ 'প্রাগগ্রৈর্দর্ভবংশৈস্ত রাজন্ দিব্যজলৈঃ শুভৈঃ' ইত্যাদিনাধিবাসনমণ্ডপান্তর্যৎ শয্যাবিরচনং ভবিষ্যো-ক্তং, তদনুসারেণ কেষাঞ্চিচ্ছিষ্টানাং সম্মতং লিখি-তম্ । ভদ্রপীঠে বেতি চ হয়শীর্ষোক্তানুসারেণ । অত্র চ যথাস্বসম্প্রদায়মেব ব্যবহর্ত্তব্যম্, এবমন্যত্রাপ্যুহ্যম্ । দিব্যেন বাদ্যেন, আদি-শব্দাদ্গীতেন নৃত্যেন বেদঘোষ-নামসংকীর্ত্তনাদিনা চ । পঞ্চকষায়াশ্চ বটাশ্বত্থপলাশ-বিল্বোড়ুম্বরাস্তৈঃ সংস্কৃতজলেন । আদি-শব্দাৎ পঞ্চ-গব্যাদি । এতচ্চাগ্রে ব্যক্তমেব ভাবি ॥ ২৭০ ॥

———

তথা চ ভবিষ্যে—

স্নপনং দু ততঃ কার্য্যং দিব্যমঙ্গলনাদিতম্ ।
যথানুরূপৈর্বিবিধৈর্বাদিত্রনিনদৈঃ শুভৈঃ ।
কাষায়ৈঃ পঞ্চগব্যৈশ্চ তীর্থবল্মীকমৃজ্জলৈঃ ॥২৭১॥

অনুবাদ—ঐ রূপই ভবিষ্যপুরাণে—অনন্তর দিব্য মঙ্গলধ্বনি সহ, যথাযথ মঙ্গল বিবিধ গীত, বাদ্য, নৃত্য, মঙ্গলধ্বনি সহ, পঞ্চ কষায় জল, পঞ্চগব্য, তীর্থবারি, বল্মীক মৃত্তিকা, জল দ্বারা, স্নান করাইতে হইবে ॥ ২৭১ ॥

টীকা—কাষায়ৈ পঞ্চকষায়জলৈঃ, পঞ্চগব্যৈস্তীর্থ-জলৈর্বল্মীকমৃজ্জলৈশ্চেত্যেবং চতুর্ভিঃ ॥ ২৭১ ॥

———

অথ তত্র মন্ত্রাঃ

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাদ্-
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে
যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমঃ ॥ ইতি ॥২৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নানমন্ত্র সমূহ—'সমুদ্র জ্যেষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা ক্রমে স্নান করান হয়—সমুদ্র গর্ভ হইতে যে সলিলের উৎপত্তি, যে দিব্য জল সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে, বরুণদেব যাহাদের রাজা, যে সলিল মধ্যে বরুণদেব ও সোমদেব অধিষ্ঠিত আছেন সেই সলিল দ্বারা স্নান করাইতেছি ॥ ইতি ॥ ॥ ২৭২ ॥

টীকা—সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদিচতুর্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণ স্নপন-মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭২ ॥

———

মাৎস্যে—

ততো লিঙ্গমথার্চ্চাং বা নীত্বা স্নপনমণ্ডপম্ ।
গীতমঙ্গলশব্দেন স্নপনং তত্র কারয়েৎ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—অনন্তর লিঙ্গ বা অর্চ্চা মূর্ত্তিকে স্নানমণ্ডপে লইয়া গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহ স্নান করাইবেন ॥ ২৭৩ ॥

———

পঞ্চগব্যৈঃ কষায়েণ মৃত্তির্ভস্মোদকেন চ ।
শৌচং তত্র প্রকুর্ব্বীত বেদমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ—পঞ্চগব্য দ্বারা, কষায় জল দ্বারা, তীর্থ মৃত্তিকা জল দ্বারা, ভস্মজল দ্বারাও বেদমন্ত্র চতুষ্টয় সহ মণ্ডপে স্নান করাইবে ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চকষায়ৈশ্চ তীর্থাদিমৃদ্ভিঃ ভস্মোদকেন চেত্যেবং চতুর্ভিঃ । সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি-বেদমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ক্রমেণ স্নপনং কারয়েৎ ॥ ২৭৪ ॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

ধ্রিয়মাণ-বিতানেন ব্রহ্মঘোষেণ তাং বুধঃ।
তত্র পীঠে সমারোপ্য ভদ্রং কর্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
স্নাপয়েচ্ছুদ্ধতোয়েন শুদ্ধবত্যা তু দেশিকঃ ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—উপরে চাঁদোয়া ধরিয়া বেদধ্বনি সহ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ প্রতিমাকে স্নান মণ্ডপে আরোপণ করিয়া 'ভদ্রং কর্ণেতি' বেদধ্বনি কীর্ত্তন করিতে করিতে আচার্য্য 'শুদ্ধবতী' মন্ত্রে শুদ্ধ জল দ্বারা স্নান করাইবেন ॥ ২৭৫ ॥

টীকা—শুদ্ধবত্যা মন্ত্রেণ ॥ ২৭৫ ॥

———

স্নাপিতা গন্ধতোয়েন শিল্পিদোষৈর্বিমুচ্যতে।
মন্ত্রৈর্গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চ্য চ্ছাদয়েচ্ছুদ্ধবাসসা ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—পবিত্র সুবাসিত জল দ্বারা স্নান করাইলে শিল্পিদোষসমূহ হইতে মুক্ত হয়, মন্ত্রপূত চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চন করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে ॥ ২৭৬ ॥

———

অথ নেত্রোন্মীলনম্

ততশ্চোন্মীলয়েন্নেত্রে তন্মন্ত্রেণ বিচক্ষণঃ।
তয়োশ্চ জ্যোতিরুৎকীর্য শুভাং দৃষ্টিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নেত্র উন্মীলন—অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি নেত্র উন্মীলন মন্ত্র দ্বারা নেত্রদ্বয়কে উন্মীলিত করিবেন অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের জ্যোতি উৎকীর্ণ করিয়া শুভদৃষ্টি সম্পাদন করিবেন ॥ ২৭৭ ॥

টীকা—উৎকীর্য উজ্জ্বাল্য দৃষ্টিভেদান্ জ্ঞাত্বা দৃষ্টিং শুভাং প্রকল্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৭৭ ॥

———

তথা চ মাৎস্যে—

দেবঃ প্রস্তরণে কৃত্বা নেত্রে জ্যোতিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥২৭৮

অনুবাদ—ঐরূপই মৎস্যপুরাণে—শ্রীবিগ্রহকে প্রস্তরণে করিয়া নয়নদ্বয়ের জ্যোতি প্রস্ফুটিত করিবে ॥ ২৭৮ ॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—

যজমানস্ততো ভক্ত্যা দেশিকং পরিতোষয়েৎ।
কাংস্যদোহাং বস্ত্রকণ্ঠাং তাম্রপৃষ্ঠাং পয়স্বিনীম্ ॥২৭৯
রৌপ্যাঙ্ঘ্রিং স্বর্ণশৃঙ্গীং তাং সুশীলাং তরুণীং শুভাম্।
প্রণম্য বিধিনা ধেনুং দদ্যাদ্বাগভিঃ ক্ষমাপয়েৎ ॥২৮০

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—যজমান ভক্তিপূর্ব্বক আচার্য্যকে পরিতুষ্ট করিবেন। গোদহনের কাংস্য পাত্র, গাভীর কণ্ঠে বস্ত্র, পৃষ্ঠে তাম্রময়, দুগ্ধবতী, রৌপ্যবদ্ধ পদচতুষ্টয়, স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গদ্বয়, এমন সুশীলা তরুণী মঙ্গলা সবৎসা গাভীকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া আচার্য্যকে দান করতঃ মধুরবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন ॥ ২৮০ ॥

———

অবধার্য্য জগচ্ছান্তিং নেত্রে চোন্মীলয়েদ্বুধঃ।
চিত্রং দেবেতি মন্ত্রেণ জ্যোতির্দেবস্য চোৎকিরেৎ ॥২৮১

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি জগতের শান্তি নির্দ্ধারণ করিয়া প্রতিমার নয়নদ্বয়ের সোম্যজ্যোতি 'চিত্রং দেবেতি' মন্ত্রদ্বারা প্রস্ফুটিত করিবেন ॥ ২৮১ ॥

———

অগ্নির্জ্যোতীতিমন্ত্রেণ জ্ঞাত্বা দৃষ্টিং প্রকল্পয়েৎ।
দৃষ্টিভেদাংস্তু সকলান্ বর্ণয়িষ্যে তবোপরি ॥২৮২॥

অনুবাদ—'অগ্নির্জ্যোতি' এইমন্ত্র দ্বারা দৃষ্টিভেদ জানিয়া সৌম্য দৃষ্টি সম্পাদন করিবেন, তোমার নিকট সর্ব্ববিধ দৃষ্টিভেদ বর্ণনা করিব ॥ ২৮২ ॥

———

তথা চ তত্রৈব লেপ্যার্চাস্থাপন প্রসঙ্গে—

চিত্রং দেবেতি-মন্ত্রেণ সৌম্যাং দৃষ্টিং তু কারয়েৎ ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ উক্ত গ্রন্থে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে—'চিত্রং দেবেতি' মন্ত্রদ্বারা সৌম্য দৃষ্টি সম্পাদন করাইবে ॥ ২৮৩ ॥

———

দৃষ্টয়ো বহুধা নাট্যশাস্ত্রেষু পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কিং ত্বত্রোদ্দেশতো বক্ষ্যে দৃষ্টীনাং লক্ষণং দ্বিজ ॥২৮৪

অনুবাদ—হে দ্বিজ! নাট্যশাস্ত্রসমূহে বহুবিধ

দৃষ্টি উল্লিখিত আছে। কিন্তু এস্থলে দৃষ্টি সমূহের লক্ষণ উল্লেখ মাত্র করিব ॥ ২৮৪ ॥

হসিতা ঘূর্ণিতা ক্ষিপ্তা তথান্তর্বেদনাতুরা।
বিদ্বিষ্টা লজ্জিতা ক্রূরা প্রসন্না মদনাতুরা ॥ ২৮৫ ॥
লজ্জিতা কম্পিতা তৃপ্তা দীনান্তর্নিহিতা তথা।
বিশালান্তরবিক্ষিপ্তা ঊর্ধ্বক্ষিপ্তা সুবর্ণিতা ॥ ২৮৬ ॥
পার্শ্বাবলোকনী চাধঃক্ষিপ্তা নাসাগ্রগোচরা।
সমাবলোকিনী ক্রান্তা যোগদৃষ্টিস্তথা শুভা। ২৮৭॥
বীভৎসা করুণালোকা ঈষৎক্ষিপ্তা চ কেকরা।
বিভ্রান্তা লুলিতা চান্তঃকোপহর্ষসমন্বিতা।
এবং জ্ঞাত্বা দৃষ্টিভেদান্ প্রতিমাসু প্রয়োজয়েৎ ॥ইতি ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—হসিতা, ঘূর্ণিতা, ক্ষিপ্তা, অন্তর্বেদনাতুরা, বিদ্বিষ্টা, লজ্জিতা, ক্রূরা, প্রসন্না, মদনাতুরা, লজ্জিতা, কম্পিতা, তৃপ্তা, দীনা, অন্তর্নিহিতা, বিশালা, অন্তর বিক্ষিপ্তা, উর্দ্ধক্ষিপ্তা, সুবর্ণি, পার্শ্বাবলোকিনী, অধঃ-ক্ষিপ্তা, নাসাগ্রগোচরা, সমাবলোকিনী, ক্রান্তা, যোগ-দৃষ্টি, শুভা, বীভৎসা, করুণালোকা, ঈষৎ ক্ষিপ্তা, কেকরা, বিভ্রান্তা, লুলিতা, অন্তঃকোপ, হর্ষ সমন্বিতা —এইরূপ দৃষ্টিভেদ সমূহ জানিয়া প্রতিমা সমূহে যোজনা করিবে ॥ ২৮৫-২৮৮ ॥

টীকা—হসিত-ঘূর্ণিতাদীনামবলোকনভেদেনেষদ-ন্তরভেদঃ কল্পয়িতব্যঃ ॥ ২৮৫ ॥

অথ নেত্রাভ্যঞ্জনম্

তত্রৈব—

ততঃ শুক্লানি পুষ্পাণি ঘৃতসিদ্ধার্থকং তথা।
দূর্ব্বাং কুশাগ্রং দেবস্য দদ্যাচ্ছিরসি দেশিকঃ।
পঠন্ রক্ষোহণং সর্ব্বমন্ত্রমাথর্ব্বণং তথা ॥ ২৮৯ ॥
রৌপ্যং ভাজনমাদায় মধুরত্রয়সংযুতম্।
মধুবাতেতি মন্ত্রেণ মন্ত্রয়িত্বাষ্টধা পুনঃ ॥ ২৯০ ॥
শলাকয়া সুবর্ণস্য নেত্রে চাভ্যঞ্জয়েদ্ গুরুঃ।
হিরণ্যগর্ভমন্ত্রেণ ইমং মে ইতি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নেত্রাভ্যঞ্জন, উক্ত শাস্ত্রে—তৎ-পরে শ্বেতপুষ্প সমূহ, ঘৃত, শ্বেতসর্ষপ, দূর্ব্বা, কুশাগ্র আচার্য্য প্রতিমার মস্তকে দিবেন এবং রাক্ষস নিবারণ মন্ত্রসমূহ ও আথর্ব্বণ মন্ত্রসমূহ পাঠ পূর্ব্বক ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত রৌপ্য পাত্রে মধুবাতেতি মন্ত্রদ্বারা আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সুবর্ণ শলাকাদ্বারা শ্রীগুরুদেব নয়নদ্বয়ে অঞ্জন দিবেন এবং 'হিরণ্য-গর্ভ' মন্ত্রপাঠ করিয়া 'ইমং মে' ইহা কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২৮৯-২৯১ ॥

অথার্ঘ্যার্পণাদি

সমর্প্য চার্ঘ্যং দেবায় যা দিব্যা আপ ইত্যতঃ।
ইন্দ্রাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ সিদ্ধার্থঘৃতপায়সৈঃ ॥২৯২॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্ঘ্য অর্পণাদি—'যা দিব্যা আপ' এইমন্ত্রে ইষ্টদেবকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া সিদ্ধার্থ ঘৃত, পায়স ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে উপহার দিবেন ॥ ২৯২ ॥

তত্র অর্ঘ্যদ্রব্যাণি

মাৎস্যে—

দধ্যক্ষতকুশাগ্রাণি ক্ষীরং দূর্ব্বাং তথা মধু।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাস্তদ্বদষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যং ফলৈঃ সহঃ ॥ ইতি ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—উক্ত অর্ঘ্য দ্রব্যসমূহ, মৎস্যপুরাণে—দধি, অক্ষত, কুশাগ্র, ক্ষীর, দূর্ব্বা, মধু, যব, সিদ্ধার্থ ফল সহ ঐ অষ্টদ্রব্য অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—অক্ষতাশ্চাত্র খণ্ডতণ্ডুলাঃ, ভবিষ্যোক্তার্ঘ্য-দ্রব্যাণি চ পূর্ব্বং নিত্যপূজায়ামর্ঘ্যপ্রসঙ্গে লিখিতানি সন্তি। ভবিষ্য-হয়শীর্ষোক্তার্ঘ্যদ্রব্যভেদশ্চ ফলাদিভেদং কল্পয়িত্বা সোঢ়ব্যঃ, এবমন্যত্রাপি ॥ ২৯৩ ॥

অথ মাঙ্গল্যাচরণামঙ্গলনিবারণঞ্চ

দেবং পুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ধূপয়িত্বা প্রণম্য চ।
পরিধাপ্য চ বস্ত্রে দ্বে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ২৯৪

অনুবাদ—অনন্তর মঙ্গলাচরণ ও অমঙ্গল নিবারণ

—শ্রীবিগ্রহকে পুষ্পসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ধূপ-দান ও প্রণাম করিয়া বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করিতে আদেশ দিবেন ॥২৯৪

ততো্যোঽথ দক্ষিণাং দত্ত্বা হোমাচার্য্যায় গামপি ।
আবাহ্য মন্ত্রয়েদ্দেবং নমো ভগবতে ইতি ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়া হোমাচার্য্যকে গাভীদান করিয়া ইষ্টদেবকে আবাহন পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন—'নমো ভগবতে' ইতি ॥ ২৯৫ ॥

বিলিখন্ কাঞ্চনেনাথ শ্রীমূর্ত্তিং মঙ্গলানি তু ।
কারয়েদ্ গীতবাদ্যাদীন্যমাঙ্গল্যঞ্চ বারয়েৎ ॥ ২৯৬॥

অনুবাদ—উক্ত মন্ত্র পাঠকালে শ্রীমূর্ত্তিকে স্বর্ণ-খড়িকা দ্বারা অঞ্জন পরাইবে, গীত বাদ্যাদি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইবে এবং অমঙ্গল নিবারণ করিবে ॥ ২৯৬ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—

অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য অর্চ্চয়িত্বা যথাক্রমম্ ।
দত্ত্বা সগুগ্গুলুং ধূপং দেবদেবস্য ধীমতঃ ।
প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ততঃ কার্য্যং তু লক্ষণম্ ॥ ২৯৭॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—অর্ঘ্যদান, প্রণাম ও অর্চ্চন যথাক্রমে সম্পাদন করিয়া ভগবৎপ্রিয় গুগ্গুল সহ ধূপদান করিয়া বস্ত্রদ্বয় দ্বারা সম্মুখভাগ আচ্ছাদন পূর্ব্বক নয়নদ্বয়ে অঞ্জন ও শ্রীবৎস চিহ্নাদি অঙ্কন করিবেন ॥ ২৯৭ ॥

টীকা—লক্ষণং কাঞ্চনেন লিখনাদি, তচ্চ শ্রীবৎস-লক্ষণাদি ॥ ২৯৭ ॥

মাৎস্যে—

সর্ব্বতস্তু বলিং দত্ত্বা সিদ্ধার্থঘৃতপায়সম্ ।
শুক্লপুষ্পৈরলঙ্কৃতং ঘৃতগুগ্গুলুধূপিতম্ ।
বিপ্রেণ বাচনং কুর্য্যাৎ দত্ত্বা শক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥২৯৮
গামেকাং কনকং তদ্বৎ স্থাপকায় নিবেদয়েৎ ।
লক্ষণং কারয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন বৈ দ্বিজঃ ॥ ২৯৯॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—চতুর্দ্দিকে পরিকর দেব-গণকে উপহার সিদ্ধার্থ, ঘৃত-পায়স দান করিয়া শুক্ল পুষ্পদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে অলঙ্কৃত ও ঘৃত, গুগ্গুল ধূপদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তাহা-দিগকে যথাশক্তি দক্ষিণাদানান্তে স্থাপক আচার্য্যকে একটি স্বর্ণ ভূষিত গোদান করিবে। ব্রাহ্মণ ভক্তিসহ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে অঞ্জন দানাদি ও শ্রীবৎস চিহ্নাদি ভগবৎ লক্ষণ প্রকাশ করিবেন ॥ ২৯৯ ॥

তত্র মন্ত্রঃ

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় হরয়ে নমঃ ।
হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ ॥ ৩০০॥

অনুবাদ—অঞ্জন দান মন্ত্র—হে বিষ্ণো ! ভগবান্ তোমাকে প্রণাম, মঙ্গলময় শ্রীহরি তোমাকে প্রণাম, হিরণ্যরেতা বিষ্ণুরূপ তোমাকে প্রণাম ॥ ৩০০ ॥

মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বদেবানাং নেত্রজ্যোতিঃস্বপি স্মৃতঃ ।
এবমামন্ত্র দেবেশং কাঞ্চনেন বিলেখয়েৎ ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—এইমন্ত্র দেবগণের নেত্রজ্যোতি প্রকাশেও প্রযোজ্য। এইমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্বর্ণ খড়িকা দ্বারা অঞ্জনাদি পরাইবে ॥ ৩০১ ॥

মঙ্গলানি নিবেদ্যানি ব্রহ্মঘোষঞ্চ গীতকম্ ।
ঋদ্ধ্যর্থং কারয়েদ্বিদ্বানমাঙ্গল্যনিবারণম্ ॥ ৩০২ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি মঙ্গল স্তবপাঠ, বেদধ্বনি ও গীত করাইবে মঙ্গল বৃদ্ধি ও অমঙ্গল নিবারণের জন্য ॥ ৩০২ ॥

অথ পুনর্বিশেষতঃ স্নপনম্

হস্তমাত্রমিতে ভদ্রপীঠে ক্ষীরিতরূদ্ভবে ।
বিন্যস্য স্নাপয়েদ্দেবং পঞ্চগব্যাদিভিস্ততঃ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুনরায় বিশেষ স্নপন—উড়ু-ম্বর প্রভৃতি ক্ষীরি বৃক্ষের কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্ত পরিমিত

ভদ্রপীড়িতে স্থাপন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পঞ্চগব্যাদি বিশেষ স্নান করাইবে ॥ ৩০৩ ॥

টীকা—ক্ষীরিতরবঃ ক্ষীরযুক্তবৃক্ষা উড়ুম্বরাদয়স্ত-দুস্তবে ॥ ৩০৩ ॥

মাৎস্যে—

গজাশ্বরথ্যাবল্মীকবরাহোৎখাতমণ্ডলাৎ ।
অগ্ন্যাগারাত্তথা তীর্থাদ্ হ্রদাদ্গোমণ্ডলাদপি ।
কুম্ভেষু মৃত্তিকাং দদ্যাদুদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—হস্তিশালার মৃত্তিকা, অশ্ব-শালার মৃত্তিকা, চৌরাস্তা মৃত্তিকা, উইচিপি, বরাহোৎ-খাত মৃত্তিকা, হোমগৃহ মৃত্তিকা, তীর্থ-হ্রদ-গোশালাদির মৃত্তিকা পূর্ণ কুম্ভে রাখিয়া মন্ত্রবিৎ 'উদ্ধৃতাসি' মন্ত্রপাঠ সহ স্নান করাইবেন ॥ ৩০৪ ॥

শন্নো দেবীত্যপাং মন্ত্র আপো হিষ্ঠেতি যা ঋচঃ ।
সাবিত্র্যাদায় গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥ ৩০৫ ॥
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি ।
তেজোঽসীতি ঘৃতং তদ্বদ্দেবস্য ত্বেতি চোদকম্ ।
কুশমিশ্রং জপেদ্বিদ্বান্ পঞ্চগব্যং ভবেত্ততঃ ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে 'শন্নো দেবী' মন্ত্রে ও 'আপো হিষ্ঠা' এই ঋক্‌বেদীয় মন্ত্রে শুদ্ধ জল দ্বারা, সাবিত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক গোমূত্রদ্বারা, 'গন্ধদ্বারা' মন্ত্রে গোময়-জল দ্বারা, 'আপ্যায়স্ব' মন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা, দধিক্রাব্ণেতি মন্ত্রে দধিদ্বারা, তেজোঽসীতি মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা, দেবস্যত্বা মন্ত্রে কুশজল দ্বারা ইহাদের মিশ্রণে পঞ্চগব্য হয় ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

টীকা—মন্ত্রবিদিত্যুক্তম্ ; তন্মন্ত্রানেবাভিব্যঞ্জয়তি—শন্ন ইতি । অপাং মন্ত্রো যঃ, যাশ্চ আপো হিষ্ঠে-ত্যৃচঃ, ত এব স্নানে মন্ত্রা ইত্যর্থঃ । অত্র পঞ্চগব্য-পঞ্চকষায়েণেত্যাদি-পূর্ব্বলিখিত-মাৎসাবচনাৎ পঞ্চ-গব্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয়েন যথাক্রমং পূর্ব্ববদাদৌ স্নপনমিতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতম্ । অন্যানপি দর্শয়তি—সাবিত্র্যাদিনা ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

টীকা—কুশমিশ্রমুদকং চ দেবস্য ত্বেতি জপেদভি-মন্ত্রয়েৎ ॥ ৩০৬ ॥

স্নাপ্যাথ পঞ্চগব্যেন দধ্না শুদ্ধেন বৈ ততঃ ।
দধিক্রাব্ণেতি মন্ত্রেণ কর্ত্তব্যমভিমন্ত্রণম্ ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—পঞ্চগব্য স্নানের পর পঞ্চামৃতে স্নান—কেবল দধিদ্বারা দধিক্রাব্ণেতি মন্ত্রে দধি অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৩০৭ ॥

টীকা—অথ জপানন্তরং, পঞ্চগব্যেন স্নাপয়িত্বা পঞ্চামৃতস্নপনমাহ—দধ্নেত্যাদি ॥ ৩০৭ ॥

আপ্যায়স্বেতি পয়সা তেজোঽসীতি ঘৃতেন চ ।
মধুবাতেতি মধুনা ততঃ পুষ্পোদকেন চ ।
'সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন' কার্য্যং তস্যাভিমন্ত্রণম্ ॥৩০৮॥

অনুবাদ—'আপ্যায়স্ব' মন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা, 'তেজোসীতি' মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা, 'মধুবাতেতি' মন্ত্রে মধুদ্বারা, 'অপাংরস' মন্ত্রে শর্করা দ্বারা, 'সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন' মন্ত্রে পুষ্পজল দ্বারা শ্রীভগবানের অভিষেক কর্ত্তব্য ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—অত্র চ শর্করাস্থানে পুষ্পোদকং জ্ঞেয়ম্ । তত্র সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেনেতি মন্ত্রঃ । এবং সর্ব্বত্রোহ্যম্ ॥ ৩০৮ ॥

হিরণ্যাক্ষেতি মন্ত্রেণ স্নাপয়েদ্রত্নবারিণা ।
কুশাম্ভসা ততঃ স্নানং দেবস্য ত্বেতি কারয়েৎ ॥৩০৯

অনুবাদ—হিরণ্যাক্ষ মন্ত্রে রত্নজল দ্বারা স্নান করাইবে, দেবস্যত্বা মন্ত্রে কুশ জল দ্বারা ভগবানের অভিষেক করাইবে ॥ ৩০৯ ॥

ফলোদকেন চ স্নানমগ্ন আয়াহি কারয়েৎ ।
ততস্তু গন্ধতোয়েন সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥৩১০॥

অনুবাদ—অগ্ন আয়াহি মন্ত্রে ফল ও জল দ্বারা, সাবিত্রী মন্ত্রে চন্দন সুবাসিত জল দ্বারা অভিষেক করিবে ॥ ৩১০ ॥

তত্তো ঘটসহস্রেণ সহস্রার্দ্ধেন বা পুনঃ।
তস্যাপ্যর্দ্ধেন বা কুর্য্যাদথবাষ্টশতেন বা ॥ ৩১১ ॥
চতুঃষষ্ট্যা তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধেনাথবা পুনঃ।
চতুর্ভিরথবা কুর্য্যাদ্‌ঘটানামপি বিত্তবান্ ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সহস্র ঘট জল দ্বারা বা তদর্দ্ধ ঘট জল দ্বারা বা তাহারও অর্দ্ধেক ঘট জল দ্বারা, অথবা অষ্টোত্তর শত ঘট জল দ্বারা, অথবা চৌষট্টি ঘট জল দ্বারা অথবা তদর্দ্ধ অথবা তদর্দ্ধ ঘট জল দ্বারা অভিষেক করিবে ॥ ৩১১-৩১২ ॥

টীকা— অষ্টশতেন — অষ্টোত্তরশতেনেত্যর্থঃ। ক্রমেণ সংখ্যানুক্তেঃ ॥ ৩১১ ॥

সৌবর্ণৈ রাজতৈর্বাপি তাম্রৈর্বা রৈতিকোদ্ভবৈঃ।
কাংস্যৈর্বা পার্থিবৈর্বাপি স্নপনং শক্তিতো ভবেৎ ॥৩১৩

অনুবাদ—বিত্তবান্ ব্যক্তি সুবর্ণ কলস জল দ্বারা অথবা রৌপ্য কলস অথবা তাম্র ঘট অথবা পিত্তল ঘট অথবা কাংস্য ঘট অথবা শক্তি অনুসারে মৃন্ময় ঘট জল দ্বারা অভিষেক করিবে ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—রৈতিকং—পিত্তলম্ ॥ ৩১৩ ॥

সহদেবী বচা ব্যাঘ্রী বলা চাতিবলা তথা।
শঙ্খপুষ্পী তথা সিংহী অষ্টমী চ সুবর্চলা।
মহৌষধ্যষ্টকং হ্যেতন্মহাস্নানেষু যোজয়েৎ ॥৩১৪॥

অনুবাদ—সহদেবী, বচা, ব্যাঘ্রী, বলা, অতিবলা, শঙ্খ, পুষ্পী, সিংহী ও সুবর্চলা—এই অষ্ট মহৌষধী মহাস্নানে যোজনা করিবেন ॥ ৩১৪ ॥

টীকা—সহদেব্যাদ্যোষধ্যষ্টকং যবাদিব্রীহ্যষ্টকং চ তথা কুম্ভেষু মৃত্তিকাদিকং দদ্যাদিতি পূর্ব্বোক্তগজস্থানাদিমৃত্তিকাষ্টকঞ্চোক্তেষু কুম্ভেষু নিক্ষিপ্য সর্ব্বত্র স্নানে নিয়োজয়েদিত্যর্থঃ। তত্র ব্যাঘ্রী ক্ষুদ্রবার্ত্তাকুঃ, সিংহী কণ্টকারিকা, শাটয়ঃ শালয়ঃ, প্রিয়ঙ্গবঃ কঙ্গবঃ, ব্রীহয়ঃ যষ্টিকাঃ ॥ ৩১৪ ॥

যবগোধূমনীবারতিলশ্যামাকশাটয়ঃ।
প্রিয়ঙ্গবো ব্রীহয়শ্চ স্নানেষু পরিকল্পয়েৎ ॥৩১৫॥

অনুবাদ—যব, গম, উড়ীধান্য, তিল, শ্যামা, শাটি-ধান্য, প্রিয়ঙ্গু, ব্রীহি—এই অষ্টবিধ বীজ মহাস্নানে যোজনা করিবে ॥ ৩১৫ ॥

ভবিষ্যে—

পঞ্চগব্যং দধি ক্ষীরং তথা মধু ঘৃতং নৃপ।
রত্নবারি কুশাম্ভশ্চ ফলগন্ধাদিকং তথা ॥ ৩১৬ ॥
উপস্নানৈঃ কষায়ৈশ্চ দিব্যৌষধিভিরেব চ।
বল্মীকাৎ পর্ব্বতাগ্রাচ্চ সরস্তীর্থাদ্ধ্রদাদ্‌গজাৎ।
অগ্ন্যাগারাত্তু গৃহ্নীয়াদষ্টমীঞ্চ চতুষ্পথাৎ ॥৩১৭॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—হে রাজন্! পঞ্চগব্য, দধি, ক্ষীর, মধু, ঘৃত, রত্নজল, কুশজল, ফলজল, চন্দনজল, উপস্নানে পঞ্চকষায়, দিব্যৌষধি, বল্মীক হইতে, পর্ব্বতাগ্র হইতে, সরোবর তীর্থ হইতে, হ্রদ হইতে, গজস্থান হইতে, যজ্ঞশালা হইতে এবং চৌরাস্তা এই অষ্টস্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

টীকা—পঞ্চগব্যাদিকং কষায়াদিভিঃ সহ গৃহ্নীয়াদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। উপস্নানৈঃ স্নানোপযুক্তৈরিত্যর্থঃ, অষ্টমীং মৃত্তিকামিতি শেষঃ ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

উদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রেণ মর্দ্দয়েত্তু সমালভেৎ।
উপমানিকেতি প্রথমং মন্ত্রেণানেন লেপয়েৎ ॥৩১৮॥

অনুবাদ—উদ্ধৃতাসি মন্ত্রে মৃত্তিকা সকলকে মর্দ্দন ও মিলন করিয়া উপমানিক মন্ত্রে প্রথমে শ্রীমূর্ত্তির গাত্রে লেপন কর্ত্তব্য ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—লেপয়েন্মৃদৈব ॥ ৩১৮ ॥

স্নানমন্ত্রাংস্ততশ্চান্যান্ বক্ষ্যামি তে মহীপতে।
গায়ত্র্যা চৈব গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥ ৩১৯ ॥
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি।
তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্যত্বা
কুশোদকম্ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অন্য স্নানমন্ত্রসমূহ তোমাকে বলিব—গায়ত্রী মন্ত্রে গোমূত্র দ্বারা স্নান, গন্ধ

দ্বারা মন্ত্রে গোময়, আপ্যায়স্ব মন্ত্রে দুগ্ধ, দধিক্রাবেতি মন্ত্রে দধি, তেজোঽসি শুক্রম্ মন্ত্রে ঘৃত, দেবস্যত্বা মন্ত্রে কুশজল ॥ ৩১৯-৩২০ ॥

এভিস্তু পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রথমং স্নাপয়েদ্ধরিম্।
দ্বিতীয়ে দধিক্রাবেতি দধ্না চ স্নানমাচরেৎ ॥ ৩২১ ॥
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্বুধঃ।
তেজোঽসীতি ততঃ পশ্চাদ্ঘৃতেন
স্নানমাচরেৎ ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—এই পঞ্চমন্ত্র দ্বারা প্রথমে পঞ্চগব্যে শ্রীহরিকে স্নান করাইবে। দ্বিতীয়বারে পঞ্চামৃত স্নান—দধিক্রাবেতি মন্ত্রে দধিদ্বারা, আপ্যায়স্ব মন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইবে। তেজোঽসি মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৩২২ ॥

তদন্তে মধুনা স্নানং মধুবাতা ঋতায়তে।
রত্নবারি ততঃ পশ্চাদ্ধিরণ্যাক্ষেতি মন্ত্রয়েৎ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—এপাংরস মন্ত্রে শর্করা দ্বারা, শেষে মধুবাতা ঋতায়তে মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান, তৎপরে হিরণ্যাক্ষেতি মন্ত্রে রত্নজল দ্বারা ॥ ৩২৩ ॥

কুশাম্ভসা ততঃ স্নানং দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রয়েৎ।
ফলোদকৈস্ততঃ স্নানং অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ॥৩২৪॥
দদ্যাত্তু গন্ধতোয়ানি সাবিত্র্যা ত্বভিমন্ত্রয়েৎ।
কারয়েচ্চ মহাস্নানং ততঃ স্নানাদনন্তরম্ ॥ ৩২৫॥

অনুবাদ—দেবস্যত্বা মন্ত্রে কুশজল দ্বারা, অগ্ন আয়াহি বীতয়ে মন্ত্রে ফল, জল দ্বারা স্নান, সাবিত্রী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া চন্দন সুবাসিত জল দিবে, এই স্নানের পর মহাস্নান করাইবে ॥ ৩২৪-৩২৫ ॥

কলসানাং সহস্রেণ কুর্য্যাৎ পঞ্চশতেন বা।
অথবা তস্য সার্দ্ধেন তথা চাষ্টশতেন বা ॥ ৩২৬ ॥
চতুঃষষ্ট্যা তদর্দ্ধেন ষোড়শৈরষ্টভিস্তথা।
যথালাভং যথাকালং যথাবিত্তমমায়িনঃ ॥ ৩২৭ ॥
অকালমূলৈঃ কলসৈঃ সুপক্বৈঃ সুদৃঢ়ৈর্নবৈঃ।
রাজতৈস্তাম্রসৌবর্ণৈঃ কাংস্যরৈত্তিকপার্থিবৈঃ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—সহস্র কলস দ্বারা বা পঞ্চশত কলস দ্বারা, অথবা তাহার অর্দ্ধ অথবা একশত অষ্ট কলস, অথবা চতুঃষষ্টি, তদর্দ্ধ বত্রিশ, তদর্দ্ধ ষোড়শ বা অষ্ট কলস দ্বারা নিজ বৈভব অনুসারে যথাকালে কালদাগ রহিত স্থাপক সুদৃঢ় নূতন সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল বা মৃন্ময় কলস গঙ্গাজলে পূর্ণ কলস সমূহের দ্বারা অভিষেক করাইবে ॥ ৩২৬-৩২৮ ॥

বলা চাতিবলা চৈব শঙ্খপুষ্পী সুবর্চলা।
সহদেবী চ সিংহী চ বচা ব্যাঘ্রী তথৈব চ।
ওষধীনাং গণেনৈবং স্নাপয়েদ্দেবমচ্যুতম্ ॥
ইতি ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—বলা, অতিবলা, শঙ্খ, পুষ্পী, সুবর্চলা, সহদেবী, সিংহী, বচা, ব্যাঘ্রী—ইহারা ওষধিগণ বা সর্ব্বৌষধি দ্বারা শ্রীঅচ্যুতদেবকে স্নান করাইবে ॥৩২৯

অথ বিশেষান্তরম্

তত্রৈব—

ফলোদস্নপনাৎ পশ্চাচ্চূর্ণৈরুদ্বর্ত্ত্য শোভনৈঃ।
স্নাপয়িত্বা কদুষ্ণাভিঃ স্নাপয়েৎ শীতবারিণা ॥৩৩০
চন্দনাদ্যৈর্বিলিপ্যাথ শুক্লমাল্যাম্বরাদিনা।
ভূষয়িত্বোপবীতং চ দন্তকাষ্ঠং তথার্পয়েৎ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নানে বিশেষ প্রভেদ, ভবিষ্য-পুরাণেই—ফল, জল দ্বারা স্নপনের পর দন্তকাষ্ঠ অর্পণ ও সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত যবচূর্ণ দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির গাত্র মর্দ্দন করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা স্নান করাইয়া, পরে শীতল জলে স্নান করাইয়া চন্দনাদি লেপন-পূর্ব্বকও শুক্ল পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া উপবীতও প্রদান করিবে ॥ ৩৩০-৩৩১ ॥

টীকা—শোভনৈঃ যবাদিসম্ভবৈঃ সুগন্ধিদ্রব্যযুতৈঃ ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—চন্দনেন, আদ্য-শব্দাৎ কুঙ্কুমাদিভিশ্চ মিশ্রিতৈর্বিলিপ্য যজ্ঞোপবীতঞ্চ শুক্লমেবার্পয়েৎ, তথেতি সমুচ্চয়ে ॥ ৩৩১ ॥

ততশ্চ কারয়েৎ স্নানং সুগন্ধিসলিলাদিনা।
ইত্যেবমত্র বিজ্ঞেয়ো বিশেষঃ শিষ্টসম্মতঃ ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সুগন্ধি জলাদি দ্বারা স্নান করাইবে। এইরূপই এস্থলে শিষ্ট সম্মত বিশেষ জানিবে ॥ ৩৩২ ॥

টীকা—ততঃ দন্তকাষ্ঠার্পণাদনন্তরং তু 'দদ্যাত্তু গন্ধতোয়ানি' ইত্যাদিনা ফলোদকস্নানানন্তরং যৎ সুগন্ধি-সলিলাদিনা স্নানমুক্তং তৎ কারয়েদিত্যর্থঃ। সুগন্ধি-সলিলঞ্চ-তগর-মুক্তক-হ্রীবেরাগুরু-তুরুষ্ক-চন্দন-কর্পূর-কুঙ্কুম-মৃগমদৈঃ পরমসুগন্ধিদ্রব্যৈঃ সংস্কৃতং জলম্ ॥ ৩৩২ ॥

তথ চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

ঘৃতেনাভ্যঞ্জয়েৎ পশ্চাৎ পঠন্ ঘৃতবতীং বুধঃ।
মসূরচূর্ণেনোদ্বর্ত্তেদতো দেবেতি কীর্ত্তয়ন্ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির গাত্র ঘৃতদ্বারা 'ঘৃতবতী' মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মর্দ্দন করিবে, মসূর চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে 'অতো দেবেতি' মন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ॥৩৩৩॥

টীকা—পশ্চাৎ নেত্রাভ্যঞ্জনাদনন্তরং, 'শলাকয়া সুবর্ণস্য ইত্যাদিশ্লোকস্য ঘৃতেনেত্যাদিপাঠাৎ ॥ ৩৩৩॥

ক্ষালয়েদুষ্ণতোয়েন সপ্ততেঽগ্নেতি দেশিকঃ।
চন্দনেনানুলিপ্যেত দ্রুপদাদিব ইত্যৃচা ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য উষ্ণজল দ্বারা উদ্বর্ত্তন প্রক্ষালন করিবেন—সপ্ততেঽগ্নেতি মন্ত্রে, দ্রুপদাদ্ ইব এই ঋক্‌মন্ত্রে চন্দনদ্বারা অনুলেপন করিবেন ॥ ৩৩৪ ॥

নাদেয়ৈঃ স্নাপয়েত্তোয়ৈরাপো হিষ্ঠেতি দেশিকঃ।
স্নাপয়েদ্রত্নতোয়েন পাবমানীভিরেব চ ॥ ৩৩৫ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য 'আপো হিষ্ঠা' এই মন্ত্রে নদী জল দ্বারা স্নান করাইবেন, রত্নজল দ্বারা স্নান করাই-বেন—পাবমানী মন্ত্রে ॥ ৩৩৫ ॥

সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্চন্দনোদকৈঃ।
নাগকেশরতোয়েন শ্রীশ্চ তেত্যভিষেচয়েৎ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—চন্দনজলে স্নান করাইবেন সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রে, নাগকেশর জলদ্বারা অভিষেক করিবেন শ্রীশ্চতে মন্ত্রে ॥ ৩৩৬ ॥

গায়ত্র্যা পদ্মতোয়েন পঞ্চমৃত্তিকয়া ততঃ।
হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ ইতি মন্ত্রেণ সেচয়েৎ ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মজলদ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রে, পঞ্চমৃত্তিকা জলদ্বারা অভিষেক করিবেন হিরণ্য বর্ণা শুচয় ইত্যাদি মন্ত্রে ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—পদ্মতোয়েন পদ্মমূলমৃজ্জলেন, এবমন্যত্রাপি পূর্ব্বোক্তানুসারেণোহ্যম্। পঞ্চমৃত্তিকাঃ তীর্থাদি-স্থানপঞ্চকমৃদঃ, তাভিশ্চ হিরণ্যেত্যাদিমন্ত্রেণাভিষে-চয়েৎ। মৃত্তিকয়েত্যেকবচনান্তমার্ষম্ ॥ ৩৩৭ ॥

ইমং মেতি চ মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ সিকতাজলৈঃ।
বল্মীকতোয়েন হরিং তদ্বিষ্ণোরিতি স্নাপয়েৎ ॥৩৩৮

অনুবাদ—নদীবালুকাজলে স্নান করাইবেন ইমংমেতি মন্ত্রে, বল্মীক জলদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইবেন তদ্বিষ্ণোঃ এইমন্ত্রে ॥ ৩৩৮ ॥

যা ওষধীতি মন্ত্রেণ স্নানমোষধিমঙ্গলম্।
যজ্ঞযজ্ঞেতি মন্ত্রেণ দদ্যাৎ কাষায়জং জলম্ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—মঙ্গল ওষধি জলদ্বারা স্নান করাইবেন 'যা ওষধীতি মন্ত্রে, পঞ্চকষায় জলে স্নান যজ্ঞযজ্ঞেতি মন্ত্রে ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা—ওষধিভির্মঙ্গলং যৎ যৎ স্নানম্ ॥৩৩৯॥

পয়ঃ পৃথিব্যা মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন স্নাপয়েৎ।
যাঃ ফলিনীরিতি হরিং ফলতোয়েন সেচয়েৎ ॥৩৪০

অনুবাদ—পঞ্চগব্যে স্নান পয়ঃ পৃথিব্যা মন্ত্রে, ফল, জল দ্বারা শ্রীহরির অভিষেক যাঃ ফলিনী মন্ত্রে ॥ ৩৪০ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যুক্ত্বোত্তরকুম্ভেন সেচয়েৎ।
মূর্দ্ধানং দিব মন্ত্রেণ কুর্য্যাদুদ্বর্ত্তনং হরে ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—উত্তরপার্শ্বস্থিত কুম্ভজলে অভিষেক 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' এইমন্ত্রে, শ্রীহরির উদ্বর্ত্তন করিবে মূর্দ্ধানং দিব মন্ত্রে ॥ ৩৪১ ॥

ধাত্রীফলং মুরামাংসীযুতং শিরসি স্নাপয়েৎ।
মানস্তোকেতি মন্ত্রেণ ততো গন্ধোদকৈঃ
পুনঃ ॥ ৩৪২ ॥
গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেণ ততঃ স্নপনমাচরেৎ।
একাশীতিপদন্যস্তৈর্ঘটৈর্মলয়ভূষিতৈঃ।
ইদমাপেতি মন্ত্রেণ সর্ব্বৈরেবাভিষেচয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ--ধাত্রীফল বাটা, জটামাংসী বাটা মস্তকে দিয়া স্নান মানস্তোকেতি মন্ত্রে, তৎপরে সুগন্ধিজলে পুনঃ স্নান গন্ধদ্বারা মন্ত্রে, তৎপরে একাশীতি পদে স্থাপিত ঘটে মলয়চন্দন বাসিত জলে ইদমাপেতি মন্ত্রে সকলে মিলিতভাবে অভিষেক করিবেন ॥৩৪২-৩৪৩

অথবা পঞ্চকাষায়জলাদিস্নপনং সকৃৎ।
কার্য্যমন্যচ্চ সকলং তথা লিখিতমেব তৎ ॥ ৩৪৪॥

অনুবাদ—অথবা পঞ্চকষায় জলাদি দ্বারা একবার স্নপন কর্ত্তব্য, অন্যান্য সকল উল্লিখিত এই গ্রন্থানুসারে ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—পূর্ব্বং শিল্পিপরিতোষণানন্তরং কুশাদ্যাস্তরণে ন্যস্যেত্যাদিনা স্নপনং লিখিতং, পুনশ্চাধুনা বিশেষতঃ স্নপনমেতল্লিখিতমিত্যেবং বারদ্বয়ং স্নপনং কেষাঞ্চিৎ সতাং পদ্ধতিকারাণাং সম্মত্যালেখি। তত্র মাৎস্যে—'ততো লিঙ্গমথার্চ্চাং বা ইত্যাদিনা স্নপনমেকমেবোক্ত্বা তদনন্তরমেব গন্ধবস্ত্রার্পণং, ততশ্চোত্থাপনাদিকমুক্তম্। 'অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দেবস্নপনমুত্তমম্' ইত্যাদিনা চান্তে কেবলস্নপনবিধিবিবেচ্য বিস্তরণে দর্শিতঃ। ভবিষ্যে চ—'আনয়িত্বা তু দেবেশম্' ইত্যাদিনা, 'তথান্তে চ যথা কুর্য্যাত্তচ্চ সংক্ষেপতঃ শৃণু' ইত্যাদিনা চ প্রায়স্তথৈবোক্তম্; এবমেকমেব স্নপনং গম্যতে, তথা ভগবতা শ্রীহয়শীর্ষাপি শিল্পিশালায়াং শুদ্ধতোয়মাত্রস্নপনমুক্ত্বা নেত্রাভ্যঞ্জনাদনন্তরং 'ঘৃতোনাভ্যঞ্জয়েৎ পশ্চাৎ' ইত্যাদিনা স্নপনমেবমেব বিবৃত্যোক্তমিত্যেবমাদিকং প্রক্রিয়াগৌরবঞ্চ বিচার্য্য পূর্ব্বলিখিতং কেষাঞ্চিৎ পদ্ধতিকারাণাং পক্ষং নিরস্যন্নিব পক্ষান্তরং লিখতি—অথবেতি। পঞ্চকষায়পঞ্চগব্যাদিভিঃ স্নপনং যৎ, তৎ সকৃৎ একবারমেব কার্য্যং, ন তু পূর্ব্বস্নপনাভাবেন তদনন্তরলিখিতকৃত্যমপি ন বার্ষম্, অপি তু তৎ সর্ব্বং কর্ত্তব্যমেবেতি লিখতি—অন্যচ্চেতি। তৎ পূর্ব্বলিখিতং শ্রীনেত্রোন্মীলনাদিকম্ ॥৩৪৪

অথ স্নপনমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

এষ সাধারণঃ প্রোক্তঃ স্নপনস্য বিধির্ময়া।
য এবং বিধিবৎ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৪৫

অনুবাদ—অনন্তর স্নপন মাহাত্ম্য, উক্ত গ্রন্থে—এই সাধারণ ভাবে অভিষেক বিধি আমি বলিলাম। যে মানব এইরূপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীভগবৎ অভিষেক করিবে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ৩৪৫ ॥

যাবন্তি জলবিন্দূনি মম গাত্রে নিবেশয়েৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—যে পরিমিত জলবিন্দুসমূহ আমার শরীরে নিবিষ্ট হয়, তত সহস্র বৎসর ঐ ব্যক্তি স্বর্গলোকে বিরাজ করে ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—স্বর্গলোকে মহীয়তে ইতি বৈকুণ্ঠলোকং গচ্ছন্ পথি ইন্দ্রাদিভির্ভক্ত্যা বিশ্রময্য চিরমভ্যর্চ্চ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪৬ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্ত্যুত্থাপনম্

ততশ্চ বিধিবদ্বিদ্বান্ সম্পূজ্য বাহনাদিভিঃ।
ঔত্থাপনিকমন্ত্রেণ দেবমুত্থাপয়েচ্ছনৈঃ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি উত্থাপন—বিদ্বান্ ব্যক্তি অনন্তর বিধিবৎ বাহনাদি সহ প্রভুকে পূজা করিয়া ঔত্থাপনিক মন্ত্রপাঠ দ্বারা ধীরে ধীরে প্রভুকে উত্থাপন করিবেন ॥ ৩৪৭ ॥

টীকা—ঔত্থাপনিকেন উত্থাপন সম্বন্ধিনা মন্ত্রেণ, এবমগ্রেহপি ॥ ৩৪৭ ॥

মাৎস্যে—

এবং স্নাপ্য ততো দেবং পূজ্য গন্ধানুলেপনৈঃ।
প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন অভিবস্ত্রেত্যুদাহরন্।
উত্থাপয়েত্ততো দেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—এইভাবে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করাইয়া তৎপরে সুগন্ধ অনুলেপনাদি পূজা করিয়া বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক অভিবস্ত্র ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' এইমন্ত্রে উত্থাপিত করিবেন ॥ ৩৪৮ ॥

ভবিষ্যে হয়শীর্ষে চ—

আবাহয়েত্ততো বিষ্ণুং শুক্লস্ফটিকসন্নিভম্।
এহ্যেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক।
যজ্ঞভাগং গৃহাণেমং বাসুদেব নমো নমঃ ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে ও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—তৎপরে বিষ্ণুকে আবাহন করিবেন, শুক্ল স্ফটিক সদৃশ। হে ভগবন্ বিষ্ণো! আসুন আসুন, হে লোকানুগ্রহকারক। এই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, হে বাসুদেব! আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৩৪৯ ॥

অনেনাবাহ্য দেবেশং কুর্য্যাৎ কৌতুকমোচনম্।
মুঞ্চামিত্বেতি মন্ত্রেণ দেশিকস্যাপি মোচয়েৎ ॥৩৫০॥

অনুবাদ—এইমন্ত্রে দেবেশ্বরকে আবাহনপূর্ব্বক 'মুঞ্চামিত্বা' এইমন্ত্রে কৌতক বন্ধন মোচন করিবেন এবং আচার্য্যের রক্ষা মোচন করিবেন ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—স্নপনানন্তরমুত্থাপনপূর্ব্বকৃত্যমাহ—আবাহ্যেত্যাদিনা উচ্চরেদিত্যন্তেন। সর্ব্বং স্পষ্টার্থমেব ॥ ৩৫০ ॥

হিরণ্ময়েতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যং দেবায় দাপয়েৎ।
অতো দেবেতি-সূক্তেন পাদ্যং কৃষ্ণায় মন্ত্রিতম্।
মধুবাতেতি মন্ত্রেণ মধুপর্কং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—হিরন্ময় এইমন্ত্রে শ্রীবিগ্রহকে অর্ঘ্যদান, অতো দেব এইমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পাদ্য দান, মধুবাতা এইমন্ত্রে মধুপর্ক নিবেদন করিবেন ॥ ৩৫১ ॥

ময়ি গৃহ্ণামীতি মন্ত্রেণ দদ্যাদাচমনং বুধঃ।
অক্ষন্নমীমদন্তেতি কিরেদ্দূর্ব্বাক্ষতং বুধঃ ॥ ৩৫২॥

অনুবাদ—ময়ি গৃহ্ণামীতি মন্ত্রে আচমন দান, অক্ষন্নমীমদন্তেতি মন্ত্রে দূর্ব্বা ও অক্ষত অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিকিরন্ করিবেন ॥ ৩৫২ ॥

নির্মঞ্ছনং ততঃ কুর্য্যাৎ কাণ্ডেতি দেশিকঃ।
গন্ধং গন্ধবতীত্যেবমুন্নয়ামীতি মাল্যকম্ ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি মন্ত্রে নির্মঞ্জন আবৃতি করিবেন। গন্ধবতী মন্ত্রে গন্ধচন্দন, উন্নয়ামিতি মন্ত্রে মাল্য দান ॥ ৩৫৩ ॥

ইদং বিষ্ণুরিতি-মন্ত্রেণ দদ্যাদ্যজ্ঞোপবীতকম্।
বৃহস্পতেতি-মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্মং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—ইদং বিষ্ণু এইমন্ত্রে যজ্ঞোপবীত দান করিবেন, বৃহস্পতেতি মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিবেন ॥ ৩৫৪ ॥

বেদাহমেকং পুরুষমুত্তরীয়ং নিবেদয়েৎ।
সকলীকরণং কুর্য্যাৎ পঠন্ ব্রতমহাব্রতম্ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—বেদাহমেকং পুরুষং উত্তরীয় নিবেদন, ব্রত মহাব্রতং মন্ত্রে সকলীকরণ করিবেন ॥ ৩৫৫ ॥

ওষধয়ঃ সংবদন্তে সপুষ্পকরণং ততঃ।
ধূরসীতি পঠন্ ভক্ত্যা ধূপং দদ্যাৎ
সগুগ্গুলম্ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—ওষধয়ঃ সংবদন্তে মন্ত্রে পুষ্পদান, অনন্তর ধূরসীতি মন্ত্রে ভক্তিসহ গুগ্গুল সহ ধূপ দান করিবেন ॥ ৩৫৬ ॥

বিভ্রাড়িতি চ সূক্তেন অঞ্জনং তু প্রদাপয়েৎ।
যুঞ্জন্তীতি চ মন্ত্রেণ রোচনাতিলকং তথা ॥ ৩৫৭ ॥
দদ্যাৎ পুষ্পাণি মাল্যানি দীর্ঘায়ুষ্টেতি মন্ত্রবিৎ।
ইন্দ্রচ্ছত্রেতি মন্ত্রেণ শ্বেতং ছত্রং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—বিভ্রাড়িতি মন্ত্রে অঞ্জন প্রদান, যুঞ্জন্তীতি মন্ত্রে গো-রোচনা তিলক, মন্ত্রবিৎ দীর্ঘায়ুষ্টেতি মন্ত্রে পুষ্পমাল্য দান, ইন্দ্রচ্ছত্রেতি মন্ত্রে শ্বেতছত্র প্রদান ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

আদর্শং তু বিরাজেন বিকর্ণেন তু চামরম্।
রথান্তরেণাভরণং ব্যজনং বায়ুদৈবতৈঃ ॥ ৩৫৯ ॥
মুঞ্চামি ত্বেতি সূক্তেন পুষ্পমালার্চ্চনং ততঃ।
ততঃ স্তুবীত গোবিন্দং মন্ত্রৈর্বেদাদিভির্বিভুম্ ॥৩৬০॥

অনুবাদ—বিরাজেন মন্ত্রে আয়না, বিকর্ণেন মন্ত্রে চামর, রথান্তরেণ মন্ত্রে অলঙ্কার, বায়ুদৈবতৈ মন্ত্রে ব্যজন, মুঞ্চামি ত্বেতি সূক্তে পুষ্প মাল্যার্চ্চন, অনন্তর বেদাদি মন্ত্র সমূহদ্বারা বিভু শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিবে ॥ ৩৫৯-৩৬০ ॥

তথা পুরুষসূক্তেন বৃহৎসাম্না সুরোত্তম।
শশিকর্ণীতি নবভিঃ সূক্তৈঃ সুরগণার্চিতম্ ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—হে সুরোত্তম! পুরুষসূক্তে ও বৃহৎ সাম দ্বারা, শশী কর্ণীতি নয়টি সূক্ত দ্বারা দেবগণার্চ্চিত গোবিন্দকে স্তব করিবে ॥ ৩৬১ ॥

শান্তাতীয়েন চ স্তুয়াদ্‌গুহ্যোপনিষদৈস্তথা।
সর্ব্বমেতৎ সমং কুর্য্যাৎ পিণ্ডিকায়ামপি দ্বিজ ॥৩৬২

অনুবাদ—শান্তাতীয় এবং গুহ্য উপনিষদ দ্বারা স্তব করিবেন। হে দ্বিজ! এই সকল অনুষ্ঠান পিণ্ডিকাতেও সমভাবে করিবেন ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—পিণ্ডিকায়ামপীতি চ যথা ভগবন্মূর্ত্তে স্নপনাবাহনাদিকং কুর্য্যাত্তথা পিণ্ডিকায়া অপি স্নপনাবাহনাদিকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে পিণ্ডিকাশোধনে লেখ্যমেব, উত্থাপনং চ উত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্যেত্যগ্রে লেখ্যবাক্যাদুদ্দিষ্টমেব। তচ্চৈকপাদমাত্রত্বাদত্র ন লিখিতম্ ॥ ৩৬২ ॥

দেবস্যোত্থানসময়ে সৌপর্ণং সর্ব্বমুচ্চরেৎ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিগ্রহের উত্থান সময়ে গরুড়ের নাম সকল উচ্চারণ করিবে ॥ ৩৬৩ ॥

অথ অধিবাসমণ্ডপে প্রবেশঃ

মহতানেকবাদ্যেন পতাকাদিবিভূষিতম্।
যানমারোহয়েদ্দেবমারোহণিক-মন্ত্রতঃ ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অধিবাস মণ্ডপে প্রবেশ—মহানন্দে বহুবিধ বাদ্যসহ পতাকাদি বিভূষিত যানে আরোহণিক মন্ত্র পাঠ সহ শ্রীবিগ্রহকে আরোহণ করাইবেন ॥ ৩৬৪ ॥

আনীয় তোরণাভ্যাসমধিবাসনমণ্ডপম্।
প্রাবেশনিকমন্ত্রেণ সুখং দেবং প্রবেশয়েৎ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—অধিবাস মণ্ডপের তোরণদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রবেশনমন্ত্র পাঠসহ শ্রীবিগ্রহকে সুখে প্রবেশ করাইবেন ॥ ৩৬৫ ॥

টীকা—পশ্চিমদ্বারেণ দেবং প্রবেশয়েদিতি সতাং মতম্, পিণ্ডিকামপি শ্রীমূর্ত্ত্যাসহ রথমারোপ্যাধিবাসনমণ্ডপং প্রবেশয়েদিতি, 'তথাবিধে পরে স্থানে' ইত্যাদিশ্রীহয়শীর্ষোক্তেঃ। অগ্রে পিণ্ডিকাশোধনে লেখ্যানুসারেণ দ্রষ্টব্যম্। তথা তত্রৈবৈকস্মিন্ মণ্ডপান্তঃপ্রদেশে নিবেশ্য তস্যা অধিবাসাদিকং চ বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৬৫ ॥

তথা চ তত্রৈব—
উত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্য কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মরথে শুভে।
শাকুনেন তু সূক্তেন মণ্ডপে সন্নিধাপয়েৎ ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে—উত্তিষ্ঠ এইমন্ত্রে সম্পূর্ণ উঠাইয়া মঙ্গল ব্রহ্মরথে লইয়া শাকুন সূক্ত পাঠ করিতে করিতে মণ্ডপে স্থাপন করিবেন ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—ব্রহ্মরথে ব্রাহ্মণবাহ্য-শিবিকাদিযানে ॥৩৬৬

ভবিষ্যে—

রথে তিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ রথমারোহয়েৎ প্রভুম্।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৬৭ ॥
আরোপ্য সুদৃশে যানে আনয়েত্তোরণান্তিকম্।
প্রবেশয়েত্ততো দেবং স্থাপকঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—রথে তিষ্ঠ এইমন্ত্রে প্রভুকে রথে আরোহণ করাইবেন, শঙ্খ, দুন্দুভিধ্বনি সহ পতাকাদি দ্বারা অলঙ্কৃত সুদৃশ্য যানে আরোহণ করাইয়া তোরণের নিকট আনয়ন করিবে, অনন্তর ব্রতাশ্রিত স্থাপক শ্রীবিগ্রহকে মণ্ডপে প্রবেশ করাইবে ॥ ৩৬৭-৩৬৮ ॥

মাৎস্যে—

রথে ব্রহ্মরথে বাপি ধৃতং শিল্পিগণেন চ।
আরোপ্য চালয়েদ্বিদ্বানাকৃষ্টেন প্রবেশয়েৎ ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—রথে বা ব্রাহ্মণ বাহিত-যানে শিল্পিগণ ধরিয়া আরোহণ করাইয়া রথ চালনা করিবেন, অভিজ্ঞব্যক্তি আকৃষ্ট মন্ত্রে আকর্ষণ পূর্ব্বক অধিবাসন মণ্ডপে পশ্চিম দ্বারদিয়া প্রবেশ করাইবেন ॥ ৩৬৯ ॥

শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপ্রকারঃ

পাদ্মে—

কৃত্বা প্রাগ্লিখিতৈর্দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈর্বংশপল্লবৈঃ।
পুষ্পৈর্বাস্তরণঃ কৃত্বা বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েৎ গুরুঃ ॥ ৩৭০॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন প্রকার, পদ্মপুরাণে—পূর্ব্বলিখিত কুশ সমূহকে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ রাখিয়া বা বংশপত্র দ্বারা বা পুষ্পদ্বারা আস্তরণ পাতিয়া শ্রীগুরুদেব বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন দিবেন ॥ ৩৭০ ॥

প্রাঙ্মুখং স্থাপয়িত্বাস্মিন্ দেবং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
নিদ্রাকুম্ভং শিরোদেশে ন্যসেদ্দত্ত্বোপধানকং ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—অধিবাস মণ্ডপে শ্রীবিগ্রহকে পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবেন, নিদ্রাকুম্ভ শিরোদেশে বিন্যাস করিবেন এবং মস্তকে বালিশ দিবেন ॥৩৭১॥

টীকা—অস্মিন্ বস্ত্রাচ্ছাদিতাস্তরণে ॥ ৩৭১ ॥

মধ্বাজ্যাক্তাংশ্চ সিদ্ধার্থান্ দত্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশন্।
গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য দদ্যাৎ প্রতিসরং সিতম্ ॥৩৭২

অনুবাদ—মধু, ঘৃতযুক্ত, শ্বেতসর্ষপ দিয়া বিগ্রহের গাত্র স্পর্শ করিবে। গন্ধপুষ্প দ্বারা সম্পূর্ণ অর্চ্চন, শ্বেতবর্ণের প্রতিসর সূত্র দেবহস্তে প্রদান করিবে ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—গাত্রাণি সংস্পৃশন্ দেবস্য দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্টঃ অগ্রে লেখ্যেন ওঁ আপ্যায়স্বেত্যাদিমন্ত্রদ্বয়েন দেবস্যাঙ্গান্যালভমানঃ সন্ দেবহস্তে প্রতিসরং সূত্র-বিশেষং দদ্যাৎ ॥ ৩৭২ ॥

দেবং চাচ্ছাদ্য সদ্বস্ত্রৈশ্ছত্রাদীনি নিধায় চ।
প্রজ্বাল্য চতুরো দীপান্ ন্যস্যেৎ কুম্ভাংশ্চ পাদয়োঃ ॥ ৩৭৩ ॥

অনুবাদ—উত্তম বস্ত্রসমূহ দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ছত্রাদি স্থাপন করিয়া চারিটি দীপ প্রজ্বালিত করিয়া শ্রীচরণ সন্নিধানে চারিটি কুম্ভ পঞ্চ-গব্য ও তীর্থজল পূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবেন ॥৩৭৩॥

টীকা—আদি-শব্দাৎ চামরব্যজনাদীনি, তানি চাগ্রে ব্যক্তানি ভবিষ্যন্তি শিষ্টাচারতঃ সায়ং দ্বারেষু চ চতুরো দীপান্ প্রদীপঞ্চ, পঞ্চগব্যতীর্থোদকপূর্ণকুম্ভাংশ্চ চতুরঃ পাদয়োঃ দেবপাদান্তিকে ন্যস্যেৎ ধারয়েৎ ॥ ৩৭৩ ॥

ক্ষীরাদিকং নিবেদ্যাথ ভক্ষ্যপেয়াদিভিঃ শুভৈঃ।
মণ্ডপং তৎ প্রপূর্য্যাথ সর্ব্বতো বিতরেদ্বলিম্ ॥৩৭৪॥

অনুবাদ—পবিত্র ভক্ষ্যপেয়াদি সহ দুগ্ধ, ঘৃত, মধু নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া ঐ মণ্ডপ আবৃত করিয়া চতু-র্দ্দিকে পরিকর দেবগণকে উপহার বিতরণ করিবেন ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—তথা ক্ষীরমাদিশব্দেন ঘৃতং মধু চ, 'ওঁ অভিত্বাশূর নোনুমঃ' ইতিমন্ত্রেণ দেবপাদনিকটস্থানে নিবেদ্য, তৎ অধিবাসমণ্ডপং, বলিঞ্চ সর্ব্বতো ভুবি দদ্যাৎ। সন্ধ্যায়াং মধ্যরাত্রে উষসি চ দশদিক্ষু শক্রাদিভ্যঃ 'ভগবান্ প্রীয়তাম্' ইত্যভিধায় মাতৃবিঘ্নগণেভ্যশ্চ প্রত্যেকং পুষ্পাক্ষতমিশ্রবলিং দদ্যাদিতি শিষ্টাচারতো জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৭৪ ॥

হয়শীর্ষে—

পুষ্পোপশোভিতে স্থানে চন্দ্রাতপবিভূষিতে।
মুক্তাহারৈর্লম্বমানে দীপমালোপশোভিতে ॥ ৩৭৫ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যৈরনেকৈশ্চ সান্দ্রপল্লবশোভিতে।
দিব্যপর্য্যঙ্কন্যস্তায়াং তুলিকায়াং সুরোত্তম।
অতো দেবেতি মন্ত্রেণ শয্যায়াং স্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৩৭৬॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—পুষ্পশোভিত মণ্ডপে ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ বিভূষিত, চতুর্দ্দিকে মুক্তাহার লম্বিত ও দীপমালা উপশোভিত, বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যপূর্ণ, ঘন-পল্লবশোভিত অধিবাসমণ্ডপে উত্তম পর্য্যঙ্কে স্থাপিত তুলিকাতে, হে সুরোত্তম! অতো দেবেতি মন্ত্রে শয্যাতে শ্রীহরিকে স্থাপন করিবেন ॥ ৩৭৫-৩৭৬ ॥

টীকা—মণ্ডপে সন্নিধাপয়েদিত্যুক্তং, তদনন্তর-কৃত্যমাহ—পুষ্পোপশোভিত ইত্যাদিনা স্থানে ইতি মণ্ডপান্তরবেদিকায়ামিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৭৫ ॥

তথাবিধে পরে স্থানে পিণ্ডিকাং সন্নিবেশয়েৎ।
শ্রায়ন্তীয়েন সূক্তেন শ্রীসূক্তেন নিবেশয়েৎ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ অন্যস্থানে পিণ্ডিকাকে সন্নিবিষ্ট করিবে—শ্রায়ন্তীয় সূক্ত ও শ্রীসূক্ত পাঠ সহ ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—পিণ্ডিকাং সন্নিবেশয়েদিত্যুক্তং তচ্চ কেন মন্ত্রেণেত্যাহ—শ্রায়ন্তীয়েনেতি ॥ ৩৭৭ ॥

নিদ্রাখ্যং কলসং রত্নগর্ভবস্ত্রযুগান্বিতম্।
খণ্ডকাদ্যৈরনেকৈশ্চ পূরয়েচ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—রত্নগর্ভ বস্ত্রদ্বয়াবৃত নিদ্রাখ্য কলস চরণ সন্নিধানে স্থাপন করিবে, বহুবিধ খণ্ডকাদি ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৩৭৮ ॥

ভবিষ্যে—

প্রাগগ্রৈর্দর্ভবংশৈশ্চ রাজন্ দিব্যাদলৈঃ শুভৈঃ।
পুষ্পৈশ্চ রচয়েচ্ছয্যাং কোমলৈর্দিব্যপল্লবৈঃ ॥ ৩৭৯ ॥
উপরিষ্টাচ্চ শয্যায়া দেয়ং প্রস্তরণং শুভম্।
দুকূলং পট্টসংছন্নকার্পাসং চাপ্যসম্ভবে ॥ ৩৮০ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে, হে রাজন্! পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ রাখিয়া কুশ, বংশপত্র, উত্তম, পবিত্র, কোমল-পুষ্প, পত্র ও দিব্য পল্লব দ্বারা রচিত শয্যার উপরে পবিত্র আস্তরণ পট্টবস্ত্র আচ্ছাদিত কার্পাস তুলিকাও দিবে ॥ ৩৭৯-৩৮০ ॥

টীকা—দর্ভৈর্বংশৈশ্চ ॥ ৩৭৯ ॥

টীকা—প্রস্তরণমাচ্ছাদনম্ ॥ ৩৮০ ॥

প্রদক্ষিণং ততঃ কুর্য্যাৎ স্থাপকঃ প্রযতঃ শুচিঃ ॥৩৮১

অনুবাদ—অনন্তর পবিত্র ও সংযত হইয়া স্থাপক প্রদক্ষিণ করিবেন ॥ ৩৮১ ॥

প্রাঙ্মুখন্তু ততঃ কৃত্বা ভদ্রপীঠে সুসংস্থিতে।
পূরয়িত্বাম্ভসা স্বপ্নকলসং চাপ্যলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৮২ ॥
সপুষ্পং সাক্ষাতং কৃত্বা শিরোদেশে তু দাপয়েৎ।
শিরো দেবীতি মন্ত্রেণ মাতরঃ শুদ্ধয়ন্তু চ ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—তৎপরে উত্তমরূপে স্থাপিত ভদ্রপীঠে পূর্ব্বমুখ করিয়া অলঙ্কৃত জলপূর্ণ স্বপ্ন কলস, পুষ্প ও অক্ষত যুক্ত করিয়া শিরোদেশে স্থাপন করিবে—শিরো দেবী মন্ত্রে ও মাতরঃ শুদ্ধয়ন্তু মন্ত্রে ॥ ৩৮২-৩৮৩ ॥

টীকা—পূরয়িত্বা মণ্ডপম্ ॥ ৩৮২ ॥

টীকা—ভদ্রপীঠোপরি দেবস্য শিরোদেশে নিদ্রা-কুম্ভং দাপয়েৎ, তত্র মন্ত্রদ্বয়ং শিরোদেবীত্যাদি ॥৩৮৩॥

ততঃ শিরোন্নতে ভূম্ন উপধানসমন্বিতে।
শয়নে কারয়েদ্দেবং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩৮৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে মস্তক উন্নত রাখার জন্য পুনরায় শ্রীহরিকে বালিশ দিবে, শাস্ত্রবিধি দৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে শয়নে স্থাপন করাইবে ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—শির উন্নতং যস্মাত্তস্মিন্ সন্নিরার্ষঃ, তৎপ্রকারমেবাহ—উপাধানেন শুভং যথা স্যাত্ত-থান্বিতে ॥ ৩৮৪ ॥

মধুনা সপিষাভ্যজ্য দদ্যাৎ সিদ্ধার্থকান্ শুভান্ ।
স্থিত্বা চ দক্ষিণে পার্শ্বে মন্ত্রং চ সমুদাহরেৎ ॥৩৮৫॥
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ যাতে রুদ্রে শিবেতি চ ।
সর্ব্বাঙ্গঞ্চ সমালভ্য দদ্যাৎ পুষ্পং নরাধিপ ।
শ্বেতান্ প্রতিসরান্ দদ্যান্মন্ত্রেণৈব নরাধিপ ॥ ৩৮৬ ॥
বৃহস্পতয়ে ত্বা মহ্যং মন্ত্রেণ পরিবেষ্টয়েৎ ।
দুকূল-পট্টকার্পাসৈস্তথা বল্কজরোমজৈঃ ।
চিত্রপট্টৈর্বিচিত্রৈশ্চ ছাদয়েত সমন্ততঃ ॥ ৩৮৭ ॥

অনুবাদ—পবিত্র শ্বেতসর্ষপ, মধু ও ঘৃত দ্বারা মাখাইয়া দিবে, শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—আপ্যায়স্ব মন্ত্রে এবং যাতে রুদ্রে শিবেতি মন্ত্রে। হে নরপতি ! সর্ব্বাঙ্গ মূর্ত্তির গাত্র স্পর্শ করিয়া পুষ্প দিবে। শ্বেতসূত্র বিশেষ দ্বারা হস্তে পরিসর দিবে, হে মহারাজ ! বৃহস্পতয়েত্বা মহ্যং মন্ত্রপাঠ করিয়া পরিবেষ্টন করিবে। পট্ট বা কার্পাস বস্ত্রদ্বারা, সেইরূপ বল্কল বা রোমজাত বিচিত্র চিত্র বস্ত্রসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিক আচ্ছাদন করিবে ॥ ৩৮৫-৩৮৭ ॥

টীকা—শুভান্ গৌরবর্ণান্ সিদ্ধার্থানেব মধু-সপিভ্যামভ্যজ্য অভ্যুক্ষ্য ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাঙ্গং দেবস্য গাত্রাণি, সম্যক্ আলভ্য স্পৃষ্ট্বা ॥ ৩৮৬ ॥

টীকা—বৃহস্পতয়ে ইতি মন্ত্রেণ দুকুলপট্টাদি-ভির্দেবমাচ্ছাদয়েৎ ॥ ৩৮৭ ॥

চামরং ব্যজনং ছত্রং বিতানঞ্চ সুশোভনম্ ।
দর্পণং পার্শ্বতঃ স্থাপ্য রত্নান্যোষধয়স্তথা ।
গৃহোপকরণৈশ্চান্যৈঃ সমন্তাৎ পরিবারয়েৎ ॥৩৮৮॥

অনুবাদ—চামর, ব্যজন, ছত্র, সুশোভন চন্দ্রাতপ, দর্পণ পার্শ্বে স্থাপন কর্ত্তব্য। রত্নসমূহ, জ্যোতির্ম্ময় ওষধিসমূহ এবং অন্যান্য গৃহ উপকরণসমূহ চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রাখিবে ॥ ৩৮৮ ॥

টীকা—দেবস্য পার্শ্বতশ্ছত্রাদিকং স্থাপনীয়ম্ ॥ ৩৮৮ ॥

ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানৈশ্চ ষড়্বিধৈশ্চ বিশেষতঃ ।
সমন্তাৎ কারয়েত্তত্র মণ্ডপঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ—ষড়্বিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন, পানীয় দ্বারা বিশেষভাবে সর্ব্বত্র সজ্জিত করিবে এবং মণ্ডপও সুশোভিত করাইবে ॥ ৩৮৯ ॥

প্রকীর্ণশ্চাপ্রকীর্ণশ্চ দাতব্যো দেবসন্নিধৌ ।
ত্র্যম্বকং যজামহেতি সর্ব্বমেতদ্ধি কারয়েৎ ॥৩৯০॥

অনুবাদ—শ্রীবিগ্রহের নিকটে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ব্ববিধ গৃহ সামগ্রী প্রদান কর্ত্তব্য, 'ত্র্যম্বকং যজামহে' মন্ত্রে এই সকলই করাইবে। ৩৯০ ॥

টীকা—প্রকীর্য্য যো বলির্দীয়তে স প্রকীর্ণ ওদ-নাদিঃ, তদিতরশ্চাপ্রকীর্ণঃ, ॥ ৩৯০ ॥

মাৎস্যে—

ততঃ প্রাস্তীর্য্য শয্যায়াং স্থাপয়েচ্ছনকৈর্ভুবি ।
কুশেষ্বাস্তীর্য্য পুষ্পাণি স্থাপয়েৎ প্রাঙ্মুখং ততঃ ॥৩৯১

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—অনন্তর শয্যার উপরে তুলিকা পাতিয়া ধীরে ধীরে প্রভুকে স্থাপন করিবে, ভূতলে কুশ পাতিয়া তাহার উপর পুষ্প বিছাইয়া পূর্ব্বমুখে প্রভুকে স্থাপন করিবে ॥ ৩৯১ ॥

টীকা—বলিং সর্ব্বতো ভুবি শনকৈর্দ্দদ্যাৎ ॥৩৯১

ততস্তু নিদ্রাকলসং বস্ত্রকাঞ্চনসংযুতম্ ।
শিরোভাগে তু দেবস্য জপন্নেব নিধাপয়েৎ ।
আপো দেবীতি মন্ত্রেণ আপোহস্মান্মা-
তরোহপি চ ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—তৎপরে নিদ্রাকলস, বস্ত্রাচ্ছাদিত স্বর্ণ-

গর্ভ শিরোভাগে 'দেবস্যত্বা' মন্ত্রজপ করিতে করিতে স্থাপন করিবে। আপো দেবী মন্ত্রেও আপোহস্মান্মা-তরো এই মন্ত্রে ॥ ৩৯২ ॥

ততো দুকূলপট্টেশ্চাচ্ছাদ্য নেত্রোপধানকম্।
দদ্যাচ্ছিরসি দেবস্য কৌশেয়ং বা বিচক্ষণঃ ॥৩৯৩॥

অনুবাদ—তৎপরে পট্টবস্ত্র দ্বারা প্রভুর নয়ন আচ্ছাদন করিয়া মস্তকে বালিশ দিবে, অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তি তসর বস্ত্র দিবে ॥ ৩৯৩ ॥

মধুনা সর্পিষাভ্যজ্য দেবং সিদ্ধার্থকৈস্ততঃ।
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ যাতরুদ্রে শিবেতি চ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—মধু, ঘৃত মাখাইয়া শ্বেতসর্ষপ প্রভুকে দিবে। তৎপরে আপ্যায়স্ব মন্ত্রে এবং যাতরুদ্রে শিবেতি মন্ত্রে ॥ ৩৯৪ ॥

উপবিশ্যার্চ্চয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সিতং প্রতিসরং দদ্যাদ্ বার্হস্পত্যেতি মন্ত্রতঃ ॥৩৯৫॥

অনুবাদ—পার্শ্বে বসিয়া গন্ধ, পুষ্পদ্বারা প্রভুকে অর্চ্চনা করিবে। বার্হস্পত্য মন্ত্রে প্রভুর হস্তে শ্বেত-সূত্র প্রতিসর বন্ধন করিবে ॥ ৩৯৫ ॥

দুকূলপট্টৈঃ কার্পাসৈর্নানাচিত্রৈরথাপি বা।
আচ্ছাদ্য দেবং সর্ব্বত্র ছত্রং চামরদর্পণম্।
পার্শ্বে তু স্থাপয়েত্তত্র বিতানং পুষ্পসংযুতম্ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—কার্পাস বা পট্টবস্ত্র দ্বারা অথবা নানা চিত্র বস্ত্রদ্বারা প্রভুকে সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছাদন করিয়া পার্শ্বে ছত্র চামর দর্পণ স্থাপন করিবে, উপরে পদ্মপুষ্পযুক্ত চন্দ্রাতপ দিবে ॥ ৩৯৬ ॥

রত্নান্যোষধয়স্তদ্বদ্‌গৃহোপকরণানি চ।
ভাজনানি বিচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ।
অভি ত্বা শূরমন্ত্রেণ যথাবিভবতো ন্যসেৎ ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ—উজ্জ্বল দিব্যরত্ন ওষধি, সেইরূপ গৃহোপ-করণ সমূহ, বিচিত্র পাত্র, বিচিত্র শয্যা, আসন সমূহ 'অভিত্বা শূর' মন্ত্রে বৈভব অনুসারে স্থাপন করিবে ॥ ৩৯৭ ॥

ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং তদ্বদ্ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পায়সম্।
ষড়্‌বিধৈশ্চ রসৈস্তদ্বৎ সমন্তাৎ পরিপূরয়েৎ ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—দুগ্ধ, মধু, ঘৃত সেইরূপ ভোজ্য, পায়স, ষড়রসদ্বারা চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৩৯৮ ॥

বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নেন মন্ত্রেণানেন ভূরিশঃ।
ত্র্যম্বকং যজামহ ইতি সর্ব্বতঃ শনৈর্ভুবি ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—ভূতলে চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে পরিকর দেবগণকে যত্নসহ প্রচুর উপহার প্রদান করিবে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' এইমন্ত্রে ॥ ৩৯৯ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্ত্যাধিবাসনম্

ভূতশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ন্যাসজাতং বিধায় চ।
ধ্যাত্বা তত্ত্বং পরং কুর্য্যাৎ সজীবকরণং বুধঃ ॥৪০০॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি অধিবাসন—অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভূতশুদ্ধি বিধানের পর ন্যাসসমূহ করিয়া পর-তত্ত্বকে ধ্যান করিয়া শ্রীমূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ৪০০ ॥

পূজয়েচ্চ ততো দেবং সাঙ্গং সপরিবারকম্।
তত্তদ্বিশেষো বিজ্ঞেয়োঽশ্বশিরঃপঞ্চরাত্রতঃ ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—তৎপরে সাঙ্গ সপরিবার ইষ্টদেবকে পূজা করিবেন। সেই সেই বিশেষ বিধি হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র হইতে জানা কর্ত্তব্য ॥ ৪০১ ॥

টীকা—তস্য তস্য ভূতশুদ্ধিকরণাদেবিশেষশ্চ অশ্বশিরসঃ শ্রীহয়শীর্ষস্য পঞ্চরাত্রতো বিস্তরেণ জ্ঞেয়ঃ। তত্রৈকত্রৈব ব্যক্তত্বাদত্র চ গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন লিখ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্যপি মাৎস্য-ভবিষ্যয়োর্ভূতশুদ্ধ্যাদিকমেত-

দত্র বিশিষ্য নোক্তমস্তি, তথাপি ভগবদ্ধয়শীর্ষোক্তি-প্রামাণ্যেনাত্র লিখিতম্ ॥ ৪০১ ॥

অথ ব্রাহ্মণস্থাপনম্

আচার্য্যঃ স্থাপয়েদ্বিদ্বান্ মূর্ত্তিপাংস্তত্র মণ্ডপে।
চতুরো ব্রাহ্মণো হোতৄনৃত্বিজো জাপিনস্তথা ॥ ৪০২ ॥
রক্ষকাংশ্চ চতুর্দ্বার্ষু চতুরঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ।
একং পুরুষসূক্তস্য জাপকং মণ্ডপান্তরে ॥ ৪০৩ ॥
আচার্য্যেণ সমাদিষ্টাঃ স্বস্বস্থানে স্থিতাশ্চ তে।
স্বস্বপ্রয়োজনং কুর্য্যু শিষ্টাচারানুসারতঃ ॥ ৪০৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণ স্থাপন—বিদ্বান্ আচার্য্য ঐ মণ্ডপে মূর্ত্তিপগণকে স্থাপন করিবেন, চারিজন হোতা ঋত্বিক ও জপকারী, চতুর্দ্বারে চারিজন রক্ষক স্থাপন করিবেন এবং মণ্ডপ মধ্যে একজন পুরুষসূক্ত জাপক। আচার্য্য কর্ত্তৃক সম্যক আদিষ্ট হইয়া নিজ নিজ স্থানে তাঁহারা থাকিয়া শিষ্টাচার অনুসারে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবেন ॥ ৪০২-৪০৪॥

টীকা—এবং শ্রীহয়শীর্ষানুক্তমপি ব্রাহ্মণস্থাপনাদি মাৎস্যভবিষ্যোক্তি-প্রামাণ্যেন শিষ্টাচারাদৃতত্বাদগ্রে লেখ্যম্, এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। তথেতি হোত্রাদীংশ্চতুর এবেত্যর্থঃ ॥ ৪০২ ॥

টীকা—পুরুষসূক্তজাপকং চৈকং মণ্ডপাভ্যন্তরে স্থাপয়েৎ ॥ ৪০৩ ॥

টীকা—শিষ্টাচারানুসারত ইতি জপহোমাদৌ মৎস্যপুরাণাদিবচনৈর্মন্ত্রাদিভেদতো বিরোধে নিজ-সৎসম্প্রদায়ব্যবহারোঽনুসর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রৈব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০৪ ॥

মাৎস্যে—

মূর্ত্তিপান্ স্থাপয়েত্তত্র সর্ব্বদিক্ষু বিচক্ষণঃ।
চতুরো দ্বারপালাংশ্চ দ্বারেষু বিনিবেশয়েৎ ॥ ৪০৫ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—বিচক্ষণ ব্যক্তি মূর্ত্তিপগণকে সর্ব্বদিকে স্থাপন করিবেন, চারিজন দ্বারপালকে চতুর্দ্বারে বিনিয়োগ করিবেন ॥ ৪০৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাসু অষ্টসু দিক্ষু, তথা চ ভবিষ্যে—'মূর্ত্তিপান্ স্থাপয়েৎ পশ্চাদ্দিশাসু বিদিশাসু চ' ইতি। সমানার্থত্বাত্তদেতদর্দ্ধপদ্যং ন সংগৃহীতম্। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০৫ ॥

অথ দ্বারেষু জপনিয়মঃ

মাৎস্যে—

শ্রীসূক্তং পাবমানং তু সোমসূক্তং সুমঙ্গলম্।
তথা চ শান্তিকাধ্যায়মিন্দ্রসূক্তং তথৈব চ।
রক্ষোঘ্নং চ তথা সূক্তং পূর্ব্বতো বহ্বৃচো জপেৎ ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বারসমূহে জপ নিয়ম, মৎস্য-পুরাণে—শ্রীসূক্ত, পাবমানী সূক্ত, সোমসূক্ত, সুমঙ্গল, 'কনিক্রদজনুষাম্' ইত্যাদি শান্তিকাধ্যায়—'শক্রো, ইন্দ্রাগ্নী, ইন্দ্রসূক্ত—যো জাত এব ইত্যাদি, রক্ষোঘ্ন-সূক্ত 'কৃনু অপাজঃ'। পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমে বহ্বৃচ জপ করিবেন ॥ ৪০৬ ॥

টীকা—শ্রীসূক্তাদিকং পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বদ্বারি বহ্বৃচো জপেদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। তত্র শ্রীসূক্তং—'হিরণ্য-বর্ণাং হরিণীম্' ইত্যাদি, পাবমানং 'আদিষ্টযামা-দিষ্টয়া' ইত্যাদি, সোমসূক্তং—'ত্বং সোমমহ' ইত্যাদি, সুমঙ্গলং—'কনিক্রদজনুষাম্' ইত্যাদি, শান্তিকাধ্যায়ং—'শক্রো, ইন্দ্রাগ্নী' ইত্যাদি, ইন্দ্রসূক্তং—'যো জাত এব' ইত্যাদি, রক্ষোঘ্নসূক্তং চ—'কৃ নু অপাজঃ' ইত্যাদি ॥ ৪০৬ ॥

রুদ্রান্ পুরুষসূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ং সসুক্রিয়ম্।
তথৈব মণ্ডলাধ্যায়মধ্বর্য্যুর্দক্ষিণে জপেৎ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—অধ্বর্য্যু দক্ষিণে জপ করিবেন—রুদ্রা-ধ্যায়, পুরুষসূক্ত, শ্লোকাধ্যায়, 'দেবসবিতঃ' সসুক্রিয় —ঋতং বাচং প্রপদ্যে, মণ্ডলাধ্যায় আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলম্ ॥ ৪০৭ ॥

টীকা—রুদ্রান্ 'নমস্তে রুদ্র' ইত্যাদি, পুরুষসূক্তং—'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি, শ্লোকাধ্যায়ং 'দেবসবিতঃ' ইত্যাদি, সসুক্রিয়ং—'ঋতং বাচং প্রপদ্যে' ইত্যাদি, মণ্ডলাধ্যায়ঞ্চ—'আদিত্যো বা এষ এতন্মণ্ডলম্' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৪০৭ ॥

**বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠংসাম রথন্তরম্ ।
তথা পুরুষসূক্তঞ্চ রুদ্রসূক্তং সশান্তিকম্ ।
ভারুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে জপেৎ ॥৪০৮**

অনুবাদ—ছন্দোগ পশ্চিমে জপ করিবেন—বামদেব্য, বৃহৎসাম—ত্বাম্ ইদ্ধি হবামহে, জ্যেষ্ঠসাম মূর্দ্ধানং দিবো অরতিম্, রথন্তরম্—অভিত্বা শূরনোনুম, পুরুষসূক্ত, রুদ্রসূক্তং 'সংহিতা আরো রাজত'। শান্তিকাধ্যায় সহিত, ভারুণ্ড সাম ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—বামদেব্যং কয়া নশ্চিত্রমিত্যস্যামৃচি গীতং সাম, বৃহৎসামে 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যস্যাং গীতম্, জ্যেষ্ঠসাম 'মূর্দ্ধানং দিবো অরতিম্' ইত্যস্যাং গীতম্, রথন্তরং 'অভিত্বা শূরনোনুম' ইত্যস্যাং গীতম্, রুদ্রসূক্তং—সংহিতা আরোরাজতত্ত্বোবর্গ আজ্যদোহানি দেবব্রতানি চ' ইত্যেতৎ। সশান্তিকং শান্তিকাধ্যায়সহিতম্। ভারুণ্ডানি সামানি চ 'ইলং স্তোমঃ' ইত্যাদীনি ॥ ৪০৮ ॥

———

**অথর্ব্বাঙ্গিরসং তদ্বন্নীলরুদ্রং তথৈব চ ।
তথাপরাজিতাং দেবীং মধুসূক্তং সরৌদ্রকম্ ।
তথৈব শান্তিকাধ্যায়মধ্বর্য্যুশ্চোত্তরে জপেৎ ॥৪০৯॥**

অনুবাদ—অধ্বর্য্যু উত্তরে জপ করিবেন—অথর্ব্বাঙ্গিরস, নীলরুদ্র,—জলত্যাদি, অপরাজিতা দেবী—পরিবর্ত্তমান ইত্যাদি, মধুসূক্ত—মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি, রুদ্রসূক্ত—ভবাসর্ব্বে মৃড় ইত্যাদি এবং শান্তিকাধ্যায় ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—আথর্ব্বণং সূক্তং—দোষাগায়েত্যাদি, আঙ্গিরসং সূক্তম্—অঙ্গিরসো জন্মানীত্যাদি, নীলরুদ্রং—জলেত্যাদি, অপরাজিতাং দেবীং—পরিবর্ত্তমানেত্যাদি, মধুসূক্তং—মধুবাতা ঋতায়ত ইত্যাদি, রুদ্রসূক্তং—ভবা সর্ব্বে মৃড় —তমানিয়াতমিত্যাদি ॥ ৪০৯ ॥

———

ভবিষ্যে—

**শ্রীসূক্তং পাবমানঞ্চ তাম্যং দাম্যঞ্চ বাজিনম্ ।
বৃষাকপিঞ্চ মৈত্রঞ্চ বহ্বৃচঃ পশ্চিমে জপেৎ ॥৪১০॥**

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—শ্রীসূক্ত, পাবমান, তাম্য, দাম্য, বাজিন, বৃষাকপি, মৈত্র, বহ্বৃচ পশ্চিমে জপ করিবেন ॥ ৪১০ ॥

টীকা—তাম্যসূক্তং—নাসদাসীদীতি সপ্তর্চম্। দাম্যসূক্তং—সোমা রুদ্রা ইতি চতুর্থ্চং, বাজিসূক্তং—চতুস্ত্রিংশদ্বাজিন ইতি, বৃষাকপিং—বিহিসোতোরসৃক্ষতেত্যাদি, মৈত্রসূক্তং—মিত্রোজনান্ পায়য়তীতি নবর্চম্ ॥ ৪১০ ॥

———

**দেবব্রতঃ পুরুষগতিং জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরম্ ।
ভারুণ্ডানি চ সামানি বামদেব্যং তথৈব চ ।
উত্তরাং দিশমাস্থায় ছন্দোগস্তজ্জপেৎ সদা ॥ ৪১১ ॥**

অনুবাদ—দেবব্রত, পুরুষগতি, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তর, ভারুণ্ডসাম, বামদেব্য—উত্তর দিকে ছন্দোগ জপ করিবেন ॥ ৪১১ ॥

টীকা—দেবব্রতম্—অধিকপতায়ীত্যাদি পুরুষগতিং—পুরুষসূক্তম্ ॥ ৪১১ ॥

———

**রুদ্রান্ পুরুষসূক্তং চ শ্লোকাধ্যায়ং সসূক্রিয়ম্ ।
ব্রাহ্মণং মৈত্রমৈন্দ্রঞ্চ অধ্বর্য্যুঃ পূর্ব্বতো জপেৎ ॥৪১২॥**

অনুবাদ—রুদ্র সূক্ত, পুরুষ সূক্ত, শ্লোকাধ্যায়, সসূক্রিয় ব্রাহ্মণ, মৈত্র, ঐন্দ্র—অধ্বর্য্যু পূর্ব্বদিকে জপ করিবেন ॥ ৪১২ ॥

টীকা—ব্রহ্মসূক্তং—আব্রহ্মন্নিতি, মৈত্রসূক্তং—মিত্রস্য চর্ষণীঘৃত ইতি, ইন্দ্রক্তম্ আশুঃ শিশান ইত্যাদি ॥ ৪১২ ॥

———

**অথর্ব্বাঙ্গিরসঞ্চৈব শিবসূক্তং তথৈব চ ।
নীলরুদ্রঞ্চ বৈ মন্ত্রমথর্ব্বা দক্ষিণে জপেৎ ॥ ৪১৩ ॥**

অনুবাদ—অথর্ব্বাঙ্গিরস, শিবসূক্ত, নীলরুদ্র—অথর্ব্বা দক্ষিণে জপ করিবেন ॥ ৪১৩ ॥

টীকা—অথর্ব্বাঙ্গিরসম্ আথর্ব্বাণসূক্তং আঙ্গিরসসূক্তঞ্চ ॥ ৪১৩ ॥

———

**বিষ্ণুকল্পং পরিষদং পঞ্চরাত্রানুগামিনম্ ।
স্তোত্রমন্ত্রবিদশ্চাথ পঠেয়ুর্দক্ষিণে সদা ॥ ৪১৪ ॥**

অনুবাদ—বিষ্ণুকল্প পরিষদ পঞ্চরাত্রানুগামি বৈষ্ণবস্তোত্রও মন্ত্রবিদগণ দক্ষিণে সর্ব্বদা পাঠ করিবেন ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—পঞ্চরাত্রানুগবৈষ্ণবস্তোত্রং মন্ত্রং চ বিদন্তীতি তে তথা ॥ ৪১৪ ॥

মধ্যে পুরুষসূক্তঞ্চ প্রজপেদ্ গর্ভজাপকঃ।
জপেয়ুঃ শান্তিকাধ্যায়ং দ্বার্ষু তে জাপকাঃ পুনঃ ॥৪১৫

অনুবাদ—গর্ভজাপক মণ্ডপমধ্যে পুরুষ সূক্ত জপ করিবেন। চতুর্দ্বারে জাপকগণ শান্তিকাধ্যায় জপ করিবেন ॥ ৪১৫ ॥

টীকা—মধ্যে প্রসাদাভ্যন্তরে মণ্ডপমধ্যে বা। পুনরিতি অথাচার্য্যেণ তু পুনশ্চ জপতেত্যাদিষ্টাশ্চত্বারস্তে দ্বারজাপকাশ্চতুর্দ্বারেষু পুনঃ শান্তিকাধ্যায়ং জপেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৪১৫ ॥

অথ হোমঃ

ব্রহ্মাদীংস্তত্র চাচার্য্যো যথাস্থানং নিবেশ্য তান্।
হোমং কুর্য্যান্নিজে কুণ্ডে তে চ কুর্য্যুর্যথাবিধি ॥৪১৬॥

অনুবাদ—অথ হোম—আচার্য্য হোমকার্য্যে ব্রহ্মাদি ঋত্বিককে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজ কুণ্ডে হোম করিবেন এবং তাহারাও যথাবিধি হোম করিবেন ॥ ৪১৬ ॥

টীকা—তত্র মণ্ডপাভ্যন্তরে, ব্রহ্মাদীন্ চতুরো ব্রহ্মণো হোতৄংশ্চ, যথাস্থানং স্বস্বকুণ্ডে যথোচিতং নিবেশ্য উপবেশ্য। আচার্য্যশ্চ দেবশিরঃস্থানবর্ত্তিনিজকুণ্ডসমীপস্থঃ, তত্র হোমং যথাবিধি কুর্য্যাৎ। তে চ ব্রহ্মাদয়ো যথাবিধি হোমং কুর্য্যুঃ। বিধিশ্চায়ম্—সর্ব্ব এব স্বস্ব-গৃহ্যবিধিনাগ্নিস্থাপন-ব্রহ্মোপবেশনাদি-কুশণ্ডিকাং কৃত্বা স্রুক্-স্রুব-পূর্ণপাত্র-প্রণীতাজ্যস্থালী-সমিদাজ্যতিলযবকুশবর্হিবিধ্যাদিকং চ কুণ্ডেষু কল্পয়েয়ুঃ। ততঃ স্থাপকো গ্রহবেদ্যাং গ্রহযজ্ঞোক্তবিধিনা তত্তন্মন্ত্রেণ সূর্য্যাদিদ্বাত্রিংশদ্দেবতাঃ সংস্থাপ্য যথাবিহিতং পুষ্পনৈবেদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্যনিজকুণ্ডেহগ্নিস্থাপনাদিকুশণ্ডিকাং কৃত্বা আঘারাবাজ্যভাগাদিকং হুত্বা পলাশোড়ুম্বরাশ্বত্থাপামার্গশমীসমিধাং প্রত্যেকং প্রথমং মহাব্যাহৃতিভিরাহুতিচতুষ্টয়ম্। ততঃ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিরিত্যাদিভিঃ শান্তিকৈস্ত্রিভিরাহুতিত্রয়ম্। ততঃ ওঁ পুষ্টির্নবত্বা ওঁ ময়স্কানৌ অমীবহা ইতি, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহ ইত্যেতৈস্ত্রিভিঃ পৌষ্টিকৈরাহুতিত্রয়ম্। এবমাবৃত্তিক্রমেণৈকৈকং সহস্রং হুত্বা যথাক্রমং দেবস্য পাদয়োর্নাভৌ মধ্যে বক্ষসি শিরসি চ স্পৃশেৎ। তথা হোতারোহপি স্বস্ব-গৃহ্যোক্তবিধিনা আঘারাব্যজ্যভাগাদিকং চ হুত্বা নবগ্রহসমিধামষ্টোত্তরশতমষ্টাবিংশতিমষ্টৌ বা গ্রহেভ্যো হুত্বা অথ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো হুত্বা তথা বসুধাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো মূর্ত্ত্যধিদেবেভ্যশ্চ সর্ব্বাদিভ্যস্তত্তদ্বৈদিকমন্ত্রৈর্হোমং কুর্য্যুরিত্যাদি। এষ চাগ্রে ভবিষ্যাদিবচনতো ব্যক্তো ভাবী ॥ ৪১৬ ॥

অথ তদ্বিশেষঃ

ভবিষ্যে—
শিরঃস্থানে তু কৃষ্ণস্য আচার্য্যো হোমমাচরেৎ।
শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈশ্চাপি মন্ত্রৈর্ব্যাহৃতিভিস্তথা ॥৪১৭

অনুবাদ—অনন্তর হোমে বিশেষ, ভবিষ্যপুরাণে—আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের শিরোভাগে হোম করিবেন। শান্তি মন্ত্রে ও পুষ্টিমন্ত্রে তিন তিনবার আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে চারিবার হোম করিবেন ॥ ৪১৭ ॥

পলাশোড়ুম্বরাশ্বত্থমপামার্গং শমীং তথা।
সহস্রমেকং হুত্বা চ বিষ্ণুপাদৌ স্পৃশেত্ততঃ ॥৪১৮॥
দ্বিতীয়ং তু ততো হুত্বা সমিদ্ভিস্তাবদেব তু।
মধ্যে তু সংস্পৃশেদেবং মূর্দ্ধ্নি চৈবং ক্রমেণ তু ॥৪১৯

অনুবাদ—পলাশ, যজ্ঞ ডুমুর, অশ্বত্থ, অপামার্গ, শমী—এক এক কাষ্ঠে সহস্র একবার হোম করিয়া ক্রমে শ্রীবিষ্ণুর চরণদ্বয়ে, নাভি, মধ্যদেশে, বক্ষে ও মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিবেন ॥ ৪১৮-৪১৯ ॥

হোময়েয়ুস্ততঃ সর্ব্বে মূর্ত্তিপাঃ স্বদিগাশ্রিতাঃ।
অনন্তাদি-শিবান্তাশ্চ অষ্টৌ যে চক্রবর্ত্তিনঃ।
তেষাং মন্ত্রৈশ্চ হোতব্যা জপ্তব্যাশ্চ যথাক্রমম্ ॥৪২০॥

অনুবাদ—অনন্তর মূর্ত্তিপাগণ নিজ দিক্‌ভাগে থাকিয়া হোম করিবেন, অনন্তকে আদি করিয়া শ্রীশিব পর্য্যন্ত আটজন যে চক্রবর্ত্তিগণ তাহাদের মন্ত্রে হোম ও মন্ত্রজপ যথাক্রমে করিবেন ॥ ৪২০ ॥

টীকা—অনন্ত আদির্যেষাং শিবশ্চান্তে যেষাং তে চামী চ তে, অনন্তঃ সূক্ষ্মোঽপরাজিত একনেত্র এক-মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তি শ্রীকণ্ঠঃ শিবশ্চেতি তে স্বস্বমন্ত্রৈর্নামভির্বা হোতব্যাঃ, তেষাং মন্ত্রাশ্চ জপ্তব্যাঃ ॥ ৪২০ ॥

———

মাৎস্যে—

শিরঃস্থানে তু দেবস্য স্থাপকো সোমমাচরেৎ।
শান্তিকৈঃ পৌষ্টিকৈস্তদ্বন্মন্ত্রৈর্ব্যাহৃতিপূর্ব্বকৈঃ ॥৪২১॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—বিগ্রহের মস্তকের দিকে স্থাপক হোম করিবেন। পূর্ব্বে ব্যাহৃতি সহ শান্তি মন্ত্রে ও পুষ্টি মন্ত্রে হোম করিবেন ॥ ৪২১ ॥

———

পলাশোডুম্বরাশ্বত্থমপামার্গং শমীং তথা।
হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং পাদে তু সংস্পৃশেৎ ॥৪২২

অনুবাদ—পলাশ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, অপমার্গ, শমী—ইহাদের এক এক কাষ্ঠে এক সহস্র হোম করিয়া বিগ্রহের চরণ স্পর্শ করিবেন ॥ ৪২২ ॥

———

ততো হোমসহস্রেণ হুত্বা হুত্বা ততস্ততঃ।
নাভিং মধ্যং তথা বক্ষঃ শিরশ্চাপ্যালভেৎ পুনঃ ॥৪২৩

অনুবাদ—তৎপরে এক এক সহস্র করিয়া বিগ্রহের নাভিদেশ, মধ্যভাগ, বক্ষঃস্থল, ও মস্তক স্পর্শ করিবেন ॥ ৪২৩ ॥

———

কিঞ্চ—

মূর্ত্তিপা লোকপালেভ্যো মূর্ত্তিভ্যঃ ক্রমশস্ততঃ।
তথা মূর্ত্ত্যধিদেবেভ্যো হোমং কুর্য্যুঃ সমন্ততঃ ॥৪২৪

অনুবাদ—আরও—মূর্ত্তিপা লোকপালগণের মূর্ত্তিতে ক্রমে তৎপরে ঐরূপ মূর্ত্তির অধিদেবগণকে চতুর্দ্দিকে হোম করিবেন ॥ ৪২৪ ॥

———

অথ মূর্ত্তিসংজ্ঞকদেবাঃ

বসুধা বসুরেতাশ্চ যজমানো দিবাকরঃ।
জলং বায়ুস্তথা সোম আকাশং চাষ্টমং মতম্।
দেবস্য মূর্ত্তয়ো হ্যষ্টাবেতাঃ কুণ্ডেষু সংস্মরেৎ ॥৪২৫

অনুবাদ—অনন্তর মূর্ত্তিসংজ্ঞক দেবগণ—বসুধা, বসুরেতা, যজমান, দিবাকর, জল, বায়ু, সোম, আকাশ—এই আটজন দেবের মূর্ত্তি, হোমকালে কুণ্ডে ইহাদের স্মরণ কর্ত্তব্য ॥ ৪২৫ ॥

———

তত্র মূর্ত্তীনামধিপাঃ

এতাসামধিপান্ বক্ষ্যে যৈর্বিপ্রা মূর্ত্তিপা মতাঃ।
পৃথিবীং পাতি সর্ব্বস্তু পশুপশ্চাগ্নিমেব তু।
যজমানং তথৈবোগ্রো রুদ্রশ্চাদিত্যমেব চ ॥৪২৬॥
ভবো জলং সদা পাতি বায়ুমীশান এব চ।
মহাদেবস্তথা চন্দ্রং ভীমশ্চাকাশমেব চ ॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মূর্ত্তিগণের অধিপতি—ইহাদের অধিপতি নাম বলিব, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে মূর্ত্তিপা বলেন। পৃথিবীকে 'সর্ব্ব' পালন করেন, পশুপ অগ্নিকে, যজমানকে উগ্র, আদিত্যকে রুদ্র, ভব জলকে সর্ব্বদা পালন করেন, বায়ুকে ঈশান, মহাদেব চন্দ্রকে, ভীম আকাশকে ॥ ৪২৬-৪২৭ ॥

———

সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাসু মূর্ত্তিপা হ্যেত এব তু।
এতেভ্যো বৈদিকৈর্মন্ত্রৈর্যথাস্বং হোমমাচরেৎ ॥৪২৮

অনুবাদ—সর্ব্বদেব প্রতিষ্ঠাকার্য্যে মূর্ত্তিপা ইহারা। ইহাদের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বৈদিকমন্ত্রে হোম করিবেন ॥ ৪২৮ ॥

টীকা—যথাস্বং যথাক্রমং, যথাস্বং হোমমাচরেদিত্যনেনাচার্য্যোঽপি তত্তদ্ধোমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥৪২৮॥

———

হয়শীর্ষে চ—

কৃতাগ্নিং বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাচ্ছান্ত্যুদকং বুধঃ।
তৎ সিক্ত্বা প্রতিমামূর্দ্ধি বহ্নিপ্রণয়নং কুরু ॥৪২৯॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—বৈষ্ণবমন্ত্রে অগ্নি চয়ন করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি শান্তিবারি প্রস্তুত করিবেন, প্রতিমার মস্তকে শান্তিবারি সেচন করিয়া বহ্নি প্রণয়ণ করুন ॥ ৪২৯ ॥

———

দক্ষিণেঽগ্নিভূতমিতি কুণ্ডেঽগ্নিং প্রণয়েদ্‌বুধঃ।
অগ্নিময়ী তু পূর্ব্বে তু কুণ্ডেঽগ্নিং প্রণয়েদ্‌বুধঃ ॥৪৩০

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি দক্ষিণ কুণ্ডে অগ্নিভূতং এইমন্ত্রে অগ্নি প্রণয়ন করিবেন। পূর্ব্বকুণ্ডে 'অগ্নিময়ী' মন্ত্রে অগ্নি প্রণয়ন করিবেন ॥ ৪৩০ ॥

টীকা—অগ্নিভূতমিতি-মন্ত্রেণ দক্ষিণে কুণ্ডে অগ্নিং প্রণয়েৎ ; অগ্নিময়ীতি মন্ত্রেণ ॥ ৪৩০ ॥

উত্তরে প্রণয়েদগ্নিমগ্নিমগ্নিং তু ধীমহি।
অগ্নিপ্রণয়নে মন্ত্রস্ত্বমগ্নে ত্বিতি পশ্চিমে ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ—উত্তর কুণ্ডে অগ্নিমগ্নিং তু ধীমহি। পশ্চিমে কুণ্ডে—ত্বম্ অগ্নেস্থিতি মন্ত্রে ॥ ৪৩১ ॥

টীকা—'অগ্নিং অগ্নিং তু ধীমহি' ইতি মন্ত্রেণ ॥ ৪৩১ ॥

পলাশসমিধানাং তু ঘৃতাক্তানাং মহানলে।
অষ্টোত্তরসহস্রং তু কুণ্ডে কুণ্ডে তু হোময়েৎ ॥৪৩২

অনুবাদ—ঘৃতযুক্ত পলাশ সমিধ (কাষ্ঠ) দ্বারা কুণ্ডে কুণ্ডে মহাগ্নিতে অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবেন ॥ ৪৩২ ॥

বেদাদিমন্ত্রৈর্দেবেশং ততো ব্রীহীংস্তু হোময়েৎ।
তিলানাং ঘৃতযুক্তানাং কুণ্ডে কুণ্ডে তু মূর্ত্তিপাঃ ॥৪৩৩

অনুবাদ—তৎপরে বেদাদি মন্ত্র সমূহদ্বারা প্রতিকুণ্ডে শ্রীহরিকে ব্রীহি দ্বারা হোম করিবেন। ঘৃতযুক্ত তিলদ্বারা প্রতিকুণ্ডে মূর্ত্তিপাগণকে হোম করিবেন ॥ ৪৩৩ ॥

সহস্রৈকং ব্যাহৃতিভির্জুহুয়ুঃ সাজ্যমক্ষতম্।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়ুং স্বাহান্তেন সুরোত্তম।
অষ্টোত্তরসহস্রং তু কুণ্ডে কুণ্ডে যথাবিধি ॥৪৩৪॥

অনুবাদ—ঘৃতযুক্ত অক্ষত দ্বারা এক সহস্র হোম করিবেন ব্যাহৃতিমন্ত্রে, স্বাহা অন্ত মূলমন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন, হে সুরোত্তম! অষ্টোত্তরসহস্র প্রতিকুণ্ডে যথাবিধি হোম করিতে হয় ॥ ৪৩৪ ॥

ঘৃতহোমমিদং প্রোক্তং শান্তিহোমমতঃ শৃণু।
মধুরত্রিতয়েনাথ জুহুয়াদ্দ্বাদশাক্ষরৈঃ।
পাদৌ নাভিং হৃচ্ছিরশ্চ স্পৃশেদ্‌বুদ্ধা যথাক্রমম্ ॥৪৩৫
ঘৃতং দধি পয়শ্চৈব মাক্ষিকং দেশিকঃ স্বয়ম্।
প্রতিলোমম্ স্পৃশেচ্চাপি হুত্বা তু মধুরত্রয়ম্ ॥৪৩৬॥

অনুবাদ—এই পর্য্যন্ত ঘৃত হোম বলা হইল, অতঃপর শান্তি হোম শ্রবণ কর। ত্রিবিধ মধুর দ্রব্য দ্বারা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে হোম করিবেন—যথাক্রমে মনে মনে শ্রীবিগ্রহের চরণদ্বয়, নাভি হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিয়া, আচার্য্য স্বয়ং ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মধু স্পর্শ করাইবেন, বিপরীত ভাবেও স্পর্শ করিবেন মধুর ত্রয় হবনকালে ॥ ৪৩৫-৪৩৬ ॥

টীকা—'প্রতিলোমং শিরআদিক্রমেণেত্যর্থঃ ॥৪৩৬

শতমষ্টোত্তরং হুত্বা বিষ্ণুং শিরসি সংস্পৃশেৎ।
তথৈব হুত্বা পঞ্চাশৎ হৃদয়ে সংস্পৃশেদ্ধরিম্ ॥৪৩৭॥
ততোঽষ্টাবিংশতিং হুত্বা নাভিদেশে হরিং স্পৃশেৎ।
অষ্টাবষ্টৌ ততো হুত্বা পাদাঙ্গুষ্ঠৌ তু সংস্পৃশেৎ ॥ ৪৩৮ ॥

অনুবাদ—অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া শ্রীবিষ্ণুর মস্তকে স্পর্শ করিবেন। সেইরূপ পঞ্চাশৎ হোম করিয়া শ্রীহরির হৃদয়ে স্পর্শ করিবেন। তৎপরে অষ্টাবিংশতি হোম করিয়া নাভিদেশে শ্রীহরিকে স্পর্শ করিবেন, তৎপরে অষ্ট অষ্ট হোম করিয়া চরণের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিবেন ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্র তত্র হোমসংখ্যামাহ—শতমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৩৭ ॥

অথ শান্তিঘটোদকস্নানাদি

দেবং শান্তিঘটস্থেন সম্পাতাহুতিপাথসা।
সংস্নাপ্য দত্ত্বা বস্ত্রাদীন্যধিবাসং সমাপয়েৎ ॥৪৩৯॥

অনুবাদ—অনন্তর শান্তি ঘটোদক স্নানাদি—অতঃপর শান্তি ঘটস্থিত সম্পাতাহুতিজল দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইয়া বস্ত্রাদিদানের পর অধিবাস সমাপন কর্ত্তব্য ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—সম্পাতাহুতের্যৎ পাথো জলং তেন, তৎসাধনপ্রকারশ্চাগ্রে মাৎস্যবচনতো ব্যক্তো ভাবী। সম্পাতাহুতিজলঞ্চ শান্তিঘটে দেবস্য স্থাপনান্তরং স্নানার্থং কিঞ্চিদবশিষ্টং, কার্য্যমিতি, 'তস্যান্তে স্নাপয়েত্তেন সংপাতাহুতবারিণা' ইতি স্নাপনানন্তরমগ্রে লেখ্যভবিষ্যানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৩৯ ॥

———

তথা চ ভবিষ্যে—

শান্তিতোয়ঘটং গৃহ্য সংপাতাহুতিজং তথা।
তেন পাদৌ তু দেবস্য শিরঃ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ ॥৪৪০
স্থিতঞ্চ স্নাপয়েত্তত্র সংপাতাহুতিবারিণা।
পুনঃ প্রচ্ছাদয়েচ্চৈবং ধূপং দদ্যাৎ সগুগ্গুলুম্ ॥৪৪১

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণে—শান্তিজল ঘট লইয়া এবং সংপাতাহুতি জাত জল লইয়া তদ্দ্বারা শ্রীহরির চরণদ্বয় ও মস্তক যত্নসহকারে প্রক্ষালন পূর্ব্বক পুনরায় আচ্ছাদন কর্ত্তব্য এবং গুগ্গুল সহ ধূপ দান করিবে ॥ ৪৪০-৪৪১ ॥

———

নিবেদ্য চ হবিষ্যান্নং তথা মোদকসংযুতম্।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েৎ পূর্ব্বং শেষানন্যাংশ্চ কামতঃ ॥৪৪২

অনুবাদ—তৎপরে মোদকযুক্ত হবিষ্যান্ন নিবেদন করিয়া প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে পূজন করিয়া অবশেষ প্রসাদান্ন ইচ্ছামত অন্য সকলকে বিতরণ করিবেন ॥ ৪৪২ ॥

———

রাত্রৌ মহোৎসবঃ কার্য্যঃ শঙ্খভের্য্যাদিনিস্বনৈঃ।
গায়নৈর্নর্ত্তনৈশ্চৈব ব্রহ্মঘোষৈস্তথৈব চ ॥ ৪৪৩ ॥

অনুবাদ—রাত্রিতে শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি ধ্বনিসহ এবং গায়ন, নর্ত্তন, বেদধ্বনি সহ মহোৎসব কর্ত্তব্য ॥ ৪৪৩ ॥

———

পুরতো বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ শ্রাবয়েদ্বাচকস্তথা।
ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা কুর্য্যাত্তত্রাধিবাসনম্ ॥ ৪৪৪ ॥

অনুবাদ—সম্মুখে বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্র বাচক শ্রবণ করাইবেন, এইরূপে ত্রিরাত্র বা একরাত্র অধিবাসন মহোৎসব সেইস্থানে কর্ত্তব্য ॥ ৪৪৪ ॥

———

মাৎস্যে—

ততঃ শান্তিঘটং কুর্য্যাৎ প্রতিকুণ্ডেষু সর্ব্বতঃ।
শতান্তে বা সহস্রান্তে স্রুক্পূর্ণাহুতিরিষ্যতে ॥৪৪৫॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—প্রতি হোমকুণ্ডে সর্ব্বত্র শান্তি ঘট করিবে। শতহোম বা সহস্র হোমের পর স্রুক্ পূর্ণাহুতি কর্ত্তব্য ॥ ৪৪৫ ॥

———

সমাপ্যাহুতিমূর্দ্ধ্বস্থঃ প্রশান্তাত্মা বিনিক্ষিপেৎ।
আহুতীনাং তু সংপাতং পূর্ণকুম্ভেষু বিন্যসেৎ ॥৪৪৬

অনুবাদ—আহুতি সমাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া প্রশান্ত চিত্তে পূর্ণ কুম্ভস্থিত আহুতির সম্পাত জল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৪৪৬ ॥

———

মূলমধ্যোত্তমাঙ্গেষু দেবং তেনাবসেচয়েৎ।
স্থিতঞ্চ স্নাপয়েত্তেন সম্পাতাহুতিবারিণা ॥ ৪৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রতিমার চরণ, মধ্য ও উত্তমাঙ্গ মস্তকে সম্পাতাহুতি জল দ্বারা সেচন করিবে ॥৪৪৭॥

———

প্রতিযামেষু ধূপং চ নৈবেদ্যং চন্দনোদকম্।
পুনঃ পুনঃ প্রকুর্ব্বীত হোমঃ কার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥৪৪৮

অনুবাদ—প্রতি প্রহরে ধূপ, চন্দন, জল, নৈবেদ্য দান পুনঃ পুনঃ করিবেন এবং পুনঃ পুনঃ হোম কর্ত্তব্য ॥ ৪৪৮ ॥

———

পুনঃ পুনশ্চ দাতব্যা যজমানেন দক্ষিণা।
সিতবস্ত্রৈশ্চ তে সর্ব্বে পূজনীয়াঃ সমন্ততঃ ॥৪৪৯॥

অনুবাদ—পুনঃ পুনঃ যজমান কর্ত্তৃক দক্ষিণা

দান কর্ত্তব্য এবং শুক্লবস্ত্রসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ঋত্বিকগণকে সম্মান কর্ত্তব্য ॥ ৪৪৯ ॥

টীকা—ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা দাতব্যা, তে চাচার্য্যাদয়ঃ সর্ব্বে পুনঃ পূজনীয়াঃ ॥ ৪৪৯ ॥

বিচিত্রহোমকটকৈর্হেমসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ।
বাসোভিঃ শয়নীয়ৈশ্চ প্রতিযামেষু শক্তিতঃ ॥৪৫০॥

অনুবাদ—বিচিত্র হোম, কটক, অলঙ্কার, সুবর্ণ, সূত্র, পৈতা, অঙ্গুরী, বস্ত্র, শয্যা, যথাশক্তি প্রতি প্রহরে দান কর্ত্তব্য ॥ ৪৫০ ॥

টীকা—ইত্যেবং প্রতিযামং যথোক্তং হোমাদিদেব পূজান্তো বিধিরাবর্ত্তনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫০ ॥

ভোজনং চাপি দাতব্যং যাবৎ স্যাদধিবাসনম্ ।
ত্রিসন্ধ্যং বলয়ো দেয়া ভূতেভ্যঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৪৫১

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত অধিবাসন অনুষ্ঠান থাকিবে সমাগত ব্যক্তিগণকে ভোজন দান করিবে এবং সর্ব্বদিকে প্রাণিগণকে ত্রিসন্ধ্যা উপহার দিবে ॥ ৪৫১ ॥

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পূর্ব্বং শেষান্ বর্ণাংস্তু কামতঃ ।
রাত্রৌ মহোৎসবঃ কার্য্যো নৃত্যগীতকমঙ্গলৈঃ ॥৪৫২

অনুবাদ—প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, শেষে ইচ্ছামত অন্য বর্ণ সকলকেও ভোজন প্রদান করিবে। রাত্রিতে নৃত্য, গীত, মঙ্গলধ্বনিসহ মহোৎসব কর্ত্তব্য ॥ ৪৫২ ॥

ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা পঞ্চরাত্রমথাপি বা ।
সপ্তরাত্রমথো কুর্য্যাৎ কুচিৎ সদ্যোঽধিবাসনম্ ॥৪৫৩

অনুবাদ—একরাত্র, ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র বা সপ্তরাত্র কখনও বা সদ্য অধিবাসন করিবে ॥ ৪৫৩ ॥

টীকা—কুচিৎ সদ্যোঽধিবাসনমিতি চলমূর্ত্ত্যভিপ্রায়েণ দেশকালাদ্যপেক্ষয়া ॥ ৩৫৩ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—
যাগমণ্ডপমাসাদ্য দক্ষিণদ্বারগোচরে ।
উত্তরাভিমুখাঃ স্থাপ্যাশ্চতস্রো ধেনবোঽনঘ ॥৪৫৪॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—হে অনঘ! যাগমণ্ডপে আসিয়া দক্ষিণ দ্বারের নিকট উত্তর অভিমুখে চারিটি সবৎসা ধেনু স্থাপন করিবে ॥ ৪৫৪ ॥

টীকা—হয়শীর্ষদেবেন চ শান্তিঘটতোয়স্নপনাদিকং হোমপ্রসঙ্গতঃ এব নির্দ্দিষ্টম্। অধিবাসনশেষকৃত্যমন্যচ্চ কেচিদাহুঃ—যাগেত্যাদিনা। অন্যৎ স্পষ্টার্থমেব ॥ ৪৫৪ ॥

গঙ্গেতি প্রথমা খ্যাতা দ্বিতীয়া যমুনেতি চ ।
গোদাবরী তৃতীয়া চ চতুর্থী তু সরস্বতী ॥ ৪৫৫ ॥

অনুবাদ—প্রথম গাভীটির নাম গঙ্গা, দ্বিতীয়া যমুনা, তৃতীয়া গোদাবরী, চতুর্থী সরস্বতী ॥ ৪৫৫ ॥

দোহনং বিষ্ণুগায়ত্র্যা কৃত্বা পশ্চাচ্চরুং শ্রপেৎ ।
গায়ত্র্যা হোময়েচ্চৈব গায়ত্র্যৈব বলিং হরেৎ ॥৪৫৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুগায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক ঐ ধেনুচতুষ্টয়কে দোহন করিয়া পরে চরুপাক করিবে, গায়ত্রী মন্ত্রে পরিকর দেবগণকে উপহার দিবে ॥ ৪৫৬ ॥

ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণং চৈব মণ্ডপাদুত্তরে দ্বিজ ।
পায়সেনাজ্যযুক্তেন শর্করামিশ্রিতেন চ ॥ ৪৫৭ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ! ঘৃত চিনি মিশ্রিত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে মণ্ডলের উত্তরে ভোজন করাইবে ॥ ৪৫৭ ॥

যাগাধিপানাং তুষ্ট্যর্থং দদ্যাৎ কনকদক্ষিণাম্ ।
গাশ্চ তাংস্তান্ সমুদ্দিশ্য একৈকায় নিবেদয়েৎ ।
দেবাসুরাদীনুদ্দিশ্য কুর্য্যাদ্বলিনিবেদনম্ ॥ ৪৫৮ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞাধিপতিগণের সন্তুষ্টির জন্য স্বর্ণ দক্ষিণা দিবেন। তাঁহাদের এক এক জনের উদ্দেশ্যে

এক এক গাভী নিবেদন করিবেন, দেব ও অসুর-গণের উদ্দেশ্যে উপহার দিবেন ॥ ৪৫৮ ॥

অধিবাস্যৈবং দেবেশং কুর্য্যাজ্জাগরমাদরাৎ।
মঙ্গলৈর্ব্রহ্মঘোষৈশ্চ জয়শব্দরবৈস্তথা ॥ ৪৫৯ ॥
পুণ্যাহশব্দৈর্বিপুলৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
শঙ্খঘোষেণ মহতা বীণাবেণুরবেণ চ।
কোলাহলৈশ্চ ভের্য্যাদ্যৈঃ কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ ॥৪৬০
ইত্যধিবাসনম্।

অনুবাদ—শ্রীহরিকে অধিবাস করাইয়া আদর-পূর্ব্বক জাগরণ করিবেন, মঙ্গল বেদধ্বনি, জয় শব্দ-রব এবং পুণ্যাহবাচন বিপুলভাবে গীত, বাদ্য, নৃত্য-ধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি, উচ্চস্বরে বীণাবেণুরব, কোলাহল, তূরী, ভেরী, ঢক্কাদি বাদ্যসহ শ্রীহরির নিশি জাগরণ করিবেন ॥ ৪৫৮-৪৬০ ॥

ইতি অধিবাসন।

অথ অধিবাসনমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

যস্ত্বেবং বিধিনা ভক্ত্যা কুর্য্যাদ্দেবাধিবাসনম্।
স সর্ব্বতীর্থযজ্ঞানাং দানানাং তপসাং তথা ॥৪৬১॥
ফলং শতগুণং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
আহূতসংপ্লবং যাবদ্দেববত্তত্র মোদতে ॥ ৪৬২ ॥

অনুবাদ—অথ অধিবাসন মাহাত্ম্য, উক্ত গ্রন্থেই যে মানব এই প্রকার বিধি অনুসারে শ্রীহরির অধি-বাসন করিবেন, তিনি সর্ব্বতীর্থ স্নান, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সমূহের ফল শতগুণ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে এককল্প যাবৎ দেববৎ সানন্দে বিরাজ করেন ॥৪৬১-৪৬২ ॥

অথ প্রাসাদের্গর্ত্তনির্ম্মাণাদিঃ

প্রাতঃ প্রসাদগর্ত্তং তু পুষ্পাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য সর্ব্বতঃ।
নিশ্চিত্য মধ্যমৈশান্যাং গর্ত্তং কৃত্বার্পয়েচ্ছিলাম্ ॥৪৬৩

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদে গর্ত্ত নির্ম্মাণাদি—পুষ্প, জল প্রোক্ষণ পূর্ব্বক সূত্রদ্বারা প্রাসাদের মধ্যভাগ নিশ্চয় করিয়া ঈশান কোণে গর্ত্ত করিয়া শিলা অর্পণ করিবেন ॥ ৪৬৩ ॥

টীকা—গর্ত্তস্যাধঃ ব্রহ্মশিলাং ন্যসেৎ ॥ ৪৬৩ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—

অধিবাস্য ততো বিষ্ণুং শ্বভ্রং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
প্রাসাদস্যানুরূপেণ প্রতিমায়াশ্চ ভারতঃ ॥৪৬৪॥

অনুবাদ—ঐরূপ ভবিষ্যপুরাণে—শ্রীবিষ্ণুকে অধি-বাসন করিয়া, হে ভারত! প্রাসাদ এবং প্রতিমার অনুরূপ একচিত্তে গর্ত্ত করিবেন ॥ ৪৬৪ ॥

প্রাসাদং প্রোক্ষ্য সর্ব্বত্র মন্ত্রপূতেন বারিণা।
পাতয়েৎ পক্ষসূত্রাণি দ্বারসূত্রং তথৈব চ ॥ ৪৬৫ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রপূত জলদ্বারা প্রাসাদের সর্ব্বত্র ছিটাইয়া মধ্যসূত্র ও দ্বারসূত্র পাতন করিবেন ॥৪৬৫॥

টীকা—মন্ত্রেণ 'ওঁ সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যোন তু' ইতি মন্ত্রেণ পূতং যত্তেন। পক্ষসূত্রাণি পার্শ্বসূত্রাণি ॥৪৬৫॥

ততো মধ্যং সমং গৃহ্য কর্ত্তব্যং স্থিরমাদরাৎ।
কুর্য্যাৎ শ্বভ্র-প্রমাণেন কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
শ্বভ্রাধস্তাৎ ন্যসেৎ পূর্ব্বং শিলাং ব্রহ্মাম্বিকাং শুভাম্ ॥ ৪৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মধ্যস্থল, সমতা ও গ্রহণীয় স্থান সাদরে স্থির কর্ত্তব্য। অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের পিণ্ডিকার উদ্দেশ্যে গর্ত্তপরিমাণে শিলা প্রস্তুত কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ গর্ত্তের নিম্নে মঙ্গলপ্রদা ব্রহ্মাম্বিকা শিলা ন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ৪৬৬ ॥

মাৎস্যে—

কৃত্বাধিবাসং দেবানাং শ্বভ্রং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
প্রাসাদার্চ্চানুরূপেণ মানাল্লিঙ্গস্য বা পুনঃ ॥৪৬৭॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—দেবগণের অধিবাসন অনুষ্ঠান করিয়া একচিত্তে গর্ত্ত করিবে, প্রাসাদ ও

অর্চ্চাবিগ্রহের অনুরূপ বা লিঙ্গের পরিমান অনুরূপ ॥ ৪৬৭ ॥

পুষ্পোদকেন প্রাসাদং প্রোক্ষ্য মন্ত্রযুতেন তু ।
পাতয়েৎ পক্ষসূত্রাণি দ্বারসূত্রং তথৈব চ ॥ ৪৬৮ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রপূত পুষ্পজল দ্বারা প্রাসাদকে প্রোক্ষণ করিয়া পক্ষসূত্র ও দ্বারসূত্র পাতন করিবে ॥ ৪৬৮ ॥

আশ্রয়েৎ কিঞ্চিদৈশানীং মধ্যং কৃত্বা দিশং বুধঃ ।
ঐশানীমাশ্রিতং দেবং পূজয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥৪৬৯॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি মধ্যভাগ নির্ণয় করিয়া কিঞ্চিৎ ঈশানকোণ আশ্রয় করিবে, দেবগণ শ্রী-হরিকে ঈশানকোণ আশ্রয় করিয়া পূজা করেন ॥ ৪৬৯ ॥

আয়ুরারোগ্যফলদমথবোত্তরামাশ্রিতম্ ।
শুভং স্যাদশুভং প্রোক্তমন্যথা স্থাপনং বুধৈঃ ।
অধঃ কূর্ম্মশিলা প্রোক্তা সদা ব্রহ্মশিলাধিকা ॥৪৭০॥

অনুবাদ—অথবা উত্তর দিক আশ্রিত পূজন আয়ু আরোগ্য ফলপ্রদ অতএব শুভ হয়, ইহার বিপরীত স্থাপন অশুভ হয় বুধগণ বলিয়াছেন। নিম্নভাগে স্থাপ্য শিলাকে কূর্ম্মশিলা বলা হয়, যাহা সর্ব্বদা ব্রহ্ম-শিলা হইতে অধিক শুভ ফলপ্রদা ॥ ৪৭০ ॥

টীকা—শুভমপি স্থাপনমন্যথা উক্তপ্রকারব্যতি-রেকেণাশুভং স্যাদিতি বুধৈঃ প্রোক্তম্ ॥ ৪৭০ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
অধিবাস্য বিধানেন দেবদেবং হরিং প্রভুম্ ।
পিণ্ডিকাস্থাপনার্থায় গর্ত্তাগারং বিশেদ্‌গুরুঃ ॥৪৭১॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—দেবদেব শ্রীহরি প্রভুকে বিধিবৎ অধিবাসন পূর্ব্বক পিণ্ডিকা স্থাপনের জন্য শ্রীগুরুদেব প্রাসাদে প্রবেশ করিবেন ॥ ৪৭১ ॥

যাদৃশং গর্ত্তগেহং তু কৃতং সুরগণার্চ্চিতম্ ।
সংবিভজ্য প্রকুর্ব্বীত সপ্তভাগং বিচক্ষণঃ ।
পুনশ্চ সপ্তধা কৃত্বা স্থানভাগং প্রকল্পয়েৎ ॥৪৭২॥

অনুবাদ—সুরগণ পূজিত যে প্রকার প্রাসাদ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাকে বিচক্ষণ সপ্তভাগে বিভক্ত করিবেন, পুনরায় তাহাকে সপ্তভাগ করিয়া স্থানভাগ কল্পনা করিবেন ॥ ৪৭২ ॥

ব্রহ্মভাগং ভবেন্মধ্যং দৈবং স্যাত্তদনন্তরম্ ।
তৃতীয়ং মানুষং ভাগং পৈশাচং চ চতুর্থকম্ ॥৪৭৩॥

অনুবাদ—মধ্যস্থল ব্রহ্মভাগ হইবে, তাহার পর দৈবভাগ, তৃতীয় মানুষ ভাগ, চতুর্থ পৈশাচ ভাগ ॥ ৪৭৩ ॥

দ্বিভুজং ধ্যানযোগস্থং নিবিষ্টং স্থিতমেব চ ।
চতুর্ভুজং বা ব্রাহ্মে তু ভাগে সংস্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৪৭৪॥

অনুবাদ—দ্বিভুজ ধ্যানযোগস্থ নিবিষ্টভাবে অবস্থিত, ব্রাহ্মভাগে চতুর্ভুজ শ্রীহরিকে সংস্থাপিত করিবেন ॥ ৪৭৪ ॥

ব্রাহ্মভাগং পরিত্যজ্য কিঞ্চিদাশ্রিত্য বা দ্বিজঃ ।
সদৈব স্থাপয়েদ্দেবং দেবমানুষ্যভাগয়োঃ ॥ ৪৭৫ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মভাগ ত্যাগ করিয়া অথবা কিঞ্চিৎ আশ্রয় করিয়া দ্বিজ সর্ব্বদাই দেবভাগ ও মানুষভাগে শ্রীহরিকে স্থাপন করিবেন ॥ ৪৭৫ ॥

দৈবমানুষভাগাভ্যাং শয়নং পরিকল্পয়েৎ ।
দারবীং মৃন্ময়ীং মূর্ত্তিং দেবস্থানে নিবেশয়েৎ ॥৪৭৬

অনুবাদ—দৈবভাগ ও মানুষ ভাগদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির শয়ন স্থান পরিকল্পনা করিবেন। দারুমূর্ত্তি ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দেবস্থানে স্থাপন করিবেন ॥ ৪৭৬ ॥

মানুষং কিঞ্চিদাশ্রিত্য আসীনং স্থাপয়েদ্ধরিম্ ।
নরসিংহং বরাহঞ্চ দেবভাগে নিযোজয়েৎ ॥৪৭৭॥

অনুবাদ—কিঞ্চিৎ মানুষভাগ আশ্রয় করিয়া শ্রীহরির আসীন মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। নরসিংহ ও বরাহ মূর্ত্তি দেবভাগে স্থাপন করিবে ॥ ৪৭৭ ॥

বিঘ্নেশমম্বিকাং দেবীং মাতৃর্ভূতগণং তথা।
আদিত্যাদীন্ হরেরন্যানেবমাদীংস্তথা পরান্।
পৈশাচে স্থাপয়েৎ স্থানে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৭৮

অনুবাদ—গণেশ অম্বিকাদেবী মাতৃগণ ভূতগণ আদিত্যাদিকে এবং শ্রীহরির এইরূপ অন্য পরিকরগণকে পৈশাচস্থানে স্থাপন করিবে, ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই ॥ ৪৭৮ ॥

স্বস্থানবর্জ্জিতাঃ সর্ব্বে ভয়দুঃখাময়প্রদাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেণ যত্নেন স্বস্থানে বিনিবেশয়েৎ ॥৪৭৯॥

অনুবাদ—গ্রহগণ বা উপদেবগণ স্বস্থান বর্জ্জিত হইয়া সকলে প্রজাগণকে ভয়, দুঃখ ও রোগ প্রদান করেন, সেইহেতু যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বস্থানে স্থাপন করিবেন ॥ ৪৭৯ ॥

শ্রীমূর্ত্ত্যা সহ পিণ্ডীং চ স্থাপয়িত্বাভিপূজ্য চ।
রথেন মণ্ডপং নীত্বা সংস্থাপ্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥৪৮০॥

অনুবাদ—অনন্তর পিণ্ডিকাশোধন—শ্রীমূর্ত্তির সহিত পিণ্ডিকাকেও স্থাপন করিয়া সর্ব্বভাবে পূজা করিয়া রথে আরোহণ করাইয়া প্রাসাদ মণ্ডপে আনয়ন করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় অর্চ্চন করিবে ॥ ৪৮০ ॥

টীকা—পূর্ব্বং সাক্ষাদলিখিতং পিণ্ডিকাস্থাপনাদিকং পিণ্ডিকাশোধনপ্রসঙ্গেহত্র লিখতি—শ্রীমূর্ত্ত্যা সহেতি। রথেন শ্রীমূর্ত্ত্যধিরোহিতযানেন, অসম্ভবে অন্যেন বা ॥ ৪৮০ ॥

মাৎস্যে—

ততঃ প্রক্ষালিতাং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন পিণ্ডিকাম্।
কষায়তোয়েন পুনর্মন্ত্রযুক্তেন সর্ব্বতঃ।
দেবভার্য্যাশ্রয়ং মন্ত্রং পিণ্ডিকাসু নিযোজয়েৎ ॥৪৮১॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—তৎপরে পিণ্ডিকাকে পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া পুনরায় মন্ত্রযুক্ত পঞ্চকষায় জলদ্বারা সর্ব্বভাবে পিণ্ডিকাসমূহে শ্রীহরির শক্ত্যাশ্রিত মন্ত্র বিনিয়োগ করিবেন ॥ ৪৮১ ॥

শ্রিয়ঃ সূক্তেনার্চ্চয়ীত প্রত্যৃচং পিণ্ডিকামপি ॥৪৮২॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—শ্রীসূক্তের প্রত্যেকটি মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডিকাকেও অর্চ্চন করিবে ॥ ৪৮২ ॥

অথ প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তিবিজয়ঃ

প্রাগ্‌বৎ শ্রীমূর্ত্তিমুত্থাপ্য যানে চারোপ্য মণ্ডপাৎ।
প্রাদক্ষিণ্যেন সানন্দং নয়েৎ প্রাসাদমণ্ডপম্ ॥৪৮৩॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তিবিজয়—পূর্ব্ববৎ মণ্ডপ হইতে শ্রীমূর্ত্তিকে উঠাইয়া রথে আরোহণ করাইয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে পরমানন্দে মণ্ডপে আনয়ন করিবে ॥ ৪৮৩ ॥

টীকা—প্রাদক্ষিণ্যেন নগরস্য গ্রামাদের্বা প্রদক্ষিণ ক্রমেণ, সানন্দং গীতবাদ্যাদিমহোৎসবেনেত্যর্থঃ, প্রাসাদে তদগ্রতো যন্মণ্ডপং তৎ ॥ ৪৮৩ ॥

তথা চ মাৎস্যে—

তত উত্থাপ্য দেবেশং 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে'।
আনীয় গর্ভভবনং পীঠান্তে স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥৪৮৪॥

অনুবাদ—ঐরূপ মৎস্যপুরাণেও—অনন্তর শ্রীহরিকে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' মন্ত্রে উঠাইয়া গর্ভমন্দিরে আনিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি পীঠ মধ্যে স্থাপন করিবেন ॥ ৪৮৪ ॥

ভবিষ্যে—

ততশ্চোত্থাপয়েদ্দেবং মন্ত্রেণানেন ভূমিপ।
'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
পুণ্যাহজয়ঘোষৈশ্চ শঙ্খতূর্য্যাদিনিস্বনৈঃ ॥৪৮৫॥
রথং চালঙ্কৃতং কৃত্বা তস্মিংশ্চারোপয়েদ্ধ্বনৈঃ।
রথে তিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ রথস্থং কারয়েদ্ধরিম্ ॥ ৪৮৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—হে ভূপতি। তৎপরে শ্রীহরিকে উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে এই মন্ত্র পাঠ সহ উঠাইয়া বিপুল বেদধ্বনি, পুণ্যাহবাচন, জয়ধ্বনি, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতির ধ্বনিসহ রথকে অলঙ্কৃত করাইয়া শ্রীহরিকে স্থাপন করাইবে ॥ ৪৮৫-৪৮৬ ॥

গ্রামং বা নগরং বাপি শনৈঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তথান্নাদ্যৈঃ শকটং পূরয়েচ্ছুভৈঃ ॥৪৮৭॥
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ পতাকাভির্ধ্বজৈস্তথা।
চামরৈশ্চ বিতানৈশ্চ কলসৈঃ পদ্মশোভিতৈঃ ॥৪৮৮॥
দীপদর্পণসংযুক্তৈর্গীতমঙ্গলনাদিতৈঃ।
বলিং প্রক্ষিপ্যমাণস্তু শনৈর্গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্ ॥৪৮৯॥

অনুবাদ—গ্রাম বা নগর ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিবে, পুষ্প, চন্দন এবং পবিত্র অন্নাদি দ্বারা শকট পূর্ণ করিয়া শঙ্খ, ভেরীআদির ধ্বনি সহ পতাকা, ধ্বজা, চামর, চাঁদোয়া পদ্মশোভিত পূর্ণঘট, দীপ, দর্পণ সজ্জিত রথের সহিত গীত মঙ্গলধ্বনি সহ চতুর্দ্দিকে নানা উপহার ছড়াইতে ছড়াইতে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিবে ॥ ৪৮৭-৪৮৯ ॥

টীকা—শকটং তদ্রথমেব ॥ ৪৮৭ ॥

অথ রত্নাদিন্যাসঃ

অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং দত্ত্বা তত্র বিশ্রম্য চ ক্ষণম্।
তস্যাং ব্রহ্মশিলায়াং তু ন্যসেদ্রত্নাদি মন্ত্রতঃ ॥৪৯০॥

অনুবাদ—অনন্তর রত্নাদি ন্যাস—প্রাসাদ মণ্ডপে আনীয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দানান্তে সেস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গর্ভ মন্দিরে ব্রহ্মশিলার উপর মন্ত্রপাঠ সহ রত্নাদি বিন্যাস করিবেন ॥ ৪৯০ ॥

টীকা—তত্র মণ্ডপে ক্ষণং বিশ্রম্য, তস্যাং গর্ত্তাধো ন্যস্তায়াম্। মন্ত্রতস্তত্তন্মন্ত্রৈঃ, রত্নন্যাসবিধিক্রমশ্চ মৎস্যপুরাণাদিবচনতোঽগ্রে ব্যক্তো ভবত্যেব ॥৪৯০।

ভবিষ্যে—
আনীয় মণ্ডপে পশ্চাদর্ঘ্যং পাদ্যং চ দাপয়েৎ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে বিশ্রম্য রত্নন্যাসং তু কারয়েৎ ॥৪৯১

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—নগর ভ্রমণান্তে শ্রীবিগ্রহকে মণ্ডপে আনীয়া পরে অর্ঘ্য ও পাদ্য প্রদান করিবে, মণ্ডপে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামন্তে গর্ভমন্দিরে ব্রহ্মশিলার উপর রত্নন্যাস করাইবে ॥ ৪৯১ ॥

সর্ব্ববীজানি ধাতূংশ্চ রত্নান্যোষধয়স্তথা।
কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদেন সমন্বিতম্ ॥ ৪৯২ ॥
পদ্মঃ কূর্ম্মশ্চ পৃথিবী গরুড়শ্চানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মস্থানে তু দাতব্যা মন্ত্রপূতা যথাবিধি ॥ ৪৯৩ ॥

অনুবাদ—সর্ব্ববীজ ধাতুসমূহ, রত্নসমূহ, ওষধিসমূহ, স্বর্ণ, পদ্মরাগ, পারদ সহ পদ্ম, কূর্ম্ম, পৃথিবী, গরুড় ক্রমে ব্রহ্মস্থানে যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া দান কর্ত্তব্য ॥ ৪৯২-৪৯৩ ॥

টীকা—পদ্মাদয়শ্চ স্বর্ণনির্ম্মিতাঃ অগ্রে লেখ্য-শ্রীহয়শীর্ষোক্ত্যা জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৯৩ ॥

বীজং গাঢ়ং ন কুর্ব্বীত সমূলাংস্তান্ প্রপাতয়েৎ।
বীজে গাঢ়ে মহাদোষো ব্যাধিদোষভয়ং ভবেৎ।
বীজকানামলাভে তু স্বর্ণং সর্ব্বত্র বিন্যসেৎ ॥৪৯৪॥

অনুবাদ—বীজ গাঢ় করিবে না, সমূলে অন্যান্য বস্তুকে পাতন করিবে, বীজ গাঢ় হইলে মহাদোষ, ব্যাধিদোষ ও ভয় হইবে। বীজক সমূহের অপ্রাপ্তে সর্ব্বত্র সুবর্ণ বিন্যাস করিবে ॥ ৪৯৪ ॥

টীকা—বীজং গাঢ়ং দৃঢ়ং কঠিনমিত্যর্থঃ, জাতাঙ্কুরকত্বম্ ॥ ৪৯৪ ॥

মাৎস্যে—
অর্ঘপাদ্যাদিকং তত্র মধুপর্কং প্রযোজয়েৎ।
ততো মুহূর্ত্তং বিশ্রম্য রত্নন্যাসং সমাচরেৎ ॥৪৯৫॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—মণ্ডপে আনয়নের পর সে স্থানে মধুপর্ক প্রদান করিবে, অনন্তর এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামান্তে রত্নন্যাস কার্য্য আরম্ভ করিবে ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—তত্র—গর্ভভবনে, প্রযোজয়েৎ—সমর্পয়েৎ ॥ ৪৯৫ ॥

বজ্রং মৌক্তিকবৈদূর্য্যং শঙ্খং স্ফটিকমেব চ।
পুষ্পরাগেন্দ্রনীলঞ্চ নীলং পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥৪৯৬॥

অনুবাদ—হীরক, মুক্তা, বৈদুর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল ও নীল পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমে অষ্টদিকে স্থাপন করিবে ॥ ৪৯৬ ॥

টীকা—বজ্রাদ্যষ্টকম্ অষ্টদিক্ষু পূর্ব্বদিশমারভ্য ক্রমেণ অগ্রে লেখ্যতত্তন্মন্ত্রৈর্বিন্যসেৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। তত্র প্রয়োগঃ—'ইন্দ্রস্ত্ত মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। দম্ভোলিহস্তঃ সত্ত্বাঢ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ' ইত্যাদি। পঞ্চরাত্রানুসারেণ চাগ্রে লেখ্যতন্ত্রোক্তমন্ত্রৈরেব। তত্র বজ্রং হীরকম্ ॥ ৪৯৬ ॥

তালকঞ্চ শিলাবজ্রমঞ্জনং শ্যামমেব চ।
কাক্ষীং কাশীস-মাক্ষিকং গৈরিকঞ্চাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৯৭ ॥
গোধূমঞ্চ যবং তদ্বত্তিলমুদ্গাং তথৈব চ।
নীবারমথ শ্যামাকং সর্ষপং ব্রীহিমেব চ ॥ ৪৯৮ ॥
ন্যসেৎ ক্রমেণ পূর্ব্বাদৌ চন্দনং রক্তচন্দনম্।
অগুরুং চাঞ্জনং চৈব উশীরঞ্চ ততঃ পরম্।
বৈষ্ণবীং সহদেবীং চ লক্ষণাং চ ততঃপরম্ ॥৪৯৯॥
স্বলোকপালনাম্না তু ন্যসেদোঙ্কারপূর্ব্বকম্ ॥৫০০॥

অনুবাদ—তৎপরে উক্তক্রমে হরিতাল, মনঃশিলা, বজ্রাভ্র, শ্যাম্যাঞ্জন, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, সীসা, সুবর্ণমাক্ষিক, গৈরিক, উক্তক্রমে গম, যব, তিল, মুগ, নীবার, শ্যাম্যা, সর্ষপ ও ধান্য পূর্ব্বাদিক্রমে চন্দন, রক্তচন্দন, অগুরু অঞ্জন উশীর বিষ্ণুক্রান্তা সহদেবী ও লক্ষণা প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই সেই লোকপালের নামের সহিত নমঃ যোগ করিয়া রত্নাদি বিন্যাস করিবেন ॥ ৪৯৭-৫০০ ॥

টীকা—তালকং হরিতালকং, শিলা মনঃশিলা, বজ্রং বজ্রাভ্রকং, শ্যামমঞ্জনং সৌবীরাঞ্জনম্, কাক্ষীং সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকাম্, কাশীসং সীসং, মাক্ষীকং সুবর্ণমাক্ষিকম্ ॥ ৪৯৭ ॥

টীকা—ব্রীহিং ধান্যং, অঞ্জনং কৃষ্ণাগুরুং, বৈষ্ণবীং বিষ্ণুক্রান্তাম্ ॥ ৪৯৮-৪৯৯ ॥

সর্ব্ববীজানি ধাতূংশ্চ রত্নাদ্যোষধয়স্তথা।
ব্রহ্মস্থানে তু দাতব্যাঃ সংহতাঃ স্যুঃ পরস্পরম্ ॥৫০১

অনুবাদ—পরস্পর মিলিত করিয়া সর্ব্ববিধ বীজ, ধাতু, রত্ন ও ওষধি ব্রহ্মস্থানে প্রদান কর্ত্তব্য ॥ ৫০১ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বাণি বীজানি, সর্ব্বান্ ধাতূন্, সর্ব্বাণি রত্নানি, সর্ব্বা ওষধীশ্চ ক্রমেণ ন্যসেৎ। ব্রহ্মস্থানে চ মধ্যে বীজাদয়ঃ পরস্পরং সংহতা মিলিতা দাতব্যাঃ ॥ ৫০১ ॥

কাঞ্চনং পদ্মরাগঞ্চ পারদং পদ্মমেব চ।
কূর্ম্মং ধরাং বৃষং তদ্বৎ ন্যস্যেৎ পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৫০২ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বাদিক্রমে—স্বর্ণ, পদ্মরাগ, পারদ, পদ্ম, কূর্ম্ম, ধরা, বৃষ, অয়স্কান্ত লৌহ বিন্যাস করিবে ॥ ৫০২ ॥

টীকা—পুনঃ কাঞ্চনং অয়স্কান্তলোহমিতি যাবৎ ॥ ৫০২ ॥

মূলকং বিদ্রুমং তাম্রং কাংস্যং চৈবারকূটকম্।
রজতং বিমলং পুষ্পং লোহং চানুক্রমেণ তু ॥৫০৩॥

অনুবাদ—মূলক, বিদ্রুম, তাম্র, কাংস্য, আরকূট, রজত, বিমল, পুষ্প (লৌহ বিশেষ) অনুক্রমে বিন্যাস করিবে ॥ ৫০৩ ॥

টীকা—বিমলং ত্রিবিধং হেমবিমলং তারবিমলং, কাংস্যবিমলমিতি প্রসিদ্ধং; পুষ্পং লোহবিশেষঃ, যত্র পঙ্কজাকারা বিন্দবো বর্ত্তন্তে। লোহাভাবে কাঞ্চনং ধাতুম্, ওষধ্যভাবে সহদেবীং দদ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনতো বিবৃতং ভাবি। তত্র কুচিদ্বিরোধশ্চ ফলভেদাদি-কল্পনয়া পরিহরণীয় ইতি লিখিতমেবিতি দিক্। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৫০৩ ॥

কাঞ্চনং হরিতালঞ্চ সর্ব্বাভাবে বিনিক্ষিপেৎ।
দদ্যাদ্বীজৌষধিস্থানে সহদেবীং যবানপি ॥ ৫০৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদ্রব্যাভাবে স্বর্ণ ও হরিতাল নিক্ষেপ করিবেন, বীজস্থানে যব, ওষধিস্থানে সহদেবী নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৫০৪ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

নপুংসকশিলায়ান্তু রত্নন্যাসং সমাচরেৎ ।
বস্ত্রাভরণগন্ধাদ্যৈঃ পূর্ব্ববদ্ভূষিতো গুরুঃ ॥ ৫০৫ ॥
হুত্বাহুতিশতং বিপ্র নারসিংহেন বা পুনঃ ।
তেনৈবামন্ত্র্য রত্নাদীন্ পিণ্ডিকাং শ্বভ্রকে ন্যসেৎ ॥৫০৬

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—নপুংসক শিলা-(ব্রহ্মশিলা) তেই রত্নন্যাস কর্ত্তব্য। বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধাদি দ্বারা পূর্ব্ববৎ শ্রীগুরুদেব ভূষিত হইয়া হে বিপ্র ! নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা শতবার আহুতি দান করিয়া অথবা ঐ মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রত্নাদি এবং পিণ্ডিকা গর্ত্তে স্থাপন করিবেন ॥ ৫০৫-৫০৬ ॥

গুগ্‌গুলুং দ্রাবয়িত্বাথ গর্ত্তে তু বিনিবেশয়েৎ ।
রত্নাদীনাং তু ন্যস্তানাং নিশ্চলীকরণায় তু ॥৫০৭॥

অনুবাদ—গুগ্‌গুল দ্রব করিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে কারণ বিন্যস্ত রত্নাদির নিশ্চলভাবে স্থাপনের জন্য ॥ ৫০৭ ॥

ততো নিবেশয়েত্তাংস্তু দিশাসু বিদিশাসু চ ।
প্রথমাবরণে ব্রীহীন্ রত্নান্যপি দ্বিতীয়কে ।
তৃতীয়ে বিন্যসেদ্ধাতুন্ লোহং চাপি চতুর্থকে ॥৫০৮॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ সকল দ্রব্য চারিদিকে ও চারিকোণে বিন্যাস করিবে। প্রথম আবরণে ধান্যাদি বীজসমূহ, দ্বিতীয়ে রত্নসমূহ, তৃতীয়ে ধাতুসমূহ বিন্যাস করিবে, চতুর্থে লৌহ ॥ ৫০৮ ॥

প্রত্যাবরণগর্ত্তে তু পঞ্চমাবরণে দ্বিজ ।
চন্দনাদীংশ্চ বিপ্রেন্দ্রশ্চাষ্টদিক্ষু নিবেশয়েৎ ।
একৈকং দিক্ষু বিন্যস্য মধ্যে চৈবাপরং ন্যসেৎ ॥৫০৯

অনুবাদ—হে দ্বিজ ! প্রতি আবরণ গর্ত্তে এবং পঞ্চমাবরণে চন্দনাদি ও অষ্টদিকে বিন্যাস করিবে। এক এক বস্তু দিকসমূহে বিন্যাস করিয়া মধ্যেও অন্য সমূহ বিন্যাস করিবে ॥ ৫০৯ ॥

ঐন্দ্র্যাঞ্চ চন্দনং নাস্যমাগ্নেয্যাং রক্তচন্দনম্ ।
কৃষ্ণাগুরুং দক্ষিণস্যাং নির্ঋত্যামপরাগুরুম্ ॥৫১০॥
উশীরং পশ্চিমে ভাগে বিষ্ণুক্রান্তামথাপরে ।
সহদেবীমুদীচ্যাং তু লক্ষণামীশগোচরে ।
ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চলাং মধ্যে বৃদ্ধিং ব্রাহ্মে নিবেশয়েৎ ॥ ৫১১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকে চন্দন বিন্যাস কর্ত্তব্য, অগ্নি-কোণে রক্তচন্দন, দক্ষিণে কৃষ্ণাগুরু, নৈর্ঋতে অন্য অগুরু, পশ্চিমভাগে উশীর, বায়ুকোণে বিষ্ণুক্রান্তা, উত্তরে সহদেবী, ঈশানে লক্ষণা, ব্রাহ্মী ও সুবর্চ্চলা মধ্যে, বৃদ্ধি ব্রাহ্মে অর্থাৎ ঈশান ও পূর্ব্বের মধ্যে বিন্যাস করিবে ॥ ৫১০-৫১১ ॥

ধান্যমৈন্দ্র্যাং নিবেশ্যাথ আগ্নেয্যাং তু কুলত্থকম্ ।
যবান্ দক্ষিণভাগে তু গোধূমং নৈর্ঋতে ন্যসেৎ ॥৫১২

অনুবাদ—ধান্য পূর্ব্বদিকে বিন্যাস করিয়া, অগ্নি-কোণে কুলত্থ, যব দক্ষিণে, গোধুম নৈর্ঋতে বিন্যাস করিবে ॥ ৫১২ ॥

তিলাংস্তু পশ্চিমে দদ্যান্নীবারং বায়ুগোচরে ।
মুদ্গমুত্তরতো দদ্যান্নিষ্পাবমীশগোচরে ।
মধ্যে সিদ্ধার্থকং দদ্যাদ্রত্নন্যাসং সমাচরেৎ ॥৫১৩॥

অনুবাদ—তিল পশ্চিমে দিবে, নীবার বায়ু-কোণে, মুগ উত্তরে দিবে, শীম ঈশানে, মধ্যে শ্বেত সর্ষপ দিবে। পরে রত্ন বিন্যাস করিবে ॥ ৫১৩ ॥

বজ্রং তু পূর্ব্বতো দদ্যাদাগ্নেয্যাং মৌক্তিকং তথা ।
বৈদূর্য্যং দক্ষিণে দদ্যাচ্ছঙ্খং নির্ঋতিগোচরে ॥৫১৪॥

অনুবাদ—হীরক পূর্ব্বদিকে দিবে, অগ্নিকোণে মুক্তা, বৈদুর্য্য দক্ষিণে দিবে, শঙ্খ নৈর্ঋতে ॥ ৫১৪ ॥

স্ফটিকং বারুণে দদ্যাৎ পদ্মরাগং তু বায়বে।
উত্তরে চন্দ্রকান্তং তু ঐশান্যামিন্দ্রনীলকম্।
পদ্মরাগং ন্যসেন্মধ্যে যথাবদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৫১৫ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজসত্তম ! স্ফটিক পশ্চিমে দিবে, পদ্মরাগ বায়ুকোণে, উত্তরে চন্দ্রকান্ত, ঈশানে ইন্দ্রনীল-মণি। পদ্মরাগ মধ্যে যথাযথ বিন্যাস করিবে ॥৫১৫

———

হরিতালং ন্যসেৎ পূর্ব্বে আগ্নেয্যাং তু মনঃশিলাম্।
অঞ্জনং দক্ষিণে দদ্যান্মাক্ষিকং ব্রহ্মগোচরে ॥৫১৬॥
সৌরাষ্ট্রীং বারুণে দদ্যাদ্বায়ব্যাং গৈরিকং তথা।
সীসং চৈবোত্তরে দদ্যাদৈশান্যাং গন্ধকং তথা।
পারদং তু ন্যসেন্মধ্যে যথাবত্রিদশেশ্বর ॥ ৫১৭ ॥

অনুবাদ—হে দেবরাজ ! পূর্ব্বে হরিতাল বিন্যাস করিবে, অগ্নিকোণে মনঃশিলা, অঞ্জন দক্ষিণে দিবে, স্বর্ণ মাক্ষিক ব্রহ্মকোণে, সৌরাষ্ট্রী পশ্চিমে দিবে, বায়ুকোণে গৈরিক, উত্তরে সীসা দিবে। ঈশানে গন্ধক, পারদ মধ্যে যথাযথ বিন্যাস করিবে ॥ ৫১৬-৫১৭॥

———

হিরণ্যং পূর্ব্বতো দদ্যাদাগ্নেয্যাং তারমুত্তমম্।
আয়সং দক্ষিণে ন্যস্য নৈর্ঋত্যাং ত্রপুষং তথা।৫১৮॥
পশ্চিমে বিন্যসেদ্‌কাংস্যং নারং বায়ব্যগোচরে।
সিহলকং চোত্তরে ন্যস্য শুল্বমীশানগোচরে ॥৫১৯॥

অনুবাদ—স্বর্ণ পূর্ব্বদিকে দিবে, অগ্নিকোণে উত্তম মুক্তা, দক্ষিণে লৌহ বিন্যাস, নৈর্ঋতে সীসা, পশ্চিমে কাংস্য, বায়ুকোণে জল, উত্তরে সিহলক গন্ধদ্রব্য, ঈশাণ কোণে তাম্র ॥ ৫১৮-৫১৯ ॥

———

পদ্মং কূর্ম্মং তথানন্তং পৃথ্বীং মধ্যে নিবেশয়েৎ।
সুমেরুঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদ্ধিরণ্ময়ম্ ॥ ৫২০ ॥

অনুবাদ—পদ্ম, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীকে মধ্যে নিবেশ করিবে, এই সকল সুবর্ণময় ॥ ৫২০ ॥

———

এষামেকতমং মধ্যে ন্যসেৎ সর্ব্বাণ্যথাপি বা।
নমো হিরণ্যমন্ত্রেণ ব্রহ্মস্থানে নিবেশয়েৎ ॥ ৫২১ ॥

অনুবাদ—এই সকলের একতম মধ্যে ন্যাস করিবে অথবা সকলগুলিকে 'নমো হিরণ্য' মন্ত্রে ব্রহ্ম স্থানে নিবেশ করিবে ॥ ৫২১ ॥

———

কিঞ্চ—
ওষধীনামলাভে তু বিষ্ণুক্রান্তাং বিশাম্পতে।
বীজানামপ্যলাভে তু যবং সর্ব্বত্র দাপয়েৎ ॥ ৫২২ ॥

অনুবাদ—আরও—ওষধি সকলের অভাবে হে রাজন্ বিষ্ণুক্রান্তা, বীজ সকলের অপ্রাপ্তে যব সর্ব্বত্র দান করিবে ॥ ৫২২ ॥

———

অলাভে সর্ব্বরত্নানাং মুক্তা সর্ব্বত্র শস্যতে।
অলাভে সর্ব্বধাতুনাং হরিতালং বিনিক্ষিপেৎ।
অলাভে সর্ব্বলোহানাং কাঞ্চনানি প্রদাপয়েৎ ॥৫২৩

অনুবাদ—সকল রত্নের অভাবে মুক্তা সর্ব্বত্র প্রশস্ত। সকল ধাতুর অভাবে হরিতাল নিক্ষেপ করিবে। সকল লোহার অভাবে কাঞ্চন প্রদান করিবে ॥ ৫২৩ ॥

———

অথ অস্ত্রন্যাসমন্ত্রঃ

ভবিষ্যে—
ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
দম্ভোলিহস্তঃ সত্ত্বাঢ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি পূর্ব্বদিশি ॥ ৫২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রত্নন্যাস মন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণে—মহাতেজো দীপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র, মহাস্ত্র, বজ্রহস্ত, মহা-বলীয়ান্, সেই ইন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা পূর্ব্ব-দিকের মন্ত্র ॥ ৫২৪ ॥

———

আগ্নেয়ঃ পুরুষো দীপ্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি আগ্নেয্যাম্ ॥ ৫২৫ ॥

অনুবাদ—যিনি তেজোদীপ্ত সর্ব্বদেবময় অব্যয়

অনুবাদ—সর্ব্বদ্রব্যাভাবে স্বর্ণ ও হরিতাল নিক্ষেপ করিবেন, বীজস্থানে যব, ওষধিস্থানে সহদেবী নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৫০৪ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
নপুংসকশিলায়াস্তু রত্নন্যাসং সমাচরেৎ ।
বস্ত্রাভরণগন্ধাদ্যৈঃ পূর্ব্ববদ্ভূষিতো গুরুঃ ॥ ৫০৫ ॥
হুত্বাহুতিশতং বিপ্র নারসিংহেন বা পুনঃ ।
তেনৈবামন্ত্র্য রত্নাদীন্ পিণ্ডিকাং শ্বভ্রকে ন্যসেৎ ॥৫০৬

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—নপুংসক শিলা- (ব্রহ্মশিলা) তেই রত্নন্যাস কর্ত্তব্য। বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধাদি দ্বারা পূর্ব্ববৎ শ্রীগুরুদেব ভূষিত হইয়া হে বিপ্র! নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা শতবার আহুতি দান করিয়া অথবা ঐ মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রণ পূর্ব্বক রত্নাদি এবং পিণ্ডিকা গর্ত্তে স্থাপন করিবেন ॥ ৫০৫-৫০৬ ॥

গুগ্‌গুলুং দ্রাবয়িত্বাথ গর্ত্তে তু বিনিবেশয়েৎ ।
রত্নাদীনাং তু ন্যস্তানাং নিশ্চলীকরণায় তু ॥৫০৭॥

অনুবাদ—গুগ্‌গুল দ্রব করিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে কারণ বিন্যস্ত রত্নাদির নিশ্চলভাবে স্থাপনের জন্য ॥ ৫০৭ ॥

ততো নিবেশয়েত্তাংস্তু দিশাসু বিদিশাসু চ ।
প্রথমাবরণে ব্রীহীন্ রত্নান্যপি দ্বিতীয়কে ।
তৃতীয়ে বিন্যসেদ্ধাতুন্ লোহং চাপি চতুর্থকে ॥৫০৮॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ সকল দ্রব্য চারিদিকে ও চারিকোণে বিন্যাস করিবে। প্রথম আবরণে ধান্যাদি বীজসমূহ, দ্বিতীয়ে রত্নসমূহ, তৃতীয়ে ধাতুসমূহ বিন্যাস করিবে, চতুর্থে লৌহ ॥ ৫০৮ ॥

প্রত্যাবরণগর্ত্তে তু পঞ্চমাবরণে দ্বিজ ।
চন্দনাদীংশ্চ বিপ্রেন্দ্রশ্চাষ্টদিক্ষু নিবেশয়েৎ ।
একৈকং দিক্ষু বিন্যস্য মধ্যে চৈবাপরং ন্যসেৎ ॥৫০৯

অনুবাদ—হে দ্বিজ! প্রতি আবরণ গর্ত্তে এবং পঞ্চমাবরণে চন্দনাদি ও অষ্টদিকে বিন্যাস করিবে। এক এক বস্তু দিকসমূহে বিন্যাস করিয়া মধ্যেও অন্য সমূহ বিন্যাস করিবে ॥ ৫০৯ ॥

ঐন্দ্র্যাঞ্চ চন্দনং ন্যস্যমাগ্নেয্যাং রক্তচন্দনম্ ।
কৃষ্ণাগুরুং দক্ষিণস্যাং নৈর্ঋত্যামপরাগুরুম্ ॥৫১০॥
উশীরং পশ্চিমে ভাগে বিষ্ণুক্রান্তামথাপরে ।
সহদেবীমুদীচ্যাং তু লক্ষণামীশগোচরে ।
ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চলাং মধ্যে বৃদ্ধিং ব্রাহ্মে নিবেশয়েৎ ॥ ৫১১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকে চন্দন বিন্যাস কর্ত্তব্য, অগ্নিকোণে রক্তচন্দন, দক্ষিণে কৃষ্ণাগুরু, নৈর্ঋতে অন্য অগুরু, পশ্চিমভাগে উশীর, বায়ুকোণে বিষ্ণুক্রান্তা, উত্তরে সহদেবী, ঈশানে লক্ষণা, ব্রাহ্মী ও সুবর্চ্চলা মধ্যে, বৃদ্ধি ব্রাহ্মে অর্থাৎ ঈশান ও পূর্ব্বের মধ্যে বিন্যাস করিবে ॥ ৫১০-৫১১ ॥

ধান্যমৈন্দ্র্যাং নিবেশ্যাথ আগ্নেয্যাং তু কুলথকম্ ।
যবান্ দক্ষিণভাগে তু গোধূমং নৈর্ঋতে ন্যসেৎ ॥৫১২

অনুবাদ—ধান্য পূর্ব্বদিকে বিন্যাস করিয়া, অগ্নিকোণে কুলত্থ, যব দক্ষিণে, গোধূম নৈর্ঋতে বিন্যাস করিবে ॥ ৫১২ ॥

তিলাংস্তু পশ্চিমে দদ্যান্নীবারং বায়ুগোচরে ।
মুদ্গমুত্তরতো দদ্যান্নিষ্পাবমীশগোচরে ।
মধ্যে সিদ্ধার্থকং দদ্যাদ্রত্নন্যাসং সমাচরেৎ ॥৫১৩॥

অনুবাদ—তিল পশ্চিমে দিবে, নীবার বায়ুকোণে, মুগ উত্তরে দিবে, শীম ঈশানে, মধ্যে শ্বেত সর্ষপ দিবে। পরে রত্ন বিন্যাস করিবে ॥ ৫১৩ ॥

বজ্রং তু পূর্ব্বতো দদ্যাদাগ্নেয্যাং মৌক্তিকং তথা ।
বৈদূর্য্যং দক্ষিণে দদ্যাচ্ছঙ্খং নির্ঋতিগোচরে ॥৫১৪॥

অনুবাদ—হীরক পূর্ব্বদিকে দিবে, অগ্নিকোণে মুক্তা, বৈদুর্য্য দক্ষিণে দিবে, শঙ্খ নৈর্ঋতে ॥ ৫১৪ ॥

স্ফটিকং বারুণে দদ্যাৎ পদ্মরাগং তু বায়বে।
উত্তরে চন্দ্রকান্তং তু ঐশান্যামিন্দ্রনীলকম্।
পদ্মরাগং ন্যসেন্মধ্যে যথাবদ্দ্বিজসত্তম ॥ ৫১৫ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজসত্তম ! স্ফটিক পশ্চিমে দিবে, পদ্মরাগ বায়ুকোণে, উত্তরে চন্দ্রকান্ত, ঈশানে ইন্দ্রনীলমণি। পদ্মরাগ মধ্যে যথাযথ বিন্যাস করিবে ॥৫১৫

হরিতালং ন্যসেৎ পূর্ব্বে আগ্নেয্যাং তু মনঃশিলাম্।
অঞ্জনং দক্ষিণে দদ্যান্মাক্ষিকং ব্রহ্মগোচরে ॥৫১৬॥
সৌরাষ্ট্রীং বারুণে দদ্যাদ্বায়ব্যাং গৈরিকং তথা।
সীসং চৈবোত্তরে দদ্যাদৈশান্যাং গন্ধকং তথা।
পারদং তু ন্যসেন্মধ্যে যথাবত্ত্রিদশেশ্বর ॥ ৫১৭ ॥

অনুবাদ—হে দেবরাজ ! পূর্ব্বে হরিতাল বিন্যাস করিবে, অগ্নিকোণে মনঃশিলা, অঞ্জন দক্ষিণে দিবে, স্বর্ণ মাক্ষিক ব্রহ্মকোণে, সৌরাষ্ট্রী পশ্চিমে দিবে, বায়ুকোণে গৈরিক, উত্তরে সীসা দিবে। ঈশানে গন্ধক, পারদ মধ্যে যথাযথ বিন্যাস করিবে ॥ ৫১৬-৫১৭॥

হিরণ্যং পূর্ব্বতো দদ্যাদাগ্নেয্যাং তারমুত্তমম্।
আয়সং দক্ষিণে ন্যস্য নৈর্ঋত্যাং ত্রপুষং তথা।৫১৮॥
পশ্চিমে বিন্যসেদ্‌ঘোরং নারং বায়ব্যগোচরে।
সিহলকং চোত্তরে ন্যস্য শুল্বমীশানগোচরে ॥৫১৯॥

অনুবাদ—স্বর্ণ পূর্ব্বদিকে দিবে, অগ্নিকোণে উত্তম মুক্তা, দক্ষিণে লৌহ বিন্যাস, নৈর্ঋতে সীসা, পশ্চিমে কাংস্য, বায়ুকোণে জল, উত্তরে সিহলক গন্ধদ্রব্য, ঈশাণ কোণে তাম্র ॥ ৫১৮-৫১৯ ॥

পদ্মং কূর্ম্মং তথানন্তং পৃথ্বীং মধ্যে নিবেশয়েৎ।
সুমেরুঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদ্ধিরণ্ময়ম্ ॥ ৫২০ ॥

অনুবাদ—পদ্ম, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীকে মধ্যে নিবেশ করিবে, এই সকল সুবর্ণময় ॥ ৫২০ ॥

এষামেকতমং মধ্যে ন্যসেৎ সর্ব্বাণ্যথাপি বা।
নমো হিরণ্যমন্ত্রেণ ব্রহ্মস্থানে নিবেশয়েৎ ॥ ৫২১ ॥

অনুবাদ—এই সকলের একতম মধ্যে ন্যাস করিবে অথবা সকলগুলিকে 'নমো হিরণ্য' মন্ত্রে ব্রহ্ম স্থানে নিবেশ করিবে ॥ ৫২১ ॥

কিঞ্চ—
ওষধীনামলাভে তু বিষ্ণুক্রান্তাং বিশাম্পতে।
বীজানামপ্যলাভে তু যবং সর্ব্বত্র দাপয়েৎ ॥ ৫২২॥

অনুবাদ—আরও—ওষধি সকলের অভাবে হে রাজন্ বিষ্ণুক্রান্তা, বীজ সকলের অপ্রাপ্তে যব সর্ব্বত্র দান করিবে ॥ ৫২২ ॥

অলাভে সর্ব্বরত্নানাং মুক্তা সর্ব্বত্র শস্যতে।
অলাভে সর্ব্বধাতূনাং হরিতালং বিনিক্ষিপেৎ।
অলাভে সর্ব্বলোহানাং কাঞ্চনানি প্রদাপয়েৎ ॥৫২৩

অনুবাদ—সকল রত্নের অভাবে মুক্তা সর্ব্বত্র প্রশস্ত। সকল ধাতুর অভাবে হরিতাল নিক্ষেপ করিবে। সকল লোহার অভাবে কাঞ্চন প্রদান করিবে ॥ ৫২৩ ॥

অথ রত্নন্যাসমন্ত্রঃ

ভবিষ্যে—
ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
দম্ভোলিহস্তঃ সন্নাত্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি পূর্ব্বদিশি ॥ ৫২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রত্নন্যাস মন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণে—মহাতেজো দীপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র, মহাস্ত্র, বজ্রহস্ত, মহাবলীয়ান্, সেই ইন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা পূর্ব্বদিকের মন্ত্র ॥ ৫২৪ ॥

আগ্নেয়ঃ পুরুষো দীপ্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি আগ্নেয্যাম্ ॥ ৫২৫ ॥

অনুবাদ—যিনি তেজোদীপ্ত সর্ব্বদেবময় অব্যয়

ধূমকেতু অনভিভবনীয় সেই অগ্নিদেবকে প্রণাম এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে বিন্যাস করিতে হয় ॥ ৫২৫ ॥

———

যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ পুরুষো দণ্ডধৃঙমহান্ ।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি দক্ষিণস্যাম্ ॥ ৫২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি উৎপলকান্তি পুরুষ দণ্ডধারী মহান্ ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা সেই যমরাজকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে বিন্যাস করিবে ॥ ৫২৬ ॥

———

নৈর্ঋতং পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্ ।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি নৈর্ঋত্যাম্ ॥ ৫২৭ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সর্ব্বরাক্ষসগণের অধিপতি মহান্, খড়্গহস্ত মহাবলীয়ান্ সেই নৈর্ঋত পুরুষকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ইতি ॥ ৫২৭ ॥

———

বরুণঃ সবলো ধীমান্ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি পশ্চিমদিশি ॥ ৫২৮ ॥

অনুবাদ—জলাধিপতি সবল ধীমান্ পাশহস্ত মহাবাহু সেই বরুণদেব তাঁহাকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ইহা পশ্চিমে ॥ ৫২৮ ॥

———

বায়ুর্বৈ শ্যামবর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ ।
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি বায়ব্যাম্ ॥ ৫২৯ ॥

অনুবাদ—শ্যামবর্ণ ইনি সর্ব্বগন্ধবহ পবিত্র পুরুষ ধ্বজহস্ত। সেই বায়ুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা বায়ুকোণের মন্ত্র ॥ ৫২৯ ॥

———

আত্রেয়ঃ পুরুষঃ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি উদীচ্যাম্ ॥ ৫৩০ ॥

অনুবাদ—আত্রেয় পুরুষ সৌম্যমূর্ত্তি সর্ব্বৌষধি সমন্বিত নক্ষত্রাধিপতি সেই সোম, তাঁহাকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা উত্তর দিক মন্ত্র ॥ ৫৩০ ॥

———

ঈশানঃ পুরুষঃ শুভ্রঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপস্তথা ।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি ঐশান্যাম্ ॥ ৫৩১ ॥

অনুবাদ—ঈশান পুরুষ শুভ্রবর্ণ সর্ব্ববিদ্যাধিপতি শূলহস্ত বিরূপাক্ষ সেই মহাদেবকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা ঈশান কোন মন্ত্র ॥ ৫৩১ ॥

———

পদ্মযোনিশ্চ তন্মূর্ত্তির্বেদব্যাসঃ পিতামহঃ ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চ সততং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি ঊর্দ্ধে ॥ ৫৩২ ॥

অনুবাদ—যিনি পদ্মভূ, তাঁহার মূর্ত্তি বেদব্যাস, পিতামহ সতত যজ্ঞাধ্যক্ষ ব্রহ্মা, তাঁহাকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা উর্দ্ধে বা শিব ও ইন্দ্রের মধ্যে ॥ ৫৩২ ॥

———

যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইতি অধঃ ॥ ৫৩৩ ॥

অনুবাদ—যিনি এই অনন্তদেব রূপে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে পুষ্পবৎ মস্তকে ধারণ করেন সেই অনন্তদেবকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ইহা অধোদিকে বা বরুণদেবের দক্ষিণে ॥ ৫৩৩ ॥

———

মাৎস্যে চ প্রায়ঃ সর্ব্বমেবমেব ।

কিঞ্চ—

ওঁকারপূর্ব্বিকা হ্যেতে ন্যাসে বলিনিবেদনে ।
মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবানাং বৃদ্ধিপুত্রফলপ্রদাঃ ॥ ৫৩৪ ॥

॥ মৎস্যপুরাণেও প্রায় সকলই এইরূপ ॥

অনুবা—আরও—প্রণব পূটিত করিয়া এই সকল মন্ত্র দেবগণের রত্ন বিন্যাসে এবং উপহার নিবেদনে

প্রযোজ্য, এই সকল মন্ত্র যজমানের উন্নতি ও পুত্র ফল-প্রদ ॥ ৫৩৪ ॥

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

দিগীশানাং তু মন্ত্রেণ রত্নাদীন্ বিনিবেশয়েৎ ॥৫৩৫

অনুবাদ—শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—দিক্ পতিগণের মন্ত্র উচ্চারণ সহ রত্নাদির বিন্যাস গর্ত্তে ব্রহ্মশিলার উপর বা রত্নবেদী মধ্যে কর্ত্তব্য ॥ ৫৩৫ ॥

তদ্‌যথা—

ওঁ শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রনয়নোজ্জ্বলঃ।
যষ্টা যঃ ক্রতুমুখ্যানাং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
ও ত্রাতারমিতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তত্র কারয়েৎ ॥
ইতি পূর্ব্বস্যাম্ ॥ ৫৩৬ ॥

অনুবাদ—তাহা এই—প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্র দেবরাজ শ্রীমান্ সহস্র নয়নে উজ্জ্বল, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমূহের যজনকারী সেই মহাত্মাকে নমস্কার, ওঁ ত্রাতারম্ এই বেদমন্ত্রে সান্নিধ্য প্রার্থনা ঐস্থলে করিবে, ইহা পূর্ব্বদিকে ॥ ৫৩৬ ॥

ওঁ অজঃ সর্ব্বগতঃ শক্তির্যস্য ছায়েব রাজতে।
হব্যকব্যবহো যো বৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
ওঁ অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তস্য কারয়েৎ ॥
ইতি আগ্নেয্যাম্ ॥ ৫৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রণব সহ অজ সর্ব্বগত যাহার শক্তি ছায়ার ন্যায় বিরাজিত, যিনি হব্যকব্য বহনকারী সেই মহাত্মা অগ্নিদেবকে নমস্কার। ওঁ অগ্ন আয়াহি মন্ত্রদ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিবে। ইহা অগ্নিকোণে ॥ ৫৩৭ ॥

ওঁ কৃষ্ণাঞ্জননিভো রৌদ্রো দণ্ডপাণিঃ স্রগুজ্জ্বলঃ।
সর্ব্বপ্রেতাধিপো দেবো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
সান্নিধ্যকরণে তস্য মন্ত্রস্ত্বসি যমঃ স্মৃতঃ ॥
ইতি দক্ষিণস্যাম্ ॥ ৫৩৮ ॥

অনুবাদ—প্রণব সহ কৃষ্ণাঞ্জন সদৃশবর্ণ উগ্রমূর্ত্তি দণ্ডহস্ত উজ্জ্বল মাল্যবান্ সর্ব্বপ্রেতগণের অধিপতি সেই মহাত্মা যমদেবকে নমস্কার। তাহার সান্নিধ্য-করণে মন্ত্র 'অসি যমঃ' ইত্যাদি স্মরণ করিবে। দক্ষিণ দিকে ॥ ৫৩৮ ॥

ওঁ ঘোরদংষ্ট্রাকরালস্তু খড়্গপাণিঃ সুভৈরবঃ।
রাক্ষসাধিপতির্দেবো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
সান্নিধ্যার্থং তস্য মন্ত্র এষ তে নির্ঋতে স্মৃতঃ ॥
ইতি নৈর্ঋত্যাম্ ॥ ৫৩৯ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ ভয়ঙ্কর দন্ত করালবদন খড়্গহস্ত শ্রেষ্ঠ ভৈরব রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা সেই নৈর্ঋতদেবকে নমস্কার। তাঁহার আবাহন মন্ত্র এষ তে নির্ঋতে স্মরণ করিবে। ইহা নৈর্ঋত কোণে ॥ ৫৩৯ ॥

ওঁ সপ্তসাগরদেহস্তু পাশপাণির্মহাদ্যুতিঃ।
যাদসাং পতিরেকো যো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
তস্যালভনমন্ত্রস্তু 'পদ্মনদ্যঃ সরস্বতী' ॥
ইতি পশ্চিমায়াম্ ॥ ৫৪০ ॥

অনুবাদ—প্রণব সহ সপ্তসাগর যাঁর দেহ পাশ-হস্ত মহাজ্যোতি যিনি একমাত্র জলজ প্রাণীর রাজা সেই মহাত্মা বরুণদেবকে নমস্কার। তাঁহার আবা-হনমন্ত্র 'পদ্মনদ্য সরস্বতী'। ইহা পশ্চিমদিকে ॥৫৪০॥

ওঁ সপ্তস্বরানুগা যস্য যোনির্গীতা মনীষিভিঃ।
অশরীরেতি বিখ্যাতো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
মন্ত্রস্তস্যাপি সান্নিধ্যে 'বাত আবাতু ভেষজম্' ॥
ইতি বায়ব্যাম্ ॥ ৫৪১ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ মনীষিগণ কর্ত্তৃক গীত সপ্ত-স্বরানুগা যাঁহার উৎপত্তি স্থান অশরীরী নামে বিখ্যাত সেই মহাত্মা বায়ুদেবকে নমস্কার। তাঁহার আবা-হন মন্ত্র 'বাত আবাতু ভেষজম্'। ইহা বায়ুকোণে। ॥ ৫৪১ ॥

ওঁ ধনাধিপো হ্রস্বমূর্তির্গদাহস্তো নৃবাহনঃ।
উত্তরাশাধিপঃ শ্রীমান্ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
সোমং রাজেতি মন্ত্রোঽয়ং তস্য সান্নিধ্যকারকঃ ॥
ইতি উদীচ্যাম্ ॥ ৫৪২ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ ধনাধিপতি, ছোট মূর্ত্তি, গদা-হস্ত, নরবাহন, উত্তরদিক্ পতি মহাত্মা শ্রীমান্ কুবের দেবকে নমস্কার। তাঁহার আবাহন মন্ত্র সোম রাজেতি। ইহা উত্তর দিকে ॥ ৫৪২ ॥

ওঁ বিদ্যাধিপো বৃষারূঢ়ঃ শূলপাণির্মহাবলঃ।
ত্রৈলোক্যবন্দিতঃ শ্রীমান্ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
ঈশাবাস্যেতি মন্ত্রেণ তৎসান্নিধ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥
ইতি ঐশান্যাম্ ॥ ৫৪৩ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ বিদ্যার অধিপতি বৃষরূঢ় শূলহস্ত মহাবল, ত্রৈলোক্য বন্দিত ও শ্রীমান্ সেই মহাত্মা ঈশানদেবকে নমস্কার। ইঁহার আবাহন মন্ত্র ঈশান কোণে ॥ ৫৪৩ ॥

ওঁ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ স্বামী সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমান্নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
ব্রহ্মা দেবেতি মন্ত্রেণ সান্নিধ্যঃ তস্য কল্পয়েৎ ॥
ইতি ঊর্দ্ধে ॥ ৫৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ স্বামী সর্ব্ব-লোক পিতামহ কমণ্ডলুধর শ্রীমান্ সেই মহাত্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার। তাঁহার আবাহন মন্ত্র 'ব্রহ্মা দেব' ইতি। ঊর্দ্ধদিকে শ্রীশিব ও ইন্দ্রের মধ্যে ॥ ৫৪৪ ॥

ওঁ য ইমাং সকলাং পৃথ্বীং সপ্তসাগরভূষিতাম্।
বিভর্ত্তি মালাপ্রতিমাং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নমোঽস্তু সর্পমন্ত্রেণ সান্নিধ্যং তস্য কল্পয়েৎ ॥
ইতি অধঃ ॥ ৫৪৫ ॥

অনুবাদ—প্রণবসহ—যিনি সপ্তসাগর ভূষিত এই সমগ্র পৃথিবীকে পুষ্পমালার মত মস্তকে ধারণ করি-তেছেন সেই মহাত্মা অনন্তদেবকে নমস্কার করি। ইহার আবাহন মন্ত্র 'নমোঽস্তু সর্প'। ইহা অধো-দেশে অর্থাৎ বরুণদেবের দক্ষিণে ॥ ৫৪৫ ॥

অথ কামবিশেষেণ দ্রব্যবিশেষন্যাসঃ

ভবিষ্যে—

ক্ষীরবৃক্ষত্বচং পুষ্পমষ্টমঙ্গলসংযুতম্।
শ্রীকামস্তু ন্যসেৎ সম্যগ্দেশবৃদ্ধিকরং শুভম্ ॥৫৪৬

অনুবাদ—অনন্তর বাসনা বিশেষ দ্রব্য বিশেষ ন্যাস, ভবিষ্যপুরাণে—সমগ্রদেশ বৃদ্ধিকর শুভ ক্ষীর-কূল বৃক্ষের ছাল, পুষ্প ও অষ্টমঙ্গল দ্রব্যসহ সম্পদ বৃদ্ধিকামী ব্যক্তি নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৫৪৬ ॥

পারদং ঘৃতগোধূমান্ দূর্ব্বাং রোচনয়া সহ।
গোশৃঙ্গমৃত্তিকাং চৈব কূর্চ্চেন সহ নিক্ষিপেৎ।
স্থিতস্য তস্য দেবস্য শ্রিয়ো বৃদ্ধিঃ সদা ভবেৎ ॥৫৪৭

অনুবাদ—পারদ, ঘৃত, গম, দূর্ব্বা গোরচনা সহ নিক্ষেপ করিলে প্রতিষ্ঠিত দেবের সম্পদ বৃদ্ধি সর্ব্বদা হইবে ॥ ৫৪৭ ॥

টীকা—স্থিতস্য তত্তদ্দ্ব্যোপর্য্যবস্থিতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪৭ ॥

কৃষরং কাঞ্চনং চৈব পদ্মেন সহ বিন্যসেৎ।
স্থিতস্য তস্য দেবস্য চাতুর্বর্ণ্যহিতং ভবেৎ।
চতুষ্পাদাশ্চ বর্দ্ধন্তে দৌর্ভাগ্যঞ্চ প্রণশ্যতি ॥ ৫৪৮ ॥

অনুবাদ—কৃষর স্বর্ণ পদ্মের সহিত বিন্যাস করিলে প্রতিষ্ঠিত দেবের নিম্নে বর্ণ চতুষ্টয়ের হিত হয়, চতুষ্পদ প্রাণি বৃদ্ধি হয়, দুর্ভাগ্য নষ্ট হয় ॥৫৪৮॥

লাক্ষা মধু ঘৃতঞ্চৈব শমী চাশ্বত্থমেব চ।
বেদ্যা সহ চ দাতব্যা যজ্ঞোৎসবকরাস্তথা ॥ ৫৪৯ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞোৎসব বৃদ্ধিকর লাক্ষা, ঘৃত, শমী ও অশ্বত্থ বেদীর সহিত নিক্ষেপ কর্ত্তব্য ॥ ৫৪৯ ॥

মৃত্তিকা পর্ব্বতস্যাথ হ্রদাদাদায় মৃত্তথা।
যথাক্রমেণ দাতব্যা রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরী নৃপ ॥ ৫৫০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! পর্ব্বত, মৃত্তিকা ও হ্রদ হইতে আনীত মৃত্তিকা, রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরীর যথাক্রমে প্রদান কর্ত্তব্য ॥ ৫৫০ ॥

———

কাঞ্চনং সর্ব্ববীজানি মেদিন্যা সহ বিন্যসেৎ।
স্থিতস্য তস্য কৃষ্ণস্য প্রজা রাজা চ বর্দ্ধতে ॥৫৫১॥

অনুবাদ—প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বেদীতে স্বর্ণ, সর্ব্ববীজ, মৃত্তিকা সহ বিন্যাস করিলে প্রজা ও রাজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫১ ॥

———

ব্রহ্মস্থানে চ বিন্যস্য সর্ব্বকামার্থদং শুভম্।
ন ভয়ং ন দুর্ভিক্ষং তত্তদ্দ্রব্যে ব্যবস্থিতে ॥
ইতি ॥ ৫৫২ ॥

অনুবাদ—ব্যবস্থিত সেই সেই দ্রব্য ব্রহ্মস্থানে বিন্যাস করিলে সর্ব্বকাম, অর্থ ও শুভপ্রদ হয়, ভয় ও দুর্ভিক্ষ হয় না ॥ ৫৫২ ॥

———

শ্রীহয়গ্রীবদেবেন রত্নন্যাসাদনন্তরম্—
রুতে শান্ত্যম্বুসেক তু প্রাসাদে বিজয়ো মতঃ ॥৫৫৩

অনুবাদ—রত্ন বিন্যাসের পর শ্রীহয়গ্রীবদেবের উক্তি-শান্তি জলষেক সম্পন্ন হইলে পর শ্রীবিগ্রহ প্রাসাদে বিজয় করিবেন ॥ ৫৫৩ ॥

———

যথা হয়শীর্ষে—
রত্নন্যাসবিধিং কৃত্বা প্রতিষ্ঠামারভেদ্‌গুরুঃ ॥৫৫৪॥

অনুবাদ—যথা শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—শ্রীগুরুদেব রত্নন্যাস বিধি সমাপ্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিবেন ॥ ৫৫৪ ॥

টীকা—এবং মৎস্য-ভবিষ্যপুরাণোক্ত্যনুসারিণাং সতাং মতে প্রথমং প্রাসাদে শ্রীমূর্ত্তেবিজয়স্ততো রত্নাদিন্যাস ইতি লিখিতম্। শ্রীহয়শীর্ষমতে চ তদ্বিপরীতমিত্যুল্লিখন্ তত্রৈব পয়মপি কৃত্যবিশেষং লিখতি—রত্নন্যাসমিত্যাদিনা নিবেদয়েদিত্যন্তেন ॥ ৫৫৪ ॥

———

সশলাকৈর্দর্ভপিঞ্জৈঃ সহদেবীসমন্বিতৈঃ।
মহাক্ষতৈস্তু সংকৃত্য পঞ্চগব্যেন শোধয়েৎ।
প্রোক্ষয়েদ্‌গন্ধতোয়েন নদীতীর্থোদকেন চ ॥ ৫৫৫ ॥

অনুবাদ—শলাকা দর্ভপিঞ্জ সহদেবী সমন্বিত মহাক্ষত সমূহ দ্বারা সংস্কার করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিবেন। গন্ধজল ও গঙ্গাজল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন ॥ ৫৫৫ ॥

———

হোমার্থে স্থণ্ডিলং কুর্য্যাৎ সিকতাভিঃ সমন্ততঃ।
সার্দ্ধং হস্তপ্রমাণন্তু চতুরস্রং সুশোভনম্ ॥ ৫৫৬ ॥

অনুবাদ—হোমের জন্য চতুর্দ্দিকে বালুকা দ্বারা স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিবেন, সার্দ্ধহস্ত প্রমাণে সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল সুশোভন হইবে ॥ ৫৫৬ ॥

———

অষ্টদিক্ষু যথান্যায়ং কলসানপি পূজয়েৎ।
মন্ত্রেণাষ্টাক্ষরেণৈব পূজাদিক্রমযোগতঃ ॥ ৫৫৭ ॥

অনুবাদ—যথাবিধি অষ্টদিকে পূর্ণকলস সমূহও পূজা করিবেন। পূজাবিধি ক্রমানুসারে অষ্টাক্ষর মন্ত্রেই পূজা করিবেন ॥ ৫৫৭ ॥

———

আনীয় সংস্কৃতং বহ্নিং ত্বমগ্নে প্রয়তেত্যৃচা।
পলাশসমিধানাং তু ঘৃতাক্তানাং সুরেশ্বর ॥ ৫৫৮ ॥
শতং বাথ সহস্রং বা গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া।
জুহুয়াচ্চ শতং দদ্যাদাজ্যমষ্টাক্ষরেণ তু ॥ ৫৫৯ ॥

অনুবাদ—অগ্নি আনয়ন ও সংস্কার পূর্ব্বক 'ত্বমগ্নে প্রয়তে' এই ঋক্ মন্ত্রে, হে সুরেশ্বর! ঘৃতযুক্ত পলাশ-দ্বারা শত সহস্র সংখ্যা বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা হোম করিবেন, অষ্টাক্ষর মন্ত্রে শতবার ঘৃত প্রদান করিবেন ॥ ৫৫৮-৫৫৯ ॥

———

পূর্ণাহুতিং শান্তিতোয়ং কুর্য্যাত্তত্র বিচক্ষণঃ।
কলসেষুদকং গৃহ্য তাম্রপাত্রে নিবেশয়েৎ ॥৫৬০॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি হোমান্তে পূর্ণাহুতি ও

শান্তিজল প্রক্ষেপ করিবেন, কলস সমূহ হইতে শান্তি-জল লইয়া তাম্রপাত্রে রাখিবেন ॥ ৫৬০ ॥

মন্ত্রয়েচ্ছতবারাংস্তু মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
সেচয়েদ্দেবতামূর্ধ্নি শ্রীশ্চ তেত্যনয়াহনঘ ॥ ৫৬১ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য মূলমন্ত্র দ্বারা শতবার অভি-মন্ত্রিত করিয়া, হে অনঘ! বিগ্রহ মস্তকে সেচন করিবেন 'শ্রীশ্চতে' এই মন্ত্র দ্বারা ॥ ৫৬১ ॥

ব্রহ্মযানেন চোদ্ধৃত্য উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে।
ত্বং বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ প্রাসাদাভিমুখং নয়েৎ ॥৫৬২

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ বাহিত যানে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিষ্ণো এইমন্ত্রে উঠাইয়া প্রাসাদের অভিমুখে লইবে ॥ ৫৬২ ॥

শিবিকায়াং হরিং স্থাপ্য রথে বাথ সুযন্ত্রিতম্।
ভ্রাময়ীত পুরং সর্ব্বমথবায়তনং স্বকম্ ॥ ৫৬৩ ॥

অনুবাদ—শিবিকাতে শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া অথবা সাবধানে সুযন্ত্রিত রথে আরোহণ করাইয়া পুরীর সর্ব্বত্র অথবা নিজ মন্দির আয়তনে ভ্রমণ করাইবে ॥ ৫৬৩ ॥

টীকা—সুযন্ত্রিতং সাবধানং রথেন সহ সংযো-জিতমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৫৬৩ ॥

প্রদক্ষিণেন দেবেশং সর্ব্বশোভাসমন্বিতম্।
ততো মঙ্গলঘোষৈশ্চ গীতৈর্মধুরনিস্বনৈঃ ॥ ৫৬৪ ॥
স্তবভির্মাগধৈঃ সূতৈর্বাদ্যৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ।
গায়দ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সাম শঙ্খাকারেণ সর্ব্বশঃ ॥৫৬৫॥

অনুবাদ—শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ দ্বারা সর্ব্বশোভা সমন্বিত মঙ্গলধ্বনি, গীত, সুমধুর ধ্বনি সহ, সূত-মাগধবন্দীগণ দ্বারা স্তবপাঠ সহ, নানাবিধ মঙ্গল বাদ্য-সহ সামগানরত ব্রাহ্মণগণ সহ শঙ্খাকারে ভ্রমণ করা-ইবে ॥ ৫৬৪-৫৬৫ ॥

পতাকাভিবিচিত্রাভির্ধ্বজৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ।
দেবদেবং মহাদেবং হরিং সর্ব্বজগদ্‌গুরুম্ ॥৫৬৬॥
সংসারার্ণবসন্তারপোতভূতং সুরেশ্বরম্।
কর্তৃণাং স্থপতীনাং চ শিল্পিনাং পুরবাসিনাম্ ॥৫৬৭
স্থাপকানাং চ ভৃত্যানাং পাবকং পুণ্যবর্দ্ধকম্।
ভ্রাম্য প্রাসাদাভিমুখং কৃত্বা দেবং নিবেশয়েৎ ॥৫৬৮

অনুবাদ—বিচিত্র পতাকা নানাবিধ শুভ ধ্বজা সহ দেবদেব মহাদেব শ্রীহরি সর্ব্বজগদগুরু সংসার-সাগর পারের পোতস্বরূপ সুরেশ্বরকে, কর্ত্তা, সূত্রধার, শিল্পী, পুরবাসী, স্থাপক ও ভৃত্যগণের পবিত্রকারক ও পুণ্যবর্দ্ধক প্রভুকে ভ্রমণ করাইয়া মন্দির অভিমুখে প্রবেশ করাইবে ॥ ৫৬৬-৫৬৮ ॥

অথ তত্র মঙ্গলস্নপনম্

এরকায়াং তু সংস্থাপ্য স্নপয়েন্মঙ্গলান্বিতম্ ॥৫৬৯॥

অনুবাদ—অনন্তর মণ্ডপে মঙ্গলস্নপন—রথ হইতে এরকাতৃণে (হোগ্‌লাতে) স্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গলধ্বনি সহ স্নান করাইবে ॥ ৫৬৯ ॥

চতস্রোঽবিধবাস্তত্র দিব্যমন্ত্রাভিমন্ত্রিতাঃ।
সব্যাপসব্যসূত্রেণ বেষ্ট্য স্পৃশ্য কুশেন তু ॥ ৫৭০ ॥
আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতা ঘটৈর্মলয়ভূষিতৈঃ।
স্নপয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা অষ্টমঙ্গলসংযুতম্ ॥ ৫৭১ ॥

অনুবাদ—চারিজন সধবা ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিতা দক্ষিণে ও বামে সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া কুশদ্বারা স্পর্শ করিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মলয়-চন্দন ভূষিত অষ্টমঙ্গল দ্রব্যযুক্ত ঘট জলদ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্নান করাইবে ॥ ৫৭০-৫৭১ ॥

ততো গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চ্য মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
শুক্লবস্ত্রেণ সংছাদ্য অষ্টাঙ্গার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৫৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্য মূলমন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন ॥ ৫৭২ ॥

এবং ক্রমো বহুবিধঃ কৃত্যং চ বিবিধং ভবেৎ।
প্রতিমায়াং বুধৈশ্চাত্র কার্য্যং স্বগুরুসম্মতম্ ॥ ৫৭৩ ॥

অনুবাদ—এইভাবে বহুবিধ ক্রম ও বহুবিধ করণীয় প্রতিমা স্থাপনে দৃষ্ট হয়। এস্থলে অভিজ্ঞ-ব্যক্তি স্বগুরু সম্মত কার্য্য করিবেন ॥ ৫৭৩ ॥

টীকা—নন্বেবং কৃত্যে ক্রমে চ পুরাণাগমাদি-বচনতো বিরোধাপত্ত্যা কথং ব্যবহর্ত্তব্যম্? তত্র লিখতি—এবমিতি। নিজগুরুসম্প্রদায়াচারানুসারেণ তত্র তত্র ব্যবহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রে-বোহ্যম্। সর্ব্বত্র বিবিধবিরোধদর্শনাৎ পুনঃপুনরেব লিখ্যতে ইত্যুন্নেয়ম্ ॥ ৫৭৩ ॥

———

অথ গর্ত্তলেপনাদি

পায়সেনোপলিপ্যাদৌ গর্ত্তমাচ্ছাদ্য বাসসা।
অগ্ন্যাদিভ্যস্তু জুহুয়াৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য দক্ষিণে ॥৫৭৪॥

অনুবাদ—অনন্তর গর্ত্তলেপনাদি—প্রথমতঃ গর্ত্তকে পায়সদ্বারা উপলেপন করিয়া, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক গর্ত্তের দক্ষিণে সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্ন্যাদিদেব-গণের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন ॥ ৫৭৪ ॥

———

তথা চ মাৎস্যে—

ন্যাসং কৃত্বা তু রত্নানাং পায়সেনানুলেপিতম্।
পটেনাচ্ছাদয়েচ্ছুভ্রং শুক্লেনোপরি ধারয়ন্ ॥ ৫৭৫ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ মৎস্যপুরাণে—রত্নন্যাস পূর্ব্বক গর্ত্তকে পায়সদ্বারা অনুলেপন করিয়া শুক্লবস্ত্রে আচ্ছা-দন করিবে এবং উপরে শুক্ল বস্ত্রদ্বারা চাঁদোয়া দিবে ॥ ৫৭৫ ॥

———

ভবিষ্যে চ—

রত্নন্যাসে কৃতে পশ্চাৎ পায়সেনোপলেপয়েৎ।
পটেন মহতা পশ্চাচ্ছুক্লেনোপরি ছাদয়েৎ ॥৫৭৬॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—রত্নবিন্যাস করা হইলে পর পায়সদ্বারা গর্ত্তকে উপলেপন করিবে এবং বৃহৎ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক উপরে শুক্ল বস্ত্রদ্বারা চন্দ্রাতপ দিবে ॥ ৫৭৬ ॥

———

কিঞ্চ—

শ্বভ্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে সর্ষপান্ জুহুয়াদ্বুধঃ।
অগ্নয়ে ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় চৈব বিষ্ণবে।
স্কন্দায় গণরাজায় গণমাতৃভ্য এব চ ॥ ৫৭৭ ॥

অনুবাদ—আরও—অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র ও শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এবং কার্ত্তিক গণপতি ও মাতৃগণের উদ্দেশ্যে গর্ত্তের দক্ষিণ পার্শ্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ষপ দ্বারা হোম করিবে ॥ ৫৭৭ ॥

টীকা—কেভ্যো জুহুয়াৎ? তানেব নির্দ্দিশতি। অত্র প্রয়োগঃ—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহেত্যাদি ॥ ৫৭৭ ॥

———

অথেন্দ্রাদি-বলিদানম্

দদ্যাৎ শ্রীমূর্ত্তিমুত্থাপ্য শক্রাদিভ্যো বলিং বুধঃ।
তত্তন্নাম্না চতুর্থ্যন্ত-নমোঽন্ত-প্রণবাদিনা ॥ ৫৭৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণকে উপহার দান—শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের পর অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণকে উপহার দিবে, সেই সেই দেবের নামের সহ চতুর্থী বিভক্তিযোগে, নমঃ শব্দ অন্তে এবং প্রণব আদিতে সংযোগ দিবে ॥ ৫৭৮ ॥

———

তথা চ তত্রৈব—

ইন্দ্রাদীন্ লোকপালাংশ্চ আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তথা।
বিশ্বদেবাংস্তথা সর্ব্বান্ স্বনাম্না চোপলক্ষিতান্ ॥
ওঁ কারাদ্যান্নমোঽন্তাংশ্চ কৃত্বোত্থাপ্য বলিং হরেৎ ॥ ৫৭৯ ॥

অনুবাদ—সেইরূপই উক্ত গ্রন্থে—ইন্দ্রাদি দশ-দিকপালগণকে, দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু ও একাদশ বিশ্বদেবগণকে নিজ নিজ নাম দ্বারা উপলক্ষিত দেব-গণকে তাঁহাদের নামের সহিত প্রথমে ওঁকার এবং শেষে নমঃ শব্দ যুক্ত করিয়া পায়স উপহার দিবেন ॥ ৫৭৯ ॥

———

অথ প্রাসাদান্তঃ শ্রীমূর্ত্তিপ্রবেশনম্

দেবং গোবালরজ্জ্বাঽভিবেষ্ট্য স্বস্ত্যভিবাচয়েৎ।
আচার্য্যো বিধিবত্তঞ্চ প্রাসাদান্তঃ প্রবেশয়েৎ ॥৫৮০॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদ মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি প্রবেশন—আচার্য্য শ্রীবিগ্রহকে গোপুচ্ছ রজ্জু দ্বারা অভি-বেষ্টিত করিয়া স্বস্তিবাচন সহ বিধিবৎ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করাইবেন ॥ ৫৮০ ॥

অথ তদ্বিধি-বিশেষঃ

তত্রৈব—

উত্থিতং তত্র দেবেশং বালরজ্জ্বাহিদণ্ডবৎ।
ততঃ সুযন্ত্রিতং কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ।
জীবদানং ততঃ কৃত্বা দেবদেবং সমুৎক্ষিপেৎ ॥৫৮১

অনুবাদ—অনন্তর তাহার বিশেষ বিধি উক্তশাস্ত্রে—শ্রীহরিকে সর্পগাত্রবৎ গোপুচ্ছদ্বারা নির্ম্মিত কোমল রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর প্রভুকে উঠাইবে ॥৫৮১॥

টীকা—ইন্দ্রাদিভ্যশ্চ পায়সবলিং তত্তন্নামমন্ত্রেণ দদ্যাৎ; তত্র প্রয়োগঃ—ওঁ ইন্দ্রায় নম ইত্যাদি ॥৫৭৮

টীকা—দণ্ডবদ্বালরজ্জ্বা সুযন্ত্রিতং কৃত্বা 'যত্তু' ইত্যাদিজীবসূক্তেন জীবদানং কৃত্বা ॥ ৫৮১ ॥

স্থাপকঃ স্থাপয়েদ্দেবং মূর্ত্তিপৈর্বলবত্তরৈঃ।
পুণ্যাহজয়শব্দৈশ্চ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ॥ ৫৮২ ॥
আচার্য্যস্ত্বগ্রতো গচ্ছেদর্ঘ্যহস্তঃ সমাহিতঃ।
পৃষ্ঠতো যজমানস্তু ভক্ত্যা দেবন্তু সংস্পৃশন্।
পুত্রভ্রাতৃকলত্রৈশ্চ বন্ধুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৫৮৩ ॥

অনুবাদ—অতিশয় বলবান্ মূর্ত্তিপগণের সহিত স্থাপক প্রভুকে উত্থাপন করিবেন। পুণ্যাহ বাচন, জয়শব্দ, বেদধ্বনি পরিপূর্ণ সহ আচার্য্য অর্ঘ্যহস্তে সংযত চিত্তে অগ্রভাগে গমন করিবেন, যজমান পশ্চাতে ভক্তিসহ প্রভুকে স্পর্শ করিয়া পুত্র, ভ্রাতৃপরি-বার বন্ধুগণ সহ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৮২-৫৮৩ ॥

সর্ব্বেঽন্যোঽন্যমসংলগ্না ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্।
দ্বারদেশে সমানীয় অর্ঘ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥৫৮৪॥

অনুবাদ—অন্যান্য সকলে অস্পৃষ্টভাবে শ্রীজনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে করিতে পশ্চাৎ গমন করিবেন। দ্বারদেশে আনীয়া প্রভুকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন ॥ ৫৮৪ ॥

টীকা—সর্ব্বেঽন্যোঽন্যমসংলগ্নাঃ সন্তো গচ্ছেয়ুরিতি শেষঃ। দ্বারদেশে চ সর্ব্বগন্ধজলৈঃ 'দ্বারি সন্তিষ্ঠতে নমঃ' ইতি দেবং স্নাপয়েৎ, ততোঽর্ঘ্যং নিবেদয়েদিতি কেষাঞ্চিন্মতম্ ॥ ৫৮৪ ॥

ততঃ প্রবেশয়েদ্দেবং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধশ্চৈবমস্পৃশন্তং প্রবেশয়েৎ ॥ ৫৮৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গৃহমধ্যে প্রভুকে অতিদ্রুত নহে, অতিবিলম্বিত নহে, টেড়াভাবে বা উপরে নীচে স্পর্শ না লাগে এইভাবে প্রবেশ করাইবে ॥ ৫৮৫ ॥

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পাশেন যন্ত্রিতং কৃত্বা ততো দেবেতি চালয়েৎ।
অদ্বারবন্ধে প্রাসাদে দ্বারেণৈব প্রবেশয়েৎ ॥ ৫৮৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—কোমল রজ্জু-দ্বারা বেষ্টিত করিয়া 'দেব' এইমন্ত্রে চালনা করিবে, মুক্তদ্বার প্রাসাদে দ্বার দিয়াই প্রবেশ করাইবে ॥৫৮৬

দ্বারবন্ধে কৃতে দেবমাকাশেন প্রবেশয়েৎ।
দ্বারবন্ধে কৃতে চাপি অস্পৃশন্তং প্রবেশয়েৎ।
দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধস্তথা ॥ ৫৮৭ ॥

অনুবাদ—দ্বারবদ্ধ প্রাসাদে প্রভুকে আকাশ পথে প্রবেশ করাইবে। দ্বারবদ্ধ থাকিলেও অস্পর্শ ভাবে প্রভুকে প্রবেশ করাইবে 'দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রে, টেড়া উর্দ্ধ অধঃস্পর্শ না হয় ॥ ৫৮৭ ॥

অথ পিণ্ডিকান্যাসাদি

পাদ্যং দত্ত্বা পিণ্ডিকাঞ্চ বিন্যস্য বিধিনা চ তাম্।
প্রক্ষাল্যাভ্যর্চ্চ তদ্গর্ত্তং পায়সেনোপলেপয়েৎ ॥৫৮৮

অনুবাদ—অনন্তর পিণ্ডিকা ন্যাসাদি—পাদ্য দানানন্তর পিণ্ডিকাকে বিন্যাস পূর্ব্বক বিধিবৎ

তাহাকে প্রক্ষালন ও অর্চ্চনা করিয়া ঐ গর্ত্ত পায়স দ্বারা উপলেপন করিবেন ॥ ৫৮৮ ॥

টীকা—বিধিনেতি—প্রতিপদমিতি মন্ত্রেণ পিণ্ডিকাং বিন্যস্য পঞ্চগব্যেন কষায়োদকেন চ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মীমন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্যেতি। পূর্ব্বমধিবাসে প্রক্ষালনাদিকমস্যাপি লিখিতং, ইদানীঞ্চ প্রাসাদান্তঃ স্থাপনা ইতি ভেদঃ ॥ ৫৮৮ ॥

———

ভবিষ্যে—

বিষ্ণুপীঠং ন্যসেৎ পশ্চাদর্ঘ্যং দত্ত্বা সমাহিতঃ।
কপিলাক্ষীরসংস্নিগ্ধং পরমান্নং তু সংস্কৃতম্।
কপিলাজ্যেন সংমিশ্রং তৈঃ শ্বভ্রমুপলেপয়েৎ ॥৫৮৯॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অর্ঘ্য দান করিয়া স্থিরচিত্তে বিষ্ণুপীঠ পিণ্ডিকা বিন্যাস করিবে। কপিলা গোদুগ্ধে সুস্নিগ্ধ পায়সান্ন পাক করিয়া গোঘৃত সংমিশ্রণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা গর্ত্ত উপলেপন করিবেন ॥ ৫৮৯ ॥

———

হয়শীর্ষে—

রত্নন্যাসমিমং কৃত্বা নপুংসকশিলাতলে।
ন্যসেৎ পাদশিলাং তত্র শ্রীলিঙ্গৈরুপলক্ষিতাম্ ॥৫৯০॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—এইরূপে ব্রহ্মশিলাতলে রত্নন্যাস করিয়া সেই স্থানে শক্তি উপলক্ষিত পাদশিলা পিণ্ডিকা বিন্যাস করিবে ॥ ৫৯০ ॥

———

তত্র সংপূজয়েদ্বিদ্বান্ পিণ্ডিকাং শক্তিরূপিণীম্।
সহ রঙ্গেন বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৫৯১ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি শক্তিরূপিণী পিণ্ডিকাকে সেই স্থানে সম্পূর্ণ রূপে পূজা করিয়া রঙ্গিন শাটিকা-বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৫৯১ ॥

———

পুষ্পৈর্ম্মূলৈঃ ফলৈর্হৃদ্যৈঃ সিতয়া চার্দ্রকেণ চ।
অভ্যর্চ্চ্য বিন্যসেদ্বিদ্বান্ লক্ষ্মীবীজং সমাহিতঃ ॥৫৯২

অনুবাদ—পুষ্প, ফল, মূল, হৃদয়গ্রাহী মিছরি ও আর্দ্রক সহ অর্চ্চনা করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্থিরচিত্তে লক্ষ্মীবীজ বিন্যাস করিবেন ॥ ৫৯২ ॥

———

কৃত্বৈব পিণ্ডিকাকর্ম্ম তদূর্দ্ধ্বঃ প্রতিমাং ন্যসেৎ।
প্রাসাদানাং তু সর্ব্বেষাং প্রতিমা বীজ উচ্যতে ॥৫৯৩

অনুবাদ—পিণ্ডিকা ন্যাস কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার উপর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, প্রাসাদ সমূহের প্রতিমা বীজ নামে অভিহিত ॥ ৫৯৩ ॥

———

প্রতিমানাং তু সর্ব্বাসাং পাদপীঠঃ শিলাময়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পীঠোর্দ্ধ্বং প্রতিমাং ন্যসেৎ ॥ ৫৯৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ প্রতিমার পাদপীঠ শিলাময় অতএব সর্ব্বভাবে প্রযত্ন সহ পীঠের উপর প্রতিমা স্থাপন করিবেন ॥ ৫৯৪ ॥

টীকা—পীঠস্যোর্দ্ধ্বমুপরি ॥ ৫৯৪ ॥

———

অথ শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনম্

গন্ধপুষ্পাদিনাভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈর্মঙ্গলস্বনৈঃ।
গীতাদিভিশ্চ তাং মূর্ত্তিং স্থাপয়েৎ পিণ্ডিকোপরি ॥৫৯৫

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন—ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিবিধ মঙ্গল ধ্বনি সহ পিণ্ডিকার উপরে স্থাপন করিবেন ॥ ৫৯৫ ॥

———

মাৎস্যে—

তত উত্থাপ্য দেবেশমিষ্টাংশে তু সুভাজনে।
ধ্রুবা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ শ্বভ্রোপরি নিবেশয়েৎ ॥৫৯৬॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—শ্রীহরিকে উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মভাগে উত্তম পিণ্ডিকার উপর 'ধ্রুবা দ্যৌঃ' এইমন্ত্রে গর্ত্তে পিণ্ডিকার উপর স্থাপন করিবেন ॥৫৯৬

টীকা—ইষ্টে স্থাপনযোগ্যে অংশে প্রদেশভাগে, তত্র চ সুভাজনে সৎপাত্রে পিণ্ডিকোপরীত্যর্থঃ ॥৫৯৬॥

———

ভবিষ্যে চ—

স্থাপয়েত্তমসংলগ্নমদ্রুতঞ্চাবিলম্বিতম্ ।
পুণ্যাহজয়শব্দৈশ্চ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ।
শঙ্খভেরীনিনাদৈশ্চ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ৫৯৭ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও—শ্রীবিগ্রহকে কোথাও না লাগে, অতিদ্রুত বা অতি বিলম্বিত নহে, পুণ্যাহ-বাচন, জয়ধ্বনি, বেদধ্বনি পরিপূর্ণ শঙ্খ ভেরীধ্বনি, গীতবাদ্য, নৃত্যধ্বনি সহ স্থাপন করিবেন ॥ ৫৯৭ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পিণ্ডিকোর্দ্ধং ততো দেবং যন্ত্রিতো ধারয়েৎ ক্ষণম্ ।
ততঃ শঙ্খঘটীতোয়ৈর্দৈবজ্ঞান্ লগ্নমাদিশেৎ ॥৫৯৮॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অনন্তর শ্রীবিগ্রহকে রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর শঙ্খ ঘটিকা যন্ত্রের দ্বারা দৈবজ্ঞগণকে শুভলগ্ন নির্দ্দেশ করিবেন ॥ ৫৯৮ ॥

টীকা—আদিশেৎ পৃচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯৮ ॥

জ্ঞাত্বা সম্যক্ স্থিরং লগ্নমলগ্নং বা নিবেশয়েৎ ।
পিণ্ডিকায়াং সুরশ্রেষ্ঠ মন্ত্রেণানেন দেশিকঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যবিক্রান্তায় ত্রিবিক্রমায় নমো নমঃ ॥
ইতি ॥ ৫৯৯ ॥

অনুবাদ—হে সুরশ্রেষ্ঠ। সম্পূর্ণ স্থির লগ্ন বা অলগ্ন জানিয়া আচার্য্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ সহ পিণ্ডিকাতে স্থিরলগ্নে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র—ওঁ ত্রৈলোক্য বিক্রান্তায় ত্রিবিক্রমায় নমো নমঃ ইতি ॥ ৫৯৯ ॥

সংস্থাপ্য পিণ্ডিকায়ান্তু স্থিরং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
ধ্রুবা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি ॥
ইতি ॥ ৬০০ ॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি পিণ্ডিকাতে সংস্থাপনের পর স্থির করিবেন—'ধ্রুবা দৌঃ' এইমন্ত্রে এবং 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' এই মন্ত্রেও ॥ ৬০০ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনানন্তরকৃত্যানি

ততঃ স্বর্ণাদিনা দেবং সংস্নাপ্যার্ঘ্যং প্রদায় চ ।
ধূপাদি দত্ত্বাবহিতো মহামন্ত্রং জপেদ্‌গুরুঃ ॥৬০১॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের পর কৃত্য সমূহ—তৎপরে স্বর্ণাদিসহ শ্রীমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া অর্ঘ্যদানের পর ধূপাদি দান করিয়া শ্রীগুরুদেব অবহিত হইয়া মহামন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৬০১ ॥

টীকা—আদি-শব্দাৎ মধুসর্পিষা, তথা পুরা শান্তি-ঘটন্যস্তাবশিষ্টসম্পাতাহুতিজলেন চ অবহিতঃ নিঃ-শব্দতাদ্যাপাদনেন সাবধানঃ সন্ মহামন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং জপেৎ ॥ ৬০১ ॥

ভবিষ্যে—

স্থিতমাত্রং সুবর্ণেন স্নাপয়েদথ সর্পিষা ।
তস্যান্তে স্নাপয়েত্তেন সংপাতাহুতিবারিণা ॥ ৬০২ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের পরই সুবর্ণ সহ ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবেন। তৎপরে সংপাতাহুতি জলদ্বারা স্নান করাইবেন ॥ ৬০২ ॥

টীকা—তেন পূর্ব্বং শান্তিঘটন্যস্তেন ॥ ৬০২ ॥

অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য অর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি ।
সঘৃতং গুগ্গুলুং দদ্যান্নিঃশব্দং কারয়েত্ততঃ ॥৬০৩॥
ঐশানে তু দিশাভাগে স্থিতস্তূষ্ণীং সুসংযতঃ ।
উচ্চারয়েন্মহামন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরমদ্রুতম্ ।
তেন বৈ জপ্যমানেন বিধেরচ্ছিদ্রতা ভবেৎ ॥৬০৪॥

অনুবাদ—অর্ঘ্যদানের পর নমস্কারান্তে যথাবিধি অর্চ্চন করিয়া ঘৃতসহ গুগ্গুল ধূপ দিবে, তৎপরে নিঃশব্দ করাইয়া ঈশান দিকে অবস্থান পূর্ব্বক মৌন ও সুসংযত হইয়া দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র অদ্রুতভাবে উচ্চারণ করিবেন। ঐ ভাবে জপ করিলে অনুষ্ঠান বিধির ত্রুটি মার্জ্জনা হইবে ॥ ৬০৩-৬০৪ ॥

টীকা—অর্পয়িত্বেতি পাঠে আদৌ মন্ত্রেণার্ঘ্যং বিসৃজ্য পশ্চাত্তেন অর্ঘ্যং কৃত্বা, যদ্বা, অর্পয়িত্বা অর্চ্চয়িত্বেত্যেবার্থঃ ॥ ৬০৩ ॥

টীকা—বিধেঃ—কর্ম্মণঃ ॥ ৬০৪ ॥

মন্ত্রহীনো বিধির্যশ্চ অঙ্গহীনশ্চ যো ভবেৎ।
হীনো বৈ দক্ষিণাভিশ্চ ন প্রশস্তঃ কদাচন।
এষ গুহ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংহিতোক্তো ময়া তব ॥৬০৫

অনুবাদ—যে অনুষ্ঠান মন্ত্রহীন, বিধিহীন, অঙ্গহীন এবং দক্ষিণাদি হীন হয় তাহা কখনও প্রশস্ত নহে। আমি তোমার নিকট সংহিতা উক্ত এই গোপনীয় বিধি বলিলাম ॥ ৬০৫ ॥

টীকা—ছিদ্রতামেব দর্শয়তি—মন্ত্রহীন ইতি ॥৬০৫

অথ মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনম্

ওঁ যজ্জাগ্রত ইত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈঃ ষড়্ভিঃ ক্রমাৎ স্পৃশেৎ।
দেবস্য দক্ষিণং পার্শ্বং বামং পৃষ্ঠং শিরঃ পদৌ ॥৬০৬

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্রসহ শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ—'ওঁ যজ্জাগ্রত' ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র উচ্চারণ সহ ক্রমে শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণ পার্শ্ব, বামপার্শ্ব, পৃষ্ঠদেশ, মস্তক ও চরণদ্বয়—এই ছয় অঙ্গ স্পর্শ করিবে ॥ ৬০৬ ॥

টীকা—অগ্রে লেখ্যৈঃ ষড়্ভির্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণ দেবস্য দক্ষিণপার্শ্বাদি-স্থানষট্‌কং স্পৃশেৎ ॥ ৬০৬ ॥

ভবিষ্যে—

অধুনা বৈদিকং বক্ষ্যে বিধিং সামান্যযোগতঃ।
এতাভির্ঋগ্‌ভিঃ ষড়্ভিশ্চ বিষ্ণুং সর্ব্বত্র সংস্পৃশেৎ ॥ ৬০৭ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অধুনা বৈদিক বিধি সামান্যত বলিব। এই ছয়টি ঋক্‌বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ সহ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিবেন ॥ ৬০৭ ॥

দক্ষিণং পশ্চিমং চৈব উত্তরং পূর্ব্বমেব চ।
মূর্ধ্নি মূলে চ যত্নেন সংস্পৃশেৎ প্রযতো বুধঃ ॥৬০৮

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংযত চিত্তে শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব, মস্তক ও শ্রীচরণদ্বয় স্পর্শ করিবেন ॥ ৬০৮ ॥

অথ মন্ত্রাঃ

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবম্ ॥ ইতি ॥ ৬০৯ ॥
ওঁ যেন কর্ম্মণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে ॥ ইতি ॥৬১০॥
ওঁ যৎ প্রজ্ঞামৃতচেতো ধৃতিশ্চ ॥ ইতি ॥ ৬১১ ॥
ওঁ যেনেদন্তুতং ভুবনং ভবিষ্যৎ ॥ ইতি ॥ ৬১২ ॥
ওঁ যস্মিন্নৃচঃ সামযজূংষি যস্মিন্ ॥ ইতি ॥৬১৩॥
ওঁ সুষারথিরশ্বাতিবয়ন্মনুষ্যান্ ॥ ইতি ॥ ৬১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্র সমূহ—ওঁ যজ্জাগ্রতো ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রদ্বারা শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করিবেন ॥ ৬০৯-৬১৪ ॥

মাৎস্যে—

দেবধ্যানৈকচেতাস্তু মন্ত্রানেতানুদীরয়েৎ ॥ ৬১৫ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—শ্রীবিগ্রহধ্যানে একচিত্ত আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবেন ॥৬১৫॥

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি, ইতি, ততো বিরাড়্‌জায়ত ইতি, সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইতি, অভিত্বা শূর নো নুম ইতি। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বমিতি, ওঁ যেনেদং ভূতং ভুবনমিতি, ওঁ ন ত্বা বা অন্য ইতি ॥ ৬১৬ ॥

অনুবাদ—ওঁ যজ্জাগ্রতো ইত্যাদি, ততো বিরাড়্‌জায়ত ইত্যাদি, সহস্র শীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি অভিত্বা শূর নো নুম ইত্যাদি, ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্ব ইতি, ওঁ যে মেদং ভূতং ইত্যাদি, ওঁ ন ত্বা বা অন্য ইত্যাদি ॥ ৬১৬ ॥

সর্ব্বাস্বেতান্ প্রতিষ্ঠাসু জপ্ত্বা মন্ত্রান্ পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্কৃত্বঃ স্পৃশেদব্‌ভির্মূলে মধ্যে শিরস্যপি ॥৬১৭॥

অনুবাদ—সর্ব্ব প্রতিমার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে এইমন্ত্র সমূহ পুনঃ পুনঃ জপ করিয়া শ্রীবিগ্রহের চরণে মধ্যদেশে ও মস্তকে প্রতি অঙ্গে জলদ্বারা চারিবার স্পর্শ করিবেন ॥ ৬১৭ ॥

অথ জপবিধিবিশেষঃ

দেবমূর্ধ্নি করং ন্যস্য দেবং ধ্যায়ন্ জপেদ্‌গুরুঃ।
সূক্তান্যথাষ্টতত্ত্বঞ্চ ভাবয়িত্বা পঠেন্মনূন্ ॥ ৬১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জপবিধি বিশেষ—শ্রীগুরুদেব প্রতিমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে সূক্ত সমূহ পাঠ করিবেন এবং আত্মতত্ত্বও ভগবদ্দাস আমি ভাবনা করিয়া মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন ॥ ৬১৮ ॥

টীকা—সূক্তানি দেবব্রতাদীনি জপেৎ, আত্মতত্ত্বং 'ভগবদ্দাসোঽস্মি' ইত্যেবং ধ্যাত্বা ॥ ৬১৮ ॥

তত্রৈব—

ততঃ স্থিরীকৃতস্যাস্য হস্তং দত্ত্বা তু মস্তকে।
ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবং দেবদেবন্তু নিষ্কলম্ ॥ ৬১৯ ॥
দেবব্রতং তথা সাম রুদ্রসূক্তং তথা পঠেৎ।
আত্মানমীশ্বরং ধ্যাত্বা নানাভরণভূষিতম্।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং তদ্ধ্যানে সংস্মরেৎ সদা ॥৬২০

অনুবাদ—উক্ত গ্রন্থেই—অনন্তর শ্রীবিগ্রহকে স্থির-ভাবে স্থাপন করিয়া ইহার মস্তকে হস্ত দিয়া পরম-সদ্ভাব দেবদেব পরিপূর্ণ পুরুষকে ধ্যান করিয়া দেব-ব্রত সূক্ত, সেইরূপ সাম, রুদ্রসূক্ত পাঠ করিবেন, পরমাত্মা ঈশ্বরকে নানা অলঙ্কার ভূষিত যে দেবের যে রূপ তাঁহার ধ্যানে সর্ব্বদা সেই রূপ স্মরণ করি-বেন ॥ ৬১৯-৬২০ ॥

টীকা—আত্মানং সর্ব্বান্তর্য্যামিণম্ ॥ ৬২০ ॥

অথ মন্ত্রাশ্চ

তত্রৈব—

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দ্দনম্ ॥৬২১

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্রসমূহ, উক্ত গ্রন্থেই—অতসী পুষ্প সদৃশ শ্রীবিগ্রহের বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদাধর দেব-দেব শ্রীহরি জনার্দ্দনকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করি-তেছি, নিজকে তাঁহার দাস ভাবনা করিয়া ॥ ৬২১ ॥

টীকা—দেবঃ দেবস্যাধীনো দাস ইত্যর্থঃ ॥৬২১॥

কিঞ্চ—

বেদমন্ত্রাংস্তথা মন্ত্রান্ রুদ্রস্য স্থাপনে জপেৎ।
বিষ্ণোস্তু বৈষ্ণবাংস্তদ্বদ্‌ব্রাহ্মাংশ্চ ব্রহ্মণো বুধঃ ॥৬২২
সৌরাঃ সূর্য্যস্য জপ্তব্যাস্তথান্যেষু তদাশ্রয়াঃ।
বেদমন্ত্রপ্রতিষ্ঠা তু যস্মাদানন্দদায়িনী ॥ ৬২৩ ॥

অনুবাদ—আরও—রুদ্রদেবের স্থাপনের রুদ্র সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্র সমূহ জপ কর্ত্তব্য, বিষ্ণু-স্থাপনে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় বৈদিকমন্ত্র সমূহ, ব্রহ্মস্থাপনে ব্রহ্মাসম্ব-ন্ধীয়, সূর্য্যদেবের স্থাপনে সৌরসূক্ত সমূহ জপ কর্ত্তব্য। সেইরূপ অন্য অন্য দেবস্থাপনে সেই সেই বৈদিকমন্ত্র সমূহ জপ সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য যেহেতু বেদমন্ত্র প্রতিষ্ঠা আনন্দদায়িনী ॥ ৬২২-৬২৩ ॥

টীকা—বেদমন্ত্রজপে হেতুমাহ—বেদেতি। অতো বৈদিকমন্ত্রপ্রধানৈরেব প্রতিষ্ঠা কার্য্যেতি ভাবঃ ॥৬২২-৬২৩ ॥

কিঞ্চ—

স্থাপয়েদ্‌যস্তু দেবেশং প্রধানত্বং প্রকল্পয়েৎ।
তস্য পার্শ্বে স্থিতানন্যান্ স্মরেত্তৎ পরিবারবৎ ॥৬২৪

অনুবাদ—আরও—যিনি শ্রীহরিকে স্থাপন করি-বেন, তাঁহাকে প্রধান রূপে ভাবিবেন এবং তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত অন্য দেবগণকে তাঁহার পরিকর তদ-ধীন রূপে স্মরণ করিবেন ॥ ৬২৪ ॥

টীকা—পরিবারবৎ স্মরেৎ, পরিবারান্ জানীয়াৎ ॥ ৬২৪ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পঞ্চগব্যেন তং স্নাপ্য ক্ষাল্য গন্ধোদকেন তু।
পূজয়েৎ সকলীকৃত্য সাঙ্গং সাবরণং হরিম্ ॥৬২৫॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চ-গব্য দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধচন্দনোদক দ্বারা প্রক্ষা-লন পূর্ব্বক সকলীকরণান্তে সাঙ্গ আবরণ সহ শ্রী-হরিকে পূজা করিবেন ॥ ৬২৫ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষদেবেন চ 'সংস্থাপ্য পিণ্ডিকায়াং তু' ইতি পদ্যেন পিণ্ডিকায়াং স্থিরীকরণমুক্ত্বা তদনন্তর-কৃত্যং যদুক্তং, তল্লিখতি,—পঞ্চগব্যেত্যাদিনা। অন্যৎ সুগমম্। তত্র ধ্যানাদাবর্থবিশেষশ্চ শ্রীভাগবতানাং হৃদয়বেদ্য এব ॥ ৬২৫ ॥

ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানং নিষ্কলং নির্ম্মলং বিভুম্ ॥৬২৬

অনুবাদ—সেই পরমাত্মাকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সর্ব্বগতরূপে ধ্যান করিবে ॥ ৬২৬ ॥

গমনং তস্য মূর্ত্তিস্তু পৃথিবী তস্য পিণ্ডিকা।
কল্পয়েদ্বিগ্রহং তস্য তৈজসৈঃ পরমাণুভিঃ ॥ ৬২৭ ॥

অনুবাদ—গমন তাঁহার মূর্ত্তি, পৃথিবী তাঁহার পিণ্ডিকা, তাঁহার বিগ্রহকে তৈজস পরমাণু সকল দ্বারা গঠিত ভাবনা করিবে ॥ ৬২৭ ॥

তেজোময়ং ততো ধ্যায়েচ্ছঙ্খচক্রগদাধরম্।
মন্ত্রমূর্ত্তিং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ বৈ হরিম্ ॥৬২৮

অনুবাদ—শঙ্খ, চক্র, গদাধরকে তেজোময় ধ্যান করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে মন্ত্রমূর্ত্তি রচনা করিবে ॥ ৬২৮ ॥

স্থিতে সতি স্থিতিন্যাসমাসীনে সৃষ্টিসংজ্ঞিতম্।
শয়িতে সংহৃতিন্যাসং যানস্থে সর্ব্বমেব চ ॥৬২৯॥
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সুরেশ্বরম্।
হৃত্তামরস-মধ্যস্থং সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞং চিৎস্বভাবস্তমণীয়াংসমণোরপি ॥ ৬৩০ ॥
অদোষপরমর্ষ্যাদীন্ প্রতিমায়াং নিবেশয়েৎ।
সজীবকরণং কৃত্বা প্রণবেন নিরোধয়েৎ ॥ ৬৩১ ॥

অনুবাদ—বিশ্বের পালন কার্য্যে তাঁহার দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, অবস্থান মূর্ত্তি তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যে, সংহার কার্য্যে শয়নমূর্ত্তি এবং যানস্থ অবস্থায় সকল কার্য্য—এইরূপে ন্যাস বিধি করিয়া সুরেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। হৃদয়কমল মধ্যস্থ সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র সাক্ষি, ক্ষেত্রজ্ঞ চিৎস্বভাব, তাঁহাকে অণু হইতেও অণু, অদোষ পরম ঋষি আদিকে প্রতিমাতে নিবেশ করিবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিরোধ করিবে ॥৬২৯-৬৩১ ॥

সান্নিধ্যকরণার্থায় হৃদয়ং স্পৃশ্য দেশিকঃ।
পৌরুষন্তু জপেৎ সূক্তং ধ্যায়েদ্দেবং সুরেশ্বরম্ ॥৬৩২

অনুবাদ—আচার্য্য সান্নিধ্য করণ নিমিত্ত হৃদয় স্পর্শ করিয়া পৌরুষসূক্ত পাঠ করিবেন এবং সুরেশ্বর শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে ॥ ৬৩২ ॥

জপেত্তথাপরং মন্ত্রমিমং গুহ্যং সনাতনম্ ॥৬৩৩॥

অনুবাদ—সেইরূপ অন্য এই গোপনীয় সনাতন মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৬৩৩ ॥

ওঁ নমস্তুভ্যং সুরেশায় সন্তোষবিভবাত্মনে।
জ্ঞানবিজ্ঞানরূপায় ব্রহ্মতেজোঽনুশালিনে ॥ ৬৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রণব সহ সুরেশ সন্তোষ বিভব স্বরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ ব্রহ্মতেজ শালি তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৩৪ ॥

গুণানুক্রান্তবেশায় পুরুষায় মহাত্মনে।
অক্ষয়ায় পুরাণায় বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব ॥৬৩৫॥

অনুবাদ—গুণাতীতবেশ পুরুষ মহাত্মা অক্ষয় পুরাণ তোমাকে নমস্কার, হে বিষ্ণু! সন্নিহিত হও ॥ ৬৩৫ ॥

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্ ॥৬৩৬

অনুবাদ—যে তোমার পরমতত্ত্ব, যে তোমার জ্ঞানময় বিগ্রহ সেই সকল একত্র এই বিগ্রহে লীন আছেন, বিশেষ জ্ঞান করিবে ॥ ৬৩৬ ॥

অনেন সন্নিধীকৃত্য দেবং দেবারিসূদনম্।
ব্রহ্মাদিপরিবারাংস্তু স্বনাম্না স্থাপয়েৎ পৃথক্ ॥৬৩৭॥

অনুবাদ—দেবারিসূদন দেবকে এই ভাবে সন্নিধী করিয়া ব্রহ্মাদি পরিকরগণকে তাহাদের নিজ নিজ নামে পৃথক্ স্থাপন করিবে ॥ ৬৩৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জপবিধি বিশেষ—শ্রীগুরুদেব প্রতিমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে সূক্ত সমূহ পাঠ করিবেন এবং আত্মতত্ত্বও ভগবদ্দাস আমি ভাবনা করিয়া মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন ॥ ৬১৮ ॥

টীকা—সূক্তানি দেবব্রতাদীনি জপেৎ, আত্মতত্ত্বং 'ভগবদ্দাসোঽস্মি' ইত্যেবং ধ্যাত্বা ॥ ৬১৮ ॥

———

তত্রৈব—

ততঃ স্থিরীকৃতস্যাস্য হস্তং দত্ত্বা তু মস্তকে ।
ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবং দেবদেবন্তু নিষ্কলম্ ॥ ৬১৯ ॥
দেবব্রতং তথা সাম রুদ্রসূক্তং তথা পঠেৎ ।
আত্মানমীশ্বরং ধ্যাত্বা নানাভরণভূষিতম্ ।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং তদ্ধ্যানে সংস্মরেৎ সদা ॥৬২০

অনুবাদ—উক্ত গ্রন্থেই—অনন্তর শ্রীবিগ্রহকে স্থির-ভাবে স্থাপন করিয়া ইহার মস্তকে হস্ত দিয়া পরম-সদ্ভাব দেবদেব পরিপূর্ণ পুরুষকে ধ্যান করিয়া দেব-ব্রত সূক্ত, সেইরূপ সাম, রুদ্রসূক্ত পাঠ করিবেন, পরমাত্মা ঈশ্বরকে নানা অলঙ্কার ভূষিত যে দেবের যে রূপ তাঁহার ধ্যানে সর্ব্বদা সেই রূপ স্মরণ করি-বেন ॥ ৬১৯-৬২০ ॥

টীকা—আত্মানং সর্ব্বান্তর্য্যামিণম্ ॥ ৬২০ ॥

———

অথ মন্ত্রাশ্চ

তত্রৈব—

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দ্দনম্ ।।৬২১

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্রসমূহ, উক্ত গ্রন্থেই—অতসী পুষ্প সদৃশ শ্রীবিগ্রহের বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদাধর দেব-দেব শ্রীহরি জনার্দ্দনকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করি-তেছি, নিজকে তাঁহার দাস ভাবনা করিয়া ॥ ৬২১ ॥

টীকা—দেবঃ দেবস্যাধীনো দাস ইত্যর্থঃ ॥৬২১॥

———

কিঞ্চ—

বেদমন্ত্রাংস্তথা মন্ত্রান্ রুদ্রস্য স্থাপনে জপেৎ ।
বিষ্ণোস্তু বৈষ্ণবাংস্তদ্বদ্‌ব্রাহ্মাংশ্চ ব্রহ্মণো বুধঃ ।।৬২২
সৌরাঃ সূর্য্যস্য জপ্তব্যাস্তথান্যেষু তদাশ্রয়াঃ ।
বেদমন্ত্রপ্রতিষ্ঠা তু যস্মাদানন্দদায়িনী ॥ ৬২৩ ॥

অনুবাদ—আরও—রুদ্রদেবের স্থাপনের রুদ্র সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্র সমূহ জপ কর্ত্তব্য, বিষ্ণু-স্থাপনে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় বৈদিকমন্ত্র সমূহ, ব্রহ্মস্থাপনে ব্রহ্মাসম্ব-ন্ধীয়, সূর্য্যদেবের স্থাপনে সৌরসূক্ত সমূহ জপ কর্ত্তব্য। সেইরূপ অন্য অন্য দেবস্থাপনে সেই সেই বৈদিকমন্ত্র সমূহ জপ সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য যেহেতু বেদমন্ত্র প্রতিষ্ঠা আনন্দদায়িনী ॥ ৬২২-৬২৩ ॥

টীকা—বেদমন্ত্রজপে হেতুমাহ—বেদেতি । অতো বৈদিকমন্ত্রপ্রধানৈরেব প্রতিষ্ঠা কার্য্যেতি ভাবঃ ॥৬২২-৬২৩ ॥

———

কিঞ্চ—

স্থাপয়েদ্‌যন্তু দেবেশং প্রধানত্বং প্রকল্পয়েৎ ।
তস্য পার্শ্বে স্থিতানন্যান্ স্মরেত্তৎ পরিবারবৎ ॥৬২৪

অনুবাদ—আরও—যিনি শ্রীহরিকে স্থাপন করি-বেন, তাঁহাকে প্রধান রূপে ভাবিবেন এবং তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত অন্য দেবগণকে তাঁহার পরিকর তদ-ধীন রূপে স্মরণ করিবেন ॥ ৬২৪ ॥

টীকা—পরিবারবৎ স্মরেৎ, পরিবারান্ জানীয়াৎ ॥ ৬২৪ ॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পঞ্চগব্যেন তং স্নাপ্য ক্ষাল্য গন্ধোদকেন তু ।
পূজয়েৎ সকলীকৃত্য সাঙ্গং সাবরণং হরিম্ ॥৬২৫॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চ-গব্য দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধচন্দনোদক দ্বারা প্রক্ষা-লন পূর্ব্বক সকলীকরণান্তে সাঙ্গ আবরণ সহ শ্রী-হরিকে পূজা করিবেন ॥ ৬২৫ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষদেবেন চ 'সংস্থাপ্য পিণ্ডিকায়াং তু' ইতি পদ্যেন পিণ্ডিকায়াং স্থিরীকরণমুক্ত্বা তদনন্তর-কৃত্যং যদুক্তং, তল্লিখতি,—পঞ্চগব্যেত্যাদিনা। অন্যৎ সুগমম্। তত্র ধ্যানাদাবর্থবিশেষশ্চ শ্রীভাগবতানাং হৃদয়বেদ্য এব ॥ ৬২৫ ॥

———

ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানং নিষ্কলং নির্ম্মলং বিভুম্ ॥৬২৬

অনুবাদ—সেই পরমাত্মাকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সর্ব্বগতরূপে ধ্যান করিবে ॥ ৬২৬ ॥

গমনং তস্য মূর্ত্তিস্তু পৃথিবী তস্য পিণ্ডিকা।
কল্পয়েদ্বিগ্রহং তস্য তৈজসৈঃ পরমাণুভিঃ ॥ ৬২৭ ॥

অনুবাদ—গমন তাঁহার মূর্ত্তি, পৃথিবী তাঁহার পিণ্ডিকা, তাঁহার বিগ্রহকে তৈজস পরমাণু সকল দ্বারা গঠিত ভাবনা করিবে ॥ ৬২৭ ॥

তেজোময়ং ততো ধ্যায়েচ্ছঙ্খচক্রগদাধরম্।
মন্ত্রমূর্ত্তিং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ বৈ হরিম্ ॥৬২৮

অনুবাদ—শঙ্খ, চক্র, গদাধরকে তেজোময় ধ্যান করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে মন্ত্রমূর্ত্তি রচনা করিবে ॥ ৬২৮ ॥

স্থিতে সতি স্থিতিন্যাসমাসীনে সৃষ্টিসংজ্ঞিতম্।
শয়িতে সংহৃতিন্যাসং যানস্থে সর্ব্বমেব চ ॥৬২৯॥
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সুরেশ্বরম্।
হৃত্তামরস-মধ্যস্থং সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞং চিৎস্বভাবন্তমণীয়াংসমণোরপি ॥ ৬৩০ ॥
অদোষপরমর্ষ্যাদীন্ প্রতিমায়াং নিবেশয়েৎ।
সজীবকরণং কৃত্বা প্রণবেন নিরোধয়েৎ ॥ ৬৩১ ॥

অনুবাদ—বিশ্বের পালন কার্য্যে তাঁহার দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, অবস্থান মূর্ত্তি তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যে, সংহার কার্য্যে শয়নমূর্ত্তি এবং যানস্থ অবস্থায় সকল কার্য্য—এইরূপে ন্যাস বিধি করিয়া সুরেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। হৃদয়কমল মধ্যস্থ সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র সাক্ষি, ক্ষেত্রজ্ঞ চিৎস্বভাব, তাঁহাকে অণু হইতেও অণু, অদোষ পরম ঋষি আদিকে প্রতিমাতে নিবেশ করিবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিরোধ করিবে ॥৬২৯-৬৩১ ॥

সান্নিধ্যকরণার্থায় হৃদয়ং স্পৃশ্য দেশিকঃ।
পৌরুষন্তু জপেৎ সূক্তং ধ্যায়েদ্দেবং সুরেশ্বরম্ ॥৬৩২

অনুবাদ—আচার্য্য সান্নিধ্য করণ নিমিত্ত হৃদয় স্পর্শ করিয়া পৌরুষসূক্ত পাঠ করিবেন এবং সুরেশ্বর শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে ।' ৬৩২ ॥

জপেত্তথাপরং মন্ত্রমিমং গুহ্যং সনাতনম্ ॥৬৩৩॥

অনুবাদ—সেইরূপ অন্য এই গোপনীয় সনাতন মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৬৩৩ ॥

ওঁ নমস্তুভ্যং সুরেশায় সন্তোষবিভবাত্মনে।
জ্ঞানবিজ্ঞানরূপায় ব্রহ্মতেজোঽনুশালিনে ॥ ৬৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রণব সহ সুরেশ সন্তোষ বিভব স্বরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ ব্রহ্মতেজ শালি তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৩৪ ॥

গুণানুক্রান্তবেশায় পুরুষায় মহাত্মনে।
অক্ষয়ায় পুরাণায় বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব ॥৬৩৫॥

অনুবাদ—গুণাতীতবেশ পুরুষ মহাত্মা অক্ষয় পুরাণ তোমাকে নমস্কার, হে বিষ্ণু! সন্নিহিত হও ॥ ৬৩৫ ॥

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্ ॥৬৩৬

অনুবাদ—যে তোমার পরমতত্ত্ব, যে তোমার জ্ঞানময় বিগ্রহ সেই সকল একত্র এই বিগ্রহে লীন আছেন, বিশেষ জ্ঞান করিবে ॥ ৬৩৬ ॥

অনেন সন্নিধীকৃত্য দেবং দেবারিসূদনম্।
ব্রহ্মাদিপরিবারাংস্তু স্বনাম্না স্থাপয়েৎ পৃথক্ ॥৬৩৭॥

অনুবাদ—দেবারিসূদন দেবকে এই ভাবে সন্নিধী করিয়া ব্রহ্মাদি পরিকরগণকে তাহাদের নিজ নিজ নামে পৃথক্ স্থাপন করিবে ॥ ৬৩৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জপবিধি বিশেষ—শ্রীগুরুদেব প্রতিমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে সূক্ত সমূহ পাঠ করিবেন এবং আত্মতত্ত্বও ভগবদ্দাস আমি ভাবনা করিয়া মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন ॥ ৬১৮ ॥

টীকা—সূক্তানি দেবব্রতাদীনি জপেৎ, আত্মতত্ত্বং 'ভগবদ্দাসোঽস্মি' ইত্যেবং ধ্যাত্বা ॥ ৬১৮ ॥

———

তত্রৈব—

ততঃ স্থিরীকৃতস্যাস্য হস্তং দত্ত্বা তু মস্তকে।
ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবং দেবদেবন্তু নিষ্কলম্ ॥ ৬১৯ ॥
দেবব্রতং তথা সাম রুদ্রসূক্তং তথা পঠেৎ।
আত্মানমীশ্বরং ধ্যাত্বা নানাভরণভূষিতম্।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং তদ্ধ্যানে সংস্মরেৎ সদা ॥৬২০

অনুবাদ—উক্ত গ্রন্থেই—অনন্তর শ্রীবিগ্রহকে স্থির-ভাবে স্থাপন করিয়া ইহার মস্তকে হস্ত দিয়া পরম-সদ্ভাব দেবদেব পরিপূর্ণ পুরুষকে ধ্যান করিয়া দেব-ব্রত সূক্ত, সেইরূপ সাম, রুদ্রসূক্ত পাঠ করিবেন, পরমাত্মা ঈশ্বরকে নানা অলঙ্কার ভূষিত যে দেবের যে রূপ তাঁহার ধ্যানে সর্ব্বদা সেই রূপ স্মরণ করি-বেন ॥ ৬১৯-৬২০ ॥

টীকা—আত্মানং সর্ব্বান্তর্য্যামিণম্ ॥ ৬২০ ॥

———

অথ মন্ত্রাশ্চ

তত্রৈব—

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দ্দনম্ ॥৬২১

অনুবাদ—অনন্তর মন্ত্রসমূহ, উক্ত গ্রন্থেই—অতসী পুষ্প সদৃশ শ্রীবিগ্রহের বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদাধর দেব-দেব শ্রীহরি জনার্দ্দনকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করি-তেছি, নিজকে তাঁহার দাস ভাবনা করিয়া ॥ ৬২১ ॥

টীকা—দেবঃ দেবস্যাধীনো দাস ইত্যর্থঃ ॥৬২১॥

———

কিঞ্চ—

বেদমন্ত্রাংস্তথা মন্ত্রান্ রুদ্রস্য স্থাপনে জপেৎ।
বিষ্ণোস্তু বৈষ্ণবাংস্তদ্বদ্ব্রাহ্মাংশ্চ ব্রহ্মণো বুধঃ ॥৬২২
সৌরাঃ সূর্য্যস্য জপ্তব্যাস্তথান্যেষু তদাশ্রয়াঃ।
বেদমন্ত্রপ্রতিষ্ঠা তু যস্মাদানন্দদায়িনী ॥ ৬২৩ ॥

অনুবাদ—আরও—রুদ্রদেবের স্থাপনের রুদ্র সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্র সমূহ জপ কর্ত্তব্য, বিষ্ণু-স্থাপনে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় বৈদিকমন্ত্র সমূহ, ব্রহ্মস্থাপনে ব্রহ্মাসম্ব-ন্ধীয়, সূর্য্যদেবের স্থাপনে সৌরসূক্ত সমূহ জপ কর্ত্তব্য। সেইরূপ অন্য অন্য দেবস্থাপনে সেই সেই বৈদিকমন্ত্র সমূহ জপ সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য যেহেতু বেদমন্ত্র প্রতিষ্ঠা আনন্দদায়িনী ॥ ৬২২-৬২৩ ॥

টীকা—বেদমন্ত্রজপে হেতুমাহ—বেদেতি। অতো বৈদিকমন্ত্রপ্রধানৈরেব প্রতিষ্ঠা কার্য্যেতি ভাবঃ ॥৬২২-৬২৩ ॥

———

কিঞ্চ—

স্থাপয়েদ্‌যন্তু দেবেশং প্রধানত্বং প্রকল্পয়েৎ।
তস্য পার্শ্বে স্থিতানন্যান্ স্মরেত্তৎ পরিবারবৎ ॥৬২৪

অনুবাদ—আরও—যিনি শ্রীহরিকে স্থাপন করি-বেন, তাঁহাকে প্রধান রূপে ভাবিবেন এবং তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত অন্য দেবগণকে তাঁহার পরিকর তদ-ধীন রূপে স্মরণ করিবেন ॥ ৬২৪ ॥

টীকা—পরিবারবৎ স্মরেৎ, পরিবারান্ জানীয়াৎ ॥ ৬২৪ ॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পঞ্চগব্যেন তং স্নাপ্য ক্ষাল্য গন্ধোদকেন তু।
পূজয়েৎ সকলীকৃত্য সাঙ্গং সাবরণং হরিম্ ॥৬২৫॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চ-গব্য দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধচন্দনোদক দ্বারা প্রক্ষা-লন পূর্ব্বক সকলীকরণান্তে সাঙ্গ আবরণ সহ শ্রী-হরিকে পূজা করিবেন ॥ ৬২৫ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষদেবেন চ 'সংস্থাপ্য পিণ্ডিকায়াং তু' ইতি পদ্যেন পিণ্ডিকায়াং স্থিরীকরণমুক্ত্বা তদনন্তর-কৃত্যং যদুক্তং, তল্লিখতি,—পঞ্চগব্যেত্যাদিনা। অন্যৎ সুগমম্। তত্র ধ্যানাদাবর্থবিশেষশ্চ শ্রীভাগবতানাং হৃদয়বেদ্য এব ॥ ৬২৫ ॥

———

ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানং নিষ্কলং নির্ম্মলং বিভুম্ ॥৬২৬

অনুবাদ—সেই পরমাত্মাকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সর্ব্বগতরূপে ধ্যান করিবে ॥ ৬২৬ ॥

গমনং তস্য মূর্ত্তিস্তু পৃথিবী তস্য পিণ্ডিকা।
কল্পয়েদ্বিগ্রহং তস্য তৈজসৈঃ পরমাণুভিঃ ॥ ৬২৭ ॥

অনুবাদ—গমন তাঁহার মূর্ত্তি, পৃথিবী তাঁহার পিণ্ডিকা, তাঁহার বিগ্রহকে তৈজস পরমাণু সকল দ্বারা গঠিত ভাবনা করিবে ॥ ৬২৭ ॥

তেজোময়ং ততো ধ্যায়েচ্ছঙ্খচক্রগদাধরম্।
মন্ত্রমূর্ত্তিং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ বৈ হরিম্ ॥৬২৮

অনুবাদ—শঙ্খ, চক্র, গদাধরকে তেজোময় ধ্যান করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে মন্ত্রমূর্ত্তি রচনা করিবে ॥ ৬২৮ ॥

স্থিতে সতি স্থিতিন্যাসমাসীনে সৃষ্টিসংজ্ঞিতম্।
শয়িতে সংহৃতিন্যাসং যানস্থে সর্ব্বমেব চ ॥৬২৯॥
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সুরেশ্বরম্।
হৃত্তামরস-মধ্যস্থং সর্ব্বকর্ম্মৈকসাক্ষিণম্।
ক্ষেত্রজ্ঞং চিৎস্বভাবন্তমণীয়াংসমণোরপি ॥ ৬৩০ ॥
অদোষপরমর্ষ্যাদীন্ প্রতিমায়াং নিবেশয়েৎ।
সজীবকরণং কৃত্বা প্রণবেন নিরোধয়েৎ ॥ ৬৩১ ॥

অনুবাদ—বিশ্বের পালন কার্য্যে তাঁহার দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, অবস্থান মূর্ত্তি তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যে, সংহার কার্য্যে শয়নমূর্ত্তি এবং যানস্থ অবস্থায় সকল কার্য্য—এইরূপে ন্যাস বিধি করিয়া সুরেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। হৃদয়কমল মধ্যস্থ সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র সাক্ষি, ক্ষেত্রজ্ঞ চিৎস্বভাব, তাঁহাকে অণু হইতেও অণু, অদোষ পরম ঋষি আদিকে প্রতিমাতে নিবেশ করিবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিরোধ করিবে ॥৬২৯-৬৩১ ॥

সান্নিধ্যকরণার্থায় হৃদয়ং স্পৃশ্য দেশিকঃ।
পৌরুষন্তু জপেৎ সূক্তং ধ্যায়েদ্দেবং সুরেশ্বরম্ ॥৬৩২

অনুবাদ—আচার্য্য সান্নিধ্য করণ নিমিত্ত হৃদয় স্পর্শ করিয়া পৌরুষসূক্ত পাঠ করিবেন এবং সুরেশ্বর শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে।' ৬৩২ ॥

জপেত্তথাপরং মন্ত্রমিমং গুহ্যং সনাতনম্ ॥৬৩৩॥

অনুবাদ—সেইরূপ অন্য এই গোপনীয় সনাতন মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৬৩৩ ॥

ওঁ নমস্তুভ্যং সুরেশায় সন্তোষবিভবাত্মনে।
জ্ঞানবিজ্ঞানরূপায় ব্রহ্মতেজোঽনুশালিনে ॥ ৬৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রণব সহ সুরেশ সন্তোষ বিভব স্বরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপ ব্রহ্মতেজ শালি তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৩৪ ॥

গুণানুক্রান্তবেশায় পুরুষায় মহাত্মনে।
অক্ষয়ায় পুরাণায় বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব ॥৬৩৫॥

অনুবাদ—গুণাতীতবেশ পুরুষ মহাত্মা অক্ষয় পুরাণ তোমাকে নমস্কার, হে বিষ্ণু! সন্নিহিত হও ॥ ৬৩৫ ॥

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্ ॥৬৩৬

অনুবাদ—যে তোমার পরমতত্ত্ব, যে তোমার জ্ঞানময় বিগ্রহ সেই সকল একত্র এই বিগ্রহে লীন আছেন, বিশেষ জ্ঞান করিবে ॥ ৬৩৬ ॥

অনেন সন্নিধীকৃত্য দেবং দেবারিসূদনম্।
ব্রহ্মাদিপরিবারাংস্তু স্বনাম্না স্থাপয়েৎ পৃথক্ ॥৬৩৭॥

অনুবাদ—দেবারিসূদন দেবকে এই ভাবে সন্নিধী করিয়া ব্রহ্মাদি পরিকরগণকে তাহাদের নিজ নিজ নামে পৃথক্ স্থাপন করিবে ॥ ৬৩৭ ॥

আয়ুধান্যস্য মন্ত্রৈস্তু নমোঽন্তৈঃ স্থাপয়েদ্‌বুধঃ।
ততঃ সন্দর্শয়েৎ পশ্চাৎ স্বকাং মুদ্রাং পৃথক্ পৃথক্।
সান্নিধ্যন্তু পৃথক্ কুর্য্যাৎ প্রণবেন প্লুতেন তু ॥৬৩৮॥

অনুবাদ—শ্রীহরির শঙ্খ, চক্রাদি অস্ত্রসমূহকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের নামের অন্তে নমো যুক্ত করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর নিজ নিজ মুদ্রা পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শন করিবে। পৃথক্ ভাবে সান্নিধ্য করিবে অতি উচ্চস্বরে প্রণব পাঠ দ্বারা ॥ ৬৩৮ ॥

অথ মহাপূজা

কৃষ্ণে ন্যস্য গুরুশ্চিত্তং মন্ত্রৈরাবাহনাদিকম্।
কৃত্বা তু স্নাপয়েদ্‌গীতাদিনা পঞ্চামৃতাদিভিঃ ॥৬৩৯॥

অনুবাদ—অনন্তর মহাপূজা—শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া মন্ত্রদ্বারা আবাহনাদি করিয়া পঞ্চামৃতাদি দ্বারা গীতবাদ্যাদিসহ স্নান করাইবেন ॥ ৬৩৯ ॥

টীকা—মন্ত্রৈরগ্রে লেখ্যৈঃ—ওঁ আগচ্ছেত্যাদিভিঃ, অন্যৈশ্চোপযুক্তৈরাবাহনম্। আদি-শব্দেন ধ্যানাদি চ কৃত্বা। গীতেন, আদি-শব্দাৎ নৃত্যবেদঘোষাদিনা চ। ইত্যাদি সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাব্যেব ॥ ৬৩৯ ॥

তথা চ ভবিষ্যে—

পশ্চাদাবাহনং কুর্য্যাদ্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ধ্যাত্বা পরমসদ্ভাবং চতুর্ব্ব্যূহং চতুর্ভুজম্ ॥ ৬৪০ ॥

অনুবাদ—ঐ রূপই ভবিষ্যপুরাণে—পরমসদ্ভাব চতুর্ব্ব্যূহ চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া পরে শার্ঙ্গধারী দেবদেব শ্রীহরির আবাহন করিবে ॥ ৬৪০ ॥

তত্র সন্ধায় চিত্তং তু নিশ্চলং কুরুনন্দন।
আবাহনং ততঃ কুর্য্যান্মুনিভির্মন্ত্রসংযুতৈঃ ॥ ৬৪১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! তাঁহাতে নিশ্চলভাবে চিত্ত অভিনিবেশ করিয়া মন্ত্রযুক্ত মুনিগণ সহ অনন্তর আবাহন করিবে ॥ ৬৪১ ॥

তত্র মন্ত্রাঃ

ওঁ আগচ্ছাগচ্ছ ভগবন্ননুগ্রাহয় জনার্দ্দন।
শাশ্বতঃ পুরুষঃ পূজাং প্রতিগৃহ্ণাতু নমো নমঃ ॥৬৪২

অনুবাদ—আবাহন মন্ত্র—হে জনার্দ্দন! হে ভগবন্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহের জন্য আগমন করুন! শাশ্বত পুরুষ পূজা গ্রহণ করুন, তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৪২ ॥

ওঁ স্বাগতং ভগবতে সগণায় সপরিবারায়।
প্রতিগৃহ্ণাতু ভগবান্ মন্ত্রপূতমিদমর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়ং চৈতদাসনং ব্রহ্মণা বিহিতং স্বয়ম্ ॥ ৬৪৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ স্বাগত হউন, সগণ সপরিবার মন্ত্রপূত এই অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও এই আসন গ্রহণ করুন, স্বয়ং ব্রহ্মা এই বিধান করিয়াছেন ॥ ৬৪৩ ॥

মাৎস্যে—

ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ ব্রহ্মঘোষৈশ্চ পষ্কলৈঃ।
স্নাপয়ীত ততো দেবং দধিক্ষীরঘৃতেন চ।
মধুশর্করয়া তদ্বৎ পুণ্যগন্ধোদকেন তু ॥ ৬৪৪ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে — অনন্তর শ্রীহরিকে পুণ্যাহবাচন, বেদধ্বনি পরিপূর্ণ গীতবাদ্যাদি ধ্বনিসহ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত পঞ্চামৃত দ্বারা, সেইরূপ পবিত্র চন্দন, গন্ধ জল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে ॥ ৬৪৪ ।

টীকা—ততঃ স্থাপনানন্তরম্, অত্র চ স্নপনানন্তরং কেষাঞ্চিন্মতমিদম্—'ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরম্' ইত্যাদি-মন্ত্রান্ জপ্ত্বা ত্রিকূত্বো মূলে মধ্যে শিরসি পুনর্দেবমভিস্পৃশেৎ, সর্ব্বাসু প্রতিষ্ঠাসু এতান্ মন্ত্রান্ জপ্ত্বা পুনঃ পুনরিতি পূর্ব্বলিখিত-মাৎস্যবচনাৎ। ততো দেবাগ্রেঽগ্নিমাধায় পরিস্তীর্য্য গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ মন্ত্রেণ চতসৃভিরাহুতিভিরেকৈকং জাতকর্ম্মনামকরণনিষ্ক্রমণান্নপ্রাশন-চূড়াকরণোপনয়নাদিকাং ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ। ততশ্চতুর্দিক্ষু 'ওঁ ত্রাতারম্' ইত্যাদি-চতুর্মন্ত্রৈঃ ক্রমেণাজ্যাহুতিং দত্ত্বা বিধিবৎ যাগং কৃত্বা স্বিষ্টিকৃতং জুহুয়াৎ ॥ ৬৪৪ ॥

কৃত্বাথোদ্বর্ত্তনং দত্ত্বা বস্ত্রাদি বিধিবদ্‌বুধঃ ।
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য স্তুত্বা চাভ্যর্থয়েৎ প্রভুম্ ॥৬৪৫॥

অনুবাদ —অনন্তর উদ্বর্ত্তন দিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিধিবৎ বস্ত্রাদি দিয়া প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ ও স্তবাদি করিয়া শ্রীহরিকে অভ্যর্থনা করিবে ॥ ৬৪৫ ॥

টীকা—অথ পঞ্চামৃতাদি স্নপনানন্তরং দেবস্যোদ্বর্ত্তনং সুগন্ধিচূর্ণৈঃ কৃত্বা, বস্ত্রং, আদি-শব্দাৎ গন্ধ-পুষ্পাদি। বিধিবদ্‌বুধ ইতি—যথা যেন মন্ত্রেণ যদ্যাতুমুপযুজ্যতে, তথা তেন তদ্দত্ত্বেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং; স্তুত্যর্চ্চনয়োঃ প্রকারবিশেষশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৬৪৫ ॥

ভবিষ্যে—

ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত সংহিতোক্তান্তু মন্ত্রবিৎ ।
চন্দনাগুরুকর্পূর-কুঙ্কুমাদ্যৈশ্চ লেপয়েৎ ॥ ৬৪৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—তৎপরে পূজা করিবেন, সংহিতাবিধি অনুসারে মন্ত্রবিৎ চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম আদিও লেপন করিবেন ॥ ৬৪৬ ॥

নারায়ণেতি মন্ত্রেণ বস্ত্রৈর্ধূপৈশ্চ যোজয়েৎ ।
এবং সুপূজিতং কৃত্বা দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ শনৈর্গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৬৪৭ ॥

অনুবাদ—অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রের সহিত বস্ত্র ও ধূপাদি যোজনা করিবে এবং উত্তমরূপে পূজা করিয়া দেবদেব জনার্দ্দনকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ধীরে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৬৪৭ ॥

পুনরাগত্য পুরতো বিজ্ঞপ্তব্যো জনার্দ্দনঃ ।
সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা ।
তৎ সর্ব্বমাত্মনা সার্দ্ধং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥৬৪৮

অনুবাদ—পুনরায় সম্মুখে আসিয়া শ্রীজনার্দ্দনকে বিজ্ঞাপন করিবে, জ্ঞানত বা অজ্ঞানতঃ সুকৃত বা দুষ্কৃত যাহা করিয়াছি সেই সকল আত্মার সহিত আমি আপনাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৬৪৮ ॥

কিঞ্চ—

শান্তিং ভবন্ কুর্ব্বথ লোকনাথো
রাজ্ঞশ্চ রাষ্ট্রস্য চ ব্রাহ্মণানাম্ ।
সবালবৃদ্ধস্য গবাঞ্চ শান্তিং
কন্যাসু সর্ব্বাসু পতিব্রতাসু ॥ ৬৪৯ ॥

অনুবাদ—আরও—আপনি লোকনাথ শান্তি বিধান করুন, রাজার রাজ্যের ব্রাহ্মণগণের, বালক ও বৃদ্ধগণের, গাভীগণের, কন্যাগণের, পতিব্রতা সকলের শান্তি করুন ॥ ৬৪৯ ॥

নশ্যন্তু রোগা অথ ঈতয়শ্চ
ভবন্তু সর্ব্বে সুখিতাশ্চ ভূতাং
শাকেষু ব্রীহিষ্বথ কর্ষকাণাং
সুভিক্ষকালং কুরু পদ্মনাভ ॥ ৬৫০ ॥

অনুবাদ—রোগ সকল ও ঈতি সকল নাশ হউক, প্রাণিগণ সকলে সুখী হউক, কৃষকদের শাক ও শস্য সমূহের হে পদ্মনাভ ! সুভিক্ষকাল করুন ॥ ৬৫০ ॥

হয়শীর্ষে—

কৃত্বাষ্টাঙ্গনমস্কারং প্রণম্যাঞ্জলিমুদ্রয়া ।
সান্নিধ্যকরণাচ্চ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতো গুরুঃ ॥৬৫১॥
স্তুয়াদুপনিষন্মন্ত্রৈর্ঋগ্‌যজুঃসামসম্ভবৈঃ ।
আবশ্যকং পঠেৎ সর্ব্বং পঞ্চোপনিষদস্তথা ।
স্তুত্বা স্তোত্রৈশ্চ পৌরাণৈর্জপেদষ্টাক্ষরং ততঃ ॥৬৫২॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া করযোড়ে অঞ্জলিমুদ্রার সহিত নমস্কার পূর্ব্বক ঋত্বিকগণের সহিত শ্রীগুরুদেব সান্নিধ্যকরণ হেতু স্তব করিবেন —উপনিষদ্ মন্ত্র দ্বারা এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা। আবশ্যকমত পঞ্চোপনিষৎ সমগ্র পাঠ করিবেন। পুরাণোক্ত স্তোত্র সমূহ দ্বারা স্তব করিয়া তৎপরে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৬৫১-৬৫২ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষদেবেন চ পিণ্ডিকায়াং দেবস্য স্থাপনানন্তরং পঞ্চগব্যাদিস্নপনং ধ্যানাদিকং সন্নিধীকরণং চোক্ত্বা পরিবারস্থাপনানন্তরং ভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণান্যুক্ত্বা ততঃ প্রণামাদিকমুক্তম্। তত্র চ স্নপনাদি-

সন্নিধীকরণান্তং পূর্ব্বং লিখিতমেব, ইদানীং চাত্র প্রণামাদিপ্রসঙ্গে সান্নিধ্যলক্ষণান্যলিখিত্বা তদুক্তং প্রণামাদিকমেবাদৌ লিখতি— কৃত্বেত্যাদিনা, সান্নিধ্যকরণাদথ অনন্তরঞ্চ ॥ ৬৫১ ॥

টীকা—আবশ্যকং নিত্যপাঠ্যং, প্রতিষ্ঠায়ামবশ্যং পঠনীয়ং বা পুরুষসূক্তাদি। অন্যৎ সুগমম্ ॥৬৫২॥

জপ্ত্বাষ্টাক্ষরমন্ত্রং তু নির্গত্য দ্বারসংস্থিতৌ।
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ দ্বারস্থৌ নির্গত্যাভ্যর্চ্চয়েদ্‌গুরুঃ ॥৬৫৩॥

অনুবাদ—অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীগুরুদেব বাহিরে আসিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত চণ্ড প্রচণ্ড দ্বারপালদ্বয়কে অর্চ্চন করিবেন ॥ ৬৫৩ ॥

অগ্রমণ্ডপমাসাদ্য গরুড়ং স্থাপ্য পূজয়েৎ।
দিগীশানথ দিগ্‌দেবান্ স্থাপ্য সম্পূজ্যদেশিকঃ ॥৬৫৪
বিষ্বক্‌সেনন্তু সংস্থাপ্য মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
তথা শঙ্খঞ্চ চক্রঞ্চ পূজয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ।
বিষ্ণুপার্ষদ-দেবাংশ্চ সর্ব্বেভ্যো বলিমাহরেৎ ॥৬৫৫॥

অনুবাদ—অগ্রমণ্ডপে আসিয়া গরুড়কে স্থাপনা করিয়া পূজা করিবেন। আচার্য্য দিক্‌পতি ও দিক্‌দেবগণকে স্থাপন ও পূজন করিয়া মূল মন্ত্রে পূজা করিবেন। সেইরূপ মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ও চক্রকে পূজা করিবেন। বিষ্ণুপার্ষদ দেবগণকেও উপহার প্রদান করিবেন ॥ ৬৫৪-৬৫৫ ॥

এবং কৃত্বা গুরুঃ সম্যক্ শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ।
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা দেবং তমভিবাদয়েৎ ॥৬৫৬॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব এইভাবে সম্পূর্ণ পূজাদি করিয়া শুক্লবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া শ্রীহরিকে অভিবাদন করিবেন ॥ ৬৫৬ ॥

প্রণামমুদ্রয়া পশ্চাদষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ নাট্যঞ্চাপি প্রকারয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৬৫৭ ॥

অনুবাদ—পরে প্রণাম মুদ্রাসহ অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নৃত্যগীত, বাদ্য ও নাট্য প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৬৫৭ ॥

যদ্বা স্থাপনতঃ পশ্চাৎ বর্ণাদিস্নপনং প্রভোঃ।
ধ্যানং জপাঙ্গালভনং পূজাথাবরণার্চ্চনম্ ॥৬৫৮॥

অনুবাদ—অথবা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের পর শ্রীহরির বর্ণাদিস্নপন, ধ্যান, জপ, অঙ্গস্পর্শ, পূজা তৎপরে আবরণ পূজা করিবেন ॥ ৬৫৮ ॥

টীকা—এবঞ্চ স্থাপনানন্তরমাদৌ দ্বাদশাক্ষরজপঃ, ততো মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনং, তত্রৈব কিঞ্চিদ্ধ্যানং, তন্মন্ত্রজপবিশেষঃ, তত্রৈব ধ্যানবিশেষশ্চ, ততো হয়শীর্ষদেবোক্তপূজাদি চ, ততঃ পুনর্মহাপূজায়াং ধ্যানাদ্যাবাহনাদি, পঞ্চামৃতাদিস্নপনং, বস্ত্রাদিসমর্পণং, ততঃ প্রণামাদি চ লিখিতম্। ইত্থং বারংবারং জপধ্যানপূজাদিকং প্রাপ্তম্। তত্র চ মাৎস্যে—'ততঃ স্থিরীকৃতস্যাস্য' ইত্যাদিনা স্থাপনানন্তরং দেবমূর্দ্ধি হস্তন্যাসপূর্ব্বকং ধ্যানমুক্তং, ততো দেবব্রতাদিসূক্তানাং মন্ত্রাণাং চ পাঠঃ ততো পঞ্চমৃতাদি-স্নপনং, ততো মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনম্। ভবিষ্যে চ—'স্থিতমাত্রং সুবর্ণ-ইত্যাদিনা স্থাপনানন্তরং সুবর্ণাদিস্নপনং, ততো দ্বাদশাক্ষরজপঃ, ততো বৈদিকষড়্‌মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনম্। আবাহনাদিনা পূজনন্তু স্থাপনাৎ পূর্ব্বমেবোক্তম্। কেবলমন্তে স্নপনবিধ্যুক্তানন্তরং, 'ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত' ইত্যাদিনা পূজানমস্কারাদিমুক্তম্। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—'পঞ্চগব্যেন তং স্নাপ্য' ইত্যাদিনা স্থাপনানন্তরং স্নপনং, সকলীকরণপূর্ব্বকং পূজনং, ধ্যানং, ন্যাসজপাদিনা সন্নিধীকরণং চোক্তম্; এবং জপধ্যানপূজাদৌ পৌনঃপুন্যং ক্রিয়ালাঘবং চালোচ্য পূর্ব্বলিখিতং কেষাঞ্চিৎ পদ্ধতিকারাণাং সম্মতং পক্ষং নিরস্য পক্ষান্তরং লিখতি—যদ্বেতি। অথ দেবপূজানন্তরম্, আবরণানাং ব্রহ্মাদিপরিবারাণামর্চ্চনম্। তত্র চ ভবিষ্যোক্তানুসারেণ স্থাপনানন্তরং স্বর্ণাদিস্নপনম্। ততো মাৎস্যোক্তানুসারেণ ধ্যানং, ততশ্চ তদ্দ্বয়োক্তানুসারেণ মন্ত্রজপঃ, মন্ত্রৈঃ শ্রীমদঙ্গালভনঞ্চ। ততশ্চ ভবিষ্যে স্নপনবিধ্যন্তোক্তানুসারেণ শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তানুসারেণ চ আবাহনাদিনা সকলীকরণাদিনা

চ পূজনম্। ততো মৎস্যহয়শীর্ষোক্তানুসারেণ পরিবারপূজনমিত্যেবমপৌনঃপুন্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬৫৮ ॥

যদ্বাঽঙ্গালভনাৎ পশ্চাৎ সকলীকরণাদিকম্।
কুর্য্যাৎ শ্রীহয়শীর্ষোক্তং পরিবারার্চ্চনং তথা ॥৬৫৯

অনুবাদ—অথবা—অঙ্গস্পর্শের পরে সকলীকরণাদি করিবেন এবং শ্রীহয়শীর্ষোক্ত পরিকরার্চ্চন করিবেন ॥ ৬৫৯ ॥

টীকা—এবং শ্রীমদঙ্গালভনানন্তরং পূজা লিখিতা। তত্র চ মাৎস্যে, ভবিষ্যে চ স্থপনানন্তরং শ্রীমদঙ্গালভনমেবোক্তং ন চ পূজনম্। শ্রীমদঙ্গালভনানন্তরং চ মাৎস্যে আচার্য্যাদি-পূজনমুক্ত্বা 'ততস্তু মধুনা দেবং প্রথমেঽহনি লেপয়েৎ' ইত্যাদিনা দিনান্তরকৃত্যমেবোক্তম্, ভবিষ্যে চ দিনান্তরকৃত্যমেব। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেঽপি পূজনং ধূপদীপনৈবেদ্যাদিসমর্পণেন বিশেষতো বিবিচ্য নোক্তং, কিন্তু কেবলং পূজয়েদিত্যেবোক্তং, পশ্চাচ্চ সকলীকরণাদিসন্নিধীকরণান্তমাত্রকৃত্যমুক্তম্। সান্নিধ্যলক্ষণোক্ত্যনন্তরং চ প্রণামাদিকমেব ইত্যেবং বিচার্য্য মহাপূজা-শব্দোল্লিখিতং পূজাবিশেষং ত্যাজয়ন্নিব পূর্ব্বলিখিতপক্ষ এব পক্ষান্তরং লিখতি—যদ্বেতি। সকলীকরণম্, আদিশব্দাৎ ধ্যায়েত্তং পরমাত্মানম্' ইত্যাদিনা পঞ্চরাত্রোক্তানি ধ্যানন্যাসজপসন্নিধীকরণানি চ। ননু মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ শ্রীমদঙ্গালভনান্তরং তৎ কিঞ্চিন্নাস্তি, তত্র লিখতি—হয়শীর্ষোক্তমিতি। অতো মাৎস্যভবিষ্যোক্তমতিক্রম্য শ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তানুসারেণ, এবং সর্ব্বত্র প্রায়ো ব্যবহর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। মাৎস্যে শ্রীরুদ্রস্য প্রতিষ্ঠাপ্রাধান্যাৎ, ভবিষ্যে সংক্ষেপোক্তেরিতি দিক্। এতচ্চাগ্রে স্বয়মেব ব্যক্তং লেখ্যম্। ততঃ সন্নিধীকরণানন্তরমেব পরিবারাণামর্চ্চনমিতি সমানমেব ॥ ৬৫৯ ॥

অথ তত্র শ্রীভগবৎসান্নিধ্যলক্ষণানি

হয়শীর্ষে—

তস্মিন্নেব মুহূর্ত্তে তু হর্ষো বাভয়মেব চ।
চক্ষুর্ভ্রমো বিভ্রমো বা ত্রাসো বা জায়তে যদি ॥৬৬০
ব্যামোহঃ পরমোহো বা স্তনিতং পরমং তথা।
অশ্রুতানাং শ্রুতির্ব্বা স্যাদ্গাত্রাণাং বাথ বেপথুঃ ॥ ৬৬১ ॥
বৈরাগ্যং নেত্রয়োর্বা স্যাদ্দর্পঃ কন্দর্পঃ এব বা।
পরমো বিস্ময়ো বাথ দিব্যা বা শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥৬৬২
দিব্যবাদিত্রঘোষো বা গন্ধর্ব্বনগরস্য বা।
দর্শনং জায়তে কালে তস্মিন্ সুরগণার্চ্চিতে ॥৬৬৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবিগ্রহে শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য লক্ষণ সমূহ, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—ঐ মুহূর্ত্তেই হর্ষ, অভয়, চক্ষুভ্রম, বিভ্রম বা ভয় যদি হয়, অথবা—অতিশয় মুগ্ধতা, মূর্ছা, ভীষণ মেঘগর্জ্জন সেইরূপ অশ্রুত বস্তুর শ্রবণ, গাত্রকম্প, নয়নের দৃষ্টি ফিরে আসা, দর্প, কন্দর্প বা পরম বিস্ময়, দিব্যধ্বনি শ্রবণ, দিব্যধ্বনি, নৃত্য, গীত, বাদ্যধ্বনি, গন্ধর্ব্ব নগর দর্শন হয়, সেইকালে শ্রীহরির সান্নিধ্য ॥ ৬৬০-৬৬৩ ॥

টীকা—অভয়ং ভয়াভাবঃ, চক্ষুষো ভ্রমঃ অন্যস্মিন্নন্যদর্শনং, বিভ্রমো ভ্রান্তিবিশেষঃ ॥ ৬৬০ ॥

টীকা—ব্যামোহো মৌঢ্যবিশেষঃ। পরমোহো মূর্চ্ছা ॥ ৬৬১ ॥

টীকা—নেত্রয়োর্বৈরাগ্যং বৈবর্ণ্যদর্শনে নির্ব্বেদো বা ॥ ৬৬২ ॥

টীকা— তস্মিন্ কালে স্থাপনসময়ে ॥ ৬৬৩ ॥

নরা নার্য্যোঽথ দৃশ্যন্তে গায়ন্ত্যোঽপ্যথ হর্ষিতাঃ।
নন্দিতূর্য্যরবো বাপি শ্রূয়তে ছন্দসাং ধ্বনিঃ ॥৬৬৪॥

অনুবাদ—নরনারীগণ দর্শন করে, আনন্দিত হইয়া গান করিতে থাকে। মহাদেবের নন্দিঘোষধ্বনি, তূরীধ্বনি অথবা বেদধ্বনি শ্রুত হয় ॥ ৬৬৪ ॥

দিব্যগন্ধা রসা বাপি একস্যাপি ভবন্তি হি।
লিঙ্গৈরেতৈর্বিজানীয়াত্তত্র সন্নিহিতং হরিম্ ॥৬৬৫॥

অনুবাদ—দিব্যগন্ধ সমূহ, দিব্যরস সমূহ একজনেরও বোধ হয়, এই সকল চিহ্নদ্বারা জানিবে প্রতিমাতে শ্রীহরি সন্নিহিত হইয়াছেন ॥ ৬৬৫ ॥

টীকা—একস্যৈব দ্রব্যস্য দিব্যা বহবো গন্ধা রসা

বা ভবন্তি যদি। তত্র প্রাসাদে, তস্যাং বা প্রতিমায়াম্। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৬৬৫ ॥

প্রভাবৈরবিশেষেণ জলন্তীব চ দৃশ্যতে।
স্ফুরন্তীব চ দৃশ্যেত প্রতিমা চ বিশেষতঃ ॥৬৬৬॥

অনুবাদ—স্বাভাবিক ভাবে প্রতিমা প্রভাবে উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ প্রতিমা হইতে জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে দৃষ্ট হয় ॥ ৬৬৬ ॥

স্ফুরন্নিব জনঃ কশ্চিৎ স্ময়মান ইব কৃচিৎ।
বীক্ষ্যমাণো জনস্তত্র প্রহৃষ্ট ইব লক্ষ্যতে।
এতৈস্তু লক্ষণৈর্জ্ঞেয়স্তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥৬৬৭॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তিকে স্ফূর্ত্তিশীল দেখাইলে, কাহাকেও বিস্ময়াবিষ্ট বা কোন দর্শনকারী ব্যক্তিকে সেখানে অতিহৃষ্ট দেখাইলে—এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানিবে প্রতিমাতে শ্রীহরি সন্নিহিত হইয়াছেন ॥৬৬৭

বিশেষাদথবা পশ্যেচ্ছক্রচাপোপমং কৃচিৎ।
ছবিং বজ্রপ্রভাং পশ্যেৎ পদ্মরাগপ্রভাং তথা ॥৬৬৮॥
সৌদামিনীপ্রভাং পশ্যেৎ প্রতিমায়াং কৃচিদ্ যদি।
এতৈর্লিঙ্গৈস্তু বোদ্ধব্যস্তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৬৬৯ ॥

অনুবাদ—অথবা বিশেষ ভাবে কোথাও ইন্দ্রধনুর মত ছবি দর্শন করে। অথবা—বজ্রপ্রভা বা পদ্মরাগ প্রভা দর্শন করে, বিদ্যুৎ প্রভা কেহ প্রতিমাতে যদি কখন দর্শন করে, এই সকল চিহ্ন দ্বারা জানিবে প্রতিমাতে শ্রীহরি সন্নিহিত হইয়াছেন ॥ ৬৬৮-৬৬৯॥

বধিরা ইব কেচিত্তু মূকা ইব তথাপরে।
বিভ্রান্তা ইব কেচিচ্চ জড়া ইব তথাপরে ॥ ৬৭০ ॥
ধাবন্ত ইব কেচিত্তু পতন্ত ইব চাপরে।
নৃত্যন্ত ইব চাপ্যন্যে মত্তা ইব তথা যদি ॥ ৬৭১ ॥
চিত্রস্থা ইব কেচিত্তু বিবশা ইব কেচন।
ভবন্তি তত্র চোন্মত্তাঃ প্রমত্তা ইব চাপরে।
লিঙ্গৈরেতৈস্তু বোদ্ধব্যস্তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৬৭২ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ বধিরের ন্যায়, অন্যে সেবার ন্যায় কেহ, বিভ্রান্তের ন্যায় কেহ, কেহ জড়বৎ, কেহ কেহ ধাবিতের ন্যায়, অপরে পতিতের ন্যায়, কেহ কেহ নৃত্যশীল, সেইরূপ কেহ কেহ মত্তবৎ, কেহ কেহ ছবির মত অচল, কেহ কেহ বিবশের ন্যায়, সেস্থলে কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায়, কেহ প্রমত্তের দৃষ্ট হয়, এই সকল চিহ্ন দ্বারা জানিবে প্রতিমাতে শ্রীহরি সন্নিহিত হইয়াছেন ॥ ৬৭০-৬৭২ ॥

আচার্য্যাদি-সম্মাননম্

সম্মানয়েদথাচার্য্যং শক্ত্যা বস্ত্রাদিনা ততঃ।
মূর্ত্তিপাংশ্চাপরান্ বিপ্রান্ বৈষ্ণবাংশ্চাপরানপি ॥৬৭৩

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্যাদি সম্মানন—অনন্তর বস্ত্রাদিদ্বারা আচার্য্যকে যথাশক্তি সম্মান করিবে, তৎপরে মূর্ত্তিরক্ষক ও অপর বিপ্রগণকে এবং বৈষ্ণবগণকেও সম্মান করিবে ॥ ৬৭৩ ॥

টীকা—শক্ত্যা স্বশক্ত্যনুসারেণ যথাবিভবমিত্যর্থঃ। অপরান্ দীনান্ধাদীনপি তত্রাগতান্ ॥ ৬৭৩ ॥

মাৎস্যে—

স্থাপিতে তু ততো দেবে যজমানঃ সমূর্ত্তিপম্।
আচার্য্যং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
দীনান্ধকৃপণাংস্তদ্বদ্ যে চান্যে সমুপস্থিতাঃ ॥৬৭৪॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—শ্রীবিগ্রহ স্থাপন সুসম্পন্ন হইলে পর যজমান মূর্ত্তিরক্ষকগণের সহিত আচার্য্যকে ভক্তিসহ পূর্ব্বক বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিসহ পূজা করিবেন। সেইরূপ অনুষ্ঠানে আগত অন্য দীন, অন্ধ, কৃপণ ও অন্ত্যজাদিকেও সম্মানিত করিবেন ॥ ৬৭৪ ॥

টীকা—দীনা দরিদ্রাঃ, কৃপণা রাগাদি দুঃখিতাঃ, যে চান্যেঽন্ত্যজাদয়স্তানপি ॥ ৬৭৪ ॥

ভবিষ্যে—

ততঃ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্থাপকং বিধিবন্নৃপ।
ভূমিদানাদিভির্দানৈর্গোদানৈশ্চ মহীপতে।
যথা স তুষ্যতে রাজংস্তথা কার্য্যং প্রযত্নতঃ ॥৬৭৫॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—হে রাজন্! ভক্তি-পূর্ব্বক বিধিবৎ স্থাপককে পূজা করিবেন। হে মহীপতে! ভূমিদান ও গোদানাদি দ্বারা যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেই ভাবে প্রযত্ন করিবে ॥ ৬৭৫ ॥

টীকা—ভবিষ্যে চ সর্ব্বান্তে প্রোক্তমপ্যাচার্য্যাদি-সম্মাননং যথাপ্রসঙ্গমত্রৈব লিখতি—তত ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৬৭৫ ॥

যথাশক্ত্যনুসারেণ পূজ্যাশ্চাপি দ্বিজাতয়ঃ।
দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
গণাংশ্চ নর্ত্তকাংশ্চৈব যথাশক্তি প্রপূজয়েৎ ॥৬৭৬॥

অনুবাদ—শক্তি অনুসারে দ্বিজাতিগণকে পূজা করিবে। যত্নসহ দরিদ্র, অন্ধ, কৃপণ ব্যক্তিগণকে সম্মান কর্ত্তব্য, যথাশক্তি গায়ক, নর্ত্তকগণকে সম্মান করিবেন ॥ ৬৭৬ ॥

হয়শীর্ষে—

মণ্ডলে কমলে বাপি স্থাপয়িত্বা গুরুং যজেৎ।
প্রিয়প্রশ্নৈঃ ক্ষমাপ্যেনং বিষ্ণুবদ্‌পূজয়েদ্‌বুধঃ।
পাদয়োঃ প্রণিপত্যাথ দক্ষিণাঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥৬৭৭॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডলে বা পদ্মের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের পর শ্রীগুরুদেবকে প্রিয় প্রশ্ন সমূহ দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুবৎ পূজা করিবেন। তাঁহার চরণদ্বয়ে প্রণিপাত করিয়া দক্ষিণাও নিবেদন করিতে হয় ॥ ৬৭৭ ॥

টীকা—মণ্ডলে—সর্ব্বতোভদ্রাদৌ। যদ্যপি 'যাগোপযোগি-দ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যস্মৈ নিবেদয়েদ্' ইত্যাদিনা দানানন্তরমেবাশেষ-যাগোপকরণদ্রব্যার্পণমপি শ্রীহয়শীর্ষদেবেন প্রসঙ্গাদেকত্রৈবোক্তং, তথাপি তত্র পৃথক্‌কৃত্য মাৎস্যোক্তানুসারেণ পুনরাচার্য্য-সম্মাননেহগ্রে লেখ্যাং, চতুর্থী-কর্ম্মাদি-শেষকৃত্যসমাপ্তিপদেন যাগদ্রব্যসামগ্র্যাঃ সিদ্ধেঃ ॥ ৬৭৭ ॥

আচার্য্য-দক্ষিণাং দদ্যান্নগরং গ্রামমেব চ।
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং গাঞ্চৈব সমলঙ্কৃতাম্।
দক্ষিণাং বিধিবদ্‌দত্ত্বা দদ্যাদাভরণাদিকম্ ॥৬৭৮॥

অনুবাদ—আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপে নগর, গ্রাম ও সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গাভী অলঙ্কৃত করিয়া বিধিবদ্ দান করিয়া অলঙ্কারাদিও দিবে ॥ ৬৭৮॥

আচার্য্য-দক্ষিণার্দ্ধন্তু প্রদদ্যাদ্‌ব্রহ্মদক্ষিণাম্।
মূর্ত্তিপান্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্‌গোবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজ ॥৬৭৯॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ! আচার্য্য দক্ষিণার অর্দ্ধেক ব্রহ্ম দক্ষিণা দিবে, পরে মূর্ত্তিপগণকে গো, বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৬৭৯ ॥

সর্ব্বাংস্তু পূজয়েত্তত্র বৈষ্ণবানাগতান্ দ্বিজান্।
ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা অত্যাদরমতন্দ্রিতঃ ॥৬৮০

অনুবাদ—উৎসবে আগত বৈষ্ণবগণকে ব্রাহ্মণগণকে সকলকে যথাযোগ্য পূজা করিবে। আর ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অত্যাদরে অনলসভাবে ভোজন করাইবে ॥ ৬৮০ ॥

টীকা—বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ সম্পূজয়েৎ, অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্, তদনন্তরমেব তান্ ভোজয়েদিত্যর্থঃ ॥৬৮০॥

কিঞ্চ—

যজ্ঞঃ সুপুষ্কলঃ সর্ব্বঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মলিপ্সয়া।
মন্ত্রহীনো গুরুং হন্যাদ্রাষ্ট্রমন্যেন বর্জ্জিতঃ।
ধর্ম্মঞ্চ যজমানঞ্চ হন্যাদ্দক্ষিণয়া বিনা।ইতি॥৬৮১॥

অনুবাদ—আরও—সকলে ধর্ম্ম লাভেচ্ছায় যজ্ঞ সুসম্পূর্ণ করিবেন। মন্ত্রহীন হইলে অনিষ্ট হইবে। অন্য দ্রব্যহীন হইলে রাষ্ট্রের অমঙ্গল, দক্ষিণা বর্জ্জিত হইলে ধর্ম্ম ও যজমানের অনিষ্ট হইবে ॥ ৬৮১ ॥

টীকা—দক্ষিণাদিকং চাবশ্যমেব দেয়মিত্যাহ—যজ্ঞ ইতি সার্দ্ধেন। সর্ব্বো যজ্ঞঃ সুপুষ্কলঃ সম্পূর্ণ এব কর্ত্তব্যঃ, অন্যথা চ পরমানর্থ এবেত্যাহ—মন্ত্রেতি ॥ ৬৮১ ॥

অথবা স্থাপনাৎ পশ্চাদ্ধ্যানাদ্যাবাহনাদি চ।
পঞ্চামৃতাদিনা স্বর্ণাদিন্যান্যস্নপনং ততঃ ॥ ৬৮২ ॥

বস্ত্রাদিদানৈর্বিধিবৎ পূজা-মন্ত্রজপাদিকম্ ।
নতিঃ প্রদক্ষিণা যাচ্ঞা গুর্ব্বাদ্যার্চ্চেত্যয়ং ক্রমঃ ॥৬৮৩

অনুবাদ—অথবা স্থাপনের পর ধ্যান, আবাহন, পঞ্চামৃত দ্বারা ও স্বর্ণাদি সহ স্নান, পরে বস্ত্রাদি দান সহ বিধিবৎ পূজা, মন্ত্রজপাদি, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, প্রার্থনা, অতঃপর শ্রীগুরু আদির অর্চ্চনা এইরূপ ক্রম ॥ ৬৮২-৬৮৩ ॥

টীকা—এবং লিখিতস্যাস্য প্রতিষ্ঠাবিধিক্রমস্য পূর্ব্বলিখিত-নিত্যপূজাবিধিক্রমেণ বিরোধমাশঙ্ক্য পূর্ব্ব-সূচিতক্রমে পক্ষান্তরং লিখতি—অথবেতি । আদি-শব্দৈর্গৃহীতানি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণোন্নেয়ানি । এবং ক্রমলিখনেন বিধিরপি দর্শিত এব । তচ্চ পূর্ব্ব-লিখিতে দ্বিতীয়পক্ষে পরিত্যক্তমপি পূজনং প্রসাদান্তঃ পিণ্ডিকোপরিস্থাপনরূপে মুখ্যকৃত্যে অস্মিন্নবশ্যমেবা-পেক্ষ্যমিতি তদত্র লিখিতমিতি জ্ঞেয়ম্ । এতচ্চাখিলং পূর্ব্বলিখিত-মাৎস্যাদিবচনার্থ-বিচারেণ প্রায়ঃ পর্য্যব-স্যত্যেব । যত্র যত্র চ বিরুধ্যেত, তত্র তত্র চ গ্রন্থান্ত-রেণ সহৈকবাক্যতার্থং বচনপৌর্ব্বাপর্য্যাদি-বিচারেণা-ভিজ্ঞৈর্বিরোধঃ পরিহরণীয় এব সর্ব্বত্রৈব তথাত্বাদিতি দিক্ ॥ ৬৮২-৬৮৩ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিস্থিরতাপাদনম্

মূর্ত্তিং ন চালয়েজ্জাতু যত্নাৎ সুস্থিরতাং নয়েৎ ।
তস্যাং প্রচলিতায়াঞ্চ কুর্য্যাৎ স্বস্ত্যয়নাদিকম্ ॥৬৮৪॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির স্থিরতা সম্পাদন—কখনও মূর্ত্তিকে চালনা করিবে না, যত্নপূর্ব্বক সুস্থিরতা সম্পাদন করিবে । মূর্ত্তি প্রচলিত হইলে স্বস্ত্যয়নাদি করিবে ॥ ৬৮৪ ॥

টীকা—মূর্ত্তিমিত্যাদি ততঃ পরমিত্যন্তং সুগমমেব ॥ ৬৮৪ ॥

তথা চ মাৎস্যে —

স্থিরং ন চালয়েদ্দেবমন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ ।
পূরয়েৎ সিকতাভিশ্চ নিশ্ছিদ্রং সর্ব্বতো ভবেৎ ॥৬৮৫

অনুবাদ—সেইরূপই মৎস্যপুরাণে—স্থির মূর্ত্তিকে চালনা করিবে না, চালনা করিলে পাপভাগী হইবে । বালিদ্বারা পূরণ করিবে, যাহাতে সর্ব্বভাবে নিশ্চিদ্র হয় ॥ ৬৮৫ ॥

লোকপালস্য দিগ্‌ভাগে যস্য সঞ্চলতে বিভুঃ ।
তস্য লোকপতেঃ শান্তির্দেয়াশ্চেমাশ্চ দক্ষিণাঃ ॥৬৮৬

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি যে দিক্‌পালের দিকে চালিত হয়, সেই লোকপালের শান্তি বিধান করিবে এবং এই সকল দক্ষিণা দান করিতে হয় ॥ ৬৮৬ ॥

ইন্দ্রায় বারণং দদ্যাৎ কাঞ্চনং বাল্পবিত্তবান্ ।
অগ্নেঃ সুবর্ণমেষঞ্চ যমস্য মহিষং তথা ॥ ৬৮৭ ॥
অজং সকাঞ্চনং দদ্যান্নির্ঋতিং রাক্ষসং প্রতি ।
বরুণং প্রতি মুক্তানি সশুক্তীনি প্রদাপয়েৎ ॥৬৮৮॥
রীতিকাং বায়বে দদ্যাদ্ বস্ত্রযুগ্মেন সংযুতাম্ ।
সোমায় ধেনুর্দাতব্যা রাজতস্তু বৃষঃ শিবে ॥ ৬৮৯ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিকে হস্তি দিবে, অল্প-বিত্তবান্ স্বর্ণ দিবে । অগ্নিদেবকে সুবর্ণমেষ, যম-রাজকে মহিষ, নির্ঋতিরাক্ষসকে কাঞ্চন সহ ছাগ দিবে, বরুণদেবকে শুক্তী সহ মুক্তা দিবে, বায়ু-দেবকে বস্ত্রদ্বয় সহ পিত্তল দিবে । সোমদেবকে ধেনু দিবে, ঈশানে শিবকে রৌপ্য বৃষ দিবে ॥ ৬৮৭-৬৮৯ ॥

যস্যাং যস্যান্তু চলতে শান্তিঃ স্যাত্তত্র তত্র তু ।
অন্যথা তু ভবেদ্‌ঘোরং ভয়ং কুলবিনাশনম্ ।
অচলং কারয়েত্তস্মাৎ সিকতাভিঃ সুরেশ্বরম্ ॥৬৯০

অনুবাদ—যে যে দিকে চলে সেই সেই স্থানে শান্তি বিধান হইবে । তাহা না করিলে ঘোর ভয় ও কুলনাশন হইবে । অতএব শ্রীহরিকে বালুকা দ্বারা অচল করিবে ॥ ৬৯০ ॥

ভবিষ্যে—

স্থিরং ন চালয়েদ্দেবং কদাচিদপি পিণ্ডতঃ ।
হন্যাদ্বিচালিতোঽজ্ঞানাত্তস্মাত্তং ন বিচালয়েৎ ॥৬৯১

অনুবাদ—ভবিষ্যে—স্থিরমূর্ত্তিকে কখনও পিণ্ডিকা হইতে চালনা করিবে না। অজ্ঞান বশতঃ চালিত হইলে চালকের বিঘ্ন হয়। অতএব অচলমূর্ত্তিকে বিচালিত করিবে না ॥ ৬৯১ ॥

যাং যাং দিশং চলেদ্দেবস্তাং তাং শান্তিন্তু কারয়েৎ।
অন্যথা তু ভবেদ্ ঘোরং ভয়ং কুলবিনাশনম্ ॥৬৯২

অনুবাদ—যে যে দিকে শ্রীমূর্ত্তি চলিবে সেই সেই দিকে শান্তি বিধান করিবে। শান্তি বিধান না করিলে প্রচণ্ড ভয় ও কুল বিনাশন হয় ॥ ৬৯২ ॥

যথা ন চলতে দেবস্তথা বধ্নীত পিণ্ডিকাম্।
শীঘ্রমেব তু কর্ত্তব্যং ন বিলম্বেৎ কদাচন।
প্রতিমাং সুস্থিরাং কুর্য্যান্নোর্দ্ধদৃষ্টিং কদাচন ॥৬৯৩

অনুবাদ—যে প্রকারে মূর্ত্তি না চলে সেইভাবে পিণ্ডিকাকে বন্ধন করিবে। শীঘ্রই অচল করিবে, কখনও বিলম্ব করিবে, কখনও বিলম্ব করিবে না। প্রতিমাকে সুস্থির করিবে, কখনও উর্দ্ধ দৃষ্টি করিবে না ॥ ৬৯৩ ॥

অথ দিনান্তরোৎসবঃ

রাত্রৌ গীতাদিকং কুর্ব্বন্ দিবসে চ মহার্চ্চনম্।
মহোৎসবেনাহরেকং শক্ত্যা বা কতিচিন্নয়েৎ ॥৬৯৪

অনুবাদ—অনন্তর দিনান্তরোৎসব—রাত্রিতে গীত-বাদ্যাদি করিবে, দিবসে মহার্চ্চন করিবে, মহা আনন্দ উৎসব দ্বারা এক অহোরাত্র সমর্থ হইলে কয়েক দিন এই ভাবে মহোৎসব চালিত করিবে ॥ ৬৯৪ ॥

ভবিষ্যে—
ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
পুণ্যাহ জয়ঘোষৈশ্চ কুর্য্যাদ্দেব-মহোৎসবম্ ॥৬৯৫॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—তিনরাত্র, সপ্তরাত্র অথবা দশরাত্র, পুণ্যাহবাচন জয়ধ্বনি প্রভৃতি সহ শ্রীবিগ্রহের মহোৎসব করিবে ॥ ৬৯৫ ॥

কিঞ্চ—
রাত্রৌ মহোৎসবং কুর্য্যাৎ শঙ্খভের্য্যাদিনিস্বনৈঃ।
একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা সপ্তরাত্রমথাপি বা।
তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সদায়াতি ইত্যেষা ফলসম্প্রদা ॥৬৯৬॥

অনুবাদ—আরও—রাত্রিতে মহোৎসব করিবে, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি ধ্বনিদ্বারা একরাত্র, তিনরাত্র, অথবা সপ্তরাত্র, এই কারণে শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বদা অবস্থান করেন, এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ফলপ্রদ ॥ ৬৯৬ ॥

মাৎস্যে—
রাত্রৌ দিনে চ গীতাদ্যৈঃ পুণ্যাহ-জয়মঙ্গলৈঃ।
ত্রি পঞ্চ সপ্ত দশ বা দিনানি স্যান্মহোৎসবঃ ॥৬৯৭॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—রাত্রিতে এবং দিনেও গীতবাদ্যাদি, পুণ্যাহবাচন, জয়ধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি সহ তিনদিন, পঞ্চদিন, সপ্তদিন বা দশদিন মহোৎসব হইবে ॥ ৬৯৭ ॥

অথ তত্র কৃত্যবিশেষেণ ফলবিশেষঃ

মাৎস্যে—
ততস্তু মধুনা দেবং প্রথমেঽহনি স্নপয়েৎ।
হরিদ্রয়াথ সিদ্ধার্থৈর্দ্বিতীয়েঽহনি তত্ত্বতঃ ॥৬৯৮॥
চন্দনেন যবৈস্তদ্বৎ তৃতীয়েঽহনি লেপয়েৎ।
মনঃশিলাপ্রিয়ঙ্গুভ্যাং চতুর্থেঽহনি লেপয়েৎ ॥৬৯৯॥

অনুবাদ—অনন্তর মহোৎসবে কৃত্য বিশেষ দ্বারা ফল বিশেষ প্রাপ্তি, মৎস্যপুরাণে—অনন্তর প্রথম দিনে শ্রীবিগ্রহকে মধুদ্বারা স্নান করাইবে, হরিদ্রা ও সিদ্ধার্থ সমূহ দ্বারা দ্বিতীয় দিনে স্নান করাইবে, চন্দন দ্বারা ও যবসমূহ দ্বারা তৃতীয় দিনে লেপন করিবে, মনঃ-শিলা ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা চতুর্থ দিনে লেপন করিবে ॥ ৬৯৮-৬৯৯ ॥

সৌভাগ্যং শুভদং যস্মাৎ লেপনম্ ব্যাধিনাশনম্।
মনঃ-প্রীতিকরং নৃণামেতদ্বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৭০০ ॥

অনুবাদ—ঐরূপ লেপন সৌভাগ্যপ্রদ ও মঙ্গলপ্রদ

এবং ব্যাধি নাশন মানবগণের মনঃপ্রীতিকর ইহা বেদবিদগণ জানেন ॥ ৭০০ ॥

কৃষ্ণাঞ্জনং তিলাংস্তদ্বৎ পঞ্চমেঽহ্নি নিবেদয়েৎ ।
ষষ্ঠে তু সঘৃতং দদ্যাচ্চন্দনং পদ্মকেশরম্ ॥ ৭০১ ॥
রোচনাং নাগপুষ্পঞ্চ সপ্তমেঽহনি দাপয়েৎ ।
যত্র সদ্যোঽধিবাসশ্চ তত্র সর্ব্বং নিবেদয়েৎ ॥৭০২।

অনুবাদ—পঞ্চম দিনে সেইরূপ কৃষ্ণাঞ্জন ও তিলবাটা লেপন করিবে, ষষ্ঠদিনে ঘৃতসহ চন্দন, পদ্মকেশর লেপন করিবে, সপ্তমদিনে গোরোচনা ও নাগ পুষ্পকেশর লেপন করিবে। যেস্থলে সদ্য অধিবাস সেস্থলে একদিনে সকল নিবেদন করিবেন ॥ ৭০১-৭০২ ॥

ভবিষ্যে—

মধুবাতেতি মধুনা অভ্যঙ্গং প্রথমেঽহনি ।
পুণ্যদং সর্ব্বরোগাণাং সর্ব্বনাশায় তৎ প্রভোঃ ॥৭০৩

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—'মধুবাতা' এইমন্ত্রে প্রথম দিনে মধুদ্বারা অভ্যঙ্গ। প্রভুর এই অভ্যঙ্গ পুণ্যপ্রদ ও সর্ব্ববিধ রোগের নাশকর ॥ ৭০৩ ॥

হরিদ্রাসর্ষপৈশ্চৈব দ্বিতীয়েঽহনি লেপয়েৎ ।
পিত্তরোগভয়ঞ্চৈব ন ভবেত্তু কদাচন ॥ ৭০৪ ॥

অনুবাদ—হরিদ্রা ও শ্বেতসর্ষপ দ্বারা দ্বিতীয় দিনে প্রভুর গাত্রে লেপন করিবে, পিত্তরোগ ও ভয় কখনও হইবে না ॥ ৭০৪ ॥

তণ্ডুলেন যবৈশ্চৈব তৃতীয়েঽহনি লেপয়েৎ ।
শিরোঽক্তিমক্ষিরোগঞ্চ কর্ণশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৭০৫ ॥

অনুবাদ—তণ্ডুল ও যব দ্বারা তৃতীয় দিনে লেপন করিবে, শিরোরোগ, অক্ষিরোগ ও কর্ণশূল ইহা বিনাশ করিবে ॥ ৭০৫ ॥

মনঃশিলাং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ চতুর্থেঽহনি লেপয়েৎ ।
সৌভাগ্যং হেন সততং যজমানস্য বর্দ্ধতে ॥ ৭০৬ ॥

অনুবাদ—মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্গু চতুর্থ দিনে লেপন করিবে, যাহা দ্বারা সর্ব্বদা যজমানের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয় ॥ ৭০৬ ॥

কৃষ্ণাঞ্জনং তিলাংশ্চৈব পঞ্চমেঽহনি দাপয়েৎ ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবজ্জীবং সুখপ্রদাঃ ॥ ৭০৭ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণাঞ্জন ও তিলদ্বারা পঞ্চম দিনে প্রভুর অঙ্গে লেপন দিবে। তাহার পিতৃগণ তৃপ্ত হয় এবং যাবজ্জীবন সুখপ্রদ হয় ॥ ৭০৭ ॥

সুরভিং চন্দনঞ্চৈব সঘৃতং পদ্মকেশরম্ ।
ষষ্ঠেঽহনি চ দাতব্যং শক্রদোষবিনাশনম্ ॥ ৭০৮ ॥

অনুবাদ—শক্রদোষ বিনাশের জন্য সুরভি চন্দন, সঘৃত, পদ্মকেশর ষষ্ঠদিনে দান কর্ত্তব্য ॥ ৭০৮ ॥

রোচনাং নাগপুষ্পঞ্চ সপ্তমেঽহনি দাপয়েৎ ।
ক্ষেমং গো-বহুলং চাপি ধনধান্যং বিবর্দ্ধতে ॥ ৭০৯॥

অনুবাদ—গোরোচনা, নাগকেশর পুষ্প সপ্তম দিনে দান কর্ত্তব্য, মঙ্গললাভ, গো-বৃদ্ধি ও ধনধান্য বৃদ্ধি হয় ॥ ৭০৯ ॥

এবং সপ্তাহমভ্যঙ্গং কাপিলেন ঘৃতেন তু ।
দদ্যাদ্বিভবতঃ শক্ত্যা যদিচ্ছেচ্ছি য়মাত্মনঃ ॥ ৭১০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সপ্তাহ কপিলা গব্যঘৃত সহ অভ্যঙ্গ বৈভব শক্তি অনুসারে প্রদান করিবে, যদি আত্মার সম্পদ ইচ্ছাকর ॥ ৭১০ ॥

দীপা ঘৃতেন দাতব্যাশ্চত্বারশ্চ প্রদক্ষিণাঃ ।
সপ্তাহং মন্ত্রযুক্তাংশ্চ বিভবেন ততঃ পরম্ ॥ ৭১১ ॥

অনুবাদ—বৈভব থাকিলে সপ্তাহ যাবৎ ঘৃতদীপ

চারিটি প্রদান করিবে এবং মন্ত্রযুক্ত চারিবার প্রদক্ষিণ প্রতিদিন করিবে ॥ ৭১১ ॥

অথ চতুর্থীকর্ম্ম

চতুর্থে চ দিনে প্রাপ্তে চতুর্থীকর্ম্ম কারয়ন্।
অর্ঘ্যং সমর্প্য দেবেশং প্রাগ্বৎ স্নপনমাচরেৎ ॥৭১২॥

অনুবাদ—অনন্তর চতুর্থী কর্ম্ম—পূর্ব্বে স্নপন মণ্ডপে লিখিত স্নানবিধি অনুসারে চতুর্থ দিবসেও প্রভুকে স্নান করাইবেন অর্ঘ্য দানের পর ॥ ৭১২ ॥

টীকা—প্রাগ্‌বদিতি—স্নপনমণ্ডপে লিখিতস্নানবিধানুসারেণ ইত্যর্থঃ। তথা হি—গীতবাদ্যাদিমহোৎসবে বল্মীকাদিমৃত্তিকাদিভিরুদ্ধৃতাসীতি মন্ত্রেণ দেবং বিলিপ্য পঞ্চগব্যাদিনা তত্তন্মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা যথাশক্তি সম্পাদিতৈর্নিক্ষিপ্তাষ্টমৃত্তিকৌষধিব্রীহিকৈঃ কলসৈস্তত্তন্ত্রেণ স্নাপয়েদিতি ॥ ৭১২ ॥

পুনশ্চ দত্ত্বাষ্টাঙ্গার্ঘ্যং গোময়স্বস্তিকাদিভিঃ।
দেবং নীরাজ্য গন্ধাদ্ভির্দদ্যাদাচমনং বুধঃ ॥ ৭১৩ ॥

অনুবাদ—গোময়-স্বস্তিকাদিসহ পুনরায় অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য দান করিয়া প্রভুকে নীরাজন করিয়া গন্ধজল দ্বারা আচমন দিবেন ॥ ৭১৩ ॥

টীকা—গোময়কৃতৈঃ স্বস্তিকাদিভির্দেবং নীরাজ্য, আদি-শব্দেন গোময়কৃতপদ্মকাদি-সপ্তপঞ্চবর্ণৌদনাদি চ এতচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৭১৩ ॥

ততো বস্ত্রযুগং দত্ত্বা দিব্যং দত্ত্বানুলেপনম্।
পুষ্পাদি ধূপদীপাদি তত্তন্মন্ত্রেণ চার্পয়েৎ ॥ ৭১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয় দানের পর দিব্য গন্ধ অনুলেপন, পুষ্পাদি, ধূপ, দীপাদি সেই সেই মন্ত্রদ্বারা অর্পণ করিবেন ॥ ৭১৪ ॥

টীকা— তত্তন্মন্ত্রেণ বস্ত্রাদ্যর্পণমন্ত্রেণ, স চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৭১৪ ॥

ইত্থং সম্পূজ্য বিধিবদ্দণ্ডবত্তং প্রণম্য চ।
বিজ্ঞাপয়ন্ মুহুর্ভক্ত্যা তত্তৎ পদ্যং প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥৭১৫

অনুবাদ—শ্রীহরিকে এইরূপে সম্পূর্ণ পূজা করিয়া যথাবিধি দণ্ডবৎ প্রণামান্তে প্রার্থনা করিতে করিতে ভক্তিসহ পুনঃ পুনঃ সেই সকল পদ্য কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৭১৫ ॥

টীকা—তত্তৎ পূর্ব্বলিখিতং 'সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি' ইত্যাদি প্রকীর্ত্তয়েৎ, ভক্ত্যা বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ পঠেৎ ॥ ৭১৫ ॥

মাৎস্যে—

চতুর্থেঽহ্নি মহাস্নানং চতুর্থীকর্ম্ম কারয়েৎ।
দক্ষিণা চ পুনস্তদ্বদ্দেয়া তত্রাপি শক্তিতঃ ॥ ৭১৬ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—চতুর্থ দিনে মহাস্নান চতুর্থী কর্ম্ম করাইবে। ঐ দিনও শক্তি থাকিলে পূর্ব্ববৎ পুনরায় দক্ষিণা ও দান কর্ত্তব্য ॥ ৭১৬ ॥

কিঞ্চ—

স্বস্তিকং পদ্মকং শঙ্খমুৎপলং কমলং তথা।
শ্রীবৎসং দর্পণং তদ্বন্নন্দ্যাবর্ত্তমথাষ্টকম্।
এতানি গোময়ৈঃ কুর্য্যান্মৃদা বা শুভয়া ততঃ ॥৭১৭
পঞ্চবর্ণৌদনং তদ্বৎ পঞ্চবর্ণরজস্তথা।
দূর্ব্বা কৃষ্ণতিলং তদ্বন্নীরাজনবিধির্মতঃ ॥ ৭১৮ ॥
এবং নীরাজনং কৃত্বা দদ্যাদাচমনং বুধঃ।
মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৭১৯ ॥

অনুবাদ—আরও—স্বস্তিক, পদ্মক, শঙ্খ, উৎপল, কমল, শ্রীবৎস, দর্পণ ও নন্দ্যাবর্ত্ত—এই অষ্ট দ্রব্য গোময় বা পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা রচনা করিবে এবং পঞ্চবর্ণ তণ্ডুল, সেইরূপ পঞ্চবর্ণ গুড়ি, দূর্ব্বা কৃষ্ণতিল—এই সকল দ্বারা নীরাজন করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রভুকে আচমন দিবেন সর্ব্বপাপ হর পবিত্র গঙ্গোদক দ্বারা ॥ ৭১৭-৭১৯ ॥

টীকা—চতুর্থীকর্ম্মণি মাৎস্যোক্তং স্নপনবিধিং পূর্ব্বলিখিতত্বাত্ততোঽন্যং বিশেষমেব লিখতি—স্বস্তিকমিত্যাদিনা ॥ ৭১৭ ॥

টীকা—'নীরাজন-বিধির্মতঃ' ইতি গোময়েন মৃদা বা বিরচিতৈঃ স্বস্তিকাদিভিস্তথা পঞ্চবর্ণৌদনৈঃ পঞ্চবর্ণতণ্ডুলচূর্ণাদিভিশ্চ দেবং নীরাজয়েদিত্যর্থঃ ॥৭১৮

ততো বস্ত্রযুগং দদ্যান্মন্ত্রেণানেন যত্নতঃ।
দেবসূত্রসমাযুক্তে যজমানসমন্বিতে।
সর্ব্ববর্ণৈঃ শুভে দেব বাসসী নবনির্ম্মিতে ॥ ৭২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যত্নপূর্ব্বক এইমন্ত্রে পরিধেয় বস্ত্রদ্বয় দিবে—দিব্য সূত্র নির্ম্মিত যজমান সমন্বিত সর্ব্ববর্ণযুক্ত নবনির্ম্মিত পবিত্র বস্ত্রদ্বয়, হে দেব। গ্রহণ করুন ॥ ৭২০ ॥

টীকা—মন্ত্রমেবাহ—দেবসূত্রেতি। যজমান ইতি বস্ত্রার্পণাদৌ স এব কর্ত্তেতি শিষ্টসম্মত্যা জ্ঞেয়ম্। এবমগ্রেঽপি ॥ ৭২০ ॥

ততশ্চ চন্দনং দদ্যাৎ সমং কর্পূরকুঙ্কুমৈঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং দর্ভপাণিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭২১ ॥
শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ॥৭২২

অনুবাদ—তৎপরে চন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম সহ দিবে, এইমন্ত্র উচ্চারণ সহ কুশহস্তে যত্নপূর্ব্বক—হে প্রভো আপনার শরীর ও চেষ্টা জানি না, আমা কর্ত্তৃক নিবেদিত গন্ধ দ্রব্যসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক শরীরে লেপন করুন ॥ ৭২২ ॥

কিঞ্চ—

চত্বারিংশত্ততো দীপান্ দদ্যাচ্চৈব প্রদক্ষিণাম্।
ত্বং সূর্য্যচন্দ্রজ্যোতীংষি বিদ্যুদগ্নিস্তথৈব চ।
ত্বমেব সর্ব্বজ্যোতীংষি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৭২৩

অনুবাদ—আরও—অতঃপর চত্বারিংশৎ দীপ ও প্রদক্ষিণ দিবে, মন্ত্র যথা—হে শ্রীহরি। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, সেইরূপ তুমিই সর্ব্ববিধ জ্যোতিঃ স্বরূপ—এই দীপ গ্রহণ কর ॥ ৭২৩ ॥

টীকা—দীপার্পণে মন্ত্রশ্চ ত্বং সূর্য্যেত্যাদি, পুষ্প-ধূপাদ্যর্পণমন্ত্রেষু পূর্ব্বতো বিশেষাভাবাৎ কেবলমিম-মিত্যাদ্যেব লিখিতম্ ॥ ৭২৩ ॥

অথাবভৃথস্নানম্

হয়শীর্ষে—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দেবস্যাবভৃথং তব ॥ ৭২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অবভৃথ স্নান, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অতঃপর তোমার নিকট শ্রীহরির অবভৃথ স্নান বিষয় বলিব ॥ ৭২৪ ॥

টীকা—শ্রীমাৎস্যোক্ত-চতুর্থীকর্ম্মৈব প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম-সমাপ্তৌ ক্রিয়মানত্বাদবভৃথমিতি শ্রীহয়শীর্ষদেবেন যদুক্তং, তচ্চতুর্থীকর্ম্মপ্রসঙ্গত এব লিখতি—অতঃপর-মিত্যাদি ॥ ৭২৪ ॥

শোধয়েদ্গোময়ৈর্বিপ্র যাগস্থানং তু সর্ব্বতঃ।
সিক্ত্বা গন্ধোদকেনাথ পঞ্চগব্যেন শোধয়েৎ ॥ ৭২৫ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! গোময়দ্বারা যাগস্থান সর্ব্বত্র শোধন করিবে। চন্দন জল সেচনান্তে পুনঃ পঞ্চ-গব্য দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৭২৫॥

বিকিরৈঃ শোধয়েদ্ভূমিং বিতানেন বিভূষয়েৎ।
পুষ্পদামৈরধশ্চোর্দ্ধং পার্শ্বতশ্চাপি শোভয়েৎ ॥৭২৬॥

অনুবাদ—বীজাঙ্কুর সমূহ দ্বারা ভূমি শোধন করিবে, চন্দ্রাতপ দ্বারা ঊর্দ্ধে বিভূষিত করিবে, পুষ্প মালা দ্বারা অধঃ ঊর্দ্ধ পার্শ্ব শোভিত করিবে ॥ ৭২৬॥

টীকা—বিকিরৈঃ—অঙ্কুরাদিভিঃ ॥ ৭২৬ ॥

জুহুয়াদ্বৈষ্ণবে বহ্নৌ ঘৃতমষ্টোত্তরং শতম্।
বিষ্ণোর্নুকেতি মন্ত্রেণ সমিধোঽষ্টশতং তথা ॥৭২৭॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবাগ্নিতে অষ্টোত্তরশত ঘৃত হোম করিবে, বিষ্ণোর্নুকেতি মন্ত্রে সমিধ হোম অষ্টোত্তর শত সেইরূপ করিবে ॥ ৭২৭ ॥

বেদ্যামালিখ্য বিধিনা একাশীতিপদং বুধঃ।
বৈষ্ণবং কলসং মধ্যে আজিঘ্রেতি নিবেশয়েৎ ॥৭২৮

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদীতে বিধানানুসারে একাশীতিপদ অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে আজিঘ্রেতি মন্ত্রে বৈষ্ণবকলস স্থাপন করিবেন ॥ ৭২৮ ॥

টীকা—একাশীতিপদ-লিখনবিধিশ্চাগ্রে প্রাসাদাদি-

নির্ম্মাণপ্রসঙ্গে সুব্যক্তো ভাবী। মধ্যম্ একাশীতি-পদান্তঃ ॥ ৭২৮ ॥

একাশীতিপদে কুম্ভান্ শ্রীসূক্তেন নিবেশয়েৎ।
শন্নো দেবীতি মন্ত্রেণ কলসানভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭২৯ ॥

অনুবাদ—একাশীতিপদে অনন্য কুম্ভ সমূহ শ্রীসূক্তপাঠ সহ স্থাপন করিবে। শন্নোদেবী এইমন্ত্রে কলস সমূহকে অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৭২৯ ॥

কলসে বিন্যসেৎ পঞ্চগব্যং মন্ত্রৈর্বিশেষতঃ।
ফলং পুষ্পং ন্যসেত্তত্র দ্রাবিতং কদলীজলম্।
মন্ত্রয়ীত দ্বয়ং চৈতদ্‌যাঃ ফলনীতি সত্তমঃ ॥৭৩০॥

অনুবাদ—একটি কলসে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সহ পঞ্চগব্য বিন্যাস করিবে। অন্য কলসে ফল, জল, কদলীফল দ্রব করিয়া পুষ্প দিবে। যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রে উভয় একত্র মন্ত্রিত করিবে ॥ ৭৩০ ॥

টীকা—তত্রেতি, কলসে একস্মিন ফলপুষ্পজল-মন্যস্মিংশ্চ কদলীফলজলমিতি বোদ্ধব্যম্। অগ্রে স্নপনে তয়োঃ পৃথগুক্তেঃ। এতন্ন্যস্তফল-পুষ্প-জলং ন্যস্ত-কদলী-ফল-জলং চেতি কলসদ্বয়ম্ ॥ ৭৩০ ॥

ঐক্ষবঞ্চ রসং বিদ্বান্ যা দিব্যেতি নিবেশয়েৎ।
মন্ত্রতোয়ং ন্যসেন্মধ্যে নবকানাং সুরোত্তম ॥ ৭৩১ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কলসে ইক্ষুরস যা বিদ্যা মন্ত্রে স্থাপন করিবে, হে সুরোত্তম! নয়টি কলস মধ্যে মন্ত্রিত জল বিন্যাস করিবে ॥ ৭৩১ ॥

টীকা—নবকানাং পদানাং মধ্যে ॥ ৭৩১ ॥

তরৎ স ইত্যৃচা বিদ্বান্ বস্ত্রপূতং সমাহিতাঃ।
নদীনদতড়াগোত্থৈঃ শেষাংস্তোয়ৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥৭৩২॥

অনুবাদ—'তরৎ স' এই ঋক্ মন্ত্রে বিদ্বান্ ব্যক্তি বস্ত্রপূত জল একচিত্তে অর্থাৎ নদীনদ তড়াগ হইতে আনীত জল অবশিষ্ট কলসে পূর্ণ করিবে ॥ ৭৩২ ॥

টীকা—শেষান্—কলসান্ ॥ ৭৩২ ॥

অপরাজিতেন মন্ত্রেণ সর্ব্বানেবাভিমন্ত্রয়েৎ।
নবেন শুক্লবস্ত্রেণ সর্ব্বানেবাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩৩ ॥

অনুবাদ—অপরাজিত মন্ত্রে সর্ব্ব কলস অভিমন্ত্রিত করিবে। নূতন শুক্লবস্ত্র সহ কলস সমূহকে অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৭৩৩ ॥

গায়ত্রীং বৈষ্ণবীং জপ্ত্বা মূলমন্ত্রং শতং জপেৎ।
জপ্ত্বা ধ্যায়ন্ হরিং সম্যক্ প্রবিশ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ।
কৃষ্ণোঽসীতি চ নির্ম্মাল্যং বিস্বক্সেনায় নিক্ষিপেৎ ॥ ৭৩৪ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবী গায়ত্রী জপ করিয়া মূলমন্ত্র শতবার জপ করিবে। জপান্তে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া পবিত্র ভাবে মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণোঽসীতি মন্ত্রে বিস্বক্‌সেনকে নির্ম্মাল্য প্রসাদী নিক্ষেপ করিবে ॥ ৭৩৪ ॥

অর্ঘ্যং দত্ত্বা শুদ্ধবত্যা শুদ্ধতোয়েন সেচয়েৎ।
অগ্নির্ম্মূর্দ্ধেত্যুষ্ণজলৈঃ স্নাপ্য স্নানং সমাচরেৎ ॥৭৩৫॥

অনুবাদ—শুদ্ধবতী মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া শুদ্ধ-জল দ্বারা সেচন করিবে। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা' এইমন্ত্রে উষ্ণ-জল দ্বারা স্নান করাইয়া স্নান সমাপন করিবেন॥৭৩৫

গোমূত্রেণ হরিং ক্ষাল্য গোময়েন বিলেপয়েৎ।
ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ পশ্চাদ্ দধিনা তদনন্তরম্ ॥৭৩৬॥

অনুবাদ—ক্রম যথা—প্রথমে শ্রীহরিকে গোমূত্র-দ্বারা প্রক্ষালন, তৎপরে গোময়দ্বারা লেপন, দুগ্ধ দ্বারা স্নাপন, পরে দধি দ্বারা ॥ ৭৩৬ ॥

ঘৃতেন স্নাপ্য বিধিনা ধূপং দদ্যাৎ সগুগ্‌গুলুম্।
প্রক্ষাল্য কোষ্ণতোয়েন ফলতোয়েন সেচয়েৎ ॥৭৩৭॥

অনুবাদ—ঘৃত দ্বারা স্নান, বিধিপূর্ব্বক গুগ্‌গুল সহ ধূপ দান, ঈষৎ উষ্ণজলে স্নান, ফলজলে সেচন ॥ ৭৩৭ ॥

স্নাপয়েৎ কদলীতোয়ৈস্ততস্ত্বিক্ষুরসেন চ।
ঘৈর্মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়েত্তোয়ং তৈর্মন্ত্রৈঃ স্নাপয়েদ্ধরিম্ ॥৭৩৮॥

অনুবাদ—কদলীজলে স্নান, তৎপরে ইক্ষুরসে, যে সকল মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৭৩৮ ॥

টীকা—উক্তগোমূত্রাদি-স্নানমন্ত্রানুদ্দিশতি—যৈরিতি ॥ ৭৩৮ ॥

পঞ্চনদ্যেত্যৃচা পশ্চান্নদীনদতড়াগজৈঃ।
স্নাপয়িত্বা বিধানেন বস্ত্রযুগ্মমুপাহরেৎ ॥ ৭৩৯ ॥

অনুবাদ—'পঞ্চনদ্য' এই ঋক্‌মন্ত্রে নদী, নদ, তড়াগজলে স্নান করাইয়া বিধানানুসারে বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইবে ॥ ৭৩৯ ॥

কার্পাসং পট্টসূত্রং বা কৌশেয়ং বাথ ভূষিতম্।
বৃহস্পতেতি মন্ত্রেণ পরিধাপ্যার্চ্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥৭৪০॥

অনুবাদ—কার্পাসসূত্র, পট্টসূত্র বা তসরবস্ত্র 'বৃহস্পতেতি' মন্ত্রে পরিধান করাইয়া অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ক্রমে অর্চ্চন করিবে ॥ ৭৪০ ॥

টীকা—ভূষিতং গন্ধপুষ্পাদিভিরলঙ্কৃতং সন্তমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭৪০ ॥

গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য পার্ষদান্ পূজয়েত্ততঃ।
নিবেদয়ীত নৈবেদ্যং ভক্ষ্যভোজ্যং সুপুষ্কলম্ ॥৭৪১॥

অনুবাদ—গন্ধাদি দ্বারা সম্পূর্ণ অর্চ্চন করিয়া তৎপরে পার্ষদগণকে পূজা করিবে, প্রভুকে ভক্ষ্য, ভোজ্য উত্তম পরিপূর্ণভাবে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ॥ ৭৪১ ॥

টীকা—ততঃ ভগবদর্চ্চনানন্তরং গন্ধাদিভিঃ ক্রমেণ পার্ষদান্ সমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ পূজয়েৎ ॥ ৭৪১ ॥

পেয়ং চূষ্যং তথা লেহ্যং প্রভূতং দ্বিজসত্তম।
বলিং বিনিক্ষিপেৎ পশ্চাদ্দিশাসু বিদিশাসু চ ॥৭৪২॥

অনুবাদ—হে দ্বিজসত্তম! পানীয়, চূষ্য, লেহ্য প্রভূত ভাবে নিবেদন করিবে, পরে দিক্‌বিদিক্ অষ্টদিকে পরিকরগণকে প্রসাদ নির্ম্মাল্য উপহার নিক্ষেপ করিবে ॥ ৭৪২ ॥

টীকা—প্রভূতং—প্রচুরম্ ॥ ৭৪২ ॥

ওঁ নমঃ পার্ষদেভ্যোঽথ বলিং পীঠে
বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৭৪৩ ॥

অনুবাদ—ওঁ নমো পার্ষদেভ্যো এইমন্ত্রে বলিপীঠে প্রসাদ নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিবে ॥ ৭৪৩ ॥

ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য মণ্ডলং ব্রাহ্মণেন তু।
প্রবিশ্য ভবনং ভূয়ঃ সর্ব্বমাবশ্যকং পঠেৎ ॥ ৭৪৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ব্রাহ্মণ সহ মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ববিধ আবশ্যকীয় স্তোত্রপাঠ করিবেন ॥ ৭৪৪ ॥

পৌরাণৈশ্চ স্তবৈঃ স্তুত্বা মহাপুরুষপূর্ব্বকৈঃ।
দণ্ডবৎ প্রণমেৎ পশ্চাননৃত্যগীতাদি কারয়েৎ ॥৭৪৫॥

অনুবাদ—প্রথমে মহাপ্রভু স্তোত্র পুরাণোক্ত স্তব সমূহ দ্বারা স্তব করিয়া পুরুষ সূক্ত দ্বারা স্তব করিবেন, পরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, পরে নৃত্য, গীতবাদ্যাদি করাইবেন ॥ ৭৪৫ ॥

দদ্যাৎ সুবর্ণং গাং বস্ত্রং দক্ষিণাং দেশিকায় তু।
বৈষ্ণবান্ পূজ্য শক্ত্যা তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্।
আচার্য্যং তোষ্য যত্নেন সন্ধ্যায়াং বলিমাহরেৎ ॥৭৪৬
বলিকর্ম্মবিধিশ্চায়ং হয়শীর্ষে চ বিস্তরাৎ।
উক্তোঽতিব্যক্তমেকত্র জ্ঞেয়স্তং পঞ্চরাত্রতঃ ॥ ৭৪৭ ॥

অনুবাদ—আচার্য্যকে সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র, দক্ষিণা দিবে, বৈষ্ণবগণকে পূজা করিয়া শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে, যত্নপূর্ব্বক আচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া সন্ধ্যাকালে দেবগণকে উপহার দিবে। এই উপহার প্রদান বিধি হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বিস্তার ভাবে উল্লেখ আছে, একত্রে সেখান হইতে জানিবেন ॥ ৭৪৭ ॥

টীকা—বলিমাহরেদিতি, বলিদানবিধিরপেক্ষিত-স্তত্র লিখতি—বলীতি। তস্য হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রতো বিস্তরেণ সুব্যক্তমেকত্রৈবোক্ত্যা সুজ্ঞেয়ত্বাদত্র চ গ্রন্থ-বিস্তারভয়ান্ন লিখতি ইতি ভাবঃ ॥ ৭৪৬-৭৪৭ ॥

অথ হোমসমাধানম্

স্বস্বগৃহ্যোক্তবিধিনা সমুপাধায় পাবকম্।
পর্য্যুক্ষ্য ত্রির্ব্যাহৃতিভির্দদ্যাদাহুতিকং বুধঃ ॥৭৪৮॥

অনুবাদ—অনন্তর হোম সমাধান—নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি সঞ্চয়নপূর্ব্বক অগ্নি-সংস্কার করিয়া ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি আহুতি প্রদান করিবেন ॥ ৭৪৮ ॥

টীকা—মাৎস্যাদ্যনুক্তমপি হোমসমাধানং যুক্ত-ত্বাচ্ছিষ্টসম্মত্যা লিখতি স্বস্বেতি। পাবকমেব পর্য্যুক্ষ্য ॥ ৭৪৮ ॥

তারেণাথাগ্নিমভ্যুক্ষ্য গায়ত্র্যাহুতিপঞ্চকম্।
হুত্বৈকবৈষ্ণবেনৈবং জুহুয়াদ্বারপঞ্চকম্ ॥ ৭৪৯ ॥

অনুবাদ—প্রণবদ্বারা অগ্নিকে অভ্যুক্ষণ করিয়া গায়ত্রী দ্বারা পঞ্চ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক একই বিষ্ণু-মন্ত্রে পাঁচবার আহুতি দিবে ॥ ৭৪৯ ॥

টীকা—এবং লিখিতপ্রকারেণ একেন বৈদিক-বৈষ্ণবেন বারপঞ্চকং জুহুয়াৎ ॥ ৭৪৯ ॥

ততো ব্যাহৃতিভির্হুত্বা দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ।
হুত্বা পূর্ণাহুতিং বিদ্বান্ কুশকণ্ডীং সমাপয়েৎ ॥৭৫০॥

অনুবাদ—তৎপরে ব্যাহৃতি সমূহ দ্বারা হোম করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে আহুতি দিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ণাহুতি ও কুশণ্ডিকা সমাপন করিবেন ॥ ৭৫০ ॥

টীকা—তদনন্তরং ব্যাহৃতিভিঃ সকৃৎ হুত্বা দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং হুত্বা ॥ ৭৫০ ॥

অথ যজমানাভিষেকঃ

আভিষেচনিকৈর্মন্ত্রৈঃ শান্তিকুম্ভাম্ভসা ততঃ।
আচার্য্যাদ্যা দ্বিজাঃ কুর্য্যুর্যজমানাভিষেচনম্ ॥ ৭৫১॥

অনুবাদ—অনন্তর যজমান অভিষেক—অনন্তর অভিষেক বিষয়ক মন্ত্রসমূহ সহ শান্তি কুম্ভস্থিত জল-দ্বারা আচার্য্যাদি দ্বিজগণ যজমানের অভিষেক করি-বেন ॥ ৭৫১ ॥

টীকা—ভবিষ্যে চাভিষেকমন্ত্রাশ্চাগ্রে ব্যক্তা ভবিষ্যন্তি ॥ ৭৫১ ॥

মাৎস্যে—
অনেন বিধিনা কৃত্বা সপ্তরাত্রমহোৎসবম্।
দেবকুম্ভৈস্ততঃ কুর্য্যাদ্যজমানাভিষেচনম্ ॥ ৭৫২ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সপ্তরাত্র মহোৎসব অনুষ্ঠানের পর দশদিকপাল দেব-গণের কুম্ভজল দ্বারা যজমানের অভিষেক করিবেন ॥ ৭৫২ ॥

টীকা—দেবস্য কুম্ভৈঃ, দেবো যৈঃ স্নাপিতঃ, তৈরেব প্রসাদরূপৈঃ কলসৈরিত্যর্থঃ ॥ ৭৫২ ॥

চতুর্ভিরষ্টভির্বাপি দ্বাভ্যামেকেন বা পুনঃ।
সপঞ্চরত্নকনকৈঃ সিতবস্ত্রাববেষ্টিতৈঃ ॥ ৭৫৩ ॥
দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ সাম্না চাথর্ব্বণেন চ।
অভিষেকে ইমে মন্ত্রা নবগ্রহমখে স্মৃতাঃ ॥ ৭৫৪ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকের চারটি ঘট দ্বারা, অথবা অষ্টদিকের অষ্ট ঘট দ্বারা বা ইন্দ্রঘট ও শ্রীভগবদ্ ঘট দ্বারা অথবা সর্ব্বঘটের জল একটি ঘটে লইয়া স্বর্ণ ও পঞ্চরত্ন সহ শুক্লবস্ত্রদ্বয় বেষ্টিত করিয়া 'দেবস্য ত্বা' মন্ত্র, সামবেদোক্ত এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, অভিষেকে এই সকল মন্ত্র ও নবগ্রহ যজ্ঞে স্মরণীয় মন্ত্রসমূহ দ্বারা যজমানকে অভিষেক করিবে ॥ ৭৫৩-৭৫৪ ॥

টীকা—আভিষেচনিক-সাম্নাথর্ব্বণেন চ মন্ত্রেণ। নবগ্রহমখে মন্ত্রাশ্চ—'সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদয়ঃ। তৈশ্চ যজমানাভিষেচনং কুর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৭৫৪ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—

প্রাঙ্মুখং যজমানন্তু স্থাপয়িত্বা যথাবিধি।
ফলং সমর্পয়েত্তস্মৈ পরিতুষ্টমনা গুরুঃ ॥ ৭৫৫ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—শ্রীগুরুদেব যজমানকে পূর্ব্বমুখে যথাবিধি স্থাপন করাইয়া পরিতুষ্ট মনে তাহাকে ফল সমর্পণ করিবেন ॥ ৭৫৫ ॥

টীকা—ফলং কিঞ্চিন্মঙ্গলাত্মকং ফলং পুণ্যং বা প্রতিষ্ঠিতদেবং বা ॥ ৭৫৫ ॥

অথ পুনরাচার্য্যাদিসম্মাননম্

যজমানোঽভিষিক্তঃ সন্ দেবমভ্যর্চ্চ্য শক্তিতঃ।
আচার্য্যং পূজয়িত্বাস্মৈ প্রতিষ্ঠাদ্রব্যমর্পয়েৎ ॥৭৫৬॥

অনুবাদ—অনন্তর পুনরায় আচার্য্যাদি সম্মানন—যজমান অভিষিক্ত হইয়া শ্রীহরির পূজা করিয়া যথাশক্তি আচার্য্যকে পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দ্রব্য সমর্পণ করিবে ॥ ৭৫৬ ॥

টীকা—শক্তিতঃ নিজশক্ত্যনুসারেণাচার্য্যং পূজয়িত্বা বস্ত্রভূষণ-দানাদিনা সম্মান্য, অস্মৈ চাচার্য্যায় ॥ ৭৫৬ ॥

মাৎস্যে—

সিতাম্বরধরঃ স্নাত্বা দেবং সম্পূজ্য যত্নতঃ।
স্থাপকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৭৫৭ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—যজমান স্নান করিয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যত্নসহ শ্রীহরিকে পূজা করিয়া ভক্তিসহ বস্ত্র, অলংকার, ভূষণসমূহ দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপককে পূজা করিবেন ॥ ৭৫৭ ॥

যজ্ঞভাণ্ডানি সর্ব্বাণি মণ্ডপোপস্করাদিকম্।
যচ্চাস্য দয়িতং গেহে তদাচার্য্যায় দাপয়েৎ।
সুপ্রসন্নে গুরৌ যস্মাৎ তৃপ্যন্তি সর্ব্বদেবতাঃ ॥৭৫৮॥

অনুবাদ—যজ্ঞভাণ্ড সকল, মণ্ডপের উপস্করাদি এবং যজমান গৃহে আচার্য্যের প্রিয়বস্তু যাহা তাহাও আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যেহেতু গুরুদেব সুপ্রসন্ন হইলে দেবতা সকল তৃপ্তি লাভ করেন ॥ ৭৫৮ ॥

টীকা—যচ্চাচার্য্যস্য দয়িতং স্বগৃহে তিষ্ঠেৎ তদপি দদ্যাৎ ॥ ৭৫৮ ॥

হয়শীর্ষে—

যাগোপযোগিদ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যস্মৈ নিবেদয়েৎ।
স্নানীয়মণ্ডপোপেতং সর্ব্বোপস্করণাদিকম্।
মূলযজ্ঞগৃহং দদ্যাদাচার্য্যায় তথাপরম্ ॥ ৭৫৯ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—যাগের উপযোগি দ্রব্য সমূহ আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। স্নান মণ্ডপস্থ সর্ব্ববিধ উপস্করণাদি, মূলযজ্ঞ, গৃহ এবং অন্যান্য তৎসম্বন্ধীয় আচার্য্যকে দিবেন ॥ ৭৫৯ ॥

টীকা—তথাপরং পরমপি কলসাদিমণ্ডপম্ ॥৭৫৯

ততঃ প্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত দ্বারপ্রাসাদয়োর্বুধঃ।
বিজ্ঞায় শ্রীহয়গ্রীবপঞ্চরাত্রাচ্চ তদ্বিধিম্ ॥ ৭৬০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বার ও প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা করিবেন। উহার বিধি শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র হইতে জানিয়া ॥ ৭৬০ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষদেবেন প্রতিষ্ঠাপঞ্চকাখ্যানে বলিদানপটলানন্তরং দ্বারপ্রাসাদয়োঃ প্রতিষ্ঠাপ্রকারশ্চোক্তোঽস্তি। স চ বলিদানবিধিস্তেনৈব সুব্যক্তমেকত্রৈব বিস্তরেণ দর্শিতোঽস্তীতি সুজ্ঞেয়ত্বাদ্গ্রন্থবিস্তরভয়াচ্চ তং পূর্ব্ববদলিখিত্বা সমাসেন দর্শয়তি—তত ইতি। কুর্ব্বীতেতি দ্বারস্য প্রাসাদস্য চ প্রতিষ্ঠায়া আবশ্যকত্বং দর্শিতম্। ননু তর্হি তত্তদ্বিধিলিখ্যতাং, তত্রলিখতি—বিজ্ঞায়েতি। তস্য দ্বারপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠায়া বিধিং, তত্র দ্বারপ্রতিষ্ঠা প্রথমমেকেন পটলেনৈবোক্তোঽস্তি। প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা চ হৃৎপ্রতিষ্ঠাপটলে, যতঃ প্রাসাদপ্রতিষ্ঠৈব হৃৎপ্রতিষ্ঠেতি। তথা চ তত্রৈব —অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রতিষ্ঠাং বেদনির্ম্মিতাম্। প্রাসাদস্য মহাভাগহৃৎপ্রতিষ্ঠেতি বিশ্রুতাম্ ইতি।।৭৬০

অথ ধ্বজারোপণম্

তত্রৈব—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ধ্বজারোপণমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা পুরুষঃ সম্যক্ সমগ্রং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৭৬১

অনুবাদ—অনন্তর ধ্বজারোপণ, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অনন্তর উত্তম ধ্বজারোপণ বিধি বলিব। যাহা করিবে মানব সকল অনুষ্ঠানের সমগ্র ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬১ ॥

টীকা—যদ্যপি ধ্বজারোপণস্য বিধিরপি তেনৈকত্রৈব বিস্তরেণ সুব্যক্তমুক্তোঽস্তি, তথাপি তস্য মাহাত্ম্য-বিশেষাৎ পরমনিত্যত্বাচ্চ তং বিশেষতো লিখতি—অতঃপরমিত্যাদিনা। সমগ্রং সম্পূর্ণং, প্রতিষ্ঠা-প্রাসাদ-নির্ম্মাণাদি-ফলং সম্যক্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭৬১ ॥

যাতুধানা গুহ্যকাশ্চ কুষ্মাণ্ডাঃ খেচরাস্তথা।
বিঘ্নয়ন্ত্যমরশ্রেষ্ঠ ধ্বজহীনং সুরালয়ম্ ॥ ৭৬২ ॥

অনুবাদ—হে অমর! শ্রেষ্ঠ ধ্বজাহীন দেবালয়ে রাক্ষস, যক্ষ, কুষ্মাণ্ড, খেচর সকল বিঘ্ন করে ॥ ৭৬২॥

ধ্বজেন রহিতে বিপ্র প্রাসাদে তু বৃথা ভবেৎ।
পূজাহোমাদিকং সর্ব্বং জপাদ্যং যৎ কৃতং বুধৈঃ ॥ ৭৬৩ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র! ধ্বজাহীন প্রাসাদে পূজা, হোমাদি ও জপাদি যাহা কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ করিবেন, তাহা সকলই বৃথা হইবে ॥ ॥ ৭৬৩ ॥

রক্ষণেন বিনা যদ্বৎ ক্ষেত্রং নশ্যেত ক্ষেত্রিণাম্।
ধ্বজং বিনা দেবগৃহং তথা নশ্যেত সর্ব্বথা ॥৭৬৪॥

অনুবাদ—রক্ষণ ব্যতীত ক্ষেত্রীগণের ক্ষেত্র যেমন নষ্ট হয়, ধ্বজ বিহীন দেবগৃহ সেইরূপ সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট হয় ॥ ৭৬৪ ॥

রুদ্রস্য পার্ষদাঃ ক্রূরাঃ কুষ্মাণ্ডাদ্যাশ্চ যে স্মৃতাঃ।
পূজাদিকন্তু গৃহ্ণন্তি দৈবং দৃষ্ট্বা ন রক্ষিতম্ ॥৭৬৫॥

অনুবাদ—রুদ্রদেবের ক্রূর পার্ষদগণ ও কুষ্মাণ্ডাদি যাহারা প্রসিদ্ধ, দেবমন্দির ধ্বজাদ্বারা রক্ষিত না দেখিলে পূজাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে ॥ ৭৬৫ ॥

টীকা—দৈবং দেবগৃহং ন রক্ষিতং, ধ্বজারোপণেনারক্ষিতং দৃষ্ট্বা। যদ্বা, দৈবং দেবোদ্দেশেন কৃতমপি পূজাদিকং গৃহ্ণন্তি, বলাদাচ্ছিদ্য ভুঞ্জতে। বিঘ্নন্তি ইতি পাঠে বিঘ্নয়ন্তি, ন গৃহ্ণন্তীতি বা পাঠঃ। ততশ্চ যে বিষ্ণুপার্ষদাঃ, যে চ কুষ্মাণ্ডাদ্যাঃ ক্রূরাস্তেঽপি ন স্বীকুর্ব্বন্তি। অন্যৎ সমানম্। দ্বিতীয়পাঠশ্চায়ং চিন্ত্যঃ ॥ ৭৬৫ ॥

দৃষ্ট্বা ধ্বজং তু দেবস্য জ্বলজ্জ্বলনবর্চ্চসম্।
নশ্যন্তি তদ্ভিয়ৈবার্করশ্মিক্ষিপ্তং তমো যথা ॥ ৭৬৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির ধ্বজকে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেখিয়া তাহার ভয়েই পলায়ন করে, যেমন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বিতাড়িত অন্ধকার ॥ ৭৬৬ ॥

প্রাসাদবিম্বদ্রব্যাণাং যাবন্তঃ পরমাণবঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি তৎকর্ত্তা বিষ্ণুলোকভাক্।
এতৎ পুণ্যং কোটিগুণং ভবেদারোপিতে ধ্বজে ॥৭৬৭

অনুবাদ—প্রাসাদ ও প্রতিমার মধ্যে যে পরিমাণ পরমাণু আছে। তত সহস্রবর্ষ তৎকর্ত্তা বিষ্ণুলোকে অবস্থান করে, ইহার কোটিগুণ পুণ্য ধ্বজারোপণ করিলে হয় ॥ ৭৬৭ ॥

টীকা—বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিং প্রাসাদবিম্বয়োঃ শিলাদি-দ্রব্যাণাম্ ॥ ৭৬৭ ॥

কুষ্মাণ্ডবেদী-বিম্বানাং ভ্রমণাদ্বায়ুনানঘ।
কণ্ঠস্য বেষ্টনাজ্জ্ঞেয়ং ফলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৭৬৮ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ! বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রমিত ধ্বজ, কুষ্মাণ্ড, বেদী, বিম্ব ও কণ্ঠকে বেষ্টন করিলে ফল কোটিগুণ হয় জানিবে ॥ ৭৬৮ ॥

ধ্বজং নিবেশয়েদ্দেশে দিশাসু বিদিশাসু চ।
সন্ন্যাসিনং বিজানীহি ধ্বজদণ্ডং ব্যবস্থিতম্।
চিচ্ছক্তিং বিদ্ধি তস্যৈব ধ্বজরূপাং চলাননান্ ॥৭৬৯

অনুবাদ—মন্দিরের উপরিভাগে ধ্বজ, দিক্ চতু-

ষ্টয় ও বিদিক্ চতুষ্টয় দণ্ডে নিবেশিত করিবে। অবস্থিত ধ্বজদণ্ডকে সূত্রাত্মা জানিবে। চঞ্চলবদনা ধ্বজরূপাকে তাঁহারই চিচ্ছক্তি জানিবে ॥ ৭৬৯ ॥

টীকা—দণ্ডং প্রাসাদোপরিতনভাগবিশেষ স্তস্মিন্ ॥ ৭৬৯ ॥

পতাকাং প্রকৃতিং বিদ্ধি দণ্ডং পুরুষবিগ্রহম্।
প্রাসাদং বাসুদেবস্য মূর্ত্তিভূতং নিবোধ মে ॥ ৭৭০॥

অনুবাদ—পতাকাকে প্রকৃতি জানিবে, দণ্ডকে পুরুষ বিগ্রহ, প্রাসাদকে বাসুদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ আমার নিকট জান ॥ ৭৭০ ॥

টীকা—মূর্ত্তিভূতং বিগ্রহস্বরূপং, যদ্বা পুরুষরূপং মে মত্তো নিবোধ শৃণু ॥ ৭৭০ ॥

ধারণাদ্ধরণীং বিদ্ধি আকাশং শুষিরাত্মকম্।
তেজস্তৎপাদজং বিদ্ধি বায়ুস্পর্শগতং তথা ॥ ৭৭১ ॥
পাষাণাদিষ্বেব জলং পার্থিবং পৃথিবীগুণম্।
প্রতিশব্দোত্তরং শব্দং স্পর্শং স্যাৎ কর্কশাত্মকম্ ॥৭৭২
শুক্লাদিকং ভবেদ্রূপং রসমাত্মনিদর্শনম্।
ধূপাদিগন্ধো গন্ধস্তু বাগ্‌গীতাদিষু সংস্থিতা ॥ ৭৭৩ ॥

অনুবাদ—ধারণ করে এইহেতু পৃথিবীর নাম ধরণী, আকাশ ছিদ্রস্বরূপ। তেজকে বাসুদেবের পাদজাত, বায়ু স্পর্শগত, পাষাণাদিতে জল, পার্থিবকে পৃথিবীগুণ, প্রতি শব্দের উত্তরকে শব্দ, কর্কশাত্মককে স্পর্শ, শুক্লাদিকে রূপ, আত্মনিদর্শনকে রস, ধূপাদি গন্ধ, গীতাদিতে অবস্থিতা বাগ্ ॥ ৭৭১-৭৭৩ ॥

টীকা—এতদেব পঞ্চভূতময়ত্বাদি বিবিচ্য দর্শয়তি—ধারণাদিতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ ॥ ৭৭১ ॥

শুকনাসা স্মৃতা নাসা বাহূ ভদ্রকরৌ স্মৃতৌ।
শিরস্তুণ্ডং নিগদিতং কলসং মূর্দ্ধজং স্মৃতম্ ॥৭৭৪॥

অনুবাদ—শুকনাসাকে নাসা, বহুদ্বয়কে মঙ্গলকর জানিবে। প্রাসাদের শির অণ্ডস্থানীয় বলা হয়, প্রাসাদোপরি কলস কেশ জানিবে ॥ ৭৭৪ ॥

কণ্ঠং কণ্ঠমিতি জ্ঞেয়ং স্কন্ধং বেদী নিগদ্যতে।
পায়ূপস্থে প্রণালে তু ত্বক্ সুধা পরিকীর্ত্তিতা ॥৭৭৫॥
মুখং দ্বারং ভবেদস্য প্রতিমা জীব উচ্যতে।
তচ্ছক্তিং পিণ্ডিকাং বিদ্ধি প্রকৃতিঞ্চ তদাকৃতিম্ ॥ ৭৭৬ ॥

অনুবাদ—কণ্ঠকে কণ্ঠ, বেদীকে স্কন্ধ, প্রণালীকে পায়ু ও উপস্থ, ত্বককে অমৃত, দ্বারকে বদন, প্রতিমাকে জীব, পিণ্ডিকাকে তাঁহার শক্তি, তদাকৃতিকে প্রকৃতি জানিবে ॥ ৭৭৫-৭৭৬ ॥

নিশ্চলত্বং তু গর্ভোঽস্য অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ।
এবমেষ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রাসাদত্বেন সংস্থিতঃ ॥ ৭৭৭॥

অনুবাদ—নিশ্চলত্ব ইহার গর্ভ, ইহার অধিষ্ঠাতা কেশব। এইভাবে প্রাসাদ সাক্ষাৎ হরি স্বরূপে অবস্থিত ॥ ৭৭৭ ॥

জঙ্ঘান্তেঽস্য শিবো জ্ঞেয়স্ত্বং স্কন্ধান্তে ব্যবস্থিতঃ।
ঊর্দ্ধভাগে স্থিতো বিষ্ণুরেবমেতদবস্থিতম্ ॥ ৭৭৮ ॥

অনুবাদ—ইহার জঙ্ঘান্তে শিব জান, স্কন্ধান্তে ব্রহ্মা তুমি, ঊর্ধ্বভাগে বিষ্ণু অবস্থিত, এইভাবে ইহা অবস্থিত ॥ ৭৭৮ ॥

টীকা—ত্বং—ব্রহ্মা ॥ ৭৭৮ ॥

এবং স্থিতস্য চৈতস্য প্রাসাদস্য যথাবিধি।
প্রতিষ্ঠাং ধ্বজরূপেণ শৃণু মে সাম্প্রতং স্ফুটম্ ॥৭৭৯॥

অনুবাদ—এইরূপে অবস্থিত এই প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা যথাবিধি বলা হইল। সম্প্রতি স্পষ্টভাবে ধ্বজরূপের প্রতিষ্ঠা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৭৭৯॥

পূর্ব্বে দেবাসুরে যুদ্ধে বিজয়ার্থং তদামরৈঃ।
কৃত্বা লক্ষ্মাণি হ্যুপরি বাহনান্যায়ুধানি চ।
জিতং দৈত্যবলং সর্ব্বং তদাদৌ ধ্বজসংস্থিতিঃ ॥৭৮০

অনুবাদ—পুরাকালে দেবাসুর সংগ্রামে বিজয়ার্থে অমরগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ রথের উপরে বাহনসমূহ

ও অস্ত্রসমূহে চিহ্ন ধারণ করিয়া দৈত্যসৈন্যসমূহকে জয় করা হইয়াছিল, তখনই প্রথম ধ্বজা স্থাপন বিধি অনুসরণ করা হয় ॥ ৭৮০ ॥

টীকা—তদাদৌ তত আরভ্যেত্যর্থঃ। ধ্বজস্য সংস্থিতিঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ৭৮০ ॥

অংশোর্দ্ধং কলসং ন্যস্য তদূর্দ্ধং বিন্যসেদ্ধ্বজম্।
বিম্বার্দ্ধমানং চক্রং তু ত্রিভাগেনাথ কারয়েৎ ॥৭৮১॥

অনুবাদ—গোলাকার মন্দিরের উপরে কলস স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপরে ধ্বজা বিন্যাস করিবে। প্রতিমার অর্দ্ধ পরিমাণে শ্রীবিষ্ণুর চক্র বা ত্রিভাগে নির্ম্মাণ করাইবে ॥ ৭৮১ ॥

টীকা—অথেতি বিকল্পে, বিম্বতৃতীয়ভাগেন কারয়েৎ। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৭৮১ ॥

দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং জ্যেষ্ঠং কনিষ্ঠং ত্বষ্টহানিতঃ।
প্রতিমাতুর্য্যভাগেন কারয়েদ্বা সুদর্শনম্ ॥ ৭৮২ ॥

অনুবাদ—জ্যেষ্ঠ বত্রিশ অঙ্গুল, কনিষ্ঠ চব্বিশ অঙ্গুল, অথবা প্রতিমার চারিভাগে সুদর্শন চক্র করাইবেন ॥ ৭৮২ ॥

লোহজং শৈলজং বাপি কারয়েচ্চিহ্নপূর্ব্বকম্।
অষ্টারং দ্বাদশারং বা মধ্যে মূর্ত্তিসমন্বিতম্।
নারসিংহেন রৌদ্রেণ বিশ্বরূপেণ বা পুনঃ ॥ ৭৮৩ ॥

অনুবাদ—লৌহজাত বা প্রস্তরজাত চিহ্ন সহ করাইবে। অষ্ট আরা বা দ্বাদশ আরা মধ্যে মূর্ত্তি সমন্বিত, নরসিংহ মূর্ত্তি, বা রুদ্রমূর্ত্তি বা বিশ্বরূপ ॥ ৭৮৩ ॥

দ্বারস্য দৈর্ঘ্যাদ্দ্বিগুণং দণ্ডং বা পরিকল্পয়েৎ ॥৭৮৪॥

অনুবাদ—দ্বারের দ্বিগুণ দীর্ঘ ধ্বজার দণ্ড পরিকল্পনা করিবে ॥ ৭৮৪ ॥

ধ্বজযষ্টির্দেবগৃহে ঐশান্যাং দিশি দেশিকৈঃ।
বায়ব্যে স্থাপনীয়া বা সাম্প্রতং ধ্বজ উচ্যতে ॥৭৮৫॥

অনুবাদ—আচার্য্য কর্ত্তৃক দেবগৃহের ঈশান কোণে ধ্বজদণ্ড বা বায়ুকোণে স্থাপন কর্ত্তব্য, সম্প্রতি উহাকে ধ্বজ বলা হয় ॥ ৭৮৫ ॥

পট্টকার্পাসক্ষৌমাদ্যৈর্ধ্বজং কুর্য্যাৎ সুশোভনম্।
একবর্ণং বিচিত্রং বা ঘণ্টাচামরভূষিতম্ ॥ ৭৮৬ ॥
কিঙ্কিণীজালিকোপেতং বর্হিপত্রবিভূষিতম্।
শুক্লাদিবর্ণৈর্বিপ্রাদিঃ ক্রমাদ্বা কারয়েদ্ধ্বজম্ ॥৭৮৭॥

অনুবাদ—পট্টবস্ত্র, কার্পাস বা তসর বস্ত্রাদি দ্বারা সুশোভন ধ্বজা করিবে। একবর্ণ বা বিচিত্র বর্ণ, ঘণ্টা, চামরাদি ভূষিত, কিঙ্কিণী জালিকাযুক্ত, ময়ুর-পুচ্ছ বিভূষিত অথবা শুক্লবর্ণের বিপ্রগৃহে, রক্তবর্ণের ক্ষত্রিয় গৃহে, পীতবর্ণের বৈশ্য গৃহে ক্রমে ধ্বজা করাইবে ॥ ৭৮৬-৭৮৭ ॥

দণ্ডাগ্রাদ্ধরণীং যাবদ্ধস্তৈকং বিস্তরেণ তু।
মহাধ্বজস্তু বিখ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং শুভম্ ॥ ৭৮৮ ॥

অনুবাদ—দণ্ডের অগ্র হইতে ভূমি পর্য্যন্ত, এক-হস্ত বিস্তৃত, মহাধ্বজ সর্ব্বকামপ্রদ ও শুভপ্রদ বিখ্যাত ॥ ৭৮৮ ॥

তূর্য্যাংশহীনা বিখ্যাতা ধ্বজা সুরগণাচ্চিতা।
ধ্বজিকার্দ্ধেন বিজ্ঞেয়া পতাকা মানবর্জ্জিতা ॥৭৮৯॥

অনুবাদ—এক চতুর্থাংশ কম দেবগণ পূজিতা বিখ্যাত ধ্বজা। অর্দ্ধপরিমিত ধ্বজিকা জানিবে, পতাকা পরিমাণ বর্জ্জিতা ॥ ৭৮৯ ॥

বিস্তারেণ ধ্বজা কার্য্যা বিংশত্যঙ্গুলসম্মিতা।
ষোড়শাঙ্গুলমানেন ধ্বজিকা বিস্তরাৎ স্মৃতা ॥ ৭৯০ ॥

অনুবাদ—ধ্বজার বিস্তার বিংশ অঙ্গুল কর্ত্তব্য, ধ্বজিকার বিস্তার ষোড়শ অঙ্গুল পরিমিত জানিবে ॥ ৭৯০ ॥

অধিবাস্য বিধানেন চক্রং দণ্ডং ধ্বজং তথা।
দেববৎ সকলং কৃত্বা মণ্ডপস্নপনাদিকম্ ॥ ৭৯১ ॥
নেত্রোন্মীলনকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বমাচরেৎ।
অধিবাসয়েত বিধিনা শয্যায়াং স্থাপ্য দেশিকঃ ॥৭৯২

অনুবাদ—শাস্ত্রবিধান অনুসারে চক্র, দণ্ড ও ধ্বজকে অধিবাস করিয়া দেববৎ মণ্ডপ স্নানাদি সকল কৃত্য সমাধান করিয়া নেত্রোন্মীলন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল কার্য্য করিবে। আচার্য্য শয্যায় স্থাপন করিয়া বিধিনানুসারে অধিবাস করিবেন ॥৭৯১-৭৯২॥

ততঃ সহস্রশীর্ষেতি সূক্তং চক্রে ন্যসেদ্ বুধঃ।
তথা সৌদর্শনং মন্ত্রং মনস্তত্ত্বং নিবেশয়েৎ ॥ ৭৯৩ ॥

অনুবাদ—তৎপরে 'সহস্রশীর্ষা' এইসূক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি চক্রে ন্যাস করিবেন, সেইরূপ সুদর্শন মন্ত্র, মনস্তত্ত্ব নিবেশ করিবেন ॥ ৭৯৩ ॥

মনোঽনুরূপেণাস্যৈব সজীবকরণং শ্রুতম্।
অরেষু মূর্ত্তয়ো ন্যস্যাঃ কেশবাদ্যাঃ সুরোত্তম ॥৭৯৪॥

অনুবাদ—মনের অনুরূপ বা মন্ত্রের অনুরূপ ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য, প্রতি আরাতে হে সুরোত্তম। কেশবাদি তত্ত্ব ন্যাস করিবেন ॥ ৭৯৪ ॥

নাভ্যক্ষ-প্রধিনেমীষু ন্যসেত্তত্ত্বানি দেশিকঃ।
নারসিংহং বিশ্বরূপমক্ষমধ্যে নিবেশয়েৎ ॥ ৭৯৫ ॥

অনুবাদ—নাভি, অক্ষ, প্রধি ও নেমীতে আচার্য্য তত্ত্বসমূহ ন্যাস করিবেন, নরসিংহ মূর্ত্তি বা বিশ্বরূপ মূর্ত্তি অক্ষ মধ্যে নিবেশ করিবে ॥ ৭৯৫ ॥

সকলং বিন্যসেদ্দণ্ডে সূত্রাত্মানং সজীবকম্।
নিষ্কলং পরমাত্মানং ধ্বজে ধ্যায়ন্ ন্যসেদ্ধরিম্।
তচ্ছক্তিং ব্যাপিনীং ধ্যায়েদ্ ধ্বজারূপাং
চলাননাম্ ॥ ৭৯৬ ॥

অনুবাদ—দণ্ডে সকলই বিন্যাস করিবেন সূত্রাত্মাকে বীজসহ, ধ্বজে নিষ্কল পরমাত্মাকে ধ্যান কালে শ্রীহরিকে ন্যাস করিবে। তৎ শক্তিকে ব্যাপিনী ধ্বজারূপা চঞ্চলবদনাকে ধ্যান করিবেন ॥ ৭৯৬ ॥

ততো মণ্ডপমধ্যে তু স্নাপ্য পূজ্য যথাবিধি।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন হোমং কুণ্ডেষু কারয়েৎ ॥৭৯৭॥

অনুবাদ—তৎপরে মণ্ডপ মধ্যে স্নান করাইয়া যথাবিধি পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে কুণ্ড সমূহে হোম করাইবেন ॥ ৭৯৭ ॥

ততঃ প্রভাতসময়ে মূর্ত্তিপৈঃ সহ দেশিকঃ।
কলসে স্বর্ণসকলং ন্যস্তা রত্নানি পঞ্চ চ ॥ ৭৯৮ ॥
স্থাপয়েচ্চক্রমন্ত্রেণ স্বর্ণং চক্রমধস্ততঃ।
পারদেন তু সংপ্লাব্য নেত্রপট্টেন স্থাপয়েৎ ॥ ৭৯৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রভাতকালে মূর্ত্তিপগণসহ আচার্য্য কলসে স্বর্ণখণ্ড ও পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিয়া, চক্রমন্ত্রে চক্রের অধোদেশে স্বর্ণখণ্ডকে পারদ দ্বারা দ্রব করিয়া নেত্রপট সহ স্থাপন করিবেন ॥৭৯৮-৭৯৯

ততো নিবেশয়েচ্চক্রং দ্বাদশারং সুদর্শনম্।
দুর্নিরীক্ষ্যং সুরৈর্দৈত্যৈর্ভ্রমদ্বহ্নিস্ফুলিঙ্গকম্ ॥৮০০॥

অনুবাদ—অনন্তর সুরগণ ও দৈত্যগণের দুর্দর্শনীয় ভ্রমণকালে অগ্নিস্ফুলিঙ্গচ্ছুরিতবৎ দ্বাদশার সুদর্শন চক্রকে স্থাপন করিবেন ॥ ৮০০ ॥

তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্দেবং নৃসিংহং দৈত্যনির্দ্দলম্।
স্ফুরৎ-সৌদামনীজিহ্বং জ্বলজ্জ্বলনকেশরম্ ॥৮০১॥
দীপ্তার্কনয়নং চন্দ্রকোটিভাস্বরদংষ্ট্রিণম্।
তপ্তস্য তপনীয়স্য সদৃশং পরুষাননম্।
সর্ব্বদুষ্টহরং দেবং দুষ্প্রেক্ষ্যং দেবদানবৈঃ ॥৮০২॥
সর্ব্ববর্ণান্তবীজেন চতুর্দ্দশযুতেন চ।
বিন্দুনালঙ্কৃতেনাদৌ প্রবণেনাপ্লুতেন চ।
অন্তে প্রণতিযুক্তেন স্থাপয়েদ্দুষ্টনাশকম্ ॥ ৮০৩ ॥

অনুবাদ—সুদর্শন চক্রমধ্যে দৈত্যনিসূদন নৃসিংহদেবকে চিন্তা করিবে। স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ,

জিহ্ব, প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ কেশর, উদ্দীপ্ত অর্কনয়ন, কোটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দন্ত বিশিষ্ট, তপ্তকাঞ্চন সদৃশ পুরুষবদন, সর্ব্বদুষ্ট নাশন দেবদানবগণের দুর্দর্শনীয় প্রভু, সর্ব্ববর্ণান্ত ক্ষ-বীজ সহ চতুর্দ্দশ স্বর-যুক্ত অনুস্বার দ্বারা অলঙ্কৃত, আদিতে প্রণব পুটিত অন্ত্যে নমঃযুক্ত মন্ত্রসহ দুষ্টনাশক সুদর্শনকে স্থাপন করিবেন ॥ ৮৫১-৮০৩ ॥

———

ততো ধ্বজং গৃহীত্বা তু যজমানঃ সবান্ধবঃ ।
প্রদক্ষিণং তু কুর্ব্বীত তূর্য্যমঙ্গলনিস্বনৈঃ ॥ ৮০৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সবান্ধব যজমান ধ্বজ লইয়া ভূরীভেরী, মঙ্গলধ্বনি সহ প্রদক্ষিণ করিবেন ॥ ৮০৪॥

———

ততো নিবেশয়েদ্দণ্ডং মন্ত্রেণাষ্টাক্ষরেণ তু ।
মুঞ্চামি ত্বেতি সূক্তেন ধ্বজং মুঞ্চেদ্বিচক্ষণঃ ॥৮০৫॥
দধিভক্তযুতে পাত্রে ধ্বজস্যাগ্রং নিবেশয়েৎ ।
ধ্রুবাদ্যেন ফড়ন্তেন ধ্বজং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৮০৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দণ্ড স্থাপন করিবেন 'মুঞ্চামি ত্বেতি' সূক্তে বিচক্ষণ ব্যক্তি ধ্বজকে মোচন করিয়া দধি, অন্ন সমন্বিত পাত্রে ধ্বজাগ্র সন্নিবেশ করিবেন, ধ্রুবাদ্য ও ফড়ন্ত মন্ত্রে ধ্বজকে পূজা করিবে ॥ ৮০৫-৮০৬ ॥

———

শিরস্যাধায় তৎপাত্রং নারায়ণমনুস্মরন্ ।
মুক্তমাত্রে ধ্বজে দদ্যাৎ জীবমাচার্য্যসত্তমঃ ॥ ৮০৭ ॥

অনুবাদ—ঐ পাত্রকে মস্তকে রাখিয়া নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে আচার্য্য সত্তম মুক্তপাত্রে ধ্বজে জীবন দান করিবেন ॥ ৮০৭ ॥

———

প্রভিন্নং কুঞ্জরং দদ্যাৎ অশ্বং বা লক্ষণান্বিতম্ ।
দাসং বা পেশলং বাপিদাসীং বালসবর্জ্জিতাম্ ।
মহাশৃঙ্গীং প্রদদ্যাত্তু গ্রামঞ্চ গুরুতুষ্টয়ে ॥ ৮০৮ ॥

অনুবাদ - তৎপরে শ্রীগুরুদেবের তুষ্টির জন্য মদমত্ত হস্তি, সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব, নিপুণ দাস বা নির-লস দাসী, মহাশৃঙ্গী গাভী ও গ্রাম দান করিবেন ॥ ৮০৮ ॥

———

আচার্য্যং ভোজয়িত্বা তু মূর্ত্তিপান্ পূজয়েদ্বুধঃ ।
সুবর্ণবস্ত্রদানেন বৈষ্ণবানপি পূজয়েৎ ॥ ৮০৯ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া মূর্ত্তিপগণকে পূজা করিবেন, সুবর্ণ ও বস্ত্র-দান সহ বৈষ্ণবগণকেও পূজা করিবেন ॥ ৮০৯ ॥

———

অনিবারিতমন্নাদং সর্ব্ববর্ণেষু কারয়েৎ ।
ততো নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ বলিং দদ্যাত্তথা পুনঃ ॥৮১০॥

অনুবাদ—পরে সর্ব্ববর্ণকেই অনিবারিত অন্নদান করাইবেন। অনন্তর নৃত্যগীত বাদ্য সহ দেবপরি-গণকে উপহার পুনঃ প্রদান করিবেন ॥ ৮১০ ॥

———

কুর্য্যাদ্যো দেবসদনে ধ্বজং বিধিবিধানতঃ ।
তস্য স্যাদক্ষয়ো লোকো বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ ॥৮১১

অনুবাদ—যে মানব দেবগৃহে বিধিবিধানে ধ্বজা-রোপণ করেন, তাহার অক্ষয় লোক বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮১১ ॥

———

কদাচিদ্যদি মানুষ্যলোকমায়াতি স্বেচ্ছয়া ।
তদা সর্ব্বেষু ভূতেষু ধ্বজীভূতঃ প্রকাশতে ॥ ৮১২ ॥

অনুবাদ—স্বেচ্ছায় কখনও যদি মনুষ্যলোকে আসে, তখন সর্ব্বপ্রাণির নিকট ধ্বজী স্বরূপ প্রকাশ থাকে ॥ ৮১২ ॥

———

আধারভূতঃ সর্ব্বেষাং বন্ধুনাং ধনিনাং তথা ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধ্বজং কুর্য্যাৎ সুরালয়ে ॥৮১৩॥

অনুবাদ—সকল বন্ধুগণ ও ধনীগণ মধ্যে আধার স্বরূপ হইয়া থাকেন অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দেবালয়ে ধ্বজ আরোপণ করিবেন ॥ ৮১৩ ॥

———

ধ্বজে যষ্টিপ্রদানেন বপুষ্মান্ জায়তে নরঃ।
ধ্বজমানেন চাপ্নোতি লোকং শক্রস্য দুর্ল্লভম্ ॥
ইতি ॥ ৮১৪ ॥

অনুবাদ—ধ্বজে কোন ব্যক্তি যষ্টি দান করিলে মানব প্রশংসনীয় দেহ পায়, ধ্বজমানে ইন্দ্র দুর্ল্লভ লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৮১৪ ॥

অথ লক্ষ্ম্যাঃ সুপর্ণাদিপরিবারগণস্য চ।
প্রতিষ্ঠাং হয়শীর্ষোক্তসুব্যক্তবিধিনাচরেৎ ॥ ৮১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর লক্ষ্মীদেবীর ও গরুড়াদি পরিবারগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রোক্ত সুস্পষ্ট বিধি অনুসারে সম্পাদন করিবে ॥ ৮১৫ ॥

টীকা—হয়শীর্ষোক্তেন সুব্যক্তেন বিধিনেতি, তদুক্তং পঞ্চরাত্রে তদ্বিধিরত্যন্তস্ফুটতয়া বর্ত্তত ইতি তল্লিখনবিস্তরেণালমিতি পূর্ব্ববদভিপ্রায়ঃ ॥ ৮১৫ ॥

সর্ব্বমেতাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ বিপ্রেণ বিদুষা সতা।
গৃহিণা বৈষ্ণবেনৈব কারয়েন্নেতরেণ তু ॥ ৮১৬ ॥

অনুবাদ—এই সকল প্রতিষ্ঠা সৎ, বিদ্বান্ বিপ্র কর্ত্তৃক গৃহীবৈষ্ণব দ্বারাই করাইবেন, অন্য দ্বারা নহে ॥ ৮১৬ ॥

টীকা—বিদুষা প্রতিষ্ঠাবিধ্যভিজ্ঞেন, সতা সুশীলেন, ন তু ইতরেণ লিখিতাদন্যেন কারয়েৎ। যদ্যপি পূর্ব্বমাচার্য্যলক্ষণলিখনেনৈতদ্বোধিতমেবাস্তি, তথাপি তদন্যথাত্বে মহান্ দোষসঞ্চয়ঃ স্যাদিতি তদ্দাঢ্যার্থমেব লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৮১৬ ॥

তথা চ মাৎস্যে—

নৈতদ্বিশীলেন ন দাম্ভিকেন
ন লিঙ্গিনা স্থাপনমত্র কার্য্যম্।
বিপ্রেণ কার্য্যং শ্রুতিপারগেণ
গৃহস্থধর্ম্মাভিরতেন নিত্যম্ ॥ ৮১৭ ॥

অনুবাদ—ঐরূপই মৎস্যপুরাণে—শীলতা বিহীন দাম্ভিক এবং ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিদ্বারা মূর্ত্তি স্থাপন কার্য্য করাইবে না। বেদপারগ গৃহস্থধর্ম্মাভিরত বিপ্রদ্বারা সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠা কার্য্য করাইবে ॥ ৮১৭ ॥

পাষণ্ডিনং যস্তু করোতি বুদ্ধ্যা
বিহায় বিপ্রান্ শ্রুতিধর্ম্মযুক্তান্।
গুরুং প্রতিষ্ঠাদিষু তত্র নূনং
কুলক্ষয়ঃ স্যাদচিরায় পূর্ব্বম্ ॥ ৮১৮ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ বেদধর্ম্ম পরায়ণ বিপ্রগণকে বর্জ্জন করিয়া পাষণ্ডীকে প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে গুরুরূপে বরণ করে, সেস্থলে নিশ্চয়ই প্রথমত অচিরে কুলক্ষয় হয় ॥ ৮১৮ ॥

টীকা—পাষণ্ডিলক্ষণঞ্চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীমহাদেবেনোক্তম্—'যেহন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণং জগন্নাথং তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ। শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥' ইত্যাদি পূর্ব্বমচিরেণ কুলক্ষয়ঃ স্যাৎ ॥ ৮১৮ ॥

স্থানং পিশাচৈঃ পরিগৃহ্যতে তৎ-
পূজ্যতাং যাত্যচিরেণ লোকে।
বিপ্রৈঃ কৃতং যচ্ছুভদং কুলে স্যাৎ
তৎ পূজ্যতাং যাতি চিরঞ্চ কালম্ ॥৮১৯॥ ইতি

অনুবাদ—সেইস্থান পিশাচগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, অচিরে লোকসমাজে অপূজ্য হয়। আর বেদজ্ঞ বিপ্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলে কুলে মঙ্গলপ্রদ হয়, তাহা সমাজে চিরকাল পূজ্যতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮১৯ ॥

টীকা—তৎ শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনসম্বন্ধিস্থানম্। স্থাপিতশ্রীমূর্ত্তিঃ স্থাপকো বা লোকেঽপূজ্যতাং যাতি। যৎ স্থাপনং বিপ্রৈঃ কৃত্বা কৃত্যম্ ॥ ৮১৯ ॥

অথ চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা—

চলমূর্ত্তেশ্চ বিবিধাঃ প্রতিষ্ঠাবিধয়ঃ স্মৃতাঃ।
তেষ্বাদৌ শ্রীহয়গ্রীবদেবোক্তো লিখ্যতে বিধিঃ ॥৮২০

অনুবাদ—অনন্তর চল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—চলমূর্ত্তিরও বিবিধ প্রতিষ্ঠা বিধি প্রসিদ্ধ আছে। তাহা-

দের মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীহয়গ্রীবদেবোক্ত বিধি লিখিত হইতেছে ॥ ৮২০ ॥

টীকা—অপ্যর্থে চকারঃ, যথা স্থিরমূর্ত্তেঃ প্রতিষ্ঠা-বিধয়ো বহুপ্রকারাস্তথা চলমূর্ত্তেরপি স্মৃতা অভিপ্রেতঃ। আদাবিতি পশ্চাদন্যোঽপি লেখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮২০ ॥

———

হয়শীর্ষে চ—

অচলশ্চ চলশ্চৈব দ্বিবিধো বিষ্ণুরুচ্যতে।
অচলো হ্যাদিপুরুষঃ প্রাদুর্ভাবগতশ্চলঃ ॥ ৮২১ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অচল ও সচল দ্বিবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি কথিত হয়, অচল আদি পুরুষ; প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত চল মূর্ত্তি ॥ ৮২১ ॥

টীকা—আদিপুরুষঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরো ভগবান্ শ্রীবাসুদেবঃ অচলঃ, সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ। প্রাদুর্ভাবগতো লীলয়া স্বীকৃতজন্মা, চলঃ ভক্তবাৎসল্যাদি-লীলয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণাৎ ॥ ৮২১ ॥

———

প্রাসাদে হ্যচলস্তদ্বদ্গৃহেষু চ চলাচলঃ।
সভামঠস্থো হ্যচলো গৃহস্থানাং মঠে চলঃ ॥৮২২॥

অনুবাদ—প্রাসাদে অচল মূর্ত্তি, সেইরূপ গৃহসমূহে চল ও অচল। সভা মঠস্থিত অচল, গৃহস্থগণের গৃহে চলমূর্ত্তি ॥ ৮২২ ॥

টীকা—এবং যথাসৌ দ্বিবিধঃ, তথা তৎপ্রতিমাপি দ্বিবিধা ইত্যাহ—প্রাসাদ ইতি ॥ ৮২২ ॥

———

চলে রত্নাদিবিন্যাসঃ পিণ্ডিকাযোজনাদিকম্।
যতো ন বিদ্যতে তস্মাৎ পিণ্ডিকা তস্য নেদৃশী।
অতো বিশেষাদ্বক্ষ্যামি চলানাং যাদৃশো বিধিঃ ॥৮২৩

অনুবাদ—চল মূর্ত্তিতে রত্নাদি বিন্যাস, পিণ্ডিকা যোজনাদি যেহেতু নাই, অতএব তাহার পিণ্ডিকা এই-রূপ নহে। সেইহেতু বিশেষ ভাবে চলমূর্ত্তির যেরূপ বিধি তাহাই বলিব ॥ ৮২৩ ॥

———

প্রতিবিম্বাহৃতং শস্ত্রৈরুৎকীর্ণং পাকজং তথা।
ত্রিবিধঞ্চ সমুদ্দিষ্টং বিষ্ণুরূপং বিচক্ষণৈঃ ॥৮২৪॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ত্রিবিধ বিষ্ণু-রূপ উল্লিখিত হইয়াছে—প্রতিবিম্বাহৃত, শস্ত্রদ্বারা উৎ-কীর্ণ ও পাকজ ॥ ৮২৪ ॥

———

প্রতিবিম্বাহৃতং পূজ্যং তাবৎ কালং তু পার্থিবম্।
ন তত্র কশ্চিৎ সংস্কারঃ কেবলং তত্ত্বযোজনম্।
পূজনান্তে বিসর্গশ্চ পুনর্নেষ্টং তদার্চ্চনম্ ॥৮২৫॥

অনুবাদ—মৃন্ময়রূপ প্রতিবিম্বাহৃত সেইকাল পর্য্যন্ত পূজ্য। সেস্থলে কোন সংস্কার নাই, কেবল তত্ত্ব-যোজন, পূজনের পর বিসর্জ্জন পুনরায় তাহার অর্চ্চন অভিলষিত নহে ॥ ৮২৫ ॥

টীকা—পার্থিবং প্রতিবিম্বাহৃতং ছায়াবৎ ক্ষিতি-লেখঙ্কিতা শ্রীমূর্ত্তিঃ। তাবৎকালং সদ্য এব, ন তু কালান্তরেণ পুনঃ পূজ্যম্ ॥ ৮২৫ ॥

———

শস্ত্রোৎকীর্ণং বহুবিধং শিলারত্নাদিভেদতঃ।
দারবং শৈলজং রূপং প্রাসাদে স্থাপয়েৎ পরম্ ॥৮২৬

অনুবাদ—শস্ত্রদ্বারা উৎকীর্ণ বহুবিধ শিলা রত্নাদি ভেদে দারুময়ী, শৈলী মূর্ত্তি প্রাসাদে স্থাপন কর্ত্তব্য ॥৮২৬

———

রত্নজং নির্ম্মিতং শস্ত্রৈঃ পিণ্ডিকাসহিতং শুভম্।
পিণ্ডিকারহিতং বাপি তদেবং দ্বিবিধং পুনঃ ॥৮২৭॥

অনুবাদ—রত্নজ শস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত, পিণ্ডিকা সহিত শুভপ্রদ অথবা পিণ্ডিকা বিহীন, তাহাই পুনরায় দ্বিবিধ ॥ ৮২৭ ॥

———

রত্নজস্য তু রূপস্য পিণ্ডিকা ধাতবী স্মৃতা।
শৈলী তু শৈলজস্যেষ্টা রত্নজস্য তু নেষ্যতে ॥৮২৮॥

অনুবাদ—রত্নজ মূর্ত্তির পিণ্ডিকা ধাতু নির্ম্মিতা জানিবে, শৈলী কিন্তু শৈলজের ইচ্ছামত, রত্নজ মূর্ত্তির পিণ্ডিকা প্রয়োজন নাই ॥ ৮২৮ ॥

টীকা—পিণ্ডিকাসহিতং পিণ্ডিকারহিতং বেতি তৎ, রত্নজমেব তদ্দ্বিবিধম্। রূপস্য শ্রীমূর্ত্তেঃ ॥৮২৭-৮২৮

———

পিণ্ডিকাসহিতং কার্য্যং চলং রত্নাদিনির্ম্মিতম্ ।
পাকজং ধাতুজং বিম্বং পিণ্ডিকাসহিতং তু তৎ ॥৮২৯

অনুবাদ—পিণ্ডিকা সহিত রত্নাদি নির্ম্মিত চল মূর্ত্তির কর্ত্তব্য। পাকজ, ধাতুজ, বিম্ব (মূর্ত্তি) পিণ্ডিকা সহিত কর্ত্তব্য ॥ ৮২৯ ॥

তেষাং প্রতিষ্ঠাং বক্ষ্যামি সংক্ষেপাদ্বেদনির্ম্মিতাম্ ॥৮৩০

অনুবাদ—চলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বিধি সংক্ষেপে বেদ নির্ম্মিতা বলিব ॥ ৮৩০ ॥

দশহস্তপরীমাণং মণ্ডপং কারয়েচ্ছুভম্ ।
কুর্য্যাৎ পঞ্চকরাং বেদীং তদ্বৎ কুণ্ডানি কারয়েৎ ॥ ৮৩১ ॥

অনুবাদ—দশহস্ত পরিমিত মণ্ডপ করাইবে উহা মঙ্গলপ্রদ। তন্মধ্যে পঞ্চহস্ত বেদী, সেইরূপ কুণ্ডসমূহ করাইবে ॥ ৮৩১ ॥

টীকা—তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ ॥ ৮৩১ ॥

তোরণধ্বজকুম্ভানাং স্থাপনং পূর্ব্ববৎ স্মৃতম্ ।
বিষ্ণুকুম্ভং তথা স্থাপ্য লোকপান্ পূর্ব্ববদ্যজেৎ ॥৮৩২

অনুবাদ—তোরণ, ধ্বজ, কুম্ভসমূহ পূর্ব্ববৎ জানিবে। বিষ্ণু, কুম্ভ পূর্ব্ববৎ স্থাপনান্তে লোকপালগণকে পূর্ব্ববৎ যজনা করিবে ॥ ৮৩২ ॥

সর্ব্বতোভদ্রকং বেদ্যাং লিখেদুজ্জ্বলবর্ণকৈঃ ।
বৈষ্ণবাগ্নিং তথা কুর্য্যাৎ যাম্যে শয্যাং তু পাতয়েৎ ॥ ৮৩৩ ॥

অনুবাদ—উজ্জ্বল বর্ণসমূহের দ্বারা বেদীর উপর সর্ব্বতো ভদ্র মণ্ডল অঙ্কন করিবে। পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, দক্ষিণে শয্যা পাতিবে ॥৮৩৩

ঐশান্যাং ভদ্রপীঠং তু ন্যস্য কুম্ভং তু বিন্যসেৎ ।
সর্ব্বৌষধিযুতান্ সর্ব্বানষ্টাশীতিপদে তথা ॥৮৩৪॥

অনুবাদ—ঈশান কোণে ভদ্রপীঠ রচনা করিয়া তাহার উপর কুম্ভ বিন্যাস করিবে, সর্ব্বৌষধি যুক্ত কুম্ভ সমূহ অষ্টাশীতি পদে বিন্যাস করিবে ॥ ৮৩৪॥

অথোত্তরে মণ্ডপস্য স্নানবেদ্যাং তু পশ্চিমে ।
ভূমিং প্রলিপ্য তত্রাদৌ তণ্ডুলৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ ॥৮৩৫
চতুরস্রং বিলিখ্যাদৌ স্বস্তিকং কল্পয়েদ্গুরুঃ ।
তন্মধ্যে পীঠকং ন্যস্য প্রতিমাং তত্র বিন্যসেৎ ॥৮৩৬

অনুবাদ—মণ্ডপের উত্তরে স্নানবেদীর পশ্চিমে ভূমি লেপন করিয়া তাহাতে পঞ্চবর্ণ তণ্ডুল দ্বারা চতুষ্কোণ লিখিয়া শ্রীগুরুদেব স্বস্তিক রচনা করিবেন। তাহার মধ্যে পীঠক বিন্যাস করিয়া প্রতিমাকে তাহাতে বিন্যাস করিবে ॥ ৮৩৫-৮৩৬ ॥

শঙ্খতূর্য্যরবৈস্তদ্বৎ পঞ্চগব্যাদিনা স্নপেৎ ।
পুষ্পগন্ধাদিভিঃ পূজ্য চ্ছাদয়েচ্ছুক্লবাসসা ॥ ৮৩৭ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ, তূরীধ্বনি সহ পূর্ব্ববৎ পঞ্চগব্যাদি দ্বারা স্নান করাইবে। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া শুক্লবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে ॥ ৮৩৭ ॥

টীকা—স্নপেৎ স্নাপয়েৎ, আদি-শব্দেন পঞ্চামৃত-পঞ্চকষায়াষ্টমৃত্তিকাজলাদি ॥ ৮৩৭ ॥

উত্থাপ্য ত্বভিষেকার্থং নিনয়েৎ স্নানমণ্ডপম্ ।
শঙ্খপুণ্যাহঘোষেণ স্নানপীঠে নিবেশয়েৎ ॥ ৮৩৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রতিমাকে উঠাইয়া অভিষেকের জন্য স্নান মণ্ডপে লইবে। শঙ্খ, বাদ্য, পুণ্যাহবাচন ধ্বনিসহ স্নানপীঠে প্রবেশ করাইবে ॥ ৮৩৮ ॥

অবধার্য্য জগচ্ছান্তিং তোষয়েৎ কর্ম্মিণস্তথা ।
দেশিকস্য তদা দদ্যাৎ পূর্ব্ববত্তরুণীং শুভাম্ ।
সপুত্রাং বস্ত্রসংযুক্তাং হেমশৃঙ্গীং সদক্ষিণাম্ ॥৮৩৯॥

অনুবাদ—জগতের শান্তি অবধারণ করিয়া কর্ম্মীগণকে তুষ্ট করিবে, আচার্য্যকে পূর্ব্ববৎ মঙ্গলা তরুণী সপুত্রা বস্ত্রাচ্ছাদিতা হেমশৃঙ্গী গাভী দক্ষিণাসহ দান করিবে ॥ ৮৩৯ ॥

টীকা—জগচ্ছান্তিমবধার্য্যেতি স্বস্তিবাচনাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৮৩৯ ॥

ততো বেদাদিমন্ত্রৈস্তামালভেদ্দেশিকোত্তমঃ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন মূলবীজেন চালয়েৎ ॥ ৮৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বেদাদিমন্ত্র সমূহ দ্বারা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করিবেন। পুরুষ-সূক্ত মূলবীজমন্ত্রে চালনা করিবে ॥ ৮৪০ ॥

টীকা—তাং প্রতিমামালভেৎ স্পৃশেৎ ॥ ৮৪০ ॥

কৌতুকং মূলবীজেন তৎকরে ত্বধিরোপয়েৎ।
চিত্রং দেবেতি মন্ত্রেণ নেত্রে চৌন্মীলয়েদ্‌গুরুঃ ॥৮৪১

অনুবাদ—মূলবীজমন্ত্রে প্রতিমার করে কৌতুক রক্ষা বন্ধন করিবেন, 'চিত্রং বেদ' এইমন্ত্রে শ্রীগুরুদেব নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিবেন ॥ ৮৪১ ॥

হৈময়াভ্যঞ্জয়েন্নেত্রে শ্লক্ষ্ণয়া তু শলাকয়া।
ঘৃতেন মধুনা তদ্বৎ মধুবাতেতি দেশিকঃ ॥ ৮৪২ ॥

অনুবাদ—ঘৃত, মধুসহ 'মধুবাতা' এইমন্ত্রে আচার্য্য মসৃণ স্বর্ণ খড়িকা দ্বারা নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন দিবেন ॥ ৮৪২ ॥

ততঃ শুদ্ধেন তোয়েন স্নাপ্য মন্ত্রৈঃ সমালভেৎ।
বেদাদ্যেন চ সূক্তেন চতুর্ভির্মূর্ত্তিপৈঃ সহ ॥ ৮৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃ চারিজন মূর্ত্তিপসহ মিলিত হইয়া বেদাদি সূক্ত পাঠ পূর্ব্বক শুদ্ধ জলদ্বারা স্নান করাইয়া মন্ত্রসহ সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিবেন ॥ ৮৪৩ ॥

অতো দেবেতি চাবাহ্য বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্।
বিশুদ্ধস্ফটিকাভাসং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্ ॥ ৮৪৪ ॥
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তঞ্চরাচরম্।
লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৮৪৫ ॥
সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাম্।
ভূষিতং মালয়া তদ্বদ্দীপিতং মণিকাঞ্চনৈঃ।
শ্রী-পুষ্টি-গরুড়াদ্যৈস্তু সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥৮৪৬॥

অনুবাদ—অতঃপর 'দেবেতি' মন্ত্রে জগদ্‌গুরু বাসুদেবকে আবাহন করিয়া ধ্যান করিবেন—বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ জ্যোতি, হিম, কুন্দপুষ্প, চন্দ্রবৎ বর্ণ, সৌম্য, শীতলকিরণসমূহ দ্বারা চরাচর বিশ্বকে প্রীতিদান করিতেছেন। লাবণ্যামৃত জলদ্বারা সর্ব্বদিক সেচন করিতেছেন। চক্র, শঙ্খ, পদ্ম, গদাধারী, পবিত্র মালা দ্বারা ভূষিত, মণি কাঞ্চন অলঙ্কারে উজ্জ্বল। শ্রী-পুষ্টি গরুড়াদি পরিকর সহ চতুর্দ্দিক বেষ্টিত ॥ ৮৪৪-৮৪৬ ॥

এবং ধ্যাত্বা ততঃ কুম্ভৈরভিষিঞ্চেৎ সমন্ততঃ।
আপো হিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ কুম্ভেনাসেচয়েদ্‌গুরুঃ ॥৮৪৭॥

অনুবাদ—এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে চতুর্দ্দিকের কুম্ভসমূহ দ্বারা অভিষেক করিবেন—আপো হিষ্টেতি মন্ত্রে শ্রীগুরুদেব কুম্ভবারি দ্বারা অভিষেক করিবেন ॥ ৮৪৭ ॥

সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রেণ দক্ষিণেনাভিষেচয়েৎ।
সোমং রাজেতি মন্ত্রেণ উত্তরেণাভিষেচয়েৎ ॥৮৪৮॥

অনুবাদ—সমুদ্রং গচ্ছ মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগের কুম্ভ-দ্বারা অভিষেক করিবেন। সোমং রাজেতি মন্ত্রে উত্তর কুম্ভদ্বারা অভিষেক করিবেন ॥ ৮৪৮ ॥

ঘৃতেনাভ্যঞ্জয়েদ্দেবং তেজোঽসীতি ততো গুরুঃ।
দ্রুপদেতি সমুদ্বর্ত্ত্য দদ্যাদামলকং শুভম্ ॥ ৮৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব তেজোঽসীতি মন্ত্রে ঘৃত মর্দ্দন করিবেন, দ্রুপদেতি মন্ত্রে আমলকী বাটা দ্বারা উদ্বর্ত্তন দিবে ॥ ৮৪৯ ॥

যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রেণ ফলৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্।
কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি মন্ত্রেণ হরিং নির্ম্মঞ্ছয়েৎ পুনঃ ॥৮৫০

অনুবাদ—যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রে ফলসমূহ দ্বারা প্রভুকে নীরাজন করিবেন, কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি মন্ত্রে শ্রীহরিকে পুনঃ নির্ম্মঞ্ছন করিবেন ॥ ৮৫০ ॥

ফলতোয়েন সিঞ্চেত গায়ত্র্যা দেশিকোত্তমঃ ।
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন সেচয়েৎ ॥৮৫১॥

অনুবাদ—আচার্য্য শ্রেষ্ঠ ফল, জল দ্বারা গায়ত্রী-মন্ত্রে এবং তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষেক করিবেন ॥ ৮৫১ ॥

কাষায়েণ তু তোয়েন বরুণস্যেতি সেচয়েৎ ।
সুমঙ্গলীতি মন্ত্রেণ বিদ্বানোষধিবারিণা ॥ ৮৫২ ॥

অনুবাদ—পঞ্চকষায় জলদ্বারা বরুণস্যেতি মন্ত্রে অভিষেক, সর্বৌষধি জলদ্বারা সুমঙ্গলীতি মন্ত্রে বিদ্বান্ ব্যক্তি অভিষেক করিবেন ॥ ৮৫২ ॥

মূর্দ্ধানং দিবমন্ত্রেণ বল্মীকেনাভিষেচয়েৎ ।
ইমং মেতি চ মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ সিকতাজলৈঃ ॥৮৫৩

অনুবাদ—মূর্দ্ধানং দিব মন্ত্রে বল্মীকমৃত্তিকা-জলদ্বারা অভিষেক করিবেন। ইমং মেতি মন্ত্রে গঙ্গা-বালুকাজলদ্বারা স্নান করাইবেন ॥ ৮৫৩ ॥

দেবো বরাহ মন্ত্রেণ মৃত্তোয়েনাভিষেচয়েৎ ।
সেচয়েৎ পদ্মমৃত্তোয়ৈঃ শন্নো দেবীতি দেশিকঃ ॥৮৫৪
ঋতং চেত্যাদি-সূক্তেন তীর্থমৃৎকুম্ভবারিণা ।
নাগকেশরতোয়েন শ্রীশ্চ তেত্যভিষেচয়েৎ ॥৮৫৫॥

অনুবাদ—দেবো বরাহ মন্ত্রে বরাহদন্তমৃত্তিকা-জলদ্বারা অভিষেক, আচার্য্য শন্নো দেবীতি মন্ত্রে পদ্ম-মৃত্তিকা জলদ্বারা অভিষেক, ঋতং চেত্যাদি সূক্তদ্বারা তীর্থমৃত্তিকা কুম্ভ জল দ্বারা, শ্রীশ্চতে মন্ত্রে নাগকেশর জলদ্বারা অভিষেক করিবেন ॥ ৮৫৪-৮৫৫ ॥

চন্দনোদককুম্ভেন পাবমান্যাভিষেচয়েৎ ।
প্লবসাম্না ততঃ পঞ্চরত্নতোয়েন সেচয়েৎ ॥ ৮৫৬ ॥

অনুবাদ—পাবমানী মন্ত্রে চন্দনোদক কুম্ভ দ্বারা অভিষেক, প্লব সামমন্ত্রে পঞ্চরত্ন জলদ্বারা অভিষেক করিবেন ॥ ৮৫৬ ॥

পঞ্চ নদ্যোত্থ্যচা দেবং নদীনদতড়াগজৈঃ ।
যাসাং রাজেতি মন্ত্রেণ একাশীতিঘটৈর্হরিম্ ।
স্নাপয়েদর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা প্রতিদ্রব্যং সমাহিতঃ ॥৮৫৭॥

অনুবাদ—পঞ্চ নদ্য এই ঋক্‌মন্ত্রে শ্রীহরিকে নদী, নদ, তড়াগ জলদ্বারা এবং যাসাং রাজেতি মন্ত্রে একাশী ঘট জলদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া ভক্তি-সহ প্রতিদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক অর্চ্চন করিবেন ॥৮৫৭

অগ্ন আয়েতি মন্ত্রেণ দেবমুষ্ণোদকেন তু ।
শুদ্ধতোয়েন দেবেশং শুদ্ধবত্যাভিষেচয়েৎ ॥ ৮৫৮ ॥

অনুবাদ—অগ্ন আয়েতি মন্ত্রে উষ্ণজল দ্বারা শ্রী-হরিকে এবং শুদ্ধজল দ্বারা শুদ্ধবত্যা মন্ত্রে দেবদেব শ্রীহরিকে অভিষেক করিবেন ॥ ৮৫৮ ॥

অতোঽর্চ্চয়েৎ সুরেশানং জিতন্ত ইতি দেশিকঃ ॥৮৫৯

অনুবাদ— অতঃপর আচার্য্য দেবদেব শ্রীহরিকে জিতন্ত এই মন্ত্রে অর্চ্চন করিবেন ॥ ৮৫৯ ॥

পাদ্যন্তু মূলমন্ত্রেণ মধুপর্কন্তথৈব চ ।
স্নানীয়মথবাচামং গায়ত্র্যা বিনিবেদয়েৎ ॥ ৮৬০ ॥

অনুবাদ—পাদ্য ও মধুপর্ক মূলমন্ত্রে দিবেন, স্নানীয় বা আচমনীয় গায়ত্রী দ্বারা নিবেদন করিবেন ॥ ৮৬০ ॥

সুরাসুরেতি যুগ্মং তু দদ্যাত্তদ্বৎ পবিত্রকম্ ।
বেদাহমিত্যুত্তরীয়ং রোচনাং প্রণবেন তু ॥ ৮৬১ ॥

অনুবাদ—সুরাসুরেতি মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় ও পবিত্র দান করিবেন, বেদাহম্ এইমন্ত্রে উত্তরীয়, প্রণবযোগে গোরোচনা তিলক দান করিবে ॥ ৮৬১ ॥

টীকা—যুগ্মং—পরিধানোত্তরীয়-বস্ত্রদ্বয়ম্। পবিত্রকং—যজ্ঞোপবীতম্। রোচনাং—গোরোচনাতিলকম্ ॥ ৮৬১ ॥

———

অঞ্জনমঞ্জতেত্যেবং গন্ধং গন্ধবতীতি চ।
পুষ্পবত্যা তথা পুষ্পং ধূপং ধূরসি চেত্যৃচা ॥৮৬২॥

অনুবাদ—অঞ্জতেতি মন্ত্রে অঞ্জন, গন্ধবতীতি মন্ত্রে গন্ধচন্দন, পুষ্পবতী মন্ত্রে পুষ্প, ধূরসি ঋক্‌মন্ত্রে ধূপ দান করিবে ॥ ৮৬২ ॥

———

তেজোঽসীতি তথা দীপমগ্নির্মূর্দ্ধেতি প্রাপণম্।
ইন্দ্রচ্ছত্রেতি বৈ ছত্রং বিকর্ণেন তু চামরম্ ॥৮৬৩॥
আজ্যাদোহেন চাদর্শং বাত আবেতি বীজয়েৎ।
ত্বমিন্দ্রেতি ধ্বজং দদ্যাৎ পতাকামোমিতি স্মরন্ ॥৮৬৪
দেবব্রতেন সাম্না তু দদ্যাদাভরণাদিকম্।
স্তুয়াৎ পুরুষসূক্তেন সাকল্যেন জনার্দ্দনম্ ॥৮৬৫॥

অনুবাদ—তেজোঽসীতি মন্ত্রে দীপ, অগ্নির্মূর্দ্ধা মন্ত্রে নৈবেদ্য। ইন্দ্রচ্ছত্রেতি মন্ত্রে ছত্র, বিকর্ণেতি মন্ত্রে চামর আজ্যদোহেতি মন্ত্রে আয়না, বাত আবেতি মন্ত্রে ব্যজন, ত্বমিন্দ্রেতি মন্ত্রে ধ্বজ, ওঁম্ স্মরণপূর্ব্বক পতাকা, দেবব্রতেতি সাম মন্ত্রে অলঙ্কারাদি, সমগ্র পুরুষসূক্ত দ্বারা জনার্দ্দনকে স্তব করিবেন ॥ ৮৬৩-৮৬৫ ॥

টীকা—প্রাপণং—নৈবেদ্যম্ ॥ ৮৬৩ ॥

———

দীর্ঘায়ুষ্যেতি সম্পূজ্য কিরেদ্দূর্ব্বাক্ষতং বুধঃ।
যা ওষধীতি মন্ত্রেণ পুষ্পাণি বিকিরেদ্‌গুরুঃ ॥৮৬৬॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি দীর্ঘায়ুষ্যেতি মন্ত্রে পূজা করিয়া দূর্ব্বা অক্ষত বিকিরণ করিবেন, যা ওষধীতি মন্ত্রে শ্রীগুরুদেব পুষ্প বিকিরণ করিবেন ॥ ৮৬৬ ॥

———

পুনর্বৃহদ্রথৈঃ স্তুত্বা চক্রসাম্না জনার্দ্দনম্।
শিবসংকল্পসূক্তেন শাকুনেন জনার্দ্দনম্।
উত্তিষ্ঠেতি সমুত্থাপ্য শয্যায়াং বিনিবেশয়েৎ ॥৮৬৭॥

অনুবাদ—পুনরায় বৃহদ্রথ মন্ত্রে স্তব করিয়া চক্র, সাম মন্ত্রে, শিবসংকল্প সূক্তে এবং শাকুনসূক্তে জনার্দ্দনকে স্তব করিবেন, উত্তিষ্ঠেতি মন্ত্রে সমুত্থাপন করিয়া শয্যায় বসাইবেন ॥ ৮৬৭ ॥

টীকা—শাকুনেন সূক্তেন ॥ ৮৬৭ ॥

———

অপরাজিত-মন্ত্রেণ ধ্যায়েৎ সকলনিষ্কলম্।
ব্যাপিনন্তু পুনর্দ্ধ্যাত্বা তত্ত্বানি বিনিযোজয়েৎ ॥৮৬৮॥

অনুবাদ—অপরাজিতা মন্ত্রে সকল পরিপূর্ণ ধ্যান করিবেন। সর্ব্বব্যাপি পুরুষকে পুনরায় ধ্যান করিয়া তত্ত্বসমূহ বিন্যাস করিবে ॥ ৮৬৮ ॥

টীকা—সকলঃ সগুণশ্চাসৌ নিষ্কলো নির্গুণশ্চ, তম্ ॥ ৮৬৮ ॥

———

সকলীকরণং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা হরেঃ।
ততঃ সহস্রশীর্ষেতি প্রত্যৃচং পূজয়েদ্‌বুধঃ ॥ ৮৬৯ ॥
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যক্ নৈবেদ্যাদি নিবেদয়েৎ।
অতো দেবেতি সূক্তেন গৃহোপকরণানি চ ॥ ৮৭০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা শ্রীহরির সকলীকরণ করিয়া পরে সহস্রশীর্ষা পুরুষসূক্তের প্রতি মন্ত্র দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি পূজা করিবেন, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সম্পূর্ণ নৈবেদ্যাদিও নিবেদন করিবেন। অতো দেবেতি সূক্তে গৃহের উপকরণাদিও দান করিবেন ॥ ৮৬৯-৮৭০ ॥

———

নিদ্রাকলসবিন্যাসং কৃত্বা পূজ্যস্তু মণ্ডলে।
সর্ব্বতোভদ্রকে দেবো গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥৮৭১

অনুবাদ—নিদ্রা কলস বিন্যাস করিয়া সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে শ্রীহরিকে গন্ধপুষ্পাদি ক্রমে পূজা করিবে ॥ ৮৭১ ॥

টীকা—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে দেবঃ পূজ্যঃ ॥ ৮৭১ ॥

———

প্রভূতৈর্যাজ্ঞিকৈর্দ্দিব্যৈর্হৈমপুষ্পৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ।
বৈষ্ণবে মণ্ডলে পশ্চাজ্জ্বালয়েদ্বৈষ্ণবানলম্ ॥ ৮৭২ ॥

অনুবাদ—বহু যাজ্ঞিক বহু দ্রব্য সহ সমুজ্জ্বল সুবর্ণ পুষ্প সমূহ দ্বারা, পরে বৈষ্ণবমণ্ডলে বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্বালিত করিবে ॥ ৮৭২ ॥

নয়ন্মন্ত্রৈস্তু তং পশ্চাৎ কুণ্ডেষু দ্বিজসত্তমঃ ।
জুহুয়াচ্চ শতং সাষ্টং পলাশসমিধা দ্বিজ ॥৮৭৩॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ । দ্বিজসত্তম শ্রীহরিকে পরে মন্ত্র সকল দ্বারা কুণ্ডসমূহে আনয়ন করিয়া পলাশ কাষ্ঠদ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন ॥ ৮৭৩ ॥

টীকা—তম্—অনলম্ ॥ ৮৭৩ ॥

তিলাংশ্চ জুহুয়াদাজ্যৈর্বৈষ্ণবং প্রপচেচ্চরুম্ ।
তিলতণ্ডুলদুগ্ধৈস্তু ঘৃতেনাঘার্য্য সাধয়েৎ ॥ ৮৭৪ ॥

অনুবাদ—ঘৃতসহ তিলহোম করিবে, বৈষ্ণব চরু পাক করিবে—তিল, তণ্ডুল দুগ্ধসহ, পরে ঘৃতযোগে সিক্ত করিবে ॥ ৮৭৪ ॥

অবতার্য্যাভিঘার্য্যৈব মন্ত্রৈরেভিস্তু হোময়েৎ ॥৮৭৫॥

অনুবাদ—চরু নামাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র সমূহ দ্বারা হোম করিবে ॥ ৮৭৫ ॥

বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে নির্গুণেতি চ ।
ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ তদ্বিষ্ণোরিতি দেশিকঃ ॥৮৭৬॥
ইরাবতীতি মন্ত্রেণ ত্বং বিষ্ণোরিতি চৈব হি ।
প্রতদ্বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ বিষ্ণোর্নুকেতি চৈব হি ॥৮৭৭॥
তথা পুরুষসূক্তেন সম্যক্ ষোড়শ আহুতীঃ ।
চরুং হুত্বা পুনঃ পশ্চান্মন্ত্রৈরেভিস্তু হোময়েৎ ॥৮৭৮॥

অনুবাদ—বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায়, বিষ্ণবে নির্গুণায়, ইদং বিষ্ণু এইমন্ত্রে, তদ্বিষ্ণোঃ ইতি, ইরাবতি মন্ত্রে, ত্বং বিষ্ণোঃ ইতি, প্রতদ্বিষ্ণু এই মন্ত্রে, বিষ্ণো র্নুকং ইতি, সেইরূপ সমগ্র পুরুষ সূক্ত দ্বারা ষোড়শ আহুতি, চরুহোম করিয়া পুনরায় পরে কথিত এই মন্ত্র সমূহ দ্বারা হোম করিবে ॥ ৮৭৬-৮৭৮ ॥

তত্র হোমমন্ত্রাঃ

ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা । ওঁ পুরুষোত্তমায় স্বাহা ।
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় স্বাহা । ওঁ বৈকুণ্ঠায় স্বাহা ।
ওঁ লক্ষ্মীপতয়ে স্বাহা । ওঁ লক্ষ্মীনিবাসায় স্বাহা ।
ওঁ হৃষীকেশায় স্বাহা । ওঁ হয়শীর্ষায় স্বাহা ।
ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ।৮৭৯॥

অনুবাদ—উক্ত হোম মন্ত্রসমূহ—'ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা' ইত্যাদি মূলে উক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করিবেন ॥ ৮৭৯ ॥

হুত্বা ব্যাহৃতিভিঃ পূর্ব্বং গায়ত্র্যা হোময়েদ্গুরুঃ ।
এবং হুত্বা তু জুহুয়াচ্চক্রাদীনাং যথাক্রমম্ ॥৮৮০॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব প্রথমে ব্যাহৃতি সমূহদ্বারা হোম করিয়া গায়ত্রী দ্বারা হোম করিবেন । এইভাবে করিয়া যথাক্রমে চক্রাদির হোম করিবেন ॥ ৮৮০ ॥

লক্ষ্যাদীনাং ততো হুত্বা গ্রহাণাং হোময়েত্ততঃ ।
লোকেশানাং তু নাগানাং হোময়েত্তদনন্তরম্ ।৮৮১॥

অনুবাদ— তৎপরে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিগণের হোম করিয়া গ্রহগণের হোম করিবেন, লোকপালগণের ও নাগগণের হোম করিবেন ॥ ৮৮১ ॥

নারায়ণায় হুত্বা তু দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ ।
ততো বিভজ্য বিদ্বাংস্তু দদ্যাৎ কনকদক্ষিণাম্ ॥৮৮২

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি নারায়ণের হোম করিয়া পূর্ণাহুতি দিবেন । তৎপরে বিদ্বান ব্যক্তি বিভাগ করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা দিবেন ॥ ৮৮২ ॥

ব্রহ্মঘোষাদিনা দেবং সমুত্থাপ্য বিচক্ষণঃ ।
ততো মণ্ডলমধ্যে তু স্থাপয়িত্বার্চ্চয়েৎ পুনঃ ।
প্রত্যচং নিজসূক্তেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥৮৮৩॥

অনুবাদ—বেদধ্বনি সহ শ্রীহরিকে উত্থাপিত করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎপরে মণ্ডল মধ্যে স্থাপন

করিয়া পুনরায় অর্চ্চন করিবেন, বিষ্ণুসূক্তের প্রতি মন্ত্রদ্বারা গন্ধ পুষ্পাদি ক্রমে ॥ ৮৮৩ ॥

টীকা—নিজসূক্তেন সহস্রশীর্ষাদিনা ॥ ৮৮৩ ॥

সান্নিধ্যং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা সজীবকরণং গুরুঃ ।
প্রণবেন নিরুধ্যাথ ধ্যায়েৎ সকল-নিষ্কলম্ ।।৮৮৪।।

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব পূর্ব্ববৎ আবাহন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন, প্রণব দ্বারা নিরোধ করিয়া পরে সকল-নিষ্কল ধ্যান করিবেন ॥ ৮৮৪ ॥

পিণ্ডিকা-যোজনীয়াদি মনসৈব বিচিন্তয়েৎ ।
ন্যাসং কৃত্বার্চ্চয়েৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদ্বিধিনা গুরুঃ ।।৮৮৫

অনুবাদ—পিণ্ডিকা যোজনাদি মনে মনে চিন্তা করিবেন, ন্যাস করিয়া পরে শ্রীগুরুদেব বিধিসহ অর্চ্চন করিবেন ॥ ৮৮৫ ॥

টীকা—মনসৈব চিন্তয়েৎ, ন তু পূর্ব্ববৎ সাক্ষাদ্‌-ব্রহ্মশিলাদি-ন্যাসেনেত্যর্থঃ ॥ ৮৮৫ ॥

বলিং দদ্যাত্তু ভূতেভ্যঃ পার্ষদেভ্যশ্চ দেশিকঃ ।
প্রণিপত্য ততো দদ্যাদ্দক্ষিণাং গুরবে সুধীঃ ।।৮৮৬।।

অনুবাদ—আচার্য্য প্রাণিগণকে ও পার্ষদগণকে প্রসাদ উপহার দিবেন, সুধী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা দিবে ॥ ৮৮৬ ॥

সুবর্ণসহিতং পাত্রং তিলৈঃ পূর্ণং সযুগ্মকম্ ।
ধেনুং স্বলঙ্কৃতাং দদ্যাদ্ধেমশৃঙ্গীং তু দক্ষিণাম্ ।
ব্রহ্মণে কনকং দদ্যান্মূর্ত্তিপেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৮৮৭ ॥

অনুবাদ—সুবর্ণ সহিত পাত্র তিল দ্বারা পূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বয়, স্বর্ণশৃঙ্গী সুষ্ঠু অলঙ্কৃতা ধেনু দক্ষিণা শ্রীগুরুদেবকে দিবে, ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণদান করিবে, মূর্ত্তিপগণকেও তাহাই দিবে ॥ ৮৮৭ ॥

টীকা—সযুগ্মকং—বস্ত্রদ্বয়সহিতম্ ॥ ৮৮৭ ॥

অশ্বত্থপত্রে কৃত্বা তু দেশিকং কারুকস্তথা ।
চরুং সংপ্রাশয়েদ্দন্তৈরস্পৃশন্ প্রণবেন তু ।।৮৮৮।।

অনুবাদ—আচার্য্যকে ও কারুককে অশ্বত্থ পাত্রে করিয়া প্রণবসহ চরু ভোজন করাইবে, তাহা যেন দন্তসমূহে স্পর্শ না করে ॥ ৮৮৮ ॥

টীকা—সিতযুগ্মেন—শুক্লবস্ত্রদ্বয়েন ॥ ৮৮৮ ॥

তাং রাত্রিং বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং জাগ্রত্তিষ্ঠেদতন্দ্রিতঃ ॥ ৮৮৯ ॥

অনুবাদ—ঐ রাত্রি বৈষ্ণবগণের সহিত অনলস-ভাবে জাগরণ করিবে ॥ ৮৮৯ ॥

প্রভাতসময়ে স্নাত্বা দেবমুত্থাপ্য যত্নতঃ ।
ভদ্রপীঠে সমারোপ্য স্নাপয়েদচ্ছবারিণা ॥ ৮৯০ ॥

অনুবাদ—প্রভাতকালে স্নান করিয়া শ্রীহরিকে যত্নসহ উত্থাপিত করিয়া সর্ব্বতোভদ্রপীঠে আরোপণ পূর্ব্বক নির্ম্মল জল দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৮৯০ ॥

টীকা—যত্নতঃ ব্রহ্মঘোষাদিনা, অচ্ছেন—নির্ম্মলেন ॥ ৮৯০ ॥

একাশীতিঘটৈর্দেবং মূলমন্ত্রেণ সেচয়েৎ ।
বৈষ্ণবেন তু কুম্ভেন ঐন্দ্রাদিকলসৈস্তথা ॥ ৮৯১ ॥

অনুবাদ—মূলমন্ত্রে একাশীতি ঘট জলদ্বারা অভিষেক করিবে, একটি বিষ্ণুকলস এবং ইন্দ্রাদি দশ-দিকপাল কলস জলদ্বারা ॥ ৮৯১ ॥

সেচয়েৎ ফলতোয়েন পঞ্চগব্যাদিনা তথা ।
সুগন্ধেন তথাজ্যেন স্নাপ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন প্রত্যৃচং চন্দনাদিভিঃ ।।৮৯২।।

অনুবাদ—ফল, জল, পঞ্চগব্য, সুগন্ধিজল, ঘৃত-দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে, পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥ ৮৯২ ॥

সিতযুগ্মেন সংবেষ্ট্য ধূপয়িত্বা গৃহং নয়েৎ।
ব্রহ্মঘোষাদিনা সম্যক্বিনিবেশ্যার্চ্চয়েৎ সুধীঃ ॥৮৯৩

অনুবাদ—শ্বেতবস্ত্রদ্বয় সংবেষ্টন করিয়া ধূপ জ্বালাইয়া বেদধ্বনি সহ, প্রভুকে গৃহে লইয়া যাইবে, সুধীব্যক্তি সম্পূর্ণ স্থাপন করিয়া অর্চ্চন করিবেন ॥৮৯৩

দক্ষিণাং দেশিকে দদ্যাৎ কনকং ছত্রমেব চ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাথ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥৮৯৪

অনুবাদ—আচার্য্যকে স্বর্ণ ও ছত্র দক্ষিণা দিবে, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং মৌনভাবে ভোজন করিবে ॥ ৮৯৪ ॥

সভৃত্যবন্ধুবর্গং তু দীনানাথাংস্তু ভোজয়েৎ ॥৮৯৫॥

অনুবাদ—ভৃত্য ও বন্ধুবর্গকে, দীন অনাথগণকে ভোজন করাইবে ॥ ৮৯৫ ॥

অথ চলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

যস্য গেহে সদা তিষ্ঠেৎ মূর্ত্তির্দেবস্য চক্রিণঃ।
ন তত্র মারী দৌর্ভাগ্যং ন বালক্ষ্মীর্ন দুষ্কৃতম্ ॥৮৯৬

অনুবাদ—অনন্তর চল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা মাহাত্ম্য, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—যাহার গৃহে চক্রধারী শ্রীহরি-দেবের মূর্ত্তি সর্ব্বদা থাকেন, সেই গৃহে মারী দৌর্ভাগ্য অলক্ষ্মী বা দুষ্কৃত কার্য্য থাকে না ॥ ৮৯৬ ॥

অনেনৈব বিধানেন সংস্কৃত্য প্রতিমাং হরেঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥৮৯৭॥ ইতি

অনুবাদ—উক্ত বিধান অনুসারে প্রতিমাকে সংস্কার করিয়া পুনরাবৃত্তিহীন বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ॥৮৯৭

টীকা—যদ্যপি মূর্ত্তিরিতি প্রতিমামিতি চ সামান্যতো নির্দ্দেশঃ, তথাপি চলমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায়া উক্তত্বাদত্রৈব লিখিতম্ ॥ ৮৯৬-৮৯৭ ॥

অধুনা চলমূর্ত্তেহি প্রতিষ্ঠায়াঃ পরো বিধিঃ।
লিখ্যতে পদ্ধতিশ্রেণীদৃষ্টিতঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥৮৯৮॥

অনুবাদ—সাধুগণের সম্মত পদ্ধতি শ্রেণী দৃষ্টে এক্ষণে চলমূর্ত্তির অন্য প্রকার প্রতিষ্ঠা বিধি লিখিত হইতেছে ॥ ৮৯৮ ॥

টীকা—এবং হয়শীর্ষোক্তস্থল-শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং ততঃ সংক্ষিপ্তং বৌধায়নাদিশিষ্ট-বর্গসম্মতং সৎসাম্প্রদায়িক-বহুলপদ্ধত্যনুসারেণ পর-মপি লিখতি—অধুনেতি। এবার্থে হি-শব্দঃ, চল-মূর্ত্তেরেবান্যোঽপি প্রতিষ্ঠাবিধিঃ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-সম্মতঃ। তথা চ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যপদ্ধতৌ বৌধায়-নাদিসন্মূলাস্ত্রৈবিক্রম্যাদিপদ্ধতীঃ। বীক্ষ্য বক্ষ্যামি বিষ্ণবাদিচলার্চ্চাস্থাপনে বিধিম্' ইতি ॥ ৮৯৮ ॥

অথ বৌধায়নাদ্যুক্তচলশ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ

স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠানুসারেণাত্রাপি বৈষ্ণবৈঃ।
প্রতিষ্ঠাবিধিরূহেয়ো বিশেষোঽন্যশ্চ লিখ্যতে ॥৮৯৯॥

অনুবাদ—অনন্তর বৌধায়নাদি উক্ত চল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বিধি—স্থিরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে এস্থলেও বৈষ্ণববৃন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠা বিধি গ্রহণ কর্ত্তব্য, অন্য যাহা কিছু বিশেষ লিখিত হইতেছে ॥ ৮৯৯ ॥

টীকা—তত্র চ মণ্ডপনির্ম্মাণাদিপ্রকারবিশেষঃ স্নপনাদৌ মন্ত্রাদিকঞ্চ প্রায়ঃ পূর্ব্বলিখিত-স্থিরমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাবিধিবদ্বিজ্ঞেয়মিতি লিখতি—স্থিরেতি ॥ ৮৯৯ ॥

অথ তত্র মণ্ডপাদিনির্ম্মাণবিধিঃ

প্রাসাদতো দিশি প্রাচ্যামুদীচ্যাং বাথ মণ্ডপম্।
ঐশান্যাং বা চরেৎ স্থানেঽদূরেঽঙ্গারাদিবর্জ্জিতে ॥৯০০

অনুবাদ—অনন্তর ঐস্থলে মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ বিধি—প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বে, উত্তরে বা ঈশান কোণে অদূরে অঙ্গারাদি বর্জ্জিত স্থানে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৯০০ ॥

টীকা—প্রাসাদোঽত্র ভগবদাবাসালয়ঃ তস্মাৎ, অঙ্গারেণ আদি-শব্দাৎ তুষাস্থ্যাদিনা চ রহিতে অদূরে-ঽনতিদূরে ঽনতিনিকটে চেত্যর্থঃ। মণ্ডপমাচরেৎ রচয়েৎ ॥ ৯০০ ॥

দশহস্তং চতুর্দ্বারং চতুরস্রং সমং শুভম্ ।
চতুস্তোরণসংযুক্তং সপতাকঞ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৯০১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববৎ সমচতুষ্কোণ দশহস্ত পরিমিত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট শুভ চারিটি তোরণ-দ্বার-সংযুক্ত পতাকামণ্ডিত হইবে ॥ ৯০১ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি স্থিরমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায়াং তোরণ-পতাকা-স্থাপনাদিবিধির্যথা পূর্ব্বং লিখিতোঽস্তি তথৈবেত্যর্থঃ। যদ্যপি মণ্ডপপরিমাণাদিকমপি পূর্ব্বলিখনাদ্বিজ্ঞাতং স্যাদেব, তথাপি তদেব স্মারয়তাত্র লিখিতমশক্তাবন্ত্যপক্ষং চাঙ্গীকুর্ব্বতা কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তা তল্লিখিতম্ । এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম ॥ ৯০১ ॥

———

তস্মিংশ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাৎ সযোন্যাস্যত্রিমেখলম্ ।
আগ্নেয্যাং কুণ্ডমাশায়াং চতুরস্রং করোন্মিতম্ ॥৯০২

অনুবাদ—তাহাতেও বিধিবৎ অগ্নিকোণে সযোনি ত্রিমেঘলা কুণ্ড চতুষ্কোণ একহস্ত পরিমিত হইবে ॥৯০২

টীকা—তস্মিন্মণ্ডপে যোনিঃ আস্যঞ্চ বক্তুং তিস্রো মেখলাশ্চ তৈঃ সহিতমাগ্নেয্যামাশায়াং দিশি বিধিযুক্তং যথা স্যাত্তথা কুর্য্যাৎ। তদ্বিধিশ্চ পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ বিস্তার্য্য লিখিতোঽস্তি। করোন্মিতম্ একহস্তপরিমিতম্ ॥ ৯০২ ॥

———

প্রাচ্যাং বেদীং করোচ্ছ্রায়বিস্তারাং চতুরস্রিকাম্ ।
ঐশান্যাং স্থানমেকঞ্চ দেবস্য স্নপনোচিতম্ ॥৯০৩॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকে বেদী একহস্ত উচ্চ ও বিস্তার চতুষ্কোণ, ঈশান কোণে শ্রীহরির স্নানোচিত একটি বেদী হইবে ॥ ৯০৩ ॥

টীকা—করঃ একহস্তপ্রমাণঃ উচ্ছ্রায়ো বিস্তারশ্চ যস্যাস্তাম্। স্নপনোচিতমিতি দেব-স্নপনস্য তদুপকরণ-স্থাপনস্য চোপযুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৯০৩ ॥

———

অথ তত্র মণ্ডলবিধিঃ

মণ্ডপস্য চ নৈর্ঋত্যাং বিধিবদ্বাস্তুমণ্ডলম্ ।
মধ্যে চ দেবতার্চ্চার্থং সর্ব্বতোভদ্রমালিখেৎ ॥৯০৪॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ মণ্ডপে মণ্ডল বিধি—মণ্ডপের নৈর্ঋত কোণে বিধিবৎ বাস্তুমণ্ডল। মধ্যে শ্রীহরির অর্চ্চনের জন্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবে ॥ ৯০৪ ॥

টীকা—বাস্তুমণ্ডলং চৈবং পূর্ব্বোত্তরগাভির্নবনবভী রেখাভিশ্চতুঃষষ্টিপদং মণ্ডলং বিধায় তত্র বহিশ্চতুষ্কোণেষু কোণাত্তির্য্যগ্রেখা দত্ত্বাষ্টাবদ্ধপদানি চতুর্দিক্ষু চতুর্বিংশতিপদানি মধ্যে রেখাদ্বয়মার্জ্জনেন চতুষ্পদমেকম্ তথা তৎপ্রাচ্যাদিচতুর্দিক্ষু চত্বারি চতুষ্পদানি, তচ্চতুষ্কোণেষু মধ্যবর্ত্তিরেখাদ্বয়মার্জ্জনেনাষ্টৌ দ্বিপদানি কুর্য্যাৎ। এবং পথ চত্বারিংশদ্দেবতাস্থানানি ভবন্তি। দেবতাশ্চৈতাঃ—মধ্যচতুষ্পদে ব্রহ্মা, তৎপ্রাগাদি-চতুষ্পদেষু ক্রমেণ আপ-সাবিত্র-জয়রুদ্রাঃ, কোণস্থেষ্বষ্টসু দ্বিপদেষু ঈশানকোণাদিক্রমেণ অর্য্যমসবিতৃবিবস্বদ্বিবুধাধিপ-মিত্র- রাজযক্ষ্মপৃথ্বীধরাপবৎসকাঃ। তথা চ মাৎস্যে—'দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ', তথা,—ঈশানকোণাদিষু সুরান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ। তথা—ঈশানাদি-চতুষ্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ, আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ ॥ মধ্যে চতুষ্পদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগাঃ। অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ ॥ মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ। অষ্টমশ্চাপবৎসস্তু পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ। ইতি বাহ্যদ্বাত্রিংশৎপদেষু চ ঈশানাদিক্রমেণৈব দ্বিতীয়ার্দ্ধপদতঃ শিখ্যাদয়ো দ্বাত্রিংশদ্দেবতাঃ। তথা চ তত্রৈব—'শিখী চৈবাথ পর্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ। সূর্য্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ ;' পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ। গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ। অসুরঃ শোষপাপৌ চ রোগোঽহিমুখ্য এব চ। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা' ইতি। 'এবং সর্ব্বাঃ পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা বাস্তুমণ্ডলে। তদ্বহিরীশানাদিক্রমেণ তু বকী স্কন্দা বিদারী অর্য্যমা পুতনা জম্ভকা পাপরাক্ষসী লিপিচ্ছা চেত্যষ্টৌ দেবতাঃ ইতিঃ। এবময়ং চতুঃষষ্টিপাদমণ্ডলদেবতাস্থানবিভাগো হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রস্যানুসারী, ন তু মৎস্যপুরাণস্য। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে প্রাসাদনির্ম্মাণেঽবশ্যলেখ্যত্বাদত্র বিস্তার্য্য ন লিখিতং, তত্রৈব বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি। এতচ্চ বাস্তুমণ্ডলং বিবিধ-

রঙ্গশালিপিষ্টপূরিতং কার্য্যম্। মণ্ডপমধ্যে চ মণ্ডল-দেবতাপূজার্থং সর্ব্বতোভদ্রাখ্যং মণ্ডলং কুর্য্যাৎ। তচ্চ সুপ্রসিদ্ধমেব ॥ ৯০৪ ॥

সকর্ণিকঞ্চ তন্মধ্যে পদ্মং বিরচয়েত্তথা।
স্বস্তিকং চোত্তরে কৃত্বা তত্র শয্যাং নিবেশয়েৎ ॥৯০৫

অনুবাদ—তাহার মধ্যে কর্ণিকারযুক্ত পদ্ম রচনা করিবে এবং উত্তরে স্বস্তিক করিয়া সেস্থানে শয্যা বিন্যাস করিবে ॥ ৯০৫ ॥

টীকা—তস্য সর্ব্বতোভদ্রস্য মধ্যে চ কর্ণিকাসহিতং পদ্মং তথেতি বিধিবদ্বিরচয়েৎ। তন্মণ্ডলদেবতাশ্চৈতাঃ—মধ্যে ব্রহ্মা, মণ্ডলপ্রান্তে পূর্ব্বাদাষ্টদিক্ষু ক্রমেণ ইন্দ্রাদয়োঽষ্টলোকপালাঃ, ঈশেন্দ্রাদ্যন্তরালাষ্টকে চ বসবো রুদ্রা আদিত্য অশ্বিনৌ পিতরো নাগাঃ স্কন্দো বৃষশ্চেত্যষ্টৌ। ঈশানাদিপদ্মদলেষ্বষ্টসু ক্রমেণ দক্ষো বিষ্ণুর্দুর্গা স্বধাকারো মৃত্যুরোগঃ সসমুদ্রাঃ সরিতো মরুতো গণপতিশ্চেত্যষ্টৌ। পদ্মকর্ণিকায়াশ্চাধঃ পৃথিবী, উপরি মেরুঃ, তদুপরি স্থাপ্যদেবতাঃ। মণ্ডলস্য বাহ্যতঃ প্রাগাদিদিক্পালানামায়ুধানি বাহনানি চ, তদ্বাহ্যে চ গৌতম ভরদ্বাজ-বিশ্বামিত্র-কশ্যপ-জমদগ্নি-বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ঃ ততো বহির্নবগ্রহাঃ, ততশ্চ বহ্ন্যাদ্যষ্টসু ক্রমেণ ঐন্দ্রী কৌমারী ব্রাহ্মী, বারাহী, চামুণ্ডা, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, বৈনায়কী চেত্যষ্টৌ শক্তয় ইতি। উত্তরে তৎসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদুত্তরতঃ স্বস্তিকং মণ্ডলং চ কৃত্বা তদুপরি শয্যাং স্থাপয়েৎ ॥ ৯০৫ ॥

অথ ব্রাহ্মণ-বরণাদিবিধিঃ

যজমানশ্চ পূর্ব্বেদ্যুঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ সমাচরেৎ।
পুণ্যাহবাচনং বিপ্রৈর্মণ্ডপস্থাপনং তথা ॥ ৯০৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণ-বরণাদি বিধি—যজমান প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন বিপ্রগণ দ্বারা পুণ্যাহবাচন ও মণ্ডপ স্থাপন করিবেন ॥ ৯০৬ ॥

টীকা—এবং মণ্ডপরচনাদিকং লিখিত্বা পুণ্যাহবাচনাদিপূর্ব্বকমাচার্য্যাদিবরণং যজমানস্য কৃত্যবিশেষং লিখতি—যজমানশ্চেতি পঞ্চভিঃ। প্রতিষ্ঠাসময়াৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বদিবসে বিপ্রৈঃ কৃত্বা পুণ্যাহবাচনং মণ্ডপপ্রতিষ্ঠাং চ সম্যগাচরেৎ ॥ ৯০৬ ॥

মণ্ডপস্য চ বায়ব্যাং মাতৃর্গন্ধাদিনার্চ্চয়েৎ।
প্রণবাদিনমোঽন্তৈশ্চ নামভির্বিধিবদ্বুধঃ ॥ ৯০৭ ॥

অনুবাদ—মণ্ডপের বায়ুকোণে গন্ধাদি দ্বারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিধিবৎ ষোড়শ মাতৃগণের নামের আদিতে প্রণব ও অন্ত্যে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া অর্চ্চন করিবেন ॥ ৯০৭ ॥

টীকা—গন্ধেন, আদি-শব্দাৎ অক্ষতপুষ্পাদিভিশ্চ মাতৃঃ পূজয়েৎ। মাতৃপূজনে মন্ত্রান্ লিখতি—প্রণবাদীতি। মাতরশ্চ ষোড়শ পূর্ব্বমচলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠারম্ভে লিখিতা এব। প্রয়োগঃ—'ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ। বিধিবদিতি সর্ব্বত্রৈবাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ৯০৭ ॥

নান্দীশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা সদ্বিপ্রং বৃণুয়াদ্গুরুম্।
মধুপর্কাদিনাভ্যর্চ্চ্য দত্ত্বা বস্ত্রাদি শক্তিতঃ ॥ ৯০৮ ॥

অনুবাদ—তৎপরে নান্দী শ্রাদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত সদ্বিপ্রকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক যথাশক্তি বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া গুরুরূপে বরণ করিবে ॥ ৯০৮ ॥

টীকা—সদ্বিপ্রং পূর্ব্বলিখিতলক্ষণং ব্রাহ্মণং মধুপর্কেণ, আদি-শব্দাৎ আসনপাদ্যার্ঘ্যাদিনা চ সম্পূজ্য শক্তিতঃ যথাবিভবং বস্ত্রাদিকং দত্ত্বা, আদি-শব্দেন ভূষণাদি গুরুবরণবিধিশ্চ পূর্ব্বমেব লিখিতোঽস্তি ॥ অমুকগোত্রঃ অমুকশর্ম্মাহম্ অমুকগোত্রামুকশর্ম্মাণং ত্বাং প্রতিষ্ঠাচার্য্যত্বেন বৃণে। স চ বৃতোঽস্মীতি প্রব্রূয়াদিত্যাদিরূপঃ ॥ ৯০৮ ॥

তদর্দ্ধদানাদ্ব্রহ্মাণং পুরাণস্তুতিপাঠকম্।
সূক্তজাপকমপ্যেবং ত্রীন্ বিপ্রান্ বৃণুয়াৎ পরান্ ॥৯০৯

অনুবাদ—তাহার অর্দ্ধেক দান দ্বারা ব্রহ্মাকে, পুরাণস্তুতি পাঠককে এবং বেদোক্ত সূক্ত জাপককে এইরূপে তিনজন বিপ্রকে বরণ করিবেন ॥ ৯০৯ ॥

টীকা—তথা মধুপর্কাদি-পূজাপুরঃসরং গুরুসম্প্র-

দানকবস্ত্রাদ্যর্দ্ধদানেন ব্রহ্মাণং বৃণুয়াৎ। পুরাণ-স্তুতি-পাঠক-সূক্তজাপকৌ চ মধুপর্কাদিনা তথৈবাভ্যর্চ্চ্য তদর্দ্ধদানেন যথাবিত্তবং বা বস্ত্রাদিদানেন বৃণুয়াদিত্যাদিরূপশ্চ ॥ ৯০৯ ॥

———

তোরণানি ততোঽভ্যর্চ্চ্য দ্বারাণুত্তরতস্তথা।
পূর্ব্ববৎ বৃণুয়াদ্বিপ্রাংশ্চতুরো দ্বারজাপকান্ ॥৯১০॥

অনুবাদ—তোরণদ্বারসমূহ উত্তর দিক হইতে অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্ববৎ চারজন বিপ্রকে দ্বার জাপকরূপে বরণ করিবে ॥ ৯১০ ॥

টীকা—তদনন্তরং চ উত্তরত উত্তরমারভ্য 'তোরণায় নমঃ' ইতি-ক্রমেণ তোরণানি, তথা দ্বারাণি চত্বারি 'শ্রিয়ৈ নমঃ' ইত্যভ্যর্চ্চ্য। পূর্ব্ববৎ যথাশক্তি মধুপর্কবাসোঽলঙ্কারাদিদানেনেত্যর্থং ॥ ৯১০ ॥

———

অথ বাস্তুদেবপূজাদিবিধিঃ

আচার্য্যো মণ্ডপেঽভ্যেত্য প্রাণায়ামান্ বিধায় চ।
আপো হিষ্ঠেতি দর্ভাদ্যৈর্যাগস্যাভ্যুক্ষয়েদ্ভুবম্ ॥৯১১॥

অনুবাদ—অনন্তর বাস্তুদেব পূজাবিধি—আচার্য্য মণ্ডপে আসিয়া প্রাণায়াম করিয়া আপো হিষ্ঠেতি মন্ত্রে কুশাদি দ্বারা যাগভূমি প্রোক্ষণ করিবেন ॥ ৯১১ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠামণ্ডপে অভ্যেত্য আগত্য, যাগস্য ভুবং দেবপূজাস্থলম্ ॥ ৯১১ ॥

———

বিকীর্য্য সর্ষপান্ শুক্লান্ রক্ষাং কৃত্বা চ মন্ত্রতঃ।
বিধিবৎ পূজয়েদ্বাস্তুদেবতা বাস্তুমণ্ডলে ॥ ৯১২ ॥

অনুবাদ—শ্বেতসর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিয়া বাস্তুমণ্ডলে বাস্তুদেবতা পূজা বিধিবৎ করিবেন ॥ ৯১২ ॥

টীকা—বিধিবদিতি, প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রৈঃ ষোড়শোপচারৈঃ প্রত্যেকং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯১২ ॥

———

অথ তত্র মন্ত্রঃ

দেবা আয়ান্তু, যাতুধানাস্তুপযান্তু।
বিষ্ণো দেবযজনং রক্ষস্ব ॥ ৯১৩ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—অনন্তর উক্ত পূজা-মন্ত্র—দেবগণ আগমন করুন, রাক্ষসগণ দূরে যাউক। হে বিষ্ণো! দেবযজন রক্ষা করুন ॥ ৯১৩ ॥

টীকা—মন্ত্রত ইতি লিখিতং, তমেব মন্ত্রং লিখতি—দেবা ইত্যাদি ॥ ৯১৩ ॥

———

ঈশানাদিক্রমেণাথ কুশপুষ্পযুতাক্ষতৈঃ।
শিখ্যাদি-দেবতাভ্যশ্চ বিশেষবলিমর্পয়েৎ ॥ ৯১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঈশান কোণ হইতে ক্রমে কুশ পুষ্পযুক্ত অক্ষত সমূহ দ্বারা শিখি দেবতাগণকে বিশেষ উপহার অর্পণ করিবেন ॥ ৯১৪ ॥

টীকা—শিখি বাস্তুমণ্ডপস্যেশানকোনার্দ্ধপদবর্ত্তী। তদাদিসর্ব্বদেবতাভ্যোঽগ্রে লেখ্য-তত্তদ্বিহিতদ্রব্যাসম্ভবে পুষ্পাদিভিবিশেষবলিং দদ্যাৎ ॥ ৯১৪ ॥

———

আগত্য কুণ্ডপার্শ্বে তু হোমং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি।
তত্রাবশ্যং প্রতিদ্রব্যং হোমান্তে প্রতিমাং স্পৃশেৎ ॥৯১৫

অনুবাদ—কুণ্ড পার্শ্বে আগমন করিয়া যথাবিধি হোম করিবেন, প্রতি দ্রব্যের হোমান্তে অবশ্যই প্রতিমাকে স্পর্শ করিবেন ॥ ৯১৫ ॥

টীকা—যথাবিধীতি অগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্যান্বাধায় গোক্ষীরে নীরসে চরুং স্থাপ্যদেবতাকং স্রপয়িত্বাজ্য ভাগান্তে পলাশোড়ুম্বরাশ্বত্থ-ন্যগ্রোধাপামার্গসমিদ্ভিঃ প্রত্যেকমষ্টোত্তরশতমষ্টোত্তরসহস্রমষ্টাবিংশতিং বা লোকপালানুদ্দিশ্য তত্তন্মন্ত্রৈর্ব্যাহৃতিভির্বা জুহুয়াৎ। তাবৎসংখ্যকমাজ্যহোমং স্থাপ্যদেবতালিঙ্গকেন মন্ত্রেণ কৃত্বা সমিত্তিলাজ্যানাং প্রতিদ্রব্যং তেনৈব মন্ত্রেণ দশাহুতীর্দত্ত্বা অগ্নির্যজুভিরিত্যনুবাকং জপ্ত্বা স্থাপ্যদেবতামন্ত্রেণৈব চরোর্দশপ্রধানাহুতীর্দত্ত্বা চরুশেষেণ যদস্য কর্ম্মণ ইতি স্বিষ্টকৃতে জুহুয়াৎ। যথাশক্তি স্থাপ্যদেবতামন্ত্রমাবর্ত্ত্য ব্রহ্মবিসর্জ্জনান্তং কুর্য্যাৎ' ইতি বিধিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৯১৫ ॥

———

অথ স্নপনবিধিঃ

আচার্য্যায় বরং দত্ত্বা নিজশক্ত্যনুসারতঃ।
বিপ্রান্ গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চ্য পুণ্যাহং বাচয়েৎ পুনঃ ॥৯১৬

অনুবাদ—অনন্তর স্নাপন বিধি—যজমান আচার্য্যকে বরণ করিয়া নিজ সামর্থ্যানুসারে বিপ্রগণকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় পুণ্যাহ বাচন করাইবে ॥ ৯১৬ ॥

টীকা—যজমানকৃত্যং লিখতি—বস্ত্রম্ আচার্য্যাপেক্ষিতং বস্ত্রালঙ্কারাদি নিজশক্ত্যনুসারেণ দত্ত্বা ॥৯১৬

ততশ্চ যজমানানুমোদিতোঽর্চ্চাং বিশোধয়ন্ ।
আচার্য্যঃ প্রণিপত্যাদৌ দেবং সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥৯১৭

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্য যজমানের অনুমোদন ক্রমে প্রতিমাকে বিশোধিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রথমে শ্রীহরিকে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন ॥ ৯১৭ ॥

তদুক্তম্—
স্বাগতং দেবদেবেশ বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ।
শুদ্ধেঽপি ত্বদধিষ্ঠানে শুদ্ধিং কুর্য্যঃ ক্ষমস্ব মাম্ ॥৯১৮
ইতি ॥

অনুবাদ—প্রার্থনা মন্ত্র—হে দেবদেবেশ বিশ্বরূপ তোমাকে নমস্কার, তোমার অধিষ্ঠান শুদ্ধ হইলেও পুনঃ শুদ্ধ করিব আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ৯১৮ ॥

ততশ্চ নবপীঠোপবেশিতাং প্রতিমাং গুরুঃ ।
মৃত্তির্দ্বাদশকৃতস্তাং সংশোধ্য ক্ষালয়েৎ জলৈঃ ॥৯১৯

অনুবাদ—তৎপরে গুরুদেব নূতন পীঠে স্থাপিত প্রতিমাকে মৃত্তিকাদি দ্বারা দ্বাদশবার করিয়া জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবেন ॥ ৯১৯ ॥

পঞ্চগব্যৈস্তথা পঞ্চামৃতৈস্তন্মন্ত্রতো বুধঃ ।
সংস্নাপ্য হবিষাভ্যজ্য চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়েচ্ছুভৈঃ ॥৯২০॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা সেই সেই মন্ত্রে স্নান করাইয়া ঘৃত মাখাইয়া পবিত্র চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবেন ॥ ৯২০ ॥

অথ তন্মন্ত্রাঃ

পঞ্চগব্যস্নপনে পয়ঃ পৃথিব্যামিতি,
ক্ষীরাদিচতুঃস্নপনে পূর্ব্ববদেব,
শর্করাস্নপনে চ আয়ং গৌরিতি ॥ ৯২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উক্ত মন্ত্রসমূহ—পয়ঃ পৃথিব্যাং মন্ত্র পঞ্চগব্য দ্বারা স্নানে, দুগ্ধাদি চারিদ্রব্য স্নানে পূর্ব্ববৎই, শর্করা স্নপনে আয়ং গৌঃ এইমন্ত্র ॥ ৯২১ ॥

কোষ্ণোদকেন প্রক্ষাল্য সুগন্ধেনানুলিপ্য চ ।
ততঃ সংস্রবকুম্ভাদ্ভিঃ সংস্নাপ্য প্রণমেচ্চ তাম্ ॥৯২২

অনুবাদ—ঈষৎ উষ্ণজলে স্নান করাইয়া সুগন্ধ চন্দন অনুলেপন করিয়া পরে ঝরণা, কুম্ভজলে স্নান করাইয়া শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে ॥ ৯২২ ॥

টীকা—সম্যক্ স্রবতি জলানি বহুলচ্ছিদ্রতয়েতি সংস্রবঃ, তাদৃশকুম্ভস্য জলেন 'শন্নো দেবীঃ ॥' ইতি মন্ত্রেণ সংস্নাপ্য তাং প্রতিমাং প্রণমেৎ ॥ ৯২২ ॥

অভিষিঞ্চেদর্চ্চিতৈস্তু চতুষ্কুম্ভৈঃ সপল্লবৈঃ ।
সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইত্যাদি চতুর্মন্ত্রৈঃ পরৈরপি ॥ ৯২৩ ॥

অনুবাদ—সপল্লব পূজিত চতুষ্কুম্ভের জলে অভিষেক করিবে, সমুদ্র জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা অন্য কুম্ভজল দ্বারাও ॥ ৯২৩ ॥

টীকা—অর্চিতৈর্গন্ধাক্ষতাদিভিঃ পূজিতৈঃ, পরৈঃ আ কলসেষু ধাবতীত্যাদিভিরন্যৈশ্চ কলসলিঙ্গমন্ত্রৈস্তামভিষিঞ্চেৎ ॥ ৯২৩ ॥

পদ্মান্তঃ স্বস্তিকপ্রান্তে পীঠে চৌড়ুম্বরে শুভে ।
অন্যক্ষীরদ্রুমীয়ে বা শ্রীমূর্ত্তিমুপবেশয়েৎ ॥ ৯২৪ ॥

অনুবাদ—পবিত্র উড়ুম্বরের পীঠে মধ্যে পদ্ম কোণে স্বস্তিক রচিত বা অন্য ক্ষীরিবৃক্ষের পীঠে শ্রীমূর্তিকে উপবেশন করাইবে ॥ ৯২৪ ॥

টীকা—শুভে ত্রিহস্তদৈর্ঘ্য-তদর্দ্ধবিস্তারেণ যথাসম্ভবং, পরিমাণাদিনা বা সুন্দরে ॥ ৯২৪ ॥

অথাষ্টৌ স্থাপয়েৎ কুম্ভান্ অষ্টদিক্ষ্বম্বুপূরিতান্ ॥৯২৫

অনুবাদ—অনন্তর অষ্টদিকে জলপূর্ণ অষ্টকুম্ভ স্থাপন করিবেন ॥ ৯২৫ ॥

টীকা—অষ্টাদিক্ষু শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রাচ্যাদিষু ॥ ৯২৫ ॥

তেষ্বাদ্যে সঙ্গমক্রোড়োৎখাতবল্মীকমৃত্তিকাম্ ।
অশ্বহস্তিনদীতীরদ্বয়মৃৎস্নাঞ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ৯২৬ ॥

অনুবাদ—তাহাদের মধ্যে প্রথম কলসে সঙ্গম-মৃত্তিকা, বরাহোৎখাত মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, অশ্ব-শালা, হস্তিশালা, নদীতীরদ্বয় মৃত্তিকাও নিক্ষেপ করিবে ॥ ৯২৬ ॥

টীকা—তেষু কুম্ভেষু মধ্যে য আদ্যঃ প্রাচীস্থাপিত-কুম্ভস্তস্মিন্ সঙ্গমাদিস্থানসপ্তকমৃত্তিকাং নিক্ষিপেৎ ॥ ৯২৬ ॥

দ্বিতীয়েঽশ্বত্থচূতাদিপল্লবাশ্মন্তকত্বচম্ ।
অন্যেষু চ ক্রমাৎ ষট্সু পবিত্রান্ প্রস্রবোদকম্ ।
শান্তিবার্য্যথ গন্ধোদমক্ষতান্ কুসুমানি চ ॥ ৯২৭ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় কলসে—অশ্বত্থ, আম্রাদিপল্লব, অশ্মন্তক ছাল, অন্য সকলে ক্রমে ছয়টিতে পবিত্র ঝরণাজল, শান্তিবারি, গন্ধজল, অক্ষত পুষ্পসমূহ দিতে হইবে ॥ ৯২৭ ॥

টীকা—অশ্বত্থচুতয়োঃ আদিশব্দাদর্জ্জুনাদীনাঞ্চ পল্লবান্ অশ্মন্তকত্বচং চ নিক্ষিপেৎ। অন্যেষু ষট্সু কুম্ভেষু পবিত্রাদিষড়্দ্রব্যাণি ক্রমেণ নিক্ষিপেৎ ॥৯২৭॥

স্থাপয়েৎ সত্বিগাচার্য্যস্তৈঃ কুম্ভৈরষ্টমন্ত্রতঃ ।
আপো হিষ্ঠেতি ত্রিতয়ং হিরণ্যেতি চতুষ্টয়ম্ ।
তথৈব পবমানেত্যাদ্যনুবাকং পরো মনুঃ ॥ ৯২৪ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য ঋত্বিক্ সহ অষ্টমন্ত্রে অষ্ট-কুম্ভ স্থাপন করিবেন, আপো হিষ্ঠেতি মন্ত্রত্রয়, হির-ণ্যেতি মন্ত্র চতুষ্টয়, পবমান ইত্যাদি অনুবাক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্থাপন করিবেন ॥ ৯২৮ ॥

টীকা—তৈরষ্টভিঃ কুম্ভৈঃ। অষ্ট মন্ত্রান্ এব লিখতি—আপ ইতি। হিরণ্যেতি—হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা ইতি ঋক্‌চতুষ্টয়ম্। পবমানং সুবর্জ্জন ইত্যানুবাকঞ্চ ॥ ৯২৮ ॥

অথ বস্ত্রাদ্যর্পণবিধিঃ

অভিবস্ত্রেতি বস্ত্রে দ্বে আহতে পরিধাপ্য চ ।
দত্ত্বোপবীতং গন্ধাদ্যৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৯২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বস্ত্রাদি অর্পণ বিধি—অভি-বস্ত্রেতি মন্ত্রে নব বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া যজ্ঞোপ-বীত দান করিয়া গন্ধাদি উপচার সমূহ দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৯২৯ ॥

টীকা—যজ্ঞোপবীতং চ অভিবস্ত্রেত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা ॥ ৯২৯ ॥

হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদীনষ্টৌ মন্ত্রান্ জপন্ শুভৈঃ ।
কুর্য্যান্নীরাজনং পিষ্টময়ৈর্দীপৈরথাষ্টভিঃ ॥৯৩০॥

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্র জপসহ পবিত্র পিষ্টদ্বারা রচিত অষ্টদীপ দ্বারা নীরাজন করিবে ॥ ৯৩০ ॥

গন্ধেন চিত্রং দেবানামিত্যর্দ্ধর্চ্চেন লোচনে ।
দেবস্যোন্মীলয়েৎ পার্শ্বে স্থিত্বা স্বর্ণশলাকয়া ।
দেবস্য পুরতস্তিষ্ঠেত্তদানীঞ্চ ন কশ্চন ॥ ৯৩১ ॥

অনুবাদ—'চিত্রং দেবানাং' এই অর্দ্ধ ঋক্‌মন্ত্রে গন্ধ লইয়া স্বর্ণশলাকা দ্বারা শ্রীহরির দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলন করিবেন। আবরণ দিয়া তৎকালে শ্রীহরির সম্মুখে কেহ থাকিবেন না ॥৯৩১॥

অঞ্জনেনাঞ্জয়েন্মন্ত্রে অঞ্জন্তি ত্বামিতি স্ফুটম্ ।
দেবস্য ত্বেতি মধ্বাজ্যসিতাভিঃ পুনরঞ্জয়েৎ ।
অথাদর্শং প্রদর্শ্যাথ বিবিধং ভোজ্যমর্পয়েৎ ॥৯৩২॥

অনুবাদ—'অঞ্জন্তি ত্বাম্' এইমন্ত্রে নয়নদ্বয় অঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিবেন, দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রে মধু, ঘৃত, শর্করা দ্বারা পুনরায় অঞ্জন দিবেন। তৎপরে দর্পণ দেখাইয়া বিবিধ ভোজ্য নিবেদন করিবেন ॥ ৯৩২ ॥

টীকা—সিতা শর্করা, মধ্বাদিভির্দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রেণ পুনরভ্যঞ্জয়েৎ ॥ ৯৩২ ॥

অথ স্তুতিবলিদানাদি

অথাচার্য্যঃ কুশাসীনঃ সংস্তুয়াদ্ধারয়ন্ কুশান্।
দেবং পুরুষসূক্তেন প্রত্যৃচং প্রণবং পঠন্ ॥ ৯৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্তুতি উপহার প্রদানাদি—অনন্তর আচার্য্য কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুশধারণ পূর্ব্বক শ্রীহরিকে পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে প্রণব যোগ করিয়া স্তব করিবেন ॥ ৯৩৩ ॥

পঞ্চবর্ণকধান্যান্নং পাত্রে সংস্থাপ্য বৈণবে।
তেন নীরাজয়েদ্দেবং বিগতাচারবিপ্রতঃ ॥ ৯৩৪ ॥

অনুবাদ—বংশপাত্রে পঞ্চবর্ণ তণ্ডুল রাখিয়া তাহার দ্বারা শ্রীহরিকে নীরাজন করিবেন বিগতাচার বিপ্রদ্বারা ॥ ৯৩৪ ॥

টীকা—পঞ্চবর্ণ-ধান্যনিষ্পন্নং ক্ষিপ্রৌদনং বৈণবে পাত্রে নিধায় তেনান্নেন দেবং নিরাচারবিপ্রহস্তেন নীরাজয়েৎ ॥ ৯৩৪ ॥

তদ্ধস্তেন বলিং দদ্যাদ্রুদ্রায় চ চতুষ্পথে।
নমো রুদ্রায়েতি মন্ত্রং স-ধ্রুবঞ্চ স্বয়ং জপেৎ ॥৯৩৫

অনুবাদ—উক্ত বিপ্র হস্তে চৌরাস্তায় স্বয়ং মন্ত্র জপ করিতে করিতে ওঁ নমোরুদ্রায় মন্ত্রে রুদ্রকে উপহার দিবেন ॥ ৯৩৫ ॥

টীকা—সধ্রুবং প্রণবসহিতম্, তথা হি—'ওঁ নমো রুদ্রায় সর্ব্বভূতাধিপতয়ে দীপ্তশূলধরায়োমাদয়িতায় বিশ্বাধিপতয়ে রুদ্রায় বৈ নমঃ শিবমগহিতং কর্ম্মাস্ত স্বাহা ইতি ॥ ৯৩৫ ॥

ব্রহ্মাণঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য তন্মন্ত্রেণ তদাদিকাঃ।
উপচারৈ র্ষোড়শভির্যজেন্মণ্ডলদেবতাঃ ॥ ৯৩৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাকেও তাহার মন্ত্রে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া ষোড়শ উপচারে ব্রহ্মাদি মণ্ডল দেববৃন্দের যজন করিবেন ॥ ৯৩৬ ॥

টীকা—তন্মন্ত্রেণ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ব্রহ্মজজ্ঞানমিত্যাদিনা ব্রহ্মাণং প্রতিষ্ঠাপ্য ॥ ৯৩৬ ॥

স্থাপ্যদেবমথাবাহ্যার্চ্চায়াং তল্লিঙ্গমন্ত্রতঃ।
কর্ণিকায়াং মণ্ডলস্য তামর্চ্চামুপবেশয়েৎ ॥৯৩৭॥

অনুবাদ—প্রতিমাতে স্থাপনীয় দেবকে তাঁহার নাম মন্ত্রে আবাহন করিয়া সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যে কর্ণিকাতে ঐ প্রতিমাকে উপস্থাপিত করিবেন ॥৯৩৭॥

টীকা—তল্লিঙ্গমন্ত্রতঃ স্থাপ্যদেবলিঙ্গমন্ত্রেণস্থাপ্যদেবমার্চ্চায়াং প্রতিমায়ামাবাহ্য ॥ ৯৩৭ ॥

সুপ্রতিষ্ঠো ভবেত্যেতাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র চ।
পুনঃ সমর্চ্চয়েদ্গন্ধাদ্যুপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ ॥ ৯৩৮ ॥

অনুবাদ—'প্রভো সুপ্রতিষ্ঠিত হও' এই বলিয়া কর্ণিকা মধ্যে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় গন্ধাদি পঞ্চোপচারে পুনঃ অর্চ্চন করিবেন ॥ ৯৩৮ ॥

কুণ্ডান্তিকমথাগত্য তিলাজ্যৈর্জুহুয়াৎ কৃতী।
তদ্দেবতানাং প্রত্যেকং নামমন্ত্রৈর্দশাহুতীঃ ॥৯৩৯॥

অনুবাদ—অনন্তর কৃতী কুণ্ড সমীপে আসিয়া ঘৃতসিক্ত তিলদ্বারা মণ্ডলস্থ ব্রহ্মাদি প্রত্যেক দেবকে তাঁহাদের নামমন্ত্রে দশবার আহুতী দিবেন ॥ ৯৩৯ ॥

অথাধিবাসনবিধিঃ

অথ স্বস্তিকবত্তিন্যাং শয্যায়াং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
শ্রীমূর্ত্তিং প্রাঙ্মুখং দিব্যাস্তরণেষু নিবেশয়েৎ ॥৯৪০॥

অনুবাদ—অনন্তর অধিবাসন বিধি—অনন্তর ব্রাহ্মণগণ সহ স্বস্তিকমণ্ডলে শয্যাতে দিব্য আস্তরণের উপর পূর্ব্বমুখ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে শয়ন করাইবেন ॥ ৯৪০ ॥

ততঃ পুরুষসূক্তেনোত্তরনারায়ণেন চ।
উপস্থাপ্য ততোঽর্চ্চায়াং ন্যসেত্তত্ত্বানি তত্ত্বতঃ ॥৯৪১

অনুবাদ—তৎপরে পুরুষসূক্ত ও উত্তর নারায়ণ সূক্ত পাঠ করতঃ অর্চ্চামূর্ত্তিতে তত্ত্বসমূহের ন্যাস করিবেন ॥ ৯৪১ ॥

টীকা—তত্ত্বতঃ যথাবিধীত্যর্থঃ। তচ্চৈবম্—পুরুষাত্মনে নমঃ, প্রাণাত্মনে নম ইতি শিরসি; প্রকৃতিতত্ত্বায় নমঃ, বুদ্ধিতত্ত্বায় নমঃ, অহঙ্কারতত্ত্বায় নমঃ, মনস্তত্ত্বায় নম ইতি হৃদি; তথা শব্দতত্ত্বায় নম ইতি শিরসি; স্পর্শতত্ত্বায় নম ইতি ত্বচি; রূপতত্ত্বায় নম ইতি হৃদি। এবং রস-গন্ধশ্রোত্রত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বা-ঘ্রাণ-বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থ-পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশাখ্যানি তত্ত্বানি বস্তিপাদকর্ণত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণশিখাসু যথাসম্ভবং বিন্যস্য দেহে বিন্যসেদিতি ॥ ৯৪১ ॥

ন্যসেৎ পুরুষসূক্তঞ্চ গন্ধাদ্যৈরর্চ্চয়েত্ততঃ।
শয্যায়াং স্বাপয়েদেবং সুখশায়ী ভবেতি তম্ ॥৯৪২॥

অনুবাদ—পুরুষসূক্তও ন্যাস করিবেন, তৎপরে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিবেন, 'সুখশায়ী ভাব' এই বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে শয্যাতে শয়ন করাইবেন ॥ ৯৪২ ॥

টীকা—পুরুষসূক্তন্যাসশ্চৈবম্—অস্য পুরুষসূক্তমন্ত্রস্য নারায়ণঋষি পুরুষো দেবতা দেবস্যাঙ্গন্যাসে বিনিয়োগঃ' ইতি সহস্রশীর্ষাদি স্মৃত্বা, আদ্যমৃগ্‌দ্বয়মগ্রকরয়োঃ, উপরিতনং জানুনোঃ, তদুপরিতনং কট্যোঃ, সম্ভূম্যাদাস্তিস্রো নাভিহৃদয়কণ্ঠেষু। তদুপরিতনমৃগ্‌দ্বয়ং বাহ্বোস্তদুপরিতনমক্ষ্ণোঃ, অন্ত্যামৃচং মস্তকে ন্যসেদিতি ॥ ৯৪২ ॥

অন্তরালে ন গন্তব্যং কৈশ্চিন্মণ্ডলশয্যয়োঃ।
নিষিধ্যৈবং দেবতাভ্যো বলিং বিধিবদর্পয়েৎ ॥৯৪৩॥

অনুবাদ—মণ্ডল ও শয্যার মধ্যে কেহ গমন করিবে না—এইভাবে নিষেধ করিয়া বিধিবৎ দেবতাদিগকে প্রসাদাংশ উপহার দিবেন ॥ ৯৪৩ ॥

টীকা—মণ্ডলশয্যয়োরন্তরালে মধ্যে কৈশ্চিন্ন গন্তব্যমিত্যেবং নিষেধং কৃত্বা। বিধিবদিতি ক্ষীরৌদনং ব্রহ্মণে, ঘৃতান্নমুদকাভিঘারিতমিন্দ্রায়, আজ্যৌদনমগ্নয়ে, মাষান্নং যমায়, কৃষ্ণব্রীহ্যন্নং পুরাণেন ঘৃতেন নির্ঋতয়ে, নবনীতৌদনং বরুণায়, যবৌদনং বায়বে, প্রৈয়ঙ্গবং সোমায়, গামীশায় বলিং দদ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯৪৩ ॥

নৈবারিকচরুস্থালীমানীয় শয়নস্থলে।
দিগ্‌বলিং চরুশেষেণ বিতরেদ্বিধিবদ্‌বুধঃ ॥৯৪৪॥

অনুবাদ—শ্যামা তণ্ডুলের একথালি চরু শয়ন স্থলে আনীয়া অবশিষ্ট চরু দ্বারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে বিধিবৎ প্রাণিগণের উদ্দেশ্যে ছিটাইয়া দিবেন ॥ ৯৪৪ ॥

কৃত্বাধিবাসনং ত্বেবং গীতবাদ্যাদিভিঃ শুভৈঃ।
সোৎসাহং সোৎসবশ্চাঞ্চ রজনীমতিবাহয়েৎ ॥৯৪৫

অনুবাদ—এইভাবে অধিবাসন করিয়া মঙ্গল গীতবাদ্যাদি সহ অতি উৎসাহের সহিত উক্ত রজনী জাগরণ করিয়া অতিবাহিত করিবেন ॥ ৯৪৫ ॥

অথোত্থাপন-বিধিঃ

অরুণোদয়কালে সত্যুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে।
মন্ত্রেণানেন বাদ্যাদ্যৈর্দেবমুত্থাপয়েত্ততঃ ॥ ৯৪৬ ॥
স্তুত্বা পুরুষসূক্তেনোত্তরনারায়ণেন চ।
সঘৃতব্রীহিণা কুণ্ডে বিধিবচ্চ পয়েচ্চরুম্ ॥ ৯৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উত্থাপন-বিধি—অরুণোদয়কালে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' এইমন্ত্রে শ্রীহরিকে বাদ্যাদি সহ উত্থাপন করাইবেন এবং পুরুষসূক্ত ও উত্তর নারায়ণ সূক্ত দ্বারা স্তব করিয়া ঘৃতসহ ব্রীহি দ্বারা হোমকুণ্ডে বিধিবৎ চরুপাক করাইবেন ॥৯৪৬-৯৪৭॥

টীকা—উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে ইত্যনেন মন্ত্রেণ ॥৯৪৬

ততশ্চাজ্যেনাভিঘার্য্য জুহুয়ান্নামমন্ত্রতঃ।
দশাহুতীঃ স্থাপ্যদেবমন্ত্রতো হবিষা দশ ॥ ৯৪৮ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ঘৃতদ্বারা চরুকে সেচন করিয়া স্থাপনীয় শ্রীহরির নামমন্ত্রে চরু-হোম করিবে দশবার এবং ঘৃতদ্বারা দশবার আহুতি দিবে ॥ ৯৪৮ ॥

টীকা—নামমন্ত্রেণ দশাহুতীঃ স্থাপ্যদেবমন্ত্রেণ চ ঘৃতেন দশাহুতীর্জুহুয়াৎ ॥ ৯৪৮ ॥

অবদানানি হুত্বা চ চরুশেষেণ মন্ত্রতঃ ।
পূর্ণাহুতিঞ্চ জুহুয়াৎ তন্মন্ত্রদ্বয়তো বুধঃ ॥ ৯৪৯ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চরু শেষ দ্বারা অবদান হোম করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পূর্ণাহুতি হোম করিবেন ॥ ৯৪৯ ॥

টীকা—চরুশেষেণ মন্ত্রতোঽবদানানি কৃত্বা। তন্মন্ত্রশ্চায়ম্—'অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, ধন্বন্তরবে কুহ্বৈ অনুমত্যৈ প্রজাপতয়ে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' ইতি। তন্মন্ত্রদ্বয়তঃ পূর্ণাহুতিহবনমন্ত্রাভ্যাং সপ্ত তে অগ্নে পুনস্ত্বামিত্যেতাভ্যাং, বুধ ইতি তত্তৎপ্রকারং তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জানাতীতি তদ্বিশেষলিখনপরিশ্রমেণ কিমিতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যম্ ॥ ৯৪৯ ॥

ততো দত্ত্বা ধেনুমুখ্যাং শক্ত্যাচার্য্যায় দক্ষিণাম্ ।
মেরোরভিমুখং বেদ্যাং দেবং কুর্য্যাদ্দিনোদয়ে ॥৯৫০

অনুবাদ—অনন্তর সামর্থ্য থাকিলে শ্রেষ্ঠ গাভী আচার্য্যকে দান করিয়া দক্ষিণা দিবে। প্রভাতে শ্রী-হরিকে বেদীর উপর মেরুর অভিমুখে বসাইবে॥৯৫০

টীকা—দিনোদয়ে সূর্য্যে উদিতে সতি ॥ ৯৫০ ॥

ওষধীরিতি মন্ত্রেণ ততো দেবায় দর্শয়েৎ ।
সর্ব্বৌষধি-পুষ্পমূলফলানি বিবিধানি চ ॥ ৯৫১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীহরিকে ওষধীঃ এইমন্ত্রে সর্ব্বৌষধী বিবিধ পুষ্প, ফলমূল দেখাইবে ॥ ৯৫১ ॥

তাম্রপাত্রেঽথ মূলেন শতবারাভিমন্ত্রিতম্ ।
শান্ত্যম্বু গুরুরাদায় সিঞ্চেদ্দেবস্য মস্তকে ॥ ৯৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেব তাম্রঘটে মূলমন্ত্র দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত শান্তিজল লইয়া শ্রীহরির মস্তকে অভিষেক করিবেন ॥ ৯৫২ ॥

টীকা—অথানন্তরং তাম্রপাত্রে স্থাপ্যদেবতামূল-মন্ত্রেণ শতবারানভিমন্ত্রিতং শান্তিকলসতোয়মাদায়া-চার্য্যো মূলমন্ত্রেণৈবাভিষেকং কুর্য্যাৎ ॥ ৯৫২ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যেতমুপস্থাপ্য প্রকল্পয়েৎ ।
দেবাধো ধ্যানতো ব্রহ্মশিলাং রত্নাষ্টকান্বিতাম্ ।

অনুবাদ—বিশ্বতশ্চক্ষুঃ এইমন্ত্রে উপস্থাপনা করিয়া শ্রীহরির চরণের অধোদেশে ব্রহ্মশিলা অষ্টরত্নযুক্ত ধ্যান করিবেন ॥ ৯৫৩ ॥

টীকা—এতৎ দেবমুপস্থায়, বজ্রমৌক্তিকবৈদূর্য্য-শঙ্খস্ফটিক-পুষ্পরাগেন্দ্রনীল-মহানীলেতি রত্নাষ্টকো-পেতাং ব্রহ্মশিলাং ধ্যানেন দেবস্যাধস্তাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯৫৩ ॥

অথ দর্ভেষূপবিষ্টো ধৃতদর্ভঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
ব্রহ্মণে নম ইত্যাদিমন্ত্রং সপ্রণবং জপেৎ ॥ ৯৫৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেব কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুশহস্তে করযোড়ে ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র প্রণব সহ জপ করিবেন ॥ ৯৫৪ ॥

টীকা—'ওঁ ব্রহ্মণে নমো বিষ্ণবে নমো রুদ্রায় নমঃ। এবমিন্দ্রায় অগ্নয়ে যমায় নির্ঋতয়ে বরুণায় বায়বে সোমায় ঈশানায় বসুভ্যো রুদ্রেভ্যঃ আদিত্যে-ভ্যোঽশ্বিভ্যাম্, মরুদ্‌ভ্যঃ কুবেরায় গঙ্গাদিভ্যো মহা-নদীভ্যোঽগ্নীসোমাভ্যামিন্দ্রাগ্নীভ্যাং, দাব্যাপৃথিভ্যাং ধন্ব-ন্তরয়ে সর্ব্বেষায় বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ব্রহ্মণে নমঃ' ইতি মন্ত্রং জপেৎ ॥ ৯৫৪ ॥

ততোঽম্ভঃপূরিতং কুম্ভং ক্ষিপ্তসর্ব্বৌষধিং নবম্ ।
অভ্যর্চ্চ্য যজমানস্য পুরতঃ স্থাপয়েদ্গুরুঃ ॥৯৫৫॥

অনুবাদ—তৎপরে নব জলপূর্ণ ঘটে সর্ব্বৌষধি নিক্ষেপ করিয়া অর্চ্চনা করিয়া শ্রীগুরুদেব যজমানের অগ্রে স্থাপন করিবেন ॥ ৯৫৫ ॥

টীকা—অভ্যর্চ্চ্য কুম্ভমেব গন্ধাক্ষতাদিনা সম্পূজ্য ॥ ৯৫৫ ॥

হস্তং কুম্ভমুখে ন্যস্য বারানষ্টৌ চ বিংশতিম্।
তত্তোয়মভিমন্ত্র্যাস্মিংস্তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ ॥ ৯৫৬ ॥

অনুবাদ—কুম্ভমুখে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আঠাইশ-বার ঐ জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐ ঘটে তীর্থ-সমূহকে আবাহন করিবেন ॥ ৯৫৬ ॥

তেনাভিষিঞ্চেদ্দেবাগ্রে যজমানং সহর্ত্বিজৈঃ।
ইমা আপঃ শিবতমা ইত্যাদিমনুভির্গুরুঃ ॥৯৫৭॥

অনুবাদ—তৎপরে শ্রীগুরুদেব ঋত্বিকগণ সহ শ্রীহরির অগ্রে যজমানকে ঐ তীর্থবারি দ্বারা অভিষেক করিবেন—ইহা আপঃ শিবতমাঃ ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহ দ্বারা ॥ ৯৫৭ ॥

সুমুহূর্ত্তে কৃতন্যাসো জপ্ত্বা মূলমনুং ততঃ।
ভগবন্ প্রতিতিষ্ঠেতি মনস্যুচ্চারয়ন্ মুহুঃ ॥ ৯৫৮ ॥
কুসুমাঞ্জলিনা গীতবাদ্যমঙ্গলঘোষতঃ।
দেবং মূর্ত্তৌ প্রতিষ্ঠাপ্য তাং চ স্পৃষ্ট্বা জপেদৃচম্ ॥ ৯৫৯ ॥

অনুবাদ—তৎপরে সুমুহূর্ত্তে ন্যাস করিয়া মূল-মন্ত্র জপ করিয়া পরে 'হে ভগবন্ প্রতিষ্ঠিত' মনে বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে গীতবাদ্য, মঙ্গল-ধ্বনি সহ কুসুমাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীহরিকে মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিমাকে স্পর্শ করিয়া ঋক্‌মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৯৫৮-৯৫৯ ॥

টীকা—তাঞ্চ মূর্ত্তিং স্পৃষ্টা 'ধ্রুবাঃ দ্যৌঃ ইত্যৃচং জপেৎ। অথ তঞ্চ দেবং পুরুষসূক্তেনোপতিষ্ঠেৎ, ভক্ত্যা স্তবীত ॥ ৯৫৯ ॥

ধ্রুবা দ্যৌরিতি তং চোপতিষ্ঠেৎ পুরুষসূক্ততঃ।
যজমানঃ সভার্য্যোঽথ বিতরেৎ কুসুমাঞ্জলিম্ ॥৯৬০

অনুবাদ—'ধ্রুবা দৌঃ' ইতি 'তং চোপতিষ্ঠেৎ' পুরুষসূক্ত হইতে এইমন্ত্র জপ করিবেন। যজমান ভার্য্যা সহ পুষ্পাঞ্জলি বিতরণ করিবেন ॥ ৯৬০ ॥

তত্র মন্ত্রঃ

স্বাগতং দেবদেবেশ মদ্ভাগ্যাত্ত্বমিহাগতঃ।
প্রাকৃতত্বমদৃষ্ট্বা মাং বালবৎ প্রতিপালয় ॥৯৬১॥
॥ ইতি ॥

অনুবাদ—পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—হে দেবদেবেশ স্বাগ-তং, আমার ভাগ্যে তুমি এখানে আসিয়াছ, আমাকে প্রাকৃতবৎ না দেখিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন কর ॥৯৬১॥

শান্তিকুম্ভাম্ভসা দেবং গুরুঃ পঞ্চামৃতৈরপি।
অভিষিচ্য স্নাপয়েত্তং রত্নপুষ্পকুশাম্বুনা ॥ ৯৬২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শান্তিঘটের জলদ্বারা এবং পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করিয়া শ্রীহরিকে রত্নপুষ্প ও কুশজল দ্বারা স্নান করাইবেন ॥ ৯৬২ ॥

সচ্চিদানন্দমিত্যাদি-মন্ত্রেণ কুসুমাঞ্জলৌ।
পরিভাব্যাগতং দেবং ন্যসেৎ প্রতিকৃতৌ ততঃ ॥৯৬৩

অনুবাদ—সচ্চিদানন্দম্ ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পা-ঞ্জলীতে শ্রীহরি আসিয়াছেন—এই ভাবনা করিয়া প্রতিমাতে অর্পণ করিবেন ॥ ৯৬৩ ॥

টীকা—সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মৈব ভক্তানুগ্রহায় গৃহীত-বিগ্রহং করচরণাদ্যবয়বিনং শঙ্খচক্রগদাদ্যায়ুধবন্তং নিজবাহনাদ্যুপেতং নিজহৃৎকমলমধ্যেঽবস্থিতং সর্ব্ব-লোকসাক্ষিণমণীয়াংসং 'পরমেষ্ঠ্যসি পরমাং মাং শ্রিয়ং গময়' ইতি মন্ত্রেণ কুসুমযুক্তাঞ্জলাবাগতং পরি-ভাব্য প্রতিকৃতৌ শ্রীমূর্ত্তৌ বিন্যসেৎ ॥ ৯৬৩ ॥

নিরুধ্য প্রণবেনাথ প্রাদুর্ভূতং বিচিন্ত্য তম্।
স্পৃষ্ট্বাঙ্ঘ্রিনাভিমস্তেষু ইহৈবৈষীতি ত্রির্জপেৎ ॥৯৬৪।

অনুবাদ—অনন্তর প্রণবদ্বারা নিরোধ করিয়া, তৎপরে শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এইরূপ ভাবনা ইহৈ বৈষীতি মন্ত্রে শ্রীচরণ, নাভি ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া তিনবার জপ করিবেন ॥ ৯৬৪ ॥

টীকা—অর্চ্চাসু তত্তৎপ্রতিমাসু প্রতিষ্ঠাপয়েৎ, তদভাবে চ শ্রীমূর্ত্তৌ মুখ্যভগবৎপ্রতিমায়ামেব তাঃ সর্ব্বাঃ বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৬৪ ॥

স্বস্বমন্ত্রৈঃ পরীবারদেবতাঃ পূর্ব্ববদ্‌বুধঃ।
প্রতিষ্ঠাপয়েদর্চ্চাসু শ্রীমূর্ত্তৌ বা বিচিন্তয়েৎ ॥৯৬৫॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি পরিকর দেবতাগণকে নিজ নিজ মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চ্চা বিগ্রহ সমূহে অথবা শ্রীমূর্ত্তিতে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবেন ॥ ৯৬৫ ॥

সকলীকৃত্য দেবং চ মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ পরিবারান্বিতং ততঃ ॥৯৬৬॥
অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রমাবর্ত্ত্য শক্তিতঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্দেবং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ॥৯৬৭॥

অনুবাদ—শ্রীহরিকে সকলীকরণ করিয়া মূল-মন্ত্রেও পূজা করিবেন, ষোড়শ উপচার দ্বারা পরিবার সমন্বিত, তৎপরে যথাশক্তি অষ্টোত্তর শতবার মূল-মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শ্রীহরিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন পাঠ করাইবেন ॥৯৬৬-৯৬৭

টীকা—শক্তিতঃ যথাশক্তি দেবং দণ্ডবৎ প্রণম্য যজমানার্থং স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ৯৬৭ ॥

অথাচার্য্যাদিসম্মাননম্

যজমানস্ততো দদ্যাদাচার্য্যায় তু দক্ষিণাম্।
গবাং শতং তদর্দ্ধং বা গামেকাং বাত্যশক্তিতঃ ॥৯৬৮

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্যাদি সম্মানন—তৎপরে যজমান আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন—একশত গাভী বা তদর্দ্ধ অথবা অত্যন্ত অশক্ত হইলে একটি গাভী দান করিবেন ॥ ৯৬৮ ॥

টীকা—দক্ষিণামেব লিখতি—গবামিতি। অত্য-শক্তিত ইতি, পঞ্চাশত্যশক্তৌ পঞ্চবিংশতিং, তত্র চাশক্তৌ দ্বাদশ, তত্রাপ্যশক্তৌ তিস্রঃ, অত্যন্তাশক্তৌ চৈকামেবেত্যর্থঃ ॥ ৯৬৮ ॥

দদ্যাত্তদর্দ্ধমৃত্বিগ্‌ভ্যো জাপিভ্যশ্চ তদর্দ্ধকম্।
অন্যেভ্যশ্চ যথাশক্তি বিবিধং দানমাচরেৎ ॥৯৬৯॥

অনুবাদ—ঋত্বিকগণকে তাহার অর্দ্ধেক, জপ-কারীগণকে তাহার অর্দ্ধেক অন্য সকলকে যথাশক্তি বিবিধ দ্রব্য দান করিবেন ॥ ৯৬৯ ॥

ততো গুরুর্হৃষ্টমনাঃ সর্ব্বকামিতলব্ধয়ে।
সুক্ষণে যজমানাঙ্কে শ্রীমূর্ত্তিং তাং সমর্পয়েৎ ॥৯৭০॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেব হৃষ্টচিত্তে সর্ব্ব-বিধ বাসনা সিদ্ধির জন্য শুভক্ষণে ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে যজ-মানের ক্রোড়ে সমর্পণ করিবেন ॥ ৯৭০ ॥

টীকা—তাং প্রতিষ্ঠিতাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিং যজ-মানস্য অঙ্কে ক্রোড়ে সমর্পয়েদিতি প্রায়শ্চলশ্রীমূর্ত্তে-র্গৃহস্থাপনেন অল্পপরিমাণাদ্যপেক্ষয়া, কিংবা যজমানস্য ভাববিশেষজননাভিপ্রায়েনেতি দিক্ ॥ ৯৭০ ॥

ততঃ সর্ব্বং পতাকাদি-মণ্ডপস্থং সমর্প্য চ।
আচার্য্যায় নমস্কৃত্য শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ॥৯৭১

অনুবাদ—তৎপরে মণ্ডপস্থ পতাকাদি সকল বস্তু আচার্য্যকে সমর্পণ করিয়া নমস্কার করিয়া যথাশক্তি বিপ্রগণকে ভোজন করাইবেন ॥ ৯৭১ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাফলম্

উক্তঞ্চ বৌধায়নেন—

এবং কুর্ব্বন্ প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞানাং ফলমাপ্নুয়াৎ।
দীর্ঘায়ুর্লব্ধলক্ষ্মীকো বসেৎ স্বর্গে চিরং সুখী ॥৯৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রতিষ্ঠার ফল, বৌধায়ন বলি-য়াছেন—এইভাবে প্রতিষ্ঠা করিলে যজ্ঞ সকলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দীর্ঘায়ু ও সম্পদ লাভ করিয়া স্বর্গে দীর্ঘকাল সুখে বাস করেন ॥ ৯৭২ ॥

মর্ত্ত্যলোকে চ জায়েত সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্।
ততোঽক্ষয়সুখে লোকে বৈকুণ্ঠে রমতে সদা ॥৯৭৩॥

অনুবাদ—সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিমান্ হইয়া মর্ত্ত্য-লোকেও জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর অক্ষয় সুখে বৈকুণ্ঠলোকে সর্ব্বদা ক্রীড়া করে ॥ ৯৭৩ ॥

অথৈকাধ্বরমার্গেণ চলার্চ্চাস্থাপনে বিধিঃ।
সংক্ষিপ্তো লিখ্যতে বৌধায়নাদ্যুক্তানুসারতঃ ॥৯৭৪॥

অনুবাদ—অনন্তর একাধ্বর প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে চল বিগ্রহ স্থাপন বিধি বৌধায়নাদির উক্তি অনুসারে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইতেছে ॥ ৯৭৪ ॥

———

অথৈকাধ্বরপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ

কুণ্ডমণ্ডপবেদীনাং নাত্রাপেক্ষাস্তি তাদৃশী ॥৯৭৫॥

অনুবাদ—অনন্তর একাধ্বর প্রতিষ্ঠা বিধি—একাধ্বর প্রতিষ্ঠা বিধিতে কুণ্ড, মণ্ডপ, বেদী প্রভৃতির পূর্ব্ববৎ প্রয়োজন নাই ॥ ৯৭৫ ॥

———

যজমানঃ পুণ্যকালে পুণ্যদেশে কৃতক্রিয়ঃ।
স্বস্তিবাচনপূর্ব্বন্তু নান্দীশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ৯৭৬ ॥

অনুবাদ—যজমান শুভক্ষণে পবিত্র দেশে নিত্যকর্ম্ম করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক নান্দীশ্রাদ্ধ করিবেন ॥৯৭৬॥

———

আচার্য্যমেকং বৃণুয়াৎ নর্ত্বিগাদীংশ্চ কাংশ্চন।
বিদধ্যাৎ সর্ব্বমাচার্য্যে ইত্যেকাধ্বরিকো বিধিঃ ॥৯৭৭

অনুবাদ—ঋত্বিকাদি কাহাকেও বরণ না করিয়া একমাত্র একজন আচার্য্যকে বরণ করিবেন, সর্ব্বকার্য্যের ভার আচার্য্যের উপর ন্যস্ত করিবেন—ইহাই একাধ্বর প্রতিষ্ঠা বিধি ॥ ৯৭৭ ॥

টীকা—তাদৃশী পূর্ব্ববদত্রাপেক্ষা নাস্তি, তাঃ কৃতা অকৃতা বেত্যাগ্রহো নাস্তিত্যর্থঃ। কৃতাঃ ক্রিয়া নিত্যকর্ম্মাণি যেন। আচার্য্যমেবৈকং বৃণুয়াৎ, ন ত্বন্যান্ কাংশ্চন বৃণুয়াৎ ॥ ৯৭৭ ॥

———

আচার্য্যো যজমানানুজ্ঞয়া সংকল্পমাচরেৎ।
স্থণ্ডিলেঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রীহিণা শ্রপয়েচ্চরুম্ ॥৯৭৮

অনুবাদ—আচার্য্য যজমানের আদেশে সংকল্প করিবেন। স্থণ্ডিলে অগ্নি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রীহি দ্বারা চরুপাক করিবেন ॥ ৯৭৮ ॥

———

আজ্যভাগান্তমাচার্য্যো মূর্ত্তিং বারাষ্টকং মুদা।
স্নাপয়েৎ পূর্ব্ববৎ পঞ্চগব্যৈঃ পঞ্চামৃতৈরপি ॥৯৭৯॥

অনুবাদ—আজ্যভাগান্তে আচার্য্য আনন্দের সহিত পূর্ব্ববৎ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে অষ্টবার স্নান করাইবেন ॥ ৯৭৯ ॥

———

অষ্টভিশ্চাভিষিঞ্চেত্তামাপো হিষ্ঠেতি মন্ত্রতঃ।
কুম্ভৈঃ সদূর্ব্বাসিদ্ধার্থপঞ্চপল্লবতোয়কৈঃ ॥ ৯৮০ ॥

অনুবাদ—আপো হিষ্ঠেতি মন্ত্রে দূর্ব্বা সিদ্ধার্থ পল্লবযুক্ত অষ্ট কুম্ভজল দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে অভিষেক করিবেন ॥ ৯৮০ ॥

টীকা—দূর্ব্বাদিসহিতৈরষ্টভিঃ কুম্ভৈস্তাং শ্রীমূর্ত্তিমভিষিঞ্চেৎ স্নাপয়েৎ ॥ ৯৮০ ॥

———

অভ্যর্চ্চ্য বস্ত্রগন্ধাদ্যৈরর্চ্চাং তাং নামমন্ত্রতঃ।
সর্ব্বতোভদ্রমধ্যস্থ-ভদ্রপীঠে নিবেশয়েৎ ॥ ৯৮১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তির নামমন্ত্রে তাঁহাকে বস্ত্র ও গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চন করিয়া সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যস্থিত ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবেন ॥ ৯৮১ ॥

টীকা—নামমন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনি ভদ্রপীঠে স্থাপয়েৎ ॥ ৯৮১ ॥

———

তৎপ্রাগাদ্যষ্টদিক্ষ্বষ্টৌ সগন্ধাক্ষতপল্লবান্।
কুম্ভান্ জলভৃতান্ন্যস্যেদ্দীপান্ প্রজ্বালয়েত্তথা ॥৯৮২॥

অনুবাদ—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে গন্ধ অক্ষত পল্লবযুক্ত জলপূর্ণ অষ্টকুম্ভ বিন্যাস করিবে, তৎসহ অষ্টদীপও প্রজ্বালিত করিবে ॥ ৯৮২

টীকা—তথৈবাষ্টৌ দীপান্ প্রজ্বালয়েৎ ॥ ৯৮২॥

———

নেত্রে চ প্রাগ্বদুন্মীল্য মধুনাক্তং প্রদায় চ।
চিত্রান্নবলিমাত্মেষ্টদেবমাহাত্ম্যকং স্মরেৎ ॥৯৮৩॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববৎ নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া মধুমিশ্রিত চিত্রান্ন উপহার দিয়া নিজ ইষ্টদেবের মাহাত্ম্য স্মরণ করিবে ॥ ৯৮৩ ॥

টীকা—চিত্রান্নবলিং প্রদায় চ ॥ ৯৮৩ ॥

স্তুত্বা পুরুষসূক্তেন পরিপূজ্যাঙ্গদেবতাঃ।
প্রত্যেকং জুহুয়াৎ সাষ্টশতন্তু সমিদাদিভিঃ ॥৯৮৪॥

অনুবাদ—পুরুষসূক্ত দ্বারা স্তব করিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া সমিদাদি দ্বারা প্রত্যেক অষ্টোত্তর শত হোম করিবেন ॥ ৯৮৪ ॥

টীকা—সমিদাদিভিঃ—সমিদাজ্যচরুতিলৈঃ ॥৯৮৪

একৈকদ্রব্যহোমান্তে স্পৃশেদ্দেবঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
ক্ষিপেদাহুতিসংঘাতং ন্যস্তেঽগ্ন্যুত্তরতো ঘটে ॥৯৮৫॥

অনুবাদ—এক এক দ্রব্যের হোম শেষে শ্রীহরিকে পূর্ব্ববৎ স্পর্শ করিবে, অগ্নির উত্তর দিকে স্থাপিত ঘটে আহুতি শেষ নিক্ষেপ করিতে হইবে ॥ ৯৮৫ ॥

টীকা—অগ্নেরুত্তরতো ন্যস্তে পুরাস্থাপিতে আহুতিসংঘাতং পূর্ব্ববদেব নিক্ষিপেৎ ॥ ৯৮৫ ॥

ততঃ পূর্ণাহুতিং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
ততঃ কৃতাঙ্গন্যাসঃ সন্ দেবং হৃদি বিচিন্তয়েৎ ॥৯৮৬

অনুবাদ—অতঃপর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া হোম শেষ করিবে। অতঃপর অঙ্গন্যাস করিয়া হৃদয়পদ্মে শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে ॥ ৯৮৬ ॥

মূলমুচ্চারয়ন্মন্ত্রং দেবং হৃৎস্থঞ্চ সুক্ষণে।
কুসুমেন প্রতিষ্ঠাপ্য শ্রীমূর্ত্তৌ স্থাপয়েদথ ॥ ৯৮৭ ॥

অনুবাদ—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে হৃদয় পদ্মস্থিত শ্রীহরিকে শুভক্ষণে পুষ্পাঞ্জলীতে আনিয়া শ্রীমূর্ত্তিতে স্থাপন করিবে ॥ ৯৮৭ ॥

ধ্রুবসূক্তৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য সুপ্রতিষ্ঠো ভবেতি তম্।
প্রণবেন নিরুধ্যেষ্টং সংপ্রার্থ্য স্তুতিমাচরেৎ ॥৯৮৮॥

অনুবাদ—অনন্তর ধ্রুব সূক্তদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া 'সুপ্রতিষ্ঠো ভব' এই বলিয়া শ্রীহরিকে প্রণবদ্বারা নিরোধ করিয়া অভিলষিত প্রার্থনান্তে পুরুষ সূক্তাদিদ্বারা স্তব করিবে ॥ ৯৮৮ ॥

টীকা—ইষ্টং নিজবাঞ্ছিতং সম্যক্ প্রার্থ্য পুরুষসূক্তাদিনা স্তবীত ॥ ৯৮৮ ॥

অথাগ্র্যোদককুম্ভস্যাভিমন্ত্রপুরঃসরম্।
মূলেনাচমনীয়ান্তানাসনাদীন্ সমর্পয়েৎ ॥ ৯৮৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রথম জলঘট অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আসনাদি আচমনীয়ান্ত উপচার মূলমন্ত্রে সমর্পণ করিবেন ॥ ৯৮৯ ॥

টীকা—আসনম্, আদি-শব্দেন আবাহন-পাদ্যার্ঘ-মধুপর্কাচমনীয়ানি ॥ ৯৮৯ ॥

সংস্নাপ্যাথ কৃতন্যাসং দেবং পঞ্চামৃতৈঃ সুখম্।
সম্পাতকলসোদেন বিশুদ্ধান্নোদকেন চ ॥ ৯৯০ ॥
শঙ্খাপিতেন সংস্নাপ্য তন্মন্ত্রৈর্বারসপ্তকম্।
বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯৯১ ॥

অনুবাদ—প্রথম ঘট জলদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া পরে ন্যাসান্তে সানন্দে পঞ্চামৃত দ্বারা সম্পাত কলস জলদ্বারা, বিশুদ্ধ অন্নজল দ্বারা শঙ্খে করিয়া মূলমন্ত্রে সপ্তবার স্নান করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধাদি উপচার সমূহ নিবেদন করিবে ॥ ৯৯০-৯৯১ ॥

টীকা—তন্মন্ত্রৈরিতি, 'ইমা আপঃ শিবতমাঃ' ইতি, সম্পাতকলসোদকেন তন্মূলমন্ত্রেণ চ শুদ্ধান্নোদকেন বারসপ্তকং সপ্তকৃত্বঃ সংস্নাপ্য ॥ ৯৯০ ৯৯১ ॥

নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি পুরুষাহারসম্মিতম্।
সঘৃতং শর্করোপেতং পায়সং বা নিবেদয়েৎ ॥৯৯২॥

অনুবাদ—বিচিত্র নৈবেদ্য পুরুষ আহার পরিমিত ঘৃত, শর্করাযুক্ত পায়স নিবেদন করিবেন ॥ ৯৯২ ॥

মহানীরাজনং কৃত্বা প্রক্ষিপ্য কুসুমাঞ্জলিম্।
আচার্য্যো যজমানাদ্যঃ শক্ত্যা বন্দেত দণ্ডবৎ ॥৯৯৩

অনুবাদ—মহানীরাজন করিয়া শ্রীচরণদ্বয়ে

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আচার্য্য যজমান সহ যথা-শক্তি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন ॥ ৯৯৩ ॥

টীকা—প্রক্ষিপ্য দেবস্য পাদয়োর্বিকীর্য্য ॥ ৯৯৩॥

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বা ন্যাসং প্রার্থ্যাপ্যনেকশঃ।
পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্মিন্ন্যাসং সমাচরেৎ ॥৯৯৪

অনুবাদ—পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে ন্যাস, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া নিজ দেহে ন্যাস করিবেন ॥ ৯৯৪ ॥

টীকা—অনেকশঃ বহুধা, শরণাগতোঽহমস্য যজমানস্য কুলে সর্ব্বদা সানুগ্রহদৃষ্টির্ভবেত্যাদিকং প্রার্থ্য। অপি-শব্দঃ সমুচ্চয়ে, ন্যাসং স্বস্মিন্ কুর্য্যা-দিত্যনেন পূর্ব্বন্তু দেবে ন্যাসং কৃত্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯৯৪

দেবপার্শ্বস্থকলসৈরদ্ভিঃ সেচনমন্ত্রতঃ।
কুর্ব্বীত যজমানস্য বিপ্রোপেতোঽভিষেচনম্ ॥৯৯৫॥

অনুবাদ—শ্রীহরির পার্শ্বস্থিত কলস সমূহের জল-দ্বারা মন্ত্রপাঠ সহ আচার্য্য বিপ্রগণ সহ যজমানের অভিষেক করিবেন ॥ ৯৯৫ ॥

টীকা—বিপ্রোপেতঃ—ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ ॥ ৯৯৫ ॥

আচার্য্যায় ততো দদ্যাদ্‌যজমানস্তু দক্ষিণাম্।
বস্ত্রালঙ্কারগোভূমিস্বর্ণাদ্যাং নিজশক্তিতঃ ॥ ৯৯৬ ॥

অনুবাদ—যজমান তৎপরে আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী, ভূমি, স্বর্ণাদি দক্ষিণা দিবেন, ॥৯৯৬

যদি বা যজমানঃ স্যাদাচার্য্যঃ স্বয়মেব সঃ।
তদা চাচার্য্যবরণং দক্ষিণাদানমস্তি ন ॥ ৯৯৭ ॥

অনুবাদ—অথবা আচার্য্য স্বয়ংই তিনি যদি যজ-মান হন, সেইস্থলে আচার্য্য বরণ, দক্ষিণা দান প্রভৃতি নাই ॥ ৯৯৭ ॥

টীকা—পরমপি সংক্ষিপ্তমেব চ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-বিধিং লিখতি—যদি বেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৯৯৭ ॥

যজমানঃ সমং বিপ্রৈঃ পুণ্যাহং বাচয়েৎ স্বয়ম্।
অভিষেকঞ্চ কুর্ব্বীত তাংস্তু সম্পূজ্য ভোজয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৯৯৮ ॥

অনুবাদ—যজমান স্বয়ং বিপ্রগণসহ পুণ্যাহবাচন করিবেন। অভিষেকও করিবেন। অন্য ব্রাহ্মণ-গণকে সম্মান করিয়া ভোজন করাইবেন ॥ ৯৯৮ ॥

টীকা—আচার্য্যবরণ—তদ্দক্ষিণাদানব্যতিরেকেন পরঞ্চ কৃত্যং পূর্ব্ববদেব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি সমাসেন লিখতি—যজমান ইতি ॥ ৯৯৮ ॥

অথৈতৎপ্রতিষ্ঠাফলম্

প্রতিষ্ঠানেত্রে—

ইত্যনেন বিধানেন প্রতিষ্ঠাং বিদধাতি যঃ।
তস্য পুণ্যফলাবাপ্তিঃ সুখং চাত্যন্তিকং ক্রমাৎ ॥৯৯৯

অনুবাদ—অনন্তর এই প্রতিষ্ঠার ফল, প্রতিষ্ঠা নেত্রে—এইরূপ বিধানে যিনি প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহার পুণ্যফল প্রাপ্তি ও আত্যন্তিক সুখ ক্রমে হইবে ॥ ৯৯৯ ॥

টীকা—ক্রমাদিতি—ক্রমেণ যথেচ্ছং স্বর্গাদি-ভোগানন্তরম্ আত্যন্তিকং সুখং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯৯৯ ॥

অথ বৈগুণ্যে পুনঃ সংস্কারঃ

কদাচিচ্চ কথঞ্চিচ্চেৎ কিঞ্চিদ্ বৈগুণ্যমাপতেৎ।
সংস্কারাদি পুনঃ কুর্য্যাৎ সচ্ছাস্ত্রোক্তানুসারতঃ ॥১০০০

অনুবাদ—অনন্তর বৈগুণ্য হইলে পুনরায় সংস্কার—কখনও কোন প্রকারে যদি কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য দোষ উপস্থিত হয়, তখন সৎশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পুনরায় সংস্কারাদি করিবেন ॥ ১০০০ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

চালিতোৎপাটিতা হ্যর্চ্চা কেনচিৎ পাপকর্ম্মণা।
চণ্ডালমদ্যসংস্পর্শদূষিতা বহ্নিনা চ যা ॥ ১০০১ ॥
স্বয়ং বা পতিতা জীর্ণা নদীবেগাদিপাতিতা।
অপুণ্যজনসংস্পৃষ্টাঽবিপ্রক্ষতজদূষিতা ॥ ১০০২ ॥

অচলাং দূষিতামেবং স্থাপয়েদ্বিধিনোদ্ধৃতাম্ ।
পূর্ব্বপীঠং পরিত্যাজ্য যদন্যদপি তদ্গতম্ ।
ততো যথোক্তবিধিনা প্রাসাদে সন্নিবেশয়েৎ ॥১০০৩॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—কোন পাপকর্ম্ম দ্বারা শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ চালিত, উৎপাটিত, চণ্ডাল-স্পর্শ, মদ্যস্পর্শ-দোষে দূষিতা এবং যাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধা অথবা স্বয়ং পতিতা, জীর্ণা, নদী বেগাদিদ্বারা পাতিতা, অপুণ্য জন কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্টা, অবিপ্ররক্ত স্পর্শ দূষিতা —ইত্যাদি প্রকারে দূষিতা অচলা মূর্ত্তিকে উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুনরায় স্থাপন করিবেন, পূর্ব্বপীঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তন্মধ্যে অন্য যাহা কিছু তাহাও পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যস্থানে শাস্ত্রোক্ত বিধি-দ্বারা প্রাসাদে সন্নিবেশ করিবেন ॥ ১০০১-১০০৩ ॥

টীকা—বহ্নিনা চ দূষিতা দগ্ধেত্যর্থঃ। এবং দূষিতেত্যস্য সমাসগতস্যাকর্ষ আর্য্যত্বাদদোষঃ। সং-পৃষ্টেতি পাঠো বা ॥ ১০০১ ॥

টীকা—জীর্ণা সতী স্বয়ং পতিতা, যদ্বা জীর্ণা চেতি পৃথক্ দূষণং চিরকালেন জাতক্ষতাদিভির্বৈ-গুণ্যাদি প্রাপ্তোতীত্যর্থঃ ॥ ১০০২ ॥

টীকা—এবং নবধা দূষিতাম্ অচলাং স্থিরপ্রতি-মাং বিধিনা উদ্ধৃতাং সতীং স্থাপয়েৎ। কথম্? পূর্ব্বং পীঠং পিণ্ডিকাম্, অন্যদপি যৎ পীঠং গতং প্রাপ্তং তদপি পরিত্যজ্য অন্যস্থানে স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১০০৩ ॥

অতিজীর্ণাং তথা ব্যঙ্গাং দারবীং শৈলজাং তথা ।
পরিত্যজ্য ন্যসেদন্যাং পূর্ব্বোক্তবিধিনা গুরুঃ ॥১০০৪

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব অতিজীর্ণা এবং অঙ্গহীনা দারুময়ী বা শৈলীমূর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে অন্য মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন ॥ ১০০৪ ॥

টীকা—তত্র চাত্যন্তজীর্ণাদিকাং বিহায় তৎ পরি-বর্ত্তেনান্যাং স্থাপয়েদিত্যাহ—অতিজীর্ণামিতি ॥ ১০০৪

সংহারবিধিনা তত্র তত্ত্বান্ সংহৃত্য দেশিকঃ ।
সহস্রং নারসিংহেন হুত্বা তামুদ্ধরেদ্বুধঃ ॥১০০৫॥

অনুবাদ—আচার্য্য সংহার বিধি দ্বারা তন্মধ্য হইতে তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া নারসিংহ মন্ত্রে সহস্র-বার হোম করিয়া অভিজ্ঞব্যক্তি প্রতিমাকে গর্ত্ত হইতে উত্থাপিত করিবেন ॥ ১০০৫ ॥

টীকা—উদ্ধৃতামিত্যুক্তং, তৎপ্রকারমেবাহ প্রতি-মায়াং ন্যস্তানি তত্ত্বানি ॥ ১০০৫ ॥

বৃষভং যোজয়িত্বা তু মন্ত্রেণোৎপাট্য দেশিকঃ ।
দারবীং দাহয়েদহ্নৌ শৈলজাং প্রক্ষিপেজ্জলে ॥১০০৬

অনুবাদ—আচার্য্য বৃষ যোজন করিয়া মন্ত্রপাঠ সহ উৎপাটন করিবেন, দারুময়ী হইলে অগ্নিতে দাহ করাইবেন, শৈলী হইলে গভীর জলে প্রক্ষেপ করিবেন ॥ ১০০৬ ॥

ধাতুজাং রত্নজাং বাপি প্রক্ষিপেন্মকরালয়ে ।
অগাধে চান্যতোয়ে বা ক্ষিপেন্নদ্যাং মহাবনে ॥১০০৭

অনুবাদ—ধাতুময়ী বা রত্নময়ী হইলে তাহাকে সমুদ্রে প্রক্ষেপ করিবেন, অথবা অগাধ অন্য জলে বা নদীতে, নদী না থাকিলে মহা অরণ্যে নিক্ষেপ করি-বেন ॥ ১০০৭ ॥

টীকা—নদ্যাদ্যভাবতো মহাবনে বা ক্ষিপেৎ ॥ ১০০৭ ॥

যানমারোপ্য জীর্ণার্চ্চাং ছাদ্য বস্ত্রাদিনা গুরুঃ ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥১০০৮॥
নীত্বাগাধজলং রম্যং ভাগীরথ্যাং মহার্ণবে ।
বিষ্বক্সেনাত্মবীজেন প্রক্ষিপেত্তাং তদা গুরুঃ ॥১০০৯

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব জীর্ণামূর্ত্তিকে যানে আরো-হণ করাইয়া বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শঙ্খ, দুন্দুভিধ্বনি সহ এবং গীতবাদ্য, নৃত্যধ্বনি সহ লইয়া অগাধ জল মনোরম ভাগীরথীতে বা মহাসমুদ্রে বিষ্বক্সেন আত্মবীজ পাঠসহ ঐকালে জীর্ণা শ্রী-মূর্ত্তিকে শ্রীগুরুদেব প্রক্ষেপ করিবেন ॥ ১০০৮-১০০৯

টীকা—তৎপ্রকারমেব বিশিষ্যাহ—যানমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১০০৮ ॥

রত্নানি ক্ষিপ্তান্যাদায় স্বয়ং দদ্যাত্তু দক্ষিণাম্ ॥১০১০॥

অনুবাদ—পিণ্ডিকার নিম্নে বিন্যস্ত রত্নসমূহ আচার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিবেন ॥ ১০১০ ॥

টীকা—ক্ষিপ্তানি পিণ্ডিকাধঃ পূর্ব্বং ন্যস্তানি, ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥ ১০১০ ॥

ধেনবো দশ বা পঞ্চ স্বর্ণবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতাঃ।
জীর্ণোদ্ধারে প্রদাতব্যা গুরবে বিষ্ণুতুষ্টয়ে ॥১০১১॥

অনুবাদ—শ্রীভগবৎ তুষ্টির জন্য জীর্ণোদ্ধার কার্য্যে দশটি বা পাঁচটি সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রদান করিবেন ॥ ১০১১ ॥

ভোজনীয়া বিষ্ণুভক্তা দেয়মন্নমবারিতম্।
ত্রিরাত্রমুৎসবং কার্য্যং পঞ্চ বা সপ্ত বা তথা।
বলিশ্চ বিধিনা দেয়ো যথোক্তেন সুরোত্তম ॥১০১২॥

অনুবাদ—বিষ্ণুভক্তগণকে ভোজন করাইবেন, যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া অবারিত ভাবে অন্ন দান করিবেন, ত্রিরাত্র, পঞ্চ বা সপ্তরাত্র উৎসব করিবেন, হে সুরোত্তম। যথা বিধানে পরিকর দেবগণকে ও প্রাণিগণকে উপহার দান কর্ত্তব্য ॥ ১০১২ ॥

টীকা—অবারিতং যথা স্যাত্তথা যোগ্যাযোগ্যাদ্য-বিচারেণ সর্ব্বেভ্য এব দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১০১২ ॥

ততো নিবেশয়েদন্যাং প্রতিমাং লক্ষণান্বিতাম্।
তৎক্ষণাদেব রাজেন্দ্র তস্য দোষপ্রশান্তয়ে ॥১০১৩॥

অনুবাদ—অনন্তর হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত বা নিজ দোষ শান্তির জন্য তৎক্ষণাৎই লক্ষণান্বিত অন্য প্রতিমা স্থাপন করিবেন ॥ ১০১৩ ॥

টীকা—তস্য—দৈবাজ্জাতস্য পূর্ব্বোক্তস্য দোষস্য প্রশান্তয়ে, স্বস্যেতি বা ॥ ১০১৩ ॥

সম্পত্তির্বা বিপত্তির্বা নোপেক্ষ্যাং তত্র কারয়েৎ।
অপাস্য পিণ্ডিকাং পূর্ব্বমন্যাং তত্র নিবেশয়েৎ ॥১০১৪

অনুবাদ—সম্পদ্ বা বিপদ্ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্ব পিণ্ডিকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পিণ্ডিকা সেইস্থানে স্থাপন করাইবেন ॥ ১০১৪ ॥

যদ্দ্রব্যা যৎপ্রমাণা বা যা মূর্ত্তিশ্চোদ্ধৃতা হরেঃ।
তদ্দ্রব্যা তৎপ্রমাণা চ সা মূর্ত্তিস্তত্র কীর্ত্ত্যতে ॥১০১৫॥

অনুবাদ—উদ্ধৃত পূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি যে দ্রব্যের যে পরিমাণ ছিল, সেই দ্রব্যের সেই পরিমাণ শ্রীহরির সেই মূর্ত্তি সেইস্থলে স্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ১০১৫ ॥

যৎপ্রমাণং যদাকারং যন্ময়ং বিম্বমুদ্ধরেৎ।
তৎপ্রমাণং তদাকারং তন্ময়ং তত্র বিন্যসেৎ ॥১০১৬

অনুবাদ—যে পরিমাণ, যে আকার, যে দ্রব্য নির্ম্মিত শ্রীহরির প্রতিমা উদ্ধৃত করা হইবে, সেইস্থলে সেই পরিমাণ, সেই আকার, সেই দ্রব্যময়ী, সেইস্থলে বিন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ১০১৬ ॥

টীকা—দার্ঢ্যার্থং মুক্তপোষন্যায়েনাহ—যৎপ্রমাণং, বিম্বং—শ্রীমূর্ত্তিম্ ॥ ১০১৬ ॥

বিহায় পিণ্ডিকাং পূর্ব্বাং তদ্দিনে চাপরাং ন্যসেৎ।
দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে দিবসে স্থাপয়েদ্ধরিম্।
অত ঊর্দ্ধ্বং ভবেদ্দোষো বিধিনাপি নিবেশিতে ॥১০১৭

অনুবাদ—পূর্ব্ব পিণ্ডিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দিনে অন্য পিণ্ডিকা বিন্যাস কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে শ্রীহরিকে স্থাপন করিবেন। অতঃপর বিলম্ব হইলে বিধিপূর্ব্বক স্থাপিত হইলেও দোষ হইবে ॥ ১০১৭ ॥

অনেনৈব বিধানেন লেপ্যাদীংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ।
অন্যাং প্রকল্পয়েত্তত্র তৎপ্রমাণাং তদাকৃতিম্ ॥১০১৮॥

অনুবাদ—এই বিধি অনুসারে মৃন্ময়ী লেপ্যাদি প্রতিমাকেও বিসর্জ্জন দিবে। সেইস্থলে অন্য প্রতিমা সেই পরিমাণে আকৃতিতে নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ১০১৮ ॥

কিঞ্চ—

ভ্রষ্টায়াং তু হৃতায়াং তু নষ্টায়াং তু প্রমাদতঃ।
সকূটং নারসিংহং বা লক্ষং গুহ্যং জপেদ্বুধঃ ॥১০১৯

অনুবাদ—আরও—হস্তচ্যুত, অপহৃত বা প্রমাদ বশতঃ প্রতিমা নষ্ট হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বীজ সহ নারসিংহ মন্ত্র গোপনে একলক্ষ জপ করিবেন ॥১০১৯

টীকা—কূটং—বীজম্ ॥ ১০১৯ ॥

পতিতায়াং তথা ভূমৌ যত্র কুত্রাপি বা তথা।
কুর্য্যাদযুতজপাস্তু গুরুঞ্চাপি প্রপূজয়েৎ ॥ ১০২০ ॥

অনুবাদ—যে কোন স্থানে ভূমিতে পতিত হইলে দশ সহস্র মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য এবং শ্রীগুরুদেবকেও পূজা করিবে ॥ ১০২০ ॥

হস্তমাত্রচ্যুতায়াং তু জপেৎ সার্দ্ধাযুতদ্বয়ম্ ॥১০২১॥

অনুবাদ—প্রতিমা একহস্ত উচ্চ হইতে পতিত হইলে পঞ্চবিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিবেন ॥১০২১॥

দ্বিহস্তমাত্রপাতস্তু প্রমাদাদ্যদি জায়তে।
তদা লক্ষং জপেন্মন্ত্রং বৈষ্ণবানপি পূজয়েৎ ॥১০২২॥

অনুবাদ—অনবধান বশতঃ প্রতিমা যদি দুইহস্ত উচ্চ হইতে পতিত হয়, তখন একলক্ষ মন্ত্র জপ এবং বৈষ্ণবগণকেও পূজন করিবেন ॥ ১০২২ ॥

পুরুষপ্রমাণপাতেন ব্যঙ্গা তু প্রতিমা যদা।
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যান্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১০২৩॥

অনুবাদ—পুরুষপরিমিত উচ্চ হইতে পতিত হইয়া প্রতিমার অঙ্গহানি হইলে পূর্ব্ববৎ নূতন প্রতিমা স্থাপন ও যথাবিধি সকল কর্ম্ম করিবেন। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ১০২৩ ॥

যাবন্মন্ত্রস্য জপাস্তু কৃতং তস্য চতুর্থকম্।
আজ্যাক্তৈশ্চ তিলৈর্হোমঃ কার্য্যো ন্যূনাদিপূরণে ॥ ১০২৪ ॥

অনুবাদ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ চলিবে বা যত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে তাহার এক চতুর্থাংশ ঘৃত-মিশ্রিত তিল দ্বারা হোম ত্রুটি পূরণের জন্য কর্ত্তব্য ॥ ১০২৪ ॥

ব্রহ্মপুরাণে—

খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে মানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু।
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে ॥১০২৫॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে—খণ্ডিত, স্ফুটিত, দগ্ধ, হস্ত হইতে চ্যুত, পরিমাণ হীন, যাগহীন, অস্পৃশ্য পশু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, অশুচি স্থানে পতিত, অন্য দেব-মন্ত্র দ্বারা পূজিত, অস্পৃশ্য পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পর্শ-দূষিত ॥ ১০২৫ ॥

টীকা—খণ্ডিতে জাতক্ষতে, স্ফুটিতে ভগ্নাঙ্গে, দগ্ধে বর্ণান্তরাপাদক-দাহদূষিতে, ভ্রষ্টে নিজস্থানাচ্চলিতে পতিতে বা, মানেন উক্তপরিমাণেন বিবর্জিতে, যাগহীনে অপ্রতিষ্ঠিতে পূজারহিতে বা, পশুস্পৃষ্টে অস্পৃশ্য-স্পর্শদূষিতে, দুষ্টভূমিষু অশুচি-স্থানেষু কথঞ্চিৎ পতিতে, অন্যদেবমন্ত্রেণার্চ্চিতে ॥ ১০২৫ ॥

দশস্বেতেষু ন চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ।
ইতি সর্ব্বগতো বিষ্ণুঃ পরিভাষাং চকার হ ॥১০২৬॥

অনুবাদ—এই দশ প্রকার দোষযুক্ত প্রতিমাতে দেববৃন্দ সন্নিহিত হন না সর্ব্বগত বিষ্ণু এই প্রকার নিয়ম করিয়াছেন ॥ ১০২৬ ॥

টীকা—এতেষু অধিষ্ঠানেষু, এতচ্চ সত্যমেবাহ ইতীতি ॥ ১০২৬ ॥

তত্র চ শৈবাগমে—

খণ্ডিতা স্ফুটিতা ভগ্না যস্মাদর্চ্চা ভয়াবহা।
তস্মাৎ সমুদ্ধরেত্তাঞ্চ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ ॥১০২৭॥

অনুবাদ—শৈবাগমে—খণ্ডিতা, স্ফুটিতা, ভগ্না প্রতিমা যেহেতু ভয়াবহা সেইহেতু পূর্ব্বোক্ত নবনির্ম্মিত বিধি অনুসারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ প্রতিমাকেও সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিবেন ॥ ১০২৭ ॥

টীকা—তত্র কথং ব্যবহর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং শৈবাগমোক্তং লিখতি—খণ্ডিতেত্যাদি ॥ ১০২৭ ॥

দেবতাপ্রতিমাপূজাস্বতন্ত্রেরেব চোদিতৈঃ ।
বিজ্ঞাপ্য দেবতাং মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥১০২৮॥
স্বস্থানাদুদ্ধরেদর্চ্চাং কিন্তু তাং বৃষভাদিনা ।
চালয়েচ্ছিল্পিভিঃ সার্দ্ধং সহায়ৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ১০২৯ ॥

অনুবাদ—দেবতা প্রতিমা পূজা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজ তন্ত্র-বিধি অনুসারে দেবতাকে প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে স্বস্থান হইতে খণ্ডিত প্রতিমাকে উত্থিত করিবেন। অচল প্রতিমাকে বৃষ ও বলবান্ সহায়কগণ দ্বারা শিল্পীগণ সহ চালনা করিবেন ॥ ১০২৮-১০২৯ ॥

চালিতোৎপাটিতা বার্চ্চা কেনচিৎ পাপকারিণা ।
স্বস্থানপতিতা ভদ্রে নির্ব্রণা লক্ষণান্বিতা ॥১০৩০॥
মন্ত্রতন্ত্রপ্রদেশজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠা-তন্ত্রনির্ম্মলঃ ।
স্থাপয়েত্তাং প্রযত্নেন পূর্ব্ববৎ বিধিনা গুরুঃ ॥১০৩১॥

অনুবাদ—কোন পাপী কর্ত্তৃক চালিত বা উৎপাটিত প্রতিমা বা স্বস্থান হইতে পতিতা প্রতিমা, হে ভদ্রে ! যদি অক্ষত ও লক্ষণান্বিত থাকে তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব মন্ত্র-তন্ত্র-দেশজ্ঞ প্রতিষ্ঠাশাস্ত্রবিষয়ে নির্ম্মল জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া ঐ প্রতিমাকে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পুন সংস্কার পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে স্থাপন করিবেন ॥ ১০৩০-১০৩১ ॥

টীকা—ভ্রষ্টা দুষ্টস্থানে পতিতা চ, নির্ব্রণা চেত্তর্হি পুনঃ সংস্কার্য্যেত্যাহ—চালিতেতি চতুর্ভিঃ। লক্ষণান্বিতেত্যনেন মানহীনা ত্যাজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১০৩০ ॥

অর্চ্চা সমুদ্ধৃতা যত্র নির্ব্রণা লক্ষণান্বিতা ।
তত্র তাং স্থাপয়েন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মণঃ শিলাম্ ॥১০৩২
সংশোধ্য মন্ত্রসংস্কারৈঃ কৃত্বা চৈবাধিবাসনম্ ।
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন স্থাপয়েচ্ছাস্ত্রবিত্তমঃ ॥১০৩৩॥

অনুবাদ—অক্ষত লক্ষণান্বিত প্রতিমা যে স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেইস্থানে ঐ প্রতিমাকে মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মশিলাকে সংশোধন করিয়া মন্ত্র-সংস্কার পূর্ব্বক অধিবাসন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্থাপন করিবেন ॥ ১০৩২-১০৩৩ ॥

খণ্ডিতাং স্ফুটিতাং জীর্ণামবলীঢ়াঞ্চ বহ্নিনা ।
প্রতিমাং বর্জ্জয়েদ্‌যত্নাদ্ভগ্নাং স্বৈর্লক্ষণৈর্যুতাম্ ॥১০৩৪

অনুবাদ—খণ্ডিতা, স্ফুটিতা, জীর্ণা, অগ্নিদগ্ধা, ভগ্না প্রতিমা নিজলক্ষণ যুক্তা হইলেও যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন ॥ ১০৩৪ ॥

টীকা—তথা 'খণ্ডিতাদিকাপি হেয়ৈব' ইত্যাহ—খণ্ডিতামিতি ॥ ১০৩৪ ॥

বিধিবৎ পাটিতামর্চ্চাং দারুজাং শৈলজাদিকাম্ ।
নিক্ষিপেদ্দারুজামগ্নৌ তথান্যামপ্সু নিক্ষিপেৎ ॥১০৩৫

অনুবাদ—দারুময়ী ও শৈলী প্রভৃতি দোষযুক্তা প্রতিমাকে যথাবিধি উত্থাপিত করিয়া দারুময়ীকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন এবং অন্য প্রতিমাকে জলে বিসর্জ্জন দিবেন ॥ ১০৩৫ ॥

টীকা—বর্জ্জনপ্রকারমেবাহ—বিধিবদিতি। পাটিতাম্ উৎপাটিতাং সতীম্। তদ্বিধিঃ শ্রীহয়শীর্ষ-দেবোক্ত লিখিত এব ॥ ১০৩৫ ॥

যদ্রূপা যৎপ্রমাণা চ যস্মিন্নর্চ্চা সমুদ্ধৃতা ।
তদ্রূপাং তৎ প্রমাণাং চ তস্মিন্নর্চ্চাং নিবেশয়েৎ ॥ ১০৩৬ ॥

অনুবাদ—যে রূপ যে পরিমাণ প্রতিমা যে স্থান হইতে উদ্ধার করা হইবে সেইরূপ সেই পরিমাণ প্রতিমা সেই স্থানে স্থাপন করিবে ॥ ১০৩৬ ॥

টীকা—স্থাপনপ্রকারঞ্চাহ—যদ্রূপেতি ॥ ১০৩৬ ॥

প্রতিমা যস্য দেবস্য স্ব-শাস্ত্রে সম্প্রকীর্ত্তিতা ।
তস্য দেবস্য তৈর্মন্ত্রৈরর্চ্চাং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ ॥১০৩৭

অনুবাদ—যে দেবের প্রতিমা তাঁহার নিজ শাস্ত্রে

কীর্ত্তিত হইয়াছে ; অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই দেবের সেই মন্ত্র সমূহ দ্বারা প্রতিমা স্থাপন কর্ত্তব্য ॥ ১০৩৭ ॥

একাহপূজাবিহতৌ কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্ ।
ত্রিরাত্রে তু মহাপূজাং সংপ্রোক্ষণমতঃপরম্ ॥১০৩৮

অনুবাদ—একদিন পূজা বন্ধ থাকিলে দ্বিগুণ অর্চ্চন কর্ত্তব্য, ত্রিরাত্র পূজা বন্ধ থাকিলে মহাপূজা কর্ত্তব্য, ইহার অধিক বন্ধ থাকিলে মহাভিষেক ও মহাপূজা কর্ত্তব্য ॥ ১০৩৮ ॥

টীকা—সংপ্রোক্ষণং—মহাস্নানম্ ॥ ১০৩৮ ॥

মাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে ।
প্রতিষ্ঠৈবেষ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ
॥ ১০৩৯ ॥

অনুবাদ—একমাসের উর্দ্ধ বহুদিন পূজা যদি বন্ধ থাকে, কেহ বলেন পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, কেহ বলেন—মহাভিষেক কর্ত্তব্য ॥ ১০৩৯ ॥

টীকা—যাগহীনায়াং কৃত্যমাহ—মাসাদিতি । এবং পশুস্পৃষ্টান্যমন্ত্রাচিতান্ত্যজাদি-স্পর্শদূষিতাসু মহাস্নানমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৩৯ ॥

কিঞ্চ—

সংপ্রোক্ষণন্তু দেবস্য দেবমুদ্বাস্য পূর্ব্ববৎ ।
অষ্টপঞ্চক্রমেণৈব স্নাপয়িত্বা মৃদম্ভসা ॥ ১০৪০ ॥

অনুবাদ—আরও—শ্রীহরিকে উদ্বাসন করাইয়া পূর্ব্ববৎ মহাভিষেক কর্ত্তব্য । প্রথমে অষ্টঘট পরে পঞ্চঘট জল দ্বারা ॥ ১০৪০ ॥

টীকা—সংপ্রোক্ষণপ্রকারমেবাহ—সংপ্রোক্ষণমিতি চতুর্ভিঃ । অষ্টপথক্রমেণেতি আদৌ বল্মীকাদ্যষ্টস্থানমৃত্তিকা-জলেন, ততস্তীর্থাদিপঞ্চস্থানমৃত্তিকাজলেন পঞ্চকষায়াদিজলেন বা ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪০ ॥

গবাং রসৈশ্চ সংস্নাপ্য দর্ভতোয়ৈর্বিশোধ্য চ ।
প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীতোয়ৈর্মূলেনাষ্টোত্তরং শতম্
॥ ১০৪১ ॥

অনুবাদ—প্রথমে পঞ্চগব্য স্নানান্তে কুশজল দ্বারা বিশোধন পূর্ব্বক মহাস্নানীয় জলদ্বারা মূলমন্ত্রে অষ্টোত্তর শত ঘট জলদ্বারা স্নান করাইবে ॥ ১০৪১॥

সপুষ্পং সকুশং পাণিং ন্যস্য দেবস্য মস্তকে ।
পঞ্চবারং জপেন্মূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্ ॥ ১০৪২ ॥

অনুবাদ—পুষ্প ও কুশ সহ শ্রীহরির মস্তকে রাখিয়া অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র পঞ্চবার জপ কর্ত্তব্য ॥ ১০৪২ ॥

টীকা—পঞ্চ অবরা যত্র, অষ্টোত্তরশতমুত্তরাণি যত্র । পঞ্চবারতোঽষ্টোত্তরশতবার-পর্য্যন্ত-জপে যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ১০৪২ ॥

ততো মূলেন মূর্দ্ধাদি পীঠান্তং সংস্পৃশেদপি ।
পূজাঞ্চ মহতীং কুর্য্যাদ্দেবমাবাহ্য পূর্ব্ববৎ ॥১০৪৩॥

অনুবাদ—অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠসহ মস্তক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে, পূর্ব্বৎ শ্রীহরিকে আবাহণ করিয়া ষোড়শ উপচারে মহাপূজাও কর্ত্তব্য ॥ ১০৪৩ ॥

টীকা—মূর্দ্ধাদি দেবস্য শ্রীমস্তকমারভ্য. পূর্ব্বদিতি প্রথমং প্রতিষ্ঠায়াং যথা কৃতাস্তি, তথৈব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৪৩ ॥

দেবীপুরাণে—

দেবার্চ্চা নৈব সঞ্চাল্যা মৃন্ময্যপি ভয়াবহা ।
হৈমাদির্দোষদা বৎস পূর্ব্বামুদ্ধৃত্য স্থাপিতা ॥১০৪৪॥

অনুবাদ—দেবীপুরাণে—মৃন্ময়ী দেব প্রতিমাও সঞ্চালন কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ভয়াবহা, হে বৎস ! পূর্ব্ব স্থাপিতা মৃন্ময়ী প্রতিমাকে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে হেমময়ী প্রতিমা সেই স্থানে স্থাপিত হইলেও অশুভকরী ॥ ১০৪৪ ॥

টীকা—পূর্ব্বাং পূর্ব্বস্থাপিতাং মৃন্ময়ীম্ উদ্ধৃত্য তৎপরিবর্ত্তেন হৈমাদিঃ হেমাদি নির্ম্মিতা তৎস্থানে স্থাপিতাপি দোষদা অশুভকরী ॥ ১০৪৪ ॥

মহাদুর্ভিক্ষজননী মরকারিষ্টদা ভবেৎ।
কর্ত্তুর্গোত্রস্য ভয়দা রিপুবংশবিবৰ্দ্ধিনী ॥ ১০৪৫ ॥

অনুবাদ—যথা—মহা দুর্ভিক্ষ জননী, মরকাদি অরিষ্টপ্রদা হয় এবং কর্ত্তার বংশে ভয়প্রদা আর শত্রুবংশ বর্দ্ধনকারিণী হইবে ॥ ১০৪৫ ॥

টীকা—দোষমেবাহ—মহেতি ॥ ১০৪৫ ॥

অথ পুনঃ সংস্কারমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

শীর্ণো দেবোঽথ প্রাসাদো যৈঃ পুনঃ সংস্কৃতো দ্বিজ।
অশোচ্যাস্তে মহাত্মানো ধূতপাপা মহাধিয়ঃ ॥১০৪৬॥

অনুবাদ—অনন্তর পুনঃ সংস্কার মাহাত্ম্য, ঐ দেবীপুরাণেই—জীর্ণ দেবমূর্ত্তি বা প্রাসাদ, হে দ্বিজ! যাহারা পুনঃ সংস্কার করে, তাহারা শোক বর্জ্জিত মহাত্মা মুক্তপাপ এবং মহাবুদ্ধিমান্ ॥ ১০৪৬ ॥

টীকা—দেবঃ তৎপ্রতিমেত্যর্থঃ। অথ-শব্দো বিকল্পে, প্রাসাদো বা। মহাত্মানো নিরভিমানাঃ, মহাধিয়শ্চ পরমবিবেকিনঃ স্বকীর্ত্ত্যনপেক্ষণেন পর-কীর্ত্তিসংরক্ষণেন চ পুণ্যবিশেষসিদ্ধেঃ ॥ ১০৪৬ ॥

হয়শীর্ষে—

যো জীর্ণং বিধিনা দেবং সংস্কুর্য্যান্মানবো ভুবি।
ফলং দশগুণং তস্য মূলান্মান্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪৭ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—যে মানব পৃথিবীতে জীর্ণ শ্রীহরিমূর্ত্তিকে সংস্কার করে, তাহার নূতন বিগ্রহ স্থাপন অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল হয় এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ১০৪৭ ॥

টীকা—মূলাৎ—প্রথমস্থাপকাৎ ॥ ১০৪৭ ॥

মূলাদ্দশগুণং পুণ্যং কূপাদেঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রতিমাদৌ শতগুণং জীর্ণসংস্করণাদ্ভবেৎ ॥ ১০৪৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতিষ্ঠিকো নামৈকোনবিংশো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—জীর্ণ কূপাদির সংস্কারে নূতন হইতে দশগুণ পুণ্য অধিক কীর্ত্তিত হয়, প্রতিমাদিতে জীর্ণ সংস্কারে নূতন হইতে শতগুণ পুণ্য অধিক হয় ॥ ১০৪৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রতিষ্ঠিক নামক উনবিংশ বিলাস সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইত্যূনবিংশো বিলাসঃ।
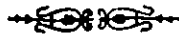
বিংশ-বিলাসঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্॥১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

অনুবাদ—অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের স্মরণ প্রভাব দেখাইতেছেন—যে কোন প্রকারে যিনি স্মৃত হইলে দুঃসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হয়, আর যিনি বিস্মৃত হইলে সুসাধ্য কার্য্য দুঃসাধ্য হয় সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। সিধ্যেৎ প্রাসাদিকো ভক্তিবিলাসো যৎপ্রসাদতঃ। স মে প্রসন্নবদনঃ শ্রীচৈতন্যঃ প্রসীদতু ॥ শ্রীভগবতো মন্দির-নির্ম্মাণবিধিং লিখিষ্যন্ তল্লিখনে চাত্মনাঽশক্যোঽপি তস্য স্মরণপ্রভাবেণ শক্তিং সংভাবয়ন্ তং প্রণমতি কথঞ্চনেতি। যেন কেনাপি প্রকারেণ স্মৃতোঽপি, দুষ্করং কর্ত্তুমশক্যমপি, বিপরীতং সুকরমপি দুষ্করং স্যাৎ। এবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্মরণপ্রভাবো দর্শিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমূর্ত্তেঃ স্থাপনার্থৈকং বেশ্মাবশ্যমপেক্ষ্যতে ।
অতো মন্দিরনির্ম্মাণবিধিরত্র বিলিখ্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের জন্য একটি মন্দির অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব নির্ম্মাণ বিধি এই বিংশ বিলাসে বিশেষ ভাবে লিখিত হইতেছে ॥ ২

টীকা—ননু বৈষ্ণবানামাবশ্যককর্ম্মলিখনমেব প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিং প্রাসাদলিখনেন ? তত্র লিখতি—শ্রীমূর্ত্তেরিতি। পূজার্থমবশ্যং শ্রীভগবন্মূর্ত্তির-পেক্ষ্যতে, তদর্থং চাবশ্যং গৃহমেকং তদুযোগ্যম-পেক্ষ্যতে, অতস্তন্নির্ম্মাণপ্রকারলিখনমপ্যুপযুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দিরনির্ম্মাণম্

ভবেদ্বহুবিধং তচ্চ বেশ্ম তত্র স্বশক্তিতঃ ।
শাস্ত্রানুসারতঃ কুর্য্যাদেকং বাসোচিতং প্রভোঃ ॥৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ—শ্রীভগবন্মন্দির বহুবিধ হইতে পারে, তন্মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে শাস্ত্রবিধি অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসযোগ্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

টীকা—প্রাসাদমণ্ডপাদিভেদেন বহুবিধং, তচ্চ ন শাস্ত্রোক্তব্যতিক্রমেণ কার্য্যমিতি লিখতি—শাস্ত্রেতি মতঃ প্রভোর্জগদীশ্বরস্য বাসোচিতম্ ॥ ৩ ॥

অথ মন্দিরনির্ম্মাণমাহাত্ম্যম্

বামনপুরাণে—
যঃ কারয়েন্মন্দিরং মাধবস্য
পুণ্যান্ লোকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বৈ ।
দত্ত্বারামান্ পুষ্পফলাভিপন্নান্
ভোগান্ ভুঙ্ক্তে কামতঃ স্বর্গসংস্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মন্দির নির্ম্মাণ মাহাত্ম্য, বামন-পুরাণে—শ্রীমাধবদেবের মন্দির যিনি নির্ম্মাণ করান, তিনি নিত্য বৈকুণ্ঠধামে পবিত্র লোকসমূহ জয় করেন ইহা নিশ্চিত, পুষ্প, ফল শোভিত উপবন দান করিয়া নিত্য স্বর্গ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ইচ্ছামত ভোগসমূহ ভোগ করেন ॥ ৪ ॥

টীকা—শাশ্বতান্ লোকানিতি বহুত্বং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকস্য গৌরবাভিপ্রায়েণ, তত্রত্য বহুলপ্রদেশবিশেষা-পেক্ষয়া বা জ্ঞেয়ম্, অন্যেষাং সর্ব্বেষামশাশ্বতত্বাৎ ॥৪॥

পিতামহস্য পুরতঃ কুলান্যষ্টৌ চ যানি তু ।
তারয়েদাত্মনা সার্দ্ধং বিষ্ণোর্মন্দিরকারকঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারী নিজের সহিত পিতামহের ঊর্দ্ধতন অষ্টকুলকেও অশেষ সংসার-দুঃখ হইতে পার করিয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যায় ॥ ৫ ॥

টীকা—ন চ স এবৈকঃ, কিন্তু নিজপূর্ব্বজৈরপ্য-ন্বিত ইত্যাহ—পিতেতি। তারয়েৎ দুষ্কর্ম্মভিঃ সং-সারাব্ধৌ নরকেষু বা পতিতানপি শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপণেনাশেষদুঃখপারং নয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ পিতৃগাথায়াম্—
অপি ন স্বকুলে কশ্চিদ্বিষ্ণুভক্তো ভবিষ্যতি
হরিমন্দিরকর্ত্তা যো ভবিষ্যতি শুচিব্রতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আরও—পিতৃগাথাতে—আমাদের কুলে কি কোন বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিবে ? যে ব্যক্তি পবিত্র ব্রত ধারণ পূর্ব্বক শ্রীহরিমন্দির নির্ম্মাণ কর্ত্তা হইবে ॥ ৬ ॥

টীকা—অতএব পিতৃভির্গীয়তে—অপীতি ॥ ৬ ॥

অগ্নিপুরাণে—
যে ধ্যায়ন্তি সদা বুদ্ধ্যা করিষ্যামো হরের্গৃহম্ ।
তেষাং বিলীয়তে পাপং পূর্ব্বজন্মশতোদ্ভবম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—যাহারা বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বদা ধ্যান করে—আমরা শ্রীহরির গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহাদের পূর্ব্ব শত জন্মের সঞ্চিত পাপ বিলীন হয় ॥৭॥

টীকা—করিষ্যাম ইতি বুদ্ধ্যা ধ্যায়ন্তি, দৃঢ়েচ্ছাং কুর্ব্বন্তি ; যদ্বা, বুদ্ধ্যা ভাবনয়া করিষ্যাম ইতি সদা চিন্তয়ন্ত্যেব, ন তু তাদৃশমপি কদাপি কর্ত্তুং শক্নুবন্তি, তেষামপি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ—

সমতীতং ভবিষ্যঞ্চ কুলানামযুতং নরঃ।
বিষ্ণুলোকং নয়ত্যাশু কারয়িত্বা হরের্গৃহম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আরও—মানব শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ দশ সহস্র কুলকে শীঘ্র বিষ্ণুধামে লইয়া যান ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ—

লক্ষেণাথ সহস্রেণ শতেনার্দ্ধেন বা হরেঃ।
তুল্যং ফলং সমাখ্যাতমিহেশ্বরদরিদ্রয়োঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আরও—সমর্থ ব্যক্তি বহু অর্থ লক্ষ বা সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ করুন, আর দরিদ্র ব্যক্তি শত বা তদর্দ্ধ মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ করুন, উভয়েই শ্রীহরির নিকট তুল্য ফল প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট ধনী ও দরিদ্র সমান ॥ ৯ ॥

টীকা—লক্ষেণেতি—সমর্থো বহুবিত্তব্যয়েন হরেগৃহং করোতু, দরিদ্রো বা অল্পব্যয়েন করোতু, দ্বয়োরপি হরেঃ সকাশাৎ ফলং সমানমেব কথিতমভিক্তেঃ শ্রদ্ধাদিসাম্যাৎ পরমফলবৈকুণ্ঠপ্রাপণাদ্বা ইতি দিক্ ॥৯

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—

কৃত্বা বাসগৃহং তস্য দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং ফলেন সহ যুজ্যতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয় কাণ্ডে—পরমেষ্ঠী শ্রীহরির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞসমূহের ফল পাওয়া যায় ॥ ১০ ॥

সুরবেশ্মনি যাবন্তো দ্বিজেন্দ্রাঃ পরমাণবঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজেন্দ্রগণ! শ্রীহরিমন্দিরে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে তত সহস্রবর্ষ বৈকুণ্ঠলোকে মন্দিরনির্ম্মাণকারক বিরাজ করে ॥ ১১ ॥

টীকা—হে দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ১১ ॥

প্রাসাদে মৃন্ময়ে পুণ্যং ময়ৈতৎ কথিতং দ্বিজাঃ।
তস্মাদ্দারুময়ে পুণ্যং কৃতে শতগুণং ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ! মৃন্ময় শ্রীহরিমন্দির নির্ম্মাণের পুণ্য আমি বলিলাম দারুময়মন্দির করিলে তাহা হইতে শতগুণ পুণ্য হয় ॥ ১২ ॥

ততো দশগুণং পুণ্যং তথা শৈলময়ে ভবেৎ।
ততো দশগুণং লৌহে তাম্রে শতগুণং ততঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শৈলময় মন্দির করিলে তাহা হইতে দশগুণ অধিক পুণ্য হয়, লৌহময় মন্দিরে তাহা হইতে দশগুণ, তাম্রময়ে তাহা হইতে শতগুণ অধিক ফল হয় ॥ ১৩ ॥

সহস্রগুণিতং রৌপ্যে তস্মাৎ ফলমুপাশ্নুতে।
ততঃ শতসহস্রং বৈ সৌবর্ণে দ্বিজসত্তমাঃ।
অনন্তফলমাপ্নোতি রত্নচিত্রে মনোহরে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—রৌপ্যময় মন্দিরে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ফল ভোগ করে, সুবর্ণময় মন্দিরে হে দ্বিজ সত্তমগণ! পূর্ব্বাপেক্ষা শত সহস্র গুণ অধিক ফল, মনোহর রত্ন চিত্রিত মন্দির নির্ম্মাণে অনন্ত ফল হয় ॥ ১৪ ॥

টীকা—রত্নৈঃ চিত্রে খচিতে ॥ ১৪ ॥

স্কান্দে—

আরম্ভে কৃষ্ণধিষ্ণ্যস্য সপ্তজন্মনি যৎ কৃতম্।
পাপং বিলয়মাপ্নোতি নরকাদুদ্ধরেৎ পিতৃন্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভে পূর্ব্ব সপ্ত জন্ম যে সকল পাপ হইয়াছে, তাহা বিনাশ পায়, আর নরক হইতে পিতৃ-পুরুষগণকে উদ্ধার করে ॥ ১৫ ॥

প্রাসাদপাদে কৃষ্ণস্য যাবত্তিষ্ঠন্তি রেণুকাঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পাদদেশে যত সং-

ষ্যক রেণু থাকে, তত সহস্রবর্ষ শ্রীবিষ্ণুগৃহে বাস করে ॥ ১৬ ॥

প্রাসাদে কৃষ্ণদেবস্য চিত্রকর্ম্ম করোতি যঃ ।
বসতে বিষ্ণুলোকে তু যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্দিরে যিনি চিত্রকর্ম্ম করেন, যতকাল সাগরসমূহ অবস্থান করে, ততকাল বিষ্ণুলোকে বাস করে ॥ ১৭ ॥

টীকা—কৃষ্ণস্য প্রাসাদস্তস্য পাদে মূলে প্রদেশে বা যাবৎ যাবত্যো রেণুকাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ১৭ ॥

নারসিংহে—
যঃ কুর্য্যাচ্ছোভনং বেশ্ম নরসিংহস্য ভক্তিমান্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে—যে ভক্তিমান্ মানবী নরসিংহদেবের মনোরম মন্দির নির্ম্মাণ করে, সে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

টীকা—ভক্তিমত্ত্বেনৈব শোভনবেশ্মকরণাত্তক্তিমানিত্যুক্তং, ন চাধিকারিবিশেষণত্বেনেতি দিক্ ॥১৮॥

হয়শীর্ষে—
দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ ।
তস্য কায়গতং পাপং তদহ্না বিপ্র নশ্যতি ।
কৃতে তু কিং পুনস্তস্য প্রাসাদে বিধিনৈব তু ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—যে মানব দেব-মন্দির করিব মনে চিন্তা করে, হে বিপ্র ! তাহার শরীরস্থ পাপ ঐ দিন বিনাশ পায়, বিধিপূর্ব্বক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলে তাহার কি পুণ্য তাহা কি বলিব ॥১৯

টীকা—মনসা চিন্তয়েৎ, কেবলমিচ্ছামাত্রং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অষ্টেষ্টকাসমাযুক্তং যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবং গৃহম্ ।
ন তস্য ফলসম্পত্তির্বক্তুং শক্যেত কেনচিৎ ।
অনেনৈবানুমেয়ং তু ফলং প্রাসাদবিস্তরাৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অষ্ট ইষ্টকাযুক্ত বিষ্ণু গৃহ যে মানব নির্ম্মাণ করে, তাহার ফল সম্পদ বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ নহে, অতএব বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণের যে ফল তাহা ইহা দ্বারা অনুমান কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

মরণঞ্চ ব্রজেন্মর্ত্ত্যো যঃ কৃত্বা প্রথমেষ্টকাম্ ।
স সমাপ্তস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যে মানব মন্দিরের প্রথম ইষ্টক পত্তন করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তিনি নিঃসংশয়ে যজ্ঞ সমাপ্তির ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

টীকা—প্রথমেষ্টকা-ন্যাসার্থং প্রতিষ্ঠিতলিঙ্গাদ্যষ্টেষ্টকামধ্যে প্রথমামাদ্যাং কৃত্বা বিন্যস্যাপি, যদ্বা, প্রাসাদার্থং নির্ম্মীয়মাণাসংখ্যেষ্টকামধ্যে প্রাগেকমাত্রেষ্টকাং নির্ম্মায় ; সমাপ্তস্য সম্পূর্ণদক্ষিণাদিকস্য ॥২১॥

বিষ্ণুরহস্যে—
বাল্যে সংক্রীড়মানা যে পাংশুভির্ভবনং হরেঃ ।
বাসুদেবস্য কুর্ব্বন্তি তেঽপি তল্লোকগামিনঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—বাল্যকালে ক্রীড়াবশে যাহারা ধূলিদ্বারা বাসুদেব শ্রীহরির মন্দির করে, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণলোকে গমনকারী হয় ॥ ২২ ॥

টীকা—বাসুদেবস্য—শ্রীবসুদেবনন্দনস্য হরেঃ ॥ ২২ ॥

আদিপুরাণে—
লেপনাচ্ছাদনং চৈব যঃ করোতি পুনর্নবম্ ।
দেবস্যায়তনং কৃত্বা ন ভবেৎ কীটজং ভয়ম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আদিপুরাণে—যিনি প্রাচীন মন্দিরের পুনরায় চূর্ণাদি দ্বারা লেপন ও আচ্ছাদন করেন, সর্পাদি কীটজ ভয় তাহার হয় না ॥ ২৩ ॥

টীকা—লেপনং সুধাদিলেপম্, আচ্ছাদনঞ্চ চূর্ণাদিভির্নিশ্ছিদ্রতাপাদনম্ কুত্র ? ইত্যপেক্ষয়াহ—দেবস্যায়তনং প্রতি কৃত্বেতি । যদ্বা, এতদ্দৃষ্টান্তত্বেনোহ্যম্ । কীটাঃ সর্পাদয়ঃ ক্ষুদ্রলাকা বা তজ্জম্ ॥২৩

অথ মন্দিরনির্ম্মাণকালঃ

মাৎস্যে—

চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুং তথৈব চ ॥ ২৪ ॥
আষাঢ়ে ভৃত্যরত্নানি পশুবর্গমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে মিত্রলাভং তু হানিং ভাদ্রপদে তথা ॥ ২৫ ॥
পত্নীনাশং চাশ্বযুজে কার্ত্তিকে ধনধান্যকম্।
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করজং ভয়ম্ ॥ ২৬ ॥
লাভং তু বহুশো বিদ্যাদীনাং মাঘে বিনির্দ্দিশেৎ।
কাঞ্চনং ফাল্গুনে পুত্রানিতি কালবলং স্মৃতম্ ॥২৭॥

অনুবাদ—অনন্তর মন্দির নির্ম্মাণ কাল, মৎস্য-পুরাণে—যে মানব চৈত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করায় সে ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, বৈশাখে ধনরত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে ভৃত্য ও রত্নপ্রাপ্তি এবং পশুবর্গ প্রাপ্তি, শ্রাবণে মিত্রলাভ, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে পত্নীনাশ, কার্ত্তিকে ধনধান্য, অগ্রহায়ণে অন্ন লাভ, পৌষে চৌর্য্যভয়, মাঘে বিদ্যাদি বহু লাভ এবং ফাল্গুনে স্বর্ণ ও বহু পুত্রলাভ, দেবগৃহ নির্ম্মাণে কালবল এইরূপ জানিবে ॥ ২৪-২৭ ॥

———

অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরাত্রয়মৈন্দবম্।
স্বাতী হস্তোঽনুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—গৃহারম্ভে নক্ষত্র ফল—অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরাত্রয়—উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপাদ, উত্তর ফল্গুনী, মৃগশিরা, স্বাতী, হস্তা ও অনুরাধা এই সকল নক্ষত্র প্রশংসনীয় ॥ ২৮ ॥

টীকা—ঐন্দবং—মৃগশীর্ষম্ ॥ ২৮ ॥

———

আদিত্যভৌমবর্জ্জঞ্চ সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ।
বজ্র-ব্যাঘাত-শূলানি ব্যতিপাতাতিগণ্ডকে।
বিষ্কুম্ভ-গণ্ড-পরিঘান্ বর্জ্জ্য যোগেষু কারয়েৎ ॥২৯॥

অনুবাদ—গৃহারম্ভে রবি, মঙ্গল ভিন্নসমস্ত বারসমূহ শুভপ্রদ, যোগ মধ্যে বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতিপাত, অতিগণ্ড, বিষ্কুম্ভ, গণ্ড ও পরিঘ যোগ ব্যতীত অন্য যোগে দেব গৃহারম্ভ কর্ত্তব্য ॥ ২৯ ॥

টীকা—বর্জ্জ্য—বর্জ্জয়িত্বা ॥ ২৯ ॥

———

শ্বেতে মৈত্রে চ মাহেন্দ্রে গান্ধর্ব্বাভিজিদ্রৌহিণে।
তথা বৈরাজসাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্বেত, মৈত্র, মাহেন্দ্র, গান্ধর্ব্ব অভিজিৎ রোহিণী, বৈরাজ ও সাবিত্র মুহূর্ত্তে দেব গৃহারম্ভ কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

টীকা—শ্বেতাদিসংজ্ঞকানাং নবমুহূর্ত্তানামেকতমে ॥ ৩০ ॥

———

চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতম্।
স্তম্ভোচ্ছ্রয়াদি কর্ত্তব্যমন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—চন্দ্র ও রবি বল প্রাপ্ত হইয়া শুভগ্রহ-দৃষ্ট প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভের উচ্চতাদি নিরূপণ কর্ত্তব্য, অন্য সময়ে দেবগৃহ নির্ম্মাণ পরিবর্জ্জনীয় ॥ ৩১ ॥

টীকা—অন্যত্র উক্তেতরকালে পরিবর্জ্জয়েৎ, ন প্রারভেদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

———

হয়শীর্ষে—

বাস্তুকর্ম্ম ন চারভ্যং বর্ষাকালে বিজানতা।
কৃষ্ণপক্ষে ত্রিভাগান্তে শুক্লস্যাদৌ দ্বিতীয়কে।
চতুর্থী নবমী বর্জ্জ্যা তিথিশ্চাপি চতুর্দ্দশী ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অভিজ্ঞব্যক্তি বর্ষা-কালে বাস্তুকর্ম্ম আরম্ভ করিবেন না। কৃষ্ণপক্ষে একাদশী হইতে অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষে আদিভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে দেবগৃহ আরম্ভ করিবেন না, কৃষ্ণ-পক্ষে চতুর্থী ও নবমী, শুক্লপক্ষে চতুর্দশী রিক্তা হেতু বর্জ্জনীয়া ॥ ৩২ ॥

টীকা—ত্রয়াণাং ভাগানামন্তে সতি একাদশ্যাদিষু নারভ্যম্, তথা শুক্লপক্ষস্য আদিভাগে দ্বিতীয়ভাগে চ ন চারভ্যম্। তত্রাপি কৃষ্ণপক্ষস্য প্রথমভাগে চতুর্থী, তথা দ্বিতীয়ে নবমী, শুক্লস্য চান্তে চতুর্দ্দশী রিক্তাত্বেন বর্জ্জনীয়া ॥ ৩২ ॥

———

ভৌমস্য তু দিনং বর্জ্জ্যং করণং বিষ্টিসংজ্ঞিতম্।
ক্ষিত্যন্তরীক্ষদিব্যোত্থৈৎরুৎপাতৈর্ভয়পীড়িতম্।
উপসৃষ্টং গ্রহৈর্ভঞ্চ ব্যতীপাতহতং তথা ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—মঙ্গলবার, বিষ্টিকরণ বর্জ্জনীয়, ভূকম্পাদি, উল্কাপাতাদি, সূর্য্য গ্রহণাদি, ভয় পীড়িত দিন বর্জ্জনীয়, বন্ধুবিয়োগাদি পীড়িত দিন, শনিগ্রহ দ্বারা নক্ষত্র পীড়িত দিন, ব্যতীপাত হত দিন পরিত্যাজ্য ॥ ৩৩ ॥

টীকা—ক্ষিত্যুত্থ উৎপাতঃ ভূকম্পাদি, অন্তরীক্ষোত্থ উল্কাপাতাদিঃ, দিব্যশ্চ সূর্য্যগ্রহণাদিঃ, তৈর্ভয়রূপৈঃ পীড়িতং বাধিতং দিনং বর্জ্জ্যম্। যদ্বা, তৈরুৎপাতৈর্লক্ষিতম্। অন্যৈর্ভয়ৈশ্চ বন্ধুবিয়োগাদিভিঃ পীড়িতং দিনং বর্জ্জ্যম্। উপসৃষ্টং পীড়িতম্। গ্রহৈঃ শনৈশ্চরাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

চন্দ্রতারানুকূলে চ কার্য্যং কর্ম্ম বিজানতা।
ধ্রুবাণি চাত্র শস্তানি নৈর্ঋতং শক্রদৈবতম্।
পুষ্যং পৌষ্ণঞ্চ সাবিত্র্যং বায়ব্যং বৈষ্ণবং তথা ॥৩৪॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি চন্দ্র, তারা অনুকূলে দেবগৃহারম্ভ করিবেন, স্থির নক্ষত্র, প্রশস্ত মূলা, জ্যেষ্ঠা, পুষ্যা, রেবতী, হস্তা, স্বাতী ও শ্রবণা প্রশস্তা ॥ ৩৪ ॥

টীকা—ধ্রুবাণি স্থিরাণি, নৈর্ঋতং মূলম্, শক্রদৈবতং জ্যেষ্ঠা, পুষ্যা পৌষ্ণং রেবতী, সাবিত্র্যং হস্তঃ বায়ব্যং স্বাতী, বৈষ্ণবং শ্রবণম্ ॥ ৩৪ ॥

স্থিরাংশে চ স্থিরে কর্ত্তুশ্চোপচয়াত্মকে।
কেন্দ্রে সৌম্যগ্রহো যস্য ত্রিকোণে তু সুরোত্তমঃ।
পাপাশ্চোপচয়স্থানে তদা কার্য্যং সমারম্ভেৎ ॥ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—কর্ত্তার উপচয় স্থানে, স্থিরাংশে, স্থিরলগ্নে, কেন্দ্রে (১, ৪, ৭, ১০) সৌম্য গ্রহ অবস্থান কালে, ত্রিকোণে বৃহস্পতি এবং উপচয় স্থানে—তৃতীয় ষষ্ঠ, দশম ও একাদশে পাপগ্রহ থাকে, তৎকালে দেব গৃহারম্ভ কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—কেন্দ্রং লগ্নং ততশ্চতুর্থং সপ্তমং দশমং চেত্যেবং স্থানচতুষ্কং, তস্মিন্ ত্রিকোণে লগ্নে নবপঞ্চমে, উপচয়স্থানং তৃতীয়ং ষষ্ঠং দশমমেকাদশঞ্চ, তস্মিন্ ॥ ৩৫ ॥

প্রাসাদরচনাস্থানং প্রতিষ্ঠাস্থাননির্ণয়াৎ।
ব্যক্তমেবাভবৎ কশ্চিৎ বিশেষোঽন্যোঽত্র লিখ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—প্রাসাদ রচনা স্থান পূর্ব্বে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, অন্য কিছু বিশেষ এস্থলে লিখিত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

টীকা—শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাস্থানং 'সিদ্ধক্ষেত্রং সরঃ পুণ্যম্' ইত্যাদিবচনেন, তথা 'নগরগ্রামমধ্যে' তু ইত্যাদিহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনৈশ্চ যো নির্ণয়ঃ পূর্ব্বং লিখিতোঽস্তি, তস্মাদেব প্রাসাদরচনায়াঃ স্থানমপি ব্যক্তমেবাভবৎ, নির্ণীতমভূদেবেত্যর্থঃ। প্রাসাদান্তরে শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনাদত্র প্রাসাদ-রচনা-স্থাননির্ণয়ে কশ্চিদন্যোঽপি বিশেষো লিখ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অথ প্রাসাদরচনা স্থানম্

হয়শীর্ষে—

পূর্ব্বং দেবকুলং পীড্য প্রাসাদং স্বল্পকং তথা।
সমং বাপ্যধিকং বাপি ন কর্ত্তব্যং বিজানতা ॥৩৭॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদ রচনা স্থান, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন দেবমন্দিরের সীমা আক্রমণ করিয়া নূতন প্রাসাদ অল্প, সম বা বৃহৎ রচনা করিবেন না ॥ ৩৭ ॥

টীকা—পূর্ব্বং প্রাচীনং, দেবকুলং প্রাসাদমেব। পীড্য পীড়য়িত্বা তৎসীমামাক্রম্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

উভয়োর্দ্বিগুণাং সীমাং ত্যক্ত্বা চোচ্ছ্রায়সম্মিতাম্।
প্রাসাদং কারয়েদন্যং নোভয়ং পীড়য়েদ্বুধঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ—উভয় মন্দিরের মধ্যে দ্বিগুণ সীমা ত্যাগ করিয়া উচ্চতাও সমান রাখিয়া অন্য নূতন প্রাসাদ করাইবেন, উভয় সীমা অতিক্রম করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৮ ॥

অথ স্থানশোধনানি

দেবীপুরাণে—

দেবো বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্যাঃ শুভে স্থানে অন্যথা তে ভয়াবহা ॥৩৯॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থানশোধন, দেবীপুরাণে—দেবদেব শ্রীবিষ্ণু, মহাদেব, রুদ্র, ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ ইঁহাদিগকে শুভ পবিত্রস্থানে স্থাপন কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে তাহারা ভয়প্রদ হন ॥ ৩৯ ॥

গর্ত্তাদিলক্ষণা ধাত্রী গন্ধাস্বাদেন যা ভবেৎ।
বর্ণেন চ সুরশ্রেষ্ঠ সা মহী সর্ব্বকামদা ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে সুরশ্রেষ্ঠ। যে ভূমি গর্ত্তাদি লক্ষণ-যুক্তা, গন্ধে ও আস্বাদে বর্ণে উৎকৃষ্টা, সেই ভূমি মন্দির নির্ম্মাণে সর্ব্বকাম্য ফলপ্রদা ॥ ৪০ ॥

টীকা—সুগন্ধাদিলক্ষিতা চ যা ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

মাৎস্যে—

পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত পশ্চাদ্বাস্তুং প্রকল্পয়েৎ।
শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
বিপ্রাদেঃ শস্যতে ভূমিরতঃ কার্য্যং পরীক্ষণম্ ॥৪১॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—প্রথমতঃ ভূমি পরীক্ষা কর্ত্তব্য, পরে বাস্তু নির্ণয়। শ্বেত ভূমি বিপ্রগণের প্রশস্ত, রক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়গণের, পীতভূমি বৈশ্যগণের ও কৃষ্ণভূমি শূদ্রগণের পক্ষে প্রশস্ত, অতএব পরীক্ষা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

টীকা—বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রমেণ শ্বেতাদিভূমিঃ প্রশস্তা ভবতি ॥ ৪১ ॥

বিপ্রাণাং মধুরাস্বাদা কষায়া ক্ষত্রিয়স্য চ।
কষায়কটুতা তদ্বদ্বৈশ্যশূদ্রেষু শস্যতে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণের মধুরাস্বাদ, ক্ষত্রিয়ের কষায় এবং কষায় যুক্ত কটু আস্বাদ ভূমি বৈশ্য ও শূদ্রগণের পক্ষে প্রশস্ত ॥ ৪২ ॥

অরত্নিমাত্রে বৈ গর্ত্তে স্বনুলিপ্তে চ সর্ব্বতঃ।
ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ম্।
জ্বালয়েদ্ভূপরীক্ষার্থং পূর্ণং তৎ সর্ব্বদিঙ্মুখম্ ॥৪৩॥
দীপ্তাং পূর্ব্বাদি গৃহ্নীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
বাস্তুঃ সামূহিকো নাম দীপ্যতে সর্ব্বতস্তু যঃ।
শুভদঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অরত্নি পরিমিত গর্ত্তের চতুর্দ্দিক গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া কাঁচা মাটির শরাবে ঘৃত রাখিয়া চারিদিকে চারিটি বাতি জ্বালাইবে ভূমি পরীক্ষার জন্য পূর্ণভাবে সকলদিক আলোকিত করিয়া জ্বলিতে থাকিলে পূর্ব্বদিক হইতে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ক্রমে সুফল প্রদ। যে স্থলে সর্ব্বদিক আলোকিত হইবে তাহা সামূহিক বাস্তু সর্ব্ববর্ণের মন্দির বা গৃহ শুভদ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকা—আমরশরাবস্থং ঘৃতং কৃত্বা তত্র চ বর্ত্তি-চতুষ্টয়ং কৃত্বা তচ্চ বর্ত্তিচতুষ্টয়ং সর্ব্বদিঙ্মুখং চতুর্দিগভিমুখং পূর্ণং কৃত্বা ভূপরীক্ষার্থং প্রজ্বালয়েৎ। পূর্ণমিতি ঘৃতবিশেষণং বা ॥ ৪৩ ॥

টীকা—তত্র চ প্রাদক্ষিণ্যেন সম্যগ্দীপ্তিবিশেষেণ দীপ্তাং বর্ত্তিং লক্ষ্যীকৃত্য পূর্ব্বাদি-দিশামারভ্য ক্রমেণ বিপ্রাদীনাং শুভং জানীয়াদিত্যর্থঃ। তত্র যদি বর্ত্তি-দ্বয়মধিকং দীপ্যতে, তদা দ্বয়োরেব শুভং, তত্র চ পূর্ব্ব দক্ষিণয়োশ্চেত্তর্হি বিপ্রক্ষত্রিয়য়োঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োশ্চেত্তর্হি বিপ্রশূদ্রয়োরিত্যেবমূহ্যম্। যত্র চ বর্ত্তিচতুষ্টয়ং সর্ব্বমেবাধিকং দীপ্যতে, তত্র সর্ব্বেষামেব শুভমিত্যাহ—বাস্তুরিতি ॥ ৪৪ ॥

অরত্নিমাত্রকং গর্ত্তং পরীক্ষ্যং খাতপূরণে।
অধিকে শ্রিয়মাপ্নোতি ন্যূনে হানিং সমে সমম্ ॥৪৫॥

অনুবাদ—অরত্নি পরিমিত গর্ত্ত করিয়া পরে ঐ মৃত্তিকা গর্ত্ত পূরণে মৃত্তিকা অধিক হইলে শুভ, কম হইলে অশুভ ও সমান হইলে সম ফল ॥ ৪৫ ॥

টীকা—কথং পরীক্ষ্যম্? তদাহ—খাতস্য তদ্-গর্ত্তস্য তন্মৃত্তিকাদিনা পূরণে সতি যদি তন্মৃত্তিকাদি-কমধিকমুদ্ধৃতং স্যাত্তর্হি শুভং স্যাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং হয়শীর্ষদেবেন—'সংপূর্য্যমাণে খাতে তু তথাধিকমৃদং শুভাম্' ইতি। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৫ ॥

কালকৃষ্টেঽথবা দেশে সর্ব্ববীজানি রোপয়েৎ।
ত্রিপঞ্চসপ্তরাত্রেণ যত্র রোহন্তি তান্যপি।
জ্যেষ্ঠোত্তমকনিষ্ঠা ভূর্বর্জ্জনীয়েতরা সদা ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হল দ্বারা কর্ষিত ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ বীজ

রোপণ করিবে, তিন, পাঁচ ও সাত রাত্রিতে বীজ অঙ্কুরিত হইলে ক্রমে জ্যেষ্ঠ ভূমি, মধ্যম ভূমি ও কনিষ্ঠ ভূমি জানিবে, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ ভূমি ও অন্য বর্জ্জনীয় ॥ ৪৬ ॥

টীকা—ত্রিরাত্রেণ যস্যাং বীজানি রোহন্তি, সা জ্যেষ্ঠা, পঞ্চরাত্রেণ যস্যাং সা মধ্যা, সপ্তরাত্রেণ চ যস্যাং সা কনিষ্ঠা ভূর্জ্ঞেয়াঃ ইত্যর্থঃ। তত্র চ অন্তিকাং কনিষ্ঠাং চ বর্জ্জয়েৎ। পাঠান্তরেঽপি সা এবার্থঃ ॥৪৬

———

হয়শীর্ষে—

সুরভীণাং রতির্যত্র সবৎসানাং বৃষৈঃ সহ।
সুন্দরীণাং রতির্যত্র পুরুষৈঃ সহ সত্তম ॥ ৪৭ ॥
রাজ্ঞাং পূর্ব্বং গৃহং যস্যামগ্নীনাং যজ্বনাং তথা।
কাশ্মীরচন্দনামোদা কর্পূরাগুরুগন্ধিনী ॥ ৪৮ ॥
কমলোৎপলগন্ধা চ জাতিচম্পকগন্ধিনী।
পাটলামল্লিকাগন্ধা নাগকেশরগন্ধিনী ॥ ৪৯ ॥
দধিক্ষীরাজ্যগন্ধা চ মদিরাসবগন্ধিনী।
সুগন্ধিব্রীহিগন্ধা চ শুভদ্রব্যস্বনা চ যা।
সর্ব্বেষাং বর্ণিনাং ভূমিঃ সর্ব্বসাধারণী মতা ॥৫০॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—হে সত্তম! যে ভূমিতে সবৎস সুরভিগণের বৃষগণ সহ কেলি, যে স্থানে সুন্দরীগণের পুরুষগণ সহ রতি, যে ভূমির পূর্ব্বদিকে রাজগৃহ, যজ্ঞশালা, যাজ্ঞিকগণের গৃহ, কাশ্মীর, চন্দন, কর্পূর, অগুরু গন্ধ যে ভূমির কমল, উৎপল, জাতি, চম্পক, পাটলা, মল্লিকা, নাগকেশর, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, গন্ধা ভূমি, মদিরা, আসব, গন্ধিনী, সুগন্ধি, ব্রীহি, গন্ধা ও শুভ দ্রব্যের শব্দ যে ভূমিতে তাহা সর্ব্ববর্ণার সর্ব্বসাধারণী ভূমি বলিয়া স্বীকৃতা ॥ ৪৭-৫০ ॥

———

দুর্গন্ধা দুঃস্বনা যা চ নানাবর্ণা চ দুর্ভগা।
বৃত্তার্দ্ধচন্দ্রসদৃশী বিস্তারাদ্দ্বিগুণায়তা ॥ ৫১ ॥
বিবর্ণা বর্ণহীনা চ বক্রা সূচিমুখী তথা।
দ্বিবর্ণা সূর্পসদৃশী গোমুখী চ ত্রিকোণিকা ॥ ৫২ ॥
ষড়স্রা শূলসদৃশী দন্তিপৃষ্ঠোপমা চ যা।
সরীসৃপসমা যা চ দিঙ্মূঢ়া শকটাকৃতিঃ।
এবম্প্রকারা যা ভূমির্বর্জ্জ্যা যত্নেন দেশিকৈঃ ॥৫৩॥

অনুবাদ—দুর্গন্ধা, দুঃশব্দ শঙ্কুলা, নানা বর্ণা ও দুর্ভগা, গোলাকৃতি, অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশী, বিস্তারের দ্বিগুণ দীর্ঘা। বিবর্ণা, বর্ণহীনা, বক্রা, সূচীমুখা, দ্বিবর্ণা, সূর্পসদৃশী, গোমুখী ও ত্রিকোণা, ষট্‌কোণা শূল সদৃশী, সর্পবৎ, দিক্ নির্ণয় অযোগ্যা, শকটাকৃতি—এই প্রকার যে ভূমি তাহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয় ॥ ৫১-৫৩ ॥

টীকা—বিবর্ণা দুর্বর্ণা ॥ ৫২ ॥

———

কিঞ্চ—

প্রাসাদস্য বিশেষেণ প্রোক্তা ভূমিশ্চতুর্ব্বিধা।
সুপদ্মা ভদ্রিকা পূর্ণা ধূম্রা বেগিন্যথাপি সা ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আরও—প্রাসাদের ভূমি বিশেষতঃ চতুর্ব্বিধা কথিত হইয়াছে—সুপদ্মা, ভদ্রিকা, পূর্ণা, ধূম্রা বা বেগিনী ॥ ৫৪ ॥

———

তিলকৈর্নারিকেলৈশ্চ বহিঃকাশৈশ্চ শোভিতা।
পদ্মেন্দীবরসংযুক্তা সা সুপদ্মেতি বিশ্রুতা ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—যে ভূমি তিল, নারিকেল, কুশ ও কাশ সমূহদ্বারা শোভিতা, পদ্ম, নীলপদ্ম সংযুক্তা, তাহাই 'সুপদ্মা' নামে বিখ্যাতা ॥ ৫৫ ॥

———

নদীসমুদ্রায়তনতীর্থপর্য্যন্তশোভিতা।
পুষ্পবৃক্ষসমাকীর্ণা ক্ষীরবৃক্ষোপশোভিতা ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—নদী, সমুদ্রায়তন তীর্থ পর্য্যন্ত শোভিতা পুষ্পবৃক্ষ সমাকীর্ণা, ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষ শোভিতা ॥ ৫৬ ॥

———

বনোদ্যান-লতাগুল্মফুল্ল-স্তম্বসমাবৃতা।
যজ্ঞীয়-বৃক্ষসুক্ষেত্রযুক্তা ভদ্রেতি কীর্ত্তিতা ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—বন, উদ্যান, লতা, গুল্ম, ফুল্লস্তম্ব-সমাবৃতা, যজ্ঞীয় বৃক্ষ, সুক্ষেত্রযুক্তা ভূমি 'ভদ্রা' নামে কীর্ত্তিতা ॥ ৫৭ ॥

———

বকুলাশোকবহুলা তথা প্লক্ষাম্রলোহিতৈঃ।
মাধবীবেষ্টিতা যা চ মুদ্গনিষ্পাবকোদ্রবৈঃ ॥৫৮॥
শূকধান্যৈশ্চ পুন্নাগৈর্গিরিপার্শ্বগতা চ যা।
তোয়ঞ্চ স্বল্পকং যস্যাং সা পূর্ণা পরিকীর্ত্তিতা ॥৫৯॥

অনুবাদ—বকুল, অশোক, পাকুড়, লোহিত বৃক্ষে শোভিত, মাধবী বেষ্টিতা, মুগ, নিষ্পাব, কোদ্রব, শূক, ধান্য, পুন্নাগ বৃক্ষশোভিতা, পর্ব্বত, পার্শ্বগতা এবং যাহাতে অল্পজলযুক্তা ঐ ভূমি 'পূর্ণা' নামে পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৮-৫৯ ॥

———

বিল্বার্ক-স্নুহি-পীলূনাং বনৈর্যা পরিতো বৃতা।
সশর্করা চ কঠিনা যুক্তা কণ্টকিভিদ্রুমৈঃ ॥৬০॥
গৃধ্রগোমায়ুকাকানাং শ্যেনানাং যা কুলাকুলৈঃ।
ধূম্রেতি কীর্ত্তিতা সা তু তাং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬১

অনুবাদ—ধূম্রা ভূমি—বিল্ব, আকন্দ, স্নুহি, পীলু বৃক্ষের বনদ্বারা পরিবেষ্টিতা কঙ্কর ও কঠিন ভূমি কাঁটাবৃক্ষযুক্তা, শকুন, শৃগাল, কাক ও শ্যেনপক্ষী সমাকুলা এইরূপ ভূমি 'ধূম্রা' নামে কীর্ত্তিতা, ঐ ভূমিকে যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিবেন ॥ ৬০-৬১ ॥

টীকা—প্লক্ষাদিভিবিশিষ্টা। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ স্নুহিঃ—শিজুঃ ॥ ৫৮-৬০ ॥

———

ততো ভূমিং পরীক্ষেত পূর্ব্বোদকপ্রবণাং শুভাম্।
অসঙ্কটাং তথাচ্ছন্নামল্পতোয়াং পরিপ্লুতাম্ ॥৬২॥
সম্পূর্য্যমাণে খাতে তু তথাধিকমৃদং লভেৎ।
কুসুম্ভসদৃশং বর্ণং যস্যাং ন ম্লানিমৃচ্ছতি ॥৬৩॥
ন নির্ব্বাতি তথা দীপস্তোয়ং শীঘ্রং ন জীর্য্যতে।
শ্বেতারুণা পীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং প্রশস্যতে ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভূমি পরীক্ষা করিবে, পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে নিম্ন ভূমি শুভপ্রদা, অদুর্গম ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন, অল্পজলমগ্না, গর্ত্ত করিলে পূরণকালে অধিক মৃত্তিকা থাকে, কুসুম্ভ সদৃশ বর্ণ, যাহা অম্লান যাহাতে দীপ নির্বাপিত হয় না, যে ভূমির জল শীঘ্র শুষ্ক হয় না, যে ভূমির বর্ণ শ্বেত, অরুণ, পীত, কৃষ্ণ ইহা ক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণে প্রশস্ত ॥ ৬৪ ॥

———

আজ্যাসৃগ্গন্ধা মদ্যানাং তুল্যগন্ধা তু যা ভবেৎ।
মধুরা চ কষায়া চ অম্লা চ কটুকা চ যা ॥৬৫॥
কুশৈঃ শরৈস্তথা কাশৈর্দূর্ব্বাভির্যা চ সংবৃতা।
তস্যাং পুণ্যেঽথ নক্ষত্রে কুর্য্যাদ্ভূমিপরিগ্রহম্ ॥৬৬॥

অনুবাদ—ঘৃত, রক্ত গন্ধা, মদ্যতুল্য গন্ধা যে ভূমি, মধুর, কষায়, অম্ল ও কটুরস স্বাদযুক্তা ভূমি, কুশ, শর, কাশ, দূর্ব্বা দ্বারা আচ্ছন্ন যে ভূমি তাহাতে পুণ্য নক্ষত্রে ভূমি পরিগ্রহ কর্ত্তব্য ॥ ৬৫-৬৬ ॥

টীকা—আজ্যাদিভিস্তুল্যো গন্ধো যস্যাঃ সা। তত্র আজ্যং ঘৃতম্। অসৃক্ রক্তং, গন্ধঃ—অগুর্বাদিসাধিতসুগন্ধিরসবিশেষঃ ॥ ৬৫ ॥

———

অথ ভূমিপরিগ্রহঃ

তত্রৈব—

প্রাকারসীমাপর্য্যন্তং ততো ভূতবলিং হরেৎ।
মাষং হরিদ্রাচূর্ণঞ্চ সলাজা দধিশক্তবঃ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভূমি পরিগ্রহ, উক্ত শাস্ত্রেই—তৎপরে প্রাচীর সীমা পর্য্যন্ত প্রাণীগণের উদ্দেশে মাষ, হরিদ্রাচূর্ণ, খই সহ দধি ও ছাতু মিশ্রিত করিয়া উপহার বিকীর্ণ করিবেন ॥ ৬৭ ॥

———

এভির্ভূতবলিং দত্ত্বা সূত্রমষ্টাক্ষরেণ তু।
পাতয়িত্বা ততঃ শঙ্কূনষ্টদিক্ষু নিবেশয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য দ্বারা ভূতবলি প্রদান করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সূত্রপাত করিয়া অষ্টদিকে ভূমিতে আটটি শঙ্কু (গোঁজ) স্থাপন করিবেন ॥ ৬৮॥

———

রাক্ষসাশ্চাপি ভূতাশ্চ যেঽস্মিংস্তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
তে সর্ব্বে ব্যপগচ্ছন্তু স্থানং কুর্য্যামহং হরেঃ।
ইত্যনুজ্ঞাপ্য ভূতাদীন্ তাং ভূমিং পরিশোধয়েৎ॥৬৯

অনুবাদ—এই ভূখণ্ডে যে সকল ভূত ও রাক্ষসগণ অবস্থান করিতেছে, তাহারা সকলে অন্যত্র যাউক আমি এস্থলে শ্রীহরির মন্দির করিব। ভূতগণকে এইরূপ জানাইয়া ঐ ভূমিকে শোধন করিবেন॥ ৬৯॥

———

আদিত্যাদিগ্রহাণাঞ্চ লোকপালৈঃ সমন্বিতী।
আজ্যেনেষ্টবিধানেন ততো বৈ হোমমাচরেৎ ॥৭০॥

অনুবাদ—অনন্তর কৃতী আদিত্যাদি গ্রহগণের লোকপালগণ সহ ঘৃতদ্বারা ইষ্টিযাগ বিধান অনুসারে হোম করিবেন ॥ ৭০ ॥

টীকা—লোকপালৈরিন্দ্রাদিভিঃ সমং সমন্বিতানামাদিত্যাদিগ্রহাণাং হোমং কুর্য্যাৎ ॥ ৭০ ॥

চরুহোমং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পশ্চাদ্বৌষড়ন্তেন দেশিকঃ ॥৭১॥

অনুবাদ—তৎপরে আচার্য্য মূলমন্ত্রে চরুহোম করিবেন, পরে বৌষট্ অন্তদ্বারা পূর্ণাহুতি দিবেন ॥৭১॥

বৃষভৌ কপিলৌ গৃহ্য সবর্ণৌ বা বিচক্ষণঃ।
যোজনার্থং হলঞ্চৈব গৃহ্ণীয়াদসনোদ্ভবম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি কপিল বর্ণ বা সমান বর্ণ বৃষভদ্বয় লইয়া ক্ষেত্রকর্ষণার্থ আসন বৃক্ষজাত হল গ্রহণ করিবেন ॥ ৭২ ॥

টীকা—গৃহ্য গৃহীত্বা, অসনশ্চারবৃক্ষঃ, তদ্ভবম্। হলস্যেতি পাঠে হলমিতি শেষঃ ॥ ৭২ ॥

প্রাঙ্মুখং যোজ্য মন্ত্রজ্ঞো বস্ত্রালঙ্কারভূষিতঃ।
আসনীং যষ্টিমাদায় দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া।
সম্মর্দ্দেন সমীকৃত্য শুভবীজানি বাপয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বস্ত্র ও অলঙ্কার ভূষিত হইয়া পূর্ব্বমুখে হল যোজন পূর্ব্বক আসন কাষ্ঠের যষ্টি লইয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে সম্মর্দ্দন দ্বারা ভূমিকে সমান করিয়া পবিত্র বীজ বপন করিবেন ॥ ৭৩ ॥

টীকা—যোজ্য যোজয়িত্বা সমীকৃত্য তদ্ভূতলম্ ॥ ৭৩ ॥

সম্প্রাপ্তে শুভকালে তু গোভিস্তৎ খাদয়েদ্বুধঃ।
পুনস্তৎ কর্ষয়িত্বা তু সমীকৃত্য গৃহং গুরুঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি শুভ সময় উপস্থিত হইলে ঐ শস্যগুলিকে গোগণ দ্বারা ভোজন করাইবেন, পুনরায় ঐ ভূমি কর্ষণ করাইয়া সমান করিয়া শ্রীগুরুদেব গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন ॥ ৭৪ ॥

টীকা—তৎ তত্র জাতং শস্যাদি, তং প্রদেশং, তদিতি বা পাঠঃ, গৃহং প্রারভেদিতি শেষঃ ॥ ৭৪ ॥

মাৎস্যে চ—

হীনাধিকাঙ্গতাং বাস্তোঃ সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
নগরগ্রামদেশেষু সর্ব্বত্রৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণেও—নগরে বা গ্রাম দেশে সর্ব্বত্রই বাস্তুকে সমচতুষ্কোণ করিতে হয়, তজ্জন্য বাস্তুর হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ বর্জ্জন করিতে হয় ॥৭৫॥

টীকা—ভূমিপরিগ্রহে চ কিঞ্চিদ্বিশেষমন্যং লিখতি—হীনেতি। সর্ব্বতঃ সমন্তাৎ ভূতলং সমং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অথ দিক্‌সাধনম্

হয়শীর্ষে—

বাহ্যবাস্তুং সমং কৃত্বা চতুরস্রং সমন্ততঃ।
ভূমিং তোয়সমাং কৃত্বা দর্পণোদরসন্নিভাম্।
দ্বাদশাঙ্গুলমানেন চাষ্টৌ বারাংস্তু ভ্রাময়েৎ ॥৭৬॥

অনুবাদ—অনন্তর দিক সাধন, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—বাস্তুর বহির্দেশ সমতল করিয়া মধ্য ভূমিকে সমচতুষ্কোণ করতঃ জলযন্ত্র দ্বারা দর্পণের মধ্যভাগ সদৃশ সমতল করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত শঙ্কু আটবার ভ্রমণ করাইবে ॥ ৭৬ ॥

মধ্যে সুনিশ্চলং শঙ্কুং স্থাপ্য ছায়াং নিরীক্ষয়েৎ।
প্রবেশে নিষ্ক্রমে তস্যাং শঙ্কুচ্ছায়াং নিরূপয়েৎ ॥৭৭॥

অনুবাদ—বাস্তুর মধ্যদেশে সুনিশ্চল শঙ্কু স্থাপন পূর্ব্বক ছায়া নিরীক্ষণ করিবে, সূর্য্যের উদয় অস্তে শঙ্কুচ্ছায়া চিহ্নিত করিবে ॥ ৭৭ ॥

টীকা—স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা, তস্যাং ভূমৌ, ছায়ায়াঃ প্রবেশে নিষ্ক্রমে চ নির্গমে ॥ ৭৭ ॥

শঙ্কুচ্ছায়াগ্রচিহ্নাভ্যাং প্রাক্‌প্রতীচ্যৌ প্রসাধয়েৎ।
প্রাক্‌প্রতীচীং গতে সূর্য্যে উদগ্‌যাম্যৌ প্রসাধয়েৎ ॥৭৮

অনুবাদ—শঙ্কুর ছায়ার অগ্রভাগের চিহ্নদ্বারা পূর্ব্ব, পশ্চিম দিক নির্ণয় করিবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমে সূর্য্য গতিদ্বারা উত্তর, দক্ষিণ দিক নির্ণয় করিবে ॥ ৭৮ ॥

বৈষুবে বিমলে ব্যোম্নি শঙ্কুনা সাধয়েদ্দিশম্।
শরদ্বসন্তয়োরেবমাদিত্যাৎ সাধয়েদ্দিশম্ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—বিষুবকালে নির্ম্মল আকাশে শঙ্কুদ্বারা দিক্ সাধন করিবে। শরৎকালে ও বসন্তকালেই সূর্য্য হইতে দিক্ সাধন করিবে ॥ ৭৯ ॥

টীকা—ন চ শঙ্কুনা সদা দিক্‌সাধনং স্যাদিত্যাহ —বৈষুবে ইতি। শঙ্কুলক্ষণং চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষ-দেবেন—'প্রশস্তং দারুমাদায় সারবৎ খদিরাদিকম্। চতুরস্রং তু তদ্দারু কারয়িত্বা তু শিল্পিনা॥ বৃত্তং ভূমিসমং কুর্য্যান্নির্ব্রণং সুষমং তথা। দ্বাদশাঙ্গুল-মায়ামমগ্রে চাঙ্গুলমুচ্যতে॥ মূলে ষড়ঙ্গুলঞ্চাস্য পরি-ণাহঃ স্বমানতঃ। হ্রস্বাৎ হ্রস্বতরং কার্য্যমগ্রেঽস্য যবমাত্রকম্। ভূমিচ্ছেদসমং কুর্য্যান্মূলমগ্রং সুসম্মি-তম্॥' ইতি। শরদ্বসন্তয়োরিতি—প্রায়স্তদানীং প্রাচীদিঙ্মধ্য এবাদিত্যোদয়াৎ ॥ ৭৯ ॥

প্রাচীং বা পুষ্পবেধেন চিত্রাস্বাত্যন্তরেণ বা।
উদীচীং ধ্রুববেধেন মধ্যযোগেন চোন্নয়েৎ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—অথবা পুষ্পবেধ দ্বারা চিত্রা নক্ষত্র ও স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যভাগ ধরিয়া পূর্ব্বদিক এবং ধ্রুব-বেধ দ্বারা মধ্যযোগে উত্তর দিক নির্ণয় করিবে॥৮০॥

চতুরস্রাং শিলাং গৃহ্য ইষ্টকাং বা সুশোভনাম্।
চতুর্দ্দিক্ষু নিবেশ্যাথ সূত্রচিহ্নং তু কারয়েৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—সমচতুষ্কোণ শিলা বা সুশোভনা ইষ্টকা লইয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপন পূর্ব্বক সূত্র চিহ্ন করাইবে ॥ ৮১ ॥

—৮৩

টীকা—মধ্যযোগেন সাধিতপ্রাচীপ্রতীচীমধ্যপ্রদেশ-দ্বারেণৈবেত্যর্থঃ। গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ৮০-৮১ ॥

এবং কৃত্বা সূত্রচিহ্নং ব্রাহ্মণাংস্তত্র ভোজয়েৎ।
বৈষ্ণবান্ পায়সেনাগ্র্যান্ দ্বাদশৈব সমাহিতঃ ॥৮২॥

অনুবাদ—এইরূপে সূত্রচিহ্ন করিয়া ঐ বাস্তুতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৈষ্ণবকে স্থিরচিত্তে পায়স ভোজন করাইবে ॥ ৮২ ॥

অথ শল্যোদ্ধরণম্

মাৎস্যে—
গৃহারম্ভেঽতিকণ্ডূতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জায়তে।
শল্যন্ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনে তথা।
সশল্যং ভয়দং যস্মাদশল্যং ভয়নাশনম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শল্য উদ্ধরণ, মৎস্যপুরাণে—গৃহারম্ভে গৃহকর্ত্তার অঙ্গে অতিশয় কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইলে সেস্থলে প্রাসাদে ও ভবনে শল্য উদ্ধার করিয়া নিক্ষেপ করিবে, যেহেতু শল্য থাকিলে ভয়প্রদ হয় সেইহেতু শল্যহীন অবস্থাই ভয়নাশন জানিবেন ॥ ৮৩ ॥

টীকা—স্বামী গৃহকর্ত্তা, তস্যাঙ্গে গাত্রে, যত্র যস্মিন্ স্থানে ॥ ৮৩ ॥

হয়শীর্ষে—
আদিশেদাত্মনঃ শল্যং গৃহিণোঽঙ্গবিকারতঃ।
শকুনো দৃশ্যতে বাপি যস্য বা শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।
কীর্ত্ত্যতে যস্য বৈ নাম শল্যং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥৮৪

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—গৃহকর্ত্তার কণ্ডুতি আদি অঙ্গবিকার হইতে বাস্তুতে শল্য আছে জানা যায় অথবা শকুন দৃষ্ট হয়, অথবা তার ধ্বনি শ্রুত হয়, যাহার নাম বলে তাহার অস্থিরূপ শল্য বাস্তুতে আছে ইহা বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৮৪ ॥

টীকা—অঙ্গবিকারঃ কণ্ডুয়নাদিঃ, তস্মাৎ। কীদৃশং তচ্ছল্যম্? ইত্যত্রাহ—শকুন ইতি। তস্য শকুনস্যাস্থ্যাদিরূপং শল্যম্ ॥ ৮৪ ॥

অথ বাস্তুমণ্ডলম্

মাৎস্যে—

পঞ্চগব্যৌষধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বাবসেচয়েৎ।
একাশীতিপদং কুর্য্যাদ্রেখাভিঃ কনকেন তু ॥ ৮৫॥

অনুবাদ—অনন্তর বাস্তুমণ্ডল, মৎস্যপুরাণে—বাস্তু পরীক্ষার পর পঞ্চগব্য ও সর্বৌষধি জলদ্বারা বাস্তুকে সেচন করিয়া স্বর্ণদণ্ড দ্বারা রেখা টানিয়া একাশী পদ বাস্তু অঙ্কন—করিবে ॥ ৮৫ ॥

টীকা—পরীক্ষিত্বা 'পূর্ব্বং ভূমিং পরীক্ষেত' ইত্যাদিনোক্তপ্রকারং ভূমিপরীক্ষণং কৃত্বা। ততঃ পঞ্চগব্যোরোষধিজলৈশ্চ ভূমিমবসেচয়েৎ প্রোক্ষেত। অত্র চায়ংগ্রন্থানুসারেণ শিষ্টসম্মতো বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। প্রথমং যজমানো মাতৃকার্চ্চনপূর্ব্বকং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমাভ্যুদয়িকং বিধায় প্রাঙ্মুখমাসীন্ উদঙ্মুখাংস্ত্রীন্ ব্রাহ্মণানুপবেশ্য চন্দনপুষ্পাক্ষততাম্বুলবাসোহিরণ্যৈরভ্যর্চ্চ্য। 'ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু'তি প্রথমং ব্রাহ্মণবাচনম্। 'ওঁ ঋধ্যতাম্' ইতি বাচনং ত্রিঃ কুর্য্যাৎ। ততো ভগবৎপ্রীতয়েঽহমুকবাস্তুকর্ম্মাহং করিষ্যে, তত্র ত্বমাচার্য্যো ভব' ইতি আচার্য্যং বৃণুয়াৎ। 'ভবামিত্যাচার্য্যেণাভিহিতে তচ্ছাখোক্তবিধিনা তমর্চ্চয়েৎ। তত আচার্য্যো গায়ত্র্যা গোমূত্রং, 'গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্' ইতি মন্ত্রেণ গোময়ম্। 'ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেণ দুগ্ধম্। 'দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনা সুরভিনো মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥' ইত্যাদিমন্ত্রেণ দধি। 'তেজোঽসি, শুক্রমস্যমৃতমসি' ধাম নামাসি, প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ইতি মন্ত্রেণ ঘৃতম্। 'ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যাং, সরস্বত্যৈ বাচো যন্তুর্যন্ত্রেণাগ্নেঃ সাম্রাজ্যেনাভিষিঞ্চামি' ইতি মন্ত্রেণোদকম্। এবং পৃথক্ পৃথক্ অভিমন্ত্র্য সর্ব্বমেকীকৃত্য তেন পঞ্চগব্যেনোদকেন চ তাং ভূমিং প্রোক্ষেতেতি। তন্মধ্যে চ কনকেনেতি স্বর্ণশলাকয়েতি জ্ঞেয়ম্। তদভাবে রজতফল-পুষ্প-ধান্যানামন্যতমেনাপি রেখাঃ কৃত্বা তাভিরেকাশীতিপদং নাম বাস্তুমণ্ডলং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

পশ্চাল্লেপেন চালিপ্য সূত্রেণালোড্য সর্ব্বতঃ।
দশ পূর্ব্বায়তা রেখা দশ চৈবোত্তরায়তাঃ।
সর্ব্ববাস্তুবিভাগেষু বিজ্ঞেয়া নবকা নব ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—পরে গোময়াদি দ্বারা ভূমিলেপন করিয়া সর্ব্বত্র সূত্রদ্বারা আলোড়ন পূর্ব্বক পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দশ রেখা এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত দশ রেখা সমচতুষ্কোণ মধ্যে টানিয়া নবগুণিত নব=৮১ একাশীতি পদ সর্ব্ববাস্তু বিভাগে এই রীতি জানিবে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—তৎপ্রকারমেবাভিব্যঞ্জয়তি—পশ্চাদিতি দ্বাভ্যাম্। নবকা নবেতি একাশীতিরিত্যর্থঃ। অত্র চায়ং বিশেষঃ—'শান্তা যশোবতী কান্তা বিশালা প্রাণবাহিনী। সতী সুমনা নন্দা সুভদ্রা সুরথা' ইতিসংজ্ঞিকা দশ প্রাক্পশ্চিমায়তা দক্ষিণোপক্রমা উদগপবর্গা রেখাঃ কৃত্বা তদুপরি হিরণ্যা সুব্রতা লক্ষ্মীবিভূতিবিমলা প্রিয়া জয়া কলা বিশোকা চ ঈড়েতিসংজ্ঞিকা দশ দক্ষিণোত্তরায়তাঃ পশ্চিমোপক্রমাঃ পূর্ব্বাপবর্গা রেখাঃ কুর্য্যাৎ। ততঃ শুক্লরঙ্গসূত্রডোরেণ তাঃ সম্যঙ্ নির্ম্মায় নবভির্নবকৈরেকাশীতিপদানীতি মণ্ডলং কুর্য্যাদিতি ॥ ৮৬ ॥

একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ব্ববাস্তুষু।
পদস্থান্ পূজয়েৎ দেবান্ ত্রিংশৎ পঞ্চদশৈব চ ॥৮৭॥
দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশ।
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধ মে ॥৮৮॥

অনুবাদ—বাস্তুবিৎ ব্যক্তি সর্ব্ববিধ বাস্তুতে একাশীতি পদ করিয়া পদস্থ দেবগণকে পূজন করিবেন। ত্রিংশৎ ও পঞ্চদশ বাহিরে বত্রিশ দেব পূজনীয়, মধ্যে ত্রয়োদশ পূজনীয়। নাম উল্লেখ পূর্ব্বক দেবগণকে ও তাহাদের স্থান বলিব আমার নিকট অবধারণ কর ॥ ৮৭-৮৮ ॥

টীকা—ত্রিংশৎ পঞ্চদশ চেতি পঞ্চচত্বারিংশতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

টীকা—তত্রৈব বিশেষমাহ—দ্বাত্রিংশদিতি। বাহ্যতঃ মণ্ডলস্য চতুর্দিক্ষু বাহ্যপংক্তিদ্বয়ে, অন্তশ্চ তদভ্যন্তরে ॥ ৮৮ ॥

ঈশকোণাদিষু সুরান্ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ।
শিখী চৈবাথ পর্জ্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ ॥৮৯॥
সূর্য্যঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ।
পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমাবুভৌ ॥ ৯০ ॥
গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা।
দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ ॥৯১॥
অসুরঃ শোষপাপৌ চ রোগোঽহির্ম্মুখ্য এব চ।
ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা।
বহির্দ্বাত্রিংশদেতে তু তদন্তশ্চ সুরান্ শৃণু ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—বিধান অনুসারে ঈশান কোণ হইতে দেবগণকে পূজন করিবে—শিখী, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ, আকাশ, বায়ু, পূষা, বিতথ গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, জলাধিপ (বরুণ)। অসুর, শোষ, পাপ, রোগ, অহি, মুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি—ইহারা বাহিরে বত্রিশ, মধ্যস্থিত ত্রয়োদশ দেবের নাম শ্রবণ কর ॥ ৮৯-৯২ ॥

টীকা—ঈশকোণাদিষু পঞ্চ, ঈশানকোনমারভ্য বক্ষ্যমাণবিধিনা শিখ্যাদিপঞ্চচত্বারিংদ্দেবান্ পূজয়েৎ। তানেব যথাস্থানং বিভজ্য দর্শয়ন্ আদৌ ক্রমেণ দ্বাত্রিংশদ্দেবানাহ শিখীতি সার্দ্ধত্রয়েণ ॥ ৮৯ ॥

টীকা—এতে শিখিপ্রভৃতয়ো দ্বাত্রিংশদ্দেবা বহির্মণ্ডলবাহ্যপংক্তিদ্বয়স্য দ্বিপঞ্চাশৎপদেষু পূজ্যা ইত্যর্থঃ। তত্র চ বক্ষ্যমাণবচনাদেকপদা দ্বাদশা, দ্বিপদাশ্চ বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৯২ ॥

ঈশানাদিচতুষ্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ।
আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—ঈশানাদি চতুষ্কোণ স্থিত দেবগণকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পূজন করিবেন—আপ, সাবিত্র, জয়, রুদ্র ॥ ৯৩ ॥

টীকা—ঈশানাদিচতুষ্কোণসংস্থিতানিতি বহিষ্কোণচতুষ্টয়স্যাধশ্চাৎ যদ্দ্বিতীয় পঙ্ক্তেঃ কোণচতুষ্টয়ং তত্র ঈশানাদিক্রমেণ স্থিতান্ আপাদীন্ চতুরো দেবান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগাঃ।
সর্ব্বানেকোত্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্ব্বাদীন্ নামতঃ শৃণু ॥৯৪

অনুবাদ—মধ্যে নবমপদে ব্রহ্মা, তাহার সমীপে অষ্টদেব, একের পর এক, পূর্ব্বদিক হইতে নাম শ্রবণ কর ॥ ৯৪ ॥

টীকা—নবানি পদানি যস্য স নবপদস্থিতো ব্রহ্মা পূজ্য ইত্যর্থঃ। তস্য ব্রহ্মণঃ সমীপগাঃ পার্শ্বাষ্টদিক্ষু চাষ্টৌ পূজ্যা ইত্যর্থঃ। আদৌ সামান্যতস্তেষাং সংস্থাপনমাহ—একো ব্রহ্মা উত্তরঃ মধ্যবর্ত্তী যেষাং তথাভূতান্ সর্ব্বান্ অষ্টাবপি জানীয়াৎ। পাঠান্তরে একঃ সর্ব্ব এব অন্তরা মধ্যে আবিষ্টঃ প্রবিষ্টো যেষামিতি তথৈবার্থঃ। পূর্ব্বাদীনিতি—পূর্ব্বাদিক্রমেণ স্থিতানিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ।
মিত্রোঽথ রাজযক্ষা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ।
অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥৯৫॥

অনুবাদ—অর্য্যমা, সবিতা, বিবস্বান্, বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষা, পৃথ্বীধর ও আপবৎস—ইহারা ব্রহ্মার চতুর্দ্দিকে জানিবে ॥ ৯৫ ॥

আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দিতিস্তথা।
পদিকানাং চ বর্গোঽয়মেবং কোণেষ্বশেষতঃ ॥৯৬

অনুবাদ—আপ ও আপবৎস, পর্জ্জন্য, অগ্নি,—ইহারা একপদী বর্গ, এইরূপ কোণ সমূহেও সর্ব্বত্র ॥ ৯৬ ॥

টীকা—তানেবাহ—আপশ্চেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। আপদয়ঃ পঞ্চ ॥ ৯৬ ॥

তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্বিপদাস্তে তু সর্ব্বতঃ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—তাহার মধ্যে বাহিরে বিশজন দ্বিপদাস্তে সর্ব্বত্রই ॥ ৯৭ ॥

অর্য্যমা চ বিবস্বাংশ্চ মিত্রঃ পৃথ্বীধরস্তথা।
ব্রহ্মণঃ পরিতো দিক্ষু ত্রিপদাস্তে তু সর্ব্বতঃ ॥৯৮॥

অনুবাদ—অর্য্যমা, বিবস্বান্, মিত্র, পৃথ্বীধর—ইহারা ব্রহ্মার চতুর্দ্দিকে ত্রিপদান্তে সকলে ॥ ৯৮ ॥

টীকা—পদিকানাং পদানাং পদবতাং বা মধ্যে। এক এবায়ং জ্ঞেয়ঃ। পার্শ্ববর্ত্তিত্বেন পরস্পরমেকত্র মিলিতত্বাদেকপদত্বাচ্চেতি দিক্। এবমনেনোক্ত-প্রকারেণ কোণেষু অন্যস্মিন্ কোনত্রয়েঽপি পূর্ব্ববদ-ন্যোঽন্যমিলিতৈরেব পদৈঃ পঞ্চপঞ্চভিরেকৈকো বর্গো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তত্র চ মণ্ডলস্যেশানকোণে শিখী, তস্য বামে দিতিঃ, দক্ষিণে পর্জ্জন্যঃ অধশ্চাপঃ, তদ-শ্চাপবৎস ইতি পঞ্চভিরেকো বর্গঃ। আগ্নেয়ে চ বায়ুঃ, তস্য বামে আকাশঃ, দক্ষিণে পূষা অধঃ সাবিত্র্যঃ, তদধশ্চ সবিতেতি পঞ্চভিরন্যঃ। নৈর্ঋতে পিতৃগণঃ, তস্য বামে মৃগঃ, দক্ষিণে দৌবারিকঃ, অধো জয়ঃ, তদধস্তাচ্চ বিবুধাধিপ ইতি পঞ্চভির-পরঃ। বায়ব্যে চ রোগঃ, তস্য বামে পাপঃ, দক্ষিণে অহিঃ, অধো রুদ্রস্তদধস্তাচ্চ রাজযক্ষ্মেতি পঞ্চভিঃ পরঃ। অশেষত ইত্যনেন চান্যত্রাপি সর্ব্বত্র বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ বর্গ উহ্যঃ। তথা হি—মণ্ডলস্য পূর্ব্বস্মিন্ ভাগে জয়ন্তাদিভির্দ্বিপদৈঃ পঞ্চভিরেকঃ, দক্ষিণে তথৈব বিতথাদিভিরেকঃ, পশ্চিমে তথৈব সুগ্রীবাদিভিরেকং, উত্তরে চ তথৈব মুখ্যাদিভিরেকঃ, মধ্যেঽপি ব্রহ্মণা তচ্চতুর্দ্দিক্স্থিতৈশ্চার্য্যমাদিভিশ্চতুর্ভিরেবং পঞ্চভিরে-কৈক ইত্যেবং নব বর্গাঃ, তৈশ্চ পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা ভবন্তীতি। ইত্থমেবাগ্রে বক্ষ্যমাণবাস্তুপুরুষ্য মস্তকা-দ্যঙ্গেষু ক্রমেণ শিখাদিদেবতা পূজাবিধিরপি সঙ্গচ্ছত ইতি দিক্। তেষাং কোণস্থিতানাং মধ্যে বহিশ্চাপ-বৎসাদ্যধিষ্ঠিতপদপংক্তিতো বাহ্যপংক্তিদ্বয়ে একস্যাং দিশি দ্বিপদাঃ পঞ্চৈত্যেব সর্ব্বতঃ চতুর্দিক্ষু বিংশতি-দ্বিপদা জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তত্র চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্জ্জন্যদক্ষিণতো বহিরেকপদে তদধশ্চান্তরেকপদে, এবং পদদ্বয়ে ক্রমেণ জয়ন্তাদয়ঃ পঞ্চ, দক্ষিণস্যাং তথৈব বিতথাদয়ঃ পঞ্চ, পশ্চিমায়াং তথৈব সুগ্রীবা-দয়ঃ পঞ্চ, উত্তরস্যাং তথৈব মুখ্যাদয়ঃ পঞ্চৈত্যেবং জ্ঞেয়ম্। চত্বারশ্চাত্র পদা ইত্যাহ—অর্য্যমেতি। এবং সর্ব্বে একপদা বিংশতিঃ, দ্বিপদাশ্চ বিংশতিঃ, ত্রি-পদাশ্চত্বারঃ, নবপদশ্চৈকো ব্রহ্মা, তত্র চ বহিরেকপদা দ্বাদশ, দ্বিপদাশ্চ বিংশতিরেব, বহিষ্কোণচতুষ্টয়াদধঃ-কোণচতুষ্টয়ে চত্বার একপদাঃ, ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু ত্রিপদাশ্চত্বারঃ। তস্যৈব চতুষ্কোণেষু চত্বারশ্চৈকপদা এবেত্যেবমেকাশীতিপদেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাঃ পূজ্যা ইতি বারাহ্যাদি-সম্মত্যা শিষ্টাচারতো জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯৭-৯৮ ॥

বংশানিদানীং বক্ষ্যামি রজ্জূরপি পৃথক্ পৃথক্।
বায়ুং যাবৎ তথা রোগাৎ পিতৃভ্যঃ শিখিনং তথা ॥৯৯

অনুবাদ—এক্ষণে বংশ সমূহ ও রজ্জু পৃথক্ বলিব, রোগপদ হইতে বায়ুপদ পর্য্যন্ত একটি বংশ। সেইরূপ পিতৃপদ হইতে শিখীপদ পর্য্যন্ত একটি বংশ ॥ ৯৯ ॥

টীকা—প্রসঙ্গাদ্বাস্তুমণ্ডলে বংশানাহ—বংশানীতি দ্বাভ্যাম্। ঋজুনিতি পাঠে বংশানাং বিশেষণম্। রোগপদাদ্বায়ুপদং যাবদেকো বংশ। এবমন্যোঽপ্যগ্রে জ্ঞেয়াঃ ॥ ৯৯ ॥

মুখ্যাদ্ভৃশং তথা শোষাদ্বিতথং যাবদেব তু।
সুগ্রীবাদদিতিং যাবদ্ভৃঙ্গাৎ পর্জ্জন্যমেব চ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—মুখ্য হইতে ভৃশ পর্য্যন্ত, সেইরূপ শোষ হইতে বিতথ পর্য্যন্ত, সুগ্রীব হইতে অদিতি পর্য্যন্ত, ভৃঙ্গ হইতে পর্জ্জন্য পর্য্যন্ত ॥ ১০০ ॥

এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ ক্বচিদৃজব এব তু ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—ইহারা ছয় বংশ নামে বিখ্যাত, কোথাও সরল (ঋজু) ও বলা হয় ॥ ১০১ ॥

টীকা—এতে—ষড়্‌বংশাঃ ॥ ১০১ ॥

এতেষাং যস্তু সম্পাতঃ পদমধ্যং সমং তথা।
মর্ম্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং ত্রিশূলং কোণগঞ্চ যৎ ॥ ১০২
স্তম্ভন্যাসেষু বর্জ্জ্যানি তুলা বেধেষু সর্ব্বদা।
কীলোৎসৃষ্টোপঘাতাদি বর্জ্জয়েদ্যত্নতো নরঃ।
সর্ব্বত্র বাস্তুনির্দ্দিষ্টঃ পিতৃবংশোত্তরায়তঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—ইহাদের মধ্যে যে সম্পাত অর্থাৎ দুই এর একত্র সংযোগ তাহা পদমধ্য ও সম, মর্ম্ম—

ত্রিশূলবৎ কোনগত, স্তম্ভন্যাসে এই সকল পরিত্যাজ্য এবং বেধে তুলাও পরিত্যাজ্য কীলোৎসৃষ্ট উপঘাতাদি যত্নসহ পরিত্যাগ করা মানবের কর্ত্তব্য। শিখীপদ হইতে আরম্ভ করিয়া বংশের শেষ পর্য্যন্ত আয়ত বাস্তু পুরুষ নির্দ্দিষ্ট ॥ ১০২-১০৩ ॥

টীকা—বংশকথনপ্রয়োজনমাহ — এবেষামিতি দ্বাভ্যাম্। তত্র সম্পাতঃ—দ্বাভ্যামেকত্র সংশ্লেষঃ ॥ ১০২ ॥

টীকা—বাস্তুপুরুষস্যাঙ্গেষু তত্তদ্দেবতাপূজাং বিভজ্য বক্ষ্যন্ আদৌ তস্য দেহেয়ত্তামাহ—সর্ব্বত্রেত্যর্দ্ধেন। শিখিনমারভ্য শিখিনং যাবদ্‌যো বংশস্তস্যোত্তরমন্তং যাবদয়তো বাস্তুপুরুষ ইত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

মূর্দ্ধন্যগ্নিং সমাবিষ্টো মুখে চাপঃ সমাস্থিতঃ।
পৃথ্বীধরোঽর্য্যমা চৈব স্তনয়োস্তাবধিষ্ঠিতৌ ॥ ১০৪ ॥
বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ।
নেত্রয়োর্দিতিপর্জন্যৌ শ্রোত্রেঽদিতি-জয়ন্তকৌ ॥১০৫॥

অনুবাদ—অধো মুখে পতিত বাস্তু পুরুষের মস্তকে অধিষ্ঠিত অগ্নি পূজনীয়, মুখে আপ, স্তনদ্বয়ে পৃথ্বীধর, ও অর্য্যমা, বক্ষস্থলে আপবৎস সর্ব্বদা পূজনীয়, নেত্রদ্বয়ে দিতি ও পর্জ্জন্য, কর্ণদ্বয়ে অদিতি ও জয়ন্ত ॥ ১০৪-১০৫ ॥

টীকা—অধোমুখপতিতস্য বাস্তুপুরুষস্য মূর্দ্ধনি সমাবিষ্টঃ অধিষ্ঠিতোঽগ্নিঃ পূজনীয় ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৪ ॥

টীকা—শ্রোত্রে শ্রোত্রয়োঃ, অদিতি-জয়ন্তৌ ॥১০৫॥

সর্পেন্দ্রাবংশসংস্থৌ তু পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
সূর্য্যসোমাদয়স্তদ্বদ্বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ—সর্প অদিতির উত্তরে দ্বিপদ, ইন্দ্র জয়ন্তের দক্ষিণে দ্বিপদ, এই দুইজন স্কন্ধস্থিত পূজনীয়, সূর্য্যাদি পঞ্চ দক্ষিণ বাহুতে, সোমাদি পঞ্চদেব বাম বাহুতে পূজ্য ॥ ১০৬ ॥

টীকা—সর্পঃ—অদিতেরুত্তরতো নিরন্তরস্থিতো দ্বিপদঃ, ইন্দ্রশ্চ কুলিশাধিপো জয়ন্তস্য দক্ষিণতো নিরন্তরস্থিতো দ্বিপদঃ, তৌ স্কন্ধস্থিতৌ পূজ্যৌ, সূর্য্যাদয়ঃ পঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ, আদি-শব্দেন সূর্য্যস্য দক্ষিণে নিকটবর্ত্তিনঃ সত্যভৃশাকাশবায়বশ্চত্বারঃ, তথা সোমাদয়শ্চ পঞ্চ বামবাহৌ পূজ্যা ইত্যর্থঃ। অত্রাদিশব্দেন সোমস্যোত্তরে নিকটবর্ত্তিনো ভল্লাটমুখ্যা হি রোগাশ্চত্বার ॥ ১০৬ ॥

রুদ্রশ্চ রাজযক্ষ্মা চ বামহস্তং সমাশ্রিতৌ।
সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বদ্ধস্তং দক্ষিণমাশ্রিতৌ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—রুদ্র ও রাজযক্ষ্মা বামহস্তে, সাবিত্র ও সবিতা দক্ষিণ হস্তে ॥ ১০৭ ॥

বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ।
পূষা চ পাপযক্ষ্মা চ হস্তয়োর্মণিবন্ধনে ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—বিবস্বান্ ও মিত্র জঠরে অবস্থিত, দক্ষিণ মণিবন্ধে পূষা ও পাপযক্ষ্মা বামে ॥ ১০৮ ॥

টীকা—হস্তয়োরিতি দ্বিত্বেন মণিবন্ধস্যাপি দ্বিত্বং জ্ঞেয়ম্। মণিবন্ধয়োরিতি বা পাঠঃ। তত্র দক্ষিণে মণিবন্ধে পূষা, বামে চ পাপযক্ষ্মা পাপ এব ; অতএব বলিদানেঽপ্যগ্রেবক্তব্যং, গোধা বৈ পাপযক্ষ্মণঃ ইতি। রাজযক্ষ্মেতি পাঠশ্চিন্ত্যঃ। রুদ্রস্যাধঃকোণস্থিতস্য রাজযক্ষ্মণো রুদ্রেণ সহ বামহস্তে চ পূর্ব্বং স্থিত্যুক্তেঃ ॥ ১০৮ ॥

তথৈবাসুরশোষৌ চ বামং পার্শ্বং সমাশ্রিতৌ।
পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বদ্বিতথঃ সগৃহক্ষতঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ বামপার্শ্বে অসুর ও শোষ, দক্ষিণ পার্শ্বে বিতথ ও গৃহক্ষত ॥ ১০৯ ॥

ঊর্ব্বোর্যমমাম্বুপৌ জ্ঞেয়ৌ জান্বোর্গন্ধর্ব্বপুষ্পকৌ।
জঙ্ঘয়োর্ভৃঙ্গসুগ্রীবৌ স্ফিকস্থৌ দৌবারিকো
মৃগঃ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—ঊরুদ্বয়ে যম ও বরুণ, জানুদ্বয়ে গন্ধর্ব্ব ও পুষ্পক, জঙ্ঘাদ্বয়ে ভৃঙ্গরাজ ও সুগ্রীব, কটীদ্বয়ে দৌবারিক ও মৃগ ॥ ১১০ ॥

টীকা—অম্বুপো বরুণঃ, পুষ্পকঃ পুষ্পদন্তঃ, ভৃঙ্গো ভৃঙ্গরাজঃ, স্ফিক্ কটী ॥ ১১০ ॥

জয়ঃ শক্রস্তথা মেঢ্রে পাদয়োঃ পিতরস্তথা ।
মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা হৃদয়ে তু স পূজ্যতে ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—জয় ও ইন্দ্র মেঢ্রে, পাদদ্বয়ে পিতৃগণ, মধ্যে হৃদয়ে নবপদ ব্রহ্মা পূজিত হন, বাস্তু পুরুষের সর্ব্বাঙ্গে ৪৫ দেব ॥ ১১ ॥

টীকা—শক্রো বিবুধাধিপঃ জয়ন্তস্যাধঃকোণবর্ত্তী। মেঢ্রে মেঢ্রয়োঃ, এবং মূর্দ্ধমুখবক্ষঃসু ত্রিষ্বঙ্গেষু প্রত্যেকমেক ইতি ত্রয়ঃ। স্তনাদিদশযুগলেষু চ প্রতি-যুগলং দ্বাবিতি বিংশতিঃ। বাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চেত্যুক্তেস্তয়োর্দশ। হস্তয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চ প্রত্যেকং দ্বয়োক্তেরষ্টৌ জঠরে চৈকস্মিন্ দ্বৌ, পাদয়োঃ পিত-রস্তথেত্যুক্তেস্তয়ো পিতৃগণ এক এব। হৃদয়ে চ মর্ম্মণি ব্রহ্মৈক এবেতি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু পঞ্চচত্বারিংশ-দ্দেববিভাগো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১১১ ॥

চতুঃষষ্টিপদো বাস্তুঃ প্রাসাদে ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
ব্রহ্মা চতুষ্পদস্তদ্বৎ কোণেষ্বেকপদাস্তথা ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—কেবলমাত্র ব্রহ্মার প্রাসাদে চতুঃষষ্টি-পদ বাস্তু, অন্যত্র একাশীতি পদ, এস্থলে ব্রহ্মা চতুষ্পদ সেইরূপ কোণ সমূহে একপদ ॥ ১১২ ॥

টীকা—চতুঃষষ্টিপদমণ্ডলমাহ—চতুরিতি দ্বা-ভ্যাম্। ব্রহ্মণঃ প্রাসাদে, নান্যস্য। শ্রীহয়শীর্ষমতে চ সর্ব্বত্রৈবেত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি। তদ্বৎ একাশীতি-পদবন্মধ্যে ব্রহ্মা, স চাত্র চতুষ্পদ ইত্যর্থঃ। ততো ব্রহ্মণং কোণেষু যেষু চতুর্ষু পূর্ব্বমেকপদাঃ স্থিতাঃ, তেষু চাত্র কোণেষু রেখাং দত্ত্বাষ্টাবর্দ্ধপদাঃ স্থিতাঃ কার্য্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

বহিষ্কোণেষু চাষ্টৌ তু সার্দ্ধাশ্চোভয়তঃ স্মৃতাঃ
বিংশতির্দ্বিপদাস্তেষাং চতুঃষষ্টিপদে স্মৃতাঃ ॥১১৩॥

অনুবাদ—বাহিরের কোণ সমূহে অষ্ট, উভয় পার্শ্বে সার্দ্ধ পদ হইবে। তাহাদের মধ্যে চতুঃষষ্টি-পদে বিংশতিটি দ্বিপদ ॥ ১১৩ ॥

টীকা—কিঞ্চ, মণ্ডলস্য বহিশ্চতুষ্কোণেষু চ তথৈ-বাষ্টৌ। কিঞ্চ, মণ্ডলবহিষ্কোণানাং তেষামুভয়তঃ পার্শ্বদ্বয়ো অষ্টৌ দেবাঃ সার্দ্ধপদাঃ কার্য্যা ইত্যর্থ। এবং বাহ্যান্তরাষ্টকোণেষু অর্দ্ধপদাঃ ষোড়শ। তে চৈশানদক্ষিণকোণার্দ্ধক্রমেণ বহিঃ শিখ্যাকাশবায়ু-মৃগপিতৃপাপরোগা দিতয়োঽষ্টাবন্তশ্চ তথৈব সাবিত্র-বিবুধাধিপ-জয়-রুদ্র- রাজযক্ষ্মাচাপবৎস - সবিতারো-ঽষ্টৌ জ্ঞেয়াঃ। অষ্টৌ চ সার্দ্ধপদাঃ। তে চৈশা-নদক্ষিণক্রমেণৈব পর্জ্জন্য ভৃশ-পৃথ-ভৃঙ্গরাজ-দৌবা-রিক-শোষাহি-অদিতয়ো জ্ঞেয়াঃ। দ্বিপদাশ্চ বিং-শতিঃ। তত্র চৈকাশীতিপদবন্মণ্ডলস্য পূর্ব্বস্যাং জয়ন্তাদয়ঃ ক্রমেণ চত্বারঃ। তথৈব দক্ষিণস্যাং বিতথাদয়ঃ, পশ্চিমস্যাং সুগ্রীবাদয়ঃ, উত্তরস্যাং চ মুখ্যাদয়ঃ, ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বাদিচতুর্দিক্ষু চার্য্যমাদয়শ্চত্বার ইতি বিবেচনীয়ম্। মধ্যে ব্রহ্মা চৈকশ্চতুষ্পদ ইত্যে-বং চতুঃষষ্টিপদেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবা জ্ঞেয়া ইতি। তথা চ বারাহ্যাম্—'অষ্টাষ্টকপদমথবা কৃত্বা রেখাস্তু কোণগাস্তির্য্যক্। ব্রহ্মা চতুষ্পদেঽস্মিন্নর্দ্ধপদা ব্রহ্ম-কোণস্থাঃ অষ্টৌ চ বহিষ্কোণেষ্বপ্যর্দ্ধপদাস্তদুভয়তঃ স্থিতাঃ সার্দ্ধাঃ। উক্তেভ্যো যে শেষাস্তে দ্বিপদা বিং-শতিস্তে চ' ইতি ॥ ১১৩ ॥

হয়শীর্ষে—

বাস্তুঙ্গং সূত্রয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শুচিঃ ।
শ্বেতগন্ধানুলিপ্তাঙ্গঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ ।
চতুঃষষ্টিস্তু প্রাসাদে একাশীতিং গৃহে সদা ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—প্রাজ্ঞব্যক্তি শ্বেত-বস্ত্রধারী পবিত্র শ্বেতগন্ধ অনুলিপ্তাঙ্গ, সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাস্তুর অঙ্গ সূত্রিত করিবেন। দেব-প্রসাদে চতুঃষষ্টি অঙ্গ, গৃহে সর্ব্বদা একাশীতি অঙ্গ ॥ ১১৪ ॥

চতুরস্রীকৃতে ক্ষেত্রে হ্যষ্টধোভয়ভাজিতে ।
কোণরেখাং ততো দত্ত্বা সুরভাগাংস্তু কল্পয়েৎ ॥ ১১৫

অনুবাদ—সমচতুষ্কোণ কৃত ক্ষেত্রে অষ্টধা বিভক্ত উভয়ভাগে, কোণ রেখা দিয়া দেবভাগ সমূহ কল্পনা করিবেন ॥ ১১৫ ॥

টীকা—চতুঃষষ্টিপদবিভাগমাহ চতুরস্রীকৃত ইতি। অষ্টধা অষ্টাষ্টত্বেন, উভয়তঃ। তির্য্যগূর্দ্ধ-মধ্যে নবরেখাভির্ভাজিতে কৃতভাগে ক্ষেত্রে, কোণ-রেখাং দত্ত্বেতি বহিশ্চতুষ্কোণেষু মধ্যে মধ্যে রেখয়াহ-র্দ্ধার্দ্ধত্বেনাষ্টভাগান্ কল্পয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

শিবঃ কোণার্দ্ধতো জ্ঞেয়ঃ পর্জ্জন্যঃ পদসংস্থিতঃ।
দ্বিপদস্থো জয়ো জ্ঞেয়ঃ সুরেশশ্চৈকপাদিকঃ ॥ ১১৬॥
ভাস্করস্তু পদে জ্ঞেয়ো দ্বিপদঃ সত্য ইষ্যতে।
ভৃশঃ পদস্থো বিজ্ঞেয়ো ব্যোমশ্চৈব পদার্দ্ধগঃ ॥ ১১৭॥
হুতাশনঃ পদার্দ্ধশ্চ পূষা চ পদসংস্থিতঃ।
বিতথো দ্বিপদশ্চৈব পদৈকশ্চ গৃহক্ষতঃ ॥ ১১৮ ॥
বৈবস্বতঃ পদৈকস্থো গন্ধর্ব্বো দ্বিপদস্থিতঃ।
ভৃঙ্গশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ো মৃগশ্চার্দ্ধপদে স্থিতঃ ॥ ১১৯ ॥
পিতরশ্চার্দ্ধতো জ্ঞেয়াঃ পদে দৌবারিকস্তথা।
সুগ্রীবশ্চ পদৌ জ্ঞেয়ৌ হ্যেকস্থঃ পুষ্পদন্তকঃ ॥ ১২০॥

অনুবাদ—কোণার্দ্ধে শিব, পর্জ্জন্য একপদে, জয় দ্বিপদে, সুরেশ একপদে, সূর্য্য একপদে, সত্য দ্বিপদে, ভৃশ একপদে, ব্যোম অর্দ্ধপদে, অগ্নি পদার্ধে, পূষা একপদে, বিতথ দ্বিপদে, গৃহক্ষত একপদে, বৈবস্বত একপদে গন্ধর্ব্ব দ্বিপদে, ভৃঙ্গরাজ একপদে, মৃগ অর্দ্ধ-পদে, পিতৃগণ অর্দ্ধপদে, দৌবারিক একপদে, সুগ্রীব দ্বিপদে, পুষ্পদন্তক একপদে ॥ ১১৬-১২০ ॥

যাদসাং পতিরেকস্থো হ্যসুরস্তু দ্বিসংস্থিতঃ।
শোষশ্চৈকপদে জ্ঞেয়ো হ্যর্দ্ধগঃ পাপ ইষ্যতে ॥ ১২১॥
রোগশ্চার্দ্ধপদে জ্ঞেয়ো নাগশ্চাপি পদে স্থিতঃ।
মুখ্যশ্চ দ্বিপদে জ্ঞেয়ো ভল্লাটঃ পদসংস্থিতঃ ॥ ১২২॥
যজ্ঞেশ্বরঃ পদে জ্ঞেয়ো নাগরাড়্ দ্বিপদে স্থিতঃ।
পদস্থা শ্রীমহাদেবী অদিতিশ্চার্দ্ধসংস্থিতা ॥ ১২৩ ॥
আপো জ্ঞেয়াস্তু পদগাপবলী দ্বিপদাস্থিতা।
চতুষ্পদস্থো বিজ্ঞেয়স্তর্য্যমা পূর্ব্বমধ্যগঃ ॥ ১২৪ ॥
সবিতা তু পদে জ্ঞেয়ঃ সাবিত্রী চ পদে স্থিতা।
ততো বিবস্বান্ বিজ্ঞেয়শ্চতুষ্টয়পদে স্থিতঃ ॥ ১২৫॥

অনুবাদ—বরুণ একপদে, অসুর দ্বিপদে, শোষ একপদে, পাপ অর্দ্ধপদে, রোগ অর্দ্ধপদে, নাগ এক-পদে, মুখ্য দ্বিপদে, ভল্লাট একপদে, যজ্ঞেশ্বর একপদে, নাগরাজ দ্বিপদে, শ্রীমহাদেবী একপদে, অদিতি অর্দ্ধ-পদে, আপ একপদে, আপবলী দ্বিপদে, অর্য্যমা পূর্ব্ব-মধ্যস্থ চতুষ্পদে, সবিতা একপদে, সাবিত্রী একপদে, অনন্তর বিবস্বান্ চতুষ্পদে স্থিত জানিবে ॥১২১-১২৫॥

টীকা—পদগা আপো জ্ঞেয়াঃ। বিসর্গলোপে সন্ধিরার্ষঃ। আপবলী দ্বিপদস্থিতা। এবমত্রার্দ্ধপদা-শ্চতুষ্কোণেষ্বষ্টৌ। তন্মধ্যে প্রতিদিশং ষড়িত্যেবং চতুর্দিক্ষু চতুর্বিশতিরেকপদা; এবঞ্চ বহির্দ্বাত্রিংশৎ। মধ্যে ব্রহ্মা চতুষ্পদঃ। তস্য চতুর্দিক্ষু চত্বারশ্চতু-ষ্পদাঃ। তচ্চতুষ্কোণীয়ষোড়শপদেষু চাষ্টৌ দ্বিপদা ইত্যেবং চতুঃষষ্টিপদেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা-বিভাগাঃ। অত্র দেবতাবিভাগক্রমশ্চ বক্ষ্যমাণপূজা-ক্রমাপেক্ষয়ৈবোক্তঃ, ন চ পদক্রমাপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, মাৎস্যোক্তো দেবতা-নাম-স্থান-বিভাগাদিভেদশ্চ প্রাসাদাধিষ্ঠাতৃদেবাদিভেদতঃ কল্পনীয় ইতি দিক্। এতচ্ছ্রীহয়শীর্ষদেবোক্তবিভাগানুসারেণৈব শ্রীকৃষ্ণ-দেবাচার্য্যপাদৈর্বিভাগো লিখিতঃ। কেবলমৎস্যো-ক্তানুসারেণ তৈর্দেবতানামানি লিখিতানি, তচ্চ পূর্ব্বং চলমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায়াং লিখিতমেবাস্তি ॥ ১২৪ ॥

ইন্দ্রশ্চন্দ্রো জয়শ্চৈব একৈকে সংব্যবস্থিতৌ।
মিত্রশ্চতুষ্পদস্থশ্চ পশ্চিমে তু ব্যবস্থিতঃ ॥ ১২৬ ॥
রুদ্রঃ পদৈকসংস্থো বৈ যক্ষ্মা চৈকপদে স্থিতঃ।
ধরাধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো হ্যুত্তরে চ চতুষ্পদঃ।
চতুর্মুখশ্চতুষ্কস্থো মধ্যে জ্ঞেয়ঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র, চন্দ্র, জয় এক এক পদে, মিত্র চতুষ্পদে পশ্চিমে অবস্থিত। রুদ্র একপদে, যক্ষ্মা একপদে ধরাধর উত্তরে চতুষ্পদে, চতুর্মুখ প্রজাপতি মধ্যে চতুষ্পদে অবস্থিত জানিবে ॥ ১২৬-১২৭ ॥

অথ বাস্তুপূজা

মাৎস্যে—

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি প্রাসাদবিধিনির্ণয়ম্।
বাস্তৌ পরীক্ষিতে সম্যক্ বাস্তুদেহবিচক্ষণাঃ।
বাস্তু প্রশমনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বমেব বিচক্ষণঃ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বাস্তুপূজা, মৎস্যপুরাণে—অনন্তর প্রাসাদ বিধি নির্ণয় বলিব। হে বাস্তুদেহ বিচক্ষণগণ! বাস্তু সর্ব্বভাবে পরীক্ষিত হইলে পর বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমেই বাস্তু উপশমন শান্তিবিধান করিবেন ॥ ১২৮ ॥

টীকা—হে বিচক্ষণা ইতি তত্রস্থশ্রোতৃণাং সম্বোধনম্ ॥ ১২৮ ॥

একাশীতিপদং লিখ্য বাস্তুমধ্যে তু পিষ্টকৈঃ।
হোমস্ত্রিমেখলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—একাশীতিপদ অঙ্কন করিয়া বাস্তু মধ্যে ত্রিমেঘলাযুক্ত হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীর কুণ্ডে পিষ্টক সমূহ দ্বারা হোম করিবেন ॥ ১২৯ ॥

টীকা—বাস্তুপশমনপ্রকারমাহ—একাশীতি ইত্যাদিনা পিষ্টকৈর্লিখ্য লিখিত্বা। যদ্বা, পিষ্টকৈরিত্যস্য পরেণৈবান্বয়ঃ। কুণ্ডনির্ম্মাণাদিবিধিবিশেষশ্চ পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ লিখিত এবাস্তি, হোমাদৌ চায়ং বিশেষো গ্রন্থান্তনুসারেণ শিষ্টসম্মতো জ্ঞেয়ঃ। তথা হি—'তস্মিন কুণ্ডে গোময়োলিপ্তে সিব তোপকীর্ণে যথোক্তহোমোপকরণান্যুপস্থাপ্যাচার্য্যো ব্রহ্মবরণং বিধায় স্বগৃহ্যোক্তবিধিনাগ্নিমুপসমাধায় মণ্ডলসমীপং গত্বা শিখিপ্রভৃতিপঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা ঈশানকোণাদিষ্বষ্টপদেষু ষট্পঞ্চাশদুত্তরশতদ্বয়সংখ্যৈর্যজমানমুষ্টিপরিমিতৈস্তণ্ডুলৈ স্বপ্রণব-মহাব্যাহৃতিভিরাবাহ্য তৈরেব স্থাপয়িত্বা প্রণবাদিনমোঽন্তেন স্ব-স্ব-নামমন্ত্রেণ প্রত্যেকং পাদ্যাদিতাম্বুলান্তৈরুপচারৈরর্চ্চয়েৎ। অথ কুণ্ডসমীপমেত্য স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা ব্রহ্মোপবেশনাদ্যাজ্যভাগান্তং কর্ম্ম নির্বর্ত্য শিখ্যাদিপঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতাভ্যঃ প্রণবব্যাহৃতিপূর্ব্বেণ মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বেণ চ তত্তন্মন্ত্রেণ যবাদিভিঃ পলাশাদীনামন্যতমসমিদ্ভির্বা কুশদূর্ব্বাদিভির্বা প্রত্যেকং দশদশাহুতীর্জুহুয়াৎ। কেচিত্তু শিখ্যাদিদেবতাভ্যঃ প্রত্যেকমাহুতিদশকং প্রজেশায়াহুতিশতমিত্যাহুঃ। তথা প্রজাপতয়ে উক্তদ্রব্যাণামন্যতমেন প্রাজাপত্যেন মন্ত্রেণ শতমাহুতীর্জুহুয়াৎ। 'ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশো অনমীবো ভবানঃ, যত্ত্বে মহে প্রতি তন্নো জুষস্ব, শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো অজরসন্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব। ওঁ বাস্তোষ্পতে শংময়া সংসদা তে সক্ষীম হিরণ্ময়া গাতুমত্যা পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ সখা সুশেব এধি নঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাং সত্রং সোম্যানাম্; দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা ॥' ইতি পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রতিমন্ত্রং পঞ্চবিল্বফলানি বিল্ববীজানি বা একৈকশো জুহুয়াৎ। বনবাস্তৌ তু বাস্তোষ্পতীয়হোমাৎ পূর্ব্বং বনপালায় স্বাহা, শিখিধ্বজায় স্বাহা, সোমায় স্বাহা, নাগরাজায় স্বাহা, ইত্যেভির্মন্ত্রৈঃ প্রত্যেকদৈবতং যবাদিহোমদ্রব্যাণামন্যতমেন দ্রব্যেণাষ্টসহস্রাষ্টশতাষ্টবিংশত্যন্যতমসংখ্যাকা আহুতীর্জুহুয়াদিতি। শ্রীহয়শীর্ষমতে চায়ং হোমো বিশেষবলিদানানন্তরমেব। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ১২৯ ॥

যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তদ্বৎ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষজৈঃ।
পালাশৈঃ খাদিরৈর্বাপামার্গোড়ুম্বরসম্ভবৈঃ ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ যব ও কৃষ্ণতিল দ্বারাও হোম করিবেন। ক্ষীরবৃক্ষ জাত সমিধ (কাষ্ঠ) দ্বারা, যেমন পলাশ, খদির বা অপামার্গ, যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠ দ্বারা ॥ ১৩০ ॥

কুশদূর্ব্বাময়ৈশ্চাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ।
কার্য্যস্তু পঞ্চভির্বিল্বৈর্বিল্ববীজৈরথাপি বা।
হোমান্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বাস্তুদেবে বলিং হরেৎ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—কুশ দূর্ব্বাময় সমিধ, মধু, ঘৃত সমন্বিত, বিল্বকাষ্ঠ বা বিল্ববীজ এই পঞ্চ দ্রব্য দ্বারা হোম কর্ত্তব্য, হোম শেষে ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বাস্তুদেবকে পূজোপহার প্রদান করিবেন ॥ ১৩১ ॥

তদ্বদ্বিশেষনৈবেদ্যমিদং দদ্যাৎ ক্রমেণ তু ॥ ১৩২ ॥

ঈশকোণে ঘৃতান্নন্তু শিখিনে বিনিবেদয়েৎ।
ওদনং সোৎপলং দদ্যাৎ পর্জ্জন্যায় ঘৃতান্বিতম্ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ—ক্রমানুসারে এক এক দেবতাকে তার বিশেষ নৈবেদ্য প্রদান কর্ত্তব্য। যথা—ঈশান কোণে শিখিদেবকে ঘৃতান্ন নিবেদন করিবেন। ঘৃতযুক্ত অন্ন ও উৎপল পর্জ্জন্যকে দিবেন ॥ ১৩২-১৩৩ ॥

টীকা—অথ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুদেবতাভ্যস্তদ-ভীষ্টবলিং প্রত্যেকং দদ্যাদিত্যাহ—তদ্বদিত্যাদিনা ॥ ১৩২ ॥

টীকা—তত্র তু ওঁ শিখিনে অয়ং ঘৃতান্নবলির্নমঃ' ইত্যাদি বাক্যম্ ॥ ১৩৩ ॥

———

জয়ন্তায় ধ্বজং পীতং পৈষ্টং কূর্ম্মঞ্চ সন্ত্যজেৎ।
ইন্দ্রায় পঞ্চরত্নানি পৈষ্টঞ্চ কুলিশং তথা ॥ ১৩৪ ॥
বিতানকঞ্চ সূর্য্যায় ধূম্রং রক্তং তথৈব চ।
সত্যায় ঘৃতগোধূমং মৎস্যান্ দদ্যাদ্ ভৃশায় চ ॥১৩৫
শস্কুলীঞ্চান্তরীক্ষায় দদ্যাচ্ছক্তূংশ্চ বায়বে।
পূষ্ণে লাজাস্তু দাতব্যা বিতথে চণকৌদনম্ ॥১৩৬॥

অনুবাদ—জয়ন্তকে পীতধ্বজ, কূর্ম্মকে পিষ্টক, ইন্দ্রকে পঞ্চরত্ন পিষ্টক ও বজ্র। সেইরূপ সূর্য্যকে ধূম্র ও রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ, সত্যকে ঘৃত, গোধূম অন্ন, ভৃশকে মৎস্য, অন্তরীক্ষকে শষ্কুলী পিষ্টক। বায়ুকে ছাতু, পূষাকে খই, বিতথকে চণকসিদ্ধ ॥ ১৩৪-১৩৬

টীকা—পৈষ্টং পিষ্টনির্ম্মিতম্ ॥ ১৩৪ ॥

টীকা—ঘৃতগোধূমং সঘৃতগোধূমান্নম্। মৎস্যান্ মৎস্যান্নং কেবলমৎস্যান্ বা ॥ ১৩৫ ॥

———

গৃহক্ষতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতৌদনম্।
গন্ধৌদনঞ্চ গন্ধর্ব্বে ভৃঙ্গে মেষস্য শৃঙ্গকম্ ॥ ১৩৭ ॥
মৃগায় যাবকং দেয়ং পিতৃভ্যঃ কৃশরা মতা।
দৌবারিকে দন্তকাষ্ঠং পৈষ্টং কৃষ্ণং বলিস্তথা ॥১৩৮
সুগ্রীবে পূপকং দদ্যাৎ পুষ্পদন্তায় পায়সম্।
কুশস্তম্বেন সহিতং দদ্যাৎ পদ্মঞ্চ বারুণে ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—গৃহক্ষতকে মধু ও অন্ন, যমকে বাসি অন্ন, গন্ধর্ব্বকে সুগন্ধি অন্ন, ভৃঙ্গরাজকে মেষশৃঙ্গ, মৃগকে যবান্ন, পিতৃগণকে খেচরান্ন, দৌবারিকে দন্ত-কাষ্ঠ, বলিকে কৃষ্ণবর্ণ পিষ্টক, সুগ্রীবকে পুপক, পুষ্পদন্তকে পায়স, বরুণদেবকে কুশস্তম্বসহ পদ্ম ॥ ১৩৭-১৩৯ ॥

টীকা—পৈষ্টং কৃষ্ণং বলিং, কৃষ্ণবর্ণ-পিষ্টবলিঞ্চ হিরণ্ময়পিষ্টবলিঞ্চ বরুণায় দদ্যাৎ ॥ ১৩৮ ॥

———

পৈষ্টং হিরণ্ময়ং দদ্যাদসুরায় সুরা মতা।
ঘৃতৌদনঞ্চ শোষায় গোধাং বৈ পাপযক্ষ্মণে ॥ ১৪০ ॥
ঘৃতলড্ডুংশ্চ রোগায় নাগে পুষ্পফলান্বিতম্।
সর্পির্মুখ্যায় দাতব্যং মুদ্গৌদনমতঃপরম্ ॥ ১৪১ ॥
ভল্লাটায় ততো দদ্যাৎ সোমায় ঘৃতপায়সম্।
সর্পায় পৈষ্টং শালূকমদিত্যৈ লোচিকাস্তথা।
দিত্যৈ তু পূরিকাং দদ্যাদিত্যেবং বাহ্যতো বলিঃ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—অসুরকে হিরণ্ময় পিষ্ট ও সুরা দিবে, শোষকে ঘৃতান্ন, পাপ যক্ষ্মাকে গোধা। রোগকে ঘৃত-নাড়ু, নাগকে (সর্পকে) পুষ্প, ফল, মুখ্যকে ঘৃত দিবে, ভল্লাটকে মুদ্গদোন, সোমকে ঘৃতপায়স, সর্পকে পিষ্টক শালূক, অদিতিকে লুচি, দিতিকে পুরি, এই প্রকার বহির্দেশে বলি ॥ ১৪০-১৪২ ॥

টীকা—নাগে অহয়ে, ভল্লাটায় মুদ্গৌদনম্ ॥১৪১

———

ক্ষীরমাপায় দাতব্যমাপবৎসায় বৈ দধি।
সাবিত্রে লড্ডুকান্ দদ্যাৎ সমরীচান্ কুশোদনম্ ॥ ১৪৩ ॥
সবিতুর্গুড়পূপাংশ্চ জয়ায় ঘৃতচন্দনম্।
বিবস্বতে তথা দদ্যাদ্রক্তচন্দনপায়সম্ ॥ ১৪৪ ॥
হরিতালৌদনং দদ্যাদিন্দ্রায় ঘৃতসংযুতম্।
ঘৃতৌদনঞ্চ মিত্রায় রুদ্রায় ঘৃতপায়সম্ ॥ ১৪৫ ॥
আমং পক্বং তথা মাংসং দেয়ং স্যাদ্রাজযক্ষ্মণে।
পৃথ্বীধরায় মাংসানি কুষ্মাণ্ডায় চ দাপয়েৎ ॥ ১৪৬ ॥
শর্করাপায়সং দদ্যাদর্য্যম্নে সর্ব্বশঃ ক্রমাৎ।
নমস্কারান্তযুক্তেন পায়সং পুনরেব চ ॥ ১৪৭ ॥
পঞ্চগব্যং যবাংশ্চৈব তিলাক্ষতহবিশ্চরূন্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রহ্মণে বিনিবেদয়েৎ ॥১৪৮

অনুবাদ—আপকে ক্ষীর, আপবৎসকে দধি, সাবিত্রীকে মরিচনাড়ু কুশৌদন, সবিতা গুড় পিষ্টক, জয়কে ঘৃত চন্দন, বিবস্বতকে রক্তচন্দন পায়স, ইন্দ্রকে হরিতালৌদন (পীতবর্ণ অন্ন) ঘৃতযুক্ত, মিত্রকে ঘৃতৌদন, রুদ্রকে ঘৃত পায়স, রাজযক্ষ্মাকে অপক্ক ও পক্ক মাংস, পৃথ্বীধরকে মাংস, কুষ্মাণ্ডকে মাংস, অর্য্যমাকে শর্করা পায়স—এইভাবে সকলকে ক্রমে নমঃ শব্দযোগে পায়স, পঞ্চগব্য, যব, তিল, অক্ষত, ঘৃত, চরু, ব্রহ্মাকে বিবিধ ভোজ্য ভোজ্য নিবেদন করিবে ॥ ১৪৩-১৪৮ ॥

টীকা—গুড়ৈর্যে পূপা অপূপাস্তান্, ঘৃতং চন্দনঞ্চ রক্তচন্দনং পায়সঞ্চ ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—হরিতালবদোদনং পীতবর্ণভক্তমিত্যর্থঃ। ঘৃতসংযুতং হরিতালৌদনম্ ॥ ১৪৫ ॥

———

এবং সম্পূজিতা দেবাঃ শান্তিং কুর্ব্বন্তি তে সদা।
সর্ব্বেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাদ্ ব্রহ্মণে গাং পয়স্বিনীম্ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—এইভাবে দেবগণ বিশেষ উপহার সহ পূজিত হইলে তাহারা সর্ব্বদা শান্তি বিধান করেন। পরে সকলকে স্বর্ণ, ব্রহ্মাকে দুগ্ধবতী গাভী দিবেন ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—এবং প্রত্যেকং বলিবিশেষং দত্ত্বা পশ্চাৎ ক্রমেণ সর্ব্বেভ্যঃ শিখিপ্রভৃতিভ্যঃ কাঞ্চনং, ব্রহ্মণে চ ধেনুং প্রণবাদিনমোহন্তচতুর্থ্যন্ততন্নামমন্ত্রেণ দদ্যাৎ ॥ ১৪৯ ॥

———

রাক্ষসীনাং বলির্দ্দেয়ো অপি যাদৃক্ তথা শৃণু ॥১৫০

অনুবাদ—রাক্ষসীগণকে যে ভাবে বলি দিবে তাহার প্রকার শ্রবণ কর ॥ ১৫০ ॥

টীকা—অথ মণ্ডলাদ্বহিরৈশানাদিবিদিক্‌চতুষ্টয়ে ক্রমেণ রাক্ষসীভ্যশ্চতসৃভ্যো বলিদানমাহ—রাক্ষসীনামিতি চতুর্ভিঃ। হবিষান্বিতমিতি পাঠে পদ্মকেশরঞ্চ হবিঃসহিতমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

———

মাংসৌদনং ঘৃতং পদ্মকেশরং হবিষান্বিতম্।
ঈশানভাগমাশ্রিত্য চরক্যৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৫১ ॥
মাংসৌদনং সরুধিরং হরিদ্রৌদনমেব চ।
আগ্নেয়ীং দিশমাশ্রিত্য বিদার্য্যৈ বিনিবেদয়েৎ ॥১৫২
দধ্যোদনং সরুধিরমস্থিখণ্ডৈশ্চ সংযুতম্।
পীতরক্তবলিং দদ্যাৎ পূতনা যা তু রাক্ষসী।
বায়ব্যে পাপরাক্ষস্যৈ মৎস্যমাংসসুরাসবম্ ॥১৫৩॥

অনুবাদ—মাংসভাত, ঘৃত ও পদ্মকেশর ঘৃতযুক্ত ঈশান কোণে চরকীকে দিবে। মাংসভাত রক্তসহ পীতান্ন অগ্নিকোণে বিদারীকে দিবে। দধিভাত ও রক্তসহ অস্থিখণ্ড পীতরক্তবলি নৈর্ঋত কোণে পূতনা রাক্ষসীকে দিবে। বায়ুকোণে পাপ রাক্ষসীকে মৎস্য, মাংস, সুরা, আসব দিবে ॥ ১৫১-১৫৩ ॥

টীকা—যা পূতনা তস্যৈ নৈর্ঋতে দধ্যোদনানি দদ্যাৎ সুরাসবয়োঃ পৈষ্ট্যাদিভেদেন ভেদঃ ॥ ১৫৩ ॥

———

পায়সং বাপি দাতব্যং স্বনাম্না সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ।
নমস্কারান্তযুক্তেন প্রণবাদ্যেন সর্ব্বতঃ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণের পক্ষে মৎস্য, মাংস দেওয়া অসম্ভব তজ্জন্য পক্ষান্তরে—অথবা সর্ব্বত্র ক্রমে দেবগণের নিজ নিজ নামে পায়স দিবে, নামের আদিতে প্রণব, নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি শেষে নমঃ এইরূপ সর্ব্বত্র ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—বৈষ্ণবৈঃ কথং মৎস্যমাংসাদিকং দেয়ম্? ইত্যাশক্য পক্ষান্তরমাহ—পায়সং বেতি। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্থানেষু, সর্ব্বেভ্যোঽপি শিখিপ্রভৃতিভ্যঃ। এবমপৌনরুক্তম্। নমস্কারান্তযুক্তেন নম ইত্যন্তেনেত্যর্থঃ, চতুর্থ্যন্তেন চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫৪ ॥

———

ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ।
দ্বিজাংস্তু পূজয়েদ্ভক্ত্যা যে চান্যে গৃহমাগতাঃ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—তৎপরে যজমানকে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করাইবে, অন্য গৃহাগত ব্যক্তিগণকে ও দ্বিজগণকে ভক্তিসহ পূজন করাইবে ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—যজমানস্য সর্বৌষধি-স্নপনং কারয়েদিত্যত্রায়ং বিশেষো জ্ঞেয়ঃ—আচার্য্যঃ প্রত্যঙ্মুখো ভূত্বা

প্রাঙ্মুখং যজমানং শান্তিকলসেন 'সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদ্যভিষেকমন্ত্রৈর্মঙ্গলাভিষেকং কৃত্বা পশ্চাৎ সর্বৌষধিজলেন স্নাপয়েদিতি। অন্যশ্চাত্রাপেক্ষ্যো বিশেষঃ শিষ্টাচারতো বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

এতদ্বাস্তুপশমনং কৃত্বা কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—এইভাবে বাস্তুশান্তি করিয়া গৃহারম্ভের কার্য্য করিবে। ১৫৬ ॥

প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে।
পরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ॥ ১৫৭ ॥
ইতি বাস্তুপশমনং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
রক্ষোঘ্নপবমানেন সূক্তেন ভবনাদিকম্।
নৃত্যমঙ্গলবাদ্যেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—অট্টালিকা, গৃহ, উদ্যান আরম্ভে বা পরিবর্ত্তনে বা পরগৃহে প্রবেশকালে সর্ব্বদোষ শান্তির পূর্ব্বোক্তরূপে বাস্তু শান্তিবিধান পূর্ব্বক রক্ষোঘ্নসূক্ত ও পবমানসূক্ত পাঠ করিয়া, সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, সকল গৃহে নৃত্যগীত, নাম-সংকীর্ত্তন, মঙ্গলবাদ্যসহ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুণ্যাহবাচন করাইবে ॥ ১৫৭-১৫৮ ॥

টীকা—পরিবর্ত্তনে জীর্ণোদ্ধরণাদিনা প্রাসাদাদীনামেব পরিবর্ত্ত্য সংস্করণে ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—রক্ষোঘ্নেন পবমানেন চ সূক্তেন ॥ ১৫৮॥

অনেন বিধিনা যস্তু প্রতিসংবৎসরং বুধঃ।
গৃহে বায়তনে কুর্য্যান্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৯ ॥
ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং স্বর্গে কল্পমেকং বসেন্নরঃ ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতি বৎসর এই বিধি অনুসারে গৃহে বা আয়তনে শান্তি বিধান করিবে সে কোন দুঃখ পায় না। তাহার ব্যাধিভয় নাই, বন্ধু ও ধনক্ষয় নাই, শতবর্ষ জীবী হয়, সেই মানব স্বর্গে এককল্প কাল বাস করে ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
এবং প্রগৃহ্য কোষ্ঠানি রজসাপূর্য্য দেশিকঃ।
এতেষামেব দেবানাং বলিং দদ্যাত্তু কামিকঃ ॥১৬১॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—আচার্য্য এইভাবে প্রকোষ্ঠ বিভাগ পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ণের ধূলিদ্বারা পূরণ করিলে, সকাম যজমান এই সকল দেবকে উপহার প্রদান করিবেন ॥ ১৬১ ॥

টীকা—এবমিতি—'শিবঃ কোণার্দ্ধতো জ্ঞেয়' ইত্যাদিনোক্তবিভাগপ্রকারেণ কোষ্ঠানি পদানি প্রগৃহ্য বিভজ্য ॥ ১৬১ ॥

ঈশানায় প্রদাতব্যং পায়সং মধুনা সহ।
পর্জ্জন্যায় জলং দেয়ং পুষ্পগন্ধাধিবাসিতম্ ॥ ১৬২ ॥
জয়ন্তায় প্রদাতব্যা পতাকা পীতবর্ণিকা।
সুরেশ্বরায় রত্নানি ভাস্করায় ঘৃতং তথা ॥ ১৬৩ ॥
ধূম্রকং পীতবর্ণং বা সত্যে দদ্যাদ্বিতানকম্।
দদ্যান্মাংসং ভৃশেহপূপং ব্যোমায় স্রুবমগ্নয়ে ॥১৬৪॥
পূষ্ণে ধানাঃ সলাজাস্তু সুবর্ণং বিতথে তথা।
গৃহক্ষতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতৌদনম্ ॥ ১৬৫ ॥
গন্ধং গন্ধর্ব্বদেবায় ভৃঙ্গে দদ্যাত্তু শাকুনম্।
মৃগে তিলযবাংশ্চৈব পিতৃভ্যঃ কৃশরং তথা ॥১৬৬॥
দৌবারিকে দন্তকাষ্ঠং সুগ্রীবে যাবকং তথা।
পুষ্পদন্তে কুশা দেয়া বরুণে পদ্মমুৎপলম্ ॥ ১৬৭ ॥
অসুরায়েক্ষবং দেয়ং রসং শোষে ঘৃতৌদনম্।
যবাস্তু দেয়াঃ পাপায় রোগায় ঘৃতমণ্ডকম্ ॥ ১৬৮ ॥
নাগায় নাগপুষ্পাণি ভক্ষ্যান্ মুখ্যায় দাপয়েৎ।
চিত্রৌদনঞ্চ ভল্লাটে সোমায় মধুপায়সম্ ॥ ১৬৯ ॥
সর্পায় চাপি শালূকং শ্রিয়ে সরসপায়সম্।
অদিত্যৈ পূরিকা দেয়া ক্ষীরখণ্ডো দদেদ্বলিম্ ॥১৭০
দধি ক্ষীরং চাপবল্যৈ অর্য্যম্নে লড্ডুকং বলিম্।
কুশোদকং সবিত্রে চ সাবিত্রে গুড়পূপকম্ ॥ ১৭১ ॥

অনুবাদ—ঈশানকে মধুযুক্ত পায়স প্রদান করিবেন। পর্জ্জন্যকে পুষ্প গন্ধাদিবাসিত জল দিবেন। জয়ন্তকে পীতবর্ণ পতাকা, সুরেশ্বরকে রত্নসমূহ ও ঘৃত, সত্যকে ধূম্রবর্ণ বা পীতবর্ণ চন্দ্রাতপ, ভৃশকে মাংস; ব্যোমকে পিষ্টক, অগ্নিকে স্রুব, পূষাকে খই সহ ভাজা যব, বিথতকে সুবর্ণ, গৃহক্ষতকে মধুযুক্ত

অনুবাদ—আপকে ক্ষীর, আপবৎসকে দধি, সাবিত্রীকে মরিচনাড়ু কুশৌদন, সবিতা গুড় পিষ্টক, জয়কে ঘৃত চন্দন, বিবস্বতকে রক্তচন্দন পায়স, ইন্দ্রকে হরিতালৌদন (পীতবর্ণ অন্ন) ঘৃতযুক্ত, মিত্রকে ঘৃতৌদন, রুদ্রকে ঘৃত পায়স, রাজযক্ষ্মাকে অপক্ব ও পক্ব মাংস, পৃথ্বীধরকে মাংস, কুষ্মাণ্ডকে মাংস, অর্য্যমাকে শর্করা পায়স—এইভাবে সকলকে ক্রমে নমঃ শব্দযোগে পায়স, পঞ্চগব্য, যব, তিল, অক্ষত, ঘৃত, চরু, ব্রহ্মাকে বিবিধ ভোক্ষ্য ভোজ্য নিবেদন করিবে ॥ ১৪৩-১৪৮ ॥

টীকা—গুড়ৈর্যে পূপা অপূপাস্তান্, ঘৃতং চন্দনঞ্চ রক্তচন্দনং পায়সঞ্চ ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—হরিতালবদোদনং পীতবর্ণভক্তমিত্যর্থঃ। ঘৃতসংযুতং হরিতালৌদনম্ ॥ ১৪৫ ॥

এবং সম্পূজিতা দেবাঃ শান্তিং কুর্ব্বন্তি তে সদা।
সর্ব্বেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাদ্ ব্রহ্মণে গাং পয়স্বিনীম্
॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—এইভাবে দেবগণ বিশেষ উপহার সহ পূজিত হইলে তাহারা সর্ব্বদা শান্তি বিধান করেন। পরে সকলকে স্বর্ণ, ব্রহ্মাকে দুগ্ধবতী গাভী দিবেন ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—এবং প্রত্যেকং বলিবিশেষং দত্ত্বা পশ্চাৎ ক্রমেণ সর্ব্বেভ্যঃ শিখিপ্রভৃতিভ্যঃ কাঞ্চনং, ব্রহ্মণে চ ধেনুং প্রণবাদিনমোঽন্তচতুর্থ্যন্ততত্তন্নামমন্ত্রেণ দদ্যাৎ ॥ ১৪৯ ॥

রাক্ষসীনাং বলির্দেয়ো অপি যাদৃক্ তথা শৃণু ॥১৫০

অনুবাদ—রাক্ষসীগণকে যে ভাবে বলি দিবে তাহার প্রকার শ্রবণ কর ॥ ১৫০ ॥

টীকা—অথ মণ্ডলাদ্বহিরৈশানাদিবিদিক্‌চতুষ্টয়ে ক্রমেণ রাক্ষসীভ্যশ্চতসৃভ্যো বলিদানমাহ—রাক্ষসীনামিতি চতুর্ভিঃ। হবিষান্বিতমিতি পাঠে পদ্মকেশরঞ্চ হবিঃসহিতমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

মাংসৌদনং ঘৃতং পদ্মকেশরং হবিষান্বিতম্।
ঈশানভাগমাশ্রিত্য চরক্যৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৫১ ॥
মাংসৌদনং সরুধিরং হরিদ্রৌদনমেব চ।
আগ্নেয়ীং দিশমাশ্রিত্য বিদার্য্যৈ বিনিবেদয়েৎ ॥১৫২
দধ্যোদনং সরুধিরমস্থিখণ্ডৈশ্চ সংযুতম্।
পীতরক্তবলিং দদ্যাৎ পূতনা যা তু রাক্ষসী।
বায়ব্যে পাপরাক্ষস্যৈ মৎস্যমাংসসুরাসবম্ ॥১৫৩॥

অনুবাদ—মাংসভাত, ঘৃত ও পদ্মকেশর ঘৃতযুক্ত ঈশান কোণে চরকীকে দিবে। মাংসভাত রক্তসহ পীতান্ন অগ্নিকোণে বিদারীকে দিবে। দধিভাত ও রক্তসহ অস্থিখণ্ড পীতরক্তবলি নৈর্ঋত কোণে পূতনা রাক্ষসীকে দিবে। বায়ুকোণে পাপ রাক্ষসীকে মৎস্য, মাংস, সুরা, আসব দিবে ॥ ১৫১-১৫৩ ॥

টীকা—যা পূতনা তস্যৈ নৈর্ঋতে দধ্যোদনানি দদ্যাৎ সুরাসবয়োঃ পৈষ্ট্যাদিভেদেন ভেদঃ ॥ ১৫৩ ॥

পায়সং বাপি দাতব্যং স্বনাম্না সর্ব্বতঃ ক্রমাৎ।
নমস্কারান্তযুক্তেন প্রণবাদ্যেন সর্ব্বতঃ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণের পক্ষে মৎস্য, মাংস দেওয়া অসম্ভব তজ্জন্য পক্ষান্তরে—অথবা সর্ব্বত্র ক্রমে দেবগণের নিজ নিজ নামে পায়স দিবে, নামের আদিতে প্রণব, নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি শেষে নমঃ এইরূপ সর্ব্বত্র ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—বৈষ্ণবৈঃ কথং মৎস্যমাংসাদিকং দেয়ম্? ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ—পায়সং বেতি। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্থানেষু, সর্ব্বেভ্যোঽপি শিখিপ্রভৃতিভ্যঃ। এবমপৌনরুক্তম্। নমস্কারান্তযুক্তেন নম ইত্যন্তেনেত্যর্থঃ; চতুর্থ্যন্তেন চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫৪ ॥

ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ।
দ্বিজাংস্তু পূজয়েদ্ভক্ত্যা যে চান্যে গৃহমাগতাঃ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—তৎপরে যজমানকে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করাইবে, অন্য গৃহাগত ব্যক্তিগণকে ও দ্বিজগণকে ভক্তিসহ পূজন করাইবে ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—যজমানস্য সর্বৌষধি-স্নপনং কারয়েদিত্যত্রায়ং বিশেষো জ্ঞেয়ঃ—আচার্য্যঃ প্রত্যঙ্মুখো ভূত্বা

প্রাঙ্মুখং যজমানং শান্তিকলসেন 'সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদ্যভিষেকমন্ত্রৈর্মঙ্গলাভিষেকং কৃত্বা পশ্চাৎ সর্বৌষধিজলেন স্নাপয়েদিতি। অন্যশ্চাত্রাপেক্ষ্যো বিশেষঃ শিষ্টাচারতো বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

এতদ্বাস্তুপশমনং কৃত্বা কর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—এইভাবে বাস্তুশান্তি করিয়া গৃহারম্ভের কার্য্য করিবে । ১৫৬ ॥

প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে।
পরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ॥ ১৫৭ ॥
ইতি বাস্তুপশমনং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
রক্ষোঘ্নপবমানেন সূক্তেন ভবনাদিকম্।
নৃত্যমঙ্গলবাদ্যেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—অট্টালিকা, গৃহ, উদ্যান আরম্ভে বা পরিবর্ত্তনে বা পরগৃহে প্রবেশকালে সর্ব্বদোষ শান্তির পূর্ব্বোক্তরূপে বাস্তু শান্তিবিধান পূর্ব্বক রক্ষোঘ্নসূক্ত ও পবমানসূক্ত পাঠ করিয়া, সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, সকল গৃহে নৃত্যগীত, নাম-সংকীর্ত্তন, মঙ্গলবাদ্যসহ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুণ্যাহবাচন করাইবে ॥ ১৫৭-১৫৮ ॥

টীকা—পরিবর্ত্তনে জীর্ণোদ্ধরণাদিনা প্রাসাদাদীনামেব পরিবর্ত্ত্য সংস্করণে ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—রক্ষোঘ্নেন পবমানেন চ সূক্তেন ॥ ১৫৮॥

অনেন বিধিনা যস্তু প্রতিসংবৎসরং বুধঃ।
গৃহে বায়তনে কুর্য্যান্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৯ ॥
ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং স্বর্গে কল্পমেকং বসেন্নরঃ ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতি বৎসর এই বিধি অনুসারে গৃহে বা আয়তনে শান্তি বিধান করিবে সে কোন দুঃখ পায় না। তাহার ব্যাধিভয় নাই, বন্ধু ও ধনক্ষয় নাই, শতবর্ষ জীবী হয়, সেই মানব স্বর্গে এককল্প কাল বাস করে ॥ ১৫৯-১৬০ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
এবং প্রগৃহ্য কোষ্ঠানি রজসাপূর্য্য দেশিকঃ।
এতেষামেব দেবানাং বলিং দদ্যাত্তু কামিকঃ ॥১৬১॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—আচার্য্য এইভাবে প্রকোষ্ঠ বিভাগ পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ণের ধূলিদ্বারা পূরণ করিলে, সকাম যজমান এই সকল দেবকে উপহার প্রদান করিবেন ॥ ১৬১ ॥

টীকা—এবমিতি—'শিবঃ কোণার্দ্ধতো জ্ঞেয়' ইত্যাদিনোক্তবিভাগপ্রকারেণ কোষ্ঠানি পদানি প্রগৃহ্য বিভজ্য ॥ ১৬১ ॥

ঈশানায় প্রদাতব্যং পায়সং মধুনা সহ।
পর্জ্জন্যায় জলং দেয়ং পুষ্পগন্ধাধিবাসিতম্ ॥ ১৬২ ॥
জয়ন্তায় প্রদাতব্যা পতাকা পীতবর্ণিকা।
সুরেশ্বরায় রত্নানি ভাস্করায় ঘৃতং তথা ॥ ১৬৩ ॥
ধূম্রকং পীতবর্ণং বা সত্যে দদ্যাদ্বিতানকম্।
দদ্যান্মাংসং ভৃশেহপূপং ব্যোমায় স্রুবমগ্নয়ে ॥১৬৪॥
পূষ্ণে ধানাঃ সলাজাস্তু সুবর্ণং বিতথে তথা।
গৃহক্ষতায় মধ্বন্নং যমায় পিশিতৌদনম্ ॥ ১৬৫ ॥
গন্ধং গন্ধর্ব্বদেবায় ভৃঙ্গে দদ্যাত্তু শাকুনম্।
মৃগে তিলযবাংশ্চৈব পিতৃভ্যঃ কৃশরং তথা ॥১৬৬॥
দৌবারিকে দন্তকাষ্ঠং সুগ্রীবে যাবকং তথা।
পুষ্পদন্তে কুশা দেয়া বরুণে পদ্মমুৎপলম্ ॥ ১৬৭ ॥
অসুরায়ৈক্ষবং দেয়ং রসং শোষে ঘৃতৌদনম্।
যবাস্তু দেয়াঃ পাপায় রোগায় ঘৃতমণ্ডকম্ ॥ ১৬৮ ॥
নাগায় নাগপুষ্পাণি ভক্ষ্যান্ মুখ্যায় দাপয়েৎ।
চিত্রৌদনঞ্চ ভল্লাটে সোমায় মধুপায়সম্ ॥ ১৬৯ ॥
সর্পায় চাপি শালূকং শ্রিয়ে সরসপায়সম্।
অদিত্যৈ পূরিকা দেয়া ক্ষীরঞ্চাপ্যো দদেদ্বলিম্ ॥১৭০
দধি ক্ষীরং চাপবৎস্যৈ অর্য্যম্নে লড্ডুকং বলিম্।
কুশোদকং সবিত্রে চ সাবিত্রে গুড়পূপকম্ ॥ ১৭১॥

অনুবাদ—ঈশানকে মধুযুক্ত পায়স প্রদান করিবেন। পর্জ্জন্যকে পুষ্প গন্ধাদিবাসিত জল দিবেন। জয়ন্তকে পীতবর্ণ পতাকা, সুরেশ্বরকে রত্নসমূহ ও ঘৃত, সত্যকে ধূম্রবর্ণ বা পীতবর্ণ চন্দ্রাতপ, ভৃশকে মাংস, ব্যোমকে পিষ্টক, অগ্নিকে স্রুব, পূষাকে খই সহ ভাজা যব, বিথতকে সুবর্ণ, গৃহক্ষতকে মধুযুক্ত

অন্ন, যমকে মাংস, ও অন্ন, গন্ধর্ব্বদেবকে গন্ধ, ভৃঙ্গে পক্ষিমাংস, মৃগকে তিল, যম ও পিতৃগণকে খিচুড়ী, দৌবারিককে দন্তকাষ্ঠ, সুগ্রীবকে যবান্ন, পুষ্পদন্তকে কুশ, বরুণকে পদ্ম ও উৎপল, অসুরকে ইক্ষুরস, শোষকে ঘৃতান্ন, পাপকে যব, রোগকে ঘৃতপিষ্টক বিশেষ, নাগকে নাগপুষ্প, মুখ্যকে ভক্ষ্য, ভল্লাটকে চিত্রান্ন, সোমকে মধুপায়স, সর্পকে শালুক, শ্রীকে সরস পায়স, অদিতিকে পুরিকা, আপকে ক্ষীর, আপবলীকে দধি ও ক্ষীর, অর্য্যমাকে লড্ডুক, সবিত্যকে কুশজল, সাবিত্রীকে গুড় পিষ্টক ।।১৬২-১৭১।।

টীকা—ঈশান ঈশানকোণস্থিতং শিবস্তস্মৈ ।।১৬২

টীকা—ভৃশে মাংসং, ব্যোমায় চ অপূপং পক্ষিমাংসমেব দদ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, 'দদ্যান্মাংসং ভৃশেহপূপং ব্যোমায়' ইতি পাঠঃ ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—শাকুনং—পক্ষিমাংসম্ ॥ ১৬৬ ॥

বিবস্বতে রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনমেব চ।
হরিদ্রান্নং তথেন্দ্রায় সাজ্যমিন্দ্রজয়ায় চ ॥ ১৭২ ॥
ঘৃতপূরং তু মিত্রায় রুদ্রায় গুড়পায়সম্।
আমপক্কানি মাংসানি প্রদদ্যাদ্রাজযক্ষ্মণে ॥ ১৭৩ ॥
পৃথ্বীধরায়ামমাংসং খড়্গীমাংসং বলিং হরেৎ।
সাক্ষতং সতিলং চৈব পঞ্চগব্যং তথা চরুম্।
কুশান্ গন্ধং তথা পুষ্পং ব্রহ্মস্থানে নিবেশয়েৎ ॥১৭৪

অনুবাদ—বিবস্বানকে রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দন, ইন্দ্রকে হরিদ্রাবর্ণ অন্ন, ইন্দ্রজয়কে ঘৃতসহ পীতান্ন, মিত্রকে ঘৃতপুর, রুদ্রকে গুড়পায়স। রাজযক্ষ্মাকে অপক্ক ও পক্ক মাংস, পৃথ্বীধরকে অপক্ক গণ্ডার মাংস উপহার দিবে, ব্রহ্মাকে অক্ষত, তিল, পঞ্চগব্য, চরু, কুশ, গন্ধ ও পুষ্প নিবেদন করিবে ॥ ১৭২-১৭৪ ॥

টীকা—সাজ্যং—আজ্যসহিতং হরিদ্রাবর্ণান্নম্ ॥ ১৭২ ॥

টীকা—আমমাংসমিত্যুক্তং, তচ্চ কস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ—খড়্গীমাংসমিতি। আমমাষানিতি বা পাঠঃ ॥ ১৭৪ ॥

আমমাংসং পূর্ব্বভাগে সর্ব্বস্কন্দে তু মোদকম্।
সিতপদ্মং ঘৃতং মাংসং বিদার্য্যৈ চাগ্নিকোণকে ॥১৭৫

অনুবাদ—পূর্ব্বভাগে সর্ব্বস্কন্দকে অপক্ক মাংস ও মোদক দিবে, অগ্নিকোণে বিদারীকে শ্বেতপদ্ম, ঘৃত, মাংস দিবে ॥ ১৭৫ ॥

কৃশরাপূপকং মাংসমর্য্যম্নায়ৈ চ দক্ষিণে।
পিণ্ডঞ্চৈব তথা রক্তং পূতন্যৈ নৈর্ঋতে তথা ॥১৭৬॥

অনুবাদ—দক্ষিণে যমরাজকে খেচরান্ন পিষ্টক মাংস দিবে। নৈর্ঋতে পূতনাকে পিণ্ড ও রক্ত দিবে ॥ ১৭৬ ॥

সাসৃঙ্মাংসং প্রদাতব্যং জম্ভকায়ৈ চ পশ্চিমে।
অস্থিখণ্ডৈশ্চ সহিতং রক্তপিণ্ডেন মিশ্রিতম্ ॥ ১৭৭ ॥
প্রদেয়ং পাপরাক্ষস্যৈ বায়ব্যাং মাংসমেব চ।
উত্তরে পিলিপিচ্ছায়ৈ সান্দ্রং রক্তং বলিং হরেৎ।
বারাহ্যৈ ছাগমাংসানি ঐশান্যাং দিশি দাপয়েৎ ॥১৭৮

অনুবাদ—পশ্চিমদিকে জম্ভকাকে রক্তমাংস, বায়ুকোণে পাপরাক্ষসীকে রক্তপিণ্ড মিশ্রিত অস্থিখণ্ড সহ মাংস দিবে, উত্তরে পিলিপিচ্ছাকে ঘনরক্ত উপহার দিবে, ঈশান কোণে বারাহীকে ছাগ মাংস প্রদান করাইবে ॥ ১৭৭-১৭৮ ॥

টীকা—'স্থাপ্যদেবতানুচরা বাহ্যে সর্ব্বস্কন্দাদয়ঃ স্থিতাঃ' ইতি, যে মণ্ডলাদ্বহিরষ্টৌ উক্তাস্তেষাং ক্রমেণাষ্টদিক্ষু বলিদানমাহ—আমমাংসমিতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। তত্র কুচিচ্চ স্কন্ধ ইতি নাম, তথা অর্য্যম্নে জম্ভকায় পিলিপিচ্ছায়েত্যবং চতুর্দিক্ষু চতুর্ণাং পুংস্ত্বেন নির্দ্দেশশ্চ ॥ ১৭৫-১৭৮ ॥

ততো ভূতগণানান্তু রাক্ষসানাং সুরোত্তম।
পিশাচানাং গণানান্তু বলির্দেয়স্তু কামিকঃ।
এতান্ বা পূজয়েৎ সর্ব্বান্ কুশপুষ্পাক্ষতৈর্বুধঃ ॥১৭৯

অনুবাদ—অনন্তর হে সুরোত্তম! ভূতগণ, রাক্ষসগণ ও পিশাচগণকে সকাম যজমান উপহার দান করিবেন। অথবা নিষ্কাম অভিজ্ঞ বৈষ্ণব যজমান এই সকল দেবগণকে ও সকলকে কুশপুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজন করিবেন ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—পশ্চাদন্যেভ্যোঽপি ভূতগণাদিভ্যো বলিং দদ্যাদিত্যাহ—তত ইতি কামিকঃ তন্ত্রদভীষ্টঃ। পূর্ব্ববৎ পক্ষান্তরমাহ—এতান্ বেতি ॥ ১৭৯ ॥

এবং সম্পূজিতা দেবাঃ শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাম্।
অপূজিতা বিহিংসন্তি কারকং স্থাপকং তথা ॥১৮০॥

অনুবাদ—এইভাবে পূজিত হইয়া দেবগণ মানবগণের শান্তি ও পুষ্টি প্রদান করেন, অপূজিত হইলে কারক ও স্থাপককে বিশেষভাবে হিংসা করেন ॥১৮০

টীকা—স্থাপকং—আচার্য্যম্ ॥ ১৮০ ॥

তস্মাদেতাংস্তু সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ।
প্রাসাদং কারয়েদ্বিদ্বান্ গৃহং বা সুরসত্তম ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—অতএব ইঁহাদিগকে উত্তমরূপে পূজা করিবে, মনোহর গন্ধপুষ্প দ্বারা, হে সুরসত্তম! বিদ্বান্ ব্যক্তি অতঃপর প্রাসাদ বা গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন ॥ ১৮১ ॥

অথ প্রাসাদমূলারম্ভঃ

তত্রৈব—

ব্রহ্মস্থানে ততঃ কুর্য্যাৎ বাসুদেবস্য পূজনম্।
শ্রিয়ঃ সম্পূজনং কুর্য্যাৎ হৃষীকেশগণস্য চ ॥১৮২॥
পূজনন্তু ততঃ কুর্য্যাদ্বাসুদেবগণস্য চ।
গন্ধার্ঘ্য-পুষ্পনৈবেদ্য-ধূপদীপৈঃ সুরোত্তম ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদমূলারম্ভ, উক্তগ্রন্থেই—অনন্তর ব্রহ্মস্থানে বাসুদেবের পূজন কর্ত্তব্য। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এবং হৃষীকেশের পরিকরগণেরও উত্তমরূপে পূজন করিবে। হে সুরোত্তম! তৎপরে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দ্বারা বাসুদেবগণেরও পূজন করিবে ॥ ১৮২-১৮৩ ॥

টীকা—হৃষীকেশগণো হৃষীকেশাদি-নবব্যূহঃ ॥ ১৮২ ॥

টীকা—বাসুদেবগণঃ—চতুর্ব্যূহঃ ॥ ১৮৩ ॥

ততঃ সম্পূজয়েত্তস্মিন্ সর্ব্বলোকধরাং মহীম্।
সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—তৎপরে ঐ মণ্ডলে সর্ব্বলোকধারিণী সুরূপা দিব্য অলঙ্কার ভূষিতা শক্তিরূপিণী মহী-দেবীকে উত্তমরূপে পূজা করিবে ॥ ১৮৪ ॥

ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্।
ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য তন্ময়ত্বেন চিন্তয়েৎ ॥১৮৫॥
ততঃ স্বনামমন্ত্রেণ সর্ব্বামরময়ং পরম্।
ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়েত্তত্র যত্তদ্বাস্তুময়ং নরঃ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—মহাদেবীকে পরিতুষ্টা মৃদুহাস্যাননা ধ্যান করিয়া সম্পূর্ণ অর্চ্চন করিবে, তৎপরে প্রণাম প্রার্থনা করিয়া ভূমিকে তন্ময়রূপে চিন্তা করিবে। অনন্তর সর্ব্বদেবময় পরতত্ত্বকে ধ্যান করিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে অর্চ্চন করিবেন, ঐস্থানে তিনিই এই বাস্তুময় শ্রীহরি ॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—যত্তদিত্যব্যয়ং প্রসিদ্ধৌ ॥ ১৮৬ ॥

ব্রহ্মস্থানে ততো বিদ্বান্ কুর্য্যাদাধারমক্ষতৈঃ।
তস্মিন্ সংস্থাপয়েৎ কুম্ভং বর্দ্ধন্যা সহ পূজিতম্ ॥১৮৭

অনুবাদ—তৎপরে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মস্থানে অক্ষত দ্বারা আধার নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার উপর বর্দ্ধনী সহ (ক্ষুদ্র ঘটসহ) পূজিত কুম্ভ স্থাপন করিবেন ॥ ১৮৭ ॥

হৈমং বা রাজতং বাপি মৃন্ময়ং বা দৃঢ়ং নবম্।
সর্ব্ববীজৌষধীযুক্তং সুবর্ণরজতান্বিতম্ ॥ ১৮৮ ॥
রত্নগর্ভং সুসম্পূর্ণং বস্ত্রপূতেন বারিণা।
প্রশস্তপল্লবোপেতং শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ১৮৯ ॥
পুষ্পৈঃ সুমান্বিতং কৃত্বা গন্ধপুষ্পৈর্বিধূপিতম্।
আহতেন তু শুক্লেন বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতম্ ॥ ১৯০ ॥
ব্রহ্মস্থানে ততো মন্ত্রী কলসং স্থাপ্য পূজয়েৎ।
তস্মিংশ্চতুর্ম্মুখং দেবং প্রজেশং মন্ত্রবিগ্রহম্।
গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥১৯১॥

অনুবাদ—স্বর্ণ, রৌপ্য বা মৃন্ময় দৃঢ় নূতন ঘটে

সর্ব্ববীজ সর্ব্বৌষধিযুক্ত সুবর্ণরজত সমন্বিত রত্ন-গর্ভ বস্ত্রপূত বারিদ্বারা সুসম্পূর্ণ প্রশস্ত পঞ্চ পল্লবযুক্ত শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত, পুষ্পসমূহ দ্বারা সুশোভিত করিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপাদি দ্বারা সুগন্ধিকৃত, নূতন শুক্লবস্ত্রদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত কলস মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিবেন। তাহাতে চতুর্মুখ মন্ত্রবিগ্রহ প্রজাপতিদেবকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুমনোহর নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবেন ॥ ১৮৮-১৯১ ॥

টীকা—স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা, কলসস্থাপনং চেদং বিশেষবলিদানাৎ পূর্ব্বমেবেতি কেষাঞ্চিন্মতম্; তথা হোমশ্চ তদানীমেবেতি মৎস্যপুরাণসম্মতং লিখিতমেব ॥ ১৯১ ॥

ততো মণ্ডলাবাহ্যে তু প্রাচ্যাং বা প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ।
আচার্য্যো গৃহ্য সম্ভারান্ গ্রহাদীংস্তর্পয়েৎ সুরান্ ॥১৯২

অনুবাদ—অনন্তর মণ্ডলের বাহিরে পূর্ব্বদিকে বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আচার্য্য পূজার উপকরণ সমূহ লইয়া নবগ্রহাদি দেবগণকে তৃপ্ত করিবেন॥ ১৯২ ॥

ঘৃতৈস্তিলৈর্যবৈর্মন্ত্রী ব্রহ্মাদীংস্তর্পয়েত্ততঃ।
প্রজেশং তর্পয়েদ্বিদ্বানাহুতীনাং শতেন চ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—ঘৃত সংমিশ্রিত তিল ও যব দ্বারা মন্ত্রবিৎ ব্রহ্মাদিকে তৃপ্ত করিবেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রজাপতিকে শত আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিবেন ॥ ১৯৩ ॥

ইতরান্ দশভির্দেবানাহুতিভিঃ প্রতর্পয়েৎ।
দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পশ্চাদ্বৌষড়ন্তেন মন্ত্রবিৎ ॥১৯৪॥

অনুবাদ—অন্য দেবগণকে দশবার আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিবেন। পরে মন্ত্রবিৎ বৌষড় অন্ত মন্ত্রদ্বারা পূর্ণাহুতি দিবেন ॥ ১৯৪ ॥

সূত্রমার্গেণ দিব্যেন তোয়ধারাং তু ভ্রাময়েৎ ॥১৯৫॥

অনুবাদ—দিব্য সূত্রপথে প্রদক্ষিণ ভাবে জলধারা ভ্রমণ করাইবে ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—প্রদক্ষিণং যথা স্যাত্তথা ভ্রাময়েৎ ॥ ১৯৫॥

পূর্ব্ববত্তেন মার্গেণ সপ্তবীজানি ভ্রাময়েৎ।
সুশোভনং শুভং স্থানং তথা খাতস্য কারয়েৎ ॥১৯৬

অনুবাদ—পূর্ব্ববৎ উক্তপথে সপ্তবীজ সপ্তধান্য—(যব, গম, ধান্য, তিল, কাঙন, শ্যামা, নিবার) ভ্রামিত করিবেন। পবিত্র সুশোভন স্থানে গর্ত্ত করাইবেন ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—সপ্তবীজানি—যবগোধূমধান্য-তিল-কঙ্গু-শ্যামাক-নীবারাত্মক-সপ্তধান্যানি ॥ ১৯৬॥

ততো গর্ত্তং খনেন্মধ্যে হস্তমাত্রং প্রমাণতঃ।
চতুরঙ্গুলমাত্রং তদধঃ খন্যাৎ সুসম্মিতম্।
গোময়েনোপলিপ্যাথ চন্দনেন বিভূষয়েৎ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—তৎপরে মধ্যস্থলে সুবর্ণ কোদাল দ্বারা একহস্ত পরিমিত গর্ত্ত খনন করিবেন। তাহার নীচে চারি অঙ্গুল মাত্র খনন করিবে, পরে গোময়দ্বারা লেপন করিয়া চন্দন দ্বারা বিভূষিত করিবেন ॥১৯৭॥

টীকা—তদনন্তরমাচার্য্যো যজমানো বা উদঙ্মুখঃ, শক্তৌ সুবর্ণকুদ্দালেন প্রারভ্য যোগ্যখনিত্রেণ হস্তপ্রমাণং গর্ত্তং খনেৎ, তস্য গর্ত্তস্যাধশ্চতুরঙ্গুলপ্রমিতং খনেৎ। তন্মৃদঞ্চ রাজতৌত্তৌলিকয়া পূর্ব্বাদি-চতুর্দিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন নিক্ষিপেদিতি শিষ্টাচারতো জ্ঞেয়ম্ ॥১৯৭

মধ্যে দত্ত্বা তু পুষ্পাণি শুক্লান্যক্ষতমেব চ।
আচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা ধ্যায়েদ্দেবং চতুর্ভুজম্ ॥১৯৮

অনুবাদ—আচার্য্য তন্মধ্যে শুক্ল পুষ্পসমূহ ও অক্ষত দিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া চতুর্ভুজ দেবকে ধ্যান করিবেন ॥ ১৯৮ ॥

তূর্য্যমঙ্গলঘোষেণ ব্রহ্মঘোষরবেণ বা।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ কুম্ভতোয়েন মন্ত্রবিৎ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—ব্রহ্মস্থানে স্থাপিত কুম্ভ, তুরী, ভেরী, মঙ্গলধ্বনিসহ বা বেদধ্বনিসহ আনিয়া, হে সুর-

শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রবিৎ কুম্ভজল দ্বারা ওঁ নমো বরুণায় মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—কুম্ভতোয়েনেতি—ব্রহ্মস্থানে স্থাপিতং কুম্ভং তূর্য্যমঙ্গলঘোষাদিনৈবানীয় তস্য জলেনার্ঘ্যং দদ্যাদিত্যর্থঃ মন্ত্রবদিতি, মন্ত্রশ্চায়ম্—'ওঁ নমো বরুণায়' ইতি ॥ ১৯৯ ॥

প্রগৃহ্য কর্করীং তাবত্তচ্ছুভ্রং পূরয়েজ্জলৈঃ।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণৈর্বিমলৈঃ স সুগন্ধিভিঃ।
তস্মিন্ শুক্লানি পুষ্পাণি প্রক্ষিপেদোমিতি স্মরন্

অনুবাদ—ছিদ্রযুক্ত ঝারী লইয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণ নির্ম্মল সুগন্ধি কুম্ভ জলদ্বারা পূরণ করিবেন এবং ঐ গর্ত্তে প্রণব স্মরণ করিয়া শুক্লপুষ্প প্রক্ষেপ করিবেন ॥ ২০০ ॥

টীকা—জলৈস্তৎকুম্ভস্থৈরেব, তস্মিন্ শ্বভ্রে ॥২০০॥

তদা বর্ণং পরীক্ষেত বেদাদ্যোনাক্ষতং ক্ষিপেৎ।
শুভং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তেঽশুভং বামে ভবেত্ততঃ ॥২০১॥

অনুবাদ—তৎকালে উহার বর্ণ পরীক্ষা করিবেন, বেদাদি প্রণব পাঠসহ অক্ষত নিক্ষেপ করিবেন, ঐ জল দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে শুভ, বামাবর্ত্ত হইলে অশুভ জানিবেন ॥ ২০১ ॥

টীকা—কথামাবর্ত্তং পরীক্ষেতেতি? তদাহ—শুভমিতি ॥ ২০১ ॥

বীজৈঃ শালিযবাদীনাং তং গর্ত্তং পূরয়েদ্বুধঃ।
ক্ষেত্রজাভিঃ পবিত্রাভির্মৃদ্ভির্গর্ত্তং প্রপূরয়েৎ ॥ ২০২॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি শালিধান্য, যবাদির বীজদ্বারা ঐ গর্ত্ত পূরণ করিবেন এবং ক্ষেত্রজাত পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা সম্পূর্ণ গর্ত্ত পূরণ করিবেন ॥২০২

টীকা—ন চ কেবলং বীজৈরেব, কিন্তু মৃত্তিকাভিশ্চেত্যাহ—ক্ষেত্রজাভিরিতি ॥ ২০২ ॥

এবং নিষ্পাদ্য বিধিনা চার্ঘ্যাদানং সুরোত্তম।
সুবর্ণং গাং বস্ত্রযুগ্মমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥২০৩॥

অনুবাদ—হে সুরোত্তম! এইভাবে বিধিবৎ অর্ঘ্যদান নিষ্পন্ন করিয়া আচার্য্যকে সুবর্ণ, গাভী ও বস্ত্রদ্বয় নিবেদন করিবেন ॥ ২০৩ ॥

কালজ্ঞস্থপতী পূজ্যৌ বৈষ্ণবান্ শক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ গেয়নৃত্যাদি কারয়েৎ ॥২০৪॥

অনুবাদ—অতঃপর দৈবজ্ঞ, শিল্পী ও বৈষ্ণববৃন্দকে যথাশক্তি পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া নৃত্য, গীতাদি করাইবে ॥ ২০৪ ॥

ততস্তৎ খাতয়েদ্যত্নাদ্জলান্তং যাবদেব তু ॥২০৫॥

অনুবাদ—তৎপরে ঐ ভূমিকে যত্নপূর্ব্বক খনন করাইবে যে পর্য্যন্ত জল না পাওয়া যায় ॥ ২০৫ ॥

পুরুষাধঃস্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ ॥
প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলান্তিকম্ ॥২০৬

অনুবাদ—এক পুরুষ নিম্নে শল্য থাকিলে গৃহে দোষপ্রদ হইবে না। যে পর্য্যন্ত জল না পাওয়া যায় তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানে শল্য থাকিলে প্রাসাদ দোষপ্রদ হয় ॥ ২০৬ ॥

তস্মাৎ প্রাসাদিকী ভূমিঃ শোধ্যা যাবজ্জলান্তিকম্।
শিলান্তং কর্করান্তং বা যাবদ্বা ভূঃ কুমারিকা।
আকোট্য তাং সমীকৃত্য ততো যাগং সমাচরেৎ ॥২০৭

অনুবাদ—অতএব প্রাসাদ নির্ম্মাণের ভূমি, জল পর্য্যন্ত খনন করিয়া শোধন কর্ত্তব্য। শিলা অবধি বা কর্কর অবধি ভূমিকে কুমারিকা বলে। ঐ ভূমির মাটি দৃঢ়মুদ্গর প্রহার দ্বারা সমান করিয়া ঐস্থলে যাগ করিবে ॥ ২০৭ ॥

টীকা—আকোট্য দৃঢ়মুদ্গরাদিপ্রহারৈঃ কুট্টনং কৃত্বা, যাগবিধিরগ্রে বিজ্ঞাপ্যঃ ॥ ২০৭ ॥

কিঞ্চ —

পূরয়েৎ খাতকং যত্নাৎ পাদং যথাক্রমম্ ।
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলং মৃত্তিকয়া স্বস্তিকং চেষ্টকাদিভিঃ ।
সিক্তা সিক্তা তু তোয়েন কলসৈঃ কাঞ্চনাদিভিঃ ॥ ২০৮ ॥

আকোটনং ততঃ কুর্য্যাৎ মুদ্গরৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ।
পাদোনং পূরয়েৎ খাতং সুসমঞ্চৈব কারয়েৎ ॥২০৯

অনুবাদ—আরও—ঐ খাতকে যত্নপূর্ব্বক পূরণ করিবে এক এক পাদ যথাক্রমে, অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল মৃত্তিকা দ্বারা বা ইষ্টকাদি দ্বারা, স্বর্ণ কলসের জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ সেচন করিয়া পলাশ বৃক্ষজাত মুদ্গর দ্বারা দৃঢ় প্রহার পূর্ব্বক একপাদ কম রাখিয়া খাতকে উত্তমরূপে সমতল করাইবে ॥ ২০৯ ॥

টীকা—স্বস্তিকং সম্যগ্যথা স্যাৎ ; যদ্বা, স্বস্তিক-মণ্ডলাকারেণ অষ্টাষ্টাঙ্গুলক্রমেণ, মৃত্তিকয়া ইষ্টকাভিঃ, আদিশব্দাচ্ছিলাকর্করাদিভিশ্চ তৎখাতং পূরয়েৎ ॥ ২০৮ ॥

দেশিকঃ পঞ্চগব্যেন তাং ভূমিং প্রোক্ষয়েদ্বুধঃ ।
সুবর্ণব্রীহিগর্ভেণ চূতপল্লবশোভিনা ।
তীর্থতোয়সুপূর্ণেন স্বর্ণতাম্রময়েণ বা ॥ ২১০ ॥
সেচয়েদভিজপ্তেন বারিণা কলসেন তু ।
ততঃ শুদ্ধা ভবেদ্ভূমির্দোষযুক্তাপি যা ভবেৎ ॥২১১॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ আচার্য্য পঞ্চগব্য দ্বারা ঐ ভূমিকে প্রোক্ষণ করিবেন। সুবর্ণ ও ব্রীহিগর্ভ, আম্রপল্লব শোভিত, তীর্থজল পূর্ণ স্বর্ণ বা তাম্রময় ঘটের মন্ত্রপাঠ সহ সেচন করিবেন, অনন্তর ঐ ভূমি দোষযুক্ত থাকিলেও শুদ্ধা হইবে ॥ ২১০-২১১ ॥

অথ শিলালক্ষণম্

মাৎস্যে—

আদাবেব সমাসেন শিলালক্ষণমুত্তমম্ ।
শিলান্যাসবিধানঞ্চ প্রোচ্যতে তদনন্তরম্ ॥২১২॥

অনুবাদ—অনন্তর শিলালক্ষণ, মৎস্যপুরাণে—প্রথমেই সংক্ষেপে উত্তম শিলালক্ষণ ও পরে শিলান্যাস বিধি উক্ত হইতেছে ॥ ২১২ ॥

শিলা বাথেষ্টকা বাপি চতস্রো লক্ষণান্বিতাঃ ।
প্রাসাদাদৌ বিধানেন ন্যস্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ ।
চতুরস্রাঃ সমাঃ কৃত্বা সমন্তাদথবেষ্টকাঃ ॥২১৩॥

অনুবাদ—শিলা বা ইষ্টকা চারিটি সুলক্ষণযুক্ত ও সুমনোহর, বিধান অনুসারে প্রাসাদাদিতে বিন্যাস করিবে। চতুষ্কোণ ও সমান করিয়া শিলা বা ইষ্টকা স্থাপন করা কর্ত্তব্য ॥ ২১৩ ॥

শিলারূপাঃ স্মৃতা বিদ্যা নন্দাদ্যাশ্চেষ্টকান্বিতাঃ ।
সম্পূর্ণা সুতলাঃ স্নিগ্ধাঃ সুষমা লক্ষণান্বিতাঃ ।
কুশদূর্ব্বাঙ্কিতা ধন্যাঃ সধ্বজচ্ছত্রচামরাঃ ॥২১৪॥
সাঙ্কুশাস্তোরণোপেতাঃ কূর্ম্মমৎস্যফলান্বিতাঃ ।
দর্পণহস্তিবজ্রাঙ্কাঃ প্রশস্তদ্রব্যলাঞ্ছিতাঃ ।
শস্তপক্ষিমৃগাঙ্কাশ্চ বৃষাঙ্কাঃ সর্ব্বদা হিতাঃ ॥২১৫॥

অনুবাদ—শিলাকে বিদ্যা স্বরূপ ও ইষ্টকাকে নন্দাদিরূপা জানিবে। সম্পূর্ণা সুসমতলা স্নিগ্ধা সুষমা অর্থাৎ লাবণ্য যুক্তা সুলক্ষণ সন্বিতা কুশ, দূর্ব্বাদি অঙ্কিতা, প্রশংসনীয়া, ধ্বজ, ছত্র, চামর, অঙ্কুশ, তোরণ, কূর্ম্ম, মৎস্য, ফল, চিহ্নতা, দর্পণ, হস্তি, বজ্র অঙ্কিতা, মঙ্গল দ্রব্য চিহ্নিতা শুভ পক্ষি, মৃগাদি ও বৃষ অঙ্কিতা সর্ব্বদা মঙ্গলপ্রদা ॥ ২১৪-২১৫ ॥

টীকা—সধ্বজতি—ধ্বজাদিচিহ্নসহিতা ইত্যর্থ ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১৪ ॥

স্বস্তিকা বেদিকাঃ শুক্লা নন্দ্যাবর্ত্তকলাঞ্ছিতাঃ ।
পদ্মাদিলক্ষণোপেতাঃ শিলাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ ।
তথা গোবাজিপাদাঙ্কাঃ শিলা ধন্যাঃ সুখাবহাঃ ॥২১৬

অনুবাদ—স্বস্তিকা, বেদিকা, শুক্লা, নন্দ্যাবর্ত্ত-চিহ্নিতা, পদ্মাদি লক্ষণযুক্তা শিলা সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধিপ্রদা, সেইরূপ গোষ্পদ, অশ্বপদ চিহ্নিতা শিলা প্রশংসনীয়া ও সুখপ্রদা ॥ ২১৬ ॥

ক্রব্যাদমৃগপাদাঙ্কা ন শস্তাঃ পক্ষিণস্তথা ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—মাংসভোজী পশুপদ চিহ্নিতা বা ঐরূপ পক্ষি চিহ্নিতা প্রশংসনীয়া নহে ॥ ২১৭ ॥

টীকা—তথা পক্ষিণ ইতি দুষ্টপক্ষিপাদাঙ্কাশ্চ ন শস্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

দিঙ্মূঢ়া দিগ্বিহীনাশ্চ দীর্ঘহ্রস্বাঃ ক্ষতান্বিতাঃ।
বিবর্ণাঃ স্ফুটিতা ভগ্নাঃ সন্ত্যাজ্যা লক্ষণচ্যুতাঃ ॥২১৮

অনুবাদ—দিক্ বিদিক্হীন, অতিদীর্ঘা, অতিহ্রস্বা ক্ষতযুক্তা, বিবর্ণা, স্ফুটিতা, ভগ্না ও লক্ষণহীনা শিলা বর্জ্জনীয়া ॥ ২১৮ ॥

প্রশস্তপ্রাণিরূপাঙ্কাঃ প্রশস্তদ্রব্যলাঞ্ছিতাঃ।
যথোক্তলক্ষণোপেতাঃ শিলাং নিত্যং হিতাবহাঃ ॥২১৯

অনুবাদ—শুভ প্রাণির রূপ চিহ্নিতা, শুভদ্রব্য চিহ্নিতা, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্তা শিলা নিত্য মঙ্গল প্রদা ॥ ২১৯ ॥

অথ ইষ্টকা-লক্ষণম্

তত্রৈব—

ইষ্টকানাং সমাসেন লক্ষণং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥২২০॥

অনুবাদ—অনন্তর ইষ্টকা লক্ষণ, মৎস্যপুরাণে—সম্প্রতি ইষ্টকসমূহের লক্ষণ সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ২২০ ॥

একবর্ণাঃ সুপক্কাশ্চ সুপ্রমাণা মনোরমাঃ।
নন্দ্যাদ্যাশ্চেষ্টকাঃ কার্য্যাশ্চতুরস্রাঃ সুসম্মিতাঃ ॥২২১

অনুবাদ—একবর্ণা সুপক্কা উত্তম পরিমাণা মনোরমা চতুষ্কোণ সুসম্মিতা নন্দ্যাদি নামক ইষ্টকসমূহ দেবালয়ে প্রযোজ্য ॥ ২২১ ॥

অস্থ্যঙ্গারান্বিতা নেষ্টাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সশর্করাঃ।
মন্দপক্কা বিপক্কাশ্চ বহুদিন্যাশ্চ বর্জ্জিতাঃ।
ভগ্নাশ্চ বিষমা হীনা বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—অস্থি অঙ্গারাদি যুক্তা কৃষ্ণবর্ণা কঙ্কর-যুক্তা, মন্দপক্কা, বিপরীত পক্কা, বহুদিনের পুরাতন, ভগ্না, বিষমা, অঙ্গহীনা ইষ্টকা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়া ॥ ২২২ ॥

টীকা—বহুদিন্যাশ্চিরন্তন্যঃ, হীনাঃ—উক্তলক্ষণ-রহিতা অভিনবাঃ ॥ ২২২ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

ইষ্টকানাং প্রমাণঞ্চ লক্ষণং সাম্প্রতং শৃণু।
সুতলা লক্ষণোপেতা দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতাঃ ॥ ২২৩ ॥
সুবিস্তারবিভাগেন নৈপুণ্যেন চ সম্মিতাঃ ॥২২৪॥
সুপক্কাঃ সুপ্রমাণাশ্চ একবর্ণা মনোহরাঃ।
বিমলা ইষ্টকাঃ কার্য্যাশ্চতুরস্রাঃ সুসম্মিতাঃ।
ছিন্নকর্ণাশ্চাপ্রশস্তাঃ পাণিপাদবিবর্জ্জিতা ॥ ২২৫ ॥
সশর্করাঃ কৃষ্ণবর্ণা অস্থ্যঙ্গারচিতাশ্চ যাঃ।
বিবর্ণামন্দগন্ধাশ্চ যাঃ পীনপিণ্ডিকাস্তথা।
হীনাশ্চ বিষমা ভগ্না জর্জ্জরাশ্চ বিবর্জ্জিতাঃ ॥২২৬॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—সম্প্রতি ইষ্টক সমূহের প্রমাণ ও লক্ষণ শ্রবণ করুন। সুতল লক্ষণ-দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত। সুবিস্তৃত সুকৌশলে নির্ম্মিত, সুপক্ক, সুপ্রমাণ বিশিষ্ট একবর্ণা, মনোরমা, বিমলা, চতুষ্কোণ সুসজ্জিত ভাবে ইষ্টকা প্রস্তুত করিবে। ভগ্নকোণা অপ্রশস্তা উপরিভাগে ও অধোভাগে বিবর্জ্জিতা কঙ্করযুক্তা কৃষ্ণবর্ণা অস্থি অঙ্গারাদি যুক্তা, বিবর্ণা, মন্দগন্ধা, স্থূল পিণ্ডিকা, অঙ্গহীনা, বিষমা, ভগ্না, জীর্ণা এইরূপ ইষ্টকা দেবগৃহ নির্ম্মাণে বর্জ্জন করিবে ॥ ২২৩-২২৬ ॥

টীকা—শ্রীহয়শীর্ষদেবেন শিলালক্ষণং শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাবপ্রসঙ্গে পূর্ব্বমেবোক্তমস্তি, অধুনা ইষ্টকা-লক্ষণমাত্রমুচ্যতে ইষ্টকানামিতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ ॥২২৩॥

টীকা—পাণিপাদৈঃ উপর্য্যধোভোগৈর্বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২২৫ ॥

অথ শিলাদিন্যাস-ব্যবস্থা

মাৎস্যে—

শিলান্যাসস্তু কর্ত্তব্যঃ প্রাসাদে তু শিলাময়ে।
ইষ্টকানাং তু বিন্যাসঃ প্রাসাদে চেষ্টকাময়ে ॥২২৭

অনুবাদ—অনন্তর শিলাদি ন্যাস ব্যবস্থা, মৎস্য-পুরাণে—শিলাময় প্রাসাদে শিলান্যাস কর্ত্তব্য, ইষ্টকাময় প্রাসাদে ইষ্টকসমূহ বিন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ২২৭॥

———

শৈলজে শৈলজঃ পীঠ ঐষ্টকে চৈষ্টকঃ স্মৃতঃ ।
শিলান্যাসাদিকো ভদ্রে মূলপাদে বিধীয়তে ॥২২৮॥

অনুবাদ—শৈলজ প্রাসাদে শৈলজ পীঠ ও ইষ্টকাজাত প্রাসাদে ইষ্টকজ পীঠ কর্ত্তব্য। হে কল্যাণি! শিলা ন্যাস দি মূলপাদে বিধান কর্ত্তব্য ॥ ২২৮ ॥

———

হয়শীর্ষে চ—

কর্ত্তব্যশ্চেষ্টকান্যাসঃ প্রাসাদে চেষ্টকাময়ে ।
শৈলে শিলানাং বিন্যাসঃ কার্করে কর্করং ন্যসেৎ ॥
ইতি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—ইষ্টকাময় প্রাসাদে ইষ্টকা ন্যাস কর্ত্তব্য। শৈলময় প্রাসাদে শিলান্যাস এবং কর্করময় প্রাসাদে কর্কর ন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ২২৯॥

———

কৃত্বা শিলাদিন্যাসঞ্চ প্রাক্ শিলাভ্যধিবাসনম্ ।
ইষ্টকানাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গর্ভাধানঞ্চ কারয়েৎ ॥২৩০॥

অনুবাদ—শিলাদি ন্যাস সম্পাদন পূর্ব্বক শিলাধিবাসন কর্ত্তব্য। ইষ্টকাদির প্রতিষ্ঠা ও গর্ভাধান করাইবেন ॥ ২৩০ ॥

টীকা—মৎস্যপুরাণানুক্তমপি শিলাদিন্যাসে শিলাধিবাসনাদিকং শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রদৃষ্ট্যা লিখতি—কৃত্বেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৩০ ॥

———

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা পীঠবন্ধঞ্চ সাধয়েৎ ।
স্বয়ং শ্রীহয়শীর্ষেণৈব প্রোক্তস্তত্তদ্বিধিঃ স্ফুটম্ ॥২৩১॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া পীঠবন্ধও সম্পাদন করিবেন, স্বয়ং শ্রীহয়শীর্ষদেবই শিলাধিবাসন ও পীঠবন্ধ বিধি সেই সেই পটলে পরিস্ফুটভাবে জানাইয়াছেন, টীকাতে প্রয়োজন হইলে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩১ ॥

টীকা—ননু শিলাধিবাসনাদিবিধিঃ কীদৃশঃ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—স্বয়মিতি। স্ফুটমিতি—একত্রৈব ব্যক্তং তত্র বর্ত্তমানত্বাদত্র ন লিখিত ইতি ভাবঃ। তথা চ তত্র শিলাধিবাসনপটলে—'নবৈব পরিগৃহ্ণীয়াত্তাম্রকুম্ভান্ সুশোভনান্। আহৃত্য সর্ব্বসম্ভারানিষ্টকামধিবাসয়েৎ ॥ ঐশান্যাং মণ্ডপং কৃত্বা তদ্বৎ প্রাচ্যাং চ মণ্ডপম্ ॥ কুম্ভানামিষ্টকানাঞ্চ ততঃ স্নপনমাচরেৎ ॥ অথ পঞ্চকষায়েণ সর্বৌষধিজলেন চ। গন্ধতোয়েন চ তথা কুম্ভৈস্তোয়সুপূরিতৈঃ ॥ হিরণ্যব্রীহিসংযুক্তৈর্গন্ধচন্দনচর্চ্চিতৈঃ। আপো হিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ শন্নো দেবীতি চাপ্যথ ॥ তরৎ সমন্দীতি তথা পাবমানীভিরেব চ। উদুত্তমং বরুণেতি ইমম্মেতি তথৈব চ। বরুণস্যেতি মন্ত্রেণ হংসঃ শুচিষদিত্যপি। শ্রীসূক্তেন তথা কুম্ভৈঃ স্নাপয়েদিষ্টকাং তথা ॥ শ্রাবণীয়ং পঠন্ সূক্তং কুম্ভাংস্তান্ স্নাপয়েদ্বুধঃ। ততোঽনুলেপনং কার্য্যং চন্দনেন সুগন্ধিনা। আচ্ছাদনং ততঃ কুর্য্যাদ্বাসোভিঃ কুসুমৈস্ততঃ। শয্যায়াং তু প্রকুষ্টায়াং মণ্ডপে স্থাপ্য পূজয়েৎ ॥ নানাপ্রখ্যে দনৈশ্চৈব গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈঃ। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তেষাং যত্নান্নিবেদয়েৎ ॥ এবং কৃত্বা ততঃ সম্যগিষ্টকাহোমমাচরেৎ। তস্মিংস্তু মণ্ডপে লিখ্য বৈষ্ণবং মণ্ডলং শুভম্ ॥ বিষ্ণুমভ্যর্চ্চয়েত্তত্র কুণ্ডেঽগ্নিং জুহুয়াত্ততঃ। বৈষ্ণবাগ্নিং জ্বলিত্বাদৌ যথাবিধি সমাহিতঃ ॥ কুর্য্যাচ্চ সমিদাধানং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া। আঘারাজ্যদ্বিভাগৌ তু প্রণবেনৈব কারয়েৎ ॥ অষ্টাক্ষরৈস্ততো ব্যস্তৈঃ কুর্য্যাদষ্টাহুতীঃ ক্রমাৎ। আজ্যং ব্যাহৃতিভির্হুত্বা লোকেশানাং ক্রমেণ তু ॥ অগ্নয়ে চৈব সোমায় গ্রহেভ্য ইতি চৈব হি। পুরুষোত্তমায়েতি হুত্বা ব্যাহৃতীর্জুহুয়াত্ততঃ ॥ প্রায়শ্চিত্তং ততো হুত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং ততঃ। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বেদাদ্যৈরথবানঘ। কুণ্ডেষু মূর্ত্তিপাঃ সম্যক্ জুহুয়ুঃ সঘৃতাংস্তিলান্ ॥' অথ পাতালযাগপটলে চ—'কুম্ভন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদিষ্টকান্যাসমেব চ। দেশিকো প্রাঙ্মুখো ভূত্বা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ ॥ বিলিপ্য গোময়ৈর্ভূমিং বিন্যসেৎ কলসান্নব। অষ্টদিক্ষু যথান্যায়ং মধ্যে চৈকং তথা ন্যসেৎ ॥ পঞ্চরত্নসমাযুক্তান্নঙ্গলৌষধিসংযুতান্। পারদেন সমাযুক্তান্ কৃত্বা বস্ত্রেণ ভূষিতান্ ॥ শঙ্খং চৈব মহাপদ্মং মকরং

কচ্ছপং তথা। মুকুন্দঞ্চ তথা নন্দং নীলং শঙ্খঞ্চ পদ্মিনীম্। এতাস্তু দেবতাঃ কুম্ভে ন্যসনীয়া যথা-ক্রমম্॥ এবং বিন্যস্য কলসান্ পুনর্নৈতান প্রচালয়েৎ। কুম্ভস্যোপরি বিন্যস্য ইষ্টকাষ্টৌ যথাক্রমম্। ঐশানে চ তথা কোণে ইষ্টকাং প্রথমাং ন্যসেৎ। প্রদক্ষিণক্রমেণৈব ইষ্টকান্যাস ইষ্যতে। শক্তয়ো বিমলাদ্যাস্তু ইষ্টাকানাং তু দেবতাঃ। ন্যাস-নীয়া যথান্যায়ং মধ্যে ন্যস্যাস্ততো গ্রহাঃ। অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেরঙ্গিরসঃ সুতে। ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। মন্ত্রেণানেন বিন্যস্য ইষ্টকাং দেশিকোত্তমঃ। গর্ভাধানং ততঃ কুর্য্যান্মধ্যস্থানে সমাহিতঃ॥' ইত্যাদি। অত্র কেষাঞ্চিচ্ছিষ্টানাং মতমেবম্ —প্রাসাদস্য চতুষ্কোণেষু চতুরো গর্ত্তান্ বিধায় প্রতিগর্ত্তোপরি বেদীং নির্ম্মায়, তদুপরি শুক্লতণ্ডুলান্ নিক্ষিপ্য তদুপর্য্যাগ্নেয়াদিকোণেষু প্রশস্তাঃ নন্দাদ্যাঃ শিলা ইষ্টকা বা বিধায় প্রতিবেদিসন্নিধৌ সুলক্ষণং পঞ্চপল্লবাদিযুতং নির্ম্মলজলপূরিতম্। কলসং সংস্থাপ্যাগ্নেয়াদিষু স্বস্ববেদ্যুপরি নন্দাদ্যাঃ স্থাপয়েৎ। ততঃ প্রশস্তেন কেনাপি বারিণা প্রত্যেকং প্রণবেন সংস্নাপ্য অস্ত্রায় ফড়িতি পুনরপি স্নাপয়েৎ, বস্ত্রেণ তোয়মপনয়েচ্চ। এবং চতসৃণামপি প্রত্যেকং স্নপনং বিধায় 'ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ' ইতি গন্ধপুষ্পাদিভিরুপ-চারৈঃ প্রত্যেকমর্চ্চয়েৎ। ততো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈর্বিজ্ঞাপ্য গীত-বাদ্য-বেদনির্ঘোষৈঃ স্ব-স্ব-দিক্ষ্ববতারয়েৎ। প্রথমশিলাবতারণে প্রশস্তশকুনাদিকমপি নিরূপণীয়ম্। শিলাস্তু প্রাগুত্তরপ্লবা ন্যস্তব্যাঃ, ন তু দক্ষিণ-পশ্চিম-প্লবাঃ। অথোদকান্তরেণাস্ত্রায় ফড়িতি স্নাপয়িত্বা মন্ত্রবারিণা স্নাপয়েৎ। ততো দিব্যরূপাং হেমাভাং সুভূষিতাং স্মিতাননাং তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রমুচ্চার্য্য 'ওঁ ভগবতি নন্দে ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইত্যাবাহ্য বৈদিকৈরপি মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পূর্ব্বদিক্স্থকুম্ভোদকেন মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা অবশিষ্ট-কুম্ভোদকেন 'ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ' ইতি স্নাপয়েৎ। ততো বস্ত্রেণ তোয়মপনীয় বস্ত্রগন্ধাদিভিরুপচারৈঃ প্রত্যেকমর্চ্চয়েৎ। ততো ধূপয়িত্বা পুনরভ্যর্চ্চ্য সামান্যমুদ্রাং বদ্ধা দধিমাংসাদিনৈবেদ্যং নিবেদ্য 'ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ', 'ওঁ নন্দে ত্বং নন্দসে পুংসাং রক্ষ মাং স্থাপয়াম্যহম্। অস্মিন্ সন্তিষ্ঠ সংহৃষ্টা যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ আয়ুঃ কামং প্রিয়ং নন্দে দদাসি সর্ব্বদা নৃণাম্। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্য্যা প্রাসাদে জয়তঃ সদা॥' ইতি মন্ত্রেণ নন্দাং স্থাপয়িত্বা পূর্ব্ববদুপচারৈর্ভদ্রামভ্যর্চ্চ্য 'ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ', 'ওঁ ভদ্রে ত্বং সর্ব্বদা ভদ্রং পুংসাং কুরু হিতাবহম্। আয়ুষ্কামপ্রদা দেবি শ্রীপদা সর্ব্বদা ভব।' ততো জয়াং প্রতি, 'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ জয়ে ত্বং সর্ব্বদা ভদ্রে সন্তিষ্ঠ স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ং জয়ে দেবি স্বামিনো জয়দা ভব॥' ততঃ পূর্ণাং প্রতি, 'ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ পূর্ণে ত্বং চ মহাবিদ্যে সর্ব্বসন্দোহলক্ষণে। সর্ব্বং সম্পূর্ণমেবাত্র প্রসাদং কুরু সম্পদা॥' এবং প্রসাদয়েৎ। ততঃ প্রভৃতি শিলানামিষ্টকানাঞ্চ চালনং ন কর্ত্তব্যম্। ততশ্চ 'যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় পার্থিবাৎ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ' ইতি পঠিত্বা ক্ষমধ্বমিতি চোক্ত্বাচার্য্যো দেবতা বিসর্জ্জয়েৎ। ততো যজমানঃ প্রাঙ্মুখোপবিষ্টায়াচার্য্যায় দক্ষিণাং গাং বস্ত্রাদিকং চ দদ্যাৎ। অথ স্বস্তিবাচকান্ দৈবজ্ঞস্থপতি-বৈষ্ণবাংশ্চ সম্পূজ্য শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি॥ ২৩১॥

———

অথ পীঠবন্ধনম্

হয়শীর্ষে—

পীঠবন্ধং ততঃ কুর্য্যান্মহাপ্রাসাদমানতঃ।
পীঠোত্তমং চোচ্ছ্রয়েণ প্রাসাদস্যোর্দ্ধমানতঃ॥২৩২
পাদহীনং মধ্যমং স্যাৎ কন্যসং চার্দ্ধমানতঃ।
উত্তমং বাসুদেবস্য কুর্য্যাৎ পীঠং বিচক্ষণঃ॥২৩৩॥

অনুবাদ—অনন্তর পীঠবন্ধন, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অনন্তর শ্রীবাসুদেবের মহাপ্রাসাদের পরিমাণ অনুসারে পীঠবন্ধন কর্ত্তব্য। প্রাসাদের উচ্চতার অর্দ্ধ-পরিমাণে পীঠবন্ধ হইলে উহা উত্তম, ইহার একপাদ (চতুর্থাংশ) কম হইলে মধ্যম ইহার অর্দ্ধেক হইলে কনিষ্ঠ। বিচক্ষণ ব্যক্তি বাসুদেবের প্রাসাদের পীঠ-বন্ধন (প্রাসাদের মূল হইতে ভূমির উপর পর্য্যন্ত) উত্তম মানের করিবেন॥ ২৩২-২৩৩॥

টীকা—পীঠবন্ধো নাম প্রাসাদস্য মূলাদ্ভূম্যুপরিতনভাগং যাবৎ॥ ২৩২॥

———

অনুবাদ—অনন্তর শিলাদি ন্যাস ব্যবস্থা, মৎস্য-পুরাণে—শিলাময় প্রাসাদে শিলান্যাস কর্ত্তব্য, ইষ্টক-কাময় প্রাসাদে ইষ্টকসমূহ বিন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ২২৭॥

শৈলজে শৈলজঃ পীঠ ঐষ্টকে চৈষ্টকঃ স্মৃতঃ ।
শিলান্যাসাদিকো ভদ্রে মূলপাদে বিধীয়তে ॥২২৮॥

অনুবাদ—শৈলজ প্রাসাদে শৈলজ পীঠ ও ইষ্টকা-জাত প্রাসাদে ইষ্টকজ পীঠ কর্ত্তব্য। হে কল্যাণি! শিলা ন্যাস দি মূলপাদে বিধান কর্ত্তব্য ॥ ২২৮ ॥

হয়শীর্ষে চ—

কর্ত্তব্যশ্চেষ্টকান্যাসঃ প্রাসাদে চেষ্টকাময়ে ।
শৈলে শিলানাং বিন্যাসঃ কার্করে কর্করং ন্যসেৎ ॥
ইতি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—ইষ্টকাময় প্রাসাদে ইষ্টকা ন্যাস কর্ত্তব্য। শৈলময় প্রাসাদে শিলান্যাস এবং কর্করময় প্রাসাদে কর্কর ন্যাস কর্ত্তব্য ॥ ২২৯॥

কৃত্বা শিলাদিন্যাসঞ্চ প্রাক্ শিলাদ্যধিবাসনম্ ।
ইষ্টকানাং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গর্ভাধানঞ্চ কারয়েৎ ॥২৩০॥

অনুবাদ—শিলাদি ন্যাস সম্পাদন পূর্ব্বক শিলাধি-বাসন কর্ত্তব্য। ইষ্টকাদির প্রতিষ্ঠা ও গর্ভাধান করাইবেন ॥ ২৩০ ॥

টীকা—মৎস্যপুরাণানুক্তমপি শিলাদিন্যাসে শিলা-ধিবাসনাদিকং শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রদৃষ্ট্যা লিখতি—কৃত্বেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৩০ ॥

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা পীঠবন্ধঞ্চ সাধয়েৎ ।
স্বয়ং শ্রীহয়শীর্ষেণৈব প্রোক্তস্তদ্বিধিঃ স্ফুটম্ ॥২৩১॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া পীঠবন্ধও সম্পাদন করিবেন, স্বয়ং শ্রীহয়শীর্ষদেবই শিলাধি-বাসন ও পীঠবন্ধ বিধি সেই সেই পটলে পরিস্ফুট-ভাবে জানাইয়াছেন, টীকাতে প্রয়োজন হইলে দ্রষ্টব্য ॥ ২৩১ ॥

টীকা—ননু শিলাধিবাসনাদিবিধিঃ কীদৃশঃ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—স্বয়মিতি। স্ফুটমিতি—একত্রৈব ব্যক্তং তত্র বর্ত্তমানত্বাদত্র ন লিখিত ইতি ভাবঃ। তথা চ তত্র শিলাধিবাসনপটলে—'নবৈব পরিগৃহ্ণীয়াত্তাম্রকুম্ভান্ সুশোভনান্। আহৃত্য সর্ব্ব-সম্ভারানিষ্টকামধিবাসয়েৎ ॥ ঐশান্যাং মণ্ডপং কৃত্বা তদ্বৎ প্রাচ্যাং চ মণ্ডপম্ ॥ কুম্ভানামিষ্টকানাঞ্চ ততঃ স্নপনমাচরেৎ ॥ অথ পঞ্চকষায়েণ সর্বৌষধিজলেন চ। গন্ধতোয়েন চ তথা কুম্ভৈস্তোয়সুপূরিতৈঃ ॥ হিরণ্যব্রীহিসংযুক্তৈর্গন্ধচন্দনচর্চ্চিতৈঃ। আপো হিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ শন্নো দেবীতি চাপ্যথ ॥ তরৎ সমন্দীতি তথা পাবমানীভিরেব চ। উদুত্তমং বরুণেতি ইমম্মেতি তথৈব চ। বরুণস্যেতি মন্ত্রেণ হংসঃ শুচি-ষদিত্যপি। শ্রীসূক্তেন তথা কুম্ভৈঃ স্নাপয়েদিষ্টকাং তথা ॥ শ্রাবণীয়ং পঠন্ সূক্তং কুম্ভাংস্তান্ স্নাপ-য়েদ্বুধঃ। ততোঽনুলেপনং কার্য্যং চন্দনেন সুগন্ধিনা। আচ্ছাদনং ততঃ কুর্য্যাদ্বাসোভিঃ কুসুমৈস্ততঃ। শয্যায়াং তু প্রকুষ্টায়াং মণ্ডপে স্থাপ্য পূজয়েৎ ॥ নানাপ্রখ্যৈ দনৈশ্চৈব গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মনোহরৈঃ। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তেষাং যত্নান্নিবেদয়েৎ ॥ এবং কৃত্বা ততঃ সম্যগিষ্টকাহোমমাচরেৎ। তস্মিংস্তু মণ্ডপে লিখ্য বৈষ্ণবং মণ্ডলং শুভম্ ॥ বিষ্ণুমভ্যর্চ্চয়েত্তত্র কুণ্ডেঽগ্নিং জুহুয়াত্ততঃ। বৈষ্ণবাগ্নিং জ্বলিত্বাদৌ যথাবিধি সমাহিতঃ ॥ কুর্য্যাচ্চ সমিদাধানং দ্বাদশা-ক্ষরবিদ্যয়া। আঘারাজ্যদ্বিভাগৌ তু প্রণবেনৈব কারয়েৎ ॥ অষ্টাক্ষরৈস্ততো ব্যস্তৈঃ কুর্য্যাদষ্টাহুতীঃ ক্রমাৎ। আজ্যং ব্যাহৃতিভির্হুত্বা লোকেশানাং ক্রমেণ তু ॥ অগ্নয়ে চৈব সোমায় গ্রহেভ্য ইতি চৈব হি। পুরুষোত্তমায়েতি হুত্বা ব্যাহৃতীর্জুহুয়াত্ততঃ ॥ প্রায়-শ্চিত্তং ততো হুত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং ততঃ। দ্বাদশা-ক্ষরমন্ত্রেণ বেদাদ্যৈরথবানঘ। কুণ্ডেষু মূর্ত্তিপাঃ সম্যক্ জুহুয়ুঃ সঘৃতাংস্তিলান্ ॥' অথ পাতালযাগপটলে চ—'কুম্ভন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদিষ্টকান্যাসমেব চ। দেশিকো প্রাঙ্মুখো ভূত্বা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ ॥ বিলিপ্য গোময়ৈর্ভূমিং বিন্যসেৎ কলসান্নব। অষ্টদিক্ষু যথান্যায়ং মধ্যে চৈকং তথা ন্যসেৎ ॥ পঞ্চরত্নসমা-যুক্তান্মঙ্গলৌষধিসংযুতান্। পারদেন সমাযুক্তান্ কৃত্বা বস্ত্রেণ ভূষিতান্ ॥ শঙ্খং চৈব মহাপদ্মং মকরং

কচ্ছপং তথা। মুকুন্দঞ্চ তথা নন্দং নীলং শঙ্খঞ্চ পদ্মিনীম্। এতাস্তু দেবতাঃ কুম্ভে ন্যসনীয়া যথা-ক্রমম্॥ এবং বিন্যস্য কলসান্ পুনর্নৈতান প্রচা-লয়েৎ। কুম্ভস্যোপরি বিন্যস্য ইষ্টকাষ্টৌ যথা-ক্রমম্। ঐশানে চ তথা কোণে ইষ্টকাং প্রথমাং ন্যসেৎ। প্রদক্ষিণক্রমেণৈব ইষ্টকান্যাস ইষ্যতে। শক্তয়ো বিমলাদ্যাস্তু ইষ্টাকানাং তু দেবতাঃ। ন্যাস-নীয়া যথান্যায়ং মধ্যে ন্যস্যাস্ততো গ্রহাঃ। অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেরঙ্গিরসঃ সুতে। ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। মন্ত্রেণানেন বিন্যস্য ইষ্টকাং দেশিকোত্তমঃ। গর্ভাধানং ততঃ কুর্য্যান্মধ্যস্থানে সমাহিতঃ॥' ইত্যাদি। অত্র কেষাঞ্চি-চ্ছিষ্টানাং মতমেবম্ —প্রাসাদস্য চতুষ্কোণেষু চতুরো গর্ত্তান্ বিধায় প্রতিগর্ত্তোপরি বেদীং নির্ম্মায়, তদুপরি শুক্লতণ্ডুলান্ নিক্ষিপ্য তদুপর্য্যাগ্নেয়াদিকোণেষু প্রশস্তাঃ নন্দাদ্যাঃ শিলা ইষ্টকা বা বিধায় প্রতিবেদিসন্নিধৌ সুলক্ষণং পঞ্চপল্লবাদিযুতং নির্ম্মলজলপূরিতম্। কলসং সংস্থাপ্যাগ্নেয়াদিষু স্বস্ববেদ্যুপরি নন্দাদ্যাঃ স্থাপয়েৎ। ততঃ প্রশস্তেন কেনাপি বারিণা প্রত্যেকং প্রণবেন সংস্নাপ্য অস্ত্রায় ফড়িতি পুনরপি স্নাপয়েৎ, বস্ত্রেণ তোয়মপনয়েচ্চ। এবং চতসৃণামপি প্রত্যেকং স্নপনং বিধায় 'ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ' ইতি গন্ধপুষ্পাদিভিরুপ-চারৈঃ প্রত্যেকমর্চ্চয়েৎ। ততো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈর্বিজ্ঞাপ্য গীত-বাদ্য-বেদনির্ঘোষৈঃ স্ব-স্ব-দিক্ষ্বতারয়েৎ। প্রথমশিলাবতারণে প্রশস্তশকুনাদিকমপি নিরূপণীয়ম্। শিলাস্তু প্রাগুত্তরপ্লবা ন্যস্তব্যাঃ, ন তু দক্ষিণ-পশ্চিম-প্লবাঃ। অথোদকান্তরেণাস্ত্রায় ফড়িতি স্নাপয়িত্বা মন্ত্রবারিণা স্নাপয়েৎ। ততো দিব্যরূপাং হেমাভাং সুভূষিতাং স্মিতাননাং তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রমুচ্চার্য্য 'ওঁ ভগবতি নন্দে ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইত্যাবাহ্য বৈদিকৈ-রপি মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পূর্ব্বদিকস্থকুম্ভোদকেন মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা অবশিষ্ট-কুম্ভোদকেন 'ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ' ইতি স্নাপয়েৎ। ততো বস্ত্রেণ তোয়মপনীয় বস্ত্রগন্ধা-দিভিরুপচারৈঃ প্রত্যেকমর্চ্চয়েৎ। ততো ধূপয়িত্বা পুনরভ্যর্চ্চ্য সামান্যমুদ্রাং বদ্ধা দধিমাংসাদিনৈবেদ্যং নিবেদ্য 'ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ', 'ওঁ নন্দে ত্বং নন্দসে পুংসাং রক্ষ মাং স্থাপয়াম্যহম্। অস্মিন্ সন্তিষ্ঠ সংহৃষ্টা যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ আয়ুঃ কামং শ্রিয়ং নন্দে দদাসি সর্ব্বদা নৃণাম্। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্য্যা প্রাসাদে জয়তঃ সদা॥' ইতি মন্ত্রেণ নন্দাং স্থাপয়িত্বা পূর্ব্ববদুপচারৈর্ভদ্রামভ্যর্চ্চ্য 'ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ', 'ওঁ ভদ্রে ত্বং সর্ব্বদা ভদ্রং পুংসাং কুরু হিতাবহম্। আয়ুষ্কামপ্রদা দেবি শ্রীপদা সর্ব্বদা ভব।' ততো জয়াং প্রতি, 'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ জয়ে ত্বং সর্ব্বদা ভদ্রে সন্তিষ্ঠ স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ং জয়ে দেবি স্বামিনো জয়দা ভব॥' ততঃ পূর্ণাং প্রতি, 'ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ পূর্ণে ত্বং চ মহাবিদ্যে সর্ব্বসন্দোহ-লক্ষণে। সর্ব্বং সম্পূর্ণমেবাত্র প্রসাদং কুরু সম্পদা॥' এবং প্রসাদয়েৎ। ততঃ প্রভৃতি শিলানামিষ্টকানাঞ্চ চালনং ন কর্ত্তব্যম্। ততশ্চ 'যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় পার্থিবাৎ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগ-মনায় চ' ইতি পঠিত্বা ক্ষমধ্বমিতি চোক্ত্বাচার্য্যো দেবতা বিসর্জ্জয়েৎ। ততো যজমানঃ প্রাঙ্মুখোপ-বিষ্টায়াচার্য্যায় দক্ষিণাং গাং বস্ত্রাদিকং চ দদ্যাৎ। অথ স্বস্তিবাচকান্ দৈবজ্ঞস্থপতি-বৈষ্ণবাংশ্চ সম্পূজ্য শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি॥ ২৩১॥

———

অথ পীঠবন্ধনম্

হয়শীর্ষে—

পীঠবন্ধং ততঃ কুর্য্যান্মহাপ্রাসাদমানতঃ।
পীঠোত্তমং চোচ্ছ্রয়েণ প্রাসাদস্যোর্দ্ধমানতঃ॥২৩২
পাদহীনং মধ্যমং স্যাৎ কন্যসং চার্দ্ধমানতঃ।
উত্তমং বাসুদেবস্য কুর্য্যাৎ পীঠং বিচক্ষণঃ॥২৩৩॥

অনুবাদ—অনন্তর পীঠবন্ধন, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—অনন্তর শ্রীবাসুদেবের মহাপ্রাসাদের পরিমাণ অনু-সারে পীঠবন্ধন কর্ত্তব্য। প্রাসাদের উচ্চতার অর্দ্ধ-পরিমাণে পীঠবন্ধ হইলে উহা উত্তম, ইহার একপাদ (চতুর্থাংশ) কম হইলে মধ্যম ইহার অর্দ্ধেক হইলে কনিষ্ঠ। বিচক্ষণ ব্যক্তি বাসুদেবের প্রাসাদের পীঠ-বন্ধন (প্রাসাদের মূল হইতে ভূমির উপর পর্য্যন্ত) উত্তম মানের করিবেন॥ ২৩২-২৩৩॥

টীকা—পীঠবন্ধো নাম প্রাসাদস্য মূলাদ্ভূম্যুপরি-তনভাগং যাবৎ॥ ২৩২॥

———

অথ প্রাসাদাদি লক্ষণানি

মাৎস্যে—

এবং বাস্তুবলিং কৃত্বা ভজেৎ ষোড়শভাগিকম্।
তস্য মধ্যে চতুর্ভিস্তু ভাগৈর্গর্ভঞ্চ কারয়েৎ ॥২৩৪॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদাদি লক্ষণ, মৎস্যপুরাণে—পূর্ব্বোক্তরূপে বাস্তুবলি প্রদান পূর্ব্বক বাস্তুকে ষোড়শ ভাগ করিবে, তাহার মধ্যে চারিভাগ দ্বারা গর্ভ মন্দির করাইবে ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—ষোড়শভাগিকং ভজেৎ ষোড়শভাগান্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তথা চোক্তং শ্রীহয়শীর্ষদেবেন। 'চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং ভজেৎ ষোড়শধা পুনঃ' ইতি। এবমগ্রে লেখ্যহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনানুসারেণাগ্রেহন্যত্রাপ্যর্থো বোদ্ধব্যঃ ॥ ২৩৪ ॥

ভাগদ্বাদশকং তত্র ভিত্ত্যর্থং পরিকল্পয়েৎ।
চতুর্ভাগেন ভিত্তীনামুচ্ছ্রায়ঃ স্যাৎ প্রমাণতঃ।
দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াৎ প্রমাণতঃ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—অবশিষ্ট দ্বাদশ ভাগ ভিত্তির জন্য পরিকল্পনা করিবেন। চারিভাগ দ্বারা ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণ হইবে ॥ ২৩৫ ॥

শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়া তু প্রদক্ষিণা।
চতুর্দিক্ষু তদা জ্ঞেয়ো নির্গমস্তু তথা বুধৈঃ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—শিখরের অর্দ্ধের অর্দ্ধ পরিমাণ প্রদক্ষিণা কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেইরূপ চতুর্দ্দিকে নির্গমন পথ জানিবেন ॥ ২৩৬ ॥

টীকা—প্রদক্ষিণাদয়শ্চ প্রাসাদোপরিতনভাগবিশেষাঃ শিল্পিশাস্ত্রতঃ স্থপতিষু প্রসিদ্ধা এব, তথেতি প্রদক্ষিণাতুল্যমান ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৬ ॥

গর্ভসূত্রদ্বয়ং ভাগো বিস্তারো মণ্ডপস্য তু।
আয়তঃ স্যাৎ ত্রিভির্ভাগৈর্ভদ্রযুক্তঃ সুশোভনঃ ॥২৩৭

অনুবাদ—মণ্ডপের বিস্তার কিন্তু গর্ভসূত্রের ভাগসূত্রের ভাগদ্বয় সদৃশ, আর আয়ত হইবে গর্ভসূত্রের ত্রিভাগ সদৃশ এবং সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলযুক্ত ও সুশোভন ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—ত্রিভির্ভাগৈর্মণ্ডপ আয়তঃ স্যাৎ ॥২৩৭॥

পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ।
ভাগমেকং গৃহীত্বা তু প্রাগ্‌গ্রীবং কল্পয়েদ্‌বুধঃ ॥২৩৮

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি গর্ভ পরিমাণকে পঞ্চভাগে ভাগ করিয়া, তাহার একভাগ গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাগ্‌গ্রীব রচনা করিবেন ॥ ২৩৮ ॥

গর্ভসূত্রসমো ভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ।
এতৎ সামান্যমুদ্দিষ্টং প্রাসাদস্যেহ লক্ষণম্ ॥২৩৯॥

অনুবাদ—গর্ভসূত্র সমভাগ হইতে সম্মুখে মুখমণ্ডপ, ইহা প্রাসাদের সামান্য লক্ষণ এস্থলে উপদিষ্ট হইল ॥ ২৩৯ ॥

কিঞ্চ—

মেরু-মন্দর-কৈলাস-কুম্ভ-সিংহ-মৃগাস্তথা।
বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বচ্ছ্রীবৃক্ষোঽথ মৃগাধিপঃ ॥ ২৪০ ॥
বলভীচ্ছন্দকস্তদ্বদ্বর্ত্তুলঃ সর্ব্বভদ্রকঃ।
গজশ্চ নন্দনশ্চৈব নন্দিবর্দ্ধন এব চ ॥ ২৪১ ॥
হংসো বৃষঃ সুপর্ণশ্চ পদ্মকোঽথ সমুদ্‌গকঃ।
প্রাসাদা নামতঃ প্রোক্তা বিভাগং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥২৪২

অনুবাদ—আরও—প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকার নাম মাত্র উল্লেখ করা হইতেছে মেরু, মন্দর, কৈলাস, কুম্ভ, সিংহ, মৃগ সেইরূপ বিমানছন্দক, শ্রীবৃক্ষ, সিংহ, বলভীচ্ছন্দক, বর্ত্তুল, সর্ব্বভদ্রক, গজ, নন্দন, নন্দীবর্দ্ধন, হংস, বৃষ, গরুড়, পদ্মক, সমুদ্‌গক—ইহাদের বিভাগ হে দ্বিজগণ! শ্রবণ করুন ॥ ২৪০-২৪২ ॥

টীকা—নামতো লক্ষণতো মানতশ্চ বিংশতিপ্রাসাদানাহ—মের্ষিত্যাদিনা শুভলক্ষণ ইত্যন্তেন ॥২৪০

শতশৃঙ্গশ্চতুর্দ্বারো ভূমিকা-ষোড়শোচ্ছ্রিতঃ।
নানাবিচিত্রশিখরো মেরু-প্রাসাদ উচ্যতে ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—শতচূড় চতুর্দ্বার ভূমিকা ষোড়াংশ উচ্চ, নানা বিচিত্র শিখর—ইহাকে মেরু প্রাসাদ বলা হয় ॥ ২৪৩ ॥

মন্দরো দ্বাদশ প্রোক্তঃ কৈলাসো দশভূমিকঃ।
বিমানচ্ছন্দকস্তদ্বদনেকশিখরাননঃ ॥ ২৪৪ ॥
স চাষ্টভূমিকস্তদ্বৎ সপ্তভির্নন্দিবর্দ্ধনঃ।
বিংশাণ্ডকসমাযুক্তো নন্দনঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—মন্দর দ্বাদশ ভূমিক, কৈলাশ দশ-ভূমিক, বিমানছন্দক সেইরূপ অনেক শিখর ও মুখ বিশিষ্ট, তাহা অষ্টভূমিক, সেইরূপ সপ্তভূমিক নন্দি-বর্দ্ধন, বিংশান্তক যুক্ত নন্দন বিখ্যাত ॥ ২৪৪-২৪৫ ॥

টীকা—দ্বাদশেতি দ্বাদশভূমিকঃ। এবমগ্রেহ-পূহ্যম্ ॥ ২৪৪ ॥

ষোড়শাণ্ডকসংযুক্তো নানারূপসমন্বিতঃ।
অনেকশিখরস্তদ্বৎ সর্ব্বতোভদ্র উচ্যতে ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—ষোড়শ অন্তকযুক্ত নানারূপ বিশিষ্ট, অনেক শিখরযুক্ত 'সর্ব্বতোভদ্র' বলা হয় ॥ ২৪৬ ॥

চন্দ্রশালা-সমোপেতো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চভূমিকঃ।
বলভীচ্ছন্দকস্তদ্বচ্ছুকনাসাত্রয়ান্বিতঃ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রশালাযুক্ত পঞ্চভূমিক ও শুকনাসা-যুক্ত প্রাসাদে—'বলভীচ্ছন্দক' ॥ ২৪৭ ॥

বৃষস্যোচ্ছ্রায়তস্তুল্যো বর্ত্তুলশ্চাস্রবর্জ্জিতঃ।
সিংহঃ সিংহাকৃতির্জ্ঞেয়ো মৃগো মৃগসমস্তথা।
কুম্ভঃ কুম্ভাকৃতিস্তদ্বৎ ভূমিকানবকোচ্ছ্রয়ঃ ॥২৪৮॥

অনুবাদ—'বৃষভ' প্রাসাদ বৃষতুল্য উচ্চ, বর্ত্তুল কোণ বজ্জিত, সিংহ সিংহাকৃতি, 'মৃগ' মৃগসম, 'কুম্ভ' —কুম্ভাকৃতি, নব ভূমিক উচ্চ ॥ ২৪৮ ॥

অঙ্গুলীপুটসংস্থানপঞ্চাণ্ডবিভূষিতঃ।
ষোড়শাস্রঃ সমন্তাত্তু বিজ্ঞেয়ঃ স সমুদ্গকঃ।
পার্শ্বয়োশ্চন্দ্রশালাস্য উচ্ছ্রায়ো ভূমিকাদ্বয়ম্ ॥২৪৯॥

অনুবাদ—অঙ্গুলীপুট সংস্থান, পঞ্চাণ্ডক বিভূষিত চতুর্দ্দিকে ষোড়শ কোণ বিশিষ্ট—'সমুদ্গক' জানিবে উভয় পার্শ্বে চন্দ্রশালা, উচ্চতা ভূমিকা দ্বয় ॥ ২৪৯ ॥

হংসো হংসসমাকারো নাতিদীর্ঘো ন চোচ্ছ্রিতঃ।
ষোড়শাস্রঃ স বিজ্ঞেয়ো বিচিত্রশিখরঃ শুভঃ ॥২৫০॥

অনুবাদ—'হংস' প্রাসাদ হংস সম আকৃতি, অতিশয় দীর্ঘ নয়, উচ্চও নয়। ষোড়শ কোণ বিশিষ্ট, বিচিত্র শিখরযুক্ত পবিত্র ॥ ২৫০ ॥

মৃগরাজস্তু বিখ্যাতচন্দ্রশালাবিভূষিতঃ।
প্রাগ্গ্রীবেণ বিশালেন ভূমিকাসু ষড়ুন্নতঃ ॥ ২৫১॥

অনুবাদ—'মৃগরাজ' প্রাসাদ বিখ্যাত চন্দ্রশালা বিভূষিত, বিশাল পূর্ব্বগ্রীব সহ ষড়্ভূমিক উন্নত ॥২৫১

অনেকচন্দ্রশালাস্তু গজপ্রাসাদ উচ্যতে।
পর্য্যন্তগৃহরাজো বৈ গরুড়ো নাম নামতঃ ॥ ২৫২॥

অনুবাদ—'গজ প্রাসাদ'—অনেক চন্দ্রশালাযুক্ত কথিত হয়, 'গরুড়' প্রাসাদ—গৃহরাজ নামে প্রসি ॥ ২৫২ ॥

সপ্তভূম্যুচ্ছ্রয়স্তদ্বচ্চন্দ্রশালাত্রয়ান্বিতঃ।
ভূমিকাষড়শীতিস্তু বাহ্যতঃ সর্ব্বতো ভবেৎ ॥২৫৩॥

অনুবাদ—সপ্ত ভূমিক উচ্চ, চন্দ্রশালাত্রয়যুক্ত বহির্ভাগে সর্ব্বদিগে ষড়শীতিভূমিকা ॥ ২৫৩ ॥

তথান্যো গরুড়ে তদ্বদুচ্ছ্রায়ো দশভূমিকঃ।
পদ্মকঃ ষোড়শাস্রস্তু ভূমিদ্বয়সমন্বিতঃ।
পদ্মতুল্যপ্রমাণেন শ্রীবৃক্ষক ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় 'গরুড়' প্রাসাদে দশ ভূমিক উচ্চতা। 'পদ্মক' প্রাসাদ ষোড়শ কোন বিশিষ্ট, ভূমিদ্বয় সমন্বিত। 'শ্রীবৃক্ষ' প্রাসাদ পদ্মতুল্য পরি-মাণ জানিবে ॥ ২৫৪ ॥

পঞ্চাণ্ডকস্ত্রিভূমিস্তু গর্ভে হস্তচতুষ্টয়ম্ ।
বৃষো ভবতি নাম্না যঃ প্রাসাদঃ সার্ব্বকামিকঃ ॥২৫৫

অনুবাদ—'বৃষ' নামক প্রাসাদ সর্ব্ববিধ কাম্য ফলপ্রদ, পঞ্চাণ্ডক, ত্রিভূমিক, গর্ভে হস্ত চতুষ্টয় ॥ ২৫৫ ॥

সপ্তাষ্টৌ পঞ্চধা চৈব প্রাসাদা যে ময়োদিতাঃ ।
সিংহস্য তে সমা জ্ঞেয়া যে চান্যে তৎপ্রমাণতঃ ॥২৫৬

অনুবাদ—আমাকর্ত্তৃক কথিত প্রাসাদসমূহ বিংশতি সংখ্যক—প্রথম ভাগে সপ্ত, দ্বিতীয় ভাগে অষ্ট, তৃতীয় ভাগে পঞ্চ প্রকার। সিংহের সমান, অন্য যে সকল প্রাসাদ সেই পরিমাণ ॥ ২৫৬ ॥

চন্দ্রশালৈঃ সমোপেতাঃ সর্ব্বে প্রাগ্‌গ্রীবসংযুতাঃ ।
ঐষ্টিকা দারবাশ্চৈব শৈলা বা স্যুঃ সতোরণাঃ
॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রশালা যুক্ত সকল প্রাসাদই পূর্ব্ব গ্রীব যুক্ত। ইষ্টকাময়, দারুময় বা শিলাময় হইলে তোরণদ্বার যুক্ত হইবে ॥ ২৫৭ ॥

মেরুঃ পঞ্চাশদ্ধস্তঃ স্যান্মন্দরঃ পঞ্চহীনকঃ ।
চত্বারিংশত্তু কৈলাসশ্চতুস্ত্রিংশদ্বিমানকঃ ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—মেরু প্রাসাদ পঞ্চাশ হস্ত হইবে, মন্দর পঞ্চহস্ত কম পঞ্চ চত্বারিংশৎ হস্ত, কৈলাশ চত্বারিংশৎ হস্ত, বিমান—চতুস্ত্রিংশৎ হস্ত ॥ ২৫৮ ॥

নন্দিবর্দ্ধনকস্তদ্বদ্দ্বাত্রিংশৎ সমুদাহৃতঃ ।
ত্রিংশতা নন্দনঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বতোভদ্রকস্তথা ।
বর্ত্তুলঃ পদ্মকশ্চৈব বিংশদ্ধস্ত উদাহৃতঃ ॥ ২৫৯ ॥
মৃগঃ সিংহশ্চ কুম্ভশ্চ বলভীচ্ছন্দকস্তথা ।
এতে ষোড়শহস্তাঃ স্যুশ্চত্বারো দেববল্লভাঃ ॥২৬০॥

অনুবাদ—নন্দিবর্দ্ধন—দ্বাত্রিংশৎ হস্ত, ত্রিংশৎ হস্ত নন্দন, সর্ব্বতোভদ্রকও সেই প্রকার, বর্ত্তুল ও পদ্মক প্রাসাদ বিংশহস্ত উদাহৃত। মৃগ, সিংহ, কুম্ভ, বলভী-চ্ছন্দক—এই চারিটি প্রাসাদ দেবগণের প্রিয় ষোড়শ হস্ত হইবে ॥ ২৫৯-২৬০ ॥

টীকা—বর্ত্তুল এব মণ্ডল ইত্যুক্তপরিমাণং কার্য্য-মন্যত্র চাত্মহস্তেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীবৃক্ষৌ মৃগরাজশ্চ সমুদ্গকগজৌ তথা ।
এতে দ্বাদশহস্তাঃ স্যুরেতেষাং হংসকঃ সমঃ ॥২৬১

অনুবাদ—শ্রীবৃক্ষ, মৃগরাজ, সমুদ্গক ও গজ—ইহারা দ্বাদশ হস্ত হইবে, ইহাদের হংসক সমান ॥ ২৬১ ॥

গরুড়োঽষ্টকরো জ্ঞেয়ো বৃষা দশ উদাহৃতঃ ।
এবমেতে প্রমাণেন কর্ত্তব্যাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ—গরুড় অষ্ট হস্ত জানিবে, বৃষ দশহস্ত কথিত। এইরূপ ইহাদের পরিমাণ ও শুভ লক্ষণ কর্ত্তব্য ॥ ২৬২ ॥

যক্ষরাক্ষসনাগানাং মাতৃহস্তঃ প্রশস্যতে ।
তথা মের্বাদয়ঃ সপ্ত জ্যেষ্ঠলিঙ্গে সুখাবহাঃ ॥২৬৩॥
শ্রীবৃক্ষকাদয়শ্চাষ্টৌ মধ্যমস্য উদাহৃতাঃ ।
তথা হংসাদয়ঃ পঞ্চ কন্যসে শুভদা মতাঃ ॥২৬৪॥

অনুবাদ—যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণের প্রাসাদ মাতৃহস্ত প্রশস্ত। সেইরূপ মেরু আদি সপ্ত প্রাসাদ উত্তম পরিমাণে সুখপ্রদা, শ্রীবৃক্ষাদি অষ্ট প্রাসাদ মধ্যম পরিমাণে এবং হংসাদি পঞ্চ প্রাসাদ কনিষ্ঠ পরিমাণে শুভপ্রদ সম্মত ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

টীকা—কন্যসে—কনিষ্ঠলিঙ্গে ॥ ২৬৪ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—
প্রাসাদং সম্প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বসাধারণং শৃণু ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও—সর্ব্বসাধারণ প্রাসাদের কথা বলিব শ্রবণ কর ॥ ২৬৫ ॥

চতুরস্রীকৃতং ক্ষেত্রং ভজেৎ ষোড়শধা পুনঃ।
মধ্যে তস্য চতুর্ভিস্তু কুর্য্যাদ্দ্বারসমন্বিতম্।
দ্বাদশৈব তু ভাগানি ভিত্ত্যর্থং পরিকল্পয়েৎ ॥২৬৬॥

অনুবাদ—ক্ষেত্রকে চতুষ্কোণ করিয়া ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিবে। পুনরায় তাহার মধ্যে চারিটি বিভাগ দ্বারা একটি বিভাগে চারিটি দ্বারযুক্ত করিবে এবং দ্বাদশটি ভাগই ভিত্তির নিমিত্ত পরিকল্পনা করিবে ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—ভজেৎ—বিভজেৎ ॥ ২৬৬ ॥

———

জঙ্ঘোচ্ছ্রায়ন্তু কুর্ব্বীত চতুর্ভাগেন চায়তম্।
জঙ্ঘয়োর্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়ং মঞ্জর্য্যাঃ কল্পয়েদ্বুধঃ ॥২৬৭

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি জঙ্ঘার উচ্চতা ও আয়তন চতুর্ভাগ দ্বারা করিবেন। জঙ্ঘাদ্বয়ের দ্বিগুণ উচ্চতা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মঞ্জরীর কল্পনা করিবেন ॥২৬৭

———

চতুর্ভাগেন মঞ্জর্য্যাঃ কার্য্যা সম্যক্ প্রদক্ষিণা।
তন্মানং নির্গমং কার্য্যমুভয়োঃ পার্শ্বয়োঃ সমম্ ॥২৬৮

অনুবাদ—মঞ্জরীর চতুর্ভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণা রচনা করিবেন। উভয় পার্শ্বের সমান সেই পরিমাণে নির্গম কর্ত্তব্য ॥ ২৬৮ ॥

———

শিখরেণ সমং কার্য্যমগ্রে জগতি বিস্তরম্।
ত্রিগুণেনাপি কর্ত্তব্যং যথাশোভানুরূপতঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—শিখরের সহিত সমান অগ্রে জগতি বিস্তার কর্ত্তব্য। যথাযথ শোভার অনুরূপ ত্রিগুণ দ্বারাও কর্ত্তব্য ॥ ২৬৯ ॥

———

বিস্তারং মণ্ডপস্যাগ্রে গর্ভসূত্রদ্বয়েন তু।
দৈর্ঘ্যাৎ পাদাধিকং কুর্য্যান্মধ্যে স্তম্ভৈর্বিভূষিতম্ ॥২৭০

অনুবাদ—মণ্ডপের অগ্রে গর্ভসূত্রদ্বয় দ্বারা বিস্তার কর্ত্তব্য। দৈর্ঘ্য অপেক্ষা একপাদ অধিক করিয়া মধ্যে স্তম্ভসমূহ দ্বারা বিভূষিত করিবেন ॥ ২৭০ ॥

———

প্রাসাদগর্ভমানং বা কুর্ব্বীত মুখমণ্ডপম্।
একাশীতিপদৈর্বাস্তুমিষ্ট্বা মণ্ডপমারভেৎ ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ—অথবা প্রাসাদের গর্ভ পরিমাণে মুখ-মণ্ডপ করিবেন। একাশীতিপদ অঙ্কন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বাস্তু যাগ করিয়া মণ্ডপ আরম্ভ করিবেন ॥ ২৭১ ॥

———

শুকাঢ্যদ্বারি বিন্যাসে পদান্তস্থান্ যজেৎ সুরান্।
তথা প্রাকারবিন্যাসে যজেদ্দ্বাত্রিংশদন্তগান্ ॥২৭২॥

অনুবাদ—শুকযুক্ত দ্বারদেশ বিন্যাস পূর্ব্বক পদ-মধ্যস্থিত দেবগণকে পূজন করিবে। সেইরূপ প্রাকার বিন্যাস পূর্ব্বক অন্তস্থিত বত্রিশদেবকে পূজন করিবেন ॥ ২৭২ ॥

———

সর্ব্বসাধারণঞ্চৈতৎ প্রাসাদস্য তু লক্ষণম্।
মানেন প্রতিমা যা বা প্রাসাদমপরং শৃণু ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপ সর্ব্বসাধারণ প্রাসাদের লক্ষণ কথিত হইল। প্রতিমা পরিমাণে অন্যরূপ প্রাসাদ লক্ষণ শ্রবণ কর ॥ ২৭৩ ॥

———

প্রতিমায়াঃ প্রমাণেন কর্ত্তব্যা পিণ্ডিকা শুভা।
গর্ভস্তু পিণ্ডিকার্দ্ধেন গর্ভমানাত্তু ভিত্তয়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ—প্রতিমার পরিমাণে মঙ্গলপ্রদা পিণ্ডিকা কর্ত্তব্যা। পিণ্ডিকার অর্দ্ধসহ গর্ভ মন্দির, গর্ভ মন্দিরের পরিমাণে ভিত্তিসমূহ ॥ ২৭৪ ॥

———

ভিত্তেরায়ামমানেন উচ্ছ্রায়ন্তু প্রকল্পয়েৎ।
ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াত্তু দ্বিগুণং শিখরং কল্পয়েদ্গুরুঃ ॥২৭৫॥

অনুবাদ—ভিত্তির আয়াম্ পরিমাণে উচ্চতা কল্পনা করিবেন। ভিত্তির উচ্চতা হইতে দ্বিগুণ শিখর শ্রীগুরুদেব কল্পনা করিবেন ॥ ২৭৫ ॥

———

শিখরস্য তু তুর্য্যেণ ভ্রমণং পরিকল্পয়েৎ।
শিখরস্য চতুর্থেন অগ্রতো মুখমণ্ডপম্ ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—শিখরের তুর্য্যাংশ প্রদক্ষিণা রচনা করিবেন। শিখরের চতুর্থাংশ অগ্রস্থিত মুখমণ্ডপ ॥২৭৬॥

অষ্টকাংশেন গর্ভস্য রথকানান্তু নির্গমঃ।
পরিধেগু'ণভাগেন রথকাংস্তত্র কল্পয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—গর্ভ মন্দিরের অষ্টমাংশে রথকগণের নির্গম। পরিধির গুণভাগ দ্বারা রথকসমূহ রচনা করিবেন ॥ ২৭৭ ॥

তত্তৃতীয়েন বা কুর্য্যাদ্রথকানান্তু নির্গমম্।
রামত্রয়ং স্থাপনীয়ং রথকত্রিতয়ে সদা ॥ ২৭৮ ॥

অনুবাদ—অথবা তাহার তৃতীয়াংশ দ্বারা রথকগণের নির্গম। রথক তিনটিতে সর্ব্বদা রামমূর্ত্তিত্রয় স্থাপন করিবেন ॥ ২৭৮ ॥

টীকা—ভ্রমণং প্রদক্ষিণাং, রথকাদিলক্ষণং চ শিল্পিমুখাদেঃ সম্যক্ জ্ঞাতং ভবতীতি তদ্বিস্তারেণালম্। অন্যচ্চ স্পষ্টমেব ॥ ২৭৬-২৭৮ ॥

শিখরার্থং চ সূত্রাণি রত্নানি বিনিপাতয়েৎ।
শিখরস্যার্দ্ধভাগস্থং সিংহং তত্র চ কারয়েৎ ॥২৭৯॥

অনুবাদ—শিখরনিমিত্ত সূত্রসমূহ ও রত্নসমূহ পাতন করিবেন। শিখরের অর্দ্ধভাগ স্থানে সিংহ রচনা করিবেন ॥ ২৭৯ ॥

শুকনাসাং স্থিরীকৃত্য মধ্যসন্ধৌ নিধাপয়েৎ।
অপরে চ তথা পার্শ্বে তত্তৎ সূত্রং বিধারয়েৎ ॥২৮০।

অনুবাদ—শুকানাসাকে স্থাপন করিয়া মধ্য সন্ধিতে স্থাপন করিবেন। সেইরূপ অপর পার্শ্বেও সেই সেই সূত্র পাতন করিবেন ॥ ২৮০ ॥

তদূর্দ্ধ্বং তু ভবেদংশঃ কণ্ঠঃ শ্যামলসারবান্।
স্কন্ধভুগ্নং তু কর্ত্তব্যং বিকরালং তথৈব চ।
উন্নতং বেদিকামানাৎ কলসং পরিকল্পয়েৎ ॥২৮১॥

অনুবাদ—তাহার উর্দ্ধ্বে শ্যামল ও সারবান্ কণ্ঠ। কলসকে নিম্নস্কন্ধ ও বিকরাল কর্ত্তব্য, সেইরূপ বেদিকা পরিমাণ হইতে উন্নত কল্পনা করিবেন ॥ ২৮১ ॥

কিঞ্চ—
গরুত্মন্তং তথা কুর্য্যাদুপরিষ্টাচ্চতুর্গুণম্।
কুর্য্যাদ্দিক্ প্রতিমায়ামান্ দিক্ষু চাষ্টসু চোপরি ॥২৮২

অনুবাদ—আরও—উপরিভাগে চতুর্গুণ গরুড় করিবেন। উপরে অষ্টদিকে অষ্ট প্রতিমা রচনা করিবেন ॥ ২৮২ ॥

মহাবরাহমৈন্দ্র্যাং তু নরসিংহন্তু দক্ষিণে।
প্রতীচ্যাং শ্রীধরং দেবমুদীচ্যাং হয়শীর্ষকম্ ॥২৮৩॥
আগ্নেয্যাং জামদগ্ন্যঞ্চ নৈর্ঋতে রামমেব চ।
বামনঞ্চৈব বায়ব্যাং বাসুদেবমথাপরে ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বদিকে মহাবরাহ, দক্ষিণে নরসিংহ, পশ্চিমে শ্রীধরদেব, উত্তরে হয়শীর্ষ। অগ্নিকোণে পরশুরাম, নৈর্ঋতে শ্রীরামচন্দ্র, বায়ুকোণে শ্রীবামনদেব, ঈশান কোণে বাসুদেব মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

কিঞ্চ—
পূর্ব্বভূমৌ তু শয়নং দ্বিতীয়ে চাসনং ভবেৎ।
স্থানমেব তৃতীয়ে তু চতুর্থে যানমেব চ ॥ ২৮৫ ॥
পঞ্চমে যোগনিদ্রা চ ষষ্ঠে যোগাসনং ভবেৎ।
স্থানং যোগসমাযুক্তং সপ্তমে পরিকল্পয়েৎ ॥২৮৬॥

অনুবাদ—আরও—পূর্ব্বভূমিতে শয়ন, দ্বিতীয়ে আসন হইবে। তৃতীয়ে স্থান এবং চতুর্থে যান, পঞ্চমে যোগনিদ্রা, ষষ্ঠে যোগাসন হইবে, সপ্তমে যোগযুক্ত স্থান পরিকল্পনা করিবেন ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

নানাগবাক্ষকৈর্যত্নাৎ পত্রবল্ল্যাদিভূষিতম্।
নানাপ্রকার পুষ্পাদ্যৈর্যথাশোভং প্রকল্পয়েৎ ॥২৮৭॥

অনুবাদ—যত্নপূর্ব্বক নানা গবাক্ষদ্বারে পত্র ও লতাদি ভূষিত করিবেন, নানা প্রকার পুষ্পাদি দ্বারা যথাযথ শোভা রচনা করিবেন ॥ ২৮৭ ॥

কনিষ্ঠমধ্যজ্যেষ্ঠানাং প্রাসাদানাং যথাক্রমম্ ।
বসুভার্গবঋত্বিগ্ভিঃ প্রদেয়াচরণা বুধৈঃ ॥ ২৮৮ ॥
দ্বারস্য চাষ্টমে যুক্তে নবমে দশমে তথা ।
ললাটবেধো নৈবং স্যাদায়ামং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥২৮৯॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ প্রাসাদ-সমূহের যথাক্রমে বসু, ভার্গব ও ঋত্বিক্গণ দ্বারা চারণা প্রদান কর্ত্তব্য, দ্বারের অষ্টমে নবমে ও দশমে, যেন ললাট বেধ না হয়। সম্প্রতি আয়াম শ্রবণ কর ॥ ২৮৮-২৮৯ ॥

যাবদ্ধস্তৈরভিপ্রেতঃ প্রাসাদঃ কর্ত্তৃণানঘ ।
তাবদ্ভিরঙ্গুলৈরাপো বসুভাগেন বা ভবেৎ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ! যত হস্ত পরিমাণে প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর্ত্তার ইচ্ছা, তত অঙ্গুলি দ্বারা বা অষ্টাংশ দ্বারা আপ হইবে ॥ ২৯০ ॥

একস্তম্ভো ধ্বজো জ্ঞেয়ো দ্বিস্তম্ভা বেদিকা মতা ।
দশভূম্যন্তরে নিত্যং চতুঃস্তম্ভং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—একস্তম্ভ মণ্ডপকে 'ধ্বজ' বলা হয়, দ্বিস্তম্ভ মণ্ডপকে 'বেদী' এবং দশভূমি মণ্ডপে সর্ব্বদা চতুঃস্তম্ভ রচনা করিবেন ॥ ২৯১ ॥

অথ মণ্ডপলক্ষণবিশেষঃ

মাৎস্যে—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাং তু লক্ষণম্ ।
মণ্ডপান্ প্রবরান্ বক্ষ্যে প্রাসাদস্যানুরূপতঃ ॥২৯২॥

অনুবাদ—অনন্তর মণ্ডপ লক্ষণ বিশেষ, মৎস্য-পুরাণে—অনন্তর মণ্ডপ সকলের লক্ষণ সম্পূর্ণ বলিব। প্রাসাদের অনুরূপ শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ সমূহের লক্ষণ বলিব ॥ ২৯২ ॥

বিবিধা মণ্ডপাঃ কার্য্যা জ্যেষ্ঠমধ্য-কনীয়সঃ ।
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥২৯৩॥

অনুবাদ—জ্যেষ্ঠ মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে মণ্ডপ বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্য। হে দ্বিজসত্তমগণ! নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই সকল বলিব শ্রবণ করুন ॥২৯৩

পুষ্পকঃ পুষ্পভদ্রশ্চ সুবৃত্তোঽমৃতনন্দনঃ ।
কৌশল্যো বুদ্ধিসঙ্কীর্ণো রাজভদ্রো জয়াবহঃ ॥২৯৪॥
শ্রীবৃক্ষো বিজয়শ্চৈব বাস্তুকীর্ণঃ শ্রুতিন্ধরঃ ।
যজ্ঞভদ্রো বিশালশ্চ সংশ্লিষ্টঃ শত্রুমর্দ্দনঃ ॥২৯৫॥
ভাগপঞ্চো নন্দনশ্চ মানবো মানভদ্রকঃ ।
সুগ্রীবো হর্ষণশ্চৈব কণিকারঃ পদার্দ্ধকঃ ॥২৯৬॥
সিংহশ্চ শ্যামভদ্রশ্চ সুভদ্রশ্চ তথৈব চ ।
সপ্তবিংশতিবিখ্যাতা লক্ষণং শৃণুত দ্বিজাঃ ॥২৯৭॥

অনুবাদ—পুষ্পক, পুষ্পভদ্র, সুবৃত্ত, অমৃত নন্দন, কৌশল্য, বুদ্ধিসংকীর্ণ, রাজভদ্র, জয়াবহ। শ্রীবৃক্ষ, বিজয়, বাস্তুকীর্ণ, শ্রুতিন্ধর, যজ্ঞভদ্র, বিশাল, সংশ্লিষ্ট শত্রুমর্দ্দন, ভাগপঞ্চ, নন্দন, মানব, মানভদ্রক, সুগ্রীব, হর্ষণ, কণিকার পদার্ধক, সিংহ, শ্যামভদ্র ও সুভদ্র—এই সপ্তবিংশতি প্রকার বিখ্যাত। হে দ্বিজগণ ইহা-দের লক্ষণ শ্রবণ করুন ॥ ২৯৪-২৯৭ ॥

স্তম্ভা যত্র চতুঃষষ্টিঃ পুষ্পকঃ স উদাহৃতঃ ।
দ্বাষষ্টিঃ পুষ্পভদ্রস্তু ষষ্টিঃ সুবৃত্ত উচ্যতে ॥২৯৮॥
অষ্টপঞ্চাশকঃ স্তম্ভঃ কথ্যতেঽমৃতনন্দনঃ ।
কৌশল্যঃ ষট্ চ পঞ্চাশৎ চতুঃপঞ্চাশতা পুনঃ ।
নাম্না তু বুদ্ধিসংকীর্ণো দ্বিহীনো রাজভদ্রকঃ ॥২৯৯
জয়াবহস্তু পঞ্চাশৎ শ্রীবৃক্ষস্তু দ্বিহীনকঃ ।
বিজয়স্তু দ্বিহীনঃ স্যাদ্বাস্তুসঙ্কীর্ণকস্তথা ।
দ্বাভ্যামেব প্রহীয়েত ততঃ শ্রুতিন্ধরঃ পরঃ ॥৩০০॥
চত্বারিংশদ্‌যজ্ঞভদ্রো দ্বিহীনোঽথ বিশালকঃ ।
ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব সংশ্লিষ্টো দ্বিহীনঃ শত্রুমর্দ্দনঃ ॥৩০১
দ্বাত্রিংশদ্ভাগপঞ্চস্তু ত্রিংশতা নন্দনঃ স্মৃতঃ ।
অষ্টাবিংশো মানবস্তু মানভদ্রো দ্বিহীনকঃ ॥৩০২॥

অনুবাদ—যে মণ্ডপে চতুঃষষ্টি স্তম্ভ তাহাকে পুষ্পক বলা হয়। দ্বিষষ্টি স্তম্ভযুক্ত পুষ্পভদ্র, ষষ্টি

স্তম্ভযুক্ত সুবৃত্ত নামে কথিত। অষ্ট পঞ্চাশ স্তম্ভ—অমৃতনন্দন, কৌশল্য ষট্ পঞ্চাশ, চতুঃপঞ্চাশ স্তম্ভযুক্ত বুদ্ধি সংকীর্ণ, দ্বি পঞ্চাশৎ স্তম্ভ রাজভদ্রক। জয়াবহ মণ্ডপ পঞ্চাশ স্তম্ভ, শ্রীবৃক্ষ অষ্টচত্বারিংশ স্তম্ভযুক্ত, বিজয়—ষট্ চত্বারিংশ, বাস্তু সংকীর্ণ—চতুঃচত্বারিংশ, শ্রুতিঙ্কর—দ্বিচত্বারিংশ, চত্বারিংশৎ হইলে যজ্ঞভদ্র, বিশাল—অষ্টত্রিংশ,—সংশ্লিষ্ট ষট্‌ত্রিংশ, শত্রুমর্দ্দন—চতুঃত্রিংশ, দ্বাত্রিংশস্তম্ভ—ভাগপঞ্চ, ত্রিংশস্তম্ভযুক্ত নন্দন। অষ্টাবিংশ স্তম্ভ—মানব, মানভদ্রক—ষড়্ বিংশস্তম্ভ ॥ ২৯৮-৩০২ ॥

চতুর্বিংশস্তু সুগ্রীবো দ্বাবিংশদ্ধর্ষণো মতঃ।
বিংশতিঃ কর্ণিকারঃ স্যাদষ্টাদশপদার্দ্ধকঃ ॥৩০৩॥
সিংহো ভবেদ্দ্বিহীনশ্চ শ্যামভদ্রো দ্বিহীনকঃ।
সুভদ্রস্তু তথা প্রোক্তো দ্বাদশস্তম্ভসংযুতঃ।
মণ্ডপাঃ কথিতা হ্যেতে যথাবল্লক্ষণান্বিতাঃ ॥৩০৪॥

অনুবাদ—সুগ্রীব—চতুর্বিংশস্তম্ভ, হর্ষণ—দ্বাবিংশ, কর্ণিকার—বিংশ, পদাধিক—অষ্টাদশ, সিংহ—ষোড়শ, শ্যামভদ্র—চতুর্দ্দশ, সুভদ্র—দ্বাদশস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। এই সকল মণ্ডপ যথাযথ লক্ষণযুক্ত কথিত হইল ॥ ৩০৩-৩০৪ ॥

ত্রিকোণং বৃত্তমধ্যস্থমষ্টকোণং দ্বিরষ্টকম্।
চতুষ্কোণঞ্চ কর্ত্তব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্য তু ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—মণ্ডপের সংস্থান ত্রিকোণ, বৃত্তমধ্য, অষ্টকোণ, ষোড়শকোণ ও চতুষ্কোণ কর্ত্তব্য ॥ ৩০৫॥

রাজ্যঞ্চ বিজয়শ্চৈব আয়ুর্বর্দ্ধনমেব চ।
পুত্রলাভঃ শ্রিয়ঃ পুষ্টিস্ত্র্যস্রাদিষু ভবেৎ ক্রমাৎ।
এবং তু শুভদাঃ প্রোক্তা অন্যথা তু ভয়াবহাঃ ॥৩০৬

অনুবাদ—রাজ্য লাভ, বিজয় লাভ, আয়ুবর্দ্ধন, পুত্রলাভ ও সম্পদ বৃদ্ধি ক্রমে ত্রিকোণাদি মণ্ডপের ফল হয়। এই প্রকার লক্ষণ যুক্ত হইলে শুভপ্রদ, বিপরীত হইলে ভয়প্রদ কথিত হইয়াছে ॥ ৩০৬ ॥

অথ তত্র দ্বারনির্ণয়ঃ

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—
গ্রামমধ্যে চ পূর্ব্বে চ প্রত্যক্‌দ্বারং প্রকল্পয়েৎ।
বিদিশাসু চ সর্ব্বাসু তথা প্রত্যঙ্মুখং ভবেৎ।
দক্ষিণে চোত্তরে চৈব পশ্চিমে প্রাঙ্মুখং ভবেৎ ॥৩০৭

অনুবাদ—অনন্তর মণ্ডপে দ্বার নির্ণয়, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—গ্রামমধ্যে ও পূর্ব্বে পশ্চিমদ্বার কল্পনা করিবেন, কোণসমূহে পশ্চিমমুখ দ্বার হইবে। দক্ষিণে, উত্তরে ও পশ্চিমে পূর্ব্বমুখ দ্বার হইবে ॥ ৩০৭ ॥

কিঞ্চ-
বিস্তারাদ্দ্বিগুণং দ্বারং কর্ত্তব্যং তু সুশোভনম্।
জাতরূপং সরজতং তদ্বদৌড়ুম্বরৈর্বৃতম্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—আরও—বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ সুশোভন দ্বার কর্ত্তব্য, উহা স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রমণ্ডিত করিতে হয় ॥ ৩০৮ ॥

উড়ুম্বরোর্দ্ধতঃ স্বর্ণং দ্বাদশাখ্যং ন্যসেদ্‌বুধঃ।
তূর্য্যমঙ্গলঘোষেণ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাম্রের উর্দ্ধদিকে দ্বাদশাখ্য স্বর্ণ মণ্ডিত করিবেন, তুরী, ভেরী প্রভৃতি মঙ্গলধ্বনি সহ ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন পাঠ করাইয়া ॥ ৩০৯ ॥

দ্বারস্য তু চতুর্থাংশে কার্য্যৌ চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ।
দণ্ডহস্তৌ চ কর্ত্তব্যৌ বিষ্বক্‌সেনোপমাবুভৌ ॥৩১০॥

অনুবাদ—দ্বারের চতুর্থাংশ সেনাপতি বিষ্বক্‌সেনের ন্যায় দুইজন দ্বাররক্ষক দণ্ডধারী চণ্ড ও প্রচণ্ডকে রচনা করিবেন ॥ ৩১০ ॥

শাখোর্দ্ধং ন্যস্য রত্নানি ন্যসেদূর্দ্ধমুড়ুম্বরম্।
তস্য মধ্যে স্থিতা দেবী সাক্ষাল্লক্ষ্মীঃ সুরেশ্বরী ॥৩১১

কর্ত্তব্যা দিগ্‌গজৈঃ সা তু স্নাপ্যমানা ঘটৈন তু।
শাখোড়ুম্বরকৌ কার্য্যৌ পত্রবল্ল্যাদিভূষিতৌ ॥৩১২॥

অনুবাদ—শাখার উপরিভাগে রত্নসমূহ বিন্যাস পূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে তাম্র মণ্ডিত করিবেন, তাহার মধ্যে সুরেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী অবস্থিত তাঁহাকে দিক্‌গজগণ ঘটজল দ্বারা স্নান করাইতেছেন। তাম্র নির্ম্মিত বৃক্ষশাখাদ্বয় নির্ম্মাণ করিবেন যাহাতে পত্র ও লতাদি ভূষিত থাকে ॥ ৩১১-৩১২ ॥

———

একশাখং ত্রিশাখং বা ষট্‌শাখং দ্বারমিষ্যতে।
নবশাখঞ্চ কুর্ব্বীত অত উৰ্দ্ধ্বং ন কারয়েৎ।
বিষ্ণুবতাররূপাদৈঃ শাখাং যত্নাদ্বিভূষয়েৎ ॥৩১৩॥

অনুবাদ—দ্বারটি একশাখ, ত্রিশাখ অথবা ষট্‌শাখ ও নবশাখ পর্য্যন্ত করাইতে পারেন, ইহার উর্ধ্ব করাইবেন না। শ্রীবিষ্ণুর অবতারাদি অঙ্কন দ্বারা যত্নপূর্ব্বক শাখাকে বিভূষিত করিবেন ॥ ৩১৩ ॥

———

মাৎস্যে—

চতুঃষষ্টিপদং কৃত্বা মধ্যে দ্বারং প্রকল্পয়েৎ ॥৩১৪॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে—চতুঃষষ্টি পদ করিয়া মধ্যে দ্বার রচনা করিবেন ॥ ৩১৪ ॥

———

বিস্তারাদ্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়স্তত্রিভাগা কটির্ভবেৎ ॥
বিস্তারার্দ্ধাদ্ভবেদ্‌গর্ভো ভিত্তয়োঽন্যাঃ সমন্ততঃ ॥৩১৫

অনুবাদ—বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ, তাহার ত্রিভাগ কটি হইবে। বিস্তারের অর্দ্ধ পরিমিত গর্ভ হইবে, চতুর্দ্দিকে ভিত্তিসমূহ অন্য ॥ ৩১৫ ॥

———

গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং দ্বিগুণমায়তম্‌।
উচ্ছ্রায়াৎ পাদবিস্তীর্ণা শাখাতদ্বদুড়ুম্বরঃ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—গর্ভ মন্দিরের এক চতুর্থাংশ বিস্তীর্ণ দ্বার দ্বিগুণ আয়তন। উচ্চতার চতুর্থাংশ বিস্তীর্ণা উড়ুম্বর শাখা ॥ ৩১৬ ॥

———

বিস্তারপাদপ্রতিমং বাহুল্যং শাখয়োঃ স্মৃতম্‌।
ত্রিপঞ্চসপ্তনবভিঃ শাখাভির্দ্বারমিষ্যতে ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—বিস্তারের চতুর্থাংশ সদৃশ শাখাদ্বয়ের বাহুল্য হইবে। তিন, পাঁচ, সাত ও নয় শাখা বিশিষ্ট দ্বার শিষ্ট সম্মত ॥ ৩১৭ ॥

———

কনিষ্ঠং মধ্যমং জ্যেষ্ঠং যথাযোগং প্রকল্পয়েৎ ॥৩১৮

অনুবাদ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম যথাযোগ্য দ্বার রচনা করিবে ॥ ৩১৮ ॥

———

অঙ্গুলীনাং শতং সার্দ্ধং চত্বারিংশদ্ভিরুত্তমম্‌।
ধন্যমুত্তমমায়ুষ্যং ধনধান্যদমেব চ ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—একশত চত্বারিংশৎ অঙ্গুলী পরিমিত দ্বার উত্তম। ইহা প্রশংসনীয় উত্তম আয়ুপ্রদ ও ধনধান্যপ্রদ ॥ ৩১৯ ॥

———

শতং চাশীতিসহিতং বাতনির্গমনং ভবেৎ।
অধিকং দশভিস্তদ্বন্মধ্যং ষোড়শভিঃ শতম্‌।
বিজ্ঞেয়ং বৈ তৃতীয়ন্তু ভবত্যশীতিভিস্তথা ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—একশত অশীতি সংখ্যক গবাক্ষ যুক্ত হইলে শ্রেষ্ঠ। একশত ষড়্‌বিংশ অঙ্গুলি হইলে মধ্যম, অশীতি অঙ্গুলী হইলে কনিষ্ঠ ॥ ৩২০ ॥

———

শুভদ্বারাণি চৈতানি ক্রমেণোক্তানি সর্ব্বদা।
অন্যানি বর্জ্জনীয়ানি মানসোদ্বেগদানি তু ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা শুভপ্রদ দ্বার এই সকল ক্রমে বলা হইল। অন্য প্রকার দ্বার মনে উদ্বেগ প্রদ, বর্জ্জনীয় ॥ ৩২১ ॥

———

দ্বারবেধং তু যত্নেন সর্ব্ববাস্তুষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—সকল বাস্তুতে যত্নপূর্ব্বক দ্বারবেধ বর্জ্জন কর্ত্তব্য ॥ ৩২২ ॥

———

বৃক্ষকোণাচ্চ ভৃঙ্গারাৎ স্তম্ভকূপধ্বজাদপি।
কুল্যাশ্বভ্রেণ বা বিদ্ধং ন দ্বারং শুভদং ভবেৎ ॥৩২৩

অনুবাদ—বৃক্ষকোণ, ভৃঙ্গার, স্তম্ভ, কূপ, ধ্বজ, কুল্যা ও গর্ত্ত এই সকল দ্বারা দ্বার বিদ্ধ হইলে ঐদ্বার শুভপ্রদ হইবে না ॥ ৩২৩ ॥

ক্ষয়শ্চ দুর্গতিশ্চৈব প্রবাসঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা।
দৌর্ভাগ্যং বন্ধনং রোগো দারিদ্র্যং কলহং তথা।
বিরোধশ্চার্থনাশশ্চ সর্ব্ববেধে ভবেৎ ক্রমাৎ ॥৩২৪॥

অনুবাদ—দ্বারবেধ দোষ থাকিলে ক্ষয়, দুর্গতি, প্রবাস, ক্ষুধা, ভয়, দৌর্ভাগ্য, বন্ধন, রোগ, দারিদ্র্য, কলহ, বিরোধ, অর্থনাশ—ক্রমে এই সকল অশুভ হয় ॥ ৩২৪ ॥

অথ প্রাকারাদি নির্ণয়ঃ

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

প্রাসাদস্য চতুর্ভাগৈঃ প্রাকারস্যোচ্ছ্রায়ো ভবেৎ।
পঞ্চহস্তস্য দেবস্য একহস্তা তু পীঠিকা ॥ ৩২৫ ॥
তস্মাত্তু দ্বিগুণঃ প্রোক্তস্তথা গরুড়মণ্ডপঃ।
একহস্তাদি কুর্ব্বীত ত্রিংশদ্ধস্তান্তমেব চ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রাকারাদি নির্ণয়, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—প্রাসাদের চতুর্থাংশ প্রাচীরের উচ্চতা হইবে, পঞ্চহস্ত প্রতিমার একহস্তা পীঠিকা। তাহার দ্বিগুণ গরুড় মণ্ডপ, একহস্ত হইতে ত্রিংশ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ গরুড়স্তম্ভ হইতে পারে ॥ ৩২৫ ॥

অথ বৃক্ষরোপণনির্ণয়ঃ

মাৎস্যে—

পূর্ব্বেণ ফলিনো বৃক্ষাঃ ক্ষীরবৃক্ষাস্তু দক্ষিণে।
পশ্চিমেন জলং শ্রেষ্ঠং পদ্মোৎপল বিভূষিতম্।
উত্তরেণ নলৈস্তালৈঃ শুভা স্যাৎ পুষ্পবাটিকা ॥৩২৭॥

অনুবাদ—অনন্তর বৃক্ষরোপণ নির্ণয়, মৎস্যপুরাণে—শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে ফলবান্ বৃক্ষসমূহ রোপণ করিবেন, দক্ষিণে ক্ষীরবৃক্ষসমূহ, পশ্চিমে পদ্ম উৎপল বিভূষিত শ্রেষ্ঠ জলাশয়। উত্তরে নল, তাল বৃক্ষ ও পুষ্প বাটিকা ॥ ৩২৭ ॥

সর্ব্বতস্তু জলং শ্রেষ্ঠং স্থিরমস্থিরমেব চ।
সর্ব্বতশ্চাপি কর্ত্তব্যং পরিখাবলয়াদিকম্ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকে স্থির বা অস্থির শ্রেষ্ঠ জলাশয় এবং সর্ব্বদিকে পরিখা ও বলয়াদি কর্ত্তব্য ॥ ৩২৮ ॥

যাম্যে তপোবনস্থানমুত্তরে মাতৃকাগৃহম্।
মহানসং তথাগ্নেয়ে নৈর্ঋতে তু বিনায়কঃ ॥৩২৯॥

অনুবাদ—দক্ষিণে তপোবন স্থান, উত্তরে মাতৃকা গৃহ, অগ্নিকোণে রন্ধনশালা নৈর্ঋতে শ্রীগণেশ মন্দির ॥ ৩২৯ ॥

বারুণে শ্রীনিবাসশ্চ বায়ব্যে গৃহমালিকা।
উত্তরে যজ্ঞশালা তু নির্ম্মাল্যস্থানমেব চ ॥ ৩৩০ ॥
বারুণে সোমদৈবত্যে বলিনির্ব্বপণং স্মৃতম্।
পুরতো গরুড়স্থানং তথান্যেষাং যথোচিতম্।
এবমায়তনং কুর্য্যাচ্ছুভমণ্ডপসংযুতম্ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—পশ্চিমে শ্রীনিবাস লক্ষ্মীমন্দির, বায়ুকোণে গৃহমালিকা, উত্তরে যজ্ঞশালা ও নির্ম্মাল্যস্থান। পশ্চিমে ও উত্তরে বলি অর্পণের স্থান, সম্মুখে গরুড়-স্থান এবং অন্যদের যথাযোগ্য স্থান এইরূপ শুভ-মণ্ডপ সংযুক্ত আয়তন করিবেন ॥ ৩৩০-৩৩১ ॥

ঘণ্টা-বিতানক-সতোরণ-চিত্রযুক্তং
নিত্যোৎসবপ্রমুদিতেন জনেন সার্দ্ধম্।
যঃ কারয়েৎ সুরগৃহং বিবিধধ্বজাঢ্যং
শ্রীস্তং ন মুঞ্চতি সদা দিবি পূজ্যতে চ ॥৩৩২॥

অনুবাদ—মণ্ডপে ঘণ্টা, চন্দ্রাতপ, চিত্রযুক্ত তোরণ দ্বার নিত্য উৎসবানন্দিত ভক্তজনের সহিত বিবিধ ধ্বজাযুক্ত দেবগৃহ নির্ম্মাণ করান, লক্ষ্মীদেবী তাহাকে ত্যাগ করেন না এবং সর্ব্বদা স্বর্গে পূজিত হন ॥ ৩৩২ ॥

অথ জীর্ণোদ্ধারঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—

যস্য রাজ্যস্তু বিষয়ে দেববেশ্ম বিশীর্য্যতে ।
তস্য সীদতি তদ্রাজ্যং দেববেশ্ম যথা তথা ॥৩৩৩॥

অনুবাদ—অনন্তর জীর্ণ উদ্ধার. বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, দেবগৃহবৎ তাহার সেই রাজ্যও দুঃখপায় ॥ ৩৩৩ ॥

কৃত্বা শীর্ণস্য সংস্কারং তথা দেবেশ-বেশ্মনি ।
দ্বিগুণং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৩৪॥

অনুবাদ—শ্রীহরিমন্দিরে জীর্ণ সংস্কার করিয়া নূতন নির্ম্মাণে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩৪ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

পতিতস্য চ যঃ কর্ত্তা পতমানস্য রক্ষিতা ।
বিষ্ণোরায়তনস্যেহ স নরো বিষ্ণুলোকভাক্ ॥৩৩৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে—পতিত শ্রীবিষ্ণু মন্দিরের যিনি নির্ম্মাণ কর্ত্তা, আর পতমান মন্দিরের যিনি রক্ষিতা সেই মানব বিষ্ণুলোকে বাস করিবার উপযুক্ত ॥ ৩৩৫ ॥

অগ্নিপুরাণে—

পতিতং পতমানন্তু তথার্দ্ধস্ফুটিতং নরঃ ।
সমুদ্ধৃত্য হরের্দ্ধাম দ্বিগুণং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—পতিত, পতমান এবং অর্দ্ধ স্ফুটিত শ্রীহরি মন্দিরের উদ্ধার কর্ত্তা মানব নবমন্দির নির্ম্মাণের দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩৬ ॥

দেবীপুরাণে—

মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জীর্ণস্যোদ্ধারমাচরেৎ ॥৩৩৭॥

অনুবাদ—দেবীপুরাণে—নূতন মন্দির নির্ম্মাণ কর্ত্তা অপেক্ষা জীর্ণ সংস্কারকারী শতগুণ পুণ্য প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে জীর্ণ মন্দিরের রক্ষা করিবেন ॥ ৩৩৭ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে চ—

বাপীকূপতড়াগানাং সুরধাম্নাং তথানঘ ।
প্রতিমানাং সভানাঞ্চ সংস্কর্ত্তা যো নরো ভুবি ।
পুণ্যং শতগুণং তস্য ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—হে অনঘ ! এই জগতে যে মানব বাপী, কূপ, তড়াগসমূহের, দেবগৃহের, প্রতিমার ও সভাগৃহসমূহের সংস্কার করেন প্রথম মন্দির কর্ত্তা অপেক্ষা, তাহার শতগুণ পুণ্য হয় ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৩৮ ॥

প্রতিষ্ঠায়া বিধিঃ কার্য্যস্তথা মন্দিরনির্ম্মিতে ।
প্রায়ঃ শ্রীহয়শীর্ষোক্তেরনুসারেণ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৩৩৯ ॥

অনুবাদ—প্রতিষ্ঠা বিধি এবং মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য অধিকাংশ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের উক্তি অনুসারে বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য ॥ ৩৩৯ ॥

দেবালয়প্রতিষ্ঠা চ খ্যাতা তল্লিখনেন কিম্ ?
শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনেনৈব সংপূর্ণা সা বিশেষতঃ ॥৩৪০ ॥

অনুবাদ—দেবালয় প্রতিষ্ঠা বিধি বিখ্যাত তাহা লিখনের কি প্রয়োজন ? শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন বিধি লিখনের দ্বারাই দেবালয় প্রতিষ্ঠা বিধি বিশেষত সম্পূর্ণা হইয়াছে ॥ ৩৪০ ॥

যথোক্তং তত্রৈব—

দেবগৃহং দেবতায়াঃ প্রতিষ্ঠাবিধিনা সদা ।
সংস্কার্য্যং মনুজানান্তু সমুদায়োক্তকর্ম্মণা ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—দেবতার প্রতিষ্ঠা বিধির সমুদায় কম দ্বারা সর্ব্বদা দেবগৃহ সংস্কার করা মানবগণের কর্ত্তব্য ॥ ৩৪১ ॥

অথ শ্রীতুলসীং ধন্যাং বিবাহ্য প্রভুণা সমম্।
সম্প্রতিষ্ঠাপয়েচ্ছক্ত্যা বৈষ্ণবঃ কৃষ্ণতুষ্টিকৃৎ ॥৩৪২॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণতুষ্টিকারী বৈষ্ণব প্রশংসনীয়া, শ্রীতুলসীকে প্রভুর সহিত বিবাহ দিয়া সামর্থ্য অনুসারে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ৩৪২ ॥

অথ তুলসীবিবাহঃ প্রতিষ্ঠাবিধিশ্চ

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ—
বিবাহং সম্প্রবক্ষ্যামি তুলস্যাস্তু যথাবিধি।
যথোক্তং পঞ্চরাত্রে বৈ ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা ॥৩৪৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীতুলসী বিবাহ ও প্রতিষ্ঠা বিধি, শ্রীবশিষ্ঠ বলিলেন—শ্রীতুলসীদেবীর বিবাহ আমি যথাবিধি সম্পূর্ণ বলিব। পুরাকালে ব্রহ্মা-কর্তৃক ভাষিত পঞ্চরাত্রে যথাযথ উক্ত ॥ ৩৪৩ ॥

আদাবেব বনে বাপ্য তুলসীং স্বগৃহেঽপি বা।
বর্ষত্রয়েণ পূর্ণেন ততো যজনমারভেৎ ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—বনে বা নিজগৃহে প্রথমতঃ শ্রীতুলসীকে রোপণ করিয়া বর্ষত্রয় পূর্ণ হইলে তৎপরে যজন আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৪৪ ॥

সৌম্যায়নে প্রকর্ত্তব্যং গুরুশুক্রোদয়ে তথা।
অথবা কার্ত্তিকে মাসি ভীষ্মপঞ্চদিনেষু চ।
বৈবাহিকেষু ঋক্ষেষু পূর্ণিমায়াং বিশেষতঃ ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—উত্তরায়ণে এবং গুরু ও শুক্রের উদয়ে, অথবা কার্ত্তিক মাসে ভীষ্মপঞ্চক দিনে বিবাহযোগ্য নক্ষত্রে বিশেষতঃ পূর্ণিমা তিথিতে ॥ ৩৪৫ ॥

মণ্ডপং কারয়েত্তত্র কুণ্ডবেদীং যথা পুনঃ।
শান্তিকঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মাতৃণাং স্থাপনং তথা।
মাতৃশ্রাদ্ধাদিকং সর্ব্বং বিবাহবৎ সমাচরেৎ ॥৩৪৬॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ বিবাহ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া সেস্থলে কুণ্ড ও বেদী রচনা করাইয়া শান্তিকর্ম্ম ও মাতৃগণের স্থাপন কর্ত্তব্য। বিবাহবৎ মাতৃশ্রাদ্ধাদি সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন ॥ ৩৪৬ ॥

ব্রাহ্মণাংশ্চ শুচিস্নাতান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
ব্রহ্মা বা দেশিকশ্চৈব চত্বারশ্চ তথর্ত্বিজঃ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বেদবেদাঙ্গবিৎ পবিত্র স্নাতক ব্রাহ্মণ মধ্য হইতে ব্রহ্মা বা উপদেষ্টা এবং চারিজন ঋত্বিক বরণ করিবেন ॥ ৩৪৭ ॥

বৈষ্ণবেন বিধানেন বর্দ্ধনীকলসং যজেৎ।
মণ্ডপং কারয়েত্তত্র লক্ষ্মীনারায়ণং শুভম্ ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—তৎপরে বৈষ্ণব বিধানে বর্দ্ধনীঘটকে পূজা করিবেন। বিবাহ মণ্ডপ রচনা করিয়া সেস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের শুভ বিজয় করাইবে ॥ ৩৪৮ ॥

গৃহযজ্ঞং পুরঃ কৃত্বা মাতৃণাং যজনং তথা।
কৃত্বা নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং সৌবর্ণং স্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৩৪৯

অনুবাদ—প্রথমে গৃহযজ্ঞ এবং মাতৃগণের যজন করিয়া নান্দীমুখশ্রাদ্ধের পর স্বর্ণময় শ্রীহরিকে স্থাপন করিবেন ॥ ৩৪৯ ॥

কৃত্বারৌপ্যাঞ্চ তুলসীং লগ্নে ত্বস্তমিতে রবৌ।
বাসঃশতেন মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টয়েৎ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—আর রৌপ্যময়ী তুলসীকে শুভলগ্নে সূর্য্য অস্তগেলে 'বাসঃশতেন' মন্ত্রে পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিবে ॥ ৩৫০ ॥

যদাবধ্নেতি মন্ত্রেণ কঙ্কণং পাণিপল্লবে।
কোঽদাদিতি চ মন্ত্রেণ করগ্রাহো বিধীয়তে ॥৩৫১॥

অনুবাং—যদাবধ্নেতি মন্ত্রে হস্তদ্বয়ে কঙ্কণ, কোঽদাদিতি মন্ত্রে কর গ্রহণ বিধান ॥ ৩৫১ ॥

ততঃ কুণ্ডে সমাগত্য আচার্য্যঃ সহ ঋত্বিজৈঃ।
আচার্য্যো বেদিকাকুণ্ডে জুহুয়াচ্চ নবাহুতীঃ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্য কুণ্ড নিকটে আসিয়া ঋত্বিকগণ সহ আচার্য্য বেদিকা কুণ্ডে নবাহুতী হোম করিবেন ॥ ৩৫২ ॥

বিবাহকর্ম্মবৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবং দেশিকোত্তমৈঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ ততো হোমো বিশেষাদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৩৫৩

অনুবাদ—বৈষ্ণবীয় বিবাহ কর্ম্মবৎ সকল কার্য্য উত্তম আচার্য্য কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য। তৎপরে বিশেষতঃ বিধিপূর্ব্বক হোম কর্ত্তব্য ॥ ৩৫৩ ॥

ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা, নারায়ণায় স্বাহা। মাধবায় গোবিন্দায় বিষ্ণবে মধুসূদনায় ত্রিবিক্রমায় বামনায় শ্রীধরায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় উপেন্দ্রায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় অচ্যুতায় অনন্তায় গদিনে চক্রিণে বিষ্বক্সেনায় বৈকুণ্ঠায় জনার্দ্দনায় মুকুন্দায় অধোক্ষজায় স্বাহা। ইতি হোমঃ ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা—এইরূপে নিম্নোক্ত নাম সমূহ দ্বারা চতুর্ব্বিংশতি কর্ত্তব্য নারায়ণায়, মাধবায়, গোবিন্দায়, বিষ্ণবে, মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়, বামনায়, শ্রীধরায়, হৃষীকেশায়, পদ্মনাভায়, দামোদরায়, উপেন্দ্রায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, অচ্যুতায়, অনন্তায়, গদিনে, চক্রিণে, বিষ্বক্সেনায়, বৈকুণ্ঠায়, জনার্দ্দনায়, মুকুন্দায়, অধোক্ষজায়, স্বাহা। ইতি হোম ॥ ৪৫৪ ॥

যজমানঃ সপত্নীকো অন্যে যে গোত্রবান্ধবাঃ।
প্রদক্ষিণাশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চত্বারো বিষ্ণুনা সহ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—সপত্নীক যজমান এবং অন্য যে সকল গোত্রজ ও বান্ধবগণ বিষ্ণুসহ শ্রীতুলসীকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিবেন ॥ ৩৫৫ ॥

তুলস্যাঃ পাণিগ্রহণে বেদিকায়াং বিভাবসৌ।
শতং কুম্ভং জপেৎ সূক্তং পাবমানীং বিশেষতঃ ॥৩৫৬
তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং নবসূক্তং তথৈব চ।
জীবসূক্তং পুনর্জ্জপ্ত্বা তথা বৈষ্ণবসংহিতাম্ ॥৩৫৭॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসীদেবীর বিবাহে বেদিকাতে, অগ্নিতে শতকুম্ভ সূক্ত ও পাবমানী সূক্ত বিশেষত জপ করিবেন ॥ ৩৫৬ ॥

শঙ্খঝল্লরিনির্ঘোষৈর্ভেরীতূর্য্যস্য নিস্বনৈঃ।
গায়ন্তে মঙ্গলা নার্য্যো মাঙ্গল্যাং বিধিনাচরেৎ।
দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পশ্চাদভিষেকবিধিং ততঃ ॥৩৫৮

অনুবাদ—সেইরূপ শান্তিক অধ্যায়, নবসূক্ত, জীবসূক্ত পুনরায় জপ করিয়া এবং বৈষ্ণব সংহিতা পাঠ করিয়া, শঙ্খ, ঝল্লরি ধ্বনি ও ভেরী, তুরী ধ্বনি সহ নারীগণ মঙ্গল গীতি গান ও বিধিপূর্ব্বক মাঙ্গল্য আচরণ করিবেন, পরে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া তৎপরে অভিষেক বিধি আচরণ করিবেন ॥ ৩৫৮ ॥

ব্রহ্মণে বৃষভং দদ্যাদাচার্য্যং পরিধাপ্য চ।
গাং পটঞ্চ তথা শয্যামাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো দাপয়েদ্বস্ত্রাণ্যেষাং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥৩৫৯

অনুবাদ—ব্রহ্মাকে বৃষ দিবেন, আচার্য্যকে বস্ত্রপরিধান করাইয়া গাভী, বস্ত্র এবং শয্যা প্রদান করাইবেন। ঋত্বিকগণকে বস্ত্রদান করিবেন এবং অন্যান্য দক্ষিণা দিবেন ॥ ৩৫৯ ॥

এবং প্রতিষ্ঠিতাং দেবীং বিষ্ণুনা চ সমর্চ্চয়েৎ।
আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং দর্শনেন প্রণশ্যতি ॥৩৬০॥

অনুবাদ—এইভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীতুলসীদেবীকে বিষ্ণুসহ অর্চ্চন করিবেন, যাঁহার দর্শনে আজন্ম উপার্জ্জিত পাপ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় ॥ ৩৬০ ॥

রোপয়েত্তুলসীং যস্তু সেচয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য যথোক্তেন বিষ্ণুনা সহ মানবঃ ॥ ৩৬১ ॥

স মোক্ষং লভতে জন্তুর্বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ম্ ।
প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্ বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৩৬২ ॥

অনুবাদ—যে মানব তুলসীকে রোপণ করেন এবং যত্নপূর্ব্বক জল সেচন করেন, শাস্ত্র বিধিমত প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণুর সহিত বিবাহ দান করেন। সেই মানব মোক্ষলাভ করেন এবং অক্ষয় বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হন। বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সহিত আনন্দে থাকেন ॥ ৩৬১-৩৬২ ॥

প্রতিষ্ঠা শ্রীতুলস্যাস্তু লিখিতা বিষ্ণুযামলে ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু যামলে শ্রীতুলসীর প্রতিষ্ঠা বিধি লিখিত আছে ॥ ৩৬৩ ॥

অথোপসংহারঃ

যো যো বিশেষোঽপেক্ষ্যঃ স্যাদন্যোঽপি লিখিতেঽত্রিহ।
তত্তচ্ছাস্ত্রাৎ স স জ্ঞেয়ো নিতরাঞ্চ গুরোর্মুখাৎ ॥৩৬৪

অনুবাদ—অথ উপসংহার—এই শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্‌ভিন্ন অন্য যাহা যাহা বিশেষ কিছু জানিবার অপেক্ষা হয়, সেই সেই শাস্ত্র হইতে সেই সেই বিষয় জানিবে অন্য সকল শ্রীগুরুমুখ হইতে অবশ্য জানিবে ॥ ৩৬৪ ॥

সন্ত্যন্যেঽপি সদাচারা বহবঃ শাস্ত্রদর্শিতাঃ।
ন লিখ্যন্তেঽত্র তে সর্ব্বে গ্রাহকাভাবতোঽধুনা ॥৩৬৫

অনুবাদ—শাস্ত্র প্রদর্শিত অন্য বহু সদাচার আছে, সম্প্রতি গ্রাহক অভাবহেতু সে সকল এই গ্রন্থে লিখিত হইল না ॥ ৩৬৫ ॥

কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহমহাত্মনাম্ ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—এই সকল কর্ত্তব্য বিষয় কিন্তু অধি-কাংশ ধনী সদ্ গৃহস্থের জন্য লিখিত হইল, ত্যাগী মহাত্মাগণের জন্য নহে ॥ ৩৬৬ ॥

অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্ত্বসিদ্ধয়ে।
প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তির্হি সদাচারৈকসাধনা ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—এই সকল সদাচার ত্যাগী-মহাত্মা হইবার জন্য পূর্ব্বে অবশ্য প্রয়োজন। কারণ এক-মাত্র সদাচার সাধন হইতেই বিধিভক্তি আবির্ভূত হন। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ প্রকটিতযুগে সদাচার সহ শ্রী-নামসংকীর্ত্তন যুক্ত হইলে প্রেমভক্তি আবির্ভূত হন ॥৩৬৭

তেষাঞ্চ পূর্ব্বলিখিতাৎ কৃত্যান্যেকান্তিলক্ষণাৎ।
ব্যক্তিং যাতান্যথাপ্যন্তে লিখ্যন্তেঽল্পানি কানিচিৎ ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—সংসারত্যাগী মহাত্মাগণেরও অবশ্য কর্ত্তব্য সমূহ পূর্ব্বলিখিত (১০ম বিঃ) একান্তিলক্ষণ মধ্যে প্রকাশিত আছে। অন্য প্রকার ও অল্প কিছু এক্ষণে লিখিত হইতেছে ॥ ৩৬৮ ॥

অথৈকান্তিকৃত্যম্

প্রাক্‌প্রেমভক্তিসম্পত্তেশ্চিহ্নানি লিখিতানি হি।
তান্যেবৈকান্তিনাং প্রায়ো জ্ঞাপকানি বিদুর্বুধাঃ ॥৩৬৯

অনুবাদ—অনন্তর একান্তি কৃত্য—পূর্ব্বে ১০ম ভক্তি সম্পত্তির চিহ্নসমূহ লিখিত হইয়াছে। ঐ গুলিই প্রায় অধিকাংশ একান্তিগণের বিজ্ঞাপক অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানিবেন ॥ ৩৬৯ ॥

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়াযাঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্ ॥৩৭০॥

অনুবাদ—সকল কিছু ত্যাগ করিলেও যাহা ত্যাগ করা যায় না, সর্ব্ববিধ অনর্থের জন্মভূমি ঈদৃশী প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার অস্পর্শনে যত্ন করা শ্রেয় ॥ ৩৭০ ॥

অতএবোক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা (১৮।২৮)—
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ইতি ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—পরিপক্ জ্ঞানবান্ ও নিষ্কাম আমার ভক্ত মোক্ষেও অনাদরকারী প্রেমিক ভক্ত আশ্রম চিহ্ন সহ আশ্রম সমূহ ত্যাগ করিয়া বিধি নিষেধের অধীন না হইয়া বিচরণ করিবেন ॥ ৩৭১॥

একান্তিতাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ ?
॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলদ্বয়ে একনিষ্ঠতা প্রাপ্ত ভক্তগণের ভক্তি স্বাভাবিকই উদিত হয়, তদ্‌বিঘ্ন-জনক উৎকট ব্রতাদিতে কি প্রয়োজন ? ৩৭২ ॥

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥৩৭৩॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—রাগাদি রহিত সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন, প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ বস্তু প্রাপ্ত মদীয় একান্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম জন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৭৩ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তং সমুপাশ্রিতঃ ।
কুরুতেঽখিলপাপানাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ ? ৩৭৪

অনুবাদ—সেইরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—যে কোন ভাবে ভক্ত শ্রীমাধবকে সম্পূর্ণ আশ্রয়কারী সর্ব্ববিধ-পাপের ধ্বংস করিয়া থাকেন, সুতরাং ভজন বিঘ্ন-কারী ব্রতসমূহের কি প্রয়োজন ॥ ৩৭৪ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে মাসোপবাস-কথনান্তে—
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ ।
পরিতোষয়তো বিষ্ণুং নোপবাসোঽজিতাত্মনঃ ॥৩৭৫

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে মাস-ব্যাপি উপবাস কথনারম্ভে—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি সর্ব্বদাই নির্ম্মল এবং শ্রীবিষ্ণুকে সন্তোষ প্রদান-রত, অতএব তাহাদের জন্য উৎকট ব্রতের প্রয়োজন নাই। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের জন্য উপবাসের প্রয়োজন ॥ ৩৭৫ ॥

কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নানহোমজপব্রতৈঃ ?
যেনেন্দ্রিয়গণো ঘোরো নির্জ্জিতোঽদুষ্টচেতসা ? ৩৭৬

অনুবাদ—যিনি ভয়ঙ্কর ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছেন নির্ম্মল চিত্তদ্বারা, তাঁহার পক্ষে বহুতীর্থ ভ্রমণের কি প্রয়োজন এবং স্নান, হোম, জপ, ব্রতসমূহের কি প্রয়োজন ॥ ৩৭৬ ॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা শান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ।
বাসুদেব পরো নিত্যং ন ক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৩৭৭॥

অনুবাদ—যিনি জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বদা শান্ত, সর্ব্ব-প্রাণির মঙ্গল চিন্তারত আছেন, নিত্য শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, তিনি উপবাসাদি দ্বারা ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না ॥ ৩৭৭ ॥

যে স্মরন্তি সদা বিষ্ণুং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ।
তে প্রযান্তি ভয়ং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্ ॥৩৭৮॥

অনুবাদ—যাঁহারা বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা সর্ব্বদা শ্রী-বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ ভয় পরিত্যাগ করিয়া নিরাময় শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৩৭৮ ॥

প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥৩৭৯॥

অনুবাদ—যাঁহারা প্রভাতে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও দিনান্তে শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভবসমুদ্র তরিয়া যান ॥ ৩৭৯ ॥

আনন্দিতোঽথবা চার্ত্তঃ ক্রুদ্ধঃ শান্তোঽথবা হরিম্ ।
যোঽনুকীর্ত্তয়তে ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং পুরীম্ ॥৩৮০

অনুবাদ—যিনি আনন্দিত অথবা রোগাদি পীড়িত, ক্রুদ্ধ অথবা শান্ত যে কোন অবস্থায় নিরন্তর ভক্তিসহ শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুপুরী বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ৩৮০ ॥

গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগ-দুঃখ-সংসারবন্ধনৈঃ ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্ ॥৩৮১॥

অনুবাদ—যে মানব নিত্য নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তিনি কি গর্ভবাসে, কি জন্মকালে, কি জরাগ্রস্ত হইয়া রোগাদি ভোগকালে, সংসার বন্ধনে কোন দুঃখ বা স্মরণে বাধা পান না ॥ ৩৮১ ॥

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—এইভাবে একাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের মধ্যে প্রায়শই পরমপ্রীতি সহ প্রভুর কীর্ত্তন ও স্মরণ-কারীগণের অন্য কিছু করণীয় রুচিকর হয় না ॥ ৩৮২ ॥

ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে ।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন দাস্য সখ্যাদি ভাব অনুসারে প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তির চরণ সেবায় ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিজ ইষ্টমন্ত্র দ্বারা নিজ রস-পুষ্টির সহিতই সেবন বিধি ॥ ৩৮৩ ॥

বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে ।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতিমাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ ॥ ৩৮৪ ॥

অনুবাদ—শাস্ত্র সদাচার বিহিত নিত্যকৃত্য সমূহেই তাহারা স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হন, ইত্যাদি একান্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের মহিমা শাস্ত্রসমূহে বিরাজিত এবং তাহাই লিখিত হইল ॥ ৩৮৪ ॥

সদা সদাচারপরাস্তু যে নরা
ভবন্তি দামোদরভক্ত্যপেক্ষয়া ।
তদীয়পাদাম্বুজধূলিধূসরং
কদা ভবেদস্য শিরোঽধমস্য মে ? ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল মানব শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের শ্রীচরণে ভক্তি লাভের প্রয়োজনে সর্ব্বদা সদাচার পরায়ণ তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি দ্বারা কবে এই অধম আমার মস্তক ধূসরিত হইবে ? ৩৮৫ ॥

শ্রীনন্দসুন্দর মুকুন্দপদারবিন্দ-
প্রেমামৃতাব্ধিরস-তুন্দিলমানসা যে
নানার্থবৃন্দমনুসন্দধতে ন চ স্বং
তেষাং পদাব্জমকরন্দমধুব্রতঃ স্যাম ॥৩৮৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
প্রাসাদিকো নাম বিংশতিতমো বিলাসঃ ॥
সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীহরিভক্তিবিলাসো গ্রন্থঃ

অনুবাদ—যে শ্রীনন্দনন্দনের সৌন্দর্য্যে মুক্তি কুৎসিত হয়, সেই মুকুন্দের শ্রীচরণকমলের প্রেমামৃত সিন্ধুর রসে পরিপূর্ণ মানস সরোবর যাঁহাদের এবং যাঁহারা স্বপ্রয়োজনে নানা পুরুষার্থ সমূহ অনুসন্ধান করেন না, তাঁহাদের চরণকমল মধুপায়ী ভ্রমর আমি যেন হইতে পারি ॥ ৩৮৬ ॥

ইতি শ্রীল গোপাল ভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিলাসে প্রাসাদিক নামক বিংশতিতম বিলাস ॥ ২০ ॥ সম্পূর্ণ গ্রন্থ ১৪৬৫ শকাব্দে সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে কার্ত্তিকমাসে এই গ্রন্থ বৃন্দাবনান্তর্গত শ্রীনন্দালয়ে সমাপ্ত হইলেন ॥

॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সমাপ্ত ॥